চিরন্তন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত

রামায়ণম্

অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা

আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী



RÁMÁYANAM

By

VÁLMÍKI

2nd volume

(Sundara, Yuddha & Uttara kand)

Bengali translation, discussion & editing

By

Ácharya Dr. Dhyanesh Naráyan Chakrabarti

National Fellow of Vedavidya

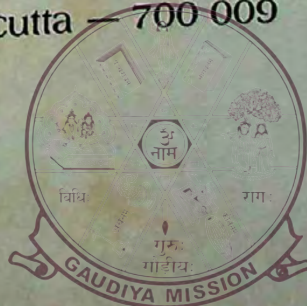
Government of India

1997

New Light

10/2B, Ramanath Majumdar Street

Calcutta — 700 009



NEW LIGHT : GROWTH AT A GLANCE

We Illustrate Source
We Sponsor Parentage
We Design Truth
We Depict Origin

we are in search of source, parentage, truth and origin of wisdom



মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত

রামায়ণম্

দ্বিতীয় খণ্ড

(সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তরকাণ্ড)

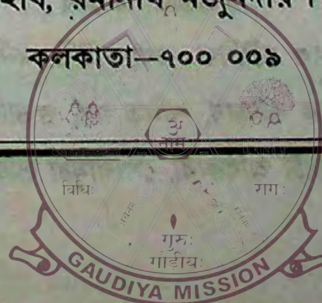
অনুবাদ আলোচনা সম্পাদনা

আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

নিউলাইট

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা—৭০০ ০০৯



প্রকাশক ❑ চন্দন মাইতি
Chandan Maity ❑ Publisher

নিউলাইট
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০ ০০৯, ফোন—২৪১-৪২৫২

New Light
10/2B, Ramanath Majumder Street,
Calcutta—700 009 Phone-241-4252

প্রথম সংস্করণ ❑ জানুয়ারি ১৯৯৭
January 1997 ❑ First Edition

মূল্য ❑ ৩০০ টাকা
Rs. 300/- ❑ Price

প্রকল্প সম্পাদক ❑ গুরুপ্রসাদ মহান্তি
Guruprasad Mohanti ❑ Project Editor

প্রধান উপদেষ্টা ❑ ডঃ অলোক রায়
Dr. Alok Ray ❑ Chief Adviser

পাণ্ডুলিপি নিয়ামক ❑ ডঃ মুক্তিপদ চক্রবর্তী
❑ Manuscript Controller
Dr. Muktipada Chakraborty

গ্রাফিক্স ❑ জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
Jyotiprokash Bandyopadhyay ❑ Graphics

নির্মাণ-নিয়ন্তা ❑ উত্তম দাস
Uttam Das ❑ Production-in-Charge

প্রচ্ছদ রচনা ❑ ইন্দ্রনীল ঘোষ
Indranil Ghosh ❑ Cover

বর্ণবিন্যাস ❑
লেসার ইম্প্রেসান
২, গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা—৭০০০ ০০৪

❑ Composing
Laser Impressions
2, Ganendra Mitra Lane
Calcutta—700 004

গ্রাফকো
প্লট নং–২৭০, মিলননগর,
সল্টলেক, সেক্টর-৪
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ—৩৫১-৫৯০২

GRAPHCO
Plot No.270, Milannagar,
Salt Lake, Sec. IV
Calcutta—700 091
Phone—351-5902

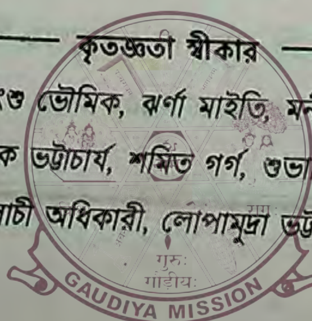
মুদ্রণ ❑
অটো অফসেট প্রাঃ কোং
৯৩, দক্ষিণদাঁড়ি রোড
কলকাতা—৭০০ ০৪৮

❑ Printer
Auto Offset Pvt. Co.
93, Dakshindanri Road,
Calcutta —700 048

গ্রন্থক ❑ জলিল-উদ্দিন এণ্ড কোং
Jaliluddin & Co ❑ Binders

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অপূর্ণ মাইতি, পার্থ সরকার, সুধাংশু ভৌমিক, ঝর্ণা মাইতি, মনীষা মাইতি, প্রদীপকুমার লাহিড়ী, নির্মল দাস, দীপক দাস, সৌমিক ভট্টাচার্য, শমিত গর্গ, শুভাশিস মণ্ডল, দৈবতপ্রসাদ মহান্তি, সব্যসাচী অধিকারী, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য।



সমর্পণ পত্রম্

যুগান্তরে শ্রী শ্রী সীতারামের

নবকলেবর-কলিকল্মষ-নাশন-শাস্ত্রাবতার-নামপ্রেমবিগ্রহ

অনন্তশ্রীবিভূষিত সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের উদ্দেশ্যে

বঙ্গভাষাশ্রিত এই বাল্মীকি-রামায়ণ

বাঙ্‌ময়ী পূজারূপে

সমর্পিত হলো



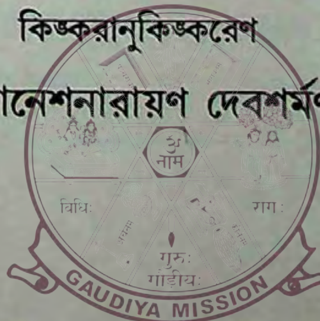
শ্রীমদোঙ্কারনাথায় সীতারাম-স্বরূপিণে।

বঙ্গ-রামায়ণং গ্রন্থং সমর্পয়ামি পুণ্যদম্॥

ইতি

কিঙ্করানুকিঙ্করেণ

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ দেবশর্মণা



বিনম্র নিবেদন

রামং দাশরথিং প্রফুল্লবদনং দূর্বাদল শ্যামলং
কৌশল্যা-প্রিয়পুত্রকং গুণমণিং সীতাপতিং সুন্দরম্।
বীরেন্দ্রং রঘুবংশরত্নমমলং ভূভার-সংহারকং
বন্দে ভক্তজনার্তি-নাশবরদং দিব্যং গুণাতীতকম্॥
মহর্ষি মহতাং শ্রেষ্ঠং কবীনাং চ মহাকবিং।
নমামি পুণ্যনিলয়ং বাল্মীকিং তপসোজ্জ্বলম্॥
ওঙ্কারনাথ দেবায় গুরবে পরমাত্মনে।
সীতারাম-স্বরূপায় নাম প্রেমাত্মনে নমঃ॥

কৃপাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের অপার করুণায় রামায়ণম্-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। ১৪০২ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমীতে প্রথম চারটি কাণ্ড নিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বহু শ্রমে অবশিষ্ট তিন কাণ্ড নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড একবৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে বহির্ভারতের রামকথা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং আরো নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত হলো। উত্তরকাণ্ডের অনুবাদে সাংবাদিক -সারস্বত শ্রীগুরুপ্রসাদ মহান্তির আনুকূল্য স্মরণীয়। প্রকাশক রামকথা-প্রচারে উদ্যোগী শ্রীচন্দন মাইতির অকুণ্ঠ অর্থব্যয় এবং উৎকণ্ঠা স্মরণ করি। একক প্রয়াসে এই সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনার দুঃসাধ্যব্রত এই পর্যন্ত ইতঃপূর্বে উদযাপিত হয় নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' গ্রন্থের 'অশেষ' কবিতার ভাষায় দেবী সরস্বতীকে বলতে পারি—

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্রশত
তোমার দুয়ারে—
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু'ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী
ডাক ক্ষণে ক্ষণে।
বেছে নিলে আমারেই দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান—
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরগ্রহণের নির্ধারিত কালের তিনবৎসর পূর্বেই যে সব কর্তব্যপালনের জন্য স্বেচ্ছায় সেবা-নিবৃত্ত হয়েছিলাম তার প্রধানটিই সম্পন্ন হলো। ভগ্নস্বাস্থ্য, পরিজনবর্গের নিরন্তর অসুস্থতা এবং জাগতিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বহু পাঠকের অসীম আগ্রহই আমাকে অতন্দ্রসাধনায় নিরত রেখেছিলো। কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে শ্লোকসূচী দেওয়া গেলো না। আরো অনেক বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা ছিলো। সময়াভাবে হলো না। উৎকণ্ঠিত পাঠকেরা এখন আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। ভগবৎকৃপায় দ্বিতীয় সংস্করণ হলে তাতে ঐসব সংযোজিত করা যাবে। আপাতত বলি— পেপীয়তাং-মধু সর্বে রামায়ণ -রসাশ্রিতং। প্রার্থায় ভবতাং তাবৎ কল্যাণীয় শুভৈষণম্॥

কলকাতা বইমেলা '৯৭
'ঋষিধাম'
পোঃ দত্তপুকুর—৭৪৩২৪৮
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ।

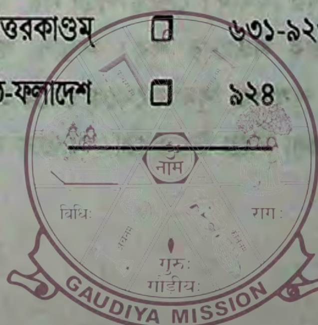


ইতি—
সৎকথা-পাঠক-কৃপার্থী
বি-নত
শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

সূচীপত্রম্


GAUDIYA MISSION GRANTHAMANDIR
ACC No.:
Coll No
Date
1188
1190

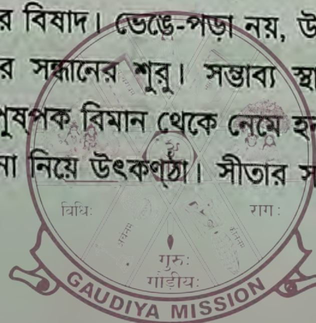

GAUDIYA MISSION GRANTHAMANDIR
ACC No.:
Coll No
Date
119


নাম
GAUDIYA MISSION

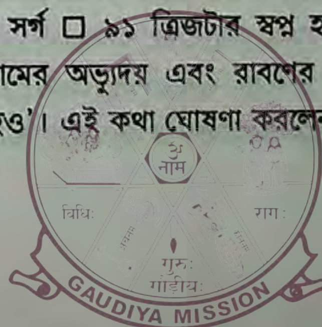
সর্গ-সংক্ষেপ সূচী

সুন্দরকাণ্ড

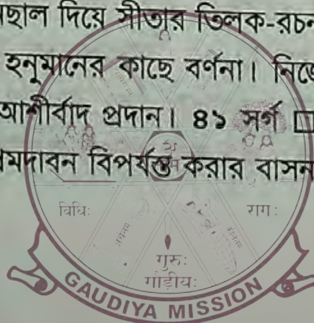
১ সর্গ □ ১ সীতার অন্বেষণে লঙ্কাগমনের ইচ্ছায় হনুমানের মহেন্দ্রপর্বতের শিখর হতে লম্ফ-প্রদান। সাগরের অনুনয়ে সাগর থেকে উত্থিত মৈনাকপর্বতের শিখরে বিশ্রামের জন্য হনুমানকে প্রার্থনা নিবেদন। মৈনাককে সম্মানিত করার জন্য করতলের দ্বারা মৈনাককে স্পর্শ করে পুনরায় লম্ফপ্রদানে গমন।তাঁর বল এবং বুদ্ধির পরীক্ষার জন্য দেবতাদের দ্বারা সুরসাদেবীকে প্রেরণ। মুখ হাঁ-করে অপেক্ষারতা রাক্ষস রূপিণী সুরসার উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ। এবং উদর বিদীর্ণ করে বহিরাগমন। আবার একভাবেই মুখ হাঁ -করে গিলে খেতে-চাওয়া সিংহিকা-নাম্নী রাক্ষসীর উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ। এবং উদর বিদীর্ণ করে বহির্গমন। হনুমানের লঙ্কাদর্শন। আকাশপথ হতে লম্বগিরি শিখরে নিপতন। ২ সর্গ □ ১৬ রাক্ষসদের দ্বারা লঙ্কা সুরক্ষিত। তাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য চিন্তা করে হনুমান নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করলেন। চন্দ্রোদয়কালে তাঁর লঙ্কায় প্রবেশ। ৩ সর্গ □ ২০ রাতে লঙ্কা-প্রবেশের সময় হনুমানের কাছে লঙ্কার পাহারাদাত্রী মহারাক্ষসীর আবির্ভাব। সে করতলে আঘাত করে শব্দের দ্বারা হনুমানকে লঙ্কায় প্রবেশে নিষেধ করলো। নারী বলে বামমুষ্টির দ্বারা হনুমান-কর্তৃক তাকে আঘাত-প্রদান। তখন বিহ্বলা রাক্ষসীর দ্বারা হনুমানের লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ অনুমোদিত। ৪ সর্গ □ ২৩ প্রথমে বাম-পদ নিক্ষেপ করে হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ। নগরের মধ্যে নানাবিধ বাদ্য বেজে চলেছে। নানাধরণের অস্ত্র নিয়ে আসল সৈনিকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব বাদ্য শুনে এবং দৃশ্য অবলোকন করে হনুমানের অন্তঃপুরে প্রবেশ। ৫ সর্গ □ ২৬ আকাশ প্রাঙ্গণে চন্দ্রদেবের অবতরণ। হনুমানের দ্বারা নানা রাক্ষস-রাক্ষসীর দর্শন। সীতাদেবীকে দেখে হনুমানের চিন্তা। ৬ সর্গ □ ২৯ লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলো রাবণের বাসগৃহ। তারই নিকটে প্রহস্ত-প্রমুখ রাক্ষসদের গৃহে সীতাকে অন্বেষণ করে হনুমানের রাবণের গৃহে প্রবেশ। ৭ সর্গ □ ৩২ রাবণের ভবনের এবং পুষ্পক বিমানের বর্ণনা। ৮ সর্গ □ ৩৪ আবার বিস্তৃতভাবে পুষ্পক বিমানের বর্ণনা। ৯ সর্গ □ ৩৫ রাবণের গৃহে সীতার সন্ধানে হনুমানের পুষ্পক বিমানে আরোহণ। নানা অবস্থায় গভীরভাবে নিদ্রিতা রমণীদের দর্শন। ১০ সর্গ □ ৪০ পুষ্পক বিমানে বসে হনুমান দেখলেন নানা অলঙ্কারে ভূষিত রাবণ উজ্জ্বল শয্যায় শুয়ে আছেন, রয়েছে নানা উপকরণ। অদূরে নটীরা মৃদঙ্গ-বীণাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে সুন্দর শয্যায় শুয়ে আছে মন্দোদরী। অত্যন্ত উজ্জ্বল তার অলঙ্কারের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। তাকেই সীতা ভেবে হনুমানের আনন্দ। ১১ সর্গ □ ৪৪ মন্দোদরীর প্রতি সীতাবুদ্ধি হওয়ার পর বিশেষ-করে আলোচনা করে সেই বুদ্ধি হতে হনুমান নিবৃত্ত হলেন। মদ্যপানের ভূমিতে দেখলেন রাবণকে, তার নানাদিকে ছড়িয়ে-থাকা নানাভাবে অবস্থিত রমণী এবং পানপাত্র সব দেখলেন। হনুমান ছিলেন জিতেন্দ্রিয়। তাই, পরস্ত্রীদর্শন পরিহার করে সেখানে সীতাকে না দেখে আবার তাঁর সন্ধানের জন্য উপক্রম করলেন। ১২ সর্গ □ ৪৮ চিত্রগৃহ এবং কুঞ্জভবন-গুলিতে সীতার অন্বেষণ। না পেয়ে হনুমানের মনে হলো সীতাকে হত্যা করা হয়েছে। অকৃতকার্য হয়ে সুগ্রীবের কাছে গেলে বিফলতার জন্য বিপদের আশঙ্কা ভেবে হনুমানের বিষাদ। ভেঙে-পড়া নয়, উৎসাহের সঙ্গে কর্ম-সাধনই ফলদায়ক ভেবে হনুমানের দ্বারা আবার সীতার সন্ধানের শুরু। সম্ভাব্য স্থানগুলিতে সীতাকে না পেয়ে আবার হনুমানের শোক। ১৩ সর্গ □ ৫০ পুষ্পক বিমান থেকে নেমে হনুমানের বিদ্যুদ্‌গতিতে সীতার সন্ধান। তাঁকে না দেখে তাঁর বিনাশের সম্ভাবনা নিয়ে উৎকণ্ঠা। সীতার সন্ধান না-পেয়ে রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে



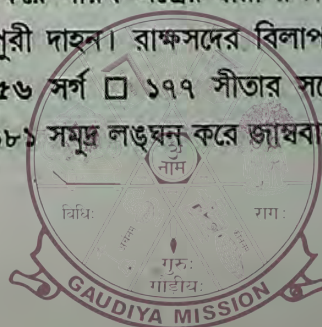
সেই বিষয়ে নিবেদন করা না-করা নিয়ে বিশেষ দোষের চিন্তন। হনুমানের কিষ্‌কিন্ধায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ। প্রায়োবেশন করে প্রাণত্যাগের বাসনা। রাবণ-বধাদি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে হনুমানের অশোক-বন দর্শন। সেইখানে সন্ধান করতে হবে চিন্তা করে দেবতা, ঋষি এবং ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনাপূর্বক অন্বেষণের ইচ্ছা। **১৪ সর্গ** □ ৫৫ অশোকবনের প্রাচীর লাফিয়ে ভেতরে হনুমানের প্রবেশ। তার সৌন্দর্য-দর্শন। একগাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চলায় গাছের ডালগুলিতে কাঁপন। ফল, ফুল আর পাতার খসে-পড়া। সীতাকে সন্ধান করতে গিয়ে বনের মধ্যে সোনার বেদী দেখলেন। সেইখানে একটি শিশুগাছকে দেখলেন সোনায়-ঘেরা। তারই কাছে দেখলেন একটি নদী বয়ে চলেছে। **১৫ সর্গ** □ ৫৯ শিশুগাছের ওপরে হনুমানের অবস্থান। সকলদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ। মন্দিরের মতো প্রাসাদে সীতার মতো চেহারার এক নারীকে দর্শন। বিবিধ যুক্তিতে সীতা বলেই তাকে নির্ধারণ। **১৬ সর্গ** □ ৬৩ সীতার পবিত্র-চরিত্রের এবং লক্ষ্মণের প্রশংসা করে তার এই দুরবস্থা দেখে হনুমানের শোক। **১৭ সর্গ** □ ৬৫ ভগবান চন্দ্র মধ্যগগনে উদিত। ভয়ঙ্কর বিকৃতমুখী রাক্ষসীদের দ্বারা সীতা পরিবৃতা। সীতাকে দেখে হনুমানের মনে মনে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম। শিশুগাছের ওপরে গোপনে অবস্থান। **১৮ সর্গ** □ ৬৮ রাতের শেষে শত শত কামিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কামার্ত রাবণের সীতার সমীপে আগমন। রাবণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে দেখার জন্য হনুমানের শিশুবৃক্ষের ডগা থেকে নিঃশব্দে অবতরণ। শাখার নীচে লুকিয়ে অবস্থান। **১৯ সর্গ** □ ৭০ রাবণের ভয়ে কম্পমানা এবং পরিম্লানা সীতার অবস্থা বর্ণনা। তাঁকে বশীভূত করার জন্য রাবণের প্রয়াস। **২০ সর্গ** □ ৭২ রাবণের দ্বারা সীতাকে প্রলোভন। **২১ সর্গ** □ ৭৫ দুর্জন সংসর্গ পরিহার করে রাখার জন্য সীতার উভয়ের মধ্যে তৃণ-নিক্ষেপ। সীতা-কর্তৃক শান্তবাক্যে মঙ্গলকর উপদেশ দান এবং রামের গুণকীর্তন। রামের সঙ্গে মৈত্রীর শুভফল এবং শত্রুতায় অশুভফলের কথন। রামের কাছে আত্মসমর্পণ করে মিত্রতা-স্থাপনের জন্য রাবণের প্রতি সীতার উপদেশ। **২২ সর্গ** □ ৭৭ সীতার এইরকম ভর্ৎসনায় 'দুই মাস অপেক্ষা করে তোমায় হত্যা করবো'—বলে রাবণের দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। রাবণ পত্নীদের চোখের ইশারায় আশ্বস্তা সীতার দ্বারা রাবণের প্রতি আবার ভর্ৎসনা-বাক্য প্রয়োগ। ভয় দেখিয়ে ও সান্ত্বনা-বাক্যে সীতাকে বশীভূত করার জন্য বিকৃত-বদনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের রাবণ-কর্তৃক নিয়োগ। ধান্যমালিনী নাম্নী রাবণের অন্যতমা পত্নীর দ্বারা রাবণ নিবৃত্ত। অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে রাবণের নিজ নিবাসে গমন। **২৩ সর্গ** □ ৮১ রাবণের নিযুক্তা একজটা-প্রমুখ রাক্ষসীদের দ্বারা রাবণের প্রশংসা-কীর্তন। তার দ্বারা সীতাকে মুগ্ধ করার প্রয়াস। **২৪ সর্গ** □ ৮২ রাক্ষসীদের দ্বারা তিরস্কৃতা হয়েও সীতা দৃঢ়চিত্তা অরুন্ধতী, শচী-প্রমুখের পাতিব্রত্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, মৃত্যু হলেও পরপুরুষকে গ্রহণ আমি কিছুতেই করতে পারবো না। শিংশপা বৃক্ষে-রক্ষিত হনুমানের হানা অস্ত্র তুলে নিয়ে রাক্ষসীরা সীতাকে ভয় দেখাচ্ছে। তখন সীতার ক্রন্দন। তাঁর প্রতি রাক্ষসীদের কঠোর-বাক্য প্রয়োগ। **২৫ সর্গ** □ ৮৬ রাক্ষসীদের তর্জন সহ্য করতে পারলেন না সীতা। অশোকতরুর শাখা আশ্রয় করে রাম-প্রমুখের উদ্দেশ্যে আহ্বান করছেন। চোখের জল ফেলে সীতা কাঁদছেন। **২৬ সর্গ** □ ৮৭ রাক্ষসীদের দ্বারা নিদারুণভাবে ভৎর্সিতা হয়েও—'তোমরা আমায় মেরে ফেললেও আমি তোমাদের কথা প্রতিপালন করবো না।'—সীতার এই প্রতিজ্ঞা। রাম কেন তাঁকে নিয়ে যেতে আসছেন না, তার নানাকারণ কল্পনা করে বিলাপ। **২৭ সর্গ** □ ৯১ ত্রিজটার স্বপ্ন হতে উঠে সীতাকে ভর্ৎসনাকারিণী রাক্ষসীদের ভর্ৎসনা—'আজ আমি রামের অভ্যুদয় এবং রাবণের অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখেছি, তাই সীতাকে ভর্ৎসনা হতে তোমরা নিবৃত্ত হও'। এই কথা ঘোষণা করলেন। তারপর রাক্ষসীদের জিজ্ঞাসার



উত্তরে ত্রিজটা-কর্তৃক স্বপ্নবৃত্তান্তের বর্ণনা। ২৮ সর্গ □ ৯৪ রাবণ-প্রযুক্ত রাক্ষসীদের তিরস্কার ও তাড়না সহ্য করতে না পেরে সীতার বহু বিলাপ। বেণীকে দড়ির মতো গলায় ফাঁস লাগিয়ে সীতার আত্মহত্যার প্রয়াস—তখন পূর্বে অনুভূত শুভলক্ষণ-সমূহের আবির্ভাব। ২৯ সর্গ □ ৯৭ শুভলক্ষণগুলির বর্ণনা। পূর্বের লক্ষণগুলির মতো এখানে এই লক্ষণগুলিতে রোমাঞ্চ-সঞ্চার। ফলে তার কল্যাণকারিত্ব ও আনন্দ অনুভব। ৩০ সর্গ □ ৯৮ শিংশপাবৃক্ষে অবস্থানরত হনুমান প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখলেন। বর্তমানে সীতাকে তাঁর আশ্বাসদানের দোষ-গুণ বিচার। যথাসময়ে আশ্বাসদান কর্তব্য। এই বিষয়ে নির্ণয়। ৩১ সর্গ □ ১০১ শিংশপাবৃক্ষে বসে মানুষের ভাষায় রামচন্দ্রের জন্ম হতে সীতাদর্শন পর্যন্ত ঘটনাবলীর হনুমানের দ্বারা বর্ণনা। তা শুনে সীতাদেবীর আনন্দে চারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ। শিংশপাবৃক্ষে হনুমানের দর্শন। ৩২ সর্গ □ ১০২ সীতা চিন্তায় তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন। ৩৩ সর্গ □ ১০৪ সীতার কাছে হনুমানের আত্মপরিচয় দান। সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামের বনগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা। ৩৪ সর্গ □ ১০৬ হনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ। তার সমাধানে হনুমানের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলীর কীর্তন। ৩৫ সর্গ □ ১০৮ সমাগত হনুমান রামচন্দ্রের দূত কিনা জানার জন্যে জানকীর প্রশ্ন। হনুমানের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণের গাত্রবর্ণ চিহ্নাদির বর্ণনা। সুগ্রীবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ হতে সীতার দর্শন পর্যন্ত ঘটনাসমূহের কীর্তন। ৩৬ সর্গ □ ১১৬ হনুমানের প্রতি সীতার গভীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনুমানের দ্বারা সীতাকে রামচন্দ্রের আংটি-প্রদান। আংটি পেয়ে সীতার আনন্দ। হনুমানের প্রশংসা এবং রামচন্দ্রের মুখের কুশল জিজ্ঞাসা। 'রাম এতোদিন আসেন নি' বলে রাম সীতাকে প্রীতির চোখে দেখেন না—আশঙ্কায় সীতার ক্রোধ। 'আপনার অবস্থানের স্থান না জানায় রাম আসতে পারেন নি'—বলে হনুমানের উক্তি। হনুমানের দ্বারা সীতার প্রতি রামের প্রেমের বার্তা প্রদান ও রামের শোকের বর্ণনা। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামের প্রয়াসের বর্ণনা। সীতাকে আশ্বাস প্রদান। ৩৭ সর্গ □ ১২০ সীতার বিচ্ছেদে রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকার্ত—এই কথা সীতা শুনলেন। রামচন্দ্রকে সত্বর নিয়ে আসার জন্য হনুমানের নিকট দুঃখিতা সীতার প্রার্থনা। সীতার শোক সইতে না পেরে হনুমানের উক্তি— 'আসুন আমার পীঠে উঠুন। আমিই আপনাকে রামের কাছে নিয়ে যাবো'—তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ছোটো শরীর নিয়ে সীতাকে পীঠে করে নিয়ে-যাওয়া অসম্ভব মনে করে হনুমানের বিশাল শরীর ধারণ। তাঁর সঙ্গে গমন করা সমীচীন নয় বলে সীতার উত্তর। রামকে দ্রুত নিয়ে আসার জন্য হনুমানকে প্রেরণ। ৩৮ সর্গ □ ১২৫ হনুমান যে সীতার কাছে এসেছেন সে বিষয়ে রামের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য সীতা-কর্তৃক কাকাসুরের বৃত্তান্ত কথন। তাই অভিজ্ঞানরূপে জানাবার জন্য সীতা-কর্তৃক আদেশদান। রামকে প্রণাম এবং লক্ষ্মণকে কুশল জানালেন। বললেন রাবণের নির্দিষ্ট দুই মাসের মধ্যে কেবল একমাসই আমি জীবিত থাকবো'। এই প্রতিজ্ঞা করে অভিজ্ঞানরূপে চূড়ামণি প্রদান। ৩৯ সর্গ □ ১৩০ চূড়ামণি গ্রহণ করে হনুমান প্রস্থানে উদ্যত। সীতা নিজের কুশল নিবেদন করলেন। 'আমার উদ্ধারের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে উৎসাহিত করো—দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘনের সামর্থ্য রঘুবীরদের আছে কি নেই'—সীতার আশঙ্কা। সীতার কাছে হনুমানের নিজের শক্তির বর্ণনা। 'নাই থাক, আমি তাঁদের পীঠে করে নিয়ে এখানে উপস্থিত হবো'—এই বলে সীতাকে আশ্বাসদান। ৪০ সর্গ □ ১৩৩ রামকে স্মরণ করার জন্য মনছাল দিয়ে সীতার তিলক-রচনা। কাকের প্রতি বাণক্ষেপ।—এই দু'টি ঘটনা রামের স্মরণে আনার জন্যে হনুমানের কাছে বর্ণনা। নিজের দুর্দশার নিবেদন। তা থেকে মুক্তির প্রার্থনা। হনুমানকে গমনের জন্য আশীর্বাদ প্রদান। ৪১ সর্গ □ ১৩৫ জানকীর বাক্য শুনে রাক্ষসদের শক্তি-পরীক্ষায় হনুমানের ইচ্ছা। প্রমদাবন বিপর্যস্ত করার বাসনা এবং তা কার্যে রূপায়ণ। ৪২ সর্গ □



১৩৭ হনুমানের দ্বারা প্রমদাবনকে বিধ্বস্ত হতে দেখে রাক্ষসীরা সীতাকে জিজ্ঞেস করলো—'এ কেন সীতা উত্তর দিলেন—'আমি জানিনে। মনে হয় কোনো রাক্ষস।' সীতার এই উত্তর শুনে কয়েকজন দূতের রাবণের কাছে গমন। তারা বললে যে সীতা যেই অংশে আছেন সেটি ছাড়া সমগ্র বন ধ্বংস করা হয়েছে। রাবণের প্রেরিত কিঙ্কর-নামক রাক্ষসদের নিধনবার্তা শুনে রাবণ-কর্তৃক প্রহস্তের পুত্রকে প্রেরণ। ৪৩ সর্গ □ ১৪০ রাবণের প্রেরিত কিঙ্কর-নামক সৈন্যদের হত্যা করে রাক্ষস দু'কুলের দেবতাদের মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংসে হনুমানের উদ্যোগ। প্রাসাদের রাক্ষসেরা হনুমানকে প্রহার করলে হনুমানের দ্বারা তাদের বিনাশ। রামনাম কীর্তনান্তে হনুমানের দ্বারা নিজের পরাক্রমের প্রকটন। চৈত্য এবং প্রাসাদের স্তম্ভ-উৎপাটন করে হনুমান সেগুলিকে মুগুরের মতো ঘোরাতে লাগলেন। তারপর তিনি প্রাসাদ-সমূহ দগ্ধ করে দিলেন। (অতঃপর) আকাশে উঠে তিনি বললেন—'অবিলম্বেই এই নগরী এবং তোমরা ভস্মীভূত হয়ে যাবে।' ৪৪ সর্গ □ ১৪২ হনুমানকে নিগৃহীত করার জন্য রাবণ-কর্তৃক জম্বুমালীকে প্রেরণ। যুদ্ধে তার বিনাশ। ৪৫ সর্গ □ ১৪৪ পবননন্দন হনুমান যেমন কিঙ্কর-নামক রাক্ষসদের বধ করে ছিলেন। তেমনি মন্ত্রীপুত্র সাতজনকেও যমালয়ে প্রেরণ করলেন। তারপর আবার তোরণের উপর উঠে সেইখানে তাঁর অবস্থান। ৪৬ সর্গ □ ১৪৫ তারপর রাবণ-প্রেরিত পাঁচজন সেনাপতিকে হত্যা করে আবার তোরণের উপর গিয়ে হনুমানের অবস্থান। ৪৭ সর্গ □ ১৪৮ হনুমানের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত রাবণপুত্র অক্ষের বধ। ৪৮ সর্গ □ ১৫৩ রাবণের দ্বারা হিতোপদিষ্ট হয়ে ইন্দ্রজিতের হনুমানের কাছে গমন। দ্রুতগামী হনুমানের কাছে ইন্দ্রজিতের বাণ ব্যর্থ। তখন ইন্দ্রজিতের দ্বারা হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রে র সাহায্যে বন্ধন। বন্ধনমোচনে সমর্থ হলেও রাবণকে দর্শনের ইচ্ছায় হনুমানের দ্বারা ইন্দ্রজিতের অনুগমন। এবং রাবণের কাছে গমন। ৪৯ সর্গ □ ১৫৮ রাবণের মহাপুরুষ-চিহ্ন, সম্পদ এবং ঐশ্বর্য দেখে হনুমানের বিস্ময়। ভাবলেন—রাবণ যদি ধর্মভ্রষ্ট না হতেন তাহলে তাঁর দ্বারা দেবলোকেরও শাসনের সম্ভাবনা ছিলো। ৫০ সর্গ □ ১৬০ রাবণের আদেশে প্রহস্ত-কর্তৃক হনুমানের কাছে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা। বন তছনছ করার এবং রাক্ষস নিধনের কারণ জিজ্ঞাসা। হনুমানের দ্বারা রাবণের দর্শন। আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযুদ্ধের কথা বলে নিজেকে রামের দূত বলে পরিচয়-দান। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মাস্ত্র হতে মুক্তি-লাভ সুলভ হলেও আপনাকে দর্শন করার বাসনায় সাধারণ বন্ধন-অস্ত্রের অনুসরণ করে এখানে এসেছি—এই কথা জানানো। ৫১ সর্গ □ ১৬১ হনুমানের দ্বারা বানর সমীপে রামের বন-গমন হতে সীতা-দর্শন পর্যন্ত সকল ঘটনার নিবেদন। রামের মহিমা বর্ণনা করে তার কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে নিজের জীবন রক্ষা এবং রাজ্যের ঐশ্বর্য রক্ষার্থে মন দেবার জন্য উপদেশ। ৫২ সর্গ □ ১৬৪ হনুমানের কর্কশবাক্য শুনে রাবণের ক্রোধ। তাঁকে বধের আদেশ। 'দূত অবধ্য'—এই যুক্তির দ্বারা বিভীষণের রাবণকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ। ৫৩ সর্গ □ ১৬৭ রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা হনুমানের পুচ্ছকে বেষ্টন করলো। ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করে তাদের হনুমানকে নিয়ে লঙ্কা প্রদক্ষিণ। রাক্ষসীদের কাছ হতে এই কথা শুনে অগ্নিদেবের কাছে শপথপূর্বক সীতাদেবীর প্রার্থনা। তোরণের উপর আরোহণ করে হনুমানের নিজের শরীরের সঙ্কোচ-সাধন এবং এইভাবে পুচ্ছের অগ্নি হতে মুক্তিলাভ। তারপর নিজের শরীরকে পরিবর্ধিত করে পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা রক্ষী এবং রাক্ষসদের দ্বারা হত্যা। ৫৪ সর্গ □ ১৭১ হনুমানের দ্বারা লঙ্কাপুরী দাহন। রাক্ষসদের বিলাপ। ৫৫ সর্গ □ ১৭৫ সীতার জন্য হনুমানের চিন্তা। তার নিরাকরণ। ৫৬ সর্গ □ ১৭৭ সীতার সঙ্গে হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎকার। তারপর সমুদ্র লঙ্ঘন। ৫৭ সর্গ □ ১৮১ সমুদ্র লঙ্ঘন করে জাম্ববান অঙ্গদাদির সঙ্গে হনুমানের মিলন।

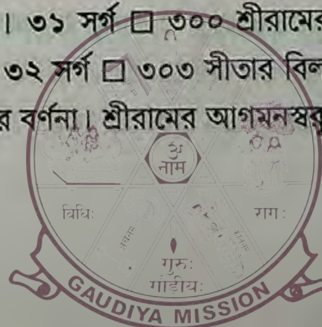


৫৮ সর্গ □ ১৮৪ জাম্ববান জিজ্ঞাসা করায় হনুমানের দ্বারা লঙ্কাযাত্রার যাবতীয় বৃত্তান্ত-বর্ণনা। ৫৯ সর্গ □ ১৯৫ বানরদের কাছে হনুমানের দ্বারা সীতার দুরবস্থার বর্ণনা। ৬০ সর্গ □ ১৯৮ নিজের পরাক্রমের প্রশংসায় অঙ্গদ উৎসাহিত। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণাদি রাক্ষসের বিনাশে তার উদ্যোগ। বিবেচক জাম্ববান যুক্তির দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করলেন। ৬১ সর্গ □ ১৯৯ মহেন্দ্রপর্বত হতে কিষ্‌কিন্ধার দিকে চলেছে বানরেরা। পথের মধ্যে সুগ্রীবের প্রিয়তম দধিমুখ-রক্ষিত মধুবনে তাদের অবতরণ। অঙ্গদের আদেশে মধুবনের ফলভোজনে নিরত বানরবৃন্দকে দধিমুখের নিবারণ। নখ এবং দাঁত দিয়ে তাকে বানরদের আক্রমণ। ৬২ সর্গ □ ২০১ হনুমানের অনুমতি পেয়ে বানরদের ক্ষোভের সঙ্গে মধুবনে প্রবেশ ও মধুপান করে নৃত্যগীতাদিসহ মত্ততা। নিষেধকারী বনরক্ষক বিতাড়ন। বিতাড়িত বনরক্ষকদের দধিমুখের কাছে সব ঘটনা জানিয়ে নালিশ। আবার দধিমুখ তাদের নিষেধ করতে এলে অঙ্গদের দ্বারা তাকে প্রহার ও ভূতলে নিষ্‌পেষণ। তখন সুগ্রীবকে সব জানাবার জন্য দধিমুখ ও বনরক্ষীদের কিষ্‌কিন্ধায় গমন। রামের কাছে অবস্থিত সুগ্রীবকে প্রণাম। ৬৩ সর্গ □ ২০৪ সুগ্রীবের কাছে দধিমুখের দ্বারা মধুবন ধ্বংসের বিবরণ নিবেদন। লক্ষ্মণের দ্বারা সুগ্রীবের কাছে দধিমুখের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা। সেই বৃত্তান্ত শুনে বানরদের আনন্দোদ্‌গম দেখে সীতার সন্ধানপ্রাপ্তিতে লক্ষ্মণের নিশ্চয়। দধিমুখকে আশ্বাস প্রদান। শীগ্‌গির অঙ্গদ-প্রমুখকে পাঠাবার নির্দেশ। ৬৪ সর্গ □ ২০৬ মধুবনে সুগ্রীবের আদেশ নিয়ে এসে দধিমুখের অঙ্গদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা। সত্বর সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য সুগ্রীবের আদেশ বিজ্ঞাপন। সুগ্রীবের সমীপে হনুমান-প্রমুখের সঙ্গে অঙ্গদের গমন। এবং প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বার্তা নিবেদন। ৬৫ সর্গ □ ২০৯ রামচন্দ্র সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। শিংশপাগাছের নীচে রাক্ষসীদের মধ্যে সীতা বসে আছেন এই সংবাদ নিবেদন করে হনুমান সীতা প্রদত্ত স্মারক বস্তু তাঁকে সমর্পণ করলেন। ৬৬ সর্গ □ ২১১ সীতাদেবী প্রেরিত চূড়ামণি বুকে ধরে রামচন্দ্র অনেকক্ষণ বিলাপ করলেন। তারপর সীতার বলা কথাগুলি আবার বলার জন্য হনুমানকে রামচন্দ্রের অনুরোধ। ৬৭ সর্গ □ ২১৩ হনুমান বর্ণনা করলেন সীতা-কথিত চিত্রকূটপর্বতে সঙ্‌ঘটিত সেই রাক্ষস-বৃত্তান্ত রূপ স্মারক ঘটনা। সীতার করুণ বিলাপে হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন—এই সব ঘটনা। ৬৮ সর্গ □ ২১৬ সমুদ্র-তরণে বানরদের শক্তি আছে কিনা, সীতার এই সন্দেহের কথা হনুমানের দ্বারা রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন। এবং তার পরিহার বিষয়ে বর্ণনা।

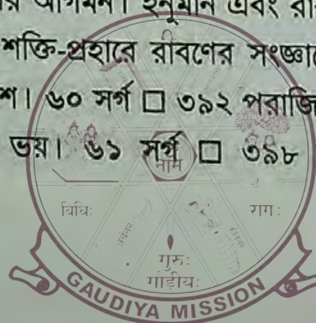
যুদ্ধকাণ্ড

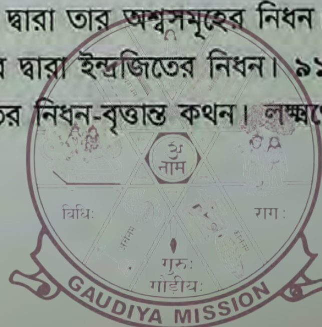
১ সর্গ □ ২২১ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হনুমানের প্রশংসা এবং সমুদ্র অতিক্রম করার চিন্তা। ২ সর্গ □ ২২২ শোকার্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশবাক্য। ৩ সর্গ □ ২২৪ হনুমানের কাছে শ্রীরামের লঙ্কার পরিচয় জিজ্ঞাসা। হনুমানের দ্বারা পরিচয়প্রদান। ৪ সর্গ □ ২২৬ বানরসেনাদি নিয়ে শ্রীরামাদির প্রস্থান। সমুদ্রতীরে তাঁদের একত্র সমাবেশ। ৫ সর্গ □ ২৩৪ সীতার জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ। ৬ সর্গ □ ২৩৬ কর্তব্য-নির্ধারণের জন্য রাবণ-কর্তৃক মন্ত্রিগণকে যথোচিত উপদেশ দানের জন্য অনুরোধ। ৭ সর্গ □ ২৩৭ রাক্ষসদের দ্বারা রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের বল এবং পরাক্রমের বর্ণনা। রামের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ জয়লাভ করবে'—এই বিশ্বাস-উৎপাদন। ৮ সর্গ □ ২৩৯ শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু, বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির রাবণের কাছে উৎসাহ-প্রদর্শন। ৯ সর্গ □ ২৪১ 'শ্রীরাম অজেয়'—এই কথা বলে রামের কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য রাবণের নিকটে বিভীষণের অনুরোধ। ১০ সর্গ □ ২৪২

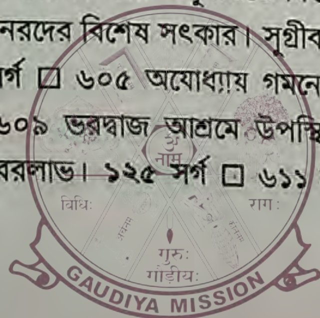
রাবণের অন্তঃপুরে বিভীষণের গমন। অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা। রাবণের দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রত্যাখ্যান এবং বিভীষণকে বিদায়-প্রদান। ১১ সর্গ □ ২৪৫ রাবণের সঙ্গে তাঁর সভাসদ্গণের একত্র সম্মেলন। ১২ সর্গ □ ২৪৭ নগর-রক্ষায় সৈন্যনিয়োগ। সীতার প্রতি নিজের আসক্তির উল্লেখ করে রাবণের দ্বারা তাঁর হরণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা। ভবিষ্যৎ কর্তব্যের জন্য সভাসদগণের কাছে নির্দেশ প্রার্থনা। প্রথমে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তিরস্কার এবং পরে সকল শত্রুসৈন্য বধের কর্তব্যভার নিজের জন্য গ্রহণ। ১৩ সর্গ □ ২৫০ সীতাকে জোর করে উপভোগের জন্য রাবণের প্রতি মহাপার্শ্বের উক্তি। বলাৎকারে বহ্মশাপপ্রাপ্তির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন। এবং সীতা যে জোর করে ধর্ষণের পাত্রী নন—তার বর্ণনা। ১৪ সর্গ □ ২৫২ 'রাম অজেয়'—এই কথা বলে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ। ১৫ সর্গ □ ২৫৪ বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস। বিভীষণের দ্বারা ইন্দ্রজিতকে তিরস্কার ও যথার্থ সত্য-কথন। ১৬ সর্গ □ ২৫৬ রাবণকর্তৃক বিভীষণের প্রতি তিরস্কার। বিভীষণেরও রাবণের প্রতি তিরস্কার প্রদান। ও সভাত্যাগ। ১৭ সর্গ □ ২৫৮ শ্রীরামের নিকট বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ। তাকে আশ্রয়দান বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীরামের পরামর্শ। ১৮ সর্গ □ ২৬২ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতকে রক্ষা করার মহত্ত্ব। তাঁর নিজের ব্রত বর্ণনা। বিভীষণের সঙ্গে মিলন। ১৯ সর্গ □ ২৬৫ শ্রীরামের চরণে বিভীষণের আশ্রয়-গ্রহণ। রামের জিজ্ঞাসায় বিভীষণের দ্বারা রাবণের শক্তির পরিচয়-প্রদান। রাবণবধের জন্য শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা। লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক। সমুদ্রতীরে শিবির-সন্নিবেশ। ২০ সর্গ □ ২৬৮ শার্দূলের পরামর্শে রাবণের দ্বারা এক রাক্ষসকে শুকের বেশে বিভীষণের কাছে দূতরূপে প্রেরণ। বানরবৃন্দের দ্বারা তার দুর্দশার কারণ-বর্ণন। শ্রীরামের কৃপায় তার সঙ্কটমোচন। রাবণের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের উত্তর প্রদান। ২১ সর্গ □ ২৭১ সমুদ্রতীরে কুশাসনে তিনদিন ধরে শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থান। সমুদ্রদেবের অদর্শনে ক্রোধে বাণ-নিক্ষেপ করে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করা। ২২ সর্গ □ ২৭৪ সমুদ্রের পরামর্শে নলের দ্বারা সাগরের ওপর শতযোজন দীর্ঘ সেতুনির্মাণ। সেই সেতুপথে বানরদের নিয়ে শ্রীরাম -প্রমুখের সমুদ্রের অপরপারে গমন। সেখানে সেনাসন্নিবেশ। ২৩ সর্গ □ ২৮০ শ্রীরামকর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে অমঙ্গলজনক ঘটনাবলীর বর্ণনা। ২৪ সর্গ □ ২৮১ শ্রীরামের দ্বারা লক্ষ্মণের কাছে লঙ্কার শোভা -বর্ণনা। ব্যূহবদ্ধভাবে সৈন্যদের অবস্থানের জন্য রামের আদেশ। তাঁর আদেশে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুকের রাবণসমীপে গমন। শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য-প্রদর্শন। রাবণ-কর্তৃক নিজের সৈন্যের গর্বপ্রদর্শন। ২৫ সর্গ □ ২৮৪ রাবণের দ্বারা শুক ও সারণকে গুপ্তভাবে বানরসেনার মধ্যে প্রেরণ। বিভীষণ-কর্তৃক তাদের বন্ধন। রামের কৃপায় তাদের মুক্তি। শ্রীরামের সংবাদ নিয়ে তাদের লঙ্কায় গমন এবং রাবণের কাছে সেই সংবাদ নিবেদন। ২৬ সর্গ □ ২৮৭ রাবণের কাছে সারণের দ্বারা বানর দলপতিগণের পৃথক পৃথগ্ পরিচয়-প্রদান। ২৭ সর্গ □ ২৯০ বানরসেনাদের মধ্যে প্রধান দলপতিদের পরিচয়-প্রদান। ২৮ সর্গ □ ২৯৩ সুগ্রীব মন্ত্রিমণ্ডলী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, বিভীষণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান করে শুকের দ্বারা বানরসৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ। ২৯ সর্গ □ ২৯৬ রাবণের দ্বারা শুক-সারণকে তিরস্কার ও বহিষ্কার। শ্রীরামের কৃপায় বানরদের হাত হতে রাবণ-প্রেরিত গুপ্তচর মণ্ডলীর মুক্তিলাভ। এবং লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। ৩০ সর্গ □ ২৯৮ রাবণের কাছে গুপ্তচর এবং শার্দূলের বানরসেনা বৃত্তান্ত কথন। প্রধান বীরদের পরিচয়-প্রদান। ৩১ সর্গ □ ৩০০ শ্রীরামের মায়ারচিত মস্তক দেখিয়ে সীতাকে মোহিত করার জন্য রাবণের প্রয়াস। ৩২ সর্গ □ ৩০৩ সীতার বিলাপ ৩৩ সর্গ □ ৩০৬ সীতাদেবীকে সরমার সান্ত্বনা-দান। রাবণ'কৃত মায়ার বর্ণনা। শ্রীরামের আগমনস্বরূপ প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন। তাঁর বিজয়



বিষয়ে বিশ্বাস-স্থাপন। ৩৪ সর্গ □ ৩০৯ সীতার অনুরোধে সরমার দ্বারা তাঁকে (সীতাকে) মন্ত্রিগণের সঙ্গে রাবণের নিশ্চিতরূপ অভিপ্রায় নিবেদন। ৩৫ সর্গ □ ৩১১ শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করার জন্য রাবণের প্রতি মাল্যবানের প্রবোধবাক্য। ৩৬ সর্গ □ ৩১৪ মাল্যবানের আক্ষেপ। নগরীর রক্ষণ-ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রাবণের অন্তঃপুরে গমন। ৩৭ সর্গ □ ৩১৫ রাবণ'কৃত লঙ্কাপুরীর রক্ষণ-ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রীরামের কাছে বিভীষণের সমাচার-জ্ঞাপন। লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে আক্রমণ করার জন্য শ্রীরামকর্তৃক সেনাপতিগণকে নিয়োগ। ৩৮ সর্গ □ ৩১৮ বানরবাহিনীর সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সুবেলপর্বতে আরোহণ। তথায় রাত্রিযাপন। ৩৯ সর্গ □ ৩১৯ বানরদের সঙ্গে শ্রীরামের সুবেলপর্বতের শিখর হতে লঙ্কা-দর্শন। ৪০ সর্গ □ ৩২১ সুগ্রীব এবং রাবণের মল্লযুদ্ধ। ৪১ সর্গ □ ৩২৪ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সুগ্রীবকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্তি। লঙ্কার চারটি দ্বারে বানরসৈন্যদের নিয়োগ। রাবণের সভায় অঙ্গদের পরাক্রম-প্রকাশ। বানরদের আক্রমণে রাক্ষসদের ভয়। ৪২ সর্গ □ ৩৩১ লঙ্কার ওপর বানরদের আক্রমণ। রাক্ষসদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ৪৩ সর্গ □ ৩৩৪ দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরদের দ্বারা রাক্ষসদের পরাজয়। ৪৪ সর্গ □ ৩৩৭ রাত্রিতে বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। অঙ্গদের হাতে ইন্দ্রজিতের পরাজয়। অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রজিতের মায়াবলে নাগ-বাণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্ধন। ৪৫ সর্গ □ ৩৪০ ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সংজ্ঞালোপ। বানরদের শোকপ্রকাশ। ৪৬ সর্গ □ ৩৪২ শ্রীরাম লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে বানরদের শোক। ইন্দ্রজিতের উল্লাস। বিভীষণের দ্বারা সুগ্রীবকে সান্ত্বনাদান। লঙ্কায় গিয়ে পিতা রাবণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের শত্রুবর্গের বৃত্তান্ত-কথন। প্রসন্ন রাবণের নিজপুত্রকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন। ৪৭ সর্গ □ ৩৪৬ বানরগণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রক্ষা। রাবণের নির্দেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে বসিয়ে নিহত শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখাবার জন্য রাক্ষসীদের রণভূমিতে গমন—তাঁদের দেখে দুঃখিতা সীতার ক্রন্দন। ৪৮ সর্গ □ ৩৪৭ সীতার বিলাপ। ত্রিজটার দ্বারা 'শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন'-এই আশ্বাস দিয়ে সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন। ৪৯ সর্গ □ ৩৫০ চেতনা ফিরে পেয়ে শ্রীরামের তখন অচেতন লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ। প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে বানরদের প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশদান। ৫০ সর্গ □ ৩৫২ বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরদের পলায়ন। জাম্ববানের দ্বারা তাদের আশ্বাসদান। বিভীষণের বিলাপ। সুগ্রীবের দ্বারা তাকে সান্ত্বনাদান। গরুড়ের আগমন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ হতে বিমুক্ত করে প্রতিগমন। ৫১ সর্গ □ ৩৫৭ শ্রীরামের বন্ধনমুক্তির সংবাদ শুনে রাবণ চিন্তিত। যুদ্ধের জন্য ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ। স-সৈন্যে তার নগরত্যাগ। ৫২ সর্গ □ ৩৫৯ ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ। হনুমানের দ্বারা তার বিনাশ। ৫৩ সর্গ □ ৩৬২ যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের অভিযান। বজ্রদংষ্ট্রের দ্বারা বানরদের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসদের নিধন। ৫৪ সর্গ □ ৩৬৪ অঙ্গদ ও বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ। অঙ্গদের দ্বারা তাঁর বিনাশ। ৫৫ সর্গ □ ৩৬৭ রাবণের আদেশে অকম্পনাদি রাক্ষসদের যুদ্ধযাত্রা। বানরদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ৫৬ সর্গ □ ৩৬৯ শ্রীহনুমানের দ্বারা অকম্পনের বিনাশ। ৫৭ সর্গ □ ৩৭২ রাবণের নির্দেশে বিশাল সেনাসহ প্রহস্তের যুদ্ধ গমন। ৫৮ সর্গ □ ৩৭৫ নীলের দ্বারা প্রহস্তের বিনাশ। ৫৯ সর্গ □ ৩৮০ প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখার্ত রাবণের যুদ্ধের জন্য আগমন। তার সঙ্গে সমাগত প্রধান বীরদের পরিচয়। রাবণের আঘাতে সুগ্রীবের মূর্ছা। যুদ্ধের জন্য লক্ষ্মণের আগমন। হনুমান এবং রাবণের পরস্পরের চপেটাঘাত। রাবণের বাণাঘাতে নীলের মূর্ছা। লক্ষ্মণের শক্তি-প্রহারে রাবণের সংজ্ঞালোপ। চেতনালাভের পর যুদ্ধে রামের দ্বারা পরাজয় ও রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ। ৬০ সর্গ □ ৩৯২ পরাজিত রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ সম্পাদন। তার দর্শনে বানরদের ভয়। ৬১ সর্গ □ ৩৯৮ বিভীষণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে



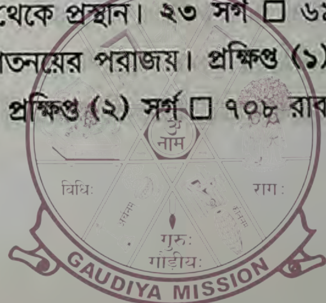

ওঁ
নাম
বিধি:
রাগ:
গুরু:
গৌড়ীয়:
GAUDIYA MISSION


GAUDIYA MISSION

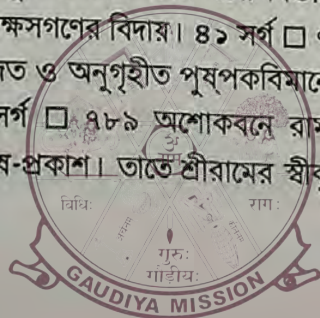
এবং ভরতকে শ্রীরামের সংবাদ-প্রদান। তাতে প্রসন্ন ভরত-কর্তৃক হনুমানকে উপহার দান। **১২৬ সর্গ** □ ৬১৪ হনুমানের দ্বারা ভরতকে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনবাস সম্পর্কে সকল বৃত্তান্ত শোনানো। **১২৭ সর্গ** □ ৬১৮ শ্রীরামকে স্বাগতি জানানোর জন্যে অযোধ্যার প্রস্তুতি। রামকে আনয়ন করার জন্য প্রজাগণের সঙ্গে ভরতের নন্দিগ্রামে গমন। শ্রীরামের আগমন। ভরতাদির সঙ্গে তাঁর মিলন। কুবেরের কাছে পুষ্পক বিমান প্রেরণ। **১২৮ সর্গ** □ ৬২২ রাম-সমীপে ভরতের দ্বারা রাজ্য প্রত্যর্পণ। শ্রীরামের নগরযাত্রা। রাজ্যাভিষেক। বানরসমূহের বিদায়। রামায়ণ গ্রন্থ-মাহাত্ম্য।

উত্তরকাণ্ড

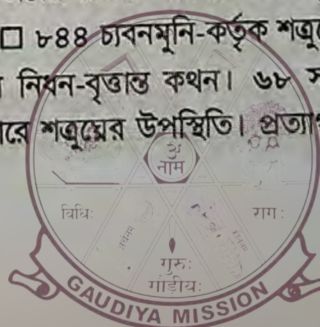
১ সর্গ □ ৬৩৩ শ্রীরামের কাছে মহর্ষিগণের আগমন। তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামের কথোপকথন। শ্রীরামের প্রশ্ন। **২ সর্গ** □ ৬৩৬ মহর্ষি অগস্ত্য দ্বারা পুলস্ত্যের গুণ ও তপস্যার কথা বর্ণনা। সেই সঙ্গে বিশ্রবামুনির উৎপত্তির কথা জ্ঞাপন। **৩ সর্গ** □ ৬৩৮ বিশ্রবামুনি হতে বৈশ্রবণ তথা কুবেরের উৎপত্তি। কুবেরের তপস্যা। বরপ্রাপ্তি ও লঙ্কা নগরীতে বসবাস। **৪ সর্গ** □ ৬৪১ রাক্ষসকুলের বর্ণনা। হেতি, সুকেশ ও বিদ্যুৎকেশের উৎপত্তি-কথন। **৫ সর্গ** □ ৬৪৩ মাল্যবান, সুমালী ও মালী-প্রমুখ সুকেশ-তনয়গণের বর্ণন। **৬ সর্গ** □ ৬৪৬ ভগবান শঙ্করের পরামর্শে রাক্ষসদের বধের জন্য দেবতাদের বিষ্ণুর শরণ-গ্রহণ। এ বিষয়ে আশ্বাসলাভের পর তাদের প্রত্যাবর্তন। দেবতাদের উপর রাক্ষসদের আক্রমণ। দেবগণের সাহায্যের জন্য ভগবান বিষ্ণুর আগমন। **৭ সর্গ** □ ৬৫১ ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা রাক্ষসদের সংহার। তাদের পলায়ন। **৮ সর্গ** □ ৬৫৫ মাল্যবানের যুদ্ধ ও যুদ্ধে তার পরাজয়। সুমালী-প্রমুখ রাক্ষসদের রসাতল-প্রবেশ। **৯ সর্গ** □ ৬৫৮ রাবণ-প্রমুখের জন্য তপস্যার্থে গোকর্ণ আশ্রমে গমন। **১০ সর্গ** □ ৬৬১ রাবণ-প্রমুখের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি। **১১ সর্গ** □ ৬৬৪ রাবণের সংবাদ শ্রবণ করে পিতৃ-আজ্ঞায় লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক কুবেরের কৈলাশবাস। লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং তা রাক্ষসগণের নিবাস হিসেবে কৃতনিশ্চয়। **১২ সর্গ** □ ৬৬৮ শূর্পণখা এবং রাবণ-প্রমুখ তিন ভাই-এর বিবাহ। মেঘনাদের উৎপত্তি। **১৩ সর্গ** □ ৬৭০ রাবণ-নির্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন। রাবণের অত্যাচার। দূত প্রেরণপূর্বক রাবণকে বোঝাবার জন্য কুবেরের চেষ্টা। ক্রুদ্ধ রাবণ-কর্তৃক দূতের প্রাণসংহার। **১৪ সর্গ** □ ৬৭৩ মন্ত্রিগণের সঙ্গে রাবণের যক্ষের উপর আক্রমণ। যক্ষের পরাজয়। **১৫ সর্গ** □ ৬৭৫ মণিভদ্র এবং কুবেরের পরাজয়। রাবণ-কর্তৃক পুষ্পক-বিমান অপহরণ। **১৬ সর্গ** □ ৬৭৯ রাবণের প্রতি নন্দীশ্বরের অভিশাপ। ভগবান শঙ্করের দ্বারা রাবণের মানভঙ্গ। তার কাছ থেকে রাবণের 'চন্দ্রহাস' নামক খড়্গ প্রাপ্তি। **১৭ সর্গ** □ ৬৮২ রাবণ-কর্তৃক তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষিকন্যা বেদবতীর রাবণের প্রতি শাপদান। তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ। দ্বিতীয় জন্মে বেদবতীর সীতারূপে আবির্ভাব। **১৮ সর্গ** □ ৬৮৫ রাবণ-কর্তৃক রাজা মরুত্তের পরাজয়। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ দ্বারা ময়ূরাদি পক্ষিগণকে বরদান। **১৯ সর্গ** □ ৬৮৮ রাবণ-কর্তৃক অনরণ্যের বধ। অনরণ্যের কাছ হতে রাবণের শাপপ্রাপ্তি। **২০ সর্গ** □ ৬৯০ নারদকর্তৃক রাবণকে বোঝাবার চেষ্টা। তাঁর কথায় যুদ্ধের জন্য রাবণের যমলোকে গমন। এই যুদ্ধ বিষয়ে নারদের বিচার। **২১ সর্গ** □ ৬৯২ রাবণের যমলোক আক্রমণ। যমরাজের সেনাগণের সংহার। **২২ সর্গ** □ ৬৯৬ যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ। ব্রহ্মার বাক্যে রাবণবধের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত কালদণ্ড যমকর্তৃক সম্বরণ। বিজয়ী রাবণের যমলোক থেকে প্রস্থান। **২৩ সর্গ** □ ৬৯৯ নিবাতকবচগণের সঙ্গে রাবণের মিত্রতা। কালকেয়গণের হত্যা। বরুণতনয়ের পরাজয়। **প্রক্ষিপ্ত (১) সর্গ** □ ৭০৩ অশ্মনগরে রাবণের গমন। সেখানে বলির সঙ্গে আলাপ। **প্রক্ষিপ্ত (২) সর্গ** □ ৭০৮ রাবণের সূর্যলোক বিজয়। **প্রক্ষিপ্ত (৩)**



সর্গ □ ৭০৯ রাবণের সোমলোক যাত্রা। পথে মুনিবর পর্বতের সঙ্গে বিবিধ কথোপকথন। প্রক্ষিপ্ত (৪) সর্গ □ ৭১৩ সোমলোকগামী রাবণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। বরদান। ২৪ সর্গ □ ৭১৬ রাবণের দ্বারা অপহৃত দেবকন্যা ও স্ত্রীগণের বিলাপ এবং শাপ। ক্রন্দনরতা শূর্পণখার প্রতি রাবণের আশ্বাস। খরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ। ২৫ সর্গ □ ৭১৯ যজ্ঞে মেঘনাদের সাফল্য। বিভীষণ-কর্তৃক রাবণের পরস্ত্রী-হরণজনিত কর্মে দোষারোপ। কুম্ভীনসীকে আশ্বাসদান। মধুকে সঙ্গে নিয়ে রাবণের দেবলোক আক্রমণ। ২৬ সর্গ □ ৭২৩ রম্ভার ওপরে রাবণের বলাৎকার। রাবণকে নলকূবরের ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান। ২৭ সর্গ □ ৭২৭ সৈন্য-পরিবৃত রাবণের ইন্দ্রলোক আক্রমণ। ইন্দ্র-কর্তৃক ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা। বিষ্ণুর দ্বারা ভবিষ্যতে রাবণ-বধের প্রতিজ্ঞা। ইন্দ্রের স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন। রাক্ষসগণের সঙ্গে দেবগণের যুদ্ধ! বসু-কর্তৃক সুমালীর সংহার। ২৮ সর্গ □ ৭৩১ মেঘনাদ এবং জয়ন্তের যুদ্ধ। জয়ন্তকে নিয়ে পুলোমার অন্যত্র গমন। রণক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের পদার্পণ। রুদ্র এবং মরুদ্গণ দ্বারা রাক্ষসসেনা সংহার। ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ। ২৯ সর্গ □ ৭৩৪ দেবসেনার মধ্য হতে রাবণের নির্গমন। রাবণকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্যে দেবতাদের প্রযত্ন। মায়ার দ্বারা মেঘনাদ-কর্তৃক ইন্দ্রের বন্ধন। বিজয়ী হয়ে সেনাসহিত লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। ৩০ সর্গ □ ৭৩৭ ইন্দ্রজিতকে বরদান করে ব্রহ্মা-কর্তৃক ইন্দ্রকে তাঁর কাছ হতে মুক্তিদান। ইন্দ্রকে পূর্বকৃত পাপকর্মের স্মরণ করিয়ে বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উপদেশ দান। যজ্ঞ পূর্ণ করে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন। ৩১ সর্গ □ ৭৪১ মাহিষ্মতী পুরীতে রাবণের গমন। সেখানকার রাজাকে না পেয়ে মন্ত্রিগণের সঙ্গে বিন্ধ্যগিরির সমীপে গিয়ে নর্মদানদীতে স্নান। ভগবান শিবের আরাধনা। ৩২ সর্গ □ ৭৪৪ অর্জুনের হাতসমূহ দ্বারা নর্মদার প্রবাহের অবরোধ। সেখানে রাবণের পুষ্পোহারের গমন। পুনঃ রাবণাদি নিশাচরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ ও রাবণকে বন্দী করে নিজের নগরে আনয়ন। ৩৩ সর্গ □ ৭৪৯ পুলস্ত্যের দ্বারা অর্জুনের কাছ থেকে রাবণের মুক্তিদান। ৩৪ সর্গ □ ৭৫১ বালির দ্বারা রাবণের পরাজয়। তার সঙ্গে রাবণের মিত্রতা। ৩৫ সর্গ □ ৭৫৪ হনুমানের উৎপত্তি। শৈশবকালে সূর্য, রাহু ও ঐরাবতের ওপর তার আক্রমণ ইন্দ্রের বজ্রে তার মূর্ছা। বায়ুর কোপে প্রাণী সকলের ক্লেশ। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মার তাঁর কাছে আগমন। ৩৬ সর্গ □ ৭৫৮ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণের দ্বারা হনুমানের জীবনদান। তাকে নানাবিধ বরদান। হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে বায়ুদেবতার অঞ্জনার কাছে গমন। ঋষিবর্গের শাপে তার নিজের বলের বিস্মরণ। অগস্ত্য-প্রমুখ মুনিদের কাছে যজ্ঞের প্রস্তাব করে শ্রীরামের দ্বারা তাদেরকে বিদায় দান। ৩৭ সর্গ □ ৭৬৩ সভাসদ্গণের সঙ্গে শ্রীরামের রাজসভায় উপবেশন। প্রক্ষিপ্ত (৫) সর্গ □ ৭৬৫ রাবণের কপিলমুনি দর্শন। পাতালে প্রবেশ। পাতাল হতে প্রত্যাবর্তন। প্রক্ষিপ্ত (৬) সর্গ □ ৭৬৯ বালি ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন। প্রক্ষিপ্ত (৭) সর্গ □ ৭৭৩ সীতাহরণের কারণ বর্ণনা। প্রক্ষিপ্ত (৮) সর্গ □ ৭৭৪ সনৎকুমারের সঙ্গে রাবণের উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রক্ষিপ্ত (৯) সর্গ □ ৭৭৬ অগস্ত্যের দ্বারা শ্রীরামের কাছে অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণনা। প্রক্ষিপ্ত (১০) সর্গ □ ৭৭৭ শ্বেতদ্বীপের বৃত্তান্ত বর্ণন। ৩৮ সর্গ □ ৭৮১ শ্রীরামের দ্বারা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন ও অন্যান্য নৃপতিকে বিদায়দান। ৩৯ সর্গ □ ৭৮৩ নৃপতিদের দ্বারা শ্রীরামকে উপহার প্রদান। সেইসব উপহারসামগ্রী শ্রীরামের দ্বারা বন্ধু, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসদের মধ্যে বিতরণ। সেখানে বানরদের সুখে বসবাস। ৪০ সর্গ □ ৭৮৫ বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণের বিদায়। ৪১ সর্গ □ ৭৮৮ কুবেরের দ্বারা প্রেরিত পুষ্পকবিমানের আগমন। শ্রীরামের দ্বারা পূজিত ও অনুগৃহীত পুষ্পকবিমানের অদৃশ্য হয়ে গমন। ভরত-কর্তৃক শ্রীরাম রাজ্যের প্রভাব বর্ণন। ৪২ সর্গ □ ৭৮৯ অশোকবনে রাম ও সীতার বিহার। গর্ভবতী সীতাদেবীর তপোবন দর্শন করার অভিলাষ-প্রকাশ। তাতে শ্রীরামের স্বীকৃতিদান। ৪৩ সর্গ □ ৭৯২ পুরবাসিগণের



নিকট হতে ভদ্রের সীতার বিষয়ে অশুভ-চর্চা শ্রবণ। রামসকাশে তার কথন। **৪৪ সর্গ** □ ৭৯৩ শ্রীরামের অনুমোদনে ভায়েদের সকলের তাঁর কাছে আগমন। **৪৫ সর্গ** □ ৭৯৫ শ্রীরামের দ্বারা ভ্রাতৃগণের সমীপে লোকনিন্দার কথা জ্ঞাপন। সীতাকে বনবাসে পাঠাবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের অনুজ্ঞা। **৪৬ সর্গ** □ ৭৯৭ রথে করে সীতাকে পরিত্যাগ করার জন্য লক্ষ্মণের গমন। গঙ্গাতীরে উপস্থিতি। **৪৭ সর্গ** □ ৭৯৯ নৌকায় করে দেবীসীতাকে গঙ্গার অপর পারে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্মণের তাঁকে পরিত্যাগবার্তা জ্ঞাপন। **৪৮ সর্গ** □ ৮০০ সীতার দুঃখপূর্ণ উক্তি। শ্রীরামের জন্য তাঁর সংবাদ প্রদান। লক্ষ্মণের গমন। সীতার ক্রন্দন। **৪৯ সর্গ** □ ৮০২ মুনিকুমারদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন। সীতাকে সান্ত্বনাদান। আশ্রমে আনয়ন। **৫০ সর্গ** □ ৮০৪ সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের কথোপকথন। **৫১ সর্গ** □ ৮০৬ পথিমধ্যে সুমন্ত্রের দ্বারা দুর্বাসামুনি-ভাষিত ভৃগুঋষির অভিশাপের কথা। 'ভবিষ্যতে হবে'—এই মতো কিছু আখ্যান বলে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনাদান। **৫২ সর্গ** □ ৮০৮ অযোধ্যার রাজপুরীতে সমুপস্থিত হয়ে দুঃখী রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের মিলন। রামকে সান্ত্বনাদান। **৫৩ সর্গ** □ ৮০৯ শ্রীরামের দ্বারা লক্ষ্মণের কাছে কার্যার্থিগণের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনকারী নৃপতি নৃগের শাপ-বৃত্তান্ত কথন। কার্যার্থী পুরুষগণকে দেখবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান। **৫৪ সর্গ** □ ৮১১ নৃপতি নৃগের দ্বারা রম্য এক গুহা-নির্মাণ। পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে গুহায় প্রবেশ করে নৃগের শাপভোগ। **৫৫ সর্গ** □ ৮১৩ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমির পারস্পরিক অভিশাপে দেহ পরিত্যাগ। **৫৬ সর্গ** □ ৮১৪ ব্রহ্মার বাক্যে বশিষ্ঠের বরুণের বীর্যে আবেশ। বরুণের দ্বারা উর্বশী-সকাশে এক কুম্ভের মধ্যে স্বীয়-বীর্যের আধান। মিত্রের অভিশাপে ভূমণ্ডলে রাজার পুরূরবার কাছে গিয়ে উর্বশীর পুত্রোৎপাদন। **৫৭ সর্গ** □ ৮১৬ বশিষ্ঠের নব-কলেবর ধারণ। সকল প্রাণীর নয়নে নিমির বসবাস। **৫৮ সর্গ** □ ৮১৮ যযাতির প্রতি শুক্রাচার্যের অভিশাপ। **৫৯ সর্গ** □ ৮২০ পুত্র পুরূকে নিজের জরা প্রদান করে যযাতির তার পরিবর্তে যৌবন গ্রহণ। ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল পর ঐ যৌবনের প্রত্যর্পণ। নিজের রাজ্যে পুরূর অভিষেক। যদুর প্রতি অভিশাপ। **প্রক্ষিপ্ত (১১) সর্গ** □ ৮২২ শ্রীরামের দ্বারে কার্যার্থী কুকুরের আগমন। তাকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার জন্য শ্রীরামের আদেশ। **প্রক্ষিপ্ত (১২) সর্গ** □ ৮২৪ কুকুরের প্রতি শ্রীরামের নীতি। তার ইচ্ছানুসারে তাকে প্রহারকারী ব্রাহ্মণের মঠাধীশ পদে স্থাপন। মঠাধীশ হবার দোষ কথন। **প্রক্ষিপ্ত (১৩) সর্গ** □ ৮২৭ গৃধ্র এবং উলূকের সংবাদ-আখ্যান বর্ণনা। **৬০ সর্গ** □ ৮৩১ শ্রীরামের দরবারে চ্যবন-প্রমুখ মহর্ষিগণের শুভাগমন। শ্রীরামের দ্বারা তাদের সৎকার। অভীষ্ট-কার্য করার প্রতিশ্রুতি-দান। ঋষিসকলের দ্বারা শ্রীরামের প্রশংসা। **৬১ সর্গ** □ ৮৩৩ ঋষিগণ-কর্তৃক শ্রীরামের কাছে মধুর বরপ্রাপ্তি। লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা। তার কাছ হতে প্রাপ্ত ভয় দূর করবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামের কাছে ঋষিগণের প্রার্থনা। **৬২ সর্গ** □ ৮৩৫ ঋষিগণের কাছে শ্রীরামের দ্বারা লবণাসুরের আহার-বিহার বিষয়ে প্রশ্ন। শত্রুঘ্নের অভিলাষ জেনে তাকে লবণাসুর বধে নিয়োগ। **৬৩ সর্গ** □ ৮৩৬ শ্রীরাম-কর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক। লবণাসুরের শূল হতে শত্রুঘ্নকে রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ। **৬৪ সর্গ** □ ৮৩৯ শ্রীরামের আদেশানুসারে প্রথমে সৈন্য-প্রেরণ। অতঃপর একমাস পরে শত্রুঘ্নের গমন। **৬৫ সর্গ** □ ৮৪০ শত্রুঘ্নের কাছে মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক সুদাসপুত্র কল্মাষপাদের বৃত্তান্ত বর্ণন। **৬৬ সর্গ** □ ৮৪৩ দেবী সীতার দুই পুত্রের জন্মলাভ। বাল্মীকি-কর্তৃক তাদের রক্ষার ব্যবস্থা। এই শুভসংবাদে প্রসন্ন হয়ে সেখান থেকে শত্রুঘ্নের যমুনাতটে গমন। **৬৭ সর্গ** □ ৮৪৪ চ্যবনমুনি-কর্তৃক শত্রুঘ্নের কাছে লবণাসুরের শূলের শক্তির পরিচয় প্রদানকালে রাজা মান্ধাতার নিধন-বৃত্তান্ত কথন। **৬৮ সর্গ** □ ৮৪৬ আহার্য-সংগ্রহের জন্য লবণাসুরের বহির্গমন। মধুপুরের দ্বারে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি। প্রত্যাগত লবণাসুরের সঙ্গে ক্রোধপূর্ণ-বাক্য

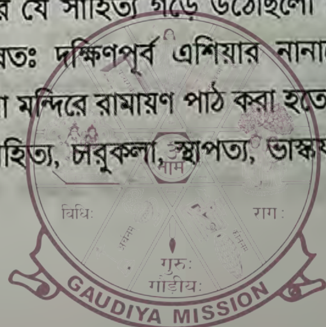


বিনিময়। ৬৯ সর্গ □ ৮৪৭ শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ। লবণাসুর সংহার। ৭০ সর্গ □ ৮৫০ শত্রুঘ্নকে সুরগণের বরদান। দ্বাদশ বৎসরকাল মধুপুরে বাস করবার পর শত্রুঘ্নের শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করবার অভিলাষ। ৭১ সর্গ □ ৮৫১ কতিপয় সৈন্যের সঙ্গে শত্রুঘ্নের অযোধ্যাপুরীতে গমন। পথে বাল্মীকির আশ্রমে রামচরিত গান শুনে পরম বিস্ময়লাভ। ৭২ সর্গ □ ৮৫৩ বাল্মীকির নিকট হতে বিদায় নিয়ে অযোধ্যায় আগমনপূর্বক শ্রীরামাদির সঙ্গে শত্রুঘ্নের মিলন। সাতদিন সেখানে থেকে পুনরায় মধুপুরে প্রত্যাবর্তন। ৭৩ সর্গ □ ৮৫৫ নিজের মৃত বালককে নিয়ে এক ব্রাহ্মণের রাজদ্বারে আগমন। রাজাকে দোষী করে তার বিলাপ। ৭৪ সর্গ □ ৮৫৬ এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচারণের ফলে বালকের মৃত্যু হয়েছে বলে শ্রীরামের নিকট নারদ-কর্তৃক বর্ণনা। ৭৫ সর্গ □ ৮৫৯ পুষ্পকবিমানে আরোহণ করে রাজ্যের সমূহ দিক পরিভ্রমণ করতে করতে শ্রীরামের দ্বারা দুষ্কর্মের অনুসন্ধান। সর্বত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান দর্শনের পর দক্ষিণদিকে এক তপস্বীর নিকট গমন। ৭৬ সর্গ □ ৮৬১ শ্রীরামের শম্বুক বধ। দেবগণ-কর্তৃক রামের প্রশংসা। অগস্ত্য আশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্য-কর্তৃক তাঁর সৎকার এবং ভূষণাদি দান। ৭৭ সর্গ □ ৮৬৪ মহর্ষি অগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের মৃতদেহ ভক্ষণ প্রসঙ্গ কথন। ৭৮ সর্গ □ ৮৬৬ রাজা শ্বেত-কর্তৃক অগস্ত্য মুনির কাছে স্বীয় শবদেহ ভক্ষণরূপ আশ্চর্যজনক আখ্যান বর্ণন। ৭৯ সর্গ □ ৮৬৮ ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডকের রাজত্ব বর্ণন। ৮০ সর্গ □ ৮৬৯ রাজা দণ্ডকের ভার্গবকন্যার সঙ্গে বলাৎকার। ৮১ সর্গ □ ৮৭৪ শুক্রাচার্যের অভিশাপ সপরিবার রাজা দণ্ডকের এবং তার রাজ্যের বিনাশ। ৮২ সর্গ □ ৮৭২ অগস্ত্যাশ্রম হতে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামের প্রত্যাবর্তন। ৮৩ সর্গ □ ৮৭৪ ভরতের বাক্যে শ্রীরামের রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা হতে নিবৃত্তি। ৮৪ সর্গ □ ৮৭৫ অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে প্রস্তাব জানিয়ে লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত-কথন। বৃত্রাসুরের তপস্যা। ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের অনুনয়। ৮৫ সর্গ □ ৮৭৭ ভগবান বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্র এবং বজ্র আদিতে প্রবেশ। ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ। ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত ইন্দ্রের অন্ধকারময় প্রদেশে গমন। ৮৬ সর্গ □ ৮৭৮ ইন্দ্র বিনা জগতে অশান্তি। অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হতে মুক্তিলাভ। ৮৭ সর্গ □ ৮৮০ শ্রীরাম-কর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে রাজা ইলের উপাখ্যান বর্ণনা। রাজা ইলের একমাস পর্যন্ত স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব প্রাপ্তি। ৮৮ সর্গ □ ৮৮২ ইল এবং বুধের পরস্পর সাক্ষাৎকার। বুধ-কর্তৃক সেই স্ত্রীলোকগণকে কিন্নরী নাম দিয়ে পর্বতে বাস করার জন্যে আদেশদান। ৮৯ সর্গ □ ৮৮৪ বুধ এলং ইলার সমাগম। পুরূরবার উৎপত্তি। ৯০ সর্গ □ ৮৮৫ অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি। ৯১ সর্গ □ ৮৮৭ শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি। ৯২ সর্গ □ ৮৮৯ শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের দান-মানের বিশেষত্ব। ৯৩ সর্গ □ ৮৯০ শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন। তাঁর রামায়ণ-গীতি গাইতে কুশ ও লবের প্রতি আদেশ। ৯৪ সর্গ □ ৮৯২ লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণ কাব্য গান। ৯৫ সর্গ □ ৮৯৪ সীতার শুদ্ধতা প্রমাণিত করার নিমিত্ত তাঁকে শপথ করাতে রামের বিবেচনা। ৯৬ সর্গ □ ৮৯৬ মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন। ৯৭ সর্গ □ ৮৯৭ সীতার শপথগ্রহণ এবং রসাতলে প্রবেশ। ৯৮ সর্গ □ ৮৯৯ সীতার জন্য রামের খেদ। ব্রহ্মাকর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনাদান। উত্তরকাণ্ডের শেষাংশ শোনার জন্যে তাঁকে উৎসাহদান। ৯৯ সর্গ □ ৯০১ সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা। রামরাজ্যের স্থিতি। মাতৃগণের পরলোকগমনাদির বর্ণনা। ১০০ সর্গ □ ৯০৩ কেকয়দেশ হতে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের আগমন। তাঁর দিয়ত সংবাদানুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সঙ্গে ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্থান। ১০১ সর্গ □ ৯০৫ ভরতের দ্বারা গন্ধর্বগণের সংহার। তথায় দু'টি নগর সংস্থাপন। তা পুত্রযুগলের হস্তে সমর্পিত করে ভরতের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন। ১০২ সর্গ □ ৯০৬ রামের

বাল্মীকি-কর্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন। ৯৭ সর্গ □ ৮৯৭ সীতার শপথগ্রহণ এবং রসাতলে প্রবেশ। ৯৮ সর্গ □ ৮৯৯ সীতার জন্য রামের খেদ। ব্রহ্মাকর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনাদান। উত্তরকাণ্ডের শেষাংশ শোনার জন্যে তাঁকে উৎসাহদান। ৯৯ সর্গ □ ৯০১ সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা। রামরাজ্যের স্থিতি। মাতৃগণের পরলোকগমনাদির বর্ণনা। ১০০ সর্গ □ ৯০৩ কেকয়দেশ হতে ব্রহ্মর্ষি গর্গের আগমন। তাঁর দিয়ত সংবাদানুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সঙ্গে ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্থান। ১০১ সর্গ □ ৯০৫ ভরতের দ্বারা গন্ধর্বগণের সংহার। তথায় দু'টি নগর সংস্থাপন। তা পুত্রযুগলের হস্তে সমর্পিত করে ভরতের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন। ১০২ সর্গ □ ৯০৬ রামের আদেশে ভরত এবং লক্ষ্মণের দ্বারা কারুপথদেশের বিভিন্নরাজ্যে কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর নিযুক্তি। ১০৩ সর্গ □ ৯০৭ শ্রীরামের নিকট কালের আগমন। কঠোর এক শপথ করিয়ে নিয়ে বার্তালাপ। ১০৪ সর্গ □ ৯০৯ 'কাল'-কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মার বার্তাকথন। শ্রীরামের অঙ্গীকার। ১০৫ সর্গ □ ৯১০ দুর্বাসার শাপের ভয়ে নিয়ম ভেঙে তাঁর আগমনবার্তা জানাবার জন্যে লক্ষ্মণের শ্রীরামের কাছে গমন। শ্রীরামের দ্বারা মুনি দুর্বাসাকে ভোজনদান। তাঁর গমনের পর লক্ষ্মণের জন্য চিন্তা। ১০৬ সর্গ □ ৯১২ শ্রীরামের লক্ষ্মণ বর্জন। লক্ষ্মণের স্বশরীরে স্বর্গগমন। ১০৭ সর্গ □ ৯১৩ বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পুরবাসিগণকে লয়ে মহাপ্রয়াণে যেতে শ্রীরামের বিচার। কুশ এবং লবের রাজ্যাভিষেক। ১০৮ সর্গ □ ৯১৫ ভ্রাতৃগণ, সুগ্রীব-প্রমুখ বানর এবং ভল্লুকদের সঙ্গে শ্রীরামের পরমধাম গমনে নিশ্চয়। বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে পৃথিবীতে অবস্থান করার জন্য অনুজ্ঞাদান। ১০৯ সর্গ □ ৯১৭ পরমধামে গমনের জন্যে বহির্গত শ্রীরামের সঙ্গে সমূহ অযোধ্যাবাসীর প্রস্থান। ১১০ সর্গ □ ৯১৯ ভ্রাতৃগণের সঙ্গে শ্রীরামের বিষ্ণুরূপে প্রবেশ। আগত সকল জীবেরই সন্তানকলোক-প্রাপ্তি। ১১১ সর্গ □ ৯২১ রামায়ণকাব্যের উপসংহার। তার মহিমা।

বহির্ভারতে বিভিন্নভাষায় রামকাহিনী

বিশ্বসভ্যতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অবদান নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সোচ্চার। বরেণ্য ঐতিহাসিক Will Durant বহু তথ্যের ভিত্তিতে বলছেন—India is the motherland of our race, Sanskrit the mother of Europe's languages. She was the mother of our Philosophy: mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity, mother through the village-community of self-government and democracy. Mother & India is in many ways mother of us all. ভারতীয় গল্পকাহিনীর আরবী অনুবাদের বাংলা হলো আরব্যরজনী। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী নিয়ে ফরাসী গল্পকার মোপাসাঁর কিছু রচনা দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি ভারতের বাল্মীকি রামায়ণকে নিয়ে বহির্ভারতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাতে মূলকাহিনীর নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম খণ্ডে ভারতের বিভিন্নভাষায় রামকাহিনী নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এই খণ্ডে ভারতের বাইরের বিভিন্নভাষায় রামকাহিনীকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো তার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইখানে করা যাচ্ছে। বহির্ভারতে বিশেষতঃ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানাদেশে মন্দিরগাত্রে রামকাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছিলো। বিদেশেও কোনো কোনো মন্দিরে রামায়ণ পাঠ করা হতো। এইসব ঘটনায় বহির্ভারতেও রামকাহিনীর জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। সাহিত্য, চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এমনকি মুদ্রাতেও রামায়ণের প্রভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়।



মহাচীনে রামকাহিনী

চৈনিকভাষায় অনূদিত চীনা ত্রিপিটকের ১৫২ সংখ্যক জাতকটিতে 'অনামী রাজার জাতক' এবং 'রাজা দশরথের নিদানে'—রামকাহিনীর পরিবর্তিত রূপ মেলে। প্রথমটি ২৫১ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ৪৭২ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়। প্রথমটিতে জটায়ু-বধ, বানরসেনা এবং লঙ্কার কাহিনী পাওয়া যায়। রামের পরিবর্তে বোধিসত্ত্ব নামক রাজার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে দশরথ, রাম (রামন) লক্ষ্মণ, ভরত (বরদ) ও শত্রুঘ্ন নাম পাওয়া যায়। রামায়ণের কাহিনীর বহু সাদৃশ্য এইগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

সিংহলীভাষায় রামকাহিনী

বর্তমান সিংহলে বা শ্রীলঙ্কায় রাম-সীতার নামে বহু স্থান চিহ্নিত আছে। সীতা-এলিয়া, সীতা-এইভা প্রভৃতি। ক্যাণ্ডি ও কলম্বোতে রয়েছে বিভীষণের মন্দির। সিংহলেই কুমারদাস সংস্কৃতেই রচনা করেন—'জানকীহরণ' মহাকাব্য। সিংহলের এই কাব্য এতো খ্যাতিলাভ করে যে, ভারতের আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে এই জানকীহরণের শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সিংহলীভাষায় রচিত 'তিসর সন্দেশ' দূতকাব্যে ও 'ময়ূর সন্দেশ' নামক কাব্যে বিভীষণের উল্লেখ আছে। 'হংস সন্দেশে' রামকাহিনী বিস্তৃতভাবে আছে। 'কোকিল সন্দেশে' প্রভু রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনী রয়েছে। 'গুট্টলিলয়' কাব্যে রাম, রাবণ এবং হনুমান উল্লিখিত হয়েছেন। 'বৈকুণ্ঠ লংকারয়' কাব্যে রাম, হনুমান এবং লক্ষ্মণের উল্লেখ আছে। সুমনগল নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসী 'রাম সন্দেশ' রচনা করেন। সিংহলী ভাষায় ক্যাণ্ডীয় জনপ্রিয় সংস্কৃতিক নৃত্য 'কোহম্ব কোঙ্করিয়'—এর বিষয়বস্তু হলো রামকাহিনী।

তিব্বতীভাষায় রামকথা

চীনীয় তুর্কিস্তানের অন্তর্গত Tun-huang-এ তিব্বতী রামায়ণের ছয়টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তাতে রামকাহিনীর নানা পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়।

খোটানী রামকাহিনী

চৈনিক তুর্কিস্তানের অন্তর্গত খোটানে খোটানীভাষায় 'রামকথা কাব্য' পাওয়া যায়। তাতে বিস্তৃতভাবে রামকাহিনী পরিবর্তিতরূপে দেখা যায়।

ইন্দোনেশীয়ভাষায় রামায়ণ

সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ এবং বালীদ্বীপ নিয়ে বর্তমানের ইন্দোনেশিয়া। প্রাম্বানমে শিবমন্দিরের গায়ে, পূরো রামায়ণকাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রাচীন যবদ্বীপে দশম শতাব্দীতে যোগীশ্বর ২৬টি সর্গে ২৭৭৪টি শ্লোকে 'রামায়ণ-কাকাবিন' রচনা করেন।

ব্রহ্মদেশে রামকাহিনী

উ-আউঙ্গ্-কিয়েন 'রাম-সা খ্যাম্' রচনা করেন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮৪ তে উ-টো রচনা করেন 'রাম-র-কান'। তিনি 'সীতা-র-কম্' নামে আর একটি রামকথার উল্লেখ করেছেন। উ-থিন-হান্ ১৭৮৯ তে রচনা করেন 'রাম-প্রা-জাত'। কালায়-রাম-ওয়াট্টু, মহারাম-ওয়াট্টু, শ্রীরাম-প্রা-জাত, পুম-তো-রাম-প্রাজাত, রাম-শুনি প্রভৃতি ১৬টি রামকাহিনী-মূলক কাব্য ব্রহ্মভাষায় মেলে।

জাপানীভাষায় রামকথা

তৈরাণো যশুয়োরি তাঁর 'হোবোটসুসু' গ্রন্থে রামায়ণকাহিনী বর্ণনা করেছেন।

মালয়েশীয়ভাষায় রামকাহিনী

অজ্ঞাতনামা কবি মালয়েশীয়-ভাষায় রচনা করেন—'হিকায়ৎ সেরী রাম'। আর একটি গ্রন্থ—'হিকায়ৎ মহারাজ রাবণ'—এও রয়েছে রামকাহিনী।

থাইল্যাণ্ড-এ রামকথা

প্রাচীন শ্যামদেশে বা আধুনিক থাইল্যাণ্ডে 'রাম কিয়েন'—হলো তার নিজস্ব রামায়ণ।

ফিলিপিনে রামায়ণ

ফিলিপিনভাষায় রামায়ণের গদ্যরূপ 'মরোনাও' সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। 'মহারাদিয়া লাবণ' আর একটি ফিলিপিনীয় রামকাহিনী।

লাওসে রামকথা

কাম্বোডিয়ার উত্তরের দেশ হলো লাওস। লাওসীয় ভাষায় 'ফ্রলক ফলাম', 'খায়া থোরফী', 'পেম্মোচক' এবং 'লঙ্কানঈ' নামে চারটি রামকাহিনী পাওয়া যায়।

সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারিত হয়। তখনই রামকথা ঐসব দেশে পৌঁছে যায়। বাণিজ্য-ব্যপদেশে গিয়ে ভারতীয়েরা এইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে যান। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হতো। পরে বৌদ্ধধর্মের এবং আরো পরে কয়েকটি দেশে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রসার হলেও সংস্কৃতিতে রয়েছে হিন্দুপ্রাধান্য। ফলে তাদের নাম, সাংস্কৃতিক চেতনা, শিল্পকলায় রামায়ণের প্রভূত নিদর্শন এখনো মেলে। মুসলমান ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান রামায়ণ-উৎসব, যা সরকারীভাবে ভারতেও হয় না।

যা হোক, তৎ তৎ দেশে ঘটনার নানা পরিবর্তন থাকলেও মূল রামকাহিনীর বিস্তার ঐসব দেশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। স্থানাভাবে বিশদ আলোচনা করতে না পারার জন্য পাঠকবর্গের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি। উৎসাহীরাও প্রসাদকুমার মাইতির 'রামকথা বিকাশের ধারা' ৩য় খণ্ড পড়লে উপকৃত হবেন।

বিষয় রামায়ণম্ ঃ প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ

যাবৎস্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণী-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

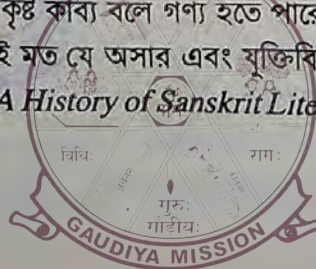
বাল্মীকি রামায়ণ, ১।২।৩৬—৩৭

'পৃথিবীতে যতোদিন পর্বতরাজি বিদ্যামান থাকবে, নদীধারা প্রবাহিত হবে ততোদিন পর্যন্ত তোমার রচিত রামজীবন কথা সংসারে প্রচারিত থাকবে'। রামায়ণ রচনার পর অন্ততঃ সাতাশটি-শতাব্দী ব্যতীত হয়েছে, কিন্তু তার রচনার গৌরব আজও অনুমাত্র ম্লান হয় নি। আজও মহর্ষি প্রবর্তিত রামায়ণ - কথা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন - ভাষায়, দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে প্রচারিত হয়ে চলেছে। পণ্ডিত -শিক্ষিত- অশিক্ষিত সকলেই এই মহাকাব্যের রস আস্বাদন করছেন। দেশ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করেছে রামায়ণ। সুবিশাল সাহিত্যের উৎস এটি। ধর্মের প্রমাণভূমি। এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শের পথ-প্রদর্শক। উৎসাহী প্রশ্ন—'রামায়ণ'সাহিত্যের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? রামায়ণকে মহাকাব্য বলা হয়। অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই সংজ্ঞায় আপত্তি করেন। তাঁরা মনে করেন 'মহাকাব্য' শব্দটি ইংরেজি 'epic' কথার অনুবাদ। এবং যেহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণ রামায়ণকে 'epic' বলেন, সেকারণেই আমরাও একে 'মহাকাব্য' বলি। তাঁরা এও বলে থাকেন যে, পাশ্চাত্য অলংকার-শাস্ত্রে 'epic' এর যে লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে,সে লক্ষণ হোমর'কৃত 'ইলিয়াড ও ওডিসী' বা ভার্জিল'কৃত 'ইনিড' কাব্যে যেমন সুসঙ্গত হয়, রামায়ণে সেরকমভাবে সঙ্গত নয়। এছাড়াও তাঁরা মনে করেন দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা যে সব লক্ষণাক্রান্ত রচনাকে 'মহাকাব্য' বলেন, বাল্মীকির রামায়ণ সেই লক্ষণের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। *(দ্রষ্টব্য দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ (১।১৪।১৯)।*

রামায়ণ পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের লক্ষণ অনুসারে "epic" নয়। তাতেও কিন্তু রামায়ণের মহাকাব্যত্বের হানি হয় না। প্রাচীন ভারতীয় লক্ষণ অনুসারে এটি আখ্যান বা 'ইতিহাস' বলে গৃহীত। *('এতদাখ্যানমায়ুষ্যম্' (রামায়ণ, ১।১।৯৯); 'মহদ্যুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি স্মৃতম্' (ঐ ১।৫।৩); 'পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চেমমিতিহাসং পুরাতনম্' (৬/১৩১/১১২)*। তবু এর কাব্যত্ব সর্ববাদিসম্মত। রামায়ণ নিজেই নিজেকে বার বার 'কাব্য' বলে উল্লেখ করেছে। *('ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি' (১।২।৩৫); 'কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্' (১।২।৪১); 'কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ' (১।৪।৫)*।

লৌকিক কাব্যসমূহের মধ্যে রামায়ণ আকারে এবং গুণগত বিচারে 'মহৎ'। অতত্রব রামায়ণ কাব্য এবং মহৎ অর্থাৎ 'মহৎ কাব্য'। সমাস করলে 'মহাকাব্য' .*(প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, রামায়ণ, পৃষ্ঠা ৬১২/৩)* 'দণ্ডী' ভামহ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের দ্বারা নির্দিষ্ট মহাকাব্য-লক্ষণ রামায়ণের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয় একথাও ঠিক নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় ঐ আলঙ্কারিকেরা 'রামায়ণ'-কে লক্ষ্য করেই 'মহাকাব্যে'র সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। বস্তুতঃ রামায়ণ উৎকৃষ্ট মহাকাব্যই শুধু নয়, পরবর্তীকালে রচিত অনেক মহাকাব্যের আদর্শ। এই জন্যেই এই কাব্যকে আদিকাব্য এবং রচয়িতা 'বাল্মীকি' আদিকবিরূপে প্রসিদ্ধ *('আদিকাব্যমিদং ত্বার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্', ৭।১১১।১৫)*।

কোনো কোনো আধুনিক গবেষক বাল্মীকি রামায়ণকে 'কাব্য' বলে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন রামায়ণের যে সব শ্লোক উৎকৃষ্ট কাব্য বলে গণ্য হতে পারে, সেগুলি বাল্মীকির মূল রচনা নয়—ঐ গুলি পরবর্তী-কালে প্রক্ষিপ্ত। এই মত যে অসার এবং যুক্তিবিরুদ্ধ তা এ. বেরিডেল কীথ প্রতিপাদন করেছেন *(A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (London: Oxford, 1966), p. 42-43.)*



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—'কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

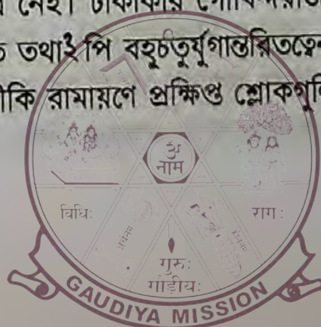
একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর-কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ নিজের কল্পনা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর-এক শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

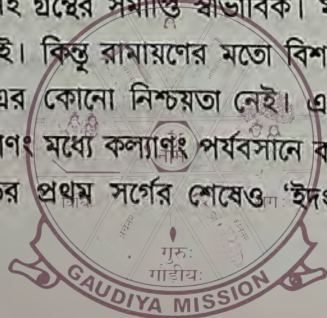
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন; ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।' *(প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, রামায়ণ,—পৃষ্ঠা-৬৬২/৩)*

পূর্বেই বলা হয়েছে 'রামায়ণ' নিজেকে ইতিহাস বলে পরিচিত করেছে। মহাভারত বলেন যে ইতিহাস এবং পুরাণ বেদের অর্থকেই উপবৃংহিত করে অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে *('ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।' ১।১।২৬০)* রামায়ণ রচনার মূল উদ্দেশ্যও একই— *('স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ। বেদোপবৃহংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ॥' (রামায়ণ, ১।৪।৬)* এজন্য ভারতীয় পরম্পরায় রামায়ণকে ইতিহাস বলা হয়েছে। তা ছাড়া রামায়ণ লোকশিক্ষা দেওয়ায় ধর্মশাস্ত্ররূপেও স্বীকৃতিলাভ করতে পারে। স্বয়ং মহর্ষি বলেছেন যে এই কাব্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম বর্ণিত হয়েছে *('ধর্মার্থ কামসহিতংশ্রোতব্যমনসূয়য়া' ১।৫।৪)*। কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত *(Weber এবং Lassen)* এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রামের দ্বারা বালিবধ, লঙ্কা-জয় ইত্যাদির মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে এবং শ্রীলঙ্কাদ্বীপে আর্যসংস্কৃতির বিজয় এবং বিস্তারের কাহিনীই বলা হয়েছে। এই অভিমত কতো ভ্রান্ত তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করেছেন *(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১০)*।

অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এবং তাঁদের মতের অনুগামী আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণের অনেকাংশ স্বয়ং বাল্মীকির রচনা নয় কিন্তু পরবর্তী কবি, ব্যাখ্যাকার এবং পুরাণ পাঠকেরা সেই সেই অংশ রচনা করে মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। রামায়ণে তথাকথিত প্রক্ষিপ্ত অংশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামায়ণে যে কিছু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিদ্বান্দের কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। পূর্বেও বাগেশ, শিব-সহায়, মাধবযোগী প্রভৃতি টীকাকারেরা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। অতএব এই মতে আমাদের নীতিগতভাবে কোনো বিরোধ নেই। টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেছেন—'যদ্যপ্যাধুনিকে পাঠে শ্লোকানাং সর্গাণাং চ বিপর্যাসো দৃশ্যতে তথাঽপি বহুচতুর্যুগান্তরিতত্বেন বিপ্লবো যুক্তঃ'। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে, আজ আর বাল্মীকি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।



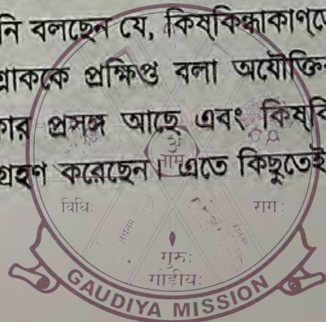
প্রায় সকল আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত। তাঁরা বালকাণ্ডকেও প্রক্ষিপ্ত বলেন *(Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. 1, p. 495 ft., Hermann Jacobi, Das Ramayana; Arthur Macdonell, A History of Sanskrit Literature, p. 304 et al.)* তাঁদের মতে, অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্তই হলো রামায়ণের — মূলভাগ যদিও এই অংশেও যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। বালকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলার পক্ষে তাঁদের যুক্তিগুলি এই রকম—বালকাণ্ডের ভাষা ও শৈলী অন্য অংশ থেকে নিকৃষ্ট; মূলভাগে (অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত) বালকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই; কোনো কোনো বিষয়ে বালকাণ্ডের সঙ্গে মূলভাগের বিরোধও আছে; অনেক স্থলে মূল - কাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য আখ্যান উপন্যস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এইরকম—প্রাচীন সিদ্ধহস্ত কবিদের রচনায় বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ভাষা ও শৈলী বিভিন্ন হতে দেখা যায়। প্রাচীন রচনায় ভাষার বিচারে কাল-নির্ণয় প্রায়ই নির্দোষ হয় না। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং ই বি. কাউয়েলের যে গল্পটি প্রচলিত আছে তা স্মরণীয়। মূল-কাহিনীর মধ্যে অন্য আখ্যানের সমাবেশ প্রক্ষিপ্তের প্রমাণ নয়। লোকশিক্ষার জন্য লিখিত রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ উপদেশমূলক অবান্তর কাহিনীর সংযোজন ভারতীয় রচনাশৈলীর এক বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পণ্ডিতদের একটি যুক্তি হলো এই যে রামায়ণের অন্যত্র রামকে অবতার বলে বর্ণনা করা হয় নি—শুধু বালকাণ্ডে এবং উত্তরকাণ্ডেই তাঁকে অবতার বলা হয়েছে। অতত্রব এই কাণ্ড দু'টি প্রক্ষিপ্ত। আবার তাঁরাই বলেন যে রাম অবতার নন কারণ রামায়ণের মূল-ভাগে রামকে অবতার বলা হয় নি। এই যুক্তিতে যে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। সমগ্র বালকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলতে হলে চিন্তা করা প্রয়োজন মূল রামায়ণের আরম্ভটি কোনখানে? উত্তর হলো অযোধ্যাকাণ্ড থেকে। এখন দেখা যাক অযোধ্যাকাণ্ড কিভাবে শুরু হয়েছে। দাক্ষিণাত্য পাঠ-অনুসারে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম শ্লোক—'গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদাই নমঃ শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতাঃ॥' এবং বরোদা থেকে প্রকাশিত সমীক্ষাত্মক সংস্করণে ঐ কাণ্ড শুরু হচ্ছে— 'কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্। ভরতং কেকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ।'— এই শ্লোক থেকে। ভরত, শত্রুঘ্ন, দশরথ, কৈকেয়ী প্রভৃতির পরিচয় না দিয়ে, পূর্ব প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র না করে বাল্মীকি মহাকাব্য শুরু করলেন এটা অকল্পনীয়। ম্যাকডোনেল মহাশয়—এই আপত্তির খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেন যে অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চমসর্গের কতোকগুলি শ্লোক মূলস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে বালকাণ্ডে স্থাপন করা হয়েছে *(পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩০৪)*। এই উক্তি ম্যাকডোনেল মহোদয়ের যুক্তিহীন পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা প্রৌঢ়িবাদমাত্র। বস্তুতঃ বালকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে যেভাবে সগর থেকে ইক্ষ্বাকুবংশ, কোশল জনপদ, অযোধ্যানগরী প্রভৃতির বর্ণনার পর দশরথের পরিচয় দিয়ে কথারম্ভ করা হয়েছে—তাই স্বাভাবিক। অতত্রব সমগ্র বালকাণ্ড পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এই মত হঠকারিতামাত্র। প্রক্ষিপ্ত উত্তরকাণ্ডকে বলার পক্ষে আধুনিক পণ্ডিতদের যুক্তিও খুব দৃঢ় নয়। তাঁরা বলেন যে, যুদ্ধকাণ্ডের শেষে ফলশ্রুতি আছে, অতত্রব ওখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি স্বাভাবিক। মহাভারতে যে রামোপাখ্যান আছে তাতে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত কাহিনী নেই। কিন্তু রামায়ণের মতো বিশাল-গ্রন্থে কোন জায়গায় ফলশ্রুতি থাকলেই সেখানে গ্রন্থ সমাপ্তি হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমন ফলশ্রুতি মহাভারতের অনেক স্থলে আছে। এই প্রসঙ্গে 'আদৌ কল্যাণং মধ্যে কল্যাণং পর্যবসানে কল্যাণম্' এই প্রাচীন বচন স্মর্তব্য। আমরা রামায়ণেও দেখি বালকাণ্ডের প্রথম সর্গের শেষেও 'ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ



সম্মতম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক রামায়ণ পাঠের ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ স্থানে গ্রন্থ সমাপ্তি হয়েছে এমন নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। বিশেষতঃ ফলশ্রুতি শ্লোকগুলি সাধারণতঃ মূলগ্রন্থকারের রচনা হয় না। মূলগ্রন্থ প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ মূলগ্রন্থ রচনার অনেক পরে ঐ ফলশ্রুতিগুলি লিখিত এবং সংযোজিত হয়। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে ফলশ্রুতি শ্লোকগুলি যদি নিজেই প্রক্ষিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর নির্ভর করে উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

মহাভারতে যে রামোপাখ্যান আছে তার রচনাকাল রামায়ণের পরবর্তী একথা হ্বিন্‌তারনিৎসও স্বীকার করেন *(পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫০১,)* মহাভারতে *(৩।১৪৭-১৪৮)*। রামকথা ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, যাঁরা কোনো সময় কষ্টভোগ করেন তাঁরাও পরে অভ্যুদয় লাভ করতে পারেন। অতত্রব ঐস্থলে সম্পূর্ণ রামায়ণ বর্ণিত হবে এমন আশা করা যায় না। রামের রাজ্যাভিষেক অর্থাৎ অভ্যুদয় পর্যন্ত বর্ণনা করাই উক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুতঃ সীতার বনবাস, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, লব কুশের জন্ম ইত্যাদি বৃত্তান্ত রামকথার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সেগুলি প্রক্ষিপ্ত উত্তরকাণ্ডগত বলে বাদ দিলে কাহিনীর অঙ্গহানি হয়। এ বিষয়ে ডা. এ. ডি. পুসলকরের উক্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেছেনঃ "The writer of the paper, however, is of the view that the whole of the Uttara-kanda cannot be rejected as spurious, though it was undoubtedly composed by Vālmīki after other cantoo were compiled, but parts of it, which relate to, the Rama story, namely, the accounts of Satrughna and Laksmana, the repudiation of Sītā, the birth of Kuśa and Lava, the horse sacrifice, the installation of Kuśa and Lava, the departure of Rāma, and a few minor incidents are genuine." *(A.D. Pusalkar." The Rāmāyana: its history and character" in Cultural Heritage of India, 2nd edition, Calcutta: Rāmakrishna Mission Institute of Culture,1969, vol,2 p.25)*

যাঁরা বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাঁদের একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ঐ দু'টি কাণ্ড অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বাল্মীকি রামায়ণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত এবং পরিজ্ঞাত হয়ে এসেছে। আমরা অনুমান করতে পারি যে মহাকবি অশ্বঘোষ (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বালকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য অশ্বঘোষ'কৃত বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দের সম্পাদক এবং অনুবাদক ই এইচ্ জনস্টন মনে করেন যে অশ্বঘোষ বালকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। *("E. H. Johnston. The Buddhacharita , Lahore, 1936, Reprint Delhi: Motilal Banarsidass , 1978, Pt. 2, introd. P.ix/x.)* তাঁর যুক্তি এইরকম—বালকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে অপ্সরা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেছিলেন *(১।৬২।৪-৮,বরোদা সংস্করণ)*। কিন্তু অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দে বলেছেন, ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেছিলেন *(বুদ্ধচরিত, ৪।২০; সৌন্দরনাদ ৭।৩৫)*। কিন্তু রামায়ণের যে ঘৃতাচী-কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের প্রসঙ্গ আছে *(৪।৩৪।৭ , বরোদা সংস্করণ)* তাও ঐ সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু তিনি বলছেন যে, কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ঐ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। নিজের এক ভুল সিদ্ধান্তের সমর্থনে মূলগন্থের শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলা অযৌক্তিক হঠকারিতামাত্র। বস্তুতঃ আমরা দেখছি রামায়ণের বালকাণ্ডে মেনকার প্রসঙ্গ আছে এবং কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডে ঘৃতাচীর প্রসঙ্গ আছে। বুদ্ধঘোষ কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের বর্ণনাই গ্রহণ করেছেন। এতে কিছুতেই সিদ্ধ হয় না যে, তিনি বালকাণ্ড



দেখেন নি। প্রকৃতপক্ষে অপ্সরার নাম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে বৌদ্ধ অশ্বঘোষ প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন বিশ্বামিত্রের মতো তপস্বী এবং ত্যাগী ঋষিও অপ্সরার মোহে তপোবিচ্যুত হতে পারেন। অতএব সাধকদের সাবধান থাকা উচিত। তাঁর উক্তি বাল্মীকির উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র *(ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশবর্ষাণি লক্ষ্মণ। আহাদৃমন্যত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ — রামায়ণ, ৪।৩৪।৭ বরোদা মহর্ষিভাবার্থমপাস্য রাজ্যং ভেজে বনং যো বিষয়েষ্ব নাস্থঃ। স গাধিজশ্চাপহৃতো ঘৃতাচ্যা সমা দশৈকং দিবসং বিবেদ॥ — সৌন্দরনন্দ , ৭।৩৫)*

কিষ্‌কিন্ধা-কাণ্ডের ঐ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা গবেষণার দৃষ্টিতেও অযৌক্তিক। রামায়ণের সমস্ত পাঠসম্প্রদায়ের পাণ্ডুলিপিতেই শ্লোকটি পাওয়া যায়। তাছাড়া বালকাণ্ড যদি পরবর্তী সংযোজন হয় এবং কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের শ্লোকটিও অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে অশ্বঘোষ বর্ণিত বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের বৃত্তান্তের আধার কি হবে?

মহাকবি কালিদাসও বাল এবং উত্তর এই দু'টি কাণ্ডকেই অতি প্রাচীন বলে জানতেন। বালকাণ্ডে বর্ণিত রামজন্ম, বিশ্বামিত্র-প্রার্থনা, তাড়কাবধ, হরধনুভঙ্গ প্রভৃতি বৃত্তান্তগুলি তিনি রঘুবংশের একাদশ সর্গে অবিকল অনুসরণ করেছেন। অধিকন্তু বাল্মীকির 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥' বালকাণ্ডস্থিত '...শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা' *(১।২।১৮)*—এই প্রসিদ্ধ শ্লোক দু'টিরও প্রায় অক্ষরশঃ অনুবাদ করে লিখেছেন— 'নিষাদবিদ্ধাণ্ডজ দর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপাদ্যত যস্য শোকঃ।' *(রঘুবংশ, ১৪।৩০)* কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিষয়ই যে বর্ণিত হয়েছে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আচার্যদেশীয় স্বর্গত ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যে বলেছেন উত্তরকাণ্ড বৃত্তান্তের বিষয়ে কালিদাসের রচনা বাল্মীকির উত্তরকাণ্ড অপেক্ষা প্রাচীন, আমরা এই উক্তির কোনও যুক্তি দেখতে পাই না। তিনি বিরোধ ও কবন্ধের উপাখ্যান দু'টির উল্লেখ করেছেন উদাহরণ হিসাবে। *(রামকথার প্রাক ইতিহাস, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭, পৃঃ ৩১-৩২)*। কালিদাস-বর্ণিত এই কাহিনী বাল্মীকির থেকে তাঁর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে না, প্রমাণিত করে যে, প্রতিভাবান কবিরা ইতিহাস অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতকে উপজীব্য করে নিজ নিজ কাব্যরচনা করলেও কোথাও কোথাও নূতনত্ব সৃষ্টি করেন, যেমন শকুন্তলা নাটক, উত্তররামচরিত ইত্যাদি। এ জন্যই ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধন বলেছেন— *দৃষ্ট পূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥ (ধ্বন্যালোক ৪।৪)*

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কালিদাসের রঘুবংশকাব্য অধ্যয়ন করলে সন্দেহ থাকে না যে, কালিদাসের সময়েই বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড-সহিত সম্পূর্ণ বাল্মীকি রামায়ণ প্রাচীন আর্যগ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। আমরা এখানে কালিদাস আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পিষ্টপেষণ করতে চাই না। যদিও অনেক পাশ্চাত্ত্য এবং ভারতীয় পণ্ডিত কালিদাসকে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমার গুপ্তের সমসাময়িক অর্থাৎ ৪র্থ খৃষ্ট শতাব্দীতে আবির্ভূত বলে প্রমাণ করতে চান, কিন্তু পণ্ডিত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় অন্য ভারতীয় পণ্ডিতদের মত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কালিদাস খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন *(সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, 'ভল্গা থেকে গঙ্গা-র ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৬৫, পৃঃ ২-১১)*। অতএব বালকাণ্ড উত্তরকাণ্ড-সহিত বাল্মীকি রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো একথা সুপ্রমাণিত হয়।

বাল্মীকির রামায়ণ রচনার আধার বা উপজীব্য কি ছিলো—এ সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের যথেষ্ট মতভেদ

আছে। রাম-কথার উদ্ভব কবে কিভাবে হয়েছিলো এ সম্বন্ধে স্বয়ং রামায়ণ কি বলেছেন দেখা যাক। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম সর্গে দেখা যাচ্ছে যে, বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। 'কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্' বাল্মীকির এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব রামের প্রশংসা করেন। এ থেকে বোঝা যায়, রামায়ণ কাহিনী নিরাধার এবং বাল্মীকি নামক কবির স্বকপোল -কল্পনামাত্র নয়। এবং রাম বাল্মীকির সমকালীন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সত্যপরায়ণ নারদের মুখ থেকে সংক্ষেপে রামচরিত শ্রবণ করেই এই মহাকাব্য রচনা করেন। রামায়ণ সম্বন্ধে এই হলো প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। আধুনিক ইতিহাস-ব্যাখ্যাকারেরাও স্বীকার করেন যে প্রাচীন সময় থেকে প্রচলিত কিংবদন্তী সর্বাংশে মিথ্যা হয় না—তার মধ্যে অনেক সত্য ঘটনা নিহিত থাকে। অপর পক্ষে 'বাল্মীকি' নামে এক কবি ছিলেন। তিনি বিভিন্নস্থানে প্রচলিত রামবিষয়ক কাহিনীগুলিকে সংকলিত এবং উপজীব্য করে 'রামায়ণ নামে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন'—হ্বিন্তারনিৎসের এই বক্তব্য বস্তুতঃ ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিরোধী। রামের ন্যায় শ্রেষ্ঠপুরুষের সম্বন্ধে প্রাচীন 'গাথা নারাশংসী'র মতো গাথা বা কাব্যময় কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে রামায়ণ সেই রূপ অজ্ঞাতকর্তৃক গাথাসমূহের সংগ্রহমাত্র নয়। কিন্তু সেই সময় গাথার বর্ণনায় বিষয়কে আত্মসাৎ করে পরিশীলিত ভাষা ও শৈলীতে রচিত মহাকাব্যই হলো রামায়ণ।

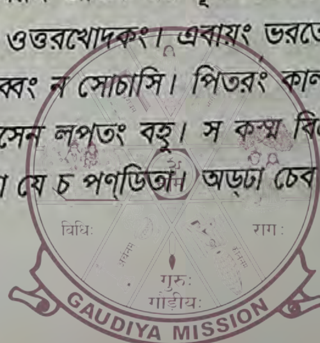
বেদাদিশাস্ত্রের গবেষক জার্মান বিদ্বান্ হ্বেবের মনে করেন, রামায়ণের কাব্যাংশ হোমরের গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড এবং ওডিসির অনুকরণে রচিত। জার্মান পণ্ডিত যাকোবি এই মতের যুক্তিপূর্ণ খণ্ডন করেছেন। আমরা হ্বেবেরের এই মত উপেক্ষা করতে পারি।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন, তিনটি পরস্পর নিরপেক্ষ কাহিনী সংযোজন করে—রামায়ণ রচিত হয়েছে *("Dinesh Chandra Sen, The Bengali Rāmāyanas, University of Calcutta, 1920, পৃঃ ৩ থেকে)* এই তিনটি কাহিনী হলো— ১। 'দশরথ জাতকে' বর্ণিত রামকথা, ২। মহনীয় চরিত্র ব্রাহ্মণ বীর রাবণ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত অনেক কাহিনী, ৩। প্রাচীন সময়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বানর উপাসনা সম্বন্ধী কাহিনী। *(তত্রৈব পৃঃ ৪, ৯, ৩২-৩৩, ৪২-৪৩ প্রভৃতি)*। ডাঃ সেন মনে করেন—দশরথ জাতকে বর্ণিত রামকথা—বাল্মীকি রামায়ণের অপেক্ষা প্রাচীন, অতত্রব এই জাতক কথাই রামায়ণের উপজীব্য। দশরথ জাতকে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং রামের সঙ্গে বানরদের বন্ধুত্বের কোনো উল্লেখ নেই। অতত্রব পরবর্তীসময়ে রামায়ণ রচনা করতে গিয়ে বাল্মীকি উক্ত ত্রিবিধ কাহিনীকে সংযোজিত করে মহাকাব্য রচনা করেছেন।

দশরথ জাতকের কাহিনীটিকে প্রাচীন এবং সত্য বলে গ্রহণ করে দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রভৃতি অনেক প্রকার জল্পনা করেছেন। এই কাহিনীকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতে ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হতো—এইরকম অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্তও করা হয়েছে। এখন 'দশরথ জাতকের' প্রাচীনত্ব এবং যাথার্থ্য বিচার করা যাক।

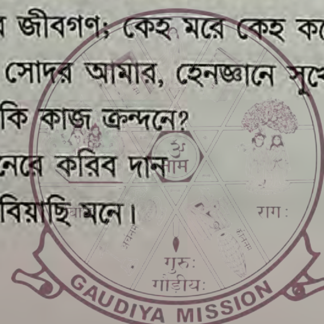
খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'দশরথ জাতক'এর মূল-পাঠ এইরকম—

'এথ লক্খণ সীতা চ উভো ওত্তরথোদকং। এবায়ং ভরতো আহ রাজা দসরথো মতো ॥১॥
কেন রামপ্পভাবেন সোচিতব্বং ন সোচসি। পিতরং কালকত্তং সত্বা ন তং পসহতে দুখং ॥২॥
যং ন সক্কা নিপালেতুং পোসেন লপতং বহু। স কস্স বিঞ্ঞূ মেধাবী অত্তানমুপতাপয়ে ॥৩॥
দহরা অপি বুদ্ধা চ যে বালা যে চ পণ্ডিতা। অড়্‌ঢা চেব দলিদ্দা চ সব্বে মচ্চু-পরায়ণা ॥৪॥



ফলানামিব পক্কানং নিচ্চং পতনতো ভয়ং। এবং জাতান মচ্চানং নিচ্চং মরণতোভয়ম্॥৫॥
সায়মেকে ন দিস্মন্তি গাতো দিট্‌ঠা বহুজ্জনা। পাতো একে ন দিস্মন্তি সায়ং দিট্‌ঠা বহুজ্জনা॥৬॥
পরিদেবয়মানো চে কিঞ্চিদত্থং উদব্বহে। যম্মূল্হো হিংসমত্তানং কয়িরা তং বিচক্খনো॥৭॥
কিসো বিবণ্ণো ভবতি হিংসমত্তানমত্তনো। ন তেন পেতা পালেন্তি নিরত্থা পরিদেবনা॥৮॥
যথা সরণমাদিত্তং বারিণা পরিনিব্বয়ে। এবং পি ধীরো সুতবা মেধাবী পণ্ডিতো নরো।
খিপ্পমুপ্পতিতং সোকংবাতোতূলং চ ধংসয়ে॥৯॥
মচ্চো একো ব অচ্চেতি একো ব জায়তে কুলে। সংযোগপরমাত্বেব সম্ভোগা সব্বপাণিনং॥১০॥
তস্মা হি ধীরস্ম বহুস্সুতস্ম সম্পস্মতো লোকমিমং পরং চ।
অঞ্ঞায় ধম্মং হৃদয়ং মনং চ সোকা মহন্তা পি ন তাপয়ন্তি॥১১॥
সোহং যসং চ ভোগং চ ডরিস্সামি চ ঞাতকং। নসসং চ পালয়িস্সামি কিচ্চমেতং বিজানতো॥১২॥
দস বস্স সহস্সানি সট্ঠি বস্স সতানি চ। কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জসকারয়ি॥১৩॥'
(সুত্তপিটকে খুদ্দকনিকায়ে জাতকপালি (নবনালন্দা মহাবিহার, ১৯৫৯), পঠমো ভাগো, পৃ ২২৯-২৩০।)

নিজেরা অনুবাদ না করে আমরা এখানে ঈশানচন্দ্র ঘোষ'কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ
'লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে অবতরি জলমাঝে দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া।
বলিল ভরত আসি গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যজিয়া॥১॥
বল রাম কোন বলে হয়ে বলীয়ান্ শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ?
পিতার বিয়োগবার্তা করিলে শ্রবণ তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন॥২॥
দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন। যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান নর?॥৩॥
বাল, বৃদ্ধ, ধনবান্, অতি দীন হীন, মূর্খ, বিজ্ঞ, সকলেই মৃত্যুর অধীন॥৪॥
তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ক হয়, অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ সেইরূপ, জন্ম লাভ করি মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি॥৫॥
ঊষাকালে যাহাদের পাই দরশন না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন;
ইহাদের(ও) বহুজন ঊষা না ফিরিতে অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে॥৬॥
বৃথাশোকে অভিভূত হয়ে মূঢ়জন আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন।
লভিত ইহাতে যদি সুফল তাহারা, পণ্ডিতেও শোকাবেগে হত আত্মহারা॥৭॥
শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর; বিবর্ণ বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্ম সার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন? কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন॥৮॥
বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান সযতনে গৃহিগণ করয়ে নির্ব্বাণ,
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তেমনি শোকেরে সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়, প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়॥৯॥
কর্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ; কেহ মরে কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার, হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার॥১০॥
গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে করিব দান
রাখিব মানির মান ভাবিয়াছি মনে।



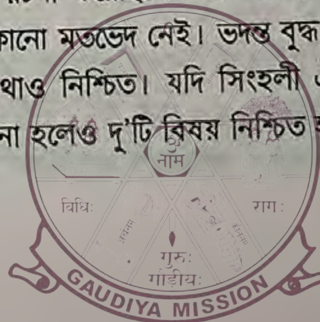
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব-যতনে আর যত পরিজন॥১১॥
সুধীর শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন ইহলোকে, পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোকে কেন উপস্থিত হয় দহিতে পারে না কভু তাঁদের হৃদয়॥১২॥
দশের সহস্রগুণ ষষ্টি শতগুণ এই দুই সংখ্যা লও করিয়া একুন,
তত বর্ষ যথা ধর্ম পালিলা অবনী কম্বুগ্রীব রাম নরমণি॥১৩॥'

(ঈশান চন্দ্র ঘোষ (অনু), জাতক (কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৫), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯১)।

এই অনুবাদ আক্ষরিক নয় ভাবানুবাদ। অনুবাদক কোথাও কোথাও ছন্দের অনুরোধে দু'একটি শব্দ সংযোজনও করেছেন।

খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত এই জাতকে সম্পূর্ণ রামকথা সংক্ষেপেও বর্ণিত হয় নি। উপাখ্যানের আরম্ভ তদন্তর্গত চরিত্রদের পরিচয়, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি কিছুই এতে নেই। অতএব এই তেরটি গাথা অবলম্বনে রামায়ণের কোন অংশ শুদ্ধ, কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত, কোন অংশ প্রাচীন, কোন অংশ অর্বাচীন নির্ণয় করতে-যাওয়া হঠকারিতা-মাত্র। এই জাতকে দশরথ বারাণসীতে রাজত্ব করতেন, রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা হিমালয়ে গিয়ে বাস করেছিলেন বা সীতা রামের সহোদরা ছিলেন এমন কোনো উল্লেখও নেই। এই জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য রামের কাহিনী বর্ণনা করা নয়। এর উদ্দেশ্য হলো—এই অনিত্য সংসারে লোকান্তর প্রয়াত আত্মীয়-স্বজনের জন্য শোক করা উচিত নয় এই উপদেশ দেওয়া। যেমন গীতায় ভগবান বলেছেন 'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ।' এখানে সীতাহরণ সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সখ্য রাবণবধ প্রভৃতি উক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, অতএব অনুল্লিখিত।

জাতকট্‌ঠ কথায় (জাতকত্থবর্ণনায়) বর্ণিত কাহিনীটিকে প্রাচীন রামকথা বলে গ্রহণ করা এবং তদনুসারে প্রাচীন ভারতে সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হতো এইরকম অনুমান করা ত' আরও হাস্যকর প্রলাপমাত্র। জাতকট্‌ঠ কথার রচনা-স্থান ও কাল কি আলোচনা করা প্রয়োজন। সিংহলদেশীয় ঐতিহ্য অনুসারে ভদন্ত বুদ্ধ ঘোষ এই গ্রন্থের রচয়িতা। বুদ্ধ ঘোষ ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক প্রভৃতির টীকাকার *(অর্থাৎ অট্‌ঠকথা লেখক এবং বিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থের লেখক বলে প্রসিদ্ধ)* তাঁর আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। তিনি সিংহলদেশে অবস্থান করে উক্ত টীকা এবং গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহ্য অনুসারে এবং মহাবংশের বর্ণনা অনুসারে তিনি বোধগয়ার নিকটবর্তী কোনো স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *(মহাবংস, ৩৭/২১৫)*। কিন্তু ধর্মানন্দ কোসম্বী প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে হয় বর্মায় থাটোন থেকে গিয়েছেন অথবা দক্ষিণ ভারতের তৈলঙ্গদেশ থেকে *(Visuddhimagga of Buddhaghosacaviy: edited by Henry Clarke Warren and revised by Dharmananda Kosambi, Cambridge, Mass, Harvard University Prep.1950, P. ref. P.XI-XV)* যাইহোক, ভদন্ত বুদ্ধঘোষ বোধগয়া থেকে গিয়ে থাকুন, তৈলথঙ্গদেশ থেকে গিয়ে থাকুন, অথবা সিংহলদেশেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন, তিনি যে সিংহলদেশে অবস্থান করে প্রাচীন সিংহলীভাষায় রচিত টীকা অবলম্বন করে পালিভাষায় অট্‌ঠকথাগুলি রচনা করেছিলেন তা' জানতে পারা যায় মহাবংসের বিস্তৃত বিবরণ থেকে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কোনো মতভেদ নেই। ভদন্ত বুদ্ধ ঘোষ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন একথাও নিশ্চিত। যদি সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে বিশ্বাস করা যায় যে, জাতকট্‌ঠকথা বুদ্ধঘোষের রচনা না হলেও দু'টি বিষয় নিশ্চিত হয়—১) জাতকট্‌ঠকথা সিংহলে লিখিত

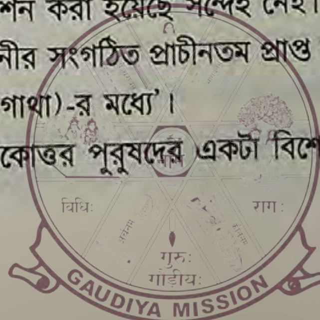


হয়েছে এবং ২) তার রচনাকাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে নয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে আধুনিক গবেষক পণ্ডিতদের মতে জাতকট্ঠকথা স্বয়ং বুদ্ধঘোষের রচনা নয়। কোনও অজ্ঞাতনামা সিংহলদেশীয় ভিক্ষু এটি রচনা করেন—বুদ্ধঘোষের পরবর্তী সময়ে দু'শতাব্দী বা তিন শতাব্দী পরে *(G. P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon (Colombo: M.D. Ganasena, 1958, Page 122, 126)* অর্থাৎ এই গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর পূর্বে নয়। ভারতবর্ষ থেকে জাতক-কাহিনীর মূলরূপ সিংহলে পৌঁছলে সেখানকার ভিক্ষু লেখকেরা তাতে নতুন নতুন সংযোজন ও পরিবর্ধন করেছেন। এই তথ্যও ইতিহাসসম্মত *(তত্রৈব পৃ-১২২)*। আরো *(দ্রষ্টব্য—B. C. Low, A History of Pali Literature, London 1932, M.Winternitz, A History of Indian Literature. University of Calcutta, 1927, Vol 2 Page.197)* এই গ্রন্থে বর্ণিত রামকথাকে প্রাচীন এবং রামায়ণের মূল আধার বলে যাঁরা বর্ণনা করেন এবং সেই অনুসারে সীতাকে রামের সহোদরা মনে করেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মর্তব্য। যাঁরা মনে করেন যে 'দশরথ জাতকে'র কাহিনীতে সীতাহরণ, রাবণ বধ ইত্যাদির উল্লেখ না থাকায় ঐ গুলি মূল রামকথায় পরবর্তী সংযোজন, তাঁরা জানেন না যে স্বয়ং ভদন্ত বুদ্ধঘোষ এই সব উপাখ্যান জানতেন। তিনি লিখেছেন— 'অক্খানং ত ভারত রামায়ণাদি। তং যস্মিং ঠানে কথয়তি, তত্থ গন্তুং ন বট্টতি।' অর্থাৎ 'আখ্যান হলো ভারত রামায়ণ প্রভৃতি যেখানে এইসব আখ্যান কথিত হয়, সেখানে যাওয়া উচিত নয়। দীঘনিকায়ট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী *(লণ্ডন ঃ পালি টেক্সট্ সোসাইটি, ১ম ভাগ, পৃ. ৮৪)*। তিনি আরো বলেছেন—'ভারতযুদ্ধ সীতাহরণাদি নিরত্থকথা।' অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ, সীতাহরণ ইত্যাদি হলো নিরর্থক অর্থাৎ মিথ্যা কাহিনী। *(তত্রৈব পৃ-৮৬)* এ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে—১) মহাভারত ও রামায়ণ বুদ্ধ ঘোষের পূর্ব থেকেই সিংহল-দেশেও প্রসিদ্ধ ছলো এবং তাদের কাহিনী লোকসমাজেকথিত হতো—অনেকটা কথকতার মতো। আর ২) স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধ ঘোষ সীতাহরণের উপাখ্যান অতত্রব রাবণবধ ইত্যাদিও জানতেন। তাঁর পরবর্তী অজ্ঞাতনামা জাতকট্ঠকথা লেখক এগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এটা হতে পারে কি? মনে রাখা প্রয়োজন যে সীতা যে রামের সহোদরা নন, তিনি যে জনক রাজার কন্যা এ তথ্যও সিংহলে অবিদিত ছিলো না। সিংহলদেশীয় মহাকবি কুমারদাস খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 'জানকীহরণ' নামে এক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন *(S. Paranivatana and C. E. Goda-kumbura (eds.), The Jānakīharana of Kumāradāsa, Colombo: Sri Lanka Sahitya Mandalaya, 1967)*। এই মহাকাব্য সিংহলের সংস্কৃত অধ্যেতাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। এই মহাকাব্যে সীতাকে বারংবার 'জনকরাজসুতা', *(১১/২১)*, 'জনকসুতা' *(১২/৫৫)*, 'জনকাত্মজা' *(১২/৫৬; ১৩/২৮)* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই সমস্ত তথ্য জানা সত্ত্বেও ঐ জাতকট্ঠকথার সিংহল ভিক্ষু লেখক সীতা রামের সহোদরা এইরকম কেন করলেন? আমরা এটাকে তাঁর অজ্ঞতামাত্র মনে করতে পারি নি। আমরা একটা অনুমান অবশ্যই করতে পারি। প্রথমতঃ বুদ্ধ ঘোষ প্রভৃতি সিংহলী এবং সিংহল-প্রবাসী থেরবাদী ভিক্ষুরা ভারতীয় বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের মতো উদার ছিলেন না। তাঁরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। একথা আমরা স্বয়ং বুদ্ধ ঘোষের পূর্বোদ্ধৃত রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি শ্রবণের নিষেধ এবং ভারতযুদ্ধ, সীতাহরণাদিকে 'নিরত্থকথা' বলার মধ্যে দেখতে পাই। আর একটি অনুমান এও করা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধপরম্পরায় বলা হয় যে, ভগবান গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুর যে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশ ইক্ষ্বাকুবংশের একটি শাখা।

কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুমার এবং কুমারী কিভাবে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলমুনির দেওয়া ভূমিতে কপিলাবস্তু রাজ্য স্থাপন করেন, তার বিবরণ সংস্কৃত ও পালি এই উভয় প্রকারের গ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই *(পরমত্থজোতিকা নাম সুত্তনিপাতট্‌ঠকথা, (লন্দনঃ পালি টেক্সট্‌ সোসাইটি, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৩ অশ্বঘোষকৃত সৌন্দরনন্দ, ১।৫৭ আরও দ্রষ্টব্যঃ সাংখ্য সংগ্রহঃ, ২য় সং, বারাণসীঃ চৌখম্বা সংস্কৃত সারাজ অফিস, ১৯৬৯, সৎকারিশর্মা বিরচিত প্রস্তাবনা, পৃ-২২-২৩)*। বলা হয়েছে যে শাক্যরা ঐ পার্বত্য-প্রদেশে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কুলের অভাবে নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য নিজেদের ভগিনীদিগকেই বিবাহ করেন। *("কুমারা 'অস্মাকং সদিসা খত্তিয়ধাতরো ন পস্সাম তাসং পি ভগিনীনং তংসদিশে খত্তিয়কুমারে, জাতিসংভেদঞ্চ ন করোমা' তি-তে জাতিসম্ভেদভয়েন জেট্ঠভগিনিং মাতুট্ঠানে ঠপেত্বা অসেসাহি সংবাসং কপ্পেসুং।"—পরমত্থজোতিকা, (১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪)।— অর্থাৎ কুমারেরা 'আমাদের অনুরূপ ক্ষত্রিয়কন্যা দেখছি না, আমাদের ভগিনীদের অনুরূপ ক্ষত্রিয়কুমারও দেখছি না; আমরা কিন্তু জাতিনাশ (জাতিসম্ভেদ) করব না' এই কথা চিন্তা করে জাতিনাশের ভয়ে জ্যেষ্ঠভগিনীকে মাতার স্থানে বসিয়ে অবশিষ্ট ভগিনীগণকে বিবাহ করলেন।)* যদিও শাক্যকুলে সহোদরা ভগিনী বিবাহের কোনও বিশিষ্ট ঘটনার কথা আমরা জানি না কিন্তু ঐ বংশে স্বগোত্রের মধ্যেই বিবাহ হতো। কুমার সিদ্ধার্থের পত্নী, যিনি পরে বৌদ্ধ সংঘে রাহুলমাতা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, স্বয়ং শাক্যকুলেরই কুমারী ছিলেন। এই ভগিনী বিবাহ বা স্বগোত্রোৎপন্ন কুমারী বিবাহ করার জন্য সনাতন পন্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বিশেষতঃ বারাণসীর কোলীয়রা শাক্যবংশীয়দেরকে *('অরে তুম্হাকং রাজকুলং ভগিনীহি সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেসি কুক্কুটসোণসিগালাদিতিরচ্ছানাবিয়'—পরমত্থজোতিকা, (১ম ভাগ, পৃ-৩৫৭)—অর্থাৎ তোমাদের রাজকুলের লোকেরা অর্থাৎ (শাক্যেরা), কুক্কুট, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি তির্যগ্‌ প্রাণীর ন্যায় নিজেদের ভগিনীদের সঙ্গে সহবাস করেছিলো। "কোলিয়কম্মকারকা বদন্তিঃ 'তুম্হে কপিলবল্লুনগর-বাসিকে গহেত্বা গচ্ছথ, যে সোণসিগালাদয়ো বিয়—অত্তনো ভগিনীহি সদ্ধিং বসিংসু এতেসং হত্থিঅস্সাদযো বা ফলকাযুধানি বা অম্হাকং কিংকরিস্সন্তী' তি। —(জাতক, অর্থাৎ জাতকট্‌ঠকথা, জাতক সংখ্যা ৫৩৬ ed. Fausboll Vol-V Page 412-413)* অর্থাৎ *'কোলিক-কৃষাণেরা বলিল 'দূর হ ব্যাটারা! তোদের কপিলাবস্তুতে চলে যা। যারা শৃগাল-কুকুরের মতো নিজেদের ভগিনীগণের সহবাস করেছিলো, তাদের হাতী ঘোড়া বা ঢাল-তরোয়ারে আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?' " (অনুবাদ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ৫ম ভাগ, পৃ. ২৫৯)* এমন কি স্বয়ং বুদ্ধককেও উপহাস করতেন। হতে পারে সীতা ও রামের সহোদরত্ব কল্পনা করে ঐ জাতকট্‌ঠকথা লেখক ভিক্ষু-মহাশয় একপ্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন শাক্যবংশের মূল যে ইক্ষ্বাকুবংশে সেখানে রাম ও নিজের সহোদরাকে বিবাহ করেছিলেন। অন্যথা, বিশাল সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য, জৈন এবং বৌদ্ধ পরম্পরায় অন্যত্র কোথাও সীতা যে রামের সহোদরা এরকম উল্লেখ নেই।

সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য-কর্তৃক সঙ্কলিত একটি প্রবন্ধ সংকলন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সংকলনটির শীর্ষক 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' *(ভূমিকা লেখক শ্রীবিমান বসু; প্রকাশক, বর্ণপরিচয়, কলকাতা, ১৯৯৩)*। সংকলনে পল্লব সেনগুপ্ত রচিত 'রামকথায় লৌকিক-অলৌকিক' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন করা হয়েছে সন্দেহ নেই। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই মতের সমর্থন করেছেন 'রামকাহিনীর সংগঠিত প্রাচীনতম প্রাপ্ত সাহিত্য রূপ মেলে সুপ্রাচীন দশরথ জাতকের অন্তর্গত ১৩টি পালি গাহা (গাথা)-র মধ্যে'।

বস্তুতঃ, সকল ধর্মীয়-সংস্কৃতিতেই লোকোত্তর পুরুষদের একটা বিশেষ স্থান থাকে ধর্মের সংস্থাপক বা



সংস্কারক হিসাবে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এই ধর্মসংস্থাপক লোকোত্তর পুরুষদেরকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মে তাঁদের কে বলা হয় ভাববাদী বা প্রফেট। স্বয়ং যীশুকে বলা হয় ঈশ্বর-পুত্র। ইসলামে বলা হয়—'নবী' বা 'রসূল' বৌদ্ধপরম্পরায় বলা হয় বুদ্ধ *(বুদ্ধ একজন নন; গৌতম বুদ্ধ চতুর্বিংশ বুদ্ধ; অধর্মের প্রাবল্য থেকে এক একজন বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়ে ধর্মসংস্থাপন করেন)*, তেমনি জৈন পরম্পরায় তারা 'তীর্থঙ্কর'। সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম সর্বাধিক ব্যক্তিপূজার বিরোধী। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদ সব সময় বলতেন যে, তিনি সাধারণ মনুষ্যমাত্র। কিন্তু তিনিও ঈশ্বর প্রেরিত, তাঁর নামে কলেমা পড়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে হয় *(প্রত্যেক মুসলমানকে বলতে এবং বিশ্বাস করতে হয়—'লা ইলাহা ইল্লালাহো মুহম্মদুর্ রসূলোল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য নেই; মোহাম্মদ তাঁর মতে প্রেরিত পুরুষ।')* অতএব রাম অবতার কি নন এ নিয়ে বিবাদে না গিয়ে আমরা বাল্মীকির রচনার রসসার সংগ্রহে পাঠকবর্গকে উৎসাহিত করতে চাই।

বাংলায় বাল্মীকি রামায়ণের অনেকগুলি অনুবাদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূল সহিত একটি সুখপাঠ্য বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন সবসময়ই অনুভূত হতো। আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী একক প্রচেষ্টায় সেই অভাবটি পূর্ণ করলেন। তিনি বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে রামায়ণের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এক অনবদ্য প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য বাংলা অনুবাদ। তাঁর অনুবাদ অত্যন্ত মূলনিষ্ঠ হলেও স্বতন্ত্র রচনার মতো সাবলীল। ভাষাশৈলী সুসংস্কৃত হলেও আধুনিক। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকেরা এই অনুবাদ পড়ে মূলের রস গ্রহণ করতে পারবেন। এই অনুবাদ সংস্করণের প্রথম ভাগ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশোন্মুখ।

অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় আমার প্রতি স্নেহবশতঃ দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য রামকথার বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে একটি লেখা তৈরী করে দিতে আদেশ করেছেন। এই কার্যে আমার যোগ্যতা অত্যন্ত সীমিত জেনেও কেবল 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' এই সদুক্তি অনুসরণ করে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। অধ্যাপক মহাশয়কে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করছি।

আমার অগ্রজকল্প পণ্ডিত শ্রী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রামায়ণ সাহিত্যের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই লেখটি তৈরী করতে গিয়ে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁর পরামর্শ নিয়েছি। তাঁর প্রকাশিত রচনা থেকেও সাহায্য নিয়েছি। তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আশা করি এই অনুবাদ রামায়ণ ভক্ত এবং সহৃদয়দের আনন্দ দান করবে।

ইতি—

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির
নতুন দিল্লী-১৯
কলকাতা বইমেলা '৯৭

বিদ্বদ্বশংবদ
মুক্তিপদ চক্রবর্তী

(ডঃ মুক্তিপদ চক্রবর্তী। জন্ম-শাকমণ্ডল গ্রাম। খড়্গপুর, মেদিনীপুর। সংস্কৃত বেদবিভাগে এম.এ। স্মৃতি -বেদাচার্য। পি.এইচ.ডি। ব্যাকরণতীর্থ। পুরাণরত্ন। পণ্ডিত-প্রবর পট্টাভিরাম শাস্ত্রীর ছাত্র। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত সরস্বতী চতুষ্পাঠীর প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক (১৯৭৯-১৯৮১)। উত্তরপ্রদেশের মহর্ষি বেদবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের যজুর্বেদ বিভাগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (১৯৮১-৮৬)। বর্তমানে দিল্লী চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দিরের অন্যতম পুরোহিত। দিল্লী লালবাহাদুর ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো।)

শ্রীমদ্ বাল্মীকি-রামায়ণ-মাহাত্ম্যম্

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীসীতা-রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ।

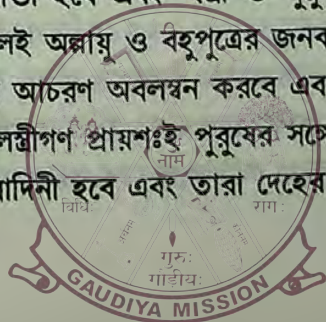
শ্রীহনুমতে নমঃ।

শ্রীগণেশকে নমস্কার, শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, শ্রীহনুমানকে নমস্কার।

কল্পানুকীর্তন

শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতিঃ রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্যং নমঃ।
রামাত্তৃপ্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বং বশে রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ॥১
চিত্রকূটালয়ং রামমিন্দিরানন্দমন্দিরম্। বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানামভয়প্রদম্॥২ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশাদ্যা
যস্যাংশা লোকসাধকাঃ। নমামি দেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে॥৩
ঋষয় উচু —ভগবন্! সর্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টং বিদুষা ত্বয়া। সংসারপাশবদ্ধানাং দুঃখানি সুবহূনি চ॥৪
এতৎসংসারপাশস্য ছেদকঃ কেন স স্মৃতঃ। কলৌ বেদোক্তমার্গাশ্চ নশ্যন্তীতি ত্বয়োদিতা॥৫ অধর্মনিরতানাঞ্চ
যাতনাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতে॥৬ পাষণ্ডত্বং প্রসিদ্ধং বৈ সর্বৈশ্চ
পরিকীর্তিতম্। কামার্তা হ্রস্বদেহাশ্চ লুব্ধা অন্যোন্যতৎপরাঃ॥৭ কলৌ সর্বে ভবিষ্যন্তি স্বল্পায়ুর্বহুপুত্রকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপোষণপরা বেশ্যাচরণতৎপরা। দুঃশীলেষু করিষ্যন্তি পুরুষেষু সদা স্পৃহাম্॥৯ অসদবার্তা ভবিষ্যন্তি
পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ পরুষানৃত-ভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতা॥১০

শ্রীরাম নিখিলজগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শ্রীরাম ভিন্ন জীবের আর অন্য কি উপায় আছে? যিনি এই কলিযুগের পাপ নষ্ট করেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা জীবের অবশ্যকর্তব্য। কালরূপ ভয়ঙ্কর সর্পও রাম হতে তৃপ্তিলাভ করে। এই জগতের সমস্ত কিছুই শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামের প্রতি আমার এইপ্রকার সুদৃঢ় ভক্তি হোক, যা কখনও বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। হে রাম! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়॥১॥ চিত্রকূটপর্বতে যাঁর আলয়, যিনি ইন্দিরার (লক্ষ্মীদেবীর) আনন্দমন্দির, যিনি ভক্তগণকে অভয়-প্রদান করেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীরামকে ভজনা করি। ত্রিলোকের হিতসাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি যাঁর অংশ, যিনি চিণ্ময় ও বিশুদ্ধ, সেই পরমদেবতাকে নমস্কার এবং ভজনা করি॥২-৩॥ ঋষিগণ বললেন, হে ভগবন্! হে তত্ত্বজ্ঞ! আমরা যা যা জিজ্ঞাসা করেছি. আপনি তৎসমস্ত এবং সংসাররূপ পাশবন্ধনে বদ্ধ জীবগণের বহু দুঃখের কথা বলেছেন। সংসাররূপ পাশবন্ধন ছেদন করতে যিনি সমর্থ, কি উপায় অবলম্বন করলে তাঁকে জানতে পারা যায়? আপনি বলেছেন যে, ধর্মোপার্জনের যে সমূহপথ বেদশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে কলিযুগে সে সমস্তই নষ্ট হবে। অধর্মনিরতগণের যে যাতনাভোগ হয়, তাও আপনি বলেছেন। ঘোরকলিযুগ উপস্থিত হলে তখন জীবের আচরণ বৈদিক রীতির অনুকূল হবে না, ফলে সকলেই পাষণ্ডমনোভাব প্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। কলিকালে প্রায় সকলেই কামার্ত, খর্বদেহ ও লোভী হবে এবং (স্ত্রী ও পুরুষ) পরস্পরের প্রতি তৎপর থাকবে॥ ৪-৭ ॥ কলিযুগে প্রায় সকলেই অল্পায়ু ও বহুপুত্রের জনক হবে। প্রায় স্ত্রীলোকই আত্ম-পোষণপরায়ণ হবে এবং বেশ্যার মতো আচরণ অবলম্বন করবে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষের প্রতি সর্বদা স্পৃহাবতী হবে॥ ৮-৯ ॥ কলিযুগে কুলস্ত্রীগণ প্রায়শঃই পুরুষের সঙ্গে অসৎ কথা আলোচনায় রত থাকবে, তারা কর্কশভাষিণী ও মিথ্যাবাদিনী হবে এবং তারা দেহের সংস্কার করবে না॥ ১০॥



বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রায়েণ যোষিতঃ। ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥১১ অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ বধ্নন্তি লোলুপাঃ। উভাভ্যামপি পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ ॥১২ কুর্বোন্ত্যো গৃহভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ। পাষণ্ডালাপনিরতাঃ পাষণ্ডজনসঙ্গিনঃ ॥১৩ যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ। ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মিণাম্ ॥১৪ মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ। যথা তুষ্যতি দেবেশো দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥১৫ ততো বদস্ব সর্বজ্ঞ সূত ধর্মভৃতাং বর। বদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বমেতদশেষতঃ ॥১৬ কস্য নো জায়তে তুষ্টিঃ সূত ত্বদ্‌বচনামৃতাৎ ॥১৭

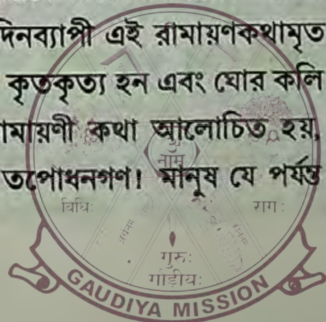
সূত উবাচ—*শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্বে যদিষ্টং বো বদাম্যহম্। গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা ॥১৮ রামায়ণং মহাকাব্যং সর্ববেদেষু সম্মতম্। সর্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥১৯ দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্। রামচন্দ্রকথোপেতং সর্বকল্যাণসিদ্ধিদম্ ॥২০ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্। অপূর্বং পুণ্যফলদং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥২১ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ। শ্রুত্বৈতদার্ষং দিব্যং হি কাব্যং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২ রামায়ণেন বর্তান্তে সুতরাং যে জগদ্ধিতাঃ। ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥২৩ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং সাধনঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা রামায়ণপরামৃতম্ ॥২৪ পুরার্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ। রামায়ণে মহাপ্রীতিস্তস্য বৈ ভবতি ধ্রুবম্ ॥২৫ রামায়ণে বর্তমানে পাপ-পাশেন যন্ত্রিতঃ। অনাদৃত্য অসদ্‌গাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥২৬*

কলিযুগে প্রায়ই স্ত্রীগণ বাচাল হবে। সন্ন্যাসিগণ মিত্রাদির স্নেহ-সম্বন্ধ পরবশ হবে॥ ১১ ॥ অন্নাদি দ্রব্যের জন্য লোলুপ গুরুগণ শিষ্যদিগকে বদ্ধ করবে। কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ দু'হাতে মাথা চুলকোবে এবং নিয়তই স্বামীর আদেশ পালনে বিরত থাকবে। যখন দ্বিজগণ পাষণ্ডগণের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের আচারের মধ্যে নিমগ্ন হবে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে, তখনই কলিকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। হে ব্রহ্মন্! ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হলে মানুষের মনের শুদ্ধি বিলুপ্ত হবে, মানুষ পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ পাপাশয়গণের নিষ্কৃতিলাভের যা উপায় আছে, তা আপনি বলুন। হে ধর্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, মুনিমুখ্য সূত! যিনি বিশ্বের গুরু, দেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব, তাঁর তুষ্টিবিধানের জন্য কি প্রকার কার্য করতে হবে, তা বিশেষভাবে বলুন। হে সূত! আপনার বচনামৃত পান করলে কার না প্রীতি জন্মে? ১২-১৭॥ সূত বললেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যেমতো কার্য করলে কলিযুগের জীবের মঙ্গল হবে, তা বলছি। এই কথা মহাত্মা নারদ সনৎকুমারের নিকট বলেছেন। সকল বেদেই রামায়ণ 'মহাকাব্য' বলে স্বীকৃত। ভক্তি-মুক্তিফলপ্রদ এই রামায়ণ পাঠ করলে জীবের পাপ নষ্ট হয়, দুষ্টগ্রহগণের কোপ নিবারিত হয় ও দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয়। শ্রীরামের কথা-সম্বলিত যা কিছু তৎসমস্তই সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে॥ ১৮-২০ ॥ হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতুভূত মহাফল এবং অপূর্ব পুণ্যফল প্রদান করে॥ ২১ ॥ মহাপাতকযুক্ত হোক, কিংবা সর্বপাতকযুক্তই হোক না কেন, ঋষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণরূপ দিব্যকাব্য শ্রবণ করলে জীব সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ করে সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়। এই জগতের হিতকারী সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁরা রামায়ণ পাঠ করে কৃতার্থ হয়ে থাকেন॥ ২২-২৩॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষসাধনের উপায়ীভূত রামায়ণ-বর্ণিত পরম অমৃতময় শ্রীরামের চরিত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করবে॥২৪॥ যার পূর্বার্জিত সকল পাপ নষ্ট হয়, তারই রামায়ণের প্রতি মহাপ্রীতি জন্মে—এটি সুনিশ্চিত। যে জীব পাপরূপ পাশবন্ধনে আবদ্ধ, সে রামায়ণ বর্তমান থাকতে তাকে অবজ্ঞা করে অসদ্‌গাথায় মনোনিবেশপূর্বক

রামায়ণং নাম পরং তু কাব্যং সুপুণ্যদং বৈ শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ। যস্মিঞ্ছুতে জন্ম-জরাদিনাশো ভবত্যদোষঃ স নরোঽচ্যুতঃ স্যাৎ॥২৭ বরং বরেণ্যং বরদং তু কাব্যং সন্তারয়ত্যাশু চ সর্বলোকম্। সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিকাব্যং শ্রুত্বা চ রামস্য পদং প্রয়াতি॥২৮ ব্রহ্মেশ-বিষ্ণ্বাখ্য-শরীরভেদৈর্বিশ্বং সৃজত্যত্তি চ পাতি যশ্চ। তমাদিদেবং পরমং বরেণ্যমাধায় চেতস্যুপযাতি মুক্তিম্॥২৯ যো নাম-জাত্যাদিবিকল্পহীনঃ পরাবরাণাং পরমঃ পরঃ স্যাৎ। বেদান্তবেদ্যঃ স্বরুচা প্রকাশঃ স বীক্ষ্যতে সর্বপুরাণ-বেদৈঃ॥৩০ ঊর্জে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ। নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥৩১ ইত্যেবং শৃণুয়াদ্ যস্তু শ্রীরামচরিতং শুভম্। সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রামুত্র চোত্তমান্॥৩২ ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ। প্রযাতি রামভবনং যত্র গত্বা ন শোচতে॥৩৩ চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ সিতে পক্ষে চ বাচয়েৎ। নবাহঃসু মহাপুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ॥৩৪ রামায়ণমাদিকাব্যং স্বর্গ-মোক্ষপ্রদায়কম্। তস্মাদ্ ঘোরে কলিযুগে সর্বধর্মবহিষ্কৃতে॥৩৫ নবভির্দিনৈঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্। রামনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥৩৬ ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্। কথা রামায়ণস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্‌গৃহে॥৩৭ তদগৃহং তীর্থরূপং হি দুষ্টানাং পাপনাশনম্। তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্নিবসন্তি তপোধনাঃ॥৩৮ যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্‌রামায়ণং নরৈঃ। দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্‌রামায়ণোদ্ভবা॥৩৯ কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে। ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ॥৪০ যস্য শ্রবণমাত্রেণ সৌদাসাদয়ো মোচিতাঃ। গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুম্॥৪১ রামায়ণপ্রভাবেন বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ। যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা রামভক্তিপরায়ণঃ॥৪২ স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ পুরুষঃ পাতকাদিভিঃ॥৪৩

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে কল্পানুকীর্তনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

চলতে থাকে॥ ২৫-২৬॥ হে দ্বিজেন্দ্রগণ! রামায়ণ পুণ্যপ্রদ মহাকাব্য, এটি শ্রবণ করুন। এটি শ্রবণ করলে জীবের জন্ম ও জরা প্রভৃতি দোষ থাকে না, জীব সর্বদোষমুক্ত হয়ে অচ্যুতভাব প্রাপ্ত হয়॥২৭॥ শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও বরপ্রদ এই কাব্য সকললোককে অতিশীঘ্র পরিত্রাণ করে। এই আদিকাব্য সঙ্কল্পিতার্থফল প্রদান করে। এটি শ্রবণ করলে শ্রীরামের পাদপদ্ম লাভ করতে পারা যায়। যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুরূপ বিভিন্ন মূর্তিপরিগ্রহ করে বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার ও পালনরূপ বিভিন্নকার্য করছেন, পরমবরেণ্য সেই আদিদেবতাকে মানসমন্দিরে বিশেষরূপে ধারণ করলে মুক্তিলাভ হয়। যিনি নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পহীন, যিনি পরাৎপর ও সুদূরগত অর্থাৎ কষ্টলভ্য পরমশ্রেষ্ঠ, যাঁকে বেদান্তবাক্য দ্বারা জানা যায়, যিনি স্বীয় জ্যোতিতে নিয়ত প্রকাশমান, বেদ ও পুরাণসমূহের উপদেশাবলী অনুধাবন করলে তাঁকে জানতে পারা যায়॥২৮-৩০॥ হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রমাসে নয়দিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। যিনি এভাবে শ্রীরামের শুভচরিত্র শ্রবণ করবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হবেন॥ ৩১-৩২॥ রামায়ণ শ্রবণ করলে মানব সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ করে একবিংশতি পুরুষের সঙ্গে শ্রীরাম-নিকেতনে গমন করে। শ্রীরাম-নিকেতনে গমনের পর তাকে আর শোক-যন্ত্রণা অভিভূত করতে পারে না। চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী মহাপুণ্যপ্রদ শ্রীরামচরিত্র যত্নপূর্বক পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে। আদিকাব্য রামায়ণ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ। সর্বধর্মবহির্ভূত ঘোর কলিযুগে উক্ত নয়দিনব্যাপী এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। যে সকল দ্বিজ ঘোরকলিযুগে রামনাম-পরায়ণ হন, তাঁরা কৃতকৃত্য হন এবং ঘোর কলি তাঁদেরকে ধর্মকার্যে বাধাপ্রদান করতে সমর্থ হয় না। যে গৃহে নিত্য রামায়ণী কথা আলোচিত হয়, সেই গৃহ তীর্থে পরিণত হয়ে দুরাত্মাদিগের পাপ নষ্ট করে থাকে। হে তপোধনগণ! মানুষ যে পর্যন্ত রামায়ণী-কথা শ্রবণ না করে,



সে পর্যন্ত তার দেহ পাপরাশির আবাসভূমিরূপে গণ্য হয়। শ্রীরামায়ণ হতে যে সকল পুণ্যকথা প্রকাশিত হয়েছে, তা অতি দুর্লভ। সে সকল পুণ্যকথা কোটিজন্মের পুণ্যের ফলে জীব জানতে সক্ষম হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্তিক ও চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে রামায়ণী-কথা শ্রবণ করবে। সৌদাস প্রভৃতি এই রামায়ণী-কথা শ্রবণ করে মুক্তিলাভ করেছিলেন। গুরু-গৌতমের অভিশাপে সৌদাস রাক্ষসতনু প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ শ্রবণ করে তারই পুণ্য-প্রভাবে পুনরায় মুক্তিলাভ করে। শ্রীরামের প্রতি যার ভক্তি আছে, তিনি যদি ভক্তিসহকারে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তা হলে অন্য পাতক, এমন কি মহাপাতক হতেও নিষ্কৃতিলাভ করেন॥ ৩৩-৪৩॥

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের কল্পানুকীর্তননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

রাক্ষসমোক্ষণ

ঋষয় উচুঃ — কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ। প্রোক্তবান্ কৃতবান্ ধর্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ॥১ কস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ। যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তত্ত্বং ব্রূহি মহামুনে॥২

সূত উবাচ— সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ। নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ সর্বে ত ঊর্ধ্বরেতসঃ॥৩ তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ। সনৎকুমারশ্চ তথা সনাতন ইতি স্মৃতঃ॥৪ বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ। সহস্রসূর্যসঙ্কাশাঃ সত্যবন্তো মুমুক্ষবঃ॥৫ একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ। মেরুশৃঙ্গে সমাজগ্মুর্বীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্॥৬ তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং নদীম্। নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্যুক্তাঃ সিতাখ্যাং প্রহিতৌজসঃ॥৭ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ। আজগামোচ্চরন্নাম হরের্নারায়ণাদিকম্॥৮ নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দন। যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ রাম বিষ্ণো নমোঽস্তু তে॥৯ ইত্যুচ্চরন্ হরের্নাম পাবয়ন্নখিলং জগৎ। আজগাম স্তুবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্॥১০

ঋষিগণ বললেন, দেবর্ষি নারদ কি কারণে সনৎকুমারকে ধর্মকথা শুনিয়েছিলেন, কেনই বা তাঁরা উভয়ে মিলিত হয়েছিলেন ?॥১॥ হে তাত! হে মহামুনে! কোন্ স্থানে সেই ব্রহ্মবাদী নারদ ও সনৎকুমার উভয়ে অবস্থান করতেন ? দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে যে তত্ত্বকথা বলেছিলেন, তা আমাদের নিকট বলুন॥২॥ সূত বললেন, সনকাদি মহাত্মাগণ ব্রহ্মার পুত্র বলে কথিত। তাঁরা সকলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য এবং ঊর্ধ্বরেতা, তাঁদের নামসমূহ বলছি। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন নামে এঁরা প্রসিদ্ধ॥ ৩-৪॥ সহস্ররবির দীপ্তির মতো দীপ্তিমান, সত্যপরায়ণ ও মুমুক্ষু এই মহাত্মাগণ বিষ্ণুভক্ত ও ব্রাহ্মধ্যানরত। ব্রহ্মধ্যানরত। ব্রহ্মার মহাতেজস্বী সনকাদি পুত্রগণ ব্রহ্মার সভা দর্শন করবার জন্য একদিন মেরুশৃঙ্গে গমন করেছিলেন॥ ৫-৬॥ খ্যাতিমান ও তেজস্বী সেই সনকাদি ঋষিগণ সেখানে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সিতানাম্নী মহাপুণ্যা গঙ্গানদী নিরীক্ষণ করে স্নান করার জন্যে উদ্যোগী হলেন॥ ৭॥ এই সময়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির নারায়ণাদি মানকীর্তন করতে করতে সেখানে আগমন করলেন। হে নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব, জনার্দন, যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ, রাম, বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করছি। শ্রীহরির পূর্বোক্ত নামসকল কীর্তন করতে করতে নারদ নিখিল জগৎ পবিত্রকরত ত্রিলোকের একমাত্র পাবনী গঙ্গাদেবীর স্তব করে তথায় আগমন করলেন॥ ৮-১০॥

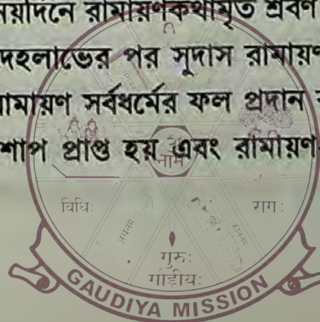
অথায়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ। যথার্হমর্হণং চক্রুর্ববন্দে সোঽপি তান্ মুনীন্॥১১ অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্। সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥১২

সনৎকুমার উবাচ—সর্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনীশানাঞ্চ নারদ। হরিভক্তিপরো যস্মাত্ত্বত্তো

নাস্ত্যপরোঽধিকঃ ॥১৩ যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। গঙ্গা পাদোদ্ভবা যস্য কথং স জ্ঞায়তে হরিঃ॥১৪ অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।

নারদ উবাচ—নমঃ পরায় দেবায় পরাৎপরতরায় চ॥১৫ পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ। জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্মাধর্মস্বরূপিণে। বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্ব-স্বরূপায় তে নমঃ॥১৬ যো দৈত্যহন্তা নরকান্তকশ্চ ভুজাগ্রমাত্রেণ চ ধর্মগোপ্তা। ভূভারসঙ্ঘাতবিনোদকামং নমামি দেবং রঘুবংশদীপম্॥১৭ আবির্ভূতশ্চতুর্ধা যঃ কপিভি পরিবারিতঃ। হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে॥১৮ এবমাদীন্যনেকানি চরিতানি মহাত্মনঃ। তেষাং নামামি সংখ্যাতুং শক্যতে নাব্দকোটিভিঃ॥১৯ মহিমানং তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুং ন শক্যতে॥২০ মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুল্লকো ভজেৎ। যন্নাম্নঃ স্মরণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে॥২১ পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্মরামি ক্ষুল্লধীঃ। রামায়ণপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥২২ ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ তেষাং নিত্যং নমোঽস্তুতে। ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে মাঘে তথৈব চ॥ ২৩ নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্। গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সুদাসো রাক্ষসাধমঃ॥২৪ রামায়ণপ্রভাবেন বিমুক্তিং প্রাপ্তবানসৌ। রামায়ণং কেন প্রোক্তং সর্বধর্মফলপ্রদম্॥২৫ শপ্তঃ কথং গৌতমেন সৌদাসো মুনিসত্তম। রামায়ণপ্রভাবেন কথং ভূয়ো বিমোক্ষিতঃ॥২৬

অনন্তর নারদমুনিকে আসতে দেখে মহাদীপ্তিশালী সনকাদি ঋষিগণ তাঁর যথাযোগ্য পূজা করলেন। নারদমুনিও সনকাদি মুনিগণকে অভিবাদন করলেন॥ ১১॥ অনন্তর সেই সভামধ্যে নারায়ণভক্ত নারদমুনিকে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করলেন॥ ১২॥ সনৎকুমার বললেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নারদ! শ্রেষ্ঠমুনিগণের মধ্যে আপনিই সর্বজ্ঞ ও হরিভক্তিপরায়ণ বলে আপনার অপেক্ষা অধিক আর কেউ নাই॥ ১৩॥ হরি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগৎ সৃজন করেছেন তাঁরই পাদপদ্ম হতে গঙ্গার আর্বিভাব হয়েছে। কি উপায় অবলম্বন করলে সেই হরির সন্ধান পাওয়া যায়? ॥১৪॥ হে নারদ! যথার্থরূপে হরির সন্ধানের উপায় বললে বড়ই অনুগৃহীত হবো। নারদ বললেন,— যিনি পর, পরাৎপর, পরাৎপরনিবাস, সগুণ, নির্গুণ, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং ধর্ম ও অধর্মস্বরূপ, সেই দেবতাকে নমস্কার করছি, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ তাঁর সেই স্বরূপকে নমস্কার করছি॥ ১৫-১৬॥ যিনি দৈত্যকুলকে নিধন করেছেন, নরকাসুরকে বধ করেছেন, ভুজাগ্র দ্বারাই (দুষ্টদমনপূর্বক) যিনি ধর্ম রক্ষা করেন, যিনি ভূলোকের ভারসমূহকে হরণ করতে ইচ্ছুক, যিনি চার অংশে আবির্ভূত হয়ে বানরগণপরিবৃত হয়েছেন, সেই রঘুকুলপ্রদীপকে নমস্কার করছি রাক্ষসসৈন্যগণ যাঁর হাতে নিহত হয়েছে, যার চরিত্র মনোহর, সেই দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে ভজনা করছি॥ ১৭-১৮॥ শ্রীরাম তাঁর সুমধুরচরিত্রবলে বিশ্বের মঙ্গলজনক যে সকল অনুষ্ঠান করেছেন, কোটিবর্ষেও সেই সকল অনুষ্ঠানের নাম ও তাঁর মহিমা সম্যগ্‌রূপে বলা যায় না। মনু ও মুনীন্দ্রগণ যে রামনামের সীমায় উপনীত হতে সক্ষম হন নি, ক্ষুদ্র জীব কি প্রকারে তাঁর ভজনা করতে সমর্থ হবে ? যারা মহাপাপে নিমগ্ন, তারাও সেই রামনাম স্মরণ করে পবিত্র হয়। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সেই রামনামের মহিমা স্মরণ করতে আমি কি প্রকারে সমর্থ হবো ? ঘোর কলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণের অনুরাগী, তাঁরাই কৃতার্থ, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি নমস্কার নিবেদন করছি। কার্তিক, চৈত্র ও মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। গৌতম-মুনির অভিশাপে সুদাস রাক্ষসাধম হয়েছিলো। রাক্ষসদেহলাভের পর সুদাস রামায়ণ শ্রবণ করে এবং তারই প্রভাবে মুক্তিলাভ করে। হে মুনিসত্তম! যে রামায়ণ সর্বধর্মের ফল প্রদান করে, সেই রামায়ণ কার রচিত ? কি কারণে সুদাস গৌতমমুনির অভিশাপ প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ-প্রভাবে কিভাবেই বা মুক্তিলাভ করে ? ॥১৯-২৬॥



অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি। সর্বমেতদশেষেণ মুনে নো বক্তুমর্হসি॥২৭ শৃণ্বতাং বদতাং চৈব কথাং পাপবিনাশিনীম্। শৃণু রামায়ণং বিপ্র যদ্ বাল্মীকি-মুখোদ্গতম্॥২৮ নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্। আস্তে কৃতযুগে বিপ্রো ধর্ম-কর্মবিশারদঃ॥২৯ সোমদত্ত ইতি খ্যাতো নাম্না ধর্মপরায়ণঃ। বিপ্রস্তু গৌতমাখ্যেন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা॥৩০ শ্রাবিতাঃ সর্বধর্মৈশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে। পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেনাসৌ বোধিতোঽপি চ॥৩১ শ্রুতবান্ সর্বধর্মান্ বৈ তেনোক্তানখিলানপি। কদাচিৎ পরমেকান্তে পরিচর্যাপরোঽভবৎ॥৩২ উপস্থিতায়াপি তস্মৈ প্রণামং নহ্যকারি চ। স তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ॥৩৩ শাস্ত্রোদিতানি কর্মাণি করোতি স মুদং যযৌ। যস্ত্বর্চিতো ময়া দেবঃ শিবঃ সর্ব জগদ্গুরুঃ॥৩৪ গুর্ববজ্ঞাকৃতং পাপং রাক্ষসত্বে নিযুক্তবান্। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়েষু চ কচিদঃ॥৩৫

বিপ্র উবাচ—ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বদর্শিন্সুরেশ্বর। ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্বমপরাধং কৃতং ময়া॥৩৬

গৌতম উবাচ—ঊর্জে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণকথামৃতম্। নবাহ্নাচৈব শ্রোতব্যং ভক্তিভাবেন সাদরম্॥৩৭ নাত্যন্তিকং ভবেদেতদ্দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যতি। কেন রামায়ণং প্রোক্তং চরিতানি তু কস্য বৈ॥৩৮ মনসা প্রীতিমাপন্নো ববন্দে চরণৌ গুরোঃ। এতৎসর্বং মহাপ্রাজ্ঞ সংক্ষেপাদ্বক্তুমর্হসি॥৩৯

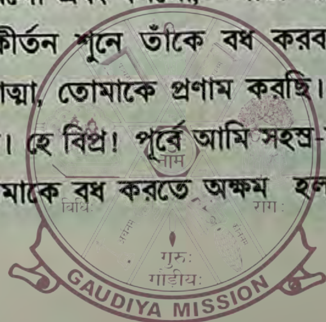
যদি আমি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহলে আপনি সেই বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণনা করুন। হে মুনে! যেই রামায়ণী কথা শ্রবণ করলে পাপ বিনষ্ট হয়, সেই রামায়ণী কথা আমার নিকটে বিস্তৃতভাবে বলবেন কি ? হে বিপ্র ! বাল্মীকিমুনির মুখনিঃসৃত রামায়ণ শ্রবণ করুন। এই রামায়ণকথামৃত নয়দিনব্যাপী শ্রবণ করতে হয়। সত্যযুগে সোমদত্ত নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানে তাঁর অতিশয় নিপুণতা ছিলো। গঙ্গার মনোরম তীরে গৌতম নামে এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনি সেই সোমদত্ত বিপ্রকে ধর্মসম্বন্ধীয় ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু কথা শ্রবণ করান, এবং তদ্দ্বারা তাঁর প্রভূত জ্ঞানের উদয় হয়। গৌতমমুনির সমস্ত উপদেশ তিনি শ্রবণ করেন। কোনও এক সময়ে সোমদত্ত গৃহের একপ্রান্তে পরিচর্যায় রত আছেন, এমন সময়ে অমিততেজস্বী, ধীমান্, শান্তস্বভাব গৌতমমুনি তথায় উপস্থিত হলেন। সোমদত্ত গুরু গৌতমকে উপস্থিত দেখেও তাঁর প্রতি প্রণতি নিবেদন করেন নি। কিন্তু গুরু গৌতম, শিষ্য শাস্ত্র-বিহিত কর্ম করছে, এজন্য আনন্দবোধ করলেন এবং তিনি ভাবলেন—সমগ্র বিশ্বের যিনি গুরু সেই পরমমঙ্গলময় যে শিবের আমি আরাধনা করি, এও সেই শিবের আরাধনা করছে। কিন্তু গুরুর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করায় তার যে পাপ হলো, তার ফলে গুরু গৌতম তাকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি রাক্ষসশরীর লাভ করো। বিপ্র সোমদত্ত গুরুর অভিশাপ শ্রবণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বললেন, হে ভগবন্! সর্বধর্মজ্ঞানযুক্ত, সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর! আমার কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন॥২৭-৩৬॥ গৌতম বললেন, বৎস! কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্ত চিত্তে সানন্দে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। এটি দীর্ঘকাল শ্রবণ করতে হবে না, মাত্র দ্বাদশবর্ষকাল শ্রবণ করবে। গুরুর বাক্যে প্রীতিলাভ করে তাঁর চরণযুগল বন্দনা করলেন এবং বললেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! রামায়ণ কে রচনা করেছেন এবং সেই রামায়ণে কার চরিত্র বর্ণিত হয়েছে ? হে দেব! সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আমাকে বলুন॥ ৩৭-৩৯॥

গৌতম উবাচ— শৃণু রামায়ণং বিপ্র বাল্মীকিমুনিনা কৃতম্। যেন রামাবতারেণ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ॥৪০ হতাস্তু দেবকার্যং হি চরিতং তস্য তচ্ছৃণু। কার্তিকে চ সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য তু॥৪১ নবমেঽহনি শ্রোতব্যা সর্বপাপপ্রণাশিনী। ইত্যুক্ত্বা চার্থসম্পন্নো গৌতমঃ স্বাশ্রমং যযৌ॥৪২ বিপ্রোঽপি দুঃখমাপন্নো রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ। ক্ষুৎপীড়িতঃ পিপাসার্তো নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ॥৪৩ কৃষ্ণক্ষপাদ্যুতির্ভীমো বভ্রাম

বিজনে বনে। মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র মনুষ্যাংশ্চ সরীসৃপান্ ॥৪৪ বিহগান্ প্লবগাংশ্চৈব প্রসভাত্তানভক্ষয়ৎ। অস্থিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতরক্ত কলেবরৈঃ ॥৪৫ রক্তার্দ্রপ্রেতকৈশ্চৈব তেনাসীত্তু ভয়ঙ্করঃ। ঋতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তরাম্ ॥৪৬ কৃত্বাঽতিদুঃখিতঃ পশ্চাদ্ বনান্তরমগাৎ পুনঃ। তত্রাপি কৃতবান্নিত্যং নরমাংসাশনং তদা ॥৪৭ জগাম নর্মদাতীরে সর্বলোকভয়ঙ্করঃ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্ বিপ্রোঽতিধার্মিকঃ ॥৪৮ কলিঙ্গদেশসম্ভূতো নাম্না গর্গ ইতি স্মৃতঃ। বহন্ গঙ্গাজলং স্কন্ধে স্তুবন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্ ॥৪৯ গায়ন্নামানি রামস্য সমায়াতোঽতিহর্ষিতঃ। তমায়ান্তং মুনিং দৃষ্ট্বা সুদাসো নাম রাক্ষসঃ ॥৫০ প্রাপ্তা নঃ পারণেত্যুক্ত্বা ভুজাবুদ্যম্য তং যযৌ। তেন কীর্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবস্থিতঃ ॥৫১ অসক্তস্তং দ্বিজং হন্তুমিদমূচে স রাক্ষসঃ।

রাক্ষস উবাচ ঃ— অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥৫২ নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি দূরগাঃ। ময়া প্রভক্ষিতা পূর্বং বিপ্রাঃ কোটি-সহস্রশঃ ॥৫৩ নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি ত্বাং মহাভয়াৎ। নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি ভো বয়ম্ ॥৫৪ পরাং শান্তিং সমাপন্না মহিমানোঽচ্যুতস্য হি। সর্বথা ত্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো দ্বিজ ॥৫৫ রামকথাপ্রভাবেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকোন্নতাৎ। গুর্ববজ্ঞা ময়া পূর্বং কৃতা চ মুনিসত্তম ॥৫৬ কৃতাশ্চানুগ্রহঃ পশ্চাদ্ গুরুণোক্তমিদং বচঃ। বাল্মীকিমুনিনা পূর্বং কথা রামায়ণস্য চ ॥৫৭ ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যা চ প্রযত্নতঃ। গুরুণাপি পুনঃ প্রোক্তং রম্যং তু শুভদং বচঃ ॥৫৮

গৌতম বললেন, হে বিপ্র! শ্রবণ করো। বাল্মীকিমুনি রামায়ণ রচনা করেছেন। ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে যিনি রাবণাদি নিশাচরগণকে বধ করেছেন, দেবতাগণের মতো যাঁর আচরণ, সেই শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণ করো। কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করবে। এটি শ্রবণ করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এই কথা বলে গৌতম স্বীয় আশ্রমে চলে গেলেন ॥ ৪০-৪২ ॥ বিপ্র সোমদত্ত রাক্ষসদেহ লাভ করে ক্ষুধায় ও পিপাসায় পীড়িত ও কাতর হয়ে দুঃখ পেতে লাগলো। দিন দিন তার ক্রোধরিপু প্রবল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির অন্ধকার যেরূপ ভয়াবহ, তার অঙ্গের দ্যুতিও সেই মতো ভয়াবহ হলো। সে বিজনবনে ভ্রমণ করতে লাগলো। ছয়মাসে শতযোজনবিস্তৃত পৃথিবীর বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও বানরদিগকে বলপূর্বক ধরে ভক্ষণ করতে লাগলো। হে বিপ্রগণ! বহু অস্থি, পীত, রক্ত, কলেবর ও রক্তসিক্ত প্রেতকলেবর দ্বারা সজ্জিত হওয়ায় তাকে ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগলো। এইপ্রকার কার্য করার পরে তার প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হলো। সে তখন এই বন পরিত্যাগ করে অন্য বনে চলে গেলো এবং সেখানেও নিত্যই নরমাংস ভোজন করতে লাগলো ॥ ৪৩-৪৭ ॥ অতঃপর সর্বলোকভয়ঙ্কর রাক্ষসদেহী সেই বিপ্র নর্মদা-নদীতীরে গমন করলো। সেখানে কলিঙ্গদেশজাত গর্গ-নামক এক ধার্মিক বিপ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। দেখলো, সেই গর্গমুনির স্কন্ধে গঙ্গাজলপাত্র, মুখে বিশ্বেশ্বর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তুতিবাক্য ও শ্রীরামের নাম-গান এবং তাঁর হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ যেন উথলে উঠেছে। গর্গমুনিকে আসতে দেখে সুদাস বাহুযুগল উদ্যত করে মুনির প্রাণনাশের জন্য তাঁর দিকে গমন করলো এবং বললো,—আজ আমার পারণ জুটেছে। সুদাস দূর হতে গর্গমুনির মুখনিঃসৃত রামনাম-কীর্তন শুনে তাঁকে বধ করবার ক্ষমতা হারালো ও বলতে লাগলো, হে ভদ্র মহাভাগ! তুমি মহাত্মা, তোমাকে প্রণাম করছি। আহা! কি আশ্চর্য! শ্রীরামের নাম স্মরণমাত্র রাক্ষসও দূরে চলে যায়। হে বিপ্র! পূর্বে আমি সহস্র-সহস্রকোটি বিপ্র ভক্ষণ করেছি। তোমার মুখে রামনাম শ্রবণ করে তোমাকে বধ করতে অক্ষম হলাম। রামনামের মহিমা আজ



নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্। তস্মাদ্ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ ॥৫৯ কথাশ্রবণমাত্রেণ মুচ্যন্তে পাপকর্মভিঃ। ততো রামায়ণং খ্যাতং রামমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৬০ নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ। ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো রামনামপরায়ণঃ ॥৬১ সুদাসরাক্ষসং নাম চেদং বাক্যমথাব্রবীৎ। রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মতিস্তে বিমলাঽভবৎ ॥৬২ অস্মিন্নূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু। শৃণু ত্বং রামমাহাত্ম্যং রামভক্তিপরায়ণ ॥৬৩ রামধ্যানপরাণাঞ্চ কঃ সমর্থঃ প্রবোধিতুম্। রামভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ ॥৬৪ তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ রামায়ণপরা নরাঃ। তস্মাদূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু ॥৬৫ নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং সাবধানঃ সদা ভব। ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস রামায়ণকথাং মুনিঃ ॥৬৬ কথাশ্রবণমাত্রেণ রাক্ষসত্বমপাকৃতম্। বিসৃজ্য রাক্ষসং ভাবমভবদ্দেবতোপমঃ ॥৬৭ কোটিসূর্যপ্রতীকাশো নারায়ণসমপ্রভঃ। শঙ্খ-চক্র-গদাপাণির্হরেঃ সদ্ম জগাম সঃ ॥৬৮ স্তুবন্তং ব্রাহ্মণং সম্যক্ জগাম হরিমন্দিরম্ ॥৬৯

নারদ উবাচ—তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্। স তস্য মহিমা তত্র ঊর্জে মাসি চ কীর্ত্যতে ॥৭০ যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ। বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্ ॥৭১ রামায়ণে হি যন্নাম সকৃদপ্যুচ্যতে সদা। তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৭২ যে পঠন্তি সদাখ্যানং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ। গঙ্গাস্নানাচ্ছতগুণং তেষাং সংজায়তে ফলম্ ॥৭৩

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে রাক্ষসমোক্ষণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তোমাকে রক্ষা করেছে। রামনামের বর্ম পরিধান করেছ বলেই আজ মহাভয় হতে রক্ষা পেলে। হে বিপ্র! আমরা রাক্ষস হয়েও রামনাম স্মরণমাত্র পরমশান্তি লাভ করছি। আহা! সেই অচ্যুত শ্রীরামের কি অপূর্ব নামমহিমা! হে দ্বিজ! তুমি সর্বথা অনাসক্ত। হে মুনিসত্তম! পূর্বে আমি গুরুর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছি। আপনি রামনামের মহিমা কীর্তন করে আমাকে সেই পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার করুন। আমার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে গুরুদেব আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন এবং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে বলেছিলেন, কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ কথা যত্নপূর্বক শ্রবণ কোরো। গুরুদেব আরও একটি শুভপ্রদ ও মনোরম উপদেশ প্রদান করেন ॥৪৮-৫৮॥ কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। হে ব্রহ্মন্! হে মহাভাগ! হে সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! গুরুদেবের কথা হতে এটিই বুঝতে পেরেছি যে, রামায়ণী-কথা শ্রবণ করলে পাপিগণের পাপ বিদূরিত হয়। রাক্ষসের মুখে রামায়ণের মাহাত্ম্যকীর্তন শ্রবণ করে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিস্মিত হলেন। তৎপরে রামনামপরায়ণ সেই বিপ্র কৃপাপূর্বক সুদাসকে বললেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ! তোমার বুদ্ধি নির্মল হয়েছে॥ ৫৯-৬২॥ এই কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে রামায়ণী-কথা শ্রবণ করো। হে শ্রীরামভক্ত! তুমি শ্রীরামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করো। শ্রীরামচন্দ্রধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিকে কে জ্ঞানদান করতে সমর্থ হবে? কারণ, যেখানে শ্রীরামের ভক্ত আছেন, সেখানে ব্রহ্মা, হরি ও শিব বিরাজ করেন এবং দেবগণ, সিদ্ধগণ ও রামায়ণের অনুরাগিগণও সেখানে অবস্থান করেন। সেইহেতু তোমাকে বলছি যে, সর্বদা অবহিতচিত্তে কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী-কথা শ্রবণ করবে। এইরূপ উপদেশ প্রদান করে গর্গমুনি সুদাসকে রামায়ণী-কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গর্গমুনির মুখ হতে রামায়ণী-কথা শ্রবণমাত্র সুদাসের রাক্ষসত্ব বিদূরিত হলো ও সে তখন দেবভাব প্রাপ্ত হলো॥ ৬৩-৬৭॥ রাক্ষসত্ব দূরীভূত হওয়ার পর সুদাসের অঙ্গে কোটি সূর্যের দীপ্তির মতো দীপ্তি প্রকাশ পেতে লাগলো এবং সে তখন গর্গমুনির সবিশেষ স্তব করতে করতে নারায়ণসদৃশ প্রভায় প্রভান্বিত হয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণপূর্বক শ্রীহরির আবাসে গমন করলো॥৬৮-৬৯॥ নারদ বললেন,

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হয়েছে যে, কার্তিকমাসে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে॥ ৭০॥ জীব কোটি মহাপাপ করলেও রামনাম স্মরণমাত্র সমস্ত পাপ হতে মুক্তিলাভ করে এবং শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রত্যহ একবার রামনাম উচ্চারণ করেন, তাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যে সকল মানুষ সর্বদা ভক্তিসহকারে শ্রীরামের আখ্যায়িকা পাঠ ও শ্রবণ করে, তাদের গঙ্গাস্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়।

শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যের রাক্ষসমোক্ষণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

মাঘফলানুকীর্তন

সনৎকুমার উবাচ—অহো বিপ্র ইদং প্রোক্তমিতিহাসঞ্চ নারদ। রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং ত্বং পুনর্বদ বিস্তরাৎ ॥১
অন্যমাসস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ। কস্য নো জায়তে তুষ্টির্মুনে ত্বদ্‌বচনামৃতাৎ ॥২
নারদ উবাচ—সর্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ। যতঃ প্রভাবং রামস্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ ॥৩
মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্য রাঘবস্য কৃতাত্মনাম্। দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪ শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রমিতিহাসং পুরাতনম্। সর্বপাপপ্রশমনং সর্বরোগবিনাশনম্ ॥৫ আসীৎ পুরা দ্বাপরে চ সুমতির্নাম ভূপতিঃ। সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপৈকনায়কঃ ॥৬ ধর্মাত্মা সত্যসম্পন্নঃ সর্বসম্পদ্‌বিভূষিতঃ। সদা রামকথাসেবী রামপূজা-পরায়ণঃ ॥৭ রামপূজাপরাণাঞ্চ শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতিঃ। পূজ্যেষু পূজানিরতঃ সমদর্শী গুণান্বিতঃ ॥৮ সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিমান্নৃপঃ। তস্য ভার্যা মহাভাগা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥৯ পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সত্যবতী শ্রুতা। তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং রামায়ণ-পরায়ণৌ ॥ ১০ অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ। তড়াগারাম-প্রপাদীনসংখ্যাতানকারয়ৎ ॥১১ সোঽপি রাজা মহাভাগো রামায়ণপরায়ণঃ। বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ ॥১২ এবং রামপরো নিত্যং রাজা তু ধর্মকোবিদঃ। তস্য প্রিয়া সত্যবতী দেবী অপি সদাঽস্তুবৎ ॥১৩

সনৎকুমার বললেন, হে বিপ্র নারদ! আপনি রামায়ণের মাহাত্ম্য ও তার ইতিকথা বর্ণনা করেছেন, পুনরায় বিস্তৃতভাবে রামায়ণের মাহাত্ম্য বলুন॥ ১॥ কার্তিকমাসে রামায়ণ শ্রবণ করলে পুণ্যলাভ হয়—তা বলেছেন। এক্ষণে কৃপাপূর্বক অন্যমাসের মাহাত্ম্য বলুন। হে মুনে! আপনার বচনামৃত শ্রবণ করলে কার না আনন্দ হয়?॥ ২॥ নারদ বললেন, হে মহাভাগগণ! আপনারা রামনামের ইতিহাস শ্রবণ করে কৃতার্থ হয়েছেন বলেই ভক্তিযুক্তভাবে রামমাহাত্ম্য শ্রবণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বুঝলাম॥ ৩॥ ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ বলেন যে, যাঁরা আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের রামমাহাত্ম্য শ্রবণ অতি দুর্লভ বলে জানবে॥৪॥ হে ঋষিগণ! আপনারা সেই বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন—যা শ্রবণ করলে সমস্ত পাপ ব্যাধি বিনষ্ট হয়॥৫॥ পুরাকালে দ্বাপরযুগে সুমতি নামে এক রাজা ছিলেন। সোমবংশসমভূত সেই রাজা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিনায়ক ছিলেন॥৬॥ তিনি ধার্মিক, সত্যবাদী ও সর্বসম্পদে বিভূষিত ছিলেন। রামায়ণের কথা কীর্তন করা তার সর্বদা কর্তব্যকর্ম ছিলো। তিনি স্বয়ং শ্রীরামের পূজা করতেন এবং রামপূজা-পরায়ণদিগের সেবা করতেন। অহঙ্কার-শূন্য হয়ে রামায়ণী কথা শ্রবণ করতে তাঁর আনন্দ হতো। সেই কীর্তিমান নৃপতি পূজনীয়গণের পূজা করতেন। তিনি সমদর্শী ছিলেন এবং প্রাণিগণের হিতসাধন তাঁর প্রধান গুণ ছিলো। তিনি স্বভাবতঃ শান্ত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম সত্যবতী, তিনি মহাভাগা, সর্বলক্ষণান্বিতা, পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা ছিলেন। নিত্য রামায়ণ-সেবা সেই রাজা ও রাণীর অবশ্য কর্তব্য-কর্ম ছিলো।

সেই রাজা অন্নদান, জলদান, তড়াগখনন, উপবননির্মাণ, পথিপার্শ্বে জলসত্রস্থাপন প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করেছিলেন। মাহাত্মা রাজা সুমতি ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে স্বয়ং রামায়ণ শ্রবণ করতেন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাতে শ্রবণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতেন। সতত রামভক্তিপরায়ণ এই রাজা ধর্মবিষয়ে বহু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রাজার প্রিয়া ভার্যা সত্যবতীদেবীও সর্বদা শ্রীরামের স্তব করতেন॥৭-১৩॥

বিশ্রুতৌ ত্রিষু লোকেষু দম্পতী তৌ হি ধার্মিকৌ। আযযৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্দ্রষ্টুকামো বিভাণ্ডকঃ॥১৪ বিভাণ্ডকং মুনিং দৃষ্ট্বা সুখমাপ্তো জনেশ্বরঃ পাদ্যমর্ঘ্যং সপত্নীকঃ পূজাভির্বহুবিস্তরম্। কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শান্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্। নিজাসনগতো ভূপঃ প্রাঞ্জলির্মুনিমব্রবীৎ॥১৬

রাজোবাচ—ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽদ্য ত্বদভ্যাগমনেন ভোঃ। সতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্॥১৭ যত্র স্যান্মহতাং প্রেম তত্র স্যুঃ সর্বসম্পদঃ। তেজঃ কীর্তির্ধনং পুত্র ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ॥১৮ তত্র বৃদ্ধিং গমিষ্যন্তি শ্রেয়াংস্যনুদিনং মুনে। যত্র সন্তঃ প্রকুর্বন্তি মহতীং করুণাং প্রভো॥১৯ যো মূর্ধ্নি ধারয়দ্ ব্রহ্মন্ বিপ্রপাদতলোকদম্। স স্নাতো সর্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ॥২০ মম পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সম্পদশ্চ সমর্পিতাঃ। সমাজ্ঞাপয় শান্তাত্মন্ বয়ং কিং করবাণি তে॥২১ ইত্থং বদন্তং ভূপং তং স নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ। স্পৃশন্ করেণ রাজানং প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ॥২২

ঋষিরুবাচ—রাজন্! যদুক্তং ভবতা তৎ সর্বং ত্বৎকুলোচিতম্। বিনয়াবনতাঃ সর্বে পরং শ্রেয়ো ভজন্তি হি॥২৩ প্রীতোঽস্মি তব ভূপাল সন্মার্গপরিবর্তিনঃ। স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ যৎ পৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্॥২৪ হরিসন্তোষকান্যাসন্ পুরাণানি বহূন্যপি। মাঘে মাসি চোদ্যতোঽসি রামায়ণপরায়ণ॥২৬ তব ভার্যাপি সাধ্বীয়ং নিত্যং রামপরায়ণা। কিমর্থমেতদ্ বৃত্তান্তং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥২৬

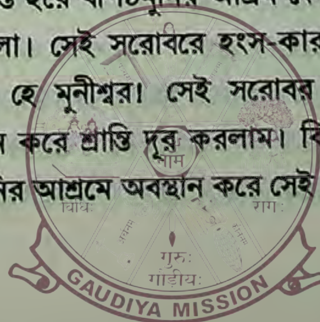
রাজোবাচ—শৃণুষ্ব ভগবন্ সর্বং যৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ। আশ্চর্যং যদ্ধি লোকানামাবয়োশ্চরিতং মুনে॥২৭ অহমাসং পুরা শূদ্রো মালতির্নাম সত্তম। কুমাগনিরতো নিত্যং সর্বলোকাহিতে রতঃ॥২৮ পিশুনো ধর্মবিদ্বেষী দেবদ্রব্যাপহারকঃ। মহাপাতকিসংসর্গী দেবদ্রব্যোপজীবঃ॥২৯

সেই রাজা ও রাণী ধর্মপরায়ণ বলে ত্রিলোকে কীর্তিত ছিলেন। একদিন বিভাণ্ডকমুনি বহু শিষ্যের সঙ্গে রাজার নিকটে আগমন করলেন। বিভাণ্ডকমুনির দর্শনে রাজার প্রাণে আনন্দের উদয় হলো, তিনি সপত্নীক শান্তস্বভাব-মুনিকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে অর্চনা করলেন। অতঃপর মুনি আসনে উপবেশন করলে মুনির প্রতি যথাবিধি আতিথ্যসম্পাদন করে রাজা স্বীয় আসনে উপবেশন -করত কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে বললেন, হে ভগবন্! আজ আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ। সজ্জনগণের শুভাগমন শুভপ্রদ বলে সদাশয়গণ এইপ্রকার আগমনের প্রশংসা করেন॥১৪-১৭॥ জ্ঞানিগণ বলেন, যেখানে মহাত্মাদিগের প্রীতি বিরাজ করে, সেখানেই সর্বসম্পদ, তেজঃ, কীর্তি, ধন ও পুত্র অবস্থান করে অর্থাৎ মহাত্মাগণের প্রীতির দ্বারা উক্ত সম্পদ্সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! প্রভো! যে স্থানে সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, সে স্থানের মঙ্গল স্বাভাবিকভাবেই যেন দিন দিন বর্ধিত হয়। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে পুণ্যবান্, বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করায় তার সর্বতীর্থস্নানের ফললাভ হয়—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। হে শান্তাত্মন্! আমার পত্নী, পুত্র ও ঐশ্বর্য সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করলাম। আদেশ করুন, এখন আপনার প্রীতিসম্পাদনের জন্য কি কার্য করতে হবে॥১৮-২১॥ রাজার বাক্য-সমাপ্তির পর মুনিবর বিভাণ্ডক রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত -করত তাঁর করস্পর্শপূর্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বললেন, হে রাজন্! তুমি বিনীতভাবে যে সকল কথা

বলেছো, সে সমস্তই তোমার কুলোচিত বাক্য। বিনয়াবনত ব্যক্তিগণই পরম মঙ্গললাভের অধিকারী। হে ভূপাল! সৎপথে তোমার মতি দেখে প্রীতিলাভ করলাম। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হোক। এক্ষণে তোমাকে আমি যা জিজ্ঞেস করছি তা বলো॥২২-২৪॥ শ্রীহরির প্রীতিলাভের জন্য যে উপায় অবলম্বনীয় সে সম্বন্ধে বহু পুরাণে বহু উপদেশ উল্লিখিত আছে। হে ভূপাল! তুমি রামায়ণভক্ত, তোমার এই সাধ্বী ভার্যাও রামায়ণ-পরায়ণা। মাঘমাসে রামায়ণ শ্রবণ করবার জন্যে তোমাদের উভয়েরই আগ্রহ দেখছি। রামায়ণের প্রতি তোমাদের এইরূপ আসক্তির কারণ কি ? রামায়ণের বৃত্তান্তই বা কি প্রকার তা আমাকে বলো॥২৫-২৬॥ রাজা বললেন, হে ভগবন্! আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তৎসমস্তই বলছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! লোকসমাজে আমাদের কিরূপ আশ্চর্য চরিত্র ছিলো তা বলছি। হে সত্তম! পূর্বে আমি মালতি নামে এক শূদ্র ছিলাম। কুপথে গমন ও সর্বলোকের অহিত আচরণ আমার স্বভাব ছিলো। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধর্মদ্বেষী ছিলাম। দেবগণের দ্রব্য অপহরণ আমার বৃত্তি ছিলো। মহাপাতকিগণের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতাম এবং দেবগণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করে তদ্দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতাম॥২৭-২৯॥

গোঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা চৌরো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ। নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাপী বেশ্যাপরায়ণঃ॥৩০ কিঞ্চিৎ কালে সংস্থিতোঽহমনাদৃত্য মহদ্বচঃ। সর্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বনমুপাগমম্॥৩১ মৃগমাংসাশনং নিত্যং তথা মার্গবিরোধকৃৎ। একাকী দুঃখবহুলো নিবসন্নির্জনে বনম্॥৩২ একদা ক্ষুৎপরিশ্রান্তো নিদাঘান্তে পিপাসিতঃ। বসিষ্ঠস্যাশ্রমং দৃষ্ট্বা অপশ্যম্ নির্জনং বনম্॥৩৩ হংসকারণ্ডবাকীর্ণং তৎসমীপে মহৎ সরঃ। পর্যন্তে বনপুষ্পৌঘৈশ্ছাদিতং তন্মুনীশ্বর॥৩৪ অপিবং তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ। উন্মূল্য বিল্বমূলানি ময়া ক্ষুচ্চ নিবারিতা॥৩৫ বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তিষ্ঠন্ নিবাসং কৃতবানহম্। শীর্ণৈঃ স্ফটিকসঙ্ঘাতৈস্তত্র গৃহমকারিষম্॥৩৬ পর্ণৈস্তৃণৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকল্পিতম্। তত্রাহং ব্যাধসত্ত্বস্থো হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্॥৩৭ আজীবিকাঞ্চ কুর্বাণো বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্। অথোপনয়তা সাধ্বী বিন্ধ্যদেশে সমুদ্ভবা॥৩৮ নিষাদকুলসম্ভূতা নাম্না কালীতি বিশ্রুতা। বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা॥৩৯ ব্রহ্মন্ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তা শোচতী মুক্তিকীং ক্রিয়াম্। দৈবযোগাৎ সমায়াতা ভ্রমন্তী বিজনে বনে॥৪০ মাসে গ্রীষ্মে চ তাপার্তা হ্যন্তস্তাপপ্রপীড়িতা। ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্ট্বা জাতা মে বিপুলা ঘৃণা॥৪১ ময়া দত্তং জলঞ্চাস্যৈ মাংসং বনফলং তথা। গতশ্রমা তু সা পৃষ্টা ময়া ব্রহ্মন্ যথাতথম্॥৪২ ন্যবেদয়ৎ স্বকর্মাণি তানি শৃণু মহামুনে। ইয়ং কালী তু নাম্না বৈ নিষাদকুলসম্ভবা॥৪৩

নিত্য গোবধ, ব্রহ্মবধ ও অন্যান্য প্রাণি-বধ করতাম। নিত্য আমি বেশ্যাসক্ত, নিষ্ঠুরভাষী ও পাপী ছিলাম॥৩০॥ বন্ধুগণের সঙ্গে অবস্থিতিকালে কোনো এক সময়ে মহাপুরুষগণের বাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করি নি বলে বন্ধুগণ সকলে আমাকে পরিত্যাগ করে। বন্ধুগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দুঃখিতহৃদয়ে বনে গমন করি। নির্জনবনে নিত্য মৃগমাংস ভক্ষণ করতাম ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতাম। এইভাবে নির্জনবনে একাকী বাস করে বহু কষ্ট পেতে লাগলাম॥৩১-৩২॥ গ্রীষ্মশেষে একদিন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে বশিষ্ঠমুনির আশ্রম দেখতে পেলাম। তারই নিকটে এক নির্জনবনে একটি বৃহৎ সরোবর ছিলো। সেই সরোবরে হংস-কারণ্ডব বিচরণ করতো। বনপুষ্প দ্বারা সরোবরটি আচ্ছাদিত ছিলো। হে মুনীশ্বর! সেই সরোবর আমার নয়নগোচর হলে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তার জল পান করে শ্রান্তি দূর করলাম। বিল্বতরুর মূল তুলে তদ্দ্বারা ক্ষুধার জ্বালা দূর করলাম। কিছুদিন বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে অবস্থান করে সেই নির্জনবনে বাস করতে লাগলাম।



অতঃপর শীর্ণ স্ফটিকখণ্ডসমূহ, শুষ্ক তৃণ, পত্র ও কাষ্ঠদ্বারা একটি আবাসগৃহ নির্মাণ করে বিশ বৎসর যাবৎ সেস্থানে ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক বহুবিধ মৃগ বধ-করত জীবনধারণ করতে লাগলাম। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর বিন্ধ্যদেশীয় ব্যাধকুলসমভূতা কালী নামে পরিচিতা এক সাধ্বী মহিলা বন্ধুবর্গ -কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়ায় মনোবেদনায় শীর্ণকায়া হয়ে ভ্রমণ করতে করতে দৈবযোগে একদিন এই নির্জনবনে এসে উপস্থিত হলো। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে শোকবিহ্বলচিত্তে মুক্তির উপায় চিন্তা করছে, তাকে এইরূপ দেখতে পেলাম। গ্রীষ্মতাপে ও হৃদয়-তাপে অতিশয় পীড়িতা এই রমণীকে দেখে আমার অন্তরে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হলো। হে ব্রহ্মন্! পান ও ভোজন করবার জন্য আমি তাঁকে জল, মাংস ও বন্যফল প্রদান করলাম। পান ও ভোজন করবার পর ক্লান্তি বিদূরিত হয়েছে দেখে তাকে তার পুরাতন কাহিনী জিজ্ঞাসা করলাম। হে মহামুনে! তখন সেই নারী আমার নিকটে তার কৃতকর্মের কথা যা জানিয়েছিলো তা বলছি, শ্রবণ করুন। কালী নাম্নী এই নারী নিষাদকূলে জন্মলাভ করে॥৩১-৪৩॥

দাম্ভিকস্য সুতাং বিদ্ধি ন্যবসদ্ বিন্ধ্যপর্বতে। পরস্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী॥৪৪ বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতোঽহং পাপচারিণী। কান্তারে বিজনে ব্রহ্মংস্ত্বৎসমীপমুপাগতা॥৪৫ ইত্যেবং স্বকৃতং কর্ম সর্বং মহ্যং ন্যবেদয়ৎ। বসিষ্ঠস্যাশ্রমং পুণ্যং অহং চেয়ঞ্চ বৈ মুনে॥৪৬ দম্পতিভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশিনৌ তদা। উদ্যমার্থে গতৌ চৈব বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তদা॥৪৭ দৃষ্ট্বা চৈব সমাজঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ সত্তম। রামায়ণপরা বিপ্রা মাঘে দৃষ্ট্বা দিনে দিনে॥৪৮ নিরাহারৌ চ বিক্রান্তৌ ক্ষুৎ-পিপাসাপ্রপীডিতৌ। অনিচ্ছয়া গতৌ তত্র বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি॥৪৯ রামায়ণকথাং শ্রোতুং নবাহ্না চৈব ভক্তিতঃ। তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবন্মুনে॥৫০ কর্মণা তেন তুষ্টাত্মা ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাৎ।৫১ আরোপ্য মাং বিমানে তু জগ্মুস্তে চ পরং পদম্। আবাং সমীপমাপন্নৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥৫২ ভুক্তবন্তৌ মহান্ ভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুষ্ব মে। যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ॥৫৩ উষিত্বা রামভবনে ব্রহ্মলোকমুপাগতৌ। তাবৎ কালঞ্চ তত্রাপি স্থিত্বেন্দ্রপদমাগতৌ॥৫৪ তত্রাপি তাবৎ কালঞ্চ ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্। ততঃ পৃথ্বীং বয়ং প্রাপ্তাঃ ক্রমেণ মুনিসত্তম॥৫৫ তত্রাপি সম্পদতুলা রামায়ণপ্রসাদতঃ। অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবম্বিধং মুনে॥৫৬

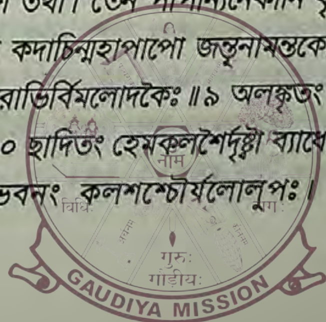
তাকে দাম্ভিকসুতা বলে জানবেন। সে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করতো। নিত্য পরদ্রব্য চুরি করা ও নিষ্ঠুরের মতো কথা বলা তার সহজাত মনোবৃত্তি ছিলো। পাপচারিণী বলে বন্ধুবর্গ তাকে পরিত্যাগ করে। হে ব্রহ্মন্! তখন সে এই নির্জনবনে আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং নিজের সমস্ত কৃতকর্মের কাহিনী জানায়। হে মুনে! আমি এবং এই নারী মাংসভক্ষণ করে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমসন্নিধানে পতি-পত্নীভাবে অবস্থান করতাম। একদিন উৎসাহিত হয়ে আমরা উভয়ে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি॥৪৪-৪৭॥ হে সত্তম! রামায়ণ-পরায়ণ দেবর্ষি ও বিপ্রগণকে সেখানে দেখতে পাই। রামায়ণের প্রতি এঁদের প্রীতি ও মাঘমাসে প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করছেন দেখে ভোজনীয়দ্রব্যসংগ্রহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা উভয়ে অনিচ্ছাবশতঃ অনাহারে থেকে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্তদেহে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি এবং ভক্তিসহকারে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী-কথা শ্রবণ করি। রামায়ণী-কথা শ্রবণকালে একদিন আমাদের উভয়ের মৃত্যু হয়॥৪৮-৫০॥ আমরা উভয়ে রামায়ণী-কথা শ্রবণ করেছিলাম বলে শ্রীভগবান মধুসূদন আমাদের উভয়ের প্রতি প্রীত হন। আমাদের উভয়কে নিয়ে যাবার জন্যে ভগবান নিজ দূত প্রেরণ করেন। আমাদিগকে মনোরম বিমানে তুলে দূতগণ পরমধামে এসে উপস্থিত হয়। চক্রধারী

শ্রীভগবানের সন্নিধানে আমাদের থাকবার স্থান নির্দিষ্ট হয় ও সেখানে কতোকাল যাবৎ মহানন্দ ভোগ করেছি তা শ্রবণ করুন। শতসহস্রকোটি যুগ যাবৎ শ্রীরামের আবাসে বাস করে অতঃপর ব্রহ্মলোকে গমন করি। সেখানে তৎপরিমাণ কাল যাবৎ ভোগ করবার পরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হই। ইন্দ্রলোকেও তৎপরিমাণ কাল যাবৎ উত্তমভোগ্য ভোগ করার পরে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করি। হে মুনিসত্তম! রামায়ণপ্রসাদে পৃথিবীতেও আমরা অতুলসম্পদের অধিকারী হয়েছি। হে মুনে! অনিচ্ছাবশতঃও রামায়ণ শ্রবণ করে আমরা এইপ্রকার সুখভোগ করছি॥ ৫১-৫৬॥

নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ। ভক্তিভাবেন ধর্মাত্মন্ জন্ম-মৃত্যু-জরাপহা॥৫৭ অবশেনাপি যৎকর্ম কৃতং তু সুমহৎ ফলম্। দদাতি শৃণু বিপ্রেন্দ্র রামায়ণপ্রসাদতঃ॥৫৮
নারদ উবাচ—এতৎ সর্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ। অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযযৌ স্বতপোবনম্॥৫৯ তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ। রামায়ণকথা চৈব কামধেনূপমা স্মৃতা॥৬০ মাঘে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণং প্রযত্নতঃ। নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বধর্মফলপ্রদম্॥৬১ য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্বপাপ প্রণাশনম্। বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি রামভক্তিশ্চ জায়তে॥৬২
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে মাঘফলানুকীর্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।
হে ধর্মাত্মন্! নয়দিনব্যাপী এই রামায়ণী কথা ভক্তিযুক্তভাবে শ্রবণ করা কর্তব্য। এটি শ্রবণ করলে জন্ম, মৃত্যু ও জরার আক্রমণ হতে অক্লেশে নিষ্কৃতিলাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রবণ করুন, অবশভাবেও যদি কেউ রামায়ণী কথা শ্রবণ করে, তা হলেও রামায়ণপ্রসাদে এটি বিশেষ ফল দান করে থাকে। নারদ বললেন, মুনিবর বিভাণ্ডক এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করে মহীপালকে অভিনন্দিত-করত স্বীয় তপোবনে চলে গেলেন॥৫৭-৫৯॥ হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাই আপনারা চক্রপাণি দেবদেবের রামায়ণী কথা শ্রবণ করুন। এই রামায়ণী কথা কামধেনুতুল্য। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী যত্নপূর্বক সর্বধর্মফলপ্রদ রামায়ণশ্রবণ করণীয়। এই পুণ্য আখ্যান সকলপাপ বিনষ্ট করে। এটি পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে অন্তরে রামভক্তির উদয় হয়॥৬০-৬২॥
স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের মাঘফলানুকীর্তন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

চৈত্রমাসীয়ফলানুকীর্তন

নারদ উবাচ—অন্যমাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্॥১ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। সমস্তকামফলদং সর্বব্রতফলপ্রদম্॥২ দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্। রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ॥৩ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৪ আসীৎ পুরা কলিযুগে কলিকো নাম লুব্ধকঃ। পরদার -পরদ্রব্যহরণে সততং রতঃ॥৫ পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীডাকরস্তথা। হতবান্ ব্রহ্মণান্ গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥৬ দেবস্বহরণে নিত্যং পরস্বহরণে তথা। তেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ॥৭ ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ। স কদাচিন্মহাপাপো জন্তূনামন্তকোপমঃ॥৮ সৌবীরনগরং প্রাপ্তঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতম্। যোষিদ্ভির্ভূষিতাভিশ্চ সরোভির্বিমলোদকৈঃ॥৯ অলঙ্কৃতং বিপণিভির্যযৌ দেবপুরোপমম্। তস্যোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্॥১০ ছাদিতং হেমকলশৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ। হরাম্যত্র সুবর্ণানি বহূনীতি বিনিশ্চিতঃ॥১১ জগাম রামভবনং কলশশ্চৌর্যলোলুপঃ। তত্রাপশ্যদ্ দ্বিজবরং শান্তং



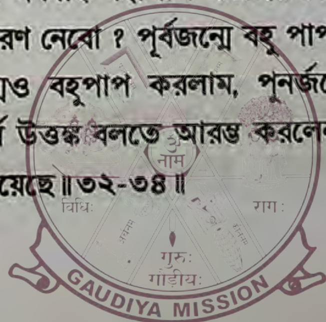
তত্ত্বার্থকোবিদম্ ॥১২ পরিচর্যাপরং বিষ্ণোরুত্তঙ্কং তপসাং নিধিম্। একাকিনং দয়ালুঞ্চ নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্ ॥১৩ দৃষ্ট্বাঽসৌ লুব্ধকো মেনে তং চৌর্যস্যান্তরায়িণম্। দেবস্য দ্রব্যজাতং তু সমাদায় মহানিশি ॥১৪ উত্তঙ্কং হন্তুমারেভে উদ্যতাসির্মদোদ্ধতঃ। পাদেনাক্রম্য তদ্বক্ষো গলং সংগৃহ্য পাণিনা ॥১৫ হন্তুং কৃতমতিং ব্যাধমুত্তঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চাব্রবীৎ।

উত্তঙ্ক উবাচ—ভো ভো সাধো বৃথা মাং ত্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥১৬ ময়া কিমপরাদ্ধং তে তদ্ বদ ত্বঞ্চ লুব্ধকঃ। বৃথাপরাধিনো লোকে হিংসাং কুর্বন্তি যত্নতঃ ॥১৭ ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য সজ্জনা অপি সাধবঃ। বিরোধেষ্বপি মূর্খেষু নিরীক্ষ্যাবস্থিতান্ গুণান্ ॥১৮ বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ। বহুধা বাচামনোঽপি যো নরঃ ক্ষময়ান্বিতঃ ॥১৯ তমুত্তমং নরং প্রাহুর্বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং তথা ॥২০

নারদ বললেন, হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ পুণ্যদায়ক ও সর্বদুঃখনাশক। অন্যমাসেও রামায়ণ শ্রবণ করলে পুণ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সর্বপাপ ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়॥ ১॥ রামায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের ও স্ত্রীজাতির সর্ববিধ কাম্য ও সর্ববিধ ব্রতের ফল প্রদান করে॥২॥ রামায়ণ শ্রবণ করলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় ও ধন্য হয়। রামায়ণ ভোগ ও মুক্তিফল দান করে। রামায়ণের মাহাত্ম্যও বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ করা কর্তব্য। যেই মাহাত্ম্যের পাঠক ও শ্রোতা সকলেরই পাপ নষ্ট হয়, এইস্থলে সেই রামায়ণমাহাত্ম্যের পুরাতন ইতিবৃত্ত উদাহৃত হচ্ছে॥৩-৪॥ কলিযুগে কলিক-নামে এক ব্যাধ ছিলো। সে সর্বদা পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য অপহরণ করতো। পরনিন্দা করতে তার খুবই আনন্দ হতো। জীবজন্তুর পীড়া উৎপাদন তার নিত্যকর্ম ছিলো। সেই কলিক ব্যাধ শত শত ব্রাহ্মণ ও সহস্র সহস্র গো-বধ করেছিলো। সে দেবতার ও পরের ধন নিত্য অপহরণ করতো। এইভাবে সে এতো মহাপাপ করেছিলো যে, তার সংখ্যা কোটিবৎসরেও বলা সম্ভব হয় না। জন্তুগণের পক্ষে যমসদৃশ মহাপাপী কলিক কোনও এক সময়ে সৌবীরনামক নগরে গিয়েছিলো। সর্ববিধ ঐশ্বর্যমণ্ডিত সৌবীরনগরের মহিলামণ্ডলীও বিবিধভূষণে ভূষিতা ছিলো। নির্মলজলপূর্ণ সরোবরে ও সুন্দর বিপণি-শ্রেণীপরিপূর্ণ সৌবীরনগরকে দেবপুরসদৃশ দেখা যেতো। তারই উপবনের মধ্যে ভগবান কেশবের একখানি মনোরম মন্দির ছিলো॥৫-১০॥ মন্দিরটি স্বর্ণকলশে আচ্ছাদিত ছিলো। স্বর্ণকলশ দেখে ব্যাধ আনন্দবোধ করলো এবং বিশেষভাবে চিন্তা করে স্থির করলো যে, যে কোনও উপায়েই হোক, এই কলশগুলি চুরি করতে হবে। এইপ্রকার মনে করে স্বর্ণকলশ চুরি করবার জন্য লুব্ধ হয়ে শ্রীরামের মন্দিরে গমন করলো। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলো যে, উত্তঙ্ক-নামক এক দ্বিজবর শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্যায় রত আছেন। সেই দ্বিজ শান্তস্বভাব, তত্ত্বার্থজ্ঞ, তপস্বী, দয়ালু, নিঃস্পৃহ, ধ্যানপ্রিয় ও একাকী। ব্যাধ ভাবলো—স্বর্ণকলশ চুরি করবার পথে এই দ্বিজই মহান্ প্রতিবন্ধক, (যাই হোক এই প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে) উদ্ধতস্বভাব ব্যাধ স্বীয় মত্ততাবশতঃ ব্রাহ্মণ-উত্তঙ্কের বক্ষ পা দিয়ে ও গলা হাত দিয়ে চেপে ধরে খড়্গ তুলে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলো। ব্যাধকে তদবস্থায় দেখে উত্তঙ্ক বলতে লাগলেন, হে সাধো! আমার তো কোনো অপরাধ নাই, তবে কেন বৃথা আমাকে বধ করবে? হে ব্যাধ! বলো, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি? দেখো, এ সংসারে দেখতে পাওয়া যায় যে, যারা অপরাধী, তারাই নিরর্থক অন্যকে হিংসা করে। হে সৌম্য! যারা সজ্জন, যাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সাধু, তারা অন্যকে বৃথা হিংসা করে না। মূর্খের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হলে শান্তচিত্ত সজ্জনগণ যদি সেই মূর্খের মধ্যে গুণরাশি দেখতে পান, তাহলে তার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন না। যিনি বহুপ্রকার কথা বলেন, তিনি যদি ক্ষমাবান হন, তাহলে তিনি উত্তম মানুষ বলে গণ্য হন ও শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হন॥১১-২০॥

সজ্জনো ন যাতি বৈরং পরহিতরতো বিনাশকালেঽপি। ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভীকরোতি মুখং কুঠারস্য॥২১
অহো বিধির্বৈ বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্। সর্বসঙ্গবিহীনোঽপি বাধ্যতে তু দুরাত্মনা॥২২ অহো নিষ্কারণং
লোকে বাধন্তে দুর্জনা জনান্। ধীবরাঃ পিশুনা ব্যাধা লোকেঽকারণবৈরিণঃ॥২৩ অহো বলবতী মায়া
মোহয়ত্যখিলং জগৎ। পুত্র-মিত্র-কলত্রাদ্যৈঃ সর্বদুঃখেন যোজ্যতে॥২৪ পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং যোষিতশ্চ
যৎ। অন্তে তৎসর্বমুৎসৃজ্য এক এব প্রয়াতি বৈ॥২৫ মম মাতা মম পিতা মম ভার্যা মমাত্মজা।
মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা বাধতে বৃথা॥২৬ যাবদর্পয়তি দ্রব্যং তাবদ্ভবতি বান্ধবঃ। অর্জিতং তু ধনং সর্বে
ভুঞ্জন্তে বান্ধবাঃ সদা॥২৭ দুঃখমেকতমো মূঢ়স্তৎপাপফলমশ্নুতে। ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং বিমৃশ্য ভয়বিহ্বলঃ॥২৮
কলিকঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ। তৎসঙ্গস্য প্রভাবেণ হরিসন্নিধিমাত্রতঃ॥২৯ গতপাপো
লুব্ধকশ্চ সানুতাপোঽভবদ্ ধ্রুবম্। ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহূনি চ॥৩০ তানি সর্বাণি নষ্টানি
বিপ্রেন্দ্র তব দর্শনাৎ। অহং বৈ পাপাধীর্নিত্যং মহাপাপং সমাচরণ্॥৩১ কথং মে নিষ্কৃতির্ভূয়াৎ কং যামি
শরণং বিভো। পুনর্জন্মার্জিতৈঃ পাপৈর্লুব্ধকত্বামবাপ্তবান্॥৩২ অত্রাপি পাপজালানি কৃত্বা কাং গতিমাপ্নুয়াম্।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কলিকস্য মহাত্মনঃ॥৩৩ উত্তঙ্কো নাম বিপ্রর্ষিরিদং বাক্যমথাব্রবীৎ।
উত্তঙ্ক উবাচ—সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ মতিস্তেবিমলোজ্জ্বলা॥৩৪

পরের হিতসাধন যাঁর স্বাভাবিক ধর্ম, নিজের বিনাশকালেও তিনি অন্যের সঙ্গে বৈরিতা করেন না। দেখো, যেই কুঠার চন্দনতরু ছেদন করে, চন্দনতরু সেই কুঠারের মুখকেই সুগন্ধযুক্ত করে। আহা! বিধির কি বিচিত্র লীলা! বলবান দুরাত্মা দুর্বলজনগণকে বহুপ্রকারে নির্যাতন করে। যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন, দুরাত্মা তাকেও নির্যাতন করে॥২১-২২॥ আহা! কি আর বলবো ? দুর্জনগণ বিনা কারণেও সজ্জনগণকে নির্যাতন করে। দেখতে পাওয়া যায়, এই সংসারে ধীবর, খল ও ব্যাধ—এরাও বিনা কারণে বৈরিতা করে। আহা! বলবতী মায়ার কথা কি আর বলবো! এই মায়া অখিল জগৎকে মোহিত করে এবং পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি দ্বারা সর্বদুঃখে যোজিত করে॥২৩-২৪॥ পরস্ব অপহরণ করে পুত্র-কলত্রের প্রতিপালন করলে কি হবে ? অন্তিমসময়ে সকলকে পরিত্যাগ করে একাই চলে যাবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভার্যা, আমার দুহিতা ও আমার এইবস্তু ইত্যাদি মমত্ববোধ প্রাণিগণকে বৃথা আবদ্ধ করে॥২৫-২৬॥ যে পর্যন্ত কাউকে কিছু দিতে পারা যায়, সে পর্যন্তই সেই ব্যক্তি তার বান্ধব থাকে। অর্জিত ধন বান্ধবগণ সর্বদাই ভোগ করে, কিন্তু যে মূর্খ পাপাচরণ করে ঐ ধন অর্জন করে, কেবলমাত্র সেই মূর্খই কৃতপাপের ফল একাই ভোগ করে। ঋষির এইসকল কথা শুনে কলিকের প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হলো। সে ভয়ে কাতর হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকে বার বার বলতে লাগলো, হে ঋষে! আমি অপরাধী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই ঋষির সঙ্গলাভের ফলে এবং শ্রীহরির সান্নিধ্যমাত্র লুব্ধকের পাপ দূরীভূত হলো। সে পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করে অনুতাপ ভোগ করতে লাগলো। তৎপরে ঋষিকে লক্ষ্য করে ব্যাধ বললো, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বহু মহাপাপ করেছি। আজ আপনার দর্শন-লাভ করায় আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়েছে। আমার বুদ্ধি পাপে পরিপূর্ণ, সর্বদাই মহাপাপ করছি॥২৭-৩১॥ হে বিভো! কি প্রকারে আমার নিষ্কৃতি হবে ? আমি কার শরণ নেবো ? পূর্বজন্মে বহু পাপানুষ্ঠান করেছিলাম, তারই ফলে ব্যাধরূপে জন্মলাভ করেছি। এজন্মেও বহুপাপ করলাম, পুনর্জন্মে আবার কোন গতি হবে ? কলিকের এই সমস্ত কথা শুনে বিপ্রর্ষি উত্তঙ্ক বলতে আরম্ভ করলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! বড়োই ভালো কথা যে, তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল হয়েছে॥৩২-৩৪॥



যস্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীপ্সসি। চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য চ॥৩৫ নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা ভক্তিভাবেন সাদরম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩৬ তস্মিন্ ক্ষণেঽসৌ কলিকো লুব্ধকো বীতকল্মষঃ। রামায়ণকথাং শ্রুত্বা সদ্যঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥৩৭ উত্তঙ্কঃ পতিতং বীক্ষ্য লুব্ধকং তং দয়াপরঃ। এতাদৃষ্ট্বা বিস্মিতশ্চ অস্তৌষীৎ কমলাপতিম্॥৩৮ কথাং রামায়ণস্যাপি শ্রুত্বা চ বীতকল্মষঃ। দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেতদথাব্রবীৎ॥৩৯ বিমুক্তস্ত্বৎ প্রসাদেন মহাপাতকসঙ্কটাৎ। তস্মান্নতোঽস্মি তে বিদ্বান্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে॥৪০

সূত উবাচ—ইত্যুক্ত্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরণ্। প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং পুনঃ পুনঃ॥৪১ ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমন্বিতম্। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্॥৪২ তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ কথাঃ রামায়ণস্য চ। চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ॥৪৩ নবাহ্না কিল রামস্য রামায়ণকথামৃতম্। তস্মাদৃতুষু সর্বেষু হিতকৃদ্ধরিপূজকঃ॥৪৪ ঈপ্সিতং মনসা যদ্ যৎ তদাপ্নোতি ন সংশয়ঃ। সনৎকুমারৈর্যৎ পৃষ্টং তৎ সর্বং গদিতং ময়া॥৪৫ রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥৪৬

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে চৈত্রমাসফলানুকীর্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

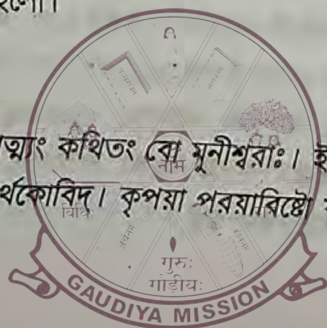
সাংসারিক দুঃখনাশের উপায় জানবার জন্য তোমার আগ্রহ জন্মেছে। তুমি চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্তচিত্তে সমাদরের সঙ্গে রামায়ণী-কথা শ্রবণ করবে—যা শ্রবণমাত্রই সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ করতে পারা যায়॥৩৫-৩৬॥ সেই সময়ে ব্যাধ কলিক রামায়ণী-কথা শ্রবণ করে পাপমুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উত্তঙ্ক ব্যাধকে সেইরূপ অবস্থায় পতিত দেখে তার প্রতি করুণাসম্পন্ন হলেন। ব্যাধের এইরূপ অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন ও শ্রীবিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন॥৩৭-৩৮॥ ব্যাধ রামায়ণী-কথা শ্রবণ করে পাপমুক্ত হলো, সে দিব্যবিমানে আরোহণ করে মুনিকে উদ্দেশ্য করে বললো, হে মুনিবর! আপনার প্রসাদে আজ আমি মহাপাপরূপ সঙ্কট হতে মুক্তিলাভ করেছি। হে বিদ্বন্! আপনি আমাকে পাপসঙ্কট হতে উদ্ধার করেছেন বলে আমি আপনাকে নমস্কার করছি। আমি যা কিছু অপরাধ করেছি, সমস্তই ক্ষমা করুন॥৩৯-৪০॥

সূত বললেন, এই কথা বলে মুনিবরের মাথায় দিব্যপুষ্প বর্ষণ করলেন। তারপরে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করলেন। সর্বকামসমন্বিত বিমানে আরোহণ করে অপ্সরাগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীহরিমন্দিরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইজন্য বলছি, রামায়ণী-কথা শ্রবণ করুন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে নয়দিনব্যাপী অমৃতসদৃশ রামায়ণী-কথা শ্রবণ করবেন। যিনি সমস্ত ঋতুতে শ্রীহরির পূজা করেন তিনি হিতকর অনুষ্ঠানই করলেন। মনোবাঞ্ছিত সমস্তই তাঁর লভ্য হয়—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সনৎকুমার প্রভৃতি যা জানতে ইচ্ছা করেছে, সে সমস্তই বলেছি। অন্যবিধ রামায়ণ মাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা করো কি?॥৪০-৪৬॥

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যের চৈত্রমাসীয় ফলানুকীর্তন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

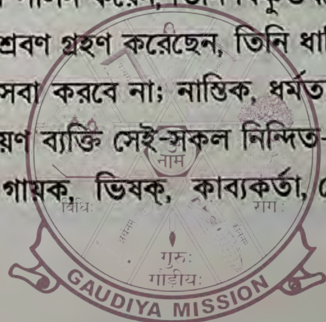
ফলানুকীর্তন

সূত উবাচ—রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কথিতং বো মুনীশ্বরাঃ। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং রামায়ণস্য চ॥১ এতচ্চাপি মহাভাগ মুনে তত্ত্বার্থকোবিদ। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥২



নারদ উবাচ—রামায়ণবিধিং চৈব শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্বর্গ-মোক্ষবিবর্ধিনম্॥৩ বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম। রামায়ণকথাং কুর্বন্ ভক্তিভাবেন চার্চিতাঃ॥৪ যেন চীর্ণেন পাপানাং কোটিকোটিঃ প্রণশ্যতি। চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ পঞ্চম্যামথমারভেৎ॥৫ সঙ্কল্পং তু ততঃ কুর্যাৎ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্। অহোভির্নবভিঃ শ্রাব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥৬ আদিতশ্চান্তপর্যন্তং নবাহ্না তৎকথামৃতম্। প্রত্যহং শৃণুয়াদ্ যস্তু রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ॥৭ প্রত্যহং দন্তকাষ্ঠঞ্চ অপামার্গস্য শাখয়া। কৃত্বা স্নায়ীত বিধিবদ্ রামভক্তিপরায়ণঃ॥৮ স্বয়ঞ্চ বন্ধুভিঃ সার্ধং শৃণুয়াৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ। স্নানং কৃত্বা যথাচারং দন্তধাবনপূর্বকম্॥৯ শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধো গৃহমাগত্য বাগ্‌যতঃ। প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরন্নারায়ণং প্রভুম্॥১০ নিত্যং দেবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ সঙ্কল্পপূর্বকম্। রামায়ণপুস্তকঞ্চ অর্চয়েদ্ভক্তিভাবতঃ॥১১ আবাহনাসনাদৈশ্চ গন্ধ-পুষ্পাদিভির্ব্রতী। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি পুজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ॥১২ একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ। হোমং কুর্যাৎ প্রযত্নেন সর্বপাপনিবৃত্তয়ে॥১৩ এবং যঃ প্রযতঃ কুর্যাদ্ রামায়ণবিধিং তথা। স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥১৪ রামায়ণব্রতকর্তা ধর্মকারী চ সত্তমঃ। চাণ্ডালং পতিতং বাপি বস্ত্রান্নেনাপি নার্চয়েৎ॥১৫ নাস্তিকান্ ভিন্নমর্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুনানপি। রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥১৬ কুণ্ডাশিনং গায়কঞ্চ তথা দেবলকাশনম্। ভিষজং কাব্যকর্তারং দেব-দ্বিজবিরোধিনম্॥১৭ পরান্নলোলুপং চৈব পরস্ত্রীনিরতং তথা। রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥১৮ ইত্যেবমাদিভিঃ শুদ্ধো বশী সর্বহিতে রতঃ। রামায়ণপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি॥১৯

সূত বললেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নিকট রামায়ণের মাহাত্ম্য বললাম। (তারপর মুনিশ্রেষ্ঠগণ বললেন) এক্ষণে আমরা রামায়ণের বিধি শুনতে ইচ্ছা করি॥১॥ হে তত্ত্বার্থজ্ঞ মহাভাগ! হে মুনে! আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে রামায়ণবিধি যথাযথরূপে বলুন॥২॥ নারদ বললেন, হে ঋষিগণ! যে রামায়ণবিধি সর্বলোকবিখ্যাত, যা স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু, আপনারা সুসমাহিতচিত্তে তা শুনুন॥৩॥ রামায়ণ শ্রবণের বিধি বলবো, শুনুন। ভক্তিসহকারে অর্চনাপূর্বক রামায়ণী কথা উচ্চারণ করবে। রামায়ণী কথা উচ্চারণ করলে কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয়। চৈত্রমাস অথবা কার্তিকমাসে পঞ্চমী তিথিতে রামায়ণ শ্রবণ আরম্ভ করবে। প্রথমে স্বস্তি-বাচন করে তৎপরে সঙ্কল্প করবে। অমৃততুল্য রামায়ণী কথা নয়দিন ধরে শ্রবণ করবে। আদি হতে অন্ত পর্যন্ত নয়দিনে সেই কথামৃত শ্রবণ করবে। যিনি প্রত্যহ রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীরামের প্রসাদ লাভ করেন। রাম-ভক্তি পরায়ণ প্রত্যহ অপামার্গের শাখা দ্বারা দন্তকাষ্ঠ করে বিধি অনুসারে স্নান করবে॥৪-৮॥ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে বন্ধুগণের সঙ্গে রামায়ণ শ্রবণ করবে। দন্তধাবনপূর্বক যথাবিধি স্নানান্তে গৃহে আগমণ করতঃ সংযতবাক্ হয়ে শুক্লবস্ত্র পরিধান করবে এবং পাদযুগল প্রক্ষালন করে আচমনান্তে জগৎপ্রভু নারায়ণকে স্মরণ করবে। নিত্যকর্তব্য দেবার্চন সমাপ্ত করে সঙ্কল্প করবে। ভক্তি-সহকারে আসন, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করবে। ভক্তিতৎপর হয়ে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রে পূজা করবে। সর্বপাপ নিবৃত্তির জন্য শক্তি অনুসারে একবার, দুইবার বা তিনবার সযত্নে হোম করবে॥৯-১৩॥ যিনি সংযতচিত্ত হয়ে রামায়ণবিধি পালন করেন, তিনি বিষ্ণুভবনে গমন করেন এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি ব্রতরূপে রামায়ণশ্রবণ গ্রহণ করেছেন, তিনি ধার্মিক ও সজ্জনগণের অন্যতম। বস্ত্র ও অন্নদ্বারা চণ্ডাল ও পতিতের সেবা করবে না; নাস্তিক, ধর্মত্যাগী, নিন্দুক এবং খলদিগেরও সেবা করবে না; এমন কি, রামায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সেই-সকল নিন্দিত-ব্যক্তির সঙ্গে আলাপও করবে না। জারজান্নভোজী, দেবলান্নভোজী, গায়ক, ভিষক, কাব্যকর্তা, দেব-দ্বিজবিরোধী, পরান্নলোলুপ



ও পরস্ত্রীনিরত ব্যক্তিগণের সঙ্গে রামায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি বাক্যালাপও করবে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপে বিরতব্যক্তিকে পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত বলে জানবে। এইরূপে রামায়ণপরায়ণ হলে তাঁর পরম সিদ্ধিলাভ হয়॥১৪-১৯॥

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥২০ নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্। নাস্তি শান্তিপরং জ্যোতির্নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥২১ নাস্তি ক্ষমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্। নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥২২ তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সদক্ষিণাম্। রামায়ণং পুস্তকঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারণাদিকম্॥২৩ রামায়ণপুস্তকং যো বাচকায় প্রযচ্ছতি। স যাতি বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি॥২৪ নবদিনফলং কর্তুঃ শৃণু ধর্মবিদাং বর। পঞ্চমেঽহনি চারভ্য রামায়ণকথামৃতম্॥২৫ কথাশ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যদীহ যৎ কৃতং তস্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥২৬ ব্রতধারী তু শ্রবণং যঃ কুর্যাৎ স জিতেন্দ্রিয়ঃ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে॥২৭ রামায়ণং শ্রুতং যেন কথিতং মুনিসত্তমাঃ। স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টসম্ভবম্॥২৮ পঞ্চকৃত্বো ব্রতমিদং যেন সর্বং মহাত্মনা। অগ্নিষ্টোমাক্ষয়ং পুণ্যং দ্বিগুণং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ॥২৯ এবং ব্রতঞ্চ ষড়্‌বারং কুর্যাদ্ যস্তু সমাহিতঃ। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ॥৩০ নারী বা পুরুষঃ কুর্যাদরষ্টকৃত্বো মুনীশ্বরাঃ। নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পঞ্চগুণং লভেৎ॥৩১ নরো বাপ্যথ নারী বা নবরাত্রৌ সমাচরেৎ। গোমেধসবজং পুণ্যং স লভেৎ ত্রিগুণং নরঃ॥৩২ রামায়ণং তু যঃ কুর্যাচ্ছান্তাত্মা প্রযতেন্দ্রিয়ঃ। স যাতি পরমানন্দং যত্র গত্বা ন শোচতি॥৩৩ রামায়ণপরো নিত্যং গঙ্গাস্নানপরায়ণঃ। ধর্মমার্গ-প্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ॥৩৪

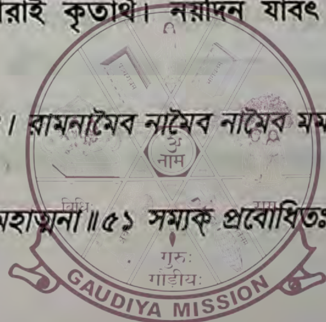
যেরূপ গঙ্গাসম তীর্থ নাই, মাতৃসম গুরু নাই, বিষ্ণুতুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। যেরূপ বেদসম শাস্ত্র নাই, শান্তিতুল্য সুখ নাই, শান্তিসম পরম জ্যোতি নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যেরূপ ক্ষমার মতো সার নাই, কীর্তিতুল্য ধন নাই, জ্ঞানলাভসম লাভ নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লভ্য কিছু নাই॥২০-২২॥ সেহেতু অন্তিম সময় উপস্থিত হলে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত রামায়ণগ্রন্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রদান করবে এবং ঐ দানের দক্ষিণারূপে গো-দান করবে। এইরূপ কথককে যিনি রামায়ণ-পুস্তক প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সেই বিষ্ণুলোকে গমন করলে কোনো শোকভোগ করতে হয় না। হে ধর্মজ্ঞোত্তম্! পঞ্চম দিবসে (শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হতে) আরম্ভ করে নয়দিন রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করলে কি ফল হয়, তা শ্রবণ করো। রামায়ণীকথা শ্রবণমাত্রই সকল পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তি ব্রতগ্রহণপূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে থাকেন। হে মুনিসত্তমগণ! যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন এবং যিনি রামায়ণ পাঠ করেন, তিনি আটটি অগ্নিষ্টোম-যাগের পুণ্য লাভ করেন॥২৩-২৮॥ যে মহাত্মা পাঁচবার এই রামায়ণশ্রবণরূপ ব্রত গ্রহণ করেছেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের অক্ষয় পুণ্যের দ্বিগুণ পুণ্যলাভ করেন। যিনি সমাহিতচিত্তে ছয়বার রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের আটগুণ ফললাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! নারী হোক আর পুরুষই হোক, যদি আটবার রামায়ণ শ্রবণ করে, তাহলে নরমেধ-যজ্ঞের পাঁচগুণ ফল লাভ হয়। নর বা নারী যিনি নবরাত্রে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞের তিনগুণ ফল লাভ করেন। যাঁর আত্মা শান্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, তিনি রামায়ণ শ্রবণ করে পরমানন্দময় স্থানে গমন করেন। সেই পরমানন্দময় স্থানে গমন করলে শোক থাকে না॥২৯-৩৩॥ রামায়ণ শ্রবণে যাঁর অতিশয় আসক্তি, নিত্য গঙ্গাস্নানে যাঁর অধিক অনুরাগ, যাঁরা ধর্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা, তাঁরা মুক্ত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই॥৩৪॥

যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং প্রবীরাণাঞ্চ সত্তমাঃ। নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ॥৩৫ শ্রুত্বা নরো রামকথামেতদাপ্নোতি ভক্তিতঃ। ব্রহ্মনঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমোদতে॥৩৬ তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্র রামায়ণকথামৃতম্। শ্রোতৃণাঞ্চ পরং শ্রাব্যং পরিত্রাণামনুত্তমম্॥৩৭ দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ। নরোঽত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ॥৩৮ পঠনান্মুচ্যতে সদ্যো হ্যুপপাতককোটিভিঃ। সতামেব প্রযোক্তব্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং তু যৎ॥৩৯ বাচয়েদ্ রামভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি। ব্রহ্মাদ্বেষরতানাঞ্চ দম্ভাচাররতাত্মনাম্॥৪০ লোকবঞ্চকবৃত্তীনাং ন ব্রূয়াদিদমুত্তমম্। ত্যক্তকামাদিদোষাণাং রামভক্তিরতাত্মনাম্॥৪১ গুরুভক্তিরতানাঞ্চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্। সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতশ্চার্তিপ্রণাশনম্॥৪২ সদ্ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা। অবশেনাপি যন্নাম কীর্তিতে বা স্মৃতেঽপি বা॥৪৩ বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে। সংসার-ঘোরকান্তার-দাবাগ্নির্মধুসূদনঃ॥৪৪ স্মরণং সর্বপাপানি নাশয়ত্যাশুসত্তমাঃ। মদর্থকমিদং পুণ্যং কাব্যং শুশ্রাব চোত্তমম্॥৪৫ শ্রবণাৎ পঠনাদ্ বাপি সর্বপাপাবিনাশকঃ। যস্য রামরসে প্রীতির্বর্ততে ভক্তিসংযুতা॥৪৬ স এব কৃতকৃত্যশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। তদর্জিতং তপঃ পুণ্যং তৎসত্যং সফলং দ্বিজাঃ॥৪৭ যদর্থশ্রবণে প্রীতিরন্যথা ন হি বর্ততে। রামায়ণপরা যে তু রামনামপরায়ণাঃ॥৪৮ ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ। নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥৪৯

হে দ্বিজসত্তমগণ! যতি, ব্রহ্মচারী ও শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করা কর্তব্য॥৩৫॥ মানুষ ভক্তিসহকারে রামের কথা শ্রবণ করে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়ে সেই ব্রহ্মলোকে পরমানন্দ ভোগ করে॥ ৩৬॥ হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলছি যে, রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করো। শ্রোতৃগণের এটি পরমশ্রাব্য। পবিত্র কথামধ্যে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নাই॥৩৭॥ রামায়ণ শ্রবণ করলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় বলে যত্নসহকারে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে রামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করলে সদ্যঃ কোটি উপপাতক হতে মুক্তলাভ করে। গুহ্য হতেও গুহ্যতম রামায়ণকথামৃত সজ্জনগণের নিকটেই পাঠ করবে॥৩৮-৩৯॥ রামভবনে, পুণ্যক্ষেত্রে ও সজ্জনসঙ্ঘে রামায়ণ পাঠ করবে। ব্রহ্মদ্বেষী, দাম্ভিক ও লোকবঞ্চকের নিকট এই অমৃতময়ী কথা পাঠ করবে না। যাঁরা কামাদি দোষ ত্যাগ করেছেন এবং যাঁরা রামের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ও গুরুভক্ত, তাঁদের নিকট এই মোক্ষসাধনের উপায় বলবে। শ্রীরাম জীবের দুঃখ বিনষ্ট করেন এবং তিনি সর্বদেবময় বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে॥৪০-৪২॥ সদ্ভক্তবৎসল রাম ভক্তিতেই তুষ্ট হন—এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। অনিচ্ছাবশতঃও যদি কেউ রামনাম কীর্তন বা স্মরণ করে, তাহলে সে পাপমুক্ত হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কারণ, সংসাররূপ ঘোর কান্তারে মধুসূদন দাবাগ্নিতুল্য অর্থাৎ তিনি সমস্ত সংসারবীজ দগ্ধ করে নামকারীকে মুক্তি দিয়ে থাকেন॥ ৪৩-৪৪॥ রামায়ণী কথা স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। আমি আমার নিজের জন্যই এই পবিত্র উত্তম কাব্য শ্রবণ করেছি। এটি শ্রবণ ও পঠনমাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। রামচরিত্ররূপ মধুরসে যাঁর ভক্তিযুক্ত-প্রীতি জন্মে, তিনি কৃতার্থ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। হে দ্বিজগণ! তাঁর অর্জিত তপস্যা, পুণ্য ও সত্য সফল হয়। ঘোরকলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণ ও রামনাম-পরায়ণ, তাঁরাই কৃতার্থ। নয়দিন যাবৎ এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে॥৪৫-৪৯॥

তে কৃতজ্ঞা মহাত্মানস্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ। রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্॥৫০ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সূত উবাচ— এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা॥৫১ সম্যক্ প্রবোধিতঃ সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ।



তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্র রামায়ণকথামৃতম্॥৫২ নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। শ্রুত্বা চৈতন্মহাকাব্যং বাচকং যস্তু পূজয়েৎ॥ ৫৩ তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাচ্ছ্রিয়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ। বাচকে প্রীতিমাপন্নে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ॥৫৪ প্রীতা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্যা বিচারণা। রামায়ণ-বাচকায় গাবো বাসাংসি কাঞ্চনম্॥৫৫ রামায়ণপুস্তকঞ্চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ। তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥৫৬ ন বাধন্তে গ্রহাস্তস্য ভূত-বেতালকাদয়ঃ। তস্যৈব সর্বশ্রেয়াংসি বর্ধন্তে চরিতে শ্রুতে॥৫৭ ন চাগ্নির্বাধতে তস্য ন চৌরাদিভয়ং তথা। এতজ্জন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥৫৮ সপ্তবংশসমে তে তু দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। ইত্যেতদ্ বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্॥৫৯ সনৎকুমারমুনয়ে পৃচ্ছতে ভক্তিতঃ পুরা। রামায়ণমাদিকাব্যং সর্ববেদার্থসম্মতম্॥৬০ সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম। সমস্তপুণ্যফলদং সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্॥৬১ যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ। ন তেষাং পাপবন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥৬২ রামার্পিতমিদং পুণ্যং কাব্যং তু সর্বকামদম্। ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি বিদন্তি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু॥৬৩ শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ। সহস্রকুলসংযুক্তৈঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্॥৬৪ কিং তীর্থৈর্গোপ্রদানৈর্বা কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। অহন্যহনি রামস্য কীর্তনং পরিশৃণ্বতাম্॥৬৫ চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ রামায়ণকথামৃতম্। নবৈরহোভিঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥৬৬ রামপ্রসাদজনকং রামভক্তিবিবর্ধনম্। সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসম্পদ্‌বিবর্ধনম্॥৬৭ যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি পঠেদ্ বা সুসমাহিতঃ। সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি॥৬৮

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে রামায়ণমাহাত্ম্যে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে ফলানুকীর্তনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তাঁরা কৃতজ্ঞ ও মহাত্মা; তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি নিত্য নমস্কার জানাচ্ছি। কেবলমাত্র রামনামই আমার জীবন, কলিযুগে রামনাম ভিন্ন আর অন্য কোনো গতিই নাই, নাই, নাই। সূত বললেন, মহাত্মা নারদ সনৎকুমারকে এইভাবে প্রবোধিত করলেন। সনৎকুমারও তৎক্ষণাৎ পরম মুক্তি প্রাপ্ত হলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলছি যে, রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ করো। নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করলে সকল পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই রামায়ণরূপ মহাকাব্য শ্রবণ করে যিনি বাচককে সম্মানিত করেন, লক্ষ্মীযুক্ত শ্রীবিষ্ণু তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বাচক প্রীত হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রীত হন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই বিষয়ে আর কিছুই বিচার্য নাই। যিনি রামায়ণী কথা বলেন, আর্থিক অবস্থানুসারে দাতা তাঁকে গো, বস্ত্র, কাঞ্চন ও রামায়ণপুস্তক প্রদান করবেন। এই দানের কি ফল, তা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করো॥৫০-৫৬॥ যিনি রামচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁর সর্ববিধ মঙ্গল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গ্রহগণ, ভূত, বেতালাদিগণ তাঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। অগ্নি তাঁর কোনো অমঙ্গল সৃষ্টি করতে পারে না, চোরাদি হতেও তাঁর কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ইহজন্মে নীতিবিরুদ্ধ কার্য করে যে ব্যক্তি পাপভাগী হয়েছে, রামচরিত্র শ্রবণ করলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হতে সদ্যই মুক্ত হয়। নারদ-কথিত এই কথা তোমাদের নিকট বললাম॥ ৫৭-৫৯॥ আদিকাব্য রামায়ণে সর্ববেদার্থ সন্নিবেশিত আছে। এই রামায়ণ সমস্ত পাপ হরণ করে, সর্বদুঃখ বিনাশ করে সমস্ত পুণ্য ও সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। পুরাকালে সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভক্তিযুক্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন॥ ৫৯-৬১॥ যে সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি রামায়ণের একটি মাত্র শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করেন, তাঁদের কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। পুণ্যকথায় পরিপূর্ণ এই কাব্য শ্রীরাম উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছে। এটি সর্ববিধ কাম্য প্রদান করে। যাঁরা ভক্তিপূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করেন ও তদন্তর্গত বিষয়

অবগত হন, তাঁদের কিরূপ পুণ্যফল লাভ হয়, তা শ্রবণ করো॥৬২-৬৩॥ রামায়ণ-শ্রবণে শতজন্মার্জিত পাপ হতে সদ্যই মুক্তিলাভ করতে পারা যায়; সহস্রকুলের সঙ্গে পরম পদপ্রাপ্তি হয়। যাঁরা প্রতিদিন রামায়ণ কীর্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁদের তীর্থগমন, গোদান, তপস্যা, কিংবা যজ্ঞ কিছুরই প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাঁরা রামায়ণ পাঠাদি দ্বারাই পরমপদ লাভ করে থাকেন॥৬৪-৬৫॥ চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে নয়দিনব্যাপী রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করবে। রামায়ণ শ্রবণ করলে শ্রীরামের অনুগ্রহলাভ হয়, শ্রীরামের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হয়, সর্বপ্রকার পাপক্ষয় হয় ও সর্বসম্পদ বিশেষরূপে বর্ধিত হয়। যিনি সুসমাহিতচিত্তে রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন॥৬৬-৬৮॥

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে ফলানুকীর্তন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

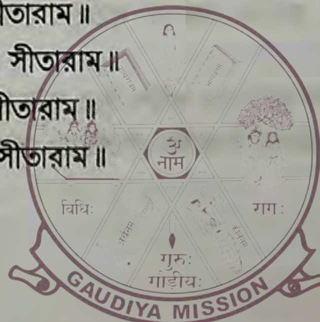
॥ রামায়ণমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীরামবন্দনা

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণোধন্বী বামেতে জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

রামনাম কীর্তন

(জয় জয়) রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
মঙ্গল-পরশন রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
শুভ শান্তি-বিধায়ক রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
বরাভয়-দানরত রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
দীনদয়াল প্রভু রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
বিঘ্নবিনাশক রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
আশ্রিত-বৎসল রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
দশরথ নন্দন রাজা রাম। পতিত পাবন সীতারাম॥
রাজা রাম জয় সীতারাম। পতিত পাবন সীতারাম॥



রামায়ণের নদী

ইক্ষুমতী, কেশিনী, কৌশিকী (কুশী), গোমতী, গোদাবরী, গঙ্গা (অলকানন্দা, ভোগবতী, মন্দাকিনী), পম্পা, বিপাশা, মাগধী (শোণ), যমুনা, শতদ্রু, সরযূ ইত্যাদি।

রামায়ণের যজ্ঞ

অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অশ্বমেধ, গোমেধ, গোসব, পিতৃমেধ, বহুসুবর্ণক, বৈষ্ণব, বাজপেয়, ভূতবলি, মাহেশ্বর, দীর্ঘসত্র, রাজসূয় ইত্যাদি

রামায়ণের যুদ্ধাস্ত্র

শূল, প্রাস, ঋষ্টি, ভূশুণ্ডি, পরিঘ, শক্তি, নারাচ, খড়্গ, অর্ধনারাচ, পিনাক, পাশ, পরশু, তোমর, ভিন্দিপাল, মুষল, পট্টিশ, ধনু, মুদ্গর, ঐন্দ্রাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, সুদর্শন, তূণীর, শতঘ্নী ইত্যাদি।

পৌরাণিক স্থান-নির্দেশিকা

কেকয় □ শতদ্রু ও বিপাশানদীর মধ্যবর্তী দেশ।

কেরল □ প্রাচীন চের ভাষা থেকে এই নাম, পৌরাণিক কেরল ছিলো চন্দ্রগিরি নদীর দক্ষিণ এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। আধুনিক কেরল মালাবার উপকূলে এর অবস্থিতি।

কোশল □ কাশীর উত্তরে অযোধ্যাপ্রদেশের সন্নিহিত রাজ্য। দশরথের রাজ্য।

গয়া □ বিহারের ফল্গুনদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম তীর্থস্থান। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় গয়ায় সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়।

গান্ধার □ সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিলো প্রাচীন গান্ধাররাজ্যের অন্তর্গত। বর্তমান কান্দাহার অঞ্চলে।

গিরিব্রজ □ বিহারপ্রদেশে, প্রাচীন নাম রাজগিরি। গঙ্গা ও শোণনদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিলো বর্তমান রাজগীর।

গৌড় □ প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী। বর্তমান মালদহ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিলো গৌড়।

জনকপুরী □ জনক উপাধিধারী রাজাদের রাজ্য মিথিলাকে বলা হতো জনকপুরী। বর্তমান ত্রিহুত অঞ্চল ছিলো মিথিলা বা বিদেহ।

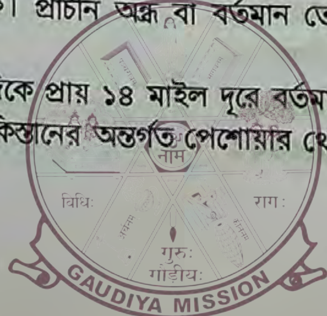
জনস্থান □ প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ ঔরঙ্গাবাদ এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী অংশের নাম।

তক্ষশিলা □ ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত শাহ-টেরির কাছে।

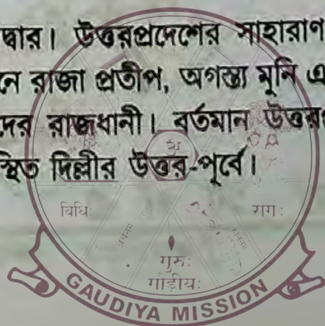
তৈলঙ্গ □ আধুনিক কর্ণাটক। প্রাচীন অন্ধ্র বা বর্তমান তেলুগু অঞ্চল জুড়ে ছিলো তৈলঙ্গরাজ্যের অবস্থান।

নন্দীগ্রাম □ অযোধ্যার পূর্বদিকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে বর্তমান নন্দগাঁও।

পুষ্কলাবতী □ বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার থেকে ১৮ মাইল উত্তরে লণ্ডাই ও কাবুল নদীর সঙ্গমের নিকট।



প্রয়াগ □ অন্য নাম ভাস্করক্ষেত্র বর্তমান এলাহাবাদ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীনদীর সঙ্গমস্থলে।
বৎসদেশ □ প্রয়াগের নিকট যমুনার উত্তরতীরে।
বারাণসী □ উত্তরপ্রদেশের গঙ্গার বামতীরে অবস্থিত প্রাচীন নগর ও তীর্থস্থল। একটি পবিত্র পীঠস্থান সপ্ততীর্থের অন্যতম ও ৫১ পীঠের একটি।
বাহ্লীক □ বালখ বা ব্যাকটিয় প্রাচীন পাঞ্চালের অন্তর্গত কয়েকটি জাতির নাম। এরা ছিলেন বালখ বা ব্যাকটিয়া নিবাসী। বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে অক্সাস ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী অংশে ছিলো অবস্থান।
বিদিশা □ বর্তমান নাম ভিলাস। জব্বলপুরের পশ্চিমে ভূপালরাজ্যে বেস (বিদিশা নদী) ও বেত্রবতী নদীর সঙ্গমস্থানে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
বিশালা □ প্রাচীন নাম বিশালাছত্র। বর্তমান শোণপুর এবং হাজীপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিলো। এখানে একটি মন্দিরে রামের পায়ের ছাপ রয়েছে।
মগধ □ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য। বর্তমান বিহারের দক্ষিণ অংশে। পাটনা এবং গয়া জেলা নিয়ে ছিলো মগধের অবস্থান।
মথুরা □ প্রাচীন নাম মধুপুরী, মধুবন, মধুরা। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত যমুনা-তীরস্থ নগর (আগ্রা) শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান।
মলদ □ বর্তমান আরা অঞ্চল। সাহাবাদ জেলায় একটি অংশ।
মল্লদেশ □ প্রাচীন নাম মালব। অন্যমতে হাজারিবাগ ও মানভূমের পশ্চিম অংশ।
মিথিলা □ বিদেহরাজ জনকের রাজধানী। বর্তমান দ্বারভাঙ্গা।
রাজগৃহ □ বর্তমান রাজগীর, মহাভারতের জরাসন্ধের রাজ্য গিরিব্রজেরই অন্য নাম। বিহারের পাটনার সন্নিকটে নালন্দা।
লঙ্কা □ অপর নাম লঙ্কাপত্তনম। বর্তমানের শ্রীলঙ্কার মনতোত্তে শহর। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশে লঙ্কাকে সিংহল বলা হয়েছে।
শাকদ্বীপ □ ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রাচীন কোনো দেশ বলে মনে করা হয়। অনেকে তাতার দেশকেই বলেছেন পারস্যদেশ। অন্যমতে মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো শাকদ্বীপের সীমা।
শৃঙ্গবেরপুর □ বর্তমান শিঙ্গরুর বা মাঙ্গার। এলাহাবাদ থেকে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উত্তর তীরে নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী ছিলো।
শ্রাবস্তী □ বর্তমান নাম সাহেটমহেট। অযোধ্যা থেকে ৫৮ মাইল উত্তরে রাজগিরি থেকে ৭২০ মাইল দূরে সূর্যবংশীয় রাজা-কর্তৃক শ্রাবস্তী স্থাপিত।
সাংকাশ্যা □ কনৌজ থেকে ৪৫ / ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সীতার কাকা কুশধ্বজের রাজধানী ছিলো। বর্তমানে বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ।
সিন্ধুদেশ □ সিন্ধুনদ-বিধৌত ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রাচীন দেশ। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধুনদের তীরেই সর্ব-প্রাচীন নগর রাষ্ট্র মহেঞ্জোদড়ো এখানে গড়ে উঠেছিলো।
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর □ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যস্থলে অনেকগুলি দ্বীপের সারি। দক্ষিণভারতের মাদুরাই থেকে ৩০ ক্রোশ দূরে।
হরিদ্বার □ অন্যনাম হরদ্বার। গঙ্গাদ্বার। উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলায়, গঙ্গার দক্ষিণতীরের প্রসিদ্ধ নগরী কনখল শহরতলী। এখানে রাজা প্রতীপ, অগস্ত্য মুনি এবং লোমপাদ তপস্যা করেছিলেন।
হস্তিনাপুর □ মহাভারতের পাণ্ডবদের রাজধানী। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মীরাট থেকে ৩৫ কি.মি উত্তর-পূর্বে গঙ্গার পুরাতন খাতে অবস্থিত দিল্লীর উত্তর-পূর্বে।



বাহ্লীক
কাশ্মীর
উত্তরকুরু
মরুদেশ
মদ্র
কেকয় রাজ্য
ব্রহ্মপুর
লৌহিত্য
ধর্ম্মারণ্য
সিন্ধু নং
সিন্ধু রাজস্থান
সুরসেন
পঞ্চাল
মৎস্য
নেপা
দেবসখা পর্বত
অযোধ্যা
কোশল
বিদেহ
পৌণ্ড্র
অঙ্গ
বঙ্গ
কান্যকুব্জ
চিত্রকূট
আভীর
কচ্ছ
গুর্জ্জর
অবন্তী
চেদি
নর্ম্মদা নং
নিষধ
অনার্য দেশ
কলিঙ্গ
অন্ধ্ররাজ্য
কৃষ্ণবেণী নং
বঙ্গোপ সাগর
পঞ্চবটী
চেরা
দ্রাবিড়
লঙ্কা
সিংহল
ভারত মহাসাগর

পৌরানিক
ভারতের
মানচিত্র

[মানচিত্রে কোনো স্কেল মানা হয়নি।]

অগস্ত্য □ বিখ্যাত মুনি। দেব মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে এঁর জন্ম। কথিত আছে যে, কালেয় অসুরেরা সমুদ্র মধ্যে লুকিয়ে থাকতো বলে দেবগণ তাদেরকে বিনাশ করতে অক্ষম হন। দেবতাদের অনুরোধে ইনি সমুদ্র পান করলে অসুরেরা বিনষ্ট হয়। ইল্বল অতিথিদিগকে বিনাশ করার জন্য দানবরাজ মৃগরূপ নিজভ্রাতা বাতাপির মাংস দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন করেন। ইল্বলের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে অগস্ত্য মুনি তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করে ফেলেন। অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্যাচল পর্বতের গুরু। কথিত আছে যে, অনুরুদ্ধ হয়ে সূর্য বিন্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করতে অস্বীকৃত হলে, পর্বতবর নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে সূর্যের পথ অবরুদ্ধ করেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে মুনিবর বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হলে, তিনি ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করতে অবনত হলেন। তখন ইনি আদেশ করেন, 'যতোদিন আমি দক্ষিণদেশ থেকে প্রত্যাগমন না করি ততোদিন তুমি এই ভাবেই থাকো।' মুনিবর আর ফিরলেন না। বনবাসকালে রাম অগস্ত্য মুনির নিকট হতে বৈষ্ণবধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও মহাস্ত্র গ্রহণ করেন।

অংশুমান □ সূর্যবংশীয় সাগর রাজার পৌত্র। পিতার নাম অসমঞ্জ। সগর রাজার ষাটহাজার পুত্র কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হলে, ইনি অশ্বানুসন্ধানে বহির্গত হয়ে পাতালে গিয়ে কপিলমুনিকে স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করে যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে আনেন। স্বর্গ হতে গঙ্গা আনীত হলে গঙ্গার পবিত্র জলে সগরবংশের যে উদ্ধার হবে, তাও মুনির কাছ থেকে জেনে আসেন। অশ্ব প্রাপ্ত হলে সগররাজের যজ্ঞ সমাধা হয়। সগরের পর ইনিই রাজা হন। যথাসময়ে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে অংশুমান তপস্যার্থে বনে গমন করেন।

অগ্নি □ দেবতা-বিশেষ। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র ইনি। ইনি একজন দিকপাল এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অধিপতি। স্ত্রীর নাম স্বাহা। এঁর পুত্র পাবক, পবমান ও সূচি। অপর স্ত্রী বসুধারা অনেকগুলি সন্তানের জননী। শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অপরিমিত হবিভোজন করে অগ্নি রোগগ্রস্ত হন। ব্রহ্মার আদেশ হয় যে খাণ্ডব বন দাহ করলে রোগের উপশম হবে। নিজ চেষ্টায় খাণ্ডব বন দাহ করতে না পেরে ইনি কৃষ্ণার্জুনের শরণাপন্ন হন। অবশেষে খাণ্ডববন দাহ করাতে এঁর রোগের শান্তি হয়।

অগ্নিবর্ণ □ সূর্যবংশীয় রাজা। মহারাজ সুদর্শনের পুত্র। পিতার প্রভাবে রাজ্য নিষ্কণ্টক থাকায় ইনি বিনা আয়াসে রাজ্য ভোগ করতে থাকেন। ক্রমে এঁর মন আমোদ-প্রমোদে ডুবে যায়। অত্যাচারী ও আত্মসংযমহীন হয়ে অল্প-বয়সে রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

অঙ্গদ □ কিষ্কিন্ধাধিপতি বালির পুত্র। মায়ের নাম তারা। রামের দ্বারা বালি নিহত হলে অঙ্গদ পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রিত হয়ে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হয়। সীতা-উদ্ধারের জন্য রামের দূত হয়ে লঙ্কাসভায় রাবণরাজকে বহু উপদেশ দেওয়ার পরও রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে না দিলে অঙ্গদ লঙ্কেশ্বরকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে চলে আসে।

অঙ্গিরা □ ব্রহ্মার মানসপুত্র ইনি। সপ্তর্ষির একজন। স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা। বৃহস্পতি ও উতথ্য হলেন এঁর দুই ছেলে। দেবরাজ ইন্দ্রকে ইনি অথর্ববেদ শ্রবণ করান। অঙ্গিরা-সংহিতার প্রণেতা ইনিই।

অজ □ মহারাজ রঘুর ছেলে। রামের পিতামহ ইনি। নিষ্কণ্টক পিতৃরাজ্য দীর্ঘকাল শাসন করেন। বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর সয়ম্বর উপস্থিত হলে ইনি সসৈন্যে বিদর্ভ যাত্রা করেন।

নর্মদা নদীতীরে অজ শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব প্রিয়ম্বদকে হস্তীরূপ থেকে মুক্ত করলে, প্রিয়ম্বদ এঁকে সম্মোহন-শরপ্রদান করেন। সয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলে, ইন্দুমতী এঁকে স্বামীরূপে বরণ করেন। অযোধ্যায় ফেরার সময় অপর রাজারা এঁকে আক্রমণ করলে যুদ্ধে ইনি তাদেরকে সম্মোহন করে পরাস্ত করেন। কিছুকাল পরে ইন্দুমতীর মৃত্যু হলে অজ অতিশয় শোকাকুল হয়ে পুত্র দশরথকে রাজ্যভার দিয়ে অবশিষ্ট জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

অঞ্জনা □ কুঞ্জর - কপির কন্যা। এঁর সঙ্গে সুমেরুরাজ কেশরীর বিবাহ হয়। পবনদেবের বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়।

অতিকায় □ রাক্ষসবিশেষ। রাবণের ঔরসে এবং ধান্যমালিনীর গর্ভে এর জন্ম। রাক্ষসদিগের মধ্যে অতিকায় ছিলো একজন প্রধান বীর। রাম রাবণের যুদ্ধে লক্ষ্মণের হাতে এর মৃত্যু হয়।

অত্রি □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির একজন ইনি। দক্ষকন্যা অনসূয়াকে বিবাহ করেন। এঁর পুত্র দত্ত, সোম ও দুর্বাসা। বনবাসকালে রাম এঁর আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন।

অতিথি □ সূর্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি রামের পৌত্র। কুলের পুত্র। কুলের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হয়ে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন।

অদিতি □ দক্ষরাজকন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। এঁর গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্ঠা, বরুণ, অংশ অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদ, মনু এবং পর্জন্য। এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়। সমুদ্র মন্থনে যে কুন্তল উত্থিত হয়, তা ইন্দ্র এঁকেই প্রদান করেন। পারিজাত নিয়ে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হলে ইনি সেখানে উপস্থিত হয়ে বিবাদ ভঞ্জন করেন।

অনন্ত □ নাগরাজ। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর প্রথম পুত্র ইনি। এঁর অপর নাম শেষ। ইনি তুষ্টির পাণিগ্রহণ করেন। ভ্রাতাদিগের অসদাচরণে দুঃখিত হয়ে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে নাগরাজ তপস্যার ইচ্ছায় গমন করেন। কঠোর তপস্যায় ব্রাহ্মাকে সন্তুষ্ট করে নিজের ঈপ্সিত বর লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশেই ইনি পাতালে গমন করে মাথায় পৃথিবী ধারণ করে আছেন।

অনসূয়া □ দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে এঁর জন্ম। মহামুনি অত্রির সহধর্মিণী। বনবাস কালে রাম অত্রিমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলে অনসূয়া সীতার বিশেষ যত্নআত্তি করেন।

অন্ধক □ মুনিবিশেষ। রাজা দশরথ মৃগয়া করতে গিয়ে অন্ধক-মুনির পুত্র সিন্ধুকে হাতী বলে ভুল করে রাত্রিকালে শব্দভেদী-বাণের দ্বারা বধ করেন। মুনি তখন শাপ দেন যে, পুত্রশোকের নিদারুণ জ্বালায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। পুত্রশোকে ইনি আত্মজীবন বিসর্জন দেন।

অম্বরীষ □ সূর্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ। পিতার নাম মহারাজা নাভাগ। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত, পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। সর্বদা দানধ্যানে নিযুক্ত থাকতেন। কথিত আছে যে, বিষ্ণু সুদর্শন-চক্র দ্বারা এঁকে রক্ষা করতেন। একদা মহারাজ বৎসরব্যাপী এক ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন। তিনদিন অভুক্ত থেকে চতুর্থদিনে দান-ধ্যানাদি সমাপন করার পর পারণ করতে বসার সময়ে দুর্বাসা মুনি উপস্থিত হন। আতিথ্য স্বীকার করে দুর্বাসা নদীতীরে স্নান করতে গেলেন। মুনির প্রত্যাগমনে বিলম্ব এবং পারণের তিথির অল্প-সময় বর্তমান আছে দেখে রাজা উপস্থিত মুনিঋষির পরামর্শ-অনুসারে পারণ করতে বসে জল পান করেন। ইত্যবসরে দুর্বাসা প্রত্যাগমন করলেন এবং আগেই রাজার জলগ্রহণ-বৃত্তান্ত অবগত হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের জটা ছিন্ন করেন। জটা থেকে এক ভয়ানক উগ্রমূর্তি সৃষ্টি হয়ে রাজাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র তখন ঐ উগ্রমূর্তিকে ভস্মীভূত করে দুর্বাসাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। দুর্বাসা ত্রিভুবন ভ্রমণ করেও নিষ্কৃতি না পেয়ে শেষে বিষ্ণুর আদেশে অম্বরীষের পায়ে

ধরে ক্ষমা-প্রার্থনা করলে নিষ্‌কৃতি পান।

অলম্বুষা □ অপ্সরাবিশেষ। কশ্যপের স্ত্রী প্রধার গর্ভে এঁর জন্ম। তৃণবিন্দু রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়। বিশালরাজা এঁর পুত্র।

অশ্বিনীকুমার □ স্বর্গবৈদ্য। এই যমজ দেবতা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মাতা যখন অশ্বরূপে উত্তর কুরুবর্ষে বাস করতেন, তখন সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে সেখানে গেলে এঁদের জন্ম হয়। চিকিৎসা - বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে এঁরা স্বর্গের চিকিৎসক হন। 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' এঁদেরই লেখা। মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেবের জন্মদাতা এঁরা।

অশ্বপতি □ কেকয় - প্রদেশের অধিপতি। কৈকেয়ী এবং যুধাজিৎ এর পিতা।

অসমঞ্জ □ সগররাজের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। কেশিনীর গর্ভজাত। ইনি অতীব দুর্দান্ত হয়ে উঠলে পিতা এঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্‌কৃত করেন। কথিত আছে যে, পরে ইনি সাধুশীল হয়ে তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন।

অক্ষ □ রাবণ-পুত্র। যুদ্ধে হনুমানের দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

অহল্যা □ গৌতমপত্নী। বৃদ্ধাশ্বের পুত্রী। মতান্তরে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা এঁকে সৃজন করে গৌতম-এর নিকট দেন। বহুবর্ষ পরে তিনি এঁকে প্রত্যর্পণ করলে ব্রহ্মা ঋষির জিতেন্দ্রিয়তা ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হয়ে তাঁকেই কন্যারত্ন ভার্যাত্বে পরিগ্রহ করবার জন্য দান করেন। ইন্দ্র এঁকে পেতে ইচ্ছে করে নিরাশ হলেন। মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে এঁর পরিণয় হলে উভয়ে সুখে কালাতিপাত করেন। এঁর জ্যৈষ্ঠ-পুত্র জনকরাজ -পুরোহিত শতানন্দ। একদা গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে অহল্যার নিকট গমন করেন। স্নানান্তে ফিরে গৌতম ইন্দ্রের রূপান্তর দেখতে পান। তপোবলে সমস্ত অবগত হয়ে উভয়কে অভিসম্পাত করেন। সেই শাপে অহল্যা নিরাহারী, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী ও অদৃশ্যা হয়ে অনুতাপ করতে লাগলেন। বহুকাল পরে রামের উপস্থিতিতে অহল্যা শাপমুক্ত হন। গৌতম পুনরায় তখন তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

ইক্ষ্বাকু □ সূর্যবংশীয় প্রথম নরপতি। ইনি বৈবস্বত মনু ও তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার পুত্র। প্রবল প্রতাপান্বিত এই রাজা শতপুত্রের জনক ছিলেন।

ইন্দুমতী □ বিদর্ভরাজের কন্যা। সয়ম্বর-সভায় অন্যান্য নৃপদিগকে উপেক্ষা করে ইনি অজরাজকে বরমাল্য অর্পণ করেন। পরে উপেক্ষিত রাজাদ্দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে অজ, ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় ফিরে আসেন। এঁদের পুত্র দশরথ। একদা পতির সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণরত অবস্থায় শূন্য-পথগামী নারদের বীণা হতে স্খলিত পারিজাত মালার স্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইন্দ্র □ দেবরাজ। দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ এঁর অধীন। স্বর্গ এঁর রাজ্য, অমরাবতী এঁর পুরী, এবং রাজপ্রাসাদ হলো বৈজয়ন্ত। হস্তীর নাম ঐরাবত। অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা এবং অস্ত্রের নাম বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করবার সময় তাঁকে দর্শন লালসায় এঁর সারা গায়ে সহস্র-সংখ্যক নেত্র উদ্‌ভূত হল। এইরূপেই তিনি সহস্রলোচন হন।

ইন্দ্র, পুলোমা-দানবের কন্যা শচীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর গর্ভে জয়ন্ত নামে পুত্রের জন্ম হয়। এঁর ঔরসে কুন্তীপুত্র অর্জুন এবং ঋক্ষরাজ পুত্র বালি জন্মগ্রহণ করেন। দৈত্য, দানব, রাক্ষস—যারা দেবতা ও বেদ-বিদ্বেষী তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করে ইন্দ্র নিজের গৌরব ও লোকস্থিতি রক্ষা করতেন। সময় সময় তাদের হস্তে পরাজিতও হতেন। বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গচ্যুত হয়ে পরে দধীচির অস্থি-নির্মিত বজ্রাস্ত্রের দ্বারা তাকে বিনাশ করে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাবণপুত্র মেঘনাদ-কর্তৃক ইনি

পরাস্ত ও বন্দী হয়ে লঙ্কায় আনীত হন। পরে ব্রহ্মাকর্তৃক মুক্তিলাভ করেন। খাণ্ডববন রক্ষা করতে ইনি কৃষ্ণার্জুনের কাছে পরাস্ত হন। পারিজাত নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ উপস্থিত হলে অদিতির দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হয়।

বর্ণিত আছে যে, শত সংখ্যক অশ্বমেধ করতে পারলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। সে জন্যে ইন্দ্র রাজাদের শত অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করতেন। মহাতপস্বী ঋষিগণও এঁর ভয়ের পাত্র, এবং সেইজন্যে অপ্সরা দ্বারা তাঁদের তপস্যার ব্যাঘাত উৎপাদন করতেন। অহল্যা-হরণ অপরাধে ইনি শাপগ্রস্ত হন।

ইল্বল □ দানববিশেষ। দাক্ষিণাত্যের কোনো এক প্রদেশের রাজা ছিলো। এর ভ্রাতা বাতাপি। এরা অনেক মুনিঋষির প্রাণনাশ করতো। মৃগরূপী বাতাপির মাংস দ্বারা অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতো, পরে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে দানব পুনর্জীবিত হলে ভোক্তাদিগের মৃত্যু ঘটতো। মুনিবর অগস্ত্য তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করে ফেলেন।

উচ্চৈঃশ্রবা □ ইন্দ্রের অশ্ব। সমুদ্র-মন্থনে এর উৎপত্তি। এর বর্ণ শ্বেত।

উপসুন্দ □ দৈত্যরাজ-বিশেষ। পিতার নাম নিকুম্ভ। জ্যৈষ্ঠ-ভ্রাতা সুন্দের সঙ্গে ত্রিলোকের অধিপতি হবার উদ্দেশ্যে ঘোরতর তপস্যা করে। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা ভ্রাতৃদ্বয়কে বরপ্রদান করেন যে, এরা অন্যের অবধ্য হবে। কিন্তু কেবল পরস্পরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হবে। নিজেদের মধ্যে বিশেষ সদ্‌ভাব বজায় থাকায় তারা এই বরকে অমরত্ব বলে ভেবেনিলো।

অতঃপর দুইভাই রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হলো। সবার অবাধ্য বলে এরা ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রি-সংসার জয় করলো। সকলকে অত্যাচার করতে লাগলো। এদের উৎপীড়নে ত্রি-সংসার উচ্ছন্নে যাবার উপক্রম হলে দেব ও ঋষিগণ ব্রহ্মা-সমীপে উপনীত হলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরম রূপবতী নারী সৃষ্টি করতে আদেশ করলে তিলোত্তমার সৃষ্টি হলো। ব্রহ্মার আজ্ঞায় তিলোত্তমা এদের নিকটে উপস্থিত হলে, তাকে প্রাপ্তির জন্য দুই ভাই-এর বিবাদ আরম্ভ হয় এবং উভয়েই যুদ্ধে নিহত হয়।

উমা □ ভগবতীর অন্যতম নাম। দেবী পূর্বজন্মে পিতা দক্ষরাজের মুখে পতি শিবের নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে হিমালয়ে ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহাদেবকে পতি হিসাবে পাওয়ার আশায় তপস্যার্থে উদ্যত হইলে মেনকা তাঁকে নিষেধ করেন। সেইজন্য ইনি উমা নামে খ্যাত হন। অতঃপর কঠোর তপস্যা করে সফল-মনোরথা হয়েছিলেন।

ঊর্মিলা □ রাজর্ষি জনকের কন্যা। লক্ষ্মণকে বিবাহ করেন। অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এঁর পুত্রদ্বয়।

ঋচীক □ ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ। গাধি-তনয়া সত্যবতীকে ইনি বিয়ে করেন। এঁর একশত পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ তনয় জমদগ্নি। বিখ্যাত শুনঃশেফও এঁর পুত্র।

ঋষ্যশৃঙ্গ □ মুনিবিশেষ। বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ইনি। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত পর্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য কোনোনরনারীর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয় নি। নির্জন পিতৃকুটীরে সর্বদা তপোরত থাকায় ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন। অঙ্গদেশে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হলে লোমপাদরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে গণিকাদ্বারা নিয়ে গেলে, দেশে সুবৃষ্টি হয়। দশরথ রাজের কন্যা শান্তার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে, রাম, লক্ষ্মণাদি পুত্র চতুষ্টয় জন্ম-গ্রহণ করেন।

কণ্ডু □ মহর্ষি কন্বের পুত্র ইনি। যোগ-নিরত হয়ে সুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করেন। তপস্যায় ভীত ইন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচাকে এঁর কাছে পাঠালে সে মুনিকে মোহিত করে এবং বহুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করে। অতঃপর চৈতন্যোদয় হলে, মুনিবর অপ্সরাকে বিদায় দিয়ে পুনরায় তপস্যামগ্ন হন।

কন্দর্প □ কামদেব। ব্রহ্মার পুত্র ইনি এবং পিতার

কৃপায় ত্রি-সংসারের জীববর্গ-দমনে সমর্থ হন। এঁর পত্নী রতি। দেব-ইচ্ছায় মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে ভস্মীভূত হন। কৃষ্ণের ঔরসে পরে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রদ্যুম্ন হিসাবে।

কপিল □ মুনিবিশেষ। প্রজাপতি কর্দম এবং দেবহূতির পুত্র। সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা ইনিই। সগরের যজ্ঞাশ্ব চোর বলে পাতালে অশ্বরক্ষকগণ এঁকে অপমানিত করেন। এঁরই কোপে রাজার ষাট হাজার পুত্র দগ্ধ হয়। অতঃপর অংশুমান এঁকে তুষ্ট করে অশ্ব আনয়ন করেন। গঙ্গাজলেই সগরবংশের উদ্ধার হবে একথা অংশুমানকে তিনিই বলেন।

কবন্ধ □ মস্তকবিহীন রাক্ষসবিশেষ। পূর্বে দৈত্য ছিলো। কিন্তু রাক্ষসরূপে মুনিঋষিদিগকে পীড়িত করতো। স্থূলশিরা নামে মুনির ফলমূল কেড়ে নিয়ে তাঁকে পীড়ন করলে মুনির শাপে সে রাক্ষসে পরিণত হয়। কঠোর তপস্যায় সে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দীর্ঘায়ু হবার বর প্রাপ্ত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অস্ত্রে মস্তক ও জঙ্ঘা ছেদন ঘটে। দেবরাজের দয়ায় যোজন আয়ত বাহুদ্বয় এবং কুক্ষিমধ্যে দণ্ডযুক্ত মুখ হয়। এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে পতিত থেকে হাত বাড়িয়ে জীবজন্তু ধরে ভক্ষণ করতো। বহুবলির বাহুদ্বয় ছেদন করে রামলক্ষ্মণ একে শাপমুক্ত করলে দিব্য-দেহ ধারণ করে সে রামকে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে সীতার অন্বেষণ ও উদ্ধার করতে পরামর্শ দেয়।

কল্মাষপাদ □ সূর্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ। মৃগয়াপ্রিয় রাজা একদা মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন-কালে পথে বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মুনি পথ না ছেড়ে-দেওয়ায় রাজা তাকে কশাঘাত করেন। শক্ত্রি শাপ দেন। তুমি নগরে প্রবেশ করে অতিথি ব্রাহ্মণকে নরমাংস ভক্ষণ করতে দেওয়ায়, তিনিও একে 'রাক্ষস হও' বলে শাপ দেন। পরে রাক্ষস-রাজা শক্ত্রি -প্রভৃতি বশিষ্ঠের শত - পুত্রকে বিশ্বামিত্রের কৌশলে ভক্ষণ করেন। শক্ত্রির স্ত্রীকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে বশিষ্ঠ এঁকে শাপমুক্ত করেন। অতঃপর এঁরই অনুরোধে বশিষ্ঠ সূর্যবংশের কুলগুরু হন।

কশ্যপ □ দেবদৈত্যাদির জনক। ব্রহ্মার তনয়। মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে জন্ম। দক্ষ প্রজাপতির দ্বাদশ কন্যা বিবাহ করেন এঁরা হলেন-অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অলায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা ও কদ্রু। এঁর গর্ভে দেব -দানব-নাগ প্রভৃতি কাশ্যপের সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করে।

কাত্যায়ন □ স্মৃতিশাস্ত্রকার। মহর্ষি গোভিলের পুত্র। স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে বিখ্যাত। কর্ম প্রদীপ এঁরই লেখা।

কার্তবীর্য (অর্জুন) □ কৃতবীর্যরাজের পুত্র। অন্য নাম অর্জুন। রাজধানী ছিলো মাহিষ্মতী নগরে। কঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি বহু বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যেমন—সহস্র - বাহু, ইচ্ছাগামী রথ, যুদ্ধে শত্রু-কর্তৃক অদৃশ্যতা, দুষ্ট- দমনের ক্ষমতা ইত্যাদি। রাজ্যে সুশাসন ছিলো। যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে পরে কৃপা করে মুক্ত করেন। স্ত্রীর নাম ছিলো মনোরমা। কার্তবীর্য ঘটনা পরবশ হয়ে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম মহাদেবের আরাধনা করে প্রাপ্ত অস্ত্রে অবশেষে কার্তবীর্যকে নিহত করেন সসৈন্যে।

কার্তিকেয় □ মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। তারকাসুরের উপদ্রবে ত্রস্ত দেবগণকে রক্ষা করার জন্যেই কার্তিকেয়ের জন্ম। কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে এঁর নাম হয় কার্তিকেয়। বাহন ময়ূর। দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত করে এঁকে ব্রহ্মার কন্যা দেবসেনার সঙ্গে বিবাহ দেন। দেব-সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুদ্ধে তারকাসুরকে নিহত করেন ইনি। মহাকবি কালিদাস এঁর জন্মকাহিনী ভিত্তি করে 'কুমার সম্ভবম' লেখেন।

কাশ্যপ □ জনৈক সর্প-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ। পরিক্ষিৎরাজাকে তক্ষকের বিষ হতে মুক্ত করবার জন্য ইনি হস্তিনাপুর গমন করছিলেন, পথিমধ্যে তক্ষকের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। দুই জনের পরিচয় হলে তক্ষক বললেন যে তিনি রাজাকে কোনক্রমে জীবিত রাখতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ কৃতকার্যের বিষয় দৃঢ় করে বললেন, পরীক্ষার্থ তক্ষক একটি বটবৃক্ষ দংশন করলে ইনি নিজ বিদ্যাবলে সেই বৃক্ষ রক্ষা করলেন। অতঃপর প্রভূত ধন প্রাপ্তে কাশ্যপ তুষ্ট হয়ে হস্তিনায় গমন না করে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কুবের □ ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে জন্ম। ধনাধিপ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে অমর এবং একজন দিক্‌পাল হন। পুষ্পকরথও ব্রহ্মা তাঁকে অর্পণ করেন। উত্তরদিকের অধিপতি। যক্ষ ও কিন্নরগণ এঁর অধীন। প্রথমে লঙ্কায় বাস করতেন ইনি, পরে বৈমাত্র ভ্রাতা রাবণ এঁকে স্থানচ্যুত করেন। পরে পিতার আদেশে ইনি কৈলাশ-শিখরে বসবাস করতে থাকেন। এঁর পুরীর নাম অলকা। পুত্রের নাম নলকূবর।

কুম্ভকর্ণ □ রাবণের মাধ্যম ভ্রাতা। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে জন্ম। কুম্ভকর্ণ অতি দীর্ঘকায় ও বলবান্ রাক্ষস। যোগী ঋষি, অপ্সরাগণও এঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। বলাধিক্য-বশতঃ রাক্ষস একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও ঐরাবতকে লাঞ্ছিত করে। কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃগণসহ তপস্যায় রত হয়ে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্র বজ্রজ্বালার সঙ্গে পরিণয় হয়। কুম্ভ ও নিকুম্ভ তাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম। রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। তাও রাক্ষস বধার্হ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে নিপতিত হয়।

কুম্ভ □ কুম্ভকর্ণ পুত্র। রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেনাপতি।

কুম্ভীনসী □ সুমালী এবং কেতুমতীর কন্যা। কৈকসীর সহোদরা। মধুদৈত্যের সহধর্মিণী। লবণাসুর জননী।

কুশধ্বজ □ হ্রস্বরোমের পুত্র। জনকরাজার অনুজ ভ্রাতা। এঁর কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিয়ে হয়। সাঙ্কাশ্যরাজ্যের রাজা সুধন্বা মিথিলাপতি জনকের দ্বারা যুদ্ধে মারা গেলে, তাঁর রাজ্যে কুশধ্বজ রাজা হন।

কুশনাভ □ কুশরাজের পুত্র। বিশ্বামিত্রের পিতামহ। মহোদয় - নামে নগর স্থাপন করেন রাজর্ষি কুশনাভ। অপ্সরা ধৃতাচীর গর্ভে এঁর একশত কন্যার জন্ম হয়। ঐ সকল কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ব্রহ্মদত্ত তাদের বিবাহ করেন। রাজর্ষি কুশনাভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে তাঁর গাধি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

কুশ □ রামের পুত্র। গর্ভাবস্থায় সীতা নির্বাসিতা হলে, যমজ ভাই লবের সঙ্গে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। বাল্মীকির যত্নে ধনুর্বিদ্যা তথা রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। লবের সঙ্গে একমনে রামায়ণ গ্রন্থ মুখস্থ করে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি নির্দেশানুসারে রামায়ণ গান করেন। কুশকে কুশাবতীর রাজা করা হয়। রামের মৃত্যুর পর ইনি অযোধ্যার রাজা হন।

কৈকসী □ সুমালী ও কেতুমতীর কন্যা। বিশ্রবা পত্নী এবং রাবণ জননী।

কৈকেয়ী □ কেকয়দেশের রাজকন্যা। রাজা দশরথের স্ত্রী। পুত্রের নাম ভরত। ভরতকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করার বাঞ্ছা করেন। রাম ও লক্ষ্মণ বনগমন করলে, এবং দশরথের মৃত্যু হলে ভরত মাতুলালয় হতে অযোধ্যায় আগমন করে এঁকে ভর্ৎসনা করেন। পরে নিজকৃত অকর্মের জন্য ইনি সন্তাপিত হয়ে দুঃখে দিনযাপন করতে লাগলেন। বনবাস হতে ফিরে এসে রাম এঁর সম্যক অভ্যর্থনা করেছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে কৌশল্যার মৃত্যুর পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয়।

কৌশল্যা □ রামের মাতা। ইনি কোশলাধিপতির তনয়া। রাজা দশরথের সঙ্গে এঁর পরিণয় হয়।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর, এঁর গর্ভেই রামের জন্ম। রামের বনবাসে এবং দশরথের মৃত্যুতে ইনি অতি দুঃখিতা হয়ে দিনপাত করতে থাকেন। রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করলে ইনি সুখী হন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর এঁর মৃত্যু হয়।

কৌশিক □ জনৈক তপস্বী। ইনি পিতামাতার অমতে তপস্যা করার জন্যে গৃহত্যাগ করেন। তপস্যায় রত থেকে দ্বিজ বহুবর্ষ কাটান। তপস্যা গুণে নিজের মধ্যে বিভূতি আসে আর তপস্বী তাতে গর্বিত হন। অবশেষে এক সাধারণ গৃহিণীর কাছে নিজের দম্ভ চূর্ণ হয়। পরিশেষে তিনি মিথিলার ধর্মব্যাধের কাছে শিক্ষা নিয়ে পিতামাতার সেবায় রত হন।

ক্রতু □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি দক্ষকন্যা সন্নীতির পাণিগ্রহণ করেন। বালখিল্য মুনিবৃন্দ এঁর পুত্র।

খর □ রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে এর জন্ম। এর পুত্রের নাম মকরাক্ষ। শূর্পণখা বিধবা হলে রাবণের আদেশে খর চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য-সহ শূর্পণখার আজ্ঞাধীনে তার সঙ্গে পঞ্চবটীতে বাস করে। এর সেনাপতির নাম দূষণ। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান ছেদন করলে খর সসৈন্যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়।

গঙ্গা □ দেবীবিশেষ। পর্বতরাজ হিমালয় এবং তাঁর পত্নী মেনকার জ্যেষ্ঠা-কন্যা। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সঙ্গে এঁর পরিণয় হয়। এঁর অদর্শনে শোকাভিভূতা মেনকা একে সলিলরূপে পরিণত হতে অভিসম্পাত করেন। গঙ্গা তদবধি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে জলরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর সগরবংশ উদ্ধারের জন্য ভগীরথ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডুল হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইনি মহাদেবের মস্তকে ধৃত হন। মহাদেব এঁকে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান থেকে ভগীরথের পশ্চাদ্গমন করতে থাকেন। ঐরাবত পেছনে ধাওয়া করলে ইনি তাকে স্রোতে ভাসিয়ে মৃতবৎ করে পরে কৃপাপূর্বক ত্যাগ করেন। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান দিয়ে ইনি ভারতে প্রবেশ করেছেন। এঁর পূত সলিলে ভস্মীভূত সগরবংশের উদ্ধার হয়।

গয় □ সুগ্রীবের অনুচর বানরবিশেষ। ইনি রাম -রাবণের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

গরুড় □ পক্ষিরাজ। মহর্ষি কাশ্যপের ঔরসে এবং বিনতার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ক্ষুধিত হয়ে ইনি পিতার আদেশে যুদ্ধরত গজকচ্ছপদ্বয় ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হতে মাতাকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক হয়ে ইনি কদ্রুর আদেশে সুধা আনতে স্বর্গে গমন করেন। অমৃত প্রাপ্তে তা পান না করে পক্ষিবরকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে, বিষ্ণু এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এঁকে বর দিতে স্বীকৃত হলে, ইনি তাঁর অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করে অজয় অমর হবার বর গ্রহণ করলেন। ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হলে, তিনি একে বাহনরূপে পেতে চাইলেন। সেই অবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন। গরুড়ের আসন বিষ্ণুর ধ্বজার উপর স্থির হলো। অতঃপর সুধারক্ষার্থে ইন্দ্র এঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে এর সঙ্গে সখ্য-স্থাপন করলেন। ইন্দ্রের বরে সাপেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হল। অতঃপর অমৃত এনে কদ্রুকে প্রদান করে ইনি মাতার দাসীত্ব মোচন করেন।

গাধি □ চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইনি বিশ্বামিত্রের পিতা। এঁর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে ভৃগুনন্দন ঋচীকমুনির বিবাহ হয়। এঁর অনুরোধে মুনিবর পুত্র কামনা করেছিলেন। নৃপমহিষী সেই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করে রাজার ঔরসে বিশ্বামিত্রকে গর্ভে ধারণ করেন।

গুহ □ নিষাদপতি বিশেষ। ইনি রামের বন্ধু ছিলেন। ভাগীরথী তীরে শৃঙ্গবেরপুরে এঁর বাসস্থান ছিলো।

গৌতম □ ঋষিবিশেষ। ইনি গৌতমমুনির পুত্র। এঁর প্রণীত সংহিতায় মানবের আচার-ব্যবহার এর রীতি- নীতি প্রকটিত আছে। বৈশ্যরাজ যজ্ঞে অত্রিঋষির সঙ্গে এঁর বিতণ্ডা উপস্থিত হলে, সনৎকুমার মধ্যস্থ হয়ে তা মিটিয়ে দেন। এঁর

সন্তান কৃপ ও কৃপী।
ব্রহ্মা অহল্যাকে নির্মাণ করে ন্যাসস্বরূপ এঁর কাছে রাখেন। বহুবর্ষ পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করলে, ব্রহ্মা এঁর জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার বিষয় অবগত হয়ে এঁকে সেই কন্যা ভার্যার্থে প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে এঁর বিখ্যাত পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণ হন। রাম অহল্যাকে মুক্ত করলে পুনরায় তিনি তার সঙ্গে মিলিত হন।

ঘৃতাচী □ অপ্সরাবিশেষ। এঁর গর্ভে কুশনাভ রাজর্ষির শতকন্যা জন্ম গ্রহণ করে। চ্যবনতনয় প্রমতি এঁর গর্ভে রুরু-নামক পুত্র উৎপাদন করেন। এঁকে দেখে ব্যাসদেবের ধৈর্যচ্যুতি হলে, শুকদেবের জন্ম হয়।

চন্দ্র □ দেবতাবিশেষ। অত্রিঋষির তনয়। মতান্তরে সমুদ্র-মন্থনে এঁর উৎপত্তি। দক্ষরাজের সপ্তবিংশ কন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ইনি অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা রোহিণীর প্রতি সমধিক আসক্ত ছিলেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ইনি বৃহস্পতির বনিতা তারাকে হরণ করেন। তাঁহার গর্ভে বুধ নামে পুত্রের জন্ম হয়। বৃহস্পতির অপমানে দেবগণ এঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে ইনি শুক্রাচার্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হন। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে ইনি তারাকে প্রত্যর্পণ করেন।

চন্দ্রকেতু □ দশরথপুত্র লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র।

চ্যবন □ ঋষিবিশেষ। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে এবং পুলোমার গর্ভে এঁর জন্ম। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে পুলোমা জনৈক রাক্ষস-কর্তৃক অপহৃত হলে, এঁর জন্ম হয়। এঁর তেজে সেই রাক্ষস ভস্মীভূত হয়। কঠোর তপস্বী ইনি। স্ত্রী সুকন্যা ছিলেন রাজা শর্যাতির কন্যা। সুকন্যার গর্ভে এঁর প্রমতি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করতে দেন। তাই ইন্দ্র কুপিত হয়ে বজ্র নিক্ষেপে এঁকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে, ইনি তপোবলে এক মহাসুর সৃজন করে ইন্দ্রকে নাশ করতে আদেশ দেন। দেবরাজ চ্যবনের শরণাগত হয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

জটায়ু □ পক্ষিরাজ-বিশেষ। অরুণের ঔরসে এবং শ্যেণীর গর্ভে এঁর জন্ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি। দুই ভাই ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে, দারুণ সূর্য তেজ সহ্য করতে না পেরে হতজ্ঞান হয়ে ধরাতলে পতিত হবার উপক্রম হয়। তখন সম্পাতি নিজ পক্ষ-বিস্তার করে একে রক্ষা করেন, কিন্তু নিজে দগ্ধপক্ষ হয়ে পতিত হন।
জটায়ু রাজা দশরথের মিত্র। যখন রাবণ সীতাহরণ করে, তখন জটায়ু 'রাম, রাম' বলে সীতার কান্না শুনে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি মৃতপ্রায় হন। রামকে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের সংবাদ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

জনক □ মিথিলাধিপতি ধার্মিক রাজা। রাজাদিগের মধ্যে জনক ঋষিতুল্য জ্ঞানী, তাই রাজর্ষি বলা হতো। ক্ষত্রিয় বংশোদ্‌ভব হয়েও ইনি জ্ঞানে ব্রাহ্মণদিগের পূজার্হ ছিলেন। রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময় লাঙ্গলের গর্ত মধ্যে একটি পরম রূপবতী কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যার নামই সীতা। এর সভায় হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে লাভ করেন। এঁর কন্যা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের পরিণয় হয়। জনকের পুত্রের নাম উদাবসু।

জমদগ্নি □ মুনিবিশেষ। ঋচীকঋষির ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে জন্ম। বেদজ্ঞ মুনিবর অস্ত্র শিক্ষা করে পারদর্শী হন। রাজকন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন ইনি। তাঁর গর্ভে পঞ্চপুত্র হয়, কনিষ্ঠের নাম পরশুরাম। একদা রেণুকা স্নানার্থে নদীতে গমন করে গন্ধর্বদের ক্রিয়া দর্শনে কলুষিত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। মুনিবর সবকিছু জানতে পেরে স্ত্রী-বধার্থে জ্যেষ্ঠপুত্রকে আজ্ঞা করেন। মাতৃবধ ভয়ে তিনি আজ্ঞাপালনে অসম্মত হয়ে পিতৃশাপে জড়তা প্রাপ্ত হন। অন্য পুত্ররাও মাতৃবধ অস্বীকার করে। পরশুরাম

পিতার আদেশে কুঠারাঘাতে মাতার শিরচ্ছেদ করেন। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে প্রস্তুত হলে, তিনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। জমদগ্নির কৃপায় রেণুকা পুনর্জীবিত হন এবং পুত্রগণও জড়ত্ব-বিহীন হয়। আশ্রমের কামধেনুকে কেন্দ্র করে রাজা কার্তবীর্যের সঙ্গে এঁর বিরোধ হয়। যুদ্ধে জমদগ্নি নিহত হন।

জয়ন্ত □ দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। শচীর গর্ভে এঁর জন্ম। রাবণ সসৈন্যে স্বর্গ জয় করতে গেলে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে যথাসামর্থ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। পরে মেঘনাদ মায়াবলে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলে, দেবসেনা পলায়ন করে। মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা তখন এঁকে পাতালে নিয়ে যান।

জহ্নু □ সুহোত্রের পুত্র। রাজর্ষি-বিশেষ। ইনি অতি তপঃপরায়ণ ভূপতি। যজ্ঞাদি কার্যেও রত থাকতেন। পূর্বপুরুষ উদ্ধার করবার জন্যে ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করার সময়ে গঙ্গার জলে এঁর যজ্ঞদ্রব্য ভেসে যায়। জহ্নু তখন তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণ পথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করে) গঙ্গাকে বার করে দেন।

জাম্ববান □ ভল্লুকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় ইনি রামের সবিশেষ সাহায্য করেন। সত্রজিৎ নিজ ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। প্রসেন মৃগয়ায় গিয়ে সিংহ-কর্তৃক নিহত হলে জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করে মণি গ্রহণ করেন। সেই মণির জন্য কৃষ্ণ জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে স্যমন্তকসহ ইনি নিজ কন্যা জাম্ববতীকে ভার্যার্থে কৃষ্ণকে অর্পণ করেন।

তক্ষ □ রাজা ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র। গঙ্গার বিজয়ের পর পুত্রের নামানুসারে সে দেশের নাম রাখেন তক্ষশীলা।

তক্ষক □ সর্পরাজ-বিশেষ। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর চতুর্থ তনয়। এঁর সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিলো।

তাটকা □ সুকেতু যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এই কন্যাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সুন্দের সঙ্গে এর পরিণয় হয়। পুত্রের নাম মারীচ। অগস্ত্যঋষির শাপে সুন্দের মৃত্যু হলে, তাটকা ও মারীচ তাঁকে বধ করতে উদ্যত হয়। ঋষিবরের শাপে তারা রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। অতঃপর তাটকা অগস্ত্যের বন প্রাণিশূন্য করে সেইখানে বাস করতে লাগলো। এর উপদ্রবে সে প্রদেশ দিয়ে মানবের যাতায়াত বন্ধ হয়। পরে রাম বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থে যাবার সময় তাটকাকে বধ করেন।

তারা □ কপিরাজ বালির স্ত্রী। কপিবর সুষেণের ঔরসে এঁর জন্ম হয়। বালির সঙ্গে পরিণয় হলে, এঁর গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়। বালির মৃত্যুর পর ইনি সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

ত্রিজট □ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্র এঁকে বহু গো-ধন দান করেন।

ত্রিজটা □ রাক্ষসীবিশেষ। রাবণ এই রাক্ষসীকে সীতার রক্ষণে নিযুক্ত করে।

ত্রিশঙ্কু □ সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ। রাজধানী অযোধ্যা। পুত্রদিগের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত। স্বশরীরে ইনি স্বর্গে যাবার ইচ্ছায় কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণকে যজ্ঞ করতে বলেন। তাঁরা অস্বীকৃত হলে ইনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে স্বশরীরে স্বর্গে স্থান দিতে অস্বীকৃত হলে বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে নক্ষত্রলোক সৃজন করে এঁকে সেখানেই অবস্থান করতে বলেন।

ত্রিশিরা □ লঙ্কারাজ রাবণের অন্যতম পুত্র এবং সেনাপতি।

দনু □ দক্ষরাজের কন্যা এবং কশ্যপঋষির পত্নী। এঁর গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এরা দানব নামে পরিচিত।

দশরথ □ অযোধ্যার নরপতিবিশেষ। ইনি

অজরাজের ঔরসে তৎপত্নী ইন্দুমতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নাম্নী এঁর তিনটি প্রধান মহিষী ছিলেন। কৌশল্যার গর্ভে শান্তা নাম্নী একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যা ইনি লোমপাদ রাজাকে অপত্যার্থে প্রদান করেন। বহুবর্ষ অপুত্রক থেকে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে চার পুত্রের জন্ম হয়। একদা মৃগয়ার্থে বনে গমনপূর্বক তিনি রজনীকালে শব্দভেদী বাণে অন্ধকমুনির পুত্রকে মৃগবোধে হত করেন। পুত্রশোকে জীবন বিসর্জন করার সময়, অন্ধকমুনি শাপ প্রদান করেন যে, ইনিও পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। বাস্তবেও রামকে কৈকেয়ীর কথায় বনে পাঠিয়ে ইনি মনোবেদনার কারণে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন।

দিতি □ দক্ষরাজ কন্যা এবং কশ্যপের স্ত্রী। এঁর গর্ভে দৈত্যদিগের জন্ম হয়।

দিলীপ □ সূর্যবংশীয় রাজাবিশেষ। সর্বাংশে ইনি একজন আদর্শ ভূপতি ছিলেন। মহিষী সুদক্ষিণাও ছিলেন সর্বগুণান্বিতা। সন্তানাদি না -হওয়ায় কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশে এঁরা কামধেনু নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হন। অতঃপর বিখ্যাত রঘুনামে পুত্রের জন্ম হয়।

দুন্দুভি □ অসুরবিশেষ। আকার মহিষের ন্যায়। প্রভূত বলশালী অসুর সমুদ্রের কাছে যুদ্ধের জন্য গমন করে। বরুণ একে যুদ্ধের জন্য হিমালয়ের নিকট যেতে বলেন। হিমালয়ের নিকট অসুর উপস্থিত হলে তিনি পরাজয়-স্বীকার করে একে কিষ্কিন্ধায় বালীর - সকাশে প্রেরণ করেন। বালির সঙ্গে এর ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বালি জয়ী হন এবং দুন্দুভি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মায়াবী।

দুর্বাসা □ অত্রিমুনির এবং অনসূয়ার পুত্র। মহাতেজস্বী কোপন-স্বভাব দুর্বাসা ঔর্বমুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেন।

দূষণ □ রাক্ষসবিশেষ। রাবণের আদেশে এ রাক্ষস খরের সেনাপতি হয়ে দণ্ডাকারণ্যে শূর্পণাখার রাক্ষসরূপে নিযুক্ত হয়েছিলো। শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত হলে, দূষণ যুদ্ধে রামের হস্তে নিপতিত হয়।

দেবান্তক □ লঙ্কারাজ রাবণের অন্যতম সেনাপতি।

দ্বিবিদ □ কামরূপী বানরবিশেষ। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইনি সুগ্রীবাধীন একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামের স্বর্গারোহণের সময় তিনি একে কলিযুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতে আদেশ করে যান। এর সঙ্গে নরকাসুরের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

ধন্বন্তরি □ দেবচিকিৎসক। সমুদ্র-মন্থনের সময় ইনি সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে উত্থিত হন। শঙ্কর ও গরুড়ের শিষ্য ইনি। সূর্যের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। ধন্বন্তরি 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধর্ম □ দিকপালবিশেষ। ইনি দক্ষিণদিকের অধিপতি এবং জীবগণের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এই গুরুভার সম্পাদনার্থ চিত্রগুপ্ত এঁর সহায়করূপে নিযুক্ত। এঁর বাহন মহিষ এবং আয়ুধ দণ্ড। অনীমান্ডব্য বাল্যে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ-বিদ্ধ করে পাপ করলে যমরাজের বিধানানুসারে তাঁর শূলারোহণ দণ্ড হয়। লঘু-পাপে গুরুদণ্ড বিধানহেতু মুনিবরের অভিশাপে এঁকে ধরাতলে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিলো। এঁর অন্যান্য প্রধান নাম—যম, দণ্ডধর, পিতৃপতি, ধর্মরাজ, কৃতান্ত, শমন, অন্তক, দণ্ডপাণি।

নন্দীশ্বর □ মহাদেবের অনুচর। বামনাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ, বানর-দর্শন। রাবণ এঁকে দেখে উপহাস করলে নন্দীশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন,—'আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিহত করবে।'

নমুচি □ অসুরবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে জন্ম। ইন্দ্র অন্যান্য অসুরদিগকে বধ করে অবশেষে এর হাতে বন্দী হন। পরে রাত্রি কিংবা দিবাভাগে একে বধ করবেন না বলে প্রতিশ্রুত হলে, তিনি এর কাছ থেকে মুক্ত হন। অতঃপর

উপদ্রব হতে রক্ষা পাবার জন্যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে অসুরকে সন্ধ্যায় বধ করেন।

নরক □ অসুরবিশেষ। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে তাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে এর জন্ম। মাতার অনুরোধে পিতার কাছে থেকে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে, অসুর তার প্রভাবে অন্যের অজেয় হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এর রাজধানী ছিলো। বিদর্ভরাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করলে তার গর্ভে এর ভগদত্ত-প্রভৃতি পুত্র চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। নরকাসুর ক্রমে অতি অত্যাচারী হয়ে ওঠে। দুর্বৃত্তদিগের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, জগতে উপদ্রব শুরু করে। দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল পর্যন্ত অপহরণ করে দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করে স্বপুরে কারাবদ্ধ করলে জগতের কল্যাণার্থে বিষ্ণু একে বধ করেন।

নল □ বিশ্বকর্মার বরপুত্র। কিষ্‌কিন্ধানগরীর স্থপতি ও সেনাপতি। ইনি সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেন। রাম এবং তাঁর বানরসৈন্যরা ঐ সেতু অতিক্রম করেই লঙ্কা আক্রমণ করে।

নলকূবর □ কুবেরের পুত্র। অপ্‌সরা রম্ভা এঁর কাছে গমনকালে রাবণ - কর্তৃক ধর্ষিতা হলে রাবণকে ইনি অভিশাপ দেন যে, ভবিষ্যতে কোনো নারীকে বলপ্রয়োগ করলে রাবণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

নহুষ □ চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। পিতার নাম আয়ু। ইনি অশোক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করলে তাঁর গর্ভে যযাতি প্রভৃতি ছয় পুত্রের জন্ম হয়। ইনি অতি বীর্যবান ও পুণ্যবান ভূপতি ছিলেন। তুণ্ড-নামক দৈত্য বধ করে তাঁর অত্যাচার হতে জীবগণকে মুক্ত করেন। ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র অভিভূত হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে গোপনে বাস করতে লাগলে, ত্রৈলোক্য-রাজার অভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তখন অনন্যোপায় হয়ে দেব ও ঋষিগণ প্রখ্যাত নহুষকে মনোনীত করে ইন্দ্রত্ব-পদে অভিষিক্ত করেন। ত্রৈলোক্যের রাজত্ব ভোগ করতে প্রবৃত্ত হলে কিছুকাল পরে ইনি ভোগাসক্ত হন। সেসময়ে ইনি শচীকে পর্যন্ত পত্নীভাবে পাবার জন্য চেষ্টা করেন।

নারদ □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা এঁকে সৃষ্টিকার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাতে ঈশ্বর -প্রাপ্তির বিঘ্ন সম্ভবনায় ইনি পিত্রাজ্ঞা পালনে সম্মত হন নি। ফলে পিতার অভিশাপে এঁকে গন্ধর্ব, ও মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতীব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তন্ময়চিত্তে তপস্যা করতেন। হরিনাম গান করে সর্বত্র ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। নারদ প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কথঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরের গান শ্রবণে ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী হবার জন্যে যত্নসহকারে গন্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি বীণার সৃষ্টিকর্তা। দেবর্ষি, নারদসংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নারদ প্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। এঁর বিরচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত।

নিকষা □ রাবণের মাতা।

নিকুম্ভ □ কুম্ভকর্ণ পুত্র। রাবণের সেনাপতি।

নিমি □ সূর্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি অতি ধার্মিক ভূপতি। একদা যজ্ঞ করণার্থে ইচ্ছুক হয়ে নিমি বশিষ্ঠকে তা নিষ্পন্ন করতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে অগ্রে দীক্ষিত হওয়ায়, সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করে, পরে এঁর যজ্ঞ করতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইনি ঋষি গৌতমের দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করেন। তখন বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে (বশিষ্ঠকে) অবমাননা-হেতু অভিশাপ প্রদান করেন।

নীল □ কপিবিশেষ। অগ্নির অংশে জন্ম। সুগ্রীবের আজ্ঞাধীনে কপিবর বানরসৈন্যের একজন নেতা ছিলেন। লঙ্কার পূর্বদ্বারে এঁর সৈন্য সমবেত হয়। যুদ্ধে ইনি অনেক রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস করেছিলেন।

পবন □ দেবতাবিশেষ। ইনি উত্তরপশ্চিম দিকের অধিপতি। মরুদ্‌গণ অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ বায়ু এঁর অধীন। বলাধিক্যের জন্যে ইনি দেবতাদিগের মধ্যে বিখ্যাত। এঁর ঔরসে অঞ্জনাতনয় হনুমান জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অপর নামগুলি হলো—

জগৎপ্রাণ, প্রভঞ্জন, মরুৎ, মারুত।

পরশুরাম □ বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করার জন্য এঁর জন্ম হয়। ইনি মুনিবর জমদগ্নির ঔরসে এবং রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর নাম রক্ষিত হয়। পরে প্রিয় অস্ত্র পরশু (কুঠার) হাতে এঁর নাম পরশুরাম হয়েছিলো। সহ্যপর্বতে তপশ্চরণ করে ইনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। পরশুরাম পিতা-কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মাতৃবধ করেন। পরে বর প্রদানে উৎসাহী পিতার কাছে তিনি মাতার পুনর্জীবন চান। মাতা জীবন ফিরে পেলেও মাতৃবধরূপ পাপে এঁর হাতে কুঠার সতত সংলগ্ন থাকে। অবশেষে ভারতের সমূহ তীর্থ ভ্রমণ করে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করলে পাপের শেষ হয়। কার্তবীর্যের হাতে পিতা নিহত হলে ২১ বার তিনি জগৎ নিক্ষত্রিয় করেন। ব্রহ্মার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে কার্তবীর্যকে বধ করেন। সসাগরা পৃথিবী জয় করে পরশুরাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাসমারোহপূর্বক সে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। দক্ষিণাস্বরূপ পরশুরাম গুরু কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করে স্বয়ং মহেন্দ্রপর্বতে তপশ্চারণার্থে গমন করেন।

দশরথ-তনয় রাম বিবাহান্তে ভ্রাতৃগণসহ অযোধ্যায় গমনকালে পরশুরাম তাঁদের নিকটে উপস্থিত হন রামের কাছে যুদ্ধার্থী হয়ে। ধনু রামকে এগিয়ে দিয়ে গুণযোজনা করার জন্য বলেন। রাম তা করেন এবং পরশুরামের তপোপার্জিত স্বর্গলোক রদ করেন। হতদর্প ও হতমান পরশুরাম মহেন্দ্রপর্বতে গমন করেন।

পুরঞ্জয় □ ভগীরথের পুত্র। অতি পরাক্রান্ত রাজা। ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। এঁর জীবিতকালে দেবাসুরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দেবগণ পরাস্ত হয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হন। তাঁর আদেশে দেবগণ পুরঞ্জয়ের সাহায্যে অসুরগণকে বিধ্বংস করেন। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র স্বয়ং এক মহাবৃষরূপ ধারণ করে রাজাকে ককুদের উপর যুদ্ধাসন প্রদান করেন। সেইজন্য পুরঞ্জয়ের অপর নাম 'কাকুৎস্থ'।

পুলহ □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির একজন। ঋষিবর কর্দমমুনির তনয়া গতিকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে এঁর সহিষ্ণু প্রমুখ পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়।

পুলোমা □ দানববিশেষ। কাশ্যপের ঔরসে দনুর পুত্র। বলি স্বর্গরাজ্য জয় করার সময়ে ইনি দৈত্যসৈন্যমধ্যে ছিলেন। বায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। এঁর ঔরসে ইন্দ্রাণী শচীর জন্ম হয়। মেঘনাদ ও ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত পরস্পরের জয়কামনায় দ্বৈরথ যুদ্ধে রত হন। মায়াবলে রণভূমি তমসাচ্ছন্ন করে মেঘনাদ জয়ন্তকে কাতর করলে পুলোমা দৌহিত্রকে নিয়ে সমুদ্রে পলায়ন করেন।

পৃথু □ রাজাবিশেষ। ইনি বেণরাজের পুত্র। পত্নীর নাম অর্চি। ধার্মিক এই নরপতি শত অশ্বমেধ করে যশস্বী হয়েছিলেন। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। মর্ত্যে ইনিই প্রথম রাজা। এঁর নাম অনুসারেই ধরার নাম পৃথিবী হয়েছে। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে শেষ-জীবন তপশ্চারণার্থে বনে গমন করেছিলেন।

পৌলস্ত্য □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির একজন। ইনি সুমেরুর পার্শ্বদেশে মুনিবর তৃণবিন্দুর আশ্রমের নিকট অবস্থানপূর্বক তপশ্চরণ করতেন। সময়ে সময়ে সেখানে অপ্সরাগণ এবং ঋষি তনয়াগণ মিলিত হয়ে নৃত্যগীত বাদ্যাদি করতেন। এতে তপস্যার ব্যাঘাত হওয়াতে, ঋষিবর এই শাপ প্রদান করেন যে, যে রমণী সেখানে তাঁর নয়নগোচর হবে তিনি গর্ভবতী হবেন। তৃণবিন্দুর দুহিতা হবির্ভূ এঁর দৃষ্টিগোচর হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তখন তৃণবিন্দুর অনুরোধে ইনি হবির্ভূকে বিবাহ করেন। হবির্ভূর গর্ভে এঁর বিশ্রবা-নামে পুত্রের জন্ম হয়।

প্রহস্ত □ রাবণের মাতুল। লঙ্কারাজের সেনাপতি এবং মন্ত্রী।

পুষ্কল □ রাজা ভরতের কনিষ্ঠ পুত্র।

বরুণ □ দেবতাবিশেষ। ইনি জলের অধিপতি এবং পশ্চিমদিকের অধীশ্বর। এঁর সঙ্গে অগ্নির মিত্রতা ছিলো। তাঁর সাহায্যার্থে ইনি কৃষ্ণকে

সুদর্শন চক্র ও কৌমুদী গদা এবং অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।

বলি □ দৈত্যরাজ-বিশেষ। ইনি বিরোচনের পুত্র এবং প্রহ্লাদের পৌত্র। তপোবলে ইনি অতি প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠেন। ত্রিলোক জয় করার বাসনায় ইনি যুদ্ধার্থে স্বর্গে গমন করেন। যুদ্ধে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণকে পরাজিত করে ইনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। পরে ভীত দেবতারা বিষ্ণুর শরণাগত হলে তিনি বামন অবতার গ্রহণ করে বলিকে পাতালে যেতে বাধ্য করেন। বলি বিষ্ণুভক্ত হন নারদের পরামর্শে। বলির চার পুত্র জন্মায়।

বশিষ্ঠ □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির একজন। ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নত হয়েছিলেন। রাজা নিমির সঙ্গে সম্মান বিষয়ে বিরোধে—দু'জনে একে অপরের দেহ বিপন্ন হলে শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠ পিতা ব্রহ্মার পরামর্শে মিত্র বরুণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুবংশের হিতের জন্য এঁকে সূর্যবংশের পৌরোহিত্যে বরণ করেন। বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে এঁর শক্তি প্রমুখ শত পুত্রের জন্ম হয়।ইনি কামধেনু শবলাকে হোমধেনুরূপে প্রাপ্ত হন। এই ধেনুর কৃপায় ইনি যা ইচ্ছে করতে ও তা প্রাপ্ত হতেন। সেই শবলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিবাদ হলে ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা ইনি বিশ্বামিত্রের অস্ত্র-সমূহ রদ করেন। বশিষ্ঠের শত পুত্র ছিলো, জ্যেষ্ঠ-পুত্র শক্তির শাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসরূপে পরিণত হয়ে এঁর পুত্রগণকে ভক্ষণ করেন। তখন ঋষিবর পুত্রশোকে অধীর হয়ে স্বীয় জীবন নাশ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পর্বতের উপর হতে পতিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে, কিংবা অনলে প্রবেশ করেও মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারলেন না। কল্মাষপাদ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীসহ তাঁকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে, ইনি শাপ হতে কল্মাষপাদকে মুক্ত করেন। ইক্ষ্বাকুরাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাবার মানসে এঁকে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে অনুরোধ করলে ইনি তা অসম্ভব বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বসু □ পুরুবংশীয় নরপতিবিশেষ। মহা-পরাক্রান্ত ও ধার্মিক ভূপতি। একদা ইনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ -পূর্বক আশ্রমে বাস করে উগ্র তপস্যায় রত ছিলেন। ইন্দ্র এঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তপস্যা পরিত্যাগ করে ধর্মানুসারে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করতে বলেন। তিনি এঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এঁকে আকাশগামী বিমান এবং বৈজয়ন্তী-মালা প্রদান করেন। ঐ বিমানে ইনি শূন্যে বিচরণ করতে পারতেন এবং ঐ মালা ধারণ করে যুদ্ধে অক্ষত শরীরে থাকতেন। ইন্দ্রের পরামর্শে ইনি চেদিরাজ্য অধিকার করে সেখানে বাস করতে থাকেন।

বাণ □ দৈত্যরাজবিশেষ। দৈত্যেশ্বর বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে তাঁর পুত্রত্ব লাভ করেন। পুত্রের ন্যায় এঁকে রক্ষা করতে তিনি প্রতিশ্রুত হলেন মহাদেব। তাঁর আদেশে ইনি শোণিতপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। মহাদেবের আশ্রিত বাণ অত্যাচারী হয়ে উঠলে দেবগণ ভীত হন। পার্বতীর বরে এঁর তনয়া ঊষা কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে পতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর ঊষা সখী চিত্রলেখার দ্বারা অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়ন করে তাঁর সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহে মিলিত হন। বান তা শুনে অনিরুদ্ধকে বধ করতে আজ্ঞা করেন। ফলে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়।যুদ্ধে মহাদেব পর্যন্ত এর সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট বাণ সদলবলে পরাস্ত হলেন। কৃষ্ণের কৃপায় ইনি জীবিত থেকে মহাদেবের পারিষদ হয়ে মহাকাল-নামে খ্যাত হন।

বাতাপি □ দানববিশেষ। এই দানব এবং এর ভাই ইল্বল প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্র ছিলো। ইল্বল দাক্ষিণাত্যের কোনো জনপদের রাজা ছিলো। বাতাপি মৃগরূপ ধারণ করতো এবং ইল্বল এর মাংস দ্বারা অতিথি সাধু-পুরুষদিগকে ভোজন করাতো। অতঃপর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে ইল্বল

একে জীবিত করলে ভোক্তাগণ নিহত হতো। এই রূপে অনেকের বিনাশ-সাধন হয়। একদা মহর্ষি অগস্ত্য অর্থের জন্য ইল্বলরাজ সমীপে উপস্থিত হন। ইল্বল বাতাপির মাংসের দ্বারা তাঁর ভোজনের আয়োজন করে। মুনিবর যোগবলে বাতাপিকে জীর্ণ করে নিধন করেন।

বামন □ বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে এঁর জন্ম হয়। দৈত্যরাজ বলি দেবতাদিগকে স্বর্গচ্যুত করলে তাঁরা বিষ্ণুর শরণাগত হন। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য বিষ্ণু বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বলি যজ্ঞের উদ্যোগ করলে বামন সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা করেন। যা তিনি অভিলাষ করবেন বলি তাইই দিতে প্রতিশ্রুত হলে ইনি ত্রিপাদ-ভূমি দান-হিসাবে প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তথাস্তু বললে ইনি স্বর্গ-মর্ত্য অবরোধ করে বলিকে পাতালে নির্বাসিত করেন।

বালি □ ইন্দ্রের পুত্র, কপিরাজ। বানরবর ঋক্ষরজা এর পালক পিতা। কিষ্‌কিন্ধায় এর রাজধানী ছিলো। স্ত্রীর নাম তারা। পুত্রের নাম অঙ্গদ। সুগ্রীব এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অতি বলশালী সে। দুন্দুভি নামক অসুরকে নিহত করে সে নিক্ষেপ করে। মৃতদেহ মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে পড়লে ঋষি অভিশাপ দেন যে, সেই বনে বালি এলে মারা যাবে। পরে বালি ও সুগ্রীবের বিরোধ হলে সুগ্রীব ঋষ্যমূক-পর্বতে আশ্রয় নেয়। পূর্বে বালি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে বিক্রম-প্রকাশ করে। রামের হাতে বালি নিহত হয়।

বাল্মীকি □ রামায়ণের রচয়িতা। ঋষি-বিশেষ। ইনি প্রচেতার পুত্র। এঁর আদি নাম রত্নাকর। প্রথম জীবনে দস্যুবৃত্তি করতেন। ইনি একদা জনৈক পথিক ব্রাহ্মণকে বধ করতে উদ্যত হলে, তিনি এঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এঁর পাপের ভাগী আর কেউ আছে কিনা। ইনি পরিবারবর্গের নাম করলে, তিনি সকলকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করতে আদেশ করলেন। রত্নাকর গৃহে গমন করে পরিবারস্থ সকলের উত্তর শ্রবণ করে আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, কেউই তাঁর পাপের ভাগী নয়। তখন এঁর চৈতন্যোদয় হয়। এবার তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন। পরে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে রামের কাহিনী শোনেন। ইনিই ব্যাধের দ্বারা একটি ক্রৌঞ্চের হত্যা দেখে ক্রৌঞ্চীর দুঃখে কাতর হন। হৃদয়ের শোকে তার মুখ থেকে কবিতা নিঃসৃত হয়। ইনি আদিকবি। এঁর আশ্রমে গর্ভবতী সীতা কুশ ও লবের জন্ম দেন। লব ও কুশকে ইনি রামায়ণ গান শেখান।

বাসুকী □ সর্পরাজ। ইনি কদ্রুর গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের দ্বিতীয় সন্তান। দেবদৈত্যের সমুদ্র মন্থনের সময় ইনি মন্থন রজ্জু হয়ে তাঁদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

বিকুক্ষি □ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। একদা শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আনতে ইনি পিতার দ্বারা আদিষ্ট হন। মৃগয়ায় গিয়ে অনেক মৃগ শিকার করেন। অতঃপর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে একটি শশক ভক্ষণ করেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ সমুদয় অবগত হয়ে মৃগয়ার মাংস শ্রাদ্ধার্থে গ্রহণ করেন নি। ইক্ষ্বাকু তৎবৃত্তান্ত অবগত হয়ে এঁকে পরিত্যাগ করেন। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর বিকুক্ষি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করে সুনিয়মে রাজ্যশাসন করে যশস্বী হন।

বিনতা □ গরুড়ের মাতা, ইনি দক্ষরাজের কন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। সহোদরা সপত্নী কদ্রুর সঙ্গে বাস করতেন। কশ্যপের কৃপায় ইনি দু'টি ডিম্ব প্রসব করেন। কদ্রু সহস্র ডিম্ব প্রসব করলে, ক্রমে তা হতে সর্পগণ জন্মগ্রহণ করতে লাগলো। এঁর ডিম্ব প্রস্ফুটিত হতে বিলম্ব হলে, ইনি একটি ডিম্ব ভগ্ন করেন। তা থেকে অরুণের উৎপত্তি হল। কিন্তু অসময়ে জন্ম হওয়ায় তার সর্ব-অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। তারই পরামর্শে ইনি অন্য ডিম্ব ভগ্ন না করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর যথাসময়ে বিনতার অন্যডিম্ব প্রস্ফুটিত হলে, তন্মধ্য হতে মহাবীর গরুড় বহির্গত হলেন।

বিভাণ্ডক □ কশ্যপমুনির পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গমুনির

পিতা। ইনি পিতার আশ্রমেই সদাসর্বদা তপস্যা নিরত থাকতেন।

বিভীষণ □ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাক্ষসকন্যা কৈকসীর গর্ভে এবং মুনিবর বিশ্রবার ঔরসে এঁর জন্ম। ভ্রাতাদিগের সঙ্গে ইনি তপস্যায় নিরত হয়ে কঠোর সাধনায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা এঁকে বর-প্রদানার্থে উপস্থিত হলে, ইনি সকল অবস্থায় ধর্মে মতি থাকবার বর প্রার্থনা করেন। প্রজাপতি তুষ্ট হয়ে এঁকে সেই বরের সঙ্গে অমরত্ব-প্রদান করেন। এঁর সঙ্গে গন্ধর্বরাজ শৈলূষের দুহিতা সরমার পরিণয় হয়। রামরাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হলে বিভীষণ ভ্রাতাকে রামের সঙ্গে মিত্রতা করতে পরামর্শ দেন এবং সীতা প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ করেন। রাবণ এঁর বাক্যে কর্ণপাত না করে এঁকে অপমানিত করেন। দুঃখে ইনি রামের নিকট উপস্থিত হলে রাম তাঁকে আশ্রয় দিয়ে মন্ত্রীস্বরূপ গ্রহণ করেন। ইন্দ্রজিতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, ইনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলে গমন করলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিহত করেন। রাবণ-বধ হলে, বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি রামের সঙ্গে অযোধ্যায় গমন করেছিলেন।

বিদ্যুদ্‌জিহ্ব □ মায়াবী রাক্ষস। আবার ইনি শিল্পীও ছিলেন। রামচন্দ্রের অনুকরণে তাঁরই মায়ামুণ্ড নির্মাণ করে সীতাকে দেখিয়েছিলেন।

বিরাধ □ রাক্ষসবিশেষ। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বিরাধ, শরীর অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অস্ত্রের অবধ্য এই বর লাভ করে। দণ্ডকারণ্যে এ রাক্ষস বিচরণ করতো। একদা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখতে পেয়ে রাক্ষস সীতাকে নিয়ে প্রস্থান করে। অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ একে পীড়ন করে গর্তে নিক্ষিপ্ত করেন।

বিশ্রবা □ মুনিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মাতনয় পুলস্ত্যের ঔরসে এবং রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা হবির্ভুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তপঃরত হয়ে ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন। ইলবিলার সঙ্গে এঁর পরিণয় হয়। তাঁর গর্ভে এঁর বিখ্যাত পুত্র কুবের জন্ম গ্রহণ করেন। রাক্ষস সুমালী স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট গমন করে ঐশ্বর্যশালী পুত্র কামনা করতে আদেশ করে। কৈকসী পিতৃ আজ্ঞায় এঁর কাছে উপস্থিত হয়ে এঁর ভার্যা হলো। অতঃপর তাঁর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। রাকার গর্ভে এঁর খর নামে অন্য রাক্ষস পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্বকর্মা □ দেবশিল্পী। ইনি প্রভাস-নামক বায়ু এবং তৎপত্নী যোগসিদ্ধার পুত্র। এঁর কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়। ইনি বৃত্রাসুর বধার্থে দধীচির অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করেন।

বিশ্বামিত্র □ ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। ইহাঁর পিতা গাধিরাজ। ইনি প্রথমে একবনে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য, শতাধিক পুত্র এবং অসংখ্য সেনা ছিল এঁর। অব্রাহ্মণ অথচ ইনি কঠোরতপা। ক্রোধী ছিলেন। এঁর সঙ্গে গাভী শবলাকে নিয়ে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিরোধ হয়। ব্রহ্মা এঁকে রাজর্ষি পদ দেন। এঁর তপোভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র এঁর কাছে অপ্সরা মেনকাকে পাঠান। এঁর ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। ব্রাহ্মণত্ব চেয়ে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করেন। ইনি ইক্ষ্বাকুরাজ ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠান। দেবতারা তাঁকে স্বর্গে স্থান না দিলে বিশ্বামিত্র এঁকে পৃথক নক্ষত্র -লোক তৈরী করে দেন। রাক্ষসদিগের উপদ্রব হতে যজ্ঞ-রক্ষা করার জন্যে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় গমন করে রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলের দিকে গমন করেন। সরযূ-নদীতীরে ইনি তাদেরকে 'বলা' ও 'অতিবলা' মন্ত্র প্রদান করলেন। অতঃপর তাটকার বনের মধ্যে দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়াতে রাম রাক্ষসীকে বধ করলেন। অনন্তর ইনি তাঁদেরকে নিয়ে স্বীয় যজ্ঞ-সম্পাদন করে গৌতমঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলে অহল্যা শাপমুক্ত হন। সেখান থেকে ইনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে জনকরাজার রাজধানীতে উপস্থিত হলে রাম

হরধনু ভঙ্গ-করে সীতার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর রচয়িতা।ইনি ধনুর্বেদ প্রণয়ন করেন।

বিষ্ণু □ সৃষ্টির পালনকর্তা। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির দ্বিতীয় পুত্র। সুমহদ্ তপস্যা দ্বারা ইনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এঁর ভার্যা। সুদর্শনচক্র এঁর আয়ুধ। দেবতারা শত্রু-কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়ে এঁর শরণাগত হলে ইনি শত্রুসংহার করেন। সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এইরূপে এঁর দশ অবতার কীর্তিত আছে, যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।

বৃত্র □ অসুরবিশেষ। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে এই অসুর যুদ্ধে অজেয় হয়। অতঃপর দেবতা দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করে বৃত্র স্বর্গে অসুর রাজ্য স্থাপন করে। এর বধ কামনায় ইন্দ্রসহ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে মহর্ষি দধীচির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্র দ্বারা দৈত্যের বিনাশ ঘটবে। এইরূপে নির্মিত বজ্রের দ্বারা বৃত্র ইন্দ্র-কর্তৃক নিহত হয়।

বৃহস্পতি □ দেবগুরু। ইনি অঙ্গিরাঋষির পুত্র। এঁর স্ত্রীর নাম তারা। তারা চন্দ্র-কর্তৃক অপহৃতা হলে ইনি দেবতাদিগের সাহায্যে চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন। চন্দ্র দৈত্যদের সহায়তায় যুদ্ধারম্ভ করেন। যুদ্ধ-স্থলে ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হতে তারাকে আনয়ন করে এঁকে প্রদান করলে যুদ্ধ রহিত হয়। ইনি তাঁকে দোষশূন্যা জেনে পুনঃগ্রহণ করেন। এঁর পুত্র কচ ও ভরদ্বাজ। বৃহস্পতি দেবতাদিগের গুরু এবং মন্ত্রী।

ব্রহ্মা □ সৃষ্টিকর্তা। এঁর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, সমুদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো প্রথমে। পরে মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করে প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হলে, তার মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থান করেন। অতঃপর উক্ত ডিম্ব দ্বিখণ্ডিত হয়ে একভাগে আকাশ অপরভাগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা পরে দশজন মানস পুত্র সৃজন করেন —মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও দক্ষ। এই সকল প্রজাপতি হতে সমুদয় জীবকুলের সৃষ্টি হয়েছে। দেবর্ষি নারদও এঁর মানস-পুত্র। পিতামহ তাঁকে সৃষ্টিকার্যের ভার অর্পণ করেন। তাতে ঈশ্বরপ্রাপ্তির ব্যাঘাত সম্ভাবনায় তিনি তাতে অসম্মত হলে, ইনি তাঁকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করতে অভিসম্পাত করেন। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা নামে এঁর দু'টি কন্যা।

ভগীরথ □ সূর্যবংশীয় দিলীপরাজের পুত্র। বাল্যে ইনি অস্থির দৃঢ়তার বিহীনতায় দাঁড়াতে কিংবা গমনাগমন করতে পারতেন না। একদা মুনি অষ্টাবক্রকে দেখে সম্ভ্রমার্থে উত্থিত হতে বিফল চেষ্টা করেন। বিদ্রূপ করছেন মনে করে মুনিবর অভিশাপ প্রদান করেন, 'যদ্যপি বিদ্রূপ করিয়া থাক তবে বিকলাঙ্গ হইবে, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হইবে'। ইনি উত্তমাঙ্গ হলেন। কপিলকোপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ গোকর্ণতীর্থে গমন করে বহু বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট করে ইনি গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তাঁর পূতজলে এঁর পিতৃকুল উদ্ধার হলে ইনি সফল মনোরথ হয়ে অতীব সুখী হলেন।

ভরত □ দশরথের মধ্যম-তনয়। কৈকেয়ীর গর্ভে এঁর জন্ম। রামের বনগমনকালে ইনি মাতুলালয়ে ছিলেন। পরে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে পিতৃশোকে এবং ভ্রাতার বনগমনার্থে অতীব দুঃখিত হলেন। মাতার অনৃত-কার্য হেতু তাঁকে ভর্ৎসনা করে পিতার ঔর্ধ্বক্রিয়া সম্পন্ন করে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁকে চিত্রকূটপর্বতে পেয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করে ইনি শেষে বিফল মনেরথ হন। অতঃপর রামের পাদুকা -গ্রহণ-পূর্বক রাজ্যে প্রত্যাগমন করে নন্দিগ্রামে

রামের নামে রাজ্য-শাসন করতে প্রবৃত্ত হলেন। চতুর্দশ বৎসর পর রাম গৃহে প্রত্যাগমন করলে ইনি তাঁকে রাজ্যভার প্রদান-পূর্বক তাঁর বশবর্তী হয়ে সুখে কালাতিপাত করতে থাকেন। জনকরাজ -ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীর সঙ্গে এঁর পরিণয় হয়। তাঁর গর্ভে এঁর তক্ষ ও পুষ্কর নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। তক্ষশিলা ও পুষ্করবতী নামে দুই নগর স্থাপনপূর্বক দুই পুত্রকে রাজত্ব করতে দেন। ভরত রামের সঙ্গে স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

ভরদ্বাজ □ বৃহস্পতির পুত্র। মুনিবিশেষ। ইনি মহারাজ ভরতের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন। হিমালয় প্রদেশে তপস্যার্থে গমন করে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দর্শনে এঁর মন বিচলিত হলে এঁর পুত্র দ্রোণের জন্ম হয়।

ভৃগু □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। মুনিবিশেষ। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হয়ে দক্ষের কন্যা খ্যাতির সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এঁর তনয়া বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং পুত্র ধাতৃ ও বিধাতৃ। ইনি ধনুর্বেদবিদ্যার প্রবর্তক এবং বিখ্যাত ভৃগুবংশের আদিপুরুষ। শত্রুভয়ে ক্ষত্রিয় রাজ বীতহব্য এঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে, ইনি তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করে শত্রুর হাত হতে নিরাপদ করেন। কথিত আছে যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব জানার জন্য একদা মুনিঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট গমন করে ইচ্ছাপূর্বক সম্মানসূচক প্রণাম না করলে, তিনি এঁকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। অতঃপর তাঁর প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্বক ইনি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন না। তিনি অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে নাশ করতে উদ্যত হলে, ইনি স্তব স্তুতিতে তাঁকে নিরস্ত করে বিষ্ণুর সমীপে গমন করলেন। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। মুনিবর তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করলে তিনি জাগরিত হয়ে এঁকে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। পদাঘাত-হেতু পায়ে আঘাত পেলেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করে তিনি এঁর পদ মর্দন করতে লাগলেন। ভৃগু বিষ্ণুকে দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের উপাস্য স্থির করলেন।

মতঙ্গ □ মুনিবিশেষ। এঁর আশ্রমে ঋষ্যমূক পর্বতে ছিলো। একদা কপিরাজ বালি অসুর দুন্দুভিকে যুদ্ধে নিহত করে দূরে নিক্ষেপ করে। মৃতদেহের রক্তবিন্দু মুনিবরের শরীরে পতিত হলে ইনি বালিকে সেই-স্থানে উপস্থিত হলে নিহত হবার অভিসম্পাত করেন।

মধু □ দৈত্যবিশেষ। এর জন্ম বিষ্ণুর কর্ণমল হতে। ব্রহ্মাকে বধার্থে উদ্যত হলে বিষ্ণু এঁকে এবং এর ভ্রাতা কৈটভকে নিহত করেন।

মনু □ (১) সয়ম্ভূব মনু। ইনি শতরূপার পাণিগ্রহণ করেন। এঁর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (২) বৈবস্বত মনু। ইনি সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁর দশটি পুত্রের মধ্যে ঈক্ষ্বাকু সর্বজ্যেষ্ঠ। এঁর কন্যার নাম ইড়া।

মন্থরা □ কৈকেয়ীর দাসী। এ অতি কুটিল স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলো। এঁর মন্ত্রণায় উত্তেজিত হয়ে কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই বরদু'টি দশরথের কাছ থেকে প্রার্থনা করেছিলেন। রামের বনবাস গমনের পর ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় উপস্থিত হলে মন্থরা শত্রুঘ্নের নিকট তিরস্কৃত হয়েছিলো।

মন্দোদরী □ ময়দানবকন্যা। রাবণ-পত্নী। মেঘনাদ্ জননী।

ময় □ দৈত্যশিল্পী। দৈত্যরাজ বলির সৈন্যের সঙ্গে ইনি স্বর্গ জয় করতে গমন করে যুদ্ধে বিশ্বকর্মাকে পরাস্ত করে ছিলেন। হেমা-নামে এক অপ্সরার গর্ভে এঁর কন্যা মন্দোদরীর জন্ম হয়। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে এঁর দু'টি পুত্র ছিলো। রাবণের সঙ্গে এঁর দুহিতার বিবাহ হয়। জামাতাকে ইনি তাঁর বিখ্যাত শূল অর্পণ করেন।

মরিচী □ ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির একজন। ইনি প্রজাপতি রূপে নিয়োজিত হয়ে কর্দমতনয়া কলাকে বিবাহ করেন। কশ্যপ এঁর পুত্র।

মাণ্ডবী □ কুশধ্বজ রাজার কন্যা। এঁর সঙ্গে

ভরতের পরিণয় হয়। তক্ষ ও পুষ্কর নামে এঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মাতলি □ ইন্দ্রের সারথি। ইন্দ্রের সখারূপেও বর্ণিত। এঁর স্ত্রীর নাম সুধর্মা। এঁর কন্যা গুণকেশীর সঙ্গে সুমুখ-নামে নাগের বিবাহ হয়। মাতলির জামাতা বলে দেবরাজ ইন্দ্র সুমুখকে গরুড়ের ভয় হতে ত্রাণ করেন। রাবণবধের দিবসে দেবরাজের আদেশে ইনি রথ নিয়ে রামের সাহায্যার্থে লঙ্কায় উপস্থিত হন।

মান্ধাতা □ সূর্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। কথিত আছে যে ইনি পিতা যুবনাশ্বরাজের বামপার্শ্ব হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ইনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে যথা নিয়মে রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন। এঁর পুত্র মুচুকুন্দ। ইনি সসাগরা ধরা জয় করে সুমেরু শিখরে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হন। যুদ্ধে উভয়ে সমান হলে দু'জনের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। মান্ধাতা পৃথিবী জয় করে স্বর্গ জয় করতে উদ্যোগী হলে দেবরাজ এঁকে মধুতনয় লবণকে জয় করতে বলেন। ইনি মধুবনে উপনীত হয়ে লবণ প্রক্ষিপ্ত শূলে নিহত হন।

মায়াবী □ দুন্দুভির জ্যেষ্ঠপুত্র। অসুরবিশেষ। পিতৃহন্তা বালিকে বধ করার ইচ্ছায় এ অসুর কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। বালি যুদ্ধার্থে উপস্থিত হলে মায়াবী ভয়ে পলায়ন করে পাতালে প্রবেশ করে। বালি এর অনুসরণ করে একে বধ করে।

মারীচ □ রাক্ষসবিশেষ। তাটকা ও সুন্দ এর মাতা পিতা। রাক্ষস, বিশ্বামিত্রমুনির যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন করতো। রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞরক্ষার্থে গমন করে একে দূরীভূত করেন। রাম বনে গমন করলে একদা মারীচ হরিণ-রূপ ধারণ করে তাঁকে ভক্ষণ করতে আসে। পরে রামের শরের ভয়ে পলায়ন করে সমুদ্রতীরে তাপসবেশে বাস করে। অতঃপর সীতা হরণ করবার জন্যে রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা রামকে মৃগ ধরতে অনুরোধ করলে, তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করেন। পরে মারীচ রামের বাণে বিদ্ধ হয়ে রামের কণ্ঠের ন্যায় 'হায় লক্ষ্মণ, হায় সীতা' বলে প্রাণত্যাগ করে।

মার্কণ্ডেয় □ মুনিবিশেষ। ইনি মুনিবর মৃকণ্ডুর পুত্র। ইনি কল্পান্তজীবী।

মেঘনাদ □ রাবণতনয়, মন্দোদরী গর্ভসম্ভূত। অতি বীরপুরুষ। মেঘনাদ সপ্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে মহাদেবের নিকট কামগামী রথ, তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। রাবণ স্বর্গ জয় করতে যাত্রা করলে মেঘনাদ সেই রাক্ষস সৈন্যসহ গমন করে। এর সঙ্গে জয়ন্তের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তামসী মায়ার প্রভাবে যুদ্ধস্থলে অন্ধকার সৃষ্টি করে। রাবণি তাঁকে পরাস্ত করে। দেবগণ -কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সহ রাবণ পরাজিত হলে মেঘনাদ মায়াবলে দেবতাদিগকে পরাস্ত করে ইন্দ্রকে বন্দী করে। ইন্দ্রকে মুক্ত করাবার জন্য ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে একে যজ্ঞ সমাপন করে যুদ্ধে গমন করে অজেয় হবার বর প্রদান করলে মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্ত করেন। দেবরাজকে জয় করেছিলো বলে এর নাম ইন্দ্রজিৎ। রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রথমে মেঘনাদ অশোকবনে হনুমানকে বন্দী করে। অতঃপর এই রাক্ষস বানরসৈন্যসহ রাম ও লক্ষ্মণকে দুবার পরাস্ত করে। বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ এর যজ্ঞশালায় গমন করে একে নিহত করেন।

মেনকা □ অপ্সরাবিশেষ। বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নের জন্য দেবরাজ-কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ইনি তাঁর সঙ্গে দশবৎসর কাল অতিবাহিত করেন। তাঁর ঔরসে এঁর শকুন্তলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়।

মেনা □ হিমালয়ের পত্নী। ইনি পিতৃগণের মানসকন্যা ছিলেন। এঁর গর্ভে মৈনাক-নামে পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা-নামে দুই কন্যার জন্ম হয়।

যম □ দিক্‌পাল-বিশেষ। ইনি দক্ষিণদিকের অধিপতি। সূর্যের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে এঁর জন্ম হয় (ধর্ম দ্রষ্টব্য)।

যযাতি □ নরপতিবিশেষ। মহারাজ নহুষের পুত্র। একদিন যযাতি মৃগয়ার্থে গমন করে বনমধ্যে কূপস্থিত শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে উদ্ধার

করে তাঁর পিতার নিকট প্রেরণ করেন। অন্য একদিন সখীগণে পরিবেষ্টিতা দেবযানীকে পুনঃদর্শন করেন এবং শুক্রাচার্যের অনুমতিতে উভয়ে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। পরে যযাতি দৈত্যরাজ তনয়া শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরূ নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবযানী তা জানতে পেরে ক্রোধে পিতৃসমীপে গমন করে। শুক্রাচার্য যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার শাপ দিলেন। অতঃপর ইনি তাঁর তুষ্টিসাধন করলে তিনি এই জরা পাত্রান্তর করবার ক্ষমতা প্রদান করেন। পুত্র পুরূ পিতার জরা গ্রহণ করে। পরে পিতা যযাতি তা ফেরৎ দেন ও পুত্রকে রাজ্য দিয়ে তপস্যার জন্য বনগমন করেন।

যুবনাশ্ব □ সূর্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইনি প্রসেনজিতের পুত্র ছিলেন। মান্ধাতা এঁরই পুত্র।

রঘু □ সূর্যবংশীয় রাজা। পিতার নাম দিলীপ। অজ এঁর পুত্র। বহু জনপদ অধিকার করে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে সমুদয় দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করেন।

রম্ভা □ অপ্সরাবিশেষ। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করতে গেলে তাঁরই অভিশাপে শৈলরূপে পরিণত হন। একদা কুবের তনয় নলকূবেরের নিকট গমনকালে রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হন। এইজন্য রাবণ নলকূবরের অভিশাপে অন্য স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করতে পারতো না।

রাবণ □ রাক্ষসরাজ। লঙ্কাধিপতি রাবণ, বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এর দশ মস্তক এবং বিংশতি হস্ত ছিলো। কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মা-কর্তৃক মানুষ ও বানর ভিন্ন অন্য সকলের অজেয় হবার বর পেয়েছিলেন। ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী এর পত্নী, মেঘনাদ ও অক্ষয়কুমার এর পুত্র। বালি কার্তবীর্য ও মান্ধাতা -ব্যতীত সমুদয় বীরগণকে পরাজিত করে তাদের রাজ্য জয় করে। তদনন্তর পাতালে প্রবেশ করে বলির নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর আদেশে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল উত্থিত করতে ব্যর্থ হয়ে লজ্জিত হয়। রাবণ, তার পুত্র মেঘনাদের সহায়তায় স্বর্গ জয় করে ইন্দ্রকে বন্দী করেন। রাম-রাবণ যুদ্ধে রামের হাতে নিহত হন।

রাম □ বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ইনি দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ এঁর অনুগত ছিলেন। ভ্রাতাদিগের সঙ্গে ইনি ক্ষত্রিয়োচিত বিদ্যায় শিক্ষিত হন। পরম জ্ঞানী বিশ্বামিত্র-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর যজ্ঞ রক্ষা করেন। তাটকা, বিরাধ প্রভৃতি বহু অসুর এঁর হাতে বিনষ্ট হয়। পিতার আদেশে বনগমন করেন। এঁর পত্নী সীতা। পুত্র কুশ ও লব। তিনি রাবণকে হত্যা করে অপহৃতা সীতাকে ফেরৎ আনেন এবং আযোধ্যার রাজা হন। তাঁর রাজ্যে ন্যায় ও প্রজাকল্যাণ দৃষ্টান্তমূলক ছিলো। অবশেষে তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

রাহু □ কেতু নামক দানবের মস্তক। মস্তকচ্ছেদন হলেও অমৃতপান হেতু কেতুর মৃত্যু হয় না। চন্দ্র ও সূর্য এঁর গোপন বেশ প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁদের উপর এঁর চির আক্রোশ। সেজন্য সময়ে সময়ে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করতে যায় রাহু।

রুদ্র □ দেবতাবিশেষ। কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হতে বালক মূর্তিতে এঁর জন্ম হয়। জন্মমাত্র ইনি রোদন করতে করতে ইতঃস্তত ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মা এঁকে রোদন হতে নিবৃত্ত করেন। সূর্যাদিতে এঁর অবস্থান নির্দিষ্ট হলো। একাদশ মূর্তিতে ইনি একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত।

রুমা □ সুগ্রীবের স্ত্রী। বালিকর্তৃক সুগ্রীব কিষ্‌কিন্ধা হতে দূরীভূত হলে, রুমা বালির আশ্রয়ে অবস্থান করে। পরে রামের শরে বালির মৃত্যু হলে, রুমা সুগ্রীবকে পুনরায় লাভ করে।

রেণুকা □ জমদগ্নিমুনির স্ত্রী। ইনি প্রসেনজিৎ রাজার দুহিতা। এঁর পঞ্চপুত্র হয়। কনিষ্ঠের নাম পরশুরাম। ইনি স্নানার্থে নদীতে গমন করলে। তথায় অপ্সরাদিগের জলক্রীড়া দর্শনে এঁর মন কলুষিত হয়। ইনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলে এঁর

স্বামী তা জানতে পেরে এঁকে বধ করতে পুত্র দিগকে আদেশ করেন। একমাত্র কনিষ্ঠপুত্র পরশুরাম হিতাহিত বিবেচনা না করে পিত্রাজ্ঞা পালন করেন। পরে তিনি পিতার নিকট বর পেয়ে মাতাকে পুনর্জীবিতা করেন। কার্তবীর্যর সঙ্গে বিবাদে জমদগ্নি নিহত হলে পুত্র পরশুরামকে সমূহ সমাচার অবগত করিয়ে ইনি স্বামী জমদগ্নির সঙ্গে সহমৃতা হন।

রোহিণী □ দক্ষরাজের দুহিতা। ইনি চতুর্থ নক্ষত্র। এঁর সঙ্গে চন্দ্রের পরিণয় হয়।

লক্ষ্মণ □ রামের ভ্রাতা। ইনি দশরথের ঔরসে এবং সুমিত্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামের সদা অনুগত এবং সহচর। স্ত্রীর নাম উর্মিলা। রামের বনবাসে যাওয়া থেকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ এমন কি রাজ্যে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সর্বত্রই রামের সঙ্গী ছিলেন। বীর মেঘনাদকে তিনি হত্যা করেন। পরিস্থিতি পরবশ হয়ে রাম এঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলে ইনি সরযূতীরে গিয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

লব □ রামের কনিষ্ঠপুত্র।

লবণ □ দৈত্যমধু পুত্র। ইনি দশরথপুত্র শত্রুঘ্নের হাতে নিহত হন।

লোমপাদ □ অঙ্গদেশীয় নৃপতিবিশেষ। এঁর সঙ্গে রাজা দশরথের বন্ধুত্ব ছিলো। লোমপাদ, দশরথের কন্যা শান্তাকে নিজ আলয়ে কন্যার ন্যায় লালন পালন করেন। দেশে অনাবৃষ্টি হলে ইনি মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন। তাতে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে পালিতাকন্যা শান্তার বিবাহ দেন।

শতানন্দ □ ঋষিবিশেষ। ইনি গৌতম ও অহল্যার জ্যেষ্ঠপুত্র। শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। ইন্দ্র-কর্তৃক অহল্যা প্রতারিত হলে গৌতম এঁকে মাতৃবধার্থে আদেশ প্রদান করে প্রস্থান করেন। ইনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হলেন। পিত্রাজ্ঞা পালনে যে পুণ্য মাতৃবধেও সেই পাপ হয়। ইতিমধ্যে গৌতম তপোবলে জানতে পারলেন যে, অহল্যা বিশেষ কোন পাপ করেন নি। এবং তাঁকে হত্যা করা অনুচিত। গৃহে প্রত্যাগমন করে দেখেন যে, ইনি পিতার আদেশ তখনও পালন করেন নি। তখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে প্রশংসা করলেন। **ইনি কোনো** কার্য বিশেষ বিবেচনা না করে করতেন না বলে এঁর অপর নাম 'চিরকারী'।

শত্রুঘ্ন □ রামের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি দশরথের ঔরসে এবং সুমিত্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভরতের অনুগত ছিলেন। জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা শ্রুতকীর্তিকে বিয়ে করেন। সুবাহু ও শত্রুঘাতী তাঁর দুই পুত্রের নাম। রামের আদেশে ইনি লবণ রাক্ষসকে বধ করেন এবং মধুবন ধ্বংস করে মথুরাপুরী নির্মাণ-পূর্বক পুত্রদ্বয়কে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। রামের দেহত্যাগের সময় ইনি তাঁর সঙ্গে সরযূনদীতে দেহত্যাগ করেন।

শত্রুঘাতী □ দশরথ-সুমিত্রাপুত্র শত্রুঘ্নের কনিষ্ঠ পুত্র।

শার্দূল □ লঙ্কারাজ রাবণের গুপ্তচর।

শবরী □ তাপসীবিশেষ। ইনি মতঙ্গবনে পম্পা -নদীর তীরে তপস্যা করতেন। সীতার অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে উপস্থিত হলে তিনি সযত্নে তাঁদের অতিথি সৎকার করেন। পরে তাঁদের অনুমতি নিয়ে দেহ বিসর্জন করেন।

শরভঙ্গ □ মুনিবিশেষ। দণ্ডকারণ্যে তপস্যা করতেন। বনবাসকালে রাম এঁর কাছে উপনীত হলে ইনি তাঁকে দর্শন করে পরম প্রীতিলাভ করেন। অতঃপর তাঁর সম্মুখে চিতায় আরোহণ-পূর্বক দেহত্যাগ করেন।

শান্তা □ দশরথের কন্যা। ইনি বাল্যে অঙ্গেশ্বর লোমপাদের হস্তে কন্যাস্বরূপ পিতৃকর্তৃক সমর্পিতা হন। পরে লোমপাদ ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে দেশে আনয়ন করে এঁর সঙ্গে বিবাহ দেন।

শুক □ রক্ষোরাজ রাবণের মন্ত্রী এবং গুপ্তচর।

শুক্রাচার্য □ দৈত্যগুরু। ইনি মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর ষণ্ড ও অমর্ক নামে পুত্রদ্বয় এবং দেবযানী নাম্নী কন্যা হয়। বলিরাজের দানে ব্যাঘাত করাতে এঁর একটি চক্ষু অন্ধ হয়। সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে, শুক্রাচার্য যুদ্ধে মৃত

দৈত্যদিগকে পুনর্জীবিত করতেন। এই মন্ত্রশিক্ষা করবার জন্য দেবগণ কচকে এঁর নিকট প্রেরণ করেন। দৈত্যগণ তা অবগত হয়ে তাঁকে দু'বার বধ করলে, ইনি দেবযানীর অনুরোধে তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। তৃতীয় বারে দৈত্যগণ তাঁকে ভস্মীভূত করে সুরার সঙ্গে এঁকে পান করে। কন্যার বিশেষ অনুরোধে কচকে পুনর্জীবিত করে, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়ে উদর বিদীর্ণ করে বহির্গত হতে বলেন। তাতে এঁর মৃত্যু হলে কচ সেই মন্ত্রবলে এঁকে পুনর্জীবিত করেন। শাপ-প্রদানে যযাতিকে ইনি অকালে জরাগ্রস্ত করেন। পরে তাঁর অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সেই জরা দেহান্তর করবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

শুনঃশেফ □ ঋচীকঋষির মধ্যমপুত্র। মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞে বলিদানার্থে এঁকে ক্রয় করেন। অযোধ্যা-গমনের পথে এঁরা মুনিবর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে অবস্থান করেন। এঁর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তিনি এঁকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দিলে ইনি যজ্ঞে জীবিত থাকেন। অতঃপর ইনি বিশ্বামিত্র-কর্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হয়ে দেবরথ নামে অভিহিত হন।

শূর্পণখা □ রাবণের ভগিনী। বিশ্রবার ঔরসে এবং কৈকসীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। এঁর সঙ্গে বিদ্যুদ্‌জিহ্ব নামক দানবের বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ার্থে গমন করে দানবদিগের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে নিহত করে। অতঃপর দয়ার্দ্রচিত্তে রাক্ষসরাজ এঁকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করতে আদেশ করে। সৈন্যসহ খর, রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলো। রামের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যতা হলে লক্ষ্মণ এর নাসিকা, কর্ণ ছেদন করেন। রাক্ষসী খরকে এই সংবাদ প্রদান করলে রাক্ষস সসৈন্যে রামের শরে নিহত হয়। অতঃপর লঙ্কায় গমন করে ভ্রাতা রাবণকে সমুদয় অবগত করে'সীতা হরণে উত্তেজিত করে।

শ্রুতকীর্তি □ জনক ভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা। এঁর সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। এঁর গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়।

সগর □ সূর্যবংশীয় বিখ্যাত নৃপতি। ইনি রাজা অসিতের পুত্র। এঁর জন্মের সময় অসিত শত্রুকর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে হিমালয়প্রদেশে সস্ত্রীক বাস করতেন। অসিতের মৃত্যুকালে ইনি মাতা কালিন্দী দেবীর গর্ভে ছিলেন। সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে সেখানে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। এঁর স্ত্রী শৈব্যার গর্ভে একটি কন্যা ও অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র হয়। এঁর অপর স্ত্রী বৈদর্ভী এক মাংসপিণ্ড প্রসব করলে তা হতে ষাট হাজার পুত্রোৎপন্ন হয়। সগররাজ অতি পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। এঁর শততম যজ্ঞের সময় ইন্দ্র ভীত হয়ে যজ্ঞাশ্ব হরণ করে পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। সগরের আদেশে এঁর পুত্রগণ পৃথিবী খনন করে পাতালে উপস্থিত হলেন। সেখানে মুনির নিকট যজ্ঞাশ্ব দেখতে পেয়ে তাঁকে তস্কর ভেবে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হন। তখন মুনির কোপানলে তাঁরা ভস্মীভূত হলেন। পরে সগরের পৌত্র অংশুমান পাতালে গমন করে কপিলমুনিকে তুষ্ট করে অশ্ব আনয়ন করলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অতঃপর সগররাজ বহুকাল রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন।

সনৎকুমার □ ব্রহ্মার মানসপুত্র, মুনি-বিশেষ। ধর্ম ও মহাতপা বলে ইনি অন্যান্য মুনি ঋষির শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাজর্ষি বৈশ্যের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে গৌতম ও অত্রির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে এঁর মধ্যস্থতায় বিবাদ ভঞ্জন হয়।

সরমা □ গন্ধর্বরাজ শৈলূষ কন্যা। বিভীষণ পত্নী।

সম্পাতি □ জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণের পুত্র। যৌবনে বলবিক্রমে দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে সূর্যের প্রতি ধাবিত হলে তাঁর প্রখর উত্তাপে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হয়ে পতিত হতে থাকলে সম্পাতি তাকে নিজপক্ষের ছায়া দান করে রক্ষা করেন। জটায়ু নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পক্ষদ্বয় দগ্ধ হওয়ায় সম্পাতি অজ্ঞান অবস্থায় বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ইনি নিশাকরমুনির বাক্যে সেখানে বাস করতে থাকেন।

কপিগণ যখন সীতান্বেষণে বহির্গত হয় তখন ইনি তাদেরকে সীতা হরণকারী রাবণের বৃত্তান্ত সবিশেষ বলে দেওয়ায় এঁর পক্ষোদ্‌গম হয়।

সারণ □ রাবণের গুপ্তচর এবং মন্ত্রী।

সিন্ধু □ অন্ধমুনিপুত্র। দশরথের শব্দভেদী বাণে ইনি নিহত হন।

সুকেশ □ রাক্ষসবিশেষ।

সীতা □ রামের মহিষী। জনক রাজার হলকর্ষণে ইনি উত্থিত হন। এঁর অপর নাম জানকী, বৈদেহী এবং মৈথিলী। ইনি রূপে গুণে ছিলেন অতুলনীয়া। জনক রাজের শর্তানুসারে রাম হরধনু ভঙ্গ করলে সীতা তাঁকে বরমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর স্বামীসহ অযোধ্যায় আগমন করে দ্বাদশবৎসর অতীব সুখে অতিবাহিত করলেন। এঁর সুমধুর ব্যবহারে পিতৃকুলের ন্যায় শ্বশুরকুলও প্রীতি লাভ করলেন। কিন্তু ভাগ্য পরবশ হয়ে তাঁকে রামের সঙ্গে বনে গমন করতে হয়। সেখানে রাবণ তাঁকে হরণ করেন। পরে রাম তাঁকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় আনেন। গর্ভবতী অবস্থায় রাম এঁকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসন দেন। সেখানে কুশ ও লব পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। পরে নিজের সতীত্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে ইনি পাতালে প্রবেশ করেন।

সুগ্রীব □ সূর্যের তনয় কপিরাজ। ঋক্ষরজা এঁর পালক পিতা। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষ্‌কিন্ধাধিপতি বালি। এঁর স্ত্রীর নাম রুমা। সুগ্রীব ও বালির বিরোধে সুগ্রীব যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন রামের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। রামের হাতে বালি নিহত হন। অতঃপর সীতা উদ্ধারের জন্য সৈন্যসহ সুগ্রীব রামের অধীনে লঙ্কায় উপস্থিত হন। যুদ্ধে সুগ্রীব অনেক রাক্ষসবীর ধ্বংস করেন। রাক্ষসবংশ ধ্বংস হলে ইনি রামের সঙ্গে অযোধ্যায় আসেন। রামের নিকট বিদায় নিয়ে কিষ্‌কিন্ধায় সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। অতঃপর রামের দেহত্যাগের সময় ইনি পুত্র অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করে রামের সঙ্গে দেহত্যাগ করেন।

সুবাহু □ রাবণ সেনাপতি। রামের হাতে নিহত হন। শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামও সুবাহু।

সুষেণ □ বানররাজ বিশেষ। কপিবর বালি রাজের ভার্যা তারার পিতা ছিলেন। ইনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন সুষেণের পরামর্শে হনুমান ঔষধ আনয়ন করলে লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাত হতে সুস্থতা লাভ করেন।

সুন্দ □ দৈত্য বিশেষ। এঁর পিতার নাম নিকুম্ভ। ব্রহ্মার বরে ভ্রাতা উপসুন্দসহ এই দৈত্য অন্যের অবধ্য হয়। একসঙ্গে দুই ভ্রাতা বহুকাল রাজত্ব করে। এদের অত্যাচার হতে ত্রৈলোক্য মুক্ত করার জন্যে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা পরম রূপবতী তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন। তিনি এদের নিকট উপনীত হলে, তাঁকে পাবার জন্যে দুই ভ্রাতার বিবাদে উভয়েই নিহত হয়।

সুপার্শ্ব □ রাবণের মন্ত্রী। ইনি অতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। মেঘনাদ বধ হলে, রাবণ ক্রোধে সীতাবধে উদ্যত হলে, ইনি তাঁকে সদুপদেশ প্রদান করে সেই পাপ কার্য হতে নিবৃত্ত করেন।

সুমন্ত্র □ দশরথের মন্ত্রী, অর্থসচিব এবং সারথি।

সুমালী □ রাবণের মাতামহ। সুকেশ এবং কেতুমতীর পুত্র।

সুমিত্রাঃ দশরথের পত্নী। এঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রামের বনবাস হলে ইনি স্বামীর মৃত্যুতে ও পুত্রের বিচ্ছেদে অতি দুঃখে জীবন যাপন করতে লাগলেন। বনবাসান্তে রাম-লক্ষ্মণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে ইনি সুখী হলেন। কৌশল্যার মৃত্যুর পর সুমিত্রা পরলোক গমন করেন।

সোমদত্ত □ নরপতিবিশেষ। পিতার নাম বাহ্লিক এবং পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা।

হনুমান □ কপিবীর। ইনি অঞ্জনার গর্ভে ও পবন দেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবল প্রতাপী ইনি। সুগ্রীবের মন্ত্রী। সীতা উদ্ধারে, শক্তিশেল দ্বারা লক্ষ্মণ হত হলে তাঁকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে, রামকে পীঠে নিয়ে যুদ্ধ করায়। এঁর কৃতিত্বের তুলনা ছিলো না।

হেমা □ অপ্সরাবিশেষ। ময়দানবের ঔরসে এঁর দুহিতা মন্দোদরীর জন্ম হয়।

রামায়ণের নির্বাচিত উদ্ধৃতি

ঋচীক-পত্নী □ পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই প্রায় পিতৃগণের প্রিয় হয়। আর মাতৃগণের কাছে প্রিয় হয় কনিষ্ঠ।

রাম □ বিদ্বান্ রাজা দণ্ডধারণ করে ধর্মের দ্বারা প্রজাদের পালন করলে যথাযথভাবে সমগ্র পৃথিবীকে রাজ্য রূপে লাভ করে এই দেহত্যাগের পর মর্ত্য-জগত থেকে স্বর্গে গমন করেন।

লক্ষ্মণ □ যে বীর্যহীন, ক্লীব— সেইই দৈবকে অনুসরণ করে। যারা বীর এবং আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন, তারা কখনো দৈবকে উপাসনা করে না। যিনি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে প্রতিহত করতে সমর্থ, দৈবের দ্বারা বিপন্ন হলেও সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহ হন না।

সুগ্রীব □ যাঁরা শোকের অনুসরণ করেন, তাঁদের সুখ থাকে না। তাঁদের তেজও ক্ষীণ হয়ে যায়।

সীতা □ হে রাঘব, ধর্মের জন্য তুমি প্রাণ, অর্থ–সব ত্যাগ করেছো। অধর্মানুসারে আমি অপহৃতা হচ্ছি। তুমি কি দেখছো না?

দশরথ □ আত্মবান ব্যক্তিদের আত্মজ তথা পুত্র ছাড়া সুখ কোথায়?

মন্দোদরী □ বিনা কারণে কোনো প্রাণীই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় না।

ভরত □ আমি যদি কুলধর্ম থেকেই বিচ্যুত হই, তাহলে রাজধর্ম আমার কি করবে?

বিভীষণ □ যদিও আমি রাক্ষসকুলে জন্মেছি, তবু আমার স্বভাব রাক্ষসোচিত নয়। সৎ পুরুষের যে প্রধান গুণ, আমি তাকেই আশ্রয় করে আছি।

জটায়ু □ দুষ্টাত্মাদের মধ্যে আর্যধর্ম বেশীসময় ধরে থাকতে পারে না।

বালি □ রাজঘাতী, ব্রাহ্মণঘাতী, গো-হত্যাকারী, চোর, জীবহত্যাকারী, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে যে কনিষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করে–এরা সবাই নরকগামী।

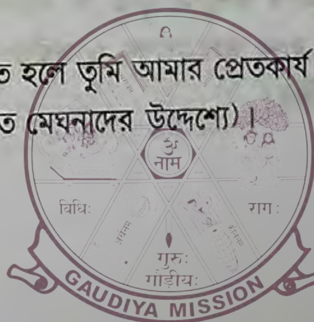
হনুমান □ বিনতানন্দন গরুড়, পবনদেব এবং আমার শক্তি একইরকম। সুপর্ণরাজ গরুড় বা মহাবলশালী পবনদেব ছাড়া আর কোনো প্রাণীকেই দেখছি না, আমি লাফিয়ে চলার সময় যে আমার অনুগমন করতে পারে।

তারা □ যে নারী পতিহীনা, তার পুত্র থাকলেও, ধনধান্যে সে সমৃদ্ধা হলেও, তাকে জনসাধারণ 'বিধবা'ই বলে।

কৌশল্যা □ কেউ কেউ শ্রাদ্ধে আগে নিজের বান্ধবদের ভোজন করিয়ে পরে কার্যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করেন। তখন দেবতুল্য গুণবান বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পরে পরিবেশন করা অমৃতকেও প্রত্যাখ্যান করেন।

ইন্দ্রজিৎ □ শত্রু গুণবান এবং স্বজন নির্গুণ হলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ, কেননা শত্রু চিরদিন শত্রুই থাকে, কখনো আপন হয় না।

রাবণ □ কোথায় আমি পরলোকগত হলে তুমি আমার প্রেতকার্য করবে, এখন তা না হয়ে আমাকেই তোমার প্রেতকার্য করতে হলো (মৃত মেঘনাদের উদ্দেশ্যে)।



অথ রামায়ণবিধানম্

রামায়ণে শ্রুতে দদ্যাদ্ রথং হেমময়ং সুধীঃ। চতুর্ভির্বাজিভির্যুক্তং তথা ক্ষৌমপতাকয়া॥ রত্নৈশ্চবিবিধৈর্যুক্তং কিঙ্কিণীনাদনাদিতম্॥১ সম্পাদিতে রথে রম্যে ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছতমষ্টোত্তরং সুধীঃ॥২ এবং কৃতে বিধানে চ মহাকাব্যফলপ্রদম্। রামায়ণং ভবেন্নূনং নাত্র কার্যা বিচারণা॥৩

ইতি রামায়ণবিধানম্॥

জ্ঞানীপুরুষ রামায়ণ শুনে ক্ষৌমপতাকাসমন্বিত, নানা রত্নসংযুক্ত, কিঙ্কিণীনিনাদিত এবং অশ্বচতুষ্টয়-লগ্ন কাঞ্চনময় রথ দান করবেন॥১॥ রমণীয় রথপ্রদান কার্য সম্পন্ন হলে বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করবেন। এরপর এক'শ আটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন॥২॥ এইমতো বিধানে এই মহাকাব্য শ্রবণ করলে নিশ্চিতভাবেই যথোক্ত ফললাভ হবে—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই॥৩॥

রামায়ণ-বিধান সমাপ্ত।

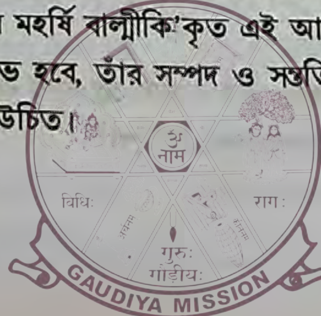
অথ রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ

শ্রুত্বা রামায়ণং পূর্ণং দদ্যাদ্ ব্যাসায় দক্ষিণাম্। সুবর্ণং ধেনুসংযুক্তং বাসাংসি বিবিধানি চ॥১ কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দদ্যাদঙ্গুলীয়কমেব চ। শয্যাসনং তথাচ্ছত্রমুপানৎ করকন্তথা॥২ ভূমিদানং তথান্নস্য দানং তাম্বূলমেব চ। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং লেহ্যং চোষ্যং সহর্দ্ধিমৎ॥৩ অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। লভতে শ্রবণাদেবাধ্যায়স্যৈকস্য মানবঃ॥৪ প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি। কৃতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্॥৫ হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি। যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সম এব সঃ॥৬ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমা যুক্তো লভতে রাঘবীং কথাম্। সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥৭ আদিকাব্যমিদং সর্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং গতিম্॥৮ পুত্রদারাশ্চ বর্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা। সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ॥৯

ইতি রামায়ণ-শ্রবণবিধিঃ।

এই পবিত্র রামায়ণ শুনে পাঠককে দক্ষিণা দিবে। যাঁরা ধনবান, তাঁরা সোনা, ধেনু, বিবিধ বস্ত্র ॥১॥ কর্ণের কুণ্ডল, অঙ্গুরী, শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু ॥২॥ জমি, অন্ন, পান (তাম্বুল) এবং চর্বচোষ্য প্রভৃতি মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য দান করবে॥৩॥ সহস্র অশ্বমেধ ও একশত বাজপেয় যজ্ঞ করলে যে ফললাভ হয়, রামায়ণের এক অধ্যায় শুনলে সেই ফল লাভ হবে॥৪॥ গঙ্গা প্রভৃতি নদী এবং প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ স্নান, নৈমিষ প্রভৃতি পুণ্য অরণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র স্থানে পরিভ্রমণ করলে যে ফললাভ হয় রামায়ণ শ্রবণে সেই ফললাভ হয় ॥৫॥ ইহলোকে যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে বহু সুবর্ণ দান করেছেন এবং যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেছেন—তারা উভয়েই সম ফললাভ করেন॥৬॥ যিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে এই রামায়ণ শ্রবণ করেন তিনি সর্বপাপবিমুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করে থাকেন॥৭॥ যে ব্যক্তি ভক্তিভরে মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত এই আদিকাব্য শ্রবণ করেন তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হবেন॥৮॥ তাঁর স্ত্রীপুত্র লাভ হবে, তাঁর সম্পদ ও সন্ততিগণ সংবর্ধিত হবে। তাই জিতেন্দ্রিয় হয়ে সত্যজ্ঞানে এটি শ্রবণ করা উচিত।

রামায়ণ শ্রবণ বিধি সমাপ্ত।



প্রকাশকের কথা

কিছু বিলম্ব হলেও রামায়ণম্ ২য় তথা শেষভাগও প্রকাশিত হলো। এর সার্বিক কৃতিত্ব আপনাদেরই, যাঁরা আগাগোড়া আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের উপর প্রত্যয়ী আস্থা রেখেছেন। এই যজ্ঞকর্ম আপনাদের পৌরোহিত্য ব্যতীত কোনোমতেই সম্পন্ন হতে পারতো না। যজ্ঞের অর্জিত পুণ্যভাগ যদি কিছু থাকে সেসবও আপনাদের সকলের।

১ম খণ্ড হাতে পাবার পরে আমাদেরকে অনেকেই তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। কেউ চিঠিতে, কেউ দূরভাষে। কেউ কেউ আবার দপ্তরে এসেছেন অনুগ্রহ করে। বয়োবৃদ্ধ বহু মানুষের আবেগ-আপ্লুত বহু চিঠি এসেছে আমাদের দপ্তরে। জনে জনে চিঠির উত্তর দেবার সামর্থ্য সদর্থেই আমাদের মতো ক্ষুদ্র পরিকাঠামোর প্রকাশন সংস্থার নেই। আমরা প্রত্যেককেই আমাদের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদেরই আশীর্বাদ ও উৎসাহপূর্ণ শুভেচ্ছা আমাদের চলার পথের পাথেয়। রামায়ণম্ প্রকাশে বিলম্বের জন্যে যাঁরা আমাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁদেরকেও আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। কেননা তাঁদের রোষবাক্য পক্ষান্তরে আগ্রহই। এটি কিছুমাত্রায় হলেও আমাদের কাজের গতি বাড়িয়েছে।

সবিনয়ে আপনাদের গোচরে আনি, আমরা এই প্রকাশন-পরিবারের একঝাঁক নবীন সদর্থেই ভালোমানের বই আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর আমরা একান্ত নির্ভরশীল। অভিভাবকের অধিকার নিয়ে আপনারা যদি আমাদেরকে জানান, কেমন এবং কোন বই আপনাদের পছন্দ, আমরা সাধ্যের বাইরে গিয়েও তেমন ভালো বই আপনাদের হাতে তুলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমরা আন্তরিকভাবে চাই আপনারাই অভিভাবকপদে এসে আমাদেরকে পরিচালনা করুন। আপনাদের প্রস্তাব জানান, সৃষ্টিশীল সমালোচনা করুন। চাই, আপনাদের চিন্তাস্রোত আমাদের মধ্যেও খেলুক।

শেষে আরও কয়েকটি কথা বলার আছে। কাজের গতি বাড়াতে গিয়ে আমাদেরকে দু'টি কম্পিউটার সংস্থার কাছে হাত পাততে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লেখার হরফ মেলানো যায় নি। কিন্তু যেহেতু বইমেলাকে লক্ষ্য রেখে কাজে এগোতে হয়েছে, এটুকু আমাদের করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। উত্তরকাণ্ডের শেষাংশটি নিয়েই শুধুমাত্র এই অসঙ্গতি। আশা করি বোদ্ধাপাঠককুল এটুকু মেনে নেবেন। প্রচুর ব্যয় করা সত্ত্বেও তার কোনো প্রভাব আমরা কোনোমতেই গ্রাহকদের উপর পড়তে দিই নি। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লাভালাভের প্রসঙ্গ তো ওঠেই না। গ্রাহকদের কাছে আমাদের এটুকুই চাওয়া—তাঁদের দিক থেকেও যেন সার্বিক সম্পর্কের উষ্ণতা চিরদিন আমরা পাই।

ভারতের প্রাচীন এই মহাকাব্য সুপরিশীলিতভাবে উপস্থাপনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, সংস্কৃত এবং বাংলার মধ্যে সুচারু মেলবন্ধন করা অতীব কঠিন। তবু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। ভাষা-বন্ধনের দিকে তাকাবার চাইতে সঙ্কলনটিকে মূলানুগ করার দিকে আমাদের উদ্দেশ্য অধিক উদ্যোগী ছিলো। এবং এই সংস্করণের ভাষাকে সাবলীল ও চলিত করার কাজে অনুবাদক সর্বদাই প্রয়াসী থেকেছেন। সেক্ষেত্রে হয়তো বা কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি এসেছে শুধুমাত্র সংস্কৃতের শ্লোকের অবয়ব এবং আঙ্গিক পূর্বাপর লিপিবদ্ধ করার কারণে। আমরা সাধ্যমতো পুনরাবৃত্তি দোষ থেকে অনুবাদকে মুক্ত রাখার প্রয়াসী থেকেছি। যেখানে এই পুনরাবৃত্তি দোষ এড়ানো যায় নি, তা শুধু অনুবাদকে মূলানুগ রাখার কারণে। আশা করি বোদ্ধা এবং বিশ্লেষক পাঠক ভাষার গাঁথুনি এবং আঙ্গিকের চাইতে মহাকাব্যের রসাস্বাদনে অধিক যত্নবান হবেন।

কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৭
নিউ লাইট, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা—৯

চন্দন মাইতি



প্রকল্প সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

'রামায়ণম্' যে বোদ্ধা পাঠকমহলে নিজগুণে সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছে এবং আজও যে বাঙালীর সংস্কৃতি-স্রোতে মহর্ষি বাল্মীকি শিরা-প্রশিরায় প্রসারিত—সেই সত্যটি নতুনভাবে আমাদের কাছে উপলব্ধ হয়েছে। আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে আসা অসংখ্য চিঠিই তার প্রমাণ। প্রশংসাপত্রের বাইরেও এমন কিছু চিঠি এসেছে যাতে ২য় ভাগকে সম্পূর্ণ করে সাজাবার প্রস্তাব। প্রস্তাবগুলির মধ্যে মুখ্য যেগুলি সেগুলি জানাই—আদ্যোপান্ত শ্লোকসূচীর নির্ঘণ্ট তৈরী করে দেওয়া, শ্লোকের প্রথম চরণসহ। শ্রীরামের ছবি। তৎকালীন যুগের পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্র এবং স্থাননির্দেশ। ইত্যাদি ইত্যাদি। সবক'টি গ্রহণ করা কঠিন হলেও, যেখানে আমরা পারছি পাঠকের প্রস্তাব মানবার চেষ্টা করছি। প্রস্তাব মেনে আমরা সংযোগ করেছি পৌরাণিক স্থান এবং মানচিত্র। যেহেতু আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তর মনে করেছেন, এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনেকোনো শিল্পীর আঁকা ছবি-দেওয়াটা শোভন নয়, তাই ছবি গেলো না। কেননা কোন শিল্পীই রামকে দেখে নি। আমরা বরং এমনই একটি ছবি দিতে চাইছিলাম যার থাকবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব,শেষ পর্যন্ত এমন ছবি আমরা যোগাড় করতে পারিনি।

শ্লোকসূচী তৈরী-করা অসম্ভব কাজ কিছু ছিলোনা। কিন্তু কম করে হলেও তার জন্য বাড়তি ৬০০ পাতার ধাক্কা। পাতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে দামের। রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে লড়তে গিয়ে অগত্যা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছে। সুধীজন মিলিয়ে দেখবেন, প্রচারপত্রে রামায়ণম্-এর সঙ্গে আমরা পরিশিষ্ট হিসেবে যা যা দেবো অঙ্গীকার করেছিলাম, সেগুলির পাশাপাশি আমরা আরেকটি আলোচনা অংশ 'প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ' পর্যায়ে পেশ করেছি। সুলিখিত এই লেখাটি বোদ্ধাজন ও গবেষকবৃন্দের কাজে আসবে পত্রপ্রেরক প্রত্যেককেই অসংখ্য অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁদের প্রস্তাব মানতে পারলাম না, তাঁরাও আমাদের কাছে প্রশংসার্হ। নিজেদের মতামত ও প্রস্তাব পাঠিয়ে আমাদেরকে তাঁরা বাধিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। আমরা এমতো দাবি করছি না, একেবারে নির্ভুল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই মহাকাব্য। শুধু এটুকু আমাদের বলার, আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বইটিকে ভুল-বর্জিত করার। সন্ধানী পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই নজর করবেন। এরপরও ভুল যা রয়ে গেলো তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা যদি অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটিগুলি যথাযথভাবে গোচরে আনেন, এই মহাকাব্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে আমরা আরও যত্নবান হবো।

১ম খণ্ডের সামান্য ভুল-ভ্রান্তি জানিয়ে যে ক'জন আমাদেরকে লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এও জানাই, পরবর্তী সংযোজনে যে ৩ টি ত্রুটির কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন আমরা তার মার্জনা করে নেবো।

এই মহাকাব্যের সম্পাদনার রীতি ও প্রণালী নিয়ে কোনো একজনেরও অভিযোগপত্র পাই নি দপ্তরে। আধুনিক সম্পাদনাকর্মকে স্বীকার করে নিয়ে আগামীদিনের সম্পাদনকর্মকে আরো বৈজ্ঞানিক করার দিকে যে মতামত তাঁরা জানালেন, তা আমাদের কাছে অতীব মূল্যবান। আগামীদিনে আমরা আরও সংস্কৃত রীতি মানবো। তবে আমাদের ব্যবহৃত বানান বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে দপ্তরে পত্র এসেছে মাত্র তিনটি। পত্রদাতাদের সার্বিক সম্মান জানিয়ে শুধু একটি তথ্যই সংশ্লিষ্ট করতে চাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি একটি সর্বসম্মত বাংলা অভিধান রচনা ও প্রকাশের কাজে প্রয়াসী হয়েছে। শীঘ্রই তা প্রকাশিতও হবে। অভিধান সম্পাদক-মণ্ডলীতে রয়েছেন ভাষা-গবেষক, শব্দবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতজন।

লেখক এবং সাংবাদিককুল। আছেন সংবাদপত্র পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ। সভায় বাংলা **বানান লিখনের** যে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-তা সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও লেখককুল মেনে নেবেন। রামায়ণম্-এর বোদ্ধাপাঠকজন এই সংবাদে উল্লসিত হবেন যে, অভিধানে বানান নিয়ে যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রামায়ণম্-সম্পাদনার ক্ষেত্রে তা আগাম-যত্নে আদ্যোপান্ত মেনে-চলা হয়েছে। সেদিক থেকে কি পাঠককুল, কি আমাদের সম্পাদকীয়দপ্তর এবং অবহিত সকলেরই গর্বিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকছে। আত্মগরিমা নয়, শুধু এইমাত্র বলার, এমতো এক মহাকাব্যের সঙ্গেই আধুনিক বানান আগাম সংযোজিত হলো। অবশ্যই সর্বপ্রথম আজকের এবং আগামী প্রজন্মের পাঠকের কাছে এ **সুখবর বৈকি!**

আমাদের কাছে আরো দুঁটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এসেছে—যেগুলি আপনাদের গোচরে আনা প্রয়োজনীয়—

প্রথম পত্র ঃ *আপনাদের প্রকাশিত ভারতের ঐতিহ্য-স্বরূপ রামায়ণম্ (১ম খণ্ড) হাতে পেয়ে পরম আনন্দিত হয়েছি। এর সুন্দর মুদ্রণ, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও নির্ভুল বানান পদ্ধতি (যদিও দু-একটি ছাপার ভুল দৃষ্টিগোচর হয়েছে) সত্যিই প্রশংসনীয়। মূল বাল্মীকিকে আমরা আজ হাতে পেয়ে গর্বিত। এই মহৎ কাজ সম্পাদনের পেছনে আপনাদের বিপুল শ্রম শুধু কল্পনীয়।*

'ভারতের বিভিন্নভাষায় শ্রীরাম-কথা' অংশে (পৃ-আঠাশ) কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা এমন একখানি আকরগ্রন্থে আশা করা যায় না।

১। আঠাশ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'অসমীয় ভাষায়'-এর স্থলে হবে 'অসমীয়া ভাষায়'।

২। একই পৃষ্ঠায় ১, ২, ২, (৩?) ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত পদরামায়ণ, গীতি রামায়ণ, কথা রামায়ণ, কীর্তনিয়া রামায়ণ লিখে বন্ধনীর ভিতর যথাক্রমে মাধবকন্দলী, শংকরদেব, মাধবদেব, অনন্তকন্দলীর নাম উল্লেখ করার কারণ খুঁজে পেলাম না।

অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্যকে এভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে—

(ক) পদরামায়ণ ঃ 'রামায়ণ' (মাধবকন্দলী), 'রামায়ণ' (অনন্ত কন্দলী), 'আদিকাণ্ড' (মাধবদেব), 'উত্তরাকাণ্ড' (অসমীয়াতে 'উত্তরা' লেখা হয়—শংকরদেব।)

(খ) কথারামায়ণ ঃ 'কথারামায়ণ' (রঘুনাথ মহন্ত)

(গ) গীতিরামায়ণ ঃ 'গীতিরামায়ণ' (দুর্গাবর)

(ঘ) কীর্তনীয়া রামায়ণ ঃ 'শ্রীরামকীর্তন' (অনন্ত ঠাকুর)

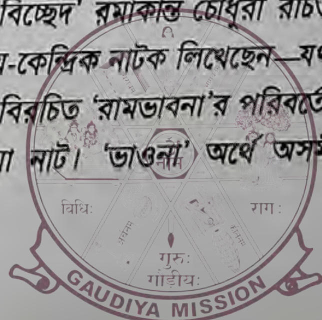
(ঙ) নাটকীয় রামায়ণ ঃ 'সীতাস্বয়ম্বর' বা 'রামবিজয়' (শংকরদেব) ও অন্যান্য রামায়ণ বিষয়-কেন্দ্রিক নাটক।

৩। একই প্রসংগে ১০ এবং ২২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত যথাক্রমে গণৎ চরিত (ধনঞ্জয়) এবং গণক চরিত (ধনঞ্জয়)—এর শেষোক্তটি হবে, প্রথমটি নয়।

৪। ২১ নম্বরে উল্লিখিত 'মহীরাবণ বধ' (চন্দ্রাবতী)র পরিবর্তে হবে ৯ নম্বরে উল্লিখিত মহীরাবণ বধ (চন্দ্রভারতী)। চন্দ্রাবতীর কোনো উল্লেখ অসমীয়া সাহিত্য-ইতিহাসে নেই। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ৪ এবং ১৩ নম্বরে উল্লিখিত অনন্ত কন্দলীরই অপার নাম চন্দ্রভারতী।

৫। ১৭ নম্বরে উল্লিখিত 'বৈদেহী-বিচ্ছেদ' রমাকান্ত চৌধুরী রচিত নাটক নয়, এর রচনাকার দেবনাথ বরদলৈ। রমাকান্তও রামায়ণ বিষয়-কেন্দ্রিক নাটক লিখেছেন—যথা, 'সীতাহরণ', 'রাবণবধ'।

৬। ১২ নম্বরে উল্লিখিত মাধবদেব বিরচিত 'রামভাবনা'র পরিবর্তে হবে 'রাম-ভাওনা'। অধুনালুপ্ত বৃহৎ কলেবরের এটি একখানি অংকীয়া নাট। 'ভাওনা' অর্থে অসমীয়াতে বোঝান হয় অংকীয়া নাটের



অভিনয়—theatrical performance in old Assamese style.

৭। ৮ নম্বরে উল্লেখিত অনন্ত ঠাকুরের 'কথারামায়ণ'—তথ্যটিও ভুল, অনন্ত ঠাকুর একখানিই রামায়ণ রচনা করেন, তা ৭ নম্বরে উল্লিখিত 'শ্রীরামকীর্তন'।

৮। ১৪ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত 'রামনবমী'র তথ্যটিও মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিমূলক। গুণাভিরাম বরুয়ার দ্বারা রচিত এ নাটকখানি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নাটক। অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যে 'রামনবমী'ই প্রথম রোম্যান্টিক্ ভাবাপন্ন নাটকরূপে স্বীকৃত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চালিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গুণাভিরাম এ নাটক লেখেন। নাটকটিতে পাশ্চাত্য নাট্যকলা প্রয়োগ করা হয়। এটি বিয়োগান্ত নাটক। উদারপন্থী যুবক রামচন্দ্র এবং বাল বিধবা নবমীর সমাজবিরোধী প্রণয়ের শোকাবহ পরিণতি নাটকটিতে দেখানো হয়। অতএব, রামায়ণের রামকাহিনীর সঙ্গে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।— নীলমোহন রায়, প্রবক্তা-অসমীয়া বিভাগ, সপ্তগ্রাম কলেজ, আসাম।

***দ্বিতীয় পত্রে ঃ** উৎসাহী এক পাঠক আমাদেরকে 'চৈত্য' শব্দের অর্থের ব্যবহার বিষয়ে অবহিত করিয়েছেন। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই, 'চৈত্য'—এক্ষেত্রে 'মন্দির' এবং 'যজ্ঞক্ষেত্র' হিসাবেই ব্যবহৃত হলে সুপ্রযুক্ত হবে। অন্য অর্থে নয়। এটি গোচরে আনায় আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।* আপনাদের অনন্ত আস্থা এবং সার্বিক সহযোগ না পেলে এ মহান যজ্ঞ কোনোমতেই সম্পন্ন হতে পারতো না। আগামীদিনগুলিতেও সমান সহমর্মিতা ও সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করি। সেই সঙ্গে জানাই, রামায়ণম্ প্রসঙ্গে যে কোনো জ্ঞাতব্য,সমালোচনা ও মতামত আপনারা নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। ঐকান্তিকভাবে আমরা আপনাদেরকে যথাসাধ্য সহায়তা দেবার জন্য প্রস্তুত আছি।

কলকাতা বইমেলা '৯৭ — **গুরুপ্রসাদ মহান্তি**

সি-৩৯, রবীন্দ্রপল্লী
কলকাতা-৭০০০৮৬



সুন্দরকাণ্ডম্



নিজের পত্নীদেরই সম্ভোগ করো।

যে নিজের পত্নীদের নিয়ে সন্তুষ্ট নয়,

তার ইন্দ্রিয় চঞ্চল।

সেই চপলের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়।

পরস্ত্রীরা তাকে

অমঙ্গলের পথেই নিয়ে যায়।



সুন্দরকাণ্ডম্

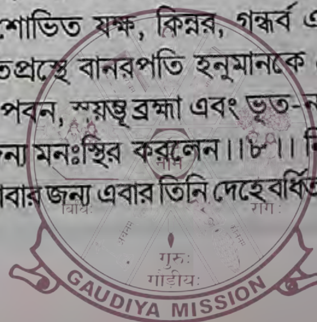
।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

সীতায়া অন্বেষণায় লঙ্কাগমনেচ্ছু-হনূমতো মহেন্দ্রপর্বতশিখরাল্লম্ফপ্রদানম্, সাগরানুনয়েন তস্য মৈনাকপর্বতস্য
তদীয়শিখরে বিশ্রামায় তস্মৈ প্রার্থনানিবেদনম্, করতলস্পর্শেন মৈনাকং সম্মান্য পুনঃ প্লবনম্, তস্য বলং
বুদ্ধিঞ্চ পরীক্ষিতুং দেবতাভিঃ সুরসাদেব্যাঃ প্রেষণম্, মুখব্যাদনপূর্বকমপেক্ষমাণায়া নিশাচররূপিণ্যাঃ
সুরসায়া উদরে সূক্ষ্মরূপেণ হনূমতঃ প্রবেশো বহির্গমনঞ্চ, পুনরেবম্ভূতেন মুখব্যাদানপূর্বকং
গ্রাসমুদ্যতায়াঃ সিংহিকানাম্ন্যা রাক্ষস্যা উদরে সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিশ্যোদরঞ্চ বিদীর্য বহির্গমনম্,
হনূমতো লঙ্কাদর্শনম্, গগনমার্গাল্লম্বগিরিশিখরে নিপতনঞ্চ।

ততো রাবণনীতায়াঃ সীতায়াঃ শত্রুকর্ষণঃ। ইয়েষ পদমন্বেষ্টুং চারণাচরিতে পথি।। ১
দুষ্করং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন্ কর্ম বানরঃ। সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ।। ২
অথ বৈদূর্যবর্ণেষু শাদ্বলেষু মহাবলঃ। ধীরঃ সলিলকল্পেষু বিচচার যথাসুখম্।। ৩
দ্বিজান্ বিত্রাসয়ন্ ধীমানুরসা পাদপান্ হরন্। মৃগাংশ্চ সুবহূন্নিঘ্নন্ প্রবৃদ্ধ ইব কেশরী।। ৪
নীল-লোহিত-মাঞ্জিষ্ঠ-পদ্মবর্ণৈঃ সিতাসিতৈঃ। স্বভাবসিদ্ধৈর্বিমলৈর্ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতম্।। ৫
কামরূপীভিরাবিষ্টমভীক্ষ্ণং সপরিচ্ছদৈঃ। যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্বৈর্দেবকল্পৈঃ সপন্নগৈঃ।। ৬
স তস্য গিরিবর্যস্য তলে নাগবরাযুতে। তিষ্ঠন্ কপিবরস্তত্র হ্রদে নাগ ইবাবভৌ।। ৭
স সূর্যায় মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভুবে। ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্।। ৮

সীতার অন্বেষণে লঙ্কা গমনের ইচ্ছায় হনুমানের মহেন্দ্রপর্বতের শিখর হতে লম্ফপ্রদান। সাগরের অনুনয়ে সাগর
থেকে উত্থিত মৈনাকপর্বতের শিখরে বিশ্রামের জন্য হনুমানকে প্রার্থনা নিবেদন। মৈনাককে সম্মানিত করার জন্য
করতলের দ্বারা মৈনাককে স্পর্শ করে পুনরায় লম্ফপ্রদানে গমন। তাঁর বল এবং বুদ্ধির পরীক্ষার জন্য
দেবতাদের দ্বারা সুরসাদেবীকে প্রেরণ। মুখ হাঁ-করে অপেক্ষারতা রাক্ষসরূপিণী সুরসার উদরে
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ। এবং উদর বিদীর্ণ করে বহিরাগমন। আবার একইভাবে মুখ হাঁ-করে গিলে
খেতে-চাওয়া সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীর উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ। এবং উদর বিদীর্ণ করে
বহির্গমন। হনুমানের লঙ্কাদর্শন। আকাশপথ হতে লম্বগিরি শিখরে নিপতন।

সীতাকে রাবণ লঙ্কায় নিয়ে গেছে। শত্রুবিনাশী হনুমান চারণ-নামক উপদেবতাদের বিচরণপথ আকাশপথে গিয়ে তাঁর অন্বেষণের ইচ্ছা করলেন।। ১ ।। অনন্যসাধারণ সেই দুষ্কর কর্মসম্পাদনের জন্য ইচ্ছা করে মাথা এবং গলা তুলে বানর হনুমান যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁকে ঠিক বৃষের মতো দেখাচ্ছিলো (*ইয়েষ—ইচ্ছা করলেন। চিকীর্ষন্—করতে ইচ্ছা করে। গবাংপতি—গো-পতি বৃষ*) ।।২।। মহাবলশালী অচঞ্চলচিত্ত হনুমান এবার সমুদ্রের জলের মতো স্বচ্ছ-শ্যামল, বৈদূর্যমণির মতো উজ্জ্বল ঐ পাহাড়ের তৃণভূমিতে আনন্দে বিচরণ করতে লাগলেন।।৩।। ধীমান হনুমান। পাখীদের ভয়-উৎপাদন করে, বুক দিয়ে গাছপালা ভেঙে, বহু পশুকে হত্যা করে বর্ষীয়ান সিংহের মতো বিরাজ করতে লাগলেন।।৪ ।। তিনি অধিষ্ঠান করতে লাগলেন মহেন্দ্রপর্বতের তলদেশে। সেই তলদেশ ছিলো বিমল ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত। ধাতুগুলি ছিলো নীল, লাল, ঘন লাল, পদ্মবর্ণ এবং সাদা ও কালো।।৫ ।। সেখানে সর্বদাই বাস করছেন ইচ্ছামতোরূপধারী, উত্তম বসনে শোভিত যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব এবং পন্নগেরা।।৬।। শ্রেষ্ঠ নাগেরাও সেখানে বাস করছেন। সেই পর্বতপ্রস্থে বানরপতি হনুমানকে দেখাচ্ছিলো ঠিক হ্রদের মধ্যে হাতীর মতোই।।৭ ।। তিনি সূর্য, মহেন্দ্র, পবন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এবং ভূত-নামক উপদেবতাদেরো কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম জানিয়ে লঙ্কায় উড়ে যাবার জন্য মনঃস্থির করলেন।।৮।। নিজের পিতা পবনদেবকে পূর্বমুখ হয়ে করজোড়ে প্রণাম করে দক্ষিণদিকে যাবার জন্য এবার তিনি দেহে বর্ধিত হতে লাগলেন (*মহাবীর হনুমান চিরজীবী।*



অঞ্জলিং প্রাঙ্‌মুখং কুর্বন্ পবনায়াত্মযোনয়ে। ততো হি ববৃধে গন্তুং দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্।। ৯
প্লবগপ্রবরৈর্দৃষ্টঃ প্লবেন কৃতনিশ্চয়ঃ। ববৃধে রামবৃদ্ধ্যর্থং সমুদ্র ইব পর্বসু।। ১০
নিষ্প্রমাণশরীরঃ সন্ লিলঙ্‌ঘয়িষুরর্ণবম্। বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চরণাভ্যাঞ্চ পর্বতম্।। ১১
স চচালাচলশ্চাশু মুহূর্তং কপিপীড়িতঃ। তরূণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্বং পুষ্পমশাতয়ৎ।। ১২
তেন পাদপমুক্তেন পুষ্পৌঘেন সুগন্ধিনা। সর্বতঃ সংবৃতঃ শৈলো বভৌ পুষ্পময়ো যথা।। ১৩
তেন চোত্তমবীর্যেণ পীড্যমানঃ স পর্বতঃ। সলিলং সংপ্রসুস্রাব মদমত্ত ইব দ্বিপঃ।। ১৪
পীড্যমানস্তু বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্বতঃ। রীতির্নির্বর্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ।। ১৫
মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃ শিলাঃ। মধ্যমেনার্চিষা জুষ্টো ধূমরাজিরিবানলঃ।। ১৬
হরিণা পীড্যমানেন পীড্যমানানি সর্বতঃ। গুহাবিষ্টানি সত্ত্বানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ।। ১৭
স মহাসত্ত্বসন্নাদঃ শৈলপীড়ানিমিত্তজঃ। পৃথিবীং পূরয়ামাস দিশশ্চোপবনানি চ।। ১৮
শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ।। বমন্তঃ পাবকং ঘোরং দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ।। ১৯
তাস্তদা সবিষৈর্দষ্টাঃ কুপিতৈস্তৈর্মহাশিলাঃ। জজ্বলুঃ পাবকোদ্দীপ্তা বিভিদুশ্চ সহস্রধা।। ২০
যানি ত্বৌষধজালানি তস্মিঞ্জাতানি পর্বতে। বিষঘ্নান্যপি নাগানাং ন শেকুঃ শমিতুং বিষম্।। ২১
ভিদ্যতেঽয়ং গিরির্ভূতৈরিতি মত্বা তপস্বিনঃ। ত্রস্তা বিদ্যাধরাস্তস্মাদুৎপেতুঃ স্ত্রীগণৈঃ সহ।। ২২
পানভূমিগতং হিত্বা হৈমমাসনভাজনম্। পাত্রাণি চ মহার্হাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্।। ২৩

এবং ইচ্ছামতো রূপধারণকারী) ।।৯।। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাদি বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে সমুদ্রের বিবর্ধন হয়। তেমনি রামের অভ্যুদয়ের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করায় তাঁর দেহও পরিবর্ধিত হয়ে গেলো। বানরেরা দেখলো... *(অমাবস্যা-পূর্ণিমাদি তিথিতে চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার আসে। তাতে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে)* ।।১০।। যা পরিমাপ করা যায় না এমন বিশাল দেহ ধারণ করে সমুদ্র লঙ্‌ঘনের ইচ্ছায় বাহু দু'টি এবং চরণযুগল দিয়ে তিনি পর্বতকে পীড়ন করতে লাগলেন।।১১।। বানর হনুমানের দ্বারা পীড়িত হয়ে পাহাড়টি কেঁপে উঠলো। ফলে গাছের ডগা থেকে ফুল সব পড়লো খসে।।১২।। গাছ থেকে ঝরে-পড়া সুগন্ধী ফুলে ঢেকে গেলো সমগ্র মহেন্দ্রপর্বত। পাহাড়টি বুঝি ফুলেরই তৈরী।।১৩।। শ্রেষ্ঠ বীর্যবান হনুমানের দ্বারা পীড়িত হয়ে সেই মহেন্দ্রপর্বত মদমত্ত হাতীর মতো জলবর্ষণ করতে লাগলো।।১৪।। বলবান হনুমানের পদভারে পীড়িত হওয়ায় মহেন্দ্রপর্বত ফেটে গেলো। ফাটা জায়গাগুলিতে দেখা যেতে লাগলো সোনার, কাজলের আর রূপোর মতো রেখা।।১৫।। তখন সেই পর্বত পাথরের টুকরো এবং মনঃশিলা তথা রক্তবর্ণ ধাতুমিশ্রিত পাথর মোচন করতে লাগলো। যেন পাহাড়ের মধ্যে আগুন জ্বলছে। আর চারপাশে ধোঁয়া *(মনঃশিলা—রক্তবর্ণ ধাতুমিশ্রিত পাথর। হনুমানের পায়ের চাপে পাহাড় থেকে চারপাশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিলো কালো পাথরের টুকরো। আর লাল মনঃশিলাও ছিটকে উঠছিলো। লাল মনঃশিলাকে আগুনের মতো আর সাধারণ পাথরের টুকরোগুলিকে ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছিলো)*।।১৬।। বানর হনুমানের দ্বারা পীড়িত পাহাড়ের গুহাস্থিত পশুগুলিও পীড়িত হয়ে বিকৃতস্বরে আর্তনাদ করছিলো।।১৭।। পাহাড়ের পীড়ার কারণে সেই বিরাট বিরাট জন্তুদের গর্জন পৃথিবী, সকল দিক এবং উপবন-গুলিকে পূর্ণ করে তুললো।।১৮।। সাপগুলির ফণায় স্বস্তিকের মতো চিহ্ন। তারা ভীষণ অগ্নিবমন করতে করতে শিলারাশিকে দংশন করতে লাগলো।।১৯।। কুপিত সেই সাপেদের দংশনের ফলে বড়ো বড়ো শিলাখণ্ডগুলি হাজার টুকরোয় ভেঙে যেতে লাগলো। আগুনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জ্বলে।।২০।। পর্বতে অনেক ওষধি উৎপন্ন হয়। তার দ্বারা বিষনাশক ঔষধও তৈরী হয়। সেগুলিও এই সাপেদের বিষ প্রশমিত করতে পারেনি।।২১।। ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিরা পাহাড়কে বিদীর্ণ করছে ভেবে তপস্বিগণ এবং সস্ত্রীক বিদ্যাধর-নামক উপদেবতারা ভয়ে সেই স্থান হতে পালিয়ে গেলেন।।২২।। পানভূমিতে সোনার আসনে বসে তাঁরা স্বর্ণপাত্রে মদ্যপানে রত ছিলেন। কিন্তু, এখন ভয়ে সেইসব সোনার আসন ও পাত্র, মহামূল্যবান পাত্র, সোনার কমণ্ডলুর মতো পানাধার— সব কিছু ছেড়ে তাঁরা চলে গেলেন *(করক—কমণ্ডলু, পাত্র)* ।।২৩।। চেটে খাবার দ্রব্য, নানাধরণের ভোজ্য, বিভিন্ন

লেহ্যানুচ্চাবচান্ ভক্ষ্যান্মাংসানি বিবিধানিচ। আর্যভাণি চ চর্মাণি খড়্গাংশ্চ কনকৎসরূন্।। ২৪
কৃতকণ্ঠগুণাঃ ক্ষীবা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ। রক্তাক্ষাঃ পুষ্করাক্ষাশ্চ গগনং প্রতিপেদিরে।। ২৫
হার-নূপুর-কেয়ূর-পারিহার্যধরাস্ত্রিয়ঃ। বিস্মিতাঃ সস্মিতাস্তস্থুরাকাশে রমণৈঃ সহ।। ২৬
দর্শয়ন্তো মহাবিদ্যাং বিদ্যাধর-মহর্ষয়ঃ। সহিতাস্তস্থুরাকাশে বীক্ষাঞ্চক্রুশ্চ পর্বতম্।। ২৭
শুশ্রুবুশ্চ তদা শব্দমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। চারণানাঞ্চ সিদ্ধানাং স্থিতানাং বিমলেঽম্বরে।। ২৮
এষ পর্বতসঙ্কাশো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। তিতীর্ষতি মহাবেগঃ সমুদ্রং বরুণালয়ম্।। ২৯
রামার্থে বানরার্থে চ চিকীর্ষন্ কর্ম দুষ্করম্। সমুদ্রস্য পরং পারং দুষ্প্রাপং প্রাপ্তুমিচ্ছতি।। ৩০
ইতি বিদ্যাধরা বাচঃ শ্রুত্বা তেষাং তপস্বিনাম্। তমপ্রমেয়ং দদৃশুঃ পর্বতে বানরর্ষভম্।। ৩১
দুধুবে চ স রোমাণি চকম্পে চানলোপমঃ। ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ।। ৩২
আনুপূর্ব্যাচ্চ বৃত্তং তল্লাঙ্গূলং লোমভিশ্চিতম্। উৎপতিষ্যন্ বিচিক্ষেপ পক্ষিরাজ ইবোরগম্।। ৩৩
তস্য লাঙ্গুলমাবিদ্ধমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ। দদৃশে গরুড়েনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ।। ৩৪
বাহূ সংস্তম্ভয়ামাস মহাপরিঘসন্নিভৌ। আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সংচুকোচ চ।। ৩৫
সংহৃত্য চ ভুজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোধরাম্। তেজঃ সত্ত্বং তথা বীর্যমাবিবেশ স বীর্যবান্।। ৩৬
মার্গমালোকয়ন্ দূরাদূর্ধ্বং প্রণিহিতেক্ষণঃ। রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্।। ৩৭
পদ্ভ্যাং দৃঢমবস্থানং কৃত্বা স কপিকুঞ্জরঃ। নিকুচ্য কর্ণৌ হনুমানুৎপতিষ্যন্মহাবলঃ।। ৩৮

-রকমের মাংস, বৃষচর্মাচ্ছাদিত ঢাল এবং সোনার হাতলযুক্ত খড়্গ ছেড়ে গেলেন উঠে।।২৪।। কণ্ঠে তাঁদের হার। মদমত্ত তাঁরা। রক্তবর্ণের ফুলের মালা এবং রক্ত অনুলেপন ধারণ করেছেন। পদ্মের মতো বিশাল তাঁদের চোখগুলি। তা লাল হয়ে গেছে। ভয়ে সব কিছু ছেড়ে তাঁরা আকাশে উঠে গেলেন।।২৫।। হার, নূপুর, কেয়ূর এবং বালা পরে ছিলেন যে নারীরা, তাঁরাও বিস্মিত হয়ে, একটু হেসে স্বামীদের সঙ্গে আকাশেই অবস্থান করতে লাগলেন *(পারিহার্য—বালা, ব্রেসলেট। রমণ—পতি)*।।২৬।। বিদ্যাধর এবং মহর্ষিরা এবার একসঙ্গে মহাবিদ্যা দেখিয়ে শূন্যে অবস্থান করে মহেন্দ্রপর্বতের দিকে তাকিয়ে রৈলেন *(মহাবিদ্যা—অলৌকিক শক্তির দ্বারা অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার বিদ্যা। এঁরা এখানে শূন্যে দাঁড়িয়ে রৈলেন)*।।২৭।। নির্মল আকাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে সব আত্মচিন্তা-পরায়ণ ঋষি, চারণ ও সিদ্ধ নামক উপদেবতা, তাঁদের শব্দ তাঁরা শুনলেন।।২৮।। সেই মহর্ষি ও বিদ্যাধরেরা তখন সিদ্ধ ও চারণ এবং ঋষিদের বলতে শুনলেন, পবনদেবের পুত্র এই হনুমান পর্বতের মতো বিশালকায়। এবং মহাবেগশালী। তিনি বরুণদেবের আলয় সমুদ্রকে অতিক্রম করতে চাইছেন *(তিতীর্ষতি—পার হতে চাইছেন)*।।২৯।। ইনি রাম ও বানরদের জন্য দুষ্কর কর্ম করতে ইচ্ছুক হয়ে দুষ্পার সমুদ্রের অপরপারে যেতে চাইছেন।।৩০।। তপস্বীদের এইরকমের কথা শুনে বিদ্যাধরেরা অতুলনীয় কর্মবীর সেই বানরশ্রেষ্ঠকে পর্বতে দেখতে পেলেন।।৩১।। সেই বানরশ্রেষ্ঠ, আগুনের মতো হনুমান তখন রোমরাজি কাঁপিয়ে দেহকে দুলিয়ে মেঘের মতো ভীষণ গর্জন করে উঠলেন।।৩২।। পক্ষিরাজ গরুড় যেমন সাপগুলিকে আছড়াতে থাকেন তেমনি হনুমানও তাঁর লাঙ্গূলটি আছড়াতে লাগলেন। লাঙ্গূলটি লোমে আবৃত। ওপর থেকে নীচে ক্রমে ক্রমে গোল হয়ে নেমে আসছিলো।।৩৩।। অত্যন্ত বেগবান হনুমান। তাঁর পীঠের ওপরে ল্যাজটিকে আস্ফালন করতে লাগলেন। গরুড় যেন বিরাট সাপকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আর সাপটি ফণাবিস্তার করে ছটফট করছে।।৩৪।। দরজার বিশাল খিলের মতো বাহুদু'টিকে তিনি পর্বতপৃষ্ঠে শক্ত করে স্থাপন করলেন। কপি হনুমান পা দু'টিকে করলেন সঙ্কুচিত। কোমরে... ।।৩৫।। হাত দু'টি সঙ্কুচিত করে স্থাপনপূর্বক গ্রীবা নুইয়ে এনে বীর্যবান শ্রীমান হনুমান তেজ, বল এবং বীর্যে যেন আবিষ্ট হয়ে গেলেন *(উঁচুতে লাফ দেবার পূর্বে হাত, পা এবং গ্রীবার বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থান ঋষি-কবির দৃষ্টিতে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে)*।।৩৬।। পথটি দেখতে গিয়ে তিনি দূর হতে আকাশের দিকে তাকিয়ে হৃদয়ে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করে তৈরী হলেন।।৩৭।। শক্ত করে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কানদু'টিকে সঙ্কুচিত করে সেই মহাবলবান কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান এবার ওপরে লাফ দেবেন।।৩৮।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বানরদেরকে বললেন, দেখো, রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শর বায়ুর

বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ। যথা রাঘবনির্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ।। ৩৯
গচ্ছেত্তদ্বদ্গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্। নহি দ্রক্ষ্যামি যদি তাং লঙ্কায়াং জনকাত্মজাম্।। ৪০
অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুরালয়ম্। যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন দ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ।। ৪১
বদ্ধ্বা রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্। সর্বথা কৃতকার্যোঽহমেষ্যামি সহ সীতয়া।। ৪২
আনয়িষ্যামি বা লঙ্কাং সমুৎপাট্য সরাবণাম্। এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ বানরান্ বানরোত্তমঃ।। ৪৩
উৎপপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্। সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ।। ৪৪
সমুৎপততি বেগাত্তু বেগাত্তে নগরোহিণঃ। সংহৃত্য বিটপান্ সর্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ।। ৪৫
স মত্তকোযষ্টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ। উদ্বহন্নূরুবেগেন জগাম বিমলেঽম্বরে।। ৪৬
ঊরুবেগোত্থিতা বৃক্ষা মুহূর্তে কপিমন্বয়ুঃ। প্রস্থিতং দীর্ঘমধ্বানং স্ববন্ধুমিব বান্ধবাঃ।। ৪৭
তমূরুবেগোন্মথিতাঃ সালাশ্চান্যে নগোত্তমাঃ। অনুজগ্মুর্হনূমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্।। ৪৮
সুপুষ্পিতাগ্রৈর্বহুভিঃ পাদপৈরন্বিতঃ কপিঃ। হনুমান্ পর্বতাকারো বভুবাদ্ভুতদর্শনঃ।। ৪৯
সারবন্তোঽথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জঁল্লবণাম্ভসি। ভয়াদিব মহেন্দ্রস্য পর্বতা বরুণালয়ে।। ৫০
স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাঙ্কুরকোরকৈঃ। শুশুভে মেঘসঙ্কাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্বতঃ।। ৫১

মতো বেগে ছুটে যায় *(শ্বসন-বিক্রম—বায়ুর মতো বেগবান)* ।।৩৯।। আমিও রাবণপালিতা লঙ্কাতে সেইভাবেই বায়ুবেগে ছুটে যাবো। পূজনীয়া সীতাদেবীকে লঙ্কায় যদি না দেখি...।।৪০।। তাহলে অনুরূপ দ্রুতগতিতে আমি স্বর্গে ছুটে যাবো। এতো পরিশ্রম করে স্বর্গেও যদি সীতাকে আমি দেখতে না পাই...।।৪১।। তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে আমি বেঁধে নিয়ে আসবো। সর্বতোভাবে কৃতকার্য হয়ে সীতাকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো।।৪২।। নৈলে আমি উৎপাটন করে নিয়ে আসবো রাবণসহ সমগ্র লঙ্কাকে। বানরোত্তম হনুমান বানরদেরকে এই কথা বললেন।।৪৩।। অতঃপর বেগবান হনুমান সমুদ্রের বিশালতা এবং লঙ্কার দূরত্ব গ্রাহ্য না করে বেগে লম্ফপ্রদান করলেন। নিজেকে তখন গরুড়ের মতোই মনে করলেন সেই কপিশ্রেষ্ঠ।।৪৪।। সবেগে লাফ দিয়ে তিনি ওপরে উঠতে থাকলে তাঁর বেগে আকৃষ্ট হয়ে পার্বত্য গাছগুলি সব ডালপালাসহ ভেঙে চারদিকে পড়ে গেলো।।৪৫।। ভীষণবেগে হনুমান নির্মল আকাশপথে ছুটে চলেছেন। কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ নেই। ফুলে ফুলে ভরা আর মত্ত টিট্টিভ পাখীতে পূর্ণ গাছগুলিকেও তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন *(কোযষ্টিকা—টিট্টিভ পাখী)*।।৪৬।। বন্ধু যেমন দীর্ঘপথযাত্রী বন্ধুর অনুগমন করে, তেমনি মুহূর্তের মধ্যেই বেগে উৎপাটিত গাছগুলিও যেন সেই বানরের অনুগমন করেছিলো *(ঝড়ের বেগে তাঁর চলার সময় গাছগুলিও সেই পথেই ভেঙে পড়ে তাঁর চলার দিকেই বায়ুর বেগে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলো)* ।।৪৭।। রাজাকে যেমন সৈন্যেরা অনুগমন করে, তেমনি তাঁর চলার তীব্রগতিতে ভেঙে-পড়া সাল এবং অপরাপর ভালো ভালো সব গাছ তাঁর অনুগমন করছিলো।।৪৮।। পুষ্পিত হয়েছে যাদের ডালপালা এমন সব গাছে তিনি আজ সজ্জিত। ফলে তাঁকে দেখাচ্ছিলো পর্বতের মতো অদ্‌ভুত-দর্শন।।৪৯।। একসময়ে দেবরাজ মহেন্দ্রের ভয়ে পর্বতগুলি বরুণালয় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তেমনি আজও সারবান গাছগুলি মহেন্দ্রপর্বতের ভয়ে হনুমানের দেহ হতে যেন লবণসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে *(সাগরের ওপর দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে হনুমান উড়ে চলেছেন। তাঁর গায়ে যে সব গাছ লেগে এসেছিলো, সেগুলি সাগরের জলে ঝরে পড়ে যাচ্ছে)* ।।৫০।। মেঘের বরণ পর্বত শোভিত হয় জোনাকীতে। তেমনি মেঘের বরণ হনুমানও গায়ে লেগে-থাকা নানা ফুল আর ফুলের কলিতে শোভা পেতে লাগলেন।।৫১।। প্রিয়জন যেমন কাউকে এগিয়ে দিতে গেলে জলাশয় পর্যন্ত গিয়ে নিবৃত্ত হন, তেমনি তাঁর বেগের সঙ্গে চলা গাছগুলি ফুল ঝরিয়ে সাগরের জলে বিশীর্ণ হয়ে পড়ে গেলো *('অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে এগিয়ে দিতে যাওয়া ঋষিকে বলা হলো—"ওদকান্তং স্নিগ্ধজনোঽনুগন্তব্যঃ"—জলাশয় পর্যন্তই প্রিয়জনকে এগিয়ে দিতে*

বিমুক্তাস্তস্য বেগেন মুক্ত্বা পুষ্পাণি তে দ্রুমাঃ। ব্যবশীর্যন্ত সলিলে নিবৃত্তাঃ সুহৃদো যথা।। ৫২
লঘুত্বেনোপপন্নং তদ্‌বিচিত্রং সাগরেঽপতৎ। দ্রুমাণাং বিবিধং পুষ্পং কপিবায়ুসমীরিতম্।। ৫৩
তারাচিতমিবাকাশং প্রবভৌ স মহার্ণবঃ। পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধেন নানাবর্ণেন বানরঃ।
বভৌ মেঘ ইবোদ্যন্ বৈ বিদ্যুদ্‌গণবিভূষিতঃ।। ৫৪
তস্য বেগসমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈস্তোয়মদৃশ্যত। তারাভিরিব রামাভিরুদিতাভিরিবাম্বরম্।। ৫৫
তস্যাম্বরগতৌ বাহূ দদৃশাতে প্রসারিতৌ। পর্বতাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তৌ পঞ্চাস্যাবিব পন্নগৌ।। ৫৬
পিবন্নিব বভৌ চাপি সোর্মিজালং মহার্ণবম্। পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ।। ৫৭
তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ। নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্বতস্থাবিবানলৌ।। ৫৮
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে। চক্ষুষী সম্প্রকাশেতে চন্দ্র-সূর্যাবিব স্থিতৌ।। ৫৯
মুখং নাসিকয়া তস্য তাম্রয়া তাম্রমাবভৌ। সন্ধ্যয়া সমভিস্পৃষ্টং যথা স্যাৎ সূর্যমণ্ডলম্।। ৬০
লাঙ্গূলঞ্চ সমাবিদ্ধং প্লবমানস্য শোভতে। অম্বরে বায়ুপুত্রস্য শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতম্।। ৬১
লাঙ্গূলচক্রো হনুমান্ শুক্লদংষ্ট্রোঽনিলাত্মজঃ। ব্যরোচত মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবেষিতভাস্করঃ।। ৬২
স্ফিগ্‌দেশেনাতিতাম্রেণ ররাজ স মহাকপিঃ। মহতা দারিতেনেব গিরির্গৈরিকধাতুনা।। ৬৩
তস্য বানরসিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্। কক্ষান্তরগতো বায়ুর্জীমূত ইব গর্জতি।। ৬৪
খে যথা নিপতত্যুল্কা উত্তরান্তাদ্ বিনিঃসৃতা। দৃশ্যতে সানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ।। ৬৫
পতৎপতঙ্গসঙ্কাশো ব্যায়তঃ শুশুভে কপিঃ। প্রবৃদ্ধ ইব মাতঙ্গঃ কক্ষয়া বধ্যমানয়া।। ৬৬

হয়) ।।৫২।। গাছের নানারকমের বিচিত্র ফুলগুলি হালকা। তাই বানর হনুমানের বেগে চলার জন্য বায়ুর আন্দোলনে সেগুলি সাগরে ঝরে পড়ে গেলো *(সেই মহাসাগরকে তখন তারাখচিত আকাশের মতো দেখাচ্ছিলো)* ।।৫৩।। বানরপতি হনুমানের অঙ্গে নানাবর্ণের সুগন্ধী পুষ্পরাশি শোভা পাচ্ছে। যেন তিনি বিদ্যুদ্দাম-শোভিত নবোদিত মেঘ।।৫৪।। হনুমান সবেগে উড়ে চলেছেন। তাঁর গা থেকে ফুলগুলি ঝরে পড়ছে সাগরের জলে। তাই তারায়-ভরা নীল আকাশের মতো দেখাচ্ছে ফুলে -ভরা নীল সাগরকে।।৫৫।। বাহুদু'টি বেশ প্রসারিত করে আকাশে উড়ে চলেছেন হনুমান। পাহাড়ের চূড়া হতে নির্গত পঞ্চমুখ সর্পের মতো দেখাচ্ছে তাঁর আন্দোলিত ও প্রসারিত বাহুকে *(পঞ্চ + আস্য —পঞ্চমুখ)* ।।৫৬।। মহাকপি হনুমান যখন নীচের দিকে তাকাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরকে তিনি পান করছেন। আর ওপরে নীল আকাশের দিকে যখন তাকাচ্ছেন, মনে হচ্ছে তিনি যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের প্রার্থনা করছেন।।৫৭।। বায়ুমার্গে তিনি চলেছেন। বিদ্যুতের দীপ্তির মতো তাঁর চোখ দু'টি জ্বলছে। যেন পর্বতের দু'টি দাবানল।।৫৮।। বিশালদেহী তিনি। তাঁর মুখের ওপরে চোখ দু'টি পিঙ্গলবর্ণ। বেশ উজ্জ্বল। যেন পর্বতের প্রশস্ত পরিমণ্ডলে একই সঙ্গে চন্দ্র এবং সূর্য উদিত হয়েছে।।৫৯।। তাম্রবর্ণের নাসিকা নিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলটিও তাম্রবর্ণ। দেখাচ্ছিলো তাকে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সূর্যমণ্ডলের মতো।।৬০।। বায়ুপুত্র হনুমান আকাশপথে উড়ে চলেছেন। ঊর্ধ্বে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাঁর লাঙ্গূলটি। উৎক্ষিপ্ত ইন্দ্রধ্বজের মতো সেটি শোভা পাচ্ছিলো।।৬১।। হনুমানের লাঙ্গূলটি চাকার মতো। তাঁর দাঁত সব শাদা। তিনি বায়ুপুত্র। মহাজ্ঞানী তিনি। মণ্ডলযুক্ত সূর্যের মতো আকাশে তিনি দীপ্যমান হয়ে ছিলেন।।৬২।। তাঁর পাছা ছিলো অত্যন্ত তাম্রবর্ণ। ফলে সেই মহাবানরকে দেখাচ্ছিলো এমন একটি পাহাড়ের মতো যেটি বেশ বিদীর্ণ হওয়ায় তার গৈরিক ধাতুগুলি সব বেরিয়ে পড়েছে।।৬৩।। বানরবীর যখন সাগর লঙ্ঘন করছেন, তখন তাঁর বগলের মধ্যে বাতাস ঢুকে মেঘের মতো গর্জন করছিলো।।৬৪।। যখন উত্তর দিক হতে উড়ে আসছিলেন সেই কপিশ্রেষ্ঠ, মনে হচ্ছিলো উত্তর দিক হতে বিশেষ তেজোবিশিষ্ট উল্কা যেন বেরিয়ে আসছে।।৬৫।। চলমান সূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিলেন প্রসারিতদেহী এই বানরাধিপতি। যেন মাঝখানে দড়িবাঁধা একটি হাতী।।৬৬।। ওপর থেকে তাঁর শরীরের ছায়া সাগরের জলে পড়ছিলো। তখন সেই বানরকে মনে হচ্ছিলো যেন বায়ুচালিত

উপরিষ্টাচ্ছরীরেণ চ্ছায়য়া চাবগাঢ়য়া। সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীত্তদা কপিঃ।। ৬৭
যং যং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ। স তু তস্যাঙ্গবেগেন সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে।। ৬৮
সাগরস্যোর্মিজালানামুরসা শৈলবর্মণা। অভিঘ্নংস্তু মহাবেগঃ পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।। ৬৯
কপিবাতশ্চ বলবান্মেঘবাতশ্চ নির্গতঃ। সাগরং ভীমনির্হ্রাদং কম্পয়ামাসতুর্ভৃশম্।। ৭০
বিকর্ষন্নূর্মিজালানি বৃহন্তি লবণাম্ভসি। পুপ্লুবে কপিশার্দূলো বিকিরন্নিব রোদসি।। ৭১
মেরুমন্দরসঙ্কাশানুদ্‌গতান্ সুমহার্ণবে। অত্যক্রামন্মহাবেগস্তরঙ্গান্ গণয়ন্নিব।। ৭২
তস্য বেগসমুদ্‌ঘুষ্টং জলং সজলদং তদা। অম্বরস্থং বিবভ্রাজে শরদভ্রমিবাততম্।। ৭৩
তিমি-নক্র-ঝষাঃ কূর্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতাস্তদা। বস্ত্রাপকর্ষণেনেব শরীরাণি শরীরিণাম।। ৭৪
ক্রমমাণং সমীক্ষ্যাথ ভুজগাঃ সাগরঙ্গমাঃ। ব্যোম্নি তং কপিশার্দূলং সুপর্ণমিব মেনিরে।। ৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা। ছায়া বানরসিংহস্য জবে চারুতরাভবৎ।। ৭৬
শ্বেতাভ্রঘনরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী। তস্য সা শুশুভে ছায়া পতিতা লবণাম্ভসি।। ৭৭
শুশুভে স মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ। বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্বতঃ।। ৭৮
যেনাসৌ যাতি বলবান্ বেগেন কপিকুঞ্জরঃ। তেন মার্গেণ সহসা দ্রোণীকৃত ইবার্ণবঃ।। ৭৯
আপাতে পক্ষিসঙ্‌ঘানাং পক্ষিরাজ ইব ব্রজন্। হনুমান্মেঘজালানি প্রকর্ষন্মারুতো যথা।। ৮০
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলামাঞ্জিষ্ঠকানি চ। কপিনাকৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে।। ৮১

পাল-তোলা একটি নৌকা।।৬৭।। সাগরের যে যে স্থানের ওপর দিয়ে সেই মহাবানর যাচ্ছিলেন, সেই সেই স্থান তাঁর দেহের বেগে উত্তাল হয়ে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলো।।৬৮।। মহাবেগশালী সেই মহাকপি তাঁর পাহাড়ের মতো বুক দিয়ে সাগরের ঢেউগুলিকে ভেঙে দিয়ে সব প্লাবিত করে দিলেন *(পুপ্লুবে—প্লাবিত করেছিলেন)* ।।৬৯।। একে বানরের বেগে বায়ু বলবান। তার সঙ্গে মেঘের বায়ুও বেরিয়ে এলো। দু'য়ে মিলে ভীষণ গর্জনকারী সাগরকে খুব করে কাঁপিয়ে দিলো।।৭০।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান লবণ-সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউগুলিকে আকর্ষণ করে, স্বর্গ ও মর্ত্যকে বিপর্যস্ত করে সাগর লঙ্‌ঘন করতে লাগলেন *(রোদসি—স্বর্গ ও পৃথিবী)* ।।৭১।। বিরাট এই সমুদ্রের ঢেউগুলি মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো উঁচু। অত্যন্ত বেগে তিনি যেন সেই ঢেউগুলিকেই গুণতে গুণতে চলেছেন।।৭২।। তাঁর বেগে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। শরৎকালীন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছে *(অভ্র—মেঘ)* ।।৭৩।। সমুদ্রের জল আন্দোলিত হওয়াতে তিমি, কুমীর, মাছ আর কচ্ছপগুলিকে দেখা যেতে লাগলো। মানুষের কাপড় ছাড়িয়ে নিলে দেহটি যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছিলো ঐ জলজ প্রাণীদের দেহগুলি।।৭৪।। সাগরের সাপগুলি আকাশে উড়ন্ত বানরবীর হনুমানকে দেখে মনে করলো যেন গরুড় উড়ে চলেছে।।৭৫।। দ্রুতবেগে চলার সময় সেই বানরবীরের ছায়া দশযোজন প্রশস্ত এবং ত্রিশযোজন দীর্ঘ হয়ে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো।।৭৬।। বায়ুপুত্র হনুমানের অনুগামী সেই ছায়া লবণ-সমুদ্রে পড়ে শাদা মেঘপুঞ্জের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৭৭।। মহাতেজস্বী বিশালকায় সেই মহান বানর অবলম্বনহীন, শূন্য বায়ুমার্গে পাখাসমেত পাহাড়ের মতো শোভা পাচ্ছিলেন *(পুরাণের মতে পূর্বে পাহাড়গুলির পাখা ছিলো। সেই পাখায় ভর করে তারা উড়ে যেতে পারতো)* ।।৭৮।। যে পথে সেই বলবান কপিশ্রেষ্ঠ যাচ্ছিলেন, সেই পথে সমুদ্র যেন হঠাৎ ডোঙ্গার মতো হয়ে যাচ্ছিলো *(অর্ণব—সমুদ্র। দ্রোণী—ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, জলযন্ত্র—যার মাধ্যমে জলবর্ষণ হয়)* ।।৭৯।। হনুমানের আকর্ষণে জল উঁচু হয়ে দু'পাশে উঁচু হয়ে উঠে আসায় সমুদ্রের ঐ অংশকে ডিঙ্গি বা ডোঙ্গার মতো দেখাচ্ছিলো। ডোঙ্গা দিয়ে জলও সেচন করা হয়। পাখীদের ওড়ার পথে হনুমান পক্ষিরাজ গরুড়ের মতো চলছিলেন। বায়ুর মতো তিনি মেঘজালকে আকর্ষণ করতে লাগলেন।।৮০।। এই বানরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ কখনো শ্বেত-পীতমিশ্রিত পাণ্ডুর, কখনো বা অরুণ, কখনো নীল, কখনো বা রক্তবর্ণ হয়ে শোভা পাচ্ছিলো *(সূর্যের আলো পড়ে মেঘের বর্ণ বিচিত্র দেখায়। সূর্যের আলোতে সাতরকমের বর্ণ রয়েছে)* ।।৮১।। তিনি উড়ে চলার পথে কখনো

প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ। প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে।। ৮২
প্লবমানন্তু তং দৃষ্টা প্লবগং ত্বরিতং তদা। ববৃষুস্তত্র পুষ্পাণি দেব-গর্ন্ধব-দানবাঃ।। ৮৩
ততাপ নহি তং সূর্যঃ প্লবন্তং বানরেশ্বরম্। সিষেবে চ তদা বায়ু রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে।। ৮৪
ঋষয়স্তুষ্টুবুশ্চৈনং প্লবমানং বিহায়সা। জগুশ্চ দেব-গন্ধর্বাঃ প্রশংসন্তো বনৌকসম্।। ৮৫
নাগাশ্চ তুষ্টুবুর্যক্ষা রজাংসি বিবিধানি চ। প্রেক্ষ্য সর্বে কপিবরং সহসা বিগতক্লমম্।। ৮৬
তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে প্লবমানে হনূমতি। ইক্ষ্বাকুকূলমানার্থী চিন্তয়ামাস সাগরঃ।। ৮৭
সাহায্যং বানরেন্দ্রস্য যদি নাহং হনূমতঃ। করিষ্যামি ভবিষ্যামি সর্ববাচ্যো বিবক্ষতাম্।। ৮৮
অহমিক্ষ্বাকুনাথেন সাগরেণ বিবর্ধিতঃ। ইক্ষ্বাকুসচিবশ্চায়ং তন্নার্হত্যবসাদিতুম্।। ৮৯
তথা ময়া বিধাতব্যং বিশ্রমেত যথা কপিঃ। শেষঞ্চ ময়ি বিশ্রান্তঃ সুখী সোঽতিতরিষ্যতি।। ৯০
ইতি কৃত্বা মতিং সাধ্বীং সমুদ্রশ্ছন্নমম্ভসি। হিরণ্যনাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্।। ৯১
ত্বমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা। পাতালনিলয়ানাং হি পরিঘঃ সন্নিবেশিতঃ।। ৯২
ত্বমেষাং জ্ঞাতবীর্যাণাং পুনরেবোৎপতিষ্যতাম্। পাতালস্যাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি।। ৯৩
তির্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব শক্তিস্তে শৈল বর্ধিতুম্। তস্মাৎ সঞ্চোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম।। ৯৪
স এষ কপি শার্দূলস্ত্বামুপর্যেতি বীর্যবান্। হনুমান্ রামকার্যার্থী ভীমকর্মা খমাপ্লুতঃ।। ৯৫
অস্য সাহ্যং ময়া কার্যমিক্ষ্বাকুকুলবর্তিনঃ। মম ইক্ষ্বাকবঃ পূজ্যাঃ পরং পূজ্যতমাস্তব।। ৯৬
কুরু সাচিব্যমস্মাকং ন নঃ কার্যমতিক্রমেৎ। কর্তব্যমকৃতং কার্যং সতাং মন্যুমুদীরয়েৎ।। ৯৭

মেঘের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, কখনো আবার; বেরিয়ে আসছেন। ফলে কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকাশিত চন্দ্রের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে।।৮২।। উল্লম্ফনকারী বানরকে দ্রুত উড়ে যেতে দেখে দেবতা, দানব ও গন্ধর্বেরা সে সময় তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।।৮৩।। বানরপতি হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করছেন। সূর্য তাঁকে প্রতপ্ত করলেন না। বায়ু তাঁকে সেবা করতে লাগলেন। রামের কার্যের সিদ্ধির জন্য তাঁদের এই প্রয়াস।।৮৪।। আকাশপথে গমনকারী হনুমানকে ঋষিরা স্তব করতে লাগলেন। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা লাগলেন বনবাসী তাঁর *(হনুমানের)* প্রশস্তি গাইতে।।৮৫।। নাগ, যক্ষ এবং রাক্ষসেরা দেখলেন সমুদ্রলঙ্ঘনের মতো অসাধ্যসাধনেও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের মোটেই ক্লান্তি নেই। তাঁরা সবাই মিলে তাঁকে স্তুতি করলেন *(ক্লম—ক্লান্তি)* ।।৮৬।। কপিবীর হনুমান। সমুদ্র লঙ্ঘন করতে চলেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান রামচন্দ্রের সেবার জন্য। সাগরও ইক্ষ্বাকুবংশকে সম্মান দেবার কথা ভাবতে লাগলেন *(সাগরের সৃষ্টি তো এই বংশেরই পূর্ববর্তী রাজা সগরের মাধ্যমে)* ।।৮৭।। বানরেন্দ্র হনুমানের সহায়তা যদি আমি না করি, তাহলে সমালোচকেরা আমায় সর্বতোভাবে নিন্দা করবে।।৮৮।। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমায় পরিবর্ধিত করেছিলেন। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রেরই সচিব এই হনুমান। তাঁকে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হবে না।।৮৯।। যাতে এই কপি বিশ্রাম পেতে পারেন, তাইই আমার করা উচিত। আমার ওপর বিশ্রাম করে অবশিষ্ট পথ যাতে তিনি সুখেই যেতে পারেন, তার বন্দোবস্ত আমায় করতে হবে।।৯০।। এইরকম সাধু ইচ্ছায় সাগর সমুদ্রে লুকিয়ে-থাকা সোনার তৈরী পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে বললেন—।।৯১।। পাতালে রয়েছে অসুরদের দল। মহাপ্রাণ দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এখানে তাদের পথরোধকরূপে স্থাপন করেছেন।।৯২।। তাদের পরাক্রম সবাই জানে। তারা যদি উঠে এসে আক্রমণ করে এইজন্য তুমি বিশাল পাতালের দুয়ার আটকে দাঁড়িয়ে আছো।।৯৩।। হে শৈল; ওপরে, নীচে এবং পাশে বেড়ে ওঠার সামর্থ্য তোমার আছে। হে পর্বতশ্রেষ্ঠ, তাই তোমায় আমি উদ্‌বুদ্ধ করছি, তুমি ওপরের দিকে উঠে দাঁড়াও।।৯৪।। রামের কাজে কটিবদ্ধ, কঠিন কর্মে সুদক্ষ, বীর্যবান এই কপিশ্রেষ্ঠ আকাশে তোমার উপরে উঠে এসেছেন *(খ—আকাশ)* ।।৯৫।। ইক্ষ্বাকুবংশের অনুকূল এই হনুমানের সাহায্য আমার করা উচিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয়রা আমার পূজ্য। তাঁরা তোমারও অত্যন্ত পূজ্য।।৯৬।। আমাদের সহযোগিতা করো। আমাদের কাজ লঙ্ঘন কোরো না। যা করণীয়, তা না করলে সজ্জনদের রাগ হয়।।৯৭।। তুমি তাই জল থেকে উঁচুতে উঠে দাঁড়াও। এই বানর তোমার ওপর উঠে দাঁড়ান।

সলিলাদূর্ধ্বমুত্তিষ্ঠ তিষ্ঠত্বেষ কপিস্ত্বয়ি। অস্মাকমতিথিশ্চৈব পূজ্যশ্চ প্লবতাং বর।। ৯৮
চামীকরমহানাভ দেব গন্ধর্বসেবিত। হনূমাংস্ত্বয়ি বিশ্রান্তস্ততঃ শেষং গমিষ্যতি।। ৯৯
কাকুৎস্থস্যানৃশংস্যঞ্চ মৈথিল্যাশ্চ বিবাসনম্। শ্রমঞ্চ প্লবগেন্দ্রস্য সমীক্ষ্যোত্থাতুমর্হসি।। ১০০
হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ। উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ।। ১০১
স সাগরজলং ভিত্বা বভূবাত্যুচ্ছ্রিতস্তদা। যথা জলধরং ভিত্বা দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ।। ১০২
স মহাত্মা মুহূর্তেন পর্বতঃ সলিলাবৃতঃ। দর্শয়ামাস শৃঙ্গাণি সাগরেণ নিয়োজিতঃ।। ১০৩
শাতকুম্ভময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সকিন্নর-মহোরগৈঃ। আদিত্যোদয়সঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্।। ১০৪
তস্য জাম্বূনদৈঃ শৃঙ্গৈঃ পর্বতস্য সমুত্থিতৈঃ। আকাশং শস্ত্রসঙ্কাশমভবৎ কাঞ্চনপ্রভম্।। ১০৫
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্ভ্রাজমানৈর্মহাপ্রভৈঃ। আদিত্যশতসঙ্কাশঃ সোঽভবদ্ গিরিসত্তমঃ।। ১০৬
সমুত্থিতমসঙ্গেন হনুমানগ্রতঃ স্থিতম্। মধ্যে লবণতোয়স্য বিঘ্নোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ।। ১০৭
স তমুচ্ছ্রিতমত্যর্থং মহাবেগো মহাকপিঃ। উরসা পাতয়ামাস জীমূতমিব মারুতঃ।। ১০৮
স তদা সাদিতস্তেন কপিনা পর্বতোত্তমঃ। বুদ্ধ্বা তস্য হরের্বেগং জহর্ষ চ ননাদ চ।। ১০৯
তমাকাশগতং বীরমাকাশে সমুপস্থিতঃ। প্রীতো হৃষ্টমনা বাক্যমব্রবীৎ পর্বতঃ কপিম্।। ১১০
মানুষং ধারয়ন্ রূপমাত্মনঃ শিখরে স্থিতঃ। দুষ্করং কৃতবান্‌কর্ম ত্বমিদং বানরোত্তম।। ১১১
নিপত্য মম শৃঙ্গেষু সুখং বিশ্রম্য গম্যতাম্। রাঘবস্য কুলে জাতৈরুদধিঃ পরিবর্ধিতঃ।। ১১২
স ত্বাং রামহিতে যুক্তং প্রত্যর্চয়তি সাগরঃ। কৃতে চ প্রতিকর্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। ১১৩

এই বানরশ্রেষ্ঠ আমাদের অতিথি এবং পূজ্য।।৯৮।। হে মৈনাক, সোনায় তৈরী তোমার বিরাট নাভি তথা কেন্দ্র। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা তোমার সেবা করেন। হনুমান তোমার ওপরে বিশ্রাম করে তারপর অবশিষ্ট পথ যাবেন *(উঁচু জায়গা হলো বিশ্রামের যোগ্য স্থান)* ।।৯৯।। রামচন্দ্রের কারুণ্য, সীতার নির্বাসন এবং বানরপতি হনুমানের পরিশ্রমের কথা ভালোভাবে বিবেচনা করে তোমার উঠে দাঁড়ানো উচিত।।১০০।। লবণ-সমুদ্রের ঐ কথা শুনে স্বর্ণনাভ মৈনাক বিরাট বিরাট গাছ আর লতাপাতা নিয়ে জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন।।১০১।। মেঘ বিদীর্ণ করে দীপ্তকিরণ সূর্য যেমন উদিত হন, তেমনি সাগরের জলরাশি ভেদ করে মৈনাক-পর্বত সমুন্নত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।।১০২।। সাগরের অনুরোধে জলে-ঢাকা সেই মহান পর্বত শিখরগুলি তুলে দেখিয়ে দিলেন।।১০৩।। সূর্য যেমন উদিত হয়ে আকাশকে স্পর্শ করে, তেমনি এই পর্বতচূড়াগুলিও আকাশকে স্পর্শ করছে। চূড়াগুলিতে রয়েছে কিন্নর আর বিশাল বিশাল সব সাপ *(শতকুম্ভ—সোনা। উরগ—উরসা অর্থাৎ বুক দিয়ে চলে বলে সাপ হচ্ছে উরগ)* ।।১০৪।। মৈনাকপর্বতের উঁচুতে-ওঠা সোনার শিখরগুলি শাণিত উজ্জ্বল অস্ত্রের মতো ঝকমকে আকাশকে সোনার রঙে রাঙিয়ে দিলো।।১০৫।। প্রদীপ্ত সোনার শিখরগুলি প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠায় সেই পর্বতশ্রেষ্ঠকে শত সূর্যের মতো ভাস্বর দেখাচ্ছিলো।।১০৬।। লবণ-সমুদ্রের মধ্যে সামনে হঠাৎ উঠে-দাঁড়ানো এই পর্বতকে হনুমান মনে করলেন এক বিঘ্ন।।১০৭।। অত্যন্ত বেগবান বায়ু যেমন মেঘকে ঠেলে ফেলে দেয়, তেমনি মহাবেগবান হনুমান সেই সমুন্নত পর্বতশৃঙ্গকে বুক দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলেন।।১০৮।। এইভাবে হনুমানের দ্বারা পাতিত হয়ে সেই পর্বতরাজ মৈনাক তখন সেই বানরের শক্তি অনুভব করে আনন্দে শব্দ করতে লাগলেন।।১০৯।। পর্বতরাজ আনন্দিতচিত্তে প্রীতির সঙ্গে আকাশে উঠে গিয়ে বীর বানরকে বলতে লাগলেন—*(আপাত জড়তার অন্তরালে চৈতন্যময় দেবশক্তির অস্তিত্ব ভারত বিশ্বাস করে। তাই পর্বতের দৈবীসত্তা আকাশে উঠে কথা বলতে পারেন)* ।।১১০।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি দেখছি নিজে মানুষের রূপধারণ করেছো। আমার শিখরে উপস্থিত হয়ে এই দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করছো।।১১১।। আমার শৃঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুখে বিশ্রাম করে তারপর তুমি এগিয়ে যাও। রামচন্দ্রের বংশে পূর্বে জন্মেছিলেন যে সগর, তিনি খনন করে এই সাগরকে পরিবর্ধিত করেছিলেন।।১১২।। সাগর এখন রামের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করে তোমায় অর্চনা করছেন। উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার করা হচ্ছে চিরকালীন ধর্ম *(কৃতে চ প্রতিকর্তব্যম্—সনাতনধর্মের মূল্যবোধ)* ।।১১৩।। সাগর এখন

সোঽয়ং তৎপ্রতিকারার্থী ত্বত্তঃ সম্মানর্মহতি। ত্বন্নিমিত্তমনেনাহং বহুমানাৎ প্রচোদিতঃ।। ১১৪
যোজনানাং শতং চাপি কপিরেষ খমাপ্লুতঃ। তব সানুষু বিশ্রান্তঃ শেষং প্রক্রমতামিতি।। ১১৫
তিষ্ঠ ত্বং হরিশার্দূল ময়ি বিশ্রম্য গম্যতাম্। তদিদং গন্ধবৎ স্বাদু কন্দ-মূল-ফলং বহু।। ১১৬
তদাস্বাদ্য হরিশ্রেষ্ঠ বিশ্রান্তোঽথ গমিষ্যসি। অস্মাকমপি সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য ত্বয়াস্তি বৈ।
প্রখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মহাগুণপরিগ্রহঃ।। ১১৭
বেগবন্তঃ প্লবন্তো যে প্লবগা মারুতাত্মজ। তেষাং মুখ্যতমং মন্যে ত্বামহং কপিকুঞ্জর।। ১১৮
অতিথিঃ কিল পূজার্হঃ প্রাকৃতোঽপি বিজানতা। ধর্মং জিজ্ঞাসমানেন কিং পুনর্যাদৃশো ভবান্।। ১১৯
ত্বং হি দেববরিষ্ঠস্য মারুতস্য মহাত্মনঃ। পুত্রস্তস্যৈব বেগেন সদৃশঃ কপিকুঞ্জর।। ১২০
পূজিতে ত্বয়ি ধর্মজ্ঞে পূজাং প্রাপ্নোতি মারুতঃ। তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়ো মে শৃণু চাপ্যত্র কারণম্।। ১২১
পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্। তেঽপি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুডা ইব বেগিনঃ।। ১২২
ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ। ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশঙ্কয়া।। ১২৩
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ। পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ।। ১২৪
স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্। ততোঽহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা।। ১২৫
অস্মিংল্লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম। গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ।। ১২৬
ততোঽহং মানয়ামি ত্বাং মান্যোঽসি মম মারুতে। ত্বয়া মমৈষ সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য মহাগুণঃ।। ১২৭
অস্মিন্নেবংগতে কার্যে সাগরস্য মমৈব চ। প্রীতিং প্রীতমনাঃ কর্তুং ত্বমর্হসি মহামতে।। ১২৮

রঘুবংশের উপকার করতে চান। তাতে সম্মতি দিয়ে আপনার এখন তাঁকে সম্মানিত করা উচিত। সেইজন্যে তিনি প্রভূত সম্মানের সঙ্গে আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।।১১৪।। বলেছেন, এই কপি আকাশে একশত যোজন উড়ে এসেছেন। এখন তোমার প্রস্থে বিশ্রাম করে পরে অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করুন *(খ—আকাশ। শেষ—অবশিষ্ট। প্রক্রমতাম্—অতিক্রম করুন)* ।।১১৫।। তাই হে বানরশ্রেষ্ঠ, আপনি থাকুন। আমার সানুদেশে বিশ্রাম করে তারপর যাবেন। দেখুন, এখানে সুস্বাদু এবং সুগন্ধ বহু ফল, মূল আর কন্দ রয়েছে।।১১৬।। হে কপিমুখ্য, এইগুলি আস্বাদন করে বিশ্রাম করুন। তারপরে আপনি যাবেন। আপনার সঙ্গে আমাদেরও একটা আত্মীয়তা আছে। সেটি ত্রিভুবনে সুবিদিত এবং মহাগুণযুক্ত।।১১৭।। হে বায়ুপুত্র, হে কপিশ্রেষ্ঠ, যে বানরেরা দ্রুতবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমি মনে করি আপনি তাদের মধ্যে প্রধান।।১১৮।। বিশেষভাবে যিনি ধর্ম জানতে চান, তাঁর সঙ্গে অতি -সাধারণ অতিথিও পূজনীয়। আর আপনার মতো মহজ্জনের তো কথাই নেই।।১১৯।। হে কপিবর, আপনি দেবমুখ্য মহাত্মা মারুতের পুত্র। চলার গতিতে তাঁরই তুল্য *(কুঞ্জর—হস্তী, শ্রেষ্ঠ)* ।।১২০।। আপনি ধর্মজ্ঞ। আপনাকে পূজা করলে মারুতই সেই পূজা পেয়ে থাকেন। তাই, আপনি আমার পূজনীয়। তার একটা কারণও আছে। সেটি শুনুন।।১২১।। হে তাত, পুরাকালে সত্যযুগে পাহাড়গুলি ছিলো পাখাযুক্ত। বেগশালী গরুড়ের মতো তারা সকল দিকে উড়ে যেতো।।১২২।। তারা উড়ে যেতে থাকলে মাথার উপর যদি পড়ে যায় এই আশঙ্কায় সকল প্রাণী এবং ঋষিরা দেবতাদের সঙ্গে ভয় পেয়ে গেলেন।।১২৩।। রেগে গিয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পাহাড়গুলির পাখাগুলি কেটে দিলেন।।১২৪।। ক্রুদ্ধ সেই দেবরাজ বজ্র তুলে আমার কাছে উপস্থিত হলে হঠাৎ মহাত্মা পবনদেব আমায় ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেন।।১২৫।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তারপর আমি এই লবণ-সমুদ্রে পড়ে যাই। আমার পাখাগুলি লুকিয়ে রেখেছি। আপনার বাবা আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করেছেন।।১২৬।। হে পবনপুত্র, আপনি মাননীয়। তাই আপনাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করছি। হে কপিপ্রধান, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত গুণযুক্ত।।১২৭।। এখন প্রত্যুপকারের সময় উপস্থিত হয়েছে। হে বিশালবুদ্ধে, প্রীতচিত্তে সাগর আর আমার প্রীতি আপনাকে এখন সম্পাদন করতে হবে।।১২৮।। হে বানরোত্তম, আপনি শ্রম অপনোদন করুন। আমাদের প্রীতি

শ্রমং মোক্ষয় পূজাঞ্চ গৃহাণ হরিসত্তম। প্রীতিঞ্চ মম মান্যস্য প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ।। ১২৯
এবমুক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠস্তং নগোত্তমমব্রবীৎ। প্রীতোঽস্মি কৃতমাতিথ্যং মন্যুরেযোঽপনীয়তাম্।। ১৩০
ত্বরতে কার্যকালো মে অহশ্চাপ্যতিবর্ততে। প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা।। ১৩১
ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈলমালভ্য হরিপুঙ্গবঃ। জগামাকাশমাবিশ্য বীর্যবান্ প্রহসন্নিব।। ১৩২
স পর্বত-সমুদ্রাভ্যাং বহুমানাদবেক্ষিতঃ। পূজিতশ্চোপপন্নাভিরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ।। ১৩৩
অথোর্দ্ধং দূরমাগত্য হিত্বা শৈল-মহার্ণবৌ। পিতুঃ পন্থানমাসাদ্য জগাম বিমলেঽম্বরে।। ১৩৪
ভূয়শ্চোর্ধ্বং গতিং প্রাপ্য গিরিং তমবলোকয়ন্। বায়ুসূনুর্নিরালম্বো জগাম কপিকুঞ্জরঃ।। ১৩৫
তদ্দ্বিতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্। প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।। ১৩৬
দেবতাশ্চাভবন্ হৃষ্টাস্তত্রস্থাস্তস্য কর্মণা। কাঞ্চনস্য সুনাভস্য সহস্রাক্ষশ্চ বাসবঃ।। ১৩৭
উবাচ বচনং ধীমান্ পরিতোষাৎ সগদ্গদম্। সুনাভং পর্বতশ্রেষ্ঠং স্বয়মেব শচীপতিঃ।। ১৩৮
হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভৃশম্। অভয়ং তে প্রযচ্ছামি গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।। ১৩৯
সাহ্যং কৃতং তে সুমহদ্ বিশ্রান্তস্য হনূমতঃ। ক্রমতো যোজনশতং নির্ভয়স্য ভয়ে সতি।। ১৪০
রামস্যৈষ হিতায়ৈব যাতি দাশরথেঃ কপিঃ। সৎক্রিয়াং কুর্বতা শক্ত্যা তোষিতোঽস্মি দৃঢং ত্বয়া।। ১৪১
স তৎপ্রহর্ষমলভদ্ বিপুলং পর্বতোত্তমঃ। দেবতানাং পতিং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টং শতক্রতুম্।। ১৪২
স বৈ দত্তবরঃ শৈলো বভূবাবস্থিতস্তদা। হনূমাংশ্চ মুহূর্তেন ব্যতিচক্রাম সাগরম্।। ১৪৩

এবং পূজা গ্রহণ করুন। আপনার দর্শনে আমি প্রীত হয়েছি।।১২৯।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে মৈনাক এইরকম বলার পর তিনিও পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে বললেন, আমি প্রীত হয়েছি। তোমার আতিথ্য যথেষ্ট হয়েছে। আর গ্রহণ করতে পারছি না বলে রাগ কোরো না।।১৩০।। কার্যকাল আমায় তাড়া দিচ্ছে। দিনও প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর আমি প্রতিজ্ঞাও করেছি যে মধ্যে কোথাও দাঁড়াবো না।।১৩১।। বীর্যবান কপিবর এই কথা বলে পাহাড়টিকে হাত বুলিয়ে আদর করে যেন হাসতে হাসতে আকাশে উঠে উড়ে চলতে লাগলেন।।১৩২।। পর্বত এবং সমুদ্র সসম্মানে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো। তিনি তাদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন এবং যথোচিতভাবে আশীর্বাদে অভিনন্দিতও হয়েছেন।।১৩৩।। তারপর, পর্বত এবং মহাসাগরকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে পিতা পবনের পথ অবলম্বন করে নির্মল আকাশে তিনি চলতে লাগলেন।।১৩৪।। বায়ুপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান আরো উঁচুতে উঠে সেই পর্বতকে দেখতে দেখতে কোনো অবলম্বন না নিয়েই বেগে উড়তে লাগলেন।।১৩৫।। দেবতাসকল, সিদ্ধ এবং মহর্ষিরা হনুমানের সেই অত্যন্ত দুষ্কর দ্বিতীয় কর্ম দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন *(হনুমানের প্রথম দুষ্কর কর্ম হলো সমুদ্র লঙ্ঘন। দ্বিতীয় দুষ্কর কর্ম হলো দীর্ঘপথে এই মৈনাকপর্বতে বিশ্রাম না করে অবিরাম উড়ে চলা)* ।।১৩৬।। সেইখানে বসবাসকারী দেবগণ হনুমানের প্রতি সুন্দর মধ্যভাগসমন্বিত সুবর্ণময় মৈনাকপর্বতের ঐ সদাচরণে আনন্দিত হলেন। তারপর সহস্রলোচন ইন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন *(সহস্রাক্ষ—সহস্রলোচন। বাসব—ইন্দ্র)* ।।১৩৭।। শচীপতি ধীমান ইন্দ্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুন্দর-মধ্যভাগযুক্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে গদগদভাবে বললেন—।।১৩৮।। হে শৈলরাজ, সোনায় তৈরী তোমার নাভি তথা মধ্যভাগ। তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমায় আমি অভয় দিচ্ছি। হে স্নিগ্ধমূর্তে, তুমি ইচ্ছামতো গমন করো।।১৩৯।। এই ভয়ের মধ্যেই হনুমান নির্ভয় চিত্তে শতযোজন অতিক্রম করেছেন। সেই পরিশ্রান্ত হনুমানকে সেবা করেছো।।১৪০।। দশরথ-নন্দন রামের মঙ্গলের জন্য এই বানর যাত্রা করেছেন। যথাসাধ্য তুমি তাঁর সেবা করায় আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেছি।।১৪১।। দেবতাদের অধিপতি, শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট দেখে শৈলশ্রেষ্ঠ মৈনাক পরম আনন্দলাভ করলেন।।১৪২।। দেবরাজের কাছ থেকে বরলাভ করে মৈনাকপর্বত তখন সেখানেই রয়ে গেলেন। আর হনুমান মুহূর্তের মধ্যেই সাগর অতিক্রম করে চলে গেলেন।।১৪৩।। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিরা তখন সূর্যের

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। অব্রুবন্ সূর্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্।। ১৪৪
অয়ং বাতাত্মজঃ শ্রীমান্ দ্রবতে সাগরোপরি। হনুমান্নাম তস্য ত্বং মুহূর্তং বিঘ্নমাচর।। ১৪৫
রাক্ষসং রূপমাস্থায় সুঘোরং পর্বতোপমম্। দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাক্ষং বক্ত্রং কৃত্বা নভঃস্পৃশম্।। ১৪৬
বলমিচ্ছামহে জ্ঞাতুং ভূয়শ্চাস্য পরাক্রমম্। ত্বাং বিজেষ্যত্যুপায়েন বিষাদং বা গমিষ্যতি।। ১৪৭
এবমুক্তা তু সা দেবী দৈবতৈরভিসৎকৃতা। সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিভ্রতী রাক্ষসং বপুঃ।। ১৪৮
বিকৃতঞ্চ বিরূপঞ্চ সর্বস্য চ ভয়াবহম্। প্লবমানং হনূমন্তমাবৃত্যেদমুবাচ হ।। ১৪৯
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমীশ্বরৈর্বানরর্ষভঃ। অহং ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি প্রবিশেদং মমাননম্।। ১৫০
বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেভি সত্বরা। ব্যাদায় বক্ত্রং বিপুলং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ।। ১৫১
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রহৃষ্টবদনোঽব্রবীৎ। রামো দাশরথির্নাম প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চাপি ভার্যয়া।। ১৫২
অন্যকার্যবিষক্তস্য বদ্ধবৈরস্য রাক্ষসৈঃ। তস্য সীতা হৃতা ভার্যা রাবণেন যশস্বিনী।। ১৫৩
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ। কর্তুমর্হসি রামস্য সাহ্যং বিষয়বাসিনি।। ১৫৪
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্। আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে।। ১৫৫
এবমুক্তাহনুমতা সুরসা কামরূপিণী। অব্রবীন্নাতিবর্তেন্মাং কশ্চিদেষ বরো মম।। ১৫৬
তং প্রয়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সুরসা বাক্যমব্রবীৎ। বলং জীজ্ঞাসমানা সা নাগমাতা হনূমতঃ।। ১৫৭
নিবিশ্য বদনং মেঽদ্য গন্তব্যং বানরোত্তম। বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা।। ১৫৮

মতো সমুজ্জ্বল নাগমাতা সুরসাকে বললেন— ।।১৪৪।। এই দেখো, বায়ুপুত্র সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। হনুমান তার নাম। মুহূর্তের মধ্যেই তুমি তার বাধা সৃষ্টি করো।।১৪৫।। পর্বতপ্রমাণ, অত্যন্ত ভীষণ রাক্ষসের রূপ তুমি ধারণ করো। তোমার বিশাল মুখটি যেন আকাশকে ছুঁতে পারে। দাঁতগুলি করো বিকট, আর চোখ করো পিঙ্গলবর্ণ।।১৪৬।। কোন্ উপায়ে বা তিনি তোমায় পরাজিত করবেন? না পারলে বিষণ্ণ হবেন তিনি। তাঁর পরাক্রমই বা কি তা আমরা জানতে চাইছি।।১৪৭।। দেবতারা দেবী সুরসাকে এই কথা বললেন। তিনিও সমুদ্রের মধ্যেই ধারণ করলেন রাক্ষসের দেহ।।১৪৮।। সকলের কাছে ভয়াবহ বিকৃত এবং কুৎসিত রূপ ধারণ করে তিনি হনুমানকে উড়ে চলার পথ অবরোধ করে বলতে লাগলেন— ।।১৪৯।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে খেয়ে ফেলার জন্য দেবতারা আমায় আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমায় খাবো। আমার মুখে তুমি প্রবেশ করো।।১৫০।। পূর্বেই বিধাতা আমায় এই বর দিয়েছিলেন। এই বলে সুরসা তাড়াতাড়ি তার বিরাট মুখটি হাঁ-করে হনুমানের সামনে দাঁড়িয়ে রৈলো।।১৫১।। সুরসা এই কথা বলার পর হনুমানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি তখন বললেন, দশরথের পুত্র রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ। এবং পত্নী বিদেহরাজপুত্রী সীতা।।১৫২।। কোনো এক কাজের জন্য রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হলো। রাবণ তখন তাঁর প্রখ্যাতা পত্নী সীতাকে হরণ করেছে।।১৫৩।। আপনি তো রামের রাজ্যেই বাস করেন। রামের নির্দেশে আমি দূত হয়ে সীতার কাছেই চলেছি। রামের সাহায্য তোমারও করা উচিত।।১৫৪।। দেখো, সীতা এবং অনলস রামকে দেখে ফিরে এসে আমি তোমার মুখে প্রবেশ করবো, এ আমি সত্য করে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।।১৫৫।। হনুমান এইরকম বলার পর ইচ্ছামতোরূপধারণকারিণী সুরসা বললেন, আমায় কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। এই বর আমি পেয়েছি।।১৫৬।। হনুমানকে উড়ে চলে যেতে দেখে অতঃপর নাগমাতা সুরসা তাঁর শক্তি জানবার জন্য বললেন— ।।১৫৭।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমায় আজ আমার মুখে প্রবেশ করে যেতে হবে। বিধাতা এই বর আমায় পূর্বে দিয়েছেন।।১৫৮।। এই কথা বলে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর বিরাট মুখটি হাঁ-করে হনুমানের সামনে

ব্যাদায় বিপুলং বক্ত্রং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ। এবমুক্তঃ সুরসয়া ক্রুদ্ধো বানরপুঙ্গবঃ।। ১৫৯
অব্রবীৎ কুরু তে বক্ত্রং যেন মাং বিষহিষ্যসি। ইত্যুক্ত্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তাম্।। ১৬০
দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবত্তদা। তং দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং দশযোজনমায়তম্।
চকার সুরসাপ্যাস্যং বিংশদ্‌যোজনমায়তম্।। ১৬১
হনুমাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তঃ। চকার সুরসা বক্ত্রং চত্বারিংশত্তথোচ্ছ্রিতম্।। ১৬২
বভূব হনুমান্‌বীরঃ পঞ্চাশদ্‌যোজনোচ্ছ্রিতঃ। চকার সুরসা বক্ত্রং ষষ্টিং যোজনমুচ্ছ্রিতম্।। ১৬৩
তদৈব হনুমান্ বীরঃ সপ্ততিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ। চকার সুরসা বক্ত্রমশীতিং যোজনোচ্ছ্রিতম্।। ১৬৪
হনুমাননলপ্রখ্যো নবতীং যোজনোচ্ছ্রিতঃ। চকার সুরসা বক্ত্রং শতযোজনমায়তম্।। ১৬৫
তদ্‌দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্। দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্।। ১৬৬
স সংক্ষিপ্যাত্মনঃ কায়ং জীমূত ইব মারুতিঃ। তস্মিন্মুহূর্তে হনুমান্ বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।। ১৬৭
সোঽভিপদ্যাথ তদ্বক্ত্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ। অন্তরীক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৬৮
প্রবিষ্টোঽস্মি হি তে বক্ত্রং দাক্ষায়ণি নমোঽস্তু তে। গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশ্চাসীদ্ বরস্তব।। ১৬৯
তং দৃষ্ট্বা বদনান্মুক্তং চন্দ্রং রাহুমুখাদিব। অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ বানরম্।। ১৭০
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্। সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা।। ১৭১
তৎতৃতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্। সাধু সাধ্বিতি ভূতানি প্রশশংসুস্তদা হরিম্।। ১৭২
স সাগরমনাধৃষ্যমভ্যেত্য বরুণালয়ম্। জগামাকাশমাবিশ্য বেগেন গরুড়োপমঃ।। ১৭৩

দাঁড়ালেন। সুরসা এই কথা বলার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রেগে বললেন—।।১৫৯।। বেশ, যেভাবে তুমি আমায় গ্রাস করতে পারো, সেইভাবে মুখটি বিস্তার করো। সুরসাকে রেগে এই কথা তিনি বললেন। সুরসার মুখটি তখন ছিলো দশযোজন বিস্তৃত।।১৬০।। হনুমান তখন নিজে হয়ে গেলেন দশযোজন বিস্তৃত। মেঘের মতো দেখতে হনুমানকে দশযোজন বিস্তৃত দেখে সুরসাও তার মুখটি তখন বিশযোজন বিস্তৃত করলেন।।১৬১।। হনুমানও তখন রেগে গিয়ে ত্রিশযোজন আয়ত হয়ে গেলেন। সুরসাও এবার তাঁর মুখটিকে চল্লিশ যোজন বিস্তৃত করলেন।।১৬২।। বীর হনুমান তখন পঞ্চাশ যোজন উঁচু আকার ধারণ করলেন। সুরসা মুখটিকে করলেন ষাটযোজন প্রসারিত।।১৬৩।। তখনই বীর হনুমান সত্তর যোজন বিস্তৃত রূপধারণ করলেন। সুরসাও মুখটিকে করলেন আশীযোজন বিস্তৃত।।১৬৪।। তারপর আগুনের মতো দেখতে হনুমান নব্বুইযোজন বিস্তৃত হলেন। সুরসা মুখকে করলেন একশত যোজন প্রসারিত *(প্রখ্য—সম, তুল্য)* ।।১৬৫।। বুদ্ধিমান বায়ুপুত্র তখন দেখলেন সুরসা তার মুখটিকে বিরাট করে হাঁ-করেছে। বেরিয়ে এসেছে তার লম্বা জিহ্বা। সেটি নরকের মতো দেখতে ভীষণ *(ব্যাদিত—প্রসারিত। সুভীম—অত্যন্ত ভীষণ)*।।১৬৬।। তা দেখে মারুতপুত্র হনুমান মেঘের মতো নিজের দেহটিকে ছোটো করে নিলেন। সেই মুহূর্তে হনুমানের শরীরের আকার হয়ে গেলো বুড়ো আঙুলের মতো *(কায়—শরীর। জীমূত—মেঘ)* ।।১৬৭।। মহাবলী হনুমান এইভাবে সুরসার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে এলেন। এবার অন্তরীক্ষে অবস্থান করে শ্রীমান হনুমান বললেন—।।১৬৮।। হে দেবি দাক্ষায়ণি, আপনার মুখে আমি প্রবেশ করেছি। আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনার বর সত্য হলো। বৈদেহী সীতা যেখানে আছেন আমি এখন সেখানে যাই।।১৬৯।। রাহুর মুখ থেকে চন্দ্র যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলেন হনুমান। তখন নিজের পূর্বের স্বাভাবিকরূপ ধারণ করে তিনি বানর হনুমানকে বললেন—।।১৭০।। হে সৌম্য বানরশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তুমি সুখেই গমন করো। রঘুবংশধর মহাত্মা রামচন্দ্রের কাছে সীতাকে নিয়ে এসো।।১৭১।। সুরসার মুখে গমন ও নির্গমনরূপ অত্যন্ত কষ্টকর অদ্‌ভুত এই কার্য দেখে তখন জীবগণ "বাঃ বেশ, বাঃ বেশ" বলে হনুমানকে প্রশংসা করতে লাগলেন।।১৭২।। বরুণালয় সাগরকে আক্রমণ না করে ওপর দিয়ে আকাশপথে তিনি গরুড়ের মতো দ্রুত উড়ে যেতে লাগলেন।।১৭৩।। গরুড়ের মতো হনুমান আকাশপথে উড়ে যেতে লাগলেন। আকাশে রয়েছে

সেবিতে বারিধারাভিঃ পতগৈশ্চ নিষেবিতে। চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈরাবতনিষেবিতে।। ১৭৪
সিংহ-কুঞ্জর-শার্দূল-পতগোরগবাহনৈঃ। বিমানৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ সমলঙ্কৃতে।। ১৭৫
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ পাবকৈরিব শোভিতে। কৃতপুণ্যৈঃ মহাভাগৈঃ স্বর্গজিদ্ভিরধিষ্ঠিতে।। ১৭৬
বহতা হব্যমত্যন্তং সেবিতে চিত্রভানুনা। গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রার্ক-তারাগণবিভূষিতে।। ১৭৭
মহর্ষিগণ-গন্ধর্ব-নাগ-যক্ষসমাকুলে। বিবিক্তে বিমলে বিশ্বে বিশ্বাবসুপনিষেবিতে।। ১৭৮
দেবরাজ-গজাক্রান্তে চন্দ্র-সূর্যপথে শিবে। বিতানে জীবলোকস্য বিমলে ব্রহ্মনির্মিতে।। ১৭৯
বহুশঃ সেবিতে বীরৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বৃতে। জগাম বায়ুমার্গে চ গরুত্মানিব মারুতিঃ।। ১৮০
হনুমান্ মেঘজালানি প্রাকর্ষন্ মারুতো যথা। কালাগুরুসবর্ণানি রক্ত-পীত-সিতানি চ।। ১৮১
কপিনা কৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে। প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ১৮২
প্রাবৃষীন্দুরিবাভাতি নিষ্পতন্ প্রবিশংস্তদা। প্রদৃশ্যমানঃ সর্বত্র হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ১৮৩
ভেজেঽম্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্। প্লবমানং তু তং দৃষ্টা সিংহিকা নাম রাক্ষসী।। ১৮৪
মনসা চিন্তয়ামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী। অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা।। ১৮৫
ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্য বশমাগতম্। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসাচ্ছায়ামস্য সমাক্ষিপৎ।। ১৮৬
ছায়ায়াং গৃহ্যমানায়াং চিন্তয়ামাস বানরঃ। সমাক্ষিপ্তোঽস্মি সহসা পঙ্গুকৃতপরাক্রমঃ।। ১৮৭
প্রতিলোমেন বাতেন মাহনৌরিব সাগরে। তির্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ।। ১৮৮

তখন মেঘপুঞ্জ। পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে শোভা পাচ্ছে কৈশিক-রাগে নিপুণ গায়কবৃন্দ। ঐরাবত হস্তী সেখানে বিচরণ করে *(বারিধর—মেঘ। পতগ—পাখী)* ।।১৭৪।। আকাশপথে ঝকঝকে বিমান সব উড়ছে। বিমানের বাহন হলো সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী এবং সর্প।।১৭৫।। বিমানে বসে রয়েছেন স্বর্গবিজয়ী পুণ্যকর্মা মহাত্মারা। বজ্রের সঙ্ঘর্ষে যেমন উজ্জ্বল অগ্নিশিখা দেখা দেয়, তারই মতো প্রদীপ্ত তাঁরা দেখতে।।১৭৬।। আহুতির দ্রব্য দেবতাদের কাছে নিয়ে যায় যে অগ্নি, সেই পবিত্র অগ্নি, ওই বিমানে ছিলো রক্ষিত। আকাশ তখন ছিলো গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এবং তারায় বিভূষিত।।১৭৭।। বিমানের চলার পথে নীচে দেখা যাচ্ছে মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ এবং যক্ষবৃন্দকে। নির্মল ধরিত্রীতে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু বাস করছেন।।১৭৮।। দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তীরা চন্দ্র এবং সূর্যের চলার সেই আকাশপথে আক্রমণ চালায়। ব্রহ্মা ধরিত্রীর উপরে বিমল সামিয়ানার মতো সেই বিমল আকাশটিকে সৃষ্টি করেছেন।।১৭৯।। বীর বিদ্যাধরেরা সেই আকাশপথকে সেবা করছে। বায়ুপুত্র হনুমান গরুড়ের মতো সেই আকাশপথে উড়ে গেলেন।।১৮০।। বায়ুর মতো হনুমান মেঘরাজিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মেঘের বর্ণ কোথাও কালো অগুরুর মতো। কোথাও বা লাল। কোথাও বা হলুদ। আবার কোথাও শাদা।।১৮১।। শ্রীহনুমান সেই মেঘপুঞ্জের মধ্যে কখনো ঢুকে পড়ছেন। কখনো বেরিয়ে আসছেন। তাতে তাঁর দেহের দীপ্তিতে মেঘেদের ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো *(অভ্র—মেঘ। সিত—শাদা। চকাশিরে—শোভা পাচ্ছিলো)* ।।১৮২।। বর্ষাকালে চন্দ্র যেমন কখনো মেঘের পুঞ্জে প্রবেশ করে, আবার বেরিয়ে আসে, বায়ুপুত্র হনুমানকে ঠিক তেমনিই সর্বত্র দেখাচ্ছিলো।।১৮৩।। অবলম্বনহীন সেই আকাশে তখন পাখাযুক্ত পর্বতরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন শ্রীহনুমান। তাঁকে উড়তে দেখে সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী মনে মনে চিন্তা শুরু করলো।।১৮৪।। সেই রাক্ষসী ছিলো বর্ষীয়সী। আর ইচ্ছে মতো সে রূপ ধরতে পারতো। সে ভাবলো, আজ দীর্ঘকাল পরে আমি একে ভোজন করতে পারবো।।১৮৫।। বহুদিন পরে এই এক বিরাট প্রাণী আমার আয়ত্তে এলো এইরকম চিন্তা করে সে হনুমানের ছায়াকে আকর্ষণ করলো।।১৮৬।। বানর হনুমান ভেবে দেখলেন, রাক্ষসী আমার ছায়া আকর্ষণ করায় আমার পরাক্রম হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেলো।।১৮৭।। সাগরে প্রতিকূল বায়ুতে বিপর্যস্ত বিরাট নৌকার মতোই হয়েছে দেখছি আমার অবস্থা। বানর তখন সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নীচে তাকাতে লাগলেন।।১৮৮।। তিনি দেখলেন, লবণসমুদ্র হতে এক বিরাট প্রাণী

দদর্শ স মহাসত্ত্বমুত্থিতং লবণাম্ভসি। তদ্দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মারুতির্বিকৃতাননাম্।। ১৮৯
কপিরাজ্ঞা যথাখ্যাতং সত্ত্বমদ্ভুতদর্শনম্। ছায়াগ্রাহি মহাবীর্যং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ।। ১৯০
স তাং বুদ্ধ্বাঽর্থতত্ত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ। ব্যবর্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ।। ১৯১
তস্য সা কায়মুদ্বীক্ষ্য বর্ধমানং মহাকপেঃ। বক্ত্রং প্রসারয়ামাস পাতালাম্বরসন্নিভম্।। ১৯২
ঘনরাজীব গর্জন্তী বানরং সমভিদ্রবৎ। স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহন্মুখম্।। ১৯৩
কায়মাত্রঞ্চ মেধাবী মর্মাণি চ মহাকপিঃ। স তস্যা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ।। ১৯৪
সংক্ষিপ্য মুহুরাত্মানং নিপপাত মহাকপিঃ। আস্যে তস্যা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ।। ১৯৫
গ্রস্যমানং যথা চন্দ্রং পূর্ণং পর্বণি রাহুণা। ততস্তস্যা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্ম্মাণ্যুৎকৃত্য বানরঃ।। ১৯৬
উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ। তাং তু দিষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দাক্ষিণ্যেন নিপাত্য সঃ।। ১৯৭
কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরাত্মবান্। হৃতহৃৎ সা হনুমতা পপাত বিধুরাম্ভসি।
স্বয়ম্ভুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপতনে।। ১৯৮
তাং হতাং বানরেণাশু পতিতাং বীক্ষ্য সিংহিকাম্। ভূতান্যাকাশচারীণি তমূচুঃ প্লবগোত্তমম্।। ১৯৯
ভীমমদ্য কৃতং কর্ম মহৎ সত্ত্বং ত্বয়া হতম্। সাধয়ার্থমভিপ্রেতমরিষ্টং প্লবতাং বর।। ২০০
যস্য ত্বেতানি চত্বারি বানরেন্দ্র যথা তব। ধৃতির্দৃষ্টির্মতির্দাক্ষ্যং স কর্মসু ন সীদতি।। ২০১
স তৈঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ প্রতিপন্ন প্রয়োজনৈঃ। জগামাকাশমাবিশ্য পন্নগাশনবৎ কপিঃ।। ২০২

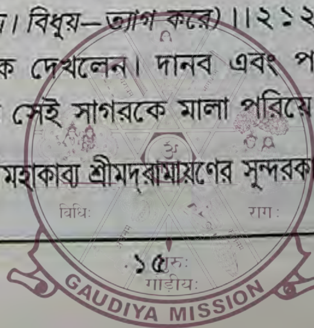
উঠে এসেছে। মারুতের পুত্র হনুমান সেই বিকৃতমুখীকে দেখে চিন্তা করলেন— ।।১৮৯।। কপিপতি সুগ্রীব ছায়াগ্রাহী অত্যন্ত শক্তিশালী যে প্রাণীর কথা বলেছিলেন নিঃসন্দেহে এটিই তাহলে সেই অদ্ভুতদর্শন প্রাণী।।১৯০।। বুদ্ধিমান হনুমান যথার্থই সিংহিকা বলে তাকে বুঝতে পেরে বর্ষার মেঘের মতো নিজের দেহকে বর্ধিত করলেন।।১৯১।। হনুমানের দেহকে বর্ধিত হতে দেখে সিংহিকা তখন আকাশ থেকে পাতালের মতো বিশাল আকারে মুখের হাঁ-করলো।।১৯২।। মেঘপুঞ্জের মতো গর্জন করতে করতে সে হনুমানের দিকে ধেয়ে গেলো। তখন হনুমান তার সেই বিশাল বিকৃত মুখটি দেখলেন।।১৯৩।। বিশালদেহী মেধাবী হনুমান তার দেহের আয়তন এবং মর্মস্থানগুলি দেখে নিলেন। হনুমানের দেহ বজ্রের আঘাতকে সহ্য করতে পারে।।১৯৪।। মহাকপি হনুমান নিজের দেহকে সংকোচন করে তার বিকৃত মুখের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যেই নিক্ষেপ করলেন। সিদ্ধ এবং চারণেরা তার মুখের মধ্যে তাকে ঢুকে যেতে দেখলেন।।১৯৫।। রাহুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্র যেন কবলিত হলো। তারপর সত্বর তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা সিংহিকার মর্মস্থান বিদীর্ণ করে ফেললেন।।১৯৬।। মনের মতো দ্রুতগামী তিনি। এবার উড়ে চললেন। ধৈর্যের সঙ্গে নৈপুণ্যের দ্বারা সানন্দে তাকে তিনি নিপাতিত করলেন *(দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশতঃ, সানন্দে। ধৃতি—ধৈর্য, দাক্ষিণ্য—নৈপুণ্য)* ।।১৯৭।। এইভাবে কপিবর হনুমান দ্রুত আবার নিজের দেহকে বর্ধিত করে ফেললেন। হনুমান তার *(সিংহিকার)* হৃদয় বিদীর্ণ করে ফেলায় আর্ত হয়ে সে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো। তার পতনের জন্যই ব্রহ্মা হনুমানকে সৃষ্টি করেছিলেন *(বিধুর + অম্ভসি = বিধুরাম্ভসি)* ।।১৯৮।। সিংহিকাকে বানর হনুমানের দ্বারা নিহত হয়ে পতিত হতে দেখে আকাশচারী প্রাণীরা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বললেন— ।।১৯৯।। হে হনুমন্, উল্লম্ফনকারী বানরদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সিংহিকাকে হত্যা করে তুমি আজ ভয়ঙ্কর কাজ সম্পন্ন করেছো।।২০০।। হে বানরমুখ্য, যার ধৈর্য, সূক্ষ্মদর্শিতা, বুদ্ধি এবং দক্ষতা—এই চারটি গুণ আছে, সে কাজ করতে গিয়ে কখনো ব্যর্থ হয় না *(দৃষ্টি—দূরদর্শিতা। মতি—বুদ্ধি)* ।।২০১।। পরিস্থিতি-পরবশ প্রয়োজন তিনি সুষ্ঠুভাবে সাধন করেছেন। তাই তিনি পূজ্য। গগনচারীরা সম্যগ্‌ভাবে পূজা করার পর সেই বানর গরুড়ের মতো আকাশে উড়ে চলতে লাগলেন *(পন্নগ + অশন = পন্নগাশন। পন্নগ তথা সাপকে যিনি ভোজন করেন সেই গরুড়)* ।।২০২।। তীরের সন্নিকটে এসে তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

প্রাপ্তভূয়িষ্ঠপারস্তু সর্বতঃ পরিলোকয়ন্‌। যোজনানাং শতস্যান্তে বনরাজীং দদর্শ সঃ।। ২০৩
দদর্শ চ পতন্নেব বিবিধদ্রুমভূষিতম্‌। দ্বীপং শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ।। ২০৪
সাগরং সাগরানূপান্‌ সাগরানূপজান্‌ দ্রুমান্‌। সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ৎ।। ২০৫
স মহামেঘসঙ্কাশং সমীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্‌। নিরুন্ধন্তমিবাকাশং চকার মতিমান্মতিম্‌।। ২০৬
কায়বৃদ্ধিং প্রবেগঞ্চ মম দৃষ্ট্বৈব রাক্ষসাঃ। ময়ি কৌতূহলং কুর্যুরিতি মেনে মহামতিঃ।। ২০৭
ততঃ শরীরং সংক্ষিপ্য তন্মহীধরসন্নিভম্‌। পুনঃ প্রকৃতিমাপেদে বীতমোহ ইবাত্মবান্‌।। ২০৮
তদ্‌রূপমতিসংক্ষিপ্য হনুমান্‌ প্রকৃতৌ স্থিতঃ। ত্রীন্‌ ক্রমানিব বিক্রম্য বলি-বীর্যহরো হরিঃ।। ২০৯
স চারুনানাবিধরূপধারী পরং সমাসাদ্য সমুদ্রতীরম্‌।
পরৈরশক্যং প্রতিপন্নরূপঃ সমীক্ষিতাত্মা সমবেক্ষিতার্থঃ।। ২১০
ততঃ স লম্বস্য গিরেঃ সমৃদ্ধে বিচিত্রকূটে নিপপাত কূটে।
সকেতকোদ্দালক-নারিকেলে মহাভ্রকূটপ্রতিমো মহাত্মা।। ২১১
ততস্তু সম্প্রাপ্য সমুদ্রতীরং সমীক্ষ্য লঙ্কাং গিরিবর্যমূর্ধ্নি।
কপিস্তু তস্মিন্নিপপাত পর্বতে বিধূয় রূপং ব্যথয়ন্‌ মৃগ-দ্বিজান্‌।। ২১২
স সাগরং দানব-পন্নগাযুতং বলেন বিক্রম্য মহোর্মি-মালিনম্‌।
নিপত্য তীরে চ মহোদধেস্তদা দদর্শ লঙ্কামমরাবতীমিব।। ২১৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

দেখতে পেলেন একশত যোজন দূরের বনরাজিকে।।২০৩।। হে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান, নানা তরুরাজিতে ভূষিত দ্বীপকে সামনেই দেখতে পেলেন, দেখলেন মলয়পর্বতের উপবনসমূহ ।।২০৪।। দেখলেন তিনি দক্ষিণসমুদ্র, সাগরের নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ এবং সাগরতীরস্থ গাছপালাকেও। সাগরের পত্নীদের তথা নদী এবং সাগরের সঙ্গমগুলিও তিনি দেখলেন।।২০৫।। বুদ্ধিমান হনুমান নিজের দেহকে দেখলেন মহামেঘের মতো। সেটি যেন আকাশ ঢেকে দিয়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান তিনি ভাবলেন—।।২০৬।। আমার দেহের এই বৃদ্ধি এবং তীব্রগতি দেখে রাক্ষসেরা আমার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করবে।।২০৭।। এবার তিনি পাহাড়প্রমাণ নিজের শরীরটিকে সংকুচিত করে ফেললেন। ফিরে এলেন নিজের স্বাভাবিক অবস্থায়। মোহ পরিত্যাগ করে আত্মনিষ্ঠ যোগী যেমন নিজের আত্মস্বরূপে ফিরে আসেন, তেমনি তিনিও নিজের স্বরূপে ফিরে এলেন *(বি + ইত = বীত। বিশেষভাবে গত হলো বীত। "ই"-ধাতুর অর্থ গমন)* ।।২০৮।। বিশালকায় চেহারাটিকে অত্যন্ত ছোটো করে হনুমান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। বলির দর্প তিন পদক্ষেপে হরণ করলেন।।২০৯।। নানারকমের সুন্দর দেহ ধারণ করে কর্তব্যবোধে তিনি এবার ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করলেন।।২১০।। অতঃপর মহামেঘের মতো মহাত্মা হনুমান লম্ব-নামক পর্বতের শিখরে অবতরণ করলেন। শিখরটি ভারি সুন্দর। তাতে ছিলো কেতক, চালতা এবং নারকোল গাছ *(কেতক—কেয়াফুলের গাছ)* ।।২১১।। এবার সমুদ্রের তীরে এসে আরেকটি বিশাল পাহাড়ের চূড়ায় তিনি লঙ্কাকে ভালোভাবে দেখলেন। পূর্বের রূপ সম্বরণ করে পশুপাখীর ভয় উৎপাদন করে সেই পর্বতে তিনি নিপতিত হলেন *(মূর্ধ্নি—মাথায়, চূড়ায়। বিধূয়—ত্যাগ করে)* ।।২১২।। মহাসমুদ্রের তীরে এসে তিনি অমরাবতীর মতো সাজানো লঙ্কাকে দেখলেন। দানব এবং পন্নগ-সঙ্কুল সাগর তিনি পার হয়ে এসেছেন। বিশাল বিশাল ঢেউ যেন সেই সাগরকে মালা পরিয়ে দিয়েছিলো।।২১৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।



রক্ষোগণপরিরক্ষিতলঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বং বিচিন্তয়তঃ স্বদেহঞ্চ সঙ্কোচয়তো হনূমতশ্চন্দ্রোদয়সময়ে লঙ্কায়াং প্রবেশঃ।

স সাগরমনাধৃষ্যমতিক্রম্য মহাবলঃ। ত্রিকূটস্য তটে লঙ্কা স্থিতঃ স্বস্থো দদর্শ হ।। ১
ততঃ পাদপমুক্তেন পুষ্পবর্ষেণ বীর্যবান্। অভিবৃষ্টস্ততস্তত্র বভৌ পুষ্পময়ো হরিঃ।। ২
যোজনানাং শতং শ্রীমাংস্তীর্ত্বাপ্যুত্তমবিক্রমঃ। অনিঃশ্বসন্ কপিস্তত্র ন গ্লানিমধিগচ্ছতি।। ৩
শতান্যহং যোজনানাং ক্রমেয়ং সবহূন্যপি। কিং পুনঃ সাগরস্যান্তং সঙ্খ্যাতং শতযোজনম্।। ৪
স তু বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্লবতামপি চোত্তমঃ। জগাম বেগবাঁল্লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্।। ৫
শাদ্বলানি চ নীলানি গন্ধবন্তি বনানি চ। মধুমন্তি চ মধ্যেন জগাম নগবন্তি চ।। ৬
শৈলাংশ্চ তরুসঞ্ছন্নান্ বনরাজীশ্চ পুষ্পিতাঃ। অভিচক্রাম তেজস্বী হনুমান্ প্লবগর্যভঃ।। ৭
স তস্মিন্নচলে তিষ্ঠন্ বনান্যুপবনানি চ। স নগাগ্রে স্থিতাং লঙ্কাং দদর্শ পবনাত্মজঃ।। ৮
সরলান্ কর্ণিকারাংশ্চ খর্জূরাংশ্চ সুপুষ্পিতান্। প্রিয়ালান্ মুচুলিন্দাংশ্চ কূটজান্ কেতকানপি।। ৯
প্রিয়ঙ্গূন্ গন্ধপূর্ণাংশ্চ নীপান্ সপ্তচ্ছদাংস্তথা। অসনান্ কোবিদারাংশ্চ করবীরাংশ্চ পুষ্পিতান্।। ১০
পুষ্পভারনিবদ্ধাংশ্চ তথা মুকুলিতানপি। পাদপান্ বিহগাকীর্ণান্ পবনাধূতমস্তকান্।। ১১
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা বাপী পদ্মোৎপলাবৃতাঃ। আক্রীড়ান্ বিবিধান্ রম্যান্ বিবিধাংশ্চ জলাশয়ান্।। ১২
সন্ততান্ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বর্তুফলপুষ্পিতৈঃ। উদ্যানানি চ রম্যাণি দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।। ১৩

দ্বিতীয় (২) সর্গ

রাক্ষসদের দ্বারা লঙ্কা সুরক্ষিত। তাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য চিন্তা করে হনুমান নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করলেন। চন্দ্রোদয়কালে তাঁর লঙ্কায় প্রবেশ।

যে সাগরকে সহজে লঙ্ঘন করা যায় না সেই সাগরকে মহাবলশালী হনুমান অতিক্রম করে এলেন। ত্রিকূটপর্বতের সানুদেশে সুস্থ হয়ে বসে তিনি লঙ্কাকে দর্শন করলেন।। ১ ।। গাছ থেকে ফুলগুলি বৃষ্টির মতো তাঁর ওপর ঝরে পড়লো। তখন সেই বীর্যবান বানরকে মনে হচ্ছিলো, যেন তিনি ফুলেই তৈরী ।।২ ।। অতি উত্তম ছিলো তাঁর বিক্রম। তাই শ্রীমান হনুমান শতযোজন উড়ে এলেও পরিশ্রমের জন্য তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো না। কোনো গ্লানি তিনি অনুভব করলেন না।।৩।। মনে মনে ভাবলেন যে, আমি তো বহু শত যোজন উড়ে পার হয়ে যেতে পারি। গুণে গুণে এক'শ যোজন পার হয়ে সাগরের অপরপ্রান্তে যাওয়া তো তুচ্ছই বটে!।।৪।। বীর্যবানদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। যে বানরেরা লাফিয়ে চলে তাদের মধ্যেও তিনি উত্তম। তিনি দ্রুতগতিতে মহাসাগর অতিক্রম করে লঙ্কায় চলে গেলেন (উদধি—সমুদ্র) ।।৫।। পর্বতসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন। তৃণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন সেই বন ছিলো শ্যামল। ফুলের মধুগন্ধে সুরভিত।।৬।। বানরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী হনুমান গাছপালায়-ভরা সেই পাহাড় আর ফুলে-ফুলে ভরা সেই বনগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে গেলেন।।৭।। বায়ুপুত্র হনুমান। পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ায় স্থিত লঙ্কাকে দেখলেন।।৮।। দেখলেন সোজাভাবে বেড়ে-ওঠা দেবদারু ও ঝাউগাছ। দেখলেন, ফুলে-ভরা কর্ণিকার আর খেজুর গাছ। দেখতে পেলেন পিয়াল, মুচুলিন্দ, কূটজ এবং কেতক তরু।।৯।। দেখলেন, প্রিয়ঙ্গু, সুগন্ধ কদম, ছাতিম, অসন, কোবিদার আর ফুলে-ভরা করবী গাছ।।১০।। দেখলেন, অনেক গাছে মুকুল দেখা যাচ্ছে। ফুলের ভারে কোনো কোনো গাছ নুয়ে পড়েছে। পাখীরা তাতে বসে কূজন করছে। বাতাসে গাছের মাথাগুলি বেশ আন্দোলিত হচ্ছে।।১১।। সুন্দর অনেক সরোবর তিনি সেখানে দেখলেন। তাতে লাল, নীল, শাদা পদ্ম। থরে থরে ফুটে আছে। রাজহাঁস আর পাতিহাঁসেরা খেলা করছে।।১২।। কপিবীর হনুমান মনোহর উদ্যান সব দেখলেন। তাতে রয়েছে নানা গাছ। সর্ব ঋতুতেই তারা ফুল দেয়। ফল দেয়।।১৩।। লক্ষ্মীবন্ত হনুমান রাবণপালিতা লঙ্কায়

সমাসাদ্য চ লক্ষ্মীবাঁল্লঙ্কাং রাবণপালিতাম্। পরিখাভিঃ সপদ্মাভিঃ সোৎপলাভিরলঙ্কৃতাম্।। ১৪
সীতাপহরণাত্তেন রাবণেন সুরক্ষিতাম্। সমন্তাদ্ বিচরদ্ভিশ্চ রাক্ষসৈরুগ্রধন্বভিঃ।। ১৫
কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্। গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ।। ১৬
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্। অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকা-ধ্বজশোভিতাম্।। ১৭
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্ক্তিবিরাজিতৈঃ। দদর্শ হনুমাঁল্লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব।। ১৮
গিরিমূর্ধ্নি স্থিতাং লঙ্কাং পাণ্ডুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ। দদর্শ স কপিঃ শ্রীমান্ পুরীমাকাশগামিব।। ১৯
পালিতং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা। প্লবমানামিবাকাশে দদর্শ হনুমান্ কপিঃ।। ২০
বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলাম্বুবনাম্বরাম্। শতঘ্নীশূলকেশান্তামট্টালকাবতংসকাম্।। ২১
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা। দ্বারমুত্তরমাসাদ্য চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ২২
কৈলাসনিলয়প্রখ্যামলিখন্তমিবাম্বরম্। ধ্রিয়মাণমিবাকাশমুচ্ছ্রিতৈর্ভবনোত্তমৈঃ।। ২৩
সম্পূর্ণো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্মার্গৈর্ভোগবতীমিব। অচিন্ত্যাং সুকৃতাং স্পষ্টাং কুবেরাধ্যুষিতাং পুরা।। ২৪
দংষ্ট্রাভির্বহুভিঃ শূরৈঃ শূল-পট্টিশ পাণিভিঃ। রক্ষিতাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্গুহামাশীবিষৈরিব।। ২৫
তস্যাশ্চ মহতীং গুপ্তিং সাগরঞ্চ নিরীক্ষ্য সঃ। রাবণঞ্চ রিপুং ঘোরং চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ২৬
আগত্যাপীহ হরয়ো ভবিষ্যন্তি নিরর্থকাঃ। নহি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি।। ২৭
ইমাং ত্ববিষমাং লঙ্কাং দুর্গো রাবণপালিতাম্। প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ।। ২৮

এসে দেখলেন পরিখার দ্বারা সেই নগরী পরিবৃত। তাতেও পদ্ম ফুটে রয়েছে। ফলে লঙ্কা পদ্মরাজিতে শোভিত।।১৪।। সীতাকে হরণ করায় রাবণ ভয়ে নগরীকে সুরক্ষিত করেছেন। রাক্ষসেরা উদ্যত ধনু নিয়ে চারদিকে পাহারা দিচ্ছে।।১৫।। এই বিশাল পুরী সোনার তৈরী প্রাচীরে ঘেরা। পাহাড়ের মতো উঁচু সব প্রাসাদ সেখানে। শরৎকালের মেঘের মতো শুভ্র তাদের বর্ণ। অম্বুদ তথা জল দান করে যে মেঘ, সেখানে রয়েছে প্রশস্ত উঁচু ঝকঝকে সব রাজপথ, শত শত অট্টালিকা। তাতে পতাকা উড়ছে।।১৬-১৭।। সোনার তৈরী তার তোরণ। তাতে শোভা পাচ্ছে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্বর্গীয় লতা। দেবকল্প হনুমান দেবপুরীর মতো লঙ্কাকে দেখতে পেলেন।।১৮।। শুভ্র সুন্দর ভবনশোভিত পুরীকে পর্বতশীর্ষে শ্রীমান হনুমান দেখলেন। মনে হচ্ছিলো পুরীটি যেন আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে যাচ্ছে।।১৯।। বিশ্বকর্মা এই পুরীকে নির্মাণ করেছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাকে পালন করছেন। বানর হনুমান সেই পুরীকে দেখলেন যেন আকাশের দিকে উড়ে চলেছে।।২০।। লঙ্কানগরীকে যদি একটি সুন্দরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে বলা যায় সমুচ্চ প্রাচীর যেন তার জঘন। নীল সমুদ্র ও শ্যামল বন যেন তার বসন। প্রাচীরের ওপরে সুরক্ষার জন্য শতঘ্নী ও শূল প্রোথিত রয়েছে। সেগুলি যেন তার কেশরাজি। অট্টালিকাগুলি যেন তার কানের অলঙ্কার *(বিপুলাম্ব—সমুদ্র। অম্বর—বস্ত্র। অতংস—কানের অলঙ্কার)* ।।২১।। হাত দিয়ে তৈরী করলে খুঁত হতে পারে বলে বিশ্বকর্মা মনের দ্বারা এই লঙ্কাকে সৃষ্টি করেন। বানর হনুমান ক্রমে তারা উত্তরদ্বারে এসে চিন্তা করলেন— ।।২২।। এই উত্তর দ্বারটি কৈলাশের মতো উঁচু। আকাশকে যেন স্পর্শ করছে। কাছে রয়েছে উঁচু সব বাড়ী। সেই উত্তম বাড়ীগুলির দ্বারা যেন আকাশকে ধরে রেখেছে *(নিলয়—বাড়ী। অম্বর—আকাশ। উচ্ছ্রিত—উঁচু হয়ে থাকা)* ।।২৩।। পাতালে ভোগবতীর মতো এই নগরে রয়েছে চওড়া রাজপথ। পূর্বে কুবের-সেবিত লঙ্কাপুরীর মতো সেই নগর। ভীষণ রাক্ষসেরা তাতে বিচরণ করছে। হাতে তাদের দংষ্ট্র, শূল ও পট্টিশ, মনে হচ্ছে যেন বিষধর সাপেরা গুহায় ঘুরে বেড়াচ্ছে. *(গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী। ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে পরিচিতা। তাই গঙ্গা হলেন ত্রিপথগা)*।।২৪-২৫।। এই নগরীর সুরক্ষার বিশাল আয়োজন এবং গভীর সাগর তিনি দেখলেন। রাবণ যে ঘোর শত্রু তা বানর চিন্তা করলেন।।২৬।। যুদ্ধের জন্য বানরেরা এখানে এলেও ব্যর্থ হবে। দেবতারাও যুদ্ধ করে লঙ্কাকে জয় করতে পারেন না।।২৭।। রাবণ-পালিতা অত্যন্ত উঁচু নীচু এই দুর্গম লঙ্কায় এসেও মহাবীর রাম কিইবা করবেন?।।২৮।। রাক্ষসদের সঙ্গে সাম, দান, ভেদ বা যুদ্ধের

অবকাশো ন সান্নস্তু রাক্ষসেষ্বভিগম্যতে। ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে।। ২৯
চতুর্ণামেব হি গতির্বানরাণাং তরস্বিনাম্। বালিপুত্রস্য নীলস্য মম রাজ্ঞশ্চ ধীমতঃ।। ৩০
যাবজ্জানামি বৈদেহীং যদি জীবতি বা ন বা। তত্রৈব চিন্তয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা তাং জনকাত্মজাম্।। ৩১
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ। গিরেঃ শৃঙ্গে স্থিতস্তস্মিন্ রামস্যাভ্যুদয়ং ততঃ।। ৩২
অনেন রূপেণ ময়া ন শক্যা রক্ষসাং পুরী। প্রবেষ্টুং রাক্ষসৈর্গুপ্তা ক্রুরৈর্বলসমন্বিতৈঃ।। ৩৩
মহৌজসো মহাবীর্যো বলবন্তশ্চ রাক্ষসাঃ। বঞ্চনীয়া ময়া সর্বে জানকী পরিমার্গতা।। ৩৪
লক্ষ্যালক্ষ্যেণ রূপেণ রাত্রৌ লঙ্কাপুরী ময়া। প্রাপ্তকালং প্রবেষ্টুং মে কৃত্যং সাধয়িতুং মহৎ।। ৩৫
তাং পুরীং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দুরাধর্ষো সুরাসুরৈঃ। হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ।। ৩৬
কেনোপায়েন পশ্যেয়ং মৈথিলীং জনকাত্মজাম্। অদৃষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।। ৩৭
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং রামস্য বিদিতাত্মনঃ। একামেকস্তু পশ্যেয়ং রহিতে জনকাত্মজাম্।। ৩৮
ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ। বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।। ৩৯
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাঽপি ন শোভতে। ঘাতয়ন্তীহ কার্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।। ৪০
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং বৈক্লব্যং ন কথং ভবেৎ। লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং তু ন ভবেদ্ বৃথা।। ৪১
ময়ি দৃষ্টে তু রক্ষোভী রামস্য বিদিতাত্মনঃ। ভবেদ্ ব্যর্থমিদং কার্যং রাবণানর্থমিচ্ছতঃ।। ৪২
নহি শক্যং ক্বচিৎ স্থাতুমবিজ্ঞাতেন রাক্ষসৈঃ। অপি রাক্ষসরূপেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ।। ৪৩
বায়ুরপ্যত্র নাজ্ঞাতশ্চরেদিতি মতির্মম। ন হ্যত্রাবিদিতং কিঞ্চিদ্ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।। ৪৪
ইহাহং যদি তিষ্ঠামি স্বেন রূপেণ সংবৃতঃ। বিনাশমুপযাস্যামি ভর্তুরর্থশ্চ হাস্যতি।। ৪৫
তদহং স্বেন রূপেণ রজন্যাং হ্রস্বতাং গতঃ। লঙ্কামভিপতিষ্যামি রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে।। ৪৬

কোনো অবকাশই দেখা যাচ্ছে না।।২৯।। বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল, বুদ্ধিমান বানররাজ সুগ্রীব এবং আমার বানরদের মধ্যে দ্রুতগতি এই চারজনেরই এখানে আসার সামর্থ্য আছে।।৩০।। এখন আমায় জানতে হবে সীতা বেঁচে আছেন কি না। সেই জনক-কন্যাকে দেখেই এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।।৩১।। তারপর কপিবীর হনুমান সেই গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করলেন। মুহূর্তের জন্য রামের মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করলেন।।৩২।। ক্রূর এবং বলশালী রাক্ষসদের দ্বারা সুরক্ষিত রাক্ষসদের এই পুরীতে আমি এইভাবে প্রবেশ করতে পারবো না।।৩৩।। জানকীকে সন্ধান করতে গিয়ে মহাতেজস্বী, মহাবীর, বলবান এই রাক্ষসদের আমায় ফাঁকি দিতে হবে *(পরিমার্গ—সন্ধান)*।।৩৪।। তাই, কেউ যেন দেখতে না পায়, এইভাবেই আমাকে রাত্রে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে হবে। মহদ্ কর্তব্যসাধনের জন্য সময় এসেছে। তাই আমায় এখন প্রবেশ করতে হবে।।৩৫।। দেবতা এবং দানবেরা মিলেও যাকে ধ্বংস করতে পারবে না, সেই লঙ্কাপুরীকে দেখে হনুমান মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ফেলে চিন্তা করতে লাগলেন।।৩৬।। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ দেখতে পাবে না, অথচ কিভাবে মিথিলারাজকন্যা সীতাকে আমি দেখতে পাবো?।।৩৭।। আত্মজ্ঞানী রামের কার্য বিনষ্ট হবে না, অথচ একা আমি নির্জনে একাকিনী সীতাকে কিভাবে দেখতে পাবো?।।৩৮।। ভূতলে সূর্যের উদয় হলে অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, অন্ধকারের অবস্থানের অনুকূল কাল তখন আর থাকে না। তেমনি উপযুক্ত স্থান এবং উপযুক্ত কাল না হলে প্রয়োজনীয় কার্যও বিফল হয়ে যায়।।৩৯।। কর্তব্য এবং অকর্তব্যে স্থির তথা একই বুদ্ধি শোভা পায় না। যে সকল দূত নিজেদের পণ্ডিত মনে করে একই বুদ্ধিতে কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিচার করে, তারা কার্যটিই বিনষ্ট করে ফেলে।।৪০।। কিভাবে কার্যহানি হবে না, কিভাবেই বা কাজ বিফল হবে না, সমুদ্র-লঙ্ঘন কিভাবে ব্যর্থ হবে না, তা আমায় ভাবতে হবে।।৪১।। রাক্ষসেরা যদি আমায় দেখে ফেলে, তাহলে আত্মজ্ঞ রাম যে আজ রাবণের অনর্থ চাইছেন, রামের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে।।৪২।। অন্য দেহের কথা কি, রাক্ষসের দেহ ধারণ করেও রাক্ষসদের অজান্তে এখানে কারো পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।।৪৩।। আমার মনে হয় বায়ুও এইখানে রাক্ষসদের অজ্ঞাতভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। ভীষণকর্মা রাক্ষসদের অজ্ঞাত এখানে কিছুই নেই।।৪৪।। আমি যদি এখানে নিজের বানররূপেই গোপনে অবস্থান করি তাহলেও আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। এবং প্রভুর অভীষ্টও যাবে বিনষ্ট হয়ে।।৪৫।। তাই আমি দেহটিকে ছোটো করে রাত্রে রামের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করবো।।৪৬।। রাত্রে

রাবণস্য পুরীং রাত্রৌ প্রবিশ্য সুদুরাসদাম্। প্রবিশ্য ভবনং সর্বং দ্রক্ষ্যামি জনকাত্মজাম্।। ৪৭
ইতি নিশ্চিন্ত্য হনুমান্ সূর্যস্যাস্তময়ং কপিঃ। আচকাঙ্ক্ষে তদা বীরো বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ।। ৪৮
সূর্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ। বৃষদংশকমাত্রোঽথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।। ৪৯
প্রদোষকালে হনুমাংস্তূর্ণমুৎপত্য বীর্যবান্। প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহাপথাম্।। ৫০
প্রাসাদমালাবিততাং স্তম্ভৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ। শাতকুম্ভনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্বনগরোপম্।। ৫১
সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্। স্থলৈঃ স্ফটিকসঙ্কীর্ণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ।। ৫২
বৈদূর্যমণিচিত্রৈশ্চ মুক্তাজালবিভূষিতৈঃ। তৈস্তৈঃ শুশুভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্।। ৫৩
কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রক্ষসাম্। লঙ্কামুদ্যোতয়ামাসুঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।। ৫৪
অচিন্ত্যামদ্ভুতাকারাং দৃষ্ট্বা লঙ্কাং মহাকপিঃ। আসীদ্ বিষণ্ণো হৃষ্টশ্চ বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ।। ৫৫
স পাণ্ডুরাবিদ্ধবিমানমালিনীং মহার্হজাম্বূনদজালতোরণাম্।
যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং ক্ষপাচরৈর্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্।। ৫৬
চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্য কুর্বংস্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।
জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকানুত্তিষ্ঠতেঽনেক-সহস্ররশ্মিঃ।। ৫৭
শঙ্খপ্রভং ক্ষীরমৃণালবর্ণমুদ্গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।
দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্।। ৫৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

রাবণের দুষ্প্রবেশ্য পুরীতে প্রবেশ করে সকল গৃহেই সীতার সন্ধান আমি করবো।।৪৭।। বীর বানর হনুমান এই সঙ্কল্প করে বৈদেহী সীতাকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে সূর্যের অস্তগমনের আকাঙ্ক্ষা করলেন।।৪৮।। সূর্য অস্ত গেলে হনুমান দেহটিকে সঙ্কুচিত করে বিড়ালের আকার ধারণ করলেন। তখন তাঁকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো *(বৃষদংশক—বিড়াল)*।।৪৯।। সন্ধ্যার মুখে বীর্যবান হনুমান দ্রুতগতিতে লাফ দিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। সেই পুরীতে রাস্তাগুলি ছিলো সুবিন্যস্ত। স্থানটিও বেশ সুন্দর।।৫০।। লঙ্কাপুরীতে দেখা যাচ্ছিলো চতুর্দিকে প্রাসাদরাজি। তাতে সোনার সব স্তম্ভ আর সোনারই সব জানালা! যেন গন্ধর্বনগরী! *(জাল—জানালা)*।।৫১।। সেই মহানগরীতে সাততলা -আটতলা সব বাড়ী তিনি দেখলেন। বিশাল আকারের স্ফটিক এবং সোনায় ভূষিত ছিলো বাড়ীগুলি।।৫২।। রাক্ষসদের সেই বাড়ীগুলি সুন্দর। বৈদূর্যমণি এবং মুক্তামালায় শোভিত।।৫৩।। রাক্ষসদের গৃহগুলিতে ছিলো সুন্দর সব সোনার তোরণ। সর্বত্র অলঙ্কৃতা হয়ে লঙ্কা উত্তম শোভা পাচ্ছিলো *(লঙ্কার সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য-চেতনা নগর পরিকল্পনায় প্রমাণিত হচ্ছে। এখনো দক্ষিণভারতে 'তিরুপতি মন্দিরের' উপরের দিক পুরো সোনায়-মোড়া। শ্রীরঙ্গমে এবং আরো বিভিন্ন মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলশ এখনো দেখা যায়। গন্ধর্বনগর—নানা নক্ষত্র ও তারাশোভিত রাতের স্বচ্ছ আকাশকে গন্ধর্বনগর বলা হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, এইরকম অবস্থায় পৃথিবী রণক্ষেত্রে হাতী, ঘোড়া আর মানুষের রক্ত পান করে। গোবিন্দরাজ'কৃত টীকায় বলা হয়েছে— "আনন রত্নাকৃতি - যে বিরাজতে / পুরং পতাকাধ্বজ-তোরণান্বিতম্। / যদা তদা হস্তি- মনুষ্য-বাজিনাং / পিবত্যসৃগ্ ভূরি রণে বসুন্ধরা।।")* ।।৫৪।। মহাবানর হনুমান অচিন্তনীয় এবং অদ্ভুত আকারের লঙ্কাকে দেখলেন। সীতার দর্শনে উৎসুক হয়ে তিনি হৃষ্ট হলেন এবং সংখ্যায় এতোগুলি প্রাসাদের মধ্যে কোথায় তাঁকে খুঁজে পাবেন ভেবে বিষণ্ণও হলেন।।৫৫।। যে লঙ্কানগরীকে তিনি দেখলেন সেটি সাততলা সব বাড়ীতে পূর্ণ। শ্বেত-পীত-মিশ্রিত বর্ণের সেইসব প্রাসাদ। অত্যন্ত দামী সব সোনার জানালা এবং তোরণ সেখানে রয়েছে। প্রখ্যাতা এই নগরী রাবণের বাহুবলে শাসিতা। অত্যন্ত বলশালী রাক্ষসেরা এখানে পাহারা দেয় *(ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস)*।।৫৬।। চন্দ্র অনেক হাজার রশ্মি ছড়িয়ে জগতকে জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত করে তারাদেরকে নিয়ে উদিত হলেন। যেন রাতের আঁধারে হনুমানকে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্যই।।৫৭।। শঙ্খের মতো শুভ্র, ক্ষীর এবং মৃণালের মতো বর্ণ চন্দ্রের। বানরপ্রবর হনুমান এই চাঁদকে দেখলেন। যেন সরোবরে সাঁতার কাটছে চাঁদ!।।৫৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশকারী-হনুমৎসমীপে লঙ্কাভিমানিন্যা মহারাক্ষস্যা আবির্ভাবঃ, তং করতলেন আহত্য লঙ্কাপ্রবেশে নিষেধঃ, নারীতি হেতোর্হনুমতো বামমুষ্ট্যাঘাতেন বিহ্বলায়া রক্ষস্যাস্তল্লঙ্কাপ্রবেশানুমোদনঞ্চ।

স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে। সত্ত্বমাস্থায় মেধাবী হনুমান্ মারুতাত্মজ।। ১
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ। রম্যকাননতোয়াঢ্যাং পুরীং রাবণপালিতাম্।। ২
শারদাম্বুধরপ্রখ্যৈর্ভবনৈরুপশোভিতাম্। সাগরোপমনির্ঘোষাং সাগরানিলসেবিতাম্।। ৩
সুপুষ্টবলসম্পুষ্টাং যথৈব বিটপাবতীম্। চারুতোরণনির্যূহাং পাণ্ডুরদ্বারতোরণাম্।। ৪
ভুজগাচরিতাং গুপ্তাং শুভাং ভোগবতীমিব। তাং সবিদ্যুদ্‌ঘনাকীর্ণো জ্যোতির্গণনিষেবিতাম্।। ৫
চণ্ডমারুতনির্হ্রাদাং যথা চাপ্যমরাবতীম্। শাতকুম্ভেন মহতা প্রাকারেণাভিসংবৃতাম্।। ৬
কিঙ্কিণীজালঘোষাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্। আসাদ্য সহসা হৃষ্টঃ প্রাকারমভিপেদিবান্।। ৭
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পুরীমালোক্য সর্বতঃ। জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈর্বৈদূর্যকৃতবেদিকৈঃ।। ৮
মণি-স্ফটিক-মুক্তাভির্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ। তপ্তহাটকনির্যূহৈ রাজতামলপাণ্ডুরৈঃ।। ৯
বৈদূর্যকৃতসোপানৈঃ স্ফটিকান্তরপাংসুভিঃ। চারুসঞ্জবনোপেতৈঃ খমিবোৎপতিতৈঃ শুভৈঃ।। ১০
ক্রৌঞ্চ-বর্হিণসঙ্ঘুষ্টে রাজহংসনিষেবিতৈঃ। তূর্যাভরণনির্ঘোষৈঃ সর্বতঃ পরিনাদিতাম্।। ১১
বস্বোকসারপ্রতিমাং সমীক্ষ্য নগরীং ততঃ। খমিবোৎপতিতাং লঙ্কাং জহর্ষ হনুমান্ কপিঃ।। ১২

তৃতীয় (৩) সর্গ

রাতে লঙ্কাপ্রবেশের সময় হনুমানের কাছে লঙ্কার পাহারাদাত্রী মহারাক্ষসীর আবির্ভাব। সে করতলে আঘাত করে শব্দের দ্বারা হনুমানকে লঙ্কায় প্রবেশে নিষেধ করলো। নারী বলে বামমুষ্টির দ্বারা হনুমানকর্তৃক তাকে আঘাতপ্রদান। তখন বিহ্বলা রাক্ষসীর দ্বারা হনুমানের লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ অনুমোদিত।

পবননন্দন মেধাবী হনুমান মেঘের মতো উঁচু, লম্বা লম্বপর্বতে সত্ত্বগুণ আশ্রয় করলেন।।১।। শক্তিশালী সেই বানরপ্রবর রাত্রে রাবণ-পালিতা, সুন্দর বাগান এবং সরোবর শোভিতা পুরীতে প্রবেশ করলেন।।২।। শরৎকালের মেঘের মতো দেখতে প্রাসাদরাজিতে পুরীটি ছিলো শোভিতা। সাগরের মতো গর্জন সেখানে শোনা যেতো। বইতো সেখানে সুন্দর সমুদ্রের বায়ু *(অম্বুধর—মেঘ)*।।৩।। স্বাস্থ্যবান রাক্ষসেরা সেখানে প্রহরা দিতো। প্রচুর গাছপালায় শ্যামল ছিলো এই পুরী। সুন্দর তোরণে মত্ত হস্তী বাঁধা ছিলো। শুভ্র সমুজ্জ্বল ছিলো গৃহের দ্বার। এবং পথের তোরণ *(নির্যূহ—মত্ত হস্তী)* ।।৪।। সর্পের দ্বারা সুরক্ষিত মঙ্গলকর পাতাল-গঙ্গার মতো ছিলো এই পুরী। মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝলকের মতো সমুজ্জ্বল এই পুরীর আকাশে জ্যোতিষ্কেরা বিরাজ করতো।।৫।। অমরাবতীর মতো বায়ুপ্রবাহের ভীষণ-ধ্বনি সেখানে শোনা যেতো। সোনার তৈরী বিরাট প্রাচীরে ঘেরা ছিলো লঙ্কা।।৬।। পতাকায় ভূষিত ছিলো নগরী। পতাকাগুলিতে ছোটো ছোটো ঘণ্টা। ঘণ্টা বাঁধা থাকায় মধুর শব্দ হতো। হনুমান ঐ প্রাচীরে এসে অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন।।৭।। পুরীর চারদিকে তাকিয়ে তাঁর মন বিস্ময়ে পূর্ণ হলো। সোনার দরজা আর বৈদূর্যমণির বেদী সেখানে শোভা পাচ্ছিলো।।৮।। গৃহের ভেতরের উঠোনগুলি মণি, স্ফটিক এবং মুক্তার তৈরী। সোনার তৈরী বড়ো বড়ো স্তম্ভ সেখানে শোভা পেতো। তাদের বর্ণ ছিলো রূপোর মতো উজ্জ্বল।।৯।। সিঁড়িগুলি ছিলো বৈদূর্যমণি-সমন্বিত। মধ্যে মধ্যে রয়েছে স্ফটিক। তার ধূলো সব পরিষ্কার করা হয়েছে। সুন্দর সব চৌচালা শোভা পাচ্ছে। এদের দীপ্তি যেন আকাশকে স্পর্শ করছে *(সঞ্জবন—চৌচালা)* ।।১০।। ক্রৌঞ্চ এবং ময়ূরেরা শব্দ করছে। রাজহাঁসেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তূর্য ও অলঙ্কারের শব্দ সবদিকে ধ্বনিত হচ্ছে।।১১।। অষ্টবসুর গৃহের মতো এই লঙ্কানগরী। যেন আকাশে অবস্থিতা। তা দেখে বানর হনুমান আনন্দিত হলেন।।১২।। রাক্ষসরাজের অত্যন্ত সমৃদ্ধ

তাং সমীক্ষ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসাধিপতেঃ শুভাম্। অনুত্তমামৃদ্ধিমতীং চিন্তয়ামাস বীর্যবান্।। ১৩
নেয়মন্যেন নগরী শক্যা ধর্ষয়িতুং বলাৎ। রক্ষিতা রাবণবলৈরুদ্যতায়ুধপাণিভিঃ।। ১৪
কুমুদাঙ্গদয়োর্বাপি সুষেণস্য মহাকপেঃ। প্রসিদ্ধেয়ং ভবেদ্ভূমির্মৈন্দ-দ্বিদয়োরপি।। ১৫
বিবস্বতস্তনূজস্য হরেশ্চ কুশপর্বণঃ। ঋক্ষস্য কপিমুখ্যস্য মম চৈব গতির্ভবেৎ।। ১৬
সমীক্ষ্য চ মহাবাহো রাঘবস্য পরাক্রমম্। লক্ষ্মণস্য চ বিক্রান্তমভবৎ প্রীতিমান্ কপিঃ।। ১৭
তাং রত্নবসনোপেতাং গোষ্ঠাগারাবতংসিকাম্। যন্ত্রাগারস্তনীমৃদ্ধাং প্রমদামিব ভূষিতাম্।। ১৮
তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ। নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য স দদর্শ মহাকপিঃ।। ১৯
অথ সা হরিশার্দূলং প্রবিশন্তং মহাকপিম্। নগরী স্বেন রূপেণ দদর্শ পবনাত্মজম্।। ২০
সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা। স্বয়মেবোত্থিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা।। ২১
পুরস্তাত্তস্য বীরস্য বায়ুসূনোরতিষ্ঠত। মুঞ্চমানা মহানাদমমব্রবীৎ পবনাত্মজম্।। ২২
কস্ত্বং কেন চ কার্য্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয়। কথয়স্বেহ যত্তত্ত্বং যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে।। ২৩
ন শক্যং খল্বিয়ং লঙ্কা প্রবেষ্টুং বানর ত্বয়া। রক্ষিতা রাবণবলৈরভিগুপ্তা ততস্ততঃ।। ২৪
অথ তামব্রবীদ্ বীরো হনুমানগ্রতঃ স্থিতাম্। কথয়িষ্যামি তত্তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসে।। ২৫
কা ত্বং বিরূপনয়না পুরদ্বারেঽবতিষ্ঠসে। কিমর্থং চাপি মাং ক্রোধান্নির্ভর্ৎসয়সি দারুণে।। ২৬
হনূমদ্‌বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী। উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা পরুষং পবনাত্মজম্।। ২৭
অহং রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ। আজ্ঞাপ্রতীক্ষা দুর্ধর্ষা রক্ষামি নগরীমিমাম্।। ২৮
ন শক্যং মামবজ্ঞায় প্রবেষ্টুং নগরীমিমাম্। অদ্য প্রাণৈঃ পরিত্যক্তঃ স্বপ্স্যসে নিহতো ময়া।। ২৯

সেই সুন্দর লঙ্কাপুরীকে দেখে বীর্যবান হনুমান চিন্তা করলেন—।।১৩।। রাবণের সৈন্যেরা এই নগরী পাহারা দিচ্ছে। হাতে তাদের উদ্যত অস্ত্র। কেউই জোর করে এই নগরী বিপর্যস্ত করতে পারবে না।।১৪।। কেবল কুমুদ, অঙ্গদ, মহাবানর সুষেণ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই প্রসিদ্ধভূমিতে আসতে পারে।।১৫।। আর সূর্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব, কুশপর্বততুল্য রোমযুক্ত বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ এবং আমার এইস্থানে আসার সামর্থ্য আছে।।১৬।। কপি হনুমান মহাবীর রামচন্দ্রের এবং লক্ষ্মণের পরাক্রমের কথা চিন্তা করে সন্তুষ্ট হলেন।।১৭।। লঙ্কাপুরী রত্নের আকর। সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিতা থাকায় তাকে রত্নখচিত বসনে পরিবৃতা সুন্দরীর মতো দেখাচ্ছে। পুরীর সুন্দর গোয়ালগুলি যেন তার কানের অলঙ্কার। প্রাচীরের উপর প্রতিষ্ঠিত কামানাদি অস্ত্রের ঊর্ধ্বমুখ অবস্থান গৃহগুলি যেন তার বক্ষোদেশ।।১৮।। উজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে এবং উজ্জ্বল বিশাল গৃহগুলির দীপ্তিতে সেখানকার অন্ধকার তিরোহিত। মহাবানর হনুমান সেই নগরীকে এইভাবে দেখলেন।।১৯।। লঙ্কানগরী যেন মূর্তিমতী হয়ে নিজের রূপের আলোয় সেই বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি পবনপুত্র হনুমানকে প্রবেশ করতে দেখলো।।২০।। রাবণ-পালিতা, বিকৃতমুখী এবং বিকৃতদর্শনা সেই লঙ্কা বানরবরকে দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালো।।২১।। বায়ুপুত্র মহাবীর হনুমানের সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ গর্জন করে সেই লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী বললো—।।২২।। হে বানবাসিন্, তুমি কে? কোন কাজে এখানে এসেছো? যতোক্ষণ প্রাণে বেঁচে আছো, তার মধ্যেই সবকিছু বলে ফেলো।।২৩।। ওহে বানর, তুমি এই লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। চারদিকে রাবণের সৈন্যেরা অবস্থান করে একে রক্ষা করছে।।২৪।। বীর হনুমান সামনে-দাঁড়ানো সেই লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বললেন, তুমি আমায় যা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর আমি তোমায় দেবো।।২৫।। বিরূপনেত্রা তুমিই বা কে? নগরের দ্বারে অবস্থান করছো? হে ভীষণে, রেগেই বা কেন তুমি আমায় তিরস্কার করছো?।।২৬।। লঙ্কাদেবী ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারতো। রেগে গিয়ে বায়ুপুত্র হনুমানকে সে কঠোরভাষায় বললো—।।২৭।। আমি রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাপালনকারিণী। নাম আমার দুর্ধর্ষা। এই নগরী আমি রক্ষা করছি।।২৮।। আমায় অবজ্ঞা করে এই নগরীতে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না। আজ আমার দ্বারা নিহত হয়ে প্রাণত্যাগ করে চিরকালের জন্যই তুমি নিদ্রিত হবে।।২৯।। হে বানর, এই লঙ্কানগরীকে আমি সর্বপ্রকারে রক্ষা করি। তাই,

অহং হি নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম। সর্বতঃ পরিরক্ষামি অতস্তে কথিতং ময়া।। ৩০
লঙ্কায়া বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ। যত্নবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ স্থিতঃ শৈল ইবাপরঃ।। ৩১
স তাং স্ত্রীরূপবিকৃতাং দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবঃ। আবভাষেঽথ মেধাবী সত্ত্ববান্ প্লবগর্ষভঃ।। ৩২
দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্। ইত্যর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ পরং কৌতূহলং হি মে।। ৩৩
বনান্যুপবনানীহ লঙ্কায়াঃ কাননানি চ। সর্বতো গৃহমুখ্যানি দ্রষ্টুমাগমনং হি মে।। ৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী। ভূয় এব পুনর্বাক্যং বভাষে পরুষাক্ষরম্।। ৩৫
মামনির্জিত্য দুর্বুদ্ধে রাক্ষসেশ্বরপালিতাম্। ন শাক্যং হ্যদ্য তে দ্রষ্টুং পুরীয়ং বানরাধম।। ৩৬
ততঃ স হরিশার্দূলস্তামুবাচ নিশাচরীম্। দৃষ্ট্বা পুরীমিমাং ভদ্রে পুনর্যাস্যে যথাগতম্।। ৩৭
ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্। তলেন বানরশ্রেষ্ঠং তাড়য়ামাস বেগিতা।। ৩৮
ততঃ স হরিশার্দূলো লঙ্কয়া তাড়িতো ভৃশম্। ননাদ সুমহানাদং বীর্যবান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩৯
ততঃ সংবর্তয়ামাস বামহস্তস্য সোঽঙ্গুলীঃ। মুষ্টিনাঽভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৪০
স্ত্রী চেতি মন্যমানেন নাতি ক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ। সা তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলাঙ্গী নিশাচরী।
পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা।। ৪১
ততস্তু হনূমান্ বীরস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্। কৃপাং চকার তেজস্বী মন্যমানঃ স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্।। ৪২
ততঃ বৈ ভৃশমুদ্বিগ্না লঙ্কা সা গদ্গদাক্ষরম্। উবাচাগর্বিতং বাক্যং হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্।। ৪৩
প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম। সময়ে সৌম্য তিষ্ঠন্তি সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।। ৪৪
অহং তু নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম। নির্জিতাঽহং ত্বয়া বীর বিক্রমেণ মহাবল।। ৪৫
ইদঞ্চ তথ্যং শৃণু মে ব্রুবন্ত্যা বৈ হরীশ্বর। স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা দত্তং বরদানং যথা মম।। ৪৬

তোমাকে এ কথা বলছি।।৩০।। মারুতপুত্র, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান লঙ্কাদেবীর এই কথা শুনে লঙ্কাপ্রবেশের প্রয়াসে দ্বিতীয় পর্বতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলেন।।৩১।। কপিশ্রেষ্ঠ, মেধাবী, সাত্ত্বিক সেই বানরবীর বিকৃতরূপা সেই নারীকে দেখে বললেন—।।৩২।। অট্টালিকা, প্রাচীর এবং তোরণ-ভূষিতা এই নগরীকে দেখে আমার খুব কৌতূহল হয়েছে। তাই এখানে এসেছি।।৩৩।। লঙ্কার যতো বন, উপবন, বাগান এবং প্রধান গৃহ রয়েছে সবদিকে, সেগুলি দেখার জন্যই আমার এখানে আগমন।।৩৪।। তাঁর কথা শুনে স্বেচ্ছারূপধারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবার তাঁকে রুক্ষ ভাষায় বললো—।।৩৫।। ওরে দুষ্টবুদ্ধি বানরাধম, আমাকে পরাজিত না করে রাক্ষসরাজপালিতা এই পুরীকে তুমি আজ দেখতে পাবে না।।৩৬।। বানরবীর তখন রাক্ষসী লঙ্কাকে বললেন, ভদ্রে, এই পুরীকে দেখেই আমি যেমনটি এসেছিলাম, তেমনটি ফিরে যাবো।।৩৭।। লঙ্কা এবার সজোরে ভয়ঙ্কর গর্জন করে করতলের দ্বারা বেগে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে আঘাত করলো।।৩৮।। বানরবীর বায়ুপুত্র হনুমান লঙ্কার দ্বারা অত্যন্ত আহত হয়ে ভীষণ গর্জন করে উঠলেন।।৩৯।। ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে হনুমান বামহাতের আঙুলগুলি একত্রিত করে মুষ্টির দ্বারা তাকে আঘাত করলেন।।৪০।। তাকে স্ত্রীলোক বিবেচনা করে হনুমান নিজেই বেশী ক্রোধের আশ্রয় নিলেন না। কিন্তু তাঁর সেই সামান্য আঘাতেই রাক্ষসীর অঙ্গ বিকল হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়ে গেলো সেই বিরূপবদনা রাক্ষসী।।৪১।। তেজস্বী, বীর হনুমান তাকে পড়ে যেতে দেখে স্ত্রীলোক মনে করে কৃপা করলেন।।৪২।। অত্যন্ত উদ্‌বিগ্না সেই লঙ্কা নাম্নী রাক্ষসী অতঃপর গদগদস্বরে বিনম্রভাবে বানর হনুমানকে বললো—।।৪৩।। হে বীর বানরশ্রেষ্ঠ, আপনি প্রসন্ন হোন। আমায় রক্ষা করুন। হে সৌম্য, কেউ প্রার্থনা করলে সেই সময়ে সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করে কোমল হয়ে যান সত্যিকারের মহাবলশালীরা *(ভৃশম—অত্যন্ত। ত্রায়স্ব—রক্ষা করুন)* ।।৪৪।। হে মহাবলবান বানর, আপনি বীর। লঙ্কানগরীর অধিষ্ঠাত্রী আমি। আমি স্বয়ং আপনার বিক্রমের দ্বারা পরাজিত হলাম।।৪৫।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা আমাকে যে বর দিয়েছিলেন, সেই ঘটনা আমি বলছি। আপনি শুনুন—।।৪৬।। যখন কোনো বানর তোমায় বীর্যবত্তার

যদা ত্বাং বানরঃ কশ্চিদ্ বিক্রমাদ্ বশমানয়েৎ। তদা ত্বয়া হি বিজ্ঞেয়ং রক্ষসাং ভয়মাগতম্।। ৪৭
স হি মে সময়ঃ সৌম্য প্রাপ্তোঽদ্য তব দর্শনাৎ। স্বয়ম্ভূবিহিতঃ সত্যো ন তস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ।। ৪৮
সীতানিমিত্তং রাজ্ঞস্তু রাবণস্য দুরাত্মনঃ। রক্ষসাং চৈব সর্বেষাং বিনাশঃ সমুপাগতঃ।। ৪৯
তৎ প্রবিশ্য হরিশ্রেষ্ঠ পুরীং রাবণপালিতাম্। বিধৎস্ব সর্বকার্যাণি যানি যানীহ বাঞ্ছসি।। ৫০
প্রবিশ্য শাপোপহতাং হরীশ্বরঃ পুরীং শুভাং রাক্ষসমুখ্যপালিতাম্।
যদৃচ্ছয়া ত্বং জনকাত্মজাং সতীং বিমার্গ সর্বত্র গতো যথাসুখম্।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

দ্বারা পরাজিত করবে, তখন তুমি বিশেষভাবে বুঝবে যে, রাক্ষসদের ভয়ের কারণ এসে গেছে।।৪৭।। হে সৌম্য, আজ আপনার দর্শনে আমার বোধ হচ্ছে যে, সেইসময় এসে গেছে। ব্রহ্মার যে বিধান তা সত্য হলো। তার ব্যতিক্রম কখনো হয়-না।।৪৮।। সীতার জন্য দুরাত্মা রাবণের আর অপরাপর রাক্ষসসমূহের বিনাশ উপস্থিত হলো।।৪৯।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, এখন আপনি রাবণের দ্বারা পালিতা লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ করে যা যা করতে চান সম্পন্ন করুন।।৫০।। হে বানরপতে, এতোদিন ধরে এই মঙ্গলপুরী লঙ্কা রাক্ষসপ্রধানের দ্বারা পালিতা হয়েছে। এখন এটি শাপগ্রস্তা। আপনি ইচ্ছেমতো সর্বত্র গমন করে যথাসুখে জনকদুহিতা সতী সীতাদেবীর সন্ধান করুন।।৫১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

প্রথমতো বামপদনিক্ষেপপূর্বকং হনূমতো লঙ্কাপ্রবেশঃ, তত্র নগরমধ্যে বাদিতবাদ্যধ্বনিং
শ্রুত্বা নানায়ুধধারি মূলসৈন্যাবলোকন-পূর্বকঞ্চান্তঃপুর প্রবেশশ্চ।

স নির্জিত্য পুরীং লঙ্কাং শ্রেষ্ঠাং তাং কামরূপিণীম্। বিক্রমেণ মহাতেজা হনুমান্ কপিসত্তমঃ।। ১
অদ্বারেণ মহাবীর্যঃ প্রাকারমবপুপ্লুবে। নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ।। ২
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজ হিতঙ্করঃ। চক্রেঽথ পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং স তু মূর্ধনি।। ৩
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাত্মজঃ। স মহাপথমাস্থায় মুক্তপুষ্পবিরাজিতম্।। ৪
ততস্তু তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযযৌ কপিঃ। হসিতোৎকৃষ্টনিনদৈস্তূর্যঘোষপুরস্কৃতৈঃ।। ৫

চতুর্থ (৪) সর্গ

প্রথমে বামপদ নিক্ষেপ করে হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ। নগরের মধ্যে নানাবিধ বাদ্য বেজে চলেছে।
নানাধরণের অস্ত্র নিয়ে আসল সৈনিকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইসব বাদ্য শুনে এবং
দৃশ্য অবলোকন করে হনুমানের অন্তঃপুরে প্রবেশ।

মহাতেজস্বী কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী লঙ্কা-নাম্নী রাক্ষসীকে পরাজিত করার মাধ্যমে লঙ্কাপুরীকে পরাজিত করলেন।।১।। মহাবীর কপিবর রাতেরবেলায় প্রাচীর টপকে লঙ্কায় প্রবেশ করলেও দরজা দিয়ে গেলেন না।।২।। কল্যাণকর্মা কপিরাজ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে শত্রুদের মাথায় তার বামপদ স্থাপন করলেন *(সব্য—বাম)*।।৩।। বায়ুপুত্র হনুমান। বেশ শক্তিশালী। রাতের বেলায় তিনি রাজপথে এসে উঠলেন। সেখানে দেখলেন চারদিকে ফুল ছড়ানো রয়েছে।।৪।। এবার রমণীয় লঙ্কাপুরীতে সেই বানর চলতে শুরু করলেন। সেখানে বাড়ীগুলি হতে হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিলেছে তুরীর ধ্বনি।।৫।। সেখানকার বাড়ীগুলি উঁচু। যেন আকাশকে স্পর্শ করছে। শোভিত ছিলো সেই বাড়ীগুলির জানালা। যেন বজ্র দিয়ে সেগুলি সাজানো। বজ্র এবং অঙ্কুশের মতো

বজ্রাঙ্কুশনিকাশৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ। গৃহমেঘৈঃ পুরী রম্যা বভাসে দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ।। ৬
প্রজজ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ। সিতাভ্রসদৃশৈশ্চিত্রৈঃ পদ্মস্বস্তিকসংস্থিতৈঃ।। ৭
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি সর্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ। তাং চিত্রমাল্যাভরণাং কপিরাজহিতঙ্করঃ।। ৮
রাঘবার্থে চরঞ্ শ্রীমান্ দদর্শ চ ননন্দ চ। ভবনাদ্ভবনং গচ্ছন্ দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।। ৯
বিবিধাকৃতিরূপাণি ভবনানি ততস্ততঃ। শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থানস্বরভূষিতম্।। ১০
স্ত্রীণাং মদনবিদ্ধানাং দিবি চাপ্সরসামিব। শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।। ১১
সোপাননিনদাংশ্চাপি ভবনেষু মহাত্মনাম্। আস্ফোটিতনিনাদাংশ্চ ক্ষ্বোডিতাংশ্চ ততস্ততঃ।। ১২
শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ। স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ।। ১৩
রাবণস্তবসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি। রাজমার্গে সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ।। ১৪
দদর্শ মধ্যমে গুল্মে রাক্ষসস্য চরান্ বহূন্। দিক্ষিতাঞ্জটিলান্মুণ্ডান্ গোজিনাম্বরবাসসঃ।। ১৫
দর্ভমুষ্টিপ্রহরণানগ্নিকুণ্ডায়ুধাংস্তথা। কূট-মুদ্গরপাণীংশ্চ দণ্ডায়ুধধরানপি।। ১৬
একাক্ষানে কবর্ণাংশ্চ চলদেকপয়োধরান্। করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান্ বামনাংস্তথা।। ১৭
ধন্বিনঃ খঙ্গিনশ্চৈব শতঘ্নী মুসলায়ুধান্। পরিঘোত্তমহস্তাংশ্চ বিচিত্রকবচোজ্জ্বলান্।। ১৮

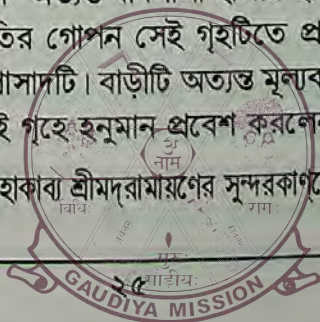
দেখাচ্ছিলো বাড়ীগুলিকে। তাতে রমণীয় হয়ে উঠেছিলো লঙ্কাপুরী। মেঘের দ্বারা আকাশ যেন শোভা পাচ্ছে।।৬।। রাক্ষসদের উজ্জ্বল সুন্দর গৃহগুলির দ্বারা লঙ্কা জ্বলজ্বল করছিলো। শুভ্র মেঘের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিলো বাড়ীগুলি। পদ্ম এবং স্বস্তিক চিহ্ন ছিলো তাতে আঁকা।।৭।। উঁচু উঁচু বাড়ীগুলি সবদিকে। বেশ সাজানো গোছানো। সুন্দর মাল্য এবং অলঙ্কারে ভূষিত সেগুলি।।৮।। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান কপিরাজ সুগ্রীবের মঙ্গলসাধনে ছিলেন তৎপর। রামচন্দ্রের বাঞ্ছিত কর্মের জন্য সীতার সন্ধানে এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীতে যেতে যেতে শ্রীমান হনুমান এইসব দেখে আনন্দিত হলেন।।৯।। বাড়ীগুলির আকৃতি নানাধরণের। হনুমান সেখানে শুনলেন উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিন স্বরের শ্রুতিসুখকর গান *(লঙ্কার নগর-পরিকল্পনা লক্ষণীয়। একধরণের বাড়ীই যদি থাকে তাতে সৌন্দর্য থাকে না। ব্যারাকের মতো মনে হয়। বিভিন্ন ধরণের গৃহ সেখানে নির্মিত ছিলো। গৃহ হতে সঙ্গীতের ধ্বনি শ্রুত হতো। অধিবাসীরা রুচিশীল ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলো—সূচিত হচ্ছে)*।।১০।। গানের যে ধ্বনি তিনি শুনছিলেন, তা যেন স্বর্গের কামমুগ্ধা অপ্সরাদের কাঞ্চী আর নূপুরের মধুর শিঞ্জন *(কাঞ্চী—কোমরের হার, নূপুর—পায়ের অলঙ্কার। চলার সময় উভয়েরই মধুর ধ্বনি শোনা যায়)*।।১১।। মহাত্মা রাক্ষসদের গৃহে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার শব্দ, বাহুর আস্‌ফোট তথা শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ তিনি শুনলেন *(ক্ষ্বোডিত—বিজয়ধ্বনি, বীরের সিংহনাদ)*।।১২।। তিনি দেখলেন রাক্ষসেরা গৃহে মন্ত্র জপ করছে। করছে বেদপাঠ *(যাতুধান—রাক্ষস। স্বাধ্যায়—নিত্যকর্মের অঙ্গরূপে নিত্য স্বকীয় বেদের নিত্যপাঠ)*।।১৩।। গর্জন করে রাবণের স্তব করছে এমন রাক্ষসদেরো তিনি দেখলেন। রাজপথেও বিরাট জটলা করতে দেখলেন রাক্ষসদের।।১৪।। রক্ষীদের মধ্যবর্তী অবস্থান কক্ষে রাক্ষস রাবণের বহু চরকে তিনি অবলোকন করলেন। তাদের কেউ দীক্ষিত। কেউ জটাধারী। কেউবা মুণ্ডিতমস্তক। আবার কেউ বা গোরুর এবং হরিণের চামড়া পরিধান করে আছে *(অজিন—হরিণের চামড়া)*।।১৫।। তাদের কারো হাতে আছে মুঠো করা কুশের অস্ত্র। কেউ আগুনের কুণ্ডকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে। কারো হাতে আছে লৌহপিণ্ডরূপ অস্ত্র। কেউ বা মুগুরকে অস্ত্র হিসেবে হাতে নিয়েছে। কারো হাতে রয়েছে বড়ো বড়ো লাঠি *(কূঠ—বড়ো বড়ো লোহার পিণ্ড, যা ছুঁড়ে মারলে মানুষ মরে যাবে। কুশের মুঠো আর আগুনের কুণ্ড শত্রুনিধনে অভিচার-ক্রিয়ায় লাগে)*।।১৬।। তাদের কারো চোখ রয়েছে একটি। কারো দেহে নানা বর্ণ। কারো একটিমাত্র পয়োধর ঝুলে রয়েছে। দেখতে তারা ভয়ঙ্কর। কারো মুখ আবার বাঁকানো। কেউ বিকট দর্শন। কেউ বা আবার বেঁটে *(ভুগ্ন—বাঁকা)*।।১৭।। কারো হাতে ধনু। কারো হাতে তরবারি। কেউ বা হাতে নিয়েছে শতঘ্নী। কেউ বা মুষল। কারো হাতে বেশ ভালো পরিঘ। কেউ বা উজ্জ্বল বিচিত্র কবচ পরে আছে।।১৮।। কেউ কেউ বেশী মোটা নয়। কেউ বা অত্যন্ত শীর্ণও

নাতিস্থূলান্নাতিকৃশান্নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বাকান্। নাতিগৌরান্নাতিকৃষ্ণান্নাতিকুব্জান্ন বামনান্।। ১৯
বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ সুবর্চসঃ। ধ্বজিনঃ পতাকিনশ্চৈব দদর্শ বিবিধায়ুধান্।। ২০
শক্তি বৃক্ষায়ুধাংশ্চৈব পট্টিশাশনিধারিণঃ। ক্ষেপণী-পাশহস্তাংশ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ।। ২১
স্রগ্বিণস্ত্বনুলিপ্তাংশ্চ বরাভরণভূষিতান্। নানাবেষসমাযুক্তান্ যথাস্বৈরচরান্ বহূন্।। ২২
তীক্ষ্ণশূলধরাংশ্চৈব বজ্রিণশ্চ মহাবলান্। শতসাহস্রমব্যগ্রমারক্ষং মধ্যমং কপিঃ।। ২৩
রক্ষোধিপতিনির্দিষ্টং দদর্শান্তঃপুরাগ্রতঃ। স তদা তদ্গৃহং দৃষ্ট্বা মহাহাটকতোরণম্।। ২৪
রাক্ষসেন্দ্রস্য বিখ্যাতমদ্রিমূর্দ্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতম্। পুণ্ডরীকাবতংসাভিঃ পরিখাভিঃ সমাবৃতম্।। ২৫
প্রকারাবৃতমত্যন্তং দদর্শ স মহাকপিঃ। ত্রিবিষ্টপনিভং দিব্যং দিব্যনাদবিনাদিতম্।। ২৬
বাজিহ্রেষিতসংঘুষ্টমদ্ভুতৈশ্চ হয়ৈস্তথা। রথৈর্যানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়-গজৈঃ শুভৈঃ।। ২৭
বারণৈশ্চ চতুর্দন্তৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ। ভূষিতৈ রুচিরদ্বারং মত্তৈশ্চ মৃগ-পক্ষিভিঃ।। ২৮
রক্ষিতং সুমহাবীর্যৈর্যাতুধানৈঃ সহস্রশঃ। রাক্ষসাধিপতের্গুপ্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ।। ২৯
স হেমজাম্বূনদচক্রবালং মহার্হমুক্তামণিভূষিতান্তম্।
পরার্ধ্যকালাগুরুচন্দনার্হং স রাবণান্তঃপুরমাবিবেশ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

নয়। কেউ অত্যন্ত লম্বা নয়, কেউ বা অত্যন্ত বেঁটেও নয়। কেউ খুব ফর্সা নয়, কেউ বা অত্যন্ত কালো নয়, কেউ বা বেশী কুঁজো নয়, আবার বেশী খাটোও নয়।।১৯।। কারো রূপ বিকৃত। কেউ বা বহুরূপধারী। কেউ বা সুন্দর। আবার কেউ উজ্জ্বল। কেউ বা ধ্বজা নিয়ে এসেছে। পতাকা ব্যবহার করছে কেউ কেউ। কেউ আবার নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে এসেছে।।২০।। কেউ নিয়ে এসেছে শক্তি নামক অস্ত্র। কেউ গাছের বড়ো বড়ো ডালাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। কেউ পট্টিশ নামক অস্ত্র, কেউ বা অশনি নামের অস্ত্র ধারণ করেছে। কেউ ক্ষেপণী তথা বল্লম, কেউ বা পাশ কিংবা ফাঁদ নিয়ে এসেছে। মহাবানর হনুমান তাদের সবাইকে দেখলেন।।২১।। ফুলের মালা পরে আছে কেউ। কেউ চন্দনের অনুলেপন দিয়ে সেজেছে। কেউ বা সেজেছে উত্তম অলঙ্কারে। নানাবিধ বেশ তারা ধারণ করেছে। ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারে তারা ।।২২।। অনেকে ধারালো শূল ধারণ করে আছে। মহাবলশালী অনেকে বজ্র নিয়ে উপস্থিত।।২৩।। বানর অন্তঃপুরের সামনেই মধ্যের কক্ষটি দেখলেন। শতসহস্র অবিচল রক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিত। তার বিরাট তোরণ ছিলো সোনায় তৈরী।।২৪।। বিখ্যাত সেই গৃহটি পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত। পরিখায় ঘেরা। তাতে ফুটে থাকতো শ্বেতপদ্ম। যেন শ্বেতপদ্মের মুকুট পরে আছে গৃহটি!।।২৫।। মহাবানর হনুমান দেখলেন বাড়ীটি প্রাচীর পরিবেষ্টিত। স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি সেখানে শোনা যাচ্ছে। স্বর্গের মতোই মনে হচ্ছিলো সেই প্রাসাদটিকে ।।২৬।। অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে মুখরিত সেই প্রাসাদ। দেখতে অদ্ভুত সব ঘোড়া সেখানে আছে। মঙ্গলকর রথ, যান এবং বিমান সেখানে সাজানো। চার দাঁত আছে এমন সব মত্ত শ্বেতহস্তীর দ্বারা শোভিত সেই গৃহ। হস্তীগুলিকে দেখতে শুভ্র মেঘের মতো। দ্বারের পাশে রক্ষিত রয়েছে নানান হরিণ। এবং পাখী। এদের দ্বারা শোভিত দ্বারদেশটি ভারি সুন্দর!।।২৭-২৮।। অত্যন্ত বীর্যশালী হাজার হাজার রাক্ষসের দ্বারা গৃহটি ছিলো সুরক্ষিত। বানর হনুমান রাক্ষসাধিপতির গোপন সেই গৃহটিতে প্রবেশ করলেন।।২৯।। উজ্জ্বল সোনায় তৈরী, প্রাচীরে বেষ্টিত সেই প্রাসাদটি। বাড়ীটি অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তোয় শোভিত। বহুমূল্য কৃষ্ণ অগুরু এবং চন্দনে সুরভিত সেই গৃহে হনুমান প্রবেশ করলেন।।৩০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

গগনাঙ্গনে চন্দ্রদেবস্যাবতরণম্, হনূমতা নানারাক্ষসানাং দর্শনম্, সীতাদেবীমনবলোকয়তো হনূমতশ্চিন্তা চ।

ততঃ স মধ্যং গতমংশুমন্তং জ্যোৎস্না-বিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্।। ১
লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম।
ভূতানি সর্বাণি বিরাজয়ন্তং দদর্শ শীতাংশুমথাভিযান্তম্।। ২
যা ভাতি লক্ষ্মীর্ভুবি মন্দরস্থা যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চা পুষ্করস্থা ররাজ সা চারু-নিশাকরস্থা।। ৩
হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থশ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ।। ৪
স্থিতঃ ককুদ্মানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মহাচলঃ শ্বেত ইবোর্ধ্বশৃঙ্গঃ।
হস্তীব জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গো বিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ।। ৫
বিনষ্টশীতাম্বুতুষারপঙ্কো মহাগ্রহগ্রাহবিনষ্টপঙ্কঃ।
প্রকাশলক্ষ্ম্যাশ্রয়নির্মলাঙ্কো ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ।। ৬
শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ।
রাজ্যং সমাসাদ্য যথা নরেন্দ্রস্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ।। ৭
প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ প্রবৃদ্ধরক্ষঃ পিশিতাশদোষঃ।

পঞ্চম (৫) সর্গ

আকাশ-প্রাঙ্গণে চন্দ্রদেবের অবতরণ। হনুমানের দ্বারা নানা রাক্ষস-রাক্ষসীর দর্শন। সীতাদেবীকে দেখে হনুমানের চিন্তা।

লঙ্কায় রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ধীমান হনুমান দেখলেন, চন্দ্র ভূতলে নিরন্তর কিরণ-বিকিরণ করছেন। আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্র বিরাজ করছেন। তাঁর কিরণ শীতল। গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষ যেমন বিচরণ করে, তেমনি মনে হচ্ছিলো আজ চন্দ্রকে *(এই বর্ণনায় ঋষিকবি অনুপ্রাস অলঙ্কারবহুলভাবে ব্যবহার করেছেন)* ।।১।। জগতের পাপরাশি বিনাশ করছেন চন্দ্র। সমুদ্রকে তিনি জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে পরিবর্ধিত করেছেন। সকল প্রাণীকে তাঁর আলোক দ্বারা তিনি প্রকাশ করে চলেছেন।।২।। পৃথিবীতে মন্দরপর্বতে অপূর্ব শোভা বিরাজ করে। সন্ধ্যায় সাগরে দেখা যায় মনোরম সৌন্দর্য। জলাশয়ে পদ্মেও বিরাজ করে সৌন্দর্য। সমান মনোহর শোভা আজ চাঁদেও দেখা যাচ্ছে *(লক্ষ্মী—সৌন্দর্য। প্রদোষ—সন্ধ্যা। নিশাকর—চন্দ্র)* ।।৩।। রূপোর তৈরী পঞ্জরে বসে আছে এমন হাঁসের মতো দেখাচ্ছিলো চাঁদকে। মন্দরপর্বতের গুহায় যেন সিংহ বসে আছে। গর্বিত হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট বীরের মতো মনে হচ্ছিলো তাঁকে। এইভাবে আকাশে চন্দ্র আজ নানারূপে শোভা বিস্তার করছেন।।৪।। সেইরাতের বেলাতে কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে পরিপূর্ণ চন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে। যেন তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ নিয়ে শুভ্র বৃষ দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা যেন বিরাট শ্বেতপর্বত শিখরসমূহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা শ্বেত হস্তী আছে দাঁড়িয়ে। আর তার দাঁত মুড়ে দেওয়া হয়েছে সোনা দিয়ে *(চাঁদের গায়ের কালো কলঙ্ক চিহ্নকে শৃঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। শৃঙ্গ—চিহ্ন, দন্ত, শিখর। ককুদ্মান—ককুদ অর্থাৎ কুঁজ আছে এমন বৃষ)* ।।৫।। স্বর্গগঙ্গার জল জমাট বেঁধে তুষার হয়ে গিয়ে পঙ্কের মতো দেখায়। বর্ষা চলে-যাওয়ায় সেই তুষার গলে গিয়ে ঝকঝক করছে। উজ্জ্বল চাঁদকে জরির মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সূর্যকিরণে তার কালো কালিমা বিগলিত হয়ে দূর হয়ে গেছে। সৌন্দর্যের আশ্রয়-স্বরূপ শাদা চাঁদের বুকের কালো চিহ্নটি বেশ সুন্দর লাগছে। ভগবান চন্দ্র এইভাবে এখন অবস্থান করছেন।।৬।। পশুরাজ সিংহ গুহা হতে শিলাতলে বেরিয়ে এলে, গজরাজ মহাযুদ্ধের মধ্যস্থলে দাঁড়ালে, রাজা রাজ্যলাভ করলে যেমন মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন, তেমনি মহিমান্বিত দেখাচ্ছে আজ চাঁদকে।।৭।। চন্দ্রের উদয়ে গৃহের অভ্যন্তরে অন্ধকাররূপ দোষ নষ্ট হয়ে গেছে। রাক্ষসদের মাংসভোজনের দোষ

রামাভিরামেরিতচিত্তদোষঃ স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ।। ৮
তন্ত্রীস্বরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃত্তাঃ স্বপন্তি নার্যঃ পতিভিঃ সুবৃত্তাঃ।
নক্তঞ্চরাশ্চাপি তথা প্রবৃত্তা বিহর্তুমত্যদ্ভুতরৌদ্রবৃত্তাঃ।। ৯
মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি রথাশ্বভদ্রাসনসঙ্কুলানি।
বীরশ্রিয়া চাপি সমাকুলানি দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি।। ১০
পরস্পরং চাধিকমাক্ষিপন্তি ভুজাংশ্চ পীনানধিবিক্ষিপন্তি।
মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপন্তি মত্তানি চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তি।। ১১
রক্ষাংসি বক্ষাংসি চ বিক্ষিপন্তি গাত্রাণি কান্তাসু চ বিক্ষিপন্তি।
রূপাণি চিত্রাণি চ বিক্ষিপন্তি দৃঢানি চাপানি চ বিক্ষিপন্তি।। ১২
দদর্শ কান্তাশ্চ সমালভন্ত্যস্তথা পরাস্তত্র পুনঃ স্বপন্ত্যঃ।
স্বরূপবক্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ ক্রুদ্ধাঃ পরাশ্চাপি বিনিঃশ্বসন্ত্যঃ।। ১৩
মহাগজৈশ্চাপি তথা নদদ্ভিঃ সুপূজিতৈশ্চাপি তথা সুসদ্ভিঃ।
ররাজ বীরৈশ্চ বিনিঃশ্বসদ্ভির্হ্রদো ভুজঙ্গৈরিব নিঃশ্বসদ্ভিঃ।। ১৪
বুদ্ধিপ্রধানান্ রুচিরাভিধানান্ সংশ্রদ্দধানাঞ্জগতঃ প্রধানান্।
নানাবিধানান্ রুচিরাভিধানান্ দদর্শ তস্যাং পুরী যাতুধানান্।। ১৫
ননন্দ দৃষ্ট্বা স চ তান্ সুরূপান্ নানাগুণাত্মগুণানুরূপান্।
বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুরূপান্ দদর্শ কাংশ্চিচ্চ পুনর্বিরূপান্।।১৬
ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবাস্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবা দদর্শ তারা ইব সুস্বভাবাঃ।। ১৭
স্ত্রিয়ো জ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢা নিশীথকালে রমণোপগূঢাঃ।
দদর্শ কশ্চিৎ প্রমদোপগূঢা যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢাঃ।। ১৮

বেড়ে গেছে। রমণীদের প্রণয়-কলহের দোষ বর্ধিত হয়েছে। সুন্দর সন্ধ্যায় স্বর্গের সুষমা আজ প্রকাশিত হয়েছে *(প্রদোষ—রজনীমুখ তথা সন্ধ্যা)* ।।৮।। লঙ্কায় তখন রাবণের গৃহে বীণা বেজে চলেছে। তার ধ্বনি কানে শুনতে বেশ ভালো লাগছে। রমণীরা পতির সঙ্গে ঘুমুতে গিয়ে আনন্দকর কর্মে প্রবৃত্ত হলো। অত্যন্ত অদ্ভুত এবং কঠিনকর্মসম্পাদনকারী নিশাচর রাক্ষসেরাও ঐরকম সুখকর বিহারে হলো প্রবৃত্ত।।৯।। বুদ্ধিমান বানর হনুমান। রাক্ষসদের গৃহগুলি দেখলেন। ঐশ্বর্যমদে রাক্ষসেরা সেখানে বাস করছে। রথ, অশ্ব এবং সুন্দর সিংহাসন দিকে দিকে ছড়ানো। বীরদের সৌন্দর্যে সুশোভিত ঐ প্রাসাদ *(কুল—গৃহ)* ।।১০।। তিনি দেখলেন, রাক্ষসেরা একে অপরকে তিরস্কার করছে। সুপুষ্ট বাহুগুলির আস্ফালন করছে। মাতাল হয়ে প্রলাপ বকছে। একে অপরকে গালাগালি দিচ্ছে।।১১।। বিচিত্র সব আচরণ করছে তারা। কেউ কেউ উল্লাসে বুক চাপড়াচ্ছে। কেউ বা প্রেয়সীর গায়ের উপর ঢলে পড়ছে। বিচিত্ররূপে সাজসজ্জা করছে কেউ। কেউ বা কঠিন ধনু আকর্ষণ করছে *(চাপ—ধনু)* ।।১২।। রাক্ষসরমণীরা কেউ কেউ সাজগোজ করছে। আবার ঘুমিয়েও পড়ছে কেউ। কেউ সুন্দর মুখ নিয়ে হেসে চলেছে। আর কেউ বা রেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে *(ভুজঙ্গ—সর্প)* ।।১৩-১৪।। তিনি সেই পুরীতে নানা নামধারী, নানারূপধারী রাক্ষসদের দেখে আনন্দিত হলেন। দেখতে তারা সবাই বেশ সুন্দর। এবং নানাগুণে গুণান্বিত। বুদ্ধিমানও।।১৫।। অনেকের মধ্যেই হনুমান তাঁর নিজের মতো গুণও দেখতে পেলেন। দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। তারা সব রূপে আলো করে আছে। আবার কদাকারদর্শন অনেক রাক্ষসও রয়েছে।।১৬।। অতঃপর রাক্ষসদের পত্নীদেরো তিনি সেখানে দেখলেন। তারাও দেখতে বেশ সুন্দর। অন্তর তাদের বিশুদ্ধ। স্বভাব মহৎ। প্রিয়জনের প্রতি তারা আসক্ত। তেমনি মদ্যপানেও তাদের আসক্তি রয়েছে। হাব-ভাবাদি বিলাস-কলায় তারা অভিজ্ঞ। সুন্দরী রাক্ষসীদের তারার মতো উজ্জ্বল লাগছিলো।।১৭।। নিশীথরাত্রে পক্ষী যেমন পক্ষিণীকে আলিঙ্গন করে সুখ-অনুভব করে, তেমনি কোনো কোনো রাক্ষস-রমণী প্রিয়জনের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়ে মিলনসুখে সলজ্জা। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে তারা বিরাজ করছে।।১৮।। ধীমান হনুমান। দেখলেন, কোনো কোনো রাক্ষস-রমণী

অন্যাঃ পুনর্হর্ম্যতলোপবিষ্টাস্তত্র প্রিয়াঙ্কেষু সুখোপবিষ্টাঃ।
ভর্তুঃ পরা ধর্মপরা নিবিষ্টা দদর্শ ধীমান্ মদনোপবিষ্টাঃ।। ১৯
অপ্রাবৃতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ কাশ্চিৎ পরার্ধ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ।
পুনশ্চ কাশ্চিচ্ছশলক্ষ্মবর্ণাঃ কান্তপ্রহীণা রুচিরাঙ্গবর্ণাঃ।। ২০
ততঃ প্রিয়ান্ প্রাপ্য মনোঽভিরামান্ সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোঽভিরামাঃ।
গৃহেষু হৃষ্টাঃ পরমাভিরামা হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ।। ২১
চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ হি বক্ত্রমালা বক্রাঃ সুপক্ষ্মাশ্চ সুনেত্রমালাঃ।
বিভূষণানাঞ্চ দদর্শ মালাঃ শতহ্রদানামিব চারুমালাঃ।। ২২
ন ত্বেব সীতাং পরমাভিজাতাং পথিস্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং দদর্শ তন্বীং মনসাঽভিজাতাম্।। ২৩
সনাতনে বর্ত্মনি সন্নিবিষ্টাং রামেক্ষণীং তাং মদনাভিবিষ্টাম্।
ভর্তুর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রবিষ্টাং স্ত্রীভ্যঃ পরাভ্যশ্চ সদা বিশিষ্টাম্।। ২৪
উষ্ণার্দিতাং সানুসৃতাস্রকণ্ঠীং পুরা বরার্হোত্তমনিষ্ককণ্ঠীম্।
সুজাতপক্ষ্মামভিরক্তকণ্ঠীং বনে প্রনৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্।। ২৫
অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং পাংসুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বর্ণরেখাং বায়ুপ্রভুগ্নামিব হেমরেখাম্।। ২৬
সীতামপশ্যন্ মনুজেশ্বরস্য রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।
বভূব দুঃখোপহতশ্চিরস্য প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচিরস্য।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

প্রাসাদের আঙিনায় বসে আছে। কেউ বা পতির কোলে সুখে উপবিষ্টা। কেউ বা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। আবার কেউ কামার্তা।।১৯।। কেউ বা পতি কাছে নেই বলে উত্তরীয় নিয়ে সাজগোজ করেনি। কারো বর্ণ সোনার মতো। কেউ বা আবার একেবারে তপ্তসোনার মতো উজ্জ্বলকান্তি। কারো বা বর্ণ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ। শুভ্র। কেউ বা সুন্দর বর্ণে মনোহরণ করছে *(অপ্রাবৃতা — উত্তরীয়হীনা। শশলক্ষ্ম—চন্দ্র। রুচির —সুন্দর)* ।।২০।। বানরপ্রধান হনুমান এবারে দেখলেন, কোনো সুন্দরী রাক্ষসী রমণী প্রিয়জনকে পেয়ে সন্তৃপ্ত। এবং প্রীতিযুক্ত। সেই সুন্দরীরা গৃহে বেশ আনন্দে অবস্থান করছে।।২১।। চাঁদের মতো তাদের মুখমণ্ডল। চোখে বাঁকা চাউনি। তাদের সুন্দর চোখের রোমরাজিও ভারি সুন্দর। বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল তাদের অলঙ্কারসমূহ। তিনি দেখলেন *(শতহ্রদ—বিদ্যুৎ)* ।।২২।। কিন্তু ধর্মপথে স্থিতা, পরম অভিজাত রাজকুলেজাতা সীতাকে তিনি দেখতে পেলেন না। সীতার জন্ম হয়েছিলো মনের সঙ্কল্প থেকে। দেখতে তিনি কৃশা। কুসুমিতা লতার মতো সুন্দরী।।২৩।। সীতাদেবী সনাতন পাতিব্রত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিতা। কামভাবে তিনি রামকেই শুধু দেখতেন। পতির চিত্তেরই তিনি সদা-অনুগতা। সতী নারীদের মধ্যে তিনি অতি বিশিষ্টা।।২৪।। পতির বিরহতাপে তিনি বিধুরা। চোখে বইছে জলের ধারা। গলা বেয়ে তা নেমে আসছে। মূল্যবান সোনার হার তাঁর কণ্ঠে। সুকোমল তাঁর নেত্ররোম। অরণ্যে নৃত্যরতা ময়ূরীর মতো তিনি সুমধুরভাষিণী *(নিষ্ক—সোনা। পক্ষ্ম—নেত্ররোম। নৃত্ত—বাদ্যের তালে তালে অঙ্গ নিক্ষেপ। আর নৃত্য—ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী। "নৃত্তং তাল-লয়াশ্রয়ং, ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্)* ।।২৫।। ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মতো তাঁর অঙ্গ। ধূলিধূসরিত সোনার মতো তাঁর বর্ণ। ক্ষতস্থানের লাল ক্ষীণ রেখার মতো ক্ষীণ তাঁর অঙ্গ। ঝড়ে যেন বিধ্বস্তা এই স্বর্ণবর্ণা সীতা।।২৬।। বাগ্মিপ্রবর, মানবাধিপতি রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে বানর হনুমান এইরকম শোচনীয় দশায় দেখে অনেকক্ষণ তিনি দুঃখমগ্ন হয়ে রৈলেন।।২৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

লঙ্কায়া ভূষণস্বরূপং রাবণবাসগৃহং গত্বা তৎসমীপস্থিত-প্রহস্তপ্রমুখরাক্ষসানাং
গৃহেষু সীতাঞ্চান্বিষ্য রাবণগৃহে হনূমতঃ প্রবেশঃ।

স নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্। বিচচার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমন্বিতঃ।। ১
আসসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্। প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্।। ২
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্বনম্। সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ।। ৩
রূপ্যকোপহিতৈশ্চিত্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ। বিচিত্রাভিশ্চ কাক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্।। ৪
গজাস্থিতৈর্মহামাত্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ। উপস্থিতমসংহার্যৈর্হয়ৈঃ স্যান্দনযাযিভিঃ।। ৫
সিংহ-ব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দান্তকাঞ্চনরাজতীঃ। ঘোষবদ্ভির্বিচিত্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ।। ৬
বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্ধাসনভূষিতম্। মহারথসমাবাপং মহারথমহাসনম্।। ৭
দৃশ্যৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ। বিবিধৈর্বহুসাহস্রৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ।। ৮
বিনীতৈরন্তপালৈশ্চ রক্ষোভিশ্চ সুরক্ষিতম্। মুখ্যাভিশ্চ বরস্ত্রীভিঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ।। ৯
মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্। বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিঃস্বনম্।। ১০
তদ্ রাজগুণসম্পন্নং মুখ্যৈশ্চ বরচন্দনৈঃ। মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্বনম্।। ১১
ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্। নিত্যার্চিতং পর্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা।। ১২

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলো রাবণের বাসগৃহ। তারই নিকটে প্রহস্ত-প্রমুখ রাক্ষসদের
গৃহে সীতাকে অন্বেষণ করে হনুমানের রাবণের গৃহে প্রবেশ।

ইচ্ছেমতো রূপধারণকারী হনুমান দ্রুতগতিতে লঙ্কার সাততলা বাড়ীগুলিতে ইচ্ছামতো বিচরণ করলেন।। ১ ।। শ্রীমান হনুমান। ক্রমে রাক্ষসরাজের প্রাসাদে এসে উপনীত হলেন। সূর্যের মতো তার প্রাচীরের বর্ণ। উজ্জ্বল আভায় আবৃত সেই প্রাকার।। ২ ।। সিংহেরা যেমন ভীষণ অরণ্যকে রক্ষা করে, তেমনি ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সেই প্রাসাদে পাহারা দিচ্ছে। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান উজ্জ্বল ভবনটিকে ভালো করে দেখতে লাগলেন।।৩।। সেই প্রাসাদের তোরণগুলি রূপোয় তৈরী। সেগুলি আবার সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত। সুন্দরকক্ষ-সমন্বিত সেই প্রাসাদ। দরজাগুলিও দেখতে খুব সুন্দর।।৪।। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো বীর মাহুতেরা। হাতীর উপর বসে। ফলে তাদের কোনো ক্লান্তি নেই। ঘোড়াগুলি রথ টেনে চলেছে। তারা সব অব্যাহত-গতি।।৫ ।। রথে সিংহ আর ব্যাঘ্রের চর্মের আসন ছিলো আস্তৃত। স্নিগ্ধদর্শন সোনা এবং রূপোর আসনও তাতে বর্তমান। সুন্দর রথগুলির চলার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।।৬।। রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ঐ প্রাসাদ। বহুমূল্য আসন সেখানে সাজানো। বিরাট বিরাট রথ চারদিকে দৃশ্যমান। তাতে মহারথ তথা বীরদের আসন আস্তৃত।। ৭ ।। দিকেদিকে বহুরকমের হরিণ এবং পাখী দেখা যাচ্ছে। হাজারে হাজারে তারা সেখানে রয়েছে।।৮।। সীমান্তরক্ষী রাক্ষসদের দ্বারা ঐ প্রাসাদ সুরক্ষিত। রক্ষীরা বিনীত। সুন্দরী রমণীদের দ্বারা সকলদিক পরিপূর্ণ।।৯।। রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে সুন্দরী মহিলারা আনন্দে অবস্থান করছে। তাদের সুন্দর অলঙ্কারের ঝঙ্কার সমুদ্রের গর্জনের মতো শোনাচ্ছে।।১০।। রাজোচিত ঐশ্বর্যসম্পন্ন ঐ প্রাসাদ। ভালো চন্দনের সৌরভে সুরভিত সকল কক্ষ। বিশিষ্টব্যক্তিরা সেখানে ঘোরাফেরা করছে। যেন সিংহ-সমাকীর্ণ এক বিশাল বন।।১১।। ভেরী এবং মৃদঙ্গ বেজে চলেছে। শঙ্খ-নিনাদিত হচ্ছে। রাক্ষসেরা সেই গৃহে নিত্য পূজার্চনা করে। পর্বদিনে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা।। ১২ ।। সাগরের মতো গম্ভীর সেই গৃহ। সাগরের মতো গম্ভীর ধ্বনি শোনা যেতো।

সমুদ্রমিব গম্ভীরং সমুদ্রসমনিঃস্বনম্। মহাত্মনো মহদ্বেশ্ম মহারত্নপরিচ্ছদম্।। ১৩
মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ। বিরাজমানং বপুষা গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্।। ১৪
লঙ্কাভরণমিত্যেব সোঽমন্যত মহাকপিঃ। চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ।। ১৫
গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্বশঃ। বীক্ষমাণোঽপ্যসন্ত্রস্তঃ প্রসাদাংশ্চ চচার সঃ।। ১৬
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্। ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্যবান্।। ১৭
অথ মেঘপ্রতীকাশং কুম্ভকর্ণনিবেশনম্। বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।। ১৮
মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি। বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুন্মালেস্তথৈব চ।। ১৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ। শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ।। ২০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম জগাম হরিযূথপঃ। জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ জগাম হরিসত্তমঃ।। ২১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোস্তথৈব চ। বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।। ২২
ধুম্রাক্ষস্যাথ সম্পাতের্ভবনং মারুতাত্মজঃ। বিদ্যুদ্রূপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ।। ২৩
শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ। হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য লোমশস্য চ রক্ষসঃ।। ২৪
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য সাদিনঃ। বিদ্যুজ্জিহ্ব-দ্বিজিহ্বনাং তথা হস্তিমুখস্য চ।। ২৫
করালস্য পিচাস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি। প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ২৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ। তেষামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ।। ২৭
সর্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সমন্ততঃ। আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।। ২৮
রাবণস্যোপশায়িন্যো দদর্শ হরিসত্তমঃ। বিচরন্ হরিশার্দূলো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ।। ২৯
শূল-মুদ্গরহস্তাংশ্চ শক্তি-তোমরধারিণঃ। দদর্শ বিবিধান্ গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে।। ৩০

সকলদিক গম গম করছে। মহাত্মা রাবণের এই বিরাট গৃহ মহারত্নে বিভূষিত।।১৩।। মহাবানর হনুমান। দেখলেন, হস্তী, অশ্ব এবং রথে-সঙ্কুল এই বিরাট প্রাসাদ।।১৪।। তিনি মনে করলেন, এই প্রাসাদ লঙ্কার অলঙ্কারের মতো। রাবণের কাছে হনুমান তখন বিচরণ করতে আরম্ভ করলেন।।১৫।। রাক্ষসদের গৃহগুলি এবং উদ্যানসমূহ নির্ভীকভাবে একের পর এক দেখতে দেখতে তিনি চলতে লাগলেন।।১৬।। হনুমান অত্যন্ত বেগশালী। বীর্যবান। লাফিয়ে লাফিয়ে প্রহস্ত নামক রাক্ষসের গৃহ এবং তারপর মহাপার্শ্বের প্রাসাদে বিচরণ করলেন।।১৭।। এবার গেলেন কুম্ভকর্ণের প্রাসাদে। সেটি দেখতে মেঘের মতো। এই মহাকপি অতঃপর গেলেন বিভীষণের গৃহে।।১৮।। পরে মহোদর এবং বিরূপাক্ষের গৃহে। এবার বিদ্যুদ্জিহ্বর গৃহ ঘুরে দেখে তেমনি গেলেন বিদ্যুন্মালির গৃহে।।১৯।। সেই বানর তারপর অতি দ্রুত লাফিয়ে গেলেন বজ্রদংষ্ট্র, শুক এবং ধীমান সারণের গৃহে।।২০।। বানরদলপতি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান। একে একে ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী এবং সুমালীর গৃহেও গেলেন।।২১।। অতঃপর রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু এবং বজ্রকায়ের গৃহে লাফিয়ে চলে গেলেন তিনি।।২২।। এইভাবেই পবনপুত্র হনুমান ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন এবং বিঘনের প্রাসাদে গেলেন।।২৩।। এবারে গেলেন শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দ্রংষ্ট্র এবং লোমশ নামক রাক্ষসের গৃহে।।২৪।। তারপর যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, অশ্বারোহী ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুদ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব এবং হস্তিমুখের গৃহে গেলেন।।২৫।। এইভাবেই করাল, বিশাল এবং শোণিতাক্ষের গৃহেও বিচরণ করলেন মারুত-নন্দন হনুমান।।২৬।। মহাযশস্বী মহাকপি তিনি। ঐশ্বর্যশালী সবার গৃহে তাদের ধনসম্পদ সব দেখতে পেলেন।।২৭।। চারদিকে সকলের প্রাসাদসমূহ অতিক্রম করে শ্রীমান হনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।।২৮।। বানরবীর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বিচরণ করে সেখানে দেখলেন, বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা রাবণের সেবায় নিরতা।।২৯।। তারা শূল, মুগুর, শক্তি এবং তোমরাদি অস্ত্র ধারণ করে আছে। রাক্ষসরাজের গৃহে দেখলেন বহু আরক্ষস্থান (*গুল্ম— আরক্ষস্থান তথা পুলিশ-স্টেশন*) ।।৩০।। দেখলেন বিশালদেহী সব রাক্ষসদের। নানাবিধ প্রহরণ তাদের হাতে। অত্যন্ত

রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্। রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্।। ৩১
কুলীনান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্। শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি।। ৩২
নিহন্তৄন্ পরসৈন্যানাং গৃহে তস্মিন্ দদর্শ সঃ। ক্ষরতশ্চ যথা মেঘান্ স্রবতশ্চ যথা গিরীন্।। ৩৩
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ দুর্ধর্ষান্ সমরে পরৈঃ। সহস্রং বাহিনীস্তত্র জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ।। ৩৪
হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ। দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।। ৩৫
শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ। লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ।। ৩৬
ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ। কামস্য গৃহকং রম্যং দিবাগৃহকমেব চ।। ৩৭
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে। স মন্দরসমপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্।। ৩৮
ধ্বজযষ্টিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্। অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ।
ধীরনিষ্ঠিতকর্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব।। ৩৯
অর্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ। বিররাজ চ তদ্বেশ্ম রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ।। ৪০
জাম্বূনদময়ান্যেব শয়নান্যাসনানি চ। ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ।। ৪১
মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্। মনোরমমসংবাধং কুবেরভবনং যথা।। ৪২
নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ। মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্।। ৪৩
প্রাসাদসংঘাতযুতং স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্। সুব্যূঢকক্ষ্যং হনুমান্ প্রবিবেশ মহাগৃহম্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

বেগবান রক্ত, শ্বেত এবং গৌরবর্ণের অশ্বগুলিকে তিনি দেখলেন।।৩১।। ভালোজাতের, দেখতে সুন্দর অনেক হাতীকে তিনি সেখানে দেখতে পেলেন। শত্রুপক্ষের হাতীকে যুদ্ধে তারা পরাভূত করে। ঐরাবতের তুল্য এই হস্তীগুলি বেশ সুশিক্ষিত।।৩২।। রাবণগৃহে তিনি যে হস্তীগুলিকে দেখলেন তারা শত্রুসৈন্যদের হত্যাকারী। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, পাহাড় যেমন ধাতুক্ষরণ করে, তেমনি এই হাতীগুলিও অঝোরে মদধারা বর্ষণ করছে।।৩৩।। যুদ্ধে এই হাতীগুলিকে কেউ সহজে কাবু করতে পারে না। মেঘের মতো গর্জন তাদের। তিনি আরো দেখলেন, হাজার হাজার স্বর্ণোজ্জ্বল শিবিকা বা পালকী। নবোদিত সূর্যের কিরণের মতো তাদের দীপ্তি। ঠিকরে পড়ছে। রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে এইসব তাঁর চোখে পড়লো।।৩৪-৩৫।। পবনপুত্র হনুমান। যে শিবিকাগুলি তিনি দেখলেন, সেগুলির আকার নানারকমের। সেখানে তিনি দেখলেন, লতায়-ঘেরা নানা কুঞ্জ। চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারী।।৩৬।। দেখলেন খেলাঘর বা বর্তমানের স্টেডিয়াম। এবং কাঠের তৈরী কৃত্রিম পর্বত। ইন্দ্রিয় উপভোগের রমণীয় কক্ষ এবং সুন্দর সব ভবনও তিনি দেখলেন।।৩৭।। রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে দেখতে পেলেন রাবণের উত্তম গৃহটি। মন্দরপর্বতের মতো দেখতে ঐ গৃহ। স্থানে স্থানে তার ময়ূর খেলা করে বেড়াচ্ছে।।৩৮।। উত্তম বাড়ীটির ওপরে রয়েছে অনেক পতাকা-দণ্ড। ভেতরে রয়েছে অনন্ত রত্ন। চারদিকের জানালাগুলিও নানারত্নে তৈরী। ধীর-স্থির রক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত গৃহটিকে ভূতপতি মহেশ্বরের গৃহের মতো মনে হয়।।৩৯।। কিরণরাজির দ্বারা সূর্যকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি রত্নরাজির প্রভায় এবং রাবণের তেজে এই গৃহটিকে সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো।।৪০।। বানরদলপতি হনুমান সেখানে দেখতে পেলেন সোনার খাট। এবং আসন। সেইসঙ্গে শুভ্র নানাবিধ পাত্র *(শয়না—খাট। ভাজন—পাত্র)*।।৪১।। প্রভূত মণিময় পাত্র সেখানে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সব মধু এবং মদ্যে আর্দ্র। যেন এটি কুবেরের গৃহ।।৪২।। শোনা যাচ্ছে নূপুরের নিক্কণ। কাঞ্চীর শিঞ্জন। এবং মৃদঙ্গের বোল। এ সবের সম্মিলিত শব্দে মুখরিত ঐ প্রাসাদ।।৪৩।। একের পর এক বহু মহল তাতে রয়েছে। শত শত রমণীরত্ন ঐখানে বাস করছে। কক্ষগুলি সব সুসজ্জিত। হনুমান এই বিশাল গৃহে প্রবেশ করলেন।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

রাবণভবনস্য পুষ্পকবিমানস্য চ বর্ণনম্

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ ব্যাসক্তবৈদূর্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎ প্রাবৃষি মেঘজালং বিদ্যুৎপিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্।। ১
নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ।
মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা দদর্শ বেশ্মাদ্রিষু চন্দ্রশালাঃ।। ২
গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি।
সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি কপির্দদর্শ স্ববলার্জিতানি।। ৩
তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি ময়েন সাক্ষাদিব নির্মিতানি।
মহীতলে সর্বগুণোত্তরাণি দদর্শ লঙ্কাধিপতের্গৃহাণি।। ৪
ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্।
রক্ষোধিপস্যাত্মবলানুরূপং গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্।। ৫
মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্।। ৬
নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং তডিদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানং শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্।। ৭
যথা নগাগ্রং বহুধাতুচিত্রং যথা নভশ্চ গ্রহ-চন্দ্রচিত্রম্।

সপ্তম (৭) সর্গ

রাবণের ভবনের এবং পুষ্পক বিমানের বর্ণনা

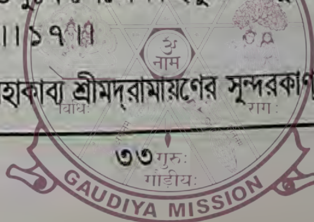
বলবান হনুমান রাবণের ভবনসমূহ দেখলেন। সেগুলিতে রয়েছে বৈদূর্যমণি আর সোনার তৈরী জানালা। বর্ষায় মেঘের পুঞ্জে বিদ্যুৎ খেলে। তার বুকে পাখীরাও ওড়ে। বর্ষার মেঘরাশির মতো দেখাচ্ছিলো এই প্রাসাদরাজিকে।।১।। প্রাসাদগুলির বিভিন্ন কক্ষে প্রশস্ত শঙ্খ, নানাবিধ অস্ত্র এবং ধনু সজ্জিত রয়েছে। পাহাড়ের মতো উঁচু এইসব প্রাসাদের সুন্দর চিলেকোঠাগুলিও তিনি দেখলেন *(চন্দ্রশালা—ভবনের ছাদের চিলেকোঠা)* ।।২।। গৃহগুলিতে রয়েছে নানাবিধ রত্ন। দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা পূজিত হয়েছে এই প্রাসাদগুলি। ফলে সর্বপ্রকার দোষহীন এই অট্টালিকাগুলি। রাবণ নিজের শক্তিতেই এইসব প্রাসাদ তৈরী করেছে। বানর হনুমান এই গৃহপুঞ্জ দেখলেন।।৩।। অতি প্রযত্নে নির্মিত এই প্রাসাদগুলি বুঝি ময়দানব সাক্ষাৎ এসে নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন! ভূতলে সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলো লঙ্কাধিপতি রাবণের এই ভবনপুঞ্জ।।৪।। প্রাসাদরাজির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর রাবণের সেই গৃহটিকে তিনি দেখলেন। সেটি সোনায় মোড়ানো। ভারি সুন্দর! উঁচু মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। রাবণের শক্তির অনুরূপ অনন্যসাধারণ ছিলো এই প্রাসাদ।।৫।। যেন স্বর্গ হতে ভূতলে ছিটকে এসেছে প্রাসাদটি। বহু রত্ন তাতে খচিত। সৌন্দর্যে জ্বল জ্বল করছিলো। বিবিধ তরুর কুসুম এবং পরাগে সমাকীর্ণ পর্বতশিখরের মতো দেখাচ্ছিলো এটিকে।।৬।। আকাশে সুন্দর বিমানটিকেও তিনি দেখলেন। সুন্দরী নারীপ্রধানেরা তাতে সেবিকারূপে অবস্থান করছে। সেজন্যেই যেন তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। মনে হচ্ছিলো বিদ্যুৎপুঞ্জ যেন মেঘকে অর্চনা করছে। আর শ্রেষ্ঠ হংসেরা যেন ঐ সুন্দর বিমানটিকে আকাশ পথে বহন করছে *(প্রবেক—প্রধান। এখনকার মতো সেকালেও বিমান-সেবিকারূপে সুন্দরী নারীরা নিযুক্ত হতেন—এই ইঙ্গিত এখানে মেলে। প্রাচীন ভারতে বিমান যে নির্মিত হতো, তা এখন প্রমাণিক সত্য। বিমান-নির্মাণের গ্রন্থ "বিমানশাস্ত্রম্" সম্প্রতি মহীশূর হতে প্রকাশিতও হয়েছে। এই বিষয়ে বহু সংবাদ "Truth" পত্রিকায়, ৯১ নং চৌরঙ্গী রোড থেকে প্রকাশিত এবং ডঃ দিলীপকুমার কাঞ্জিলালের গবেষণায় মেলে)* ।।৭।। বহুবিধ ধাতুর দ্বারা চিত্রিত শৈলশিখরের মতো এবং গ্রহরাজি চন্দ্রের দ্বারা সুশোভিত

দদর্শ যুক্তীকৃতচারুমেঘচিত্রং বিমানং বহুরত্নমিচত্রম্।। ৮
মহী কৃতা পর্বতরাজিপূর্ণা শৈলাঃ কৃতা বৃক্ষবিতানপূর্ণাঃ।
বৃক্ষাঃ কৃতাঃ পুষ্পবিতানপূর্ণাঃ পুষ্পং কৃতং কেসরপত্রপূর্ণম্।। ৯
কৃতানি বেশ্মানি চ পাণ্ডুরাণি তথা সুপুষ্পাণ্যপি পুষ্করাণি।
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরাণি বনানি চিত্রাণি সরোবরাণি।। ১০
পুষ্পাহ্বয়ং নাম বিরাজমানং রত্নপ্রভাভিশ্চ বিঘূর্ণমানম্।
বেশ্মোত্তমানামপি চোচ্চমানং মহাকপিস্তত্র মহাবিমানম্।। ১১
কৃতাশ্চ বৈদূর্যময়া বিহঙ্গা রূপ্যপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ।
চিত্রাশ্চ নানাবসুভির্ভুজঙ্গা জাত্যানুরূপাস্তুরগাঃ শুভাঙ্গাঃ।। ১২
প্রবাল-জাম্বূনদ-পুষ্পপক্ষাঃ সলীলমাবর্জিত-জিহ্মপক্ষাঃ।
কামস্য সাক্ষাদিব ভান্তি পক্ষাঃ কৃতা বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ।। ১৩
নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা।। ১৪
ইতীব তদগৃহমভিগম্য শোভনং সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্।
পুনশ্চ তৎপরমসুগন্ধি সুন্দরং হিমাত্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্।। ১৫
ততঃ স তাং কপিরভিপত্য পূজিতাং চরন্ পুরীং দশমুখবাহুপালিতাম্।
অদৃশ্য তাং জনকসুতাং সুপুজিতাং সুদুঃখিতাং পতিগুণবেগনির্জিতাম্।। ১৬
ততস্তদা বহুবিধভাবিতাত্মনঃ কৃতাত্মনো জনকসুতাং সুবর্ত্মনঃ।
অপশ্যতোঽভবদতিদুঃখিতং মনঃ সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাত্মনঃ।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

আকাশের মতোই দর্শনীয় দেখাচ্ছিলো বিমানটিকে। তার আকার ছিলো সুন্দর মেঘের মতো। বহুবিধ রত্নে খচিত সেটি। অত্যন্ত মনোহর।।৮।। বিমানের বসার আসনের কাছে আঁকা আছে পাহাড়ের ছবি। তাতে রয়েছে বহু গাছপালা। গাছে ফুটেছে বহু ফুল। ফুলগুলিতে রয়েছে বেশ সুন্দর পাপড়ি। এবং কেশর।।৯।। শুভ্রবর্ণ বাড়ীঘর তাতে আঁকা। আঁকা আছে পুকুর। তাতে ফুটেছে অনেক জলজ ফুল। বহু সরোবর রয়েছে চিত্রিত। কেশর-সমন্বিত পদ্ম তাতে ফুটে আছে।।১০।। রাবণের এই বিমানটির নাম "পুষ্পক"। রত্নের প্রভায় ভাস্বর হয়ে ঘুরছে। মহাবিমানটি উত্তম গৃহের চেয়েও উচ্চশ্রেণীর। মহাবানর হনুমান ঐ বিমানটি দেখলেন।।১১।। বিমানে বৈদূর্যমণি দিয়ে আঁকা আছে পাখী। রূপো আর প্রবাল দিয়েও পাখী আঁকা আছে। বসু নামক দেবতা এবং সাপ রয়েছে চিত্রিত। সুন্দর অঙ্গসমন্বিত ভালোজাতের ঘোড়ার ছবিও তাতে চিত্রিত করা।।১২।। বহু পাখী আঁকা আছে। প্রবাল, সোনা এবং ফুল দিয়ে তাদের পাখা আঁকা। সেই পাখাগুলি অবলীলাক্রমে বাঁকানো যায়। পাখীগুলির মুখ এবং পাখাগুলি বেশ সুন্দর। বিচিত্র এই পাখাগুলি প্রত্যক্ষই যেন কামভাব উদ্দীপ্ত করতো।।১৩।। পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর চিত্র তাতে অঙ্কিত। সুন্দর শুঁড়-সহ হস্তী তাঁকে সেবা করছে। তাদেরও শুঁড়ে ধরা আছে কেশরসহ পদ্ম।।১৪।। সুন্দর গুহাযুক্ত মনোহর সেই গৃহে তিনি গেলেন। বসন্তকালে সুন্দর গুহাযুক্ত সুরভিত পর্বতের মতো এই গৃহ দেখে তিনি বিস্মিত হলেন *(হিমাত্যয়ে—বসন্তে। নগ—ন গচ্ছতি ইতি নগ—পর্বত)*।।১৫।। অতঃপর হনুমান দশমুখ রাবণের বাহুবলে পালিতা এবং বহু প্রশংসিতা লঙ্কাপুরীতে লাফিয়ে নামলেন। সন্ধান করে বহুজনপূজিতা জনকদুহিতা সীতাকে তিনি দেখতে পেলেন না। পতির গুণ স্মরণ করে বিহ্বলহৃদয়া সীতা তখন অত্যন্ত দুঃখেই কাল কাটাচ্ছেন।।১৬।। মহাপ্রাণ হনুমান। সীতাকে না দেখে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। হনুমান বহুজনের দ্বারা বহুভাবে পূজিত হতেন। সৎপথে তিনি চলেন। পুণ্যাত্মা তিনি।।১৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

পুনর্বিস্তারেণ পুষ্পকবিমানবর্ণম্

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো মহদ্ বিমানং মণিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজানদজাম্বূলকৃত্রিমং দদর্শ ধীমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ।। ১
তদপ্রমেয়-প্রতিকার-কৃত্রিমং কৃতং স্বয়ং সাধ্বিবতি বিশ্বকর্মণা।
দিবং গতে বায়ুপথে প্রতিষ্ঠিতং ব্যরাজতাদিত্যপথস্য লক্ষ্ম তৎ।। ২
ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহার্ঘরত্নবৎ।
ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরেষ্বপি ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ।। ৩
তপঃ সমাধান-পরাক্রমার্জিতং মনঃ সমাধানবিচারচারিণম্।
অনেক-সংস্থান-বিশেষনির্মিতং ততস্ততস্তুল্য-বিশেষনির্মিতম্।। ৪
মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনং দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্।
মহাত্মনাং পুণ্যকৃতাং মহর্দ্ধিনাং যশস্বিনামগ্র্যমুদামিবালয়ম্।। ৫
বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্মলং বিচিত্রকূটং শিখরং গিরের্যথা।। ৬
বহন্তি যৎ কুণ্ডলশোভিতাননা মহাশনা ব্যোমচরা নিশাচরাঃ।
বিবৃত্তবিধ্বস্তবিশাললোচনা মহাজবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ।। ৭
বসন্তপুষ্পোৎকরচারুদর্শনং বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্।
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং দদর্শ তদ্বানরবীরসত্তমঃ।। ৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

অষ্টম (৮) সর্গ

আবার বিস্তৃতভাবে পুষ্পক বিমানের বর্ণনা

বুদ্ধিমান পবন-নন্দন হনুমান রাবণের গৃহের মধ্যে অবস্থান করে মণি এবং রত্নের দ্বারা চিত্রিত বিশাল বিমানটিকে দেখলেন। তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তার জানালা।। ১ ।। অতুলনীয় সৌন্দর্য-সমন্বিত করে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাকে নির্মাণ করেছেন। আকাশে বায়ুপথে সূর্যের পথের চিহ্নরূপে বিমানটি বিরাজ করছিলো *(লক্ষ্ম—চিহ্ন)* ।।২।। সেই বিমানে এমন কোনো অংশ ছিলো না, যা বিশেষভাবে নির্মিত হয়নি। সকল অংশই ছিলো তার মহামূল্য রত্নে তৈরী। দেবতাদেরো বিমানে যে সব বৈশিষ্ট্য থাকে তার চেয়েও বেশী বিশিষ্টতা এই বিমানে রয়েছে।।৩।। রাবণের তপস্যা পরাক্রমের দ্বারা এই বিমান অর্জিত। মনের ইচ্ছামতো এটি চালিত হয়। বিশেষ বহু প্রকার কৌশলে এটি নির্মিত। তার চেয়েও বিশেষ উন্নতমানের বিমানের প্রযুক্তিতে এটি নির্মিত।।৪।। মনের অভিলাষ মতো দ্রুতগামী ছিলো এই বিমান। বায়ুর মতো দুর্বার তার গতি। পুণ্যাত্মা ধনবান যশস্বী মহাত্মাদের অত্যন্ত আনন্দকর গৃহের মতো ছিলো এই বিমান।।৫।। বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ পথে চলতে পারতো এই বিমান। বিমানটি বিচিত্র। বহু কক্ষ-সমন্বিত। মনের আনন্দপ্রদ এবং শারদীয় চন্দ্রের মতো নির্মল। দেখতে বিচিত্র শিখর-সমন্বিত পাহাড়ের মতো।।৬।। আকাশবিহারী নিশাচর ভূতগণ ঐ বিমান চালিয়ে নিয়ে যায়। তাদের মুখমণ্ডল কুণ্ডলশোভিত। অত্যন্ত দ্রুতগামী তারা। বিশাল বিশাল তাদের চোখ। সর্বদা ঘুরছে। মহাবেগবান রাক্ষসেরা হাজারে হাজারে ঐ বিমান বহন করছে।।৭।। বসন্তকালীন পুষ্পে শোভিত। বসন্তের চেয়েও সুন্দর সেই উত্তম বিমান—"পুষ্পক"কে বানরবীরশ্রেষ্ঠ হনুমান দেখলেন।।৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

রাবণগৃহে সীতায়া অন্বেষণায় হনূমতঃ পুষ্পকবিমানারোহণম্, নানাবস্থাসু প্রসুপ্তায়া রমণীনামবলোকনঞ্চ।

তস্যালয়বরিষ্ঠস্য মধ্যে বিমলমায়তম্। দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ১
অর্ধযোজনবিস্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ। ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্।। ২
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং সীতামায়তলোচনাম্। সর্বতঃ পরিচক্রাম হনুমানরিসূদনঃ।। ৩
উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্। আসসাদার্থ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।। ৪
চতুর্বিষাণৈর্দ্বিরদৈস্ত্রিবিষাণৈস্তথৈব চ। পরিক্ষিপ্তমসংবাধং রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ।। ৫
রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্। আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্।। ৬
তন্নক্র-মকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিল-ঝষাকুলম্। বায়ুবেগসমাধূতং পন্নগৈরিব সাগরম্।। ৭
যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হরিবাহনে। সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী।। ৮
যা চ রাজ্ঞঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ। তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋদ্ধী রক্ষোগৃহেষ্বিহ।। ৯
তস্য হর্ম্যস্য মধ্যস্থবেশ্ম চান্যৎ সুনির্মিতম্। বহুনির্যূহসংযুক্তং দদর্শ পবনাত্মজঃ।। ১০
ব্রহ্মণোঽর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্বিশ্বকর্মণা। বিমানং পুষ্পকং নাম সর্বরত্নবিভূষিতম্।। ১১
পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ। কুবেরমোজসা জিত্বা লেভে তদ্ রাক্ষসেশ্বরঃ।। ১২

নবম (৯) সর্গ

রাবণের গৃহে সীতার সন্ধানে হনুমানের পুষ্পক বিমানে আরোহণ। নানা অবস্থায় গভীরভাবে নিদ্রিতা রমণীদের দর্শন।

পবনপুত্র হনুমান সেই প্রাসাদের মধ্যে উজ্জ্বল এবং প্রশস্ত শ্রেষ্ঠ ভবনটিকে দেখলেন। সেটি রাবণের।।১।। রাবণের সেই গৃহটি দৈর্ঘ্যে অর্ধযোজন বিস্তৃত। এবং প্রস্থে এক যোজন। রাক্ষসরাজের সেই ভবনে আরো অনেকগুলি প্রাসাদ ছিলো।।২।। শত্রুবিনাশকারী হনুমান বিশালনেত্রা বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকে সন্ধান করতে করতে সর্বত্র পরিক্রমণ করলেন *(অরিসূদন—শত্রুবিনাশকারী। বড়ো চোখ সৌন্দর্যের লক্ষণ। সুন্দরী সীতার চোখগুলি বড়ো বড়ো ছিলো)* ।।৩।। শ্রীমান হনুমান রাক্ষসদের ভালো ভালো গৃহগুলি দেখতে দেখতে রাক্ষসাধিপতি রাবণের ভবনে এসে উপস্থিত হলেন।।৪।। সেখানে দাঁতালো হাতীরা পাহারা দিচ্ছে। তাদের কারো চারটি দাঁত। কারো তিনটি। কারো বা দু'টি। উদ্যত অস্ত্রধারী রক্ষীরা সেই প্রাসাদকে দুর্গম করে রেখেছে *(বিষাণ—হস্তিদন্ত, পশুশৃঙ্গ। রদ—দন্ত)* ।।৫।। রাবণের ভবনটি ভরা ছিলো রাক্ষসীদের দ্বারা। তাদের মধ্যে কেউ রাবণের পত্নী, আর কেউ ছিলো রাবণের বিক্রমের দ্বারা সংগৃহীতা রাজকন্যা *(রাবণ যে জোর করে রাজকন্যাদের হরণ ইতঃপূর্বেও করেছে তারই সংবাদ এখানে মেলে)* ।।৬।। এদের দ্বারা পরিবৃত এবং পরিপূর্ণ প্রাসাদটিকে ঝড়ে উদ্‌বেলিত সমুদ্রের মতো মনে হতো। আর তাতে যেন কুমীর, মকর, তিমিঙ্গিল বা হাঙর, মৎস্য এবং সাপ অবস্থান করছে *(ঝষ—মৎস্য)* ।।৭।। কুবের, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, তিনি মনোহর রূপ ধারণ করে পূর্ণভাবে রাবণের গৃহে বাস করছেন *(অনপায়িনী—যাঁর অপায় বা বিনাশ নেই)* ।।৮।। ধনরাজ কুবের, যম এবং বরুণের যেরকম ঐশ্বর্য, এইখানে রাক্ষস রাবণের গৃহেও ঐরকমের বা তার চেয়েও বেশী ঐশ্বর্য বিরাজ করছিলো।।৯।। সেই মনোহর প্রাসাদের মধ্যে একটি বহু খিলানযুক্ত গৃহ বায়ুপুত্র দেখতে পেলেন।।১০।। স্বর্গে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার জন্য একটি দিব্য বিমান তৈরী করেছিলেন। সর্বপ্রকার রত্নে তাকে সাজানো হয়েছিলো। নামটি ছিলো পুষ্পক।।১১।। কুবের কঠোর তপস্যার দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে তা লাভ করেছিলেন। বীর্যবত্তার দ্বারা কুবেরকে পরাজিত করে রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেটি ছিনিয়ে নেয়।।১২।। ঐ বিমানে সোনার ওপর সোনা দিয়ে

ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ। সুকৃতৈরাচিতং স্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া।। ১৩
মেরুমন্দরসঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্। কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।। ১৪
জ্বলনার্কপ্রতীকাশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্মণা। হেমসোপানযুক্তঞ্চ চারুপ্রবরবেদিকম্।। ১৫
জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি। ইন্দ্রনীল-মহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্।। ১৬
বিদ্রুমেণ বিচিত্রেণ মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ। নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভিস্তলেনাভিবিরাজিতম্।। ১৭
চন্দনেন চ রক্তেন তাপনীয়নিভেন চ। সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্।। ১৮
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমারুরোহ মহাকপিঃ। তত্রস্থঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্।। ১৯
দিব্যং সম্মূৰ্চ্ছিতং জিঘ্রন্ রূপবন্তমিবানিলম্। স গন্ধস্তং মহাসত্ত্বং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্।। ২০
ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ। ততস্তাং প্রস্থিতঃ শালাং দদর্শ মহতীং শিবাম্।। ২১
রাবণস্য মহাকান্তাং কান্তামিব বরস্ত্রিয়ম্। মণিসোপানবিকৃতাং হেমজালবিরাজিতাম্।। ২২
স্ফাটিকৈরাবৃততলাং দন্তান্তরিতরূপিকাম্। মুক্তা-বজ্রপ্রবালৈশ্চ রূপ্যচামীকরৈরপি।। ২৩
বিভূষিতাং মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্। সমৈর্ঋজুভিরত্যুচ্চৈঃ সমন্তাৎ সুবিভূষিতৈঃ।। ২৪
স্তম্ভৈঃ পক্ষৈরিবাত্যুচ্চৈর্দিবং সম্প্রস্থিতামিব। মহত্যা কুথয়াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণাঙ্কয়া।। ২৫
পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাং সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্। নাদিতাং মত্তবিহগৈর্দিব্যগন্ধাধিবাসিতাম্।। ২৬
পরার্ধ্যাস্তরণোপেতাং রক্ষোঽধিপনিষেবিতাম্। ধূম্রামগুরুধূপেন বিমলাং হংসপাণ্ডুরাম্।। ২৭

ভালোভাবে স্তম্ভ নির্মাণ করা। তাতে বাঘের প্রতিকৃতি। সৌন্দর্যে সেগুলি ঝলমল করছিলো *(ঈহামৃগ —ব্যাঘ্র-প্রতিকৃতি। দৃশ্যকাব্যের চতুরঙ্কবিশিষ্ট প্রকার বিশেষ। হিরণ্ময়—সোনায় তৈরী)* ।।১৩।। খুব উঁচুতে ঐ প্রাসাদে গুপ্তগৃহ এবং সুন্দর বিহারগৃহসমূহ রয়েছে। মেরু এবং মন্দর পর্বত যেন আকাশকে স্পর্শ করছে!।।১৪।। বিশ্বকর্মা প্রদীপ্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল করে ঐ গৃহগুলিকে নির্মাণ করেছেন। তাতে সোনায় তৈরী সিঁড়ি যুক্ত করা হয়েছে। সুন্দর বেদীও সন্নিবিষ্ট করা ।।১৫।। সোনা আর স্ফটিকের তৈরী জানালা ছিলো বায়ু চলাচলের জন্য। খুব ভালো ইন্দ্রনীল এবং মহানীল মণির রমণীয় বেদী সেখানে ছিলো।।১৬।। কক্ষের ভেতরের অঙ্গন অত্যন্ত মূল্যবান বিচিত্র প্রবাল এবং গোলাকার মুক্তাসমূহের দ্বারা খচিত *(বিদ্রুম—প্রবাল)* ।।১৭।। পবিত্রগন্ধ স্বর্ণবর্ণ রক্তচন্দনের প্রলেপে নবোদিত সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো অঙ্গনগুলিকে।।১৮।। বিমানটিকে সর্বত্র সুরভিত করা হয়েছে। পানীয় এবং ভোজনের অন্নের ব্যবস্থা তাতে রয়েছে। মহাকপি হনুমান সেই স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করলেন।।১৯।। তিনি সেই অন্ন এবং পানীয়ের দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ করলেন। বায়ুই যেন সেই গন্ধের রূপ-গ্রহণ করেছে। বন্ধু যেমন মহাবলবান বন্ধুকে আহ্বান করে, তেমনি সেই গন্ধ যেন হনুমানকে আহ্বান করছে...।।২০।। যেখানে রাবণ রয়েছে, সেইখানে এসো। হনুমান গিয়ে দেখলেন রাবণের সুন্দর বিশাল শয়নকক্ষ।।২১।। সুন্দরী পত্নীর মতোই ঐ সুন্দর শয়নশালাকে রাবণ ভালোবাসতো। শয়নশালার সিঁড়িগুলি মণি দিয়ে নির্মিত। তাতে ছিলো সোনার তৈরী সব জানালা।।২২।। স্ফটিকের দ্বারা তার তলদেশ তৈরী। মধ্যে মধ্যে ছিলো হাতীর দাঁতের মূর্তি, মুক্তা, হীরা, প্রবাল, রূপো এবং সোনার দ্বারা স্তম্ভগুলি তৈরী।।২৩।। বহু স্তম্ভে ভূষিত সেই কক্ষ। স্তম্ভগুলি মণি দিয়ে নির্মিত। তারা সরল আকার এবং সমুচ্চ।।২৪।। মনে হচ্ছিলো, স্তম্ভরূপ পাখাগুলি যেন উঁচুতে বাড়ীটিকে তুলে ধরেছে। বিশাল কার্পেট পাতা আছে ঘরে। আর সেই কার্পেটে পৃথিবীর ছবি আঁকা *(কুথয়—কম্বল, কুশের আস্তরণ, কার্পেট)* ।।২৫।। বিশাল রাষ্ট্র এবং বিস্তৃত পৃথিবীর মতো মনে হচ্ছে সেই বিশাল গৃহটিকে। আনন্দিত পাখীদের কূজনে মুখরিত সেই প্রাসাদ। দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা সুবাসিত করা হয়েছিলো কক্ষটিকে *(ধূপ, অগুরু, গোলাপ জল দিয়ে কক্ষটিকে সুখাবহ করে তোলা হয়েছিলো)* ।।২৬।। রক্ষোরাজের নিবাসকক্ষটিতে মূল্যবান চাদর পাতা। অগুরু ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হাঁসের মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল সেই কক্ষ।।২৭।। নানা পত্র এবং পুষ্পে সজ্জিত কক্ষটি। নানা বর্ণে ছিলো চিত্রিত। বশিষ্ঠের

পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্মাষীমিব সুপ্রভাম্। মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্।। ২৮
তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সংজননীমিব। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থৈস্তু পঞ্চ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ।। ২৯
তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা। স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ।। ৩০
প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্। ধূর্তানিব মহাধূর্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্।। ৩১
দীপানাঞ্চ প্রকাশেন তেজসা রাবণস্য চ। অর্চির্ভির্ভূষণানাঞ্চ প্রদীপ্তেত্যভ্যমন্যত।। ৩২
ততোঽপশ্যৎ কুথাসীনং নানাবর্ণাম্বরস্রজম্। সহস্রং বরনারীণাং নানাবেষবিভূষিতম্।। ৩৩
পরিবৃত্তেঽর্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশঙ্গতম্। ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ প্রসুপ্তং বলবত্তদা।। ৩৪
তৎ প্রসুপ্তং বিরুরুচে নিঃশব্দান্তরভূষিতম্। নিঃশব্দহংস ভ্রমরং যথা পদ্মবনং মহৎ।। ৩৫
তাসাং সংবৃতদান্তানি মীলিতাক্ষীণি মারুতিঃ। অপশ্যৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুযোষিতাম্।। ৩৬
প্রবুদ্ধানীব পদ্মানি তাসাং ভূত্বা ক্ষপাক্ষয়ে। পুনঃ সংবৃতপাত্রাণি রাত্রাবিব বভুস্তদা।। ৩৭
ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ। অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ।। ৩৮
ইতি বামনত্য শ্রীমানুপপত্ত্যা মহাকপিঃ। মেনে হি গুণতস্তানি সমানি সলিলোদ্ভবৈঃ।। ৩৯
সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা। শরদীব প্রসন্না দ্যৌস্তারাভিরতিশোভিতা।। ৪০
স চ তাভিঃ পরিবৃতঃ শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ। যথা হ্যুডুপতিঃ শ্রীমাংস্তারাভিরিব সংবৃতঃ।। ৪১

শুভ্রবর্ণ ধেনু শবলার মতো দেখাচ্ছিলো এই সুসজ্জিত শুভ্র প্রাসাদটিকে। মনে আনন্দ সঞ্চার করছে এই সুসজ্জিত প্রাসাদ *(কল্মাষী—বশিষ্ঠের ধেনু শবলা। শাদা সেই গাভীটিকে সাজানো হতো নানা বর্ণে)* ।।২৮।। ঐ কক্ষটি মায়ের মতোই সব শোক মুছিয়ে দেয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করার জন্য পঞ্চবিধ উত্তম বস্তু যেন মায়ের মতো পরিবেশন করছে *(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ অর্থাৎ চামড়া এবং জিহ্বা—হলো ৫টি ইন্দ্রিয়, তাদের তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন—রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং রস—এই ৫ রকমের দ্রব্য)* ।।২৯।। রাবণপালিতা এই রম্যপ্রাসাদটি স্নেহময়ী সুখদাত্রী মায়ের মতো হনুমানকে তৃপ্ত করলো। হনুমান ভাবলেন, এটি কি দেবলোক, না স্বর্গ? নাকি ইন্দ্রের পুরী অমরাবতী। না উত্তম সিদ্ধি।।৩০।। দেখলেন সোনার পিলসুজে উজ্জ্বল প্রদীপ। নিষ্কম্পভাবে জ্বলছে। পাশাখেলায় ধূর্তেরা তার চেয়েও বেশী ধূর্তের দ্বারা পরাজিত হলে যেমন একেবারে অচঞ্চল হয়ে যায়, তেমনি অচঞ্চল হয়ে যেন ধ্যান করছে ঐ প্রদীপরাজি *(দেবন—দীপ্তি, ক্রীড়া)* ।।৩১।। প্রদীপগুলির দীপ্তিতে, রাবণের তেজে ও অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল কক্ষটি যেন অধিক ভাস্বর হয়ে উঠেছে।।৩২।। এবার তিনি দেখতে পেলেন একহাজার সুন্দরী নারীকে। নানা অলঙ্কারে সেজে তারা কার্পেটের ওপর বসে আছে। নানা বর্ণের বসন পরিধান করেছে তারা। সেজেছে বিচিত্র সব ফুলের মালায়।।৩৩।। রাতের অর্ধেক চলে গেছে। প্রচুর মদ্যপান করেছে তারা। তাই এখন সম্ভোগলীলা হতে তারা নিবৃত্ত। গভীর ঘুমে তারা এখন আচ্ছন্ন।।৩৪।। কণ্ঠের আনন্দধ্বনি এবং অলঙ্কারের শিঞ্জন এখন আর শোনা যাচ্ছে না। হংস এবং ভ্রমরের শব্দহীন নিঃস্তব্ধ পদ্মবনের মতো নিঃশব্দ কক্ষটিকে মনে হচ্ছিলো।।৩৫।। ঘুমিয়ে পড়ায় সেই সুন্দরীদের দাঁতগুলি আবৃত। চোখ বুঁজে গেছে। সেই সুন্দরীদের পদ্মগন্ধী মুখগুলি হনুমান দেখলেন।।৩৬।। রাত চলে গেলে প্রভাতে পদ্মগুলি বিকশিত হয়। আবার রাত এলে তাদের পাপড়িগুলি বুঁজে যায়। তেমনিই দেখাচ্ছিলো সুন্দরীদের পদ্মের মতো মুখগুলিকে *(ক্ষপা—রাত্রি। ক্ষপাক্ষয়—রাত্রি শেষ হলে প্রভাতে)* ।।৩৭।। মধুলোভী মত্ত ভ্রমরেরা প্রস্ফুটিত পদ্ম মনে করে এই মুখপদ্মগুলিকে বারংবার কামনা করছে।।৩৮।। শ্রীমান হনুমান যুক্তি দিয়ে সেই মুখপদ্মগুলিকে গুণের দ্বারা জলপদ্মের মতোই মনে করছিলেন।।৩৯।। সুন্দরী রমণীরা অবস্থান করায় সেই গৃহটিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তারা-শোভিত শরৎকালের নির্মল আকাশের মতোই। অত্যন্ত সুন্দর।।৪০।। আর সেই রাক্ষস-পতি শ্রীমান রাবণ সেই রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তারাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৪১।। হনুমান মনে করলেন, পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলে যে তারারা স্বর্গ হতে

যাশ্চ্যবন্তেই স্বারাত্তারাঃ পুণ্যশেষসমাবৃতাঃ। ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা।। ৪২
তারাণামিব সুব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চিষাম্। প্রভাবর্ণ-প্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্।। ৪৩
ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্ প্রকীর্ণবরভূষণাঃ। পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ।। ৪৪
ব্যাবৃত্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ ক্বাশ্চিদুদ্ভ্রান্তনূপুরাঃ। পার্শ্বে গলিতহারাশ্চ কাশ্চিৎ পরমযোষিতঃ।। ৪৫
মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ। ব্যাবিদ্ধরশনাদামাঃ কিশোর্য ইব বাহিতাঃ।। ৪৬
অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্নমৃদিতস্রজঃ। গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে।। ৪৭
চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুদগতাঃ। হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্।। ৪৮
অপরাসাঞ্চ বৈদূর্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ। হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্।। ৪৯
হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ। আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুলিনৈরিব।। ৫০
কিঙ্কিণীজালসঙ্কাশাস্তা হেমবিপুলাম্বুজাঃ। ভাবগ্রাহা যশস্তীরাঃ সুপ্তা নদ্য ইবাবভুঃ।। ৫১
মৃদুম্বঙ্গেষু কাসাঞ্চিৎ কুচাগ্রেষু চ সংস্থিতাঃ। বভূবুর্ভূষণানীব শুভা ভূষণরাজয়ঃ।। ৫২
অংশুকান্তাশ্চ কাসাঞ্চিন্মুখমারুতকম্পিতাঃ। উপর্যুপরি বক্ত্রাণাং ব্যাধূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ।। ৫৩
তাঃ পতাকা ইবোদ্ধূতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ। নানাবর্ণসুবর্ণানাং বক্ত্রমূলেষু রেজিরে।। ৫৪
ববল্গুশ্চাত্র কাসাঞ্চিৎ কুণ্ডলানি শুভার্চিষাম্। মুখমারুতসঙ্কম্পৈর্মন্দং মন্দঞ্চ যোষিতাম্।। ৫৫
শর্করাসবগন্ধঃ স প্রকৃত্যা সুরভিঃ সুখঃ। তাসাং বদননিঃশ্বাসঃ সিষেবে রাবণং তদা।। ৫৬

মর্ত্যে খসে পড়েছে, তারাই যেন এই সব সুন্দরীরূপে প্রাসাদে অধিষ্ঠান করছে।।৪২।। সুন্দরী রমণীগণের গাত্রবর্ণ এবং দীপ্তি তারকারাজির মতো সেখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো।।৪৩।। মদ্যপান এবং শ্রমের ফলে নারীরা ঘুমে অচেতন। ফলে চুল তাদের এলোমেলো। মোটা ফুলের মালা এবং সুন্দর অলঙ্কারগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে।।৪৪।। সুন্দরীদের কারো তিলক গেছে মুছে। কারো নূপুর খসে গেছে। কারো হার খুলে পড়েছে।।৪৫।। কেউ বিগলিত মুক্তাহার পরিবৃত। কারো কাপড় খুলে গেছে। কারো বা কোমরের কাঞ্চী মাটিতে গড়াচ্ছে। পরিশ্রান্তা যুবতীদল। ঘোটকীর মতো তারা ঘুমোচ্ছে।।৪৬।। কেউ কানে কুণ্ডল পরে নি। কারো মালা খুলে গিয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। মহারণ্যে বিশাল হস্তী যেন একটি সুন্দর লতাকে পায়ে থেঁতলে দিয়েছে।।৪৭।। চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র-সমুজ্জ্বল কারো হার ওপরে উঠে গেছে। সেই সুন্দরীদের স্তন-দু'টির মধ্যে হাঁস যেন ঘুমিয়ে আছে।।৪৮।। কোনো কোনো রমণীর বৈদূর্যমণির হার কলহংসের মতো। এবং কারো বা সোনার হারলতা চক্রবাকের মতো বুকের মধ্যে শোভা পাচ্ছে।।৪৯।। নদীর তীরে শাদা কালো হাঁস এবং চক্রবাক ঘুরে বেড়ায়। সেই নদীর প্রশস্ত তীরদেশের মতো দেখাচ্ছিলো এই সুপ্তা সুন্দরীদের প্রশস্ত নিতম্বদেশ *(কারণ্ডব—কালো হাঁস। আপগ—নদী। পুলিন—নদীতীর। জঘন—নিতম্ব, পাছা। প্রশস্ত নিতম্ব নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ)* ।।৫০।। সুপ্তা নারীদের দেখে মনে হচ্ছে, যেন নদী বয়ে চলেছে। তাদের কিঙ্কিণী যেন নদীর তরঙ্গ। মুখগুলি যেন স্বর্ণপদ্ম। তাদের হাবভাবের যে বিলাস তা যেন কুমীর। তাদের সৌন্দর্যের খ্যাতি যেন নদীর প্রশস্ত তীর *(সুন্দরীদের হাবে-ভাবে আকৃষ্ট হলে পতন হতে আর নিস্তার নেই। কুমীরের মুখে পড়লে যেমন রক্ষা নেই তেমনি)* ।।৫১।। কারো কারো সুকোমল অঙ্গে কুচের অগ্রভাগে উপভোগের সময়ে মর্দনজনিত চিহ্ন সুন্দর অলঙ্কারের মতো দেখাচ্ছিলো *(কুচ—নারীর বক্ষোদেশ)* ।।৫২।। কারো মুখ হতে শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু নির্গত হচ্ছে। তাতে মুখের ওপরের ওড়নার আঁচল বারবার কম্পিত হচ্ছে *(ব্যাধূয়ন্তে—কাঁপছে)* ।।৫৩।। নানাবর্ণের সোনার জরির সেই কম্পিত বসন সুন্দরীদের মুখের কাছে পতাকার মতো উড়ছে।।৫৪।। কোনো কোনো সুন্দরীর গায়ের বর্ণ যেন ঠিকরে পড়ছে। তাদের কানের কুণ্ডল মুখ হতে নির্গত বায়ুর দ্বারা মন্দ মন্দ আন্দোলিত হচ্ছে।।৫৫।। তাদের মুখ হতে নির্গত হচ্ছিলো চিনি এবং খাদ্যের মিশ্রিত সৌরভের স্বাভাবিক গন্ধ। সেই মুখ-বায়ু রাবণকে সেবা করছিলো *(এই সুন্দরীদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই সুগন্ধ ছিলো। উত্তম নারীর লক্ষণ)* ।।৫৬।। রাবণের কোনো কোনো পত্নী রাবণের মুখ মনে করে ঘুমের ঘোরে স-পত্নীদের মুখের

রাবণাননশঙ্কাশ্চ কাশ্চিদ্ রাবণযোষিতঃ। মুখানি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃ পুনঃ।। ৫৭
অত্যর্থং সক্তমনসো রাবণেন তা বরস্ত্রিয়ঃ। অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা।। ৫৮
বাহূনুপনিধায়ান্যাঃ পারিহার্যবিভূষিতান্। অংশুকানি চ রম্যাণি প্রমদাস্তত্র শিশ্যিরে।। ৫৯
অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যাঃ কাচিৎ পুনর্ভুজম্। অপরা ত্বঙ্কমন্যস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যপরা কুচৌ।। ৬০
ঊরুপার্শ্বকটীপৃষ্ঠমন্যোন্যস্য সমাশ্রিতাঃ। পরস্পরনিবিষ্টাঙ্গ্যো মদস্নেহবশানুগাঃ।। ৬১
অন্যোন্যস্যাঙ্গসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণা সুমধ্যমাঃ। একীকৃতভুজাঃ সর্বাঃ সুষুপুস্তত্র যোষিতঃ।। ৬২
অন্যোন্যভুজসূত্রেণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা। মালেব গ্রথিতা সূত্রে শুশুভে মত্তষট্পদা।। ৬৩
লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ। অন্যোন্যমালাগ্রথিতং সংশক্তকুসুমোচ্চয়ম্।। ৬৪
প্রতিবেষ্টিতসুস্কন্ধমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্। আসীদ্ বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ।। ৬৫
উচিতেষ্বপি সুব্যক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা। বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাঙ্গাম্বরস্রজাম্।। ৬৬
রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ। জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তো নিমিষা ইব।। ৬৭
রাজর্ষি-বিপ্র-দৈত্যানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ। রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশঙ্গতাঃ।। ৬৮
যুদ্ধকামেন তাঃ সর্বা রাবণেন হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ। সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ।। ৬৯
ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদাঃ প্রসহ্য বীর্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।
ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু।। ৭০

আঘ্রাণ নিচ্ছে। বারংবার।।৫৭।। সুন্দরীরা রাবণের প্রতি অত্যন্ত আসক্তচিত্তা ছিলো। ভুলে গিয়ে সপত্নীদের সঙ্গেই তারা ঘুমের ঘোরে প্রিয়জনের মতো আচরণ করছিলো।।৫৮।। কোনো কোনো নারী বালা-পরা বাহুকে এবং সুন্দর সূক্ষ্ম বসনকেই বালিশ করে নিয়ে শুয়ে ছিলো *(পরিহার্য—বলয়। অংশুক—সূক্ষ্ম বস্ত্র। শিশ্যিরে—শয়ন করেছিলো)* ।।৫৯।। কেউ অন্য কারো বুকের ওপর, কেউ বা কারো বাহুর ওপর। কেউ বা কারো কোলের ওপর, আর কেউ বা কারো বুকের ওপর অজান্তে শুয়ে আছে।।৬০।। মদ্যপানজনিত স্নেহের আতিশয্যে উরু, পার্শ্বদেশ, কোমর প্রভৃতিতে একে অপরের অঙ্গ সন্নিবিষ্ট করে ঘুমিয়ে আছে।।৬১।। সেখানে যারা শুয়ে ছিলো তাদের সবারই দেহের মধ্যাংশ তথা কটিদেশ ক্ষীণ। তারা সবাই দেখতে বেশ সুন্দর। পরস্পরের অঙ্গকে জড়িয়ে ধরে, বাহুতে বাহুতে লগ্ন হয়ে সেই সুন্দরীরা সবাই সেখানে নিদ্রিতা।।৬২।। এই স্ত্রীরা একে অপরের বাহু জড়িয়ে শুয়ে থাকায় সূতোয় গাঁথা ফুলের মালার মতো তাদের দেখাচ্ছিলো। আর তাতে যেন মত্ত ভ্রমরেরা বসে রয়েছে *(মহিলারা ছিলো ফুলের মতো সুন্দর। তাই পরপর শায়িতা মহিলাদের সারি যেন ফুলের মালা। তাদের মাথাগুলি কালোচুলে ভরা। যেন কালো ভ্রমর)* ।।৬৩।। বসন্তকালে চৈত্রমাসে বায়ুতে আন্দোলিত হয় কুসুমিত লতারাজি, একটি অপরটির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে, তখন ফুলের স্তবকগুলি একটি অপরটির সঙ্গে লেগে যায়। এখানেও ঘনসন্নিবিষ্টা ফুলের সাজে সজ্জিতা শায়িতা সুন্দরীদের ঐরকমই মনে হচ্ছে।।৬৪।। রাবণের এই রমণীবনকে কম্পিত, ফুলে-ভরা বনের মতো মনে হচ্ছিলো। বনের ফুলগাছগুলির স্কন্ধ বেশ সুন্দর। আর ভ্রমরেরা যেন আকুল হয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।।৬৫।। অলঙ্কার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কাপড়-চোপড় এবং মালা সেই নারীদের যথাস্থানে বিন্যস্ত থাকলেও কার যে কোন্‌টা বোঝা যাচ্ছিলো না।।৬৬।। রাবণ সুখসুপ্ত। সোনার পিলসুজে জ্বলছে প্রদীপ। রমণীরাও ঘুমে অচেতন। যেন এই অনির্বাণ দীপ নির্নিমেষে সুন্দরীদের রূপের শোভা দেখছে!।।৬৭।। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসদের কন্যারা তার কামনায় বশীভূতা হয়েছিলো।।৬৮।। যুদ্ধ করে রাবণ অনেক নারীকে হরণ করে এনেছে। আবার মদমত্ত কেউ কেউ কামনার বশীভূত হয়ে রাবণের কাছে চলে এসেছে।।৬৯।। এমন কোনো রমণী সেখানে ছিলো না যে রাবণের গুণে, বীর্যে বা সৌন্দর্যে অভিভূত নয়। বলাৎকারপূর্বক রাবণ কাউকে হরণ করে নি। অন্যকে কামনা করেছে, বা অন্যের বিবাহিতা এমন কাউকে সে আনে নি। পূজনীয়া বিবাহিতা সুন্দরী সীতা কেবল এর ব্যতিক্রম।।৭০।। অভিজাত বংশে জন্মেনি, কুৎসিতরূপা, সংকীর্ণচিত্তা, অলঙ্কারবিহীনা, দুর্বলা,

ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা নাদক্ষিণা নানুপচারযুক্তা।
ভার্যাভবত্তস্য ন হীনসত্ত্বা ন চাপি কান্তস্য ন কামনীয়া।। ৭১
বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য যদীদৃশী রাঘবধর্মপত্নী।
ইমা মহারাক্ষসরাজভার্যাঃ সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ।। ৭২
পুনশ্চ সোঽচিন্তয়দাত্তরূপো ধ্রুবং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা।
অথায়মস্যাং কৃতবান্ মহাত্মা লঙ্কেশ্বরঃ কষ্টমনার্যকর্ম।। ৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

পতির কাছে কাম্যা নয় এমন কোনো নারীকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করে নি।।৭১।। বানরেশ্বর হনুমান ভাবলেন, এরা সব মহারাক্ষস রাবণের পত্নী। রামচন্দ্রের ধর্মপত্নী সীতাও যদি এদের মতোই রাবণের দ্বারা বিবাহিতা হন, তাহলে সাধুবুদ্ধি রাবণের ভালোই হবে *(সীতা পরস্ত্রী হয়ে গেলে তার জন্য রাম আর যুদ্ধ করবেন না)* ।।৭২।। আবার তিনি চিন্তা করলেন, সীতা যে গুণে নিশ্চিতই বিশেষত্ব-সম্পন্ন। সুতরাং লঙ্কাধিপতি মহাত্মা রাবণ এঁর প্রতি দুঃখজনক অনুচিত আচরণ কি করতে পারেন? *(সীতা পতিব্রতা। পতিব্রতাকে জোর করে রাবণ বিবাহ করতে পারেন না)* ।।৭৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

পুষ্পকবিমানস্থিতেন হনুমতা নানালঙ্কারৈর্বিবিধোপকরণৈশ্চ দীপ্তিমচ্ছয্যাশায়িতস্য বিবিধালঙ্কারালঙ্কৃতদেহস্য রাবণস্য দর্শনম্, আরান্মৃদঙ্গ-বীণাদিবাদ্যসমন্বিতানাং শৈলূষীণাং মধ্যে বিচিত্রশয্যায়াং শয়ানামত্যুজ্জ্বলাভরণশোভিতাং মন্দোদরীং সীতেতি মত্বা তস্যানন্দপ্রকাশশ্চ।

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্। অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্।। ১
দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ। মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ।। ২
তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমালোপশোভিতম্। দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্।। ৩
জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্। অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্।। ৪
বালব্যজনহস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ। গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্।। ৫

দশম (১০) সর্গ

পুষ্পক বিমানে বসে হনুমান দেখলেন নানা অলঙ্কারে ভূষিত রাবণ উজ্জ্বল শয্যায় শুয়ে আছেন। রয়েছে নানা উপকরণ। অদূরে নটীরা মৃদঙ্গ-বীণাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে সুন্দর শয্যায় শুয়ে আছে মন্দোদরী। অত্যন্ত উজ্জ্বল তার অলঙ্কারের দীপ্তি। ঠিকরে পড়ছে। তাকেই সীতা ভেবে হনুমানের আনন্দ।

হনুমান সুন্দর স্বর্গীয় শয্যা দেখতে পেলেন। পাতা রয়েছে। বড়ো বড়ো স্ফটিক এবং রত্নে সেটি শোভিত।।।১।। হাতীর দাঁত, সোনা এবং বৈদূর্যমনির তৈরী সুন্দর আসন সেখানে রয়েছে। অত্যন্ত মূল্যবান চাদর সেখানে আস্তৃত।।২।। তার এককোণে দেখলেন স্বর্গীয় মাল্যশোভিত একটি শ্বেত ছত্র। সেটিকে দেখতে চন্দ্রের মতো *(তারাপতি—চন্দ্র)* ।।৩।। আরো দেখলেন সিংহাসনটি। সেটি সোনা দিয়ে মোড়া। অগ্নির মতো উজ্জ্বল। সেটি অশোক ফুলের মালা দিয়ে সাজানো।।৪।। তার চারদিকেই সুন্দরীরা চামর দিয়ে হাওয়া করছে। ভালো ধূপ আর বিবিধ গন্ধদ্রব্যের দ্বারা স্থানটি সুরভিত।।৫।। ভালো চাদর সেখানে পাতা। মেষের চর্মের দ্বারা তার ধারগুলি আবৃত। সুন্দর মালা দিয়ে সবদিক

পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্। দামভির্বরমাল্যানাং সমন্তাদুপশোভিতম্।। ৬
তস্মিন্ জীমূতসঙ্কাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্। লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্।। ৭
লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গং চন্দনেন সুগন্ধিনা। সন্ধ্যারক্তমিবাকাশে তোয়দং সতডিদ্‌গুণম্।। ৮
বৃতমাভরণৈর্দিব্যৈঃ সুরূপং কামরূপিণম্। সবৃক্ষ-বন-গুল্মাঢ্যং প্রসুপ্তমিব মন্দরম্।। ৯
ক্রীডিত্বোপরতং রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্। প্রিয়ং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্।। ১০
পীত্বাপ্যুপরতং চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ। ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাধিপম্।। ১১
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ। আসাদ্য পরমোদ্বিগ্নঃ সোপাসর্পৎ সুভীতবৎ।। ১২
অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাশ্রিতঃ। ক্ষীবং রাক্ষসশার্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ।। ১৩
শুশুভে রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বপতঃ শয়নং শুভম্। গন্ধহস্তিনি সম্বিষ্টে যথা প্রস্রবণং মহৎ।। ১৪
কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ। বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ।। ১৫
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরাপীডনকৃতব্রণৌ। বজ্রোল্লিখিতপীনাংসৌ বিষ্ণুচক্রপরিক্ষতৌ।। ১৬
পীনৌ সমসুজাতাংসৌ সঙ্গতৌ বলসংযুতৌ। সুলক্ষণনখাঙ্গুষ্ঠৌ স্বঙ্গুলীয়কলক্ষিতৌ।। ১৭
সংহতৌ পরিঘাকারৌ বৃত্তৌ করিকরোপমৌ। বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভ্রে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।। ১৮
শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা। চন্দনেন পরার্ধ্যেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ।। ১৯
উত্তমস্ত্রীবিমৃদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ। যক্ষ-পন্নগ-গন্ধর্ব-দেব-দানবরাবিণৌ।। ২০
দদর্শ স কপিস্তস্য বাহূ শয়নসংস্থিতৌ। মন্দরস্যান্তরে সুপ্তৌ মহাহী রুষিতাবিব।। ২১

সাজানো হয়েছে *(আবিক—মেষ)* ।।৬।। তার মধ্যে তিনি মহাবীর। রক্তনেত্র। সোনার সূতোয় তৈরী বস্ত্র পরিহিত, উজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত মেঘের মতো রাবণকে দেখতে পেলেন *(জীমূত—মেঘ। মহারজত —সোনা)* ।।৭।। সুগন্ধি রক্তচন্দনে তার দেহ অনুলিপ্ত। সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ আকাশে বিদ্যুল্লেখা -সমন্বিত মেঘের মতো তাকে দেখাচ্ছে।।৮।। রাবণের ছিলো ইচ্ছামতো বিচরণের শক্তি। এমনিতেই সে রূপবান। তার ওপর সুন্দর অলঙ্কারে সে সেজেছে। বৃক্ষ, বন আর গুল্মসমন্বিত প্রসুপ্ত মন্দরপর্বতের মতোই তাকে দেখাচ্ছে।।৯।। রাত্রিতে সে এখন ক্রীড়া থেকে বিরত। ভালো অলঙ্কারে সজ্জিত। রাক্ষসকন্যাদেরো সে প্রিয়। রাক্ষসদেরো আনন্দদানকারী হলো রাবণ।।১০।। মহাকপি হনুমান দেখলেন যে, রাবণ মদ্যপান হতে এখন বিরত। উজ্জ্বল শয্যায় রাক্ষসরাজ বীর রাবণ আজ প্রসুপ্ত।।১১।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান হস্তীর মতো নিঃশ্বাস ফেলতে দেখলেন রাবণকে। অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন-ব্যক্তির মতো ভয়ে ভয়ে হনুমান তার কাছে গেলেন।।১২।। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে অন্য একটি বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে তিনি রাক্ষসবীরকে দেখলেন। মদ্যপানে বুঁদ হয়ে আছে সে।।১৩।। গন্ধহস্তী বিরাট প্রস্রবণে উঠলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছে ঘুমিয়ে-থাকা রাক্ষসরাজের শয্যাটি।।১৪।। দেখলেন মহাত্মা রাক্ষসরাজের সোনার অঙ্গদে ভূষিত ছড়ানো বাহুদু'টি। যেন দু'টি ইন্দ্রধ্বজ ঐখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে।।১৫।। ঐ বাহুদু'টিতে রয়েছে যুদ্ধে ঐরাবতের দণ্ডের অগ্রভাগের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন। পুষ্ট স্কন্ধদু'টিতে রয়েছে বজ্রের আঘাতের চিহ্ন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের আঘাতেও ঐ স্কন্ধদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো।।১৬।। তার কাঁধ দু'টি ছিলো দু'দিকেই সমান। সুপুষ্ট। এবং সুগঠিত। শক্তির আধার ছিলো ঐ দু'টি। তার বুড়ো আঙুল দু'টিও ছিলো বেশ সুন্দর। নখযুক্ত। তার দু'হাতের আঙুলগুলিও ছিলো সুলক্ষণযুক্ত।।১৭।। তার বাহুদু'টি বেশ সংহত। দেখতে ছিলো দরজার আগলের মতো। হাতীর শুঁড়ের মতো ছিলো গোল। শুভ্র শয্যায় ছড়িয়ে আছে ঐ বাহুদু'টি। পঞ্চশীর্ষ সর্পের মতো দেখাচ্ছে ঐ বাহুযুগলকে।।১৮।। শশকের রক্তের মতো রক্তবর্ণ, শীতল, সুগন্ধি ভালো চন্দনের দ্বারা অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত ছিলো ঐ বাহুদু'টি *(ক্ষতজ—রক্ত)*।।১৯।। আলিঙ্গনকালে উত্তম রমণীদের দ্বারা বিমর্দিত হতো ঐ বাহু। ভালো গন্ধদ্রব্যের দ্বারা হতো সেবিত। আবার ঐ বাহুই ছিলো যক্ষ, পন্নগ, গন্ধর্ব, দেবতা এবং দানবগণের কাছে ভয়ঙ্কর।।২০।। কপি হনুমান শয্যায় ছড়ানো রাবণের বাহুদু'টি এইভাবে দেখলেন। যেন মন্দরপর্বতের মধ্যে দু'টি মহাসর্প শুয়ে ঘুমুচ্ছে।।২১।। ঐ পরিপূর্ণ

তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ। শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ।। ২২
চূত-পুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ। মৃষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ।। ২৩
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ। শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্।। ২৪
মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা। মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্।। ২৫
রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা। পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা।। ২৬
পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্। মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা।। ২৭
মাষরাশিপ্রতীকাশং নিঃশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ। গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্।। ২৮
চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈর্দীপৈর্দীপ্যমানং চতুর্দিশম্। প্রকাশীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্গণৈরিব।। ২৯
পাদমূলগতাশ্চাপি দদর্শ সুমহাত্মনঃ। পত্নীঃ স প্রিয়ভার্য্যস্য তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে।। ৩০
শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ। অম্লানমাল্যাভরণা দদর্শ হরিযূথপঃ।। ৩১
নৃত্যবাদিত্রকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভুজাঙ্কগাঃ। বরাভরণধারিণ্যো নিষণ্ণা দদৃশে কপিঃ।। ৩২
বজ্রবৈদূর্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্। দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ।। ৩৩
তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ। বিররাজ বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব।। ৩৪
মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ। তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ।। ৩৫
অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃতাশালিনী। বিন্যস্তশুভসর্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বররণিনী।। ৩৬

বাহুদু'টির জন্য দু'টি শিখর নিয়ে মন্দরপর্বতের মতো সে শোভা পাচ্ছিলো।।২২।। আম্র, পুন্নাগ আর উত্তম বকুলফুলের গন্ধযুক্ত এবং মর্দিত অন্ন হতে তৈরী মদ্যের গন্ধ-মিশ্রিত...।।২৩।। নিঃশ্বাস রাক্ষসরাজের বিরাট মুখ হতে নির্গত হচ্ছে। সে তখন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আর তার সেই বিচিত্রগন্ধের নিঃশ্বাস-বায়ু গৃহটিকে পূর্ণ করে দিয়েছে *(রাবণ মদ্যপান করেছে। তার গন্ধ নিঃশ্বাসে পাওয়া যাচ্ছে)* ।।২৪।। মুক্তা এবং মণিখচিত সোনার মুকুট সে পরে আছে। সেটি আবার একটু হেলে গেছে। কানে জ্বলজ্বল করছে কুণ্ডল। ফলে মুখটিও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।।২৫।। বেশ সুপুষ্ট বিশাল তার বক্ষ। রক্তচন্দনে সেটি অনুলিপ্ত। তাতে হার শোভা পাচ্ছে।।২৬।। শুভ্র রেশমী বস্ত্র তার পরিধানে। চোখ লাল। অত্যন্ত মূল্যবান পীতবর্ণের উত্তরীয় তার অঙ্গে *(পাণ্ডুর—শুভ্র। ক্ষৌম —রেশমী কাপড়। ঈক্ষণ —চোখ। উত্তরবাস—চাদর তথা উত্তরীয়)* ।।২৭।। পাপরাশির মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সে। তাকে নিঃশ্বাসত্যাগকারী সর্পের মতো দেখাচ্ছে। গঙ্গার বিশাল জলরাশির মধ্যে একটি হস্তী যেন গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে।।২৮।। কক্ষের চারদিকে চারটি সোনার প্রদীপ জ্বলছে। তার আলোয় সকল অঙ্গ উদ্ভাসিত। যেন বিদ্যুন্মালার ঝলকানিতে মেঘ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে।।২৯।। পত্নীরা মহাপ্রাণ রাবণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। হনুমান দেখলেন রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে তার পত্নীরা পায়ের কাছে শুয়ে আছে।।৩০।। বানরগোষ্ঠীপতি হনুমান দেখলেন, চাঁদের মতো সুন্দর তাদের মুখ। সুন্দর কুণ্ডল তারা অলঙ্কাররূপে কানে পরেছে। মালায় তারা সেজে আছে। সেই মালা তখনো ম্লান হয়নি।।৩১।। ঐ রমণীরা নাচে এবং বাজনায় বেশ নিপুণ, ভালো-ভালো অলঙ্কারে তারা সজ্জিতা। হনুমান দেখলেন, তারা কেউ রাবণের বাহুর ওপর, কেউ বা কোলের কাছে শুয়ে আছে।।৩২।। তাদের কানে শোভা পাচ্ছে হীরে আর বৈদূর্যমণির দুল। বাহুতে রয়েছে তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল অঙ্গদ।।৩৩।। চাঁদের মতো সুন্দর তাদের মুখগুলি। সুন্দর উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভিত। যেন তারারাজি-শোভিত আকাশ ভূতলে নেমে এসেছে।।৩৪।। সেই রমণীদের কটিদেশ ক্ষীণ। তাই তাদের বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো। মদ্যপানে এবং ইন্দ্রিয় উপভোগের কারণে ক্লান্ত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীরা যে যেখানে পারে সেইখানে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।।৩৫।। কোনো নৃত্যশালিনী সর্বাঙ্গসুন্দরী কোমল অঙ্গহার নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। অলঙ্কার খুলে রেখে ঘুমোবার অবকাশ পায়নি।।৩৬।। কেউ বীণাটিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। যেন মহানদীতে ভাসতে ভাসতে একটি

কাচিৎ বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্পকাশতে। মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা।। ৩৭
অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা। প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা।। ৩৮
পটহং চারুসর্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী। চিরস্য রমণং লব্ধ্বা পরিষ্বজ্যেব কামিনী।। ৩৯
কাচিদ্ বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা। বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী।। ৪০
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী। নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী।। ৪১
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ। মৃদঙ্গং পরিবিদ্ধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা।। ৪২
ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষগেন কৃশোদরী। পণবেন মহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা।। ৪৩
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা। প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী।। ৪৪
কাচিদাডম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীডিতম্। কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা।। ৪৫
কলশীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী। বসন্তে পুষ্পশবলা মালেব পরিমার্জিতা।। ৪৬
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলশোপমৌ। উপগুহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা।। ৪৭
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা। অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণীং প্রসুপ্তা মদবিহ্বলা।। ৪৮
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ। নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব।। ৪৯
তাসামেকান্তবিন্যস্তে শয়ানাং শয়নে শুভে। দদর্শ রূপসম্পন্নামথ তাং স কপিঃ স্ত্রিয়ম্।। ৫০
মুক্তামণিসমাযুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিভূষিতাম্। বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্।। ৫১

পদ্ম নৌকোকে আশ্রয় করেছে।।৩৭।। কোনো শ্যামল-নয়না সুন্দরী ডমরু কাঁখে নিয়ে শুয়ে থাকায় মনে হচ্ছে যেন স্নেহময়ী কোনো মা শিশুপুত্রকে কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।।৩৮।। কোনো রমণীর স্তন ছিলো বেশ লোভনীয়, সকল অঙ্গ তার সুন্দর। সে পটহ নামক বাদ্যযন্ত্রকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। মনে হচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ধরে রমণ করে ক্লান্ত হয়ে এখন প্রিয়তমকে জড়িয়ে ধরে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।।৩৯।। কামার্তা কামিনী বাঞ্ছিত প্রিয়তমকে কাছে পেলে যেমন সন্তৃপ্ত হয়, তেমনি পদ্মনয়না কোনো সুন্দরী বীণাকে আলিঙ্গন করে সুখে ঘুমিয়ে আছে।।৪০।। নৃত্যপরায়ণা কোনো সুন্দরী বিপঞ্চী নিয়ে ঘুমিয়ে থাকায় মনে হচ্ছে যেন পতির সঙ্গে গর্বিতা সুন্দরী শুয়ে আছে।।৪১।। কারো চোখ মদ্যপানের ফলে ঢুলুঢুলু। সোনার মতো উজ্জ্বল, সুন্দর, কোমল। পরিপুষ্ট অঙ্গ দিয়ে মৃদঙ্গকে জড়িয়ে ধরে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।।৪২।। উদর যার কৃশ তাকে বেশ সুন্দর দেখায়। তেমনি এক অতি সুন্দরী মদ্যপানের ফলে অতিরিক্ত কামক্রীড়া করেছে। সে এখন দুইবাহুর মধ্যে নিয়ে পণব নামক বাদ্যযন্ত্রকে বগলে জড়িয়ে ধরে সুপ্তা।।৪৩।। কোনো রমণীর পীঠের কাছে ডিণ্ডিম নামক বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। সামনেও একটি ডিণ্ডিম জড়িয়ে ধরে সে ঘুমিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো সুন্দরী পেছনে স্বামীকে এবং সামনে শিশুপুত্রকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে শুয়ে আছে *(উপগুহ্য—আলিঙ্গন)* ।।৪৪।। সম্ভোগকালে রমণী বাহু দিয়ে প্রিয়তমকে যেমন জোরে জড়িয়ে ধরে, তেমনি এইখানেও কোনো মদ -মুগ্ধা নারী আড়ম্বর বাদ্যযন্ত্রকে সজোরে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। তার চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর।।৪৫।। বসন্তে নানারঙের ফুলে গাঁথা সুন্দর মালা যেমন কেউ সাদরে গ্রহণ করে, তেমনি কোনো সুন্দরী জলকেলির সময়ের কলশীকে সাদরে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে।।৪৬।। কোনো সুন্দরীর বুকের উন্নত স্তনদু'টি দেখতে সোনার কলশের মতো। ঘুমে কাতর হয়ে সে দু'টি হাত দিয়ে ঐ দু'টি ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছে।।৪৭।। কোনো নারীর চাঁদপানা মুখ, চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর। মদে বিহ্বল হয়ে পতি মনে করে সে অন্য এক সুন্দর নিতম্বযুক্তা নারীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে।।৪৮।। কামিনীরা কামুক পুরুষকে যেমন আলিঙ্গন করে তেমনি এই সুন্দরীরা বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্রকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের কুচযুগকে নিপীড়ন করে ঘুমিয়ে আছে।।৪৯।। তাদের সুন্দর শয্যার একপ্রান্তে রূপবতী এক সুন্দরী নারীকে শোয়া অবস্থায় সেই বানর দেখতে পেলেন।।৫০।। মুক্তামণিযুক্ত অলঙ্কারের দ্বারা এমনিই ভূষিত ছিলো। এখন যেন এই নারী তার দেহসৌন্দর্যের দ্বারা তাকে আরো বিভূষিত করে তুলেছে।।৫১।। বানর হনুমান সোনার মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণা সেই

গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্। কপির্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্।। ৫২
স তাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্ভূষিতাং মারুতাত্মজঃ। তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ননন্দ হরিযূথপঃ।। ৫৩
আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং ননন্দ চিক্রীড জগৌ জগাম।
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

সুন্দরীকে সেখানে শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখলেন সে হলো রাবণপত্নী, অন্তঃপুরের অধিরাণী মন্দোদরী।।৫২।। পবনপুত্র মহাবীর হনুমান রূপযৌবন-সম্পন্না সুন্দরী সেই নারীকে দেখে সীতা বলে মনে করলেন। বানরপতি হনুমান অত্যন্ত আনন্দে খুশী হয়ে উঠলেন।।৫৩।। তিনি তখন স্তম্ভে আরোহণ করে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে উল্লাসে নিজের লাঙ্গুল চুম্বন করে নানাভাবে খেলার ছলে আনন্দ প্রকাশ করে বানরের স্বভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।।৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

মন্দোদরীং প্রতি সীতাবুদ্ধিসম্ভবাদ্ যুক্ত্যা পর্যালোচ্য তস্মাচ্চ নিবর্ত হনূমতা পানভূমিস্থিতস্য রাবণস্য চতুর্দিক্ষু নানাবস্থস্থিতানাং রমণীনাং নানাপানপাত্রাদীনাঞ্চ দর্শনম্, পরদারদর্শনজন্যপাপমাশঙ্ক্য জিতেন্দ্রিয়তয়া তৎসংসর্গং নিবার্য তত্র চ সীতামনবলোক্য পুনরন্বেষণোপক্রমশ্চ।

অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা। জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ।। ১
ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী। ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্।। ২
নান্যং নরমুপস্থাতুং সুরাণামপি চেশ্বরম্। ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্ বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি।। ৩
অন্যেয়মিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ। পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ।। ৪
ক্রীডিতেনাপরাঃ ক্লান্তা গীতেন চ তথাপরাঃ। নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লান্তাঃ পানবিপ্রহতাস্তথা।। ৫
মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাসু চ সংস্থিতাঃ। তথাস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৬

একাদশ (১১) সর্গ

মন্দোদরীর প্রতি সীতাবুদ্ধি হওয়ার পর বিশেষ করে আলোচনা করে সেই বুদ্ধি হতে হনুমান নিবৃত্ত হলেন। মদ্যপানের ভূমিতে দেখলেন রাবণকে। তার নানাদিকে ছড়িয়ে-থাকা নানাভাবে অবস্থিত রমণী এবং পানপাত্র সব দেখলেন। হনুমান ছিলেন জিতেন্দ্রিয়। তাই, পরস্ত্রী দর্শন পরিহার করে সেখানে সীতাকে না দেখে আবার তাঁর সন্ধানের জন্য উপক্রম করলেন।

মহাকপি হনুমান তখন সেই বানরোচিত বুদ্ধি পরিত্যাগ করে ভূতলেই অবস্থান করে সীতার সম্বন্ধে অন্যরকমের চিন্তা করতে লাগলেন।।১।। সেই পতিপ্রাণা মহীয়সী সীতা রামের কাছ থেকে বিযুক্তা হয়ে ঘুমুতে, ভোজন করতে, অলঙ্কারে থাকতে বা পান করতে কখনো পারেন না।।২।। অন্য কোনো মানুষকে, এমন কি দেবতাদেরো যিনি ঈশ্বর তাঁকেও তিনি সেবা করতে পারেন না। স্বর্গেও রামের মতো কেউ নেই।।৩।। এই শায়িতা মহিলা অন্য কেউ—এটা নিশ্চিত ভেবে বানরশ্রেষ্ঠ সীতাকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে সেই পানভূমিতেই আবার বিচরণ করতে লাগলেন।।৪।। এবার তিনি দেখলেন রমণীদের কেউ ক্রীড়ায়, কেউ আবার গীতে, কেউ বা নাচে ক্লান্ত হয়ে মদ্যপানে বিপর্যস্ত।।৫।। কেউ মুরজ, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ বা শুধু ওড়না আশ্রয় করে শুয়ে আছে। আর কেউ বা ভালো চাদরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।।৬।। হাজার হাজার সুন্দরী বিবিধ অলঙ্কারে সেজেছে। ঘুমের মধ্যে তারা রূপ

অঙ্গনানাং সহস্রেণ ভূষিতেন বিভূষণৈঃ। রূপসংলাপশীলেন যুক্তগীতার্থভাষিণা।। ৭
দেশ-কালাভিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধায়িনা। রতাধিকেন সংযুক্তাং দদর্শ হরিযূথপঃ।। ৮
অন্যত্রাপি বরস্ত্রীণাং রূপসংলাপশায়িনাম্। সহস্রং যুবতীনাং তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ।। ৯
দেশকালাভিযুক্তং তু যুক্তবাক্যাভিধায়ি তৎ। রতাবিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ।। ১০
তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ। গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ।। ১১
স রাক্ষসেন্দ্রঃ শুশুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বয়ম্। করেণুভির্যথারণ্যে পরিকীর্ণো মহাদ্বিপঃ।। ১২
সর্বকামৈরুপেতাঞ্চ পানভূমিং মহাত্মনঃ। দদর্শ কপিশার্দূলস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে।। ১৩
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ। তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ।। ১৪
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বপ্যভক্ষিতান্। দদর্শ কপিশার্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা।। ১৫
বরাহ-বাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলাযুতান্। শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত।। ১৬
কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগাঞ্ছশকানর্ধভক্ষিতান্। মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেষাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্।। ১৭
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যান্যুচ্চাবচানি চ। তথাম্লবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ।। ১৮
মহানূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ। পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি।। ১৯
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্। তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ।। ২০

নিয়ে প্রলাপ বকছে। কেউ বা সঙ্গীতের অর্থ নিয়ে ঘুমের মধ্যেই কথা বলছে।।৭।। বানরদলপতি হনুমান দেখলেন, রতিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কেউ দেশ-কালোচিত কথায় নিরত।।৮।। অন্যত্রও তিনি হাজারসংখ্যক সুন্দরীকে দেখলেন। তাদের কেউ ঘুমিয়ে আছে। কেউ বা পরস্পরের রূপ নিয়ে কথাবার্তা বলছে।।৯।। বানরদলপতি দেখলেন, রতিক্রীড়ায় ক্লান্ত হয়ে তারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তারাই কিন্তু আগে দেশ-কালোচিত কথায় মুখর ছিলো।।১০।। বিশাল গো-শালায় ভালো ভালো গাভীদের মধ্যে বৃষের মতো সেই রমণীদের মধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণ শোভা পাচ্ছিলেন।।১১।। অরণ্যের মধ্যে চারদিকে ছড়ানো হস্তিনীদের মধ্যে মহাগজ যেমন শোভা পায়, তেমনি সেই কামিনীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে রাক্ষসরাজও শোভা পাচ্ছিলেন।।১২।। সেই কপিবর মহীয়ান রাক্ষসরাজের গৃহে স্থিত পানশালাকে দেখলেন। সেটি আবার সর্ববিধ কাম্যবস্তুর দ্বারা সজ্জিত।।১৩।। পানভূমিতে তিনি দেখলেন, হরিণ আর মহিষের মাংস ভাগে ভাগে থরে থরে সাজানো।।১৪।। কপিবীর হনুমান দেখলেন, বড়ো বড়ো সোনার থালায় ময়ূর আর মুরগীর মাংস পড়ে রয়েছে। তার কিছুটা খাওয়া হয়েছে, উচ্ছিষ্ট কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে *(ভাজন—পাত্র, থালা)*।।১৫।। হনুমান আরো দেখলেন, সেখানে রয়েছে শুয়োরের আর বার্ধীনসের মাংস, দৈ আর লবণ দিয়ে মাখানো। দেখলেন, রয়েছে শজারু, হরিণ আর ময়ূরের মাংস *(বরাহ—শূকর। বাধ্রীণস—ঘাড় কালো, লাল-মাথা, শাদাপাখাবিশিষ্ট পাখীবিশেষ)*।।১৬।। আরো দেখলেন, অর্ধেকটা খাওয়া-হয়েছে এমন সব গিরগিটির, নানাধরণের দাঁতালের এবং খরগোশের মাংস। ভালোভাবে রান্না করা মহিষ, শজারু আর ভেড়ার মাংসও দেখলেন সাজানো রয়েছে।।১৭।। রয়েছে ভালো মন্দ সবরকমের খাবার—যা চেটে খাওয়া যায়, পান করা যায় এবং চিবিয়েও খাওয়া যায়। সেগুলির কতোগুলি বেশ টকটক এবং নোনতা। আবার নানারকমের মিছরির দ্বারা মিষ্টি করাও হয়েছে *(রাগ খণ্ডব—মিছরির টুকরো। মিত মধ্বাদি—মধুরো দ্রাক্ষাদাডিমজো রসঃ। বিরলাশ্চৎ হুতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ খাণ্ডবঃ স্মৃতঃ।। —শাদা চিনি এবং মধু মিশিয়ে আঙুর এবং ডালিমের রস ফুটিয়ে ভালো চকোলেট তখন তৈরী করা হতো। তাই হলো রাগ এবং খাণ্ডব)*।।১৮।। পানভূমিতে ছড়িয়ে আছে অত্যন্ত দামী সব নূপুর এবং কেয়ূর। ছড়িয়ে আছে পানপাত্র এবং নানারকমের ফল *(নূপুর—পায়ের অলঙ্কার। কেয়ূর—বাহুর অলঙ্কার। চারদিকে ফুল দিয়ে সাজানো বলে পানভূমিকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শয্যা এবং আসন সাজানো রয়েছে)*।।১৯-২০।। আগুন না থাকলেও নানারত্নের ঔজ্জ্বল্যে পানভূমিকে প্রোজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো।

পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে। বহু প্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ।। ২১
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্। দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি।। ২২
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ। বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্।। ২৩
সন্ততা শুশুভে ভূমির্মাল্যৈশ্চ বহুসংস্থিতৈঃ। হিরণ্ময়ৈশ্চ কলসৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।। ২৪
জাম্বূনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা। রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বূনদময়েষু চ।। ২৫
পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ সঃ। সোঽপশ্যাচ্ছাতকুম্ভানি সীধোর্মণিময়ানি চ।। ২৬
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ। ক্বচিদর্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ।। ২৭
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ। ক্বচিদ্ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানানি ভাগশঃ।। ২৮
ক্বচিদর্ধাবশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ। শয়নান্যত্র নারীণাং শূন্যানি বহুধা পুনঃ।
পরস্পরং সমাশ্লিষ্য কাশ্চিৎ সুপ্তা বরাঙ্গনাঃ।। ২৯
কাচিচ্চ বস্ত্রমন্যস্যা অপহৃত্যোপগুহ্য চ। উপগম্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা।। ৩০
তাসামুচ্ছ্বাসবাতেন বস্ত্রং মাল্যঞ্চ গাত্রজম্। নাত্যর্থং স্পন্দতে চিত্রংপ্রাপ্য মন্দমিবানিলম্।। ৩১
চন্দনস্য চ শীতস্য সীধোর্মধুরসস্য চ। বিবিধস্য চ মাল্যস্য পুষ্পস্য বিবিধস্য চ।। ৩২
বহুধা মারুতস্তস্য গন্ধং বিবিধমুদ্বহন্। স্নানানাং চন্দনানাঞ্চ ধূপানাং চৈব মূর্ছিতঃ।। ৩৩
প্রববৌ সুরভিগন্ধো বিমানে পুষ্পকে তদা শ্যামাবদাতাস্তত্রান্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাঙ্গনাঃ।। ৩৪

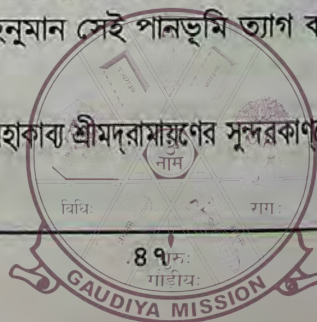
নানারকম ঝোলের মাংস সেখানে রান্না করা হয়েছিলো *(রাবণ ভোগী রাক্ষস। আহারে রয়েছে তামসিক এবং রাজসিক বস্তুর প্রাচুর্য। রন্ধনশিল্পের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। কষামাংস, নানারকমের ঝোলসহ মাংস তৈরী হয়েছে। আর মাংসের সঙ্গে রয়েছে নানারকমের মদ্য। তার বৈচিত্র্য যেন বর্তমান যুগকেও হার মানায়। প্রাচীন ভারত ধর্মের সঙ্গে কামের সেবাও যথেষ্ট করেছে। তীব্র জীবনবোধের পরিচয় ঋষি তুলে ধরেছেন)* ।।২১।। পানভূমিতে রাখা হয়েছে বেশ নিপুণভাবে রাঁধা মাংস। পৃথগ্‌ভাবে রয়েছে নানাভাবে তৈরী বহুরকমের স্বর্গীয় সুরা।।২২।। চিনির তৈরী, মধু দিয়ে তৈরী, ফুল এবং ফল হতে তৈরী মদ্য ঐখানে রয়েছে। নানা গন্ধচূর্ণ মিশিয়ে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সেই সব রক্ষিত হয়েছে।।২৩।। নানা পাত্রে প্রভৃত ফুলের মালা সেখানে রাখা হয়েছে। সোনার কলশ এবং স্ফটিকের পাত্রও সাজানো আছে। ফলে পানভূমিকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।।২৪।। সোনার তৈরী পানপাত্রে, রূপো এবং সোনার পাত্রে সেই ভূমি যেন ঢাকা পড়ে গেছে *(করক—পাত্রবিশেষ)* ।।২৫।। কপিশ্রেষ্ঠ সেই পানভূমিকে দেখলেন। তিনি সেখানে দেখলেন মণিময় এবং সুবর্ণময় সব কলশ। সেগুলি আবার মদ্যে পূর্ণ।।২৬।। মহাবানর হনুমান দেখলেন কতোগুলি মদ্যপূর্ণ পাত্র। কোনোগুলিকে দেখলেন অর্ধেকটা পীত। কোনোগুলি নিঃশেষে পান করা হয়ে গেছে।।২৭।। তিনি দেখলেন কতোগুলি পাত্র হতে একেবারেই পান করা হয়নি। কোনো কোনো পাত্র হতে ভোজ্য ও পানীয় কিছুটা গ্রহণ করা হয়েছে।।২৮।। কোনো পাত্রে অর্ধাবশেষ রয়েছে। এইসব দেখে হনুমান বিচরণ করতে লাগলেন। কোথাও দেখলেন শয্যাশূন্য হয়ে পড়ে আছে। আবার কোথাও সুন্দরীরা পরস্পর আলিঙ্গন করে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।।২৯।। কেউ কেউ অন্যের বিছানায় গিয়ে তারই কাপড় টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম যেন শক্তিতে তাদের পরাজিত করেছে।।৩০।। তাদের গায়ের সুন্দর মালা আর বসন তাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে আন্দোলিত হচ্ছে। বাতাসে যেমন আন্দোলিত হয় তেমনি।।৩১।। শীতল চন্দন, মদ্য, নানরকমের মধুর দ্রব্য এবং বিবিধফুলের মালার গন্ধ বাতাসে সেখানে বইছে।।৩২।। বায়ু বিবিধ গন্ধ বহন করে বইছে। স্নানীয় চন্দনের এবং ধূপের সুরভি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।।৩৩।। তখন পুষ্পক বিমানে সুন্দর গন্ধ নিয়ে বায়ু বইছিলো। সেখানে এবার উজ্জ্বল গৌরবর্ণা এবং কৃষ্ণবর্ণা বহু সুন্দরীকে দেখা গেলো।।৩৪।। রাক্ষস ভবনে সোনার বরণ আরো কিছু রমণীকে গেলো দেখা। তারা নিদ্রিতা।

কাশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাঙ্গ্যঃ প্রমদা রাক্ষসালয়ে। তাসাং নিদ্রাবশত্বাচ্চ মদনেন বিমূর্চ্ছিতম্।। ৩৫
পদ্মিনীনাং প্রসুপ্তানাং রূপমাসীদ্ যথৈব হি। এবংসর্বমশেষেণ রাবণান্তঃপুরং কপিঃ।
দদর্শ স মহাতেজা ন দদর্শ চ জানকীম্।। ৩৬
নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ। জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ।। ৩৭
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্। ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি।। ৩৮
ন হি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্তিনী। অয়ং চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ।। ৩৯
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ। নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্যনিশ্চয়দর্শিনী।। ৪০
কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ। ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে।। ৪১
মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তনে। শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্।। ৪২
নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্। স্ত্রিয়ো হি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে।। ৪৩
যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎ পরিমার্গ্যতে। ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতম্।। ৪৪
তদিদং মার্গিতং তাবচ্ছুদ্ধেন মনসা ময়া। রাবণান্তঃপুরং সর্বং দৃশ্যতে ন চ জানকী।। ৪৫
দেব-গন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ বীর্যবান্। অবেক্ষমাণো হনুমান্নৈবাপশ্যত জানকীম্।। ৪৬
তামপশ্যন্ কপিস্তত্র পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ। অপক্রম্য তদা বীরঃ প্রস্থাতুমুপচক্রমে।। ৪৭
স ভূয়ঃ সর্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্যত্নমাশ্রিতঃ।। আপানভূমিমুৎসৃজ্য তাং বিচেতুং প্রচক্রমে।। ৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

রতিক্রীড়ার ফলে তাদের তৃপ্তির রূপ যেন ফুটে বের হচ্ছে।।৩৫।। যেন সুপ্ত পদ্মিনীর রূপ সেখানে মূর্ত হয়েছে। বানর হনুমান রাবণের অন্তঃপুরের সবকিছু এইভাবে নিঃশেষে দেখলেন। মহাতেজস্বী হনুমান কিন্তু সীতাকে দেখতে পেলেন না।।৩৬।। মহাকপি হনুমান সেই অনাবৃতা সুন্দরীদের দেখে ধর্মভয়ে শঙ্কিত হলেন *(সাধ্বস—ভয়। পরস্ত্রীর রূপদর্শনে ধর্মহানি হয়)* ।।৩৭।। তিনি ভাবলেন, এইসব পরস্ত্রী অন্তঃপুরে বে-আব্রুভাবে ঘুমিয়ে আছে। তাদের দর্শন আমার ধর্মজ্ঞানকে ভীষণভাবে বিলুপ্ত করবে।।৩৮।। পরস্ত্রী কখনো আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নি। কিন্তু পরস্ত্রী হরণকারী এই রাবণকে আজ আমি দেখতে পেলাম।।৩৯।। একান্তচিত্ত সেই মনস্বীর কিন্তু একটি চিন্তা এলো। সেই চিন্তা তাঁকে কার্য -সম্পাদনে পথ-প্রদর্শন করলো।।৪০।। রাবণের পত্নীরা নিরুদ্‌বেগে খোলামেলাভাবে শুয়ে আছে। তাদের সকলকে আমি দেখলাম। কিন্তু, আমার মনে তো কোনো বিকৃতি এলো না!।।৪১।। মনই তো মানুষকে শুভ বা অশুভ অবস্থায় নিয়ে যায়। সেই মন কিন্তু আমার অচঞ্চল।।৪২।। সীতাকে সন্ধান করতে হলে আমার অন্যত্র গেলে চলবে না। কোনো স্ত্রীলোককে খুঁজতে গেলে স্ত্রীদের মধ্যেই খুঁজে দেখতে হবে।।৪৩।। যে প্রাণীর যে জাতি, সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে। কোনো নারী হারিয়ে গেলে, হরিণীদের মধ্যে তার খোঁজ করা চলে না।।৪৪।। শুদ্ধচিত্ত নিয়ে আমি তো রাবণের অন্তঃপুরে সর্বত্র খুঁজে দেখলাম। কিন্তু জানকীকে তো পেলাম না।।৪৫।। দেব, গন্ধর্ব এবং নাগকন্যাদের মধ্যে খুঁজে দেখে বীর হনুমান সীতাকে পেলেন না।।৪৬।। বানর তাকে দেখতে না পেয়ে অন্যসব সুন্দরীদেরকে দেখতে পেলেন। তখন সেই বীর সেখান থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।।৪৭।। শ্রীমান বায়ুপুত্র হনুমান সেই পানভূমি ত্যাগ করে আবার অন্যত্র সবদিকে সন্ধান করতে শুরু করলেন।।৪৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

চিত্রগৃহ-নিকুঞ্জাদিনানাস্থানেষু সীতামন্বিষ্য তাঞ্চানবলোক্য 'রাবণেন সীতা নিহতে'তি সম্ভাবনম্, অকৃতকার্যতয়া স্বীয়যত্নবৈফল্যাদ্ রাজ্ঞঃ সুগ্রীবস্য দর্শনং বিপত্তিকারণং মত্বা হনূমতো বিষাদঃ, অনির্বেদঃ ফলজনক ইতি সঞ্চিন্ত্য পুনঃ সীতায়া অন্বেষণারম্ভঃ, অন্বেষ্টব্যস্থানেষু সীতামপ্রাপ্য পুনঃ শোকলাভশ্চ।

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্নিশাগৃহান্।
জগাম সীতাং প্রতিদর্শনোৎসুকো ন চৈব তাং পশ্যতি চারুদর্শনাম্।। ১
স চিন্তয়ামাস ততো মহাকপিঃ প্রিয়ামপশ্যন্ রঘুনন্দনস্য তাম্।
ধ্রুবং ন সীতা ম্রিয়তে যথা ন মে বিচিম্বতো দর্শনমেতি মৈথিলী।। ২
সা রাক্ষসানাং প্রবরেণ জানকী স্বশীলসংরক্ষণতৎপরা সতী।
অনেন নূনং প্রতিদুষ্টকর্মণা হতা ভবেদার্যপথে পরে স্থিতা।। ৩
বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চসো মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ।
সমীক্ষ্য তা রাক্ষসরাজযোষিতো ভয়াদ্ বিনস্টা জনকেশ্বরাত্মজা।। ৪
সীতামদৃষ্ট্বা হ্যনবাপ্য পৌরুষং বিহৃত্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্।
ন মেঽস্তি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ।। ৫
দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্বং দৃষ্টা রাবণযোষিতঃ। ন সীতা দৃশ্যতে সাধ্বী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ।। ৬
কিন্নু মাং বানরাঃ সর্বে গতং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ। গত্বা তত্র ত্বয়া বীর কিং কৃতং তদ্‌বদস্ব নঃ।। ৭
অদৃষ্ট্বা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকাত্মজাম্। ধ্রুবং প্রায়মুপাসিস্যো কালস্য ব্যতিবর্তনে।। ৮
কিং বা বক্ষ্যতি বৃদ্ধশ্চ জাম্ববানঙ্গদশ্চ সঃ। গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ।। ৯

দ্বাদশ (১২) সর্গ

চিত্রগৃহ এবং কুঞ্জভবনগুলিতে সীতার অন্বেষণ। না পেয়ে হনুমানের মনে হলো সীতাকে হত্যা করা হয়েছে। অকৃতকার্য হয়ে সুগ্রীবের কাছে গেলে বিফলতার জন্য বিপদের আশঙ্কা ভেবে হনুমানের বিষাদ। ভেঙে-পড়া নয়, উৎসাহের সঙ্গে কর্মসাধনই ফলদায়ক ভেবে হনুমানের দ্বারা আবার সীতার সন্ধানের শুরু। সম্ভাব্য স্থানগুলিতে সীতাকে না পেয়ে আবার হনুমানের শোক।

হনুমান চলে না গিয়ে সীতাকে দর্শন করার জন্য উৎসুক হয়ে রাবণ-গৃহেই অবস্থান করলেন। লতাবেষ্টিত কুঞ্জভবনে, চিত্রগৃহে এবং রাত্রিবাসের গৃহগুলিতে তিনি খুঁজে দেখতে গেলেন। কিন্তু সেই সুন্দরী সীতাকে তিনি দেখতে পেলেন না *(ধনীর গৃহে তখন চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি থাকতো। রঘুবংশেও চিত্রশালার উল্লেখ আছে। জনসাধারণের রাত্রিবাসের জন্য পৃথক গৃহও থাকতো)* ।। ১ ।। রামপত্নী সীতাকে না দেখে মহাকপি হনুমান চিন্তা করলেন, আমি যখন খুঁজেও সীতাকে পেলাম না, তখন নিশ্চয়ই সীতা আর বেঁচে নেই।।২ ।। সীতা নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সদাচারের পথে অবিচলভাবে অবস্থান তৎপরা। তাই, এই দুষ্টকর্মা রাবণ নিশ্চয়ই তাঁকে হত্যা করেছে।।৩।। কিংবা, দেখতে অত্যন্ত বিকট, বিকৃতরূপা, ঔজ্জ্বল্যহীনা, বিশালবদনা, ঢ্যাঙা, রাবণের পত্নীদের দেখে ভয়েই সীতা মরে গেছেন।।৪ ।। বানরদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আমি বাস করেছি। সীতাকে না পেয়ে এখন আমার বীর্যবত্তা ব্যর্থ হলো। এখন তো আর সুগ্রীবের কাছে যেতেই পারবো না। বানর সুগ্রীব একে বলবান, তার ওপর আবার তীক্ষ্ণ দণ্ড দান করে থাকেন।।৫ ।। সারা অন্তঃপুর খুঁজে দেখলাম। রাবণের সব নারীদেরকে দেখলাম। কিন্তু সতী সীতাকে দেখা গেলো না। আমার পরিশ্রম ব্যর্থই হলো।।৬।। আমি ফিরে গেলে বানরেরা সঙ্গতভাবেই বলবে, হে বীর, তুমি সেখানে গিয়ে কি করলে? আমাদের বলো।।৭ ।। সীতাকে দেখতে না পাওয়ায় আমি তাদের কি বলবো? নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমি নিশ্চয়ই প্রায়োপবেশনে বসবো তথা মৃত্যুর জন্য সঙ্কল্প করে অনশনে বসবো।।৮।। ইষ্ট সিদ্ধ না করে সমুদ্র পার হয়ে গেলে বৃদ্ধ জাম্ববান, অঙ্গদ এবং সমাগত বানরেরা কি বলবে?।।৯।। উৎসাহই ঐশ্বর্যের মূল। উৎসাহেই পরম সুখ। যেখানে

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্। ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ।। ১০
অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ। করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম যচ্চ করোতি সঃ।। ১১
তস্মাদনির্বেদকরং যত্নং চেষ্টেঽহমুত্তমম্। অদৃষ্টাংশ্চ বিচেষ্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্।। ১২
আপানশালা বিচিতাস্তথা পুষ্পগৃহাণি চ। চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীডাগৃহাণি চ।। ১৩
নিষ্কুটান্তররথ্যাশ্চ বিমানানি চ সর্বশঃ। ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽপি বিচেতুমুপচক্রমে।। ১৪
ভূমীগৃহাংশ্চৈত্যগৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি। উৎপতন্নিপতংশ্চাপি তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ পুনঃ ক্বচিৎ।। ১৫
অপবৃণ্বংশ্চ দ্বারাণি কপাটান্যবঘট্টয়ন্। প্রবিশন্নিষ্পতংশ্চাপি প্রপতনুৎপতন্নিব।। ১৬
সর্বমপ্যবকাশং স বিচচার মহাকপিঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রোঽপি নাবকাশঃ স বিদ্যতে।
রাবণান্তঃপুরে তস্মিন্ যং কপির্ন জগাম সঃ।। ১৭
প্রাকারান্তরবীথ্যশ্চ বেদিকাশ্চৈত্যসংশ্রয়াঃ। শ্বভ্রাশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ সর্বং তেনাবলোকিতম্।। ১৮
রাক্ষস্যো বিবিধাকারা বিরূপা বিকৃতাস্তথা। দৃষ্টা হনূমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা।। ১৯
রূপেণাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাধরস্ত্রিয়ঃ। দৃষ্টা হনূমতা তত্র ন তু রাঘবনন্দিনী।। ২০
নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ। দৃষ্টা হনূমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা।। ২১
প্রমথ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ নাগকন্যা বলাদ্ধৃতাঃ। দৃষ্টা হনূমতা তত্র ন সা জনকনন্দিনী।। ২২
সোঽপশ্যংস্তাং মহাবাহুঃ পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ। বিষসাদ মহাবাহুর্হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ২৩
উদ্যোগং বানরেন্দ্রাণাং প্লবনং সাগরস্য চ। বর্থ্যং বীক্ষ্যানিলসুতশ্চিন্তাং পুনরুপাগতঃ।। ২৪
অবতীর্য বিমানাচ্চ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। চিন্তামুপজগামাথ শোকোপহতচেতনঃ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

সন্ধান করি নি, আবার সেই সব স্থানে সন্ধান করবো।।১০।। উৎসাহই সকল অভীষ্ট বিষয়ে সকলকে প্রবর্তিত করে। জীব যে কাজ করে থাকে উৎসাহ সেই কাজকেই সফল করে থাকে।।১১।। তাই, উৎসাহের সঙ্গে উত্তম চেষ্টা আমি করবো। রাবণের শাসনে যে সব দেশ আছে, সেগুলি আমার দেখা হয়নি। সেইসব দেশ এখন খুঁজে দেখি।।১২।। পানশালা, পুষ্পগৃহ, চিত্রশালা এবং ক্রীড়াগৃহ সব বার বার খুঁজে দেখেছি।।১৩।। ভেবে দেখলেন, উপবনগুলির মধ্যবর্তী রাস্তাগুলি সাততলা সব বাড়ী খুঁজে দেখেছেন। তবুও আবার খুঁজতে শুরু করলেন।।১৪।। একতলা বাড়ী, মন্দির, ওপরতলার সব বাড়ী তিনি সন্ধান করতে লাগলেন। কখনো ওপরে উঠছেন, কখনো নীচে নামছেন। কখনো দাঁড়াচ্ছেন, কখনো বারবার চলছেন।।১৫।। কোথাও দরজা খুঁজে, কোথাও বন্ধ করে, কোথাও ঢুকে, কোথাও বেরিয়ে এসে, কোথাও উঁচুতে লাফিয়ে, কোথাও বা নীচে লাফিয়ে নেমে তিনি খুঁজতে লাগলেন।।১৬।। রাবণের অন্তঃপুরে সর্বত্র এমনভাবে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন, যে চার আঙুলমাত্র স্থানও বাকী রৈলো না।।১৭।। প্রাচীরের মধ্যবর্তী রাস্তাগুলি, মন্দিরের নীচের বেদীগুলি, গুহা, পুষ্করিণী—সবই তিনি দেখলেন।।১৮।। নানা আকারের বিরূপা এবং বিকৃতদেহা রাক্ষসীকে হনুমান দেখলেন, কিন্তু সীতাকে সেখানে দেখতে পেলেন না।।১৯।। জগতে রূপে অতুলনীয়া বিদ্যাধর-স্ত্রীদেরও হনুমান দেখলেন। কিন্তু রঘুকুলের নন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন না।।২০।। নাগকন্যারা অত্যন্ত সুন্দরী। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাদের মুখ। হনুমান তাদেরও দেখলেন। কিন্তু, জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে পেলেন না।।২১।। রাক্ষসরাজ রাবণ যে সব নাগকন্যাদের জোর করে ধরে এনেছিলো, হনুমান তাদেরকেও দেখলেন। কিন্তু সীতাকে নয়।।২২।। অন্যসব সুন্দরীর মধ্যেও খুঁজে দেখে সীতাকে না দেখতে পেয়ে মহাবীর, বায়ুপুত্র হনুমান বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।।২৩।। বানরমুখ্যদের সাগর লঙ্ঘন এবং নিজের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে পবনপুত্র হনুমান আবার চিন্তাগ্রস্ত হলেন।।২৪।। তারপর মারুতপুত্র হনুমান বিমান থেকে নেমে শোকে কাতর হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

পুষ্পকবিমানান্নির্গমনানন্তরং তডিদ্‌গত্যা সর্বত্র সীতায়া অন্বেষণম্, তামসমীক্ষ্য তদ্‌বিনাশসম্ভাবনা, সীতামনবলোক্য রামসমীপে গমনপূর্বকং তদ্‌বিষয়নিবেদনানিবেদনরূপবিশেষদোষং চিন্তয়িত্বা হনূমতঃ কিষ্কিন্ধায়াং প্রত্যাবর্তনেচ্ছাত্যাগঃ, প্রয়োপবেশনাদিনা প্রাণবিনাশাশয়ঃ, রাবণ-বধপ্রভৃতিবিষয়াংশ্চিন্তয়তো হনূমতঃ অশোকবনদর্শনম্, তত্র অন্বেষ্টব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য দেবতানামৃষীণাং ব্রহ্মণশ্চ সমীপে প্রার্থনাপূর্বকমন্বেষণেচ্ছা চ।

বিমানাত্তু স সংক্রম্য প্রাকারং হরিযূথপঃ। হনুমান্ বেগবানাসীদ্ যথা বিদ্যুদ্‌ঘনান্তরে।। ১
সম্পরিক্রম্য হনুমান্ রাবণস্য নিবেশনান্। অদৃষ্ট্বা জানকীং সীতামব্রবীদ্ বচনং কপিঃ।। ২
ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লঙ্কা রামস্য চরতা প্রিয়ম্। ন হি পশ্যামি বৈদেহীং সীতাং সর্বাঙ্গশোভনাম্।। ৩
পল্বলানি তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা। নদ্যোঽনুপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ।। ৪
লোলিতা বসুধা সর্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্। ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে।
আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন ন চ সা দৃশ্যতে ন কিম্।। ৫
কিং তু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাত্মজা। উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হৃতা বলাৎ।। ৬
ক্ষিপ্রমুৎপততো মন্যে সীতামাদায় রক্ষসঃ। বিভ্যতো রামবাণানামন্তরা পতিতা ভবেৎ।। ৭
অথবা হ্রিয়মাণায়াঃ পথি সিদ্ধনিষেবিতে। মন্যে পতিতমার্যায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্।। ৮
রাবণস্যোরুবেগেন ভুজাভ্যাং পীডিতেন চ। তয়া মন্যে বিশালাক্ষ্যা ত্যক্তং জীবিতমার্যয়া।। ৯

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

পুষ্পক বিমান থেকে নেমে হনুমানের বিদ্যুদ্‌গতিতে সীতার সন্ধান। তাঁকে না দেখে তাঁর বিনাশের সম্ভাবনা নিয়ে উৎকণ্ঠা। সীতার সন্ধান না পেয়ে রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে সেই বিষয়ে নিবেদন করা না করা নিয়ে বিশেষ দোষের চিন্তন। হনুমানের কিষ্‌কিন্ধায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ। প্রায়োপবেশন করে প্রাণত্যাগের বাসনা। রাবণবধাদি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে হনুমানের অশোকবন দর্শন। সেইখানে সন্ধান করতে হবে চিন্তা করে দেবতা, ঋষি এবং ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনাপূর্বক অন্বেষণের ইচ্ছা।

বিমান থেকে বানরদলপতি হনুমান নেমে এলেন। মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো দ্রুত তখন তাঁর গতি *(ঘন—মেঘ)* ।।১।। প্রাসাদের প্রাচীর পরিক্রমা করে তিনি রাবণের সমস্ত গৃহ খুঁজে দেখলেন। জনকরাজদুহিতা সীতাকে না দেখে হনুমান বললেন—।।২।। শ্রীরামের প্রিয়কার্য সম্পাদনের জন্য সমগ্র লঙ্কাকে আমি অনুসন্ধানের মাধ্যমে কাঁপিয়ে দিলাম। তবুও সর্বাঙ্গসুন্দরী বিদেহরাজকন্যা সীতাকে আমি দেখতে পেলাম না *(লোলিতা—চালিতা, কম্পিতা। লুল—ধাতু)* ।।৩।। ছোটো ছোটো জলাভূমি পুকুর, সরোবর, হ্রদ, নদী, জলময় বিল, অন্ত পর্যন্ত বন এবং দুর্গম সব পাহাড় আমি খুঁজে দেখলাম *(পল্বল—ছোটো জলাভূমি। অনূপ—জলময় বিল। দুর্গ—দুর্গম। ধরণীধর—পর্বত)* ।।৪।। সারা পৃথিবী আমি ঘুরে দেখলাম। সীতাকে দেখতে পেলাম না। গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলেছিলেন, এইখানেই রাবণের ভবনে সীতা আছেন। কিন্তু, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? ।।৫।। জনক-দুহিতা বৈদেহী মৈথিলী সীতাকে কি তাহলে রাবণ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। ভয় দেখিয়ে বিবশ করে তাঁকে নিয়ে নিজের সেবা করাচ্ছে? ।।৬।। মনে হচ্ছে, রাক্ষস সীতাকে নিয়ে দ্রুতগতিতে উড়ে চলছিলো। রামের বাণের কথা ভেবে সে যখন ভয়ে একটু অবশ হয়ে গেছে, তখন সীতা হয়তো মাটিতে পড়ে গেছেন।।৭।। অথবা যে আকাশপথে সিদ্ধেরা ঘুরে বেড়ায়। সেই সুউচ্চ পথে সীতাকে যখন হরণ করে রাবণ নিয়ে আসছিলো, তখন সাগর দেখে ভয়ে ভীতা সীতা পড়ে গিয়ে মারা গেছেন।।৮।। অথবা রাবণের প্রবলবেগে এবং তার বাহুদু'টির পীড়নে সেই বিশালনয়না সীতা প্রাণ-পরিত্যাগ করেছেন।।৯।। অথবা খুব ওপর দিয়ে রাবণ যখন সাগর অতিক্রম করছিলো,

উপর্যুপরি সা নূনং সাগরং ক্রমতস্তদা। বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাত্মজা।। ১০
আহো ক্ষুদ্রেণ চানেন রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ। অবন্ধুর্ভক্ষিতা সীতা রাবণেন তপস্বিনী।। ১১
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা। অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্ষিতা সা ভবিষ্যতি।। ১২
সম্পূর্ণ চন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্। রামস্য ধ্যায়তী বক্ত্রং পঞ্চত্বং কৃপণা গতা।। ১৩
হা রাম লক্ষ্মণেত্যেবং হাযোধ্যে চেতি মৈথিলী। বিলপ্য বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি।। ১৪
অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে। ভৃশং লালপ্যতে বালা পঞ্জরস্থেব সারিকা।। ১৫
জনকস্য কুলে জাতা রামপত্নী সুমধ্যমা। কথমুৎপলপত্রাক্ষি রাবণস্য বশং ব্রজেৎ।। ১৬
বিনষ্টা বা প্রণষ্টা বা মৃতা বা জনকাত্মজা। রামস্য প্রিয়ভার্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্।। ১৭
নিবেদ্যমানে দোষঃ স্যাদ্দোষঃ স্যাদনিবেদনে। কথং নু খলু কর্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে।। ১৮
অস্মিন্নেবং গতে কার্যে প্রাপ্তকালং ক্ষমঞ্চ কিম্। ভবেদিতি মতিং ভূয়ো হনুমান্ প্রবিচারয়ন্।। ১৯
যদি সীতামদৃষ্ট্বাঽহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ। গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি।। ২০
মমেদং লঙ্ঘনং ব্যর্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি। প্রবেশশ্চৈব লঙ্কায়াং রাক্ষসানাঞ্চ দর্শনম্।। ২১
কিং বা বক্ষ্যতি সুগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ। কিষ্কিন্ধামনুসম্প্রাপ্তং তৌ বা দশরথাত্মজৌ।। ২২
গত্বা তু যদি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি পরুষং বচঃ। ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ২৩
পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্। সীতানিমিত্তং দুর্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি।। ২৪
তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বগতমানসম্। ভৃশানুরক্তমেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষ্মণঃ।। ২৫
বিনষ্টৌ ভ্রাতরৌ শ্রুত্বা ভরতোঽপি মরিষ্যতি। ভরতঞ্চ মৃতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি।। ২৬

তখন ছটফট করে জনকদুহিতা সীতা সমুদ্রে পড়ে ডুবে গেছেন।।১০।। অথবা, তপস্বিনী সীতা একাকী চরিত্র রক্ষার চেষ্টা যখন করছিলেন, তখন অসহায়া সীতাকে এই নীচস্বভাব রাবণ হয়তো খেয়ে ফেলেছে।।১১।। কিংবা শুক্লনয়না সতী সীতাকে রাবণের দুষ্টস্বভাবা পত্নীরা খেয়ে ফেলেছে।।১২।। নৈলে, রামের পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ এবং পদ্মপত্রের মতো চোখ ধ্যান করতে করতে সেই দুঃখিনী সীতা মারাই গেছেন *(পঞ্চত্ব—মৃত্যু)* ।।১৩।। হয়তো, "হা-রাম", "হা-লক্ষ্মণ", "হা অযোধ্যা"—এইরকম বহু বিলাপ করতে করতে সীতা দেহত্যাগ করেছেন।।১৪।। অথবা পিঞ্জরে রুদ্ধা সারিকার মতো রাবণের গৃহে অবরুদ্ধা এই অল্পবয়স্কা সীতা নিরন্তর বিলাপ করছেন।।১৫।। সুন্দরী সীতা জনকের বংশে জন্মেছেন। পদ্মপত্রের মতো সুন্দর তাঁর চোখ। তিনি তো রামের পত্নী। কি করে তিনি রাবণের বশীভূতা হবেন? *(সুমধ্যমা—সুন্দর যাঁদের দেহের মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ অর্থাৎ সুন্দরী। উৎপলপত্রাক্ষি—পদ্মের পাপড়ির মতো টানা টানা যাদের চোখ অর্থাৎ সুন্দরী)* ।।১৬।। পত্নী রামের অতি প্রিয়। তাই সীতা চরিত্রভ্রষ্টা হয়েছেন। বা হারিয়ে গেছেন। অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন—এই কথা আমি বলতে পারবো না।।১৭।। বললে দোষ হবে। না বললেও দোষ হবে। এখন আমার কি করা উচিত? যেন সংকটেই পড়ে গেছি *(উভয় সঙ্কট। সীতার সন্ধানে এসে তাঁর কোনো সংবাদ দিতে না পারলে দোষ। আবার না বললেও দোষ হবে)* ।।১৮।। এই অবস্থায় কার্যকালে কি করতে হবে ভেবে হনুমান বিশেষভাবে বিচার করতে লাগলেন।।১৯।। সীতাকে না দেখে যদি আমি এখান থেকে বানরাধিপতি সুগ্রীবের রাজ্যে যাই আমার অভীষ্টলাভ হবে?।।২০।। আমার এই সাগর-লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ এবং রাক্ষসদের দর্শন—সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে!।।২১।। আমি যদি সীতার সন্ধান না নিয়ে এইভাবে কিষ্কিন্ধায় ফিরে যাই তাহলে সুগ্রীব কি বলবেন? সম্মিলিত বানরেরাই বা কি বলবে? আর দশরথের দুই পুত্র রাম লক্ষ্মণই বা কি বলবেন?।।২২।। গিয়ে আমি যদি রামকে শুকনো কথায় বলি, সীতাকে দেখতে পেলাম না, তাহলে তিনি তো প্রাণত্যাগ করবেন!।।২৩।। সীতাকে নিয়ে এই দুঃসংবাদ তাঁর কাছে দারুণ কঠিনভাবে বাজবে। এই হৃদয়বিদারী নিষ্ঠুর সংবাদ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করবে। এই খবর শুনে তিনি আর বেঁচে থাকবেন না।।২৪।। দাদাকে দুঃখিত এবং মনমরা দেখে মেধাবী লক্ষ্মণও আর ধরাধামে থাকবেন না। তিনি যে তাঁর একান্ত অনুগত।।২৫।। দুই ভাই মারা গেছেন শুনে ভরতও মারা যাবেন। ভরতকে মরতে দেখে শত্রুঘ্নও আর বেঁচে থাকবেন না।।২৬।। অতঃপর

পুত্রান্মৃতান্ সমীক্ষ্যাথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরঃ। কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়ঃ।। ২৭
কৃতজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ। রামং তথাগতং দৃষ্ট্বা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ২৮
দুর্মনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী। পীডিতা ভর্তৃশোকেন রুমা ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ২৯
বালিজেন তু দুঃখেন পীডিতা শোককর্শিতা। পঞ্চত্বমাগতা রাজ্ঞী তারাঽপি ন ভবিষ্যতি।। ৩০
মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সুগ্রীবব্যসনেন চ। কুমারোঽপ্যঙ্গদস্তস্মাদ্ বিজহিষ্যতি জীবিতম্।। ৩১
ভর্তৃজেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ। শিরাংস্যভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ।। ৩২
সান্ত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা। লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি বানরাঃ।। ৩৩
ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ। ক্রীডামনুভবিষ্যন্তি সমেত্য কপিকুঞ্জরাঃ।। ৩৪
সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীডিতাঃ। শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ।। ৩৫
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা। উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ।। ৩৬
ঘোরমারোদনং মন্যে গতে ময়ি ভবিষ্যতি। ইক্ষ্বাকুকুলনাশশ্চ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্।। ৩৭
সোঽহং নৈব গমিষ্যামি কিষ্কিন্ধাং নগরীমিতঃ। নহি শক্ষ্যাম্যহং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা।। ৩৮
ময্যগচ্ছতি চেহস্থে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ। আশয়া তৌ ধরিষ্যেতে বানরাশ্চ তরস্বিনঃ।। ৩৯
হস্তাদানো মখাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ। বানপ্রস্থো ভবিষ্যামি হ্যদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্।। ৪০
সাগরানূপজে দেশে বহুমূলফলোদকে। চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণীসুতম্।। ৪১
উপবিষ্টস্য বা সম্যগ্ লিঙ্গিনং সাধয়িষ্যতঃ। শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ।। ৪২

পুত্রদেরকে মৃত দেখে কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী—এই মায়েরাও আর বেঁচে থাকবেন না। এতে কোনো সংশয় নেই।।২৭।। রামকে এই অবস্থায় দেখে কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, বানরাধিপতি সুগ্রীবও তখন প্রাণত্যাগ করবেন।।২৮।। দুঃখে, ব্যথিতচিত্তে, আনন্দশূন্যা হয়ে তপস্বিনী রুমাও স্বামীশোকে পীড়িতা হয়ে তখন আর জীবিত থাকবেন না।।২৯।। বালির দুঃখে পীড়িতা, শোকক্লিষ্টা রাণী 'তারা'ও তখন বাঁচবেন না।।৩০।। মাতা এবং পিতার মৃত্যুতে এবং সুগ্রীবের বিনাশজনিত দুঃখে কুমার অঙ্গদও এই কারণে জীবনত্যাগ করবে।।৩১।। প্রভুর দুঃখে কাতর হয়ে বনবাসী বানরেরাও করতল এবং মুষ্টির দ্বারা মস্তকে আঘাত করতে থাকবে।।৩২।। যশস্বী বানরাধিপতি সুগ্রীব সান্ত্বনা দিয়ে, মান এবং দান প্রদান করে যে সব বানরকে লালন করেছেন, তারাও প্রাণত্যাগ করবে।।৩৩।। বানরবীরেরা বনে, পাহাড়ে বা পর্বতকন্দরে সমবেত হয়ে আর ক্রীড়ার আনন্দ অনুভব করবে না।।৩৪।। প্রভুর দুঃখে পীড়িত হয়ে বানরেরা পুত্র, পত্নী এবং অমাত্যদেরকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে সমান এবং উঁচু নীচু জায়গায় লাফিয়ে পড়ে মারা যাবে।।৩৫।। তারা বিষপান করে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করে নতুবা অনশনে নয়তো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে প্রাণত্যাগ করবে।।৩৬।। সীতার সংবাদ না নিয়ে আমি কিষ্‌কিন্ধায় ফিরে গেলে মনে হয় তুমুল ক্রন্দনরোল ধ্বনিত হবে। ইক্ষ্বাকুবংশের এবং বনবাসীদের ধ্বংস হবে সম্পন্ন।।৩৭।। তাই আমি এই স্থান থেকে কিষ্‌কিন্ধা নামক অরণ্যনগরীতে কখনো ফিরে যাবো না। সীতার সংবাদ ছাড়া সুগ্রীবের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারবো না।।৩৮।। আমি না গিয়ে যদি এইখানেই থাকি তাহলে মহাবীর ধর্মপ্রাণ রাম এবং লক্ষ্মণ সঙ্গে দ্রুতগামী বানরেরাও আশায় বেঁচে থাকবে *(তরস্বিন্—বলবান, বেগবান)*।।৩৯।। জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে না পেলে আমি বাণপ্রস্থী হয়ে জীবনধারণ করবো। তখন গৃহে না থেকে তরুমূল আশ্রয় করেই থাকবো। আপনা হতেই হাতে এবং মুখে যে ফল খসে পড়বে তাই কেবল আমি ভোজন করবো।।৪০।। পরে সাগরের তীরে প্রভূত ফলমূল-সমন্বিত জলাভূমিতে চিতা তৈরী করে জ্বলন্ত অগ্নিতে আমি প্রবেশ করবো *(অরণি —কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। ইদ্ধ—জ্বলন্ত)*।।৪১।। অথবা ধ্যানে বসে আত্মা থেকে আমার শরীরকে পৃথক্ করে নেবো। তখন পড়ে-থাকা শরীরটি কাক এবং জন্তুরা খেয়ে নেবে *(লিঙ্গশরীর—বাইরের প্রকাশ্য শরীর)*।।৪২।। যদি সীতাকে দেখতে না পাই, তাহলে আমি জলে প্রবেশ করে

ইদমপ্যৃষিভির্দৃষ্টং নির্বাণমিতি মে মতিঃ। সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্।। ৪৩
সুজাতগন্নমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী। প্রভয়া চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ।। ৪৪
তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ। নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্ট্বাসিতেক্ষণাম্।। ৪৫
যদি তু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্যতাম্। অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি।। ৪৬
বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্। তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ।। ৪৭
এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু। নাধ্যগচ্ছত্তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ।। ৪৮
ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ। রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্।
কামমস্তু হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি।। ৪৯
অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্যুপরি সাগরম্। রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব।। ৫০
ইতি চিন্তাসমাপন্নঃ সীতামনধিগম্যতাম্। ধ্যানশোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ৫১
যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্। তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ।। ৫২
সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়াম্যহম্। অপশ্যন্ রাঘবো ভার্যাং নির্দহেৎ সর্ববানরান্।। ৫৩
ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ন মৎকৃতে বিনশ্যেয়ুঃ সর্বে তে নর-বানরাঃ।। ৫৪
অশোকবনিকা চাপি মহতীয়ং মহাদ্রুমা। ইমামধিগমিষ্যামি নহীয়ং বিচিতা ময়া।। ৫৫
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ। নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্ধনঃ।। ৫৬
জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিক্ষ্বাকুকুলনন্দিনীম্। সম্প্রদাস্যামি রামায় সিদ্ধীমিব তপস্বিনে।। ৫৭
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তাবিগ্রথিতেন্দ্রিয়ঃ। উদতিষ্ঠন্ মহাবাহুর্হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৫৮

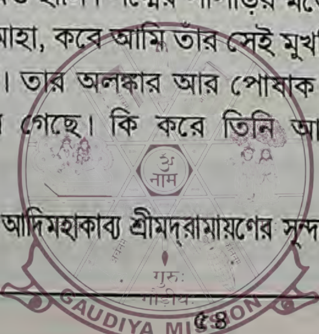
আত্মবিসর্জন করবো। এই আমার ইচ্ছা। ঋষিরা একেই নির্বাণ বলেছেন।।৪৩।। আমি যদি সীতাকে দেখতে না পাই, তাহলে এই যশের মূল হলো সৎকার্য। এই যশই সৌভাগ্য দান করে থাকে।।৪৪।। সর্বদাই তরুমূলে তপস্বী হয়ে বাস করবো কিন্তু সেই কৃষ্ণনয়না সীতাকে না দেখে আমি প্রতিগমন করবো না।।৪৫।। সীতার সন্ধান না নিয়ে যদি আমি ফিরে যাই, তাহলে বানর সকলকে নিয়ে অঙ্গদ আর বেঁচে থাকবে না।।৪৬।। মৃত্যুতে বহু দোষ। বেঁচে থাকলে কখনো না কখনো মঙ্গল লাভ করা যেতে পারে। তাই আমি প্রাণধারণ করে থাকবো। জীবিত থাকলে সীতার সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই হবে।।৪৭।। এইভাবে মনে মনে বহু দুঃখ অনুভব করেও কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান শোকের পরপারে যেতে পারলেন না।।৪৮।। অতঃপর ধৈর্যশীল কপিশ্রেষ্ঠ ভাবলেন, একদিন শক্তি লাভ করে মহাশক্তিশালী দশগ্রীব রাবণকে আমি হত্যা করবো। সীতা হৃতা হলেও প্রতিশোধ নেওয়া হবে।।৪৯।। অথবা রাবণকে সাগরের ওপর বারবার আছাড় মেরে রামের কাছে আমি উপহার দেবো পশুপতি শিবের কাছে বলিদানের জন্য আনীত পশুর মতো।।৫০।। এইরকম চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে সীতাকে না পেয়ে গভীরশোকে আর্ত হয়ে বানর চিন্তা করলেন— ।।৫১।। যশোবতী রামপত্নী সীতাকে যতোক্ষণ না দেখতে পাবো, ততোক্ষণ এই লঙ্কাপুরীতে বারংবার আমি অনুসন্ধান করবো।।৫২।। সম্পাতির কথায় রামকে যদি আমি এইখানে নিয়ে আসি, পত্নীকে না দেখে রাম বানরসকলকে ভস্মীভূত করে ফেলবেন।।৫৩।। আমার জন্য সেইসকল নর এবং বানরেরা যাতে ধ্বংস না হয় সেইজন্য আহার এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে আমি এইখানেই বাস করবো।।৫৪।। এই যে দেখছি অশোক-বন। এতে বিরাট বিরাট সব গাছ রয়েছে। এখানে আমি খুঁজে দেখি নি। তাহলে এখানেই এখন যাই।।৫৫।। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীদ্বয় এবং মরুদ্দেবতাগণকে নমস্কার করে রাক্ষসদের শোক বর্ধিত করার জন্যে আমি যাবো।।৫৬।। রাক্ষসদের পরাজিত করে ইক্ষ্বাকুবংশনন্দিনী সীতাকে আমি রামের হস্তে সমর্পণ করবো। তপস্বীকে যেমন সিদ্ধিদান করা হয়, ঠিক তেমনি।।৫৭।। বায়ুপুত্র সেই বীর হনুমানের ইন্দ্রিয়গুলি চিন্তায় ব্যাকুল। তিনি মুহূর্তকাল ধ্যান করে উঠে দাঁড়ালেন।।৫৮।।

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায় দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি-মরুদ্গণেভ্যঃ।। ৫৯
স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্বা সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ। দিশঃ সর্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং প্রতি।। ৬০
স গত্বা মনসা পূর্বমশোকবনিকাং শুভাম্। উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাত্মজঃ।। ৬১
ধ্রুবং তু রক্ষোবহুলা ভবিষ্যতি বনাকুলা। অশোকবনিকা পুণ্যা সর্বসংস্কারসংস্কৃতা।। ৬২
রক্ষিণশ্চাত্র বিহিতা নূনং রক্ষন্তি পাদপান্। ভগবানপি বিশ্বাত্মা নাতিক্ষোভং প্রবায়তি।। ৬৩
সংক্ষিপ্তোঽয়ং ময়াত্মা চ রামার্থে রাবণস্য চ। সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ।। ৬৪
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ। সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ।। ৬৫
বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ। অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব এব চ।। ৬৬
সিদ্ধিং সর্বাণি ভূতানি ভূতানাং চৈব যঃ প্রভুঃ। দাস্যন্তি মম যে চান্যেঽপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ।। ৬৭
তদুন্নসং পাণ্ডুরদন্তমব্রণং শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
দ্রক্ষ্যে তদার্যাবদনং কদা ন্বহং প্রসন্নতারাধিপতুল্যবর্চসম্।। ৬৮
ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্তিনা সুদারুণালঙ্কৃতবেষধারিণা।
বলাভিভূতা হ্যবলা তপস্বিনী কথং নু মে দৃষ্টিপথেঽদ্য সা ভবেৎ।। ৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

মনে মনে বললেন, লক্ষ্মণসহ রামকে নমস্কার। জনকদুহিতা সেই সীতাকে নমস্কার। রুদ্র, ইন্দ্র, যম এবং বায়ুদেবতাকে প্রণাম। চন্দ্র, অগ্নি এবং মরুদ্গণকে নমস্কার।।৫৯।। মারুতি তাঁদের সবাইকে প্রণাম করে সুগ্রীবকে নমস্কার করে অশোকবনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।।৬০।। বায়ুপুত্র হনুমান প্রথমে সুন্দর অশোকবনে গিয়ে তারপর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন— ।।৬১।। এই অশোকবন তরুমূলে খনন, জলসেচন, গাছপালার পরিচর্যাদির দ্বারা সংস্কৃত। বহু রাক্ষস এতে নিশ্চয়ই রয়েছে।।৬২।। রক্ষীরা গাছপালাকে পাহারা দিচ্ছে নিশ্চয়ই। বায়ুদেবতা হচ্ছেন বিশ্বের আত্মা। তিনিও এইস্থানে অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হন না তথা এইখানে ঝড় ওঠে না।।৬৩।। রামের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এবং রাবণের দৃষ্টিপরিহারের কারণে আমি আমার দেহকে এই তো সঙ্কুচিত করে নিলাম। ঋষিদেরকে নিয়ে দেবগণ আমাকে এইখানে সিদ্ধিদান করুন।।৬৪।। দেবী ধরিত্রী, ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, দেবগণ, তপস্বিবর্গ, অগ্নিদেব, বায়ুদেবতা এবং বজ্রধারী ইন্দ্র আমাকে সিদ্ধিদান করুন।।৬৫।। বরুণদেব পাশ হস্তে নিয়ে, চন্দ্র এবং সূর্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং সকল মরুদ্দেবগণ আমায় সিদ্ধি দিন *(দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার নামে দুই দেবতা সর্বদা একসঙ্গে থাকেন। মরুদ্গণ দেবগোষ্ঠীবিশেষ। বায়ু বহুপ্রকারের বলে বায়ুদেবতাও বহু)* ।।৬৬।। সকল প্রাণীর যিনি প্রভু সেই পরমদেবতা এবং পথে যাঁদের দেখা যায় না, তাঁরাও সবাই আমাকে সিদ্ধিদান করুন।।৬৭।। পূজনীয়া সীতাদেবীর মুখমণ্ডলে নাসিকা বেশ উন্নত। শুভ্র তাঁর দন্তপংক্তি। মুখে কোনো ব্রণ নেই, তাই উজ্জ্বল। পবিত্র তাঁর রূপ। মুখে থাকে স্মিত হাসি। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর তাঁর চোখ। তারাদের অধিপতি চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ তাঁর রূপ। আহা, কবে আমি তাঁর সেই মুখটি দেখতে পাবো?।।৬৮।। রাবণ অতি নীচাশয়। হীন এবং নিষ্ঠুরমূর্তি। তার অলঙ্কার আর পোষাক ভয়ঙ্কর। সে জোর করে সেই অসহায়া তপস্বিনী সীতাকে ধরে নিয়ে গেছে। কি করে তিনি আজ আমার দৃষ্টিপথে আসবেন? ভেবে পাচ্ছিনা।।৬৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

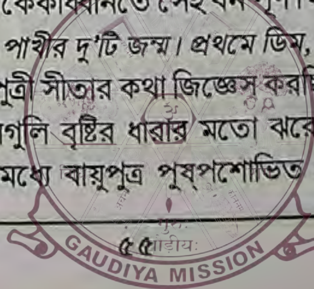
অশোকবনিকাপ্রাকারমুল্লঙ্ঘ্য বনস্য রমণীয়তাঞ্চ দৃষ্ট্বা হনূমতস্তত্র প্রবেশঃ, বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরলম্ফনেন বৃক্ষশাখাকম্পনং, তেন চ পুষ্প-পত্রাদ্যবপাতনম্, সীতামন্বিষ্যতা হনূমতা বনমধ্যে কাঞ্চনবেদিকায়াং কাঞ্চনবৃক্ষপরিবেষ্টিতস্য কস্যচিচ্ছিংশপাবৃক্ষস্য দর্শনম্, তৎসমীপে প্রবহমানায়া নদ্যা অবলোকনঞ্চ।

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা মনসা চাধিগম্যতাম্। অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ।। ১
স তু সংহৃষ্টসর্বাঙ্গঃ প্রাকারস্থো মহাকপিঃ। পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ দ্রুমান্।। ২
সালানশোকান্ ভব্যাংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্ উদ্দালকান্নাগবৃক্ষাংশ্চূতান্ কপিমুখানপি।। ৩
তথাম্রবর্ণসম্পন্নাংল্লতাশতসমন্বিতান্। জ্যামুক্ত ইব নারাচঃ পুপ্লুবে বৃক্ষবাটিকাম্।। ৪
স প্রবিশ্য বিচিত্রাং তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্। রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্বতো বৃতাম্।। ৫
বিহগৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্। উদিতাদিত্যসঙ্কাশাং দদর্শ হনুমান্ বলী।। ৬
বৃতাং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পোপগফলোপগৈঃ। কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মত্তৈর্নিত্যনিষেবিতাম্।। ৭
প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্। মত্তবর্হিণসঙ্ঘুষ্টাং নানাদ্বিজগণাযুতাম্।। ৮
মার্গমাণো বরারোহাং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্। সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ।। ৯
উৎপতদ্ভির্দ্বিজগণৈঃ পক্ষৈর্বাতৈঃ সমাহতাঃ। অনেকবর্ণা বিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।। ১০

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

অশোকবনের প্রাচীর লাফিয়ে ভেতরে হনুমানের প্রবেশ। তার সৌন্দর্যদর্শন। এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে চলায় গাছের ডালাগুলিতে কাঁপন। ফলে ফুল আর পাতার খসে পড়া। সীতাকে সন্ধান করতে গিয়ে বনের মধ্যে সোনার বেদী দেখলেন। সেইখানে একটি শিশুগাছকে দেখলেন সোনায়-ঘেরা। তারই কাছে দেখলেন একটি নদী বয়ে চলেছে।

মনে মনে মুহূর্তকাল চিন্তা করে সেই মহাতেজস্বী হনুমান রাবণভবনের প্রাচীর হতে লাফ দিলেন।।১।। মহাকপি হনুমান অশোকবনের প্রাচীরে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গ আনন্দে নেচে উঠলো। নানাবিধ গাছ সেখানে দেখলেন। তাদের ডালায় ডালায় বসন্তের ফুল।।২।। সেখানে দেখলেন সাল, অশোক, ভব্য, চম্পক, উদ্দালক এবং নাগকেশরের গাছ। সবগুলিতে সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। দেখলেন আমগাছে আম ফলে রয়েছে। তাদের মুখগুলি দেখতে বানরদের মতো লম্বাটে।।৩।। উদ্যানে দেখলেন শত শত লতা। তাদের বর্ণ আবার আম্রের মতো। জ্যা-মুক্ত বাণের মতো ঐ বাগানে তিনি দ্রুতগতিতে লাফালাফি করতে লাগলেন *(জ্যা—ধনুর দড়ি। নারাচ—বাণ। পুপ্লুবে—লাফালেন। প্লব্ ধাতু লিট্ এ। প্লব—লম্ফন)* ।।৪।। তিনি ঐভাবে প্রবেশ করে দেখলেন উদ্যানটি কী সুন্দর! পাখীরা সেখানে কূজন করছে। সোনা আর রূপোর গাছে সব ঢাকা পড়ে গেছে।।৫।। সুন্দর কাননে কতো পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে, কতো হরিণ দলে দলে ঘুরছে। বলবান হনুমান দেখলেন নবোদিত সূর্যের মতো স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল দীপ্তি উদ্যানটির।।৬।। উদ্যানবাটিকায় রয়েছে নানাধরণের বৃক্ষ। তাতে ফুল ফুটেছে। ফল ফলেছে। কোকিল আর ভ্রমরেরা আনন্দে মত্ত হয়ে সেখানে কূজন আর গুঞ্জন করছে।।৭।। যে মানুষেরা সেখানে রয়েছে, তারা সবাই আনন্দিত। সর্বদাই আনন্দে সেখানে মত্ত হয়ে আছে পশুপাখী। আনন্দে মত্ত ময়ূরের কেকাধ্বনিতে সেই বন পূর্ণ। নানারকমের পাখীর কলকাকলিতে বনভূমি মুখরিত *(দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, পাখী। পাখীর দু'টি জন্ম। প্রথমে ডিম, পরে ছানা)* ।।৮।। বানর সুখসুপ্ত পাখীদেরকে সুন্দরী শোভনদেহা রাজপুত্রী সীতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।।৯।। পাখীগুলি তখন উড়-ছিলো। তাদের পাখার বাতাসে ফুলগুলি বৃষ্টির ধারার মতো ঝরে পড়ছিলো। তাদের বর্ণও ছিলো বহুরকমের।।১০।। অশোকবনের মধ্যে বায়ুপুত্র পুষ্পশোভিত হনুমান পুষ্পময় পর্বতের মতো



পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ।। ১১
দিশঃ সর্বাভিধাবন্তং বৃক্ষখণ্ডগতং কপিম্। দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে।। ১২
বৃক্ষেভ্যঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈরবকীর্ণা পৃথগ্বিধৈঃ। ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা।। ১৩
তরস্বিনা তে তরবস্তরসা বহু কম্পিতাঃ। কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা।। ১৪
নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলদ্রুমাঃ। নিক্ষিপ্তবস্ত্রাভরণা ধূর্তা ইব পরাজিতাঃ।। ১৫
হনূমতা বেগবতা কম্পিতাস্তে নগোত্তমাঃ। পুষ্প-পত্র-ফলান্যাশু মুমুচুঃ ফলশালিনঃ।। ১৬
বিহঙ্গসঙ্ঘৈর্হীনাস্তে স্কন্ধমাত্রাশ্রয়া দ্রুমাঃ। বভূবুরগমাঃ সর্বে মারুতেন বিনির্ধুতাঃ।। ১৭
বিধূতকেশী যুবতীর্যথা মৃদিতবর্ণকা। নিপীতশুভদন্তোষ্ঠী নখৈর্দন্তৈশ্চ বিক্ষতা।। ১৮
তথা লাঙ্গূলহস্তৈস্তু চরণাভ্যাঞ্চ মর্দিতা। তথৈবাশোকবনিকা প্রভগ্নবনপাদপা।। ১৯
মহালতানাং দামানি ব্যধমত্তরসা কপিঃ। যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ।। ২০
স তত্র মণিভূমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ। তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ।। ২১
বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা। মহার্হমণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ।। ২২
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফটিকান্তরকুট্টিমাঃ। কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ।। ২৩
বুদ্ধপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ। নত্যূহরুতসংঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ।। ২৪
দীর্ঘাভির্দ্রুমযুক্তাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ। অমৃতোপমতোয়াভিঃ শিবাভিরুপসংস্কৃতাঃ।। ২৫

শোভা পাচ্ছিলেন।।১১।। বড়ো বড়ো ঘন গাছপালার মধ্যে ঐ অবস্থায় ফুলে-ঢাকা হনুমানকে লাফালাফি করতে দেখে সকলপ্রাণী তাঁকে সাক্ষাদ্ ঋতুরাজ বসন্তকাল মনে করলো।।১২।। গাছ হতে খসে-পড়া নানাবর্ণের পাতায় ভূতল ঢাকা পড়ে গেছে। বসুধাকে তখন দেখাচ্ছিলো অলঙ্কৃতা সুন্দরী মহিলার মতো।।১৩।। হনুমান তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে গাছগুলিকে বেশ জোরে কাঁপিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে বিচিত্র কুসুমরাশি ঝরে পড়ছিলো।।১৪।। গাছগুলির মাথা হতে নীচ পর্যন্ত পাতা সব খসে গেছে। ফুল এবং ফল ঝরে পড়েছে। রতিক্রীড়ায় হেরে-যাওয়া বিবস্ত্র ধূর্তের মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছিলো নিষ্পত্র গাছগুলিকে।।১৫।। হনুমান সজোরে ভালোভালো গাছপালাগুলি নেড়ে নেড়ে কাঁপাতে লাগলেন। ফলে সেই গাছগুলি ফুল, ফল এবং পাতা ঝরিয়ে দিলো।।১৬।। হনুমান গাছগুলিকে নাড়াতে থাকলে গাছ থেকে পাখীগুলি উড়ে চলে গেলো। ডালপালা ভেঙে-যাওয়ায় শুধু গুঁড়িমাত্রই দেখা যাচ্ছিলো। ছায়া চলে যাওয়ায় কেউ আর গাছতলায় আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছিলো না।।১৭।। কোনো যুবতীর চুল যদি এলোমেলো হয়, গায়ের অঙ্গরাগ মুছে যায়, সুন্দর দাঁত ও ঠোঁট যদি নিপীড়িত হয়, অন্যকারো নখ ও দাঁতের দ্বারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়, সেইরকমই শোচনীয় মনে হচ্ছিলো আজ অশোক-বাটিকাকে।।১৮।। হনুমান ল্যাজের ঝাপটায় এবং দুই পায়ে মাড়িয়ে বনের গাছপালা সব ভেঙে দিয়েছেন।।১৯।। বর্ষাকালে প্রচণ্ড ঝড় যেমন মেঘগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে, তেমনি হনুমান লতাজালগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।।২০।। হনুমান সেখানে বিচরণ করতে গিয়ে দেখলেন কোথাও কোথাও মেঘে মণি দিয়ে, কোথাও রূপো দিয়ে কোথাও বা সোনা দিয়ে বাঁধানো।।২১।। সেখানে ইতস্ততঃ দেখলেন নানা আকারের জলাশয়। সেগুলি জলে পরিপূর্ণ। মহামূল্যবান মণি দিয়ে সেগুলির সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে।।২২।। দেখলেন অনেক সরোবর। মুক্তা আর প্রবাল সেখানে বালুকারাশির কাজ করছে। অঙ্গনগুলি স্ফটিকের তৈরী। তীর সুন্দর সোনার-তরুতে শোভিত।।২৩।। রয়েছে শ্বেতপদ্ম এবং রক্তপদ্মের বন। চক্রবাক সেখানে খেলা করছে। ডাহুক, হাঁস আর সারসের ধ্বনিতে মুখরিত সেই সরোবরগুলি (দাত্যূহ—ডাহুক)।।২৪।। উঁচু উঁচু গাছ সেখানে রয়েছে। পবিত্র, পরিষ্কার, অমৃতের মতো জলে ঐগুলি পূর্ণ।।২৫।। শত শত লতা সেখানে ছড়িয়ে

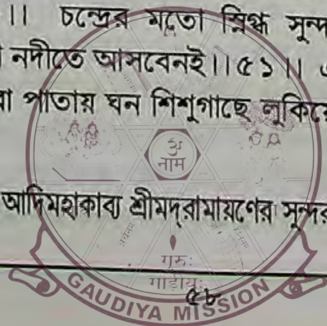
লতাশতৈরবততাঃ সন্তানকুসুমাবৃতাঃ। নানাগুল্মাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ।। ২৬
ততোঽম্বুধরসঙ্কাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্। বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্বতঃ পরিবারিতম্।। ২৭
শিলাগৃহৈরবততং নানাবৃক্ষসমাবৃতম্। দদর্শ কপিশার্দূলো রম্যং জগতি পর্বতম্।। ২৮
দদর্শ চ নগাত্তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ। অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্।। ২৯
জলে নিপতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্। বার্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ।। ৩০
পুনরাবৃত্ততোয়াঞ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ। প্রসন্নামিব কান্তস্য কান্তাং পুনরুপস্থিতাম্।। ৩১
তস্যাদূরাৎ স পদ্মিন্যো নানাদ্বিজগণাযুতাঃ। দদর্শ কপিশার্দূলো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩২
কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাং চাপি পূর্ণাং শীতেন বারিণা। মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিকতশোভিতাম্।। ৩৩
বিবিধৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্। প্রাসাদৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নির্মিতৈর্বিশ্বকর্মণা।। ৩৪
কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্। যে কেচিৎ পাদপাস্তত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ।। ৩৫
সচ্ছত্রাঃ সবিতর্দীকাঃ সর্বে সৌবর্ণবেদিকাঃ। লতাপ্রতানৈর্বহুভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্।। ৩৬
কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ। বৃতাং হেমময়ীভিস্তু বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ।। ৩৭
সোঽপশ্যদ্ ভূমিভাগাংশ্চ নগপ্রস্রবণানি চ। সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসন্নিভান্।। ৩৮
তেষাং দ্রুমাণাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ। অমন্যত তদা বীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্বতঃ।। ৩৯
তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্। কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতম্।। ৪০

আছে। সন্তান-নামক স্বর্গীয় তরু-ফুলে ঢাকা পড়েছে সরোবর। নানাধরণের গুল্মের বনে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে রয়েছে করবীর তরু।।২৬।। অতঃপর তিনি দেখলেন মেঘের মতো একটি পর্বত। তার শিখর বেশ উঁচু। চারপাশে তার রয়েছে আরো সব সুন্দর চূড়া।।২৭।। তার মধ্যে রয়েছে গুহার মতো শিলাগৃহ। নানাধরণের গাছে সেগুলি সমাচ্ছন্ন। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান জগতে বিখ্যাত এবং সুন্দর এই পর্বতটিকে দেখলেন।।২৮।। পর্বত হতে সমুৎপন্ন হয়ে একটি নদীকে নীচে নেমে আসতে তিনি দেখলেন। মনে হচ্ছিলো প্রিয়তমের কোল হতে প্রণয়িনী যেন মাটিতে লাফিয়ে পড়ছে।।২৯।। দুই তীরে গাছপালা তার শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। শাখাগুলি জলে এসে পড়েছে। প্রিয় আত্মীয়েরা যেন ক্রুদ্ধা গর্বিতা সুন্দরীকে যেতে বারণ করছে।।৩০।। মহাবানর হনুমান দেখলেন, জলরাশি জলে ডোবা গাছের ডালপালাতে আবর্তিত হয়ে আবার পূর্বস্থানেই ফিরে আসছে। প্রিয়া পত্নী রেগে চলে গেলেও পরে যেমন প্রিয়পতির কাছে সে ফিরে আসে তেমনি।।৩১।। সেই নদীর অদূরেই কপিশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র হনুমান একটি কৃত্রিম দীঘি দেখতে পেলেন। তাতে অনেক পদ্মফুল ফুটেছে। নানাধরণের পাখী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে।।৩২।। সেটি শীতল জলে পূর্ণ। ভালো ভালো মণি দিয়ে তার সিঁড়ি তৈরী। মুক্তার বালুতে সেটি শোভিত।।৩৩।। সেখানে রয়েছে সুন্দর কানন। নানা ধরণের হরিণ এবং পশু সেখানে রয়েছে। বিশ্বকর্মার তৈরী বিশাল সব প্রাসাদে সেই স্থানটি শোভিত।।৩৪।। সব দিক কৃত্রিম কাননে সুসজ্জিত। যে গাছই সেখানে থাকুক না কেন, তারা সবগুলিই ফুল এবং ফল দেয়।।৩৫।। সেখানে দেখলেন সোনায় তৈরী বহু বেদী। সেগুলি বড়ো বড়ো ছাতায় ঢাকা। তাতে রয়েছে বহু মঞ্চ। বহু লতাপাতায় সেগুলি ঢাকা *(বিতর্দিকা—মঞ্চ, প্লাটফর্ম)*।।৩৬।। মহাকপি হনুমান সেখানে দেখলেন একটি শিশুগাছ। সেটা আবার সোনার। সেটিরও সব দিকে রয়েছে সোনার তৈরী বেদী।।৩৭।। সেখানে তিনি দেখলেন বহু স্থান, পাহাড় এবং ঝর্ণা। ময়ূরের মতো দেখতে অনেক সোনার গাছ *(শিখি—ময়ূর)*।।৩৮।। মেরুপর্বতের সোনার ছটার মতো সেই গাছগুলির প্রভায় আলোকিত হলেন বীর হনুমান। সেই মহাকপি ভাবলেন, আমি সোনারই দেহধারী।।৩৯।। সেই সোনার গাছগুলি বায়ুভরে কম্পিত হয়ে শত শত শিঞ্জিনীর মতো শব্দ করছিলো। তাতে হনুমান বিস্মিত হয়ে গেলেন।।৪০।। শিশুগাছগুলিতে প্রভূত কুসুম বিকশিত হওয়ায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কচি কচি

সুপুষ্পিতাগ্রান্ রুচিরাংস্তরুণাঙ্কুরপল্লবান্। তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্।। ৪১
ইতো দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্। ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্তাং সম্পতন্তীং যদৃচ্ছয়া।। ৪২
অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ। চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতা।। ৪৩
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতা। ইমাং সা রাজমহিষী নূনমেষ্যতি জানকী।। ৪৪
সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সতী। বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।। ৪৫
অথবা মৃগশাবাক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা। বনমেষ্যতি সাদ্যেহ রামচিন্তাসুকর্ষিতা।। ৪৬
রামশোকাভিসন্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা। বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী।। ৪৭
বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা। রামস্য দয়িতা ভার্যা জনকস্য সুতা সতী।। ৪৮
সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী। নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী।। ৪৯
তস্যাশ্চাপ্যনুরূপেয়মশোকবনিকা শুভা। শুভায়াঃ পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা।। ৫০
যদি জীবতি সা দেবী তারাধিপনিভাননা। আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্।। ৫১
এবং তু গত্বা হনুমান্ মহাত্মা প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ দদর্শ সর্বং সুপুষ্পিতে পর্ণঘনে নিলীনঃ।। ৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

অঙ্কুর এবং পল্লব তাতে গজিয়েছে। পাতায় ঢাকা সেই শিশুগাছে দ্রুতগামী হনুমান আরোহণ করলেন।।৪১।। তিনি বললেন, রামের দর্শন লালসায় দুঃখার্তা সীতা ইচ্ছামতো ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে যদি এইদিকে এসে পড়েন, তাহলে এইখান হতে তাঁকে আমি দেখতে পাবো।।৪২।। দুরাত্মা রাবণের এই অশোক বনটি অত্যন্ত সুন্দর। বহু চন্দন, চম্পক এবং বকুলফুলের গাছে যেন সেজে আছে।।৪৩।। কী সুন্দর পদ্মফুল ফুটেছে এইখানে। কতো পাখী দলে দলে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাজমহিষী সীতা নিশ্চয়ই এই রমণীয় স্থানে বেড়াতে আসবেন।।৪৪।। রামচন্দ্রের প্রিয়া, সতী, রাজমহিষী সুন্দরী সীতা বনে বেড়াতে বেশ কুশল। তিনি নিশ্চয়ই এই কাননে আসবেন।।৪৫।। মৃগশাবকের মতো চঞ্চল এবং সুন্দর তাঁর চোখ। বনে ঘোরাঘুরিতে তিনি অত্যন্ত নিপুণা। রামের চিন্তায় আর্তা হয়ে তিনি আজ নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।।৪৬।। সুন্দর-নয়না সেই দেবী সীতা রামের শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা হয়ে নিত্য বনে বাস করেছেন। বনচারিণী সীতা নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।।৪৭।। জনকের দুহিতা, রামের করুণ-হৃদয়া পত্নী। সতী সীতা পূর্বে বনে বিচরণকারী পশুপাখীদের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করতেন। তাই মনে হয় পশুপাখীর বিচরণস্থল এই অশোকবনিকায় নিশ্চয়ই তিনি আসবেন।।৪৮।। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সীতা সন্ধ্যা-বন্দনায় সমর্পিতচিত্তা। এইখানে নদীতে পবিত্র জল প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সুন্দরী নিশ্চয়ই এইখানে সন্ধ্যা-সমাপনে আসবেন *(অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। সর্বদাই সন্ধ্যা কর্তব্য। সন্ধিকালে তথা প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে যে উপাসনা, তাই হলো সন্ধ্যা। সকলেরই এই সন্ধ্যা করা কর্তব্য। সীতা এইভাবে নিত্য সন্ধ্যা করতেন। আচরণ এবং অর্পণের জন্য শুদ্ধজলের প্রয়োজন সন্ধ্যায়। এইখানে তা মেলে। তাই সীতা নিশ্চয়ই আসবেন)* ।।৪৯।। তিনি পৃথিবীপতি রাজা রামচন্দ্রের পত্নী। সেই মহীয়সী মঙ্গলমূর্তির যোগ্য হচ্ছে এই অশোক বন।।৫০।। চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর তাঁর মুখ। দেবী সীতা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে এই শীতলজলা নদীতে আসবেনই।।৫১।। এইভাবে রাজপত্নী সীতার জন্য প্রতীক্ষা করে মহাত্মা হনুমান ফুলে-ভরা পাতায় ঘন শিশুগাছে লুকিয়ে থেকে সবদিকে ভালো করে দেখতে লাগলেন।।৫২।।



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

শিংশপাবৃক্ষাগ্রে অবস্থানপূর্বকং সর্বাসু দিক্ষু চক্ষুর্বিস্তীর্য হনুমতা চৈত্যপ্রাসাদস্থিতায়া যথাবর্ণিত-লক্ষণান্বিতায়া সীতায়া দর্শনম্, বিবিধযুক্ত্যা সীতারূপেণ তস্যা এব নিরূপণঞ্চ।

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্। অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্বাং তামন্ববৈক্ষত।। ১
সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্। দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।। ২
তাং স নন্দনসঙ্কাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্। হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্।। ৩
কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাপীভিরুপশোভিতাম্। বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্।। ৪
সর্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ। পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্যোদয়প্রভাম্।। ৫
প্রদীপ্তামিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত। নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাসকৃৎ।। ৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ। সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ।। ৭
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্। কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।। ৮
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্বতঃ। পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা।। ৯
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ। শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ।। ১০

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

শিশুগাছের ওপরে হনুমানের অবস্থান। সকলদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ। মন্দিরের মতো প্রাসাদে সীতার মতো চেহারার এক নারীকে দর্শন। বিবিধ যুক্তিতে সীতা বলেই তাকে নির্ধারণ।

হনুমান এবার শিশুগাছের ওপরে অবস্থান করে ভূতলে সর্বত্র সীতার সন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।।১।। দেখলেন স্থানটি সন্তান-নামক স্বর্গীয় কল্পতরুর লতায় আচ্ছাদিত। সুন্দর তরুতে সুশোভিত। দিব্যগন্ধ এবং জল সেখানে মেলে। সবরকমে সাজানো সেই ভূমি।।২।। পশু এবং পাখীতে পূর্ণ সেই অশোকবন স্বর্গীয় নন্দন কাননের মতো। সেখানে আছে মনোহর সব অট্টালিকা। শোনা যেতো কোকিলের কূজন।।৩।। জলাশয়ে শোভিত ছিলো বনটি। তাতে ফুটে রয়েছে সোনার কমল। কুশের এবং অন্যবস্তুর নির্মিত বহু আসন সেখানে ছড়িয়ে আছে। আছে সব বহুতল বাড়ী *(কুথ—কুশ, আসন)* ।।৪।। সকল ঋতুর সুন্দর ফুলগুলি সব একসঙ্গে ফুটে আছে। গাছে গাছে ভরা ঐ কানন। গাছগুলিতে ফল ধরেছে। অশোক ফুল ফুটেছে প্রভূত। তাতে সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল রক্তিমাভার মতো দীপ্তি সারা উদ্যানে ছড়িয়ে পড়েছে।।৫।। পবনপুত্র হনুমান ঐখানে বসে দেখলেন উদ্যানটি যেন সমুজ্জ্বল। পাখীগুলি বারবার গাছের ওপর উড়ে বসায় গাছগুলি ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে তাদের ডাল এবং পাতা বুঝি নেই।।৬।। শোকনাশক অশোক-তরুতে শত শত সুন্দর ফুল ফুটেছে। সেই ফুলের থোকাগুলিকে মনে হচ্ছিলো যেন অশোকতরুর কানের দুল। ফুলের ভারে ডালগুলি নুয়ে পড়ায় মনে হচ্ছিলো যেন মূল থেকেই গাছগুলিকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।।৭।। কর্ণিকার গাছে প্রভূত ফুল ফুটেছে। পলাশগাছগুলিও পুষ্পিত। ফুলের ভারে নত হয়ে তারা যেন মাটিকে স্পর্শ করছে *(কর্ণিকার—বিশাল গাছ, হলদে তার ফুল। কিংশুক—পলাশ)* ।।৮।। ফুলগুলির সোনালী আর লাল দীপ্তিতে সবকিছু সমুজ্জ্বল। পুন্নাগ, ছাতিম, চাঁপা এবং উদ্দালক-ফুলের বহু গাছ সেখানে রয়েছে।।৯।। অনেক গাছে রয়েছে যাদের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের ফুল ফুটেছে প্রচুর। কোনো কোনো ফুলের বর্ণ সোনার মতো। কতোগুলির দীপ্তি আগুনের শিখার মতো। এইসব কারণে কাননটি ভারি সুন্দর।।১০।। অনেক ফুলের রঙ নীল কাজলের মতো। হাজার হাজার অশোক ফুল শোভাবিস্তার করছে। দেবতাদের নন্দনকানন এবং কুবেরের রমণীয় চৈত্ররথ কাননের মতোই

নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিত্তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ। নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা।। ১১
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যশ্রিয়াযুতম্। দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণাযুতম্।। ১২
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা। সর্বর্তু পুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ।। ১৩
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণ-দ্বিজৈঃ। অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোহরম্।। ১৪
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যং দ্বিতীয়ং গন্ধমাদনম্। অশোকবনিকায়াং তু তস্যাং বানরপুঙ্গবঃ।। ১৫
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদমূর্জিতম্। মধ্যে স্তম্ভসহস্রেণ স্থিতং কৈলাসপাণ্ডুরম্।। ১৬
প্রবালকৃতসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্। মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।। ১৭
নির্মলং প্রাংশুভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্। ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।। ১৮
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ। দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্।। ১৯
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্। পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ।। ২০
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা। সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্।। ২১
পীডিতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্। গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীডিতামিব রোহিণীম্।। ২২
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ। শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যং দুঃখপরায়ণাম্।। ২৩
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্। স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব।। ২৪
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া। নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব।। ২৫

দেখাচ্ছে লঙ্কার এই অশোক-কাননকে।...।।১১।। অচিন্তনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্যে এই দু'টিকেই যেন অশোকবন অতিক্রম করে গেছে। ফুলে-ভরা এই উদ্যানকে জ্যোতিষ্কপূর্ণ দ্বিতীয় আকাশের মতো মনে হচ্ছিলো।।১২।। এই বাগানটি যেন পঞ্চম সমুদ্র। ফুলগুলি যেন সেই সমুদ্রের রত্ন। সকল ঋতুর ফুল একই সঙ্গে গাছে গাছে ফুটেছে। তাদের মধুগন্ধে কাননটি সুরভিত।।১৩।। উদ্যানে রয়েছে নানা পশুপাখী। তাদের ধ্বনিতে রমণীয় এই স্থান। নানা ধরণের পবিত্র গন্ধে আমোদিত হয়েছে কানন।।১৪।। সুগন্ধে সমৃদ্ধ দ্বিতীয় গন্ধমাদনপর্বতের মতো মনে হচ্ছিলো এই বনভূমিকে। সেই অশোক-বনিকায় বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান গেলেন।।১৫।। অদূরেই তিনি দেখলেন উজ্জ্বল এক উচ্চতল -প্রাসাদ। সেটি দাঁড়িয়ে আছে হাজারটি স্তম্ভের ওপর। কৈলাশপর্বতের মতো শুভ্র তার বর্ণ।।১৬।। উজ্জ্বল সোনার বেদী সেখানে রয়েছে। তার সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে প্রবাল দিয়ে। সৌন্দর্য চোখ কেড়ে নিচ্ছে।।১৭।। কোনো মালিন্য নেই প্রাসাদের গায়ে। এতো উঁচু যে, আকাশকে স্পর্শ করছে যেন। সেইখানে তিনি এক নারীকে দেখলেন। পরনের কাপড় তাঁর মলিন। রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে আছে।।১৮।। অনশনে তিনি কৃশা। অত্যন্ত দীনভাবে বারবার নিঃশ্বাস ফেলছেন। শুক্লপক্ষের প্রতিপদে ক্ষীণ, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকলার মতো তাঁকে হনুমান দেখলেন।।১৯।। ধূমজালে আচ্ছন্ন অগ্নিশিখার মতো তাঁর রমণীয় রূপকে মলিন বসনের আড়ালে কোনোরকমে বোঝা যাচ্ছে।।২০।। তিনি পরে আছেন একটি উত্তম পীত জীর্ণ বসন। অলঙ্কার নেই গায়ে। পদ্মহীন, কাদায় কালো সরোবরের মতো তাঁকে মনে হচ্ছে।।২১।। অঙ্গারকের মতো কেতুগ্রহের দ্বারা পীড়িতা হলে রোহিণী নক্ষত্রকে অত্যন্ত শোচনীয় দেখায়। আজ রাবণের দ্বারা পীড়িতা, দুঃখ-সন্তপ্তা, অতি কৃশা তপস্বিনী সীতাকে সেইরকম ক্লিষ্টা দেখাচ্ছে।।২২।। চোখ তাঁর জলে ভেসে যাচ্ছে। উপবাসে অতি দীনা। এবং কৃশা তিনি। শোকার্তা হয়ে দীনা সীতা এখন নিরন্তর দুঃখে নিমগ্না। শুধু রামের ধ্যানকে আশ্রয় করেই তিনি বেঁচে আছেন।।২৩।। প্রিয়জন কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেখছেন শুধু রাক্ষসীদেরকে। মনে হচ্ছে, যেন কোনো হরিণী আত্মজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ধরেছে।।২৪।। পতি-বিরহিণী বলে তিনি কেশসংস্কার করেন নি। তাঁর জঘনে ঝুলছে চুলের একটি মাত্র বেণী। বিষাক্ত নীল সাপের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। বর্ষার মেঘ চলে গেলে বনানী যেমন নীলবর্ণ ধারণ করে, ঠিক তেমনি নীলবর্ণ দেখাচ্ছে ভয়ার্তা সীতাকে।।২৫।। বিশালনেত্রা সুন্দরী সীতা সুখের যোগ্যা। আজ তিনি দুঃখ-সন্তপ্তা। অথচ এককালে দুঃখ কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। অতি মলিনা

সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্‌। তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্‌।। ২৬
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ। হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা।। ২৭
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা। পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রূং চারুবৃত্তপয়োধরাম্‌।। ২৮
কুর্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ। তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সু প্রতিষ্ঠিতাম্‌।। ২৯
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা। ইষ্টাং সর্বস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।। ৩০
ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্‌। নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব।। ৩১
শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্‌। সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ।। ৩২
তাং স্মৃতীমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব। বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব।। ৩৩
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব। অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব।। ৩৪
রামোপরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্‌। অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ।। ৩৫
বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা। বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।। ৩৬
মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্‌। প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্‌।। ৩৭
তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতাং নিরীক্ষ্য চ। আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব।। ৩৮
দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্‌। সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্‌।। ৩৯
তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্‌। তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্‌।। ৪০

এবং কৃশা তিনি। তাঁকে হনুমান দেখলেন।।২৬।। উপস্থিত কারণসমূহের দ্বারা তিনি মনে নিশ্চয় করলেন, ইনিই তাহলে দেবী সীতা। স্বেচ্ছারূপধারী সেই রাক্ষস রাবণ তাঁকেই চুরি করে নিয়ে এসেছে।।২৭।। সীতাকে আগে যেমন দেখা গিয়েছিলো, সেইরকমই দেখতে এই প্রশস্ত অঙ্গবিশিষ্টা সুন্দরী। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখ। সুন্দর ভ্রূ। সুন্দর গোলাকার স্তনদু'টি।।২৮।। দেহের জ্যোতিতে তিনি সবদিকের আঁধার দূর করে দিচ্ছেন। নীলকান্তমণির হার তাঁর। কণ্ঠ নীল বলে তাঁকে নীলকণ্ঠী বলা যেতে পারে। তেলাকুচাফলের মতো কোমল লাল তাঁর ওষ্ঠ দু'টি। তাঁর। কটিদেশ ক্ষীণ, তাই সুন্দর। সুগঠিত তাঁর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।।২৯।। সীতার চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো। কন্দর্পপত্নী রতিদেবীর মতোই তাঁকে দেখতে। সমগ্রা জগতের তিনি পূজনীয়া। পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধসুন্দর জ্যোতির মতো তিনি সকলের বাঞ্ছনীয়া।।৩০।। এই সুন্দরী মাটিতে বসে আছেন। ব্রতচারিণী তপস্বিনীর মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। ভয়ে সর্পরাজবধূর মতো তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন *(সুতনু—সুন্দর যাঁর দেহ, সুন্দরী। ভুজগ—সর্প)* ।।৩১।। গভীর শোকের প্রভাব তাঁর দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তাঁকে ম্লান দেখাচ্ছে। আগুনের শিখা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকলে যেমন দেখায়, তাঁকেও ঠিক তেমনিই দেখাচ্ছে *(বিভাবসু—অগ্নি)* ।।৩২।। সন্দেহে মলিন স্মৃতির মতো, পড়ে-যাওয়া ঐশ্বর্যের মতো, বিনষ্টা শ্রদ্ধার মতো, ভেঙে-যাওয়া আশার মতো তাঁকে মনে হচ্ছিলো।।৩৩।। বাধাযুক্ত সিদ্ধির মতো, কলুষিতা বুদ্ধির মতো, আগে কখনো হয়নি এমন অপবাদের দ্বারা বিনষ্টা কীর্তির মতো তাঁকে দেখাচ্ছে।।৩৪।। রামের সেবা হতে বঞ্চিত করায় তিনি ব্যথিতা। রাক্ষসদের দ্বারা নির্যাতিতা হয়ে সেই অসহায়া সীতার দৃষ্টি আজ মৃগশিশুর নয়নের মতো চঞ্চল। এবং ভীত। এদিক ওদিক ভয়ে তিনি তাকাচ্ছেন।।৩৫।। মুখটি তাঁর বিষণ্ণ। তাঁর কালো চোখের পাতাগুলি চোখের জলে ভরে গেছে। বারবার নিঃশ্বাস ফেলছেন।।৩৬।। স্নানাদি না-হওয়ায় গায়ে ময়লা পড়ে গেছে। অত্যন্ত শোচনীয় তাঁর চেহারা। অলঙ্কারের যোগ্যা হলেও তিনি অলঙ্কারশূন্যা। নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের দীপ্তি ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকলে যেমন দেখায়, আজ তেমনিই দেখাচ্ছে তাঁকে।।৩৭।। নিত্য অভ্যাস না করলে বিদ্যা যেমন শিথিল হয়ে যায় তেমনি শিথিলদেহা আজ সীতা। তাঁকে দেখে হনুমানের মনে সন্দেহ দেখা দিলো—তাহলে ইনিই কি সীতা? ।।৩৮।। ব্যাকরণ শুদ্ধি না থাকলে অর্থের বিপর্যয় ঘটে। তখন অনেক কষ্টে আসল অর্থ বুঝে নিতে হয়। তেমনি অলঙ্কারহীনা সীতাকে অনেক কষ্টে হনুমান চিনে নিতে পারলেন।।৩৯।। বিশালনেত্রা সেই সুন্দরীকে ভালো করে দেখে বহুকারণে তাঁকেই সীতা বলে তিনি অনুমান করলেন।।৪০।। সীতার অঙ্গে যে সব অলঙ্কারের কথা রাম বলেছিলেন, সেইসব অলঙ্কার দেখলেন

বৈদেহ্যা যানি চাঙ্গেষু তদা রামোঽন্বকীর্তয়ৎ। তান্যাভরণজালানি গাত্রশোভীন্যলক্ষয়ৎ।। ৪১
সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ। মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ।। ৪২
শ্যামানি চিরযুক্তত্বাত্তথা সংস্থানবন্তি চ। তান্যেবৈতানি মন্যেঽহং যানি রামোঽন্বকীর্তয়ৎ।। ৪৩
তত্র যান্যবহীনানি তান্যহং নোপলক্ষয়ে। যান্যস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ।। ৪৪
পীতং কনকপট্টাভং স্রস্তং তদ্বসনং শুভম্। উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্লবঙ্গমৈঃ।। ৪৫
ভূষণানি চ মুখ্যানি দৃষ্টানি ধরণীতলে। অনয়ৈবাপবিদ্ধানি স্বনবন্তি মহান্তি চ।। ৪৬
ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্ বসনং ক্লিষ্টবত্তরম্। তথাপ্যনূনং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদ্‌যথেতরৎ।। ৪৭
ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া। প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি।। ৪৮
ইয়ং সা যৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপ্যতে। কারণ্যেনানৃশংস্যেন শোকেন মদনেন চ।। ৪৯
স্ত্রী প্রনষ্টেতি কারুণ্যাদাশ্রিতেত্যানৃশংস্যতঃ। পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ।। ৫০
অস্যা দেব্যা যথারূপমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্। রামস্য চ যথারূপং তস্যেয়মসিতেক্ষণা।। ৫১
অস্যা দেব্যা মনস্তস্মিংস্তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্। তেনেয়ং স চ ধর্মাত্মা মুহূর্তমপি জীবতি।। ৫২
দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ। ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি।। ৫৩
দুষ্করং কুরুতে রামো য ইমাং মত্তকাশিনীম্। সীতাং বিনা মহাবাহুর্মুহূর্তমপি জীবতি।
এবং সীতাং তথা দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ। জগাম মনসা রামং প্রশশংস চ তং প্রভুম্।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

তাঁর গায়ে। শোভা পাচ্ছে।।৪১।। এই তো কুকুরের দাঁতের মতো সুন্দর করে তৈরী শ্বদ্রংষ্ট্র নামক কানের অলঙ্কার! তাঁর কানে দেখা যাচ্ছে। মণি এবং প্রবালযুক্ত গয়নাও দেখা যাচ্ছে হাতে।।৪২।। অনেকদিন ধরে পরে থাকায় এবং পরিষ্কার না করায় সেগুলি শ্যামল হয়ে গেছে। রাম যেগুলির কথা বলেছিলেন, মনে হচ্ছে এইগুলিই সেই সব।।৪৩।। যেগুলি খসে পড়ে গেছে সেগুলি দেখতে পাচ্ছি না। যেগুলি পড়ে যায় নি, নিশ্চয়ই এইগুলিই তা।।৪৪।। সোনার মতো উজ্জ্বল ছিলো তাঁর হলুদ পবিত্র ওড়না। সেটা খসে পড়ে গিয়েছিলো। বানরেরা দেখেছিলো সেটি পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে।।৪৫।। ইনি যে সব অলঙ্কার খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, মাটিতে পড়ে যেগুলি শব্দ করেছিলো, সেইসব শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তারা ভূতলে দেখেছিলো *(স্বন—ধ্বনি। অপবিদ্ধ—পরিত্যক্ত)*।।৪৬।। এই কাপড়টি অনেকদিন পরে থাকায় তার ভাঁজ ভেঙে গেছে। আরো বেশী মুচড়ে গেছে। তবুও ঐ ওড়নার চাইতে তার সৌন্দর্য বেশী ম্লান হয়ে যায় নি।।৪৭।। সোনার বরণ অঙ্গ যাঁর, এই সেই রামের প্রিয়া মহিষী। জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও যিনি রামের মন হতে হারিয়ে যান নি।।৪৮।। ইনিই সেই নারী, যাঁর জন্য রাম কারুণ্য, আনৃশংসা *(দয়া)*, শোক এবং কাম—এই চারটির দ্বারা তপ্ত হচ্ছেন। বিপদের সময় সীতাকে রক্ষা করতে পারেন নি বলে করুণা, আশ্রিতা পত্নীকে রক্ষা করতে পারেন নি বলে দয়া, পত্নীর সন্ধান পাচ্ছেন না বলে শোক এবং প্রিয়তমাকে কাছে পাচ্ছেন না বলে কামজনিত ক্লেশ আজ রামের। এই দেবীর যেরকম রূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেমন সৌষ্ঠব, তেমনিই তো রামেরও। আবার রামের যে রকম রূপ এই সুন্দর-নয়নার রূপও তাই। রূপে পরস্পর পরস্পরের যোগ্য।।৪৯-৫১।। এই দেবী সীতার মন তাঁতেই রয়ে গেছে। আর তাঁরও মন সীতাতেই প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই এই মহীয়সী সীতা এবং ধর্মাত্মা রাম মুহূর্তের জন্যে হলেও বেঁচে আছেন।।৫২।। এঁকে ছেড়ে প্রভু রাম যে এখনো দেহ ধারণ করে আছেন, শোকে অবসন্ন হন নি, এটা তাঁর অতি দুষ্কর কর্ম।।৫৩।। পবনপুত্র হনুমান সীতাকে এইভাবে দেখে মনে মনে প্রভু রামকে প্রশংসা করলেন।।৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোডশঃ সর্গঃ ।।

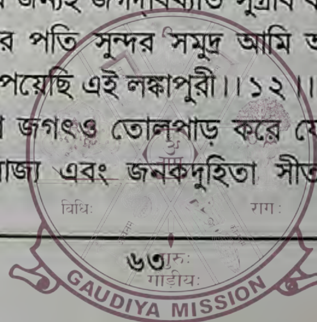
সীতায়াঃ শুভশীল-লক্ষণাদীনি প্রশস্য তস্যা এতাদৃশীং দুরবস্থাঞ্চ বীক্ষ্য হনূমতঃ শোকঃ।

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যাং সীতাং তাং হরিপুঙ্গবঃ। গুণাভিরামং রামঞ্চ পুনশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।। ১
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ। সীতামাশ্রিত্য তেজস্বী হনুমান্ বিললাপ হ।। ২
মান্যা গুরুবিনীতস্য লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া। যদি সীতা হি দুঃখার্তা কালো হি দুরতিক্রমঃ।। ৩
রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ। নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে।। ৪
তুল্যশীল-বয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্। রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা।। ৫
তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্। জগাম মনসা রামং বচনং চেদমব্রবীৎ।। ৬
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ। রাবণপ্রতিমো বীর্যে কবন্ধশ্চ নিপাতিতঃ।। ৭
বিরাধশ্চ হতঃ সংখ্যে রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ। বনে রামেণ বিক্রম্য মহেন্দ্রেণেব শম্বরঃ।। ৮
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্। নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।। ৯
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ। দুষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাত্মনা।। ১০
ঐশ্বর্যং বানরাণাঞ্চ দুর্লভং বালিপালিতম্। অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবাঁল্লোকবিশ্রুতঃ।। ১১
সাগরশ্চ ময়াক্রান্তঃ শ্রীমান্নদ-নদীপতিঃ। অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা।। ১২
যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্তয়েৎ। অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ।। ১৩

ষোড়শ (১৬) সর্গ

সীতার পবিত্র চরিত্রের এবং লক্ষ্মণের প্রশংসা করে তাঁরই এই দুরবস্থা দেখে হনুমানের শোক।

সীতা প্রশংসার যোগ্যা। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাঁর এবং গুণান্বিত রামের প্রশংসা করে আবার চিন্তা করতে লাগলেন।।১।। মুহূর্তের জন্য ধ্যান করার পরই তাঁর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেলো। তেজস্বী হনুমান তখন সীতার কথা ভেবে বিলাপ করতে লাগলেন।।২।। গুরুজনদের শিক্ষায় লক্ষ্মণ বিনীত। সেই লক্ষ্মণের গুরুজন হলেন রামের প্রিয়া সীতা। তিনি মাননীয়া। সেই সীতাই আজ দুঃখে আর্তা। মনে হয়, 'কাল'কে সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।।৩।। রাম এবং ধীমান লক্ষ্মণের কার্যকলাপ সীতা জানেন। তাই বর্ষাকালের গঙ্গার মতো তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হননি *(বর্ষায় গঙ্গা দু'কূলপ্লাবিনী হন। কিন্তু কারণ থাকা সত্ত্বেও সীতা ক্ষোভে আত্মহারা হন নি)* ।।৪।। তুল্যচরিত্র, বয়স, আচরণ এবং আভিজাত্যের দ্বারা রাম সীতাকে পাবার যোগ্য। এবং কৃষ্ণনয়না সীতাও রামকে পেতে পারেন।।৫।। নূতন সোনার বরণ সীতাকে ভুবন-কমনীয়া লক্ষ্মীদেবীর মতো দেখে হনুমান মনে মনে রামকে চিন্তা করে বললেন—।।৬।। এই বিশাল-নয়না সীতার জন্যই মহাবীর বালি নিহত এবং বীর্যে রাবণের তুল্য কবন্ধ নিপাতিত হয়েছে।।৭।। ভীষণবিক্রমী রাক্ষস বিরাধ যুদ্ধে হত হয়েছে। মহেন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে হত্যা করেছিলেন, সেইভাবেই রাম বনে বিক্রম প্রকাশ করে তাকে হত্যা করেন।।৮।। যে রাক্ষসেরা ভীষণ কার্য সম্পাদন করায় সুদক্ষ, তাদের চৌদ্দহাজারকে জনস্থানে রাম অগ্নিশিখার মতো শরের দ্বারা নিহত করেন *(সংখ্য—যুদ্ধ)* ।।৯।। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজস্বী রামের দ্বারা যুদ্ধে খর, ত্রিশিরা এবং দূষণ নিহত হয়।।১০।। এই সীতাদেবীর জন্যই জগদ্‌বিখ্যাত সুগ্রীব বালির দ্বারা পালিত বানরদের দুর্লভ ঐশ্বর্যলাভ করেন।।১১।। নদীদের পতি সুন্দর সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি এই সুন্দর-নয়না সীতাদেবীর জন্যই। আরো দেখতে পেয়েছি এই লঙ্কাপুরী।।১২।। এই মহীয়সী সীতার জন্য রাম যদি সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবী, এমন কি সমগ্র জগৎও তোলপাড় করে ফেলেন, তাও যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।।১৩।। ত্রিজগতের রাজ্য এবং জনকদুহিতা সীতার মধ্যে যদি তুলনা করা যায়,



রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা। ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্।। ১৪
ইয়ং সা ধর্মশীলস্য জনকস্য মহাত্মনঃ। সুতা মৈথিলরাজস্য সীতা ভর্তৃদৃঢ়ব্রতা।। ১৫
উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে। পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংসুভিঃ।। ১৬
বিক্রান্তস্যার্যশীলস্য সংযুগেষ্বনিবর্তিনঃ। স্নু যা দশরথস্যৈষা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞো যশস্বিনী।। ১৭
ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ। ইয়ং সা দয়িতা ভার্যা রাক্ষসীবশমাগতা।। ১৮
সর্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্তৃস্নেহবলাৎ কৃতা। অচিন্তয়িত্বা কষ্টানি প্রবিষ্টা নির্জনং বনম্।। ১৯
সন্তুষ্টা ফলমূলেন ভর্তৃশুশ্রূষণাপরা। যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেঽপি ভবনে যথা।। ২০
সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুস্মিতভাষিণী। সহতে যাতনামেতামনর্থানামভাগিনী।। ২১
ইমাং তু শীলসম্পন্নাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি রাঘবঃ। রাবণেন প্রমথিতাং প্রপামিব পিপাসিতঃ।। ২২
অস্যা নূনং পুনর্লাভাদ্ রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি। রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্।। ২৩
কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ। ধারয়ত্যাত্মনো দেহং তৎসমাগমকাঙ্খিনী।। ২৪
নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্প-ফল-দ্রুমান্। একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি।। ২৫
ভর্তা নাম পরং নার্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি। এযা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে।। ২৬
দুষ্করং কুরুতে রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ। ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি।। ২৭
ইমামসতিকেশান্তাং শতপত্রনিভেক্ষণাম্। সুখার্হাং দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা মমাপি ব্যথিতং মনঃ।। ২৮
ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা যা রক্ষিতা রাঘব-লক্ষ্মণাভ্যাম্।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ সংরক্ষ্যতে সম্প্রতিবৃক্ষমূলে।। ২৯

তাহলে ত্রিলোকের সমগ্ররাজ্য সীতার ষোলোভাগের একভাগেরও সমান হবে না *(কলা—ষোলোভাগের একভাগ)* ।।১৪।। ইনি মিথিলার অধিপতি ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রাজা জনকের কন্যা সীতা। অত্যন্ত পতিব্রতা তিনি।।১৫।। ক্ষেতে হল-চালনার সময় বিদীর্ণ ভূমি হতে তিনি উঠেছিলেন। পদ্মরেণুর মতো কোমল ছিলো আলের পবিত্র ধূলিরাশি। সেই ধূলিতে তিনি ছিলেন ধূসরিত *(কেদার—আল। পাংশু—ধূলি)* ।।১৬।। রাজা দশরথ ছিলেন বিক্রমী। এবং সদাচারী। রাজা দশরথের যশস্বিনী পুত্রবধূ হলেন এই সীতা।।১৭।। ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞ রামের ইনি কোমল-হৃদয়া ভার্যা। এখন রাক্ষসীদের কবলে পড়েছেন।।১৮।। পতিপ্রেমে সকল ভোগ পরিত্যাগ করে, কষ্টের কথা না ভেবে ইনি নির্জন বনে প্রবেশ করেছিলেন।।১৯।। ফলমূলেই তিনি সন্তুষ্টা ছিলেন। একান্তভাবেই পতিসেবায় ছিলেন নিরতা। রাজবাড়ীর মতোই বনেও তিনি পরম আনন্দে থাকতেন।।২০।। তাঁর অঙ্গের বর্ণ সোনার মতো। সর্বদাই তিনি স্মিত হেসে কথা বলেন। এই অভাগিনী এখন যতো অনর্থের যাতনা ভোগ করছেন।।২১।। তৃষ্ণার্ত যেমন পানীয় জলাশয় দেখতে চায় তেমনি রাবণের দ্বারা নির্যাতিতা চরিত্রবতী সীতাকে রাম দেখতে চাইছেন *(প্রপা—পানীয়জলের আধার বা পানশালা)* ।।২২।। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা যেমন রাজ্য পুনর্বার ফিরে পেলে আনন্দিত হন, তেমনি সীতাকে আবার ফিরে পেলে রাম প্রীতিলাভ করবেন।।২৩।। সীতা এখন কামভোগে বঞ্চিতা। আত্মজন -বিরহিতা। রামের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কোনোরকমে দেহটি ধারণ করে আছেন।।২৪।। ইনি রাক্ষসীদের দেখছেন না। এইসব গাছপালা, ফল, ফুলও দেখছেন না। একচিত্তে কেবল রামকেই দেখছেন।।২৫।। নারীদের অলঙ্কারের চেয়েও অধিক ভূষণ হলেন পতি। তিনি না থাকলে নারী আর শোভা পায় না।।২৬।। প্রভু রামচন্দ্র এঁর বিহনে দুষ্কর কার্য করছেন। কারণ দুঃখে তিনি এখনো অবসন্ন হন নি, নিজের দেহধারণ করে রয়েছেন।।২৭।। কালো এঁর কেশরাশি। চোখ পদ্মের মতো। সুখে থাকার যোগ্যা এঁকে দুঃখিতা দেখে আমারও মন ব্যথিত হচ্ছে।।২৮।। ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীলা সীতা। পদ্মের মতো তাঁর নয়ন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁকে রক্ষা করতেন। এখন গাছের নীচে বিকৃত-নয়না রাক্ষসীরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে।।২৯।। হিমপাতে পদ্মের শোভা বিনষ্ট হয়। তেমনি পর পর

হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না।। ৩০
অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ শোকং দৃঢং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মিরভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ।। ৩১
ইত্যেবমর্থং কপিরন্ববেক্ষ্য সীতেয়মিত্যেব তু জাতবুদ্ধিঃ।
সংশ্রিত্য তস্মিন্নিষসাদ বৃক্ষে বলী হরীণামৃষভস্তরস্বী।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

দুঃখের আঘাতে তিনি বিপর্যস্তা। সঙ্গীহীন চক্রবাকীর মতো জনক-দুহিতা আজ করুণ অবস্থায় নিপতিতা।।৩০।। আজ ধরায় বসন্ত এসেছে। অশোকতরুর শাখা পুষ্পের ভারে অবনত। শীত চলে যাওয়ায় চাঁদ আজ সহস্র কিরণ নিয়ে উদিত। এরা তাঁকে শোকে নিমগ্ন করছে *(বসন্তে ভোগকামনা উদ্দীপিত হয়। অথচ প্রিয়জন কাছে না থাকায় বসন্তের এই সব লক্ষণ তাঁকে পীড়িতই করছে। বিভাব-অনুভব এবং ব্যভিচারীভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি। বিভাব দু'রকমের আলম্বন তথা আশ্রয় ও উদ্দীপন তথা যোগ্য পরিবেশ। এখানে অনুকূল পরিবেশ আছে। নেই আলম্বন। তাই সীতার দুঃখ সহৃদয় কবি অনুভব করছেন)*।।৩১।। ইনিই সীতা—এই বুদ্ধিতে বানরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী হনুমান নিঃসন্দেহ হলেন। বলবান তিনি। তাই সেই বৃক্ষেই তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

ভগবতি চন্দ্রে আকাশমধ্যভাগোপনীতে সতি ভয়ঙ্কর-বিকৃতাননরাক্ষসীভিঃ পরিবেষ্টিতাং জানকীং দৃষ্ট্বা হর্ষবিস্ফুরিতনেত্রস্য হনূমতো মনসা রাম-লক্ষ্মণাভিবাদনম্, শিংশপাবৃক্ষাগ্রভাবে সংবৃতেনাবস্থানঞ্চ।

ততঃ কুমুদখণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ। প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্।। ১
সাচিব্যমিব কুর্বন্ স প্রভয়া নির্মলপ্রভঃ। চন্দ্রমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিষেবে পবনাত্মজম্।। ২
স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্। শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি।। ৩
দিদৃক্ষমাণো বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। স দদর্শাবিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ।। ৪
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা। অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাঞ্চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্।। ৫

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

ভগবান চন্দ্র মধ্যগগনে উদিত ভয়ঙ্কর বিকৃতমুখী রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা সীতাকে দেখে হনুমানের মনে মনে রামলক্ষ্মণকে প্রণাম। শিশুগাছের ওপরে গোপনে অবস্থান।

শাদা শাপলাফুলের মতো শুভ্র চন্দ্র নির্মল আকাশে উদিত হলেন। নীলজলে শ্বেতহংস যেমন সাঁতার কাটে তেমনি নীল আকাশে এই চন্দ্র এগিয়ে যেতে লাগলেন।।১।। চাঁদ নির্মল জ্যোতিঃ বিকিরণ করছেন। স্নিগ্ধ জ্যোতির দ্বারা যেন পবনপুত্র হনুমানকে তিনি সেবা করছেন।।২।। এবার তিনি *(হনুমান)* সীতাকে দেখতে পেলেন। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখ। জলের মধ্যে অধিক ভারে নিমজ্জমান নৌকার মতো শোকভারে সীতা আজ বিপর্যস্তা।।৩।। মারুতপুত্র হনুমান সীতাকে বারবার দেখতে গিয়ে অদূরেই দেখলেন রাক্ষসীদের। দেখতে তারা ভীষণ।।৪।। কারো চোখ একটি। কারো বা কান একটিমাত্র। কারো কান ঢাকা রয়েছে। কারো কান একেবারেই নেই। কারো কান দেখতে শল্য নামক অস্ত্রের মতো। কারো নাক মাথার দিকে বেড়ে গেছে।।৫।। কারো দেহের ওপরের ভাগ বিসদৃশভাবে বড়ো। কারো

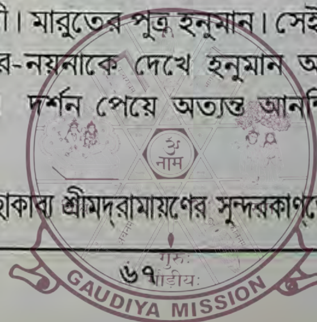
অতিকায়োত্তমাঙ্গীঞ্চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্। ধ্বস্তকেশীং তথাকেশীং কেশকম্বলধারিণীম্।। ৬
লম্বকর্ণললাটাঞ্চ লম্বোদরপয়োধরাম্। লম্বোষ্ঠীং চিবুকোষ্ঠীঞ্চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্।। ৭
হ্রস্বাং দীর্ঘাঞ্চ কুব্জাঞ্চ বিকটাং বামনাং তথা। করালাং ভুগ্নবক্ত্রাঞ্চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্।। ৮
বিকৃতাঃ পিঙ্গলাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ। কালায়স-মহাশূল-কূট-মুদ্গরধারিণীঃ।। ৯
বরাহ-মৃগ-শার্দূল-মহিষাজ-শিবামুখাঃ। গজোষ্ট্র-হয়পাদাশ্চ নিখাতশিরসোঽপরাঃ।। ১০
একহস্তৈকপাদাশ্চ খরকর্ণ্যশ্বকর্ণিকাঃ। গোকর্ণীর্হস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীস্তথাপরাঃ।। ১১
অতিনাসাশ্চ কাশ্চিচ্চ তির্যঙ্নাসা অনাসিকাঃ। গজসন্নিভনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ।। ১২
হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচূলিকাঃ। অতিমাত্রশিরোগ্রীবা অতিমাত্রকুচোদরীঃ।। ১৩
অতিমাত্রাস্য-নেত্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বাননাস্তথা। অজামুখীর্হস্তিমুখীর্গোমুখীঃ শূকরীমুখীঃ।। ১৪
হয়োষ্ট্র-খরবক্ত্রাশ্চ রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ। শূল-মুদ্গরহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।। ১৫
করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ। পিবন্তি সততং পানং সুরা-মাংসসদাপ্রিয়াঃ।। ১৬
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গীর্মাংসশোণিতভোজনাঃ। তা দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠো রোমহর্ষণদর্শনাঃ।। ১৭
স্কন্ধবন্তমুপাসীনাঃ পরিবার্য বনস্পতিম্। তস্যাধস্তাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।। ১৮

গলা সরু আর লম্বা। কারো চুল এলোমেলো। কারো চুল একেবারেই নেই। কারো বা চুল কম্বলের মতো *(শিরোধরা—গ্রীবা, গলা)* ।।৬।। কারো কান অস্বাভাবিক লম্বা। কারো কপাল বেশী বড়ো। কারো পেট ঝুলে পড়েছে। কারো বা স্তন লম্বা। কারো ঠোঁট বেশ বড়ো। কারো চিবুকে ঠোঁট। কারো মুখ লম্বাটে। কারো হাঁটু আবার লম্বা।।৭।। কেউ বেঁটে। কেউ লম্বা। কেউ কুঁজো। কেউ দেখতে বিকট, কেউ বা বামন। কেউ দেখতে ভীষণ। কারো মুখ বাঁকা। চোখ কারো পিঙ্গলবর্ণ। মুখ কারো বা বিকৃত *(ভুগ্ন—বাঁকা। বক্ত্র—মুখ)* ।।৮।। কেউ বিকৃতচিত্তা, কারো রঙ নীল আর পীতবর্ণের মিশ্রণের মতো। কেউ ভীষণ কালো। কেউ রেগেই আছে। কেউ বা ঝগড়াটে। কেউ হাতে নিয়েছে কালো লোহার বিরাট শূল। কেউ বা কূট নামক অস্ত্র হাতে। কারো হাতে রয়েছে মুগুর।।৯।। কারো মুখ শূয়োরের, কারো বা হরিণের, কারো বাঘের, কারো মোষ, কারো ছাগলের, কারো বা শেয়ালের। কারো পা হাতীর মতো, কারো ঘোড়ার মতো। কারো বা মাথাটা নীচে বসে গেছে।।১০।। কারো হাত একটি, কারো আবার পা একটি। কারো কান গাধার মতো। কারো বা ঘোড়ার মতো। কারো গোরুর মতো, কারো হাতীর মতো, আবার কারো বা সিংহের মতো।।১১।। কারো নাক অতি উঁচু, কারো নাক বাঁকা, কারো নাক একেবারেই নেই। কারো নাক হাতীর শুঁড়ের মতো, কারো নাক বাঁকা, কারো বা নাক কপালকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।।১২।। কারো হাতীর মতো পা। কারো পা ভীষণ লম্বা। কারো পা গোরুর মতো। কারো কেশরাজি পায়ে নেমে এসেছে। কারো মাথাটা অত্যন্ত বড়ো, কারো বা গলা বেশী লম্বা। কারো স্তন বিশাল। কারো বা পেটটি বিশাল।।১৩।। কারো মুখটি অস্বাভাবিক বড়ো। কারো বা চোখ বেশী বড়ো। কারো জিহ্বা খুব লম্বা। কারো বা মুখ ঝুলে পড়েছে। কারো মুখ ছাগলের মতো। কারো বা হাতীর মতো। কারো গোরুর মতো, কারো আবার শূয়োরের মতো দেখতে।।১৪।। ঘোড়া, উট এবং খচ্চরের মতো কারো কারো মুখ। রাক্ষসীরা সব দেখতে ভীষণ। শূল আর মুগুর তাদের অনেকের হাতে। কেউ রেগেই আছে। কেউ ঝগড়া করতে ভালোবাসে।।১৫।। কেউ কেউ দেখতে ভয়ঙ্কর। কারো চুলগুলি ধোঁয়ার মতো। কোনো কোনো রাক্ষসীর মুখ খুবই বিকৃত। তারা সর্বদাই মদ এবং মাংস খেতে ভালোবাসে। সর্বদাই মদ্যপান করছে।।১৬।। কেউ কেউ মাংস খেয়েছে, রক্তপান করেছে। ফলে তাদের গায়ে মাংস আর রক্ত লেগে আছে। তাদের দেখলে ভয়ে রোমহর্ষণ হয়। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাদের সবাইকে দেখলেন।।১৭।। ডালপালা নিয়ে এক বিশাল গাছ ঐখানে রয়েছে। তাকে ঘিরে বসে আছে তারা। তারই নীচে সেই অনিন্দিতা রাজকন্যা সীতা বসে আছেন।।১৮।। শ্রীমান হনুমান জনকদুহিতা

লক্ষয়ামাস লক্ষ্মীবান্ হনূমান্ জনকাত্মজাম্। নিষ্প্রভাং শোকসন্তপ্তাং মলসঙ্কুলমূর্ধজাম্।। ১৯
ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব। চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্।। ২০
ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্। রাক্ষসাধিপসংরুদ্ধাং বন্ধুভিশ্চ বিনাকৃতাম্।। ২১
বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব। চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্।। ২২
ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্। স তাং ভর্তৃহিতে যুক্তামযুক্তাং রক্ষসাং বশে।। ২৩
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্। তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্।। ২৪
দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব। সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি চ ন ভাতি চ।। ২৫
মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্। সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ।। ২৬
তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা। রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্।। ২৭
তাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্। মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ।। ২৮
দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ। সঙ্ঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোর্মিমিবোত্থিতাম্।। ২৯
তাং ক্ষমাং সুবিভক্তাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্।। ৩০
হর্ষজানি চ সোঽশ্রূণি তাং দৃষ্ট্বা মদিরেক্ষণাম্। মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমশ্চক্রে চ রাঘবম্।। ৩১
নমস্কৃত্বাঽথ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্। সীতাদর্শনসংহৃষ্টো হনুমান্ সংবৃতোঽভবৎ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

সীতাকে দেখলেন। তাঁর দীপ্তি আর নেই। শোকে তিনি সন্তপ্তা। চুলে ময়লা জমেছে।।১৯।। পুণ্য শেষ হয়ে গেলে তারা যেমন মাটিতে খসে পড়ে, ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিলো ভূতলে উপবিষ্টা সীতাকে। তাঁর চরিত্র সতীত্বে-সমৃদ্ধ। পতিকে দর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন।।২০।। পতিপ্রেমে বিরহিতা তিনি। উত্তম অলঙ্কার পরিধান করেন নি। রাক্ষসরাজের দ্বারা তিনি আজ অবরুদ্ধা। আত্মীয়স্বজন কেউ কাছে নেই।।২১।। দলছাড়া হস্তিনীকে সিংহেরা ঘিরে আটকে রাখলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে সীতাকে। বর্ষার পর শরৎকালের মেঘের দ্বারা ঢাকা ম্লান চন্দ্রলেখার মতো দেখাচ্ছে তাঁকে ।।২২।। যে বীণাতে তার বাঁধা হয়নি, বাদক করস্পর্শে বাজাননি, সেই অকেজো বীণার মতোই তাঁকে মনে হচ্ছে আজ। তিনি পতির মঙ্গলসাধনেই যুক্ত থাকেন। রাক্ষসদের বশীভূতা হওয়ার যোগ্য তিনি নন।।২৩।। অশোক-বনের মধ্যে তিনি আজ শোকের সাগরে নিমগ্না। রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃত থাকায় তাঁকে ক্রূর গ্রহগণের দ্বারা বিপর্যস্তা রোহিণী নক্ষত্রের মতো দেখাচ্ছে।।২৪।। হনুমান তাঁকে সেখানে দেখলেন পুষ্পবিহীন লতার মতো। অঙ্গে তাঁর ময়লা জমেছে। দেহে কোনো অলঙ্কার নেই। কাদায়-ঢাকা পদ্মিনীর মতো তিনি রয়েছেন। শোভাবিস্তার করতে পারছেন না।।২৫।। বানর হনুমান দেখলেন সেই সুন্দরী ময়লা কাপড় পরে অতি কষ্টে আছেন। মৃগশিশুর মতো ভীরু এবং চঞ্চল তাঁর চোখের দৃষ্টি।।২৬।। দেবী সীতার মুখ দৈন্যে হলেও পাতিব্রত্যের তেজে উজ্জ্বল। কৃষ্ণনয়না সীতা। নিজের চারিত্রিক বিশুদ্ধি রক্ষা করে চলেছেন।।২৭।। হনুমান সীতাকে দেখলেন। হরিণশিশুর মতো তাঁর চোখ। চকিতা মৃগীর মতো চারদিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।।২৮।। দুঃখের তপ্ত নিঃশ্বাসে পল্লবধারী বৃক্ষগুলিকে তিনি যেন দগ্ধ করছেন। শোকরাশি যেন তাঁতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দুঃখের সাগরের তরঙ্গের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে।।২৯।। সর্বকর্মের তিনি যোগ্যা। তাঁর অঙ্গগুলি সুবিন্যস্ত। অলঙ্কার বিনাই তিনি সুন্দরী। মারুতের পুত্র হনুমান। সেই সীতাকে দেখে অতুলনীয় আনন্দ লাভ করলেন।।৩০।। সেই সুন্দর-নয়নাকে দেখে হনুমান আনন্দসঞ্জাত চোখের জল ফেলে রামচন্দ্রকে প্রণাম করলেন।।৩১।। দর্শন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গাছের ওপরে লুকিয়ে রৈলেন।।৩২।।



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

নিশাবসানে শতশঃ প্রমদাপরিবেষ্টিতস্য কামার্তস্য সীতাসমীপে আগচ্ছতো রাবণস্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গং সম্যগ্ দ্রষ্টুং হনূমতঃ শিংশপাবৃক্ষাগ্রাৎ নিঃশব্দেনাবতরণম্, শাখায়া অধো গূঢেনাবস্থানঞ্চ।

তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনং পুষ্পিতপাদপম্। বিচিন্বতশ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ।। ১
ষডঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্। শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্।। ২
অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ। প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ।। ৩
বিবুধ্য তু মহাভাগো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। স্রস্তমাল্যাম্বরধরো বৈদেহীমন্বচিন্তয়ৎ।। ৪
ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাঞ্চ মদনেন মদোৎকটঃ। ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকাত্মনি গূহিতুম্।। ৫
স সর্বাভরণৈর্যুক্তো বিভ্রচ্ছ্রিয়মনুত্তমাম্। তাং নগৈর্বিবিধৈর্জুষ্টাং সর্বপুষ্পফলোপগৈঃ।। ৬
বৃতাং পুষ্করিণীভিশ্চ নানাপুষ্পোপশোভিতাম্। সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাদ্ভুতৈঃ।। ৭
ঈহামৃগৈশ্চ বিবিধৈর্বৃতাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ। বীথীঃ সম্প্রেক্ষমাণশ্চ মণি-কাঞ্চনতোরণাম্।। ৮
নানা মৃগগণাকীর্ণাং ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বৃতাম্। অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততদ্রুমাম্।। ৯
অঙ্গনাঃ শতমাত্রস্তু তং ব্রজন্তমনুব্রজন্। মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেব-গন্ধর্বযোষিতঃ।। ১০
দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাশ্চিজ্জগৃহুস্তত্র যোষিতঃ। বালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ।। ১১
কাঞ্চনৈশ্চৈব ভৃঙ্গারৈর্জহ্রুঃ সলিলমগ্রতঃ। মণ্ডলাগ্রা বৃষীশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ।। ১২

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

রাতের শেষে শত শত কামিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কামার্ত রাবণের সীতার সমীপে আগমন। রাবণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে দেখার জন্য হনুমানের শিশুবৃক্ষের ডগা থেকে নিঃশব্দে অবতরণ। শাখার নীচে লুকিয়ে অবস্থান।

বনের ফুলে-ভরা গাছগুলিকে তিনি দেখছিলেন। চাইছিলেন সীতাকে দেখতে। এইভাবে রাত শেষ হয়ে গেলো।। ১ ।। রাত্রিশেষে রাক্ষস-ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন। বেদের ছয়টি অঙ্গেই তাঁরা ছিলেন বিদ্বান্। যজ্ঞ-সম্পাদনে তাঁরা শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক।।২ ।। তারপর মঙ্গলবাদ্যের ধ্বনিতে মহাবাহু, মহাবীর, দশগ্রীব রাবণকে জাগানো হলো। সেই ধ্বনি মনকে হরণ করে।।৩।। প্রতাপশালী মহাভাগ রাক্ষসরাজ রাবণের গলার মালা এবং পরনের কাপড় শিথিল হয়ে গেছে। জেগেই তিনি সীতার কথা চিন্তা করলেন।।৪ ।। কামের তাড়নায় সীতাতেই তিনি মনকে বেশী করে লগ্ন করলেন। ফলে, সেই রাক্ষস কামকে নিজের মধ্যে গোপন করে রাখতে পারলেন না *(গূহিতুং—গোপন করতে)* ।। ৫ ।। রাবণ সবরকমের অলঙ্কার পরেছেন। খুব সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে অশোক-কাননে প্রবেশ করলেন। সেই বনে ছিলো নানাধরণের বৃক্ষ। সর্ব ঋতুতেই তাতে ফুল ফুটতো। ফল ফলতো।।৬।। বহু পুকুরের দ্বারা পরিবৃত ছিলো উদ্যানটি। নানা ফুলে শোভিত। নানা পাখী সেখানে বাস করে। তারা সব আনন্দে মত্ত থাকতো। দেখতেও সব ছিলো অদ্ভুত।।৭ ।। কুকুরের মতো দেখতে অথচ এক ধরণের বাঘ—যাদের ঈহামৃগ বলা হতো তারা দলে দলে সেখানে ঘুরে বেড়াতো। সারিবদ্ধ গাছ আর মণি এবং সোনায় তৈরী তোরণে দর্শনীয় সেই বন।।৮।। গাছ হতে ফল পড়ে মাটি ঢেকে গেছে। নানা ধরণের হরিণে পূর্ণ। সর্বদাই গাছপালায় ভরা সেই অশোক-বনের সবকিছু দেখতে দেখতে রাবণ প্রবেশ করলেন।।৯।। দেবরমণী ও গন্ধর্ব নারীরা যেমন ইন্দ্রকে অনুগমন করেন, তেমনি পুলস্ত্যবংশধর রাবণকে অনুগমন করছিলো একশত মাত্র সুন্দরী।।১০।। কোনো কোনো কামিনী সোনার প্রদীপ গ্রহণ করেছিলো। অন্যেরা কেউ কেশের চামর ব্যজন, কেউ বা তালপাতার পাখা হাতে নিয়ে এলো।।১১।। কেউ সোনার কলশে জল তুলে নিয়ে এলো। কেউ কেউ গোল করে দল বেঁধে দলের আগে আগে তাঁর পেছনে পেছনে আসন নিয়ে চললো *(বৃষী—আসন)* ।।১২।। কেউ কেউ উজ্জ্বল রত্নময় পাত্র পানীয়ে পূর্ণ করে ডান হাতে ধরে তাঁর সঙ্গে

কাচিদ্রত্নময়ীং পাত্রীং পূর্ণাং পানস্য ভ্রাজতীম্। দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্রাহ পাণিনা।। ১৩
রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্। সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ।। ১৪
নিদ্রামদপরীতাক্ষ্যো রাবণস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ। অনুজগ্মুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুল্লতা ইব।। ১৫
ব্যাবিদ্ধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ। সমাগলিতকেশান্তাঃ সস্বেদবদনাস্তথা।। ১৬
ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ। স্বেদক্লিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সমাল্যাকুলমূর্ধজাঃ।। ১৭
প্রয়ান্তং নৈঋ তপতিং নার্যো মদিরলোচনাঃ। বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্যাস্তমন্বয়ুঃ।। ১৮
স চ কামপরাধীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ। সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাঞ্চিতগতির্বভৌ।। ১৯
ততঃ কাঞ্চীনিনাদঞ্চ নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্। শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ।। ২০
তং চা প্রতিমকর্মাণমচিন্ত্যবলপৌরুষম্। দ্বারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ।। ২১
দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমন্তাদবভাসিতম্। গন্ধতৈলাবসিক্তাভির্ধ্রিয়মাণাভিরগ্রতঃ।। ২২
কামদর্পমদৈর্যুক্তং জিহ্মতাম্রায়তেক্ষণম্। সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্।। ২৩
মথিতামৃতফেনাভমরজোবস্ত্রমুত্তমম্। সপুষ্পমবকর্ষন্তং বিমুক্তং সক্তমঙ্গদে।। ২৪
তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্র-পুষ্পশতাবৃতঃ। সমীপমুপসঙ্ক্রান্তং বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে।। ২৫
অবেক্ষমাণস্তু তদা দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ। রূপ-যৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ।। ২৬
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ। তন্মৃগদ্বিজসঙ্ঘুষ্টং প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্।। ২৭
ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ। তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।। ২৮

চলেছে।।১৩।। কেউ কেউ তাঁর পেছনে সোনার দণ্ডের বিরাট ছত্রধারণ করে চলেছে। সেই ছত্রটি দেখতে রাজহংসের মতো। পূর্ণচন্দ্রের মতো তার দীপ্তি।।১৪।। রাবণের পত্নীরা ছিলো উত্তম শ্রেণীর স্ত্রী। তাদের চোখ ঘুমের আর মদের প্রভাবে ঢুলু ঢুলু। বিদ্যুৎ যেমন মেঘকে অনুসরণ করে, তেমনি তারা সবাই পতি রাবণকে অনুগমন করছিলো।।১৫।। তাদের হার, আর কেয়ূর স্ব-স্থান হতে খসে পড়েছে। অনুলেপনগুলি গেছে লেপ্টে। চুল খুলে পড়েছে। মুখে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।১৬।। সেই সুমুখীদের নেশা গেছে কেটে। ঘুমে এখন ঢলে পড়ছে তারা। অঙ্গের কুসুমগুলি ঘামে ভিজে গেছে। মাথার চুলের সঙ্গে মালা গেছে জট পাকিয়ে।।১৭।। নারীদের নয়নে মদিরার আবেশ। তারা সব রাবণের প্রিয় পত্নী। প্রভূত মর্যাদাদানের জন্য এবং কামভোগের অভিলাষে তারা সবাই রাক্ষস-পতি রাবণ যখন চলছিলো, তখন তার অনুগমন করছিলো।।১৮।। কিন্তু তাদের মহাবলবান পতি রাবণ কামের বশীভূত হয়ে সীতার প্রতি আসক্তচিত্ত। ধীরে ধীরে স্খলিতগতিতে সেই দুর্জন চলছিলো।।১৯।। তারপর মারুতপুত্র হনুমান সেই সুন্দরীদের কোমরের কাঞ্চীর এবং পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন।।২০।। কর্ম যার অতুলনীয়, বল এবং পৌরুষ যার অচিন্তনীয়, সেই রাবণকে দ্বারদেশে উপস্থিত হতে দেখলেন বানর হনুমান।।২১।। সুগন্ধি তৈলে পরিপূর্ণ প্রদীপ হাতে নিয়ে রাক্ষসীরা আগে আগে চলছিলো। তাতে সবদিক আলোকিত হলো।।২২।। রাবণ তখন কামে, অহঙ্কারে এবং মত্ততায় আবিষ্ট। কুটিল আর লাল তার চোখ। যেন শর এবং ধনুটি ছেড়ে দিয়ে কামদেব সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।।২৩।। শুভ্র নির্মল উত্তম বস্ত্র পরিধান করেছে রাবণ। মথিত অমৃতের ফেনার মতো তার স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল দীপ্তি। কেয়ূর এবং পুষ্পমাল্যাদি হতে সেই বসন ছাড়িয়ে নিয়ে সে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করছে।।২৪।। হনুমান গাছের ডালপালায় লুকিয়ে আছেন। শত শত ফুলে তিনি ঢাকা। রাবণকে কাছে আসতে দেখে তাঁকে জানতে চেষ্টা করছেন।।২৫।। কপিবীর হনুমান সেইখানে বসে রাবণের রূপযৌবনবতী সুন্দরী স্ত্রীদেরকে দেখলেন।।২৬।। মহাযশস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে হরিণ আর পাখীর শব্দে মুখরিত সেই প্রমদাবনে প্রবেশ করলো।।২৭।। বিশ্রবার পুত্র রাক্ষসরাজ রাবণ বিচিত্র অলঙ্কারে সেজে এসেছে। মত্ত এবং মহাবলবান সে। গর্দভের মতো তার কান। তাকে হনুমান দেখতে পেলেন *(ক্ষীব—মত্ত)*।।২৮।। সুন্দরীদের দ্বারা পরিবৃত সে।

বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ। তং দদর্শ মহাতেজাস্তেজোবন্তং মহাকপিঃ।। ২৯
রাবণোঽয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ। সোঽয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমে।
অবপ্লুতো মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩০
স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ স নির্ধূতস্তস্য তেজসা। পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ।। ৩১
স তামসিতকেশান্তাং সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্। দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্তত রাবণঃ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

তারা-পরিবৃত চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে তাকে। মহাতেজস্বী মহাকপি হনুমান তেজোবান রাবণকে দেখলেন।।২৯।। বানর চিন্তা করলেন, ইনিই তাহলে মহাবীর রাবণ? পূর্বে পুরীর মধ্যে উত্তমগৃহে ইনিই শুয়েছিলেন। মহাতেজস্বী মারুতপুত্র হনুমান তখন ঐখানেই লাফিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।।৩০।। রাবণের তেজে অভিভূত হয়ে উগ্রতেজা হয়েও হনুমান বুদ্ধি করে পাতার মধ্যে গোপনে লুকিয়ে রৈলেন।।৩১।। সীতার কেশরাশি কৃষ্ণ। তাঁর নিতম্বযুগল সুগঠিত এবং স্তনদ্বয় ছিলো সংহত।সেই কৃষ্ণনয়না সুন্দরী-অভিপানে যাত্রা করলো রাবণ।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণভয়কম্পমানায়াঃ পরিম্লানায়াঃ সীতায়া অবস্থাবর্ণনম্, তাং বশীকর্তুমুদ্যশ্চ।

তস্মিন্নেব ততঃ কালে রাজপুত্রী ত্বনিন্দিতা। রূপ-যৌবনসম্পন্নং ভূষণোত্তমভূষিতম্।। ১
ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্। প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা।। ২
ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ। উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী।। ৩
দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ। দদর্শ দীনাং দুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে।। ৪
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্। ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ।। ৫
মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্। মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ।। ৬
সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ। সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ।। ৭
শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্। দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্।। ৮

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

রাবণের ভয়ে কম্পমানা এবং পরিম্লানা সীতার অবস্থা বর্ণনা। তাঁকে বশীভূত করার জন্য রাবণের প্রয়াস।

সেইসময়ে অনিন্দিতা রাজপুত্রী সীতা উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, রূপযৌবনসম্পন্ন রাবণকে দেখতে পেলেন।।১।। রাক্ষসরাজকে দেখেই সুন্দরী সীতা ঝড়ের কলাগাছের মতো কাঁপতে লাগলেন।।২।। বিশাল-নয়না সীতা। উরুদু'টি দিয়ে উদর এবং বাহুদু'টি দিয়ে স্তনদ্বয় ঢেকে বসে কাঁদতে লাগলেন।।৩।। দশগ্রীব রাবণ দুঃখে আর্তা সীতাকে দেখলো। রাক্ষসীরা পাহারা দিচ্ছে। সমুদ্রে নিমগ্ন নৌকার মতোই তখন তিনি বিপর্যস্তা।।৪।। ব্রতচারিণী সীতা। অনাচ্ছাদিত মাটিতে বসে আছেন। বনস্পতির ছিন্ন শাখা মাটিতে পড়ে থাকলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে তাঁকে।।৫।। সীতার গায়ে ময়লা জমেছে প্রচুর। অলঙ্কারে সাজবার যোগ্যা তিনি। অথচ কোনো অলঙ্কারই তাঁর গায়ে নেই। কাদায়-মাখা পদ্ম সুন্দর না হলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য একেবারে ত্যাগ করতে পারে না।।৬।। সীতাদেবী মনরূপ রথে সঙ্কল্পরূপ অশ্ব জুড়ে দিয়ে তাতেই চড়ে যেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ রামের কাছে যাত্রা করছেন।।৭।। রামানুব্রতা সীতা। আজ শোকগ্রস্তা। দুঃখের অন্ত তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। একা কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন।।৮।। মন্ত্রাদির প্রভাবে সর্পরাজবধূ

চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব। ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা।। ৯
বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্মিকে। পুনঃ সংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে।। ১০
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব। আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব।।
সন্নামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্। প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব।। ১১
আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব। দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব।। ১২
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্। পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব।। ১৩
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্। বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব।। ১৪
উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্। হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্।। ১৫
পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব। পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব।। ১৬
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্। তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্।। ১৭
গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্। নিঃশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব।। ১৮
একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ। নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব।। ১৯
উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ। পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্।। ২০

হতবীর্য হয়ে যেমন ছটফট করে কিংবা ধূমকেতুগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হলে রোহিণী যেরকম শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়, সেরকম অবস্থাই আজ সীতাদেবীর।।৯।। সদাচার-সম্পন্ন 'ধার্মিক' সৎকুলে জন্মেও দুষ্কুলে-জাতার মতো আবার যদি সংস্কার কাউকে মেনে নিতে হয়, তাহলে তিনি যেমন মনঃকষ্ট পান, সীতারও আজ সেই অবস্থা *(কখনো হয় নি এমন অপবাদে কীর্তি যেমন ধূলিসাৎ হয়, নিয়মিত বেদভ্যাস না করলে বিদ্যা যেমন শিথিল হয়ে পড়ে, তেমনি সীতাদেবী আজ শোচনীয় অবস্থায় পতিতা)*।।১০।। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে মহাকীর্তি যেন আজ বিনষ্ট। শ্রদ্ধা যেন অবমানিতা। প্রজ্ঞা যেন অত্যন্ত ক্ষীণ। এবং বিধ্বস্ত আশা যেন মূর্তিমতী হয়ে এখানে বিরাজ করছে।।১১।। যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়ে মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, সেটি যেন আজ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। উলকাপাতে দিকগুলি যেন জ্বলে গেছে, পূজা গেছে বিনষ্ট হয়ে—তেমনি তাঁকে দেখাচ্ছে।।১২।। পৌর্ণমাসীর রাতে চন্দ্রমণ্ডল যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, কিংবা পদ্মিনী যদি বিপর্যস্ত হয়, কিংবা যে সৈন্যবাহিনীর বীরেরা নিহত হয়েছে সেই ভেঙে-পড়া সেনাবাহিনীর মতো আজ শোচনীয় অবস্থা হলো সীতাদেবীর।।১৩।। অন্ধকারে বিধ্বস্ত -প্রভা, জল শুকিয়ে-যাওয়া নদী, অশুচি যজ্ঞবেদী এবং নিভে-যাওয়া অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে সীতাদেবীকে।।১৪।। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি পদ্মসরোবর, যাতে ভালো পদ্মফুল ফুটেছিলো, অথচ হাতী তাকে তছনছ করে দিয়েছে। পাখীগুলি ভয় পেয়ে গেছে পালিয়ে।।১৫।। পতির শোকে ক্লিষ্টা সীতাকে মনে হচ্ছে পাড়-ভাঙা একটি নদীর মতো। তার জল গেছে শুকিয়ে। মার্জনের দ্বারা দেহের ময়লা তুলে না ফেলায় মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতো তিনি কালো।।১৬।। দেহ তাঁর অত্যন্ত কোমল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি সুন্দর। রত্নে-রচিত গৃহেই তিনি বাসের যোগ্যা। সবেমাত্র তুলে আনা মৃণালিনীকে যদি তাপ দেওয়া হয়, তাহলে তার যে শোচনীয় অবস্থা হয়, সেইরকম মনে হচ্ছে সীতাকে।।১৭।। কোনো হস্তিদলপতির হস্তিনীকে যদি পৃথক্ করে নিয়ে গিয়ে স্তম্ভে বেঁধে রাখা যায়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখে সেই গজরাজবধূ আর্ত হয়ে যেমন নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে, তেমনি অবস্থা আজ সীতার।।১৮।। অযত্নে-রাখা চুলের একটিমাত্র বেণীতে তিনি আজ শোভিতা। বর্ষার মেঘ চলে গেলে নীল বনরাজিতে শোভিতা ধরিত্রীর মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। *(বিরহিণী সতী নারী কেশসংস্কার করেন না। তাই সীতার চুল একটিমাত্র বেণী করে বাঁধা)*।।১৯।। অনশনে, শোকে, চিন্তায় এবং ভয়ে তিনি একেবারে শুকিয়ে গেছেন। যৎকিঞ্চিৎ তাঁর আহার। এই পতিব্রতা তপস্বিনীকে অতি করুণ দেখাচ্ছে।।২০।। রঘুবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে করজোড়ে, দুঃখার্ত

আযাচমানাং দুঃখার্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব। ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্।। ২১
সমীক্ষমাণাং রুদতীমনিন্দিতাং সুপক্ষ্মতাম্রায়তশুক্ললোচনাম্।
অনুব্রতাং রামমতীব মৈথিলীং প্রলোভয়ামাস বধায় রাবণঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

হয়ে, তিনি দশগ্রীব রাবণের পরাজয় প্রার্থনা করে চলেছেন।।২১।। সীতার চোখের পাতাগুলি সুন্দর। চোখের প্রান্ত লাল। চোখগুলি বিশাল। মধ্যভাগ শাদা। এই সুন্দরী সীতা রামের প্রতি প্রগাঢ় পাতিব্রত্যের জন্যে কেঁদেই চলেছেন। রাবণ তাঁকে প্রলুব্ধ করে ভয় দেখাচ্ছে যে, তুমি যদি আমার বশীভূতা না হও তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করবো।।২২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন সীতায়াঃ প্রলোভনম্

স তাং পরিবৃতাং দীনাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্। সাকারৈর্মধুরৈর্বাক্যৈর্ন্যদর্শয়ত রাবণঃ।। ১
মাং দৃষ্ট্বা নাগনাসোরু গূহমানা স্তনোদরম্। অদর্শনমিবাত্মানং ভয়ান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি।। ২
কাময়ে ত্বাং বিশালাক্ষি বহু মন্যস্ব মাং প্রিয়ে। সর্বাঙ্গগুণসম্পন্নে সর্বলোকমনোহরে।। ৩
নেহ কিঞ্চিন্মনুষ্যা বা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ। ব্যপসর্পতু তে সীতে ভয়ং মত্তঃ সমুত্থিতম্।। ৪
স্বধর্মো রক্ষসাং ভীরু সর্বদৈব ন সংশয়ঃ। গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা।। ৫
এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি। কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম্।। ৬
দেবী নেহ ভয়ং কার্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে। প্রণয়স্ব চ তত্ত্বেন মৈবং ভূঃ শোকলালসা।। ৭
একবেণী অধঃশয্যা ধ্যানং মলিনমম্বরম্। অস্থানেঽপ্যুপবাসশ্চ নৈতান্যৌপয়িকানি তে।। ৮

বিংশ (২০) সর্গ

রাবণের দ্বারা সীতাকে প্রলোভন

তপস্বিনী, নিরানন্দা সীতা রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে দীনভাবে বসে আছেন। রাবণ মধুরবাক্যে নিজের অভিপ্রায় ইঙ্গিতে সূচিত করে বলতে লাগলেন...।।১।। হে হস্তীর শুণ্ডের মতো ঊরুবিশিষ্টা সুন্দরি, আমাকে দেখে ভয়ে তুমি স্তন এবং উদর ঢেকে রাখছো। আমি যাতে তোমায় দেখতে না পাই, তাই তুমি চাইছো *(নাগ—হস্তী। নাগ-নাসা—হস্তীর নাসিকা তথা শুণ্ড। নাগ-নাসা-ঊরু—হস্তীর শুণ্ডের মতো বর্তুলাকার ক্রমশঃ সরু হতে মোটা ঊরু যার। নারীদেহের সৌন্দর্যের লক্ষণ ঐ ধরণের ঊরু। রাবণ যে সীতার অন্তরের মাধুর্যে নয়, দেহের বহিরঙ্গরূপেই আকৃষ্ট, তার ভাষণে তাই স্পষ্ট। চূড়ান্ত অবৈধ-কামী সে)* ।।২।। হে বিশাল-নয়নে, আমি তোমায় কামনা করছি। প্রিয়ে, তুমি আমায় অতি প্রিয়জনরূপে গ্রহণ করো। শরীরের সকল গুণই তোমাতে রয়েছে। সর্বলোকে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী।।৩।। হে সীতে, এখানে কোনো মানুষ বা কামরূপী রাক্ষস নেই। আমাকে দেখে যে তোমার ভয় হয়েছে, তা অপসারিত করো।।৪।। হে ভীরু, জোর করে পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রী হরণ রাক্ষসদের সর্বদাই নিজধর্ম— এতে কোনো সন্দেহ নেই *(যে সব ধর্ম বা আদর্শ পরস্ত্রীকে জোর করে হরণ এবং ধর্ষণ করে তা রাক্ষসের আচরণ)* ।।৫।। যদিও আমার কামভাব প্রবল হয়েছে তবুও হে সীতে, কামশূন্যা যদি তুমি থাকো, তাহলে তোমাকে আমি স্পর্শ করবো না। তোমার ইচ্ছামতোই তুমি চলো।।৬।। দেবি, ভয় কোরো না। প্রিয়ে আমায় তুমি বিশ্বাস করো। এইভাবে শোকার্তা হয়ো না।।৭।। একটিমাত্র বেণী ধারণ করা, নীচে শোওয়া, চিন্তায় নিমগ্ন থাকা, ময়লা কাপড় পরা এবং অকারণে উপবাস—এইসব তোমার সাজে না *(ঔপয়িক—উপযুক্ত)* ।।৮।। সীতে, সুন্দর সব মালা, চন্দন, অগুরু, নানাধরণের বস্ত্র এবং স্বর্গীয়

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরূণি চ। বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যাভরণানি চ।। ৯
মহার্হাণি চ পানানি শয়নান্যাসনানি চ। গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি।। ১০
স্ত্রীরত্নমসি মৈবং ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্। মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাস্ত্বমনর্হা সুবিগ্রহে।। ১১
ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ততে। যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব।। ১২
ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ। নহি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে।। ১৩
ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহী রূপযৌবনশালিনীম্। কঃ পুনর্নাতিবর্ত্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ।। ১৪
যৎ যৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাংশুসদৃশাননে। তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষুর্মম নিবধ্যতে।। ১৫
ভব মৈথিলি ভার্যা মে মোহমেতং বিসর্জয়। বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং আহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্বাসামেব ভদ্রং তে মমাগ্রমহিষী ভব।। ১৬
লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহৃতানি মে। তানি তে ভীরু সর্বাণি রাজ্যং চৈব দদামি তে।। ১৭
বিজিত্য পৃথিবীং সর্বাং নানানগরমালিনীম্। জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বিলাসিনি।। ১৮
নেহ পশ্যামি লোকেঽন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ। পশ্য মে সুমহদ্বীর্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে।। ১৯
অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতধ্বজাঃ। অশক্তাঃ প্রত্যনীকেষু স্থাতুং মম সুরাসুরাঃ।। ২০
ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম তবোত্তমম্। সুপ্রভাণ্যবসজ্জন্তাং তবাঙ্গে ভূষণানি হি।। ২১
সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্মণা। প্রতিকর্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে।। ২২
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাকামং পিব ভীরু রমস্ব চ। যথেষ্টঞ্চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ।। ২৩

সব অলঙ্কার তুমি গ্রহণ করো।।৯।। হে মৈথিলি, আমাকে গ্রহণ করে মহার্ঘ সব পানীয়, শয্যা, আসন, গীত, নৃত্য এবং বাদ্যাদি তুমি লাভ করো।।১০।। তুমি তো স্ত্রীকুলে রত্ন। এইরকম থেকো না। গায়ে অলঙ্কার তুলে নাও। হে সুন্দরি, আমাকে পেয়ে কেন তুমি অনলঙ্কৃতা থাকবে?।।১১।। তোমার এই সুন্দর যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। স্রোতস্বিনীর স্রোতের মতোই যে যৌবন চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না।।১২।। মনে হয়, রূপনির্মাতা বিশ্বস্রষ্টা তোমায় তৈরী করেই থেমে গেছেন। হে শুভদর্শনে, তোমার মতো আর তো কোনো রূপবতী নেই।।১৩।। হে বিদেহরাজকন্যে সীতে, রূপবতী এবং যৌবনশালিনী তোমায় পেয়ে কোন পুরুষ না আকৃষ্ট হয়? এমন কি সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মাণ্ডে তোমার দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না।।১৪।। শীতল কিরণ হলো চন্দ্রের। তারই মতো সুন্দর স্নিগ্ধ তোমার মুখ। তোমার নিতম্ব মাংসল। হে সুন্দরি, তোমার অঙ্গের যেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ছে, সেখানেই তা নিবদ্ধ হয়ে থাকছে, তোমার অঙ্গসংস্থান এতো সুন্দর যে চোখ ফেরাতে পারছি না।।১৫।। হে মৈথিলি, তুমি আমার পত্নী হয়ে যাও। এই মোহ ত্যাগ করো। বহু উত্তম স্ত্রী আমি এখান ওখান থেকে পত্নীরূপে সংগ্রহ করেছি। তাদের সকলের মধ্যে তুমি প্রধানা মহিষী হও। তোমার কল্যাণ হোক।।১৬।। মন্থন করে ত্রিভুবন হতে আমি যে সব রত্ন আহরণ করে নিয়ে এসেছি, হে ভীরু, সেসব তোমারি হবে। তোমায় আমি আমার রাজ্যও দিয়ে দেবো।।১৭।। নানা নগরে শোভিতা এই সমগ্রা পৃথিবীকে জয় করে, হে বিলাসিনি, তোমার বাবা জনককে আমি তোমার তুষ্টির জন্য দিয়ে দেবো।।১৮।। ইহলোকে আমি এখন কাউকেই দেখছি না, যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। যুদ্ধে আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহতী শক্তি প্রত্যক্ষ করো *(আহবে—যুদ্ধে)* ।।১৯।। দেখো, দেবতা এবং দানবেরা যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। বারবার আমি তাদের পতাকা ধ্বংস করে দিয়েছি।।২০।। তুমি আমায় গ্রহণ করতে রাজী হও। ভালোভাবে আজ সাজগোজ করো। তোমার অঙ্গে অলঙ্কারগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।।২১।। অলঙ্কারে ও চারুসাজে তোমার রূপ ভালো দেখাবে। হে সুন্দরি, সুমুখি, আমার প্রতি কৃপা করে তুমি উত্তম অলঙ্কারে সজ্জিতা হও।।২২।। হে ভীরু, ইচ্ছেমতো ভোগ করো। যেমন ইচ্ছে পান করো। ইচ্ছেমতো জীবন উপভোগ করো। পৃথিবীই হোক, ধনই হোক, ইচ্ছেমতো তুমি দান করো।।২৩।। আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। জোর করেই তুমি আমায় আদেশ দান করো। আমার প্রসন্নচিত্তে তোমায় দ্রব্যাদি দিচ্ছি। সেগুলির দ্বারা তুমি তোমার বন্ধুজনদের সন্তোষ বিধান

ললস্ব ময়ি বিস্রদ্ধা ধৃষ্টমাজ্ঞাপয়স্ব চ। মৎপ্রসাদাল্ললন্ত্যাশ্চ ললতাং বান্ধবস্তব।। ২৪
ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি। কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা।। ২৫
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ। ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা।। ২৬
নহি বৈদেহী রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলভ্যতে। পুরোবলাকৈরসিতৈর্মেঘৈর্জ্যোৎস্নামিবাবৃতাম্।। ২৭
ন চাপি মম হস্তাত্ত্বাং প্রাপ্তুমর্হতি রাঘবঃ। হিরণ্যকশিপুঃ কীর্তিমিন্দ্রহস্তগতামিব।। ২৮
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি। মনো হরসি মে ভীরু সুপর্ণঃ পন্নগং যথা।। ২৯
ক্লিষ্টকৌশেয়বসনাং তন্বীমপ্যনলঙ্কৃতাম্। ত্বাং দৃষ্ট্বা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্।। ৩০
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বগুণান্বিতাঃ। যাবত্যো মম সর্বসামৈশ্বর্যং কুরু জানকি।। ৩১
মম হ্যসিতকেশান্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ। তাস্ত্বাং পরিচরিষ্যন্তি শ্রিয়মপ্সরসো যথা।। ৩২
যানি বৈশ্রবণে সুভ্রু রত্নানি চ ধনানি চ। তানি লোকাংশ্চ সুশ্রোণি ময়া ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখম্।। ৩৩
ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ। ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা।। ৩৪
পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ধননিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীঞ্চ।
ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং ত্বয়ি চ সমেত্য ললন্তু বান্ধবাস্তে।। ৩৫
কুসুমিত-তরুজালসন্ততানি ভ্রমরযুতানি সমুদ্রতীরজানি।
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গী বিহর ময়া সহ ভীরু কাননানি।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

করো।।২৪।। হে যশস্বিনি ভদ্রে, আমার সম্পদ ও সৌন্দর্য তুমি দেখো। কাপড় জোটে না, তাই বাকল পরে থাকে রাম। হে সুন্দরি, তাকে দিয়ে তুমি কি করবে?।।২৫।। যুদ্ধে বিজয়ের উপকরণ নেই রামের। তার স্ত্রী চলে গেলে সে এখন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণ করে কালিঝুলি -মাখা যজ্ঞভূমিতে শুয়ে থাকে। সে এখন বেঁচে আছে কিনা, তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।।২৬।। সামনে বলাকাশ্রেণী রয়েছে, রয়েছে জোৎস্না। কিন্তু কালো মেঘ তাকে আবৃত করলে কিছুই দেখা যায় না। তেমনি আমার কাছে এলে রাম তোমায় আর দেখতেই পাবে না।।২৭।। ইন্দ্রের হস্ত হতে কীর্তিকে যেমন হিরণ্যকশিপু উদ্ধার করতে পারেনি, তেমনি রামও আমার হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করতে পারবে না।।২৮।। হে বিলাসিনি, তোমার স্মিত হাসি কী সুন্দর! দাঁতও কতো সুন্দর! চোখও সুন্দর। গরুড় যেমন সাপেদের হরণ করেছিলো, তেমনি, হে ভীরু, তুমি আমারো মনকে হরণ করছো।।২৯।। সুন্দর তনুধারিণী তুমি। জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরে আছো। অলঙ্কারও কিছু পরো নি। অথচ, তোমায় দেখে আমার নিজের পত্নীদের প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করছি না।।৩০।। অন্তঃপুরে বাস করছে আমার যতো পত্নী, তারা সবাই সর্ববিধ গুণে গুণী। হে জনকরাজপুত্রি, তুমি তাদের সকলের ওপর আধিপত্য করো।।৩১।। তোমার কেশরাজি কেমন কালো! অপ্‌সরারা যেমন লক্ষ্মীকে সেবা করে, তেমনি ত্রৈলোক্যের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরা তোমার পরিচর্যা করবে।।৩২।। হে সুন্দরি, জেনে রাখো, কুবেরের যে সব রত্ন ও ধন ছিলো, সে সবই এখন আমার কাছে রয়েছে। রাজ্যের সঙ্গে সেই সব ধনরত্নও তুমি আমার সঙ্গে ইচ্ছেমতো ভোগ করো *(সুভ্রু—সুন্দর ভ্রূযুক্তা সুন্দরী। সু-শ্রোণি—সুন্দর নিতম্ব তথা পাছা যার—সেই সুন্দরী। লক্ষণীয়—প্রতিটি সম্বোধনে রাবণ যে দৈহিক আকর্ষণেই আকৃষ্ট তথা কামী তাই বোঝা যাচ্ছে)* ।।৩৩।। হে দেবি, দেখো—না তপস্যায়, না শক্তিতে, না বিক্রমে কিংবা ধনে বা তেজে অথবা যশে রাম আমার সমান নয়।।৩৪।। হে ললনে, পান করো। বিহার করো। ভোগের বস্তু সব ভোগ করো। তোমায় রাজ্য ও ধনরাশি আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে ইচ্ছামতো ভোগ করো। তোমার বন্ধুজনেরাও তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করুক।।৩৫।। সোনার সুন্দর হারে তুমি সেজে এসো। হে ভীরু, আমার সঙ্গে সাগরতীরের এই কাননগুলিতে বিহার করো। এতে রয়েছে সুবিন্যস্ত তরুরাজি। তাতে ফুল ফুটেছে প্রচুর। ভ্রমরেরা সেখানে বিচরণ করছে।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

দুর্জনসংসর্গপরিহারায় অন্তরা তৃণনিক্ষেপপূর্বকং শান্তেন বাক্যেন রাবণায় হিতোপদেশং দদত্যাঃ সীতায়া রামগুণকীর্তনম্, তেন (রামেণ) সহ মিত্রতায়াঃ শুভফলং শত্রুতায়াশ্চাশুভফলং দর্শয়িত্বা সীতয়া রামসমীপে আত্মসমর্পণদ্বারা মিত্রতাস্থাপনায় রাবণং প্রত্যুপদেশশ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্য রক্ষসঃ। আর্তা দীনস্বরা দীনং প্রত্যুবাচ ততঃ শনৈঃ।। ১
দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী। চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা।। ২
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা। নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ।। ৩
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ। অকার্যং ন ময়া কার্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্।। ৪
কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণ্যং কুলে মহতি জাতয়া এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী।। ৫
রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ। নাহমৌপয়িকী ভার্যা পরভার্যা সতী তব।। ৬
সাধু ধর্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর। যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর।। ৭
আত্মানমুপাং কৃত্বা স্বেষু দারেষু রম্যতাম্। অতুষ্টং স্বেষু দারেষু চপলং চপলেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্।। ৮
ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্তসে। যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জিতা।। ৯
বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ। রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে।। ১০
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্। সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ।। ১১

একবিংশ (২১) সর্গ

দুর্জন সংসর্গ পরিহার করে রাখার জন্য সীতার উভয়ের মধ্যে তৃণনিক্ষেপ। সীতাকর্তৃক শান্তবাক্যে মঙ্গলকর উপদেশ দান এবং রামের গুণকীর্তন। রামের সঙ্গে মৈত্রীর শুভফল এবং শত্রুতায় অশুভফলের কথন। রামের কাছে আত্মসমর্পণ করে মিত্রতাস্থাপনের জন্য রাবণের প্রতি সীতার উপদেশ।

ভীষণ সেই রাক্ষসের ঐসব কথা শুনে আর্তা সীতা করুণকণ্ঠে দৈন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তরে বাক্য বললেন।।১।। ব্রতচারিণী সীতা। দুঃখে আর্তা। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে থাকলেন। পতিব্রতা সেই সুন্দরী পতিকেই চিন্তা করতে লাগলেন।।২।। পবিত্রচরিত্রা সীতা। ঈষৎ হেসে রাবণ আর তাঁর মধ্যে একটি তৃণ রেখে ব্যবধান রচনা করলেন। বললেন, আমার থেকে তুমি মন ফিরিয়ে নাও। নিজের পত্নীদের প্রতিই প্রীতি প্রদান করো।।৩।। পাপ আচরণকারী কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। তাই, তোমারও আমায় প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমি পতিব্রতা। স্বামীই আমার একমাত্র আরাধ্য। এইরকম নিন্দনীয় অকার্য আমি করতে পারি না।।৪।। পবিত্র মহৎকুলে আমি জন্মেছি। যশস্বিনী সীতা রাবণকে এই কথা বললেন।।৫।। রাবণের দিকে পেছন করে সতী সীতা আবার বললেন, আমি পরের পত্নী। তোমার সম্ভোগযোগ্যা পত্নী নই *(ঔপয়িকী—ছল করে আনা, সম্ভোগযোগ্যা)*।।৬।। হে নিশাচর, ভালোভাবে ধর্ম বিবেচনা করো। সজ্জনের কর্তব্য পবিত্র ব্রতবোধে পালন করো। যেমন তোমার নিজের পত্নীকে, তেমনি অন্যের পত্নীকেও রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।।৭।। তুমি নিজেকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে নিজের পত্নীদেরই সম্ভোগ করো। যে নিজের পত্নীদেরকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, তার ইন্দ্রিয় চঞ্চল। সেই চপলের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। পরস্ত্রীরা তাকে অমঙ্গলের পথেই নিয়ে যায়।।৮।। এখানে হয়তো সজ্জনেরা নেই। কিংবা তুমিও সজ্জনদের অনুসরণ করো না। সেইজন্যেই তোমার বুদ্ধি সদাচার বর্জন করে বিপরীত আচরণ করছে।।৯।। অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হিতকর কথা বলেছেন। তাকে মিথ্যা মনে করে তুমি গ্রহণ করছো না। এতে রাক্ষসদের অকল্যাণ হবে।।১০।। দুর্নীতিপরায়ণ অশিক্ষিত রাজাকে পেলে রাষ্ট্র এবং নগরসমূহ সমৃদ্ধ হলেও ধ্বংস হয়ে যায়।।১১।। ঠিক সেইরকমই রত্নপূর্ণা

তথৈব ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌঘসঙ্কুলা। অপরাধাত্তবৈকস্য নচিরাদ্ বিনশিষ্যতি।। ১২
স্বকৃতৈর্হন্যমানস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ। অভিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্মণঃ।। ১৩
এবং ত্বাং পাপকর্মাণং বক্ষ্যন্তি নিকৃতা জনাঃ। দিষ্ট্যৈতদ্ ব্যসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ।। ১৪
শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্যেণ ধনেন বা। অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা।। ১৫
উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সংকৃতম্। কথং নামোপধাস্যামি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ।। ১৬
অহমৌপয়িকী ভার্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ। ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ।। ১৭
সাধু রাবণ রামেণ মাং সমানয় দুঃখিতাম্। বনে বাসিতয়া সার্ধং করেণ্বেব গজাধিপম্।। ১৮
মিত্রমৌপয়িকং কর্তুং রামঃ স্থানং পরীপ্সতা। বন্ধং চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ।। ১৯
বিদিতঃ সর্বধর্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ। তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি।। ২০
প্রসাদয়স্ব ত্বং চৈনং শরণাগতবৎসলম্। মাং চাস্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি।। ২১
এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘূত্তমে। অন্যথা ত্বং হি কুর্বাণঃ পরাং প্রাপ্স্যসি চাপদম্।। ২২
বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্। ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ।। ২৩
রামস্য ধনুষঃ শব্দং শ্রোষ্যসি ত্বং মহাস্বনম্। শতক্রতুবিসৃষ্টস্য নির্ঘোষমশনেরিব।। ২৪
ইহ শীঘ্রং সুপর্বাণো জ্বলিতাস্যা ইবোরগাঃ। ইষবো নিপতিষ্যন্তি রাম-লক্ষ্মণলক্ষিতাঃ।। ২৫
রক্ষাংসি নিহনিষ্যন্তঃ পুর্য্যমস্যাং ন সংশয়ঃ। অসম্পাতং করিষ্যন্তি পতন্তঃ কঙ্কবাসসঃ।। ২৬
রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্পান্ স রামগরুড়ো মহান্। উদ্ধরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্।। ২৭
অপনেষ্যতি মাং ভর্তা ত্বত্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ। অসুরেভ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং বিষ্ণুস্ত্রিভিরিব ক্রমৈঃ।। ২৮

লঙ্কা তোমায় পেয়ে তোমার একারই অপরাধে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।।১২।। হে রাবণ, অদূরদর্শী পাপকর্মার বিনাশে প্রাণীরা হত্যাকারীকেই অভিনন্দিত করে।।১৩।। বঞ্চিত মানুষেরা পাপকর্মা তোমাকে বলবে, ওরে ক্রূর, ভাগ্যিস এই বিপদে তুমি পড়েছো। এই বলে তারা আনন্দিত হবে *(নিবৃত —বঞ্চিত)* ।।১৪।। ঐশ্বর্য বা ধনের দ্বারা আমাকে প্রলুব্ধ করা যাবে না। সূর্য থেকে তার দীপ্তিকে যেমন পৃথক করা যায় না, ঠিক তেমনি রামচন্দ্র হতেও আমাকে পৃথক করা যাবে না।।১৫।। সেই লোকনাথের বাহুকে আরাধনা করে বালিশরূপে গ্রহণ করে কি করে অন্যের বাহুকে আমি গ্রহণ করবো?।।১৬।। সেই রাজার আমি সম্ভোগযোগ্যা পত্নী। আত্মজ্ঞ বিপ্র বিদ্যাসমাপনান্তে ব্রতপূর্তিজনিত স্নানান্তে বিদ্যাকে যেভাবে রক্ষা করেন, আমিও সেইভাবে তাঁর দ্বারা সুরক্ষিতা।।১৭।। হে রাবণ, আমি অত্যন্ত দুঃখিতা। বনে উৎকণ্ঠিতা হস্তিনীর সঙ্গে হস্তিপতির মতো আমাকে রামের সঙ্গে ভালোভাবে তুমি মিলিত করে দাও।।১৮।। নিজের ঘোর বিনাশ তুমি যদি না চাও, তাহলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সঙ্গে আবশ্যিক মৈত্রী তুমি সংস্থাপিত করো।।১৯।। রাম সর্বধর্মজ্ঞ। এবং শরণাগতবৎসল। যদি তুমি বাঁচতে ইচ্ছুক হও তাহলে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করো। রামকে তুমি প্রসন্ন করো। সংযত হয়ে আমাকে তুমি তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।।২০-২১।। রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে আমাকে সমর্পণ করলে তোমারই কল্যাণ হবে। অন্যরকম যদি করো তাহলে ভীষণ বিপদে তুমি পড়ে যাবে।।২২।। তোমায় লক্ষ্য করে বজ্র নিক্ষিপ্ত হলে সেই বজ্র তোমায় ছেড়ে দিতে পারে। যমও হয়তো তোমায় রেহাই দিতে পারে। কিন্তু, লোকনাথ রাম একেবারে রেগে গেলে তিনি তোমাকে আদৌ ছেড়ে দেবেন না।।২৩।। ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রেরই মতো ধ্বনি হচ্ছে রামের ধনুর। সেই তুমুল শব্দ তুমি অচিরেই শুনতে পাবে।।২৪।। এইখানে শীগ্‌গিরই রাম-লক্ষ্মণের নাম-লেখা বাণগুলি নিপতিত হবে। তাদের পর্বগুলি সুষ্ঠুভাবে নির্মিত। যেসকল সাপের মুখে আগুন জ্বলে, সমান অগ্নিপ্রসারী এইসব বাণ।।২৫।। সাঁড়াশীর মতো কাঁটাযুক্ত বাণগুলি লঙ্কাপুরীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে রাক্ষসদের নির্মূল করে ধ্বংস করবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই *(কঙ্ক—সাঁড়াশী। অসম্পাতং—নির্মূলভাবে)* ।।২৬।। বিনতানন্দন গরুড় সর্পকুলকে ধ্বংস করেছিলো। সেইরকমই রামরূপী গরুড় এইখানে রাক্ষসেন্দ্ররূপ মহাসর্পগুলিকে ধ্বংস করে ফেলবেন।।২৭।। ভগবান বিষ্ণু তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা যেমন অসুরদের কাছ থেকে দীপ্ত সৌন্দর্যকে হরণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি শত্রুদমনকারী আমার পতি রামচন্দ্র তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।।২৮।। হে রাক্ষস, জনস্থানে রাক্ষস-সৈন্যেরা নিহত হলে তুমি তার

জনস্থানে হতস্থানে নিহতে রক্ষসাং বলে। অশক্তেন ত্বয়া রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ।। ২৯
আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ। গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম।। ৩০
নহি গন্ধমুপাঘ্রায় রাম-লক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া। শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দূলয়োরিব।। ৩১
তস্য তে বিগ্রহে তাভ্যাং যুগগ্রহণমস্থিরম্। বৃত্রস্যেবেন্দ্রবাহুভ্যাং বাহোরেকস্য বিগ্রহে।। ৩২
ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। তোয়মল্পমিবাদিত্যঃ প্রাণানাদাস্যতে শরৈঃ।। ৩৩
গিরিং কুবেরস্য গতোঽথবালয়ং সভাং গতো বা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
অসংশয়ং দাশরথের্বিমোক্ষ্যসে মহাদ্রুমঃ কালহতোঽশনেরিব।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

প্রতিকারে সমর্থ হও নি। আর আমায় অপহরণ করে অসৎকার্যই করেছো।।২৯।। আশ্রমে তখন রাম ও লক্ষ্মণ এই নরসিংহ দু'জন ছিলেন না। রে অধম, ঐ ভাই দু'জন বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁদের অগোচরে তুমি আমায় হরণ করেছো।।৩০।। বাঘের গন্ধ পেলে কুকুর যেমন সামনে থাকতে পারে না, তেমনি রাম-লক্ষ্মণের গন্ধ পেলে তুমিও থাকতে পারবে না।।৩১।। একটি বাহু নিয়ে বৃত্রাসুর দুই বাহু ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। রাম ও লক্ষ্মণ—এই দু'জনের সঙ্গে যুদ্ধে তোমায় কেউ সাহায্য করবে—এই স্থিরতা নেই।।৩২।। সূর্য সহজেই অল্প জলকে শোষণ করে থাকেন। তেমনি লক্ষ্মণকে নিয়ে আমার পতি রাম বাণের দ্বারা দ্রুত তোমার প্রাণ বিনিঃশেষ করে দেবেন।।৩৩।। তুমি ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য কুবেরের নিবাসেই যাও, কিংবা রাজা বরুণের সভা পার হয়ে যাও তথা পাহাড়ের সমুদ্রের পরপারে যাও না কেন; দশরথনন্দন রামচন্দ্রের হাত থেকে নিশ্চয়ই তোমার নিস্তার নেই। কালাহত বনস্পতি যেমন রক্ষা পায় না, তেমনি হবে তোমার অবস্থা।।৩৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতয়ৈবং ভর্ৎসনয়া ক্রুদ্ধস্য 'মাসদ্বয়মপেক্ষ্য তাং বধিষ্যামি' ইতি কথিতস্য রাবণস্য ভয়প্রদর্শনম্, ততো রাবণপত্নীনাং চক্ষুঃসঙ্কেতেনাশ্বস্তয়া সীতয়া পুনা রাবণং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্, ভয়েন সান্ত্বনাবাক্যেন চ সীতাং বশীকর্তুং ভয়ঙ্করীর্বিকৃতবদনা রাক্ষসীর্নিযুজ্য ধন্যমালিনীতি নাম্না পত্ন্যা নিবৃত্তস্য রাবণস্য অন্তঃপুরচারিণীভিঃ সহ স্বগৃহে গমনঞ্চ।

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রাক্ষসেশ্বরঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্।। ১
যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা। যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা।। ২

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

সীতার এইরকম ভর্ৎসনায়—"দুই মাস অপেক্ষা করে তোমায় হত্যা করবো"—বলে রাবণের দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। রাবণ-পত্নীদের চোখের ইশারায় আশ্বস্তা সীতার দ্বারা রাবণের প্রতি আবার ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ। ভয় দেখিয়ে ও সান্ত্বনাবাক্যে সীতাকে বশীভূত করার জন্য বিকৃতবদনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের রাবণকর্তৃক নিয়োগ। ধান্যমালিনী নাম্নী রাবণের অন্যতমা পত্নীর দ্বারা রাবণ নিবৃত্ত। অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে রাবণের নিজ নিবাসে গমন।

সীতার কর্কশবচন রাবণ শুনলেন। রাক্ষসরাজ অতঃপর সুন্দরী সীতাকে অপ্রিয়বাক্যে উত্তর দিলেন।।১।। স্ত্রীলোককে পুরুষ যেমন সান্ত্বনা দিয়ে থাকে, সেইমতোই সে রমণীটির কাছে সমাদৃত হয়। অথচ আমি তোমার কাছে যতো প্রিয় বাক্যই বলছি, ততোই আমি তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছি।।২।। দক্ষ সারথি বিপথগামী অশ্বগুলিকে সংযত করে রাখে। তেমনি তোমার প্রতি

সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ। দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ।। ৩
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে। জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে।। ৪
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে। বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্।। ৫
পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্। তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ।। ৬
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ক্রোধসংরম্ভসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ।। ৭
দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ। ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি।। ৮
দ্বাভ্যামূর্ধ্বং তু মাসাভ্যাং ভর্তারং মামনিচ্ছতীম্। মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ।। ৯
তাং ভর্ৎস্যমানাং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ জানকীম্। দেব-গন্ধর্বকন্যাস্তা বিষেদুর্বিকৃতেক্ষণাঃ।। ১০
ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বক্ত্রৈস্তথাপরাঃ। সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জিতাং তেন রক্ষসা।। ১১
তাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাধিপম্। উবাচাত্মহিতং বাক্যং বৃত্তশৌটীর্যগর্বিতম্।। ১২
নূনং ন তে জনঃ কশ্চিদস্মিন্নিঃশ্রেয়সি স্থিতঃ। নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্মণোঽস্মাদ্ বিগর্হিতাৎ।। ১৩
মাং হি ধর্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ। ত্বদন্যস্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়েন্মনসাপি কঃ।। ১৪
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্যামমিততেজসঃ। উক্তবানসি যৎ পাপং ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে।। ১৫
যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে। তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ।। ১৬
স ত্বমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ ক্ষিপন্নিহ ন লজ্জসে। চক্ষুষো বিষয়ে তস্য ন যাবদুপগচ্ছসি।। ১৭

আমার তীব্র কামনা আমার ক্রোধকে সংযত করে রাখছে।।৩।। মানুষের কাম অতি বিষম বস্তু। যার প্রতি এই কামভাব অনুভব করে, অপমানিত হলেও তার প্রতি দয়া এবং স্নেহ তার জেগেই ওঠে। ছাড়তে পারে না।।৪।। তুমি বধের যোগ্য। নির্যাতনের যোগ্য। মিছিমিছি তপস্যায় রত। তবুও, হে সুন্দরি, এই কারণেই তোমায় আমি হত্যা করছি না।।৫।। হে মিথিলা-রাজকন্যে, তুমি যেসব রূঢ়বাক্য আমায় বলেছো, তাতে তোমায় নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করাই উচিত।।৬।। রাক্ষসরাজ রাবণ বৈদেহী সীতাকে এই কথা বললেন। তারপর রেগে সীতাকে আরো বললেন—।।৭।। তোমার জন্যে দু'মাস আমি অপেক্ষার সময় স্থির করে দিলাম। সেটি আমি পালন করবো। সুন্দরি, তারপর তুমি আমার শয্যায় উঠে এসো।।৮।। দু'মাসের পর যদি তুমি আমায় পতিরূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হও, তাহলে আমার পাচকেরা আমার প্রাতঃরাশের জন্য তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলবে *(সূদ—পাচক, সূদকর্ম তথা রান্না যারা করে)* ।।৯।। রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীকে তিরস্কার করছেন, দেবতা এবং গন্ধর্বদের কন্যারা তা দেখলেন। তাতে তাঁরা বিষণ্ণ হলেন। তাঁদের চোখে জল এলো।।১০।। রাক্ষসদের দ্বারা তর্জিতা সীতাকে তাঁদের কেউ ওষ্ঠের ভঙ্গীর দ্বারা, কেউ বা চোখের ইঙ্গিত, কেউ আবার মুখভঙ্গী দ্বারা আশ্বাস দিতে লাগলেন *(দেখা যাচ্ছে, রক্ষোপুরীতেও সীতার প্রতি সহৃদয়া বহু নারী ছিলেন)* ।।১১।। তাঁদের দ্বারা আশ্বস্তা হয়ে পতির চারিত্র্য এবং বীর্যে গর্বিতা সীতা রক্ষোরাজ রাবণকে তাঁর নিজের কল্যাণের জন্যই বললেন—*(বৃত্ত—চরিত্র। শৌটীর্য—বীর্য, শক্তি)* ।।১২।। মনে হচ্ছে, তোমার কল্যাণকামী কেউ এখানে নিশ্চয়ই নেই। তাই, তোমায় এই নিন্দিত কর্ম হতে কেউ নিবারণ করছে না *(নিঃশ্রেয়স—কল্যাণ, যার থেকে আর কিছু ভালো নেই)* ।।১৩।। ইন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী শচীর মতো আমিও রামের সতী পত্নী। ত্রিলোকে তুমি ছাড়া আর কেউই আমায় মনে মনেও কামনা করতে পারে না।।১৪।। ওরে রাক্ষসাধম, অপরিমিত তেজস্বী রামের পত্নী আমি। যে সব পাপকথা আমায় তুমি বলেছো, কোথায় গিয়ে তা থেকে মুক্ত হবে?।।১৫।। ওরে অধম, বনে দৃপ্ত হস্তীর সঙ্গে খরগোশ যদি যুদ্ধ করতে যায়, তাহলে খরগোশ ধ্বংসই হয়ে যায়। জেনে রাখো, এখানে রাম হস্তীর মতো। আর তুমি হলে খরগোশের মতোই।।১৬।। ক্ষুদ্র শশকের মতো তুমি বিরাট রামচন্দ্রের নিন্দা করতে গিয়ে লজ্জা পাচ্ছো না? তাঁর চোখে যতোক্ষণ না পড়ো ততোক্ষণ এইভাবে নিন্দা করে যাও। চোখে পড়লেই তো শেষ হয়ে যাবে!।।১৭।। ওরে অনার্য, আমায় দেখছে তোমার এই যে ক্রূর, বিকৃত, কালো এবং পিঙ্গল চোখ

ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে। ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মান্মামনার্য নিরীক্ষতঃ।। ১৮
তস্য ধর্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ। কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্যতি।। ১৯
অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ। ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা।। ২০
নাপহর্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ। বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ।। ২১
শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ। অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ্ দারচৌর্যং ত্বয়া কৃতম্।। ২২
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে জানকীমন্ববৈক্ষত।। ২৩
নীলজীমূতসঙ্কাশো মহাভুজশিরোধরঃ। সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বো গ্রলোচনঃ।। ২৪
চলাগ্রমুকুটপ্রাংশুশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ। রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ।। ২৫
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ। অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ।। ২৬
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যাং ভুজাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ। শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ।। ২৭
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতঃ। রক্তপল্লবপুষ্পাভ্যামশোকাভ্যামিবাচলঃ।। ২৮
স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্তিমান্। শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ।। ২৯
অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ। উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্।। ৩০
অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুব্রতে। নাশয়াম্যহমদ্য ত্বাং সূর্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা।। ৩১
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ। সন্দদর্শ ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ।। ৩২
একাক্ষীমেকর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা। গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্।। ৩৩

দু'টো, তা মাটিতে খসে পড়ছে না কেন?।।১৮।। আমি ধর্মপ্রাণ রামের পত্নী। রাজা দশরথের পুত্রবধূ। তুমি আমার প্রতি যে পাপকথা বলছো, তাতে তোমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না কেন?।।১৯।। আমি তপশ্চর্যা করছি। অভিশাপ দিলে আমার তপঃক্ষয় হবে। সেইজন্যে এবং রামের নির্দেশ না থাকায়, ওরে দশগ্রীব, তুমি ভস্মীভূত হবার যোগ্য হলেও তোমায় আমি অভিশাপের তেজে ভস্মীভূত করছি না।।২০।। ধীমান বীর্যবান রামের আমি পত্নী। আমায় তুমি হরণ করতে পারতে না। ভগবান তোমায় বধেরই জন্য এই পরিস্থিতি করিয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।।২১।। তুমি তো বীর, কুবেরের ভাই। শক্তিমান তুমি। তবে কেন ছল করে রামকে সরিয়ে তাঁর পত্নীকে হরণ করলে?।।২২।। সীতার কথা শুনে রক্ষোরাজ রাবণ তার কুটিল চোখ দু'টি পাকিয়ে সীতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো।।২৩।। নীল মেঘের মতো রাবণের বর্ণ। বিশাল তার বহু। বিরাট তার মুখ। তার গতি সিংহের মতো বলদৃপ্ত। শ্রীমান সে। তার জিহ্বা জ্বল জ্বল করছে। দৃষ্টি উগ্র।।২৪।। তার মুকুটের অগ্রভাগ সজ্জিত। বিশাল তার দেহ। সুন্দর মালা সে পরেছে। অনুলেপনে সেজেছে। লাল ফুলের মালা পরেছে। পরেছে কাপড়। তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল কেয়ূর তার বাহুতে।।২৫।। কালো কাপড়ের কোমরবন্ধ সে পরেছে। সেটি বেশ চওড়া। শ্রোণিদেশ পর্যন্ত তাতে ঢাকা। মনে হচ্ছিলো যেন, অমৃত সংগ্রহের জন্য সমুদ্রমন্থনে মন্দরপর্বতকে সর্পের দ্বারা জড়ানো হয়েছে।।২৬।। রাক্ষসরাজের বাহু দু'টি বেশ পরিপুষ্ট। যেন ঐ বাহুরূপ শৃঙ্গ দু'টি নিয়ে মন্দরপর্বতের মতো রাবণ দাঁড়িয়ে আছে।।২৭।। সে কুণ্ডল পরেছে কানে। নবোদিত সূর্যের মতো ঝকঝক করছে সেই কুণ্ডল দু'টি। যাতে রক্তবর্ণ পল্লব এবং পুষ্পশোভা পাচ্ছে এমনি দু'টি অশোকতরু, দু'পাশে নিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটি পর্বত দাঁড়িয়ে আছে।।২৮।। কল্পতরু এবং বসন্তের মতো ভূষিত হলেও তাকে শ্মশানের মণ্ডপের মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে *(চৈত্য—বৃক্ষ, মণ্ডপ, মন্দির)*।।২৯।। রেগে যাওয়ায় রাবণের চোখ লাল। বিদেহরাজপুত্রী সীতার দিকে তাকিয়ে সাপের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বললো।।৩০।। নীতিহীনভাবে তুমি অপ্রয়োজনীয় ব্রত পালন করে চলেছো। সূর্য যেমন প্রভাতের অন্ধকার তেজের দ্বারা ধ্বংস করে, তেমনি আমিও আজ তোমায় আমার শক্তির দ্বারা ধ্বংস করবো।।৩১।। শত্রুতাপন রাবণ সীতাকে এই কথা বলে ভীষণদর্শন সব রাক্ষসীদের দিকে তাকালো।।৩২।। তাদের কারো চোখ হলো একটি, কারো কান একটি। কারো কান আবার ঢাকা। কারো কান গরুর মতো। কারো হাতীর মতো। কারো কান খুব লম্বা, আবার কারো কান একেবারেই নেই।।৩৩।। কারো পা হাতীর মতো। কারো

হস্তিপদ্যাশ্বপদ্যৌ চ গোপদীং পাদচূলিকাম্। একাক্ষীমেকপাদীঞ্চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্।। ৩৪
অতিমাত্রঘশিরোগ্রীবামতিমাত্রকুচোদরীম্। অতিমাত্রাস্য-নেত্রাঞ্চ দীর্গজিহ্বানখামপি।। ৩৫
অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং শূকরীমুখীম্। যথা মদ্বশগা সীতা ক্ষিপ্রং ভবতি জানকী।। ৩৬
তথা কুরুত রাক্ষস্যঃ সর্বাঃ ক্ষিপ্রং সমেত্য বা। প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সাম-দানাদিভেদনৈঃ।। ৩৭
আবর্জযত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ। ইতি প্রতি সমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃ পুনঃ।। ৩৮
কাম-মন্যুপরীতাত্মা জানকীং প্রতি গর্জত। উপগম্য ততঃ ক্ষিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী।। ৩৯
পরিষ্বজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ। ময়া ক্রীড মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া।। ৪০
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মানুষ্যা রাক্ষসেশ্বর। নূনমস্যাং মহারাজ ন দেবা ভোগসত্তমান্।। ৪১
বিদধত্যমরশ্রেষ্ঠাস্তব বাহুবলার্জিতান্। অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে।। ৪২
ইচ্ছতীং কাময়ানস্য প্রীতির্ভবতি শোভনা। এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা সমুৎক্ষিপ্তস্ততো বলী।
প্রহসন্ মেঘসঙ্কাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্তত।। ৪৩
প্রস্থিতঃ স দশগ্রীবঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্। জ্বলদ্ভাস্করসঙ্কাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্।। ৪৪
দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাস্ততঃ। পরিবার্য দশগ্রীবং প্রবিশুস্তা গৃহোত্তমম্।। ৪৫
স মৈথিলীং ধর্মপরামবস্থিতাং প্রবেপমানাং পরিভর্ৎস্য রাবণঃ।
বিহায় সীতাং মদনেন মোহিতঃ স্বমেব বেশ্মপ্রবিবেশ রাবণঃ।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বা ঘোড়ার মতো। কারো বা লোমশ পা! কারো চোখ ও পা একটি করে! কারো একটি পা, তাও আবার গোদা।।৩৪।। কারো মাথা এবং গলা অস্বাভাবিকভাবে বড়ো। কারো স্তন এবং উদর ঝুলে পড়েছে। কারো মুখ আর চোখ অস্বাভাবিকভাবে বড়ো। কারো জিহ্বা আর নখ খুবই লম্বা।।৩৫।। কারো নাকই নেই। কারো মুখ সিংহের মতো। কারো বা গরুর মতো। শূকরীর মতো কারো মুখ। রাবণ তাদেরকে বললো, সীতা যাতে সত্বর আমার বশে আসে...।।৩৬।। তাড়াতাড়ি সকল রাক্ষসীরা, তোমরা এককভাবে অথবা সবাই মিলে তাই করো। তাতে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ অথবা সাম, দান এবং ভেদনীতির যা প্রয়োজন তাই অবলম্বন করবে।।৩৭।। প্রয়োজন হলে দণ্ড প্রয়োগ করবে। যেভাবেই পারো সীতাকে সম্মত করাও। রাক্ষসরাজ বারবার এই আদেশ দিলো।।৩৮।। কামে এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সে জানকীর প্রতি গর্জন করতে লাগলো। অতঃপর দ্রুতগতিতে ধান্যমালিনী নামে এক রাক্ষসী তাঁর কাছে ছুটে এলো।।৩৯।। দশগ্রীব রাবণকে সে আলিঙ্গন করে বললো, মহারাজ, আমার সঙ্গেই আপনি বিহার করুন। এই সীতাকে দিয়ে কি হবে?।।৪০।। হে রক্ষোপতি, এ তো ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া এক নগণ্যা মানুষী! কৃপার পাত্রী। নিশ্চয়ই, মহারাজ, শ্রেষ্ঠ ভোগের ব্যবস্থা এর জন্যে দেবতারা করেন নি।।৪১।। বাহুবলে আপনি কতো কতো ভোগ্যবস্তু অর্জন করেছেন, দেবশ্রেষ্ঠেরা এই মানুষীর কপালে তা লেখেন নি। যার কামভাব নেই, তাকে কামনা করলে শরীর তপ্ত হয়।।৪২।। কামযুক্তা নারীর প্রতি ভোগের ইচ্ছা হলে মনে আনন্দ হয় বেশ। রাক্ষসী এই কথা বলায় বলবান রাবণ প্রস্থান করলো। মেঘের মতো দেখতে সেই রাক্ষস। হাসতে হাসতে চলে গেলো।।৪৩।। দশানন রাবণ যখন চলে যাচ্ছিলো তখন ধরিত্রী যেন কাঁপছিলো। জ্বলন্ত সূর্যের মতো রাক্ষস নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলো।।৪৪।। দেবতা, গন্ধর্ব এবং নাগদের কন্যারাও রাবণকে ঘিরে তারই উত্তম গৃহে প্রবেশ করলো।।৪৫।। ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করে রাবণ-ভয়ে কাঁপছিলেন সীতা। কামের দ্বারা মোহিত রাবণ তিরস্কার করে সীতাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ভবনেই প্রবেশ করলো।।৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

রাবণনিযুক্তানামেকজটা প্রমুখানাং রাক্ষসীনাং রাবণস্য প্রশংসাগীত্যা সীতাং মোহয়িতুমুদ্যমঃ

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ। সন্দিশ্য চ ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ।। ১
নিষ্ক্রান্তে রাক্ষসেন্দ্রে তু পুনরন্তঃপুরং গতে। রাক্ষসো ভীমরূপাস্তাঃ সীতাং সমভিদুদ্রুবুঃ।। ২
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ। পরং পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবন্।। ৩
পৌলস্ত্যস্য বরিষ্ঠ রাবণস্য মহাত্মনঃ। দশগ্রীবস্য ভার্যাত্বং সীতে ন বহু মন্যসে।। ৪
ততস্ত্বেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ। আমন্ত্র্য ক্রোধতাম্রাক্ষী সীতাং করতলোদরীম্।। ৫
প্রজাপতীনাং ষণ্ণাং তু চতুর্থোঽয়ং প্রজাপতিঃ। মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ।। ৬
পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ। নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ।। ৭
তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ। তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যা ভবিতুমর্হসি।। ৮
ময়োক্তং চারু সর্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে। ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।। ৯
বিবৃত্য নয়নে কোপান্মার্জারসদৃশেক্ষণা। যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবরাজশ্চ নির্জিতঃ।। ১০
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যা ভবিতুমর্হসি। বীর্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
বলিনো বীর্যযুক্তস্য ভার্যাত্বং কিং ন লিপ্সসে।। ১১
প্রিয়াং বহুমতাং ভার্যাং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ। সর্বাসাঞ্চ মহাভাগাং ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ।। ১২

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

রাবণের নিযুক্তা একজটা-প্রমুখ রাক্ষসীদের দ্বারা রাবণের প্রশংসাকীর্তন। তার দ্বারা সীতাকে মুগ্ধ করার প্রয়াস।

শত্রুবিনাশক রাজা রাবণ মিথিলারাজপুত্রী সীতাকে এইরকম বলে সব রাক্ষসীদের ঐরকমের নির্দেশ দিলো। তারপর সে বেরিয়ে চললো *(শত্রু-রাবণ—শত্রূন্ রৌতি বা রবীতি। রু-ধাতু লট্ তি—শত্রু-বিনাশক)* ।। ১ ।। বেরিয়ে এসে রক্ষোরাজ আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো। ভীষণ রূপ-ধারিণী রাক্ষসীরা তখন সীতাকে বেশ করে উৎপীড়ন করতে শুরু করলো।।২ ।। রেগে জ্ঞান হারিয়ে সীতার কাছে এলো রাক্ষসীরা। অত্যন্ত রূঢ়ভাষায় তারা সীতাকে বললো— ।।৩।। রাবণ একজন মহাত্মা ব্যক্তি। তিনি পুলস্ত্যের শ্রেষ্ঠ বংশধর। তার উপর তাঁর দশটি গ্রীবা তথা মুখ। তাঁকে তুমি মর্যাদা দিতে চাইছো না?।।৪ ।। এবার একজটা নাম্নী রাক্ষসীর চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ক্ষীণোদরা সীতাকে সে ডেকে বললো— *(করতল + উদরী—করতলের মতোই ছোটো যার উদর, সৌন্দর্যের লক্ষণ)* ।।৫ ।। প্রজাপতি ব্রহ্মার ছয়জন পুত্রের মধ্যে পুলস্ত্য হলেন চতুর্থ। তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে খ্যাত ।।৬।। পুলস্ত্যের এক তেজস্বী মানস-পুত্র ছিলেন। তিনি মহর্ষি বিশ্রবা। প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো তার দীপ্তি *(প্রজাপতির পুত্র হলেন ছয়জন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। এঁদের আমরা নিত্য তর্পণ করি)* ।।৭ ।। হে বিশাল-নয়নে সীতে, রাবণ সেই বিশ্রবারই পুত্র। তিনি শত্রুদের কাঁদিয়ে ছাড়েন। তুমি সেই রক্ষোরাজের পত্নী হবার যোগ্য।।৮ ।। তোমার সর্ব অঙ্গ কী সুন্দর! ওগো সুন্দরি, কি হলো, তুমি আমার কথা মানছো না? অতঃপর হরিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী বলতে এলো।।৯ ।। বিড়ালের মতো তার চোখ। রেগে চোখ পাকিয়ে সে বলতে শুরু করলো। জানো, রাবণ কেমন? তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছেন।।১০।। তোমার মতো সুন্দরীর সেই রাক্ষসরাজেরই তো ভার্যা হওয়া উচিত! তিনি বীর্যে দৃপ্ত। বীর। যুদ্ধ হতে তিনি কখনো ফিরে আসেন না। সেই শক্তিশালী বীরের পত্নীত্ব তুমি চাইছো না কেন?।।১১।। মহাবলশালী রাজা রাবণ তাঁর অতি প্রিয় পত্নী মন্দোদরীকেও পরিত্যাগ করবেন। সকলের চেয়ে যিনি সৌভাগ্যবতী, তাঁকেও ত্যাগ করে রাবণ তোমার কাছেই যাবেন।।১২।। তাঁর অন্তঃপুরে রয়েছে হাজারো সুন্দরী। নানা রত্নে শোভিত সেই

সমৃদ্ধং স্ত্রীসহস্রেণ নানারত্নোপশোভিতম্। অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ।। ১৩
অন্যা তু বিকটানাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ। অসকৃদ্ ভীমবীর্যেণ নাগা গন্ধর্বদানবাঃ।। ১৪
নির্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ। তস্য সর্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যাত্বং নেচ্ছসেঽধমে।। ১৫
ততস্তাং দুর্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ। যস্য সূর্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ।
ন বাতি স্মায়তাপাঙ্গি কিং ত্বং তস্য ন তিষ্ঠসে।। ১৬
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ তরবো মুমুচুর্যস্য বৈ ভয়াৎ। শৈলাঃ সুস্রুবুঃ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি।। ১৭
তস্য নৈর্ঋতরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি। কিং ত্বং ন কুরুষে বুদ্ধিং ভার্যার্থে রাবণস্য হি।। ১৮
সাধু তে তত্ত্বতো দেবি কথিতং সাধু ভামিনি। গৃহাণ সুস্মিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

অন্তঃপুর। রাবণ তাও ত্যাগ করে যাবেন তোমার কাছেই।।১৩।। বিকটা নামে আর এক রাক্ষসী বলতে আরম্ভ করলো। দেখো নাগ, গন্ধর্ব এবং দানবদের ভীষণ পরাক্রমে তিনি বহুবার পরাজিত করেছেন।।১৪।। যুদ্ধে এদের এইভাবে যিনি পরাজিত করেছেন, তিনি আজ তোমার পাশে এসেছেন। রাবণ মহাত্মা ব্যক্তি। সর্বপ্রকারে তিনি সমৃদ্ধ। ওরে অধমে, সেই রাক্ষসরাজের পত্নীত্ব তুমি চাইছো না কেন?।।১৫।। তারপর দুর্মুখী নাম্নী আর এক রাক্ষসী বাক্য বললো, ভয়ে সূর্য যাঁকে বেশী তাপ দেয় না, বায়ু যাঁর ভয়ে জোরে প্রবাহিত হয় না, হে সুন্দর-নয়নে, তুমি তাঁর হয়ে থাকবে না কেন? *(অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত। স্ময়তা + অপাঙ্গ। যাঁর অপাঙ্গ তথা দৃষ্টিতে গর্বভাব রয়েছে। স্ময়—গর্ব)* ।।১৬।। যাঁর ভয়ে তরুরাজি পুষ্পবৃষ্টি করে, পাহাড় এবং মেঘরাজি পানীয় জল ঢেলে দেয়— ।।১৭।। হে সুন্দরি, সেই রক্ষোরাজ, রাবণের পত্নী হবার জন্য তোমার বুদ্ধি হচ্ছে না কেন? তিনি তো রাক্ষসদেরো রাজা।।১৮।। হে সুন্দরি, দেবি, তোমাকে যথার্থ কথা ভালোভাবে বললাম। তুমি সুন্দর হাসি নিয়ে থাকো। আমার এই কথা রক্ষা করো। নৈলে তোমার জীবন থাকবে না।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসীভির্নির্ভৎসিতায়া দৃঢ়চিত্তায়াঃ সীতায়া অরুন্ধতী-শচীপ্রভৃতি পতিব্রতা উদাহৃত্য 'মরণেঽপি মম পরপুরুষ-স্বীকরণমসম্ভবম্' ইতি দার্ঢ্যোক্তিঃ, শিংশপাবৃক্ষস্থিতস্য হনূমতো নানাবিধশস্ত্রান্যুত্তোল্য রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রাসিতাং রোরুদ্যমানাং সীতাং প্রতি প্রযুক্ত-পরুষবাক্যশ্রবণঞ্চ।

ততঃ সীতাং সমস্তাস্তা রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ। পরুষং পরুষানার্হামূচুস্তদ্বাক্যমপ্রিয়ম্।। ১
কিং ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্বভূতমনোরমে। মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে।। ২

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

রাক্ষসীদের দ্বারা তিরস্কৃতা হয়েও সীতা দৃঢ়চিত্তা। অরুন্ধতী, শচী-প্রমুখের পাতিব্রত্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, মৃত্যু হলেও পরপুরুষকে গ্রহণ আমি কিছুতেই করতে পারবো না। শিংশপাবৃক্ষেস্থিত হনুমান দেখলেন নানা অস্ত্র তুলে নিয়ে রাক্ষসীরা সীতাকে ভয় দেখাচ্ছে। তখন সীতার ক্রন্দন। তাঁর (সীতার) প্রতি রাক্ষসীদের কঠোরবাক্য প্রয়োগ।

বিকৃতমুখী সেইসব রাক্ষসী তারপর রুক্ষ অপ্রিয় বাক্য সীতাকে বলতে লাগলো। অথচ সীতা কিন্তু কর্কশ-বাক্যের যোগ্যা নন।।১।। রাবণের এই অন্তঃপুর সকল প্রাণীর কাছেই মনোরম। অত্যন্ত মূল্যবান শয্যা সেখানে পাতা আছে। ওহে সীতে, সেইখানে অবস্থান তুমি অনুমোদন করছো না কেন?।।২।। তুমি

মানুষী মানুষস্যৈব ভার্যাত্বং বহু মন্যসে। প্রত্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি।। ৩
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্। ভর্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্।। ৪
মানুষী মানুষং তং তু রামমিচ্ছসি শোভনে। রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবন্তমনিন্দিতে।। ৫
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা সীতা পদ্মনিভেক্ষণা। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ।। ৬
যদিদং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরত সঙ্গতাঃ। নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিল্বিষং প্রতিতিষ্ঠতি।। ৭
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্যা ভবিতুমর্হতি। কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ।। ৮
দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্তা স মে গুরুঃ। তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্যং সুবর্চলা।। ৯
যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি। অরুন্ধতী বসিষ্ঠঞ্চ রোহিণী শশিনং যথা।। ১০
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা। সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ কপিলং শ্রীমতী যথা।। ১১
সৌদাসং মদয়ন্তীব কেশিনী সগরং যথা। নৈষধং দময়ন্তীব ভৈমী পতিমনুব্রতা।। ১২
তথাহমিক্ষ্বাকুবরং রামং পতিমনুব্রতা। সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ।
ভর্ৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্বাক্যৈ রাবণচোদিতাঃ।। ১৩
অবলীনঃ স নির্বাক্যো হনুমাঞ্ছিংশপাদ্রুমে। সীতাং সন্তর্জয়ন্তীস্তা রাক্ষসীরশৃণোৎ কপিঃ।। ১৪
তামভিক্রম্য সংরব্ধা বেপমানাং সমন্ততঃ। ভৃশং সংলিলিহুর্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্।। ১৫
উচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যাশু পরশ্বধান্। নেয়মর্হতি ভর্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্।। ১৬
সা ভর্ৎস্যমানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্বরাঙ্গনা। সা বাষ্পমপমার্জন্তী শিংশপাং তামুপাগমৎ।। ১৭

তো মানুষী। তাই মানুষের পত্নীত্বকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছো। রাম উপর থেকে তোমার মনটিকে ফিরিয়ে আনো। রামের সঙ্গে মিলন তোমার কখনোই হবে না *(জাতু—কদাপি)* ।।৩।। রাবণ ত্রৈলোক্যের সমস্ত রত্নরাজির ভোক্তা। সেই রক্ষোরাজকে পতিরূপে গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে ইচ্ছেমতো সুখে বিহার করো।।৪।। হে সুন্দরি, তুমি মানুষী বলেই মানুষ রামকে পেতে চাইছো। ওহে অনিন্দ্যনীয়ে সুন্দরি, সে তো রাজ্য হতে ভ্রষ্ট। তার ইচ্ছাপূরণ হয় নি। সে বড়োই বিহ্বল।।৫।। সীতার চোখ পদ্মের মতো। রাক্ষসীদের কথা শুনে সীতার সেই চোখ জলে ভরে গেলো। তিনি তখন বললেন—।।৬।। তোমরা সবাই মিলিতভাবে আমায় যে কার্যে উৎসাহিত করছো, তা জগতে নিন্দিত। সেই পাপবাক্য আমার মনে কখনো স্থান পাবে না *(কিল্বিষ—পাপ)* ।।৭।। মানুষী কখনো রাক্ষসের ভার্যা হতে পারে না। তোমরা সবাই আমাকে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলতে পারো। কিন্তু, আমি তোমাদের বাক্যপালন করবো না।।৮।। আমার পতি গরীবই হোন অথবা রাজ্যহীন, তিনিই আমার গুরু। সুবর্চলা যেমন সূর্যের নিত্য অনুরক্তা, আমিও তেমনি সর্বদা রামেরই অনুরক্তা।।৯।। ভাগ্যবতী শচী যেমন ইন্দ্রের সন্নিকটে থাকেন, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের এবং রোহিণী চন্দ্রের থাকেন কাছে, আমিও তেমনি রামের কাছেই থাকি।।১০।। লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের এবং কপিলের অনুগামিনী শ্রীমতী—আমিও তেমনি রামেরই অনুগামিনী।।১১।। মদয়ন্তী যেমন সৌদাসের, কেশিনী সগরের, ভীমরাজকন্যা দময়ন্তী যেমন নৈষধের অনুগামিনী, আমিও তেমনি রামের অনুগমনে ব্রতচারিণী।।১২।। ইক্ষ্বাকুবংশধরদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই রামের পতিব্রতা পত্নী আমি। সীতার কথা শুনে রাক্ষসীরা রেগে অজ্ঞান। রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তারা কর্কশবাক্যে সীতাকে বলতে লাগলো *(চোদিত—প্রেরিত)* ।।১৩।। হনুমান শিশুগাছে নিঃশব্দে লুকিয়ে রৈলেন। রাক্ষসীরা সীতাকে যে তর্জন করছে সেখান থেকে তিনি সব শুনলেন।।১৪।। রাক্ষসীরা তখন রেগে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেললো। ভয়ে তিনি কাঁপছেন। রাক্ষসীরা তাদের লম্বা উজ্জ্বল ঠোঁটগুলি বারবার লেহন করতে লাগলো *(দশনচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট, দাঁতকে ঢেকে রাখে বলে। খাবার ইচ্ছা হলে ঠোঁট দিয়ে লালা গড়িয়ে আসে। তা ভোক্তা চেটে নেয়। এইখানে সীতাকে খাবার জন্য রাক্ষসীদের ইচ্ছা হয়েছে বলে ঠোঁটে লালা গড়িয়ে আসছে। আর তারা সেই লালা বারবার চেটে নিচ্ছে। বীভৎসরসের উদাহরণ)* ।।১৫।। অত্যন্ত রেগে তৎক্ষণাৎ তারা কুড়ুল হাতে নিয়ে বললো, রক্ষোরাজ রাবণকে এই মানুষী স্বামিরূপে যোগ্য মনে করছে না।।১৬।। সুন্দরী সীতা ভীষণ রাক্ষসীদের দ্বারা তিরস্কৃতা হলেন। তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে সেই শিংশপাগাছের কাছে চলে এলেন।।১৭।। বিশাল-নয়না সুন্দরী সীতা যখন শিংশপাগাছের কাছে এলেন রাক্ষসীরা তখন তাঁকে

ততস্তাং শিংশপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা। অভিগম্য বিশালাক্ষী তস্থৌ শোকপরিপ্লুতা।। ১৮
তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাম্বরবাসিনীম্। ভর্ৎসয়াঞ্চক্রিরে ভীমা রাক্ষস্যস্তাঃ সমন্ততঃ।। ১৯
ততস্তু বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা। অব্রবীৎ কুপিতাকারা করালা নির্ণতোদরী।। ২০
সীতে পর্যাপ্তমেতাবদ্ভর্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ। সর্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে।। ২১
পরিতুষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষস্তে কৃতো বিধিঃ। মমাপি তু বচঃ পথ্যং ব্রুবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলী।। ২২
রাবণং ভজ ভর্তারং ভর্তারং সর্বরক্ষসাম্। বিক্রান্তমাপতন্তঞ্চ সুরেশমিব বাসবম্।। ২৩
দক্ষিণং ত্যাগশীলঞ্চ সর্বস্য প্রিয়বাদিনম্। মানুষং কৃপণং রামং ত্যক্ত্বা রাবণমাশ্রয়।। ২৪
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা। অদ্যপ্রভৃতি লোকানাং সর্বেষামীশ্বরী ভব।। ২৫
অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচী বেন্দ্রস্য শোভনে। কিং তে রামেণ বৈদেহি কৃপণেন গতায়ুষা।। ২৬
এতদুক্তঞ্চ মে বাক্যং যদি ত্বং ন করিষ্যসি। অস্মিন্ মুহূর্তে সর্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্।। ২৭
অন্যা তু বিকটা নাম লম্বমানপয়োধরা। অব্রবীৎ কুপিতা সীতাং মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতী।। ২৮
বহ্ন্যপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদুর্মতে। অনুক্রোশান্মৃদুত্বাচ্চ সোঢানি তব মৈথিলি।। ২৯
ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপুরস্কৃতম্। আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমন্যৈর্দুরাসদম্।। ৩০
রাবণান্তঃপুরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি। রাবণস্য গৃহে রুদ্ধা অস্মাভিস্ত্বভিরক্ষিতা।। ৩১
ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ। কুরুষ্ব হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি।। ৩২
অলমশ্রুনিপাতেন ত্যজ শোকমনর্থকম্। ভজ প্রীতিং প্রহর্ষঞ্চ ত্যজন্তী নিত্যদৈন্যতাম্।। ৩৩

ঘিরে রয়েছে। শোকে তিনি বিহ্বলা হয়ে সেই গাছের নীচেই বসে পড়লেন।।১৮।। মলিন কাপড় তাঁর পরনে। দেহ তাঁর শুকিয়ে গেছে। মুখটি করুণ। রাক্ষসীরা চারদিক হতে তাঁকে গালাগাল দিচ্ছে।।১৯।। তখন বিনতা নামে এক রাক্ষসী বাক্য বলতে শুরু করলো। দেখতে সে ভীষণ। বিকটাকৃতি। সেই রাক্ষসী রেগে ফেটে পড়ছে। পেটটি তার নীচে ঝুলে পড়েছে।।২০।। শোনো সীতে, তুমি এতোক্ষণ পর্যন্ত পতির প্রতি যে প্রেম দেখিয়েছো, তাই পর্যাপ্ত। আর না! কল্যাণি, অধিকমাত্রায় সবকিছুই সর্বত্র দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে *(ব্যসন—দুঃখ)*।।২১।। মৈথিলি, তুমি মানুষের যা করণীয় তাই করেছো। এতে আমি বেশ সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন তুমিও আমার কথা পালন করো। তা তোমার হিতকর হবে।।২২।। রাবণ রাক্ষসদের প্রতিপালক। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তিনি পরাক্রান্ত। তাঁকেই তুমি স্বামিরূপে ভজনা করো।।২৩।। কৃপার পাত্র দীন রামকে তুমি ত্যাগ করো। রাবণ হলেন উদার। এবং ত্যাগী। সকলকে তিনি প্রিয়বাক্যে তুষ্ট করেন। তুমি তাঁকেই আশ্রয় করো।।২৪।। হে বিদেহরাজপুত্রি সীতে, স্বর্গীয় অঙ্গরাগে তুমি ভূষিত হও। স্বর্গীয় অলঙ্কার পরিধান করো। আজ হতেই তুমি সর্বলোকের অধীশ্বরী হও।।২৫।। অগ্নির যেমন স্বাহা, ইন্দ্রের যেমন শচী, হে সুন্দরি, তুমিও রাবণকে আশ্রয় করে তেমনি মহিমান্বিতা হও। সীতে, অল্পায়ু, দীন রামকে দিয়ে কি হবে?।।২৬।। আমি এই যা বললাম, তা যদি তুমি না করো, তাহলে এই মুহূর্তে আমরা সবাই তোমায় খেয়ে ফেলবো।।২৭।। আর একজন, রাক্ষসী এগিয়ে এলো। বিকটা তার নাম। তার পয়োধর দু'টি ঝুলে পড়েছে। সে রেগে হাতের মুঠো তুলে তর্জন করতে করতে বলতে লাগলো— ।।২৮।। ওরে সীতে, তোমার মতি অত্যন্ত খারাপ। দয়া করে সহমর্মিতার সঙ্গে, ওরে মিথিলারাজপুত্রি, তোমার অন্যায় কথা এতোক্ষণ ধরে সহ্য করেছি *(অপ্রতিরূপানি—অন্যায়। সোঢানি—সহ্য করেছি। অনুক্রোশ—দয়া)*।।২৯।। কালোচিত হিতবাক্য তুমি গ্রহণ করছো না। জেনে রাখো, সাগর পার করে তোমায় আনা হয়েছে। অন্যেরা এখানে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।।৩০।। ওহে মিথিলারাজপুত্রি, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে তুমি প্রবেশ করেছো। রাবণের গৃহে তুমি আজ অবরুদ্ধ। আমরা তোমায় পাহারা দিচ্ছি *(অস্মাভিঃ + ত্বম্ + অভিরক্ষিতা)*।।৩১।। স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে পরিত্রাণ করতে পারবেন না। ওরে মিথিলারাজপুত্রি, আমি তোমায় হিত কথা বলছি। তা পালন করো।।৩২।। চোখের জল আর ফেলো না। অনর্থক শোক ত্যাগ করো। প্রতিদিনের এই শোকজনিত দৈন্য ত্যাগ করে রাবণের প্রতি প্রীতি এবং আনন্দ অবলম্বন করো।।৩৩।। সীতে, যথাসুখে রক্ষোরাজের সঙ্গে আনন্দে বিহার করো। ওরে

সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড যথাসুখম্। জানীমহে যথা ভীরু স্ত্রীণাং যৌবনমধ্রুবম্।। ৩৪
যাবন্ন তে ব্যতিক্রামেত্তাবৎ সুখমবাপ্নুহি। উদ্যানানি চ রম্যাণি পর্বতোপবনানি চ।। ৩৫
সহ রাক্ষসরাজেন চর ত্বং মদিরেক্ষণে। স্ত্রীসহস্রাণি তে দেবি বশে স্থাস্যন্তি সুন্দরি।। ৩৬
রাবণং ভজ ভর্তারং ভর্তারং সর্বরক্ষসাম্। উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।। ৩৭
যদি মে ব্যাহৃতং বাক্যং ন যথাবৎ করিষ্যসি। ততশ্চণ্ডোদরী নাম রাক্ষসী ক্রূরদর্শনা।। ৩৮
ভ্রাময়ন্তী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ। ইমাং হরিণশাবাক্ষীং ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্।। ৩৯
রাবণেন হৃতাং দৃষ্ট্বা দৌর্হৃদো মে মহানয়ম্। যকৃৎ প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্।। ৪০
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ। ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।। ৪১
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াঃ পীডয়ামঃ কিমাস্যতে। নিবেদ্যতাং ততো রাজ্ঞে মানুষী সা মৃতেতি হ।। ৪২
নাত্র কশ্চন সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি। ততস্ত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।। ৪৩
বিশস্যেমাং ততঃ সর্বান্ সমান্ কুরুত পিণ্ডকান্। বিভজাম ততঃ সর্বা বিবাদো মে ন রোচতে।। ৪৪
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্রং মাল্যঞ্চ বিবিধিং বহু। ততঃ শূর্পণখা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।। ৪৫
অজামুখ্যা যদুক্তং বৈ তদেব মম রোচতে। সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী।। ৪৬
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্। এবং নির্ভর্ৎস্যমানা সা সীতা সুরসুতোপমা।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

ভীরু, আমরা তো জানিই যে স্ত্রীলোকের যৌবন অনিত্য।।৩৪।। যে পর্যন্ত না যৌবন অতিক্রান্ত হয়, ততোদিন পর্যন্ত সুখ উপভোগ করো। রমণীয় উদ্যান, পর্বত এবং উপবনে আনন্দে বিহার করো।।৩৫।। ওহে সুন্দর-নয়নে, রক্ষোরাজের সঙ্গে তুমি বিচরণ করো। হে দেবি, সুন্দরি, হাজার হাজার রমণী তোমার বশীভূত হয়ে থাকবে।।৩৬।। রাক্ষস সকলের প্রভু হলেন রাবণ। তাঁকেই তুমি পতিরূপে ভজনা করো। যদি আমার কথা তুমি না শোনো, তাহলে ওরে মৈথিলি, তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করে আমি খেয়ে ফেলবো।।৩৭।। আমি যে কথা বললাম, সেইমতো তুমি যদি কাজ না করো, তাহলে তোমায় যা পূর্বে বলেছি তাই আমি করবো। তারপর এগিয়ে এলো চণ্ডোদরী নাম্নী এক ভীষণদর্শনা রাক্ষসী।।৩৮।। সে বিরাট একটা শূল ঘোরাতে ঘোরাতে বাক্য বললো। সীতার চোখ হরিণের শাবকের মতো। ভয়ে তার বুক কাঁপছে।।৩৯।। রাবণের দ্বারা চুরি করে আনা এই সীতাকে দেখে আমার এক প্রবল ইচ্ছা হয়েছে। সেটি গর্ভিণী নারীর ইচ্ছার মতো। সীতার যকৃৎ, প্লীহা, বিরাট বাহুর মধ্যভাগ, নাড়ীর বন্ধনসহ হৃদয় আমি ভোজন করবো *(দৌর্হৃদ—নারীর গর্ভাবস্থায় যা সাধ হয়। তোমার গা থেকে মাথা সব আমি খেয়ে ফেলবো—এই হলো আমার প্রবল ইচ্ছা)* ।।৪০।। তারপর প্রঘসা নামের এক রাক্ষসী বললো—।।৪১।। এই নিষ্ঠুরা সীতার গলা আমি টিপে ধরবো। তোমরা বসে আছো কেন? অতঃপর রাজা রাবণকে জানাও যে, সেই মানুষী সীতা মরে গেছে।।৪২।। সে বললো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন, তুমি খাও। তারপর অজামুখী নাম্নী রাক্ষসী বললো—।।৪৩।। এই সীতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলো। তারপর পিণ্ড বানিয়ে সবাইকে সমানভাবে দাও। আমিই সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবো। ঝগড়া আমার ভালো লাগে না।।৪৪।। শীঘ্রই পানীয় নিয়ে এসো। নানারকমের মালাও নিয়ে এসো। শূর্পণখা নামে রাক্ষসী এবার বললো—*(এ রাবণের ভগ্নী নয়)*।।৪৫।। অজামুখী যা বলেছে, তাই আমার বেশ ভালো লাগছে। তাড়াতাড়ি সুরা নিয়ে এসো। এই সুরা সকল শোক ভুলিয়ে দেয়।।৪৬।। আজ মানুষের মাংস আস্বাদন করে নিকুম্ভিলাতে গিয়ে আমরা নাচবো। দেবকন্যাতুল্যা সীতাকে এইভাবে সে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলো। সীতা বিকট-দর্শন রাক্ষসীদের দ্বারা ভর্ৎসিতা হয়ে ধৈর্য হারিয়ে কাঁদতে লাগলেন *(লঙ্কার পশ্চিমভাগে অক্ষয় বট সংলগ্ন যজ্ঞবেদী)*।।৪৭

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসীনাং তর্জনান্যশক্তা, অশোকশাখামবলম্ব্য রামপ্রভৃতীংশ্চোদ্দিশ্যাহ্বানাং
জ্ঞাপয়ন্তা অশ্রূণি ত্যজন্ত্যাঃ সীতায়া রোদনম্।

অথ তাসাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু। রাক্ষসীনামসৌম্যানাং রুরোদ জনকাত্মজা।। ১
এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্বিনী। উবাচ পরমত্রস্তা বাষ্পগদগদয়া গিরা।। ২
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্যা ভবিতুমর্হতি। কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ।। ৩
সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সুরসুতোপমা। ন শর্ম লেভে শোকার্তা রাবণেনেব ভর্ৎসিতা।। ৪
বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ। বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দিতা।। ৫
সা ত্বশোকস্য বিপুলাং শাখামালম্ব্য পুষ্পিতাম্। চিন্তয়ামাস শোকেন ভর্তারং ভগ্নমানসা।। ৬
সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ স্তনৌ নেত্রজলস্রবৈঃ। চিন্তয়ন্তী ন শোকস্য তদান্তমধিগচ্ছতি।। ৭
সা বেপমানা পতিতা প্রবাতে কদলী যথা। রাক্ষসীনাং ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনাভবৎ।। ৮
তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া তদা। দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী।। ৯
সা নিঃশ্বসন্তী শোকার্তা কোপোপহতচেতনা। আর্তা ব্যসৃজদশ্রূণি মৈথিলি বিললাপ চ।। ১০
হা রামেতি চ দুঃখার্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ। হা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যে হা সুমিত্রেতি ভামিনী।। ১১
লোকপ্রবাদঃ সত্যোঽয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ। অকালে দুর্লভো মৃত্যুঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।। ১২

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

রাক্ষসীদের তর্জন সহ্য করতে পারলেন না সীতা। অশোকতরুর শাখা আশ্রয় করে
রাম-প্রমুখের উদ্দেশ্যে আহ্বান করছেন। চোখের জল ফেলে সীতার ক্রন্দন।

ভীষণ সেই রাক্ষসীরা অত্যন্ত কর্কশভাবে বহুরকমে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলো। জনকদুহিতা সীতা তখন কাঁদতে লাগলেন।।১।। রাক্ষসীরা এইভাবে গালাগালি দিলে মনস্বিনী সীতা অত্যন্ত ভয় পেলেন। তিনি চোখের জলে গদগদভাবে বলতে লাগলেন—।।২।। দেখো, মানুষী কখনো রাক্ষসের ভার্যা হতে পারে না। তোমরা সবাই আমায় খেয়ে ফেললেও তোমাদের কথা শুনে আমি ঐ কাজ করতে পারবো না।।৩।। দেবকন্যাতুল্যা সীতা রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা। রাবণ তাঁকে তিরস্কার করেছে। তিনি আজ শোকে আর্তা। শান্তি পাচ্ছেন না।।৪।। বন দলছাড়া হরিণী বাঘের দ্বারা নির্যাতিতা হলে যেমন হয়, তেমনি অবস্থা আজ সীতার। তিনি ভয়ে কাঁপছেন। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।।৫।। অশোকগাছের শাখায় শাখায় ফুল ফুটেছে। তারই একটি বড়ো শাখা আঁকড়ে ধরে তিনি পতিকে চিন্তা করতে লাগলেন। শোকে তাঁর মন ভেঙে গেছে।।৬।। চোখের জলে তাঁর বিশাল স্তনযুগল যাচ্ছে ধুয়ে। চিন্তা করতে করতে তিনি শোকের শেষ দেখতে পাচ্ছেন না।।৭।। রাক্ষসীদের ভয়ে ভীতা হয়ে ঝড়ের কলাগাছের মতোই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ হয়ে গেলো।।৮।। সীতা ভয়ে কাঁপছেন। তাঁর লম্বা চুলের বেণীটিকেও কাঁপতে দেখা যাচ্ছে। যেন একটি সাপ চলে বেড়াচ্ছে *(ব্যালী—সর্পিণী)*।।৯।। মিথিলারাজকন্যা শোকে আর্তা হয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলছেন। শোকে তিনি অজ্ঞান। আর্ত হয়ে তিনি বিলাপ করছেন। আর চোখের জল ফেলছেন।।১০।। হায় রাম, হায় লক্ষ্মণ, হায় আমার শোকার্তা মাতা কৌশল্যা, হায় সৌভাগ্যবতী সুমিত্রা, তোমরা আজ কোথায়?।।১১।। স্ত্রীলোকেরই হোক বা পুরুষেরই হোক, অকালে সহজে মরণ আসে না। পণ্ডিতেরা এই কথাই বলে থাকেন। সেই লোক-প্রবাদ কি আজ তাহলে সত্য হলো?।।১২।। এইখানে নিষ্ঠুরা রাক্ষসীদের দ্বারা আমি নির্যাতিতা হচ্ছি। এইভাবে দুঃখ পেয়ে, রাম

যত্রাহমাভিঃ ক্রূরাভী রাক্ষসীভিরিহার্দিতা। জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্তমপি দুঃখিতা।। ১৩
এষাল্পপুণ্যা কৃপণা বিনশিষ্যাম্যনাথবৎ। সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বায়ুবেগৈরিবাহতা।। ১৪
ভর্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা। সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হৃতং যথা।। ১৫
তং পদ্মদলপত্রাক্ষং সিংহবিক্রান্তগামিনম্। ধন্যাঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞং প্রিয়বাদিনম্।। ১৬
সর্বথা তেন হীনয়া রামেণ বিদিতাত্মনা। তীক্ষ্ণং বিষমিবাস্বাদ্য দুর্লভং মম জীবনম্।। ১৭
কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্। তেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্।। ১৮
জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃতা। রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া।। ১৯
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম। ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

-ছাড়া হয়ে আমি একমুহূর্তও বাঁচতে চাই না।।১৩।। দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ নৌকা সমুদ্রে ঝড়ে পড়লে বিপর্যস্ত হয়। তেমনি অল্পপুণ্যা আমি অসহায় হয়ে করুণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবো।।১৪।। পতিকে দেখতে পাচ্ছি না। রাক্ষসীদের কবলে পড়েছি। জলের তোড়ে ভেঙে-পড়া তীরের মতো আমিও শোকে অবসন্না হয়ে পড়ছি।।১৫।। আমার স্বামীর চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো। সিংহের মতো পরাক্রমী তাঁর গতিভঙ্গী। তিনি কৃতজ্ঞ। এবং প্রিয়ভাষী। আমার পতিকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ধন্য।।১৬।। আত্মজ্ঞানী রাম। তাঁকে ছাড়া আমার জীবন বাঁচতে পারে না। তীব্র বিষ পান করলে যে অবস্থা হয়, আমারো আজ সেই অবস্থা।।১৭।। জানিনা অন্য জন্মে অন্যদেহে কী ঘোর পাপ আমি করেছিলাম। তার জন্যই বুঝিবা এই নিদারুণ ভয়ঙ্কর দুঃখ আমি ভোগ করছি।।১৮।। রাক্ষসীরা আমায় ঘিরে রেখেছে। রাম আর আমায় পাবেন না। দারুণ শোকে আজ আমি আচ্ছন্ন। তাই প্রাণত্যাগকেই এখন আমি ইচ্ছা করছি।।১৯।। মনুষ্যজীবনকে ধিক্। পরাধীনতাকে ধিক্। এর জন্যেই নিজের ইচ্ছামতো আমি প্রাণত্যাগ করতে পারছি না।।২০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষডবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসীনির্ভর্ৎসিতায়াঃ সীতায়া 'যুষ্মাভির্হননেঽপ্যহং যুষ্মদ্বাক্যং ন প্রতিপালয়িষ্যামি' ইতি প্রতিজ্ঞা, কথং রামস্তাং গ্রহীতুং ন সমাগত ইত্যস্য নানাকারণং প্রকল্প্য বিলাপশ্চ।

প্রসক্তাশ্রুমুখী ত্বেবং ব্রুবতী জনকাত্মজা। অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে।। ১
উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী। উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে।। ২
রাঘবস্য প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা। রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশতী বলাৎ।। ৩

ষড়বিংশ (২৬) সর্গ

রাক্ষসীদের দ্বারা নিদারুণভাবে ভর্ৎসিতা হয়েও—"তোমরা আমায় মেরে ফেললেও আমি তোমাদের কথা প্রতিপালন করবো না"—সীতার এই প্রতিজ্ঞা। রাম কেন তাঁকে নিয়ে যেতে আসছেন না, তার নানা কারণ কল্পনা করে বিলাপ।

রাজা জনকের কন্যা সীতার মুখ আজ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। করুণ বিলাপ করতে করতে মুখ নীচু করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন।।১।। শোকে তিনি পাগলের মতো ছটফট করে বিলাপ করছেন। যেন একটি অল্পবয়স্কা অশ্বকন্যা মাটিতে উল্টো করে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়েছে *(কিশোরী—অল্পবয়স্কা ঘোটকী। অল্পবয়স্কা বালিকা)* ।।২।। রামকে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন মায়াবী রাক্ষস জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এলো। আমি তখন কাঁদছিলাম।।৩।। রাক্ষসীদের কবলে

রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎস্যমানা চ দারুণম্। চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে।। ৪
নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ। বসন্ত্যা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামং মহারথম্।। ৫
অশ্মসারমিদং নূনমথবাপ্যজরামরম্। হৃদয়ং মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্যতে।। ৬
ধিঙ্‌মামনার্যামসতীং যাহং তেন বিনা কৃতা। মুহূর্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা।। ৭
চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্। রাবণং কিং পুনরহং কাময়েয়ং বিগর্হিতম্।। ৮
প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নাত্মানং নাত্মনঃ কুলম্। যো নৃশংসস্বভাবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি।। ৯
ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা। রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্।। ১০
খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ। সদ্বৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ।। ১১
রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দশ। একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদ্যতে।। ১২
নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্পবীর্যেণ রক্ষসা। সমর্থঃ খলু মে ভর্তা রাবণং হন্তুমাহবে।। ১৩
বিরাধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্গবঃ। রণে রামেণ নিহতঃ স মাং কিং নাভিপদ্যতে।। ১৪
কামং মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুষ্প্রধর্ষণা। ন তু রাঘবণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি।। ১৫
কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢপরাক্রমঃ। রক্ষসাপহৃতাং ভার্যামিষ্টাং যো নাভিপদ্যতে।। ১৬
ইহস্থাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লক্ষ্মণপূর্বজঃ। জানন্নপি স তেজস্বী ধর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি।। ১৭
হৃতেতি মাং যোঽধিগত্য রাঘবায় নিবেদয়েৎ। গৃধ্ররাজোঽপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ।। ১৮
কৃতং কর্ম মহত্তেন মাং তদাভ্যবপদ্যতা। তিষ্ঠতা রাবণবধে বৃদ্ধেনাপি জটায়ুষা।। ১৯

আমি পড়েছি। তারা আমায় দারুণভাবে তিরস্কার করছে। দুঃখে অত্যন্ত আর্তা হয়ে দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছি। আমি আর বাঁচতে চাই না।। ৪ ।। মহাবীর রামকে ছেড়ে রাক্ষসীদের মধ্যে আমায় বাস করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় টাকা-পয়সা, অলঙ্কার এমন কি বাঁচারও আমার প্রয়োজন নেই।।৫ ।। আমার হৃদয়টি নিশ্চয়ই পাথরের মতো কঠিন। অজর, অমর। তাই, এতো দুঃখেও এটি বিদীর্ণ হচ্ছে না।।৬।। তাঁকে ছেড়ে আজ আমি অনার্যা, অসতী হয়ে আছি। এইভাবে মুহূর্তের জন্যও বেঁচে থাকা পাপেরই জীবন।।৭ ।। দুর্জন রাবণকে কামনা করা দূরের কথা, সেই রাক্ষসকে বাম পায়েও আমি স্পর্শ করতে চাই না।।৮ ।। আমি যে তাকে প্রত্যাখ্যান করছি, সে তা জানে না। নিজেকে এবং নিজের বংশকেও সে জানে না। তাই পাষণ্ড-স্বভাবের জন্য সে আমাকে পেতে চাইছে।।৯ ।। আমাকে ছিঁড়ে ফেলো, কেটে টুকরো টুকরোই বা করে ফেলো। অথবা জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়েই ফেলো। তবুও আমি রাবণের ভজনা করতে পারবো না। প্রলাপে আর কি প্রয়োজন?।।১০।। রাম তো বিখ্যাত লোক। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী। কৃতজ্ঞ এবং দয়ালু। সৎকর্মই তিনি করে থাকেন। মনে হয়, আমার সৌভাগ্য ক্ষীণ হয়ে যাওয়াতেই রাম আমায় নিয়ে যেতে আসছেন না।। ১১ ।। জনস্থানে চোদ্দহাজার রাক্ষসকে একাই তিনি পর্যুদস্ত করেছেন। তিনি কি এখন আমায় উদ্ধার করতে পারবেন না?।।১২ ।। রাবণ আমায় আটকে রেখেছে। কিন্তু সে তো স্বল্পবীর্য। আমার পতি রাম যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করতে সমর্থ (আহবে—যুদ্ধে) ।।১৩।। দণ্ডকারণ্যে যুদ্ধে রাক্ষসবীর বিরাধকে রাম নিহত করেছেন। তিনি কি আমায় উদ্ধার করতে পারবেন না?।।১০।। জানি, সমুদ্রের মধ্যে এই লঙ্কা সহজে কেউ আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু রামচন্দ্রের বাণের গতি এখানে রুদ্ধ হবে না।। ১৫ ।। কিন্তু কারণটা কি? রামচন্দ্র অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তবুও তিনি রাক্ষসদের দ্বারা অপহৃতা প্রিয়া পত্নীকে উদ্ধার করতে পারছেন না কেন?।।১৬।। মনে হচ্ছে, আমি যে এইখানে আছি তা লক্ষ্মণের দাদা রাম জানেন না। জানলে সেই তেজস্বী আমার প্রতি এই অপমান সহ্য করতেন?।।১৭।। আমার হরণের ঘটনা জানতেন গৃধ্ররাজ জটায়ু। তিনিই রামকে তা জানাতে পারতেন। অথচ রাবণ যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করেছে।। ১৮ ।। জটায়ু ছিলেন বৃদ্ধ। তবুও তিনি আমার উদ্ধারের জন্য মহদ্ কর্ম করেছেন।।১৯।। আমি এইখানে আছি

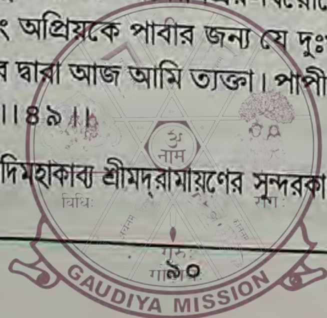
যদি মামিহ জানীয়াদ্ বর্তমানাং হি রাঘবঃ। অদ্য বাণৈরভিক্রুদ্ধঃ কুর্যাল্লোকমরাক্ষসম্।। ২০
নির্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং নির্দহেচ্চ মহোদধিম্। রাবণস্য চ নীচস্য কীর্তিং নাম চ নাশয়েৎ।। ২১
ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে। যথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ।। ২২
অন্বিষ্য রক্ষসাং লঙ্কাং কুর্যাদ্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ। নহি তাভ্যাং রিপুর্দৃষ্টো মুহূর্তমপি জীবতি।। ২৩
চিতাধূমাকুলপথা গৃধ্রমণ্ডলমণ্ডিতা। অচিরেণৈব কালেন শ্মশানসদৃশী ভবেৎ।। ২৪
অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাম্যেনং মনোরথম্। দুস্প্রস্থানোঽয়মাভাতি সর্বেষাং বো বিপর্যয়ঃ।। ২৫
যাদৃশানি তু দৃশ্যন্তে লঙ্কায়ামশুভানি তু। অচিরণৈব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা।। ২৬
নূনং লঙ্কা হতে পাপে রাবণে রাক্ষসাধিপে। শোষমেষ্যতি দুর্ধর্ষা প্রমদা বিধবা যথা।। ২৭
পুণ্যোৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা। ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাঙ্গনা।। ২৮
নূনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে। শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্তানামিহ ধ্বনিম্।। ২৯
সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঙ্গবা। ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দগ্ধা রামসায়কৈঃ।। ৩০
যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তান্তলোচনঃ। জানীয়াদ্ বর্তমানাং যাং রাক্ষসস্য নিবেশনে।। ৩১
অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে। সময়ো যস্তু নির্দ্দিষ্টস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ।। ৩২
স চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুষ্টেন বর্ততে। অকার্যং যে ন জানন্তি নৈর্ঋতাঃ পাপকারিণঃ।। ৩৩
অধর্মাৎ তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্। নৈতে ধর্মং বিজানন্তি রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।। ৩৪
ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থং রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি। সাহং কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্।। ৩৫

—তা যদি রাম জানতে পারতেন তাহলে অত্যন্ত ক্রোধে তিনি বাণের দ্বারা জগৎকে রাক্ষসশূন্য করতেন।।২০।। লঙ্কাপুরীকে তিনি ভস্মীভূত করতেন। মহাসমুদ্রকে করতেন দগ্ধ। নীচ রাবণের খ্যাতি এমন কি নাম পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতেন।।২১।। তখন রাক্ষসীরা পতিহীনা হওয়ায় ঘরে ঘরে নিঃসংশয়ে কান্নার রোল উঠতো। যেমন আজ আমি কাঁদছি, তেমনই হতো।।২২।। অন্বেষণ করে আমায় পেলে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে রাক্ষসদের লঙ্কাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। তাঁরা দু'জনে যদি কোনো শত্রুকে দেখতে পান তাহলে একমুহূর্তও সে বাঁচতে পারে না।।২৩।। অচিরেই চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে লঙ্কার পথরাজি। শকুন সেখানে উড়ে বেড়াবে। শ্মশানের মতো হয়ে যাবে সোনার লঙ্কা।।২৪।। অচিরেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। তোমাদের সকলের বিপর্যয় কাটানো দুঃসাধ্য হয়ে যাবে।।২৫।। লঙ্কায় সব অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অচিরেই লঙ্কার সব জৌলুষ যাবে চলে।।২৬।। রক্ষোরাজ পাপী রাবণ ধ্বংস হলে লঙ্কার সব কিছু শুকিয়ে যাবে। বিধবা হলে এককালের দুর্ধর্ষা নারী যেমন শোচনীয়া হয়ে পড়ে, তেমনি দশা হবে শোভনা লঙ্কার।।২৭।। আজ লঙ্কাপুরী পুণ্য উৎসবে সমৃদ্ধা হয়ে আছে। কিন্তু অচিরেই রামের আক্রমণে রাবণ নিহত হবে। রাক্ষসীরা হবে স্বামিহারা। পতিহারা বিধবার মতো শ্রীহীন হয়ে যাবে লঙ্কাপুরী।।২৮।। দুঃখে আর্তা হয়ে রাক্ষসকন্যারা ঘরে ঘরে কাঁদতে থাকবে। অচিরেই তাদের কান্নার ধ্বনি আমি শুনবো।।২৯।। রামের বাণ নিক্ষেপে লঙ্কানগরী নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে যাবে সবদিক। রাক্ষসবীরেরা সবই হবে নিহত। যারা প্রতিরোধে আসবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।।৩০।। রামের চোখের শেষ ভাগ রক্তবর্ণ, তাই সুন্দর। রাক্ষসের গৃহে আমি অবরুদ্ধা আছি জানলে সেই সুন্দর-নয়ন বীর এইরকম কাণ্ডই করবেন।।৩১।। এই অধম নিষ্ঠুর রাবণ আমার ধ্বংসের যে সময় নির্দিষ্ট করেছিলো সেইসময় বোধহয় এসে গেলো।।৩২।। দুষ্ট রাবণের দ্বারা আমার মৃত্যুর যে সময় নির্দিষ্ট, সেই সময় এইখানে এসে যাচ্ছে। এই পাপাচারী রাক্ষসেরা এমন কোনো অকাজ নেই যা তারা জানে না।।৩৩।। আমাকে হত্যারূপ অধর্ম হতে সম্প্রতি মহা অনর্থ ঘটবে। রাক্ষসেরা তো কাঁচামাংস ভোজন করে। এরা ধর্ম যে কি বস্তু তা জানে না।।৩৪।। এই রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতঃরাশরূপে গ্রহণ করবে। প্রিয়দর্শন রাম তো আমার কাছে নেই। তাঁকে ছেড়ে কিভাবে আমি বাঁচবো?।।৩৫।। কেউ যদি এখানে আজ আমাকে বিষদান

যদি কশ্চিৎ প্রদাতা মে বিষস্যাদ্য ভবেদিহ। ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা।। ৩৬
নাজানাজ্জীবতীং রামঃ স মাং ভরতপূর্বজঃ। জানন্তৌ তু ন কুর্যাতাং নোর্ব্বাং হি পরিমার্গণম্।। ৩৭
নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ। দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে।। ৩৮
ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। মম পশ্যন্তি যে বীরং রামং রাজীবলোচনম্।। ৩৯
অথবা নহি তস্যার্থো ধর্মকামস্য ধীমতঃ। ময়া রামস্য রাজর্ষের্ভার্যয়া পরমাত্মনঃ।। ৪০
দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌহৃদং নাস্ত্যদৃশ্যতঃ। নাশয়ন্তি কৃতঘ্নাস্তু ন রামো নাশয়িষ্যতি।। ৪১
কিং বা ময্যগুণাঃ কেচিৎ কিং বা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে। যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ ভামিনী।। ৪২
শ্রেয়ো মে জীবিতান্ মর্তুং বিহীনায়া মহাত্মনা। রামাদক্লিষ্টচারিত্রাচ্ছূরাচ্ছত্রুনিবর্হনাৎ।। ৪৩
অথবা ন্যস্তশস্ত্রৌ তৌ বনে মূল-ফলাশনৌ। ভ্রাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ।। ৪৪
অথবা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা। ছদ্মনা ঘাতিতৌ শূরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪৫
সাহমেবংবিধে কালে মর্তুমিচ্ছামি সর্বতঃ। নচ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুঃখেঽর্তিবর্ততি।। ৪৬
ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ। জিতাত্মানৌ মহাভাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।। ৪৭
প্রিয়ান্ন সম্ভবেদ্দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ। তাভ্যাং হি তে বিযুজ্যন্তে নমস্তেষাং মহাত্মনাম্।। ৪৮
সাহং ত্যক্তা প্রিয়েণৈব রামেণ বিদিতাত্মনা। প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পাপস্য রাবণস্য গতা বশম্।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ।

করতো, তাহলে পতি কাছে না থাকায় আমি দ্রুত বিবস্বানের পুত্র যমরাজকেই দেখতাম।।৩৬।। ভরতের দাদা রাম জানেন না যে, আমি জীবিত আছি। আমি জীবিত আছি জানলে রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই আমাকে ভূতলে কি সন্ধান করতেন না? *(পরিমার্গণ—সন্ধান করা)* ।।৩৭।। লক্ষ্মণের দ্বারা সেই বীর রামচন্দ্র মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আমারি শোকে পৃথিবীতে দেহত্যাগ করে দেবলোকে চলে গেছেন।।৩৮।। ধন্য সেই দেবগণ, সিদ্ধ এবং পরম ঋষিরা, তাঁরা গন্ধর্বদের সঙ্গে আমার প্রিয় পদ্মলোচন রামকে দেখতে পাচ্ছেন।।৩৯।। অথবা ধর্মপ্রাণ, ধীমান, রাজর্ষি আমার পতিদেবতা রাম আসলে পরমাত্মা। তাই তাঁর তো পত্নীর প্রয়োজন নেই!।।৪০।। দেখতে পেলে প্রীতি হয়, দেখতে না পেলে সৌহার্দ্য থাকে না। কৃতঘ্নেরাই পূর্বপ্রীতি বিনাশ করে। রাম তা কখনো করেন না।।৪১।। হয় আমার কোনো দোষ থাকতে পারে কিংবা আমার সৌভাগ্যের ক্ষয় হয়ে গেছে। আর সেজন্যেই যুবতী হয়েও আমি আজ, শ্রেষ্ঠ ভোগের বস্তু যে রাম, তাঁর কাছ থেকে বিযুক্তা হয়েছি।।৪২।। পবিত্রচরিত্র, বীর এবং শত্রুদমনকারী হলেন রাম। এই মহাত্মা হতে বিযুক্তা হয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।।৪৩।। অথবা নরশ্রেষ্ঠ সেই দুই-ভাই শস্ত্র ত্যাগ করে ফলমূল ভোজন করে হয়তো বনে বনে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন।।৪৪।। অথবা রক্ষোরাজ দুরাত্মা রাবণ ছল করে বীর দুইভাই রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করেছে।।৪৫।। এই দুঃসময়ে সর্বপ্রকারে আমি মরে যেতেই চাই। এইরকম ঘোর দুঃখেও বিধাতা দেখছি আমার মৃত্যু বিহিত করেন নি।।৪৬।। সেই সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা মুনিরাই ধন্য—তাঁরা অন্তঃকরণকে জয় করেছেন। মহান তাঁরা। তাঁরা প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমদর্শী।।৪৭।। প্রিয়বস্তু না পেলেও তাঁদের দুঃখ হয় না। অপ্রিয় কিছু পেলেও তাঁদের প্রিয়-বিয়োগের চেয়েও বেশী দুঃখ হয় না। যাঁরা প্রিয়জনকে হারাবার কারণে এবং অপ্রিয়কে পাবার জন্য যে দুঃখ তা হতে মুক্ত, সেই মহাত্মাদেরকে প্রণাম করি।।৪৮।। প্রিয় রামের দ্বারা আজ আমি ত্যক্তা। পাপী রাবণের কবলে আজ আমি পড়েছি। আজ আমি প্রাণই ত্যাগ করবো।।৪৯।।



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষড়বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

স্বপ্নদর্শনোত্থিতায়াস্ত্রিজটায়াঃ সীতাভর্ৎসকারিণী রাক্ষসীরভি ভর্ৎসনম্, 'অদ্য ময়া রামাভ্যুদয়-রাবণামঙ্গলসূচকং স্বপ্নং দৃষ্টমিতি হেতোঃ সীতাভর্ৎসনাৎ প্রতিনিবর্তধ্ব'মিতি জ্ঞাপনম্, ততো রাক্ষসীপৃষ্টায়াস্ত্রিজটায়াঃ স্বপ্নবৃত্তান্তকথনঞ্চ।

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ। কাশ্চিজ্জগ্মুস্তদাখ্যাতুং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ১
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যো ভীমদর্শনাঃ। পুনঃ পরুষমেকার্থমনর্থার্থমথাব্রুবন্।। ২
অদ্যেদানীং তবানার্যে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে। রাক্ষস্যো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসমেতদ্ যথাসুখম্।। ৩
সীতাং তাভিরনার্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা। রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ।। ৪
আত্মানং খাদতানার্যা ন সীতাং ভক্ষয়িষ্যথ। জনকস্য সুতামিষ্টাং স্নুষাং দশরথস্য চ।। ৫
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ। রাক্ষসানামভাবায় ভর্তুরস্যা ভবায় চ।। ৬
এবমুক্তাস্ত্রিজটয়া রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ। সর্বা এবাব্রুবন্ ভীতাস্ত্রিজটাং তামিদং বচঃ।। ৭
কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোঽয়ং কীদৃশো নিশি। তাসাং শ্রুত্বা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্গতম্।। ৮
উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্। গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্।। ৯
যুক্তাং বাজিসহস্রেণ স্বয়মাস্থায় রাঘবঃ। শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ।। ১০
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা। সাগরেণ পরিক্ষিপ্তং শ্বেতপর্বতমাস্থিতা।। ১১
রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা। রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্।। ১২
আরূঢঃ শৈলসঙ্কাশং চকাশ সহলক্ষ্মণঃ। ততস্তু সূর্যসঙ্কাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা।। ১৩

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

ত্রিজটা স্বপ্ন হতে উঠে সীতাকে ভর্ৎসনাকারিণী রাক্ষসীদের ভর্ৎসনা—"আজ আমি রামের অভ্যুদয় এবং রাবণের অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখেছি, তাই সীতাকে ভর্ৎসনা হতে তোমরা নিবৃত্ত হও"—এই কথা ঘোষণা করলেন। তারপর রাক্ষসীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ত্রিজটাকর্তৃক স্বপ্নবৃত্তান্তের বর্ণনা।

সীতা এই কথা বলায় রাক্ষসীরা রেগে অজ্ঞান হয়ে গেলো। তাদের কেউ কেউ এই কথা বলবার জন্যে দুরাত্মা রাবণের কাছে ছুটে গেলো।।১।। দেখতে ভীষণ অন্য রাক্ষসীরা অতঃপর সীতার কাছে গিয়ে আবার কর্কশবাক্য বলতে লাগলো। সেইবাক্যগুলি পরে তাদের অনর্থেরই কারণ হয়েছিলো।।২।। ওরে অনার্যে সীতে, তুমি যদি আজ মৃত্যুবরণরূপ পাপ কার্য করো, তাহলে রাক্ষসীরা বেশ আরামেই তোমার মাংস ভোজন করবে।।৩।। দুঃশীলা রাক্ষসীরা সীতাকে তর্জন করছে। তা দেখে বর্ষীয়সী রাক্ষসী ত্রিজটা তখন সচেতন হয়ে বললো—*(রামায়ণের অন্যতম টীকাকার গোবিন্দরাজের মতে ত্রিজটা হলো বিভীষণের কন্যা)* ।।৪।। ওরে অনার্যা রাক্ষসীরা, তোমরা নিজেদেরকেই নিজেরা খেয়ে ফেলো। জনকের প্রিয়া কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ সীতাকে তোমরা খেতে পারবে না।।৫।। আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। সেটি দারুণ রোমহর্ষক। স্বপ্নে দেখলাম রাক্ষসদের অকল্যাণ, আর এঁর স্বামী রামের অভ্যুদয়।।৬।। ত্রিজটা এইরকম বলায় রাক্ষসীরা রেগে অজ্ঞান। তারা আবার ভয়ও পেলো। সবাই মিলে তখন ত্রিজটাকে তারা জিজ্ঞেস করলো—।।৭।। রাতে কিরকম স্বপ্ন তুমি দেখলে, আমাদের বলো তো দেখি! রাক্ষসীদের মুখ থেকে নিঃসৃত এই কথা শুনে...।।৮।। ত্রিজটা রাতে দেখা স্বপ্নের কথা বললো। দেখলাম আকাশপথে একটি স্বর্গীয় শিবিকা এইদিকে আসছে। সেটি হাতীর দাঁতে তৈরী।।৯।। হাজারটি ঘোড়া তাতে যুক্ত। তাতে বসে আছেন স্বয়ং রামচন্দ্র। পরনে তাঁর শাদা কাপড়। গলায় শাদা ফুলের মালা। সঙ্গে রয়েছেন লক্ষ্মণ। তিনি এইদিকেই আসছেন।।১০।। স্বপ্নে আরো দেখলাম, সীতাও শাদা কাপড় পরে আছেন। শ্বেতপর্বতে তিনি অবস্থান করছেন। পর্বতটি সাগরের দ্বারা পরিবৃত।।১১।। সীতা এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। মনে হলো যেন সূর্যের সঙ্গে দেবী প্রভা এসে মিলিত হলেন। আর রামকেও তখন দেখলাম একটি বিরাট হাতীর ওপরে বসে আছেন। সেটির চারটি দাঁত।।১২।। পর্বতপ্রমাণ সেই হাতীর ওপর লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি আরোহণ করলেন। নিজেদের দীপ্তিতে তাঁরা দু'জন সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।।১৩।। শাদা মালা এবং কাপড়-পরা তাঁরা

শুক্লমাল্যাম্বরধরৌ জানকীং পর্যুপস্থিতৌ। তপস্তস্য নগস্যাগ্রে হ্যাকাশস্থস্য দন্তিনঃ।। ১৪
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য জানকী স্কন্ধমাশ্রিতা। ভর্তুরঙ্কাৎ সমুৎপত্য ততঃ কমললোচনা।
চন্দ্র-সূর্যৌ ময়া দৃষ্টা পাণিভ্যাং পরিমার্জতী।। ১৫
ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যামাস্থিতঃ স গজোত্তমঃ। সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কায়া উপরিস্থিতঃ।। ১৬
পাণ্ডুরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্। ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থঃ সীতয়া সহ ভার্যয়া।। ১৭
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সহাগতঃ। ততোঽন্যত্র ময়া দৃষ্টো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ১৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্যবান্। আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্যসন্নিভম্।। ১৯
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ। এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টো রামো বিষ্ণুপরাক্রমঃ।। ২০
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্যয়া। ন হি রামো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।। ২১
রাক্ষসৈর্বাপি চান্যৈর্বা স্বর্গঃ পাপজনৈরিব। রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ।। ২২
রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ। বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।। ২৩
কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ। রথেন খরযুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ।। ২৪
পিবংস্তৈলং হসন্নৃত্যন্ ভ্রান্তচিত্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ। গর্দভেন যযৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ।। ২৫
পুনরেব ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। পতিতোঽবাক্‌শিরা ভূমৌ গর্দভাদ্ ভয়মোহিতঃ।। ২৬
সহসোত্থায় সম্ভ্রান্তো ভয়ার্তো মদবিহ্বলঃ। উন্মত্তরূপো দিগ্বাসা দুর্বাক্যং প্রলপন্ বহু।। ২৭
দুর্গন্ধং দুঃসহং ঘোরং তিমিরং নরকোপমম্। মলপঙ্কং প্রবিশ্যাশু মগ্নস্তত্র স রাবণঃ।। ২৮

দু'জন সীতার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ পর্বতের চূড়ায় রাম একটি হাতীকে গ্রহণ করেছেন। পদ্মনয়না সীতা পতির কোল হতে সেই হাতীর কাঁধে উঠে গেলেন। তারপর তিনি দুই হাতে চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ করছেন।।১৪-১৫।। সেই উত্তম হাতীটি অতঃপর রাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকে পীঠে নিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হলো।।১৬।। আবার দেখলাম, রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে একটি রথে চড়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছেন। আটটি বৃষ সেই রথ টানছে। তাদের বর্ণ শাদা *(পাণ্ডুর + ঋষভ = পাণ্ডুরর্ষভ। পাণ্ডুর—শুভ্র। ঋষভ—বৃষ)* ।।১৭।। গলায় শাদা ফুলের মালা এবং শাদা কাপড় রামের পরনে। লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি এসেছেন। তারপর আরো এক জায়গায় দেখলাম সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী রামকে।।১৮।। ভাই লক্ষ্মণ এবং ভার্যা সীতার সঙ্গে বীর্যবান রাম স্বর্গীয় পুষ্পক বিমানে চড়ে চলেছেন। সূর্যের মতো উজ্জ্বল সেই বিমান।।১৯।। পুরুষোত্তম রাম উত্তরদিক লক্ষ্য করে প্রস্থান করলেন। বিষ্ণুর মতো পরাক্রমশালী রামকে এইভাবে আমি স্বপ্নে দেখলাম।।২০।। সঙ্গে রয়েছেন ভাই লক্ষ্মণ। এবং পত্নী সীতা। রাম মহাতেজস্বী। দেবতা এবং অসুরেরা সম্মিলিত হয়েও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।।২১।। পাপীরা যেমন স্বর্গ জয় করতে পারে না, তেমনি রাক্ষস বা অন্যেরা কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। আর রাবণকেও স্বপ্নে দেখলাম। তার মাথাটি কামানো। তেল -জবজব করছে।।২২।। লাল কাপড় তার পরনে। মদ্যপানে সে মত্ত। করবীফুলের মালায় সে ভূষিত। দেখলাম, আজ পুষ্পক বিমান হতে রাবণ মাটিতে পড়ে গেলো।।২৩।। আবার দেখলাম, মুণ্ডিত -মস্তক রাবণ কালো রঙের কাপড় পরে আছে। লালফুলের মালা তার গলায়। লাল চন্দনে লিপ্ত তার দেহ। স্ত্রীলোকেরা তাকে টেনে একটি রথে তুলে দিচ্ছে। আর সেই রথটি টানছে গাধায় *(খর—গর্দভ)* ।।২৪।। দেখলাম রাবণ তৈল পান করছে। হাসতে হাসতে নেচে চলেছে। মন তার ভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাকুল। গাধার পীঠে চড়ে সে দক্ষিণদিকে চলে যাচ্ছে।।২৫।। আবার দেখলাম, রক্ষোরাজ রাবণ নীচের দিকে মাথা করে ভয়ে বিহ্বল হয়ে গাধার ওপর হতে মাটিতে পড়ে গেলো।।২৬।। আবার দেখি কি, হঠাৎ দ্রুতগতিতে ভয়ে আর্ত হয়ে সে মাটি হতে উঠে দাঁড়ালো। উলঙ্গ হয়ে পাগলের মতো বহু দুর্বাক্য বলতে লাগলো।।২৭।। ঘোর নরকের মতো অন্ধকারে প্রবেশ করে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার পাঁকে ডুবে গেলো সেই রাবণ।।২৮।। অতঃপর দক্ষিণদিকে গিয়ে কর্দমশূন্য একটি হ্রদে সে

প্রস্থিতো দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টো২কর্দমং হ্রদম্। কণ্ঠে বদ্ধা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী।। ২৯
কালী কর্দমলিপ্তাঙ্গী দিশং য্যাম্যাং প্রকর্ষতি। এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ৩০
রাবণস্য সুতাঃ সর্বে মুণ্ডাস্তৈলসমুক্ষিতাঃ। বরাহেণ দশগ্রীবঃ শিশুমারেণ চেন্দ্রজিৎ।। ৩১
উষ্ট্রেণ কুম্ভকর্ণশ্চ প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্। একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ।। ৩২
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নৃত্তগীতৈরলঙ্কৃতঃ।। ৩৩
আরুহ্য শৈলসঙ্কাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্। চতুর্দন্তং গজং দিব্যমাস্তে তত্র বিভীষণঃ।। ৩৪
চতুর্ভি সচিবৈঃ সার্ধং বৈহায়সমুপস্থিতঃ।। ৩৫
সমাজশ্চ মহান্ বৃত্তো গীত-বাদিত্রনিঃস্বনঃ। পিবতাং রক্তমাল্যানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্।। ৩৬
লঙ্কা চেয়ং পুরী রম্যা সবাজি-রথ-কুঞ্জরা। সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরতোরণা।। ৩৭
লঙ্কা দৃষ্টা ময়া স্বপ্নে রাবণেনাভিরক্ষিতা। দগ্ধা রামস্য দূতেন বানরেণ তরস্বিনা।। ৩৮
পিত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাস্বনাঃ। লঙ্কায়াং ভস্মরূক্ষায়াং সর্বা রাক্ষসযোষিতঃ।। ৩৯
কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে সর্বে রাক্ষসপুঙ্গবাঃ। রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়হ্রদম্।। ৪০
অপগচ্ছত পশ্যধ্বং সীতামাপ্নোতি রাঘবঃ। ঘাতয়েৎ পরমামর্ষী যুস্মান্ সার্ধং হি রাক্ষসৈঃ।। ৪১
প্রিয়াং বহুমতাং ভার্যাং বনবাসমনুব্রতাম্। ভৎসিতাং তর্জিতাং বাপি নানুমংস্যতি রাঘবঃ।। ৪২
তদলং ক্রূরবাক্যৈশ্চ সান্ত্বমেবাভিধীয়তাম্। অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে।। ৪৩
যস্যা হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে। সা দুঃখৈর্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্।। ৪৪

প্রবেশ করলো। লাল-কাপড় পরা একটি মহিলা দশানন রাবণকে কণ্ঠে বেঁধে টেনে নিচ্ছে।।২৯।। মহিলার গায়ের রঙ কালো। কাদায় তার অঙ্গ মাখানো। দক্ষিণদিকে সে টেনে নিচ্ছে। এইভাবে বলবান কুম্ভকর্ণকেও আমি দেখলাম।।৩০।। রাবণের পুত্রদেরও দেখা গেলো। সবাই মুণ্ডিত-মস্তক। আর তেল-জবজবে। দশগ্রীব রাবণ শূকরের পীঠে এবং ইন্দ্রজিৎ শিশুমার নামক জলজন্তুর পীঠে চড়ে চলেছেন।।৩১।। আর কুম্ভকর্ণ চলেছেন উটের পীঠে চড়ে। সবাই চলেছেন দক্ষিণদিকে। একমাত্র বিভীষণকে দেখলাম, তাঁর মাথার ওপর শ্বেত-ছত্র শোভা পাচ্ছে।।৩২।। তাঁর গলায় ঝুলছে শাদা ফুলের মালা। পরনে শাদা কাপড়। সুগন্ধ শ্বেতচন্দনে তাঁর দেহ অনুলিপ্ত। তাঁকে ঘিরে শঙ্খ এবং দুন্দুভি বাজিয়ে নৃত্যগীত করছে অপ্সরারা।।৩৩।। তারপর সেখানে বিরাট এক হাতীর পীঠে বিভীষণ আরোহণ করেছেন। দেখতে সেটি পাহাড়ের মতো। মেঘের মতো তার গর্জন। সেই স্বর্গীয় হাতীর চারটি দাঁত *(স্তনিত—গর্জিত)*।।৩৪।। চারজন মন্ত্রীকে নিয়ে তিনি আকাশে উপস্থিত হলেন।।৩৫।। গীতবাদ্যের তুমুল শব্দ সেখানে সৃষ্ট হলো। লালফুলের মালা পরে লাল কাপড় পরিধান করে রাক্ষসেরা তেল এবং মদ্যপান করছে।।৩৬।। সুন্দর এই লঙ্কাপুরীকে দেখলাম সাগরে ডুবে গেলো। তার বিশাল তোরণ এবং দ্বার সব ভেঙে গেছে। তার ঘোড়া, রথ এবং হাতীও সব ডুবে গেলো *(গোপুর—মন্দিরে বা নগরে প্রবেশের মূল সমুচ্চ দ্বারদেশ। সেটিও দেখতে মন্দিরের মতো)*।।৩৭।। আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাবণ যে লঙ্কাকে ভালোভাবে রক্ষা করে এসেছিলো, সেই লঙ্কাকে রামের দূত শক্তিশালী বানরেরা পুড়িয়ে দিচ্ছে *(তরস্বিন—শক্তিশালী)*।।৩৮।। রাক্ষসীরা সব ভস্মে রুক্ষ হয়ে গেছে। তারা তেল পান করে উন্মত্ত হয়ে হেসে চলেছে।।৩৯।। কুম্ভকর্ণসমেত রাক্ষসবীরেরা লাল কাপড় পরে গোবরের হ্রদে প্রবেশ করছে।।৪০।। ওরে রাক্ষসীরা, তোমরা এখান হতে সরে যাও। দেখবে, রামচন্দ্র সীতাকে ফিরে পাবেন। অত্যন্ত ক্রোধে রাম রাক্ষসদের সঙ্গে তোমাদেরকেও হত্যা করবেন।।৪১।। পত্নী সীতা রামের অতি প্রিয়। তাঁকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। বনবাসে তিনি ব্রতবোধে রামের অনুগমন করেছিলেন। তাঁকে তোমরা তর্জন করেছো, তিরস্কার করেছো। রামচন্দ্র তোমাদের ক্ষমা করবেন না।।৪২।। সুতরাং তাঁকে আর কর্কশবাক্যে বিদ্ধ কোরো না। শান্তভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলো। চলো, সীতার কাছে আমরা ক্ষমাই প্রার্থনা করি—এটিই আমার ভালো মনে হচ্ছে।।৪৩।। যদি কখনো কোনো দুঃখিতাকে নিয়ে এরকম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহলে তিনি বহুবিধ দুঃখ হতে মুক্ত হন। অত্যন্ত উত্তম প্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি।।৪৪।। এতোক্ষণ যাঁকে তিরস্কার করেছো।

ভৎর্সিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যঃ কিং বিবক্ষয়া। রাঘবাদ্ধি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্।। ৪৫
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা। অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ।। ৪৬
অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে। বিরূপমপি চাঙ্গেষু ন সূক্ষ্মমপি লক্ষণম্।। ৪৭
ছায়াবৈগুণ্যমাত্রং তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্। অদুঃখার্হামিমাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্।। ৪৮
অর্থসিদ্ধিং তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যাম্যহমুপস্থিতাম্। রাক্ষসেন্দ্রবিনাশঞ্চ বিজয়ং রাঘবস্য চ।। ৪৯
নিমিত্তভূতমেতত্তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্। দৃশ্যতে চ স্ফুরচ্চক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্।। ৫০
ঈষদ্ধি হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হ্যদক্ষিণঃ। অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে।। ৫১
করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোরুরনুত্তমঃ। বেপন্ কথয়তীবাস্যা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্।। ৫২
পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ পুনঃ পুনশ্চোত্তমসান্ত্ববাদী।
সুখাগতাং বাচমুদীরয়াণঃ পুনঃ পুনশ্চোদয়তীব হৃষ্টঃ।। ৫৩
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুর্বিজয়হর্ষিতা। অবোচদ্ যদি তত্তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

তাঁর কাছে এখন ক্ষমা চেয়ে নাও। ওরে রাক্ষসীরা, আর কি বলবো? রামচন্দ্রের কাছ হতে রাক্ষসদের ঘোর-সংকট উপস্থিত হলো।।৪৫।। প্রণিপাতে প্রসন্না জনককন্যা মৈথিলীরাজপুত্রীই তোমাদের এই ঘোর-সংকট হতে রক্ষা করতে পারবেন।।৪৬।। আরো দেখো, খুব সূক্ষ্মভাবে দেখেও এই বিশাল -নয়না সীতার অঙ্গে কোনো খারাপ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।।৪৭।। স্নান এবং সাজসজ্জা না করায় ক্লান্তির মালিন্যই তাঁর কাছে দুঃখরূপে উপস্থিত হয়েছে বলে অনুমান করি। দুঃখের যোগ্যা তিনি নন। আকাশপথে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে।।৪৮।। আমি দেখতে পাচ্ছি সীতার অভীষ্টসিদ্ধি হবে। আর হবে রক্ষোরাজ রাবণের ধ্বংস এবং রামচন্দ্রের বিজয়লাভ।।৪৯।। দেখো এই মঙ্গলসূচক সংবাদ শোনার জন্য তাঁর পদ্মপত্রের মতো আয়তচোখ স্ফুরিত হচ্ছে। এই সংবাদ যে তাঁর অতি প্রিয়।।৫০।। আরো দেখো, উদার-হৃদয়া সীতার বামবাহু ঈষদ্ রোমাঞ্চিত হয়ে হঠাৎ কাঁপছে।।৫১।। হস্তিনীর শুণ্ডের মতো সুন্দর তাঁর বাম ঊরুটি কাঁপছে। যেন রাম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, এটিই সূচিত করছে।।৫২।। পাখীগুলি গাছের শাখাস্থিত নীড়ে বসে বারবার উত্তম সান্ত্বনা দিয়ে ডেকেই চলেছে। তাঁর আসন্ন সুখের কথাই যেন তারা বারবার আনন্দের সঙ্গে বলছে।।৫৩।। স্বামীর বিজয়বার্তায় আনন্দিতা হয়ে লজ্জানম্রা সীতা বললেন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করবো।।৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণপ্রযুক্তরাক্ষসীনাং ভর্ৎসনং তাড়নঞ্চাসহিত্বা বহু বিলপন্ত্যাঃ সীতায়া বেণীমবলম্ব্যোদ্বন্ধনেন প্রাণোৎসর্জনোদ্যমঃ, তদা পূর্বানুভূত-শুভ-লক্ষণানামাবির্ভাবশ্চ।

সা রাক্ষসেন্দ্রস্য বচো নিশম্য তদ্ রাবণস্য প্রিয়মপ্রিয়ার্তা।
সীতা বিতত্রাস যথা বনান্তে সিংহাভিপন্না গজরাজকন্যা।। ১

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

রাবণপ্রযুক্ত রাক্ষসীদের তিরস্কার ও তাড়না সহ্য করতে না পেরে সীতার বহু বিলাপ। বেণীকে দড়ির মতো গলায় ফাঁস লাগিয়ে সীতার আত্মহত্যার প্রয়াস। তখন পূর্বে অনুভূত শুভলক্ষণ-সমূহের আবির্ভাব।

একেই রাক্ষসীদের অপ্রিয় কথাগুলি শুনে সীতা আর্তা হয়েছিলেন, এখন আবার রক্ষোরাজ রাবণের এই অপ্রিয় বাক্য শুনে সীতা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। বনের মধ্যে গজরাজের কন্যা অর্থাৎ শিশুহস্তিনী সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হলে যেমন হয়, তেমনি অবস্থা আজ সীতার।।১।। রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা

সা রাক্ষসীমধ্যগতা চ ভীরুর্বাগ্‌ভির্ভৃশং রাবণতর্জিতা চ।
কান্তারমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা বালেব কন্যা বিললাপ সীতা।। ২
সত্যং বতেদং প্রবদন্তি লোকে নাকালমৃত্যুর্ভবতীতি সন্তঃ।
যত্রাহমেবং পরিভর্ৎস্যমানা জীবামি যস্মাৎ ক্ষণমপ্যপুণ্যা।। ৩
সুখাদ্ বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণমিদং তু নূনং হৃদয়ং স্থিরং মে।
বিদীর্যতে যন্ন সহস্রধাদ্য বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য।। ৪
নৈবাস্তি নূনং মম দোষমত্র বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য।
ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতুমলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায়।। ৫
তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ।। ৬
দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ।
বদ্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে রাজোপরোধাদিব তস্করস্য।। ৭
হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।
এষা বিপদ্যাম্যহমল্পভাগ্যা মহার্ণবে নৌরিব মূঢবাতা।। ৮
তরস্বিনৌ ধারয়তা মৃগস্য সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
নূনং বিশস্তৌ মম কারণাত্তৌ সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন।। ৯
নূনং স কালো মৃগরূপধারী মামল্পভাগ্যাং লুলুভে তদানীম্।
যত্রার্যপুত্রৌ বিসসর্জ মূঢা রামানুজং লক্ষ্মণপূর্বজঞ্চ।। ১০
হা রাম সত্যব্রত দীর্ঘবাহো হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবক্ত্র।
হা জীবলোকস্য হিতঃ প্রিয়শ্চ বধ্যাং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্।। ১১

সীতা। রাবণ তাঁকে বাক্যের দ্বারা কঠোরভাবে তর্জন করছে। ফলে বনের মধ্যে নির্জনে পরিত্যক্তা শিশুকন্যার মতো সীতা বিলাপ করতে শুরু করলেন।।২।। জগতে সাধুরা যে বলেন, অকালে কারো মৃত্যু হয় না, তা সত্যিই বটে। যাতে এইভাবে ভৎর্সিতা হয়ে আমি এখনো বেঁচে আছি। পুণ্যহীনা হয়েও এইপ্রকারে আমি ক্ষণকালও বেঁচে আছি।।৩।। মনে হচ্ছে বজ্রাহত পর্বতশিখরের চেয়েও এই হৃদয়টি কঠিন। তাই সুখবিহীন এবং বহু দুঃখে পূর্ণ এই হৃদয়টি আজ হাজার হাজার টুকরোয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।।৪।। এতোকিছুতেও প্রাণত্যাগ যে করতে পারলাম না, তারজন্য আমার কোনো দোষ নেই। এই অবাঞ্ছিতদর্শন রাবণের আমি যে বধযোগ্যা। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে বেদ মন্ত্র দিতে পারে না, তেমনি আমিও রাবণের অনুগমন করতি পারি না।।৫।। জগৎপতি রাম যথাকালে না এলে এই অনার্য রক্ষোরাজ রাবণ শাণিত-অস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয়ই আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। যেমন শল্য -চিকিৎসক প্রসূতির জীবনরক্ষার জন্য গর্ভস্থ শিশুকে ছেদন করে, আমাকেও অনুরূপভাবে ছেদন করবে।।৬।। এখন দুঃখিতা আমার অধিক দুঃখের চিন্তা হচ্ছে। দু'মাস পরে আমাকে হত্যা করার কথা। সেই দু'মাস তো সত্বর শেষ হয়ে যাবে। রাজার কারাগার হতে ভোরে চোরকে মুক্ত করে যেমন বধ করা হয়, এই বন্ধন হতে মুক্ত হলে দু'মাস পরে আমারো তো সমান অবস্থাই হবে।।৭।। হায় রাম, হায় লক্ষ্মণ, হায় মাতা সুমিত্রে, হায় রামের মাতা কৌশল্যে! তাঁদের সঙ্গে হায় আমার মায়েরা, মহাসমুদ্রে ঝড়ে বিপন্ন নৌকার মতো হতভাগিনী আমিও আজ বিপদ্‌গ্রস্তা!।।৮।। রাজপুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ—এই দু'জন হলেন শ্রেষ্ঠ সিংহের মতো বলবান। মৃগরূপ প্রাণীর রূপ ধারণ করে বিদ্যুতের মতো রাক্ষস আমার কারণেই ঐ দু'জনকে হত্যা করেছে।।৯।। নিশ্চয়ই মৃগরূপধারী কাল সেইসময় আমাকে প্রলুব্ধ করে ছিলো। তাই আমার মাননীয় শ্বশুরের পুত্র দু'জন—লক্ষ্মণের বড়ো ভাই রামকে এবং রামের ছোটোভাই লক্ষ্মণকে আমি মূঢ় হয়ে তখন ত্যাগ করেছিলাম।।১০।। হায় সত্যব্রত বীর রামচন্দ্র! পূর্ণচন্দ্রের মতো তোমার মুখ! জীবজগতের মঙ্গলের জন্য তুমি অবস্থান করছো! তুমি সর্বজনপ্রিয়! রাক্ষস আমায় হত্যা করছে! হায়, তুমি তা জানতে পারলে না!।।১১।। আমি তোমাকেই একমাত্র

অনন্যদেবত্বমিয়ং ক্ষমা চ ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চ ধর্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং কৃতং কৃতঘ্নেষ্বিব মানুষাণাম্।। ১২
মোঘো হি ধর্মশ্চরিতো মমায়ং তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।
যা ত্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা হীনা ত্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা।। ১৩
পিতুর্নির্দেশং নিয়মেন কৃত্বা বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ।। ১৪
অহং তু রাম ত্বয়ি জাতকামা চিরং বিনাশায় নিবদ্ধভাবা।
মোঘং চরিত্বাঽথ তপো ব্রতঞ্চ ত্যক্ষ্যামি ধিগ্ জীবিতমল্পভাগ্যম্।। ১৫
সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেঽস্তি কশ্চিচ্ছস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য।। ১৬
ইতীব দেবী বহুধা বিলপ্য সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।
প্রবেপমানা পরিশুষ্কবক্ত্রা নগোত্তমং পুষ্পিতমাসসাদ।।
শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্‌গ্রথনেন শীঘ্রমহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্।। ১৭
উপস্থিতা সা মৃদুসর্বগাত্রী শাখাং গৃহীত্বা চ নগস্য তস্য।।
তস্যাস্তু রামং পরিচিন্তয়ন্ত্যা রামানুজং স্বঞ্চ কুলং শুভাঙ্গ্যাঃ।। ১৮
তস্যা বিশোকানি তদা বহূনি ধৈর্যার্জিতানি প্রবরাণি লোকে।
প্রাদুর্নিমিত্তানি তদা বভূবুঃ পুরাপি সিদ্ধান্যুপলক্ষিতানি।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

দেবতাবোধে পূজা করেছি। রাবণের এতো অপরাধ ক্ষমা করেছি। ভূমিতে শয়ন করেছি। ধর্মের সকল সংযম করেছি পালন। পতিব্রতা হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে উপকার করলে যেমন তা বিফলে যায়, আমারো এই সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেলো!।।১২।। তোমার সঙ্গে মিলনে নিরাশ হয়ে আজ শুকিয়ে গেছি। হয়ে গেছি বিবর্ণা। মনে হচ্ছে, আমার এই ধর্মাচরণ ব্যর্থ হয়ে গেলো! আমার এই পাতিব্রত্য নিষ্ফল!।।১৩।। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখানে এইভাবেই মরে যাবো! ভবিষ্যতে তুমি পিতার আদেশ যথোচিতভাবে পালন করে বন হতে রাজধানীতে ফিরে যাবে। সংসারীর ধর্মপালন করবে। বনবাসব্রত পালনে কৃতার্থ হয়ে বিশাল-নয়না রমণীদের সঙ্গে নির্ভীকভাবে বিহার করবে।।১৪।। প্রাণপ্রিয় রাম, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই মিলন কামনা করি, তোমার জন্যই আমি প্রাণত্যাগ করবো—এইটি হলো আমার স্থিরসঙ্কল্প। এই ব্রত নিয়ে তপস্যা আমার ব্যর্থ হলো দেখছি। আমার এই দুর্ভাগ্যকে ধিক্। আমি এখন জীবন ত্যাগ করবো।।১৫।। বিষপান করে অথবা ধারালো অস্ত্রে শীগ্‌গির আমি জীবন বিসর্জন দেবো। কিন্তু, এই রাক্ষসের গৃহে কেইবা আমায় বিষ দেবে বা আমায় অস্ত্র এনে দেবে? *(প্রাণমন দিয়ে সর্বতোভাবে রামকে স্মরণ করে সীতাদেবী এইভাবে বহু বিলাপ করতে লাগলেন। মুখ তাঁর শুকিয়ে গেছে। শরীর তাঁর কাঁপছে। তখন তিনি ফুলে-ভরা একটি গাছকে আশ্রয় করে দাঁড়ালেন)* ।।১৬।। শোকে অত্যন্ত আর্তা হয়ে সীতা বহুরকম চিন্তা করে চুল বাঁধা বেণীটি গ্রহণ করলেন। ভাবলেন, এই বেণী গলায় বেঁধে উদ্‌বন্ধনে সত্বর আমি যমের কাছে চলে যাবো তথা মৃত্যুকে বরণ করবো।।১৭।। সকল অঙ্গ তাঁর কোমল। শুভাঙ্গী তিনি। গাছের একটি ডাল ধরে চিন্তা করতে লাগলেন রাম, রামের ভাই লক্ষ্মণ এবং নিজের বংশের কথা।।১৮।। বহু শুভসূচক ভালো লক্ষণ তখন দেখা যেতে লাগলো। সেগুলি ধৈর্যের দ্বারা অর্জিত। এবং শোক-বিনাশক। পূর্বেও মিথিলায় রামের আগমনের সময় এই ধরণের শুভ-লক্ষণ সব দেখা গিয়েছিলো।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

শুভনিমিত্তানাং কথনম্, পূর্বজ্ঞাত-লোমহর্ষলক্ষণসদৃশতয়া তেষাং লক্ষণানাং শুভত্বনির্ধারণ-পূর্বকমানন্দানুভবশ্চ।

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাং ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ।। ১
তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্মরাজ্যাবৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্।। ২
ভুজশ্চ চার্বাঞ্চিতবৃত্তপীনঃ পরার্ধকালগুরুচন্দনার্হঃ।
অনুত্তমেনাধ্যুষিতঃ প্রিয়েণ চিরেণ বামঃ সমবেপতাশু।। ৩
গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীনস্তয়োর্দ্বয়োঃ সংহতয়োস্তু জাতঃ।
প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে।। ৪
শুভং পুনর্হেমসমানবর্ণমীষদ্রজোধ্বস্তমিবাতুলাক্ষ্যাঃ।
বাসঃ স্থিতায়াঃ শিখরাগ্রদন্ত্যাঃ কিঞ্চিৎ পরিস্রংসত চারুগাত্র্যাঃ।। ৫
এতৈর্নিমিত্তৈরপরৈশ্চ সুভ্রূঃ সঞ্চোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ।
বাতাতপক্লান্তমিব প্রণষ্টং বর্ষেণ বীজং প্রতিসংজহর্ষ।। ৬
তস্যাঃ পুনর্বিম্বফলোপমোষ্ঠং স্বক্ষি-ভ্রূ-কেশান্তমরালপক্ষ্ম।
বক্ত্রং বভাসে সিত শুক্লদংষ্ট্রং রাহোর্মুখাচ্চন্দ্র ইব প্রমুক্তঃ।। ৭

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

শুভলক্ষণগুলির বর্ণনা। পূর্বের লক্ষণগুলির মতো এখনো এই লক্ষণগুলিতে
রোমাঞ্চ-সঞ্চার। ফলে তার কল্যাণকারিত্ব ও আনন্দ অনুভব।

অনিন্দিতা সীতা আজ ব্যথিতা। মন তাঁর দুঃখে পরিপূর্ণ। আনন্দ তাঁর জীবন হতে চলে গেছে। তিনি যখন উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করতে চলেছেন, তখন শুভলক্ষণগুলি শুভময়ী সীতার সেবার জন্য যেন এসে উপস্থিত হলো। লক্ষ্মীশ্রী কারো এলে, তাঁকে যেমন বহু মানুষ সেবা করতে আসে, ঠিক তেমনি।।১।। তাঁর মাথার চুল ছিলো খুবই সুন্দর। নয়নও সুন্দর। কালো এবং বাঁকা ছিলো চোখের পাতা। চোখের তারা কৃষ্ণ। এবং চারপাশ শুভ্র। বিশাল বামচোখের একপ্রান্ত তথা রক্তবর্ণ অপাঙ্গ কেঁপে উঠলো। মনে হলো যেন মাছের ঘায়ে আহত হয়ে লাল পদ্ম কাঁপছে *(উপমা এবং বর্ণনা লক্ষণীয়। পদ্ম —চোখের পাতা)* ।।২।। তাঁর বাহু ছিলো অত্যন্ত সুন্দর। সুগোল এবং মাংসল। উৎকৃষ্ট কালাগুরু এবং চন্দনে থাকতো শোভিত। যেই রামের চেয়ে তাঁর আর কোনো উত্তম প্রিয়জন ছিলেন না, সেই সর্বোত্তম প্রিয়জন রামের বালিশের কাজ করতো এই বাহু। দীর্ঘদিন পরে সেই বামবাহু আজ বেশ কাঁপছিলো।।৩।। তাঁর উরুদু'টি ছিলো পরস্পর সংহত। এবং সুগঠিত। হাতীর শুঁড়ের মতো সুপুষ্ট তাঁর বাম উরুটি কেঁপে উঠলো। রামকে সামনে উপস্থিত হতে দেখলে যে অবস্থা তাঁর হতো, যেন ঠিক তাই।।৪।। তাঁর চোখ ছিলো অতুলনীয় সুন্দর। ডালিমের বীজের অগ্রভাগের মতো ছিলো তাঁর দাঁত। সোনার বরণ কাপড় তাঁর পরনে। ধূলোয় সেটি সামান্য মলিন হয়ে গেছে। সেই সুন্দরগাত্রী সীতা যখন ঐখানে বসে কাঁপছেন, তখন কাপড়ের আঁচলটি হঠাৎ খসে পড়লো।।৫।। এইসব নানা শুভকারণে সুন্দর ভ্রূ-যুক্তা সীতা পূর্বের অদ্‌ভুত এবং ভাবী শুভফলদ্যোতক নিমিত্তগুলি দেখে আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে কোনো বীজ যদি ঝড়ে এবং তাপে বিপর্যস্ত হয়, পরে বর্ষণের জলে যেভাবে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি অবস্থা আজ সীতার।।৬।। বিম্ব তথা তেলাকুচা-ফলের মতো লাল তাঁর ওষ্ঠ। সুন্দর চোখ, ভ্রূ এবং কেশগুচ্ছ। বাঁকা ও কালো তাঁর চোখের পাতা। উজ্জ্বল শুভ্র তাঁর দন্তপংক্তি। এইসব শুভ-লক্ষণ দেখে তাঁর মুখটি রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।।৭।। শোক তাঁর অপগত।

সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্যা বদনেন শুক্লে শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন।। ৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ।

আলস্য চলে গেছে। সন্তাপ হয়ে গেছে শান্ত। আনন্দে জাগ্রত এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র সত্ত্বা। শুভ্রবদনে মহীয়সী সদাচারনিরতা সীতা আজ শোভা পাচ্ছেন। শুক্লপক্ষে চন্দ্রোদয়ে রাত্রি যেমন ঝলমল করে ওঠে, তিনিও আজ তেমনি সমুদ্‌ভাসিতা।।৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের উনত্রিংশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

প্রত্যক্ষং সকলবৃত্তান্তদর্শি-শিংশপাবৃক্ষস্থ-হনূমতা সীতায়ৈ
আশ্বাসদানাইদানয়োর্দোষগুণবিচারঃ, যথাকালং সমাশ্বাসপ্রদানং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়শ্চ।

হনুমানপি বিক্রান্তঃ সর্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ। সীতায়াস্ত্রিজটায়াশ্চ রাক্ষসীনাঞ্চ তর্জিতম্।। ১
অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে। ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ২
যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহূন্যযুতানি চ। দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে সেয়মাসাদিতা ময়া।। ৩
চারেণ তু যুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা। গূঢেন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া।। ৪
রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা। রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ।। ৫
যথা তস্যাপ্রমেয়স্য সর্বসত্ত্বদয়াবতঃ। সমাশ্বাসয়িতুং ভার্যাং পতিদর্শনকাঙ্‌ক্ষিণীম্।। ৬
অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্। অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্।। ৭
যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্। অনাশ্বাস্য গমিষ্যামি দোষবদ্ গমনং ভবেৎ।। ৮
গতে হি ময়ি তত্রেয়ং রাজপুত্রী যশস্বিনী। পরিত্রাণমপশ্যন্তী জানকী জীবিতং ত্যজেৎ।। ৯
যথা চ স মহাবাহুঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। সমাশ্বাসয়িতুং ন্যায্যঃ সীতাদর্শনলালসঃ।। ১০
নিশাচরীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাষিতম্। কথং নু খলু কর্তব্যামিদং কৃচ্ছ্রগতো হ্যহম্।। ১১
অনেন রাত্রিশেষেণ যদি নাশ্বাস্যতে ময়া। সর্বথা নাস্তি সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ১২

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

শিংশপাবৃক্ষে অবস্থানরত হনুমান প্রত্যক্ষ সকল ঘটনা দেখলেন। বর্তমানে সীতাকে তাঁর
আশ্বাসদানের দোষগুণ-বিচার। যথাসময়ে আশ্বাস দান কর্তব্য—এই বিষয়ে নির্ণয়।

সীতার বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং রাক্ষসীদের তর্জন। সবই বীর হনুমান ভালোভাবেই শুনলেন।।১।। নন্দনকাননে দেবতার মতো সীতাদেবীকে দেখে বানর হনুমান অতঃপর বহুরকমের চিন্তা করতে লাগলেন।।২।। হাজার হাজার, এমন কি বহু অযুত সংখ্যক বানর সকলদিকে যাঁর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে আমি আজ তাঁকেই দেখতে পেলাম।।৩।। প্রভু রামচন্দ্র আমাকে গুপ্তচররূপে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি গুপ্তভাবে বিচরণ করে শত্রু রাবণের শক্তি নিরীক্ষণ করলাম।।৪।। বিশেষ করে রাক্ষসদের এই পুরী ভালোভাবে দেখলাম। রক্ষোরাজ রাবণের প্রভাবও দেখলাম।।৫।। রামচন্দ্র আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সকলপ্রাণীর প্রতি দয়াশীল। তাঁরই পত্নী সীতাদেবী পতিকে দর্শন করার আকাঙ্‌ক্ষায় এখনো বেঁচে আছেন, তাঁকে আমি আশ্বাস দেবো।।৬।। আহা, সীতার মুখটি পূর্ণচন্দ্রের মতো। আগে তিনি কখনো দুঃখ দেখেন নি। আজ, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই।।৭।। শোকে আজ তিনি মূহ্যমান। এই সতী নারীকে আমি যদি আশ্বাস না দিয়ে যাই, তাতে আমার দোষ হবে।।৮।। আমি এখান হতে আশ্বাস না দিয়ে চলে গেলে উদ্ধারের কোনো উপায় না দেখে যশোমতী রাজপুত্রী সীতা প্রাণই ত্যাগ করবেন।।৯।। মহাবীর রামচন্দ্রের মুখটি পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহর। সীতার দর্শনের লালসায় তিনি উন্মুখ। আবার তাঁকেও সম্যগ্‌ভাবে আশ্বস্ত করা সমুচিত।।১০।। রাক্ষসীদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে সীতার সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়। এখন কিভাবে কর্তব্যপালন করবো? এ যে বিপদে পড়লাম।।১১।। এই রাত শেষ হবার আগে যদি আমি আশ্বাস না দিই, তাহলে নিশ্চয়ই সীতা প্রাণত্যাগ করবেন।।১২।। আর, রাম যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন,

রামস্তু যদি পৃচ্ছেন্মাং কিং মাং সীতাব্রবীদ্ বচঃ। কিমহং তং প্রতি ব্রূয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্।। ১৩
সীতাসন্দেশরহিতং মামিতস্ত্বরয়া গতম্। নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধতীব্রেণ চক্ষুষা।। ১৪
যদি বোদ্‌যোজয়িষ্যামি ভর্তারং রামকারণাৎ। ব্যর্থমাগমনং তস্য সসৈন্যস্য ভবিষ্যতি।। ১৫
অন্তরং ত্বহমাসাদ্য রাক্ষসীনামবস্থিতঃ। শনৈরাশ্বাসয়াম্যদ্য সন্তাপবহুলামিমাম্।। ১৬
অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ। বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্।। ১৭
যদি বাসং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্। রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি।। ১৮
বানরস্য বিশেষেণ কথং স্যাদভিভাষণম্। অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা।। ১৯
সেয়মালোক্য মে রূপং জানকী ভাষিতং তথা। রক্ষোভিস্ত্রাসিতা পূর্বং ভূয়স্ত্রাসমুপৈষ্যতি।। ২০
ততো জাতপরিত্রাসা শব্দং কুর্যান্মনস্বিনী। জানানা মাং বিশালাক্ষী রাবণং কামরূপিণম্।। ২১
সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ। নানাপ্রহরণো ঘোরঃ সমেয়াদন্তকোপমঃ।। ২২
ততো মাং সম্পরিক্ষিপ্য সর্বতো বিকৃতাননাঃ। বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্যুর্যত্নং মহাবলাঃ।। ২৩
তং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ স্কন্ধাংশ্চোত্তমশাখিনাম্। দৃষ্ট্বা চ পরিধাবন্তং ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ।। ২৪
মম রূপঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ। রাক্ষস্যো ভয়বিত্রস্তা ভবেয়ুর্বিকৃতস্বরাঃ।। ২৫
ততঃ কুর্যুঃ সমাহ্বানং রাক্ষস্যো রক্ষসামপি। রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্তানাং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনে।। ২৬
তে শূল-শর-নিস্ত্রিংশবিবিধায়ুধপাণয়ঃ। আপতেয়ুর্বিমর্দেঽস্মিন্ বেগেনোদ্বেগকারণাৎ।। ২৭
সংরুদ্ধস্তৈস্তু পরিতো বিধমে রাক্ষসং বলম্। শক্নুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ।। ২৮
মাং বা গৃহ্নীয়ুরাবৃত্য বহবঃ শীঘ্রকারিণঃ। স্যাদিয়ং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহনং ভবেৎ।। ২৯

সীতা আমায় কি বলেছেন? তখন এই সুন্দরীর সঙ্গে কথা না বলে আমি তাঁকে কি বলবো?।।১৩।। সীতার খবর না নিয়ে আমি যদি এখান হতে তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাহলে ককুৎস্থ-বংশধর রাম রেগে তীব্রদৃষ্টিতে আমায় ভস্মীভূত করে ফেলবেন।।১৪।। যদি রামের জন্যই প্রভু সুগ্রীবকে এখানে যুদ্ধার্থে নিয়ে আসি তাহলে স-সৈন্যে তাঁর আগমন ব্যর্থই হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে সীতা তো মারা যাবেন।।১৫।। তাই, রাক্ষসীদের মধ্যেই লুকিয়ে থেকে আমি আস্তে আস্তে সন্তপ্তা সীতাকে আশ্বাস দেবো।।১৬।। বিশেষতঃ অতি ক্ষুদ্রকায় বানর আমি। তথাপি এখন ব্যাকরণাদির দ্বারা সংস্কৃত মানুষের ভাষায় কথা বলবো *(তখন সভ্যমানুষেরা সংস্কৃতেই কথা বলতেন। সংস্কৃতের কথ্যভাষাত্বের প্রমাণ এই শ্লোক)* ।।১৭।। দ্বিজাতির মতো সংস্কৃতেই যদি আমি কথা বলি, তাহলে আমাকে রাবণ মনে করে সীতা ভীতা হয়ে পড়বেন *(রাক্ষস হলেও রাবণ সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে সংস্কৃতে কথা বলতো)* ।।১৮।। বিশেষতঃ বানর কিভাবে কথা বলতে পারে? মানুষের মতোই অর্থবহ বাক্য আমাকে অবশ্যই বলতে হবে। এই অনিন্দিতা সীতাকে আমার অন্যভাবে সান্ত্বনা দেওয়া চলবে না।।১৯।। রাক্ষসদের দ্বারা সীতা পূর্বে ত্রাসিতা হয়েছেন। এখন তিনি আমার এই বানররূপ দেখে অথচ মানুষের ভাষা শুনে আবার ভয় পেয়ে যাবেন।।২০।। আবার আমাকে কামরূপী রাবণ মনে করে মনস্বিনী বিশাল-নয়না সীতা ভয় পেয়ে চীৎকার করতে পারেন।।২১।। হঠাৎ সীতার চীৎকার শুনে যমের মতো রাক্ষসীরা নানাধরণের ভীষণ সব অস্ত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হবে *(অন্তক—যম)* ।।২২।। তারপর মহাশক্তিশালী বিকৃতমুখী সেই রাক্ষসীরা আমাকে ঘিরে ধরে ফেলার এবং পরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে।।২৩।। তখন আমি বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা অবলম্বন করে লাফিয়ে, ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করবো। আমাকে এইভাবে লাফালাফি করতে দেখে তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যাবে।।২৪।। বনে ছোটাছুটি করার সময় আমার রূপ দেখে রাক্ষসীরা ভয় পেয়ে যাবে। আর বিকট শব্দে তারা চীৎকার করতে থাকবে।।২৫।। রক্ষোরাজ রাবণের গৃহে পাহারার জন্য তার দ্বারা অনেক রাক্ষস নিযুক্ত হয়ে আছে। রাক্ষসীরা মিলে তাদের তখন ডাকবে।।২৬।। উদ্‌বেগের সঙ্গে তারা তখন শূল, বাণ, খড়্গ—প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র হাতে নিয়ে দ্রুতগতিতে এই গোলমালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।।২৭।। রাক্ষসদের দ্বারা চারদিক হতে অবরুদ্ধ হওয়ায় আমি যদি যুদ্ধ করে তখন তাদের হত্যা করি তাহলে ক্লান্তিতে আমি তো আর সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবো না।।২৮।। অথবা ক্ষিপ্রগতি এই রাক্ষসেরা ঘিরে যদি আমাকে ধরে ফেলে তাহলে সীতা আমার আসার কারণ জানতে পারবেন না, অথচ আমিও ধরা পড়ে যাবো।।২৯।। কিংবা হিংসাপ্রিয় এই রাক্ষসেরা যদি এই সীতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে রাম ও

হিংসাভিরুচয়ো হিংস্যুরিমাং বা জনকাত্মজাম্। বিপন্নং স্যাৎ ততঃ কার্যং রাম-সুগ্রীবয়োরিদম্।। ৩০
উদ্দেশে নষ্টমার্গেঽস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে। সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে গুপ্তে বসতি জানকী।। ৩১
বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভির্ময়ি সংযুগে। নাশং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্যসাধনে।। ৩২
বিমৃশংশ্চ ন পশ্যামি যো হতে ময়ি বানরঃ। শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েত মহোদধিম্।। ৩৩
কামং হন্তুং সমর্থোঽস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্। ন তু শক্যাম্যহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ।। ৩৪
অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে। কশ্চ নিঃসংশয়ং কার্যং কুর্যাৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্।। ৩৫
এষ দোষো মহান্ হি স্যান্মম সীতাভিভাষণে। প্রাণত্যাগশ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে।। ৩৬
ভূতাশ্চার্থা বিরুদ্ধন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ। বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।। ৩৭
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে। ঘাতয়ন্তি হি কার্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।। ৩৮
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম। লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ।। ৩৯
কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ান্নোদ্বিজেত চ। ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংশ্চকার মতিমান্ মতিম্।। ৪০
রামমক্লিষ্টকর্মাণং সুবন্ধুমনুকীর্তয়ন্। নৈনামুদ্বেজয়িষ্যামি তদ্বন্ধুগতচেতনাম্।। ৪১
ইক্ষ্বাকূণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ। শুভানি ধর্মযুক্তানি বচনানি সমর্পয়ন্।। ৪২
শ্রাবয়িষ্যামি সর্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্। শ্রদ্ধাস্যতি সীতা তথা সর্বং সমাদধে।। ৪৩
ইতি স বহুবিধং মহাপ্রভাবো জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।
মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং দ্রুমবিটপান্তরমাস্থিতো হনুমান্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সুগ্রীবের এই সীতা-উদ্ধার কাজ তো ব্যাহত হবে।।৩০।। জানকী আজ এমন একটি স্থানে বাস করছেন, যেখানে পথ নেই, রাক্ষসেরা ঘিরে রেখেছে, যেটি সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং গোপন স্থান।।৩১।। যুদ্ধে রাক্ষসেরা যদি আমাকে হত্যা করে বা আটকে রাখে, তাহলে রামের কার্যসাধনের জন্য আর কোনো সহায় তো দেখতে পাচ্ছি না।।৩২।। আমি যদি নিহত হই, তাহলে শতযোজনবিস্তৃত এই মহাসমুদ্র পার হয়ে আসতে পারে এমন আর কোনো বানর তো দেখতে পাচ্ছি না।।৩৩।। ধরে নিচ্ছি আমি হাজার রাক্ষসকে হত্যা করতে পারবো। কিন্তু তারপর ক্লান্তদেহে এই বিরাট মহাসমুদ্রকে তো আমি অতিক্রম করতে পারবো না।।৩৪।। যুদ্ধে জয় হবে বা পরাজয়, তার ঠিক নেই। এই সংশয় আমার ভালো লাগে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিঃসন্দিগ্ধ কাজকে সংশয়যুক্ত করে থাকে?।।৩৫।। সীতার সঙ্গে আমি কথা বললে ভীষণ এইসব দোষ ঘটে যেতে পারে। আর না বললেও সীতার হবে মৃত্যু।।৩৬।। সূর্যোদয়ে যদি অন্ধকার আসে তাহলে সব ছারখার হয়ে যায়। তেমনি দূত যদি দেশকালের বিরোধিতা করে কাজ করে, তাহলে সিদ্ধির মুখেও কার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে যায় *(তাই দূতকে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে)* ।।৩৭।। সে সকল দূত নিজেদের খুব পণ্ডিত মনে করে, কিসে ভালো হবে কিসে অনর্থ হবে—এই নিশ্চিত বুদ্ধি তারা হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা কার্যহানিই করে থাকে।।৩৮।। এখন চিন্তনীয় হচ্ছে যে কি করে কার্যহানি না হয়ে কার্য সফল হবে, আমার মনের বৈকল্য দূর হবে, কি করলেই বা আমার সমুদ্র-লঙ্ঘন ব্যর্থ হবে না।।৩৯।। আর কিভাবেই সীতাদেবী আমার বাক্য শুনবেন, অথচ উদ্‌বিগ্না হবেন না—এইসব কথা চিন্তা করতে করতে বুদ্ধিমান হনুমান মতিস্থির করে ফেললেন *(সংকটে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তগ্রহণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ)*।।৪০।। অক্লিষ্টকর্মা সুবন্ধু রামের গুণাবলী কীর্তন করে সেই পরমবন্ধু রামের প্রতি তদ্‌গতচিত্তা সীতার যাতে উদ্‌বেগ না জন্মায়, তাই আমি করবো *(রাম এখানে সীতার বন্ধু। বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ)* ।।৪১।। ইক্ষ্বাকুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আত্মজ্ঞ রামের সম্বন্ধে ধর্মযুক্ত শুভবাক্যগুলি আমি শোনাবো।।৪২।। সীতা যাতে শ্রদ্ধাসম্পন্না হন সেই চেষ্টাই আমি করবো মধুর সব বাক্য শুনিয়ে।।৪৩।। মহাপ্রভাবী হনুমান জগৎপতি রামচন্দ্রের ধর্মপত্নী সীতাকে দেখে গাছের শাখার আড়ালে লুকিয়ে থেকে মধুর অথচ সত্য এই বাক্যগুলি বললেন।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শিংশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমতা মনুষ্যবাক্যমবলম্ব্য রামচন্দ্রস্য জন্মনঃ স্বীয়সীতাদর্শনপর্যন্তং সঙ্ঘটিতস্য বৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, তচ্ছ্রুত্বা সীতাদেব্যাঃ সহর্ষং চতুর্দিক্ষু দৃষ্টিনিক্ষেপঃ, শিংশপাবৃক্ষস্থিত-হনূমদ্দর্শনঞ্চ।

এবং বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়িত্বা মহামতিঃ। সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা ব্যাজহার হ।। ১
রাজা দশরথো নাম রথ-কুঞ্জর-বাজিমান্। পুণ্যশীলো মহাকীর্তিরিক্ষ্বাকূণাং মহাযশাঃ।। ২
রাজর্ষীণাং গুণশ্রেষ্ঠস্তপসা চর্ষিভিঃ সমঃ। চক্রবর্তিকুলে জাতঃ পুরন্দরসমো বলে।। ৩
অহিংসারতিরক্ষুদ্রো ঘৃণী সত্যপরাক্রমঃ। মুখ্যস্যেক্ষ্বাকুবংশস্য লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মিবর্ধনঃ।। ৪
পার্থিবব্যঞ্জনৈর্যুক্তঃ পৃথুশ্রীঃ পার্থিবর্ষভঃ। পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বিশ্রুতঃ সুখদঃ সুখী।। ৫
তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাধিপনিভাননঃ। রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্।। ৬
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা। রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।। ৭
তস্য সত্যাভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাৎ পিতুঃ। সভার্যঃ সহ চ ভ্রাত্রা বীরঃ প্রব্রজিতো বনম্।। ৮
তেন তত্র মহারণ্যে মৃগয়াং পরিধাবতা। রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ।। ৯
জনস্থানবধং শ্রুত্বা নিহতৌ খর-দূষণৌ। ততস্ত্বমর্ষাপহৃতা জানকী রাবণেন তু।। ১০
বঞ্চয়িত্বা বনে রামং মৃগরূপেণ মায়য়া। স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিন্দিতাম্।। ১১
আসসাদ বনে মিত্রং সুগ্রীবং নাম বানরম্। ততঃ স বালিনং হত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ১২

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

শিংশপাবৃক্ষে বসে মানুষের ভাষায় রামচন্দ্রের জন্ম হতে সীতাদর্শন পর্যন্ত ঘটনাবলী হনুমানের দ্বারা বর্ণনা। তা শুনে আনন্দে সীতাদেবীর চারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ। শিংশপাবৃক্ষে হনুমানের দর্শন।

মহামতি হনুমান এইভাবে নানারকমের চিন্তা করলেন। তারপর, সীতা যাতে শুনতে পান এইভাবে মন্থরবাক্যে বলতে লাগলেন।। ১ ।। দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিলো অনেক রথ, হস্তী এবং অশ্ব। পুণ্যচরিত্র এই রাজার বহু কীর্তি এবং প্রভূত খ্যাতিও ছিলো।।২।। গুণে তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তপস্যায় ছিলেন ঋষিদের সমান। রাজাদের মধ্যে যাঁরা চক্রবর্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তাঁদেরই বংশে তিনি জন্মেছিলেন। শক্তিতে তিনি ছিলেন ইন্দ্রের মতো।।৩।। তিনি ছিলেন অহিংস। অনাসক্ত। উদার। দয়াশীল। সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী। ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান ব্যক্তি। শ্রীসম্পন্ন এবং শ্রীবর্ধনকারী *(অহিংস + অরতিঃ + অক্ষুদ্র)* ।।৪।। তিনি ছিলেন রাজার লক্ষণযুক্ত। বিপুলসংখ্যক স্ত্রী তাঁর ছিলো। রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত পৃথিবীতে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত। অপরকে তিনি সুখদান করতেন। নিজেও ছিলেন সুখী।।৫।। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিলো রাম। চাঁদের মতো মুখ তাঁর। সর্ববিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। আবার তিনি ধনুর্ধর বীরদের মধ্যেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ।।৬।। নিজের ক্ষাত্রচরিত্র তিনি সর্বত্র রক্ষা করে চলতেন। স্বজনদেরকে করতেন প্রতিপালন। জীবজগৎ এবং ধর্মরক্ষায় তিনি ছিলেন ধৃতব্রত। শত্রুদের কাছে তিনি ছিলেন কঠোর *(বৃত্ত — চরিত্র। পর— শত্রু)* ।।৭।। সত্যরক্ষায় ব্রতী বৃদ্ধ পিতার কথায় পত্নী এবং ভ্রাতাকে নিয়ে সেই বীর বনে চলে গিয়েছিলেন।।৮।। গভীর অরণ্যে তিনি মৃগয়ার জন্য ছোটাছুটির মধ্যে ইচ্ছামতো রূপধারী বহু রাক্ষসকে হত্যা করেছিলেন।।৯।। জনস্থানে খর এবং দূষণ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ রেগে গিয়ে জানকীকে হরণ করেছিলো।।১০।। ছল করে মৃগের রূপ-ধারণ করে যে রামকে বঞ্চনা করেছিলো। তারপর রাম অনিন্দিতা দেবী সীতাকে সন্ধান করতে লাগলেন।।১১।। সেই সময় বনে সুগ্রীব-নামক এক বানরকে তিনি বন্ধুরূপে পেলেন। শত্রুপুরজয়ী রাম তারপর বালিকে হত্যা করলেন।।১২।।

আযচ্ছৎ কপিরাজ্যং তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে। সুগ্রীবেণাভিসন্দিষ্টা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।। ১৩
দিক্ষু সর্বাসু তাং দেবীং বিচিন্বন্তঃ সহস্রশঃ। অহং সম্পাতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্।। ১৪
তস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ প্লুতঃ। যথারূপাং যথাবর্ণাং যথালক্ষ্মবতীঞ্চ তাম্।। ১৫
অশ্রৌষং রাঘবস্যাহং সেয়মাসাদিতা ময়া। বিররামৈবমুক্ত্বা স বাচং বানরপুঙ্গবঃ।। ১৬
জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা। ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্বৈক্ষতঃ।। ১৭
নিশম্য সীতা বচনং কপেশ্চ দিশশ্চ সর্বাঃ প্রদিশশ্চ বীক্ষ্য।
স্বয়ং প্রহর্ষং পরমং জগাম সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।। ১৮
সা তির্যগূর্ধ্বঞ্চ তথা হ্যধস্তান্নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্।
দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং বাতাত্মজং সূর্যমিবোদয়স্থম্।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

মহাপ্রাণ সুগ্রীবকে সেই বানর-রাজ্য তিনি দান করলেন। সুগ্রীব বানরদের আদেশ দিলেন সীতার সন্ধানের জন্য। তারা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো।।১৩।। হাজার হাজার বানর সবদিকে সীতাকে সন্ধান করতে লাগলেন। সম্পাতির বচনে আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করেছি।।১৪।। সেই বিশাল-নয়না সীতার জন্য অতি দ্রুতগতিতে আমি লাফিয়ে সমুদ্র পার হয়ে এসেছি। পেয়েছি সেইরকম রূপ, রঙ এবং চিহ্ন-সহ আপনাকে।।১৫।। আমি রামচন্দ্রের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম, ঠিক সেইরকমই পেয়ে গেলাম। এইরকম কথা বলে সেই বানরশ্রেষ্ঠ থেমে গেলেন।।১৬।। সীতা সেই কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সুকেশী সীতার মুখটি ছিলো এলো -কোঁকড়ানো চুলে ঢাকা। ভয়ে ভয়ে মুখটি তুলে তিনি শিংশপা বৃক্ষটিকে দেখতে লাগলেন।।১৭।। সীতাদেবী বানরের কথা শুনে সকল দিকে চোখ মেলে তাকাতে লাগলেন। সর্বতোভাবে রামকে স্মরণ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করলেন।।১৮।। তিনি ওপরে, নীচে, পাশে ভালো করে লাগলেন দেখতে। তখন তিনি উদয়াচলে অবস্থিত সূর্যের মতো বৃক্ষশীর্ষে অবস্থিত হনুমানকে দেখতে পেলেন। এই বানরের বুদ্ধি ছিলো অচিন্তনীয়। বানরদের অধিপতি সুগ্রীবের অমাত্য ছিলেন এই হনুমান।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়াঃ স্বচিন্তায়াং তর্ক-বিতর্কম্

ততঃ শাখান্তরে লীনং দৃষ্ট্বা চলিতমানসা। বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্।। ১
সা দদর্শ কপিং তত্র প্রশ্রিতং প্রিয়বাদিনম্। ফুল্লাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্।। ২
সাথ দৃষ্ট্বা হরিশ্রেষ্ঠং বিনীতবদবস্থিতম্। মৈথিলী চিন্তয়ামাস বিস্ময়ং পরমং গতা।। ৩

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

সীতার স্বীয় চিন্তার উপর তর্ক-বিতর্ক

বিহ্বলচিত্তা সীতা। হনুমানকে দেখলেন। গাছের ডালার আড়ালে লুকিয়ে আছেন হনুমান। শুভ্রবসন তাঁর পরনে। বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো পিঙ্গল তাঁর বর্ণ।।১।। মধুর এবং প্রিয়ভাষী বানরকে তিনি দেখলেন। বিকশিত অশোক পুষ্পের গুচ্ছের মতো তাঁর বর্ণ। তপ্ত সোনার মতো তাঁর উজ্জ্বল চোখ *(চামীকর—স্বর্ণ)* ।।২।। এই অবস্থায় বানরশ্রেষ্ঠকে দেখে সীতা অত্যন্ত বিস্মিতা হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।।৩।। অহো, সহজে দেখা মেলে না এই বানরের। ভয়ঙ্কর তার রূপ। সহজে তাকানো যায়

অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম্। দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা।। ৪
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা। রাম রামেতি দুঃখার্তা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী।। ৫
রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী। সাথ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনীতবদুপাগতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস স্বপ্নোঽয়মিতি ভামিনী।। ৬
সা বীক্ষমাণা পৃথুভুগ্নবক্ত্রং শাখামৃগেন্দ্রস্য যথোক্তকারম্।
দদর্শ পিঙ্গপ্রবরং মহার্হং বাতাত্মজং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।। ৭
সা তং সমীক্ষ্যৈব ভৃশং বিপন্না গতাসুকল্পেব বভূব সীতা।
চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা।। ৮
স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্য দৃষ্টঃ শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।
স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায় তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ।। ৯
স্বপ্নো হি নায়ং নহি মেঽস্তি নিদ্রা শোকেন দুঃখেন চ পীডিতায়াঃ।
সুখং হি মে নাস্তি যতো বিহীনা তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমাননেন।। ১০
রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব।
তস্যানুরূপঞ্চ কথাং তদর্থামেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি।। ১১
অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন সম্পীডিতা তদ্গতসর্বভাবা।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তমেব তথৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি।। ১২
মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।
কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ং মাম্।। ১৩
নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে সবজ্রিণে স্বয়ম্ভুবে চৈব হুতাশনায়।
অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা।। ১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

না। ঐ রূপ দেখে সীতা আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।।৪।। ভয়ে বিহ্বল হয়ে "হা-রাম, হা-লক্ষ্মণ" —বলে সুন্দরী সতী সীতা দুঃখে আর্তা হয়ে হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন।।৫।। তিনি দেখলেন কপিবর হনুমান বিনীতভাবে কাছে আসছেন। যুবতী সীতা ভাবলেন, এ কি স্বপ্ন?।।৬।। তিনি দেখলেন ঐ বানরের মুখটি বিশাল। ও বাঁকানো। দীপশিখার মতো উজ্জ্বল তাঁর দেহ। পবনপুত্র এই হনুমান বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং অত্যন্ত পূজনীয় *(পিঙ্গ—দীপশিখা)* ।।৭।। তাঁকে দেখেই সীতা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়লেন। যেন তাঁর প্রাণ যায় যায়। অনেকক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে সেই বিশাল-নয়না সীতা বিশেষ করে চিন্তা করতে লাগলেন।।৮।। আজ স্বপ্নে এই বানরকে দেখলাম। শাস্ত্ররাজির জ্ঞানে বানর নিন্দিত। দেখলে অমঙ্গল ঘটতে পারে। আজ রাম, লক্ষ্মণ এবং আমার পিতা রাজা জনকের কল্যাণ হোক।।৯।। শোকে দুঃখে আমি পীড়িতা। নিদ্রা তো আমার নেই। তাহলে এটি তো স্বপ্ন হতে পারে না। আর সেই পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ যাঁর, সেই রাম ছাড়া সুখ তো আমার নেই।।১০।। রাম নাম সর্বদাই মনে মনে চিন্তা করছি। আবার সেই নাম উচ্চারণও করছি। তাঁর রূপ যেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, কথাও শুনছি।।১১।। আমি আজ সর্বতোভাবে তাঁরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য কামদেবের দ্বারা পীড়িত হচ্ছি। তাঁকেই যেন দেখতে পাচ্ছি। তাঁর কথাও যেন শুনতে পাচ্ছি।।১২।। অভিলাষবশতঃ আমি তাঁকে চিন্তা করছি। বুদ্ধি দিয়ে করছি বিচারও। কিন্তু তাতে তো রূপ দেখা যায় না। কিন্তু এই হনুমান তাঁর *(রামের)* রূপ যেন কথার মাধ্যমে আমার সামনে সুব্যক্তরূপে তুলে ধরছে।।১৩।। বৃহস্পতি, বজ্রধারী ইন্দ্র, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ও অগ্নিদেবকে আমি প্রণাম করছি। এই বনবাসী বানর আমার সামনে যা বললো, তার যেন অন্যথা না হয়, সব যেন সত্য হয়।।১৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতাসমীপে আত্মপরিচয়ং দত্ত্বা হনূমতা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য বনগমনবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্।

সোঽবতীর্য দ্রুমাৎ তস্মাদ্ বিদ্রুমপ্রতিমাননঃ। বিনীতবেষঃ কৃপণঃ প্রণিপত্যোপসৃত্য চ।। ১
তামব্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় সীতাং মধুরয়া গিরা।। ২
কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি। দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতা।। ৩
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্। পুণ্ডরীক-পলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্।। ৪
সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগ-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্। যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে।। ৫
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে। বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে।। ৬
কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ। রোহিণী জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা সর্বগুণাধিকা।। ৭
কোপাদ্ বা যদি বা মোহাদ্ভর্তারমসিতেক্ষণে। বসিষ্ঠং কোপয়িত্বা ত্বাং বাসি কল্যাণ্যরুন্ধতী।। ৮
কো নু পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভর্তা বা তে সুমধ্যমে। অস্মাঁল্লোকাদমুং লোকং গতং ত্বমনুশোচসি।। ৯
রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি। ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ।। ১০
ব্যঞ্জনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে। মহিষী ভূমিপানস্য রাজকন্যা চ মে মতা।। ১১
রাবণেন জনস্থানাদ্ বলাৎ প্রমথিতা যদি। সীতা ত্বমসি ভদ্রং তে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।। ১২
যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপং চাপ্যতিমানুষম্। তপসা চান্বিতো বেষস্ত্বং রামমহিষী ধ্রুবম্।। ১৩
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্তনহর্ষিতা। উবাচ বাক্যং বৈদেহী হনুমন্তং দ্রুমাশ্রিতম্।। ১৪
পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাত্মনঃ। স্নুষা দশরথস্যাহং শত্রুসৈন্যপ্রণাশিনঃ।। ১৫

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

সীতার কাছে হনুমানের আত্মপরিচয় দান। সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামের বনগমন বৃত্তান্ত বর্ণন।

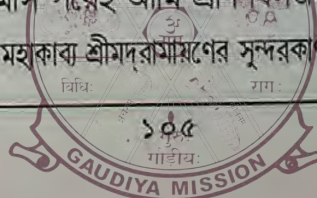
হনুমান সেই শিংশপাবৃক্ষ হতে নেমে এলেন। প্রবালের মতো উজ্জ্বল তাঁর মুখমণ্ডল। অতি বিনীত তাঁর বেশ। দয়ার্দ্র তাঁর হৃদয়। প্রণাম করে সীতার কাছে এগিয়ে এলেন।। ১ ।। পবনপুত্র হনুমান মহাতেজস্বী। তিনি মাথার ওপর হাত জোড় করে মধুরবাক্যে সীতাকে বললেন— ।।২ ।। মা, আপনি কে? পদ্মের পাপড়ির মতো আপনার চোখ। পরে আছেন একটি মলিন পট্টবস্ত্র। অনিন্দিতা আপনি। তরুশাখা আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছেন।।৩।। পদ্মের পাপড়ি হতে যেমন জল ঝরে পড়ে, তেমনি আপনার দু'টি চোখ হতে শোকের অশ্রু কেন গড়িয়ে পড়ছে?।।৪ ।। হে দেবি, দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ বা কিন্নরদের কি কেউ আপনি?।।৫।। হে সুন্দরমুখি, রুদ্র বা মরুদ্‌গণের কি কেউ আপনি? আপনি বসুদেরই বা কেউ কি হন? হে সুন্দরি, আপনাকে দেবতা বলেই আমার মনে হচ্ছে।।৬।। জ্যোতিষ্ক -দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী গুণ রয়েছে রোহিণীর। রোহিণীই শ্রেষ্ঠা। স্বর্গ হতে খসে-পড়া, চন্দ্র হতে বিযুক্তা সেই রোহিণী কি আপনি?।।৭।। হে সুন্দর-নয়নে, আপনিই কি কল্যাণী অরুন্ধতী? নিজে ক্রুদ্ধ হয়ে মোহবশতঃ পতি মহর্ষি বশিষ্ঠকেও ক্রুদ্ধ করে এখানে চলে এসেছেন?।।৮।। হে সুন্দরি, আপনার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা বা পতিদেবতা কেউ কি এই মর্ত্যলোক হতে ঐ স্বর্গলোকে চলে গেছেন? যার জন্য আপনি এইভাবে অনুশোচনা করছেন?।।৯।। আপনি কাঁদছেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন, ভূলোকেই অবস্থান করছেন। রাজচিহ্নও রয়েছে আপনার অবয়বে। তাই আপনাকে স্বর্গের দেবী বলে আমি মনে করতে পারছি না।।১০।। আপনার যেসব চিহ্ন দেখছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে আপনি রাজকন্যা। এবং কোনো রাজার মহিষীও।।১১।। রাবণের দ্বারা জনস্থান থেকে বলপূর্বক আনীতা দেবী সীতা যদি আপনি হন, তাহলে আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করছি। আপনি আমায় উত্তর দিন।।১২।। আপনার নম্রতা, অলৌকিক রূপ এবং তপস্বিনীর বেশ দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী।।১৩।। তাঁর সেইসব বাক্য শুনে, রাম নাম শুনে সীতা আনন্দিতা হলেন। তখন বিদেহ -রাজদুহিতা সীতা গাছে আশ্রয় নেওয়া হনুমানকে বললেন—।।১৪।। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে মুখ্য হলেন রাজা দশরথ। তিনি যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ তেমনি শত্রুসৈন্যদের বিনাশকারী। তাঁরই পুত্রবধূ আমি।।১৫।। বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের আমি কন্যা। ধীমান শ্রীরামের আমি ধর্মপত্নী। সীতা নামে

দুহিতা জনকস্যাহং বৈদেহস্য মহাত্মনঃ। সীতেতি নাম্না চোক্তাহং ভার্যা রামস্য ধীমতঃ।। ১৬
সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবশনে। ভুঞ্জানা মনুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী।। ১৭
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্। অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে।। ১৮
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে। কৈকেয়ী নাম ভর্তারমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৯
ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রত্যহং মম ভোজনম্। এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে।। ২০
যত্তদুক্তং ত্বয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম। তচ্চেন্ন বিতথং কার্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।। ২১
স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্। মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ ক্রূরমপ্রিয়ম্।। ২২
ততস্তং স্থবিরো রাজা সত্যধর্মে ব্যবস্থিতঃ। জ্যেষ্ঠং যশস্বিনং পুত্রং রুদন্ রাজ্যমযাচত।। ২৩
স পিতুর্বচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্। মনসা পূর্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্।। ২৪
দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্নচানৃতম্। অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ২৫
স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ। বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ।। ২৬
সাহং তস্যাগ্রতস্তূর্ণং প্রস্থিতা বনচারিণী। নহি মে তেন হীনায়া বাসঃ স্বর্গেঽপি রোচতে।। ২৭
প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ। পূর্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশচীরৈরলঙ্কৃতঃ।। ২৮
তে বয়ং ভর্তুরাদেশং বহুমান্য দৃঢ়ব্রতাঃ। প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাদৃষ্টং বনং গম্ভীরদর্শনম্।। ২৯
বসতো দণ্ডকারণ্যে তস্যাহমমিতৌজসঃ। রাক্ষসাপহৃতা ভার্যা রাবণেন দুরাত্মনা।। ৩০
দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ। ঊর্ধ্বং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

আমায় সবাই ডাকেন।।১৬।। পতি রামচন্দ্রের গৃহে আমি বারোটি বৎসর মানুষের যা যা ভোগ্য সব ভোগ করেছি। সকল কামনা আমার সেখানে পূর্ণ হয়েছে *(বোঝা যাচ্ছে সীতার বিবাহের ১২ বছর পরে রামের বনগমন)*।।১৭।। তারপর ত্রয়োদশ বর্ষে কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিয়ে রাজা দশরথ ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক সন্তান রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে অগ্রসর হলেন।।১৮।। রামচন্দ্রের সেই অভিষেকের যখন আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে রাণী কৈকেয়ী তখন রাজা দশরথকে বললেন—।।১৯।। রামকে যদি অভিষিক্ত করা হয়, তাহলে আমি পান করবো না। প্রত্যহ ভোজন করবো না। এইভাবেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।।২০।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, প্রীতিবশতঃ আপনি যে কথা বলেছিলেন, সেটা যদি আপনি মিথ্যা করতে না চান, তাহলে রাম বনেই চলে যাক।।২১।। সেই রাজা বাক্যে যা বলতেন, তা সত্য করতে চাইতেন। তিনি সেই কথা স্মরণ করে, আর কৈকেয়ীর রূঢ় অপ্রিয় বাক্য শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।।২২।। তখন সেই স্থবির রাজা সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে কাঁদতে কাঁদতে যশস্বী জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে রাজ্যটি ফিরে চাইলেন।।২৩।। শ্রীমান রামচন্দ্র অভিষেকের পূর্বে পিতার বাক্য যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন অভিষেকের পরেও সেইভাবেই তাঁর বাক্য বরণ করে নিলেন।।২৪।। সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী রাম দিয়েই থাকেন, কিছুই গ্রহণ করেন না। সত্যই বলে থাকেন। প্রাণের জন্যও মিথ্যা কথা বলেন না।।২৫।। সেই অত্যন্ত খ্যাতিমান রামচন্দ্র মহামূল্যবান উত্তরীয় পরিত্যাগ করে রাজ্যও ত্যাগ করতে মনঃস্থ করে আমাকে তাঁর মায়ের কাছে থাকতে আদেশ দিলেন।।২৬।। তাঁর সামনেই সত্বর আমি তাঁর বনগমনের সহচারিণী হয়ে প্রস্থান করলাম। তাঁকে ছেড়ে স্বর্গেও আমার বাস করায় রুচি নেই।।২৭।। মিত্রদের আনন্দবর্ধক মহাত্মা লক্ষ্মণ দাদার অনুগমনের জন্য আগেই কুশ এবং জীর্ণ খাটো কাপড় পরে তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন *(চীর—জীর্ণ ক্ষুদ্র বস্ত্র। তপস্যাকালে বিলাস ত্যাগ করতে হয় বলে এই ধরণের ছোটো কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করা হয়)*।।২৮।। আমরা তিনজন মহারাজের আদেশকে সম্মান দিয়ে কঠোরব্রত অবলম্বন করে, যে গভীর বন আমরা আগে দেখি নি, সেই গভীরবনে প্রবেশ করলাম।।২৯।। অমিতবিক্রম রামের সহধর্মিণী আমি দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলাম। তখন দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ আমাকে অপহরণ করে।।৩০।। রাবণ দু'মাস কাল আমাকে বেঁচে থাকার অনুগ্রহ করেছে *(সেই দু'মাসের মধ্যে সে আমায় তার বশীভূতা হবার কালনির্ধারণ করেছে)*। আমি তো তার হবো না। তাই দু'মাস পরেই আমি প্রাণ বিসর্জন দেবো।।৩১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

হনূমন্তং প্রতি সীতায়াঃ সন্দেহঃ, তৎসমাধানঞ্চ। হনূমতা শ্রীরামচন্দ্রস্য গুণসমূহানাং কীর্তনম্।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ। দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতায়াঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ ।। ১
অহং রামস্য সন্দেশাদ্দেবি দূতস্তবাগতঃ। বৈদেহী কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ ।। ২
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ। স ত্বাং দাশরথি রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ ।। ৩
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা ভর্তুস্তেঽনুচরঃ প্রিয়ঃ। কৃতবাঞ্ছোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেঽভিবাদনম্ ।। ৪
সা তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নর-সিংহয়োঃ। প্রতি সংহৃষ্টসর্বাঙ্গী হনূমন্তমথাব্রবীৎ ।। ৫
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা। এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ।। ৬
তয়োঃ সমাগমে তস্মিন্ প্রীতিরুৎপাদিতাদ্ভুতা। পরস্পরেণ চালাপং বিশ্বস্তৌ তৌ প্রচক্রতুঃ ।। ৭
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। সীতায়াঃ শোকতপ্তায়াঃ সমীপমুপচক্রমে ।। ৮
যথা যথা সমীপং স হনূরানুপসর্পতি। তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে ।। ৯
অহো ধিগ্ ধিক্ কৃতমিদং কথিতং হি যদস্য মে। রূপান্তরমুগম্য স এবায়ং হি রাবণঃ ।। ১০
তামশোকস্য শাখাং তু বিমুক্ত্বা শোককর্ষিতা। তস্যামেবানবদ্যাঙ্গী ধরণ্যাং সমুপাবিশৎ ।। ১১
অবন্দত মহাবাহুস্ততস্তাং জনকাত্মজাম্। সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত ।। ১২
তং দৃষ্ট্বা বন্দমানঞ্চ সীতা শশিনিভাননা। অব্রবীদ্ দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য বানরং মধুরস্বরা ।। ১৩
মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্। উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্ ।। ১৪

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

হনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ। তার সমাধান। হনুমানের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলীর কীর্তন।

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সীতার সেই বাক্য সব শুনলেন। তাঁকে দুঃখে অভিভূত দেখে হনুমানও দুঃখিত। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য উত্তরে বললেন– ।।১।। হে দেবি, আমি রামের সংবাদ নিয়ে তাঁরই দূতরূপে আপনার কাছে এসেছি। হে বিদেহরাজনন্দিনি, সেই রামচন্দ্র কুশলেই আছেন। তিনি আপনারও কুশল জানতে চান।।২।। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে এবং বেদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। বেদজ্ঞদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। হে দেবি, দশরথনন্দন রাম আপনার কুশল জিজ্ঞেস করেছেন।।৩।। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ আপনার পতির অনুগামী। এবং প্রিয়। শোকসন্তপ্ত হয়ে তিনি মস্তক অনবত করে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।।৪।। এই নরশ্রেষ্ঠ দু'জনের কুশল শুনে সীতাদেবীর সব অঙ্গ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তখন তিনি হনুমানকে বলতে লাগলেন– ।।৫।। লৌকিক প্রবাদ আছে যে, বেঁচে থাকতে পারলে শতবর্ষ পরেও আনন্দ লাভ করা যায়। আজ আমার কাছে এই প্রবাদ কল্যাণকর বলেই মনে হচ্ছে।।৬।। সীতা ও হনুমান–দু'জনের সেই সম্মিলনে তাঁরা দু'জনেই অদ্ভুত প্রসন্নতা লাভ করলেন। তাঁরা উভয়েই বিশ্বাসের সঙ্গে পরস্পর কথাবার্তা বলতে লাগলেন।।৭।। পবনপুত্র হনুমান তাঁর সেই কথা শুনে শোকসন্তপ্তা সীতার কাছে এগিয়ে গেলেন।।৮।। হনুমান যতোই কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন, সীতা তাঁকে ততোই রাবণ ভেবে ভয় পেতে লাগলেন।।৯।। অহো, আমায় ধিক্। আমি একে আমার মনের কথা সব বলে ফেললাম! অন্যরূপ ধরে সেই রাবণই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।।১০।। সীতার অঙ্গগুলি ছিলো অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু এখন তিনি শোকে দীনা। এতোক্ষণ অশোকগাছের একটি শাখা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন ভয়ে সেই শাখা ছেড়ে দিয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন।।১১।। তখন মহাবীর হনুমান তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি ভয়ে সন্ত্রস্তা হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে পারলেন না।।১২।। বানরকে বারবার প্রণাম করতে দেখে চন্দ্রের মতো সুন্দরমুখী সীতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মধুরস্বরে বলতে লাগলেন– ।।১৩।। তুমি যদি প্রকৃতই মায়াবী রাবণ হয়ে ছল করে এই বানরদেহে প্রবেশ করে আমার সন্তাপ উৎপাদন করো, তাহলে তোমার ভালো হবে না।।১৪।। জনস্থানে আমি দেখেছিলাম, তুমি নিজের রূপ ত্যাগ করে পরিব্রাজকের রূপ ধারণ

স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিব্রাজকরূপবান্। জনস্থানে ময়া দৃষ্টস্ত্বং স এব হি রাবণঃ।। ১৫
উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর। সন্তাপয়সি মাং ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্।। ১৬
অথবা নৈতদেবং হি যন্ময়া পরিশঙ্কিতম্। মনসো হি মম প্রীতিরুৎপন্না তব দর্শনাৎ।। ১৭
যদি রামস্য দূতস্ত্বমাগতো ভদ্রমস্তু তে। পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে।। ১৮
গুণান্ রামস্য কথয় প্রিয়স্য মম বানর। চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ।। ১৯
অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেব চিরাহৃতা। প্রেষিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকসম্।। ২০
স্বপ্নেঽপি যদ্যহং বীরং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্। পশ্যেয়ং নাবসীদেয়ং স্বপ্নোঽপি মম মৎসরী।। ২১
নাহং স্বপ্নমিমং মন্যে স্বপ্নে দৃষ্ট্বা হি বানরম্। ন শক্যোঽভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ো মম।। ২২
কিং নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্ বাতগতিস্ত্বিয়ম্। উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদয়ং মৃগতৃষ্ণিকা।। ২৩
অথবা নায়মুন্মাদো মোহোঽপ্যুন্মাদলক্ষণঃ। সম্বুধ্যে চাহমাত্মানমিমং চাপি বনৌকসম্।। ২৪
ইত্যেবং বহুধা সীতা সম্প্রধার্য বলাবলম্। রক্ষসাং কামরূপত্বান্মেনে তং রাক্ষসাধিপম্।। ২৫
এতাং বুদ্ধিং তদা কৃত্বা সীতা সা তনুমধ্যমা। ন প্রতিব্যাজহারাথ বানরং জনকাত্মজা।। ২৬
সীতায়া নিশ্চিতং বুধ্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ। শ্রোত্রানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্।। ২৭
আদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা। রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবো বৈশ্রবণো যথা।। ২৮
বিক্রমেণোপপন্নশ্চ যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ। সত্যবাদী মধুরবাগ্ দেবো বাচস্পতির্যথা।। ২৯
রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্তিমান্। স্থানক্রোধে প্রহর্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ।। ৩০

করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি সেই রাবণ। আবার এখানে এসেছো।।১৫।। উপবাসে আমি কৃশা। দৈন্যদশায় উপনীতা। ওরে কামরূপী নিশাচর, তুমি আবার আমায় সন্তপ্ত করছো! এ তো শোভন নয়!।।১৬।। অথবা, আমি যা ভেবে আশঙ্কা করছি, এ তা নাও হতে পারে। কারণ, তোমাকে দেখে আমার মনে আনন্দ হচ্ছে।।১৭।। যদি রামের দূত হয়েই আসো, তাহলে তোমার মঙ্গল হোক। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি রামের কথা জিজ্ঞেস করবো। সেটি যে আমার বড়োই প্রিয়।।১৮।। হে বানর, আমার প্রিয় রামের গুণাবলী তুমি বলো। জলের বেগ যেমন নদীর কূলকে হরণ করে, তেমনি, হে সৌম্য, তুমি রামকথার দ্বারা আমার মনকে হরণ করো *(রয়ঃ—বেগ)*।।১৯।। অহো, স্বপ্নেও কি সুখ! স্বপ্ন আমাকে অনেকক্ষণ ধরে হরণ করে নিয়েছে। তাই অন্ততঃ স্বপ্নে হলেও রামপ্রেরিত বনবাসী বানরকে আমি দেখতে পাচ্ছি।।২০।। স্বপ্নেও যদি লক্ষ্মণসহ রামকে আমি দেখতে পেতাম, তাহলে আমি এতো অবসাদগ্রস্তা হতাম না। হায়, স্বপ্নও আমার সঙ্গে ঈর্ষা করছে *(মৎসরী—ঈর্ষাপরায়ণ)*।।২১।। এই স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন বলে মনে করতে পারছি না। স্বপ্নে বানরকে দেখলে অভ্যুদয় লাভ করা যায় না। অথচ আমার যে অভ্যুদয় প্রাপ্তি ঘটেছে।।২২।। একি আমার মনের মোহ, কিংবা বায়ুর প্রকোপ! উন্মাদনার বিকার বা মরীচিকা? *(মৃগতৃষ্ণিকা—মরীচিকা)*।।২৩।। অথবা এ তো উন্মাদের অবস্থা নয়। মোহ তো উন্মাদেরই অবস্থা। কারণ, যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই আমি নিজেকে এবং এই বনবাসী বানরকে বুঝতে পারছি।।২৪।। এইভাবে সীতা—এই মূর্তিটি কি হনুমান না রাবণ—উভয়পক্ষের যুক্তির প্রবলতা এবং দুর্বলতা সম্যগ্‌রূপে বিচার করলেন। রাক্ষসেরা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারে—এই বিবেচনায় একে রাক্ষসরাজ রাবণ বলেই তিনি মনে করলেন।।২৫।। তখন জনকদুহিতা সুন্দরী সীতা এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে বানরের সঙ্গে আর কোনো কথা বললেন না।।২৬।। সীতার এই বুদ্ধি মারুতপুত্র হনুমান বুঝতে পারলেন। তখন তিনি শুনতে ভালো লাগে এমন সব কথার দ্বারা তাঁকে ভালোভাবে আনন্দিত করে বলতে লাগলেন—।।২৭।। রামচন্দ্র সূর্যের মতো তেজস্বী, চন্দ্রের মতো লোকের কাছে কমনীয়। কুবেরের মতো ইনি সমগ্র জগতের অধিপতি। মহাযশস্বী বিষ্ণুর মতো ইনি বিক্রমশালী। ইনি দেবগুরু...।।২৮।। বৃহস্পতির মতো সত্যবাদী এবং মধুরভাষী।।২৯।। মূর্তিমান কন্দর্পের মতো ইনি রূপবান এবং সৌভাগ্যবান। যার ওপর রাগ করা উচিত তাকে তিনি প্রহার করেন। জগতে শ্রেষ্ঠ বীররূপে তিনি পরিচিত।।৩০।। যে মহাত্মার বাহুর

বাহুচ্ছায়ামবষ্টব্ধো যস্য লোকো মহাত্মনঃ। অপক্রম্যাশ্রমপদান্ মৃগরূপেণ রাঘবম্।। ৩১
শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষসি তৎফলম্। অচিরাদ্ রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্যবান্।। ৩২
ক্রোধপ্রমুক্তৈরিষুভির্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ। তেনাহং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।। ৩৩
ত্বদ্বিয়োগেন দুঃখার্তঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ। লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ৩৪
অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ। রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।। ৩৫
রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ। নিত্যং স্মরতি তে রামঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ।। ৩৬
দিষ্ট্যা জীবসি বৈদেহী রাক্ষসীবশমাগতা। নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।। ৩৭
মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবং চামিতৌজসম্। অহং সুগ্রীবসচিবো হনুমান নাম বানরঃ।। ৩৮
প্রবিষ্টো নগরীং লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্। কৃত্বা মূর্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ৩৯
ত্বাং দ্রষ্টুমুপযাতোঽহং সমাশ্রিত্য পরাক্রমম্। নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি।
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ছায়ায় সমগ্র জগত আশ্রিত, আশ্রমে সেই রামচন্দ্রকে মৃগরূপ ধরে রাক্ষস বিভ্রান্ত করে -ছিলো।।৩১।। আকাশপথে সে আপনাকে হরণ করেছিলো। তার ফল আপনি এখন দেখতে পাবেন। বীর্যবান রাম অচিরেই রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করবেন।।৩২।। রেগে তিনি যে সব বাণ ছুঁড়বেন, সেগুলি একেবারে জ্বলন্ত আগুনের মতো। এই জন্য তাঁর দ্বারা দূতরূপে প্রেরিত হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।।৩৩।। আপনার বিয়োগে দুঃখে আর্ত হয়ে তিনি আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন। আর, মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধন বীর, মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও— ।।৩৪।। আপনাকে প্রণাম করে আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন। দেবি, জেনে রাখুন, সুগ্রীব নামে এক বানর রামের বন্ধুরূপে রয়েছেন।।৩৫।। বানরশ্রেষ্ঠদের সেই রাজাও আপনার কুশল কামনা করেছেন। সুগ্রীবের এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম নিত্য আপনাকে স্মরণ করছেন।।৩৬।। রাক্ষসীদের কবলে থেকেও ভাগ্যিস আপনি বেঁচে আছেন। মহারথী রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পেতে আপনার আর বেশী দেরী হবে না।।৩৭।। বানরসমূহের মধ্যে অমিততেজা যে সুগ্রীব, তাঁকেও আপনি দেখতে পাবেন। আর আমি হচ্ছি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান নামক বানর।।৩৮।। মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করে দুরাত্মা রাবণের মাথায় পা দিয়ে আমি এই লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করেছি।।৩৯।। আপনাকে দেখার জন্য পরাক্রম অবলম্বন করে আমি এখানে এসেছি। দেবি, আপনি যা ভাবছেন, আমি তা নই। আশঙ্কা ত্যাগ করুন। আমি যা বলছি তাতে আস্থা স্থাপন করুন।।৪০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সমাগতো হনুমান্ রামদূতো ন বেতি সম্যগ্ জ্ঞাতুং জানক্যা জিজ্ঞাসিতস্য হনুমতো রাম-লক্ষ্মণয়োর্বর্ণ-চিহ্নাদিনিরূপণপূর্বকং স্বস্য সুগ্রীবমন্ত্রিত্বগ্রহণাদি-সীতাদর্শনান্তবৃত্তসমূহকীর্তনঞ্চ।

তাং তু রামকথাং শ্রুত্বা বৈদেহী বানরর্ষভাৎ। উবাচ বচনং শান্তমিদং মধুরয়া গিরা।। ১
ক্ব তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্। বানরাণাং নরাণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।। ২

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

সমাগত হনুমান রামচন্দ্রের দূত কিনা জানার জন্য জানকীর প্রশ্ন। হনুমানের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণের গাত্রবর্ণ এবং চিহ্নাদির বর্ণনা। সুগ্রীবের মন্ত্রিত্বগ্রহণ হতে সীতার দর্শন পর্যন্ত ঘটনাসমূহের কীর্তন।

বানরশ্রেষ্ঠের কাছ হতে সীতা রাম-সম্বন্ধীয় কথা সব শুনলেন। তারপর তিনি মধুরভাষায় শান্তভাবে তাঁকে বললেন—।।১।। রামের সঙ্গে কোথায় তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো? লক্ষ্মণকেই বা তুমি কিভাবে জানলে? বানর আর নরের কিভাবেই বা মিলন হলো?।।২।। হে বানর, রাম এবং লক্ষ্মণের

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ বানর। তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষ্ব ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ।। ৩
কীদৃশং তস্য সংস্থানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্। কথমূরূ কথং বাহূ লক্ষ্মণস্য চ শংস মে।। ৪
এবমুক্তস্ত্ব বৈদেহ্যা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ততো রামং যথা তত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ৫
জানন্তী বত দিষ্ট্যা মাং বৈদেহী পরিপৃচ্ছসি। ভর্তুঃ কমলপত্রাক্ষি সংস্থানং লক্ষ্মণস্য চ।। ৬
যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ যানি বৈ। লক্ষিতানি বিশালাক্ষি বদতঃ শৃণু তানি মে।। ৭
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে।। ৮
তেজসাঽদিত্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ। বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা যশসা বাসবোপমঃ।। ৯
রক্ষিতা জীবলোকস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা। রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।। ১০
রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা। মর্যাদানাঞ্চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ।। ১১

যে সকল চিহ্ন রয়েছে সেগুলি আবার আমায় বলো। তাহলে সন্দেহজনিত শোক আমার আর থাকবে না।।৩।। তাঁর তথা রামের অঙ্গসংস্থান কেমন? রূপই বা কিরকম? লক্ষ্মণের উরুদু'টি এবং বাহুযুগলই বা কি প্রকার, সব আমায় বলো *(শংস—জানাও)*।।৪।। বিদেহরাজদুহিতা সীতা এইরকম বললে মারুতপুত্র হনুমান যথাযথভাবে রামের বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—।।৫।। ভাগ্যিস সীতাদেবী আপনি আমায় জানেন। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দরনেত্রা আপনি। আপনি তাই পতিদেবতা রামচন্দ্রের এবং লক্ষ্মণের অবয়ব-সংস্থানের কথা আমায় জিজ্ঞেস করছেন।।৬।। রাম এবং লক্ষ্মণের যে সব চিহ্ন দেখা যায়, হে বিশাল-নয়নে, আমি সেগুলি বলছি। আপনি এবার সেসব শুনুন।।৭।। হে জনক রাজকন্যে, পদ্মের পাপড়ির মতো রামের চোখ। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখ। রূপবান এবং ঔদার্যযুক্ত হয়েই তিনি জন্মেছিলেন।।৮।। তেজে তিনি সূর্যের মতো, ক্ষমায় তিনি পৃথিবীর মতো। বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মতো। ইন্দ্রের মতো তাঁর যশ।।৯।। শুধু স্বজনদের নয়, সমগ্র জীবলোকের তিনি রক্ষক। নিজের চরিত্র এবং ধর্ম তিনি রক্ষা করে চলেন। তিনি শত্রুদের সন্তাপক।।১০।। হে দেবি, রাম দেখতেন, রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করে চলেন। জনগণকে তিনি সম্মান দিতেন। তাদের দিয়েও অন্যদের মর্যাদা তিনি দান করতেন *(চাতুর্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম এবং চতুর্বর্গ—এই তিনটি ছিলো সু-পরিকল্পিত সমাজের ভিত্তি। সমাজের জনগণ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ বা শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব-বৃত্তিতে রত, ফলে নিজের উন্নতি এবং সমাজের কল্যাণ হবে। কারো বৃত্তিতে কেউ অনুপ্রবেশ করবে না। ফলে প্রত্যেকেরই বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট থাকায় কারো বৃত্তিচ্ছেদ হবে না। সমাজে দেখা যাবে না বেকার সমস্যা। প্রত্যেকে নিজ নিজ বৃত্তিতে রত থাকলে মানসিক সন্তুষ্টি এবং কর্মগত উৎকর্ষ নিশ্চিত হবে। রাজার কর্তব্য হচ্ছে রাজ্যে কেউ যেন বেকার না হয়। প্রত্যেকের বৃত্তির পালনে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি রাজকর্তব্য। সমাজের সামগ্রিক সমুন্নতির জন্য জ্ঞানশক্তি, ধনশক্তি, সামরিক শক্তি এবং শ্রমশক্তি অপরিহার্য। ব্রাহ্মণের সঙ্গে জ্ঞানশক্তির, ক্ষত্রিয়ের কাজ সামরিক শক্তির, বৈশ্যের কাজ ধনশক্তির এবং শূদ্রের কাজ শ্রমশক্তির সংরক্ষণ। তাতে সমগ্র সমাজের কল্যাণ। ফলে ব্যক্তিরও কল্যাণ সুনিশ্চিত। কেউ কারো বৃত্তিচ্ছেদ করবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মকে ব্রহ্মকর্ম ভাববেন। সেই জাতিগত ধর্ম-পালনই হবে তপস্যা তথা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের আরাধনায় যে ফল পাবেন, ঠিক সেই ফলই পাবেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের দ্বারা। কসাইও দেখা যাচ্ছে সততার সঙ্গে জন্মগত বৃত্তিপালনে এবং মানবিক কর্তব্য সাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনেও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর পর পালনে ব্যক্তিজীবনের সমুন্নতি এবং সমাজের কল্যাণ অবধারিত। "পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ"। না হলে নূতন কর্মযোগ্য তরুণেরা তো বেকার হয়ে থাকবে। তাই, রাজাকেই ভারতে রাজ্য ছেড়ে বানপ্রস্থে যেতে হতো। আর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সামঞ্জস্যের দ্বারা সু-সমঞ্জস জীবনের পূর্ণতাই ছিলো সবারই লক্ষ্য। এই পরিকল্পিত সমাজ ও পরিকল্পিত ব্যক্তিজীবন প্রাচীনভারতের পরিকল্পনা তথা প্ল্যানিং-এর নিদর্শন। রাজার কর্তব্য হবে জনগণের তথা সমাজের এই শৃঙ্খলারক্ষার মাধ্যমে সমুন্নতি বিধান। রামচন্দ্র তাই করতেন)* যথোচিত রাজকর্তব্য পালনের জন্য তেজস্বী রামকে সবাই অর্চনা করতেন। ব্রহ্মচর্যকে তিনি ব্রতরূপে

অর্চিষ্মানর্চিতোঽত্যর্থং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতঃ। সাধুনামুপকারজ্ঞঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্মণাম্।। ১২
রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ। জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ।। ১৩
যজুর্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ। ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ।। ১৪
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ। গূঢজত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।। ১৫
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্। সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ।। ১৬
ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ। ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ।। ১৭
ত্রিবলীমাংস্ত্র্যবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্। চতুস্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃসমঃ।। ১৮

পালন করেছেন। সাধুদের উপকার কিভাবে করতে হয়, তা তিনি জানেন। সৎকর্ম আচরণের পদ্ধতিও তাঁর জ্ঞাত।।১১-১২।। রাজনীতি বিজ্ঞান তিনি ভালোভাবে জানেন। ব্রাহ্মণদের তিনি মর্যাদা দান করেন। তিনি জ্ঞানবান, চরিত্রবান এবং শত্রুতাপনকারী।।১৩।। যজুর্বেদে তিনি সুশিক্ষিত। বেদজ্ঞেরা তাঁকে যথোচিত সম্মান দিতেন। ধনুর্বেদ, অন্যান্য ঋক্, সাম এবং অথর্ব—এই চার বেদেও শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গে তিনি নিষ্ণাত *(ভারতে সকল রাজপুত্রেরাই এইভাবে পাণ্ডিত্যে এবং চরিত্রে সমুন্নত ছিলেন। মূর্খেরা ভারতে রাজত্ব করতে পারতেন না)* ।।১৪।। তাঁর স্কন্ধ বিশাল। বাহুও বিশাল। শঙ্খের মতো তাঁর গলা। মুখটি সুন্দর। সৌম্য। স্কন্ধের সন্ধিস্থল সুগঠিত। চোখ সুন্দর। লাল। রাম নামে জনগণের কাছে তিনি পরিচিত *(জত্রু—কণ্ঠা ও কণ্ঠের উভয়পার্শ্বের অস্থি)* ।।১৫।। তাঁর কণ্ঠস্বর দুন্দুভির মতো গম্ভীর। গায়ের রঙ স্নিগ্ধ। শ্যামল। ছিলেন তিনি প্রতাপশালী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুবিভক্ত।।১৬।। উরু, মণিবন্ধ এবং মুষ্টি, এই তিনটি স্থান তাঁর দৃঢ়। ভ্রূ, অণ্ডকোষ এবং বাহু—এই তিনটি লম্বমান। নাভি, উদর এবং বুক—এই তিনটি উন্নত। চোখের কোণ, নখ, হাত এবং পায়ের তলা—এই তিনটি রক্তবর্ণ। পদরেখা, লিঙ্গমণি এবং কেশরাশি—এই তিনটি তাঁর ছিলো বেশ স্নিগ্ধ। কণ্ঠস্বর, গতি ও নাভি—এই তিনটি সর্বদাই গভীর *(দেহের তিনটি করে বিশেষ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য রাজচিহ্নরূপে বিভিন্ন টীকা এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এইসবের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। "উরুশ্চ মণিবন্ধশ্চ মুষ্টিশ্চ নৃপতেঃ স্থিরাঃ —ইতি তিলকাদয়"। "প্রলম্বা যস্য স ধনী ত্রয়ো ভ্রূ-মুষ্ক-"বাহনঃ"—সামুদ্রিক। মুষ্ক—বৃষণ তথা অণ্ডকোষ বা পুরুষের মূত্রযন্ত্র। "কেশাগ্রং বৃষণং জানু সমং যস্য স ভূপতিঃ"—তিলকাদয়। "নাভ্যন্তঃ কুক্ষি বক্ষোভিরুন্নতৈঃ ক্ষিতিপো ভবেৎ—" টীকা। "স্নিগ্ধা ভবন্তি বৈ যেষাং পদরেখাঃ শিরোরুহাঃ। তথা লিঙ্গমণিস্তেষাং মহাভাগ্যং বিনির্দিশেৎ।।—টীকা। স্বরে গতৌ চ নাভৌ গভীর স্ত্রিষু শস্যতে—তিলক টীকা। শারীর বিজ্ঞানে ঋষিকবির জ্ঞান লক্ষণীয়)* কণ্ঠ এবং উদর ছিলো তাঁর ত্রিবলীশোভিত। পায়ের তলার মধ্যভাগ, পদরেখা, এবং বুকের স্তনের চুচুক—এই তিনটি ছিলো সমভাবে অবনত। গ্রীবা, প্রজনন, পৃষ্ঠ এবং জঙ্ঘা—এই চারটি স্থান ছিলো হ্রস্ব। মাথার চুল তিন থাকে বিভক্ত। তাঁর বুড়ো আঙুলের মূলদেশে ছিলো চারটি বেদে পাণ্ডিত্যসূচক চারটি রেখা। কপালে চারটি রেখা দেখা যেতো। চারহাত প্রমাণ ছিলো তাঁর দেহ। বাহু, জানু, উরু ও গণ্ডস্থল—এই চারটি অবয়ব ছিলো সমান *(কিষ্কু—এক হাত পরিমাণ। "গ্রীবা প্রজননং পৃষ্ঠং হ্রস্বে জঙ্ঘে চ পূজিতে।"—টীকা। "আবর্তত্রয় সংযুক্তং যস্য শিরঃ ক্ষিতিভৃতাময়ং নাম"—টীকা। "মূলে অঙ্গুষ্ঠস্য রেখানাং চতস্রস্তিস্র এব বা। একা দ্বেবা যথাযোগং বেদরেখা দ্বিজন্মনাম্—টীকা। ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে চতুস্ত্রিদ্ব্যেকরেখিকাঃ। শতদ্বয়ং শতং ষষ্টিস্তস্যায়ুর্বিংশতিঃ ক্রমাৎ"—টীকা। "বাহূরু-জানু-গণ্ডানি চত্বার্যথ সমানি চ।—টীকা)* ।।১৭-১৮।। ভ্রূ-দু'টি, নাসাপুট দু'টি, দুই চোখ, দুই কান, দুই ওষ্ঠ, চুচুক দু'টি, হাতের কব্জি দু'টি, হাঁটু দু'টি, অণ্ডকোষ দু'টি, কোমরের দুই পাশ, হাত দু'টি এবং পাছা দু'টি—এই চোদ্দটি অঙ্গ পরস্পর সমান ছিলো। দন্তপংক্তি দু'টির পাশে একটি একটি করে চারটি দাঁত, সিংহ, বাঘ, হস্তী এবং বৃষের মতো প্রয়োজন অনুসারে তাঁর গতি ছিলো চতুর্বিধ। ওষ্ঠ ছিলো বিম্বফলের মতো রক্তবর্ণ। এবং সুপুষ্ট। নাক ছিলো লম্বা। এবং সুন্দর। কথাবার্তা, মুখ, নখ, লোম ও গায়ের চামড়া—এই পাঁচটি ছিলো বেশ স্নিগ্ধ। বাহুদু'টি, দীর্ঘ আঙুলসহ হাত দু'টি, উরুদু'টি এবং জঙ্ঘা *(পায়ের গোড়ালি হতে হাঁটু পর্যন্ত অংশ)* দু'টি—এই আটটি অঙ্গ ছিলো সুদীর্ঘ *(ভ্রূ বৌ নাসাপুটেই নেত্রে কর্ণাবোষ্টেই চ চুচুকৌ। কূপুরে*

চতুর্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্গতিঃ। মহোষ্ঠহনুনাসশ্চ পঞ্চস্নিগ্ধোঽষ্টবংশবান্।। ১৯
দশপদ্মো দশবৃহৎ ত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্। ষড়ুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ।। ২০
সত্যধর্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রাহানুগ্রহে রতঃ। দেশকালবিভাগজ্ঞঃ সর্বলোকপ্রিয়ংবদঃ।। ২১
ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ। অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ।। ২২
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ। তাবুভৌ নরশার্দূলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ।। ২৩
বিচিন্বন্তৌ মহীং কৃৎস্নামস্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ। ত্বামেব মার্গমাণৌ তৌ বিচরন্তৌ বসন্ধরাম্।। ২৪
দদর্শতুর্মৃগপতিং পূর্বজেনাবরোপিতম্। ঋষ্যমূকস্য মূলে তু বহুপাদপসঙ্কুলে।। ২৫
ভ্রাতুর্ভয়ার্তমাসীনং সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্। বয়ঞ্চ হরিরাজং তং সুগ্রীবং সত্যসঙ্গরম্।। ২৬
পরিচর্যামহে রাজ্যাৎ পূর্বজেনাবরোপিতম্। ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরপাণিনৌ।। ২৭
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য রম্যং দেশমুপাগতৌ। স তৌ দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রৌ ধন্বিনৌ বানরর্ষভঃ।। ২৮
অভিপ্লুতো গিরেস্তস্য শিখরং ভয়মোহিতঃ। ততঃ স শিখরে তস্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।। ২৯
তয়োঃ সমীপং মামেব প্রেষয়ামাস সত্বরম্। তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীববচনাৎ প্রভূ।। ৩০

মণিবন্ধৌ চ জানুমী বৃষণৌ কটী। করৌ পাদৌ স্ফিচৌ যস্য সমৌ জ্ঞেয় স ভূপতিঃ।—তিলক। স্নিগ্ধা ঘনাশ্চ দশনাঃ সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ শুভাশ্চতস্রঃ।—তিলক) ।।১৯।। তাঁর মুখ, চোখ, মুখের গহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও চরণ—এই দশটি পদ্মের মতো। উরু, মস্তক, ললাট, গ্রীবা, বাহু, স্কন্ধ, নাভি, চরণ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ—এই দশটি বেশ বড়ো। শ্রী তথা সম্পদ, যশ ও তেজ—এই তিনটির দ্বারা তিনি পরিব্যাপ্ত। তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুল—এই দুই কুলই শুদ্ধ। তাঁর দুই পার্শ্ব, উদর, বক্ষ, নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট—এই ছয়টি উন্নত। তাঁর অঙ্গুলিপর্ব, কেশরাশি, রোম, নখ, ত্বক্, শেফ্ তথা পুরুষের লিঙ্গ, মৃদু শ্মশ্রু, দৃষ্টি ও বুদ্ধি—এই নয়টি সূক্ষ্ম। রাম ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবায় নিরত থাকেন *(কক্ষঃ কুক্ষিশ্চ বৃক্ষশ্চ ঘ্রাণ, স্কন্ধ—ললাটিকাঃ। সর্বভূতেষু নির্দিষ্টা উন্নতাস্তু সুখপ্রদা—তিলক। সূক্ষ্মাণি অঙ্গুলিপর্বাণি কেশ-রোম-নখত্বচঃ। শেফশ্চ যেষাং সূক্ষ্মাণি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ—ইতি প্রোক্তং ষট্‌কম্। মৃদু শ্মশ্রুত্বং সূক্ষ্মদৃষ্টিত্বং সূক্ষ্মবুদ্ধিত্বং চেতি নবকম্" —ইতি তিলক। শিরোমণি টীকায় অর্থ করা হয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনরূপে তিনি পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ভূষণ টীকায় বলা হয়েছে—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিনকালে তিনি ধর্মার্থকামের অনুষ্ঠান করে থাকেন। ধর্মার্থ-কামাঃ কালেষু ত্রিষু যস্য স্বনিষ্ঠিতাঃ)* ।।২০।। সত্যনিষ্ঠ, ধর্মে রত শ্রীমান রাম ধর্মপথে অর্থ সংগ্রহ করে প্রজাদের কল্যাণে তার ব্যবহারের দ্বারা অনুগ্রহে রত। দেশ ও কাল বিবেচনা করে তিনি কাজ করেন। সকল লোকের সঙ্গেই তিনি প্রিয়বাক্যে আলাপ করেন।।২১।। তাঁর বিমাতা সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ প্রভূত তেজস্বী। ভালোবাসা, রূপ আর গুণে তিনি রামেরই মতো।।২২।। স্বর্ণকান্তি লক্ষ্মণ এবং শ্যামকান্তি মহাযশস্বী শ্রীরাম—এই নরশ্রেষ্ঠ দু'জনেই আপনাকে দেখার জন্য উৎসুক।।২৩।। আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে তাঁরা আপনার সন্ধান করছেন। কেবল আপনার সন্ধানেই তাঁরা দু'জন সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।।২৪।। ঘুরতে ঘুরতে এসে ঋষ্যমূকপর্বতের পাদমূলে বহু তরুরাজিসমাকুল স্থানে বানরপতি সুগ্রীবকে তাঁরা দেখতে পেলেন। এই সুগ্রীব তার দাদার দ্বারা বিতাড়িত।।২৫।। প্রিয়দর্শন সুগ্রীব ভায়ের ভয়ে আর্ত হয়ে বসে আছেন। বানরাধিপতি সত্যনিষ্ঠ সেই সুগ্রীবকে আমরা...।।২৬।। পরিচর্যা করছিলাম। তিনি অগ্রজের দ্বারা রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এইসময়ে দেখা গেলো রাম-লক্ষ্মণ চীরবসন পরে বিশাল ধনু হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন।।২৭।। ঋষ্যমূকপর্বতের রমণীয় স্থানে নরশ্রেষ্ঠ সেই ধনুর্ধর দু'জনকে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব দেখলেন।।২৮।। ভয়ে বিমূঢ় হয়ে সুগ্রীব লাফিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। অতঃপর, সেই বানরাধিপতি সেই শিখরেই অবস্থান করতে লাগলেন।।২৯।। তিনি তাঁদের কাছে তাড়াতাড়ি আমায় পাঠিয়েছিলেন। সুগ্রীবের কথাতে প্রভাবশালী সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দু'জনের কাছে আমি উপস্থিত হলাম।।৩০।। রূপবান এবং সুলক্ষণ-সম্পন্ন তাঁরা দু'জন। আমি তাঁদের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়ালাম। প্রকৃত তথ্য সব তাঁদেরকে জানালাম আমি। তাঁরা তাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন।।৩১।।

রূপ-লক্ষ্মণসম্পন্নৌ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ। তৌ পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থৌ ময়া প্রীতিসমন্বিতৌ।। ৩১
পৃষ্ঠমারোপ্য তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ। নিবেদিতৌ চ তত্ত্বেন সুগ্রীবায় মহাত্মনে।। ৩২
তয়োরন্যোন্যসম্ভাষাদ্ ভৃশং প্রীতিরজায়ত। তত্র তৌ কীর্তিসম্পন্নৌ হরীশ্বর-নরেশ্বরৌ।। ৩৩
পরম্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ববৃত্তয়া। তং ততঃ সান্ত্বয়ামাস সুগ্রীবং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।। ৩৪
স্ত্রীহেতোর্বালিনা ভ্রাত্রা নিরস্তং পুরুতেজসা। ততস্ত্বন্নাশজং শোকং রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।। ৩৫
লক্ষ্মণো বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ। স শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্তু লক্ষ্মণেনেরিতং বচঃ।। ৩৬
তদাসীন্নিষ্প্রভোঽত্যর্থং গ্রহগ্রস্ত ইবাংশুমান্। ততস্ত্বদ্গাত্রশোভিনী রক্ষসা হ্রিয়মাণয়া।। ৩৭
যান্যাভরণজালানি পাতিতানি মহীতলে। তানি সর্বাণি রামায় আনীয় হরিযূথপাঃ।। ৩৮
সংহৃষ্টা দর্শয়ামাসুর্গতিং তু ন বিদুস্তব। তানি রামায় দত্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ।। ৩৯
স্বনবন্ত্যবকীর্ণানি তস্মিন্ বিহতচেতসি। তান্যঙ্কে দর্শনীয়ানি কৃত্বা বহুবিধং তদা।। ৪০
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্। পশ্যতস্তানি রুদতস্তাম্যতশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ৪১
প্রাদীপয়দ্ দাশরথেস্তদা শোকহুতাশনম্।। ৪২
শায়িতশ্চ চিরং তেন দুঃখার্তেন মহাত্মনা। ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছ্রাদুত্থাপিতঃ পুনঃ।। ৪৩
তানি দৃষ্ট্বা মহার্হাণি দর্শয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ। রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সংন্যবেশয়ৎ।। ৪৪
স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে। মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্বতঃ।। ৪৫
ত্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশ্চিন্তা চ রাঘবম্। তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্ন্যাগারমিবাগ্নয়ঃ।। ৪৬
তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচাল্যতে। মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ।। ৪৭

মহান পুরুষ দু'জনকে পীঠে করে আমি সেই পূর্বস্থানে উপনীত হলাম। তারপর মহাত্মা সুগ্রীবের কাছে যথার্থ ঘটনা নিবেদন করলাম।।৩২।। পরস্পর সম্ভাষণের দ্বারা তাঁরা পরম প্রীতিলাভ করলেন। সেখানে বানরেশ্বর সুগ্রীব এবং নরেশ্বর রাম মিলিত হলেন।।৩৩।। পূর্ব ঘটনাবলী বলে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস দিলেন। তারপর লক্ষ্মণের দাদা রাম সান্ত্বনা দিলেন সেই সুগ্রীবকে।।৩৪।। প্রভূত বিক্রমশালী ভ্রাতা বালি সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করার জন্য তাঁকে রাজ্য হতে নির্বাসিত করেছে। তারপর অক্লিষ্টকর্মা রামেরো পত্নী হারানোর শোক...।।৩৫।। লক্ষ্মণ বানরপতি সুগ্রীবকে জানালেন। বানরপতি সুগ্রীব লক্ষ্মণের উচ্চারিত বাক্য শুনলেন।।৩৬।। তা শুনে তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো অত্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। রাক্ষস যখন আপনাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন আপনি গায়ের শোভা (*শোভাবর্ধনকারী*)...।।৩৭।। অলঙ্কারগুলি ভূতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। বানরদলপতিরা সেগুলি সব এনে রামকে দেখিয়েছিলো।।৩৮।। তারা আনন্দের সঙ্গেই সব দেখিয়েছিলো। কিন্তু আপনার গন্তব্যস্থান তারা জানতো না। আমিই রামকে এই অলঙ্কারগুলি প্রদান করেছিলাম।।৩৯।। তিনি অলঙ্কারগুলি কোলে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কুড়োনো অলঙ্কারগুলি তাঁর কোলে যখন দিলাম, সেগুলি তখন ঝনঝন করে উঠেছিলো। রাম তখন বহুবিধ বিলাপ করেছিলেন।।৪০।। দেবতার মতো দেখতে দেব রামচন্দ্র সেই অলঙ্কারগুলি দেখতে দেখতে কাঁদতে লাগলেন। দশরথের পুত্র রামের শোকানল আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠলো।।৪১-৪২।। দুঃখে আর্ত হয়ে সেই মহাত্মা অনেকক্ষণ শুয়ে রৈলেন। আমি বহু সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা অনেক কষ্টে তাঁকে ওঠালাম।।৪৩।। সেই মহামূল্যবান অলঙ্কারগুলি বারবার দেখে এবং দেখিয়ে লক্ষ্মণকে নিয়ে সেগুলি তিনি সুগ্রীবের কাছে সমর্পণ করলেন।।৪৪।। আর্যে, আপনার অদর্শনে রাম দুঃখের আগুনে প্রতপ্ত হয়ে গেছেন। অগ্নিপর্বত যেমন ভেতরে আগুন নিয়ে জ্বলে, তিনিও ঠিক তেমনি আজ অন্তরের শোকের আগুনে জ্বলছেন।।৪৫।। গৃহের ভেতরে অগ্নি থাকলে সেই অগ্নি যেমন অগ্নিগৃহকে প্রতপ্ত করে, তেমনি আপনার জন্য শোক, অনিদ্রা এবং চিন্তা মহাত্মা রামকে প্রতপ্ত করছে।।৪৬।। প্রবল ভূমিকম্পে পাথরের বিরাট পাহাড়ের মতো আপনার অদর্শনের শোকে রাম কেঁপে উঠছেন।।৪৭।। হে রাজকন্যে, সুন্দর উদ্যান, নদী এবং ঝর্ণার ধারে

কাননানি সুরম্যাণি নদীপ্রস্রবণানি চ। চরন্ ন রতিমাপ্নোতি ত্বামপশ্যন্ নৃপাত্মজে।। ৪৮
স ত্বাং মনুজশার্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্স্যতি রাঘবঃ। সমিত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং জনকাত্মজে।। ৪৯
সহিতৌ রাম-সুগ্রীবাবুভাবকুরুতাং তদা। সময়ং বালিনং হন্তুং তব চান্বেষং প্রতি।। ৫০
ততস্তাভ্যাং কুমারভ্যাং বীরাভ্যাং স হরীশ্বরঃ। কিষ্কিন্ধাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ।। ৫১
ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে। সর্বর্ক্ষহরিসঙ্ঘানাং সুগ্রীবমকরোৎ পতিম্।। ৫২
রাম-সুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত। হনূমন্তঞ্চ মাং বিদ্ধি তয়োর্দূতমুপাগতম্।। ৫৩
স্বং রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ স্বানানীয় মহাকপীন্। ত্বদর্থং প্রেষয়ামাস দিশো দশ মহাবলান্।। ৫৪
আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহৌজসঃ। অদ্রিরাজপ্রতীকাশাঃ সর্বতঃ প্রস্থিতা মহীম্।। ৫৫
ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্রীববচনাতুরাঃ। চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ।। ৫৬
অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান্ বালিসূনুর্মহাবলঃ। প্রস্থিতঃ কপিশার্দূলস্ত্রিভাগবলসংবৃতঃ।। ৫৭
তেষাং নো বিপ্রণষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে। ভৃশং শোকপরীতানামহোরাত্রগণা গতাঃ।। ৫৮
তে বয়ং কার্যনৈরাশ্যাৎ কালস্যাতিক্রমেণ চ। ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপস্থিতাঃ।। ৫৯
বিচিত্য গিরিদুর্গাণি নদীপ্রস্রবণানি চ। অনাসাদ্য পদং দেব্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতাঃ।। ৬০
ততস্তস্য গিরেমূর্ধ্নি বয়ং প্রায়মুপাস্মহে। দৃষ্ট্বা প্রায়োপবিষ্টাংশ্চ সর্বান্ বানরপুঙ্গবান্।। ৬১
ভৃশং সোকার্ণবে মগ্নঃ পর্যদেবয়দঙ্গদঃ। তব নাশঞ্চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্।। ৬২
প্রায়োপবেশমস্মাকং মরণঞ্চ জটায়ুষঃ। তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশান্নিরাশানাং মুমূর্ষতাম্।। ৬৩

ঘুরে বেড়ালেও আপনাকে দেখতে না পাওয়ায় তিনি আনন্দ পাচ্ছেন না।।৪৮।। সেই নরবীর রামচন্দ্র মিত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাবণকে হত্যা করে সত্বর আপনার কাছে চলে আসবেন।।৪৯।। সেইসময় রাম এবং সুগ্রীব উভয়েই মিলিত হয়ে বালিকে হত্যা এবং আপনার অন্বেষণের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন *(রাম + সুগ্রীবৌ + উভৌ + অকুরুতাম্। সময়—প্রতিজ্ঞা কাল)* ।।৫০।। অতঃপর বীর রাজকুমার রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেই বানরাধিপতি কিষ্‌কিন্ধায় এসে যুদ্ধে বালিকে হত্যা করেন।।৫১।। যুদ্ধে বালিকে নিহত করে সত্বর তিনি সুগ্রীবকে সকল ভল্লুক এবং বানরগোষ্ঠীর রাজা করে দিলেন।।৫২।। দেবি, রাম এবং সুগ্রীবের ঐক্য এইভাবেই জন্মালো। জেনে রাখুন, আমি দু'জনেরই দূত হয়ে এখানে এসেছি।।৫৩।। নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুগ্রীব নিজের বলে মনে করতেন যেই সব বলবান বানরদের, তাদের সবাইকে আপনার সন্ধানে দশদিকে প্রেরণ করেছেন।।৫৪।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পর্বতরাজের মতো মহাকায় মহাতেজস্বী বানরেরা পৃথিবীর সবদিকে খুঁজতে চলে গেলো।।৫৫।। এবার, সুগ্রীবের আদেশে ভীত হয়ে আমরা এবং অন্য বানরেরা আপনাকে সন্ধান করার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি।।৫৬।। বালির পুত্র অঙ্গদ ঐশ্বর্যবান এবং মহাবলশালী। কপি সেনাদের এক তৃতীয়াংশের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি আপনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।।৫৭।। পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যের মধ্যে ঘুরতে গিয়ে শোকে ব্যাকুল হয়ে আমাদের অনেকগুলি দিনরাত নষ্ট হয়ে গেছে।।৫৮।। নির্ধারিত সময় চলে গেলো। কাজ হলো না। তাই কপিরাজ সুগ্রীবের ভয়ে আমরা প্রাণত্যাগে তৈরী হলাম।।৫৯।। পাহাড়ে, দুর্গমস্থানসমূহে, নদী এবং ঝর্ণার ধারে আপনাকে খুঁজে না পেয়ে আমরা প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যোগ নিলাম।।৬০।। সেই পাহাড়ের চূড়ায় আমরা সবাই অনশনে,প্রায়োপবেশনে বসেছিলাম। বানরশ্রেষ্ঠদের সকলকে এইভাবে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট দেখে...।।৬১।। অঙ্গদ অত্যন্ত শোকের সাগরে নিমগ্ন হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর বিলাপের আরো কারণ ছিলো এই—আপনার অদর্শন এবং বালির বধ।।৬২।। আমাদের প্রায়োপবেশন এবং জটায়ুর মৃত্যুও তাঁর কান্নার কারণ ছিলো। প্রভু সুগ্রীবের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে আপনার সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়ে আমরা মৃত্যুর সঙ্কল্প করেছিলাম।।৬৩।।

কার্যহেতোরিহায়াতঃ শকুনির্বীর্যবান্ মহান্। গৃধ্ররাজস্য সোদর্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্।। ৬৪
শ্রুত্বা ভ্রাতৃবধং কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ। যবীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক্ব চ নিপাতিতঃ।। ৬৫
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বানরোত্তমাঃ। অঙ্গদোঽকথয়ৎ তস্য জনস্থানে মহদ্বধম্।। ৬৬
রক্ষসা ভীমরূপেণ ত্বামুদ্দিশ্য যথার্থতঃ। জটায়োস্তু বধং শ্রুত্বা দুঃখিতঃ সোঽরুণাত্মজঃ।। ৬৭
ত্বামাহ স বরারোহে বসন্তীং রাবণালয়ে। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ প্রীতিবর্ধনম্।। ৬৮
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে ততঃ প্রস্থাপিতা বয়ম্। বিন্ধ্যাদুত্থায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরস্যান্তমুত্তমম্।। ৬৯
ত্বদ্দর্শনে কৃতোৎসাহা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ প্লবঙ্গমাঃ। অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে বেলোপান্তমুপাগতাঃ।। ৭০
চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ। অথাহং হরিসৈন্যস্য সাগরং দৃশ্য সীদতঃ।। ৭১
ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ। লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুলা।। ৭২
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্ত্বঞ্চ শোকনিপীডিতা। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তমনিন্দিতে।। ৭৩
অভিভাষস্ব মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্। তন্মাং রামকৃতোদ্যোগং ত্বন্নিমিত্তমিহাগতম্।। ৭৪
সুগ্রীবসচিবং দেবি বুদ্ধ্যস্ব পবনাত্মজম্। কুশলী তব কাকুৎস্থঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।। ৭৫
গুরোরারাধনে যুক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। তস্য বীর্যবতো দেবি ভর্তুস্তব হিতে রতঃ।। ৭৬
অহমেকস্তু সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীববচনাদিহ। ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা।। ৭৭
দক্ষিণা দিগনুক্রান্তা ত্বন্মার্গবিচয়ৈষিণা। দিষ্ট্যাহং হরিসৈন্যানাং ত্বন্নাশমনুশোচতাম্।। ৭৮

তখন কোনো কাজে এক বিরাট পাখী ঐখানে এলো। পক্ষিরাজ জটায়ুর সহোদর ভাই ছিলেন এই গৃধ্ররাজ। নাম তাঁর সম্পাতি।।৬৪।। সম্পাতি ভ্রাতা জটায়ুর হত্যার কথা শুনে রেগে বললেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলো জটায়ু। কে কোথায় তাকে হত্যা করেছে? *(যবীয়ান্–কনিষ্ঠ)*।।৬৫।। হে উত্তম বানরবৃন্দ, আপনাদের কাছে আমি এই ঘটনা শুনতে চাই। জনস্থানে সেই মহজ্জনের বধের কথা অঙ্গদ বলতে লাগলেন।।৬৬।। ভয়ঙ্কররূপধারী রাক্ষস আপনাকে যে হরণ করেছিলো, সে কাহিনী যথাযথভাবে অঙ্গদ বললেন। জটায়ুর হত্যার কথা শুনে অরুণপুত্র সম্পাতি দুঃখিত হলেন।।৬৭।। হে সুন্দরি, আপনি যে রাবণের গৃহে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, তাও অঙ্গদ বললেন। সম্পাতির প্রীতিবর্ধক সেই কথা সবাই শুনলেন।।৬৮।। অঙ্গদ-প্রমুখ আমরা সবাই তখন সেখান হতে প্রস্থান করলাম। বিন্ধ্যপর্বত হতে উঠে সাগরের মনোরম তীরে এসে আমরা উপস্থিত হলাম।।৬৯।। আপনাকে দেখার জন্য উৎসাহিত হয়ে আনন্দিত বলবান বানরেরা অঙ্গদের নেতৃত্বে সাগরসৈকতের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।।৭০।। আপনার দর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হলেও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তারা সব চিন্তিত হলো দেখলাম, সাগরকে দেখে বানরসৈন্যেরা অবসন্ন হয়ে পড়েছে।।৭১।। তাদের তীব্র ভয় দূর করার জন্যে আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লাফিয়ে পার হয়ে এলাম। রাক্ষস-সমাকুল লঙ্কায় আমি রাত্রে প্রবেশ করলাম।।৭২।। রাবণকে দেখলাম। শোকে বিপর্যস্তা আপনাকেও দেখলাম। হে শোভনচরিত্রে, যা যা ঘটেছিলো সবই জানালাম আপনাকে।।৭৩।। দেবি, আমি দশরথপুত্র রামচন্দ্রের দূত। আমার সঙ্গে আপনি কথা বলুন। রামের কাজেই আমি উদ্যোগ নিয়েছি। আপনার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।।৭৪।। হে দেবি, জেনে নিন, আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। পবনের পুত্র। আপনি নিশ্চিন্ত হোন—সকল অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আপনার পতিদেবতা রাম। তিনি ককুৎস্থের বংশধর। কুশলেই আছেন।।৭৫।। দাদার আরাধনায় নিমগ্ন হয়ে আছেন লক্ষ্মণ। তিনিও শুভলক্ষণ যুক্ত। দেবি, আপনার বীর্যবান পতির কল্যাণসাধনেই তিনি নিরত।।৭৬।। সুগ্রীবের কথানুসারে আমি একাই এখানে এসেছি। আমি ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারি। একা একা বিচরণ করতে করতে আমি এইখানে এসেছি।।৭৭।। আপনার অবস্থানের পথ খোঁজার বাসনায় আমি দক্ষিণদিকে এসেছি। সৌভাগ্যবশতঃ আপনার অদর্শনে শোকার্ত বানরসৈন্যদের সন্তাপ আমিই দূর করবো।।৭৮।। আপনাকে পেয়েছি এই

অপনেষ্যামি সন্তাপং তবাধিগমশাসনাৎ। দিষ্ট্যা হি ন মম ব্যর্থং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনম্।। ৭৯
প্রাপ্স্যাম্যহমিদং দেবি ত্বদ্দর্শনকৃতং যশঃ। রাঘবশ্চ মহাবীর্যঃ ক্ষিপ্রং ত্বামভিপৎস্যতে।। ৮০
সপুত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্। মাল্যবান্নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ।। ৮১
ততো গচ্ছতি গোকর্ণং পর্বতং কেসরী হরিঃ। স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ।
তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শম্বসাদনমুদ্ধরন্।। ৮২
যস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি। হনুমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা।। ৮৩
বিশ্বাসার্থং তু বৈদেহি ভর্তুরুক্তা ময়া গুণাঃ। অচিরাৎ ত্বামিতো দেবি রাঘবো নয়িতা ধ্রুবম্।। ৮৪
এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্ষিতা। উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি।। ৮৫
অতুলঞ্চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী। নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্।। ৮৬
চারুতদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্। অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্।। ৮৭
হনূমন্তং কপিং ব্যক্তং মন্যতে নান্যথেতি সা। অথোবাচ হনূমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্।। ৮৮
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং সমাশ্বসিহি মৈথিলি। কিং করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিযাম্যহম্।। ৮৯
হতেঽসুরে সংযতি শম্বসাদনে কপিপ্রবীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।
ততোঽস্মি বায়ুপ্রভবো হি মৈথিলি প্রভাবতস্তৎ প্রতিমশ্চ বানরঃ।। ৯০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

সংবাদ তাদেরকে দেবো। ভাগ্যবশতঃ আমার এই সমুদ্র-লঙ্ঘন এখানে ব্যর্থ হবে না।।৭৯।। হে দেবি, আপনাকে দেখতে পাওয়ার খ্যাতি আমি লাভ করবো। মহাবীর রামও দ্রুতই আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।।৮০।। রাক্ষসরাজ রাবণকে তিনি পুত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে হত্যা করবেন। হে বিদেহ -রাজপুত্রি! শুনুন, মাল্যবান নামে একটি পাহাড় আছে। সেটি পর্বতের মধ্যে প্রধান।।৮১।। কেশরী নামে এক বানর সেই পাহাড় হতে গোকর্ণপর্বতে গিয়েছিলেন। সেই মহাকপিই হলেন আমার পিতা। দেবতা এবং ঋষিদের আদেশে তিনি নদীপতি সমুদ্রের পুণ্যতীর্থে শম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করেন।।৮২।। সেই বানরের পত্নীতে পবনদেবের ঔরসে আমার জন্ম। হে মৈথিলি, নিজের কর্মের দ্বারা আমি জগতে হনুমান নামে প্রখ্যাত।।৮৩।। আপনার বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্যেই, হে বৈদেহি, প্রভু রামচন্দ্রের গুণ আমি কীর্তন করলাম। হে দেবি, আর দেরী নেই। রামচন্দ্র আপনাকে এখান হতে নিশ্চয়ই উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন।।৮৪।। এইসকল যুক্তি এবং চিহ্নের কারণে শোকশীর্ণা সীতা হনুমানকে রামের দূতরূপে চিনতে পারলেন।।৮৫।। জানকী অত্যন্ত আনন্দে অতুলনীয় তৃপ্তিলাভ করলেন। তাঁর চোখদু'টির ওপরে ছিলো কালো বাঁকানো ভ্রূ। দু'চোখ দিয়ে আনন্দে জলের ধারা বইতে লাগলো। চোখের পাতা গেলো ভিজে।।৮৬।। তাঁর বিশাল চোখ ছিলো রক্ত এবং শুভ্র। সেই সুন্দর-নয়নার মুখটি রাহুমুক্ত নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলো *(উড়ু—নক্ষত্র। উড়ুরাট—উড়ুপতি তথা নক্ষত্ররাজ চন্দ্র)* ।।৮৭।। সীতাদেবী হনুমানকে প্রকৃত বানর বলেই মনে করলেন। অন্যকিছু আর ভাবলেন না। এবারে হনুমান প্রিয়দর্শনা সীতাকে উত্তরে বললেন—।।৮৮।। দেবি, মৈথিলি, এইসব কথা আপনাকে বললাম। এবার আপনি আশ্বস্ত হোন। এখন আমি কি করবো? ফিরে যাবো কি? আপনার কি ভালো লাগবে বলুন।।৮৯।। হে মিথিলা রাজনন্দিনি, মহর্ষিদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বানরবীর কেশরী যুদ্ধে শম্বসাদন নামক অসুরকে হত্যা করেন। তাতে সন্তুষ্ট মহর্ষিদের প্রভাবে বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম। তাই বায়ুর মতোই আমার গতি *(হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৬৭ সর্গে দ্রষ্টব্য)* ।।৯০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

স্বং প্রতি প্রগাঢবিশ্বাসসম্পাদনায় হনূমতো জানক্যৈ রামচন্দ্রস্যাঙ্গুরীয়কপ্রদানম, তৎ প্রাপ্য হৃষ্টায়াঃ সীতায়া হনূমৎপ্রশংসনং রামাদীনাং কুশলজিজ্ঞাসা চ, এতাবৎকালমনাগমনাৎ প্রীতিনয়নেন রামঃ সীতাং নাপশ্যদিত্যাশঙ্ক্য সীতায়াঃ ক্রোধঃ, ভবদীয়াবস্থানাদ্যজ্ঞানকারণাদ্ রামস্যানাগমনহেতুরিতি হনূমদুক্তিঃ, সীতাং প্রতি রামস্য প্রীতসন্দেশমুক্ত্বা হনূমতা রামস্য শোকাবস্থামুল্লিখ্য সীতাপ্রাপ্তয়ে তস্যাশেষপ্রযত্নবর্ণনম্, তস্যৈ আশ্বাসদানঞ্চ।

ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনাত্মজঃ। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ।। ১
বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্।। ২
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি।। ৩
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তুঃ করবিভূষিতম্। ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকীং মুদিতাভবৎ।। ৪
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্। বভূব হর্ষোদগ্রঞ্চ রাহুমুক্ত ইবোডুরাট্।। ৫
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুঃ সন্দেশহর্ষিতা। পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্।। ৬
বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম। যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্।। ৭
শতযোজনবিস্তর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ। বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ।। ৮
নহি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ। যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ।। ৯
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিভাষিতুম্। যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা।। ১০

ষড়ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

সীতার হনুমানের প্রতি গভীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য হনুমানের দ্বারা সীতাকে রামচন্দ্রের আংটি-প্রদান। আংটি পেয়ে সীতার আনন্দ, হনুমানের প্রশংসা ও রাম–প্রমুখের কুশল জিজ্ঞাসা। রাম এতোদিন আসেন নি বলে রাম সীতাকে আর প্রীতির চোখে দেখেন না আশঙ্কায় সীতার ক্রোধ। 'আপনার অবস্থানের স্থান না জানায় রাম আসতে পারেন নি'–বলে হনুমানের উক্তি। হনুমানের দ্বারা সীতার প্রতি রামের প্রীতির বার্তা প্রদান ও রামের শোকের বর্ণনা। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামের প্রয়াসের বর্ণনা দিয়ে সীতাকে আশ্বাস-প্রদান।

পবনপুত্র মহাতেজস্বী হনুমান। সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আবার বিনীতভাবে বললেন–।।১।। হে মহাভাগে, আমি বানর, ধীমান রামের দূত। দেবি, এই যে দেখুন রামের নাম লেখা আংটি।।২।। সেই মহাত্মার দেওয়া এই আংটিটি আপনার বিশ্বাসের জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি এবার সম্যগ্‌ভাবে আশ্বস্তা হোন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনার দুঃখফল শেষ হয়ে এলো।।৩।। পতির হস্তকে অলঙ্কৃত করতো এই আংটিটি। সেটি হাতে নিয়ে পতিকেই যেন তিনি পেয়ে গেছেন–এইমতো আনন্দিত হলেন *(মুদিত–আনন্দিত)* ।।৪।। তাঁর নয়ন দু'টি আরক্ত। শুভ্র এবং প্রসারিত। ফলে তাঁর মখটি সুন্দর। আনন্দে ঝলমল করে উঠলো সেই মুখ। যেন রাহু মুক্ত চন্দ্র।।৫।। তরুণী সীতা এবার স্বামীর আংটিটি নিয়ে লজ্জিতা হলেন। পতির সংবাদ পেয়ে আনন্দিতা হলেন। পরিতুষ্টা হয়ে প্রিয় আচরণ করে মহাবানর হনুমানকে প্রশংসা করলেন–।।৬।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি বীর। শক্তিমান এবং প্রাজ্ঞ। যার ফলে রাক্ষসদের এই আবাসভূমিকে তুমি একাই তছনছ করে দিয়েছো।।৭।। এই সাগর শতযোজন বিস্তীর্ণ। কুমীরেরা বাস করে। তুমি সেটিকে গোষ্পদের মতো অতিক্রম করেছো। তোমার এই বীরত্ব প্রশংসনীয় *(গোষ্পদ–গোরুর পায়ের গর্ত তথা ক্ষুদ্র জলাশয়)* ।।৮।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে সাধারণ বানর মনে করতে পারছি না। কারণ তোমার যেমন সমুদ্র হতে ভয় নেই, তেমনি রাবণ হতেও নেই কোনো ভীতি।।৯।। যদি আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের দ্বারাই তুমি প্রেরিত হয়ে থাকো, হে কপিশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার সঙ্গে বার্তালাপ করতে পারো।।১০।। বিশেষতঃ

প্রেষয়িস্যতি দুর্ধর্ষো রামো নহ্যপরীক্ষিতম্। পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ।। ১১
দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ। লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ১২
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং ন সাগরমেখলাম্। মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ।। ১৩
অথবা শক্তিমন্তৌ তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে। মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্যয়ঃ।। ১৪
কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে। উত্তরাণি চ কার্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ।। ১৫
কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্যেষু চ ন মুহ্যতি। কচ্চিৎ পুরুষকার্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ।। ১৬
দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে। বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচ্চিন্মিত্রেষু চ পরন্তপঃ।। ১৭
কচ্চিন্মিত্রাণি লভতে২মিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে। কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ।। ১৮
কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রাসাদং পার্থিবাত্মজঃ। কচ্চিৎ পুরুষকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে।। ১৯
কচ্চিন্ন বিগতোস্নেহো বিবাসাম্ময়ি রাঘবঃ। কচ্চিন্মাং ব্যসনাদস্মন্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ।। ২০
সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনূচিতঃ। দুঃখমুত্তরমাসাদ্য কচ্চিদ্ রামো ন সীদতি।। ২১
কৌশল্যায়াস্তথা কচ্চিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ। অভীক্ষ্ণং শ্রূয়তে কচ্চিৎ কুশলং ভরতস্য চ।। ২২
মন্নিমিত্তেন মানার্হঃ কচ্চিচ্ছোকেন রাঘবঃ। কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি।। ২৩
কচ্চিদক্ষৌহিণীং ভীমাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। ধ্বজিনীং মন্ত্রিভির্গুপ্তাং প্রেষয়িষ্যতি মৎকৃতে।। ২৪

পরাক্রমী রাম শক্তি না জেনে, পরীক্ষা না করে কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন না।।১১।। ভাগ্যিস ধর্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ রাম কুশলেই আছেন। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধন করে মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও কুশলেই রয়েছেন।।১২।। রাম যদি কুশলেই থাকেন, তাহলে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো সমগ্রা পৃথিবীকে কেন দগ্ধ করে ফেলছেন না? *(যুগের অন্ত হলে মহাপ্রলয় হয়। তখন আগুনে সব পুড়ে যায়)*।।১৩।। অথবা দেবতাদেরো নিগ্রহে এই দুই ভাই শক্তিসম্পন্ন। মনে হচ্ছে আমারি কপালে দুঃখ রয়েছে। তাই এই দুই ভাই এখনো কিছু করতে পারেন নি। ফলে আমার এই বিপর্যয়।।১৪।। রাম এখন বেদনাহত হয়ে নিরুদ্যম নন তো? তিনি এখন শোকে শক্তিহীন হয়ে পড়েন নি তো? আমার উদ্ধারের জন্য পরবর্তীকালে যা করতে হবে তার প্রস্তুতিসূচক কার্যাদি সেই পুরুষোত্তম করছেন তো?।।১৫।। তিনি দৈন্যভাব অবলম্বন করে ভয়ে কর্তব্যকর্মের সাধনে বিমূঢ় হয়ে পড়েন নি তো? সেই রাজপুত্র পুরুষকার অবলম্বন করে কাজ করে যাচ্ছেন তো?।।১৬।। তিনি মিত্রের প্রতি সাম এবং দান এই দ্বিবিধ এবং শত্রুর প্রতি দান, ভেদ, দণ্ড—এই ত্রিবিধ উপায় রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে অবলম্বন করছেন তো? জয়লাভের কামনায় তিনি মিত্রদের প্রতি সহৃদয় এবং শত্রুর প্রতি কঠোর হচ্ছেন তো?।।১৭।। তিনি আচরণের দ্বারা মিত্রলাভ করছেন তো? যারা শত্রু তাদের সঙ্গেও মৈত্রীর মাধ্যমে মিলিত হচ্ছেন তো? মিত্রদের কল্যাণ করলে মিত্রেরাও আনুকূল্যের দ্বারা তার পুরস্কার দিয়ে থাকেন *(সীতা রাজকন্যা, রাজপুরবধূ, সুশিক্ষিতা। তাই রাজধর্মের নীতি তাঁর কথায় প্রকটিত হচ্ছে)*।।১৮।। রাজপুত্র রাম দেবতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছেন তো? পুরুষকার এবং দৈব—উভয়কেই তিনি গ্রহণ করছেন তো?।।১৯।। আমি দূরে নির্বাসনে থাকায় রামচন্দ্র আমার প্রতি প্রীতিত্যাগ করেন নি তো? রঘুবংশধর রাম আমায় এই বিপদ হতে মুক্ত করবেন তো?।।২০।। রাম নিত্য সুখে অভ্যস্ত ছিলেন। দুঃখে তিনি অভ্যস্ত নন। এখন দুঃখের পর দুঃখ পেয়ে রাম অবসন্ন হয়ে পড়েন নি তো?।।২১।। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং ভরতের কুশল তিনি নিয়মিত শুনতে পাচ্ছেন তো? *(অভীক্ষ্ণম্—পুনঃ পুনঃ, নিয়মিত)*।।২২।। রামচন্দ্র সম্মানের যোগ্য। তিনি আমার শোকে উদাসীন হয়ে যান নি তো? তিনি আমায় উদ্ধার করবেন তো?।।২৩।। ভ্রাতৃপ্রেমিক ভরত মন্ত্রীদের দ্বারা সুরক্ষিত করে রেখেছেন ভয়ঙ্কর অক্ষৌহিণী সেনা। মন্ত্রিসহ সেই বাহিনীকে তিনি রামের কথায় আমার উদ্ধারের জন্য পাঠাবেন তো?।।২৪।। দাঁত, নখ এবং অস্ত্রে সজ্জিত বীর বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বানরাধিপতি শ্রীমান সুগ্রীব আমার উদ্ধারে

বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ কচ্চিদেষ্যতি। মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বৃতো দন্ত-নখায়ুধৈঃ।। ২৫
কচ্চিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ। অস্ত্রবিচ্ছরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি।। ২৬
রৌদ্রেণ কচ্চিদস্ত্রেণ রামেণ নিহতং রণে। দ্রক্ষ্যাম্যল্পেন কালেন রাবণং সসুহৃজ্জনম্।। ২৭
কচ্চিন তদ্ধেমসমানবর্ণং তস্যাননং পদ্মসমানগন্ধি।
ময়া বিনা শুষ্যতি শোকদীনং জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন।। ২৮
ধর্মাপদেশাত্ত্যজতঃ স্বরাজ্যং মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতেঃ।
নাসীদ্ যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ কচ্চিৎ স ধৈর্যং হৃদয়ে করোতি।। ২৯
ন চাস্য মাতা ন পিতা ন চান্যঃ স্নেহাদ বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবদ্ধ্যহং দূত জিজীবিষেয়ং যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য।। ৩০
ইতীব দেবী বচনং মহার্থং তং বানরেন্দ্রং মধুরার্থমুক্ত্বা।
শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোঽভিরামং রামার্থযুক্তং বিররাম রামা।। ৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।। ৩২
ন ত্বামিহস্থাং জানীতে রামঃ কমললোচনঃ। তেন ত্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব পুরন্দরঃ।। ৩৩
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ। চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসংযুতাম্।। ৩৪
বিষ্টম্ভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভ্যং বরুণালয়ম্। করিষ্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্।। ৩৫
তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্যদি দেবা মহাসুরাঃ। স্থাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বধিষ্যতি।। ৩৬

আসবেন কি?।।২৫।। বীর লক্ষ্মণ বীরোচিত কর্মের দ্বারা মাতা সুমিত্রার আনন্দ বর্ধন করে থাকেন। অস্ত্রধারণ করে তিনি শরজাল নিক্ষেপ করে রাক্ষসদের দগ্ধ করবেন তো?।।২৬।। রাম ভীষণ অস্ত্রের দ্বারা সুহৃদগণসহ রাবণকে হত্যা করবেন—অল্পকালের মধ্যেই এই দৃশ্য আমি দেখতে পাবো কি?।।২৭।। সোনার মতো বরণ তাঁর মুখের। তাতে পদ্মসম গন্ধ। জল শুকিয়ে গেলে গরমে পদ্ম শুকিয়ে যায়। তেমনি আমার বিরহে, আমার শোকে তিনি শীর্ণ হয়ে পড়েন নি তো?।।২৮।। ধর্মপালনের জন্য তিনি একসময় নিজের রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পায়ে হাঁটিয়ে আমাকে অরণ্যে আনিয়েছিলেন। তাতেও তাঁর ভয় এবং শোক ছিলো না। এখন তিনি হৃদয়ে ধৈর্যধারণ করছেন তো?।।২৯।। তাঁর মাতা, পিতা বা অন্য কারো প্রতি আমার মতো স্নেহ তাঁর নেই। যতো দিন না সেই প্রিয়তমের সংবাদ আমি শুনতে পাই, ততোদিনই, হে দূত আমি বেঁচে থাকবো (*ইংরেজী প্রবাদ—Hope brings springs eternal in the human heart. কালিদাসের মেঘদূতে—"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশংশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং। সদ্যঃপাতি প্রণয়ি-হৃদয়ে বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।"*) ।।৩০।। সুন্দরী সীতাদেবী বানরেন্দ্র হনুমানকে মধুর এবং মহৎ অর্থযুক্ত এইসব কথা বললেন। রামের সম্বন্ধযুক্ত আরো মনোরম বাক্য তাঁর কাছ হতে আবার শুনবার জন্য তিনি এবার বিরত হলেন।।৩১।। ভীষণ বিক্রমশালী মারুতপুত্র হনুমান সীতার কথা শুনে মাথায় হাত জোড় করে উত্তরে বলতে লাগলেন— ।।৩২।। আপনি যে এখানে আছেন, তা পদ্মনয়ন রামচন্দ্র জানেন না। তাই, ইন্দ্র যেমন দৈত্যদের দ্বারা অপহৃতা শচীকে দ্রুত নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আপনাকে ততো দ্রুত নিয়ে যেতে পারেন নি।।৩৩।। আমার কাছ থেকে আপনার খবর পেলেই রাম বানর এবং ভল্লুকসহ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সত্বর এসে পড়বেন।।৩৪।। সমুদ্রকে কেউ ক্ষুব্ধ করতে পারে না। কিন্তু রাম অসংখ্য বাণের দ্বারা সমুদ্রকে স্তব্ধ করে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কাপুরীতে এসে রাক্ষসদের প্রশমিত করবেন।।৩৫।। সেই কার্যের পথে মৃত্যু, দেবতারা, এমন কি অসুরেরাও যদি বাধা সৃষ্টি করে রাম তাদেরকেও ধ্বংস করে ফেলবেন।।৩৬।। আর্যে, আপনার দর্শন না পেয়ে রামের হৃদয় আজ শোকে পরিপূর্ণ। সিংহের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে হস্তী যেমন সুখ লাভ করতে পারে না, তেমনি তিনিও আজ সুখ-শূন্য (*দ্বিপ—দ্বাভ্যাং পিবতি*

তবাদর্শনজেনার্যে শোকেন পরিপূরিতঃ। ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ।। ৩৭
মন্দরেণ চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ। মলয়েন চ বিন্ধ্যেন মেরুণা দর্দুরেণ চ।। ৩৮
যথা সুনয়নং বল্গু বিম্বোষ্ঠং চারু কুণ্ডলম্। মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।। ৩৯
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রস্রবণে গিরৌ। শতক্রতুমিবাসীনং নাগপৃষ্ঠস্য মূর্ধনি।। ৪০
ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে। বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্।। ৪১
নৈব দংশান্ ন মশকান্ ন কীটান্ ন সরীসৃপান্। রাঘবোঽপনয়েদ্ গাত্রাৎ ত্বদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।। ৪২
নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ। নান্যচ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং গতঃ।। ৪৩
অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ। সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে।। ৪৪
দৃষ্ট্বা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্। বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্ত্বামভিভাষতে।। ৪৫
স দেবি নিত্যং পরিতপ্যমানস্ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমাণঃ।
ধৃতব্রতো রাজসুতো মহাত্মা তবৈব লাভায় কৃতপ্রযত্নঃ।। ৪৬
সা রামসংকীর্তনবীতশোকা রামস্য শোকেন সমানশোকা।
শরন্মুখেনাম্বুদশেষচন্দ্রা নিশেব বৈদেহসুতা বভূব।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—শুঁড় এবং মুখ দুই দিয়েই জলপান করে বলে হস্তীকে বলা হয় দ্বিপ) ।।৩৭।। দেবি, আমি মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বত এবং আমার জীবনধারণের অবলম্বন সকল ফল ও মূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি...*(এই সব পবিত্র পর্বত। দেব পর্বত বলা হয়। দর্দুর—মলয়ের কাছেই চন্দনের উৎপত্তিস্থল)* ।।৩৮।। আমি শপথ করে বলছি যে, সত্বর আপনি নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো রামচন্দ্রের মুখটি দেখতে পাবেন। ভারি সুন্দর সেই মুখ। সুন্দর তাঁর নয়ন। বিম্ব তথা তেলাকুচা-ফলের মতো লাল টকটকে সুন্দর তাঁর ওষ্ঠ। ঐরাবত হস্তীর পৃষ্ঠে ইন্দ্রের মতো প্রস্রবণ পর্বতের চূড়ায়, হে বৈদেহি, শীগ্‌গির আপনি রামকে দেখতে পাবন।।৪০।। রাঘব মাংসভোজন করেন না। মদ্যপানও করেন না। বনজাত শাস্ত্রসম্মত অর্থে ফলমূলাদিই তিনি পঞ্চমকালে গ্রহণ করেন *(মধু—মদ্য। ভক্ত—অন্ন, আহার্য। অত্তি খদেতি ইতি অন্নম্। পঞ্চমকাল—সায়ংকাল। কিংবা প্রথমদিনের প্রাতঃ ও সায়াহ্ন এবং দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃ ও সায়াহ্ন—এই চারটি কাল দুই দিনে ত্যাগ করে তৃতীয় দিনের প্রাতে পঞ্চমকাল এলে ভোজন করা। ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যায় আহার-সংযম আবশ্যিক)* ।।৪১।। আপনার চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকায় তাঁর গায়ে ডাঁশ, মশা, কীট ও সাপ এলেও তা তিনি জানতে পারেন না। ফলে সেইগুলি অপসারিতও করেন না।।৪২।। শোকার্ত হয়ে আপনার প্রতি কমনাবশতঃ রাম নিত্য আপনারই ধ্যান নিমগ্ন। অন্য কোনোকিছুই তিনি চিন্তা করছেন না।।৪৩।। চোখে তাঁর ঘুম নেই। সেই নরশ্রেষ্ঠ কখনো কখনো ঘুমোলেও—"সীতা" এই মধুরবাণী উচ্চারণ করে জেগে ওঠেন।।৪৪।। ফল, ফুল বা রমণীদের মনোরঞ্জক অন্য কিছু দেখলে বহুবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে—"হা প্রিয়ে"—এই বলে তিনি আপনাকে ডেকে ওঠেন।।৪৫।। হে দেবি, "সীতা"—এই বলে ডাকতে ডাকতে তিনি পরিতাপ করছেন। ব্রহ্মচর্যব্রতধারী সেই মহাত্মা রাজপুত্র আপনাকে লাভ করার জন্যই চেষ্টা করে চলেছেন।।৪৬।। সেই সীতা রামের শোকে তাঁরই মতো সমান শোকে ক্লিষ্টা। আবার রামের নাম আলোচনার মাধ্যমে কীর্তিত হওয়ায় তাঁর শোক অপগতও হচ্ছে। শরতের শুরুতে রাতটি একদিকে অন্ধকার হলেও মেঘমণ্ডিত চন্দ্রের দ্বারা আবার ঈষৎ আলোয় ভরা। ঠিক তেমনি অবস্থা আজ সীতাদেবীর।।৪৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

স্বকীয় (সীতায়াঃ) বিয়োগাদ্ রামচন্দ্রোঽতীব শোকাভিভূত ইতি শ্রুত্বা দুঃখিতয়া সীতয়া তত্র সত্বরং শ্রীরামমানেতুং হনূমৎসমীপে প্রার্থনম্। 'আয়াতু, মৎপৃষ্ঠে আরহতু, ভবতীমহং রামসমীপে নেষ্যামী'তি সীতাশোকমশক্নুবতো হনূমত উক্তিঃ, ততস্তদনুকূলমুদ্‌যুজ্য ক্ষুদ্রেণ শরীরেণ সীতানয়ন-মসম্ভবং মত্বা তস্য বিশালশরীররাবণম্, তেন সহ গমনমসমীচীনমিতি সীতায়া উত্তরম্, সত্বরং রামচন্দ্রমেবানেতুং হনূমৎপ্রেষণঞ্চ।

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। হনূমন্তমুবাচেদং ধর্মার্থসহিতং বচঃ।। ১
অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া বানরভাষিতম্। যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ।। ২
ঐশ্বর্যে বা সুবিস্তীর্ণে ব্যসনে বা সুদারুণে। রজ্জ্বেব পুরুষং বদ্‌ধ্বা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি।। ৩
বিধির্নূনমসংহার্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম। সৌমিত্রিং মাঞ্চ রামঞ্চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্।। ৪
শোকস্যাস্য কথং পারং রাঘবোঽধিগমিষ্যতি। প্লবমানঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে যথা।। ৫
রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্। লঙ্কামুন্মথিতাং কৃত্বা কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ।। ৬
স বাচ্যঃ সন্ত্বরস্বেতি যাবদেব ন পূর্যতে। অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবদ্ধি মম জীবিতম্।। ৭
বর্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম। রাবণেন নৃশংসেন সময়ো যঃ কৃতৌ মম।। ৮
বিভীষণেন চ ভ্রাতা মম নির্যাতনং প্রতি। অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে সতিম্।। ৯
মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে। রাবণং মার্গতে সংখ্যে মৃত্যুঃ কালবশংগতম্।। ১০

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

সীতার বিচ্ছেদে রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকার্ত—এই কথা সীতা শুনলেন। সত্বর রামচন্দ্রকে নিয়ে আসার জন্য হনুমানের কাছে দুঃখিতা সীতার প্রার্থনা। সীতার শোক সইতে না পেরে হনুমানের উক্তি—আসুন, আমার পীঠে উঠুন। আমিই আপনাকে রামের কাছে নিয়ে যাবো। তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই ছোটো শরীর নিয়ে সীতাকে পীঠে করে নিয়ে-যাওয়া অসম্ভব মনে করে হনুমানের বিশাল শরীর ধারণ। তাঁর সঙ্গে গমন করা সমীচীন নয় বলে সীতার উত্তর। রামকে দ্রুত নিয়ে আসার জন্য হনুমানকে প্রেরণ।

সীতার মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর। তিনি হনুমানের সেইসকল কথা শুনে ধর্মার্থযুক্ত কথা বলতে লাগলেন।।১।। বানর, তুমি যা বললে, রাম আমার চিন্তায় তন্ময়—তা আমার কাছে অমৃতের মতো। আর তিনি শোকার্ত—এই সংবাদ আমার কাছে বিষবৎ। তাই তোমার এই সংবাদ আমার কাছে বিষযুক্ত অমৃতের মতোই মনে হচ্ছে।।২।। কোনো ব্যক্তি প্রভূত ঐশ্বর্যে থাকুন বা নিদারুণ বিপদেই থাকুন মৃত্যুদেবতা দড়ি দিয়ে বাঁধা পুরুষের মতো তাকে কিন্তু টেনে নিয়েই চলেছেন।।৩।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, দৈবকে কেউই ধ্বংস করতে পারে না। দেখো, রাম, লক্ষ্মণ এবং আমাকে বিধি বিপর্যস্ত করে রেখেছেন।।৪।। সাগরে নৌকাডুবি হলে নিমজ্জমান ব্যক্তি সাহস অবলম্বন করে ভাসতে ভাসতে তীরে গিয়ে পৌঁছয়। তেমনি রামও কোনোক্রমে এই শোকের সাগর পার হয়ে যাবেন।।৫।। রাক্ষসীদের হত্যা করে, রাবণকে ধ্বংস করে এবং লঙ্কাকে বেশ করে মথিত করে কি করে আমার স্বামী রাম আমায় দেখতে পাবেন?।।৬।। এই একবৎসর যাতে পূর্ণ না হয়, তাঁর জন্য তাঁকে তাড়া দাও। ততোদিন পর্যন্তই আমার জীবন।।৭।। হে বানর, এখন দশ মাস চলেছে। দু'টি মাস মাত্র বাকী রয়েছে। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সম্বন্ধে এইরকম সময়ই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।।৮।। আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য ভাই বিভীষণ রাবণকে অনেক অনুনয় করেছিলো। কিন্তু সে তাতে রাজী হয় নি।।৯।। আমার প্রত্যাখ্যান রাবণের ভালো লাগছে না। রাবণ আজ কালের বশীভূত। তাই যুদ্ধে মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।।১০।। হে বানর, বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা হচ্ছে কলা। তার মা তাকে আমার কাছে

জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা নাম বিভীষণসুতা কপে। তয়া মমৈতদাখ্যাতং যাত্রা পহিতয়া স্বয়ম্।। ১১
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ। ধৃতিমাঞ্ছীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ।। ১২
রামাৎ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ। ন চ তস্য স দুষ্টাত্মা শৃণোতি বচনং হিতম্।। ১৩
আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাপ্স্যতে পতিঃ। অন্তরাত্মা হি মে শুদ্ধস্তস্মিংশ্চ বহবো গুণাঃ।। ১৪
উৎসাহঃ পৌরুষং সত্ত্বমানৃশংস্যং কৃতজ্ঞতা। বিক্রমস্তু প্রভাবশ্চ সন্তি বানর রাঘবে।। ১৫
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান সঃ। জনস্থানে বিনা ভ্রাত্রা শত্রু কস্তস্য নোদ্বিজেৎ।। ১৬
ন স শক্যস্তুলয়িতুং ব্যসনৈঃ পুরুষর্ষভঃ। অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শক্রস্যেব পুলোমজা।। ১৭
শরজালাংশুমাঞ্ছূরঃ কপে রামদিবাকরঃ। শত্রুরক্ষোময়ং তোয়মুপশোষং নয়িষ্যতি।। ১৮
ইতি সংজল্পমানাং তাং রামার্থে শোককর্ষিতাম্। অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনুমান্ কপিঃ।। ১৯
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ। চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্যৃক্ষগণসঙ্কুলাম্।। ২০
অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসাৎ। অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে।। ২১
ত্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্। শক্তিরস্তি হি মে বোঢুং লঙ্কামপি সরাবণাম্।। ২২
অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি। প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ।। ২৩
দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্। ব্যবসায়সমাযুক্তং বিষ্ণুং দৈত্যবধে যথা।। ২৪
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহমাশ্রমস্থং মহাবলম্। পুরন্দরমিবাসীনং নগরাজস্য মূর্ধনি।। ২৫

পাঠিয়েছিলো। সে আমায় ঐকথা বলে গেছে।।১১।। অবিন্ধ্য নামে এক বিশেষ রাক্ষস রাবণের প্রিয়পাত্র। সে মেধাবী, বিদ্বান্। ধৈর্যশীল। চরিত্রবান এবং বর্ষীয়ান।।১২।। সে বলেছিলো, রামের হাতে রাক্ষসেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু দুষ্টাত্মা রাবণ তার সেই হিতকথা শুনছে না।।১৩।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বামী আমায় সত্বর লাভ করবেন। আমার অন্তরাত্মা শুদ্ধ। ও তার গুণও রয়েছে বহু।।১৪।। হে বানর, রামচন্দ্রের রয়েছে—উৎসাহ, বীর্যবত্তা, সামর্থ্য, অনিষ্ঠুরতা, কৃতজ্ঞতা, পরাক্রম এবং ব্যক্তিত্ব।।১৫।। তিনি জনস্থানে ভাই লক্ষ্মণ ছাড়াই একাকী চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে নিধন করেছিলেন। তাঁর কোন শত্রুই বা এতে উদ্‌বিগ্ন হবে না?।।১৬।। পুরুষোত্তম রামকে দুঃখ-প্রদায়ক রাক্ষসদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। দেবী শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব জানেন, আমিও তেমনি তাঁর প্রভাব জানি *(ব্যসন—দুঃখ, শক্র—ইন্দ্র। পুলোমজা—ইন্দ্রপত্নী শচী)*।।১৭।। হে বানর, রামরূপী সূর্য বাণরাজিরূপ কিরণ-রাশির দ্বারা রাক্ষসশত্রুরূপ জলরাশিকে শোষণ করে ফেলবেন *(অপূর্ব উপমা। রাম হলেন সূর্য, তাঁর বাণ হলো কিরণ। রাক্ষস হলো জল। সূর্য কিরণের দ্বারা ঐ জল শোষণ করেন। রাম বাণের দ্বারা শত্রু তথা রাক্ষস বিনাশ করেন)*।।১৮।। রামের জন্য শোকে ক্লিষ্টা হয়ে সীতা এইভাবে বলে চলেছেন। চোখের জলে তাঁর মুখ ভেসে যাচ্ছে। তাঁকে তখন বানর হনুমান বললেন—।।১৯।। আমার কাছ হতে এই কথা শোনামাত্রই রাম বানর এবং ভল্লুকবহুল বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে শীগ্‌গির ছুটে আসবেন *(চমূ—সেনাবাহিনী। হরি + ঋক্ষ—হর্যৃক্ষ। হরি—বানর। ঋক্ষ—ভল্লুক)*।।২০।। অথবা হে অনিন্দিতে, আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। রাক্ষসগণ আপনাকে যে দুঃখ দিচ্ছে, আজই তা থেকে আমি আপনাকে মুক্ত করবো।।২১।। আপনাকে পীঠে নিয়ে আমি সাঁতার দিয়ে সাগর পার হয়ে যাব। রাবণসহ লঙ্কাকেও পীঠে বইবার শক্তি আমার আছে।।২২।। হে মৈথিলি, অগ্নি যেমন আহুতির দ্রব্য ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যান, আমিও তেমনি আপনাকে নিয়ে গিয়ে প্রস্রবণপর্বতে অবস্থানরত রামকে সমর্পণ করবো *(উপমার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পবিত্রচরিত্রা সীতাকে আহুতির পবিত্রদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে)*।।২৩।। দৈত্যবধে উদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় রাক্ষসবধে আত্মনিয়োগ করেছেন রাম। হে বিদেহরাজপুত্রি, লক্ষ্মণসহ রামকে আপনি আজই দেখতে পাবেন।।২৪।। সেই মহাবলবান রাম আপনাকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে পর্বতরাজের শিখরে ইন্দ্রের ন্যায় বসে আছেন।।২৫।। হে শোভনে, রোহিণী যেমন চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, সেইরকম

পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে। যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ।। ২৬
কথয়ন্তীব শশিনা সংগমিষ্যসি রোহিণী। মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্।। ২৭
নহি মে সম্প্রযাতস্য ত্বামিতো নয়তোঽঙ্গনে। অনুগন্তুং গতিং শক্তাঃ সর্বে লঙ্কানিবাসিনঃ।। ২৮
যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্। যাস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যম্য বিহায়সম্।। ২৯
মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাচ্ছ্রুত্বা বচনমদ্ভুতম্। হর্ষবিস্মিতসর্বাঙ্গী হনূমন্তমথাব্রবীৎ।। ৩০
হনুমন্ দূরমধ্বানং কথং মাং নেতুমিচ্ছসি। তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযূথপ।। ৩১
কথং চাল্পশরীরস্ত্বং মামিতো নেতুমিচ্ছসি। সকাশং মানবেন্দ্রস্য ভর্তুর্মে প্লবগর্ষভ।। ৩২
সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। চিন্তয়ামাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্।। ৩৩
ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা। তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্ রূপং মম কামতঃ।। ৩৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনূমাংস্তদা প্লবগসত্তমঃ। দর্শয়ামাস সীতায়াঃ স্বরূপমরিমর্দনঃ।। ৩৫
স তস্মাৎ পাদপাদ্ধীমানাপ্লুত্য প্লবগর্ষভঃ। ততো বর্ধিতুমারেভে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ।। ৩৬
মেরুমন্দরসঙ্কাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ। অগ্রতো ব্যধতস্থে চ সীতায়া বানরর্ষভঃ।। ৩৭
হরিঃ পর্বতসঙ্কাশস্তাম্রবক্ত্রো মহাবলঃ। বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ।। ৩৮
স পর্বতবনোদ্দেশাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্। লঙ্কামিমাং সনাথাং বা নয়িতুং শক্তিরস্তি মে।। ৩৯
তদবস্থাপ্যতাং বুদ্ধিবলং দেবি বিকাঙ্ক্ষয়া। বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।। ৪০

আপনিও যদি রামের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার পীঠে উঠে পড়ুন। আর অনিচ্ছাপ্রকাশ করবেন না।।২৬।। আমার পীঠে উঠুন। আকাশপথে মহাসমুদ্র পার হয়ে চলুন। "রাম"—এই কথা বলতে বলতেই চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মতো আপনি রামের সঙ্গে মিলিত হবেন।।২৭।। হে সুন্দরি, আমি আপনাকে এখান হতে নিয়ে যাবার সময় লঙ্কাবাসী সকলে সম্মিলিত হয়েও আমাকে অনুসরণ করতে সমর্থ হবে না।।২৮।। হে বিদেহরাজকন্যে সীতে, আমি যেভাবে আকাশপথে উড়ে এখানে এসেছি, তেমনিভাবেই আপনাকে তুলে নিয়ে আকাশপথে আমি নিঃসংশয়ে চলে যেতে পারবো।।২৯।। সীতা বানরশ্রেষ্ঠের এই অদ্ভুত কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁর সকল অঙ্গ দিয়ে আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে। তিনি তখন হনুমানকে বললেন— ।।৩০।। হে বানরদলপতি, এই দূর পথে কেন তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছো? তাতে তো তোমায় আমি সামান্য বানর বলেই মনে করছি।।৩১।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার শরীরটি তো বেশ ছোটো। কেন তুমি আমায় এখান হতে মানবশ্রেষ্ঠ আমার পতির কাছে নিয়ে যেতে চাইছো?।।৩২।। পবনপুত্র শ্রীমান হনুমান সীতার কথা শুনে চিন্তা করলেন, নূতনভাবে আমি অবজ্ঞাত হলাম।।৩৩।। এই কৃষ্ণনয়না সীতা আমার শক্তি বা প্রভাব জানেন না। বেশ, এবার বৈদেহী দেখুন আমি ইচ্ছামতো কেমন রূপ ধারণ করতে পারি ।।৩৪।। বানরশ্রেষ্ঠ, শত্রুমর্দনকারী হনুমান এইভাবে চিন্তা করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সীতাকে দেখালেন।।৩৫।। সেই বানরশ্রেষ্ঠ গাছ হতে লাফিয়ে উঠে সীতার বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য বেড়ে উঠতে লাগলেন।।৩৬।। সেই বানরমুখ্য সীতার সামনে মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো বিশালকায় হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। জ্বলন্ত আগুনের মতো তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিলো।।৩৭।। পর্বতের মতো বিশাল রূপ তিনি ধারণ করলেন। সেই মহাবলশালীর মুখটি হলো লাল। দাঁত এবং নখ বজ্রের মতো দেখাচ্ছিলো। এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তিনি সীতাকে এই কথা বললেন— ।।৩৮।। পর্বত এবং বনভূমিসহ, অট্টালিকা, প্রাচীর এবং তোরণসমেত, অধিপতি রাবণসহ এই লঙ্কাকে তুলে নিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে।।৩৯।। হে দেবি, বিশেষ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আপনার বুদ্ধি বল স্থির করুন। লক্ষ্মণসহ রামকে আপনি বীতশোক করুন।।৪০।। জনক-দুহিতা পদ্মপত্রের মতো বিশাল-নয়না সীতা তাঁকে পাহাড়ের মতো উন্নতকায় দেখে সেই মারুতের ঔরসজাত পুত্র

তং দৃষ্ট্বাচলসঙ্কাশমুবাচ জনকাত্মজা। পদ্মপত্রবিশালাক্ষী মারুতস্যৌরসং সুতম্।। ৪১
তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে। বায়োরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগ্নেরিবাদ্ভুতম্।। ৪২
প্রাকৃতোঽন্য কথং চেমাং ভূমিমাগন্তুমর্হতি। উদধেরপ্রমেয়স্য পারং বানরযূথপ।। ৪৩
জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম। অবশ্যং সম্প্রধার্যাশু কার্যসিদ্ধিরিবাত্মনঃ।। ৪৪
অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ। বায়ুবেগসবেগস্য বেগো মাং মোহয়েৎ তব।। ৪৫
অহমাকাশমাসক্তা উপর্যুপরি সাগরম্। প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভূয়ো বেগেন গচ্ছতঃ।। ৪৬
পতিতা সাগরে চাহং তিমি-নক্র-ঝষাকুলে। ভবেয়মাশু বিবশা যাদসামন্নমুত্তমম্।। ৪৭
ন চ শক্ষ্যে ত্বয়া সার্ধং গন্তুং শত্রুবিনাশন। কলত্রবতি সন্দেহস্ত্বয়ি স্যাদপ্যসংশয়ম্।। ৪৮
হ্রিয়মাণাং তু মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ। অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা।। ৪৯
তৈস্ত্বং পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূল-মুদ্গরপাণিভিঃ। ভবেস্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্।। ৫০
সাযুধা বহবো ব্যোম্নি রাক্ষসাস্ত্বং নিরাযুধঃ। কথং শক্ষ্যসি সংযাতুং মাং চৈব পরিরক্ষিতুম্।। ৫১
যুদ্ধমানস্য রক্ষোভিস্তুতস্তৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ। প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভয়ার্তা কপিসত্তম।। ৫২
অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ। কথঞ্চিৎ সাম্পরায়ে ত্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম।। ৫৩
অথবা যুদ্ধমানস্য পতেয়ং বিমুখস্য তে। পতিতাঞ্চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ।। ৫৪
মাং বা হরেয়ুস্ত্বদ্ধস্তাদ্ বিশসেয়ুরথাপি বা। অনবস্থৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ৌ।। ৫৫
অহং বাপি বিপদ্যেয়ং রক্ষোভিরভিতর্জিতা। ত্বৎপ্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেন্নিষ্ফল এব তু।। ৫৬

হনুমানকে বললেন—।।৪১।। হে মহাবানর, তোমার শক্তি এবং সামর্থ্য আমি জানি। জানি তোমার বায়ুর মতো গতি। অগ্নির মতো অদ্ভুত তেজ।।৪২।। হে বানরদলনায়ক, তুমি ছাড়া আর কোন সাধারণ ব্যক্তি সীমাহীন সাগর পার হয়ে এই লঙ্কাভূমিতে আসতে পারতো?।।৪৩।। সাগর পার হয়ে গমনে এবং আমাকে নিয়ে যেতে তোমার শক্তি আছে—এ আমি জানি। তুমি তোমার শক্তির কথা চিন্তা করে নিজের কার্যসিদ্ধির কথা ভাবছো।।৪৪।। হে কপিশ্রেষ্ঠ, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া অনুচিত। কারণ, বায়ুর মতো তোমার তীব্রবেগ আমাকে অজ্ঞান করে দেবে।।৪৫।। তুমি যখন সাগরের উপর দিয়ে আকাশপথে তীব্রবেগে উড়ে যাবে তখন আমি নিশ্চয়ই তোমার পীঠ হতে পড়ে যাবো।।৪৬।। তিমি, কুমীর এবং জলজন্তুসঙ্কুল সাগরে যাবো পড়ে। বিবশ হয়ে গিয়ে আমি তখন জলজন্তুদের উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যে পরিণত হবো।।৪৭।। হে শত্রুনাশন, তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারবো না। স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে থাকলে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমায় সন্দেহ করবে *(সীতার বুদ্ধি ও যুক্তি লক্ষণীয়)* ।।৪৮।। আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছো দেখলে দুরাত্মা রাবণের আদেশে ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী রাক্ষসেরা তোমার পেছনে ছুটে আসবে।।৪৯।। হে বীর, স্ত্রীলোক আমাকে নিয়ে যেতে থাকলে তোমার জীবন সংশয়প্রাপ্ত হবে। শূল এবং মুগুর হাতে নিয়ে বীর্যবান রাক্ষসেরা তোমায় ঘিরে ধরবে।।৫০।। রাক্ষসেরা সশস্ত্র। এবং সংখ্যায় বহু। আর তুমি আকাশে। এবং অস্ত্রহীন। তুমি কি করে যাবে এবং আমাকেই বা রক্ষা করবে কিভাবে?।।৫১।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের সঙ্গে তুমি যখন যুদ্ধ করতে থাকবে, তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আমি তোমার পীঠ হতে পড়ে যাবো।।৫২।। হে বানরমুখ্য, রাক্ষসেরা আচরণে ভীষণ। আবার অত্যন্ত বলবান। যুদ্ধে তারা কোনোপ্রকারে তোমায় পরাজিতও করতে পারে *(সাম্পরায়—যুদ্ধ, পরকাল)* ।।৫৩।। কিংবা যুদ্ধ করার সময় তুমি আমার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবে না। তখন আমি পড়ে গেলে পাপী রাক্ষসেরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে।।৫৪।। আমাকে তারা তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। কিংবা হত্যাও করতে পারে। এই যুদ্ধে জয় হবে না পরাজয় হবে তারও স্থিরতা নেই *(বিশসেয়ুর—হত্যা করবে)* ।।৫৫।। রাক্ষসদের দ্বারা নির্যাতিতা হয়ে আমি যদি বিপন্না হই, তাহলে, হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার সব প্রয়াস নিষ্ফল হয়ে যাবে।।৫৬।। ধরে নিচ্ছি, রাক্ষসসকলকে হত্যা করতে তুমিই যথেষ্ট। তোমার দ্বারা রাক্ষসেরা নিহত

কামং ত্বমপি পর্যাপ্তো নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্। রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শস্তৈস্তু রাক্ষসৈঃ।। ৫৭
অথবাদায় রক্ষাংসি ন্যসেয়ুঃ সংবৃতে হি মাম্। যত্র তে মাভিজ্ঞানীয়ুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ।। ৫৮
আরম্ভস্তু মদর্থোহিয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ। ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ।। ৫৯
ময়ি জীবিতমায়ত্তং রাঘবস্যামিতৌজসঃ। ভ্রাতৃণাঞ্চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ।। ৬০
তৌ নিরাশৌ মদর্থঞ্চ শোকসন্তাপকর্ষিতৌ। সহ সর্বর্ক্ষহরিভিস্ত্যক্ষ্যতঃ প্রাণসংগ্রহম্।। ৬১
ভর্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর। নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম।। ৬২
যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ। অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী।। ৬৩
যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্। মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ।। ৬৪
শ্রুতাশ্চ দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা মহাত্মনস্তস্য রণাবমর্দিনঃ।
ন দেব-গন্ধর্ব-ভুঙ্গজ-রাক্ষসা ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে।। ৬৫
সমীক্ষ্য তং সংযতি চিত্রকার্মুকং মহাবলং বাসবতুল্যবিক্রমম্।
সলক্ষ্মণং কো বিষহেত রাঘবং হুতাসনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্।। ৬৬
সলক্ষ্মণং রাঘবমাজিমর্দনং দিশাগজং মত্তমিব ব্যবস্থিতম্।
সহেত কো বানরমুখ্য সংযুগে যুগান্তসূর্যপ্রতিম শরার্চিষম্।। ৬৭
স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষ্মণং প্রিয়ং সযূথপং ক্ষিপ্রমিহোপপাদয়।
চিরায় রামং প্রতি শোককর্ষিতাং কুরুষ্ব মাং বানরবীর হর্ষিতাম্।। ৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

হলে নিজে হত্যা করতে পারলেন না বলে রামের যশোহানি হবে।।৫৭।। অথবা রাক্ষসেরা যদি আমাকে কোথাও গোপন করে লুকিয়ে রাখে, তাহলে সেই বানরেরা, এমন কি রামও জানতে পারবেন না।।৫৮।। তাহলে আমার উদ্ধারের জন্য তোমার এতো প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তোমার কাছ হতে খবর পেয়ে তোমার সঙ্গেই যদি রাম চলে আসেন সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে।।৫৯।। হে বীর, দেখো, অমিততেজা রামের, তাঁর ভাইদের, তোমার এবং সুগ্রীবাদির রাজবংশের জীবন আমারই অধীন *(তথা আমার বাঁচার ওপরেই নির্ভর করছে তোমাদের সকলের জীবন। আমার বিনাশে তোমাদের সকলের জীবনও বিনষ্ট হবে)* ।।৬০।। রাম-লক্ষ্মণ—তাঁরা দু'জন আমার শোকে কৃশ হয়ে গেছেন। আমাকে পেতে নিরাশ হলে ভল্লুক ও বানরসেনাসহ তাঁরা দু'জন প্রাণত্যাগ করবেন।।৬১।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, পতির প্রতি ভক্তিকেই আমি সর্বাধিক মূল্যবান মনে করি। তাই রাম ছাড়া আর কারো দেহ আমি স্বেচ্ছায় স্পর্শ করতে চাই না।।৬২।। বলতে পারো, রাবণের গাত্র-সংস্পর্শ আমার ঘটেছিলো। কিন্তু তা তো তার জোর করে হরণ করার কারণে। আমার তো কোনো ইচ্ছাই ছিলো না। তখন আমি ছিলাম সহায়হীনা। এবং দুর্বল বলে বিবশা।।৬৩।। যদি রাম রাক্ষসমণ্ডলীসহ রাবণকে হত্যা করে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান, তাহলে সেই কাজই হবে তাঁর উপযুক্ত।।৬৪।। যুদ্ধে মহাত্মা রাম শত্রুকে মর্দিত করেন—তাঁর এই ধরণের পরাক্রমের কথা আমি শুনেছি, দেখেওছি। যুদ্ধে দেবতা, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস—কেউই রামের সমকক্ষ হতে পারেন না ।।৬৫।। ইন্দ্রের মতো বিক্রমশালী, বিচিত্র ধনুর্ধারী, অত্যন্ত বলবান, রঘুবংশধর রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ দেখে কে সইতে পারবে? বায়ুচালিত অগ্নির মতো তিনি প্রদীপ্ত *(সংযতি—যুদ্ধ। কার্মুক—ধনু)* ।।৬৬।। হে বানরমুখ্য, লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম দিগ্‌গজের মতো যুদ্ধে সবাইকে বিমর্দিত করে অবস্থান করবেন। প্রলয়কালীন সূর্যের কিরণের মতো তাঁর বাণরাজি কে সহ্য করতে পারবে? *(আজি—যুদ্ধ। যুগান্ত—প্রলয়কাল)* ।।৬৭।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মণ ও বানরদলপতি সুগ্রীবসহ আমার প্রিয়তম রামকে সত্বর এখানে নিয়ে এসো। দীর্ঘকাল ধরে রামের শোকে আমি ক্লিষ্টা। হে বানরবীর তাঁদের এনে দিয়ে আমায় তুমি আনন্দিত করো।।৬৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

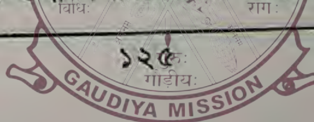
রামস্য বিশ্বাসোৎপাদনায় হনূমতাভিজ্ঞান প্রার্থিতায়া জানক্যাঃ কাকাসুরবৃত্তান্তকথনম্, তদেব প্রত্যভিজ্ঞানরূপেণ জ্ঞাপনায়াদেশদানঞ্চ। রামস্যাভিবাদনং লক্ষ্মণস্য চ কুশলপ্রশ্নাদ্যুক্ত্বা 'রাবণনির্দিষ্টা-বশিষ্টকালমাসদ্বয়মধ্যে ময়া কেবলং মাসমেকং জীবিষ্যতে' ইতি প্রতিজ্ঞাপূর্বক-মভিজ্ঞানরূপেণ চূড়ামণিপ্রদানঞ্চ।

ততঃ স কপিশার্দূলস্তেন বাক্যেন তোষিতঃ। সীতামুবাচ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ১
যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে। সদৃশং স্ত্রীস্বভাবস্য সাধ্বীনাং বিনয়স্য চ।। ২
স্ত্রীত্বান্ন ত্বং সমর্থাসি সাগরং ব্যতিবর্তিতুম্। মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।। ৩
দ্বিতীয়ং কারণং যচ্চ ব্রবীশি বিনয়ান্বিতে। রামাদন্যস্য নার্হামি সংসর্গমিতি জানকি।। ৪
এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ। কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্ বচনমীদৃশম্।। ৫
শ্রোষ্যতে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্বং নিরবশেষতঃ। চেষ্টিতং যৎ ত্বয়া দেবি ভাসিতঞ্চ মমাগ্রতঃ।। ৬
কারণৈর্বহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া। স্নেহপ্রস্কন্নমনসা ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্।। ৭
লঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বাদ্ দুস্তরত্বান্মহোদধেঃ। সামর্থ্যাদাত্মনশ্চৈব ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্।। ৮
ইচ্ছামি ত্বাং সমানেতুমদ্যৈব রঘুনন্দিনা। গুরুস্নেহেন ভক্ত্যা চ নান্যথা তদুদাহৃতম্।। ৯
যদি নোৎসহসে যাতুং ময়া সার্ধমনিন্দিতে। অভিজ্ঞামং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্ রাঘবো হি যৎ।। ১০
এবমুক্তা হনূমতা সীতা সুরসুতোপমা। উবাচ বচনং মন্দং বাষ্পপ্রগ্রথিতাক্ষরম্।। ১১
ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ব্রূয়াস্ত্বং তু মম প্রিয়ম্। শৈলস্য চিত্রকূটস্য পাদে পূর্বোত্তরে পদে।। ১২

অষ্টাত্রিংশ (৩৮) সর্গ

হনুমান যে সীতার কাছে এসেছেন রামের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য সীতাকর্তৃক কাকাসুরের বৃত্তান্ত কথন। তাইই অভিজ্ঞানরূপে জানাবার জন্য সীতাকর্তৃক আদেশদান। রামকে প্রণাম এবং লক্ষ্মণকে কুশল জানালেন। বললেন—রাবণের নির্দিষ্ট দুইমাসের মধ্যে কেবল একমাসই আমি জীবিত থাকবো—এই প্রতিজ্ঞা করে অভিজ্ঞানরূপে সীতাকর্তৃক হনুমানকে আপনার চূড়ামণি প্রদান।

সেই বানরবীর ঐসব কথায় তুষ্ট হলেন। বাক্যনিপুণ হনুমান ঐসব কথা শুনে সীতাকে বললেন—।।১।। হে শুভদর্শনে, আপনি যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন। সতী নারীর বিনয় এবং স্ত্রীসুলভ স্বভাবের যোগ্য আপনার এই কথা।।২।। আপনি স্ত্রীলোক বলে আমার পীঠে উঠে শতযোজন-বিস্তৃত এই সাগর অতিক্রম করতে পারবেন না।।৩।। হে বিনয়যুক্তে দেবি, আপনি দ্বিতীয় যে কারণ বললেন, রাম ছাড়া আর কারো দেহ স্পর্শ করতে পারেন না—।।৪।। হে দেবি, এটি আপনার যোগ্যই বটে। মহাত্মা রামের পত্নী আপনি। আপনি ছাড়া আর কে এই ধরণের কথা বলতে পারেন?।।৫।। হে দেবি, আপনি আমার সামনে যা বলেছেন, যা করেছেন আমি সব তাঁকে *(শ্রীরামকে)* বলবো। ককুৎস্থ-বংশধর রাম তা সবই সম্পূর্ণ শুনবেন।।৬।। হে দেবি, বহু কারণে রামের প্রিয়কর্মসাধনের ইচ্ছায় স্নেহপূর্ণচিত্তে আমি এইসব বলেছি।।৭।। লঙ্কায় প্রবেশ করা কষ্টকর। সাগর সহজে অতিক্রম করা যায় না। নিজের সামর্থ্যও আমি জানি। তাই এইসব কারণে আমি আপনাকে এইভাবে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলাম।।৮।। গুরু রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ রঘুবংশের আনন্দদায়ক রামের সঙ্গে আপনাকে সম্মিলিত করার জন্যই আমি এই কথা বলেছি। অন্য কোনো কারণে নয়।।৯।। হে অনিন্দিতে, আমার সঙ্গে যেতে আপনার যদি উৎসাহ না হয়, তাহলে আমাকে কিছু স্মারকচিহ্ন দিন, যাতে রাম জানতে পারেন যে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।।১০।। হনুমান এই কথা বলার পর দেবকন্যাতুল্যা সীতা বাষ্পগদগদ অক্ষরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—।।১১।। একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে আমার প্রিয় এই অভিজ্ঞান তোমায় দিচ্ছি। সেটি তুমি তাঁকে জানিয়ো। চিত্রকূটপর্বতের পাদদেশে পূর্বোত্তর তথা ঈশাণকোণের সেই ঘটনা।।১২।। সেখানে আশ্রমে



তাপসাশ্রমবাসিন্যাঃ প্রাজ্যমূলফলোদকে। তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রিতে দেশে মন্দাকিন্যবিদূরতঃ।। ১৩
তস্যোপবনখণ্ডেষু নানাপুষ্পসুগন্ধিষু। বিহৃত্য সলিলে ক্লিন্নো মমাঙ্কে সমুপাবিশঃ।। ১৪
ততো মাংসসমাযুক্তো বায়সঃ পর্যতুণ্ডয়ৎ। তমহং লোষ্ট্রমুদ্যম্য বারয়ামি স্ম বায়সম্।। ১৫
দারয়ন্ স চ মাং কাকস্তত্রৈব পরিলীয়তে। ন চাপ্যুপারমন্মাংসাদ্ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ।। ১৬
উৎকর্ষন্ত্যাঞ্চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং ময়ি পক্ষিণে। স্রংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্।। ১৭
ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা। ভক্ষ্যগৃদ্ধেন কাকেন দারিতা ত্বামুপাগতা।। ১৮
ততঃ শ্রান্তাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্। ক্রুধ্যন্তীব প্রহৃষ্টেন ত্বয়াহং পরিসান্ত্বিতা।। ১৯
বাষ্পপূর্ণমুখী মন্দং চক্ষুষী পরিমার্জতী। লক্ষিতাহং ত্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা।। ২০
পরিশ্রমাচ্চ সুপ্তা হে রাঘবাঙ্কেঽস্ম্যহং চিরম্। পর্যায়েণ প্রসুপ্তশ্চ মমাঙ্কে ভরতাগ্রজঃ।। ২১
স তত্র পুনবেবাথ বায়সঃ সমুপাগমৎ। ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধাং মাং রাঘবাঙ্কাং সমুত্থিতাম্।
বায়সঃ সহসাগম্য বিদদার স্তনান্তরে।। ২২
পুনঃ পুনরথোৎপত্য বিদদার স মাং ভৃশম। ততঃ সমুত্থিতো রামো মুক্তৈঃ শোণিতবিন্দুভিঃ।। ২৩
স মাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্বিতুন্নাং স্তনয়োস্তদা। আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বাক্যমভাষত।। ২৪
কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্। কঃ ক্রীডতি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা।। ২৫
বীক্ষমাণস্ততস্তং বৈ বায়সং সমবৈক্ষত। নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মামেবাভিমুখং স্থিতম্।। ২৬

তপস্বিনীরূপে আমি তখন বাস করছিলাম। ফল, মূল এবং জল সেখানে প্রচুর মিলতো। সিদ্ধ নামক উপদেবতারা সেখানে বাস করতেন। অদূরেই মন্দাকিনী বয়ে চলছিলো।।১৩।। সেই উপবনখণ্ডটি নানা পুষ্পে ছিলো সুরভিত। সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে জলে ভিজে আমার কোলে এসে তুমি বসেছিলে।।১৪।। তখন কোনো একটি কাক মাংসের লোভে আমার স্তনের মধ্যে চঞ্চুপুট দিয়ে ঠোকরাচ্ছিলো। তখন সেই কাককে আমি ঢিল মেরে বারণ করেছিলাম।।১৫।। বলিভোজী সেই কাক মাংসভোজনের জন্য ঐ কার্য হতে বিরত হলো না। আমার স্তন বিদীর্ণ করে সেই কাক সেখানেই লুকিয়ে রৈলো।।১৬।। পাখীটির ওপর রেগে তখন আমি বুকের কাপড় ভালাভাবে বাঁধবার জন্য কাঞ্চী আকর্ষণ করেছিলাম। তখন আমার বসন খসে পড়ায় তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে।।১৭।। সেসময় তুমি আমায় উপহাস করেছিলে। তাতে আমি লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম. ভোজনলোভী কাক আমায় বিদারিত করায় আমি তোমার সঙ্গে চলে গেলাম।।১৮।। তখন শ্রান্ত হয়ে আমি উপবিষ্ট তোমার কোলে বসে পড়েছিলাম। আমি তো তখন রেগেই ছিলাম। তুমি বেশ আনন্দের সঙ্গে আমায় তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলে।।১৯।। চোখ আমার তখন জলে ভরে গেছে। আমি ধীরে ধীরে চোখ মুছে চলেছি। হে নাথ, তুমি তখন দেখেছিলে কাক আমায় কিরকম রাগিয়ে দিয়েছে।।২০।। পরিশ্রান্ত হয়ে, হে রাম, আমি তোমার কোলে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। পর্যায়ক্রমে ভরতের দাদা রাম তুমিও আমার কোলে ঘুমিয়ে নিয়েছিলে।।২১।। তখন আবার সেই কাক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। ঘুমন্ত আমায় সে জাগিয়ে দিলো। রামের কোল হতে আমি উঠে বসলাম। হঠাৎ সেই কাক এসে আমার স্তনের মধ্যে ঠোক্কর দিলো।।২২।। বার বার উড়ে এসে সে আমায় ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। আমার দেহ হতে মুক্ত বিন্দু বিন্দু রক্তকণা তাঁর গায়ে পড়ায় রাম তখন জেগে উঠলেন।।২৩।। মহাবীর রাম তখন আমার স্তনদ্'টিকে দেখলেন ক্ষতবিক্ষত। ক্রুদ্ধ সাপের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি তখন এই কথা বললেন— *(আশীবিষ—সাপ)* ।।২৪।। হে হস্তিশুণ্ডের মতো উরুধারিণি সুন্দরি, কে তোমার স্তনের মধ্যে এইভাবে ক্ষতসৃষ্টি করেছে? ক্রুদ্ধ পাঁচমুখো সাপের সঙ্গে কে খেলা করছে *(নাগ—হস্তী। নাগনাসা—হস্তীর শুণ্ড। বক্ত্র—মুখ। ভোগী—সাপ)* ।।২৫।। তাকাতে গিয়ে তিনি সেই কাককে দেখলেন। রক্তমাখা ধারালো নখ নিয়ে সে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।।২৬।। পক্ষিশ্রেষ্ঠ সেই কাক ছিলো আসলে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত। বায়ুবেগে সে তখন ভূতলে

পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ। ধরান্তরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ।। ২৭
ততস্তস্মিন্ মহাবাহুঃ কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ। বায়সে কৃতবান্ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বরঃ।। ২৮
স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ যোজয়ৎ। স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জজ্বালাভিমুখো দ্বিজম্।। ২৯
স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি। ততস্তু বায়সং দর্ভ সোঽম্বরেঽনুজগাম হ।। ৩০
অনুসৃষ্টস্তদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্। ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্বং বৈ বিচচার হ।। ৩১
স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্বৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ। ত্রীংল্লোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ।। ৩২
ন তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্। বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্যপালয়ৎ।। ৩৩
পরিদ্যূনং বিবর্ণঞ্চ পতমানং তমব্রবীৎ। মোঘমস্ত্রং ন শক্যং তু ব্রাহ্মং কর্তুং তদুচ্যতাম্।। ৩৪
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্। দত্ত্বা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিলক্ষিতঃ।। ৩৫
স রামায় নমস্কৃত্বা রাজ্ঞে দশরথায় চ। বিসৃষ্টস্তেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্।। ৩৬
মৎকৃতে কাকমাত্রেঽপি ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্। কস্মাদ্ যো মাহরত্ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে।। ৩৭
স কুরুষ্ব মহোৎসাহাং কৃপাং ময়ি নরর্ষভ। ত্বয়া নাথবতী নাথ হ্যনাথা ইব দৃশ্যতে।। ৩৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্। জানামি ত্বাং মহাবীর্যং মহোৎসাহং মহাবলম্।। ৩৯
অপারবারমক্ষোভ্যং গাম্ভীর্যাৎ সাগরোপমম্। ভর্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্।। ৪০
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি। কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব।। ৪১
ন নাগা নাপি গন্ধর্বা ন সুরা ন মরুদ্গণাঃ। রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতিসমীহিতুম্।। ৪২
তস্য বীর্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ। কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্।। ৪৩

ঢুকে গেলো।।২৭।। মহাজ্ঞানী মহাবীর রামের তখন রাগে চোখদু'টি ঘুরছিলো। ঐ কাকের উপর তিনি নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন।।২৮।। তিনি বিছানো কুশ হতে একটি কুশ তুলে নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে যোজনা করলেন। সেটি প্রলয়কালীন দীপ্ত অগ্নির মতো সেই পাখীর দিকে জ্বলে উঠলো।।২৯।। তিনি সেই জ্বলন্ত কুশ কাকের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আকাশে সেই জ্বলন্ত কুশটি কাকের পেছনে ছুটে চললো (*দর্ভ—কুশ। অম্বর—আকাশ*)।।৩০।। জ্বলন্ত বাণ পেছনে ছুটে আসতে দেখে তখন কাকটি বিভিন্ন গতিতে উড়ে যেতে লাগলো। আত্মরক্ষার জন্য ইহলোকের সর্বত্র সে ঘুরে বেড়ালো।।৩১।। পিতা দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহর্ষিরা সকলে এই কুকর্মের জন্য কাকের ছদ্মবেশী সেই জয়ন্তকে পরিত্যাগ করেছেন। ত্রিভুবন ঘুরে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে রামেরই শরণ নিলো।।৩২।। রাম তখন বধের যোগ্য হলেও মাটিতে পতিত, শরণাগত, আশ্রয়প্রার্থী কাককে কৃপা করে রক্ষা করলেন।।৩৩।। অত্যন্ত ক্ষীণ, বিবর্ণ, মৃত্যুমুখী সেই কাককে রাম বললেন, এই ব্রহ্মাস্ত্রকে তো আমি ব্যর্থ করতে পারি না। এখন বলো কি করবো?।।৩৪।। এবার তিনি সেই কাকের ডান চোখটি বিনষ্ট করে দিলেন। সেই কাকও তখন ডান চোখটি বিনষ্ট হতে দিয়ে প্রাণটিকে রক্ষা করলো।।৩৫।। সে রামকে এবং রাজা দশরথকে নমস্কার করলো। বীর রামচন্দ্র তাকে বিদায় দিলে সে নিজের গৃহে ফিরে গেলো।।৩৬।। হে মহারাজ রাম, সেদিন তুমি আমার জন্য তুচ্ছ কাকের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলে। আর, যে আমাকে তোমার কাছ হতে হরণ করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করছো?।।৩৭।। হে নরশ্রেষ্ঠ, মহা উৎসাহ নিয়ে তুমি আমার প্রতি কৃপা করো। তোমার দ্বারা নাথবতী হয়েও আজ আমাকে দেখাচ্ছে অনাথার মতো।।৩৮।। তোমার কাছ হতেই আমি শুনেছি, দয়া হলো পরম ধর্ম। তুমি যে মহাবীর্যবান, অত্যন্ত উৎসাহসম্পন্ন এবং মহাবলবান, তা আমি জানি ।।৩৯।। আমি জানি অপার সাগরের মতো গাম্ভীর্যে তুমি অচঞ্চল। তুমি সসাগরা ধরিত্রীর ভরণকর্তা। এবং ইন্দ্রের তুল্য।।৪০।। আপনি তো এইরকমের অস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলবান। রাক্ষসদের প্রতি অস্ত্রযোজনা করছেন না কেন?।।৪১।। নাগেরা নয়, গন্ধর্বেরাও নয়, এমকি মরুদদেবতারাও যুদ্ধে রামের বেগ প্রতিরোধ করতে পারেন না।।৪২।। সেই বীর্যবান রামের যদি আমার প্রতি সমাদর থাকে, তাহলে ধারালো বাণের দ্বারা তিনি রাক্ষসদের কেন ধ্বংস করছেন না?।।৪৩।। লক্ষ্মণ তো শত্রুতাপনকারী। সেই মহাবলশালী বীর দাদার

ভ্রাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ। কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ।। ৪৪
যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বিন্দ্রসমতেজসৌ। সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ।। ৪৫
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ। সমর্থাবপি তৌ যন্মাং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ।। ৪৬
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রু ভাষিতম্। অথাব্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ হরিযূথপঃ।। ৪৭
তচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে। রামে দুঃখাভিপন্নে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে।। ৪৮
কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্। ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি শোভনে।। ৪৯
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ। ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লোকান্ ভস্মীকরিষ্যতঃ।। ৫০
হত্বা চ সমরক্রূরং রাবণং সহবান্ধবম্। রাঘবস্ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতি।। ৫১
ব্রূহি যদ্ রাঘবো বাচ্যো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। সুগ্রীবো বাপি তেজস্বী হরয়ো বা সমাগতাঃ।। ৫২
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ সীতা পুনরথাব্রবীৎ। উবাচ শোকসন্তপ্তা হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্।
কৌসল্যা লোকভর্তারং সুষুবে যং মনস্বিনী।। ৫৩
তং মমার্থে সুখং পৃচ্ছ শিরসা চাভিবাদয়। স্রজশ্চ সর্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ।। ৫৪
ঐশ্বর্যঞ্চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্। পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ।। ৫৫
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ। আনুকূল্যেন ধর্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্।। ৫৬
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে। সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ।। ৫৭
পিতৃবদ্ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ। হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ।। ৫৮
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবাঞ্শক্তো ন বহুভাষিতা। রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে।। ৫৯

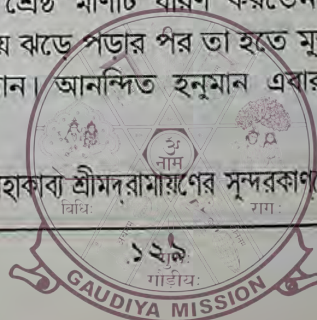
আদেশ নিয়ে কেন উদ্ধার করছে না?।।৪৪।। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ দু'জন বায়ু এবং ইন্দ্রের সমান তেজঃসম্পন্ন। দেবতাদেরো তাঁরা অজেয়। অথচ তাঁরা কেন আমায় উপেক্ষা করছেন?।।৪৫।। নিশ্চয়ই আমার কোনো বিরাট পাপ রয়েছে। সমর্থ হয়েও সেই বীর দু'জন তাই আমার দিকে তাকাচ্ছেন না।।৪৬।। সীতার অশ্রুপূর্ণ করুণ ভাষণ হনুমান শুনলেন। তখন মহাতেজস্বী সেই বানরদলপতি বলতে লাগলেন—।।৪৭।। দেবি, আমি সত্যের নামে শপথ করে বলছি রাম আপনার শোকে সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে গেছেন। রামকে দুঃখিত দেখে লক্ষ্মণও পরিতাপ করছেন।।৪৮।। কতো কষ্টে আপনার দেখা পেলাম। এখন আর শোকের সময় নেই। হে সুন্দরি, দুঃখ শেষ হবার এই মুহূর্ত আপনি দেখতে পারবেন।।৪৯।। নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার দু'জন মহাবলশালী। আপনাকে দর্শন করার জন্য উৎসাহী হয়ে রক্ষোলোককে তাঁরা ভস্মীভূত করে ফেলবেন।।৫০।। হে বিশাল-নয়নে যুদ্ধে নিষ্ঠুর রাবণকে স-বান্ধবে হত্যা করে রাম আপনাকে তাঁর নিজের পুরীর দিকে নিয়ে যাবেন।।৫১।। মহাবলশালী রাম এবং লক্ষ্মণকে যা বলার বলুন। তেজস্বী সুগ্রীব এবং সমাগত বানরদেরও যদি কিছু বলার থাকে বলুন।।৫২।। তিনি এই কথা বলার পর শোকসন্তপ্তা সীতা বানর হনুমানকে আবার বললেন, মনস্বিনী কৌশল্যা জগৎপালক রামকে জন্ম দিয়েছিলেন।।৫৩।। আমার হয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করবে। মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম জানাবে।।৫৩½।। লক্ষ্মণ ফুলের মালা, সকল রত্ন, প্রিয় সুন্দরী রমণী সব ত্যাগ করেছেন।।৫৩½-৫৪।। তিনি ত্যাগ করেছেন এই বিশাল পৃথিবীর দুর্লভ সব ঐশ্বর্য। পিতা এবং মাতাকে সম্মানের সঙ্গে প্রসন্ন করছিলেন যিনি...।।৫৫।। সেই লক্ষ্মণ এইভাবে রামকে অনুগমন করেছিলেন। সুমিত্রা তাঁকে সন্তানরূপে পেয়ে সুপুত্রবতী। দাদাকে সেবার জন্য ধর্মপ্রাণ তিনি উত্তম সুখ পরিত্যাগ করেছিলেন।।৫৬।। রাজা ককুৎস্থের বংশধর লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সেবা করার জন্য বনে তাঁর অনুগমন করেছিলেন। সিংহের মতো দৃঢ় তাঁর স্কন্ধদেশ। বিশাল তাঁর বাহু। তিনি মনস্বী। এবং দেখতে সুন্দর।।৫৭।। রামকে পিতার মতো তিনি সম্মান করতেন। আমার সঙ্গে মায়ের মতো ব্যবহার করতেন। আমাকে যখন হরণ করা হয়, তখন বীর লক্ষ্মণ তা জানতে পারেন নি (বেদ—জানা)।।৫৮।। বৃদ্ধদের সেবা করতেন লক্ষ্মণ। ঐশ্বর্যবান ছিলেন তিনি। সর্বকর্মে তিনি ছিলেন সমর্থ। কিন্তু, বেশী কথা বলতেন না। রাজপুত্র রামচন্দ্রের প্রিয়জনদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। আমার শ্বশুরের মতোই তিনি গুণবান।।৫৯।। এই ভাই লক্ষ্মণ রামের কাছে নিত্য আমার

মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ। নিযুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্বহতি বীর্যবান্।। ৬০
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্যমনুস্মরৎ। স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম।। ৬১
মৃদুর্নিত্যং শুচির্দক্ষঃ প্রিয়ো রামস্য লক্ষ্মণঃ। যথা হি বানরশ্রেষ্ঠ দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ।। ৬২
ত্বমস্মিন্ কার্যনির্বাহে প্রমাণং হরিযূথপ। রাঘবস্ত্বৎসমারম্ভান্ ময়ি যত্নপরো ভবেৎ।। ৬৩
ইদং ব্রূয়াশ্চ মে নাথং শূরং রামং পুনঃ পুনঃ। জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।। ৬৪
ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনহাং ব্রবীমি তে রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং নিকৃত্যা পাপকর্মণা।
ত্রাতুমর্হসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্।। ৬৫
ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্। প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ।। ৬৬
প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্। অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস নহ্যস্য প্রাভবদ্ভুজঃ।। ৬৭
মণিরত্নং কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদ্য চ। সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ।। ৬৮
হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ। হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণঞ্চ সলক্ষণম্।। ৬৯
মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং জনকনৃপাত্মজয়া ধৃতং প্রভাবাৎ।
গিরিবরপবনাবধূতমুক্তঃ সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে।। ৭০

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ।

চেয়েও প্রিয় ছিলেন, সেই বীর্যবান লক্ষ্মণকে যে কোনো কাজের ভার দিলে তা তিনি অম্লানবদনে সম্পন্ন করতেন।।৬০।। যাঁকে দেখে রাম পিতার স্নেহও ভুলে গিয়েছিলেন, আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁকে কুশল জানাবে। আমার কথানুসারে তাঁকে এই সব বলবে।।৬১।। রামের প্রিয় ভ্রাতা হচ্ছেন লক্ষ্মণ। কোমল-স্বভাব তিনি। নিত্যপবিত্র এবং কর্মনিপুণ। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তিনি যেন আমার দুঃখ বিনাশ করেন *(সীতার দ্বারা লক্ষ্মণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা লক্ষণীয়)*।।৬২।। হে বানরদলনায়ক, এই উদ্ধারকার্যে তুমিই প্রমাণ তথা সহায়। তোমার কার্যোদ্যম দেখে রামও আমার উদ্ধারে যত্নপর হবেন।।৬৩।। আমার প্রভু বীর রামচন্দ্রকে বারংবার তুমি এই কথা বলবে। বলবে, হে দশরথপুত্র, মাত্র একমাস আমি প্রাণধারণ করে থাকবো।।৬৪।। আমি সত্যিই বলছি, একমাসের পর আমি আর জীবন রাখবো না। পাপাচারী, শঠ রাবণের দ্বারা আজ আমি অবরুদ্ধা। পাতালে অবরুদ্ধা ইন্দ্রাণীকে যেমন নারায়ণ উদ্ধার করেছিলেন, তেমনি, হে বীর, আপনি আমায় উদ্ধার করুন *(রাবণের নির্দিষ্ট সময়ের আরো দু'মাস বাকী আছে। কিন্তু একমাসের পর রাবণ অত্যাচারের জন্য তৈরী হবে। তাই, তার পূর্বেই আমি মৃত্যুকে বরণ করতে চাই। কৌশিকী—ইন্দ্রাণী। ব্রহ্মপুরাণের কাহিনী হলো ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করায় ব্রহ্মহত্যার পাপে শক্তিহীন হয়ে যান। তখন ইন্দ্রাণী তথা কৌশিকী পাতালে প্রবেশ করেন। পরে নারায়ণ তাঁকে উদ্ধার করেন। কোনো কোনো টীকাকারের মতে কৌশিকগোত্রা পৃথিবী হলেন কৌশিকী। নারায়ণ বরাহ-অবতাররূপে পাতালে নিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শ্রীরাম তো নারায়ণেরই অবতার। তাই সীতাকেও উদ্ধার তাঁকেই করতে হবে)*।।৬৫।। তারপর কাপড়ের মধ্য হতে উত্তম মঙ্গলকর মণি, যা ভালোসময়ে তিনি মাথায় পরে থাকতেন, বের করে হনুমানকে দিয়ে বললেন, রাঘব রামকে এটি দেবে।।৬৬।। অত্যুত্তম সেই মণিটি বীর হনুমান তাঁর আঙুলে পরে নিলেন। বাহুতে ধারণ করতে পারলেন না।।৬৭।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান মণিরত্নটি গ্রহণ করে সীতাকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে নতভাবে পাশে দাঁড়িয়ে রৈলেন।।৬৮।। সীতার দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি মনে মনে শুভলক্ষণযুক্ত রাম এবং লক্ষ্মণকে স্মরণ করলেন।।৬৯।। রাজা জনকের কন্যা এই মহার্ঘ, শ্রেষ্ঠ মণিটি ধারণ করতেন। অলৌকিক প্রভাবে সেটি আজ হনুমান পেলেন। উঁচু পর্বতের চূড়ায় ঝড়ে পড়ার পর তা হতে মুক্ত হলে যেরকম সুখলাভ করা যায় সেইরকম সুখলাভ করলেন হনুমান। আনন্দিত হনুমান এবার ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।।৭০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

চূড়ামণিগ্রহণপূর্বকং প্রস্থানোদ্যতং হনূমন্তং স্বকুশলং বিজ্ঞাপ্য জানক্যা 'মমোদ্ধারায় রাম-লক্ষ্মণৌ উৎসাহিতৌ করিষ্যসি' ইতি নিবেদনম্, দুস্তরসমুদ্রলঙ্ঘনে রঘুবীরাণাং সামর্থমস্তি ন বেত্যাশঙ্কিতায়াঃ সীতায়াঃ সমীপে হনূমতঃ স্বীয় প্রভাবমুপবর্ণ্য 'নাস্ত, অহমেব তান্ পৃষ্ঠেন সংবাহ্যাত্র উপস্থিতো ভবিষ্যামি' ইত্যেবং সীতায়ৈ আশ্বাসদানঞ্চ।

মণিং দত্ত্বা ততঃ সীতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ। অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্ রামস্য তত্ত্বতঃ।। ১
মণিং দৃষ্ট্বা তু রামো বৈ ত্রয়াণাং সংস্মরিষ্যতি। বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ।। ২
স ভূয়স্ত্বং সমুৎসাহচোদিতো হরিসত্তম। অস্মিন্ কার্যসমুৎসাহে প্রচিন্তয় যদুত্তরম্।। ৩
ত্বমস্মিন্ কার্যনির্যোগে প্রমাণং হরিসত্তম। তস্য চিন্তয় যো যত্নো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ।। ৪
হনুমান্ যত্নমাস্থায় দুঃখক্ষয়করো ভব। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।। ৫
শিরসাবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে। জ্ঞাত্বা সম্প্রস্থিতং দেবী বানরং পবনাত্মজম্।। ৬
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ। হনুমন্ কুশলং ব্রূয়াঃ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৭
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্বান্ বৃদ্ধাংশ্চ বানরান্। ব্রূয়াস্ত্বং বানরশ্রেষ্ঠ কুশলং ধর্মসংহিতম্।। ৮
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ। অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি।। ৯
জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্তিমান্। তৎ ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্মমবাপ্নু হি।। ১০
নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রুত্বা ময়েরিতাঃ। বর্ধিষ্যতে দাশরথেঃ পৌরুষং মদবাপ্তয়ে।। ১১

ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

চূড়ামণি গ্রহণ করে হনুমান প্রস্থানে উদ্যত। সীতা নিজের কুশল জানিয়ে নিবেদন করলেন—আমার উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে উৎসাহিত কোরো। দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘনে রঘুবীরদের সামর্থ্য আছে কি নেই—সীতার আশংকা। সীতার কাছে হনুমানের নিজের শক্তির বর্ণনা—'নাই থাক, আমিই তাঁদের পীঠে করে নিয়ে এখানে উপস্থিত হবো'—এই বলে সীতাকে আশ্বাসদান।

মণিটি দিয়ে সীতা হনুমানকে বললেন, রাম এই চিহ্নটি ভালোভাবেই চেনেন।।১।। এই মণি দেখে বীর রাম তিনজনকে স্মরণ করবেন। আমায়, আমার জননী এবং রাজা দশরথকে *(বিয়ের সময় আমার মা দশরথের সামনে এই মণি দিয়ে আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। সেইকথা নিশ্চয় রামের মনে পড়বে)*।।২।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, এই উৎসাহজনক কার্যে তুমিই আবার নিযুক্ত হলে। এখন পরবর্তী কি করতে হবে তা বিশেষভাবে চিন্তা করো।।৩।। হে হরিশ্রেষ্ঠ, এই কার্যনির্বাহে তুমিই প্রমাণ। যে কার্যের দ্বারা রামের দুঃখ দূর হয়ে যাবে, তার চিন্তা করো।।৪।। হনুমন্, যাতে আমাদের দুঃখ চলে যায় তার জন্য তুমি তাই করো। ভীষণ পরাক্রমশালী পবনপুত্র তাই হবে বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।।৫।। মাথা নীচু করে সীতাকে প্রণাম করে হনুমান যাবার জন্য উদ্যোগ করলেন। পবনপুত্র বানরকে যেতে দেখলেন সীতাদেবী।।৬।। চোখের জলে গদগদবাক্যে মিথিলারাজদুহিতা সীতা এই কথা তখন বললেন, হনুমন্, রাম এবং লক্ষ্মণকে একইসঙ্গে আমার কুশল জানিয়ো।।৭।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, অমাত্যমণ্ডলীসমেত সুগ্রীব এবং বর্ষীয়ান সকল বানরদের ধর্মসংযুক্ত আমার কুশল অবগত করাও।।৮।। বীর রামচন্দ্র এই দুঃখের সাগর হতে আমায় যাতে উদ্ধার করতে পারেন, তারজন্য তুমি সহায়তা করো।।৯।। কীর্তিমান রাম যাতে আমার সসম্মানে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন তার জন্য তাঁকে যত্নপর হতে বোলো। হে হনুমন, তুমি বাক্যের দ্বারাও এইসব করলে ধর্মই লাভ করবে।।১০।। আমি যে বলেছি, এই কথাগুলি শুনলে আমাকে পাবার জন্যে নিত্য উৎসাহযুক্ত দশরথ-নন্দন রামের পৌরুষ বর্ধিত হবে *(ময়া+ ঈরিতা—ময়েরিতা= আমার দ্বারা কথিত)*।।১১।।

মৎসন্দেশযুতা বাচস্ত্বত্তঃ শ্রুত্বৈব রাঘবঃ। পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিধাস্যতি।। ১২
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।। ১৩
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ। যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি।। ১৪
নহি পশ্যামি মর্ত্যেষু নাসুরেষু সুরেষু বা। যস্তস্য বমতো বাণান্ স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ।। ১৫
অপ্যর্কমপি পর্জন্যমপি বৈবস্বতং যমম্। স হি সোঢুং রণে শক্তস্তব হেতোর্বিশেষতঃ।। ১৬
স হি সাগরপর্যন্তাং মহীং সাধিতুমর্হতি। ত্বন্নিমিত্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি।। ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সত্যং সুভাষিতম্। জানকী বহু মেনে তং বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১৮
ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমণা পুনঃপুনঃ। ভর্তৃস্নেহান্বিতং বাক্যং সৌহার্দাদনুমানয়ৎ।। ১৯
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম। কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমমিষ্যসি।। ২০
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর। অস্য শোকস্য মহতো মুহূর্তং মোক্ষণং ভবেৎ।। ২১
ততো হি হরিশার্দূল পুনরাগমনায় তু। প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।। ২২
তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ। দুঃখাদ্দুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়ন্নিব বানর।। ২৩
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ। সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু হরীশ্বর।। ২৪
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যতি মহোদধিম্। তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ।। ২৫
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে। শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা।। ২৬
তদস্মিন্ কার্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে। কিং পশ্যসে সমাধানং ত্বং হি কার্যবিদাংবরঃ।। ২৭
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে। পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ।। ২৮

তোমার কাছে আমার সংবাদযুক্ত বাক্য শুনেই বীর রাম পরাক্রম-প্রকাশের জন্য যথাবিধি ভাববেন।।১২।। সীতার সেই কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান মস্তকে হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে উত্তরে বললেন—।।১৩।। যিনি যুদ্ধে শত্রুনিধন করে আপনার শোক-বিদূরিত করবেন, সেই ককুৎস্থবংশধর রাম বীর বানর এবং ভল্লুকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সত্বর এখানে এসে পড়বেন।।১৪।। মানুষ, দানব এমন কি দেবতাদের মধ্যেও আমি এমন কাউকে দেখছি না, যে তাঁর অনায়াসে নিক্ষিপ্ত বাণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে উৎসাহ অনুভব করে।।১৫।। বিশেষ করে আপনার জন্য তিনি যুদ্ধে সূর্য, পর্জন্য অথবা সূর্যপুত্র যম সবারই আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ।।১৬।। হে জনকপুত্রি, আপনার জন্যই তিনি সসাগরা ধরিত্রী হয়ে সমুদ্যত, আপনার জন্যই তাঁর এই পৃথিবীজয়ের প্রয়াস।।১৭।। তাঁর এই সুন্দর সত্যবাক্য শুনে জানকী সমাদর করে তাঁকে উত্তরে বাক্য বললেন।।১৮।। হনুমান চলে যাচ্ছেন। সীতা বারবার তাঁকে দেখছেন। তাঁর স্বামীর প্রতি হনুমানের স্নেহযুক্ত বাক্য এবং সৌহার্দ্যকে তিনি সমাদর করলেন।।১৯।। বললেন, হে বীর, যদি আমার কথা তুমি অনুমোদন করো, তাহলে কোনো নিভৃতস্থানে আজ বিশ্রাম করে তুমি কাল চলে যেয়ো।।২০।। হে বানর, আমরা ভাগ্য খুবই খারাপ। তুমি কাছে থাকলে এই গভীর শোক হতে আমি মুহূর্তের জন্য হলেও মুক্ত থাকতে পারতাম।।২১।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার আবার ফিরে-আসা নিয়ে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আমার প্রাণ নিয়েও সংশয় দেখা দেবে—এটা নিশ্চিতই।।২২।। হে বানর, তোমার অদর্শনজনিত শোক আবার আমায় পরিতপ্ত করবে। দুঃখের পর দুঃখ এসে আমার কষ্টকে বাড়িয়ে দেবে।।২৩।। হে বীর, হে বানরেশ্বর, আমার একটা বিরাট সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। সেটা হলো তোমার যারা সহায়ক, সেই বানর এবং ভল্লুকদের নিয়ে।।২৪।। সেই বানর এবং ভল্লুকসৈন্যরা এবং সেই রাজপুত্র দু'জন কি করেই বা সেই মহাসাগর পার হবেন? তা তো সহজে পার হওয়া যায় না।।২৫।। এই জগতে তিনজনেরই সাগর লঙ্ঘনের শক্তি রয়েছে—বিনতা-নন্দন গরুড়, তোমার আর বায়ুর।।২৬।। কার্যকুশলীদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। তাই হে বীর, এই দুঃসাধ্য কর্ম-সম্পাদনের তুমিই সমাধান স্থির করছো।।২৭।। নৈলে হে শত্রুঘাতিন্, তুমি একাই তো এই কার্য-সম্পাদনে যথেষ্ট সমর্থ। তাতে তার যশের ফল তোমারই হবে।।২৮।। তবে রাম যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে বিজয়ীর

বলৈঃ সমগ্রৈর্যুধি মাং রাবণং জিত্য সংযুগে। বিজয়ী স্বপুরং যায়াৎ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ।। ২৯
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ। মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ।। ৩০
তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ। ভবেদাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়।। ৩১
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্। নিশম্য হনূমাঞ্শেষং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।। ৩২
দেবি হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ। সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৩
স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃতঃ। ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ।। ৩৪
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ। মনঃসঙ্কল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ।। ৩৫
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্যক্ সজ্জতে গতিঃ। ন চ কর্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ।। ৩৬
অসকৃত্তৈর্মহোৎসাহৈঃ সসাগরধরাধরা। প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ।। ৩৭
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ। মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ।। ৩৮
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ। নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ।। ৩৯
তদলং পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে। একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ।। ৪০
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্যাবিবোদিতৌ। ত্বৎসকাশং মহাসঙ্ঘৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ।। ৪১
তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ।। ৪২
সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ। ত্বামাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতি যাস্যতি।। ৪৩
তদাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী। নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং প্রজ্বলন্তমিবানলম্।। ৪৪
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে। ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী।। ৪৫

বেশে নিজের পুরীতে গমন করেন, সেটিই হবে তাঁর যোগ্য কর্ম।।২৯।। শত্রুসৈন্যবিনাশকারী রাম সৈন্যদের নিয়ে লঙ্কাকে যদি ভরিয়ে ফেলেন, তারপর আমায় নিয়ে যান, সেটাই হবে তাঁর যোগ্য কাজ।।৩০।। তাই যুদ্ধবীর সেই মহাত্মার যোগ্য বীরত্ব যাতে প্রকাশিত হয়, সেইরকম কাজই তুমি কোরো।।৩১।। সীতার সেই অর্থবহ, বিনয়পূর্ণ, যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনে হনুমান অবশেষে উত্তরে বললেন—*(প্রশ্রিত—বিনয়পূর্ণ)* ।।৩২।। হে দেবি, সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীব আপনার জন্য সঙ্কল্প করে প্রতীক্ষা করছেন। তিনি বানর এবং ভল্লুকসৈন্যদের অধিপতি। বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।৩৩।। হে বিদেহরাজপুত্রি সীতে, রাক্ষসদের বিনাশক রাম হাজার কোটি বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সত্বর এসে পড়বেন।।৩৪।। তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে সব বানরেরা। তারা সব বিক্রমশালী। শক্তিসম্পন্ন। এবং মহাবলবান। মনে সঙ্কল্প করা মাত্রই তারা কার্যসাধনে তৎপর।।৩৫।। ওপরে, নীচে, পাশে কোথাও তাদের গতি ব্যাহত হয় না। কোনো মহৎ কর্মে তারা পিছিয়ে যায় না। অপরিমিত তাদের তেজ।।৩৬।। মহা উৎসাহের সঙ্গে বায়ুপথে তারা সাগর এবং শৈলসমন্বিত পৃথিবীকে বহুবার প্রদক্ষিণ করেছে।।৩৭।। সেখানে বনবাসী বহু বানর রয়েছে, যাদের কেউ আমার চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন, কেউ বা শক্তিতে আমারই তুল্য। সুগ্রীবের কাছে সেখানে আমার চেয়ে কম শক্তিশালী কেউই নেই।।৩৮।। নগণ্যশক্তি নিয়ে আমিই এখানে আসতে পেরেছি। তারা তো মহাশক্তিশালী। তাদের কথা আর কি বলবো? কাজের জন্য প্রথমে নিকৃষ্টদেরকেই পাঠানো হয়। প্রকৃষ্টদের নয়।।৩৯।। দেবি, আর পরিতাপ করার প্রয়োজন নেই। আপনার শোক প্রশমিত হোক। সেই বানরদলপতিরা একলাফেই লঙ্কায় এসে পড়বেন।।৪১।। নরশ্রেষ্ঠ বীর দু'জন, রাম ও লক্ষ্মণ, একসঙ্গে লঙ্কানগরীতে এসে বাণ মেরে সবদিক বিপর্যস্ত করে তুলবেন।।৪২।। রঘুনন্দন রাম সবান্ধবে রাবণকে হত্যা করে, হে সুন্দরি, আপনাকে নিয়ে নিজের পুরী অযোধ্যায় চলে যাবেন।।৪৩।। তাই, আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার কল্যাণ হবে। আপনি যথোচিত সময়ের প্রতীক্ষা করুন। জ্বলন্ত অগ্নির মতো রামকে দেখতে আর বিলম্ব হবে না।।৪৪।। পুত্র, অমাত্য এবং বান্ধবদের নিয়ে রাবণ নিহত হবে। তখন চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মতো আপনিও রামের সঙ্গে মিলিত হবেন।।৪৫।। হে মিথিলারাজপুত্রি, হে দেবি সীতে, শীগ্‌গিরই

ক্ষিপ্রং ত্বং দেবি শোকস্য পারং দ্রক্ষ্যসি মৈথিলি। রাবণঞ্চৈব রামেণ দ্রক্ষ্যসে নিহতং বলাৎ।। ৪৬
এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ।। ৪৭
তমরিঘ্নং কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্। লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্পাণিং লঙ্কাদ্বারমুপাগমৎ।। ৪৮
নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্। বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্।। ৪৯
শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু। নর্দতাং কপিমুখ্যানামার্যে যূথান্যনেকশঃ।। ৫০
স তু মর্মণি ঘোরেণ তাডিতো মন্মথেষুণা। নশর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ।। ৫১
রুদ মা দেবি শোকেন মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্। শচীব ভর্ত্রা শক্রেণ সঙ্গমেষ্যসি শোভনে।। ৫২
রামাদ্ বিশিষ্টঃ কোঽ ন্যোঽস্তি কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ। অগ্নি-মারুতকল্পৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ৌ।।৫৩
নাস্মিংশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে রক্ষোগণৈরধ্যুষিতেঽতিরৌদ্রে।
ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়স্য ক্ষমস্ব মৎসঙ্গমকালমাত্রম্।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আপনি শোক অতিক্রম করবেন। রাম শক্তির দ্বারা রাবণকে হত্যা করেছেন—দেখতে পাবেন।।৪৬।। পবনপুত্র হনুমান সীতাকে এইভাবে আশ্বাস দিলেন। তারপর তিনি ফিরে যাবার ইচ্ছা করে সীতাকে আবার বললেন— ।।৪৭।। সেই শত্রুঘাতী আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্র এবং ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ লঙ্কার দ্বারদেশে এসে গেছেন।।৪৮।। আরো আপনি সত্বর দেখতে পাবেন বীর বানরদেরকে। নখ আর দাঁত তাদের অস্ত্র। সিংহ আর রামের মতো তাদের বিক্রম। গজরাজের মতো তারা বিশালকায় *(বারণ—হস্তী)* ।।৪৯।। আর্যে, লঙ্কা এবং মলয়পর্বতের সানুদেশে শ্রেষ্ঠ বানরদের আপনি দলে দলে দেখতে পাবেন। দেখতে তারা পাহাড় আর মেঘের মতো, খুব গর্জনও করছে তারা *(নিকাশ—তুল্য)* ।।৫০।। কামের বাণে ভীষণভাবে রাম আজ মর্মাহত। সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হলে হাতী যেমন সুখ পায় না, তেমনি অবস্থা আজ রামের।।৫১।। হে দেবি, শোকে আপনি আর কাঁদবেন না। আপনার মনে যেন ভয় না আসে। হে সুন্দরি, শচী যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, আপনিও তেমনি পতির সঙ্গে মিলিত হবেন।।৫২।। রামের চেয়ে বিশিষ্ট কে আছে? লক্ষ্মণের সমান কেইবা রয়েছে? আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছেন অগ্নি এবং বায়ুর তুল্য দুই ভাই। রাম ও লক্ষ্মণ।।৫৩।। দেবি, রাক্ষসদের দ্বারা অধ্যুষিত এই ভীষণদেশে আপনাকে আর বেশীদিন থাকতে হবে না। আপনার প্রিয়জন রামের আগমনেরও দেরী নেই। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময়টুকু আপনি একটু সহ্য করে অপেক্ষা করুন।।৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

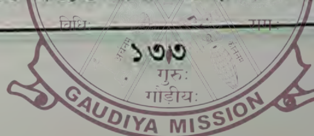
রামস্মরণহেতোঃ মনঃশিলয়া তিলকরচনা, কাকং প্রতি বাণনিক্ষেপ ইতি বৃত্তদ্বয়ং হনুমৎসমীপে উপবর্ণ্য স্বীয়দুর্দশাং নিবেদ্য, ততো বিমুক্তিপ্রার্থনাঞ্চ বিজ্ঞাপ্য সীতায়া আশীর্বাদ-পুরস্কারেণ হনুমদ্‌গমনানুমোদনম্।

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ। উবাচাত্মহিতং বাক্যং সীতা সুরসুতোপমা।। ১
ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সম্প্রহৃষ্যামি বানর। অর্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা।। ২

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

রামকে স্মরণ করার জন্য মনছাল দিয়ে সীতার তিলকরচনা। কামের প্রতি বাণনিক্ষেপ।-এই দু'টি ঘটনা রামের স্মরণে আনার জন্য হনুমানের কাছে বর্ণন। নিজের দুর্দশার নিবেদন। তা থেকে মুক্তির প্রার্থনা। হনুমানকে গমনের জন্য আশীর্বাদপ্রদান।

বায়ুপুত্র মহাত্মা হনুমানের কথা শুনে দেবকন্যাতুল্যা সীতা নিজের কল্যাণকর বাক্য বললেন— ।।১।। হে বানর, শস্য অর্ধেক বেড়ে ওঠার পর শুকিয়ে যেতে থাকলে তখন যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বসুন্ধরা আনন্দিতা হন। তেমনি প্রিয়ভাষী তোমায় দেখে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।।২।। আমার দেহ আজ শোকক্লিষ্টা। সেই



যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্ষিতৈঃ। সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি।। ৩
অভিজ্ঞানঞ্চ রামস্য দদ্যা হরিগণোত্তম। ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিশাতনীম্।। ৪
মনঃ শিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ। ত্বয়া প্রণষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্তুমর্হসি।। ৫
স বীর্যবান্ কথং সীতাং হৃতাং সমনুমন্যসে। বসন্তীং রাক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম।। ৬
এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ। এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ।। ৭
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ। অতঃপরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা।। ৮
অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ। রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বৎকৃতে মর্ষয়াম্যহম্।। ৯
ধারয়িষ্যামি মাসং তু জীবিতং শত্রুসূদন। মাসাদূর্ধ্বং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাত্মজ।। ১০
ঘোরো রাক্ষসরাজোঽয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা ময়ি। ত্বাং চ শ্রুত্বা বিষজ্জন্তং ন জীবেয়মপি ক্ষণম্।। ১১
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রুভাষিতম্। অথাব্রবীন্মহাতেজা হনুমান মারুতাত্মজঃ।। ১২
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে। রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে।। ১৩
দৃষ্টা কথঞ্চিদ্ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুম্। ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি।। ১৪
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ। ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ।। ১৫
হত্বা তু সমরে রক্ষো রাবণং সহবান্ধবৈ। রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতঃ।। ১৬
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে। প্রীতিসংজননং ভূয়স্তস্য ত্বং দাতুমর্হসি।। ১৭
সাব্রবীদ্ দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্। এতদেব হি রামস্য দৃষ্ট্বা যত্নেন ভূষণম্।। ১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠের স্পর্শ আমি কামনা করছি। যাতে তাঁর স্পর্শ আমি পেতে পারি, তাই আমার প্রতি দয়া করে তুমি কোরো।।৩।। হে বানরগণোত্তম, আমাকে স্মরণ করাবার জন্য এই ঘটনাগুলি তুমি তাঁকে বোলো।'রেগে তুমি বাণনিক্ষেপ করে কাকের একটা চোখকে নষ্ট করে দিয়েছিলে'।।৪।। আমার গালের পাশে মনছালের তিলক মুছে গেলে রাম আবার সেটি এঁকে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারো *(মনঃশিলা—ধাতুবিশেষ, মনছাল, হরিদ্রাভ পার্বত্য মৃত্তিকা)*।।৫।। মহেন্দ্র এবং বরুণের মতো বীর্যবান হলেন রাম। রাক্ষসদের মধ্যে অবরুদ্ধা হয়ে আছেন সীতা—এই ঘটনা তিনি কি করে সহ্য করছেন?।।৬।। এই স্বর্গীয় চূড়ামণি আমি সযত্নে রক্ষা করেছি। হে নিষ্পাপ, এইটিকে দেখে দুঃখের মধ্যেও তোমাকে দেখার মতো আমি আনন্দলাভ করছি।।৭।। সমুদ্র হতে লব্ধ সেই সুন্দর রত্ন তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। শোকে দীর্ণ হয়ে এর পর আমি আর বাঁচতে চাই না।।৮।। তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় সহ্য করে চলেছি রাক্ষসদের সঙ্গে বসবাস, অসহনীয় দুঃখ এবং মর্মভেদী সব বাক্য।।৯।। হে রাজপুত্র, হে শত্রুসূদন, তোমায় ছেড়ে একমাসের বেশী আমি আর বাঁচবো না। তাই শুধু একমাসই আমি জীবন ধারণ করে থাকবো।।১০।। রাক্ষসরাজ রাবণ অতি ভয়ঙ্কর। আমার প্রতি তার দৃষ্টি সুখপ্রদ নয়। যদি শুনি তুমি বিলম্ব করে আসবে তাহলে আমি ক্ষণকালও বাঁচবো না।।১১।। সীতা চোখের জলে ভেসে করুণভাবে এই সার কথা বললেন।।১২।। হে দেবি, আমি সত্যের নামে শপথ করে বলছি যে, আপনার শোকে আর্ত হয়ে রাম সবকিছুতে অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। আর তাতে লক্ষ্মণও পরিতাপ করছেন।।১৩।। কোনোরকমে আপনাকে দেখতে পেলাম। এখন আর বিলাপের সময় নেই। হে মহীয়সি, এখন আপনি দুঃখের অন্ত দেখতে পাবেন।।১৪।। সেই অনিন্দিত রাজকুমার দু'জন পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহিত হয়ে লঙ্কাকে ভস্ম করে ফেললেন।।১৫।। রাক্ষস রাবণকে স-বান্ধবে যুদ্ধে হত্যা করে, হে বিশাল-নয়নে সীতে, সেই রঘুবংশধর দু'জন আপনাকে নিজেদের পুরীতে নিয়ে যাবেন।।১৬।। হে অনিন্দিতে, রাম যাতে জানতে পারেন এমন আরো প্রীতিজনক কিছু চিহ্ন যদি থাকে, তাও আপনি আমায় দিতে পারেন।।১৭।। তিনি তখন বললেন, আমি তোমায় সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞানই দিয়েছি। রাম যত্ন করে এই অলঙ্কার দেখলেই চিনতে পারবেন।।১৮।। হে বীর হনুমন্, তোমার এই বাক্যে তাঁর আস্থা হবে। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই

শ্রদ্ধেয়ং হনুমন্ বাক্যং তব বীর ভবিষ্যতি। স তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্লবগসত্তমঃ।। ১৯
প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে। তমুৎপীতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য হরিযূথপম্।। ২০
বর্ধমানং মহাবেগমুবাচ জনকাত্মজা। অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদগদয়া গিরা।। ২১
হনুমন্ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্।। ২২
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ। অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি।। ২৩
ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর।। ২৪
স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থঃ কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ।
তদল্পশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্যং দিশং হ্যুদীচীং মনসা জগাম।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

শ্রেষ্ঠ মণিটিই গ্রহণ করলেন।।১৯।। সীতা দেবীকে প্রণাম করে তিনি চলার উপক্রম করলেন। সীতা দেখলেন সেই বানরদলপতি উৎসাহের সঙ্গে উল্লম্ফনে প্রবৃত্ত।।২০।। তাঁর দেহ পরিবর্ধিত হতে লাগলো। বেগে তিনি উড়ে যেতে লাগলেন। তখন চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে অতি দীনভাবে জনকদুহিতা সীতা বললেন— ।।২১।। হে হনুমন্, সিংহের মতো দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ এবং অমাত্যদের সঙ্গে সুগ্রীব ও আরো সকলকে আমার কুশল জানাবে *(অনাময়—কুশল। আময়—রোগ)* ।।২২।। মহাবীর রাম আমাকে যাতে এই মহাদুঃখসমুদ্র হতে উদ্ধার করতে পারেন, তার ব্যবস্থা তুমি করবে।।২৩।। হে বানরবীর, আমার এই তীব্র শোক এবং রাক্ষসদের দ্বারা আমার এই ভর্ৎসনার কথা রামের কাছে গিয়ে তুমি বলবে। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক *(শিব—মঙ্গল, অধ্বন্—পথ)* ।।২৪।। রাজদুহিতা সীতার কাছে সব কথা জেনে কৃতার্থ হলেন হনুমান। অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে অবশিষ্ট কার্য বিবেচনা করে পূর্বদিকে যেতে তিনি মনঃস্থ করলেন।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

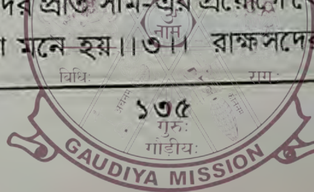
জানকীবাক্যং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং শক্তিপরীক্ষাকর্মণি হনূমতো মনঃস্থাপনম্,
প্রমদাবনভঙ্গস্থিরীপূর্বকং তস্যৈব কার্যে পরিনমনঞ্চ।

স চ বাগ্ভিঃ প্রশস্তাভির্গমিষ্যন্ পূজিতস্তয়া। তস্মাদ্ দেশাদপাক্রম্য চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ১
অল্পশেষমিদং কার্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা। ত্রীনুপায়নতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে।। ২
ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে।। ৩

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

জানকীর বাক্য শুনে রাক্ষসদের শক্তি পরীক্ষায় হনুমানের ইচ্ছা। প্রমদাবন বিপর্যস্ত করার বাসনা ও কার্যে রূপায়ণ।

প্রশান্তবাক্যে সীতা হনুমানকে অভিনন্দিত করলেন। তখন বানর সেইস্থান হতে বের হয়ে চিন্তা করলেন— ।।১।। কৃষ্ণনয়না সীতাকে দেখা হয়েছে। আর অল্প কাজই বাকী রয়েছে। সাম, দান, ভেদ —রাজনীতিশাস্ত্র-কথিত এই তিনটি উপায়ই অতিক্রম করে চতুর্থ উপায় দণ্ডই এখানে দেখছি এখন প্রয়োগ করতে হবে।।২।। রাক্ষসদের প্রতি সাম-এর প্রয়োগে কোনো কাজ হবে না। তাই পরাক্রমরূপ দণ্ড প্রয়োগই এদের প্রতি ভালো মনে হয়।।৩।। রাক্ষসদের বশীভূত করার জন্য দণ্ডপ্রয়োগ



ন চাস্য কার্য্যস্য পরাক্রমাদৃতে বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদ্যতে
হতপ্রবীরাশ্চ রণে তু রাক্ষসাঃ কথঞ্চিদীয়ুর্যদিহাদ্য মার্দবম্।। ৪
কার্যে কর্মণি নির্বৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ। পূর্বকার্যাবিরোধেন স কার্যং কর্তুমর্হতি।। ৫
ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্মণঃ। যো হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে।। ৬
ইহৈব তাবৎকৃতনিশ্চয়ো হ্যহং ব্রজেয়মদ্য প্লবগেশ্বরালয়ম্।
পরাত্মসম্মর্দবিশেষতত্ত্ববিৎ ততঃ কৃতং স্যান্মম ভর্তৃশাসনম্।। ৭
কথং নু খল্বদ্য ভবেৎ সুখাগতং প্রসহ্য যুদ্ধং মম রাক্ষসৈঃ সহ।
তথৈব খল্বাত্মবলঞ্চ সারবৎ সমানয়েন্মাঞ্চ রণে দশাননঃ।। ৮
ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং সমন্ত্রিবর্গং সবলং সযাযিনম্।
হৃদি স্থিতং তস্য মতং বলঞ্চ সুখেন মত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে।। ৯
ইদমস্য নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্। বনং নেত্রমনঃকান্তং নানাদ্রুমলতাযুতম্।। ১০
ইদং বিধ্বংসয়িষ্যামি শুষ্কং বনমিবানলঃ। অস্মিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ।। ১১
ততো মহৎসাশ্বমহারথদ্বিপং বলং সমানেষ্যতি রাক্ষসাধিপঃ।
ত্রিশূল-কালায়সপট্টিশায়ুধং ততো মহদ্ যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি।। ১২
অহঞ্চ তৈঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমৈঃ সমেত্য রক্ষোভিরভঙ্গবিক্রমঃ।
নিহত্য তদ্ রাবণচোদিতং বলং সুখং গমিষ্যামি হরীশ্বরালয়ম্।। ১৩
ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ। ঊরুবেগেন মহতা দ্রুমান্ ক্ষেপ্তু মথারভৎ।। ১৪
ততস্তুহনুমান্ বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্। মত্তদ্বিজসমাঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্।। ১৫

ব্যতীত নিশ্চয়ই আর কোনো উপায় নেই। আজ যুদ্ধে রাক্ষসবীরেরা কিছু মারা গেলে তারা কিছুটা নরম হবে *(মার্দব—মৃদুভাব)* ।।৪।। সীতার সন্ধানরূপ কার্য শেষ হয়ে গেলেও যে পূর্বকার্যের অবিরোধে আরো বহু কাজ করে সেই শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারে *(কর্তব্য কিছুটা করলেই হবে না। চূড়ান্ত পর্যন্ত লেগে থাকবে। কালিদাসের ভাষায়—"আ-ফলোদয়" কর্ম করতে হবে)*।।৫।। যিনি অতি প্রযত্নে অল্পমাত্র কার্য সম্পাদন করেন, তিনি সমগ্র কর্মের সাধক হতে পারেন না। অনায়াসে যিনি বহু প্রকারে কর্মসম্পাদন করতে জানেন, তিনিই মুখ্য কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।।৬।। সীতার সংবাদ নেবার জন্য সঙ্কল্প করে আমি এখানে এসেছি, তবুও এটুকু জেনেই যদি আমি বানরাধিপতি সুগ্রীবের পুরীতে চলে যাই, তা ঠিক হবে না। শত্রুরূপী রাক্ষসদের এবং আমাদের কাদের কতো শক্তি বিশেষভাবে জেনে যদি আমি যাই তাহলেই প্রভুর আদেশ আমার ভালোভাবে পালন করা হবে।।৭।। আমাকে জানতে হবে আমার এখানে আসা কিভাবে শুভ হয়, রাক্ষসদের সঙ্গে কি করে আমায় যুদ্ধ করতে হবে, তারপর যুদ্ধে আমাকে এবং আমাদের শক্তিসম্পন্ন সৈন্যদলকে রাবণ কিভাবে গ্রহণ করবেন?।।৮।। এইখানে যুদ্ধে মন্ত্রিবর্গ, সৈন্যবাহিনী এবং সারথিসহ রাবণকে পেয়ে তার মনের কথা এবং সামর্থ্য আমি ভালোভাবেই জানতে পারবো। তার পরেই এখান থেকে যাত্রা করবো।।৯।। নিষ্ঠুর রাবণের এই বিহার-কানন ভারি সুন্দর। নানা তরুলতা-সমন্বিত। এবং নয়ন-মনোহর।।১০।। অগ্নি যেমন শুকনো বনকে ধ্বংস করে, তেমনি আমিও এই বনকে বিনাশ করবো। এটি বিনষ্ট হলে রাবণ রেগে যাবে।।১১।। তারপর রক্ষোরাজ বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আসবে। তাতে থাকবে অশ্ব, বিরাট রথ এবং হস্তী। অস্ত্র থাকবে ত্রিশূল, থাকবে কালো লোহার তৈরী পট্টিশ প্রভৃতি আয়ুধ। তখন ভীষণ যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হবে *(আয়স—লৌহ)* ।।১২।। সেই যুদ্ধে ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষসদের সঙ্গে আমি অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করবো। রাবণ-প্রেরিত সেনাবাহিনীকে অনায়াসে হত্যা করে আমি বানরাধিপতির পুরীতে চলে যাবো।।১৩।। অতঃপর ভীষণ বিক্রমশালী, ক্রুদ্ধ বায়ুর মতো বায়ুপুত্র হনুমান ভীষণবেগে গাছপালা সব ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিলেন।।১৪।। নানা তরুলতায় পূর্ণ সেই প্রমদাবনে পাখীরা আনন্দে কূজন করছিলো। বীর হনুমান তাদের করে দিলেন বিধ্বস্ত।।১৫।। বনের গাছপালা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। জলাশয় সব

তদ্বনং মথিতৈর্বৃক্ষৈর্ভিন্নৈশ্চ সলিলাশয়ৈঃ। চূর্ণিতৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্।। ১৬
নানাশকুন্তবিরুতৈঃ প্রভিন্নসলিলাশয়ৈঃ। তাম্রৈঃ কিসলয়ৈঃ ক্লান্তৈঃ ক্লান্তদ্রুমলতাযুতৈঃ।। ১৭
ন বভৌ তদ্বনং তত্র দাবানলহতং যথা। ব্যাকুলাবরণা রেজুর্বিহ্বলা ইব তা লতাঃ।। ১৮
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চ সাদিতের্ব্যালৈর্মৃগৈরার্তবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শিলাগৃহৈরুন্মথিতৈস্তথা গৃহৈঃ প্রনষ্টরূপং তদভূন্মহদ্বনম্।। ১৯
সা বিহ্বলাশোকলতাপ্রতানা বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।
জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য।। ২০
ততঃ স কৃত্বা জগতীপতের্মহান্ মহদ্ ব্যলীকং মনসো মহাত্মনঃ।
যুযুৎসুরেকো বহুভির্মহাবলৈঃ শ্রিয়া জ্বলংস্তোরণমাশ্রিতঃ কপিঃ।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তোলপাড় হলো। পাহাড়ের চূড়া সব গেলো চূর্ণ হয়ে। সাজানো বনের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে গেলো।।১৬।। ভয়ে পাখীরা ডাকছে। জলাশয়গুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গাছের ডালপালা গেছে ভেঙে। লতা সব ছিঁড়ে গেছে। তাম্রবর্ণ কিশলয়গুলি শুকিয়ে গেছে।।১৭।। দাবানলে দগ্ধ বনের মতো সৌন্দর্যশূন্য হলো সেই বন। তাতে রৈলো না কোনো সুষমা। এলোমেলো কাপড়-পরা নারীর মতো বিপর্যস্তা হয়ে গেছিলো লতারাজি।।১৮।। উদ্যানের লতাকুঞ্জ এবং চিত্রশালা বিধ্বস্ত। হিংস্র ব্যাঘ্র এবং মৃগ আর্তধ্বনি করছে। পাখীরা ভয়ে চেঁচাচ্ছে। ভেঙেচূরে গেছে শিলাগৃহগুলি। বিশাল সেই বনের সৌন্দর্য গেছে বিনষ্ট হয়ে।।১৯।। বানরের শক্তিতে দশানন রাবণের প্রমদাবনের শোচনীয় দশা। অশোকতরু এবং লতা বিরূপ হয়ে গেছে। বনস্থলী যেন শোকে কাঁদছে।।২০।। এইভাবে জগৎপতি মহান রাবণের বিরাট ক্ষতিসাধন করে তার মানসিক অপ্রিয় সংঘটন করলেন হনুমান। বীর্যের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে বহু বীর রাক্ষসদের সঙ্গে একাই যুদ্ধ করার জন্য উদ্যানের তোরণে বানর হনুমান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলেন।।২১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

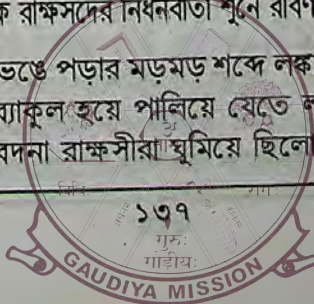
হনূমতা প্রমদাবনং বিধ্বস্তং দৃষ্টা সীতাসমীপে কোঽয়মিতি রাক্ষসীনাং জিজ্ঞাসা, 'নাহংজানে সম্ভাবয়ামি কোঽপি রাক্ষস ইতি' এবং সীতায়া উত্তরং শ্রুত্বা কেষাঞ্চিদ্ দূতানাং রাবণসমীপে গমনম্, সীতাস্থিতং কাননমৃতে নিখিলবনবিধ্বংসনসন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ। হনূমতা রাবণপ্রেষিতানাং কিঙ্করনামকানাং রাক্ষসানাং হননবার্তাশ্রবণপূর্বকং রাবণেন প্রহস্তপুত্রস্য প্রেরণঞ্চ।

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গস্বনেন চ। বভূবুস্ত্রাসসম্ভ্রান্তাঃ সর্বে লঙ্কানিবাসিনঃ।। ১
বিদ্রুতাশ্চ ভয়ত্রস্তা বিনেদুর্মৃগপক্ষিণঃ। রক্ষসাঞ্চ নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে।। ২

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

হনুমানের দ্বারা প্রমদাবনকে বিধ্বস্ত হতে দেখে রাক্ষসীরা সীতাকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে? সীতা উত্তর দিলেন—আমি জানি নে। মনে হয় কোনো রাক্ষস। সীতার এই উত্তর শুনে কয়েকজন দূতের রাবণের কাছে গমন। তারা বললো যে, সীতা যে অংশে আছেন সেটি ছাড়া সমগ্র বন ধ্বংস করা হয়েছে। রাবণের প্রেরিত 'কিঙ্কর' নামক রাক্ষসদের নিধনবার্তা শুনে রাবণকর্তৃক প্রহস্তের পুত্রকে প্রেরণ।

তারপর পাখীদের আর্তস্বরে, গাছ ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দে লঙ্কার অধিবাসীরা সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।।১।। পশুপক্ষীরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। রাক্ষসেরা দেখতে লাগলো অশুভ লক্ষণ সব।।২।। বিকৃত-বদনা রাক্ষসীরা ঘুমিয়ে ছিলো। ঐ তুমুলশব্দে তাদের ঘুম ভেঙে



ততো গতায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ। তদ্বনং দদৃশুর্ভগ্নং তঞ্চ বীরং মহাকপিম্।। ৩
স তা দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাসত্ত্বো মহাবলঃ। চকার সুমহদ্রূপং রাক্ষসীনাং ভয়াবহম্।। ৪
ততস্তু গিরিসঙ্কাশমতিকায়ং মহাবলম্। রাক্ষস্যো বানরং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুর্জনকাত্মজাম্।। ৫
কোঽয়ং কস্য কুতো বায়ং কিন্নিমিত্তমিহাগতঃ। কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যুত।। ৬
আচক্ষ্ব নো বিশালাক্ষি মা ভূত্তে সুভগে ভয়ম্। সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানয়ম্।। ৭
অথাব্রবীৎ তদা সাধ্বী সীতা সর্বাঙ্গশোভনা। রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম।। ৮
যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্বা করিষ্যতি। অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ।। ৯
অহমপ্যতিভীতাস্মি নৈব জানামি কো হ্যয়ম্। বেদ্মি রাক্ষসমেবৈনং কামরূপিণমাগতম্।। ১০
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যো বিদ্রুতা দ্রুতম্। স্থিতাঃ কাশ্চিদগতাঃ কাশ্চিদ্ রাবণায় নিবেদিতুম্।। ১১
রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ। বিরূপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদিষুঃ।। ১২
অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ। সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ।। ১৩
ন চ তং জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা। অস্মাভির্বহুধা পৃষ্টা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি।। ১৪
বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো বৈশ্রবণস্য বা। প্রেষিতো বাপি রামেণ সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া।। ১৫
তেনৈবাদ্ভুতরূপেণ যত্তত্তব মনোহরম্। নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমৃষ্টং প্রমদাবনম্।। ১৬
ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যস্তেন ন বিনাশিতঃ। যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ।। ১৭
জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্ বা নোপলক্ষ্যতে। অথবা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা।। ১৮
চারুপল্লবপত্রাঢ্যং যং সীতা স্বয়মাস্থিতা। প্রবৃদ্ধঃ শিংশপাবৃক্ষঃ স চ তেনাভিরক্ষিতঃ।। ১৯

গেলো। যেন তারা দেখতে পেলো বন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সেই বীর হনুমানকেও তারা যেন দেখলো।।৩।। তাদের দেখে মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, দীর্ঘবাহু হনুমান বিরাট রূপ ধারণ করলেন। রাক্ষসীরা তাতে ভয় পেয়ে গেলো।।৪।। তারপর পাহাড়ের মতো বিশালদেহ মহাবলবান বানরকে দেখে জনকদুহিতা সীতাকে রাক্ষসীরা জিজ্ঞেস করলো— ।।৫।। এ কে? কার কাছ থেকে এসেছে? কোথা থেকে এলো? কিসের জন্যই বা এখানে এলো? কি করেই বা তোমার সঙ্গে এর আলাপ হলো —বলো তো দেখি।।৬।। হে বিশাল-নয়নে সীতে, হে সৌভাগ্যবতি, তোমার কোনো ভয় নেই। হে কৃষ্ণনয়নে, তুমি বলো, এই বানর তোমার সঙ্গে কি কথা বললো?।।৭।। সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতা তখন বললেন, রাক্ষসেরা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারে। তাদের বিশেষ জ্ঞান আমি কিভাবে জানবো?।।৮।। এ কি করবে, তা তোমরাই জানতে পারো। সাপই সাপের কাজ নিশ্চিতভাবে জানতে পারে *(অহি—সর্প)* ।।৯।। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। একে আমি কখনো জানি না। মনে হয় এ কোনো রাক্ষস হবে। ইচ্ছামতো রূপ ধরে এসেছে।।১০।। বৈদেহী সীতার এই কথা শুনে রাক্ষসীরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলো। কেউ রয়ে গেলো। কেউ আবার রাবণকে জানাতে চলে গেলো।।১১।। বিকৃতাননা রাক্ষসীরা রাবণের কাছে গিয়ে ভয়ঙ্কর এবং বিকৃতরূপ এই বানরের কথা নিবেদন করলো।।১২।। মহারাজ বিশালদেহী একটি বানর সীতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অশোকবনে বসে আছে। সে অত্যন্ত পরাক্রমশালী।।১৩।। মৃগনয়না জনকরাজদুহিতা সীতাকে আমরা তার সম্বন্ধে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। সে কিন্তু কিছুই জানাতে চাইছে না।।১৪।। মনে হচ্ছে সে ইন্দ্রের দূত হতে পারে। কিংবা কুবেরেরও দূত হতে পারে। কিংবা সীতাকে সন্ধানের ইচ্ছায় রামও তাকে এখানে পাঠাতে পারে।।১৫।। সেই অদ্ভুত চেহারার জীবটি নানা পশুতে পূর্ণ আপনার রমণীয় এই প্রমদাবনটি বিধ্বস্ত করেছে।।১৬।। সেখানে এমন কোনো জায়গা নেই, যেটি সে বিনষ্ট করে নি। কিন্তু যেখানে সীতা রয়েছে, সেই স্থানে সে কিছুই করে নি।।১৭।। বোঝা যাচ্ছে না—সীতাকে রক্ষার জন্য, না পরিশ্রম হবে বলে সে ঐ স্থানটি বিধ্বস্ত করে নি। অথবা, তার আবার শ্রমই বা কি? সে ঐখানে ভাঙচুর না করে সীতাকেই রক্ষা করেছে।।১৮।। সীতা যে সুবিশাল শিশুগাছটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়েছিলো, সেটি সুন্দর। শ্যামল পল্লবে সমৃদ্ধ। সেই গাছটি সে ভাঙেনি, ভালোভাবেই সেটিকে সে রক্ষা করেছে।।১৯।। উগ্ররূপধারী সেই বানরকে আপনার কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত। সে সীতার সঙ্গে

তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্ঞাতুমর্হসি। সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্।। ২০
মনঃ পরিগৃহীতাং তাং তব রক্ষোগণেশ্বর। কঃ সীতামাভিভাষেত যো ন স্যাৎ ত্যক্তজীবিতঃ।। ২১
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ।। ২২
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাম্ প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ। দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ।। ২৩
আত্মনঃ সদৃশান্ বীরান্ কিঙ্করান্নাম রাক্ষসান্। ব্যাদিদেশ মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনূমতঃ।। ২৪
তেষামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরস্বিনাম্। নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।। ২৫
মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ। যুদ্ধাভিমনসঃ সর্বে হনূমদ্গ্রহণোন্মুখাঃ।। ২৬
তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণস্থমবস্থিতম্। অভিপেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্।। ২৭
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ। আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ।। ২৮
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাস-তোমরপাণয়ঃ। পরিবার্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ।। ২৯
হনুমানপি তেজস্বী শ্রীমান্ পর্বতসন্নিভঃ। ক্ষিতাবাবিদ্ধ্য লাঙ্গূলং ননাদ চ মহাধ্বনিম্।। ৩০
স ভূত্বা তু মহাকায়ো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। পুচ্ছমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্।। ৩১
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা। পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চেদমঘোষয়ৎ।। ৩২
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ।। ৩৩
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। হনুমান শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ।। ৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ। শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ।। ৩৫
অর্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্। সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্বরাক্ষসাম্।। ৩৬
তস্য সন্নাদশব্দেন তেঽভবন্ ভয়শঙ্কিতাঃ। দদৃশুশ্চ হনূমন্তং সন্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্।। ৩৭

সম্ভাষণ করেছে। এইদিকে বনকে করেছে ধ্বংস।।২০।। হে রাক্ষসগণের প্রভু, আপনি মনে মনে সীতাকে বিবাহ করেছেন। তার সঙ্গে যে কথা বলছে তার যেন প্রাণ না থাকে!।।২১।। রাক্ষসীদের কথা শুনে রাবণ একেবারে চিতার আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। রাগে তার চোখ ঘুরতে লাগলো।।২২।। জ্বলন্ত প্রদীপ হতে উজ্জ্বল অগ্নিকণাসহ তৈলবিন্দু যেমন খসে পড়ে তেমনি ক্রুদ্ধ দুই চোখ হতে দীপ্ত জলের কণা ঝরে পড়ছিলো *(অর্চিষ— অগ্নিশিখা)* ।।২৩।। কিঙ্কর নামক রাক্ষসেরা ছিলো রাবণের মতোই বীর। মহাতেজস্বী রাবণ হনুমানকে পর্যুদস্ত করার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে আদেশ দিলো।।২৪।। সেই বীর কিঙ্করদের আশী হাজার জন কূট এবং মুগুর নামক অস্ত্র হাতে নিয়ে রাবণের গৃহ হতে বেরিয়ে এলো।।২৫।। তাদের বিশাল উদর। বিকট দাঁত। ভয়ঙ্কর তাদের রূপ। মহাবলশালী তারা। যুদ্ধে হনুমানকে আক্রমণ করার জন্য তারা সব উন্মুখ।।২৬।। সেই হনুমানকে তোরণে অবস্থান করতে দেখতে পেয়ে, তারা পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।২৭।। তারা বিচিত্র গদা এবং পরিঘ হাতে নিয়ে এসেছে। সূর্যের মতো উজ্জ্বল বাণরাশির দ্বারা তারা বানরশ্রেষ্ঠকে আঘাত করতে লাগলো। সোনার অঙ্গদ তাদের বাহুতে।।২৮।। মুগুর, পট্টিশ, শূল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা সবাই হনুমানের সামনে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।।২৯।। তেজস্বী শ্রীমান হনুমানও পর্বতের মতো আকার ধারণ করে মাটিতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন।।৩০।। পবননন্দন হনুমান বিরাট শরীর ধারণ করে সমগ্রা লঙ্কাকে গর্জনে পূর্ণ করে পুচ্ছ ভয়ঙ্করভাবে আন্দোলিত করতে লাগলেন।।৩১।। তাঁর পুচ্ছ আন্দোলনের ভীষণ শব্দে এবং তার প্রতিধ্বনিতে আকাশ থেকে পাখীগুলি নীচে পড়ে যেতে লাগলো। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন—।।৩২।। অত্যন্ত বলশালী রাম এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণের জয় হোক। জয় হোক রামের দ্বারা প্রতিপালিত রাজা সুগ্রীবেরও।।৩৩।। কোশলরাজ রাম কোনো কার্যেই ক্লেশ অনুভব করেন না। আমি পবনপুত্র হনুমান তাঁরই দাস। আমি শত্রুসৈন্যদের নিঃশেষে হত্যা করে থাকি।।৩৪।। হাজার হাজার পাথর এবং হাজার হাজার গাছ দিয়ে যুদ্ধে রাবণ আমায় আঘাত করলেও সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না।।৩৫।। লঙ্কাকে ধ্বংস করে এবং সীতাকে প্রণাম করে সকল রাক্ষসের সামনেই অভিলাষ পূর্ণ করে আমি চলে যাবো।।৩৬।। তার সেই ভীষণ শব্দ শুনে রাক্ষসেরা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার সমুন্নত মেঘের মতো হনুমানকে তারা দেখতে লাগলো।।৩৭।। প্রভু রাবণের নির্দেশে

স্বামিসন্দেশনিঃশঙ্কাস্ততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্। চিত্রৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ।। ৩৮
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্বতঃ স মহাবলঃ। আসসাদায়সং ভীমং পরিঘং তোরণাশ্রিতম্।। ৩৯
স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্। সপন্নগমিবাদায় স্ফুরন্তং বিনতাসুতঃ।। ৪০
বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ। সূদয়ামাস বজ্রেণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্।। ৪১
স হত্বা রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাত্মজঃ। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবস্থিতঃ।। ৪২
ততস্তস্মাদ্ভয়াম্মুক্তাঃ কতিচিত্তত্র রাক্ষসাঃ। নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্বান্ রাবণায় ন্যবেদয়ন্।। ৪৩
স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং নিশম্য রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।
সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জয়ম্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

রাক্ষসেরা নিঃশঙ্ক হয়ে গেলো। তারা তখন বিচিত্র সব ভয়ঙ্কর প্রহরণ নিয়ে হনুমানের ওপর পড়লো ঝাঁপিয়ে।।৩৮।। তিনি তোরণের দ্বারে রক্ষিত লোহার তৈরী বিশাল ভীষণ পরিঘ হাতে তুলে নিলেন।।৩৯।। একসময় বিনতাপুত্র গরুড় ফণা-তোলা সর্প নিয়ে শত্রুদের তাড়া করেছিলো। তেমন হনুমানও আজ সেই দরজার বিশাল বার দিয়ে রাক্ষসদেরকে হত্যা করলেন।।৪০।। পবনপুত্র বীর হনুমান ঐ পরিঘ নিয়ে আকাশপথে বিচরণ করতে লাগলেন আর ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা দৈত্যদের হত্যা করেছিলেন, তিনিও তেমনি ঐ রাক্ষসদেরকে হত্যা করতে লাগলেন (*সহস্রদৃক্–ইন্দ্র*) ।।৪১।। মারুতপুত্র বীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসদেরকে হত্যা করলেন। সেই মহাবীর যুদ্ধের আরো আকাঙ্ক্ষা করে তোরণদ্বারে অবস্থান করতে লাগলেন।।৪২।। তাদের কয়েকটি রাক্ষস সেই যুদ্ধ হতে বেঁচে গিয়ে রাবণকে গিয়ে জানালো যে, কিঙ্করেরা সকলে মারা গেছে।।৪৩।। মহাবলশালী রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে শুনে রাজা রাবণের চোখ রাগে ঘূর্ণিত হতে লাগলো। তিনি তখন প্রহস্ত নামক রাক্ষসের পুত্রকে (*জম্বুমালীকে*) যুদ্ধে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। সে ছিলো অতুলনীয় পরাক্রমশালী। যুদ্ধে কেউ তাকে সহজে পরাজিত করতে পারতো না।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণপ্রেরিতকিঙ্করসৈন্যহননপূর্বকং রাক্ষসকুলদেবতানাং চৈত্যপ্রাসাদং ধ্বংসায়িতুং হনূমত উদ্যোগঃ, প্রাসাদরক্ষকৈঃ প্রাপ্তপ্রহারেণ হনূমতা তেষাং বিনাশঃ, রামনামকীর্তনানন্তরং স্বীয়পরাক্রমং প্রকট্য চৈত্যপ্রাসাদস্তম্ভোৎপাটনপূর্বকং তং ঘূর্ণয়তো হনূমতঃ প্রাসাদদাহঃ, ততোঽন্তরীক্ষ-গমনম্, অচিরেণৈবকালেনেয়ং নগরী যূয়ঞ্চ বিধ্বংসিতা ভবেয়ুরিতি নিবেদনম্।

ততঃ স কিঙ্করান্ হত্বা হনুমান্ ধ্যানমাস্থিতঃ। বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ।। ১
তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্। ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসা দর্শয়ন্ বলম্।। ২

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

রাবণের প্রেরিত 'কিঙ্কর' নামক সৈন্যদেরকে হত্যা করে রাক্ষসকুলের দেবতাদের মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংসে হনুমানের উদ্যোগ। প্রাসাদের রক্ষকেরা হনুমানকে প্রহার করলে হনুমানের দ্বারা তাদের বিনাশ। রাম-নাম কীর্তনান্তে হনুমানের দ্বারা নিজের পরাক্রমের প্রকটন। চৈত্য এবং প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটন করে হনুমান সেগুলিকে মুগুরের মতো ঘোরাতে লাগলেন। তারপর তিনি প্রাসাদসমূহ দগ্ধ করে দিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে তিনি বললেন, অবিলম্বেই এই নগরী এবং তোমরা ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

কিঙ্করদেরকে হত্যা করে হনুমান চিন্তা করলেন, আমি প্রমদাবন বিধ্বস্ত করেছি। কিন্তু তাদের মন্দির এবং প্রাসাদ তো বিনষ্ট করি নি।।১।। মনে মনে চিন্তা করলেন, শক্তি দেখিয়ে এই প্রাসাদ আজ আমি ধ্বংস করবো।।২।। মেরুপর্বতের শৃঙ্গের মতো উঁচু হলো রাক্ষসদের দেবমন্দির এবং প্রাসাদ।

চৈত্যপ্রাসাদমুৎপ্লুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোন্নতম্। আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩
আরুহ্য গিরিসঙ্কাশং প্রাসাদং হরিযূথপঃ। বভৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য ইবোদিতঃ।। ৪
সম্প্রধৃষ্য তু দুর্ধর্ষশ্চৈত্যপ্রসাদমুন্নতম্। হনুমান প্রজ্বলঁল্লক্ষ্ম্যা পারিযাত্রোপমোঽভবৎ।। ৫
স ভূত্বা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্ মারুতাত্মজঃ। ধৃষ্টমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্।। ৬
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা। পেতুর্বিহঙ্গমাস্তত্র চৈত্যপালাশ্চ মোহিতাঃ।। ৭
অস্ত্রবিজ্জয়তাং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ।। ৮
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ।। ৯
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ। শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ।। ১০
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্। সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্বরক্ষসাম্।। ১১
এবমুক্ত্বা মহাকায়শ্চৈত্যস্থো হরিযূথপঃ। ননাদ ভীমনির্হ্রাদো রক্ষসাং জনয়ন্ ভয়ম্।। ১২
তেন নাদেন মহতা চৈত্যপালাঃ শতং যযুঃ। গৃহীত্বা বিবিধানস্ত্রান্ প্রাসান্ খড়্গান্ পরশ্বধান্।। ১৩
বিসৃজন্তো মহাকায়া মারুতিং পর্যবারয়ন্। তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ।। ১৪
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং বাণৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ। আবর্ত ইব গঙ্গায়াস্তোয়স্য বিপুলো মহান্।। ১৫
পরিক্ষিপ্য হরিশ্রেষ্ঠং স বভৌ রক্ষসাং গণঃ। ততো বাতাত্মজঃ ক্রুদ্ধো ভীমরূপং সমাস্থিতঃ।। ১৬
প্রাসাদস্য মহাংস্তস্য স্তম্ভং হেমপরিষ্কৃতম্। উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ১৭
ততস্তং ভ্রাময়ামাস শতধারং মহাবলঃ। তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদশ্চাপ্যদহ্যত।। ১৮
দহ্যমানং ততো দৃষ্ট্বা প্রাসাদং হরিযূথপঃ। স রাক্ষসশতং হত্বা বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।। ১৯

মারুতপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান লাফিয়ে তার ওপরে উঠে গেলেন।।৩।। বানর-যূথপতি মহাতেজস্বী হনুমান বানরশ্রেষ্ঠ। তিনি যখন পাহাড়ের মতো উঁচু প্রাসাদের ওপরে উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে নবোদিত সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো।।৪।। দুর্ধর্ষ হনুমান। উন্নত মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংস করে তেজে, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁকে তখন ঝলমলে পারিযাত্রপর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো।।৫।। তেজস্বী হনুমান। অতঃপর বিরাট দেহ ধারণ করে ভীষণ গর্জনে লঙ্কাকে পরিপূর্ণ করে তুললেন।।৬।। তাঁর সেই ভীষণ গর্জনে কান ফেটে যাচ্ছিলো। সেখানকার পাখীগুলি মাটিতে পড়ে গেলো। মন্দির রক্ষকেরাও গেলো মূর্ছিত হয়ে।।৭।। অস্ত্রবিজ্ঞানী রাম এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণের জয় হোক। রামের দ্বারা প্রতিপালিত রাজা সুগ্রীবও জয়লাভ করুন।।৮।। কোশলপতি রাম কোনো কাজেই ক্লেশ অনুভব করেন না। আমি হনুমান। তাঁরই দাস। পবনের পুত্র আমি। শত্রুসৈন্যদেরকে হত্যা করে থাকি।।৯।। হাজার হাজার পাথর আর গাছ নিয়ে আমায় আঘাত করলেও রাবণ যুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষ হতে পারে না।।১০।। ছলনাকারী রাক্ষসদের পুরী লঙ্কাকে বিধ্বস্ত করে, সীতাদেবীকে প্রণাম করে, অভীষ্ট পূর্ণ করে আমি ফিরে যাবো *(মিষ—ছলনা)* ।।১১।। এই কথা বলে বিশালদেহী বানরদলপতি মন্দিরের চূড়ায় বসে রাক্ষসদের ভয়-উৎপাদন করে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগলেন।।১২।। ভীষণ সেই গর্জন শুনে শত শত চৈত্যরক্ষী প্রাস, খড়্গ এবং কুঠারাদি বিবিধ অস্ত্র নিয়ে ছুটে এলো।।১৩।। বিরাটকায় সেই রাক্ষসেরা হনুমানকে ঘিরে ধরে বিচিত্র গদা এবং পরিঘ দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। গদাগুলি ছিলো বিচিত্র। এবং পরিঘগুলির হাতল ছিলো সোনায় মোড়া।।১৪।। রাক্ষসেরা গঙ্গার জলরাশির বিশাল আবর্তের মতো বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের চারদিকে ঘুরতে লাগলো। সূর্যের মতো উজ্জ্বল বাণ ছিলো তাদের হাতে।।১৫।। রাক্ষসদের দল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে ঘিরে ধরেছে। পবনপুত্র হনুমান তখন রেগে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেন।।১৬।। মারুতপুত্র হনুমান প্রাসাদের সোনায় মোড়া বিরাট স্তম্ভ উৎপাটন করে ফেললেন।।১৭।। সেই স্তম্ভের ছিলো শত শত ধারালো দিক। মহাবলবান হনুমান সেটিকে ঘোরাতে লাগলেন। তার থেকে আগুন বেরিয়ে প্রাসাদটিকে পুড়িয়ে ফেললো।।১৮।। বানরদলপতি হনুমান। রাবণের রাজপ্রাসাদকে দগ্ধ হতে দেখলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা অসুরদের হত্যা করেছিলেন, তেমনি তিনি শত শত রাক্ষসকে হত্যা করলেন।।১৯।। শ্রীমান হনুমান। এবার আকাশে উঠে গিয়ে অবস্থান করে বললেন, ভগবান রামচন্দ্র

অন্তরিক্ষস্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ। মাদৃশানাং সহস্রাণি বিসৃষ্টানি মহাত্মনাম্।। ২০
বলিনাং বানরেন্দ্রাণাং সুগ্রীববশবর্তিনাম্। অটন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ।। ২১
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ। কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ।। ২২
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ সন্তি বায়ু বলোপমাঃ। অপ্রমেয়বলাঃ কেচিৎ তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ।। ২৩
ঈদৃগ্বিধৈস্তু হরিভির্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ। শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি।। ২৪
আগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ সর্বষাং বো নিষূদনঃ। নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ।
যস্য ত্বিক্ষ্বাকুবীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাত্মনা।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমার মতো হাজার হাজার বানরকে নিযুক্ত করেছেন।।২০।। সুগ্রীবের বশবর্তী সেই বানরশ্রেষ্ঠেরা বেশ বলশালী। আমরা এবং অন্যসব বানরেরা তাঁরই আদেশে সমগ্র ধরণীতে বিচরণ করছি (*অটন্তি—বিচরণ করছে*) ।।২১।। তাদের কারো কারো শক্তি দশটি হাতীর মতো। কারো বল তার চেয়েও বেশী। কতোগুলির আবার বল হলো হাজারসংখ্যক হাতীর মতো। জলপ্রবাহের মতো তীব্র বেগসম্পন্ন কেউ কেউ। কারো গতি বায়ুর মতো। সেই বানরযূথপতিদের কারো কারো শক্তি অপরিমেয় (*চ + ওঘ = চৌঘ। ওঘ—জলপ্রবাহ*) ।।২৩।। এইরকম শত সহস্র, লক্ষ, কোটি এবং অযুত সংখ্যক বানর সুগ্রীবকে ঘিরে এগিয়ে আসছে। দাঁত আর নখ তাদের অস্ত্র।।২৪।। সুগ্রীব আসবেনই। তিনি তোমাদের সবাইকে হত্যা করবেন। জেনে রাখো, যখন ইক্ষ্বাকুবংশীয় বীর মহাত্মা রামের সঙ্গে তোমরা শত্রুতা করেছো, তখন এই লঙ্কাপুরী আর থাকবে না। তোমরাও থাকবে না। রাবণও না।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

হনূমতং নিগ্রহীতুং রাবণপ্রেরিত-জম্বুমালিনো যুদ্ধে বিনাশঃ

সন্দিষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রহস্তস্য সুতো বলী। জম্বুমালী মহাদংষ্ট্রো নির্জগাম ধনুর্ধরঃ।। ১
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ। মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ।। ২
ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং মহদ্ রুচিরসায়কম্। বিস্ফারয়াণো বেগেন বজ্রাশনিসমস্বনম্।। ৩
তস্য বিস্ফারঘোষেণ ধনুষো মহতা দিশঃ। প্রদিশশ্চ নভশ্চৈব সহসা সমপূর্যত।। ৪
রথেন খরযুক্তেন তমাগতমুদীক্ষ্য সঃ। হনুমান্ বেগসম্পন্নো জহর্ষ চ ননাদ চ।। ৫
তং তোরণবিটঙ্কস্থং হনূমন্তং মহাকপিম্। জম্বুমালী মহাতেজা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৬

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

হনুমানকে নিগৃহীত করার জন্য রাবণকর্তৃক জম্বুমালীকে প্রেরণ। যুদ্ধে তার বিনাশ।

রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে প্রহস্তের বলবান পুত্র জম্বুমালী গৃহ হতে বিনির্গত হয়ে এলো। বিরাট বিরাট দাঁত তার। হাতে ধনু।।১।। পরনে রক্তবস্ত্র। গলায় রক্তপুষ্পের মালা। সাধারণ ফুলের মালাও তার গলায়। কানে সুন্দর কুণ্ডল। সে ঘূর্ণিত-নেত্র। যুদ্ধে ভীষণ এবং দুর্জয়।।২।। ইন্দ্রের মতো বিশাল তার ধনু। তার বাণগুলি দেখতে বেশ সুন্দর। জোরে ধনু যখন সে আস্‌ফালন করছে বজ্রের মতো তার শব্দ হচ্ছে (*অশনি—বিদ্যুৎ। শক্র—ইন্দ্র। প্রখ্য—মতো। রুচির—সুন্দর*) ।।৩।। ধনুর সেই ভীষণ টঙ্কারধ্বনিতে আকাশের সবদিক তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়ে গেলো।।৪।। গর্দভে টানা রথে জম্বুমালীকে আসতে দেখে বেগবান হনুমান আনন্দে সিংহনাদ করে উঠলেন (*জহর্ষ—আনন্দিত হলো*) ।।৫।। তোরণস্তম্ভের ওপর অবস্থান করছিলেন হনুমান। সেই মহাবানরকে মহাতেজস্বী জম্বুমালী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলো।।৬।। কপীশ্বর হনুমানের মুখে অর্ধচন্দ্র নামক বাণ, মাথায় একটি কর্ণি নামক বাণ

অর্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা। বাহ্বোর্বিব্যাধ নারাচৈর্দশভিস্তু কপীশ্বরম্।। ৭
তস্য তচ্ছুশুভে তাম্রং শরেণাভিহতং মুখম্। শরদীবাম্বুজং ফুল্লং বিদ্ধং ভাস্কররশ্মিনা।। ৮
তত্তস্য রক্তং রক্তেন রঞ্জিতং শুশুভে মুখম্। যথাকাশে মহাপদ্মং সিক্তং কাঞ্চনবিন্দুভিঃ।। ৯
চুকোপ বাণাভিহতো রাক্ষসস্য মহাকপিঃ। ততঃ পার্শ্বেঽতিবিপুলাং দদর্শ মহতীং শিলাম্।। ১০
তরসা তাং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ বলবদ্‌বলী। তাং শরৈর্দশভিঃ ক্রুদ্ধস্তাডয়ামাস রাক্ষসঃ।। ১১
বিপন্নং কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা হনূমাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ। সালং বিপুলমুৎপাট্য ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্।। ১২
ভ্রাময়ন্তং কপিং দৃষ্ট্বা সালবৃক্ষং মহাবলম্। চিক্ষেপ সুবহূন্ বাণাঞ্জম্বুমালী মহাবলঃ।। ১৩
সালং চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ বানরং পঞ্চভির্ভুজে। উরস্যেকেন বাণেন দশভিস্তু স্তনান্তরে।। ১৪
স শরৈঃ পূরিততনুঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ। তমেব পরিঘং গৃহ্য ভ্রাময়ামাস বেগিতঃ।। ১৫
অতিবেগোঽতিবেগেন ভ্রাময়িত্বা বলোৎকটঃ। পরিঘং পাতয়ামাস জম্বুমালের্মহোরসি।। ১৬
তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ। ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ।। ১৭
স হতস্তরসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ। পপাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ।। ১৮
জম্বুমালিং সুনিহতং কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্। চুক্রোধ রাবণঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।। ১৯
স রোষসংবর্তিততাম্রলোচনঃ প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।
অমাত্যপুত্রানতিবীর্যবিক্রমান্ সমাদিদেশাশু নিশাচরেশ্বরঃ।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবং বাহুদু'টিতে নারাচ নামক দশটি বাণ বিদ্ধ করেছিলো জম্বুমালী *(অর্ধচন্দ্র, নারাচ, কর্ণি—এইগুলি বিভিন্ন ধরণের বাণের নাম)* ।।৭।। তাঁর মুখ এমনিই লোহিতবর্ণ। সেটি যখন শরের দ্বারা বিদ্ধ হলো তখন শরৎকালের সূর্যকিরণে বিকশিত পদ্মের মতোই তা শোভা পাচ্ছিলো *(উজ্জ্বল রক্তপদ্মের বহু পাপড়ি। সূর্যকিরণে পদ্মফুল ফোটে। হনুমানের মুখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। এতো বাণ বিদ্ধ হওয়ায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মুখটি পদ্মের মতো এবং বাণগুলি পদ্মের পাপড়ির মতো শোভা পাচ্ছিলো। ঋষিকবির সৌন্দর্যচেতনা, উপমা -প্রয়োগ লক্ষণীয়)* ।।৮।। রক্তবর্ণ তাঁর মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। আকাশে বিশাল পদ্ম যদি গলিত সোনার বিন্দুরাজিতে শোভিত দেখা যায়, তেমনি মনে হচ্ছিলো তোরণস্থিত তাঁর মুখটিকে।।৯।। রাক্ষসের বাণে আহত হয়ে মহাবানর অত্যন্ত রেগে গেলেন। পাশেই দেখলেন একটি বিশাল শিলাখণ্ড।।১০।। বলবান হনুমান তাড়াতাড়ি সেই শিলাখণ্ড উৎপাটন করে ছুঁড়ে মারলেন। রেগে গিয়ে রাক্ষসও দশটি বাণে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে ফেললো।।১১।। তার আক্রমণ ব্যর্থ হতে দেখে ভীষণ বিক্রমের সঙ্গে বিরাট একটি সালগাছ উপড়ে নিয়ে বীর্যবান হনুমান ঘোরাতে লাগলেন।।১২।। মহাবলবান হনুমানকে সালগাছ ঘোরাতে দেখে মহাশক্তিশালী জম্বুমালী বহু বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করলো।।১৩।। চারটি বাণে সে সালগাছটিকে ছেদন করলো। পাঁচটি বাণ মেরে বানরের বাহুদু'টি বিদীর্ণ করলো। স্তনদু'টির মধ্যভাগ দশটি বাণে আহত করলো।।১৪।। শরজালে হনুমানের দেহ গেলো ভরে। ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। শত্রুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত পরিঘ নামক লোহার মুগুরটি নিয়ে বেগে তিনি ঘোরাতে লাগলেন।।১৫।। বেগবান, বলোদ্ধত হনুমান খুব জোরে ঐ পরিঘটি ঘুরিয়ে জম্বুমালীর বুকের ওপর ছুঁড়ে দিলেন।।১৬।। ফলে তার মাথা, বাহুদু'টি, হাঁটুদু'টো অদৃশ্য হয়ে গেলো। ধনু, রথ, ঘোড়া এবং বাণগুলিও আর দেখা গেলো না। সবই গেলো ধ্বংস হয়ে।।১৭।। জম্বুমালী ছিলো মহাবীর। মহারথী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙে গেলে গাছ যেমন মাটিতে পড়ে যায় তেমনি ঐ আঘাতে তারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হওয়ায় সেও ভূপতিত হলো।।১৮।। জম্বুমালী এবং মহাবলশালী কিঙ্করদের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে রাবণ চোখ লাল করে গেলো রেগে।।১৯।। অতি শক্তিশালী ছিলো প্রহস্তের পুত্র জম্বুমালী। সে নিহত হওয়ায় রাবণের লাল চোখ ঘুরতে লাগলো। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত বীর্যবান অমাত্যপুত্রদেরকে সত্বর যুদ্ধে যাবার জন্য আদেশ দিলেন।।২০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

পবননন্দনেন পূর্বং কিঙ্করনামকরাক্ষসবধবৎ সপ্তানাং মন্ত্রিপুত্রাণাং যমালয়প্রেষণম্, পুনস্তত্তোরণমারুহ্য তস্যাবস্থানঞ্চ।

ততস্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সুতাঃ। নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চির্বর্চসঃ।। ১
মহদ্বলপরীবারা ধনুষ্মন্তো মহাবলাঃ। কৃতাস্ত্রাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ।। ২
হেমজালপরিক্ষিপ্তৈর্ধ্বজবদ্ভিঃ পতাকিভিঃ। তোয়দস্বননির্ঘোষৈর্বাজিযুক্তৈর্মহারথৈঃ।। ৩
তপ্তকাঞ্চনচিত্রাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ। বিস্ফারয়ন্তঃ সংহৃষ্টাস্তডিদ্বন্ত ইবাম্বুদাঃ।। ৪
জনন্যস্তাস্ততস্তেষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্। বভূবুঃ শোকসম্ভ্রান্তাঃ সবান্ধবসুহৃজ্জনাঃ।। ৫
তে পরস্পরসংঘর্ষাৎ তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ। অভিপেতুর্হনূমন্তং তোরণস্থমবস্থিতম্।। ৬
সৃজন্তো বাণবৃষ্টিন্তে রথগর্জিতনিঃস্বনাঃ। প্রাবৃট্ কাল ইবাম্ভোদা বিচেরুর্নৈর্ঋতাম্বুদাঃ।। ৭
অবকীর্ণস্ততস্তাভির্হনুমান্‌শরবৃষ্টিভিঃ। অভবৎ সংবৃতাকারঃ শৈলরাডিব বৃষ্টিভিঃ।। ৮
স শরান্ বঞ্চয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ। রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঽম্বরে।। ৯
স তৈঃ ক্রীডন্ ধনুষ্মদ্ভির্ব্যোম্নি বীরঃ প্রকাশতে। ধনুষ্মদ্ভির্যথা মেঘৈর্মারুতঃ প্রভুরম্বরে।। ১০
স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসয়ংস্তাং মহাচমূম্। চকার হনুমান্‌বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্যবান্।। ১১
তলেনাভিহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরন্তপঃ। মুষ্টিভিশ্চাহনৎ কাংশ্চিন্নখৈঃ কাংশ্চিদ্ব্যদারয়ৎ।। ১২

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

পবননন্দন হনুমান পূর্বে যেমন 'কিঙ্কর' নামক রাক্ষসদের বধ করেছিলেন, তেমনি মন্ত্রিপুত্র সাতজনকেও যমালয়ে প্রেরণ করলেন। তারপর আবার তোরণের ওপরে উঠে সেইখানে তাঁর অবস্থান।

রক্ষোরাজের দ্বারা অতঃপর ঐ মন্ত্রিপুত্রেরা প্রেরিত হলো। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যেন সাতটি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ।।১।। তাদের সঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহিনী। মহাবলশালী তারা। ধনু ধারণ করে রয়েছে। অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ। তারা একে অন্যকে জয় করতে উৎসুক।।২।। বিশাল রথ এবং পতাকা তাদের সঙ্গে। সোনার জালে সেগুলি শোভিত। মেঘের মতো তাদের ধ্বনি। ঘোড়াও তাতে জোড়া।।৩।। অমিতবিক্রম মন্ত্রিপুত্রেরা আনন্দের সঙ্গে সোনার বরণ ধনুগুলি আন্দোলিত করছে। যেন বিদ্যুদ্‌ভূষিত মেঘ!।।৪।। কিঙ্কর-নামক পূর্বপ্রেরিত রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে জেনে তাদের মায়েরা শোকে কাতর হয়ে পড়েছে। আত্মীয় এবং সুহৃদগণও শোকবিহ্বল।।৫।। মন্ত্রিপুত্রেরা তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিত। হনুমান তো তোরণের ওপর বসে আছেন। এরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে হনুমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৬।। রথের মতো তাদের গর্জন। বৃষ্টির মতো তারা বাণবর্ষণ করে বিচরণ করতে লাগলো। বর্ষাকালে মেঘ যেন জলবর্ষণ করছে!।।৭।। সেই শরবর্ষণে হনুমানের শরীর গেলো ঢেকে। তাঁকে মনে হচ্ছিলো, বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন যেন এক পর্বতরাজ।।৮।। দ্রুতগতিতে হনুমান নির্মল আকাশে বিচরণ করতে লাগলেন। ফলে ঐ আক্রমণকারীদের রথের গতি এবং বাণ—দুইকেই তিনি বঞ্চনা করলেন *(রাক্ষসেরা যতো বেগেই রথ নিয়ে তাড়া করুক না কেন, হনুমান দ্রুতগতিতে উপরে-নীচে সরে যেতে লাগলেন। তারা তাঁকে ধরতেও পারলো না। বাণে বিদ্ধও করতে পারলো না)* ।।৯।। বীর হনুমান ধনুর্ধরীদের সঙ্গে আকাশে লুকোচুরি করে শোভা পাচ্ছিলেন। যেন হনুমানের প্রভু তথা পিতা বায়ু আকাশে ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের সঙ্গে খেলা করছেন!।।১০।। বীর্যবান হনুমান। ভীষণ গর্জন করে বিশাল সৈন্যবাহিনীর ত্রাস-উৎপাদন করে রাক্ষসদের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে গেলেন।।১১।। শত্রুবিনাশকারী হনুমান। রাক্ষসদের কতোগুলিকে মুষ্টির আঘাতে হত্যা করলেন। আর কতোগুলিকে নখে করে ফেললেন বিদীর্ণ।।১২।। কতোগুলিকে বুকের ধাক্কায়, আর কতোগুলিকে

প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদূরুভ্যামপরানপি। কেচিৎ তস্যৈব নাদেন তত্রৈব পতিতা ভুবি।। ১৩
ততস্তেষ্ববপন্নেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ। তৎসৈন্যমগমৎ সর্বং দিশো দশ ভয়ার্দিতম্।। ১৪
বিনেদুর্বিস্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি বাজিনঃ। ভগ্ননীডধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূশ্চ কীর্ণাভবদ্ রথৈঃ।। ১৫
স্রবতা রুধিরেণাথ স্রবন্ত্যো দর্শিতাঃ পথি। বিবিধৈশ্চ স্বনৈর্লঙ্কা ননাদ বিকৃতং তদা।। ১৬
স তান্ প্রবৃদ্ধান্ বিনিহত্য রাক্ষসান্ মহাবলশ্চণ্ড-পরাক্রমঃ কপিঃ।
যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব রাক্ষসৈস্তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণম্।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

উরু দিয়ে দলিত করে, আবার কতোগুলিকে গর্জনের দ্বারা তিনি ভূতলে ফেলে দিলেন।। ১৩।। অনন্তর তাদের কতোগুলি এইভাবে অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে বাকী সৈন্যেরা ভয়ে বিভিন্নদিকে পালিয়ে গেলো।। ১৪।। হাতীগুলি তখন বিকটস্বরে চীৎকার করতে লাগলো। ঘোড়াগুলি গেলো মাটিতে পড়ে। রথে বসার আসন ভেঙে গেলো। ছত্র এবং পতাকা গেলো বিধ্বস্ত হয়ে। ঐগুলির দ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত হলো *(নীড—রথের বসার আসন, পাখীর বাসা)* ।।১৫।। দেখা গেলো পথে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। রাক্ষসদের বিবিধ আর্তনাদে সমগ্র লঙ্কা যেন বিকট ধ্বনি করতে লাগলো।।১৬।। বীর মহাবলবান চণ্ডপরাক্রমী হনুমান সেই প্রবীণ রাক্ষসদেরকে নিহত করলেন। আবার অন্য রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় সেই তোরণে গিয়ে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।। ১৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

অথ রাবণপ্রেরিতানাং পঞ্চসংখ্যকানাং সেনাপতিনাং বধসাধনপূর্বকং পুনস্তত্তোরণোপরি অবস্থানম্

হতান্ মন্ত্রিসুতান্ বুদ্ধা বানরেণ মহাত্মনা। রাবণঃ সংবৃতাকারশ্চকার মতিমুত্তমাম্।। ১
স বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দুর্ধরঞ্চৈব রাক্ষসম্। প্রঘসং ভাসকর্ণঞ্চ পঞ্চসেনাগ্রনায়কান্।। ২
সন্দিদেশ দশগ্রীবো বীরান্নয়বিশারদান্। হনূমদ্‌গ্রহণেঽব্যগ্রান্ বায়ুবেগসমান্ যুধি।। ৩
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ। সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি।। ৪
যত্তৈশ্চ খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদ্য বনালয়ম্। কর্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্।। ৫
ন হ্যহং তং কপিং মন্যে কর্মণা প্রতি তর্কয়ন্। সর্বথা তন্মহদ্ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্।। ৬

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

এবার রাবণপ্রেরিত পাঁচজন সেনাপতিকে হত্যা করে আবার তোরণের ওপর গিয়ে হনুমানের অবস্থান

মহাত্মা বানরের দ্বারা মন্ত্রিপুত্রেরা নিহত হয়েছে বুঝে রাবণ গোপনে একটি উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করলেন।। ১।। তিনি পাঁচজন বিশিষ্ট সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। তারা হলো দুর্ধর্ষ রাক্ষস বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ।।২।। তারা সব বীর। এবং যুদ্ধনীতিতে বিশারদ। যুদ্ধে বায়ুর মতো তাদের বেগ। হনুমানের গ্রহণে তারা ভয়ে ব্যগ্র নয়। তবুও দশগ্রীব রাবণ তাঁকে বেঁধে আনতে আদেশ দিলেন।।৩।। ওহে সেনাপতিগণ, তোমরা সবাই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাও। অশ্ব, রথ এবং হস্তিবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সেই বানরটিকে শাসন করে এসো।।৪।। বনবাসী সেই বানরের কাছে গিয়ে সাবধানে থাকবে। দেশ এবং কাল বিচার করে কর্তব্যসম্পাদন করবে।।৫।। তার কাজকর্ম বিচার করে তাকে আমি বানর বলে মনে করতে পারছি না। সর্বপ্রকারে তাকে এক বিরাট শক্তিশালী প্রাণীরূপে মনে করছি।।৬।। তাকে বানর বলে আমার মন ভালোভাবে মেনে নিতে পারছে না। যে সব ঘটনা

বানরোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা নহি শুধ্যতি মে মনঃ। নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেয়ং প্রস্তুতা কথা।। ৭
ভবেদিন্দ্রেণ বা সৃষ্টমস্মদর্থং তপোবলাৎ। সনাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব-দেবাসুরমহর্ষয়ঃ।। ৮
যুষ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্বৈর্ময়া সহ বিনির্জিতাঃ। তৈরবশ্যং বিধাতব্যং ব্যলীকং কিঞ্চিদেব নঃ।। ৯
তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্। যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ।। ১০
সবাজি-রথ-মাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি। নাবমন্যো ভবদ্ভিশ্চ কপির্ধীরপরাক্রমঃ।। ১১
দৃষ্টা হি হরয়ঃ পূর্বং ময়া বিপুলবিক্রমাঃ। বালি চ সহসুগ্রীবো জাম্ববাংশ্চ মহাবলঃ।। ১২
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ। নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ।। ১৩
ন মতির্ন বলোৎসাহো ন রূপপরিকল্পনম্। মহৎসত্ত্বমিদং জ্ঞেয়ং কপিরূপং ব্যবস্থিতম্।। ১৪
প্রযত্নং মহাদাস্থায় ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ। কামং লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ সসুরাসুরমানবাঃ।। ১৫
ভবতামগ্রতঃ স্থাতুং ন পর্যাপ্তা রণাজিরে। তথাপি তু নয়জ্ঞেন জয়মাকাঙ্‌ক্ষতা রণে।। ১৬
আত্মা রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চঞ্চলা। তে স্বামিবচনং সর্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ।। ১৭
সমুৎপেতুর্মহাবেগা হুতাশসমতেজসঃ। রথৈশ্চ মত্তৈর্নাগৈশ্চ বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ।। ১৮
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্বৈশ্চোপহিতা বলৈঃ। ততস্তু দদৃশুর্বীরা দীপ্যমানং মহাকপিম্।। ১৯
রশ্মিমন্তমিবোদ্যন্তং স্বতেজোরশ্মিমালিনম্। তোরণস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্।। ২০
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহাভুজম্। তং সমীক্ষ্যৈব তে সর্বে দিক্ষু সর্বাস্ববস্থিতাঃ।। ২১
তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ। তস্য পঞ্চায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ সিতাঃ পীতমুখাঃ শরাঃ।
শিরস্যুৎপলপত্রাভা দুর্ধরেণ নিপাতিতাঃ।। ২২

সে ঘটিয়েছে, তাতে তাকে আমি বানর বলে মনে করি না।। ৭ ।। আমার ক্ষতি সাধনের জন্য ইন্দ্র একে তপঃশক্তিতে সৃষ্টি করতে পারেন। নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর এবং মহর্ষিরা...।।৮।। সবাই তোমাদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলো। তখন আমিই তো তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম। আমাদের কিছু ক্ষতি করা তো তাদের কর্তব্যই।।৯।। তাইই হবে, এতে সন্দেহ নেই। জোর করে তাকে ধরে নিয়ে এসো। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তোমরা সেনাপতিরা আগে আগে চলো।।১০।। অশ্ব, রথ এবং হস্তিবাহিনী নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাও। বানরকে শাসন করো। সেই বানর অচঞ্চল এবং পরাক্রমী। তাকে তোমাদের অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না।।১১।। আমি পূর্বে বিপুলবিক্রমী বানরদেরকে দেখেছি। সুগ্রীবের সঙ্গে বালি এবং মহাবলবান জাম্ববানকেও দেখেছি।।১২।। সেনাপতি নীল এবং দ্বিবিধ প্রভৃতি বহু বানরকে দেখেছি আমি। কিন্তু তাদের এমন ভীষণ গতি, তেজ এবং পরাক্রম দেখি নি।।১৩।। তাদের এমন বুদ্ধি, বল, উৎসাহ এবং এমনভাবে ইচ্ছামতো আকার ধারণ করার ক্ষমতা নেই। মহাশক্তিসম্পন্ন এক প্রাণী কপিরূপ ধারণ করে এখানে বিদ্যমান।।১৪।। বিশেষ যত্ন নিয়ে একে নিগৃহীত করবে। এটা ঠিকই যে, ত্রিলোকে ইন্দ্র, অসুর, দেবতা এবং দানবেরা...।।১৫।। রণাঙ্গনে তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। তবুও যুদ্ধে যারা জয়লাভ করতে চায়,...।।১৬।। বিশেষ সতর্ক হয়ে তাদের আত্মরক্ষা করা কর্তব্য। কারণ যুদ্ধে জয়লাভের স্থিরতা নেই। মহাতেজস্বী সেনাপতিরা সবাই এবার প্রভু রাবণের কথা গ্রহণ করলো।।১৭।। সেই সেনাপতিরা ছিলো মহাবেগশালী। এবং আগুনের মতো তেজস্বী। দ্রুতগামী রথ, মদমত্ত হস্তী এবং অশ্ববাহিনী নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে যাত্রা করলো।।১৮।। এই বীরেরা নানারকমের ধারালো শস্ত্রধারী সৈনিকদের দ্বারা সমৃদ্ধ। তারা ঐভাবে এগিয়ে গিয়ে উজ্জ্বল সেই মহাবানরকে দেখলো।।১৯।। সূর্যের মতো নিজের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে মহাশক্তিশালী, মহাবেগবান, মহাপ্রাণী ঐ হনুমান তোরণে বসে আছেন। দেখা গেলো।।২০।। মহাবুদ্ধি এবং মহা উৎসাহসম্পন্ন ঐ বানরের দেহ এবং বাহুদু'টি বিশাল। তাকে দেখেই সকল দিক হতে রাক্ষসেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো।।২১।। প্রত্যেকে তাদের ভীষণ অস্ত্রগুলি নিয়ে আক্রমণ করলো। দুর্ধর নামক রাক্ষস তাঁর মাথায় পাঁচটি ধারালো বাণ নিক্ষেপ করলো। সেগুলি লোহার তৈরী। ঝকঝকে। মুখে সোনার বরণ পদ্মের পাপড়ির মতো তাদের আভা।।২২।। ঐ পাঁচটি শরের দ্বারা মাথায় বিদ্ধ হয়ে বানর গর্জনে

স তৈঃ পঞ্চভিরাবিদ্ধঃ শরৈঃ শিরসি বানরঃ। উৎপপাত নদন্ ব্যোম্নি দিশো দশ বিনাদয়ন্।। ২৩
ততস্তু দুর্ধরো বীরঃ সরথঃ সজ্যকার্মুকঃ। কিরঞ্শরশতৈর্নৈকৈরভিপেদে মহাবলঃ।। ২৪
স কপির্বারয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবর্ষিণম্। বৃষ্টিমন্তং পয়োদান্তে পয়োদমির মারুতঃ।। ২৫
অর্দ্যমানস্ততস্তেন দুর্ধরেণানিলাত্মজঃ। চকার নিনদং ভূয়ো ব্যবর্ধত চ বীর্যবান্।। ২৬
স দূরং সহসোৎপত্য দুর্ধরস্য রথে হরিঃ। নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরাবিব।। ২৭
ততঃ স মথিতাষ্টাশ্বং রথং ভগ্নাক্ষকূবরম্। বিহায় ন্যপতদ্ভূমৌ দুর্ধরস্ত্যক্তজীবিতঃ।। ২৮
তং বিরূপাক্ষ-যূপাক্ষৌ দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি। তৌ জাতরোষৌ দুর্ধর্ষাবুৎপেততুররিন্দমৌ।। ২৯
স তাভ্যাং সহসোৎপ্লুত্য বিষ্ঠিতো বিমলেঽম্বরে। মুদ্গরাভ্যাং মহাবাহুর্বক্ষস্যভিহতঃ কপিঃ।। ৩০
তয়োর্বেগবতোর্বেগং নিহত্য স মহাবলঃ। নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ।। ৩১
স সালবৃক্ষমাসাদ্য সমুৎপাট্য চ বানরঃ। তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাত্মজঃ।। ৩২
ততস্তাংস্ত্রীন্ হতাঞ্জ্ঞাত্বা বানরেণ তরস্বিনা। অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রঘসো বলী।। ৩৩
ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্যবান্। একতঃ কপিশার্দূলং যশস্বিনমবস্থিতৌ।। ৩৪
পট্টিশেন শিতাগ্রেণ প্রঘসঃ প্রত্যপোথয়ৎ। ভাসকর্ণশ্চ শূলেন রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্।। ৩৫
স তাভ্যাং বিক্ষতৈর্গাত্রৈরসৃগ্দিগ্ধতনূরুহঃ। অভবদ্ বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্যসমপ্রভঃ।। ৩৬
সমুৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগ-ব্যাল-পাদপম্। জঘান হনুমান্‌বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।
গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্তৌ বভূবতুঃ।। ৩৭

দশদিক কম্পিত করে আকাশে লাফ দিয়ে উঠে গেলেন।।২৩।। তখন মহাবলবান বীর দুর্ধর রথে আরোহণ করে ধনু এবং বাণ হাতে নিয়ে শত শত শর হনুমানের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো *(সজ্য—জ্যা-সমন্বিত)* ।।২৪।। বর্ষার অবসানে বায়ু যেমন বর্ষণকারী মেঘকে প্রতিরোধ করে, তেমনি সেই বানর আকাশে শরবর্ষণকারী দুর্ধরকে প্রতিরোধ করতে লাগলো *(পয়—জল। পয়োদ—মেঘ, বর্ষাকাল। ব্যোম্নি—আকাশে)* ।।২৫।। এবার দুর্ধরের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে পবনপুত্র বীর্যবান হনুমান আবার ভীষণ গর্জন করে শরীরকে পরিবর্ধিত করলেন ।।২৬।। পর্বতের ওপর বজ্ররাশির মতো বানর দূর হতে লাফ দিয়ে অত্যন্ত বেগে দুর্ধরের রথের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।।২৭।। তখন তার রথের আটটি ঘোড়া গেলো মরে। রথের চাকা আর বসার আসন ভেঙে গেলো। দুর্ধর রথ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলো *(অক্ষ—রথের চাকা। কূবর—রথে বসার আসন)* ।।২৮।। তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে দুর্ধর্ষ শত্রুদমনকারী বিরূপাক্ষ এবং যূপাক্ষ নামক দুই রাক্ষস রেগে গিয়ে আকাশে হনুমানের দিকে লাফ দিলো।।২৯।। তৎক্ষণাৎ নির্মল আকাশে লাফিয়ে উঠে তারা দু'জন মহাবাহু হনুমানের বুকে মুগুর দিয়ে আঘাত করলো।।৩০।। বেগবান রাক্ষস দু'জনের আক্রমণ প্রতিহত করে মহাবলশালী হনুমান সুপর্ণের মতো অতি বেগে আবার মটিতে পড়ে গেলেন।।৩১।। পবনপুত্র বানর হনুমান একটি সালগাছ কাছে দেখে সেটিকে উপড়ে নিয়ে বীর রাক্ষসদু'টিকে তার দ্বারা আঘাত করলেন।।৩২।। বলশালী হনুমান তিনজনকেই হত্যা করেছেন জেনে তারপর অত্যন্ত বেগবান, বলবান প্রঘস নামক রাক্ষস উৎকট হাসি হেসে এগিয়ে এলো।।৩৩।। বীর্যবান ভাসকর্ণ নামক রাক্ষসও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শূল নিয়ে আক্রমণ করলো। যশস্বী বানরবীরকে আক্রমণের জন্য তারা দু'জনে একত্রিত হলো।।৩৪।। ধারালো পট্টিশ অস্ত্র প্রঘস হনুমানের গায়ে ঢুকিয়ে দিলো। আর রাক্ষস ভাসকর্ণ কপিবীরকে শূল দিয়ে বিদ্ধ করলো।।৩৫।। তাদের দু'জনের আঘাতে হনুমানের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। তখন ক্রুদ্ধ বানরকে নবোদিত সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো *(তনূরুহ—লোম)* ।।৩৬।। বীর হনুমান তখন পশু, সর্প এবং বৃক্ষসহ পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে তাদের আঘাত করলেন। গিরিশৃঙ্গের দ্বারা নিঃশেষে পিষ্ট হয়ে তারা তিল তিল হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।।৩৭।। অনন্তর সেই পাঁচ সেনাপতি নিহত হলে হনুমান অবশিষ্ট সৈন্যদেরও ধ্বংস করে

ততস্তেষ্ববসন্নেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু। বলং তদবশেষন্তু নাশয়ামাস বানরঃ।। ৩৮
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধৈর্যোধান্‌রথৈরথান্। স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্।। ৩৯
হয়ৈর্নাগৈস্তুরঙ্গৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ। হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ।। ৪০
ততঃ কপিস্তান্ ধ্বজিনীপতীন্ রণে নিহত্য বীরান্ সবলান্ সবাহনান্।
তথৈব বীরঃ পরিগৃহ্য তোরণংকৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ফেললেন।।৩৮।। ইন্দ্র যেমন অসুরদের বিনাশ করেছিলেন, তেমনি হনুমানও অশ্বের দ্বারা অশ্ব, হস্তীর দ্বারা হস্তী, যোদ্ধাদের দ্বারা যোদ্ধাদের এবং রথের দ্বারা রথসমূহকে বিধ্বংস করলেন।।৩৯।। নিহত অশ্ব, হস্তী এবং চাকা-ভাঙা বিশাল বিশাল রথের ও মৃত রাক্ষসদের দ্বারা ভূমিতে চারদিকের রাস্তাঘাট সব অবরুদ্ধ হয়ে গেলো।।৪০।। বীর হনুমান এইভাবে সৈন্য ও বাহনসহ বীর সেনাপতিদের হত্যা করলেন। তারপর মহাপ্রলয়ে জীবধ্বংসের পর ধ্বংসের দেবতা মহাকালের মতো তিনি তোরণে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন *(কাল—ধ্বংসের দেবতা। ধ্বংস করার পর আর কোনো কাজ না থাকায় তিনি যেমন বিশ্রামে চলে যান, তেমনি হনুমানও এখন বিশ্রামে চলে গেলেন)* ।।৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিতস্য রাবণপুত্রস্য অক্ষস্য বধঃ

সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্ হনূমতা সানুচরান্‌সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্।। ১
স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো দ্বিজাতি-মুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ।। ২
ততো মহান্ বালদিবাকরপ্রভং প্রতপ্তজাম্বূনদজালসন্ততম্।
রথং সমাস্থায় যযৌ স বীর্যবান্ মহাহরিং তং প্রতি নৈর্ঋতর্ষভঃ।। ৩
ততস্তপঃ সংগ্রহসঞ্চয়ার্জিতং প্রতপ্তজাম্বূনদজালচিত্রিতম্।

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

হনুমানের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত রাবণপুত্র অক্ষের বধ

রাজা রাবণ শুনলেন হনুমান পাঁচজন সেনাপতিকেই অনুচর এবং বাহনসহ নিহত করেছেন। তখন তিনি যুদ্ধবীর, উৎসুক কুমার অক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।।১।। রাবণের দৃষ্টি-নিক্ষেপেই প্রতাপশালী অক্ষ যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হলো। হাতে তার সোনায় মোড়া সুন্দর ধনু। যজ্ঞসভায় প্রধান ব্রাহ্মণ ঘৃতের আহুতি দিলে আগুন যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো অক্ষ *(ঋষিকবির উপমা লক্ষণীয়। রাবণের দৃষ্টিনিক্ষেপ যেন ঘৃতের আহুতি। আগুন যেন অক্ষ। রাবণ যেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। আগুনের জ্বলে- ওঠা যেন অক্ষের যুদ্ধে যাবার ব্যগ্রতা)* ।।২।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীর্যবান, মহান অক্ষ এবার রথে উঠে সেই মহাবানরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলো। রথটিও তপ্ত সোনার জালে ছিলো শোভিত। নবোদিত সূর্যের মতো তার আভা। ঠিকরে পড়ছিলো *(নৈর্ঋত—রাক্ষস। নৈর্ঋত + ঋষভ = নৈর্ঋতর্ষভয়। ঋষভঃ —শ্রেষ্ঠ)* ।।৩।। তপস্যার দ্বারা অর্জিত ঐ রথ। তপ্ত সোনার জালে ছিলো সেটি শোভিত। তাতে পতাকা উড়ছিলো। রত্নে ভূষিত ছিলো সেই পতাকা। মনের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন আটটি অতি উত্তম অশ্ব ছিলো

পতাকিনং রত্নবিভূষিতধ্বজং মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্।। ৪
সুরাসুরাধৃষ্যমসঙ্গচারিণং তড়িৎপ্রভং ব্যোমচরং সমাহিতম্।
সতূণমষ্টাসিনিবদ্ধবন্ধুরং যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্।। ৫
বিরাজমানং প্রতিপূর্ণবস্তুনা সহেমদাম্না শশি-সূর্যবর্চসা।
দিবাকরাভং রথমাস্থিতস্ততঃ স নির্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ।। ৬
স পূরয়ন্ খঞ্চ মহীঞ্চ সাচলাং তুরঙ্গমাতঙ্গমহারথস্বনৈঃ।
বলৈঃ সমেতৈঃ সহতোরণস্থিতং সমর্থমাসীনমুপাগমৎ কপিম্।। ৭
স তং সমাসাদ্য হরিং হরীক্ষণো যুগান্তকালাগ্নিমিব প্রজাক্ষয়ে।
অবস্থিতং বিস্মিতজাতসম্ভ্রমং সমৈক্ষতাক্ষো বহুমানচক্ষুষা।। ৮
স তস্য বেগঞ্চ কপের্মহাত্মনঃ পরাক্রমং চারিষু রাবণাত্মজঃ।
বিচারয়ন্ স্বঞ্চ বলং মহাবলো যুগক্ষয়ে সূর্য ইবাভিবর্ধত।। ৯
স জাতমন্যুঃ প্রসমীক্ষ্য বিক্রমং স্থিতঃ স্থিরঃ সংযতি দুর্নিবারণম্।
সমাহিতাত্মা হনুমন্তমাহবে প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈস্ত্রিভিঃ।। ১০
ততঃ কপিং তং প্রসমীক্ষ্য গর্বিতং জিতশ্রমং শত্রুপরাজয়োচিতম্।
অবৈক্ষতাক্ষঃ সমুদীর্ণমানসং সবাণপাণিঃ প্রগৃহীতকার্মুকঃ।। ১১
স হেমনিষ্কাঙ্গদচারুকুণ্ডলঃ সমাসসাদাশুপরাক্রমঃ কপিম্।
তয়োর্বভূবাপ্রতিমঃ সমাগমঃ সুরাসুরাণামপি সম্ভ্রমপ্রদঃ।। ১২
ররাস ভূমির্ন ততাপ ভানুমান্ ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।

তাতে ভালোভাবে যোজিত।।৪।। সেই রথ দেবতা এবং দানবদের অজেয় ছিলো। মাটির সঙ্গে সংযোগ না রেখে আপনা থেকেই সেটি চলতে পারতো। বিদ্যুতের মতো তার দীপ্তি। আকাশপথেও ছিলো তার অব্যাহত গতি। তাতে তূণ এবং আটদিকে আটটি তরবারি বাঁধা ছিলো। যথাক্রমে তোমর ও শক্তি তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছিলো।।৫।। যুদ্ধের নানাবিধ উপকরণে সেটি পূর্ণ। সোনার মালা তাতে ঝুলছিলো। চন্দ্র এবং সূর্যের মতো ছিলো তার ঔজ্জ্বল্য। সূর্যের মতো তার আভা। অতুলনীয় বিক্রমশালী অক্ষ সেই রথে চড়ে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলো।।৬।। সৈন্যদের নিয়ে সে তোরণস্থিত যুদ্ধের সামর্থ্যসম্পন্ন বানরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। অশ্ব, হস্তী এবং বিশাল রথের শব্দে আকাশ এবং শৈলসহ পৃথিবীকে সে পূর্ণ করে ফেললো।।৭।। সিংহের মতো দৃষ্টি ছিলো অক্ষের। প্রলয়কালীন জীবনাশী অগ্নির মতো অবস্থান করছিলো বানর। দেখে তার বিস্ময় ও সম্ভ্রম হলো। অক্ষ তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো *(হরি—সিংহ। হরি + ঈক্ষণ = হরীক্ষণঃ)* ।।৮।। মহাত্মা হনুমানের বেগ এবং শত্রুদের মধ্যে তাঁর পরাক্রম রাবণপুত্র অক্ষ বিচার করে দেখলো। বিবেচনা করলো নিজের শক্তিমত্তা। তারপর সে প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তেজে বর্ধিত হতে লাগলো।।৯।। অক্ষ ক্রোধাবিষ্ট অথচ যুদ্ধে স্থিরমতি। এবং আত্মসমাহিত। সে হনুমানের পরাক্রম ভালোভাবে বিবেচনা করে ধারালো তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করলো।।১০।। ধনু ধারণ করে হাতে বাণ নিয়ে অক্ষ সেই বানরকে ভালোভাবে দেখলো। দেখলো, হনুমান বেশ গর্বিত, শত্রুকে পরাজয়ে সমর্থ, ক্লান্তিশূন্য এবং নিশ্চিন্তচিত্ত।।১১।। অক্ষ সোনার বক্ষোভূষণ পরে আছে। সুন্দর কুণ্ডল তার কানে। পরাক্রমশীল সে। আশু বানরের কাছে উপস্থিত হলো। তাদের দু'জনের মধ্যে অতুলনীয় যুদ্ধ শুরু হলো। দেবতা ও দানবদেরো তা ভয়-উৎপাদন করছিলো।।১২।। কপি এবং কুমারের তথা হনুমান এবং সূর্যের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ দেখে পৃথিবী যেন চীৎকার করে উঠলো। সূর্য আর তাপ দিচ্ছিলো না। বায়ু আর প্রবাহিত হলো না। পাহাড় কেঁপে উঠলো। আকাশ নিনাদিত হয়ে উঠলো। সমুদ্র হয়ে

কপেঃ কুমারস্য চ বীর্যসংযুগং ননাদ চ দ্যৌরুদধিশ্চ চুক্ষুভে।। ১৩
স তস্য বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ সুবর্ণপুঙ্খান্ সবিষানিবোরগান্।
সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববিচ্ছরানথ ত্রীন্ কপিমূর্দ্ধ্নতাডয়ৎ।। ১৪
স তৈঃ শরৈর্মূর্ধ্নি সমং নিপাতিতৈঃ ক্ষরন্নসৃগ্দিগ্ধবিবৃত্তনেত্রঃ।
নবোদিতাদিত্যনিভঃ শরাংশুমান্ ব্যরাজতাদিত্য ইবাংশুমালিকঃ।। ১৫
ততঃ প্লবঙ্গাধিপমন্ত্রিসত্তমঃ সমীক্ষ্য তং রাজবরাত্মজং রণে।
উদগ্রচিত্রায়ুধচিত্রকার্মুকং জহর্ষ চাপূর্যত চাহবোন্মুখঃ।। ১৬
স মন্দরাগ্রস্থ ইবাংশুমালী বিবৃদ্ধকোপো বলবীর্যসংবৃতঃ।
কুমারমক্ষং সবলং সবাহনং দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিস্তদা।। ১৭
ততঃ স বাণাসনশক্রকার্মুকঃ শরপ্রবর্ষো যুধি রাক্ষসাম্বুদঃ।
শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে।। ১৮
কপিস্ততস্তং রণচণ্ডবিক্রমং প্রবৃদ্ধতেজোবল-বীর্যসায়কম্।
কুমারমক্ষং প্রসমীক্ষ্য সংযুগে ননাদ হর্ষাদ্ ঘনতুল্যনিঃস্বনঃ।। ১৯
স বালভাবাদ্ যুধি বীর্যদর্পিতঃ প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।
সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ।। ২০
স তেন বাণৈঃ প্রসভং নিপাতিতৈশ্চকার নাদং ঘনুনাদনিঃস্বনঃ।

উঠলো উদ্‌বেল।।১৩।। সেই বীর অক্ষ লক্ষ্য স্থির করে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতো। সে তিনটি ধারালো-মুখ বাণ ছুঁড়ে বানরের মাথাকে আহত করলো। বাণগুলির মূলভাগ ছিলো সোনায় -মোড়া। বিষাক্ত সাপের মতো সেই বাণগুলি *(সমাধি—সংযোগ—বিমোক্ষতত্ত্ববিদ্—লক্ষ্য স্থির করে তার সঙ্গে সংযোগ-সাধনের জন্য বাণপ্রয়োগের বিজ্ঞান যিনি জানেন)* ।।১৪।। হনুমানের মাথায় একসঙ্গে তিনটি শর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রক্ত ক্ষরিত হতে লাগলো। তাতে তাঁর চোখ গেলো ঢেকে। রক্তরঞ্জিত তাঁর মুখ-মণ্ডল। মাথায় শরগুলি বিদ্ধ হয়ে আছে। নবোদিত রক্তিম সূর্যের মতো তাঁকে দেখাচ্ছিলো। শরগুলি যেন সেই সূর্যের কিরণ। কিরণমালা নিয়ে সূর্যের মতো তিনি বিরাজ করছিলেন।।১৫।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী হনুমান এবার যুদ্ধে উন্মুখ হয়ে রাজা রাবণের পুত্র অক্ষকে যুদ্ধে দেখে আনন্দিত হয়ে দেহকে পরিবর্ধিত করলেন। উদগ্র এবং বিচিত্র সব অস্ত্রে ও সুন্দর ধনুতে সে ছিলো সজ্জিত।।১৬।। মন্দরপর্বতে অবস্থিত সূর্যের মতো বলবীর্যসম্পন্ন হনুমানের ক্রোধ পরিবর্ধিত হলো। চোখের আগুনের মতো কিরণে যেন তিনি সৈন্য এবং বাহনসহ অক্ষকে দগ্ধ করে ফেললেন *(অংশু—কিরণ। মরীচি—কিরণ)* ।।১৭।। তারপর রাক্ষস অক্ষ যুদ্ধে বানরেশ্বর হনুমানের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলো। যেন মেঘ পর্বতরাজের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করছে। আর সেই মেঘ যেন ইন্দ্রধনুতে শোভিত *(রাক্ষস হলো অম্বুদ তথা মেঘ। শররাজি হলো বৃষ্টি। অক্ষের বিচিত্র ধনু যেন সেই মেঘের ওপরে ইন্দ্রধনু। আর হনুমান যেন পর্বতরাজ। ইন্দ্রধনুতে সপ্তবর্ণ ছটা থাকে। বর্ষায় ইন্দ্রধনু দেখা যায়। এইখানে অক্ষের ধনুটি নানাবর্ণে চিত্রিত বলে ইন্দ্রধনুর মতো দেখাচ্ছে)* ।।১৮।। কুমার অক্ষ যুদ্ধে ভীষণ পরাক্রমশালী। তেজ, বল, বীর্যবত্তা এবং ধনুর্বাণে সে সমৃদ্ধ। হনুমান তাকে যুদ্ধে অগ্রসর দেখে আনন্দে মেঘগর্জনের মতো ধ্বনি করে উঠলেন *(ঘন—মেঘ। সায়ক—বাণ)* ।।১৯।। বালক-স্বভাববশতঃ বীর্যে গর্বিত হয়ে রক্তনেত্রে অক্ষ ভীষণ ক্রোধে যুদ্ধে অতুলনীয় বানরকে আক্রমণ করলো। তৃণে আচ্ছাদিত গভীর কূপে হস্তী যেন না জেনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে *(গভীর কূপ তৃণে ঢাকা থাকায় স্বাভাবিক স্থান মনে করে হাতী যদি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তার যেমন দুর্দশা হয় তেমনি দুর্দশা হবে অক্ষের)* ।।২০।। সে জোরে বাণ ছুঁড়ে মারলে হনুমান মেঘগর্জনের মতো ভীষণ ধ্বনি করে উঠলেন। তাঁর সেই উৎসাহধ্বনি আকাশকে কাঁপিয়ে দিলো। আহত বাহুদ্বয় আন্দোলিত করে তিনি ভীষণরূপ ধারণ

সমুৎসহেনাশু নভঃ সমারুজন্ ভুজোরুবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ।। ২১
সমুৎপতন্তং সনভিদ্রবদ্ বলী স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।
রথী রথশ্রেষ্ঠতরঃ কিরঞ্ছরৈঃ পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্মবৃষ্টিভিঃ।। ২২
স তাঞ্ছরাংস্তস্য হরির্বিমোক্ষয়ংশ্চচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে।
শরান্তরে মারুতবদ্বিনিষ্পতন্ মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ।। ২৩
তমাত্তবাণাসনমাহবোন্মুখং খমাস্তৃণন্তং বিবিধৈঃশরোত্তমৈঃ।
অবৈক্ষতাক্ষাং বহুমানচক্ষুষা জগাম চিন্তাং স চ মারুতাত্মজঃ।। ২৪
ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ কুমারবর্যেণ মহাত্মনা নদন্।
মহাভুজঃ কর্ম বিশেষতত্ত্ববিদ্ বিচিন্তয়ামাস রণে পরাক্রমম্।। ২৫
অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ করোত্যয়ং কর্ম মহন্মহাবলঃ।
ন চাস্য সর্বাহবকর্মশালিনঃ প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে।। ২৬
অয়ং মহাত্মা চ মহাংশ্চ বীর্যতঃ সমাহিতশ্চাতিসহশ্চ সংযুগে।
অসংশয়ং কর্মগুণোদয়াদয়ং সনাগযক্ষৈর্মুনিভিশ্চ পূজিতঃ।। ২৭
পরাক্রমোৎসাহবিবৃদ্ধমানসঃ সমীক্ষতে মাং প্রমুখোঽগ্রতঃ স্থিতঃ।
পরাক্রমো হ্যস্য মনাংসি কম্পয়েৎ সুরাসুরাণামপি শীঘ্রকারিণঃ।। ২৮
ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্ধতে।
প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে ন বর্ধমানোঽগ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ।। ২৯
ইতি প্রবেগন্তু পরস্য তর্কয়ন্ স্বকর্মযোগঞ্চ বিধায় বীর্যবান্।
চকার বেগন্তু মহাবলস্তদা মতিঞ্চ চক্রেঽস্য বধে তদানীম্।। ৩০

করলেন।।২১।। রক্ষী অক্ষ শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করে এসেছে। বলবান রাক্ষসদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। এবং প্রতাপবান। মেঘ যেমন পাহাড়ের ওপরে শিলাবর্ষণ করে, তেমনি সে রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো।।২২।। হনুমানের গতিবেগ ছিলো বায়ুর মতো। যুদ্ধে তাঁর ভীষণ পরাক্রম। শরজালের মধ্যে বায়ুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অক্ষের শরজাল ব্যর্থ করে তিনি বায়ুসেবিত আকাশপথে বিচরণ করতে লাগলেন।।২৩।। ধনুর্বাণ গ্রহণ করে অক্ষ যুদ্ধে উন্মুখ। উত্তম নানাবিধ শররাজি নিক্ষেপ করতে করতে সে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পবনপুত্র হনুমান অক্ষকে সম্মানের সঙ্গে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন।।২৪।। হনুমানের বাহুদু'টির মধ্যবর্তী বক্ষোদেশ এবার অক্ষের বাণবর্ষণে বিদীর্ণ হলো। তিনি তখন গর্জন করে উঠলেন। বিশালবাহু বিশেষ জ্ঞানী হনুমান যুদ্ধে অক্ষের পরাক্রমের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।।২৫।। এই অক্ষ মহাবলশালী। নবোদিত সূর্যের মতো সে উজ্জ্বল। বয়সে বালক হয়েও প্রবীণ যোদ্ধার মতো সে বিরাট কাজ করছে। সবরকমের যুদ্ধকার্যে নিপুণ এই বালকের বিনাশে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না *(হনুমানের চরিত্র বৈশিষ্ট্য—শত্রুর প্রতিও তাঁর গুণগ্রাহিতা এবং কারুণ্য এখানে লক্ষণীয়)* ।।২৬।। এই বালক বীর্যে মহান। আবার মহাপ্রাণও বটে। যুদ্ধে স্থিরভাবে সকল ক্লেশ সহ্য করতে পারে। কর্ম এবং গুণের বৈশিষ্ট্যে নাগ, যক্ষ এবং মুনিদের দ্বারা নিঃসংশয়ে পূজিত হবে।।২৭।। উৎসাহ এবং পরাক্রমে এর চিত্ত পরিপূর্ণ। এই তো সামনে দাঁড়িয়ে আমায় ভালোভাবে দেখছে। কর্মসম্পাদনে রয়েছে এর ক্ষিপ্রতা। এর পরাক্রম দেবতা এবং দানবদের মনকেও কাঁপিয়ে দেয়।।২৮।। যুদ্ধে এর পরাক্রম বেশ বর্ধিত হচ্ছে। একে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এর বিনাশই এখন আমার ভালো মনে হচ্ছে। আগুনকে বাড়তে দেখলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।।২৯।। বীর্যবান হনুমান এইভাবে শত্রুর শক্তি এবং নিজের কর্মক্ষমতা বিচার করলেন। তারপর মহাশক্তিশালী হনুমান একে হত্যা করার জন্য মতি স্থির করলেন।।৩০।। ভার সহ্য করে অনায়াসে ছুটতে পারে অক্ষের এমন আটটি বিরাট অশ্বকে বায়ুপুত্র বীর হনুমান চপেটাঘাতেই

স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্ সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্তনে।
জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে তলপ্রহারৈঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।। ৩১
ততস্তলেনাভিহতো মহারথঃ স তস্য পিঙ্গাধিপমন্ত্রিনির্জিতঃ।
স ভগ্ননীড়ঃ পরিবৃত্তকূবরঃ পপাত ভূমৌ হতবাজিরম্বরাৎ।। ৩২
স তং পরিত্যজ্য মহারথো রথং সকার্মকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতন্।
ততোঽভিযোগাদৃষিরুগ্রবীর্যবান্ বিহায় দেহং মরুতামিবালয়ম্।। ৩৩
কপিস্ততস্তং বিচরন্তমম্বরে পতত্রিরাজানিলসিদ্ধসেবিতে।
সমেত্য তং মারুতবেগবিক্রমঃ ক্রমেণ জগ্রাহ চ পাদয়োর্দৃঢ়ম্।। ৩৪
স তং সমাবিধ্য সহস্রশঃ কপির্মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ।
মুমোচ বেগাৎ পিতৃতুল্যবিক্রমো মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ।। ৩৫
স ভগ্নবাহূরুকটীপয়োধরঃ ক্ষরন্নসৃঙ্নির্মথিতাস্থিলোচনঃ।
সম্ভিন্নসন্ধিঃ প্রবিকীর্ণবন্ধনো হতঃ ক্ষিতৌ বায়ুসুতেন রাক্ষসঃ।। ৩৬
মহাকপির্ভূমিতলে নিপীড্য তং চকার রক্ষোঽধিপতের্মহদ্ভয়ম্।
মহর্ষিভিশ্চক্রচরৈঃ সমাগতৈঃ সমেত্য ভূতৈশ্চ সযক্ষ-পন্নগৈঃ।
সুরৈশ্চ সেন্দ্রৈর্ভৃশজাতবিস্ময়ৈর্হতে কুমারে স কপির্নিরীক্ষিতঃ।। ৩৭
নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষণম্।
তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণং কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আকাশপথে বিনাশ করলেন।।৩১।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমানের দ্বারা মহারথী অক্ষ পরাভূত। তাঁর চপেটাঘাতে তার অশ্বগুলি নিহত হলো। রথের বসার আসন গেলো ভেঙে। রথের উপরের খুঁটিগুলি বিধ্বস্ত হলো। মাটিতে পড়ে গেলো সে *(তল—হাতের চেটো। পিঙ্গ—বানর। কূবর—রথের ওপরের খুঁটি, হাতে ধরার কাঠের আশ্রয়। বাজি—ঘোড়া)* ।।৩২।। বীর অক্ষ তখন সেই ভাঙা রথ ছেড়ে দিয়ে ধনু আর খড়্গ হাতে নিয়ে আকাশে উঠে গেলো। কঠোর তপঃশক্তিসম্পন্ন তপস্বী তপঃপ্রভাবে দেহ ত্যাগ করে মরুদ্‌গণের আলয় স্বর্গে যেমন গমন করেন, তেমনি।।৩৩।। বিহগরাজ গরুড়, পবনদেব এবং সিদ্ধ নামক উপদেবতারা যে আকাশে আনন্দে ঘুরে বেড়ান, সেই আকাশে যখন অক্ষ উঠে যাচ্ছিলো, তখন বায়ুর মতো বেগবান এবং বিক্রমশালী হনুমান ক্রমশঃ তার কাছে গিয়ে, তার পা দু'টি সজোরে ধরে ফেললেন ।।৩৪।। পক্ষিরাজ গরুড় মহাসর্পকে হাজার বার ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে থাকেন। তেমনি পিতা পবনের মতো বিক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান অক্ষকে ভালো করে ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজারবার ঘুরিয়ে জোরে ভূতলে ছুঁড়ে দিলেন *(সমাবিধ্য-সম্যগ্‌রূপে ধরে। অণ্ডজ—পাখী। অণ্ডজেশ্বর—পক্ষিরাজ গরুড়)* ।।৩৫।। বায়ুপুত্র হনুমানের দ্বারা রাক্ষস অক্ষ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে মরে গেলো। তার বাহুদু'টি, কোমর ও বুক ভেঙে গেছে। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। অস্থি বিচূর্ণিত। চোখ বিনষ্ট। দেহের সন্ধিবন্ধ সব বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।।৩৬।। মহাকপি হনুমান মাটিতে তাকে নিপীড়িত করে রাক্ষসরাজ রাবণের মহাভয় উৎপাদন করলেন। চক্রচারী গ্রহেরা, মহর্ষিগণ, যক্ষ, পন্নগ এবং অন্যসব প্রাণীরা সেখানে ছুটে এলো।।৩৭।। ইন্দ্রসহ দেবতারাও সমবেত হলেন। রাক্ষসকুমার অক্ষকে ঐভাবে নিহত করায় সবাই বিস্মিত হয়ে বানরকে দেখতে লাগলেন। ইন্দ্রপুত্রতুল্য রক্তনেত্র কুমার অক্ষকে যুদ্ধে হত্যা করে বীর সেই হনুমান আবার তোরণে গিয়ে অবস্থান করলেন। প্রলয়কালে জীবজগৎ ধ্বংস করে মহাকাল যেমন আর কোনো কাজ না থাকায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করেন, ঠিক তেমনিভাবে অবস্থান করতে লাগলেন তিনি।।৩৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন হিতোপদিষ্টস্যেন্দ্রজিতো হনূমৎসমীপে গমনম্, দ্রুতগামিনা হনূমতেন্দ্রজিতো বাণস্য ব্যর্থে সতি ইন্দ্রজিতা ব্রহ্মাস্ত্রেণ তস্য বন্ধনম্ বন্ধনমোচনসমর্থস্যাপি হনূমতো রাবণদর্শনেচ্ছো স্তস্যানুবর্তনম্ ; তেন সহেন্দ্রজিতো রাবণসমীপে গমনঞ্চ।

ততস্তু রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা হনূমতাক্ষে নিহতে কুমারে।
মনঃ সমাধায় স দেবকল্পং সমাদিদেশেন্দ্রজিতং সরোষঃ।। ১
ত্বমস্ত্রবিচ্ছস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্মা পিতামহারাধনসঞ্চিতাস্ত্রঃ।। ২
ত্বদস্ত্রবলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ। ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং সুরেশ্বরসমাশ্রিতাঃ।। ৩
ন কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগেন গতশ্রমঃ। ভুজবীর্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ।
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ।। ৪
ন তেঽস্ত্যশক্যং সমরেষু কর্মণাং ন তেঽস্ত্যকার্যং মতিপূর্বমন্ত্রণে।
ন সোঽস্তি কশ্চিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু ন বেদ যস্তেঽস্ত্রবলং বলঞ্চ।। ৫
মমানুরূপং তপসো বলঞ্চ তে পরাক্রমশ্চাস্ত্রবলঞ্চ সংযুগে।
ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দে মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্।। ৬
নিহতাঃ কিঙ্করাঃ সর্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ। অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চ সেনাগ্রগামিনঃ।। ৭
বলানি সুসমৃদ্ধানি সাশ্ব-নাগ-রথানি চ। সহোদরস্তে দয়িতঃ কুমারোঽক্ষশ্চ সূদিতঃ।।
ন তু তেষ্বেব মে সারো যস্ত্বয্যরিনিষূদন।। ৮

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

রাবণের দ্বারা হিতোপদিষ্ট হয়ে ইন্দ্রজিতের হনুমানের কাছে গমন। দ্রুতগামী হনুমানের কাছে ইন্দ্রজিতের বাণ ব্যর্থ। তখন ইন্দ্রজিতের দ্বারা হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে বন্ধন। বন্ধন-মোচনে সমর্থ হলেও রাবণকে দর্শনের ইচ্ছায় হনুমানের দ্বারা ইন্দ্রজিতের অনুগমন এবং রাবণের কাছে গমন।

হনুমান কুমার অক্ষকে নিহত করায় রক্ষোরাজ মহাত্মা রাবণ অত্যন্ত রুষ্ট হলো। তবুও মনস্থির করে দেবতুল ইন্দ্রজিতকে আদেশ দিলো— ।। ১ ।। তুমি অস্ত্রবিদ্যা জানো। অস্ত্রধারীদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। দেবতা এবং দানবদেরকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে তুমি তাদের শোকদাতা। ইন্দ্র এবং দেবগণ তোমার বীরকর্মের সাক্ষী। পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছো।। ২ ।। ইন্দ্রের আশ্রয়ে থেকেও মরুদ্গণসহ দেবগণ তোমার অস্ত্রবলের কাছে যুদ্ধে স্থির থাকতে পারেন না।। ৩ ।। ত্রিলোকে তুমি ছাড়া আর কেউই যুদ্ধে অক্লান্তভাবে থাকতে পারে না। বাহুবলে তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। তপোবলও তোমার রয়েছে। তাতেও তুমি রক্ষা পাও। বুদ্ধিতে তুমি শ্রেষ্ঠ। দেশ কাল বিচার করে যারা কাজ করতে পারে, তাদের মধ্যে তুমিই প্রধান।। ৪ ।। যুদ্ধে কোনো কাজই তোমার অসাধ্য নয়। বুদ্ধি দিয়ে মন্ত্রণা করলে এমন কোনো কাজ নেই যা তোমার দ্বারা করা যায় না। ত্রিভুবনে এমন কোনো প্রাণী নেই যে তোমার শক্তি এবং অস্ত্রবল জানে না।। ৫ ।। যুদ্ধে তপঃশক্তি, পরাক্রম এবং অস্ত্রবল তোমার আমারি মতো। এই যুদ্ধসঙ্কটে নিশ্চিত জয়লাভের জন্য তোমায় নিয়োগ করে আমার মন ক্লিষ্ট নয়, বরং আনন্দিত।। ৬।। কিঙ্করেরা সবাই নিহত হয়েছে। রাক্ষস জম্বুমালীও মারা গেছে। বীর অমাত্যপুত্রেরা এবং পাঁচজন প্রধান সেনাপতি নিহত হয়েছে।। ৭ ।। তোমার স্নেহের ছোটোভাই অক্ষ হয়েছে নিহত। হস্তী-অশ্ব-রথসহ সৈন্যেরা হয়ে গেছে ধ্বংস। হে শত্রুসূদন, তাদের প্রতি আমার তেমন আস্থা ছিলো না, যা তোমার প্রতি আছে *(সূদন-হত্যাকারী)* ।।৮।। এদের নিধনের কথা এবং বানরের

ইদঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতং মহদ্বলং কপেঃ প্রভাবঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
ত্বমাত্মনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সারং কুরুষ্ব বেগং স্ববলানুরূপম্।। ৯
বলাবমর্দস্ত্বয়ি সন্নিকৃষ্টে যথা গতে শাম্যতি শান্তশত্রৌ।
তথা সমীক্ষ্যাত্মবলং পরঞ্চ সমারভস্বাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ।। ১০
ন বীর সেনা গণশো চ্যবন্তি ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।
ন মারুতস্যাস্তি গতিপ্রমাণং ন চাগ্নিকল্পঃ করণেন হন্তুম্।। ১১
তমেবমর্থং প্রসমীক্ষ্য সম্যক্ স্বকর্মসাম্যাদ্ধি সমাহিতাত্মা।
স্মরংশ্চ দিব্যং ধনুষোঽস্য বীর্যং বজ্রাক্ষতং কর্ম সমারভস্ব।। ১২
ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বাং সম্প্রেষয়াম্যহম্। ইয়ঞ্চ রাজধর্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্মতা।। ১৩
নানাশাস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম। অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং কামশ্চ বিজয়ো রণে।। ১৪
ততঃ পিতুস্তদ্বচনং নিশম্য প্রদক্ষিণং দক্ষসুতপ্রভাবঃ।
চকার ভর্তারমতিত্বরেণ রণায় বীরঃ প্রতিপন্নবুদ্ধিঃ।। ১৫
ততস্তৈঃ স্বগণৈরিষ্টৈরিন্দ্রজিৎ প্রতিপূজিতঃ। যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামং সম্প্রপদ্যত।। ১৬
শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ। নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্বণি।। ১৭
স পক্ষিরাজোপমতুল্যবেগৈর্ব্যালৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।
রথং সমাযুক্তমসহ্যবেগঃ সমারুরোহেন্দ্রজিদিন্দ্রকল্পঃ।। ১৮
স রথী ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ শস্ত্রজ্ঞোঽস্ত্রবিদাং বরঃ। রথেনাভিযযৌ ক্ষিপ্রং হনুমান্ যত্র সোঽভবৎ।। ১৯

বিরাট শক্তি, প্রভাব এবং পরাক্রম ভেবে নিয়ে নিজের সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের সামর্থ্য অনুসারে শক্তি প্রদর্শন করবে।।৯।। হে অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি তার কাছে গেলে রাক্ষসনিধনকারী সেই শত্রু যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে সেটি এবং নিজের, তৎসহ অপরের শক্তি ভালোভাবে বিবেচনা করে তুমি কাজ আরম্ভ করো।।১০।। হে বীর, সেনারা দলে দলে পালিয়ে যায়। বিশাল শক্তি বজ্র নিয়েও কিছু হয় না। মারুতপুত্র সেই হনুমানের কতো অপরিমিত শক্তি তার প্রমাণ তথা ইয়ত্তা নেই। আগুনের মতো শত্রু যে তাকে কোনো অস্ত্র বা উপায়ের দ্বারা হত্যা করা যায় না *(তাৎপর্য—এই সুকঠিন কার্য তোমাকেই সমাধা করতে হবে। সেইজন্যে কায়-মনো-বাক্যে সচেষ্ট হও)* ।।১১।। তাই সমাহিতচিত্তে এইসকল প্রয়োজনীয় কথা ভালোভাবে বিবেচনা করে, নিজের পূর্বকৃত বীরকর্মের সমান প্রযত্নে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তুমি সম্পাদন করো। সঙ্গে সঙ্গে এই দিব্য ধনুর শক্তিও স্মরণ করে তার যথাযথ প্রয়োগ করো। এখনো বজ্রপ্রয়োগে যে যুদ্ধকর্ম অক্ষত রয়েছে, তা তুমি সম্পাদন করো।।১২।। তুমি বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে যে এই গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কর্মে আমি পাঠাচ্ছি তা হলো, রাজধর্ম যারা অনুসরণ করে তাদেরই বুদ্ধিসম্মত। আর ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধিতেও এই কথাই বলে থাকে।।১৩।। হে শত্রুদমনকারী শ্রীমন্, যুদ্ধ করতে গেলে নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য চাই। যুদ্ধে জয়লাভও তার সঙ্গে একান্তভাবে কাম্য।।১৪।। পিতার এই কথা শুনে দেবতার মতো প্রভাবসম্পন্ন বীর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য নিশ্চিতবুদ্ধি হলেন। সত্বর তিনি প্রভু রাবণকে প্রদক্ষিণ করলেন।।১৫।। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ প্রিয় আত্মজন রাক্ষসদের দ্বারা অভিনন্দিত হলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য বেশ উৎসাহ নিয়ে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।।১৬।। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ দেখতে বেশ সুন্দর। পদ্মের মতো আয়ত তাঁর নেত্র। সমুদ্র যেমন অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার পর্বদিনে জোয়ারে ছাপিয়ে ওঠে, মহাতেজস্বী তিনিও তেমনি যুদ্ধের জন্য মহোৎসাহে যাত্রা করলেন।।১৭।। ইন্দ্রের মতোই ইন্দ্রজিতের পরাক্রম ছিলো অসহনীয়। তিনি রথে আরোহণ করলেন। সেই রথে ছিলো গরুড়ের মতো বেগশালী চারটি সাপ। তাদের দাঁত ছিলো তীক্ষ্ণ।।১৮।। ইন্দ্রজিৎ ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শস্ত্রজ্ঞানী। এবং অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হনুমান সেখানে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ রথে চড়ে সেখানে দ্রুত চলে গেলেন *(অসুক্ষেপণে—বল্লম, তীর, প্রভৃতি যেসব আয়ুধ ছুঁড়ে মারা হয় সেইগুলি অস্ত্র। আর লাঠি, তরবারি, খড়গ প্রভৃতি যেগুলি হাতে রেখেই ব্যবহার করা হয়, সেইগুলি শস্ত্র)* ।।১৯।। তাঁর রথের

স তস্য রথনির্ঘোষং জ্যাস্বনং কার্মুকস্য চ। নিশম্য হরিবীরোঽসৌ সম্প্রহৃষ্টতরোঽভবৎ।। ২০
ইন্দ্রজিচ্চাপমাদায় শিতশল্যাংশ্চ সায়কান্। হনূমন্তমভিপ্রেত্য জগাম রণপণ্ডিতঃ।। ২১
তস্মিংস্ততঃ সংযতি জাতহর্ষে রণায় নির্গচ্ছতি বাণপাণৌ।
দিশশ্চ সর্বাঃ কলুষা বভূবুর্মৃগাশ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ।। ২২
সমাগতাস্তত্র তু নাগযক্ষা মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।
নভঃ সমাবৃত্য চ পক্ষিসঙ্ঘা বিনেদুরুচ্চৈঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ।। ২৩
আয়ান্তং স রথং দৃষ্ট্বা তূর্ণমিন্দ্রধ্বজং কপিঃ। ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্ধত চ বেগবান্।। ২৪
ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাশ্রিতশ্চিত্রকার্মুকঃ। ধনুর্বিস্ফারয়ামাস তডিদূর্জিতনিঃস্বনম্।। ২৫
ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ মহাবলৌ তৌ রণনির্বিশঙ্কৌ।
কপিশ্চ রক্ষোঽধিপতেস্তনূজঃ সুরাসুরেন্দ্রাবিব বদ্ধবৈরৌ।। ২৬
স তস্য বীরস্য মহারথস্য ধনুষ্মতঃ সংযতি সম্মতস্য।
শরপ্রবেগং ব্যহনৎ প্রবৃদ্ধশ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ।। ২৭
ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্ সুপত্রিণঃ কাঞ্চন চিত্রপুঙ্খান্।
মুমোচ বীরঃ পরবীরহন্তা সুসন্ততান্ বজ্রসমানবেগান্।। ২৮
ততঃ স তৎস্যন্দননিঃস্বনঞ্চ মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনঞ্চ।
বিকৃষ্যমাণস্য চ কার্মুকস্য নিশম্য ঘোষং পুনরুৎপপাত।। ২৯
শরাণামন্তরেষ্বাশু ব্যাবর্তত মহাকপিঃ। হরিস্তস্যাভিলক্ষ্যস্য মোক্ষয়ঁল্লক্ষ্যসংগ্রহম্।। ৩০
শরাণামগ্রতস্তস্য পুনঃ সমভিবর্তত। প্রসার্য হস্তৌ হনুমানুৎপপাতানিলাত্মজঃ।। ৩১

ধ্বনি এবং ছিলা ও ধনুর টঙ্কার শুনে সেই বানরবীর আরো আনন্দিত হলেন।।২০।। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে পণ্ডিত। তিনি ধনু এবং ধারালো-মুখ বাণ নিয়ে হনুমানকে লক্ষ্য করে যাত্রা করলেন।।২১।। তীর হাতে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে যাত্রা করলে দিকগুলি সব কালো হয়ে গেলো। হিংস্র পশুরা মুখে চীৎকার করতে লাগলো।।২২।। নাগ, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি উপদেবতাগণ, মহর্ষি এবং গ্রহরাজি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। পাখীরা ছেয়ে ফেললো আকাশ। অত্যন্ত আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে কূজন করতে লাগলো।।২৩।। ইন্দ্রজিতের ইন্দ্রধ্বজ রথকে আসতে দেখে হনুমান তাড়াতাড়ি সজোরে গর্জন করে উঠলেন। বেগবান বানর নিজের দেহটিকেও পরিবর্ধিত করলেন।।২৪।। ইন্দ্রজিৎ দিব্যরথে বসে আছেন। বিচিত্র ধনু তাঁর হাতে। সেটিকে তুলে ধরে টঙ্কার দিতে লাগলেন। বজ্রের মতো সেই টঙ্কার-ধ্বনি।।২৫।। তারপর বানর এবং রাক্ষসরাজের পুত্র পরস্পর শত্রুতায় আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। দু'জনেই অত্যন্ত তীব্র বেগসম্পন্ন, মহাবলবান এবং যুদ্ধে নিঃশঙ্ক। মনে হলো দেবরাজ এবং দানবরাজ সামনা-সামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।।২৬।। অতুলনীয় বীর হনুমান যুদ্ধে ধনুর্ধারণ করে সম্যগ্‌ভাবে উপস্থিত, বীর সেই বানর মহারথী ইন্দ্রজিতের তীব্রগতি প্রতিহত করলেন। পিতা পবনদেবের পথ আকাশেই তিনি দেহটিকে বর্ধিত করে ফেললেন।।২৭।। তারপর শত্রুবীরহন্তা বীর ইন্দ্রজিৎ ক্রমাগত বজ্রের মতো বেগে শরসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শরগুলি বেশ আয়ত। তাদের অগ্রভাগ ধারালো। সুন্দর কঙ্কাদি পক্ষযুক্ত ছিলো ঐগুলি। গোড়ার দিকটি ছিলো সোনার মতো বর্ণ।।২৮।। এবার সেই রথের ধ্বনি, মৃদঙ্গ, ভেরী এবং পটহের শব্দ ও আকৃষ্যমান ধনুর ভীষণ টঙ্কার একসঙ্গে শুনে হনুমান আবার লাফিয়ে উঠে গেলেন।।২৯।। ইন্দ্রজিতের ধনুর লক্ষ্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহাবানর হনুমান বাণের থেকে দূরে নানাভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।।৩০।। কখনো তিনি শরগুলির আগে আগে ছুটতে লাগলেন। পবনপুত্র হনুমান কখনো বা হাতদু'টি প্রসারিত করে শরাঘাত পরিহার করে লাফিয়ে ঘুরতে লাগলেন।।৩১।। তাঁরা দু'জনেই তীব্রগতিসম্পন্ন। এবং যুদ্ধকর্মে নিপুণ। দু'জনে তাঁরা এমন উত্তম যুদ্ধ করলেন যে, তা দেখে সকল প্রাণীর চিত্ত

তাবুভৌ বেগসম্পন্নৌ রণকর্মবিশারদৌ। সর্বভূতমনোগ্রাহি চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্।। ৩২
হনূমতো বেদ ন রাক্ষসোঽন্তরং ন মারুতিস্তস্য মহাত্মনোঽন্তরম্।
পরস্পরং নির্বিষহৌ বভূবতুঃ সমেত্য তৌ দেবসমানবিক্রমৌ।। ৩৩
ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে শরেষ্বমোঘেষু চ সম্পতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা সমাধিসংযোগ-সমাহিতাত্মা।। ৩৪
ততো মতিং রাক্ষসরাজসূনুশ্চকার তস্মিন্ হরিবীরমুখ্যে।
অবধ্যতাং তস্য কপেঃ সমীক্ষ্য কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্।। ৩৫
ততঃ পৈতামহং বীরঃ সোঽস্ত্রমস্ত্রবিদাংবরঃ। সন্দধে সুমহাতেজাস্তং হরিপ্রবরং প্রতি।। ৩৬
অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তমস্ত্রেণাস্ত্রতত্ত্ববিৎ। নিজগ্রাহ মহাবাহুং মারুতাত্মজমিন্দ্রজিৎ।। ৩৭
তেন বদ্ধস্ততোঽস্ত্রেণ রাক্ষসেন স বানরঃ। অভবন্নির্বিচেষ্টশ্চ পপাত চ মহীতলে।। ৩৮
ততোঽথ বুধ্বা স তদস্ত্রবন্ধং প্রভোঃ প্রভাবাদ্ বিগতাল্পবেগঃ।
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ বিচিন্তয়ামাস হরিপ্রবীরঃ।। ৩৯
ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাভিমন্ত্রিতম্। হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বরদানং পিতামহাৎ।। ৪০
ন মেঽস্য বন্ধস্য চ শক্তিরস্তি বিমোক্ষণে লোকগুরোঃ প্রভাবাৎ।
ইত্যেবমেবং বিহিতোঽস্ত্রবন্ধো ময়াত্মযোনেরনুবর্তিতব্যঃ।। ৪১
স বীর্যমস্ত্রস্য কপির্বিচার্য পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ।
বিমোক্ষশক্তিং পরিচিন্তয়িত্বা পিতামহাজ্ঞামনুবর্ততে স্ম।। ৪২
অস্ত্রেণাপি হি বদ্ধস্য ভয়ং মম ন জায়তে। পিতামহ-মহেন্দ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ।। ৪৩
গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্। রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্নন্তু মাং পরে।। ৪৪

বিস্মিত হলো।।৩২।। রাক্ষসকুমার ইন্দ্রজিৎ তখন হনুমানের কোন ছিদ্র পেলেন না। হনুমানও সেই মহাত্মা ইন্দ্রজিতের ফাঁক দেখতে পেলেন না কোনো। দেবতাদের তুল্য বিক্রম দু'জনেরই। সেইভাবে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে দুঃসহ যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন।।৩৩।। লক্ষ্য স্থির করে অব্যর্থ বাণ ছুঁড়ে মারলেও সেগুলি ব্যর্থ হওয়ায় মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ আত্মসমাহিত হয়ে সমাধিতে বসে ঐ হনুমানের স্বরূপ -সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করতে লাগলো।।৩৪।। এই বানর যে অবধ্য এটি বুঝতে পেরে রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ চিন্তা করতে লাগলো, কি করে এই বানরবীর-প্রধানকে নিগৃহীত করা যায়!।।৩৫।। বীর ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর সে বানরপ্রধানের প্রতি অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলো *(লোকপিতামহ হলেন ব্রহ্মা, তাই পৈতামহ হলেন ব্রহ্ম)*।।৩৬।। অস্ত্রতত্ত্ববিৎ ইন্দ্রজিৎ তাঁকে অবধ্য জেনে মহাবীর হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বেঁধে ফেললেন।।৩৭।। সেই বানর ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বাঁধা পড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।।৩৮।। অস্ত্রে বাঁধা পড়েও তিনি প্রভু রামের প্রভাবে সামান্যমাত্র পীড়া অনুভব করলেন। বানরবীর এই বন্ধনের দ্বারা তাঁর প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার অনুগ্রহই বিশেষভাবে চিন্তা করলেন।।৩৯।। তিনি ভাবলেন, দেবতা স্বয়ম্ভূ তথা শিবের মন্ত্রের দ্বারা এই অস্ত্র অভিমন্দ্রিত। ব্রহ্মার পূর্বকালে বরদানের কথাও হনুমান চিন্তা করলেন।।৪০।। জগদ্‌গুরু -প্রভাবে এই বন্ধন থেকে মুক্তির সামর্থ্য আমার নেই। বিধির বিধানেই এই অস্ত্রের বন্ধন ঘটেছে। এখন আমার ব্রহ্মারই অনুবর্তন করা উচিত।।৪১।। বানর বিবেচনা করলেন, এই অস্ত্রে বীর্যবান মন্ত্রের শক্তি। নিজের প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার অনুগ্রহই মনে করলেন। চিন্তা করলেন এই ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হতে মুক্তির সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই, ব্রহ্মার আজ্ঞাই তিনি অনুসরণ করতে লাগলেন।।৪২।। ব্রহ্মা, মহেন্দ্র এবং পবনদেবের দ্বারা আমি রক্ষিত। তাই এই অস্ত্রের বন্ধনে আমার ভয় হচ্ছে না।।৪৩।। রাক্ষসেরা আমায় বেঁধে নিয়ে গেলে আমার মনে হচ্ছে ভালোই হবে। রাক্ষসরাজের সঙ্গে বার্তালাপ হবে। তাই শত্রুরা আমায় বেঁধে নিয়েই যাক।।৪৪।। পরম শত্রুবীরহন্তা হনুমান এই কথা নিশ্চিতভাবে স্থির করে সব

স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহন্তা সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেষ্টঃ।
পরৈঃ প্রসহ্যাভিগতৈর্নিগৃহ্য ননাদ তৈস্তৈঃ পরিভর্ৎস্যমানঃ।। ৪৫
ততস্তে রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্। ববন্ধুঃ শণবল্কৈশ্চ দ্রুমচীরৈশ্চ সংহতৈঃ।। ৪৬
স রোচয়ামাস পরৈশ্চ বন্ধং প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণঞ্চ।
কৌতূহলান্মাং যদি রাক্ষসেন্দ্রো দ্রষ্টুং ব্যবস্যেদিতি নিশ্চিতার্থঃ।। ৪৭
স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্যবান্। অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ততে।। ৪৮
অথেন্দ্রজিৎ তং দ্রুমচীরবদ্ধং বিচার্য বীরঃ কপিসত্তমং তম্।
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তামন্যেন বদ্ধোঽপ্যনুবর্ততেঽস্ত্রম্।। ৪৯
অহো মহৎ কর্ম কৃতং নিরর্থং ন রাক্ষসৈর্মন্ত্রগতির্বিমৃষ্টা।
পুনশ্চ নাস্ত্রে বিহতেঽস্ত্রমন্যৎ প্রবর্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্বে।। ৫০
অস্ত্রেণ হনুমান্ মুক্তো নাত্মানমববুধ্যতে। কৃষ্যমাণস্তু রক্ষোভিস্তৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ।। ৫১
হন্যমানস্ততঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ। সমীপং রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রাকৃষ্যত স বানরঃ।। ৫২
অথেন্দ্রজিৎ তং প্রসমীক্ষ্য মুক্তমস্ত্রেণ বদ্ধং দ্রুমচীরসূত্রৈঃ।
ব্যদর্শয়ত্তত্র মহাবলং তং হরিপ্রবীরং সগণায় রাজ্ঞে।। ৫৩
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বদ্ধং কপিবরোত্তমম্। রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্।। ৫৪
কোঽয়ং কস্য কুতো বাপি কিং কার্যং কোঽভ্যুপাশ্রয়ঃ।
ইতি রাক্ষসবীরাণাং দৃষ্ট্বা সংজজ্ঞিরে কথাঃ।। ৫৫
হন্যতাং দহ্যতাং বাপি ভক্ষ্যতামিতি চাপরে। রাক্ষসাস্তত্র সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্।। ৫৬

দেখে শুনে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রৈলেন। শত্রু রাক্ষসেরা জোর করে তাঁকে নিগৃহীত করে তিরস্কার করতে লাগলো। তিনিও তাঁর বানরোচিত শব্দে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন।।৪৫।। শত্রুদমনকারী হনুমানকে নিশ্চেষ্ট দেখে সেই রাক্ষসেরা তাঁকে শণের ছালের এবং গাছের ছালের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো।।৪৬।। বীর রাক্ষসদের দ্বারা জোর করে বন্ধন এবং তিরস্কার তিনি ভালোভাবে মেনে নিলেন। তাঁর কৌতূহল হলো, যদি রাক্ষসরাজ রাবণ আমায় দেখতে চান ! এই ভেবে তিনি বুদ্ধি নিশ্চিত করলেন।।৪৭।। বীর্যবান হনুমান বল্কলের দ্বারা বদ্ধ হওয়ামাত্রই ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যেহেতু ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বন্ধন অন্য বন্ধনকে অনুকরণ করে না ;...।।৪৮।। গাছের বল্কলের দ্বারা তৈরী রজ্জু দিয়ে রাক্ষসেরা হনুমানকে বন্ধন করলে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বন্ধন থেকে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান মুক্ত হয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ তখন চিন্তা করলো, এ দেখছি অন্যের দ্বারা বদ্ধ হয়েও ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্তন করছে।।৪৯।। অহো, মন্ত্রের শক্তি বিচার না করেই রাক্ষসেরা আমার কাজটি তথা ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলো। ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হলে অন্য কোনো অস্ত্র সফল হয় না। তাই এই ঘটনায় সবাই সংশয়গ্রস্ত হলো।।৫০।। ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হতে মুক্ত হলেও হনুমান এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি যেন কিছু জানেন না। তাই, রাক্ষসদের বন্ধনে ও টানাটানিতে তিনি পীড়িত হলেন।।৫১।। ক্রূর রাক্ষসেরা প্রাণান্তক মুষ্টির দ্বারা আঘাত করতে করতে সেই বানরকে রাক্ষসরাজের কাছে টেনে নিয়ে গেলো।।৫২।। ব্রহ্মাস্ত্র হতে মুক্ত মহাবলবান সেই বানরপ্রবরকে গাছের বল্কলে বদ্ধ করে আনা হয়েছে দেখে ইন্দ্রজিৎ পাত্রমিত্রসহ রাবণকে তাঁকে দেখালো।।৫৩।। মত্ত মাতঙ্গের মতো সেই বানরশ্রেষ্ঠকে রাক্ষসেরা রাক্ষসরাজ রাবণের কাছে নিবেদন করলো।।৫৪।। এ কে? কার পুত্র? কোত্থেকে এলো? এর কি কাজ? কার আশ্রয়ের ফলে এর এতো নির্ভীকতা? একে দেখে রাক্ষসবীরদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হতে লাগলো।।৫৫।। রাক্ষসেরা খুব রেগে গিয়ে একে অপরকে বলতে লাগলো, একে মেরে ফেলো। পুড়িয়ে দাও। আবার কেউ বললো, একে খেয়ে ফেলো ।।৫৬।। মহাত্মা

অতীত্য মার্গং সহসা মহাত্মা স তত্র রক্ষোঽধিপপাদমূলে।
দদর্শ রাজ্ঞঃ পরিচারবৃদ্ধান্ গৃহং মহারত্নবিভূষিতঞ্চ।। ৫৭
স দদর্শ মহাতেজা রাবণঃ কপিসত্তমম্। রক্ষোভির্বিকৃতাকারৈঃ কৃষ্যমাণমিতস্ততঃ।। ৫৮
রাক্ষসাধিপতিঞ্চাপি দদর্শ কপিসত্তমঃ। তেজোবলসমাযুক্তং তপন্তমিব ভাস্করম্।। ৫৯
স রোষসংবর্তিততাম্রদৃষ্টির্দশাননস্তং কপিমন্ববেক্ষ্য।
অথোপবিষ্টান্ কুলশীলবৃদ্ধান্ সমাদিশৎ তং প্রতি মুখ্যমন্ত্রীন্।। ৬০
যথাক্রমং তৈঃ স কপিশ্চ পৃষ্টঃ কার্যার্থমর্থস্য চ মূলমাদৌ।
নিবেদয়ামাস হরীশ্বরস্য দূতঃ সকাশাদহমাগতোঽস্মি।। ৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হনুমান তাড়াতাড়ি কিছুটা পথ অতিক্রম করে মহারত্নরাজিতে ভূষিত রাবণের গৃহ এবং সেই রাক্ষসের পদতলে বৃদ্ধ পরিচারকদের দেখতে পেলেন।।৫৭।। মহাতেজস্বী রাবণ দেখলেন, বিকৃত চেহারার রাক্ষসেরা কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে এদিকে ওদিকে ক্রমশঃ টানাটানি করছে।।৫৮।। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান তেজস্বী এবং শক্তিসম্পন্ন সেই রক্ষোরাজ রাবণকে দেখলেন সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল।।৫৯।। বানরকে দেখেই দশানন রাবণের চোখ দু'টি রাগে ঘুরতে লাগলো। লাল হয়ে গেলো চোখ। তার পরিচয় জানার জন্য সে উপবিষ্ট, বংশগৌরব ও চরিত্রবত্তায় প্রবীণ প্রধান প্রধান মন্ত্রিদেরকে আদেশ দান করলো।।৬০।। তারা প্রথমে বানরকে জিজ্ঞেস করলো, আগে বলো কোন মৌল কারণে তুমি এখানে এসেছো? হনুমান বললেন, আমি বানরাধিপতি সুগ্রীবের দূতরূপে তাঁর কাছ থেকে এখানে এসেছি''৬১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য (মহাপুরুষ) চিহ্নং সম্পদমৈশ্বর্যঞ্চাবলোক্য বিস্মিতস্য হনূমতঃ যদি রাবণো ধর্মভ্রষ্টো ন স্যাৎ, তর্হি স দেবলোকানামপি শাসনকর্তা স্যাদিতি সম্ভাবনা।

ততঃ স কর্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ। হনুমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোধিপমবৈক্ষত।। ১
ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা। মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্।। ২
বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ। হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ।। ৩
মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্। স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ।। ৪
বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ। দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ।। ৫

ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

রাবণের মহাপুরুষ চিহ্ন, সম্পদ এবং ঐশ্বর্য দেখে হনুমানের বিস্ময়। ভাবলেন, রাবণ যদি ধর্মভ্রষ্ট না হতো তাহলে তার দ্বারা দেবলোকেরও শাসনের সম্ভাবনা ছিলো।

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী হনুমান ইন্দ্রজিতের কার্যে বিস্মিত হলেন। রাগে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে। তিনি রাক্ষসদের অধিপতি রাবণের দিকে তাকালেন।।১।। দেখলেন, মহামূল্য সোনার মুকুট তার মাথায়। তাতে মুক্তাজাল খচিত। ঠিকরে-পড়া মুকুটের দীপ্তিতে সে সমুজ্জ্বল।।২।। হীরের আর মহামূল্য মণিরাজির অলঙ্কার সে পরে আছে। সেগুলি সব সোনার তৈরী। যেন মানস-কল্পিত স্বর্গীয় অলঙ্কারে সে শোভিত।।৩।। মহামূল্য পট্টবস্ত্র তার পরনে। রক্তচন্দনে তার দেহ লিপ্ত। গায়ে আঁকা আছে বিচিত্রসব চিত্র (*ভক্তি—গায়ে আঁকা চিত্ররেখা*)।।৪।। চোখ তার লাল। দেখতে সে ভয়ঙ্কর। উজ্জ্বল এবং ধারালো তার বিশাল বিশাল দাঁত। ওষ্ঠ বেশ প্রলম্বিত। তাতে দাঁতগুলি ঢাকা আছে।।৫।। বীর সে।

শিরোভির্দশভির্বীরো ভ্রাজমানং মহৌজসম্। নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্।। ৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা। পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্।। ৭
বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ। ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ।। ৮
মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে। উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে।। ৯
অলঙ্কৃতাভিরত্যর্থং প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ। বালব্যজনহস্তাভিরারাৎসমুপসেবিতম্।। ১০
দুর্ধরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা। মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্নিকুম্ভেন চ মন্ত্রিণা।। ১১
উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্। কৃৎস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ।। ১২
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ। আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্।। ১৩
অপশ্যদ্ রাক্ষসপতিং হনুমানতিতেজসম্। বেষ্টিতং মেরুশিখরে সতোয়মিব তোয়দম্।। ১৪
স তৈঃ সম্পীড্যমানোঽপি রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ। বিস্ময়ং পরমং গত্বা রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত।। ১৫
ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্। মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ।। ১৬
অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ। অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা।। ১৭
যদ্যধর্মো ন বলবান স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ। স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা।। ১৮
অস্য ক্রূরৈর্নৃশংসৈশ্চ কর্মভির্লোককুৎসিতৈঃ। সর্বে বিভ্যতি খল্বস্মাল্লোকাঃ সামরদানবাঃ।। ১৯
অয়ং হ্যুৎসহতে ক্রুদ্ধঃ কর্তুমেকার্ণবং জগৎ। ইতি চিন্তাং বহুবিধামকরোম্মতিমান্ কপিঃ।
দৃষ্ট্বা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

দশটা মাথা সেখানে জ্বলজ্বল করছে। নানা সর্প-সমাকীর্ণ মন্দরপর্বতের মতো তাকে দেখাচ্ছে।।৬।। বুকে তার বিরাজিত নীল কাজলের মতো হারলতা। মুখে পূর্ণচন্দ্রের আভা। মেঘপরিবৃত নবোদিত সূর্যের মতো তাকে দেখাচ্ছে।।৭।। বাহুতে তার বাঁধা রয়েছে কেয়ূর। উত্তম চন্দনে সে ভূষিত। অঙ্গদে রয়েছে যেন পাঁচমাথা ভীষণ-সাপের আকার।।৮।। যে সিংহাসনে সে বসে আছে সেটি বিরাট বিরাট স্ফটিকে নির্মিত। সুন্দর রত্ন তাতে খচিত। উত্তম চাদরে ঢাকা সেই আসন। সেই উত্তম আসনে ভালো করে সে উপবিষ্ট।।৯।। অলঙ্কার-পরা সুন্দরীরা চারদিকে সুন্দর চামর দিয়ে তাকে কাছ থেকে হাওয়া দিচ্ছে।।১০।। রাক্ষস দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব এবং মন্ত্রী নিকুম্ভ তার কাছে বসে আছে। তারা সবাই মন্ত্রতত্ত্বে বেশ জ্ঞানী।।১১।। বলদর্পিত রাক্ষসেরা তার কাছে বসে আছে চারটি সারিতে। যেন চারটি সমুদ্রের দ্বারা সমগ্রা ধরণী পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।।১২।। মন্ত্রতত্ত্ব জানে এমন সব মন্ত্রী এবং অন্য সব শুভদর্শীরা তাকে আশ্বাস দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, দেবতারা যেন ইন্দ্রকে আশ্বাস দিচ্ছেন।।১৩।। মেরুপর্বতের শিখরে জল-ভরা মেঘের মতো অতি তেজস্বী রাক্ষসরাজকে হনুমান দেখলেন।।১৪।। ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষসদের দ্বারা হনুমান বেশ নিপীড়িত হয়েছেন। তবুও অচঞ্চলভাবে রক্ষোরাজকে দেখে তিনি পরম বিস্মিত হলেন।।১৫।। হনুমান তেজে উজ্জ্বল রাক্ষসরাজকে দেখলেন। তার তেজে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তিনি চিন্তা করলেন *(হনুমানের চরিত্রে অপরের গুণগ্রাহিতা লক্ষণীয়)* ।।১৬।। অহো, রাক্ষসরাজের কী রূপ, কী ধৈর্য! কী পরাক্রম এবং কী দীপ্তি! অহো, রাক্ষসরাজের মধ্যে দেখছি সকল সুলক্ষণ।।১৭।। যদি অধর্ম এতো বলবান না হতো, তাহলে রাক্ষসরাজ রাবণ ইন্দ্রের সঙ্গে দেবলোকের রক্ষক হতে পারতো।।১৮।। এর নিষ্ঠুর, ক্রূর এবং লোকনিন্দিত কার্যকলাপের দ্বারা দেবতা এবং দানবের সঙ্গে সমগ্র লোকসমাজ সন্ত্রস্ত।।১৯।। এ রেগে গেলে সমগ্র জগৎকে সমুদ্রে পরিণত করতে পারে। অপরিমিত তেজ রয়েছে রাক্ষসরাজের। তার প্রভাব দেখে বুদ্ধিমান হনুমান এইরকম বহুবিধ চিন্তা করতে লাগলেন।।২০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণাদিষ্ট-প্রহস্তেন হনূমৎসমীপে তদীয়পরিচয়স্য, বনবিমনস্য রাক্ষসসংহননস্য চ কারণস্য জিজ্ঞাসা, মন্ত্রিণো বাক্যমনাদৃত্য রাবণং সংলক্ষ্য চ বনভঙ্গঃ, রাক্ষসবধঃ। তস্য (রাবণস্য) দর্শনম্, আত্মরক্ষণায় প্রতিযুদ্ধমিত্যাদিবর্ণনপূর্বকং রামদূতোঽহমিতি হনূমতঃ পরিচয়দানম্, ব্রহ্মবরেণ ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তিঃ সুলভমিত্যপি ভবদীয়দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া অস্ত্রানুসারণং কৃতমিতি জ্ঞাপনঞ্চ।

তমুদ্বীক্ষ্য মহাবাহুঃ পিঙ্গাক্ষং পুরতঃ স্থিতম্। রোষেণ মহতাবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ।। ১
শঙ্কাহতাত্মা দধ্যৌ স কপীন্দ্রং তেজসাবৃতম্। কিমেষ ভগবান্ নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ।। ২
যেন শপ্তোঽস্মি কৈলাসে ময়া প্রহসিতে পুরা। কোঽয়ং বানরমূর্তি স্যাৎ কিংস্বিদ্ বাণোঽপি বাসুরঃ।।৩
স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্। কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ ।। ৪
দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ কুতঃ কিং বাস্য কারণম্। বনভঙ্গে চ কোঽস্যার্থো রাক্ষসানাঞ্চ তর্জনে।। ৫
মৎপুরীমপ্রধৃষ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্। আয়োধনে বা কিং কার্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ।। ৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্যা ত্বয়া কপে।। ৭
যদি তাবৎ ত্বমিন্দ্রেণ প্রেষিতো রাবণালয়ম্। তত্ত্বমাখ্যাহি মা তে ভূদ্ভয়ং বানর মোক্ষ্যসে।। ৮
যদি বৈশ্রবণস্য ত্বং যমস্য বরুণস্য চ। চারুরূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাম্।। ৯
বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাঙ্ক্ষিণা। নহি তে বানরং তেজো রূপমাত্রং তু বানরম্।। ১০

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

রাবণের আদেশে প্রহস্তকর্তৃক হনুমানের কাছে তার পরিচয়-জিজ্ঞাসা। বন তছনছ করার এবং রাক্ষস-নিধনের কারণ জিজ্ঞাসা। হনুমানের দ্বারা রাবণের দর্শন। আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযুদ্ধের কথা বলে নিজেকে রামের দূত বলে পরিচয়দান। 'ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে মুক্তিলাভ সুলভ হলেও আপনাকে দর্শন করার বাসনায় সাধারণ বন্ধন অস্ত্রের অনুসরণ করে এখানে এসেছি'—এই কথা জানানো।

মহাবীর রাবণ পিঙ্গলচক্ষু হনুমানকে সামনে উপস্থিত দেখলো। জীবজগতকে বিপর্যস্ত করতে সমর্থ রাবণ ভীষণ ক্রোধে আবিষ্ট হলো।।১।। শঙ্কিত হয়ে সে চিন্তা করলো, তেজস্বী বানরেন্দ্রকে ভাবতে লাগলো—ভগবান নন্দীই কি এখানে সাক্ষাৎ চলে এসেছেন?।।২।। আগে একবার কৈলাশে বানরের মতো মুখ দেখে তাঁকে আমি উপহাস করেছিলাম। তাতে তিনি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন, এই বানরের মতো মুখের কারো দ্বারা তোমার ধ্বংস হবে। সেই ভগবান নন্দীই কি এখন বানরের মূর্তি ধরে এসেছেন? কিংবা বাণ-নামক অসুর এখানে এসেছে?।।৩।। রাজা রাবণের চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ প্রহস্তকে সে সেইসময়ে যা বলা উচিত, তাই বললো। সেই কথার অর্থও ছিলো বেশ গভীর।।৪।। এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞেস করো কোথা থেকে এ এসেছে, আসার কারণই বা কি? বনের গাছপালা ভাঙার তার কি প্রয়োজন ছিলো? রাক্ষসদেরকে তর্জনের কারণই বা কি?।।৫।। আমার লঙ্কাপুরী দুষ্প্রবেশ্য। তাতে সে গেলো কেন? আমার রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধেরই বা তার কি প্রয়োজন ছিলো?"—এই দুর্মতিকে এইসঙ্গে উত্তর জিজ্ঞেস করো।।৬।। রাবণের কথা শুনে প্রহস্ত হনুমানকে বললেন, ভদ্র, তুমি নিশ্চিন্ত হও। হে বানর, তোমার কোনো ভয় নেই।।৭।। যদি তোমায় ইন্দ্র রাবণালয়ে পাঠিয়ে থাকেন, ঠিক করে বলো। ওহে বানর, তোমার ভয় নেই। আবার তুমি মুক্তি পাবে।।৮।। কুবের, যম বা বরুণের সুন্দর রূপধারণ তুমি করে আমাদের এই পুরীতে প্রবেশ করোনি তো?।।৯।। কিংবা বিষ্ণুর দূতরূপে তুমি বানর, কিন্তু শক্তিতে তুমি তো তা নও।।১০।। সত্য করে সব বলো, ওহে বানর, বললে তুমি মুক্তি পাবে। আর মিথ্যে বললে, তোমার জীবন দুর্লভ অর্থাৎ

তত্ত্বতঃ কথয়স্বাদ্য ততো বানর মোক্ষ্যসে। অনৃতং বদতশ্চাপি দুর্লভং তব জীবিতম্।। ১১
অথবা যন্নিমিত্তস্তে প্রবেশো রাবণালয়ে। এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্।। ১২
অব্রবীন্নাস্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ। ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ।। ১৩
জাতিরেব মম ত্বেষা বানরোঽহমিহাগতঃ। দর্শনে রাক্ষসেন্দ্রস্য তদিদং দুর্লভং ময়া।। ১৪
বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থে বিনাশিতম্। ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।। ১৫
রক্ষণার্থঞ্চ দেহস্য প্রতিযুদ্ধা ময়া রণে। অস্ত্রপাশৈর্ন শক্যোঽহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি।। ১৬
পিতামহাদেষ বরো মমাপি হি সমাগতঃ। রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াস্ত্রমনুবর্তিতম্।। ১৭
বিমুক্তোঽপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্বভিবেদিতঃ। কেনচিদ্ রামকার্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্।। ১৮
দূতোঽহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ। শ্রূয়তামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রভো।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বিপন্ন হবে।।১১।। অথবা কি কারণে তুমি রাবণালয়ে এসেছো? এইসব কথা বলার পর বানরপ্রবর হনুমান রাক্ষসগণের অধিপতিকে বললেন—।।১২।। আমি ইন্দ্র, যম কিংবা বরুণের দূত নই। কুবেরের সঙ্গে আমার মৈত্রী নেই। আর বিষ্ণুও আমায় পাঠান নি (*ধনদ—কুবের*)।।১৩।। জাতিতে আমি বানর। সেইভাবেই আমি এইখানে এসেছি। রাক্ষসরাজের এই দর্শন তো আমাদের কাছে দুর্লভ।।১৪।। এই দর্শনের জন্যই আমি রাক্ষসরাজের বন ভেঙেছি। তারপর যুদ্ধের ইচ্ছা নিয়ে বলবান রাক্ষসেরা এসেছে।।১৫।। দেহকে বাঁচাবার জন্য তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছি। দেবতা এবং অসুর কেউ আমাকে অস্ত্রপাশে বদ্ধ করতে পারে না।।১৬।। পিতামহ ব্রহ্মার বরে এটি আমার সৌভাগ্য। আমি এখানে এসেছি রাজাকে দেখার বাসনায়। সেইজন্যেই আমি অস্ত্রের অনুবর্তন করেছিলাম।।১৭।। রাক্ষসদের এটি জানা যে আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত। রামের একটি বিশেষ কাজে আমি আপনার কাছে এসেছি।।১৮।। হে প্রভো, অমিত তেজস্বী হলেন রাম। আমি তাঁরই দূত। আমার এই মঙ্গলকর কথা শুনুন।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা রাবণসমীপে (রাবণায়) রামস্য বনাগমনাৎ সীতাদর্শনপর্যন্তস্য সর্বস্য বৃত্তস্য নিবেদনম্ ; রামমহিমবর্ণনপূর্বকং তৎসমীপে সীতাং প্রত্যর্প্য স্বস্য জীবনলাভে রাজ্যস্যৈশ্বর্যরক্ষণে চ মনঃস্থাপনোপদেশশ্চ।

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ। বাক্যমর্থবদব্যগ্রস্তমুবাচ দশাননম্।। ১
অহং সুগ্রীবসন্দেশাদিহ প্রাপ্তস্তবান্তিকে। রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ।। ২
ভ্রাতুঃ শৃণু সমাদেশং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। ধর্মার্থসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্।। ৩

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

হনুমানের দ্বারা রাবণ-সমীপে রামের বনগমন হতে সীতা-দর্শন পর্যন্ত সকল ঘটনার নিবেদন। রামের মহিমা বর্ণনা করে তাঁর কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে নিজের জীবনরক্ষা এবং রাজ্যের ঐশ্বর্য রক্ষার্থে মন দেবার জন্য উপদেশ।

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান মহাবলবান দশানন রাবণকে ভালোভাবে দেখে শান্তভাবে গভীর অর্থবহ বাক্যে বললেন—।।১।। আমি সুগ্রীবের বার্তা নিয়ে এখানে আপনার কাছে এসেছি। হে রাক্ষসরাজ, বানরাধিপতি সুগ্রীব কার্যতঃ আপনার ভ্রাতা। তিনি আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন।।২।। ভ্রাতা মহাত্মা সুগ্রীবের ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শুনুন। ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণসাধন করতে পারবে ঐ বাক্য।।৩।। শুনুন, দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। রথ, হস্তী এবং অশ্ব ছিলো তাঁর সৈন্যবাহিনীতে

রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্। পিতেব বন্ধুর্লোকস্য সুরেশ্বরসমদ্যুতিঃ।। ৪
জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ। পিতুর্নির্দেশান্নিষ্ক্রান্তঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।। ৫
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্যয়া। রামো নাম মহাতেজা ধর্মং পন্থানমাশ্রিতঃ।। ৬
তস্য ভার্যা জনস্থানে ভ্রষ্টা সীতেতি বিশ্রুতা। বৈদেহস্য সুতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ।। ৭
মার্গমাণস্তু তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুজঃ। ঋষ্যমূকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ চ সঙ্গতঃ।। ৮
তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্। সুগ্রীবস্যাপি রামেণ হরিরাজ্যং নিবেদিতুম্।। ৯
ততস্তেন মৃধে হত্বা রাজপুত্রেণ বালিনম্। সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্য্যক্ষাণাং গণেশ্বরঃ।। ১০
ত্বয়া বিজ্ঞাতপূর্বশ্চ বালী বানরপুঙ্গবঃ। স তেন নিহতঃ সংখ্যে শরেণৈকেন বানরঃ।। ১১
স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ। হরীন্ সম্প্রেষয়ামাস দিশঃ সর্বা হরীশ্বরঃ।। ১২
তাং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ। দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে।। ১৩
বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্রানিলোপমাঃ। অসঙ্গগতয়ঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ।। ১৪
অহং তু হনুমান্নাম মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ। সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্।। ১৫
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বৈব ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ। ভ্রমতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকাত্মজা।। ১৬
তদ্ভবান্ দৃষ্টধর্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ। পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি।। ১৭
নহি ধর্মবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্মসু। মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ।। ১৮
কশ্চ লক্ষ্মণমুক্তানাং রামকোপানুবর্তিনাম্। শরাণামগ্রতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষ্বপি।। ১৯
ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন। রাঘবস্য ব্যলীকং যঃ কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ।। ২০
তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্মমর্থানুযায়ি চ। মন্যস্ব নরদেবায় জানকী প্রতিদীয়তাম্।। ২১

প্রভৃত। জগদ্বাসীর তিনি ছিলেন বন্ধুর মতো। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো ছিলো তাঁর দীপ্তি।।৪।। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর। এবং বেশ প্রভাববান। পিতার নির্দেশে তিনি নগর হতে নির্গত হয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।।৫।। সঙ্গে ছিলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণ। এবং পত্নী সীতা। রাম ছিলো তাঁর নাম। মহাতেজস্বী তিনি। ধর্মের পথেই চলতেন।।৬।। সীতা নাম্নী তাঁর পত্নী জনস্থানে হারিয়ে যান। বিদেহদেশের রাজা মহাত্মা জনকের তিনি কন্যা।।৭।। রাজপুত্র রাম ছোটোভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সেই দেবীকে সন্ধান করতে করতে ঋষ্যমূকপর্বতে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন।।৮।। সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি সীতার সন্ধানে সাহায্য করবেন। রামও সুগ্রীবকে আশ্বাস দিলেন, তিনি তাঁকে বানররাজ্য উদ্ধার করে দেবেন।।৯।। তারপর রাজপুত্র রাম যুদ্ধে বালিকে হত্যা করে বানর ও ভল্লুকদের অধিপতিরূপে সুগ্রীবকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন (*মৃধে—যুদ্ধে*) ।।১০।। বানরশ্রেষ্ঠ বালিকে আপনি পূর্ব হতেই জানতেন। রাম যুদ্ধে একটিমাত্র বাণেই তাঁকে নিহত করেন।।১১।। সত্যসন্ধ বানরেশ্বর সুগ্রীব সীতার সন্ধানে উদগ্রীব। তাই, বানরদেরকে তিনি সকলদিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।।১২।। সেই শত, সহস্র, নিযুত-সংখ্যক বানর সকলদিকে, আকাশে, ওপরে এবং নীচে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।।১৩।। দ্রুতগামী মহাবলবান সেই বানরবীরেরা কেউ কেউ গরুড়ের মতো। কেউ বা বায়ুর মতো। অত্যন্ত বেগবান।।১৪।। আমি পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র। নাম হনুমান। সীতার সন্ধানে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র পার হয়ে এসেছি।।১৫।। সমুদ্র লঙ্ঘন করে আপনাকে দেখার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। ঘুরতে ঘুরতে আপনার গৃহে জনকদুহিতা সীতাকে আমি দেখতে পেলাম।।১৬।। আপনি ধর্মতত্ত্ব জানেন। তপস্যাও করেছেন। মহাজ্ঞানী আপনি। পরের পত্নীকে আটকে রাখা আপনার উচিত নয়।।১৭।। ধর্মবিরুদ্ধ এবং নিজের সমূলে বিনাশের বহুরকম কর্মে লিপ্ত হওয়া আপনার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নয়।।১৮।। রাম যদি রেগে বাণ ছুঁড়ে মারেন, লক্ষ্মণ যদি তীর ছোঁড়েন, তাহলে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে কে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?।।১৯।। হে রাজন্, রামের অপ্রিয় কার্য করে সুখে থাকতে পারে এমন কেউই এই ত্রিভুবনে নেই।।২০।। তাই, ত্রিকালের হিতকর এবং ধর্মসঙ্গত কথা আমি বলছি। তা আপনি মেনে নিন। মানুষের মধ্যে দেবতা হলেন রামচন্দ্র। দেবী সীতাকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিন।।২১।। এই সীতাদেবীকে আমি দেখতে পেয়েছি। সীতাদেবীর দর্শন ছিলো দুর্লভ।

দৃষ্টা হীয়ং ময়া দেবী লব্ধং যদিহ দুর্লভম্। উত্তরং কর্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ।। ২২
লক্ষিতেয়ং ময়া সীতা তথা শোকপরায়ণা। গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্।। ২৩
নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি। বিষসংস্পৃষ্টমত্যর্থং ভুক্তমন্নমিবৌজসাঃ।। ২৪
তপঃসন্তাপলব্ধস্তে সোঽয়ং ধর্মপরিগ্রহঃ। ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ।। ২৫
অবধ্যতাং তপোভির্যাং ভবান্ সমনুপশ্যতি। আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্হেতুস্তত্রাপ্যয়ং মহান্।। ২৬
সুগ্রীবো ন চ দেবোঽয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ। মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ।
তস্মাৎ প্রাণপরিত্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি।। ২৭
ন তু ধর্মোপসংহারমধর্মফলসংহিতম্। তদেব ফলমন্বেতি ধর্মশ্চাধর্মনাশনঃ।। ২৮
প্রাপ্তং ধর্মফলং তাবদ্ভবতা নাত্র সংশয়ঃ। ফলমস্যাপ্যধর্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে।। ২৯
জনস্থানবধং বুদ্ধ্বা বালিনশ্চ বধং তথা। রাম-সুগ্রীবসখ্যঞ্চ বুধ্যস্ব হিতমাত্মনঃ।। ৩০
কামং খল্বহমপ্যেকঃ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্। লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তস্তস্যৈষ তু ন নিশ্চয়ঃ।। ৩১
রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্যৃক্ষগণসন্নিধৌ। উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈস্তু প্রধর্ষিতা।। ৩২
অপকুর্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ। ন সুখং প্রাপ্নুয়াদন্যঃ কিং পুনস্ত্বদ্বিধো জনঃ।। ৩৩
যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে। কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কাবিনাশিনীম্।। ৩৪
তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা। স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্।। ৩৫
সীতায়াস্তেজসা দগ্ধাং রামকোপপ্রদীপিতাম্। দহ্যমানামিমাং পশ্য পুরীং সাট্টপ্রতোলিকাম্।। ৩৬

সেটা আমার হয়েছে। এর পরের যে কাজ তথা সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে-যাওয়া, তা রামই করবেন।।২২।। আপনার গৃহে আমি শোকার্তা সীতাকে দেখলাম। পাঁচমুখী বিষাক্ত সাপের মতোই তিনি। তাঁকে আপনি জানতে পারছেন না *(আস্য—মুখ। পন্নগী—সর্পিণী। সীতার দুঃখ থেকে যে বিষ উৎপন্ন হবে তাতে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তাই পাঁচমুখী সাপের সঙ্গে সীতার তুলনা করা হয়েছে)* ।।২৩।। অসুর এবং দেবতারাও মিলে এঁকে গোপন করে রাখতে পারবে না। অন্ন অত্যন্ত বিষযুক্ত হলে যেমন হজম -শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তা হজম করতে পারে না, তেমনি সীতাকেও কেউ লুকিয়ে রেখে ত্রাণ পাবে না।।২৪।। তপস্যার ক্লেশের দ্বারা আপনি ধর্মফল লাভ করেছেন। তাতে আপনার আত্মা উন্নত হয়েছে। প্রাণ হয়েছে সঞ্জীবিত। পরস্ত্রী-হরণের দ্বারা সেই ধর্মফলকে নাশ করা আপনার উচিত হবে না।।২৫।। আপনি নিজেকে দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা অবধ্য মনে করেছেন। তা কিন্তু প্রধানতঃ তপোবলের দ্বারাই।।২৬।। হে রাজন্, সুগ্রীব দেবতা নন। যক্ষ নন। রাক্ষসও নন। রামচন্দ্র হচ্ছেন মানুষ। এবং সুগ্রীব হচ্ছেন বানরাধিপতি।।২৭।। ধর্মের বিনাশ কেবল অধর্মকেই নিয়ে আসে না। ধর্ম অধর্মকে নাশ করে বটে, কিন্তু কৃত অধর্মের ফলকেও অনুসরণ করে।।২৮।। আপনি যে তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে যে ধর্মলাভ করেছিলেন, তার ফল আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন *(ঐশ্বর্য, দীর্ঘ আয়ু, প্রতিষ্ঠা—সব পেয়েছেন)*। অধর্মের ফলও তাড়াতাড়ি আপনিই পাবেন।।২৯।। জনস্থানের ধ্বংস, বালির বধ এবং রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী চিন্তা করে আপনি আপনার নিজের কল্যাণের কথা ভাবুন।।৩০।। এটা ঠিকই—আমি একা। তথাপি অশ্ব, রথ এবং হস্তিসহ লঙ্কাকে আমি ধ্বংস করতে সমর্থ। কিন্তু রামের এই আদেশ নেই।।৩১।। বানর এবং ভল্লুকদের সান্নিধ্যে রাম প্রতিজ্ঞা করেছেন, সীতাকে যারা অত্যাচার করেছে, সেই শত্রুদেরকে তিনি নিজেই ধ্বংস করবেন।।৩২।। রামের অপকার করলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সুখলাভ করতে পারেন না। আর আপনার মতো ব্যক্তির তো কথাই নেই।।৩৩।। আপনার গৃহে যাঁকে রুদ্ধ রেখেছেন, যাঁকে সীতা বলে জানেন, তাঁকে সর্বলঙ্কা-বিনাশিনী কালরাত্রি বলেই জানবেন।।৩৪।। সীতাবিগ্রহ-রূপিণী কালপাশকে আপনি কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন। এখন তা ছেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের মঙ্গল চিন্তা করুন।।৩৫।। আপনি দেখবেন, সীতার তেজে এবং রামের ক্রোধে প্রশস্ত রাজপথসহ এই প্রাসাদপুরী লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেছে *(প্রতোলিকা-প্রশস্ত রাজপথ)* ।।৩৬।। দেখুন মহারাজ, নিজের বন্ধুবৃন্দ, মন্ত্রিমণ্ডলী, জ্ঞাতিগণ, ভ্রাতৃবর্গ, কল্যাণকারী

স্বানি মিত্রাণি মন্ত্রীংশ্চ জ্ঞাতীন্ ভ্রাতৃন্ সুতান্ হিতান্।
ভোগান্ দারাংশ্চ লঙ্কাঞ্চ মা বিনাশমুপানয়।। ৩৭
সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম। রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ।। ৩৮
সর্বান্ লোকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্। পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ।। ৩৯
দেবাসুর-নরেন্দ্রেষু যক্ষ-রক্ষোরগেষু চ। বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্বেষু মৃগেষু চ।। ৪০
সিদ্ধেষু কিন্নরেন্দ্রেষু পতত্রিষু চ সর্বতঃ। সর্বত্র সর্বভূতেষু সর্বকালেষু নাস্তি সঃ।। ৪১
যো রামং প্রতি যুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্। সর্বলোকেশ্বরস্যেহ কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
রামস্য রাজসিংহস্য দুর্লভং তব জীবিতম্।। ৪২
দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ নিশাচরেন্দ্র গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-নাগ-যক্ষাঃ।
রামস্য লোকত্রয়নায়কস্য স্থাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্বে।। ৪৩
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননো বা রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।
ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য।। ৪৪
স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ কপের্নিশম্যাপ্রতিমোঽপ্রিয়ং বচঃ।
দশাননঃ কোপবিবৃত্তলোচনঃ সমাদিশৎ তস্য বধং মহাকপেঃ।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ভোগ্যবস্তু এবং পত্নীদেরকে নিয়ে এই লঙ্কাকে আপনি ধ্বংস করবেন না।।৩৭।। হে রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ, আমি বানর হলেও রামচন্দ্রের দাস। এবং দূত। আমার সত্য কথাটি শুনুন।।৩৮।। প্রাণিকুল এবং স্থাবর-জঙ্গমসহ সমস্ত চতুর্দশ লোককে মহাযশস্বী রাম ধ্বংস করে, আবার ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টি করতে পারেন।।৩৯।। দেবতা, অসুর, রাজা, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব এবং মৃগদের মধ্যে,...।।৪০।। এমন কি সিদ্ধ, কিন্নরশ্রেষ্ঠ, পক্ষীদের মধ্যেও, এমন কি সর্বকালের সর্বপ্রাণীর মধ্যেও এমন কেউই নেই,...।।৪১।। যে বিষ্ণুর মতো পরাক্রমশালী রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। সর্বলোকের ঈশ্বর রাজসিংহ রাম। তাঁর সঙ্গে এমন অপ্রিয় কাজ করায় আপনার জীবন বিপন্ন—এটা মনে রাখবেন।।৪২।। হে রাক্ষসরাজ; দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ এবং যক্ষেরা সবাই মিলিতভাবেও ত্রিলোকনাথ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবস্থান করতে সমর্থ নন।।৪৩।। যুদ্ধে রামচন্দ্রের সামনে স্বয়ম্ভূ চতুর্মুখ ব্রহ্মা বা ত্রিপুরধ্বংসকারী ত্রিনেত্র রুদ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র—কারোরই দাঁড়াবার শক্তি নেই।।৪৪।। নির্ভীক, স্পষ্টভাষী হনুমানের শব্দার্থ সম্পর্কে সমৃদ্ধ অথচ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে দশমুখ রাবণ ক্রোধে চোখ ঘূর্ণিত করে সেই মহাকপির বধের জন্য আদেশ প্রদান করলো।।৪৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

হনূমতঃ পরুষবাক্যং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধরাবণেন তস্য বধাদেশঃ, দূতস্যাবধ্যত্বং
প্রদর্শ বিভীষণস্য তস্মাৎ রাবণং প্রতিনিবর্তয়িতুমুদ্যমশ্চ।

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ। আজ্ঞাপয়দ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ১
বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা। নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ।। ২

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

হনুমানের কর্কশবাক্য শুনে রাবণের ক্রোধ। তাঁকে বধের আদেশ। দূত অবধ্য—
এই যুক্তির দ্বারা বিভীষণের রাবণকে নিবৃত্ত করার উদ্যোগ।

মহাপ্রাণ বানরের এইসব কথা শুনে রাবণ ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে হনুমানকে হত্যা করার আদেশ দিলো।।১।। দুরাত্মা রাবণ তাঁর বধের আদেশ দিলে দূত অবধ্য বলে বিভীষণ তা অনুমোদন করলো না।।২।। তাতে রাক্ষসরাজ রাবণ রেগে গেলো। অথচ কার্যও কিছু করতে হবে। এই সব দেখে বিভীষণ

তং রক্ষোঽধিপতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্যমুপস্থিতম্। বিদিত্বা চিন্তয়ামাস কার্যং কার্যবিধৌ স্থিতঃ।। ৩
নিশ্চিতার্থস্ততঃ সাম্না পূজ্যং শক্রজিদগ্রজম্। উবাচ হিতমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ৪
ক্ষমস্ব রোষং ত্যজ রাক্ষসেন্দ্র প্রসীদমে বাক্যমিদং শৃণুষ্ব।
বধং ন কুর্বন্তি পরাবরজ্ঞা দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ।। ৫
রাজন্ ধর্মবিরুদ্ধঞ্চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্। তব চাসদৃশং বীর কপেরস্য প্রমাপণম্।। ৬
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্মবিশারদঃ। পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ।। ৭
গৃহ্যন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ। ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্।। ৮
তস্মাৎ প্রসীদ শক্রঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ। যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্।। ৯
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। কোপেন মহতাবিষ্টো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।। ১০
ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শক্রসূদন। তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্।। ১১
অধর্মমূলং বহুদোষযুক্ত মনার্যজুষ্টং বচনং নিশম্য।
উবাচ বাক্যং পরমার্থতত্ত্বং বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।। ১২
প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র ধর্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্ সর্বেষু সর্বত্র বদন্তি সন্তঃ।। ১৩
অসংশয়ং শত্রুবয়ং প্রবৃদ্ধঃ কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যং প্রবদন্তি সন্তো দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ।। ১৪
বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্ বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽস্তি।। ১৫

কি করতে হবে চিন্তা করতে লাগলো।।৩।। বিভীষণ বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ। সে মধুরভাবে পূজনীয় ইন্দ্র-বিজয়ী দাদাকে তাৎপর্যপূর্ণ অত্যন্ত কল্যাণকর বাক্য বলতে লাগলো– *(নিশ্চিতার্থ–তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্ন–মধুরভাবে, শান্তভাবে)* ।।৪।। হে রাক্ষসরাজ, আমায় ক্ষমা করুন। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমার ওপর প্রসন্ন হোন। এই কথাটি শুনুন। যে শ্রেষ্ঠরাজারা ভালোমন্দ জানেন এবং সৎ, তাঁরা দূতকে হত্যা করেন না *(পর–ভালো, শ্রেষ্ঠ। অবর–মন্দ। বসুধা + অধিপ + ইন্দ্র–পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)* ।।৫।। হে বীর রাজন্, এই বানরকে হত্যা করা ধর্মবিরুদ্ধ। সংসারের আচারবিরুদ্ধ। আর আপনার মতো মহজ্জনের পক্ষে অনুচিত।।৬।। আপনি ধর্মজ্ঞ। এবং কৃতজ্ঞ। রাজধর্মে প্রাজ্ঞ। জীবকুলের কিসে উৎকর্ষ হয়, কিসেই বা অপকর্ষ হয়, তা আপনি জানেন। আপনিই পরমার্থবিদ্।।৭।। আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও যদি ক্রোধে আত্মহারা হন, তাহলে কষ্ট করে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য অর্জনের শ্রম বৃথাই হয়ে যায়।।৮।। আপনি শত্রুবিনাশকারিন্। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। আপনাকে তো কেউ সহজে পেতে পারে না। তাই বলি, আপনি প্রসন্ন হোন। যৌক্তিকতা ভালো করে বিচার করে দূতের দণ্ড -বিধান করুন।।৯।। রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের বাক্য শুনে অত্যন্ত রেগে গেলো। উত্তরে বললো– ।।১০।। হে শত্রুবিনাশকারিন্, শোনো, যারা পাপকার্য করে, তাদের বিনাশে পাপ হয় না। তাই পাপকর্মকারী বানরকে আমি হত্যা করবো।।১১।। রাবণের এই বাক্য অধর্মমূলক এবং বহুদোষে দুষ্ট। কর্তব্যভ্রষ্টদের মতো তার এই কথা। তা শুনে বুদ্ধিমানদের মধ্যে প্রধান বিভীষণ বিশেষ অর্থযুক্ত বাক্যে বললো– ।।১২।। হে লঙ্কেশ্বর, রাক্ষসরাজ, আপনি প্রসন্ন হোন। ধর্মের তত্ত্বযুক্ত আমার এই কথা শুনুন। হে রাজন্, সকল সময়েই দূত অবধ্য। সর্বত্রই সজ্জনেরা এই কথা বলেন।।১৩।। এই দর্পিত বানর নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু। আমাদের অনেক ক্ষতি সে করেছে। সজ্জনেরা বলেন, দূতকে বধ করতে নেই। তবে অপরাধের কারণে দূতের জন্য বহুবিধ দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়।।১৪।। সেগুলি হলো–অঙ্গের বিরূপতাসাধন, বেত্রাঘাত, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া অথবা কোনো বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে দেওয়া। দূতের প্রতি এইসকল দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, দূতকে হত্যা করার কথা শোনা যায় নি।।১৫।। ধর্ম এবং অর্থজ্ঞানের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিনীত। ভালো এবং মন্দ বিবেচনা

কথঞ্চ ধর্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ পরাবর প্রত্যয়নিশ্চিতার্থঃ।
ভবদ্বিধঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ কোপং ন গচ্ছন্তি হি সত্ত্ববন্তঃ।। ১৬
ন ধর্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু বাপি।
বিদ্যেত কশ্চিত্তব বীরতুল্যস্ত্বংহ্যুত্তমঃ সর্বসুরাসুরাণাম্।। ১৭
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়াপ্রমেয়েণ সুরেন্দ্রসঙ্ঘা জিতাশ্চ যুদ্ধেষ্বসকৃন্নরেন্দ্রাঃ।। ১৮
ইত্থং বিধস্যামরদৈত্যশত্রোঃ শূরস্য বীরস্য তবাজিতস্য।
কুর্বন্তি মূঢা মনসাপ্যলীকং প্রাণৈর্বিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে।। ১৯
ন চাপ্যস্য কপের্ঘাতে কঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং গুণম্। তেষ্বয়ং পাত্যতাং দণ্ডো যৈরয়ং প্রেষিতঃ কপিঃ।।২০
সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ। ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি।। ২১
অপি চাস্মিন্ হতে নান্যং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্। ইহ যঃ পুনরাগচ্ছেৎ পরং পারং মহোদধেঃ।। ২২
তস্মান্নাস্য বধে যত্নঃ কার্যঃ পরপুরঞ্জয়। ভবান্ সেন্দ্রেষু দেবেষু যত্নমাস্থাতুমর্হতি।। ২৩
অস্মিন্ বিনষ্টে নহি ভূতমন্যং পশ্যামি যস্তৌ নররাজপুত্রৌ।
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্বিনীতাবুদ্‌যোজয়েদ্ বৈ ভবতা বিরুদ্ধৌ।। ২৪
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্।। ২৫
হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ।। ২৬
তদেকদেশেন বলস্য তাবৎ কেচিৎ তবাদেশকৃতোঽদ্য যান্তু।
তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢৌ পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্।। ২৭

করে আপনি কর্তব্য স্থির করেন। আপনি কি করে রেগে যেতে পারেন? সাত্ত্বিক-প্রকৃতির ব্যক্তিরা ক্রোধের বশীভূত হন না।।১৬।। হে বীর, ধর্মনিরূপণে, লোকাচারে এবং শাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধিগ্রহণে আপনার সমান কেউ নেই। দেবতা এবং দানবগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ।।১৭।। আপনি পরাক্রমশীল। এবং উৎসাহসম্পন্ন। মনস্বী, দেবতা এবং দানবগণের কাছে আপনি দুর্জয়। আপনার শক্তি অপরিমেয়। বহু যুদ্ধে বহুবার আপনি দেবগণ এবং রাজাদেরকে পরাজিত করেছেন।।১৮।। এইভাবে আপনি দেবতা এবং দানবগণের শত্রু। আপনি মানসিকশক্তিতে শূর এবং দৈহিক শক্তিতে বীর। অপরের অজেয় আপনি। ঐ বোকারা আগে মনে মনেও আপনার অপ্রিয় আচরণ করে নি। তাই তারা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে।।১৯।। এই বানরের বিনাশে আমি কোনো গুণপনা দেখতে পাচ্ছি না। যারা একে পাঠিয়েছে, তাদের উপরই আপনি দণ্ডবিধান করুন।।২০।। ভালোই বলুক বা মন্দই বলুক, সে তো অপরের অধীন। পরের অধীন যে, সে পরের কথাই বলে। তাই দূতকে বধ করা উচিত নয়।।২১।। হে রাজন্, তা ছাড়া এই বানর নিহত হলে অন্য কোনো আকাশচারী এই মহাসমুদ্র পার হয়ে আবার এখানে আসবে। তাও দেখছি।।২২।। হে শত্রুপুরবিজয়িন্, তাই এর বধের জন্য প্রয়াসে প্রয়োজন নেই। দেবগণসহ ইন্দ্রের প্রতিই আপনার প্রযত্ন প্রযুক্ত হওয়া উচিত।।২৩।। হে যুদ্ধপ্রিয়, এই দূত নিহত হলে আপনার বিরোধী দুর্বিনীত সেই রাজপুত্র দু'জনকে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করতে পারে এমন অন্য কোনো প্রাণীকে আমি দেখছি না।।২৪।। রাক্ষসদের মনকে আপনি নন্দিত করেন। হে রাজন্, আপনি পরাক্রমী। উৎসাহী। মনস্বী। দেবতা ও অসুরদের কাছে দুর্জয়। রাক্ষসদের যুদ্ধের জন্য যে অভিলাষ, তা আপনার বিনষ্ট করা উচিত হবে না।।২৫।। আপনার মঙ্গল চান এমন অনেক বীর, সংযতচিত্ত, সৎকুলজাত, মহাগুণসম্পন্ন, মনস্বী, শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে ক্রোধে ভালো হয় তেমন ক্রোধসম্পন্ন, অত্যন্ত পরিপুষ্ট বহু যোদ্ধা আছেন।।২৬।। সেই সৈন্যবাহিনীর একাংশকে নিয়ে আপনার আদেশে কেউ আজই চলে যাক। সেই মূঢ় রাজপুত্র দু'টিকে ধরে এখানে নিয়ে আসুক। শত্রুর মধ্যে

নিশাচরাণামধিপোঽনুজস্য বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্।
জগ্রাহ বুদ্ধ্যা সুরলোক শত্রুর্মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

এইভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করা উচিত।।২৭।। রাক্ষসরাজ, রাক্ষসরাজপ্রধান, দেবলোক-শত্রু, মহাবলশালী রাবণ ছোটোভাই বিভীষণের হিতবাক্য এতোক্ষণে বুঝে মেনে নিলেন।।২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

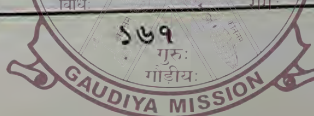
রাবণাদিষ্ট-নিশাচরৈস্তৈলসিক্তবস্ত্রখণ্ডেন হনূমতঃ পুচ্ছং সংবেষ্ট্য ঢক্কাদিবাদ্যনিনাদৈর্ঘোষয়িত্বা তেন সহ লঙ্কায়াঃ প্রদক্ষিণম্, রাক্ষসীসমীপত এতদ্‌বৃত্তং শ্রুত্বা অগ্নিনিকটে শপথপূর্বকং সীতায়াঃ প্রার্থনা, তোরণমারুহ্য স্বশরীরঞ্চ সঙ্কুচ্য হনূমতঃ পুচ্ছবহ্নের্মুক্তিলাভঃ, ততঃ স্বশরীরং বর্ধয়িত্বা পরিঘঞ্চ ধৃত্বা রক্ষিণাং রাক্ষসানাং বধশ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবো মহাত্মনঃ। দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতুরুত্তরমব্রবীৎ।। ১
সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা। অবশ্যন্তু বধায়ান্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ।। ২
কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্। তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু।। ৩
ততঃ পশ্যন্ত্বমুং দীনমঙ্গবৈরূপ্যকর্শিতম্। সমিত্রজ্ঞাতয়ঃ সর্বে বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ।। ৪
আজ্ঞাপয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরং সর্ব সচত্বরম্। লাঙ্গুলেন প্রদীপ্তেন রক্ষোভিঃ পরিণীয়তাম্।। ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ। বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গুলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ।। ৬
সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গুলে ব্যবর্ধত মহাকপিঃ। শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ।। ৭
তৈলেন পরিষিচ্যাথ তেঽগ্নিং তত্রোপপাদয়ন্। লাঙ্গুলেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতাডয়ৎ।। ৮

ত্রিপঞ্চাংশ (৫৩) সর্গ

রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা হনুমানের পুচ্ছকে বেষ্টন করলো। ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করে তাদের হনুমানকে নিয়ে লঙ্কা-প্রদক্ষিণ। রাক্ষসীদের কাছ থেকে এই কথা শুনে অগ্নিদেবের কাছে শপথপূর্বক সীতাদেবীর প্রার্থনা। তোরণের ওপর আরোহণ করে হনুমানের নিজের শরীরের সঙ্কোচ-সাধন এবং এইভাবে পুচ্ছের অগ্নি থেকে মুক্তিলাভ। তারপর নিজের শরীরকে পরিবর্ধিত করে পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা রক্ষী এবং রাক্ষসদেরকে হনুমানের দ্বারা হত্যা।

মহাপ্রাণ ভ্রাতা বিভীষণের ঐ কথা শুনে দশগ্রীব রাবণ স্থান এবং কালের মঙ্গলজনক বাক্য উত্তরে বললেন—।।১।। তুমি ঠিকই বলেছো। দূতের বধ নিন্দনীয়। হত্যা ছেড়ে দিয়ে তার নিগ্রহের জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা যাক।।২।। বানরদের লাঙ্গুলই হলো অতি প্রিয় অলঙ্কার। এর সেই লাঙ্গুলটিকেই শীগগির আগুন ধরিয়ে দাও। দগ্ধ পুচ্ছ নিয়ে সে চলে যাক।।৩।। তারপর তার মিত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু এবং সুহৃদেরা সবাই ক্লিষ্ট এবং দগ্ধ বিরূপদেহী তাকে দেখুক।।৪।। রক্ষোরাজ আদেশ দিলেন, লাঙ্গুলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সেই জ্বলন্ত লাঙ্গুলসহ তাকে রাক্ষসেরা চত্বরসহ সমগ্রা লঙ্কা ঘুরিয়ে আনুক।।৫।। ক্রোধে রুক্ষ রাক্ষসেরা তাঁর সেই কথা শুনে ছেঁড়া-ন্যাকড়া দিয়ে তার ল্যাজটিকে জড়িয়ে দিলো।।৬।। পুচ্ছটি বেষ্টিত হবার পর হনুমান দেহে অত্যন্ত পরিবর্ধিত হলেন। বনের মধ্যে শুকনো কাঠে আগুন লাগলে সেই আগুন যেমন ভীষণ বেড়ে যায় তেমনি তিনিও বেড়ে উঠতে লাগলেন (ইন্ধন—জ্বালানী কাঠ)।।৭।। রাক্ষসেরা লাঙ্গুলে জড়ানো কাপড়ে তৈল পরিষিক্ত করে আগুন লাগিয়ে দিলো। হনুমানও তখন জ্বলন্ত পুচ্ছ দিয়ে রাক্ষসদেরকে তাড়াতে লাগলেন।।৮।। ক্রোধে এবং

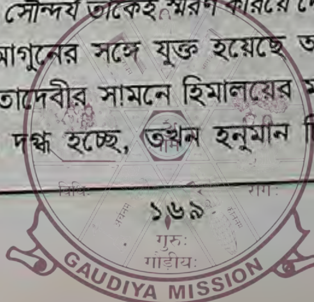


রোষামর্ষপরীতাত্মা বালসূর্যসমাননঃ। স ভূয়ঃ সঙ্গতৈঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈর্হরিপুঙ্গবঃ।। ৯
সহস্ত্রী-বাল-বৃদ্ধাশ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ। নিবদ্ধঃ কৃতবান্ বীরস্তৎকালসদৃশীং মতিম্।। ১০
কামং খলু ন মে শক্তা নিবদ্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ। ছিত্ত্বা পাশান্ সমুৎপত্য হন্যামহমিমান্ পুনঃ।। ১১
যদি ভর্তৃহিতার্থায় চরন্তং ভর্তৃশাসনাৎ। নিবধ্নন্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিষ্কৃতিঃ কৃতা।। ১২
সর্বেষামেব পর্যাপ্তো রাক্ষসানামহং যুধি। কিন্তু রামস্য প্রীত্যর্থং বিষহিষ্যেঽহমীদৃশম্।। ১৩
লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি। রাত্রৌ ন হি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্মবিধানতঃ।। ১৪
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে। কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ।। ১৫
পীডাং কুর্বন্তি রক্ষাংসি ন মেঽস্তি মনসঃ শ্রমঃ। ততস্তে সংবৃতাকারং সত্ত্ববন্তং মহাকপিম্।। ১৬
পরিগৃহ্য যযুর্হৃষ্টা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্। শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ।। ১৭
রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্মাণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্। অন্বীয়মানো রক্ষোভির্যযৌ সুখমরিন্দমঃ।। ১৮
হনূমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানাং মহাপুরীম্। অথাপশ্যদ্ বিমানানি বিচিত্রাণি মহাকপিঃ।। ১৯

অসহিষ্ণুতায় নবোদিত সূর্যের মতো তিনি টকটকে লাল হয়ে উঠলেন। বানরশ্রেষ্ঠকে ক্রূর রাক্ষসেরা আবার সবাই মিলে বেঁধে ফেললো।।৯।। স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদেরকে নিয়ে রাক্ষসেরা তখন খুবই আনন্দিত হলো। বীর হনুমান ঐভাবে বদ্ধ হয়ে সেসময়ে যে বুদ্ধি স্থির করা উচিত, তাই করলেন।।১০।। আমি বদ্ধ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকলেও রাক্ষসেরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যথাসময়ে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আমি এদেরকে হত্যা করতে পারবো।।১১।। আমি আমার প্রভু রামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য বিচরণ করছি। রাক্ষসেরা যদি তাদের প্রভু রাবণের আদেশে আমায় বন্ধন করেই থাকে, তাহলেও সেই দুরাত্মারা, আমি যা করেছি তার প্রতিকার করতে পারে নি।।১২।। যুদ্ধে রাক্ষসদের সকলের সঙ্গে আমি একাই যদিও যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করতে সমর্থ, তবুও রামচন্দ্রের প্রীতির জন্য আমি এই বন্ধন সহ্য করবো।।১৩।। আবার দিনের বেলায় আমার লঙ্কায় বিচরণ করা হবে। রাতে যখন একা এসেছিলাম তখন তাদের দুর্গনির্মাণের কলাকৌশল ভালো করে দেখতে পারি নি।।১৪।। রাত শেষ হয়ে গেলে লঙ্কাকে অবশ্যই আমায় ভালো করে দেখতে হবে। আমার ল্যাজে তারা আবার আগুন দিক, আমায় আবার বেঁধে ফেলুক *(রামায়ণের "তিলক" নামক টীকাকার বলেন যে "নিশাক্ষয়"—এই শব্দের দ্বারা সীতার সঙ্গে কথাবার্তার জন্য হনুমান কয়েকদিনই লঙ্কায় বাস করেন। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের পর হনুমানের প্রেরণায় বানরদের দ্বারা সীতার সন্ধানে দূতপ্রেরণ। কার্তিকের শুক্লপক্ষে সীতার সন্ধানে বানরদের গমন। অগ্রহায়ণের শুক্লাদশমীতে সম্পাতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ। তখন বানরেরা বললো যে, সুগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাস চলে গেছে। একাদশীতে হনুমানের লঙ্কায় গমন এবং রাত্রিশেষে সীতাদর্শন। দ্বাদশীর সারাদিন অবস্থান করে রাত্রে সীতাকে ভালো করে দেখা। রাতের শেষের দিকে সীতার কাছে রাবণের আগমন। সেইসময় রাবণের দেওয়া বারো মাসের প্রায় দুইমাস অবশিষ্ট। ত্রয়োদশীর প্রাতে সীতার সঙ্গে বাক্যালাপ। সেইদিনই হনুমানের দ্বারা অশোকবনের ভাঙচুর। চতুর্দশীতে অক্ষ নামক রাক্ষস সহ অন্যান্য সব রাক্ষসকে বধ। ও লঙ্কাদহন। কিংবা পূর্ণিমাতেও লঙ্কাদাহ হতে পারে)* ।।১৫।। রাক্ষসেরা আমায় কষ্ট দিক। তাতে আমার মনে কোনো ক্লান্তি হবে না। অতঃপর রাক্ষসেরা নিজের আকারকে গোপন করেছেন এমন বলবান বানরশ্রেষ্ঠকে ধরে ফেললো।।১৬।। রাক্ষসেরা কপিবীরকে বেঁধে খুব আনন্দিত। নিজেদের রাজদ্রোহিতার জন্য হনুমানকে বাঁধার কথা শঙ্খ ও ভেরীর ধ্বনি করে তারা ঘোষণা করতে লাগলো।।১৭।। ক্রূরকর্মা রাক্ষসেরা তাঁকে সেই পুরীতে লাগলো ঘোরাতে। শত্রুদমন হনুমান রাক্ষসদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বেশ সুখ অনুভব করতে লাগলেন।।১৮।। রাক্ষসদের সেই মহানগরী ঘুরতে লাগলেন। মহাবানর সুন্দর সাততলা সব বাড়ী দেখতে লাগলেন *(বিমান—সপ্ততল গৃহ)* ।।১৯।। দেখলেন সাজানো সুবিভক্ত ভূমিভাগ। এবং চত্বর। হনুমান এইভাবেই দেখলেন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ। প্রাসাদপুঞ্জ এবং রাস্তার চৌমাথাগুলি *(শৃঙ্গাটক—চতুষ্পথ, চৌমাথা। বোঝা যাচ্ছে লঙ্কানগরী*

সংবৃতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্। রথ্যাশ্চ গৃহসংবাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গাটকানি চ।। ২০
তথা রথ্যোপরথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্। চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ।। ২১
ঘোষয়ন্তি কপিং সর্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ। স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধা নির্জুগ্মুস্তত্র তত্র কুতূহলাৎ।। ২২
তং প্রদীপিতলাঙ্গূলং হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ। দীপ্যমানে ততস্তস্য লাঙ্গূলাগ্রে হনূমতঃ।। ২৩
রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্। যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ।। ২৪
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে। শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্।। ২৫
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ। মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্ মহাকপেঃ।। ২৬
উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রযতা হব্যবাহনম্। যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।। ২৭
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ। যদি কিঞ্চিদনুক্রোশস্তস্য ময্যস্তি ধীমতঃ।
যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনূমতঃ।। ২৮
যদি মাং বৃত্তসম্পন্নাং তৎ-সমাগমলালসাম্। স বিজানাতি ধর্মাত্মা শীতো ভব হনূমতঃ।। ২৯
যদি মাং তারয়েদার্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ। অস্মাদ্ দুখাম্বুসংরোধাচ্ছীতো ভব হনূমতঃ।। ৩০
ততস্তীক্ষ্ণার্চিরব্যগ্রঃ প্রদক্ষিণশিখোঽনলঃ। জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যাঃ শংসন্নিব শুভং কপেঃ।। ৩১
হনূমজ্জনকশ্চৈব পুচ্ছানলযুতোঽনিলঃ। ববৌ স্বাস্থ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ।। ৩২

সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিতা। রাস্তাগুলি সমান্তরাল। তাই সুন্দর সব চৌমাথা রয়েছে) ।।২০।। দেখলেন, প্রশস্ত রাজপথ। এবং গলিগুলি। বাড়ীগুলির মধ্যবর্তী স্থানসমূহ চত্বরে, চৌমাথায় এবং রাজপথে... *(চারপাশে কিছুটা জমি খালি রেখে বাড়ী করা হতো। নগরের গৃহ পরিকল্পনা লক্ষণীয়)* ।।২১।। রাক্ষসেরা সকলে হনুমানকে গুপ্তচর বলে ঘোষণা করতে লাগলো। স্ত্রীলোক, বালক এবং ভৃত্যদের কৌতূহল হলো। তারা সব বেরিয়ে এলো।।২২।। জ্বলন্ত-পুচ্ছ হনুমানকে দেখতে চাইছে। দেখলো সকলে, হনুমানের ল্যাজের অগ্রভাগ জ্বলে উঠেছে।।২৩।। বিকৃতচোখা রাক্ষসীরা সীতাদেবীর কাছে গিয়ে সেই অপ্রিয় সংবাদ জানালো। সীতে, শোনো, তামার মতো মুখ একটি বানরের সঙ্গে তুমি কথাবার্তা বলেছিলে।।২৪।। তার লাঙ্গূলে আগুন লাগিয়ে তাকে এখানে আনা হয়েছে। সেই ক্রূরবাক্য শুনে সীতা অনুভব করলেন তাঁকেই যেন কেউ অপহরণ করে ঐভাবে কষ্ট দিচ্ছে।।২৫।। বিদেহরাজদুহিতা সীতা শোকসন্তপ্তা হয়ে আগুনের কাছে চলে গেলেন। মহাবানরের মঙ্গলকামনায় অগ্নির কাছেই তিনি অবস্থান করলেন।।২৬।। বিশাল-নয়না সংযত-চরিত্রা সীতা যজ্ঞের ঘৃতবহনকারী অগ্নিদেবের কাছে গিয়ে উপাসনা করলেন—যদি আমার পতি-শুশ্রূষা, সচ্চরিত্রতা এবং তপস্যা থাকে...।।২৭।। যদি আমার পাতিব্রত্য থাকে, তাহলে আপনি হনুমানের প্রতি শীতল হোন। যদি সেই ধীমান রামের আমার প্রতি করুণা থাকে, যদি আমার ভাগ্য এখনো অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আপনি হনুমানের প্রতি শীতল হোন।।২৮।। যদি ধর্মাত্মা রাম আমাকে চরিত্রবতী এবং তার সঙ্গে মিলনকামিনী জানেন, তাহলে আপনি শীতল হোন হনুমানের প্রতি।।২৯।। যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ সদাচারী সুগ্রীব আমাকে এই দুঃখসাগর হতে উদ্ধার করতে চান, তাহলে আপনি হনুমানের প্রতি হোন শীতল।।৩০।। হনুমানের কল্যাণকর সংবাদ বলার জন্যই হরিণশিশুর মতো নয়নসম্পন্না সীতার কাছে অগ্নি জ্বলে উঠলো। আগুনের জ্বলন্ত শিখাগুলি যেন প্রদক্ষিণ করতে লাগলো *(মৃগের শাবকের নয়ন নিষ্পাপ, করুণ, সুন্দর এবং শুদ্ধ। সীতার নয়নের সারল্য ও সৌন্দর্য তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়)*।।৩১।। হনুমানের জনক হলেন বায়ুদেবতা। হনুমানের পুচ্ছের আগুনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজ এই বায়ু। ফলে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবুও এই তপ্ত বায়ু সীতাদেবীর সামনে হিমালয়ের মতো শীতল ও স্বাস্থ্যকর হয়ে বইতে লাগলেন।।৩২।। লাঙ্গূল যখন দগ্ধ হচ্ছে, তখন হনুমান চিন্তা করলেন, এই আগুন তো বেশ



দহ্যমানে চ লাঙ্গূলে চিন্তয়ামাস বানরঃ। প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্বতঃ।। ৩৩
দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্। শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ।। ৩৪
অথ বা তদিদং ব্যক্তং যদ্ দৃষ্টং প্লবতা ময়া। রামপ্রভাবাদাশ্চর্যং পর্বতঃ সরিতাং পতৌ।। ৩৫
যদি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ। রামার্থে সম্ভ্রমস্তাদৃক্কিমগ্নির্ন করিষ্যতি।। ৩৬
সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ। পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ।। ৩৭
ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ। কথমস্মদ্বিধস্যেহ বন্ধনং রাক্ষসাধমৈঃ।। ৩৮
প্রতিক্রিয়াস্য যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে। ততশ্ছিত্ত্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ।। ৩৯
উৎপপাতাথ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ। পুরদ্বারং ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।। ৪০
বিভক্তরক্ষঃ-সম্বাধমাসসাদানিলাত্মজঃ। স ভূত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্।। ৪১
হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বন্ধনান্যবশাতয়ৎ। বিমুক্তশ্চাভবচ্ছ্রীমান্ পুনঃ পর্বতসন্নিভঃ।। ৪২
বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘং তোরণাশ্রিতম্। স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিষ্কৃতম্।
রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ।। ৪৩
স তান্ নিহত্বা রণচণ্ডবিক্রমঃ সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী প্রকাশিতাদিত্য ইবার্চিমালী।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

জ্বলছে। তবুও আমায় কেন সব দিক হতে দগ্ধ করছে না?।।৩৩।। দেখা যাচ্ছে আগুন বেশ জ্বলছে। কিন্তু আমায় তো পীড়িত করছে না। আমার পুচ্ছের ডগায় শিশিরবিন্দুর মতো অবস্থান করছে।।৩৪।। অথবা মনে হচ্ছে, উড়ে আসার সময় সমুদ্রের মধ্যে আশ্চর্য পর্বত আমি দেখেছিলাম। তা ছিলো রামেরই প্রভাবে। এই আগুনও শীতল-থাকা নিশ্চয়ই তাঁরই প্রভাবে।।৩৫।। সমুদ্র ও ধীমান মৈনাক যদি রামের প্রতি ঐভাবে সম্মান-প্রদর্শন করেন তাহলে অগ্নিও তা কেন করবেন না?।।৩৬।। সীতার করুণা, রামের তেজস্বিতা এবং আমার পিতা পবনদেবের অগ্নির সঙ্গে সখ্যতা—এই তিনটি কারণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করছে না *(অলৌকিক ঘটনা—হনুমানের ল্যাজের আগুনে অন্যসব দগ্ধ হলেও হনুমানের দেহ দগ্ধ হয় নি)* ।।৩৭।। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান মুহূর্তমাত্র চিন্তা করলেন, এই অধম রাক্ষসেরা আমার মতো শক্তিশালীকে কি করে বন্ধন করে?।।৩৮।। আমার যখন পরাক্রম রয়েছে, এর প্রতিবিধান করা আমার কর্তব্য। এই ভেবে সেই মহাবানর বাঁধনগুলি জোরে ছিঁড়ে ফেললেন।।৩৯।। জোরে গর্জন করে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। পৌঁছে গেলেন পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু সেই মহানগরের দ্বারদেশে।।৪০।। পবনপুত্র হনুমান সেখানে গিয়ে দেখলেন বাধা দেওয়ার রাক্ষসেরা সব চলে গেছে। আত্মশক্তিতে শক্তিমান হনুমান আবার পর্বতের মতো বিশাল হলেন।।৪১।। তৎক্ষণাৎ আবার বেশ ছোটো হয়ে গিয়ে বন্ধনগুলি থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। বন্ধনমুক্ত হয়ে শ্রীমান হনুমান আবার পর্বতের মতো বিশাল হয়ে গেলেন। চারদিকে তাকাতে গিয়ে দেখলেন তোরণে একটি পরিঘ পড়ে রয়েছে।।৪২।। সেটি কালো লোহায় তৈরী। বিশালবাহু হনুমান সেটিকে তুলে নিয়ে আবার সব রক্ষী রাক্ষসদেরকে হত্যা করলেন *(কাল + আয়স—কালো লৌহ। সূদয়ামাস—হত্যা করলেন)* ।।৪৩।। যুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমশালী হনুমান তাদেরকে হত্যা করে আবার লঙ্কাকে ভালো করে দেখতে লাগলেন। তাঁর জ্বলন্ত লাঙ্গূল থেকে মালার মতো আলো ছড়িয়ে পড়ছে। কিরণমালী সূর্য যেন উদিত হয়েছেন।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

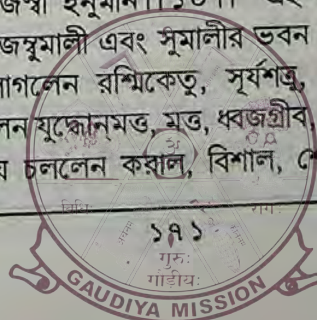
হনুমতা লঙ্কাপুর্যা দহনম্, রাক্ষসানাং বিলাপশ্চ।

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ। বর্ধমানসমুৎসাহঃ কার্যশেষমচিন্তয়ৎ ।। ১
কিং নু খল্ববশিষ্টং মে কর্তব্যমিহ সাম্প্রতম্। যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ ।। ২
বনং তাবৎ প্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা হতাঃ। বলৈকদেশঃ ক্ষপিতঃ শেষং দুর্গবিনাশনম্।। ৩
দুর্গে বিনাশিতে কর্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্। অল্পযত্নেন কার্যেঽস্মিন্ মম স্যাৎ সফলঃ শ্রমঃ।। ৪
যো হ্যয়ং মম লাঙ্গূলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ। অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ।। ৫
ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গূলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ। ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ।। ৬
গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ। বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ।। ৭
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্। অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী।। ৮
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্যবান্। মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্।। ৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ। শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ।। ১০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ। জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ।। ১১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোস্তথৈব চ। হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ।। ১২
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ। বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ।। ১৩

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

হনুমানের দ্বারা লঙ্কাপুরী দহন। রাক্ষসদের বিলাপ।

অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। হনুমান তারপর লঙ্কাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর উৎসাহ আরো বেড়ে গেলো। এখন আর কি করতে হবে এই চিন্তা করতে লাগলেন।।১।। এই রাক্ষসদের আবারো সন্তাপ জন্মাবে এমন কি কাজ আমার পড়ে রয়েছে, যা করতে হবে?।।২।। বনে তো ভাঙচুর করেছি। প্রধান প্রধান রাক্ষসদেরকে হত্যা করেছি। সৈন্যদেরো একটা অংশ ধ্বংস করেছি। এখন বাকী রয়েছে শুধু দুর্গের ধ্বংস।।৩।। বহু কষ্টে সাগর লঙ্ঘন করে আসার কারণে আমার পরিশ্রম সুখের হবে দুর্গকে বিনাশ করলেই। এই কাজ আমার সামান্য চেষ্টাতেই সফল হবে।।৪।। ঘৃত আহুতি দেওয়া হয় যজ্ঞের অগ্নিতে। সেই অগ্নি হব্যকে বহন করে নিয়ে যান। দেবতাদের কাছে। তিনিই আমার লাঙ্গূলে এখন বিরাজ করছেন। এই সব উত্তম গৃহের দ্বারাই সেই অগ্নিকে এখন ভালো করে তর্পণ করা উচিত।।৫।। তারপর প্রজ্জ্বলিত পুচ্ছটি নিয়ে বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘের মতো সেই মহাবানর লঙ্কার প্রাসাদগুলির ওপরে বিচরণ করতে লাগলেন।।৬।। নির্ভীকভাবে চারদিকে ভালো করে তাকাতে তাকাতে হনুমান গৃহের পর গৃহ, উদ্যানের পর উদ্যান এবং প্রাসাদের পর প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।।৭।। হনুমান বায়ুর মতো বলবান। তিনি খুব জোরে লাফ দিয়ে গিয়ে প্রহস্তের প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলেন।।৮।। তারপর বীর্যবান হনুমান মহাপার্শ্বের প্রাসাদে চলে গেলেন লাফিয়ে। সেখানেও আগুন লাগিয়ে দিলেন। প্রলয়াগ্নির মতো দেখা গেলো সেই আগুনের শিখা।।৯।। এবার মহাবানর হনুমান একে একে লাফিয়ে চললেন বজ্রদংষ্ট্রের প্রাসাদে। তারপর শুক, ধীমান এবং সারণের গৃহেও লাফিয়ে চললেন মহাতেজস্বী হনুমান।।১০।। এই বানরদলপতি ঐভাবেই ইন্দ্রজিতের প্রাসাদও দগ্ধ করলেন। তারপর জম্বুমালী এবং সুমালীর ভবন পুড়িয়ে দিলেন ক্রমে ক্রমে।।১১।। এইভাবেই দগ্ধ করে চলতে লাগলেন রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র এবং রোমশ নামক রাক্ষসের ভবন।।১২।। পোড়ালেন যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুদ্জিহ্ব, ঘোর এবং হস্তিমুখ নামক রাক্ষসদের গৃহ।।১৩।। পুড়িয়ে চললেন করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ এবং মকরাক্ষের



করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি। কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি।। ১৪
নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য দুরাত্মনঃ। যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ।। ১৫
বর্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি। ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ।। ১৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ। গৃহেষ্বৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ।। ১৭
সর্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্যবান্। আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্।। ১৮
ততস্তস্মিন্ গৃহে মুখ্যে নানারত্নবিভূষিতে। মেরুমন্দরসঙ্কাশে নানামঙ্গলশোভিতে।। ১৯
প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্। ননাদ হনুমান্ বীরো যুগান্তজলদো যথা।। ২০
শ্বসনেন চ সংযোগাদতিবেগো মহাবলঃ। কালাগ্নিরিব জজ্বাল প্রাবর্ধত হুতাশনঃ।। ২১
প্রদীপ্তমগ্নিং পবনস্তেষু বেশ্মসু চারয়ন্। অভূচ্ছ্বসনসংযোগাদতিবেগো হুতাশনঃ।
তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামণিময়ানি চ।। ২২
ভবনানি ব্যশীর্যন্ত রত্নবন্তি মহান্তি চ। তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্বসুধাতলে।। ২৩
ভবনানীব সিদ্ধানামম্বরাৎ পুণ্যসংক্ষয়ে। সঞ্জজ্ঞে তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং প্রধাবতাম্।। ২৪
স্বে স্বে গৃহপরিত্রাণে ভগ্নোৎসাহোজ্ঝিতশ্রিয়াম্। নূনমেষোঽগ্নিরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি।। ২৫
ক্রন্দন্ত্যঃ সহসা পেতুঃ স্তনন্ধয়ধরাঃ স্ত্রিয়ঃ। কাশ্চিদগ্নিপরীতাঙ্গ্যো হর্ম্যেভ্যো মুক্তমূর্ধজাঃ।। ২৬
পতন্ত্যো রেজিরেঽভ্রেভ্যঃ সৌদামন্য ইবাম্বরাৎ। বজ্র-বিদ্রুম-বৈদূর্য-মুক্তা-রজতসংহতান্।। ২৭
বিচিত্রান্ ভবনাদ্ধাতূন্ স্যন্দমানান্ দদর্শ সঃ। নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং তৃণানাঞ্চ যথা তথা।। ২৮
হনুমান্ রাক্ষসেন্দ্রাণাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি। ন হনূমদ্বিশস্তানাং রাক্ষসানাং বসুন্ধরা।। ২৯

ভবন।।১৪।। দগ্ধ করলেন নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, দুরাত্মা, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুর ভবন।।১৫।। মহাতেজস্বী বানরপ্রধান একমাত্র বিভীষণের গৃহ ছাড়া একে একে সব গৃহই পুড়িয়ে দিলেন।।১৬।। ধনী রাক্ষসদের সেইসব মূল্যবান ভবনে যে সব মূল্যবান দ্রব্যসম্পদ ছিলো, মহাযশস্বী বানরবীর সেইসব দগ্ধ করে ফেললেন।।১৭।। বীর্যবান শ্রীমান হনুমান সেইসব রাক্ষসদের গৃহ অতিক্রম করে রাবণের ভবনে উপস্থিত হলেন।।১৮।। রাবণের প্রাসাদ সৌন্দর্যে এবং উচ্চতায় মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো ছিলো। নানা রত্নে ভূষিত সেইসব ভবনে বহুবিধ মঙ্গলদ্রব্য সঞ্চিত ছিলো।।১৯।। সেই সব গৃহে পুচ্ছের অগ্রভাগ দিয়ে আগুন লাগিয়ে বীর হনুমান প্রলয়কালীন মেঘের মতো গর্জন করে উঠলেন।।২০।। বায়ুর সঙ্গে সংযোগে মহাবলশালী অগ্নি অত্যন্ত বেগে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো জ্বলে বেড়ে উঠতে লাগলেন।।২১।। বায়ু সেই প্রদীপ্ত অগ্নিকে ভবনসমূহে ছড়িয়ে দিলেন। প্রবল ঝড়ের বেগে আগুন অত্যন্ত বেগে দিকে দিকে সব পোড়াতে লাগলো। সোনার জাল এবং মণিমুক্তায় খচিত ভবন সব পুড়ে যেতে লাগলো।।২২।। বিরাট প্রাসাদগুলি বিশীর্ণ হয়ে গেলো। সাততলা বাড়ীগুলি ভেঙে পড়ে গেলো মাটিতে।।২৩।। অর্জিত পুণ্য একেবারে ক্ষয় হয়ে গেলে সিদ্ধ নামক উপদেবতাদের গৃহ যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি দশা আজ রাবণের গৃহের। রাক্ষসেরা এদিক -ওদিক ছুটতে লাগলো।।২৪।। ত্রাসে নিজের নিজের গৃহকে রক্ষা করার উৎসাহ তাদের চলে গেলো। সৌন্দর্য তাদেরকে ছেড়ে গেছে। "হায়, হায়"—করে তারা বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই অগ্নিই বানরের রূপে এখানে এসেছে।।২৫।। স্তন্যপায়ী শিশুদের কোলে করে নিয়ে ছুটতে ছুটতে রমণীরা হঠাৎ স্খলিতপদে পড়ে যেতে লাগলো। কারো কারো সারা গায়ে আগুন লেগে গেছে। এলোমেলো চুলে কেউ কেউ প্রাসাদগুলি থেকে পড়ে যেতে লাগলো।।২৬।। আকাশের মেঘ হতে বিদ্যুৎ বুঝি ভূতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হীরে, প্রবাল, বৈদূর্য, মুক্তো এবং তাল তাল রূপো এবং আরো সব বিচিত্র ধাতু ঐ ভবন হতে গলে গলে পড়ে যাচ্ছে। তিনি দেখলেন। কাঠ এবং তৃণ যতোই পোড়ানো হোক না কেন, আগুনের তৃপ্তি নেই।।২৭-২৮।। তেমনি রাক্ষসশ্রেষ্ঠদেরকে যতোই হত্যা করুন না কেন, হনুমানের তাতে তৃপ্তি হচ্ছে না। হনুমানের দ্বারা নিহত এতো সংখ্যক রাক্ষসের শোবার স্থান ধরণীর বুকে হচ্ছে না।।২৯।। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দগ্ধ করেছিলেন, তেমনি বেগবান, মহাত্মা বানর হনুমান লঙ্কাপুরীকে

হনূমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা। লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা।। ৩০
ততঃ স লঙ্কাপুরপর্বতাগ্রে সমুত্থিতো ভীম-পরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ।। ৩১
যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ সমারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবস্পৃক্।
বিধূমরশ্মির্ভবনেষু সক্তো রক্ষঃ-শরীরাজ্য-সমর্পিতার্চিঃ।। ৩২
আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনি প্ররূঢৈর্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ।। ৩৩
তত্রাম্বরাদগ্নিরতিপ্রবৃদ্ধো রূক্ষপ্রভঃ কিংশুকপুষ্পচূড়ঃ।
নির্বাণধূমাকুলরাজয়শ্চ নীলোৎপলাভাঃ প্রচকাশিরেঽভ্রাঃ।। ৩৪
বজ্রী মহেন্দ্রস্ত্রিদশেশ্বরো বা সাক্ষাদ্ যমো বা বরুণোঽনিলো বা।
রৌদ্রোঽগ্নিরর্কো ধনদশ্চ সোমো ন বানরোঽয়ং স্বয়মেব কালঃ।। ৩৫
কিং ব্রহ্মণঃ সর্বপিতামহস্য লোকস্য ধাতুশ্চতুরাননস্য।
ইহাগতো বানররূপধারী রক্ষোপসংহারকরঃ প্রকোপঃ।। ৩৬
কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা।। ৩৭
ইত্যেবমুচুর্বহবো বিশিষ্টা রক্ষোগণাস্তত্র সমেত্য সর্বে।
সপ্রাণিসঙ্ঘাং সগৃহাং সবৃক্ষাং দগ্ধাং পুরীং তাং সহসা সমীক্ষ্য।। ৩৮
ততস্তু লঙ্কা সহসা প্রদগ্ধা সরাক্ষসা সাশ্বরথা সনাগা।
সপক্ষিসঙ্ঘা সমৃগা সবৃক্ষা রুরোদ দীনা তুমুলং সশব্দম্।। ৩৯
হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র হা জীবিতেশাঙ্গ হতং সুপুণ্যম্।
রক্ষোভিরেবং বহুধা ব্রুবদ্ভিঃ শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ।। ৪০

দগ্ধ করেছেন।।৩০।। তারপর ভীষণ পরাক্রমসম্পন্ন অগ্নি হনুমানের দ্বারা বিকীর্ণ হয়ে লঙ্কাপুরীর পর্বতের চূড়ার সামনে অগ্নির শিখা বিস্তার করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।।৩১।। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো এই অগ্নি। বায়ুর সঙ্গে বর্ধিত হয়ে স্বর্গকে স্পর্শ করছেন। তারপর বাড়ীতে-লাগা সেই আগুন এমনভাবে জ্বলতে থাকলো যে তাতে আর ধোঁয়া রৈলো না। রাক্ষসদের শরীরগুলি যেন আহুতির দ্রব্যের মতো। সেই অগ্নিতেই সমর্পিত হলো। আর তাতে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।।৩২।। কোটি সূর্যের মতো তেজস্বী সেই অগ্নি সমস্ত লঙ্কাকে ঘিরে ফেলেছে। বজ্রের মতো অসংখ্য শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে মহান অগ্নি যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করছেন।।৩৩।। দাউ দাউ করে ওপরের দিকে বেড়ে-ওঠা আগুনের শিখাকে দেখাচ্ছিলো পলাশফুলের মতো উজ্জ্বল। রুক্ষ তার দীপ্তি। নীচের দিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে মেঘগুলি নীলপদ্মের আভা যেন বিকীর্ণ করছিলো (*অভ্র-মেঘ। কিংশুক -পলাশফুল। নীলোৎপল-নীলপদ্ম*) ।।৩৪।। এ নিশ্চয়ই বজ্রধারী দেবরাজ মহেন্দ্র, নয় তো সাক্ষাদ্ যম। অথবা বরুণদেব কিংবা বায়ুদেবতা। অথবা ভীষণ অগ্নি, নয় তো সূর্য। নতুবা কুবের। নয় তো চন্দ্র কিংবা স্বয়ং মহাকাল—নিশ্চয়ই বানর নয়।।৩৫।। কিংবা সর্বলোক পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রকোপ রাক্ষসদেরকে ধ্বংস করার জন্য বানরের রূপ ধরে এখানে এসেছে।।৩৬।। কিংবা বিষ্ণুর অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও অদ্বিতীয় পরম তেজোরাশি নিজের মায়াবলে রাক্ষস-বিনাশের জন্য সম্প্রতি এখানে এলো?।।৩৭।। সকল প্রাণী, গৃহ এবং বৃক্ষরাজিসমেত সেই পুরীকে হঠাৎ দগ্ধ হয়ে যেতে দেখে বিশিষ্ট রাক্ষসেরা সমবেত হয়ে এই কথাই বলতে লাগলো।।৩৮।। লঙ্কা তাড়াতাড়ি একেবারে দগ্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে রাক্ষস, অশ্ব, রথ এবং হস্তীরাও গেলো পুড়ে। পাখী, পশু এবং গাছপালাও সব ভস্মীভূত হয়ে গেলো। রাক্ষসেরা দীনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো।।৩৯।। হায় তাত, হায় প্রিয় বাছা, হায় প্রিয় বন্ধো, হায় জীবনদেবতা, হায়, আমাদের পুণ্য সব শেষ হয়ে গেলো। রাক্ষসেরা এইরকম সব বাক্য উচ্চারণ করে বহুভাবে বিলাপ করতে লাগলো।।৪০।। হনুমানের ক্রোধের শক্তিতে পরাভূত

হুতাসনজ্বাল-সমাবৃতা সা হতপ্রবীরা পরিবৃত্তযোধা।
হনূমতঃ ক্রোধবলাভিভূতা বভূব শাপোপহতেব লঙ্কা।। ৪১
সসম্ভ্রমং ত্রস্তবিষণ্ণরাক্ষসাং সমুজ্জ্বলজ্জ্বালহুতাশনাঙ্কিতাম্।
দদর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ স্বয়ম্ভুরোষোপহতামিবাবনিম্।। ৪২
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং পাদপরত্নসঙ্কুলং হত্বা তু রক্ষাংসি মহান্তি সংযুগে।
দগ্ধ্বা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং তস্থৌ হনুমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ।। ৪৩
স রাক্ষসাংস্তান্ সুবহূংশ্চ হত্বা বনঞ্চ ভঙ্‌ক্ত্বা বহুপাদপং তৎ।
বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিং জগাম রামং মনসা মহাত্মা।। ৪৪
ততস্তু তং বানরবীরমুখ্যং মহাবলং মারুততুল্যবেগম্।
মহামতিং বায়ুসুতং বরিষ্ঠং প্রতুষ্টুবুর্দেবগণাশ্চ সর্বে।। ৪৫
দেবাশ্চ সর্বে মুনিপুঙ্গবাশ্চ গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-পন্নগাশ্চ
ভূতানি সর্বাণি মহান্তি তত্র জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুল্যরূপাম্।। ৪৬
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে। দগ্ধ্বা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ।। ৪৭
গৃহাগ্র্যশৃঙ্গাগ্রতলে বিচিত্রে প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী ব্যরাজতাদিত্য ইবার্চিমালী।। ৪৮
লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গূলাগ্নিং মহাকপিঃ। নির্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ।। ৪৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।। ৫০
তং দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনূমন্তং মহাকপিম্। কালাগ্নিরিতি সঞ্চিন্ত্য সর্বভূতানি তত্রসুঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হয়ে লঙ্কা অগ্নি-পরিবেষ্টিতা। তার ভালো ভালো বীরেরা নিহত হয়ে গেছে। যোদ্ধারা সব শেষ। যেন অভিশাপে বিনষ্টা আজ লঙ্কা।।৪১।। ভয়ে, ত্রাসে বিষণ্ণ আজ রাক্ষসেরা। জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিবৃত আজ লঙ্কা। প্রলয়কালে ব্রহ্মার কোপে পৃথিবীর অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়ে ওঠে, তেমনি শোচনীয় অবস্থা লঙ্কার—দেখলেন মহামনা হনুমান।।৪২।। ভালো ভালো গাছপালায় ভরা বন ছিলো লঙ্কায়। সেইসব বন ভেঙেচুরে, যুদ্ধে প্রধান রাক্ষসদেরকে বিনাশ করে, সুন্দর সুন্দর গৃহে শোভিত লঙ্কাকে দগ্ধ করে বায়ুপুত্র বানর হনুমান অবস্থান করতে লাগলেন।।৪৩।। বহু রাক্ষসকে তিনি হত্যা করলেন। বহু গাছপালা ভেঙে বন তছনছ করলেন। রাক্ষসদের গৃহে আগুন লাগিয়ে মহাত্মা হনুমান মনে মনে রামকে করলেন স্মরণ।।৪৪।। এবার দেবতারা সকলে মহামতি বায়ুপুত্র হনুমানকে স্তব করতে লাগলেন। হনুমান ছিলেন বানরবীরদের মধ্যে প্রধান। মহাবলবান। এবং পবনদেবের মতো দ্রুতগামী।।৪৫।। দেবগণ সকলে, মুনিশ্রেষ্ঠেরা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং পন্নগ নামক উপদেবতারা এবং যেসব মহান প্রাণী সেইখানে ছিলেন, তাঁরা সবাই এই ঘটনায় পরম প্রীতি লাভ করলেন, যার তুলনা নেই।।৪৬।। মহাতেজস্বী মহাবানর বন ভাঙচুর করে যুদ্ধে রাক্ষসদের বিনাশ করে এবং ভীষণ লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করে বেশ শোভা পাচ্ছিলেন।।৪৭।। বানর রাজসিংহ হনুমান। সুন্দর প্রাসাদের সর্বোচ্চ শিখরের সামনের দিকে উপবেশন করলেন। প্রদীপ্ত লাঙ্গূলের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। কিরণমালী সূর্যের মতো তিনি বিরাজ করছিলেন।।৪৮।। মহাবানর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সমস্ত লঙ্কাকে অতীব পীড়িত করে অতঃপর সাগরের জলে তাঁর লাঙ্গূলের আগুন নিভিয়ে ফেললেন।।৪৯।। এবার গন্ধর্বদেরকে নিয়ে দেবতারা, সিদ্ধেরা এবং মহর্ষিগণ লঙ্কাকে ভীষণভাবে দগ্ধ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।।৫০।। সেই বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি হনুমানকে দেখে সকল প্রাণী ধ্বংসের প্রলয়াগ্নিরূপে চিন্তা করে ভীত হয়ে গেলো *(তত্রসুঃ-ত্রস্ত হলো, ভীত হলো)*।।৫১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়ৈ হনূমতশ্চিন্তা, তন্নিরাকরণঞ্চ।

সন্দীপ্যমানাং বিত্রস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্। অবেক্ষ্য হনুমাঁল্লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ।। ১
তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত। লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া।। ২
ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্। নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা।। ৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি। ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ।। ৪
বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ। নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ।। ৫
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি। যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে।। ৬
ধিগস্তু মাং সুদুর্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্। অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিঘাতকম্।। ৭
যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্বা নূনমার্যাপি জানকী। দগ্ধা তেন ময়া ভর্তুর্হতং কার্যমজানতা।। ৮
যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্যমবসাদিতম্। ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা।। ৯
ঈষৎকার্যমিদং কার্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ। তস্য ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ।। ১০
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে। লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভস্মীকৃতা পুরী।। ১১
যদি তদ্বিহতং কার্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্যয়াৎ। ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে।। ১২
কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্ বড়বামুখে। শরীরমিহ সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্।। ১৩

পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

সীতার জন্যে হনুমানের চিন্তা। তার নিরাকরণ।

লঙ্কাপুরী একেবারে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত, ত্রস্ত। লঙ্কাকে এই অবস্থায় দেখে হনুমান চিন্তা করলেন।।১।। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মনে ভীষণ ভয় হলো। এলো তাঁর আত্মগ্লানি। ভাবলেন, লঙ্কাকে পোড়াতে গিয়ে এ আমি কী করলাম?।।২।। জল দিয়ে জ্বলন্ত আগুনকে নেভাবার মতো যাঁরা জাগ্রত ক্রোধকে প্রশমিত করে থাকেন, সেই মহাত্মারাই ধন্য ।।৩।। রেগে গেলে মানুষ কোন পাপই বা না করে থাকে? ক্রুদ্ধ হলে মানুষ গুরুজনদেরো হত্যা করে। ক্রোধী মানুষ রূঢ়বাক্যে সাধুদেরো গালাগালি দিয়ে থাকে (*অধিক্ষিপেৎ—গালাগালি দেয়, তিরস্কার করে*) ।।৪।। বেশী রেগে গেলে কোনটা বলা উচিত এবং কোনটা বলা উচিত নয়, তা মানুষ আর বুঝতে পারে না। ক্রুদ্ধব্যক্তির অকার্য কিছু নেই, অবাচ্যও কিছু নেই।।৫।। সাপ তার জীর্ণ খোলসকে পরিত্যাগ করে। তেমনি যিনি ক্রোধ আসামাত্রই ক্ষমার দ্বারা তাকে দূর করেন, তাঁকেই পুরুষ বলা হয়।।৬।। দুর্বুদ্ধি, নির্লজ্জ, পাপী আমাকে ধিক্। সীতার কথা না ভেবেই আমি আগুন লাগিয়েছি, যেন প্রভুকেও হত্যা করেছি।।৭।। এই লঙ্কাপুরী যখন পুরো পুড়ে গেলো, তাহলে মাননীয়া সীতাও তো পুড়ে গেছেন। তাতে অজান্তেই আমার দ্বারা প্রভু রামচন্দ্রের সীতা-উদ্ধার কাজ বিনষ্ট হয়ে গেলো।।৮।। যার জন্য এই কাজ আরম্ভ করেছিলাম, সেই কাজ নষ্ট হয়ে গেলো। আমি লঙ্কাকে দগ্ধ করতে গিয়ে সীতাকে ভালোভাবে রক্ষা করতে পারি নি।।৯।। এটা সামান্য কাজ। এটা আমি সম্পন্ন করেছি, এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মূলেরই ক্ষয় করে ফেলেছি।।১০।। পুড়ে যায় নি এমনকিছুই এখানে দেখা যাচ্ছে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সীতাও এতে দগ্ধ হয়ে গেছেন। সমগ্রা লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত হয়ে গেছে।।১১।। বুদ্ধি বিপর্যয়ে আমি যদি সীতা-উদ্ধার কাজ বিনষ্ট করে থাকি, তাহলে এখনই, এখানেই প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে ভালো মনে হচ্ছে।।১২।। আমি কি এই আগুনে ঝাঁপ দেবো, না সমুদ্রের মধ্যে যে আগুন জ্বলে সেই বড়বানলে আত্মসমর্পণ করবো? না, সাগরে যারা বাস করে সেই কুম্ভীরাদি জীবদের কাছে আমার শরীরকে তুলে দেবো?।।১৩।। আমার কার্য ছিলো সীতাকে বাঁচিয়ে রাখা। অথচ লঙ্কাদাহনে তিনিও

কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ। তৌ বা পুরুষশার্দূলৌ কার্যসর্বস্বঘাতিনা।। ১৪
ময়া খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্‌। প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্‌।। ১৫
ধিগস্তু রাজসং ভাবমনীশমনবস্থিতম্‌। ঈশ্বরেণাপি যদ্‌ রাগান্‌ ময়া সীতা ন রক্ষিতা।। ১৬
বিনষ্টায়াং তু সীতায়াং তাবুভৌ বিনশিষ্যতঃ। তয়োর্বিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্বিনশিষ্যতি।। ১৭
এতদেব বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। ধর্মাত্মা সহশত্রুঘ্নঃ কথং শক্ষ্যতি জীবিতুম্‌।। ১৮
ইক্ষ্বাকুবংশে ধর্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ম্‌। ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্বাঃ শোকসন্তাপপীড়িতাঃ।। ১৯
তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ। রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তং লোকবিনাশনঃ।। ২০
ইতি চিন্তয়তস্তস্য নিমিত্তান্যুপপেদিরে। পূর্বমপ্যুপলব্ধানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ।। ২১
অথবা চারুসর্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা। ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে।। ২২
নহি ধর্মাত্মনস্তস্য ভার্যামমিততেজসঃ। স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ।। ২৩
নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ। যন্মাং দহনকর্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ।। ২৪
ত্রয়াণাং ভরতাদীনাং ভ্রাতৃণাং দেবতা চ যা। রামস্য চ মনঃকান্তা সা কথং বিনশিষ্যতি।। ২৫
যদ্বা দহনকর্মায়ং সর্বত্র প্রভুরব্যয়ঃ। ন মে দহতি লাঙ্গূলং কথমার্যাং প্রধক্ষ্যতি।। ২৬
পুনশ্চাচিন্তয়ৎ তত্র হনুমান্‌ বিস্মিতস্তদা। হিরণ্যনাভস্য গিরের্জলমধ্যে প্রদর্শনম্‌।। ২৭
তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যত্বাচ্চ ভর্তরি। অসৌ বিনির্দহেদগ্নিং ন তামগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি।। ২৮

তো পুড়েই গেছেন। আজ আমি সর্বস্বঘাতী। এই অবস্থায় কিভাবে আমি বেঁচে থেকে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দু'জন রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানরাধিপতি সুগ্রীবকে মুখ দেখাই?।।১৪।। ত্রিভুবনে সবাই জানে যে, বানরেরা চঞ্চল-স্বভাব। ক্রোধের দোষে সেটাই আমি দেখলাম।।১৫।। রজোগুণের ফলে মানুষ নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই রজোগুণকে ধিক্‌। রজোগুণকে দমন করতে সমর্থ হয়েও আমি ক্রোধবশতঃ লঙ্কাকে দগ্ধ করলাম। ফলে সীতাকেও বাঁচাতে পারলাম না *(ঈশ্বরঃ—কর্তুম্‌ অকর্তুম্‌ অন্যথাকর্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ)*।।১৬।। সীতা মারা গেলে রাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই মারা যাবেন। আর তাঁদের বিনাশে সবান্ধবে সুগ্রীবও মারা যাবেন।।১৭।। ভরত ভ্রাতৃবৎসল। এই কথা শুনে শত্রুঘ্নসহ ভরত কি করে জীবিত থাকবেন?।।১৮।। এইভাবে পরম্পরাক্রমে ধর্মনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশ নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন প্রজারা সবাই শোক-সন্তাপে পীড়িত হবে।।১৯।। আমি এমনই ভাগ্যহীন যে ধর্মের দ্বারা যা সঞ্চয় করেছিলাম, তা আজ নষ্ট করে ফেললাম। ক্রোধের দোষে নিজেকে লিপ্ত করে লোক-সংহারে প্রবৃত্ত হলাম।।২০।। এইভাবে চিন্তা করতে করতে শুভলক্ষণ সব দেখা দিতে থাকলো। সেইগুলি পূর্বে সাক্ষাৎ অনুভব করে আবার তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।।২১।। অথবা এও হতে পারে। নিজের তেজেই সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী রক্ষা পেয়েছেন। ঐ কল্যাণমূর্তি সীতা বিনষ্ট হননি। অগ্নি কখনো অগ্নিকে দগ্ধ করতে পারে না।।২২।। অমিত তেজঃসম্পন্ন ধর্মমূর্তি রামচন্দ্র। তাঁরই ভার্যা সীতা নিজের চরিত্রবত্তার দ্বারাই সুরক্ষিতা। তাই তাঁকে অগ্নি স্পর্শ করতে পারে নি।।২৩।। নিশ্চয়ই রামের প্রভাবে এবং সীতার পুণ্যফলে দগ্ধ করাই যাঁর কাজ সেই হব্যবাহন অগ্নি আমাকে দগ্ধ করে করেন নি *(হব্যবাহন—যজ্ঞে সমর্পিত হবিকে দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যান বলে অগ্নি হলেন হব্য-বাহন। বলা হয়—"অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ)*।।২৪।। ভরতাদি তিন ভাই ভাইয়ের কাছে সীতা দেবতাস্বরূপিণী। রামের মনে তিনি কমনীয়া কাম্যা ধর্মপত্নী। তিনি কি করে বিনষ্ট হবেন?।।২৫।। সর্বত্র সর্বশক্তিমান এই অগ্নির কর্মই হচ্ছে দগ্ধ করা। তিনি যখন আমার লাঙ্গূলকেই দগ্ধ করেন নি, তখন সদাচারপূতা মাননীয়া সীতাকে কি করে দগ্ধ করবেন?।।২৬।। হনুমান বিস্মিত হয়ে আবার চিন্তা করলেন। আমার বিশ্রামের জন্য সাগরের জলমধ্যে মৈনাকপর্বত দেখা দিয়েছিলো। তাতো সীতারই প্রভাবে।।২৭।। তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা এবং অতুলনীয় পাতিব্রত্যের দ্বারা তিনিই তো অগ্নিকে নিঃশেষে দগ্ধ করতে পারেন। অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করতে পারেন না।।২৮।। হনুমান সীতাদেবীর এই ধর্মনিষ্ঠার কথা যখন চিন্তা

স তথা চিন্তয়ংস্তত্র দেব্যা ধর্মপরিগ্রহম্। শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাত্মনাম্।। ২৯
অহো খলু কৃতং কর্ম দুর্বিগাহং হনূমতা। অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি।। ৩০
প্রপলায়িতরক্ষঃস্ত্রীবালবৃদ্ধসমাকুলা। জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ।। ৩১
দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা। জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ।। ৩২
ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমাম্। বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ।। ৩৩
স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ। ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ।। ৩৪
ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থস্তামক্ষতাং রাজসুতাং বিদিত্বা।
প্রত্যক্ষতস্তাং পুনরেব দৃষ্ট্বা প্রতিপ্রযাণায় মতিঞ্চকার।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করছিলেন, তখন মহাত্মা চারণদের বাক্যালাপ তিনি শুনতে পেলেন।।২৯।। অহো, রাক্ষসদের গৃহে ভীষণ তীব্র অগ্নিসংযোগ করে হনুমান দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন *(সদ্মন—গৃহ)* ।।৩০।। রাক্ষসদের স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধেরা পালিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের আর্তনাদে লঙ্কাপুরী পূর্ণ হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো, যেন পর্বতকন্দরে ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।।৩১।। অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণসহ এই লঙ্কানগরী দগ্ধ হয়ে গেলো। অথচ জানকী দগ্ধ হলেন না—এ আমাদের কাছে অদ্ভূত বিস্ময়ের ব্যাপার।।৩২।। অমৃতের মতো এই কথা, আরো নানা কারণে এবং রাম-সীতার মহাগুণরাজির কথা স্মরণ করে এবং ঋষিদের বাক্যের দ্বারা হনুমানের মনে আনন্দ হলো।।৩৩-৩৪।। তারপর রাজদুহিতা সীতা অক্ষতা আছেন জেনে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হলো। তখন তিনি সীতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করে কিষ্‌কিন্ধায় ফিরে যাবার জন্য মনঃস্থির করলেন।।৩৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া সহ হনূমতঃ পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ, তদনন্তরং সমুদ্রলঙ্ঘনঞ্চ।

ততস্তু শিংশপামূলে জানকীং পর্যবস্থিতাম্। অভিবাদ্যাব্রবীদ্ দিষ্ট্যা পশ্যামি ত্বামিহাক্ষতাম্।। ১
ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ। ভর্তৃ স্নেহান্বিতা বাক্যং হনূমন্তমভাষত।। ২
যদি ত্বং মন্যসে তাত বসৈকাহমিহানঘ। ক্বচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি।। ৩
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর। শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ।। ৪
গতে হি হরিশার্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি। প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব।। ৫

ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

সীতার সঙ্গে হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎকার। তারপর সমুদ্র লঙ্‌ঘন।

শিংশপা বৃক্ষের নীচে জানকী অবস্থান করছিলেন। হনুমান তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, ভাগ্যিস আপনাকে এখানে অক্ষতা দেখছি।।১।। তারপর হনুমান প্রস্থানোদ্যত হলেন। সীতা তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। পতির প্রতি প্রীতিবিশতঃ তিনি হনুমানকে বললেন—।।২।। বাছা, তুমি নিষ্‌পাপ। যদি তুমি আমার কথা শুনতে চাও, তাহলে কোনো এক নিভৃতস্থানে একটা দিন তুমি বিশ্রাম করে কাল চলে যেয়ো ।।৩।। হে বানর, আমার ভাগ্য অতি অল্প। তোমার সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্য হলেও আমার অপরিমেয় শোকের ভার কিছুটা লাঘব হতে পারে।।৪।। হে বানরবীর, তুমি তো এখন যাবে। আবার যখন তুমি আসবে তখন আমার প্রাণ থাকবে কিনা বিশ্বাস নেই।।৫।। হে বীর, তোমার অদর্শন আবার আমায় কাতর করছে। দুঃখে শোকে আমার মন ক্লিষ্ট। একের পর এক দুঃখই আমি পেয়ে

অদর্শনঞ্চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি। দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্মনঃ-শোককর্ষিতাম্।। ৬
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ। সুমহৎসু সহায়েষু হর্যৃক্ষেষু মহাবলঃ।। ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং সন্তরিষ্যন্তি সাগরম্। তানি হর্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ।। ৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে। শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা।। ৯
তদত্র কার্যনির্বন্ধে সমুৎপন্নে দুরাসদে। কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্যবিশারদঃ।। ১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে। পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ।। ১১
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ। মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ।। ১২
তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ। ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়।। ১৩
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্। নিশম্য হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।। ১৪
দেবি! হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ। সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ।। ১৫
স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ। ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি! সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।। ১৬
তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ।। ১৭
সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্ রঘুনন্দনঃ। ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতি যাস্যতি।। ১৮
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী। ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে।। ১৯
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে। ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী।। ২০
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্যৃক্ষপ্রবরৈর্যুতঃ। যস্তে যুধি বিজিত্যারীঞ্ছোকং ব্যপনয়িষ্যতি।। ২১
এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভ্যবাদয়ৎ।। ২২

চলেছি।।৬।। হে বীর, আমার মনে একটা সন্দেহ রয়েছে। আমি জানি বানর এবং ভল্লুকদের নিয়ে বিরাট সেনাবাহিনী তোমাদের আছে।।৭।। কিন্তু সেই বানর এবং ভল্লুকসেনারা বা সেই রাজপুত্র দু'জন রাম এবং লক্ষ্মণ কি করে এই দুষ্পার সাগর পার হয়ে আসবেন?।।৮।। বিনতানন্দন গরুড়, পবনদেব এবং তোমার—এই তিনজন প্রাণীরই সাগর-লঙ্ঘনের শক্তি রয়েছে।।৯।। তুমি তো কার্যনিপুণ! এই দুঃসাধ্য পরিস্থিতিতে কার্যনির্বাহের কি সমাধান তুমি দেখতে পাচ্ছো?।।১০।। হে শত্রুবীরবিনাশন, তুমি একাই তো কার্য সম্পন্ন করতে পারো। এই কাজ করলে যশের ফল তুমি পাবেই।।১১।। কিন্তু শত্রুসৈন্যধ্বংসকারী ককুৎস্থবংশধর রাম যদি সৈন্যের দ্বারা লঙ্কাকে ছেয়ে ফেলে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান, সেটা তাঁর যোগ্য কাজই হবে।।১২।। তাই যুদ্ধবীর মহাত্মা রামের পরাক্রম যাতে যোগ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাই তুমি কোরো।।১৩।। সীতার সেই অর্থগর্ভ, মধুর এবং যুক্তিনিষ্ঠ বাক্য শুনে বীর হনুমান উত্তরে বললেন—।।১৪।। হে দেবি, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বানর এবং ভল্লুকসৈন্যদের অধীশ্বর। তিনি বলবান। আপনাকে উদ্ধারে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ।।১৫।। হে বৈদেহি, বানরাধিপতি সুগ্রীব সহস্রকোটি বানর সঙ্গে নিয়ে শীগ্‌গির এখানে আসবেন।।১৬।। সঙ্গে আসবেন নরশ্রেষ্ঠ সেই দু'জন—রাম ও লক্ষ্মণ। তাঁরা এসেই লঙ্কানগরীকে ধনুর্বাণের দ্বারা বিপর্যস্ত করে ফেলবেন।।১৭।। রাক্ষসকে স-বংশে নিধন করে রঘুনন্দন রাম, হে সুন্দরি, আপনাকে নিয়ে অচিরেই নিজের পুরী অযোধ্যার দিকে যাত্রা করবেন।।১৮।। তাই, সময়ের প্রতীক্ষা করে আপনি আশ্বস্তা হোন। আপনার কল্যাণ হোক। যুদ্ধে রাবণ নিহত হয়েছে তা সত্বরই আপনি দেখতে পাবেন।।১৯।। পুত্র, অমাত্য এবং বান্ধবদেরকে নিয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হবে। তখন চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মতো রামের সঙ্গে আপনার মিলন হবে।।২০।। বানর এবং ভল্লুক প্রধানদেরকে নিয়ে রাম দ্রুতই চলে আসবেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদেরকে পরাজিত করে আপনার শোক অপনোদিত করবেন।।২১।। পবনপুত্র হনুমান বৈদেহীকে এইরকম আশ্বাস দিয়ে প্রতিগমনের জন্য মনঃস্থ করে তাঁকে প্রণাম করলেন।।২২।। এইভাবে হনুমান রাক্ষস শ্রেষ্ঠদেরকে হত্যা করলেন। নিজের নাম ঘোষণা করলেন। সীতাকে আশ্বস্ত করলেন এবং নিজের

রাক্ষসান্ প্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ। সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্।। ২৩
নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্। দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ।। ২৪
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্মধ্যেন সাগরম্। ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ।। ২৫
আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দনঃ। তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভির্নীলাভির্বনরাজিভিঃ।। ২৬
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ। বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ।। ২৭
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ। তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব পর্বতম্।। ২৮
প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ। দেবদারুভিরুদ্ধূতৈরূর্ধ্ববাহুমিব স্থিতম্।। ২৯
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাকুষ্টমিব সর্বতঃ। বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ।। ৩০
বেণুভির্মারুতোদ্ধূতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ। নিঃশ্বসন্তমিবামর্ষাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ।। ৩১
নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ। মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্বতঃ।। ৩২
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ। কূটৈশ্চ বহুধা কীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ।। ৩৩
সালতালৈশ্চ কর্ণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্বৃতম্। লতাবিতানৈর্বিততৈঃ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতম্।। ৩৪
নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষ্যন্দভূষিতম্। বহুপ্রস্রবণোপেতং শিলাসঞ্চয়সঙ্কটম্।। ৩৫
মহর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরোরগসেবিতম্। লতাপাদপসংবাধং সিংহাধিষ্ঠিতকন্দরম্।। ৩৬

শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করলেন।।২৩।। লঙ্কানগরীকে বিপর্যস্ত করলেন। রাবণকে করলেন বঞ্চনা। ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রদর্শন করলেন। বৈদেহীকে করলেন অভিবাদন।।২৪।। আবার সাগরের মধ্য দিয়ে ফিরে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর সেই বানরবীর প্রভু রামচন্দ্রের দর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।।২৫।। শত্রুমর্দন হনুমান এবার অরিষ্ট নামক পর্বতশ্রেষ্ঠে আরোহণ করলেন। তার উঁচুস্থানে হাতীর গায়ের মতো চিহ্ন রয়েছে। নীচে রয়েছে নীল বনরাজি *(তুঙ্গ—উচ্চ। পদ্মক—হাতীর গায়ের অঙ্কিত চিত্র)* ।।২৬।। তার নানা শৃঙ্গে মেঘ দেখা যাচ্ছে। যেন পাহাড়টি মেঘের চাদরে ঢাকা। সূর্যের কিরণ তার উপর পড়েছে। মনে হচ্ছে প্রীতিবশতঃ কল্যাণহস্তের দ্বারা সূর্যদেব যেন সেই পর্বতকে জাগাচ্ছেন *(কর—কিরণ, হস্ত। প্রিয়জন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সূর্যকিরণে সব দেখা যায়। সূর্যদেব যেন হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে জাগাচ্ছেন)* ।।২৭।। পাহাড়ের গায়ে নানা ধাতু রয়েছে। সূর্যকিরণে সেগুলি জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে, পাহাড় যেন চোখ মেলে চাইছে। মেঘের গম্ভীর-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পর্বত যেন গম্ভীর ধ্বনিতে অধ্যয়ন করছে।।২৮।। নানা প্রস্রবণের শব্দে মনে হচ্ছে পাহাড় যেন বেশ স্পষ্ট স্বরে গান গাইছে। দেবদারু গাছগুলির দ্বারা পর্বত যেন ওপরের দিকে বাহু তুলে দাঁড়িয়ে আছে।।২৯।। সব দিকে জলপ্রপাতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পর্বত যেন চীৎকার করছে। কাঁপছে বনের শরৎকালীন শ্যামল তরুরাজি। মনে হচ্ছে পাহাড়টি বুঝি কাঁপছে।।৩০।। বাঁশের ছিদ্রের ভেতরে বাতাস। ফলে বিচিত্র সব শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়টি বাঁশী বাজাচ্ছে। ভীষণ বিষাক্ত সাপেরা ফুঁসছে। মনে হচ্ছে পাহাড়টি যেন নিঃশ্বাস ফেলছে *(কীচক—বাঁশ। বেণু—বাঁশী, বাঁশ)* ।।৩১।। নীহারপাতে সমাচ্ছন্ন গহ্বরগুলি গম্ভীরভাব ধারণ করেছে। যেন পর্বতটি গভীরভাবে ধ্যান করছে। মেঘগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্বত যেন মেঘের মতো পা নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে।।৩২।। মেঘচুম্বী সমুচ্চ শিখরগুলি আকাশকে স্পর্শ করার মাধ্যমে পর্বত যেন হাই তুলছে। পাহাড়ে নানা দিকে শৃঙ্গগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। বহু গুহা দ্বারা পর্বতটি শোভিত *(অভ্র—মেঘ। ন ভ্রংশতি জলম্ অস্মাদ্ ইতি অভ্রঃ। কূট—পর্বতের চূড়া। কন্দর—গুহা)* ।।৩৩।। সাল, তাল, অশ্বকর্ণ এবং বাঁশের দ্বারা বহুস্থান আবৃত। দিকে দিকে লতার কুঞ্জ রয়েছে প্রসারিত। সেগুলি আবার পুষ্পে অলঙ্কৃত।।৩৪।। নানাধরণের পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধাতুরাশি ক্ষরিত হয়ে শোভাবিস্তার করছে। অনেক প্রস্রবণ সেখানে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে শিলাস্তূপ থাকাতে দুর্গম হয়েছে পর্বত।।৩৫।। মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং সাপ সেখানে বাস করে। চলতে গেলে গাছ আর লতা বাধা সৃষ্টি করে। গুহায় রয়েছে সিংহ।।৩৬।। বাঘ এবং অন্যসব পশুতে আকীর্ণ সেই পাহাড়। সুস্বাদু

ব্যাঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলদ্রুমম্। আরুরোহানিলসুতঃ পর্বতং প্লবগোত্তমঃ।। ৩৭
রামদর্শনশীঘ্রেণ প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ। তেন পাদতলক্রান্তা রম্যেষু গিরিসানুষু।। ৩৮
সঘোষাঃ সমশীর্যন্ত শিলাশ্চূর্ণীকৃতাস্ততঃ। স তামরুহ্য শৈলেন্দ্রং ব্যবর্ধত মহাকপিঃ।। ৩৯
দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ঁল্লবণাম্ভসঃ। অধিরুহ্য ততো বীরঃ পর্বতং পবনাত্মজঃ।। ৪০
দদর্শ সাগরং ভীমং ভীমোরগনিষেবিতম্। স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাত্মসম্ভবঃ।। ৪১
প্রপেদে হরিশার্দূলো দক্ষিণাদুত্তরাং দিশম্। স তদা পীডিতস্তেন কপিনা পর্বতোত্তমঃ।। ৪২
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্ বসুধাতলম্। কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ পতদ্ভিরপি চ দ্রুমৈঃ।। ৪৩
তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনঃ। নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব।। ৪৪
কন্দরোদরসংস্থানাং পীডিতানাং মহৌজসাম্। সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো ভিন্দন্ হি শুশ্রুবে।।৪৫
ত্রস্তব্যাবিদ্ধবসনা ব্যাকুলীকৃতভূষণাঃ। বিদ্যাধর্যঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাৎ।। ৪৬
অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিষাঃ। নিপীডিতশিরোগ্রীবা ব্যচেষ্টন্ত মহাহয়ঃ।। ৪৭
কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরাস্তথা। পীডিতং তং নগবরং ত্যক্ত্বা গগনমাস্থিতাঃ।। ৪৮
স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীডিতঃ। সবৃক্ষশিখরোদগ্রঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।। ৪৯
দশযোজনবিস্তারস্ত্রিংশদ্ যোজনমুচ্ছ্রিতঃ। ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভুব ধরাধরঃ।। ৫০
স লিলঙ্ঘয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্। কল্লোলাস্ফালবেলান্তমুৎপপাত নভো হরিঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ফলমূল সেখানে মেলে। রয়েছে অনেক গাছপালা। পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এই পর্বতে আরোহণ করলেন।।৩৭।। রামকে সত্বর দর্শনের আনন্দে তিনি ছুটে চলেছেন। সেই রমণীয় পর্বতসানুতে পাথরগুলি পায়ে ঠেকছে।।৩৮।। তাঁর পায়ে লেগে শিলাখণ্ডগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে আরোহণ করে মহাবানর হনুমান দেহে পরিবর্ধিত হতে লাগলেন *(পর্বতের সৌন্দর্য বর্ণনায় ঋষিকবির নৈপুণ্য লক্ষণীয়)* ।।৩৯।। লবণসমুদ্রের দক্ষিণ থেকে উত্তর পারে যেতে চাইলেন হনুমান। পবনপুত্র বীর হনুমান সেইজন্য পর্বতে আরোহণ করলেন।।৪০।। ভীষণ সাপে-ভরা ভয়ঙ্কর সমুদ্র তিনি দেখলেন। মারুতের ঔরসজাত পুত্র হনুমান বায়ুর মতোই আকাশপথে ছুটে চললেন।।৪১।। দক্ষিণদিক হতে উত্তরদিকে বানরবীর চলে গেলেন। সেই পর্বতোত্তম তখন বানরের দ্বারা পীড়িত হলো।।৪২।। বিবিধ প্রাণিকুল নিয়ে পর্বতটি তখন ভীষণ-ধ্বনি করে মাটির নীচে চলে গেলো। তার শিখরগুলি কাঁপছিলো। গাছগুলি যাচ্ছিলো পড়ে।।৪৩।। তাঁর ভীষণ বেগে মথিত হয়ে ফুলে-ভরা গাছগুলি ভূতলে পড়ে গেলো। যেন তারা ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রের দ্বারা আহত হয়েছে *(উরু—বেদী)* ।।৪৪।। গুহার মধ্যে থেকেও মহাতেজস্বী সিংহগুলি পীড়িত হয়ে ভীষণ গর্জন করতে লাগলো। সেই গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, যেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।।৪৫।। ঐ শব্দে বিদ্যাধরীদের বসন ভয়ে খসে গেলো। অলঙ্কার হলো বিপর্যস্ত। তারা পাহাড় থেকে তৎক্ষণাৎ নীচে গড়িয়ে গেলো।।৪৬।। বিশালদেহী অত্যন্ত বিষাক্ত বলশালী সাপগুলির দীপ্ত জিহ্বাগুলি লকলক করছে। মাথা এবং গলা পীড়িত করে মহাসর্পগুলি ছটফট করছিলো।।৪৭।। কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং বিদ্যাধরেরা পীড়িত শৈলরাজকে ত্যাগ করে আকাশে উঠে গেলো।।৪৮।। সুন্দর পর্বতটি বলশালী হনুমানের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে তার গাছপালা আর উঁচু শিখর নিয়ে পাতালে প্রবেশ করলো।।৪৯।। পাহাড়টির বিস্তার ছিলো দশযোজন। উচ্চতা তিরিশ যোজন। পর্বতটি মাটিতে একেবারে সমান হয়ে গেলো।।৫০।। লবণসমুদ্রের বেলাভূমিতে তরঙ্গগুলি আস্‌ফালন করে ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ছে। সেই সমুদ্রকে অবলীলায় উল্লঙ্ঘন করার জন্য হনুমান আকাশে লাফ দিয়ে উঠলেন।।৫১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা জাম্ববানঙ্গদাদিভিঃ সহ হনূমতো মিলনম্

আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্বতঃ। ভুজঙ্গ-যক্ষ-গন্ধর্ব প্রবুদ্ধকমলোৎপলম্।। ১
স চন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্। তিষ্য-শ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্।। ২
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্। ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্।। ৩
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মি-চন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ। হনুমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্।। ৪
গ্রসমান ইবাকাশং তারাধিপমিবোল্লিখন্। হরন্নিব সনক্ষত্রং গগনং সার্কমণ্ডলম্।। ৫
অপারমপরিশ্রান্তশ্চাম্বুধিং সমাগাহত। হনুমান্ মেঘজালানি বিকর্ষন্নিব গচ্ছতি।। ৬
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ। হরিতারুণবর্ণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে।। ৭
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্ক্রমংশ্চ পুনঃ পুনঃ। প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে।। ৮
বিবিধাভ্রঘনাপন্নগোচরো ধবলাম্বরঃ। দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে।। ৯
তার্ক্ষ্যায়মাণো গগনে স বভৌ বায়ুনন্দনঃ। দারয়ন্ মেঘবৃন্দানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ১০
নদন্ নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ। প্রবরান্ রাক্ষসান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।। ১১

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

সমুদ্র লঙ্ঘন করে জাম্ববান-অঙ্গদাদির সঙ্গে হনুমানের মিলন

মহাবেগবান হনুমান পক্ষবানপর্বতের মতো আকাশ পথে উড়ে চলেছেন। নীল আকাশ যেন নীল সমুদ্র। ভুজঙ্গ, যক্ষ, গন্ধর্বেরা যেন সেই নীল সাগরের বিকশিত পদ্ম *(পূর্বে পর্বতরাজির পাখা ছিলো। তাই তারা উড়ে নানা স্থানে বসতে গিয়ে সব চাপা দিতো। তাতে বিপর্যয় হতো। তাই ইন্দ্র পর্বতরাজির পাখা কেটে দেন। একমাত্র মৈনাকপর্বত তখন সমুদ্রে লুকিয়ে থাকেন। এই হলো পৌরাণিক বৃত্তান্ত। নীল অনন্ত আকাশকে নীল অনন্তসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। তাই, সমুদ্রের সব বৈশিষ্ট্য আকাশেও দেখানো হচ্ছে)* ।।১।। সমুদ্রে কুমুদ ফুল ফোটে। এখানে চন্দ্র যেন সেই কুমুদ। শুভ সূর্য যেন হংস। পুষ্যা আর শ্রবণা নক্ষত্র যেন তার কলাংশ, আর মেঘ যেন তার শ্যাওলা *(তিষ্য—পুষ্যা নক্ষত্র। শ্রবণ—শ্রবণা নক্ষত্র। কাদম্ব—কলাংশ)* ।।২।। পুনর্বসু নক্ষত্র তার বিরাট মৎস্য। মঙ্গলগ্রহ হচ্ছে তার বিশাল জলজন্তু। ঐরাবত হচ্ছে বিশাল দ্বীপ। স্বাতী নক্ষত্র হচ্ছে তার হংস *(মীন-মৎস্য। লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ)* ।।৩।। বাত্যাবিক্ষোভ তার জলের তরঙ্গ। চন্দ্রের কিরণ তার শীতল জল। হনুমান এই গগনসমুদ্র পার হয়ে গেলেন। তাতে তাঁর কোনো শ্রান্তি নেই।।৪।। তিনি তো উড়ে চলেছেন। মনে হচ্ছে তিনি যেন আকাশ-মণ্ডলকে গ্রাস করে ফেলেছেন। তারাপতি চাঁদকে যেন নখের আঁচড়ে বিদীর্ণ করে দিয়েছেন। যেন নক্ষত্রসমেত এবং সূর্যমণ্ডলসহ আকাশকে তিনি হরণ করে নিয়ে যাবেন ।।৫।। অপরিশ্রান্ত তিনি অপার সমুদ্রে যেন অবগাহন করেছেন। হনুমান মেঘজালকে যেন আকর্ষণ করে চলেছেন।।৬।। বড়ো বড়ো মেঘগুলি তখন শুভ্র, রক্ত, নীল, লোহিত, হরিৎ এবং অরুণবর্ণে শোভা পাচ্ছিলো *(সূর্যের আলোতে রয়েছে সাতরকমের বর্ণ। মেঘের ওপর সূর্যালোক পড়ে ঐ বর্ণগুলি ভেসে উঠছিলো)* ।।৭।। আকাশে মেঘরাশি ভেসে চলেছে। তিনি কখনো মেঘের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, কখনো বা বেরিয়ে আসছেন। চাঁদ যেমন মেঘের আড়ালে কখনো ঢাকা পড়ে, কখনো আবার প্রকাশিত হয়, তেমনি অবস্থা আজ হনুমানের।।৮।। হনুমান শুভ্র বসন পরিধান করেছেন। বিবিধ মেঘপুঞ্জের আড়াল থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। এই বীরের দেহটি কখনো দৃশ্য, কখনো বা অদৃশ্য হয়ে আকাশে চন্দ্রের মতো আচরণ করছে।।৯।। মেঘরাজিকে বিদীর্ণ করে বারবার ওঠা-নামা করায় আকাশে গরুড়ের মতোই তাঁকে মনে হচ্ছিলো।।১০।। মেঘের মতো গম্ভীরনাদী তিনি। শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদেরকে হত্যা করেছেন। এই কথা এবং নিজের নাম সগর্জনে শুনিয়ে শুনিয়ে চলেছেন।।১১।। তিনি বলে চলেছেন—লঙ্কা নগরীকে বিপর্যস্ত

আকুলাং নগরীং কৃত্বা ব্যথয়িত্বা চ রাবণম্। অর্দয়িত্বা মহাবীরান্ বৈদেহীমভিবাদ্য চ।। ১২
আজগাম মহাতেজাঃ পুনর্মধ্যেন সাগরম্। পর্বতেন্দ্রং সুনাভঞ্চ সমুপস্পৃশ্য বীর্যবান্।। ১৩
জ্যামুক্ত ইব নারাচো মহাবেগোঽভ্যুপাগমৎ। স কিঞ্চিদারাৎ সম্প্রাপ্তঃ সমালোক্য মহাগিরিম্।। ১৪
মহেন্দ্রং মেঘসঙ্কাশং ননাদ স মহাকপিঃ। স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ।। ১৫
নদন্নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ। স তং দেশমনুপ্রাপ্তঃ সুহৃদ্দর্শনলালসঃ।। ১৬
ননাদ সুমহানাদং লাঙ্গূলং চাপ্যকম্পয়ৎ। তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি।। ১৭
ফলতীবাস্য ঘোষেণ গগনং সার্কমণ্ডলম্। যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ।। ১৮
পূর্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ। মহতো বায়ুনুন্নস্য তোয়দস্যেব নিঃস্বনম্।
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনূমতঃ।। ১৯
তে দীনমনসঃ সর্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ। বানরেন্দ্রস্য নির্ঘোষং পর্জন্যনিনদোপমম্।। ২০
নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ। বভূবুরুৎসুকাঃ সর্বে সুহৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ২১
জাম্ববান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহৃষ্টমানসঃ। উপামন্ত্র্য হরীন্ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ।। ২২
সর্বথা কৃতকার্যোঽসৌ হনুমান্ নাত্রসংশয়ঃ। ন হ্যস্যাকৃতকার্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ।। ২৩
তস্য বাহূরুবেগঞ্চ নিনাদঞ্চ মহাত্মনঃ। নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্যতস্ততঃ।। ২৪
তে নগাগ্রান্নগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিখরাণি চ। প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ।। ২৫
তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবস্থিতাঃ। বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিধ্যন্ত বানরাঃ।। ২৬
গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জতি মারুতঃ। এবং জগর্জ বলবান্ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ২৭

করেছেন। রাবণকে পীড়িত করেছেন। বিরাট বিরাট বীরদেরকে বিনাশ করেছেন। এবং সীতা দেবীকে প্রণাম করেছেন।। ১২ ।। মহাতেজস্বী হনুমান এইসব করে এইভাবে আবার সাগরের মধ্যে এসেছেন। বীর্যবান হনুমান আসার পথে পর্বতরাজ মৈনাককেও স্পর্শ করে এসেছেন *(সুনাভ-মৈনাক পর্বত)*।।১৩।। ধনুর জ্যা হতে মুক্ত বাণের মতো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তিনি ছুটে চলেছেন। একটু দূর হতেই তিনি একটি মহান পর্বতকে দেখতে পেলেন।।১৪।। সেটি হলো মহেন্দ্রপর্বত। দেখতে মেঘের মতো। ঐ পর্বত দেখেই ঐ মহাবানর হনুমান গর্জন করে উঠলেন। তাতে দশ দিক পূর্ণ হয়ে গেলো।।১৫।। মেঘের মতো গম্ভীর গর্জনকারী হনুমান ভীষণ গর্জন করে সেইস্থানে উপস্থিত হলেন। সুহৃদবর্গের দর্শনের জন্য তিনি তখন সমুৎসুক।।১৬।। ভয়ঙ্কর শব্দ করে তিনি তাঁর পুচ্ছকে কাঁপাতে লাগলেন। গরুড় যে আকাশপথে চলেন সেই আকাশপথে তিনি বারবার গর্জন করতে লাগলেন ।।১৭।। সূর্যমণ্ডল-সমেত আকাশ যেন সেই গর্জনে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের উত্তর কূলে মহাবলশালী বানরেরা বসেছিলো ।।১৮ ।। বীর বানরেরা পবনপুত্র হনুমানকে দেখার ইচ্ছায় আগেই গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলো। প্রবল বায়ুর দ্বারা বিতাড়িত তথা ঝড়ের মেঘের মতো সেই গর্জন। হনুমানের তীব্রগতিজনিত গর্জন তখন তারা শুনলো *(নুন্ন—প্রেরিত ক্ষিপ্ত)* ।।১৯।। বনবাসী বানরেরা দীনচিত্তে বানর-প্রধানেরা মেঘগর্জনের মতো গর্জন শুনলো *(পর্জন্য-মেঘ)* ।।২০।। চারদিক থেকে তারা সেই ধ্বনি শুনে সুহৃদ্ হনুমানের দর্শনের জন্য সমুৎসুক হয়ে উঠলো।।২১।। বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান তখন প্রীতিভরে আনন্দিতচিত্তে সব বানরদেরকে ডেকে বললো— ।।২২।। ঐ হনুমান নিশ্চয়ই কৃতকার্য হয়ে এসেছেন, এতে সংশয় নেই। অকৃতকার্য হলে এইরকমের গর্জন হতো না।।২৩।। সেই মহাত্মার বাহুর গুরুতর বেগ এবং ধ্বনি শুনে বানরেরা আনন্দিত হয়ে এদিক ওদিকে লাফাতে লাগলো।।২৪।। হনুমানকে দেখার জন্য তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পাহাড়ের অগ্রভাগ হতে অগ্রভাগে, শিখর হতে শিখরে ছোটাছুটি করে অবস্থান করতে লাগলো *(দিদৃক্ষবঃ—দেখতে ইচ্ছুক)* ।।২৫।। আনন্দিত হয়ে তারা গাছের ওপরের দিকে শাখায় অবস্থান করে সুন্দর বসনগুলি কাঁপাতে লাগলো।।২৬।। পর্বতের গহ্বরে ঢুকে বায়ু যেমন গর্জন করে, সেইরকম গর্জন করতে লাগলো পবনপুত্র বলবান হনুমান।।২৭।। মহাবানরকে ঘন মেঘের মতো উড়ে আসতে দেখে

তমভ্রঘনসঙ্কাশমাপতন্তং মহাকপিম্। দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।। ২৮
ততস্তু বেগবান্ বীরো গিরেগিরিনিভঃ কপিঃ। নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে।। ২৯
হর্ষেণাপূর্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্বতনির্ঝরে। ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ।। ৩০
ততস্তে প্রীতমনসঃ সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ। হনূমন্তং মহাত্মানং পরিবার্যোপতস্থিরে।। ৩১
পরিবার্য চ তে সর্বে পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ। প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্বে তমাগতমুপাগমন্।। ৩২
উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ। প্রত্যর্চয়ন্ হরিশ্রেষ্ঠং হরয়ো মারুতাত্মজম্।। ৩৩
বিনেদুর্মুদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা। হৃষ্টাঃ পাদপশাখাশ্চ আনিন্যুর্বানরর্ষভাঃ।। ৩৪
হনুমাংস্তু গুরূন্ বৃদ্ধাঞ্জাম্ববৎ প্রমুখাংস্তদা। কুমারমঙ্গদঞ্চৈব সোঽবন্দত মহাকপিঃ।। ৩৫
স তাভ্যাং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিশ্চ প্রসাদিতঃ। দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ।। ৩৬
নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্। রমণীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা।। ৩৭
হনূমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্। অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাত্মজা। ৩৮
রক্ষ্যমাণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিন্দিতা। একবেণীধরা বালা রামদর্শনলালসা।। ৩৯
উপবাসপরিশ্রান্তা মলিনা জটিলা কৃশা। ততো দৃষ্টেতি বচনং মহার্থমমৃতোপমম্।। ৪০
নিশম্য মারুতেঃ সর্বে মুদিতা বানরাভবন্। ক্ষ্বেডন্ত্যন্যে নদন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে মহাবলাঃ।। ৪১
চক্রুঃ কিলকিলামন্যে প্রতিগর্জন্তি চাপরে। কেচিদুচ্ছ্রিতলাঙ্গূলাঃ প্রহৃষ্টাঃ কপিকুঞ্জরাঃ।। ৪২
আয়তাঞ্চিতদীর্ঘাণি লাঙ্গূলানি প্রবিব্যধুঃ। অপরে তু হনূমন্তং শ্রীমন্তং বানরোত্তমম্।। ৪৩

বানরেরা সবাই কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালো।।২৮।। তারপর বেগবান, পর্বতোপম বানর গাছপালায়-ভরা সেই পর্বতের শিখরের ওপর নিপতিত হলেন।।২৯।। তিনি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। রমণীয় পর্বত-নির্ঝরের ওপর আকাশ হতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মনে হলো পাখা-কাটা একটি পর্বত বুঝি এসে পড়ে গেলো।।৩০।। বানরবীরেরা সকলে আনন্দিতচিত্তে তখন মহাত্মা হনুমানকে ঘিরে উপবেশন করলো।।৩১।। তারা সবাই আনন্দিত মুখে সমাগত তাঁকে ঘিরে ধরে বসে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলো।।৩২।। বানরেরা ফল-মূল এবং নানা উপহার নিয়ে মারুতপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে অর্চনা করলো *(উপায়ন-উপহার)* ।।৩৩।। কেউ কেউ আনন্দে কিল-কিল শব্দ করে উঠলো। কোনো কোনো বানরশ্রেষ্ঠ আনন্দিত হয়ে হনুমানের বসার জন্য গাছের ডালা নিয়ে এলো।।৩৪।। মহাকপি হনুমান জাম্ববান-প্রমুখ বর্ষীয়ানদের এবং কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করলেন।।৩৫।। পূজনীয় হনুমান সেই বানরদের দ্বারা পূজিত হলেন। পরাক্রান্ত হনুমান। প্রসন্ন হয়ে সংক্ষেপে জানালেন, দেবী সীতাকে দেখে এসেছি।।৩৬।। বালির পুত্রের হাত ধরে মহেন্দ্রপর্বতের সেই রমণীয় স্থানে তিনি উপবেশন করলেন।।৩৭।। জিজ্ঞেস করায় হনুমান তখন বানরমুখ্যদেরকে বললেন, অশোকবনের মধ্যে জনকদুহিতা সীতাকে অবস্থান করতে আমি দেখেছি ।।৩৮।। ভয়ঙ্করী সব রাক্ষসেরা সেই অনিন্দিতা সীতাকে পাহারা দিচ্ছে। বালিকা সীতা রামের দর্শনের লালসায় সব সাজসজ্জা ত্যাগ করে চুলের একটি মাত্র গোছা ধারণ করে আছেন।।৩৯।। উপোসে তিনি ক্লিষ্টা। গায়ে ময়লা জমেছে। চুলে বেঁধেছে জট। শীর্ণ হয়ে গেছে তাঁর দেহ—'তাঁকে এইভাবে আমি দেখে এসেছি'—এই কথাগুলি বানরদের কাছে মহা অর্থযুক্ত এবং অমৃতের মতো মনে হলো।।৪০।। এইকথা শুনে বানরেরা সবাই আনন্দিত হলো। মহাবলশালী তাদের কেউ সিংহনাদ করে উঠলো। কেউ আনন্দধ্বনি করলো। কেউ বা গর্জন করে উঠলো *(মুদিত—আনন্দিত। ক্ষ্বেডন্তি—সিংহনাদ করলো)* ।।৪১।। অন্যেরা কিল-কিল শব্দ করে উঠলো। অন্য আর কেউ কেউ প্রতি গর্জন করে উঠলো। কোনো কোনো কপিবীর অত্যন্ত আনন্দে ল্যাজকে ফুলিয়ে নাচাতে লাগলো।।৪২।। অন্য কোনো কোনো বানর পুচ্ছ-প্রসারিত করে বাঁকিয়ে কাঁপাতে লাগলো। অন্যেরা শ্রীমান বানরশ্রেষ্ঠের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।।৪৩।। পর্বতশৃঙ্গ থেকে

আপ্লুত্য গিরিশৃঙ্গেষু সংস্পৃশন্তি স্ম হর্ষিতাঃ। উক্তবাক্যং হনূমন্তমঙ্গদস্তু তদাব্রবীৎ।। ৪৪
সর্বেষাং হরিবীরাণাং মধ্যে বাচমনুত্তমাম্। সত্ত্বে বীর্যে ন তে কশ্চিৎ সমো বানর বিদ্যতে।। ৪৫
যদবপ্লুত্য বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ। জীবিতস্য প্রদাতা নস্ত্বমেকো বানরোত্তম।। ৪৬
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ। অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্যমহো ধৃতিঃ।। ৪৭
দিষ্ট্যা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী। দিষ্ট্যা ত্যক্ষ্যতি কাকুৎস্থঃ শোকং সীতাবিয়োগজম্।। ৪৮
ততোঽঙ্গদং হনূমন্তং জাম্ববন্তঞ্চ বানরাঃ। পরিবার্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ।। ৪৯
উপবিষ্টা গিরেস্তস্য শিলাসু বিপলাসু তে। শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ।। ৫০
দর্শনঞ্চাপি লঙ্কায়াঃ সীতায়া রাবণস্য চ। তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে হনূমদ্বদনোন্মুখাঃ।। ৫১
তস্থৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ। উপাস্যমানো বিবিধৈর্দিবি দেবপতির্যথা।। ৫২
হনূমতা কীর্তিমতা যশস্বিনা তথাঙ্গদেনাঙ্গদনদ্ধবাহুনা।
মুদা তদাধ্যাসিতমুন্নতং মহন্মহীধরাগ্রং জ্বলিতং শ্রিয়াভবৎ।। ৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

লাফিয়ে নেমে এসে তাঁর দেহ স্পর্শ করে আনন্দিত হলো। তখন অঙ্গদ হনুমানকে বাক্য বললেন।।৪৪।। অতি উত্তম বচনে তিনি বললেন, গুণে এবং শক্তিতে বানরবীর সকলের মধ্যে তোমার সমান কেউ নেই।।৪৫।। তুমি বিস্তীর্ণ সাগর অতিক্রম করে ফিরে এসেছো। হে বানরোত্তম, তুমি একাই আমাদের বাঁচিয়েছো।।৪৬।। তোমার প্রসাদেই কৃতকার্য হয়ে আমরা রামের সঙ্গে মিলিত হবো। অহো, প্রভুর প্রতি তোমার কি ভক্তি! কি তোমার শক্তি! কি তোমার ধৈর্য!।।৪৭।। রামপত্নী যশস্বিনী সীতাদেবীকে ভাগ্যিস তুমি দেখে এসেছো। সৌভাগ্যবশতঃ রাম এখন সীতা-বিয়োগ -জনিত শোক ত্যাগ করতে পারবেন *(কাকুৎস্থ—ককুৎস্থের বংশধর রাম)* ।।৪৮।। বানরেরা তারপর অঙ্গদ, হনুমান এবং জাম্ববানকে ঘিরে আনন্দের সঙ্গে এক একটি বিশাল শিলাখণ্ডে বসে পড়লো।।৪৯।। সেই পর্বতের বড়ো বড়ো পাথরের ওপর বসে বানরশ্রেষ্ঠেরা সমুদ্র-লঙ্ঘনের বৃত্তান্ত শুনতে চাইলো।।৫০।। হনুমানের মুখের দিকে উন্মুখ হয়ে বসে তারা শুনতে চাইলো লঙ্কা, সীতা এবং রাবণকে দর্শনের ঘটনা।।৫১।। শ্রীমান অঙ্গদ ঐখানে বহু বানরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। স্বর্গে যেন দেবরাজকে বিবিধ দেবতা উপাসনা করছেন।।৫২।। কীর্তিমান হনুমান উন্নত পর্বতের অগ্রভাগে বসে আছেন। সঙ্গে রয়েছেন যশস্বী অঙ্গদ। তাঁর বাহুতে রয়েছে কেয়ূর। সেই পর্বতের অগ্রভাগ সৌন্দর্যে ঝলমল করে উঠেছে *(তথা + অঙ্গদন + অঙ্গদেনদ্ধবাহুনা)* ।।৫৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

জাম্ববতা পৃষ্টস্য হনূমতো লঙ্কাযাত্রায়া যাবতীয়বৃত্তান্তকথনম্

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ। হনূমৎ প্রমুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জগ্মুরুত্তমাম্।। ১
প্রীতিমৎসূপবিষ্টেষু বানরেষু মহাত্মসু। তং ততঃ প্রতিসংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তং মহাকপিম্।। ২

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

জাম্ববান জিজ্ঞাসা করায় হনুমানের দ্বারা লঙ্কাযাত্রার যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা

মহেন্দ্রপর্বতের শৃঙ্গে হনুমান প্রভৃতি মহাবলবান বানরেরা উপবেশন করে উত্তম আনন্দলাভ করলো।।১।। আনন্দিত মহাত্মা বানরবৃন্দ উপবেশন করলে জাম্ববান অত্যন্ত আনন্দিত হলো।।২।। আনন্দিত মহাকপি পবন-নন্দন হনুমানকে সব ঘটনা জিজ্ঞেস করলো। কি করে তুমি

জাম্ববান্ কার্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলাত্মজম্। কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ততে।। ৩
তস্যাং চাপি কথং বৃত্তঃ ক্রূরকর্মা দশাননঃ। তত্ত্বতঃ সর্বমেতন্নঃ প্রব্রূহি ত্বং মহাকপে।। ৪
সম্মার্গিতা কথং দেবী কিঞ্চ সা প্রত্যভাষত। শ্রুতার্থাশ্চিন্তয়িষ্যামো ভূয়ঃ কার্যবিনিশ্চয়ম্।। ৫
যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্। রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ।। ৬
স নিযুক্তস্ততস্তেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। নমস্যন্ শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ প্রত্যভাষত।। ৭
প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ খমাপ্লুতঃ। উদধের্দক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ।। ৮
গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ। কাঞ্চনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্।। ৯
স্থিতং পন্থানমাবৃত্য মেনে বিঘ্নঞ্চ তন্নগম্। উপসঙ্গম্য তং দিব্যং কাঞ্চনং নগমুত্তমম্।। ১০
কৃতা মে মনসা বুদ্ধির্ভেত্তব্যোঽয়ং ময়েতি চ। প্রহতস্য ময়া তস্য লাঙ্গূলেন মহাগিরেঃ।। ১১
শিখরং সূর্যসঙ্কাশং ব্যশীর্যত সহস্রধা। ব্যবসায়ঞ্চ তং বুধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ।। ১২
পুত্রেতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদয়ন্নিব। পিতৃব্যং চাপি মাং বিদ্ধি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ।। ১৩
মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তং মহোদধৌ। পক্ষবন্তঃ পুরা পুত্র বভূবুঃ পর্বতোত্তমাঃ।। ১৪
ছন্দতঃ পৃথিবীং চেরুর্বাধমানাঃ সমন্ততঃ। শ্রুত্বা নগানাং চরিতং মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।। ১৫
বজ্রেণ ভগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ। অহন্তু মোচিতস্তস্মাৎ তব পিত্রা মহাত্মনা।। ১৬
মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে। রাঘবস্য ময়া সাহ্যে বর্তিতব্যমরিন্দম।। ১৭
রামো ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ। এতচ্ছ্রুত্বা ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ।। ১৮

সীতাদেবীকে দেখলে? কিভাবেই বা তিনি ঐখানে আছেন?।।৩।। নিষ্ঠুরকর্মা রাবণ তাঁর প্রতি কেমন আচরণ করছেন? হে মহাকপি, তুমি যথাযথভাবে এইসব ভালো করে বলো।।৪ ।। দেবীকে কিভাবে সন্ধান করলে? তিনিই বা কি প্রত্যুত্তর দিলেন? সব শুনে তার অর্থ চিন্তা করে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করবো।।৫ ।। আমরা আত্মজ্ঞানী রামের কাছে গিয়ে তোমার বক্তব্যের তাৎপর্য বলবো। যা গোপনীয় রাখতে হবে তাও তুমি আমাদেরকে বলো।।৬।। জাম্ববানের দ্বারা অনুরুদ্ধ হওয়ায় হর্ষে হনুমানের রোমাঞ্চ হলো। সীতাদেবীকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করে তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন—।।৭ ।। সমুদ্রের দক্ষিণ পারে যাবার আকাঙ্ক্ষা করে সমাহিতচিত্তে আমি আপনাদের সামনেই মহেন্দ্রপর্বত হতে আকাশপথে উড়ে যাত্রা করলাম।।৮।। যাবার পথে ঘোর বিঘ্নের মতো একটা ঘটনা ঘটে গেলো। দেখলাম অত্যন্ত রমণীয় সুন্দর একটি সোনার পর্বতশিখর।।৯।। আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটি। সেই পাহাড়টিকে আমার যাত্রাপথে বিঘ্ন বলে মনে হলো। সেই সুন্দর উত্তম সোনার-পর্বতের কাছে আমি চলে গেলাম।।১০।। মনে মনে ভেবে নিলাম একে আমার ভয় দেখাতে হবে। সেই মহাগিরির গায়ে আমার ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে আঘাত করলাম।।১১।। তাতে সূর্যের মতো দীপ্ত তার শিখরটি হাজার টুকরোয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো। এই অবস্থা দেখে সেই মহাগিরি আমায় বাক্য বললেন—।।১২।। আমার মনকে বিশেষভাবে আহ্লাদিত করে মধুরভাষায় আমায় বললো, বাছা আমাকে তোমার কাকা বলে জেনো। আমি তোমার বাবা পবনের বন্ধু *(মাতরিশ্বা—বায়ু)* ।।১৩।। মৈনাক নামে আমি বিশেষভাবে পরিচিত। মহাসমুদ্রে বাস করি। হে পুত্র, আগে বড়ো বড়ো পর্বতগুলির পাখা ছিলো।।১৪।। পৃথিবীর সর্বত্র তারা ইচ্ছামতো বিচরণ করে মানুষকে চাপা দিয়ে পীড়িত করতো। পাকশাসন মহেন্দ্র পাহাড়দের এই আচরণ শুনতে পেলেন।।১৫।। ভগবান ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা এদের পাখাগুলিকে হাজার টুকরো করে ছেদন করলেন। তোমার মহাত্মা পিতার দ্বারা আমিই শুধু রক্ষা পেলাম।।১৬।। হে বৎস, পবনদেব তখন বরুণালয় সাগরের মধ্যে আমায় নিক্ষেপ করলেন। হে শত্রুদমন, রামের সাহায্য আমার করা উচিত।।১৭।। ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রাম। মহেন্দ্রের মতো তাঁর পরাক্রম। মহাত্মা মৈনাকের এই কথা আমি শুনলাম।।১৮।। সেই গিরিকে আমার কাজের কথা জানালাম। তাড়াতাড়ি যাবার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। মহাত্মা মৈনাকের আমি অনুমতি

কার্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম। তেন চাহমনুজ্ঞাতো মৈনাকেন মহাত্মনা।। ১৯
স চাপ্যন্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা। শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ।। ২০
উত্তমং জবমাস্থায় শেষমধ্বানমাস্থিতঃ। ততোঽহং সুচিরং কালং জবেনাভ্যগমং পথি।। ২১
ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীং সুরসাং নাগমাতরম্। সমুদ্রমধ্যে সা দেবী বচনং চেদমব্রবীৎ।। ২২
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমমরৈর্হরিসত্তম। ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতস্ত্বং হি মে সুরৈঃ।। ২৩
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ। বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যঞ্চেদমুদীরয়ম্।। ২৪
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপ।। ২৫
তস্য সীতা হৃতা ভার্যা রাবণেন দুরাত্মনা। তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ।। ২৬
কর্তুমর্হসি রামস্য সাহায্যং বিষয়ে সতি। অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্।। ২৭
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে। এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী।। ২৮
অব্রবীন্নাতিবর্তেত কশ্চিদেষ বরো মম। এবমুক্তঃ সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ।। ২৯
ততোঽর্ধগুণবিস্তারো বভূবাহং ক্ষণেন তু। মৎপ্রমাণাধিকঞ্চৈব ব্যাদিতন্তু মুখং তয়া।। ৩০
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং হ্রস্বং হ্যকরবং পুনঃ। তস্মিন্ মুহূর্তে চ পুনর্বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ।। ৩১
অভিপত্যাশু তদ্বক্ত্রং নির্গতোঽহং ততঃ ক্ষণাৎ। অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ মাং পুনঃ।। ৩২
অর্থসিদ্ধৌ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্। সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা।। ৩৩
সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর। ততোঽহং সাধু সাধ্বীতি সর্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ।। ৩৪
ততোঽন্তরিক্ষং বিপুলং প্লুতোঽহং গরুড়ো যথা। ছায়া মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন।। ৩৫
সোঽহং বিগতবেগস্তু দিশো দশ বিলোকয়ন্। ন কিঞ্চিৎ তত্র পশ্যামি যেন মে বিহৃতা গতিঃ।। ৩৬

প্রার্থনা করলাম।।১৯।। মানুষের রূপ ধরে সেই পর্বতও অন্তর্হিত হয়ে গেলো। মহাপর্বতটি শিলাময়রূপে মহাসমুদ্রে ডুবে গেলো।।২০।। উত্তমগতিতে অবশিষ্ট পথে আমি চলতে লাগলাম। পথে দ্রুতগতিতে অনেকটা সময় আমার কেটে গেলো *(জব—গতি, বেগ)* ।।২১।। তারপর আমি নাগমাতা সুরসাদেবীকে দেখতে পেলাম। সেই দেবী সমুদ্রমধ্যে রয়েছেন। তিনি আমায় বললেন—।।২২।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, দেবতারা তোমায় আমার ভক্ষ্য করে পাঠিয়েছেন। তাই, তোমায় আমি ভক্ষণ করবো। দেবতারা তোমার জন্য এই বিধানই করেছেন।।২৩।। সুরসা এইরকম বললে হাতজোড় করে মাথা নত করে আমি দাঁড়ালাম। মুখ আমার ভয়ে বিবর্ণ। তখন এই কথা আমি বললাম।।২৪।। হে শত্রুদমন, দশরথপুত্র শ্রীমান রাম দণ্ডকাবনে প্রবেশ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভাই লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতা।।২৫।। দুরাত্মা রাবণ তাঁর পত্নী সীতাকে হরণ করেছে। রামের নির্দেশে তার কাছেই আমি দূতরূপে যাচ্ছি।।২৬।। এই বিষয়ে রামের সাহায্য আপনার করা উচিত। আরো, আমি সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি, সীতাকে দেখে অক্লিষ্টকর্মা রামকে সেই সংবাদ দিয়ে তোমার মুখের মধ্যে আমি চলে আসবো। ইচ্ছামতো রূপধারিণী সুরসাকে আমি এইরকম বললাম।।২৭-২৮।। সুরসা আমায় বললেন, আমার কাছে এলে কেউ ফিরে যেতে পারবে না। এই বর আমার আছে।।২৯।। তখন আমার গুণের তথা শক্তির অর্ধেকটা বিস্তার করে ক্ষণকালের মধ্যেই আমি দশযোজন আয়ত শরীর ধারণ করলাম। তিনিও তখন আমার দেহের চাইতেও বড়ো করে হাঁ করলেন।।৩০।। তাঁর মুখের ঐরকম প্রসার দেখে আমার দেহটিকে আমি আবার খুবই ছোটো করে নিলাম। সেই মুহূর্তে আমার দেহকে করে নিলাম বুড়ো আঙুলের পরিমাণ।।৩১।। তাঁর মুখের ভেতরে পড়ে তৎক্ষণাৎ আমি বেরিয়ে এলাম। তখন সুরসাদেবী নিজের মূর্তি ধারণ করে আমায় আবার বললেন—।।৩২।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, সৌম্য, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যথাসুখে তুমি গমন করো। মহাত্মা রামের সঙ্গে মিলিত করার জন্য সীতাদেবীকে নিয়ে এসো।।৩৩।। হে বীর, সুখী হও। হে বানর, আমি তোমার উপর প্রীত হয়েছি। সেইসময় 'ভালো', 'ভালো' বলে সকল প্রাণী আমার প্রশংসা করলো।।৩৪।। তারপর অনন্ত আকাশে গরুড়ের মতো আমি উড়ে চলতে লাগলাম। তখন দেখলাম আমার ছায়াকে কেউ রুদ্ধ করছে। যার দ্বারা আমার গতি ব্যাহত হয়েছে, এমন কিছুই সেখানে দেখতে পেলাম না।।৩৫-৩৬।। মনে হলো, আমার

অথ মে বুদ্ধিরুৎপন্না কিন্নাম গমনে মম। ঈদৃশো বিঘ্ন উৎপন্নো রূপমত্র ন দৃশ্যতে।। ৩৭
অধোভাগে তু মে দৃষ্টিঃ শোচতঃ পতিতা তদা। তত্রাদ্রাক্ষমহং ভীমাং রাক্ষসীং সলিলেশয়াম্।। ৩৮
প্রহস্য চ মহানাদমুক্তোঽহং ভীময়া তয়া। অবস্থিতমসম্ভ্রান্তমিদং বাক্যমশোভনম্।। ৩৯
ক্বাসি গন্তা মহাকায় ক্ষুধিতায়া মমেপ্সিতঃ। ভক্ষঃ প্রীণয় মে দেহং চিরমাহারবর্জিতম্।। ৪০
বাঢমিত্যেব তাং বাণীং প্রত্যগৃহ্ণামহং ততঃ। আস্যপ্রমাণাদধিকং তস্যাঃ কায়মপূরয়ম্।। ৪১
তস্যাশ্চাস্যং মহদ্ভীমং বর্ধতে মম ভক্ষণে। ন তু মাং সা তু বুবুধে মম বা বিকৃতং কৃতম্।। ৪২
ততোঽহং বিপুলং রূপং সংক্ষিপ্য নিমিষান্তরাৎ। তস্যা হৃদয়মাদায় প্রপতামি নভঃস্থলম্।। ৪৩
সা বিসৃষ্টভুজা ভীমা পপাত লবণাম্ভসি। ময়া পর্বতসঙ্কাশা নিকৃত্তহৃদয়া সতী।। ৪৪
শৃণোমি খগতানাঞ্চ বাচঃ সৌম্যা মহাত্মনাম্। রাক্ষসী সিংহিকা ভীমা ক্ষিপ্রং হনূমতা হতা।। ৪৫
তাং হত্বা পুনরেবাহং কৃত্যমাত্যয়িকং স্মরন্। গত্বা চ মহদধ্বানং পশ্যামি নগমণ্ডিতম্।। ৪৬
দক্ষিণং তীরমুদধের্লঙ্কা যত্র গতা পুরী। অস্তং দিনকরে যাতে রক্ষসাং নিলয়ং পুরীম্।। ৪৭
প্রবিষ্টোঽহমবিজ্ঞাতো রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ। তত্র প্রবিশতশ্চাপি কল্পান্তঘনসপ্রভা।। ৪৮
অট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী নারী কাপ্যুত্থিতা পুরঃ। জিঘাংসন্তীং ততস্তান্তু জ্বলদগ্নিশিরোরুহাম্।। ৪৯
সব্যমুষ্টি প্রহারেণ পরাজিত্য সুভৈরবাম্। প্রদোষকালে প্রবিশং ভীতয়াহং তয়োদিতঃ।। ৫০
অহং লঙ্কাপুরী বীর নির্জিতা বিক্রমেণ তে। যস্মাৎ তস্মাদ্ বিজেতাসি সর্বরক্ষাংস্যশেষতঃ।। ৫১

যাবার প্রয়োজন কি? এইরকম বিঘ্ন উৎপন্ন হয়েছে। কোনো শরীরধারীকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।।৩৭।। এইভাবে যখন দুঃখ-প্রকাশ করছি তখন নীচের দিকে আমার দৃষ্টি পড়লো। দেখলাম জলের মধ্যে এক ভীষণা রাক্ষসী শুয়ে আছে।।৩৮।। আমি নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে সেই ভীষণা রাক্ষসী অট্টহাস্য করে বিরাট গর্জন করে অশোভন বাক্যে আমায় বললো—।।৩৯।। ওরে বিশালদেহিন্, কোথায় যাচ্ছো? আমি ক্ষুধার্ত। আমার আহার্যরূপে অভীষ্ট তুমি। দীর্ঘদিন আহারবর্জিত এই দেহকে ভক্ষ্যরূপে এসে তুমি প্রীত করো।।৪০।। সেই কথা শুনে আমি বললাম, বেশ। তার মুখের প্রমাণের চেয়েও বড়ো করে আমার দেহকে আমি বর্ধিত করলাম।।৪১।। তখন আমাকে খাবার জন্য তার ভীষণ মুখটি বেশ বড়ো হয়ে গেলো। সে আমায় বুঝতে পারে নি যে, আমি ইচ্ছামতো বিকৃত রূপ ধরতে পারি।।৪২।। তারপর নিমেষের মধ্যেই আমার বিশাল দেহকে সংকোচিত করে তার মুখ দিয়ে ঢুকে বুককে বিদীর্ণ করে আকাশে আমি উঠে গেলাম।।৪৩।। সেই ভীষণা রাক্ষসী বাহুবিস্তার করে লবণসমুদ্রে পড়ে গেলো। কারণ পর্বতের মতো সেই রাক্ষসীর বুক যে আমি বিদীর্ণ করে দিয়েছি।।৪৪।। আকাশচারী মহাত্মাদের প্রশংসাবাণী আমি তখন শুনতে পেলাম—ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সিংহিকাকে হনুমান দ্রুত বিনাশ করেছে।।৪৫।। তাকে হত্যার পর আমার একান্ত কর্তব্য স্মরণ করে অনেকটা দূরে গিয়ে দেখলাম পর্বতমণ্ডিত সমুদ্রতীর।।৪৬।। সেটি সমুদ্রের দক্ষিণতীর। সেখানেই রয়েছে লঙ্কাপুরী। সূর্য অস্ত যাবার পর রাক্ষসদের আবাসস্থল সেই লঙ্কাপুরীতে আমি প্রবেশ করলাম।।৪৭।। ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসদের অজান্তে প্রবেশ করলাম আমি। সেখানে আমি যখন প্রবেশ করতে যাচ্ছি তখন সামনে দেখলাম দেখতে প্রলয়কালীন মেঘের মতো এক নারী বিকট অট্টহাস্য করতে করতে আমার সামনে এসে উপস্থিত। সে জিঘাংসা-পরায়ণা। জ্বলন্ত আগুনের মতো কেশ জাল (*শিরোরুহ—চুল*)।।৪৮-৪৯।। সেই অতি ভীষণাকে আমি বামহাতের মুঠো দিয়ে প্রহার করে পরাজিত করলাম। তারপর প্রদোষকালে তথা দিবারাত্রির সন্ধিলগ্নে আমি লঙ্কায় প্রবেশ করলাম। সে তখন ভয় পেয়ে আমায় বললো—।।৫০।। হে বীর, আমিই লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমার পরাক্রমে আমি যখন পরাজিত হলাম, তখন সকল রাক্ষসকেই তুমি নিঃশেষে পরাজিত করতে পারবে।।৫১।। সেখানে সারা রাত ধরে সীতাকে আমি সন্ধান করলাম। তারপর রাবণের অন্তঃপুরে

তত্রাহং সর্বরাত্রস্তু বিচরঞ্জনকাত্মজাম্। রাবণান্তঃপুরগতো ন চাপশ্যং সুমধ্যমাম্।। ৫২
ততঃ সীতামপশ্যংস্তু রাবণস্য নিবেশনে। শোকসাগরমাসাদ্য ন পারমুপলক্ষয়ে।। ৫৩
শোচতা চ ময়া দৃষ্টং প্রাকারেণাভিসংবৃতম্। কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্।। ৫৪
সপ্রাকারমবপ্লুত্য পশ্যামি বহুপাদপম্। অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্।। ৫৫
তমারুহ্য চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্। অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাৎ পশ্যামি বরবর্ণিনীম্।। ৫৬
শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্। তদেকবাসঃ-সংবীতাং রজোধ্বস্তশিরোরুহাম্।। ৫৭
শোকসন্তাপদীনাঙ্গীং সীতাং ভর্তৃহিতে স্থিতাম্। রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্।। ৫৮
মাংসশোণিতভক্ষ্যাভির্ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা। সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জমানা মুহুর্মুহুঃ।। ৫৯
একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরায়ণা। ভূমিশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।। ৬০
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া। কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী তূর্ণমাসাদিতা ময়া।। ৬১
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং নারীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্। তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যন্নহমবস্থিতঃ।। ৬২
ততো হলাহলাশব্দং কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিতম্। শৃণোম্যধিকগম্ভীরং রাবণস্য নিবেশনে।। ৬৩
ততোঽহং পরমোদ্বিগ্নঃ স্বরূপং প্রত্যসংহরম্। অহঞ্চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ।। ৬৪
ততো রাবণদারাশ্চ রাবণশ্চ মহাবলঃ। তন্দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা।। ৬৫
তং দৃষ্ট্বাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্। সঙ্কুচ্যোরূ স্তনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।। ৬৬

গিয়েও সেই সুন্দরীকে আমি দেখতে পেলাম না।।৫২।। রাবণের ভবনে সীতাকে না দেখে এমতো শোকসাগরে আমি মগ্ন হলাম, যার পার দেখা যায় না।।৫৩।। আমি শোক করছি। এমন সময় আমি একটি উপবন গৃহ দেখতে পেলাম। সেটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সোনায় তৈরী আর অতি উচ্চ প্রাচীর।।৫৪।। সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে দেখলাম বহু গাছপালা। সেখানে অশোকবনের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল শিংশপা বা শিশুগাছ।।৫৫।। সেই শিংশপা গাছে উঠে দেখতে পেলাম সোনার বরণ একটি কদলীবন। শিংশপা গাছ হতে অদূরেই দেখলাম সুন্দরী সীতাকে *(কদলী—কলা। বরবর্ণিনী—সুন্দরী)* ।।৫৬।। কাঞ্চনবর্ণা সেই পদ্মপলাশ-লোচনার মুখটি উপবাসে শুকিয়ে গেছে। একটিমাত্র কাপড় পরে রয়েছেন। তাঁর মাথার চুলগুলি ধূলোতে সমাচ্ছন্ন *(রজ—ধূলি। হরণের সময় যে কাপড়টি তাঁর পরা ছিলো, সেটিই এখনো পরে আছেন। পতিবিরহে শোকার্তা সীতা সবরকমের ভোগ ত্যাগ করেছেন)* ।।৫৭।। শোকের সন্তাপে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ শোচনীয়। কেবলমাত্র পতির কল্যাণের জন্যই তিনি বেঁচে আছেন। বিকটদর্শন নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে।।৫৮।। মাংস এবং রক্তভোজী বাঘিনীরা যেমন হরিণীকে ঘিরে ধরে তর্জন-গর্জন করে, তেমনি রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে রেখে মুহুর্মুহুঃ তর্জন করছে। আমি দেখলাম।।৫৯।। চুলের কোনো সজ্জা তাঁর নেই। মাত্র একটি বেণী তিনি ধারণ করে আছেন। অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে পতির চিন্তায় তিনি নিমগ্না। ভূমিই এখন তাঁর শয্যা। হেমন্তের পদ্মের মতো তাঁর অঙ্গ। বিবর্ণ হয়ে গেছে *(শরতে পদ্ম ফোটে। শরতের পর হেমন্তে হিমপাত হতে থাকলে পদ্ম বিশীর্ণ হয়ে যায়)*।।৬০।। রাবণের অত্যাচারে সকল সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি মৃত্যুর জন্য সঙ্কল্প করে আছেন। মৃগশাবকের মতো সরল তাঁর চোখ। অতি কষ্টে কোনোরকমে তাঁর দেখা আমি পেলাম।।৬১।। রামপত্নী যশস্বিনী নারী সীতাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমি সেখানে শিংশপাবৃক্ষে অবস্থান করি।।৬২।। অদূরে রাবণের ভবনে তারপর কাঞ্চী এবং নূপুরের মিশ্রিত অতি গম্ভীর হলহলা শব্দ তথা কোলাহল আমি শুনতে পেলাম।।৬৩।। তাতে আমি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলাম। তখন আমার দেহটিকে সংকোচিত করে শিংশপাবৃক্ষের আড়ালে পাখীর মতো লুকিয়ে রৈলাম।।৬৪।। সেসময়েই মহাবলবান রাবণ এবং তাঁর পত্নীরা সীতা যেখানে ছিলেন সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন।।৬৫।। সেই রাক্ষসরাজকে দেখেই সুন্দরী সীতা তাঁর উরুযুগল সংকুচিত করে উন্নত স্তনযুগল বাহু দিয়ে ঢেকে নিলেন।।৬৬।। ভীষণ ভয় পেয়ে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্না হয়ে তিনি ইতস্ততঃ তাকাতে লাগলেন। রক্ষার

বিত্রস্তাং পরমোদ্বিগ্নাং বীক্ষ্যমাণামিতস্ততঃ। ত্রাণঙ্কঞ্চিদপশ্যন্তীং বেপমানাং তপস্বিনীম্।। ৬৭
তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম্। অবাক্‌শিরাঃ প্রপতিতো বহুমন্যস্ব মামিতি।। ৬৮
যদি চেত্ত্বন্তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্বিতে। দ্বিমাসানন্তরং সীতে পশ্যামি রুধিরং তব।। ৬৯
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। উবাচ পরমক্রুদ্ধা সীতা বচনমুত্তমম্।। ৭০
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্যামমিততেজসঃ। ইক্ষ্বাকুবংশনাথস্য স্নুষাং দশরথস্য চ।। ৭১
অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথন্ন পতিতা তব। কিংস্বিদ্ বীর্য! তবানার্য যো মাং ভর্তুরসন্নিধৌ।। ৭২
অপহৃত্যাগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাত্মনা। ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাস্যেঽপ্যস্য ন যুজ্যসে।। ৭৩
অজেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ। জানক্যা পরুষং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ।। ৭৪
জজ্বাল সহসা কোপাচ্চিতাস্থ ইব পাবকঃ। বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।। ৭৫
মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতস্তদা। স্ত্রীণাং মধ্যাৎ সমুৎপত্য তস্য ভার্যা দুরাত্মনঃ।। ৭৬
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ। উক্তশ্চ মধুরাং বাণীং তয়া স মদনার্দিতঃ।। ৭৭
সীতয়া তব কিঙ্কার্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম। ময়া সহ রমস্বাদ্য মদ্বিশিষ্টা ন জানকী।। ৭৮
দেবগন্ধর্বকন্যাভির্যক্ষকন্যাভিরেব চ। সার্ধং প্রভো রমস্বেতি সীতয়া কিং করিষ্যসি।। ৭৯
ততস্তাভিঃ সমেতাভির্নারীভিঃ স মহাবলঃ। উত্থাপ্য সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ।। ৮০

কোনো উপায় না দেখে অসহায়া সীতা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।।৬৭।। দশগ্রীব রাবণ অত্যন্ত দুঃখিতা সীতাকে বললো, তোমার কাছে মাথা নত করে আমি পড়ে আছি। আমাকে সম্মানিত করো।।৬৮।। ওরে গর্বিতে, দর্পবশতঃ তুমি যদি আমায় সন্তুষ্ট না করো, তাহলে সীতে, দু'মাস পরেই তোমার রক্ত আমি দেখবো *(তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলবো। ফলে রক্ত দেখা যাবে)*।।৬৯।। দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনে সীতা অত্যন্ত রেগে গিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন—।।৭০।। ওরে অধম রাক্ষস, আমি শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী। তাঁর তেজ অপরিমিত। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথের আমি পুত্রবধূ *(স্নুষা — পুত্রবধূ)*।।৭১।। অবাচ্য কথা তুমি বলছো। তোমার জিভ খসে পড়ছে না কেন? ওরে অনার্য, কি তোমার বীর্য? আমার স্বামী যখন কাছে ছিলেন না...।।৭২।। তখন তুমি আমায় অপহরণ করেছো। ওরে পাপমূর্তে, সেই মহাত্মা তাই তখন তা দেখতে পান নি। তুমি রামের সমান তো নয়ই, তাঁর দাসত্বের যোগ্যও নও *(আর্য— কর্তব্যনিষ্ঠ, সদাচারী সজ্জন। অনার্য— ছোটোলোক, কর্তব্যভ্রষ্ট। আর্য শব্দটি সংস্কৃত। সর্বত্রই এটি গুণবাচক। গোষ্ঠীবাচকভাবে এর একটিও সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে নেই)*।।৭৩।। রঘুবংশধর রাম যুদ্ধে অজেয়। সত্যবাক্। বীর। এবং রণকৌশলে প্রশংসনীয়। জনকদুহিতা সীতা রাবণকে এইরকম কঠোরবাক্য বললেন *(পতির প্রতি প্রেমের বীর্যে কল্যাণমূর্তি, কোমলস্বভাবা সীতা আজ অশঙ্কিতা। উন্নতচরিত্রের ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে বজ্রের চেয়েও কঠোরতা, আবার কুসুমের চেয়েও মৃদুতা। ভবভূতি রামচরিত্রের বর্ণনায় 'উত্তর রামচরিত' নাটকে বলেছেন, "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।/ লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি")*।।৭৪।। সীতার এই কঠোর তিরস্কার শুনে রাবণ চিতার আগুনের মতো তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠলো। তাঁর ক্রূর চোখ দু'টি ঘুরতে লাগলো। ডান হাত মুঠো করে তুলে ধরলো সে।।৭৫।। ঐভাবে সীতাকে হত্যা করতে রাবণ এগিয়ে এলো। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সব হাহাকার করছেন। তখন রমণীদের মধ্য হতে দুরাত্মা রাবণের ভার্যা উঠে এলো।।৭৬।। সেই সুন্দরীর নাম মন্দোদরী। সে কামার্ত রাবণকে বাধা দিয়ে মধুরভাষায় বললো—।।৭৭।। মহেন্দ্রের মতোই আপনার বিক্রম। সীতাকে দিয়ে আপনার কি কাজ? আমার সঙ্গেই আপনি আনন্দে বিহার করুন। সীতা আমার চেয়ে সুন্দরী নয়।।৭৮।। প্রভো, দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা এবং যক্ষকন্যাদের সঙ্গে আপনি রমণ করুন। সীতাকে দিয়ে কি করবেন?।।৭৯।। সেই নারীরা সবাই মিলে তখন মহাবলশালী রাক্ষস রাবণকে উঠিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের গৃহে নিয়ে গেলো।।৮০।। রাবণ চলে

যাতে তস্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ। সীতাং নির্ভর্ৎসয়ামাসুর্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সুদারুণৈঃ।। ৮১
তৃণবদ্ভাষিতং তাসাং গণয়ামাস জানকী। গর্জিতঞ্চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপ্য নিরর্থকম্।। ৮২
বৃথা গর্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যঃ পিশিতাশনাঃ। রাবণায় শশংসুস্তাঃ সীতাব্যবসিতং মহৎ।। ৮৩
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা বিহতাশা নিরুদ্যমাঃ। পরিক্লিশ্য সমস্তাস্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ।। ৮৪
তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্তৃহিতে রতা। বিলপ্য করুণং দীনা প্রশুশোচ সুদুঃখিতা।। ৮৫
তাসাং মধ্যাৎ সমুত্থায় ত্রিজটা বাক্যমব্রবীৎ। আত্মানং খাদত ক্ষিপ্রং ন সীতামসিতেক্ষণাম্।। ৮৬
জনকস্যাত্মজাং সাধ্বীং স্নুষাং দশরথস্য চ। স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।। ৮৭
রক্ষসাঞ্চ বিনাশায় ভর্তুরস্যা জয়ায় চ। অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্ রাক্ষসীগণম্।। ৮৮
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে। যদি হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে।। ৮৯
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্মুক্তা সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্। প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা।। ৯০
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ। ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুর্বিজয়হর্ষিতা।। ৯১
অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ। তাঞ্চাহং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সীতায়া দারুণাং দশাম্।। ৯২
চিন্তয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃতং মনঃ। সম্ভাষণার্থে চ ময়া জানক্যাশ্চিন্তিতো বিধিঃ।। ৯৩
ইক্ষ্বাকুকুলবংশস্তু স্তুতো মম পুরস্কৃতঃ। শ্রুত্বা তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্।। ৯৪
প্রত্যভাষত মাং দেবী বাষ্পৈঃ পিহিতলোচনা। কস্ত্বং কেন কথং চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব।। ৯৫
কা চ রামেণ তে প্রীতিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অহমপ্যব্রুবং বচঃ।। ৯৬
দেবি! রামস্য ভর্তুস্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ। সুগ্রীবো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।। ৯৭

গেলে বিকৃতমুখী রাক্ষসীরা নিদারুণ নিষ্ঠুরবাক্যে সীতাকে তিরস্কার করতে লাগলো।।৮১।। সীতা তাদের দুর্বাক্যকে তৃণের মতো তুচ্ছ মনে করলেন। সীতার প্রতি তাদের গর্জনও নিরর্থক হয়ে গেলো।।৮২।। রাক্ষসীরা কাঁচামাংস খেয়ে থাকে। তাদের চেষ্টা এবং গর্জন বিফলে গেলো। তারা তখন সীতার অনড় সঙ্কল্পের কথা রাবণকে গিয়ে জানালো।।৮৩।। অতঃপর তারা সবাই মিলে হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে শ্রান্তিতে নিদ্রার বশীভূত হলো।।৮৪।। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পতির কল্যাণ চিন্তায় নিরতা সীতা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দীনভাবে করুণ বিলাপ করতে করতে শোক করতে লাগলেন।।৮৫।। ঘুমিয়ে-পড়া রাক্ষসীদের মধ্য হতে ত্রিজটা হঠাৎ উঠে বললো, তোমরা নিজেদের মাংস নিজেরাই খাবে। কৃষ্ণনয়না সীতাকে কখনো খেতে পারবে না।।৮৬।। ইনি জনকের কন্যা। দশরথের পুত্রবধূ। তদুপরি সতী নারী। আজ আমি একটা দারুণ রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখেছি।।৮৭।। তাতে মনে হলো রাক্ষসদের বিনাশ হবে। এবং এঁর স্বামীর জয়লাভ হবে। রামচন্দ্রের রোষ হতে রাক্ষসীদের ইনিই বাঁচাতে পারেন (অলস-সমর্থ) ।।৮৮।। তাই, বৈদেহীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই আমার ভালো মনে হচ্ছে। দুঃখিতার সম্বন্ধে এই ধরণের স্বপ্ন দেখলে বিবিধ দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে উত্তম সুখ লাভ করা যায়। প্রণাম করলেই জনকরাজকন্যা মৈথিলী সীতা প্রসন্না হবেন।।৮৯-৯০।। ইনি রাক্ষসীদের মহা ভয় হতে রক্ষা করতে সমর্থ। এই সব শুনে লজ্জাশীলা বালিকা সীতা পতির ভবিষ্যতে বিজয়ের সম্ভাবনায় আনন্দিতা হলেন।।৯১।। তিনি বললেন, যদি ত্রিজটার এই বাক্য সত্য হয়, তাহলে তোমাদের আমি আশ্রয় দেবো। সীতার ঐ নিদারুণ অবস্থা আমি দেখলাম।।৯২।। স্থিরচিত্তে চিন্তা করলাম। কিন্তু আমার মন শান্ত হলো না। সীতার সঙ্গে সম্ভাষণের উপায় আমি চিন্তা করতে লাগলাম।।৯৩।। তাঁর সামনে ইক্ষ্বাকুবংশের স্তুতি করতে শুরু করলাম। রাজর্ষিগণের গুণসমন্বিতা আমার স্তুতি তিনি শুনলেন।।৯৪।। তখন দেবী সীতা জল-ভরা চোখে আমায় উত্তর দিলেন। বললেন, হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? কে কেনই বা তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন?।।৯৫।। রামের সঙ্গে কিভাবে তোমার প্রীতি হলো, তা আমায় তুমি বলো। তাঁর ঐকথা শুনে আমিও বললাম—।।৯৬।। দেবি, আপনার পতির সহায় হয়েছেন সুগ্রীব নামক বানরাধিপতি। তিনি ভীষণ পরাক্রমশালী। মহাবলবান। ও বীর।।৯৭।। আপনি জেনে রাখুন, আমি তাঁরই ভৃত্য হনুমান। এখানে এসেছি। অক্লিষ্টকর্মা প্রভু

তস্য মাং বিদ্ধি ভৃত্যস্ত্বং হনূমন্তমিহাগতম্। ভর্ত্রা সম্প্রহিতস্তুভ্যং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।। ৯৮
ইদন্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্। অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানমপাৎ তুভ্যং যশস্বিনি।।। ৯৯
তদিচ্ছামি ত্বয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিঙ্করবাণ্যহম্। রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পার্শ্বং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্।। ১০০
এতচ্ছ্রুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী। আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি।। ১০১
প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্যামনিন্দিতাম্। রাঘবস্য মনোহ্লাদমভিজ্ঞানমযাচিষম্।। ১০২
অথ মামব্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ। মণির্যেন মহাবাহু রামস্ত্বাং বহু মন্যতে।। ১০৩
ইত্যুক্ত্বা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্। প্রাযচ্ছৎ পরমোদ্বিগ্না বাচা মাং সন্দিদেশ হ।। ১০৪
ততস্তস্যৈ প্রণম্যাহং রাজপুত্র্যৈ সমাহিতঃ। প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাভ্যুদ্‌গতমানসঃ।। ১০৫
উত্তরং পুনরেবাহ নিশ্চিত্য মনসা তদা। হনূমন্ মম বৃত্তান্তং বক্তুমর্হসি রাঘবে।। ১০৬
যথা শ্রুত্বৈব নচিরাত্তাবুভৌ রাম-লক্ষণৌ। সুগ্রীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াতাং তথা কুরু।। ১০৭
যদন্যথা ভবেদেতদ্ দ্বৌ মাসৌ জীবিতং মম। ন মাং দ্রক্ষ্যতি কাকুৎস্থো ম্রিয়ে সাহমনাথবৎ।। ১০৮
তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্তত। উত্তরঞ্চ ময়া দৃষ্টং কার্যশেষমনন্তরম্।। ১০৯
ততোঽবর্ধত মে কায়স্তদা পর্বতসন্নিভঃ। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে।। ১১০
তদ্ভগ্নং বনখণ্ডন্তু ভ্রান্ত-ত্রস্ত-মৃগদ্বিজম্। প্রতিবুদ্ধ্য নিরীক্ষন্তে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।। ১১১
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ। তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্রং রাবণায়াচচক্ষিরে।। ১১২
রাজন্! বনমিদং দুর্গং তব ভগ্নং দুরাত্মনা। বানরেণ হ্যবিজ্ঞায় তব বীর্যং মহাবল।। ১১৩
তস্য দুর্বুদ্ধিতা রাজংস্তব বিপ্রিয়কারিণঃ। বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং যথাসৌ ন পুনর্ব্রজেৎ।। ১১৪

রামের দ্বারা আমি আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছি।।৯৮।। হে যশস্বিনি, স্মারকচিহ্নরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ দশরথপুত্র শ্রীমান রাম এই আংটিটি আপনাকে দিয়েছেন।।৯৯।। আপনার আদেশ আমি প্রার্থনা করছি। কি করবো বলুন। সাগরের উত্তরতীরে রাম-লক্ষ্মণের পাশে আপনাকে নিয়ে যাবো কি?।।১০০।। এই কথা শুনে এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করে জনকনন্দিনী সীতা বললেন, রাবণকে উন্মূলিত করে রাম আমায় নিয়ে যান।।১০১।। অনিন্দিতা মাননীয়া দেবীকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করে রামের মনে আনন্দের জন্য তাঁর একটি স্মারকচিহ্ন আমি প্রার্থনা করলাম।। ১০২।। তখন সীতা আমায় বললেন, এই উত্তম মণিটি তুমি গ্রহণ করো যাতে মহাবীর রাম তোমায় খুব সমাদর করবেন।।১০৩।। এই বলে সুন্দরী দেবী সীতা উত্তম মণিটি আমায় দিলেন। অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে বাক্যের দ্বারা আমায় আদেশ দিলেন।।১০৪।। তারপর প্রশান্তচিত্তে রাজপুত্রী সীতাদেবীকে আমি প্রণাম করলাম। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে প্রদক্ষিণ করলাম।।১০৫।। মনে দৃঢ়সংকল্প করে তিনি আমায় আবার উত্তরে বললেন, হনুমন্, রামচন্দ্রের কাছে আমার সব ঘটনা বলবে। এমনভাবে বলবে,...।।১০৬।। যাতে বীর রাম এবং লক্ষ্মণ এই দু'জনেই সুগ্রীবের সঙ্গে এখানে চলে আসেন।।১০৭।। দুইমাস আমার জীবন। যদি এর মধ্যে রাম না আসেন তাহলে আমি অনাথার মতোই মরে যাবো *(রাবণের দেওয়া এইসময়। এর মধ্যে সীতা তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন বলে পূর্বে জানিয়ে গেছেন)* ।।১০৮।। জানকীর এই করুণবাক্য শুনে আমার ক্রোধ হলো। সেই ক্রোধ পরবর্তী কার্যে আমায় প্রণোদিত করলো। আমি ঠিক করলাম কি করতে হবে।।১০৯।। আমার শরীর তখন পর্বতের মতো পরিবর্ধিত হলো। যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা হলো আমার। তখন রাবণের বন ভাঙতে আরম্ভ করলাম।।১১০।। বনে ভাঙচুর হলো। পশুপাখীরা ভয়ে পালাতে লাগলো। বিকট-বদনা রাক্ষসীরা জেগে এই সব দেখলো।।১১১।। সেই বনে আমাকে দেখে তারা সব তাড়াতাড়ি গিয়ে রাবণকে নালিশ জানালো।।১১২।। মহাবীর, রাজন্, দুরাত্মা বানর আপনার শক্তি কতো জানে না। তাই সে এই দুর্গম বন তছনছ করেছে।।১১৩।। রাজন্, আর কী দুর্বুদ্ধি! সে আপনার অপ্রিয়কার্য সম্পাদন করেছে। আর যেন সে আসতে না পারে, তারজন্য তার হত্যার আদেশ দিন।।১১৪।। তা শুনে রাক্ষসরাজ

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদুর্জয়াঃ। রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোঽনুগাঃ।। ১১৫
তেষামশীতিসাহস্রং শূল-মুদ্গরপাণিনাম্। ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিঘেণ নিষূদিতম্।। ১১৬
তেষাস্তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ। নিহতঞ্চ ময়া সৈন্যং রাবণায়াচচক্ষিরে।। ১১৭
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্। তত্রস্থান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতংস্তম্ভেন বৈ পুনঃ।। ১১৮
ললামভূতো লঙ্কায়া ময়াবিধ্বংসিতো রুষা। ততঃ প্রহস্তস্য সুতং জম্বুমালিনমাদিশৎ।। ১১৯
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সার্ধং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ। তমহং বলসম্পন্নং রাক্ষসং রণকোবিদম্।। ১২০
পরিঘেণাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্। তুচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্তু মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্।। ১২১
পদাতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ। পরিঘেণৈব তান্ সর্বান্ নয়ামি যমসাদনম্।। ১২২
মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্। পঞ্চ সেনাগ্রগাঞ্ছূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।। ১২৩
তানহং সহসৈন্যান্ বৈ সর্বানেবাভ্যসূদয়ম্। ততঃ পুনর্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্।। ১২৪
বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্ধং প্রেষয়ামাস সংযুগে। তন্তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্।। ১২৫
সহসা খং সমুদ্যন্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্। তমাসীনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যপেষয়ম্।। ১২৬
তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ। ততশ্চেন্দ্রজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্।। ১২৭
ব্যাদিদেশ সুসংক্রুদ্ধো বলিনং যুদ্ধদুর্মদম্। তচ্চাপ্যহং বলং সর্বং তঞ্চ রাক্ষসপুঙ্গবম্।। ১২৮
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ। মহতাপি মহাবাহুঃ প্রত্যয়েন মহাবলঃ।। ১২৯
প্রহিতো রাবণেনৈষ সহ বীরৈর্মদোদ্ধতৈঃ। সোঽবিষহ্যং হি মাং বুধ্বা স্বসৈন্যঞ্চাবমর্দিতম্।। ১৩০

রাবণ তাঁর মনের অনুগত কিঙ্কর-নামক রাক্ষসদেরকে পাঠালো। তারা ছিলো যুদ্ধে দুর্জয়।। ১১৫।। শূল এবং মুগুর হাতে নিয়ে তারা এলো। তাদের আশী হাজার রাক্ষসকে সেই বনস্থলীতে আমি পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা ঘায়েল করে হত্যা করেছি।।১১৬।। তাদের মধ্যে অবশিষ্ট যারা হীনবীর্য ছিলো, তারা পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সংবাদ দিলো যে, আমি সৈন্যদের হত্যা করেছি।।১১৭।। তখন আমার মনে ইচ্ছা হলো চৈত্য এবং প্রাসাদগুলিকে ধ্বংস করি। সেখানে স্তম্ভের আঘাতে এক'শ রাক্ষসকে আমি আবার ধ্বংস করলাম।।১১৮।। লঙ্কার অলঙ্কারস্বরূপ যে প্রাসাদগুলি ছিলো, সেগুলি আমি রেগে গিয়ে ধ্বংস করলাম। তারপর, প্রহস্তের পুত্র জম্বুমালীকে রাবণ আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আদেশ দিলো।।১১৯।। বিকটরূপধারী ভয়ঙ্কর বহু রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে এলো। যুদ্ধনিপুণ বলবান সেই রাক্ষসকে—।।১২০।। অত্যন্ত ভীষণ পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা আমি তার সহগামীসহ ধ্বংস করলাম। তা শুনে রাক্ষসরাজ আবার মহাবলশালী মন্ত্রিপুত্রদেরকে পাঠালো।।১২১।। রাবণ তাদের সঙ্গে পদাতিক সৈনিকদেরকেও পাঠালো। তখনো আমি পরিঘের দ্বারা তাদের সবাইকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।।১২২।। যুদ্ধে অল্পবিক্রম মন্ত্রিপুত্রেরা নিহত হয়েছে শুনে রাবণ পাঁচজন বীর সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিলো।।১২৩।। সসৈন্যে তাদের সবাইকে আমি ধ্বংস করলাম। এবার দশগ্রীব রাবণ মহাবলশালী পুত্র অক্ষকে পাঠালেন।।১২৪।। যুদ্ধে অনেক রাক্ষসকে তার সঙ্গে দিলো। কুমার অক্ষ ছিলো মন্দোদরীর পুত্র। এবং যুদ্ধবিশারদ।।১২৫।। সে যখন আকাশে উঠছিলো তৎক্ষণাৎ তার পা দু'টি জাপটে ধরে একশ'বার তাকে ঘুরিয়ে নীচে ফেলে পিষে মেরে ফেললাম।।১২৬।। অক্ষ ধ্বংস হয়ে গেছে শুনে রাবণ তখন দ্বিতীয় পুত্র ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে নিয়োগ করলো।।১২৭।। ভীষণ রেগে যুদ্ধদুর্মদ বলবান এই পুত্রকে সে বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলো। আমিও তখন তার সকল সৈন্যকে এবং বীর রাক্ষস ইন্দ্রজিতকে পরাজিত করলাম।।১২৮।। যুদ্ধে তাদের তেজোরাশি বিনষ্ট করে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। মহাবীর এবং মহাবলশালী ইন্দ্রজিতকে বিরাট বিশ্বাস নিয়ে রাবণ পাঠিয়েছিলো।।১২৯।। বীর মদোদ্ধত রাবণ তাকে পাঠিয়েছিলো অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু সে দেখলো আমার অসহ্য পরাক্রম। এবং নিজের সৈন্যের পরাজয়।।১৩০।। তখন সে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আমাকে বেঁধে ফেললো। অন্য রাক্ষসেরাও আমাকে তখন দড়ি দিয়ে বেঁধে

ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধা চাতিবেগিনঃ। রজ্জুভিশ্চাপি বধ্নন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ।। ১৩১
রাবণস্য সমীপঞ্চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্। দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাত্মনা। ১৩২
পৃষ্টশ্চ লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাঞ্চ তং বধম্। তৎসর্বঞ্চ রণে তত্র সীতার্থমুপজল্পিতম্।। ১৩৩
তস্যাস্তু দর্শনাকাঙ্‌ক্ষী প্রাপ্তস্ত্বদ্ভবনং বিভো। মারুতস্যৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্।। ১৩৪
রামদূতঞ্চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্। সোঽহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।। ১৩৫
শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে। রাক্ষসেশ! হরীশস্ত্বাং বাক্যমাহ সমাহিতম্।। ১৩৬
সুগ্রীবশ্চ মহাভাগঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ। ধর্মার্থকামসহিতং হিতং পথ্যমুবাচ হ।। ১৩৭
বসত ঋষ্যমূকে মে পর্বতে বিপুলদ্রুমে। রাঘবো রণবিক্রান্তো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ।। ১৩৮
তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্যা মে রক্ষসা হৃতা। তত্র সাহায্যহেতোর্মে সময়ং কর্তুমর্হসি।। ১৩৯
বালিনা হৃতরাজ্যেন সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ। চক্রেঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ১৪০
তেন বালিনমাহত্য শরেণৈকেন সংযুগে। বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সম্প্লবতাং প্রভুঃ।। ১৪১
তস্য সাহায্যমস্মাভিঃ কার্যং সর্বাত্মনা ত্বিহ। তেন প্রস্থাপিতস্তুভ্যং সমীপমিহ ধর্মতঃ।। ১৪২
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ। যাবন্ন হরয়ো বীরা বিধমন্তি বলন্তব।। ১৪৩
বানরাণাং প্রভাবোঽয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা। দেবতানাং সকাশঞ্চ যে গচ্ছন্তি নিমন্ত্রিতাঃ।। ১৪৪
ইতি বানররাজস্ত্বামাহেত্যভিহিতো ময়া। মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব।। ১৪৫
তেন বধ্যোঽহমাজ্ঞপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা। মৎ প্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাত্মনা।। ১৪৬
ততো বিভীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ। তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতো মম কারণাৎ।। ১৪৭

ফেললো।।১৩১।। আমাকে নিয়ে তারা রাবণের কাছে চলে গেলো। দুরাত্মা রাবণ তখন সম্ভাষণবাক্য বললো আমাকে দেখে।।১৩২।। সে জিজ্ঞেস করলো, আমার লঙ্কায় আগমনের কারণ কি? রাক্ষসদেরই বা বধ করেছি কেন? আমি বললাম, যুদ্ধে যা করেছি, সবই সীতার জন্য।।১৩৩।। হে শক্তিমন্, তাঁরই দর্শনের আকাঙ্‌ক্ষায় আপনার ভবনে আমি এসেছি। পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র আমি। বানর হনুমান।।১৩৪।। জেনে রাখুন, আমি রামের দূত। সুগ্রীবের মন্ত্রী এক বানর। রামের দূতরূপে আমি আপনার কাছে এসেছি।।১৩৫।। তিনি যা আদেশ দিয়েছেন, শুনুন। আমি আপনাকে ভালোভাবে বলছি। হে রাক্ষসরাজ, বানরাধিপতি সুগ্রীব আপনাকে প্রশান্তভাবে বাক্যে বলেছেন।।১৩৬।। মহাভাগ সুগ্রীব আপনাকে কুশল জানিয়েছেন। তিনি ধর্ম, অর্থ এবং কামযুক্ত হিতকর এই কথা বলেছেন, যাতে ভালো হবে।।১৩৭।। বিশাল বিশাল তরুতে পূর্ণ ঋষ্যমূক -পর্বতে আমি বাস করছিলাম। যুদ্ধে পরাক্রমী রঘুবংশধর রাম আমার কাছে এলেন বন্ধুত্বের জন্য।।১৩৮।। তিনি আমায় বললেন, রাজন্, রাক্ষস আমার ভার্যাকে হরণ করেছে। তার উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।।১৩৯।। সুগ্রীবও বাক্য হারিয়েছিলেন। তার সঙ্গে প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মৈত্রীবন্ধন করলেন।।১৪০।। তিনি যুদ্ধে একটি বাণের দ্বারা বালিকে বধ করে সেই সুগ্রীবকে লাফিয়ে-চলা বানরদের প্রভু এবং মহারাজ করে দেন (*সমপ্লবতাং —সম্যগরূপে যারা লাফিয়ে চলে তাদের*) ।।১৪১।। তাঁকে তথা রামকে আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য এখন করতেই হবে। তাই তিনি ধর্মানুসারে আপনার কাছে আমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন।।১৪২।। বীর বানরেরা আপনার শক্তিকে বিপর্যস্ত করার পূর্বেই সত্বর সীতাকে নিয়ে এসে রামকে দিয়ে দিন।।১৪৩।। আগে যাঁরা দেবগণের কাছে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন, তাঁদের কেইই বা বানরদের প্রভাব না জানেন?।।১৪৪।। আমি বললাম, বানররাজ আপনাকে এই কথা বলেছেন। তখন রোষ-কষায়িত লোচনে আমায় যেন দগ্ধ করতে করতে সে আমার দিকে তাকালো।।১৪৫।। নিষ্ঠুরকর্মা সেই রাক্ষস রাবণ তখন আমাকে হত্যা করার জন্য আদেশ দিলো। আমার প্রভাব সে জানতো না।।১৪৬।। তখন রাক্ষসরাজের ভাই মহামতি বিভীষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের কাছে প্রার্থনা করলো।।১৪৭।। হে রাক্ষস-ব্যাঘ্র, এই কাজ করবেন না। এই সংকল্প আপনি ত্যাগ করুন। রাজশাস্ত্র বিরুদ্ধপথে আপনি

নৈবং রাক্ষসশার্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ। রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংলক্ষ্যতে ত্বয়া।। ১৪৮
দূতবধ্যা ন দৃষ্টা হি রাজশাস্ত্রেষু রাক্ষস। দূতেন বেদিতব্যঞ্চ যথাভিহিতবাদিনা।। ১৪৯
সুমহত্যপরাধেঽপি দূতস্যাতুলবিক্রম। বিরূপকরণং দৃষ্টং ন বধোঽস্তি হি শাস্ত্রতঃ।। ১৫০
বিভীষণেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্। রাক্ষসানেতদেবাদ্য লাঙ্গূলং দহ্যতামিতি।। ১৫১
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ। বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পট্টৈঃ কার্পাসকৈস্তথা।। ১৫২
রাক্ষসাঃ সিদ্ধসন্নাহাস্ততস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ। তদাদীপ্যন্ত মে পুচ্ছং হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ।। ১৫৩
বদ্ধস্য বহুভিঃ পাশৈর্যন্ত্রিতস্য চ রাক্ষসৈঃ। ন মে পীডাঽভবৎ কাচিদ্ দিদৃক্ষোর্নগরীং দিবা।। ১৫৪
ততস্তে রাক্ষসাঃ শূরা বদ্ধং মামগ্নিসংবৃতম্। অঘোষয়ন্ রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ।। ১৫৫
ততোঽহং সুমহদ্রূপং সংক্ষিপ্য পুনরাত্মনঃ। বিমোচয়িত্বা তং বন্ধং প্রকৃতিস্থঃ স্থিতঃ পুনঃ।। ১৫৬
আয়সং পরিঘং গৃহ্য তানি রক্ষাংস্যসূদয়ম্। ততস্তন্নগরদ্বারং বেগেন প্লুতবানহম্।। ১৫৭
পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন তাং পুরীং সাট্টগোপুরাম্। দহাম্যহমসম্ভ্রান্তো যুগান্তাগ্নিরিব প্রজাঃ।। ১৫৮
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে। লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভস্মীকৃতা পুরী।। ১৫৯
দহতা চ ময়া লঙ্কাং দগ্ধা সীতা ন সংশয়ঃ। রামস্য চ মহৎকার্যং ময়েদং বিফলীকৃতম্।। ১৬০
ইতি শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তামহমুপাগতঃ। ততোঽহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্।। ১৬১
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োদন্তভাষিণাম্। ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না শ্রুত্বা তামদ্ভুতাং গিরম্।। ১৬২
অদগ্ধা জানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্। দীপ্যমানে তু লাঙ্গূলে ন মাং দহতি পাবকঃ।। ১৬৩
হৃদয়ঞ্চ প্রহৃষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ। তৈর্নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।। ১৬৪

চলেছেন।।১৪৮।। হে রাক্ষস, দূতকে বধ করার কথা রাজশাস্ত্রে দেখা যায় না। তাঁদের যা বলা হয়, দূতেরা তাই এসে বলেন।।১৪৯।। হে অতুলনীয় বিক্রম, অত্যন্ত অপরাধেও দূতকে বিকলাঙ্গ করার বিধান আছে। শাস্ত্রে তার বধের ব্যবস্থা নেই।।১৫০।। বিভীষণের এই কথায় রাবণ রাক্ষসদের আদেশ দিলো, এর লাঙ্গূলকে আজ দগ্ধ করো।।১৫১।। তখন তার কথা শুনে তারা শণের আঁশ আর কার্পাস কাপড়ের দ্বারা আমার পুচ্ছটিকে সবদিক থেকে জড়িয়ে নিলো।।১৫২।। অনন্তর তারা কাষ্ঠ মুষ্টি দ্বারা প্রহারে আমাকে পীড়িত করে পুচ্ছদেশ প্রজ্বলিত করলো।।১৫৩।। রাক্ষসেরা বর্ম পরে বহুরকমের পাশে আমায় বেঁধেছিলো, তবুও দিনমানে নগরীকে দেখতে পাবো বলে আমার কোনো পীড়া হয় নি *(হনুমান যখন নিজে এসে পূর্বে লঙ্কাকে দেখেছিলেন তখন তো রাত ছিলো)* ।।১৫৪।। তারপর বীর রাক্ষসেরা বদ্ধ এবং অগ্নিসংযুক্ত আমাকে রাজপথে নগরের দ্বারদেশে এনে আমার কথা ঘোষণা করতে লাগলো।।১৫৫।। আমি তখন আমার বিরাটরূপটি আবার সংকোচিত করে ফেললাম। সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম।।১৫৬।। লোহার মুগুর নিয়ে সেই রাক্ষসদেরকে আমি বিনাশ করলাম। অতঃপর সেই নগরের দ্বারে লাফিয়ে চলে এলাম।।১৫৭।। প্রলয়কালীন অগ্নি যেমন জনগণকে পুড়িয়ে ফেলে, তেমনি আমিও জ্বলন্ত সেই ল্যাজের দ্বারা নির্ভয়ে অট্টালিকা এবং বিশাল দেউড়িসহ সেই পুরীকে দিলাম পুড়িয়ে।।১৫৮।। পুড়ে যায় নি এমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লঙ্কাপুরীর সকল স্থানই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো। তাই, জানকীও পুড়ে গেছেন, স্পষ্ট এটা বোঝা গেলো।।১৫৯।। আমি লঙ্কা দগ্ধ করতে যাওয়ায় সীতাও নিশ্চয়ই দগ্ধ হয়ে গেছেন। রামের মহদ্ কার্যকে আমি এইভাবে বিফল করে দিলাম।।১৬০।। এইভাবে শোকে আবিষ্ট হয়ে আমি চিন্তান্বিত হলাম। তখন আমি চারণদের কণ্ঠে মঙ্গলময়-বাক্যে বিন্যস্ত গান শুনতে পেলাম।।১৬১।। বিস্ময়াবহ কথা শুনলাম, সীতা দগ্ধ হন নি। সেই অদভুত কথা শুনে আমার আশ্চর্য বোধ হলো।।১৬২।। জানকী যে পুড়ে যান নি এমতো সব শুভ নিমিত্তেও তা বোঝা গেলো। আমার লাঙ্গূলে আগুন লাগানো হলেও আমাকে আগুন দগ্ধ করতে পারে নি।।১৬৩।। সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হয়ে আমার হৃদয়কে আনন্দিত করলো। সেইসব শুভ নিমিত্ত দেখলাম। দেখলাম তার ফলও। নানাগুণযুক্ত অপরাপর অনেক কারণও আমার গোচরে এলো।।১৬৪।। ঋষিদের বাক্যের অর্থানুসারে কার্য দেখে আমার মন আনন্দিত হলো।

ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টাৰ্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ। পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিসৃষ্টশ্চ তয়া পুনঃ।। ১৬৫
ততঃ পর্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ। প্রতিপ্লবনমারেভে যুষ্মদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া।। ১৬৬
ততঃ শ্বসনচন্দ্রার্কসিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্। পন্থানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহি।। ১৬৭
রাঘবস্য প্রসাদেন ভবতাঞ্চৈব তেজসা। সুগ্রীবস্য চ কার্যার্থং ময়া সর্বমনুষ্ঠিতম্।। ১৬৮
এতৎ সর্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্। তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি।। ১৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

আবার সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদায় নিলাম।।১৬৫।। এবার অরিষ্ট নামক পর্বতে আরোহণ করে আপনাদের দর্শনের ইচ্ছায় আমি আবার লাফিয়ে চলে আসতে লাগলাম।।১৬৬।। ক্রমে ক্রমে চন্দ্র, সূর্য, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব-অধ্যুষিত পথ অবলম্বন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্রমে এইখানে আপনাদের দেখতে পেলাম।।১৬৭।। রামের প্রসাদে এবং আপনাদের তেজে সুগ্রীবের আদিষ্ট সব কাজই আমি সম্পন্ন করেছি।।১৬৮।। এই সব কাজ আমি সেখানে সম্পাদন করেছি। আমি যা শেষ করতে পারি নি সেইসব এবার আপনারা করুন।।১৬৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বানরগণসমীপে হনূমতা সীতায়া দুরবস্থাবর্ণনপূর্বকং তেভ্যো লঙ্কাক্রমণে উৎসাহদানম্

এতদাখ্যায় তৎ সর্বং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বক্তুমুত্তরম্।। ১
সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্রীবস্য চ সম্ভ্রমঃ। শীলমাসাদ্য সীতায়া মম চ প্রীণিতং মনঃ।। ২
আর্যায়াঃ সদৃশং শীলং সীতায়াঃ প্লবগর্ষভাঃ। তপসা ধারয়েল্লোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দহেদপি।। ৩
সর্বথাতিপ্রকৃষ্টোঽসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্।। ৪
ন তদগ্নিশিখা কুর্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী। জনকস্য সুতা কুর্যাদ্ যৎ ক্রোধকলুষীকৃতা।। ৫
জাম্ববৎ প্রমুখান্ সর্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্। অস্মিন্নেবঙ্গতে কার্যে ভবতাঞ্চ নিবেদিতে।
ন্যায্যং স্ম সহ বৈদেহ্যা দ্রষ্টুং তৌ পার্থিবাত্মজৌ।। ৬
অহমেকোঽপি পর্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্। তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্।। ৭

ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

বানরদের কাছে হনুমানের দ্বারা সীতার দুরবস্থার বর্ণনা। লঙ্কা আক্রমণে তাদেরকে উৎসাহদান।

এই সব বর্ণনা করে পবনপুত্র হনুমান আবার শেষে কথা বলতে উপক্রম করলেন।।১।। রামের উদ্যোগ সফল হয়েছে। সার্থক হয়েছে সুগ্রীবের উৎসাহ। সীতাদেবীর চরিত্রের পবিত্রতা দেখে আমার মনও প্রীত হয়েছে।।২।। হে বানরবীরবৃন্দ, আর্যা অরুন্ধতীর মতোই সীতার চরিত্র। তপস্যার দ্বারা জগতকে তিনি ধারণ করতে পারেন। ক্রুদ্ধ হলে পারেন দগ্ধও করে দিতে।।৩।। রাক্ষসরাজ রাবণও অতি প্রকৃষ্ট চরিত্র। সীতার দেহ তিনি স্পর্শ করলেও তাঁর তপস্যার ফলেই তিনি বিনষ্ট হন নি।।৪।। ক্রোধে চিত্ত উত্তেজিত হলে জনকসুতা সতী সীতা যা করতে পারেন আগুনের শিখাও তা করতে পারে না হাতে স্পৃষ্ট হলে।।৫।। জাম্ববান-প্রমুখ সকল মহাবানরের অনুজ্ঞা নিয়ে যা যা এইরকম কাজ সংঘটিত হয়েছিলো, আপনাদের কাছে এখন তা নিবেদন করলাম। এখন সীতাকে নিয়ে সেই রাজকুমার দু'জন রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদের দর্শন করা উচিত।।৬।। সত্বর রাক্ষসগণসহ লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস এবং মহাবলশালী রাবণকে হত্যা করতে আমি একাই যথেষ্ট।।৭।। আপনারা বীর।

কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ। কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ।। ৮
অহন্তু রাবণং যুদ্ধে সসৈন্যং সপুরঃসরম্। সহপুত্রং বধিষ্যামি সহোদরযুতং যুধি।
ব্রাহ্মমস্ত্রঞ্চ রৌদ্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণস্তথা।। ৯
যদি শক্রজিতোঽস্ত্রাণি দুর্নিরীক্ষ্যাণি সংযুগে। তান্যহং নিহনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্।। ১০
ভবতামভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি তম্। মদ্‌বাহুবলসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা।। ১১
দেবানপি রণে হন্যাৎ কিম্পুনস্তান্ নিশাচরান্। ভবতামননুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি মাম্।। ১২
সাগরোঽপ্যতিয়াদ্ বেলাং মন্দরঃ প্রচলেদপি। ন জাম্ববন্তং সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী।। ১৩
সর্বরাক্ষসসঙ্ঘানাং রাক্ষসা যে চ পূর্বজঃ। অলমেকোঽপি নাশায় বীরো বালিসুতঃ কপিঃ।। ১৪
প্লবগস্যোরুবেগেন নীলস্য চ মহাত্মনঃ। মন্দরোঽপ্যবশীর্যেত কিং পুনর্যুধি রাক্ষসাঃ।। ১৫
সদেবাসুরযক্ষেষু গন্ধর্বোরগ-পক্ষিষু। মৈন্দস্য প্রতিযোদ্ধারং শংসত দ্বিবিদস্য বা।। ১৬
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্লবগসত্তমৌ। এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে।। ১৭
পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ। অমৃতপ্রাশিতাবেতৌ সর্ববানরসত্তমৌ। ১৮
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্বলোকপিতামহঃ। সর্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা।। ১৯
বরোৎসেকেন মুক্তৌ চ প্রমথ্য মহতীঞ্চমূম্। সুরাণামমৃতং ধীরৌ পীতবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ।। ২০
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্। লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।। ২১
ময়ৈব নিহতা লঙ্কা দগ্ধা ভস্মীকৃতা পুরী। রাজমার্গেষু সর্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া।। ২২

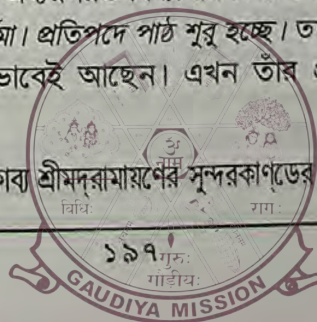
বলবান এবং কার্যকুশল বানর। অস্ত্রনিপুণ এবং যুদ্ধবিজয়ে ইচ্ছুক। এবং সমর্থ। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে ঐ কার্যসম্পন্ন করতে পারবো, এতে আর সন্দেহ কি?।।৮।। আমি সসৈন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হবো। যুদ্ধে ভ্রাতা এবং পুত্রগণসহ তাকে আমি বিনাশ করবো। আমি জানি ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য এবং বারুণ অস্ত্রগুলি...।।৯।। শত্রুকে জয় করতে পারে। যুদ্ধে তাদের সহজে দেখা যায় না। তবুও সেগুলিকে ধ্বংস করে আমি রাক্ষসদেরকে বিনাশ করবো *(বিধমিষ্যামি—বিনাশ করবো)* ।।১০।। আপনাদের অনুমতি নেই বলে আমার পরাক্রম রুদ্ধ হয়ে আছে। বাহুর শক্তিতে আমি শিলাখণ্ডকে বৃষ্টির মতো নিরন্তর নিক্ষেপ করতে পারি।।১১।। দেবতাদেরো যুদ্ধে আমি করতে পারি বিনাশ। আর সেই রাক্ষসদেরকে তো কথাই নেই। আপনাদের অনুমতি নেই বলেই আমি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি।।১২।। সাগর তার তীরভূমি অতিক্রম করে যেতে পারে, মন্দরপর্বতও নড়ে যেতে পারে, কিন্তু শত্রুবাহিনী জাম্ববানকে যুদ্ধে কম্পিত করতে পারবে না।।১৩।। রাক্ষসবাহিনীর মধ্যে যারা প্রধান, বীর বালিপুত্র অঙ্গদ বানর হয়েও তাদের একাই বিনাশ করতে সমর্থ।।১৪।। বানর মহাত্মা নীলের প্রবল আক্রমণে মন্দরপর্বতও বিশীর্ণ হয়ে যায়, যুদ্ধে রাক্ষসেরা বিপর্যস্ত হবে, এ আর বিশেষ কি?।।১৫।। দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ এবং পাখীদের মধ্যে কে আছে, বলুন তো দেখি, মৈন্দ কিংবা দ্বিবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে?।।১৬।। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবেগবান অশ্বিপুত্র এই দু'জনকে রণক্ষেত্রে কেউ প্রতিহত করতে পারে, এমন কাউকেই তো আমি দেখছি না।।১৭।। পিতামহ ব্রহ্মার বরে এরা দু'জনে অমৃত পান করেছিলো। ফলে এই অত্যন্ত গর্বিত দু'জন সকল বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।১৮।। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অশ্বিদেবতা-যুগলকে সম্মান দেবার জন্য পূর্বে এদের বর দিয়েছিলেন যে, এরা সকলের অবধ্য হবে। অতুলনীয় এই বর।।১৯।। বরের প্রভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে মুক্ত হয়ে এই অচঞ্চল বানর দু'জন দেবতাদের অমৃত পান করেছিলেন।।২০।। এরা দু'জনেই ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্ব, রথ এবং হস্তীসহ লঙ্কাকে ধ্বংস করতে পারবেন। অন্য সব বানরেরা এখানেই থাকুক।।২১।। আমার দ্বারাই লঙ্কা ধ্বংস হয়েছে। সমগ্র পুরীকে আমি ভস্মীভূত করেছি। সমস্ত রাজপথে আমি এই কাজ করেছি বলে আমার নামও ঘোষণা করেছি।।২২।। অতি বলশালী রামের জয় হোক। মহাবলবান লক্ষ্মণের জয় হোক। রামের দ্বারা

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ।। ২৩
অহং কোসলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ভবঃ। হনূমানিতি সর্বত্র নামবিশ্রাবিতং ময়া।। ২৪
অশোকবনিকা মধ্যে রাবণস্য দুরাত্মনঃ। অধস্তাচ্ছিংশপামূলে সাধ্বী করুণমাস্থিতা।। ২৫
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্ষিতা। মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা।। ২৬
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী রাবণং বলদর্পিতম্। পতিব্রতা চ সুশ্রোণী অবষ্টব্ধা চ জানকী।। ২৭
অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্বাত্মনা শুভা। অনন্যচিন্তা রামেণ পৌলোমীব পুরন্দরে।। ২৮
তদেকবাসঃ সংবীতা রজোধ্বস্তা তথৈব চ। শোকসন্তাপদীনাঙ্গী সীতাভর্তৃহিতে রতা।
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জমানা মুহুর্মুহুঃ।। ২৯
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্দৃষ্টা হি প্রমদাবনে। একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরায়ণা।। ৩০
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে। রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া।। ৩১
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী বিশ্বাসমুপপাদিতা। ততঃ সম্ভাষিতা চৈব সর্বমর্থং প্রকাশিতা।। ৩২
রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা। নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্তরি চোত্তমা।। ৩৩
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ। নিমিত্তমাত্রং রামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি।। ৩৪
সা প্রকৃত্যেব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা। প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা।। ৩৫
এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা। যদত্র প্রতিকর্তব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

প্রতিপালিত রাজা সুগ্রীবেরও জয় ঘোষণা করি।।২৩।। আমি কোশলরাজের দাস। পবনদেব থেকে আমার জন্ম। হনুমান আমার নাম। সর্বত্র শুনিয়েছি।।২৪।। দুরাত্মা রাবণের অশোকবনের মধ্যে শিশুগাছের নীচে সাধ্বী সীতা করুণভাবে অবস্থান করছেন।।২৫।। রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে আছে। শোকের সন্তাপে তিনি কৃশা। মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো তিনি আজ প্রভাহীন।।২৬।। বলদর্পিত রাবণকে গ্রাহ্য করেন না বলে সুন্দর-নিতম্বা সেই পতিব্রতা জানকী আজ অবরুদ্ধা হয়ে আছেন।।২৭।। ইন্দ্রপত্নী পৌলোমী যেমন একমাত্র ইন্দ্রের চিন্তাতেই নিমগ্না তেমনি এই কল্যাণী বিদেহরাজপুত্রী সীতা সর্বতোভাবে রামেরই অনুরক্তা হয়ে আছেন।।২৮।। আমি তাঁকে দেখলাম, রাক্ষসীদের মধ্যে তিনি বসে আছেন। তারা তাঁকে মুহুর্মুহুঃ তর্জন করছেন। একটিমাত্র বস্ত্র তিনি পরে আছেন। ধূলায় ধূসরিতা তিনি। স্বামীর কল্যাণে পাতিব্রত্য ব্রতচারিণী সীতা শোকসন্তাপে শোচনীয়দেহা।।২৯।। দেখলাম, প্রমদাবনে বিকটরূপী রাক্ষসীরা তাঁকে তিরস্কার করছে। একটিমাত্র বেণী তিনি ধারণ করে আছেন। পতিচিন্তায় অতি করুণ অবস্থা তাঁর।।৩০।। নীচে মাটিতে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর অঙ্গ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন হিমহতা পদ্মিনী। রাবণের প্রলোভন হতে তিনি বিমুক্তা। যেন মরণকে বরণ করার জন্য তিনি সংকল্প করে আছেন।।৩১।। অতি কষ্টে সেই মৃগশাবকের মতো সরল-নয়না সীতার বিশ্বাস আমি উৎপাদন করেছি। তারপর সম্ভাষণ করে সব ঘটনা প্রকাশ করেছি।।৩২।। রাম ও সুগ্রীবের সখ্যের সংবাদে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছেন। সর্বদাই তিনি সদাচার-পালনে নিরতা। পতিতে রয়েছে তাঁর উত্তম ভক্তি।।৩৩।। এতেও যে মহাত্মা দশানন দশগ্রীব রাবণ নিহত হচ্ছে না, তার কারণ তার বধে রামকে নিমিত্ত হতে হবে।।৩৪।। এখনি তিনি কৃশাঙ্গী। আর পতি-বিরহে আরো কৃশা হয়ে গেছেন। প্রতিপদ তিথিতে অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীর বিদ্যা যেমন ক্ষীণ হয়ে যায়, তেমনি তাঁর অবস্থা *(অনধ্যায়ে গেছে অমাবস্যা-পূর্ণিমা। প্রতিপদে পাঠ শুরু হচ্ছে। তখন তো সবে শুরু। তাই পড়া অল্পই হয়)*।।৩৫।। শোকার্তা সীতা এইভাবেই আছেন। এখন তাঁর প্রতি যা করণীয়, তা আপনারা করুন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের উনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

স্বীয়পরাক্রমপ্রশংসয়োৎসাহিতস্যাঙ্গদস্য রাবণাদিরাক্ষসবিনাশপূর্বকং সীতামুদ্ধর্তুমুদ্যোগঃ, বিবেচকজাম্ববতা যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং তস্মাৎ প্রতিনিবর্তনঞ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালিসূনুরভাষত। অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবদ্ভিশ্চ বানর।
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ রাঘবস্য মাহাত্মনঃ। অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ।। ১
পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ। অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্বলোকপিতামহঃ।। ২
সর্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা। বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীং চমূম্।। ৩
সুরাণামমৃতং বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ। এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।। ৪
লঙ্কাং নাশায়িতুং শক্তৌ সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ। অহমেকোঽপি পর্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্।। ৫
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্। কিম্পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।। ৬
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ। বায়ুসূনোর্বলেনৈব দগ্ধা লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্।। ৭
দৃষ্টা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতুম্। ন যুক্তমিব পশ্যামি ভবদ্ভিঃ খ্যাতপৌরুষৈঃ।। ৮
নহি বঃ প্লবনে কশ্চিন্নাপি কশ্চিৎ পরাক্রমে। তুল্যঃ সামরদৈত্যেষু লোকেষু হরিসত্তমাঃ।। ৯
জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষৌঘাং হত্বা তং রাবণং রণে। সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ।। ১০
তেষ্বেবং হতবীরেষু রাক্ষসেষু হনূমতা। কিমন্যদত্র কর্তব্যং গৃহীত্বা যাম জানকীম্।। ১১
রাম-লক্ষ্মণয়োর্মধ্যে ন্যস্যাম জনকাত্মজাম্। কিং ব্যলীকৈস্তু তান্ সর্বান্ বানরান্ বানরর্ষভাঃ।। ১২
বয়মেব হি গত্বা তান্ হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্। রাঘবং দ্রষ্টুমর্হামঃ সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্।। ১৩

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

নিজের পরাক্রমের প্রশংসায় অঙ্গদ উৎসাহিত। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণাদি রাক্ষসের বিনাশে তার উদ্যোগ। বিবেচক জাম্ববান যুক্তির দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করলেন।

তার সেই সবকথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ বললেন, হে বানর, দেবীকে না দেখে মহাত্মা রামের কাছে আমাদের যাওয়া অযৌক্তিক। অশ্বিপুত্র এই বানর দু'জন অত্যন্ত বেগশালী এবং বেগবান।।১।। পিতামহ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এঁরা অবস্থান করেন। সর্বলোক পিতামহ এই অশ্বিপুত্র দু'জনের সম্মানের জন্য একটি কাজ করেছিলেন।।২।। তিনি পূর্বকালে—'সকলের অবধ্য হবেন এঁরা' —এই অতুলনীয় বরদান করেছিলেন। সেই বরে প্রমত্ত হয়ে দেবগণের বিরাট সেনাবাহিনীকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে।।৩।। বীর মহাবলশালী এই দু'জন দেবতাদের অমৃত পান করেছিলো। এরা দু'জন যদি রেগে যায়, তাহলে অশ্ব, রথ এবং হস্তি...।।৪।। সমেত সমগ্রা লঙ্কাকে ধ্বংস করতে সমর্থ। আর অন্য সব বানরের কথা থাক। একাই আমি রাক্ষসগণসহ লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করতে পারি।।৫।। পারি তাড়াতাড়ি মহাবলশালী রাবণকেও হত্যা করতে। বীর, বলবান, যুদ্ধে নিপুণ হলেন আপনারা।।৬।। আপনারা অস্ত্রদক্ষ, সমর্থ এবং বিজয়াভিলাষী বানর। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হলে তো কথাই নেই। পবনপুত্র হনুমানের শক্তিতে লঙ্কা দগ্ধ হয়েছে, আমরা শুনেছি।।৭।। তিনি সীতাদেবীকে দেখেছেন, অথচ নিয়ে আসেন নি। আপনাদের বীর্যবত্তা সুবিদিত।।৮।। উল্লম্ফনে বা পরাক্রমে আপনাদের সমান কেউ নেই। হে বানরবীরবৃন্দ, ত্রিলোকে দেবতা এবং দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাদের সমান কেউ নেই।।৯।। লঙ্কায় বহু রাক্ষস রয়েছে। যুদ্ধে তাদের সবাইকে এবং রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করে আমরা আনন্দিতচিত্তে যাবো।।১০।। হনুমান বীর রাক্ষসদেরকে হত্যা করার পর আর আমাদের কি করণীয় আছে? সীতাকে নিয়ে আমরা রামের কাছে চলে যাবো।।১১।। রাম এবং লক্ষ্মণের মধ্যে আমরা সীতাকে বসিয়ে দেবো। হে বানরবীরবৃন্দ এই জন্য সকল বানরকে কষ্ট দিয়ে কি হবে (ব্যলীক—অপ্রিয়, মিথ্যা, ছল)।।১২।। আমরাই সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠদেরকে হত্যা করে সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে দর্শন করতে পারবো।।১৩।। বানরশ্রেষ্ঠ, অর্থবিৎ,

তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ। উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ।। ১৪
নৈষা বুদ্ধির্মহাবুদ্ধে যদ্ ব্রবীষি মহাকপে। বিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্।। ১৫
নানেতুং কপিরাজেন নৈব রামেণ ধীমতা। কথঞ্চিন্নির্জিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ।। ১৬
রাঘবো নৃপশার্দূলঃ কুলং ব্যপদিশন্ স্বকম্। প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ।। ১৭
সর্বেষাং কপিমুখ্যানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি। বিফলং কর্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্নতস্য চ।। ১৮
বৃথা চ দর্শিতং বীর্যং ভবেদ্ বানরপুঙ্গবাঃ। তস্মাদ্ গচ্ছাম বৈ সর্বে যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্যস্যাস্য নিবেদনে।। ১৯
ন তাবদেষা মতিরক্ষমা নো যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র।
যথা তু রামস্য মতির্নিবিষ্টা তথা ভবান্ পশ্যতু কার্যসিদ্ধিম্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

জাম্ববান পরম প্রীত হয়ে এইরকম সঙ্কল্পদায়ী অঙ্গদকে বললো— ।।১৪।। হে মহাবানর, আপনার বুদ্ধি অতি মহতী। তাই ভেবে দেখুন, উত্তম দক্ষিণদিকে সীতাকে সন্ধান করার জন্য আমরা আদেশ পেয়েছি।।১৫।। কপিরাজ সুগ্রীব কিংবা ধীমান রাম সীতাকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলেন নি। কোনোপ্রকারে কষ্ট করে আমরা যদি সীতাকে নিয়ে আসি, সেটা তাঁর ভালো লাগবে না।।১৬।। রাজশ্রেষ্ঠ রাম নিজের সমগ্র কুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— সবার আগে রাজা রামই সীতাকে জয় করে নিয়ে আসবেন।।১৭।। বানরমুখ্য সকলের সামনে তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেটি কি করে মিথ্যা করবেন? যে কর্মে তাঁর তুষ্টি হবে না, সেই বিফল কর্ম করে কি হবে?।।১৮।। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ, তাঁদের বিনা অনুমতিতে রাবণের কাছে আমাদের বীর্যপ্রদর্শন বৃথাই হবে। তাই, এইসব নিবেদনের জন্য যেখানে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে মহাতেজস্বী রাম রয়েছেন, চলুন সেখানেই আমরা যাবো।।১৯।। হে রাজপুত্র, তুমি যেভাবে বিবেচনা করছো, আমাদের বুদ্ধি সেইভাবে ততোটা অসঙ্গত নয়। রামের বুদ্ধি যেভাবে প্রবর্তিত হবে, সেইভাবেই তুমি কার্যসিদ্ধি বিষয়ে বিচার করো।।২০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

মহেন্দ্রপর্বতাৎ কিষ্কিন্ধামভিগমনকারিণাং বানরাণাং মার্গমধ্যে সুগ্রীবপ্রিয়তমদধিমুখরক্ষিতমধুবনে অবতরণম, অঙ্গদাদেশেন মধুবনস্য ফলোপভোগঃ, ক্রুদ্ধ-দধিমুখেন নিবারিতানাং বানরাণাং নখ-দন্তৈস্তস্মৈ প্রহারদানঞ্চ।

ততো জাম্ববতো বাক্যমগৃহ্নন্ত বনৌকসঃ। অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনূমাংশ্চ মহাকপিঃ।। ১
প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্বে বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ। মহেন্দ্রাগ্রাৎ সমুৎপত্য পুপ্লুবুঃ প্লবগর্ষভাঃ।। ২
মেরুমন্দরসঙ্কাশা মত্তা ইব মহাগজাঃ। ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ।। ৩

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

মহেন্দ্রপর্বত হতে কিষ্‌কিন্ধার দিকে চলেছে বানরেরা। পথের মধ্যে সুগ্রীবের প্রিয়তম দধিমুখ-রক্ষিত মধুবনে তাদের অবতরণ। অঙ্গদের আদেশে মধুবনের ফলভোজনে নিরত বানরবৃন্দ। ক্রুদ্ধ দধিমুখের নিবারণ। বানরদের নখ এবং দাঁতে দিয়ে তাকে আক্রমণ।

মহাকপি হনুমান এবং অঙ্গদ-প্রমুখ বনবাসী বীরেরা তারপর জাম্ববানের কথা অনুমোদন করলো।।১।। তখন বানরশ্রেষ্ঠেরা সবাই মহেন্দ্র পর্বতের শিখর হতে উল্লম্ফন করে উড়ে চলতে লাগলো। বায়ুপুত্র হনুমান সবার আগে।।২।। মহাবলবান এই বানরদের দেহ ছিলো বিশাল। মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো তাদের দেখাচ্ছিলো। মত্ত মাতঙ্গের মতো আকাশকে তারা ছেয়ে ফেলেছে।।৩।। আকাশমার্গের সিদ্ধাদি প্রাণীরা মহাবলবান আত্মনিষ্ঠ হনুমানকে সম্মানিত করতে

সভাজ্যমানং ভূতৈস্তমাত্মবন্তং মহাবলম্।। হনূমন্তং মহাবেগং বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ।। ৪
রাঘবে চার্থনির্বৃত্তিং কর্তুঞ্চ পরমং যশঃ। সমাধায় সমৃদ্ধার্থাঃ কর্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ।। ৫
প্রিয়াখ্যানোন্মুখাঃ সর্বে সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ। সর্বে রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ।। ৬
প্লবমানাঃ খমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ। নন্দনোপমমাসেদুর্বনং দ্রুমশতায়ুতম্।। ৭
যত্তন্মধুবনং নাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্। অধৃষ্যং সর্বভূতানাং সর্বভূতমনোহরম্।। ৮
যদ্ রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ। মাতুলঃ কপিমুখ্যস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।। ৯
তে তদ্বনমুপাগম্য বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ। বানরা বানরন্দ্রস্য মনঃকান্তং মহাবনম্।। ১০
ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ। কুমারমভ্যযাচন্ত মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।। ১১
ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধান্ জাম্ববৎপ্রমুখান্ কপীন্। অনুমান্য দদৌ তেষাং নিসর্গং মধুভক্ষণে।। ১২
তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেণ ধীমতা বালিসূনুনা। হরয়ঃ সমপদ্যন্ত দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্।। ১৩
ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ। জগ্মুঃ প্রহর্ষং তে সর্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ।। ১৪
ততশ্চানুমতাঃ সর্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ। মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রনৃত্যন্তি ততস্ততঃ।। ১৫
গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিন্নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ।। ১৬
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি পরস্পরং কেচিদতিব্রুবন্তি।
দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ।। ১৭
মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি হসন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি।। ১৮
তুদন্তমন্যঃ প্রণদন্নুপৈতি সমাকুলং তৎকপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ।। ১৯

লাগলেন। তারা যেন সামনে-চলা হনুমানকে তাদের দৃষ্টির দ্বারাই বহন করে চলছেন।।৪।। রামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি বিষয়ে তারা নিশ্চিত। পরম খ্যাতিলাভে তারা কর্মোন্মুখ। কর্মসম্পাদনে তাদের অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। কার্যের সিদ্ধিতে তাদের চিত্ত সমুন্নত।।৫।। তারা সবাই প্রিয়-সংবাদ দেবার জন্য উন্মুখ। সবাই যুদ্ধে অভিনন্দন জানাতে চায়। এই মনস্বী বানরেরা রামের দুঃখের প্রতিকারে কৃতনিশ্চয়।।৬।। বনবাসী বানরেরা তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশপথ অতিক্রম করে নন্দনবনের মতো এক বনে চলে এলো। সেখানে রয়েছে শত শত তরুরাজি।।৭।। সুগ্রীবের দ্বারা ভালোভাবে রক্ষিত এই বনের নাম মধুবন। সকল প্রাণীর এটি বিনাশের অযোগ্য। সকল সৃষ্টির মধ্যে ভারি সুন্দর এই বনটি।।৮।। দধিমুখ নামে এক মহাবীর বানর এটিকে পাহারা দেয়। সে কপিপ্রধান মহাত্মা সুগ্রীবের মামা।।৯।। বানরেরা বানরাধিপতি সুগ্রীবের মনোহর এই মহাবনে এসে মধুপানের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো।।১০।। মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণ এই বানরেরা সুন্দর মধুবনটি দেখে আনন্দিত হলো খুব। তারা কুমার অঙ্গদের কাছে মধুপানের প্রার্থনা নিবেদন করলো।।১১।। তখন কুমার অঙ্গদ জাম্ববান-প্রমুখ বর্ষীয়ান বানরদের অনুমতি নিয়ে তাদের স্বাভাবিক এই মধুপান করার জন্য অনুমতি দিলো।।১২।। বালিপুত্র ধীমান কুমারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে সেই বানরেরা মৌমাছিতে-ভরা গাছগুলির কাছে গেলো।।১৩।। সুগন্ধি ফলমূল খেয়ে তারা সবাই খুবই আনন্দলাভ করলো। মধুপানে মদমত্ত হয়ে গেলো তারা।।১৪।। মধুপানের আদেশপ্রাপ্ত বনবাসী সেই বানরেরা খুবই আনন্দ পেলো। ইতস্ততঃ তারা নাচতে লাগলো।।১৫।। কেউ গাইছে। কেউ হাসছে। কেউ বা নেচে চলেছে। প্রণাম করছে কেউ। কেউ আবৃত্তি করছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাফাচ্ছে কেউ। কেউ বা প্রলাপ বকছে।।১৬।। কেউ কেউ পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে। কেউ কেউ কাউকে কাউকে বকছে। কেউ একটি গাছ থেকে আরেকটিতে লাফিয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়া হতে ভূতলে লাফিয়ে পড়ছে কেউ কেউ।।১৭।। কেউ কেউ হাতী থেকে জোরে লাফিয়ে বড়ো বড়ো গাছের ওপরে উঠে যাচ্ছে। কেউ কেউ গাইতে গাইতে যাচ্ছিলো। হাসতে হাসতে তাদের কাছে কেউ চলে গেলো। কেউ কাঁদছিলো। কাঁদতে কাঁদতে কেউ আবার তার কাছে চলে এলো।।১৮।। কেউ কষ্ট পাচ্ছে। কেউ তাকে আরো কষ্ট দিতে কাছে গেলো। সমগ্র কপিসৈন্যবাহিনী এইভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এমন কেউ সেখানে ছিলো না যে প্রমত্ত হয় নি। কেউই ছিলো না যে দর্পিত হয় নি।।১৯।। এইভাবে

ততো বনং তৎ পরিভক্ষ্যমাণং ক্রমাংশ্চ বিধ্বংসিতপত্রপুষ্পান্।
সমীক্ষ্য কোপাদ্ দধিবক্ত্রনামা নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্।। ২০
স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভর্ৎস্যমানো বনস্য গোপ্তা হরিবৃদ্ধবীরঃ।
চকার ভূয়ো মতিমুগ্রতেজা বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ।। ২১
উবাচ কাংশ্চিৎ পরুষাণ্যভীতিমসক্তকন্যাংশ্চ তলৈর্জঘান।
সমেত্য কৈশ্চিৎ কলহং চকার তথৈব সাম্নোপজগাম কাংশ্চিৎ।। ২২
স তৈর্মদাদ প্রতিবার্যবেগৈর্বলাচ্চ তেন প্রতিবার্যমাণৈঃ।
প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়ৈঃ সমেত্য প্রকৃষ্যতে চাপ্যনবেক্ষ্য দোষম্।। ২৩
নখৈস্তুদন্তো দশনৈর্দশন্তস্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।
মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমন্তান্মহাবনং নির্বিষয়ঞ্চ চক্রুঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বানরেরা সেই বনের ফলাদি খেয়ে ফেললো। গাছগুলিতে ভাঙচূর করে তাদের পত্র এবং পুষ্প ধ্বংস করে ফেললো। এইসব দেখে দধিবক্ত্র নামক বানর বেগে গিয়ে সেই বানরদের নিবারণ করতে গেলো।।২০।। দলে ভারী সেই বানরেরা বনরক্ষক বানরবৃদ্ধ বীর দধিমুখকে খুবই তিরস্কার করলো। তবুও তেজস্বী দধিমুখ ঐ বানরদের হাত থেকে বনকে রক্ষার জন্য মনঃস্থ করলো।।২১।। নির্ভীকভাবে কাউকে কটুকথা বললো। নিরন্তর চড় মেরে আহত করলো কাউকে। কারো কারো সঙ্গে মিলিত হয়ে ঝগড়া করলো। কাউকে আবার শান্তভাবে ঠাণ্ডা করতে লাগলো।।২২।। সে বারণ করলেও মত্ততাবশতঃ নির্ভয়ে তারা সবাই মিলিত হয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের দোষ তারা দেখলো না।।২৩।। নখ দিয়ে আঁচড়ে, দাঁত দিয়ে কামড়ে, হাত দিয়ে চড় দিয়ে এবং পা দিয়ে প্রহার করে সেই দধিমুখ বানরকে তারা বিপর্যস্ত করে তুললো। সুন্দর সেই বনকে তারা করে ফেললো শ্রীহীন।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একষষ্টিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

হনূমন্নির্দেশং লব্ধ্বা ক্ষোভেণ সহ মধুবনপ্রবেশপূর্বকং মধু পিত্বা গীত-নৃত্যাদিনা মত্ততামাচরদ্ভির্বানরৈর্নিষেধপ্রবৃত্তানাং রক্ষিণাং বিতাডনম্, বিতাডিতৈর্বনরক্ষকৈর্দধিমুখায় সর্ববৃত্তান্তস্য নিবেদনম, পুনর্দধিমুখে নিষেধপ্রবৃত্তে অঙ্গদেন তং প্রহৃতা ভূবি নিষ্পেষণম, তদা সুগ্রীবায় সর্বং নিবেদিতুকামানাং দধিমুখ-রক্ষকানাং কিষ্কিন্ধাগমনম্, রামসন্নিধৌ সুগ্রীবনমনঞ্চ।

তানুবাচ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্ বানরর্ষভঃ। অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরাঃ।। ১
অহমাবর্জয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ। শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোঽঙ্গদঃ।। ২

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

হনুমানের অনুমতি পেয়ে বানরদের ক্ষোভের সঙ্গে মধুবনে প্রবেশ ও মধুপান করে নৃত্যগীতাদিসহ মত্ততা। নিষেধকারী বনরাক্ষসদের বিতাড়ন। বিতাড়িত বনরক্ষকদের দধিমুখের কাছে সব ঘটনা জানিয়ে নালিশ। আবার দধিমুখ তাদের নিষেধ করতে এলে অঙ্গদের দ্বারা তাকে প্রহার। ভূতলে নিষ্পেষণ। তখন সুগ্রীবকে সব জানাবার জন্য দধিমুখ ও রক্ষকদের কিষ্কিন্ধায় গমন। রামের কাছে অবস্থিত সুগ্রীবকে প্রণাম।

বানরবীর, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাদের বললেন, ওহে বানরবৃন্দ, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে মধুপান করো।।১।। তোমাদের যারা বাধাদান করতে আসবে তাদের আমি মোকাবিলা করবো। হনুমানের এই কথা শুনে বানরদের প্রধান অঙ্গদ বাক্য বললো।।২।। প্রসন্নচিত্তে বললো, বানরেরা মধুপান

প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পিবন্তু হরয়ো মধু। অবশ্যং কৃতকার্যস্য বাক্যং হনূমতো ময়া।। ৩
অকার্যমপি কর্তব্যং কিমঙ্গং পুনরীদৃশম্। অঙ্গদস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং বানরর্ষভাঃ।। ৪
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্। পূজয়িত্বাঙ্গদং সর্বে বানরাঃ বানরর্ষভম্।। ৫
জগ্মুর্মধুবনং যত্র নদীবেগ ইব দ্রুমম্। তে প্রবিষ্টা মধুবনং পালানক্রম্য শক্তিতঃ।। ৬
অতিসর্গাচ্চ পটবো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্। পপুঃ সর্বে মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ।। ৭
উৎপত্য চ ততঃ সর্বে বনপালান্ সমাগতান্। তে তাডয়ন্ত শতশঃ সক্তা মধুবনে তদা।। ৮
মধূনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে। পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সঙ্ঘশস্তত্র হৃষ্টবৎ।। ৯
ঘ্নন্তি স্ম সহিতাঃ সর্বে ভক্ষয়ন্তি তথাপরেঃ। কেচিৎ পীত্বাপবিধ্যন্তি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।। ১০
মধূচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘ্নুরন্যোন্যমুৎকটাঃ। অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ।। ১১
অত্যর্থঞ্চ মদগ্লানাঃ পর্ণান্যাস্তীর্য শেরতে। উন্মত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হৃষ্টবৎ।। ১২
ক্ষিপন্ত্যপি তথান্যোন্যং স্খলন্তি চ তথাপরে। কেচিৎ ক্ষ্বেডান্ প্রকুর্বন্তি কেচিৎ কূজন্তি হৃষ্টবৎ।। ১৩
হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে। ধৃষ্টাঃ কেচিদ্ধসন্ত্যন্যে কেচিৎ কুর্বন্তি চেতরৎ।। ১৪
কৃত্বা কেচিদ্ বদন্ত্যন্যে কেচিদ্ বুধ্যন্তি চেতরৎ। যেঽপ্যত্র মধুপালাঃ স্যুঃ প্রেষ্যা দধিমুখস্য তু।। ১৫
তেঽপি তৈর্বানরৈর্ভীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ। জানুভিশ্চ প্রঘৃষ্টাশ্চ দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ।। ১৬
অব্রুবন্ পরমোদ্বিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ। হনূমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।
বয়ঞ্চ জানুভির্ঘৃষ্টা দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ।। ১৭
তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনপস্তত্র বানরঃ। হতং মধুবনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়ামাস তান্ হরীন্।। ১৮

করুক। হনুমান সীতার সংবাদ নিয়ে কৃতকার্য হয়ে এসেছেন। তাঁর কথা আমাদের মানতেই হবে।।৩।। তিনি অকাজ করতে বললেও আমাদের তাই হবে অবশ্য কর্তব্য। এই কাজ আর বেশী কি? বানরশ্রেষ্ঠেরা অঙ্গদের মুখ থেকে এই কথা শুনলো।।৪।। "বেশ, বেশ"—বলে বানরেরা তাঁকে অভিনন্দিত করলো। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে সকল বানর পূজা করলো।।৫।। মধুবনে যে সব গাছে মধুর চাক রয়েছে, সেইদিকে বানরেরা নদীর প্রবাহের মতো ধেয়ে চললো। শক্তির সঙ্গে সেখানকার পালকদেরকে তারা আক্রমণ করলো।।৬।। সীতাকে সন্ধান করে পাওয়ার সংবাদ শুনে তারা হৃষ্ট। আনন্দের আতিশয্যে তারা সবাই মধুপান করলো। রসালো ফলসমূহ করলো আহরণ।।৭।। তখন মধুপানে আসক্ত এই শত শত বানর ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাগত সকল বনরক্ষীদের তাড়িয়ে দিলো।।৮।। দল বেঁধে বানরেরা দ্রোণ পরিমাণ মধু বাহু প্রসারিত করে গ্রহণ করে পান করে আনন্দিত হলো।।৯।। মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণ বানরেরা সবাই মিলিত হয়ে কেউ কেউ মধু খেতে লাগলো। কেউ বা মারামারি করতে লাগলো। আবার কেউ মধু পান করে চাকগুলি ফেলে দিতে লাগলো।।১০।। কেউ কেউ মুখে মধু নিয়ে অপরের গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। উৎকট তাদের আচরণ। কেউ কেউ গাছের নীচে ডালা হাতে নিয়ে বসে রৈলো।।১১।। কেউ কেউ বেশী করে মধুপান করায় গ্লানি অনুভব করে পাতা পেতে শুয়ে পড়ছে। কোনো কোনো বানর আনন্দে উন্মাদ হয়ে লম্ফঝম্ফ করছে।।১২।। কেউ কেউ একে অপরকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। চলতে গিয়ে কারো কারো স্খলন হচ্ছে। কেউ সিংহনাদ করছে। কেউ বা আনন্দে পাখীর মতো কূজন করছে।।১৩।। মধুপানে মত্ত হয়ে কোনো কোনো বানর মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ধৃষ্ট হয়ে হাসছে। কেউ বা কাঁদছে।।১৪।। কেউ একরকম বলছে, কেউ বা বুঝছে অন্যরকম। দধিমুখের যেসব ভৃত্য ও রক্ষী ঐখানে ছিলো, তাদের অবস্থা শোচনীয়।।১৫।। এই ভয়ঙ্কর বানরেরা তাদের পা ধরে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়ায়, উৎপীড়ন করায় তারা দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে গেছে।।১৬।। অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে দধিমুখের কাছে গিয়ে তারা বললো, হনুমানের বরে বলবান বানরেরা মধুবনে এসে আমাদের হাঁটু ধরে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে (*দেবমার্গ—আকাশপথ, ঊর্ধ্বদিক*)।।১৭।। বনপালক বানর দধিমুখ তখন ক্রুদ্ধ হলো। মধুবন তছনছ হয়ে গেছে শুনে সেই বানরদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বললো—।।১৮।। মধুবনটি উত্তম।

এতাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানতিদর্পিতান্। বলেনাবারয়িষ্যামি প্রভুঞ্জানান্ মধূত্তমম্।। ১৯
শ্রুত্বা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্ষভাঃ। পুনর্বীরা মধুবনং তেনৈব সহিতা যযুঃ।। ২০
মধ্যে চৈষাং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতরুম্। সমভ্যধাবন্ বেগেন সর্বে তে চ প্লবঙ্গমাঃ।। ২১
তে শিলাঃ পাদপাংশ্চৈব পাষাণানপি বানরাঃ। গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপি কুঞ্জরাঃ।। ২২
বলান্নিবারয়ন্তশ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্। সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ।। ২৩
অথ দৃষ্ট্বা দধিমুখং ক্রুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ। অভ্যধাবন্ত বেগেন হনূমৎপ্রমুখাস্তদা।। ২৪
স বৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তং মহাবলম্। বেগবন্তং বিজগ্রাহ বাহুভ্যাং কুপিতোঽঙ্গদঃ।। ২৫
মদান্ধো ন কৃপাং চক্রে আর্যকোঽয়ং মমেতি সঃ। অথৈনং নিষ্পিপেষাশু বেগেন বসুধাতলে।। ২৬
স ভগ্নবাহূরুমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ। প্রমুমোহ মহাবীরো মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ।। ২৭
স সমাশ্বস্য সহসা সংক্রুদ্ধো রাজমাতুলঃ। বানরান্ বারয়ামাস দণ্ডেন মধুমোহিতান্
স কথঞ্চিদ্ বিমুক্তস্তৈর্বানরৈর্বানরর্ষভঃ। উবাচৈকান্তমাগত্য স্বান্ ভৃত্যান্ সমুপাগতান্।। ২৮
এতাগচ্ছত গচ্ছামো ভর্তা নো যত্র বানরঃ। সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি।। ২৯
সর্বং চৈবাঙ্গদে দোষং শ্রাবয়িষ্যাম পার্থিবে। অমর্ষী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যতি বানরান্।। ৩০
ইষ্টং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। পিতৃপৈতামহং দিব্যং দেবৈরপি দুরাসদম্।। ৩১
স বানরানিমান্ সর্বান মধুলুব্ধান্ গতায়ুষঃ। ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সসুহৃজ্জনান্।। ৩২
বধ্যা হ্যেতে দুরাত্মানো নৃপাজ্ঞাপরিপন্থিনঃ। অমর্ষপ্রভবো রোষঃ সফলো মে ভবিষ্যতি।। ৩৩
এবমুক্ত্বা দধিমুখো বনপালান্ মহাবলঃ। জগাম সহসোৎপত্য বনপালৈঃ সমন্বিতঃ।। ৩৪

অতি দর্পে তা যারা ভেঙেছে, তোমরা চলো, আমি তাদের বলপ্রয়োগে নিবারণ করছি।।১৯।। বানরবীরেরা দধিমুখের এই কথা শুনে তাঁরই সঙ্গে তারা আবার মধুবনের দিকে যাত্রা করলো।।২০।। তাদের মধ্যে দধিমুখ একটি বিরাট গাছ ভেঙে হাতে নিয়ে চললো। সেই বানরেরা সবাই তখন জোরে দৌড়োতে লাগলো।।২১।। রেগে সেই বানরেরা গাছ আর পাথরের খণ্ড হাতে নিয়ে যেখানে ঐ বানরবীরেরা রয়েছে সেইদিকে ছুটে চললো।।২২।। ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে ধরে এই বানরেরা মুহুর্মুহুঃ ভর্ৎসনা করতে করতে হনুমানের পক্ষের বানরদের জোর করে বাধা দিতে গেলো।।২৩।। তারপর দধিমুখকে ক্রুদ্ধ দেখে হনুমান-প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠেরা শীগগির তার দিকে ছুটে গেলেন।।২৪।। মহাবলশালী মহাবীর দধিমুখ যখন গাছ নিয়ে তেড়ে গেছে, তখন ক্রুদ্ধ অঙ্গদ বাহুদু'টি দিয়ে বেগবান তাকে ধরে ফেললো।।২৫।। মদান্ধ অঙ্গদ দধিমুখের প্রতি কৃপা করলো না। সে ভাবলো না ইনি আমার পূজনীয়। জোরে তাকে মাটিতে ফেলে নিষ্পেষিত করলো *(সুগ্রীবের মাতুল তথা অঙ্গদের দাদামশায় হলেন দধিমুখ। তাই পূজ্য। কিন্তু, অঙ্গদ এইখানে সেইসব অগ্রাহ্য করলো)* ।।২৬।। তার বাহু, জানু এবং মুখ ভেঙে গেলো। বিহ্বল তার দেহে রক্তের ছিটে। সেই কপিবীর মহাবীর দধিমুখ মুহূর্তের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো *(রাজা সুগ্রীবের মাতুল সেই দধিমুখ একটু আশ্বস্ত হয়ে তারপর হঠাৎ রেগে দণ্ডের দ্বারা মধুমত্ত বানরদের ঠেকাতে গেলো)* ।।২৭।। এই বানরবীর কোনোরকমে বানরদের থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে এসে সমাগত তার ভৃত্যদেরকে বললো—।।২৮।। এসো, আমরা সবাই সেখানেই যাই যেখানে রামের সঙ্গে বিশাল গ্রীবাসম্পন্ন আমাদের প্রভু বানর সুগ্রীব অবস্থান করছেন।।২৯।। রাজাকে শোনাবো, সব দোষই অঙ্গদের। ক্রুদ্ধ রাজা এই কথা শুনে ঐ বানরদেরকে হত্যা করবেন।।৩০।। মহাত্মা সুগ্রীবের অতি প্রিয় ঐ মধুবন। পিতৃপিতামহ থেকে প্রাপ্ত তাঁর এই স্বর্গীয় বনটি। দেবতারাও এইখানে প্রবেশ করতে পারেন না।।৩১।। সুগ্রীব মধুলুব্ধ এইসব বানরকেই সবান্ধবে দণ্ডের দ্বারা আঘাত করে আয়ু শেষ করে দেবেন।।৩২।। রাজার আজ্ঞার বিরোধী এই দুরাত্মারা বধের যোগ্য। আমার ক্রোধজনিত রোষ এইভাবেই সফল হবে।।৩৩।। মহাবলশালী দধিমুখ বনরক্ষীদের এই কথা বলে সহসাই লাফিয়ে ঐ বনরক্ষীদের নিয়ে চলে গেলো।।৩৪।। নিমেষের

নিমেষান্তরমাত্রেণ স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ। সহস্রাংশুসুতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।। ৩৫
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ। সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীমাকাশান্নিপপাত হ।। ৩৬
স নিপত্য মহাবরীঃ সর্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ। হরির্দধিমুখঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ।। ৩৭
স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্। সুগ্রীবস্যাশু তৌ মূর্ধ্না চরণৌ প্রত্যপীডয়ৎ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মধ্যেই সে বনালয়ে চলে গেলো। সূর্যপুত্র ধীমান বানর সুগ্রীব সেখানে বাস করছিলো।।৩৫।। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দেখে দধিমুখ আকাশ হতে সমতল ভূমিতে নেমে এলো।।৩৬।। বনপালকদের পরমেশ্বর মহাবীর দধিমুখ তাদের সকলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেইখানে এইভাবে নেমে এলো।।৩৭।। বিরসবদনে মাথায় অঞ্জলিবদ্ধ করে সত্বর সে সুগ্রীবের চরণে মাথা নত করে তার চরণকে নিপীড়িত করলো।।৩৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

দধিমুখেন সুগ্রীবায় মধুবনবিধ্বংসনসন্দেশনিবেদনম, লক্ষ্মণস্য সুগ্রীবসমীপে দধিমুখবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, তদ্‌বৃত্তান্তমাকর্ণ্য বানরাণাঞ্চ হর্ষোদয়মবগম্য লক্ষ্মণস্য সীতাসন্ধানপ্রাপ্তিনিশ্চয়ঃ, দধিমুখায়াশ্বাসপ্রদানং, সত্বরমঙ্গদপ্রভৃতীন্ প্রেষয়িতুং নির্দেশশ্চ।

ততো মূর্ধ্না নিপতিতং বানরং বানরর্ষভঃ। দৃষ্ট্বৈবোদ্বিগ্নহৃদয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ।। ১
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাত্ত্বং পাদয়োঃ পতিতো মম। অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাভিধীয়তাম্।। ২
কিং সম্ভ্রমাদ্ধিতং কৃৎস্নং ব্রূহি যদ্ বক্তুমর্হসি। কচ্চিন্মধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর।। ৩
স সমাশ্বাসিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। উত্থায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোঽব্রবীৎ।। ৪
নৈবর্ক্ষরজসা রাজন্ ন ত্বয়া ন চ বালিনা। বনং নিসৃষ্টপূর্বং তে নাশিতং তত্তু বানরৈঃ।। ৫
ন্যবারয়মহং সর্বান্ সহৈভির্বনচারিভিঃ। অচিন্তয়িত্বা মাং হৃষ্টা ভক্ষয়ন্তি পিবন্তি চ।। ৬
এভিঃ প্রধর্ষণায়াঞ্চ বারিতং বনপালকৈঃ। মামপ্যচিন্তয়ন্দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ।। ৭
শিষ্টমত্রাপবিধ্যন্তি ভক্ষ্যয়ন্তি তথাপরে। নিবার্যমাণাস্তে সর্বে ভ্রুকুটিং দর্শয়ন্তি হি।। ৮
ইমে হি সংরব্ধতরাস্তদা তৈঃ সম্প্রধর্ষিতঃ। নিবার্যন্তে বনাত্তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ।। ৯

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

সুগ্রীবের কাছে দধিমুখের দ্বারা মধুবন ধ্বংসের বিবরণ নিবেদন। লক্ষ্মণের দ্বারা সুগ্রীবের কাছে দধিমুখের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা। সেই বৃত্তান্ত শুনে বানরদের আনন্দোদ্‌গম দেখে সীতার সন্ধান প্রাপ্তিতে লক্ষ্মণের নিশ্চয়। দধিমুখকে আশ্বাস প্রদান—শীগ্‌গির অঙ্গদ-প্রমুখকে পাঠাবার নির্দেশ।

বানর দধিমুখকে মাথা নত করে পায়ে পড়তে দেখে বানরবীর সুগ্রীব উদ্‌বিগ্নচিত্তে বললেন—।।১।। উঠুন, উঠুন। আপনি আমার পায়ে পড়লেন কেন? আপনাকে অভয় দিচ্ছি। সত্য ঘটনা বলুন।।২।। কার ভয়ে আপনি এখানে এসেছেন? যা বলতে চান পূরোপূরি বলুন। হে বানর, আমি শুনতে চাইছি মধুবনের মঙ্গল তো?।।৩।। মহাত্মা সুগ্রীব তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। সেই মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ তখন উঠে বললেন—।।৪।। হে রাজন্, ভল্লুকরাজ মধুবনকে ইচ্ছামতো ভোগের জন্য আপনি পূর্বে উৎসর্গ করেন নি। বালিও করেন নি।।৫।। এই বনচারী সবাইকে নিয়ে আমি যখন তাদের সবাইকে বারণ করলাম, আমার কথা চিন্তা না করেই তারা আনন্দের সঙ্গে ফল খাচ্ছে, মধু পান করছে।।৬।। বনবাসী তারা বনধ্বংস করতে থাকলে বনরক্ষকেরা বারণ করলো। এমন কি আমাকেও অবজ্ঞা করে তারা বনে ভক্ষণরত থাকলো।।৭।। তারা খাচ্ছে, অবশিষ্টটা ধ্বংস করে দিচ্ছে। নিবারণ করতে গেলে তারা সবাই ভ্রূকুটি দেখাচ্ছে।।৮।। বারণ করতে গিয়ে এই বানরেরা ক্রুদ্ধ সেই বানরদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। সেই বন থেকে হয়েছে বিতাড়িত।।৯।। তারপর বহু বীর বানর রেগে চোখ লাল করে এই আমাদের

ততস্তৈর্বহুভির্বীরৈর্বানরৈর্বানরর্ষভাঃ। সংরক্তনয়নৈঃ ক্রোধাদ্ধরয়ঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ।। ১০
পাণিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ। প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ।। ১১
এবমেতে হতাঃ শূরাস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভর্তরি। কৃৎস্নং মধুবনং চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষ্যতে।। ১২
এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্। অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।। ১৩
কিময়ং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রত্যুপস্থিতঃ। কিঞ্চার্থমভিনির্দিশ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ।। ১৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ১৫
আর্য লক্ষ্মণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ। অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্ভক্ষিতং মধু বানরৈঃ।। ১৬
নৈষামকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ। বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম তদ্ ধ্রুবম্।। ১৭
বারয়ন্তো ভৃশং প্রাপ্তাঃ পালা জানুভিরাহতাঃ। তথা ন গণিতশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী।। ১৮
পতির্মম বনস্যায়মস্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্। দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা।। ১৯
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্মণোঽস্য হনূমতঃ। কার্যসিদ্ধির্হনুমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে।। ২০
ব্যবসায়শ্চ বীর্যঞ্চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্। জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ।। ২১
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা। অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্হতং মধুবনং কিল।। ২২
বিচিত্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ। আগতৈশ্চাপ্রধৃষ্য তদ্ধতং মধুবনং হি তৈঃ।। ২৩
ধর্ষিতঞ্চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তন্তু বানরৈঃ। পাতিতা বনপালাস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ।। ২৪
এতদর্থময়ং প্রাপ্তো বক্তুং মধুরবাগিহ। নাম্না দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ।। ২৫
দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তত্ত্বতঃ। অভিগম্য যথা সর্বে পিবন্তি মধু বানরাঃ।। ২৬

বানরশ্রেষ্ঠদেরকে নির্যাতন করছে।।১০।। কাউকে কাউকে হাতে টেনে ধরে মেরে ফেলা হয়েছে। কাউকে হাঁটুতে ধরে আহত করা হয়েছে। কাউকে বা টেনে ধরে ওপরে ছুঁড়ে মারা হয়েছে।।১১।। আপনি আমাদের প্রভু থাকা সত্ত্বেও আমাদের বীর বানরেরা এভাবে নিহত হলো। আর সেই মধুবনে তারা ইচ্ছামতো সব ফল এবং মধু খেয়ে ফেললো।।১২।। বানরবীর সুগ্রীবকে এইরকম সব যখন জানানো হলো, তখন শত্রুবীরহন্তা মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—।।১৩।। রাজন্, এই যে বানর উপস্থিত হয়েছে, এ কি বানরপালক? এ দুঃখের কোন কারণ নির্দেশ করে কথা বলছে?।।১৪।। মহাত্মা লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই কথা বলায় বাক্যনিপুণ সুগ্রীব লক্ষ্মণকে উত্তরে বললো—।।১৫।। মাননীয় লক্ষ্মণ, শুনুন বীরবানর দধিমুখ বলছেন, অঙ্গদ-প্রমুখ বীর বানরেরা মধু সব খেয়ে ফেলেছে।।১৬।। আমরা সীতার সন্ধানের যে কাজ তাদের দিয়েছিলাম, তাতে তারা সফল না হলে এইরকম ব্যতিক্রম হতো না। যেহেতু তারা সোল্লাসে বন-বিপর্যস্ত করেছে, তাতে মনে হচ্ছে তারা ঐকাজ নিশ্চয়ই সম্পন্ন করেছে।।১৭।। রক্ষীরা বারণ করতে গিয়ে হাঁটুতে জখম হয়ে গেছে। আমাদের নিযুক্ত রক্ষিপ্রধান বলবান দধিমুখকে তারা গ্রাহ্যই করে নি।।১৮।। আমার বনে তাকেই আমরা পালকরূপে স্বয়ং স্থাপিত করেছিলাম। হনুমানই যে দেবীকে দেখে এসেছেন, আর কেউ নয় —এতে কোনো সন্দেহ নেই।।১৯।। এই কর্মসাধনে হনুমান ছাড়া আর কেউই হেতু হতে পারে না। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানেরই রয়েছে কার্যে মতি। ফলে তাঁরই হয় সিদ্ধি।।২০।। অধ্যবসায়, বীর্য এবং খ্যাতিও তাঁতে প্রতিষ্ঠিত। যে অভিযানে জাম্ববান হলেন নেতা, মহাবলশালী অঙ্গদ হলেন বানরদের নিয়ন্তা...।।২১।। হনুমান হলেন সবার উপরে অধিষ্ঠাতা, সেখানে সৈন্যদের অন্যপথে যাওয়া সম্ভব নয়। অঙ্গদ-প্রমুখ বীরেরাই মধুবন বিধ্বস্ত করেছে।।২২।। দক্ষিণদিকে সন্ধান করে বানরবীরেরা আসার পথে সেই মধুবনকে করেছে বিধ্বস্ত।।২৩।। ঐ বানরেরা সমগ্র বনকে বিধ্বস্ত করেছে। ফলমূল এবং মধু খেয়ে ফেলেছে। বনরক্ষীদের হাঁটু ভেঙে দিয়ে ফেলে দিয়েছে।।২৪।। দধিমুখ নামক মধুরভাষী বানর এটি জানাবার জন্যই এইখানে এসেছে। তার পরাক্রমও প্রখ্যাত।।২৫।। হে সুমিত্রানন্দন বীর লক্ষ্মণ, যেহেতু বানরেরা সব এসে আনন্দে মধুপান করছে, তাই সীতার নিশ্চয়ই দেখা পেয়েছে, এটি ভালো করে বিবেচনা করে দেখুন।।২৬।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সীতাকে

ন চাপ্যদৃষ্ট্বা বৈদেহীং বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ। বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্ষয়েয়ুর্বনৌকসঃ।। ২৭
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা লক্ষ্মণঃ সহরাঘবঃ। শ্রুত্বা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্রীববদনাচ্চ্যুতাম্।। ২৮
প্রাহৃষ্যত ভৃশং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ। শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈবং সুগ্রীবস্তু প্রহৃষ্য চ।। ২৯
বনপালং পুনর্বাক্যং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষতঃ। প্রীতোঽস্মি সোঽহং যদ্ভুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্মভিঃ।।৩০
ধর্ষিতং মর্ষণীয়ঞ্চ চেষ্টিতং কৃতকর্মণাম্। গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষস্ব ত্বমেব হি।
শীঘ্রং প্রেষয় সর্বাংস্তান্ হনূমৎপ্রমুখান্ কপীন্।। ৩১
ইচ্ছামি শীঘ্র হনূমৎপ্রধানাঞ্শাখামৃগাংস্তান্ মৃগরাজদর্পান্।
প্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবাভ্যাং শ্রোতুঞ্চ সীতাধিগমে প্রযত্নম্।। ৩২
প্রীতিস্ফীতাক্ষৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাঞ্চ রাজা।
অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্যসিদ্ধিং বিদিত্বা বাহ্বোরাসন্নামতিমাত্রং ননন্দ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

দেখতে না পেলে বিখ্যাত এই বনবাসী বানরেরা কখনোই দেবতার বররূপে প্রাপ্ত এই বন ধ্বংস করতো না।।২৭।। তারপর ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুগ্রীবের মুখ হতে নির্গত এই কর্ণসুখকর বাণী শুনলেন।।২৮।। রাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহাযশস্বী লক্ষ্মণও তাই হলেন। দধিমুখের কাছ থেকে এইভাবে সব শুনে সুগ্রীবও অত্যন্ত আনন্দ পেলো।।২৯।। সুগ্রীব বনপাল দধিমুখকে আবার বললো, তারা যে সীতাদর্শনের কার্যে কৃতকার্য হয়ে বন উপভোগ করেছে, তাতে আমি প্রীতিলাভ করেছি।।৩০।। তারা আদিষ্ট কর্মে সফল হয়ে এসে এই যে সব ভাঙচুর করেছে, তা ক্ষমার যোগ্য। আপনি তাড়াতাড়ি মধুবনে চলে যান। তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন আর হনুমান-প্রমুখ সব বানরদেরকে সত্বর এইখানে পাঠিয়ে দিন।।৩১।। সেই বানরবৃন্দের পরাক্রম সিংহের মতো। হনুমান তাদের প্রধান। তারা কার্যে সাফল্য লাভ করেছে। রঘুবংশধর দুইজন তথা রামও লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার প্রাপ্তির জন্য তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার কথা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই।।৩২।। কুমার রাম ও লক্ষ্মণের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে চলেছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত চোখ দু'টো তাদের হর্ষে প্রসারিত। বানরাধিপতি সুগ্রীবও কার্যসিদ্ধি তাদের বাহুর নীচেই এসে গেছে দেখে রোমাঞ্চিত-কলেবরে অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করলেন।।৩৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

মধুবনং প্রত্যাগম্য সুগ্রীবসমাদিষ্টস্য দধিমুখস্য অঙ্গদসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনা, ঝটিতি সুগ্রীবসমীপে গমনায় সুগ্রীবাদেশজ্ঞাপনঞ্চ। হনূমৎপ্রভৃতিভিঃ সাকং সুগ্রীবসন্নিধিমুপনীতেনাঙ্গদেন প্রণতিপূর্বকং শ্রীরামচন্দ্রায় সীতাসন্দর্শনাদিবার্তানিবেদনম্।

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ। রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবং চাভ্যবাদয়ৎ।। ১
স প্রণম্য চ সুগ্রীবং রাঘবৌ চ মহাবলৌ। বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দিবমেবোৎপপাত হ।। ২

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

মধুবনে সুগ্রীবের আদেশ নিয়ে এসে দধিমুখের অঙ্গদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা, সত্বর সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য সুগ্রীবের আদেশ বিজ্ঞাপন। হনুমান-প্রমুখের সঙ্গে অঙ্গদের সুগ্রীবের সমীপে গমন এবং প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সীতা সন্দর্শনের বার্তা নিবেদন।

সুগ্রীব এইকথা বললে বানর দধিমুখ আনন্দিত হলো। তারপর তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করলেন।।১।। সুগ্রীব এবং মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করে সেই দধিমুখ বীর বানরদেরকে নিয়ে আকাশপথে লাফিয়ে উঠে চলে গেলো।।২।। আগে যেভাবে সে এসেছিলো,

স যথৈবাগতঃ পূর্বং তথৈব ত্বরিতং গতঃ। নিপত্য গগনাদ্ভূমৌ তদ্ বনং প্রবিবেশ হ।। ৩
স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযূথপান্। বিমদানুদ্ধতান্ সর্বান্ মেহমানান্ মধূদকম্।। ৪
স তানুপাগমদ্ বীরো বধ্বা করপুটাঞ্জলিম্। উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমিদং হৃষ্টবদঙ্গদম্।। ৫
সৌম্য রোষো ন কর্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্। অজ্ঞানাদ্ রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ।। ৬
শ্রান্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়স্ব স্বকং মধু। যুবরাজস্ত্বমীশশ্চ বনস্যাস্য মহাবল।। ৭
মৌর্খ্যাৎ পূর্বং কৃতো রোষস্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি। যথৈব হি পিতা তেঽভূৎ পূর্বং হরিগণেশ্বরঃ।। ৮
তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্তু হরিসত্তম। আখ্যাতং হি ময়া গত্বা পিতৃব্যস্য তবানঘ।। ৯
ইহোপযানং সর্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্। ভবদাগমনং শ্রুত্বা সহৈভির্বনচারিভিঃ।। ১০
প্রহৃষ্টো ন তু রুষ্টোঽসৌ বনং শ্রুত্বা প্রধর্ষিতম্। প্রহৃষ্টো মাং পিতৃব্যস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।। ১১
শীঘ্রং প্রেষয় সর্বাংস্তানিতি হোবাচ পার্থিবঃ। শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈতদ্ বচনং শ্লক্ষ্ণমঙ্গদঃ।। ১২
অব্রবীত্তান্ হরিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। শঙ্কে শ্রুতোঽয়ং বৃত্তান্তো রামেণ হরিযূথপাঃ।। ১৩
অয়ঞ্চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা। তৎক্ষমং নেহ নঃ স্থাতুং কৃতে কার্যে পরন্তপাঃ।। ১৪
পীত্বা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ। কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।। ১৫
সর্বে যথা মাং ব্রক্ষ্যন্তি সমেত্য হরিপুঙ্গবাঃ। তথাস্মি কর্তা কর্তব্যে ভবদ্ভিঃ পরবানহম্।। ১৬
নাজ্ঞাপয়িতুমীসোঽহং যুবরাজোঽস্মি যদ্যপি। অযুক্তং কৃতকর্মাণো যূয়ং ধর্ষয়িতুং বলাৎ।। ১৭

সেইভাবেই এখন দ্রুত চলে গেলো। আকাশ থেকে মাটিতে লাফিয়ে নেমে এসে সে সেই বনে প্রবেশ করে গেলো।।৩।। সে মধুবনে প্রবেশ করে বানরদলপতিদেরকে দেখতে পেলো। তারা সবাই মধুপান করার পর মলমূত্র ত্যাগ করে মত্ততাবিহীন হয়ে গেছে। ঔদ্ধত্য ত্যাগ করেছে *(মেহ—প্রস্রাব, রোগবিশেষ। মধূদকম—মধু + উদকম্—বেশী পরিমাণ মধুপান করায় সেই মধুগুলি জল হয়ে মূত্ররূপে নির্গত হয়েছে)* ।।৪।। বীর দধিমুখ হাতজোড় করে তাদের কাছে এসে আনন্দের সঙ্গে অঙ্গদকে মধুরবাক্যে বললো— ।।৫।। হে সৌম্য, অজ্ঞানতাবশতঃ রেগে রক্ষীরা আপনাদের বারণ করেছে। এতে আপনারা দয়া করে রাগ করবেন না।।৬।। অনেক দূর থেকে শ্রান্ত হয়ে আপনারা এসেছেন। এইমধু আপনাদেরই। পান করুন। হে মহাবলবান যুবরাজ , আপনিও এই বনের প্রভু।।৭।। মূর্খতাবশতঃ আমি আগে আপনার প্রতি রাগ করেছিলাম। তা দয়া করে ক্ষমা করুন। আপনার পিতা যেমন পূর্বে বানরদের অধীশ্বর ছিলেন...।।৮।। হে বানরোত্তম, তেমনি আপনি ও সুগ্রীব এখন বানরগণের অধীশ্বর। হে নিষ্পাপ, আমি আপনার পিতৃব্যের নিকট গিয়ে সব বলেছিলাম।।৯।। বলেছিলাম, বনবাসী আপনাদের সকলের এইখানে আসার কথা। বনচারীদের সঙ্গে আপনার এখানে আসার কথা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন।।১০।। বন বিধ্বস্ত হয়েছে শুনে বেশ আনন্দিতই হয়েছেন তোমার পিতৃব্য বানরাধিপতি সুগ্রীব।।১১।। রাজা সুগ্রীব বললেন, তাদের সবাইকে এখানে সত্বর পাঠিয়ে দাও। দধিমুখের এই সুমধুর-বচন অঙ্গদ শুনলো।।১২।। বানরশ্রেষ্ঠ বাগ্মী অঙ্গদ তাদেরকে তখন বললো, ওহে বানরদলপতিগণ, মনে হয় রাম এই সব কথাই শুনেছেন।।১৩।। এই দধিমুখ যেরকম হর্ষের সঙ্গে সব বলছেন, তাতেই ঐ সত্য মনে হচ্ছে। হে শত্রু-সন্তাপক বীর বানরবৃন্দ, তাই মনে হয়, কাজ যখন হয়ে গেছে, তখন আর আমাদের এইখানে থাকা উচিত নয়।।১৪।। ওহে পরাক্রান্ত বনচারীবৃন্দ, ইচ্ছেমতো মধুপান করেছি। আর কি করার আছে? যেখানে বানর সুগ্রীব রয়েছেন, সেইখানেই আমাদের-চলে যাওয়া উচিত।।১৫।। বানরবীরেরা সবাই মিলে যেভাবে আমায় বলছেন, তাতে আমিই কর্তা বটে, তবুও কাজ করতে গেলে আমি আপনাদেরই অধীন। আপনারা যেভাবে বলেন আমি সেইভাবেই সব করি।।১৬।। যদিও আমি যুবরাজ তবুও আমি আপনাদের আদেশ দিতে পারি না। আপনারা সব কৃতকর্মা পুরুষ। আপনাদের উপর জোর করে কিছু চাপানো আমার উচিত নয়।।১৭।। অঙ্গদের এইরকম সব উত্তম কথা শুনে বনবাসী বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে

ব্রুবতশ্চাঙ্গদস্যৈবং শ্রুত্বা বচনমুত্তমম্। প্রহৃষ্টমনসো বাক্যমিদমূচুর্বনৌকসঃ।। ১৮
এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ। ঐশ্বর্যমদমত্তো হি সর্বোঽহমিতি মন্যতে।। ১৯
তব চেদং সুসদৃশং বাক্যং নান্যস্য কস্যচিৎ। সন্নতির্হি তবাখ্যাতি ভবিষ্যচ্ছুভযোগ্যতাম্।। ২০
সর্বে বয়মপি প্রাপ্তাস্তত্র গন্তুং কৃতক্ষণাঃ। স যত্র হরিবীরাণাং সুগ্রীবঃ পতিরব্যয়ঃ।। ২১
ত্বয়া হ্যনুক্তৈর্হরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্। ক্বচিদ্ গন্তুং হরিশ্রেষ্ঠ ব্রূমঃ সত্যমিদন্তু তে।। ২২
এবং তু বদতাং তেষামঙ্গদঃ প্রত্যভাষত। সাধু গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ।। ২৩
উৎপতন্তমনূৎপেতুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ। কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ।। ২৪
অঙ্গদং পূরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্। তেঽম্বরং সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ২৫
বিনদন্তো মহানাদং ঘনা বাতেরিতা যথা। অঙ্গদে সমনুপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।। ২৬
উবাচ শোকসন্তপ্তং রামং কমলোচনম্। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়।। ২৭
নাগন্তুমিহ শক্যং তৈরতীতসময়ৈরিহ। অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন।। ২৮
ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে। যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতামঙ্গদো বরঃ।। ২৯
যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ। ভবেত্তু দীনবদনো ভ্রান্তবিপ্লুতমানসঃ।। ৩০
পিতৃপৈতামহং চৈতৎ পূর্বকৈরভিরক্ষিতম্। ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্।। ৩১
কৌসল্যাসুপ্রজা রাম সমাশ্বসিহি সুব্রত। দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা।। ৩২
নহ্যন্যঃ কর্মণো হেতুঃ সাধনেঽস্য হনূমতঃ। হনূমতীহ সিদ্ধিশ্চ মতিশ্চ মতিসত্তম।। ৩৩
ব্যবসায়শ্চ শৌর্যঞ্চ শ্রুতঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্। জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ হরীশ্বরঃ।। ৩৪

বললো— ।।১৮।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, হে রাজন্, প্রভু হয়েও কে এমন কথা বলে? ঐশ্বর্যের মত্ততায় সবাই —"আমিই সব" এইরকম ভাবে।।১৯।। এইরকম সুন্দর কথা আপনারই হতে পারে, আর কারো নয়। এই বিনম্রতাই ভবিষ্যতে আপনার কল্যাণকর যোগ্যতাকেই বলে দিচ্ছে।।২০।। আমরা সবাই এসে গেছি, তাঁর কাছেই যাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। যেখানে বানরবীরদের মহান অধিপতি সুগ্রীব অবস্থান করছেন।।২১।। এই কথা কিন্তু সত্যি করে বলছি, হে বানরশ্রেষ্ঠ, আপনি না বললে কেউই এক পা'ও কোথাও যেতে পারবে না।।২২।। তারা সবাই এই কথা বললে অঙ্গদ বললো, বেশ, চলুন। আমরা যাই। এবার মহাবলবান বানরেরা আকাশে লাফিয়ে উঠে চলতে লাগলো।।২৩।। অঙ্গদ যখন উড়ে চললো, তখন সেইসব বানর দলপতিরা আকাশকে ছেয়ে চলতে লাগলেন। মনে হলো যেন যন্ত্রের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দ্বারা আকাশ ছেয়ে গেছে ।।২৪।। অঙ্গদ এবং বানর হনুমানকে সামনে নিয়ে দ্রুতগামী বানরেরা তৎক্ষণাৎ আকাশে উঠে উড়ে যেতে লাগলো।।২৫।। বায়ুতাড়িত মেঘের মতো তারা গর্জন করতে লাগলো। বানরাধিপতি সুগ্রীবের কাছে গিয়ে অঙ্গদ উপস্থিত হলো *(বাত + ঈরিত— বায়ুর দ্বারা তাড়িত)* ।।২৬।। সুগ্রীব তখন শোকসন্তপ্ত পদ্মলোচন রামকে বললেন, আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার কল্যাণ হোক। দেবী সীতাকে দেখতে পাওয়া গেছে। এতে কোনো সংশয় নেই।।২৭।। হে শুভদর্শন, অঙ্গদের আনন্দের দ্বারাই জানতে পারছি। নৈলে তারা এতো সময় অতিক্রম করে এখানে আসতে পারতো না *(পূর্বে বানরদের ভয় দেখিয়েছিলেন, যদি তারা নির্দিষ্ট সময়ে সংবাদ না আনতে পারে তাহলে তাদের জীবন থাকবে না)* ।।২৮।। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর যুবরাজ অঙ্গদ কাজ না হলে আমার কাছে আসতো না।।২৯।। যদিও কার্য ব্যর্থ হলে বানরদের এইরকম বিশৃঙ্খল আড়ম্বর হতে পারে তবুও তখন তারা হর্ষযুক্ত না হয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হয়ে যেতো। তাদের মুখে পড়তো দৈন্যের ছাপ।।৩০।। জনকদুহিতা সীতাকে না দেখতে পেলে আমার পূর্বপুরুষদের দ্বারা রক্ষিত পিতৃ-পিতামহক্রমে প্রাপ্ত এই মধুবনকে তারা ধ্বংস করতো না।।৩১।। হে রামচন্দ্র, আপনি মাতা কৌশল্যার সুপুত্র। আপনি সুব্রত। আপনি আশ্বস্ত হোন। নিঃসন্দেহে হনুমানই দেবীকে দেখে এসেছেন, আর কেউ নয়।।৩২।। হে বুদ্ধিমানদের প্রধান, এই দুরূহ কার্যসাধনে হনুমান ছাড়া আর কেউ হেতু হতে পারে না। ইহজগতে হনুমানের মধ্যেই রয়েছে সিদ্ধি। ও বুদ্ধি।।৩৩।। তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অধ্যবসায়। শৌর্য এবং জ্ঞান। জেনে রাখুন, জাম্ববান এবং বানরপতি অঙ্গদ যেখানে নেতা,...।।৩৪।। আর হনুমান যেখানে সবার উপরে অধিষ্ঠান করছেন, সেখানে অকার্য কখনো

হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা। মা ভূশ্চিন্তাসমাযুক্তঃ সম্প্রত্যমিতবিক্রম।। ৩৫
যদা হি দর্পিতোদগ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ। নৈষামকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ।। ৩৬
বনভঙ্গেন জানামি মধূনাং ভক্ষণেন চ। ততঃ কিলকিলাশব্দং শুশ্রাবাসন্নমম্বরে।। ৩৭
হনূমৎকর্মদৃপ্তানাং নদতাং কাননৌকসাম্। কিষ্কিন্ধামুপযাতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিব।। ৩৮
ততঃ শ্রুত্বা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ। আয়াতাঞ্চিতলাঙ্গূলঃ সোঽভবদ্ধৃষ্টমানসঃ।। ৩৯
আজগ্মুস্তেঽপি হরয়ো রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্।। ৪০
তেঽঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুদান্বিতাঃ। নিপেতুর্হরিরাজস্য সমীপে রাঘবস্য চ।। ৪১
হনূমাংশ্চ মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ। নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।। ৪২
দৃষ্টা দেবীতি হনুমদ্বদনাদমৃতোপমম্। আকর্ণ বচনং রামো হর্ষমাপ সলক্ষ্মণঃ।। ৪৩
নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাত্মজে। লক্ষ্মণঃ প্রীতিমান্ প্রীতং বহুমানাদবৈক্ষত।। ৪৪
প্রীত্যা চ পরয়োপেতো রাঘবঃ পরবীরহা। বহুমানেন মহতা হনূমন্তমবৈক্ষত।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

হতে পারে না। হে অমিতবিক্রম, আপনি আর চিন্তাযুক্ত হবেন না।।৩৫।। বনবাসী বানরেরা যখন সবাই মিলে এইভাবে উগ্র দর্প প্রকাশ করছে, এরা অকৃতকার্য হলে এইরকম আড়ম্বরের সঙ্গে হৈ চৈ হতো না।।৩৬।। বনের ভাঙ্‌চুরের আর তাদের মধুপানে এটি আমি বুঝতে পেরেছি। এইসময় সুগ্রীব আকাশে কিলকিল শব্দ শুনতে পেলো।।৩৭।। মনে হলো যেন, হনুমানের কর্মে গর্বিত হয়ে বনবাসী বানরেরা আনন্দধ্বনি করতে করতে কার্যসিদ্ধির কথাই সূচিত করছে।।৩৮।। তারপর তাদের সেই ধ্বনি শুনে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব মনের আনন্দে তাঁর বিরাট ল্যাজটি আছড়াতে লাগলো।।৩৯।। রামচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বানরেরা অঙ্গদ এবং বানর হনুমানকে সামনে করে নিয়ে উপস্থিত হলো।।৪০।। অঙ্গদ-প্রমুখ আনন্দিত, মদমত্ত বীরেরা রামচন্দ্রের এবং বানরাধিপতি সুগ্রীবের কাছে এসে আকাশ থেকে নেমে এলো।।৪১।। তারপর মহাবাহু হনুমান রামের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। নিবেদন করলেন, দেবী সীতা ব্রতপরায়ণা হয়ে অক্ষতাই রয়েছেন।।৪২।। দেবীকে দেখে এসেছি—হনুমানের এই বাক্য তাঁদের কাছে অমৃতের মতো মনে হলো। এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আনন্দলাভ করলেন।।৪৩।। পবনপুত্র হনুমানের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হবে—এতে নিশ্চিত ছিলেন সুগ্রীব। প্রীতিমান লক্ষ্মণ প্রীত হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে দেখতে লাগলেন।।৪৪।। শত্রুবীরহন্তা রামও পরমপ্রীতির সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখতে লাগলেন হনুমানকে।।৪৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

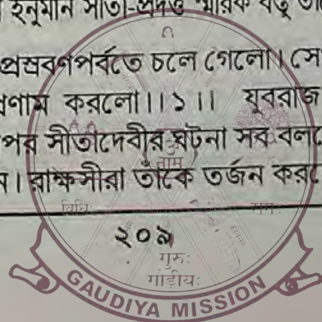
রামচন্দ্রেণ সীতাবৃত্তান্তজিজ্ঞাসিতস্য হনূমতঃ শিংশপাবৃক্ষমূলে রাক্ষসীনাং মধ্যে তস্যা অবস্থিতিনিবেদনপূর্বকং তৎপ্রদত্তাভিজ্ঞানপ্রদানম্।

ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্। প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।। ১
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ। প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে।। ২

পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ

রামচন্দ্র সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেন। শিংশপাগাছের নীচে রাক্ষসীদের মধ্যে সীতা বসে আছেন—এই সংবাদ নিবেদন করে হনুমান সীতা-প্রদত্ত স্মারক বস্তু তাঁকে সমর্পণ করলেন।

ঐ বানরেরা সুন্দর বনরাজি-সমন্বিত প্রস্রবণপর্বতে চলে গেলো। সেখানে তারা মহাবলশালী রাম এবং লক্ষ্মণকে চরণে মাথা নত করে প্রণাম করলো।।১।। যুবরাজ অঙ্গদ তাদের সামনে রয়েছে। সুগ্রীবকেও তারা প্রণাম করলো। তারপর সীতাদেবীর ঘটনা সব বলতে আরম্ভ করলো।।২।। রাবণের অন্তঃপুরে সীতা অবরুদ্ধা হয়ে আছেন। রাক্ষসীরা তাঁকে তর্জন করছে। রামের প্রতি তাঁর সম্যগ্ প্রেম



রাবণান্তঃপুরে রোধং রাক্ষসীভিশ্চ তর্জনম্। রামে সমনুরাগঞ্চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ।। ৩
এতদাখ্যায়তে সর্বে হরয়ো রামসন্নিধৌ। বৈদেহীমক্ষতাং শ্রুত্বা রামস্তূত্তরমব্রবীৎ।। ৪
ক্ব সীতা বর্ততে দেবী কথঞ্চ ময়ি বর্ততে। এতন্মে সর্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ।। ৫
রামস্য গদিতং শ্রুত্বা হরয়ো রামসন্নিধৌ। চোদয়ন্তি হনূমন্তং সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্।। ৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। প্রণম্য শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি।। ৭
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সীতায়া দর্শনং যথা। তং মণিং কাঞ্চনং দিব্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা।। ৮
দত্ত্বা রামায় হনূমাংস্ততঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমায়তম্।। ৯
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিদৃক্ষয়া। তত্র লঙ্কেতি নগরী রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ১০
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরে বসতি দক্ষিণে। তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী।। ১১
ত্বয়ি সন্ন্যস্য জীবন্তী রামা রাম মনোরথম্। দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জমানা মুহর্মুহঃ।। ১২
রাক্ষসীভির্বিরূপাভী রক্ষিতা প্রমদাবনে। দুঃখমাপদ্যতে দেবী ত্বয়া বীর সুখোর্চিতা।। ১৩
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা। একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা।। ১৪
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে। রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যে কৃতনিশ্চয়া।। ১৫
দেবী কথঞ্চিৎ কাকুৎস্থ ত্বন্মনা মার্গিতা ময়া। ইক্ষ্বাকুবংশবিখ্যাতিং শনৈঃ কীর্তয়তানঘ।। ১৬
সা ময়া নরশার্দূল শনৈর্বিশ্বাসিতা তদা। ততঃ সম্ভাষিতা দেবী সর্বমর্থঞ্চ দর্শিতা।। ১৭
রাম-সুগ্রীবসংখ্যঞ্চ শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতা। নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্চাস্যাঃ সদা ত্বয়ি।। ১৮
এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী। উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ।। ১৯

রয়েছে। রাবণ তাঁকে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তা সবই বললো *(রাবণ যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলো, তার আর মাত্র দু'মাস বাকী রয়েছে—এরপর আমার মৃত্যু অবধারিত—হে বানর, রামকে বোলো এর মধ্যে যা করার করতে।"দশমো বর্ততে মাসৌ দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম")* ।।৩।। রামের কাছে বানরেরা সকলে এইসব বৃত্তান্ত বললো। বৈদেহী সীতা অক্ষতা আছেন শুনে রাম উত্তরে বললেন— ।।৪।। কোথায় সীতাদেবী আছেন? কিভাবে আছেন? আমার প্রতি তাঁর মনোভাব কি? ওহে বানরবৃন্দ, এইসব তোমরা আমায় বলো।।৫।। রামের এই কথা শুনে বানরেরা রামের কাছে হনুমানকে পাঠিয়ে দিলো। হনুমানই যে সীতার সমূহ বৃত্তান্ত ভালোভাবে জানেন!।।৬।। তাদের কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান মাথা নত করে দক্ষিণদিকে সীতাকে প্রণাম জানালেন।।৭।। বাক্যনিপুণ হনুমান সীতাকে যেমন দেখেছেন তা বলতে লাগলেন। রামকে দেবার জন্য হনুমানকে নিজের তেজে ভাস্বর যে দিব্য কাঞ্চণমণি সীতা দিয়েছিলেন সেটি হনুমান সঙ্গে এনেছেন।।৮।। হনুমান তা রামকে সমর্পণ করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র আমি লঙ্ঘন করেছি।।৯।। জানকীকে দেখবার বাসনায় খুঁজতে খুঁজতে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কানগরীতে আমি গেছি।।১০।। সমুদ্রের দক্ষিণতীরে ঐ লঙ্কার অবস্থিতি। সেখানে রাবণের অন্তঃপুরে পতিব্রতা সীতাকে আমি দেখলাম।।১১।। হে রাম, আপনাতেই চিত্ত সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সেই সুন্দরী বেঁচে আছেন। দেখলাম রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে ধরে মুহুর্মুহুঃ তর্জন করছে।।১২।। হে বীর, প্রমদাবনে বিকট চেহারার রাক্ষসীরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। অতি দুঃখ তিনি ভোগ করছেন। অথচ এককালে আপনার প্রদত্ত সুখে তিনি ছিলেন অভ্যস্তা।।১৩।। রাবণের অন্তঃপুরে তিনি আজ রুদ্ধা। রাক্ষসীরা বেশ কঠোরভাবে পাহারা দিচ্ছে। একটিমাত্র বেণী তিনি ধারণ করে আছেন। আপনার চিন্তাতেই তিনি নিমগ্না।।১৪।। নীচে ভূতলই তাঁর শয্যা। তাঁর অঙ্গ সব বিবর্ণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন হেমন্তের পদ্ম। রাবণের থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যুর জন্য সঙ্কল্পবদ্ধা তিনি।।১৫।। হে কাকুৎস্থ, দেবীর মন তো আপনার চিন্তায় নিমগ্না। কোনো প্রকারে তাঁকে তো খুঁজে পেলাম। হে নিষ্পাপ, ধীরে ধীরে ইক্ষ্বাকুবংশের খ্যাতি তাঁর কাছে কীর্তন করতে লাগলাম।।১৬।। হে নরশ্রেষ্ঠ, এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস-উৎপাদন করলাম। তারপর দেবীকে সম্ভাষণ করলাম। সব প্রয়োজনও বললাম।।১৭।। রাম ও সুগ্রীবের বন্ধুত্বের কথা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন। আপনার প্রতি তাঁর ভক্তি ও আচরণ অব্যাহতই রয়েছে।।১৮।। হে মহাভাগ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেখলাম, জনকনন্দিনী সীতা আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ তীব্র তপস্যায় নিরতা।।১৯।।

অভিজ্ঞানঞ্চ মে দত্তং যথাবৃত্তং তবান্তিকে। চিত্রকূটে মহাপ্রাজ্ঞ বায়সং প্রতি রাঘব।। ২০
বিজ্ঞাপ্যঃ পুনরপ্যেষ রামো বায়ুসুত ত্বয়া। অখিলেন যথাদৃষ্টমিতি মামাহ জানকী।। ২১
অয়ং চাস্মৈ প্রদাতব্যো যত্নাৎ সুপরিরক্ষিতঃ। ব্রুবতা বচনান্যেবং সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ।। ২২
এষ চূড়ামণিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যত্নরক্ষিতঃ। মনঃশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরস্বেতি চাব্রবীৎ।। ২৩
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ। এনং দৃষ্টা প্রমোদিষ্যে ব্যসনে ত্বামিবানঘ।। ২৪
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ। ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা।। ২৫
ইতি মামব্রবীৎ সীতা কৃশাঙ্গী ধর্মচারিণী। রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা।। ২৬
এতদেব ময়াখ্যাতং সর্বং রাঘব যদ্যথা। সর্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিধীয়তাম্।। ২৭
তৌ জাতাশ্বাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।
দেব্যা চাখ্যাতং সর্বমেবানুপূর্ব্যাদ্ বাচা সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

হে মহাপ্রাজ্ঞ রাঘব, স্মারকরূপে তিনি আপনাকে একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে বললেন— হে পবনপুত্র, চিত্রকূটে বায়সের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন, তা আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে।।২০।। তোমায় তা জানালাম। হে বায়ুপুত্র, আর রাক্ষসীদের যা অত্যাচার এখানে দেখলে, তাও তুমি রামচন্দ্রকে জানাবে। এইসব কথা জানকী আমায় বললেন।।২১।। অতি যত্নে সুরক্ষিত এই মণিটি তাঁকে দেবে। সুগ্রীব যাতে শুনতে পান এইভাবে বলবে।।২২।। এই সুন্দর চূড়ামণিটি আপনার জন্য আমি যত্ন করে রক্ষা করেছি। আরো বলতে বললেন, মনঃশিলার যে তিলক আপনি আমায় পরিয়েছিলেন তা স্মরণ করুন।।২৩।। হে নিষ্পাপ, জলজাত এই সুন্দর মণি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এটাকে দেখে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পেতাম।।২৪।। হে দশরথপুত্র, আর একমাস মাত্র আমি বেঁচে থাকবো। তার বেশী আর বেঁচে থাকতে পারবো না। তখন রাক্ষসদের বশীভূতা হয়ে আমায় প্রাণত্যাগ করতে হবে।।২৫।। ধর্মচারিণী কৃশাঙ্গী সীতা আমাকে এই কথা বলেছিলেন। রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা হয়ে হরিণীর মতো তিনি মুক্তির জন্য উৎসুক-নয়না হয়ে আছেন।।২৬।। হে রঘুবংশধর রাম, যেখানে যা ঘটেছিলো, এই সবই আপনাকে বললাম। এখন সর্বপ্রকারে সাগরের জলে সাঁতারের উপায় চিন্তা করুন।।২৭।। পবনপুত্র হনুমান বুঝতে পারলেন রাজপুত্র দু'জনই আশ্বস্ত হয়েছেন। রামকে তিনি সেই স্মারক মণিটি সমর্পণ করলেন। দেবীর সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিলো, সেইগুলিও সব সম্পূর্ণভাবে আনুপূর্বিক রামকে হনুমান জানিয়ে দিলেন।।২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সীতাদেবীপ্রেরিত-চূড়ামণিং বক্ষসি ধৃত্বা বহুবিলপতো রামচন্দ্রস্য সীতাকথিতবাক্যানি পুনরাখ্যাতুং হনূমৎসমীপে অনুরোধজ্ঞাপনম্।

এবমুক্তো হনুমতা রামো দশরথাত্মজঃ। তং মণিং হৃদয়ে কৃত্বা রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ।। ১
তন্তু দৃষ্টা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবঃ শোককর্ষিতঃ। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।। ২

ষট্ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

সীতাদেবী প্রেরিত চূড়ামণি বুকে ধরে রামচন্দ্র অনেকক্ষণ বিলাপ করলেন। তারপর সীতার বলা কথাগুলি আবার বলার জন্য হনুমানকে রামচন্দ্রের অনুরোধ।

হনুমান এইকথা বলার পর দশরথপুত্র রাম সেই মণি বুকে ধরে লক্ষ্মণসহ কাঁদতে লাগলেন।।১।। শ্রেষ্ঠ সেই মণিটিকে দেখে রাম শোকে আর্ত হয়ে উঠলেন। জল-ভরা চোখে তিনি সুগ্রীবকে বললেন—।।২।। বাছুরকে দেখলে বৎসলা গাভীর যেমন দুধের ধারা ক্ষরিত হয়, তেমনি এই

যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্ বৎসস্য বৎসলা। তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ।। ৩
মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে। বধূকালে যথাবদ্ধমধিকং মূর্ধ্নি শোভতে।। ৪
অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ। যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা।। ৫
ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্। অদ্যাস্ম্যবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিভোঃ।। ৬
অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়া মূর্ধ্নি মে মণিঃ। অদ্যাস্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে।। ৭
কিমাহ সীতা বৈদেহী ব্রূহি সৌম্য পুনঃ পুনঃ। পরাসুমিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা।। ৮
ইতস্তু কিং দুঃখতরং যমিমং বারিসম্ভবম্। মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতাং বিনা।। ৯
চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি। ক্ষণং বীর ন জীবেয়ং বিনা তামসিতেক্ষণাম্।। ১০
নয় মামপি তং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া। ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ।। ১১
কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী সদা। ভয়াবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্।। ১২
শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ। আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্।। ১৩
কিমাহ সীতা হনুমংস্তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে। এতেন খলু জীবিষ্যে ভেষজেনাতুরো যথা।। ১৪
মধুরা মধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী। মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়স্ব মে।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী।। ১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মণিটিকে দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। চোখে জলের ধারা নেমে আসছে।।৩।। এই শ্রেষ্ঠমণিটি আমার শ্বশুরমহাশয় সীতাকে দিয়েছিলেন। বধূরূপে তাকে বরণের সময় তার মাথায় এইটি তিনি বদ্ধ করে দেন। তাতে তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গিয়েছিলো।।৪।। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পূজিত জলজাত এই মণি। ধীমান ইন্দ্র যজ্ঞে পরম তুষ্ট হয়ে জনককে এটি দিয়েছিলেন।।৫।। হে বিভো, হে সৌম্য, এই মণিশ্রেষ্ঠকে দেখে আজ আমি স্মরণ করছি আমার পিতৃদেবকে এবং আমার শ্বশুর বিদেহপতিকে।।৬।। এই মণি আমার প্রিয়পত্নী সীতার মাথাতেই শোভা পায়। আজ এটি দর্শন করে আমি তাকেই পেয়েছি বলে মনে করছি।।৭।। হে সৌম্য, সীতা কি বললেন, বার বার বলো। অজ্ঞান হয়ে গেলে যেমন জল দিয়ে সিঞ্চন করে তেমনি সীতার বাক্যরূপ জলের দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করো।।৮।। ভাই লক্ষ্মণ, এর চেয়ে বেশী দুঃখ আর কিসে হবে? বৈদেহী এলো না, অথচ এই জলজাত মণিকে আমি দেখছি।।৯।। যদি কোনোরকমে একমাস বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে পরে সীতা দীর্ঘকাল বাঁচবে। কিন্তু, হে বীর, সেই কৃষ্ণনয়না সীতাকে ছেড়ে আমি যে ক্ষণকালও বাঁচবো না।।১০।। যেখানে আমার প্রিয়া সীতাকে দেখেছো, সেই দেশেই আমায় নিয়ে চলো। তার সংবাদ পেয়ে আমি যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করতে পারছি না।।১১।। আমার সুন্দরী পত্নী সীতা ভয়ঙ্কর সব রাক্ষসদের মধ্যে কিভাবে ভয়ে ভয়ে বাস করছে?।।১২।। শরৎকালের চাঁদ অন্ধকার হতে মুক্ত বলে সুন্দর দেখায়। কিন্তু, মেঘে ঢাকা পড়লে শোভা পায় না। তেমনি আজ দুঃখের আবরণে ঢাকা সীতার মুখটি আর শোভা পাচ্ছে না।।১৩।। হে হনুমান, সীতা কি বলেছিলেন, তা আমায় ঠিক ঠিক করে বলো। রোগী যেমন ঔষধের দ্বারা বেঁচে থাকে, তেমনি তার কথা শুনে আমিও বেঁচে থাকবো।।১৪।। হনুমন, আমায় বলো, আমার বিরহে সেই সুন্দরী মধুরভাষিণী, মধুরদর্শনা সীতা কি বললো? আমায় ছেড়ে দুঃখের ওপর দুঃখ পেয়ে সেই জানকী কি করে বেঁচে আছে?।।১৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা সীতাকথিত-চিত্রকূটপর্বতসঙ্ঘটিতবায়সবৃত্তান্তপরূপস্যাভিজ্ঞানস্য সম্যগ্ বর্ণনম্,
সীতায়াঃ করুণং বিলাপো হনূমতস্তস্যৈ সান্ত্বনাপ্রদানঞ্চেতি বৃত্তকথনম্।

এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা। সীতায়া ভাষিতং সর্বং ন্যবেদয়ত রাঘবে।। ১
ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ। পূর্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্।। ২
সুখসুপ্তা ত্বয়া সার্দ্ধং জানকী পূর্বমুত্থিতা। বায়সঃ সহসোৎপত্য বিদদার স্তনান্তরম্।। ৩
পর্যায়েণ চ সুপ্তস্ত্বং দেব্যঙ্কে ভরতাগ্রজ। পুনশ্চ কিল পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথাম্।। ৪
ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিল। ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যাঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ।। ৫
বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাধ্যমানয়া। বোধিতঃ কিল দেব্যা ত্বং সুখসুপ্তঃ পরন্তপ।। ৬
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাবাহো দারিতাঞ্চ স্তনান্তরে। আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাক্যং ত্বমূচিবান্।। ৭
নখাগ্রৈঃ কেন তে ভীরু দারিতং বৈ স্তনান্তরম্।। কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা।। ৮
নিরীক্ষমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ। নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তামেবাভিমুখং স্থিতম্।। ৯
সুতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাংবরঃ। ধরান্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ।। ১০
ততস্তস্মিন্ মহাবাহো কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ। বায়সে ত্বং ব্যধাঃ ক্রূরাঃ মতিং মতিমতাং বর।। ১১
স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ ন্যযোজয়ঃ। স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জজ্বালাভিমুখং খগম্।। ১২

সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

হনুমান বর্ণনা করলেন সীতাকথিত চিত্রকূটপর্বতে সংঘটিত সেই বায়স-বৃত্তান্তরূপ স্মারক ঘটনা।
সীতার করুণ বিলাপে হনুমান তাঁকে সান্ত্বনাদান করেন। এইসব ঘটনা।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরকম বলায় হনুমান সীতা যা বলেছিলেন, তা সবই রামকে নিবেদন করলেন।।১।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, চিত্রকূটের ঘটে-যাওয়া সেই পূর্ব ঘটনা যথার্থভাবে তিনি বললেন।।২।। জানকী আপনার সঙ্গে সুখে ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু আগেই তিনি ঘুম থেকে উঠে যান। তখন হঠাৎ একটি কাক উড়ে এসে তাঁর স্তনের মধ্যে ঠুকরে দিয়েছিলো।।৩।। হে ভরতাগ্রজ, পর্যায়ক্রমে একবার আপনি দেবীর কোলে শুয়েছিলেন। আরেকবার দেবী আপনার কোলে শুলেন। যখন আপনি দেবীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, আবার সেই পাখীটি এসে ঐভাবে কষ্ট দিচ্ছিলো।।৪।। সেই কাক আবার এসে দেবীর বুকের মধ্যদেশ বিদীর্ণ করে দিলো। তাঁর দেহের রক্তে তখন আপনি ভিজে গিয়েছিলেন। সেই সময় দেবী আপনাকে জাগাতে চেষ্টা করলেন।।৫।। হে শত্রুতাপন, বায়সের দ্বারা ঐভাবে বারবার উৎপীড়িত হওয়ায় দেবী আপনাকে সুখনিদ্রা হতে জাগিয়ে দিলেন।।৬।। হে মহাবীর, স্তনের মধ্যে তাঁর ঐ বিদীর্ণ অবস্থা দেখে সাপের মতো রেগে গিয়ে আপনি বলেছিলেন— ।।৭।। হে ভীরু, তোমার স্তনের মধ্যভাগ নখের অগ্রভাগ দিয়ে কে এমনভাবে বিদীর্ণ করেছে? ক্রুদ্ধ পাঁচমাথা সাপের সঙ্গে কে খেলা করতে চাইছে?।।৮।। তখন আপনি ইতস্ততঃ দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন একটি কাক সীতার দিকে মুখ করে অবস্থান করছে। তার ধারালো নখগুলি রক্তে রঞ্জিত।।৯।। পাখীদের মধ্যে প্রধান সেই কাকটি ছিলো ইন্দ্রের পুত্র। বায়ুগতিতে সে সত্বর পাতালে গেলো চলে।।১০।। হে বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাগে তখন আপনার চোখ ঘুরছে। ঐ কাকটির প্রতি আপনি তখন ক্রূর বুদ্ধি অবলম্বন করলেন।।১১।। আপনি তখন ছড়ানো কুশরাশি হতে একটি কুশ গ্রহণ করে ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে যোজনা করলেন। পাখীটির মুখের দিকে সেটি প্রলয়কালীন অগ্নির মতো জ্বলে উঠলো।।১২।। প্রদীপ্ত কুশটি আপনি কাকের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর

স ত্বং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি। ততস্তু বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোঽনুজগাম হ।। ১৩
ভীতৈশ্চ স পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চ বায়সঃ। ত্রীন্ লোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি।। ১৪
পুনরপ্যাগতস্তত্র ত্বৎসকাশমরিন্দম। ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যং শরণাগতম্।। ১৫
বধার্হমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয়। মোঘমস্ত্রং ন শক্যন্তু কর্তুমিত্যেব রাঘব।। ১৬
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্। বায়সস্ত্বাং নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ।। ১৭
বিসৃষ্টস্তু তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্। এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্ববান্ শীলবানপি।। ১৮
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব। ন দানবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন মরুদ্গণাঃ।। ১৯
তব রাম রণে শক্তাস্তথা প্রতিসমাসিতুম্। তব বীর্যবতঃ কশ্চিন্ময়ি যদ্যস্তি সম্ভ্রমঃ।। ২০
ক্ষিপ্রং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হন্যতাং যুধি রাবণঃ। ভ্রাতুরাদেশমাজ্ঞায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।। ২১
স কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ। শক্তৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বগ্নিসমতেজসৌ।। ২২
সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ। মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।। ২৩
সমর্থৌ সহিতৌ যম্মাং ন রক্ষেতে পরন্তপৌ। বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাধুভাষিতম্।। ২৪
পুনরপ্যহমার্যান্তামিদং বচনমব্রুবম্। ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।। ২৫
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে। কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।। ২৬
ইদং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি। তাবুভৌ নরশার্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।। ২৭

সেই জ্বলন্ত দর্ভটি কাকটির পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো।।১৩।। ভয় পেয়ে সেই কাকটি দেবতাদের সকলের আশ্রয় চাইলো। কিন্তু সবাই তাকে ত্যাগ করলো। ত্রিভুবন ঘুরেও সে একজন ত্রাণকর্তা খুঁজে পেলো না।।১৪।। হে অরিন্দম, তখন সেই কাকটি আবার আপনার কাছে ফিরে এলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আপনার শরণাগত হয়েছিলো সে।।১৫।। হে কাকুৎস্থ, বধের যোগ্য ছিলো সেই কাক। তবুও তাকে আপনি সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন। হে রাঘব, ব্রহ্মাস্ত্রকে একেবারে ব্যর্থ করা যায় না।।১৬।। তাই সেই কাকের ডান চোখটি ঐ ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট হয়ে গেলো। কাকটি তারপর রাজা দশরথ ও আপনাকে প্রণাম করে চলে গেলো।।১৭।। আপনি তাকে বিদায় দিলে সে নিজের বাসস্থানে গেলো চলে। আচ্ছা, হে রাম, আপনি তো অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী এবং চরিত্রবানও।।১৮।। হে রাম, রাক্ষসদের বিরুদ্ধে আপনি অস্ত্রযোজনা করছেন না কেন? না দানব, না গন্ধর্ব, না অসুর, না মরুদ্-নামক উপদেবতারা...।।১৯।। হে রাম, যুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। আপনি তো বীর্যবান। আমার প্রতি যদি আপনার একটুও আদর থাকে...।।২০।। তাহলে অত্যন্ত ধারালো বাণের দ্বারা যুদ্ধে আপনি রাবণকে হত্যা করুন। লক্ষ্মণ তো শত্রুতাপন। দাদার আদেশ নিয়ে সেই বা এগিয়ে আসছে না কেন?।।২১।। নরশ্রেষ্ঠ রাম কেন আমায় রক্ষা করছেন না? পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ তেজে বায়ু এবং অগ্নির সমান। তাঁরা দু'জন তো আমায় ত্রাণ করতে সমর্থ।।২২।। দেবতাদেরো তাঁরা অজেয়। কেন তাঁরা আমায় উপেক্ষা করছেন? নিশ্চয়ই আমার কোনো বিশেষ পাপ হয়েছে।।২৩।। তাই, শত্রুতাপন এই দু'জন সমর্থ হয়েও আমাকে রক্ষা করছেন না।বৈদেহী সীতার করুণ এবং স্পষ্ট সেইসব কথা আমি শুনলাম।।২৪।। তখন আমি আবার পূজনীয়া সীতাদেবীকে বললাম, সত্যের নামে শপথ করে বলছি, দেবি, রাম আপনার শোকে অত্যন্ত বিষাদমগ্ন হয়ে রয়েছেন।।২৫।। রাম দুঃখে কাতর হওয়ায় লক্ষ্মণও শোকে ক্লিষ্ট হচ্ছেন। কোনোরকমে আপনাকে যখন দেখতে পেয়েছি, এখন আর শোকের সময় নেই।।২৬।। হে মাননীয়া সুন্দরি, দেখবেন, এবার দুঃখের শেষ হয়ে যাবে। সেই রাজপুত্র দু'জন নরশ্রেষ্ঠ এবং শত্রুতাপন।।২৭।। আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহিত হয়ে লঙ্কাকে ভস্ম করে ফেলবেন। যুদ্ধে ভীষণ রাবণকে সবান্ধবে

ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মী করিষ্যতঃ। হত্বা চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্।। ২৮
রাঘবস্ত্বাং বরারোহে স্বপুরীং নয়িতা ধ্রুবম্। যত্তু রামো বিজনীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।। ২৯
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমর্হসি। সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্বা বেণ্যুদ্‌গ্রথনমুত্তমম্।। ৩০
মুক্ত্বা বস্ত্রাদ্দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল। প্রতিগৃহ্য মণিং দোর্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয়।। ৩১
শিরসা সম্প্রণম্যৈনাম্ অহমাগমনে ত্বরে। গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্ণিনী।। ৩২
বিবর্ধমানঞ্চ হি মামুবাচ জনকাত্মজা। অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্‌গদভাষিণী।। ৩৩
মমোৎপতনসম্ভ্রান্তা শোকবেগসমাহতা। মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগ্যোঽসি মহাকপে।। ৩৪
যদ্দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুং রামং কমললোচনম্। লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দেবরং মে যশস্বিনম্।। ৩৫
সীতয়াপ্যেবমুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা। পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি।। ৩৬
যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্। রাঘবঞ্চ মহাভাগে ভর্তারমসিতেক্ষণে।। ৩৭
সাব্রবীম্মাং ততো দেবী নৈষ ধর্মো মহাকপে। যত্তে পৃষ্ঠং সিষেবেঽহং স্ববশা হরিপুঙ্গব।। ৩৮
পুরা চ যদহং বীর স্পৃষ্টা গাত্রেষু রক্ষসা। তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিপীড়িতা।। ৩৯
গচ্ছ ত্বং কপিশার্দূল যত্র তৌ নৃপতেঃ সুতৌ। ইত্যেবং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেষ্টুমাস্থিতা।। ৪০
হনুমন্ সিংহসঙ্কাশৌ তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্।। ৪১
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ। অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাৎ তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি।। ৪২

হত্যা করবেন।।২৮।। হে অনিন্দিতে, হে সুন্দরি, রাম আপনাকে নিশ্চয়ই নিজের পুরীতে নিয়ে যাবেন। আপনি যে এখানে আছেন এবং আমি যে আপনাকে দর্শন করে গেলাম, তারজন্য রামের বিশ্বাস-উৎপাদক কোনো স্মারকচিহ্ন আমায় আপনি দিন।।২৯।। আপনি যে অভিজ্ঞান দেবেন, সেটি তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবে। তিনি তখন সব দিক দেখে নিয়ে বেণীতে বাঁধা উত্তম মণিটিকে খুলে নিলেন।।৩০।। হে মহাবল, এই সেই মণি যা তখন তিনি আমায় খুলে দিয়েছিলেন। হে রঘুপ্রিয়, আপনাকে দেবার জন্য সেই মণি আমি দু'হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলাম।।৩১।। মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করে আমি আসার জন্য তাড়াতাড়ি করছিলাম। সেই সুন্দরী দেবী দেখলেন যে আমি ফেরার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি।।৩২।। আমি সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য শরীরকে বাড়িয়ে নিচ্ছি দেখে জনকদুহিতা করুণভাবে বললেন। তখন তাঁর মুখ চোখের জলের ধারায় ভেসে যাচ্ছে।।৩৩।। আমার উল্লম্ফনের বেগ দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। শোকের আবেগে তিনি তখন উৎপীড়িতা। সীতা তখন আমায় বললেন, হে বললেন, হে মহাবানর, তুমি সৌভাগ্যবান।।৩৪।। তুমি যে পদ্মলোচন মহাবীর রামকে দেখতে পাবে। আমার দেবর যশস্বী মহাবীর লক্ষ্মণকেও দেখবে।।৩৫।। সীতা আমায় এই কথা বলার পর সেই মিথিলা-রাজপুত্রী সীতাকে আমি বললাম, হে জনকনন্দিনি, দেবি, শীগ্‌গির আমার পীঠে উঠে পড়ুন।।৩৬।। হে কৃষ্ণনয়নে, মহাভাগে, তাহলে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণসহ প্রভু রামকে আজই আমি দেখাবো।।৩৭।। তখন সেই দেবী আমায় বললেন, হে মহাকপে, এই কাজ ধর্মসম্মত হবে না। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার পীঠে আমি স্বেচ্ছায় আরোহণ করতে পারি না।।৩৮।। হে বীর, আগে রাক্ষসের দ্বারা তার গাত্রে আমি স্পৃষ্ট হয়েছি ঠিকই। কিন্তু তখন আমি কি করবো? দৈবের দ্বারা তখন আমি নিপীড়িতা হয়েছিলাম (*কাল—দৈব*)।।৩৯।। হে বানরবীর, যেখানে ঐ রাজপুত্র দু'জন রয়েছেন, সেইখানেই তুমি চলে যাও। এইভাবে তিনি কথা বলে আবার তিনি আমায় আদেশ দিলেন।।৪০।। হে হনুমন্, দেখো ঐ রাম-লক্ষ্মণ দু'জনই-সিংহের মতো। তাঁদের এবং সুগ্রীবকেও তাঁর অমাত্যবর্গ -সকলকে আমার কুশল জানিয়ো।।৪১।। যাতে সেই বীর রাম আমাকে এই দুস্তর দুঃখ সমুদ্র হতে উদ্ধার করেন, সেই কথা যথাযথভাবে তাঁকে তুমি বলবে।।৪২।। হে বানরপ্রবর, রামের কাছে গিয়ে

ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর।। ৪৩
এতৎ তবার্যা নৃপ সংযতা সা সীতা বচঃ প্রাহ বিষাদপূর্বম্।
এতচ্চ বুদ্ধ্বা গদিতং যথা ত্বং শ্রদ্ধৎস্ব সীতাং কুশলাং সমগ্রাম্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তুমি আমার এই তীব্র শোকাবেগ এবং রাক্ষসদের আমার প্রতি তীব্র তিরস্কারের কথা বলবে। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।।৪৩।। হে মহারাজ, আপনার কর্তব্যপরায়ণা সংযতচরিত্রা পত্নী সীতা দুঃখের সঙ্গে এই কথা বললেন। আমি যা বললাম তা ভালোভাবে বুঝে, সীতার সামগ্রিক কুশল সম্পাদনে আপনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে কার্যে আত্মনিয়োগ করুন।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা রামচন্দ্রসমীপে 'বানরাণাং সমুদ্রতরণে শক্তিরস্তি ন বে'তি সীতাসন্দেহস্য কথনম্, তৎপরিহারবিষয়বর্ণনঞ্চ।

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্ভ্রমঃ। তব স্নেহান্নরব্যাঘ্র সৌহার্দাদনুমান্য চ।। ১
এবং বহুবিধং বাচ্যো রামো দাশরথিস্ত্বয়া। যথা মাং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রং হত্বা রাবণমাহবে।। ২
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম। কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি।। ৩
মম চাপ্যল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর। অস্য শোকবিপাকস্য মুহূর্তং স্যাদ্ বিমোক্ষণম্।। ৪
গতে হি ত্বয়ি বিক্রান্ত পুনরাগমনায় বৈ। প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।। ৫
তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ। দুঃখাদ্দুঃখপরাভূতাং দুর্গতাং দুঃখভাগিনীম্ ।। ৬
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ। সুমহান্ ত্বৎসহায়েষু হর্যৃক্ষেষু অসংশয়ঃ।। ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্। তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বানরবরাত্মজৌ।। ৮

অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ

সমুদ্র-তরণে বানরদের শক্তি আছে কিনা, সীতার এই সন্দেহের কথা হনুমানের দ্বারা রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন এবং তার পরিহার বিষয়ে বর্ণনা।

হে নরবীর, আমি এবার ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, তখন দেবী আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং সহৃদয়তার সৌজন্যে আবার আমাকে পরবর্তী এই বাক্য বলেছিলেন।।১।। দশরথনন্দন রামকে তুমি বহুবিধ বাক্যে বলবে, যাতে তিনি রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করে তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে যেতে পারেন।।২।। হে বীর, শত্রুদমন, যদি আমার কথা তুমি মেনে নাও, কোনো গোপন স্থানে একটা দিন তুমি এখানে থেকে যাও। বিশ্রাম করে কাল তুমি যেয়ো।।৩।। হে বানর, আমি তো হতভাগিনী। তোমার সান্নিধ্যে শোকজনিত আমার দুঃখের অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য হলেও মুক্তি হবে।।৪।। হে বিক্রমশালিন্, তুমি তো চললে। আবার তোমার ফিরে-আসা পর্যন্ত আমি প্রাণে বেঁচে থাকবো কিনা সন্দেহ আছে।।৫।। তোমার অদর্শনজনিত শোক আমাকে আবার অত্যন্ত তপ্ত করছে। দুঃখের পর দুঃখ এসে আমাকে আঘাত করছে। দুঃখভাগিনী আমি আজ দুর্গতা।।৬।। হে বীর, আমার সামনে একটি সন্দেহ নিঃসংশয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সন্দেহ বেশ জোরালো। বানর এবং ভল্লুকবাহিনী তোমাদের সাহায্য করবে—এটা ঠিকই।।৭।। কিন্তু, সেই বানর ও ভল্লুকবাহিনী দুর্গম মহাসাগর কিভাবে অতিক্রম করবে? সেই রাজপুত্র দু'জনই বা কিভাবে পারবেন?।।৮।। হে নিষ্পাপ, এই

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে। শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য বায়োর্বা তব বানঘ।। ৯
তদস্মিন্ কার্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে। কিং পশ্যসি সমাধানং ব্রূহি বাক্যবিদাং বর।। ১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে। পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ।। ১১
বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং রাবণমাহবে। বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্ যশস্করম্।। ১২
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধিনা হৃতা। রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ।। ১৩
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বাঃ লঙ্কাং পরবলার্দনঃ। মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশ ভবেৎ।। ১৪
তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ। ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়।। ১৫
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্। নিশম্যাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রুবম্।। ১৬
দেবি হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ। সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্ত্বদর্থে কৃতনিশ্চয়ঃ।। ১৭
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ। মনঃসঙ্কল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ।। ১৮
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্যক্ সজ্জতে গতিঃ। ন চ কর্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ।। ১৯
অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ। প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ।। ২০
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ। মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ।। ২১
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ। ন হি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ।। ২২
তদলং পরিতাপেন দেবি মন্যুরপৈতু তে। একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষন্তি হরিযূথপাঃ।। ২৩
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্যাবিবোদিতৌ। ত্বৎসকাশং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ।। ২৪

জগতে তিন জনেরই মোটে সাগর লঙ্ঘনের শক্তি রয়েছে। বিনতানন্দন গরুড়, পবনদেব এবং তোমার।।৯।। হে বাক্‌কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীর, এই দুরতিক্রমণীয় কার্যের সমাধান কি দেখছো? বলোতো দেখি!।।১০।। হে শত্রুবীরনাশন, এই কার্য ভালোভাবে সাধনে তুমি একাই যথেষ্ট। তোমার যশোবৃদ্ধি হোক।।১১।। যুদ্ধে সকল সৈন্যসহ রাবণকে হত্যা করে বিজয়ীর বেশে রাম যদি নিজের পুরীতে আমায় নিয়ে যান, তাই হবে যশস্কর।।১২।। সেই রাবণ ছল করে বনে তাঁর কাছ হতে আমায় হরণ করে নিয়ে এসেছিলো। আবার সেই রাক্ষসের ভয়ে ছল করে রাক্ষসের কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাওয়া রামের পক্ষে শোভা পায় না।।১৩।। শত্রুশক্তিবিনাশকারী রাম লঙ্কাকে সৈন্য দিয়ে ছেয়ে ফেলে যদি আমায় নিয়ে যেতে পারেন, তাইই হবে তাঁর যোগ্য কাজ।।১৪।। যুদ্ধবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের যাতে যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ পায় তারই ব্যবস্থা তুমি কোরো।।১৫।। তাঁর অর্থগর্ভ, যুক্তিনিষ্ঠ, স্নিগ্ধ বাক্য শুনে উত্তরে আমি বললাম–।।১৬।। দেবি, সুগ্রীব হলেন বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বানর এবং ভল্লুক-সেনাদের অধিনায়ক। তিনি বলবান। আপনার উদ্ধারের জন্য তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ।।১৭।। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রয়েছে মহাবলবান, স্থিরবুদ্ধি, পরাক্রমী বানরেরা। মনের সঙ্কল্পের মতো তাঁরা দৃঢ়চিত্ত।।১৮।। তাঁদের গতি ওপরে, নীচে, কি পাশে কোথাও ব্যাহত হয় না। অমিততেজা তাঁরা কঠিন কর্মে কখনো অবসন্ন হয় না।।১৯।। বলশালী এই বানরেরা আকাশপথে বহুবার পৃথিবীকে পরিক্রমা করেছেন।।২০।। সুগ্রীবের কাছে যে বনবাসী বানরেরা আসেন তাঁরা কেউ আমারি তুল্য শক্তিসম্পন্ন, কেউ বা আমার চেয়েও বেশী বলবান। আমার চেয়ে দুর্বল কেউ নেই।।২১।। আমি যখন এখানে আসতে পেরেছি সেই মহাবল বানরদের তো কথাই নেই। দৌত্যকার্যে প্রকৃষ্ট ব্যক্তিদের পাঠানো হয় না। নির্দিষ্ট ব্যক্তিরাই প্রেরিত হন *(হনুমানের দৈন্য লক্ষণীয়। নিজেকে ছোটো দেখিয়ে অপরকে বড়ো দেখাবার দুর্লভ গুণ তাঁর আছে)*।।২২।। দেবি, পরিতাপের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার দুঃখ দূর হোক। বানরদলপতিরা একলাফেই লঙ্কায় এসে পড়বেন।।২৩।। হে সৌভাগ্যবতি, সেই নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ দু'জন আমার পীঠে চড়েই নবোদিত চন্দ্র-সূর্যের মতো আপনার কাছে এসে পড়বেন।।২৪।। শীগ্‌গিরই আপনি সিংহের মতো শত্রুনাশন রামকে দেখতে পাবেন। ধনুর্ধারী

অরিঘ্নং সিংহসঙ্কাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্। লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্মন্তং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্।। ২৫
নখদ্রংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্। বানরান্ বানরেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্।। ২৬
শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু। নর্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাচ্ছ্রোষ্যসে স্বনম্।। ২৭
নিবৃত্তবনবাসঞ্চ ত্বয়া সার্ধমরিন্দমম্। অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।। ২৮
ততো ময়া বাগ্‌ভিরদীনভাষিণী শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা।
উবাহ শান্তিং মম মৈথিলাত্মজা তবাতিশোকেন তথাতিপীড়িতা।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণকেও দেখবেন। দু'জনেই লঙ্কার দুয়ারে এসে গেছেন বলে।।২৫।। দেখবেন, রামচন্দ্রের বানরেরা সব সত্বর তাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন। নখ আর দাঁত তাঁদের অস্ত্র। সিংহ এবং বাঘের মতো তাঁদের বিক্রম।।২৬।। লঙ্কার নিকটবর্তী মলয়পর্বতের পাদদেশে অচিরেই দেখবেন বানরশ্রেষ্ঠেরা আস্‌ফালন করছে। শুনতে পাবেন তাঁদের গর্জন। দেখতে তাঁরা সব পাহাড় আর মেঘের মতো।।২৭।। সত্বরই দেখবেন বনবাস শেষ হয়ে গেছে। শত্রুদমন রাম অযোধ্যায় অনায়াসে গিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন।।২৮।। তারপর অকাতর ভাষিণী মিথিলারাজনন্দিনী দেবী সীতা আপনার শোকে এইভাবে অত্যন্ত পীড়িতা থাকলেও আমি তাঁকে যে মঙ্গলময় কথা বললাম, তা তাঁর ঈপ্সিত হওয়ায়, তাতে তিনি কিছুটা শান্তি পেলেন।।২৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

সুন্দরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।



যুদ্ধকাণ্ডম্



“

যার অর্থ আছে তার বন্ধু আছে। যার অর্থ আছে তার মিত্রও আছে। যার অর্থ আছে সেইই পণ্ডিত, সেইই পুরুষ। যার অর্থ আছে সে পরাক্রমী। সেইই বুদ্ধিমান। ভাগ্যবান সে। যার অর্থ আছে সেইই অধিক গুণবান। অর্থের পরিত্যাগে বহুদোষ ঘটে থাকে......যার অর্থ আছে—ধর্ম, কাম ও অর্থ—এই ত্রিবর্গ তার অনুকূল। ধন নেই যার, সে চেষ্টা করলেও অর্থ-কামাদি লাভ করতে পারে না। .....আনন্দ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম ও দম—এইসব অর্থ হতেই প্রবর্তিত হয়। যাঁরা কেবলই ধর্মাচরণ করেন তাঁদের লৌকিক সুখ অর্থাভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

”



যুদ্ধকাণ্ডম্

।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামচন্দ্রস্য হনূমৎপ্রশংসনপূর্বকং সমুদ্রোত্তরণচিন্তা।

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্। রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ।। ১
কৃতং হনূমতা কার্যং সুমহদ্ভুবি দুর্লভম্। মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে ।। ২
নহি তং পরিপশ্যামি যস্তরেত মহার্ণবম্। অন্যত্র গরুড়াদ্ বায়োরন্যত্র চ হনূমতঃ ।। ৩
দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্। অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্ ।। ৪
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ। কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্ ।। ৫
যো বীর্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনূমতঃ। ভৃত্যকার্যং হনূমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ।
এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ ।। ৬
যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্রা কর্মাণি দুষ্করে। কুর্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ।। ৭
যো নিযুক্তঃ পরং কার্যং ন কুর্যাদ্ নৃপতেঃ প্রিয়ম্। ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ।। ৮
নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ। ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ।। ৯
তন্নিয়োগে নিযুক্তেন কৃতং কৃত্যং হনূমতা। ন চাত্মা লঘুতাং নীতঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোষিতঃ ।। ১০
অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ ।। ১১

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হনুমানের প্রশংসা। এবং সমুদ্র অতিক্রম করার চিন্তা।

শ্রীহনুমান যথাযথভাবে সব বললেন। শ্রীরামচন্দ্র সব শুনে প্রীতিযুক্ত হয়ে উত্তরে বললেন— ।।১।। পৃথিবীতে যা দুর্লভ এমন সুমহদ্‌কার্য হনুমান সম্পাদন করেছেন। অন্য কেউ পৃথিবীতে এই কাজের কথা ভাবতেও পারে না ।।২ ।। গরুড়, বায়ু এবং হনুমান ছাড়া আর কেউ যে মহাসমুদ্র পার হতে পারেন, এমন কাউকেই দেখছি না ।।৩।। এই লঙ্কাপুরী রাবণের দ্বারা সুরক্ষিতা। দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ এবং রাক্ষসদের অজেয় এই পুরী ।।৪।। এতে প্রবেশ করলে প্রাণ নিয়ে জীবিত অবস্থায় কে আর ফিরতে পারে ? রাক্ষসদের দ্বারা সুরক্ষিতা দুষ্প্রবেশ্য এই পুরীতে কেইই বা প্রবেশ করতে পারে ? ।।৫ ।। বলবীর্যে যে হনুমানের তুল্য নয় সে তো ঐখানে যেতেই পারবে না। এইভাবে নিজের শক্তি এবং বিক্রম প্রকাশ করে সুগ্রীবের ভৃত্যের মতো কার্য তিনি মহদ্‌ভাবে সম্পন্ন করেছেন ।।৬।। যিনি প্রভুর দ্বারা দুঃসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হয়ে অনুরাগের সঙ্গে সেটি সমাধা করেন, তদতিরিক্ত কার্যও করেন, তাঁকে বলা হয় উত্তম পুরুষ ।।৭ ।। যিনি কর্মে নিযুক্ত হয়ে সেই নির্ধারিত কাজটুকুইমাত্র করেন, সমর্থ হয়েও প্রভুর হিতকর অন্য কাজ আর করেন না, তাকে বলা হয় মধ্যমপুরুষ ।।৮ ।। যে ভৃত্য কর্মে নিযুক্ত হয়ে সমর্থ হলেও একাগ্রতার সঙ্গে রাজার সেই কার্য সম্পাদন করে না, সে অধমপুরুষ ।। ৯ ।। হনুমান রামের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। কাজ না করে নিজেকে লঘু করেন নি। সুগ্রীবকেও করেছেন তুষ্ট ।। ১০ ।। হনুমান সীতাকে দেখে আসায় আমি, বীর লক্ষ্মণ এবং সমগ্র রঘুবংশ ধর্মতঃ রক্ষা পেলো (*অপহৃতা সীতার সন্ধান মিলেছে। এবার তাঁকে উদ্ধার করে রঘুবংশের মর্যাদা রক্ষা করা যাবে। সীতাকে খুঁজে না পেলে উদ্ধার তো করা যেতো না। কুলবধূকে উদ্ধার করতে না পারায় রঘুবংশের বীর খ্যাতি, ধর্মরক্ষার জন্য আর্তি, রাম-লক্ষ্মণের বীর্যবত্তা— সবই ব্যর্থ হয়ে যেতো। সীতাকে উদ্ধার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক মর্যাদা এবং মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষা করা। ধর্মই এইসবকে ধরে রাখে। তাই 'ধর্মতঃ'-এই কথা উল্লেখিত হয়েছে। দৌর্বল্য কখনো ধর্ম হতে পারে না। পলাশীর যুদ্ধের কবি নবীনচন্দ্রের ভাষায়— "বীরধর্ম অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার*) ।। ১১ ।। এইরকম প্রিয়সংবাদ যে দিচ্ছে, তার যোগ্য কোনো প্রিয় কাজ আমি করতে পারছি না। তাই আমার এই দীনচিত্ত

ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি। যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্মি সদৃশং প্রিয়ম্।। ১২
এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনূমতঃ। ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ।। ১৩
ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে। হনূমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্যমুপাগতম্।। ১৪
ধ্যাত্বা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ। হরীণামীশ্বরস্যৈব সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ।। ১৫
সর্বথা সুকৃতং তাবৎ সীতায়াঃ পরিমার্গণম্। সাগরং তু সমাসাদ্য পুনর্নষ্টং মনো মম।। ১৬
কথং নাম সমুদ্রস্য দুষ্পারস্য মহাম্ভসঃ। হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ।। ১৭
যদ্যপ্যেষ তু বৃত্তান্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম। সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্।। ১৮
ইত্যুক্ত্বা শোকসম্ভ্রান্তো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ। হনূমন্তং মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমৎ।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

আবার পীড়িত হচ্ছে।।১২।। এই কথা বলতে বলতে রামের সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন আনন্দ ফুটে বের হচ্ছে। তিনি কর্তব্য-সমাপনান্তে সমাগত, আদেশ পরিপালনে সন্তুষ্ট হনুমানকে আলিঙ্গন করলো।।১৪।। রঘুশ্রেষ্ঠ রাম একটু চিন্তা করে আবার বলতে লাগলেন। সুগ্রীবের কাছে তাঁকে শুনিয়েই এই কথা বলা।।১৫।। সীতার সন্ধান সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সাগরকে নিয়ে আমার মনোভঙ্গ হচ্ছে।।১৬।। সামনের এই সাগর তো মহাসমুদ্র। এ তো সহজে পার হওয়া যায় না! সমাগত বানরেরা কি করে এই দক্ষিণতীরে পার হয়ে যাবে?।।১৭।। সীতার বৃত্তান্ত আমায় ঠিকই বলেছো। সমুদ্র উত্তরণে বানরদের কি উপায় হবে?।।১৮।। মহাবীর শত্রুবিনাশী রাম হনুমানকে এই কথা বলে শোকাকুল হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

শোকার্ত-রামং প্রতি সুগ্রীবস্যোপদেশবাক্যম্

তং তু শোকপরিদ্যূনং রামং দশরথাত্মজম্। উবাচ বচনং শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ শোকনাশনম্।। ১
কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা। মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্।। ২
সন্তাপস্য চ তে স্থানং ন হি পশ্যামি রাঘব। প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ।। ৩
মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব। ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্।। ৪
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্। লঙ্কামারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামশ্চ তে রিপুম্।। ৫
নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ। সর্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি।। ৬

দ্বিতীয় (২) সর্গ

শোকার্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশবাক্য

দশরথনন্দন বীর রামকে এইভাবে শোকে ব্যাকুল দেখে শ্রীমান সুগ্রীব শোকনাশক বাক্য বলতে আরম্ভ করলো।।১।। আপনি তো বীর। সাধারণ লোকের মতো আপনি শোক করছেন কেন? এইরকম হবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন সৌহৃদ্য ভুলে যায়, আপনিও তেমনি শোক ভুলে যান *(উপমায় ঋষিকবির লোকচরিত্রজ্ঞান লক্ষণীয়)* ।।২।। হে রাম, আমি তো শোকের কোনো কারণ দেখছি না। সীতার অবস্থিতি জানা গেছে। আর শত্রুর বাসস্থলও জানা গেছে ।।৩।। হে রাঘব, আপনি বুদ্ধিমান। শাস্ত্রজ্ঞ। অতিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত। আত্মজ্ঞানী যেমন অর্থদূষক বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন, তেমনি আপনিও সাধারণজনসুলভ এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন ।।৪।। জেনে রাখুন, বিরাট বিরাট জলজন্তুসঙ্কুল সমুদ্র আমরা লঙ্ঘন করবো। লঙ্কা আক্রমণ করবো, আর শত্রুকুলকে বিনাশও করবো ।।৫।। যার উৎসাহ নেই, যে দীন, যে নিজেকে শোকে ব্যাকুল করে ফেলে সে সর্বপ্রকারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং দুঃখ পেয়ে থাকে ।।৬।। এই

ইমে শূরাঃ সমার্থাশ্চ সর্বতো হরিযূথপাঃ। ত্বৎপ্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্।
এষাং হর্ষেণ জানামি তর্কশ্চাপি দৃঢ়ো মম।। ৭
বিক্রমেণ সমানেষ্যে সীতাং হত্বা যথা রিপুম্। রাবণং পাপকর্মাণং তথা ত্বং কর্তুমর্হসি।। ৮
সেতুরত্র যথা বধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুরীম্। তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব।। ৯
দৃষ্ট্বা তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্। হতঞ্চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারয়।। ১০
অবধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরে তু বরুণালয়ে। লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ১১
সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ। সর্বন্তীর্ণঞ্চ বৈ সৈন্যং জিতমিত্যুপধারয়।। ১২
তথাহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ। তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্বার্থনাশনীম্।। ১৩
পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্যাপকর্ষণঃ। যত্তু কার্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্যমবলম্ব্যতাম্।। ১৪
তদলঙ্করণায়ৈব কর্তুর্ভবতি সত্বরম্। অস্মিন কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা।। ১৫
শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্‌বিধানম্ মহাত্মনাম্। বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্বার্থনাশনঃ।। ১৬
তৎ ত্বং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। মদ্বিধৈঃ সচিবৈঃ সার্ধমরীন্ জেতুং সমর্হসি।। ১৭
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব। গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে।। ১৮
বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্যং বিপৎস্যতে। অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে সীতাং তীর্ত্বা সাগরমক্ষয়ম্।। ১৯
তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে। নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি।। ২০
লঙ্‌ঘনার্থঞ্চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ। সহাস্মাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয়।। ২১

বানরদলপতিরা বীর। এবং সর্বপ্রকারে যুদ্ধে সমর্থ। আপনার প্রীতির জন্য তাদের এতোই উৎসাহ যে তারা আগুনেও প্রবেশ করতে পারে। এদের আনন্দের জন্যই একথা আমি বুঝতে পারছি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।।৭।। এখন আপনি তাই করুন যাতে পাপাচারী রাবণকে হত্যা করে পরাক্রমের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে আসতে পারি ।।৮।। হে রাঘব, যাতে এখানে সেতু নির্মাণ করা যায়, রাক্ষসরাজ রাবণের সেই পুরী যাতে আমরা দেখতে পারি, তারই ব্যবস্থা আপনি করুন ।।৯।। ত্রিকূটপর্বতের শিখরে অবস্থিত লঙ্কাপুরীকে দেখলেই মনে করবেন রাবণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ।।১০।। বরুণদেবের বাসস্থান হলো এই ঘোর সমুদ্র। তাতে সেতুবন্ধন না করে দেবতা এবং দানবদের নিয়ে ইন্দ্রও লঙ্কায় যেতে পারেন না ।।১১।। লঙ্কা পর্যন্ত সমুদ্রে সেতুনির্মাণ করলেই সৈন্যেরা সব পার হয়ে যাবে। ধরে নিন তখন জয়লাভও আমাদের হয়ে গেছে।।।১২।। এই বানরেরা যুদ্ধে বীর। এবং ইচ্ছেমতো রূপধারণ করতে পারে। হে রাজন্ রাম, বলি শুনুন, এইরকম শোকার্ত হয়ে বিকল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবেন না। এইরকমের বুদ্ধি সকল অভীষ্টকে বিনাশ করে ।।১৩।। এই জগতে দেখা যায়, শোক মানুষের শৌর্যকে বিনাশ করে। এখন মানুষের যা করণীয়, সেই শৌর্যকেই আপনি অবলম্বন করুন।।১৪।। শৌর্য মানুষকে সত্বরই সিদ্ধির দ্বারা অলঙ্কৃত করে। হে মহাজ্ঞানী রাম, তাই, এই দুঃসময়ে তেজের দ্বারা আপনি ধৈর্যধারণ করুন।।১৫।। আমার মতো বীর ও মহজ্জনেরো কোনো কিছু বিনষ্ট হলে এবং দেখা না গেলেও যে শো হয়, তাতে সবকিছুই যেন ধ্বংস হয়ে যায় ।।১৬।। তাই আপনাকে বলি, আপনি তো বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল শাস্ত্রে আপনি পণ্ডিত। আমার মতো মন্ত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে আপনি শত্রুদের সম্যগ্‌ভাবে জয় করতে পারেন ।।১৭।। হে রঘুবংশধর রাম, এই ত্রিভুবনে আমি এমন কাউকেও দেখছি না, আপনি ধনুর্ধারণ করলে যে আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারে ।।১৮।। বানরদের ওপর যে কাজের ভার দিয়েছেন, তা বিনষ্ট হবে না। সাগরের জল ক্ষয় না হলেও, সেই সাগরকে অতিক্রম করে অবিলম্বেই আপনি সীতাকে দেখতে পাবেন ।।১৯।। হে রাজন্, শোক পরিত্যাগ করুন। ক্রোধ অবলম্বন করুন। চেষ্টাহীন ক্ষত্রিয়েরা অপদার্থ। সবাই ক্রোধীকে ভয় করে ।।২০।। আপনার বুদ্ধি সূক্ষ্ম। নদীপতি ভীষণ সমুদ্রকে লঙ্‌ঘন করার জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিবেচনা করুন।।।২১।। সৈনিকেরা সমুদ্র পার হয়ে গেলেই জয়লাভও করবে।

লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিনু। সর্বন্তীর্ণঞ্চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধার্যতাম্।। ২২
ইমে হি হরয়ঃ শূরাঃ সমরে কামরূপিণঃ। তানরীন্ বিধমিষ্যন্তি শিলা-পাদপবৃষ্টিভিঃ।। ২৩
কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্। হতমিত্যেব তং মন্যে যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণ।। ২৪
কিমুক্ত্বা বহুধা চাপি সর্বথা বিজয়ী ভবান্। নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

এটা আপনি নিশ্চিত মনে রাখুন। মনে করুন, সমগ্র সমুদ্র সৈনিকেরা পার হয়ে গেছে। তারা জয়লাভও করেছে ।।২২।। এই বানরেরা বীর। তারা ইচ্ছেমতো রূপধারণ করতে পারে। তারা শিলা এবং গাছপালা বৃষ্টির মতো ছুঁড়ে সেই শত্রুদের বিনাশ করবে ।।২৩।। হে শত্রুসূদন, কোনোরকমে যদি সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি, তাহলে মনে করবো যুদ্ধে রাবণ নিহতই হয়েছে ।।২৪।। আর বেশী বলে লাভ কি ? আপনি সর্বতোভাবে বিজয়ী হবেন। যে সব শুভলক্ষণ দেখলাম, তাতে আমার মন বেশ আনন্দিত হচ্ছে ।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য হনূমৎসমীপে লঙ্কায়া পরিচয়জিজ্ঞাসা, হনূমত তস্যা বিবরণদানঞ্চ।

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ। প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ।। ১
তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ। সর্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে।। ২
কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ ব্রবীহি মে। জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং দর্শনাদিব বানর।। ৩
বলস্য পরিমাণঞ্চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি। গুপ্তিকর্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ।। ৪
যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্। সর্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন সর্বথা কুশলো হ্যসি।। ৫
শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাব্রবীৎ।। ৬
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্মবিধানতঃ। গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ।। ৭
রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা। পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্।। ৮
বিভাগঞ্চ বলৌঘস্য নির্দেশং বাহনস্য চ। এবমুক্ত্বা হরিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ।। ৯

তৃতীয় (৩) সর্গ

হনুমানের কাছে শ্রীরামের লঙ্কার পরিচয়-জিজ্ঞাসা। হনুমানের দ্বারা পরিচয়-প্রদান।

রাম সুগ্রীবের বাক্য শুনলেন। সেই বাক্য ছিলো যুক্তিপূর্ণ এবং তথ্যযুক্ত। তাই তিনি সেই কথা মেনে নিয়ে হনুমানকে বললেন— ।।১।। আমি তপস্যার দ্বারা সেতুনির্মাণে, সাগরকে শোষণে এবং তার লঙ্ঘনে সর্বপ্রকারে সমর্থ ।।২।। দুর্গম লঙ্কায় কতোগুলি দুর্গ আছে, তা আমায় বলো। হে বানর, সকল কিছু আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই ।।৩।। সৈন্যের সংখ্যা কি ? দুর্গের দ্বারদেশ কি করতে হবে ? সংগোপনে সেখানে কি করতে হবে ?।।৪।। লঙ্কায় এইসব তুমি দেখেছো। সব ঠিক ঠিকভাবে বলো। এই বিষয়ে তুমিই তো নিপুণ !।।৫।। পবনপুত্র হনুমান বাগ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রামের কথা শুনে তিনি আবার রামকে বললেন— ।।৬।। আপনি শুনুন। সব আমি বলছি। দুর্গনির্মাণের পদ্ধতি আমি বলছি। বলছি কিভাবে সৈনিকদের দ্বারা সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরী রক্ষিত হচ্ছে ।।৭।। রাবণের প্রতি রাক্ষসদের প্রীতি, রাবণের তেজস্বিতা, লঙ্কার পরম সমৃদ্ধি এবং সাগরের ভয়ঙ্করতা—এ সবই আমি বলছি ।।৮।। বলছি সৈন্যবাহিনীর বিভাগ এবং বাহনের সংখ্যা। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান যথাযথভাবে সমূহ বিষয় বলতে লাগলেন ।।৯।। লঙ্কা অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণা। মত্ত হস্তীদের দ্বারা সমাকুল এই নগরী।

প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা। মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা।। ১০
বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ। দৃঢবদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ।। ১১
তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ। আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্যতে।। ১২
দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ। শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ।। ১৩
সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ। মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য-মুক্তাবিরচিতান্তরঃ।। ১৪
সর্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ। অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ।। ১৫
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ। যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ।। ১৬
ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি। যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ।। ১৭
একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢঃ। কাঞ্চনৈর্বহুভিস্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ।। ১৮
স্বয়ং প্রকৃতিমাপন্নো যুযুৎসু রাম রাবণঃ। উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে।। ১৯
লঙ্কা পুনর্নিরালম্বা দেবদুর্গভয়াবহা। নাদেয়ং পার্বতং বান্যং কৃত্রিমঞ্চ চতুর্বিধম্।। ২০
স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব। নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্বশঃ।। ২১
শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পূর্দেবপুরোপমা। বাজি-বারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জয়া।। ২২
পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যাশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ। শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ২৩

সেখান রয়েছে বিশাল সব রথ। রাক্ষসেরা সেখানে বাস করে।।১০।। অশ্বের দ্বারা পরিকীর্ণ এই নগরী। শত্রুদের কাছে দুর্গম এই লঙ্কা। এর চারদিকে চারটি বিশাল দ্বার রয়েছে। দৃঢ় কপাটের দ্বারা রুদ্ধ সেই দ্বারগুলি। দরজায় রয়েছে বিরাট বিরাট অর্গল।।১১।। দ্বারদেশে রয়েছে শক্তিশালী বিশাল ইষূপল যন্ত্র। সেখানে শত্রুসৈন্য এলে ঐ অস্ত্রের দ্বারা তাদের প্রতিরোধ করা হয় *(ইষূপল যন্ত্র— স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ইষু—বাণ। উপল প্রস্তর। মনে হয় পাথরের বুকে এমন করে ঐ বাণগুলি স্থাপিত করা আছে, যাতে শত্রু এলে আপনা থেকেই ঐগুলি নিক্ষিপ্ত হবে)* ।।১২।। দরজায় বীর রাক্ষসেরা শত শত কামান সাজিয়ে রেখেছে। সেগুলি ভীষণদর্শন। লোহায় তৈরী। তীক্ষ্ণ অথচ ঝকঝকে। নিয়মিত সেগুলিকে সংস্কার করা হয় *(কাল + আয়স = ভীষণ লৌহ)* ।।১৩।। লঙ্কার সোনার তৈরী সমুচ্চ প্রাচীর সহজে কেউ পার হতে পারে না। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে খচিত রয়েছে মণি, প্রবাল, বৈদূর্য এবং মুক্তা *(বিদ্রুম-প্রবাল)* ।।১৪।। চারদিক ঘেরা রয়েছে অত্যন্ত গভীর পরিখার দ্বারা। সেগুলি দেখতে ভীষণ। তার জল অত্যন্ত শীতল। জলজন্তুতেপূর্ণ সেই পরিখা। মৎস্য-সমাকুল। অত্যন্ত অশুভজনক এই পরিখা *(গ্রাহ-জলজন্তু। অগাধ-গভীর। ভীম-ভয়ঙ্কর)* ।।১৫।। চারটি দ্বারে পারাপারের জন্য চারটি চওড়া সেতু রয়েছে। তাতে বহু যন্ত্র বসানো রয়েছে। সারি সারি বিশাল গৃহও রয়েছে *(মনে হয় জল নির্গমনের জন্য এখনকার মতো স্লুইস্ গেট এবং শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সেখানে বসানো রয়েছে। সংক্রম-সেতু)* ।।১৬।। শত্রুসৈন্য এলে ঐ যন্ত্রসমন্বিত সেতুগুলি লঙ্কাকে রক্ষা করতো। সেই যন্ত্রের দ্বারা শত্রুদের চারদিকের পরিখার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হতো।।১৭।। ঐ চারটি সেতুর মধ্যে একটি সেতু হলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুদৃঢ়। সেটি কিছুতেই কাঁপে না। সোনার তৈরী অনেক স্তম্ভ এবং বেদীর দ্বারা সেই সেতুটি শোভিত।।১৮।। হে রাম, রাবণ যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়ে সতর্কতার সঙ্গে শত্রুসৈন্য দর্শনের জন্য সেই সেতুতে স্বীয় বীরবিক্রমে উঠে দাঁড়ান।।১৯।। এই লঙ্কায় নদী, পর্বত, বন ও কৃত্রিম—এই চার রকমের দুর্গ রয়েছে। নিরালম্বা ভয়ঙ্করী এই লঙ্কা দেবতাদেরো পক্ষে দুর্গম।।২০।। হে রাম, দুস্তর সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত এই লঙ্কা। এর সঙ্গে নৌ-পথের সংযোগও নেই। তাই সর্বপ্রকারে নাগালের বাইরে এই দ্বীপ।।২১।। পর্বতের ওপরে নির্মিতা এই লঙ্কাপুরী দেবনগরীর মতো রমণীয়া। হস্তী এবং অশ্বে পরিপূর্ণা এই নগরী সহজে কেউ জয় করতে পারে না।।২২।। দুরাত্মা রাবণের এই লঙ্কাপুরী পরিখা, কামান এবং আরো সব বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিতা *(শতঘ্নী—কামান, শত শত লোক এক সঙ্গে হত্যা করার যন্ত্র)* ।।২৩।। এর পূর্বদ্বারে পাহারা দিচ্ছে অযুত সংখ্যক রাক্ষস। তারা সবাই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। হাতে

অযুতং রাক্ষসামত্র পূর্বদ্বারং সমাশ্রিতম্। শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ।। ২৪
নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্। চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ।। ২৫
প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্। চর্মখড়্গধরাঃ সর্বে তথা সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।। ২৬
ন্যর্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্। রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ।। ২৭
শতশোঽথ সহস্রাণি মধ্যমং স্কন্ধমাশ্রিতাঃ। যাতুধানা দুরাধর্ষাঃ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্।। ২৮
তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ। দগ্ধা চ নগরী লঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতাঃ।। ২৯
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতো রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্। যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্।। ৩০
হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপধার্যতাম্। অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ।। ৩১
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব। প্লবমানা হি গত্বা তাং রাবণস্য মহাপুরীম্।। ৩২
সপর্বতবনাং ভিত্ত্বা সখাতাঞ্চ সতোরণাম্। সপ্রাকারাং সভবনামানয়িষ্যন্তি রাঘব।। ৩৩
এবমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলানাং সর্বসংগ্রহম্। মুহূর্তেন তু যুক্তেন প্রস্থানমভিরোচয়।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

রয়েছে ‘শূল’ আর খড়্গ।।২৪।। দক্ষিণদ্বারে নিযুক্ত রয়েছে নিযুত সংখ্যক চতুরঙ্গ বীর যোদ্ধা সেনা।।২৫।। পশ্চিমদ্বারে রয়েছে সর্বঅস্ত্রে কুশলীখড়্গ-চর্ম-ধারণকারী অযুতসংখ্যক রাক্ষস।।২৬।। উত্তরদ্বারে আছে দশকোটি রথী আর অশ্বারোহী। তারা সবাই সদ্বংশজাত এবং সম্মানিত।।২৭।। লঙ্কার মধ্যদেশে আছে যে রাক্ষসেরা তারা শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটিও হতে পারে। তারা সব দুর্ধর্ষ।।২৮।। আমি সেতুগুলি ভেঙে দিয়েছি। পরিখাগুলি মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছি। প্রাচীরগুলি বিধ্বস্ত করেছি এবং লঙ্কা নগরীকে দিয়েছি পুড়িয়ে।।২৯।। যে কোনো প্রকারে যদি আমরা সমুদ্র পার হতে পারি তাহলে প্রধান রাক্ষসদেরকে শক্তিতে পর্যুদস্ত করা যাবে।।৩০।। বানরেরা মিলে লঙ্কা ধ্বংস করে দিয়েছি, ধরেই নিন। অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান, পনস এবং নল।।৩১।। এবং সেনাপতি নীল, লঙ্কা-বিজয়ে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সৈন্যের আর প্রয়োজন কি ? রাবণের সেই মহাপুরীতে আমরা আকাশ পথে উড়ে যাবো।।৩২।। হে রাম, পর্বত, বন, পরিখা, তোরণ, প্রাকার এবং ভবনসহ লঙ্কাকে ধ্বংস করে আমরা দেবী সীতাকে নিয়ে আসবো।।৩৩।। আপনার যদি এখনই অভিযান পছন্দ হয়, তাহলে সত্বর সৈন্যদের সবকিছু সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দান করুন।।৩৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

বানরসেনাভিঃ সহ শ্রীরামাদীনাং প্রস্থানম, সমুদ্রতটোপরি তেষামেকত্র সমাবেশশ্চ।

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্বশঃ। ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ১
যন্নিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ। ক্ষিপ্রমেতাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।। ২
অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়। যুক্তো মুহূর্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ।। ৩

চতুর্থ (৪) সর্গ

বানরসেনাদি নিয়ে শ্রীরামাদির প্রস্থান। সমুদ্রতীরে তাঁদের একত্র সমাবেশ।

সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী, মহাতেজস্বী রাম হনুমানের বাক্য আনুপূর্বিকভাবে শুনে তারপর বললেন— ।।১।। ভীষণ রাক্ষসদের যে লঙ্কাপুরীর কথা তুমি নিবেদন করলে, সেই পুরীকে সত্বর আমি ধ্বংস করে ফেলবো—সত্যি করে তোমায় বলছি।।২।। সুগ্রীব, এইমুহূর্তের যাত্রার জন্য তৈরী হও। সূর্য মধ্যগগনে এসে গেছেন। এটি বিজয়যাত্রার মুহূর্ত। তাই এখনই যাত্রা করতে হবে *(দিনের মধ্যাহ্ন তথা দ্বিপ্রহরকে অভিজিৎ বা বিজয়মুহূর্ত বলা হয়। এইসময়ে যুদ্ধযাত্রা সফল হয় বলে মনে করা হয়)*।।৩।। সীতাকে হরণ করে নিয়ে ঐ রাক্ষস রাবণ কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকবে ? আমার এই

সীতাং হৃত্বা তু তদ্ যাতু ক্কাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ। সীতা শ্রুত্বা তু যানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।
জীবিতান্তেই মৃতং স্পৃষ্ট্বা পীত্বামৃতমিবাতুরঃ।। ৪
উত্তরাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে। অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্বানীকসমাবৃতাঃ।। ৫
নিমিত্তানি চ পশ্যামি যানি প্রাদুর্ভবন্তি বৈ। নিহত্য রাবণং সঙ্খ্যে হ্যানয়িষ্যামি জানকীম্।। ৬
উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিদং মম। বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্।। ৭
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ। উবাচ রামো ধর্মাত্মা পুনরপ্যর্থকোবিদঃ।। ৮
অগ্রে যাতু বলস্যাস্য নীলো মার্গমবেক্ষিতুম্। বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।। ৯
ফলমূলবতা নীল শীতকাননবারিণা। পথা মধুমতা চাশু সেনাং সেনাপতে নয়।। ১০
দূষয়েয়ুর্দুরাত্মানঃ পথি মূলফলোদকম্। রাক্ষসাঃ পথি রক্ষেথাস্তেভ্যস্ত্বং নিত্যমুদ্যতঃ।। ১১
নিম্নেষু বনদুর্গেষু বনেষু চ বনৌকসঃ। অভিপ্লুত্যাভিপশ্যেয়ুঃ পরেষাং নিহিতং বলম্।। ১২
যত্তু ফল্গু বলং কিঞ্চিত্তদত্রৈবোপপদ্যতাম্। এতদ্ধি কৃত্যং ঘোরং নো বিক্রমেণ প্রযুজ্যতাম্।। ১৩
সাগরৌঘনিভং ভীমং মহানীকং মহাবলাঃ। কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্তু শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ১৪
গজশ্চ গিরিসঙ্কাশো গবয়শ্চ মহাবলঃ। গবাক্ষশ্চাগ্রতো যান্তু গবং দৃপ্তা ইবর্ষভঃ।। ১৫
যাতু বানরবাহিন্যা বানরঃ প্লবতাং পতিঃ। পালয়ন্ দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো বনরর্ষভঃ।। ১৬
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ। যাতু বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ।। ১৭
যাস্যামি বলমধ্যেঽহং বলৌঘমভিহর্ষয়ন্। অধিরুহ্য হনূমন্তমৈরাবতমিবেশ্বরঃ।। ১৮
অঙ্গদেনৈব সংযাতু লক্ষ্মণশ্চান্তকোপমঃ। সার্বভৌমেন ভূতেশো দ্রবিণাধিপতির্যথা।। ১৯

অভিযানের কথা শুনে সীতাও আশায় বেঁচে থাকবে। বিষপানে পীড়িত ব্যক্তি অমৃতস্পর্শ করে বেঁচে ওঠে। সীতার এই সংবাদেও সেই অবস্থা।।৪।। আজ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। কাল হস্তানক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। সুগ্রীব, আজই এই শুভদিনে সৈন্যসকল সঙ্গে নিয়ে চলো, আজই আমরা যাত্রা করবো।।৫।। দেখছি, শুভলক্ষণ সব প্রাদুর্ভূত হচ্ছে। মনে হয় যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবো।।৬।। আমার চোখের ওপরের দিক নাচছে। তাতে আমার বিজয়প্রাপ্তি এবং সীতাকে উদ্ধারের অভিলাষ-সিদ্ধি সূচিত হচ্ছে।।৭।। তাতে বানরপতি সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ তাঁকে খবুই সম্মান প্রদর্শন করলেন। তখন অর্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগে নিপুণ ধর্মাত্মা রাম আবার বললেন— ।।৮।। দ্রুতগামী এক লক্ষ বানর নিয়ে এই বানরসেনার সেনাপতি হয়ে নীল পথের সন্ধানে আগে এগিয়ে যাক।।৯।। হে সেনাপতে নীল, যে পথে ফল, মূল-মোল, স্নিগ্ধ বন এবং শীতল জল রয়েছে, যে পথে মধু পাওয়া যায়, সেই পথে শীগ্‌গির সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করো।।১০।। দুরাত্মা রাক্ষসেরা পথে ফল, মূল, জল সব বিষিয়ে দিতে পারে। তাই সর্বদা সতর্ক হয়ে সৈন্যদেরকে রক্ষা করবে।।১১।। নীচে, বনদুর্গে, বনে শত্রুসৈন্য লুকিয়ে আছে কিনা, তা যেন বানরেরা লাফ দিয়ে গিয়ে দেখে নেয়।।১২।। সৈন্যদের মধ্যে যারা কিঞ্চিদ্ দুর্বল, তারা এখানেই থেকে যাক। এটি ভীষণ কাজ। পরাক্রমের সঙ্গেই যেতে হবে *(ফল্গু—দুর্বল)* ।।১৩।। মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠেরা শত সহস্র সংখ্যায় সাগরের তরঙ্গের মতো এই ভীষণ এবং বিশাল সেনাবাহিনীকে ভালোভাবে পরিচালনা করুক।।১৪।। পর্বতের মতো পরাক্রমী গজ, মহাবলশালী গবয় এবং গবাক্ষ মদমর্দিত বৃষের মতো দৃপ্তভাবে সেনাবাহিনীর আগে আগে চলুক।।১৫।। বানরপতি বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরবাহিনীর দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করে চলুক।।১৬।। গন্ধহস্তীর মতো দুর্ধর্ষ, বেগবান গন্ধমাদন রক্ষা করে চলুন বানরবাহিনীর বামভাগ।।১৭।। ইন্দ্র যেমন ঐরাবতে আরোহণ করে চলেন, তেমনি আমিও হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করে সৈন্য বাহিনীর আনন্দবর্ধন করতে করতে সেনাবাহিনীর মধ্যভাগে থেকে চলবো।।১৮।। সার্বভৌম নামক হস্তীতে আরোহণ করে যক্ষরাজ কুবের যেমন চলেন, সমতুল্য লক্ষ্মণ তেমনি অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলুক *(অন্তক-যম। দ্রবিণাধিপতি—ধনপতি কুবের)* ।।১৯।। ঋক্ষরাজ জাম্ববান,

জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ। ঋক্ষরাজো মহাবাহুঃ কুক্ষিং রক্ষন্তি তে ত্রয়ঃ।। ২০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ। ব্যাদিদেশ মহাবীর্যো বানরান্ বানরর্ষভঃ।। ২১
তে বানরগণাঃ সর্বে সমুৎপত্য মহৌজসঃ। গুহাভ্যঃ শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা।। ২২
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ। জগাম রামো ধর্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্।। ২৩
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি। বারণাভৈশ্চ হরিভির্যযৌ পরিবৃতস্তদা।। ২৪
তং যান্তমনুযাতি স্ম মহতী হরিবাহিনী। হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে সুগ্রীবেণাপি পালিতাঃ।। ২৫
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। ক্ষ্বেলন্তো নিনদন্তশ্চ জগ্মুর্বৈ দক্ষিণাং দিশম্।। ২৬
ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি চ ফলানি চ। উদ্বহন্তো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ।। ২৭
অন্যোন্যং সহসা দৃপ্তা নির্বহন্তি ক্ষিপন্তি চ। পতন্তশ্চোৎপতন্ত্যন্যে পাতয়ন্ত্যপরে২পরান্।। ২৮
রাবণো নো নিহন্তব্যঃ সর্বে চ রজনীচরাঃ। ইতি গর্জন্তি হরয়ো রাঘবস্য সমীপতঃ।। ২৯
পুরস্তাদৃষভো বীরো নীলঃ কুমুদ এব চ। পন্থানং শোধয়ন্তি স্ম বানরৈর্বহুভিঃ সহ।। ৩০
মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ। বলিভির্বহুভির্ভীমৈর্বৃতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ।। ৩১
হরিঃ শতবলির্বীরঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ। সর্বামেকো হ্যবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্।। ৩২
কোটীশতপরীবারঃ কেসরী পনসো গজঃ। অর্কশ্চাতিবলঃ পার্শ্বমেকং তস্যাভিরক্ষতি।। ৩৩
সুষেণো জাম্ববাংশ্চৈব ঋক্ষৈর্বহুভিরাবৃতৌ। সুগ্রীবং পুরতঃ কৃত্বা জঘনং সংররক্ষতুঃ।। ৩৪
তেষাং সেনাপতির্বীরো নীলো বানরপুঙ্গবঃ। সমন্তাৎ প্লবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্বলং পর্যবারয়ৎ।। ৩৫
দরীমুখং প্রজঙ্ঘশ্চ জম্ভো২থ রভসঃ কপিঃ। সর্বতশ্চ যযুর্বীরাস্ত্বরয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্।। ৩৬

মহাবীর সুষেণ ও বানর বেগদর্শী—এই অভ্যন্তরভাগ রক্ষা করুক *(কুক্ষি-অভ্যন্তর)* ।।২০।। রামের বাক্য শুনে বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর সেনাপতি সুগ্রীব বানরদেরকে আদেশ দিলো।।২১।। তখন অতি বীর্যবান সেই বানরেরা কোথাও পর্বতগুহা থেকে, কোথাও বা পর্বতশিখর হতে লাফিয়ে পিল পিল করে সব বেরিয়ে আসতে লাগলো।।২২।। এবারে বানরাধিপতি সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ রামকে পূজা করলেন। তারপর ধর্মাত্মা রাম স-সৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন।।২৩।। তিনি শত, সহস্র, লক্ষ কোটি এবং অযুতসংখ্যক, হস্তীর মতো বিশালাকার বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে চললেন।।২৪।। তিনি যখন চলছেন তখন এক বিরাট বানরবাহিনী হৃষ্টচিত্তে তাঁকে অনুসরণ করছিলো। সুগ্রীবের দ্বারা প্রতিপালিত সেই বানরবাহিনীর সবাই ছিলো আনন্দে পরিপূর্ণ।।২৫।। বানরেরা তখন কেউ লাফিয়ে চলেছে, কেউ আস্ফালন করছে। কেউ গর্জন করছে। কেউ বা সিংহ-গর্জন করে দক্ষিণদিকে চলেছে ছুটে।।২৬।। পথে চলতে চলতে কেউ সুগন্ধী মধুর ফল ভোজন করছে, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জরীতে অলঙ্কৃত বিশাল বৃক্ষরাজি কেউ কেউ বহন করে নিয়ে চলেছে।।২৭।। হঠাৎ বলদৃপ্ত হয়ে কেউ কেউ অন্যকে ঘাড়ে তুলে বহন করতে লাগলো, আবার কখনো বা ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো।।২৮।। 'রাবণকে আমরা হত্যা করবো, সব রাক্ষসকে করবো হত্যা'—রাবণের কাছে বানরেরা এইভাবে গর্জন করছে।।২৯।। বহু বানরকে সঙ্গে নিয়ে বীর ঋষভ, নীল এবং কুমুদ পথের সংস্কার করতে লাগলেন।।৩০।। রাজা সুগ্রীব এবং রাম লক্ষণকে মধ্যে নিয়ে বহু বীর এবং ভীষণ বানর পরিবৃত হয়ে শত্রু-বিনাশনে তাঁরা চলতে লাগলেন।।৩১।। দশকোটি বানর নিয়ে বীর শতবলি একাই সমগ্র বানর-বাহিনীকে ঘিরে রক্ষা করতে লাগলো।।৩২।। শতকোটি বানরসৈন্যে বেষ্টিত হয়ে মহাবলশালী কেশরী, পনস, গজ এবং অর্ক-নামক বানরপতিরা সেই সেনাবাহিনীর এক একটি পার্শ্ব রক্ষা করছিলো।।৩৩।। বহুসংখ্যক ভল্লুকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সুষেণ এবং জাম্ববান সুগ্রীবকে সামনে রেখে বাহিনীর পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করছিলো *(জঘন—পশ্চাদ্দেশ)* ।।৩৪।। যে বানরেরা এইদিক ঐদিক লাফালাফি করছিলো সেনাপতি বানরমুখ্য বীর নীল তাদেরকে সর্বপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করছিলো।।৩৫।। বানরবীর দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ এবং জম্ভ সবদিক থেকে বানরসেনাদেরকে দ্রুত পরিচালনা করছিলো।।৩৬।। এইভাবে চলতে চলতে বলদৃপ্ত বানরবীরেরা পর্বতশ্রেষ্ঠ সহ্যকে দেখতে পেলো।

এবং তে হরিশার্দূলা গচ্ছন্তি বলদর্পিতাঃ। অপশ্যন্ত গিরিশ্রেষ্ঠং সহ্যং দ্রুমশতাকুলম্।। ৩৭
সরাংসি চ প্রফুল্লানি তটাকানি বরাণি চ। রামস্য শাসনং জ্ঞাত্বা ভীমকোপস্য ভীতবৎ।। ৩৮
বর্জয়ন্নাগরাভ্যাসাংস্তথা জনপদানপি। সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্বানরবলং মহৎ।। ৩৯
নিঃসসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষমিবার্ণবম্। তস্য দাশরথেঃ পার্শ্বে শূরাস্তে কপিকুঞ্জরাঃ।। ৪০
তূর্ণমাপুপ্লবুঃ সর্বে সদশ্বা ইব চোদিতাঃ। কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে নরর্ষভৌ।। ৪১
মহদ্ভ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রহাভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করৌ। ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ।। ৪২
জগাম রামো ধর্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্। তমঙ্গদগতো রামং লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা।। ৪৩
উবাচ পরিপূর্ণার্থং পূর্ণার্থপ্রতিভানবান্। হৃতামবাপ্য বৈদেহীং ক্ষিপ্রং হত্বা চ রাবণম্।। ৪৪
সমৃদ্ধার্থঃ সমৃদ্ধার্থামযোধ্যাং প্রতিযাস্যসি। মহান্তি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাঘব।। ৪৫
শুভানি তব পশ্যামি সর্বাণ্যেবার্থসিদ্ধয়ে। অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাং মৃদুহিতঃ সুখঃ।। ৪৬
পূর্ণবল্গুস্বরাশ্চেমে প্রবদন্তি মৃগদ্বিজাঃ। প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্বা বিমলশ্চ দিবাকরঃ।। ৪৭
উশনাশ্চ প্রসন্নার্চিরনু ত্বাং ভার্গবো গতঃ। ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্চিষ্মন্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবং সর্বে প্রদক্ষিণম্।। ৪৮
ত্রিশঙ্কুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ। পিতামহঃ পুরোঽস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।। ৪৯
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে। নক্ষত্রং পরমস্মাকম্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।। ৫০

শত শত গাছপালায় ভরা ছিলো ঐ সহ্যপর্বত।।৩৭।। সেখানে রয়েছে বহু সরোবর। তাতে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। সুন্দর জলাশয়ও সেখানে অনেক। রেগে গেলে রাম ভীষণ হয়ে যান। তাঁর আদেশে বানরেরা সব যেন ভয়ে ভয়ে রয়েছে *(তটাক—জলাশয়)* ।।৩৮।। তারা নগর এবং জনপদ বর্জন করে চলতে লাগলো। সেই বিশাল বানরবাহিনীকে মহাসমুদ্রের মতো ভীষণ দেখাচ্ছিলো।।৩৯।। ভীষণ গর্জনকারী সমুদ্রের মতো সেই ভয়ঙ্কর বানরবাহিনী সহ্যপর্বত হতে বেরিয়ে এলো। সেই কপিবীরেরা দশরথপুত্র শ্রীরামের পাশে এসে উপস্থিত হলো।।৪০।। প্রেরিত হলে ভালো ঘোড়া যেমন লাফিয়ে চলে আসে তেমনি এই বানরেরাও তাড়াতাড়ি লাফিয়ে চলে এলো। অঙ্গদ এবং হনুমান যখন এই নরশ্রেষ্ঠ দু'জন—রাম ও লক্ষ্মণকে বহন করে আনছিলেন, তখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো।।৪১।। শুভ গ্রহ *(শুক্র ও বৃহস্পতি)* যুক্ত চন্দ্র এবং সূর্যের মতো তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন। তারপর বানরপতি সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ রামকে ভালোভাবে বন্দনা করলেন।।৪২।। ধর্মপ্রাণ রাম সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন। অঙ্গদের স্কন্ধে স্থিত লক্ষ্মণ রামকে মঙ্গলময় বাক্য বললেন।।৪৩।। সীতা সমুদ্ধারের অভিলাষ পূর্ণ হতে চলেছে দেখে লক্ষ্মণ তখন নিশ্চিন্ত। তিনি বললেন, দাদা, শীগ্‌গিরই দেবী সীতাকে আমরা ফিরে পাবো এবং রাবণকে ধ্বংস করবো।।৪৪।। অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় অযোধ্যায় ফিরে যাবো। হে রাম, ভূতলে এবং আকাশে শুভ লক্ষণ সব দেখতে পাচ্ছি।।৪৫।। শুভ লক্ষণ যা দেখছি, সব আপনারই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। দেখুন, সেনাবাহিনীর অনুকূলে মৃদু, মঙ্গলকর, সুখদায়ক এবং হিতকর বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।।৪৬।। এই পশুপাখীরা সুন্দরস্বরে শব্দ এবং কূজন করছে। সমস্ত দিক আজ প্রসন্ন। সূর্যও সমুজ্জ্বল।।৪৭।। ভৃগুনন্দন শুক্রের কিরণ আজ রমণীয়। তিনি আপনার *(সূর্যের)* পশ্চাতে আকাশে উঠেছেন। সপ্তর্ষিগণ সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছেন, তাঁদের কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। তাঁরা সবাই ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করছেন।।৪৮।। মহাপ্রাণ ইক্ষ্বাকুর পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে আমাদের সামনে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছেন।।৪৯।। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহান রাজাদের হিতকারী নক্ষত্রদু'টি বিশাখা নির্মলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো উপদ্রব আর নেই *(বিশাখা দু'টি নক্ষত্র একসঙ্গেই থাকে। তাদের নাম বিশাখা। যেমন অশ্বিনীকুমার বলতে একত্র অবস্থানকারী দু'জন দেবতাকে বোঝায়)* ।।৫০।। রাক্ষসদের হিতকারী নক্ষত্র হচ্ছে মূলা। তাকে নৈর্ঋত বলা হয়। ধূমকেতু তাকে

নৈর্ঋতং নৈর্ঋতানাঞ্চ নক্ষত্রমতিপীড্যতে। মূলো মূলবতা স্পৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা।। ৫১
সর্বং চৈতদ্বিনাশায় রাক্ষসানামুপস্থিতম্। কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্।। ৫২
প্রসন্নাঃ সুরসাশ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ। প্রবান্তি নাধিকা গন্ধা যথর্তুকুসুমা দ্রুমাঃ।। ৫৩
ব্যূঢানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেইধিকং প্রভো। দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।
এবমার্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি।। ৫৪
ইতি ভ্রাতরমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ। অথাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী।। ৫৫
ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্নখ-দংষ্ট্রায়ুধৈরপি। করাগ্রৈশ্চরণাগ্রৈশ্চ বানরৈরুদ্ধৃতং রজঃ।। ৫৬
ভীমমন্তর্দধে লোকং নিবার্য সবিতুঃ প্রভাম্। সপর্বতবনাকাশাং দক্ষিণাং হরিবাহিনী।। ৫৭
ছাদয়ন্তী যযৌ ভীমা দ্যামিবাম্বুদসন্ততিঃ। উত্তরন্ত্যাশ্চ সেনায়াং সততং বহুযোজনম্।। ৫৮
নদী স্রোতাংসি সর্বাণি সস্যন্দুর্বিপরীতবৎ। সরাংসি বিমলাম্ভাংসি দ্রুমাকীর্ণাংশ্চ পর্বতান্।। ৫৯
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ। মধ্যেন চ সমন্তাচ্চ তির্যক্ চাধশ্চ সাবিশৎ।। ৬০
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ। তে হৃষ্টবদনাঃ সর্বে জগ্মুর্মারুতরংহসঃ।। ৬১
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ। হর্ষ-বীর্য-বলোদ্রেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্।। ৬২
যৌবনোৎসেকজান্ দর্পান্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি। তত্র কেচিদ্ দ্রুতং জগ্মুরুৎপেতুশ্চ তথাপরে।। ৬৩
কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুর্বানরা বারণোপমাঃ। প্রাস্ফোটয়ংশ্চ পুচ্ছানি সন্নিজঘ্নুঃ পদান্যপি।। ৬৪
ভুজান্ বিক্ষিপ্য শৈলাংশ্চ দ্রুমানন্যে বভঞ্জিরে। আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গাণি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ।। ৬৫

ধরে পীড়িত করছে। অত্যন্ত নিপীড়িত হচ্ছে এই মূলা নক্ষত্র।।৫১।। রাক্ষসদেরকে বিনাশের জন্য এইসব উপস্থিত হয়েছে। যাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তাদেরই নক্ষত্র সময়মতো গ্রহের দ্বারা পীড়িত হয়।।৫২।। এদিকে দেখুন, জল আজ স্বচ্ছ ও সুপেয়। বনে গাছগুলি অকালেই ফলদান করছে। সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে। তরুরাজি ঋতু-অনুসারে ফুল ফোটাচ্ছে, ফলদান করছে।।৫৩।। প্রভো, শ্রেণীবদ্ধ কপিসৈন্যদেরকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দেবসৈন্যদেরকে যেমন দেখাচ্ছিলো, এদেরো তেমনই দেখাচ্ছে। আর্য, এদের এইভাবে দেখে আপনার প্রীতিলাভ করা উচিত।।৫৪।। দাদাকে আশ্বস্ত করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এই কথা বললেন। এর মধ্যে সমগ্র ভূতলকে আচ্ছন্ন করে বানরবাহিনী অগ্রসর হতে লাগলো।।৫৫।। তখন ভল্লুক, বানর এবং গোপুচ্ছ নামক বানর বিশেষের পুচ্ছ, নখ, দাঁত, হাতের অগ্রভাগ এবং পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা ধূলো উড়তে লাগলো।।৫৬।। ভীষণ মেঘমালা যেমন আকাশকে ছেয়ে ফেলে, তেমনি এই সেনাবাহিনী পর্বত, বনপ্রদেশ ও আকাশসহ পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললো। চললো দক্ষিণদিকে। বহুযোজন বিস্তৃত সেই সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী যখন নদী পার হচ্ছে তখন স্রোতঃসমূহ উল্টোদিকে প্রবাহিত হতে লাগলো। এইভাবে তারা নির্মলজলা নদী আর তরুসমাকীর্ণ পর্বত পার হয়ে চলতে লাগলো।।৫৭-৫৯।। সমতলভূমি এবং ফলপূর্ণ বনভূমির মধ্যে, চারদিকে নীচেও ওপরে সেই বাহিনী প্রবেশ করতে লাগলো।।৬০।। এই বিশাল সেনাবাহিনী সমগ্র জগতকে যেন ঢেকে ফেললো। সৈনিকদের মুখে আনন্দ। তাদের সবারই বায়ুর মতো গতিবেগ।।৬১।। রামের জন্য তারা বিক্রমপ্রকাশ করতে লাগলো। শক্তি-প্রকাশ, হর্ষ এবং বীর্য তারা একে অপরকে দেখাতে লাগলো।।৬২।। যৌবনজনিত দর্প তারা প্রকাশ করতে লাগলো। করতে লাগলো বিবিধ-রকমের ধ্বনি। কেউ অতি দ্রুত চলছে। কেউ বা উড়ে যাচ্ছে।।৬৩।। হাতীর মতো বিশাল কোনো কোনো বানর কিলকিল শব্দ করছে। কেউ ল্যাজ আছড়াতে লাগলো। কেউ বা পায়ে দাপাদাপি করতে লাগলো।।৬৪।। কেউ বা বাহু প্রসারিত করে পাহাড় ভাঙতে লাগলো। গাছপালা ভাঙতে লাগলো কেউ বা। সামনে যে সব পাহাড় দেখা যাচ্ছিলো, কেউ তার চূড়ায় আরোহণ করতে লাগলো।।৬৫।। কেউ বা করতে লাগলো ভীষণ গর্জন। অন্যেরা

মহানাদান্ প্রমুঞ্চন্তঃ ক্ষ্বেড়ামন্যে প্রচক্রিরে। ঊরুবেগৈশ্চ মমৃদুর্লতাজালান্যনেকশঃ।। ৬৬
জৃম্ভমাণাশ্চ বিক্রান্তা বিচিক্রীড়ুঃ শিলাদ্রুমৈঃ। ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ সহস্রশঃ।। ৬৭
বানরাণাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎপরিবৃতা মহী। সা স্ম যাতি দিবারাত্রং মহতী হরিবাহিনী।। ৬৮
প্রহৃষ্টমুদিতাঃ সর্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ। বানরাস্ত্বরিতা যান্তি সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
প্রমোক্ষয়িষবঃ সীতাং মুহূর্তং ক্বাপি নাবসন্।। ৬৯
ততঃ পাদপসম্বাধং নানাবনসমাযুতম্। সহ্যপর্বতমাসাদ্য বানরাস্তে সমারুহন্।। ৭০
কাননানি বিচিত্রাণি নদীপ্রস্রবণানি চ। পশ্যন্নভিযযৌ রামঃ সহ্যস্য মলয়স্য চ।। ৭১
চম্পকাংস্তিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিন্ধুবারকান্। তিনিশান্ করবীরাংশ্চ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ।। ৭২
অঙ্কোলাংশ্চ করঞ্জাশ্চ প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-তিন্দুকান্। জম্বূকামলপুন্নাগান্ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ।। ৭৩
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ। বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্।। ৭৪
মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ। ষট্পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু।। ৭৫
অধিকং শৈলরাজস্তু ধাতুভিঃ সুবিভূষিতঃ। ধাতুভ্যঃ প্রসৃতো রেণুর্বায়ুবেগেন ঘট্টিতঃ।। ৭৬
সুমহদ্বানরানীকং ছাদয়ামাস সর্বতঃ। গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু সর্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতাঃ।। ৭৭
কেতক্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ। মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৭৮
চিরিবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা। রঞ্জকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৭৯
চূতাঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ। মুচুলিন্দার্জনাশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্তথা।। ৮০
হিন্তালাস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্তথা। নীলাশোকাশ্চ সরলা অঙ্কোলাঃ পদ্মকাস্তথা।। ৮১
প্রীয়মাণৈঃ প্লবঙ্গৈস্তু সর্বে পর্যাকুলাকৃতাঃ। বাপ্যস্তস্মিন্ গিরৌ রম্যাঃ পল্বলানি তথৈব চ।। ৮২

সিংহ-গর্জন করছিলো। ভীষণ বেগে গিয়ে কেউ লতাজাল ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।।৬৬।। কোনো কোনো পরাক্রমী বানর বিরাট হাঁ-করে পাথরের টুকরো আর গাছ নিয়ে খেলা করতে লাগলো। এইরকমে লক্ষ, কোটি, হাজার বানরে বনভূমি ব্যাপ্ত হলো।।৬৭।। এইসব ভীষণাকৃতি অথচ সুন্দর বানরদের দ্বারা পৃথিবী যেন ছেয়ে গেলো। সেই বিশাল বানরবাহিনী অহোরাত্র চলতে লাগলো।।৬৮।। সুগ্রীবের দ্বারা পালিত এই বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত। যুদ্ধে যাবার আনন্দে তারা দ্রুতগতিতে ধেয়ে চলেছে। সীতাকে শীগ্‌গির মুক্ত করার জন্য কোথাও মুহূর্তকালও তারা বসে নি।।৬৯।। নানা গাছপালায় ভরা, নানা বনে শোভিত সহ্যপর্বতে এসে বানরেরা উঠতে আরম্ভ করলো তারপর।।৭০।। সুন্দর বনরাজি এবং নদী ও ঝর্ণাগুলি দেখতে দেখতে রাম সহ্য এবং মলয়পর্বতের দিকে চলতে লাগলেন।।৭১।। চম্পক, তিলক, আম্র, অশোক, সিন্ধুবার, তিনিশ এবং করবীগাছগুলি বানরেরা ভাঙতে লাগলো।।৭২।। বানরেরা ভাঙলো অশোক, করঞ্জ, পাকুড়, বট, তিন্দুক, জাম, আমলকী এবং পুন্নাগবৃক্ষ।।৭৩।। ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত হয়ে তারা রমণীয় শিলাতলে বসেছে। তখন বনের বৃক্ষগুলি বায়ুবেগে কেঁপে উঠে পুষ্পরাশি তাদের ওপর বর্ষণ করতে লাগলো।।৭৪।। মধুগন্ধী বনে চন্দনের মতো শীতল সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো। ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিলো।।৭৫।। পর্বতরাজ সহ্য নানা ধাতুতে বেশ ভূষিত হয়েছিলো। বাতাসের বেগে ধাতুর রেণুগুলি উড়ছিলো।।৭৬।। সহ্যপর্বত সেই ধাতুরেণুর দ্বারা বিরাট বানরবাহিনীকে ফেললো ঢেকে। রম্য পর্বত সানুদেশে চারদিকে ফুল ফুটে রয়েছে।।৭৭।। মনোহর কেতকী, সিন্ধুবার এবং বাসন্তী, মাধবী, কুন্দলতা পুষ্পিত হয়ে সৌরভ বিকিরণ করছে।।৭৮।। চিরবিল্ব, মধুক, সুন্দর বকুল, রঞ্জক, তিলক এবং নাগেশ্বর বৃক্ষগুলি ফুল ফুটিয়েছে।।৭৯।। আম্র, পাটলিক এবং কোবিদার বৃক্ষ পুষ্পিত হয়েছে। তেমনি মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিশুগাছ এবং কূর্চিতবু ফুল ফুটিয়েছে।।৮০।। হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল অশোক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্মক তরুরাজিও ফুল ফুটিয়েছে।।৮১।। আনন্দিত হয়ে বানরেরা সেইসব গাছপালা সব বিপর্যস্ত করে ফেললো। সেই পর্বতে সরোবর এবং পুষ্করিণী ছিলো।।৮২।। চক্রবাকেরা সেখানে

চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণ্ডবনিষেবিতাঃ। প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সঙ্কীর্ণা বরাহ-মৃগসেবিতাঃ।। ৮৩
ঋক্ষৈস্তরক্ষুভিঃ সিংহৈঃ শার্দূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ। ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ।। ৮৪
পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা। বারিজৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ রম্যাস্তত্র জলাশয়াঃ।। ৮৫
তস্য সানুষু কূজন্তি নানাদ্বিজগণাস্তথা। স্নাত্বা পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীডন্তি বানরাঃ।। ৮৬
অন্যোন্যং প্লাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ। ফলান্যমৃতগন্ধীনি মূলানি কুসুমানি চ।। ৮৭
বভঞ্জুর্বানরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ। দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লম্বমানানি বানরাঃ।। ৮৮
যযুঃ পিবন্তো হৃষ্টাস্তে মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ। পাদপানবভঞ্জন্তো বিকর্ষন্তস্তথা লতাঃ।। ৮৯
বিধমন্তো গিরিবরান্ প্রযযুঃ প্লবগর্ষভাঃ। বৃক্ষেভ্যোঽন্যে তু কপয়ো নন্দন্তো মধুদর্পিতাঃ।। ৯০
অন্যান্ বৃক্ষান্ প্রপদ্যন্তে প্রপিবন্ত্যপি চাপরে। বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কলমকেদারৈঃ পক্বৈরিব বসুন্ধরা।। ৯১
তং সহ্যং সমভিক্রম্য মলয়ঞ্চ মহাগিরিম্। মহেন্দ্রমথ সম্প্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ।। ৯২
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্। ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাত্মজঃ।। ৯৩
কূর্ম-মীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্। আসেদুরানুপূর্বেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।। ৯৪
অবরুহ্য জগামাশু বেলাবনমনুত্তমম্। রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ৯৫
অথ ধৌতোপলতলাং তোয়ৌঘৈঃ সহসোত্থিতৈঃ। বেলামাসাদ্য বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ।। ৯৬
এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্। ইহেদানীং হি চিন্তা সা যা নঃ পূর্বমুপস্থিতা।। ৯৭
অতঃপরমতীরোঽয়ং সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ। ন চায়মনুপায়েন শক্যস্তরিতুমর্ণবঃ।। ৯৮

চরে বেড়াতো, কারণ্ডবেরা করতো বাস। জলকুক্কুট এবং ক্রৌঞ্চে পরিপূর্ণ সেই জলাশয়গুলি। বরাহ এবং হরিণেরা সেখানে ঘুরে বেড়াতো।।৮৩।। ভল্লুক, তরক্ষু, ভয়ঙ্কর সিংহ এবং বাঘ ও অন্য সব ভীষণ মাংসাশী জীবজন্তু সেখানে বিচরণ করতো (*তরক্ষু—নেকড়ে বাঘ*) ।।৮৪।। জলাশয়গুলি সুগন্ধ-বিকশিত শ্বেত ও রক্ত পদ্ম, শাপলা এবং নীলপদ্মের দ্বারা রমণীয় হয়ে উঠেছিলো। জলে ফোটে এমন আরো সব ফুলে ভর্তি জল ছিলো সেই জলাশয়সমূহে।।৮৫।। সেই পর্বতের সানুদেশে নানা ধরণের পাখী কূজন করছিলো। বানরগণ স্নান করে, জল পান করে জলেই ক্রীড়া করতে লাগলো।।৮৬।। বানরেরা একে অপরকে জল ছুঁড়ে মারছিলো। পাহাড়ে উঠে অমৃতগন্ধী ফল, মূল, ফুল সব বিপর্যস্ত করছিলো।।৮৭।। সেখানে গাছে ঝুলছিলো দ্রোণপরিমাণ যে মৌচাকগুলি মদমত্ত বানরেরা সেগুলি ভেঙে ফেলছিলো।।৮৮।। মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণ বানরেরা মধুপান করে হৃষ্ট হয়ে চলতে লাগলো। চলার পথে গাছগুলি ভেঙে ফেলছিলো, লতাগুলি দিচ্ছিলো ছিঁড়ে।।৮৯।। বানরশ্রেষ্ঠেরা পাহাড়ে ওঠা-নামা করছিলো। মধুপান করে তৃপ্ত হয়ে বানরেরা গাছে উঠে গর্জন করতে লাগলো।।৯০।। কেউ গাছে উঠছে, কেউ নামছে। সমগ্র বসুধা যেন বানরবীরদের দ্বারা ভরে গেলো। পাকা কলম ধানের দ্বারা পূর্ণ মাঠের শোভা সেখানে সঞ্চারিত হলো।।৯১।। পদ্মলোচন রাম সহ্যপর্বত অতিক্রম করলেন। এইভাবেই মহাগিরি মলয়ও পার হয়ে এলেন। তারপর পেলেন মহেন্দ্রপর্বত।।৯২।। মহাবীর রাম সেই পাহাড়ের তরুশোভিত চূড়ায় আরোহণ করলেন। দশরথপুত্র রাম তারপর শিখরে উঠে গেলেন।।৯৩।। উঠে দেখলেন জলাশয়। কচ্ছপ আর মাছ তাতে খেলা করছে। এইভাবে পর পর পর্বতগুলি পার হয়ে সমুদ্রের কাছে তিনি চলে এলেন। শুনলেন সমুদ্রের ভীষণ গর্জন।।৯৪।। লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে সত্বর সমুদ্রের সুন্দর বেলাভূমিতে নেমে এলেন। যাঁরা ভক্তজনের মনোরঞ্জন করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রাম।।৯৫।। তারপর রাম যে বিশাল সমুদ্রতীরে এলেন সেখানে হঠাৎ হঠাৎ জলের ঢেউ এসে পাথরকে ধৌত করে দিচ্ছে। সেই তীরভূমিতে এসে রাম বললেন— ।।৯৬।। সুগ্রীব, এবার আমরা সমুদ্রের কাছে এসে গেলাম। সাগরের পরপারে যাবার যে চিন্তা পূর্বে এসেছিলো, সেই চিন্তা এখন আমাদের উপস্থিত হলো।।৯৭।।নদীসমূহের পতি এই সমুদ্রের কূল নেই। এখন কোনো যোগ্য উপায় অবলম্বন না করলে এই সাগর অতিক্রম করা যাবে না।।৯৮।।

তদিহৈব নিবেশোঽস্তু মন্ত্রঃ প্রস্তূয়তামিহ। যথেদং বানরবলং পরং পারমবাপ্নুয়াৎ।। ৯৯
ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্ষিতঃ। রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা।। ১০০
সর্বাঃ সেনা নিবেশ্যন্তাং বেলায়াং হরিপুঙ্গব। সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।। ১০১
স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎসৃজ্য মা চ কশ্চিৎ কুতো ব্রজেৎ। গচ্ছন্তু বানরাঃ শূরা জ্ঞেয়ং ছন্নং ভয়ঞ্চ নঃ।। ১০২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ। সেনাং ন্যবেশয়ত্তীরে সাগরস্য দ্রুমাযুতে।। ১০৩
বিররাজ সমীপস্থং সাগরস্য চ তদ্বলম্। মধুপাণ্ডুজলঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।। ১০৪
বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ। নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাঙ্ক্ষমাণা মহোদধেঃ।। ১০৫
তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসন্নাহনিঃস্বনঃ। অন্তর্ধায় মহানাদমর্ণবস্য প্রশুশ্রুবে।। ১০৬
সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবেণাভিপালিতা। ত্রিধা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্থপরাভবৎ।। ১০৭
সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী। বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্।। ১০৮
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্। পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ।। ১০৯
চণ্ডনক্র-গ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে। হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ।। ১১০
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্। চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণং তিমি-তিমিঙ্গিলৈঃ।। ১১১
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্। অবগাঢং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্।। ১১২
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্। মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢা বাতলোলিতাঃ।। ১১৩
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ। অগ্নিচূর্ণামিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা।। ১১৪

তাহলে এখানেই সেনা-সন্নিবেশ করা হোক। এখন কাজ হলো উপায় নির্ধারণ।।৯৯।। এইভাবে সীতাহরণ ক্লিষ্ট সেই মহাবাহু রাম সাগরে এসে সবাইকে অবস্থানের জন্য আজ্ঞা দিলেন।।১০০।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, সেনাসকলকে এখানে সন্নিবেশিত করো। সাগর লঙ্ঘনের উপায় নির্ধারণের সময় এখন উপস্থিত হলো।।১০১।। নিজের নিজের সেনা ছেড়ে কোনো সেনানায়ক যেন কোথাও না যায়। বীর বানরপতিরা নিজ নিজ স্থানে চলে যাক। রাক্ষসদের যে মায়া আছে তা জানতে হবে। আমাদের ভয়ের কারণ যথেষ্টই এখানে রয়েছে।।১০২।। রামের নির্দেশ শুনে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব সাগরের তরুশোভিত তীরে সেনা-সন্নিবেশ করলেন।।১০৩।। সাগরের তীরে সেই সেনাবাহিনী স্থাপিত হলো। মধুপিঙ্গল-বর্ণ সুন্দর দ্বিতীয় সাগরের মতো দেখাচ্ছিলো এই সেনা -সন্নিবেশকে।।১০৪।। সেই বানরমুখ্যেরা তারপর সমুদ্রতীরের বনে উপবেশন করে মহাসমুদ্র অতিক্রমের চিন্তায় নিবিষ্ট হলেন।।১০৫।। বিশাল সেই সৈন্যবাহিনীর কলকোলাহল সমুদ্রের বিরাট গর্জনকে ছাপিয়ে গেলো।।১০৬।। বানরদের সেই বিশালবাহিনী সুগ্রীবের দ্বারা প্রতিপালিত। রামের অভীষ্টসাধনই এদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তিনভাগে বিভক্ত করে এদের সন্নিবিষ্ট করা হলো।।১০৭।। সেই আনন্দিত বানরবাহিনী মহাসমুদ্রে এসে খুব আনন্দিত বায়ুর বেগে কম্পিত সমুদ্রের শোভা তারা দেখলো *(সমাধূত—বেশ করে কম্পিত)*।।১০৮।। দূরে পরপারে রাক্ষসেরা বাস করে। বানরযূথপতিরা বসে সমুদ্রকে দেখতে লাগলেন।।১০৯।। ভয়ঙ্কর কুমীর এবং জলজন্তুদের দ্বারা পূর্ণ সমুদ্র। দিনের শেষে প্রদোষে তরঙ্গের ফেনরাশির দ্বারা যেন সে হেসে হেসে নৃত্য করছে।।১১০।। চন্দ্রোদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঝড়ের মতো বেগবান ভীষণ সব জলজন্তু এবং তিমি ও তিমিঙ্গিলের দ্বারা পরিকীর্ণ এই সাগর।।১১১।। বরুণালয় সমুদ্র দীপ্ত ফণাধারী সর্পের দ্বারা সমাকুল। সেই সর্পগুলি ভীষণ শক্তিশালী। বহুরকমের পাহাড় ঐ সমুদ্রে ডুবে রয়েছে।।১১২।। অসুরেরা এই সমুদ্রে বাস করে। দুর্গম এই সমুদ্র পার হওয়া সুদুস্তর। কুমীর এবং জলসর্পের দ্বারা পূর্ণ ঐ জলরাশি যেন বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।।১১৩।। জলরাশি যেন আনন্দে উঠছে আর নামছে। জলসর্পগুলির উজ্জ্বল ফণাগুলির দীপ্তি জলে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন আগুনের কণা ছড়িয়ে পড়েছে। দানবদের আবাস এই সমুদ্রে। পাতাল দেশ এই সমুদ্রেরই নীচে।।১১৪।। আজ

সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্। সারগঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত।। ১১৫
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা। তাদৃগ্রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে।। ১১৬
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ। বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ।। ১১৭
অন্যোন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ। উর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য ইবাহবে।। ১১৮
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা। উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্।। ১১৯
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্। অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্মিভিঃ।। ১২০
ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশু স্থিতাঃ। ভ্রান্তোর্মিজালসন্নাদং প্রলোলমিব সাগরম্।। ১২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

সাগরকে দেখাচ্ছে আকাশের মতো এবং আকাশকে দেখাচ্ছে সাগরের মতো। সাগর এবং আকাশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ।।১১৫ ।। জল আকাশের দিকে মিলিত হয়েছে এবং আকাশও জলের সঙ্গে মিশে গেছে। আকাশের তারাগুলি জলেও দেখা যাচ্ছে ।।১১৬।। আকাশে মেঘমালা। তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্র। সাগর আর আকাশের মধ্যে যেন কোনো পার্থক্য নেই।।১১৭।। ঢেউগুলি একটি অপরটির ওপর আছড়ে পড়ে ভীষণ শব্দ করছে। মনে হচ্ছে যুদ্ধে সিন্ধুরাজের ভীষণ ভেরীধ্বনি শোনা যাচ্ছে।।১১৮।। বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে রত্নমণ্ডিত এবং জল জন্তুসমাকুল জলরাশি যেন ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসছে।।১১৯।। মহাত্মা বানরেরা দেখলো সমুদ্র যেন বায়ুর দ্বারা আহত হয়ে আকাশের দিকে উঠে তরঙ্গের দ্বারা প্রলাপ করছে।।।১২০।। সাগরের জলরাশি তরঙ্গভঙ্গে ভেঙে পড়ছে। জলরাশি ঘুরছে, গর্জন করছে। বানরেরা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে।।১২১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

সীতায়ৈ শ্রীরামস্য শোকো বিলাপশ্চ

সা তু নীলেন বিধিবৎ স্বারক্ষা সুসমাহিতা। সাগরস্যোত্তরে তীরে সাধু সেনা নিবেশিতা।। ১
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তত্র বানরপুঙ্গবৌ। বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থং সর্বতো দিশম্।। ২
বিনিষ্টায়াস্তু সেনায়াং তীরে নদনদীপতেঃ। পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।। ৩
শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি। মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্ধতে।। ৪
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ। এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ততে।। ৫

পঞ্চম (৫) সর্গ

সীতার জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ

সাগরের উত্তরতীরে নীল সেই সেনাবাহিনীকে ভালোভাবে সন্নিবেশিত করে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে লাগলো।।১।। মৈন্দ এবং দ্বিবিদ—এই দু'জন বানরবীর সেই সেনাকে পাহারা দেবার জন্য সবদিকে বিচরণ করতে লাগলো।।২।। নদ এবং নদীদের পতি সমুদ্রের তীরে সেনা-সন্নিবিষ্ট হয়েছে দেখে পাশে-বসা লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।।৩।। দেখো, শোক কালক্রমে দূরীভূত হয়। কিন্তু কমনীয়া পত্নীকে না দেখে আমার শোক দিন দিন বেড়েই চলেছে।।৪।। প্রিয়া পত্নী দূরে রয়েছে এইজন্যে আমার দুঃখ নয়। কিংবা সে অপহৃতা হয়েছে বলেও আমার দুঃখ নয়। কিন্তু তার যে বয়স চলে যাচ্ছে! এজন্যেই আমি শোক করছি (*রামের মানবিক অনুভূতি লক্ষণীয়। জীবনের উপভোগের সময় সীতার চলে যাচ্ছে। তাই তিনি দুঃখিত*) ।।৫।। হে বায়ু, যেখানে আমার কমনীয়া প্রিয়া রয়েছে, সেখানে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে এসে আমায় স্পর্শ করো। চন্দ্রকে দেখলে যেমন মানুষ শীতল হয়, তেমনি প্রিয়ার

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ। ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ।। ৬
তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং পীতমিবাশয়ে। হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা যদব্রবীৎ।। ৭
তদ্বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চিষা। রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা।। ৮
অবগাহ্যার্ণবং স্বপ্স্যে সৌমিত্রে ভবতা বিনা। এবঞ্চ প্রজ্বলন্ কামো ন মাং সুপ্তং জলে দহেৎ।। ৯
বহ্বেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্। যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ।। ১০
কেদারস্যেব কেদারঃ সোদকস্য নিরূদকঃ। উপস্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যৎ শৃণোমি তাম্।। ১১
কদা নু খলু সুশ্রোণীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্। বিজিত্য শত্রূন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং স্ফীতামিব শ্রিয়ম্।। ১২
কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যাঃ পদ্মমিবাননম্। ঈষদুন্নাম্য পশ্যামি রসায়নমিবাতুরঃ।। ১৩
তৌ তস্যাঃ সহিতৌ পীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ। কদা নু খলু সোৎকম্পৌ হসন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ।। ১৪
সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী। মন্নাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি।। ১৫
কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া। রাক্ষসীমধ্যগা শেতে স্নুষা দশরথস্য চ।। ১৬
অবিক্ষোভ্যাণি রক্ষাংসি সা বিধূয়োৎপতিষ্যতি। বিধূয় জলদান্নীলান্ শশিলেখা শরৎস্বিব।। ১৭
স্বভাবতনুকা নূনং শোকেনানশনেন চ। ভূয়স্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্যয়াৎ।। ১৮
কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্। শোকং প্রত্যাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্।। ১৯
কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা। সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্।। ২০

গাত্র-স্পর্শকারী তোমার স্পর্শে আমার দেহও শীতল হবে *(মেঘদূতেও এই কথাই কালিদাস অনুসরণ করেছেন—ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারু দ্রুমাণাং/যে তৎক্ষীর-স্রুতি-সুরভয়া দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।।/ আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ! ময়া তে তুষরাদ্রিবাতাঃ/পূর্বং-স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।। উ. মে-৪৬)* ।।৬।। প্রিয়া সীতা অপহৃতা হবার সময় "হা নাথ"—এই বলে যে আমায় ডেকেছিলো, সেই ডাক আমাকেও জ্বালা দিচ্ছে। কেউ কোনো অভিপ্রায়ে বিষ পান করলে তার দেহে যেমন জ্বালা হয় তেমনি *(আশায়—অভিপ্রায়)* ।।৭।। কামাগ্নি দিবারাত্র আমার শরীরকে দগ্ধ করছে। তার বিরহই যেন সেই আগুনের জ্বালানীকাঠ। তার চিন্তাই যেন সেই আগুনের উজ্জ্বল শিখা।।৮।। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি এখানে থাকো। আমি সমুদ্রের জলে ঘুমিয়ে পড়ি। জলে এইভাবে ঘুমিয়ে থাকলে কাম প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমায় আর দগ্ধ করতে পারবে না।।৯।। সুন্দরী সীতা ও আমি একই ধরিত্রীর বুকে যখন বেঁচে আছি, তখন তাকে কামনা করেই যে আমি এখনো বেঁচে আছি, আর বেশী কি ? *(বামোরূ—সুন্দর উরু যার সেই সুন্দরী)* ।।১০।। জলে-ভরা ধান্যক্ষেত্রে জল শুকিয়ে গেলেও ধান যেমন কোনোরকমে বেঁচে থাকে, তেমনি সীতা বেঁচে আছে শুনে আমিও বেঁচে আছি *(কেদার-ধানের মাঠ)* ।।১১।। কবে যে আমি শত্রুজয় করে সেই সুন্দরী, পদ্মলোচনা সৌভাগ্য-সমৃদ্ধা সীতাকে দেখতে পাবো ! জানি না।।১২।। রোগী যেমন বলাধারক ঔষধ সেবন করেন, তেমনি তাঁর সেই পদ্মের মতো মুখখানি ঈষৎ তুলে আমি দেখবো। তাতেই বেঁচে থাকবো *(আতুর-রোগী। রসায়ন-ঔষধ)* ।।১৩।। হায়, কবে সেই সুন্দরী তার তালফলের মতো স্তন দু'টি নিয়ে আনন্দে উৎকম্পিত হয়ে আমায় আলিঙ্গন করবে ?।।১৪।। তার নাথ আমি। বেঁচে আছি। অথচ সেই কৃষ্ণনয়না সতী সীতা রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থান করায় অনাথার মতোই রয়েছে। ত্রাণকর্তার সাক্ষাৎ সে পাচ্ছে না।।১৫।। রাজা জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রিয় সীতা কি করে রাক্ষসদের মধ্যে শুয়ে আছে—কতো না দুঃখের বিষয় এটা।।১৬।। শরৎকালে নীল মেঘমালাকে অপসারিত করে চন্দ্রকলা যেমন উদিত হয় তেমনি সীতাও দুর্ধর্ষ রাক্ষসদেরকে ধ্বংস করে স্বমহিমায় উঠে আসবে।।১৭।। সীতা স্বভাবতঃই কৃশা। দেশ ও কালের বিপর্যয়ে সেই সীতা এখন আরো কৃশাঙ্গী হয়ে গেছে *(তনু-কৃশ)* ।।১৮।। ভাবছি, রাক্ষসরাজ রাবণের বুকে শরনিক্ষেপ করে আমার নিজের মনের শোক দূর করে সীতার শোকও দূর করতে পারবো ?।।১৯।। কবে দেবকন্যাতুল্যা সাধ্বী সীতা উৎকণ্ঠিতভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবে ?।।২০।। ভাবি, সীতার বিরহজনিত এই গভীর শোক কবে আমি হঠাৎ ময়লা-কাপড়ের মতো

কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রযোগজম্। সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা।। ২১
এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ। দিনক্ষয়াম্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগতঃ।। ২২
আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত। স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ত্যাগ করতে পারবো ?।।২১।। ধীমান রাম এইভাবে বিলাপ করছেন। দিন শেষ হয়ে এলো। সূর্য ক্রমশঃ ছোটো হয়ে অস্ত গেলো।।২২।। পদ্মনয়না সীতার শোকে আকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দেবার পর রাম সায়ংকালীন সন্ধ্যা-বন্দনায় প্রবৃত্ত হলেন।।২৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চ (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

কর্তব্যনির্ধারণায় সমুচিতপরামর্শং দাতুং মন্ত্রিণঃ প্রতি রাবণস্যানুরোধঃ

লঙ্কায়াস্তু কৃতং কর্ম ঘোরং দৃষ্ট্বা ভয়াবহম্। রাক্ষসেন্দ্রো হনূমতা শক্রেণেব মহাত্মনা।
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।। ১
ধর্ষিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুষ্প্রসহা পুরী। তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী।। ২
প্রাসাদো ধর্ষিতশ্চৈত্যঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ। আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্বা হনূমতা কৃতা।। ৩
কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্। উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতঞ্চ সুকৃতং ভবেৎ।। ৪
মন্ত্রমূলঞ্চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ। তস্মাদ্ বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ।। ৫
ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধম-মধ্যমাঃ। তেষাস্তু সমবেতানাং গুণ-দোষৌ বদাম্যহম্।।৬
মন্ত্রস্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে। মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ।। ৭
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্মারম্ভান্ প্রবর্তয়েৎ। দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্।। ৮
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্মে প্রকুরুতে মনঃ। একঃ কার্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্।। ৯
গুণ-দোষৌ ন নিশ্চিত্য তক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্। করিষ্যামীতি যঃ কার্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ।। ১০

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

কর্তব্য-নির্ধারণের জন্য রাবণকর্তৃক মন্ত্রিগণকে যথোচিত উপদেশদানের জন্য অনুরোধ

ইন্দ্রের মতো হনুমান লঙ্কায় এসে ভীষণ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেলো। ভয়ঙ্কর সেইসব কার্য দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ লজ্জায় অধোবদন। তিনি সব রাক্ষসদেরকে ডেকে বললেন—।।১।। একটিমাত্র বানর এসে এই দুর্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো, বিধ্বস্ত করলো, আর জনকনন্দিনী সীতাকেও দেখে গেলো।।২।। প্রাসাদ এবং চৈত্য ভাঙচুর করেছে। শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদেরকে হত্যা করেছে। সমস্ত লঙ্কাকে হনুমান কলুষিত করে গেলো।।৩।। এখন বলো, তোমাদের মঙ্গল কি করবো ? এরপর কি করা যুক্তিযুক্ত ? তোমরা সবাই বলো এখন কি করলে আমাদের সবারই ভালো হবে?।।৪।। মনীষীরা বলেন, মন্ত্রণাই হলো বিজয়লাভের মূলে। তাই হে বীরবৃন্দ, আগে মন্ত্রণা করাই আমার পছন্দ।।৫।। জগতে তিন ধরণের লোক আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। তাদের সবারই গুণ এবং দোষ আমি বলছি।।৬।। যিনি মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ এবং ত্রিবিধ মন্ত্রণায় যুক্ত; সমান সুখ-দুঃখভাগী বন্ধু, বা বন্ধুর চেয়েও হিতকারী ব্যক্তির সঙ্গে...।।৭।। মন্ত্রণা করে কর্ম আরম্ভ করেন এবং তা করেন দৈবের সহায়ে, তাঁকেই বলা হয় উত্তমপুরুষ।।৮।। যিনি একাই ভালোমন্দ বিবেচনা করে ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হন, একাই সব কার্য সম্পন্ন করেন, তাঁকে বলা হয় মধ্যম।।৯।। আর, গুণদোষ যে বিচার করে না, দৈবের আশ্রয়ও ত্যাগ করে একাই কার্য করবে বলে পরে সেই কার্য ত্যাগ করে, সেই হলো অধম ব্যক্তি।।১০।। যেমন

যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম-মধ্যমাঃ। এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।। ১১
ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা। মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্।। ১২
বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ। পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ।। ১৩
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে। ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে।। ১৪
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ। কার্যং সম্প্রতিপদ্যন্তমেতৎ কৃত্যং মতং মম।। ১৫
বানরাণাং হি ঘোরাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ। রামোঽভ্যেতি পুরীং লঙ্কামস্মাকমুপরোধকঃ।। ১৬
তরিষ্যতি চ সুব্যক্তং রাঘবঃ সাগরং সুখম্। তরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ।। ১৭
সমুদ্রমুচ্ছোষয়তি বীর্যেণান্যৎ করোতি বা। তস্মিন্নেবংবিধে কার্যে বিরুদ্ধে বানরৈঃ সহ।
হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্বং সম্মন্ত্র্যতাং মম।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

এই পুরুষদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও উত্তম রয়েছে, তেমনি মন্ত্রেরও রয়েছে উত্তম, মধ্যম ও অধম।।১১।। শাস্ত্র যেমন দেখা যায় সেইভাবে বিচার করে, যে মন্ত্রণায় উপনীত হলো, সেটি হলো উত্তম মন্ত্র।।১২।। যেখানে মন্ত্রীরা প্রথমে বহু মত অবলম্বন করে বিচার করে অভীষ্টলাভের জন্য শেষে একমতে উপনীত হলো, তা হলো মধ্যম মন্ত্র।।১৩।। বিভিন্ন বুদ্ধিতে যেখানে আলোচনা করা হয়, ঐকমত্যে যেখানে উপনীত হওয়া যায় নি সেখানে কল্যাণ নেই। তাকে বলা হয় অধম মন্ত্র।।১৪।। হে বুদ্ধিমান মন্ত্রিগণ, তোমরা ভালো করে মন্ত্রণা করে যা ভালো মনে করো, যেটি করা উচিত মনে করো, সেটিই আমি করবো—এই হলো আমার অভিমত।।১৫।। হাজার হাজার ভয়ঙ্কর বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাম আমাদের অবরোধ করার জন্য লঙ্কাপুরীতে আসছেন।।১৬।। এটি যথেষ্ট যে রাম ছোটোভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে তীব্রগতিতে যোগ্যতার সঙ্গেই সাগর পার হয়ে আসবেন।।১৭।। তিনি নিজ বীর্যের দ্বারা সমুদ্রকেই শোষণ করুন, বা অন্য যা কিছুই করুন, তাঁর এই ধরণের কাজে বানরদের সঙ্গে বিরোধে পুরী ও সৈন্যদের যাতে মঙ্গল হয়, মন্ত্রণা করে তার ব্যবস্থা করুন।।১৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসৈ রাবণস্যেন্দ্রজিতশ্চ বল-পরাক্রময়োর্বর্ণনম্, রামেণ সহ যুদ্ধে রাবণো জেষ্যতীতি বিশ্বাসোৎপাদনঞ্চ।

ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ। ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।। ১
দ্বিষৎপক্ষমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যাস্ত্ববুদ্ধয়ঃ। রাজন্ পরিঘ-শক্ত্যৃষ্টি-শূল-পট্টিশ-কুন্তলম্।। ২
সুমহন্নো বলং কস্মাদ্ বিষাদং ভজতে ভবান্। ত্বয়া ভোগবতীং গত্বা নির্জিতাঃ পন্নগা যুধি।। ৩

সপ্তম (৭) সর্গ

রাক্ষসদের দ্বারা রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের বল এবং পরাক্রমের বর্ণনা।
রামের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ জয়লাভ করবে—এই বিশ্বাস-উৎপাদন।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বললেন। তখন মহাবলশালী রাক্ষসেরা সকলে কৃতাঞ্জলি হয়ে রাবণকে বললেন—।।১।। রাজন্, শত্রুর বলাবল না জেনে নীতি স্থির করা বুদ্ধিহীনের কাজ। রাজন, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল এবং পট্টিশসমন্বিত—।।২।। বিরাট সৈন্যবাহিনী আমাদের আছে। আপনি কেন বিষণ্ন হচ্ছেন ? আপনি পাতালে গিয়ে যুদ্ধে পন্নগদেরকে জয় করেছেন *(ভোগবতী পাতাল। পন্নগ—সর্প, নাগজাতীয় ক্রূর জনগণ-বিশেষ)* ।।৩।। বহু যক্ষ পরিবৃত হয়ে কৈলাশের শিখরে কুবের থাকেন।

কৈলাসশিখরাবাসী যক্ষৈর্বহুভিরাবৃতঃ। সুমহৎকদনং কৃত্বা বশ্যস্তে ধনদঃ কৃতঃ।। ৪
স মহেশ্বরসখ্যেন শ্লাঘমানস্ত্বয়া বিভো। নির্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ।। ৫
বিনিপাত্য চ যক্ষৌঘান্ বিক্ষোভ্য বিনিগৃহ্য চ। ত্বয়া কৈলাসশিখরাদ্ বিমানমিদমাহৃতম্।। ৬
ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা। দুহিতা তব ভার্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব।। ৭
দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্যোৎসিক্তো দুরাসদঃ। বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুম্ভীনস্যাঃ সুখাবহঃ।। ৮
নির্জিতাস্তে মহাবাহো নাগা গত্বা রসাতলম্। বাসুকিস্তক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহৃতাঃ।। ৯
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ শূরা লব্ধবরাঃ পুনঃ। ত্বয়া সংবৎসরং যুদ্ধ্বা সমরে দানবা বিভো।। ১০
স্ববলং সমুপাশ্রিত্য নীতা বশমরিন্দম। মায়াশ্চাধিগতাস্তত্র বহ্ব্যো বৈ রাক্ষসাধিপ।। ১১
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ বরুণস্য সুতা রণে। নির্জিতাস্তে মহাভাগ চতুর্বিধবলানুগাঃ।। ১২
মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহং শাল্মলীদ্রুমমণ্ডিতম্। কালপাশমহাবীচিং যমকিঙ্করপন্নগম্।। ১৩
মহাজ্বরেণ দুর্ধর্ষং যমলোকমহার্ণবম্। অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমস্য বলসাগরম্।। ১৪
জয়শ্চ বিপুলং প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ। সুযুদ্ধেন চ তে সর্বে লোকাস্তত্র সুতোষিতাঃ।। ১৫
ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্বীরৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ। আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা মহদ্ভিরিব পাদপৈঃ।। ১৬
তেষাং বীর্যগুণোৎসাহৈর্ন সমো রাঘবো রণে। প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জয়াঃ।। ১৭
তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্। অয়মেকো মহারাজ ইন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি।। ১৮
অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুত্তমম্। ইষ্ট্বা যজ্ঞং বরো লব্ধো লোকে পরমদুর্লভঃ।। ১৯

ভীষণভাবে পীড়ন করে তাঁকেও আপনি বশীভূত করেছেন *(কদন—পীড়ন, যুদ্ধ)* ।।৪।। হে প্রভো, মহেশ্বরের সঙ্গে সখ্যের জন্য তিনি ছিলেন প্রশংসিত। মহাবলশালী লোকপালকে যুদ্ধে আপনি পরাজিত করেছেন।।৫।। বহু যক্ষকে নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং ধ্বংস করে আপনি কৈলাশের চূড়া হতে এই বিমানকে নিয়ে এসেছেন।।৬।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দানবাধিপতি ময় আপনার ভয়ে তাঁর কন্যাকে আপনার কাছে পত্নীরূপে সম্প্রদান করেছেন।।৭।। হে মহাবীর, কুম্ভীনসীর সুখদায়ক পতি, দানবরাজ মধু ছিলেন বীর্যে দর্পিত। এবং দুষ্পরাজেয়। তাকেও আপনি নিগৃহীত করে বশীভূত করেছেন।।৮।। হে মহাবীর, আপনি পাতালে গিয়ে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী-নামক নাগদেরকে বশীভূত করেছেন।।৯।। হে প্রভো, আপনি একটি বৎসর ধরে যুদ্ধ করে অক্ষয়, বলবন্ত, শূর এবং লব্ধবর নামক দৈত্যদলকে পরাজিত করেছেন।।১০।। হে শত্রুদমন, হে রাক্ষসরাজ, নিজের শক্তির ওপর ভর করে এদের বাহুকে আপনি বশে এনেছেন। এদের সঙ্গে থেকে বহুবিধ মায়াবিদ্যাও আপনি অধিগত করেছেন।।১১।। হে মহাভাগ, চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে আপনি যুদ্ধে বীর এবং বলবান বরুণপুত্রদেরকে পরাজিত করেছেন।।১২।। যমলোক যেন এক মহাসমুদ্র। মৃত্যুদণ্ড যেন সেই মরণ-সমুদ্রের ভীষণ জলজন্তু। যাতনা হচ্ছে সেই সমুদ্রতীরের শাল্মলী তরু। কালপাশ হচ্ছে তার ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ। আর সাগরের সর্পেরা হচ্ছে যেন যমের কিঙ্কর।।১৩।। যমলোকরূপ এই মহাসমুদ্র ভীষণ জ্বরের দ্বারা দুর্ধর্ষ। রাজন্, যমের বলরূপ সাগরে আপনি তো অবগাহন করেছেন।।১৪।। যমের সমুদ্রের মতো অনন্ত সৈন্যবাহিনীকে আপনি বিপুলভাবে জয় করেছেন। মৃত্যুকে আপনি রুদ্ধ করেছেন। আপনার নিপুণ যুদ্ধ দেখে সেখানে সবাই তুষ্ট হয়েছিলো।।১৫।। বিশাল বিশাল পাদপের মতো বিরাট বীর বহু ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ধরিত্রী পূর্ণ হয়েছিলো। তাদের পরাক্রম ছিলো ইন্দ্রের মতো।।১৬।। যুদ্ধে বীর্য, গুণ এবং উৎসাহের দ্বারা রাম তাদের সমান নয়। যুদ্ধে দুর্জয় এই ক্ষত্রিয়দেরকে আপনি বীরত্বের সঙ্গে নিহত করেছেন।।১৭।। মহারাজ, দাঁড়ান, আপনার আবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ? ইন্দ্রজিৎ একাই এই বানরদেরকে বিনাশ করতে পারবে।।১৮।। মহারাজ, জানেন কি, এই ইন্দ্রজিৎ মাহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে উত্তম বরলাভ করেছেন। জগতে একান্ত দুর্লভ এই বর।।১৯।। দেবতাদের সৈন্যবাহিনী যেন এক বিরাট সাগর। শক্তি এবং তোমর যেন সেই সাগরের মৎস্যরাশি। বিকীর্ণ অস্ত্র

শক্তি-তোমরমীনঞ্চ বিনিকীর্ণাস্ত্রশৈবলম্। গজ-কচ্ছপসম্বাধমশ্বমণ্ডুকসঙ্কুলম্।। ২০
রুদ্রাদিত্যমহাগ্রাহং মরুদ্বসুমহোরগম্। রথাশ্বগজতোয়ৌঘং পদাতিপুলিনং মহৎ।। ২১
অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্। গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাঞ্চাপি প্রবেশিতঃ।। ২২
পিতামহনিয়োগাচ্চ মুক্তঃ শম্বরবৃত্রহা। গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্বদেবনমস্কৃতঃ।। ২৩
তমেব ত্বং মহারাজ বিসৃজেন্দ্রজিতং সুতম্। যাবদ্ বানরসেনাং তাং সরামাং নয়তি ক্ষয়ম্।। ২৪
রাজন্ নাপদযুক্তেয়মাগতা প্রাকৃতাজ্জনাৎ। হৃদি নৈব ত্বয়া কার্যা ত্বং বধিষ্যসি রাঘবম্।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

যেন তার শৈবাল। গজ যেন তার কচ্ছপ ও অশ্বগুলি যেন তার ভেককুল (মণ্ডূক—ভেক, ব্যাঙ)।।২০।। রুদ্র এবং আদিত্যগণ যেন তার বিশাল কুমীর। মুরুদগণ এবং বসুদেবতারা যেন তার গর্ভের বিশাল সব সর্প। রথ, অশ্ব, গজ যেন তার জলরাশি। আর পদাতিকবাহিনী যেন সেই রণসমুদ্রের প্রশস্ত তীরদেশ।।২১।। এইভাবে দেবতাদের সৈন্যসমুদ্র অতিক্রম করা আপনি দেবরাজ ইন্দ্রকে লঙ্কার ভেতরে টেনে এনেছিলেন।।২২।। সকল দেবতারা যাঁকে নমস্কার করেন, শম্বর ও বৃত্রহন্তা সেই ইন্দ্র ব্রহ্মার নিয়োগে মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন।।২৩।। মহারাজ, আপনার পুত্র ইন্দ্রজিতকে আপনি আদেশ দিন। রামসহ বানরসেনাকে তিনি ধ্বংস করুন।।২৪।। রাজন, সাধারণ নর-বানরের কাছ হতে বিপদের আশঙ্কা আপনার করা উচিত নয়। দুর্বলতা হৃদয়ে কখনো আনবেন না। আপনি নিশ্চয়ই রামকে বধ করতে পারবেন।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

শত্রুসৈন্যবিনাশায় রাবণসমীপে প্রহস্ত-দুর্মুখ-নিকুম্ভ বজ্রহনু-বজ্রদংষ্ট্রপ্রভৃতীনামুৎসাহপ্রদর্শনম্

ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা।। ১
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ পিশাচ-পতগোরগাঃ। সর্বে ধর্ষয়িতুং শক্যাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে।। ২
সর্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বঞ্চিতাঃ স্ম হনূমতা। ন হি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ।। ৩
সর্বাং সাগরপর্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্। করোম্যবানরাং ভূমিমাজ্ঞাপয়তু মাং ভবান্।। ৪
রক্ষাঞ্চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্ রজনীচর। নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজম্।। ৫
অব্রবীত্তমসংক্রুদ্ধো দুর্মুখো নাম রাক্ষসঃ। ইদং ন ক্ষমণীয়ং হি সর্বেষাং নঃ প্রধর্ষণম্।। ৬
অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ। শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্রপ্রধর্ষণম্।। ৭

অষ্টম (৮) সর্গ

শত্রুসৈন্যবিনাশের জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু-বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির রাবণের কাছে উৎসাহ-প্রদর্শন

নীল মেঘের মতো দেখতে প্রহস্ত নামে এক রাক্ষস ছিলো। সে ছিলো বীর। এবং অন্যতম সেনাপতি। কৃতাঞ্জলি হয়ে সে বললো— ।।১।। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পতগ এবং উরগ— এদের সবাইকে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। রাম-লক্ষণ এই দু'টি মানুষকে আর বেশী কি ?।।২।। আমরা সবাই অসাবধান ছিলাম। নিশ্চিন্তও ছিলাম। তাই হনুমান আমাদের বঞ্চনা করতে পেরেছে। নৈলে আমার প্রাণ থাকতে সেই বনচর হনুমান জীবিত ফিরে যেতে পারতো না।।৩।। আপনি আমায় অনুমতি দিন। সাগর পর্যন্ত, শৈল-বন-কাননসহ সমগ্রা পৃথিবীকে আমি বানরশূন্য করবো।।৪।। হে রাক্ষসরাজ, আমি বানরের আক্রমণ হতে রাক্ষসদেরকে করবো রক্ষা। সীতাহরণজনিত আপনার যে সামান্য অপরাধ, তার জন্যও কোনো দুঃখ উপস্থিত হবে না।।৫।। দুর্মুখ নামক এক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবার তাকে বললো, সবার উপরে এই যে অত্যাচার, একে কখনো ক্ষমা করা যায় না।।৬।। এই বানরমুখ্যের আক্রমণে লঙ্কাপুরী, এবং শ্রীমান রক্ষোরাজ আপনার অন্তঃপুরেরও পরাভব হয়েছে।।৭।। এই মুহূর্তেই আমি একা গিয়ে বানরদেরকে নিবৃত্ত করবো। সাগর, ভীষণ আকাশ বা পাতালে যেখানেই তারা

অস্মিন্ মুহূর্তে গত্বৈকো নিবর্তিষ্যামি বানরান্। প্রবিষ্টান্ সাগরং ভীমমম্বরং বা রসাতলম্।। ৮
ততোঽব্রবীৎ সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ। প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং মাংস-শোণিতদূষিতম্।। ৯
কিং নো হনূমতা কার্যং কৃপণেন তপস্বিনা। রামে তিষ্ঠতি দুর্ধর্ষে সুগ্রীবেঽপি সলক্ষ্মণে।। ১০
অদ্য রামং সসুগ্রীবং পরিঘেণ সলক্ষ্মণম্। আগমিষ্যামি হত্বৈকো বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্।। ১১
ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদিচ্ছসি। উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছত্রূনতন্দ্রিতঃ।। ১২
কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ। রাক্ষসানাং সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিতাঃ।। ১৩
কাকুৎস্থমুপসঙ্গম্য বিভ্রতো মানুষং বপুঃ। সর্বে হ্যসম্ভ্রমা ভূত্বা ব্রুবন্তু রঘুসত্তমম্।। ১৪
প্রেষিতা ভরতে নৈব ভ্রাত্রা তব যবীয়সা। স হি সেনাং সমুত্থাপ্য ক্ষিপ্রমেবোপযাস্যতি।। ১৫
ততো বয়মিতস্তূর্ণং শূল-শক্তি-গদাধরাঃ। চাপ-বাণাসিহস্তাশ্চ ত্বরিতাস্তত্র যামহে।। ১৬
আকাশে গণশঃ স্থিত্বা হত্বা তাং হরিবাহিনীম্। অশ্মশস্ত্রমহাবৃষ্ট্যা প্রাপয়াম যমক্ষয়ম্।। ১৭
এবঞ্চেদুপসর্পেতামনয়ং রাম-লক্ষ্মণৌ। অবশ্যমপনীতেন জহতামেব জীবিতম্।। ১৮
কৌম্ভকর্ণিস্ততো বীরো নিকুম্ভো নাম বীর্যবান্। অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্।। ১৯
সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু মহারাজেন সঙ্গতাঃ। অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।। ২০
সুগ্রীবং সহনূমন্তং সর্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্। ততো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্বতোপমঃ।। ২১
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্ সৃক্কাং জিহ্বয়া বাক্যমব্রবীৎ। স্বৈরং কুর্বন্তু কার্যাণি ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ।। ২২
একোঽহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্বাং হরিবাহিনীম্। স্বস্থাঃ ক্রীড়ন্তু নিশ্চিন্তাঃ পিবন্তু মধু বারুণম্।। ২৩
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্। সাঙ্গদঞ্চ হনূমন্তং সর্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

যাক না কেন, পরিত্রাণ পাবে না।।৮।। তারপর মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র খুবই রেগে বাক্য বলতে লাগলো। সে হাতে নিয়েছে ভীষণ এক পরিঘ। সেটি মাংসে আর রক্তে মাখামাখি।।৯।। রাম, লক্ষ্মণ এবং দুর্ধর্ষ সুগ্রীব বেঁচে থাকতে কৃপার পাত্র বেচারা হনুমানকে মেরে আমাদের কি কাজ ?।।১০।। আজ আমি একাই বানরবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে পরিঘের দ্বারা হত্যা করে আসবো।।১১।। হে রাজন্, যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার আরেকটি বাক্য আপনি শুনুন। উপায় নির্ধারণে নিপুণ ব্যক্তি যদি অতন্দ্রভাবে কার্যসম্পন্ন করেন, তবে তিনিই শত্রুকে জয় করতে পারেন।।১২।। হে রাক্ষসরাজ, রাক্ষসদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি রয়েছে যারা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারে, যারা বীর, ভয়ঙ্কর এবং ভীষণদর্শন।।১৩।। তারা সবাই মানুষের দেহধারণ করে রামের কাছে গিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে রঘুশ্রেষ্ঠকে বলুক,...।।১৪।। আপনার ছোটোভাই ভরতের দ্বারা আমরা এইখানে প্রেরিত হয়েছি। তাহলে শ্রীরাম তখনই বানরসৈন্য পরিত্যাগ করে সত্বর আমাদের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হবে।।১৫।। তারপর আমরা এখান হতে সত্বর শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ এবং তরবারি হাতে সেখানে যাবো।।১৬।। আকাশে আমরা দলবদ্ধ হয়ে থাকবো। শিলা এবং অস্ত্ররাশি বৃষ্টির মতো বেশ করে বর্ষণপূর্বক তাদেরকে আমরা যমালয়ে পাঠাবো।।১৭।। এইভাবে রাম-লক্ষ্মণ যদি প্রতারিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা আমাদের ছলনায় প্রাণত্যাগ করবে।।১৮।। অতঃপর কুম্ভকর্ণের বীরপুত্র শক্তিশালী নিকুম্ভ অত্যন্ত রেগে জগতপীড়ক রাবণকে লক্ষ্য করে রাক্ষসদেরকে বললো— ।।১৯।। মহারাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনারা সবাই এখানে থাকুন। আমি একাই লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করবো।।২০।। হত্যা করবো হনুমানসহ সুগ্রীব এবং অন্যসব বানরকেও। তারপর এগিয়ে এলো বজ্রহনু নামক এক রাক্ষস। দেখতে সে পর্বতের মতো।।২১।। ওষ্ঠকে জিহ্বার দ্বারা ভালোভাবে লেহন করে সে বললো, নিশ্চিন্ত হয়ে আপনারা ইচ্ছামতো কাজ করুন।।২২।। সমগ্র বানরবাহিনীকে আমি একাই ভোজন করবো। আপনারা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে খেলা করুন। আর পান করুন বারুণি মদ্য।।২৩।। আমি একাই লক্ষ্মণসহ সুগ্রীবকে হত্যা করবো। অঙ্গদসহ হনুমানকে করবো বিনাশ। এখানকার সব বানরকেই ধ্বংস করবো।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামোঽজেয় ইতি বিনিবেদ্য রামসমীপে সীতাং প্রত্যাবর্তয়িতুং রাবণমন্তিকে বিভীষণস্যানুরোধঃ

ততো নিকুম্ভো রভসঃ সূর্যশত্রুর্মহাবলঃ। সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ।। ১
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ। ইন্দ্রজিচ্চ বলবাংস্ততো বৈ রাবণাত্মজঃ।। ২
প্রহস্তোঽথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ। ধূম্রাক্ষোঽথ নিকুম্ভশ্চ দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ।। ৩
পরিঘান্ পট্টিশাঙ্কুলান্ প্রাসান্ শক্তিপরশ্বধান্। চাপানি চ সুবাণানি খড়গাংশ্চ বিপুলাম্বুভান্।। ৪
প্রগৃহ্য পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্য চ রাক্ষসাঃ। অব্রুবন্ রাবণং সর্বে প্রদীপ্তা ইব তেজসা।। ৫
অদ্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্। কৃপণঞ্চ হনূমন্তং লঙ্কা যেন প্রধর্ষিতা।। ৬
তান্ গৃহীতায়ুধন্ সর্বান্ বারয়িত্বা বিভীষণঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুনঃ প্রত্যুপবেশ্য তান্।। ৭
অপ্যুপায়ৈস্ত্রিভিস্তাত যোঽর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে। তস্য বিক্রমকালাংস্তান্ যুক্তানাহুর্মনীষিণঃ।। ৮
প্রমত্তেষ্বভিযুক্তেষু দৈবেন প্রহতেষু চ। বিক্রমাস্তাত সিধ্যন্তি পরীক্ষ্য বিধিনা কৃতাঃ।। ৯
অপ্রমত্তং কথং তন্তু বিজিগীষুং বলে স্থিতম্। জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ।। ১০
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্। গতিং হনূমতো লোকে কো বিদ্যাৎ তর্কয়েত বা।। ১১
বলান্যপরিমেয়ানি বীর্যাণি চ নিশাচরাঃ। পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্তব্যা কথঞ্চন।। ১২
কিঞ্চ রাক্ষসরাজস্য রামেণাপকৃতং পুরা। আজহার জনস্থানাদ্ যস্য ভার্যাং যশস্বিনঃ।। ১৩
খরো যদ্যতিবৃত্তস্তু স রামেণ হতো রণে। অবশ্যং প্রাণিনা প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্।। ১৪

নবম (৯) সর্গ

শ্রীরাম অজেয়—এই কথা বলে রামের কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য রাবণের নিকটে বিভীষণের অনুরোধ।

তারপর একে একে এগিয়ে এলো নিকুম্ভ, রভস, মহাবলবান সূর্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব এবং মহোদর।।১।। আরো এলো অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ, রশ্মিকেতু প্রভৃতি রাক্ষসেরা। রাবণের পুত্র বলবান ইন্দ্রশত্রুও এলো।।২।। এলো প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বলশালী বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, দুর্মুখ-প্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ।।৩।। তাদের সবারই হাতে রয়েছে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশ্বধ, ধনু, তীক্ষ্ণ বাণ এবং বিরাট মেঘের মতো দীপ্তি-সমন্বিত খড়্গ।।৪।। এই রাক্ষসেরা সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে এলো। তেজে প্রদীপ্ত হয়ে রাবণকে তারা বললো—।।৫।। আজই আমরা সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণসহ রামকে বধ করবো। লঙ্কা বিধ্বস্ত করেছে যে হতভাগা হনুমান, তাকেও করবো হত্যা।।৬।। বিভীষণ সশস্ত্র এই রাক্ষসদেরকে বারণ করে তাদের আবার উপবেশন করিয়ে হাতজোড় করে বললো—।।৭।। বৎস, সাম, দান, ভেদ এই তিনটি উপায়ের দ্বারা যেখানে ইষ্টসিদ্ধি হয় না, তখনই বিক্রমপ্রকাশ যুক্তিযুক্ত—এই কথাই বলেন মনীষীরা।।৮।। বৎস, যে শত্রু অনবহিত, অন্যকার্যে নিযুক্ত, দৈবাহত হয়ে পীড়িত, তাকে বিধি অনুসারে পরীক্ষা করে বলপ্রয়োগ করলে, তা সফল হয়।।৯।। শ্রীরাম তো প্রমাদ-বিরহিত, জিতক্রোধ এবং দুষ্পরাজেয়। তিনি জয়েচ্ছু এবং সৈন্যসমন্বিত। তাঁকে কিভাবে তোমরা আক্রমণ করতে চাইছো?।।১০।। নদ-নদীপতি ঘোর সমুদ্র লঙ্ঘন করে হনুমান যে লঙ্কায় আসতে পারবে তা কে জানতো বা চিন্তা করতো?।।১১।। ওহে রাক্ষসবৃন্দ, শত্রুদের সৈন্য অপরিমেয়। এবং বীর্যেও তারা অত্যধিক। তাই তাদের হঠাৎ অবজ্ঞা করা কখনো উচিত নয়।।১২।। পূর্বে রাম এই রাক্ষসরাজ রাবণের কি অপকার করেছিলেন যার জন্য যশস্বী রামের পত্নীকে তিনি হরণ করে আনেন?।।১৩।। যদি বলো, খরকে রাম হত্যা করেছেন কেন? তাহলে জেনে রাখো, সে ছিলো অত্যাচারী (রামকে আক্রমণ করেছিলো বলেই রাম তাকে হত্যা করেন)। শক্তি অনুসারে নিজের প্রাণরক্ষা করা প্রাণিমাত্রেরই কর্তব্য।।১৪।। এই আক্রোশের কারণে যদি সীতাকে হরণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। এতে আমাদের বেশ ভয় হচ্ছে। কলহ করে কি

এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহদ্ভবেৎ। আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্।। ১৫
ন তু ক্ষমং বীর্যবতা তেন ধর্মানুবর্তিনা। বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী।। ১৬
যাবন্ন সগজাং সাশ্বাং বহুরত্নসমাকুলাম্। পুরীং দারয়তে বাণৈর্দীয়তামস্য মৈথিলী।। ১৭
যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্ধর্ষা হরিবাহিনী। নাবস্কন্দতি নো লঙ্কাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাম্।। ১৮
বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ। রামস্য দয়িতা পত্নী ন স্বয়ং যদি দীয়তে।। ১৯
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুতাৎ কুরুষ্ব বচনং মম। হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী।। ২০
পুরা শরৎসূর্যমরীচিসন্নিভান্ নবাগ্রপুঙ্খান্ সুদৃঢান্ নৃপাত্মজঃ।
সৃজত্যমোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী।। ২১
ত্যজাশু কোপং সুখধর্মনাশনম্ ভজস্ব ধর্মং রতি-কীর্তিবর্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম স পুত্রবান্ধবাঃ প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী।। ২২
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। বিসর্জয়িত্বা তান্ সর্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

হবে ?।।১৫।। রাম বীর্যবান। এবং ধর্মানুবর্তী। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা নিরর্থক। মৈথিলীকে তাঁর হাতেই দিয়ে দিন।।১৬।। হস্তী, অশ্ব এবং বহুরত্নপূর্ণ এই লঙ্কাপুরীতে রাম যতোদিন বাণের দ্বারা বিপর্যস্ত না করেন, তার পূর্বেই সীতাকে ফিরিয়ে দিন।।১৭।। যতোদিন না ভীষণ, বিশাল এবং দুর্ধর্ষ বানরবাহিনী আমাদের প্রিয় লঙ্কাকে বিধ্বস্ত না করে, তার মধ্যেই সীতাকে ফিরিয়ে দিন *(ন+ অবস্কন্দতি —ধ্বংস না করেন)* ।।১৮।। আপনি নিজে রামের প্রিয় পত্নীকে যদি ফিরিয়ে না দেন, তাহলে সমগ্র লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হয়ে যাবে। বীর রাক্ষসেরা সব যাবে ধ্বংস হয়ে।।১৯।। আমি আপনার প্রিয়বন্ধু, ভ্রাতা। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমার কথানুসারে কাজ করুন। আপনাকে কল্যাণকর এবং সত্য বাক্য আমি বলছি। রামচন্দ্রের পত্নী মিথিলারাজপুত্রী সীতাকে আপনি ফিরিয়ে দিন।।২০।। রাজপুত্র রাম শরৎকালীন সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল, মূলে নূতন পুঙ্খযুক্ত, অত্যন্ত কঠিন, অব্যর্থ বাণগুলি আপনার বধের জন্য নিক্ষেপ যদি করেন, তারপূর্বেই দশরথ-নন্দন রামচন্দ্রকে আপনি মৈথিলীকে সমর্পণ করুন *(বিশিখ—বাণ)* ।।২১।। সত্বর ক্রোধ ত্যাগ করুন। কোপ সুখ এবং ধর্ম বিনষ্ট করে। আনন্দ এবং কীর্তিবর্ধক ধর্ম আপনি অনুসরণ করুন। আপনি প্রসন্ন হোন। পুত্র এবং আত্মীয়দেরকে নিয়ে আমরা যেন বেঁচে থাকি। দশরথপুত্র রামের হাতে আপনি সীতাকে সমর্পণ করুন।।২২।। রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের বাক্য শুনে তাদের সবাইকে বিদায় দিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন।।২৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণস্য রাবণান্তঃপুরগমনম্, অমঙ্গলনিমিত্তানাং ভয়ং প্রদর্শ্য সীতাং প্রত্যর্পয়িতুং প্রার্থনা, তদ্‌বাক্যমস্বীকৃত্য রাবণেন বিভীষণস্য বিসর্জনঞ্চ।

ততঃ প্রত্যুষসি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্মার্থনিশ্চয়ঃ। রাক্ষসাধিপতের্বেশ্ম ভীমকর্মা বিভীষণঃ।। ১
শৈলাগ্রচয়সঙ্কাশং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্। সুবিভক্তমহাকক্ষং মহাজনপরিগ্রহম্।। ২

দশম (১০) সর্গ

বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন—অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা। রাবণের দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রত্যাখ্যান। এবং বিভীষণকে বিদায়-প্রদান।

তারপর দিন ভোর হয়ে এলে ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ভীষণকর্মা বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণের ভবনে প্রবেশ করলো।।১।। সেই বাড়ীতে অনেকগুলি চূড়া থাকায় পর্বত-শিখর-সমন্বিত বলে মনে হচ্ছিলো সেই প্রাসাদটিকে। পর্বতশৃঙ্গের মতো সমুচ্চ ছিলো ভবনটি। অনেকগুলি কক্ষে সেটি সাজানো। বিশিষ্টজনেরা সেই সব কক্ষে বসে আছে।।২।। অনুরক্ত বুদ্ধিমান মহামাত্রেরা সেখানে আছে বসে। বিশ্বস্ত,

মতিমদ্ভির্মহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্। রাক্ষসৈরাপ্তপর্যাপ্তৈঃ সর্বতঃ পরিরক্ষিতম্।। ৩
মত্তমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈর্ব্যাকুলীকৃতমারুতম্। শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্যসম্বাধনাদিতম্।। ৪
প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্। তপ্তকাঞ্চননির্যূহং ভূষণোত্তমভূষিতম্।। ৫
গন্ধর্বাণামিবাবাসমালয়ং মরুতামিব। রত্নসঞ্চয়সম্বাধং ভবনং ভোগিনামিব।। ৬
তং মহাভ্রমিবাদিত্যস্তেজোবিস্তৃতরশ্মিবান্। অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ।। ৭
পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্। শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্।। ৮
পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ। মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ।। ৯
স পূজ্যমানো রক্ষোভির্দীপ্যমানং স্বতেজসা। আসনস্থং মহাবাহুর্ববন্দে ধনদানুজম্।। ১০
স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনং হেমভূষিতম্। জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ।। ১১
স রাবণং মহাত্মানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ। উবাচ হিতমত্যর্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্।। ১২
প্রসাদ্য ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সান্ত্বেনোপস্থিতক্রমঃ। দেশকালার্থসংবাদি দৃষ্টলোকপরাবরঃ।। ১৩
যদা প্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ। তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ।। ১৪
সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চিঃ সধূম-কলুষোদয়ঃ। মন্ত্রসঙ্ঘহতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে।। ১৫
অগ্নিষ্টেষ্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ। সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ।। ১৬
গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ। দীনমশ্বাঃ প্রহ্রেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ।। ১৭

বিদ্বান্ রাক্ষসেরা পর্যাপ্তভাবে সবদিকে পাহারা দিচ্ছে।।৩।। মত্ত মাতঙ্গের নিঃশ্বাসের দ্বারা বাতাস সেখানে পর্যুদস্ত। শঙ্খধ্বনির মতো সমুচ্চধ্বনিতে পূর্ণ সেই প্রাসাদ। তুর্যের ধ্বনিতে নিনাদিত সেই ভবন।।৪।। নারীরা নিঃশঙ্কভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রভাত হওয়াতে রাজপথে লোকজন কথাবার্তা বলতে বলতে চলাফেরা করছে। তপ্তসোনায় নির্মিত ঐ বাড়ী উত্তম অলঙ্কারে সজ্জিত।।৫।। সঞ্চিত রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ঐ রাবণ-ভবন। গন্ধর্ব, দেবতা এবং নাগদের গৃহের মতো।।৬।। মহামেঘমালায় প্রসারিত-রশ্মি সূর্য যেমন প্রবেশ করেন, তেমনি মহোজ্জ্বল, বীর বিভীষণ অগ্রজ রাবণের আলয়ে প্রবেশ করলো।।৭।। ভ্রাতার বিজয়ের জন্য সেই মহাতেজস্বী বীর বিভীষণ বেদজ্ঞদের দ্বারা উচ্চারিত পবিত্র পুণ্যাহ ঘোষণা শ্রবণ করলো *(যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে স্বস্তিবাচন অর্থাৎ কল্যাণের জন্য বচন পাঠ করা হয়। তাতে "পুণ্যাহ" অর্থাৎ দিনটি এই অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হোক—এই প্রার্থনা করা হয়)* ।।৮।। বলশালী বিভীষণ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরকে দেখলো। দৈ-ভরা পাত্র, ঘৃত, ফুল এবং আতপ চাউল দিয়ে সে তাদের অর্চনা করলো।।৯।। রাক্ষসেরা তাকে বন্দনা করলো। তারপর সে কুবেরের অগ্রজ মহাবীর রাবণকে বন্দনা করলো। নিজের তেজে প্রদীপ্ত হয়ে সে আসনে উপবিষ্ট।।১০।। আচারপালনে নিপুণ রাজা রাবণ শিষ্টাচারের সঙ্গে বিভীষণকে দৃষ্টির দ্বারা ইঙ্গিত করায় সে সোনার সিংহাসনে উপবেশন করলো।।১১।। মন্ত্রীদের সান্নিধ্যে মহাত্মা রাবণ নির্জনে বসে আছে। তাকে বিভীষণ যুক্তিযুক্ত এবং অত্যন্ত কল্যাণকর বাক্য বললো।।১২।। বিভীষণ দেশ, কাল ও প্রয়োজন বিবেচনা করে জগতের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে আস্তে আস্তে ক্রম-অনুসারে প্রণামাদি করে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করলো। তারপর বলতে আরম্ভ করলো *(দৃষ্টলোক পরাবর—জগতের হিতাহিতজ্ঞ)*।।১৩।। হে পরন্তপ, দেখুন, যখন থেকেই সীতা এখানে এসেছেন, তখন থেকেই আমাদের অমঙ্গলসূচক ঘটনা সব ঘটছে।।১৪।। অগ্নিকে মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করা হলেও স্ফুলিঙ্গ এবং শিখার সঙ্গে তা প্রভূত ধূম উদ্‌গিরণ করে। মন্ত্রের দ্বারা আহূত হয়েও অগ্নি বিশেষ বর্ধিত হয় না।।১৫।। উনুনে, অগ্নিহোত্রশালায় এবং বেদপাঠ স্থানগুলিতে দেখা যাচ্ছে সাপেরা কিলবিল করছে। আহুতি দেবার দ্রব্যসমূহে পিঁপড়ে ধরেছে।।১৬।। গাভীর বাঁটে দুধ নেই, ভালো ভালো হস্তিগুলি আজ মত্ততাহীন। ভালো ঘাস খেয়েও অশ্বগুলি আরো খাবার জন্য করুণভাবে শব্দ করছে।।১৭।। হে রাজন্, গাধা, উট আর খরগুলোর রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। তারা চোখের জল ফেলছে। চিকিৎসা করলেও তারা স্বাভাবিক হচ্ছে না।

খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ। ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ।। ১৮
বায়সাঃ সঙ্ঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ। সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সঙ্ঘশঃ।। ১৯
গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পীড়িতাঃ। উপপন্নাশ্চ সন্ধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ।। ২০
ক্রব্যাদানাং মৃগাণাঞ্চ পুরীদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ। শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জিতনিঃস্বনাঃ।। ২১
তদেবং প্রস্তুতে কার্যে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্। রোচতে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীয়তাম্।। ২২
ইদঞ্চ যদি বা মোহাল্লোভাদ্ বা ব্যাহৃতং ময়া। তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষং কর্তুমর্হসি।। ২৩
অয়ং হি দোষঃ সর্বস্য জনস্যাস্যোপলক্ষ্যতে। রক্ষসাং রাক্ষসীনাঞ্চ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ।। ২৪
প্রাপণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্বমন্ত্রিণঃ। অবশ্যঞ্চ ময়া বাচ্যং যদ্দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সম্প্রধার্য যথান্যায়ং তত্ত্ববান্ কর্তুমর্হতি।। ২৫
ইতি স্বমন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমূচিবান্। রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্ বিভীষণঃ।। ২৬
হিতং মহার্থং মৃদুহেতুসংহিতং ব্যতীতকালায়তিসম্প্রতিক্ষমম্।
নিশম্য তদ্বাক্যমুপস্থিতজ্বরঃ প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদব্রবীৎ।। ২৭
ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপ্যহং ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্।
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি সঙ্গরে কথং মমাগ্রতঃ স্থাস্যতি লক্ষ্মণাগ্রজঃ।। ২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সুরসৈন্যনাশনো মহাবলঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমঃ।
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবাদিনং বিসর্জয়ামাস তদা বিভীষণম্।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

মনে হচ্ছে তারা দুশ্চিন্তা করছে।।১৮।। কাকগুলি দল বেঁধে চারদিকে কর্কশ শব্দ করছে। সাততলা বাড়ীগুলির চিলেকোঠায় ওপরে দল বেঁধে জড়ো হচ্ছে।।১৯।। শকুনগুলি উড়ে এসে পীড়িত হয়ে পুরীর ওপরে এসে পড়ছে। শেয়ালগুলি প্রাতে এবং সায়ংকালে এসে অশুভ চীৎকার করছে।।২০।। কাঁচামাংসভোজী হিংস্র পশুদের সম্মিলিত ঘোর গর্জন নগরীর দ্বারদেশে শোনা যাচ্ছে। সেই গর্জন বজ্রপাতের ধ্বনির মতো *(চতুর্দিকের অশুভ সব লক্ষণের বিপদ বর্ণনায় ঋষিকবি মুখর)* ।।২১।। এইরকমের ঘোরতর সময়ে এই প্রায়শ্চিত্তই আপনার যোগ্য। হে বীর, সীতাকে আপনি রামের হাতে সমর্পণ করুন। এটাই আমার ভালো মনে হচ্ছে।।২২।। মোহবশতঃ বা লোভে পড়ে আমি যদি এইসব কথা বলি, তবুও মহারাজ এতে আপনি দোষ নেবেন না।।২৩।। দেখুন, সর্বজনের অমঙ্গল দেখা দিচ্ছে। রাক্ষস, রাক্ষসী, নগর এবং অন্তঃপুরের অশুভ দেখা যাচ্ছে।।২৪।। এই মন্ত্রণাদানে মন্ত্রী সকলে ভয়ে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু আমি যা শুনেছি এবং দেখেছি, তা আমায় অবশ্যই বলতে হবে। এখন ভালো করে বিচার করে যা ন্যায় বলে মনে করেন, তাই, আপনি করতে পারেন।।২৫।। ভ্রাতা বিভীষণ নিজের মন্ত্রীদের সামনে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে হিতকর এই কথা বললো *(পথ্য—হিতকর)* ।।২৬।। বিভীষণের কথাগুলি কল্যাণজনক। গভীর অর্থসম্পন্ন। নম্র। যুক্তিযুক্ত। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং 'বর্তমান কালের' জন্যও হিতকর। এই কথাগুলি শুনে সীতার প্রতি বাসনাযুক্ত রাবণ উত্তর দিলো— *(ব্যতীতকাল + আয়াত + সম্প্রতি। ব্যতীত—অতীত। আয়তি—ভবিষৎ। সম্প্রতি—বর্তমান)* ।।২৭।। আমি কোথা হতেও ভয় দেখছি না। রাম কখনো সীতাকে ফিরে পাবে না। লক্ষ্মণের অগ্রজ রাম দেবতা এবং ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়েও যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না *(সঙ্গর—যুদ্ধ)* ।।২৮।। দশানন রাবণ দেবসৈন্যদেরকে ধ্বংস করেছেন। মহাবলশালী তিনি। যুদ্ধে ভীষণ পরাক্রমী। সত্যবাদী হিতকামী বিভীষণকে এইরকম বলে সে বিদায় দিলো *(সংযতি—যুদ্ধে)* ।।২৯।।

আদিকীব মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন সহ তৎসভাসদ্গণস্যৈকত্র সম্মেলনম্

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ। অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা।। ১
অতীব কামসম্পন্নো বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্। অতীতসময়ে কালে তস্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ।
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ প্রাপ্তকালমমন্যত।। ২
স হেমজালবিততং মণিবিদ্রুমভূষিতম্। উপগম্য বিনীতাশ্বমারুরোহ মহারথম্।। ৩
তমাস্থায় রথশ্রেষ্ঠং মহামেঘসমস্বনম্। প্রযযৌ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি।। ৪
অসিচর্মধরা যোধাঃ সর্বয়ুধধরাস্ততঃ। রাক্ষসা রাক্ষেসেন্দ্রস্য পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে।। ৫
নানাবিকৃতবেষাশ্চ নানাভূষণভূষিতাঃ। পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্য যযুস্তদা।। ৬
রথৈশ্চাতিরথাঃ শ্রীঘ্রং মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ। অনুৎপেতুর্দশগ্রীবমাক্রীডদ্ভিশ্চ বাজিভিঃ।। ৭
গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিতোমরপাণয়ঃ। পরশ্বধধরাশ্চান্যে তথান্যে শূলপাণয়ঃ।
ততস্তূর্যসহস্রাণাং সঞ্জজ্ঞে নিঃস্বনো মহান্।। ৮
তুমুলঃ শঙ্খশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে। স নেমিঘোষেণ মহান্ সহসাভিনিনাদয়ন্।। ৯
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ। বিমলঞ্চাতপত্রঞ্চ প্রগৃহীতমশোভত।। ১০
পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য পূর্ণস্তারাধিপো যথা। হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহে।। ১১

একাদশ (১১) সর্গ

রাবণের সঙ্গে তাঁর সভাসদ্গণের একত্র সম্মেলন

পাপী সেই রাজা রাবণ সীতার প্রতি কামে মোহিত। সুহৃদ্বর্গের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে। পাপকর্মের অনুষ্ঠান করেছে। ফলে সে কৃশ হয়ে গেছে।।১।। রাবণ অত্যন্ত কামার্ত হয়ে সীতাকে সর্বদা চিন্তা করছিলো। ফলে যুদ্ধের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। তখন বন্ধু এবং অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধ করাই স্থির করলো।।২।। সে তখন একটি বিশাল রথে আরোহণ করলো। সোনার জালে সেটি সজ্জিত। নানা মণি এবং প্রবালের দ্বারা সেটি অলঙ্কৃত। সুশিক্ষিত অশ্ব তাতে যোজিত করা হয়েছে।।৩।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশগ্রীব রাবণ মহামেঘের মতো গর্জনকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করে রাজসভার দিকে যাত্রা করলো।।৪।। সে সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণের আগে আগে চলছে তরবারি এবং চর্মরূপ বর্মধারী সৈন্যেরা। সর্বপ্রকার অস্ত্রে তারা সুসজ্জিত।।৫।। আরো সব নানাবিধ বিকৃতবেশধারী এবং নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত সৈন্যেরা পেছনে এবং পাশে তাকে ঘিরে চলতে লাগলো।।৬।। অতিরথেরা সত্বর রথে, মত্ত হস্তীতে এবং ক্রীড়াশীল অশ্বে আরোহণ করে রাবণকে অনুসরণ করতে লাগলো *(অতিরথ বহুসৈন্যের চালকবিশিষ্ট সামরিক পদমর্যাদার সেনাপতি -বিশেষ)*।।৭।। তাদের কারো হাতে ছিলো গদা, করো হাতে বা পরিঘ। শক্তি এবং তোমর হাতে অনেকে চলছিলো। অন্যেরা কেউ কুঠার হাতে, কেউ বা ত্রিশূল নিয়ে চলতে লাগলো। তারপর সহস্র তুরীর শব্দে বিরাট এক ধ্বনি উৎপন্ন হলো।।৮।। রাবণ সভায় উপস্থিত হলে শঙ্খের তুমুলধ্বনি শোনা গেলো। তারও রথের চাকার বিকট শব্দে সব দিক হঠাৎ নিনাদিত হতে লাগলো।।৯।। সুন্দর রাজপথে মহারথ রাবণ উপস্থিত হলো। তার মাথার ওপরে শ্বেত-ছত্র ধরা ছিলো। তখন বেশ শোভা পাচ্ছিলো সে।।১০।। শুভ্র সেই রাজচ্ছত্রেশোভিত রাক্ষসরাজকে তারাপতি পূর্ণচন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিলো। সোনার মঞ্জরী রয়েছে ভেতরে আর দণ্ডটি হচ্ছে শুদ্ধ স্ফটিকের—এমন সুন্দর চামর দিয়ে তাকে হাওয়া করা হচ্ছিলো।।১১।। তার বামে ও দক্ষিণে এই

চামরব্যজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে। তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্বে রথস্থং পৃথিবীস্থিতাঃ।। ১২
রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে। রাক্ষসৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ।। ১৩
আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা। সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্।। ১৪
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্। তাং পিশাচশতৈঃ ষড়্ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্।। ১৫
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সুকৃতাং বিশ্বকর্মণা। তস্যাং তু বৈদূর্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্।। ১৬
মহৎসোপাশ্রয়ং ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্। ততঃ শশাসেশ্বরবদ্দূতাঁল্লঘুপরাক্রমান্।। ১৭
সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি। কৃত্যমস্তি মহজ্জানে কর্তব্যমিতি শত্রুভিঃ।। ১৮
রাক্ষসাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ। অনুগেহমবস্থায় বিহারশয়নেষু চ।
উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ।। ১৯
তে রথান্তচরা একে দৃপ্তানেকে দৃঢান্ হয়ান্। নাগানেকেঽধিরুরুহুর্জগ্মুশ্চৈকে পদাতয়ঃ।। ২০
সা পুরী পরমাকীর্ণা রথকুঞ্জরবাজিভিঃ। সম্পতদ্ভির্বিরুরুচে গরুত্মদ্ভিরিবাম্বরম্।। ২১
তে বাহনান্যবস্থায় যানানি বিবিধানি চ। সভাং পদ্ভিঃ প্রবিবিশুঃ সিংহা গিরিগুহামিব।। ২২
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ। পীঠেষ্বন্যে বৃষীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্।। ২৩
তে সমেত্য সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাৎ। যথার্হমুপতস্থুস্তে রাবণং রাক্ষসাধিপম্।। ২৪
মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ। অমাত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ।। ২৫
সমীয়ুস্তত্র শতশঃ শূরাশ্চ বহবস্তথা। সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্বার্থস্য সুখায় বৈ।। ২৬

চামর শোভা পাচ্ছিলো। ভূতলে স্থিত সকল রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রথস্থ তার কাছে।। ১২ ।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে রাক্ষসেরা মাথা নত করে বন্দনা করছিলো। রাক্ষসেরা তার স্তুতি করছে। সেই শত্রুদমন রাবণ তাদের জয়ের দ্বারা আশীর্বাদ প্রদান করছে।। ১৩।। মহাতেজস্বী রাবণ এইভাবে রাজসভায় এলো। সোনা আর রূপোয় সজ্জিত সেই সভা। মধ্যে মধ্যে তার রয়েছে বিশুদ্ধ স্ফটিক।।১৪।। সভায় চাদর বিছানো রয়েছে। সেটি রেশমের তৈরী। এবং সোনার ঝালর তাতে রয়েছে। ছয় শত পিশাচ সেই সদা-সমুজ্জ্বল সভাকে পাহারা দিচ্ছে।।১৫।। বিশ্বকর্মার দ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত সেই সভাগৃহে মহাতেজস্বী রাবণ প্রবেশ করলো। সেইখানে বৈদূর্যমণি-নির্মিত এবং প্রিয়ক নামক মৃগচর্মে আবৃত একটি সুন্দর সিংহাসন ছিলো।।১৬।। সেই মহাসিংহাসনে রাবণ উপবেশন করলো। তারপর সে ঈশ্বরের মতো দ্রুতগামী দূতগণকে আজ্ঞা দিলো— ।।১৭।। রাক্ষস -সকলকে দ্রুত এখানে নিয়ে এসো। শত্রুদের সঙ্গে বিরাট কাজ রয়েছে—মনে করছি।।১৮।। রাক্ষসেরা সেই কথা শুনে লঙ্কায় পরিক্রমণ করতে লাগলো। প্রতিটি গৃহে গিয়ে বিচারস্থান, শয়নস্থান এবং উদ্যানে যে সব রাক্ষসেরা ছিলো তাদের ধরে ধরে নির্ভয়ে তার কাছে পাঠাতে লাগলো।।১৯।। তারা কেউ রথে চড়ে, অনেকে দৃপ্ত ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা হাতীর পীঠে আরোহণ করে, আবার কেউ বা পায়ে হেঁটে চলে আসতে লাগলো।।২০।। ছুটে চলেছে এমন সব রথ, হস্তী এবং অশ্বের দ্বারা সারা পুরী ছেয়ে গেলো। বহুসংখ্যক গরুড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিলো তখন লঙ্কাপুরী।।২১।। তারা যানবাহন হতে নেমে পায়ে হেঁটে যখন প্রবেশ করছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো সিংহ বুঝি গিরিগুহায় প্রবেশ করছে।।২২।। তারা রাজার পাদবন্দনা করলে রাজাও তাদের অভ্যর্থনা জানালো। তারপর তারা কেউ সিংহাসনে, কেউ কুশাসনে, কেউ বা মাটিতে বসে গেলো *(বৃষী—কুশাসন)* ।।২৩।। রাজার নির্দেশে সেই রাক্ষসেরা সবাই সমবেত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান দেখালো।।২৪।। মুখ্য মুখ্য মন্ত্রীরা এবং প্রকৃত অর্থনিরূপণে পণ্ডিত অমাত্যেরা সেখানে এলো। গুণবান তারা। সর্বজ্ঞ, বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন তারা।।২৫।। শত শত বীর এবং বহু অমাত্য স্বর্ণবর্ণ সেই সভায় এলো। শত্রুবধরূপ ইষ্টসিদ্ধি যাতে সুখেই সাধিত হয় তারই আনুকূল্যের জন্য।।২৬।। তারপর যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ এক বিশাল রথে চড়ে অগ্রজের সেই সুন্দর

ততো মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং রথং বরং হেম-বিচিত্রিতাঙ্গম্।
শুভং সমাস্থায় যযৌ যশস্বী বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য।। ২৭
স পূর্বজায়াবরজঃ শশংস নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি।। ২৮
সুবর্ণনানামণিভূষণানাং সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।
তেষাং পরার্ধ্যাগুরুচন্দনানাং স্রজাশ্চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ।। ২৯
ন চুক্রুশুর্নানৃতমাহ কশ্চিৎ সভাসদো নাপি জজল্পুরুচ্চৈঃ।
সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব এবোগ্রবীর্যা। ভর্তুঃ সর্বে দদৃশুশ্চাননং তে।। ৩০
স রাবণঃ শস্ত্রভৃতাং মনস্বিনাং মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।
তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চকাশে মধ্যে বসূনামিব বজ্রহস্তঃ।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

সভায় এসে গেলো। তার রথের বাহন ছিলো দু'টি ভালো অশ্ব। সুন্দর রথটি ছিলো সোনায় সুন্দরভাবে চিত্রিত।।২৭।। ছোটোভাই সে। নিজের নাম উচ্চারণ করে পরে বড়ো ভাই-এর চরণ বন্দনা করলো। শুক এবং প্রহস্তও করলো তাই। সে তাদের পৃথক পৃথগ্‌ভাবে যথাযোগ্য আসন দান করলো।।২৮।। সভাস্থ রাক্ষসেরা সোনার এবং নানা মণির দ্বারা নির্মিত অলঙ্কার পরিধান করেছে। ভালো বসন তাদের পরিধানে। বহুমূল্য অগুরু এবং চন্দনের অনুলেপন তাদের আছে। তার এবং ফুলের মালার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।।২৯।। সেখানে সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেউ চীৎকার করে নি, কেউ মিথ্যা বলে নি, কেউ উচ্চৈঃস্বরে জল্পনা করে নি। তারা সকলেই সফল-মনোরথ। অত্যন্ত পরাক্রমী তারা। তারা সবাই প্রভু রাবণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।।৩০।। শস্ত্রচারী, মহাবলশালী, মনস্বীরা সেখানে সমবেত। সেই সভায় মনস্বী রাবণ বসুদেব মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো নিজের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছিলো।।৩১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

নগররক্ষণায় সৈন্যনিয়োগঃ, সীতোপরি স্বীয়াসক্তিমুল্লিখ্য রাবণস্য তদ্ধরণবৃত্তান্তকথনম্, ভবিষ্যৎকর্তব্যায় সভাসদ্‌গণসমীপে নির্দেশপ্রর্থনা, প্রথমং কুম্ভকর্ণস্য তিরস্কারঃ, ততো নিখিলশত্রুসৈন্যবধায় স্বস্যৈব ভারগ্রহণঞ্চ।

স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ। প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্।। ১
সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ। যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি।। ২
স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্। বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে।। ৩

দ্বাদশ (১২) সর্গ

নগর-রক্ষায় সৈন্যনিয়োগ। সীতার প্রতি নিজের আসক্তির উল্লেখ করে রাবণের দ্বারা তাঁর হরণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা। ভবিষ্যৎ কর্তব্যের জন্য সভাসদ্‌গণের কাছে নির্দেশ-প্রার্থনা। প্রথমে কুম্ভকর্ণকর্তৃক তিরস্কার এবং পরে সকল শত্রুসৈন্য বধের জন্য কর্তব্যভার নিজের জন্য গ্রহণ।

যুদ্ধবিজয়ী রাবণ সমগ্র সভাকে ভালো করে দেখে সেনাপতি প্রহস্তকে বিশেষ করে আদেশ দিলো *(সমিতি—যুদ্ধ, সভা)* ।।১।। সেনাপতে, যুদ্ধবিদ্যায় কৃতবিদ্য, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক এই চতুর্বিধ সৈনিককে নগরের রক্ষার জন্য তুমি আদেশ দাও।।২।। প্রহস্ত ছিলো নিজে শৃঙ্খলাপরায়ণ। রাজাদেশ পালন করার ইচ্ছায় সে নগরের বাইরে এবং ভেতরে সৈন্যদেরকে যথাস্থানে নিয়োগ করলো *(প্রণীত + আত্মা = নিজেকে যিনি শৃঙ্খলায় পরিশীলিত করেছেন। এই ডিসিপ্লিন হলো সৈনিকদের প্রাথমিক গুণ। মন্দির—এইখানে নগর)* ।।৩।। সমগ্র সেনাবাহিনীকে নগরের রক্ষায় নিযুক্ত করে প্রহস্ত রাজার

ততো বিনিক্ষিপ্য বলং সর্বং নগরগুপ্তয়ে। প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজ্ঞো নিষসাদ জগাদ চ।। ৪
বিহিতং বহিরন্তশ্চ বলং বলবতস্তব। কুরুম্বাবিমনাঃ ক্ষিপ্রং যদভিপ্রেতমস্তি তে।। ৫
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা রাজ্যহিতৈষিণঃ। সুখেপ্সুঃ সুহৃদাং মধ্যে ব্যাজহার স রাবণঃ।। ৬
প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে। ধর্মকামার্থকৃচ্ছ্রেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম্।। ৭
সর্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্বদা। মন্ত্রকর্মাণি যুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে।। ৮
স সোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ। ভবদ্ভিরহমত্যর্থং বৃতঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াম্।। ৯
অহন্তু খলু সর্বান্ বঃ সমর্থয়িতুমুদ্যতঃ। কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নান্নেমমর্থমচোদয়ম্।। ১০
অয়ং হি সুপ্তঃ ষণ্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। সর্বশস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ।। ১১
ইয়ঞ্চ দণ্ডকারণ্যাদ্ রামস্য মহিষী প্রিয়া। রক্ষোভিশ্চরিতোদ্দেশাদানীতা জনকাত্মজা।। ১২
সা মে ন শয্যামারোঢুমিচ্ছত্যলসগামিনী। ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা।। ১৩
তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণী শরদিন্দুনিভাননা। হেমবিম্বনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্মিতা।। ১৪
সুলোহিততলৌ শ্লক্ষ্ণৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ। দৃষ্ট্বা তাম্রনখৌ তস্যা দীপ্যতে মে শরীরজঃ।। ১৫
হুতাগ্নেরর্চিঃসঙ্কাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্। উন্নসং বিমলং বল্গু বদনঞ্চারুলোচনম্।। ১৬
পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্। ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্বর্ণকরণেন চ।। ১৭
শোকসন্তাপনিত্যেন কামেন কলুষীকৃতঃ। সা তু সংবৎসরং কালং মামযাচত ভামিনী।। ১৮

সম্মুখে এসে বসলো এবং বলতে লাগলো *(গুপ্তায়—রক্ষার জন্য)* ।।৪।। রাজন্, আপনি বলবান। আপনার সৈন্যদেরকে বাইরে ও ভেতরে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছি। এখন আপনার যা ইচ্ছা তা অবিচলচিত্তে শীগ্‌গির করে ফেলুন।।৫।। রাজ্যের হিতকামী প্রহস্তের বাক্য শুনে সুখাভিলাষী সেই রাবণ সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বললো— ।।৬।। প্রিয় এবং অপ্রিয়, সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম, কাম ও অর্থের সম্বন্ধে কি করতে হবে তা তোমরাই বলে দাও।।৭।। বিচার বিবেচনা করে তোমরা যে সব কাজ করেছো, সেগুলি কখনো বিফল হয় নি।।৮।। চন্দ্র, অন্য গ্রহসকল, নক্ষত্ররাজি এবং মরুদ্-দেবতাদেরকে নিয়ে ইন্দ্র যেমন ঐশ্বর্যসুখ উপভোগ করেন, আমিও তেমনি তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সুখ ভোগ করে চলেছি।।৯।। আমি তো তোমাদের সবাইকে সমর্থন করতে তৈরী। নিদ্রায় থাকে বলে কুম্ভকর্ণকে এই সব কথা বলতে পারি না।।১০।। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ ছয় মাস ঘুমিয়ে ছিলো। শস্ত্রধারী সকলের মধ্যে সে প্রধান। সে এখন ঘুম থেকে উঠেছে।।১১।। রাক্ষসদের বিচরণভূমি দণ্ডকারণ্য হতে জনকের দুহিতা, রামের প্রিয়া মহিষী এই সীতাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি।।১২।। সেই অলসগামিনী আমার শয্যায় আরোহণ করতে ইচ্ছা করছেন না। ত্রিভুবনে সীতার মতো আর কাউকেও আমি দেখছি না।।১৩।। ক্ষীণ তাঁর কটিদেশ। নিজম্বদেশ গুরুভার। শরৎকালের চাঁদের মতো তাঁর মুখ। দেখতে তিনি সোনার প্রতিমার মতো সৌম্যা। মনে হচ্ছে শিল্পী ময়দানব যেন তাঁকে নির্মাণ করেছেন *(তনু—ক্ষীণ। মধ্য—কটি। শ্রোণী—নিতম্ব, পাছা। বর্ণনার মাধ্যমেই সূচিত হচ্ছে সীতার দেহ সৌন্দর্যের দ্বারাই কামী রাবণ আসক্ত হয়েছে। এই ইন্দ্রিয়ভোগীর কাছে আন্তরসৌন্দর্যের কোনো আবেদন নেই)* ।।১৪।। তাঁর পদতল দু'টি অত্যন্ত রক্তবর্ণ। মসৃণ এবং সুগঠিত তাঁর চরণযুগল। নখগুলি রক্তবর্ণ। ঐ চরণদু'টি দেখে আমার শরীরে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে।।১৫।। আহুতিদানে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতো সীতা। সূর্যকিরণের মতো তাঁর দেহের দীপ্তি। উন্নত তাঁর নাসিকা। ফর্সা এবং সুন্দর তাঁর মুখমণ্ডল। চোখগুলিও বেশ সুন্দর।।১৬।। এইসব দেখে তাঁর প্রতি আমি কামের বশীভূত হয়ে গেছি। ক্রোধে এবং হর্ষে এই কাম সমানভাবেই রয়েছে। আমার বর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছে।।১৭।। এই কাম নিত্য শোকসন্তাপের দ্বারা আমার মনকে কলুষিত করেছে। সেই সুন্দরী আমার কাছে এই বৎসরটি সময় চেয়েছেন।।১৮।। বিশালনেত্রা সীতা পতি রামের প্রতীক্ষায় একবৎসর কাটাবেন বলেছেন। আমিও সেই সুন্দরনয়না সীতার শুভবাক্য স্বীকার করে নিয়েছি

প্রতীক্ষমাণা ভর্তারং রামমায়তলোচনা। তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্।। ১৯
শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবাধ্বনি। কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিষ্যন্তি বনৌকসঃ।। ২০
বহুসত্ত্বঝষাকীর্ণং তৌ বা দশরথাত্মজৌ। অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ।। ২১
দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি। মানুষান্নো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্।। ২২
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ সহিতোঽজয়ম্। তে মে ভবন্তশ্চ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্।। ২৩
পরে পারে সমুদ্রস্য পুরস্কৃত্য নৃপাত্মজৌ। সীতায়াঃ পদবীং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্।। ২৪
অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ। ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতশ্চাভিধীয়তাম্।। ২৫
নহি শক্তিং প্রপশ্যামি জগত্যন্যস্য কস্যচিৎ। সাগরং বানরৈস্তীর্ত্বা নিশ্চয়েন জয়ো মম।। ২৬
তস্য কামপরীতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্। কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।। ২৭
যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্।। ২৮
সর্বমেতন্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব। বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্মণঃ।। ২৯
ন্যায়েন রাজকার্যাণি যঃ করোতি দশানন। ন সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ।। ৩০
অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ। ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব।। ৩১
যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কর্মাণ্যভিচিকীর্ষতি। পূর্বঞ্চাপরকার্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ।। ৩২

(রাবণ সভাসদ্‌গণের কাছে ঘোরতর মিথ্যা বলে নিজের সাফাই গাইছে। সীতা কখনো এই কথা বলেন নি। রাবণই সীতাকে একবৎসর সময় দিয়েছিলো। নিজের কথাটা সীতার নামে চালিয়ে দিলো। অরণ্যকাণ্ড ৫৬ সর্গ, শ্লোক ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য) ।।১৯।। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় পরিশ্রান্ত অশ্বের মতো আমি কামবশতঃ ক্লান্ত। বনবাসী বানরেরা কি করে অলঙ্ঘ্য সাগর অতিক্রম করবে ?।।২০।। বহু জলজন্তুসঙ্কুল এই সমুদ্র সেই দশরথপুত্র দু'জন কি করে অতিক্রম করবে ? অথবা একটিমাত্র বানর আমাদের বিরাট ক্ষতি করেছে।।২১।। কর্মের গতি সহজে জানা যায় না। তোমাদের বুদ্ধি অনুসারে যা করণীয় বলো। মানুষের থেকে কোনো ভয় নেই। তবুও বিচার করে দেখো।।২২।। পূর্বে দেবাসুরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্যেই আমি জয়লাভ করেছিলাম। সেই তোমরা আজও আমার সহায়। সুগ্রীব-প্রমুখ বানরদেরকে সামনে নিয়ে...।।২৩।। রাম ও লক্ষ্মণ রাজপুত্র দু'জন সীতার সন্ধান পেয়ে সমুদ্রের অপরপারে এসে উপস্থিত হয়েছে।।২৪।। সীতাকে যাতে ফিরিয়ে দিতে না হয়, আর দশরথপুত্র দু'জনকে বধ করা যায়, তোমরা মন্ত্রণা করে এমন একটি নীতি আমায় বলো।।২৫।। বানরদেরকে সঙ্গে করে সাগর পার হয়ে লঙ্কায় এসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে জগতে এমন কাউকেও দেখছি না। এইজন্য আমাদের জয় সুনিশ্চিত।।২৬।। কার্যতঃ তার এই রকমের প্রলাপ শুনে কুম্ভকর্ণ খুব রেগে গিয়ে বললো–।।২৭।। যখন তুমি স-লক্ষ্মণ রামের আশ্রম হতে সীতাকে জোর করে হরণ করেছিলে তখন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা তোমার নিশ্চয়ই উচিত ছিলো। যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার সময়েই যামুন হ্রদ পূর্ণ করেছিলো। তারপর সমুদ্রে মিলিত হবার পর তার তো আর ফিরে-আসা সম্ভব নয়। তুমি তো দেখামাত্রই সীতাকে হরণ করেছো। এখন আর এইসব পরামর্শ ফলপ্রসূ হবে না।।২৮।। মহারাজ, তুমি যে এইসব অন্যায় কাজ করেছো, প্রথমেই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা তোমার নিশ্চয়ই কর্তব্য ছিলো।।২৯।। হে দশানন, ন্যায়পথে যে রাজকার্য সম্পাদন করে, সেই নিশ্চিতমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করে না।।৩০।। সদুপায় ত্যাগ করে অন্যায়ভাবে যে কাজ করা হয়, সেই কাজ বিপরীত ফলপ্রদান করে। অনুচিত যজ্ঞে আহুতি দিলে ঘৃত যেমন কলুষিত হয়, তেমনি অপবিত্র পাপকর্মও দূষিতই হয়ে থাকে।।৩১।। যে পূর্বের কার্য পশ্চাতে করতে ইচ্ছা করে, আর পরের কার্য পূর্বে করে, সে নীতি কি এবং অনীতিই বা কি জানে না।।৩২।। বিপক্ষের বল অধিক দেখেও যে যুদ্ধ করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, শত্রুরা তখন তার ছিদ্র দেখতে পায়। পাখী যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতে

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্। ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ।। ৩৩
ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্যমপ্রতিচিন্তিতম্। দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্।। ৩৪
তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ। অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ।। ৩৫
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব নিশাচর। যদি শক্র-বিবস্বন্তৌ যদি পাবক-মারুতৌ।
তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবের-বরুণাবপি।। ৩৬
গিরিমাত্রশরীরস্য মহাপরিঘযোধিনঃ। নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ।। ৩৭
পুনর্মাং স দ্বিতীয়েন শরেণ নিহনিষ্যতি। ততোঽহং তস্য পাস্যামি রুধিরং কামমাশ্বস।। ৩৮
বধেন বৈ দাশরথেঃ সুখাবহং জয়ং তবাহর্তু মহং যতিষ্যে।
হত্বা চ রামং সহ লক্ষ্মণেন খাদামি সর্বান্ হরিযূথমুখ্যান্।। ৩৯
রামস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং কুরুষ্ব কার্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ।
ময়া তু রামে গমিতে যমক্ষয়ং চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

আকাশের মতো ছিদ্র অন্বেষণ করে, তেমনি শত্রুও সেই ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণ করে।।৩৩।। তুমি পরিণাম না ভেবে অত্যন্ত দুষ্কর্ম করেছো। বিষাক্ত আমিষ-আহার্য মানুষকে মেরে ফেলে। ভাগ্যিস, রাম তোমায় বধ করেন নি। হে নিষ্পাপ, আমি শত্রুদের হত্যা করে সব সমান করে দেবো।।৩৪।। হে নিশাচর, তোমার শত্রুদের আমি ধ্বংস করে দেবো। যদি ইন্দ্র, বিবস্বান, বায়ু, অগ্নি, এমন কি কুবের এবং বরুণও যদি আসে, তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করে আমি তাদের সংহার করবো।।৩৬।। আমার পাহাড়ের মতো শরীর। বিশাল পরিঘ নিয়ে আমি যুদ্ধ করি। ধারালো আমার দাঁত। আমি যখন গর্জন করে যুদ্ধ করবো ; তখন ইন্দ্রও আমায় দেখে ভয় পাবে।।৩৭।। রাম যখন দ্বিতীয় বাণের দ্বারা আমায় আঘাত করবে, তখন তার রক্ত আমি পান করবো। তুমি ইচ্ছামতো আশ্বস্ত হও।।৩৮।। দশরথপুত্র রামের হত্যার দ্বারা আমি তোমার সুখাবহ জয় আহরণ করতে চেষ্টা করবো। লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করে প্রধান প্রধান সব বানরমুখ্যদেরকে আমি ভোজন করবো।।৩৯।। ইচ্ছামতো তুমি বিহার করো। ভালো বারুণিজাতীয় মদ পান করো। নিশ্চিন্ত হয়ে যা তোমার মঙ্গল মনে হয়, সেই সব কাজ করে যাও। আমি রামকে চিরকালের জন্য যমের বাড়ী পাঠালে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশীভূতা হবে।।৪০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

সীতামুপভোক্তুং রাবণং প্রতি মহাপার্শ্বস্যোক্তিঃ, রাবণস্য তদকরণকারণ
-ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তিরূপপূর্ববৃত্তান্তবর্ণনং, দুরাধর্ষত্বকথনঞ্চ।

রাবণং ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ। মুহূর্তমনুসঞ্চিন্ত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।। ১
যঃ খল্বপি বনং প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্। ন পিবেন্মধু সম্প্রাপ্য স নরো বালিশো ভবেৎ।। ২

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

সীতাকে জোর করে উপভোগের জন্য রাবণের প্রতি মহাপার্শ্বের উক্তি। বলাৎকারে ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন এবং সীতা যে জোর করে ধর্ষণের পাত্রী নন তার কথন।

রাবণকে ক্রুদ্ধ জেনে মহাবলবান মহাপার্শ্ব মুহূর্তকাল চিন্তা করে করজোড়ে বলতে লাগলো।।১।। যে হিংস্র পশু এবং সর্প-সমাকুল বনে গিয়ে মধু দেখতে পেয়েও মধুপান করে না, সে একটা বোকা, মহামূর্খ *(বালিশ-বোকা। ব্যাল-সর্প)*।।২।। হে শত্রুনাশন, রাজন্, আপনিই তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আপনার

ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শক্রনিবর্হণ। রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্ধসু।। ৩
বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবল। আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ রমস্ব চ।। ৪
লব্ধকামস্য তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং ভয়ম্। প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্বং প্রতিবিধাস্যসে।। ৫
কুম্ভকর্ণঃ সহাস্মাভিরিন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ। প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্।। ৬
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্। সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে।। ৭
ইহ প্রাপ্তান্ বয়ং সর্বাঞ্ছত্রূংস্তব মহাবল। বশে শস্ত্রপ্রতাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ।। ৮
এবমুক্তস্তদা রাজা মহাপার্শ্বেন রাবণঃ। তস্য সম্পূজয়ন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৯
মহাপার্শ্ব নিবোধ ত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ। চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া।। ১০
পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম্। চঞ্চূর্যমাণামদ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব।। ১১
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ। স্বয়ম্ভূভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা।। ১২
তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞাতমাসীন্মহাত্মনঃ। অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ।। ১৩
অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি। তদা তে শতধা মূর্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ১৪
ইত্যহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব তাম্। নারোহয়ে বলাৎ সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে।। ১৫
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ। নৈতদ্ দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্।। ১৬
কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে। ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি।। ১৭
ন মত্তো নির্গতান্ বাণান্ দ্বিজিহ্বান্ পন্নগানিব। রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি।। ১৮

আবার কে ঈশ্বর ? শত্রুদেরকে আক্রমণ করে মাথায় পা রেখে আপনি সীতার সঙ্গে মিলন-সুখ উপভোগ করুন।।৩।। হে মহাবল, আপনি কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন করে সীতাকে বলপূর্বক আক্রমণ করে বারবার রমণ করুন, ভোগ করে আনন্দলাভ করুন *(কুক্কুটবৃত্তি—বারংবার রমণ করা কুক্কুটের স্বভাব)* ।।৪।। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেলে পরে আর ভয় কোথা হতে আসবে ? কোনো ভয় যদি এখন এসে থাকে, বা ভবিষ্যতে আসে, সবই যথোচিতভাবে প্রতিবিধান করবেন।।৫।। কুম্ভকর্ণ এবং মহাবলবান ইন্দ্রজিৎ আমাদের সঙ্গে যদি যোগ দেন, তাহলে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও তাঁরা দু'জনে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।।৬।। রাজনীতিকুশলেরা যে সাম-দান-ভেদ-দণ্ডের কথা বলেছেন, তার মধ্যে সাম-দান -ভেদকে ছেড়ে দিয়ে কেবল দণ্ডের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ আমার পছন্দ।।৭।। হে মহাবল, আপনার যে সব শত্রু এখানে আসবে, তাদের শস্ত্রের জোরেই আমরা পরাজিত করবো, এতে কোনো সংশয় নেই।।৮।। মহাপার্শ্ব এইসব কথা বলার পর রাজা রাবণ তার কথাগুলিকে প্রশংসা করে বললো— ।।৯।। হে মহাপার্শ্ব, আমার একটা গোপন কথা তুমি জেনে নাও। বহুদিন আগে যে ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিলো, তা তোমায় বলছি।।১০।। একদিন আমি পুঞ্জিকাস্থলা নাম্নী এক অপ্সরাকে দেখলাম। পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে সে উড়ে চলেছে। আকাশে অগ্নিশিখার মতো তাকে দেখাচ্ছে।।১১।। আমি তাকে ধরে বিবসনা করে জোর করে উপভোগ করেছিলাম। ফলে হস্তীর দ্বারা বিধ্বস্তা হস্তিনীর মতো সে ব্রহ্মার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।।১২।। মনে হলো, এই দুষ্কর্ম মহাত্মা ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে আমাকে বললো— *(বেটা —ব্রহ্মা)* ।।১৩।। আজ থেকে তুমি অন্য কোনো নারীকে যদি জোর করে উপভোগ করো, তাহলে, তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এতে কোনো সংশয় নেই।।১৪।। সেই শাপে ভীষণ ভয় পেয়ে আমি আর সীতাকে আমার সুন্দর শয্যায় জোর করে তুলি নি।।১৫।। সাগরের মতো আমার বেগ, পবনের মতো আমার গতি—এই কথা তো দশরথের বেটা রামচন্দ্র জানে না! তাই সে আমায় আক্রমণ করতে আসছে।।১৬।। পর্বতকন্দরে সুপ্ত সিংহের মতো এবং ক্রুদ্ধ মৃত্যুর মতো সমাসীন আমাকে এমন কে আছে যে জাগাতে চাইছে ?।।১৭।। আমার ধনু হতে নির্গত হয় যে বাণ, সেগুলি দুই জিভ-ওয়ালা সাপের মতো। রাম সেগুলি কখনো দেখে নি। তাই, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে।।১৮।। উলকার দ্বারা হস্তীকে যেমন দগ্ধ করা হয়, তেমনি আমার ধনু হতে নিক্ষিপ্ত বজ্রের

ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্মুকচ্যুতৈঃ। রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্।। ১৯
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ। উদিতঃ সবিতা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব।। ২০
ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা যুধাস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
ময়া ত্বিয়ং বাহুবলেন নির্জিতা পুরা পুরী বৈশ্রবণেন পালিতা।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

মতো শত শত বাণের দ্বারা রামকে বেশ করে দগ্ধ করে ফেলবো।।১৯।। সূর্য উদিত হয়ে যেমন নক্ষত্ররাজির প্রভাকে সংহার করে নেয়, আমিও তেমনি আমার বিশাল সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার শক্তি হরণ করে নেবো।।২০।। সহস্রলোচন ইন্দ্র, বা বরুণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়। এই লঙ্কাপুরী পূর্বে কুবেরের দ্বারা ছিলো পালিতা। আমি বাহুবলে তা জয় করে নিয়েছি।।২১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

রামোঽজেয় ইত্যুক্ত্বা সীতাপ্রত্যর্পণায় বিভীষণসম্যাভিমতপ্রকাশঃ

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশম্য বাক্যং স কুম্ভকর্ণস্য চ গর্জিতানি।
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্যমুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্।। ১
বৃতো হি বাহ্বন্তরভোগরাশিশ্চিন্তাবিষঃ সুস্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।
পঞ্চাঙ্গুলীপঞ্চশিরোঽতিকায়ঃ সীতামহাহিস্তব কেন রাজন্।। ২
যাবন্ন লঙ্কাং সমভিদ্রবন্তি বলীমুখাঃ পর্বতকূটমাত্রাঃ।
দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ প্রদীয়তাং দশরথায় মৈথিলী।। ৩
যাবন্ন গৃহ্ণন্তি শিরাংসি বাণা রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী।। ৪
ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজংস্তথা মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ বা।
নিকুম্ভ-কুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ স্থাতুং সমর্থা যুধি রাঘবস্য।। ৫

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

রাম অজেয়— এই কথা বলে সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য বিভীষণের অভিমত-প্রকাশ

রাক্ষসরাজ রাবণের এইসকল কথা এবং কুম্ভকর্ণের গর্জন শুনে বিভীষণ রাবণকে কল্যাণকর এবং গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে বললো—।।১।। হে রাজন্, সীতাকে তুমি কেন হরণ করেছো ? সীতা তো তোমার কাছে এক সর্পবিশেষ। সীতার হৃদয় হলো সেই সাপের শরীর। তাঁকে নিয়ে চিন্তা হলো বিষ। তাঁর ঈষদ্ হাসি হচ্ছে ধারালো দাঁত। তাঁর পাঁচটি আঙুল হলো সেই সাপের পাঁচটি মাথা। এইভাবে সীতা হলেন এক বিরাট দেহধারী সাপ।।২।। দেখো, বানরেরা পর্বতশিখরের মতো মহাকায়। দাঁত আর নখ তাদের অস্ত্র। তারা যতোক্ষণ লঙ্কা আক্রমণ না করে, তার মধ্যেই দশরথপুত্র রামচন্দ্রকে মিথিলা-রাজপুত্রী সীতাকে ফিরিয়ে দাও।।৩।। রাম যে বাণগুলি নিক্ষেপ করবে সেগুলি বজ্রের মতো। এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান। সেই বাণগুলি যতোক্ষণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের মাথাগুলি বিদীর্ণ না করছে, তারমধ্যেই রামের হস্তে সীতাকে দিয়ে দাও।।৪।। রাজন্, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ তথা মহাপার্শ্ব এবং মহোদর, মহাকায় নিকুম্ভ এবং কুম্ভ এরা কেউই যুদ্ধে রামের সামনে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।।৫।। সূর্য এবং মরুদ্দেবগণও যদি তোমাকে রক্ষা করতে চান, ইন্দ্র এবং যম যদি তোমাকে কোলে করেও রাখেন, আকাশে উঠে

জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যোর্নভো ন পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ।। ৬
নিশম্য বাক্যন্তু বিভীষণস্য ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।
ন নো ভয়ং বিদ্ম ন দৈবতেভ্যো ন দানবেভ্যোঽপ্যথবা কদাচিৎ।। ৭
ন যক্ষ-গন্ধর্ব-মহোরগেভ্যো ভয়ং ন সংখ্যে পতগোরগেভ্যঃ।
কথং নু রামাদ্ ভবিতা ভয়ং নো নরেন্দ্রপুত্রাৎ সমরে কদাচিৎ।। ৮
প্রহস্তবাক্যং ত্বহিতং নিশম্য বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে ধর্মার্থকামেষু নিবিষ্টবুদ্ধিঃ।। ৯
প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ ত্বং কুম্ভকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।
ব্রবীত রামং প্রতি তন্ন শক্যং যথা গতিঃ স্বর্গমধর্মযুদ্ধেঃ।। ১০
বধস্তু রামস্য ময়া ত্বয়া চ প্রহস্ত সর্বৈরপি রাক্ষসৈর্বা।
কথং ভবেদর্থবিশারদস্য মহার্ণবং তর্তুমিবাপ্লবস্য।। ১১
ধর্মপ্রধানস্য মহারথস্য ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোঽস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য কৃত্যেষু শক্তস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ।। ১২
তীক্ষ্ণা ন তাবত্তব কঙ্কপত্রা দুরাসদা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্।। ১৩
ভিত্ত্বা ন তাবৎ প্রবিশন্তি কায়ং প্রাণান্তিকাস্তেঽশনিতুল্যবেগাঃ।
শিতাঃ শরা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্।। ১৪
ন রাবণো নাতিবলস্ত্রিশীর্ষো ন কুম্ভকর্ণস্য সুতো নিকুম্ভঃ।
ন চেন্দ্রজিদ্ দাশরথিং প্রবোঢ়ুং ত্বং বা রণে শত্রুসমং সমর্থঃ।। ১৫

কিংবা পাতালে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলেও রামের হাত হতে তোমার মুক্তি নেই।।৬।। বিভীষণের এই বাক্য শুনে প্রহস্ত বললো, দেবতাদের কাছ হতে অথবা দানবদের কাছ হতেও ভয় কাকে বলে তা আমরা জানি না।।৭।। যুদ্ধে যক্ষ, গন্ধর্ব, মহানাগ, পক্ষী ও সর্প হতে আমাদের কখনো ভয় হয় না। তাই মনুষ্যরাজপুত্র রাম হতে যুদ্ধে আমাদের ভয় কি করে হবে ?।।৮।। প্রহস্তের অকল্যাণকর বাক্য শুনে রাজা রাবণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিভীষণ গভীর অর্থগর্ভবাক্য বললো। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবিধ বিষয়েই প্রবিষ্ট ছিলো তার বুদ্ধি।।৯।। হে প্রহস্ত, দেখো, রাজা রাবণ, মহোদর, কুম্ভকর্ণ এবং তুমি রামের প্রতি যে সব অর্থপূর্ণবাক্য বলেছো, তা তোমরা করতে পারবে না। যেমন অধর্মবুদ্ধির লোক স্বর্গে গমন করতে পারে না, তেমনি তোমাদের কথাও সার্থক হবে না।।১০।। রাম স্বপ্রয়োজন সাধনে নিপুণ। প্রহস্ত তোমার, আমার বা সকল রাক্ষসের দ্বারাই বা তার বধ কি করে সম্ভব হবে ? নৌকা ছাড়া যেমন কেউ সমুদ্র পার হতে পারে না, তেমনি ধর্ম বিনা কেউ রামের কাছে পৌঁছুতে পারবে না।।১১।। এই রাজা রামের জন্ম ইক্ষ্বাকুবংশে। ধর্মই তাঁর প্রধান। তিনি বীর মহারথ। বলি, বিরাধ, কবন্ধাদির বিনাশকার্যে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এইরকম পরাক্রমী রামের সামনে দেবতারাও বিমূঢ় হয়ে পড়েন।।১২।। ওরে প্রহস্ত, রামের নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত, দুর্জয়, তীক্ষ্ণবাণগুলি তোমার দেহ বিদীর্ণ করে এখনো প্রবেশ করে নি। তাই, তুমি এখন এইরকমের প্রলাপ বকছো।।১৩।। প্রহস্ত, রাঘব যে বাণগুলি নিক্ষেপ করেন, সেগুলি বজ্রের মতো বেগশালী এবং প্রাণবিনাশী। তোমার শরীরকে সেগুলি ভেদ করে যতোক্ষণ প্রবেশ করে নি, ততোক্ষণই তুমি এইরকমের প্রলাপ বকতে পারছো।।১৪।। রাবণ, অতি বলশালী ত্রিশীর্য কুম্ভকর্ণ-পুত্র নিকুম্ভ, ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ বা তুমি যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য রামের বীর্যবত্তাকে সহ্য করতে পারবে না।।১৫।। দেবতাদের ধ্বংসকারী হোক, মনুষ্যগণের ধ্বংসকারীই হোক, বিশালদেহী বীর মহাত্মাই বা হোক, পর্বতের মতো শক্তিশালী অকম্পনই বা হোক, রামের সঙ্গে যুদ্ধে তারা কেউ সামনে দাঁড়াতে

দেবান্তকো বাপি নরান্তকো বা তথাতিকায়োঽতিরথো মহাত্মা।
অকম্পনশ্চাদ্রিসমানসারঃ স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য।। ১৬
অয়ঞ্চ রাজা ব্যসনাভিভূতো মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবদ্ভিঃ।
অন্বাস্যতে রাক্ষসনাশনার্থে তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা হ্যসমীক্ষ্যকারী।। ১৭
অনন্তভোগেন সহস্রমূর্দ্ধ্না নাগেন ভীমেন মহাবলেন।
বলাৎ পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো রাজানমুৎক্ষিপ্য বিমোচয়ন্তু।। ১৮
যাবদ্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্ভিঃ সমেত্য সর্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ।
নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতব্যো ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ।। ১৯
সুবারিণা রাঘবসাগরেণ প্রচ্ছাদ্যমানস্তরসা ভবদ্ভিঃ।
যুক্তস্ত্বয়ং তারয়িতুং সমেত্য কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ।। ২০
ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃদজ্জনস্য।
সম্যক্ হি বাক্যঃ স্বমৃতং ব্রবীমি নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্।। ২১
পরস্য বীর্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

পারবে না।।১৬।। রাজা এই রাবণ আজ স্ত্রীলোক আসক্তি-রূপ ব্যসনের দ্বারা অভিভূত। সে স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ-স্বভাব। আবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবিবেচক। মন্ত্রণাদাতা সবাই তার শত্রুতুল্য মিত্র। রাক্ষসদের বিনাশের জন্য তাকে তোমরা সেবা করছো।।১৭।। অনন্ত, ফণাযুক্ত, সহস্রমস্তক, মহাশক্তিশালী, ভীষণ নাগ সজোরে তার দেহ আঁকড়ে রয়েছে। তোমরা সবাই মিলে জোর করে সেটি টেনে ফেলে দিয়ে তাকে মুক্ত করো।।১৮।। ভীষণ শক্তিশালী ভূতগণ যদি কাউকে আক্রমণ করে, তখন তাকে চুলের মুঠো ধরে নিগৃহীত করে মুক্ত করতে হয়। তেমনি, পরিপূর্ণ-কাম সকল সুহৃদেরা সম্মিলিত হয়ে তার চুলের মুঠো ধরে নিগৃহীত করে তাকে রক্ষণ করা উচিত।।১৯।। রামচন্দ্র যেন ভালো জলে পরিপূর্ণ একটি সাগর। তাতে যেন ডুবে যাচ্ছে রাবণ, রামরূপ পাতালের মুখে যেন সে পড়ে যেতে বসেছে। তোমরা সবাই মিলে তাকে উদ্ধার করো।।২০।। আমি আজ রাক্ষসগণসহ সমগ্র পুরীর এবং সকল সুহৃন্মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে রাজার মঙ্গলকর, অমৃততুল্য যথার্থ বাক্য বলছি- —রাজপুত্র রামের হাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিন।।২১।। যিনি শত্রুর এবং নিজের বীর্যবত্তা, অবস্থান, হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনা করে এবং স্বপক্ষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে বুদ্ধির সঙ্গে প্রভুর হিতকর উচিত বাক্য বলতে পারেন, তিনিই হলেন মন্ত্রী।।২২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণং প্রতীন্দ্রজিত উপহাসঃ, ইন্দ্রজিতং তিরস্কৃত্য বিভীষণস্য যথার্থসত্যকথনঞ্চ।

বৃহস্পতেস্তুল্যমতের্বচস্তন্নিশম্য যত্নেন বিভীষণস্য।
ততো মহাত্মা বচনং বভাষে তত্রেন্দ্রজিন্নৈর্ঋতযূথমুখ্যঃ।। ১

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস। বিভীষণের দ্বারা ইন্দ্রজিতকে তিরস্কার ও যথার্থ সত্য কথন।

বিভীষণ ছিলো বৃহস্পতির মতো বুদ্ধি-সম্পন্ন। সে যত্নের সঙ্গে এই কথাগুলি বললো। রাক্ষসদলপতি মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ সেই সব শুনে বললো— *(নৈঋত—রাক্ষস)*।।১।। ছোটো কাকা, মনে হচ্ছে আপনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। তাই কি অনর্থক এই সব কথা বলছেন ? এই বংশে যে জন্মগ্রহণ করে

কিন্নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্যমনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্যাৎ।। ২
সত্ত্বেন বীর্যেন পরাক্রমেণ ধৈর্যেণ শৌর্যেণ চ তেজসা চ।
একঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো বিভীষণস্তাতকনিষ্ঠ এষঃ।। ৩
কিন্নাম তৌ মানুষরাজপুত্রাবস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন।
সুপ্রাকৃতেনাপি নিহন্তুমেতৌ শক্যৌ কুতো ভীষয়সে স্ম ভীরো।। ৪
ত্রিলোকনাথো ননু দেবরাজঃ শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ।
ভয়ার্দিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ সর্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ।। ৫
ঐরাবতো নিঃস্বনমুন্নদন্ স নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া তু।
বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য বিত্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ।। ৬
সোঽহং সুরাণামপি দর্পহন্তা দৈত্যোত্তমানামপি শোককর্তা।
কথং নরেন্দ্রাত্মজয়োর্ন শক্তো মনুষ্যয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ সুবীর্যঃ।। ৭
অথেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য মহৌজসস্তদ্ বচনং নিশম্য।
ততো মহার্থং বচনং বভাসে বিভীষণঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ।। ৮
ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
তস্মাৎ ত্বয়াপ্যাত্মবিনাশনায় বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্।। ৯
পুত্রপ্রবাদেন তু রাবণস্য ত্বমিন্দ্রজিন্মিত্রমুখোঽসি শত্রুঃ।
যস্যেদৃশং রাঘবতো বিনাশং নিশম্য মোহাদনুমন্যসে ত্বম্।। ১০
ত্বমেব বধ্যশ্চ সুদুর্মতিশ্চ স চাপি বধ্যো য ইহানয়ৎ ত্বাম্।
বালং দৃঢ়ং সাহসিকঞ্চ যোঽদ্য প্রাবেশয়ন্মন্ত্রকৃতাং সমীপম্।। ১১
মূঢোঽপ্রগল্‌ভোঽবিনয়োপপন্নস্তীক্ষ্ণস্বভাবোঽল্পমতির্দুরাত্মা।
মূর্খস্ত্বমত্যন্তসুদুর্মতিশ্চ ত্বমিন্দ্রজিদ্ বালতয়া ব্রবীষি।। ১২

নি, সেও এইরকমের কথা বলবে না। বা এই ধরণের কাজ করবে না।।২।। এই বংশে কেবল ছোটো কাকা বিভীষণেরই বল, বীর্য, পরাক্রম, ধৈর্য এবং শৌর্য নেই।।৩।। সেই মনুষ্য রাজপুত্র -দু'টির কথা আর বিশেষ কি ? একটি সাধারণ রাক্ষসই তাদের দু'জনকে হত্যা করতে সমর্থ। ওরে ভীরু, কিসের জন্য তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো ?।।৪।। ত্রিভুবনপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছি। দেবতারা সকলে তখন ভয় পেয়ে বিভিন্নদিকে পালিয়ে গিয়েছিলো।।৫।। ঐরাবত হস্তীর দাঁত জোর করে উপড়ে ফেলে তাকে আমি ভূতলে ফেলে দিয়েছি। সে তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করছিলো। তাতে দেবতারা সকলে ভয় পেয়ে গেলো।।৬।। সেই আমি দেবগণেরও দর্পহন্তা। পরাক্রমে আমি দৈত্যশ্রেষ্ঠদেরো শোক উৎপাদন করি। আমার শক্তি প্রভূত। সাধারণ মানুষের রাজপুত্র দু'টিকে কেন আমি পরাজিত করতে পারবো না ?।।৭।। ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রেরই মতো দুর্ধর্ষ। এবং মহাতেজস্বী। তার কথা শুনে শস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ এই বিভীষণ তখন গভীর অর্থব্যঞ্জক বাক্য বললো– ।।৮।। বাছা, কি করতে হবে, কি করতে হবে না তার মন্ত্রণায় তোমার জ্ঞান এখনো হয় নি। তুমি বালকমাত্র। এখনো বুদ্ধি তোমার পরিণত হয় নি। সেইজন্য নিজের বিনাশের জন্য তুমি নিরর্থক বহু প্রলাপ বকছো।।৯।। ইন্দ্রজিৎ, পুত্ররূপে তুমি রাবণের বাইরে থেকে মিত্র হলেও, ভেতরে ভেতরে শত্রু। যার ফলে তুমি রামের হাতে রাবণের বিনাশের কথা শুনেও মোহবশতঃ তা অনুমোদন করছো।।১০।। তোমার দেখছি অত্যন্ত দুর্মতি হয়েছে। তুমিই আজ বধ্য। যে তোমায় এখানে এনেছে, সেও বধের যোগ্য। তোমার মতো অত্যন্ত সাহসী বালককে যে মন্ত্রণাকারীদের কাছে এনে প্রবেশ করিয়েছে, সেও বধযোগ্য।।১১।। ওহে ইন্দ্রজিৎ, তুমি বোকা, নিরুদ্যম, দুর্বিনীত, তীক্ষ্ণস্বভাব, অল্পবুদ্ধি এবং দুরাত্মা। তুমি মূর্খ এবং অত্যন্ত দুর্মতিগ্রস্ত। বালক-বয়সের জন্যই এই কথা বলছো।।১২।। রামের বাণ হচ্ছে ব্রহ্মদণ্ডের মতো প্রভাবশালী। এবং কালাগ্নিশিখার মতো অব্যর্থ।

কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশানর্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্ সমক্ষমুক্তান্ যুধি রাঘবেণ।। ১৩
ধনানি রত্নানি সুভূষণানি বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ।। ১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

রাম যমদণ্ডস্বরূপ এই বাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ করলে, কে সহ্য করতে পারবে ?।।১৩।। ধন, রত্ন, অলঙ্কার, বসন, সুন্দর স্বর্গীয় মণিসহ সীতাকে রামের কাছে নিবেদন করে আমরা বীতশোক হয়ে এখানে বাস করবো।।১৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন বিভীষণস্য তিরস্কারঃ, তং নির্ভর্ৎস্য বিভীষণস্যাপি সভাত্যাগশ্চ।

সুনিবিষ্টং হিতং বাক্যমুক্তবন্তং বিভীষণম্। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ।। ১
বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ। ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা।। ২
জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্বলোকেষু রাক্ষস। হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা।। ৩
প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্মশীলঞ্চ রাক্ষস। জ্ঞাতয়োঽপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ।। ৪
নিত্যমন্যোঽন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ। প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ।। ৫
শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা। পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম।। ৬
নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ। ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ।। ৭
উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ। কৃৎস্নাদ্ ভয়াজ্জ্ঞাতিভয়ং কুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ।। ৮

ষোড়শ (১৬) সর্গ

রাবণকর্তৃক বিভীষণের প্রতি তিরস্কার। বিভীষণেরও রাবণের প্রতি তিরস্কার প্রদান ও সভা ত্যাগ।

বিভীষণ সুন্দর অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য বললে যমপ্রেরিত হয়েই যেন রাবণ কঠোরবাক্য উচ্চারণ করে বলতে লাগলো— ।।১।। শত্রু এবং ক্রুদ্ধসর্পের সঙ্গেও বাস করতে পারো। কিন্তু দেখতে মিত্রের মতো, অথচ শত্রুকে সেবা করে যারা, তাদের সঙ্গে কখনো নয়।।২।। ওরে রাক্ষস বিভীষণ, জ্ঞাতিদের যে চরিত্র সর্বজগতে প্রসিদ্ধ, তা আমি জানি। জ্ঞাতিদের বিপদে জ্ঞাতিরা সর্বদাই আনন্দিত হয়।।৩।। ওরে রাক্ষস, জ্ঞাতিদের মধ্যে যে প্রধান-পুরুষ, সে যদি বিদ্বান্ এবং ধর্মশীল হয় জ্ঞাতিরা তাঁকে অবমাননা করে, আর সে যদি বীর হয়, তাকে তারা পরাভূত করে *(সাধারণতঃ জ্ঞাতিদের স্বভাব যা দেখা যায়, তা ঋষিকবির দৃষ্টিতে বিধৃত হয়েছে। আত্মীয়দের ঈর্ষা ও প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতা প্রত্যেকেরই রয়েছে। আত্মীয় বিরোধ হতেই মহাভারতের যুদ্ধ। আচার্যসংঘের সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর অসহায়া মাতাকে কষ্ট দেয় সেই আত্মীয়েরা যাদের তিনি সম্পত্তি দিয়ে আসেন)* ।।৪।। বিপদে এই আত্মীয়েরা নিত্যই পরস্পর আনন্দিত হয়। জ্ঞাতিরা যশোভাব গোপন করে রাখে। তারা ভীষণ এবং ভয়াবহ।।৫।। একটি ঘটনা শোনো। পূর্বকালে পাশহস্তে মানুষদের দেখে পদ্মবনে হাতীগুলি যে গান গেয়েছিলো, সেটি আমি বলছি। তোমরা সবাই শোনো।।৬।। আগুন, না অন্য শাস্ত্রসমূহ, কিংবা ভীষণ পাশ আমাদের কাছে ভয়াবহ নয়। ঘোর স্বার্থপর আত্মীয়েরাই আমাদের ভয়ের কারণ।।৭।। গ্রহণ করার উপায় এরা বলে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। সকল ভয় হতে জ্ঞাতিভয়ই বেশী কষ্টদায়ক—এ আমরা জানি।।৮।। গাভীতে হব্য

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্। বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ।। ৯
ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ। ঐশ্বর্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতঃ।। ১০
যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ। ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথানার্যেষু সৌহৃদম্।। ১১
যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জতাম্। ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্যেষু সৌহৃদম্।। ১২
যথা মধুকরস্তর্ষাদ্ রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি। তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্যেষু সৌহৃদম্।। ১৩
যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি। রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্যেষু সৌহৃদম্।। ১৪
যথা পূর্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ। দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্যেষু সৌহৃদম্।। ১৫
যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর। অস্মিন্ মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন।। ১৬
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ। উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।। ১৭
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ। অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাধিপম্।। ১৮
স ত্বং ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি। জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে।। ১৯
সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন। ন গৃহ্নন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ।। ২০
সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।। ২১
বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্বভূতাপহারিণঃ। ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা।। ২২
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ।। ২৩

কব্যের দ্রব্যদুগ্ধ রয়েছে। স্ত্রীলোকে থাকে চাপল্য। ব্রাহ্মণে থাকে তপস্যা। তেমনি জ্ঞাতিদের থেকে আসে ভয়।।৯।। হে সৌম্য, তাই বলি, আমাকে লোকেরা যে পূজা করে, আমার যে ঐশ্বর্য রয়েছে, আমি যে অভিজাত এবং আমি যে শত্রুদের মাথার ওপরে বসে আছি এইসব তোমার বাঞ্ছিত নয়।।১০।। পদ্মের পাতায় যেমন জলবিন্দু লেগে থাকতে পারে না, তেমনি অনার্যদের হৃদয়ে সৌহৃদ্য থাকতে পারে না *(পুষ্কর—পদ্ম। তোয়—জল। শ্লেষ—লেগে থাকা। অনার্য—কদাচারী দুর্জন)* ।।১১।। শরৎকালে মেঘ বর্ষণ করলে, গর্জন করলেও মাটি যেমন ভিজে যায় না, তেমনি অনার্যদের হৃদয়েও সৌহৃদ্যের স্নিগ্ধতা থাকে না *(অম্বু—জল। সংক্লেদ—ভালোভাবে ভেজা)* ।।১২।। ভ্রমর তৃষ্ণার জন্য মধুপান করেও যেমন শুলে বসে থাকে না, তেমনি অনার্য হৃদয়েও সহৃদয়তা অবস্থান করে না। তুমিও ঐরকমেরই অনাচারী অনার্য *(তর্ষ—তৃষ্ণা)* ।।১৩।। মধুকর যেমন তৃষ্ণাবশতঃ কাশপুষ্পের মধুপান করলেও রসিক হয় না, তেমনি অনার্যদের হৃদয়েও বন্ধুত্বের রস-মাধুর্য থাকে না।।১৪।। হাতী যেমন আগে স্নান করে শুঁড় দিয়ে ধূলো তুলে নিজের দেহকে কলুষিত করে, সেইরকম অনার্যব্যক্তিতেও সৌহৃদ্য অবস্থান করে না।।১৫।। হে নিশাচর, কুলকলঙ্ক, তোকে ধিক। অন্য কেউ যদি এইরকম কথা বলতো এই মুহূর্তেই তাকে আমি মেরে ফেলতাম।।১৬।। এইরকমের রূঢ়বাক্য বলায় ন্যায়বাদী বিভীষণ চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে গদাহস্তে উড়ে চলে গেলো।।১৭।। ওপরে উঠে ভ্রাতা শ্রীমান বিভীষণ তখন রেগে গিয়ে রাক্ষসরাজকে বললো—।।১৮।। রাজন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতার মতো মাননীয়। আমাকে যা ইচ্ছা তুমি বলতে পারো। কিন্তু ধর্মপথে তুমি অবস্থান করছো না। তুমি ভ্রান্ত। তুমি বড়ো ভাই হলেও তোমার এই কর্কশবাক্য আমি সহ্য করবো না।।১৯।। হে দশানন রাবণ, মঙ্গলকামী ব্যক্তি যদি সুন্দর নীতিযুক্ত বাক্য বলে, অজিতেন্দ্রিয় মৃত্যুপথযাত্রী তা গ্রহণ করে না।।২০।। রাজন্, সর্বদাই মিষ্টি কথা বলে এমন মানুষ সহজেই মেলে। কিন্তু হিতকর অথচ অপ্রিয় এমন কথার বক্তা ও শ্রোতা দুইই দুর্লভ।।২১।। সকল প্রাণীকেই বিনাশ করেন কাল। তারইপাশে তুমি বাঁধা পড়েছো। আগুন লাগলে গৃহ বিনষ্ট হয়। তেমনি তুমি আজ কামের আগুনে পুড়ে যাচ্ছো। তোমায় কি করে আমি উপেক্ষা করি ?।।২২।। রামের শর হলো উজ্জ্বল অগ্নির মতো। ধারালো এবং সোনায় ভূষিত। সেই বাণের দ্বারা তুমি নিহত হয়েছো— এ আমি দেখতে চাই না।।২৩।। কালের

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে। কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ।। ২৪
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা। আত্মানং সর্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা।। ২৫
নিবার্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।
পরান্তকালে হি গতায়ুষো নরা হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

বশীভূত হলে বীর, বলবান এবং অস্ত্রনিপুণ মানুষেরাও যুদ্ধে বালুকার তৈরি সেতুর মতো ধ্বংস হয়ে যায় *(বাংলায় প্রবাদ—বালির বাঁধ টেঁকে না। তারই উৎস এই বালির সেতু)* ।।২৪।। তুমি গুরুজন বলে তোমার মঙ্গলের জন্য যা বলেছি, তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। নিজেকে এবং রাক্ষসগণসহ এই পুরীকে তুমি সর্বপ্রকারে রক্ষা কোরো। তোমার মঙ্গল হোক। আমায় ছেড়ে দিয়ে তুমি সুখী হও।।২৫।। অনেকে আমাকে এইভাবে বলতে বারণ করেছিলো। তবুও তোমার হিতৈষী বলে আমি এইসব কথা বললাম। হে রাক্ষস, এই কথা তোমার ভালো লাগছে না। যাদের আয়ু শেষ হয়ে গেছে, তারা মৃত্যুকালে সুহৃদবর্গের হিতবাক্য গ্রহণ করে না।।২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামসমীপে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম্, তস্মৈ আশ্রয়দানবিষয়ে মন্ত্রীভিঃ সহ শ্রীরামস্য পরামর্শশ্চ।

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ। আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ১
তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্। গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ।। ২
যে চাপ্যনুরাস্তস্য চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ। তেঽপি বর্মায়ুধোপেতা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ।। ৩
স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ। বরায়ুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ।। ৪
তমাত্মপঞ্চমং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বানরাধিপঃ। বানরৈঃ সহ দুর্ধর্ষশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।। ৫
চিন্তায়িত্বা মুহূর্তন্তু বানরাংস্তানুবাচ হ। হনুমৎপ্রমুখান্ সর্বানিদং বচনমুত্তমম্।। ৬
এষ সর্বায়ুধোপেতশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ। রাক্ষসোঽভ্যেতি পশ্যধ্বমস্মান্ হন্তুং ন সংশয়ঃ।। ৭

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

শ্রীরামের নিকট বিভীষণের আশ্রয়-গ্রহণ। তাকে আশ্রয়দান বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীরামের পরামর্শ।

রাবণের ছোটোভাই বিভীষণ রাবণকে এই কঠোরবাক্য বলে মুহূর্তের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের কাছে চলে গেলো।।১।। মেরুপর্বতের শিখরের মতো মহাকায় এবং বিদ্যুতের মতো দীপ্ত বিভীষণকে ভূতলস্থ বানরদলপতিরা আকাশে দেখতে পেলো।।২।। বিভীষণের সঙ্গে চারজন অনুচর ছিলো। তারা ভীষণ পরাক্রমী। অস্ত্রে এবং বর্মে তারা সজ্জিত। উত্তম অলঙ্কারেও ছিলো তারা বিভূষিত।।৩।। আর সেই বিভীষণও ছিলো মেঘ আর পাহাড়ের মতো বিশালদেহ। বজ্র যাঁর অস্ত্র সেই ইন্দ্রের মতো ছিলো তার দীপ্তি। বীর বিভীষণ ছিলো ভালোভাবে সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং স্বর্গীয় অলঙ্কারে বিভূষিত।।৪।। বিভীষণকে নিয়ে সেই আগন্তুকেরা ছিলো পাঁচজন। দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান, বানরপতি সুগ্রীব তাদের দেখে অন্য বানরদের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলো।।৫।। মুহূর্তকাল চিন্তা করে হনুমান-প্রমুখ সেইসকল বানরদের এই উত্তম কথা সুগ্রীব বলতে লাগলো— ।।৬।। দেখো, সকলপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে এই রাক্ষস আমাদের হত্যা করতেই আসছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।।৭।। সুগ্রীবের বাক্য শুনে সেইসকল শ্রেষ্ঠবানরেরা সালগাছের শাখা ভেঙে নিয়ে এবং

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বে তে বানরোত্তমাঃ। শালানুদ্যম্য শৈলাংশ্চ ইদং বচনমব্রুবন্।। ৮
শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষাং দুরাত্মনাম্। নিপতন্তি হতা যাবদ্ ধরণ্যামল্পচেতনাঃ।। ৯
তেষাং সম্ভাষমাণানামন্যোঽন্যং স বিভীষণঃ। উত্তরন্তীরমাসাদ্য খস্থ এব ব্যতিষ্ঠত।। ১০
স উবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্বরেণ মহতা মহান্। সুগ্রীবং তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য খস্থ এব বিভীষণঃ।। ১১
রাবণো নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ। তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।। ১২
তেন সীতা জনস্থানাৎ হৃতা হত্বা জটায়ুষম্। রুদ্ধা চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।। ১৩
তমহং হেতুভির্বাক্যৈর্বিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্। সাধু নির্যাত্যতাং সীতা রামায়েতি পুনঃপুনঃ।। ১৪
স চ ন প্রতিজগ্রাহ রাবণঃ কালচোদিতঃ। উচ্যমানং হিতং বাক্যং বিপরীত ইবৌষধম্।। ১৫
সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ। ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ।। ১৬
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে। সর্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্।। ১৭
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ। লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ।। ১৮
প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ। নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব।। ১৯
মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি। বানরাণাঞ্চ ভদ্রন্তে পরেষাঞ্চ পরন্তপ।। ২০
অন্তর্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ। শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ।। ২১
প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্। অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্যান্ন সংশয়।। ২২
অথবা স্বয়মেবৈষ চ্ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্। অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি।। ২৩
মিত্রাদপি বলঞ্চৈব মৌলভৃত্যবলন্তথা। সর্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্।। ২৪
প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতা মিত্রস্য বৈ প্রভো। আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ।। ২৫

পর্বতের শিলাখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে বললো— ।।৮।। হে রাজন্, এই দুরাত্মাদেরকে বধের জন্য সত্বর আমাদেরকে আদেশ দিন। আর তাতে এই মন্দমতি রাক্ষসেরা নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ুক।।৯।। বানরেরা এইভাবে পরস্পর কথা বলছিলো। তখন বিভীষণ উত্তরতীরে এসে আকাশে অবস্থান করতে লাগলো।।১০।। সুগ্রীব ও বানরদেরকে দেখে মহান মহাত্মা বিভীষণ আকাশ থেকেই উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলো— ।।১১।। রাবণ নামে রাক্ষসদের রাজা দুর্বৃত্ত এক রাক্ষস। তারই ছোটোভাই আমি। বিভীষণ নামে আমি পরিচিত।।১২।। সে জটায়ুকে হত্যা করে সীতাকে জনস্থান হতে হরণ করেছে। রুদ্ধ করে রেখেছে। বিবশা দীনা সীতা এখন রাক্ষসীদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আছেন।।১৩।। তাকে *(রাবণকে)* আমি বিবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বারংবার বুঝিয়েছি, যে সীতাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দাও।।১৪।। রাবণ মনে হয় মৃত্যুর দ্বারা এখন আদিষ্ট। তাই সে আমার হিত কথা গ্রহণ করলো না। আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি যেমন ঔষধ গ্রহণ না করে বিপরীত আচরণ করে, এটিও যেন তেমনি ঘটনা।।১৫।। সে আমাকে কঠোরবাক্যে ভৃত্যের মতো অবমাননা করেছে। তাই, আমি পুত্র এবং পত্নীকে ত্যাগ করে রামচন্দ্রের শরণ নিয়েছি।।১৬।। তোমরা আমায় তাড়াতাড়ি সর্বলোকের আশ্রয় রাঘবের কাছে নিয়ে চলো। গিয়ে বলো বিভীষণ উপস্থিত হয়েছে।।১৭।। এই কথা শুনে দ্রুতগামী সুগ্রীব রামের কাছে গিয়ে লক্ষ্মণের সামনে রেগে বললো— ।।১৮।। শত্রুসৈন্যের কোনো শত্রু অতর্কিতে এখানে এসেছে। সৈন্যধ্বংস করবে। পেচক যেমন কাককে ধ্বংস করে ঠিক তেমনিভাবে। রাবণের ছোটোভাই বিভীষণ নামে পরিচিত। চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে সে আপনার আশ্রয়ে এসেছে।।২০।। এই রাক্ষসেরা আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে। এরা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারে। এরা বীর। ছলনাও জানে। এদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয় *(নিকৃতি—ছলনা)* ।।২১।। এ রাক্ষসরাজ রাবণের গুপ্তচর হবে। প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।।২২।। অথবা এই বুদ্ধিমান ছিদ্র দেখে বিশ্বস্ত সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেই কখনো বা প্রহারও করতে পারে।।২৩।। শত্রুর সৈন্য ত্যাগ করে মিত্র এবং পরম্পরাগত ভৃত্য এবং এইসব বানর সৈন্যকেই আমাদের সৈনিকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে *(দ্বিষদ—শত্রু)* ।।২৪।। এই বিভীষণ স্বভাবতঃ রাক্ষস। হে প্রভো, আপনার শত্রু রাবণের ভাই। এ যে সাক্ষাৎ শত্রুই এসেছে! কি করে একে বিশ্বাস করা যায় ?।।২৫।। এ হলো রাবণের ছোটোভাই। বিভীষণ নামে খ্যাত। চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে

রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ। চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ।। ২৬
রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর।। ২৭
রাক্ষসো জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ। প্রহর্তুং মায়য়াচ্ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ।। ২৮
বধ্যতামেব তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ। রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ।। ২৯
এবমুক্ত্বা তু তং রামং সংরব্ধো বাহিনীপতিঃ। বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ।। ৩০
সুগ্রীবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ। সমীপস্থানুবাচেদং হনূমৎপ্রমুখান্ কপীন্।। ৩১
যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি। বাক্যং হেতুমদত্যর্থং ভবদ্ভিরপি চ শ্রুতম্।। ৩২
সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা। সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা।। ৩৩
ইত্যেবং পরিপৃষ্টাস্তে স্বং স্বং মতমতন্দ্রিতাঃ। সোপচারং তদা রামমূচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।। ৩৪
অজ্ঞাতং নাস্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব। আত্মানং পূজয়ন্ রাম পৃচ্ছস্যস্মান্ সুহৃত্তয়া।। ৩৫
ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্মিকো দৃঢবিক্রমঃ। পরীক্ষ্যকারী স্মৃতিমান্নিসৃষ্টাত্মা সুহৃৎসু চ।। ৩৬
তস্মাদেকৈকশস্তাবৎ ব্রুবন্তু সচিবাস্তব। হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ৩৭
ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ। বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ।। ৩৮
শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক এব হি। বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা না কর্তব্যো বিভীষণঃ।। ৩৯
ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ। প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ।। ৪০
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেতিহ। গুণতঃ সংগ্রহং কুর্যাদ্দোষতস্তু বিসর্জয়েৎ।। ৪১

আপনার আশ্রয়ে এসেছে *(ভ্রাতা + অমিত্রস্য)* ।।২৬।। সকল কার্য যারা করতে পারেন, আপনি সেই কার্যকুশলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জেনে রাখুন, রাবণই এই বিভীষণকে পাঠিয়েছে। তাকে নিগ্রহ করা আমি উচিত বলে মনে করি।।২৭।। হে নিষ্পাপ রাম, কুটিলবুদ্ধি রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এই রাক্ষস এখানে এসেছে। মায়ার দ্বারা আত্মগোপন করে বিশ্বস্ত আপনাকে সে মারতে এসেছে।।২৮।। নিষ্ঠুর রাবণের ভাই এই বিভীষণ। সচিবদের নিয়ে তাকে কঠোর দণ্ড দান করে আপনি তাকে হত্যা করুন।।২৯।। বাক্যজ্ঞ, বাক্যনিপুণ, বাহিনীপতি ক্রুদ্ধ সুগ্রীব বাক্যকুশল রামকে এইরকম বলে চুপ করে গেলেন।।৩০।। মহাবলবান রাম সুগ্রীবের কথা শুনে হনুমান-প্রমুখ যে বানরেরা কাছে রয়েছে তাদেরকে বললেন— ।।৩১।। ওহে বানরবৃন্দ, দেখো, বানরপতি সুগ্রীব রাবণের ছোটোভাই বিভীষণকে নিয়ে যা বললো, তা বেশ যুক্তিযুক্ত। তোমরাও তা শুনলে *(রাবণ + অবরজ = রাবণের অনুজ)* ।।৩২।। যে সামর্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিরন্তন কল্যাণকামনা করেন, তিনি কর্তব্য-সঙ্কটে সুহৃদ্‌বর্গের অভিমত আহ্বান করেন।।৩৩।। এইভাবে অভিমত জিজ্ঞেস করায় অতন্দ্রভাবে রামের প্রিয়কর্মসাধনে উৎসুক সেই বানরেরা নিজের নিজের বক্তব্য বিশদভাবে বললো *(চিকীর্ষবঃ— করতে ইচ্ছুকবৃন্দ)* ।।৩৪।। হে রঘুবংশধর, ত্রিভুবনে আপনার তো কিছুই অজানা নেই। আমাদের সম্মান দিতে বন্ধুত্বের মর্যাদাদানের জন্যই আপনি আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করছেন।।৩৫।। সত্যপালনই আপনার ব্রত। আপনি বীর। ধার্মিক। এবং বিক্রমপ্রকাশে দৃঢ়চিত্ত। সবকিছু পরীক্ষা করে আপনি গ্রহণ করেন। আপনার স্মরণশক্তি যথেষ্ট। সুহৃদ্‌বর্গের ওপর আপনি আত্মসমর্পণ করেন।।৩৬।। তাই, বলি, আপনার সচিবেরা এক এক করে বলতে থাকুক। তারা যুক্তিনিষ্ঠ। এবং বুদ্ধিমান। তাদের সামর্থ্য তারা বারবার প্রমাণ করেছে।।৩৭।। এইকথা বলার পর বুদ্ধিমান বানর অঙ্গদ বিভীষণকে পরীক্ষার জন্য সর্বাগ্রে বললো— ।।৩৮।। শত্রুর কাছ হতে সে এসেছে। সেজন্যে তাকে সর্বদাই সন্দেহ করা উচিত। বিভীষণকে সহসা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।।৩৯।। ছলনা করার বুদ্ধি যাদের রয়েছে, তারা নিজের মনোভাব গোপন করে ঘুরে বেড়ায়। ছিদ্র দেখলেই প্রহার করে। তখন ভীষণ অনর্থ ঘটে।।৪০।। অর্থ ও অনর্থ বিবেচনা করে এখানে কাজ করতে হবে। গুণ দেখলে গ্রহণ ও দোষ দেখলে ত্যাগ করতে হবে।।৪১।। হে রাজন্, যদি বিশাল গুরুতর দোষ তাতে দেখা যায়, তাহলে নিঃশঙ্কচিত্তে তাকে

যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজতামবিশঙ্কিতম্। গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ।। ৪২
শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ। ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্।। ৪৩
প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা। পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ।। ৪৪
জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ। বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জিতম্।। ৪৫
বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ। অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্।। ৪৬
ততো মৈন্দস্তু সম্প্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ। বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্।। ৪৭
অনুজো নাম তস্যৈব রাবণস্য বিভীষণঃ। পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ।। ৪৮
ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতস্তং করিষ্যসি। যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্বং নরর্ষভ।। ৪৯
অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ। উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু।। ৫০
ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্। অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্।। ৫১
ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ। বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রামগৌরবাৎ।। ৫২
অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব। তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া ন হ্যুপপদ্যতে।। ৫৩
ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে। সহসা বিনিয়োগো হি দোষবান্ প্রতিভাতি মে।। ৫৪
চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব। অর্থস্যাসম্ভবাত্তত্র কারণং নোপপদ্যতে।। ৫৫
অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যয়ং যদ্বিভীষণঃ। বিবক্ষা চাত্র মেঽস্তীয়ং তাং নিবোধ যথামতি।। ৫৬
এষ দেশশ্চ কালশ্চ ভবতীহ যথা তথা। পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি।। ৫৭
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি। যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ।। ৫৮

ত্যাগ করুন। আর যদি বহুগুণ দেখতে পান, জানতে পারেন, তাহলে তাকে তথা বিভীষণকে স্বপক্ষে স্বীকার করে নিতে পারেন।।৪২।। তারপর শরভ নামক বানর প্রয়োজন বিচার করে বললো, হে নরবীর, সত্বর এর পেছনে গুপ্তচর নিয়োগ করুন।।৪৩।। যার সূক্ষ্মবুদ্ধি রয়েছে, এমন গুপ্তচর নিযুক্ত করুন। তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তারপর ন্যায় অনুসারে তাকে গ্রহণ করা কর্তব্য।।৪৪।। অতঃপর, শাস্ত্রবুদ্ধিতে পরিশীলিত জাম্ববান সব কিছু ভালোভাবে বিবেচনা করে গুণযুক্ত নির্দোষ বাক্যে বললো— ।।৪৫।। পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদের সঙ্গে শত্রুতায় বদ্ধপরিকর। তার কাছ থেকেই বিভীষণ অসময়ে অস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই, একে সর্বপ্রকারেই সন্দেহ করা উচিত।।৪৬।। নীতি এবং অনীতি বিষয়ে প্রাজ্ঞ ছিলো মৈন্দ। বাক্যে সে নিপুণ। সে ভালো করে সব দেখেশুনে আরো বেশী যুক্তিযুক্ত বাক্যে বললো— ।।৪৭।। হে মহারাজ, বিভীষণ যখন সেই রাবণেরই ছোটোভাই, তখন ধীরে ধীরে মিষ্টি করে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।।৪৮।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আগে ভালো করে এর ভাব জেনে নিন। তারপর বুদ্ধির দ্বারা ঠিক করুন—এ দুষ্ট না সৎ।।৪৯।। এবারে সংস্কারসম্পন্ন সচিব হনুমান মধুর, মনোরম, অর্থযুক্ত অল্পকথায় বললো।।৫০।। মহারাজ, বুদ্ধিতে আপনি শ্রেষ্ঠ। বাগ্মীদের মধ্যে প্রধান। ভাষণে বৃহস্পতিও আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না।।৫১।। হে রাম, আমি তর্ক, স্পর্ধা, অহঙ্কার বা কামনার বশীভূত হয়ে কোনো কথা বলছি না। রামের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই বলছি।।৫২।। অর্থ এবং অনর্থ নিয়ে পরীক্ষার কথা আপনার সচিবেরা এতোক্ষণ বললো। তাতে আমি দোষই দেখছি। এতে কোনো কাজ কাজ হবে না।।৫৩।। কার্যে নিযুক্ত না করলে কারো সামর্থ্য বোঝা যায় না। আর হঠাৎ করে নিযুক্ত করাও আমার কাছে দোষের বলে মনে হচ্ছে।।৫৪।। আপনার সচিবেরা বলেছে তার খবর নেবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা উচিত। প্রয়োজনের অভাবে তারও কোনো কারণ আমি দেখছি না।।৫৫।। বিভীষণ অকালে এবং অস্থানে এসেছে—এই যে কথা বলা হলো, এ প্রসঙ্গও বুদ্ধি অনুসারে আমার কিছু বলার ইচ্ছা আছে। তা শুনুন।।৫৬।। অসৎ পুরুষ রাবণের কাছ থেকে সৎপুরুষ বলেই সে এখানে এসেছে। তার দেশ, কাল, দোষ, গুণ সবই বিচার হয়ে গেছে।।৫৭।। রাবণের দৌরাত্ম্য সে দেখেছে। দেখেছে আপনার পরাক্রম। বুদ্ধি অনুসারে তার এখানে আগমন যুক্তিযুক্তই হয়েছে।।৫৮।। হে রাজন্, গুপ্তচর দ্বারা তাকে জেনে নিন—এই কথা যে বলা

অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি। যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা।। ৫৯
পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ। তত্র মিত্রং প্রদুষ্যেত মিথ্যা পৃষ্টং সুখাগতম্।। ৬০
অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বৌদ্ধুং পরস্য বৈ। অন্তরেণ শরৈর্বিভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্।। ৬১
ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা। প্রসন্নং বদনং চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ।। ৬২
অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি। ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ।। ৬২
অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি। ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ।। ৬৩
আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্। বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।। ৬৪
দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্যং কার্যবিদাং বর। সফলং কুরুতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্।। ৬৫
উদ্‌যোগন্তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্। বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্।। ৬৬
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্তু বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ। এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে ত্বস্য সংগ্রহঃ।। ৬৭
যথাশক্তি ময়োক্তস্তু রাক্ষসস্যার্জবং প্রতি। প্রমাণং ত্বং হি সর্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাং বর।। ৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

হয়েছে, তাতে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে *(অজ্ঞাতরূপ পুরুষ—গুপ্ত)* ।।৫৯।। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে হঠাৎ কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মিথ্যে জিজ্ঞাসার দ্বারা সহজভাবে যে মিত্র এসেছে, তাকে কলুষিত করা হয়।।৬০।। হে রাজন, অপরের মনোভাব সহজে জানা যায় না। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের পার্থক্য লক্ষ্য করলে অন্তরের ভাব জানা যায়।।৬১।। এ যখন কথা বলছিলো তখন কোনো দুষ্টভাব দেখা যায় নি। মুখ এর প্রসন্ন। তাই, এর প্রতি আমার কোনো সন্দেহ নেই।।৬২।। শঠব্যক্তি নিঃশঙ্কভাবে স্বস্থ হয়ে উপস্থিত হতে পারে না। এর বাক্যও দোষযুক্ত নয়। তাই, এর প্রতি আমার কোনো সন্দেহ নেই।।৬৩।। বাইরের আকার দ্বারা অনেককিছু ঢেকে ফেললেও অন্তরের ভাবকে গোপন করা যায় না। মানুষের অন্তর্গত ভাব জোর করেই বেরিয়ে আসে।।৬৪।। কাজ যারা করতে জানে, তাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। বিভীষণের এইভাবে আগমন দেশ-কালের যোগ্যই হয়েছে। এইভাবে কাজের প্রয়োগ হলে সাফল্য সত্বরই আসে।।৬৫।। আপনার কর্মোদ্যোগ, রাবণের মিথ্যাচার, বালির হত্যা এবং সুগ্রীবের অভিষেক ভালোভাবেই বিভীষণ দেখেছে।।৬৬।। এইসব দেখে বুদ্ধি করে রাজ্যপ্রার্থনার জন্য সে এখানে এসেছে। এইসব চিন্তা করে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।।৬৭।। হে বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাক্ষস বিভীষণের সারল্য বিষয়ে যথাশক্তি আমি বললাম। সব শুনে এখন যা করার আপনিই করুন।।৬৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য শরণাগতরক্ষণমহত্ত্ববর্ণনম্, স্বীয়ব্রতবর্ণনপূর্বকং বিভীষণেন সহ মিলনঞ্চ।

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রুত্বা বায়ুসুতস্য হ। প্রত্যভাষত দুর্ধর্ষঃ শ্রুতবানাত্মনি স্থিতম্।। ১
মমাপি চ বিবক্ষাস্তি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্বং ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সি স্থিতৈঃ।। ২

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতকে রক্ষা করার মহত্ত্ব। তাঁর নিজের ব্রত বর্ণনা। বিভীষণের সঙ্গে মিলন।

প্রসন্নচিত্ত রাম বায়ুপুত্র হনুমানের কথা শুনলেন। দুষ্পরাজেয় রাম তারপর উত্তরে বাক্য বললেন।।১।। বিভীষণকে নিয়ে আমারো বলবার ইচ্ছা আছে। আপনারা কল্যাণের পথেই রয়েছেন। আমারো সবকথা আপনারা শুনুন—এ আমি চাই।।২।। বিভীষণ মিত্রভাবে এসেছে। তাকে

মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন। দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্।। ৩
সুগ্রীবস্ত্বথ তদ্বাক্যমাভাষ্য চ বিমৃশ্য চ। ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবঃ।। ৪
স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ। ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ।। ৫
কো নাম স ভবেত্তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ। বানরাধিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বানুদীক্ষ্য তু।। ৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্। ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সত্যপরাক্রমঃ।। ৭
অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ। ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ।। ৮
অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিদ্ যথাত্র প্রতিভাতি মা। প্রত্যক্ষং লৌকিকং চাপি বর্ততে সর্বরাজসু।। ৯
অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্তিতাঃ। ব্যসনেষু প্রহর্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ।। ১০
অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্। এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ।। ১১
যস্তু দোষস্ত্বয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽরিবলস্য চ। তত্র তে কীর্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু।। ১২
ন বয়ং তৎকুলীনাশ্চ রাজকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ। পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ।। ১৩
অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ। প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্।
ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ প্রাপ্তো বিভীষণঃ।। ১৪

কোনোভাবেই ত্যাগ করতে পারি না। তার যদি দোষও থাকে তাকে ত্যাগ করা যায় না। শরণাগতকে ত্যাগ করা সজ্জনদের কাছে নিন্দনীয়।।৩।। তারপর বানরবীর সুগ্রীব তাঁর বাক্য সব শুনে বিশেষভাবে বিবেচনা করে আরো বেশী কল্যাণকর বাক্য বললো।।৪।। এই নিশাচর বিভীষণ দুষ্ট হোক বা অদুষ্ট হোক, তাতে কি এসে গেলো ? ঘোরতরভাবে বিপন্ন এই ভ্রাতাকে যে পরিত্যাগ করে— ।।৫।। এমন কে তার আত্মজন হবে না, যাকে সে পরিত্যাগ করবে না ? বানরাধিপতি সুগ্রীবের বাক্য শুনে রাম সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।।৬।। সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমী, ককুৎস্থ-বংশধর রাম একটু হেসে পুণ্যলক্ষণ -শোভিত লক্ষ্মণকে বললেন— ।।৭।। বানরাধিপতি সুগ্রীব যা বললেন, শাস্ত্র না পড়ে আর বৃদ্ধদের সেবা না করে তা বলতে পারতেন না *(শাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞানের আহরণ এবং বৃদ্ধদের সেবার মাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতার জ্ঞান গ্রহণ— এই দু'টি যার হয়েছে তারই জ্ঞান পরিপক্ক হয়। তাই নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ এবং গুরুজন সেবা ভারতের আবিশ্যিক জীবনচর্যা ছিলো)* ।।৮।। আমার যা মনে হচ্ছে, বিভীষণের ভ্রাতৃত্যাগ বিষয়ে কোনো সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে। সকল রাজার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ লৌকিক কারণ দেখা যায় *(বিষয়জনিত ঈর্ষায় জ্ঞাতিবিচ্ছেদ রাজকুলে প্রায়ই দেখা যায়। মহাভারতের যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামায়ণেও কৈকেয়ীর পুত্রের জন্য বিষয়-তৃষ্ণা আপাতদৃষ্টিতে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ। এমন কোনো মুসলমান রাজত্ব ছিলো না, যাতে পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভ্রাতায়, রাজা-সেনাপতিতে বিরোধ হয় নি। মনুষ্য স্বভাবের এই পরিণতি জেনে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে রাজধর্ম পালনের জন্য গুরু রামদাস শিবাজীকে বলেছিলেন "পালিবে যে রাজধর্ম। জেনো তাহা মোর কর্ম। রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।")* ।।৯।। বলা হতো, রাজার শত্রু দুইপ্রকার। নিজকুলের জ্ঞাতিরা এবং প্রতিবেশীরা। বিপদ এলে রাজারা তাদেরই প্রহার করেন। মনে হয় সেই ভয়ে বিভীষণ এখানে এসেছে *(রাম সরলচিত্তে মনে করছেন, দুরাচার রাবণ নিজের রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করার জন্য ভ্রাতা বিভীষণের ওপর নির্যাতন করেছে। তাই সে চলে এসেছে। রামের ক্ষতির জন্য নয়। আত্মরক্ষার জন্য)* ।।১০।। নিজের বংশের যে সব কথা আত্মীয়রা নিষ্পাপ এবং আত্মজনদের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী, প্রায়ই দেখা যায় রাজারা তাদেরও বেশ ভালো করেই ভয় করেন *(বিষয়ী রাবণ এইরকম আশঙ্কা করেন বলেই বিভীষণ চলে এসেছেন। তাই ভ্রাতৃত্যাগরূপ দোষ তাঁকে স্পর্শ করছে না)* ।।১১।। শত্রুপক্ষ হাত সৈন্য সংগ্রহে তুমি যে দোষের কথা বললে, তার উত্তর শাস্ত্রানুসারে বলছি, শোনো।।১২।। দেখো, আমরা বিভীষণের আত্মীয় নই। রাক্ষস বিভীষণ রাজ্য পেতে অভিলাষী। রাক্ষসেরাও পণ্ডিত হয়ে থাকে। বিভীষণও তাই। সেইজন্য বিভীষণকে গ্রহণ করা উচিত।।১৩।। বিভীষণেরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হলে প্রশান্ত এবং খুবই আনন্দিত হবে। পরস্পরের মধ্যে ভয়ের জন্য এই তুমুল কোলাহল। রাবণ ও বিভীষণের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয়েছে। তাই বিভীষণ এখানে এসেছে।।১৪।। বৎস, ভাইয়েরা সব তো আর ভরতের মতো নয়! আবার সব বাবারই সব ছেলে আমার মতোও নয়। আর সব বন্ধুই

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ। মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ।। ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ। উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ।। ১৬
রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর।। ১৭
রাক্ষসো জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ। প্রহর্তুং ত্বয়ি বিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ময়ি বানঘ।। ১৮
লক্ষ্মণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ। রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ।। ১৯
এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ। বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ।। ২০
স সুগ্রীবস্য তদ্বাক্যং রামঃ শ্রুত্বা বিমৃশ্য চ। ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবম্।। ২১
স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ। সূক্ষ্মমপ্যহিতং কর্তুং মম শক্তঃ কথঞ্চন।। ২২
পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্। অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বরঃ।। ২৩
শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ। অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ।। ২৪
স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতম্। কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ।। ২৫
ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা। শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনা।। ২৬
বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্। ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ।। ২৭
আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ। অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা।। ২৮
ন চেদ্ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি। স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্।। ২৯
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ। আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ।। ৩০

তোমারো মতো নয়।। ১৫ ।। রাম, এই কথা বলার পর মহাজ্ঞানী সুগ্রীব লক্ষ্মণসহ উঠে নমস্কার করে এই কথা বললেন— ।। ১৬ ।। রাক্ষস বিভীষণকে রাবণই পাঠিয়েছেন। সবকিছু যাঁরা করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আপনি। তাই মনে করি এই বিভীষণকে নিগৃহীত করাই আপনার উচিত।। ১৭ ।। হে নিষ্পাপ রাম, রাক্ষস বিভীষণ কুটিলবুদ্ধিতে আদিষ্ট হয়ে এইখানে এসেছে। বিশ্বাস উৎপাদন করে সে আপনাকে প্রহার করতে এখানে এসেছে।। ১৮ ।। হে মহাবীর, কিংবা লক্ষ্মণকেও সে প্রহার করতে চায়। সচিবদের সঙ্গে তাকে বধ করা উচিত। নিষ্ঠুর রাবণের ভাই হলো এই বিভীষণ।। ১৯ ।। সৈন্যবাহিনীর অধিপতি, বাক্যযোদ্ধা, বাক্যনিপুণ সুগ্রীব রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে এই কথা বলে মৌন অবলম্বন করলো।। ২০ ।। রামও তখন সুগ্রীবের বাক্য শুনে, বিশেষভাবে ভেবেচিন্তে বানরপতিদের আরো ভালো কথায় বললেন— ।। ২১ ।। সেই রাক্ষস দুষ্টই হোক বা সৎ-ই হোক, সে কোনোভাবেই আমার অতি সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না।। ২২ ।। হে বানর-গণেশ্বর, আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যতো পিশাচ, দানব এবং যক্ষ রয়েছে তাদের সবাইকেই আঙুলের ডগা দিয়েই ধ্বংস করতে পারি, রাক্ষসদের কথা আর বিশেষ কি ?।। ২৩ ।। শুনেছি, একসময় এক ব্যাধ একটি কপোতের শরণ নিয়েছিলো *(কপোতটি যে বৃক্ষে থাকতো তারই নীচে আশ্রয় নেয় ব্যাধ)* যথাযথভাবে সেই কপোত শরণাগত সেই ব্যাধকে নিজের মাংসের দ্বারা আপ্যায়িত করেছিলো।। ২৪ ।। এই কপোতটির পত্নীকে ঐ ব্যাধ পূর্বে হত্যা করেছিলো। তবুও শরণাগত বলে সেই পত্নীহন্তাকে কপোত অতিথিরূপে গ্রহণ করে। একটি কপোতও যদি শরণাগতের প্রতি এই ধরণের আচরণ করে, তবে আমার মতো মানুষের কি করা উচিত ?।। ২৫ ।। আরো একটি কাহিনী শোনো। ঋষি কণ্বের পুত্র ছিলেন মহর্ষি কণ্ডু। ধর্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী এই ঋষি প্রাচীনকালে একটি গাথা গান করেছিলেন।। ২৬ ।। হে পরন্তপ, কেউ যদি কৃতাঞ্জলি হয়ে দৈন্যের সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে যদি শত্রুও হয়, তবুও তাকে ধর্মরক্ষার জন্যই হত্যা করবে না *(আনৃশংস্য—ধর্ম)* ।। ২৭ ।। শত্রু আর্তই হোক বা দৃপ্তই হোক, সে যদি শত্রুর শরণাগত হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে প্রাণের বিনিময়েও সেই শত্রুকে রক্ষা করা।। ২৮ ।। কেউ যদি ভয়ে, বা মোহে বা ইচ্ছা করে শরণাগতকে নিজের শক্তি অনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহলে সে পাপগ্রস্ত হয়, জগতে নিন্দিত হয়।। ২৯ ।। রক্ষাকারীর শরণাগত হয়ে তার চোখের সামনে কেউ যদি মারা পড়ে, তাহলে সেই অরক্ষিত ব্যক্তি রক্ষাকারীর পুণ্যটুকু নিয়ে চলে যায়।। ৩০ ।। শরণাগতকে রক্ষা না করলে

এবং দোযো মহানত্র প্রপন্না নামরক্ষণে। অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্যবিনাশনম্।। ৩১
করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্। ধর্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গং স্যাত্তু ফলোদয়ে।। ৩২
সকৃদব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।। ৩৩
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া। বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্।। ৩৪
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ। প্রত্যভাষত কাকুৎস্থং সৌহার্দেনাভিপূরিতঃ।। ৩৫
কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে। যত্ত্বমার্যং প্রবাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ।। ৩৬
মম চাপ্যন্তরাত্মাইয়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্। অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ।। ৩৭
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব। বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ।। ৩৮
ততস্তু সুগ্রীববচো নিশম্য তদ্ধরীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।
বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং পতত্ত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

এইরকম ভীষণ দোষ হয়ে থাকে। স্বর্গে যাওয়া যায় না। অখ্যাতি হয়।।৩১।। মহর্ষি কণ্ডুর উত্তম উপদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করবো। তার ফলে ধর্ম হবে, যশ হবে এবং হবে স্বর্গপ্রাপ্তি।।৩২।। 'আমি আপনার শরণ নিলাম'—এই কথা একবারমাত্র বলেও যে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, সকল প্রাণীর আক্রমণ হতে তাকে অভয় দিয়ে থাকি—এ আমার ব্রত *(অতি বিখ্যাত এই শ্লোক। পরমপুরুষ শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ নিত্য-প্রার্থনায় এই শ্লোক নির্বাচিত করেন)*।।৩৩।। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব, একে নিয়ে এসো। আমি একে অভয় দিলাম। সুগ্রীব, সে বিভীষণ বা স্বয়ং রাবণই হোক না কেন!।।৩৪।। রামের এই কথা শুনে বানরাধিপতি সুগ্রীব সৌহার্দে গদগদ হয়ে রামচন্দ্রকে প্রত্যুত্তরে বললো—।।৩৫।। হে ধর্মজ্ঞ, জগতে রাজাদের মধ্যে শিরোমণি স্বরূপ আপনি। আপনি সাত্ত্বিক, সৎপথে স্থিত। আপনি যে এইরকম সমুচিত কথা বলবেন, এতে আর বিচিত্র কি?।।৩৬।। আমারো অন্তরাত্মা বিভীষণকে শুদ্ধ বলেই জানছে। হনুমান তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছে।।৩৭।। তাই, বলি, হে রঘুবংশধর রাম, বিভীষণ সত্বরই আপনার কাছে আমাদেরই সমান প্রিয়জন হয়ে উঠুক। সেই মহাজ্ঞানী আমাদের বন্ধুত্ব লাভ করুক।।৩৮।। তারপর রাজা রাম সুগ্রীবের দ্বারা কথিত এই কথা শুনে সত্বর বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হলেন। ইন্দ্র যেমন গরুড়ের সঙ্গে আশু মিলিত হন, তেমনি।।৩৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামচরণে বিভীষণস্য শরণগ্রহণম্, রামপৃষ্টেন বিভীষণেন রাবণস্য শক্তেঃ পরিচয়দানম, রাবণবধপ্রতিজ্ঞাপূর্বকং শ্রীরামেণ লঙ্কারাজ্যে বিভীষণস্যাভিষেচনম্, সমুদ্রতীরে আবাসস্থাপনঞ্চ।

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ। বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ।। ১
উৎপপাতাবনিং হৃষ্টো ভক্তৈরনুচরৈঃ সহ। স তু রামস্য ধর্মাত্মা নিপপাত বিভীষণঃ।। ২

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

শ্রীরামের চরণে বিভীষণের আশ্রয়-গ্রহণ। রামের জিজ্ঞাসায় বিভীষণের দ্বারা রাবণের শক্তির পরিচয়-প্রদান। রাবণবধের জন্য শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা। লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক। সমুদ্রতীরে শিবির-সন্নিবেশ।

রামচন্দ্র এইভাবে অভয় দান করায় রাবণের অনুজ মহাজ্ঞানী বিভীষণ অত্যন্ত নত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রৈলো।।১।। ধর্মপ্রাণ বিভীষণ আনন্দিত হয়ে ভক্ত অনুচরদেরকে নিয়ে ভূতলে রামের কাছে নেমে এলো।।২।। চার অনুচর রাক্ষসকে নিয়ে বিভীষণ রামের পায়ে গেলো পড়ে। রামের প্রতি তখন

পাদয়োর্নিপপাতাথ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ। অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং রামং প্রতি বিভীষণঃ।। ৩
ধর্মযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্। অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ।। ৪
ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ। পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ।। ৫
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।। ৬
বচসা সান্ত্বয়িত্বৈনং লোচনাভ্যাং পিবন্নিব। আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্।। ৭
এবমুক্তং তদা রক্ষো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। রাবণস্য বলং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ৮
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং গন্ধর্বোরগপক্ষিণাম্। রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।। ৯
রাবণানন্তরো ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠশ্চ বীর্যবান্। কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ শক্রপ্রতিবলো যুধি।। ১০
রামসেনাপতেস্তস্য প্রহস্তো যদি তে শ্রুতঃ। কৈলাসে যেন সমরে মণিভদ্রঃ পরাজিতঃ।। ১১
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণস্ত্ববধ্যকবচো যুধি। ধনুরাদায় যস্তিষ্ঠন্নদৃশ্যো ভবতীন্দ্রজিৎ।। ১২
সংগ্রামে সুমহদ্ব্যূহে তর্পয়িত্বা হুতাশনম্। অন্তর্ধানগতঃ শ্রীমাণিন্দ্রজিদ্ধন্তি রাঘব।। ১৩
মহোদর-মহাপার্শ্বৌ রাক্ষসশ্চাপ্যকম্পনঃ। অনীকপাস্তু তস্যৈতে লোকপালসমা যুধি।। ১৪
দশকোটি সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্। মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্।। ১৫
স তৈস্তু সহিতো রাজা লোকপালানযোধয়ৎ। সহ দেবৈস্তু তে ভগ্না রাবণেন দুরাত্মনা।। ১৬
বিভীষণস্য তু বচস্তচ্ছ্রুত্বা রঘুসত্তমঃ। অন্বীক্ষ্য মনসা সর্বমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৭

সে বাক্য বলতে লাগলো।।৩।। সেই কথাগুলি ছিলো ধর্মযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, সমুচিত এবং সম্যগ্ভাবে আনন্দদায়ক। সে বললো, আমি রাবণের ছোটোভাই। রাবণের দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি।।৪।। সকল প্রাণীর আপনি আশ্রয়। তাই, আপনার শরণ নিয়েছি। আমি লঙ্কাপুরী, আত্মীয়বর্গ এবং ধনরাশি —সবই ত্যাগ করে এসেছি।।৫।। এখন আমার রাজ্য, প্রাণ ও সকল সুখ আপনারই অধীন। তার এই কথা শুনে রাম বাক্য বললেন।।৬।। বলার সময় তাকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। অনিমেষ-লোচনে তার দিকে প্রীতির সঙ্গে তাকাবার জন্য মনে হচ্ছিলো যেন নয়ন দিয়ে তার রূপ তিনি পান করছেন। তিনি বললেন, বিভীষণ, রাক্ষসদের বলাবল কি ঠিক করে আমায় বলো তো দেখি!।।৭।। যে রাম কখনো কর্মে ক্লেশ অনুভব করেন না, তিনি রাক্ষস বিভীষণকে এইরকম বললেন। বিভীষণ তখন রাবণের বল সম্বন্ধে সবকথা বলতে শুরু করলো।।৮।। হে রাজপুত্র রাম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বরদানের ফলে দশগ্রীব রাবণ গন্ধর্ব, নাগ, পক্ষী এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য।।৯।। রাবণ ছাড়া আমার আরও এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। কুম্ভকর্ণ তাঁর নাম। তিনি বীর্যবান, মহাতেজস্বী এবং যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য।।১০।। হে রামচন্দ্র, তাঁর এক সেনাপতি রয়েছে। প্রহস্ত তার নাম। আপনি তার নাম শুনেছেন। কৈলাশপর্বতে যুদ্ধে সে মণিভদ্রকে পরাজিত করেছিলো।।১১।। আরো আপনি জেনে রাখুন—ইন্দ্রজিৎ কবচ তথা বর্ম ধারণ না করেও শুধু গোধাঙ্গুলিত্রাণ পরে যুদ্ধে ধনু নিয়ে অবস্থান করতে পারেন, অদৃশ্যও হতে পারেন *(বদ্ধ—গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ + তু + অবধ্য—কবচঃ। গো-সাপের চামড়া দুর্ভেদ্য। তা দিয়ে আঙুল-ঢাকা তৈরী করে যুদ্ধে সৈনিকেরা পরে। সেটিই গোধাঙ্গুলিত্রাণ। কবচ—বর্ম। অবধ্য কবচঃ—কবচ তথা বর্ম ধারণ না করে)* ।।১২।। হে রাঘব, শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তারপর সংগ্রামক্ষেত্রে বিরাট ব্যূহ রচনা করে অদৃশ্য থেকে শত্রুকে সংহার করে।।১৩।। যুদ্ধে তার সেনাপতি থাকে মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং অকম্পন নামক রাক্ষসেরা। তারা সব লোকপালদের তুল্য বীর *(অনীকপ—সেনাপতি। অনীক—সৈন্য, যুদ্ধ)* ।।১৪।। লঙ্কাপুরীতে রয়েছে দশকোটি সহস্র রাক্ষস। তারা সব ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারে। মাংস আর রক্ত হচ্ছে তাদের আহার্য।।১৫।। রাজা রাবণ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে লোকপালদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দেবগণের সঙ্গে তাঁদেরকেও রাবণ পরাজিত করেছিলেন।।১৬।। বিভীষণের বাক্য শুনে দৃঢ়চেতা পরাক্রমী রাম মনে মনে সবদিক পর্যালোচনা করে বললেন—।।১৭।। ওহে বিভীষণ, রামের যে সব বলবীর্যের কথা তুমি বললে, সেগুলি সব সত্য

যানি কর্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ। আখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্।। ১৮
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্। রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে।। ১৯
রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ। পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে।। ২০
অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্। অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে।। ২১
শ্রুত্বা-তু বচনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। শিরসাবন্দ্য ধর্মাত্মা বক্তুমেব প্রচক্রমে।। ২২
রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে। করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্।। ২৩
ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্। অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয়।। ২৪
তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্। রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ।। ২৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্। মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ।। ২৬
তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্লবঙ্গমাঃ। প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানং সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।। ২৭
অব্রবীচ্চ হনূমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্। কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরাম বরুণালয়ম্।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্বে বানরাণাং মহৌজসাম্।। ২৮
উপায়ৈরভিগচ্ছাম যথা নদ-নদীপতিম্। তরাম তরসা সর্বে সসৈন্যা বরুণালয়ম্।। ২৯
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ। সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি।। ৩০
খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ। কর্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্যং মহোদধিঃ।। ৩১
এবং বিভীষণেনোক্তং রাক্ষসেন বিপশ্চিতা। আজগামাথ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ৩২
ততশ্চাখ্যাতুমারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্। সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরস্যোপবেশনম্।। ৩৩

বলেই আমার মনে হচ্ছে।।১৮।। আমি প্রহস্ত এবং পুত্রসহ দশগ্রীব রাবণকে হত্যা করবো। তারপর তোমায় রাজা করবো। আমার এই সত্য কথা শোনো।।।১৯।। রাবণ রসাতলে, পাতালে বা পিতামহ ব্রহ্মার কাছেই প্রবেশ করুক না কেন, জীবিত অবস্থায় সে আমার কাছ হতে মুক্তি পাবে না।।২০।। আমার আর তিন ভাইয়ের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যুদ্ধে আত্মীয় পরিজন এবং পুত্রসহ রাবণকে হত্যা না করে আমি অযোধ্যায় প্রবেশ করবো না।।২১।। ধর্মপ্রাণ বিভীষণ অক্লিষ্টকর্মা রামের কথা শুনে, তাঁকে মাথা নত করে প্রণাম করে বলতে উপক্রম করলো—।।২২।। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে রাক্ষসদের বধে এবং লঙ্কাকে তছনছ করায় প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবো আমি।।২৩।। বিভীষণ এই কথা বলায় রাম তাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রীত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, সমুদ্র হতে জল নিয়ে এসো।।২৪।। হে মানদ, আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই জল দিয়ে মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজারূপে সত্বর অভিষিক্ত করো।।২৫।। রামের নির্দেশে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বানরপ্রধানদের সামনেই বিভীষণকে রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন।।২৬।। রামচন্দ্রের সেই সদ্য অনুগ্রহ দেখে বানরেরা মহাপ্রাণ রামকে 'সাধু' 'সাধু' বলে অভিনন্দিত করলো।।২৭।। সুগ্রীব ও হনুমান তখন বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন, সৈন্য-পরিবৃত হয়ে আমরা বরুণালয় অক্ষোভ্য সমুদ্র কি করে পার হবো?।।২৮।। মহাবীর বানরদের মহাতেজস্বী সৈনিকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কি করে আমরা সমুদ্র অতিক্রম করবো ? বরুণালয় সমুদ্র হচ্ছে সব নদ-নদীর প্রতি। আমরা কি করে দ্রুত তা অতিক্রম করবো।।২৯।। তারা এই কথা বলার পর ধর্মপ্রাণ বিভীষণ বললো, রাজা রাম সমুদ্রের শরণ গ্রহণ করুন।।৩০।। একসময় সগর এই অনন্ত মহাসমুদ্র খনন করেছিলেন। তাই তাঁরই জ্ঞাতি শ্রীরামের কার্য সাগরের করা কর্তব্য।।৩১।। বিদ্বান্ রাক্ষস বিভীষণ এই কথা বললো। তারপর, রাম যেখানে লক্ষ্মণকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেইখানে সুগ্রীব এসে উপস্থিত হলো।।৩২।। তারপর বিশালগ্রীব সুগ্রীব সাগরের কাছে প্রার্থনার জন্য ধর্ণা দেবার কথা বলতে আরম্ভ করলো। বিভীষণ এই শুভ কথাটি বলছিলো।।৩৩।। রাম স্বভাবতঃই ধর্মশীল। এই প্রস্তাব তাঁর বেশ ভালো লাগলো।

প্রকৃত্যা ধর্মশীলস্য রামস্যাস্যাপ্যরোচত। সলক্ষ্মণং মহাতেজাঃ সুগ্রীবঞ্চ হরীশ্বরম্।। ৩৪
সৎক্রিয়ার্থং ক্রিয়াদক্ষং স্মিতপূর্বমভাষত। বিভীষণস্য মন্ত্রোঽয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে।। ৩৫
সুগ্রীবঃ পণ্ডিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ। উভাভ্যাং সম্প্রধার্যার্থং রোচতে যৎ তদুচ্যতাম্।। ৩৬
এবমুক্তৌ ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীব-লক্ষ্মণৌ। সমুদাচারসংযুক্তমিদং বচনমূচতুঃ।। ৩৭
কিমর্থং নৌ নরব্যাঘ্র ন রোচিষ্যতি রাঘব। বিভীষণেন যৎ ভূক্তমস্মিন্ কালে সুখাবহম্।। ৩৮
অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরেঽস্মিন্ বরুণালয়ে। লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ৩৯
বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ। অলং কালাত্যয়ং কৃত্বা সাগরোঽয়ং নিযুজ্যতাম্।
যথা সৈন্যেন গচ্ছাম পুরীং রাবণপালিতাম্।। ৪০
এবমুক্তঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ। সংবিবেশ তদা রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

মহাতেজস্বী রাম-লক্ষ্মণকে এবং বানরপতি সুগ্রীবকে— ।।৩৪।। এই সমুদ্রপূজার জন্য স্মিত হেসে বললেন, সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ এই পূজাকর্মে ছিলেন নিপুণ। রাম বললেন, ভাই লক্ষ্মণ, বিভীষণের এই পূজা করার মন্ত্রণা আমার মনে ধরেছে।।৩৫।। সুগ্রীব রাজনীতি-বিজ্ঞানে পণ্ডিত। তুমিও মন্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ। তোমরা দু'জনে মিলে বিবেচনা করে যা ভালো মনে করো, তাই করতে বলো।।৩৬।। রাম এইমতো বললে পরে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ দু'জনে সমাদরপূর্বক বললেন— ।।৩৭।। হে নরবীর রাম, বিভীষণ এই দুঃসময়ে সুখকর যে কথা বললো, তা আমাদের পছন্দ হবে না কেন ?।।৩৮।। বরুণের আলয় এই ভীষণ সমুদ্র। তাতে সেতুবন্ধন না করে দেব-দানব নিয়ে ইন্দ্রও লঙ্কায় যেতে পারবেন না।।৩৯।। বীর বিভীষণের কথাকে সার্থক করুন। আর কাল-বিলম্বের প্রয়োজন নেই। সাগরকে অনুরোধ করুন। যাতে আমরা রাবণ-পালিতা লঙ্কায় স-সৈন্যে যেতে পারি।।৪০।। এই কথা বলার পর রাম নদ এবং নদীসমূহের পতি সমুদ্রের তীরে কুশাসন বিছিয়ে উপবেশন করলেন। যজ্ঞবেদীতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো তখন দেখাচ্ছিলো রামকে।।৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

শার্দূলপরামর্শেন দূতপদে শুকং বৃত্বা সুগ্রীবসমীপে প্রেষণম্, বানরৈস্তস্য দুর্দশায়াঃ কারণবর্ণনম্,
শ্রীরামকৃপয়া তৎসঙ্কটমোচনম্, রাবণমুদ্দিশ্য সুগ্রীবস্যোত্তরদানঞ্চ।

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং সুগ্রীবেণাভিপালিতাম্। দদর্শ রাক্ষসোঽভ্যেত্য শার্দূলো নাম বীর্যবান্।। ১
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। তাং দৃষ্ট্বা সর্বতোঽব্যগ্রাং প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ।। ২
আবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ। এষ ইব বানরক্ষৌঘো লঙ্কাং সমভিবর্ততে।। ৩

বিংশ (২০) সর্গ

শার্দূলের পরামর্শে রাবণের দ্বারা এক রাক্ষসকে শুকের বেশে বিভীষণের কাছে দূতরূপে প্রেরণ। বানরবৃন্দের দ্বারা তার দুর্দশার কারণ বর্ণন। শ্রীরামের কৃপায় তার সঙ্কটমোচন। রাবণের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের উত্তর-প্রদান।

সেই সমুদ্রতীরে সুগ্রীব সেনাবাহিনী সন্নিবিষ্ট করে তাকে পরিপালন করছিলো। শার্দূল নামক এক বীর্যবান রাক্ষস রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেখানে এসে তা দেখে গেলো।।১।। সেই রাক্ষস ছিলো রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণের গুপ্তচর। সুস্থিত সেই সেনাবাহিনী দেখে সে লঙ্কায় ফিরে গেলো।।২।। দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়ে সে রাজা রাবণকে বললো— । বানর এবং ভল্লুকের বিশালবাহিনী সমুদ্রের ঢেউ -এর মতো লঙ্কার দিকে এগিয়ে আসছে।।৩।। অগাধ এবং অনন্ত দ্বিতীয় সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিলো

অগাধশ্চাপ্রমেয়শ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ। পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪
উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়াঃ পদমাগতৌ। এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতে।। ৫
বলঞ্চাকাশমাবৃত্য সর্বতো দশযোজনম্। তত্ত্বভূতং মহারাজ ক্ষিপ্রং বেদিতুমর্হসি।। ৬
তব দূতা মহারাজ ক্ষিপ্রমর্হন্তি বেদিতুম। উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুজ্যতাম্।। ৭
শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্যার্থমাত্মনঃ।
শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্।। ৮
সুগ্রীবং ব্রূহি গত্বাশু রাজানং বচনান্মম। যথা সন্দেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা।। ৯
ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো মহাবলশ্চর্ক্ষরজঃসুতশ্চ।
ন কশ্চনার্থস্তব নাস্ত্যনর্থস্তথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ।। ১০
অহং যদ্যহরং ভার্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ। কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাং প্রতি গম্যতাম্।। ১১
নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন। দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ কিং পুনর্নর-বানরৈঃ।। ১২
স তদা রাক্ষসেন্দ্রেণ সন্দিষ্টো রজনীচরঃ। শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্লুত্য চাম্বরম্।। ১৩
স গত্বা দূরমধ্বানমুপর্যুপরি সাগরম্। সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।। ১৪
সর্বমুক্তং যথাদিষ্টং রাবণেন দুরাত্মনা। তৎ প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমাপ্লুত্য বানরাঃ।। ১৫
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং লোপ্তুং হন্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ। সর্বৈঃ প্লবঙ্গৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ।। ১৬
গগনাদ্ ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ। বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ।। ১৭
ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্যন্তাং সাধু বানরাঃ। যস্তু হিত্বা মতং ভর্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ।
অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি।। ১৮

সেই বিশাল সেনাবাহিনীকে। সেখানে আছেন রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই। তাঁরা দশরথের পুত্র।।৪।। উত্তম রূপসম্পন্ন দীপ্তিমান এই দু'জনে সীতার সন্ধানে সাগরতীরে এসে অবস্থান করছেন।।৫।। মহারাজ, আপনি সত্বর জেনে রাখুন যে এই সেনাবাহিনী দশযোজন পর্যন্ত আকাশকে ঢেকে ফেলেছে।।৬।। মহারাজ, আপনি শীগ্‌গির দূতগণকে পাঠিয়ে দিন। তারা সব বিস্তৃত জেনে আসুক। এখন সীতাকে প্রত্যর্পণ, সন্ধিস্থাপন বা ভেদ-প্রয়োগ কী করবেন স্থির করুন।।৭।। রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দূলের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করলেন। বাক্যার্থবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক নামক রাক্ষসকে তিনি তখন ভালোভাবে বললেন— ।।৮।। রাজা সুগ্রীবের কাছে সত্বর যাও। আমার সংবাদ তাকে নির্ভীকভাবে মধুর ও উত্তম ভাষায় নিবেদন করবে।।৯।। হে বানরেরা, তুমি মহদ্‌রাজবংশে জন্মেছো। তুমি মহাবলবান। ঋক্ষরজার তুমি পুত্র। আমার দ্বারা তোমার কোনো অর্থ বা অনর্থ সংঘটিত হয় নি। তবুও তুমি আমার ভাইয়েরই মতো।।১০।। আমি যদি ধীমান রাজপুত্র রামের ভার্যাকে হরণ করি, হে সুগ্রীব, তাতে তোমার কি ?।।১১।। আমার এই লঙ্কাপুরীতে বানরেরা কিছুতেই আসতে পারবে না। দেবতা এবং গন্ধর্বেরাই আসতে পারে না। মানুষ আর বানরের কথা আর বিশেষ কি ?।।১২।। তখন সেই রাক্ষস শুক রক্ষোরাজ রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শুকপাখীর রূপ-ধারণ করে দ্রুত আকাশে উড়ে গেলো।।১৩।। সাগরের উপর দিয়ে সে অনেকটা পথ উড়ে গিয়ে আকাশে থেকেই সুগ্রীবকে বাক্য বললো।।১৪।। দুরাত্মা রাবণ যা বলেছিলো, সে তাইই বললো। সেইকথা শুনে বানরেরাও তীব্রগতিতে আকাশে লাফিয়ে উঠে গেলো।।১৫।। বানরেরা সকলে তখন শুকরূপধারী সেই রাক্ষসকে আঘাত করার জন্য এবং হত্যা করার জন্য দ্রুত মুষ্টির দ্বারা জোর করে আঘাত করে নিগ্রহ করতে লাগলো।।১৬।। মেরে তাকে আকাশ থেকে মাটিতে তারা তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনলো। বানরদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে শুক তখন বলতে লাগলো— ।।১৭।। হে ককুৎস্থবংশধর রামচন্দ্র, বানরদেরকে আমায় মারতে বারণ করুন। তারা যে দূতকে মারছে। দূতকে মারা উচিত নয়। যে প্রভুর মত ত্যাগ করে নিজের মত প্রকাশ করে, সে তো অনুক্তবাদী। এমন দূতই হলো বধ্য (*অনুক্তবাদী—যা বলা হয়েছে তা যে বলে না সেই দূত*)।।১৮।। শুকের বচন এবং বিলাপ শুনে রাম প্রহারকারী বানরশ্রেষ্ঠদেরকে বললেন,

শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্। উবাচ মাবধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্।। ১৯
স চ পত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতেই ভয়ে। অন্তরিক্ষে স্থিতো ভূত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ।। ২০
সগ্রীব সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম। কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ।। ২১
স এবমুক্তঃ প্লবগাধিপস্তদা প্লবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ।
উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য চারং শুকং শুদ্ধমদীনসত্ত্বঃ।। ২২
ন মেইসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো ন চোপকর্তাসি ন মে প্রিয়োইসি।
অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধস্ততোইসি বালীব বধার্হবধ্যঃ।। ২৩
নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ।
লঙ্কাঞ্চ সর্বাং মহতা বলেন সর্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম।। ২৪
ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি মূঢ গুপ্তঃ।
অন্তর্হিতঃ সূর্যপথং গতোইপি তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ।
গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা হতোইসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্।। ২৫
তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্। ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্বং ন চাসুরম্।। ২৬
অবধীতস্ত্বং জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুষম্। কিং নু তে রামসান্নিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ।
হৃতা সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে।। ২৭
মহাবলং মহাত্মানং দুরাধর্ষং সুরৈরপি। ন বুধ্যসে রঘুশ্রেষ্ঠং যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি।। ২৮
ততোইব্রবীদ্ বালীসুতোইপ্যঙ্গদো হরিসত্তমঃ। নায়ং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিভাতি মে।। ২৯
তুলিতং হি বলং সর্বমনেন তব তিষ্ঠতা। গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতদ্ধি মম রোচতে।। ৩০

একে মেরো না *(ঘ্নতঃ—প্রহারকারীদিগকে। পরিদেবিতম্—বিলাপ। মা অবধিষ্ট—মেরো না)*।।১৯।। বানরেরা অভয় দিলে তখন পাতার মতো হালকা হয়ে উড়ে আকাশে গিয়ে অবস্থান করে সে আবার বললো—।।২০।। সাত্ত্বিক, মহাবলবান, পরাক্রমসম্পন্ন হে সুগ্রীব, জগতের ভয়ঙ্কর রাবণকে আমি কি বলবো বলুন।।২১।। সুগ্রীব বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বানরদের রাজাও সে। ছিলো অত্যন্ত বলবান ও উদারচিত্ত। তাকে শুক এই কথা বলার পর রাবণের দূত শুককে সে বাক্য বললো।।২২।। বললো, শুক যেন রাবণকে সুগ্রীবের এই কথা বলে—হে রাবণ, তুমি আমার মিত্র নও। অনুকম্পার পাত্রও নও। আমার কোনো উপকার তুমি করো নি। প্রিয়জনও তুমি নও। রামের তুমি শত্রু। তাই, পরিজনসহ তুমি বালিরই মতো আমার হাতে বধের যোগ্য। বধ্য *(অনুবন্ধ—পরিজন, আত্মীয়, যাদের সঙ্গে বন্ধন আছে)*।।২৩।। হে রাক্ষসরাজ; পুত্র, বন্ধু এবং জ্ঞাতিবর্গসহ তোমায় আমি হত্যা করবো। বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে লঙ্কায় গিয়ে সবাই মিলে সবকিছু ভস্মীভূত করে ফেলবো।।২৪।। হে রাবণ, ওরে মূঢ়, দেবগণ, এমন কি ইন্দ্রও যদি তোমায় রক্ষা করতে আসেন, কিংবা সূর্যের পথে তুমি আত্মগোপন করো, অথবা পাতালেও যদি প্রবেশ করো, রঘুবংশধর রামের হাত হতে তোমার মুক্তি নেই। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের চরণকমলেও যদি আশ্রয় নাও, ভ্রাতৃবর্গসহ তুমি রামের দ্বারা নিহত হবেই।।২৫।। ত্রিভুবনে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব বা অসুর এমন কাউকে দেখছিনা যে তোমায় রক্ষা করতে পারে।।২৬।। বার্ধক্যপীড়িত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে তুমি হত্যা করেছো। রামের সান্নিধ্যে লক্ষ্মণের সামনে কেন তুমি বিশালনয়না সীতাকে হরণ করো নি? *(তাঁদের অসাক্ষাতে চোরের মতো তাঁকে তুমি হরণ করেছো)* যাঁকে তুমি হরণ করেছো, তাঁকে নিয়ে তোমার কি বিপদ হবে, বুঝতে পারছো না?।।২৭।। রঘুবংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ রাম মহাবলশালী, মহাত্মা, দেবতারাও সহজে তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেন না। তিনি যে তোমার প্রাণ হরণ করবেন, তা তুমি বুঝতে পারছো না।।২৮।। অতঃপর বালিপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বললো, মহারাজ, এ দূত নয়। গুপ্তচর বলে আমার মনে হচ্ছে।।২৯।। এখানে থেকে এ সৈন্যাদি সকল-শক্তির খবর সংগ্রহ করেছে। একে ধরে রাখুন। এ যেন লঙ্কায় যেতে না পারে। এই হলো আমার অভিমত।।৩০।। রাজা সুগ্রীবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বানরেরা তখন তাকে

ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপত্য বলীমুখাঃ। জগৃহুশ্চ ববন্ধুশ্চ বিলপন্তমনাথবৎ।। ৩১
শুকস্তু বানরৈশ্চণ্ডৈস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীডিতঃ। ব্যাচুক্রোশ মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্।
লুপ্যেতে মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদ্যেতে মে তথাক্ষিণী।। ৩২
যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিঞ্চ যামহম্। এতস্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হ্যশুভং কৃতম্।
সর্বং তদুপপদ্যেথা জহ্যাং চেদ্ যদি জীবিতম্।। ৩৩
নাঘাতয়ত্তদা রামঃ শ্রুত্বা তৎপরিদেবিতম্। বানরানব্রবীদ্ রামো মুচ্যতাং দূত আগতঃ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

ধরে এনে বেঁধে ফেললো। বাঁধা পড়ে সেই শুক-রাক্ষস অনাথের মতো কাঁদতে লাগলো।।৩১।। প্রচণ্ড বানরেরা যখন শুককে বেশ করে নিপীড়ন করছে, তখন সে দশরথপুত্র মহাপ্রাণ রামকে চীৎকার করে কেঁদে বলতে লাগলো, এরা জোর করে আমার পাখা কেটে দিচ্ছে। চোখ উপড়ে ফেলছে।।৩২।। আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহলে যে রাতে আমি জন্মাবো এবং যে রাতে আমি মারা যাবো, এর মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ আমার সমগ্র জীবৎকালে আমি যে সব পাপ করবো, সেইসকল পাপের ভাগী হবেন আপনিই।।৩৩।। রাম তার সেই বিলাপ শুনে বানরদেরকে বললেন, একে মেরো না। দূতরূপে এসেছে। একে ছেড়ে দাও।।৩৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণপূর্বকং দিবসত্রয়মুপবিশ্য সমুদ্রদেবস্য দর্শনমলব্ধ্বা সক্রোধং বাণদ্বারা সমুদ্রস্য বিক্ষুব্ধীকরণম্

ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য রাঘবঃ। অঞ্জলিং প্রাঙ্‌মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ।। ১
বাহুং ভুজঙ্গভোগাভমুপধায়ারিসূদনঃ। জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা।। ২
মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ। ভুজৈঃ পরমনারীণামভিমৃষ্টমনেকধা।। ৩
চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্। বালসূর্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরুপশোভিতম্।। ৪
শয়নে চোত্তমাঙ্গেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা। তক্ষকস্যেব সম্ভোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্।। ৫
সংযুগে যুগসঙ্কাশং শত্রূণাং শোকবর্ধনম্। সুহৃদাং নন্দনং দীর্ঘং সাগরান্তব্যপাশ্রয়ম্।। ৬

একবিংশ (২১) সর্গ

সমুদ্রতীরে কুশাসনে তিনদিন ধরে শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থান। সমুদ্রদেবের অদর্শনে ক্রোধে বাণ-নিক্ষেপ করে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করা।

অনন্তর সাগরের তীরভূমিতে কুশের আসন বিছিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম শয়ন করলেন।।১।। শত্রুসূদন রামচন্দ্রের বাহু বনবাসের পূর্বে সোনার অলঙ্কারে ভূষিত থাকতো। সাপের ফণার মতো দেখাতো সেই বাহুকে। সেই বাহুকেই তিনি এখন বালিশ করে নিলেন *(ভোগ —ফণা)* ।।২।। অযোধ্যায় রাজপুরীতে বসবাসকালে সুন্দরী নারীরা তাঁর বাহুকে মার্জন এবং সেবা করতো। তাদের বাহুও মণি এবং সোনার কেয়ূরে ভূষিত। এবং ভালো ভালো মুক্তার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।।৩।। তাঁর বাহু চন্দন ও অগুরুর দ্বারা শোভিত। নবোদিত তরুণ সূর্যের মতো রক্তচন্দনে ভূষিত থাকতো সেগুলি।।৪।। তাঁর বাহুতে মাথা রেখে সীতা শয়ন করতেন বলে সেই বাহু সীতার মস্তকের দ্বারা যেন শোভিত হতো। শয্যায় লাল চন্দনে শোভিত সেই বাহু স্থাপিত হলে গঙ্গাজলে অবস্থানরত তক্ষকের মতো দেখাতো।।৫।। যুদ্ধে তাঁর বাহু দেখাতো বিশাল জোয়ালের মতো। শত্রুদের শোকবর্ধন করতো এই বাহু। সুহৃদ্‌বর্গের আনন্দদায়ক এই বাহুর ওপর বিন্যস্ত ছিলো স-সাগরা ধরিত্রীর শাসন-ভার *(যুগ—গো-শকটের কাঠের বড়ো জোয়াল)* ।।৬।। তাঁর বাম বাহুর চামড়া পুনঃ পুনঃ শরনিক্ষেপের জন্য জ্যা-র আঘাতের চিহ্ন বহন করছে। আর দক্ষিণবাহুটি দরজার বিশাল অর্গলের মতো *(ধনু যখন কাঁধে থাকে তখন বাম কাঁধ হতে প্রলম্বিত হয়। বারবার বাণনিক্ষেপ করতে হলে বার বার*

অস্যতা চ পুনঃ সব্যং জ্যাঘাতবিহতত্বচম্। দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্।। ৭
গোসহস্রপ্রদাতারং হ্যুপধায় ভুজং মহৎ। অদ্য মে তরণং বাপ মরণং সাগরস্য বা।। ৮
ইতি রামো ধৃতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্। অধিশিশ্যে চ বিধিবৎ প্রযতো নিয়তো মুনিঃ।। ৯
তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে। নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽভিজগ্মতুঃ।। ১০
স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্মবৎসলঃ। উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্।। ১১
ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ। প্রযতেনাপি রামেণ যথার্হমভিপূজিতঃ।। ১২
সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ। সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।। ১৩
অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্। প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা।। ১৪
অসামর্থফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ। আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্।। ১৫
সর্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডঞ্চ লোকঃ সৎকুরুতে নরম্। ন সাম্না শক্যতে কীর্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ।। ১৬
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেঽস্মিন্ জয়ো বা রণমূর্ধনি। অদ্য মদ্বাণনির্ভগ্নৈর্মকরৈর্মকরালয়ম্।। ১৭
নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে প্লবদ্ভিঃ পশ্য সর্বতঃ। ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিন্নানি লক্ষ্মণ।। ১৮
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাঞ্চ করানিহ। সশঙ্খশুক্তিকাজালং সমীনমকরং তথা।। ১৯
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোষয়ে। ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ।। ২০
অসমর্থং বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে। ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ।। ২১
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্। সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ।। ২২

সেই বাম কাঁধ হতে ধনু নামাতে হয় এবং পরে তুলতে হয়। ফলে পুনঃ পুনঃ ধনুর ব্যবহারে বামকাঁধের চামড়া শক্ত জ্যা-র (গুণ বা দড়ি) ঘষাঘষিতে ছড়ে গেছে। দান করা হয় ডান হাতে। তিনি উদার ছিলেন বলে তাঁর ডান হাত দিয়েই সর্বদা দান করতেন। তাই তাঁর ডানহাতটিকে দাক্ষিণ্যযুক্ত বলা হচ্ছে) ।।৭।। এই বাহু দিয়ে হাজার সংখ্যক গোরু দান করেছেন। সেই বিশাল বাহুকে তিনি বালিশের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। সঙ্কল্প করলেন, হয় আমি সমুদ্র পার হয়ে যাবো, নৈলে সমুদ্রকে ধ্বংস করবো।।৮।। মহাবীর রাম এই প্রতিজ্ঞা করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রমের সঙ্গে সংযম পালন করে মৌন হয়ে কুশশয্যায় শয়ন করলেন।।৯।। এইভাবে কুশ-বিছানো ভূতলে রামের ব্রতপালনের মাধ্যমে তিনটি রাত কেটে গেলো *(নিয়মাদ্ + অপ্রমাৎ + তস্য। নিশঃ + তিস্রঃ + অভিজগ্মতুঃ)* ।।১০।। নীতিজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ রাম এইভাবে তিনরাত বাস করে নদীসমূহের পতি সাগরের উপাসনা করলেন।।১১।। রাম অত্যন্ত যত্নসহকারে যথাযথভাবে পূজা করলেও মন্দবুদ্ধি সাগর তাঁকে দেখা দিলো না।।১২।। তখন সমুদ্রের ওপর রেগে চোখের প্রান্ত লাল করে নিকটস্থ শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে বললেন— ।।১৩।। সমুদ্রের খুব গর্ব হয়েছে। তাই সে নিজে আমায় এসে দেখা দিলো না। শান্তি, ক্ষমা, সারল্য এবং প্রিয়বাদিতা আমার এই সবই সে অবজ্ঞা করলো।।১৪।। যে ব্যক্তি গুণহীন, তার কাছে সজ্জনের এই সবগুণ ব্যর্থ হয়ে যায়। যে আত্মপ্রশংসা করে, দুষ্ট, ধৃষ্ট, অপরের বাধাদানকারী— ।।১৫।। এবং সর্বত্র দণ্ডই দিয়ে থাকে, তাকেই সকলে সৎকার করে। সাম-এর দ্বারা জগতে যশোলাভ করা যায় না। কীর্তি ও মেলে না।।১৬।। লক্ষ্মণ, সামের দ্বারা এই জগতে জয়লাভ করা যায় না। আজ আমার বাণে ছিন্ন ভিন্ন জলজন্তুদের দ্বারা এই মকরালয় সমুদ্র ছেয়ে যাবে।।১৭।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, দেখো, আমি সাপের ফণাগুলি সব খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো। তারপর সেগুলি ভেসে উঠে সর্বত্র সমুদ্রের জলকে আটকে দেবে।।১৮।। আমি টুকরো টুকরো করে ফেলবো জলের বড়ো বড়ো সাপ, মাছ এবং জলহস্তীদের শুঁড়। ভীষণ যুদ্ধ করে শঙ্খ, ঝিনুক, মৎস্য এবং মকরসহ— ।।১৯।। সমগ্র সমুদ্রকে আমি শোষণ করে ফেলবো। এই মকরালয় সাগর আমাকে মনে করছে আমি কেবল ক্ষমার দ্বারাই যুক্ত।।২০।। সে মনে করছে আমি কঠিন হতে অসমর্থ। এইরকম দুর্জন ক্ষমা করায় ধিক্। আমি সমগুণে স্থিত বলে সাগর তার চেহারাটাও আমায় দেখালো না।।২১।। লক্ষ্মণ, ধনু আর সাপের মতো আমার বাণগুলি নিয়ে এসো। আজ সমুদ্রকে আমি শোষণ করে ফেলবো। বানরেরা পায়ে হেঁটেই লঙ্কায় চলে যাবে।।২২।। সমুদ্র যদিও আজ অচঞ্চল, আমি রেগে তাকে আজ ক্ষুব্ধ করবো। আমি জানি, সহস্র তরঙ্গ থাকলেও সমুদ্র বেলাভূমি

অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্। বেলাসু কৃতমর্যাদং সহস্রোর্মিসমাকুলম্।। ২৩
নির্মর্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্। মহার্ণবং ক্ষোভয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কুলম্।। ২৪
এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ। বভূব রামো দুর্দ্ধর্ষো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।। ২৫
সম্পীড্য চ ধনুর্ঘোরং কম্পয়িত্বা শনৈর্জগৎ। মুমোচ বিশিখানুগ্রান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ।। ২৬
তে জ্বলন্তো মহাবেগাস্তেজসা সায়কোত্তমাঃ। প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিত্রস্তপন্নগম্।। ২৭
তোয়বেগঃ সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্। স বভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা।। ২৮
মহোর্মিমালাবিততঃ শঙ্খশুক্তিসমাবৃতঃ। সধূমঃ পরিবৃত্তোর্মিঃ সহসাসীন্মহোদধিঃ।। ২৯
ব্যথিতাঃ পন্নগাশ্চাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ। দানবাশ্চ মহাবীর্যাঃ পাতালতলবাসিনঃ।। ৩০
উর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা। বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ।। ৩১
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ। উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সঘোষো বরুণালয়ঃ।। ৩২
ততস্তু তং রাঘবমুগ্রবেগং প্রকর্ষমাণং ধনুরপ্রমেয়ম্।
সৌমিত্রিরুৎপত্য বিনিঃশ্বসন্তং মামেতি চোক্ত্বা ধনুরাললম্বে।। ৩৩
এতদ্বিনাপি হ্যুদধেস্তবাদ্য সম্পৎস্যতে বীরতমস্য কার্যম্।
ভবদ্বিধাঃ ক্রোধবশং ন যান্তি দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তম্।। ৩৪
অন্তর্হিতৈশ্চাপি তথান্তরিক্ষে ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সুরর্ষিভিশ্চ।
শব্দঃ কৃতঃ কষ্টমিতি ব্রুবদ্ভির্মামেতি চোক্ত্বা মহতা স্বরেণ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

অতিক্রম করে না।।২৩।। এমন করে আজ আমি বাণনিক্ষেপ করবো, যাতে সেই সমুদ্র-তীর ছাপিয়ে ওঠে। ভীষণ দৈত্যপূর্ণ মহাসমুদ্রকে আমি ক্ষুব্ধ করবোই।।২৪।। এই কথা বলে হাতে ধনু নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র ভীষণ রেগে দাঁড়ালেন। চোখ তাঁর তখন বিস্‌ফারিত। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো তিনি জ্বলে উঠলেন।।২৫।। ভয়ঙ্কর ধনুকে আন্দোলিত করে ক্রমশঃ বিশ্বভুবন কম্পিত করে ইন্দ্রের বজ্রের মতো তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।।২৬।। সেই তেজঃপ্রদীপ্ত, দ্রুতগামী, জ্বলন্ত, উত্তম বাণগুলি সাগরের জলে গিয়ে প্রবেশ করলো। জলের সাপগুলি ভয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেলো।।২৭।। মৎস্য এবং মকরদের নিয়ে সমুদ্রের জল প্রবলবেগে প্রবাহিত হতে লাগলো। ঝড়ের সঙ্গে সেখানে ভীষণ গর্জন হতে লাগলো।।২৮।। শঙ্খ ও শুক্তিতে সমাচ্ছন্ন সাগরে ভীষণ ঢেউ উঠলো। হঠাৎ মহাসাগরে দেখা গেলো ধোঁয়া উঠছে। জলের মধ্যে উঠেছে ঘূর্ণী।।২৯।। সমুদ্রের মধ্যে বাস করছিলো যে সাপেরা তাদের মুখ উজ্জ্বল, চোখও বেশ জ্বলজ্বলে। সেই সর্পকুল এবং পাতালবাসী মহাবীর্যবান দানবেরা সব ব্যথিত হলো।।৩০।। তখন সাগর-রাজের কুমীর ও জলজন্তুসমন্বিত ঢেউগুলি হাজারভাবে লাফালাফি করছে। বিন্ধ্য ও মন্দরপর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো ঐ বিশাল ঢেউগুলিকে।।৩১।। ঢেউগুলি ঘূর্ণিত হতে লাগলো। সর্প এবং রাক্ষসেরা ভয় পেয়ে গেলো। মহাকায় জলজন্তুগুলি উথাল-পাথাল করছিলো। বরুণের আলয় সাগরে তখন তুমুল আর্তনাদ উঠলো।।৩২।। তারপর রঘুবংশধর রাম গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উগ্রবেগে বিশাল ধনু আকর্ষণ করতে করতে উদ্যত হলেন। তখনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ "না-না" বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনুটিকে টেনে ধরে রাখলেন।।৩৩।। আপনি শ্রেষ্ঠ বীর। এ ছাড়াও সমুদ্রে আপনার কাছে অন্যভাবে উপস্থিত হতে পারে। আপনার মতো লোকের ক্রোধের বশীভূত হওয়া সাজে না। দূরপ্রসারী দৃষ্টির দ্বারা আপনি অন্য কোনো উপায় ভালোভাবে দেখুন।।৩৪।। ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষিরা অন্তরীক্ষে আড়ালে থেকে গম্ভীরস্বরে 'হা কী কষ্ট', 'না-না' এইসব শব্দ উচ্চারণ করছেন।।৩৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

সমুদ্রস্য পরামর্শেন নলদ্বারা সাগরোপরি শতযোজন-দীর্ঘ-সেতুনির্মাণম্, সেতুমার্গেণ বানরৈঃ সহ শ্রীরামাদীনাং পারেসমুদ্রগমনম্, তত্র সেনানিবাসস্থাপনঞ্চ।

অথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ। অদ্য ত্বাং শোষয়িষ্যামি সপাতালং মহার্ণব।। ১
শরনির্দগ্ধতোয়স্য পরিশুষ্কস্য সাগর। ময়া নিহতসত্ত্বস্য পাংসুরুৎপদ্যতে মহান্।। ২
মৎকার্মুকনিসৃষ্টেন শরবর্ষেণ সাগর। পরং তীরং গমিষ্যন্তি পদ্ভিরেব প্লবঙ্গমাঃ।। ৩
বিচিন্বন্নাভিজানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্। দানবালয় সন্তাপং মত্তো নাম গমিষ্যসি।। ৪
ব্রাহ্মোণাস্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্। সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচকর্ষ মহাবলঃ।। ৫
তস্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে। রোদসী সম্পফালেব পর্বতাশ্চ চকম্পিরে।। ৬
তমশ্চ লোকমাবব্রে দিশশ্চ ন চকাশিরে। প্রতিচুক্ষুভিরে চাশু সরাংসি সরিতস্তদা।। ৭
তির্যক্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতৌ চন্দ্র-ভাস্করৌ। ভাস্করাংশুভিরাদীপ্তং তমসা চ সমাবৃতম্।। ৮
প্রচকাশে তদাকাশমুল্কাশতবিদীপিতম্। অন্তরিক্ষাচ্চ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ।। ৯
বপুঃপ্রকর্ষেণ ববুর্দিব্যমারুতপঙ্ক্তয়ঃ। বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষান্ জলদানুদ্বহন্মুহুঃ।। ১০
আরুজংশ্চৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ। দিবি চ স্ম মহামেঘাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ।। ১১
মুমুচুর্বৈদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা। যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশুশ্চাশনেঃ সমম্।। ১২

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

সমুদ্রের পরামর্শে নলের দ্বারা সাগরের ওপর শতযোজন দীর্ঘ সেতুনির্মাণ। সেই সেতুপথে বানরদেরকে নিয়ে শ্রীরাম-প্রমুখের অপরপারে গমন। সেখানে সেনা-সন্নিবেশ।

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম অনন্তর সাগরকে কঠোরবাক্যে বললেন, হে মহাসমুদ্র, তোমাকে আজ পাতালসহ আমি শোষণ করবো।। ১ ।। ওহে সাগর, আমি এমনভাবে শরনিক্ষেপ করবো যাতে তোমার জল সব শুকিয়ে যাবে। সমুদ্রের প্রাণিকুল মারা যাবে। আর দেখা দেবে বিশাল ধূলিঝড়।।২ ।। দেখো সাগর, আমার ধনু হতে বাণ নিক্ষিপ্ত হলে এমন পরিস্থিতি হবে যে, পায়ে হেঁটেই বানরেরা সাগরের অপরপারে চলে যাবে।।৩।। ওহে দানবালয় সমুদ্র, তোমার অনেক বাড় বেড়ে গেছে। তাই আমার বিক্রম আর পৌরুষের খবর তুমি রাখো নি। জেনে রেখো, আমার কাছ হতেই তুমি সন্তাপ পাবে।।৪ ।। এবারে মহাবীর রাম ব্রহ্মা থেকে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধনুতে ব্রহ্মদণ্ডতুল্য শর যোজনা করে জোরে আকর্ষণ করলেন *(বিচকর্ষ—জোরে আকর্ষণ করলেন)* ।।৫ ।। রাম সেই ধনু সহসা আকর্ষণ করলে আকাশ এবং পৃথিবী যেন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আর পাহাড়গুলি যেন কাঁপতে লাগলো।।৬।। অন্ধকার জগতকে ঢেকে ফেললো। দিকগুলি আর নির্ণয় করা যাচ্ছে না। সরোবর আর নদীগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।।৭ ।। চন্দ্র এবং সূর্য নক্ষত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুটিলগতিতে চলতে লাগলো। আকাশ সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত হলেও অন্ধকারে ঢেকে গেলো।।৮ ।। শত শত উলকাপাতে ঝলসে উঠলো আকাশ। ভীষণ শব্দে আকাশ থেকে বজ্রপাত হতে লাগলো। অতুলনীয় তার গর্জন।। ৯ ।। ভীষণ জোরে আকাশ থেকে বায়ু প্রবাহিত হতো লাগলো। তখন গাছপালা সব ভেঙে পড়ছে। মেঘকে ঝড় মুহুর্মুহুঃ তাড়িয়ে নিচ্ছে।। ১০।। পাহাড়ের অগ্রভাগকে পীড়িত করে চূড়াগুলি দিচ্ছে ভেঙে। আকাশে ভীষণ গর্জনে মেঘগুলি পুঞ্জীভূত হচ্ছে।। ১১ ।। ভীষণ বজ্রগুলি বিদ্যুতের মতো অগ্নি উৎপাদন করছে। যে সব প্রাণী দেখা যাচ্ছে, তারাও বজ্রের মতো চীৎকার করছে।। ১২ ।। যে সব প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে না, তারাও

অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবস্বনম্। শিশ্যিরে চাভিভূতানি সন্ত্রস্তান্যুদ্বিজন্তি চ।। ১৩
সম্প্রবিব্যথিরে চাপি ন চ পস্পন্দিরে ভয়াৎ। সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ।। ১৪
সহসাভূৎ ততো বেগাদ্ ভীমবেগো মহোদধিঃ। যোজনং ব্যতিচক্রাম বেলামন্যত্র সম্প্লবাৎ।। ১৫
তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিচক্রাম রাঘবঃ। সমুদ্ধতমমিত্রঘ্নো রামো নদনদীপতিম্।। ১৬
ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ। উদয়াদ্রিমহাশৈলান্মেরোরিব দিবাকরঃ।। ১৭
পন্নগৈঃ সহ দীপ্তাস্যৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত। স্নিগ্ধবৈদূর্যসঙ্কাশো জাম্বূনদবিভূষণঃ।। ১৮
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ। সর্বপুষ্পময়ীং দিব্যাং শিরসা ধারয়ন্ স্রজম্।। ১৯
জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ। আত্মজানাঞ্চ রত্নানাং ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ।। ২০
ধাতুভির্মণ্ডিতঃ শৈলো বিবিধৈর্হিমবানিব। একাবলীমধ্যগতং তরলং পাণ্ডুরপ্রভম্।। ২১
বিপুলেনোরসা বিভ্রৎ কৌস্তুভস্য সহোদরম্। আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসঙ্কুলঃ।। ২২
গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাভিঃ সমাবৃতঃ। উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ।। ২৩
দেবাতানাং সুরূপাভির্নানারূপাভিরীশ্বরঃ। সাগরঃ সমুপক্রম্য পূর্বমামন্ত্র্য বীর্যবান্।। ২৪
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং শরপাণিনম্।। ২৫
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব। স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ।। ২৬
তৎস্বভাবো মমাপ্যেষ যদগাধোঽহমপ্লবঃ। বিকারস্তু ভবেদ্ গাধ এতত্তে প্রবদাম্যহম্।। ২৭
ন কামান্ন চ লোভাদ্ বা ন ভয়াৎপার্থিবাত্মজ। গ্রাহনক্রাকুলজলং স্তম্ভয়েয়ং কথঞ্চন।। ২৮

ভীষণ গর্জন করছে। তারা ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করছিলো।।১৩।। অত্যন্ত বেদনার্ত হয়েও তারা ভয়ে স্পন্দনহীন হয়ে রৈলো। জলজপ্রাণী, জলরাশি, তরঙ্গ, জলসর্প এবং রাক্ষসদেরকে নিয়ে মহাসমুদ্র হঠাৎ ভীষণ রেগে তোলপাড় হতে লাগলো। প্রলয়কাল ছাড়াই তীরভূমিকে একযোজন প্লাবিত করে দিলো সাগর।।১৪-১৫।। শত্রুঘাতী রাম নদ-নদীপতি সমুদ্রের ঐ উদ্ধতমূর্তি দেখেও নিজের অবস্থানস্থল হতে সরে গেলেন না।।১৬।। তারপর, মেরুপর্বতের উদয়াচল থেকে সূর্যের মতো সমুদ্রের মধ্য থেকে সাগর স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন।।১৭।। উজ্জ্বলমুখ সর্পগণের সঙ্গে সমুদ্রকে দেখা গেলো। সোনার অলঙ্কারে তিনি ভূষিত। বর্ণ তাঁর বৈদূর্যমণির মতো। স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল।।১৮।। পরণে রক্তবর্ণ বসন। গলায় পরেছেন রক্তপুষ্পের মাল্য। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর তাঁর চোখ। মাথায় ধারণ করেছেন ফুলের স্বর্গীয় মালা। সেটি সবরকমের ফুলে তৈরী।।১৯।। তপ্তসোনার এবং উত্তমরত্নের অলঙ্কারে ভূষিত ছিলো সাগর। সেই রত্নরাজি সমুদ্রের নিজের গর্ভেই উৎপন্ন।।২০।। বিবিধ ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের মতো দেখাছিলো সাগরকে। সাগরের গলার রত্নমালার মধ্যমণিটি চকচকে। উজ্জ্বল এবং শুভ্র।।২১।। তাঁর বিশাল বক্ষে ঐ মণিটি ছিলো কৌস্তুভের মতোই। তাঁর চারপাশে তরঙ্গসমূহ ভীষণভাবে ঘূর্ণিত হচ্ছে। ঝোড়ো বায়ু তীব্রভাবে বইছে (*ওঘ—সমূহ। কালিক—কুজ্‌ঝটিকা, ঝড়*)।।২২।। সমুদ্র তখন গঙ্গা-সিন্ধু প্রভৃতি প্রধান নদীসমূহের দ্বারা পরিবৃত। বিরাট জলজন্তুগুলি তখন উলটে লাফিয়ে উঠছে। ভয় পেয়ে গেছে সাপ আর রাক্ষসেরা।।২৩।। দেবতাদের মতো নানারূপধারী বীর্যবান সমুদ্র রামের কাছে এসে আগেই সম্বোধন করলেন।।২৪।। ধনুর্বাণধারী রামকে হাতজোড় করে সাগর বললেন—।।২৫।। হে সৌম্য রঘুবংশধর, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং তেজ নিজেদের চিরন্তন পথ আশ্রয় করে স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।।২৬।। আমারো তাই স্বভাব। তাই আমি গভীর এবং দুস্তর। যদি আমি অতিক্রমযোগ্য হই, তাহলে সেটা হবে আমার বিকার—এই বিষয়ে আপনাকে বলছি।।২৭।। হে রাজপুত্র; কামনায়, লোভে বা ভয়ে কুমীর এবং জলজন্তু-সমাকুল এই জলরাশিকে আমি কখনো কোনোভাবেই স্তম্ভিত হতে দেবো না।।২৮।। যাতে আপনি পার হয়ে যেতে পারেন, আমারো কষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহিষ্যেঽপ্যহং তথা। ন গ্রাহ্যা বিধমিষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্।। ২৯
তমব্রবীৎ তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়। অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্।। ৩০
রামস্য বচনং শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাশরম্। মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।। ৩১
উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম।
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথা ভবান্।। ৩২
উগ্রদর্শনকর্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ। আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম।। ৩৩
তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্মভিঃ। অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ।। ৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ। মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ।। ৩৫
তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্। নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ।। ৩৬
ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা। তস্মাদ্ ব্রণমুখাৎ তোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ।। ৩৭
স বভূব তদা কূপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ। সততং চোত্থিতং তোয়ং সমুদ্রস্যেব দৃশ্যতে।। ৩৮
অবদারণশব্দশ্চ দারুণঃ সমপদ্যত। তস্মাৎ তদ্ বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষ্বশোষয়ৎ।। ৩৯
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তারমেব চ।। শোষয়িত্বা তু তং কুক্ষিং রামো দশরথাত্মজঃ।। ৪০
বরং তস্মৈ দদৌ বিদ্বান্ মরবেঽমরবিক্রমঃ।। ৪১
পশব্যশ্চাল্পরোগশ্চ ফল-মূল-রসাযুতঃ। বহুস্নেহো বহুক্ষীরঃ সুগন্ধিবিবিধৌষধিঃ।। ৪২
এবমেতৈশ্চ সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুতো মরুঃ। রামস্য বরদানাচ্চ শিবঃ পন্থা বভূব হ।। ৪৩
তস্মিন্ দগ্ধে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ। রাঘবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৪৪

যখন সেনারা অতিক্রম করবে, তখন জলজন্তুরা যাতে বানরদের পীড়ন না করে স্থান অনুসারে তাই আমি করবো।।২৯।। তখন রাম বললেন, হে সমুদ্র, শোনো অব্যর্থ এই মহাবাণ। কোনস্থানে এটা নিক্ষেপ করবো ?।।৩০।। রামের কথা শুনে এবং সেই বিরাট বাণ দেখে মহাতেজস্বী মহাসাগর রামকে বললেন—।।৩১।। আপনি যেমন জগতে প্রখ্যাত, তেমনি দ্রুমকুল বলে একটি অধিকতর পুণ্যস্থান রয়েছে। সেটি হলো আমার উত্তরে।।৩২।। সেখানে উগ্রদর্শন এবং উগ্রকর্মা আভীর প্রভৃতি বহু দস্যু বাস করে। সেই পাপীরা আমার জল পান করে।।৩৩।। সেই পাপকর্মকারীদের ছোঁয়ায় সেই জল হয়েছে পাপযুক্ত। তা আমি সইতে পারছি না। রাম, আপনার অব্যর্থ এই উত্তম বাণ সেইখানেই নিক্ষেপ করুন।।৩৪।। মহাত্মা সাগরের কথা শুনে সাগরের দর্শিত পথে রাম অতীব দীপ্ত সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন।।৩৫।। বজ্র ও উলকার মতো উজ্জ্বল সেই শর যেখানে পতিত হলো, সেই স্থান পৃথিবীতে "মরুকান্তার" নামে খ্যাত হবে।।৩৬।। ধরিত্রী তখন শরের দ্বারা পীড়িত হয়ে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। ক্ষতস্থানে পাতাল হতে জল নির্গত হতে লাগলো।।৩৭।। ক্ষতস্থানটি একটি কূপে পরিণত হলো। ব্রণ নামে সেটি হলো খ্যাত। সর্বদাই তা হতে জল নির্গত হওয়ায় সেটিকে সমুদ্রের মতোই দেখাচ্ছিলো।।৩৮।। ভূমি বিদীর্ণ হবার ভয়ঙ্কর শব্দ সেখানে শোনা গেলো। ঐ বাণপাতের ফলে সেই স্থানে সব জলাশয়ের জল গেলো শুকিয়ে।।৩৯।। তখন থেকে ঐস্থান ত্রিভুবনে মরুকান্তার নামে বিখ্যাত হলো। দশরথ-নন্দন রাম সেই কুক্ষিপ্রদেশকে বিশুষ্ক করে ফেললেন।।৪০।। দেবতার মতো বিক্রমশালী বিদ্বান্ রাম সেই মরুকে বরদান করলেন।।৪১।। ফলে পশুদের বাসের যোগ্য হলো সেই স্থান। রোগ কমে গেলো। রসালো ফল মূলে হলো পূর্ণ। নানারকমের ওষধি সেখানে উৎপন্ন হলো। সেগুলি ছিলো বেশ সুগন্ধী। কোনোগুলি থেকে তৈল, কোনোগুলি থেকে ক্ষীর গড়িয়ে পড়তো।।৪২।। মরুটি এইরকমের বহুবিধ গাছপালার দ্বারা যুক্ত হলো। রামের বরদানে পথঘাট হলো মঙ্গলময়।।৪৩।। সেইসময়ে সাগরের কুক্ষিস্থানটি দগ্ধ হয়ে গেলে নদীসমূহের পতি সমুদ্র সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রামকে বললেন—।।৪৪।। সৌম্য, দেখুন, এই হলো নল। বিশ্বকর্মার পুত্র। পিতা বিশ্বকর্মার বরে

অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ। পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ।। ৪৫
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ। তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা।। ৪৬
এবমুক্তোদধির্নষ্টঃ সমুত্থায় নলস্ততঃ। অব্রবীদ্ বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামং মহাবলম্।। ৪৭
অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে। পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ।। ৪৮
দণ্ড এব বরো লোকে পুরুষস্যেতি মে মতিঃ। ধিক্ ক্ষমামকৃতজ্ঞেষু সান্ত্বং দানমথাপি বা।। ৪৯
অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্ম দিদৃক্ষয়া। দদৌ দণ্ডভয়াদ্ গাধং রাঘবায় মহোদধিঃ।। ৫০
মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্মণা। ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি।। ৫১
ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্মণা। স্মারিতোঽস্ম্যহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ।
ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রব্রূয়ামাত্মনো গুণান্।। ৫২
সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্তুং বৈ বরুণালয়ে। তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ।। ৫৩
ততো বিসৃষ্টা রামেণ সর্বে তে হরিপুঙ্গবাঃ। উৎপেতুর্মহারণ্যং হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ।। ৫৪
তে নগান্ নগসঙ্কাশাঃ শাখামৃগগণর্ষভাঃ। বভঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুশ্চ সাগরম্।। ৫৫
তে সালৈশ্চাশ্বকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ। কুটজৈরর্জুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি।। ৫৬
বিল্বকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ। চ্যুতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্।। ৫৭
সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিসত্তমাঃ। ইন্দ্রকেতূনিবোদ্যম্য প্রজহ্রুর্বানরাস্তরূন্।। ৫৮
তালান্ দাড়িমগুল্মাংশ্চ নারিকেল-বিভীতকান্। করীরান্ বকুলান্ নিম্বান্ সমাজহ্রুরিতস্ততঃ।। ৫৯
হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ।। ৬০

এ শ্রীমান এবং প্রীতিমান।।৪৫।। বানর এই নল পিতার মতো মহা উৎসাহী। সে আমার ওপর সেতু নির্মাণ করুক। পিতার মতো সেই সেতুকে আমি ধারণ করবো।।৪৬।। এই কথা বলে সমুদ্র অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ নল উঠে মহাবলশালী রামকে বললো–।।৪৭।। এই মকরালয় বিস্তীর্ণ সমুদ্রের ওপর পিতার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমিই সেতু নির্মাণ করবো। মহাসমুদ্র যথার্থই বলেছেন।।৪৮।। আমার মতে অকৃতজ্ঞ পুরুষের প্রতি জগতে দণ্ডদানই উচিত। অকৃতজ্ঞদের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্বনা ও দানকে ধিক্।।৪৯।। ভয়ঙ্কর এই মহাসমুদ্র সেতুনির্মাণ কর্ম দেখতে চাইছে। দণ্ডের ভয়েই মহাসাগর রামকে স্থান দিয়েছে।।৫০।। মন্দরপর্বতে বিশ্বকর্মা আমার মা'কে বর দিয়েছিলেন –দেবি, তোমার পুত্র আমার মতোই হবে।।৫১।। তাঁর ঔরসজাত পুত্র আমি। বিশ্বকর্মারই তুল্য। সমুদ্র সেইকথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাগর ঠিকই বলেছেন। আমি এই কথা আপনাদেরকে বলি নি। নিজের গুণ কি নিজে বলা উচিত ?।।৫২।। সমুদ্রের ওপরে সেতু নির্মাণ করতে আমি সমর্থ। হে বানরবীরেরা, আজই সেতু নির্মাণ আরম্ভ করো।।৫৩।। তারপর রাম বিদায় দিলে সেই সব শতসহস্র বানরবীর আনন্দের সঙ্গে গভীর অরণ্যে লাফিয়ে চলে গেলো।।৫৪।। তারপর সেই পর্বতপ্রমাণ বানরদলপতিরা গাছপালা ভেঙে সাগরতীরে নিয়ে আসতে লাগলো।।৫৫।। সেই বানরেরা নিয়ে এলো শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বাঁশ, কূর্চি, অর্জুন, তাল, তিলক এবং তিনিশ প্রভৃতি গাছ।।৫৬।। বেল, ছাতিম, পুষ্পিত কর্ণিকার, আম এবং অশোকগাছের শাখা এনে সাগরতীরকে তারা ভরে ফেললো।।৫৭।। কতোগুলি মূলসহ, কতোগুলি আবার মূল বিনা বড়ো বড়ো গাছ বানরমুখ্যেরা আহরণ করে নিয়ে আসতে লাগলো। তারা যখন সেই উঁচু গাছগুলি তুলে আনছে, তখন তাকে ইন্দ্রধ্বজের মতো দেখাচ্ছিলো *(ইন্দ্রধ্বজ–নাট্যশাস্ত্রে আছে নাটক আরম্ভের শুরুতেই ইন্দ্রধ্বজকে পূজা করতে হবে। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পূজায় উঁচুতে বাঁধা পতাকাকে ইন্দ্রধ্বজ বলা হয়)* ।।৫৮।। এদিক ওদিক থেকে তারা তাল, ডালিম, নারকেল, বিভীতক, কবরীর, বকুল এবং নিমগাছ সংগ্রহ করে নিয়ে এলো।।৫৯।। পাহাড় উৎপাটন করে হাতীর মতো বিশাল সব প্রস্তরখণ্ড যন্ত্রের দ্বারা সেই বিশালদেহী বানরেরা বহন করে নিয়ে আসছে *(পাথর ভাঙা এবং বড়ো পাথরের চাই টেনে নিয়ে আসার জন্য তখন ক্রেণের মতো যন্ত্রের যে প্রচলন ছিলো এই শ্লোকে "যন্ত্র" শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে)* ।।৬০।। পাহাড়গুলিকে যখন সমুদ্রে নিক্ষেপ

প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধতম্। সমুৎসসর্প চাকাশমবাসর্পৎ ততঃ পুনঃ।। ৬১
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ। সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্ণন্তি হ্যায়তং শতযোজনম্।। ৬২
নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ। স তদা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্মভিঃ।। ৬৩
দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্ণন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে। বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞাপুরঃসরৈঃ।। ৬৪
মেঘাভৈঃ পর্বতাভৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈর্ববন্দিরে। পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ তরুভিঃ সেতুং বধ্নন্তি বানরাঃ।। ৬৫
পাষাণাংশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ। দৃশ্যন্তে পরিধাবন্তো গৃহ্যদানবসন্নিভাঃ।। ৬৬
শিলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শৈলানাং তত্র পাত্যতাম্। বভূব তুমুলঃ শব্দস্তদা তস্মিন্ মহোদধৌ।। ৬৭
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দশ। প্রহৃষ্টৈর্গজসঙ্কাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।। ৬৮
দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ। কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ।। ৬৯
অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে। ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ।। ৭০
চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি বা। যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ।। ৭১
পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ। যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ।। ৭২
স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মাত্মজো বলী। ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা।। ৭৩
স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে। শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে।। ৭৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্।। ৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্। দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্।। ৭৬
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ হ্যদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।। ৭৭

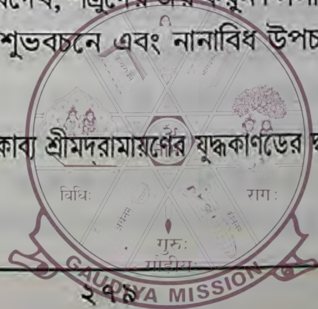
করা হচ্ছিলো, তখন জল ছিটকে ওপরে উঠে পড়ে নীচে নেমে আসছিলো।।৬১।। চারদিক থেকে পাথর পড়ায় সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। অন্য বানরেরা সেতুনির্মাণের মাপজোকের জন্য শতযোজন বিস্তৃত সূতো ধারণ করছিলো।।৬২।। নদ-নদীপতি সাগরের মধ্যে বিরাট সেতু নল নির্মাণ করতে লাগলো। ঘোরকর্মা বানরেরা সেই সেতু নির্মাণে যোগ দিলো।।৬৩।। কেউ কেউ দণ্ড আনতে লাগলো, কেউ বা আরো গাছপালা খুঁজে বেড়াতে লাগলো। রামের নির্দেশ মেনে নিয়ে শত শত বানর এলো এগিয়ে।।৬৪।। তাদের দেখতে পর্বতের মতো। কেউ বা মেঘের মতো। সেই বানরেরা তৃণ, কাঠ, এবং যাদের অগ্রভাগে ফুল রয়েছে এমন সব গাছের দ্বারা সেতু বন্ধন করতে লাগলো।।৬৫।। পাহাড়ের মতো পাথর এবং পর্বতের চূড়া নিয়ে বানরেরা ধেয়ে আসছে। তাদের তখন দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে।।৬৬।। পাথরগুলি ছুঁড়ে মারছে। পাহাড়গুলি করছে নিক্ষেপ। তখন সেই মহাসাগরে তুমুল শব্দ উত্থিত হলো।।৬৭।। বানরেরা খুব আনন্দিত। হাতীর মতো বিশাল তাদের দেহ। অত্যন্ত দ্রুত তারা কাজ করছে। ফলে প্রথমদিনেই চৌদ্দযোজন দীর্ঘ সেতু নির্মিত হলো।।৬৮।। মহাবলশালী ভীষণকায় এই বানরেরা দ্বিতীয়দিনে দ্রুত বিশযোজন সেতু নির্মাণ করলো।।৬৯।। তৃতীয়দিনে সাগরের ওপরে ত্বরিদ্‌কর্মা ভীমকায় এই বানরেরা একুশ যোজন দীর্ঘসেতু নির্মাণ করলো।।৭০।। চতুর্থদিনে নির্মিত হলো বাইশ যোজন। দ্রুতগামী বানরেরা ত্বরিদ্‌গতিতে কাজ করছে।।৭১।। পঞ্চম দিনে ক্ষিপ্রকারী বানরেরা তেইশ যোজন নির্মাণ করে সুবেলপর্বতে সংলগ্ন করে দিলো।।৭২।। এইভাবে বিশ্বকর্মার পুত্র, বলবান শ্রীমান নল পিতার নৈপুণ্য অনুসরণ করে সাগরে সেতুবন্ধন করলো।।৭৩।। মকরালয় সাগরে নলের নির্মিত সুন্দর সেই সেতু আকাশে সুন্দর ছায়া পথের মতো শোভা পাচ্ছিলো (*স্বাতীপথ—ছায়াপথ। অম্বর—আকাশ*)।।৭৪।। তারপর গন্ধর্ব এবং সিদ্ধদের নিয়ে দেবতা এবং মহর্ষিরা সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য গগনে এসে অবস্থান করছিলেন।।৭৫।। নলের দুঃসাধ্য চেষ্টায় নির্মিত দশযোজন বিস্তৃত এবং শতযোজন দীর্ঘ এই সেতু দেখলেন দেবতা এবং গন্ধর্বেরা।।৭৬।। সেই অচিন্তনীয়, অসহ্য, অদ্ভুত এবং লোমহর্ষণ সেতুনির্মাণ করে বানরেরা আনন্দে উল্লম্ফন এবং গর্জন করতে লাগলো।।৭৭।। মহাতেজস্বী কোটি কোটি, সহস্র সহস্র বানর এবং সকল

দদৃশুঃ সর্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্। তানি কোটি সহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্।। ৭৮
বধ্নন্তঃ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ। বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ।। ৭৯
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে। ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাপাণির্বিভীষণঃ।। ৮০
পরেষামভিঘাতার্থমতিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ। সুগ্রীবস্তু ততঃ প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্।। ৮১
হনূমন্তং ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ। অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ।। ৮২
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ। অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ৮৩
জগাম ধন্বী ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ। অন্যে মধ্যেন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোঽন্যে প্লবঙ্গমাঃ।। ৮৪
সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমণ্যে প্রপেদিরে। কেচিদ্ বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব পুপ্লুবুঃ।। ৮৫
ঘোষেণ মহতা ঘোষং সাগরস্য সমুচ্ছ্রিতম্। ভীমমন্তর্দধে ভীমা তরন্তী হরিবাহিনী।। ৮৬
বানরাণাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা। তীরে নিবিবিশে রাজ্ঞা বহুমূলফলোদকে।। ৮৭
তদদ্ভুতং রাঘবকর্ম দুষ্করং সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।
উপেত্য রামং সহসা মহর্ষিভিস্তমভ্যষিঞ্চন্ সুশুভৈর্জলৈঃ পৃথক্।। ৮৮
জয়স্ব শত্রূন্ নরদেব মেদিনীং সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ইতীব রামং নরদেবসৎকৃতং শুভৈর্বচোভির্বিবিধৈরপূজয়ন্।। ৮৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

প্রাণীরা সাগরে এই সেতুবন্ধন দেখতে লাগলো।।৭৮।। সাগরে সেতুনির্মাণ করে বানরেরা সমুদ্রের পরপারে চলে গেলো। সেতুটি ছিলো বিশাল। এবং ভালোভাবে নির্মিত। দেখতে বেশ সুন্দর। এবং দৃঢ়বদ্ধ। সেতুর পথটি ছিলো সমতল।।৭৯।। সাগরের সীমন্ত তথা সিঁথির মতো এই সেতু। শোভা পাচ্ছিলো। সমুদ্রের অপরপারে এসে বিভীষণ গদা হাতে করে দাঁড়িয়ে।।৮০।। সচিবদের নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন শত্রুদের আঘাত করার জন্য। তারপর সুগ্রীব সত্যপরাক্রম রামকে বললেন— ।।৮১।। হনুমানের ওপর আরোহণ করুন। লক্ষ্মণ আরোহণ করুন অঙ্গদের ওপর। হে বীর, মকরালয় এই সমুদ্র বিপুল।।৮২।। আকাশগামী যুবক এই বানর দু'জন আপনাদের ধারণ করতে পারবে। সেই সেনাবাহিনীর আগে আগে লক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীরাম চলবেন।।৮৩।। ধর্মাত্মা রাম ধনু হাতে নিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে চলছেন। আর কিছু বানর মধ্যে এবং অন্য বানরেরা পাশে পাশে চলছে।।৮৪।। কেউ জলে সাঁতার কেটে, কেউ পথে হেঁটে, কেউ সুপর্ণের মতো আকাশপথে উড়ে যেতে লাগলো।।৮৫।। বানরবাহিনী যখন চলছে, তখন তাদের ভীষণ গর্জন সাগরের গর্জনকেও ছাপিয়ে গেলো।।৮৬।। নল-নির্মিত সেতুপথে বানর-বাহিনী সাগর অতিক্রম করে গেলো। বহু ফলমূল মেলে এমন তীরদেশে রাজা সুগ্রীব সেই বানরসৈন্যদের সন্নিবেশিত করলো।।৮৭।। সিদ্ধ এবং চারণদের নিয়ে দেবগণ রামের সেই অদ্ভুত কর্ম ভলোভাবে দেখলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা মহর্ষিদেরকে নিয়ে এসে রামের কাছে এসে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে মঙ্গলজলের দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।।৮৮।। তাঁরা বললেন, হে নরদেব, শত্রুদের জয় করুন। সসাগরা পৃথিবীকে চিরকালের জন্য করুন প্রতিপালন। এইভাবে দেবতারা শুভবচনে এবং নানাবিধ উপচারের দ্বারা দেবপূজিত রামকে পুনরায় অর্চনা করলেন।।৮৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য লক্ষ্মণসমীপে দুর্লক্ষণানাং বর্ণনম্

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ। সৌমিত্রিং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ।। ১
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ। বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ।। ২
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্। প্রবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্।। ৩
বাতাশ্চ কলুষা বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা। পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ।। ৪
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ। ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ।। ৫
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা। জ্বলতঃ প্রপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্।। ৬
দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরাঃ সর্বতো মৃগপক্ষিণঃ। প্রত্যাদিত্যং বিনর্দন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্।। ৭
রজন্যামপ্রকাশস্তু সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ। কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ।। ৮
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষস্তু লোহিতঃ। আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে।। ৯
রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ। যুগান্তমিব লোকানাং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ।। ১০
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা নীচা গৃধ্রাঃ পরিপতন্তি চ। শিবাশ্চাপ্যশুভান্ নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্।। ১১
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ। ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা।। ১২
ক্ষিপ্রমদ্যৈব দুর্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্। অভিযাম জবেনৈব সর্বৈর্হরিভিরাবৃতাঃ।। ১৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ধন্বী স রামঃ সংগ্রামধর্ষণঃ। প্রতস্থে পুরতো রামো লঙ্কামভিমুখো বিভুঃ।। ১৪

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

শ্রীরামকর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে অমঙ্গলজনক ঘটনাবলীর বর্ণনা

লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্র শুভাশুভ লক্ষণ বুঝতে পারেন। এইরকমের দুর্নিমিত্ত দেখে তিনি লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন—।।১।। লক্ষ্মণ, দেখো, যেখানে শীতল জল এবং ফলবান বৃক্ষসমন্বিত বনভূমি রয়েছে, সেইস্থল নির্বাচন করে সৈন্যবাহিনীকে ভালোভাবে বিভক্ত করে, ব্যূহরচনা করে আমরা অবস্থান করবো।।২।। বীর ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের পক্ষে ভয়ঙ্কর, লোকক্ষয়কর, ভীষণ ঝড় এসে গেছে দেখছি।।৩।। বায়ু কলুষিত হয়ে বইছে। পৃথিবী কাঁপছে। পাহাড়ের চূড়াগুলি কম্পিত হচ্ছে। বড়ো বড়ো গাছগুলি হচ্ছে ভূপতিত।।৪।। মেঘগুলিকে দেখাচ্ছে কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসদের মতো। রুক্ষ এবং কঠোর গর্জন তারা করছে। মেঘগুলি আজ ক্রূর হয়ে গেছে। রক্তবিন্দু মিশিয়ে তারা বৃষ্টি বর্ষণ করছে।।৫।। সন্ধ্যাকালকে রক্তচন্দনের মতো ভীষণ দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সব খসে পড়ছে সূর্যমণ্ডল হতে।।৬।। দীন এবং হিংস্র পশু-পাখীরা সূর্যের দিকে মুখ করে সবদিকেই করুণস্বরে ক্রন্দন করছে। তাতে আমাদের ভীষণ ভয় জন্মাচ্ছে।।৭।। রাতে চাঁদ স্বাভাবিকভাবে ওঠে নি। তার কিরণ আজ কালো। এবং রক্তবর্ণ। মনে হচ্ছে যেন জগৎকে ধ্বংস করার জন্যই এই চাঁদের উদয়।।৮।। লক্ষ্মণ, বিমল সূর্যে নীল চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সূর্যের মণ্ডল গেছে ছোটো হয়ে। অপ্রশস্ত রুক্ষ সেই মণ্ডলটি আবার লাল রঙ-এর।।৯।। ভাই লক্ষ্মণ, দেখো, ধূলোর ঝড়ে নক্ষত্রগুলি চাপা পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত।।১০।। কাক, শ্যেন এবং গৃধ্রগুলি নীচে পড়ে যাচ্ছে। শেয়ালগুলি ভীষণ ভয়-উৎপাদন করে অমঙ্গলকর ডাক ডাকছে।।১১।। বানর এবং রাক্ষসদের নিক্ষিপ্ত পাহাড়, শূল এবং খড়্গের দ্বারা ভূমি আবৃত হয়ে গেছে। মাংস এবং রক্তের কাদা মাটিতে দেখা যাচ্ছে।।১২।। বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাবণপালিতা দুর্ধর্ষা লঙ্কাপুরীতে দ্রুতগতিতে আজ আমরা অভিযান করবো।।১৩।। সংগ্রামে দুষ্পরাজেয় ধনুর্ধর প্রভু রাম এই কথা বলে সামনে লঙ্কার দিকে প্রস্থান করলেন।।১৪।। বিভীষণ এবং সুগ্রীবকে নিয়ে বানরশ্রেষ্ঠেরা গর্জন করতে করতে

সবিভীষণসুগ্রীবাঃ সর্বে তে বানরর্ষভাঃ। প্রতস্থিরে বিনর্দন্তো ধৃতানাং দ্বিশতাং বধে।। ১৫
রাঘবস্য প্রিয়ার্থং তু সুতরাং বীর্যশালিনাম্। হরীণাং কর্মচেষ্টাভিস্তুতোষ রঘুনন্দনঃ।। ১৬

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

ধৃত শত্রুদের বধের জন্য প্রস্থান করলেন *(দ্বিশতাং—শত্রুদের)* ।। ১৫ ।। রামের প্রিয়া সীতাকে উদ্ধারের জন্য বীর্যবান বানরদের এই কর্মপ্রচেষ্টা রামচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করলো।। ১৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণসমীপে লঙ্কায়াঃ শোভাবর্ণনপূর্বকং ব্যূহবদ্ধভাবেন সৈন্যানামবস্থানায়াদেশদানম্, শ্রীরামাদেশেন বন্ধনমুক্তস্য শুকস্য রাবণসমীপে গমনান্তরং শ্রীরামস্য সৈন্যশক্তেঃ প্রাবল্যপ্রদর্শনম্, রাবণস্যাপি সবলস্য গর্বপ্রদর্শনঞ্চ।

সা বীরসমিতী রাজ্ঞা বিররাজ ব্যবস্থিতাঃ। শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী।। ১
প্রচচাল চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা। পীড্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চসা।। ২
ততঃ শুশ্রুবুরাক্রুষ্টং লঙ্কায়াং কাননৌকসঃ। ভেরী-মৃদঙ্গসংঘুষ্টং তুমুলং লোমহর্ষণম্।। ৩
বভূবুস্তেন ঘোষেণ সংহৃষ্টা হরিযূথপাঃ। অমৃষ্যমাণাস্তদ্ ঘোষং বিনেদুর্ঘোষবত্তরম্।। ৪
রাক্ষসাস্তৎ প্লবঙ্গানাং শুশ্রুবুস্তেঽপি গর্জিতম্। নর্দতামিব দৃপ্তানাং মেঘানামম্বরে স্বনম্।। ৫
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্। জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা।। ৬
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুধ্যতে। অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী।। ৭
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সমুদ্‌বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণ। উবাচ বচনং বীরস্তৎকালহিতমাত্মনঃ।। ৮

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা লক্ষ্মণের কাছে লঙ্কার শোভাবর্ণনা। ব্যূহবদ্ধভাবে সৈন্যদের অবস্থানের জন্য রামের আদেশ। তাঁর আদেশে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুকের রাবণ-সমীপে গমন। শ্রীরামের সেনাশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন। রাবণকর্তৃক নিজের সৈন্যের গর্বপ্রদর্শন।

রাজা রামের দ্বারা বীর বানরেরা ব্যূহাকারে সন্নিবিষ্ট। শুভনক্ষত্ররাজি-সমন্বিতা পূর্ণিমার শরৎকালীন রাত্রির মতো ঐ সেনাবাহিনী শোভা পাচ্ছিলো *(শরৎকালে রাতের আকাশ স্বচ্ছ। পূর্ণিমার নিশাটি চাঁদের আলোকে ঝকমক করছে। নক্ষত্রগুলিকে আকাশে উজ্জ্বল এবং সাজানো দেখা যাচ্ছে। এইখানে সেনাবাহিনীও উজ্জ্বল। নক্ষত্রের মতো সেনাপতিরা বিভিন্নস্থানে বিরাজ করছে। চন্দ্রের মতো রামের স্নিগ্ধ প্রভাবমাত্র প্রসারিত)* ।। ১ ।। সাগরের মতো বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পীড়িতা হয়ে সেখানে ধরিত্রী বারবার জোরে কাঁপছে।।২।। তারপর বনবাসী বানরেরা ভেরী এবং মৃদঙ্গাদির লোমহর্ষক তুমুল বাদ্যধ্বনি লঙ্কায় ধ্বনিত হতে শুনলো।।৩।। বানরযূথপতিরা সেই শব্দ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। ধ্বনি সহ্য করতে না পেরে তারা আরো জোরে শব্দ করতে লাগলো।।৪।। বানরবৃন্দের সেই গর্জন রাক্ষসেরা শুনলো। তাতে তারা আকাশের মেঘধ্বনির মতো আরো দৃপ্তভাবে গর্জন করে উঠলো।।৫।। দশরথনন্দন রাম সুন্দর পতাকাদি-শোভিতা লঙ্কানগরীকে দেখে দুঃখিতচিত্তে মনে মনে সীতার সমীপে গমন করলেন।।৬।। ভাবলেন, এইখানেই মৃগশাবকদের মতো সুন্দরলোচনা সীতা রাবণের দ্বারা নিরুদ্ধা হয়ে আছে। তাঁকে মনে হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের দ্বারা অভিভূতা রোহিণীর মতো।।৭।। তারপর বীর রাম দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভালো করে সবদিকে তাকিয়ে সেসময়ে নিজের মঙ্গলজনকবাক্য লক্ষ্মণকে বললেন।।৮।। লক্ষ্মণ, ঐ দেখো, লঙ্কানগরীকে। আকাশ ভেদ করে উঠেছে। বিশ্বকর্মা যেন

আলিখন্তীমিবাকাশমুখিতাং পশ্য লক্ষ্মণ। মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্মণা।। ৯
বিমানৈর্বহুভির্লঙ্কা সঙ্কীর্ণা রচিতা পুরা। বিষ্ণোঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ।। ১০
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনশ্চিত্ররথোপমৈঃ। নানাপতগসঙ্ঘুষ্টফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ।। ১১
পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ। কোকিলাকুলখণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ।। ১২
ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত। বলঞ্চ তত্র বিভজচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।। ১৩
শশাস কপিসেনাং তাং বলাদাদায় বীর্যবান্। অঙ্গদঃ সহ নীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জয়ঃ।। ১৪
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ। আশ্রিতো দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো নাম বানরঃ।। ১৫
গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ। তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ।। ১৬
মূর্ধ্নি স্থাস্যাম্যহং যত্তো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ। জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।। ১৭
ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষতু তে ত্রয়ঃ। জঘনং কপিসেনায়াঃ কপিরাজোঽভিরক্ষতুঃ।
পশ্চার্দ্ধমিব লোকস্য প্রচেতাস্তেজসা বৃতঃ।। ১৮
সুবিভক্তমহাব্যূহা মহাবানররক্ষিতা। অনীকিনী সা বিবভৌ যথা দ্যৌঃ সাভ্রসম্প্লবা।। ১৯
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাণি মহতশ্চ মহীরুহান্। আসেদুর্বানরা লঙ্কাং মিমর্দয়িষবো রণে।। ২০
শিখরৈর্বিকিরামৈনাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা। ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিপুঙ্গবাঃ।। ২১
ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ। সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্।। ২২

তাঁর নখের অগ্রভাগ দিয়ে মনে মনে এই নগরীটি আকাশের পটে এঁকে রেখেছেন।।৯।। সপ্ততলবিশিষ্ট বহু প্রাসাদের দ্বারা যেন লঙ্কা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। শুভ্র মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে যেন বিষ্ণুর পদরূপ আকাশ *(বিষ্ণু বামন অবতাররূপে দ্বিতীয় চরণটির দ্বারা অন্তরীক্ষলোক অধিকার করেন। তাই আকাশ হলো বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদ। ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু:—যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনিই বিষ্ণু। উঁচু সাততলা বাড়ীগুলিকে মেঘের মতো মনে হচ্ছিলো। আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদগুলি। যেন শাদা মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ)* ।।১০।। নানাবিধ পাখীতে পূর্ণ লঙ্কা। কল্যাণকর ফলবান পুষ্পিত তরুরাজিতে পরিপূর্ণা। লঙ্কাকে মনে হচ্ছিলো যেন চিত্ররথের পুষ্পিত ও সজ্জিত বন।।১১।। দেখো, আনন্দমত্ত বিহঙ্গেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্রমরগুলি মধুপান করতে গিয়ে ফুলের পাপড়িতে ঢাকা পড়েছে। কোকিল তার কূজনে আকুল করে তুলেছে স্থানটিকে। কল্যাণকর বায়ু বারবার তরুলতাকে আন্দোলিত করছে।।১২।। দশরথ-পুত্র রাম লক্ষ্মণকে এই সব কথা সম্যগ্‌ভাবে বললেন। সামরিক শাস্ত্র অনুসারে সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করলেন।।১৩।। বীর্যবান রাম সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে বানরসেনাকে আদেশ দিলেন, দুর্জয় অঙ্গদ নীলের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বক্ষঃস্থলে তথা মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান করবে।।১৪।। ঋষভ নামক বানর বহুবানর সঙ্গে নিয়ে বানরবাহিনীর ডানদিক আশ্রয় করে থাকবে।।১৫।। মদস্রাবী হস্তীর মতো দুর্ধর্ষ এবং বেগবান গন্ধমাদন বানরবাহিনীর বামদিক আশ্রয় করে থাকবে *(গন্ধহস্তী—যৌবনমত্ত হস্তীর কানের দু'গাল দিয়ে আঠার মতো জলীয় বস্তুর ধারা প্রবাহিত হয়। তার গন্ধ মত্ততা আনে। সেইরকম গন্ধযুক্ত হস্তী)* ।।১৬।। আমি লক্ষ্মণকে নিয়ে একেবারে সামনে থাকবো। জাম্ববান, সুষেণ, এবং বেগদর্শী নামক বানর— ।।১৭।। এঁরা মহাপ্রাণ ভল্লুক প্রধান। তারা তিনজনে বাহিনীর অভ্যন্তর-ভাগ রক্ষা করুক। কপিরাজ সুগ্রীব কপিসেনার জঘন অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করুক। প্রচেতা বরুণদেব তেজের দ্বারা যেমন পৃথিবীর পশ্চিমভাগ রক্ষা করেন, তেমনি সুগ্রীবও তাই করুক।।১৮।। সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত, বীর বানরদের দ্বারা সুরক্ষিত সেই বিরাট সেনাবাহিনী মেঘ-সমাচ্ছন্ন আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।১৯।। বানরেরা কেউ গিরিশৃঙ্গ হাতে নিয়ে, কেউবা বিরাট গাছ হাতে যুদ্ধে মর্দন করার ইচ্ছাতেই যেন লঙ্কা আক্রমণ করলো *(মিমর্দয়িষবো—যাদের মর্দন করার ইচ্ছা)* ।।২০।। বানরবীরেরা সকলে মনে মনে ভাবলো—এই লঙ্কাকে পাহাড়ের চূড়া বর্ষণ করে, কিংবা মুষ্টিপ্রহারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো।।২১।। মহাতেজস্বী রাম অতঃপর সুগ্রীবকে বললেন, সৈন্যদেরকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এবার শুককে ছেড়ে দাও।।২২।। মহাবলবান বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের নির্দেশে রাবণের

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ। মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ।। ২৩
মোচিতো রামবাক্যেন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ। শুকঃ পরমসন্ত্রস্তো রক্ষোধিপমুপাগমৎ।। ২৪
রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ। কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূনপক্ষস্য দৃশ্যসে।। ২৫
কচ্চিন্নানেকচিত্তানাং তেষাং ত্বং বশমাগতঃ। ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ।। ২৬
বচনং প্রত্যুবাচেদং রাক্ষসাধিপমুত্তমম্। সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং তথা।
যথা সন্দেশমক্লিষ্টং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।। ২৭
ক্রুদ্ধৈস্তৈরহমুৎপ্লুত্য দৃষ্টমাত্রঃ প্লবঙ্গমৈঃ। গৃহিতোঽস্ম্যপি চারব্ধো হন্তুং লোপ্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ।। ২৮
ন তে সম্ভাষিতুং শক্যা সম্প্রশ্নোঽত্র ন বিদ্যতে। প্রকৃত্যা কোপনাস্তীক্ষ্ণা বানরা রাক্ষসাধিপ।। ২৯
স চ হন্তা বিরাধস্য কবন্ধস্য খরস্য চ। সুগ্রীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ।। ৩০
স কৃত্বা সাগরে সেতুং তীর্ত্বা চ লবণোদধিম্। এষ রক্ষাংসি নির্ধূয় ধন্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ।। ৩১
ঋক্ষ-বানরসঙ্ঘানামনীকানি সহস্রশঃ। গিরিমেঘনিকাশানাং ছাদয়ন্তি বসুন্ধরাম্।। ৩২
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ। নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেব-দানবয়োরিব।। ৩৩
পুরা প্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু। সীতাং চাঽস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্।। ৩৪
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। রোষসংরক্তনয়নো নির্দহন্নিব চক্ষুষা।। ৩৫
যদি মাং প্রতি যুদ্ধেরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি।। ৩৬
কদা সমভিধাবন্তি মামকা রাঘবং শরাঃ। বসন্তে পুষ্পিতং মত্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্।। ৩৭
কদা শোণিতদিগ্ধাঙ্গং দীপ্তৈঃ কার্মুকবিচ্যুতৈঃ। শরৈরাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্।। ৩৮

সেই দূত শুককে মুক্ত করে দিলেন।।২৩।। শুক আগে বানরের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলো। অত্যন্ত ভীত সেই শুক এখন রামের কথায় মুক্তি পেলো। দ্রুত সে রক্ষোরাজ রাবণের কাছে চলে গেলো।।২৪।। রাবণ যেন একটু হেসে শুককে জিজ্ঞেস করলো, কিগো, তোমার শাদা পাখাদু'টি ছিন্ন দেখছি যে! কি করে হলো ?।।২৫।। তুমি কি সেই চঞ্চলচিত্ত বানরদের খপ্পরে পড়েছিলে ? রাজা রাবণ এই কথা বলার পর যে ভয়ে আর্ত হলো।।২৬।। রক্ষোরাজকে উত্তরে সে বললো, আপনি যেমন বলেছিলেন সেইভাবে আমি সাগরের উত্তরতীরে গিয়ে আপনারই নির্দেশমতো তাদের সান্ত্বনা দিয়ে মধুরবাক্যে বললাম।।২৭।। আমায় দেখামাত্রই বানরেরা রেগে লাফিয়ে উঠে আমায় ধরে ফেললো। তারা আমার পাখা ছেদন করলো। মুষ্টির আঘাতে করতে লাগলো প্রহার।।২৮।। আমি তখন কিছু বলতে পারছি না, প্রশ্ন করারও কোনো অবকাশ পেলাম না। হে রক্ষোরাজ, ঐ বানরেরা স্বভাবতঃই কোপন। এবং উগ্র।।২৯।। তখন বিরাধ, কবন্ধ এবং খরের হন্তা রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সীতার সন্ধানে সেখানে এসেছিলেন।।৩০।। রাম সাগরে সেতু নির্মাণ করে, লবণসমুদ্র অতিক্রম করে রাক্ষসদের তুচ্ছজ্ঞান করে ধনু হাতে নিয়ে লঙ্কায় এসে অবস্থান করছেন।।৩১।। হাজার হাজার ভল্লুক এবং বানরসেনা এসেছে। পাহাড় এবং পর্বতের মতো তারা মহাকায়। পৃথিবীকে তারা ছেয়ে ফেলেছে।।৩২।। রাক্ষসদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বানররাজের সৈনিকদের মধ্যে দেবতা এবং দানবদের মতো সন্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই।।৩৩।। প্রাকারের মতো লঙ্কাকে তারা ঘিরে ফেলার পূর্বে শীগ্‌গির একটা কিছু করুন। হয় সীতাকে তাঁর হাতে সত্বর সমর্পণ করুন, নৈলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন।।৩৪।। শুকের বাক্য শুনে রাবণের চোখ ক্রোধে একেবারে লাল হয়ে গেলো। চোখ দিয়ে যেন সে শুককে দগ্ধ করতে করতে বললো— ।।৩৫।। দেব, দানব ও গন্ধর্বেরাও যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সর্বলোক যদি আমায় ভয় দেখায়, তবুও সীতাকে আমি ফিরিয়ে দেবো না।।৩৬।। আহা, এমন সময় কখন হবে, যখন আমার শরগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে রামের দিকে ছুটে যাবে? বসন্তে ভ্রমরেরা যেমন কুসুমিত তরুর দিকে ছুটে যায় তেমনি।।৩৭।। উলকাগুলি যেমন হাতীকে দগ্ধ করে, তেমনি করে আমার ধনু হতে নিক্ষিপ্ত দীপ্ত বাণগুলি হবে রক্তরঞ্জিত। তা রামকে দগ্ধ করে ফেলবে।।৩৮।। সূর্য যেমন সকল নক্ষত্রের প্রভাকে বিনষ্ট করে, তেমনি আমিও

তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ। জ্যোতিষামিব সর্বেষাং প্রভামুদ্যন্ দিবাকরঃ।। ৩৯
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে বলম্। ন চ দাশরথির্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি।। ৪০
ন মে তূণীশয়ান্ বাণান্ সবিষানিব পন্নগান্। রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি।। ৪১
ন জানাতি পুরা বীর্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ। মম চাপময়ীং বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্।। ৪২
জ্যাশব্দতুমুলাং ঘোরামার্তগীতমহাস্বনাম্। নারাচতলসন্নাদাং নদীমহিতবাহিনীম্।
অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে।। ৪৩
স বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা যুদ্ধেঽস্মি শক্যো বরুণেন বা স্বয়ম্।
যমেন বা ধর্ষয়িতুং শরাগ্নিনা মহাহবে বৈশ্রবণেন বা পুনঃ।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

আমার বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে তার সেনাকে ধ্বংস করে দেবো।।৩৯।। সাগরের মতো আমার গতি, বায়ুর মতো আমার শক্তি। দশরথের বেটা এটা জানে না। তাই সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে।।৪০।। আমার তূণীতে যে বাণগুলি রয়েছে তারা বিষাক্ত সাপেরই মতো। রাম তা জানে না বলেই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে।।৪১।। যুদ্ধে আমার বীর্যের কথা রাম তো জানে না! সে তো জানে না যে আমি ধনুরূপ বীণাকে বাণরূপ ছড়ের দ্বারা বাজিয়েছি *(ধনু হচ্ছে বীণা। বীণাব্রজ বাজাবার জন্য যে ছড় ব্যবহার করা হয়, তাই যেন এখানে বাণ। কোণ—ছড়)* ।।৪২।। যুদ্ধরূপ বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করে সেনাবাহিনীরূপ নদীতে আমি অবগাহন করি। সেই সেনাবাহিনী শত্রুর অহিত সাধন করে। জ্যা-ধ্বনি সেই রঙ্গের তুমুল শব্দ। পরাজিত সৈনিকদের আর্তনাদ সেই রঙ্গের মহতীগীতি। লৌহনির্মিত অস্ত্রের ঝনঝনা সেখানকার বীণার নাদ। সেই বীণাই আমি বাজাই। রাম তো তা জানে না!।।৪৩।। সহস্রলোচন ইন্দ্র বা বরুণদেব স্বয়ং আমার সঙ্গে যুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম নন। যম কিংবা কুবেরও মহাযুদ্ধে বাণরূপ আগুনের দ্বারা আমাকে অত্যাচার করতে পারবে না।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন শুক-সারণয়োর্গুপ্তভাবেন বানরসেনামধ্যে প্রেরণম্, বিভীষণেন তয়োর্গ্রহণম্, শ্রীরামকৃপয়া মুক্তয়োস্তয়োঃ শ্রীরামসন্দেশং গৃহীত্বা লঙ্কায়াং গমনম্, রাবণসমীপে তন্নিবেদনঞ্চ।

সবলে সাগরং তীর্ণে রামে দশরথাত্মজে। অমাত্যৌ রাবণঃ শ্রীমানব্রবীচ্ছুক-সারণৌ।। ১
সমগ্রং সাগরং তীর্ণং দুস্তরং বানরং বলম্। অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্।। ২
সাগরে সেতুবন্ধং তং ন শ্রদ্দধ্যাং কথঞ্চন। অবশ্যং চাপি সংখ্যেয়ং তন্ময়া বানরং বলম্।। ৩
ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ। পরিমাণঞ্চ বীর্যঞ্চ যে চ মুখ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৪

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

রাবণের দ্বারা শুক ও সারণকে গুপ্তভাবে বানরসেনার মধ্যে প্রেরণ। বিভীষণকর্তৃক তাদের বন্ধন। রামের কৃপায় তাদের মুক্তি। শ্রীরামের সংবাদ নিয়ে তাদের লঙ্কায়গমন এবং রাবণের কাছে সেই সংবাদ নিবেদন।

দশরথনন্দন রাম সসৈন্যে সাগর অতিক্রম করলে শ্রীমান রাবণ তাঁর মন্ত্রী শুক ও সারণকে বললো—।।১।। রাম সাগরে একটি অভূতপূর্ব সেতুনির্মাণ করেছে। তাতে সমগ্র বানরবাহিনী সাগর পার হয়ে চলে এসেছে।।২।। সাগরে সেতুবন্ধন—এতো আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না! অবশ্য এখন আমায় জানতে হবে বানরসেনারা সংখ্যায় কতো ?।।৩।। তোমরা দু'জনে বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করবে। দেখবে কেউ যেন দেখতে না পায়! জেনে নেবে বানরসৈন্যের সংখ্যা কতো, তাদের বীরত্ব কেমন, আর বানরদের মধ্যে প্রধান কারা ?।।৪।। জেনে নেবে—সুগ্রীব এবং রামের

মন্ত্রিণো যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ। যে পূর্বমভিবর্তন্তে যে চ শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৫
স চ সেতুর্যথা বদ্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে। নিবেশশ্চ যথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।। ৬
রামস্য ব্যবসায়শ্চ বীর্যং প্রহরণানি চ। লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য তত্ত্বতো জ্ঞাতুমর্হথঃ।। ৭
কশ্চ সেনাপতিস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্। তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ।। ৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ। হরিরূপধরৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ বানরং বলম্।। ৯
ততস্তদ্ বানরং সৈন্যমচিন্ত্যং লোমহর্ষণম্। সঙ্খ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুক-সারণৌ।। ১০
তৎস্থিতং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ। সমুদ্রস্য চ তীরেষু বনেষু পবনেষু চ।
তরমাণঞ্চ তীর্ণঞ্চ তর্তুকামঞ্চ সর্বশঃ।। ১১
নিবিষ্টং নিবিশচ্চৈব ভীমনাদং মহাবলম্। তদ্বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ।। ১২
তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছন্নৌ বিভীষণঃ। আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুক-সারণৌ।। ১৩
তস্যৈতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ। লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয়।। ১৪
তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা। কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনং চেদমূচতুঃ।। ১৫
আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ। পরিজ্ঞাতুং বলং সর্বং তদিদং রঘুনন্দন।। ১৬
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ। অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সর্বভূতহিতে রতঃ।। ১৭
যদি দৃষ্টং বলং সর্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ। যথোক্তং বা কৃতং কার্য্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্।। ১৮
অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ। বিভীষণো বা কার্ৎস্ন্যেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি।। ১৯
ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি। ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ।। ২০

মনোমত মন্ত্রী কারা? সেনাবাহিনীর সামনে রয়েছে কোন্ বীর বানরেরা?।।৫।। সাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে কিভাবে সেই সেতু নির্মিত হলো? কিভাবে মহাত্মা বানরদের সন্নিবেশ হলো?।।৬।। বীর রাম ও লক্ষ্মণের ত্রাস, বীর্যবত্তা এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যথাযথভাবে সব জেনে নেবে।।৭।। হ্যাঁ, আরো জেনে নেবে, মহাপ্রাণ বানরদের সেনাপতিই বা কে? এইসব ভালোভাবে জেনে তাড়াতাড়ি চলে আসবে।।৮।। এইমতো আদিষ্ট হয়ে বীর শুক এবং সারণ বানরের রূপ ধারণ করে বানর-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলো *(মায়াবী এই রাক্ষসেরা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো। তাই শুক নামক এই রাক্ষস পূর্বে শুকপাখীর রূপ ধরে সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিলো। এখন শুকও সারণ বানরের রূপ ধারণ করলো)* ।।৯।। কিন্তু তারা চিন্তার অতীত সেই লোমহর্ষক বানরসৈন্যের সংখ্যা গণনায় সমর্থ হলো না।।১০।। তখন সেই বানরসৈন্যেরা সমুদ্রের তীরে, বনে এবং উপবনে সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ সমুদ্র পার হতে যাচ্ছে। কেউ পার হয়ে গেছে। কেউ পার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।।১১।। শুক ও সারণ এই দুই নিশাচর সেনাসন্নিবেশে প্রবেশ করে সেই অক্ষোভ্য সেনাসমুদ্রকে দেখলো। দেখলো ভীষণ গর্জন করছে মহাবলশালী বানরেরা।।১২।। ইত্যবসরে মহাতেজস্বী বিভীষণ আত্মগোপনকারী এই দু'জনকে দেখতে পেলো। শুক এবং সারণকে ধরে রামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো—।।১৩।। এই দু'জন হলো রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক আর সারণ। হে শত্রুপুরবিজয়ী, গুপ্তচররূপে এরা লঙ্কা হতে হেথায় প্রবেশ করেছে।।১৪।। সেই শুক ও সারণ রামকে দেখে ভয় পেয়ে ব্যথিত হয়ে নিজেদের প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিরাশ হয়ে করজোড়ে রামকে বললো—।।১৫।। হে রঘুনন্দন, হে সৌম্য, রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা উভয়ে এখানে এসেছি। এসেছি আপনার এই সেনাবাহিনীর শক্তিসামর্থ্য জানবার জন্যে।।১৬।। দশরথ-পুত্র রাম সর্বজনের কল্যাণে রত। শুক-সারণের সেই কথা শুনে তিনি একটু হেসে বললেন—।।১৭।। যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে দেখে থাকো, আমাদেরও ভালোভাবে দেখে থাকো, তাহলে এখন স্বচ্ছন্দে তোমরা চলে যাও।।১৮।। যদি কিছু এখনো দেখা না হয়ে ওঠে, আবার তা দেখে নিতে পারো। কিংবা বিভীষণ পুনরায় সব কিছু সম্পূর্ণভাবে দেখিয়ে দেবে।।১৯।। তোমরা এখানে ধরা পড়েছো বলে প্রাণের জন্য ভয় কোরো না। তোমরা ধরা পড়লেও তোমাদের হাতে অস্ত্র নেই। এবং তোমরা দূত। তাই অবধ্য।।২০।। ওহে

প্রচ্ছন্নৌ চ বিমুঞ্চেমৌ চারৌ রাত্রিঞ্চরাবুভৌ। শত্রুপক্ষস্য সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ।। ২১
প্রবিশ্য মহতীং লঙ্কাং ভবদ্ভ্যাং ধনদানুজঃ। বক্তব্যো রক্ষসাং রাজা যথোক্তং বচনং মম।। ২২
যদ্ বলং ত্বং সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি। তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যশ্চ সবান্ধবঃ।। ২৩
শ্বঃ কাল্যে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্। রক্ষসাঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া।। ২৪
ক্রোধং ভীমমহং মোক্ষ্যে সসৈন্যে ত্বয়ি রাবণ। শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ।। ২৫
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুক-সারণৌ। জয়েতি প্রতিনন্দ্যৈনং রাঘবং ধর্মবৎসলম্।। ২৬
আগম্য নগরীং লঙ্কামব্রূতাং রাক্ষসাধিপম্। বিভীষণগৃহীতৌ তু বধার্থং রাক্ষসেশ্বর।। ২৭
দৃষ্ট্বা ধর্মাত্মনা মুক্তৌ রামেণামিততেজসা। একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।। ২৮
লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢবিক্রমাঃ। রামো দাশরথিঃ শ্রীমাঁল্লক্ষ্মণশ্চ বিভীষণঃ।। ২৯
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ। এতে শক্তাঃ পুরীং লঙ্কাং স প্রাকারাং সতোরণাম্।। ৩০
উৎপাট্য সংক্রাময়িতুং সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ। যাদৃশং তদ্ধি রামস্য রূপং প্রহরণানি চ।। ৩১
বধিষ্যতি পুরীং লঙ্কামেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ। রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী।।
বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ৩২
প্রহৃষ্টযোধা ধ্বজিনী মহাত্মানাং বনৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্।
অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং প্রদীয়তাং দশরথায় মৈথিলী।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

বিভীষণ, শত্রুপক্ষে সর্বদা ভেদসৃষ্টি করার জন্য যদিও এরা এসেছে, তবুও এই প্রচ্ছন্নচারী গুপ্তচর রাক্ষস দু'জনকে ছেড়ে দাও।।২১।। তারপর শুক-সারণকে রাম বললেন—ঐশ্বর্যময়ী লঙ্কায় প্রবেশ করে রাক্ষসদের রাজা, কুবেরের ছোটোভাই রাবণকে আমি যা বলছি তোমরা দু'জনেই তা বলবে— ।।২২।। যে শক্তিকে আশ্রয় করে তুমি আমার সীতাকে হরণ করেছো, সৈন্য এবং বান্ধবদের নিয়ে এখন তাই তুমি ইচ্ছামতো দেখাও।।২৩।। আগামীকালই তুমি দেখতে পাবে প্রাকার এবং তোরণ-সমন্বিত লঙ্কানগরীকে আমি বাণের দ্বারা ধ্বংস করে ফেলছি। ধ্বংস করছি রাক্ষসদের সৈন্যবাহিনী।।২৪।। ওহে রাবণ, বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদের ওপর বজ্রনিক্ষেপ করেন, সৈন্যসহ তোমার ওপর আমি আমার ভয়ঙ্কর ক্রোধ কালই নিক্ষেপ করবো।।২৫।। শুক এবং সারণ এইভাবে সমাদিষ্ট হয়ে ধর্মনিষ্ঠ রামকে বললো, আপনার জয় হোক।।২৬।। লঙ্কানগরীতে এসে রাক্ষসরাজ রাবণকে তারা বললো, হে রাক্ষসরাজ, বধের জন্য বিভীষণ আমাদের দু'জনকে ধরে ফেলেছিলো।।২৭।। অমিত-তেজস্বী ধর্মাত্মা রাম আমাদের দেখে ছেড়ে দিলেন। দেখলাম চারজন শ্রেষ্ঠপুরুষ সেখানে একত্রিত হয়েছেন।।২৮।। তাঁরা সব লোকপালদের তুল্য বীর এবং প্রবল পরাক্রমী। এই চারজন হলেন—দশরথ-নন্দন রাম, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ, বিভীষণ,...।।২৯।। এবং মহাতেজস্বী, বিক্রমে মহেন্দ্রতুল্য সুগ্রীব। প্রাকার এবং তোরণ-সমন্বিত লঙ্কাপুরীকে এঁরা উৎপাটিত করতে সমর্থ।।৩০।। লঙ্কাকে তুলে অন্যত্র স্থাপন করতেও পারেন এঁরা। বানরেরা সব পড়ে থাক। রামের যেরকম রূপ এবং প্রহরণ সব দেখলাম— ।।৩১।। তাতে তিনি একাই লঙ্কাকে ধ্বংস করতে পারেন। আর তিনজনের প্রয়োজন নেই। রাম-লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত ঐ বাহিনী দেবতা এবং দানবদের দ্বারাও অজেয় বলে মনে হয়।।৩২।। সেই মহাত্মাদের সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধারা খুবই আনন্দে আছে। বনবাসী ঐ ভল্লুক এবং বানরবাহিনী যুদ্ধে সমুৎসুক। এদের সঙ্গে বিরোধে প্রয়োজন নেই। শান্তিস্থাপন করুন। রামের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করুন।।৩৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণসমীপে সারণস্য পৃথকশো বানরযূথপতীনাং পরিচয়দানম্

তদ্বচঃ সত্যমক্লীবং সারণেনাভিভাষিতম্। নিশম্য রাবণো রাজা প্রত্যভাষত সারণম্।। ১
যদি মামভিযুঞ্জীরন্ দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। নৈব সীতামহং দদ্যাং সর্বলোকভয়াদপি।। ২
ত্বং তু সৌম্য পরিত্রস্তো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্। প্রতিপ্রদানমদ্যৈব সীতায়াঃ সাধু মন্যসে।। ৩
কো হি নাম সপত্নো মাং সমরে জেতুমর্হতি। ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ৪
আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্। বহুতালসমুৎসেধং রাবণোঽথ দিদৃক্ষয়া।। ৫
তাভ্যাং চরাভ্যাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। পশ্যমানঃ সমুদ্রং তং পর্বতাংশ্চ বনানি চ।। ৬
দদর্শ পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্লবঙ্গমৈঃ। তদপারমসহ্যঞ্চ বানরাণাং মহাবলম্।। ৭
আলোক্য রাবণো রাজা পরিপপ্রচ্ছ সারণম্। এষাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ।। ৮
কে পূর্বমভিবর্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ। কেষাং শৃণোতি সুগ্রীবঃ কে বা যূথপযূথপাঃ।। ৯
সারণাচক্ষ্ব মে সর্বং কিম্প্রভাবাঃ প্লবঙ্গমাঃ। সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।। ১০
আবভাষেঽথ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ। এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নর্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ।। ১১
যূথপানাং সহস্রেণ শতেন পরিবারিতঃ। যস্য ঘোষেণ মহতা সপ্রাকারা সতোরণা।। ১২
লঙ্কা প্রতিহতা সর্বা সশৈলবনকাননা। সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।। ১৩
বলাগ্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নামৈষ যূথপঃ। বাহূ প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্যবান্।। ১৪
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদতীক্ষ্ণঞ্চ বিজৃম্ভতে। গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ।। ১৫

ষড়বিংশ (২৬) সর্গ

রাবণের কাছে বানরদলপতিগণের সারণের দ্বারা পৃথক পৃথক পরিচয়-প্রদান

সারণের সত্য এবং দৃপ্ত সেই বাক্য শুনে রাজা রাবণ তাকে প্রত্যুত্তরে বললো— ।।১।। দেব, দানব এবং গন্ধর্বেরাও যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, ত্রিভুবনের সবাই যদি আমাকে ভয় দেখায়, তবুও সীতাকে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেবো না।।২।। হে সৌম্য, বানরেরা তোমায় খুবই নির্যাতন করেছে। তারজন্যই তুমি সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো মনে করছো।।৩।। কে সেই শত্রু যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে ? রাক্ষসরাজ রাবণ এরকম কঠোরবাক্য বললেন।।৪।। শ্রীমান রাবণ তারপর বানরবাহিনীকে দেখার জন্য তুষারশুভ্র এবং তালগাছের সমান উঁচু প্রাসাদের ওপরে উঠে গেলো (*দিদৃক্ষয়া—দেখার ইচ্ছায়*) ।।৫।। রাবণ রেগে মূর্ছিত হয়ে সেই চারজনের সঙ্গে সেই সমুদ্র, পর্বত এবং বনগুলি দেখতে লাগলো।।৬।। দেখালো সারা পৃথিবী বানরদের দ্বারা ছেয়ে গেছে। বানরদের অনন্ত এই বিশাল সেনাবাহিনী দেখে তার অসহ্য মনে হলো।।৭।। রাজা রাবণ এইসব দেখে সারণকে জিজ্ঞেস করলো— এঁদের মধ্যে কোন বানরেরা প্রধান, কারা বীর, কারা খুব বলশালী ?।।৮।। কারা মহোৎসাহে সবদিক রক্ষা করার জন্য সামনের দিকে রয়েছে ? সুগ্রীব কাদের কথা শোনেন আর কারা দলপতিদেরও দলপতি ?।।৯।। হে সারণ, আমায় সব ভালোভাবে বলো। এই বানরদের প্রভাব কিরকম ? সারণ রক্ষোরাজের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বাক্য বলতে আরম্ভ করলো।।১০।। সে জানে বনবাসী বানরদের মধ্যে কে প্রধান। বললো, ঐ দেখুন একটি বানর লঙ্কার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে।।১১।। শতসহস্র দলপতির দ্বারা সে পরিবেষ্টিত। তার ভীষণ গর্জনে প্রাকার এবং তোরণসহ...।।১২।। এবং পাহাড়, বন, বাগানসহ সমগ্র লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মহাত্মা সুগ্রীব হলেন সকল বানরদের রাজা।।১৩।। এই যূথপতির নাম হলো নীল। সৈন্যবাহিনীর সামনে সেই রয়েছে। বীর্যবান সে। বাহু তুলে পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।।১৪।। ঐ আরেকজন লঙ্কার দিকে মুখ করে রেগে মুখ হাঁ করে তাকাচ্ছে। শৈলশৃঙ্গের মতো সে মহাকায়। পদ্মের কেশরের মতো সে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ।।১৫।।

স্ফোটয়ত্যতিসংরব্ধো লাঙ্গূলঞ্চ পুনঃ পুনঃ। যস্য লাঙ্গূলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ।। ১৬
এষ বানররাজেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ। যুবরাজোঽঙ্গদো নাম ত্বামাহ্বয়তি সংযুগে।। ১৭
বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ। রাঘবার্থে পরাক্রান্তঃ শক্রার্থে বরুণো যথা।। ১৮
এতস্য সা মতিঃ সর্বা যদ্ দৃষ্টা জনকাত্মজা। হনূমতা বেগবতা রাঘবস্য হিতৈষণা।। ১৯
বহূনি বানরেন্দ্রাণামেষ যূথানি বীর্যবান্। পরিগৃহ্যাভিযাতি ত্বাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।। ২০
অনুবালিসুতস্যাপি বলেন মহতা বৃতঃ। বীরস্তিষ্ঠতি সংগ্রামে সেতুহেতুরয়ং নলঃ।। ২১
যে তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি ক্ষ্বেড়য়ন্তি নদন্তি চ। উত্থায় চ বিজৃম্ভন্তে ক্রোধেন হরিপুঙ্গবাঃ।। ২২
এতে দুষ্প্রসহা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ। অষ্টৌ শতসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ।
য এনমনুগচ্ছন্তি বীরাশ্চন্দনবাসিনঃ।। ২৩
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকে মর্দিতুম্। শ্বেতো রজতসঙ্কাশশ্চপলো ভীমবিক্রমঃ।। ২৪
বুদ্ধিমান্ বানরঃ শূরস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ।। ২৫
বিভজন্ বানরীং সেনামনীকানি প্রহর্ষয়ন্। যঃ পুরা গোমতীতীরে রম্যং পর্যেতি পর্বতম্।। ২৬
নাম্না সংরোচনা নাম নানানগযুতো গিরিঃ। তত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যেষ কুমুদো নাম যূথপঃ।। ২৭
যোঽসৌ শতসহস্রাণি সহর্ষং পরিকর্ষতি। যস্য বালা বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ।। ২৮
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ। অদীনো বানরশ্চণ্ডঃ সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতি।
এষোঽপ্যাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।। ২৯
যস্ত্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ কপিলো দীর্ঘকেসরঃ। নিভৃতঃ প্রেক্ষতে লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা।। ৩০

অত্যন্ত রাগে সে বিকট নিনাদ করছে। লাঙ্গূল সে আছড়াচ্ছে বারবার। তার ল্যাজের ঝাপটার শব্দ দিগ্‌বিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।।১৬।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়েছে এই অঙ্গদ। সে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।।১৭।। অঙ্গদ হলো বালির সুযোগ্য পুত্র এবং সুগ্রীবের সর্বদা প্রিয়। ইন্দ্রের জন্য বরুণের মতো রামের জন্য অঙ্গদ পরাক্রমপ্রকাশে উন্মুখ।।১৮।। এরই মন্ত্রণায় রামের হিতৈষী বেগবান হনুমান সীতাকে দেখে এসেছে।।১৯।। এই বীর্যবান অঙ্গদ বানরমুখ্যদের বহু দলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে আপনাকে পরাজিত করার জন্য অভিযান করছেন (*অনীক—সেনাবাহিনী*)।।২০।। সাগরে সেতুবন্ধনকারী বীর নল বিরাটবাহিনী নিয়ে বালিপুত্র অঙ্গদের পশ্চাতে অবস্থান করছে।।২১।। বানরেরা সিংহনাদ করে গর্জন করছে, উঠে ক্রোধে মুখে হাঁ-করছে এবং নিজেদের গা-গুলিকে স্তম্ভিত করছে।।২২।। এরা সব এমনি ভয়ঙ্কর যে এদের সহজে সহ্য করা যায় না। ভীষণ এদের পরাক্রম। সংখ্যায় এরা সহস্রকোটি আট লক্ষ। চন্দনবনবাসী এই বীর বানরেরা সংরোচন নামক বানরকে অনুসরণ করছে।।২৩।। এই সংরোচনের বর্ণ হচ্ছে রূপোর মতো শুভ্র। সে চঞ্চল-স্বভাব এবং ভীষণ পরাক্রমশীল। নিজের সেনার দ্বারাই সে লঙ্কাকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করছে।।২৪।। এই বানর বুদ্ধিমান, বীর এবং ত্রিভুবনে বিখ্যাত। সে দ্রুত সুগ্রীবের কাছে আসছে। আবার ফিরে যাচ্ছে।।২৫।। বানরবাহিনীকে বিন্যস্ত করে সৈন্যদের আনন্দিত করেছে সে। পূর্বে গোমতীতীরে রমণীয় পর্বতে সে বাস করতো।।২৬।। নাম তার সংরোচন। নানা পাহাড় নিয়ে একটি পর্বত আছে। কুমুদ নামক বানরদলপতি সেখানেই শাসন করে।।২৭।। সে শত-সহস্র বানরকে আনন্দে আকর্ষণ করে। তার বগলে রয়েছে বহু রোমরাজি। সেগুলি তার লম্বা ল্যাজেও দেখা যায়।।২৮।। সেই রোমরাজি স্থানে স্থানে তাম্র, পীত, কৃষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে। দেখতে ভীষণ। আবার দেখুন ঐ যে চণ্ড নামক বানর যুদ্ধ করতে চাইছে। সেও নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে লঙ্কাকে মর্দিত করতে চাইছে।।২৯।। ঐ দেখুন, রম্ভ নামক বানর। সিংহের মতো পিঙ্গলবর্ণ সে এবং দীর্ঘকেশর-সমন্বিত। আড়াল থেকে এমনভাবে দেখছে, যেন চোখ দিয়ে সবকিছু দগ্ধ করে ফেলবে।।৩০।। হে রাজন্, সেই বানরপতি রম্ভ বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য এবং সুদর্শন পর্বতকে রাজ্যরূপে

বিন্ধ্যং কৃষ্ণগিরিং সহ্যং পর্বতঞ্চ সুদর্শনম্। রাজন্ সততমধ্যাস্তে স রম্ভো নাম যূথপঃ।
শতং শতসহস্রাণাং ত্রিংশচ্চ হরিপুঙ্গবাঃ।। ৩১
যং যান্তং বানরা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ। পরিবার্যানুগচ্ছন্তি লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা।। ৩২
যস্তু কর্ণৌ বিবৃণুতে জৃম্ভতে চ পুনঃ পুনঃ। ন তু সংবিজতে মৃত্যোর্ন চ সেনাং প্রধাবতি।। ৩৩
প্রকম্পতে চ রোষেণ তির্যক্ চ পুনরীক্ষতে। পশ্য লাঙ্গূলবিক্ষেপং ক্ষ্বেডত্যেব মহাবলঃ।। ৩৪
মহাজবো বীতভয়ো রম্যং সাল্বেয়পর্বতম্। রাজন্ সততমধ্যাস্তে শরভো নাম যূথপঃ।। ৩৫
এতস্য বলিনঃ সর্বে বিহারা নাম যূথপাঃ। রাজঞ্ছতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ।। ৩৬
যস্তু মেঘ ইবাকাশং মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি। মধ্যে বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ।। ৩৭
ভেরীণামিব সন্নাদো যস্যৈষ শ্রূয়তে মহান্। ঘোষঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামমভিকাঙ্‌ক্ষতাম্।। ৩৮
এষ পর্বতমধ্যাস্তে পারিযাত্রমনুত্তমম্। যুদ্ধে দুষ্প্রসহো নিত্যং পনসো নাম যূথপঃ।। ৩৯
এনং শতসহস্রাণাং শতার্ধং পর্যুপাসতে। যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠং যেষাং যূথানি ভাগশঃ।। ৪০
যস্তু ভীমাং প্রবল্গন্তীং চমূং তিষ্ঠতি শোভয়ন্। স্থিতাং তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।। ৪১
এষ দর্দুরসঙ্কাশো বিনতো নাম যূথপঃ। পিবংশ্চরতি যো বেণাং নদীনামুত্তমাং নদীম্।। ৪২
যষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্লবঙ্গমাঃ। ত্বামাহ্বয়তি যুদ্ধায় ক্রোধনো নাম বানরঃ।। ৪৩
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ যথা যূথানি ভাগশঃ। যস্তু গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ।। ৪৪
অবমত্য সদা সর্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ। গবয়ো নাম তেজস্বী ত্বাং ক্রোধাদভিবর্ততে।। ৪৫
এনং শতসহস্রাণি সপ্ততিঃ পর্যুপাসতে। এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকে মর্দিতুম্।। ৪৬
এতে দুষ্প্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে। যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠাস্তেষাং যূথানি ভাগশঃ।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

পেয়ে সেইসব স্থানে সর্বদাই বাস করে। ত্রিশ কোটি বানরবীর, যারা ভয়ঙ্কর এবং অত্যন্ত পরাক্রমী,তারা লঙ্কাকে তেজে বিধ্বস্ত করার জন্য তাকে চলার সময় ঘিরেই চলেছে।।৩১-৩২।। ঐ যে আর এক বানর কান ঢেকে চলেছে আর বারংবার হাই তুলছে, সে মৃত্যুকেও ভয় করে না, ভয়ে সেনার পেছনেও ছোটে না,...।।৩৩।। রেগে সে কাঁপছে, বারংবার বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে, দেখুন, তার ল্যাজের আছড়ানো। মহাবলবান যে সিংহের মতো গর্জন করছে।।৩৪।। মহাবেগবান, নির্ভীক শরভ নামক সেই যূথপতি, হে রাজন্, সুন্দর সাল্বেয়পর্বতে সে বাস করে।।৩৫।। রাজন্, এই বলবান বানরের একচল্লিশ লক্ষ বিহার নামক যূথপতি বানরেরা রয়েছে।।৩৬।। বিরাট আকাশ মেঘ যেমন ছেয়ে থাকে, ইন্দ্রকে যেমন দেবতারা পরিবৃত করে রাখেন, তেমনি তাকেও বানরেরা ঘিরে রয়েছে।।৩৭।। আর একজন পনস নামক যূথপতিকে দেখুন। ভেরীর নিনাদের মতো তার উচ্চস্বর শোনা যায়, তার সঙ্গের বানরেরা যখন যুদ্ধের ইচ্ছা করে।।৩৮।। এই পনস বাস করে পারিযাত্র পর্বতে। এরচেয়ে আর উত্তম পর্বত নেই। যুদ্ধে সর্বদাই সে দুষ্পরাজেয়।।৩৯।। পঞ্চাশ হাজার বানর এঁকে সেবা করে। এরা নিজ নিজ সেনাগণের সঙ্গে এই বানরবীরের অনুগামী।।৪০।। ঐ যে, আর একটি ভীষণ সেনাবাহিনী দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রতীরে দ্বিতীয় সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছে সেই সেনাবাহিনীকে।।৪১।। এই যে বিনত নামক মেঘের মতো আর এক বানরদলপতি। চলতে চলতে বেনা নামক উত্তমনদীর জল সে পান করে (দর্দুর—মেঘ, ভেক)।।৪২।। ষাটলক্ষ বানর এর অধীনস্থ সেনা। ঐ যে ক্রোধ নামক বানর আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে।।৪৩।। এই বানরবীরের অধীনে যে সকল বলবান দলপতি আছে, তাদের প্রত্যেকের অধীনেই ঐরকমেরই বলশালী বানর-সৈন্য রয়েছে। আবার দেখুন ঐ যে বানর গৈরিকবর্ণের বপু ধারণ করে আছে, বলদৃপ্ত হয়ে সে অন্যসব বানরকে দাবিয়ে রেখেছে। গবয় নামক সেই তেজস্বী ক্রোধে আপনার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে।।৪৪-৪৫।। সত্তর লক্ষ বানর একে সেবা করে। এও নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে লঙ্কাকে ধ্বংস করতে চাইছে।।৪৬।। এই দুঃসহ বানরবীরদের সংখ্যা জানা যায় না। যূথপতিরা রয়েছে, যূথপতিদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, তারা রয়েছে, তাদের অধীনে ভাগে ভাগে অন্য বানরেরা রয়েছে।।৪৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়্‌বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।।

বানরসেনানাং মধ্যে প্রধান-যূথপতীনাং পরিচয়দানম্

তাংস্তু তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যূথপান্। রাঘবার্থে পরাক্রান্তা যে ন রক্ষন্তি জীবিতম্।। ১
স্নিগ্ধা যস্য বহ্ব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ। তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ।। ২
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ। পৃথিব্যাং চানুকৃষ্যন্তে হরো নামৈষ বানরঃ।। ৩
যং পৃষ্ঠতোঽনুগচ্ছন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ। বৃক্ষানুদ্যম্য সহসা লঙ্কারোহণতৎপরাঃ।। ৪
যূথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ। নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি।। ৫
অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্। অসংখ্যেয়াননির্দেশান্ পরং পারমিবোদধেঃ।। ৬
পর্বতেষু চ যে কেচিদ্ বিষয়েষু নদীষু চ। এতে ত্বামভিবর্তন্তে রাজনৃক্ষাঃ সুদারুণাঃ।। ৭
এষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ। পর্জন্য ইব জীমূতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ।। ৮
ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্মদাং পিবন্। সর্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ।। ৯
যবীয়ানস্য তু ভ্রাতা পশ্যৈনং পর্বতোপমম্। ভ্রাতা সমানো রূপেণ বিশিষ্টস্তু পরাক্রমে।। ১০
স এষ জাম্ববান্ নাম মহাযূথপযূথপঃ। প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্বমর্ষণঃ।। ১১
এতেন সাহ্যস্তু মহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা। দৈবাসুরে জাম্ববতা লব্ধাশ্চ বহবো বরাঃ।। ১২
আরুহ্য পর্বতাগ্রেভ্যো মহাভ্রবিপুলাঃ শিলাঃ। মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ।। ১৩
রাক্ষসানাঞ্চ সদৃশাঃ পিশাচানাঞ্চ রোমশাঃ। এতস্য সৈন্যা বহবো বিচরন্ত্যমিতৌজসঃ।। ১৪
য এনমভিসংরব্ধং প্লবমানমবস্থিতম্। প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্বে স্থিতা যূথপযূথপম্।। ১৫

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

বানরসেনাদের মধ্যে প্রধান দলপতিদের পরিচয়-প্রদান

মহারাজ রাবণ, আপনি যে সব বানর দলপতিদের দেখছেন, তাদের পরিচয় আমি বলছি। রামের জন্য পরাক্রম প্রকাশে তারা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে চায়।। ১ ।। ঐ দেখুন, ভয়ঙ্করকর্মকারী হর নামক বানর। তার বিশাল বগল। বেশ লম্বা তার ল্যাজ। তার রোমরাজি স্থানে স্থানে তাম্র, পীত, কৃষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণ।।২ ।। সূর্যের কিরণের মতো তার কেশরাজি। পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করছে। বানরটির নাম হর।।৩।। তার পেছনে চলেছে শতসহস্র বানরদলপতি। গাছ হাতে নিয়ে দ্রুত তারা লঙ্কা আক্রমণে তৎপর।।৪।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের সেবক বানরদলপতিরা এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের তুমি দেখছো...।।৫ ।। তারা সব কালো কাজল এবং মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ। যুদ্ধে তারা সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী। সমুদ্রের অপরপারে তারা অসংখ্য সংখ্যায় অবস্থান করছে।।৬।। হে রাজন্, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই ভল্লুকেরা যারা পর্বতে, সমতলে এবং নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে,তারা আপনার দিকেই যুদ্ধের জন্য আসছে।।৭।। রাজন্, এদের মধ্যেই অবস্থান করছে ভীষণ চোখ এবং ভীষণদর্শন এক বানর যূথপতি। চারদিকে মেঘের দ্বারা পরিবৃত। বৃষ্টির অধিদেবতা পর্জন্যের মতো সে বিরাজ করছে।।৮ ।। নর্মদার জল পান করে পর্বতশ্রেষ্ঠ খক্ষপর্বতে সে বাস করে। সকল ভল্লুকদের সে অধিপতি। ধূম্র হলো তার নাম।।৯।। তার এক ভাই আছে। তাকে দেখুন। সে আকারে পর্বতের মতো। ছোটো হলেও রূপে সে দাদার সমান। আর পরাক্রমে-বিশেষ স্থান সে অধিকার করে আছে।।১০।। তার নাম হলো জাম্ববান। বিশাল দলপতিদেরো সে দলপতি। প্রশান্তচিত্ত, গুরুর অনুগামী এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে সম্যগ্ প্রহারে সে উদগ্র।।১১।। এই ধীমান জাম্ববান দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করে বহু বর লাভ করেছে।।১২।। ঐ দেখুন, বিশালকায় ভল্লুক সৈন্যদের। তারা মৃত্যুতেও উদ্‌বিগ্ন হয় না। পাহাড়ের চূড়া থেকে মেঘের মতো বিশাল শিলাখণ্ড তারা নিক্ষেপ করছে।।১৩।। এর অমিততেজা সৈন্যের বহুসংখ্যায় বিচরণ করছে। তারা কেউ রাক্ষসদের মতো, কেউ বা পিশাচদের মতো রোমযুক্ত।।১৪।। হে রাজন্, দেখুন, একটি বানর খুব লাফালাফি করছে। সে আবার দলপতিদেরো দলপতি। অন্যসব বানরেরা তাকে তাকিয়ে দেখছে।।১৫।। এই বানরপতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে

এষ রাজন্ সহস্রাক্ষং পর্যুপাস্তে হরীশ্বরঃ। বলেন বলসংযুক্তো দম্ভো নামৈষ যূথপঃ।। ১৬
যঃ স্থিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে। উর্ধ্বং তথৈব কায়েন গতঃপ্রাপ্নোতি যোজনম্।। ১৭
যস্মাত্তু পরমং রূপং চতুষ্পাৎসু ন বিদ্যতে। শ্রুতঃ সন্নাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ।। ১৮
যেন যুদ্ধং তদা দত্তং রণে শক্রস্য ধীমতা। পরাজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোঽয়ং যূথপযূথপঃ।। ১৯
যস্য বিক্রমমাণস্য শক্রস্যেব পরাক্রমঃ। এষ গন্ধর্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা।। ২০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্। যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বুমুপনিষেবতে।। ২১
যো রাজা পর্বতেন্দ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্। বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতুস্তে রাক্ষসাধিপ।। ২২
তত্রৈষ রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ। যুদ্ধেষ্বকত্থনো নিত্যং ক্রথনো নাম যূথপঃ।। ২৩
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ। এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।। ২৪
যো গঙ্গামনুপর্যেতি ত্রাসয়ন্ গজযূথপান্। হস্তিনাং বানরাণাঞ্চ পূর্ববৈরমনুস্মরণ্।। ২৫
এষ যূথপতির্নেতা গর্জন্ গিরিগুহাশয়ঃ। গজান্ রোধয়তে বন্যানারুজংশ্চ মহীরুহান্।। ২৬
হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু। উশীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্বতোত্তমম্।। ২৭
রমতে বানরাশ্রেষ্ঠো দিবি শক্র ইব স্বয়ম্। এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ততে।। ২৮
বীর্যবিক্রমদৃপ্তানাং নর্দতাং বাহুশালিনাম্। স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।। ২৯
স এষ দুর্ধরো রাজন্ প্রমাথী নাম যূথপঃ। বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি।। ৩০
অনীকমপি সংরব্ধং বানরাণাং তরস্বিনাম্। উদ্ধৃতমরুণাভাসং পবনেন সমন্ততঃ।। ৩১
বিবর্তমানং বহুশো যত্রৈতদ্বহুলং রজঃ। এতেঽসিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ।। ৩২
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বৈ সেতুবন্ধনম্। গোলাঙ্গূলং মহারাজ গবাক্ষং নাম যূথপম্।। ৩৩

উপাসনা করে। সৈন্যদের বলে সে আরো বলীয়ান। এই যূথপতির নাম হলো দম্ভ।।১৬।। আর একজনকে দেখুন। পর্বতকে সে স্পর্শ করে সেবা করে। উঠে দাঁড়ালে সে দেহের দ্বারা এক যোজন লম্বা হয়ে যায়।।১৭।। চতুষ্পদের মধ্যে তার মতো ভয়ঙ্কররূপ আর কারো নেই। বানরদের সে পিতামহ। সন্নাদন নামে সে বিখ্যাত।।১৮।। সেই বুদ্ধিমান বানর ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয় নি। বানর শ্রেষ্ঠ সে।।১৯।। যে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান তেমন আর এক বানরকে দেখুন। অগ্নির দ্বারা গন্ধর্বকন্যার গর্ভে তার জন্ম *(কৃষ্ণবর্ত্মা— অগ্নি)* ।।২০।। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্যের জন্য রাজা বৈশ্রবণ আপনার ভ্রাতা তথা রাজা কুবের জামাগাছের ছায়ায় বসে থাকেন।।২১।। হে রাক্ষোরাজ, বহু-কিঙ্কর-সেবিত পর্বতরাজ বিহার করলে সুখ মেলে।।২২।। বানরশ্রেষ্ঠ, বলবান, শ্রীমান ক্রথন নামক দলপতি সেইখানে আনন্দে বিহার করে। যুদ্ধে তার যে কতো নৈপুণ্য তা কথায় বলা যায় না।।২৩।। কোটিসহস্র বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে ঐখানে অবস্থান করছে। নিজের বাহিনী নিয়েই সে লঙ্কাকে আক্রমণ করতে চাইছে।।২৪।। সে গঙ্গার কাছে গিয়ে হাতী এবং বানরদের পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে তাদের এসে উৎপাদন করে।।২৫।। এই বানর-যূথপতি বানরনেতা পর্বতের গুহায় গিয়ে শুয়ে যখন গর্জন করে, তখন হাতীদের গতিরুদ্ধ হয়ে যায়, বিশাল বন্যবৃক্ষগুলি কাঁপতে থাকে।।২৬।। এই বানরশ্রেষ্ঠ হৈমবতীনদীর তীরে উশীরের বীজ খেয়ে অবস্থান করে এবং মন্দরপর্বতকে আশ্রয় করে আনন্দেই বসবাস করে *(উশীর— তৃণবিশেষ। তার মূল খুবই স্নিগ্ধ। মাথা ধরলে তার মূল থেঁতলে রসের প্রলেপ দেওয়া হয়)* ।।২৭।। এই বানরশ্রেষ্ঠ শতসহস্র বানরে পরিবৃত হয়ে স্বর্গের ইন্দ্রের মতো বিচরণ করে।।২৮।। বীর্যে এবং বিক্রমে দৃপ্ত, বাহুবলে বলীয়ান, গর্জনরত মহাপ্রাণ বানরদের এই আর এক নেতাকে দেখুন।।২৯।। রাজন্, প্রমাথী নামক দুর্ধর্ষ এই বানর যূথপতি। বায়ুর দ্বারা চালিত উদ্ধত মেঘের মতো তাঁকে দেখুন।।৩০।। দ্রুতগামী বানরদের সৈনিকেরা যাত্রা শুরু করেছে। তাদের দ্বারা উত্থিত অরুণবর্ণ ধূলিজাল বাতাসে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।।৩১।। এই ধূলিরাশি বহুলভাবে বহুদিকে উড়ছে। এই দেখুন গোলাঙ্গূল নামক মহাবলশালী বানরদের। তারা ভয়ঙ্করদর্শন এবং তাদের মুখগুলি আবার শাদা।।৩২।। মহারাজ, গবাক্ষ নামক দলপতিকে ঘিরে বসে শতসহস্র গোলাঙ্গূল বানর সেতুবন্ধের দিকে তাকিয়ে আছে।।৩৩।। লঙ্কাকে বীর্যবত্তার দ্বারা বিপর্যস্ত করার জন্য তাকে ঘিরে তারা গর্জন করছে। দেখুন, একটি পর্বত আছে, যেখানে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করে

পরিবার্যাভিনর্দন্তে লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা। ভ্রমরাচরিতা যত্র সর্বকালফলদ্রুমাঃ।। ৩৪
যং সূর্যস্তুল্যবর্ণাভমনুপর্যেতি পর্বতম্। যস্য ভাসা সদা ভান্তি তদ্বর্ণা মৃগপক্ষিণঃ।। ৩৫
যস্য প্রস্থং মহাত্মানো ন ত্যজন্তি মহর্ষয়ঃ। সর্বকামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ।। ৩৬
মধূনি চ মহার্হাণি যস্মিন্ পর্বতসত্তমে। তত্রৈষ রমতে রাজন্ রম্যে কাঞ্চনপর্বতে।। ৩৭
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেসরী নাম যূথপঃ। ষষ্টিগিরিসহস্রাণি রম্যাঃ কাঞ্চনপর্বতাঃ।। ৩৮
তেষাং মধ্যে গিরিবরস্ত্বমিবানঘ রক্ষসাম্। তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতাস্তাম্রাস্যা মধুপিঙ্গলাঃ।। ৩৯
নিবসন্ত্যন্তিমগিরৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা নখায়ুধাঃ। সিংহা ইব চতুর্দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ।। ৪০
সর্বে বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিসোপমাঃ। সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গূলা মত্তমাতঙ্গসন্নিভাঃ।। ৪১
মহাপর্বতসঙ্কাশা মহ জীমূতনিঃস্বনাঃ। বৃত্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাভীমগতিস্বনাঃ।। ৪২
মর্দয়ন্তীব তে সর্বে তস্থুর্লঙ্কাং সমীক্ষ্য তে। এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্যবান্।। ৪৩
জয়ার্থী নিত্যমাদিত্যমুপতিষ্ঠতি বীর্যবান্। নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ।। ৪৪
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্। বিক্রান্তো বলবাঞ্ছূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ।। ৪৫
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং দয়াং ন কুরুতে হরিঃ। গজো গবাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ।। ৪৬
একৈকমেব যোধানাং কোটিভির্দশভির্বৃতঃ। তথান্যে বানরশ্রেষ্ঠা বিন্ধ্যপর্বতবাসিনঃ।
ন শক্যন্তে বহুত্বাৎ তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ।। ৪৭
সর্বে মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ সর্বে মহাশৈলনিকাশকায়াঃ।
সর্বে সমর্থাঃ পৃথিবীং ক্ষণেন কর্তুং প্রবিধ্বস্তবিকীর্ণশৈলাম্।। ৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

সর্বকালেই ফলদান করে এমন সব গাছ সেখানে রয়েছে।।৩৪।। সূর্যকিরণের মতো সেই পর্বতের আভা। তারই আলোয় সেখানকার পশু-পাখীরা সব উজ্জ্বল হয়ে আছে।।৩৫।। মহাত্মা মহর্ষিরা তার সানুদেশ ত্যাগ করেন না। যে যেমন কামনা করে সেইরকম ফলে সেই বক্ষগুলি সমৃদ্ধ।।৩৬।। রাজন্, সেই শৈলশ্রেষ্ঠ মহার্ঘ মধু রয়েছে প্রভূত। রমণীয়, সোনার বরণ সেই পাহাড়ে এই বানর আনন্দে বাস করে।।৩৭।। তার নাম হলো কেশরী। সেই যূথপতি কেশরী বানরমুখ্যদের মধ্যেও মুখ্য। আরো দেখুন, ষাট হাজার রমণীয় সোনার বরণ পাহাড় রয়েছে।।৩৮।। হে নিষ্পাপ, রাক্ষসদের মধ্যে যেমন আপনিই প্রধান, তেমনি সেই পাহাড়গুলির মধ্যে একটি প্রধান পাহাড় আছে। সেটিই শেষ পাহাড়। সেখানে যে বানরেরা বাস করে, তারা কপিলবর্ণ। তাদের মুখ শাদা আর তাম্রবর্ণ। তারা অনেকে আবার মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণ।।৩৯।। সেই শেষ পাহাড়ে বসবাসকারী বানরদের ধারালো দাঁত আর নখ হলো তাদের অস্ত্র। সিংহের মতো তাদের চারটি দাঁত রয়েছে। বাঘের মতো তারা দুর্ধর্ষ।।৪০।। তারা সবাই আগুনের মতো তেজস্বী। তাদের দেখলে মনে হতো বিষাক্ত সাপ যেন রাগে জ্বলছে। খুবই লম্বা আর সুন্দর তাদের ল্যাজ। মত্তমাতঙ্গের মতো তারা বিরাটকায়।।৪১।। বিশাল পাহাড়ের মতো তারা উঁচু। ভীষণ মেঘের মতো তাদের গর্জন। গোল গোল পিঙ্গল তাদের চোখ। ভীষণ বেগে তারা চলে। তাতে ভীষণ শব্দ ওঠে।।৪২।। তারা সবাই লঙ্কাকে দেখেই যেন মর্দন করছে। বীর্যবান তাদের অধিপতি-মধ্যে বিরাজ করছে।।৪৩।। সেই বীর্যবান বানর জয় প্রার্থনা করে নিত্যসূর্যকে আরাধনা করছে। রাজন্, শতবলি নামে সে পৃথিবীতে বিখ্যাত।।৪৪।। পরাক্রান্ত, বলবান এবং নিজের বীর্যবত্তায় স্থিত সে। নিজের সেনাবাহিনী নিয়েই লঙ্কাকে আক্রমণ করতে চাইছে।।৪৫।। রামের প্রিয়কর্ম-সম্পাদনের জন্য এই বানর প্রাণের জন্য কোনো মায়া করে না। ঐখানে উপস্থিত রয়েছে গজ, গবাক্ষ, গবয়, নীল এবং এর নামক বানরেরা।।৪৬।। তারা প্রত্যেকে দশকোটি যোদ্ধা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতবাসী অন্য বানরেরাও এসেছে। তারা ত্বরিদ্বিক্রমী। তারা সংখ্যায় এতো বেশী যে গোণা যাচ্ছে না।।৪৭।। মহারাজ, সকলেরই প্রভাব প্রভূত। সবারই দেহের আকার পাহাড়ের মতো বিশাল। পৃথিবীকে ক্ষণকালের মধ্যেই তারা সবাই পাহাড়-পর্বতসহ ভেঙেচূরে দিতে পারে।।৪৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবমন্ত্রিণাং, মৈন্দ-দ্বিবিদয়োঃ, হনূমতঃ, বিভীষণস্য, শ্রীরামস্য, লক্ষ্মণস্য, সুগ্রীবস্য চ পরিচয়ং বিজ্ঞাপ্য শুকেন বানরসৈন্যানাং সংখ্যায়া নিরূপণম্।

সারাণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্। বলমাদিশ্য তৎ সর্বং শুকো বাক্যমথাব্রবীৎ ।। ১
স্থিতান্ পশ্যসি যানেতাম্মত্তানিব মহাদ্বিপান্। ন্যগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব ।। ২
এতে দুষ্প্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ। দৈত্য-দানবসঙ্কাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ ।। ৩
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ। তথা শঙ্কুসহস্রাণি তথা বৃন্দশতানি চ।। ৪
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিষ্কিন্ধানিলয়াঃ সদা। হরয়ো দেবগন্ধর্বৈরুৎপন্নাঃ কামরূপিণঃ ।। ৫
যৌ যৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ সমানৌ দেবরূপিণৌ। মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাভ্যাং নাস্তি সমো যুধি।। ৬
ব্রহ্মনা সমনুজ্ঞাতা অমৃতপ্রাশিনাবুভৌ। আশংসেতে যথা লঙ্কামেতৌ মর্দিতুমোজসা।। ৭
যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্। যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ ।। ৮
এষোঽভিগন্তা লঙ্কায়াং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো। এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগমৎ ।। ৯
জ্যেষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রো বাতাত্মজ ইতি শ্রুতঃ। হনুমানিতি বিখ্যাতো লঙ্ঘিতো যেন সাগরঃ ।। ১০
কামরূপো হরিশ্রেষ্ঠো বলরূপসমন্বিতঃ। অনিবার্যগতিশ্চৈব যথা সততগঃ প্রভুঃ ।। ১১
উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা বালঃ কিল বুভুক্ষিতঃ। ত্রিযোজনসহস্রন্তু অধ্বানমবতীর্য হি।। ১২

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

সুগ্রীব মন্ত্রিমণ্ডলী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, বিভীষণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান করে শুকের দ্বারা বানরসৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ।

সারণ রক্ষোরাজ রাবণকে রামের শক্তির বিষয়ে নিবেদন করলো। সেই সব শুনে এবার শুক বলতে আরম্ভ করলো— ।।১।। মহারাজ, এই যে বানরসৈন্যদের দেখছেন, এরা সব মদমত্ত বিশালহস্তীর মতো, গঙ্গাতীরে-জাত বটগাছের মতো এবং হিমালয়ের সালগাছের মতো।।২।। রাজন, এরা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারে। যুদ্ধে দৈত্য এবং দানবদের মতো বিক্রমী। দেবতাদের মতো এদের পরাক্রম। কেউ সহজে সহ্য করতে পারে না।।৩।। একুশ সহস্রকোটিরও বেশীসংখ্যক এই বানরদের সংখ্যা...।।৪।। সুগ্রীবের এই সচিবেরা সর্বদা কিষ্‌কিন্ধায় বাস করে। দেবতা এবং গন্ধর্বের মিলনে এদের জন্ম। ইচ্ছামতো রূপ এরা ধারণ করতে পারে।।৫।। দেবতার মতো দেখতে ঐ যে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছেন, তারা হলো মৈন্দ এবং দ্বিবিদ। যুদ্ধে এদের সমান কেউ নেই।।৬।। ব্রহ্মার অনুমতিতে এঁরা দু'জনেই অমৃত পান করেছিলেন। বীর্যবত্তার দ্বারা যাতে লঙ্কাকে ধ্বংস করা যায়, তারজন্য এঁরা দু'জন বুদ্ধি আঁটছেন।।৭।। মত্ত মতঙ্গের মতো ঐ যে বানর হনুমানকে দেখছেন, সে রেগে গিয়ে পরাক্রমের দ্বারা সমুদ্রকে পর্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিলো।।৮।। এই হনুমানই আপনার এবং সীতার সন্ধানে লঙ্কায় এসেছিলো। একে আপনি আগে দেখেছেন। সেই বানর দেখুন আবার এসে গেছে।।৯।। এ হচ্ছে কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বায়ুপুত্র নামেও এ খ্যাত। হনুমান নামে এ বিখ্যাত। এই সাগর লঙ্ঘন করেছিলো।।১০।। ইচ্ছেমতো রূপ এ ধারণ করতে পারে। বলবান এবং রূপবান। প্রভাবশালী এ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারে। তার গতি কেউ ব্যাহত করতে পারে না (হনুমানকে পবনপুত্র বলার কারণ পূর্বে বলা হয়েছে) ।।১১।। যখন সে বালকমাত্র, তখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে উদীয়মান সূর্যকে ধরে খাবার জন্য তিন সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলো।।১২।। সূর্যকেই আমি খাবো, নৈলে ক্ষুধা মিটবে না—মনে মনে এই কথা ঠিক করে বলদর্পিত সে উড়ে চলতে

আদিত্যমাহরিষ্যামি ন মে ক্ষুৎ প্রতিযাস্যতি। ইতি নিশ্চত্য মনসা পুপ্লুবে বলদর্পিতঃ।। ১৩
অনাধৃস্যতমং দেবমপি দেবর্ষি-রাক্ষসৈঃ। অনাসাদ্যৈব পতিতো ভাস্করোদয়নে গিরৌ।। ১৪
পতিতস্য কপেরস্য হনুরেকা শিলাতলে। কিঞ্চিদ্ভিন্না দৃঢ়হনুর্হনুমানেষ তেন বৈ।। ১৫
সত্যমাগমযোগেন মমৈষ বিদিতো হরিঃ। নাস্য শক্যং বলং রূপং প্রভাবো বানুভাষিতুম্।। ১৬
এষ আশংসতে লঙ্কামেকো মথিতুমোজসা। যেন জাজ্বল্যতেহসৌ বৈ ধূমকেতুস্তবাদ্য বৈ।
লঙ্কায়াং নিহিতশ্চাপি কথং বিস্মরসে কপিম্।। ১৭
যশ্চৈষোহনন্তরঃ শূরঃ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ। ইক্ষ্বাকূণামতিরথো লোকে বিশ্রুতপৌরুষঃ।। ১৮
যস্মিন্ন চলতো ধর্মো যো ধর্মং নাতিবর্ততে। যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।। ১৯
যো ভিন্দ্যাদ্ গগনং বাণৈর্মেদিনীং বাপি দারয়েৎ। যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।। ২০
যস্য ভার্যা জনস্থানাৎ সীতা চাপি হৃতা ত্বয়া। স এষঃ রামস্ত্বাং রাজন্ যোদ্ধুং সমভিবর্ততে।। ২১
যস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভঃ। বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্ধজঃ।। ২২
এষো হি লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ। নয়ে যুদ্ধে চ কুশলঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।। ২৩
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তশ্চ জয়ী বলী। রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ।। ২৪
নহ্যেষ রাঘবস্যার্থে জীবিতং পরিরক্ষতি। এষৈবাশংসতে যুদ্ধে নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্।। ২৫
যস্তু সব্যমসৌ পক্ষং রামস্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। রক্ষোগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ।। ২৬
শ্রীমতা রাজরাজেন লঙ্কায়ামভিষেচিতঃ। ত্বামসৌ প্রতিসংরব্ধো যুদ্ধায়ৈষোহভিবর্ততে।। ২৭
যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং মধ্যে গিরিমিবাচলম্। সর্বশাখামৃগেন্দ্রাণাং ভর্তারমমিতৌজসম্।। ২৮

লাগলো।।১৩।। দেবতা, রাক্ষস, ঋষিরাও যেই সূর্যকে ধরতে পারে না, সেও তাকে ধরতে পারলো না। উদয়াচলে পড়ে গেলো।।১৪।। আগে এর হনুমান তথা চোয়াল বেশ শক্ত ছিলো। কিন্তু পাথরের ওপরে পড়ে গিয়ে তার একটি চোয়াল কিছুটা ভেঙে গেলো তারজন্য সে হনুমান নামে পরিচিত হলো।।১৫।। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফৎ এই বানরবিষয়ে এই সত্য আমি জানতে পেরেছি। এর বল, রূপ এবং প্রভাব বলার কারো মধ্যেই নেই।।১৬।। এ একাই বীর্যবত্তার দ্বারা লঙ্কাকে আক্রমণ করার সঙ্কল্প করছে। রাজন্, আপনি কি ভুলে গেছেন সেই বানরকে তা আপনার প্রতাপানলকে প্রজ্জ্বলিত করে লঙ্কার মধ্যেই নিক্ষেপ করে ছিলো ?।।১৭।। হনুমানের কাছেই ঐ যে বীর, শ্যামলবর্ণ, পদ্মের মতো নয়নসম্পন্ন ব্যক্তিটি বসে আছেন, তিনি হলেন ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথী রাম। জগতে তাঁর বীর্যবত্তার কথা সর্বত্র বিশেষভাবে শোনা যায়।।১৮।। তাঁতে ধর্ম অচঞ্চলভাবে স্থিত। তিনি ধর্মকে কখনো অতিক্রম করেন না। তিনি বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা এবং অস্ত্রবিদ্যায় দুই-ই জানেন।।১৯।। তিনি বাণের দ্বারা আকাশ এমন কি পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করতে পারেন। তাঁর ক্রোধ হলো মৃত্যুর মতো এবং পরাক্রম ইন্দ্রের মতো।।২০।। তাঁরই ভার্যা সীতাকে আপনি জনস্থান হতে হরণ করেছেন। রাজন্, ইনি সেই রাম। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন।।২১।। তাঁর ডানপাশে ঐ যে আর একজনকে দেখা যাচ্ছে যার খাঁটি সোনার মতো গায়ের বরণ। বিশাল তাঁর বুক এবং চোখ হলো লাল। কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো তাঁর মাথার চুল *(জাম্বূনদ—সোনা। তাম্র—লাল। মূর্ধজ—মাথার চুল)* ।।২২।। এর নাম হলো লক্ষ্মণ। দাদার প্রিয় কার্যে সে সর্বদা রত। রাজনীতিশাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যায় সে নিপুণ। অস্ত্রধারী সকলের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ।।২৩।। দুর্জনদের প্রতি সে ক্রোধপরায়ণ। যুদ্ধে সহজে কেউ তাকে জয় করতে পারে না। সে পরাক্রমী, জয়শীল এবং বলবান। রামের সে দক্ষিণ বাহু। রামের প্রাণরূপেই যেন সে নিত্য বাইরে বিচরণ করছে।।২৪।। রামের জন্য প্রাণত্যাগও সে পরোয়া করে না। যুদ্ধে সব রাক্ষসকে ধ্বংস করার জন্য সে সঙ্কল্প করেছে।।২৫।। আর ঐ যে রামের পাশে যে বসে রয়েছে, যে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত, সেই হলো রাজা বিভীষণ।।২৬।। সম্রাট রামচন্দ্রের দ্বারা তিনি লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এই তো সে উপস্থিত হচ্ছে।।২৭।। ঐ আর একজনকে দেখুন। সকল বানরদের মধ্যে অমিততেজা প্রভুরূপে বসে আছে। তাকে মনে হচ্ছে ছোটোছোটো পাহাড়গুলির মধ্যে যেন একটি বড়ো পাহাড়।।২৮।।

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা বলেনাভিজনেন চ। যঃ কপীনতিবভ্রাজ হিমবানিব পর্বতঃ।। ২৯
কিষ্কিন্ধাং যঃ সমধ্যাস্তে গুহাং সগহনদ্রুমাম্। দুর্গাং পর্বতদুর্গম্যাং প্রধানৈঃ সহ যূথপৈঃ।। ৩০
যস্যৈষা কাঞ্চনী মালা শোভতে শতপুষ্করা। কান্তা দেব-মনুষ্যাণাং যস্যাং লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।। ৩১
এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্। সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ।। ৩২
শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহুর্মনীষিণঃ। শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে।। ৩৩
শতং শঙ্কুসহস্রাণাং মহাশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ। মহাশঙ্কুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে।। ৩৪
শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দমিতি স্মৃতম্। মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদ্মমিহোচ্যতে।। ৩৫
শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতি স্মৃতম্। মহাপদ্মসহস্রাণাং শতং খর্বমিহোচ্যতে।। ৩৬
শতং খর্বসহস্রাণাং মহাখর্বমিতি স্মৃতম্। মহাখর্বসহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীধতে।
শতং সমুদ্রসাহস্রমোঘ ইত্যভিধীয়তে।। ৩৭
শতমোঘসহস্রাণাং মহৌঘা ইতি বিশ্রুতঃ। এবং কোটিসহস্রেণ শঙ্কূনাঞ্চ শতেন চ।
মহাশঙ্কুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ।। ৩৮
মহাবৃন্দসহস্রেণ তথা পদ্মশতেন চ। মহাপদ্মসহস্রেণ তথা খর্বশতেন চ।। ৩৯
সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌঘেন তথৈব চ। এষ কোটিমহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন চ।। ৪০
বিভীষণেন বীরেণ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ। সুগ্রীবো বানরেন্দ্রস্ত্বাং যুদ্ধার্থমনুবর্ততে।
মহাবলবৃতো নিত্যং মহাবলপরাক্রমঃ।। ৪১
ইমাং মহারাজ সমীক্ষ্য বাহিনীমুপস্থিতাং প্রজ্বলিতগ্রহোপমাম্।
ততঃ প্রযত্নঃ পরমো বিধীয়তাং যথা জয়ঃ স্যান্ন পরৈঃ পরাভবঃ।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

পর্বতসমূহের মধ্যে হিমাচলের মতো তেজে, যশে, বুদ্ধিতে শক্তিতে এবং আভিজাত্যের দ্বারা যিনি অন্য বানরদের অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই হলেন হনুমান।।২৯।। আর যিনি গভীর অরণ্যসঙ্কুল, তরুরাজিসমন্বিত, দুর্গম-পর্বতসমাকুল দুর্গম গুহামধ্যে বানরদের প্রধান প্রধান দলপতিগণের সঙ্গে বাস করেন।।৩০।। যার গলায় স্বর্ণসূত্রে গাঁথা শতপদ্মের মালা শোভা পাচ্ছে, ঐ সেই সুগ্রীব। দেবতা এবং মনুষ্যগণের কাম্যা কমণীয় লক্ষ্মী তাঁর মধ্যেই এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।।৩১।। রামের সাহায্যে বালিকে হত্যা করে এই মালা, বালিপত্নী তারা এবং বানরদের চিরন্তন রাজ্য সুগ্রীব অধিকার করে।।৩২।। মনীষীরা বলেন—একশত শতসহস্রে এক কোটি আর এক শতসহস্র কোটিতে শঙ্কু হয়।।৩৩।। এক শতসহস্র শঙ্কুকে বলা হয় মহাশঙ্কু। আর এক শতসহস্র মহাশঙ্কুকে বলা হয় বৃন্দ।।৩৪।। শতসহস্রবৃন্দকে বলা হয় মহাবৃন্দ। শতসহস্র মহাবৃন্দকে বলা হয় পদ্ম।।৩৫।। শতসহস্র পদ্মকে বলা হয় মহাপদ্ম। আর শতসহস্র মহাপদ্মকে বলা হয় খর্ব।।৩৬।। শতসহস্র খর্বকে বলা হয় মহাখর্ব। শত সহস্র মহাখর্বকে বলা হয় সমুদ্র। শতসহস্র সমুদ্রকে বলা হয় ওঘ।।৩৭।। শতসহস্র ওঘ মহৌঘ নামে বিখ্যাত। এইভাবে শতকোটি-সহস্র শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু এবং শতবৃন্দসংখ্যক বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুগ্রীব আসছে।।৩৮।। আসছে সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, মহাপথ সহস্র এবং শত খর্বসংখ্যক বানর সঙ্গে নিয়ে।।৩৯।। তেমনি সেই সমুদ্র, মহৌঘ, কোটি মহৌঘ এবং ঐরকমেরই সমুদ্র, তেমনি মহৌঘ এবং কোটি মহৌঘ সমুদ্রতুল্য বানরসেনার দ্বারা তিনি পরিবৃত।।৪০।। সঙ্গে রয়েছে বীর সচিবেরা ও বিভীষণ। এদের নিয়ে বানরাধিপতি সুগ্রীব যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে।।৪১।। মহারাজ, প্রজ্জ্বলিত গ্রহের মতো উপস্থিত এই বিশালবাহিনীকে ভালো করে দেখে তারপর বিশেষ প্রয়াস করুন যাতে আমাদের জয় হয়। শত্রুর দ্বারা আমরা যেন পরাজিত না হই।।৪২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন শুক-সারণা অভিভর্ৎস্য রাজসভাতস্তয়োর্বহিষ্করণম্, শ্রীরামকৃপয়া রাবণপ্রেরিতগুপ্তচরাণাং বানরেভ্যো মুক্তিলাভঃ, লঙ্কায়ামাগমনঞ্চ।

শুকেন তু সমাদিষ্টান্ দৃষ্ট্বা স হরিযূথপান্। লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীর্যং ভুজং রামস্য দক্ষিণম্।। ১
সমীপস্থঞ্চ রামস্য ভ্রাতরঞ্চ বিভীষণম্। সর্ববানররাজঞ্চ সুগ্রীবং ভীমবিক্রমম্।। ২
অঙ্গদং চাপি বলিনং বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্। হনূমন্তঞ্চ বিক্রান্তং জাম্ববন্তঞ্চ দুর্জয়ম্।। ৩
সুষেণং কুমুদং নীলং নলঞ্চ প্লবগর্ষভম্। গজং গবাক্ষং শরভং মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং তথা।। ৪
কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ। ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুক-সারণৌ।। ৫
অধোমুখৌ তৌ প্রণতাবব্রবীচ্ছুক-সারণৌ। রোষগদ্গদয়া বাচা সংরব্ধং পরুষং তথা।। ৬
ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ। বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ।। ৭
রিপূণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ততাম্। উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্তুমপ্রস্তবে স্তবম্।। ৮
আচার্যা গুরবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্যুপাসিতাঃ। সারং যদ্ রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে।। ৯
গৃহীতো বা ন বিজ্ঞাতো ভারোঽজ্ঞানস্য বাহ্যতে। ঈদৃশৈঃ সচিবৈর্যুক্তো মূর্খৈর্দিষ্ট্যা ধরাম্যহম্।। ১০
কিং নু মৃত্যোর্ভয়ং নাস্তি মাং বক্তুং পরুষং বচঃ। যস্য মে শাসতো জিহ্বা প্রযচ্ছতি শুভাশুভম্।। ১১
অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ। রাজদণ্ডপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ।। ১২

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

রাবণের দ্বারা শুক-সারণকে তিরস্কার ও রাজসভা হতে বহিষ্কার। শ্রীরামের কৃপায় রাবণপ্রেরিত গুপ্তচরমণ্ডলীর বানরদের হাত হতে মুক্তিলাভ এবং লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন।

শুকের দ্বারা সমাদিষ্ট হয়ে রাবণ বানরদলপতিগণকে এবং রামের দক্ষিণহস্ত মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখলেন।। ১ ।। দেখলেন রামের নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই ভ্রাতা বিভীষণ, আর, সকল বানরদের রাজা ভীষণ পরাক্রমী সুগ্রীব।।২ ।। দেখতে পেলেন ইন্দ্রপুত্র হয়েও বালির পুত্ররূপে জগতে পরিচিত বলবান অঙ্গদকে। বিক্রমী হনুমান এবং দুর্জয় জাম্ববানকে তিনি দেখলেন *(বজ্রহস্ত—ইন্দ্র। অঙ্গদের জন্মবৃত্তান্ত পূর্বে বলা হয়েছে)* ।।৩।। দেখলেন সুষেণ, কুমুদ, নীল এবং বানরশ্রেষ্ঠ নলকে। গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদকে দেখলেন।।৪ ।। এদের দেখে রাবণের খুব রাগ হলো। ঐসব শোনার পর রাবণ কিছুটা উদ্‌বিগ্নচিত্তে বীর শুক-সারণকে তীব্র তিরস্কার করলেন।।৫ ।। ঐ শুক আর সারণ দু'জনে মুখ নীচু করে প্রণত হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো। রেগে গদগদস্বরে কঠোরবাক্যে রাবণ তাদেরকে বলতে আরম্ভ করলো— ।।৬।। যিনি ইচ্ছে করলে নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দুইই করতে পারেন, সেই রাজার কাছে তাঁর অপ্রিয় কথা বলা উপজীবী সচিবদের কখনো উচিত নয়।।৭।। জিজ্ঞেস না করলেও যুদ্ধের জন্য উপস্থিত প্রতিকূল শত্রুদের প্রশস্তি বর্ণনা তোমাদের দু'জনের কি যোগ্য কাজ হয়েছে ?।।৮।। আচার্যবৃন্দ, গুরুগণ এবং বৃদ্ধদের কাছে বিদ্যাগ্রহণের জন্য বৃথাই উপাসনা করেছিলে। রাজধর্মের সারস্বরূপ যে অনুজীবী ধর্ম, তা তোমরা দু'জনে গ্রহণ করো নি।।৯।। যদি বিদ্যাগ্রহণই করে থাকো, তবুও জ্ঞান হয়নি। অজ্ঞানের ভারই বহন করে চলেছো। হায়, এইরকমের মূর্খ সচিবদের নিয়েই আমায় রাজ্যশাসন করতে হচ্ছে!।।১০।। আমাকে যে এইসব কঠোরবাক্য বলছো, তোমাদের কি মৃত্যুর ভয় নেই ? আমি যখন শাসন করি, তখন আমার জিহ্বার দ্বারা প্রদত্ত আদেশেই তোমাদের শুভ এবং অশুভ ঘটে থাকে, জান তো ?।।১১।। আগুন স্পর্শ করলেও বনে গাছ বেঁচে থাকতে পারে। রাজদণ্ড যদি স্পর্শ করে, তাহলে অপরাধীরা আর বাঁচে না।।১২।। যদি পূর্বের উপকার স্মরণ করে আমার

হন্যামহং ত্বিমৌ পাপৌ শত্রুপক্ষপ্রশংসিনৌ। যদি পূর্বোপকারৈর্মে ক্রোধো ন মৃদুতাং ব্রজেৎ।। ১৩
অপধ্বংসত নশ্যধ্বং সন্নিকর্ষাদিতো মম। নহি বাং হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্।
হতাবেব কৃতঘ্নৌ দ্বৌ ময়ি স্নেহপরাঙ্মুখৌ।। ১৪
এবমুক্তৌ তু সব্রীডৌ তৌ দৃষ্ট্বা শুক-সারণৌ। রাবণং জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্যাভিনিঃসৃতৌ।। ১৫
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ সমীপস্থং মহোদরম্। উপস্থাপয় মে শীঘ্রং চারানিতি নিশাচরঃ।
মহোদরস্তথোক্তস্তু শীঘ্রমাজ্ঞাপয়চ্চরান্।। ১৬
ততশ্চারাঃ সন্ত্বরিতাঃ প্রাপ্তাঃ পার্থিবশাসনাৎ। উপস্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বর্ধয়িত্বা জয়াশিষঃ।। ১৭
তানব্রবীত্ততো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। চারান্ প্রত্যায়িকান্ শূরান্ ধীরান্ বিগতসাধ্বসান্।। ১৮
ইতো গচ্ছত রামস্য ব্যবসায়ং পরীক্ষিতুম্। মন্ত্রেষ্বভ্যন্তরা যেঽস্য প্রীত্যা তেন সমাগতাঃ।। ১৯
কথং স্বপিতি জাগর্তি কিমদ্য চ করিষ্যতি। বিজ্ঞায় নিপুণং সর্বমাগন্তব্যমশেষতঃ।। ২০
চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ। যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে।। ২১
চারাস্তু তে তথেত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টা রাক্ষসেশ্বরম্। শার্দূলমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্।। ২২
ততস্তন্তু মহাত্মানং চারা রাক্ষসসত্তমম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণং জগ্মুর্যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ২৩
তে সুবেলস্য শৈলস্য সমীপে রাম-লক্ষ্মণৌ। প্রচ্ছন্না দদৃশুর্গত্বা সসুগ্রীব-বিভীষণৌ।। ২৪
প্রেক্ষমাণাশ্চমূং তাঞ্চ বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ। তে তু ধর্মাত্মনা দৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাঃ।। ২৫
বিভীষণেন তত্রস্থা নিগৃহীতা যদৃচ্ছয়া। শার্দূলো গ্রাহিতস্ত্বেকঃ পাপোঽয়মিতি রাক্ষসঃ।। ২৬
মোচিতঃ সোঽপি রামেণ বধ্যমানঃ প্লবঙ্গমৈঃ। আনৃশংস্যেন রামেণ মোচিতা রাক্ষসাঃ পরে।। ২৭

ক্রোধের কিছুটা উপশম না হতো, শত্রুপক্ষের প্রশংসাকারী এই পাপী দু'জনকে আমি মেরেই ফেলতাম।।১৩।। আমার কাছ হতে তোমরা দু'জনে চলে যাও, ধ্বংস হয়ে যাও। তোমাদের উপকার স্মরণ করে আমি তোমাদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি না। আমার প্রতি তোমরা দু'জন স্নেহবিহীন এবং কৃতজ্ঞ। তোমাদের হত্যা করাই উচিত ছিলো।।১৪।। সেই শুক ও সারণকে রাবণ এই কথা বলার পর রাবণকে জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত করে সলজ্জভাবে তারা দু'জনে রাজসভা হতে বেরিয়ে এলো।।১৫।। দশগ্রীব রাক্ষস রাবণ তারপর নিকটস্থ মহোদরকে বললো, গুপ্তচরদের আমার কাছে শীগ্‌গির নিয়ে এসো। মহোদরও যেমনটি বলা সেইভাবেই গুপ্তচরদের সত্বর চলে আসার জন্য আদেশ দিল।।১৬।। তখন চরেরা রাজার নির্দেশে অতি দ্রুত চলে এলো। করজোড়ে রাজাকে জয়সূচক আশিষের দ্বারা সম্বর্ধিত করলো।।১৭।। তখন রক্ষোরাজ রাবণ বিশ্বস্ত, বীর, অচঞ্চল এবং নির্ভীক চরদের বললো— ।।১৮।। রামের কার্যকলাপক পরীক্ষা করার জন্য তোমরা এখান হতে যাও। প্রীতির সঙ্গে ভেতরে ভেতরে মন্ত্রণা করার জন্য তার সঙ্গে আরো অনেকে এসেছে।।১৯।। তারা সবাই কিভাবে ঘুমায়, কিভাবে জেগে ওঠে, আজই বা কি করবে নিপুণভাবে পূরোপূরি সব জেনে ফিরে আসবে।।২০।। বিদ্বান্ রাজারা গুপ্তচরদের দ্বারা শত্রুর সব জেনে যুদ্ধে স্বল্প আয়াসেই তাদের নিরস্ত করেন *(রাক্ষসদের পণ্ডিত হবার প্রয়োজন এখানে বলা হচ্ছে)* ।।২১।। সেই চরেরা 'তাই হবে'—বলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শার্দূলকে সামনে নিয়ে রাক্ষসরাজকে প্রদক্ষিণ করলো।।২২।। তারপর চরেরা মহাত্মা রাক্ষস-প্রধানকে প্রদক্ষিণ করে যেখানে রাম-লক্ষ্মণ রয়েছেন, সেইখানে চলে গেলো।।২৩।। তারা সুবেলপর্বতের কাছে গিয়ে আড়াল থেকে রাম-লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও বিভীষণকে দেখলো।।২৪।। সেই বিরাট সেনাবাহিনী দেখে তারা হলো ভয়ে বিহ্বল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা রাক্ষস বিভীষণ তাদের দেখতে পেলেন।।২৫।। সেইখানে বিভীষণ তাদের ইচ্ছেমতো নিগ্রহ করলেন। শার্দূলকে তারা ধরে বেঁধে ফেললো। বললো, এই রাক্ষসটি পাপী।।২৬।। বানরেরা তাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন। অন্য রাক্ষসদেরো করুণাময় রাম ছেড়ে দিলেন।।২৭।। প্রবলপরাক্রম দ্রুতগতি বানরদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে সেই চরেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে প্রায়

বানরৈরর্দিতাস্তে তু বিক্রান্তৈর্লঘুবিক্রমৈঃ। পুনর্লঙ্কামনুপ্রাপ্তা শ্বসন্তো নষ্টচেতসঃ।। ২৮
ততো দশগ্রীবমুপস্থিতাস্তে চারা বহির্নিত্যচরা নিশাচরাঃ।
গিরেঃ সুবেলস্য সমীপবাসিনং ন্যবেদয়ন্ রামবলং মহাবলাঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

অজ্ঞান হয়ে লঙ্কায় আবার ফিরে এলো।।২৮।। তারপর নিত্য বাইরে বিচরণকারী মহাবলশালী নিশাচর এই চরেরা রাবণের কাছে উপস্থিত হয়ে সুবেলপর্বতের কাছে বসবাসরত রামের সৈন্যবাহিনীর কথা নিবেদন করলো।।২৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের উনত্রিশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণসমীপে গুপ্তচরাণাং শার্দূলস্য চ বানরসেনাসামাচারকথনম্, মুখ্যবীরাণাং পরিচয়দানঞ্চ।

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কাধিপতয়ে চরাঃ। সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্।। ১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্। জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিচ্ছার্দূলং বাক্যমব্রবীৎ।। ২
অযথাবচ্চ তে বর্ণো দীনশ্চাসি নিশাচরঃ। নাসি কচ্চিদমিত্রাণাং ক্রুদ্ধানাং বশমাগতঃ।। ৩
ইতি তেনানুশিষ্টস্তু বাচং মন্দমুদীরয়ন্। তদা রাক্ষসশার্দূলং শার্দূলো ভয়বিক্লবঃ।। ৪
ন তে চারয়িতুং শক্যা রাজন্ বানরপুঙ্গবাঃ। বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ রাঘবেণ চ রক্ষিতাঃ।। ৫
নাপি সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন লভ্যতে। সর্বতো রক্ষতে পন্থা বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।। ৬
প্রবিষ্টমাত্রে জ্ঞাতোঽহং বলে তস্মিন্ বিচারিতে। বলাদ্ গৃহীতো রক্ষোভির্বহুধাস্মি বিচারিতঃ।। ৭
জানুভির্মুষ্টিভির্দন্তৈস্তলৈশ্চাভিহতো ভৃশম্। পরিণীতোঽস্মি হরিভির্বলমধ্যে অমর্ষণৈঃ।। ৮
পরিণীয় চ সর্বত্র নীতোঽহং রামসংসদি। রুধিরস্রাবিদীনাঙ্গো বিহ্বলশ্চলিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৯
হরিভির্বধ্যমানশ্চ যাচমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। রাঘবেণ পরিত্রাতো মা মেতি চ যদৃচ্ছয়া।। ১০

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

রাবণের কাছে গুপ্তচরদের এবং শার্দূলের বানরসেনা বৃত্তান্ত কথন ও প্রধান বীরদের পরিচয়-প্রদান।

তারপর সেই চরগণ সুবেলপর্বতে রামচন্দ্রের এবং তাঁর দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের কথা লঙ্কাধিপতি রাবণকে নিবেদন করলো।।১।। চরদের কাছ হতে মহাবলবান রাম এসে গেছেন শুনে রাবণ কিছুটা উদ্‌বিগ্ন হলো। শার্দূলকে তখন সে বললো— ।।২।। ওহে নিশাচর, তোমাকে দীন এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ক্রুদ্ধ শত্রুদের কবলে পড়ো নি তো ?।।৩।। রাবণ তাকে এইরকম জিজ্ঞেস করায় শার্দূল-নামক রাক্ষস রাক্ষস-শার্দূল রাবণকে ভয়ে বিহ্বল হয়ে ধীরে ধীরে বললো— ।।৪।। রাজন্, সেই বানরবীরেরা পরাক্রমশালী। বলবান। এবং রামের দ্বারা রক্ষিত। তাদের মধ্যে গুপ্তচরের কাজ করা দুঃসাধ্য।।৫।। পর্বতের মতো মহাকায় বানরেরা সর্বপ্রকারে পথঘাট পাহারা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা তো দূরের কথা, আলাপও করতে পারলাম না।।৬।। সৈন্যসমাবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা প্রবেশ করামাত্রই ধরা পড়ে যাই। বিভীষণের সহচর রাক্ষসেরা জোর করে আমাকে বেঁধে নানাদিকে নানাভাবে ঘোরালো।।৭।। ক্রুদ্ধ বানরেরা সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমাকে হাঁটু, মুষ্টি, দাঁত, এবং হাতের তল দিয়ে খুব করে আঘাত করে শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে এলো।।৮।। তারপর, সর্বত্র ঘুরিয়ে রামের কাছে আমায় নিয়ে এলো। তখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের করুণ অবস্থা। ক্ষরিত রক্তের স্রোত বইছে। ইন্দ্রিয় সব বিহ্বল।।৯।। বানরেরা আমায় বেঁধে প্রায় মেরে ফেলছিলো। তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করায় রাম আমায় পরিত্রাণ করলেন।।১০।। পাহাড়ের পাথর দিয়ে মহাসমুদ্রকে পূর্ণ

এষ শৈলশিলাভিস্তু পুরয়িত্বা মহার্ণবম্। দ্বারমাশ্রিত্য লঙ্কায়া রামস্তিষ্ঠতি সায়ুধঃ।। ১১
গরুড়ব্যূহমাস্থায় সর্বতো হরিভির্বৃতঃ। মাং বিসৃজ্য মহাতেজা লঙ্কামেবাতিবর্ততে।। ১২
পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু। সীতাং বাপি প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্।। ১৩
মনসা তৎ তদা প্রেক্ষ্য তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ। শার্দূলং সুমহদ্বাক্যমথোবাচ স রাবণঃ।। ১৪
যদি মাং প্রতিযুধ্যন্তে দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি।। ১৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণঃ পুনরব্রবীৎ। চরিতা ভবতা সেনা কেঽত্র শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ১৬
কিম্প্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য বানরা যে দুরাসদাঃ। কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তত্ত্বমাখ্যাহি সুব্রত।। ১৭
তথাত্র প্রতিপৎস্যামি জ্ঞাত্বা তেষাং বলাবলম্। অবশ্যং খলু সঙ্খ্যানং কর্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা।। ১৮
অথৈবমুক্তঃ শার্দূলো রাবণেনোত্তমশ্চরঃ। ইদং বচনমারেভে বক্তুং রাবণসন্নিধৌ।। ১৯
অথর্ক্ষরজসঃ পুত্রো যুধি রাজন্ সুদুর্জয়ঃ। গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ।। ২০
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽন্যো গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ। কদনং যস্য পুত্রেণ কৃতমেকেন রক্ষসাম্।। ২১
সুষেণশ্চাত্র ধর্মাত্মা পুত্রো ধর্মস্য বীর্যবান্। সৌম্যঃ সৌম্যাত্মজশ্চাত্র রাজন্ দধিমুখঃ কপিঃ।। ২২
সুমুখো দুর্মুখশ্চাত্র বেগদর্শী চ বানরঃ। মৃত্যুর্বানররূপেণ নূনং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।। ২৩
পুত্রো হুতবহস্যাত্র নীলঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্। অনিলস্য তু পুত্রোঽত্র হনুমানিতি বিশ্রুতঃ।। ২৪
নপ্তা শক্রস্য দুর্ধর্ষো বলবানঙ্গদো যুবা। মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ বলিনাবশ্বিসম্ভবৌ।। ২৫
পুত্রা বৈবস্বতস্যাথ পঞ্চ কালান্তকোপমাঃ। গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।। ২৬
দশ বানরকোট্যশ্চ শূরাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্। শ্রীমতাং দেবপুত্রাণাং শেষং নাখ্যাতুমুৎসাহে।। ২৭

করে সশস্ত্র হয়ে রাম লঙ্কার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন।।১১।। গরুড়ব্যূহ নির্মাণ করে সবদিকে বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই মহাতেজস্বী রাম লঙ্কার দিকে এগিয়ে আসছেন।।১২।। নগরীর প্রাচীরের দিকে তিনি দ্রুত এগিয়ে আসছেন। যে কোনো একটি করুন— সত্বর সীতাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করুন, নৈলে বেশ করে যুদ্ধ করুন।।১৩।। রাক্ষোরাজ রাবণ তো শুনে মনে মনে তখন তাঁকে দেখে তারপর শার্দূলকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললো।।১৪।। দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবেরাও যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ত্রিভুবন যদি আমাকে ভয়ও দেখায়, তবুও সীতাকে কখনো আমি ফিরিয়ে দেবো না।।১৫।। এই কথা বলে মহাতেজস্বী রাবণ আবার বললো, তুমি তো বানরসেনাবাহিনীর মধ্যে সব দেখেছো। কোন কোন বীর বানরেরা এখানে আছে ?।।১৬।। হে সৌম্য, এই যে দুর্ধর্ষ বানরেরা, তাদের কার কিরকম তেজ আমায় বলো। হে রাক্ষস, বলো কে কার পুত্র এবং পৌত্র ? যথাযথভাবে সব বলো।।১৭।। তাদের বলাবল বুঝে আমি এখানে কর্তব্যনিরূপণ করবো। যারা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক প্রতিপক্ষের বলাবল-নির্ণয় তাদের অবশ্য-কর্তব্য।।১৮।। রাবণ এই কথা বলার পর উত্তম চর শার্দূল রাবণের কাছে বলতে আরম্ভ করলো— ।।১৯।। ঐখানে আছে ঋক্ষরজার পুত্র রাজা সুগ্রীব। সে যুদ্ধে দুষ্পরাজেয়। জাম্ববান নামে পরিচিত গদ্গদের পুত্র।।২০।। গদ্গদের আর এক পুত্র, যার নাম হলো ধূম্র, আর দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কেশরী। তাঁর পুত্র হনুমান একাই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন *(কদন—যুদ্ধ)* ।।২১।। সুষেণ ধর্মের পুত্র। সে ধর্মপ্রাণ ও বীর্যবান। হে রাজন, ঐখানে আছে সোমের সৌম্যস্বভাব পুত্র দধিমুখ নামক বানর।।২২।। সুমুখ এবং দুর্মুখ পুত্র দধিমুখ নামক দ্রুতগামী বানর সেখানে রয়েছে। তারা বেগবান। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এদের সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন।।২৩।। অগ্নিপুত্র নীল নিজেই সেনাপতিরূপে রয়েছেন। আর আছে বায়ুপুত্র। সে হনুমান নামে বিখ্যাত।।২৪।। ইন্দ্রের পৌত্র অঙ্গদ সেখানে আছে। সে যুবক। বলবান। এবং দুর্ধর্ষ। অশ্বিপুত্র বলবান মৈন্দ ও দ্বিবিদও আছে *(নপ্তা—পৌত্র)* ।।২৫।। যমের মতোই পাঁচ পুত্র সেখানে অবস্থান করছে। তারা হলো গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদন।।২৬।। বীর, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, শ্রীমান বানরদের আরো দশকোটি সেইখানে উপস্থিত। তারা সবাই কিন্তু দেবতাদের পুত্র। তাদের কথা আর বলে শেষ করা যায় না।।২৭।। দশরথের সিংহতুল্য যুবকপুত্র রাম সেখানে রয়েছেন।

পুত্রো দশরথস্যৈষ সিংহসংহননো যুবা। দূষণো নিহতো যেন খরশ্চ ত্রিশিরাস্তথা।। ২৮
নাস্তি রামস্য সদৃশো বিক্রমে ভুবি কশ্চন। বিরাধো নিহতো যেন কবন্ধাশ্চন্তকোপমঃ।। ২৯
বক্তুং ন শক্তো রামস্য গুণান্ কশ্চিন্নরঃ ক্ষিতৌ। জনস্থানগতা যেন তাবন্তো রাক্ষসা হতাঃ।। ৩০
লক্ষ্মণশ্চাত্র ধর্মাত্মা মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ। যস্য বাণপথং প্রাপ্য ন জীবেদপি বাসবঃ।। ৩১
শ্বেতো জ্যোতিমুর্খশ্চাত্র ভাস্করস্যাত্মসম্ভবৌ। বরুণস্যাথ পুত্রোঽথ হেমকূটঃ প্লবঙ্গমঃ।। ৩২
বিশ্বকর্মসুতো বীরো নলঃ প্লবগসত্তমঃ। বিক্রান্তো বেগবানত্র বসুপুত্রঃ স দুর্ধরঃ।। ৩৩
রাক্ষসানাং বরিষ্ঠশ্চ তব ভ্রাতা বিভীষণঃ। প্রতিগৃহ্য পুরীং লঙ্কাং রাঘবস্য হিতে রতঃ।। ৩৪
ইতি সর্বং সমাখ্যাতং তথা বৈ বানরং বলম্। সুবেলেঽধিষ্ঠিতং শৈলে শেষকার্যে ভবান্ গতিঃ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

দূষণ, খর এবং ত্রিশিরা তাঁর দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিলো।।২৮।। সবার ওপরে আছেন শ্রীরাম। ভূতলে পরাক্রমে তাঁর মতো আর কেউই নেই। বিরাধ এবং যমের তুল্য কবন্ধকে তিনি হত্যা করেছেন।।২৯।। রামের গুণাবলী বর্ণনা করতে পৃথিবীতে কোনো মনুষ্যেরই সামর্থ্য নেই। জনস্থানে যতো রাক্ষস ছিলো, সবাইকে তিনি বিনাশ করেছেন।।৩০।। রাজন্, সঙ্গে আছেন ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ। তিনি মাতঙ্গদের মধ্যে শ্রেষ্ঠের মতো। তাঁর বাণের পথে পড়লে ইন্দ্রও বাঁচতে পারেন না।।৩১।। শ্বেত ও জ্যোতির্মুখ নামে ভাস্করের দুই পুত্র এবং বরুণের পুত্র হেমকূট নামক বানর সেখানে রয়েছে।।৩২।। আরো আছে বিশ্বকর্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল এবং বসুপুত্র পরাক্রান্ত বেগবান দুর্ধর।।৩৩।। আপনার ভ্রাতা রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিভীষণ রয়েছেন। লঙ্কাপুরী হতে চলে গিয়ে রঘুবংশধর রামের হিতসাধনে তিনি নিরত।।৩৪।। বানরসেনা নিয়ে সব কথাই বলা হলো। তারা সুবেলপর্বতে অবস্থান করছে। এখন শেষে যা করার আপনিই করুন (*আদিকাণ্ড ১৭ সর্গে বানরদের জন্মবৃত্তান্ত আছে। সেখানে বরুণের পুত্র হচ্ছে সুষেণ। কুবেরের পুত্র গন্ধমাদন। এইসঙ্গে বলা হয়েছে ধর্মের পুত্র সুষেণ এবং যমের পুত্র সুষেণ ও শরভ। তাতে সমাধান হলো, আদিকাণ্ডের সুষেণাদি হতে এই সর্গে বর্ণিত সুষেণাদি পৃথগ্ বানর। একই নামে একাধিক ব্যক্তি দেখা যায়*)।।৩৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য মায়ারচিতং মস্তকং দর্শয়িত্বা সীতাং মোহয়িতুং রাবণস্য প্রচেষ্টা

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কায়াং নৃপতেশ্চরাঃ। সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্।। ১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্। জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিৎ সচিবানিদমব্রবীৎ।। ২
মন্ত্রিণঃ শীঘ্রমায়ান্তু সর্বে বৈ সুসমাহিতাঃ। অয়ং নো মন্ত্রকালো হি সম্প্রাপ্ত ইতি রাক্ষসাঃ।। ৩
তস্য তচ্ছাসনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽভ্যাগমন্ দ্রুতম্। ততঃ স মন্ত্রয়ামাস রাক্ষসৈঃ সচিবৈঃ সহ।। ৪

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

শ্রীরামের মায়ারচিত মস্তক দেখিয়ে সীতাকে মোহিত করার জন্য রাবণের প্রয়াস

তারপর চরেরা রাজা রাবণের কাছে লঙ্কার সুবেলপর্বতে অবস্থানরত অক্ষুণ্ণ সৈন্যবাহিনী-সমন্বিত রামের কথা নিবেদন করলেন।।১।। চরেদের কাছ হতে মহাবলবান রাম এসেছেন শুনে রাবণ কিছুটা উদ্‌বিগ্ন হলো। সচিবদেরকে সে বললো—।।২।। ওহে রাক্ষসবৃন্দ, এখন আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত। মন্ত্রীরা সকলে তৈরী হয়ে প্রশান্তচিত্তে সত্বর চলে আসুক।।৩।। তার সেই আদেশ শুনে মন্ত্রীরা তাড়াতাড়ি চলে এলো। রাবণ এবার রাক্ষস-মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলো।।৪।। দুর্ধর্ষ রাবণ।

মন্ত্রয়িত্বা তু দুর্ধর্ষঃ ক্ষমং যৎ তদনন্তরম্। বিসর্জয়িত্বা সচিবান্ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্।। ৫
ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাবলম্। মায়াবিনং মহামায়ং প্রাবিশদ্ যত্র মৈথিলী।। ৬
বিদ্যুজ্জিহ্বঞ্চ মায়াজ্ঞমব্রবীদ্ রাক্ষসাধিপঃ। মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম্।। ৭
শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর। মাং ত্বং সমুপতিষ্ঠস্ব মহচ্চ সশরং ধনুঃ।। ৮
এবমুক্তস্তথেত্যাহ বিদ্যুজ্জিহ্বো নিশাচরঃ। দর্শয়ামাস তাং মায়াং সুপ্রযুক্তাং স রাবণে।। ৯
তস্য তুষ্টোঽভবদ্ রাজা প্রদদৌ চ বিভূষণম্। অশোকবনিকায়াঞ্চ সীতাদর্শনলালসঃ।। ১০
নৈর্ঋতানামধিপতিঃ সংবিবেশ মহাবলঃ। ততো দীনামদৈন্যার্হাং দদর্শ ধনদানুজঃ।। ১১
অধোমুখীং শোকপরামুপবিষ্টাং মহীতলে। ভর্তারং সমনুধ্যান্তীমশোকবনিকাং গতাম্।। ১২
উপাস্যমানাং ঘোরাভী রাক্ষসীভিরদূরতঃ। উপসৃত্য ততঃ সীতাং প্রহর্ষং নাম কীর্তয়ন্।। ১৩
ইদঞ্চ বচনং ধৃষ্টমুবাচ জনকাত্মজাম্। সান্ত্ব্যমানা ময়া ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে।। ১৪
খরহন্তা স তে ভর্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ। ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া।। ১৫
ব্যসনেনাত্মনঃ সীতে মম ভার্যা ভবিষ্যসি। বিসৃজৈতাং মতিং মূঢে কিং মৃতেন করিষ্যসি। ১৬
ভবস্ব ভদ্রে ভার্যাণাং সর্বাসামীশ্বরী মম। অল্পপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মূঢে পণ্ডিতমানিনি।
শৃণু ভর্তৃবধং সীতে ঘোরং বৃত্রবধং যথা।। ১৭
সমায়াতঃ সমুদ্রান্তং হন্তুং মাং কিল রাঘবঃ। বানরেন্দ্রপ্রণীতেন বলেন মহতা বৃতঃ।। ১৮
সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য পীড্য তীরমথোত্তরম্। বলেন মহতা রামো ব্রজত্যস্তং দিবাকরে।। ১৯

সমুচিত মন্ত্রণা করে সচিবদেরকে বিদায় দিয়ে নিজের ভবনে প্রবেশ করলো।।৫।। তারপর রাবণ বিদ্যুদ্‌জিহ্ব নামক মহাবলবান, মহামায়াবী এক রাক্ষসকে নিয়ে যেখানে মৈথিলী রয়েছেন, সেখানে গেলো।।৬।। রক্ষোরাজ রাবণ। বিদ্যুদ্‌জিহ্ব নামক মায়াবীকে বললো, ছলনার দ্বারা জনকদুহিতা সীতাকে আমরা দু'জনে আজ মোহাবিষ্ট করবো।।৭।। হে নিশাচর, রামের একটি মায়াময়-মস্তক নিয়ে বিরাট ধনু এবং বাণসহ সীতার সন্নিধানে তুমি আমার কাছে এসে উপস্থিত হও।।৮।। রাক্ষস বিদ্যুদ্‌জিহ্ব বললো, তাই হবে। রাবণকে সুপ্রযুক্ত মায়া সে দেখালো।।৯।। তার প্রতি তুষ্ট হয়ে রাজা রাবণ তাকে বহু অলঙ্কার প্রদান করলো। অশোকবন এবং সীতাকে দর্শনের লালসা হলো রাবণের।।১০।। মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ। সীতার ভবনে প্রবেশ করলো। কুবেরের ছোটোভাই রাবণ। করুণ অবস্থায় সে সীতাকে দেখলো। কিন্তু সীতার তো এই দৈন্যদশায় থাকার কথা নয়।।।১১।। তারা দেখলো, শোকার্তা সীতা মাটিতে মুখ নীচু করে বসে আছেন। অশোকবনে অবস্থান করে তিনি স্বামীকেই নিরন্তর ধ্যান করছেন।।১২।। অদূরেই ভীষণ রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। সীতার কাছে গিয়ে রাবণ সহর্ষে নিজের নাম ঘোষণা করে বাক্য বললো।।১৩।। সীতাকে সে প্রগলভতার সঙ্গে বললো, ভদ্রে, তোমাকে আমি সান্ত্বনা দিলেও তুমি রামকে আশ্রয় করে আমার ওপর বিরক্ত হতে।।১৪।। খরঘাতী তোমার সেই পতি রাম যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই এখন তোমার মূল সর্বপ্রকারে ছিন্ন হলো। এবং চূর্ণ হলো দর্পও।।১৫।। হে সীতে, এখন এই বিপদের মধ্য দিয়েই তুমি আমার ভার্যা হবে ? দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করো। ওরে মূঢ়ে, মৃতপতিকে নিয়ে আর কি করবে ?।।১৬।। ভদ্রে, তুমি অল্পপুণ্যা। রামকে নিয়ে তোমার যা প্রয়োজন ছিলো, সবই শেষ হয়ে গেছে। বোকা তুমি। নিজেকে খুব পণ্ডিত মনে করো। ভদ্রে, তুমি আমাকেই ভজনা করো। আমার সকল রাণীর মধ্যে তুমিই হবে প্রধানা। সীতে, ভীষণ বৃত্রাসুর বধের মতোই তোমার স্বামীকে বধের বৃত্তান্ত শোনো।।১৭।। রাম আমাকে হত্যা করার জন্য সমুদ্রতীরে এসে গেছে। সঙ্গে ঘিরে রয়েছে বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা আনীত বিশাল সৈন্যবাহিনী।।১৮।। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, তখন সমুদ্রের উত্তরতীরে বিরাট সেনাবাহিনীকে সে সন্নিবিষ্ট করে অপেক্ষা করছিলো।।১৯।। পথশ্রমে ক্লান্ত সৈনিকেরা সুখে ঘুমিয়ে পড়লো। আমার চরেরা তখন গোপনে গিয়ে

অথাধ্বনি পরিশ্রান্তমর্ধরাত্রে স্থিতং বলম্। সুখসুপ্তং সমাসাদ্য চরিতং প্রথমং চরৈঃ।। ২০
তৎপ্রহস্তপ্রণীতেন বলেন মহতা মম। বলমস্য হতং রাত্রৌ যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ২১
পট্টিশান্ পরিঘাংশ্চক্রানৃষ্টীন্ দণ্ডান্ মহাযুধান্। বাণজালানি শূলানি ভাস্বরান্ কূটমুদ্গরান্।। ২২
যষ্টীশ্চ তোমারান্ প্রাসাংশ্চক্রাণি মুসলানি চ। উদ্যম্যোদ্যম্য রক্ষোভির্বানরেষু নিপাতিতাঃ।। ২৩
অথ সুপ্তস্য রামস্য প্রহস্তেন প্রমাথিনা। অসক্তং কৃতহস্তেন শিরশ্ছিন্নং মহাসিনা।। ২৪
বিভীষণঃ সমুৎপত্য নিগৃহীতো যদৃচ্ছয়া। দিশঃ প্রব্রাজিতঃ সৈন্যৈর্লক্ষ্মণঃ প্লবগৈঃ সহ।। ২৫
সুগ্রীবো গ্রীবয়া সীতে ভগ্নয়া প্লবগাধিপঃ। নিরস্তহনুকঃ সীতে হনুমান্ রাক্ষসৈর্হতঃ।। ২৬
জাম্ববানথ জানুভ্যামুৎপতন্ নিহতো যুধি। পট্টিশৈর্বহুভিশ্ছিন্নো নিকৃত্তঃ পাদপো যথা।। ২৭
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তৌ বানরবরর্ষভৌ। নিঃশ্বসন্তৌ রুদন্তৌ চ রুধিরেণ পরিপ্লুতৌ।। ২৮
অসিনা ব্যায়তৌ ছিন্নৌ মধ্যে হরিনিসূদনৌ। অনুশ্বসিতি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা।। ২৯
নারাচৈর্বহুভিশ্ছিন্নঃ শেতে দর্যাং দরীমুখঃ। কুমুদস্তু মহাতেজা নিষ্কূজন্ সায়কৈর্হতঃ।। ৩০
অঙ্গদো বহুভিশ্ছিন্নঃ শরৈরাসাদ্য রাক্ষসৈঃ। পরিতো রুধিরোদ্গারী ক্ষিতৌ নিপতিতোঽঙ্গদঃ।। ৩১
হরয়ো মথিতা নাগৈ রথজালৈস্তথাপরে। শয়ানা মৃদিতাস্তত্র বায়ুবেগৈরিবাম্বুদাঃ।। ৩২
প্রসৃতাশ্চ পরে ত্রস্তা হন্যমানা জঘন্যতঃ। অনুদ্রুতাস্তু রক্ষোভিঃ সিংহৈরিব মহাদ্বিপাঃ।। ৩৩
সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ গগনমাশ্রিতাঃ। ঋক্ষা বৃক্ষানুপারূঢা বানরীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ।। ৩৪
সাগরস্য চ তীরেষু শৈলেষু চ বনেষু চ। পিঙ্গলাস্তে বিরূপাক্ষৈ রাক্ষসৈর্বহবো হতাঃ।। ৩৫

সব দেখে শুনে আসে।।২০।। তারপর, যেখানে রাম-লক্ষ্মণ রয়েছেন, প্রহস্ত আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাত্রে সেখানে তার সৈন্যদের ধ্বংস করে ফেললো।।২১।। রাক্ষসেরা পট্টিশ, পরিখ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, বাণসমূহ, উজ্জ্বল শূল এবং কৃত্তি, মুদ্গর—এইসব মহাস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলো।।২২।। যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র, মুষল—এইসব অস্ত্র তুলে রাক্ষসেরা বানরদের ওপর নিক্ষেপ করলো।।২৩।। রাম তখন ঘুমিয়ে ছিলো। তাই দেখে শত্রুমথনকারী প্রহস্ত বিশাল তরবারি হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রামের মস্তক ছিন্ন করে ফেললো।।২৪।। বিভীষণ আর লক্ষ্মণ যে যেদিকে পারে সেইদিকে বানরদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। তারা সব ধরা পড়েছে।।২৫।। হে সীতে, বানরাধিপতি সুগ্রীবের গ্রীবা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হনুমানের হনু *(চোয়াল)* ভেঙে দিয়ে রাক্ষসেরা তাকে হত্যা করেছে।।২৬।। জাম্ববান লাফিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। রাক্ষসেরা তখন তার হাঁটু-দু'টিকে বহু পট্টিশ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করে ছিন্ন করে দেয়। কাটা গাছের মতো সে মাটিতে পড়ে আছে।।২৭।। মৈন্দ এবং দ্বিবিদ—এই দুই বানরপ্রধান আহত হয়ে পড়ে আছে। রক্তের ধারা তাদের দেহ হতে গড়িয়ে পড়ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আর তারা কাঁদছে।।২৮।। সেই বানরদু'টি সিংহকেও হত্যা করার শক্তি ধরতো। অথচ রাক্ষসেরা তাদের দু'জনকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলেছে। পনস নামক বানর ফেটে-যাওয়া কাঁঠালের মতো মাটিতে গড়াগড়ি করে অন্তিমশ্বাস গ্রহণ করছে *(পনস—কাঁঠাল)*।।২৯।। বহু বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে দরীমুখ বানর গুহার মুখে শুয়ে আছে। মহাতেজস্বী কুমুদ বাণাহত। নিঃশব্দে পড়ে আছে।।৩০।। রাক্ষসেরা অঙ্গদকে ধরে অনেক বাণের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে। তার সারা শরীর দিয়ে রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। মাটিতে সে পড়ে আছে।।৩১।। বায়ুবেগে ধেয়ে-যাওয়া মেঘের মতো দেখতে হাতী আর রথসমূহের দ্বারা বিদলিত হয়ে বানরেরা বিপর্যস্ত। শুয়ে আছে।।৩২।। সিংহের দ্বারা বিতাড়িত বিশালকায় হস্তীসমূহের মতো রাক্ষসদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে অন্য সব বানরেরা ভীত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।।৩৩।। ভল্লুকেরা বানরদের বৃত্তি অবলম্বন করে গাছের ওপর চড়ে বসেছে। কেউ সাগরে পড়ে গেছে। কেউ বা পালিয়েছে আকাশে উড়ে।।৩৪।। সাগরের তীরে, পাহাড়ে এবং বনে পিঙ্গলবর্ণের বহু বানর বিরূপক্ষ রাক্ষসদের দ্বারা নিহত হয়েছে *(বিরূপ + অক্ষ—বিকৃতচোখ রাক্ষস, মহাদেব)*।।৩৫।। এইভাবে আমার সেনারা স-সৈন্যে তোমার পতিকে হত্যা করেছে। এই দেখো রক্তাক্ত, ধূলিধূসরিত তার মাথাটি

এবং তব হতো ভর্তা সসৈন্যো মম সেনয়া। ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদং চাস্যাহৃতং শিরঃ।। ৩৬
ততঃ পরমদুর্ধর্ষো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতায়ামুপশৃণ্বত্যাং রাক্ষসীমিদমব্রবীৎ।। ৩৭
রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং বিদ্যুজ্জিহ্বং সমানয়। যেন তদ্রাঘবশিরঃ সংগ্রামাৎ স্বয়মাহৃতম্।। ৩৮
বিদ্যুজ্জিহ্বস্তদা গৃহ্য শিরস্তৎসশরাসনম্। প্রণামং শিরসা কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।। ৩৯
তমব্রবীৎ ততো রাজা রাবণো রাক্ষসং স্থিতম্। বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাজিহ্বং সমীপপরিবর্তিনম্।। ৪০
অগ্রতঃ কুরু সীতায়াঃ শীঘ্রং দাশরথেঃ শিরঃ। অবস্থাং পশ্চিমাং ভর্তুঃ কৃপণা সাধু পশ্যতু।। ৪১
এবমুক্তন্তু তদ্ রক্ষঃ শিরস্তৎ প্রিয়দর্শনম্। উপনিক্ষিপ্য সীতায়াঃ ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত।। ৪২
রাবণশ্চাপি চিক্ষেপ ভাস্বরং কার্মুকং মহৎ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্।। ৪৩
ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্। ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্।। ৪৪
স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরো ধনুশ্চ ভূমৌ বিনিকীর্যমাণঃ।
বিদেহরাজস্য সুতাং যশস্বিনীং ততোঽব্রবীৎ তাং ভব মে বশানুগা।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।।৩৬।। অনন্তর অত্যন্ত দুর্ধর্ষ রাক্ষস-রাজ রাবণ সীতাকে শুনিয়ে শুনিয়েই এক রাক্ষসীকে বললো— ।।৩৭।। নিষ্ঠুরকর্মা বিদ্যুদ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে রামের মস্তক নিজেই আহরণ করেছে।।৩৮।। বিদ্যুদ্জিহ্ব তখন রামের সেই শির এবং ধনুর্বাণ হাতে মস্তক অবনত করে প্রণামকরত রাবণের সামনে এসে দাঁড়ালো।।৩৯।। রাক্ষসরাজ রাবণ বিশাল জ্বিহাসমন্বিত বিদ্যুদ্জিহ্বকে নিকটস্থ দেখে বললো— ।।৪০।। দশরথপুত্র রামের ছিন্নমুণ্ডটি শীগ্‌গির সীতার সামনে এনে রাখো। কৃপার যোগ্যা এই সীতা স্বামীর শেষ অবস্থাটি ভালোভাবে দেখুক।।৪১।। এইকথা বলার পর রাক্ষস বিদ্যুদ্জিহ্ব সীতার সামনে সেই প্রিয়দর্শন মস্তকটি রেখে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে গেলো।।৪২।। রাবণ ও বিশাল একটি উজ্জ্বল ধনু সীতার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বললো, ত্রিলোকে বিখ্যাত রামের এই সেই ধনু।।৪৩।। দেখো, ছিলা-সমেত এটি হলো তোমার রামের ধনু। রাত্রে মানুষ রামকে মেরে প্রহস্ত এটি বয়ে নিয়ে এসেছে।।৪৪।। অতঃপর রাবণ বিদ্যুদ্জিহ্বের দ্বারা আনীত রামের সেই মস্তক এবং ধনু সীতার সামনে রেখে যশস্বিনী বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে বললো, এখন তুমি আমারই বশবর্তিনী হও।।৪৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়াঃ বিলাপঃ

স সীতা তচ্ছিরো দৃষ্ট্বা তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্। সুগ্রীবপ্রতিসংসর্গমাখ্যাতঞ্চ হনূমতা।। ১
নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্তুস্তৎসদৃশং সুখম্। কেশান্ কেশান্তদেশঞ্চ তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্।। ২

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

সীতার বিলাপ

সীতা রামের সেই ছিন্ন-মুণ্ড এবং তাঁর উত্তম ধনু দেখলেন। হনুমান সুগ্রীবের পরিবাররূপে যাদের বর্ণনা দিয়েছিলেন তাদের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন।।১।। আনীত ছিন্নমস্তকে দেখলেন ঠিক রামের মতোই চোখ দু'টি। মুখের বর্ণ, কেশরাশি, কেশের অগ্রভাগ এবং মঙ্গলকর চূড়ামণি— সব রামেরই মতো।।২।। এইসব চিহ্নের দ্বারা রামকে নিহত হয়েছেন ভেবে তিনি অত্যন্ত শোকার্তা হলেন। কুররীর মতো চীৎকার

এতৈঃ সর্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় সুদুঃখিতা। বিজয়গর্হেইত্র কৈকেয়ীং ক্রোশন্তী কুররী যথা।। ৩
সকামা ভব কৈকেয়ি হতোঽয়ং কুলনন্দনঃ। কুলমুৎসাদিতুং সর্বং ত্বয়া কলহশীলয়া।। ৪
আর্যেণ কিং নু কৈকেয্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্। যন্ময়া চীরবসনং দত্ত্বা প্রব্রাজিতো বনম্।। ৫
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী বেপমানা তপস্বিনী। জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা।। ৬
সা মুহূর্তাৎ সমাশ্বস্য পরিলভ্যাথ চেতনাম্। তচ্ছিরঃ সমুপাস্থায় বিললাপায়তেক্ষণা।। ৭
হা হতাস্মি মহাবাহো বীরব্রতমনুব্রত। ইমাং তে পশ্চিমাবস্থাং গতাস্মি বিধবা কৃতা।। ৮
প্রথমং মরণং নার্যা ভর্তুর্বৈগুণ্যমুচ্যতে। সুবৃত্তঃ সাধুবৃত্তায়াঃ সংবৃত্তস্ত্বং মমাগ্রতঃ।। ৯
মহদ্দুঃখং প্রপন্নায়া মগ্নায়াঃ শোকসাগরে। যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপি ত্বং বিনিপাতিতঃ।। ১০
সা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যা ত্বয়া পুত্রেণ রাঘব। বৎসেনেব যথা ধেনুর্বিবৎসা বৎসলা কৃতা।। ১১
উদ্দিষ্টং দীর্ঘমায়ুস্তে দৈবজ্ঞৈরপি রাঘব। অমৃতং বচনং তেষামল্পায়ুরসি রাঘব।। ১২
অথবা নশ্যতি প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতস্তব। পচত্যেনং তথা কালো ভূতানাং প্রভবো হ্যয়ম্।। ১৩
অদৃষ্টং মৃত্যুমাপন্নঃ কস্মাৎ ত্বং নয়শাস্ত্রবিৎ। ব্যসনানামুপায়জ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বর্জনে।। ১৪
তথা ত্বং সম্পরিষ্বজ্য রৌদ্রয়াতিনৃশংসয়া। কালরাত্র্যা মমাচ্ছিদ্য হৃতঃ কমললোচন।। ১৫
ইহ শেষে মহাবাহো মাং বিহায় তপস্বিনীম্। প্রিয়ামিব যথা নারীং পৃথিবীং পুরুষর্ষভ।। ১৬
অর্চিতং সততং যত্নাদ্ গন্ধমাল্যৈর্ময়া তব। ইদং তে মৎপ্রিয়ং বীর ধনুঃ কাঞ্চনভূষিতম্।। ১৭
পিত্রা দশরথেন ত্ব শ্বশুরেণ মমানঘ। সর্বৈশ্চ পিতৃভিঃ সার্ধং নূনং স্বর্গে সমাগতঃ।। ১৮

করে কাঁদতে কাঁদতে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন *(কুররী—তীব্র তীক্ষ্ণ-শব্দকারী পাখী। চিলজাতীয়)* ।।৩।। কৈকেয়ী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। রঘুবংশের আনন্দদায়ক বংশধর আজ নিহত হয়েছেন। কলহশীলা তুমি রঘুবংশকে উৎসন্ন করলে !।।৪।। মাননীয় রাম কৈকেয়ীর কি অপ্রিয় কাজ করেছিলেন যার জন্য চীরবসন পরিয়ে তাঁকে আমার সঙ্গে বনে পাঠিয়ে ছিলেন।।৫।। বৈদেহী বেচারী বালিকা সীতা এই বলে কাঁদতে কাঁদতে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।।৬।। তারপর বিশালনয়না সীতা মুহূর্তকাল পরেই চেতনালাভ করে সেই ছিন্নমস্তকের কাছে গিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।।৭।। হে মহাবীর, আমি বেঁচেও মরে গেলাম। তুমি বীরব্রত পালন করে গেলে। তোমার এই অন্তিম অবস্থা দেখে আমি যে বিধবা হয়ে গেলাম।।৮।। স্বামীর যদি প্রথমে মৃত্যু হয়, তা হয় পত্নীরই পাপে। আমি তো কোনো পাপ করিনি। তবুও তুমি আমার সামনে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলে !।।৯।। মহাদুঃখ পেয়ে শোকের সাগরে মগ্ন হয়ে আমিই তোমার শরণাগত। আমাকে উদ্ধার করতে যে তুমি উদ্যত হয়েছো, সেই তুমিই আজ নিহত হলে ! *(প্রপন্ন—শরণাগত)* ।।১০।। হে রাঘব, আমার শাশুড়ি কৌশল্যা তোমার মতো পুত্রকে হারিয়ে বৎসহীনা স্নেহময়ী গাভীর মতো আজ বিপন্না।।১১।। হে রাঘব, দৈবজ্ঞেরাও বলেছিলেন, তোমার দীর্ঘ আয়ু। তাঁদের কথা মিথ্যা হলো। দেখছি তোমার আয়ু অল্পই।।১২।। প্রাজ্ঞ তুমি। তুমি সৎ।। অথচ তোমার প্রজ্ঞা নষ্ট হয়ে গেলো। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। ফলে নিহত হলে। প্রাণীদের উৎস হলেন মহাকাল। তিনিই এইভাবে তোমার হত্যা করলেন।।১৩।। হা নীতিশাস্ত্রবিশারদ, তুমি বিপদসমূহের উপায় জানো। তার প্রতিকারেও তুমি নিপুণ। অথচ কিভাবে তুমি অজানতে মারা গেলে ?।।১৪।। হে কমললোচন, অতি নিষ্ঠুর কঠিন কাল-রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আমিই তোমায় আলিঙ্গন করে যেন অভিভূত করে হরণ করেছি।।১৫।। হে মহাবাহো, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, হতভাগিনী আমায় ছেড়ে প্রিয়ানারীর মতো পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে এখানে কোথায় তুমি শুয়ে আছো ?।।১৬।। সোনায়-মোড়া তোমার এই ধনুটি আমার অতি প্রিয়। সর্বদাই যত্নের সঙ্গে এটিকে আমি গন্ধদ্রব্য এবং মাল্যের দ্বারা অর্চনা করতাম। এ কি তার অবস্থা !।।১৭।। হে নিষ্পাপা, নিশ্চয় তুমি আমার শ্বশুর তথা তোমারই পিতা দশরথ এবং অন্যসব পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হয়েছো।।১৮।। এই বংশের ভূতপূর্ব রাজা ত্রিশঙ্কু মহনীয় কর্ম সমাপনান্তে আকাশে নক্ষত্র হয়ে বিরাজ

দিবি নক্ষত্রভূতশ্চ মহৎকর্মকৃতং তথা। পুণ্যং রাজর্ষিবংশং ত্বমাত্মনঃ সমুপেক্ষসে।। ১৯
কিং মাং ন প্রেক্ষসে রাজন্ কিং বা ন প্রতিভাষসে। বালাং বালেন সম্প্রাপ্তাং ভার্যাং মাং সহচারিণীম্।। ২০
সংশ্রুতং গৃহ্ণতা পাণিং চরিষ্যামীতি যৎ ত্বয়া। স্মর তন্নাম কাকুৎস্থ নয় মামপি দুঃখিতাম্।। ২১
কস্মান্মামপহায় ত্বং গতো গতিমতাং বর। অস্মাল্লোকাদমুং লোকং ত্যক্ত্বা মামপি দুঃখিতাম্।। ২২
কল্যাণৈ রুচিরং গাত্রং পরিষ্বক্তং ময়ৈব তু। ক্রব্যাদৈস্তচ্ছরীরং তে নূনং বিপরিকৃষ্যতে।। ২৩
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ। অগ্নিহোত্রেণ সংস্কারং কেন ত্বং ন তু লপ্স্যসে।। ২৪
প্রব্রজ্যামুপপন্নানাং ত্রয়াণামেকমাগতম্। পরিপ্রেক্ষ্যতি কৌসল্যা লক্ষ্মণং শোকলালসা।। ২৫
স তস্যাঃ পরিপৃচ্ছন্ত্যা বধং মিত্রবলস্য তে। তব চাখ্যাস্যতে নূনং নিশায়াং রাক্ষসৈর্বধম্।। ২৬
সা ত্বাং সুপ্তং হতং জ্ঞাত্বা মাঞ্চ রক্ষোগৃহং গতাম্। হৃদয়েনাবদীর্ণেন ন ভবিষ্যতি রাঘব।। ২৭
মম হেতোরনার্যায়া অনঘঃ পার্থিবাত্মজঃ। রামঃ সাগরমুত্তীর্য বীর্যবান্ গোষ্পদে হতঃ।। ২৮
অহং দাশরথেনোঢা মোহাৎ স্বকুলপাংসনী। আর্যপুত্রস্য রামস্য ভার্যা মৃত্যুরজায়ত।। ২৯
নূনমন্যাং ময়া জাতিং বারিতং দানমুত্তমম্। যাহমদ্যেব শোচামি ভার্যা সর্বাতিথেরিহ।। ৩০
সাধু ঘাতয় মাং ক্ষিপ্রং রামস্যোপরি রাবণ। সমানয় পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্।। ৩১
শিরসা মে শিরশ্চাস্য কায়ং কায়েন যোজয়। রাবণানুগমিষ্যামি গতিং ভর্তুর্মহাত্মনঃ।। ৩২
ইতীব দুঃখসন্তপ্তা বিললাপায়তেক্ষণা। ভর্তুঃ শিরো ধনুশ্চৈব দদর্শ জনকাত্মজা।। ৩৩
এবং লালপ্যমানায়াং সীতায়াং তত্র রাক্ষসঃ। অভিচক্রাম ভর্তারমনীকস্থঃ কৃতাঞ্জলিঃ।। ৩৪

করছেন। নিজের সেই পুণ্য রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করে তুমি চলে গেলে।।১৯।। হে রাজন্, তুমি কি আমায় দেখতে পাচ্ছো না? কথা বলছো না কেন? তুমি বালক অবস্থাতেই বালিকা আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলে!।।২০।। হে কাকুৎস্থ, আমার পাণিগ্রহণের সময় তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই আমি ধর্মাচরণ করবো। এখন সেই কথা স্মরণ করো। দুঃখিতা আমাকেও এখন তোমারি সঙ্গে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলো।।২১।। জানি, তুমি গতিশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেন তুমি দুঃখিতা আমাকে পরিত্যাগ করে ইহলোক ত্যাগ করে ঐ পরলোকে গমন করলে?।।২২।। হায়, হায়, তোমার যে মঙ্গলময় সুন্দর গাত্রটি আমিই কেবল আলিঙ্গন করতাম, আজ কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসেরা সেটি নিয়ে নিশ্চয়ই টানা-হ্যাঁচড়া করবে।।২৩।। তুমি ভালো দক্ষিণা প্রদানপূর্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করতে। এখন সেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কেন তুমি আর করছো না?।।২৪।। আমরা তিনজনে বনে এসেছিলাম। কিন্তু যখন লক্ষ্মণকেই মাত্র অযোধ্যায় ফিরে যেতে দেখবেন, তখন কৌশল্যা, শোকে বিহ্বল হয়ে পড়বেন।।২৫।। তিনি যখন সব জিজ্ঞেস করবেন, তখন লক্ষ্মণ নিজেদের মিত্রসৈন্যের বধের সঙ্গে রাত্রিতে তোমারো বধের কথা নিশ্চয়ই বলবেন।।২৬।। হে রাঘব, তুমি নিদ্রিত অবস্থায় নিহত হয়েছো এবং আমাকে রাক্ষস গৃহে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—এ শুনে স্নেহময়ী মাতা কৌশল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।।২৭।। হায়, হতভাগিনী আমার জন্যই নিষ্পাপ বীর্যবান রাজপুত্র রাম সাগর অতিক্রম করে এসেও গোষ্পদে নিহত হলেন!।।২৮।। অজ্ঞতাবশতঃ দশরথপুত্র রাম আমায় বিবাহ করেছিলেন। আমি যে নিজের কুলবিনাশিনী। আর্যপুত্র রামের ভার্যা হয়ে তাঁর মৃত্যুরই কারণ হলাম!।।২৯।। নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে কারো উত্তম দানকর্মে বাধা দিয়েছিলাম। তাই সকল অতিথির প্রতি বৎসল তোমার পত্নী হয়েও আজ আমি এখানে শোক করছি!।।৩০।। হে রাবণ, তুমি সত্বর আমায় হত্যা করে ভালোভাবে রামের ওপর স্থাপন করো। পতির সঙ্গে পত্নীকে সংযুক্ত করার এই পুণ্য কর্মটি অন্ততঃ তুমি সম্পাদন করো!।।৩১।। হে রাবণ, তুমি আমার মস্তকের সঙ্গে তার মস্তক এবং আমার দেহের সঙ্গে তার দেহের সংযোজন করো। মহাত্মা আমার পতির গতিই আমি অনুসরণ করবো।।৩২।। জনকরাজকন্যা, বিশালনয়না সীতা পতির মস্তক এবং ধনু দেখে দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।।৩৩।। সীতা তো এইরকম বিলাপ করছেন। তখন রণক্ষেত্র হতে এক রাক্ষস এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রভু রাবণকে বাক্য বললো।।৩৪।। সে তখন তাকে অভিবাদন জানিয়ে

বিজয়স্বার্যপুত্রেতি সোঽভিবাদ্য প্রসাদ্য চ। ন্যবেদয়দনুপ্রাপ্তং প্রহস্তং বাহিনীপতিম্।। ৩৫
অমাত্যৈঃ সহিতঃ সর্বৈঃ প্রহস্তস্ত্বামুপস্থিতঃ। তেন দর্শনকামেন অহং প্রস্থাপিতঃ প্রভো।। ৩৬
নূনমস্তি মহারাজ রাজভাবাৎ ক্ষমান্বিত। কিঞ্চিদাত্যয়িকং কার্যং তেষাং ত্বং দর্শনং কুরু।। ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা দশগ্রীবো রাক্ষসপ্রতিবেদিতম্।। অশোকবনিকাং ত্যক্ত্বা মন্ত্রিণাং দর্শনং যযৌ।। ৩৮
স তু সর্বং সমর্থ্যৈব মন্ত্রিভিঃ কৃত্যমাত্মনঃ। সভাং প্রবিশ্য বিদধে বিদিত্বা রামবিক্রমম্।। ৩৯
অন্তর্ধানন্তু তচ্ছীর্ষং তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্। জগাম রামণস্যৈব নির্যাণসমনন্তরম্।। ৪০
রাক্ষসেন্দ্রস্তু তৈঃ সার্ধং মন্ত্রিভির্ভীমবিক্রমৈঃ। সমর্থয়ামাস তদা রামকার্যবিনিশ্চয়ম্।। ৪১
অবিদূরস্থিতান্ সর্বান্ বলাধ্যক্ষান্ হিতৈষিণঃ। অব্রবীৎ কালসদৃশং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ৪২
শীঘ্রং ভেরীনিনাদেন স্ফুটং কোণাহতেন মে। সমানয়ধ্বং সৈন্যানি বক্তব্যঞ্চ ন কারণম্।। ৪৩
ততস্তথেতি প্রতিগৃহ্য তদ্বচস্তদৈব দূতাঃ সহসা মহদ্বলম্।
সমানয়ংশ্চৈব সমাগতঞ্চ ন্যবেদয়ন্ ভর্তরি যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণি।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।।

এবং প্রসন্ন করে বললো "আর্যপুত্রের জয় হোক"। জানালো, সেনাপতি প্রহস্ত এসেছে।।৩৫।। সকল অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রহস্ত আপনার কাছে এসেছে। সে আপনার দর্শন চাইছে। হে প্রভো, তাই সে আমায় পাঠিয়েছে।।৩৬।। মহারাজ, আপনি তো ক্ষমাশীল। মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তাই আপনি তাদের দর্শন করুন।।৩৭।। দশগ্রীব রাবণ রাক্ষসের এই কথা শুনে আশোকবন ত্যাগ করে মন্ত্রীদের দর্শনে চলে গেলো।।৩৮।। সে সভায় প্রবেশ করে রামের বিক্রম জেনে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের কর্তব্য স্থির করতে লাগলো।।৩৯।। এদিকে রাবণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই রামের সেই ছিন্ন-মুণ্ড এবং উত্তম ধনুও অন্তর্হিত হয়ে গেলো।।৪০।। রাক্ষসরাজ রাবণ ভীষণ পরাক্রমশালী সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে যে কার্য করণীয় তা স্থির করলো।।৪১।। কালের মতো রক্ষোরাজ রাবণ নিকটের সকল সেনাপতিদের ডেকে বললো। সেই সব সেনাপতিরা ছিলো রাবণের হিতৈষী।।৪২।। সত্বর কোণের *(বাদ্যদণ্ড)* দ্বারা বাজানো হচ্ছে এমন ভেরী-নিনাদের মধ্যে সৈন্যদের নিয়ে এসো। কারণটা কি তা কিন্তু বলবে না।।৪৩।। তারপর দূতেরা 'তাই হবে' —এই বলে রাবণের আদেশ স্বীকার করে নিয়ে দ্রুত সেই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে এসে, যুদ্ধের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে বসে আছে যে প্রভু রাবণ, তাকে সব জানালো।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়ৈ সরমায়াঃ সান্ত্বনাদানম্, রাবণকৃতমায়াকথনম্, শ্রীরামস্যাগমন
-রূপপ্রিয়সমাচারজ্ঞাপনম্, তস্য বিজয়বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপনঞ্চ।

সীতাং তু মোহিতাং দৃষ্ট্বা সরমা নাম রাক্ষসী। আসসাদাথ বৈদেহীং প্রিয়াং প্রণয়িনী সখীম্।। ১
মোহিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ সীতাং পরমদুঃখিতাম্। আশ্বাসয়ামাস তদা সরমা মৃদুভাষিণী।। ২

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

সীতাদেবীকে সরমার দ্বারা সান্ত্বনাপ্রদান। রাবণের মায়ার কথা বর্ণনা।
শ্রীরামের আগমনের প্রিয়সংবাদ-জ্ঞাপন। তাঁর বিজয়লাভে আস্থা।

সীতাকে মূর্ছিতা দেখে তাঁর প্রতি প্রেমপরায়ণা সখী সরমা নাম্নী রাক্ষসী বিদেহরাজপুত্রী প্রিয়া সীতার কাছে এলো।।১।। রাক্ষসরাজের দ্বারা মূর্ছিতা পরমদুঃখিতা সীতাকে তখন মৃদুভাষিণী সরমা আশ্বস্ত করলো।।২।। রাবণ সীতাকে প্রহরার জন্য সরমাকে আদেশ দিয়েছিলো। সে ছিলো দয়াবতী। এবং

সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া। রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢ়ব্রতা।। ৩
সা দদর্শ সখী সীতাং সরমা নষ্টচেতনাম্। উপাবৃত্যোত্থিতাং ধ্বস্তাং বড়বামিব পাংসুষু।। ৪
তাং সমাশ্বাসয়ামাস সখীস্নেহেন সুব্রতাম্। সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া।। ৫
সখীস্নেহেন তদ্ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্। লীনয়া গহনে শূন্যে ভয়মুৎসৃজ্য রাবণাৎ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নহি মে রাবণাদ্ভয়ম্।। ৬
স সম্ভ্রান্তশ্চ নিষ্ক্রান্তো যৎকৃতে রাক্ষসেশ্বরঃ। তত্র মে বিদিতং সর্বমভিনিষ্ক্রম্য মৈথিলি।। ৭
ন শক্যং সৌপ্তিকং কর্তুং রামস্য বিদিতাত্মনঃ। বধশ্চ পুরুষব্যাঘ্রে তস্মিন্ নৈবোপপদ্যতে।। ৮
ন ত্বেবং বানরা হন্তুং শক্যাঃ পাদপযোধিনঃ। সুরা দেবর্ষভেণেব রামেণ হি সুরক্ষিতাঃ।। ৯
দীর্ঘবৃত্তভুজঃ শ্রীমান্ মহোরস্কঃ প্রতাপবান্। ধন্বী সন্নহনোপেতো ধর্মাত্মা ভুবি বিশ্রুতঃ।। ১০
বিক্রান্তো রক্ষিতা নিত্যমাত্মনশ্চ পরস্য চ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা কুলীনো নয়শাস্ত্রবিৎ।। ১১
হন্তা পরবলৌঘানামচিন্ত্যবলপৌরুষঃ। ন হতো রাঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রুনিবর্হণঃ।। ১২
অযুক্তবুদ্ধিকৃত্যেন সর্বভূতবিরোধিনা। এবং প্রযুক্তা রৌদ্রেণ মায়া মায়াবিনা ত্বয়ি।। ১৩
শোকস্তে বিগতঃ সর্বকল্যাণং ত্বামুপস্থিতম্। ধ্রুবং ত্বাং ভজতে লক্ষ্মীঃ প্রিয়ং তে ভবতি শৃণু।। ১৪
উত্তীর্য সাগরং রামঃ সহ বানরসেনয়া। সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য তীরমাসাদ্য দক্ষিণম্।। ১৫
দৃষ্টো মে পরিপূর্ণার্থঃ কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ। সহিতৈঃ সাগরান্তস্থৈর্বলৈস্তিষ্ঠতি রক্ষিতঃ।। ১৬

কর্তব্যে অবিচল। সীতাকে প্রহরা দিতে গিয়ে সে তার সখীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।।৩।। সেই সখী সরমা সীতাকে দেখলো মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে। ঘোটকীর মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধূলোয় ধূসরিতা *(পাংশু—ধূলি)* ।।৪।। সখীস্নেহে সরমা সীতাকে সম্যগ্‌রূপে আশ্বাস দিয়ে বললো, ওগো বিদেহ রাজকন্যে, তুমি শান্ত হও। মনের বেদনা দূর করো। রাবণ যা বলেছিলো এবং তুমি নিজে যা তার উত্তর দিয়েছো, তা সবই আমি শুনেছি।।৫।। ওহে ভীরু, সখীস্নেহে রাবণের ভয় পরিত্যাগ করে এই গহন বনে লুকিয়ে থেকে আমি সব শুনেছি। হে বিশাল-নয়নে তোমার কল্যাণের জন্য আমি রাবণকেও ভয় করি না।।৬।। হে মৈথিলি, রাক্ষসরাজ দ্রুত এখান হতে যার জন্য চলে গিয়েছিলো আমি তার পেছনে পেছনে গিয়ে সব জেনে এসেছি।।৭।। রাম আত্মজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কেউ রাত্রি-যুদ্ধ করতে পারে না। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁকে কেউ বধ করতে পারে না *(সৌপ্তিক—রাত্রিযুদ্ধ। রাত্রে কেউ সুপ্ত থাকলে তাকে আক্রমণ করে যুদ্ধ করা)* ।।৮।। দেবরাজের দ্বারা যেমন দেবতারা সুরক্ষিত, তেমনি রামের দ্বারা সুরক্ষিত হলো পাদপরাজি। সেই পাদপসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করে কেউ বানরদেরও হত্যা করতে পারবে না।।৯।। সখি, দেখো, শ্রীমান রামের বাহুদু'টি দীর্ঘ। এবং বর্তুলাকার। বিশাল তাঁর বক্ষ। তিনি প্রতাপশালী। ধনু চালনায় তিনি নিপুণ। এবং বর্মে সজ্জিত। পৃথিবীতে ধর্মাত্মারূপে তিনি বিখ্যাত।।১০।। তিনি পরাক্রান্ত। নিত্যই নিজেকে এবং অপরকে রক্ষণে তিনি সমর্থ। সদ্‌বংশজাত এবং নীতিশাস্ত্রবিদ্ তিনি। ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি কুশলেই আছেন।।১১।। হে সীতে, শ্রীমান রাম শত্রুসৈন্যহন্তাঃ অচিন্তনীয়শক্তি এবং পৌরুষের তিনি অধিকারী। এই রাম কখনোই নিহত হন নি।।১২।। রাবণ অযৌক্তিক বুদ্ধির দ্বারাই কাজ করে। সকল প্রাণীর প্রতি বিরোধ করা তার স্বভাব। সেই ক্রূরকর্মা মায়াবী রাবণ তোমার কাছে রামের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়ে ছলনা করেছে।।১৩।। শোকের কাল তোমার চলে গেছে। সর্বপ্রকারে কল্যাণ তোমার কাছে আজ এসে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীলাভ করবে। তোমার প্রিয় কথা বলছি। শোনো।।১৪।। রাম বানরসেনা নিয়ে সাগর অতিক্রম করে দক্ষিণতীরে এসে অবস্থান করছেন।।১৫।। আমি দেখে এসেছি। রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে এসে গেছেন। তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। সাগরপ্রান্তে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁরা সুরক্ষিত হয়ে অবস্থিত।।১৬।।

অনেন প্রেষিতা যে চ রাক্ষসা লঘুবিক্রমাঃ। রাঘবস্তীর্ণ ইত্যেবং প্রবৃত্তিস্তৈরিহাহৃতা।। ১৭
স তাং শ্রুত্বা বিশালাক্ষি প্রবৃত্তিং রাক্ষসাধিপঃ। এষ মন্ত্রয়তে সর্বৈঃ সচিবৈঃ সহ রাবণঃ।। ১৮
ইতি ব্রুবাণা সরমা রাক্ষসী সীতয়া সহ। সর্বোদ্যোগেন সৈন্যানাং শব্দং শুশ্রাব ভৈরবম্।। ১৯
দণ্ডনির্ঘাতবাদিন্যাঃ শ্রুত্বা ভের্যা মহাস্বনম্। উবাচ সরমা সীতামিদং মধুরভাষিণী।। ২০
সন্নাহজননী হ্যেষা ভৈরবা ভীরু ভেরিকা। ভেরীনাদঞ্চ গম্ভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্।। ২১
কল্প্যন্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যন্তে রথবাজিনঃ। দৃশ্যন্তে তুরগারূঢাঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ।। ২২
তত্র তত্র চ সন্নদ্ধাঃ সম্পতন্তি সহস্রশঃ। আপূর্যন্তে রাজমার্গাঃ সৈন্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ।। ২৩
বেগবদ্ভির্নদদ্ভিশ্চ তোয়ৌঘৈরিব সাগরঃ। শস্ত্রাণাঞ্চ প্রসন্নানাং চর্মণাং বর্মণাং তথা।। ২৪
রথবাজিগজানাঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্। সম্ভ্রমো রাক্ষসামেষ হৃষিতানাং তরস্বিনাম্।। ২৫
প্রভাং বিসৃজতাং পশ্য নানাবর্ণসমুত্থিতাম্। বনং নির্দহতো ঘর্মে যথারূপং বিভাবসোঃ।। ২৬
ঘণ্টানাং শৃণু নির্ঘোষং রথানাং শৃণু নিঃস্বনম্। হয়ানাং হ্রেষমাণানাং শৃণু তূর্যধ্বনিং তথা।। ২৭
উদ্যতায়ুধহস্তানাং রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্। সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ তুমুলো লোমহর্ষণম্।। ২৮
শ্রীস্ত্বাং ভজতি শোকঘ্নী রাক্ষসাং ভয়মাগতম্। রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ।। ২৯
অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপরাক্রমঃ। রাবণং সমরে হত্বা ভর্তা ত্বাধিগমিষ্যতি।। ৩০
বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্তা তে সহলক্ষ্মণঃ। যথা শত্রুষু শত্রুঘ্নো বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ।। ৩১

এই রাক্ষস রাবণ ক্ষিপ্রকর্মা রাক্ষসদেরকে রামের খবর নিতে পাঠিয়েছিলে। তারা সংবাদ নিয়ে এসেছে। রাম সাগর অতিক্রম করেছেন।।১৭।। হে বিশালনয়নে, রক্ষোরাজ রাবণ এই কথা শুনে সচিবসকলকে নিয়ে মন্ত্রণায় বসেছে।।১৮।। রাক্ষসী সরমা সীতাকে এই কথা বললো। তারপর তারা শুনতে পেলো সৈনিকদের আয়োজনের কথা। ভীষণ এক শব্দ তারা শুনতে পেলো।।১৯।। দাঁতের আঘাত দিয়ে ভেরী বাজানো হচ্ছিলো। তার সেই ভীষণ শব্দ শুনে মধুরভাষিণী সরমা সীতাকে বললো—।।২০।। হে মৃদুস্বভাব সীতে, এটি হলো ভৈরবীর তুমুলশব্দ। এই শব্দ শুনে সৈনিকেরা বর্ম পরিধান করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়। মেঘের মতো গম্ভীর ঐ 'ভেরীনাদ' তুমি শোনো *(সন্নাহ—বর্ম। ভেরীনাদের দ্বারা সবাইকে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে আহ্বান করা হতো)* ।।২১।। ঐ দেখো, মত্ত হস্তীগুলিকে এখন যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করা হচ্ছে। রথের ঘোড়াগুলিকে রথে জোড়া হচ্ছে। হাজার হাজার সৈনিককে দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে তারা প্রাণহস্তে এগিয়ে চলেছে।।২২।। অদ্‌ভুতদর্শন সৈন্যেরা হাজারে হাজারে এসে রাজপথ পূর্ণ করেছে। সবদিক থেকে হাজারে হাজারে এসে তারা সম্মিলিত হচ্ছে।।২৩।। সাগরের জলরাশির মতো বেগে গর্জন করছে সৈন্যেরা। চর্মেবর্মে সজ্জিত হয়ে তারা উজ্জ্বল শস্ত্রনিক্ষেপ করছে।।২৪।। রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগমন করছে হৃষ্ট এবং দ্রুতগামী রথ, ঘোড়া, এবং হস্তিবাহিনী।।২৫।। গ্রীষ্মকালে বনদাহনকারী অগ্নির মতো নানাবর্ণের প্রভা এই সৈন্যবাহিনীর অভিযানে দেখো।।২৬।। ঘণ্টার ধ্বনি শোনো। শোনো রথের শব্দও। ঘোড়াগুলির হ্রেষাধ্বনি, তূর্যধ্বনিসহ সেই ধ্বনিও শোনো।।২৭।। রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগামী রাক্ষসেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে তুমুল শব্দে চলেছে। তাদের সেই লোমহর্ষণ শব্দ শোনো।।২৮।। যে রাজলক্ষ্মী শোকবিনাশ করেন, তিনি এখন তোমায় আশ্রয় করেছেন। রাক্ষসদের ভয় এসে গেছে। ইন্দ্র যেমন দৈত্যদেরকে পরাজিত করেন, তেমনি কমলনয়ন রাম রাবণকে পরাজিত করবেন।।২৯।। যাঁর পরাক্রম চিন্তা করা যায় না, যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, তোমার স্বামী সেই রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে তোমায় উদ্ধার করবেনই।।৩০।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে তোমার পতি রাম রাক্ষসদের ওপর বিক্রম-প্রদর্শন করবেন। শত্রুবিনাশকারী ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুকে নিয়ে শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক তেমনি।।৩১।। আমি দেখবো, শত্রু ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে। শীগ্‌গিরই দেখবো, সতী তুমি রামের

আগতস্য হি রামস্য ক্ষিপ্রমঙ্কাগতাং সতীম্। অহং দ্রক্ষ্যামি সিদ্ধার্থাং ত্বাং শত্রৌ বিনিপাতিতে।। ৩২
অস্রাণ্যানন্দজানি ত্বং বর্তয়িষ্যসি জানকি। সমাগম্য পরিষ্বক্তা তস্যোরসি মহোরসঃ।। ৩৩
অচিরান্মোক্ষ্যতে সীতে দেবি তে জঘনং গতাম্। ধৃতামেকান্ বহূন্ মাসান্ বেণীং রামো মহাবলঃ।। ৩৪
তস্য দৃষ্ট্বা মুখং দেবি পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্। মোক্ষ্যসে শোকজং বারি নির্মোকমিব পন্নগী।। ৩৫
রাবণং সমরে হত্বা ন চিরাদেব মৈথিলি। ত্বয়া সমগ্রঃ প্রিয়য়া সুখার্হো লপ্স্যতে সুখম্।। ৩৬
সভাজিতা ত্বং রামেণ মোদিষ্যসি মহাত্মনা। সুবর্ষেণ সমাযুক্তা যথা শস্যেন মেদিনী।। ৩৭
গিরিবরমভিতো বিবর্তমানো হয় ইব মণ্ডলমাশু যঃ করোতি।
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ক্রোড়ে অবস্থান করছো।।৩২।। জানকি, স্বামীকে পেয়ে আলিঙ্গন করে তার বিশাল বুকে তুমি আনন্দের অশ্রুবিসর্জন করবে।।৩৩।। সীতে, এতোদিন ধরে পতিব্রতা নারীরূপে কেশসংস্কার না করে তুমি যে তোমার জঘনদেশ পর্যন্ত একটি মাত্র বেণী বহুমাস ধরে বিলম্বিত রেখেছিলে, মহাবলশালী রাম অচিরেই তা মোচন করবেন।।৩৪।। উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখটি দেখে, সর্পিণী যেমন খোলস ত্যাগ করে তেমনিই তুমিও শোকজনিত চোখের জল ত্যাগ করবে।।৩৫।। হে মৈথিলি, রাবণকে যুদ্ধে নিহত করে সুখের যোগ্য রাম প্রিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে অচিরেই পূর্ণ সুখ লাভ করবেন।।৩৬।। ভালো বর্ষণ হলে ধরিত্রী যেমন শস্যযুক্তা হয়, তেমনি মহাত্মা রামের দ্বারা সম্বর্ধিতা হয়ে তুমি আনন্দে মগ্ন হয়ে যাবে।।৩৭।। হে দেবি সীতে, সূর্যদেবী পর্বতরাজ সুমেরুর চারদিকে অশ্বের মতো মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করেন। তুমি এখন তাঁরই শরণাগতা হও। তিনিই প্রজাগণের সুখদুঃখের বিধানকর্তা।।৩৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়া অনুরোধেন সরমায়াস্তস্যৈ মন্ত্রিভিঃসহ রাবণস্য নিশ্চিতাভিপ্রায়নিবেদনম।

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্। সরমা হ্লাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা।। ১
ততস্তস্যা হিতং সখ্যাশ্চিকীর্ষন্তি সখী বচঃ। উবাচ কালে কালজ্ঞা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী।। ২
উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে। নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্।। ৩
নহি মে ক্রমমাণায়া নিরালম্বে বিহায়সি। সমর্থো গতিমন্বেতুং পবনো গরুড়োঽপি বা।। ৪
এবং ব্রুবাণাং তাং সীতা সরমামিদমব্রবীৎ। মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূর্বশোকাভিপন্নয়া।। ৫

চতুঃস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

সীতার অনুরোধে সরমার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীসহ রাবণের নিশ্চিত অভিপ্রায় নিবেদন।

দগ্ধা ধরিত্রী যেমন জলবর্ষণে শীতল হয় তেমনি রাবণের বাক্যে মূর্ছিতা ও সন্তপ্তা সীতা সরমার সেই বাক্যের দ্বারা আনন্দিতা হলেন।।১।। তারপর সখী সীতার কল্যাণকামনা করে কালোচিত কথা বলায় নিপুণা, সখী সরমা আগে একটু স্মিত হেসে বললো।।২।। হে কৃষ্ণলোচনে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে রামের কাছে গিয়ে তোমার কুশল নিবেদন করে ফিরে আসতে পারি।।৩।। আমি যখন আকাশে কোনোকিছু অবলম্বন না করে উড়ে যাই, তখন পবন কিংবা গরুড়ও আমার গতি- নিরূপণ করতে পারে না *(বিহায়সি —আকাশে)*।।৪।। এইকথা বলায় সীতা পূর্বের শোক পরিত্যাগ করে মৃদু এবং মধুরবাক্যে সরমাকে বললেন—।।৫।। তুমি যে আকাশে উড়তে পারো, পাতালেও প্রবেশ করতে পারো তা আমি জানি।

সমর্থা গগনং গন্তুমপি চ ত্বং রসাতলম্। অবগচ্ছাদ্য কর্তব্যং কর্তব্যন্তে মদন্তরে।। ৬
মৎপ্রিয়ং যদি কর্তব্যং যদি বুদ্ধিঃ স্থিরা তব। জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং গত্বা কিং করোতীতি রাবণঃ।। ৭
স হি মায়াবলঃ ক্রূরো রাবণঃ শত্রুরাবণঃ। মাং মোহয়তি দুষ্টাত্মা পীতমাত্রেব বারুণী।। ৮
তর্জাপয়তি মাং নিত্যং ভর্ৎসাপয়তি চাসকৃৎ। রাক্ষসীভিঃ সুঘোরাভির্যো মাং রক্ষতি নিত্যশঃ।। ৯
উদ্বিগ্না শঙ্কিতা চাস্মি ন স্বস্থঞ্চ মনো মম। তদ্ভয়াচ্চাহমুদ্বিগ্না অশোকবনিকাং গতা।। ১০
যদি নাম কথা তস্য নিশ্চিতং বাপি যদ্ভবেৎ। নিবেদয়েথাঃ সর্বং তদ্ বরো মে স্যাদনুগ্রহঃ।। ১১
সাপ্যেবং ব্রুবতীং সীতাং সরমা মৃদুভাষিণী। উবাচ বচনং তস্যাঃ স্পৃশন্তী বাক্যবিক্লবম্।। ১২
এষ তে যদ্যভিপ্রায়স্তস্মাদ্ গচ্ছামি জানকি। গৃহ্য শত্রোরভিপ্রায়মুপাবর্তামি মৈথিলি।। ১৩
এবমুক্ত্বা ততো গত্বা সমীপং তস্য রাক্ষসঃ। শুশ্রাব কথিতং তস্য রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।। ১৪
সা শ্রুত্বা নিশ্চয়ং তস্য নিশ্চয়জ্ঞা দুরাত্মনঃ। পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রমশোকবনিকাং শুভাম্।। ১৫
সা প্রবিষ্টা ততস্তত্র দদর্শ জনকাত্মজাম্। প্রতীক্ষমাণাং স্বামেব ভ্রষ্টপদ্মামিব শ্রিয়ম্।। ১৬
তাং তু সীতা পুনঃ প্রাপ্তাং সরমাং প্রিয়ভাষিণীম্। পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধং দদৌ চ স্বয়মাসনম্।। ১৭
ইহাসীনা সুখং সর্বমাখ্যাহি মম তত্ত্বতঃ। ক্রূরস্য নিশ্চয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ১৮
এবমুক্তা তু সরমা সীতয়া বেপমানয়া। কথিতং সর্বমাচষ্ট রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।। ১৯
জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ। অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ।। ২০
দীয়তামভিসৎকৃত্য মনুজেন্দ্রায় মৈথিলী। নিদর্শনন্তে পর্যাপ্তং জনস্থানে যদদ্ভুতম্।। ২১
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য দর্শনঞ্চ হনূমতঃ। বধঞ্চ রক্ষসাং যুদ্ধে কঃ কুর্যান্মানুষো যুধি।। ২২

আমার জন্য যদি তোমার কিছু করার থাকে তাই করো।।৬।। আমার প্রিয়কর্তব্য পালনে যদি তোমার বুদ্ধি স্থির থাকে তাহলে আমি জানতে চাইছি, তুমি গিয়ে জেনে এসো— রাবণ এখন কী করছে ?।।৭।। সেই রাবণ মায়াবলে বলী। নিষ্ঠুর। শত্রুদলনকারী। মদ্যপান করেই সে আমায় মোহিত করতে চেষ্টা করে।।৮।। সে ভীষণা রাক্ষসীদের দ্বারা আমায় নিত্য পাহারা দেওয়ায়। তাদের দ্বারা বারবার নিত্যই আমাকে তর্জনে ও তিরস্কারে পীড়ন করিয়ে থাকে।।৯।। আমি উদ্‌বিগ্না এবং শঙ্কিতা। আমার মনে শান্তি নেই। অশোক-বনিকার মধ্যে তার ভয়ে আমি সন্ত্রস্তা হয়ে আছি।।১০।। রাবণ যা কিছু নির্ণয় নেয়, সেটি যদি তুমি এসে আমায় জানাও সেটিই হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।।১১।। সেই কোমলভাষিণী সরমাও আঁচল দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে গদগদ-ভাষায় বললেন—।।১২।। জানকি, এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহলে আমি যাচ্ছি। হে মৈথিলি, শত্রুর অভিপ্রায় জেনে আমি ফিরে আসছি।।১৩।। এই বলে সরমা রাক্ষস রাবণের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে রাবণ যা বলছিলো সব শুনে এলো।।১৪।। বুদ্ধিমতী সরমা দুরাত্মা রাবণের সিদ্ধান্ত শুনে আবার দ্রুতগতিতে মঙ্গলময় অশোক-বনিকায় ফিরে এলো।।১৫।। অশোকবনে প্রবেশ করে সে দেখতে পেলো সীতা তারই প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। তাকে পদ্মবিহীন লক্ষ্মীদেবীর মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছিলো।।১৬।। সীতা প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরায় কাছে পেয়ে প্রেমের সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করে বসার জন্য নিজেই আসন পেতে দিলেন।।১৭।। বললেন, এখানে ভালোভাবে বসে নিষ্ঠুর, দুরাত্মা রাবণের সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রম যথাযথভাবে সব আমায় বলো।।১৮।। কাঁপতে কাঁপতে সীতা সরমাকে এই কথা বললে রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে যা পরামর্শ করছিলো, সবই তখন সরমা তাঁকে বললো।।১৯।। হে বিদেহরাজপুত্রী সীতে, দেখলাম, রাবণজননী এবং একবৃদ্ধ মন্ত্রী তোমাকে মুক্তিদেবার জন্য অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে অনেক কথা বললো—।।২০।। মানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে সমাদরের সঙ্গে সমর্পণ করো। রামচন্দ্রের বীর্যবত্তার পর্যাপ্ত পরিচয় জনস্থানে দেখা গেছে। সে তো এক অদ্‌ভুত ব্যাপার।।২১।। হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করেছে, সীতাকে দেখে এসেছে। যুদ্ধে কোন মানুষ রাক্ষসদের হত্যা করতে পারে ? তাই, এই সব ভেবে দেখো।।২২।। বর্ষীয়ান মন্ত্রী এবং

এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধৈশ্চ মাত্রা চ বহুবোধিতঃ। ন ত্বামুৎসহতে মোক্তুমর্থমর্থপরো যথা।। ২৩
নোৎসাহত্যমৃতো মোক্তুং যুদ্ধে ত্বামিতি মৈথিলি। সামাত্যস্য নৃশংসস্য নিশ্চয়ো হ্যেষ বর্ততে।। ২৪
তদেষা সুস্থিরা বুদ্ধির্মৃত্যুলোভাদুপস্থিতা। ভয়ান্ন শক্তস্ত্বাং মোক্তুমনিরস্তঃ স সংযুগে।। ২৫
রাক্ষসানাঞ্চ সর্বেষামাত্মনশ্চ বধেন হি। নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রতিনেষ্যতি রামস্ত্বামযোধ্যামসিতেক্ষণে।। ২৬
এতস্মিন্নন্তরে শব্দো ভেরীশঙ্খসমাকুলঃ। শ্রুতো বৈ সর্বসৈন্যানাং কম্পয়ন্ ধরণীতলম্।। ২৭
শ্রুত্বা তু তং বানরসৈন্যনাদং লঙ্কাগতা রাক্ষসরাজভৃত্যাঃ।
হতৌজসো দৈন্যপরীতচেষ্টাঃ শ্রেয়ো ন পশ্যন্তি নৃপস্য দোষাৎ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

রাবণজননী তাকে এইরকম বহুভাবে বোঝালো। অর্থের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যেমন অর্থ ত্যাগ করতে পারে না, রাবণও তেমনি তোমায় ত্যাগ করতে উৎসাহিত হলো না।।২৩।। হে সীতে, সেই নিষ্ঠুর রাবণ অমাত্যদের নিয়ে এমন সঙ্কল্প করেছে যে যুদ্ধে না মরা পর্যন্ত সে তোমায় মুক্তি দেবে না।।২৪।। যুদ্ধের ভয়ে তোমায় সে মুক্তি দেবে না। এই বিষয়ে তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। মৃত্যু তাকে প্রলুব্ধ করছে। তাই, তার এই নিশ্চিত বুদ্ধি।।২৫।। হে কৃষ্ণনয়নে সীতে, সকল রাক্ষসকে বধ করে যুদ্ধে নিজের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা রাবণকে সর্বপ্রকারে হত্যা করে রাম তোমায় অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন।।২৬।। এই অবসরে ভেরী এবং শঙ্খধ্বনির তুমুল কোলাহল শোনা গেলো। সৈন্য সকল দ্বারা ধরাতল কম্পিত হয়ে উঠলো।।২৭।। লঙ্কাবাসী রাক্ষসরাজ রাবণের অনুচরেরা বানরসৈন্যদের সেই সিংহনাদ শুনে নিস্তেজ হয়ে গেলো। মনে মনে দৈন্যদশায় তারা নিপতিত হলো। রাজার দোষে তারা কল্যাণ দেখতে পেলো না।।২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ সহ সন্ধিং স্থাপয়িতুং রাবণং প্রতি মাল্যবতঃ প্রবোধবাক্যম্।

তেন শঙ্খবিমিশ্রেণ ভেরীশব্দেন নাদিনা। উপযাদি মহাবাহু রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ১
তং নিনাদং নিশম্যাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। মুহূর্তং ধ্যানমাস্থায় সচিবানভ্যুদৈক্ষত।। ২
অথ তান্ সচিবাংস্তত্র সর্বানাভায্য রাবণঃ। সভাং সন্নাদয়ন্ সর্বামিত্যুবাচ মহাবলঃ।। ৩
জগৎ সন্তাপনঃ ক্রূরোঽগর্হয়ন্ রাক্ষসেশ্বরঃ। তরণং সাগরস্যাস্য বিক্রমং বলপৌরুষম্।। ৪
যদুক্তবন্তো রামস্য ভবন্তস্তন্ময়া শ্রুতম্। ভবতাশ্চাপ্যহং বেদ্মি যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
তূষ্ণীকানীক্ষতোঽন্যোন্যং বিদিত্বা রামবিক্রমম্।। ৫

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

শ্রীরামের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্য মাল্যবানের উপদেশ।

শত্রুপুরবিজয়ী মহাবীর রাম শঙ্খ এবং ভেরীর মিলিত শব্দের সঙ্গে লঙ্কার দিকে এগিয়ে আসছেন।।১।। রক্ষোরাজ রাবণ সেই শব্দ শুনে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে সচিবদের দিকে তাকালো।।২।। তারপর, রাবণ সেখানে সব সচিবদের ডেকে বাক্য বললো। মহাবলবান রাবণের কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ গম গম করছে।।৩।। নিষ্ঠুর রক্ষোরাজ রাবণ জগতকে সন্তাপিত করে। সে রামের প্রশংসাকারীদেরকে তিরস্কার করে বললো, রামের সাগর লঙ্ঘন, পরাক্রম এবং বলবীর্য শুনেছি।।৪।। রামের এইসব যে তোমরা বললে, তা সবই আমি শুনেছি। তোমরা তার সত্যনিষ্ঠা এবং যুদ্ধে পরাক্রমের কথা যা বললে, তা আমি জানি। রামের বিক্রমের কথা ভেবে তোমরা যে চুপ করে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছো, তাও আমি দেখতে পাচ্ছি।।৫।। রাবণের মাতামহ হলো মাল্যবান

ততস্তু সুমহাপ্রাজ্ঞো মাল্যবান্ নাম রাক্ষসঃ। রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা ইতি মাতামহোঽব্রবীৎ।। ৬
বিদ্যাস্বভিবিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ। স শাস্তি চিরমৈশ্বর্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে।। ৭
সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ। স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈশ্বর্যমশ্নুতে।। ৮
হীয়মানেন কর্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ। ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্।। ৯
তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ। যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্।। ১০
তস্য দেবর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্বাশ্চ জয়ৈষিণঃ। বিরোধং মা গমস্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্।। ১১
অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ। সুরাণামসুরাণাঞ্চ ধর্মাধর্মৌ তদাশ্রয়ৌ।। ১২
ধর্মো হি শ্রূয়তে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্। অধর্মো রক্ষসাং পক্ষো হ্যসুরাণাঞ্চ রাক্ষস।। ১৩
ধর্মো বৈ গ্রসতেঽধর্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্। অধর্মো গ্রসতে ধর্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ততে।। ১৪
তৎ ত্বয়া চরতা লোকান্ ধর্মোঽপি নিহতো মহান্। অধর্মঃ প্রগৃহীতশ্চ তেনাস্মদ্‌বলিনঃ পরে।। ১৫
স প্রমাদাৎ প্রবৃদ্ধস্তেঽধর্মোঽহির্গ্রসতে হি নঃ। বিবর্ধয়তি পক্ষঞ্চ সুরাণাং সুরভাবনঃ।। ১৬
বিষয়েষু প্রসক্তেন যৎকিঞ্চিৎকারিণা ত্বয়া। ঋষীণামগ্নিকল্পানামুদ্বেগো জনিতো মহান্।। ১৭
তেষাং প্রভাবো দুর্ধর্ষঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ। তপসা ভাবিতাত্মানো ধর্মস্যানুগ্রহে রতা।। ১৮
মুখ্যৈর্যজ্ঞৈর্যজন্ত্যেতে তৈস্তৈর্যত্তে দ্বিজাতয়ঃ। জুহ্বত্যগ্নীংশ্চ বিধিবদ্ বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে।। ১৯
অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মঘোষানুদীরয়ন্। দিশো বিপ্রদ্রুতাঃ সর্বাঃ স্তনয়িত্নুরিবোষ্ণগে।। ২০
ঋষীণামগ্নিকল্পানামগ্নিহোত্রসমুত্থিতঃ। আদত্তে রক্ষসাং তেজো ধূমো ব্যাপ্য দিশো দশ।। ২১
তেষু তেষু চ দেশেষু পুণ্যেষ্বেব দৃঢব্রতৈঃ। চর্যমাণং তপস্তীব্রং সন্তাপয়তি রাক্ষসান্।। ২২

নামক অতি বিচক্ষণ এক রাক্ষস। রাবণের কথা শুনে সে তখন বললো— ।।৬।। হে রাজন্, যে রাজা চতুর্দশবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে রাজনীতিশাস্ত্র অনুসরণ করেন, তিনি শত্রুদেরকে শাসন করে বশীভূত করতে পারেন। এবং লাভ করেন চিরন্তন ঐশ্বর্য।। ৭ ।। কাল বিবেচনা করে শত্রুদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করবেন। তাতে নিজের পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করবেন।।৮।। শত্রুর থেকে নিজে হীনবল হলে সেই শত্রুর সঙ্গে এবং সমান বলশালীর সঙ্গেও রাজার সন্ধি করা উচিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করবে না। তার থেকে নিজে শক্তিতে বড়ো হলেই শুধু যুদ্ধ করবে।।৯।। হে রাবণ, তাই রামের সঙ্গে সন্ধি করাই আমার ভালো মনে হচ্ছে। যাঁর জন্য তুমি আজ অভিযুক্ত হয়েছো, সেই সীতাকে তাঁর কাছে তুমি সমর্পণ করো।।১০।। দেবতা, ঋষি এবং গন্ধর্বেরা সকলেই তাঁর জয়কামনা করেন। তাঁর সঙ্গে বিরোধে যেয়ো না। তাঁর সঙ্গে সন্ধি করাতেই তোমার ভালো হবে।। ১১ ।। ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা দেবতা এবং অসুরদের আশ্রয়ে ধর্ম এবং অধর্ম এই দু'টি পক্ষই সৃষ্টি করেছেন।।১২।। হে রাক্ষস রাবণ, শোনা যায়, মহাত্মা দেবগণের পক্ষ হলো ধর্ম এবং অসুর ও রাক্ষসদের পক্ষ হলো অধর্ম।।১৩।। সত্যযুগ এলে ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে। আর যখন কলিযুগ প্রবর্তিত হয় তখন অধর্মই ধর্মকে গ্রাস করে *(কৃত—সত্যযুগ। তিষ্য—কলিযুগ)* ।।১৪।। তুমি জগতে বিচরণকালে মহান ধর্মকে বিনষ্ট করেছো। অধর্মকে করেছো গ্রহণ। তাই তোমার শত্রুরা এমন প্রবল হয়েছে।।১৫।। তোমার ভুলে অধর্ম পরিবর্ধিত হয়েছে। এখন সেটি আমাদের গ্রাস করেছে। কিন্তু দেবতাদের দ্বারা পরিপালিত ধর্ম বিবর্ধিত হয়ে তাঁর পক্ষ সমর্থন করছে।।১৬।। বিষয়ে আসক্ত হয়ে তুমি যা করেছো, তাতে অগ্নির মতো শক্তিশালী ঋষিদের অত্যন্ত উদ্‌বেগ জন্মেছে।।১৭।। যাঁরা নিজেকে তপস্যায় নিযুক্ত করে ধর্মের উপসনা করেন, প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তাঁদের প্রভাব হয় দুর্ধর্ষ।।১৮।। সেই ব্রাহ্মণরা প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দান করেন। উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করেন।।১৯।। সেই বেদধ্বনির উচ্চারণে রাক্ষসেরা দুর্বল হয়ে যায়। সূর্য উঠলে মেঘ যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি এই বেদধ্বনি শুনে তারাও সবদিকে পালিয়ে যায়, *(স্তনায়িত্নু—মেঘ। স্তনন—ধ্বনি। উষ্ণগ—সূর্য)* ।।২০।। অগ্নিকল্প ঋষিদের অগ্নিহোত্র যাগ হতে উত্থিত ধূমরাশি দশদিকে ব্যাপ্ত হয়ে রাক্ষসদের তেজকে টেনে নিয়ে নেয়।।২১।। সেই সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহে কঠোরব্রতী তপস্বীরা তীব্র তপস্যা যখন করেন, তখন সেই তপঃশক্তি রাক্ষসদের সন্তপ্ত করে।।২২।। তুমি প্রজাপতির বরে কেবল দেব, দানব ও যক্ষদের অবধ্য হয়েছো। কিন্তু এখানে বলবান মনুষ্যেরা, পরাক্রমী বানরেরা,

দেব-দানব-যক্ষেভ্যো গৃহীতশ্চ বরস্ত্বয়া। মনুষ্যা বানরা ঋক্ষা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ।
বলবন্ত ইহাগম্য গর্জন্তি দৃঢবিক্রমাঃ।। ২৩
উৎপাতান্ বিবিধান্ দৃষ্ট্বা ঘোরান্ বহুবিধান্ বহূন্। বিনাশমনুপশ্যামি সর্বেষাং রক্ষসামহম্।। ২৪
খরাভিস্তনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ। শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্বতঃ।। ২৫
রুদতাং বাহনানাঞ্চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ। রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্।। ২৬
ব্যালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্। প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াংশ্চ কুর্বতে।। ২৭
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতাঃ। স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্ত্যো গৃহাণি প্রতিভাষ্য চ।। ২৮
গৃহাণাং বলিকর্মাণি শ্বানঃ পর্যুপভুঞ্জতে। খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষিকা নকুলেষু চ।। ২৯
মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্ধং শূকরাঃ শুনকৈঃ সহ। কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্মানুষৈঃ সহ।। ৩০
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ। রাক্ষসানাং বিনাশায় কপোতা বিচরন্তি চ।। ৩১
চীচীকূচীতি বাশন্ত্যঃ শারিকা বেশ্মসু স্থিতাঃ। পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জিতাঃ কালহৈষিভিঃ।। ৩২
পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ সর্বে প্রত্যাদিত্যং রুদন্তি তে। করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।। ৩৩
কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালেঽন্ববেক্ষতে। এতান্যন্যানি দুষ্টানি নিমিত্তান্যুৎপতন্তি চ।। ৩৪
বিষ্ণুং মন্যামহে রামং মানুষং রূপমাস্থিতম্। নহি মানুষমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢবিক্রমঃ।। ৩৫
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাদ্ভুতঃ। কুরুষ্ব নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ।
জ্ঞাত্বাবধার্য কর্মাণি ক্রিয়তামায়তিক্ষমম্।। ৩৬
ইদং বচস্তস্য নিগদ্য মাল্যবান্ পরীক্ষ্য রক্ষোধিপতের্মনঃ পুনঃ।
অনুত্তমেষূত্তমপৌরুষো বলী বভূব তূষ্ণীং সমবেক্ষ্য রাবণম্।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

মহাবলশালী ভল্লুক এবং গোলাঙ্গূল নামক বানরবিশেষেরা এসে গর্জন করছে।।২৩।। এইরকম ভীষণ বহুবিধ উৎপাত দেখে আমার মনে হচ্ছে রাক্ষসেরাই সব বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়!।।২৪।। ঐ দেখো, মেঘগুলিকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। লঙ্কার সর্বত্র উষ্ণ রক্ত তারা ভীষণভাবে বর্ষণ করছে।।২৫।। অশ্বাদি বাহনেরা কাঁদছে। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। পতাকাগুলি বিধ্বস্ত। বিবর্ণ। আগের মতো আর শোভা পাচ্ছে না।।২৬।। হিংস্র পশুরা, শৃগালগুলি এবং শকুনিসমূহ লঙ্কায় ঢুকে উদ্যানে সমবেত হয়ে ভীষণ শব্দ করছে *(গোমায়—শৃগাল)*।।২৭।। স্বপ্নে দেখছি, অনেক কালীমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে পাণ্ডুর দন্ত বিকশিত করে অট্টহাস্য করছে। কতোগুলি স্ত্রীলোক গৃহে ঢুকে চুরি করছে আর প্রতিকূল ভাষণ করছে।।২৮।। গৃহে পূজার জন্য নিবেদিত বস্তু কুকুরগুলি এসে খাচ্ছে। গাধা গাভীর গর্ভে এবং মূষিক নকুলের গর্ভে উৎপন্ন হচ্ছে।।২৯।। বিড়াল ব্যাঘ্রের সঙ্গে, শূয়োরগুলি কুকুরের সঙ্গে, কিন্নরেরা রাক্ষস এবং মানুষের সঙ্গে সঙ্গমে মেতেছে।।৩০।। পাণ্ডুর বর্ণ, রক্তপাদ কপোতেরা যেন মহাকালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে রাক্ষসদের বিনাশের জন্য বিচরণ করছে।।৩১।। গৃহপালিত সারিকারা পরস্পর কলহ করে কাবু হয়ে একসঙ্গে ঘরের মধ্যে পড়ে গিয়ে "চী-চী-কু-চী" প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করছে।।৩২।। পশুপাখীরা কাঁদছে সূর্যের দিকে তাকিয়ে। করলে ও বিকলমুণ্ড কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষ এসেছে।।৩৩।। সেই কালপুরুষ সন্ধ্যাকালে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বিচরণ করছে। এইসকল দুর্নিমিত্ত ও উৎপাত সব উপস্থিত হয়েছে।।৩৪।। আমরা মনে করি, মানুষের রূপ ধরে বিষ্ণুই আবির্ভূত হয়েছেন। এই দৃঢ়বিক্রম রাম মনুষ্যমাত্রই নয়।।৩৫।। তিনি সমুদ্রে অত্যন্ত অদ্ভূত সেতু নির্মাণ করেছেন। ওহে রাবণ, নরপতি রামের সঙ্গে সন্ধি করো। এইসব বুঝে করণীয় স্থির করে ভবিষ্যতে যাতে মঙ্গল হয়, সেই ভাবে তুমি কাজ করো।।৩৬।। অনুত্তমদিগের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, বীর্যবান মাল্যবান এই কথা বলে রাক্ষসরাজের মন আবার পরীক্ষা করে রাবণকে দেখে মৌন অবলম্বন করলেন।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

মাল্যবতঃ শোকপ্রকাশঃ, নগর্যা রক্ষণব্যবস্থাং সম্পাদ্য রাবণস্য অন্তঃপুরে গমনঞ্চ

ততস্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ। ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ।। ১
স বদ্ধা ভ্রূকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য বশমাগতঃ। অমর্ষাৎ পরিবৃত্তাক্ষো মাল্যবন্তমথাব্রবীৎ।। ২
হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে। পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম।। ৩
মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্‌। সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনাশ্রয়ম্‌।। ৪
রক্ষসামীশ্বরং মাঞ্চ দেবনাঞ্চ ভয়ঙ্করম্‌। হীনং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ।। ৫
বীরদ্বেষেণ বা শঙ্কে পক্ষপাতেন বা রিপোঃ। ত্বয়াহং পরুষাণ্যুক্তো পরপ্রোৎসাহনেন বা।। ৬
প্রভবন্তং পদস্থং হি পরুষং কোঽভিভাষতে। পণ্ডিতঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বিনা প্রোৎসাহনেন বা।। ৭
আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্‌। কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্‌।। ৮
বৃত্তং বানরকোটীভিঃ সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্‌। পশ্য কৈশ্চিদহোভিশ্চ রাঘবং নিহতং ময়া।। ৯
দ্বন্দ্বে যস্য ন তিষ্ঠন্তি দৈবতান্যপি সংযুগে। স কস্মাদ্‌ রাবণো যুদ্ধে ভয়মাহারয়িষ্যতি।। ১০
দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ। এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।। ১১
যদি তাবৎ সমুদ্রে তু সেতুর্বদ্ধো যদৃচ্ছয়া। রামেণ বিস্ময়ঃ কোঽত্র যেন তে ভয়মাগতম্‌।। ১২
স তু তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সহ বানরসেনয়া। প্রতিজানামি তে সত্যং ন জীবন্‌ প্রতিযাস্যতি।। ১৩
এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং রুষ্টং বিজ্ঞায় রাবণম্‌। ব্রীড়িতো মাল্যবান্‌ বাক্যং নোত্তরং প্রত্যপদ্যত।। ১৪

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

মাল্যবানের দুঃখ। নগরীর রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করে রাবণের অন্তঃপুরে গমন।

মাল্যবান যে কল্যাণকর বাক্য বললো, দুষ্টাত্মা রাবণ তা সহ্য করতে পারলো না। সে যে আজ আসন্ন মৃত্যুর বশীভূত হয়ে আছে।।১।। সে ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেলো। মুখে দেখা গেলো ভ্রূকুটি। চোখদু'টি ঘূর্ণিত হতে লাগলো। রেগে সে মাল্যবানকে বললো—।।২।। শত্রুর পক্ষ আশ্রয় করে মঙ্গলবুদ্ধিতে যে কঠোরবাক্য তুমি বললে, তা আমার কানে প্রবেশ করে নি।।৩।। পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বনে গিয়ে বানরদের আশ্রয় নিয়েছে রাম। সেই কৃপার পাত্র নিঃসঙ্গ রামকে তুমি যুদ্ধে বিজয়ে সমর্থ মনে করছো? *(একম্‌—নিঃসঙ্গ। কৃপণ—কৃপার পাত্র)* ।।৪।। রাক্ষসদের আমি প্রভু। দেবতাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সর্বপ্রকারে বিক্রমে আমি সমন্বিত। অথচ আমাকেই তুমি হীন মনে করছো?।।৫।। বীরদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, কিংবা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতের ফলে, কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য তুমি আমায় এই কঠোরবাক্য সব বললে।।৬।। উৎসাহিত করার অভিলাষ না থাকলে কোন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে এমন কঠোরবাক্য বলে?।।৭।। সীতা পদ্মহীনা লক্ষ্মীর মতো। তাকে আমি বন থেকে এনেছি। রামের ভয়ে তাকে কেন আমি ফিরিয়ে দেবো?।।৮।। তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবে, কোটি কোটি বানরসহ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে রামকে আমি নিহত করেছি।।৯।। যুদ্ধে দেবতারাও যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, সেই রাবণ কেন যুদ্ধে ভয় পাবে?।।১০।। দ্বিধা ভেঙে যাবে, তবুও কারো কাছে নত হবো না। এ আমার সহজাত দোষ। স্বভাবকে সহজে অতিক্রম করা যায় না।।১১।। সমুদ্রে রাম যদৃচ্ছাক্রমে সেতু নির্মাণ করেছে। তাতে বিস্ময় কেন? কেন তোমরা ভয় পাচ্ছো?।।১২।। ঠিকই, রাম বানরসেনা নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে। সত্যের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি সে বেঁচে এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে না।।১৩।। এইরকম ক্রোধযুক্ত বাক্য বলায় রাবণকে রুষ্ট বুঝে মাল্যবান লজ্জিত হয়ে আর কোনো উত্তরই দিলো না।।১৪।। রাজা রাবণকে জয়সূচকবাক্যে যথোচিতভাবে অভিনন্দন

জয়াশিষা তু রাজানং বর্ধয়িত্বা যথোচিতম্। মাল্যবানভ্যনুজ্ঞাতো জগাম স্বং নিবেশনম্।। ১৫
রাবণস্তু সহামাত্যো মন্ত্রয়িত্বা বিমৃশ্য চ। লঙ্কায়াস্তু তদা গুপ্তিং কারয়ামাস রাক্ষসঃ।। ১৬
ব্যাদিদেশ চ পূর্বস্যাং প্রহস্তং দ্বারি রাক্ষসম্। দক্ষিণস্যাং মহাবীর্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।। ১৭
পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা। ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্।। ১৮
উত্তরস্যাং পুরদ্বারি ব্যাদিশ্য শুক-সারণৌ। স্বয়ং চাত্র গমিষ্যামি মন্ত্রিণস্তানুবাচ হ।। ১৯
রাক্ষসন্তু বিরূপাক্ষং মহাবীর্যপরাক্রমম্। মধ্যমেঽস্থাপয়দ্ গুল্মে বহুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।। ২০
এবং বিধানং লঙ্কায়াং কৃত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ।। ২১
বিসর্জয়ামাস ততঃ স মন্ত্রিণো বিধানমাজ্ঞাপ্য পুরস্য পুষ্কলম্।
জয়াশিষা মন্ত্রিগণেন পূজিতো বিবশে সোঽন্তঃপুরমৃদ্ধিমন্মহৎ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

জানিয়ে মাল্যবান অনুমতি নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেলো।।১৫।। রাক্ষস রাবণও তখন অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে লঙ্কার রক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করলো।।১৬।। আদেশ দিলো, রাক্ষস প্রহস্ত পূর্বদিকের দ্বারদেশে অবস্থান করবে। দক্ষিণদিকে থাকবে মহাবীর মহাপার্শ্ব এবং মহোদর।।১৭।। তারপর পশ্চিমদিকের দ্বারদেশে পুত্র ইন্দ্রজিতকে প্রহরার জন্য আদেশ দিলো। মহামায়াবী ইন্দ্রজিতকে বহু রাক্ষস ঘিরে থাকবে।।১৮।। পুরীর উত্তরদ্বারে থাকবে শুক আর সারণ। মন্ত্রীদেরকে বললো, আমি নিজেই ঐখানে যাবো।।১৯।। পুরমধ্যবর্তী শিবিরে মহাবীর্যবান এবং পরাক্রমী বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসকে আরো অনেক রাক্ষসের সঙ্গে স্থাপন করলো।।২০।। রাক্ষসপ্রধান রাবণ লঙ্কায় এইরকম ব্যবস্থা করে কালপ্রেরিত হয়েই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করতে লাগলো।।২১।। তারপর নগরীর রক্ষার জন্য এইরকম প্রভূত আদেশ দিয়ে মন্ত্রীদেরকে রাবণ বিদায় দিলো। মন্ত্রীরা জয়সূচক ধ্বনির দ্বারা তাকে অর্চনা করার পর রাবণও ঐশ্বর্যপূর্ণ বিশাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।।২২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামসমীপে বিভীষণস্য রাবণেন লঙ্কাপুরীরক্ষণব্যবস্থাজ্ঞাপনম্, লঙ্কাপুর্যা বিভিন্নদ্বারি আক্রমিতুং শ্রীরামেণ সেনাপতীনাং নিযুক্তিশ্চ।

নর-বানররাজানৌ স তু বায়ুসুতঃ কপিঃ। জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।। ১
অঙ্গদো বালিপুত্রশ্চ সৌমিত্রিঃ শরভঃ কপিঃ। সুষেণঃ সহদায়াদো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।। ২
গজো গবাক্ষঃ কুমুদো নলোঽথ পনসস্তথা। অমিত্রবিষয়ং প্রাপ্তাঃ সমবেতাঃ সমর্থয়ন্।। ৩
ইয়ং সা লক্ষ্যতে লঙ্কা পুরী রাবণপালিতা। সাসুরোরগগন্ধর্বৈরমরৈরপি দুর্জয়া।। ৪
কার্যসিদ্ধিং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ধ্বং বিনির্ণয়ে। নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ৫

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

শ্রীরামের কাছে বিভীষণের দ্বারা রাবণের লঙ্কাপুরী রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিবেদন। লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে আক্রমণ করার জন্য শ্রীরামের সেনাপতিদের নিয়োগ।

নররাজ রাম, বানর-রাজ সুগ্রীব, বায়ুপুত্র হনুমান, ভল্লুকরাজ জাম্ববান এবং রাক্ষস বিভীষণ সমবেত হলেন।।১।। এসে উপস্থিত হলেন বালিপুত্র অঙ্গদ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানর শরভ, সবান্ধবে সুষেণ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ।।২।। গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস শত্রুপুরীর মধ্যে সমবেত হয়ে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলো।।৩।। এই সেই রাবণপালিতা পুরী লঙ্কা ! দেখা যাচ্ছে। অসুর, উরগ, গন্ধর্ব এবং দেবতারাও এই পুরী জয় করতে পারেন না।।৪।। রাক্ষসরাজ রাবণ সর্বদাই এখানে অবস্থান

অথ তেষু ব্রুবাণেষু রাবণাবরজোঽব্রবীৎ। বাক্যমগ্রাম্যপদবৎ পুষ্কলার্থং বিভীষণঃ।। ৬
অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা। গত্বা লঙ্কাং মমামাত্যাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ।। ৭
ভূত্বা শকুনয়ঃ সর্বে প্রবিষ্টাশ্চ রিপোর্বলম্। বিধানং বিহিতং যচ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতাঃ।। ৮
সংবিধানং যথাহুস্তে রাবণস্য দুরাত্মনঃ। রাম তদ্ ব্রুবতঃ সর্বং যাথাতথ্যেন মে শৃণু।। ৯
পূর্বং প্রহস্তঃ সবলো দ্বারমাসাদ্য তিষ্ঠতি। দক্ষিণঞ্চ মহাবীর্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।। ১০
ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমং দ্বারং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ। পট্টিশাসিধনুষ্মদ্ভিঃ শূলমদ্গরপাণিভিঃ।। ১১
নানাপ্রহরণৈঃ শূরৈরাবৃতো রাবণাত্মজঃ। রাক্ষসানাং সহস্রৈস্তু বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।। ১২
যুক্তঃ পরমসংবিগ্নো রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রবিৎ। উত্তরং নগরদ্বারং রাবণঃ স্বয়মাস্থিতঃ।। ১৩
বিরূপাক্ষস্তু মহতা শূলখড়্গধনুষ্মতা। বলেন রাক্ষসৈঃ সার্ধং মধ্যমং গুল্মমাশ্রিতঃ।। ১৪
এতানেবংবিধান্ গুল্মাঁল্লঙ্কায়াং সমুদীক্ষ্য তে। মামকা মন্ত্রিণঃ সর্বে শীঘ্রং পুনরিহাগতাঃ।। ১৫
গজানাং দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা। হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্।। ১৬
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সংযুগেষ্বাততায়িনঃ। ইষ্টা রাক্ষসরাজস্য নিত্যমেতে নিশাচরাঃ।। ১৭
একৈকস্যাত্র যুদ্ধার্থে রাক্ষসস্য বিশাম্পতে। পরীবারঃ সহস্রাণাং সহস্রমুপতিষ্ঠতে।। ১৮
এতাং প্রবৃত্তিং লঙ্কায়াং মন্ত্রিপ্রোক্তাং বিভীষণঃ। এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাক্ষসাংস্তানদর্শয়ৎ।। ১৯
লঙ্কায়াং সচিবৈঃ সর্বং রামায় প্রত্যবেদয়ৎ। রামং কমলপত্রাক্ষমিদমুত্তরমব্রবীৎ।। ২০
রাবণাবরজঃ শ্রীমান্ রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া। কুবেরস্তু যদা রাম রাবণঃ প্রতিযুধ্যতি।। ২১
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি তদা নির্যান্তি রাক্ষসাঃ। পরাক্রমেণ বীর্যেণ তেজসা সত্ত্বগৌরবাৎ।
সদৃশা হ্যত্র দর্পেণ রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ২২

করছে। কার্যসিদ্ধির কথা সামনে রেখে মন্ত্রণা করে করণীয় স্থির করো।।৫।। তারপর তাঁদের এই কথা শুনে রাবণের ছোটোভাই বিভীষণ প্রভূত অর্থযুক্ত পরিশীলিত বাক্য বললো।।৬।। আমার অমাত্য অনল, পনস, সম্পাতি এবং প্রমতি লঙ্কাপুরীতে গিয়ে আবার এইস্থানে ফিরে এসেছে।।৭।। তারা সবাই পাখীর রূপ ধরে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের রক্ষাব্যবস্থা সব দেখে এখানে এখন উপস্থিত হয়েছে।।৮।। রাম, দুরাত্মা রাবণের বিধিব্যবস্থাদি তারা যা বললো, তা যথাযথভাবে আমি বলছি। শুনুন।।৯।। সৈন্য নিয়ে প্রহস্ত পূর্বদ্বারে অবস্থান করছে। মহাবীর মহাপার্শ্ব এবং মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করছে।।১০।। ইন্দ্রজিৎ বহুরাক্ষসের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছে পশ্চিমদ্বারে। তারা সব পট্টিশ, তরবারি, ধনু, শূল এবং মুদ্গর হাতে নিয়ে আছে।।১১।। রাবণপুত্র যে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত ছিলো, তারা সবাই বীর। এবং নানা অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত।।১২।। মন্ত্রবেত্তা রাবণ অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে নগরের উত্তরদ্বারে রাক্ষসদেরকে নিয়ে স্বয়ং অবস্থান করছেন।।১৩।। বিরূপাক্ষ বিরাট শূল, খড়্গ, এবং ধনুর্ধারী সৈন্য নিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে পুরমধ্যে শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছে *(গুল্ম—সেনা সন্নিবেশ)*।।১৪।। আমার মন্ত্রীরা সবাই লঙ্কাপুরীর মধ্যে এই রকমের সেনা সমাবেশ ভালোভাবে দেখে আবার সত্বর এখানে ফিরে এসেছে।।১৫।। দশসহস্র হস্তী, অযুতসংখ্যক রথ, অশ্ব দুই অযুত আর এক কোটি রাক্ষস সেখানে সমবেত।।১৬।। সেখানে এসেছে পরাক্রমী, বলবান, যুদ্ধে আততায়ী রাক্ষসেরা। এরা সবাই রক্ষোরাজ রাবণের ঘনিষ্ঠ।।১৭।। হে জনগণনাথ, রাক্ষসের যুদ্ধের জন্য সমবেত রাক্ষসদের এক এক জনের সঙ্গে আরো আরো সহস্র সহস্র পরিজন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।।১৮।। বীর বিভীষণ লঙ্কায় মন্ত্রীদের দ্বারা কথিত এইসব বৃত্তান্ত বলে তার অনুচর সেই রাক্ষস চারজনকে দেখলো।।১৯।। লঙ্কায় সচিবেরা যা যা দেখেছে তা সব রামকে বিভীষণ নিবেদন করলো। তারপর কমল-নয়ন রামকে বাক্য বললো।।২০।। রামের প্রিয়কর্ম সাধনের জন্যই রাবণানুজ বিভীষণের এইসব বক্তব্য বললো, হে রাম, রাবণ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়...।।২১।। তখন ষাট লক্ষ রাক্ষস তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলো। পরাক্রমে, বীর্যে, তেজে এবং বলবত্তায় ও দর্পে তারা সব দুরাত্মা রাবণেরই তুল্য।।২২।। আপনি এখানে রাগ করবেন না।

অত্র মন্যুর্ন কর্তব্যঃ কোপয়ে ত্বাং ন ভীষয়ে। সমর্থো হ্যসি বীর্যেণ সুরাণামপি নিগ্রহে।। ২৩
তত্ত্বাং চতুরঙ্গেণ বলেন মহতা বৃতম্। ব্যূহ্যেদং বানরানীকং নির্মথিষ্যসি রাবণম্।। ২৪
রাবণাবরজে বাক্যমেবং ব্রুবতি রাঘবঃ। শত্রূণাং প্রতিঘাতার্থমিদং বচনমব্রবীৎ।। ২৫
পূর্বদ্বারস্তু লঙ্কায়া নীলো বানরপুঙ্গবঃ। প্রহস্তং প্রতিযোদ্ধা স্যাদ্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ।। ২৬
অঙ্গদো বালিপুত্রস্তু বলেন মহতা বৃতঃ। দক্ষিণে বাধতাং দ্বারে মহাপার্শ্ব মহোদরৌ।। ২৭
হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ। প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ।। ২৮
দৈত্য-দানবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। বিপ্রকারপ্রিয়ঃ ক্ষুদ্রো বরদানবলান্বিতঃ।। ২৯
পরিক্রমতি যঃ সর্বাংল্লোকান্ সন্তাপয়ন্ প্রজাঃ। তস্যাহং রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বয়মেব বধে ধৃতঃ।। ৩০
উত্তরং নগরদ্বারমহং সৌমিত্রিণা সহ। নিপীড্যাভিপ্রবেক্ষ্যামি সবলো যত্র রাবণঃ।। ৩১
বানরেন্দ্রশ্চ বলবানৃক্ষরাজশ্চ বীর্যবান্। রাক্ষসেন্দ্রানুজশ্চৈব গুল্মে ভবতু মধ্যমে।। ৩২
ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে। এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে।। ৩৩
বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি। বয়ং তু মানুষেণৈব সপ্ত যোৎস্যামহে পরান্।। ৩৪
অহমেব সহ ভ্রাতা লক্ষ্মণেন মহৌজসা। আত্মনা পঞ্চমাশ্চায়ং সখা মম বিভীষণঃ।। ৩৫
স রামঃ কৃত্যসিদ্ধ্যর্থমেবমুক্ত্বা বিভীষণম্। সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ।
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্।। ৩৬
ততস্তু রামো মহতা বলেন প্রচ্ছাদ্য সর্বাং পৃথিবীং মহাত্মা।
প্রহৃষ্টরূপোঽভিজগাম লঙ্কাং কৃত্বা মতিং সোঽরিবধে মহাত্মা।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য নয়, কেবল ক্রোধ জাগাবার জন্যই আমি এইসব বললাম। আপনি বীর্যবত্তায় দেবতাদেরো নিগ্রহ করতে পারেন।।২৩।। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, আপনি এই অসংখ্য চতুরঙ্গ বানরসৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ব্যূহরচনা করে রাবণকে মথিত করবেন।।২৪।। রাবণের ছোটোভাই বিভীষণ এই কথা বললে রাম শত্রুদেরকে আক্রমণের জন্য বললেন— ।।২৫।। বানরশ্রেষ্ঠ নীল লঙ্কার পূর্বদ্বারে বহুবানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রহস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করুক।।২৬।। বালিপুত্র অঙ্গদ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণদ্বারে মহাপার্শ্ব এবং মহোদরের প্রতিযোদ্ধা হোক।।২৭।। পবনপুত্র হনুমান অতুলনীয় মহাত্মা। সে বানরসেনা নিয়ে পশ্চিমদ্বারে যুদ্ধ করে প্রবেশ করুক।।২৮।। বরলাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠে এই নীচাশয় রাবণ দৈত্য, দানব, ঋষি এবং মহাত্মাদের অনিষ্ট করতে ভালোবাসে।।২৯।। প্রজাবর্গকে সন্তপ্ত করে যে সর্বলোক পরিক্রমা করে, সেই রাক্ষসরাজ রাবণের বধে আমি নিজে আত্মনিয়োগ করবো।।৩০।। নগরের উত্তরদ্বারে স-সৈন্যে রাবণ রয়েছে। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেই দ্বার ভেঙে আমি প্রবেশ করবো।।৩১।। বলবান বানরাধিপতি সুগ্রীব, বীর্যবান ভল্লুকরাজ জাম্ববান এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অনুজ ব্যূহের মধ্যস্থানে অবস্থান করবে।।৩২।। যুদ্ধে বানরেরা যেন মানুষের রূপধারণ না করে। এই যুদ্ধে আমাদের এই সঙ্কেত রইলো। এই যুদ্ধে বানরসৈন্য বানররূপেই থাকবে।।৩৩।। বানরেরাই এই যুদ্ধে আমাদের আত্মীয়রূপে চিহ্নিত থাকবে। আমরা সাতজনমাত্র শত্রুদের সঙ্গে মানুষরূপেই যুদ্ধ করবো।।৩৪।। আমি, মহাতেজস্বী ভাই লক্ষ্মণ, বন্ধু বিভীষণ এবং তার সচিব চারজন রাক্ষস—এই মোট সাতজন।।৩৫।। বুদ্ধিমান প্রভু সেই রাম করণীয়কে সিদ্ধ করার জন্য বিভীষণকে এইরকম বলে সুবেলপর্বতে আরোহণের ইচ্ছা করলেন। সুবেলপর্বতের সানুপ্রদেশকে তিনি আরো সুন্দর দেখলেন।।৩৬।। এইভাবে মহাত্মা রাম শত্রুবিনাশের ইচ্ছায় বিরাট বানর-সেনাবাহিনীর দ্বারা বিশাল পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে লঙ্কার দিকে গমন করতে লাগলেন।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

বানরৈঃ সহ শ্রীরামপ্রভৃতীনাং সুবেলপর্বতে আরোহণম্, তত্র রাত্রিযাপনঞ্চ

স তু কৃত্বা সুবেলস্য মতিমারোহণং প্রতি। লক্ষ্মণানুগতো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ।। ১
বিভীষণঞ্চ ধর্মজ্ঞমনুরক্তং নিশাচরম্। মন্ত্রজ্ঞঞ্চ বিধিজ্ঞঞ্চ শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা।। ২
সুবেলং সাধু শৈলেন্দ্রমিমং ধাতুশতৈশ্চিতম্। অধ্যারোহামহে সর্বে বৎস্যামোহত্র নিশামিমাম্।। ৩
লঙ্কাং চালোকয়িষ্যামো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ। যেন মে মরণান্তায় হৃতা ভার্যা দুরাত্মনা।। ৪
যেন ধর্মো ন বিজ্ঞাতো ন বৃত্তং ন কুলং তথা। রাক্ষস্যা নীচয়া বুদ্ধ্যা যেন তদ্ গর্হিতং কৃতম্।। ৫
তস্মিন্ মে বর্ততে রোষঃ কীর্তিতে রাক্ষসাধমে। যস্যাপরাধান্নীচস্য বধং দ্রক্ষ্যামি রক্ষসাম্।। ৬
একো হি কুরুতে পাপং কালপাশবশং গতঃ। নীচেনাত্মাপচারেণ কুলং তেন বিনশ্যতি।। ৭
এবং সম্মন্ত্রয়ন্নেব সক্রোধো রাবণং প্রতি। রামঃ সুবেলং বাসায় চিত্রসানুমুপারুহৎ ।। ৮
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণশ্চৈনমন্বগচ্ছৎ সমাহিতঃ। সশরং চাপমুদ্যম্য সুমহদ্বিক্রমে রতঃ।। ৯
তমন্বারোহৎ সুগ্রীবঃ সামাত্যঃ সবিভীষণঃ। হনুমানঙ্গদো নীলো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।। ১০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। পনসঃ কুমুদশ্চৈব হরো রম্ভশ্চ যূথপঃ।। ১১
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ ঋষভশ্চ মহামতিঃ। দুর্মুখশ্চ মহাতেজাস্তথা শতবলিঃ কপিঃ।। ১২
এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ শীঘ্রগামিনঃ। তে বায়ুবেগপ্রবণাস্তং গিরিং গিরিচারিণঃ।। ১৩
অধ্যারোহন্ত শতশঃ সুবেলং যত্র রাঘবঃ। তে ত্বদীর্ঘেণ কালেন গিরিমারুহ্য সর্বতঃ।। ১৪

অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ

বানরবাহিনীর সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সুবেলপর্বতে আরোহণ ও তথায় রাত্রিযাপন

রাম সুবেলপর্বতে আরোহণের জন্য মতিস্থির করলেন। লক্ষ্মণ আগে আগে চলেছেন। রাম মধ্যে। পেছনে সুগ্রীব। রাম তখন সুগ্রীবকে বাক্য বললেন— ।।১।। বিধিজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, অনুরক্ত রাক্ষস বিভীষণকে অত্যন্ত মধুরভাষায় বললেন— *(শ্লক্ষ্ণ— মধুর)* ।।২ ।। পর্বতশ্রেষ্ঠ এই সুবেল শত শত ধাতুর দ্বারা শোভিত। এতে আজ আমরা ভালোভাবে আরোহণ করে এই রাতটি যাপন করবো।।৩।। রাক্ষসের সেই আবাসভূমিকে আমরা দেখবো। সেই দুরাত্মা মরণের জন্যই আমার ভার্যা সীতাকে হরণ করেছে।।৪ ।। সে ধর্ম জানে না। জানে না সদাচার কি ? জানেনা নিজের বংশেরও কথা। নীচ রাক্ষস -বুদ্ধিতে রাবণ এই গর্হিত কাজ করেছে।।৫ ।। প্রখ্যাত হলেও সেই অধম রাক্ষসের প্রতি আমার রাগ রয়েছে। সেই নীচাশয় রাক্ষসের জন্যই আমাকে রাক্ষসসকলের হত্যা দেখতে হবে দেখছি।।৬।। কালের পাশে বশীভূত হয়ে একজন পাপ করে। সেই নীচব্যক্তির নিজের কুকর্মের দ্বারা তার কুলই ধ্বংস হয়ে যায়।।৭ ।। রাবণের উদ্দেশ্যে রেগে এই কথাগুলি বলে রাম রাত্রিকালের জন্য সুবেলপর্বতের চিত্রিত সানুদেশে আরোহণ করতে লাগলেন।।৮।। পেছনে পেছনে লক্ষ্মণ অতন্দ্রভাবে তাঁর অনুগমন করছিলেন। ধনুর্বাণ উদ্যত করে তখন তিনি মহদ্ বিক্রম প্রকাশে নিরত।।৯।। তারপর সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ আরোহণ করলো। হনুমান, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ—এরাও পর পর ঐ পাহাড়ে উঠে এলো।।১০।। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, হর এবং দলপতি রম্ভও চলে গেলো।।১১।। জাম্ববান, সুষেণ, মহামতি ঋষভ, দুর্মুখ, মহাতেজস্বী শতবলি নামক কপিও এলো উঠে।।১২।। এরা এবং অঙ্গদসহ বহু দ্রুতগামী বানর, যারা বায়ুবেগে চলতে পারে, সেইসব শৈল বিচরণকারীরাও চলে এলো।।১৩।। যেখানে রাম রয়েছেন, সেই সুবেলপর্বতে সবদিক থেকে সত্বর তারা শত শত সংখ্যায় উঠে চলে এলো।।১৪।। তারা সেখানে পর্বতশিখরে লঙ্কাপুরীকে দেখতে

দদৃশুঃ শিখরে তস্য বিষক্তামিব খে পুরীম্। তাং শুভাং প্রবরদ্বারাং প্রাকারবরশোভিতাম্।। ১৫
লঙ্কাং রাক্ষসসম্পূর্ণাং দদৃশুর্হরিযূথপাঃ। প্রাকারবরসংস্থৈশ্চ তথা নীলৈশ্চ রাক্ষসৈঃ।। ১৬
দদৃশুস্তে হরিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকারমপরং কৃতম্।। ১৭
তে দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে রাক্ষসান্ যুদ্ধকাঙ্‌খিণঃ। মুমুচুর্বিবিধান্ নাদাংস্তস্য রামস্য পশ্যতঃ।। ১৮
ততোঽস্তমগমৎ সূর্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ। পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্তত।। ১৯
ততঃ স রামো হরিবাহিনীপতির্বিভীষণেন প্রতিনন্দ্য সৎকৃতঃ।
স লক্ষ্মণো যূথপযূথসংযুতঃ সুবেলপৃষ্ঠে ন্যবসদ যথাসুখম্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

লাগলো। মনে হচ্ছিলো, আকাশেই যেন ঐ পুরী রচিত হয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর বিশাল দ্বারের দ্বারা তা পরিশোভিত। সমুদ্রপ্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে শোভা পাচ্ছিলো ঐ নগরী।। ১৫।। বানরদলপতিরা রাক্ষসের দ্বারা পরিপূর্ণা ঐ লঙ্কাকে দেখলো। নীলবর্ণের রাক্ষসেরা প্রাচীরের উপরে বসে পাহারা দিচ্ছে।। ১৬।। তাতে রাবণের মনে হচ্ছিলো, এখুনি প্রাচীরের ওপরে আরো একটি প্রাচীর যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।। ১৭।। ঐ বানরেরা সবাই রাক্ষসদের দেখে যুদ্ধের আকাঙ্‌ক্ষায় রামের সামনেই নানারকমের বীরত্বব্যঞ্জক সিংহনাদ করতে আরম্ভ করলো।। ১৮।। তারপর সূর্যদেব সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হয়ে অস্তগমন করলেন। পূর্ণচন্দ্রে প্রদীপ্ত হয়ে চলে এলো নিশা।। ১৯।। অতঃপর বানরসৈন্যবাহিনী পতি রামকে বিভীষণ অভিনন্দিত ও সম্মানিত করলো। তিনি লক্ষ্মণ এবং দলপতিদেরকে নিয়ে সুবেল পর্বতের পৃষ্ঠে যথাসুখে অবস্থান করতে লাগলেন।। ২০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

বানরৈঃ সহ শ্রীরামস্য সুবেলপর্বতশিখরাল্লঙ্কাদর্শনম্

তাং রাত্রিমুষিতাস্তত্র সুবেলে হরিযূথপাঃ। লঙ্কায়াং দদৃশুর্বীরা বনান্যুপবনানি চ।। ১
সমসৌম্যানি রম্যাণি বিশালান্যায়তন চ। দৃষ্টিরম্যাণি তে দৃষ্ট্বা বভূবুর্জাতবিস্ময়াঃ।। ২
চম্পকাশোক-বকুল-সাল-তালসমাকুলা। তমালবনসঞ্ছন্না নাগমালাসমাবৃতা।। ৩
হিন্তালৈরর্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ। তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ।। ৪
শুশুভে পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্দ্রুমৈঃ। লঙ্কা বহুবিধৈর্দিব্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী।। ৫

উনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

বানরদের সঙ্গে শ্রীরামের সুবেলপর্বতের শিখর হতে লঙ্কাদর্শন

বানরদলপতিরা সুবেলপর্বতে সেই রাত্রি কাটালো। বীর বানরেরা সেখান হতে লঙ্কার বন এবং উপবনসমূহ দেখতে পেলো।। ১।। সমানভাবে সুন্দর, রমণীয় এবং বিশাল প্রাসাদগুলিকে দেখলো তারা। দৃষ্টিরম্য সেইগুলি দেখে তারা বিস্ময়ান্বিত হলো *(লঙ্কা যে প্রযুক্তিবিদ্যায় সমুন্নত ছিলো তারই নিদর্শন এই সুপরিকল্পিত প্রাসাদ ও উপবনসমূহ)* ।।২।। চাঁপা, অশোক, বকুল, সাল এবং তালগাছে সমাকুল ছিলো লঙ্কা। ছিলো তমালের বন, প্রভৃত নাগকেশরের গাছ।।৩।। চারদিকে ছড়িয়ে আছে হিন্তাল, অর্জুন, কদম, এবং পুষ্পিত ছাতিম গাছ। তিলক, কর্ণিকার এবং পাটল তথা শাদা লতানো গোলাপ দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে।।৪।। স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো লঙ্কা পরিশোভিতা ছিলো বহুবিধ লতার দ্বারা। সেই লতাগুলির অগ্রভাগে ফুল ফুটেছে। বড়ো বড়ো গাছগুলিতে নানারকমের স্বর্গীয় লতা জড়িয়ে আছে।।৫।। বনরাজির দ্বারা লঙ্কা সুশোভিতা। নীলবর্ণ বিচিত্র তৃণরাজি সেখানে দেখা যাচ্ছে। গাছে

বিচিত্র-কুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ। শাদ্বলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিত্রাভির্বনরাজিভিঃ।। ৬
গন্ধাঢ্যান্যতিরম্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ।। ৭
তচ্চৈত্ররথসঙ্কাশং মনোজ্ঞং নন্দনোপমম্। বনং সর্বর্তুকং রম্যং শুশুভে ষট্পদাযুতম্।। ৮
দাত্যূহ-কোষষ্টি-বকৈর্নৃত্যমানৈশ্চ বর্হিণৈঃ। রুতং পরভৃতানাঞ্চ শুশ্রুবে বননির্ঝরে।। ৯
নিত্যমত্তবিহঙ্গানি ভ্রমরাচরিতানি চ। কোকিলাকুলখণ্ডানি বিহঙ্গাভরুতানি চ।। ১০
ভৃঙ্গরাজাধিগীতানি কুররস্বনিতানি চ। কোণালকবিঘুষ্টানি সারসাভিরুতানি চ।
বিবিশুস্তে ততস্তানি বনান্যুপবনানি চ।। ১১
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ। তেষাং প্রবিশতাং তত্র বানরাণাং মহৌজসাম্।। ১২
পুষ্পসংসর্গসুরভির্ববৌ ঘ্রাণসুখোঽনিলঃ। অন্যে তু হরিবীরাণাং যূথান্নিষ্ক্রম্য যূথপাঃ।
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা লঙ্কাং জগ্মুঃ পতাকিনীম্।। ১৩
বিত্রাসয়ন্তো বিহগান্ গ্লাপয়ন্তো মৃগদ্বিপান্। কম্পয়ন্তশ্চ তাং লঙ্কাং নাদৈঃ স্বৈর্নদতাং বরাঃ।। ১৪
কুর্বন্তস্তে মহাবেগা মহীং চরণপীডিতাম্। রজশ্চ সহসৈবোর্ধ্বং জগাম চরণোত্থিতম্।। ১৫
ঋক্ষাঃ সিংহাশ্চ মহিষা বারণাশ্চ মৃগাঃ খগাঃ। তেন শব্দেন বিত্রস্তা জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ।। ১৬
শিখরন্তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্। সমন্তাৎ পুষ্পসঞ্ছন্নং মহারজতসন্নিভম্।। ১৭
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্। শ্লক্ষ্ণং শ্রীমন্মহচ্চৈব দুষ্প্রাপং শকুনৈরপি।। ১৮
মনসাপি দুরারোহং কিং পুনঃ কর্মণা জনৈঃ। নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা।। ১৯
দশযোজনবিস্তীর্ণা বিংশদ্যোজনমায়তা। সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ।

গাছে কোমল পল্লব। সেগুলি আবার রক্তবর্ণ। নানাধরণের ফুল তাতে ফুটে আছে *(ঋষিকবির যুদ্ধবর্ণনার অবসরেও নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনা তাঁর সৌন্দর্যসন্ধানী চিত্তের পরিচয় দিচ্ছে। প্রাচীনভারতের সুদৃশ্য নগর পরিকল্পনাও লক্ষণীয়)* ।।৬।। মানুষ যেমন অলঙ্কার ধারণ করে তেমনি তরুরাজিও সেখানে সুগন্ধ, অতিসুন্দর ফুল এবং ফলধারণ করে আছে।।৭।। লঙ্কার সেই বনগুলিকে কুবেরের এবং স্বর্গের নন্দনবনের মতো দেখাচ্ছিলো। সকল ঋতুতেই থাকতো রমণীয়। ভ্রমর সর্বদা সেখানে গুঞ্জন করতো *(চৈত্ররথ—কুবেরের উদ্যান। ষট্পদ—ভ্রমর)* ।।৮।। ডাহুক, টিট্টিভ এবং বক এবং ময়ূরেরা সেখানে নেচে চলেছে। কোকিলের কুজন এবং বননির্ঝরের প্রপাতধ্বনি শোনা যাচ্ছে *(দাত্যূহ—ডাহুক পাখী। কোযস্টি—টিট্টিভ। বর্হিণ—ময়ূর। পরভৃৎ—কোকিল)* ।।৯।। পাখী নিত্যই আনন্দে মত্ত। ভ্রমর উড়ে বেড়াচ্ছে। কোকিলের কুজন আকুল করে তুলেছে বনভূমিকে। পাখীর রবে মুখরিত সেই বনাঞ্চল।। ১০।। বড়ো বড়ো ভ্রমরগুলি গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। চিল চীৎকার করছে। কোণালক ও সারসের শব্দে রণপূর্ণ। তারপর বানরবীরেরা সেই সব বন এবং উপবনে প্রবেশ করলো।। ১১।। ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো তারা। সেই বানরবীরেরা আজ বেশ আনন্দিত। মহাতেজস্বী বানরেরা সেই রম্য বনে প্রবেশ করলো।। ১২।। ফুলের গন্ধে ভরা বায়ু বইছে। ঘ্রাণে বেশ সুখ হচ্ছে। অন্য দলপতিরা সুগ্রীবের আদেশে মূল বাহিনী হতে বেরিয়ে এসে পতাকাশোভিত লঙ্কায় চলে গেলো।। ১৩।। বীর বানরেরা নিজেদের গর্জনের দ্বারা পাখীদের ত্রাস উৎপাদন করলো। হরিণ আর হাতীদের করলো ক্ষুব্ধ। লঙ্কাকে কাঁপিয়ে দিলো তারা।। ১৪।। মহাবেগশালী সেই বানরদের চরণক্ষেপে ধরিত্রী হলো পীড়িতা। তাদের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলারাশি সহসা ওপরে উড়তে লাগলো।। ১৫।। ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, হস্তী, হরিণ এবং পাখীরা সেই শব্দে ভয় পেয়ে দশদিকে আশ্রয়ের জন্য ছুটতে লাগলো।। ১৬।। সেখানে ত্রিকূট নামে একটি পর্বত রয়েছে। তার একটি সমুচ্চ শৃঙ্গ আকাশকে স্পর্শ করছে। সেটি যেন রূপোয় তৈরী। তার চারদিক ফুলে ভরা।। ১৭।। নির্মল এবং দেখতে ভারি সুন্দর শতযোজনবিস্তৃত ঐ শিখরটি। মসৃণ, সুন্দর এবং সমুচ্চ ঐ চূড়ায় পাখীরাও উড়ে যেতে পারে না *(শকুন—পাখী)* ।।১৮।। মনও এতো উঁচুতে উঠতে পারে না। মানুষের চেষ্টায় আর বিশেষ কি ? তারই শিখরে লঙ্কাপুরী। রাবণ তাকে পালন করে।। ১৯।। প্রস্থে সেটি দশযোজন। এবং দৈর্ঘ্যে বিশ যোজন। শুভ্র মেঘের মতো সমুচ্চ বিশাল নগরদ্বারের দ্বারা ঐ পুরী সুশোভিতা। সালকাঠ দিয়ে তৈরী সেই গোপুর। সোনা এবং রূপোয় অলঙ্কৃত

কাঞ্চনেন চ সালেন রাজতেন চ শোভতে।। ২০
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা। ঘনৈরিবাতপাপায়ে মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্।। ২১
যস্যাং স্তম্ভসহস্রেণ প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ। কৈলাসশিখরাকারো দৃশ্যতে খমিবোল্লিখন্।। ২২
চৈত্যঃ স রাক্ষসেন্দ্রস্য বভূব পুরভূষণম্। শতেন রক্ষসাং নিত্যং যঃ সমগ্রেণ রক্ষ্যতে।। ২৩
মনোজ্ঞাং কাঞ্চনবতীং পর্বতৈরুপশোভিতাম্। নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ উদ্যানৈরুপশোভিতাম্।। ২৪
নানাবিহগসংঘুষ্টাং নানামৃগনিষেবিতাম্। নানাকুসুমসম্পন্নাং নানারাক্ষসসেবিতাম্।। ২৫
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থাং লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ। রাবণস্য পুরীং রামো দদর্শ সহ বানরৈঃ।। ২৬
তাং মহাগৃহসম্বাধাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ। নগরীং ত্রিদিবপ্রখ্যাং বিস্ময়ং প্রাপ বীর্যবান্।। ২৭
তাং রত্নপূর্ণাং বহুসংবিধানাং প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতাঞ্চ।
পুরীং মহাযন্ত্রকবাটমুখ্যাং দদর্শ রামো মহতা বলেন।। ২৮।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

(গোপুর— প্রাচীরবেষ্টিত নগরে প্রবেশ করার উচ্চ বিশাল দ্বারদেশ। এখনো দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে এই গোপুরম রয়েছে) ।।২০।। গ্রীষ্ম চলে গেলে মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলে তখন বেশ সুন্দর দেখায়। তেমনি প্রাসাদে এবং সপ্ততল অট্টালিকায় লঙ্কা ছেয়ে গেছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে *(মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্— বলির দর্প খর্ব করার জন্য বামনাবতার। তাই অন্তরীক্ষ তথা আকাশ হলো বিষ্ণুর মধ্যম পদ)* ! ।।২১।। লঙ্কার প্রাসাদগুলিতে রয়েছে। হাজারটি করে স্তম্ভ। কৈলাশপর্বতের শিখরের মতো প্রাসাদগুলি আকাশকে ভেদ করে উঠে গেছে *(বিমান— সাততলা বাড়ী। লঙ্কার স্থাপত্য হাজার স্তম্ভ নিয়ে প্রাসাদ দক্ষিণ ভারতে এখনো দেখা যায়। মাদুরার মীণাক্ষীদেবীর মন্দির এখনো হাজার স্তম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে)* ।।২২।। রক্ষোরাজ রাবণের প্রাসাদটির নাম ছিলো চৈত্য। সেটি পুরীর অলঙ্কারস্বরূপ। শত শত রাক্ষস সেটিকে নিয়ত নিশ্ছিদ্রভাবে পাহারা দিচ্ছে।।২৩।। নগরীটি মনোজ্ঞ। সোনার ছড়াছড়ি। পর্বতের দ্বারা শোভিত। সেই পর্বতে নানাবিধ বিচিত্র ধাতু দেখা যেতো। উদ্যানের দ্বারা শোভিতা এই নগরী।।২৪।। নানাধরণের পাখী ঐখানে কূজন করছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে নানাবিধ হরিণ। বহুরকমের ফুল ফুটেছে। বহু রাক্ষস বাস করে সেখানে।।২৫।। লক্ষ্মণের অগ্রজ শ্রীমান রাম বানরদের নিয়ে রাবণের এই সমৃদ্ধিশালিনী সুন্দর নগরীকে দেখলেন। বড়ো বড়ো গৃহসমন্বিত স্বর্গের মতো দেখতে সেই নগরীকে দেখে বীর্যবান রাম বিস্মিত হলেন।।২৬।। রাম এইভাবে বিরাট বানরবাহিনী নিয়ে রত্নপূর্ণ, প্রাসাদশ্রেণীশোভিত বিশাল যন্ত্র এবং কপাটযুক্ত লঙ্কানগরীকে দর্শন করতে লাগলেন।।২৭-২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবস্য রাবণস্য চ মল্লযুদ্ধম্

ততো রামঃ সুবেলাগ্রং যোজনদ্বয়মণ্ডলম্। উপারোহৎ সসুগ্রীবো হরিযূথৈঃ সমন্বিতঃ।। ১
স্থিত্বা মুহূর্তং তত্রৈব দিশো দশ বিলোকয়ন্। ত্রিকূটশিখরে রম্যে নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।। ২

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

সুগ্রীব এবং রাবণের মল্লযুদ্ধ

অতঃপর, রাম সুগ্রীব এবং বানরবাহিনী নিয়ে সুবেলপর্বতের শিখরে আরোহণ করলেন। সেটি দুইযোজন বিস্তৃত।।১।। সেখানে মুহূর্তকাল তিনি অবস্থান করলেন। দশদিকে তাকিয়ে দেখলেন। বিশ্বকর্মা স্বয়ং ত্রিকূটপর্বতের শিখরে এই লঙ্কাকে নির্মাণ করেছিলেন।।২।। রাম দেখলেন, লঙ্কানগরী সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিতা। রমণীয় কাননে পরিশোভিতা। পুরীর গোপুর তথা বহির্দ্বারের ওপরে

দদর্শ লঙ্কাং সুন্যস্তাং রম্যকাননশোভিতাম্। তস্যা গোপুরশৃঙ্গস্থং রাক্ষসেন্দ্রং দুরাসদম্।। ৩
শ্বেতচামরপর্যন্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্। রক্তচন্দনসংলিপ্তং রত্নাভরণভূষিতম্।। ৪
নীলজীমূতসঙ্কাশং হেমসঞ্ছাদিতাম্বরম্। ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্।। ৫
শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসসা। সন্ধ্যাতপেন সঞ্ছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে।। ৬
পশ্যতাং বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ। দর্শনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্রীবঃ সহসোত্থিতঃ।। ৭
ক্রোধবেগেন সংযুক্তঃ সত্ত্বেন চ বলেন চ। অচলাগ্রাদথোত্থায় পুপ্লুবে গোপুরস্থলে।। ৮
স্থিত্বা মুহূর্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভয়েনান্তরাত্মনা। তৃণীকৃত্য চ তদ্ রক্ষঃ সোঽব্রবীৎ পরুষং বচঃ।। ৯
লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস। ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা।। ১০
ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য পুপ্লুবে তস্য চোপরি। আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ভুবি।। ১১
সমীক্ষ্য তূর্ণমায়ান্তং বভাষে তং নিশাচরঃ। সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি।। ১২
ইত্যুক্ত্বোত্থায় তং ক্ষিপ্রং বাহুভ্যামাক্ষিপৎ তলে। কন্দুবৎ স সমুত্থায় বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ধরিঃ।। ১৩
পরস্পরং স্বেদবিদিগ্ধগাত্রৌ পরস্পরং শোণিতরক্তদেহৌ।
পরস্পরং শ্লিষ্টনিরুদ্ধচেষ্টৌ পরস্পরং শাল্মলিকিংশুকাবিব।। ১৪
মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ তলপ্রহারৈররত্নিঘাতৈশ্চ করাগ্রঘাতৈঃ।
তৌ চক্রতুর্যুদ্ধমসহ্যরূপং মহাবলৌ রাক্ষস-বানরেন্দ্রৌ।। ১৫

রক্ষোরাজ রাবণ অবস্থান করছে। সহজে তার সাক্ষাৎ মেলে না।।৩।। শুভ্র চামর দিয়ে তাকে হাওয়া করা হচ্ছে। মাথার ওপরে বিজয়চ্ছত্র শোভা পাচ্ছে। রক্তচন্দনে লিপ্ত তার দেহ। রত্নের অলঙ্কারে সে শোভিত।।৪।। নীল মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। সোনার বরণ উত্তরীয়ে তার দেহ আবৃত। তার বুকে ঐরাবত হস্তীর দন্তের আঘাতের চিহ্ন *(বিষাণ—দন্ত, শৃঙ্গ। কিণ—চিহ্ন)* ।।৫।। রক্তবর্ণ শশের মতো রক্তবর্ণ তার পরিধেয় বসন। আকাশে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের মতো তাকে দেখাচ্ছিলো।।৬।। রঘুনন্দন রাম এবং বানরপতিরা এইভাবে দেখছেন। সেইসময় সুগ্রীব সহসা উঠে দাঁড়ালো।।৭।। রেগে উৎসাহের সঙ্গে শক্তিসহকারে সে পর্বতশিখর হতে উঠে লঙ্কায় প্রধান দ্বারদেশে লাফিয়ে চলে গেলো।।৮।। মুহূর্তকাল অবস্থান করে, ভালো করে দেখে, নির্ভীকচিত্তে সুগ্রীব সেই রাক্ষস রাবণকে তৃণজ্ঞান করে কঠোরবাক্যে বললো।।৯।। ওরে রাক্ষস, আমি লোকনাথ রামের দাস। সেই পৃথিবীপতির শক্তিতে আমি আজ শক্তিমান। আমার হাত থেকে তোমার আজ মুক্তি নেই *(লোক—ভুবন, মানুষ)* ।।১০।। এই বলে হঠাৎ সে তার ওপর লাফিয়ে পড়ালো। তার সুন্দর মুকুটটি ছিনিয়ে নিয়ে সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।।১১।। নিশাচর রাবণ সুগ্রীবকে দ্রুত আসতে দেখে বললো, আমার দৃষ্টির বাইরে তুমি যতোক্ষণ আছো, ততোক্ষণই তুমি সুগ্রীব। এইবার আমার দৃষ্টিপথে পড়েছো। এবার তুমি হীনগ্রীব হয়ে যাবে।।১২।। এই বলেই সে তার বাহুদু'টি দিয়ে সুগ্রীবকে ধরে কন্দুকের মতো দ্রুত ভূতলে ফেলে দিলো। বানর সুগ্রীব ও তৎক্ষণাৎ উঠে বাহুদু'টি দিয়ে রাবণকে মাটিতে ছুঁড়ে দিলো *(কন্দুক—বল। শক্তিশালী ব্যক্তি বলকে নিয়ে ইচ্ছামতো লোফালুফি করতে পারে। এইখানে রাবণ ও সুগ্রীব উভয়ই বলবান। তাই একে অপরকে অবলীলাক্রমে বলের মতো লোফালুফি করছে)* ।।১৩।। দু'জনেরই গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে তাদের দেহ। উভয়েই জড়াজড়ি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলো। তাদের ঘনবদ্ধ শাল্মলী ও পলাশ তরুর মতো দেখাচ্ছিলো *(কিংশুক—পলাশ)* ।।১৪।। মহাবলশালী রাক্ষস রাবণ এবং বানরপতি সুগ্রীব মুষ্টি, তল, অরত্নি এবং হস্তের অগ্রভাগ দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলো। এইভাবে তারা দু'জনে অসহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।।১৫।। তারা দু'জনে এইভাবে তীব্রবেগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করছে। কখনো গোপুর—বেদিলগ্ন স্থানে, কখনো বা গোপুর বেদীর মধ্যে। তারা পরস্পর একে অপরের দেহকে কখনো উঁচুতে তুলে, কখনো বা নীচে পদাঘাতে ছুঁড়ে

কৃত্বা নিযুদ্ধং ভৃশমুগ্রবেগৌ কালং চিরং গোপুরবেদিমধ্যে।
উৎক্ষিপ্য চোৎক্ষিপ্য বিনম্য দেহৌ পাদক্রমাদ্ গোপুরবেদিলগ্নৌ।। ১৬
অন্যোন্যমাপীড্য বিলগ্নদেহৌ তৌ পেততুঃ সালনিখাতমধ্যে।
উৎপেততুর্ভূমিতলং স্পৃশন্তৌ স্থিত্বা মুহূর্তং ত্বভিনিঃশ্বসন্তৌ।। ১৭
আলিঙ্গ্য চালিঙ্গ্য চ বাহুযোক্ত্রৈঃ সংযোজয়ামাসতুরাহবে তৌ।
সংরম্ভশিক্ষাবলসম্প্রযুক্তৌ সুচেরতুঃ সম্প্রতি যুদ্ধমার্গৈঃ।। ১৮
শার্দূলসিংহাবিব জাতদংষ্ট্রৌ গজেন্দ্রপোতাবিব সম্প্রযুক্তৌ।
সংহত্য সংবেদ্য চ তৌ করাভ্যাং তৌ পেততুর্বৈ যুগপদ্ ধরায়াম্।। ১৯
উদ্যম্য চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তৌ সঞ্চক্রমাতে বহু যুদ্ধমার্গে।
ব্যায়ামশিক্ষাবল-সম্প্রযুক্তৌ ক্লমং ন তৌ জগ্মতুরাশু বীরৌ।। ২০
বাহূত্তমৈর্বারণবারণাভৈর্নিবারয়ন্তৌ পরবারণাভৌ।
চিরেণ কালেন ভৃশং প্রযুদ্ধৌ সঞ্চেরতুর্মণ্ডলমার্গমাশু।। ২১
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যসূদনে। মার্জারাবিব ভক্ষ্যার্থে বিতস্থাতে মুহুর্মুহুঃ।। ২২
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ। গোমূত্রকাণি চিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ।। ২৩
তিরশ্চীনগতান্যেব তথা বক্রগতানি চ। পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্।। ২৪
অভিদ্রবণমাপ্লাবমলস্থানং সবিগ্রহম্। পরাবৃত্তমপাবৃত্তমপদ্রুতমবপ্লুতম্।। ২৫

দিচ্ছে।।১৬।। তারপর একে অপরকে আক্রমণ করে পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সালগাছের গুঁড়ির দ্বারা বেষ্টিত পরিখার মধ্যে তারা পড়ে গেলো। মাটিতে পড়ে গিয়ে মুহূর্তকাল নিশ্চলভাবে থেকে তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। পরে মাটিতে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো।।১৭।। তারা দু'জনে যুদ্ধে একে অপরকে আলিঙ্গন করে বহু রজ্জু দিয়ে পরস্পরকে বেঁধে ফেলতে লাগলো। যুদ্ধের পথেই সম্প্রতি তারা দু'জনে যুদ্ধোচিত শিক্ষা এবং শক্তিপ্রয়োগ করে চলতে লাগলো।।১৮।। দাঁত উঠেছে এমন বাঘ এবং সিংহের মতো বা দু'টি হস্তিশিশুর মতো যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে উভয়ে উভয়কে হস্তের দ্বারা আঘাত করে ভূতলে পতিত হতে লাগলো।।১৯।। দ্বন্দ্বযুদ্ধের পথে একে অপরকে তিরস্কার করতে করতে উদ্যমের সঙ্গে তারা দু'জনে যুদ্ধ করতে লাগলো। ব্যায়ামের পরিশীলনের ফলে শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেও ঐ বীর দু'জন সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়লো না।।২০।। হস্তিস্তম্ভের মতো তাদের দু'জনের উত্তম বাহুযুগল। মল্লযুদ্ধের বিশেষ প্রকার হলো মণ্ডলগতি। সেইভাবে ঘুরে ঘুরে একে অপরের আঘাতকে প্রতিহত করে অনেকক্ষণ ধরে তারা ভীষণভাবে যুদ্ধ করে চলেছে।।২১।। খাদ্যদ্রব্যের জন্য দু'টি বিড়াল যেমন মুহুর্মুহুঃ ঝগড়া করে, তেমনি তারা একে অপরকে বধ করার জন্য প্রবৃত্ত হলো।।২২।। দু'জনে বিবিধমণ্ডলে বিচিত্রভাবে নানা স্থানে অবস্থান করে যুদ্ধ করতে লাগলো। গোমূত্ররেখার মতো কুটিলগতিতে তারা যাওয়া আসা করছে (*মল্লযুদ্ধে চারপ্রকার মণ্ডলের কথা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি বলেছেন—পরিমণ্ডল, করণমণ্ডল, খণ্ড-মণ্ডল ও মহামণ্ডল। এক পা এগিয়ে দিয়ে চক্কর দিতে দিতে শত্রুকে আক্রমণ করা হলো চারিমণ্ডল। দুই পায়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ হলো করণমণ্ডল। অনেক করণমণ্ডলের সংযোগ হয় খণ্ডমণ্ডল। আর তিন কিংবা চারখণ্ড মণ্ডলের সংযোগ হলে হয় মহামণ্ডল। আচার্য ভরত মল্লযুদ্ধে ছয়টি স্থানের কথা বলেছেন। বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়। পা দু'টিকে আগে পিছে চালনা করতে করতে যথাস্থানে স্থাপনের নামই হলো স্থান। কেউ কেউ বলে বাঘ-সিংহ—প্রভৃতি জন্তুদের সমান দাঁড়িয়ে যাবার নামই স্থান*)।।২৩।। কখনো তির্যগ্‌গতিতে। কখনো বা বক্রগতিতে তারা ঘুরতে লাগলো। কখনো ছেড়ে দিয়ে প্রহার বর্জন করে একে অপরের দিকে ধেয়ে আসছে।।২৪।। শত্রুর দিকে ধাবন, লাফিয়ে যাওয়া, যুদ্ধ করা, পিছিয়ে আসা, পেছনে যাওয়া, লাফিয়ে সরে আসা—সবই তারা করতে লাগলো।।২৫।। যুদ্ধরীতিতে তারা নিপুণ। তাই, বুকের ওপর দৃঢ়ভাবে

উপন্যস্তমপন্যস্তং যুদ্ধমার্গবিশারদৌ। তৌ বিচেরতুরন্যোন্যং বানরেন্দ্রশ্চ রাবণঃ।। ২৬
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো মায়াবলমথাত্মনঃ। আরব্ধুমুপসম্পেদে জ্ঞাত্বা তং বানরাধিপঃ।। ২৭
উৎপপাত তদাকাশং জিতকাশী জিতক্লমঃ। রাবণঃ স্থিত এবাত্র হরিরাজেন বঞ্চিতঃ।। ২৮
অথ হরিবরনাথঃ প্রাপ্তসংগ্রামকীর্তির্নিশাচরপতিমাজৌ যোজয়িত্বা শ্রমেণ।
গগনমতিবিশালং লঙ্ঘয়িত্বার্কসূনুর্হরিগণবলমধ্যে রামপার্শ্বং জগাম।। ২৯
ইতি স সবিতৃসূনুস্তত্র তৎ কর্ম কৃত্বা পবনগতিরনীকং প্রাবিশৎ সম্প্রহৃষ্টঃ।
রঘুবরনৃপসূনোর্বর্ধয়ন্ যুদ্ধহর্ষং তরুমৃগগণমুখ্যৈঃ পূজ্যমানো হরীন্দ্রঃ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বাহুস্থাপন এবং বিপক্ষের বাহুগ্রহণ করার জন্য নিজের বাহুপ্রসারণ—এই সবই বানরেন্দ্র সুগ্রীব এবং রাবণ একে অপরের প্রতি করছে।।২৬।। এই অবসরে রাক্ষস রাবণ নিজের মায়াশক্তির বিস্তার করতে উদ্যোগ করতে লাগলো। সুগ্রীব তা জানতে পারলো।।২৭।। তখন রাবণ-বিজয়ী ক্লান্তিহীন সুগ্রীব আকাশে গেলো উঠে। বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে রাবণ ঐখানেই দাঁড়িয়ে রৈলো *(জিতকাশী—জয়যুক্ত)* ।।২৮।। তারপর, বানরশ্রেষ্ঠদের অধিপতি সূর্যপুত্র সুগ্রীব যুদ্ধে রক্ষোরাজ রাবণকে পরিশ্রান্ত করে, সংগ্রামে যশোলাভ করে অতি বিশাল গগনকে উল্লঙ্ঘন করে বানরসেনার মধ্যে ফিরে গিয়ে রামের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো।।২৯।। এইভাবে সূর্যপুত্র সুগ্রীব ঐ যুদ্ধকর্ম সমাপ্ত করে বায়ুবেগে বানর সেনার মধ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে প্রবেশ করলো। রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের যুদ্ধজনিত আনন্দ যে বর্ধিত করলো। বানরমুখ্যেরা বানরাধিপতি সুগ্রীবকে করলো সম্বর্ধিত *(তরুমৃগ—শাখামৃগ—বানর)* ।।৩০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামচন্দ্রেণ দুঃসাহসাৎ সুগ্রীবস্য নিবৃত্তিঃ, লঙ্কায়াশ্চতুর্ষু দ্বারেষু বানরসৈন্যানাং নিযুক্তিঃ,
রাবণসদসি অঙ্গদস্য পরাক্রমপ্রকাশঃ, বানরাণামাক্রমণেন রাক্ষসানাং ভীতিশ্চ।

অথ তস্মিন্ নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ। সুগ্রীবং সম্পরিষ্বজ্য রামো বচনমব্রবীৎ।। ১
অসম্মন্ত্র্য ময়া সার্ধং তদিদং সাহসং কৃতম্। এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্বন্তি জনেশ্বরাঃ।। ২
সংশয়ে স্থাপ্য মাঞ্চেদং বলঞ্চেমং বিভীষণম্। কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয়।। ৩
ইদানীং মা কৃথা বীর এবংবিধমরিন্দম। ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্যং সীতয়া মম।। ৪

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সুগ্রীবকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্তি। লঙ্কার চারটি দ্বারে বানরসৈন্যদেরকে নিয়োগ।
রাবণের সভায় অঙ্গদের পরাক্রম-প্রকাশ। বানরদের আক্রমণে রাক্ষসদের ভয়।

লক্ষ্মণের অগ্রজ রাম সুগ্রীবের দেহে আঘাতের চিহ্নগুলি দেখে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন *(সম্পরিষ্বজ্য—সম্যগরূপে আলিঙ্গন করে)* ।।১।। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি এই সাহসের কাজ করেছো। রাজারা এইরকমের দুঃসাহসিক কাজ করে না।।২।। হে সাহসপ্রিয় বীর, আমায়, এই সৈন্যবাহিনী এবং বিভীষণকে সংশয়ে রেখে তুমি কষ্টকর কাজ করেছো।।৩।। হে শত্রুদমনকারী বীর, এখন তার এইধরণের হঠকারিতা করবে না। তোমার যদি কিছু অনিষ্ট হয়, তাহলে সীতাকে পেয়ে আমার কি হবে ?।।৪।। হে শত্রুবিনাশকারী বীর, তাহলে ভরত, লক্ষ্মণ, ছোটোভাই শত্রুঘ্ন, এমন কি

ভরতেন মহাবাহো লক্ষ্মণেন যবীয়সা। শত্রুঘ্নেন চ শত্রুঘ্ন স্বশরীরেণ বা পুনঃ।। ৫
ত্বয়ি চানাগতে পূর্বমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ। জানতশ্চাপি তে বীর্যং মহেন্দ্রবরুণোপম।। ৬
হত্বাহং রাবণং যুদ্ধে সপুত্র-বল-বাহনম্। অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং বিভীষণমথাপি বা।। ৭
ভরতে রাজ্যমারোপ্য ত্যক্ষ্যে দেহং মহাবল। তমেবং বাদিনং রামং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত।। ৮
তব ভার্যাপহর্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্। মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ।। ৯
ইত্যেবং বাদিনং বীরমভিনন্দ্য চ রাঘবঃ। লক্ষ্মণং লক্ষ্মিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১০
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ। বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠাম লক্ষ্মণ।। ১১
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্। নিবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্।। ১২
বাতা হি পরুষং বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা। পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে নদন্তি ধরণীধরাঃ।। ১৩
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বরাঃ। ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তে মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ।। ১৪
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা। জ্বলচ্চ নিপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্।। ১৫
আদিত্যমভিবাশ্যন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্। দীনা দীনস্বরাঃ ঘোরা অপ্রশস্তা মৃগ-দ্বিজাঃ।। ১৬
রজন্যামপ্রকাশশ্চ সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ। কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো যথা লোকস্য সংক্ষয়ে।। ১৭
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষঃ সুলোহিতঃ। আদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে।। ১৮
দৃশ্যন্তে ন যথাবচ্চ নক্ষত্রাণ্যভিবর্ততে। যুগান্তমিব লোকস্য পশ্য লক্ষ্মণ শংসতি।। ১৯
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা গৃধ্রা নীচৈঃ পরিপতন্তি চ। শিবাশ্চাপ্যশুভা বাচঃ প্রবদন্তি মহাস্বনাঃ।। ২০

আমার শরীর দিয়েই বা কি হবে ?।।৫।। মহেন্দ্র এবং বরুণের মতো তোমার বীর্যবত্তা। তা আমি জানি। তবুও তুমি যখন এলে না, তখন আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।।৬।। রাবণকে পুত্র, সৈন্য এবং বাহনসমেত যুদ্ধে আমি ধ্বংস করবো। লঙ্কায় বিভীষণকে অভিষিক্ত করবো।।৭।। হে মহাবীর, তারপর ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে আমি দেহ ত্যাগ করবো। এইরকম বলায় সুগ্রীব রামকে প্রত্যুত্তর দিলো—*(অনুগতজনের প্রতি রামের গভীর প্রীতি লক্ষণীয়)*।।৮।।হে বীর রাঘব, আপনার পত্নীর অপহরণকারীকে দেখে, আমার নিজের পরাক্রম জেনে কি করে তাকে আমি ক্ষমা করবো ?।।৯।। এই কথা বলায় বীর সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করে রাম লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বললেন—।।১০।। হে লক্ষ্মণ, শীতল জলাশয় এবং ফল আছে এমন বনের সন্ধান করো। আমরা এই বানরসেনাকে বিভক্ত করে ব্যূহ-রচনা করে সেইসব স্থানে সন্নিবিষ্ট করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে থাকবো।।১১।। লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। বিশিষ্ট বীর ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের ধ্বংস আমি দেখতে পাচ্ছি।।১২।। বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবী কাঁপছে। পাহাড়ের চূড়াগুলিও কাঁপছে। পৃথিবীকে রক্ষা করে যে দিগ্‌গজেরা তারা গর্জন করছে।।১৩।। মেঘগুলি কাঁচামাংসভোজী হিংস্রপশুদের মতো নির্দয়ভাবে বিকট গর্জন করছে। নিষ্ঠুরভাবে রক্তবিন্দুসহ বৃষ্টির বর্ষণ তারা করছে।।১৪।। রক্তচন্দনের মতো ভীষণ দেখাচ্ছে সন্ধ্যাকে। সূর্য হতে জ্বলন্ত অগ্নিমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হচ্ছে।।১৫।। ভীষণাকার পশুও পাখীরা দীন হয়ে করুণভাবে ভীষণ ভয়-উৎপাদন করে সূর্যের দিকে মুখ করে চীৎকার করছে।।১৬।। রাত্রিতে চাঁদ উদিত না হয়ে সবাইকে সন্তপ্ত করছে। চাঁদের প্রত্যন্তভাগের কিরণ কৃষ্ণবর্ণ। এবং রক্তবর্ণ। যেন জগতের ধ্বংসই সূচিত করছে।।১৭।। লক্ষ্মণ, দেখো, সূর্যমণ্ডলে অত্যন্ত লাল, রুক্ষ এবং অমঙ্গলজনক পরিবেশ রচিত হয়েছে। নীল চিহ্ন তাতে দেখা যাচ্ছে।।১৮।। নক্ষত্রগুলি যথাযথভাবে দেখা যাচ্ছে না। এইসব অশুভচিহ্ন সংসারের আসন্ন ধ্বংসই সূচিত করছে।।১৯।। কাক, বাজপাখী, আর শকুনগুলি ওপরে না উড়ে নীচে ভূতলে পতিত হচ্ছে। শৃগালগুলি উচ্চৈঃস্বরে অমঙ্গলজনক চীৎকার করছে।।২০।। এই সবের দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে বানর এবং রাক্ষসেরা শৈল, শূল এবং খড়গ নিক্ষেপ করবে। তাতে মাংস

শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপি-রাক্ষসৈঃ। ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংস-শোনিতকর্দমা।। ২১
ক্ষিপ্রমদ্য দুরাধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্। অভিযাম জবেনৈব সর্বতো হরিভির্বৃতাঃ।। ২২
ইত্যেবং তু বদন্ বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। তস্মাদবাতরচ্ছীঘ্রং পর্বতাগ্রান্মহাবলঃ।। ২৩
অবতীর্য তু ধর্মাত্মা তস্মাচ্ছৈলাৎ স রাঘবঃ। পরৈঃ পরমদুর্ধর্ষং দদর্শ বলমাত্মনঃ।। ২৪
সন্নহ্য তু সসুগ্রীবঃ কপিরাজবলং মহৎ। কালজ্ঞো রাঘবঃ কালে সংযুগায়াভ্যচোদয়ৎ।। ২৫
ততঃ কালে মহাবাহুর্বলেন মহতা বৃতঃ। প্রস্থিতঃ পুরতো ধন্বী লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্।। ২৬
তং বিভীষণ-সুগ্রীবৌ হনুমান্ জাম্ববান্ নলঃ। ঋক্ষরাজস্তথা নীলো লক্ষ্মণশ্চান্বয়ুস্তদা।। ২৭
ততঃ পশ্চাৎ সুমহতী পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্। প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিমনুযাতি স্ম রাঘবম্।। ২৮
শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্। জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পরবারণাঃ।। ২৯
তৌ ত্বদীর্ঘেণ কালেন ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। রাবণস্য পুরীং লঙ্কামাসেদতুররিন্দমৌ।। ৩০
পতাকামালিনীং রম্যামুদ্যানবনশোভিতাম্। চিত্রবপ্রাং সুদুষ্প্রাপামুচ্চৈঃ প্রাকারতোরণাম্।। ৩১
তাং সুরৈরপি দুর্ধর্ষাং রামবাক্যপ্রচোদিতাঃ। যথানিদেশং সম্পীড্য ন্যবিশন্ত বনৌকসঃ।। ৩২
লঙ্কায়াস্তূত্তরদ্বারং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্। রামঃ সহানুজো ধন্বী জুগোপ চ রুরোধ চ।। ৩৩
লঙ্কামুপনিবিষ্টস্তু রামো দশরথাত্মজঃ। লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ পুরীং রাবণপালিতাম্।। ৩৪
উত্তরদ্বারমাসাদ্য যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ। নান্যো রামাদ্ধি তদ্ দ্বারং সমর্থঃ পরিরক্ষিতুম্।। ৩৫
রাবণাধিষ্ঠিতং ভীমং বরুণেনেব সাগরম্। সায়ুধৈ রাক্ষসৈর্ভীমৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ।। ৩৬
লঘূনাং ত্রাসজননং পাতালমিব দানবৈঃ। বিন্যস্তানি চ যোধানাং বহূনি বিবিধানি চ।। ৩৭

এবং রক্তের কাদায় পৃথিবী আবৃত হয়ে যাবে।।২১।। রাবণের দ্বারা পালিতা এবং শত্রুদের দ্বারা দুর্ধর্ষা এই পুরী। আজ বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দ্রুতগতিতে সর্বতোভাবে সেই পুরীকে আমি আক্রমণ করবো।।২২।। লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবলশালী বীর রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলে সেই সুবেলপর্বতের শিখর হতে সত্বর অবতরণ করলেন।।২৩।। ধর্মাত্মা রাম সেই পর্বত হতে অবতরণ করে নিজের সৈন্যবাহিনীকে দেখলেন। শত্রুদের কাছে দুর্ধর্ষ।।২৪।। সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে রাম বিশাল কপিসেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করলেন। কোন সময়ে কি করতে হবে রাম তা যথাযথভাবেই জানেন।।২৫।। তারপর যথাকালে ধনুর্ধর মহাবীর রাম বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করলেন।।২৬।। তখন বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ভল্লুকরাজ জাম্ববান, নল, নীল এবং লক্ষ্মণ তাঁর অনুগমন করলো।।২৭।। তাদের পেছনে ভল্লুক এবং বনবাসী বানরদের বিরাটবাহিনী বিশালভূমিকে আচ্ছাদন করে রামকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো *(পৃতনা + ঋক্ষ = পৃতনর্ক্ষ। পৃতনা—সেনা)* ।।২৮।। শত্রু প্রতিরোধে সমর্থ, হস্তীর মতো বিশালকায় শত শত বানর পাহাড়ের চূড়া এবং বড়ো বড়ো গাছ সংগ্রহ করলো।।২৯।। শত্রুদমন রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই অতি অল্পসময়েই রাবণের পুরী লঙ্কার কাছে উপস্থিত হলেন।।৩০।। লঙ্কা ছিলো পতাকায় শোভিতা। উদ্যান এবং বনে পরিশোভিত বলে তা ভারি সুন্দর। প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই পুরী। প্রাচীরগুলি আবার সুন্দর চিত্রে অলঙ্কৃত। উঁচু এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ও তোরণ-সমন্বিত ছিলো লঙ্কা।।৩১।। এই লঙ্কাকে দেবতারাও সহজে জয় করতে পারতো না। বনবাসীরা এখানে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো।।৩২।। লঙ্কার উত্তরদ্বার পর্বতশৃঙ্গের মতো উন্নত। ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম ধনুর্ধারণ করে সেই দ্বারদেশ অবরোধ করে সৈন্যদেরকে রক্ষা করতে লাগলেন।।৩৩।। দশরথনন্দন বীর রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাবণ -পালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করলেন।।৩৪।। উত্তরদ্বারে রাবণ অবস্থান করে সেখানেই তাঁরা গেলেন। রাম ছাড়া আর কেউ সেই দ্বার রক্ষা করতে সমর্থ নন।।৩৫।। বরুণ যেমন ভীষণ সমুদ্রকে অতন্দ্রভাবে রক্ষা করেন, তেমনি সশস্ত্র ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা চারদিক থেকে ঐ দ্বারকে রক্ষা করছে।।৩৬।। দানবদের দ্বারা রক্ষিত পাতালকে দেখে সাধারণ লোক ভয় পেতো। এই উত্তরদ্বারকেও দুর্বলেরা ভয় পেতো। বহু ধরণের যোদ্ধাকে সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।।৩৭।। রাম সেই যোদ্ধাদের অস্ত্র এবং বর্ম সব

দদর্শায়ুধজালানি তথৈব কবচানি চ। পূর্বন্তু দ্বারমাসাদ্য নীলো হরিচমূপতিঃ।। ৩৮
অতিষ্ঠৎ সহ মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ বীর্যবান্। অঙ্গদো দক্ষিণদ্বারং জগ্রাহ সুমহাবলঃ।। ৩৯
ঋষভেণ গবাক্ষেণ গজেন গবয়েন চ। হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং ররক্ষ বলবান্ কপিঃ।। ৪০
প্রমাথি-প্রঘসাভ্যাঞ্চ বীরৈরন্যৈশ্চ সঙ্গতঃ। মধ্যমে চ স্বয়ং গুল্মে সুগ্রীবঃ সমতিষ্ঠত।। ৪১
সহ সর্বৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈঃ সুপর্ণ-পবনোপমৈঃ। বানরাণান্তু ষট্‌ত্রিংশৎকোট্যঃ প্রখ্যাতযূথপাঃ।। ৪২
নিপীড্যোপনিবিষ্টাশ্চ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ। শাসনেন তু রামস্য লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ।। ৪৩
দ্বারে দ্বারে হরীণাস্তু কোটিং কোটীর্নবেশয়ৎ। পশ্চিমেন তু রামস্য সুষেণঃ সহ জাম্ববান্।। ৪৪
অদূরান্মধ্যমে গুল্মে তস্থৌ বহুবলানুগঃ। তে তু বানরশার্দূলাঃ শার্দূলা ইব দংষ্ট্রিণঃ।
গৃহীত্বা দ্রুম-শৈলাগ্রান্ হৃষ্টা যুদ্ধায় তস্থিরে।। ৪৫
সর্বে বিকৃতলাঙ্গূলাঃ সর্বে দংষ্ট্রা-নখায়ুধাঃ। সর্বে বিকৃতচিত্রাঙ্গাঃ সর্বে চ বিকৃতাননাঃ।। ৪৬
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ। কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ।। ৪৭
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎকেচিচ্ছতগুণোত্তরাঃ। অপ্রমেয়বলাশ্চান্যে তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ।। ৪৮
অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেষামাসীৎ সমাগমঃ। তত্র বানর্‌সৈন্যানাং শলভানামিবোদ্‌গমঃ।। ৪৯
প্ররিপূর্ণমিবাকাশং সম্পূর্ণেব চ মেদিনী। লঙ্কামুপনিবিষ্টৈশ্চ সম্পতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ।। ৫০
শতং শতসহস্রাণাং পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্। লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুরন্যে যোদ্ধুং সমন্ততঃ।। ৫১
আবৃতঃ স গিরিঃ সর্বৈস্তৈঃ সমন্তাৎ প্লবঙ্গমৈঃ। অযুতানাং সহস্রঞ্চ পুরীং তামভ্যবর্তত।। ৫২

দেখলেন। বানরসেনাপতি নীল পূর্বদ্বারে চলে এলো।।৩৮।। বীর্যবান নীল মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে সঙ্গে নিয়ে ঐখানে অবস্থান করলো। অত্যন্ত বলশালী অঙ্গদ দক্ষিণদ্বার আগলে রৈলো।।৩৯।। ঋষভ, গবাক্ষ, গজ এবং গবয়কে নিয়ে বলবান কপি হনুমান পশ্চিমদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন।।৪০।। প্রমাথি, প্রঘস এবং অন্য বীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বয়ং সুগ্রীব ব্যূহের মধ্যদেশে অবস্থান করতে লাগলো।।৪১।। গরুড় এবং বায়ুর মতো বেগশালী শ্রেষ্ঠ বানরদের নিয়ে ছত্রিশ কোটি প্রখ্যাত বানরদলপতি সেখানে অবস্থান করছিলেন।।৪২।। যেখানে বানর সুগ্রীব অবস্থান করছিলো সেখানে ঐ বানরেরা রাক্ষসদের নিপীড়িত করে অধিষ্ঠান করছিলো। রামের আদেশ লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ মেনে নিলেন।।৪৩।। তাঁরা লঙ্কার দ্বারে দ্বারে কোটি কোটি বানরকে সন্নিবিষ্ট করলেন। রামের পশ্চিমে জাম্ববানকে নিয়ে সুষেণ অবস্থান করতে লাগলো।।৪৪।। বহু সৈন্য নিয়ে অদূরে ব্যূহের মধ্যে তারা দু'জন অধিষ্ঠান করলো। সেই বানরশ্রেষ্ঠদের ছিলো বাঘের মতো দাঁত। গাছ আর পাহাড়ের চূড়া নিয়ে তারা সানন্দে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করছিলো।।৪৫।। তাদের সবারই লাঙ্গূলগুলি ক্রোধে এবং উদ্দীপনায় অস্বাভাবিকভাবে আন্দোলিত হচ্ছিলো। সকলেই দাঁত আর নখের অস্ত্রে সমন্বিত। সবারই অঙ্গে ক্রোধের বিচিত্র চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মুখ সব রাগে বিকৃত দেখাচ্ছে।।৪৬।। বানরদের কেউ কেউ দশটি হাতীর বল ধারণ করেছিলো। কেউ বা দশগুণের অধিক শক্তিশালী ছিলো। আবার কেউ কেউ হাজারটি হাতীর বিক্রম ধারণ করছিলো।।৪৭।। কেউ কেউ অনেক হাতীর শক্তি একাই ধারণ করতো। কেউ কেউ সব হাতীর চেয়েও বেশী বলবান ছিলো। আর অন্য সব বানরদলপতিরা অতুলনীয় শক্তির অধিকারী ছিলো।।৪৮।। পঙ্গপালরা যেমন দলে দলে আবির্ভূত হয়, তেমনি দলে দলে বানরসৈন্যদের অদ্‌ভুত এবং বিচিত্র সমাগম সেখানে হয়েছিলো।।৪৯।। যখন বানরেরা লাফ দিয়ে এলো, তখন লঙ্কার আকাশ ছেয়ে গেলো। যখন তারা লঙ্কায় এসে সমবেত হলো, তখন পৃথিবী যেন আবৃত হয়ে গেলো।।৫০।। ভল্লুক এবং বানরদের এককোটি সৈনিক চারটি দ্বারের উপর এসে উপস্থিত হলো। অন্য সৈনিকেরা সর্বত্র যুদ্ধ করার জন্য চলে গেছিলো।।৫১।। ত্রিকূটপর্বত সমস্ত বানরদের দ্বারা সবদিকেই ঢাকা পড়ে গেলো। অযুত সহস্র তথা এক কোটি বানর সেই পুরীতে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য পরিভ্রমণ করতে লাগলো।।৫২।। বলবান বানরেরা গাছ হাতে নিয়ে লঙ্কাকে সবদিক থেকে

বানরৈর্বলবদ্ভিশ্চ বভূব দ্রুমপাণিভিঃ। সর্বতঃ সংবৃতা লঙ্কা দুষ্প্রবেশাপি বায়ুনা।। ৫৩
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুঃ সহসাভিনিপীডিতাঃ। বানরৈর্মেঘসঙ্কাশৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।। ৫৪
মহাঞ্ছব্দোঽভবৎ তত্র বলৌঘস্যাভিবর্ততঃ। সাগরস্যেব ভিন্নস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ।। ৫৫
তেন শব্দেন মহতা সপ্রাকারা সতোরণা। লঙ্কা প্রচলিতা সর্বা সশৈল-বন-কাননা।। ৫৬
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী। বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ৫৭
রাঘবঃ সন্নিবিশ্যৈবং সসৈন্যং রক্ষসাং বধে। সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ সার্ধং নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ।। ৫৮
আনন্তর্যমভিপ্রেপ্সুঃ ক্রমযোগার্থতত্ত্ববিৎ। বিভীষণস্যানুমতে রাজধর্মমনুস্মরণ।। ৫৯
অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহূয়েদমব্রবীৎ। গত্বা সৌম্য দশগ্রীবং ব্রূহি মদ্বচনাৎ কপে।। ৬০
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ত্যক্ত্বা গতব্যথঃ। ভ্রষ্টশ্রীকং গতৈশ্বর্যং মুমূর্ষানষ্টচেতনম্।। ৬১
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা। নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্ঞাঞ্চ রজনীচর।। ৬২
যচ্চ পাপং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস। নূনং তে বিগতো দর্পঃ স্বয়ম্ভূবরদানজঃ।
তস্য পাপস্য সম্প্রাপ্তা ব্যুষ্টিরদ্য দুরাসদা।। ৬৩
যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্ষিতঃ। দণ্ডং ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ।। ৬৪
পদবীং দেবতানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ রাক্ষস। রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং গমিষ্যসি যুধি স্থিরঃ।। ৬৫
বলেন যেন বৈ সীতাং মায়য়া রাক্ষসাধম। মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হৃতবাংস্তন্নিদর্শয়।। ৬৬
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ। ন চেচ্ছরণমভ্যেষি তামাদায় তু মৈথিলীম্।। ৬৭
ধর্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং বিভীষণঃ। লঙ্কৈশ্বর্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্।। ৬৮

ঘিরে রেখেছে। ফলে বায়ু পর্যন্ত সেখানে সহজে প্রবেশ করতে পারছে না।।৫৩।। মেঘের মতো কালো ছিলো বানরেরা। পরাক্রমে তারা ইন্দ্রের মতো। হঠাৎ তাদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে রাক্ষসেরা বিস্মিত হলো।।৫৪।। সাগরে জলোচ্ছ্বাস হলে জলের যেমন তুমুল শব্দ হয়, তেমনি এই সৈন্যবাহিনীর অভিযানে ভীষণ ধ্বনি সমুত্থিত হলো।।৫৫।। সেই তুমুল শব্দে প্রাচীর, তোরণ, শৈল, বন, কাননসহ সমগ্রা লঙ্কা কেঁপে উঠলো।।৫৬।। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত সেই বানরবাহিনী সকল দেবতা এবং অসুরদের কাছেও দুর্ধর্ষা হয়ে উঠেছিলো।।৫৭।। রাম এইভাবে সৈন্যসমাবেশ করে রাক্ষসদের বধের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে বারবার পরামর্শ করতে লাগলেন।।৫৮।। সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাদির একের পর এক পরম্পরাক্রমে প্রয়োগের জন্য বিভীষণের অনুমতি নিয়ে রাম রাজধর্মের অনুসরণ করতে লাগলেন।।৫৯।। বালিপুত্র অঙ্গদকে ডেকে তিনি বললেন, হে সৌম্য কপে, আমার কথানুসারে দশগ্রীব রাবণকে গিয়ে সমাচার শোনাও।।৬০।। নির্ভয়ে বিনা কষ্টে তুমি লঙ্কাপুরীকে লঙ্ঘন করে যাও। গিয়ে শ্রীহীন, ঐশ্বর্যহীন, মুমূর্ষু এবং চেতনাহীন রাক্ষস রাবণকে বলবে— ।।৬১।। হে নিশাচর, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ এবং রাজাদের কাছে তুমি অপরাধ করেছো।।৬২।। ওহে রাক্ষস, মোহবশতঃ দর্পের সঙ্গে তুমি পাপ করেছো। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বরে তোমার এই দর্প হয়েছিলো। নিশ্চয়ই তা শেষ হবার সময় এসেছে। তোমার সেই পাপের দুঃসহ ফল আজ এসে উপস্থিত হয়েছে।।৬৩।। আমার পত্নী হরণ করায় আমি আজ ক্লিষ্ট। আমি দণ্ডধারণ করে অপরাধীদের দণ্ডদান করি। আজ সেই দণ্ডদানের জন্যই লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছি।।৬৪।। ওহে রাক্ষস, যুদ্ধে তুমি স্থিরভাবে অবস্থান করো। দেবতা, মহর্ষি এবং রাজর্ষিদের পদবী তুমি লাভ করবে অর্থাৎ তোমাকে পরলোকে যেতেই হবে।।৬৫।। ওরে অধম রাক্ষস, যেই মায়ার দ্বারা আমাকে ছলনা করে তুমি বলপূর্বক সীতাকে হরণ করেছো। সেই মায়াশক্তি আজ যুদ্ধে প্রদর্শন করো তো দেখি।।৬৬।। সীতাকে নিয়ে তুমি যদি আমার আশ্রয় না করো তাহলে তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা এই জগতকে আমি রাক্ষসশূন্য করবো।।৬৭।। ধর্মাত্মা, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান বিভীষণ এখানে আমার সঙ্গে এসেছে। সে নিশ্চয়ই নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য পেয়ে যাবে।।৬৮।। তুমি পাপী। আত্মজ্ঞানহীন। মূর্খদের সাহায্য

নহি রাজ্যমধর্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া। শক্যং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিতাত্মনা।। ৬৯
যুধ্যস্ব মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্যমালম্ব্য রাক্ষস। মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তস্ততঃ পূতো ভবিষ্যসি।। ৭০
যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর। মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি।। ৭১
ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্ধ্বদেহিকম্। সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্।। ৭২
ইত্যুক্তঃ স তু তারেয়ো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। জগামাকাশমাবিশ্য মূর্তিমানিব হব্যবাট্।। ৭৩
সোঽতিপত্য মুহূর্তেন শ্রীমান্ রাবণমন্দিরম্। দদর্শাসীনমব্যগ্রং রাবণং সচিবৈঃ সহ।। ৭৪
ততস্তস্যাবিদূরেণ নিপত্য হরিপুঙ্গবঃ। দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ।। ৭৫
তদ্ রামবচনং সর্বমন্যূনাধিকমুত্তমম্। সামাত্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা।। ৭৬
দূতোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। বালিপুত্রোঽঙ্গদো নাম যদি তে শোত্রমাগতঃ।। ৭৭
আহ ত্বাং রাঘবো রামঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ। নিষ্পত্য প্রতিযুধ্যস্ব নৃশংস পুরুষো ভব।। ৭৮
হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবম্। নিরুদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো লোকা ভবিষ্যন্তি হতে ত্বয়ি।। ৭৯
দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্। শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাঞ্চ কণ্টকম্।। ৮০
বিভীষণস্য চৈশ্বর্য ভবিষ্যতি হতে ত্বয়ি। ন চেৎ সৎকৃত্য বৈদেহীং প্রণিপত্য প্রদাস্যসি।। ৮১
ইত্যেবং পরুষং বাক্যং ব্রুবাণে হরিপুঙ্গবে। অমর্ষবশমাপন্নো নিশাচরগণেশ্বরঃ।। ৮২
ততঃ স রোষমাপন্নঃ শশাস সচিবাংস্তদা। গৃহ্যতামিতি দুর্মেধা বধ্যতামিতি চাসকৃৎ।। ৮৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীপ্তাগ্নিমিব তেজসা। জগৃহুস্তং ততো ঘোরাশ্চত্বারো রজনীচরাঃ।। ৮৪
গ্রাহয়ামাস তারেয়ঃ স্বয়মাত্মানমাত্মবান্। বলং দর্শয়িতুং বীরো যাতুধানগণে তদা।। ৮৫

নিয়ে অধমের দ্বারা তুমি ক্ষণকালের জন্যও রাজ্যভোগ করতে পারবে না।।৬৯।। ওহে রাক্ষস রাবণ, শৌর্য অবলম্বন করে, ধৈর্য না হারিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমার শস্ত্রের দ্বারা তুমি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে শান্ত হবে। তারপর পবিত্র হবে।।৭০।। হে রাক্ষস, পাখী হয়েও যদি তুমি ত্রিলোকে উড়ে বেড়াও, তাহলেও আমার চোখে পড়লে তুমি বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না।।৭১।। তোমায় আমি ভালো কথা বলছি। এখনই জীবিতাবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ তুমি করে নাও। লঙ্কাকে ভালো করে দেখে নাও। তোমার বাঁচা আমার ওপরই নির্ভর করছে।।৭২।। অক্লান্তকর্মা রাম তারার পুত্র অঙ্গদকে এই কথা বললেন। শুনে মূর্তিমান অগ্নির মতো সে আকাশে উঠে গেলো।।৭৩।। শ্রীমান অঙ্গদ মুহূর্তের মধ্যেই রাবণের গৃহে চলে গেলো। দেখলো, সচিবদের নিয়ে রাবণ বসে আছে।।৭৪।। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ রাবণের কাছে গিয়েই উপস্থিত হলো। সোনার অঙ্গদ সে পরে আছে। প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তাকে দেখাচ্ছিলো।।৭৫।। অঙ্গদ প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে অমাত্যসহ রাবণের কাছে সেই কথা বেশীও নয়, কমও নয়, যথাযথভাবে শোনালো।।৭৬।। কোশলরাজ অক্লান্তকর্মা রামের দূত আমি। বালির পুত্র আমি। অঙ্গদ। আমার নাম তুমি শুনে থাকতেও পারো।।৭৭।। কৌশল্যার আনন্দবর্ধন রঘুবংশধর রাম তোমায় এই কথা বলেছেন, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, ওরে নৃশংস রাবণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। যথার্থ পুরুষ হও।।৭৮।। অমাত্য, পুত্র, জ্ঞাতি এবং বান্ধবসহ তোমায় আমি হত্যা করবো। তুমি নিহত হলে ত্রিভুবন নিরুদ্‌বিগ্ন হবে।।৭৯।। তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ এবং সৎ রাক্ষসদের শত্রু। ঋষিদের তুমি কাঁটা। আজই আমি তোমায় উদ্ধার করবো অর্থাৎ ধ্বংস করবো।।৮০।। আমায় পূজা করে, পায়ে পড়ে সীতাকে তুমি যদি না দাও, তাহলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। বিভীষণ তোমার জাগতিক ঐশ্বর্য সব পাবে।।৮১।। বানরবীর অঙ্গদ এইরকম কঠোরবাক্য প্রয়োগ করলে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো।।৮২।। রেগে সে সচিবদেরকে আদেশ দিলো, এই দুর্বুদ্ধি বানরকে ধরো। একেবারেই হত্যা করে ফেলো (অসকৃৎ—একেবারেই)।।৮৩।। রাবণের কথা শুনে চারজন ভয়ঙ্কর রাক্ষস তেজে অগ্নির মতো অঙ্গদকে ধরে ফেললো।।৮৪।। তারাপুত্র অঙ্গদ আত্মবলে বলীয়ান। সেই বীর তখন রাক্ষসদের কাছে নিজের শক্তিপ্রদর্শনের জন্য নিজেই ধরা দিলো।।৮৫।। অঙ্গদ তখন তার

স তান্ বাহুদ্বয়াসক্তানাদায় পতগানিব। প্রাসাদং শৈলসঙ্কাশমুৎপপাতাঙ্গদস্তদা।। ৮৬
তস্যোৎপতনবেগেন নির্ধূতাস্তত্র রাক্ষসাঃ। ভূমৌ নিপাতিতাঃ সর্বে রাক্ষসেন্দ্রস্য পশ্যতঃ।। ৮৭
ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্। চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।। ৮৮
পফাল চ তদাক্রান্তং দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ। পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেব বিদারিতম্।। ৮৯
ভঙ্‌ক্ত্বা প্রাসাদশিখরং নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ। বিনদ্য সুমহানাদমুৎপপাত বিহায়সা।। ৯০
ব্যথয়ন রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ংশ্চাপি বানরান্। স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ।। ৯১
রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ। বিনাশঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোঽভবৎ।। ৯২
রামস্তু বহুভির্হৃষ্টৈর্বিনদদ্ভিঃ প্লবঙ্গমৈঃ। বৃতো রিপুবধাকাঙ্‌ক্ষী যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্তত।। ৯৩
সুষেণস্তু মহাবীর্যো গিরিকূটোপমো হরিঃ। বহুভিঃ সংবৃতস্তত্র বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।। ৯৪
স তু দ্বারাণি সংযম্য সুগ্রীববচনাৎ কপিঃ। পর্যক্রামত দুর্ধর্ষো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ।। ৯৫
তেষামক্ষৌহিণীশতং সমবেক্ষ্য বনৌকসাম্। লঙ্কামুপনিবিষ্টানাং সাগরঞ্চাতিবর্ততাম্।। ৯৬
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুস্ত্রাসং জগ্মুস্তথাপরে। অপরে সমরে হর্ষাদ্ধর্ষমেবোপপেদিরে।। ৯৭
কৃৎস্নং হি কপিভির্ব্যাপ্তং প্রাকারপরিখান্তরম্। দদৃশূ রাক্ষসা দীনাঃ প্রাকারং বানরীকৃতম্।
হাহাকারমকুর্বন্ত রাক্ষসা ভয়মাগতাঃ।। ৯৮
তস্মিন্ মহাভীষণকে প্রবৃত্তে কোলাহলে রাক্ষসরাজযোধাঃ।
প্রগৃহ্য রক্ষাংসি মহায়ুধানি যুগান্তবাতা ইব সংবিচেরুঃ।। ৯৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

দুই হাত ধরে থাকা ঐ চারজন রাক্ষসকে নিয়ে ওপরে লাফিয়ে উঠে গেলো।।৮৬।। তার উল্লম্ফনের বেগে তখন রাক্ষস চারটি কেঁপে হাতছাড়া হয়ে রক্ষোরাজ রাবণের চোখের সামনেই মাটিতে পড়ে গেলো।।৮৭।। অতঃপর বালিপুত্র প্রতাপশালী অঙ্গদ রক্ষোরাজ রাবণের পর্বতশৃঙ্গের মতো সমুচ্চ প্রাসাদশিখরে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো।।৮৮।। প্রাচীনকালে বজ্রের দ্বারা হিমালয়ের শৃঙ্গ যেমন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, তেমনি রাবণের চোখের সামনেই তার প্রাসাদও টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।।৮৯।। ঐভাবে প্রাসাদশিখর বিদীর্ণ করে নিজের নাম শুনিয়ে ভীষণ শব্দ করে আকাশে অঙ্গদ উড়ে চললো।।৯০।। রাক্ষসগণকে বেদনাহত করে এবং বানরদেরকে আনন্দিত করে বানরদের মধ্যে রামের পাশে এসে সে উপস্থিত হলো।।৯১।। প্রাসাদ ভেঙে দেওয়ায় রাবণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হলো। নিজের বিনাশ আসন্ন দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।।৯২।। রাম কিন্তু নিনাদকারী আনন্দিত বহু বানরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শত্রুবধের আকাঙ্‌ক্ষায় যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।।৯৩।। এইদিকে পর্বতশিখরের মতো মহাকায় বানর মহাবীর সুষেণ ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বহু বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঘুরছে।।৯৪।। সেই দুর্ধর্ষ বানর সুগ্রীবের কথানুসারে দ্বারগুলি সমস্ত রুদ্ধ করে, চন্দ্র যেমন ক্রমশঃ সমস্ত নক্ষত্রদের ওপর গমন করেন, তেমনি সমস্ত দ্বারে বিচরণ করতে লাগলো।।৯৫।। রাক্ষসেরা দেখলো শত অক্ষৌহিণী বানরসেনা লঙ্কায় প্রবেশ করে সাগর-পর্যন্ত ভূমিকে ঢেকে ফেলেছে।।৯৬।। এই দেখে রাক্ষসেরা বিস্মিত হয়ে গেলো। অন্যেরা ভয় পেয়ে গেলো। আবার অপরেরা আনন্দিত হলো যুদ্ধের জন্য।।৯৭।। তখন লঙ্কার প্রাকার এবং পাথীগুলি বানরদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। প্রাকারকে বানরাকার দেখে রাক্ষসেরা ভয়ে হাহাকার করতে লাগলো।।৯৮।। তখন ভীষণ অবস্থা দেখা গেলো। হতে লাগলো তুমুল কোলাহল। এই অবস্থায় রাবণের যোদ্ধারা বিশাল অস্ত্রসমূহ হাতে নিয়ে প্রলয়কালীন প্রচণ্ড বায়ুর মতো বিচরণ করতে লাগলো।।৯৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিচরিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

লঙ্কোপরি বানরাণামাক্রমণম, রাক্ষসৈঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র গত্বা রাবণমন্দিরম্। ন্যবেদয়ন্ পুরীং রুদ্ধাং রামেণ সহ বানরৈঃ।। ১
রুদ্ধাস্তু নগরীং শ্রুত্বা জাতক্রোধো নিশাচরঃ। বিধানং দ্বিগুণং কৃত্বা প্রাসাদঞ্চাপ্যরোহত।। ২
স দদর্শ বৃতাং লঙ্কাং সশৈল-বন-কাননাম্। অসংখ্যেয়ৈর্হরিগণৈঃ সর্বতো যুদ্ধকাঙ্‌ক্ষিভিঃ।। ৩
স দৃষ্ট্বা বানরৈঃ সর্বৈর্বসুধাং কপিলীকৃতাম্। কথং ক্ষপয়িতব্যাঃ স্যুরিতি চিন্তাপরো২ভবৎ।। ৪
স চিন্তয়িত্বা সুচিরং ধৈর্যমালম্ব্য রাবণঃ। রাঘবং হরিযূথাংশ্চ দদর্শায়তলোচনঃ।। ৫
রাঘবঃ সহ সৈন্যেন মুদিতো নাম পুপ্লুবে। লঙ্কাং দদর্শ গুপ্তাং বৈ সর্বতো রাক্ষসৈর্বৃতাম্।। ৬
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্। জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা।। ৭
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী মৎকৃতে জনকাত্মজা। পীড্যতে শোকসন্তপ্তা কৃশা স্থণ্ডিলশায়িনী।। ৮
নিপীড্যমানাং ধর্মাত্মা বৈদেহীমনুচিন্তয়ম্। ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্ রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে।। ৯
এবমুক্তে তু বচসি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। সঙ্‌ঘর্ষমাণাঃ প্লবগাঃ সিংহনাদৈরনাদয়ন্।। ১০
শিখরৈর্বিকিরামৈতাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা। ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিযূথপাঃ।। ১১
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি মহান্তি শিখরাণি চ। তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধাংস্তিষ্ঠন্তি হরিযূথপাঃ।। ১২
প্রেক্ষতো রাক্ষসেন্দ্রস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ। রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহস্তদা।। ১৩

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

লঙ্কার ওপর বানরদের আক্রমণ। রাক্ষসদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

তারপর সেই রাক্ষসেরা রাবণের গৃহে গিয়ে নিবেদন করলো, বানরদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাম লঙ্কাপুরীকে অবরুদ্ধ করেছেন।।১।। লঙ্কানগরী রুদ্ধ শুনে রাবণ ভীষণ রেগে গেলো। সুরক্ষার ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে সে প্রাসাদের ওপরে আরোহণ করলো।।২।। দেখলো—শৈল, বন এবং বাগানসহ সমগ্র লঙ্কা যুদ্ধাভিলাষী অসংখ্য বানরের দ্বারা সবদিক থেকে পরিবেষ্টিত।।৩।। রাবণ দেখলো, বানরেরা সবাই এমনভাবে বসুধাকে ঢেকে ফেলেছে যে, বসুন্ধরা যেন কপিলবর্ণ হয়ে গেছে। তার চিন্তা এলো, কি করে এদের বিনাশ করা যাবে ? রাবণ ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বিশাল-নয়ন রাবণ রাম এবং বানরের দলকে দেখতে লাগলো।।৫।। এদিকে রাম আনন্দের সঙ্গে সৈন্যদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। দেখলেন, লঙ্কা রাক্ষসদের দ্বারা সর্বতোভাবে পরিবৃত। এবং সুরক্ষিত।।৬।। রাম বিচিত্র পতাকাশোভিতা লঙ্কাকে দেখে বিষণ্ণচিত্তে মনে মনে সীতার কথা ভাবতে লাগলেন।।৭।। হায়, মৃগশাবক-নয়না জনক রাজদুহিতা সীতা আমার জন্য শোকে সন্তপ্ত হয়ে কৃশ হয়ে এইখানেই মাটিতে শুয়ে আছে *(স্থণ্ডিল-যজ্ঞভূমি, মাটি)*।।৮।। ধর্মাত্মা রাম এইভাবে নিপীড়িতা সীতার কথা চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ শত্রুরূপী রাক্ষসদের বধ করার জন্য বানরদের আদেশ দিলেন।।৯।। অক্লিষ্টকর্মা রাম এই আদেশ দান করায় বানরেরা কে আগে যাবে এইজন্য সঙ্‌ঘর্ষ করতে লাগলো। এবং করতে লাগলো সিংহের মতো গর্জন।।১০।। বানরদলপতিরা সবাই মনে মনে স্থির করলো, পাহাড়ের চূড়া ভেঙে নিক্ষেপ করে লঙ্কার প্রাসাদগুলি সব চূর্ণবিচূর্ণ করবো ? অথবা মুষ্টির আঘাতে সব ভেঙে ফেলবো।।১১।। বিরাট বিরাট গিরিশৃঙ্গ আর বহুরকমের গাছ উপড়ে নিয়ে বানরদলপতিরা অবস্থান করতে লাগলো।।১২।। রামচন্দ্রের প্রিয়কর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্নদলে বিভক্ত হয়ে সেই বানরসেনাবাহিনী রক্ষোরাজ রাবণের দৃষ্টির সমক্ষেই লঙ্কা-প্রাসাদে আরোহণ করতে আরম্ভ করলো।।১৩।। সেই

তে তাম্রবক্ত্রা হেমাভা রামার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। লঙ্কামেবাভ্যবর্তন্ত সাল-ভূধরযোধিনঃ।। ১৪
তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। প্রাকারাগ্রাণ্যসংখ্যানি মমন্থুস্তোরণানি চ। ১৫
পরিখান্ পূরয়ন্তশ্চ প্রসন্নসলিলাশয়ান্! পাংশুভিঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাঃ।। ১৬
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ। কোটিযূথশতাশ্চান্যে লঙ্কামারুরুহুস্তদা।। ১৭
কাঞ্চনানি প্রমর্দন্তস্তোরণানি প্লবঙ্গমাঃ। কৈলাসশিখরাগ্রাণি গোপুরাণি প্রমথ্য চ।। ১৮
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। লঙ্কাং তামভিধাবন্তি মহাবারণসন্নিভাঃ।। ১৯
জয়ত্যুরুবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ।। ২০
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। অভ্যধাবন্ত লঙ্কায়াঃ প্রাকারং কামরূপিণঃ।। ২১
বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ নলশ্চ পনসস্তথা। নিপীড্যোপনিবিষ্টাস্তে প্রাকারং হরিযূথপাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্।। ২২
পূর্বদ্বারন্তু কুমুদঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ। আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ হরিভির্জিতকাশিভিঃ।। ২৩
সহায়ার্থে তু তস্যৈব নিবিষ্টঃ প্রঘসো হরিঃ। পনসশ্চ মহাবাহুর্বানরৈরভিসংবৃতঃ।। ২৪
দক্ষিণদ্বারমাসাদ্য বীরঃ শতবলিঃ কপিঃ। আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ বিংশত্যা কোটিভির্বৃতঃ।। ২৫
সুষেণঃ পশ্চিমদ্বারং গত্বা তারাপিতা বলী। আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ কোটিকোটিভিরাবৃতঃ।। ২৬
উত্তরদ্বারমাগম্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ।। ২৭
গোলাঙ্গুলো মহাকায়ো গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ। বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ।। ২৮
ঋক্ষাণাং ভীমকোপানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ। বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ।। ২৯

বানরদের মুখ ছিলো তাম্রবর্ণ। সোনার মতো তাদের গায়ের বরণ। সালগাছ এবং পাহাড়ের অংশ নিয়ে তারা লঙ্কা আক্রমণ করলো। রামের জন্য তারা প্রাণ উৎসর্গে প্রস্তুত।।১৪।। বানরেরা গাছ, পর্বতশিখর এবং মুষ্টির আঘাতে প্রাচীরের অসংখ্য অগ্রভাগ এবং তোরণগুলি চূর্ণ করতে লাগলো।।১৫।। প্রাকারকে বেষ্টন করে ছিলো পরিখা। তার জল ছিলো বেশ স্বচ্ছ। বানরেরা ধূলো, পাহাড়ের চূড়া, তৃণ আর কাঠ দিয়ে ঐ পরিখাগুলিকে পূর্ণ করে ফেললো।।১৬।। তারপর সহস্রযূথ, কোটি যূথ এবং শতকোটি যূথ নিয়ে যূথপতিরা লঙ্কাদুর্গের ওপরে উঠে গেলো।।১৭।। বানরেরা সোনার তোরণ, কৈলাশশিখরের মতো গোপুরগুলি মর্দিত করতে লাগলো *(গোপুর–নগরদ্বার)* ।।১৮।। বানরেরা ছিলো বিরাট বিরাট হাতীর মতো বিশালকায়। তারা লাফালাফি করে গর্জন করতে করতে লঙ্কার বুকে ছুটে চলেছে *(মহাবারণ–বিশাল হস্তী)* ।।১৯।। "বিশাল বলশালী রামের জয় হোক", "মহাবলবান লক্ষ্মণের জয় হোক", "রামের দ্বারা সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয় হোক"—।।২০।। বানরেরা এইরকম সব ঘোষণা করে লঙ্কার প্রাকারের দিকে ছুটে চললো। এই বানরেরা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারতো।।২১।। বীরবাহু, সুবাহু, নল এবং পনস—প্রমুখ বানরদলপতিরা লঙ্কার প্রাকারকে নিপীড়িত করে সেখানে বসে রৈলো। এই অবসরে তারা সেখানে ব্যূহাকারে করলো সেনাসন্নিবেশ।।২২।। বলবান কুমুদ বিজয়শ্রীসম্পন্ন দশ কোটি বানরকে নিয়ে পূর্বদ্বার অবরোধ করে রৈলো।।২৩।। তাকে সাহায্য করার জন্য প্রঘস নামে বানর চলে এলো। অনেক বানর নিয়ে মহাবীর পনসও এসে উপস্থিত হলো।।২৪।। শতবলি নামক বলবান বীর বানর বিশকোটি বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করছে।।২৫।। তারার পিতা বলশালী সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য নিয়ে পশ্চিমদ্বার অবরুদ্ধ করে অবস্থান করছে।।২৬।। রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে উত্তরদ্বার রুদ্ধ করে অবস্থান করলেন। বানরাধিপতি বলবান সুগ্রীবও সেখানে চলে এলো।।২৭।। গবাক্ষ ছিলো গোলাঙ্গুলশ্রেণীর বিশালদেহী ভীষণদর্শন বীর্যবান বানর। সে কোটিসংখ্যক বানর নিয়ে রামের পাশে অবস্থান করতে লাগলো।।২৮।। সেইভাবেই ভীষণ ক্রোধী, শত্রুবিনাশক মহাবীর ধূম্র নামক ভল্লুক কোটিসংখ্যক ভল্লুকসেনা নিয়ে রামের পাশে স্থান নিলেও...।।২৯।।

সন্নদ্ধস্তু মহাবীর্যো গদাপাণির্বিভীষণঃ। বৃতো যত্তৈস্তু সচিবৈস্তস্থৌ যত্র মহাবলঃ।। ৩০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। সমন্তাৎ পরিধাবন্তো ররক্ষুর্হরিবাহিনীম্।। ৩১
ততঃ কোপপরীতাত্মা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। নির্যাণং সর্বসৈন্যানাং দ্রুতমাজ্ঞাপয়ৎ তদা।। ৩২
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং রাবণস্য মুখেরিতম্। সহসা ভীমনির্ঘোষমুদ্‌ঘুষ্টং রজনীচরৈঃ।। ৩৩
ততঃ প্রবোধিতা ভের্যশ্চন্দ্রপাণ্ডুরপুষ্করাঃ। হেমকোণৈরভিহিতা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ।। ৩৪
বিনেদুশ্চ মহাঘোষাঃ শঙ্‌খাঃ শতসহস্রশঃ। রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং মুখমারুতপূরিতাঃ।। ৩৫
তে বভুঃ শুভনীলাঙ্গাঃ সশঙ্‌খা রজনীচরাঃ। বিদ্যুন্মণ্ডলসন্নদ্ধাঃ সবলাকা ইবাম্বুদাঃ।। ৩৬
নিষ্পতন্তি ততঃ সৈন্যা হৃষ্টা রাবণচোদিতাঃ। সময়ে পূর্যমাণস্য বেগা ইব মহোদধেঃ।। ৩৭
ততো বানরসৈন্যেন মুক্তো নাদঃ সমন্ততঃ। মলয়ঃ পূরিতো যেন সসানু-প্রস্থ-কন্দরঃ।। ৩৮
শঙ্‌খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ সিংহনাদস্তরস্বিনাম্। পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ সাগরঞ্চাভ্যনাদয়ৎ।। ৩৯
গজানাং বৃংহিতৈঃ সার্ধং হয়ানাং হ্রেষিতৈরপি। রথানাং নেমিনির্ঘোষৈ রক্ষসাং বদন স্বনৈঃ।। ৪০
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যথা দেবাসুরে পুরা।। ৪১
তে গদাভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ শক্তি-শূল-পরশ্বধৈঃ। নিজঘ্নুর্বানরান্ সর্বান্ কথয়ন্তঃ স্ববিক্রমান্।। ৪২
তথা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ। নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দন্তৈশ্চ বেগিনঃ।। ৪৩
রাজা জয়তি সুগ্রীব ইতি শব্দো মহানভূৎ। রাজঞ্জয়জয়েত্যুক্ত্বা স্বস্বনামকথাং ততঃ।। ৪৪
রাক্ষসাস্ত্বপরে ভীমাঃ প্রাকারস্থা মহীং গতান্। বানরান্ ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চৈব ব্যদারয়ন্।। ৪৫

মহাবীর, বিভীষণ গদাহাতে তার সচিবদেরকে নিয়ে সেখানে মহাবল রাম রয়েছেন সেখানেই উপস্থিত হলো ৩০।। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদন সবদিকে ছুটে ছুটে বানরবাহিনীকে রক্ষা করতে লাগলো।।৩১।। তারপর, রক্ষোরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার সব সৈন্যদেরকে সত্বর বেরিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলো।।৩২।। রাবণের মুখ থেকে নির্গত এই কথা শুনে রাক্ষসেরা হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে উঠলো।।৩৩।। তারপর, চন্দ্রের মতো শুভ্র পুষ্‌কর এবং ভেরী স্বর্ণদণ্ডের দ্বারা অভিহত হয়ে রাক্ষসদের চারদিকে বেজে উঠলো *(পুষ্‌কর—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, পদ্ম)* ।।৩৪।। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের মুখ বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়ে শতসহস্র শঙ্‌খ ভীষণ গর্জন করে বেজে উঠলো *(বিনেদুঃ—নিনাদিত করলো)* ।।৩৫।। রাক্ষসেরা শঙ্‌খ বাজাচ্ছিলো। উজ্জ্বল নীল তাদের গায়ের বরণ। আকাশে শুভ্র বলাকা নিয়ে মেঘ যখন দেখা দেয় এবং তাতে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যায়, সেইরকমই দেখাচ্ছিলো এই নিশাচরদের *(অম্বুদ—মেঘ। নীল মেঘ। নীল রাক্ষস। মেঘের বুকে বলাকা। রাক্ষসের হাতে শুভ্র শঙ্‌খ। মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝলকানি হয়। শব্দও হয়। রাক্ষসের নীল দেহকান্তি যেন বিদ্যুতের ঝলক। শঙ্‌খের শব্দ যেন বিদ্যুতের শব্দ)* ।।৩৬।। মহাসমুদ্রের জল যেমন জোয়ারের সময় বেগে বেরিয়ে আসে তেমনি রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে রাক্ষসসৈন্যেরা সানন্দে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসছে।।৩৭।। এই দেখে তারপর বানর সৈন্যেরা সবদিক থেকে মুক্তকণ্ঠে সিংহনাদ করে উঠলো। তাতে সানু, প্রস্থ এবং গুহাসমেত মলয়পর্বত প্রকম্পিত হলো।।৩৮।। শঙ্‌খ এবং দুন্দুভির নির্ঘোষ এবং দ্রুতগামী বানরদের সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সাগর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।।৩৯।। হস্তীর বৃংহনের সঙ্গে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, তার সঙ্গে রথচক্রের শব্দ—তার সঙ্গে মিশ্রিত হলো রাক্ষসদের মুখ হতে উচ্চারিত গর্জন।।৪০।। এই অবসরে প্রাচীনকালের দেবাসুর সংগ্রামের মতো রাক্ষস এবং বানরেরা ভীষণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো।।৪১।। তারা গদা, উজ্জ্বল শক্তি, শূল এবং কুঠারের দ্বারা সব বানরদের হত্যা করতে লাগলো, প্রকাশ করলো নিজেদের পরাক্রম।।৪২।। ঠিক সেইভাবেই বিশালদেহী বানরেরা পাহাড়ের চূড়া, গাছ, নখ এবং দাঁত দিয়ে রাক্ষসদের দ্রুত হত্যা করতে লাগলো।।৪৩।। বানরসেনার মধ্যে তুমুল শব্দ উঠলো 'রাজা সুগ্রীবের জয় হোক'। নিজের নিজের নাম উচ্চারণ করে রাক্ষসেরাও বলতে লাগলো, 'রাজা রাবণের জয় হোক'।।৪৪।। প্রাচীরের ওপরে দাঁড়ানো ভীষণ রাক্ষসেরা ভূতলস্থিত বানরদেরকে ভিন্দিপাল নামক বানর ক্ষেপণীয় অস্ত্র এবং শূলের দ্বারা বিদীর্ণ করতে লাগলো।।৪৫।। তখন ভূতলে

বানরাশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ প্রাকারস্থান্ মহীং গতাঃ। রাক্ষসান্ পাতয়ামাসুঃ খমাপ্লুত্য স্ববাহুভিঃ।। ৪৬
স সম্প্রহারস্তুমুলো মাংসশোণিতকর্দমঃ। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

স্থিত বানরেরাও ভীষণ রেগে গিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠে প্রাকারের ওপরের রাক্ষসদের নিজেদের বাহু দ্বারা আক্রমণ করে নীচে টেনে নামিয়ে আনতে লাগলো।।৪৬।। এইভাবে রাক্ষস ও বানরদের অদ্‌ভুতের মতো তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাতে ঐখানে মাংস আর রক্ত মিশে কাদা হয়ে গেলো।।৪৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরৈ রাক্ষসানাং পরাজয়ঃ

যুধ্যতাং তু ততস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্। রক্ষসাং সম্বভূবাথ বলরোষঃ সুদারুণঃ।। ১
তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীডৈর্গজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ। রথৈশ্চাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কবচৈশ্চ মনোরমৈঃ।। ২
নির্যযূ রাক্ষসা বীরা নাদয়ন্তো দিশো দশ। রাক্ষসা ভীমকর্মাণো রাবণস্য জয়ৈষিণঃ।। ৩
বানরাণামপি চমূর্বৃহতী জয়মিচ্ছতাম্। অভ্যধাবত তাং সেনাং রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্।। ৪
এতস্মিন্নন্তরে তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্তত।। ৫
অঙ্গদেনেন্দ্রজিৎ সার্ধং বালিপুত্রেণ রাক্ষসঃ। অযুধ্যত মহাতেজাস্ত্র্যম্বকেণ যথান্ধকঃ।। ৬
প্রজঙ্ঘেন চ সম্পাতির্নিত্যং দুর্ধর্ষণো রণে। জম্বুমালিনমারব্ধো হনুমানপি বানরঃ।। ৭
সঙ্গতস্তু মহাক্রোধো রাক্ষসো রাবণানুজঃ। সমরে তীক্ষ্ণবেগেন শত্রুঘ্নেন বিভীষণঃ।। ৮
তপনেন গজঃ সার্ধং রাক্ষসেন মহাবলঃ। নিকুম্ভেন মহাতেজাঃ নীলোঽপি যমযুধ্যত।। ৯
বানরেন্দ্রস্তু সুগ্রীবঃ প্রঘসেন সুসঙ্গতঃ। সঙ্গতঃ সমরে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষেণ লক্ষ্মণঃ।। ১০

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরদের দ্বারা রাক্ষসদের পরাজয়

এবার মহাত্মা বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে লাগলো। একে অপরের উপরে ভীষণ রুষ্ট।।১।। রাক্ষসেরা সোনার অলঙ্কারে ভূষিত অশ্ব, আগুনের শিখরে মতো হস্তী, সূর্যের মতো রথ এবং মনোহর কবচে আবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য নির্গত।।২।। বীর রাক্ষসেরা গর্জন করে দশদিক কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ভীষণকর্মা তারা। রাবণের জয় প্রার্থনা করছে।।৩।। বানরদের বিরাট সেনাবাহিনী রামের জয় কামনা করে ভীষণকর্মা রাক্ষসদের সেনার অভিমুখে ধাবিত হলো।।৪।। এই সময়ে রাক্ষস এবং বানরেরা একে অপরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। তাদের মধ্যে শুরু হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ।।৫।। মহেশ্বরের সঙ্গে অন্ধকাসুরের যেমন যুদ্ধ হয়েছিলো, ঠিক তেমনি বালিপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে মহাতেজস্বী রাক্ষস ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হলো।।৬।। সম্পাতি যুদ্ধে সর্বদা দুর্ধর্ষ। তার সঙ্গে প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আর জম্বুমালীর সঙ্গে হনুমানেরও যুদ্ধ শুরু হলো।।৭।। রাবণের অনুজ বিভীষণ ভীষণ রেগে যুদ্ধে প্রচণ্ড বেগশালী শত্রুঘ্ন-নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।।৮।। অত্যন্ত বলশালী গজ-নামক বানর রাক্ষস তপনের সঙ্গে এবং মহাতেজস্বী নীল নামক বানর নিকুম্ভ নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৯।। বানরাধিপতি সুগ্রীব প্রঘসের সঙ্গে যুদ্ধরত হলো। শ্রীমান লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সঙ্গে হলো যুদ্ধনিরত।।১০।। আর অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রাক্ষস রশ্মিকেতু,

অগ্নিকেতুঃ সুদুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ। সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামেণ সহ সঙ্গতাঃ।। ১১
বজ্রমুষ্টিশ্চ মৈন্দেন দ্বিবিদেনাশনিপ্রভঃ। রাক্ষসাভ্যাং সুঘোরাভ্যাং কপিমুখ্যৌ সমাগতৌ।। ১২
বীরঃ প্রতপনো ঘোরো রাক্ষসো রণদুর্ধরঃ। সমরে তীক্ষ্ণবেগেন নলেন সমযুধ্যত।। ১৩
ধর্মস্য পুত্রো বলবান্ সুষেণ ইতি বিশ্রুতঃ। স বিদ্যুন্মালিনা সার্ধমযুধ্যত মহাকপিঃ।। ১৪
বানরাশ্চাপরে ঘোরা রাক্ষসৈরপরৈঃ সহ। দ্বন্দ্বং সমীয়ুঃ সহসা যুদ্ধা চ বহুভিঃ সহ।। ১৫
তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্।। ১৬
হরি-রাক্ষসদেহেভ্য প্রভূতাঃ কেশশাদ্বলাঃ। শরীরসঙ্ঘাটবহাঃ প্রসুস্রুঃ শোণিতাপগাঃ।। ১৭
আজঘানেন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেব শতক্রতুঃ। অঙ্গদং গদয়া বীরং শত্রুসৈন্যবিদারণম্।। ১৮
তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্। জঘান গদয়া শ্রীমানঙ্গদো বেগবান্ হরিঃ।। ১৯
সম্পাতিস্তু প্রজঙ্ঘেন ত্রিভির্বাণৈঃ সমাহতঃ। নিজঘানাশ্বকর্ণেন প্রজঙ্ঘং রণমূর্ধনি।। ২০
জম্বুমালী রথস্থস্তু রথশক্ত্যা মহাবলঃ। বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো হনূমন্তং স্তনান্তরে।। ২১
তস্য তং রথমাস্থায় হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। প্রমমাথ তলেনাশু সহ তেনৈব রক্ষসা।। ২২
নদন্ প্রতপনো ঘোরো নলং সোঽভ্যনুধাবত। নলঃ প্রতপনস্যাশু পাতয়ামাস চক্ষুষী।। ২৩
ভিন্নগাত্রঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষিপ্রহস্তেন রক্ষসা। গ্রসন্তমিব সৈন্যানি প্রঘসং বানরাধিপঃ।। ২৪
সুগ্রীবঃ সপ্তপর্ণেন নিজঘান জবেন চ। প্রপীড্য শরবর্ষেণ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্।। ২৫
নিজঘান বিরূপাক্ষং শরেণৈকেন লক্ষ্মণঃ। অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রাম নির্বিভিদুঃ শরৈঃ।। ২৬

সুপ্তঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো *(রাক্ষসদের বিচিত্র নামকরণে ঋষিকবির প্রতিভা লক্ষণীয়)* ।।১১।। মৈন্দের সঙ্গে বজ্রমুষ্টি এবং দ্বিবিদের সঙ্গে অশনিপ্রভ যুদ্ধে এগিয়ে গেলো। দুই ভীষণ রাক্ষসের সঙ্গে দুই বানরপ্রধান যুদ্ধে সম্মিলিত হন।১২।। যুদ্ধে দুর্ধর্ষ প্রতপন নামক ভীষণ বীর রাক্ষস তীব্রবেগবান নলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।।১৩।। বলবান সুষেণ ধর্মের পুত্র বলে বিখ্যাত। সেই মহাবানর বিদ্যুন্মালীর সঙ্গে যুদ্ধে নিরত।।১৪।। অন্য সব ভীষণ বানরেরা অন্য রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মিলিত হলো।।১৫।। বীর বানর এবং রাক্ষসেরা সবাই জয়ের অভিলাষী। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। তা দেখে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে।।১৬।। সেখানে রক্তের নদী বয়ে চলেছে। বানর আর রাক্ষসদের দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কেশরাজি যেন সেই নদীর শ্যাওলা। রক্তস্রোতে ভাসমান তাদের দেহ যেন নদীতে ভেসে চলা কাঠ *(ঋষিকবির অতুলনীয় বর্ণনা)* ।।১৭।। ইন্দ্র যেমন রেগে গেলে বজ্রের দ্বারা আঘাত করেন, তেমনি ইন্দ্রজিৎ শত্রুসৈন্যবিনাশকারী বীর অঙ্গদকে গদার দ্বারা আঘাত করছে।।১৮।। বেগবান বানর শ্রীমান অঙ্গদ সেই গদা কেড়ে নিয়ে তার দ্বারাই ইন্দ্রজিতের সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব এবং সারথিসহ বিধ্বস্ত করে ফেললো।।১৯।। প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষসের তিনটি বাণের দ্বারা বানর সম্পাতি অত্যন্ত আহত হলো। সে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বকর্ণ নামক গাছের দ্বারা প্রজঙ্ঘকে হত্যা করলো।।২০।। রথে বসেই মহাবলশালী ক্রুদ্ধ জম্বুমালী যুদ্ধে হনুমানের বুক বিদীর্ণ করে দিলো।।২১।। বায়ুপুত্র হনুমান তার সেই রথে উঠে হস্ততল দিয়ে চপেটাঘাতে তখনি রথসহ তাকে বিপর্যস্ত করে ফেললো।।২২।। এইদিকে প্রতপন নামক ভীষণ রাক্ষস নলের দিকে ধাবিত হলো। নল ও তৎক্ষণাৎ তার চোখদু'টি উপড়ে নিলো।।২৩।। ক্ষিপ্রহাতে সেই রাক্ষস ধারালো বাণের দ্বারা নলের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। আর একদিকে প্রঘস নামক রাক্ষস বানরসেনাকে যেন গ্রাস করে ফেলছে।।২৪।। তখন বানরাধিপতি সুগ্রীব জোরে ছাতিমগাছের আঘাতে তাকে হত্যা করলো। তারপর ভীষণদর্শন এক রাক্ষসকে লক্ষ্মণ বাণবর্ষণে পীড়িত করতে লাগলো।।২৫।। লক্ষ্মণ একটি শরনিক্ষেপ করে বিরূপাক্ষকে হত্যা করলেন। অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ রাক্ষস রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ বাণের দ্বারা রামকে বিদীর্ণ করলো।।২৬।। রামও ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে আগুনের শিখার মতো ভয়ঙ্কর ঐ

তেষাং চতুর্ণাং রামস্তু শিরাংসি সমরে শরৈঃ। ক্রুদ্ধশ্চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।। ২৭
বজ্রমুষ্টিস্তু মৈন্দেন মুষ্টিনা নিহতো রণে। পপাত সরথঃ সাশ্বঃ সুরাট্ট ইব ভূতলে।। ২৮
নিকুম্ভস্তু রণে নীলং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্। নির্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ করৈর্মেঘমিবাংশুমান্।। ২৯
পুনঃ শরশতেনাথ ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ। বিভেদ সমরে নীলং নিকুম্ভঃ প্রজহাস চ।। ৩০
তস্যৈব রথচক্রেণ নীলো বিষ্ণুরিবাহবে। শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে নিকুম্ভস্য চ সারথেঃ।। ৩১
বজ্রাশনিসমস্পর্শো দ্বিবিদোঽপ্যশনিপ্রভম্। জঘান গিরিশৃঙ্গেণ মিষতাং সর্বরক্ষসাম্।। ৩২
দ্বিবিদং বানরেন্দ্রস্তু দ্রুমযোধিনমাহবে। শরৈরশনিসঙ্কাশৈঃ স বিব্যাধাশনিপ্রভঃ।। ৩৩
শ শরৈরভিবিদ্ধাঙ্গো দ্বিবিদঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। সালেন সরথং সাশ্বং নিজঘানাশনিপ্রভম্।। ৩৪
বিদ্যুন্মালী রথস্থস্তু শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। সুষেণং তাডয়ামাস ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ।। ৩৫
তং রথস্থমথো দৃষ্ট্বা সুষেণো বানরোত্তমঃ। গিরিশৃঙ্গেণ মহতা রথমাশু ন্যপাতয়ৎ।। ৩৬
লাঘবেন তু সংযুক্তো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ। অপক্রম্য রথাৎ তূর্ণং গদাপাণিঃ ক্ষিতৌ স্থিতঃ।। ৩৭
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সুষেণো হরিপুঙ্গবঃ। শিলাং সুমহতীং গৃহ্য নিশাচরমভিদ্রবৎ।। ৩৮
তমাপতন্তং গদয়া বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ। বক্ষস্যভিজঘানাশু সুষেণং হরিপুঙ্গবম্।। ৩৯
গদাপ্রহারং তং ঘোরমচিন্ত্য প্লবগোত্তমঃ। তাং তূষ্ণীং পাতয়ামাস তস্যোরসি মহামৃধে।। ৪০
শিলাপ্রহারাভিহতো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ। নিষ্পিষ্টহৃদয়ো ভূমৌ গতাসুর্নিপপাত হ।। ৪১
এবং তৈর্বানরৈঃ শূরৈঃ শূরাস্তে রজনীচরাঃ। দ্বন্দ্বে বিমথিতাস্তত্র দৈত্যা ইব দিবৌকসৈঃ।। ৪২

চার রাক্ষসের মস্তক ছেদন করলেন।।২৭।। মৈন্দ, বজ্রমুষ্টিকে মুষ্ট্যাঘাতে নিহত করলো। দেবতাদের বিমানের মতো সে রথ এবং অশ্বসহ ভূতলে পতিত হলো *(সুর+ অত্ত= সুরাত্ত। সুর—দেবতা। অত্ত —উচ্চগৃহ)* ।।২৮।। সূর্য তীক্ষ্ণ কিরণের দ্বারা মেঘকে যেমন ছিন্নভিন্ন করে তেমনি নিকুম্ভ নামক রাক্ষস নীল কাজলের মতো প্রভাবিশিষ্ট নীল-নামক বানরকে ধারালো বাণের দ্বারা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত করলো।।২৯।। তারপর ক্ষিপ্রহস্ত সেই রাক্ষস নিকুম্ভ আবার শত শত শরের দ্বারা নীলকে বিদীর্ণ করে হাসতে লাগলো।।৩০।। ভগবান বিষ্ণু যুদ্ধে সুদর্শন চক্রের দ্বারা দানবদের মস্তকছেদন করেন, তেমনি নীল যুদ্ধে তারই রথের চাকা দিয়ে নিকুম্ভ এবং তার সারথির মস্তকছেদন করে ফেললো।।৩১।। বজ্র এবং বিদ্যুতকে যেমন স্পর্শ করা যায় না, তেমনি দ্বিবিদকেও বীর্যবত্তার জন্য স্পর্শ করা যেতো না। সকল রাক্ষসদের সামনেই সে অশনিপ্রভ নামক রাক্ষসকে পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করে আঘাত করলো।।৩২।। বিদ্যুতের মতো ভীষণ ছিলো অশনিপ্রভ। বিদ্যুতের মতো বাণের দ্বারা যুদ্ধে বৃক্ষের দ্বারা যুদ্ধকারী বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদকে বিদ্ধ করলো।।৩৩।। শররাজির দ্বারা দ্বিবিদের অঙ্গ বিদ্ধ। ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে সে সালগাছের আঘাতে অশ্ব এবং রথসহ রাক্ষস অশনিপ্রভকে নিহত করলো।।৩৪।। রাক্ষস বিদ্যুন্‌মালী রথে বসেই সোনায় অলঙ্কৃত বাণের দ্বারা বানর সুষেণকে বিদ্ধ করতে লাগলো এবং বার বার গর্জন করতে লাগলো।।৩৫।। তাকে রথে উপবিষ্ট দেখে বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ এক বিশাল গিরিশৃঙ্গ ছুঁড়ে মেরে তার রথকে বিধ্বস্ত করে দিলো।।৩৬।। নিশাচর বিদ্যুন্‌মালী তীব্রগতিতে দ্রুত রথ হতে লাফিয়ে নেমে গদা হাতে নিয়ে ভূতলে অবস্থান করলো।।৩৭।। অতঃপর বানরবীর সুষেণ রেগে গিয়ে বিরাট এক শিলাখণ্ড নিয়ে রাক্ষসের দিকে ছুটে গেলো।।৩৮।। বানরবীর সুষেণকে তার প্রতি আক্রমণ করতে দেখে রাক্ষস বিদ্যুন্‌মালী গদার দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করলো।।৩৯।। বানরোত্তম সুষেণ সেই ভীষণ গদাপ্রহারকে গ্রাহ্য না করে সেই মহারণে নীরবে তার বুকে শিলাখণ্ডের দ্বারা আঘাত করলো *(মহামৃধে—মহাযুদ্ধে)* ।।৪০।। সেই শিলার প্রহারে আহত হয়ে রাক্ষস বিদ্যুন্‌মালী বুকে আঘাত লাগায় নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।৪১।। দেবতাদের দ্বারা দৈত্যেরা যেমন বিদলিত হয়, তেমনি যুদ্ধে বীর বানরদের দ্বারা সেই রাক্ষসেরা বিপর্যস্ত হোল *(দিবৌকসৈঃ—দেবতাদের দ্বারা)* ।।৪২।। যুদ্ধক্ষেত্রকে তখন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো। ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর এবং বাণের দ্বারা

ভগ্নৈশ্চান্যৈর্গদাভিশ্চ শক্তি-তোমরসায়কৈঃ। অপবিদ্ধৈশ্চাপি রথৈস্তথা সাংগ্রামিকৈর্হয়ৈঃ।। ৪৩
নিহতৈঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈস্তথা বানর-রাক্ষসৈঃ। চক্রাক্ষযুগদণ্ডৈশ্চ ভগ্নৈর্ধরণীসংশ্রিতৈঃ।। ৪৪
বভূবায়োধনং ঘোরং গোমায়ুগণসেবিতম্। কবন্ধানি সমুৎপেতুর্দিক্ষু বানর-রক্ষসাম্।
বিমর্দে তুমুলে তস্মিন্ দেবাসুররণোপমে।। ৪৫
নিহন্যমানা হরিপুঙ্গবৈস্তদা নিশাচরাঃ শোণিতগন্ধমূর্ছিতাঃ।
পুনঃ সুযুদ্ধং তরসা সমাশ্রিতা দিবাকরস্যাস্তময়াভিকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রথগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যুদ্ধের ঘোড়াগুলি মরে পড়ে আছে।।৪৩।। নিহত মত্ত হস্তী, বানর, রাক্ষস, ভেঙে-পড়া রথের চাকা, অশ্ব ও যুগদণ্ড রণভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে *(অশ্ব, যুগদণ্ড হলো রথের এক একটি অংশ)* ।।৪৪।। যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয়ানক দেখাচ্ছে। শৃগালগুলি ভয়ানক দেখাচ্ছে। শৃগালগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বানর আর রাক্ষসদের মস্তকহীন দেহগুলি পড়ে আছে। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধের মতো তুমুল যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হলো।।৪৫।। বানরবীরেরা রাক্ষসদের মারতে যাচ্ছিলো। তারা সব রক্তের গন্ধে মূর্ছিত হয়ে গেছে। সূর্যের অস্ত আকাঙ্ক্ষা করে তারা আবার ভালো করে যুদ্ধের জন্য সত্বর তৎপর হচ্ছিলো *(সূর্যাস্তের পর প্রদোষকাল হতে সারারাত রাক্ষসদের শক্তি বেশ বেড়ে যায়। এইজন্য তাদের সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা)* ।।৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিচরিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

নিশায়াং বানর-রাক্ষসয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, অঙ্গদেন ইন্দ্রজিতঃ পরাজয়ঃ,
মায়য়া অদৃশ্যেনেন্দ্রজিতা নাগবাণদ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বন্ধনঞ্চ।

যুধ্যতামেব তেষাস্তু তদা বানর-রক্ষসাম্। রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী।। ১
অন্যোন্যং বদ্ধবৈরাণাং ঘোরাণাং জয়মিচ্ছতাম্। সম্প্রবৃত্তং নিশাযুদ্ধং তদা বানর-রক্ষসাম্।। ২
রাক্ষসোঽসীতি হরয়ো বানরোঽসীতি রাক্ষসাঃ। অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তস্মিংস্তমসি দারুণে।। ৩
হত দারয় চৈহীতি কথং বিদ্রবসীতি চ। এবং সুতুমলঃ শব্দস্তস্মিন্ সৈন্যে তু শুশ্রুবে।। ৪
কালাঃ কাঞ্চনসন্নাহাস্তস্মিংস্তমসি রাক্ষসাঃ। সম্প্রদৃশ্যন্ত শৈলেন্দ্রা দীপ্তৌষধিবনা ইব।। ৫

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

রাত্রিতে বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। অঙ্গদের হাতে ইন্দ্রজিতের পরাজয়।
অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রজিতের মায়াবলে নাগবাণের দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণের বন্ধন।

বানর এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ চলছে। সূর্য অস্ত গেলেন। প্রাণঘাতিনী রাত্রি এলো নেমে।। ১ ।। বানর এবং রাক্ষসদের নিশাযুদ্ধ শুরু হলো। একে অপরের বিরুদ্ধে ভীষণ শত্রুতায় দৃঢ়বদ্ধ। একে অপরকে পরাজিত করতে উন্মুখ।।২।। সেই যুদ্ধকালে দারুণ অন্ধকার। কিছুই না দেখা যাওয়াতে বানরেরা জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি রাক্ষস ? আবার রাক্ষসেরা জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি বানর ? জেনে নিয়ে তারপর একে অপরকে আঘাত করতে লাগলো।।৩।। 'মার, কাট, আয়', 'পালাচ্ছিস কেন' ?—এইরকম সব শব্দ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শোনা যাচ্ছে।।৪।। ওষধিবন নিজেদের আলোকে বেশ উজ্জ্বল। তার মধ্যে বড়ো বড়ো পাহাড়গুলিকে কালো দেখায়। সোনার কবচে অলঙ্কৃত কালো রাক্ষসদেরো ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিলো।।৫।। সেই দুস্তর অন্ধকারে রাক্ষসেরা রেগে কাঁই। তারা বেগে লাফিয়ে পড়ে বানরদেরকে

তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ। পরিপেতুর্মহাবেগা ভক্ষয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্।। ৬
তে হয়ান্ কাঞ্চনাপীডান্ ধ্বজাংশ্চাশীবিষোপমান্। আপ্লুত্য দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমকোপা ব্যদারয়ন্।। ৭
বানরা বলিনো যুদ্ধেঽক্ষোভয়ন্ রাক্ষসীং চমূম্। কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহান্ পতাকাধ্বজিনো রথান্।। ৮
চকর্ষুশ্চ দদংশুশ্চ দশনৈঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ। লক্ষ্মণশ্চাপি রামশ্চ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।। ৯
দৃশ্যাদৃশ্যানি রক্ষাংসি প্রবরাণি নিজঘ্নতুঃ। তুরঙ্গখুরবিধ্বস্তং রথনেমিসমুত্থিতম্।
রুরোধ কর্ণনেত্রাণি যুধ্যতাং ধরণীরজঃ।। ১০
বর্তমানে তথা ঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে। রুধিরৌঘা মহাঘোরা নদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।। ১১
ততো ভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিঃস্বনঃ। শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ।। ১২
হতানাং স্তনমানানাং রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনঃ। শস্তানাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাত্র দারুণঃ।। ১৩
হতৈর্বানরমুখ্যৈশ্চ শক্তি-শূল-পরশ্বধৈঃ। নিহতৈঃ পর্বতাকারৈ রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।। ১৪
শস্ত্রপুষ্পোপহারা চ তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনী। দুর্জ্ঞেয়া দুর্নিবেশা চ শোণিতাস্রাবকর্দমা।। ১৫
সা বভূব নিশা ঘোরা হরিরাক্ষসহারিণী। কালরাত্রীব ভূতানাং সর্বেষাং দুরতিক্রমাঃ।। ১৬
ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র তস্মিংস্তমসি দারুণে। রামমেবাভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ শরবৃষ্টিভিঃ।। ১৭
তেষামাপততাং শব্দঃ ক্রুদ্ধানামপি গর্জতাম্। উদ্বর্ত ইব সাপ্তানাং সমুদ্রাণামভূৎ স্বনঃ।। ১৮
তেষাং রামঃ শরৈঃ ষড়্ভিঃ ষড় জঘান্ নিশাচরান্। নিমেষান্তরমাত্রেণ শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।। ১৯
যজ্ঞশত্রুশ্চ দুর্ধর্ষো মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ। বজ্রদংষ্ট্রো মহাকায়স্তৌ চৌভৌ শুক-সারণৌ।। ২০

ভক্ষণ করতে করতে আক্রমণ করলো *(রাক্ষসেরা কাঁচা-মাংস খায়। তাই যুদ্ধে বানরদের খাওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক)*।।৬।। ভীষণ ক্রোধী বানরেরা তখন স্বর্ণালঙ্কারে-ভূষিত অশ্ব এবং সাপের মতো দেখতে পতাকাগুলিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।।৭।। বলশালী বানরেরা যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করলো। হস্তী এবং তার আরোহীদের এবং পতাকাশোভিত রথগুলিকে তারা আক্রমণ করলো।।৮।। রেগে মূর্ছিত হয়ে তারা এইগুলিকে টেনে নামিয়ে আনছিলো এবং দাঁত দিয়ে দংশন করছিলো। লক্ষ্মণ এবং রামও সাপের মতো বাণরাশি দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছিলেন।।৯।। দৃশ্য এবং অদৃশ্য শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের দ্বারা তাঁরা ধ্বংস করতে লাগলেন। ঘোড়ার ক্ষুরে এবং রথচক্রে আহত হয়ে মাটি হতে ধূলো উঠছে। যোদ্ধাদের কান আর চোখ সেই মাটির ধূলোতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।।১০।। এখন ঘোর সংগ্রাম সেখানে হলো, যাতে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। প্রভূত রক্তের নদী সেখানে বইছে।।১১।। তারপর, যুদ্ধবাদ্য ভেরী, মৃদঙ্গ এবং পণবাদির ধ্বনি এবং শঙ্খের শব্দ রথের চাকার শব্দের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে অতুলনীয় এক অদ্ভুত ধ্বনির সৃষ্টি করলো।।১২।। আহত রাক্ষসেরা আর্তনাদ করছে। শস্ত্রের আঘাতে আহত বানরেরাও চীৎকার করছে। সবমিলে সেখানে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে।।১৩।। শক্তি, শূল, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা হত হয়েছে বানরপ্রধানেরা। ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারতো সেই পর্বতাকায় রাক্ষসেরা। তারাও নিহত হয়েছে।।১৪।। যুদ্ধক্ষেত্রকে যেন শস্ত্ররূপ পুষ্পের উপহার দেওয়া হয়েছে। রক্তের ধারায় সেখানে কাদা হয়ে গেছে। ফলে সেই স্থানকে চেনা যাচ্ছেনা। সেখানে প্রবেশও করা যাচ্ছে না। সেই ঘোর রজনী বানর এবং রাক্ষসদের প্রাণহরণ...।।১৫।। করলো। সকল জীবের কাছে কালরাত্রির মতো দুরধিগম্য হয়ে গেলো সেই রাত্রি।।১৬।। অতঃপর সেই দারুণ অন্ধকারে রাক্ষসেরা খুব খুশী হয়ে বৃষ্টির মতো বাণনিক্ষেপ করে রামের দিকে ছুটে গেলো।।১৭।। তখন আক্রমণকারী রাক্ষসদের গর্জন শোনা যাচ্ছিলো। গর্জনকে সপ্তসমুদ্রের সম্মিলিত গর্জনের মতোই মনে হচ্ছিলো।।১৮।। এই অবসরে রাম নিমেষের মধ্যেই অগ্নিশিখার মতো ছয়টি শরের দ্বারা ছয়জন নিশাচরকে নিহত করলেন।।১৯।। তারা হলো দুর্ধর্ষ বীর যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহাকায়, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ।।২০।। রাম বাণসমূহের

তে তু রামেন বাণৌঘৈঃ সর্বমর্মসু তাড়িতাঃ। যুদ্ধাদপসৃতাস্তত্র সাবশেষায়ুষোঽভবন্।। ২১
নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। দিশশ্চকার বিমলাঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ।। ২২
যে ত্বন্যে রাক্ষসা বীরা রামস্যাভিমুখে স্থিতাঃ। তেঽপি নষ্টাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্।। ২৩
সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ। বভূব রজনী চিত্রা খদ্যোতৈরিব শারদী।। ২৪
রাক্ষসানাঞ্চ নিনদৈর্ভেরীণাঞ্চৈব নিঃস্বনৈঃ। সা বভূব নিশা ঘোরা ভূয়ো ঘোরতরাভবৎ।। ২৫
তেন শব্দেন মহতা প্রবৃদ্ধেন সমন্ততঃ। ত্রিকূটঃ কন্দরাকীর্ণঃ প্রব্যাহরদিবাচলঃ।। ২৬
গোলাঙ্গূলা মহাকায়াস্তমসা তুল্যবর্চসঃ। সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রজনীচরান।। ২৭
অঙ্গদস্তু রণে শত্রূন্ নিহন্তুং সমুপস্থিতঃ। রাবণিং নিজঘানাশু সারথিঞ্চ হয়ানপি।। ২৮
ইন্দ্রজিত্তু রথং ত্যক্ত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ। অঙ্গদেন মহায়স্তস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।। ২৯
তৎ কর্ম বালিপুত্রস্য সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ। তুষ্টুবুঃ পূজনার্হস্য তৌ চোভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৩০
প্রভাবং সর্বভূতানি বিদুরিন্দ্রজিতো যুধি। ততস্তে তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা তুষ্টাঃ প্রধর্ষিতম্।। ৩১
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কপয়ঃ সসুগ্রীব-বিভীষণঃ। সাধু সাধ্বিতি নেদুশ্চ দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্।। ৩২
ইন্দ্রজিত্তু তদানেন নির্জিতো ভীমকর্মণা। সংযুগে বালিপুত্রেণ ক্রোধং চক্রে সুদারুণম্।। ৩৩
সোঽন্তর্ধানগতঃ পাপো রাবণি রণকর্ষিতঃ। ব্রহ্মদত্তবরো বীরো রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৩৪
অদৃশ্যো নিশিতান্ বাণান্ মুমোচাশনিবর্চসঃ। রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব ঘোরৈর্নাগময়ৈঃ শরৈঃ।। ৩৫
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাক্ষসঃ। মায়য়া সংবৃতস্তত্র মোহয়ন্ রাঘবৌ যুধি।। ৩৬

দ্বারা তাদের মর্মস্থানে আঘাত করেন। তখন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলো বলে বেঁচে গেলো।।২১।। মহাবীররাম ভীষণ অগ্নিশিখার মতো ঐ বাণরাশির দ্বারা নিমেষের মধ্যেই সকল দিগ্‌বিদিক নির্মল করে দিলেন।।২২।। আর যে সব বীর রাক্ষসেরা রামের সামনে অবস্থিত ছিলো, তারাও সবাই আগুনে পতঙ্গের মতো ধ্বংস হয়ে গেলো।।২৩।। গোড়ায় স্বর্ণভূষিত সেই বাণরাজি যখন সবদিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো তখন জোনাকির দ্বারা উদ্‌ভাসিত শরৎকালীন রাত্রির মতো সেই যুদ্ধরাত্রিকে মনে হচ্ছিলো।।২৪।। একদিকে শোনা যাচ্ছে রাক্ষসদের সিংহনাদ। অন্যদিকে ভেরীর ধ্বনি। এইসব কারণে ভীষণরাত্রি ঘোরতর হয়ে উঠলো।।২৫।। চারদিকে সেই তুমুল শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গুহায়-ভরা ত্রিকূটপর্বতে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! মনে হচ্ছে, পাহাড়টি যেন প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।।২৬।। গোলাঙ্গূল নামক বানরদের দেহ বিশাল। অন্ধকারের মতো তাদের বর্ণ কালো। দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাক্ষসদেরকে তারা ভক্ষণ করতে লাগলো।।২৭।। এইদিকে অঙ্গদও শত্রুদের নিধন করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। সে রাবণপুত্র মেঘনাদকে আঘাত করে দ্রুত তার সারথি এবং অশ্বগুলিকে নিহত করলো।।২৮।। অশ্ব ও সারথিকে অঙ্গদ নিহত করায় মহাকায় ইন্দ্রজিৎ রথ পরিত্যাগ করে সেইখান হতেই লুকিয়ে চলে গেলো।।২৯।। বালির পুত্র পূজনীয় অঙ্গদের সেই বীরকর্ম সকল দেবতারা ঋষিদের সঙ্গে প্রশংসা করলেন। রাম-লক্ষ্মণ উভয়েই সাধুবাদ জানালেন।।৩০।। সকল প্রাণীই যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের বীরত্বব্যঞ্জক প্রভাব জানতো। তাই তারা অঙ্গদের দ্বারা তাকে পরাজিত হতে দেখে অঙ্গদের প্রতি সেই প্রাণীরা অত্যন্ত তুষ্ট হোলো।।৩১।। তারপর, শত্রু ইন্দ্রজিতকে পরাজিত হতে দেখে সুগ্রীব এবং বিভীষণসহ বানরসকল "সাধু সাধু"—বলে ধ্বনি করতে লাগলো।।৩২।। ভীমকর্মা বালিপুত্র অঙ্গদের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ ভীষণ রেগে গেলো।।৩৩।। তখন রণক্লিষ্ট পাপী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলো। যে ইন্দ্রজিতকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন, সেই রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে গেলো।।৩৪।। বজ্রের মতো তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থেকে রাম এবং লক্ষ্মণের প্রতি ভয়ঙ্কর সর্পময় বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।।৩৫।। যুদ্ধে ঐ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের গায়ের সর্বত্র ক্ষতবিক্ষত করলেন। মায়া অবলম্বন করে সে যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে মোহিত করে ফেললো।।৩৬।। সকলপ্রাণীর অদৃশ্য হয়ে কূটযোদ্ধা সেই দানব রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ। ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৩৭
তৌ তেন পুরুষব্যাঘ্রৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিষৈঃ শরৈঃ। সহসাভিহতৌ বীরৌ তদা প্রেক্ষন্ত বানরাঃ।। ৩৮
প্রকাশরূপস্তু যদা ন শক্তস্তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্রঃ।
মায়াং প্রয়োক্তুং সমুপাজগাম ববন্ধ তৌ রাজসুতৌ দুরাত্মা।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

শরের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।।৩৭।। তখন বানরেরা দেখলো, ঐ দু'জন পুরুষশ্রেষ্ঠ হঠাৎ ইন্দ্রজিতের সর্পশরের দ্বারা বন্দী।।৩৮।। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রকাশ্যে সেই রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করতে সমর্থ হলো না। তখন সেই দুরাত্মা মায়া প্রয়োগ করতে উদ্যোগ করলো। এবং সেই রাজপুত্র দু'জনকে বেঁধে ফেললো।।৩৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

ইন্দ্রজিতো বাণেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সংজ্ঞালোপঃ, বানরাণাং শোকপ্রকাশশ্চ।

স তস্য গতিমন্বিচ্ছন্ রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্। দিদেশাতিবলো রামো দশ বানরযূথপান্।। ১
দ্বৌ সুষেণস্য দায়াদৌ নীলঞ্চ প্লবগাধিপম্। অঙ্গদং বালিপুত্রঞ্চ শরভঞ্চ তরস্বিনম্।। ২
দ্বিবিদঞ্চ হনূমন্তং সানুপ্রস্থং মহাবলম্। ঋষভঞ্চর্ষভস্কন্ধমাদিদেশ পরন্তপঃ।। ৩
তে সম্প্রহৃষ্টা হরয়ো ভীমানুদ্যম্য পাদপান্। আকাশং বিবিশুঃ সর্বে মার্গমাণা দিশো দশ।। ৪
তেষাং বেগবতাং বেগমিষুভির্বেগবত্তরৈঃ। অস্ত্রবিৎ পরমাস্ত্রস্তু বারয়ামাস রাবণিঃ।। ৫
তং ভীমবেগা হরয়ো নারাচৈঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ। অন্ধকারে ন দদৃশুর্মেঘৈঃ সূর্যমিবাবৃতম্।। ৬
রাম-লক্ষ্মণয়োরেব সর্বদেহভিদঃ শরান্। ভৃশমাবেশয়ামাস রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ৭
নিরন্তরশরীরৌ তু তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। ক্রুদ্ধেনেন্দ্রজিতা বীরৌ পন্নগৈঃ শরতাং গতৈঃ।। ৮
তয়োঃ ক্ষতজমার্গেণ সুস্রাব রুধিরং বহু। তাবুভৌ চ প্রকাশেতে পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।। ৯

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সংজ্ঞালোপ। বানরদের শোকপ্রকাশ।

এরপর প্রতাপশালী রাজপুত্র রাম ইন্দ্রজিতের গতিবিধি জানবার জন্য আরো দশজন বানর দলপতিকে আদেশ দিলেন।।১।। তাদের মধ্যে দু'জন হলো সুষেণের পুত্র। এ ছাড়া ছিলো বানরাধিপতি নীল, বালিপুত্র অঙ্গদ এবং বেগবান শরভ।।২।। আর হলো দ্বিবিদ, হনুমান, মহাবলশালী সানুপ্রস্থ, ঋষভ এবং ঋষভস্কন্ধ। শত্রুতাপনকারী রাম এদের আদেশ দিলেন—।।৩।। তখন সেই বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিশাল বিশাল গাছ কাঁধে নিয়ে দশদিকে সন্ধান করতে করতে আকাশপথে যাত্রা করলো।।৪।। রাবণপুত্র অস্ত্রবিদ্ ইন্দ্রজিৎ অধিকতর বেগবান বানররাজের দ্বারা বেগবান তাদের বেগ রুদ্ধ করে দিলো।।৫।। মেঘের দ্বারা সূর্য ঢাকা থাকলে অন্ধকারে তাকে দেখা যায় না, তেমনি শরের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে তারা ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলো না।।৬।। যুদ্ধজয়ী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রাম এবং লক্ষ্মণের ওপর সর্বদেহভেদক শরসমূহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধে তাদের দেহ একেবারে কেটে ফেললো।।৭।। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সর্পবাণের দ্বারা বীর রাম-লক্ষ্মণের শরীর এমনভাবে বিদ্ধ করেছে যে তাতে তাঁদের দেহের কোনো স্থানের আর বাকী রৈলো না।।৮।। তাদের ক্ষতস্থান হতে প্রচুর রক্তের ধারা বইছে। তাঁদের দু'জনকেই তখন ফুলে-ভরা পলাশগাছের মতো দেখাচ্ছিলো।।৯।। তখন

ততঃ পর্যন্তরক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ। রাবণির্ভ্রাতরৌ বাক্যমন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ।। ১০
যুধ্যমানমনালক্ষ্যং শক্রোঽপি ত্রিদশেশ্বরঃ। দ্রষ্টুমাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্যুবাম্।। ১১
প্রাপিতাবিষুজালেন রাঘবৌ কঙ্কপত্রিণা। এষ রোষপরীতাত্মা নয়ামি যমসাদনম্।। ১২
এবমুক্ত্বা তু ধর্মজ্ঞৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। নির্বিভেদ শিতৈর্বাণৈঃ প্রজহর্ষ ননাদ চ।। ১৩
ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যামো বিস্ফার্য বিপুলং ধনুঃ। ভূয় এব শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ মহামৃধেঃ।। ১৪
ততো মর্মসু মর্মজ্ঞো মজ্জয়ন্ নিশিতান্ শরান্। রাম-লক্ষ্মণয়োর্বীরো ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ।। ১৫
বদ্ধৌ তু শরবন্ধেন তাবুভৌ রণমূর্ধনি। নিমেষান্তরমাত্রেণ ন শেকতুরবেক্ষিতুম্।। ১৬
ততো বিভিন্নসর্বাঙ্গৌ শরশল্যাচিতৌ কৃতৌ। ধ্বজাবিব মহেন্দ্রস্য রজ্জুমুক্তৌ প্রকম্পিতৌ।। ১৭
তৌ সম্প্রবলিতৌ বীরৌ মর্মভেদেন কর্ষিতৌ। নিপেততুর্মহেষ্বাসৌ জগত্যাং জগতীপতী।। ১৮
তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ। শরবেষ্টিতসর্বাঙ্গাবার্তৌ পরমপীডিতৌ।। ১৯
নহ্যবিদ্ধং তয়োর্গাত্রে বভূবাঙ্গুলমন্তরম্। নানির্বিণ্ণং ন চাধ্বস্তমাকারাগ্রাদজিহ্মগৈঃ।। ২০
তৌ তু ক্রূরেণ নিহতৌ রক্ষসা কামরূপিণা। অসৃক্সুস্রুবতুস্তীব্রং জলং প্রস্রবণাবিব।। ২১
পপাত প্রথমং রামো বিদ্ধো মর্মসু মার্গণৈঃ। ক্রোধাদিন্দ্রজিতা যেন পুরা শক্রো বিনির্জিতঃ।। ২২

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের চোখের প্রান্ত লাল। দলিত কাজলের মতো বর্ণ। সে আড়াল থেকেই এই দুই ভাইকে বললো—।।১০।। যুদ্ধকালে আমি মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে গেলে দেবরাজ ইন্দ্রও আমায় দেখতে পায় না। আর তোমাদের দু'জনের কথা কি বলবো ?।।১১।। আমি কঙ্কপত্রযুক্ত বাণের দ্বারা রঘুবংশীয় তোমাদের দু'জনকে বদ্ধ করেছি। এখন আমি রোষপূর্ণচিত্তে তোমাদের দু'জনকেই যমের বাড়ী পাঠাবো *(প্রাপিতৌ + ইষুজালেন = প্রাপিতাবিষুজালেন)* ।।১২।। এই বলে ইন্দ্রজিৎ ধর্মজ্ঞ ভাই দু'জন রাম-লক্ষ্মণকে ধারালো বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলো। তাতে আনন্দে গর্জন করে উঠলো।।১৩।। দলিত কাজলের মতো শ্যামবর্ণ ছিলো ইন্দ্রজিৎ। সেই মহাযুদ্ধে সেই বিশাল ধনু আন্দোলিত করে ভয়ঙ্কর সব শর নিক্ষেপ করতে লাগলো।।১৪।। তারপর মর্মজ্ঞ বীর ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণের মর্মস্থানে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করতে লাগলো।।১৫।। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় ভ্রাতাই বাণবন্ধনে বদ্ধ হলেন। নিমেষের জন্যও তাঁরা তখন কিছু দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।।১৬।। তারপর, দেখা গেলো তাঁদের দু'জনের সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ। শরশল্যের দ্বারা তাঁরা ক্ষতবিক্ষত। রজ্জুমুক্ত হলে মহেন্দ্রের ধনুটি যেমন কাঁপে তেমনটি তাঁরা কাঁপছিলেন।।১৭।। রাম-লক্ষ্মণ—এই বীরদ্বয় অত্যন্ত বলশালী বীর হলেও মর্মস্থানে আহত হওয়ায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। ফলে জগতের পতি ঐ মহাধনুর্ধর বীর দু'জন ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।।১৮।। বীর শয্যায় শুয়ে রয়েছেন সেই বীর দু'জন। বিন্দু বিন্দু রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁদের দেহ। সর্বাঙ্গ শরে বেষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত আর্ত এবং পীড়িত হয়ে তাঁরা পড়ে আছেন।।১৯।। তাঁদের দু'জনের গায়ে এক আঙুল-পরিমিত স্থানও ছিলো না, যে স্থান বাণবিদ্ধ হয় নি। হস্তের অগ্রভাগ পর্যন্ত এমন কোনো জায়গা ছিলো না যা শরের দ্বারা বিদীর্ণ হয় নি *(অজিহ্মগ—সোজা সেটি যায়)* ।।২০।। নিষ্ঠুর মায়াবী রাক্ষস ইন্দ্রজিতের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ আপাতদৃষ্টিতে নিহত হয়েছেন। ঝর্ণার জলের মতো তাঁদের দেহ হতে তীব্র ভাবে রক্তের ধারা নির্গত হতে লাগলো *(অসৃক—রক্ত)* ।।২১।। যে ইন্দ্রজিৎ পূর্বকালে কোটি ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলো সেই ইন্দ্রজিৎ এখন প্রথমেই রামকে মর্মস্থলে শরবিদ্ধ করে মাটিতে ফেলে দিলো।।২২।। নারাচ, অর্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র এবং ক্ষুরের দ্বারা রামকে ইন্দ্রজিৎ বিদ্ধ করলো। সেইসব বাণগুলি নীচের দিকটা ছিলো সোনায় মোড়া, অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ এবং সেগুলি সব ছিলো দ্রুতগামী *(যার অগ্রভাগ সরল এবং গোল সেই বাণ হলো নারাচ। যার আধখানা নারাচের মতো তাকে বলা হয় অর্ধ নারাচ। যার অগ্রভাগ কুড়ুলের মতো, সেটি হলো ভল্ল। যার মুখভাগ দুই হাতের অঞ্জলির মতো তাকে বলা হয় অঞ্জলিক। যার অগ্রভাগ*

রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ রজোগতিভিরাশুগৈঃ। নারাচৈরর্ধনারাচৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি।
বিব্যাধ বৎসদন্তৈশ্চ সিংহদংষ্ট্রৈঃ ক্ষুরৈস্তথা।। ২৩
স বীরশয়নে শিশ্যে বিজ্যমাবিধ্য কার্মুকম্। ভিন্নমুষ্টিপরীণাহং ত্রিনতং রুক্মভূষিতম্।। ২৪
বাণপাতান্তরে রামং পতিতং পুরুষর্ষভম্। স তত্র লক্ষ্মণো দৃষ্ট্বা নিরাশো জীবিতেঽভবৎ।। ২৫
রামং কমলপত্রাক্ষং শরণ্যং রণতোষিণম্। শুশোচ ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পতিতং ধরণীতলে।। ২৬
হরয়শ্চাপি তাং দৃষ্ট্বা সন্তাপং পরমং গতাঃ। শোকার্তাশ্চুক্রুশুর্ঘোরমশ্রুপূরিতলোচনাঃ।। ২৭
বদ্ধৌ তু তৌ বীরশয়ে শয়ানৌ তে বানরাঃ সম্পরিবার্য তস্থুঃ।
সমাগতা বায়ুসুতপ্রমুখ্যা বিষাদমার্তাঃ পরমঞ্চ জগ্মুঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বৎসদন্তের মতো তাকে বলা হয় বৎসদন্ত। যার অগ্রভাগ সিংহের দাঁতের মতো তাকে বলা হয় সিংহদংষ্ট্র এবং যার অগ্রভাগ ক্ষুরের মতো তাকে বলা হয় ক্ষুর) ।।২৩।। রাম আজ বীরশয্যায় শায়িত। জ্যা এবং সোনায়-মোড়া ধনু তাঁর হাতে আর নেই। হাতের মুঠো শিথিল। উভয়পার্শ্ব এবং মধ্যভাগ—তিনস্থানেই নত হয়ে গেছে তাঁর দেহ।।২৪।। বাণের আঘাতে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে এইভাবে সেখানে পতিত দেখে লক্ষ্মণ নিজের জীবন সম্বন্ধেও নিরাশ হয়ে গেলেন।।২৫।। রামের চোখ পদ্মের পাপড়ির মতো। সকলের তিনি আশ্রয়। সংগ্রামে তিনি সন্তুষ্ট। এই ভ্রাতাকে ভূতলে পতিত দেখে লক্ষ্মণ শোক করতে লাগলো *(শুশোচ—শোক করলেন)* ।।২৬।। তাঁকে দেখে বানরেরাও অত্যন্ত সন্তপ্ত হলো। শোকার্ত হয়ে জল-ভরা চোখে তারা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।।২৭।। নাগপাশে বদ্ধ হয়ে রাম লক্ষ্মণ দুইভাই বীরশয্যায় শায়িত। বানরেরা সব তাঁদের দু'জনকে ঘিরে বসে আছে। পবনপুত্র হনুমান-প্রমুখ বানরেরা এসে আর্ত হয়ে অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে গেলো।।২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ চেতনাহীনৌ দৃষ্ট্বা বানরাণাং শোকঃ, ইন্দ্রজিত উল্লাসঃ, বিভীষণেন সুগ্রীবায় সান্ত্বনাদানম, লঙ্কা-গমনপূর্বকং পিতৃসমীপে ইন্দ্রজিতঃ শত্রুবধবৃত্তান্তকথনম, প্রসন্নেন রাবণেন স্বপুত্রায়াভিনন্দনজ্ঞাপনঞ্চ।

ততো দ্যাং পৃথিবীঞ্চৈব বীক্ষ্যমাণা বনৌকসঃ। দদৃশুঃ সন্ততৌ বাণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১
বৃষ্টেবোপরতে দেবে কৃতকর্মণি রাক্ষসে। আজগামাথ তং দেশং সসুগ্রীবো বিভীষণঃ।। ২
নীলশ্চ দ্বিবিদো মৈন্দঃ সুষেণঃ কুমুদোঽঙ্গদঃ। তূর্ণং হনূমতা সার্ধমন্বশোচন্ত রাঘবৌ।। ৩
অচেষ্টৌ মন্দনিঃশ্বাসৌ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ। শরজালাচিতৌ স্তব্ধৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ।। ৪

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে বানরদের শোক। ইন্দ্রজিতের উল্লাস। বিভীষণের দ্বারা সুগ্রীবকে সান্ত্বনাদান। লঙ্কায় গিয়ে পিতা রাবণের কাছে ইন্দ্রজিতের শত্রুবধের বৃত্তান্ত-কথন। প্রসন্ন রাবণের নিজপুত্রকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন।

তারপর সেই দশজন বানর পৃথিবী এবং আকাশে অনুসন্ধান করে ফিরে এসে রাম-লক্ষ্মণ ভাই দু'জনকে দেখলো শরবন্ধনে বিদ্ধ।।১।। দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণান্তে শান্ত হয়ে যান। তেমন রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ বাণবর্ষণে বিরত হলে বিভীষণ সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হলো।।২।। নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ হনুমানের সঙ্গে সত্বর মিলিত হয়ে রাম, লক্ষ্মণের জন্য শোক করতে লাগলো।।৩।। সেইসময় তাঁরা দু'জন শরজালে আবদ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁরা এখন নিশ্চল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁদের দেহ। অতি ধীরে ধীরে তাঁরা শ্বাস নিচ্ছেন।।৪।। যাদের বিক্রম কমে গেছে, এমন নিশ্চেষ্ট

নিঃশ্বসন্তৌ যথা সর্পৌ নিশ্চেষ্টৌ মন্দবিক্রেমৌ। রুধিরস্রাবদিগ্ধাঙ্গৌ তপনীয়াবিব ধ্বজৌ।। ৫
তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ মন্দচেষ্টিতৌ। যূথপৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতৌ বাষ্পব্যাকুললোচনৈঃ।। ৬
রাঘবৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা শরজালসমন্বিতৌ। বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ।। ৭
অন্তরিক্ষং নিরীক্ষন্তো দিশঃ সর্বাশ্চ বানরাঃ। ন চৈনং মায়য়া ছন্নং দদৃশূ রাবণিং রণে।। ৮
তন্তু মায়াপ্রতিচ্ছন্নং মায়য়ৈব বিভীষণঃ। বীক্ষমাণৌ দদর্শাগ্রে ভ্রাতুঃ পুত্রমবস্থিতম্।
তমপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে।। ৯
দদর্শান্তর্হিতং বীরং বরদানাদ্ বিভীষণঃ। তেজসা যশসা চৈব বিক্রমেণ চ সংযুতঃ।। ১০
ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ। উবাচ পরমপ্রীতো হর্ষয়ন্ সর্বরাক্ষসান্।। ১১
দূষণস্য চ হন্তারৌ খরস্য চ মহাবলৌ। সাদিতৌ মামকৈর্বাণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১২
নেমৌ মোক্ষয়িতুং শক্যাবেতস্মাদিষুবন্ধনাৎ। সর্বৈরপি সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরাসুরৈঃ।। ১৩
যৎকৃতে চিন্তয়ানস্য শোকার্তস্য পিতুর্মম। অস্পৃষ্ট্বা শয়নং গাত্রৈস্ত্রিযামা যাতি শর্বরী।। ১৪
কৃৎস্নেয়ং যৎকৃতে লঙ্কা নদী বর্ষাস্বিবাকুলা। সোঽয়ং মূলহরোঽনর্থঃ সর্বেষাং শমিতো ময়া।। ১৫
রামস্য লক্ষ্মণস্যৈব সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্। বিক্রমা নিষ্ফলাঃ সর্বে যথা শরদি তোয়দাঃ।। ১৬
এবমুক্ত্বা তু তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ পরিপশ্যতঃ। যূথপানপি তান্ সর্বাংস্তাডয়ৎ স চ রাবণিঃ।। ১৭
নীলং নবভিরাহত্য মৈন্দং সদ্বিবিদং তথা। ত্রিভিস্ত্রিভিরমিত্রঘ্নস্ততাপ পরমেষুভিঃ।। ১৮
জাম্ববন্তং মহেষ্বাসো বিদ্ধ্বা বাণেন রক্ষসি। হনূমতো বেগবতো বিসসর্জ শরান্ দশ।। ১৯

সাপের মতো তাঁরা নিঃশ্বাস ফেলছেন। রক্তধারা ক্ষরিত হচ্ছে তাদের দেহ হতে। শরীর তাঁদের রক্ত-রঞ্জিত। ছিন্ন স্বর্ণ-পতাকার মতো তাঁদের দেখাচ্ছিলো।।৫।। বীরশয্যায় নিশ্চল হয়ে তারা শুয়ে আছেন। তাঁর পক্ষের বানর দলপতিরা জল-ভরা চোখে তাঁদের দু'জনকে ঘিরে রয়েছে।।৬।। শরজালে বিদ্ধ হয়ে রঘুবংশধর এই দু'জনকে মাটিতে লুটিয়ে থাকতে দেখে বিভীষণসহ বানরেরা সকলে ব্যথিত হলো।।৭।। বানরেরা সবদিক এবং অন্তরীক্ষ সন্ধান করে দেখলো। কিন্তু যুদ্ধে মায়াবলে অদৃশ্য রাবণপুত্র সেই ইন্দ্রজিতকে তারা দেখতে পেলো না।।৮।। কিন্তু, বিভীষণ মায়াবলেই ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিতকে সামনে দেখতে পেলো। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ ছিলো অতুলনীয় কর্মকুশল। এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী *(আহবে—যুদ্ধে)* ।।৯।। বিভীষণ ছিলো তেজস্বী। যশস্বী। এবং পরাক্রমী। বরপ্রভাবে সে ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলো।।১০।। ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ান দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাক্ষসসকলকে হৃষ্ট করার জন্যে নিজ কর্মের কথা বললো।।১১।। বললো, দূষণ এবং খরকে এই মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ হত্যা করেছিলেন। এই দুইভাই এখন আমারি বাণের দ্বারা নিহত হলো *(সাদিত—নিহত)* ।।১২।। ঋষিদের নিয়ে সমস্ত দেব-দানবেরা এলেও এই বাণবন্ধন থেকে এই দু'জনকে মুক্ত করতে পারবে না।।১৩।। এই রামের জন্য আমার শোকার্ত বাবা বিছানায় না গিয়ে সারা রাত দুশ্চিন্তায় কাটান *(ত্রিযামা—রাত্রি। শর্বরী—রাত্রি)* ।।১৪।। এই রামের জন্যই সমগ্র লঙ্কা বর্ষার নদীর মতো যেন ব্যাকুল। রামরূপ আমাদের সকলের সকল অনর্থের মূলকে আমি আজ প্রশমিত করেছি।।১৫।। রাম, লক্ষ্মণ এবং বনবাসী সকল বানরের বিক্রম শরৎকালের মেঘের মতো নিষ্ফল হয়ে গেলো।।১৬।। যে রাক্ষসেরা দেখতে এসেছিলো, তাদের সবাইকে এইকথা বলে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদলপতিদেরকে এবার আক্রমণ করতে শুরু করলো।।১৭।। শত্রুবিনাশক ইন্দ্রজিৎ তখন নয়টি বাণের দ্বারা নীলকে আহত করে তিনটি তিনটি করে বিশেষ বাণের দ্বারা মৈন্দ এবং দ্বিবিদকেও বিদ্ধ করলো।।১৮।। মহাধনুর্ধর ইন্দ্রজিৎ একটি বাণের দ্বারা জাম্ববানের বুক বিদ্ধ করে দ্রুতগামী হনুমানের প্রতি দশটি বাণ নিক্ষেপ করলো।।১৯।। রাবণপুত্র দ্রুতগামী ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অমিত বিক্রমশালী গবাক্ষ

গবাক্ষং শরভং চৈব তাবপ্যমিতবিক্রমৌ। দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহাবেগো বিব্যাধ যুধি রাবণিঃ।। ২০
গোলাঙ্গূলেশ্বরং চৈব বালিপুত্রমথাঙ্গদম্। বিব্যাধ বহুভির্বাণৈস্ত্বরমাণোঽথ রাবণিঃ।। ২১
তান্ বানরবরান্ ভিত্ত্বা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। ননাদ বলবাংস্তত্র মহাসত্ত্বঃ স রাবণিঃ।। ২২
তানর্দয়িত্বা বাণৌঘৈস্ত্রাসয়িত্বা চ বানরান্। প্রজহাস মহাবাহুর্বচনং চেদমব্রবীৎ।। ২৩
শরবন্ধেন ঘোরেণ ময়া বদ্ধৌ চমূমুখে। সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ।। ২৪
এবমুক্তাস্তু তে সর্বে রাক্ষসাঃ কূটযোধিনঃ। পরং বিস্ময়মাপন্নাঃ কর্মণা তেন হর্ষিতাঃ।। ২৫
বিনেদুশ্চ মহানাদান্ সর্বে তে জলদোপমাঃ। হতো রাম ইতি জ্ঞাত্বা রাবণিং সমপূজয়ন্।। ২৬
নিস্পন্দৌ তু তদা দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। বসুধায়াং নিরুচ্ছ্বাসৌ হতাবিত্যন্বমন্যত।। ২৭
হর্ষেণ তু সমাবিষ্ট ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ। প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং হর্ষয়ন্ সর্বনৈর্ঋতান্।। ২৮
রাম-লক্ষ্মণয়োর্দৃষ্ট্বা শরীরে সায়কৈশ্চিতে। সর্বাণি চাঙ্গোপাঙ্গানি সুগ্রীবং ভয়মাবিশৎ।। ২৯
তমুবাচ পরিত্রস্তং বানরেন্দ্রং বিভীষণঃ। সবাষ্পবদনং দীনং শোকব্যাকুললোচনম্।। ৩০
অলং ত্রাসেন সুগ্রীব বাষ্পবেগো নিগৃহ্যতাম্। এবং প্রায়াণি যুদ্ধানি বিজয়ো নাস্তি নৈষ্ঠিকঃ।। ৩১
সভাগ্যশেষতাস্মাকং যদি বীর ভবিষ্যতি। মোহমেতৌ প্রহাস্যেতে মহাত্মানৌ মহাবলৌ।। ৩২
পর্যবস্থাপয়াত্মানমনাথং মাঞ্চ বানর। সত্যধর্মাভিরক্তানাং নাস্তি মৃত্যুকৃতং ভয়ম্।। ৩৩
এবমুক্ত্বা ততস্তস্য জলক্লিন্নেন পাণিনা। সুগ্রীবস্য শুভে নেত্রে প্রমমার্জ বিভীষণঃ।। ৩৪
ততঃ সলিলমাদায় বিদ্যয়া পরিজপ্য চ। সুগ্রীবনেত্রে ধর্মাত্মা প্রমমার্জ বিভীষণঃ।। ৩৫
বিমৃজ্য বদনং তস্য কপিরাজস্য ধীমতঃ। অব্রবীৎ কালসম্প্রাপ্তমসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ।। ৩৬

এবং শরভকে দুই দুইটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলো।।২০।। বেগবান রাবণ বালিপুত্র অঙ্গদ এবং গোলাঙ্গূল নামক বানরদের দলপতি গবাক্ষকে বহু বাণের দ্বারা আহত করলো।।২১।। বলবান মহাশক্তিশালী রাবণপুত্র অগ্নিশিখার মতো শররাজির দ্বারা সেই বানরবীরদেরকে বিদীর্ণ করে গর্জন করতে লাগলো।।২২।। সেই বানরদের পীড়িত এবং ত্রস্ত করে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করে বললো, ওহে রাক্ষসেরা, শোনো, যুদ্ধের প্রথমেই ভীষণ এই বাণবন্ধনের দ্বারা আমি এই দুই ভাইকে বেঁধে ফেলেছি।।২৩-২৪।। ইন্দ্রজিতের এই কথায় কপটযোদ্ধা ঐ রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। হলো বিস্মিতও।।২৫।। রাম নিহত হয়েছেন জেনে মেঘের মতো দেখতে সেই সব রাক্ষসেরা মহা সিংহনাদ করতে লাগলো। এবং ইন্দ্রজিতকে অভিনন্দিত করলো।।২৬।। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে মাটিতে নিস্পন্দ এবং 'শ্বাসশূন্য' অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রজিৎ মনে করলো, এঁরা মারাই গেছেন।।২৭।। যুদ্ধে জয়লাভ করে ইন্দ্রজিৎ আনন্দিত হয়ে সকল রাক্ষসকেও আনন্দিত করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো।।২৮।। রাম-লক্ষ্মণের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরজালে সমাচ্ছন্ন। তা দেখে সুগ্রীব ভয় পেয়ে গেলো।।২৯।। বানরাধিপতি সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত। চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। অত্যন্ত দৈন্যদশায় সে নিপতিত। শোকে আকুল তার নয়ন। বিভীষণ তাকে বললো— ।।৩০।। হে সুগ্রীব, ভয় পেয়ো না। চোখের জল সামলে নাও। এরকমই হয় প্রায় সব যুদ্ধ। এতে বিজয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই।।৩১।। হে বীর, যদি আমাদের ভাগ্য থাকে, তাহলে এই মহাবলশালী মহাত্মা দু'জন মূর্ছামুক্ত হবেন।।৩২।। হে বানর, তুমি নিজেকে এবং অনাথ আমাদেরও রক্ষা করো। সত্যে এবং ধর্মে-কর্মে যাঁরা রত, তাঁদের মরণের ভয় থাকে না।।৩৩।। এই বলে বিভীষণ জলে-ভেজা হাত দিয়ে সুগ্রীবের সুন্দর চোখদু'টি মুছিয়ে দিলো।।৩৪।। অতঃপর ধর্মাত্মা বিভীষণ হাতে জল নিয়ে ধর্মীয় বিদ্যার দ্বারা জপ করে সুগ্রীবের চোখ দু'টি মার্জনা করে দিলো।।৩৫।। বিভীষণ ধীমান কপিরাজ সুগ্রীবের মুখ আবার মুছিয়ে দিয়ে কালোচিত অভ্রান্ত বাক্যে বললো— ।।৩৬।।

ন কালঃ কপিরাজেন্দ্র বৈক্লব্যমবলম্বিতুম্। অতিস্নেহোঽপি কালেঽস্মিন্ মরণায়োপকল্পতে।। ৩৭
তস্মাদুৎসৃজ্য বৈক্লব্যং সর্বকার্যবিনাশনম্। হিতং রামপুরোগাণাং সৈন্যানামনুচিন্তয়।। ৩৮
অথ বা রক্ষ্যতাং রামো যাবৎ সংজ্ঞাবিপর্যয়ঃ। লব্ধসংজ্ঞৌ হি কাকুৎস্থৌ ভয়ং নৌ ব্যপনেষ্যতঃ।। ৩৯
নৈতৎ কিঞ্চন রামস্য ন চ রামো মুমূর্ষতি। নহ্যেনং হাস্যতে লক্ষ্মীর্দুর্লভা যা গতায়ুষাম্।। ৪০
তস্মাদাশ্বাসয়াত্মানং বলঞ্চাশ্বাসয় স্বকম্। যাবৎ সৈন্যানি সর্বাণি পুনঃ সংস্থাপয়াম্যহম্।। ৪১
এতে হি ফুল্লনয়নাস্ত্রাসাদাগতসাধ্বসাঃ। কর্ণে কর্ণে প্রকথিতা হরয়ো হরিসত্তম।। ৪২
মাস্তু দৃষ্টা প্রধাবন্তমনীকং সম্প্রহর্ষিতম্। ত্যজন্তু হরয়স্ত্রাসং ভুক্তপূর্বামিব স্রজম্।। ৪৩
সমাশ্বাস্য তু সুগ্রীবং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ। বিদ্রুতং বানরানীকং তৎ সমাশ্বাসয়ৎ পুনঃ।। ৪৪
ইন্দ্রজিতু মহামায়ঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ। বিবেশ নগরীং লঙ্কাং পিতরঞ্চাভ্যুপাগমৎ।। ৪৫
তত্র রাবণমাসাদ্য অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ। আচচক্ষে প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪৬
উৎপপাত ততো হৃষ্টঃ পুত্রঞ্চ পরিষস্বজে। রাবণো রক্ষসাং মধ্যে শ্রুত্বা শত্রূ নিপাতিতৌ।। ৪৭
উপাঘ্রায় চ তং মূর্ষ্নি পপ্রচ্ছ প্রীতমানসঃ। পৃচ্ছতে চ যথাবৃত্তং পিত্রে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।। ৪৮
যথা তৌ শরবন্ধেন নিশ্চেষ্টৌ নিষ্প্রভৌ কৃতৌ।। ৪৯
স হর্ষবেগানুগতান্তরাত্মা শ্রুত্বা গিরং তস্য মহারথস্য।
জহৌ জ্বরং দাশরথেঃ সমুত্থং প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্।। ৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হে বানররাজ, এখন বিহ্বল হবার সময় নয়। এই অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শনও মরণকে ডেকে আনে।।৩৭।। তাই, সর্বকার্য বিনাশক বৈক্লব্য পরিত্যাগ করো। রামের পুরোগামী সৈন্যদের মঙ্গল চিন্তা করো।।৩৮।। অথবা, যে পর্যন্ত রামের চেতনা না আসে, ততোক্ষণ এদের রক্ষা করো। ককুৎস্থের বংশধর রাম-লক্ষ্মণের চেতনা এলে তাঁরাই আমাদের ভয় দূর করে দেবেন।।৩৯।। রামের এই অবস্থা কিছুই নয়। রাম মুমূর্ষু নন। যে সৌন্দর্য গতায়ুদের দুর্লভ, তা এঁকে ত্যাগ করে নি। অর্থাৎ জীবিতের যে সৌন্দর্য, তা এঁর মধ্যে এখনো রয়েছে।।৪০।। সেইজন্য নিজেদের আশ্বস্ত করো। নিজের নিজের সৈন্যদের আশ্বস্ত করো। ইতোমধ্যে সৈন্যসকলকে আমি সুবিন্যস্ত করে ফেলছি।।৪১।। হে বানররাজ, দেখো, এই বানরদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। এরা সব ভয় পেয়ে গেছে। হে বানরশ্রেষ্ঠ, এই বানরেরা কানে কানে কথা বলছে।।৪২।। আমাকে আনন্দিত দেখে সৈন্যেরা আনন্দে ছুটছে। পরিভুক্তা মালার মতো বানরেরা ভয় ত্যাগ করুক।।৪৩।। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুগ্রীবকে এইভাবে আশ্বাস দিয়ে আবার বিচলিত বানরসৈন্যদেরো আশ্বাস দিলো।।৪৪।। মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ সৈন্য-সকলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে পিতা রাবণের কাছে উপস্থিত হলো।।৪৫।। সেখানে রাবণকে পেয়ে অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে তার প্রিয় সংবাদ নিবেদন করলো, রাম এবং লক্ষ্মণ নিহত হয়েছেন।।৪৬।। শত্রু দু'জন নিহত হয়েছে শুনেই রাবণ আনন্দিত হয়ে রাক্ষসদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করলো।।৪৭।। তার মস্তক আঘ্রাণ করে প্রীতচিত্তে রাবণ পূর্ণ-ঘটনা জিজ্ঞেস করায় ইন্দ্রজিৎ পিতাকে নিবেদন করলো।।৪৮।। যেভাবে শরবন্ধন করে তাঁদের দু'জনকে সে নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রভ করেছিলো।।৪৯।। মহারথ ইন্দ্রজিৎ-এর কথা শুনে রাবণের অন্তরাত্মা আনন্দে পূর্ণ হলো। দশরথপুত্র রাম হতে তার যে দুশ্চিন্তা হয়েছিলো, তা সে ত্যাগ করলো। হর্ষযুক্ত বাক্যের দ্বারা পুত্রকে সে করলো অভিনন্দিত।।৫০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

বানরৈঃ শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়ো রক্ষণম্ রাবণানুজ্ঞয়া পুষ্পকবিমানে সীতামারোহ্য নিহতৌ শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ দর্শয়িতুং রাক্ষসীনাং রণভূম্যাং গমনম্, তৌ দৃষ্ট্বা দুঃখিতায়াঃ সীতায়া রোদনঞ্চ।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে লঙ্কায়াং কৃতার্থে রাবণাত্মজে। রাঘবং পরিবার্যাথ ররক্ষুর্বানরর্ষভাঃ।। ১
হনুমানঙ্গদো নীলঃ সুষেণঃ কুমুদো নলঃ। গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।। ২
জাম্ববানৃষভঃ স্কন্দো রম্ভঃ শতবলিঃ পৃথুঃ। ব্যূঢানীকাশ্চ যত্তাশ্চ দ্রুমানাদায় সর্বতঃ।। ৩
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাস্তির্যগূর্ধ্বঞ্চ বানরাঃ। তৃণেষ্বপি চ চেষ্টৎসু রাক্ষসা ইতি মেনিরে।। ৪
রাবণশ্চাপি সংহৃষ্টো বিসৃজ্যেন্দ্রজিতং সুতম্। আজুহাব ততঃ সীতারক্ষণী রাক্ষসীস্তদা।। ৫
রাক্ষস্যস্ত্রিজটা চাপি শাসনাৎ তমুপস্থিতাঃ। তা উবাচ ততো হৃষ্টো রাক্ষসী রাক্ষসাধিপঃ।। ৬
হতাবিন্দ্রজিতাখ্যাত বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ। পুষ্পকং তৎসমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ।। ৭
যদাশ্রয়াদবষ্টব্ধা নেয়ং মামুপতিষ্ঠতে। সোঽস্যা ভর্তা সহ ভ্রাত্রা নিহতো রণমূর্ধনি।। ৮
নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী। মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা।। ৯
অদ্য কালবশং প্রাপ্তং রণে রামং সলক্ষ্মণম্। অবেক্ষ্য বিনিবৃত্তা সা চান্যাং গতিমপশ্যতী।। ১০
অনপেক্ষা বিশালাক্ষী মামুপস্থাস্যতে স্বয়ম্। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণস্যঃ দুরাত্মনঃ।। ১১
রাক্ষস্যস্তাস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্মুর্বৈ যত্র পুষ্পকম্। ততঃ পুষ্পকমাদায় রাক্ষস্যো রাবণাজ্ঞয়া।। ১২
অশোকবনিকাস্থাং তাং মৈথিলীং সমুপানয়ন্। তমাদায় তু রাক্ষস্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাম্।। ১৩
সীতামারোপয়ামাসুর্বিমানং পুষ্পকং তদা। ততঃ পুষ্পকমারোপ্য সীতাং ত্রিজটয়া সহ।। ১৪

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

বানরগণের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রক্ষা। রাবণের নির্দেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে বসিয়ে নিহত শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখাবার জন্য রাক্ষসীদের রণভূমিতে গমন। তাঁদের দেখে দুঃখিতা সীতার ক্রন্দন।

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কৃতার্থ হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলো। এদিকে তখন বানরমুখ্যেরা রামকে ঘিরে রেখে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলো *(ররক্ষু—রক্ষা করেছিলো। বানর+ঋষভাঃ=বানরর্ষভাঃ)* ।।১।। হনুমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদন—এরা সবাই মিলে রক্ষা করতে লাগলো।।২।। আরো ছিলো জাম্ববান, ঋষভ, স্কন্দ, রম্ভ, শতবলি এবং পৃথু। এরা যার যার সেনাকে নিয়ে ব্যূহ রচনা করেছে। হাতে নিয়েছে গদা। সবদিকে লক্ষ্য রেখে তারা পাহারা দিচ্ছে।।৩।। তৃণও যদি নড়ে ওঠে, ওরা ভাবছে এই বুঝি রাক্ষস এলো।।৪।। ঐদিকে রাবণও অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পুত্র ইন্দ্রজিতকে বিদায় দিলো। তারপর সীতার প্রহরায় রতা রাক্ষসীদেরকে সে ডেকে পাঠালো।।৫।। তার আদেশ আসামাত্রই ত্রিজটা এবং অন্য রাক্ষসীরা তার কাছে উপস্থিত হলো। রাক্ষসরাজ রাবণ তখন আনন্দিত হয়ে সেই রাক্ষসীদেরকে বললো— ।।৬।। তোমরা সীতাকে গিয়ে বলো, রাম আর লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎ নিহত করেছে। পুষ্পক রথে চড়িয়ে সীতাকে তোমরা যুদ্ধে নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়ে আনো।।৭।। যার আশ্রয়ে থাকায় গর্বিতা হয়ে সীতা আমার কাছে আসছে না, তার সেই পতি যুদ্ধক্ষেত্রে ভাইয়ের সঙ্গে মরে পড়ে আছে।।৮।। এখন মৈথিলী সীতা নিঃশঙ্কা এবং নিরুদ্বিগ্না হয়ে আর রামের জন্য অপেক্ষা না করে সকলপ্রকার অলঙ্কারে সেজে সে আমার ভজনা করবে।।৯।। আজ সে দেখবে যুদ্ধে লক্ষ্মণসহ রাম মৃত্যুমুখে পতিত। আর কোনো গতি না দেখে এবার সে রাম হতে নিবৃত্তা হয়ে প্রবৃত্তা হবে আমার দিকে।।১০।। রামের জন্য আর অপেক্ষা থাকবে না বলে বিশাল নয়না সীতা নিজেই আমার কাছে চলে আসবে। দুরাত্মা রাবণের সেই কথা রাক্ষসীরা শুনলো।।১১।। তারা বললো, বেশ, তাই হবে। যেখানে পুষ্পক বিমানটি রয়েছে, তারা সেইখানে চলে গেলো। রাবণের নির্দেশে তারা তারপর পুষ্পক বিমানটিকে নিয়ে চললো।।১২।। অশোকবনে সীতার কাছে সেটিকে নিয়ে এলো। পতির শোকে ব্যাকুলা সীতাকে তারা সেই বিমানে টেনে তুললো।।১৩।। ত্রিজটাসহ সীতাকে তারা পুষ্পক বিমানে করলো স্থাপন।।১৪।। রাম-লক্ষ্মণকে

জগ্মুর্দর্শয়িতুং তস্যৈ রাক্ষস্যো রাম-লক্ষ্মণৌ। রাবণশ্চারয়ামাস পতাকাধ্বজমালিনীম্।। ১৫
প্রাঘোষয়ত হৃষ্টশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বরঃ। রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব হতাবিন্দ্রজিতা রণে।। ১৬
বিমানেনাপি গত্বা তু সীতা ত্রিজটয়া সহ। দদর্শ বানরাণাস্তু সর্বং সৈন্যং নিপাতিতম্।। ১৭
প্রহৃষ্টমনসশ্চাপি দদর্শ পিশিতাশনান্। বানরাংশ্চাতিদুঃখার্তান্ রাম-লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ।। ১৮
ততঃ সীতা দদর্শোভৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ। লক্ষ্মণঞ্চৈব রামঞ্চ বিসংজ্ঞৌ শরপীডিতৌ।। ১৯
বিধ্বস্তকবচৌ বীরৌ বিপ্রবিদ্ধশরাসনৌ। সায়কৈশ্ছিন্নসর্বাঙ্গৌ শরস্তম্বময়ৌ ক্ষিতৌ।। ২০
তৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ তত্র প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ। শয়ানৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ কুমারাবিব পাবকী।। ২১
শরতল্পগতৌ বীরৌ তথাভূতৌ নরর্ষভৌ। দুঃখার্তা করুণং সীতা সুভৃশং বিললাপ হ।। ২২
ভর্তারমনবদ্যাঙ্গী লক্ষ্মণঞ্চাসিতেক্ষণা। প্রেক্ষ্য পাংশুষু চেষ্টন্তৌ রুরোদ জনকাত্মজা।। ২৩
সবাষ্পশোকাভিহতা সমীক্ষ্য তৌ ভ্রাতরৌ দেবসুতপ্রভাবৌ।
বিতর্কয়ন্তী নিধনং তয়োঃ সা দুঃখান্বিতা বাক্যমিদং জগাদ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

দেখাবার জন্য সীতাকে নিয়ে তারা চললো। পূর্বে একবার রাবণও সীতাকে পুষ্পকে করে পতাকাশোভিত লঙ্কার ওপর ঘুরিয়ে এনেছিলো।।১৫।। আনন্দিত রক্ষোরাজ রাবণ লঙ্কায় ঘোষণা করলো—রাম এবং লক্ষ্মণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের দ্বারা নিহত হয়েছে।।১৬।। সীতা ত্রিজটার সঙ্গে বিমানে গিয়ে দেখলেন বানরদের সব সৈন্যই নিহত হয়েছে।।১৭।। তিনি দেখলেন কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসেরা বেশ আনন্দিতচিত্তে বিরাজ করছে। রাম-লক্ষ্মণের পাশে অবস্থিত জীবিত বানরেরা শোকে আর্ত হয়ে বসে আছে।।১৮।। তারপর রাম-লক্ষ্মণ দু'জনকেই সীতা শরশয্যায় শায়িত দেখলেন। তাঁদের চেতনা নেই। বাণে বিদীর্ণ তাঁদের দেহ।।১৯।। দুই বীরেরই কবচ বিধ্বস্ত। ধনুর্বাণে শোচনীয় -ভাবে বিদ্ধ তাদের শরীর। সায়কের দ্বারা সর্ব অঙ্গ তাঁদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। তৃণের মতো শরজালে আচ্ছন্ন ভূমি। তাতে তাঁরা পড়ে আছেন *(সায়ক—বাণ। স্তম্ব—তৃণ)* ।।২০।। পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর এই দুই ভাইয়ের চোখ পদ্মের মতো। অগ্নিপুত্র শাখ এবং বিশাখের মতো উজ্জ্বল দেহে তাঁরা শায়িত রয়েছেন *(পাবকী—অগ্নি)* ।।২১।। শরশয্যায় শায়িত নরশ্রেষ্ঠ বীর রাম-লক্ষ্মণকে ঐ অবস্থায় নিপতিত দেখে দুঃখে ব্যাকুল হয়ে সীতা অত্যন্ত করুণস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।।২২।। পতি রাম এবং দেবর লক্ষ্মণকে ধূলোয় লুণ্ঠিত হতে দেখে সুন্দরী, কৃষ্ণনয়না, জনকরাজদুহিতা সীতা রোদন করতে লাগলেন।।২৩।। দেবকুমারের মতো প্রভাবসম্পন্ন ঐ দু'টি ভাই। তাঁদের দেখে শোকার্তা হয়ে চোখের জলে আশঙ্কা করলেন যে, তাঁরা হয় তো মারাই গেছেন। তখন দুঃখিতা সীতা এই কথাই বললেন।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়াঃ বিলাপঃ, ত্রিজটয়া 'শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ জীবিষ্যতঃ' ইত্যেবমাশ্বস্য লঙ্কামানয়নঞ্চ।

ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্। বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং শোককর্ষিতাঃ।। ১
ঊচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ। তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ।। ২

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

সীতার বিলাপ। ত্রিজটার দ্বারা "শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন"—এই আশ্বাস দিয়ে সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন।

নিজের স্বামী শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে নিহত দেখে সীতা শোকে ক্লিষ্ট হয়ে অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন।।১।। সামুদ্রিক লক্ষণ বিচার করে অভিজ্ঞ যে জ্ঞানীরা বলেছিলেন যে, আমি পুত্রবতী হবো এবং বিধবা হবো না, আজ রাম নিহত হওয়ায় তাঁরা সবাই মিথ্যাবাদী হয়ে গেলেন।।২।। যাঁরা আমাকে বলেছিলেন, আমি যজ্ঞ এবং বহুদিন ব্যাপী হোমকর্মের অনুষ্ঠানকারী

যজ্বনো মহিষীং যে মামূচুঃ পত্নীঞ্চ সত্রিণঃ। তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ।। ৩
বীরপার্থিবপত্নীনাং যে বিদুর্ভর্তৃপূজিতাম্। তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ।। ৪
ঊচুঃ সংশ্রবণে যে মাং দ্বিজাঃ কার্তান্তিকাঃ শুভাম্। তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ।। ৫
ইমানি খলু পদ্মানি পাদয়োর্বৈ কুলস্ত্রিয়ঃ। আধিরাজ্যেঽভিষিচ্যন্তে নরেন্দ্রৈঃ পতিভিঃ সহ।। ৬
বৈধব্যং যান্তি যৈর্নার্যোঽলক্ষণৈর্ভাগ্যদুর্লভাঃ। নাত্মনস্তানি পশ্যামি পশ্যন্তী হতলক্ষণা।। ৭
সত্যনামানি পদ্মানি স্ত্রীণামুক্তানি লক্ষণৈঃ। তানদ্য নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে।। ৮
কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংহতে মম। বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম।। ৯
শঙ্খে নেত্রে করৌ পাদৌ গুল্ফাবূরূ সমৌ চিতৌ। অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম।। ১০
স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচুচুকৌ। মগ্না চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোরস্কঞ্চ মে চিতম্।। ১১
মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূন্যঙ্গরুহাণি চ। প্রতিষ্ঠিতাং দ্বাদশভির্মামূচুঃ শুভলক্ষণাম্।। ১২
সমগ্রযবমচ্ছিদ্রং পাণিপাদঞ্চ বর্ণবৎ। মন্দস্মিতেত্যেব চ মাং কন্যালাক্ষণিকা বিদুঃ।। ১৩
আধিরাজ্যেঽভিষেকো মে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ। কৃতান্তকুশলৈরুক্তং তৎ সর্বং বিতথীকৃতম্।। ১৪
শোধয়িত্বা জনস্থানং প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ। তীর্ত্বা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্পদে হতৌ।। ১৫
ননু বারুণমাগ্নেয়মৈন্দ্রং বায়ব্যমেব চ। অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব রাঘবৌ প্রত্যপদ্যত।। ১৬

সম্রাটের পত্নী হবো, আজ রাম নিহত হওয়ায় তাঁরাও সব মিথ্যাবাদী হয়ে গেলেন *(যজ্ঞ—দেবোদ্দেশে নিত্য অগ্নিতে আহুতিদান। সত্র—একদিনের অধিক বহুদিনব্যাপী যজ্ঞ।)* ।।৩।। যাঁরা জানতেন যে আমি বীর রাজগণের পত্নীদের দ্বারা সম্মানিত হবো, তাঁদের স্বামিগণের দ্বারা হবো পূজিত, আজ রামচন্দ্র নিহত হওয়ায় তাঁরা সবাই মিথ্যাবাদী হয়ে গেলেন *(অনৃত—মিথ্যা)* ।।৪।। যে সকল দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমাকে শুভ লক্ষণযুক্তা বলে বলতেন, আজ রাম নিহত হওয়ায় তাঁরাও সব মিথ্যাবাদী হয়ে গেলেন *(কার্তান্তিক-কৃতান্ত+ ইক—দৈবজ্ঞ।)* ।।৫।। পায়ে এইসব পদ্মচিহ্ন থাকলে কুলস্ত্রিগণ রাজ্যে সম্রাট পতির সঙ্গে অভিষিক্ত হন।।৬।। যেসব লক্ষণের দ্বারা বৈধব্য আসে, সে সব অশুভ লক্ষণের দ্বারা সৌভাগ্য দুর্লভ হয়ে যায় আমার দেহে সেই সব লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি না। তবুও আমার সব শুভ লক্ষণ নষ্ট হয়ে গেলো।।৭।। যেসব পদ্মচিহ্ন হাতে এবং পায়ে থাকলে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য সূচিত হয়, আমার তো সেই সব আছে। রাম নিহত হওয়ায় সেই সবই ব্যর্থ হয়ে গেলো।।৮।। আমার কেশরাশি সূক্ষ্ম, সমান ও কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূ-যুগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, হাঁটুদু'টি গোলাকার ও রোমশূন্য এবং দাঁতগুলি সুবিন্যস্ত।।৯।। আমার কপালের অস্থি, চোখদু'টি, হাত দু'টি, পা'দুটি, গল্‌ফদু'টি এবং উরু দু'টি সমানভাবে প্রশস্ত। আমার নখ স্নিগ্ধ ও গোলাকার আঙুলগুলি সমানভাবে প্রসারিত।।১০।। আমার স্তনযুগল স্থূল। এবং পরস্পর সংযুক্ত। চুচুক তথা স্তনের অগ্রভাগ ভেতরের দিকে মগ্ন। ঝুলে পড়ে নি। আমার নাভিও গভীর। তার চারদিকে উঁচু। আমার দেহের দুই পাশ এবং বুক মাংসল।।১১।। আমার গায়ের বর্ণ মণির মতো উজ্জ্বল। গায়ের লোমগুলি বেশ কোমল। পায়ের দশটি আঙুল এবং পদতল দু'টি অর্থাৎ এই ১২টি অঙ্গ সমানভাবে মাটিতে সংলগ্ন হয়। এই সবই শুভ লক্ষণ বলে দৈবজ্ঞেরা বলেন *(সীতার দৈহিক রূপ বর্ণনা ৯নং শ্লোক হইতে ১৩নং পর্যন্ত। শরীর-সংস্থান নিয়ে ঋষিকবির জ্ঞান লক্ষণীয়)* ।।১২।। আমার হাত এবং পা লাল। তাতে অচ্ছিদ্র যবচিহ্ন রয়েছে। এই সবের জন্য কন্যালক্ষণবেত্তারা আমায় মন্দস্মিতা বলে জানতেন।।১৩।। পতির সঙ্গে রাজ্যে আমি রাণীরূপে অভিষিক্তা হবো—জ্যোতির্বিদ্যায় কুশলীরা এই যে সব কথা বলেছিলেন, তা সবই মিথ্যে হয়ে গেলো *(বিতথ—মিথ্যা)* ।।১৪।। এই দুইভাই রাক্ষসদের নিহত করে জনস্থানকে সংকটমুক্ত করেছেন। আমার খবর পেয়ে দুরন্ত সমুদ্র অতিক্রম করেছেন। এখন কিনা গোষ্পদে ডুবে গেলেন *(এতো বড়ো বড়ো বীরকর্ম করার পর সামান্য ইন্দ্রজিতের হাতে পরাজিত হলেন ?)* ।।১৫।। তিনি তো বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং ব্রহ্মশির প্রভৃতি অস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন। অথচ তা প্রয়োগ করলেন না কেন ?।।১৬।। অনাথা আমার নাথ ছিলেন এই রাম-লক্ষ্মণ। তাঁরা দু'জন ছিলেন বীর্যবত্তায় ইন্দ্রের

অদৃশ্যমানেন রণে মায়য়া বাসবোপমৌ। মম নাথাবনাথায়া নিহতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৭
নহি দৃষ্টিপথং প্রাপ্য রাঘবস্য রণে রিপুঃ। জীবন্ প্রতিনিবর্তেত যদ্যপি স্যাম্মনোজবঃ।। ১৮
ন কালস্যাতিভারোঽস্তি কৃতান্তশ্চ সুদুর্জয়ঃ। যত্র রামঃ সহ ভ্রাত্রা শেতে যুধি নিপাতিতঃ।। ১৯
ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্। নাত্মানং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্।। ২০
সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্। কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ সরাঘবম্।। ২১
পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ। মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্তায়ং তব জীবতি।। ২২
কারণানি চ বক্ষ্যামি মহান্তি সদৃশানি চ। যথেমৌ জীবতৌ দেবি ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২৩
নহি কোপপরীতানি হর্ষপর্যুৎসুকানি চ। ভবন্তি যুধি যোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ।। ২৪
ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ। দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ।। ২৫
হতবীরপ্রধানা হি গতোৎসাহা নিরুদ্যমা। সেনা ভ্রমতি সংখ্যেষু হতকর্ণেব নৌর্জলে।। ২৬
ইয়ং পুনরসম্ভ্রান্তা নিরুদ্বিগ্না তপস্বিনি। সেনা রক্ষতি কাকুৎস্থৌ ময়া প্রীত্যা নিবেদিতৌ।। ২৭
সা ত্বং ভব সুবিস্রব্ধা অনুমানৈঃ সুখোদয়ৈঃ। অহতৌ পশ্য কাকুৎস্থৌ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীমি তে।। ২৮
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যামি মৈথিলি। চারিত্রসুখশীলত্বাৎ প্রবিষ্টাসি মনো মম।। ২৯
নেমৌ শক্যৌ রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ। তাদৃশং দর্শনং দৃষ্ট্বা ময়া চোদীরিতং তব।। ৩০
ইদন্তু সুমহচ্চিত্রং শরৈঃ পশ্যস্ব মৈথিলি। বিসংজ্ঞৌ পতিতাবেতৌ নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি।। ৩১

তুল্য। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য থেকে এঁদেরকে হত্যা করেছে।।১৭।। নৈলে, যুদ্ধে রামের সামনে পড়ে মনের মতো দ্রুতগামী কোনো শত্রুও বেঁচে ফিরে আসতে পারে না।।১৮।। কালের কাছে কিছুই বেশী ভার বলে মনে হয় না। সুদুর্জয় সেই কালের কবলে পড়ে রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়ে পড়ে আছেন।।১৯।। আমি রাম, মহারথ লক্ষ্মণ কিংবা নিজের জন্য এমন কি নিজের মায়ের জন্যও তেমন শোক করছি না, যেমন করছি আমার শাশুড়ী শোচনীয়া দেবী কৌশল্যার জন্যে।।২০।। তিনি তো শুধু চিন্তা করছেন কবে এই বনবাস-ব্রত সমাপ্ত হবে ? কবে রামকে নিয়ে সীতা আর লক্ষ্মণকে দেখতে পাবো ?।।২১।। এইভাবে বিলাপরতা সীতাকে রাক্ষসী ত্রিজটা বললো, তুমি দুঃখ কোরো না, দেবি ! তোমার পতি জীবিতই আছেন।।২২।। দেবি, আমি তোমায় কতোকগুলি যুক্তিযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলবো। তাতে তুমি বুঝতে পারবে, রাম-লক্ষ্মণ—দুই ভাই জীবিত আছেন।।২৩।। আপনার পতি নিহত হলে তাঁর মুখে যুদ্ধে যোদ্ধার মতো ক্রোধ, হর্ষ এবং ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠতো না *(এই সব ভাব দেখা যাচ্ছে বলেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা নিহত হন নি। মৃতের মুখে ভাবের অভিব্যক্তি থাকে না)* ।।২৪।। ওহে সীতে, এঁরা যদি মারাই যেতেন, তাহলে এই দিব্য পুষ্পক নামক বিমান বিধবা হিসেবে তোমায় ধারণ করতো না *(বিধবা আরোহণ করলে পুষ্পক চলে না)* ।।২৫।। যখন প্রধান বীর নিহত হন, তখন সেনাদের উৎসাহ এবং উদ্যম চলে যায়। জলে কর্ণধারহীন নৌকার মতো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এলোমেলোভাবে ভ্রমণ করে।।২৬।। হে তপস্বিনি সীতে, এই সেনাবাহিনীকে দেখো, নির্ভীক এবং নিরুদ্‌বিগ্নভাবে রাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা করছে। এইজন্য আমি তোমায় সানন্দে জানাচ্ছি যে, এঁরা দু'জন জীবিতই আছেন।।২৭।। এখন তুমি আমার সুখদায়ক অনুমানগুলির দ্বারা বিশ্বস্তা হও যে, এঁরা দু'জনে জীবিতই আছেন। আহত এই কাকুৎস্থ দু'জনকে তুমি দেখো। স্নেহবশতঃই এই কথা আমি তোমায় বলছি।।২৮।। ওগো মিথিলা-রাজনন্দিনি, আমি তোমায় আগে কখনও মিথ্যা বলি নি, ভবিষ্যতেও বলবো না। নির্মল-চরিত্র ও বিশুদ্ধ-স্বভাবের জন্য তুমি আমার মনের ভেতরে প্রবেশ করেছো।।২৯।। দেবতা এবং দানবেরা ইন্দ্রকে নিয়েও এই দু'জনকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন না। ঐরকম লক্ষণ তাঁদের দেখে আমি পূর্বে তোমায় এইভাবে বলেছি।।৩০।। সীতে, এই অত্যন্ত মহদ্ চিত্রটি দেখো। অজ্ঞান হয়ে এঁরা পড়ে আছেন। কিন্তু দেহকান্তি এঁদের ত্যাগ করে নি।।৩১।। মুমূর্ষু

প্রায়েণ গতসত্ত্বানাং পুরুষাণাং গতায়ুষাম্। দৃশ্যমানেষু বক্ত্রেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্।। ৩২
ত্যজ শোকঞ্চ দুঃখঞ্চ মোহঞ্চ জনকাত্মজে। রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে নাদ্য শক্যমজীবিতুম্।। ৩৩
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ সীতা সুরসুতোপমা। কৃতাঞ্জলিরুবাচেমামেবমস্ত্বিতি মৈথিলী।। ৩৪
বিমানং পুষ্পকং তত্তু সন্নিবর্ত্য মনোজবম্। দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেব প্রবেশিতা।। ৩৫
ততস্ত্রিজটয়া সার্ধং পুষ্পকাদবরুহ্য সা। অশোকবনিকামেব রাক্ষসীভিঃ প্রবেশিতা।। ৩৬
প্রবিশ্য সীতা বহুবৃক্ষখণ্ডাং তাং রাক্ষসেন্দ্রস্য বিহারভূমিম্।
সম্প্রেক্ষ্য সঞ্চিন্ত্য চ রাজপুত্রৌ পরং বিষাদং সমুপাজগাম।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবং মৃত ব্যক্তিদের মুখে প্রায়ই শোচনীয় বিকৃতি দেখা যায়।।৩২।। হে জনকরাজকন্যে, রাম-লক্ষ্মণের জন্য শোক, দুঃখ এবং মোহ তুমি ত্যাগ করো। এঁরা আজ মরতে পারেন না।।৩৩।। তার সেই কথা শুনে দেবকন্যাতুল্যা সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, তাই হোক।।৩৪।। মনের মতো গতিশালী পুষ্পক বিমানকে ফিরিয়ে ত্রিজটা দীনা সীতাকে লঙ্কায় আবার প্রবেশ করালেন।।৩৫।। তারপর ত্রিজটার সঙ্গে তিনি পুষ্পক থেকে নেমে এলেন। রাক্ষসীরা তখন তাঁকে অশোকবনে নিয়ে গেলো।।৩৬।। রক্ষোরাজ রাবণের বিহারভূমি বহু গাছপালায় সাজানো সেই অশোকবনে সীতা প্রবেশ করলেন। তখন তিনি রাজপুত্র দু'জনকে যেভাবে দেখেছেন তা চিন্তা করে অত্যন্ত বিষণ্ণা হয়ে পড়লেন।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণায় লব্ধসংজ্ঞস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য বিলাপঃ, প্রাণত্যাগং নিশ্চিত্য বানরান্ প্রতি প্রত্যাবর্তননির্দেশশ্চ।

ঘোরেণ শরবন্ধেন বদ্ধৌ দশরথাত্মজৌ। নিঃশ্বসন্তৌ যথা নাগৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ।। ১
সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সসুগ্রীবা মহাবলাঃ। পরিবার্য মহাত্মানৌ তস্থুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ।। ২
এতস্মিন্নন্তরে রামঃ প্রত্যবুধ্যত বীর্যবান্। স্থিরত্বাৎ সত্ত্বযোগাচ্চ শরৈঃ সন্দানিতোঽপি সন্।। ৩
ততো দৃষ্ট্বা সরুধিরং বিষণ্ণং গাঢমর্পিতম্। ভ্রাতরং দীনবদনং পর্যদেবয়দাতুরঃ।। ৪
কিং নু মে সীতয়া কার্যং লব্ধয়া জীবিতেন বা। শয়ানং যোঽদ্য পশ্যামি ভ্রাতরং যুধি নির্জিতম্।। ৫
শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্যলোকে বিচিন্বতা। ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ।। ৬

ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

চেতনা ফিরে পেয়ে শ্রীরামের তখনো অচেতন লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ।
প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে বানরদের প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশদান।

ঘোর নাগবাণের দ্বারা আবদ্ধ দশরথের পুত্রদ্বয়। রক্তাক্ত দেহে তাঁরা মাটিতে পড়ে আছেন। শায়িত বদ্ধ সর্পের মতো নিঃশ্বাস ফেলছেন তাঁরা।।১।। শোকে আর্ত বলবান বানরপ্রধানেরা সকলে সুগ্রীবের সঙ্গে ঐ মহাত্মা দু'জনকে ঘিরে অবস্থান করছে।।২।। এই অবসরে বীর্যবান রাম নাগপাশে আবদ্ধ হয়েও স্থৈর্য এবং শক্তিমত্তার জন্য মূর্ছা হতে জেগে উঠলেন।।৩।। তারপর বাণাহত, রক্তাক্ত, দীনবদন ভাইকে দেখে তিনি কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।।৪।। আজ যুদ্ধে পরাজিত ভাইকে মাটিতে শয়ান দেখে সীতাকে পেয়েই বা আমার জীবিত থেকেই বা কি হবে?।।৫।। মর্ত্যলোকে খুঁজলে সীতার মতো নারী মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণের মতো যুদ্ধনিপুণ, সচিব ভ্রাতা তো কখনো মিলবে না।।৬।। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষ্মণ যদি মারা যায়, তাহলে বানরদের

পরিত্যক্ষ্যাম্যহং প্রাণান বানরাণাস্তু পশ্যতাম্। যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ৭
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্। কথমম্বাং সুমিত্রাঞ্চ পুত্রদর্শনলালসাম্।। ৮
বিবৎসাং বেপমানাঞ্চ বেপন্তীং কুররীমিব। কথমাশ্বাসয়িষ্যামি যদি যাস্যামি তং বিনা।। ৯
কথং বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্। ময়া সহ বনং যাতো বিনা তেনাহমাগতঃ।। ১০
উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢুমম্বাসুমিত্রয়া। ইহৈব দেহং ত্যক্ষ্যামি নহি জীবিতুমুৎসহে।। ১১
ধিঙ্মাং দুষ্কৃতকর্মাণমনার্যং মৎকৃতে হ্যসৌ। লক্ষ্মণঃ পতিতঃ শেতে শরতল্পে গতাসুবৎ।। ১২
ত্বং নিত্যং সুবিষণ্ণং মামাশ্বাসয়সি লক্ষ্মণ। গতাসুর্নাদ্য শক্তোঽসি মামার্তমভিভাষিতুম্।। ১৩
যেনাদ্য বহবো যুদ্ধে নিহতা রাক্ষসাঃ ক্ষিতৌ। তস্যামেবাদ্য শূরস্ত্বং শেষে বিনিহতঃ শরৈঃ।। ১৪
শয়ানঃ শরতল্পেঽস্মিন্ সশোণিতপরিস্রুতঃ। শরভূতস্ততো ভাসি ভাস্করোঽস্তমিব ব্রজন্।। ১৫
বাণাভিহতমর্মত্বান্ন শক্নোষীহ ভাষিতুম্। রুজা চাব্রুবতো যস্য দৃষ্টিরাগেণ সূচ্যতে।। ১৬
যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদ্যুতিঃ। অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্।। ১৭
ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাঞ্চ নিত্যমনুব্রতঃ। ইমামদ্য গতোঽবস্থাং মমানার্যস্য দুর্নয়ৈঃ।। ১৮
সুরুষ্টেনাপি বীরেণ লক্ষ্মণেন ন সংস্মরে। পরুষং বিপ্রিয়ঞ্চাপি শ্রাবিতস্তু কদাচন।। ১৯
বিসসর্জৈকবেগেন পঞ্চ বাণশতানি যঃ। ইষ্বস্ত্রেম্বধিকস্তস্মাৎ কার্তবীর্যাচ্চ লক্ষ্মণঃ।। ২০
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি যো হন্যাচ্ছক্রস্যাপি মহাত্মনঃ। সোঽয়মুর্ব্যাং হতঃ শেতে মহার্হশয়নোচিতঃ।। ২১
তত্তু মিথ্যা প্রলপ্তং মাং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ। যন্ময়া ন কৃতো রাজা রাক্ষসানাং বিভীষণঃ।। ২২
অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রতিযাতুমিতোঽর্হসি। মত্বা হীনং ময়া রাজন্ রাবণোঽভিভবিষ্যতি।। ২৩
অঙ্গদস্তু পুরস্কৃত্য সসৈন্যং সপরিচ্ছদম্। সাগরং তর সুগ্রীব নীলেন চ নলেন চ।। ২৪

চোখের সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করবো।।৭।। আমি মাতা কৌশল্যাকে, দেবী কৈকেয়ীকে এবং পুত্রদর্শনে উৎসুক মা সুমিত্রাকে কি বলবো ?।।৮।। লক্ষ্মণকে ছেড়ে গেলে বৎসহীনা, কম্পান্বিতা, কুররীর মতো করুণ ক্রন্দনরতা মা সুমিত্রাকে আমি কি করে আশ্বাস দেবো ?।।৯।। আমি যশস্বী ভরত এবং শত্রুঘ্নকে কি করে বলবো—লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে বনে গিয়েছিলো! তাকে ছাড়াই আমি ফিরে এসেছি।।১০।। মাতা সুমিত্রার তিরস্কার আমি তো সহ্য করতে পারবো না। আমি আর বাঁচতে চাই না। এইখানেই দেহত্যাগ করবো।।১১।। দুষ্কৃতিকারী অনার্য আমাকে ধিক্। আমার জন্যই ঐ লক্ষ্মণ মৃতের মতো শরশয্যায় শুয়ে পড়ে আছে *(তল্প—শয্যা। অসু—প্রাণ। গতাসু—মৃত)* ।।১২।। ওগো লক্ষ্মণ, আমি যখন অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতাম তখন তুমি নিত্য আমায় আশ্বাস দিতে, আজ তুমি নিষ্প্রাণ তাই, আর্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছো না।।১৩।। বহু রাক্ষসকে যুদ্ধে তুমি নিহত করেছিলে ! তুমি বীর হয়েও তাদের বাণের দ্বারা নিহত হয়ে শুয়ে আছো।।১৪।। রক্তাক্ত কলেবরে তুমি এই শরশয্যায় শুয়ে আছো। তোমার দেহটি শরজালে ব্যাপ্ত। অস্তগামী সূর্যের মতো তোমায় আজ দেখাচ্ছে।।১৫।। বাণের দ্বারা মর্মস্থলে তুমি আহত। তাই, তুমি কথা বলতে পারছো না। না বললেও তোমার দৃষ্টি রাগের দ্বারা মর্মপীড়া সূচিত হচ্ছে।।১৬।। এই মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ বনে যেমন আমার অনুগমন করেছিলো, সেইভাবেই যমালয়ে আমিও তার অনুগমন করবো।।১৭।। যে আমার ইষ্ট, বন্ধু, নিত্য অনুগামী, অনার্য আমার দুর্নীতির জন্য সেই লক্ষ্মণ আজ এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত।।১৮।। অত্যন্ত রুষ্ট হলেও বীর লক্ষ্মণ আমায় কখনো কর্কশ এবং অপ্রিয় বাক্য শুনিয়েছে বলে মনে পড়ছে না।।১৯।। লক্ষ্মণ এককালে একই গতিতে পাঁচশত শর বর্ষণ করতে পারতো। এইজন্য ধনুর্বিদ্যায় সে কার্তবীর্য লক্ষ্মণের চেয়েও বেশী খ্যাত ছিলো।।২০।। মহাত্মা ইন্দ্রের অস্ত্রসমূহও যে নিজের অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডন করতে পারতো, যে মহামূল্যবান শয্যায় শয়নের যোগ্য, সে আজ মাটিতে পড়ে রয়েছে।।২১।। আমি বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করতে পারি নি। সেই মিথ্যা প্রলাপ নিশ্চয় আমাকে দগ্ধ করবে।।২২।। কপিরাজ সুগ্রীব, এই মুহূর্তেই তুমি এখান হতে চলে যাও। আমি না থাকলে রাবণ তোমায় পরাজিত করবে।।২৩।। হে সুগ্রীব, অঙ্গদকে সামনে নিয়ে তুমি সেনা এবং দ্রব্যসম্ভারসহ নল ও নীলের সঙ্গে সাগর অতিক্রম করে চলে যাও।।২৪।। যুদ্ধে যে (দুষ্কর)

কৃতং হি সুমহৎ কর্ম যদন্যৈর্দুষ্করং রণে। ঋক্ষরাজেন তুষ্যামি গোলাঙ্গূলাধিপেন চ।। ২৫
অঙ্গদেন কৃতং কর্ম মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ। যুদ্ধং কেসরিণা সংখ্যে ঘোরঃ সম্পাতিনা কৃতম্।। ২৬
গবয়েন গবাক্ষেণ শরভেণ গজেন চ। অন্যৈশ্চ হরিভির্যুদ্ধং মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতৈঃ।। ২৭
ন চাতিক্রমতুং শক্যং দৈবং সুগ্রীব মানুষৈঃ। যত্তু শক্যং বয়স্যেন সুহৃদা বা পরং মম।। ২৮
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতা ধর্মভীরুণা। মিত্রকার্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ।। ২৯
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ। শুশ্রুবুস্তস্য যে সর্বে বানরাঃ পরিদেবিতুম্।
বর্তয়াঞ্চক্রিরেঽশ্রাণি নেত্রৈঃ কৃষ্ণেতরেক্ষণাঃ।। ৩০
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি স্থাপয়িত্বা বিভীষণঃ। আজগাম গদাপাণিস্ত্বরিতং যত্র রাঘবঃ।। ৩১
তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং যান্তং নীলাঞ্জনচয়োপমম্। বানরা দুদ্রুবুঃ সর্বে মন্যমানাস্তু রাবণিম্।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

কর্ম অন্যেরা করতে পারতো না, ভল্লুকরাজ জাম্ববান এবং গোলাঙ্গূল-পতি গবয় তাই করেছে। আমি তাই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।।২৫।। অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কেশরী এবং সম্পাতি ঘোরতর যুদ্ধ করেছে।।২৬।। গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ এবং অন্য বানরেরা প্রাণের মমতা ত্যাগ করে আমার জন্য যুদ্ধ করেছে।।২৭।। হে সুগ্রীব, মানুষ দৈবকে অতিক্রম করতে পারে না। আমার পরমসুহৃদ এবং বন্ধুর দ্বারা যা সম্ভব তা তুমি করেছো।।২৮।। হে সুগ্রীব, ধর্মভীরু পুরুষের দ্বারা যা সম্ভব তা তুমি করেছো।।২৯।। আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, যেমনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো। তাঁর এই কথা শুনে বানরেরা বিলাপ করতে লাগলো। সেই বানরদের চোখ কালো ছিলো না, ছিলো পিঙ্গলবর্ণ। তারা সেই চোখ দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।।৩০।। তারপর সকল বানরসৈন্যকে সুবিন্যস্ত করে গদা হাতে বিভীষণ রাম যেখানে ছিলেন, সেইখানে চলে এলো।।৩১।। বিভীষণের ছিলো কালো কাজলের মতো বর্ণ। তাকে দ্রুত আসতে দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরেরা সবাই পালাতে লাগলো।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণম্ ইন্দ্রজিতং মত্বা বানরাণাং পলায়নম্। জাম্ববতা তেভ্য আশ্বাসদানম্, বিভীষণস্য বিলাপঃ
সুগ্রীবেণ তস্মৈ সান্ত্বনাদানম্, গরুড়স্যাগমনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ নাগপাশাদ্ বিমুচ্য গমনঞ্চ।

অথোবাচ মহাতেজা হরিরাজো মহাবলঃ। কিমিয়ং ব্যথিতা সেনা মূঢবাতেব নৌর্জলে।। ১
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা বালিপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ। ন ত্বং পশ্যসি রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।। ২
শরজালাচিতৌ বীরাবুভৌ দশরথাত্মজৌ। শরতল্পে মহাত্মানৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ।। ৩

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরদের পলায়ন। জাম্ববানের দ্বারা তাদের আশ্বাসদান। বিভীষণের বিলাপ। সুগ্রীবের দ্বারা তাকে সান্ত্বনাদান। গরুড়ের আগমন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ হতে বিমুক্ত করে প্রতিগমন।

তারপর মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, বানরাধিপতি বললো, ঝড়ে-জলে-কম্পিত নৌকার মতো এই বানরসেনাও বিচলিত কেন ?।।১।। সুগ্রীবের কথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ বললো, আপনি মহাবীর রাম -লক্ষ্মণকে দেখছেন না ?।।২।। রাজা দশরথের মহাপ্রাণ এই দুই বীরপুত্র রক্তলিপ্ত শরীরে শরশয্যায় শুয়ে আছেন।।৩।। বানরাধিপতি সুগ্রীব তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে বললো, সেনাদের মধ্যে এখন

অথাব্রবীদ্ বানরেন্দ্রঃ সুগ্রীবঃ পুত্রমঙ্গদম্। নানিমিত্তমিদং মন্যে ভবিতব্যং ভয়েন তু।। ৪
বিষণ্ণবদনা হ্যেতে ত্যক্তপ্রহরণা দিশঃ। পলায়ন্তেঽত্র হরয়স্ত্রাসাদুৎফুল্ললোচনাঃ।। ৫
অন্যোন্যস্য ন লজ্জন্তে ন নিরীক্ষন্তি পৃষ্ঠতঃ। বিপ্রকর্ষন্তি চান্যোন্যং পতিতং লঙ্ঘয়ন্তি চ।। ৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরো গদাপাণির্বিভীষণঃ। সুগ্রীবং বর্ধয়ামাস রাঘবঞ্চ জয়াশিষা।। ৭
বিভীষণন্তু সুগ্রীবো দৃষ্ট্বা বানরভীষণম্। ঋক্ষরাজং মহাত্মানং সমীপস্থমুবাচ হ।। ৮
বিভীষণোঽয়ং সম্প্রাপ্তো যং দৃষ্ট্বা বানরর্ষভাঃ। দ্রবন্ত্যায়তসন্ত্রাসা রাবণাত্মজশঙ্কয়া।। ৯
শীঘ্রমেতান্ সুসন্ত্রস্তান্ বহুধা বিপ্রধাবিতান্। পর্যবস্থাপয়াখ্যাহি বিভীষণমুপস্থিতম্।। ১০
সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু জাম্ববানৃক্ষপার্থিবঃ। বানরান্ সান্ত্বয়ামাস সন্নিবর্ত্য প্রধাবতঃ।। ১১
তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ সর্বে বানরাস্ত্যক্তসাধ্বসাঃ। ঋক্ষরাজবচঃ শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভীষণম্।। ১২
বিভীষণস্তু রামস্য দৃষ্ট্বা গাত্রং শরৈশ্চিতম্। লক্ষ্মণস্য তু ধর্মাত্মা বভূব ব্যথিতস্তদা।। ১৩
জলক্লিন্নেন হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমৃজ্য চ। শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ।। ১৪
ইমৌ তৌ সত্ত্বসম্পন্নৌ বিক্রান্তৌ প্রিয়সংযুগৌ। ইমামবস্থাং গমিতৌ রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ।। ১৫
ভ্রাতৃপুত্রেণ মে তেন দুষ্পুত্রেণ দুরাত্মনা। রাক্ষস্যা জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা বঞ্চিতাবৃজুবিক্রমৌ।। ১৬
শরৈরিমাবলং বিদ্ধৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ। বসুধায়ামিমৌ সুপ্তৌ দৃশ্যেতে শল্যকাবিব।। ১৭
যয়োর্বীর্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া। তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ।। ১৮
জীবন্নদ্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ। প্রাপ্তপ্রতিজ্ঞশ্চ রিপুঃ সকামো রাবণঃ কৃতঃ।। ১৯
এবং বিলপমানং তং পরিষ্বজ্য বিভীষণম্। সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নো হরিরাজোঽব্রবীদিদম্।। ২০

যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে তা বিনা-কারণে নয়। ভয়ের নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে।।৪।। এই বানরদেরকে দেখছি বিষণ্ণ বদন। ভয়ে তারা বিস্ফারিত-লোচন। অস্ত্র ফেলে দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে যাচ্ছে।।৫।। পালাবার সময় তারা কেউ কারও কাছে লজ্জিত হচ্ছেনা, পেছনের দিকে তাকাচ্ছেনা। একজন আর একজনকে টেনে ধরছে। কেউ পড়ে গেলে তাকে মাড়িয়েই চলে যাচ্ছে।।৬।। এই অবস্থায় বীর বিভীষণ গদা-হস্তে সুগ্রীব ও রামকে বিজয়সূচক আশীর্বাদের দ্বারা সম্বর্ধিত করলো।।৭।। বানরদের ভয়দায়ক বিভীষণকে দেখে নিকটস্থ ভল্লুকরাজ মহাত্মা জাম্ববানকে সুগ্রীব বললো—।।৮।। বিভীষণ এখানে এসেছেন। তাঁকে দেখে বানরপ্রধানেরা ভাবলো রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বুঝি এসেছে। ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছে।।৯।। তুমি শীগ্‌গির গিয়ে অত্যন্ত ভীত ও নানাদিকে প্রধাবিত বানরদেরকে বিভীষণ এসেছেন বলে সুস্থির করো।।১০।। সুগ্রীব এই কথা বলায় ভল্লুকরাজ জাম্ববান পলায়মান বানরদেরকে ফিরিয়ে এনে সান্ত্বনা দিলো।।১১।। ভল্লুকরাজের কথা শুনে এবং সেই বিভীষণকে দেখে সেই বানরেরা সবাই ভয় ত্যাগ করে আবার ফিরে এলো।।১২।। তখন ধর্মাত্মা বিভীষণ রাম এবং লক্ষ্মণের শরীর বাণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখে বেদনাহত হলো।।১৩।। জলসিক্ত হস্তের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণের চোখ মুছিয়ে দিয়ে শোকসন্তপ্তচিত্তে বিভীষণ কেঁদে বিলাপ করতে লাগলো।।১৪।। এঁরা দু'জনেই বলশালী, পরাক্রমশালী ও যুদ্ধপ্রিয়। আজ মায়াবলে যুদ্ধকারী রাক্ষসের দ্বারা এই শোচনীয় অবস্থায় এঁরা পতিত হয়েছেন।।১৫।। আমার ভ্রাতা রাবণের কুপুত্র এই দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ তার রাক্ষসোচিত কুটিল-বুদ্ধির দ্বারা সরলবুদ্ধির পরাক্রমশালী এই দু'জনকে ছলনা করেছে।।১৬।। এঁদের উভয়ের শরীর শরজালে বিদ্ধ। আর রক্তলিপ্ত। ভূমিতে নিদ্রিত উভয়ের শরীর শরজালে বিদ্ধ আর রক্তলিপ্ত। ভূমিতে নিদ্রিত এঁদের দু'জনকে সজারুর মতো দেখাচ্ছে।।১৭।। যাঁদের বীর্যবত্তাকে আশ্রয় করে লঙ্কায় আমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা আমি আশা করেছিলাম, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দু'জন আজ মৃত্যুর কবলে পড়ে যেন গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন।।১৮।। বেঁচে থেকে আজ আমি বিপন্ন। রাজ্যবিষয়ক আমার অভিলাষ নষ্ট হয়ে গেলো। শত্রু রাবণ প্রতিজ্ঞা করেছিলো—'আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেবো না'। তার কামনাই আজ পূর্ণ হলো।।১৯।। বিভীষণ এইভাবে বিলাপ করছে। বানররাজ বলবান সুগ্রীব তাকে আলিঙ্গন করে বললো—।।২০।। হে ধর্মজ্ঞ,

রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ। রাবণঃ সহ পুত্রেণ স্বকামং নেহ লপ্স্যতে।। ২১
গরুডাধিষ্ঠিতাবেতাবুভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ। ত্যক্ত্বা মোহং বধিষ্যেতে সগণং রাবণং রণে।। ২২
তমেবং সান্ত্বয়িত্বা তু সমাশ্বাস্য তু রাক্ষসম্। সুষেণং শ্বশুরং পার্শ্বে সুগ্রীবস্তমুবাচ হ।। ২৩
সহ শূরৈর্হরিগণৈর্লব্ধসংজ্ঞাবরিন্দমৌ। গচ্ছ ত্বং ভ্রাতরৌ গৃহ্য কিষ্কিন্ধাং রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২৪
অহন্তু রাবণং হত্বা সপুত্রং সহবান্ধবম্। মৈথিলীমানয়িষ্যামি শক্রো নষ্টামিব শ্রিয়ম্।। ২৫
শ্রুত্বৈতদ্ বানরেন্দ্রস্য সুষেণো বাক্যমব্রবীৎ। দেবাসুরং মহাযুদ্ধমনুভূতং পুরাতনম্।। ২৬
তদা স্ম দানবা দেবান্ শরসংস্পর্শকোবিদান্। নিজঘ্নুঃ শস্ত্রবিদুষশ্ছাদয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ।। ২৭
তানার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাংশ্চ গতাসূংশ্চ বৃহস্পতিঃ। বিদ্যাভির্মন্ত্রযুক্তাভিরোষধীভিশ্চিকিৎসতি।। ২৮
তান্যৌষধান্যানয়িতুং ক্ষীরোদং যান্তু সাগরম্। জবেন বানরাঃ শীঘ্রং সম্পাতি-পনসাদয়ঃ।। ২৯
হরয়স্তু বিজানন্তি পার্বতী তে মহৌষধী। সঞ্জীবকরণীং দিব্যাং বিশল্যাং দেবনির্মিতাম্।। ৩০
চন্দ্রশ্চ নাম্না দ্রোণশ্চ ক্ষিরোদে সাগরোত্তমে। অমৃতং যত্র মথিতং তত্র তে পরমৌষধী।। ৩১
তৌ তত্র বিহিতৌ দেবৈঃ পর্বতৌ তৌ মহোদধৌ। অয়ং বায়ুসুতো রাজন্ হনূমাংস্তত্র গচ্ছতঃ।। ৩২
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্মেঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ। পর্যস্য সাগরে তোয়ং কম্পয়ন্নিব পর্বতান্।। ৩৩
মহতা পক্ষবাতেন সর্বদ্বীপমহাদ্রুমাঃ। নিপেতুর্ভগ্নবিটপাঃ সলিলে লবণাম্ভসি।। ৩৪
অভবন্ পন্নগাস্ত্রস্তা ভোগিনস্তত্র বাসিনঃ। শীঘ্রং সর্বাণি যাদাংসি জগ্মুশ্চ লবণার্ণবম্।। ৩৫

তুমি লঙ্কারাজ্য পাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। পুত্রকে সঙ্গে নিয়েও রাবণ নিজের কামনা পূর্ণ করতে পারবে না।।২১।। এই রাম আর লক্ষ্মণ মূর্ছা ত্যাগের পর গরুড়ের পীঠে চড়ে গিয়ে রাবণকে স্বজনগণের সঙ্গেই নিহত করবেন।।২২।। রাক্ষস বিভীষণকে এইভাবে সান্ত্বনাদান করে এবং আশ্বাস দিয়ে, সুগ্রীব পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে বললো—।।২৩।। শত্রুদমনকারী রাম-লক্ষ্মণ এই ভাই দু'জন যখন চেতনালাভ করবেন, তখন আপনি বীর বানরদেরকে সঙ্গে তাঁদের নিয়ে কিষ্‌কিন্ধায় চলে যাবেন।।২৪।। ইন্দ্র যেমন নিজের বিনষ্ট রাজ্যলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, ঠিক তেমনি পুত্র এবং পরিজনসহ রাবণকে হত্যা করে আমি সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো।।২৫।। বানরপতি সুগ্রীবের এইকথা শুনে সুষেণ বললো, পূর্বকালে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যে যুদ্ধ হয়েছিলো, তা আমি দেখেছিলাম।।২৬।। তখন বাণপ্রয়োগে লক্ষ্যভেদে নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ দেবতাগণকে দানবেরা মুহুর্মুহুঃ শরজালের দ্বারা আচ্ছাদিত করে আহত করেছিলো।।২৭।। তখন, আর্ত, অচেতন, মৃতপ্রায় সেই দেবগণকে বৃহস্পতি মন্ত্রযুক্ত ওষধির দ্বারা লব্ধবিদ্যার প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেছিলেন।।২৮।। সেই ওষধি আনার জন্য সম্পাতি এবং পনসাদি বানরেরা সত্বর দ্রুতগতিতে ক্ষীরোদসাগরে চলে যাক *(জব—বেগ, দ্রুত। ওষধি—লতাবিশেষ)*।।২৯।। এই বানরেরা পার্বত্য সেই মহৌষধিকে জানে। তার মধ্যে একটি হলো সঞ্জীবকরণী এবং অন্যটি হলো বিশল্যকরণী। দেবতারাই এই দু'টি সৃষ্টি করেছেন *(শল্যের তথা শরের আঘাতে যে ক্ষত, তার থেকে যে রোগ বা মৃত্যু, তা থেকে যা রক্ষা করতে পারে তাই হলো 'বিশল্যকরণী' লতা বা ওষধি)*।।৩০।। উত্তম ক্ষীরোদ সাগরে দু'টি পাহাড় আছে। চন্দ্র এবং দ্রোণ তাদের নাম। পুরাকালে ঐখানে অমৃত-মন্থন হয়েছিলো। সেইখানেই রয়েছে এই পরম ওষধি।।৩১।। মহাসমুদ্রে দেবতারা ঐদু'টি পর্বতকে স্থাপিত করেছিলেন। হে রাজন্, বায়ুপুত্র এই হনুমান সেখানে গমন করুক।।৩২।। এই অবসরে ঝড় উঠলো। ছুটে এলো মেঘ। তাতে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। পর্বতকেও যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে সেই ঝড়।।৩৩।। গরুড়ের পাখার ভীষণ ঝাপটায় সমস্ত দ্বীপের বিশাল বিশাল গাছগুলি ডালপালা ভেঙে লবণসমুদ্রে পড়ে গেলো *(লবণ+ অম্ভসি—লবণাম্ভসি= বণসমুদ্রে। অম্ভস্—জল)* ।।৩৪।। লঙ্কার সমস্ত বিশাল সর্প ভয়ে সন্ত্রস্ত হলো। সকল জলজন্তু সত্বর লবণসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার জন্য ডুবে গেলো।।৩৫।। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই মহাবলশালী, বিনতানন্দন গরুড়কে বানরেরা জ্বলন্ত

ততো মুহূর্তাদ্ গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলম্। বানরা দদৃশুঃ সর্বে জ্বলন্তমিব পাবকম্।। ৩৬
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য নাগাস্তে বিপ্রদুদ্রুবুঃ। যৈস্তু তৌ পুরুষৌ বদ্ধৌ শরভূতৈর্মহাবলৈঃ।। ৩৭
ততঃ সুপর্ণঃ কাকুৎস্থৌ স্পৃষ্ট্বা প্রত্যভিনন্দ্য চ। বিমমর্শ চ পাণিভ্যাং মুখে চন্দ্রসমপ্রভে।। ৩৮
বৈনতেয়েন সংস্পৃষ্টাস্তয়োঃ সংরুরুহুর্ব্রণাঃ। সুবর্ণে চ তনু স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভুবতুঃ।। ৩৯
তেজো বীর্যং বলং চৌজ উৎসাহশ্চ মহাগুণাঃ। প্রদর্শনঞ্চ বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ দ্বিগুণা তয়োঃ।। ৪০
তাবুত্থাপ্য মহাতেজা গরুড়ো বাসবোপমৌ। উভৌ চ সস্বজে হৃষ্টো রামশ্চৈবমুবাচ হ।। ৪১
ভবৎপ্রাসাদাদ্ ব্যসনং রাবণিপ্রভবং মহৎ। উপায়েন ব্যতিক্রান্তৌ শীঘ্রঞ্চ বলিনৌ কৃতৌ।। ৪২
যথা তাতং দশরথং যথাজঞ্চ পিতামহম্। তথা ভবন্তমাসাদ্য হৃদয়ং মে প্রসীদতি।। ৪৩
কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যস্রগনুলেপনঃ। বসানো বিরজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ।। ৪৪
তমুবাচ মহাতেজা বৈনতয়ো মহাবলঃ। পতত্রিরাজঃ প্রীতাত্মা হর্ষপর্যাকুলেক্ষণম্।। ৪৫
অহং সখা তে কাকুৎস্থ প্রিয়ঃ প্রাণো বহিশ্চরঃ। গরুড়াত্মানিহ সম্প্রাপ্তো যুবয়োঃ সাহ্যকারণাৎ।। ৪৬
অসুরা বা মহাবীর্যা দানবা বা মহাবলাঃ। সুরাশ্চাপি সগন্ধর্বাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্।। ৪৭
নেমং মোক্ষয়িতুং শক্তাঃ শরবন্ধং সুদারুণম্। মায়াবলাদিন্দ্রজিতা নির্মিতং ক্রুরকর্মণা।। ৪৮
এতে নাগাঃ কাদ্রবেয়াস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বিষোল্বণাঃ। রক্ষোমায়াপ্রভাবেণ শরভূতাস্ত্বদাশ্রয়াঃ।। ৪৯
সভাগ্যশ্চাসি ধর্মজ্ঞ রাম সত্যপরাক্রম। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সমরে রিপুঘাতিনা।। ৫০

অগ্নির মতো আবির্ভূত হতে দেখলো।।৩৬।। নাগেরা শরের আকার ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণ এই দুই পুরুষকে বেঁধে রেখেছিলো। গরুড়কে আসতে দেখে সেই নাগেরা দ্রুত পালিয়ে গেলো।।৩৭।। তারপর গরুড় ককুৎস্থের বংশধর রাম-লক্ষ্মণকে স্পর্শ করে অভিনন্দন জানালেন। হাত দু'টি দিয়ে চন্দ্রের মতো কান্তিযুক্ত তাঁদের মুখমণ্ডলকে মার্জিত করে দিলেন *(চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ। রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য যে স্নিগ্ধ ছিলো তারই প্রকাশে চন্দ্রের মতো কান্তিযুক্ত বলা হলো। সূর্যের কিরণও উজ্জ্বল। তা উগ্র। তাতে চোখ ঝলসে যায়)* ।।৩৮।। গরুড়ের স্পর্শেই তাঁদের ক্ষতগুলি সব মিলিয়ে গেলো। তাঁদের দেহ দ্রুত সোনার মতো উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো।।৩৯।। তাঁদের দু'জনের তেজ, বীর্য, বল, ওজ, উৎসাহ, গুণরাজি, দৃষ্টিশক্তি বুদ্ধিশক্তি এবং স্মরণশক্তি দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।।৪০।। তারপর, মহাতেজস্বী গরুড় ইন্দ্রতুল্য উভয় ভাইকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখন আনন্দিত হয়ে রাম বললেন— ।।৪১।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ আমাদের ভীষণ বিপদ হয়েছিলো। আপনার কৃপাতেই আমরা তা অতিক্রম করতে পারলাম। আপনি বিশেষ উপায়ে আমাদের দ্রুত বলবান করে দিলেন।।৪২।। বাবা দশরথকে এবং পিতামহ অজকে পেলে আমাদের হৃদয় যেমন প্রসন্ন হতো, তেমনি আজ আপনাকে পেয়ে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হলো।।৪৩।। আপনি রূপবান। মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিত। নির্মল বসন আপনি পরিধান করে আছেন। স্বর্গীয় অলঙ্কারে আপনি অলঙ্কৃত। বলুন তো, আপনি কে ?।।৪৪।। তখন বিনতানন্দন, মহাবলশালী, পক্ষিরাজ গরুড় প্রীতচিত্তে তাঁকে বাক্য বললো। তার চোখে মুখে তখন আনন্দ উপচে পড়ছে।।৪৫।। হে কাকুৎস্থ, আপনার প্রিয় বন্ধু গরুড় আমি। আমি আপনার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। আপনাদের সাহায্য করার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।।৪৬।। অত্যন্ত বীর্যবান অসুরেরা বা অত্যন্ত বলবান দানবেরা কিংবা গন্ধর্বদের নিয়ে দেবতারা ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে যদি এখানে উপস্থিত হতেন— ।।৪৭।। তাঁরাও শরের এই নিদারুণ বন্ধন থেকে আপনাদেরকে মুক্ত করতে পারতেন না। নিষ্ঠুরকর্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে এই সর্পরূপ শরবন্ধন নির্মাণ করেছিলো।।৪৮।। এই সর্পগুলি কদ্রুর পুত্র। এদের দাঁত খুবই ধারালো। এবং বিষাক্ত। রাক্ষসের মায়ার প্রভাবে শর হয়ে এরা আপনাদের দেহকে আশ্রয় করেছিলো।।৪৯।। হে ধর্মজ্ঞ, সত্যমূর্তি, পরাক্রমশালী রাম, যুদ্ধে শত্রুনাশন আপনার ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনিও বেশ ভাগ্যবান *(যেহেতু নাগপাশ হতে আপনি সহজেই মুক্ত হয়ে গেলেন)* ।।৫০।। দেবতাগণের কাছ হতে আপনাদের নাগপাশে বন্ধনের এই ঘটনা শুনে আমি

ইমং শ্রুত্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণোঽহমাগতঃ। সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখিত্বমনুপালয়ন্।। ৫১
মোক্ষিতৌচ মহাঘোরাদস্মাৎ সায়কবন্ধনাৎ। অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি।। ৫২
প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ। শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্।। ৫৩
তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে। এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ।। ৫৪
এবমুক্ত্বা তদা রামং সুপর্ণঃ স মহাবলঃ। পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে।। ৫৫
সখে রাঘব ধর্মজ্ঞ রিপুণামপি বৎসল। অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি গমিষ্যামি যথাসুখম্।। ৫৬
ন চ কৌতূহলং কার্যং সখিত্বং প্রতি রাঘব। কৃতকর্মা রণে বীর সখিত্বং প্রতিবেৎস্যতি।। ৫৭
বালবৃদ্ধাবশেষাস্তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোর্মিভিঃ। রাবণস্তু রিপুং হত্বা সীতাং ত্বপমুলপ্স্যসে।। ৫৮
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুপর্ণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ। রামঞ্চ নীরুজং কৃত্বা মধ্যে তেষাং বনৌকসাম্।। ৫৯
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা পরিষ্বজ্য চ বীর্যবান্। জগামাকাশমাবিশ্য সুপর্ণঃ পবনো যথা।। ৬০
নীরুজৌ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা ততো বানরযূথপাঃ। সিংহনাদং তথা নেদুর্লাঙ্গুলং দুধুবুশ্চ তে।। ৬১
ততো ভেরীঃ সমাজঘ্নুর্মৃদঙ্গাশ্চাপ্যবাদয়ন্। দধ্মুঃ শঙ্খান্ সম্প্রহৃষ্টাঃ ক্ষ্বেলন্ত্যপি যথাপুরম্।। ৬২
অপরে স্ফোট্য বিক্রান্তা বানরা নগযোধিনঃ। দ্রুমাণ্যুৎপাট্য বিবিধাংস্তস্থুঃ শতসহস্রশঃ।। ৬৩
বিসৃজন্তৌ মহানাদাংস্ত্রাসয়ন্তো নিশাচরান্। লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুর্যোদ্ধুকামাঃ। প্লবঙ্গমাঃ।। ৬৪
তেষাং সুভীমস্তুমুলো নিনাদো বভূব শাখামৃগযূথপানাম্।
ক্ষয়ে নিদাঘস্য যথা ঘনানাং নাদঃ সুভীমো নদতাং নিশীথে।। ৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সত্বর চলে এসেছি। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ রয়েছে। তারই প্রতিদানে মৈত্রী পালনে আমি এসেছি।।৫১।। এই ভীষণ শরবন্ধন হতে আমি আপনাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। এখন নিত্যই আপনারা দু'জনে সাবধানে থাকবেন।।৫২।। রাক্ষসেরা সবাই যুদ্ধে স্বভাবতঃই কপটচারী। শুদ্ধ স্বভাব বীর আপনাদের সারল্যই হলো বল।।৫৩।। এই কথা মনে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের বিশ্বাস করা আপনাদের উচিত নয়। রাক্ষসেরা যে সর্বদাই কুটিল। তখন এই কথা বলে সেই মহাশক্তিশালী গরুড় অত্যন্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব রামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নেবার উপক্রম করলো।।৫৫।। হে বন্ধো রামচন্দ্র, আপনি ধর্মজ্ঞ। শত্রুদের প্রতিও আপনি প্রীতিমান। আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। এবার তাহলে আমি যথাসুখে চলি ?।।৫৬।। হে বীর রামচন্দ্র, আমি আপনাদের সখা বলেছি। এই জন্য কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। যুদ্ধে কৃতকর্মা হয়ে আপনি আমার সখ্যের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন।।৫৭।। যুদ্ধে আপনি শরের তরঙ্গ সৃষ্টি করবেন। বালক এবং বৃদ্ধদেরকে ছেড়ে দিয়ে সমগ্র লঙ্কাকে ধ্বংস করে, শত্রু রাবণকে হত্যা করে আপনি সীতাকে লাভ করবেন।।৫৮।। এইকথা বলে ত্বরিদ্‌গতিতে গরুড় রামকে রোগমুক্ত করলো। তারপর বনবাসী সেইসব বানরদের মধ্যে—।।৫৯।। বীর্যবান সুপর্ণ তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আলিঙ্গন গ্রহণ করলো। তারপর বায়ুর মতো সে আকাশে উঠে গেলো।।৬০।। তখন রাম-লক্ষ্মণকে রোগমুক্ত দেখে বানরযূথপতিরা সিংহনাদে আনন্দে গর্জন করে নিজেদের লাঙ্গুল আছড়াতে লাগলো।।৬১।। তারপর তারা ভেরীতে আঘাত করলো। বাজাতে লাগলো মৃদঙ্গ এবং শঙ্খ নিনাদিত করলো। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পূর্বের মতো গর্জন করতে লাগলো।।৬২।। অন্য পরাক্রান্ত পার্বত্য যোদ্ধা বানরেরাও আস্‌ফালন করে নানা ধরণের শতসহস্র গাছ উপড়ে ফেলে যুদ্ধের জন্য সেখানে অবস্থান করতে লাগলো।।৬৩।। ভীষণ গর্জন করতে করতে রাক্ষসদের ভীতি-উৎপাদন করে বানরেরা যুদ্ধ করার জন্য লঙ্কার দ্বারদেশে চলে এলো।।৬৪।। সেই বানরযূথপতিদের ভীষণ গর্জন তুমুল হয়ে উঠলো। গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষায় গভীর রাত্রিতে মেঘপুঞ্জের গর্জন যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, এদের গর্জনও তেমনই শোনাচ্ছিলো।।৬৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বন্ধনমুক্ত-সন্দেশং প্রাপ্য চিন্তিত-রাবণেন ধূম্রাক্ষস্য যুদ্ধায় প্রেষণম, সৈন্যেন সহ তস্য নগরত্যাগশ্চ।

তেষাং তু তুমুলং শব্দং বানরাণাং মহৌজসাম্। নর্দতাং রাক্ষসৈঃ সার্ধং তদা শুশ্রাব রাবণঃ।। ১
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রুত্বা তং নিনদং ভৃশম্। সচিবানাং ততস্তেষাং মধ্যে বচনমব্রবীৎ।। ২
যথাসৌ সম্প্রহৃষ্টানাং বানরাণামুপস্থিতঃ। বহূনাং সুমহান্ নাদো মেঘানামিব গর্জতাম্।। ৩
সুব্যক্তং মহতী প্রীতিরেতেষাং নাত্র সংশয়ঃ। তথাহি বিপুলৈর্নাদৈশ্চুক্ষুভে লবণার্ণবঃ।। ৪
তৌ তু বদ্ধৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। অয়ঞ্চ সুমহান্ নাদঃ শঙ্কাং জনয়তীব মে।। ৫
এবঞ্চ বচনং চোক্ত্বা মন্ত্রিণো রাক্ষসেশ্বরঃ। উবাচ নৈর্ঋতাংস্তত্র সমীপপরিবর্তিনঃ।। ৬
জ্ঞায়তাৎ তূর্ণমেতেষাং সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্। শোককালে সমুৎপন্নে হর্ষকারণমুত্থিতম্।। ৭
তথোক্তাস্তে সুসম্ভ্রান্তাঃ প্রাকারমধিরুহ্য চ। দদৃশুঃ পালিতাং সেনাং সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।। ৮
তৌ চ মুক্তৌ সুঘোরেণ শরবন্ধেন রাঘবৌ। সমুত্থিতৌ মহাভাগৌ বিষেদুঃ সর্বরাক্ষসাঃ।। ৯
সন্ত্রস্তহৃদয়াঃ সর্বে প্রাকারাদবরুহ্য তে। বিবর্ণা রাক্ষসা ঘোরা রাক্ষসেন্দ্রমুপস্থিতাঃ।। ১০
তদপ্রিয়ং দীনমুখা রাবণস্য চ রাক্ষসাঃ। কৃৎস্নং নিবেদয়ামাসুর্যথাবদ্ বাক্যকোবিদাঃ।। ১১
যৌ তাবিন্দ্রজিতা যুদ্ধে ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। নিবদ্ধৌ শরবন্ধেন নিষ্প্রকম্পভুজৌ কৃতৌ।। ১২
বিমুক্তৌ শরবন্ধেন দৃশ্যেতে তৌ রণাজিরে। পাশানিব গজৌ ছিত্ত্বা গজেন্দ্রসমবিক্রমৌ।। ১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ। চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ।। ১৪
ঘোরৈর্দত্তবরৈর্বদ্ধৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। অমোঘৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈঃ প্রমথ্যেন্দ্রজিতা যুধি।। ১৫

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

শ্রীরামের বন্ধনমুক্তির সংবাদ শুনে রাবণ চিন্তিত। যুদ্ধের জন্য ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ। সসৈন্যে তার নগরত্যাগ।

সেই মহাতেজস্বী বানরদের তুমুল গর্জন ধ্বনি রাক্ষসদের সঙ্গে রাবণ তখন শুনতে পেলো।।১।। সচিবদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ সেই স্নিগ্ধ, গম্ভীর, সমুচ্চ-ধ্বনি শুনে বলতে লাগলো— ।।২।। বানরেরা দেখছি খুবই হৃষ্ট। মেঘের গর্জনের মতো তাদের গর্জন আমাদের কাছে উপস্থিত।।৩।। এদের খুবই আনন্দ হয়েছে, এতে কোনো সংশয় নেই। এই বিপুল গর্জনে লবণসমুদ্র ক্ষুব্ধ হচ্ছে।।৪।। তীক্ষ্ণশরের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে বদ্ধ করা হয়েছিলো। এই ভীষণ গর্জন আমার যেন শঙ্কা উৎপাদন করছে।।৫।। রক্ষোরাজ রাবণ মন্ত্রিমণ্ডলীকে এই রকম বলে সেখানে নিকটবর্তী রাক্ষসদেরকে বললো— ।।৬।। শোকের সময় উপস্থিত। অথচ বানরসকলের এতো আনন্দ! সত্বর এর কারণ জেনে এসো।।৭।। এই কথা বলায় অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসেরা প্রাচীরের ওপরে আরোহণ করে মহাত্মা সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত সেনাবাহিনীকে দেখলো।।৮।। দেখলো মহাভাগ রাম এবং লক্ষ্মণ দু'জনেই শরের ভীষণ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাক্ষসেরা সকলে এই ঘটনা দেখে বিষণ্ণ হলো।।৯।। অত্যন্ত ভীত হয়ে রাক্ষসেরা প্রাকার হতে এলো নেমে। ভীষণ রাক্ষসেরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। রাক্ষসরাজ রাবণের কাছে তারা উপস্থিত হলো।।১০।। বাক্যে নিপুণ সেই রাক্ষসেরা দীন-বদনে রাবণকে সেই অপ্রিয় সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন করলো।।১১।। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ দুইভাইকে শরবন্ধনে বেঁধে তাদের বাহু দু'টিকে নিস্পন্দ করে দিয়েছিলেন।।১২।। গজরাজের মতো পরাক্রমশালী ছিলেন তারা দু'জন। পাশমুক্ত এই দু'জনকে রণক্ষেত্রে পাশচ্ছেদনকারী গজরাজের মতোই দেখাচ্ছিলো।।১৩।। মহাশক্তিশালী রক্ষোরাজ রাবণ তাদের সেই কথা শুনে চিন্তা এবং শোকে আক্রান্ত হয়ে বিবর্ণ-বদন হয়ে গেলো।।১৪।। সে চিন্তা করলো—ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে ভীষণ শরের দ্বারা আবদ্ধ করেছিলো। বিষাক্ত সর্পের মতো অব্যর্থ এবং সূর্যের মতো প্রভাবসম্পন্ন ছিলো ঐ শররাজি।।১৫।। আমার এই শত্রুরা সেই শরবন্ধন হতেই যখন মুক্ত হয়ে

তদস্ত্রবন্ধমাসাদ্য যদি মুক্তৌ রিপূ মম। সংশয়স্থমিদং সর্বমনুপশ্যাম্যহং বলম্।। ১৬
নিষ্ফলাঃ খলু সংবৃত্তাঃ শরাঃ পাবকতেজসঃ। আদত্তং যৈস্তু সংগ্রামে রিপূণাং জীবিতং মম।। ১৭
এবমুক্ত্বা তু সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা। অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে ধূম্রাক্ষং নাম রাক্ষসম্।। ১৮
বলেন মহতা যুক্তো রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমঃ। ত্বং বধায়াশু নির্যাহি রামস্য সহ বানরৈঃ।। ১৯
এবমুক্তস্তু ধূম্রাক্ষো রাক্ষসেন্দ্রেণ ধীমতা। পরিক্রম্য ততঃ শীঘ্রং নির্জগাম নৃপালয়াৎ।। ২০
অভিনিষ্ক্রম্য তদ্ দ্বারং বলাধ্যক্ষমুবাচ হ। ত্বরয়স্ব বলং শীঘ্রং কিং চিরেণ যুযুৎসতঃ।। ২১
ধূম্রাক্ষবচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো বলানুগঃ। বলমুদ্যোজয়ামাস্ রাবণস্যাজ্ঞয়া ভৃশম্।। ২২
তে বদ্ধঘণ্টা বলিনো ঘোররূপা নিশাচরাঃ। বিনদ্যমানাঃ সংহৃষ্টা ধূম্রাক্ষং পর্যবারয়ন্।। ২৩
বিবিধায়ুধহস্তাশ্চ শূলমুদ্গরপাণয়ঃ। গদাভিঃ পট্টিশৈর্দণ্ডৈরায়সৈর্মুসলৈরপি।। ২৪
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ। নির্যয়ূ রাক্ষসা ঘোরা নর্দন্তো জলদা যথা।। ২৫
রথৈঃ কবচিনস্ত্বন্যে ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ। সুবর্ণজালবিহিতৈঃ খরৈশ্চ বিবিধাননৈঃ।। ২৬
হয়ৈঃ পরমশীঘ্রৈশ্চ গজৈশ্চৈব মদোৎকটৈঃ। নির্যয়ুর্নৈঋতব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ।। ২৭
বৃক-সিংহমুখৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ। আরুরোহ রথং দিব্যং ধূম্রাক্ষঃ খরনিঃস্বনঃ।। ২৮
স নির্যাতো মহাবীর্যো ধূম্রাক্ষো রাক্ষসৈর্বৃতঃ। হসন্ বৈ পশ্চিমদ্বারাদ্ধনুমান্ যত্র তিষ্ঠতি।। ২৯
রথপ্রবরমাস্থায় খরযুক্তং খরস্বনম্। প্রয়াতস্তু মহাঘোরং রাক্ষসং ভীমদর্শনম্।। ৩০
অন্তরীক্ষগতাং ক্রূরাঃ শকুনাঃ প্রত্যষেধয়ন্। রথশীর্ষে মহাভীমো গৃধ্রশ্চ নিপপাত হ।। ৩১

গেলো তখন আমার সমগ্র সেনাবাহিনীর দ্বারা ও বিজয়লাভে সংশয় হচ্ছে।।১৬।। যুদ্ধে আমার শত্রুদের উপর প্রযুক্ত প্রাণঘাতী, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, সেই শররাশি নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়ে গেছে।।১৭।।এইরকম বলে রাবণ ভীষণ রেগে সর্পের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রাক্ষসদের মধ্যে ধূম্রাক্ষ নামক রাক্ষসকে বললো– ।।১৮।। রাক্ষসদের বিশালবাহিনী নিয়ে ভীষণবিক্রমে বানরদের সঙ্গে রামকে বধের জন্য সত্বর নির্গত হও।।১৯।। ধীমান রক্ষোরাজ এই কথা বলার ধূম্রাক্ষ তাকে পরিক্রমা করে রাজপ্রাসাদ হতে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।।২০।। রাজদ্বার হতে বের হয়েই সেনাপতিকে সে বললো, সেনাদের তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বলো। যুদ্ধার্থীদের বিলম্ব করে কি হবে ?।।২১।। ধূম্রাক্ষের কথা শুনে সেনাপতি রাবণের নির্দেশে অনুগত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য তাদের বেশ করে সুসজ্জিত করলো।।২২।। দেখতে ভীষণ সেই রাক্ষসেরা ছিলো বেশ বলশালী। তারা ঘণ্টা বেঁধে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ধূম্রাক্ষকে ঘিরে খুব গর্জন করছিলো।।২৩।। নানা অস্ত্র তাদের হাতে। শূল আর মুগুর তারা ধারণ করেছিলো। গদা, পট্টিশ, দণ্ড এবং লোহার তৈরী মুষল নিয়ে তারা চলেছে।।২৪।। পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ এবং কুঠার নিয়ে ঐ ভীষণ রাক্ষসেরা মেঘের মতো গর্জন করতে করতে যাত্রা করলো।।২৫।। বর্ম পরে কিছু রাক্ষস পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত রথে চড়ে এগিয়ে গেলো। আর কেউ কেউ যাত্রা করলো গাধার পীঠে। তাদের নানা ধরণের মুখ। আর গাধাগুলির মুখ সোনার ঝালরে সজ্জিত।।২৬।। অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া এবং মদস্রাবী হাতীর পীঠে যাত্রা করলো অন্য সব রাক্ষস -প্রধানেরা। বাঘের মতোই তারা দুর্ধর্ষ।।২৭।। ধূম্রাক্ষ আরোহণ করলো একটি দিব্যরথে। গাধার মতো তার শব্দ। সেটিকে টানছেও কয়েকটি গাধা। নেকড়ে বাঘ আর সিংহের মতো তাদের মুখ। আর সোনা দিয়ে গাধাগুলিকে তারা সাজালো।।২৮।। এইভাবে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাবীর্যবান ধূম্রাক্ষ হাসতে হাসতে যেখানে হনুমান অবস্থান করছিলো সেই পশ্চিমদ্বার হতে নির্গত হলো।।২৯।। গাধার মতো শব্দকারী গাধায়-টানা ভালো রথে ভীষণদর্শন রাক্ষস ধূম্রাক্ষ তো চলতে লাগলো।।৩০।। তখন অন্তরীক্ষ হতে ক্রুর শকুনগুলি অশুভ শব্দ করে তাকে যেতে নিষেধ করতে লাগলো। অতঃপর রথের শীর্ষে এক বিশালাকায় গৃধ্র পড়লো ঝাঁপিয়ে।।৩১।। তার রথের ধ্বজের সামনে শবভোজী কিছু পাখী

ধ্বজাগ্রে গ্রথিতাশ্চৈব নিপেতুঃ কুণপাশনাঃ। রুধিরাদ্রো মহান্ শ্বেতঃ কবন্ধঃ পতিতো ভুবি।। ৩২
বিস্বরং চোৎসৃজন্নাদান্ ধূম্রাক্ষস্য নিপাতিতঃ। ববর্ষ রুধিরং দেবঃ সঞ্চচাল চ মেদিনী।। ৩৩
প্রতিলোমং ববৌ বায়ুর্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ। তিমিরৌঘাবৃতাস্তত্র দিশশ্চ ন চকাশিরে।। ৩৪
স তূৎপাতাংস্ততো দৃষ্ট্বা রাক্ষসানাং ভয়াবহান্। প্রাদুর্ভূতান্ সুঘোরাংশ্চ ধূম্রাক্ষো ব্যথিতোঽভবৎ।। ৩৫
ততঃ সুভীমো বহুভির্নিশাচরৈর্বৃতোঽভিনিষ্ক্রম্য রণোৎসুকো বলী।
দদর্শ তাং রাঘববাহুপালিতাং মহৌঘকল্পাং বহু বানরীং চমূম্।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগলো। সামনে মাটিতে পড়লো রক্তাক্ত শাদা একটি মাথাছাড়া ধড় *(কনপ —শব। কবন্ধ— মস্তকহীন দেহ)*।।৩২।। ধূম্রাক্ষের সামনে পড়ে সে বিকট চীৎকার করতে লাগলো। ইন্দ্রদেব তখন বৃষ্টির মাধ্যমে রক্ত বর্ষণ করতে লাগলেন। পৃথিবী কেঁপে উঠলো।।৩৩।। ভীষণ ঝড় প্রতিকূলে বইতে লাগলো। অন্ধকারে সবকিছু গেলো ঢেকে। কোনটা কোনদিক বোঝা যাচ্ছে না।।৩৪।। রাক্ষসদের ভয়াবহ এই ঘোর দুর্যোগ দেখে ধূম্রাক্ষ ব্যথিত হলো।।৩৫।। যুদ্ধে উৎসুক বলবান ভীষণ ধূম্রাক্ষ বহু রাক্ষসের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিরাট বানরসেনাকে দেখলো। রামের বাহুবলে সেই বাহিনী প্রতিপালিত। বিশালতায় তা সমুদ্রের মতো।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

ধূম্রাক্ষস্য যুদ্ধম্, হনুমতা তস্য বিনাশশ্চ

ধূম্রাক্ষং প্রেক্ষ্য নির্যান্তং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্। বিনেদুর্বানরাঃ সর্বে প্রহৃষ্টা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।। ১
তেষাং সুতুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্। অন্যোন্যং পাদপৈর্ঘোরৈর্নিঘ্নতাং শূলমুদ্গরৈঃ।। ২
রাক্ষসৈর্বানরা ঘোরা বিনিকৃত্তাঃ সমন্ততঃ। বানরৈ রাক্ষসাশ্চাপি দ্রুমৈর্ভূমিসমীকৃতাঃ।। ৩
রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধা বানরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ। বিব্যধুর্ঘোরসঙ্কাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।। ৪
তে গদাভিশ্চ ভীমাভিঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ। ঘোরৈশ্চ পরিঘৈশ্চিত্রৈস্ত্রিশূলৈশ্চাপি সংশ্রিতৈঃ।। ৫
বিদার্যমাণা রক্ষোভির্বানরাস্তে মহাবলাঃ। অমর্ষজনিতোদ্ধর্ষাশ্চক্রুঃ কর্মণ্যভীতবৎ।। ৬
শরনির্ভিন্নগাত্রাস্তে শূলনির্ভিন্নদেহিনঃ। জগৃহুস্তে দ্রুমাংস্তত্র শিলাশ্চ হরিযূথপাঃ।। ৭

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ। হনুমানের দ্বারা তার বিনাশ।

ভীমবিক্রম রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে বের হতে দেখে যুদ্ধাভিলাষী সব বানর খুব আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ করতে লাগলো।।১।। সেই বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একে অপরকে ভীষণ গাছ, শূল এবং মুগুর দিয়ে আঘাত করতে লাগলো।।২।। রাক্ষসেরা ভীষণ বানরদের সব দিক থেকে কাটতে লাগলো। আর বানরেরাও গাছের আঘাতে রাক্ষসদেরকে ভূতলশায়ী করতে লাগলো।।৩।। ভীষণ রেগে রাক্ষসেরা দেখতে ভীষণ ধারালো কঙ্কপত্রযুক্ত সোজা বাণের দ্বারা বানরদেরকে বিদ্ধ করতে লাগলো *(কঙ্কপত্র—বাণ)*।।৪।। রাক্ষসেরা সকলে ভীষণ গদা, পট্টিশ, শূলসহ মুদ্গর, পরিঘ, বিচিত্র ত্রিশূল —এইসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে।।৫।। মহাবলশালী বানরেরা এইসব রাক্ষসদের দ্বারা বিদীর্ণ হচ্ছিলো। কিন্তু তারা ভয় না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উৎসাহসহকারে যুদ্ধকর্ম করতে লাগলো।।৬।। বানরদলপতিদের দেহ বাণের আঘাতে বিদীর্ণ এবং শূলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। তারা প্রতি -আক্রমণের জন্য গাছ আর শিলা হাতে তুলে নিলো।।৭।। ভীষণ বেগবান বানরেরা তারপর গর্জন

তে ভীমবেগা হরয়ো নর্দমানাস্ততস্ততঃ। মমন্থূ রাক্ষসান্ বীরান্ নামানি চ বভাষিরে।। ৮
তদ্ বভূবাদ্ভুতং ঘোরং যুদ্ধং বানর-রক্ষসাম্। শিলাভির্বিবিধাভিশ্চ বহুশাখৈশ্চ পাদপৈঃ।। ৯
রাক্ষসা মথিতাঃ কেচিৎ বানরৈর্জিতকাশিভিঃ। প্রবেমূ রুধিরং কেচিন্মুখৈঃ রুধিরভোজনাঃ।। ১০
পার্শ্বেষু দারিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রাশীকৃতা দ্রুমৈঃ। শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দন্তৈর্বিদারিতাঃ।। ১১
ধ্বজৈর্বিমথিতৈর্ভগ্নৈঃ খড়্গৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ। রথৈঃ বিধ্বংসিতৈঃ কেচিদ্ ব্যথিতা রজনীচরাঃ।। ১২
গজেন্দ্রৈঃ পর্বতাকারৈঃ পর্বতাগ্রৈর্বনৌকসাম্। মথিতৈর্বাজিভিঃ কীর্ণং সারোহৈর্বসুধাতলম্।। ১৩
বানরৈর্ভীমবিক্রান্তৈরাপ্লুত্যোৎপ্লুত্য বেগিতৈঃ। রাক্ষসাঃ করজৈস্তীক্ষ্ণৈর্মুখেষু বিনিদারিতাঃ।। ১৪
বিষণ্ণবদনা ভূয়ো বিপ্রকীর্ণশিরোরুহাঃ। মূঢ়াঃ শোণিতগন্ধেন নিপেতুর্ধরণীতলে।। ১৫
অন্যে তু পরমক্রুদ্ধা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ। তলৈরেবাভিধাবন্তি বজ্রস্পর্শসমৈর্হরীন্।। ১৬
বানরৈঃ পাতয়ন্তস্তে বেগিতা বেগবত্তরৈঃ। মুষ্টিভিশ্চরণৈর্দন্তৈঃ পাদপৈশ্চাবপোথিতাঃ।। ১৭
সৈন্যস্তু বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষো রাক্ষসর্ষভঃ। রোষেণ কদনং চক্রে বানরাণাং যুযুৎসতাম্।। ১৮
প্রাসৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদ্ বানরাঃ শোণিতস্রবাঃ। মুদ্গরৈরাহতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরণীতলে।। ১৯
পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ ভিন্দিপালৈশ্চ দারিতাঃ। পট্টিশৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ বিহ্বলন্তো গতাসবঃ।। ২০
কেচিদ্ বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রা বনৌকসঃ। কেচিদ্ বিদ্রাবিতা নষ্টাঃ সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৈর্যুধি।। ২১
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদেকপার্শ্বেন শায়িতাঃ। বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিদান্ত্রৈর্বিনিঃসৃতাঃ।। ২২
তৎ সুভীমং মহদ্‌যুদ্ধং হরি-রাক্ষসসঙ্কুলম্। প্রবভৌ শস্ত্রবহুলং শিলা-পাদপসঙ্কুলম্।। ২৩

করতে লাগলো। নিজেদের নাম ঘোষণা করে তারা বীর রাক্ষসদেরকে বিমর্দিত করতে লাগলো।।৮।। এবার বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাতে ব্যবহৃত হলো নানা ধরণের শিলাখণ্ড এবং বহু ডালপালাসহ গাছ।।৯।। বিজয়োল্লাসে সুন্দর দেখাচ্ছিলো বানরদের। তাদের অনেকে রাক্ষসদেরকে বিচলিত করেছে। রক্তপায়ী রাক্ষসেরা কেউ কেউ মুখ দিয়ে রক্ত বমি করতে লাগলো।।১০।। বানরেরা কতোকগুলি রাক্ষসকে ধরে তাদের পার্শ্বদেহ বিদারিত করে দিলো। কতোকগুলিকে গাছের আঘাতে মেরে রেখে দিলো স্তূপীকৃত করে। কতোকগুলিকে শিলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করলো। আর কিছু রাক্ষসকে দাঁত দিয়ে বিদীর্ণ করলো।।১১।। কতোকগুলিকে ধ্বজা ভেঙে দিয়ে বিপর্যস্ত করলো। কতোককে খড়্গের আঘাতে নিহত করলো। অনেকের রথ দিলো ভেঙে। এইভাবে রাক্ষসদের তারা নিপীড়িত করলো।।১২।। বনবাসী বানরেরা পাহাড়ের চূড়া উপড়ে নিয়ে যুদ্ধে গজরাজসমূহকে মথিত করছিলো। সেই গজগুলিও ছিলো পাহাড়ের মতো। সেইসব হাতী ঘোড়া এবং রথারোহী সৈনিকদের দ্বারা ভূতল আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।।১৩।। পরাক্রমী বানরেরা বেগে লাফিয়ে পড়ে রাক্ষসদের মুখগুলি ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিলো।।১৪।। রাক্ষসদের মুখগুলি বিষণ্ণ। মাথার চুলসব এলোমেলো। রক্তের গন্ধে মূর্ছিত হয়ে তারা ধরণীতলে পড়ে গেলো।।১৫।। ভীষণ বিক্রমশালী অন্য রাক্ষসরা ভীষণ রেগে গিয়ে নিজেদের গায়ে বজ্রের মতো কঠিন চড় মেরে বানরদের দিকে ধেয়ে গেলো।।১৬।। ছুটে-আসা সেই রাক্ষসদেরকে আরো বেশী বেগশালী বানরেরা মুষ্টি, চরণ, দাঁত এবং গাছ দিয়ে আঘাত করতে লাগলো।।১৭।। রাক্ষসপ্রধান ধূম্রাক্ষ নিজের সৈন্যদের পালাতে দেখে রেগে যুদ্ধেচ্ছু বানরদের বিনাশ করতে লাগলো।।১৮।। প্রাস নামক অস্ত্রের দ্বারা অনেক বানরকে ধূম্রাক্ষ আঘাত করতে লাগলো। তাদের দেহ থেকে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। মুগুর দিয়ে যাদের আহত করছিলো, তারা সব মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।।১৯।। সে পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা কতোগুলি বানরকে বিনাশ করলো। আর কতোগুলিকে ভিন্দিপাল অস্ত্রের দ্বারা করে ফেললো বিদীর্ণ। কতোগুলিকে পট্টিশ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করলো। এইসব দেখে কিছু বানর ভয়ে বিহ্বল হয়েই মারা গেলো।।২০।। বনবাসী কিছু বানর মরে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে রয়েছে। ভীষণ ক্রুদ্ধ রাক্ষসেরা যুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলো। কেউ কেউ গেলো পালিয়ে।।২১।। বুক বিদীর্ণ হওয়ায় কোনো কোনো বানর এককাত হয়ে শুয়ে আছে। কারো কারো দেহ ত্রিশূলের দ্বারা বিদীর্ণ। কারো কারো দেহ হতে বিদ্ধ অস্ত্রসমূহ বেরিয়ে আসছে।।২২।। বানর আর রাক্ষসদের মধ্যে সেই ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠলো। অস্ত্র, শিলা আর বৃক্ষ তাতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো।।২৩।। সেই যুদ্ধ গান্ধর্ব-সঙ্গীত মহোৎসবের মতো প্রতীয়মান হতে লাগলো।

ধনুর্জ্যা-তন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্। মন্দস্তনিতগীতং তদ্ যুদ্ধগান্ধর্বমাবভৌ।। ২৪
ধূম্রাক্ষস্তু ধনুষ্পাণির্বানরান্ রণমূর্ধনি। হসন্ বিদ্রাবয়ামাস দিশস্তচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।। ২৫
ধূম্রাক্ষেণার্দিতং সৈন্যং ব্যথিতং প্রেক্ষ্য মারুতিঃ। অভ্যবর্তত সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্।। ২৬
ক্রোধাদ্ দ্বিগুণতাম্রাক্ষঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ। শিলাং তাং পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষস্য রথং প্রতি।। ২৭
আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদামুদ্যম্য সম্ভ্রমাৎ। রথাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত।। ২৮
সা প্রমথ্য রথং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি। সচক্রকূবরং সাশ্বং সধ্বজং সশরাসনম্।। ২৯
স ভঙ্ক্ত্বা তু রথং তস্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। রক্ষসাং কদনং চক্রে সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ।। ৩০
বিভিন্নশিরসো ভূত্বা রাক্ষসা রুধিরোক্ষিতাঃ। দ্রুমৈঃ প্রমথিতাশ্চান্যে নিপেতুর্ধরণীতলে।। ৩১
বিদ্রাব্য রাক্ষসং সৈন্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। গিরেঃ শিখরমাদায় ধূম্রাক্ষমভিদুদ্রুবে।। ৩২
তমাপতন্তং ধূম্রাক্ষো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্। বিনর্দমানঃ সহসা হনূমন্তমভিদ্রবৎ।। ৩৩
তস্য ক্রুদ্ধস্য রোষেণ গদাং তাং বহুকণ্টকাম্। পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষো মস্তকেঽথ হনূমতঃ।। ৩৪
তাড়িতঃ স তয়া তত্র গদয়া ভীমবেগয়া। স কপির্মারুতবলস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্।। ৩৫
ধূম্রাক্ষস্য শিরোমধ্যে গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ। স বিস্ফারিতসর্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ।। ৩৬
পপাত সহসা ভূমৌ বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ। ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা হতশেষা নিশাচরাঃ।
ত্রস্তাঃ প্রবিবিশুর্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ।। ৩৭
স তু পবনসুতো নিহত্য শত্রূণ্ ক্ষতজবহাঃ সরিতশ্চ সংবিকীর্য।
রিপুবধজনিতশ্রমো মহাত্মা মুদমগমৎ কপিভিঃ সুপূজ্যমানঃ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ধনুর জ্যা-র টঙ্কার যেন বীণার মধুর নিনাদ। মুমূর্ষুদের হিক্কা যেন তালবাদ্য। আহতদের মন্দস্বর যেন সঙ্গীত।।২৪।। ধূম্রাক্ষ ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের পুরোভাগে হাসতে হাসতে সকল দিক আচ্ছন্ন করে বৃষ্টির মতো বাণ নিক্ষেপ করে বানরদেরকে বিতাড়িত করলো।।২৫।। ধূম্রাক্ষের দ্বারা নিপীড়িত বেদনাহত বানর সৈন্যদেরকে দেখে হনুমান এক বিরাট শিলা নিয়ে রেগে ছুটে এলেন।।২৬।। পিতার মতো *(বায়ুর মতো)* পরাক্রমশালী হনুমানের চোখ ক্রোধে দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হয়ে গেলো। ধূম্রাক্ষের রথের প্রতি তিনি সেই শিলাখণ্ড ছুঁড়ে মারলেন।।২৭।। শিলাখণ্ডকে তার ওপর নিপাতিত হতে দেখে ক্রোধে গদা তুলে নিয়ে ধূম্রাক্ষ দ্রুতগতিতে রথ হতে নেমে ভূতলে এসে দাঁড়ালো।।২৮।। চক্র, রথের ওপরের বসার নীচু স্থান, ঘোড়া, পতাকা, এবং ধনুর্বাণ সহ ধূম্রাক্ষের রথটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে শিলাখণ্ডটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো *(কূবর—রথের ওপর বসার নীচুস্থান)*।।২৯।। পবনপুত্র হনুমান তার সেই রথ ভেঙে দিয়ে ডালপালাসমেত গাছের দ্বারা রাক্ষসদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন।।৩০।। অনেক রাক্ষসের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেলো। রক্তে রঞ্জিত হলো অনেকে। আর অনেকে বৃক্ষের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেলো।।৩১।। মারুতপুত্র হনুমান রাক্ষস সৈন্যদের বিতাড়িত করে পাহাড়ের একটি চূড়া উপড়ে নিয়ে ধূম্রাক্ষের দিকে ছুটে গেলেন।।৩২।। বীর্যবান ধূম্রাক্ষ হনুমানকে আসতে দেখে গদা তুলে তৎক্ষণাৎ গর্জন করতে করতে হনুমানের দিকে ধেয়ে গেলো।।৩৩।। তারপর ধূম্রাক্ষ রেগে বহু কাঁটা -তোলা সেই গদা হনুমানের মাথায় নিক্ষেপ করলো।।৩৪।। সেই ভীষণ বেগশালী গদার আঘাতকে গ্রাহ্য না করে বায়ুর মতো বেগবান হনুমান তাকে প্রত্যাঘাত করলেন।।৩৫।। ধূম্রাক্ষের মাথার ওপর তিনি পর্বতশৃঙ্গ ছুঁড়ে মারলেন। গিরিশৃঙ্গের দ্বারা আহত হয়ে তার সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।।৩৬।। তৎক্ষণাৎ ভগ্ন পর্বতের মতো সহসা ভূমিতে পড়ে গেলো। ধূম্রাক্ষকে মরে যেতে দেখে বেঁচে-যাওয়া অবশিষ্ট রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে লঙ্কায় প্রবেশ করলো।।৩৭।। পবনপুত্র হনুমান শত্রুদের নিহত করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিলেন। শত্রুবধের জন্য শ্রমে ক্লান্ত তিনি। বানরেরা তখন মহাত্মা হনুমানকে ভালোভাবে পূজা করে আনন্দ পেলো।।৩৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

যুদ্ধায় সসৈন্যস্য বজ্রদংষ্ট্রস্য প্রস্থানম্। বজ্রদংষ্ট্রেণ বানরাণাম্ অঙ্গদেন চ রাক্ষসানাং সংহারঃ।

ধূম্রাক্ষং নিহিতং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা।। ১
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ। অব্রবীদ্ রাক্ষসং ক্রূরং বজ্রদংষ্ট্রং মহাবলম্।। ২
গচ্ছ ত্বং বীর নির্যাহি রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ। জহি দাশরথিং রামং সুগ্রীবং বানরৈঃ সহ।। ৩
তথেত্যুক্ত্বা দ্রুততরং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরঃ। নির্জগাম বলৈঃ সার্ধং বহুভিঃ পরিবারিতঃ।। ৪
নাগৈরশ্বৈঃ খরৈরুষ্ট্রৈঃ সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ। পতাকাধ্বজচিত্রৈশ্চ বহুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।। ৫
ততো বিচিত্রকেয়ূরমুকুটেন বিভূষিতঃ। তনুত্রঞ্চ সমাবৃত্য সধনুর্নির্যযৌ দ্রুতম্।। ৬
পতাকালঙ্কৃতং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্। রথং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সমারোহচ্চমূপতিঃ।। ৭
ঋষ্টিভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণৈশ্চ মুসলৈরপি। ভিন্দিপালৈশ্চ চাপৈশ্চ শক্তিভিঃ পট্টিশৈরপি।। ৮
খড়্গৈশ্চক্রৈর্গদাভিশ্চ নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ। পদাতয়শ্চ নির্যান্তি বিবিধাঃ শাস্ত্রপাণয়ঃ।। ৯
বিচিত্রবাসসঃ সর্বে দীপ্তা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ। গজা মদোৎকটা শূরাশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ।। ১০
তে যুদ্ধকুশলা রূঢাস্তোমরাঙ্কুশপাণিভিঃ। অন্যে লক্ষণসংযুক্তাঃ শূরারূঢা মহাবলাঃ।। ১১
তদ্ রাক্ষসবলং সর্বং বিপ্রস্থিতমশোভত। প্রাবৃট্‌কালে যথা মেঘা নর্দমানাঃ সবিদ্যুতঃ।। ১২
নিঃসৃতা দক্ষিণদ্বারাদঙ্গদো যত্র যূথপঃ। তেষাং নিষ্ক্রমমাণানামশুভং সমজায়ত।। ১৩

ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ

যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের অভিযান। বজ্রদংষ্ট্রের দ্বারা বানরদের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসদের নিধন।

ধূম্রাক্ষ নিহত হয়েছে শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ ভীষণ রেগে গেলো। সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো সে।।১।। ক্রোধে কলুষিত হয়ে দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাস ফেলে সে বলবান নিষ্ঠুর রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রকে বলতে লাগলো— ।।২।। হে বীর রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো। সুগ্রীব এবং বানরগণসহ দশরথ পুত্র রামকে হত্যা করে এসো।।৩।। মায়াবী রাক্ষসপ্রধান বজ্রদংষ্ট্র বললো, তাই হবে। তারপর সে বহু রাক্ষসসৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বের হয়ে পড়লো।।৪।। হস্তী, অশ্ব, গর্দভ এবং উষ্ট্রের দ্বারা সে সংযুক্ত। বহু রথ তার সঙ্গে চলেছে। সেগুলি পতাকা ও ধ্বজের দ্বারা সুশোভিত এবং নানা চিত্রে অলঙ্কৃত। সে একাগ্রচিত্তে যুদ্ধে যাত্রা করছে।।৫।। তারপর বিচিত্র কেয়ূর এবং মুকুটে শোভিত হয়ে বর্মের দ্বারা দেহ আবৃত করে ধনু হাতে নিয়ে দ্রুত সে নির্গত হলো *(কেয়ূর—হাতের বালা। তনুত্র—বর্ম, কবচ)* ।।৬।। পতাকায় অলঙ্কৃত তপ্তস্বর্ণে বিভূষিত উজ্জ্বল রথটিকে প্রদক্ষিণ করে সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্র তাতে আরোহণ করলো।।৭।। সঙ্গে পদাতিক সৈন্যেরা চলেছে। তাদের হাতে রয়েছে ঋষ্টি, বিচিত্র তোমর, মনোহর মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু এবং শক্তি ও পট্টিশ অস্ত্র।।৮।। খড়্গ, চক্র, গদা এবং ধারালো কুঠার ও আরও নানাধরণের অস্ত্র হাতে নিয়ে পদাতিকেরা বেরিয়ে আসছে।।৯।। বিচিত্র বসন পরিধান করায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠদেরকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মদমত্ত বীর হাতীগুলিকে চলন্ত পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে।।১০।। তোমর এবং অঙ্কুশ হাতে নিয়ে রাক্ষসেরা যেই সব হস্তীর ওপর আরোহণ করলো। তারা সব ছিলো যুদ্ধে নিপুণ। বলবান। অন্যেরা ভালো লক্ষণযুক্ত ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলো।।১১।। সমগ্র রাক্ষস সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য চলতে শুরু করলো। তাদের বেশী আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। বর্ষায় বিদ্যুৎসহ গর্জনকারী মেঘের মতো তারা শোভা পাচ্ছে।।১২।। বানরযূথপতি অঙ্গদ যে দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করছিলো, তারা সেই দ্বার দিয়েই নিষ্ক্রান্ত হলো। তাদের নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গল সব ঘটতে লাগলো।।১৩।। তখন আকাশে মেঘ নেই।

আকাশাদ্ বিঘনাৎ তীব্রা উল্কাশ্চাভ্যপতংস্তদা। বমন্তঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে।। ১৪
ব্যাহরন্ত মৃগা ঘোরা রক্ষসাং নিধনং তদা। সমাপতন্তো যোধাস্তু প্রাস্খলংস্তত্র দারুণম্।। ১৫
এতানৌৎপাতিকান্ দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ। ধৈর্যমালম্ব্য তেজস্বী নির্জগাম রণোৎসুকঃ।। ১৬
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ। প্রণেদুঃ সুমহানাদান্ দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।। ১৭
ততঃ প্রবৃত্তং তুমুলং হরীণাং রাক্ষসৈঃ সহ। ঘোরাণাং ভীমরূপাণামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্।। ১৮
নিষ্পতন্তো মহোৎসাহা ভিন্নদেহশিরোধরাঃ। রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা ন্যপতন্ ধরণীতলে।। ১৯
কেচিদন্যোন্যমাসাদ্য শূরাঃ পরিঘবাহবঃ। চিক্ষিপুর্বিবিধান্ শস্ত্রান্ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।। ২০
দ্রুমাণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাং চাপি নিঃস্বনঃ। শ্রূয়তে সুমহাংস্তত্র ঘোরো হৃদয়ভেদনঃ।। ২১
রথনেমিস্বনস্তত্র ধনুষশ্চাপি ঘোরবৎ। শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গানাং বভূব তুমুলঃ স্বনঃ।। ২২
কেচিদস্ত্রাণি সন্ত্যজ্য বাহুযুদ্ধমকুর্বত। তলৈশ্চ চরণৈশ্চাপি মুষ্টিভিশ্চ দ্রুমৈরপি।। ২৩
জানুভিশ্চ হতাঃ কেচিদ্ ভগ্নদেহাশ্চ রাক্ষসাঃ। শিলাভিশ্চর্ণিতাঃ কেচিদ্ বানরৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ।। ২৪
বজ্রদংষ্ট্রো ভৃশং বাণৈ রণে বিত্রাসয়ন হরীন্। চচার লোকসংহারে পাশহস্ত ইবান্তকঃ।। ২৫
বলবন্তোঽস্ত্রবিদুষো নানাপ্রহরণা রণে। জঘ্নুর্বানরসৈন্যানি রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ।। ২৬
জঘ্নে তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ ধৃষ্টো বালিসুতো রণে। ক্রোধেন দ্বিগুণাবিষ্টঃ সংবর্তক ইবানলঃ।। ২৭
তান্ রাক্ষসগণান্ সর্বান্ বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্যবান্। অঙ্গদঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।। ২৮
চকার কদনং ঘোরং শক্রতুল্যপরাক্রমঃ। অঙ্গদাভিহতাস্তত্র রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।। ২৯

অথচ তীব্র উলকাপাত হতে লাগলো। শৃগালগুলির মুখ হতে আগুনের ভীষণ হলকা লাগলো বের হতে। তারা চীৎকার করছিলো।। ১৪ ।। ভয়ঙ্কর পশুরা জোরে ডেকে উঠছিলো। তাতে সূচিত হচ্ছিলো রাক্ষসদের নিধন। যোদ্ধারা ভীষণ হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো।।১৫।। এই সব উৎপাত দেখেও মহাবলবান, তেজস্বী, যুদ্ধে উৎসুক বজ্রদংষ্ট্র ধৈর্য ধরে বেরিয়ে গেলো।।১৬।। সেই রাক্ষসদেরকে দ্রুতবেগে আসতে দেখে বিজয় শোভিত বানরেরা দিঙ্মণ্ডল শব্দের দ্বারা পূর্ণ করে ভীষণ গর্জন করে উঠলো।।১৭।। তারপর ভয়ঙ্কর-রূপধারী ভীষণ বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। তারা একে অপরকে হত্যা করতে উদগ্রীব।।১৮।। মহোৎসবে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের কারও দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গে রক্তে লিপ্ত কারো দেহ। এইভাবে তারা নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।।১৯।। যুদ্ধে তখনও পিছিয়ে পড়ে নি এমন অনেকের বাহু ছিলো পরিঘের মতো বিশাল। তারা একে অপরের ওপর নানারকমের অস্ত্র সব নিক্ষেপ করতে লাগলো।।২০।। সেই যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত গাছপালা, শিলাখণ্ড ও অস্ত্রের সমুচ্চ-ধ্বনি হৃদয়ভেদকারী শব্দের মতো শোনা যাচ্ছিলো।।২১।। রথের চাকার ঘরঘর শব্দ, ধনুর টঙ্কার এবং শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ—এই সবের শব্দ সম্মিলিত হয়ে তুমুল কোলাহল হতে লাগলো।।২২।। কেউ কেউ অস্ত্র ত্যাগ করে বাহুযুদ্ধ করতে লাগলো। কেউ কেউ হস্ততল, চরণ, মুষ্টি এবং গাছপালা দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো।।২৩।। ফলে রাক্ষসদের কেউ কেউ হাঁটুতে আহত হলো, কেউ বা হলো ভগ্নদেহ। যুদ্ধে দুর্ধর্ষ বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের আঘাতে কেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো।।২৪।। বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধে বাণের দ্বারা বানরদের ভীষণভাবে ত্রস্ত-ব্যস্ত করলো। জগৎ-সংহারে রত পাশহস্ত যমের মতো সে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলো।।২৫।। রেগে মূর্ছিত হয়ে বলবান অস্ত্রনিপুণ রাক্ষসেরা নানা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে বানরসৈন্যদেরকে হত্যা করতে লাগলো।।২৬।। এই দেখে বালিপুত্র স্পর্ধিত অঙ্গদ দ্বিগুণ রেগে গেলো। সে সংবর্তক অগ্নির মতো সেই রাক্ষসদের নিধন করতে লাগলো (সংবর্তক—বাড়বানল)।।২৭।। সিংহ যেমন ছোটো ছোটো পশুদের হত্যা করে, তেমনি বীর্যবান অঙ্গদ রেগে চোখ লাল করে গদা তুলে নিয়ে সেইসব রাক্ষসকে হত্যা করতে লাগলো।।২৮।। ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী অঙ্গদ ভীষণভাবে তাদের ধ্বংস করতে লাগলো। ভীষণ-বিক্রমী রাক্ষসেরা অঙ্গদের দ্বারা আহত হলো।।২৯।। তাদের মাথা সব দেহ

বিভিন্ন শিরসঃ পেতুর্নিকৃত্তা ইব পাদপাঃ। রথৈশ্চিত্রৈর্ধ্বজৈরশ্বৈঃ শরীরৈর্হরি-রক্ষসাম্।। ৩০
রুধিরৌঘেণ সঙ্ছন্না ভূমির্ভয়করী তদা। হার-কেয়ূর-বস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতা।। ৩১
ভূমির্ভাতি রণে তত্র শারদীব যথা নিশা। অঙ্গদস্য চ বেগেন তদ্ রাক্ষসবলং মহৎ।
প্রাকম্পত তদা তত্র পবনেনাম্বুদো যথা।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কাটা গাছের মতো তারা ভূপতিত হলো। রণক্ষেত্রে রথ, সুন্দর ধ্বজা, অশ্ব এবং বানর ও রাক্ষসদের দেহ—সব ছড়িয়ে পড়ে আছে।।৩০।। রক্তের ধারায় ভেসে-যাওয়া ভূমি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। নিহত যোদ্ধাদের হার, কেয়ূর, বস্ত্র এবং অস্ত্রের দ্বারা ভূমি আজ অলঙ্কৃত।।৩১।। শরৎকালের নক্ষত্রে উজ্জ্বল রাত্রির মতো দেখাচ্ছিলো ধরিত্রীকে। বায়ুতে যেমন মেঘ আন্দোলিত হয়, তেমনি অঙ্গদের বেগে বিরাট রাক্ষস-সেনাবাহিনী কাঁপতে লাগলো।।৩২।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদ-বজ্রদংষ্ট্রয়োর্যুদ্ধম্, অঙ্গদেন তস্য বিনাশশ্চ।

স্ববলস্য চ ঘাতেন অঙ্গদস্য বলেন চ। রাক্ষসঃ ক্রোধমাবিষ্টো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।। ১
বিস্ফার্য চ ধনুর্ঘোরং শক্রাশনিসমপ্রভম্। বানরাণামনীকানি প্রাকিরচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।। ২
রাক্ষসাশ্চাপি মুখ্যাস্তে রথেষু সমবস্থিতাঃ। নানাপ্রহরণাঃ শূরাঃ প্রাযুধ্যন্ত তদা রণে।। ৩
বানরাণাঞ্চ শূরাস্তু তে সর্বে প্লবগর্ষভাঃ। অযুধ্যন্ত শিলাহস্তাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ।। ৪
তত্রায়ুধসহস্রাণি তস্মিন্নায়োধনে ভৃশম্। রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যেষু পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা।। ৫
বানরাশ্চৈব রক্ষঃসু গিরিবৃক্ষান্ মহাশিলাঃ। প্রবীরাঃ পাতয়ামাসুর্মত্ত-বারণসন্নিভাঃ।। ৬
শূরাণাং যুদ্ধমানানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্। তদ্ রাক্ষসগণানাঞ্চ সুযুদ্ধং সমবর্তত।। ৭
প্রভিন্নশিরসঃ কেচিচ্ছিন্নৈঃ পাদৈশ্চ বাহুভিঃ। শস্ত্রৈরর্দিতদেহাস্তু রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ।। ৮
হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব শেরতে গাং সমাশ্রিতাঃ। কঙ্ক-গৃধ্রবলাঢ্যাশ্চ গোমায়ুকুলসঙ্কুলাঃ।। ৯

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

অঙ্গদ ও বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ। অঙ্গদের দ্বারা তাঁর বিনাশ।

নিজের সৈন্যদের বিনাশ এবং অঙ্গদের বীর্যবত্তা দেখে মহাবলশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র রেগে গেলো।।১।। তার ধনু ছিলো ইন্দ্রের বজ্রের মতো উজ্জ্বল। সেই ভীষণ ধনু আকর্ষণ করে শরবর্ষণের দ্বারা সে বানরদের সৈন্যবাহিনীকে সমাচ্ছন্ন করে ফেললো।।২।। বীর অন্য রাক্ষস প্রধানেরাও রথের ওপর বসে নানা অস্ত্র নিয়ে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৩।। বানরদের মধ্যে যারা বীর সেই সব বানরমুখ্যেরা শিলাহস্তে চারদিক থেকে এগিয়ে এসে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৪।। সেই যুদ্ধে রাক্ষসেরা বানরপ্রধানদের ওপর হাজার হাজার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৫।। মত্ত হস্তীর মতো বীর বানরেরা রাক্ষসদের ওপর পাহাড়ী গাছ এবং বিরাট বিরাট শিলা ফেলতে লাগলো।।৬।। রাক্ষসেরা ছিলো বীর। এবং যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ। বানরদের সঙ্গে তাদের বেশ ভালো করেই যুদ্ধ হলো।।৭।। কারো মস্তক বিদীর্ণ হলো। কারো হাত, কারো বাহু ছিন্ন হয়ে গেলো। অস্ত্রের আঘাতে তাদের দেহ আহত। ফলে রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের দেহ।।৮।। বানর এবং রাক্ষসেরা ভূমিকে আশ্রয় করে শয়ন করে আছে। মাংসাশী কাঁকপাখী, শকুন এবং শৃগাল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে *(কঙ্ক—কাঁকপাখী। এরা মাংসভোজী। গৃধ্র—শকুন। গোমায়ু—শৃগাল)*।।৯।। বাহু, হস্ত, মস্তক

কবন্ধানি সমুৎপেতুর্ভীরূণাং ভীষণানি বৈ। ভুজ-পাণি-শিরশ্ছিন্নাশ্ছিন্নকায়াশ্চ ভূতলে।। ১০
বানরা রাক্ষসাশ্চাপি নিপেতুস্তত্র ভূতলে। ততো বানরসৈন্যেন হন্যমানং নিশাচরম্।। ১১
প্রাভজ্যত বলং সর্বং বজ্রদংষ্ট্রস্য পশ্যতঃ। রাক্ষসান্ ভয়বিত্রস্তান্ হন্যমানান্ প্লবঙ্গমৈঃ।। ১২
দৃষ্ট্বা স :রাষতাম্রাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্। প্রবিবেশ ধনুষ্পাণিস্ত্রাসয়ন্ হরিবাহিনীম্।। ১৩
শরৈর্বিদারয়ামাস কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ। বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্টৌ নব পঞ্চ চ।। ১৪
বিব্যাধ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্। ত্রস্তাঃ সর্বে হরিগণাঃ শরৈঃ সংকৃত্তদেহিনঃ।
অঙ্গদং সম্প্রধাবন্তি প্রজাপতিমিব প্রজাঃ।। ১৫
ততো হরিগণান্ ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা বালিসুতস্তদা। ক্রোধেন বজ্রদংষ্ট্রং তমুদীক্ষন্তমুদৈক্ষত।। ১৬
বজ্রদংষ্ট্রোঽঙ্গদশ্চোভৌ যোযুধ্যেতে পরস্পরম্। চেরতুঃ পরমক্রুদ্ধৌ হরিমত্তগজাবিব।। ১৭
ততঃ শতসহস্রেণ হরিপুত্রং মহাবলম্। জঘান মর্মদেশেষু শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।। ১৮
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গো বালিসূনুর্মহাবলঃ। চিক্ষেফ বজ্রদংষ্ট্রায় বৃক্ষং ভীমপরাক্রমঃ।। ১৯
দৃষ্ট্বা পতন্তং তং বৃক্ষমসম্ভ্রান্তশ্চ রাক্ষসঃ। চিচ্ছেদ বহুধা সোঽপি মথিতঃ প্রাপতদ্ ভুবি।। ২০
তং দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রস্য বিক্রমং প্লবগর্ষভঃ। প্রগৃহ্য বিপুলং শৈলং চিক্ষেপ চ ননাদ চ।। ২১
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা স রথাদাপ্লুত্য বীর্যবান্। গদাপাণিরসম্ভ্রান্তঃ পৃথিব্যাং সমতিষ্ঠত।। ২২
অঙ্গদেন শিলা ক্ষিপ্তা গত্বা তু রণমূর্ধনি। সচক্র-কূবরং সাশ্বং প্রমমাথ রথং তদা।। ২৩
ততোঽন্যচ্ছিখরং গৃহ্য বিপুলং দ্রুমভূষিতম্। বজ্রদংষ্ট্রস্য শিরসি পাতয়ামাস বানরঃ।। ২৪

শরীর থেকে ছিন্ন হওয়ায় দেহগুলি ভূতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কবন্ধগুলি সেখানে উঠে এসেছে। ভীরুরা ভয় পাচ্ছে তাতে।।১০।। বানর আর রাক্ষসেরা ভূতলে পতিত হলো। তারপর বানরসৈন্যেরা রাক্ষসদের হত্যা করার জন্য তাড়া করছে।।১১।। বজ্রদংষ্ট্রের চোখের সামনেই সেই সৈন্যেরা পালিয়ে যেতে লাগলো বানরেরা রাক্ষসদেরকে মারবার জন্যে তাড়া করায় রাক্ষসেরা ভয়ে অত্যন্ত ত্রস্ত্র।।১২।। প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্র এইসব দেখে রেগে চোখ লাল করে বানরসেনাদের ভয়-উৎপাদন করে তাদের মধ্যে প্রবেশ করলো।।১৩।। সে সেখানে তখন সরল কঙ্কপত্রযুক্ত বাণের দ্বারা পাঁচ, সাত, আট, নয়-জন বানরকে বিদীর্ণ করে ফেললো।।১৪।। প্রতাপশালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বজ্রদংষ্ট্র বানরদের বাণবিদ্ধ করলো। শরে তাদের দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেলো। প্রজারা যেমন প্রজাপতির দিকে ছুটে যায়, তেমনি এই বানরেরা সবাই ভীত হয়ে অঙ্গদের কাছে ছুটে গেলো *(সংকৃত্তদেহি—যাদের দেহ কাটা গেছে)* ।।১৫।। বানরদেরকে এইভাবে ক্ষতবিক্ষত দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ তখন তার দিকে তাকিয়ে থাকা বজ্রদংষ্ট্রকে সক্রোধে উদগ্রভাবে দেখতে লাগলো।।১৬।। বজ্রদংষ্ট্র এবং অঙ্গদ দু'জনেই পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলো। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহ এবং মত্ত হস্তীর মতো তারা দু'জনে। রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলো *(হরি—সিংহ, বানর। এখানে সিংহ)*।।১৭।। বজ্রদংষ্ট্র তারপর বানর বালির পুত্র মহাবলশালী অঙ্গদের মর্মস্থলে আগুনের শিখার মতো লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করলো।।১৮।। বালিপুত্র মহাবলশালী অঙ্গদও সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি হলেও ভীম পরাক্রমে বজ্রদংষ্ট্রের ওপর একটি আস্ত গাছ ছুঁড়ে মারলো।।১৯।। সেই গাছকে তার দিকে আসতে দেখে রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অবিচলিতভাবে সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করে ফেললো। তখন সেই টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া গাছটি মাটিতে পড়ে গেলো।।২০।। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দেখে বিশাল এক পাহাড় তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে মারলো। এবং করে উঠলো গর্জন।।২১।। সেই পাহাড়কে ওপর হতে পড়তে দেখে বীর্যবান রাক্ষস বিচলিত না হয়ে গদা হাতে নিয়ে রথ হতে লাফিয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ালো।।২২।। তখন অঙ্গদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শিলাটি যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে গিয়ে চাকা, কূবর এবং ঘোড়াসহ রথটিকে বিধ্বস্ত করলো।।২৩।। তখন আবার বানর অঙ্গদ পাহাড়ের আর একটি বিশাল তরুশোভিত চূড়া নিয়ে বজ্রদংষ্ট্রের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারলো।।২৪।। বজ্রদংষ্ট্র রক্তবমন করতে

অভবচ্ছোণিতোদ্গারী বজ্রদংষ্ট্রঃ সুমূর্চিতঃ। মুহূর্তমভবন্মূঢো গদামালিঙ্গ্য নিঃশ্বসন্।। ২৫
স লব্ধসংজ্ঞো গদয়া বালিপুত্রমবস্থিতম্। জঘান পরমক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে নিশাচরঃ।। ২৬
গদাং ত্যক্ত্বা ততস্তত্র মুষ্টিযুদ্ধমকুর্বত। অন্যোন্যং জঘ্নতুস্তত্র তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ।। ২৭
রুধিরোদ্গারিণৌ তৌ তু প্রহারৈর্জনিতশ্রমৌ। বভূবতুঃ সুবিক্রান্তাবঙ্গারক-বুধাবিব।। ২৮
ততঃ পরমতেজস্বী অঙ্গদঃ প্লবগর্ষভঃ। উৎপাট্য বৃক্ষং স্থিতবানাসীৎ পুষ্পফলৈর্যুতঃ।। ২৯
জগ্রাহ চার্ষভং চর্ম খড়্গঞ্চ বিপুলং শুভম্। কিঙ্কিণীজালসঞ্ছন্নং চর্মণা চ পরিষ্কৃতম্।। ৩০
চিত্রাংশ্চ রুচিরান্ মার্গাংশ্চেরতুঃ কপি-রাক্ষসৌ। জঘ্নতুশ্চ তদান্যোন্যং নর্দন্তৌ জয়কাঙ্ক্ষিণৌ।। ৩১
ব্রণৈঃ সাস্রৈরশোভেতাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ। যুধ্যমানৌ পরিশ্রান্তৌ জানুভ্যামবনীং গতৌ।। ৩২
নিমেষান্তরমাত্রেণ অঙ্গদঃ কপিকুঞ্জরঃ। উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো দণ্ডাহত ইবোরগঃ।। ৩৩
নির্মলেন সুধৌতেন খড়্গেনাস্য মহচ্ছিরঃ। জঘান বজ্রদংষ্ট্রস্য বালিসূনুর্মহাবলঃ।। ৩৪
রুধিরোক্ষিতগাত্রস্য বভূব পতিতং দ্বিধা। তচ্চ তস্য পরীতাক্ষং শুভং খড়্গহতং শিরঃ।। ৩৫
বজ্রদংষ্ট্রং হতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভয়মোহিতাঃ। ত্রস্তা হ্যভ্যদ্রবঁল্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বিষণ্ণবদনা দীনা হ্রিয়া কিঞ্চিদ্বাঙ্মুখাঃ।। ৩৬
নিহত্য তং বজ্রধরঃ প্রতাপবান্ স বালিসূনুঃ কপিসৈন্যমধ্যে।
জগাম হর্ষং মহিতো মহাবলঃ সহস্রনেত্রস্ত্রিদশৈরিবাবৃতঃ।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

লাগলো, মূর্ছিত হয়ে পড়লো। গদা আলিঙ্গন করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে রৈলো।।২৫।। সংজ্ঞা লাভ করে সেই নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র ঐখানে অবস্থানরত বালিপুত্র অঙ্গদকে ভীষণ রেগে বক্ষোদেশে গদার দ্বারা আঘাত করলো।।২৬।। গদা ছেড়ে দিয়ে তারপর সে সেইখানে মুষ্টিযুদ্ধে রত হলো। বানর এবং রাক্ষস উভয়েই একে অপরকে আঘাত করতে লাগলো।।২৭।। মঙ্গল এবং বুধের মতো পরাক্রমী তারা উভয়েই একে অপরকে প্রহার করে শ্রান্ত হয়ে রক্তবমি করতে লাগলো।।২৮।। তারপর বানরশ্রেষ্ঠ পরমতেজস্বী অঙ্গদ একটি গাছ উপড়ে নিয়ে অবস্থান করতে লাগলো। তাকে তখন ফুলে-ফলে শোভিত বলে মনে হচ্ছিলো।।২৯।। এদিকে বজ্রদংষ্ট্র কুমীরের মোটা চামড়া দিয়ে তৈরী ঢাল পরে নিলো। তারপর কিঙ্কিণীজাল-সমাচ্ছন্ন এবং চর্মের দ্বারা পরিষ্কৃত বিশাল সুন্দর খড়্গ হাতে তুলে নিলো।।৩০।। সেই বানর এবং রাক্ষস তখন নানা বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করতে লাগলো। দু'জনেই জয়ের অভিলাষী। গর্জন করতে করতে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলো।।৩১।। দু'জনেরই ক্ষতস্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তাদের পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো দেখাচ্ছিলো। যুদ্ধ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে তারা অবশেষে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো।।৩২।। নিমেষের মধ্যেই বানরবীর অঙ্গদ লাঠিতে আহত সাপের মতো ক্রোধ-দীপ্ত চক্ষু নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।।৩৩।। বালিপুত্র মহাবলশালী অঙ্গদ নির্মল তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই বজ্রদংষ্ট্রের বিশাল মস্তকটি ছেদন করে ফেললো।।৩৪।। রক্তমাখা গায়ে সেই রাক্ষসের বিকৃত নেত্রযুক্ত সুন্দর মস্তক খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূপতিত হলো।।৩৫।। বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত হতে দেখে রাক্ষসেরা ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। বানরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বিষণ্ণবদনে দৈন্যের সঙ্গে লঙ্কার দিকে দৌড়ুতে লাগলো। হেরে যাচ্ছে বলে লজ্জায় তারা কিছুটা অধোবদন হয়ে গেলো।।৩৬।। বজ্রধারী, প্রতাপশালী সেই বালিপুত্র অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে হত্যা করে খুবই আনন্দিত হলো। ইন্দ্র যেমন দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন, তেমনি মহাবলশালী অঙ্গদও পরম আনন্দ লাভ করলো।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

রাবণানুজ্ঞয়া অকম্পনাদিরাক্ষসানাং যুদ্ধযাত্রা, বানরৈঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।

বজ্রদংষ্ট্রং হতং শ্রুত্বা বালিপুত্রেণ রাবণঃ। বলাধ্যক্ষমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্।। ১
শীঘ্রং নির্যান্তু দুর্ধর্ষা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ। অকম্পনং পুরস্কৃত্য সর্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদম্।। ২
এষ শাস্তা চ গোপ্তা চ নেতা চ যুধি সত্তমঃ। ভূতিকামশ্চ মে নিত্যং নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ।। ৩
এষ জেষ্যতি কাকুৎস্থৌ সুগ্রীবঞ্চ মহাবলম্। বানরাংশ্চাপরান্ ঘোরান্ হনিষ্যতি ন সংশয়।। ৪
পরিগৃহ্য স তামাজ্ঞাং রাবণস্য মহাবলঃ। বলং সম্প্রেরয়ামাস তদা লঘুপরাক্রমঃ।। ৫
ততো নানাপ্রহরণা ভীমাক্ষা ভীমদর্শনাঃ। নিষ্পেতূ রাক্ষসা মুখ্যা বলাধ্যক্ষপ্রচোদিতাঃ।। ৬
রথমাস্থায় বিপুলং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্। মেঘাভো মেঘবর্ণশ্চ মেঘস্বনমহাস্বনঃ।। ৭
রাক্ষসৈঃ সংবৃতো ঘোরৈস্তদা নির্যাত্যকম্পনঃ। নহি কম্পয়িতুং শক্যঃ সুরৈরপি মহামৃধে।। ৮
অকম্পনস্ততস্তেষামাদিত্য ইব তেজসা। তস্য নির্ধাবমানস্য সংরব্ধস্য যুযুৎসয়া।। ৯
অকস্মাদ্ দৈন্যমাগচ্ছদ্ধয়ানাং রথবাহিনাম্। ব্যস্ফুরন্নয়নং চাস্য সব্যং যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।। ১০
বিবর্ণো মুখবর্ণশ্চ গদ্গদশ্চাভবৎ স্বনঃ। অভবৎ সুদিনে কালে দুর্দিনং রূক্ষমারুতম্।। ১১
উচুঃ খগমৃগাঃ সর্বে বাচঃ ক্রূরা ভয়াবহাঃ। স সিংহোপচিতস্কন্ধঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ।। ১২
তানুৎপাতানচিন্ত্যৈব নির্জগাম রণাজিরম্। তথা নির্গচ্ছতস্তস্য রক্ষসঃ সহ রাক্ষসৈঃ।। ১৩

পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

রাবণের আদেশে অকম্পনাদি রাক্ষসদের যুদ্ধযাত্রা। বানরদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

রাবণ শুনলেন বালিপুত্র অঙ্গদের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্র নিহত হয়েছে। রাবণ তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে সমাগত সেনাপতি প্রহস্তকে বললো— ।।১।। ভীষণ পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা সত্বর যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ুক। সকল অস্ত্রে এবং শস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ অকম্পন থাকবে সবার সামনে।।২।। এই অকম্পন শত্রুকে শাসন করতে পারে। স্বজনকে করতে পারে রক্ষা। যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সে। নিত্যই আমার অভ্যুদয়কামী। এই অকম্পন সর্বদা যুদ্ধপ্রিয়।।৩।। মহাবলবান সুগ্রীব, ককুৎস্থ বংশধর রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই এ পরাজিত করবে। আর ভয়ঙ্কর বানরদেরো সে হত্যা করবে—এতে কোনো সংশয় নেই।।৪।। রাবণের সেই আজ্ঞা শিরোধারণ করে দ্রুত পরাক্রমী মহাবলবান প্রহস্ত তার সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করলো।।৫।। তারপর সেনাপতিকর্তৃক প্রেরিত প্রধান রাক্ষসেরা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্গত হলো। ভয়ঙ্কর তাদের চোখের দৃষ্টি। দেখতে তারা ভীষণ।।৬।। বিশাল একটি রথ। সেটি তপ্ত সোনায় অলঙ্কৃত। মেঘের মতো আভা, মেঘের মতো বর্ণ অকম্পন মেঘের মতো ভীষণ গর্জন করে সেই রথে আরোহণ করলো।।৭।। ভীষণ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অকম্পন যুদ্ধযাত্রা করলো, ভীষণ যুদ্ধে দেবতারাও তাকে কম্পিত করতে পারে না,... *(মহামৃধে—মহাযুদ্ধে)*।।৮।। এইজন্য অকম্পন তার নাম। তেজে সে সূর্যের মতো। যুদ্ধের অভিলাষে রেগে সে ধাবিত হচ্ছিলো *(যুযুৎসা —যুদ্ধের ইচ্ছা)*।।৯।। তার রথবাহী অশ্বগুলির মধ্যে হঠাৎ দুর্বলতা এলো। যুদ্ধকে যদিও সে অভিনন্দিত করতো, তবুও তার বাম চোখ বার বার স্ফুরিত হতে লাগলো *(পুরুষের বাম চোখ স্ফুরিত হওয়া দুর্লক্ষণ)*।।১০।। তার মুখের রঙ্ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। গদগদ হয়ে গেলো কণ্ঠস্বর। দিনটি বেশ ভালোই ছিলো। হঠাৎ দুর্দিন এলো চলে। বায়ু হয়ে গেলো উগ্র *(মারুত—বায়ু)*।।১১।। পাখী এবং পশু—সবাই ভীষণ ভয়াবহ শব্দ করতে লাগলো। সিংহের মতো উন্নত ছিলো তার স্কন্ধ। বিক্রমে ছিলো বাঘের মতো।।১২।। সেই সব উৎপাতকে অগ্রাহ্য করেই অকম্পন যুদ্ধাঙ্গনে চলে গেলো। রাক্ষসদের নিয়ে সে তো এগিয়ে চলেছে।।১৩।। তখন হঠাৎ ভীষণ এক গর্জন শোনা গেলো। সেই নিনাদ যেন

বভূব সুমহান্ নাদঃ ক্ষোভয়ন্নিব সাগরম্। তেন শব্দেন বিত্রস্তা বানরাণাং মহাচমূঃ।। ১৪
দ্রুম-শৈলপ্রহারাণাং যোদ্ধু সমুপতিষ্ঠতাম্। তেষাং যুদ্ধং মহারৌদ্রং সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্।। ১৫
রাম-রাবণয়োরর্থে সমভিত্যক্তদেহিনঃ। সর্বে হ্যতিবলাঃ শূরাঃ সর্বে পর্বতসন্নিভাঃ।। ১৬
হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব পরস্পরজিঘাংসয়া। তেষাং বিনর্দতাং শব্দঃ সংযুগেঽতিতরস্বিনাম্।। ১৭
শুশ্রুবে সুমহান্ কোপাদন্যোন্যমভিগর্জতাম্। রজশ্চারুণবর্ণাভং সুভীমমভবদ্ ভৃশম্।। ১৮
উদ্ধতং হরিরক্ষোভিঃ সংরুরোধ দিশো দশ। অন্যোন্যং রজসা তেন কৌশেয়োদ্ধতপাণ্ডুনা।। ১৯
সংবৃতানি চ ভূতানি দদৃশুর্ন রণাজিরে। ন ধ্বজো ন পতাকা বা চর্ম বা তুরগোঽপি বা।। ২০
আয়ুধং স্যন্দনো বাপি দদৃশে তেন রেণুনা। শব্দশ্চ সুমহাংস্তেষাং নর্দতামভিধাবকাম্।। ২১
শ্রূয়তে তুমুলো যুদ্ধে ন রূপাণি চকাশিরে। হরীনেব সুসংরুষ্টা হরয়ো জঘ্নুরাহবে।। ২২
রাক্ষসা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুস্তিমিরে তদা। তে পরাংশ্চ বিনিঘ্নন্তঃ স্বাংশ্চ বানর-রাক্ষসাঃ।। ২৩
রুধিরার্দ্রাং তদা চক্রুর্মহীং পঙ্কানুলেপনাম্। ততস্তু রুধিরৌঘেণ সিক্তং হ্যপগতং রজঃ।। ২৪
শরীরশবসঙ্কীর্ণা বভূব চ বসুন্ধরা। দ্রুমশক্তিগদাপ্রাসৈঃ শিলা-পরিঘ-তোমরৈঃ।। ২৫
রাক্ষসা হরয়স্তূর্ণং জঘ্নুরন্যোন্যমোজসা। বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্যুধ্যন্তঃ পর্বতোপমান্।। ২৬
হরয়ো ভীমকর্মাণো রাক্ষসাঞ্জঘ্নুরাহবে। রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধাঃ প্রাস তোমরপাণয়ঃ।।২৭
কপীন্ নিজঘ্নিরে তত্র শস্ত্রৈঃ পরমদারুণৈঃ। অকম্পনঃ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসানাং চমূপতিঃ।। ২৮
সংহর্ষয়তি তান্ সর্বান রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্। হরয়স্ত্বপি রক্ষাংসি মহাদ্রুমমহাশ্মভিঃ।। ২৯

সাগরকেও ক্ষুব্ধ করছে। সেই শব্দে বানরদের সেনাবাহিনী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো।।১৪।। বানর এবং রাক্ষসেরা যুদ্ধ করার জন্য গাছ আর পাহাড়ের চূড়া উপড়ে এনেছে। তাদের মধ্যে তখন তুমুল এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো।।১৫।। রাম এবং রাবণের জন্য যুদ্ধে দেহপাত করতে এই বানর এবং রাক্ষসেরা এসেছে। তারা সবাই অত্যন্ত বলবান। বীর। এবং আকারে পর্বতের মতো।।১৬।। বানর এবং রাক্ষসেরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার ইচ্ছায় সেখানে সমবেত। তারা দ্রুতবেগে ছুটছে আর গর্জন করছে।।১৭।। ক্রোধে তারা যে পরস্পর গর্জন করছে। তা শোনা যাচ্ছে। ভীষণ রক্তবর্ণ ধূলো উড়ছে।।১৮।। বানর এবং রাক্ষসদের দাপাদাপির ফলে ধূলিরাশি উঠে দশদিককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাদের পরস্পরের পদাঘাতে উত্থিত ধূলোবালির আস্তরণ পাণ্ডুবর্ণ এবং রেশমীবস্ত্রের মতো দেখাচ্ছে।।১৯।। ঐ ধূলোয় যুদ্ধক্ষেত্রে সব প্রাণীই ঢাকা পড়ে গেছে। ধ্বজা-পতাকা, বর্ম, অশ্ব —কিছুই দেখা যাচ্ছে না।।২০।। সেই ধূলিরাশিতে অস্ত্র এবং রথও যাচ্ছে না দেখা। তারা সব গর্জন করছে। আর ছুটছে। যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল উঠছে।।২১।। শোনা যাচ্ছে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। ফলে অন্ধকারে বুঝতে না-পারায় অত্যন্ত রুষ্ট যুদ্ধে বানরেরা বানরদেরই হত্যা করছে।।২২।। তখন অন্ধকারে চিনতে না পেরে রাক্ষসেরা হত্যা করছে রাক্ষসদেরকেই। সেই বানর এবং রাক্ষসেরা এইভাবে শত্রুপক্ষের এবং নিজেদের জনকেও হত্যা করতে লাগলো।।২৩।। এইভাবে তারা পৃথিবীতে রক্তে সিক্ত করে পঙ্কলিপ্ত করে তুললো। সেইজন্য রক্তে সিক্ত হওয়ায় ধূলো চলে গেলো।।২৪।। যুদ্ধভূমি তখন নিহতদের সব দেহে ভরে গেলো। গাছ, শক্তি, প্রাস, শিলা, পরিঘ —প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা তারা পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলো।।২৫।। রাক্ষস এবং বানরেরা বীর্যবত্তার সঙ্গে একে অপরকে হত্যা করতে লাগলো। রাক্ষসেরা দেখতে পর্বতের মতো বিশালকায়। তাদের বাহুগুলি দরজার বড়ো বড়ো খিলের মতো।।২৬।। ভীষণকর্মা বানরেরা যুদ্ধে রাক্ষসদেরকে হত্যা করলো। রাক্ষসেরাও প্রাস এবং তোমর-অস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে এলো।।২৭।। রাক্ষসদের সেনাপতি অকম্পন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ভীষণ সব অস্ত্রের দ্বারা বানরদের হত্যা করতে লাগলো।।২৮।। বানরেরাও বিশাল গাছ এবং শিলাখণ্ড দিয়ে ভীষণ-বিক্রম সেইসব রাক্ষসদের হত্যা করতে লাগলো।।২৯।। কুমুদ, নল-প্রমুখ বীর বানরেরাও বীরত্বের সঙ্গে বিপক্ষের অস্ত্রসমূহ ছিন্ন

বিদারয়ন্ত্যভিক্রম্য শস্ত্রাণ্যাচ্ছিদ্য বীর্যতঃ। এতস্মিন্নন্তরে বীরা হরয়ঃ কুমুদো নলঃ।। ৩০
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদঃ ক্রুদ্ধাশ্চক্রুর্বেগেমনুত্তমম্। তে তু বৃক্ষৈর্মহাবীরা রাক্ষসানাং চমূমুখে।। ৩১
কদনং সুমহচ্চক্রুর্লীলয়া হরিপুঙ্গবাঃ। মমন্থূ রাক্ষসান্ সর্বে নানাপ্রহরণৈর্ভৃশম্।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করে তাদের বিদীর্ণ করতে লাগলো।।৩০।। মৈন্দ, দ্বিবিদ—এইসব বানরেরা অত্যন্ত রেগে রাক্ষসদের সেনাবাহিনীর সামনে দ্রুতগতিতে গাছ নিয়ে আক্রমণ করলো।।৩১।। এই বানরবীরেরা নানা অস্ত্রের দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসদেরকে দলিত করে ধ্বংস করতে লাগলো।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীহনূমতা অকম্পনস্য বিনাশঃ

তদ্ দৃষ্ট্বা সুমহৎ কর্ম কৃতং বানরসত্তমৈঃ। ক্রোধমাহারয়ামাস যুধি তীব্রমকম্পনঃ।। ১
ক্রোধমূর্ছিতরূপস্তু ধুন্বন্ পরমকার্মুকম্। দৃষ্ট্বা তু কর্ম শত্রূণাং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ।। ২
তত্রৈব তাবৎ ত্বরিতো রথং প্রাপয় সারথে। এতে চ বলিনো ঘ্নন্তি সুবহূন্ রাক্ষসান্ রণে।। ৩
এতে চ বলবন্তো বা ভীমকোপাশ্চ বানরাঃ। দ্রুম-শৈলপ্রহরণাস্তিষ্ঠন্তি প্রমুখে মম।। ৪
এতান্ নিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো হ্যহম্। এতৈঃ প্রমথিতং সর্বং রক্ষসাং দৃশ্যতে বলম্।। ৫
ততঃ প্রচলিতাশ্বেন রথেন রথিনাং বরঃ। হরীনভ্যপতদ্ দূরাচ্ছরজালৈরকম্পনঃ।। ৬
ন স্থাতুং বানরাঃ শেকুঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে। অকম্পনশরৈর্ভগ্নাঃ সর্ব এবাভিদুদ্রুবুঃ।। ৭
তান্ মৃত্যুবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্! সমীক্ষ্য হনুমান্ জ্ঞাতীনুপতস্থে মহাবলঃ।। ৮
তং মহাপ্লবগং দৃষ্ট্বা সর্বে তে প্লবগর্ষভাঃ। সমেত্য সমরে বীরাঃ সংহৃষ্টাঃ পর্যবারয়ন্।। ৯
ব্যবস্থিতং হনূমন্তং তে দৃষ্ট্বা প্লবগর্ষভাঃ। বভূবুর্বলবন্তো হি বলবন্তমুপাশ্রিতাঃ।। ১০

ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

শ্রীহনুমানের দ্বারা অকম্পনের বিনাশ

শ্রেষ্ঠ বানরদের দ্বারা যুদ্ধে ঐ সুমহদ্‌কর্ম সম্পাদিত হতে দেখে অকম্পন ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো।।১।। শত্রুদের কর্ম দেখে অকম্পন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বিশাল ধনুটি আস্‌ফালন করে সারথিকে বললো—।।২।। সারথে, সেই স্থানেই আমায় নিয়ে চলো, যেখানে বলবান বানরেরা বহুসংখ্যক রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করছে।।৩।। এই তো বলবান বানরেরা ভীষণ রেগে আমার সামনে অবস্থান করছে। গাছ আর পাহাড়ের অংশকে তারা অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে।।৪।। আমি যুদ্ধে সমুৎসুক। এদের আমি হত্যা করতে চাই। দেখছি, রাক্ষসদের সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছে এরাই।।৫।। তারপর, বেগবান অশ্বে আরোহণ করে রথিশ্রেষ্ঠ অকম্পন বানরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দূর হতেই বাণজাল নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৬।। বানরেরা সেখানে অবস্থান করতেই পারলো না, আর রণক্ষেত্রে যুদ্ধের কথা কি বলবো? অকম্পনের শরজালের দ্বারা তারা সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালালো।।৭।। নিজের জ্ঞাতিবর্গকে অকম্পনের শরে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলেন মহাবলবান হনুমান।।৮।। অতঃপর মহাবানর হনুমানকে দেখে বানরবীর সকল যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাকে ঘিরে ধরলো।।৯।। বানরবীরেরা হনুমানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখলো। বলবান হনুমানকে আশ্রয় করে তারা বলবান হয়ে উঠলো (*সংসর্গকাঃ দোষগুণা ভবন্তি—এই নিয়মে বলবানের সান্নিধ্যে দুর্বলও বলবান হয়ে ওঠে*)।।১০।। অকম্পন দেখলো রণক্ষেত্রে পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন হনুমান। মহেন্দ্রের বৃষ্টিধারার মতো সেও বাণের ধারা হনুমানের ওপর

অকম্পনস্তু শৈলাভং হনূমন্তমবস্থিতম্। মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরৈরভিববর্ষ হ।। ১১
অচিন্তয়িত্বা বাণৌঘান্ শরীরে পাতিতান্ কপিঃ। অকম্পনবধার্থায় মনো দধ্রে মহাবলঃ।। ১২
স প্রহস্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। অভিদুদ্রাব তদ্রক্ষঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।। ১৩
তস্যাথ নর্দমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা। বভূব রূপং দুর্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ।। ১৪
আত্মানং ত্বপ্রহরণং জ্ঞাত্বা ক্রোধসমন্বিতঃ। শৈলমুৎপাটয়ামাস বেগেন হরিপুঙ্গবঃ।। ১৫
গৃহীত্বা সুমহাশৈলং পাণিনৈকেন মারুতিঃ। স বিনদ্য মহানাদং ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্।। ১৬
ততস্তমভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্। পুরা হি নমুচিং সংখ্যে বজ্রেণেব পুরন্দরঃ।। ১৭
অকম্পনস্তু তদ্ দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গং সমুদ্যতম্। দূরাদেব মহাবাণৈরর্ধচন্দ্রৈর্ব্যদারয়ৎ।। ১৮
তং পর্বতাগ্রমাকাশে রক্ষোবাণবিদারিতম্। বিকীর্ণং পতিতং দৃষ্ট্বা হনুমান্ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ১৯
সোঽশ্বকর্ণং সমাসাদ্য রোষদর্পান্বিতো হরিঃ। তূর্ণমুৎপাটয়ামাস মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্।। ২০
তং গৃহীত্বা মহাস্কন্দং সোঽশ্বকর্ণং মহাদ্যুতিঃ। প্রগৃহ্য পরয়া প্রীত্যা ভ্রাময়ামাস সংযুগে।। ২১
প্রধাবন্নুরুবেগেন বভঞ্জ তরসা দ্রুমান্। হনুমান্ পরমক্রুদ্ধশ্চরণৈর্দারয়ন্ মহীম্।।২২
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা। জঘান হনুমান্ ধীমান্ রাক্ষসাংশ্চ পদাতিগান্।। ২৩
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সদ্রুমং প্রাণহারিণম্। হনূমন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ২৪
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্। দদর্শাকম্পনো বীরশ্চুক্ষোভ চ ননাদ চ।। ২৫
স চতুর্দশভির্বাণৈর্নিশিতৈর্দেহদারণৈঃ। নির্বিভেদ মহাবীর্যং হনূমন্তমকম্পনঃ।। ২৬
স তথা বিপ্রকীর্ণস্তু নারাচৈঃ শিতশক্তিভিঃ। হনুমান্ দদৃশে বীরঃ প্ররূঢ় ইব সানুমান্।। ২৭

বর্ষণ করতে লাগলো।।১১।। মহাবলবান হনুমান তার শরীরে নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণকে গ্রাহ্যই করলেন না। অকম্পনকে বধ করার জন্য তিনি মনোনিবেশ করলেন।।১২।। সেই পবন-নন্দন মহাতেজস্বী হনুমান অট্টহাস্য করে যেন পৃথিবী কাঁপিয়ে সেই রাক্ষসের দিকে ছুটে গেলেন।।১৩।। হনুমান গর্জন করছেন। আর তেজে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো তাঁর রূপ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলো।।১৪।। নিজেকে অস্ত্রবিহীন জেনে ক্রুদ্ধ বানরবীর দ্রুতগতিতে একটি পাহাড়কে উপড়ে নিলেন।।১৫।। মারুতপুত্র বীর হনুমান এক হাতেই সেই বিরাট পর্বতকে তুলে নিয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে ঘোরাতে লাগলেন।।১৬।। প্রাচীনকালে ইন্দ্র যেমন বজ্র নিয়ে যুদ্ধে নমুচির দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, তেমনি হনুমানও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের দিকে ধাবিত হলেন *(পুরন্দর—ইন্দ্র)*।।১৭।। পর্বতশৃঙ্গকে তার ওপর সমুদ্যত দেখে অকম্পন দূর হতেই অর্ধচন্দ্র মহাবাণের দ্বারা তাকে বিদারিত করলো।।১৮।। সেই পর্বতশিখরকে আকাশে রাক্ষসের বাণের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যেতে দেখে হনুমান ক্রোধ-মূর্ছিত হলেন।।১৯।। তারপর ক্রুদ্ধ ও দর্পিত বানর হনুমান পর্বতের মতো উঁচু একটি অশ্বকর্ণ-বৃক্ষকে পেয়ে দ্রুত সেটিকে উপড়ে ফেললেন *(অশ্বকর্ণ—সালগাছ)*।।২০।। মহাদীপ্তিমান বানর হনুমান সেই বিরাট প্রশাখাযুক্ত সালগাছটিকে যুদ্ধে পরমপ্রীতির সঙ্গে ঘোরাতে লাগলেন।।২১।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমান প্রবলবেগে ছুটতে গিয়ে গাছপালা ভেঙে ফেললেন সব। চরণ দিয়ে বিদীর্ণ করলো ধরিত্রীকে।।২২।। বুদ্ধিমান হনুমান। আরোহিসহ হস্তী, রথিসহ রথ এবং পদাতিক রাক্ষসদের ধ্বংস করতে লাগলেন।।২৩।। বৃক্ষহস্ত, প্রাণঘাতী হনুমানকে ক্রুদ্ধ যমের মতো এগিয়ে আসতে দেখে রাক্ষসেরা সব এদিক-ওদিক পালিয়ে গেলো।।২৪।। রাক্ষসদের কাছে ভয়াবহ ক্রুদ্ধ হনুমানকে আক্রমণে উদ্যত দেখে বীর অকম্পন ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে উঠলেন।।২৫।। সেই অকম্পন দেহবিদারী চৌদ্দটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মহাবীর হনুমানকে বিদীর্ণ করলো।।২৬।। বাণ ও ধারালো শক্তিসমূহের দ্বারা নানাস্থানে বিদ্ধ হয়ে হনুমান দাঁড়িয়ে আছেন। গাছপালাসমেত পর্বতের মতো তখন তাঁকে দেখাচ্ছিলো *(নারাচ—বাণ। শিত—ধারালো। প্ররূঢ়—গাছ। সানুমান—পাহাড়)*।।২৭।। *(* **কিছু অস্ত্রের বর্ণনা**—*ভূশুণ্ডী—ধনুর্বেদের মতে তিন হাত লম্বা, গাঁটসহ মোটা অস্ত্র। এর বর্ণ কৃষ্ণসর্পের মতো। দেখতেও সেইরকম উগ্র। এটি ঘোরানো*

বিররাজ মহাবীর্যো মহাকায়ো মহাবলঃ। পুষ্পিতাশোকসঙ্কাশো বিধূম ইব পাবকঃ।। ২৮
ততোইন্যং বৃক্ষমুৎপাট্য কৃত্বা বেগমনুত্তমম্। শিরস্যভিজঘানাশু রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।। ২৯
স বৃক্ষেণ হতস্তেন সক্রোধেন মহাত্মনা। রাক্ষসো বানরেন্দ্রেণ পপাত চ মমার চ।। ৩০
তং দৃষ্ট্বা নিহতং ভূমৌ রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্। ব্যথিতা রাক্ষসাঃ সর্বে ক্ষিতিকম্প ইব দ্রুমাঃ।। ৩১
ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্বে রাক্ষসাস্তে পরাজিতাঃ। লঙ্কামভিযযুস্ত্রাসাদ্ বানরৈস্তৈরভিদ্রুতাঃ।। ৩২

যায় আবার নিক্ষেপও করা যায়। "ভূষণ্ডী তু বৃহদগ্রন্থির বৃহদ্দেহ সুমংসর। / বাহুদ্বয়-সমং সৈধঃ কৃষ্ণসর্পাগ্রবর্ণবান্। / পাবনং ঘূর্ণনক্ষেতি দ্বেগতি তৎসমাশ্রিতে।। (ধনুর্বেদ)। পরিঘ—ভালো গোলাকার, লম্বায় সাড়ে তিনহাত দীর্ঘ অস্ত্র। বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করে দূর হতে শত্রুর ওপর ছুঁড়ে মারতে হয়। পরিঘো বর্তুলাকার স্তালমাত্রঃ সুতাবরঃ। /বলৈকসাধ্য সম্পাতস্তস্মিন্ জ্ঞোয়া বিচক্ষণৈঃ।। (ধনুর্বেদ)। পিনাক—মহাদেবের ধনু। শক্তি—লোহার তৈরী বর্শা। এর দু'দিকই ধারালো। ধনুর্বেদের মতে শক্তি দু'হাত লম্বা। সিংহের মতো মুখ। ধারালো জিহ্বা তাতে রয়েছে। ধরবার মুষ্টিস্থানটি বৃহৎ। গাঢ় নাল। বহুদূর যেতে পারে। লব হলো তির্যক। হিমালয়কেও বিদীর্ণ করতে পারে। পাশ—ধনুর্বেদের মতে এর পরিমাণ হবে দশহাত। গোলাকারে একে রাখতে হবে। এর গুণ-রজ্জু হলো কার্পাসের সূতো। মঞ্জ নামক তৃণ, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দত্বকের সূত্র এবং চর্মবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয় এই অস্ত্র। ত্রিশ (৩০) গাছি তন্তু উত্তমরূপে একত্র করে পাক দিতে হয়। প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করে মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করতে হয়। অনেকটা মাছ ধরার জালের মতো। এই পাশ-প্রয়োগের বিভিন্ন প্রকার গতি রয়েছে। এই সকল গতির দ্বারা শত্রুকে ইচ্ছামতো বন্ধন করে নিকটে আনা যায়। পাশের প্রান্ত সাপের মুখের মতো বলে তাকে নাগপাশ বলা হয়। পরশু—ধনুর্বেদের মতে এটির পরিমাণ বাহুপরিমাণমতো। একটি যষ্টির মস্তকে অর্ধচন্দ্রাকারে এটি নিবদ্ধ। মুখাদেশ বিস্তৃত ও সম্মুখভাগে স্থাপিত। মুষ্টিস্থান সরু এবং উর্ধ্বদেশ শিখা-সম্বলিত। এর কাজ হলো পাতন ও ছেদন। তোমর—শাবল। এটি দুই ধরণের। দণ্ডযুক্ত ও সম্পূর্ণ লৌহের তৈরী। পাঁচহাত, সাড়ে চারহাতও চারহাত—এই তিনরকমের এর দৈর্ঘ্য। বৈশম্পায়ণ তাঁর ধনুর্বেদে বলেন, এটি লোহার শলা ও কাঠের দণ্ডযুক্ত তীর। শাঙ্গর্ধরের ধনুর্বেদের মতে, এটি সাপের ফণাযুক্ত ফলকযুক্ত লৌহ তীর। এর কাজ তিনরকমের। উত্থান বা উর্ধ্বীয়ান, বিনিযুক্তি বা প্রয়োগ এবং বেধন তথা লক্ষ্যবস্তুর ছিদ্রীকরণ। সময়ে সময়ে এইটি বিষও মাখানো হতো। ভিন্দিপাল—একধরণের প্রক্ষেপণীয় হাতুড়ী। পদাতিক সৈন্যেরাও ব্যবহার করতো। কমপক্ষে তিনবার ঘুরিয়ে এইটি নিক্ষেপ করা হতো। এই অস্ত্রের শরীরটি বাঁকা, মাথাটি নোয়ানো এবং মস্তক শরীরের থেকে বড়ো। বৈশম্পায়ন ধনুর্বেদে বলেছেন ভিন্দিপালস্তু বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহদ্দিরাঃ। /হস্তমাত্রোৎসেষযুক্তঃ করসম্মিত মণ্ডলঃ।।—এর উদতা এক হাত। মুঠো করে ধরা যায়। এমনই এর গঠন। মুষল—মুগুর। এর নিপাতন ও পেষন এই দু'টি মাত্র ক্রিয়া। পট্টিশ—খড়্গের মতো অস্ত্র। পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ, দুইদিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ। এর মুষ্টি হস্তত্রাণযুক্ত। মধুসূদন সরস্বতীর মতে অস্ত্র হলো চার প্রকার। ১) মুক্ত—চক্র প্রভৃতি। ২) অমুক্ত—খড়্গ প্রভৃতি। ৩) মুক্তামুক্ত—শল্য প্রভৃতি। ৪) যন্ত্রমুক্ত—শরেরই প্রকারবিশেষ মুক্তই হলো অস্ত্র। আর অমুক্ত হলো শস্ত্র। ঋষ্টি—তৃণবিশেষ। এই শর দিয়ে বাণ তৈরী করা হয়। বাঁশও মুঞ্জ তৃণ দিয়ে এইধরণের শর তৈরী হয়। লৌহনির্মিত শর হলো নারাচ। ধনু—শৃঙ্গ নির্মিত ধনু হলো শাঙ্গ। বাঁশ দিয়ে তৈরী হলো বাংশ। মুদ্গর—লৌহ মুগুর। লম্বায় তিন হাত। গুরুত্বে অষ্টভার। মুষ্টিযুক্ত। আকার গোল। পরিধি একহাত। এর মূলদেশ কৃশ। স্কন্ধদেশ স্থূল। মস্তকে শীর্ষক থাকেনা। তাড়ন, ছেদন, চূর্ণন, প্লবন এবং ঘাতন—এই পাঁচটি (৫) হলো মুদ্গরের কাজ) মহাবীর্যবান মহাবলশালী হনুমানের বিশাল দেহ। ঐভাবে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান তাকে পুষ্পিত অশোকতরুর মতো এবং ধূমহীন অগ্নির মতো দেখাচ্ছিলো।।২৮।। তারপর হনুমান আর একটি বড়ো গাছ উপড়ে নিয়ে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের মাথায় দ্রুত আঘাত করলেন।।২৯।। ক্রুদ্ধ মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের দ্বারা বৃক্ষের আঘাতে আহত হয়ে সেই রাক্ষস অকম্পন মাটিতে পড়ে গেলো। এবং মরে গেলো।।৩০।। রাক্ষসপ্রধান অকম্পনকে নিহত হয়ে পড়ে আছে দেখে ভূমিকম্পে গাছগুলি যেমন কাঁপে, তেমনি রাক্ষসেরাও ব্যথিত হয়ে কাঁপতে লাগলো।।৩১।। রাক্ষসেরা সব পরাজিত হলো। বানরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে তারা সবাই ভয়ে লঙ্কায় পালিয়ে যেতে লাগলো।।৩২।। তাদের

তে মুক্তকেশাঃ সম্ভ্রান্তা ভগ্নমানাঃ পরাজিতাঃ। ভয়াচ্ছ্রমজলৈরঙ্গৈঃ প্রসবদ্ভির্বিদুদ্রুবুঃ।। ৩৩
অন্যোন্যং যে প্রমথ্নন্তো বিবিশুর্নগরং ভয়াৎ। পৃষ্ঠতস্তে সুসম্মূঢ়াঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ।। ৩৪
তেষু লঙ্কাং প্রবিষ্টেষু রাক্ষসেষু মহাবলাঃ। সমেত্য হরয়ঃ সর্বে হনূমন্তমপূজয়ন্।। ৩৫
সোঽপি প্রবৃদ্ধস্তান্ সর্বান্ হরীন্ সম্প্রত্যপূজয়ৎ। হনুমান্ সত্ত্বসম্পন্নো যথার্হমনুকূলতঃ।। ৩৬
নিনেদুশ্চ যথাপ্রাণং হরয়ো জিতকাশিনঃ। চকৃষুশ্চ পুনস্তত্র সপ্রাণানেব রাক্ষসান্।। ৩৭
স বীরশোভামভজন্মহাকপিঃ সমেত্য রক্ষাংসি নিহত্য মারুতিঃ।
মহাসুরং ভীমমমিত্রনাশনোবিষ্ণুর্যথৈবোরুবলং চমূমুখে।। ৩৮
অপূজয়ন্ দেবগণাস্তদা কপিং স্বয়ঞ্চ রামোঽতিবলশ্চ লক্ষ্মণঃ।
তথৈব সুগ্রীবমুখাঃ প্লবঙ্গমা বিভীষণশ্চৈব মহাবলস্তদা।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। পরাজিত হয়ে ভয়ে তাদের মন বিচলিত। ত্রাসে তাদের গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে আসছে। এইভাবে তারা পালাচ্ছে।।৩৩।। ভয়ে পালাতে গিয়ে তারা একে অপরকে বিদলিত করছে। বিমূঢ় রাক্ষসেরা পালাবার সময় পেছনের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো।।৩৪।। রাক্ষসেরা লঙ্কায় প্রবেশ করলে মহাবলশালী বানরেরা সবাই সমবেত হয়ে হনুমানকে সম্বর্ধিত করলো।।৩৫।। সাত্ত্বিক গুণান্বিত, সম্বর্ধিত হনুমান যথাযথভাবে ভালো করে সব বানরদেরকেও প্রতিপূজা করলেন।।৩৬।। তারপর বিজয়শ্রী-শোভিত বানরেরা প্রাণভরে আনন্দে গর্জন করে উঠলো। সেই গর্জনে প্রাণসমেত রাক্ষসদের তারা যেন টেনে নিয়ে এলো।।৩৭।। বিষ্ণু যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর শত্রু মহাসুরকে ধ্বংস করে বীরশোভায় শোভিত হয়েছিলেন, তেমনি পবনপুত্র মহাবানর হনুমান রাক্ষসদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের নিধন করে বীরশোভাপ্রাপ্ত হলেন।।৩৮।। তখন দেবগণ, স্বয়ং রামচন্দ্র ও বলবান লক্ষ্মণ যেমন হনুমানকে সম্বর্ধিত করলেন, তেমনি সুগ্রীব-প্রমুখ বানরবৃন্দ এবং মহাবলবান বিভীষণও তাকে অভিনন্দিত করলো।।৩৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণাজ্ঞয়া বিশাল-সেনয়া সহ প্রহস্তস্য যুদ্ধায় গমনম্

অকম্পনবধং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো বৈ রাক্ষসেশ্বরঃ। কিঞ্চিদ্দীনমুখশ্চাপি সচিবাংস্তানুদৈক্ষত।। ১
স তু ধ্যাত্বা মুহূর্তন্তু মন্ত্রিভিঃ সংবিচার্য চ। ততস্তু রাবণঃ পূর্বদিবসে রাক্ষসাধিপঃ।
পুরীং পরিযযৌ লঙ্কাং সর্বান্ গুল্মানবেক্ষিতুম্।। ২
তাং রাক্ষসগণৈর্গুপ্তাং গুল্মৈর্বহুভিরাবৃতাম্। দদর্শ নগরীং রাজা পতাকাধ্বজমালিনীম্।। ৩

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

রাবণের নির্দেশে বিশাল সেনাবাহিনীসহ প্রহস্তের যুদ্ধে গমন

অকম্পনের মৃত্যুর খবর শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ ভীষণ রেগে গেলো। মুখ একটু কালো করে সচিবদের দিকে তাকালো সে।।১।। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করলো। তখন সময় হলো পূর্বাহ্ন। সমস্ত সেনানিবাস পরিদর্শনের জন্য তখন লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো (গুল্ম—সেনানিবাস, ঝাড়)।।২।। রাজা রাবণ দেখলো সমগ্র লঙ্কানগরী রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত। বহু সেনানিবাস সেখানে রয়েছে। পতাকা উড়ছে। ধ্বজার দ্বারা সুশোভিতা ঐ পুরী।।৩।। কিন্তু,

রুদ্ধাং তু নগরীং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। উবাচাত্মহিতং কালে প্রহস্তং যুদ্ধকোবিদম্।। ৪
পুরস্যোপনিবিষ্টস্য সহসা পীড়িতস্য হ। নান্যযুদ্ধাৎ প্রপশ্যামি মোক্ষং যুদ্ধবিশারদ।। ৫
অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্মম। ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্।। ৬
স ত্বং বলমতঃ শীঘ্রমাদায় রথমাস্থিতঃ। বিজয়ায়াভিনির্যাহি যত্র সর্বে বনৌকসঃ।। ৭
নির্যাণাদেব তে নূনং চলিতা হরিবাহিনী। নর্দতাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং শ্রুত্বা নাদং দ্রবিষ্যতি।। ৮
চপলা হ্যবিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ বানরাঃ। ন সহিষ্যন্তি তে নাদং সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ।। ৯
বিদ্রুতে চ বলে তস্মিন্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। অবশস্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেষ্যতি।। ১০
আপৎ সংশয়িতা শ্রেয়ো নাত্র নিঃসংশয়ীকৃতা। প্রতিলোমানুলোমং বা যত্তু নো মন্যসে হিতম্।। ১১
রাবণেনৈবমুক্তস্তু প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ। রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনা।। ১২
রাজন্ মন্ত্রিতপূর্বং নঃ কুশলৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। বিবাদশ্চাপি নো বৃত্তঃ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্।। ১৩
প্রদানেন তু সীতায়াং শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া। অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেব তথৈব নঃ।। ১৪
সোঽহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্ত্বয়া। সান্ত্বৈশ্চ বিবিধৈঃ কালে কিং নু কুর্যাং হিতন্তব।। ১৫
নহি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্র-দার-ধনানি চ। ত্বং পশ্য মাং জুহষন্তং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি।। ১৬
এবমুক্ত্বা তু ভর্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ। উবাচেদং বলাধ্যক্ষান্ প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতান্।। ১৭
সমানয়ত মে শীঘ্রং রাক্ষসানাং মহাবলম্। মদ্বাণানাত্তু বেগেন হতানাং তু রণাজিরে।। ১৮
অদ্য তৃপ্যন্তু মাংসাদাঃ পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষা মহাবলাঃ।। ১৯

রাক্ষসরাজ রাবণ দেখলো লঙ্কাপুরী বানরসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধা। নিজের কল্যাণকারী যুদ্ধনিপুণ প্রহস্তকে সে বললো—।।৪।। দেখো, বানরেরা সেনা-সন্নিবেশ করে লঙ্কাপুরীকে উৎপীড়িত করছে। হে যুদ্ধনিপুণ প্রহস্ত, যুদ্ধ করা ছাড়া এ হতে মুক্তি নেই দেখছি।।৫।। আমি বা কুম্ভকর্ণ, নতুবা আমার সেনাপতি তুমি, নৈলে ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ এখন এই যুদ্ধের ভার বহন করতে সমর্থ।।৬।। সেইজন্য তুমি শীগ্‌গির রথে আরোহণ করে সৈন্যদের নিয়ে যেখানে বনবাসী বানরেরা রয়েছে সেখানে বিজয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ো।।৭।। তোমার নির্গমনমাত্রই বানরবাহিনী নিশ্চয়ই বিচলিত হবে। গর্জনকারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের নাদ শুনেই তারা ভয়ে হবে বিগলিত।।৮।। বানরেরা চঞ্চল। দুর্বিনীত। এবং অস্থিরচিত্ত। হাতীগুলি যেমন সিংহের গর্জন সহ্য করতে পারে না তেমনি এই বানরেরাও তোমার নাদ সহ্য করতে পারবে না।।৯।। ওহে প্রহস্ত, বানরবাহিনী যখন পালিয়ে যাবে রাম তখন অবশ ও আশ্রয়হীন হয়ে তোমার বশে এসে যাবে।।১০।। এই যুদ্ধে তোমার আপদ তথা মৃত্যু অনিশ্চিত। কিন্তু জয়লাভরূপ শ্রেয়োলাভে কোনো সংশয় নেই। আমি যা বললাম তার প্রতিকূল বা অনুকূল কোনটাকে তুমি কল্যাণকর বলে মনে করো? *(জয়ের আশা দেখিয়ে রাবণ প্রহস্তকে যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করছে)*।।১১।। অসুরপতি বলিকে শুক্রাচার্য যেমন বলেছিলেন, তেমনিই সেনাপতি প্রহস্তকে রাবণ এই পরামর্শ দিলো *(অসুরেন্দ্র—অসুরদের রাজা বলি। উশনা—আচার্য শুক্র)*।।১২।। মহারাজ, আমাদের মতো নিপুণ মন্ত্রীদের সঙ্গে আপনি এই যুদ্ধ বিষয়ে প্রথমেই মন্ত্রণা করেছিলেন। আমরা সেদিন শুধু পরস্পরকে দেখে ঝগড়াই করেছি।।১৩।। আমি বলেছিলাম সীতাকে ফিরিয়ে দিলেই কল্যাণ হবে। আর, না দিলে যুদ্ধই করতে হবে। এখন দেখছি তাই হলো।।১৪।। আপনি বিভিন্ন সময় দান, মান এবং সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে সম্বর্ধিত করেছেন। তাই, এখন আমি আপনার ভালো করবো না কেন?।।১৫।। আমি পুত্র, পত্নী, ধন এমন কি নিজের জীবনকেও রক্ষণীয় মনে করছি না। আপনি দেখুন, কিভাবে আমি আপনার জন্য যুদ্ধে জীবন আহুতি প্রদান করছি।।১৬।। প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত প্রভু রাবণকে এই কথা বলে সামনে সমবেত সেনাধ্যক্ষদেরকে বললো—।।১৭।। রাক্ষসদের বিরাট সেনাবাহিনীকে শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এসো। রণাঙ্গনে বানরেরা সব আমার দ্রুতগতিতে নিক্ষিপ্ত বাণে নিহত হবে।।১৮।। মাংসভোজী পাখীরা সেই বনবাসী বানরদের মাংসভোজন করে আজ তৃপ্ত হোক। মহাবলশালী সেনাধ্যক্ষেরা তার সেই বাক্য শুনলো।।১৯।। রাবণ-ভবনে সেনা-সন্নিবেশ করলো তারা।

বলমুদ্যোজয়ামাসুস্তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে। সা বভূব মুহূর্তেন ভীমৈর্নানাবিধায়ুধৈঃ।। ২০
লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা। হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্।। ২১
আজ্যগন্ধপ্রতিবহঃ সুরভির্মারুতো ববৌ। স্রজশ্চ বিবিধাকারা জগৃহুস্ত্বভিমন্ত্রিতাঃ।। ২২
সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টা ধারয়ন্ রাক্ষসাস্তদা। সধনুষ্কাঃ কবচিনো বেগাদাপ্লুত্য রাক্ষসাঃ।। ২৩
রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্যবারয়ন্। অথামন্ত্র্য তু রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবাম্।। ২৪
আরুরোহ রথং দিব্যং প্রহস্তঃ সজ্জকল্পিতম্। হয়ৈর্মহাজবৈর্যুক্তং সম্যক্‌সূতং সুসংযুতম্।। ২৫
মহাজলদনির্ঘোষং সাক্ষাচ্চন্দ্রার্কভাস্বরম্। উরগধ্বজদুর্ধর্ষং সুবরুথং স্বপস্করম্।। ২৬
সুবর্ণজালসংযুক্তং প্রহসন্তমিব শ্রিয়া। ততস্তং রথমাস্থায় রাবণার্পিতশাসনঃ।। ২৭
লঙ্কায়া নির্যযৌ তূর্ণং বলেন মহতা বৃতঃ। ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ।
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনাদঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্।। ২৮
শুশ্রুবে শঙ্‌খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতৌ। নিনদন্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মুরগ্রতঃ।
ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ।। ২৯
নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদং সমুন্নতঃ। প্রহস্তসচিবা হ্যেতে নির্যযুঃ পরিবার্য তম্।। ৩০
ব্যূহেনৈব সুঘোরেণ পূর্বদ্বারাৎ স নির্যযৌ। গজযূথনিকাশেন বলেন মহতা বৃতঃ।। ৩১
সাগরপ্রতিমৌঘেন বৃতস্তেন বলেন সঃ। প্রহস্তো নির্যযৌ তূর্ণং ক্রুদ্ধঃ কালান্তকোপমঃ।। ৩২
তস্য নির্যাণঘোষেণ রাক্ষসানাঞ্চ নর্দতাম্। লঙ্কায়াং সর্বভূতানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ।। ৩৩
ব্যভ্রমাকাশমাবিশ্য মাংস-শোণিতভোজনাঃ। মণ্ডলান্যপসব্যানি খগাশ্চক্রু রথং প্রতি।। ৩৪

সেই বাহিনী নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে মুহূর্তের মধ্যে সজ্জিত হলো।।২০।। হস্তীর মতো বিশালদেহী রাক্ষসবীরদের দ্বারা লঙ্কা পরিপূর্ণা হলো। তারা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণদেরকে নমস্কার করলো।।২১।। ঘৃতের গন্ধে সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো। মন্ত্রপূত নানাধরণের মালা সৈনিকেরা গ্রহণ করলো।।২২।। যুদ্ধের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে রাক্ষসেরা তখন খুবই আনন্দিত হলো। বর্ম পরে ধনু নিয়ে তারা দ্রুত লাফ দিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলো।।২৩।। তারা রাজা রাবণকে দেখে প্রহস্তকে ঘিরে দাঁড়ালো। তখন প্রহস্ত রাজাকে বিদায় জানিয়ে সমুচ্চ-ধ্বনিতে ভেরী বাজালো।।২৪।। অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দিব্য রথে প্রহস্ত আরোহণ করলো। সেই অত্যন্ত বেগবান অশ্বের দ্বারা ছিলো যোজিত। ভালো সারথির দ্বারা সেটি ভালোভাবে ছিলো যুক্ত।।২৫।। মহামেঘের মতো ছিলো তার নির্ঘোষ। সাক্ষাৎ চন্দ্র এবং সূর্যের মতো ছিলো সেটি উজ্জ্বল। সাপের মতো ধ্বজা থাকায় ঐ রথটিকে দুর্ধর্ষ মনে হতো। তাতে আত্মগোপনের জন্য চর্মবেষ্টিত গুপ্তস্থান ছিলো। রথের সব অঙ্গগুলি ছিলো ভালোভাবে নির্মিত *(বরুথ—রথগুপ্তিস্থান, চর্ম। অপস্কর—রথাঙ্গ)* ।।২৬।। সোনার জালে যুক্ত থাকায় সেই রথ যেন অন্য সব রথকে সৌন্দর্যের জন্য উপহাস করছে।।২৭।। বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত হয়ে প্রহস্ত লঙ্কা হতে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। তখন মেঘধ্বনির মতো দুন্দুভি উঠলো বেজে। আরো সব যুদ্ধের বাদ্য বাজতে থাকলো। ধরিত্রী যেন ঐ শব্দে পূর্ণ হয়ে গেলো।।২৮।। সেনাপতি চলতে শুরু করলে শঙ্‌খধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। প্রহস্তের আগে আগে রাক্ষসেরা ঘোর গর্জন করতে লাগলো। তারা দেখতে ভীষণ। বিশাল তাদের শরীর।।২৯।। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত প্রহস্তের এই সচিবেরা তাকে ঘিরে ধরে চললো।।৩০।। ভীষণভাবে ব্যূহবদ্ধ গজবাহিনী নিয়ে প্রহস্ত পূর্বদ্বার থেকে নির্গত হলো।।৩১।। সাগরের মতো বিশাল সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত ক্রুদ্ধ প্রহস্ত প্রলয়কালীন ধ্বংসের দেবতার মতো বেরিয়ে এলো।।৩২।। তার নির্গমনের ধ্বনিতে এবং রাক্ষসদের গর্জনে লঙ্কায় সকল প্রাণ ভয়ে বিকৃত স্বরে চীৎকার করতে লাগলো।।৩৩।। আকাশে তখন মেঘ নেই। মাংস এবং শোণিতভোজী পাখীগুলি প্রহস্তের রথকে দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করতে লাগলো।।৩৪।। ভীষণ শৃগালগুলি অগ্নিশিখা বমন করতে লাগলো। আকাশ থেকে উলকাপাত হতে লাগলো। বায়ু বইতে

বমন্ত্যাঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে। অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা বায়ুশ্চ পরুষং ববৌ।। ৩৫
অন্যোন্যমভিসংরব্ধা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে। মেঘাশ্চ খরনির্ঘোষা রথস্যোপরি রক্ষসঃ।। ৩৬
ববর্ষু রুধিরঞ্চাস্য সিষিচুশ্চ পুরঃসরান্। কেতুমূর্ধনি গৃধ্রস্তু বিলীনো দক্ষিণামুখঃ।। ৩৭
নদন্নুভয়তঃ পার্শ্বং সমগ্রাং শ্রিয়মাহরৎ। সারথের্বহুশশ্চাস্য সংগ্রামমবগাহতঃ।। ৩৮
প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সূতস্য হয়সাদিনঃ। নির্যাণশ্রীশ্চ যা চাসীদ্ভাস্বরা চ সুদুর্লভা।
সা ননাশ মুহূর্তেন সমে চ স্খলিতা হয়াঃ।। ৩৯
প্রহস্তং তাং হি নির্যান্তং প্রখ্যাতবলপৌরুষম্। যুধি নানাপ্রহরণা কপিসেনাভ্যবর্তত।। ৪০
অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজায়ত। বৃক্ষানারুজতাঞ্চৈব গুর্বীর্বৈ গৃহ্নতাং শিলাঃ।। ৪১
নর্দতাং রাক্ষসানাঞ্চ বানরাণাঞ্চ গর্জতাম্। উভে প্রমুদিতে সৈন্যে রক্ষোগণবনৌকসাম্।। ৪২
বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্। পরস্পরং চাহ্বয়তাং নিনাদঃ শ্রূয়তে মহান্।। ৪৩
ততঃ প্রহস্তঃ কপিরাজবাহিনীমভিপ্রতস্থে বিজয়ায় দুর্মতিঃ।
বিবৃদ্ধবেগশ্চ বিবেশ তাং চমূং যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

লাগলো ঝড়ের মতো।।৩৫।। গ্রহগুলি পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলো। তাদের আর দেখা যাচ্ছিলো না। মেঘগুলি রাক্ষসের রথের ওপর গাধার ধ্বনিতে গর্জন করতে লাগলো।।৩৬।। মেঘ রক্তবৃষ্টি করতে লাগলো। সামনের সৈনিকদের সেই রক্তে সিক্ত করতে লাগলো। ধ্বজার মাথায় দক্ষিণদিকে মুখ করা একটি শকুন বসে রৈলো।।৩৭।। এই শকুনটি একবার এই পাশে আর একবার ঐ পাশে অমঙ্গলধ্বনি করে রথটির সমগ্র সৌন্দর্যকে হরণ করলো। সংগ্রামভূমিতে প্রবেশ করছিলো সারথি।।৩৮।। তখন অশ্বকে সংযত করতে গিয়ে সারথির হাত হতে চাবুকটি বহুবার খসে পড়ে গেলো। তার অভিযানের সময় যে অত্যন্ত দুর্লভ সৌন্দর্য দেখা গিয়েছিলো, তা মুহূর্তেই গেলো বিনষ্ট হয়ে। সমতল ভূমিতেই ঘোড়াগুলি স্খলিত হলো।।৩৯।। বীর্যবত্তায় এবং শক্তিতে প্রখ্যাত প্রহস্ত যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ামাত্র নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে কপিসেনারা এগিয়ে এলো।।৪০।। তারপর বানরদের দ্বারা গাছ ভাঙার এবং শিলা সংগ্রহের তুমুল শব্দ শোনা গেলো।।৪১।। রাক্ষসেরা নিনাদ করছে। বানরেরা করছে গর্জন। রাক্ষস এবং বানর উভয় পক্ষেরই সেনাবাহিনী বেশ আনন্দিত।।৪২।। দ্রুত একে অপরকে বধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তাতে ভীষণ কোলাহল শোনা যাচ্ছে।।৪৩।। তারপর প্রহস্ত বানরাধিপতি সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর দিকে দুর্মতিবশতঃ ছুটে গেলো। পতঙ্গ যেমন মৃত্যুর জন্যই আগুনের দিকে ছুটে যায়, তেমনি প্রহস্তও দ্রুতগতিতে সেই সেনাব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলো।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

নীলেন প্রহস্তস্য বিনাশঃ

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং দৃষ্ট্বা রণকৃতোদ্যমম্। উবাচ সস্মিতং রামো বিভীষণমরিন্দমঃ।। ১
ক এষ সুমহাকায়ো বলেন মহতা বৃতঃ। আগচ্ছতি মহাবেগঃ কিংরূপ-বল-পৌরুষঃ।। ২

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

নীলের দ্বারা প্রহস্তের বিনাশ

তারপর যুদ্ধের জন্য উদ্যম নিয়ে প্রহস্তকে লঙ্কা হতে বের হয়ে আসতে দেখে শত্রুদমনকারী রাম ঈষদ্ থেমে বিভীষণকে বললেন—।।১।। বিরাট বাহিনী পরিবৃত হয়ে বিশালকায় দ্রুতগামী এ কে ? এর রূপ, বল এবং পৌরষ কি রকম ?।।২।। হে বীর বিভীষণ, বলো, এই বীর্যবান রাক্ষসটি কে ? রামের

আচক্ষ্ব মে মহাবাহো বীর্যবন্তং নিশাচরম্। রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।। ৩
এষ সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ। লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রস্য ত্রিভাগবলসংবৃতঃ।
বীর্যবানস্ত্রবিচ্ছূরঃ সুপ্রখ্যাতপরাক্রমঃ।। ৪
ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্। গর্জন্তং সুমহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্।। ৫
দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্। অভিসঞ্জাতঘোষাণাং প্রহস্তমভিগর্জতাম্।। ৬
খড়্গ-শক্ত্যৃষ্টি-বাণাশ্চ শূলানি মুসলানি চ। গদাশ্চ পরিঘাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ।। ৭
ধনুংষি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্। প্রগৃহীতান্যরাজন্ত বানরানভিধাবতাম্।। ৮
জগৃহুঃ পাদপাংশ্চাপি পুষ্পিতাংস্তু গিরীংস্তথা। শিলাশ্চ বিপুলা দীর্ঘা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৯
তেষামন্যোন্যমাসাদ্য সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ। বহূনামশ্মবৃষ্টিঞ্চ শরবর্ষঞ্চ বর্ষতাম্।। ১০
বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহূন্ বানরপুঙ্গবান্। বানরা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্।। ১১
শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিৎ কেচিত্তু পরমায়ুধৈঃ। পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ।। ১২
নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিৎ পতিতা জগতীতলে। বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদিষুসন্ধানসাদিতাঃ।। ১৩
কেচিদ্দ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি। বানরা রাক্ষসৈঃ শূরৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ।। ১৪
বানরৈশ্চাপি সংক্রুদ্ধৈরাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ। পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সংপিষ্টা বসুধাতলে।। ১৫
বজ্রস্পর্শতলৈর্হস্তৈর্মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্। বমঞ্ছোণিতমাস্যেভ্যো বিশীর্ণদশনেক্ষণাঃ।। ১৬
আর্তস্বনঞ্চ স্বনতাং সিংহনাদঞ্চ নর্দতাম্। বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসামপি।। ১৭

কথা শুনে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন— ।।৩।। এ হলো রাবণের সেনাপতি। এই রাক্ষসের নাম প্রহস্ত। লঙ্কায় রক্ষোরাজের চার ভাগের তিন ভাগ মাত্র সেনা নিয়েই এই বীর্যবান অস্ত্রবিদ্ বীরের পরাক্রম সুবিদিত।।৪।। তারপর ভীষণদর্শন, প্রবল-পরাক্রমী, বিশালদেহ প্রহস্ত রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো।।৫।। বীর বানরদের বিশালসেনা এইভাবে তাকে দেখলো। দেখে তারাও কোলাহল করে উঠলো। এবং প্রহস্তকে দেখে গর্জন করতে লাগলো।।৬।। খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মযল, গদা, পরিঘ এবং নানা রকমের কুঠার হাতে নিয়ে যুদ্ধে চলছে।।৭।। জয়ের অভিলাষে বানরদের দিকে ধেয়ে চলেছে রাক্ষসেরা। বিচিত্র সব ধনু ও তারা হাতে তুলে নিয়েছে।।৮।। আর বানরেরা যুদ্ধ করার কামনায় হাতে তুলে নিয়েছে পুষ্পিত তরু। পাহাড়ের অংশ। এবং বড়ো বড়ো পাথর। বানরদের দেহ বিশাল। এবং উন্নত।।৯।। তারা একে অপরকে পেয়ে তুমুল যুদ্ধ করলো। সেখানে প্রভূতভাবে হলো পাথরের এবং বাণের বর্ষণ।।১০।। রাক্ষসেরা যুদ্ধে বহু বানর বীরকে হত্যা করলো। বানরেরাও বহু রাক্ষসকে করলো হত্যা।।১১।। বানরদের মধ্যে কেউ কেউ রাক্ষসদের শূলের দ্বারা হলো বিদ্ধ। কেউ বা পরম অস্ত্র চক্রের দ্বারা হলো ক্ষতবিক্ষত। পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা কেউ আহত হলো। কেউ কাটা গেলো কুঠারের দ্বারা।।১২।। অচেতন হয়ে কেউ মাটিতে পড়ে গেলো। তীরবিদ্ধ হয়ে কারো বুক বিদীর্ণ হয়ে গেলো। এইভাবে কেউ কেউ মারা গেলো।।১৩।। খড়্গের দ্বারা কতোকগুলি বানর দ্বিখণ্ডিত হলো, মাটিতে পড়েও তাদের দেহগুলি কাঁপছিলো। বলবান রাক্ষসদের দ্বারা কারো কারো পার্শ্বদেশ বিদারিত হলো।।১৪।। অত্যন্ত রেগে বানরেরাও চারদিকে রাক্ষসগুলিকে গাছ আর পাহাড়ের চূড়া দিয়ে আঘাত করলো। তারা তখন মাটিতে গড়গড়িয়ে যেতে লাগলো।।১৫।। বানরদের বজ্রের মতো কঠিন হস্তের চপেটাঘাতে এবং মুষ্ট্যাঘাতে কতোকগুলি রাক্ষসের দাঁত ভেঙে গেলো। চোখ গেলো বিকৃত হয়ে। তাদের মুখ দিয়ে রক্ত বমি হতে লাগলো।।১৬।। কেউ আর্তনাদ করছে। কেউ করছে সিংহনাদ, এইভাবে বানর এবং রাক্ষসদের মধ্য হতে তুমুল শব্দ উঠতে লাগলো।।১৭।। ক্রুদ্ধ এবং ক্রূর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধে বীরোচিতভাবে মৃত্যুবরণকে ব্রতরূপে গ্রহণ করে মুখ না ফিরিয়ে নির্ভীকভাবে যুদ্ধকর্ম সম্পাদন করে যেতে

বানরা রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধা বীরমার্গমনুব্রতাঃ। বিবৃত্তবদনাঃ ক্রূরাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ।। ১৮
নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ। এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্বে জঘ্নুর্বনৌকসঃ।। ১৯
তেষাং নিপততাং শীঘ্রং নিঘ্নতাঞ্চাপি বানরান্। দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেণ জঘানৈকং নরান্তকম্।। ২০
দুর্মুখঃ পুনরাদায় কপিঃ সবিপুলং দ্রুমম্। রাক্ষসং ক্ষিপ্রহস্তস্তু সমুন্নতমপোথয়ৎ।। ২১
জাম্ববাংস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্। পাতয়ামাস তেজস্বী মহানাদস্য বক্ষসি।। ২২
অথ কুম্ভহনুস্তত্র তারেণাসাদ্য বীর্যবান্। বৃক্ষেণ মহতা সদ্যঃ প্রাণান্ সংত্যাজয়দ্ রণে।। ২৩
অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম প্রহস্তো রথমাশ্রিতঃ। চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্বনৌকসাম্।। ২৪
আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে সেনয়োরুভয়োস্তদা। ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ।। ২৫
মহতা হি শরৌঘেণ রাক্ষসো রণদুর্মদঃ। অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে।। ২৬
বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাঞ্চ মেদিনী। বভূবাতিচিতা ঘোরৈঃ পর্বতৈরিব সংবৃতাঃ।। ২৭
সা মহী রুধিরৌঘেণ প্রচ্ছন্না সম্প্রকাশতে। সংচ্ছন্না মাধবে মাসি পলাশৈরিব পুষ্পিতৈঃ।। ২৮
হতবীরৌঘবপ্রাং তু ভগ্নায়ুধমহাদ্রুমাম্। শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্।। ২৯
যকৃৎ-প্লীহমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলাম্। ভিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বশাদ্বলাম্।। ৩০
গৃধ্র-হংসবরাকীর্ণাং কঙ্ক-সারসসেবিতাম্। মেদঃফেনসমাকীর্ণামাবর্তস্তনিতনিঃস্বানম্।। ৩১
তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্। নদীমিব ঘনাপায়ে হংস-সারসসেবিতাম্।। ৩২

লাগলো।।১৮।। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ এবং সমুন্নত-নামক প্রহস্তের এইচারজন সচিব বানরদের হত্যা করতে লাগলো।।১৯।। বানরদের উপর আক্রমণ এবং তাদের নিহত করতে দেখে দ্বিবিদ নামক বানর পাহাড়ের একটি চূড়া নিক্ষেপ করে প্রহস্তের সচিব নরান্তক নামক এক রাক্ষসকে হত্যা করলো।।২০।। তারপর বানর দুর্মুখ বিরাট একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিধন করলো রাক্ষস সমুন্নতকে।।২১।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তেজস্বী জাম্ববান একটি বিশাল শিলাখণ্ড সংগ্রহ করে মহানাদের বুকে ছুঁড়ে মারলো।।২২।। তারপর বীর্যবান কুম্ভহনুকে তার নামক বানর বিরাট একগাছ নিয়ে আক্রমণ করলো। তাতেই যুদ্ধে সে মারা গেলো।।২৩।। রথে বসে প্রহস্ত এই সব সহ্য করতে পারলো না। সে তখন ধনু হাতে নিয়ে বনবাসী বানরদের উপর অত্যাচার শুরু করলো।।২৪।। দুই সেনাবাহিনীকে তখন জলরাশির আবর্তের মতো বিঘূর্ণিত হতে দেখা গেলো। ক্ষুব্ধ অনন্ত সাগরের গর্জনের মতো কলরোল উঠলো।।২৫।। যুদ্ধদুর্মদ রাক্ষস প্রহস্ত তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মহাযুদ্ধে রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে বানরদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।।২৬।। বানর আর রাক্ষসদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো পৃথিবী বুঝি উঁচু পর্বতসমূহের দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে।।২৭।। সেখানে ধরিত্রী রক্ত প্রবাহে আবৃত। মনে হচ্ছিলো বৈশাখমাসে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের দ্বারা যেন পৃথিবী সমাচ্ছন্ন।।২৮।। মনে হচ্ছিলো, সঞ্চিত রক্তের একটি মহানদী যেন যমরূপ সাগরের দিকে ছুটে চলেছে। নিহত বীরদের শরীর যেন তার দু'টি তীর। ভেঙে-পড়া অস্ত্রগুলি যেন সেই নদীর তীরস্থিত বৃক্ষরাজি।।২৯।। মৃত সৈনিকের যকৃত এবং প্লীহা ঐ নদীর যেন গভীর কাদা! মৃতদের বেরিয়ে-পড়া অন্ত্রগুলি যেন নদীর শ্যাওলা। কাটা শরীর এবং মাথাগুলি মাছের ছড়িয়ে-পড়ার মতো। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন ঘাস বলে মনে হচ্ছিলো।।৩০।। রণক্ষেত্রের মাংসাশী শকুনগুলি যেন সেই রক্তনদীর বুকে ঘুরে বেড়ানো হাঁস, কাঁক পাখীগুলি যেন সারস। মৃতদের মেদরাশি যেন ফেনপুঞ্জরূপে সেখানে আবর্তিত। আর্তনাদ যেন নদীর কলধ্বনি।।৩১।। এই যুদ্ধভূমি যেন একটি নদী। কাপুরুষেরা তা অতিক্রম করতে পারে না। বর্ষার পর হংস এবং সারস-সেবিত পূর্ণজলা নদীকে সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।।৩২।। এই বীর রাক্ষস এবং বানরেরা এই দুস্তর

রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যাশ্চ তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্। যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ।। ৩৩
ততঃ সৃজন্তং বাণৌঘান্ প্রহস্তং স্যন্দনে স্থিতম্। দদর্শ তরসা নীলো বিধমন্তং প্লবঙ্গমান্।। ৩৪
উদ্ধূত ইব বায়ুঃ খে মহদভ্রবলং বলাৎ। সমীক্ষ্যাভিদ্রুতং যুদ্ধে প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।। ৩৫
রথেনাদিত্যবর্ণেন নীলমেবাভিদুদ্রুবে। স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো বিকৃষ্য পরমাহবে।। ৩৬
নীলায় ব্যসৃজদ্ বাণান্ প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ। তে প্রাপ্য বিশিখা নীলং বিনির্ভিদ্য সমাহিতাঃ।। ৩৭
মহীং জগ্মুর্মহাবেগা রোষিতা ইব পন্নগাঃ। নীলঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্জ্বলনোপমৈঃ।। ৩৮
স তং পরমদুর্দ্ধর্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ। প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্যবান্।। ৩৯
স তেনাভিহতঃ ক্রুদ্ধো নদন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ। ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবগানাং চমূপতৌ।। ৪০
তস্য বাণগণানেব রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ। অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্নান্নিমীলিতঃ।
যথৈব গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্।। ৪১
এবমেব প্রহস্তস্য শরবর্ষান্ দুরাসদান্। নিমীলিতাক্ষঃ সহসা নীলঃ সেহে সুদারুণম্।। ৪২
রোষিতঃ শরবর্ষেণ সালেন মহতা মহান্। প্রজঘান হয়ান্নীলঃ প্রহস্তস্য মহাবলঃ।। ৪৩
ততো রোষপরীতাত্মা ধনুস্তস্য দুরাত্মনঃ। বভঞ্জ তরসা নীলো ননাদ চ পুনঃ পুনঃ।। ৪৪
বিধনুস্তু কৃতস্তেন প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ। প্রগৃহ্য মুসলং ঘোরং স্যন্দনাদবপুপ্লুবে।। ৪৫
তাবুভৌ বাহিনীমুখ্যৌ জাতবৈরৌ তরস্বিনৌ। স্থিতৌ ক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ প্রভিন্নাবিব কুঞ্জরৌ।। ৪৬

রণ-নদীকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করলো। হাতীর দলপতিরা যেমন পদ্মপরাগে সমাচ্ছন্ন জলাশয়কে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তেমনি।।৩৩।। তারপর বানর নীল দেখলো—রথে বসে প্রহস্ত দ্রুতগতিতে রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে বানরদেরকে নিধন করছে।।৩৪।। কিন্তু বায়ু যেমন আকাশে বিশাল মেঘ-পুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তেমনি যুদ্ধে নীলকে অতি দ্রুত রাক্ষসসেনা নিধন করতে দেখলো সেনাপতি প্রহস্ত।।৩৫।। তখন সে সূর্যের মতো বর্ণের রথে চড়ে নীলের দিকে ছুটে গেলো। ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে। ঐ ভীষণ যুদ্ধে ধনু আকর্ষণ করলো।৩৬।। সেনাপতি প্রহস্ত নীলের ওপর বাণ নিক্ষেপ করলো। সেই বাণগুলি নীলকে বিদীর্ণ করে মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেলো *(বিশিখ—বাণ)*।।৩৭।। মাটিতে ঢুকে গেলো যে বাণগুলি, সেগুলিকে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো মনে হচ্ছিলো, আগুনের মতো তীক্ষ্ণ-শররাশির দ্বারা এইভাবে নীল আহত হলো।।৩৮।। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রহস্ত আক্রমণ করতে আসছে দেখে বীর্যবান মহাবানর নীল একটি গাছ উপড়ে নিয়ে তাকে তাড়া করলো।।৩৯।। বীর নীলের দ্বারা আহত হয়ে ক্রোধে গর্জন করতে করতে বানর-সেনাপতির ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলো।।৪০।। দুরাত্মা রাক্ষসের বাণবর্ষণকে বাধা দিতে না পেরে নীল চোখ বুঁজে নিজের শরীরে সেগুলিকে লাগলো গ্রহণ করতে। যেমন শরৎকালের বৃষ্টিকে গাভী এবং বৃষ বাধ্য হয়ে নিজেদের শরীরে ওপর মেনে নেয়, তেমনি।।৪১।। এইভাবেই প্রহস্তের দুর্ধর্ষ, নিদারুণ শরবর্ষণ সহসা নীল চোখ বুঁজেই সহ্য করলো।।৪২।। প্রহস্তের শরবর্ষণে রুষ্ট হয়ে মহাবলশালী নীল বিশাল একটি সালগাছের দ্বারা প্রহস্তের রথের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলো।।৪৩।। তারপর রুষ্ট-চিত্ত নীল দুরাত্মা প্রহস্তের ধনুটি সবেগে ভেঙে দিয়ে বারংবার গর্জন করতে লাগলো।।৪৪।। সেনাপতি প্রহস্ত তো নীলের দ্বারা ধনুর্বিহীন হয়ে গেলো। সে তখন ভীষণ এক মুগুর নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে এলো *(স্যন্দনাৎ + অবপুপ্লুবে। স্যন্দন—রথ। অবপুপ্লুবে—লাফিয়ে নামলো)*।।৪৫।। নীল এবং প্রহস্ত দু'জনই সেনাপতি। জন্ম থেকেই পরস্পর শত্রু। এবং দ্রুতগামী। রক্তের দ্বারা সিক্ত দেহে তারা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, যেন দু'টি হাতী! তাদের দেহ থেকে মদধারা ক্ষরিত হচ্ছে।।৪৬।। দু'জনেই ধারালো দাঁত দিয়ে একে অপরকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করলো। দু'জনেই সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মতো

উল্লিখন্তৌ সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্। সিংহ-শার্দূলসদৃশৌ সিংহ-শার্দূলচেষ্টিতৌ।। ৪৭
বিক্রান্তবিজয়ৌ বীরৌ সমরেষ্বনিবর্তিনৌ। কাঙ্‌ক্ষমাণৌ যশঃ প্রাপ্তুং বৃত্র-বাসবয়োরিব।। ৪৮
আজঘান তদা নীলং ললাটে মুসলেন সঃ। প্রহস্তঃ পরমায়ত্তস্তস্য সুস্রাব শোণিতম্।। ৪৯
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুম্। প্রহস্তস্যোরসি ক্রুদ্ধো বিসসর্জ মহাকপিঃ।। ৫০
তমচিন্ত্য প্রহারং স প্রগৃহ্য মুসলং মহৎ। অভিদুদ্রাব বলিনং বলান্নীলং প্লবঙ্গমম্।। ৫১
তমুগ্রবেগং সংরব্ধমাপতন্তং মহাকপিঃ। ততঃ সম্প্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাবেগো মহাশিলাম্।। ৫২
তস্য যুদ্ধাভিকামস্য মৃধে মুসলযোধিনঃ। প্রহস্তস্য শিলাং নীলো মূর্ধ্নি তূর্ণমপাতয়ৎ।। ৫৩
নীলেন কপিমুখ্যেন বিমুক্তা মহতী শিলা। বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা।। ৫৪
স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ। পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।। ৫৫
বিভিন্ন শিরসস্তস্য বহু সুস্রাব শোণিতম্। শরীরাদপি সুস্রাব গিরেঃ প্রস্রবণো যথা।। ৫৬
হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্প্যং মহাবলম্। রাক্ষসানামহৃষ্টানাং লঙ্কামভিজগাম হ।। ৫৭
ন শেকুঃ সমবস্থাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ। সেতুবন্ধং সমাসাদ্য বিশীর্ণং সলিলং যথা।। ৫৮
হতে তস্মিংশ্চমূমুখ্যে রাক্ষসাস্তে নিরুদ্যমাঃ। রক্ষঃপতিগৃহং গত্বা ধ্যানমূকত্বমাগতাঃ।। ৫৯
প্রাপ্তাঃ শোকার্ণবং তীব্রং বিসংজ্ঞা ইব তেঽভবন্।। ৬০
ততস্তু নীলো বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্যমানঃ সুকৃতেন কর্মণা।
সমেত্য রামেণ সলক্ষ্মণেন প্রহৃষ্টরূপস্তু বভূব যূথপঃ।। ৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

দেখতে। আচরণও তাদের সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মতো।।৪৭।। উভয়েই পরাক্রান্ত বিজয়ী বীর। যুদ্ধে তারা কখনো পিছিয়ে আসে নি। বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের মতোই তারা ছিলো যশের অভিলাষী।।৪৮।। তখন পরম উদ্যোগী সেই প্রহস্ত মুষলের দ্বারা নীলের ললাটে আঘাত করলো। তাতে তার ললাট হতে রক্তের ধারা বইতে লাগলো।।৪৯।। তখন সর্বাঙ্গে রক্তরঞ্জিত সেই মহাবলবান বানর ক্রুদ্ধ হয়ে একটি বিরাট গাছ দিয়ে প্রহস্তের বুকে আঘাত করলো।।৫০।। প্রহস্ত সেই আঘাতকে গ্রাহ্য না করে বিরাট এক মুষল নিয়ে বলবান বানর নীলের দিকে ছুটে গেলো।।৫১।। সেই তীব্র বেগবান রাক্ষসকে আসতে দেখে মহাবানর মহাবেগবান নীল একটি বিরাট শিলা তুলে নিলো।।৫২।। যুদ্ধাভিলাষী মুষলধারী প্রহস্তের মাথায় শিলাটি দিয়ে দ্রুত আঘাত করলো নীল।।৫৩।। বানরপ্রধান নীলের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই শিলা তখন প্রহস্তের মস্তককে ভীষণভাবে খণ্ড খণ্ড করে ফেললো।।৫৪।। গতপ্রাণ, গতশ্রী, গতশক্তি এবং গতেন্দ্রিয় হয়ে প্রহস্ত তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর মতো ভূতলে পতিত হলো।।৫৫।। মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় তার মস্তক হতে নির্গত হতে লাগলো প্রভূত রক্তধারা। পাহাড়ের ঝর্ণার মতো তার শরীর থেকেও রক্তের স্রোত বইতে লাগলো।।৫৬।। নীলের দ্বারা প্রহস্ত নিহত হলে রাক্ষসদের অকম্পনীয় সেই বিরাট সেনাবাহিনী দুঃখিত হয়ে লঙ্কায় ফিরে গেলো।।৫৭।। সেতুর বাঁধ বিদীর্ণ হলে জল যেমন ধরে রাখা যায় না, তেমনি সেনাপতি নিহত হলে সেনাকেও ধরে রাখা যায় না।।৫৮।। সেনাপতি নিহত হওয়ায় সেই রাক্ষসেরা উদ্যমহীন হলো। রক্ষোরাজ রাবণের গৃহে গিয়ে তারা চিন্তায় মৌন হয়ে গেলো।।৫৯।। শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে তারা যেন সংজ্ঞাহারা।।৬০।। অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার শোভন-কর্মের জন্য প্রশংসিত হচ্ছিলো। তারপর লক্ষ্মণসহ রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই বানর-দলপতি নীল অত্যন্ত আনন্দিত হলো।।৬১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

প্রহস্তস্য মরণেন দুঃখার্তরাবণস্য যুদ্ধায় আগমনম্, তেন সহ সমাগতানাং মুখ্যবীরাণাং পরিচয়ঃ, রাবণাঘাতেন সুগ্রীবস্য মূর্ছা, যুদ্ধায় লক্ষ্মণস্যাগমনম্, হনুমদ্-রাবণয়োঃ পরস্পরং চপেটাঘাতঃ, রাবণস্য বাণাঘাতেন নীলস্য মূর্ছা, লক্ষ্মণস্য শক্তি প্রহারেণ রাবণস্য সংজ্ঞালোপঃ, চৈতন্য-লাভানন্তরং যুদ্ধে রামেণ পরাভূতস্য রাবণস্য লঙ্কাপ্রবেশশ্চ।

তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যপালে প্লবঙ্গমনামৃষভেণ যুদ্ধে।
ভীমায়ুধং সাগরবেগতুল্যং বিদুদ্রুবে রাক্ষসরাজসৈন্যম।। ১
গত্বা তু রক্ষোধিপতেঃ শশংসুঃ সেনাপতিং পাবকসূনুশস্তম্।
তচ্চাপি তেষাং বচনং নিশম্য রক্ষোধিপঃ ক্রোধবশং জগাম।। ২
সংখ্যে প্রহস্তং নিহতং নিশম্য ক্রোধার্দিতঃ শোকপরীতচেতাঃ।
উবাচ তান্ রাক্ষসযূথমুখ্যানিন্দ্রো যথা নির্জরযূথমুখ্যান্।। ৩
নাবজ্ঞা রিপবে কার্যা যৈরিন্দ্রবলসাদনঃ। সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ।। ৪
সোঽহং রিপুবিনাশায় বিজয়ায়াবিচারয়ন্। স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষং তদদ্ভুতম্।। ৫
অদ্য তদ্ বানরানীকং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণম্। নির্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ।
অদ্য সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ।। ৬
স এবমুক্ত্বা জ্বলনপ্রকাশং রথং তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তম্।
প্রকাশমানং বপুষা জ্বলন্তং সমারুরোহামররাজশত্রুঃ।। ৭
স শঙ্খভেরীপণবপ্রণাদৈরাস্ফোটিতক্ষ্বেড়িতসিংহনাদৈঃ।
পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপি সুপূজ্যমানস্তদা যযৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ।। ৮

উনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখার্ত রাবণের যুদ্ধের জন্য আগমন। তার সঙ্গে সমাগতপ্রধান বীরদের পরিচয়। রাবণের আঘাতে সুগ্রীবের মূর্ছা। যুদ্ধের জন্য লক্ষ্মণের আগমন। হনুমান এবং রাবণের পরস্পরের চপেটাঘাত। রাবণের বাণাঘাতে নীলের মূর্ছা। লক্ষ্মণের শক্তিপ্রহারে রাবণের সংজ্ঞালোপ। চেতনালাভের পর রামের দ্বারা পরাজয় ও রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ।

বানরবীর নীলের দ্বারা সেই যুদ্ধে রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত নিহত হলো। তখন সমুদ্রের মতো বেগবান ভীষণ সব অস্ত্রধারী রক্ষোরাজের সৈন্যেরা গেলো পালিয়ে।।১।। তারা গিয়ে রাক্ষসাধিপতি রাবণের কাছে জানালো, অগ্নিপুত্র নীলের হাতে সেনাপতি প্রহস্তের মৃত্যু হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তাদের এই কথা শুনে রক্ষোরাজ ক্রোধাবিষ্ট হলো।।২।। যুদ্ধে প্রহস্ত নিহত হয়েছে শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ ও শোকাকুল হলো। ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেন, তেমনি রাবণ রাক্ষস দলপতিদের প্রধানদেরকে বললেন— ।।৩।। আমার সেনাপতি প্রহস্ত ইন্দ্রের সৈন্যদের একসময় ধ্বংস করেছিলো। সেই সৈন্যদের সেবক এবং হস্তিগুলিকেও নিধন করেছিলো। তাকে যারা আজ হত্যা করেছে, সেই শত্রুদেরকে আর অবজ্ঞা করা চলে না।।৪।। আজ আমি শত্রুবিনাশ এবং বিজয়ের কথা বিচার না করেই নিজেই সেই অদ্ভুত যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।।৫।। দীপ্ত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, তেমনি আজ আমি রাম-লক্ষ্মণসহ সেই বানরবাহিনীকে নিঃশেষে দগ্ধ করবো। বানরদের রক্তে আজ আমি পৃথিবীকে তর্পণ করবো।।৬।। এইকথা বলে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণ উত্তম অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করলো। আগুনের মতো উজ্জ্বল সেই রথ। রাবণের দেহও তখন জ্বলজ্বল করছে।।৭।। তখন শঙ্খ, ভেরী, পণবশঙ্খ বেজে চলেছে। যোদ্ধারা সিংহের মতো গর্জন করে আস্ফালন করছে। পবিত্র স্তবের দ্বারা তাকে সম্বর্ধিত করা হচ্ছে। এইভাবে রাক্ষসরাজপ্রধান রাবণ তখন যাত্রা করলো।।৮।। পাহাড় আর

স শৈলজীমূতনিকাশরূপৈর্মাংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ।
বভৌ বৃতো রাক্ষসরাজমুখ্যো ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ।। ৯
ততো নগর্যাঃ সহসা মহৌজা নিষ্ক্রম্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
মহার্ণবাভ্রস্তনিতং দদর্শ সমুদ্যতং পাদপশৈলহস্তম্।। ১০
তদ্ রাক্ষসানীকমতিপ্রচণ্ডমালোক্য রামো ভুজগেন্দ্রবাহুঃ।
বিভীষণং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠমুবাচ সেনানুগতঃ পৃথুশ্রীঃ।। ১১
নানাপতাকাধ্বজছত্রজুষ্টং প্রাসাসিশূলায়ুধশস্ত্রজুষ্টম্।
কস্যেদমক্ষোভ্যমভীরুজুষ্টং সৈন্যং মহেন্দ্রোপমনাগজুষ্টম্।। ১২
ততস্তু রামস্য নিশম্য বাক্যং বিভীষণঃ শক্রসমানবীর্যঃ।
শশংস রামস্য বলপ্রবেকং মহাত্মনাং রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।। ১৩
যোঽসৌ গজস্কন্ধগতো মহাত্মা নবোদিতার্কোপমতাম্রবক্ত্রঃ।
সঙ্কম্পয়ন্নাগশিরোঽভ্যুপৈতি হ্যকম্পনং ত্বেনমবেহি রাজন্।। ১৪
যোঽসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতুর্ধূন্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্।
করীব ভাত্যুগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ স ইন্দ্রজিন্নাম বরপ্রধানঃ।। ১৫
যশ্চৈষ বিন্ধ্যাস্তমহেন্দ্রকল্পো ধন্বী রথস্থোঽতিরথোঽতিবীরঃ।
বিস্ফারয়ংশ্চাপমতুল্যমানং নাম্নাতিকায়োঽতিবিবৃদ্ধকায়ঃ।। ১৬
যোঽসৌ নবার্কোদিততাম্রচক্ষুরারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্।
গজং খরং গর্জতি বৈ মহাত্মা মহোদরো নাম স এষ বীরঃ।। ১৭

মেঘের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আগুনের মতো দীপ্তনেত্র, মাংসাশী রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে চলেছে রাক্ষসরাজপ্রধান রাবণ। ভূতগণের দ্বারা পরিবৃত দেবাধিপ রুদ্র মহেশ্বরের মতো তাকে তখন দেখাচ্ছিলো।।৯।। মহাতেজস্বী রাবণ তারপর নগর হতে নির্গত হয়ে উগ্র বানরসৈন্যদেরকে দেখতে পেলো। তারা তখন মহাসমুদ্র এবং মেঘের মতো গর্জন করছে। গাছ আর পাহাড় হাতে নিয়ে তারা তখন যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত।।১০।। সর্পরাজ অনন্তের মতো বাহু ছিলো রামচন্দ্রের। সৌন্দর্যে তিনি সমৃদ্ধ। সেনারা তার অনুগত। অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাক্ষসদের সেই প্রচণ্ড সেনাবাহিনী দেখে তিনি বিভীষণকে বললেন।।১১।। দেখা যাচ্ছে নানা পতাকা, ধ্বজ এবং ছত্রযুক্ত সেনা। প্রাস, অসি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রে ভূষিত এই বাহিনী। মহেন্দ্রপর্বতের মতো বিশাল হস্তিবাহিনী এর কাছে রয়েছে। নির্ভীক দুর্জয় এই সেনাবাহিনী কার ?।।১২।। ইন্দ্রের সমান বীর্যবান বিভীষণ রামের এই কথা শুনলো। তারপর সে রাক্ষসপ্রধানদের সৈন্যের কথা মহাত্মা রামের কাছে বললো *(প্রবেক—প্রধান)*।।১৩।। রাজন্, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে এই যে মহাত্মা আসছে, নবোদিত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ যার মুখমণ্ডল, হস্তীর মস্তকটি নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে আসছে, তাকে অকম্পন বলে জানুন *(এই অকম্পন হনুমানকর্তৃক নিহত অকম্পন নয়)*।।১৪।। ঐ যে আর একজনকে দেখুন। সে যে রথে আছে তার ধ্বজায় রয়েছে সিংহের প্রতিচ্ছবি। ইন্দ্রের ধনুর মতো ধনু তার হাতে। সেই ধনুকে সে আস্‌ফালন করছে। উগ্র হাতীর দাঁত বেরিয়ে এসেছে, সেই হাতীর মতোই যে সে দণ্ড। দেবতার বর পেয়ে সে প্রাধান্য অর্জন করেছে। ওর নাম ইন্দ্রজিৎ।।১৫।। আর ঐ যে একজন রথে বসে আছে। ওর নাম অতিরথ। অতি বীর সে। বিন্ধ্য, অস্তাচল এবং মহেন্দ্রপর্বতের মতো সে মহাকায়। অতুলনীয় শক্তিসম্পন্ন ধনু সে আস্‌ফালন করে চলেছে। সমুন্নত তার শরীর।।১৬।। ঐ যে নবোদিত সূর্যের মতো রক্তবর্ণ চোখ, ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে এমন এক হাতীতে চড়ে যে উচ্চকণ্ঠে গর্জন করছে, সেই বীর মহাত্মাই মহোদর।।১৭।। সোনার অলংকারে ভূষিত ঘোড়ায় চড়ে ঐ যে আসছে। তার ঘোড়াকে

যোঽসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ডমারুহ্য সন্ধ্যাভ্রগিরিপ্রকাশম্।
প্রাসং সমুদ্যম্য মরীচিনদ্ধং পিশাচ এষোঽশনিতুল্যবেগঃ।। ১৮
যশ্চৈষ শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্করবজ্রবেগম্।
বৃষেন্দ্রমাস্থায় শশিপ্রকাশমায়াতি যোঽসৌ ত্রিশিরা যশস্বী।। ১৯
অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ কুম্ভঃ পৃথুব্যূঢসুজাতবক্ষাঃ।
সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতুর্বিস্ফারয়ন্ যাতি ধনুর্বিধুন্বন্।। ২০
যশ্চৈষ জাম্বূনদবজ্রজুষ্টং দীপ্তং সধূমং পরিঘং প্রগৃহ্য।
আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো যোঽসৌ নিকুম্ভোঽদ্ভুতঘোরকর্মা।। ২১
যশ্চৈষ চাপাসিশরৌঘজুষ্টং পতাকিনং পাবকদীপ্তরূপম্।
রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রো নরান্তকোঽসৌ নগশৃঙ্গযোধী।। ২২
যশ্চৈষ নানাবিধঘোররূপৈর্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগাশ্ববক্ত্রৈঃ।
ভূতৈর্বৃতো ভাতি বিবৃতনেত্রৈর্যোঽসৌ সুরাণামপি দর্পহন্তা।। ২৩
যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতিচ্ছত্রং সিতং সূক্ষ্মশলাকমগ্র্যম্।
অত্রৈব রক্ষোধিপতির্মহাত্মা ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবাবভাতি।। ২৪
অসৌ কিরীটী চলকুণ্ডলাস্যো নগেন্দ্রবিন্ধ্যোপমভীমকায়ঃ।
মহেন্দ্র-বৈবস্বতদর্পহন্তা রক্ষোধিপঃ সূর্য ইবাবভাতি।। ২৫
প্রত্যুবাচ ততো রামো বিভীষণমরিন্দমঃ। অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ২৬
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ। ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্।। ২৭
দেব-দানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ। যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্ বিরাজতে।। ২৮

দেখাচ্ছে সন্ধ্যাকালীন মেঘযুক্ত পর্বতের মতো। উদ্যত প্রাস অস্ত্র তার হাতে জ্বল জ্বল করছে। বজ্রের মতো তার গতিবেগ। তার নাম হলো পিশাচ।। ১৮।। ঐ যে আর একজন আসছে। তার হাতে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল ধারালো শূল। বজ্রের মতো ক্ষিপ্ত গতি হলো সেই ত্রিশূলের। চন্দ্রের মতো শুভ্র বৃষশ্রেষ্ঠের পৃষ্ঠে আরোহণ করে সে আসছে। ঐ যশস্বীর নাম ত্রিশিরা।। ১৯।। মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ ঐ যে কুম্ভকে দেখা যাচ্ছে। বিশাল এবং সুগঠিত তার বক্ষোদেশ। সর্পরাজ হলো তার রথের ধ্বজচিহ্ন। একাগ্রচিত্তে সে ধনু আস্‌ফালন করে আসছে।।২০।। ঐ দেখুন, অদ্‌ভুত এবং ভীষণকর্মা নিকুম্ভ আসছে। হাতে তার পরিঘ নামক অস্ত্র। সেটি সোনা আর হীরায় খচিত। দেখতে ধূমযুক্ত অগ্নির মতো। রাক্ষসসৈন্য হচ্ছে তার রথের চিহ্ন *(বজ্র—হীরক)* ।।২১।। ঐ যে আর একজন রথে করে আসছে। তার রথে মজুত রয়েছে প্রভূত ধনু, অসি, এবং বাণ। তাতে পতাকা উড়ছে। আগুনের মতো দীপ্ত হচ্ছে রথের বর্ণ। উদগ্র ঐ যোদ্ধার নাম নরান্তক। বৃক্ষ এবং পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে সে যুদ্ধ করে।।২২।। ঐ যে দেবতাদেরো দর্পহন্তা আসছেন। তিনি পরিবৃত হয়ে আছেন নানাবিধ ভূতের দ্বারা। তাদের ভীষণ রূপ। বাঘ, উট বড়ো হাতী, হরিণ আর ঘোড়ার মতো তাদের মুখ। চোখ তাদের বিস্‌ফারিত।।২৩।। তার মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে চন্দ্রের মতো শুভ্র ছত্র। তার শলাকাগুলি বেশ সূক্ষ্ম। এইভাবে রক্ষোরাজ রাবণ ভূত -পরিবেষ্টিত দেবাদিদেব রুদ্রের মতো শোভা পাচ্ছে।।২৪।। মাথায় তার মুকুট। কানে দুলছে কুণ্ডল। তাতে তার মুখটি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। হিমাচল এবং বিন্ধ্যপর্বতের মতো বিশাল এবং ভীষণ তার দেহ। মহেন্দ্র এবং যমরাজের দর্প সে বিনাশ করেছে। সাক্ষাৎ সূর্যের মতো সে শোভা পাচ্ছে।।২৫।। শত্রুদমনকারী রাম তখন বিভীষণকে প্রত্যুত্তরে বললেন-অহো, মহাতেজস্বী রক্ষোরাজ রাবণের কী দীপ্তি !।।২৬।। উজ্জ্বল কিরণে তিনি শোভা পাচ্ছেন। সূর্যের মতোই তাঁর দিকেও তাকানো যায় না। এঁর তেজঃসমুজ্জ্বল রূপ আমি ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না।।২৭।। এই রক্ষোরাজ রাবণের দেহটি যেমন রয়েছে, দেবতা এবং দানব বীরদেরও দেহ তেমন নয়।।২৮।। মহাত্মা এই রাবণের যোদ্ধারা সবাই দেখতে পর্বতের মতো সমুন্নতকায়। পর্বত উপড়ে নিয়েই তারা যুদ্ধ করে। উজ্জ্বল অস্ত্র তাদের

সর্বে পর্বতসঙ্কাশাঃ সর্বে পর্বতযোধিনঃ। সর্বে দীপ্তায়ুধধরা যোধাস্তস্য মহাত্মনঃ।। ২৯
বিভাতি রক্ষোরাজোঽসৌ প্রদীপ্তৈর্ভীমদর্শনৈঃ। ভূতৈঃ পরিবৃতস্তীক্ষ্ণৈর্দেহবদ্ভিরিবান্তকঃ।। ৩০
দিষ্ট্যায়মদ্য পাপাত্মা মম দৃষ্টিপথং গতঃ। অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি সীতাহরণসম্ভবম্।। ৩১
এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্যবান্। লক্ষ্মণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধৃত্য শরোত্তমম্।। ৩২
ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা রক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।
দ্বারেষু চর্যাগৃহগোপুরেষু সুনির্বৃতাস্তিষ্ঠত নির্বিশঙ্কাঃ।। ৩৩
ইহাগতং মাং সহিতং ভবদ্ভির্বনৌকসশ্ছিদ্রমিদং বিদিত্বা।
শূন্যাং পুরীং দুষ্প্রসহাং প্রমথ্য প্রধর্ষয়েযুঃ সহসা সমেতাঃ।। ৩৪
বিসর্জয়িত্বা সচিবাংস্ততস্তান্ গতেসু রক্ষঃসু যথানিয়োগম্।
ব্যাদাবয়দ্ বানরসাগরৌঘং মহাঝষঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্।। ৩৫
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য দীপ্তেষু-চাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।
মহৎ সমুৎপাট্য মহীধরাগ্রং দুদ্রাব রক্ষোধিপতিং হরীশঃ।। ৩৬
তচ্ছৈলশৃঙ্গং বহুবৃক্ষসানুং প্রগৃহ্য চিক্ষেপ নিশাচরায়।
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ।। ৩৭
তস্মিন্ প্রবৃদ্ধোত্তমসানুবৃক্ষে শৃঙ্গে বিদীর্ণে পতিতে পৃথিব্যাম্।
মহাহিকল্পং শরমন্তকাভং সমাদধে রাক্ষসলোকনাথঃ।। ৩৮
স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং সবিস্ফুলিঙ্গজ্বলনপ্রকাশম্।
বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং চিক্ষেপ সুগ্রীব-বধায় রুষ্টঃ।। ৩৯
স সায়কো রাবণবাহুমুক্তঃ শক্রাশনিপ্রখ্যবপুঃপ্রকাশম্।
সুগ্রীবমাসাদ্য বিভেদ বেগাদ্ গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ।। ৪০

হাতে।।২৯।। উজ্জ্বল এবং ভীষণদর্শন ঐ রক্ষোরাজ রাবণ ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেহধারী ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যমরাজের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।।৩০।। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে পড়লো। আজ একে বিনাশ করে আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ হতে বিমুক্ত হবো।।৩১।। এই কথা বলে বীর্যবান রাম উত্তম বাণ সংগ্রহ করে অবস্থান করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তার অনুচর হয়ে রৈলেন সেখানে।।৩২।। তারপর সেই মহাত্মা রক্ষোরাজ রাবণ তার মহাবলশালী রাক্ষসদেরকে বললো— ওহে, তোমরা রাজপথে এবং গৃহের দ্বারসমূহে নিঃশঙ্ক হয়ে শান্তভাবে অবস্থান করো।।৩৩।। নৈলে আমার সঙ্গে তোমরা এখানে এসেছো, বনবাসী বানরেরা এই ছিদ্র জেনে দুষ্প্রবেশ্য শূন্যপুরীতে গিয়ে সহসা সব দলিত মথিত করবে।।৩৪।। রাবণ এইভাবে সচিবদের বিদায় দিলো। যার যেখানে নিয়োগ হওয়ার কথা রাক্ষসেরা সেই সেই স্থানে চলে গেলো। মহামৎস্য যেমন পূর্ণসাগরের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, তেমনি রাবণও এই বানরসেনা-সমুদ্রের মধ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করলো।।৩৫।। রক্ষোরাজ রাবণকে উজ্জ্বল ধনুর্বাণ নিয়ে সহসা আক্রমণে উদ্যত দেখে বানরাধি -পতি সুগ্রীব পাহাড়ের এক বিরাট চূড়া উপড়ে নিয়ে রক্ষোরাজের দিকে ছুটে গেলো।।৩৬।। বহুবৃক্ষ এবং সানুযুক্ত সেই শৈলশৃঙ্গ তুলে নিয়ে সুগ্রীব রাক্ষসের দিকে নিক্ষেপ করলো। সেটি নিজের দিকে আসতে দেখে রাবণ সহসা সোনার পুচ্ছযুক্ত বাণরাশির দ্বারা ছেদন করলো সেটিকে।।৩৭।। সেই উত্তম বৃক্ষ এবং সানুযুক্ত শৃঙ্গটি বিদীর্ণ হয়ে ভূতলে হলো পতিত। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাসর্পের মতো এবং যমতুল্য বাণ হাতে তুলে নিলো (*শরম+ অন্তক+ আভম্। অন্তক— যম। মহা+ অহি = মহাহি —মহাসর্প*)।।৩৮।। ক্রুদ্ধ রাবণ তখন বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন বাণ সুগ্রীবকে বধের জন্য নিক্ষেপ করলো। সেই বাণ আগুনের মতো জ্বলছিলো। মহেন্দ্রের বজ্রের মতোই গতিসম্পন্ন ছিলো তা।।৩৯।। রাবণের বাহুমুক্ত সেই শর ইন্দ্রের বজ্রের মতো দৃঢ়শরীর সুগ্রীবকে দ্রুত বিদীর্ণ করে ফেললো। কার্তিকের নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলো, ঠিক তেমনি।।৪০।। সেই বাণে পীড়িত

স সায়কার্তো বিপরীতচেতাঃ কূজন্ পৃথিব্যাং নিপপাত বীরঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসজ্ঞং নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ।। ৪১
ততো গবাক্ষো গবয়ঃ সুষেণস্ত্বৃষভো জ্যোতির্মুখো নলশ্চ।
শৈলান্ সমুৎপাট্য বিবৃদ্ধকায়াঃ প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম্।। ৪২
তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্ রক্ষোধিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈর্বিভেধ জাম্বূনদচিত্রপুঙ্খৈঃ।। ৪৩
তে বানরেন্দ্রাস্ত্রিদশারিবাণৈর্ভিন্না নিপেতুর্ভুবি ভীমকায়াঃ।
ততস্তু তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রং প্রচ্ছাদয়ামাস স বাণজালৈঃ।। ৪৪
তে বধ্যমানাঃ পতিতাশ্চ বীরা নানদ্যমানা ভয়শল্যবিদ্ধাঃ।
শাখামৃগা রাবণসায়কার্তা জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্।। ৪৫
ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুষ্মানাদায় রামঃ সহসা জগাম।
তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য উবাচ রামং পরমার্থযুক্তম্।। ৪৬
কামমার্য সুপর্যাপ্তো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ। বিধমিষ্যাম্যহং চৈতমনুজানীহি মাং বিভো।। ৪৭
তমব্রবীন্মহাতেজাঃ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। গচ্ছ যত্নপরশ্চাপি ভব লক্ষ্মণ সংযুগে।। ৪৮
রাবণো হি মহাবীর্যো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ। ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ।। ৪৯
তস্য চ্ছিদ্রাণি মার্গস্ব স্বচ্ছিদ্রাণি চ লক্ষয়। চক্ষুষা ধনুষাত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ।। ৫০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পরিষ্বজ্য পূজ্য চ। অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে।। ৫১
স রাবণং বারণহস্তবাহুং দদর্শ ভীমোদ্যতদীপ্তচাপম্।
প্রচ্ছদয়ন্তং শরবৃষ্টিজালৈস্তান্ বানরান্ ভিন্নবিকীর্ণদেহান্।। ৫২

হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে বীর সুগ্রীব ভূতলে পতিত হলো। যুদ্ধে তাকে ভূমিতে পতিত এবং অচেতন দেখে রাক্ষসেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগলো।।৪১।। তারপর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ এবং নল-প্রমুখ বিশালকায় বানরেরা পাহাড় উপড়ে নিয়ে সেই রক্ষোরাজের দিকে ধেয়ে গেলো।।৪২।। কিন্তু রক্ষোরাজ তীক্ষ্ণাগ্র শত শত বাণের দ্বারা তাদের সেই প্রহারকে ব্যর্থ করে দিলো। সোনার সুন্দর পুচ্ছযুক্ত বাণরাশির দ্বারা সেই বানরমুখ্যদেরও সে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো।।৪৩।। দেবশত্রু রাবণের বাণের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে বিশালদেহ বানরপ্রধানেরা ভূমিতে পড়ে গেলো। তারপর সে বাণসমূহের দ্বারা উগ্র বানরসৈন্যদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।।৪৪।। বীরবানরেরা আজ নিহত হতে চলেছে। মাটিতে তারা পড়ে গেছে। ভয়রূপ বাণে বিদ্ধ হয়ে তারা আর্তনাদ করছিলো। রাবণের সায়কে বিদ্ধ হয়ে বানরেরা আজ আর্ত। তারা শরণাগতরক্ষক রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করলো।।৪৫।। তারপর ধনুর্ধর মহাত্মা রাম ধনু নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন। লক্ষ্মণ তখন তাঁর কাছে গিয়ে করজোড়ে রামকে পরমার্থযুক্ত বাক্য বললেন— ।।৪৬।। আর্য, এই দুরাত্মার বধের জন্য আমিই পর্যাপ্ত। প্রভো, আমাকে অনুমতি দিন, আমিই একে বিনাশ করবো।।৪৭।। সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমী, মহাতেজস্বী রাম তাঁকে বললেন— লক্ষ্মণ, বেশ, তুমি যাও। যুদ্ধের জন্য যত্নপরায়ণ হও।।৪৮।। রাবণ মহাবীর্যবান। যুদ্ধে অদ্ভুত তার পরাক্রম। সম্যগ্‌রূপে ক্রুদ্ধ হলে সে ত্রিভুবনেরও অসহ্য হয়ে ওঠে।।৪৯।। তার ছিদ্র অনুসন্ধান করো। নিজের ছিদ্রের দিকে লক্ষ্য রাখো। সংযত হয়ে চোখ এবং ধনুর দ্বারা নিজেকে রক্ষা করো।।৫০।। রামের বাক্য শুনে তাঁকে আলিঙ্গন করে পূজা ও অভিবাদন করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যুদ্ধযাত্রা করলেন।।৫১।। তিনি গিয়ে রাবণকে দেখলেন, হাতীর শুঁড়ের মতো তার বাহু। হাতে তার উদ্যত ধনু। সেটি ভীষণ এবং দীপ্ত। বৃষ্টির ধারার মতো বাণ বর্ষণ করে সে বানরদের দেহকে বিদীর্ণ করছে। শরজালে সেই দেহগুলি ঢাকা পড়ে গেছে।।৫২।। পবন-নন্দন

তমালোক্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। নিবার্য শরজালানি বিদুদ্রাব স রাবণম্।। ৫৩
রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্। ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।। ৫৪
দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ। অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্।। ৫৫
এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ। বিধমিষ্যতি তে দেহে ভূতাত্মানং চিরোষিতম্।। ৫৬
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ। সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদিদং বচনমব্রীবৎ।। ৫৭
ক্ষিপ্রং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীর্তিমবাপ্নুহি। ততস্ত্বাং জ্ঞাতবিক্রান্তং নাশয়িষ্যামি বানর।। ৫৮
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূনুর্বচোঽব্রবীৎ। প্রহতং হি ময়া পূর্বমক্ষং তব সুতং স্মর।। ৫৯
অবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। আজঘানানিলসুতং তলেনোরসি বীর্যবান্।। ৬০
স তলাভিহতস্তেন চচাল চ মুহুর্মুহুঃ। স্থিতো মুহূর্তং তেজস্বী স্থৈর্যং কৃত্বা মহামতিঃ।। ৬১
আজঘান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিসম্। ততঃ স তেনাভিহতো বানরেণ মহাত্মনা।। ৬২
দশগ্রীবঃ সমাধূতো যথা ভূমিতলেঽচলঃ। সংগ্রামে তং তথা দৃষ্ট্বা রাবণং তলতাডিতম্।। ৬৩
ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহাসুরৈঃ। অথাশ্বস্য মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।। ৬৪
সাধু বানর বীর্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ। রাবণেনৈবমুক্তস্তু মারুতির্বাক্যমব্রবীৎ।। ৬৫
ধিগস্তু মম বীর্যস্য যৎ ত্বং জীবসি রাবণ। সকৃৎ তু প্রহরেদানীং দুর্বুদ্ধে কিং বিকত্থসে।। ৬৬
ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্। ততো মারুতিবাক্যেন কোপস্তস্য প্রজজ্বলে।। ৬৭
সংরক্তনয়নো যত্নান্মুষ্টিমাবৃত্য দক্ষিণম্। পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্যবান্।। ৬৮

মহাতেজস্বী হনুমান রাবণকে দেখে তার বাণগুলিকে নিবারণ করে তার দিকে ছুটে গেলেন।।৫৩।। তার রথের কাছে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে বুদ্ধিমান হনুমান রাবণের ত্রাস-উৎপাদন করে বললেন— ।।৫৪।। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের তুমি অবধ্য—এই বরমাত্র পেয়েছে। কিন্তু বানরদের থেকে তোমার ভয় আছে।।৫৫।। পঞ্চ অঙ্গুলিসহ আমার এই উদ্যত দক্ষিণবাহু দেখো। তোমার দেহে দীর্ঘকাল ধরে যে জীবাত্মা বাস করছে তাকে আমি ধ্বংস করবো *(চির+উষিতম —দীর্ঘকাল বাসকারী। বস্+ক্ত—উষিত)* ।।৫৬ হনুমানের বাক্য শুনে ভীষণ বিক্রমী রাবণ রেগে চোখ লাল করে বললো— ।।৫৭।। ওহে বানর, নিঃশঙ্কভাবে দ্রুত আমায় প্রহার করো। স্থায়ী কীর্তি লাভ করো। তারপর তোমার বিক্রম জেনে তোমায় আমি ধ্বংস করবো।।৫৮।। রাবণের বাক্য শুনে পবনপুত্র হনুমান বললেন, আমি প্রথমে তোমার পুত্র অক্ষকে মেরে তারপর তোমায় মারছি। এটি স্মরণ করো।।৫৯।। এইকথা বলতেই রাক্ষসরাজ মহাতেজস্বী বীর্যবান রাবণ পবনপুত্র হনুমানের বুকে হস্ততল দিয়ে এক চপেটাঘাত করলো।।৬০।। সেই চপেটাঘাতে হনুমান মুহুর্মুহুঃ বিচলিত হতে লাগলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই স্থৈর্য লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন মহামতি তেজস্বী হনুমান।।৬১।। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তখন হনুমান দেবশত্রু রাবণকেও হস্ততল দিয়ে চপেটাঘাত করলেন। এইভাবে মহাত্মা বানরের দ্বারা রাবণও আহত হলো।।৬২।। যেমন ভূমিকম্পে পাহাড় কাঁপে, তেমনি দশানন রাবণও কাঁপতে লাগলো। সবাই দেখলো যুদ্ধে রাবণকেও চপেটাঘাত করা চলে।।৬৩।। ঋষিগণ, বানরকুল, সিদ্ধনামক উপদেবতাবৃন্দ, অসুরদেরকে নিয়ে দেবতারা সকলে আনন্দ-ধ্বনি করতে লাগলেন। তারপর আশ্বস্ত হয়ে মহাতেজস্বী রাবণ বললো— ।।৬৪।। হে বানর, সাধু। আমার শত্রু হলেও তুমি বীরত্বে প্রশংসনীয়। রাবণ এই কথা বলায় হনুমান প্রত্যুত্তরে বললেন— ।।৬৫।। হে রাবণ, আমার বীরত্বকে ধিক্। তুমি যে এখনো বেঁচে আছো! ওরে দুর্বুদ্ধে, আমাকে একবার মাত্র প্রহার করে তুমি কি এতো আত্মপ্রশংসা করছো ?।।৬৬।। তারপর আমার একটি মুষ্টি প্রহারই তোমাকে যমালয়ে নিয়ে যাবে। মারুতি হনুমানের একটি বাক্যের দ্বারাই রাবণের ক্রোধ জ্বলে উঠলো।।৬৭।। বীর্যবান রাবণ তখন রক্তচক্ষু হয়ে তার হাতের দক্ষিণমুষ্টি আবদ্ধ করে জোরে বানরের বুকে আঘাত করলো।।৬৮।। বুকে

হনুমান্ বক্ষসি ব্যূঢে সঞ্চচাল পুনঃপুনঃ। বিহ্বলন্তু তদা দৃষ্ট্বা হনূমন্তং মহাবলম্।। ৬৯
রথেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমভ্যগাৎ। রাক্ষসানামধিপতির্দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।। ৭০
পন্নগপ্রতিমৈর্ভীমৈঃ পরমর্মাভিভেদনৈঃ। শরৈরাদীপয়ামাস নীলং হরিচমূপতিম্।। ৭১
স শরৌঘসমায়স্তো নীলো হরিচমূপতিঃ। করেণৈকেন শৈলাগ্রং রক্ষোধিপতয়েঽসৃজৎ।। ৭২
হনুমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহামনাঃ। বিপ্রেক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ।। ৭৩
নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্। অন্যেন যুধ্যমানস্য ন যুক্তমভিধাবনম্।। ৭৪
রাবণোঽথ মহাতেজাস্তং শৃঙ্গং সপ্তভিঃ শরৈঃ। আজঘান সুতীক্ষ্ণাগ্রৈস্তদ্ বিকীর্ণং পপাত হ।। ৭৫
তদ্বিকীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমূপতিঃ। কালাগ্নিরিব জজ্বাল কোপেন পরবীরহা।। ৭৬
সোঽশ্বকর্ণদ্রুমান্ শালাংশ্চূতাংশ্চাপি সুপুষ্পিতান্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ষেপ সংযুগে।।৭৭
স তান্ বৃক্ষান্ সমাসাদ্য প্রতিচিচ্ছেদ রাবণঃ। অভ্যবর্ষচ্চ ঘোরেণ শরবর্ষেণ পাবকিম্।। ৭৮
অভিবৃষ্টঃ শরৌঘেণ মেঘেনেব মহাচলঃ। হ্রস্বং কৃত্বা ততো রূপং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ।। ৭৯
পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে সমবস্থিতম্। জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ চ।। ৮০
ধ্বজাগ্রে ধনুষশ্চাগ্রে কিরীটাগ্রে চ তং হরিন্। লক্ষ্মণোঽথ হনুমাংশ্চ রামশ্চাপি সুবিস্মিতাঃ।। ৮১
রাবণোঽপি মহাতেজাঃ কপিলাঘববিস্মিতঃ। অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মদ্ভুতম্।। ৮২
ততস্তে চুক্রুশুর্হৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ। নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে।। ৮৩
বানরাণাঞ্চ নাদেন সংরব্ধো রাবণস্তদা। সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত।। ৮৪
আগ্নেয়েনাপি সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্। ধ্বজশীর্ষস্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ।। ৮৫

আঘাত পেয়ে হনুমান বারবার কাঁপতে লাগলেন। রাবণ দেখলো মহাবলবান হনুমান বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।।৬৯।। রাক্ষসদের অধিপতি, প্রতাপশালী, অতিরথ তখন দ্রুত নীলের দিকে ছুটে গেলো।।৭০।। শত্রুর মর্মভেদকারী সর্পের মতো ভীষণ বাণরাজির দ্বারা রাবণ বানরসেনাপতি নীলকে সন্তপ্ত করলো।।৭১।। বাণরাশির দ্বারা আহত বানর সেনাপতি নীল এক হাতে একটি পাহাড়ের চূড়া উপড়ে নিয়ে রক্ষোরাজের উপর নিক্ষেপ করলো।।৭২।। মহামনা তেজস্বী হনুমানও এই দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় সক্রোধে রাবণকে বাক্য বললেন।।৭৩।। রক্ষোরাজ রাবণ তখন নীলের সঙ্গে যুদ্ধে রত। হনুমান বললেন, তুমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত। তাই তোমায় আমার আক্রমণ করা উচিত নয়।।৭৪।। মহাতেজস্বী রাবণ তখন অত্যন্ত ধারালো সাতটি শরের দ্বারা সেই পর্বতশৃঙ্গকে আঘাত করে টুকরো টুকরো করে ভূতলে ছড়িয়ে দিলো।।৭৫।। পাহাড়ের চূড়াকে বিদীর্ণ হতে দেখে বানর সেনাপতি শত্রুবীরহন্তা নীল ক্রোধে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো জ্বলে উঠলো।।৭৬।। নীল তখন ফুলে-ভরা অশ্বকর্ণ, সাল, আম এবং অপরাপর নানাবিধ গাছ তুলে নিয়ে যুদ্ধে রাবণের প্রতি ছুঁড়ে দিতে লাগলো।।৭৭।। রাবণও তখন নিক্ষিপ্ত গাছগুলিকে বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেললো। এবং অগ্নিপুত্র নীলের ওপর ভীষণভাবে শরবর্ষণ করতে লাগলো।।৭৮।। মেঘ যেমন মহাশৈলে বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি রাবণও নীলের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলো। নীল অতঃপর নিজের দেহটিকে ছোটো করে রাবণের রথের ধ্বজার ওপরে আশ্রয় নিলো।।৭৯।। ধ্বজার ওপরে পাবকপুত্র নীলকে বসে থাকতে দেখে রাবণ ক্রোধে জ্বলে উঠলো। তাতে নীলও গর্জন করতে লাগলো।।৮০।। বানর নীলকে কখনো ধ্বজার ওপরে, কখনো ধনুর মাথায়, কখনো বা মুকুটের ওপর দেখতে পেয়ে লক্ষ্মণ, হনুমান এবং রামও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।।৮১।। মহাতেজস্বী রাবণও বানরের ক্ষিপ্রভাবে এই ক্ষুদ্র আকার ধারণ করা দেখে বিস্মিত হলো। তখন সে অদ্ভুত দীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করলো।।৮২।। অতঃপর যুদ্ধে নীলের ক্ষিপ্রতায় রাবণকে বিব্রত দেখে বানরেরা আনন্দে কোলাহল করতে লাগলো।।৮৩।। বানরদের কোলাহলে তখন রাবণ গেলো রেগে। তার কি কর্তব্য উদভ্রান্ত হৃদয়ে সে তা স্থির করতে পারলো না।।৮৪।। রাবণ তখন আগ্নেয় অস্ত্রে মন্ত্রপূত শর গ্রহণ করলো। অতঃপর রাক্ষস ধ্বজাশীর্ষে অবস্থিত নীলকে করলো নিরীক্ষণ।।৮৫।। তারপর মহাতেজস্বী রক্ষোরাজ

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। কপে লাঘবযুক্তোঽসি মায়য়া পরয়া সহ।। ৮৬
জীবিতং খলু রক্ষস্ব যদি শক্তোঽসি বানর। তানি তান্যাত্মরূপাণি সৃজসি ত্বমনেকশঃ।। ৮৭
তথাপি ত্বাং ময়া মুক্তঃ সায়কোঽস্ত্রপ্রযোজিতঃ। জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি।। ৮৮
এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সন্ধায় বাণমস্ত্রেণ চমূপতিমতাডয়ৎ।। ৮৯
সোঽস্ত্রমুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাডিতঃ। নির্দহ্যমানঃ সহসা স পপাত মহীতলে।। ৯০
পিতৃমাহাত্ম্যসংযোগাদাত্মনশ্চাপি তেজসা। জানুভ্যামপতদ্ভূমৌ ন তু প্রাণৈর্বিযুজ্যত।। ৯১
বিসংজ্ঞং বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ। রথেনাম্বুদনাদেন সৌমিত্রিমভিদুদ্রুবে।। ৯২
আসাদ্য রণমধ্যে তং বারয়িত্বা স্থিতো জ্বলন্। ধনুর্বিস্ফারয়ামাস রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।। ৯৩
তমাহ সৌমিত্রিরদীনোসত্ত্বো বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।
অবেহি মামদ্য নিশাচরেন্দ্র ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমর্হসি।। ৯৪
স তস্য বাক্যং প্রতিপূর্ণঘোষং জ্যাশব্দমুগ্রঞ্চ নিশম্য রাজা।
আসাদ্য সৌমিত্রিমুপস্থিতং তং রোষান্বিতং বাচমুবাচ রক্ষঃ।। ৯৫
দিষ্ট্যাসি মে রাঘব দৃষ্টিমার্গং প্রাপ্তোঽন্তগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ।
অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যসি মৃত্যুলোকং সংসাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ।। ৯৬
তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়ানো গর্জন্তমুদ্বৃত্তশিতাগ্রদংষ্ট্রম্।
রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠ।। ৯৭
জানামি বীর্যং তব রাক্ষসেন্দ্র বলং প্রতাপঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
অবস্থিতোঽহং শরচাপপাণিরাগচ্ছ কিং মোঘবিকত্থনেন।। ৯৮

রাবণ বললো, তুমি দুরন্ত মায়ার দ্বারা ক্ষিপ্রতাযুক্ত।।৮৬।। হে বানর, যদি শক্তি থাকে, তাহলে এবার তুমি প্রাণ বাঁচাও। তুমি বহুবার নিজের নানাবিধ রূপ সৃষ্টি করেছো।।৮৭।। আমি এবার আমার সায়ক অস্ত্র ধনু হতে মুক্ত করে তোমার প্রতি নিক্ষেপ করছি। তুমি যদি প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করো, এবার তা আর হবে না। এই সায়ক তোমার প্রাণশূন্য করবেই।।৮৮।। এই বলে রাক্ষসরাজ মহাবীর রাবণ আগ্নেয় অস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে বানর সেনাপতি নীলকে তাড়া করলো।।৮৯।। সেই নিক্ষিপ্ত বাণে নীল বুকে আহত হলো। ভীষণভাবে দগ্ধ হয়ে সে ভূতলে পড়লো লুটিয়ে।।৯০।। হাঁটু পেতে মাটিতে পড়ে গেলেও সে পিতা অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যে এবং নিজের তেজঃপ্রভাবে নিষ্প্রাণ হলো না।।৯১।। বানর নীলকে হতচেতন দেখে রাবণ যুদ্ধে আরও উৎসুক হয়ে উঠলো। মেঘের মতো গর্জনকারী রথে উঠে অনন্তর লক্ষ্মণের দিকে সে ধাবিত হলো।।৯২।। যুদ্ধের মধ্যে সমস্ত বানরসৈন্যের অগ্রগমন বারণ করে লক্ষ্মণ তখন বীর্যে এবং ক্রোধে জ্বলছেন। প্রতাপশালী রক্ষোরাজ রাবণ তাঁর দিকে ধনু আন্দোলন করলো।।৯৩।। সুমিত্রানন্দন শক্তিমান লক্ষ্মণ তখন তাঁর বিশাল ধনুটি আন্দোলিত করে বললেন, হে রাক্ষসরাজ, এবার আমি এসেছি। তুমি জেনে নাও। বানরদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ কোরো না।।৯৪।। রাজা রাবণ লক্ষ্মণের গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত বাক্য এবং ধনুর উগ্র টঙ্কার শুনলো। তারপর রুষ্ট লক্ষ্মণের কাছে এসে বললো—।।৯৫।। ওহে রঘুবংশধর লক্ষ্মণ, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পড়েছো। তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তাই এই বিপরীত বুদ্ধি ! আমার বাণরাশির দ্বারা মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে তুমি এইক্ষণেই মৃত্যুলোকে গমন করবে।।৯৬।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বিস্মিত না হয়ে রাবণকে বাক্য বললেন। রাবণ তখন গর্জন করছে। তার ধারালো দাঁতগুলি বাইরে দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বললেন, রাজন্, পাপাচারীদের মধ্যে তুমি প্রধান। যাঁরা খুবই প্রভাবশালী, তাঁরা তোমার মতো গর্জন করেন না। তুমি মিথ্যাই আত্মশ্লাঘা করছো।।৯৭।। ওহে রাক্ষসরাজ, তোমার বীর্য, বল, প্রতাপ এবং পরাক্রম আমি জানি। বাণ এবং ধনু হাতে এই যে আমি দাঁড়িয়েছি। এসো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। বৃথা আত্মপ্রশংসা করে কি হবে ?।।৯৮।। এই কথা বলায় রক্ষোরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তম

স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সসর্জ রক্ষোধিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্।
তাঁল্লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈশ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতাগ্রধারৈঃ।। ৯৯
তান্ প্রেক্ষমাণঃ সহসা নিকৃত্তান্ নিকৃত্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্।
লঙ্কেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম সসর্জ চান্যান্ নিশিতান্ পৃষৎকান্।। ১০০
ন বাণবর্ষন্তু ববর্ষ তীব্রং রামানুজঃ কার্মুকসম্প্রযুক্তম্।
ক্ষুরার্ধচন্দ্রোত্তমকর্ণিভল্লৈঃ শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুক্ষুভে চ।। ১০১
স বাণজালান্যপি তানি তানি মোঘানি পশ্যংস্ত্রিদশারিরাজঃ।
বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ মুমোচ।। ১০২
স লক্ষ্মণশ্চাপি শিতান্ শিতাগ্রান্ মহেন্দ্রতুল্যোঽশনিভীমবেগান্।
সন্ধায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্ সসর্জ রক্ষোধিপতের্বধায়।। ১০৩
স তান্ প্রচিচ্ছেদ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ শিতান্ শরান্ লক্ষ্মণমাজঘান।
শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ স্বয়ম্ভুদত্তেন ললাটদেশে।। ১০৪
স লক্ষ্মণো রাবণসায়কার্তশ্চচাল চাপং শিথিলং প্রগৃহ্য।
পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রাচ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ।। ১০৫
নিকৃত্তচাপং ত্রিভিরাজঘান বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ।
স সায়কার্তো বিচচাল রাজা কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসসাদ।। ১০৬
স কৃত্তচাপঃ শরতাডিতশ্চ মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।
জগ্রাহ শক্তিং স্বয়মুগ্রশক্তিঃ স্বয়ম্ভুদত্তাং যুধি দেবশত্রুঃ।। ১০৭
স তাং সধূমানলসন্নিকাশাং বিত্রাসনাং সংযতি বানরাণাম্।
চিক্ষেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ।। ১০৮

পুঙখযুক্ত সাতটি শর নিক্ষেপ করলো। লক্ষ্মণও সোনার পুঙখযুক্ত ধারালো বাণের দ্বারা সেগুলিকে ব্যর্থ করে দিলেন।।৯৯।। শ্রেষ্ঠ সর্পসমূহের ফণার মতো সেই সেইবাণগুলিকে কাটা যেতে দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যধরণের তীক্ষ্ণ শর ছুঁড়ে মারলো।।১০০।। রামানুজ লক্ষ্মণও তখন তীব্রভাবে ধনুতে বাণ যুক্ত করে বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি ক্ষুর, অর্ধচন্দ্র, উত্তম-কর্ণি এবং ভল্ল অস্ত্র নিক্ষেপ করে রাবণের শরজালকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। নিজে রৈলেন অচঞ্চল।।১০১।। লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রতায় দেবশত্রু রাজা রাবণ তার সেই শক্তিশালী বাণরাজি ব্যর্থ হতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো। আবার সে তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করতে লাগলো *(ত্রিদশ—দেবতা। শৈশব, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব এই তিন অবস্থাই দেবতাদের আছে। বার্ধক্য নেই। তাই তাঁরা ত্রিদশ। ত্রিদশ+অরি—দেবশত্রু। এখানে রাবণ)* ।।১০২।। তখন লক্ষ্মণও ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো বাণ রক্ষোরাজের বধের জন্য দ্রুত নিক্ষেপ করলেন।।১০৩।। রক্ষোরাজ রাবণ বাণ নিক্ষেপ করে সেই শরজাল খণ্ড খণ্ড করে দিলো। তারপর প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ব্রহ্মার প্রদত্ত শরের দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে আঘাত করলো।।১০৪।। রাবণের বাণাঘাতে লক্ষ্মণ আর্ত হলেন। শিথিল ধনুটি অতঃপর তুলতে গিয়ে হয়ে পড়লেন বিচলিত। পরে আবার সংজ্ঞা লাভ করে অতি কষ্টে রাবণের ধনুটিকে তিনি খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।।১০৫।। দশরথনন্দন লক্ষ্মণ ধারালো তিনটি বাণের দ্বারা রাবণের ধনুকে টুকরো টুকরো করে তাকেও বিদ্ধ করলেন। রাজা রাবণ বাণাঘাতে আর্ত হয়ে পড়ে গেলো। পরে অতি কষ্টে করলো সংজ্ঞা লাভ।।১০৬।। রাবণের ধনু গেছে ভেঙে। সায়কের দ্বারা সে আহত। মেদের দ্বারা তার শরীর এখন আর্দ্র। রক্তে সিক্ত। দেবশত্রু রাবণ তখন শক্তিতে আবার উগ্র হয়ে উঠে ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তি নামক অস্ত্র গ্রহণ করলো।।১০৭।। রাক্ষস-রাষ্ট্রপতি রাবণ যুদ্ধে বানরদের ত্রাসকারী দুত ধূমযুক্ত অগ্নির মতো জাজ্বল্যমান সেই শক্তি নামক অস্ত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করলো।।১০৮।। সেই শক্তি নামক অস্ত্র লক্ষ্মণের ওপর পতিত হতে যাচ্ছে। তখন ভরতানুজ লক্ষ্মণ

তামাপতন্তীং ভরতানুজোঽস্ত্রৈর্জঘান বাণৈশ্চ হুতাগ্নিকল্পৈঃ।
তথাপি সা তস্য বিবেশ শক্তির্ভুজান্তরং দাশরথের্বিশালম্।। ১০৯
স শক্তিমান্ শক্তিসমাহতঃ সন্ জজ্বাল ভূমৌ স রঘুপ্রবীরঃ।
তং বিহ্বলন্তং সহসাভ্যুপেত্য জগ্রাহ রাজা তরসা ভুজাভ্যাম্।। ১১০
হিমবান্ মন্দরো মেরুস্ত্রৈলোক্যং বা সহামরৈঃ। শক্যং ভুজাভ্যামুদ্ধর্তুং ন শক্যো ভরতানুজঃ।। ১১১
শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে। বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ।। ১১২
ততো দানবদর্পঘ্নং সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ। তং পীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং ন প্রভুর্লঙ্ঘনেঽভবৎ।। ১১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসুতো রাবণং সমভিদ্রবৎ। আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা।। ১১৪
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। জানুভ্যামগমদ্ ভূমৌ চচাল চ পপাত চ।। ১১৫
আস্যৈশ্চ নেত্রৈঃ শ্রবণৈঃ পপাতং রুধিরং বহু। বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টো রথোপস্থ উপাবিশৎ।। ১১৬
বিসংজ্ঞো মূর্ছিতশ্চাসীন্ন চ স্থানং সমালভৎ। বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্বা সমরে ভীমবিক্রমম্।। ১১৭
ঋষয়ো বানরাশ্চৈব নেদুর্দেবাশ্চ সাসুরাঃ। হনুমানথ তেজস্বী লক্ষ্মণং রাবণার্দিতম্।। ১১৮
আনয়দ্ রাঘবাভ্যাশং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্। বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।
শত্রূনামপ্যকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ।। ১১৯
তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জিতম্। রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্থানং পুনরুপাগমৎ।। ১২০
রাবণোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে। আদদে নিশিতান বাণান্ জগ্রাহ চ মহদ্ধনুঃ।। ১২১
আশ্বস্তশ্চ বিশল্যশ্চ লক্ষ্মণঃ শত্রুসূদনঃ। বিষ্ণোর্ভাগমমীমাংস্যমাত্মানং প্রত্যনুস্মরণ্।। ১২২

আগুনের মতো বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে আঘাত করলেন। তবুও সেই শক্তিশেল দশরথপুত্র লক্ষ্মণের দুই বাহুর মধ্যে বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করলো।।১০৯।। রঘুবংশের প্রখ্যাত বীর শক্তিমান লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে জ্বলতে লাগলেন। তাঁকে বিহ্বল দেখে রাজা রাবণ তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে বাহুদু'টির দ্বারা তাঁকে ধরে ফেললো।।১১০।। যে রাবণ দেবতাদের সঙ্গে হিমালয়, মন্দর, মেরুপর্বত অথবা ত্রৈলোক্যকেও তুলতে সমর্থ, সে আজ ভরতানুজ লক্ষ্মণকে তুলতে পারলো না।।১১১।। ব্রহ্মার প্রদত্ত অস্ত্র শক্তির দ্বারা লক্ষ্মণের দুই স্তনের মধ্যবর্তী বক্ষোদেশ আহত হলেও লক্ষ্মণ ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপে নিজেকে চিন্তা করলেন।।১১২।। দেবশত্রু রাবণ দানবদর্পহারী লক্ষ্মণকে দুই বাহু দিয়ে পীড়ন করেও কাঁপাতে পারলো না।। ১১৩ ।। অতঃপর ক্রুদ্ধ বায়ুপুত্র হনুমান রাবণের দিকে ছুটে গেলেন। রেগে বজ্রের মতো মুষ্টির দ্বারা তার বুকে আঘাত হানলেন *(বুকে ঘুষি মারলেন)*।।১১৪।। সেই মুষ্টির আঘাতে রাক্ষসেশ্বর রাবণ জানু পেতে বসে ভূতলে পতিত হলো।।১১৫।। তার মুখ, চোখ এবং কান হতে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। রাবণের মাথা ঘুরতে লাগলো। নিশ্চেষ্ট হয়ে সে বসে পড়লো রথের উপরে।।১১৬।। অচেতন এবং মূর্ছিত হয়ে রাবণ নিজের স্থানে স্থির থাকতে পারছে না। যুদ্ধে ভীমবিক্রম রাবণকে অচেতন দেখে—।।১১৭।। ঋষি, বানর এবং দেবগণ অসুরদেরকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দধ্বনি করতে লাগলো। তারপর তেজস্বী হনুমান রাবণের দ্বারা অত্যাচারিত সেই লক্ষ্মণকে বাহু দিয়ে তুলে নিলেন।।১১৮।। মহাবলশালী হনুমান লক্ষ্মণকে হাত তুলে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন। পবনপুত্র হনুমানের সৌহার্দ এবং পরম ভক্তির জন্য শ্রীলক্ষ্মণ শত্রুগণের দ্বারা অকম্পনীয় হলেও বানর হনুমানের কাছে ছোটো হয়ে গেলেন *(এইভাবে অচেতন হওয়ায়, আঘাত সহ্য করতে না পারায় লক্ষ্মণ বীরত্বে হনুমানের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেলেন)*।।১১৯।। সেই শক্তি অস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিয়ে রাবণের রথে নিজের স্থানে আবার চলে এলো।।১২০।। মহাযুদ্ধে মহাতেজস্বী রাবণও সংজ্ঞা লাভ করে বিরাট ধনু ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ হাতে তুলে নিলো।।১২১।। শত্রু-বিনাশক লক্ষ্মণও ভগবান বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে নিজেকে চিন্তা করে আশ্বস্ত এবং শেলমুক্ত হলেন।।১২২।। বানরদের বিরাট বাহিনীর মহাবীরদেরকে

নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমূম্। রাঘবস্তু রণে দৃষ্ট্বা রাবণং সমভিদ্রবৎ।। ১২৩
অথৈনমনুসংক্রম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ। মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য রাক্ষসং শাস্তুমর্হসি।। ১২৪
বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্। তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং বায়ুপুত্রেণ ভাষিতম্।। ১২৫
অথারুরোহ সহসা হনূমান্তং মহাকপিম্। রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ।। ১২৬
তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রদুদ্রাব স রাবণম্। বৈরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদ্যতায়ুধঃ।। ১২৭
জ্যাশব্দমকরোৎ তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্। গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ।। ১২৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্। ক্ব নু রাক্ষসশার্দূল গত্বা মোক্ষমবাপ্স্যসি।। ১২৯
যদীন্দ্র-বৈবস্বত-ভাস্করান্ বা স্বয়ম্ভু-বৈশ্বানর-শঙ্করান্ বা।
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে।। ১৩০
যশ্চৈষ শক্ত্যা নিহতস্ত্বয়াদ্য গচ্ছন্ বিষাদং সহসাভ্যুপেত্য।
স এষ রক্ষোগণরাজ মৃত্যুঃ সপুত্রপৌত্রস্য তবাদ্য যুদ্ধে।। ১৩১
এতেন চাত্যদ্ভুতদর্শনানি শরৈর্জনস্থানকৃতালয়ানি।
চতুর্দশান্যাত্তবরায়ুধানি রক্ষঃসহস্রাণি নিষূদিতানি।। ১৩২
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ। বায়ুপুত্রং মহাবেগং বহন্তং রাঘবং রণে।। ১৩৩
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পূর্ববৈরমনুস্মরণ্। আজঘান শরৈর্দীপ্তৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ।। ১৩৪
রাক্ষসেনাহবে তস্য তাডিতস্যাপি সায়কৈঃ। স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূয়স্তেজোঽভ্যবর্ধত।। ১৩৫
ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্। দৃষ্ট্বা প্লবগশার্দূলং ক্রোধস্য বশমেয়িবান্।। ১৩৬
তস্যাভিসংক্রম্য রথং সচক্রং সাশ্ব-ধ্বজ-চ্ছত্র-মহাপতাকম্।
সসারথিং সাশনি-শূল-খড়্গং রামঃ প্রচিচ্ছেদ শিতৈঃ শরাগ্রৈঃ।। ১৩৭

যুদ্ধে পতিত হতে দেখে রামচন্দ্র রাবণের দিকে ছুটে গেলেন।।১২৩।। তখন হনুমান তাঁকে অনুসরণ করে এসে বললেন, আপনি আমার পীঠে চড়ে রাক্ষসদের শাসন করুন।।১২৪।। বায়ুপুত্র হনুমানের সেই কথা শুনে রঘুবংশধর রাম হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। বিষ্ণু যেমন দেববৈরী গরুড়ের ওপর আরোহণ করেন ঠিক তেমনি।।১২৫।। অতঃপর এইভাবেই মহাবানর হনুমানের ওপর সহসা আরোহণ করে মনুষ্যরাজ রাম যুদ্ধে রাবণকে দেখলেন।।১২৬।। তাকে দেখে মহাতেজস্বী রাম রাবণের দিকে ছুটে গেলেন। ক্রুদ্ধ বিষ্ণু যেমন অস্ত্র নিয়ে বিরোচনপুত্র বলির দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি। বজ্রের মতো কঠোর তীব্র জ্যা-শব্দ করে গম্ভীরভাষায় রাম রাক্ষসরাজকে বললেন—।।১২৭-১২৮।। ওরে রাক্ষসব্যাঘ্র, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার এইরকম অপ্রিয় হয়ে তুমি কোথায় গিয়ে মুক্তি পাবে ?।।১২৯।। যদি ইন্দ্র, যম, বা সূর্যের নিকট অথবা ব্রহ্মা, অগ্নিদেব বা শঙ্করের নিকটেও তুমি চলে যাও, অথবা দশদিকের যে দিকেই চলে যাও না কেন, তবুও তুমি আজ আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।।১৩০।। তুমি আজ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করেছো। তাতে আমি বিষণ্ণ হয়ে, হে রক্ষোরাজ, প্রতিশোধ নিতে এসেছি। পুত্র পৌত্রসহ যুদ্ধে তোমায় আজ আমি মৃত্যুমুখে প্রেরণ করবো।।১৩১।। রাবণ, জেনে রাখো, জনস্থানে উত্তম অস্ত্র ধারণ করে অদ্ভুতদর্শন যে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বাস করতো, তাদের আমি এই বাণরাজির দ্বারাই হত্যা করেছি।।১৩২।। রামের এই কথা শুনলো মহাবলবান রাবণ। পবনপুত্র হনুমান তখন রামকে পৃষ্ঠে বহন করছিলেন।।১৩৩।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ তখন পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে প্রলয়কালীন অগ্নশিখার মতো দীপ্ত শরের দ্বারা রামকে আঘাত করলো।।১৩৪।। রণাঙ্গনে রাক্ষসসেনা সায়কের দ্বারা তাড়না করলেও স্বাভাবিকভাবেই তেজোযুক্ত হনুমানের তেজ বেড়েই গেলো।।১৩৫।। রাবণ মহাতেজস্বী বানরবীরকে আঘাত করলো দেখে রাম ক্রোধের বশীভূত হলেন।।১৩৬।। আক্রমণ করে রাম তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা চক্র, ধ্বজা, ছত্র, পতাকা এবং সারথিসহ তার রথ ও অশনি, শূল ও খড়্গ খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।।১৩৭।। ভগবান

অথেন্দ্রশত্রুং তরসা জঘান বাণেন বজ্রাশনিসন্নিভেন।
ভুজান্তরে বূঢ্যসুজাতরূপে বজ্রেণ মেরুং ভগবানিবেন্দ্রঃ।। ১৩৮
যো বজ্রপাতাশনিসন্নিপাতান্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা।
স রামবাণাভিহতো ভৃশার্তশ্চচাল চাপঞ্চ মুমোচ বীরঃ।। ১৩৯
তং বিহ্বলন্তং প্রসমীক্ষ্য রামঃ সমাদদে দীপ্তমথার্ধচন্দ্রম্।
তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং চিচ্ছেদ রক্ষোধিপতের্মহাত্মা।। ১৪০
তং নির্বিষাশীবিষসন্নিকাশং শান্তার্চিষং সূর্যমিবাপ্রকাশম্।
গতশ্রিয়ং কৃত্তকিরীটকূটমুবাচ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।। ১৪১
কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি।। ১৪২
প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ।। ১৪৩
স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসূতঃ।
শরার্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা।। ১৪৪
তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেন্দ্রে মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।
হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্মণেন চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে।। ১৪৫
তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।
সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ তথৈব ভূম্যম্বুচরাঃ প্রহৃষ্টাঃ।। ১৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা মেরুপর্বতের উপর আঘাত করেছিলেন, তেমনিভাবে শ্রীরামচন্দ্র বজ্র ও অশনির মতো তীব্র বাণের দ্বারা ইন্দ্রশত্রু রাবণের দুইবাহুর মধ্যবর্তী স্থান সুগঠিত বক্ষঃপ্রদেশে আঘাত করলেন।। ১৩৮ ।। রাজা রাবণ বজ্র এবং অশনির আঘাতেও কখনো ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত হয় নি। কিন্তু আজ রামের বাণে রাবণ আহত হয়ে অত্যন্ত আর্ত হলো। হলো বিচলিত। সেই বীরের হাত হতে ধনু খসে পড়লো।। ১৩৯ ।। তাকে বিহ্বল দেখে মহাত্মা রাম সমুজ্জ্বল অর্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ রক্ষোরাজ রাবণের সূর্যের মতো উজ্জ্বল মুকুটটিকে ছেদন করলেন।।১৪০।। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন রাবণকে দেখাচ্ছিলো বিষহীন সর্পের মতো। এবং অস্তাচলে গত কিরণবিহীন সূর্যের মতো। তার সৌন্দর্য তিরোহিত। উন্নত মুকুটটি গেছে কাটা। রক্ষোরাজকে রাম বললেন— ।। ১৪১ ।। রাবণ, তুমি আজ অতি ভয়ঙ্কর কাজ করেছো। আমার প্রধান বীরদেরকে হত্যা করেছো তুমি। তার জন্যে তুমি আজ অত্যন্ত শ্রান্ত। এটি বিবেচনা করে আজ তোমায় আমি বাণবিদ্ধ করে মারবো না।। ১৪২ ।। জানি, তুমি আজ যুদ্ধে পীড়িত। হে নিশাচর রাবণ, তুমি আজ লঙ্কায় ফিরে যাও। সেখানে আশ্বস্ত হয়ে আবার রথ, ধনু ও সেনাসহ এসে আমার শক্তি দর্শন কোরো।।১৪৩।। রাম এই কথা বললেন। তখন রাজা রাবণের দর্প এবং হর্ষ দুইই গেছে চলে। ধনু তার কর্তিত। তার ঘোড়া এবং সারথি দুইই হয়েছে নিহত। রামের বাণে সে পীড়িত। বিশাল মুকুটটি ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থায় সে লঙ্কায় প্রবেশ করলো।। ১৪৪ ।। দানব এবং দেবতাদের শত্রু, মহাবলশালী রক্ষোরাজ তো লঙ্কায় চলে গেলো। তখন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বানরদের দেহকে করলেন বাণমুক্ত।। ১৪৫ ।। দেবশত্রু রাবণ এইভাবে পরাজিত হলো। তখন দেবতা এবং দানব, ভূতগণ, দিকসমূহ, সাগর, ঋষি, মহাসর্প এবং যাবতীয় ভূচর ও জলচর প্রাণী অত্যন্ত আনন্দিত হলো।। ১৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের উনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

পরাজিতরাবণস্যাদেশেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঞ্জনম্, তস্য দর্শনেন বানরাণাং ভীতিশ্চ।

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণভয়ার্দিতঃ। ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুডেনেব পন্নগঃ। অভিভূতোঽভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা।। ২
ব্রহ্মদণ্ডপ্রতীকানাং বিদ্যুচ্চলিতবর্চসাম্। স্মরণ্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৩
স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্। বিপ্রেক্ষমাণো রক্ষাংসি রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।। ৪
সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ। যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ।। ৫
ইদং তদ্ ব্রহ্মণো ঘোরং বাক্যং মামভ্যুপস্থিতম্। মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়ং ত্বমিতি তত্তথা।। ৬
দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ। অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্।। ৭
তমিমং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্। ইক্ষ্বাকুকুলজাতেন অনরণ্যেন যৎপুরা।। ৮
উৎপৎস্যতি হি মদ্বংশপুরুষো রাক্ষসাধম। যস্ত্বাং সপুত্রং সামাত্যং সবলং সাশ্বসারথিম্।। ৯
নিহনিষ্যতি সংগ্রামে ত্বাং কুলাধম দুর্মতে। শপ্তোঽহং বেদবত্যা চ যথা সা ধর্ষিতা পুরা।। ১০
সেয়ং সীতা মহাভাগা জাতা জনকনন্দিনী। উমা নন্দীশ্বরশ্চাপি রম্ভা বরুণকন্যকা।। ১১

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

পরাজিত রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ সম্পাদন। তার দর্শনে বানরদের ভয়।

রামের বাণভয়ে পীড়িত হয়ে রাবণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো। রক্ষোরাজের দর্প গেছে ভঙ্গ হয়ে। ইন্দ্রিয়গুলি বেদনা-ক্লিষ্ট।।১।। হস্তী যেমন সিংহের দ্বারা, সর্প যেমন গরুড়ের দ্বারা তেমনি মহাত্মা রামের দ্বারা রাবণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো।।২।। ঠিকরে পড়া দ্যুতি-সমন্বিত বিদ্যুতের মতো ছিলো ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক বাণরাজি। রামের সেই বাণরাশির কথা স্মরণ করে রক্ষোরাজ খুবই ব্যথিত হলো।।৩।। সোনার স্বর্গীয় উত্তম সিংহাসনে বসে রাক্ষসদের দিকে তাকিয়ে রাবণ বললো—।।৪।। আমি যে কঠোর তপস্যা করেছিলাম, সেসব ব্যর্থ হয়ে গেলো। আমি ছিলাম মহেন্দ্রের সমান। অথচ মানুষের দ্বারা পরাজিত হলাম !।।৫।। ব্রহ্মার ভীষণ বাক্য ছিলো—"জেনে রাখো, মানুষ থেকেই তোমার ভয়"—তাইই এখন আমার কাছে উপস্থিত হলো।।৬।। আমি বলে ছিলাম দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং পন্নগের যেন আমি অবধ্য হই। মানুষের অবধ্য হবার কথা তো প্রার্থনা করি নি !।।৭।। দশরথপুত্র রামকেই এখন আমি সেই মানুষ বলে মনে করছি। প্রাচীনকালে ইক্ষ্বাকুবংশে অনরণ্য নামে এক রাজা জন্মেছিলেন।।৮।। তিনি বলেছিলেন, হে রাক্ষসাধম, আমার বংশে একজন পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনিই তোমায় অমাত্য, পুত্র, সৈন্য, অশ্ব এবং সারথিসহ যুদ্ধে নিহত করবেন।।৯।। তিনি বলেছিলেন, হে দুর্মতে, কুলাধম, এই হলো তোমার নিয়তি। এছাড়া পুরাকালে বেদবতীকে ধর্ষণ করায় সে আমায় অভিশাপ দিয়েছিলো *(আরো কিছু অভিশাপ রাবণ তুলে রেখেছিলো। কৈলাশপর্বত তোলার সময় শঙ্কর গৃহিণী পার্বতী অভিশাপ দিয়েছিলেন, স্ত্রীলোকের কারণে তোমার মৃত্যু হবে। নন্দীশ্বরের বানরমূর্তি দেখে রাবণ উপহাস করেছিলো। তখন নন্দীশ্বর অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, আমার মতো বানররূপী পরাক্রম-সম্পন্ন প্রাণী তোমার বংশকে ধ্বংস করবে। রম্ভাকে অত্যাচার করার জন্য নলকূবর ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলীকে অত্যাচার করার জন্য ব্রহ্মা অভিশাপ দিয়েছিলেন অ-কামা কোনো নারীর সঙ্গে সম্ভোগ করলে তোমার মৃত্যু হবে। তাই রাবণ সীতাকে অবরুদ্ধ করলেও প্রাণের ভয়ে সম্ভোগ করেনি)*।।১০।। সেই বেদবতীই এখন মহাভাগা জনকদুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তাছাড়া—উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা, বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলীর জন্য নলকূবর যা বলেছিলেন,...।।১১।। তাইই আমি এখন পেলাম। ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না! সেই সবই এখন আমার সংকট ঘনীভূত করেছে। এখন

যথোক্তাস্তন্ময়া প্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম্। এতদেব সমাগম্য যত্নং কর্তুমিহার্হথ।। ১২
রাক্ষসাশ্চাপি তিষ্ঠন্তু চর্যাগোপুরমূর্ধসু। স চাপ্রতিমগাম্ভীর্যো দেব-দানবদর্পহা।। ১৩
ব্রহ্মশাপাভিভূতস্তু কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্। সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তঞ্চ নিষূদিতম্।। ১৪
জ্ঞাত্বা রক্ষোবলং ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ। দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাধিরুহ্যতাম্।। ১৫
নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্। সুখং স্বপিতি নিশ্চিন্তঃ কামোপহতচেতনঃ।। ১৬
নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ। মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমেঽহনি।। ১৭
তং তু বোধয়ত ক্ষিপ্রং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। স হি সংখ্যে মহাবাহুঃ ককুদং সর্বরক্ষসাম্।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যতি।। ১৮
এষ কেতুঃ পরং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্বরক্ষসাম্। কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ।। ১৯
রামেণাভিনিরস্তস্য সংগ্রামেঽস্মিন্ সুদারুণে। ভবিষ্যতি ন মে শোকঃ কুম্ভকর্ণে বিবোধিতে।। ২০
কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি। ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সাহ্যায় কল্পতে।। ২১
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ। জগ্মুঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ কুম্ভকর্ণনিবেশনম্।। ২২
তে রাবণসমাদিষ্টা মাংসশোণিতভোজনাঃ। গন্ধং মাল্যং মহদ্ভক্ষ্যমাদায় সহসা যযুঃ।। ২৩
তাং প্রবিশ্য মহাদ্বারাং সর্বতো যোজনায়তাম্। কুম্ভকর্ণগুহাং রম্যাং পুষ্প-গন্ধপ্রবাহিণীম্।। ২৪
কুম্ভকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ। প্রতিষ্ঠমানাঃ কৃচ্ছ্রেণ যত্নাৎ প্রবিবিশুর্গুহাম্।। ২৫
তাং প্রবিশ্য গুহাং রম্যাং রত্নকাঞ্চনকুট্টিমাম্। দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্।। ২৬
তে তু তং বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্বতম্। কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্।। ২৭

তোমরা তার প্রতিবিধান করতে পারো।।১২।। রাক্ষসেরা রাজপথের গোপুরশিখরে অবস্থান করুক। আমার ভাই কুম্ভকর্ণের অতুলনীয় গাম্ভীর্য। সে দেবতা এবং দানব উভয়েরই দর্প খর্ব করেছে *(গোপুর —মন্দিরের সমুচ্চ প্রথম দ্বারদেশ। তার ওপরে বসলে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শত্রু-সৈন্যদের গতিবিধি জানা যাবে বর্তমানের অবজারভেটরী বা নিরীক্ষণ স্তম্ভের কাজ ঐ গোপুরম্ করবে। দক্ষিণভারতের মন্দির-শৈলীতে গো-পুরম অপরিহার্য। মনে হয় লঙ্কার এই স্থাপত্য দক্ষিণভারতে সংক্রমিত হয়)*।।১৩।। ব্রহ্মার শাপে কুম্ভকর্ণ নিদ্রামগ্ন। তাকে জাগাও। যুদ্ধে রাবণ নিজে পরাজিত। এবং প্রহস্ত নিহত।।১৪।। এটি জেনে মহাবলশালী রাবণ ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলো, নগরের দ্বারগুলিতে তোমরা অবস্থান করে নগর রক্ষার প্রয়াস করো। প্রাচীরের ওপর উঠে যাও।।১৫।। নিদ্রায় আছন্ন আছে কুম্ভকর্ণ। তাকে জাগাও। কামভোগে সে আত্মহারা। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে।।১৬।। এই রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সাত, আট, নয়, এমন কি দশমাসও ঘুমিয়ে কাটায়। সে আমার কাছে মন্ত্রণা করে ঘুমিয়েছে। আজ নয়দিন হলো।।১৭।। সেই মহাবলবান কুম্ভকর্ণকে সত্বর জাগাও। সেই বীর যুদ্ধে রাক্ষসদের সকলের মধ্যে সেরা। বানরদেরকে এবং রাজপুত্র দু'জনকে সে শীগ্‌গিরই বিনাশ করবে।।১৮।। এই কুম্ভকর্ণ রাক্ষসসকলের মধ্যে প্রধান। এবং যুদ্ধে বিজয়পতাকা-স্বরূপ। কিন্তু সেই মূঢ় গ্রাম্য-সুখে রত হয়ে সর্বদাই ঘুমিয়ে থাকে।।১৯।। কুম্ভকর্ণ জেগে উঠলে এই অতি দারুণ যুদ্ধে রামের দ্বারা পরজিত হবার শোক আর আমার হবে না।।২০।। এই ভীষণ বিপদে যে আমায় সাহায্য করবে না, তার ইন্দ্রের সমান শক্তি থাকলেও তাকে দিয়ে আমি কি করবো ?।।২১।। রক্ষোরাজের এই কথা শুনে রাক্ষসেরা অতি সত্বর কুম্ভকর্ণের আবাসে গমন করলো।।২২।। তারা ছিলো রক্ত এবং মাংসভোজী। রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে সত্বর তারা যাত্রা করলো। সবার আগে গন্ধ, মাল্য, ভালো খাবার তারা আদায় করে নিলো।।২৩।। কুম্ভকর্ণের গুহা সব দিকেই এক যোজন করে বিস্তৃত। পুষ্পের সৌরভ সেখানে প্রবাহিত।।২৪।। এতো জোরে নিঃশ্বাস বইছে যে মহাবলশালী রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের সেই নিঃশ্বাসের তাড়ায় গেলো পিছিয়ে। বহু কষ্টে সবিশেষ যত্নে তারা গুহায় প্রবেশ করলো।।২৫।। গুহার উঠোনটি রত্নখচিত। এবং সোনায়-মোড়া। তাই দেখতে বেশ রমণীয়। প্রবেশ করে রাক্ষসবীরেরা দেখলো ভীষণ পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ম শুয়ে আছে।।২৬।। বিকীর্ণ পর্বতের মতো বিকৃত হয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে কুম্ভকর্ণ। রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে তাকে জাগাতে চেষ্টা করতে লাগলো।।২৭।। তার দেহের রোমরাজি

ঊর্ধ্বলোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্। ভ্রাময়ন্তং বিনিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্।। ২৮
ভীমনাসাপুটং তন্তু পাতালবিপুলাননম্। শয়নে ন্যস্তসর্বাঙ্গং মেদোরুধিরগন্ধিনম্।। ২৯
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাঙ্গং কিরীটেনার্কবর্চসম্। দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্।। ৩০
ততশ্চক্রুর্মহাত্মনঃ কুম্ভকর্ণস্য চাগ্রতঃ। ভূতানাং মেরুসঙ্কাশং রাশিং পরমতর্পণম্।। ৩১
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্। চক্রুর্নৈর্ঋতশার্দূলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্।। ৩২
ততঃ শোণিতকুম্ভাংশ্চ মাংসানি বিবিধানি চ। পুরস্তাৎ কুম্ভকর্ণস্য চক্রুস্ত্রিদশশত্রবঃ।। ৩৩
লিলিপুশ্চ পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্। দিব্যৈরাশ্বাসয়ামাসুর্মাল্যৈর্গন্ধৈশ্চ গন্ধিভিঃ।। ৩৪
ধূপগন্ধাংশ্চ সসৃজুস্তুষ্টুবুশ্চ পরন্তপম্। জলদা ইব চানেদুর্যাতুধানাস্ততস্ততঃ।। ৩৫
শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্। তুমুলং যুগপচ্চাপি বিনেদুশ্চাপ্যমর্ষিতাঃ।। ৩৬
নেদুরাস্ফোটয়ামাসুশ্চিক্ষিপুস্তে নিশাচরাঃ। কুম্ভকর্ণবিবোধার্থং চক্রুস্তে বিপুলং স্বরম্।। ৩৭
সশঙ্খ-ভেরী-পণবপ্রণাদং সাস্ফোটিত-ক্ষ্বেলিত-সিংহনাদম্।
দিশো দ্রবন্তস্ত্রিদিবং কিরন্তঃ শ্রুত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ।। ৩৮
যদা ভৃশং তৈর্নিনদৈর্মহাত্মা ন কুম্ভকর্ণো বুবুধে প্রসুপ্তঃ।
ততো ভুশুণ্ডীর্মুসলানি সর্বে রক্ষোগণাস্তে জগৃহুর্গদাশ্চ।। ৩৯
তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুসলৈর্গদাভির্বক্ষঃস্থলে মুদ্গরমুষ্টিভিশ্চ।
সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং রক্ষাংস্যুদগ্রাণি তদা নিজঘ্নুঃ।। ৪০
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ। রাক্ষসাঃ কুম্ভকর্ণস্য স্থাতুং শেকুর্ন চাগ্রতঃ।। ৪১
ততঃ পরিহিতা গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ। মৃদঙ্গ-পণবান্ ভেরীঃ শঙ্খ-কুম্ভগণাংস্তথা।। ৪২
দশ রাক্ষসসাহস্রং যুগপৎ পর্যবারয়ৎ। নীলাঞ্জনচয়াকারং তে তুং তং প্রত্যবোধয়ন্।। ৪৩

ওপরে খাড়া হয়ে উঠছে। সাপের মতো সে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভীষণ পরাক্রমশালী সে। শুয়ে আছে। তার নিঃশ্বাসে যারা ঢুকছে তাদেরকে সে ঘোরাচ্ছে।।২৮।। তার নাসিকার রন্ধ্র ভয়াল। মুখ তার পাতালের মতো। বিছানাতে শুয়ে আছে সে। শরীর তার মেদ ও রক্তের গন্ধ-সমন্বিত।।২৯।। সোনার অঙ্গদ তার বাহুতে। মাথায় মুকুট জ্বলজ্বল করছে। শত্রু দমনকারী কুম্ভকর্ণকে রাক্ষসেরা দেখলো।।৩০।। তারপর তারা কুম্ভকর্ণের সামনে পরমতৃপ্তিদায়ক ভোজ্য প্রাণিগণের মাংস রাশীকৃত করলো। মনে হচ্ছিলো যেন মেরুপর্বত।।৩১।। রাক্ষসবীরেরা নিয়ে এলো হরিণ, মহিষ, শূকরের রাশি রাশি মাংস। স্তূপীকৃত করলো অদ্‌ভুত স্বাদু অন্ন।।৩২।। তারপর দেবশত্রুরা কুম্ভকর্ণের সামনে রক্তের কলশ এবং নানারকমের মাংস নিয়ে এলো।।৩৩।। বহুমূল্য চন্দনের দ্বারা তার দেহকে তারা লেপন করলো। সুরভিত স্বর্গীয় মাল্য এবং গন্ধের দ্বারা তাকে তারা করলো আপ্যায়িত।।৩৪।। ধূপের গন্ধে আমোদিত করলো সেই গুহা। অতঃপর সেই রাক্ষসেরা মেঘের মতো গম্ভীর কণ্ঠে শত্রুতাপনকারী কুম্ভকর্ণকে স্তুতি করতে লাগলো।।৩৫।। তাতেও যখন সে জাগলো না, তখন চন্দ্রের মতো শুভ্র বহু শঙ্খ এক সঙ্গে লাগলো বাজাতে। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা এই তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করলো।।৩৬।। তখন ভীষণ নিনাদ করতে লাগলো সেই রাক্ষসেরা। করতে লাগলো চীৎকার। কুম্ভকর্ণকে জাগাবার জন্য তারা বিপুল ধ্বনি উৎপাদন করলো।।৩৭।। শঙ্খ, ভেরী, পণব—প্রভৃতির সম্মিলিত শব্দে সিংহগর্জনের মতো ধ্বনি উঠছে। পাখীগুলি আকাশে উড়তে গিয়ে ভূতলে পড়ে গেলো *(ত্রিদিব—আকাশ)* ।।৩৮।। যখন ঐ ভীম গর্জনেও ঘুমন্ত অতিকায় কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলো না তখন রাক্ষসেরা সকলে হাতে ভূশুণ্ডি, মুষল ও গদা করলো গ্রহণ।।৩৯।। তারপর তারা উপড়ে নেওয়া পাহাড়ের চূড়া, মুষল, গদা, মুগুর এবং মুষ্টির দ্বারা ভূতলে ঘোর নিদ্রামগ্ন কুম্ভকর্ণের বুকে উগ্রভাবে আঘাত করতে লাগলো।।৪০।। সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাস-বায়ুতে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের সামনে অবস্থান করতে পারছে না।।৪১।। তারপর ভীষণ পরাক্রমী সবাই মিলে কষে কোমর বেঁধে মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলো।।৪২।। দশহাজার রাক্ষস একসঙ্গে বাজাতে লাগলো। কালো কাজলের পাহাড়ের মতো তারা সব দেখতে। তাকে জাগাতে তারা চেষ্টা করলো।।৪৩।। আঘাত করে গর্জন করেও তখন তারা

অভিঘ্নন্তো নদন্তশ্চ ন চ সম্বুবুধে তদা। যদা চৈনং ন শেকুস্তে প্রতিবোধয়িতুং তদা।। ৪৪
ততো গুরুতরং যত্নং দারুণং সমুপাক্রমন্। অশ্বানুষ্ট্রান্ খরান্ নাগাঞ্জঘ্নুর্দণ্ডকশাঙ্কুশৈঃ।। ৪৫
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গাংশ্চ সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্। নিজঘ্নুশ্চাস্য গাত্রাণি মহাকাষ্ঠকটঙ্করৈঃ।। ৪৬
মুদ্গরৈর্মুসলৈশ্চাপি সর্বপ্রাণসমুদ্যতৈঃ। তেন নাদেন মহতা লঙ্কা সর্বা প্রপূরিতা।
সপর্বতবনা সর্বা সোঽপি নৈব প্রবুধ্যতে।। ৪৭
ততো ভেরীসহস্রন্তু যুগপৎ সমহন্যত। মৃষ্টকাঞ্চনকোণানামসক্তানাং সমন্ততঃ।। ৪৮
এবমপ্যতিনিদ্রস্তু যদা নৈব প্রবুধ্যতে। শাপস্য বশমাপন্নস্ততঃ ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ।। ৪৯
ততঃ কোপসমাবিষ্টাঃ সর্বে ভীমপরাক্রমাঃ। তদ্ রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রুরন্যে পরাক্রমম্।। ৫০
অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্। কেশানন্যে প্রলুলুপুঃ কর্ণানন্যে দশন্তি চ।। ৫১
উদকুম্ভশতানন্যে সমসিঞ্চন্ত কর্ণয়োঃ। ন কুম্ভকর্ণঃ পস্পন্দে মহানিদ্রাবশং গতঃ।। ৫২
অন্যে চ বলিনস্তস্য কূটমুদ্গরপাণয়ঃ। মূর্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু পাতয়ন্ কূটমুদ্গরান্।। ৫৩
রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্বশঃ। বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ।। ৫৪
বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্। কুম্ভকর্ণস্তদা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যত।। ৫৫
স পাত্যমানৈর্গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈরচিন্তয়ংস্তান্ বিপুলান্ প্রহারান্।
নিদ্রাক্ষয়াৎ ক্ষুদ্ভয়পীডিতশ্চ বিজৃম্ভমাণঃ সহসোৎপপাত।। ৫৬
স নাগভোগাচলশৃঙ্গকল্পৌ বিক্ষিপ্য বাহূ জিতবজ্রসারৌ।
বিবৃত্য বক্ত্রং বডবামুখাভং নিশাচরোঽসৌ বিকৃতং জজৃম্ভে।। ৫৭

কুম্ভকর্ণকে জাগাতে পারলো না। যখন তারা তাকে জাগাতে পারলো না তখন...।।৪৪।। তারা ভয়ঙ্কর এক গুরুতর উপায় অবলম্বন করলো। ঘোড়া, উট, গাধা এবং হাতীকে দন্ত, চাবুক এবং অঙ্কুশের দ্বারা আঘাত করে তার উপর চালিয়ে দিলো।।৪৫।। তারা সর্বশক্তিতে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলো। কাঁটাযুক্ত বিরাট বিরাট কাঠ দিয়ে তার গায়ে আঘাত করতে লাগলো।।৪৬।। সর্বশক্তি দিয়ে মুগুর ও মুষল দিয়ে তারা আঘাত করতে লাগলো। তাদের ভীষণ শব্দে পর্বত এবং বনভূমি-সহ সমগ্র লঙ্কা পরিপূরিত হলো। তবু সে জাগলো না।।৪৭।। তারপর সবদিকে হাজার হাজার ভেরীতে কষিত সোনায় নির্মিত দণ্ডের দ্বারা এক সঙ্গে তারা আঘাত করতে লাগলো।।৪৮।। শাপের বশীভূত হয়ে কুম্ভকর্ণ ঐভাবে ঘুমিয়ে আছে। এতোভাবেও সে যখন জাগালো না, তখন রাক্ষসেরা রেগে গেলো।।৪৯।। ভীষণ পরাক্রমশালী সব রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হলো। তারা তো জাগাতে চেষ্টা করলোই। অন্যেরা আবার তাকে জাগাবার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করতে লাগলো।।৫০।। কেউ জোরে জোরে ভেরী বাজাতে লাগলো। অন্যেরা করতে লাগলো ভীষণ চীৎকার। কেউ তার চুল ধরে টানতে লাগলো। তার কান কামড়াতে লাগলো কেউ।।৫১।। কেউ কেউ তার কানে একশত কলশের জল ঢেলে দিলো। কিন্তু ঘোর নিদ্রাগত কুম্ভকর্ণ একটু নড়লোও না পর্যন্ত।।৫২।। অন্য কিছু বলবান রাক্ষস কাঁটায়-ভরা মুগুর হাতে নিয়ে তার মাথায়, বুকে এবং দেহের নানা অঙ্গে আঘাত করতে লাগলো।।৫৩।। তারপর দড়িতে বেঁধে কামান এনে তার সর্ব অঙ্গে আঘাত করলো। তবুও সেই বিশালদেহী রাক্ষস জাগলো না।।৫৪।। অতঃপর হাজার হাতী তার দেহের ওপর চালিয়ে দেওয়া হলো। তখন কুম্ভকর্ণ একটু জেগে কিছুটা স্পর্শসুখ অনুভব করলো।।৫৫।। পর্বতশৃঙ্গ এবং গাছ দিয়ে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করলেও সে তা গ্রাহ্য করে নি। হাতীর দাপাদাপিতে এখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ক্ষুধা এবং ভয়ে সে কিঞ্চিৎ পীড়িত হলো। হাই তুলে সে সহসা দাঁড়িয়ে উঠলো *(বিজৃম্ভন—হাই তোলা)* ।।৫৬।। তার বাহুদু'টি ছিলো হাতীর দেহ এবং পাহাড়ের চূড়ার মতো। ঐ বাহুদু'টি বজ্রের শক্তিকেও হারিয়ে দিয়েছে। এখন সেই বিশাল বাহুদ্বয় সে প্রসারিত করলো। বড়বানলের মতো তার মুখটিকে সে হাঁ-করে বিকৃতভাবে হাই তুললো।।৫৭।। পাতালের মতো বিশাল গহ্বরসমন্বিত মুখ দিয়ে সে হাই তুলছে।

তস্য জাজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্। দদৃশে মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর ইবোদিতঃ।। ৫৮
স জৃম্ভমাণোঽতিবলঃ প্রবুদ্ধস্তু নিশাচরঃ। নিঃশ্বাসশ্চাস্য সংজজ্ঞে পর্বতাদিব মারুতঃ।। ৫৯
রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্ বভৌ। যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ।। ৬০
তস্য দীপ্তাগ্নিসদৃশে বিদ্যুৎসদৃশবর্চসী। দদৃশাতে মহানেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ।। ৬১
ততস্ত্বদর্শয়ন্ সর্বান্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্। বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব বভক্ষ স মহাবলঃ।। ৬২
আদদ্ বুভুক্ষিতো মাংসং শোণিতং তৃষিতোঽপিবৎ। মেদঃ কুম্ভাংশ্চ মদ্যাংশ্চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা।। ৬৩
ততস্তৃপ্ত ইতি জ্ঞাত্বা সমুৎপেতুর্নিশাচরাঃ। শিরোভিশ্চ প্রণম্যৈনং সর্বতঃ পর্যবারয়ন্।। ৬৪
নিদ্রাবিশদনেত্রস্তু কলুষীকৃতলোচনঃ। চারয়ন্ সর্বতো দৃষ্টিং তান্ দদর্শ নিশাচরান্।। ৬৫
স সর্বান্ সান্ত্বয়ামাস নৈর্ঋতান্ নৈর্ঋতর্ষভঃ। বোধনাদ্বিস্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদমব্রবীৎ।। ৬৬
কিমর্থমহমাদৃত্য ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ। কচ্চিৎ সুকুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বা নেহ কিঞ্চন।। ৬৭
অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্। যদর্থমেবং ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।। ৬৮
অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্। দারয়িষ্যে মহেন্দ্রং বা শীতয়িষ্যে তথানলম।। ৬৯
নহ্যল্পকারণে সুপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্। তদাখ্যাতার্থতত্ত্বেন মৎ প্রবোধনকারণম্।। ৭০
এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্। যূপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত।। ৭১
ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ ভয়মস্তি কদাচন। মানুষান্নো ভয়ং রাজংস্তুমুলং সম্প্রবাধতে।। ৭২
ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি হি নঃ ক্বচিৎ। যাদৃশং মানুষং রাজন্ ভয়মস্মানুপস্থিতম্।। ৭৩

তখন মেরুপর্বতের চূড়ায় নবোদিত সূর্যের মতো তাকে দেখাচ্ছে।।৫৮।। অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণ জেগে উঠে হাই তুলতে লাগলো। পাহাড়ের ঝড়ের মতো তার নিঃশ্বাস বইতে লাগলো।।৫৯।। কুম্ভকর্ণ তো ঘুম থেকে জেগে উঠলো। প্রলয়কালে কাল যেমন সকল প্রাণকে দগ্ধ করার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, কুম্ভকর্ণও আজ সেই রকমের রূপ পরিগ্রহ করলো।।৬০।। তার বিশাল চোখদু'টি তখন দীপ্ত অগ্নির মতো দেখাচ্ছিলো। বিদ্যুতের মতো তেজ তার থেকে বের হচ্ছিলো ঠিকরে। প্রোজ্জ্বল বিশাল গ্রহের মতো মনে হচ্ছিলো তার চোখদু'টিকে।।৬১।। তারপর রাক্ষসেরা তাকে মহিষ, শূকর এবং অপরাপর নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য দেখালো। সেই মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ ঐ সব তখুনি খেয়ে ফেললো।।৬২।। ইন্দ্রশত্রু ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ তখন মাংস সব ভোজন করলো। তৃষিত বলে রক্তপান করলো। কলশে কলশে মেদ এবং মদ্যও পান করলো সে।।৬৩।। অতঃপর সে তৃপ্ত হয়েছে বুঝে রাক্ষসেরা তার সামনে চলে এলো। মস্তক অবনত করে তাকে প্রণাম করে সব দিক দিয়ে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।।৬৪।। ভালো করে ঘুমোনোর জন্য তার চোখ কিছুটা মলিন। চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে রাক্ষসদেরকে দেখতে পেলো।।৬৫।। রাক্ষসপ্রধান কুম্ভকর্ণ সব রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিলো। তাকে জাগাবার জন্য বিস্মিত হয়ে সে রাক্ষসদেরকে বললো—।।৬৬।। আমাকে আঘাত করে তোমরা জাগালে কেন ? রাজা রাবণের কুশল তো ? এখানে ভয়ের কোনো কারণ উপস্থিত হয় নি তো ?।।৬৭।। নৈলে অন্যের কাছ থেকে বেশ ভয় এখানে উপস্থিত হয়েছে। যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি আমায় জাগালে !।।৬৮।। আজ আমি রাক্ষসরাজের ভয় উৎপাটিত করবো। মহেন্দ্রপর্বতকে বিদীর্ণ করবো। বা শীতল করে দেবো অগ্নিকে।।৬৯।। তোমরা স্বল্প-কারণে আমায় জাগাও নি। আমাকে জাগাবার কারণ যথার্থভাবে বলো।।৭০।। শত্রুদমনকারী কুম্ভকর্ণ রেগে এইরকম বললে রাজা রাবণের সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললো—।।৭১।। রাজন, দেবতাদের থেকে আমাদের কখনো কোনো ভয় নেই। এখন মানুষের কাছ হতেই ভীষণ ভয় আমাদেরকে পীড়িত করছে।।৭২।। রাজন, দৈত্য বা দানবদের থেকে আমাদের কখনো ভয় নেই। অথচ এখন মানুষ হতেই আমাদের ভয় উপস্থিত হলো।।৭৩।। বানরেরা লঙ্কাকে ঘিরে ফেলেছে। পাহাড়ের মতো তাদের আকার। সীতাকে হরণ করায়

বানরৈঃ পর্বতাকারৈর্লঙ্কেয়ং পরিবারিতা। সীতাহরণসন্তপ্তাদ্ রামান্নস্তুমুলং ভয়ম্।। ৭৪
একেন বানরেণেয়ং পূর্বং দগ্ধা মহাপুরী। কুমারো নিহতশ্চাক্ষঃ সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ।। ৭৫
স্বয়ং রক্ষোধিপশ্চাপি পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ। ব্রজেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিত্যবর্চসা।। ৭৬
যন্ন দেবৈঃ কৃতো রাজা নাপি দৈত্যৈর্ন দানবৈঃ। কৃতঃ স ইহ রামেণ বিমুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ।। ৭৭
স যূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্যুধি পরাভবম্। কুম্ভকর্ণো বিবৃত্তাক্ষো যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ।। ৭৮
সর্বমদ্যৈব যূপাক্ষ হরিসৈন্যং সলক্ষ্মণম্। রাঘবঞ্চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্।। ৭৯
রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ। রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্।। ৮০
তত্তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য সগর্বিতং রোষবিবৃদ্ধদোষম্।
মহোদরো নৈর্ঋতযোধমুখ্যঃ কৃতাঞ্জলির্বাক্যমিদং বভাষে।। ৮১
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা গুণ-দোষৌ বিমৃশ্য চ। পশ্চাদপি মহাবাহো শত্রূন্ যুধি বিজেষ্যসি।। ৮২
মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ। কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ।। ৮৩
সুপ্তমুত্থাপ্য ভীমাক্ষং ভীমরূপপরাক্রমম্। রাক্ষসাস্ত্বরিতা জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্।। ৮৪
তেঽভিগম্য দশগ্রীবমাসীনং পরমাসনে। উচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব এব নিশাচরাঃ।। ৮৫
কুম্ভকর্ণঃ প্রবুদ্ধোঽসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসেশ্বরঃ। কথং তত্রৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যসে তমিহাগতম্।। ৮৬
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপস্থিতান্। দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ঞ্চ পূজ্যতাম্।। ৮৭
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে পুনরাগম্য রাক্ষসাঃ। কুম্ভকর্ণমিদং বাক্যমূচু রাবণচোদিতাঃ।। ৮৮
দ্রষ্টুং ত্বাং কাঙ্ক্ষতে রাজা সর্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ। গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধির্ভ্রাতরং সম্প্রহর্ষয়।। ৮৯
কুম্ভকর্ণস্তু দুর্ধর্ষো ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্। তথেত্যুক্ত্বা মহাবীর্যঃ শয়নাদুৎপপাত হ।। ৯০

রাম সন্তপ্ত। তার থেকেই আমাদের ভীষণ ভয়।।৭৪।। একটি বানর পূর্বেই এই মহানগরীকে দগ্ধ করেছে। হস্তী এবং সঙ্গিসহ কুমার অক্ষ নিহত হয়েছে।।৭৫।। রাম সূর্যের মতো তেজস্বী। দেবশত্রু, পুলস্ত্যবংশীয় স্বয়ং রক্ষোরাজ রাবণকে সে যুদ্ধে পরাজিত করে মুক্ত করে বলেছে, 'লঙ্কায় চলে যাও'।।৭৬।। যা দেবতা, দৈত্য এবং দানবেরাও করতে পারে নি, রাম এখানে তাইই করেছে। প্রাণসঙ্কট হতে মুক্ত করেছে রাবণকে।।৭৭।। যূপাক্ষের কথা থেকে সে ভ্রাতা রাবণের পরাজয়ের কথা জানলো। তখন চোখ বড়ো বড়ো করে সে যূপাক্ষকে বললো— ।।৭৮।। যূপাক্ষ শোনো, আজই আমি লক্ষ্মণসহ সব বানরসৈন্যকে পরাজিত করবো। যুদ্ধে রামকে হারিয়ে তারপর আমি রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।।৭৯।। বানরদের মাংস এবং রক্তে আমি রাক্ষসদেরকে তৃপ্ত করাবো। আর রাম এবং লক্ষ্মণের রক্ত আমি নিজে পান করবো।।৮০।। ক্রোধে দোষদুষ্ট তার গর্বিতবাক্য রাক্ষসেরা শুনলো। রাক্ষস-যোদ্ধাদের প্রধান মহোদর তখন করজোড়ে বললো— ।।৮১।। হে বীর, আগে রাবণের কথা শুনে গুণ দোষ বিচার করে তারপর যুদ্ধে শত্রুদের জয় করবেন।।৮২।। মহোদরের কথা শুনে মহাতেজস্বী মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রস্থান করলো।।৮৩।। ভীষণদর্শন, রূপে এবং পরাক্রমে ভীষণ কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে উঠিয়ে রাক্ষসেরা রাবণের ভবনে চলে গেলো।।৮৪।। উত্তম আসনে রাবণ বসে আছে। রাক্ষসেরা সবাই তার কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললো— ।।৮৫।। হে রাক্ষসেশ্বর, আপনার ভাই কুম্ভকর্ণ জেগে উঠেছেন। তিনি কি সেখান হতেই যুদ্ধে যাত্রা করবেন, না এখানে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে যাবেন?।।৮৬।। ধৃষ্ট রাবণ তখন সমবেত রাক্ষসদেরকে বললো, আমি কুম্ভকর্ণকে এখানেই আগে দেখতে চাই। এবং তাকে সম্বর্ধনা জানাতে চাই।।৮৭।। 'তাই হবে'—এইকথা বলে রাক্ষসেরা রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আবার এসে কুম্ভকর্ণকে বললো— ।।৮৮।। সকল রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ আপনাকে দেখতে চাইছেন। তাই আপনি তাঁর কাছে যেতে মনস্থ করুন। ভ্রাতাকে সম্যগরূপে আনন্দিত করুন।।৮৯।। মহাবীর দুর্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার সেই আদেশ পেয়ে 'বেশ তাই হবে' এই কথা বলে শয্যা হতে লাফিয়ে উঠে পড়লো।।৯০।। মুখ ধুয়ে আনন্দিতচিত্তে স্নান শেষে সে পরম হর্ষলাভ করলো।

প্রক্ষাল্য বদনং হৃষ্টঃ স্নাতঃ পরমহর্ষিতঃ। পিপাসুস্ত্বরয়ামাস পানং বলসমীরণম্।। ৯১
ততস্তে ত্বরিতাস্তত্র রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া। মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রমেবোপহারয়ন্।। ৯২
পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে। ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ।। ৯৩
কুম্ভকর্ণো বভৌ রুষ্টঃ কালান্তকযমোপমঃ। ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোবলসমন্বিতঃ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্।। ৯৪
স রাজমার্গং বপুষা প্রকাশয়ন্ সহস্ররশ্মির্ধরণীমিবাংশুভিঃ।
জগাম তত্রাঞ্জলিমালয়া বৃতঃ শতক্রতুর্গেহমিব স্বয়ম্ভুবঃ।। ৯৫
তং রাজমার্গস্থমমিত্রঘাতিনং বনৌকসস্তে সহসা বহিঃস্থিতাঃ।
দৃষ্ট্বাপ্রমেয়ং গিরিশৃঙ্গকল্পম্ বিতত্রসুস্তে সহ যূথপালৈঃ।। ৯৬
কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামম্ ব্রজন্তি কেচিদ্ ব্যথিতাঃ পতন্তি।
কেচিদ্ দিশশ্চ ব্যথিতাঃ পতন্তি কেচিদ্ ভয়ার্তা ভুবি শেরতে স্ম।। ৯৭
তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাত্মতেজসা।
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবৃদ্ধমদ্ভুতম্ ভয়ার্দ্রিতা দুদ্রুবিরে যতস্ততঃ।। ৯৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

পিপাসু হয়ে বলবর্ধক পানীয় আনার জন্যে বললো।।৯১।। তখন রাবণের নির্দেশে সেই রাক্ষসেরা সত্বর মদ্য এবং ভোজ্যদ্রব্য এনে শীগগির তাকে উপহার দিলো।।৯২।। দু'হাজার কলশী মদ্য সে পান করলো। তারপর ঈষদ্ উত্তেজিত ও মদমত্ত হয়ে পড়লো। তেজস্বী এবং বলবান হয়ে সে যাবার উপক্রম করলো।।৯৩।। কুম্ভকর্ণ বেশ রুষ্ট হওয়ায় প্রলয়কালীন ধ্বংসের অধিদেবতা যমের মতোই দেখাচ্ছিলো তাকে। রাক্ষসসেনা নিয়ে সে ভ্রাতার ভবনে চলে গেলো। কুম্ভকর্ণ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে চলছিলো।।৯৪।। সূর্য যেমন কিরণের দ্বারা ধরিত্রীকে আলোকিত করে, তেমনি সেও তার দেহের তেজে রাজপথকে সমুদ্ভাসিত করে চলছিলো। ইন্দ্র যেমন করজোড়ে ব্রহ্মার ভবনে গমন করেন, তেমনি সেও অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে চলে গেলো রাবণের ভবনে।।৯৫।। কুম্ভকর্ণের বিরাট শরীর রাজপথে দেখে নগরের বাইরের বনবাসী বানরেরা দলপতিগণসহ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। কুম্ভকর্ণ ছিলো শত্রুঘাতী। পাহাড়ের চূড়ার মতো সমৃদ্ধ তার দেহ।।৯৬।। বানরদের মধ্যে কেউ কেউ শরণাগত পালক রামের আশ্রয় নিলো। কেউ কেউ ব্যথিত হয়ে মাটিতে গেলো পড়ে। আবার কেউ ভয়ে দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে গেলো। কেউ কেউ পড়লো মাটিতে লুকিয়ে।।৯৭।। পর্বতশৃঙ্গের মতো কুম্ভকর্ণের দেহ। মাথায় তার মুকুট। নিজের তেজে সে যেন সূর্যকে স্পর্শ করছে। এইরকমের অদ্‌ভুত বিশাল শরীর দেখে বানরেরা ভয়ে ইতস্ততঃ পালিয়ে গেলো।।৯৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণেন শ্রীরাম-সমীপে কুম্ভকর্ণস্য পরিচয়দানম্, ততঃ শ্রীরামস্যাদেশেন লঙ্কাদ্বারোপরি আরোহণঞ্চ।

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্যবান্। কিরীটিনং মহাকায়ং কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ।। ১
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং পর্বতাকারদর্শনম্। ক্রমমাণমিবাকাশং পুরা নারায়ণং যথা।। ২

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

বিভীষণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে কুম্ভকর্ণের পরিচয়দান। শ্রীরামের আদেশে লঙ্কার দ্বারের ওপর তার আরোহণ।

তারপর বীর্যবান মহাতেজস্বী রাম ধনু হাতে তুলে নিয়ে মুকুটশোভিত বিশালদেহী কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।।১।। দেখতে পাহাড়ের মতো উঁচু সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকালে বিশাল চরণে নারায়ণ যেমন আকাশে পাদক্ষেপ করেছিলেন, সেইরকমই ছিলো এরও পদবিন্যাস।।২।। জল-ভরা মেঘের

স তোয়াম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্। দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রদুদ্রাব বানরাণাং মহাচমূঃ।। ৩
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বর্ধমানঞ্চ রাক্ষসম্। সবিস্মিতমিদং রামো বিভীষণমুবাচ হ।। ৪
কোঽসৌ পর্বতসঙ্কাশং কিরীটী হরিলোচনঃ। লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।। ৫
পৃথিব্যাং কেতুভূতোঽসৌ মহানেকোঽত্র দৃশ্যতে। যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ।। ৬
আচক্ষ্ব সুমহান্ কোঽসৌ রক্ষো বা যদি বাসুরঃ। ন ময়ৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্বং কদাচন।। ৭
সম্পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ।। ৮
যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ। সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুম্ভকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অস্য প্রমাণসদৃশো রাক্ষসোঽন্যো ন বিদ্যতে।। ৯
এতেন দেবা যুধি দানবাশ্চ যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ।
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাশ্চ সহস্রশো রাঘব সম্প্রভগ্নাঃ।। ১০
শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ।। ১১
প্রকৃত্যা হ্যেষ তেজস্বী কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। অন্যেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্।। ১২
বালেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্তেন মহাত্মনা। ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহূন্যপি।। ১৩
তেষু সম্ভক্ষ্যমাণেষু প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ। যান্তি স্ম শরণং শক্রং তমপ্যর্থং ন্যবেদয়ম্।। ১৪
স কুম্ভকর্ণং কুপিতো মহেন্দ্রো জঘান বজ্রেন শিতেন বজ্রী।
স শক্রবজ্রাভিহতো মহাত্মা চচাল কাপাচ্চ ভৃশং ননাদ।। ১৫
তস্য নানদ্যমানস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ। শ্রুত্বা নিনাদং বিত্রস্তাঃ প্রজা ভূয়ো বিতত্রসুঃ।। ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। নিষ্কৃষ্যৈরাবতাদ্ দন্তং জঘানোরসি বাসবম্।। ১৭
কুম্ভকর্ণপ্রহারার্তো বিজজ্বাল স বাসবঃ। ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষি-দানবাঃ।। ১৮

মতো তার গায়ের বর্ণ। সোনার অঙ্গদে সে ভূষিত। বানরদের বিশাল সেনাবাহিনী তাকে আবার দেখে পালাতে লাগলো।।৩।। বানরসেনাদের পালাতে এবং রাক্ষস কুম্ভকর্ণের বিবর্ধন দেখে বিস্মিত হয়ে রাম বিভীষণকে বললেন—।।৪।। পর্বতের মতো বিশালকায়, মাথায় মুকুট, পিঙ্গল-নয়ন, বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের মতো এ কোন বীরকে লঙ্কায় দেখা যাচ্ছে?।।৫।। পৃথিবীতে কেতুগ্রহের মতো তাকে দেখা যাচ্ছে। সেই মহান একমাত্র বীরকে দেখে বানরেরা সবাই এদিক ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে।।৬।। বলো, এই মহান পুরুষটি কে? রাক্ষস না অসুর? ইতঃপূর্বে আমি এইধরণের কোনো প্রাণীকে তো দেখি নি!।।৭।। রাজপুত্র রাম কখনো কোনো কার্যে ক্লেশ অনুভব করেন না। তিনি জিজ্ঞেস করায় মহাজ্ঞানী বিভীষণ ককুৎস্থবংশীয় রামকে বললো—।।৮।। যিনি যুদ্ধে সূর্যদেব এবং ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন, বিশ্রবার পুত্র এই সেই প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। এঁর মতো বীররাক্ষস আর কেউ নেই।।৯।। হে রামচন্দ্র, এঁর দ্বারা যুদ্ধে দানব, যক্ষ, সর্প, কাঁচামাংসভোজী রাক্ষস, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং কিন্নরেরা হাজারে হাজারে পরাজিত হয়েছে।।১০।। শূলহস্ত, বিকৃতনয়ন, মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে দেবতারাও হত্যা করতে পারেন নি। এঁকে স্বয়ং কাল মনে করে এঁরা মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন।।১১।। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃই তেজস্বী। এবং মহাবলশালী। অন্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের যে বল তাতো বরদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত।।১২।। এই মহাত্মা জন্মাবার পরই বাল্যাবস্থাতেই বহুসহস্র প্রজাকে খেয়ে ফেলেছিলো।।১৩।। ঐভাবে প্রজাবর্গকে সে খেয়ে ফেলতে লাগলে প্রজারা ভয়ে নিপীড়িত হয়ে ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে সব নিবেদন করেছিলো।।১৪।। কুপিত হয়ে বজ্রধারী মহেন্দ্র তখন তীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণকে আঘাত করেছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা আহত হয়ে সেই মহাবীর বিচলিত হলো। এবং রেগে করে উঠলো ভীষণ গর্জন।।১৫।। রাক্ষস কুম্ভকর্ণের সেই গর্জন শুনে পলায়মান প্রজারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।।১৬।। তারপর মহাবলশালী, ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ ঐরাবত হস্তীর দাঁত উপড়ে নিয়ে ইন্দ্রের বুকে আঘাত করলো।।১৭।। কুম্ভকর্ণের প্রহারের দ্বারা আর্ত হয়ে ইন্দ্র তখন বিশেষ করে জ্বলতে লাগলেন। তারপর দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং দানবেরা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।।১৮।। তখন ইন্দ্র প্রজাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট চলে গেলেন। কুম্ভকর্ণের

প্রজাভিঃ সহ শক্রশ্চ যযৌ স্থানং স্বয়ম্ভুবঃ। কুম্ভকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংসুস্তে প্রজাপতেঃ।। ১৯
প্রজানাং ভক্ষণঞ্চাপি দেবানাঞ্চাপি ধর্ষণম্। আশ্রমধ্বংসনঞ্চাপি পরস্ত্রীহরণং ভৃশম্।। ২০
এবং যদি প্রজাস্ত্বেষ ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ। অচিরেণৈব কালেন শূন্যো লোকো ভবিষ্যতি।। ২১
বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ। রক্ষাংস্যাবাহয়ামাস কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ।। ২২
কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব বিতত্রাস প্রজাপতিঃ। কুম্ভকর্ণমথাশ্বস্তঃ স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ।। ২৩
ধ্রুবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নির্মিতঃ। তস্মাৎ ত্বমদ্যপ্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে।। ২৪
ব্রহ্মশাপাভিভূতোঽথ নিপপাতাগ্রতঃ প্রভোঃ। ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।। ২৫
প্রবৃদ্ধঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃত্যতে। ন নপ্তারং স্বকং ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে।। ২৬
ন মিথ্যাবচনশ্চ ত্বং স্বপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ। কালস্তু ক্রিয়তামস্য শয়নে জাগরে তথা।। ২৭
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভুরিদমব্রবীৎ। শয়িতা হ্যেষ ষণ্মাসমেকাহং জাগরিষ্যতি।। ২৮
একেনাহ্না ত্বসৌ বীরশ্চরন্ ভূমিং বুভুক্ষিতঃ। ব্যাত্তাস্যো ভক্ষয়েল্লোকান্ সংবৃদ্ধ ইব পাবকঃ।। ২৯
সোঽসৌ ব্যসনমাপন্নঃ কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ। ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ।। ৩০
স এষ নির্গতো বীরঃ শিবিরাদ্ ভীমবিক্রমঃ। বানরান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ পরিধাবতি।। ৩১
কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব হরয়োঽদ্য প্রদুদ্রুবুঃ। কথমেনং রণে ক্রুদ্ধং বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ।। ৩২
উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্। ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ।। ৩৩
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ সুমুখোদ্‌গতম্। উবাচ রাঘবো বাক্যং নীলং সেনাপতিং তদা।। ৩৪
গচ্ছ সৈন্যানি সর্বাণি ব্যূহ্য তিষ্ঠস্ব পাবকে। দ্বারাণ্যাদায় লঙ্কায়াশ্চর্যাশ্চাস্যাথ সংক্রমান্।। ৩৫

সেই দৌরাত্ম্যের কথা জানালেন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে।।১৯।। প্রজাদের ভক্ষণ, দেবতাদের ওপর অত্যাচার, আশ্রমের ধ্বংসসাধন এবং পরস্ত্রীহরণ—এইসব দারুণ অপকর্মের কথা নিবেদন করলেন।।২০।। ইন্দ্র বললেন, এই কুম্ভকর্ণ যদি প্রজাদের নিত্য ভোজন করে, তাহলে অচিরেই জগৎ জনমানবশূন্য হয়ে যাবে।।২১।। ইন্দ্রের কথা শুনে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।।২২।। কুম্ভকর্ণকে ভালো করে দেখেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভয় পেয়ে গেলেন। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পরে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে কুম্ভকর্ণকে বললেন— ।।২৩।। নিশ্চয়ই জগদবিনাশের জন্য পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা তোমায় তৈরী করেছেন। তাই তুমি আজ হতে মৃতের মতো শুয়ে থাকবে।।২৪।। ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হয়ে কুম্ভকর্ণ তখন ব্রহ্মার সামনে মাটিতে পড়ে গেলো। তারপর, অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাবণ বললো— ।।২৫।। যে সোনার গাছটিকে আপনি পরিবর্ধিত করেছেন তাতে যখন ফল আসতে যাচ্ছে তখন গাছটিকে কেটে ফেলবেন না। হে প্রজাপতে, এইভাবে প্রপৌত্রকে শাপ দেওয়া আপনার ঠিক হবে না।।২৬।। আপনার কথা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। এ ঘুমিয়ে থাকবে এটা নিশ্চিতই। তবে এর ঘুমোবার এবং জেগে ওঠার একটা সময় স্থির করে দিন।।২৭।। রাবণের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, এ ছয়মাস ঘুমিয়ে থাকবে। তারপর একদিন জাগ্রত হয়ে উঠবে।।২৮।। তখন ঐ বীর ক্ষুধার্ত হয়ে ভূতলে বিচরণ করতে করতে বেড়ে ওঠা আগুনের মতো মুখ হাঁ-করে প্রাণিসমূহকে ভক্ষণ করবে।।২৯।। সম্প্রতি রাজা রাবণ আপনার পরাক্রমে ভীত হয়ে বিপদে পড়ে কুম্ভকর্ণকে জাগিয়েছেন।।৩০।। ভীষণ পরাক্রমী এই বীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত রেগে গিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এসে বানরদের খেতে খেতে ছুটে বেড়াচ্ছে।।৩১।। কুম্ভকর্ণকে দেখেই আজ বানরেরা পালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ দেখে বানরেরা কিভাবে বাধা দেবে ?।।৩২।। বানরদের সকলকে বলুন, এটি এক যন্ত্রবিশেষ। তাকেও ঐভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এইকথা জেনে বানরেরা এইখানে নির্ভয় হয়ে যাবে।।৩৩।। বিভীষণের শ্রীমুখ হতে বের হওয়া যুক্তিনিষ্ঠ বাক্য শুনে রাম সেনাপতি নীলকে বললেন— ।।৩৪।। ওহে অগ্নিকুমার নীল, যাও, সৈন্যদের সকলকে ব্যূহবদ্ধ করো। ঐখানে অবস্থান করো। লঙ্কার দ্বারগুলি এবং রাজপথগুলি সবাই পাহারা দাও।।৩৫।। পাহাড়ের

শৈলশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ শিলাশ্চাপ্যুপসংহরন্। ভবন্তঃ সায়ুধাঃ সর্বে বানরাঃ শৈলপাণয়ঃ।। ৩৬
রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলো হরিচমূপতিঃ। শশাস বানরানীকং যথাবৎ কপিকুঞ্জরঃ।। ৩৭
ততো গবাক্ষঃ শরভো হনুমানঙ্গদস্তথা। শৈলশৃঙ্গাণি শৈলাভা গৃহীত্বা দ্বারমভ্যয়ুঃ।। ৩৮
রামবাক্যমুপশ্রুত্য হরয়ো জিতকাশিনঃ। পাদপৈরর্দয়ন্ বীরা বানরাঃ পরবাহিনীম্। ৩৯
ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং ররাজ শৈলোদ্যতবৃক্ষহস্তম্।
গিরেঃ সমীপানুগতং যথৈব মহন্মহাম্ভোধরজালমুগ্রম্।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

চূড়া, বৃক্ষ এবং শিলাখণ্ড সব জড়ো করো। তোমরা বানরেরা সকলে পাহাড়ের অংশ এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে সজ্জিত থাকো।।৩৬।। রামের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বানরবীর বানর সেনাপতি নীল সমগ্র বানর -বাহিনীকে যথাযথভাবে অবস্থান করার জন্য আদেশ দিলো।।৩৭।। তারপর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান, অঙ্গদ এবং শৈলাকার বানরেরা শৈলশৃঙ্গ হাতে নিয়ে লঙ্কার দ্বারগুলির দিকে ছুটে চললেন।।৩৮।। রামের বাক্য শুনেই বীর বানরেরা বিজয়শ্রীতে সমুদ্‌ভাসিত হয়ে বৃক্ষের দ্বারা শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো।।৩৯।। অনন্তর বানরদের সেই বাহিনী পাহাড়ের কাছে জড়ো হলো। তাদের হাতে রয়েছে উদ্যত শৈল এবং বৃক্ষ। তাদের তখন ঘন মেঘপুঞ্জের মতো দেখাচ্ছিলো।।৪০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একষষ্টিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণস্য রাবণভবনে প্রবেশঃ, রামাদ্ ভীতিমুল্লিখ্য শত্রুসৈন্যনাশায় রাবণস্য কুম্ভকর্ণায় প্রেরণাদানঞ্চ।

স তু রাক্ষসশার্দূলো নিদ্রামদসমাকুলঃ। রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং যযৌ বিপুলবিক্রমঃ।। ১
রাক্ষসানাং সহস্রৈশ্চ বৃতঃ পরমদুর্জয়ঃ। গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষেণ কীর্যমাণস্তদা যযৌ।। ২
স হেমজালবিততং ভানুভাস্বরদর্শনম্। দদর্শ বিপুলং রম্যং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।। ৩
স তত্তদা সূর্য ইবাভ্রজালং প্রবিশ্য রক্ষোধিপতের্নিবেশম্।
দদর্শ দূরেঽগ্রজমাসনস্থং স্বয়ম্ভূ শক্র ইবাসনস্থম্।। ৪
ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোগণসমন্বিতঃ। কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্।। ৫
সোঽভিগম্য গৃহং ভ্রাতুঃ কক্ষ্যামভিবিগাহ্য চ। দদর্শোদ্বিগ্নমাসীনং বিমানে পুষ্পকে গুরুম্।। ৬
অথ দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমুপস্থিতম্। তূর্ণমুত্থায় সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ষমুপানয়ৎ।। ৭
অথাসীনস্য পর্যঙ্কে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। ভ্রাতুর্ববন্দে চরণৌ কিং কৃত্যমিতি চাব্রবীৎ।। ৮

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

কুম্ভকর্ণের রাবণভবনে প্রবেশ। রামের কাছ হতে ভয়ের কথা বলে কুম্ভকর্ণকে শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য রাবণের প্রেরণাদান।

সেই নিদ্রামদে সমাকুল বিপুল বিক্রমশালী রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত সুন্দর রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলো।।১।। তখন সেই পরম দুর্জয় বীরকে হাজার হাজার রাক্ষস ঘিরে চলেছে। গৃহগুলি হতে তার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হচ্ছিলো।।২।। সে রাক্ষসরাজের ভবনটি দেখলো। সোনার ঝালরের পর্দায় শোভিত। দেখতে সূর্যের মতো উজ্জ্বল। বিশাল এবং রমণীয়।।৩।। সূর্যের মতো সে মেঘজালের মতো রাবণের ভবনে প্রবেশ করলো। ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে দেখেন, তেমনি দূর আসনে উপবিষ্ট অগ্রজ রাবণকে সে দেখলো।।৪।। রাক্ষসদেরকে নিয়ে কুম্ভকর্ণ মেদিনীকম্পিত পদক্ষেপে ভ্রাতার প্রাসাদে গমন করলো।।৫।। ভ্রাতার গৃহে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সে পুষ্পকবিমানে উদবিগ্নভাবে সমাসীন অগ্রজকে দেখলো।।৬।। তারপর দশানন রাবণ কুম্ভকর্ণকে উপস্থিত হতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাকে কাছে নিয়ে এলো।।৭।। তারপর মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ভ্রাতা রাবণের চরণযুগল বন্দনা করে বললো, কি করতে হবে ?।।৮।। রাবণ উঠে আনন্দের

উৎপত্য চৈনং মুদিতো রাবণঃ পরিষস্বজে। স ভ্রাতা সম্পরিষ্বক্তো যথাবচ্চাভিনন্দিতঃ।। ৯
কুম্ভকর্ণঃ শুভং দিব্যং প্রতিপেদে বরাসনম্। স তদাসনমাশ্রিত্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদ্ রাবণং বাক্যমব্রবীৎ।। ১০
কিমর্থমহমাদৃত্য ত্বয়া রাজন্ প্রবোধিতঃ। শংস কস্মাদ্ ভয়ং তেঽত্র কো বা প্রেতো ভবিষ্যতি।। ১১
ভ্রাতরং রাবণঃ ক্রুদ্ধং কুম্ভকর্ণমবস্থিতম্। রোষেণ পরিবৃত্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বাক্যমব্রবীৎ।। ১২
অদ্য তে সুমহান্ কালঃ শয়ানস্য মহাবল। সুষুপ্তস্ত্বং ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্।। ১৩
এষ দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতো বলী। সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু কুলং নঃ পরিকৃন্ততি।। ১৪
হন্ত পশ্যস্ব লঙ্কায়াং বনান্যুপবনানি চ। সেতুনা সুখমাগত্য বানরৈকার্ণবং কৃতম্।। ১৫
যে রাক্ষসা মুখ্যতমা হতাস্তে বানরৈর্যুধি। বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কথঞ্চন।
ন চাপি বানরা যুদ্ধে জিতপূর্বাঃ কদাচন।। ১৬
তদেতদ্ ভয়মুৎপন্নং ত্রায়স্বেহ মহাবল। নাশয় ত্বমিমানদ্য তদর্থং বোধিতো ভবান্।। ১৭
সর্বক্ষপিতকোশঞ্চ স ত্বমভ্যুপপদ্য মাম্। ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্।। ১৮
ভ্রাতুরর্থে মহাবাহো কুরু কর্ম সুদুষ্করম্। ময়ৈবং নোক্তপূর্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ।। ১৯
ত্বয্যস্তি মম চ স্নেহঃ পরা সম্ভাবনা চ মে। দেবাসুরেষু যুদ্ধেষু বহুশো রাক্ষসর্ষভ।
ত্বয়া দেবাঃ প্রতিবূহ্য নির্জিতাশ্চাসুরা যুধি।। ২০
তদেতৎ সর্বমাতিষ্ঠ বীর্যং ভীমপরাক্রম। নহি তে সর্বভূতেষু দৃশ্যতে সদৃশো বলী।। ২১
কুরুস্ব মে প্রিয়হিতমেতদুত্তমং যথাপ্রিয়ং প্রিয়রণ বান্ধবপ্রিয়।
স্বতেজসা ব্যথয় স্বপত্নবাহিনীং শরদ্ঘনং পবন ইবোদ্যতো মহান্।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করলো। রাবণের দ্বারা ভাই কুম্ভকর্ণ গভীরভাবে আলিঙ্গিত ও যথাযথভাবে অভিনন্দিত হলো।।৯।। সুন্দর দিব্য আসন কুম্ভকর্ণকে দেওয়া হলো। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ সেই আসনে বসে ক্রোধে রক্তনয়ন রাবণকে বললো—।।১০।। রাজন্, কিসের জন্য আমাকে সমাদরের সঙ্গে তুমি জাগিয়েছো ? আমায় বলো, এখানে কার থেকে তোমার ভয় ? কাকে এখান থেকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো ?।।১১।। তখন নিকটে অবস্থিত কুম্ভকর্ণকে রাবণ ক্রোধে ঘূর্ণিত নয়নে বললো—।।১২।। হে বীর, ঘুমিয়ে তোমার বহু সময় কেটে গেছে। গভীর ঘুমে থাকায় রাম যে আমার ভয়-উৎপাদন করছে তা তুমি জানো না।।১৩।। এই দশরথনন্দন বলবান শ্রীমান রাম সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে আমাদের বংশকে ধ্বংস করছে।।১৪।। হায় ! দেখো, সেতুবন্ধন করে সুখে এসে বানরেরা এইসকল বন-উপবন সমুদ্রের সঙ্গে একাকার করে দিচ্ছে।।১৫।। মুখ্য রাক্ষসদের মধ্যে যারা প্রধান ছিলো, তারা সব যুদ্ধে নিহত হয়েছে। যুদ্ধে বানরদের কোনো ক্ষতি দেখছি না। বানরদেরকে কেউ আগে পরাজিতও করতে পারি নি।।১৬।। হে মহাবীর, এই যে ভয় উৎপাদিত হয়েছে, তার থেকে তুমি এখন ত্রাণ করো। তুমি আজ এদের ধ্বংস করো। এইজন্যই তোমায় জাগানো হয়েছে।।১৭।। আমার সমস্ত কোষ শেষ হয়ে গেছে। তুমি আজ আমার কাছে এসে এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করো। এখন এখানে শুধু বালক আর বৃদ্ধেরাই অবশিষ্ট রয়েছে।।১৮।। ভ্রাতার জন্যেই তুমি এই সুদুষ্কর কার্য করো। পূর্বে আমি কোনো ভ্রাতাকেই এ কথা বলি নি, হে শত্রুতাপন।।১৯।। তোমার প্রতি আমার গভীর স্নেহ রয়েছে। রয়েছে পরম আস্থা। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দেবাসুরের যুদ্ধে তুমি বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেবতা ও অসুরদেরকে পরাজিত করেছো।।২০।। ভীষণ পরাক্রমী তুমি। এইসব বীরকর্ম তুমি সম্পাদন করো। সকল প্রাণীদের মধ্যে তোমার মতো বলবান দেখা যায়না।।২১।। তুমি যুদ্ধ প্রিয়, বান্ধবপ্রিয়। যাতে আমার ভালো হয় সেইভাবে তুমি আমার এই উত্তম হিতকর প্রিয় কার্য সমাধা করো। প্রবলবায়ু যেমন শরৎকালের মেঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, তেমনি তুমি নিজের তেজে এই শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দাও।।২২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণেন কুকর্মকারিণো রাবণস্য নিন্দা, সান্ত্বনাদানপূর্বকং যুদ্ধবিষয়ে তস্মৈ (রাবণায়) মন্ত্রণাদানঞ্চ।

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্। কুম্ভকর্ণো বভাষেদং বচনং প্রজহাস চ।। ১
দৃষ্টো দোষো হি যোঽস্মাভিঃ পুরা মন্ত্রবিনির্ণয়ে। হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া।। ২
শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ। নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ।। ৩
প্রথমং বৈ মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্। কেবলং বীর্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ।। ৪
যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কুর্যাদৈশ্বর্যমাস্থিতঃ। পূর্বঞ্চোত্তরকার্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ।। ৫
দেশ-কালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ। ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব।। ৬
ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যঃ প্রপদ্যতে।। সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ততে পথি।। ৭
যথাগমঞ্চ যো রাজা সময়ঞ্চ চিকীর্ষতি। বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি।। ৮
ধর্মমর্থং হি কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাং পতে। ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ।। ৯
ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে। রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্।। ১০
উপপ্রদানং সান্ত্বঞ্চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্। যোগঞ্চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ৌ।। ১১
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ। নিষেবেতাত্মবাঁল্লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ।। ১২

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

কুম্ভকর্ণের দ্বারা কুকর্মকারী রাবণের নিন্দা, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ-বিষয়ে মন্ত্রণাদান।

রাক্ষসরাজ রাবণের বিলাপ সে শুনলো। তারপর বসে বললো—।।১।। ভ্রাতঃ, আগে মন্ত্রণার সময়ে আমরা যে দোষ দেখেছিলাম, সেই দোষ এখন তোমাতেই দেখছি এসে গেছে। কারণ, তুমি হিতৈষী ব্যক্তিদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারো নি।।২।। দুষ্কর্মকারীদের যেমন নরকে পাতন হয় তেমনি তোমার পাপকর্মের ফল দ্রুতই এসে গেলো।।৩।। মহারাজ, প্রথমে এই কাজের কথা চিন্তা করো নি। কেবল বীর্যের দর্পে এর পরিণামও বিচার করো নি।।৪।। ঐশ্বর্যে আত্মহারা হয়ে যে পূর্বের করণীয় পরে করে,আর পরবর্তীকালের কাজ পূর্বে করে, সে নীতি ও অনীতি কিছুই জানে না।।৫।। দেশকাল বিচার করে কাজ না করলে ফলটি বিপরীতই হয়ে যায়। সংস্কারবিহীন অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিলে তা যেমন দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।।৬।। যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাম-দান-দণ্ড এই তিনটি কাজ পাঁচপ্রকারে যুক্ত করে প্রয়োগ করেন তিনিই ঠিক পথে চলেন জানবে *(পাঁচ প্রকারের যোগ হলো— কার্যারম্ভের উপায়, পুরুষ, দ্রব্য সম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ এবং বিপত্তি দূর করার উপায়)* ।।৭।। যে রাজা নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সচিবগণের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে বুদ্ধি অনুসারে যেমন যা আসছে তাকে এবং সংকল্পকে সাধন করতে ইচ্ছা করেন এবং বুদ্ধির সঙ্গে বন্ধুদের দেখেন তিনিই ঠিক পথে আছেন *(যখন নিজের বৃদ্ধি ও শত্রুর হানির সময় হয়, তখন যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। নিজের এবং শত্রুর যখন সমান সমান অবস্থা, তখন সামপূর্বক সন্ধি করা কর্তব্য। যখন আপনার হানি এবং শত্রুর বৃদ্ধি তখন তাকে দান করে তার আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য)* ।।৮।। হে রক্ষোরাজ, নীতিজ্ঞ ব্যক্তি কাল-বিচার করে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সবই সেবা করবেন। কিংবা কাল-বিবেচনা করেই তিনটি দ্বন্দ্ব তথা ধর্ম-অর্থ, অর্থ-ধর্ম এবং কাম-অর্থ সেবা করা উচিত।।৯।। ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ তা শুনেও যে বোঝে না, সেই রাজা বা রাজপুরুষের পাণ্ডিত্য ব্যর্থ *(শাস্ত্রের বিধান হলো প্রাতে ধর্ম, মধ্যাহ্নে অর্থ এবং রাত্রে কামসেবা। যে সব সময়ে কামসেবা করে, সে অধম। এই কামও হবে ধর্মের অবিরোধে)*।।১০।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দান, ভেদ, বিক্রমপ্রকাশ এবং যোগ, নীতি এবং নীতিহীনতা নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে হবে।।১১।। এইভাবে সমুচিতকালে ধর্ম, অর্থ এবং কাম যে আত্মজ্ঞানী রাজা সেবা করেন, তিনি কখনো দুঃখ পাবেন না।।১২।। রাজা অর্থতত্ত্বজ্ঞ, সচিব এবং বুদ্ধিজীবীদের

হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্যাৎ কার্যমিহাত্মনঃ। রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ।। ১৩
অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ। প্রাগল্ভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ।। ১৪
অশাস্ত্রবিদুষাং তেষাং কার্যং নাভিহিতং বচঃ। অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞানাং বিপুলাং শ্রিয়মিচ্ছতান্।। ১৫
অহিতঞ্চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ। অবশ্যং মন্ত্রবাহ্যাস্তে কর্তব্যাঃ কৃত্যদূষকাঃ।। ১৬
বিনাশয়ন্তো ভর্তারং সহিতাঃ শত্রুভির্বুধৈঃ। বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ।। ১৭
তান্ ভর্তা মিত্রসঙ্কাশানমিত্রান্ মন্ত্রনির্ণয়ে। ব্যবহারেণ জানীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্।। ১৮
চপলস্যেহ কৃত্যাণি সহসানুপ্রধাবতঃ। ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ।। ১৯
যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি। অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে।। ২০
যদুক্তমিহ তে পূর্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ। তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু।। ২১
তৎ তু শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণস্য ভাষিতম্। ভ্রূকুটিঞ্চৈব সঞ্চক্রে ক্রুদ্ধশ্চৈনমভাষত।। ২২
মান্যো গুরুরিবাচার্যঃ কিং মাং ত্বমনুশাসসি। কিমেবং বাকশ্রমং কৃত্বা যদ যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্।। ২৩
বিভ্রমাচ্চিত্তমোহাদ্বা বলবীর্যাশ্রয়েণ বা। নাভিপন্নমিদানীং যদ্ব্যর্থা তস্য পুনঃ কথা।। ২৪
অস্মিন্ কালে তু যদ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্। গতন্তু নানুশোচন্তি গতন্তু গতমেব হি।। ২৫
মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু। যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি।। ২৬
যদি কার্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্যতমং মতম্। স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে।। ২৭
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে। তমথৈবং ব্রুবাণং স বচনং ধীরদারুণম্।। ২৮

সঙ্গে পরামর্শ করে, যাতে নিজের মঙ্গল হয় তা দেখে, কার্যের অনুষ্ঠান করবেন।।১৩।। পশুবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা মন্ত্রীদের কথা প্রকাশ্যে না শুনে, প্রগলভতার দ্বারা যে সব কথা বলে, তারা শাস্ত্র জানে না।।১৪।। যাঁরা বিপুল ঐশ্বর্য ইচ্ছা করেন, তাঁরা অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কথা শুনবেন না।।১৫।। যে সব লোক ধৃষ্টতার কারণ অকল্যাণকর বাক্যকে কল্যাণকররূপে কল্পনা করে, তারা কর্মকে দূষিত করে। মন্ত্রণার সময় তাদের বাইরে রাখা উচিত।।১৬।। এমন সব মন্ত্রী আছে যারা জ্ঞানী শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপরীত সব কাজ করে প্রভুকে ধ্বংস করে।।১৭।। মন্ত্রণা করার সময় প্রভুমিত্রের মতো দেখতে অমিত্রদের জেনে রাখবেন। তারা সচিব হলেও শত্রুর অর্থে বশীভূত। তাই, তাদের ত্যাগ করবেন।।১৮।। যে রাজা চঞ্চল-স্বভাব এবং সর্বদা সব কাজেই হস্তক্ষেপ করেন, তখন ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষের ব্যক্তিরা তার গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতের মধ্যে অন্যের কৃত ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে, ঠিক তেমনি।।১৯।। যে শত্রুদের অবজ্ঞা করে নিজেকে রক্ষা করে না সে অনর্থেরই সম্মুখীন হয়। এবং স্বস্থান হতে হয় বিচ্যুত।।২০।। তোমার প্রিয় পত্নী মন্দোদরী এবং আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ পূর্বে যা বলেছিলো তাই হলো আমাদের কল্যাণকর বাক্য। এখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো।।২১।। দশগ্রীব রাবণ কুম্ভকর্ণের কথা শুনে ভ্রূকুটি করে রেগে তাকে বললো— ।।২২।। মাননীয় গুরু এবং আচার্যের মতো তুমি আমায় উপদেশ দিচ্ছো কেন ? এইরকম কথা বলে পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি ? যা এখন করা উচিত, তারই ব্যবস্থা করো।।২৩।। বিভ্রমের বশে, চিত্তের মোহবশতঃ, কিংবা নিজের বলবীর্যের প্রভাবে, আমি আমার যা ভালো মনে হয়েছে তাই করেছি। তখন তাদের কথা শুনি নি। এখন আবার সেই কথা বলা ব্যর্থ।।২৪।। এখন যা করা উচিত, তাই চিন্তা করো। যা গেছে, তা গেছেই। তারজন্য অনুশোচনা করে কি লাভ ?।।২৫।। যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, বা তোমার পরাক্রম থাকে তাহলে আমার অপকর্মজনিত দোষ বিক্রমের দ্বারা দূর করো।।২৬।। যদি আমার এই কাজকে তোমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্থান দাও, তাহলে যুদ্ধ করো। তিনিই সুহৃদ, যিনি বিপন্নের জন্য, দীনের জন্য অনুগ্রহ করেন।।২৭।। তিনিই বন্ধু, যিনি বিপথগামীকে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেন। কুম্ভকর্ণ দেখলো রাবণ এইরকম দারুণ সব কথা অচঞ্চলভাবে বলছে। বুঝলো সে রুষ্ট।।২৮।। তখন কুম্ভকর্ণ ধীরে ধীরে

রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় শনৈঃ শ্লক্ষ্ণমুবাচ হ। তমতীব সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ম্।। ২৯
কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্বাক্যং বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্। শৃণু রাজন্নবহিতো মম বাক্যমরিন্দম।। ৩০
অলং রাক্ষসরাজেন্দ্র সন্তাপমুপপদ্য তে। রোষঞ্চ সম্পরিত্যজ্য স্বস্থো ভবিতুমর্হসি।। ৩১
নৈতন্মনসি কর্তব্যং ময়ি জীবতি পার্থিব। তমহং নাশয়িষ্যামি যৎ কৃতে পরিতপ্যতে।। ৩২
অবশ্যঞ্চ হিতং বাচ্যং সর্বাবস্থাং ময়া তব। বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব।। ৩৩
সদৃশং যচ্চ কালেঽস্মিন্ কর্তুং স্নেহেন বন্ধুনা। শত্রূণাং কদনং পশ্য ক্রিয়মাণং ময়া রণে।। ৩৪
অদ্য পশ্য মহাবাহো ময়া সমরমূর্ধনি। হতে রামে সহ ভ্রাতা দ্রবন্তীং হরিবাহিনীম্।। ৩৫
অদ্য রামস্য তদ্দৃষ্ট্বা ময়ানীতং রণাচ্ছিরঃ। সুখী ভব মহাবাহো সীতা ভবতু দুঃখিতা।। ৩৬
অদ্য রামস্য পশ্যন্তু নিধনং সুমহৎ প্রিয়ম্। লঙ্কায়াং রাক্ষসাঃ সর্বে যে তে নিহতবান্ধবাঃ।। ৩৭
অদ্য শোকপরীতানাং স্ববন্ধুবধশোচনাম্। শত্রোর্যুধি বিনাশেন করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্।। ৩৮
অদ্য পর্বতসঙ্কাশং সসূর্যমিব তোয়দম্। বিকীর্ণং পশ্য সমরে সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্।। ৩৯
কথঞ্চ রাক্ষসৈরেভির্ময়া চ পরিসান্ত্বিতঃ। জিঘাংসুভির্দাশরথিং ব্যথসে ত্বং সদানঘ।। ৪০
মাং নিহত্য কিল ত্বাং হি নিহনিষ্যতি রাঘবঃ। নাহমাত্মনি সন্তাপং গচ্ছেয়ং রাক্ষসাধিপ।। ৪১
কামং ত্বিদানীমপি মাং ব্যাদিশ ত্বং পরন্তপ। ন পরঃ প্রেক্ষণীয়স্তে যুদ্ধায়াতুলবিক্রম।। ৪২
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব মহাবলান্। যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবক-মারুতৌ।। ৪৩
তানহং যোধয়িষ্যামি কুবের-বরুণাবপি। গিরিমাত্রশরীরস্য শিতশূলধরস্য মে।। ৪৪

মধুরভাবে বাক্য বলতে লাগলো। কুম্ভকর্ণ দেখলো ভ্রাতা রাবণের ইন্দ্রিয়গুলি খুবই ক্ষুব্ধ।।২৯।। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তখন কুম্ভকর্ণ আস্তে আস্তে বললো, হে শত্রুদমন রাজন্, অবহিত হয়ে আমার বাক্য শোনো।।৩০।। হে রাক্ষস রাজেন্দ্র, সন্তাপ কোরো না। রোষ ত্যাগ করো। স্বস্থ হও।।৩১।। হে রাজন্, আমি বেঁচে থাকতে তুমি এই কথা মনে কোরো না। যার জন্য তুমি পরিতাপ করছো, তাকে আমি ধ্বংস করবো।।৩২।। সকল অবস্থাতেই তোমাকে আমার হিত কথা বলা অবশ্য কর্তব্য। তাই হে রাজন্, বন্ধুভাবে এবং ভ্রাতৃস্নেহে তোমায় আমি এই কথাগুলি বলেছি।।৩৩।। এই সময়ে বন্ধুর দ্বারা স্নেহে যা করণীয়, তাইই করবো আমি। তুমি দেখো, যুদ্ধে শত্রুদেরকে আমি কিভাবে ধ্বংস করি!।।৩৪।। হে মহাবীর, আজ দেখো। রণাঙ্গণে আমি কিভাবে ভ্রাতাসহ রামকে হত্যা করি। দেখবে, তখন বানরবাহিনীও কিভাবে পালায়।।৩৫।। আজই আমি যুদ্ধক্ষেত্র হতে রামের ছিন্নশির নিয়ে আসবো। হে মহাবীর, তা দেখে তুমি সুখী হবে। সীতা হবে দুঃখিতা।।৩৬।। লঙ্কায় বহু রাক্ষস আছে, যাদের বান্ধবেরা নিহত হয়েছে। তাদের অতি প্রিয় কর্ম হবে রামের নিধন। সেটিই তারা আজ দেখুক।।৩৭।। আত্মজন বিনাশের জন্য অনেকে শোক করছে। তাদের শত্রুদের যুদ্ধে ধ্বংস করে আজ আমি তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবো।।৩৮।। বানররাজ সুগ্রীব দেখতে পর্বতের মতো। এবং সূর্যসমন্বিত মেঘের মতো। আজ দেখবে যুদ্ধে সেও লুটিয়ে পড়েছে।।৩৯।। আমি এবং এই রাক্ষসেরা দশরথপুত্র রামকে হত্যা করতে ইচ্ছুক। নিষপাপ তোমায় আমি সান্ত্বনা দান করছি। আমার সঙ্গের রাক্ষসেরাও তাই করছে। তুমি কেন ব্যথিত হচ্ছো ?।।৪০।। তোমায় হত্যা করতে হলে রামকে প্রথমে আমাকে হত্যা করতে হবে। হে রক্ষোরাজ, আমি নিজের বিষয়ে কোনো সন্তাপ করছি না।।৪১।। হে শত্রুতাপন, এখন তুমি আমায় যুদ্ধের জন্য বিশেষ করে আদেশ দান করো। অতুলনীয় তোমার বিক্রম। আমাকে ছাড়া আর কারোর উপর তোমায় যুদ্ধের জন্য নির্ভর করতে হবে না।।৪২।। তোমার বলবান শত্রু যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি এবং পবনও হয়, তথাপি আমি তাদেরকে উৎসন্ন করবো।।৪৩।। শত্রু যদি কুবের এবং বরুণও হয়, তবুও আমি যুদ্ধ করবো। আমার শরীর পর্বতের মতো। হাতে ধারালো ত্রিশূল।।৪৪।। দাঁত তীক্ষ্ণ। এই দেহ নিয়ে আমি যখন গর্জন করি তখন শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র পর্যন্ত ভয় পেয়ে যান।

নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ। অথবা ত্যক্তশস্ত্রস্য মৃদ্নতস্তরসা রিপূন্।। ৪৫
ন মে প্রতিমুখঃ কশ্চিৎ স্থাতুং শক্তো জিজীবিষুঃ। নৈব শক্ত্যা ন গদয়া নাসিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৪৬
হস্তাভ্যামেব সংরভ্য হনিষ্যামি সবজ্রিণম্। যদি মে মুষ্টিবেগং স রাঘবোঽদ্য সহিষ্যতি।। ৪৭
ততঃ পাস্যন্তি বাণৌঘা রুধিরং রাঘবস্য মে। চিন্তয়া তপ্যসে রাজন্ কিমর্থং ময়ি তিষ্ঠতি।। ৪৮
সোঽহং শত্রুবিনাশায় তব নির্যাতুমুদ্যতঃ। মুঞ্চ রামাদ্ভয়ং ঘোরং নিহনিষ্যামি সংযুগে।। ৪৯
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবঞ্চ মহাবলম্। হনূমন্তঞ্চ রক্ষোঘ্নং যেন লঙ্কা প্রদীপিতা।। ৫০
হরীংশ্চ ভক্ষয়িষ্যামি সংযুগে সমুপস্থিতে। অসাধারণমিচ্ছামি তব দাতুং মহদ্ যশঃ।। ৫১
যদি চেন্দ্রাদ্ভয়ং রাজন্ যদি চাপি স্বয়ম্ভুবঃ। ততোঽহং নাশয়িষ্যামি নৈশং তম ইবাংশুমান্।। ৫২
অপি দেবাঃ শয়িষ্যন্তে ময়ি ক্রুদ্ধে মহীতলে। যমঞ্চ শময়িষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি পাবকম্।। ৫৩
আদিত্যং পাতয়িষ্যামি সনক্ষত্রং মহীতলে। শতক্রতুং বধিষ্যামি পাস্যামি বরুণালয়ম্।। ৫৪
পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্। দীর্ঘকালং প্রসুপ্তস্য কুম্ভকর্ণস্য বিক্রমম্।। ৫৫
অদ্য পশ্যন্তু ভূতানি ভক্ষ্যমাণানি সর্বশঃ। ন ত্বিদং ত্রিদিবং সর্বমাহারো মম পূর্যতে।। ৫৬
বধেন তে দাশরথেঃ সুখাবহং সুখং সমাহর্তুমহং ব্রজামি।
নিহত্য রামং সহ লক্ষ্মণেন খাদামি সর্বান্ হরিযূথমুখ্যান্।। ৫৭
রমস্ব রাজন্ পিব চাদ্য বারুণীং কুরুষ্ব কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্।
ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি।। ৫৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথবা, আমি যখন শস্ত্রত্যাগ করে রণভূমিতে শত্রুদের তাড়া করি—।।৪৫।। তখন যে বাঁচতে চায়, সে শক্তি, গদা, ধারালো তরবারি কোনো কিছু নিয়েই আমার সামনে দাঁড়াতে সমর্থ হয় না।।৪৬।। শুধুমাত্র এই হাতদু'টি দিয়েই যুদ্ধ করে বজ্রধারী ইন্দ্রসমেত শত্রুকে আমি ধ্বংস করবো। দেখি, রাম আজ আমার মুষ্টির আঘাত সহ্য করতে পারে কিনা!।।৪৭।। আমার বাণসমূহ অতঃপর রামের রক্তধারা পান করবে। আমি থাকতে হে রাজন্, তুমি চিন্তায় তপ্ত হচ্ছো কেন?।।৪৮।। তোমার শত্রুবিনাশের জন্য আমি যুদ্ধে যেতে উদ্যত হয়েছি। রামের কাছ হতে ভয় তুমি ত্যাগ করো। যুদ্ধে আমি তাকে হত্যা করবো।।৪৯।। রাম-লক্ষ্মণ, মহা-বলবান সুগ্রীব এবং লঙ্কাকে যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো সেই হনুমানকে আমি ধ্বংস করবো।।৫০।। যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে বানরদেরকে করবো ভোজন। আমি তোমাকে অসাধারণ মহতী খ্যাতি দিতে চাই।।৫১।। রাজন, যদি তোমার ভয় ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার থেকেও হয়, তবুও তা আমি বিনাশ করবো। সূর্য যেমন রাত্রির অন্ধকারকে বিনাশ করে, তেমনি আমি তোমার শত্রুকেও বিনাশ করবো।।৫২।। ভূতলে আমি রেগে গেলে দ্যুলোকে দেবতারাও ভয়ে শুয়ে পড়েন। যমকেও আমি শান্ত করবো। আগুনকেও ফেলবো খেয়ে।।৫৩।। নক্ষত্রসহ সূর্যকেও আমি ধরাতলে ফেলে দেবো। শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রকে করবো বধ। পান করে ফেলবো সমুদ্রকেও।।৫৪।। পর্বতকে চূর্ণ করে ফেলবো, পৃথিবীকে বিদীর্ণ করবো। দীর্ঘকাল কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে ছিলো।।৫৫।। আজ প্রাণিকুল সব দিক থেকে দেখুক তার বিক্রম। তাদের আমি ভক্ষণ করতে চলেছি। এই সমগ্র ত্রিলোক আহার করলেও আমার উদর পূর্ণ হবে না।।৫৬।। দশরথপুত্র রামের বধে তোমার সুখ হবে। সেই সুখই আনবার জন্য আমি যাচ্ছি। লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করে সকল বানরদলপতিকে আমি খেয়ে ফেলবো।।৫৭।। রাজন, স্ত্রীসম্ভোগ করো, বারুণি মদ্যপান করো। দুঃখ দূর করে কর্তব্য সমূহ পালন করো। আজ আমি রামকে যমের বাড়ী পাঠালে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশে এসে যাবে।।৫৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণং প্রতি আক্ষেপানন্তরং মহোদরস্য রাবণসমীপে যুদ্ধং বিনা অভীষ্টবস্তুলাভোপায়কথনম্

তদুক্তমতিকায়স্য বলিনো বাহুশালিনঃ। কুম্ভকর্ণস্য বচনং শ্রুত্বোবাচ মহোদরঃ।। ১
কুম্ভকর্ণ কুলে জাতো ধৃষ্টঃ প্রাকৃতদর্শনঃ। অবলিপ্তো ন শক্নোষি কৃত্যং সর্বত্র বেদিতুম্।। ২
নহি রাজা ন জানীতে কুম্ভকর্ণ নয়ানয়ৌ। ত্বন্তু কৈশোরকাদ্ধৃষ্টঃ কেবলং বক্তুমিচ্ছসি।। ৩
স্থানং বৃদ্ধিঞ্চ হানিঞ্চ দেশকালবিধানবিৎ। আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ বুধ্যতে রাক্ষসর্ষভঃ।। ৪
যত্ত্বশক্যং বলবতা বক্তুং প্রাকৃতবুদ্ধিনা। অনুপাসিতবৃদ্ধেন কঃ কুর্যাৎ তাদৃশং বুধঃ।। ৫
যাংস্তু ধর্মার্থকামাংস্ত্বং ব্রবীষি পৃথগাশ্রয়ান্। অবরোদ্ধুং স্বভাবেন নহি লক্ষণমস্তি তান্।। ৬
কর্ম চৈব হি সর্বেষাং কারণানাং প্রযোজনম্। শ্রেয়ঃ পাপীয়সাঞ্চাত্র ফলং ভবতি কর্মণাম্।। ৭
নিঃশ্রেয়সফলাবেব ধর্মার্থাবিতরাবপি। অধর্মানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলঞ্চ প্রত্যবায়িকম্।। ৮
ঐহলৌকিক-পারক্যং কর্ম পুম্ভির্নিষেব্যতে। কর্মাণ্যপি তু কল্যানি লভতে কামমাস্থিতঃ।। ৯
তত্র কৢপ্তমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্যং মতঞ্চ নঃ। শত্রৌ হি সাহসং যত্তৎ কিমিবাত্রাপনীয়তে।। ১০
একস্যৈবাভিমানে তু হেতুর্যঃ প্রাহৃতস্ত্বয়া। তত্রাপ্যনুপপন্নন্তে বক্ষ্যামি যদসাধু চ।। ১১
যেন পূর্বং জনস্থানে বহবোঽতিবলা হতাঃ। রাক্ষসা রাঘবন্তং ত্বং কথমেকো জয়িষ্যসি।। ১২
যে পূর্বং নির্জিতাস্তেন জনস্থানে মহৌজসঃ। রাক্ষসাংস্তান পুরে সর্বান্ ভীতানদ্য ন পশ্যসি।। ১৩

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

কুম্ভকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করে মহোদর নামক রাক্ষসের সঙ্গে বিনা যুদ্ধেই অভীষ্টলাভের উপায় কথন

বিশালদেহী বলবান দীর্ঘবাহু কুম্ভকর্ণের এই সব কথা শুনে মহোদর নামক রাক্ষস বললো— ।।১।। হে কুম্ভকর্ণ, তুমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছো, অথচ তুমি ধৃষ্ট। সাধারণ লোকের মতোই তোমার দৃষ্টি। সর্বত্র কি কর্তব্য তা তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারছো না।।২।। হে কুম্ভকর্ণ, কোনটি নীতি, কোনটি বা অনীতি রাজা তা জানেন না এমন নয়। তুমি ছেলে মানুষ বলে প্রগল্ভ। তাই, এই সব বলতে চাইছো।।৩।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ দেশ-কাল-বিধানবেত্তা। তাই তিনি নিজের এবং শত্রুর স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষতি বুঝতে পারেন।।৪।। বৃদ্ধসেবা করে নি যে বলবান, প্রাকৃতবুদ্ধি ব্যক্তি যে কাজ করতে পারে না, অনুচিত ভেবে সেই কাজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করবে ?।।৫।। যে ধর্ম, অর্থ এবং কামের আশ্রয় তুমি পৃথক বলে বলছো, তা বোঝবার লক্ষণ স্বাভাবিকভাবেই তোমার নেই।।৬।। এখানে কর্ম হচ্ছে সকল কারণের প্রযোজক। পাপীদেরও কর্মফল এখানে পরিণামে শ্রেয়ঃই সাধন করে।।৭।। ধর্ম এবং অর্থের দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ তথা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অধর্ম এবং অনর্থের দ্বারা প্রত্যবায়জনিত ফল ভোগ করতে হয় *(ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের দ্বারা সুখলাভ করা যায়। তার জন্য কর্ম করতে হবে। কর্মের জন্য শুভ এবং অশুভ হয়, কর্মকর্তাকে সেই ফল পেতে হয়। নিষ্কাম ভাবে জপ-ধ্যানাদি ধর্মকর্ম এবং ধনসাধ্য যজ্ঞদানাদি তথা অর্থের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। পরিণামে মোক্ষফল লাভ করা যায়। তবুও তাতে কামনাবিশেষে স্বর্গ, অভ্যুদয়াদির আকাঙ্ক্ষা থাকে। জপাদিরূপ নিত্যক্রিয়া তথা নিত্য ধর্মের লোপ হলে অধর্ম এবং অনর্থ হয়। তার শাপজনিত ফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু, কাম কর্ম না করলে প্রত্যবায় হয় না। ধর্ম এবং কামের এই হলো পার্থক্য)*।।৮।। জীবকে ইহলোকে অপর লোকের কর্মফল ভোগ করতে হয়। কামনা করে কর্ম করলে সুখ লাভ করা যায় *(ধর্মাচরণের ফল কালান্তর অথবা লোকান্তরের অপেক্ষা করে। কাম্য কর্মের ফল ইহলোকেই মেলে)* ।।৯।। আপনি যা সঙ্কল্প করেছেন তা আমাদেরও অভিপ্রেত। শত্রুর প্রতি সাহসিক কর্ম করা —এতে আর ক্ষতি কি ?।।১০।। রামের বিরুদ্ধে অভিযানে তুমি একা যাবার কথা যে বলছো, তা ঠিক হয় নি। কেন সেটা ঠিক নয়, তা বলছি— ।।১১।। পূর্বে জনস্থানে একাই অতি বলবান রাক্ষসদের যে নিহত করেছিলো, সেই রামকে তুমি একা কি করে জয় করবে ?।।১২।। যে পূর্বে জনস্থানে মহাবীর্যবান রাক্ষসদের হত্যা করছে, সে আজ লঙ্কাপুরে এসেছে। তাকে দেখে রাক্ষসেরা সব ভয় পেয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছো না ?।।১৩।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহের মতো হচ্ছে দশরথের পুত্র রাম।

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং রামং দশরথাত্মজম্। সর্পং সুপ্তমহো বুদ্ধা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি।। ১৪
জ্বলন্তং তেজসা নিত্যং ক্রোধেন চ দুরাসদম্। কস্তং মৃত্যুমিবাসহ্যমাসাদয়িতুমর্হতি।। ১৫
সংশয়স্থমিদং সর্বং শত্রোঃ প্রতিসমাসনে। একস্য গমনং তাত ন হি মে রোচতে ভৃশম্।। ১৬
হীনার্থস্তু সমৃদ্ধার্থং কো রিপুং প্রাকৃতং যথা। নিশ্চিতং জীবিতত্যাগে বশমানেতুমিচ্ছতি।। ১৭
যস্য নাস্তি মনুষ্যেষু সদৃশো রাক্ষসোত্তম। কথমাশংসসে যোদ্ধুং তুল্যেনেন্দ্র-বিবস্বতোঃ।। ১৮
এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধং কুম্ভকর্ণং মহোদরঃ। উবাচ রক্ষসাং মধ্যে রাবণং লোকরাবণম্।। ১৯
লব্ধা পুরস্তাদ্ বৈদেহীং কিমর্থং ত্বং বিলম্বসে। যদেচ্ছসি তদা সীতা বশগা তে ভবিষ্যতি।। ২০
দৃষ্টঃ কশ্চিদুপায়ো মে সীতোপস্থানকারকঃ। রুচিতশ্চেৎ স্বয়া বুদ্ধ্যা রাক্ষসেন্দ্রঃ ততঃ শৃণু।। ২১
অহং দ্বিজিহ্বঃ সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণো বিতর্দনঃ। পঞ্চ রামবধায়ৈতে নির্যান্তীত্যবঘোষয়।। ২২
ততো গত্বা বয়ং যুদ্ধং দাস্যামস্তস্য যত্নতঃ। জেষ্যামো যদি তে শত্রূন্ নোপায়ৈঃ কার্যমস্তি নঃ।। ২৩
অথ জীবতি নঃ শত্রুর্বয়ঞ্চ কৃতসংযুগাঃ। ততঃ সমভিপৎস্যামো মনসা যৎ সমীক্ষিতম্।। ২৪
বয়ং যুদ্ধাদিহৈষ্যামো রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ। বিদার্য স্বতনুং বাণৈ রামনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ।। ২৫
ভক্ষিতো রাঘবোঽস্মাভির্লক্ষ্মণশ্চেতি বাদিনঃ। ততঃ পাদৌ গ্রহিষ্যামস্ত্বং নঃ কামং প্রপূরয়।। ২৬
ততোঽবঘোষয় পুরে গজস্কন্ধেন পার্থিব। হতো রামঃ সহ ভ্রাত্রা সসৈন্য ইতি সর্বতঃ।। ২৭
প্রীতো নাম ততো ভূত্বা ভৃত্যানাং ত্বমরিন্দম। ভোগাংশ্চ পরিবারাংশ্চ কামান্ বসু চ দাপয়।। ২৮
ততো মাল্যানি বাসাংসি বীরাণামনুলেপনম্। দেয়ঞ্চ বহু যোধেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ মুদিতঃ পিব।। ২৯

সুপ্ত সর্পের মতো জেনেও তাকে জাগাতে চাইছো কেন ?।।১৪।। শ্রীরাম নিত্যই নিজের তেজে জাজ্বল্যমান। এবং ক্রোধে দুর্ধর্ষ। মৃত্যুর মতোই দুঃসহ সে। কে তাকে যুদ্ধে সংহার করবে ?।।১৫।। এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী পাঠালেও তাদের জীবন সংশয়াপন্ন হয় না। এই জন্য তাত, যুদ্ধের জন্যে একাকী গমন আমার একেবারে ভালো লাগছে না।।১৬।। যে শত্রু সহায়-সমৃদ্ধ এবং প্রাণত্যাগে উৎসুক, তাকে সাধারণ শত্রু ভেবে নিয়ে কোন সহায়-সম্বলহীন যোদ্ধা বশে আনবার ইচ্ছা করে ?।।১৭।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মনুষ্য-সমাজে যার সমান কেউ নেই, ইন্দ্র এবং সূর্যের মতো যে তেজস্বী, তার সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছো ?।।১৮।। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণকে মহোদর এই রকম বলে রাক্ষসদের মধ্যে উপবিষ্ট লোকপীড়ক রাবণকে বললো—।।১৯।। সীতাকে সামনে পেয়ে তুমি বিলম্ব করছো কেন ? তুমি সীতাকে যখনই চাইবে, তখনই সে বশীভূতা হবে।।২০।। সীতাকে বশে আনার একটি উপায় আমি বের করেছি, সেটি শুনে যদি তোমার কাছে রুচিকর মনে হয়, তাহলে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তাই করো।।২১।। তুমি নগরে ঘোষণা করো যে আমি, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ এবং বিতর্দন—এই পাঁচজন রামকে বধ করার জন্য বেরিয়ে গেছে।।২২।। আর আমরা গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যত্ন করে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যদি আমরা শত্রুদের জয় করতে পারি তাহলে তখন আর অন্য কোনো উপায়ের প্রয়োজন হবে না।।২৩।। তারপর যুদ্ধ করেও আমাদের শত্রু যদি জীবিত থাকে, তাহলে আমি মনে মনে যা চিন্তা করেছি, তাই সম্পন্ন করবো।।২৪।। রাম নামাঙ্কিত শরের দ্বারা নিজের দেহ বিদীর্ণ করে, রক্তের দ্বারা দেহ লিপ্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমরা এইখানে ফিরে আসবো।।২৫।। রাম ও লক্ষ্মণকে আমরা খেয়ে এসেছি—এই কথা বলতে থাকবো। তারপর আপনার পায়ে পড়ে বলবো, আমাদের কামনা পূরণ করুন।।২৬।। তারপর হে রাজন, হাতীর পীঠে কাউকে বসিয়ে ঘোষণা করান ভাই এবং সৈন্যদের সঙ্গে রাম নিহত হয়েছে।।২৭।। হে শত্রুদমন, তুমি তারপর প্রীত হয়ে সেবকদেরকে ভোগদ্রব্য-সম্ভার, দাস-দাসী কাম্যবস্তু এবং ধন-রত্নাদি প্রদান করাও।।২৮।। তারপর যোদ্ধা বীরবৃন্দকে মাল্য, বস্ত্র এবং অনুলেপন থরে থরে দান করো। আর আনন্দে মদ্যপান করো নিজে।।২৯।। এইভাবে এই লোকবাদ সর্বত্র বহুলভাবে প্রচারিত হবে যে রাক্ষসেরা সুহৃদ্বর্গ-সমেত রামকে খেয়ে ফেলেছে। সর্বত্র

ততোঽস্মিন্ বহুলীভূতে কৌলীনে সর্বতো গতে। ভক্ষিতঃ সসুহৃদ্ রামো রাক্ষসৈরিতি বিশ্রুতে।। ৩০
প্রবিশ্যাশ্বাস্য চাপি ত্বং সীতাং রহসি সান্ত্বয়ন্। ধনধান্যৈশ্চ কামৈশ্চ রত্নৈশ্চৈনাং প্রলোভয়।। ৩১
অনয়োপধয়া রাজন্ ভূয়ঃ শোকানুবন্ধয়া। অকামা ত্বদ্বশং সীতা নষ্টনাথা গমিষ্যতি।। ৩২
রমণীয়ং হি ভর্তারং বিনষ্টমধিগম্য সা। নৈরাশ্যাৎ স্ত্রীলঘুত্বাচ্চ ত্বদ্বশং প্রতিপৎস্যতে।। ৩৩
সা পুরা সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্ষিতা। ত্বয্যধীনং সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি।। ৩৪
এতৎ সুনীতং মম দর্শনেন রামং হি দৃষ্ট্বৈব ভবেদনর্থঃ।
ইহৈব তে সেৎস্যতি মোৎসুকো ভূর্মহানযুদ্ধেন সুখস্য লাভঃ।। ৩৫
অনষ্টসৈন্যো হ্যনবাপ্তসংশয়ো রিপুং ত্বযুদ্ধেন জয়ঞ্জনাধিপঃ।
যশশ্চ পুণ্যঞ্চ মহান্ মহীপতে শ্রিয়ঞ্চ কীর্তিঞ্চ চিরং সমশ্নুতে।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এই সংবাদ শোনা যাবে।।৩০।। তখন তুমি তপোবনে প্রবেশ করে নির্জনে সীতাকে সান্ত্বনা দেবে ধন-ধান্য, কাম্যবস্তু এবং রত্নসমূহের দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ করবে।।৩১।। রাজন্, এই ছলনার দ্বারা আবার শোকার্তা হবে সীতা। অকামা সীতা অনাথিনী হওয়ায় তখন তোমার বশে এসে যাবে।।৩২।। রমণযোগ্য পতিকে মৃত বলে জেনে সে নিরাশ হয়ে স্ত্রীসুলভ-চাঞ্চল্যের জন্য তোমার বশে চলে আসবে।।৩৩।। পূর্বে সীতা সুখেই বেড়ে উঠেছে। সে সুখভোগের যোগ্যা, এখন দুঃখক্লিষ্টা। তোমারই অধীন জেনে সে তোমার কাছেই চলে যাবে।।৩৪।। আমার দৃষ্টিতে এটাই সুনীতি-সঙ্গত মনে হচ্ছে। রামকে দেখলেই তোমার অনর্থ হবে। এইভাবেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে। যুদ্ধ না করেই তোমার সুখলাভ হবে। অন্যভাবে আর উৎসুক হয়ো না।।৩৫।। এইভাবেই মহান নরপতিরা সৈন্যনষ্ট না করে সংশয়ান্বিত না হয়ে যশ, পুণ্য, শ্রী এবং কীর্তি চিরকালই লাভ করে থাকেন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণস্য যুদ্ধযাত্রা, রাক্ষসস্য ভয়ঙ্করাকারদর্শনেন বানরাণাং ভীতিঃ, ইতস্ততঃ পলায়নঞ্চ

স তথোক্তস্তু নির্ভর্ৎস্য কুম্ভকর্ণো মহোদরম্। অব্রবীদ্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাবণং ততঃ।। ১
সোঽহং তব ভয়ং ঘোরং বধাৎ তস্য দুরাত্মনঃ। রামস্যাদ্য প্রমার্জামি নির্বৈরো হি সুখী ভব।। ২
গর্জন্তি ন বৃথা শূরা নির্জলা ইব তোয়দাঃ। পশ্য সম্পদ্যমানন্তু গর্জিতং যুধি কর্মণা।। ৩
ন মর্ষয়ন্তি চাত্মানং সম্ভাবয়িতুমাত্মনা। অদর্শয়িত্বা শূরাস্তু কর্ম কুর্বন্তি দুষ্করম্।। ৪
বিক্লবানাং হ্যবুদ্ধীনাং রাজ্ঞাং পণ্ডিতমানিনাম্। রোচতে ত্বদ্বচো নিত্যং কথ্যমানং মহোদর।। ৫
যুদ্ধে কাপুরুষৈর্নিত্যং ভবদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ। রাজানমনুগচ্ছদ্ভিঃ সর্বং কৃত্যং বিনাশিতম্।। ৬

পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা। রাক্ষসের ভয়ঙ্কর আকৃতি দর্শনে বানরবর্গের ভীতি। ইতস্ততঃ পলায়ন।

কুম্ভকর্ণ মহোদরকে পূর্বোক্তরূপে তিরস্কার করে, পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে বললো—।।১।। আমি আজ সেই দুরাত্মা রামকে হত্যা করে আপনার মহাভয় বিদূরিত করবো। শত্রুহীন হয়ে আপনি সুখী হবেন।।২।। জলহীন মেঘের মতো বীরেরা বৃথাই গর্জন করে না। দেখুন, যুদ্ধে কর্মের মাধ্যমে আমার গর্জন সার্থক হয়ে উঠছে।।৩।। বীরপুরুষেরা বৃথা আত্মপ্রশংসা করতে চান না। বাক্যের দ্বারা প্রকাশ না করেই তাঁরা দুষ্কর কার্য করে থাকেন।।৪।। হে মহোদর, তুমি যা বললে তা বীর্যহীন, বুদ্ধিহীন এবং পণ্ডিতাভিমানী রাজাদেরই ভালো লাগবে।।৫।। যুদ্ধে কাপুরুষ অথচ মন্ত্রণার সময়ে চাটুকার তোমাদের মতো অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারাই রাজার সব কাজ পণ্ড হয়।।৬।। তোমরা এই

রাজশেষা কৃতা লঙ্কা ক্ষীণঃ কোশো বলং হতম্। রাজানমিমমাসাদ্য সুহৃচ্চিহ্নমমিত্রকম্।। ৭
এষ নির্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জয়ে। দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে।। ৮
এবমুক্তবতো বাক্যং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ। প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং প্রহসন্ রাক্ষসাধিপঃ।। ৯
মহোদরোঽয়ং রামাত্তু পরিত্রস্তো ন সংশয়ঃ। ন হি রোচয়তে তাত যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।। ১০
কশ্চিন্মে ত্বৎসমো নাস্তি সৌহৃদেন বলেন চ। গচ্ছ শত্রুবধায় ত্বং কুম্ভকর্ণ জয়ায় চ।। ১১
শয়ানঃ শত্রুনাশার্থং ভবান্ সম্বোধিতো ময়া। অয়ং হি কালঃ সুমহান্ রাক্ষসানামরিন্দম।। ১২
সংগচ্ছ শূলমাদায় পাশহস্ত ইবান্তকঃ। বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ভক্ষয়াদিত্যতেজসৌ।। ১৩
সমালোক্য তু তে রূপং বিদ্রবিষ্যন্তি বানরাঃ। রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি হৃদয়ে প্রস্ফুটিষ্যতঃ।। ১৪
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে রাক্ষসপুঙ্গবঃ।। ১৫
কুম্ভকর্ণবলাভিজ্ঞো জানংস্তস্য পরাক্রমম। বভুব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ।। ১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টো নির্জগাম মহাবলঃ। রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা যোদ্ধুমুদযুক্তবাংস্তদা।। ১৭
আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছত্রুনিবর্হণঃ। সর্বং কালায়সং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।। ১৮
ইন্দ্রাশনিসমপ্রখ্যং বজ্রপ্রতিমগৌরবম্। দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-পন্নগসূদনম্।। ১৯
রক্তমাল্যমহাদামং স্বতশ্চোদ্‌গতপাবকম্। আদায় বিপুলং শূলং শত্রুশোণিতরঞ্জিতম্।। ২০
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাবণং বাক্যমব্রবীৎ। গমিষ্যাম্যহমেকাকী তিষ্ঠত্বিহ বলং মহৎ।। ২১
অদ্য তান্ ক্ষুধিতঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়িষ্যামি বানরান্। কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।। ২২

রাজাকে পেয়ে বন্ধুর বেশে শত্রুর কাজ করে লঙ্কার ধনভাণ্ডার কে ক্ষীণ করেছো। বিনষ্ট করছো সৈন্যদের। শুধু রাজাকেই অবশিষ্ট রেখেছো।।৭।। আমি আজ তোমাদের দুর্নয়জনিত দুর্বুদ্ধিকে বিদূরিত করার জন্য যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করতে যাত্রা করছি।।৮।। ধীমান কুম্ভকর্ণ এইকথা বলার পর রক্ষোরাজ হেসে তাকে বললো— ।।৯।। এই মহোদর রামের কাছ হতে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। তার জন্যে হে যুদ্ধবিশারদ বৎস, তার যুদ্ধ করতে ভালো লাগছে না।।১০।। হে কুম্ভকর্ণ, বন্ধুত্বে এবং বীর্যবত্তায় তোমার সমান আমার আর কেউ নেই। তাই তুমি শত্রুবধ এবং বিজয়লাভের জন্য যাও।।১১।। তুমি ঘুমিয়ে থাকলেও শত্রুবিনাশের জন্য তোমায় আমি জাগিয়েছি। হে শত্রুদমনকারী, রাক্ষসদের এখন দারুণ দুঃসময় এসেছে।।১২।। পাশহস্ত যমের মতো শূল হাতে নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। সূর্যের মতো তেজস্বী ঐ রাজপুত্র দু'জনকে এবং বানরগুলিকে তুমি খেয়ে ফেলো।।১৩।। তোমার এই বিশাল রূপ দেখে বানরেরা ভয়ে পালিয়ে যাবে। রাম-লক্ষ্মণেরও হৃদয় হয়ে যাবে বিদীর্ণ।।১৪।। মহাতেজস্বী রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ এই কথা বললে কুম্ভকর্ণ নিজেকে আবার জন্ম-গ্রহণ করেছে বলে মনে করলো *(যুদ্ধের মৃত্যুভয় তার চলে গেলো)*।।১৫।। রাবণ কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম জানতো। তাই কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলে সে নির্মল চন্দ্রের মতো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।।১৬।। রাবণ এই কথা বললে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হলো। রাজার কথা শুনে তখন সে যুদ্ধের জন্যে উদ্যোগ নিলো।।১৭।। ইন্দ্রহন্তা কুম্ভকর্ণ এবার দ্রুত তীক্ষ্ণ শূল হাতে তুলে নিলো। সেটি সম্পূর্ণ কালো লোহার তৈরী। দীপ্ত সেই শূল তপ্ত সোনার দ্বারা ভূষিত।।১৮।। দেখতে ইন্দ্রের বজ্রের মতো। আবার কাজেও বজ্রের মতো গৌরবযুক্ত। এটি দেবতা-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ এবং পন্নগের হন্তা।।১৯।। রক্তবর্ণ ফুলের মালায় সেটি শোভিত। মনে হচ্ছিলো, আপনা থেকেই সেই ত্রিশূল থেকে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। শত্রুর রক্তে রঞ্জিত সেই বিশাল শূল পূর্বে ইন্দ্রের রক্তেও রঞ্জিত।।২০।। এইভাবে কুম্ভকর্ণ মহাতেজস্বী রাবণকে বললো, আমি একাই সেই স্থানে যাবো। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী এখানেই অপেক্ষা করুক।।২১।। ক্ষুধিত আমি। আজ ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদেরকে ভোজন করবো। কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে রাবণ তখন বললো— ।।২২।। শূল এবং মুগুর যাদের

সৈন্যৈঃ পরিবৃতো গচ্ছ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ। বানরা হি মহাত্মানঃ শূরাঃ সুব্যবসায়িনঃ।। ২৩
একাকিনং প্রমত্তং বা নয়েয়ুর্দশনৈঃ ক্ষয়ম্। তস্মাৎ পরমদুর্ধর্ষঃ সৈন্যৈঃ পরিবৃতো ব্রজ।
রক্ষসামহিতং সর্বং শত্রুপক্ষং নিষূদয়।। ২৪
অথাসনাৎ সমুৎপত্য স্রজং মণিকৃতান্তরাম্। আববন্ধ মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ।। ২৫
অঙ্গদান্যঙ্গুলীবেষ্টান্ বরাণ্যাভরণানি চ। হারঞ্চ শশিসঙ্কাশমাববন্ধ মহাত্মনঃ।। ২৬
দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ। গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শ্রোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে।। ২৭
কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরনিষ্কাভরণভূষিতঃ। কুম্ভকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহুতোঽগ্নিরিবাবভৌ।। ২৮
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যরাজত। অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ।। ২৯
স কাঞ্চনং ভারসহং নিবাতং বিদ্যুৎপ্রভং দীপ্তমিবাত্মভাসা।
আবধ্যমানঃ কবচং ররাজ সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ।। ৩০
সর্বাভরণসর্বাঙ্গঃ শূলপাণিঃ স রাক্ষসঃ। ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহো নারায়ণ ইবাবভৌ।। ৩১
ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ।। ৩২
তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ।। ৩৩
তং গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ স্যন্দনৈশ্চাম্বুদস্বনৈঃ। অনুজগ্মুর্মহাত্মানো রথিনো রথিনাং বরম্।। ৩৪
সর্পৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব সিংহ-দ্বিপ-মৃগদ্বিজৈঃ। অনুজগ্মুশ্চ তং ঘোরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।। ৩৫
স পুষ্পবর্ষৈরবকীর্যমাণো ধৃতাতপত্রঃ শিতশূলপাণিঃ।
মদোৎকটঃ শোণিতগন্ধমত্তো বিনির্যযৌ দানব-দেবশত্রুঃ।। ৩৬

হাতে আছে সেই সমূহ সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যাও। বানরেরা মহাশক্তিশালী। বীর। এবং যুদ্ধকুশলী।।২৩।। তোমাকে একাকী এবং প্রমত্ত দেখলে বানরেরা দাঁত দিয়ে তোমায় ক্ষত-বিক্ষত করবে। তাই সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তুমি চলো। তাতে তোমায় কেউ সহজে আক্রমণ করতে পারবে না। রাক্ষসদের ক্ষতিকারক সমগ্র শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করো।।২৪।। অতঃপর আসন হতে লাফিয়ে উঠে মহাতেজস্বী রাবণ কুম্ভকর্ণকে মণিময় মালায় ভূষিত করলো।।২৫।। মহাপ্রাণ কুম্ভকর্ণকে কেয়ূর, আংটি, চন্দ্রের মতো হার এবং রমণীয় অলঙ্কার সব পরিয়ে দিলো।।২৬।। রাবণ দিব্য এবং সুগন্ধী মালা দিয়ে তাকে দিলো সাজিয়ে। দুই কানে কুণ্ডল পরিয়ে দিলো।।২৭।। সোনার অঙ্গদ, কেয়ূর এবং নিষ্ক প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছে কুম্ভকর্ণ। তার কানদু'টি বিশাল। ভালোভাবে আহুতি দিলে যজ্ঞাগ্নিকে যেমন উজ্জ্বল দেখায় তেমনি দেখাচ্ছিলো আজ উজ্জ্বল অলঙ্কারশোভিত কুম্ভকর্ণকে।।২৮।। মোটা, কালো কোমরবন্ধ পরায় তাকে অমৃতমন্থনের সময়কার সর্পবেষ্টিত মন্দরপর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো *(মেচক—কালো)*।।২৯।। অনন্তর সে পরিধান করলো সোনার বর্ম। সেটি বেশ হালকা। দুর্ভেদ্য। এবং বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল। যেন নিজের দীপ্তিতেই সে জ্বলজ্বল করছে। এই সাজে তখন তাকে সন্ধ্যাকালীন মেঘে বেষ্টিত পর্বতরাজ হিমালয়ের মতো দেখাচ্ছিলো।।৩০।। সে রাক্ষস সর্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত। হাতে তার শূল। যুদ্ধে উদ্যত নারায়ণের মতো তখন তাকে দেখাচ্ছিলো *(ত্রিবিক্রম—নারায়ণ)*।।৩১।। মহাবলবান কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে আলিঙ্গন করে, প্রদক্ষিণ করে এবং নমস্কার করে যুদ্ধে চলে গেলো।।৩২।। রাবণ প্রশস্ত আশীর্বাদ করে তাকে পাঠালো। শঙ্খ এবং দুন্দুভির ধ্বনিসহ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সৈনিকেরা তার সঙ্গে চললো।।৩৩।। হস্তী, অশ্ব এবং রথ নিয়ে মেঘের মতো শব্দ করতে করতে রাক্ষস-সৈন্যেরা তাকে অনুগমন করলো।।৩৪।। সর্প, উষ্ট্র, খচ্চর, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ এবং পক্ষিকুল সেই ভীষণ মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের অনুগমন করলো।।৩৫।। দানব এবং দেবতাদের শত্রু কুম্ভকর্ণের দেহ হতে মদ্যের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। রক্ত গন্ধে সে মত্ত। সে যখন যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে এলো তখন তার হাতে ধারালো শূল শোভা পাচ্ছিলো। মাথার ওপর শোভা পাচ্ছিলো ছত্র। পুষ্পের বর্ষণ হচ্ছিলো তার ওপর।।৩৬।। ভয়ঙ্কর সব পদাতিক রাক্ষস

পদাতয়শ্চ বহবো মহানাদা মহাবলাঃ। অন্বয়ু রাক্ষসা ভীমা ভীমাক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।। ৩৭
রক্তাক্ষাঃ সুবহুব্যামা নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ। শূলানুদ্যম্য খড়্গাংশ্চ নিশিতাংশ্চ পরশ্বধান্।। ৩৮
ভিন্দিপালাংশ্চ পরিঘান্ গদাশ্চ মুসলানি চ। তালস্কন্ধাংশ্চ বিপুলান্ ক্ষেপণীয়ান্ দুরাসদান্।। ৩৯
অথান্যদ্ বপুরাদায় দারুণং ঘোরদর্শনম্। নিষ্পপাত মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ৪০
ধনুঃ শতপরীণাহঃ স ষট্‌শতসমুচ্ছ্রিতঃ। রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ।। ৪১
সন্নিপত্য চ রক্ষাংসি দগ্ধশৈলোপমো মহান্। কুম্ভকর্ণো মহাবক্ত্রঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।। ৪২
অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ। নির্দহিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ।। ৪৩
নাপরাধ্যন্তি মে কামং বানরা বনচারিণঃ। জাতিরস্মদ্বিধানাং সা পুরোদ্যানবিভূষণম্।। ৪৪
পুররোধস্য মূলন্তু রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। হতে তস্মিন্ হতং সর্বং তং বধিষ্যামি সংযুগে।। ৪৫
এবং তস্য ব্রুবাণস্য কুম্ভকর্ণস্য রাক্ষসাঃ। নাদং চক্রুর্মহাঘোরং কম্পয়ন্ত ইবার্ণবম্।। ৪৬
তস্য নিষ্পততস্তূর্ণং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ। বভূবুর্ঘোররূপাণি নিমিত্তানি সমন্ততঃ।। ৪৭
উল্কাশনিযুতা মেঘা বভূবুর্গর্দভারুণাঃ। সসাগর-বনা চৈব বসুধা সমকম্পত।। ৪৮
ঘোররূপাঃ শিবা নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ। মণ্ডলান্যপসব্যানি ববন্ধুশ্চ বিহঙ্গমাঃ।। ৪৯
নিষ্পপাত চ গৃধ্রোঽস্য শূলে বৈ পথি গচ্ছতঃ। প্রাস্ফুরন্নয়নঞ্চাস্য সব্যো বাহুরকম্পত।। ৫০
নিষ্পপাত তদা চোল্কা জ্বলন্তী ভীমনিঃস্বনা। আদিত্যো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন বাতি চ সুখোঽনিলঃ।। ৫১
অচিন্তয়ন্ মহোৎপাতানুদিতান্ রোমহর্ষণান্। নির্যযৌ কুম্ভকর্ণস্তু কৃতান্তবলচোদিতঃ।। ৫২
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং পদ্ভ্যাং পর্বতসন্নিভঃ। দদর্শাভ্রঘনপ্রখ্যং বানরানীকমদ্ভুতম্।। ৫৩
তে দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং বানরাঃ পর্বতোপমম্। বায়ুনুন্না ইব ঘনা যযুঃ সর্বা দিশস্তদা।। ৫৪

-সৈন্যেরা তার অনুগমন করছিলো। তারা মহাবলশালী। ভীষণ গর্জন করছিলো তারা। ভীষণ তাদের চোখ। হাতে ছিলো অস্ত্র।।৩৭।। তাদের চোখ লাল। বাহুর বিস্তার ছিলো বিশাল। নীল কাজলের মতো তাদের বর্ণ। তীক্ষ্ণ শূল, খড়্গ এবং কুঠার তারা উদ্যত করে চলেছে *(ব্যাম– বাহুর নীচের এবং পাশের বিস্তার)* ।।৩৮।। তারা ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, তালগাছের স্কন্ধ এবং আরো সব বিরাট বিরাট ছুঁড়ে- মারার দুর্ধর্ষ অস্ত্র নিয়ে চলেছে।।৩৯।। মনে হচ্ছিলো, মহাতেজস্বী মহাবলশালী দারুণ ঘোরদর্শন কুম্ভকর্ণ আর একটি দেহ ধারণ করে চলেছে।।৪০।। রথের চাকার মতো তার চোখ, বিশাল পর্বতের মতো তার দেহ, তার পরিমাণ উর্ধ্বে ছয়শত এবং পরিধিতে একশত ধনু।।৪১।। কুম্ভকর্ণকে পুড়ে - যাওয়া বিরাট পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিলো। বিশাল তার মুখমণ্ডল। সে রাক্ষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে বললো– ।।৪২।। আগুন যেমন পতঙ্গদের দগ্ধ করে তেমনি আজ আমি বানরপ্রধানদের দলগুলিকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করে নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেলবো।।৪৩।। এটি ঠিকই, বনচারী বানরেরা আমাদের প্রতি কোনো অপরাধ করে নি। এই বানরজাতি আমাদের মতো রাক্ষসদেরো পুরী এবং উদ্যানের অলঙ্কারস্বরূপ।।৪৪।। এই লঙ্কাপুরীর অবরোধের মূল হচ্ছে ঐ রাম। সঙ্গে লক্ষ্মণ। তাকে হত্যা করলে সবাই হত হবে। যুদ্ধে আমি তাই তাকেই হত্যা করবো।।৪৫।। এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণের রাক্ষসেরা ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলো। তাতে যেন সমুদ্রও কেঁপে উঠলো।।৪৬।। ধীমান কুম্ভকর্ণ পুরী থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। তখন চারদিকে ভীষণ সব দুর্লক্ষণ লাগলো দেখা যেতে।।৪৭।। উলকা এবং অশনিযুক্ত মেঘরাজি গর্দভের মতো অরুণবর্ণ। সাগর এবং বনরাজিসহ ধরণী কাঁপছে।।৪৮।। ভীষণমুখ শৃগালগুলি মুখ দিয়ে আগুনের হলকা উদ্‌গিরণ করছে। পাখীগুলি প্রতিকূলভাবে মণ্ডলাকারে লাগলো উড়তে।।৪৯।। কুম্ভকর্ণ যখন পথে চলেছে তখন একটি শকুন এসে তার শূলের ওপর পড়ে গেলো। তার চোখ এবং বাম বাহু উঠলো কেঁপে।।৫০।। ভীষণ শব্দ করে উলকাপাত হলো। নিষপ্রভ হয়ে গেলো সূর্য। সুখকর বাতাস আর বইলো না।।৫১।। যমের দ্বারাই যেন বলপূর্বক প্রেরিত হয়ে সমাপতিত রোমহর্ষক মহোৎপাতগুলিকে অগ্রাহ্য করেই কুম্ভকর্ণ বেরিয়ে এলো।।৫২।। পর্বতের মতো সমুচ্চকায় কুম্ভকর্ণ পায়ের দ্বারাই প্রাচীর ডিঙিয়ে মেঘপুঞ্জের মতো অদ্ভুত বানরসেনাকে দেখতে পেলো।।৫৩।। বানরেরা পর্বতোপম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে দেখে বায়ুতাড়িত মেঘরাশির মতো চারদিকে ছড়িয়ে গেলো।।৫৪।। মেঘবর্ণ প্রচণ্ড সেই

তদ্বানরানীকমতিপ্রচণ্ডং দিশো দ্রবন্তিন্নমিবাভ্রজালম্।
স কুম্ভকর্ণঃ সমবেক্ষ্য হর্ষান্ননাদ ভূয়ো ঘনবদ্ ঘনাভঃ।। ৫৫
তে তস্য ঘোরং নিনদং নিশম্য যথা নিনাদং দিবি বারিদস্য।
পেতুর্ধরণ্যাং বহবঃ প্লবঙ্গা নিকৃত্তমূলা ইব সালবৃক্ষাঃ।। ৫৬
বিপুলপরিঘবান্ স কুম্ভকর্ণো রিপুনিধনায় বিনিঃসৃতো মহাত্মা।
কপিগণভয়মাদদৎ সুভীমং প্রভুরিব কিঙ্করদণ্ডবান্ যুগান্তে।। ৫৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বানরবাহিনীকে ছিন্নমেঘের মতো এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে দেখে কুম্ভকর্ণ আবার মেঘের মতো গর্জন করে উঠলো।।৫৫।। আকাশে মেঘের মতো সেই ঘোর গর্জন শুনে বহু বানর ছিন্নমূল সালগাছের মতো মাটিতে পড়লো লুটিয়ে।।৫৬।। বিশাল পরিঘ অস্ত্র নিয়ে মহাশক্তিমান সেই কুম্ভকর্ণ শত্রুবিনাশের জন্য বহির্গত হলো। প্রলয়কালে দণ্ড-হস্ত ধ্বংসের অধিদেবতার মতো কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।।৫৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদেন পলায়মানেভ্যো বানরেভ্য আশ্বাসদানম্, তেষাং পুনর্যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনঞ্চ

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং গিরিকূটোপমো মহান্। নির্যযৌ নগরাৎ তূর্ণং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ১
ননাদ চ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্। বিজয়ন্নিব নির্ঘাতান্ বিধমন্নিব পর্বতান্।। ২
তমবধ্যং মঘবতা যমেন বরুণেন বা। প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তং বানরা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ৩
তাংস্তু বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা রাজপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ। নলং নীলং গবাক্ষঞ্চ কুমুদঞ্চ মহাবলম্।। ৪
আত্মনস্তানি বিস্মৃত্য বীর্যাণ্যভিজনানি চ। ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা।। ৫
সাধু সৌম্যা নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ। নালং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা।। ৬
মহতীমুত্থিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্। বিক্রমাদ্ বিধমিষ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।। ৭
কৃচ্ছ্রেণ তু সমাশ্বস্য সংগম্য চ ততস্ততঃ। বৃক্ষান্ গৃহীত্বা হরয়ঃ সম্প্রতস্থু রণাজিরে।। ৮
তে নিবর্ত তু সংরব্ধাঃ কুম্ভকর্ণং বনৌকসঃ। নির্জঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধাঃ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ।। ৯

ষট্ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

পলায়মান বানরগণকে অঙ্গদের দ্বারা আশ্বাসদান। বানরদের পুনরায় যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন।

শৈলশিখরের মতো সমুচ্চ মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ প্রাচীর লঙ্ঘন করে সত্বর নগর হতে বেরিয়ে গেলো।।১।। তখন সে এমন ভীষণ গর্জন করতে লাগলো যে, তাতে সাগরের গর্জনও যেন প্রতিধ্বনিত হলো। সেই শব্দ পর্বতে প্রতিধ্বনিত হলে বজ্রকেও যেন ছাপিয়ে গেলো।।২।। ইন্দ্র, যম এবং বরুণেরও অবধ্য এই ভীষণ-চোখ কুম্ভকর্ণকে আসতে দেখে বানরেরা সব পালাতে লাগলো।।৩।। তাদের এইভাবে পালাতে দেখে রাজপুত্র অঙ্গদ মহাবলশালী নল, নীল, গবাক্ষ এবং কুমুদকে বললো— ।।৪।। নিজেদের বীর্যবত্তা এবং আভিজাত্য তোমরা ভুলে গেলে ? সাধারণ বানরের মতো ভয় পেয়ে কোথায় তোমরা পালাচ্ছো?।।৫।। হে সৌম্যবানরবৃন্দ, তোমরা ভালোভাবে ফিরে এসো। এইভাবে প্রাণ বাঁচাচ্ছো ? এই রাক্ষসের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। দেখতেই এরা এক একটি বিরাট বিভীষিকা।।৬।। হে বানরবৃন্দ, ফিরে এসো। রাক্ষসেরা এই যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে, আমরা পরাক্রমের দ্বারা তা বিদূরিত করবো।।৭।। অনেক কষ্টে তাদের আশ্বস্ত করা গেলো। তারা ফিরে এলো তখন। বানরেরা তখন গাছ হাতে নিয়ে যুদ্ধে ক্ষেত্রে ফিরে গেলো।।৮।। মত্তমাতঙ্গের মতো বানরগণ প্রতিনিবৃত্ত হয়ে উৎসাহের সঙ্গে অত্যন্ত রেগে গিয়ে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করতে লাগলো।।৯।।

প্রাংসুভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ। পাদপৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ হন্যমানো ন কম্পতে।। ১০
তস্য গাত্রেষু পতিতা ভিদ্যন্তে বহবঃ শিলাঃ। পাদপাঃ পুষ্পিতাগ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুর্মহীতলে।। ১১
সোঽপি সৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বানরাণাং মহৌজসাম্। মমন্থ পরমায়ত্তো বনান্যগ্নিরিবোত্থিতঃ।। ১২
লোহিতার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে বানরর্ষভাঃ। নিরস্তাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ।। ১৩
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্রধাবন্তো বানরা নাবলোকয়ন্। কেচিৎ সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিদ্ গগনমাস্থিতাঃ।। ১৪
বধ্যমানাস্তু তে বীরা রাক্ষসেন চ লীলয়া। সাগরং যেন তে তীর্ণাঃ পথা তেনৈব দুদ্রুবুঃ।। ১৫
তে স্থলানি তদা নিম্নং বিবর্ণবদনা ভয়াৎ। ঋক্ষা বৃক্ষান্ সমারূঢ়াঃ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ।। ১৬
মমজ্জুরর্ণবে কেচিদ্ গুহাঃ কেচিদ্ সমাশ্রিতাঃ। নিপেতুঃ কেচিদপরে কেচিন্নৈবাবতস্থিরে।
কেচিদ্ ভূমৌ নিপতিতাঃ কেচিৎ সুপ্তা মৃতা ইব।। ১৭
তান্ সমীক্ষ্যাঙ্গদো ভগ্নান্ বানরানিদমব্রবীৎ। অবতিষ্ঠত যুধ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।। ১৮
ভগ্নানাং বো ন পশ্যামি পরিক্রম্য মহীমিমাম্। স্থানং সর্বে নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ।। ১৯
নিরায়ুধানাং ক্রমতামসঙ্গগতিপৌরুষাঃ। দারা হ্যপহসিষ্যন্তি স বৈ ঘাতঃ সুজীবতাম্।। ২০
কুলেষু জাতাঃ সর্বেঽস্মিন্ বিস্তীর্ণেষু মহৎসু চ। ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা।
অনার্যাঃ খলু যদ্ভীতাস্ত্যক্ত্বা বীর্যং প্রধাবত।। ২১
বিকত্থনানি বো যানি ভবদ্ভির্জনসংসদি। তানি বঃ ক্ব নু যাতানি সোদগ্রাণি হিতানি বা।। ২২
ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্তু জীবতি ধিক্কৃতঃ। মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্।।২৩
শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ। প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপঞ্চ কুযোধিভিঃ।। ২৪

মহাবলবান বানরেরা বিশাল শৈলশৃঙ্গ, বহু শিলা এবং যাদের অগ্রভাগে ফুল ফুটেছে সেই সব গাছের দ্বারা তাকে আঘাত করলো, কিন্তু সে তাতে কাঁপলো না পর্যন্ত।। ১০।। তার গায়ে পড়ে অনেক পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ফুলে-ভরা গাছগুলি ভেঙে গিয়ে মাটিতে গেলো পড়ে।।১১।। সেও অত্যন্ত রেগে গিয়ে মহাতেজস্বী বানরবৃন্দকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ধ্বংস করতে লাগলো। বনের আগুন যেমন সকল গাছপালা পুড়িয়ে দেয়, তেমনি।।১২।। সেইসময় অনেক বানর বিপর্যস্ত হয়ে রক্তে ভিজে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন তাদের রক্তবর্ণ ফুলে-ভরা ভূপতিত গাছের মতো দেখাচ্ছিলো।।১৩।। কতোগুলি বানর দিগ্‌বিদিকে না তাকিয়ে ছুটতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলো। কেউ আকাশে রৈলো লুকিয়ে।।১৪।। কোনো কোনো বানর রাক্ষসদের দ্বারা অবলীলাক্রমে আহত হয়ে যে পথে সাগর পার হয়ে এসেছিলো সেই পথেই পালিয়ে গেলো।।১৫।। ভল্লুকগুলি তখন বিবর্ণবদনে ভয়ে নীচে গিয়ে লুকিয়ে রৈলো। কেউ গাছে গেলো উঠে। আবার কেউ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করলো।।১৬।। কেউ সমুদ্রে ডুবে গেলো। কেউ আশ্রয় নিলো গুহায়। কেউ বা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কেউই স্থির থাকতে পারলো না, কেউ বা শুয়ে মৃতের মতো পড়ে রৈলো।।১৭।। অঙ্গদ তাদের এইভাবে বিপর্যস্ত দেখে বললো, হে বানরবৃন্দ তোমরা ফিরে এসো। এইখানে অবস্থান করো। আমরা যুদ্ধ করবো।।১৮।। তোমরা সবাই যদি এইভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, তাতেও কি প্রাণ রক্ষা করতে পারবে? তাই বলি, তোমরা ফিরে এসো।।১৯।। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তোমরা যদি ঘুরে বেড়াও তাতে তোমাদের বীর খ্যাতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। পত্নীরা উপহাস করবে। ভালোভাবে যারা বাঁচতে চায়, এতো তাদের উপর আঘাত বিশেষ *(গীতায় বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্তি মৃত্যুর চেয়েও বেশী—সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতি-রিচ্যতে)* ।।২০।। তোমরা সবাই প্রখ্যাত মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করেছো। সাধারণ বানরদের মতো কোথায় ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছো ? যারা ভীত হয়ে বীর ধর্ম পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তারা অনার্য।।২১।। জনসমক্ষে তোমরা বানরাধিপতির হিতসাধনের জন্য আত্মপ্রশংসা করেছিলে। সে সব এখন কোথায় গেলো।।২২।। এইরকম প্রবাদ শোনা যায় যে, যারা ভীরু তারা ধিক্কারের জীবন যাপন করে। সৎপুরুষদের দ্বারা সেবিত বীরপন্থাই অনুসরণ করো। ভয় ত্যাগ করো *(জুষ্ট—সেবিত)*।।২৩।। পৃথিবীতে অল্পকাল জীবিত থেকে যুদ্ধে নিহত হয়ে আমরা যদি মাটিতে শুয়ে পড়ি, তাহলে ব্রহ্মলোকেই হবে আমাদের গতি। কু-যোদ্ধারা ঐ লোক সহজে লাভ করতে পারে না।।২৪।। যুদ্ধে শত্রুকে যদি নিধন করতে পারি, তাহলে ওহে বানরবৃন্দ,

অবাপ্নুয়ামঃ কীর্তিং বা নিহত্বা শত্রুমাহবে। নিহতা বীরলোকস্য ভোক্ষ্যামো বসু বানরাঃ।। ২৫
ন কুম্ভকর্ণঃ কাকুৎস্থং দৃষ্ট্বা জীবন্ গমিষ্যতি। দিপ্যমানমিবাসাদ্য পতঙ্গো জ্বলনং যথা।। ২৬
পলায়নেন চোদ্দিষ্টাঃ প্রাণান্ রক্ষামহে বয়ম্। একেন বহবো ভগ্না যশো নাশং গমিষ্যতি।। ২৭
এবং ব্রুবাণং তং শূরমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্। দ্রবমাণাস্ততো বাক্যমূচুঃ শূরবিগর্হিতম্।। ২৮
কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা। ন স্থানকালো গচ্ছামো দয়িতং জীবিতং হি নঃ।। ২৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং সর্বে তে ভেজিয়ে দিশঃ। ভীমং ভীমাক্ষমায়ান্তং দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ।। ৩০
দ্রবমাণাস্তু তে বীরা অঙ্গদেন বলীমুখাঃ। সান্ত্বনৈশ্চানুমানৈশ্চ ততঃ সর্বে নিবর্তিতাঃ।। ৩১
প্রহর্ষমুপনীতাশ্চ বালিপুত্রেণ ধীমতা। আজ্ঞাপ্রতীক্ষাস্তস্থুশ্চ সর্বে বানরযূথপাঃ।। ৩২
ঋষভ-শরভ-মৈন্দ-ধূম্র-নীলাঃ কুমুদ-সুষেণ-গবাক্ষ-রম্ভ-তারাঃ।
দ্বিবিদ-পনস-বায়ুপুত্রমুখ্যাস্ত্বরিততরাভিমুখং রণং প্রযাতাঃ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ইহজগতে কীর্তিলাভ করবো। আর যদি নিহত হই। তাহলে পরলোকে বীরলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করবো।।২৫।। দীপ্ত প্রদীপ দেখে পতঙ্গ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি রামকে দেখে কুম্ভকর্ণ বেঁচে ফিরতে পারবে না।।২৬।। আমরা সংখ্যায় বহু, সে তো একা! তার দ্বারাই যদি আক্রান্ত হয়ে আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই, তা হলে আমাদের যশ বিনষ্ট হবে।।২৭।। সোনার অঙ্গদে ভূষিত বীর অঙ্গদ এই কথা বলার পর পলায়মান বানরেরা শূর-বিগর্হিত বাক্যে তাকে বললো— ।।২৮।। রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আমাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছে। এইকালে এইস্থানে আমরা আর থাকতে পারছি না। প্রাণ আমাদের অত্যন্ত প্রিয়।।২৯।। দেখতে ভয়ঙ্কর এবং ভীষণ-চোখ কুম্ভকর্ণকে আসতে দেখে বানর যূথপতিরা এইটুকু বলেই সবাই বিভিন্নদিকে পালিয়ে গেলো।।৩০।। সেই বীর বলবান বানরেরা যখন পালাচ্ছিলো তখন অঙ্গদ তাদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করায় তারা সব ফিরে এলো।।৩১।। ধীমান বালিপুত্র অঙ্গদ তাদের আনন্দিত করলে পর সেই বানর-দলপতিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য তার নির্দেশের প্রতীক্ষায় অবস্থান করছিলো।।৩২।। তারপর ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুসুম, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস এবং বায়ুপুত্র হনুমান-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বীরেরা দ্রুত কুম্ভকর্ণের অভিমুখে যুদ্ধে যাত্রা করলেন।।৩৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণেন সহ বানরাণাং যুদ্ধম্, বহূনাং বানরাণাং মৃত্যুঃ, হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ বীরৈর্বানরৈঃ সহ কুম্ভকর্ণস্য সংগ্রামঃ, কুম্ভকর্ণেনাসংখ্যং বানরসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা শ্রীরামচন্দ্রস্য যুদ্ধযাত্রা, কুম্ভকর্ণবিনাশশ্চ

তে নিবৃত্তা মহাকায়াঃ শ্রুত্বাঙ্গদবচস্তদা। নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিমাস্থায় সর্বে সংগ্রামকাঙ্‌ক্ষিণঃ।। ১
সমুদীরিতবীর্যাস্তে সমারোপিতবিক্রমাঃ। পর্যবস্থাপিতা বাক্যৈরঙ্গদেন বলীয়সা।। ২

সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বানরগণের যুদ্ধ। বহু বানরের মৃত্যু। হনুমান-প্রমুখ বীর বানরদের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের সংগ্রাম। কুম্ভকর্ণের দ্বারা অসংখ্য বানরসৈন্যের নিধন দেখে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু।

অঙ্গদের বাক্য শুনে তখন বিশালদেহী বানরেরা পালানো হতে নিবৃত্ত হলো। নিশ্চিত বুদ্ধি নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য আকাঙ্‌ক্ষা করলো।।১।। নানাকথায় বুঝিয়ে বলবান অঙ্গদ তাদের যথাযথভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট করলো। বীর্যবত্তা তাদের সম্যগ্‌রূপে এলো ফিরে। তারা এখন প্রকাশ করতে লাগলো প্রবল পরাক্রম।।২।। আমৃত্যু যুদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়ে সানন্দে তারা যুদ্ধে এগিয়ে গেলো। প্রাণের

প্রযাতাশ্চ গতা হর্ষং মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ। চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ।। ৩
অথ বৃক্ষান্ মহাকায়াঃ সানূনি সুমহান্তি চ। বানরাস্তূর্ণমুদ্যম্য কুম্ভকর্ণমভিদ্রবন্।। ৪
কুম্ভকর্ণঃ সুসংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্। ধর্ষয়ন্ স মহাকায়ঃ সমন্তাদ্ ব্যক্ষিপদ্ রিপূন্।। ৫
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ সহস্রাণি চ বানরাঃ। প্রকীর্ণাঃ শেরতে ভূমৌ কুম্ভকর্ণেন তাড়িতাঃ।।৬
ষোড়শাষ্টৌ চ দশ চ বিংশৎ ত্রিংশৎ তথৈব চ। পরিক্ষিপ্য চ বাহুভ্যাং খাদন্ স পরিধাবতি।
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব।। ৭
কৃচ্ছ্রেণ চ সমাশ্বস্তাঃ সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ। বৃক্ষাদ্রিহস্তা হরয়স্তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি।। ৮
ততঃ পর্বতমুৎপাট্য দ্বিবিদঃ প্লবগর্ষভঃ। দুদ্রাব গিরিশৃঙ্গাভং বিলম্ব ইব তোয়দঃ।। ৯
তং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় বানরঃ। তমপ্রাপ্য মহাকায়ং তস্য সৈন্যেঽপতত্ততঃ।। ১০
মমর্দাশ্বান্ গজাংশ্চাপি রথাংশ্চাপি গজোত্তমান্। তানি চান্যানি রক্ষাংসি এবং চান্যদ্ গিরেঃ শিরঃ।। ১১
তচ্ছৈলবেগাভিহতং হতাশ্বং হতসারথিম্। রক্ষসাং রুধিরক্লিন্নং বভূবায়োধনং মহৎ।। ১২
রথিনো বানরেন্দ্রাণাং শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ। শিরাংসি নর্দতাং জহ্রুঃ সহসা ভীমনিঃস্বনাঃ।। ১৩
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সমুৎপাট্য মহাদ্রুমান্। রথানশ্বান্ গজানুষ্ট্রান্ রাক্ষসানভ্যসূদয়ন্।। ১৪
হনুমান্ শৈলশৃঙ্গাণি শিলাশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্। ববর্ষ কুম্ভকর্ণস্য শিরস্যম্বরমাস্থিতঃ।। ১৫
তানি পর্বতশৃঙ্গাণি শূলেন স বিভেদ হ। বভঞ্জ বৃক্ষবর্ষঞ্চ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ১৬
ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং দুদ্রাব শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য।
তস্থৌ স তস্যাপততঃ পুরস্তান্মহীধরাগ্রং হনুমান্ প্রগৃহ্য।। ১৭

মায়া ছেড়ে বানরেরা শুরু করলো তুমুল যুদ্ধ।।৩।। অতঃপর বিশালদেহী বানরেরা গাছ আর পাহাড়ের বিরাট সব অংশ তুলে নিয়ে সত্বর কুম্ভকর্ণের দিকে ছুটে গেলো।।৪।। বিশালকায় বীর্যবান কুম্ভকর্ণও আক্রমণকরতঃ সক্রোধে গাছ তুলে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৫।। কুম্ভকর্ণের দ্বারা এইভাবে তাড়িত হয়ে আট হাজার সাতশত বানর মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো।।৬।। গরুড় যেমন সাপ ধরে ধরে খায় তেমনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে সে ষোলো, আট, দশ, বিশ, তিরিশটি করে বানর বাহু দিয়ে বেষ্টন করে একএকবারে ধরে খেতে খেতে বিচরণ করতে লাগলো।।৭।। তবুও বহুকষ্টে বানরেরা সবাই মিলিত হয়ে বেশ আশ্বস্ত হলো। অতঃপর তারা অনেক কষ্টে মিলিত হয়ে সম্যগরূপে আশ্বস্ত হয়ে রণমুখে গাছ, পাহাড়-এইসব নিয়ে অবস্থান করতে লাগলো।।৮।। অনন্তর লম্ববান মেঘের মতো দেখতে একটি পর্বতশৃঙ্গকে উপড়ে নিয়ে বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পর্বতশৃঙ্গের মতোই দেখতে কুম্ভকর্ণের দিকে ছুটে গেলো।।৯।। বানর দ্বিবিদ সেই পর্বতশৃঙ্গকে উপড়ে নিয়ে কুম্ভকর্ণের ওপর ছুঁড়ে মারলো। তা কুম্ভকর্ণের ওপর না পড়ে তার সৈন্যদের ওপর গিয়ে পড়লো।।১০।। সেই পাহাড়ের চূড়াটি ঘোড়া, রথ এবং উত্তম হাতীগুলিকেও করলো বিচূর্ণিত। অতঃপর দ্বিবিদ আর একটি শৈলশিখর ছুঁড়ে মারলো অন্য সব রাক্ষসকে লক্ষ্য করে।।১১।। সেটি বিপুল বেগে পতিত হওয়ায় বহু অশ্ব এবং সারথিসহ রথ ধ্বংস হয়ে গেলো। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। তাতে রক্তের ধারা বয়ে যেতে লাগলো।।১২।। রথে চড়ে রাক্ষসেরা ভীষণ গর্জন করছে। সাক্ষাদ্ মৃত্যুতুল্য তাদের ছোঁড়া বাণগুলি কোলাহলকারী বানরশ্রেষ্ঠদের মাথাগুলি হরণ করতে লাগলো।।১৩।। মহাবলশালী বানরেরাও তখন বিরাট বিরাট গাছ ভেঙ্গে নিয়ে এসে রথ, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র এবং রাক্ষসদেরকে ধ্বংস করতে লাগলো।।১৪।। হনুমান আকাশের ওপর উঠে কুম্ভকর্ণের মস্তকে সেই পাহাড়ের চূড়া, শিলা এবং বিভিন্ন ধরণের গাছ বর্ষণ করতে লাগলো *(শিরসি+অম্বরম্+আস্থিতঃ)*।।১৫।। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণও শূল দিয়ে সেই পর্বতশৃঙ্গগুলি এবং নিক্ষিপ্ত গাছগুলিকে টুকরো টুকরো করে ফেললো।।১৬।। কুম্ভকর্ণ অনন্তর একটি ধারালো শূল নিয়ে বানরদের সেনাবাহিনীর দিকে ছুটে গেলো। পাহাড়ের একটি চূড়া নিয়ে হনুমান সেই ধেয়ে-আসা রাক্ষসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।।১৭।। রাগের সঙ্গে সে বিরাট পাহাড়ের মতো ভীষণদেহী কুম্ভকর্ণকে সজোরে করলো আঘাত। তাতে সম্যগ্ভাবে ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হয়ে গেলো

স কুম্ভকর্ণং কুপিতো জঘান বেগেন শৈলোত্তমভীমকায়ম্।
সঞ্চুক্ষুভে তেন তদাভিভূতো মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।। ১৮
স শূলমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং গিরিং যথা প্রজ্বলিতাগ্নিশৃঙ্গম্।
বাহ্বন্তরে মারুতিমাজঘান গুহোঽচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্যা।। ১৯
স শূলনির্ভিন্নমহাভুজান্তরঃ প্রবিহ্বলঃ শোণিতমুদ্বমন্ মুখাৎ।
ননাদ ভীমং হনুমান্ মহাহবে যুগান্তমেঘস্তনিতস্বনোপমম্।। ২০
ততো বিনেদুঃ সহসা প্রহৃষ্টা রক্ষোগণাস্তং ব্যথিতং সমীক্ষ্য।
প্লবঙ্গমাস্তু ব্যথিতা ভয়ার্তাঃ প্রদুদ্রুবুঃ সংযতি কুম্ভকর্ণাৎ।। ২১
ততস্তু নীলো বলবান্ পর্যবস্থাপয়ন্ বলম্। প্রবিচিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুম্ভকর্ণায় ধীমতে।। ২২
তদাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মুষ্টিনাভিজঘান হ। মুষ্টিপ্রহারাভিহতং তচ্ছৈলাগ্রং ব্যশীর্যত।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত মহীতলে।। ২৩
ঋষভঃ শরভো নীলো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ। পঞ্চ বানরশার্দূলাঃ কুম্ভকর্ণমুপাদ্রবন্।। ২৪
শৈলৈর্বৃক্ষৈস্তলৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিশ্চ মহাবলাঃ। কুম্ভকর্ণং মহাকায়ং নিজঘ্নুঃ সর্বতো যুধি।। ২৫
স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ বেদয়ানো ন বিব্যথে। ঋষভস্তু মহাবেগং বাহুভ্যাং পরিষস্বজে।। ২৬
কুম্ভকর্ণভুজাভ্যাস্তু পীডিতো বানরর্ষভঃ। নিপপাতর্ষভো ভীমঃ প্রমুখাগতশোণিতঃ।। ২৭
মুষ্টিনা শরভং হত্বা জানুনা নীলমাহবে। আজঘান গবাক্ষন্তু তলেনেন্দ্ররিপুস্তদা।। ২৮
পাদেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তরসা গন্ধমাদনম্। দত্তপ্রহারব্যথিতা মুমুহুঃ শোণিতোক্ষিতাঃ।
নিপেতুস্তে তু মেদীন্যাং নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ।। ২৯
তেষু বানরমুখ্যেষু পাতিতেষু মহাত্মসু। বানরাণাং সহস্রাণি কুম্ভকর্ণং প্রদুদ্রুবুঃ।। ৩০

কুম্ভকর্ণ। রক্ত ও মেদে তার শরীর গেলো ভিজে।।১৮।। বিদ্যুতের মতো দীপ্ত এবং জ্বলন্ত অগ্নিশৃঙ্গ -সমন্বিত পর্বতের মতো দেখতে কুম্ভকর্ণ শূল উদ্যত করে হনুমানের দুই বাহুর মধ্যবর্তী বুকে আঘাত হানলো। কার্তিকেয় যেমন উগ্র শক্তির দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি *(গুহ—কুমার কার্তিকেয়)*।।১৯।। বিশাল বাহুদু'টির মধ্যবর্তী বুকটি শূলে বিদীর্ণ হওয়ায় হনুমান অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে তাঁর রক্তবমন হতে লাগলো। ঐ মহাযুদ্ধে ভীষণ গর্জন করে উঠলেন হনুমান। প্রলয়কালীন মেঘের গর্জনের মতো শোনাচ্ছিলো সেই গর্জন।।২০।। হনুমানকে বেদনাহত হতে দেখে রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সিংহনাদ করে উঠলো। বানরেরা তাতে ব্যথিত ও ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণের কাছ হতে গেলো পালিয়ে।।২১।। অতঃপর বলশালী নীল সৈন্যদের আবার ভালোভাবে সাজিয়ে নিয়ে ধীমান কুম্ভকর্ণের প্রতি পাহাড়ের চূড়া মারলো ছুঁড়ে।।২২।। সেটিকে ধেয়ে আসতে দেখে কুম্ভকর্ণ মুষ্টির দ্বারা আঘাত করলো। আর তাতে পাহাড়ের সেই চূড়া গেলো টুকরো টুকরো হয়ে। জ্বলতে জ্বলতে স্ফুলিঙ্গ নিয়ে তা মাটিতে পড়ে গেলো।।২৩।। তখন ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ এবং গন্ধমাদন—এই পাঁচ বানরবীর কুম্ভকর্ণকে তাড়া করলো।।২৪।। সেই মহাবলশালীরা পাহাড়, গাছ, হাতের চেটো,পা এবং মুষ্টির দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট-শরীর কুম্ভকর্ণকে সবদিক থেকে আঘাত করতে লাগলো।।২৫।। সেই প্রহারও তাকে ব্যথা দিলো না। বরং তা সুখস্পর্শই মনে হচ্ছিলো তার। মহাবেগবান ঋষভকে সে বাহুদু'টি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।।২৬।। কুম্ভকর্ণের বাহুর দ্বারা পীড়িত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর সেই ঋষভ মুখে রক্ত বমি করতে করতে মাটিতে গেলো পড়ে।।২৭।। এবার ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে মুষ্টির দ্বারা শরভকে হত্যা করে হাঁটু দিয়ে চেপে নীলকে করলো আঘাত। হাতের চেটো দিয়ে গবাক্ষকেও পীড়িত করলো।।২৮।। রেগে দ্রুতগতিতে গন্ধমাদনকে করলো পদাঘাত। তার প্রদত্ত এই প্রহারে ব্যথিত হয়ে মূর্ছিত হলো সবাই। কাটা পলাশগাছের মতো রক্ত-রঞ্জিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তারা।।২৯।। মহাবলশালী সেই সমূহ বানরপ্রধান ভূপাতিত হলে হাজার হাজার বানর কুম্ভকর্ণের দিকে ধেয়ে গেলো।।৩০।। বানরশ্রেষ্ঠেরা পর্বতের

তং শৈলমিব শৈলাভাঃ সর্বে তু প্লবগর্ষভাঃ। সমারুহ্য সমুৎপত্য দদংশুশ্চ প্লবর্ষভাঃ।। ৩১
তং নখৈর্দশনৈশ্চাপি মুষ্টিভির্বাহুভিস্তথা। কুম্ভকর্ণং মহাবাহুং নিজঘ্নুঃ প্লবগর্ষভাঃ।। ৩২
স বানরসহস্রৈস্তু বিচিতঃ পর্বতোপমঃ। ররাজ রাক্ষসব্যাঘ্রো গিরিরাত্মরুহৈরিব।। ৩৩
বাহুভ্যাং বানরান্ সর্বান্ প্রগৃহ্য স মহাবলঃ। ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব।। ৩৪
প্রক্ষিপ্তাঃ কুম্ভকর্ণেন বক্ত্রে পাতালসন্নিভে। নাসাপুটাভ্যাং সঞ্জগ্মুঃ কর্ণাভ্যাং চৈব বানরাঃ।। ৩৫
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো হরীন্ পর্বতসন্নিভঃ। বভঞ্জ বানরান্ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোত্তমঃ।। ৩৬
মাংসশোণিতসংক্লেদাং কুর্বন্ ভূমিং স রাক্ষসঃ। চচার হরিসৈন্যেষু কালাগ্নিরিব মূর্ছিতঃ।। ৩৭
বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ। শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ৩৮
যথা শুষ্কাণ্যরণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ। তথা বানরসৈন্যানি কুম্ভকর্ণো দদাহ সঃ।। ৩৯
ততস্তে বধ্যমানাস্তু হতযূথাঃ প্লবঙ্গমাঃ। বানরা ভয়সংবিগ্না বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ।। ৪০
অনেকশো বধ্যমানাঃ কুম্ভকর্ণেন বানরাঃ। রাঘবং শরণং জগ্মুর্ব্যথিতা ভিন্নচেতসঃ।। ৪১
প্রভগ্নান্ বানরান্ দৃষ্ট্বা বজ্রহস্তাত্মজাত্মজঃ। অভ্যধাবত বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাহবে।। ৪২
শৈলশৃঙ্গং মহদ্ গৃহ্য বিনদন্ স মুহুর্মুহুঃ। ত্রাসয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণ পদানুগান্।। ৪৩
চিক্ষেপ শৈলশিখরং কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি। স তেনাভিহতো মূর্ধ্নি শৈলেনেন্দ্ররিপুস্তদা।। ৪৪
কুম্ভকর্ণঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেন মহতা তদা। সোঽভ্যধাবত বেগেন বালিপুত্রমমর্ষণঃ।। ৪৫
কুম্ভকর্ণো মবানাদস্ত্রাসয়ন্ সর্ববানরান্। শূলং সসর্জ বৈ রোষাদঙ্গদে তু মহাবলঃ।। ৪৬
তদাপতন্তং বলবান্ যুদ্ধমার্গবিশারদঃ। লাঘবান্মোক্ষয়ামাস বলবান্ বানরর্ষভঃ।। ৪৭

মতো বর্ণবিশিষ্ট। পাহাড়ের মতো উঁচু কুম্ভকর্ণের গায়ের ওপর লাফিয়ে উঠে তারা তাকে কামড়াতে লাগলো।।৩১।। বানরবীরেরা নখ, দাঁত, মুষ্টি এবং বাহুর দ্বারা আঘাত করতে লাগলো সেই মহাবীর কুম্ভকর্ণকে।।৩২।। হাজার হাজার বানরে পরিবৃত হয়ে পর্বতের মতো সমুচ্চদেহী কুম্ভকর্ণ অবস্থান করছিলো। গাছপালায়-ঘেরা পাহাড়ের মতো তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শোভা পাচ্ছিলো।।৩৩।। মহাবল কুম্ভকর্ণ। অত্যন্ত রেগে গিয়ে বাহু দিয়ে বানরদের সকলকে ধরে ধরে খেয়ে ফেলতে লাগলো। গরুড় যেমন সাপেদের খায়, তেমনি।।৩৪।। কুম্ভকর্ণের দ্বারা তার পাতালের মতো মুখবিবরে বানরেরা নিক্ষিপ্ত হয়ে তার নাক আর কানের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো।।৩৫।। তাতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতোপম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ বানরদের সকলকে চিবিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে খেতে লাগলো।।৩৬।। রণভূমিকে রক্তে এবং মাংসে মাখামাখি করে জ্ঞানহারা সেই রাক্ষস প্রলয়কালীন অগ্নির মতো বানর-সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো।।৩৭।। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ শূল হাতে নিয়ে দাঁড়ানোয় তাকে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিলো। অথবা পাশহস্ত যমের মতো।।৩৮।। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করেন, তেমনিভাবে কুম্ভকর্ণ বানর সৈন্যদেরকে দগ্ধ করতে লাগলো।।৩৯।। কুম্ভকর্ণ অতঃপর যে বানরদেরকে মারতে যাচ্ছিলো, সেই দলভ্রষ্ট ভীত বানরেরা বিকৃতস্বরে করতে লাগলো চীৎকার।।৪০।। কুম্ভকর্ণের দ্বারা পীড়িত হয়ে অনেক বানর ভয়-ব্যাকুল চিত্তে রামের আশ্রয় নিলো।।৪১।। বানরদেরকে এইভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ মহাযুদ্ধে কুম্ভকর্ণের দিকে দ্রুত ছুটে গেলো।।৪২।। পাহাড়ের এক বিরাট চূড়া হাতে নিয়ে সে মুহুর্মুহুঃ গর্জন করতে করতে কুম্ভকর্ণের অনুগত সব রাক্ষসদেরকে সন্ত্রস্ত করলো।।৪৩।। কুম্ভকর্ণের মাথায় এবার পাহাড়ের চূড়াটিকে সে নিক্ষেপ করলো। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ তাতে হলো আহত।।৪৪।। কুম্ভকর্ণ এবার ভীষণ ক্রোধে জ্বলে উঠলো। ঐ আঘাত সইতে না পেরে বালিপুত্র অঙ্গদের দিকে সে তখন দ্রুতগতিতে ছুটে গেলো।।৪৫।। মহাবলবান কুম্ভকর্ণ। ভীষণ গর্জনের দ্বারা বানরসমূহকে সন্ত্রস্ত করে ক্রোধে অঙ্গদের প্রতি শূল নিক্ষেপ করলো।।৪৬।। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ ছিলো বলবান। এবং রণনীতিতে নিপুণ। কুম্ভকর্ণের শূলটি নিক্ষিপ্ত হতে দেখামাত্রই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পথ হতে অঙ্গদ নিজেকে মুক্ত করলো।।৪৭।। রেগে লাফিয়ে উঠে সে তখন তাড়াতাড়ি হস্ততল দিয়ে কুম্ভকর্ণের বুকে আঘাত

উৎপত্য চৈনং তরসা তলেনোরস্যতাডয়ৎ। স তেনাভিহতঃ কোপাৎ প্রমুমোহাচলোপমঃ।। ৪৮
স লব্ধসংজ্ঞোহতিবলো মুষ্টিং সংগৃহ্য রাক্ষসঃ। অপহাসেন চিক্ষেপ বিসংজ্ঞঃ স পপাত হ।। ৪৯
তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে বিসংজ্ঞে পতিতে ভুবি। তচ্ছূলং সমুপাদায় সুগ্রীবমভিদুদ্রুবে।। ৫০
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। উৎপপাত তদা বীরঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।। ৫১
স পর্বতাগ্রমুৎক্ষিপ্য সমাবিধ্য মহাকপিঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।। ৫২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণঃ প্লবঙ্গমম্। তস্থৌ বিবৃতসর্বাঙ্গো বানরেন্দ্রস্য সম্মুখঃ।। ৫৩
কপিশোণিতদিগ্ধাঙ্গং ভক্ষয়ন্তঃ মহাকপিম্। কুম্ভকর্ণং স্থিতং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ।। ৫৪
পাতিতাশ্চ ত্বয়া বীরাঃ কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্। ভক্ষিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্তং তে পরমং যশঃ।। ৫৫
ত্যজ তদ্ বানরানীকং প্রাকৃতৈঃ কিং করিষ্যসি। সহস্বৈকং নিপাতং মে পর্বতস্যাস্য রাক্ষস।। ৫৬
তদ্বাক্যং হরিরাজস্য সত্ত্বধৈর্যসমন্বিতম্। শ্রুত্বা রাক্ষসশার্দূলঃ কুম্ভকর্ণোহব্রবীদ্ বচঃ।। ৫৭
প্রজাপতেস্তু পৌত্রস্ত্বং তথৈবর্ক্ষরজঃসুতঃ। ধৃতিপৌরুষসম্পন্নস্তস্মাদ্ গর্জসি বানর।। ৫৮
স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য ব্যাবিধ্য শৈলং সহসা মুমোচ।
তেনাজঘানোরসি কুম্ভকর্ণং শৈলেন বজ্রাশনিসন্নিভেন।। ৫৯
তচ্ছৈলশৃঙ্গং সহসা বিভিন্নং ভুজান্তরে তস্য তদা বিশালে।
ততো বিষেদুঃ সহসা প্লবঙ্গা রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেদুঃ।। ৬০
স শৈলশৃঙ্গাভিহতশ্চুকোপ ননাদ রোষাচ্চ বিবৃত্য বক্ত্রম্।
ব্যাবিধ্য শূলং স তডিৎপ্রকাশং চিক্ষেপ হর্যৃক্ষপতের্বধায়।। ৬১

করলো। পর্বতোপম কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতে একেবারে মূর্ছিত হয়ে গেলো (উরসি+ অতাডয়ৎ = বুকে আঘাত করলে) ।।৪৮।। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলে অতিবলবান সেই রাক্ষসও উপহাস করেই মুষ্টির দ্বারা আঘাত করলো। তাতে অঙ্গদ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।৪৯।। সেই বানরবীর মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে কুম্ভকর্ণ সেই ত্রিশূলটি উপড়ে নিয়ে সুগ্রীবের দিকে ছুটে গেলো।।৫০।। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে ছুটে আসতে দেখে বানরাধিপতি বীর সুগ্রীব লাফিয়ে চলে গেলো।।৫১।। মহাবানর সুগ্রীব পর্বতের একটি চূড়া উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে মহাবলবান কুম্ভকর্ণের দিকে বেগে ধেয়ে গেলো।।৫২।। বানরপতি সুগ্রীবকে ছুটে আসতে দেখে কুম্ভকর্ণ নিজের দেহটিকে পরিবর্ধিত করে বানররাজের সামনে অবস্থান করতে লাগলো।।৫৩।। বানরদের রক্তে রঞ্জিত -দেহে কুম্ভকর্ণ রণক্ষেত্রে অবস্থান করছে। তাকে বিরাট বিরাট বানরদের খেতে দেখে সুগ্রীব বললো— ।।৫৪।। তুমি বীর বানরদের পাতিত করে দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছো। বানর-সৈন্যদের ভোজন করেছো। লাভ করেছো পরম খ্যাতি।।৫৫।। হে রাক্ষস, এই বানর সৈন্যদেরকে ত্যাগ করো। সাধারণ বানরদেরকে খেয়ে কি করবে ? এই পর্বতের একটি আঘাত সহ্য করো তো দেখি !!।।৫৬।। বানরাধিপতির বীর্য ও ধৈর্যযুক্ত এই কথা শুনে রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ বললো— ।।৫৭।। প্রজাপতির পৌত্র তুমি। তেমনি ঋক্ষরজার পুত্র। তোমার ধৈর্যও আছে। পৌরুষও। হে বানর, তাই গর্জন করছো।।৫৮।। কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে সে সত্বর পাহাড় তুলে নিয়ে বজ্র এবং বিদ্যুতের মতো সেই পাহাড়টি দিয়ে কুম্ভকর্ণের বুকে আঘাত করলো।।৫৯।। তার বিশাল বুকের ওপর পড়ে সেই পর্বতশৃঙ্গ সহসা গেলো চূর্ণ হয়ে। বানরেরা তাতে সহসাই বিষণ্ন হয়ে গেলো। আর রাক্ষসেরা আনন্দে গর্জন করে উঠলো।।৬০।। কুম্ভকর্ণ সেই পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা আহত হয়ে গেলো রেগে। ক্রোধে মুখে বিশাল হাঁ-করে গর্জন করে উঠলো। বানরাধিপতির বধের জন্য সে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল শূল নিক্ষেপ করলো।।৬১।। বায়ুপুত্র হনুমান দ্রুত লাফিয়ে উঠে কুম্ভকর্ণের বাহু দ্বারা নিক্ষিপ্ত সোনায়-মোড়া ধারালো

তৎকুম্ভকর্ণস্য ভুজপ্রণুন্নং শূলং শিতং কাঞ্চনদামযষ্টিম্।
ক্ষিপ্রং সমুৎপত্য নিগৃহ্য দোর্ভ্যাম্ বভঞ্জ বেগেন সুতোঽনিলস্য।। ৬২
কৃতং ভারসহস্রস্য শূলং কালায়সং মহৎ। বভঞ্জ জানুমারোপ্য তদা হৃষ্টঃ প্লবঙ্গমঃ।। ৬৩
শূলং ভগ্নং হনূমতা দৃষ্ট্বা বানরবাহিনী। হৃষ্টা ননাদ বহুশঃ সর্বতশ্চাপি দুদ্রুবে।। ৬৪
বভূবাথ পরিত্রস্তো রাক্ষসো বিমুখোঽভবৎ। সিংহনাদঞ্চ তে চক্রুঃ প্রহৃষ্টাঃ বনগোচরাঃ।
মারুতিং পূজয়াঞ্চক্রুর্দৃষ্ট্বা শূলং তথাগতম্।। ৬৫
স তৎ তথা ভগ্নমবেক্ষ্য শূলং চুকোপ রক্ষোধিপতির্মহাত্মা।
উৎপাট্য লঙ্কামলয়াৎ স শৃঙ্গং জঘান সুগ্রীবমুপেত্য তেন।। ৬৬
স শৈলশৃঙ্গাভিহতো বিসংজ্ঞঃ পপাত ভূমৌ যুধি বানরেন্দ্রঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ।। ৬৭
সমভ্যুপেত্যাদ্ভুতঘোরবীর্যং স কুম্ভকর্ণো যুধি বানরেন্দ্রম্।
জহার সুগ্রীবমভি প্রগৃহ্য যথানিলো মেঘমিব প্রচণ্ডঃ।। ৬৮
স তং মহামেঘনিকাশরূপমুৎপাট্য গচ্ছন্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
ররাজ মেরুপ্রতিমানরূপো মেরুর্যথা ব্যুচ্ছ্রিতঘোরশৃঙ্গঃ।। ৬৯
ততস্তমাদায় জগাম বীরঃ সংস্তূয়মানো যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।
শৃণ্বন্নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং প্লবঙ্গরাজগ্রহবিস্মিতানাম্।। ৭০
ততস্তমাদায় তদা স মেনে হরীন্দ্রমিন্দ্রোপমমিন্দ্রবীর্যঃ।
অস্মিন্ হৃতে সর্বমিদং হৃতং স্যাৎ সরাঘবং সৈন্যমিতীন্দ্রশত্রুঃ।। ৭১
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বানরাণামিতস্ততঃ। কুম্ভকর্ণেন সুগ্রীবং গৃহীতঞ্চাপি বানরম্।। ৭২
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস মতিমান্ মারুতাত্মজঃ। এবং গৃহীতে সুগ্রীবে কিং কর্তব্যং ময়া ভবেৎ।। ৭৩

শূলটি বাহুদু'টি দিয়ে গ্রহণ করে ভেঙে ফেললো *(প্রণুন্নং—নিক্ষিপ্ত। দোর্ভ্যাম—বাহুদ্বারা)* ।।৬২।। আনন্দিত বানর হনুমান তখন সহস্র, ভারী, কালো লোহার তৈরী বিরাট শূলটি হাঁটুর ওপর রেখে ভেঙে ফেললেন।।৬৩।। হনুমান ঐ শূল ভেঙে ফেলেছেন দেখে বানরবাহিনী আনন্দে পুনঃপুনঃ গর্জন করতে লাগলো। আর সবদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো।।৬৪।। তারপর রাক্ষসেরা ভয় পেয়ে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে গেলো। শূলটিকে ঐভাবে ভেঙে ফেলতে দেখে বনবাসী বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ করতে লাগলো। তারা পবনপুত্র হনুমানকে পূজা করলো।।৬৫।। মহাশক্তিশালী রক্ষোরাজ কুম্ভকর্ণ শূলটিকে ভাঙতে দেখে রেগে গেলো। লঙ্কার নিকটবর্তী মলয়পর্বতের একটি শৃঙ্গ উপড়ে নিয়ে সে তখন সুগ্রীবের কাছে গিয়ে তা দিয়ে আঘাত করলো।।৬৬।। পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা আহত বানরাধিপতি সুগ্রীব অচেতন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মাটিতে পড়ে গেলো। তাকে এইভাবে অচেতন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গর্জন করতে লাগলো।।৬৭।। প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় অনন্তর কুম্ভকর্ণও তেমনি অদ্ভুত এবং ভীষণ বীর্যবান বানরাধিপতি সুগ্রীবের কাছে গিয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলো।।৬৮।। সুগ্রীবের দেহ মহামেঘের মতো। কুম্ভকর্ণ তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। রণভূমিতে সুমেরুপর্বতের মতো তখন বিরাজ করছিলো কুম্ভকর্ণ। সে যখন চলছিলো, মনে হচ্ছিলো উন্নত শৃঙ্গ-সমন্বিত মেরু পর্বতই যেন চলছে।।৬৯।। রক্ষোরাজ বীর কুম্ভকর্ণ যখন সুগ্রীবকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো তখন রাক্ষসেরা তার স্তুতি করছিলো। বানররাজকে ধরে নিয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে স্বর্গের দেবতারা শোকার্ত হয়ে কাঁদছিলেন। কুম্ভকর্ণ তা শুনছিলো।।৭০।। ইন্দ্রের মতোই বীর্যবত্তা ছিলো কুম্ভকর্ণের। সুগ্রীবকে হরণ করে রাক্ষসপতি ইন্দ্রশত্রু মনে করলো, এই বানরপতি সুগ্রীব নিহত হলেই রঘুবংশধর রাম-লক্ষ্মণসহ সব বানরসৈন্যই নিহত হবে।।৭১।। বানরবাহিনী ইতস্ততঃ পালিয়ে যাচ্ছে। কুম্ভকর্ণ বানর সুগ্রীবকে ধরে নিয়ে গেছে।।৭২।। বায়ুপুত্র বুদ্ধিমান হনুমান চিন্তা করলেন সুগ্রীবকে যখন এইভাবে ধরে নিয়ে গেছে তখন আমার আর করার কি আছে ?।।৭৩।। এই সময়ে যা আমার করা ন্যায়সঙ্গত, তাইই আমি করবো।

যদ্বি ন্যায্যং ময়া কর্তুং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্। ভূত্বা পর্বতসঙ্কাশো নাশয়িষ্যামি রাক্ষসম্।। ৭৪
ময়া হতে সংযতি কুম্ভকর্ণে মহাবলে মুষ্টিবিশীর্ণদেহে।
বিমোচিতে বানরপার্থিবে চ ভবন্তু হৃষ্টাঃ প্লবঙ্গাঃ সমগ্রাঃ।। ৭৫
অথবা স্বয়মপ্যেষ মোক্ষং প্রাপ্স্যতি বানরঃ। গৃহীতোঽয়ং যদি ভবেৎ ত্রিদশৈঃ সাসুরোরগৈঃ।। ৭৬
মন্যে ন তাবদাত্মানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ। শৈলপ্রহারাভিহতঃ কুম্ভকর্ণেন সংযুগে।। ৭৭
অয়ং মুহূর্তাৎ সুগ্রীবো লব্ধসংজ্ঞো মহাহবে। আত্মনো বানরাণাঞ্চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যতি।। ৭৮
ময়া তু মোক্ষিতস্যাস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। অপ্রীতিশ্চ ভবেৎ কষ্টা কীর্তিনাশশ্চ শাশ্বতঃ।। ৭৯
তস্মান্মুহূর্তং কাঙ্‌ক্ষিষ্যে বিক্রমং মোক্ষিতস্য তু। ভিন্নঞ্চ বানরানীকং তাবদাশ্বাসয়াম্যহম্।। ৮০
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বাথ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ভূয়ঃ সংস্তম্ভয়ামাস বানরাণাং মহাচমূম্।। ৮১
স কুম্ভকর্ণোঽথ বিবেশ লঙ্কাং স্ফুরন্তমাদায় মহাহরিং তম্।
বিমানচর্যাগৃহগোপুরস্থৈঃ পুষ্পাগ্র্যবর্ষৈরভিপূজ্যমানঃ।। ৮২
লাজগন্ধোদবর্ষৈস্তু সেচ্যমানঃ শনৈঃ শনৈঃ। রাজবীথ্যাস্তু শীতত্বাৎ সংজ্ঞাং প্রাপ মহাবলঃ।। ৮৩
ততঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য কৃচ্ছ্রাদ্ বলীয়সস্তস্য ভুজান্তরস্থঃ।
অবেক্ষমাণং পুররাজমার্গং বিচিন্তয়ামাস মুহুর্মহাত্মা।। ৮৪
এবং গৃহীতেন কথং নু নাম শক্যং ময়া সম্প্রতিকর্তুমদ্য।
তথা করিষ্যামি যথা হরীণাং ভবিষ্যতীষ্টঞ্চ হিতঞ্চ কার্যম্।। ৮৫
ততঃ করাগ্রৈঃ সহসা সমেত্য রাজা হরীণামমরেন্দ্রশত্রোঃ।
খরৈশ্চ কর্ণৌ দশনৈশ্চ নাসাং দদংশ পাদৈর্বিদদার পার্শ্বৌ।। ৮৬
স কুম্ভকর্ণো হৃতকর্ণনাসো বিদারিতস্তেন রদৈর্নখৈশ্চ।
রোষাভিভূতঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ সুগ্রীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ।। ৮৭

এতে কোনো সংশয় নেই। পর্বতের মতো দেহ ধারণ করে আমি রাক্ষসকে ধ্বংস করবো।।৭৪।। যুদ্ধে মুষ্টির আঘাতে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের দেহকে আমি বিদীর্ণ করবো। তাতে সে হবে নিহত। অতঃপর বানরাধিপতি সুগ্রীব মুক্ত হবে। তাতে বানরেরা সবাই আনন্দিত হবে।।৭৫।। অথবা দেবতা, অসুর এবং উরগদের দ্বারাও যদি ধৃত হয়, তাহলেও এই বানর মুক্তি পাবে।।৭৬।। যুদ্ধে পাহাড়ের আঘাতে এই বানররাজের চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই কুম্ভকর্ণ এঁকে ধরে নিয়ে গেলেও ইনি কিছুই বুঝতে পারছেন না।।৭৭।। এই সুগ্রীব মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করে মহাযুদ্ধে নিজের এবং বানরদের যাতে মঙ্গল হয় তাই করবেন।।৭৮।। আমি যদি মহাত্মা সুগ্রীবকে মুক্ত করে আনি, তাহলে তাঁর অপ্রীতি হবে, ফলে কষ্ট হবে এবং চিরকালের জন্য হবে কীর্তিনাশও।।৭৯।। তাই, মুহূর্তকাল আমি অপেক্ষা করে দেখি। ইনি মুক্ত হয়ে পরাক্রম প্রকাশিত করুন। ছিন্নভিন্ন বানরসেনাদের আমি আশ্বস্ত করি।।৮০।। মারুতপুত্র হনুমান এইরকম চিন্তা করে বানরদের বিরাট সেনাবাহিনীকে আবার সুবিন্যস্ত করলেন।।৮১।। এদিকে কুম্ভকর্ণ প্রদীপ্ত বানরাধিপতি সুগ্রীবকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলো। বিমান, পথ, গৃহ এবং গোপুর থেকে রাক্ষসেরা উত্তম পুষ্প-বর্ষণ করে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।।৮২।। সে সময়ে খৈ-এর গন্ধ-ভরা জলবর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে এবং রাজপথের শৈত্যের জন্য মহাবলশালী সুগ্রীব ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করলো।।৮৩।। অতঃপর বলবান কুম্ভকর্ণের দুইবাহুর মধ্যে আবদ্ধ সুগ্রীব সংজ্ঞা ফিরে পেলো। লঙ্কাপুরীর রাজপথের দিকে তাকিয়ে এই মহাত্মা বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলো।।৮৪।। এইভাবে আবদ্ধ থেকে আমি কী প্রতিকার করতে পারি ? যাতে বানরদের অভীষ্ট পূর্ণ হয় এবং মঙ্গল হয় তাইই আমি করবো।।৮৫।। অতঃপর হঠাৎ বানরাধিপতি সুগ্রীব ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের কানদু'টি নখ দিয়ে এবং নাকটি দাঁত দিয়ে ছিন্ন করে পায়ের নখ দিয়ে তার দুই পাশ বিদীর্ণ করে ফেললো।।৮৬।। এইভাবে নাক আর কান হারিয়ে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের নখ এবং দাঁতে বিদীর্ণ হয়ে রক্তাক্তদেহে ভীষণ রেগে গেলো। সে তখন সুগ্রীবকে মাটিতে ফেলে পেষণ করতে লাগলো।।৮৭।। ভীষণ বলশালী কুম্ভকর্ণের দ্বারা মাটিতে ভীষণভাবে পিষ্ট এবং দেবশত্রু রাক্ষসের

স ভূতলে ভীমবলাভিপিষ্টঃ সুরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ।
জগাম খং কন্দুকবজ্জবেন পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম।। ৮৮
কর্ণনাসাবিহীনস্তু কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। ররাজ শোণিতোৎসিক্তো গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব।। ৮৯
শোণিতার্দ্রো মহাকায়ো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ। যুদ্ধায়াভিমুখো ভূয়ো মনশ্চক্রে নিশাচরঃ।। ৯০
অমর্ষাচ্ছোণিতোদ্‌গারী শুশুভে রাবণানুজঃ। নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ সসন্ধ্যঃ ইব তোয়দঃ।। ৯১
গতে স তস্মিন্ সুররাজশত্রুঃ ক্রোধাৎ প্রদুদ্রাব রণায় ভূয়ঃ।
অনায়ুধোঽস্মীতি বিচিন্ত্য রৌদ্রো ঘোরং তদা মুদ্‌গরমাসসাদ।। ৯২
ততঃ স পুর্যাঃ সহসা মহৌজা নিষ্ক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্।
বভক্ষ রক্ষো যুধি কুম্ভকর্ণঃ প্রজা যুগান্তাগ্নিরিবপ্রবৃদ্ধঃ।। ৯৩
বুভুক্ষিতঃ শোণিতমাংসগৃধ্নুঃ প্রবিশ্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
চখাদ রক্ষাংসি হরীন্ পিশাচানৃক্ষাংশ্চ মোহাদ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে স ভক্ষয়ামাস হরীংশ্চ মুখ্যান্।। ৯৪
একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ ক্রুদ্ধো বানরান্ সহ রাক্ষসৈঃ। সমাদায়ৈকহস্তেন প্রচিক্ষেপ ত্বরন্ মুখে।। ৯৫
সম্প্রস্রবংস্তদা মেদঃ শোণিতঞ্চ মহাবলঃ। বধ্যমানো নগেন্দ্রাগ্রৈর্ভক্ষয়ামাস বানরান্।। ৯৬
তে ভক্ষ্যমাণা হরয়ো রামং জগ্মুস্তদা গতিম্। কুম্ভকর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ কপীন্ খাদন্ প্রধাবতি।। ৯৭
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ বিংশৎত্রিংশৎ তথৈব চ। সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং খাদন্ বিপরিধাবতি।। ৯৮
মেদোবসাশোণিতদিগ্ধগাত্রঃ কর্ণাবসক্ত গ্রথিতান্ত্রমালঃ।
ববর্ষ শূলানি সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ কালো যুগান্তস্থ ইব প্রবৃদ্ধঃ।। ৯৯
তস্মিন্ কালে সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ পরবলার্দনঃ। চকার লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধং পরপুরঞ্জয়ঃ।। ১০০

দ্বারা নিপীড়িত হয়ে সুগ্রীব হঠাৎ বলের মতো বেগে ওপরে উঠে আবার রামের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলো *(কুন্দক—বল। কুন্দকবৎ + জবেন—কুন্দকবজ্জবেন)* ।।৮৮।। কর্ণ এবং নাসিকাবিহীন মহাবলবান কুম্ভকর্ণ রক্তে ভিজে প্রস্রবণ-সমন্বিত পর্বতের মতো সে সময়ে শোভা পাচ্ছিলো।।৮৯।। রক্তে সিক্ত বিশালদেহী ভীষণদর্শন রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আবার যুদ্ধে যাবার জন্য সঙ্কল্প করলো।।৯০।। রাবণের ছোটোভাই কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ। রক্তবমি করছে। সন্ধ্যায় নীলকাজলের মতো বর্ণবিশিষ্ট মেঘের মতো তাকে দেখাচ্ছিলো *(অঞ্জন—কাজল)* ।।৯১।। সুগ্রীব চলে গেলে ইন্দ্রশত্রু ক্রোধে যুদ্ধের জন্য আবার ছুটে গেলো। নিজেকে নিরস্ত্র মনে করে ভীষণ কুম্ভকর্ণ তখন একটি মুগুর হাতে তুলে নিলো।।৯২।। মহাতেজস্বী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এবার পুরী হতে সহসা নির্গত হয়ে যুদ্ধে উগ্র বানরসৈন্যদেরকে ভক্ষণ করতে লাগলো। প্রলয়কালীন অগ্নি যেমন বর্ধিত হয়ে প্রজাবর্গকে ধ্বংস করে, ঠিক তেমনি।।৯৩।। রক্তমাংসলোভী কুম্ভকর্ণ ছিলো ক্ষুধার্ত। সে উগ্র বানর সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে মোহবশতঃ রাক্ষস, বানর, পিশাচ, ভল্লুক যাদেরকেই সামনে পেলো, নির্বিচারে তাদেরকেই খেতে লাগলো। প্রলয়কালে যম যেমন সবারই প্রাণ হরণ করেন, তেমনি সেও মুখ্যবানরদেরকে ভক্ষণ করতে লাগলো।।৯৪।। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ। রাক্ষসদের সঙ্গে একহাতেই এক, দুই, তিন বা বহু বানরকে ধরে দ্রুত মুখে নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৯৫।। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ পর্বত শৃঙ্গাদির দ্বারা আবৃত হলেও বানরদের খেতে লাগলো। তার দেহ হতে তখন মেদ ও রক্তের ধারা বইতে লাগলো।।৯৬।। কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত রেগে বানরগুলিকে খেতে খেতে ছুটছে। যে বানরদেরকে কুম্ভকর্ণ খেতে চলেছে, সেই বানরেরা তখন রামের শরণ নিলো।।৯৭।। সাত, আট, বিশ, তিরিশ তেমনি শত শত বানরকে বাহু দিয়ে টেনে নিয়ে কুম্ভকর্ণ খেতে খেতে দৌড়োচ্ছিলো।।৯৮।। কুম্ভকর্ণের গাত্র তখন মেদ-বসা-রক্তে জবজবে। কানে তার মৃতদের অন্ত্র দিয়ে তৈরী মালা। দাঁত তার খুবই ধারালো। প্রলয়কালীন প্রবৃদ্ধ যমের মতো সে শূল বর্ষণ করতে লাগলো।।৯৯।। সে সময়ে শত্রুবলবিনাশকারী সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ শত্রুপুরী জয় করার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।।১০০।। বীর্যবান লক্ষ্মণ। কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রথমে সাতটি শর বিদ্ধ করে পরে

স কুম্ভকর্ণস্য শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্যবান্। নিচখানাদদে চান্যান্ বিসসর্জ চ লক্ষ্মণঃ।। ১০১
পীড্যমানস্তদস্ত্রস্তু বিশেষং তৎ স রাক্ষসঃ। ততশ্চুকোপ বলবান্ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ১০২
অথাস্য কবচং শুভ্রং জাম্বূনদময়ং শুভম্। প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈঃ সন্ধ্যাভ্রমিব মারুতঃ।। ১০৩
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। অপীড্যমানঃ শুশুভে মেঘৈঃ সূর্য ইবাংশুমান্।। ১০৪
ততঃ স রাক্ষসো ভীমঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্। সাবজ্ঞমেব প্রোবাচ বাক্যং মেঘৌঘনিঃস্বনঃ।। ১০৫
অন্তকস্যাপ্যকষ্টেন যুধি জেতারমাহবে। যুধ্যতা মামভীতেন খ্যাপিতা বীরতা ত্বয়া।। ১০৬
প্রগৃহীতায়ুধস্যেহ মৃত্যোরিব মহামৃধে। তিষ্ঠন্নপ্যগ্রতঃ পূজ্য কিমু যুদ্ধপ্রদায়কঃ।। ১০৭
ঐরাবতং সমারূঢো বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ। নৈব শক্রোঽপি সমরে স্থিতপূর্বঃ কদাচনঃ।। ১০৮
অদ্য ত্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ। তোষিতো গন্তুমিচ্ছামি ত্বামনুজ্ঞাপ্য রাঘবম্।। ১০৯
যৎ তু বীর্যবলোৎসহৈস্তোষিতোঽহং রণে ত্বয়া। রামমেবৈকমিচ্ছামি হন্তুং যস্মিন্ হতে হতম্।। ১১০
রামে ময়াত্র নিহতে যেঽন্যে স্থাস্যন্তি সংযুগে। তানহং যোধয়িষ্যামি স্ববলেন প্রমাথিনা।। ১১১
ইত্যুক্তবাক্যং তদ্ রক্ষঃ প্রোবাচ স্তুতিসংহিতম্। মৃধে ঘোরতরং বাক্যং সৌমিত্রিঃ প্রহসন্নিব।। ১১২
যস্ত্বং শক্রাদিভির্দেবৈরসহ্যঃ প্রাপ্য পৌরুষম্। তৎ সত্যং নান্যথা বীর দৃষ্টস্তেঽস্য পরাক্রমঃ।। ১১৩
এষ দাশরথি রামস্তিষ্ঠত্যদ্রিরিবাচলঃ। ইতি শ্রুত্বা হ্যনাদৃত্য লক্ষ্মণং স নিশাচরঃ।। ১১৪
অতিক্রম্য চ সৌমিত্রিং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। রামমেবাভিদুদ্রাব কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।। ১১৫
অথ দাশরথি রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রযোজনম্। কুম্ভকর্ণস্য হৃদয়ে সসর্জ নিশিতান্ শরান্।। ১১৬
তস্য রামেণ বিদ্ধস্য সহসাভিপ্রধাবতঃ। অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ।। ১১৭

আরও অন্য শরজাল করলেন নিক্ষেপ।।১০১।। পীড়িত কুম্ভকর্ণ অন্য বিশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে তা ব্যর্থ করে দিলো। তাতে সুমিত্রার আনন্দবর্ধন বলবান লক্ষ্মণ আরও রেগে গেলেন।।১০২।। বায়ু যেমন সন্ধ্যাকালীন মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি লক্ষ্মণ শরজালের দ্বারা তার সমুজ্জ্বল সোনার তৈরী কল্যাণকর বর্মটি ঢেকে ফেললেন।।১০৩।। নীল-কাজলের মতো বর্ণ কুম্ভকর্ণের। সোনায়-মোড়া শরের দ্বারা সে ঢাকা পড়ে গেছে। মেঘাবৃত কিরণমালী সূর্যের মতো সে শোভা পাচ্ছিলো।।১০৪।। অতঃপর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কুম্ভকর্ণ পুঞ্জীভূত মেঘের মতো গর্জন করে সুমিত্রার আনন্দবর্ধন লক্ষ্মণকে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো— ।।১০৫।। যুদ্ধে যমকেও যে অনায়াসে জয় করেছে সেই আমার সঙ্গে তথা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুমি যে নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছো তাতেই তোমার বীরত্ব খ্যাত হয়েছে।।১০৬।। অস্ত্র নিয়ে এইখানে মহাসংগ্রামে সাক্ষাদ্ যমের মতো আমি অবতীর্ণ হই। যুদ্ধ করার কথা দূরে থাকুক, আমার সামনে যে দাঁড়াতে পারে সেইই তো পূজ্য হয়ে যায়।।১০৭।। প্রভু ইন্দ্রও ঐরাবতে উঠে দেবতাসকলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কখনো পূর্বে যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াতে পারেন নি।।১০৮।। হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, তুমি বালক হলেও তোমার পরাক্রম দেখে আমি আজ তুষ্ট হয়েছি। এখন তোমার অনুজ্ঞা নিয়েই আমি রামের কাছে যেতে চাইছি।।১০৯।। বীর্য, বল এবং উৎসাহের দ্বারা তুমি যুদ্ধে আমায় তুষ্ট করেছো। একমাত্র রামকেই আমি হত্যা করতে চাই। সে নিহত হলে সবাই হবে নিধন।।১১০।। যুদ্ধে রামকে আমি নিহত করার পর আর যারা অবশিষ্ট থাকবে, শত্রুদমনকারী আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো।।১১১।। কুম্ভকর্ণ এইকথা বলার পর লক্ষ্মণ যুদ্ধে হাসতে হাসতে স্তুতিযুক্ত ঘোরতর বাক্য বললেন— ।।১১২।। ইন্দ্রাদি দেবগণ পৌরুষ অবলম্বন করেও তোমার পরাক্রম যে সহ্য করতে পারেন না, হে বীর, এটা সত্যই। আজ আমি নিজেও তোমায় পরাক্রম দেখলাম।।১১৩।। ঐ যে অচলপর্বতের মতো দশরথ-নন্দন রাম দাঁড়িয়ে আছেন। এই শুনে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে অবহেলা করে চললো।।১১৪।। মহাবলবান কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে মেদিনী কম্পিত করে রামের দিকে ছুটে চললো।।১১৫।। অতঃপর দাশরথি রাম রৌদ্র প্রয়োগ করে কুম্ভকর্ণের বুকে তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করলেন।।১১৬।। রামের বাণে বিদ্ধ হয়ে সে সহসা তাঁর দিকে ছুটে গেলো। ক্রোধে তাঁর মুখ থেকে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসতে লাগলো।।১১৭।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ রামের অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে ঘোর গর্জন করছে। অত্যন্ত

রামাস্ত্রবিদ্ধো ঘোরং বৈ নর্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ। অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে।। ১১৮
তস্যোরসি নিমগ্নাস্তে শরা বর্হিণবাসসঃ। হস্তাচ্চাস্য পরিভ্রষ্টা গদা চোর্বাং পপাত হ।। ১১৯
আয়ুধানি চ সর্বাণি বিপ্রকীর্যন্ত ভূতলে। স নিরায়ুধমাত্মানং যদা মেনে মহাবলঃ।। ১২০
মুষ্টিভ্যাঞ্চ করাভ্যাঞ্চ চকার কদনং মহৎ। স বাণৈরতিবিদ্ধাঙ্গঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ।
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণং যথা।। ১২১
স তীব্রেণ চ কোপেন রুধিরেণ চ মূর্ছিতঃ। বানরান্ রাক্ষসানৃক্ষান্ খাদন্ স পরিধাবতি।। ১২২
অথশৃঙ্গং সমাবিধ্য ভীমং ভীমপরাক্রমঃ। চিক্ষেপ রামমুদ্দিশ্য বলবানন্তকোপমঃ।। ১২৩
অপ্রাপ্তমন্তরা রামঃ সপ্তভিস্তমজিহ্মগৈঃ। চিচ্ছেদ গিরিশৃঙ্গং তং পুনঃ সন্ধায় কার্মুকম্।। ১২৪
ততস্তু রামো ধর্মাত্মা তস্য শৃঙ্গং মহৎ তদা। শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈশ্চিচ্ছেদ ভরতাগ্রজঃ।। ১২৫
তন্মেরুশিখরাকারং দ্যোতমানমিব শ্রিয়া। দ্বে শতে বানরাণাঞ্চ পতমানমপাতয়ৎ।। ১২৬
তস্মিন্ কালে স ধর্মাত্মা লক্ষ্মণো রামমব্রবীৎ। কুম্ভকর্ণবধে যুক্তো যোগান্ পরিমৃশন্ বহূন্।। ১২৭
নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্। মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈব খাদতি।। ১২৮
সাধ্বেনমধিরোহন্তু সর্বতো বানরর্ষভাঃ। যূথপাশ্চ যথা মুখ্যাস্তিষ্ঠন্ত্বস্মিন্ সমন্ততঃ।। ১২৯
অদ্যায়ং দুর্মতিঃ কালে গুরুভারপ্রপীড়িতঃ। প্রচরন্ রাক্ষসো ভূমৌ নান্যান্ হন্যাৎ প্লবঙ্গমান্।। ১৩০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ। তে সমারুরুহুর্হৃষ্টাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলাঃ।। ১৩১
কুম্ভকর্ণস্তু সংক্রুদ্ধঃ সমারূঢ় প্লবঙ্গমৈঃ। ব্যধূনয়ৎ তান্ বেগেন দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্।। ১৩২

ক্রুদ্ধ হয়ে সে যুদ্ধে বানরদেরকে বিধ্বস্ত করতে করতে ছুটতে লাগলো।।১১৮।। ময়ূরপুচ্ছশোভিত তাঁর শরগুলি কুম্ভকর্ণের বুকে বিদ্ধ হলো। তখন তার হাত হতে গদা খসে পড়ে গেলো মাটিতে।।১১৯।। তার অন্যান্য অস্ত্রও সব ছড়িয়ে পড়লো ভূতলে। তখন সেই মহাবীর নিজেকে নিরস্ত্র বলে মনে করতে লাগলো।।১২০।। তখন মুষ্টি এবং হাতদু'টি দিয়ে সে তুমুল যুদ্ধ শুরু করলো। বাণরাশির দ্বারা তার অঙ্গ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের প্রস্রবণ বয়ে চলেছে যেন!।।১২১।। ভীষণ রেগে জ্ঞানহারা হয়ে রক্তপ্লাবিত দেহে সে বানর, রাক্ষস এবং ভল্লুকদেরকে খেতে খেতে দৌড়োদৌড়ি করছে।।১২২।। অনন্তর যমের মতো ভীষণ পরাক্রমী বলবান কুম্ভকর্ণ একটি পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে রামের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলো।।১২৩।। সেই পর্বতশৃঙ্গ ছুটে আসার পথেই রাম আবার ধনু আস্ফালন করে সোজাসুজি যায় এমন সাতটি বাণের দ্বারা সেই পর্বতশৃঙ্গকে টুকরো টুকরো করে দিলেন।।১২৪।। অতঃপর ভরতের অগ্রজ ধর্মাত্মা রাম সোনায়-মোড়া বাণরাশির দ্বারা সেই বিশাল শৃঙ্গকে বিদীর্ণ করে দিলেন।।১২৫।। মেরুপর্বতের চূড়ার মতো ছিলো সেই শৃঙ্গ। সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল করছিলো। দুইশত বানরকে চাপা দিয়ে সেটি পড়ে গেলো।।১২৬।। ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মণ রামকে তখন বাক্য বললেন। কুম্ভকর্ণের বধে যোগযুক্ত হয়ে রাম তখন বহু চিন্তা করছিলেন।।১২৭।। রাজন্, এই রাক্ষস বানরদেরো জানে না, রাক্ষসদেরো জানে না। রক্তের গন্ধে মত্ত হয়ে নিজের এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরকে ভক্ষণ করছে।।১২৮।। বানরবীরেরা এই কুম্ভকর্ণের গায়ের ওপর ভালোভাবে সবদিকে আরোহণ করুক। আর মুখ্য-দলপতিরা তাদের ওপরে আরোহণপূর্বক অবস্থান করুক।।১২৯।। তাহলে, এই দুর্মতি কুম্ভকর্ণ গুরুভারে প্রপীড়িত হয়ে ভূতলে বিচরণ করে অন্য বানরদেরকে আর হত্যা করতে পারবে না।।১৩০।। বুদ্ধিমান রাজপুত্রের ঐ কথা শুনে মহাবলশালী বানরেরা আনন্দে সেই কুম্ভকর্ণের দেহের ওপর আরোহণ করলো।।১৩১।। বানরেরা গায়ের ওপর আরোহণ করায় কুম্ভকর্ণ গেলো খুব রেগে। দুষ্ট হাতী যেমন মাহুতকে ঝাঁকিয়ে ফেলে দেয় তেমনি কুম্ভকর্ণও বেগে শরীর ঝাঁকিয়ে বানরদেরকে ফেলে দিলো *(হস্তিপ—হস্তিপালক, মাহুত। ব্যধূনয়ৎ —বি+ অধূনয়ৎ = বিশেষ করে কাঁপিয়ে, ঝাঁকিয়ে, ঝাড়া মেরে)*।।১৩২।। বানরদেরকে এইভাবে পড়ে

তান্ দৃষ্ট্বা নির্ধুতান্ রামো রুষ্টোঽয়মিতি রাক্ষসম্। সমুৎপপাত বেগেন ধনুরুত্তমমাদদে।। ১৩৩
ক্রোধরক্তেক্ষণো বীরো নির্দহন্নিব চক্ষুষা। রাঘবো রাক্ষসং বেগাদভিদুদ্রাব বেগিতঃ।
যূথপান্ হর্ষয়ন্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণবলার্দিতান্।। ১৩৪
স চাপমাদায় ভূজঙ্গকল্পং দৃঢজ্যমুগ্রং তপনীয়চিত্রম্।
হরীন্ সমাশ্বাস্য সমুৎপপাত রামো নিবদ্ধোত্তমতূণবাণঃ।। ১৩৫
স বানরগণৈস্তৈস্তু বৃতঃ পরমদুর্জয়ৈঃ। লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ।। ১৩৬
স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমরিন্দমম্। শোণিতাবৃতরক্তাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলঃ।। ১৩৭
সর্বান্ সমভিধাবন্তং যথা রুষ্টং দিশাগজম্। মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতম্।। ১৩৮
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্। স্রবন্তং রুধিরং বক্ত্রাদ্ বর্ষমেঘমিবোত্থিতম্।। ১৩৯
জিহ্বয়া পরিলিহ্যন্তং সৃক্কিণী শোণিতোক্ষিতে। মৃদ্গন্তং বানরানীকং কালান্তকযমোপমম্।। ১৪০
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং প্রদীপ্তানলবর্চসম্। বিস্ফারয়ামাস তদা কার্মুকং পুরুষর্ষভঃ।। ১৪১
স তস্য চাপনির্ঘোষাৎ কুপিতো রাক্ষসর্ষভঃ। অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমভিদুদ্রাব রাঘবম্।। ১৪২
পুরস্তাদ্ রাঘবস্যার্থে গদাযুক্তো বিভীষণঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন ভ্রাতা ভ্রাতরমাহবে।। ১৪৩
বিভীষণং পুরো দৃষ্ট্বা কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদিদম্। প্রহরস্ব রণে শীঘ্রং ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভব।। ১৪৪
ভ্রাতৃস্নেহং পরিত্যজ্য রাঘবস্য প্রিয়ং কুরু। অস্মৎকার্যং কৃতং বৎস যস্ত্বং রামমুপাগতঃ।। ১৪৫
ত্বমেকো রক্ষসাং লোকে সত্যধর্মাভিরক্ষিতা। নাস্তি ধর্মাভিরক্তানাং ব্যসনন্তু কদাচন।। ১৪৬
সন্তানার্থং ত্বমেবৈকঃ কুলস্যাস্য ভবিষ্যসি। রাঘবস্য প্রসাদাৎ ত্বং রক্ষসাং রাজ্যমাপ্স্যসি।। ১৪৭

যেতে দেখে রাম বুঝলেন রাক্ষস রুষ্ট হয়েছে। তখন তিনি উত্তম ধনু তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়ালেন।।১৩৩।। রেগে চোখ লাল করে চোখের দৃষ্টি দিয়েই যেন সব দগ্ধ করে রাম সবেগে রাক্ষসের দিকে ছুটে গেলেন। কুম্ভকর্ণের বলে নিপীড়িত বানরদলপতিদের তিনি এইভাবে হর্ষযুক্ত করলেন।।১৩৪।। যে ধনুটি তিনি হাতে তুলে নিলেন সেটি সর্পের মতো দেখতে। শক্ত তার ছিলা। উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত তাতে। রাম উত্তম তূণ এবং বাণ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বানরদেরকে আশ্বস্ত করলেন।।১৩৫।। মহাশক্তিধর বীর রাম। যখন তিনি যুদ্ধে চলছিলেন তখন লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। অত্যন্ত দুর্জয় বানরেরা তাঁদের পরিবেষ্টন করে ছিলো।।১৩৬।। মহাবলবান রাম মহাশক্তিমান কুম্ভকর্ণকে দেখলেন মুকুটধারী। শত্রুদমনকারী। রক্তাক্তদেহ এবং রক্তনেত্র।।১৩৭।। রুষ্ট দিগ্‌গজের মতো ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বানরদের সন্ধানে সবদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।।১৩৮।। বিন্ধ্য এবং মন্দরপর্বতের মতো সে দীর্ঘকায়। সোনার বালায় ভূষিত সে। বর্ষার মেঘের মতো তার মুখ। মুখ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।।১৩৯।। ঠোঁটের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে-পড়া রক্ত জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে কালান্তক যমের মতো সে বানরবাহিনীকে বিপর্যস্ত করছে।।১৪০।। প্রদীপ্ত অগ্নির মতো দীপ্তি তার। দেহ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এবার ধনুটি বাণ নিক্ষেপের জন্য বিস্ফারিত করলেন।।১৪১।। ধনুর টঙ্কার শুনে সেই রক্ষঃপ্রধান ক্রুদ্ধ হলো। টঙ্কার-ধ্বনি সহ্য করতে না পেরে রামের দিকে গেলো ছুটে।।১৪২।। রামকে রক্ষা করার জন্য কুম্ভকর্ণের ভ্রাতা বিভীষণ সবেগে গদা হাতে নিয়ে কুম্ভকর্ণের সামনে ছুটে গেলো।।১৪৩।। বিভীষণকে সামনে দেখে কুম্ভকর্ণ বললো—যুদ্ধে সত্বর প্রহার করো। ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থির থেকো।।১৪৪।। ভ্রাতার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করে রামের প্রিয় কার্যই সম্পাদন করো। তুমি যে রামের কাছে এসে গেছো তাতে বৎস, আমাদের কাজই তুমি করেছো।।১৪৫।। রাক্ষসদের জগতে তুমিই একমাত্র সত্য এবং ধর্মকে রক্ষা করেছো। ধর্মে যারা অনুরক্ত তাদের বিপদ কখনো হয় না।।১৪৬।। একমাত্র তোমার দ্বারাই এই রাক্ষসকুলের বংশধারা রক্ষিত হবে। রামের প্রসাদে তুমি রাক্ষসদের রাজ্য পেয়ে যাবে।।১৪৭।। স্বাভাবিকভাবেই তুমি দুর্ধর্ষ। শীগ্‌গির তুমি

প্রকৃত্যা মম দুর্ধর্ষ শীঘ্রং মার্গাদপক্রম। ন স্থাতব্যং পুরস্তাম্মে সম্ভ্রান্তান্নষ্টচেতসঃ।। ১৪৮
ন বেদ্মি সংযুগে সক্তঃ স্বান্ পরান বা নিশাচর। রক্ষণীয়োঽসি মে বৎস সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।। ১৪৯
এবমুক্তো বচস্তেন কুম্ভকর্ণেন ধীমতা। বিভীষণো মহাবাহুঃ কুম্ভকর্ণমুবাচ হ।। ১৫০
গদিতং মে কুলস্যাস্য রক্ষণার্থমরিন্দম। ন শ্রুতং সর্বরক্ষোভিস্ততোঽহং রামমাগতঃ।। ১৫১
কৃতস্তু তন্মহাভাগ সুকৃতং দুষ্কৃতং তু বা। এবমুক্ত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
একান্তমাশ্রিতো ভূত্বা চিন্তয়ামাস সংস্থিতঃ।। ১৫২
ততস্তু বাতোদ্ধতমেঘকল্পং ভুজঙ্গরাজোত্তমবেগবাহুঃ।
তমাপতন্তং ধরণীধরাভমুবাচ রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্।। ১৫৩
আগচ্ছ রক্ষোধিপ মা বিষাদমবস্থিতোঽহং প্রগৃহীতচাপঃ।
অবেহি মাং রাক্ষসবংশনাশনং যস্ত্বং মুহূর্তাদ্ ভবিতা বিচেতাঃ।। ১৫৪
রামোঽয়মিতি বিজ্ঞায় জহাস বিকৃতস্বনম্। অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে।। ১৫৫
দারয়ন্নিব সর্বেষাং হৃদয়ানি বনৌকসাম্। প্রহস্য বিকৃতং ভীমং স মেঘস্তনিতোপমম্।। ১৫৬
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ। নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ো ন কবন্ধঃ খরো ন চ।
ন বালী ন চ মারীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ।। ১৫৭
পশ্য মে মুদ্গরং ভীমং সর্বং কালায়সং মহৎ। অনেন নির্জিতা দেবা দানবাশ্চ পুরা ময়া।। ১৫৮
বিকর্ণনাস ইতি মাং নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি। স্বল্পাহি হি ন মে পীড়া কর্ণনাশাবিনাশনাৎ।। ১৫৯
দর্শয়েক্ষ্বাকুশার্দূল বীর্যং গাত্রেষু মেঽনঘ। ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি দৃষ্টপৌরুষবিক্রমম্।। ১৬০
স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য রামঃ সপুঙ্খান্ বিসসর্জ বাণান্।
তৈরাহতো বজ্রসম প্রবেগৈর্নচুক্ষুভে ন ব্যথতে সুরারিঃ।। ১৬১

আমার পথ হতে চলে যাও। ভয়ে আমার চিত্ত নষ্ট হয়ে গেছে। আমার সামনে তোমার থাকা উচিত হবে না।।১৪৮।। হে রাক্ষস, যুদ্ধে আমি কে আত্মজন এবং কেই বা শত্রু তা বুঝতে পারি না। তাই সত্য করেই বলছি, বৎস, তোমাকে আমার রক্ষা করতেই হবে।।১৪৯।। ধীমান কুম্ভকর্ণ এইরকম বলায় মহাবীর বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে বললেন—।।১৫০।। হে শত্রুদমন, এই বংশের রক্ষার জন্য আমি শ্রেয় বাক্য বলেছি। কিন্তু, রাক্ষসেরা সেই কথা শোনে নি। তাই আমি রামের কাছে এসেছি।।১৫১।। হে মহাভাগ, পাপ-পুণ্য যাই বলো, এইভাবে তাই কার্য করেছি আমি। এইমতো বলে গদাহস্ত বিভীষণ জল-ভরা চোখে একান্তে চলে গিয়ে চিন্তামগ্ন হলেন।।১৫২।। সর্পরাজের মতো উত্তম বেগসম্পন্ন ছিলো রামের বাহু। পর্বতকল্প সেই কুম্ভকর্ণকে বায়ু বিতাড়িত মেঘের মতো ছুটে আসতে দেখে রাম বললেন— *(ধরণীধর—পর্বত)* ।।১৫৩।। হে রক্ষোরাজ, তুমি বিষণ্ন হয়ো না। আমি ধনু নিয়ে তৈরী হয়ে বসে আছি। তুমি এসো। আমাকেই রাক্ষসকুলের ধ্বংসকারী বলে জেনে রেখো। মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণ হারাবে তুমি।।১৫৪।। ইনিই রাম—একথা বুঝতে পেরে কুম্ভকর্ণ বিকৃতস্বরে হেসে উঠলো। যুদ্ধে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদেরকে দলিত করে রামের প্রতি ছুটে গেলো।।১৫৫।। অট্টহাস্য করে মেঘগর্জনের মতো ভীষণ গর্জন করে উঠলো সে। তাতে বানরদের সবারই হৃদয় যেন ভয়ে গেলো বিদীর্ণ হয়ে।।১৫৬।। মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ। রামকে এইপ্রকার বললো, আমাকে বিরাধ, কবন্ধ বা খর বলে মনে কোরো না। বালি বা মারীচও নয়। আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ এসেছি।।১৫৭।। কালো লোহার তৈরী আমার এই ভীষণ মুগুরটি দেখো। পূর্বে দেবতা এবং দানবদেরকে আমি এটি দিয়েই পরাজিত করেছি।।১৫৮।। আমার নাক আর কান নেই বলে তুমি আমায় অবজ্ঞা করতে পারো না। নাক আর কান কাটা যাওয়ার জন্য আমার সামান্য কষ্টও হচ্ছে না।।১৫৯।। হে ইক্ষ্বাকুবীর, হে নিষ্পাপ রাম আগে আমার শরীরের ওপর তোমার বীর্যবত্তা দেখাও। অতঃপর পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়ে তোমায় আমি ভক্ষণ করবো।।১৬০।। কুম্ভকর্ণের বাক্য শুনে রাম পুঙ্খসমন্বিত বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন। বজ্রের মতো বেগবান সেই বাণরাজি। তাতে আহত হয়েও সেই দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ হলো না। ব্যথিতও না।।১৬১।। যে বাণরাজির দ্বারা বড়ো বড়ো সালগাছ কাটা গেছে, বানরবীর বালি নিহত

যৈঃ সায়কৈঃ সালবরা নিকৃত্তা বালী হতো বানরপুঙ্গবশ্চ।
তে কুম্ভকর্ণস্য তদা শরীরং বজ্রোপমা ন ব্যথয়াম্প্রচক্রুঃ।। ১৬২
স বারিধারা ইব সায়কাংস্তান্ পিবন্ শরীরেণ মহেন্দ্রশত্রুঃ।
জঘান রামস্য শরপ্রবেগং ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগম্।। ১৬৩
ততস্তু রক্ষঃ ক্ষতজানুলিপ্তং বিত্রাসনং দেবমহাচমূনাম্।
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগং বিদ্রাবয়ামাস চমূং হরীণাম্।। ১৬৪
বায়ব্যমাদায় ততোঽপরাস্ত্রং রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়।
সমুদ্গরং তেন জহার বাহুং স কৃত্তবাহুস্তুমুলং ননাদ।। ১৬৫
স তস্য বাহুর্গিরিশৃঙ্গকল্পঃ সমুদ্গরো রাঘববাণকৃত্তঃ।
পপাত তস্মিন্ হরিরাজসৈন্যে জঘান তাং বানরবাহিনীঞ্চ।। ১৬৬
তে বানরা ভগ্নহতাবশেষাঃ পর্যন্তমাশ্রিত্য তদা বিষণ্ণাঃ।
প্রপীডিতাঙ্গা দদৃশুঃ সুঘোরং নরেন্দ্র রক্ষোঽধিপসন্নিপাতম্।। ১৬৭
স কুম্ভকর্ণোঽস্ত্রনিকৃত্তবাহুর্মহাসিকৃত্তাগ্র ইবাচলেন্দ্রঃ।
উৎপাটয়ামাস করেণ বৃক্ষং ততোঽভিদুদ্রাব রণে নরেন্দ্রম্।। ১৬৮
তং তস্য বাহুং সহতালবৃক্ষং সমুদ্যতং পন্নগভোগকল্পম্।
ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্তেন জঘান রামো বাণেন জাম্বূনদচিত্রিতেন।। ১৬৯
স কুম্ভকর্ণস্য ভুজো নিকৃত্তঃ পপাত ভূমৌ গিরিসন্নিকাশঃ।
বিচেষ্টমানো নিজঘান বৃক্ষান্ শৈলান্ শিলা-বানর-রাক্ষসাংশ্চ।। ১৭০
তং ছিন্নবাহুং সমবেক্ষ্য রামঃ সমাপতন্তং সহসা নদন্তম্।
দ্বাবর্ধচন্দ্রৌ নিশিতৌ প্রগৃহ্য চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসস্য।। ১৭১

হয়েছে, সেই বজ্রতুল্য বাণগুলি তখন কুম্ভকর্ণের শরীরকে ব্যথিত করতেই পারলো না।।১৬২।। মহেন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ যেন শরীর দিয়ে সেই বাণের ধারাকে বৃষ্টিধারার মতো পান করে ফেললো। তীব্র বেগে মুগুর ঘুরিয়ে সে বাণবেগ প্রতিহত করে তাকে আঘাত করলো।।১৬৩।। অনন্তর বিশাল দেবসৈন্যবাহিনীর ত্রাস-উৎপাদনকারী, রক্তাক্ত দেহে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ তীব্রগতিসম্পন্ন মুগুর ঘুরিয়ে বানরসেনাদেরকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো।।১৬৪।। রাম এবার বায়ব্য নামক আর একটি অস্ত্র তুলে নিয়ে রাক্ষসের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা মুগুরসহ রাক্ষসের হাতটি ছেদন করে ফেললো। ছিন্ন বাহু কুম্ভকর্ণ তখন করতে লাগলো তুমুল গর্জন।।১৬৫।। রামের দ্বারা কাটা মুগুরসহ সেই বাহুটি ছিলো পর্বতশৃঙ্গের মতো। তা বানরাধিপতি সুগ্রীবের সেনাবাহিনীর ওপর পড়ে সেই বাহিনীকে বিনষ্ট করলো।।১৬৬।। চাপা পড়ে মারা-যাওয়া থেকে যারা বেঁচে গেলো তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো ক্ষত-বিক্ষত। তারা বিষণ্ণ হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে রাজা রাম এবং রাক্ষসপতি কুম্ভকর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ দেখতে লাগলো।।১৬৭।। রাম অস্ত্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণের একটি বাহু কেটে দিয়েছেন। বিরাট তরবারি দিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়া কেটে দিলে যেমন দেখায় তেমনই দেখাচ্ছিলো কুম্ভকর্ণকে। সে একহাতে একটি গাছ উপড়ে নিয়ে যুদ্ধে রাজা রামের দিকে ছুটে গেলো।।১৬৮।। রাম অতঃপর তালবৃক্ষসমেত তার উদ্যত বাহুটিকে বাণ মেরে ছিন্ন করে দিলেন। সাপের ফণার মতো দেখাচ্ছিলো বাহুটিকে। রামের বাণটি ছিলো সোনায়-মোড়া এবং ঐন্দ্রাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।।১৬৯।। পাহাড়ের মতো দেখতে কুম্ভকর্ণের ঐ কাটা হাতটি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গাছপালা, পাহাড়, শিলা, বানর এবং রাক্ষসদেরকে চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দিলো।।১৭০।। অনন্তর রাম দেখলেন ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ সহসা গর্জন করতে করতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে। তিনি এবার দু'টি ধারালো অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করে যুদ্ধে তার পা দু'টি কেটে ফেললেন।।১৭১।। তার সেই পা-দু'টি তখন দিগ্‌বিদিক, গিরিগুহা,

তৌ তস্য পাদৌ প্রদিশো দিশশ্চ গিরেগুর্হাশ্চৈব মহার্ণবঞ্চ।
লঙ্কাঞ্চ সেনাং কপি-রাক্ষসানাং বিনাদয়ন্তৌ বিনিপেততুশ্চ।। ১৭২
নিকৃত্তবাহুর্বিনিকৃত্তপাদো বিদার্য বক্ত্রং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্ রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরিক্ষে।। ১৭৩
অপূরয়ৎ তস্য মুখং শিতাগ্রৈ রামঃ শরৈর্হেমপিনদ্ধপুঙ্খৈঃ।
সম্পূর্ণবক্ত্রো ন শশাক বক্তুং চুকূজ কৃচ্ছ্রেণ মুমুর্ছ চাপি।। ১৭৪
অথাদদে সূর্যমরীচিকল্পং স ব্রহ্মদণ্ডান্তককালকল্পম্।
অরিষ্টমৈন্দ্রং নিশিতং সুপুঙ্খং রামঃ শরং মারুততুল্যবেগম্।। ১৭৫
তং বজ্রজাম্বূনদচারুপুঙ্খং প্রদীপ্তসূর্যজ্বলনপ্রকাশম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগং রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়।। ১৭৬
স সায়কো রাঘববাহুচোদিতো দিশঃ স্বভাসা দশ সম্প্রকাশয়ন্।
বিধূমবৈশ্বানরভীমদর্শনো জগাম শক্রাশনিভীমবিক্রমঃ।। ১৭৭
স তন্মহাপর্বতকূটসন্নিভং সুবৃত্তদংষ্ট্রং চলচারুকুণ্ডলম্।
চকর্ত রক্ষোঽধিপতেঃ শিরস্তদা যথৈব বৃত্রস্য পুরা পুরন্দরঃ।। ১৭৮
কুম্ভকর্ণশিরো ভাতি কুণ্ডলালঙ্কৃতং মহৎ।
আদিত্যেঽভ্যুদিতে রাত্রৌ মধ্যস্থ ইব চন্দ্রমাঃ।। ১৭৯
তদ্ রামবাণাভিহতং পপাত রক্ষঃশিরঃ পর্বতসন্নিকাশম্।
বভঞ্জ চর্যাগৃহগোপুরাণি প্রাকারমুচ্চং তমপাতয়চ্চ।। ১৮০
তচ্চাতিকায়ং হিমবৎ প্রকাশং রক্ষস্তদা তোয়নিধৌ পপাত।
গ্রাহান্ পরান্ মীনবরান্ ভুজঙ্গমান্ মমর্দ ভূমিঞ্চ তথা বিবেশ।। ১৮১

সমুদ্র, সমগ্রা লঙ্কানগরী, বানর এবং রাক্ষসদের সেনাবাহিনীকে প্রচণ্ড শব্দে কাঁপিয়ে পড়ে গেলো।।১৭২।। বাহুদু'টি কাটা গেছে। কাটা গেছে পা-দু'টিও। এবার বড়বানলের মতো মুখটিকে বিশাল হাঁ-করে সহসা গর্জনপূর্বক রামের দিকে ছুটে গেলো। আকাশে রাহু যেমন চন্দ্রকে গিলতে যায় তেমনিই।।১৭৩।। এই দেখে রাম তখন সোনার পুঙ্খযুক্ত ধারালো বাণরাশি বর্ষণ করে তার মুখবিবরকে পূর্ণ করে দিলেন। বাণে মুখটি ভরে যাওয়ায় সে আর কথা বলতে পারলো না। অতি কষ্টে অস্ফুট শব্দ করে মূর্ছিত হয়ে গেলো।।১৭৪।। তারপর রাম বায়ুতুল্য দ্রুতগতিসম্পন্ন ধারালো ঐন্দ্রশর তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই শর সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল। এবং ভয়ঙ্কর। সুন্দর পুঙ্খে ভূষিত সেই শর। প্রলয়কালীন ব্রহ্মদণ্ডের মতোই সেটি *(অরিষ্ট—ক্ষতিকর ভয়ঙ্কর)*।।১৭৫।। সোনার সুন্দর পুঙ্খযুক্ত রামের সেই শর ইন্দ্রের বজ্র এবং অশনির মতো ছিলো দ্রুতগামী। প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো সেটি ছিলো ভাস্বর। এই শরই তিনি রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।।১৭৬।। রামের বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণ নিজের জ্যোতিতে দশ দিক উদ্ভাসিত করে ছুটছিলো। ধূমহীন অগ্নির মতো ভীষণ দেখাচ্ছিলো সেটিকে। ইন্দ্রের বজ্রের মতো ভীষণ ছিলো তার শক্তি।।১৭৭।। পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করেছিলেন, তেমনি সেই বাণ রক্ষোরাজ কুম্ভকর্ণের শিরকে ছেদন করলো। সমুচ্চ পর্বতশৃঙ্গের মতো ছিলো সেই শির। সুগঠিত ছিলো তার দাঁত। চঞ্চল সুন্দর কুণ্ডলে ছিলো সেই মস্তকটি ভূষিত।।১৭৮।। কুণ্ডলে অলঙ্কৃত কুম্ভকর্ণের বিশাল মস্তকটি তখন সূর্যোদয়ের জন্য মধ্যগগনে স্থিত ম্লান চাঁদের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।১৭৯।। রাক্ষসের পর্বতোপম মস্তকটি রামের বাণে ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। সেটি চর্যাগৃহ এবং গোপুর ভেঙে ফেললো। উচ্চ নগর প্রাচীরকেও দিলো ফেলে।।১৮০।। দেখতে হিমালয়ের মতো বিশাল সেই শরীরটি সমুদ্রে গেলো পড়ে। কুমীর, বড়ো বড়ো মাছ এবং সাপগুলিকে মর্দিত করে কাদার মধ্যে সেটি ঢুকে গেলো।।১৮১।। ব্রাহ্মণ এবং

তস্মিন্ হতে ব্রাহ্মণদেবশত্রৌ মহাবলে সংযতি কুম্ভকর্ণে।
চচাল ভূর্ভূমিধরাশ্চ সর্বে হর্ষাচ্চ দেবাস্তুমুলং প্রণেদুঃ।। ১৮২
ততস্তু দেবর্ষি-মহর্ষিপন্নগাঃ সুরাশ্চ ভূতানি সুপর্ণগুহ্যকাঃ।
সযক্ষ-গন্ধর্বগণা নভোগতাঃ প্রহর্ষিতা রামপরাক্রমেণ।। ১৮৩
ততস্তু তে তস্য বধেন ভুরিণা মনস্বিনো নৈঋর্তরাজবান্ধবাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্ব্যথিতা রঘূত্তমং হরিং সমীক্ষ্যেব যথা মতঙ্গজাঃ।। ১৮৪
স দেবলোকস্য তমো নিহত্য সূর্যো যথা রাহুমুখাদ্ বিমুক্তঃ।
তথা ব্যভাসীদ্ধরিসৈন্যমধ্যে নিহত্য রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্।। ১৮৫
প্রহর্ষমীয়ুর্বহবশ্চ বানরাঃ প্রবৃদ্ধপদ্মপ্রতিমৈরিবাননৈঃ।
অপূজয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং হতে রিপৌ ভীমবলে নৃপাত্মজম্।। ১৮৬
স কুম্ভকর্ণং সুরসৈন্যমর্দনং মহৎসু যুদ্ধেষু কদাচনাজিতম্।
ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজো রণে মহাসুরং বৃত্রমিবামরাধিপঃ।। ১৮৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

দেবতাদের শত্রু মহাবলশালী সেই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে এইভাবে নিহত হলে পৃথিবী এবং পর্বত কেঁপে উঠলো। দেবতারা সবাই আনন্দে তুমুল ধ্বনি করতে লাগলেন।।১৮২।। এবার আকাশস্থ দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, দেবগণ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং প্রাণী সকল রামের পরাক্রমে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।।১৮৩।। রাক্ষসরাজের মনস্বী বান্ধবেরা এবার কুম্ভকর্ণের বধের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হলো। হাতী যেমন সিংহকে দেখে জোরে গর্জন করে ওঠে, তেমনি রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে দেখে তারা উচ্চ গর্জন করতে লাগলো।।১৮৪।। দেবলোকের অন্ধকার দূর করে রাহুমুখ হতে মুক্ত সূর্য যেমন স্বমহিমায় প্রকাশিত হন তেমনি যুদ্ধে কুম্ভকর্ণকে হত্যা করে রাম বানরসৈন্য-মধ্যে শোভা পাচ্ছিলেন।।১৮৫।। ভীষণ বলশালী শত্রু সেই কুম্ভকর্ণ নিহত হওয়ায় বহু বানর আনন্দিত হলো। বিকশিত পদ্মের মতো তাদের মুখ। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। রাজপুত্র রামকে তারা অর্চনা করলো। তারা যে তাঁকে বাঞ্ছিত বস্তুর অংশ দিয়েই থাকে।।১৮৬।। বিরাট বিরাট যুদ্ধেও যিনি কখনো পরাজিত হন নি, সেই ভরতাগ্রজ রাম দেবসৈন্য-মর্দনকারী কুম্ভকর্ণকে হত্যা করে আনন্দিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহা অসুর বৃত্রকে হত্যা করে যেমন আনন্দলাভ করেছিলেন, সমান আনন্দই আজ লাভ করলেন রাম।।১৮৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কুম্ভকর্ণস্য বিনাশসন্দেশং প্রাপ্য রাবণস্য বিলাপঃ

কুম্ভকর্ণং হতং দৃষ্ট্বা রাঘবেণ মহাত্মনা। রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্।। ১
রাজন্ স কালসঙ্কাশঃ সংযুক্তঃ কালকর্মণা। বিদ্রাব্য বানরীং সেনাং ভক্ষয়িত্বা চ বানরান্।। ২

অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর সংবাদে রাবণের বিলাপ

মহাত্মা রামের দ্বারা কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছে দেখে রাক্ষসেরা রক্ষোরাজ রাবণকে নিবেদন করলো—।।১।। মহারাজ যমতুল্য কুম্ভকর্ণ ধ্বংসকর্মে নিযুক্ত হয়ে বানরসেনাকে বিধ্বস্ত করে বানরদেরকে ভক্ষণ করেছে।।২।। বানরদেরকে সন্তপ্ত করে রামের তেজে মুহূর্তের মধ্যেই প্রশান্ত হয়েছে।

প্রতপিত্বা মুহূর্তস্তু প্রশান্তো রামতেজসা। কায়েনার্ধ প্রবিষ্টেন সমুদ্রং ভীমদর্শনম্।। ৩
নিকৃত্তনাসাকর্ণেন বিক্ষরদ্রুধিরেণ চ। রুদ্ধা দ্বারং শরীরেণ লঙ্কায়াঃ পর্বতোপমঃ।। ৪
কুম্ভকর্ণস্তব ভ্রাতা কাকুৎস্থশরপীড়িতঃ। অগণ্ডভূতো বিবৃতো দাবদগ্ধ ইব দ্রুমঃ।। ৫
শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ।। ৬
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা দেবান্তক-নরান্তকৌ। ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ রুরুদুঃ শোকপীড়িতাঃ।। ৭
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। মহোদর-মহাপার্শ্বৌ শোকাক্রান্তৌ বভূবতুঃ।। ৮
ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসপুঙ্গবঃ। কুম্ভকর্ণবধাদ্ দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।। ৯
হা বীর রিপুদর্পঘ্ন কুম্ভকর্ণ মহাবল। ত্বং মাং বিহায় বৈ দৈবাদ্ যাতোঽসি যমসাদনম্।। ১০
মম শল্যমনুদ্ধৃত্য বান্ধবানাং মহাবল। শত্রুসৈন্যং প্রতাপ্যৈকঃ ক্ব মাং সন্ত্যজ্য গচ্ছসি।। ১১
ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ। দক্ষিণোঽয়ং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাৎ।। ১২
কথমেবংবিধো বীরো দেব-দানবদর্পহা। কালাগ্নিপ্রতিমো হ্যদ্য রাঘবেণ রণে হতঃ।। ১৩
যস্য তে বজ্রনিষ্পেষো ন কুর্যাদ্ ব্যসনং সদা। স কথং রামবাণার্তঃ প্রসুপ্তোঽসি মহীতলে।। ১৪
এতে দেবগণাঃ সার্ধমৃষিভির্গগনে স্থিতাঃ। নিহতং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা নিনদন্তি প্রহর্ষিতাঃ।। ১৫
ধ্রুবমদ্যৈব সংহৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ। আরোক্ষ্যন্তীহ দুর্গাণি লঙ্কাদ্বারাণি সর্বশঃ।। ১৬
রাজ্যেন নাস্তি মে কার্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া। কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ।। ১৭
যদ্যহং ভ্রাতৃহন্তারং ন হন্মি যুধি রাঘবম্। ননু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং ব্যর্থজীবিতম্।। ১৮
অদ্যৈব তং গমিষ্যামি দেশং যত্রানুজো মম। নহি ভ্রাতৄন্ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে।। ১৯

তাঁর দেহের অর্ধেকটা ভীষণদর্শন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে।।৩।। নাক ও কান গেছে কাটা। রক্তের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। পর্বতোপম তাঁর শরীর তথা মস্তকের দ্বারা লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে।।৪।। আপনার ভাই কুম্ভকর্ণ রামের শরে পীড়িত হয়ে কবন্ধ হয়ে দাবদগ্ধ তরুর মতো মারা গেছেন।।৫।। যুদ্ধে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ শোকসন্তপ্ত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলো।।৬।। কাকা মারা গেছে শুনে দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা এবং অতিকায় শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলো।।৭।। কর্মোদ্যোগী রামের দ্বারা ভাই নিহত হয়েছে শুনে মহোদর এবং মহাপার্শ্ব শোকে হলো ব্যাকুল।।৮।। তারপর রাক্ষসপ্রধান রাবণ অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করে কুম্ভকর্ণ নিহত হওয়ায় দীনভাবে বিলাপ করতে লাগলো। তার ইন্দ্রিয়গুলি শোকে ব্যাকুল হয়ে গেলো।।৯।। হা বীর শত্রুদর্প -বিনাশকারিন্, মহাবলবান কুম্ভকর্ণ, আমায় ছেড়ে দিয়ে দৈবচক্রে তুমি আজ যমের বাড়ি চলে গেলে।।১০।। হে মহাবলশালিন্, আমার এবং তোমার বান্ধবদের শল্য উদ্ধার না করে শত্রুসৈন্যর প্রতাপ বৃদ্ধি করে, আমায় ত্যাগ করে একা কোথায় তুমি চলে যাচ্ছো ?।।১১।। যে দক্ষিণহস্ত আশ্রয় করে আমি দেবতা এবং দানবকে ভয় করি নি, সেই বাহু পতিত হওয়ায় আমি যে আর এখন নেই।।১২।। কি করে দেব-দানবের দর্পহারী প্রলয়কালীন অগ্নির মতো এই বীর যুদ্ধে রামের দ্বারা নিহত হলো ?।।১৩।। ব্রজের নিষ্পেষণে যার বেদনা হতো না, সেই তুমি কি করে রামের বাণে আর্ত হয়ে ভূতলে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছো ?।।১৪।। যুদ্ধে তোমায় নিহত হতে দেখে ঋষিগণের সঙ্গে এই তো দেবতারা আকাশে অবস্থান করে আনন্দধ্বনি করছে।।১৫।। অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সুযোগ বুঝে আনন্দিত বানরেরা নিশ্চয়ই সর্বত্র দুর্গের এবং লঙ্কায় দ্বারদেশের ওপর আরোহণ করবে।।১৬।। রাজ্য দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। সীতাকে দিয়েই বা কি করবো ? কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে আমার বাঁচতেই ইচ্ছা করছে না।।১৭।। ভ্রাতৃহন্তা রামকে যদি আমি যুদ্ধে হত্যা না করি তা হলে অনর্থক এই জীবন থেকে আমার মরণই ভালো।।১৮।। যেখানে আমার ছোটোভাই রয়েছে, সেই দেশেই আমি আজই চলে যাবো। ভাইদেরকে ছেড়ে আমি ক্ষণকালও বেঁচে থাকতে চাই না।।১৯।। হে কুম্ভকর্ণ, পূর্বে দেবতাদের আমি অপকার করেছি। তারা এখন দেখে উপহাস করবে। তুমি নিহত হওয়ায় আমি কি

দেবা হি মাং হসিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা পূর্বাপকারিণম্। কথমিন্দ্রং জয়িষ্যামি কুম্ভকর্ণ হতে ত্বয়ি।। ২০
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্। যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ।। ২১
বিভীষণবচস্তাবৎ কুম্ভকর্ণ-প্রহস্তয়োঃ। বিনাশোঽয়ং সমুৎপন্নো মাং ব্রীডয়তি দারুণঃ।। ২২
তস্যায়ং কর্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ। যন্ময়া ধার্মিকঃ শ্রীমান্ স নিরস্তো বিভীষণঃ।। ২৩
ইতি বহুবিধমাকুলান্তরাত্মা কৃপণমতীব বিলপ্য কুম্ভকর্ণম্।
ন্যাপতদপি দশাননো ভৃশার্ত-স্তমনুজমিন্দ্ররিপুং হতং বিদিত্বা।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

করে ইন্দ্রকে জয় করবো ?।।২০।। অজ্ঞানতাবশতঃ মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর কথা আমি গ্রহণ করি নি। তাই আজ আমার এইদশা উপস্থিত হয়েছে।।২১।। কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের এই দারুণ বিনাশে বিভীষণের কথা আমায় লজ্জা দিচ্ছে।।২২।। আমি যে ধার্মিক শ্রীমান বিভীষণকে তাড়িয়ে দিয়েছি তারই পরিণামে এই শোকাবহ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে।।২৩।। ইন্দ্রশত্রু ভাই কুম্ভকর্ণকে নিহত জেনে দশানন রাবণ অন্তরে বহুভাবে ব্যাকুল হয়ে অত্যন্ত আর্ত হয়ে দৈন্যের সঙ্গে বিলাপ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টষষ্ঠিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য পুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চ যুদ্ধযাত্রা, অঙ্গদেন নরান্তকস্য বিনাশশ্চ।

এবং বিলপমানস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। শ্রুত্বা শোকাভিভূতস্য ত্রিশিরা বাক্যমব্রবীৎ।। ১
এবমেব মহাবীর্যো হতো নস্তাতমধ্যমঃ। ন তু সৎপুরুষা রাজন্ বিলপন্তি যথা ভবান্।। ২
নূনং ত্রিভুবনস্যাপি পর্যাপ্তস্ত্বমসি প্রভো। স কস্মাৎ প্রাকৃত ইব শোচস্যাত্মানমীদৃশম্।। ৩
ব্রহ্মদত্তাস্তি তে শক্তিঃ কবচং সায়কো ধনুঃ। সহস্রখরসংযুক্তো রথো মেঘসমস্বনঃ।। ৪
ত্বয়া সকৃদ্ধি শস্ত্রেণ বিশস্তা দেব-দানবাঃ। স সর্বায়ুধসম্পন্নো রাঘবং শাস্তুমর্হসি।। ৫
কামং তিষ্ঠ মহারাজ নির্গমিষ্যাম্যহং রণে। উদ্ধরিষ্যামি তে শত্রূন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব।। ৬
শম্বরো দেবরাজেন নরকো বিষ্ণুনা যথা। তথাদ্য শয়িতা রামো ময়া যুধি নিপাতিতঃ।। ৭

উনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ

রাবণের পুত্র এবং ভ্রাতাদের যুদ্ধযাত্রা। অঙ্গদের দ্বারা নরান্তকের বিনাশ।

দুরাত্মা রাবণ শোকে অভিভূত হয়ে এই রকম বিলাপ করতে থাকলে তা শুনে ত্রিশিরা বললো—।।১।। আমাদের মহাবীর্যবান মেজোকাকা নিহত হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু হে রাজন, আপনার মতো সৎপুরুষেরা এই রকম বিলাপ তো করেন না।।২।। হে প্রভো, আপনি ত্রিভুবন জয় করতেও সমর্থ। তাহলে কেন আপনি সাধারণলোকের মতো আমাকে শোকে অভিভূত করছেন ?।।৩।। ব্রহ্মাপ্রদত্ত শক্তি, বর্ম, সায়ক এবং ধনু আপনার আছে। একহাজার গাধায় টানা রথ আপনার আছে। মেঘের মতো সেই রথের গর্জন।।৪।। শস্ত্র বিনাই আপনি দেবতা ও দানবদেরকে বহুবার শাস্তি দিয়েছেন। সেই আপনি এখন সর্ববিধ অস্ত্রে সজ্জিত। তাই আপনি এখন অনায়াসেই রামকে শাসন করতে পারেন।।৫।। মহারাজ আপনি এখন থাকুন। যুদ্ধের জন্য আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। গরুড় যেমন সর্পকুলকে ধ্বংস করে, আমিও তেমনি আপনার শত্রুদেরকে ধ্বংস করবো।।৬।। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে এবং বিষ্ণু যেমন নরকাসুরকে পরাজিত করে ছিলেন, তেমনি যুদ্ধে রামকে আমি নিপাতিত করবো।।৭।। ত্রিশিরার বাক্য শুনে রক্ষোরাজ রাবণ প্রেরিত হয়েই যেন নিজেকে আবার

শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ।। ৮
শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং দেবান্তক-নরান্তকৌ। অতিকায়শ্চ তেজস্বী বভূবুর্যুদ্ধহর্ষিতাঃ।। ৯
ততোঽহমহমিত্যেবং গর্জন্তো নৈর্ঋতর্ষভাঃ। রাবণস্য সুতা বীরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ।। ১০
অন্তরীক্ষগতাঃ সর্বে সর্বে মায়াবিশারদাঃ। সর্বে ত্রিদশদর্পঘ্নাঃ সর্বে সমরদুর্মদাঃ।। ১১
সর্বে সুবলসম্পন্নাঃ সর্বে বিস্তীর্ণ কীর্তয়ঃ। সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তে স্ম নির্জিতাঃ।। ১২
দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ। সর্বেঽস্ত্রবিদুষো বীরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
সর্বে প্রবরবিজ্ঞানাঃ সর্বে লব্ধবরাস্তথা।। ১৩
স তৈস্তথা ভাস্করতুল্যবর্চসৈঃ সুতৈর্বৃতঃ শত্রুবলশ্রিয়াদনৈঃ।
ররাজ রাজা মঘবান্ যথামরৈর্বৃতো মহাদানবদর্পনাশনৈঃ।। ১৪
স পুত্রান্ সম্পরিষ্বজ্য ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ। আশীর্ভিশ্চ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস বৈ রণে।। ১৫
যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ চাপি রাবণঃ। রক্ষণার্থং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে।। ১৬
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণঞ্চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে।। ১৭
সর্বৌষধীভির্গন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ। নির্জগ্মুর্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠাঃ ষডেতে যুদ্ধকাঙ্‌ক্ষিণঃ।। ১৮
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ। মহোদর-মহাপার্শ্বৌ নির্জগ্মুঃ কালচোদিতাঃ।। ১৯
ততঃ সুদর্শনং নাগং নীলজীমূতসন্নিভম্। ঐরাবতকুলে জাতমারুরোহ মহোদরঃ।। ২০
সর্বায়ুধসমাযুক্তস্তূণীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ। ররাজ গজমাস্থায় সবিতেবাস্তমূর্ধনি।। ২১
হয়োত্তমসমাযুক্তং সর্বায়ুধসমাকুলম্। আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ।। ২২
ত্রিশিরা রথমাস্থায় বিররাজ ধনুর্ধরঃ। সবিদ্যুদুল্কঃ সজ্বালঃ সেন্দ্রচাপ ইবাম্বুদঃ।। ২৩

জন্মগ্রহণ করেছে বলে মনে করলো।।৮।। ত্রিশিরার বাক্য শুনে দেবান্তক, নরান্তক এবং তেজস্বী অতিকায় যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হলো।।৯।। রাবণের পুত্রেরা ছিলো বীর। এবং ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী। সেই রাক্ষস বীরেরা 'আমি যাবো, আমি যাবো' বলে গর্জন করতে শুরু করলো।।১০।। তারা সকলেই অন্তরীক্ষে গমন করতে সমর্থ ছিলো। ছিলো ছলাকলায় নিপুণ। যুদ্ধে তারা ছিলো দুর্জয়। তারা সকলেই দেবতাদের দর্প বিনাশ করতে পারতো।।১১।। সবাই ছিলো যথেষ্ট বলবান, কীর্তি তাদের ছিলো বহুদূরপর্যন্ত প্রসারিত। যুদ্ধে গিয়ে তারা পরাজিত হয়েছে—এই কথা কেউই শোনে নি।।১২।। দেব-গন্ধর্ব-কিন্নর এবং মহাসর্পগণের দ্বারাও তারা ছিলো অপরাজেয়। তারা সবাই অস্ত্রবিদ্যায় নিষ্ণাত। বীর। এবং যুদ্ধে নিপুণ। বিজ্ঞানে তারা জ্ঞানী, ব্রহ্মার কাছে তারা বর লাভও করেছে।।১৩।। রাবণ তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন। শত্রুবলবিজয়ী বীরপুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ছিলো। যেন মহাদানবদের দর্পনাশী দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বসে আছেন !।।১৪।।পুত্রদেরকে রাবণ আলিঙ্গন করে অলঙ্কারে সাজিয়ে প্রশস্ত আশীর্বাদসহ যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলো।।১৫।। রাবণ যুদ্ধে কুমারদেরকে রক্ষার জন্য যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্ত নামক দুই ভাইকেও পাঠালো।।১৬।। বিশালদেহী তারা দু'জনে লোক-ভয়ঙ্কর মহাত্মা রাবণকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণাম করে প্রস্থান করলো।।১৭।। মহাবলশালী যুদ্ধাকাঙ্‌ক্ষী এই ছয়জন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্বৌষধি এবং গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত হয়েছিলো।।১৮।। ত্রিশিরা, অতিকায় দেবান্তক এবং নরান্তক মহোদর এবং মহাপার্শ্ব যেন কালপ্রেরিত হয়েই যাত্রা করলো *(মেঘনাদ ছাড়া ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর এবং মহাপার্শ্ব—এই ছয় জনও রাবণের পুত্র)* ।।১৯।। তারপর ঐরাবত-নামক শ্রেষ্ঠ-হস্তিকুলেজাত, নীল মেঘের মতো দেখতে সুদর্শন-নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলো মহোদর।।২০।। সে সর্ববিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হলো। তূণীর দ্বারাও অলঙ্কৃত হলো। হস্তীর ওপরে আরূঢ় তাকে অস্তাচলে আরূঢ় সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো।।২১।। রাবণপুত্র ত্রিশিরা শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করলো। সেটি শ্রেষ্ঠ অশ্বের দ্বারা ছিলো যোজিত। এবং সর্ববিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত *(ত্রিশিরা রাবণের এক পুত্র। তারই নামে ত্রিশিরপুরী তথা বর্তমানের ত্রিচিনোপল্লী)* ।।২২।। ধনু ধারণ করে ত্রিশিরা যখন রথে সমাসীন হয়ে বিরাজ করছিলো। তাকে উলকা অগ্নি এবং ইন্দ্রধনু-সমন্বিত মেঘের মতো মনে হচ্ছিলো।।২৩।। তিনটি কিরীটে শোভিত

ত্রিভিঃ কিরীটৈস্ত্রিশিরাঃ শুশুভে স রথোত্তমে। হিমবানিব শৈলেন্দ্রস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ।। ২৪
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রাক্ষসেন্দ্রসুতস্তদা। আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্।। ২৫
সুচক্রাক্ষং সুসংযুক্তং স্বনুকর্ষং সুকূবরম্। তূণীবাণাসনৈর্দীপ্তং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্।। ২৬
স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কিরীটেণ বিরাজাতা। ভূষণৈশ্চ বভৌ মেরুঃ প্রভাভিরিব ভাসয়ন্।। ২৭
স ররাজ রথে তস্মিন্ রাজসূনুর্মহাবলঃ। বৃতো নৈঋতশার্দূলৈর্বজ্রপাণিরিবামরৈঃ।। ২৮
হয়মুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং শ্বেতং কনকভূষণম্। মনোজবং মহাকায়মারুরোহ নরান্তকঃ।। ২৯
গৃহীত্বা প্রাসমুল্কাভং বিররাজ নরান্তকঃ। শক্তিমাদায় তেজস্বী গুহঃ শিখিগতো যথা।। ৩০
দেবান্তকঃ সমাদায় পরিঘং হেমভূষণম্। পরিগৃহ্য গিরিং দৌর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিডম্বয়ন্।। ৩১
মহাপার্শ্বো মহাতেজা গদামাদায় বীর্যবান্। বিররাজ গদাপাণিঃ কুবের ইব সংযুগে।। ৩২
তে প্রতস্থুর্মহাত্মানোঽমরাবত্যাঃ সুরা ইব। তান্ গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ রথৈশ্চাম্বুদনিঃস্বনৈঃ।। ৩৩
অনুৎপেতুর্মহাত্মানো রাক্ষসাঃ প্রবরায়ুধাঃ। তে বিরেজুর্মহাত্মানঃ কুমারাঃ সূর্যবর্চসঃ।। ৩৪
কিরীটিনঃ শ্রিয়া জুষ্টা গ্রহা দীপ্তা ইবাম্বরে। প্রগৃহীতা বভৌ তেষাং শস্ত্রাণামাবলিঃ সিতা।। ৩৫
শরদভ্রপ্রতীকাশা হংসাবলিরিবাম্বরে। মরণং বাপি নিশ্চিত্য শত্রূণাং বা পরাজয়ম্।। ৩৬
ইতি কৃত্বা মতিং বীরাঃ সঞ্জগ্মুঃ সংযুগার্থিনঃ। জগর্জুশ্চ প্রণেদুশ্চ চিক্ষিপুশ্চাপি সায়কান্।। ৩৭
জগৃহুশ্চ মহাত্মানো নির্যান্তো যুদ্ধদুর্মদাঃ। ক্ষ্বেডিতাস্ফোটিতানাং বৈ সঞ্চচালেব মেদিনী।। ৩৮
রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ সংস্ফোটিতমিবাম্বরম্। তেঽভিনিষ্ক্রম্য মুদিতা রাক্ষসেন্দ্রা মহাবলাঃ।। ৩৯

হয়ে উত্তম রথে ত্রিশিরা বেশ শোভা পাচ্ছিলো। যেন তিনটি সোনার পাহাড় নিয়ে শৈলরাজ হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে।।২৪।। তখন ধনুর্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজপুত্র, অতি তেজস্বী অতিকায় নামক দানবশ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করলো।।২৫।। সেই রথের চাকা, অক্ষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ, অনুকর্ষ এবং কূবর সবই ছিলো ভালো। তূণী, বাণ, ধনুর দ্বারা দীপ্ত এই রথে প্রাস, অসি এবং পরিঘ নামক অস্ত্রগুলিও সজ্জিত ছিলো *(অনুকর্ষ—আকর্ষণ। কূবর—রথের অঙ্গবিশেষ, জোরালো)*।।২৬।। সোনার তৈরী সুন্দর মুকুট সে পরেছে। পরেছে বহুবিধ অলঙ্কার। তাদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে মেরুপর্বতের মতো সে শোভা পাচ্ছিলো।।২৭।। এই মহাবলশালী রাজপুত্র সেই রথে অবস্থান করছিলো। চারদিকে রাক্ষসবীরেরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। যেন দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বজ্রহস্ত ইন্দ্র সেখানে বিরাজ করছেন।।২৮।। সোনায় ভূষিত উচ্চৈঃশ্রবের মতো বিশাল দেহ অশ্বের ওপর নরান্তক আরোহণ করলো। মনের মতো দ্রুত ছিলো তার গতি।।২৯।। নরান্তক উলকার মতো প্রাস অস্ত্র ধারণ করে বিরাজ করছিলো। কার্তিকেয় বুঝি ময়ূরের পৃষ্ঠে বসে আছেন।।৩০।। দেবান্তক সোনায় ভূষিত একটি পরিঘ নিয়ে দাঁড়ালো। যেন সমুদ্র মন্থনকালে বিষ্ণুর দুই বাহুর দ্বারা মন্দরপর্বতকে ধারণ করার অনুকরণ সে করছিলো।।৩১।। মহাতেজস্বী বীর্যবান মহাপার্শ্ব গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধে গদাহস্ত কুবেরের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৩২।। স্বর্গ হতে দেবগণের মতোই তারা সব যাত্রা করলো। তাদের সঙ্গে মেঘগর্জনের মতো শোনা গেলো হস্তী, অশ্ব, এবং রথের গর্জন।।৩৩।। ভালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহাবীর রাক্ষসেরা তাদের অনুগমন করতে লাগলো। কুমারেরা ঐভাবে যখন বিরাজ করছে তখন সূর্যের মতো কিরণ তাদের দেহ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিলো।।৩৪।। মুকুট ধারণ করেছে তারা সবাই আকাশে উজ্জ্বল গ্রহরাজির মতো সৌন্দর্যে তাদের সমুজ্জ্বল দেখছিলো সে সময়ে। শুভ্র ঝকঝকে অস্ত্র তারা ধারণ করেছে।।৩৫।। শরৎকালীন মেঘের মতো শুভ্র অস্ত্রনিচয়কে আকাশে উড়ে বেড়ানো হংসের মতো দেখাচ্ছিলো। সেই বীরেরা স্থির করলো হয় মরণ, নয় শত্রুদের পরাজয় অবলম্বন করতে হবে।।৩৬।। মনে মনে সঙ্কল্প করে ঐ বীরেরা যুদ্ধ করার অভিলাষে চলে গেলো। গর্জন করছিলো তারা। নিনাদ করছিলো। নিক্ষেপ করছিলো শরও।।৩৭।। যুদ্ধোন্মত্ত তারা যখন যাচ্ছিলো তখন তাদের আস্ফালন এবং গর্জনে বসুধা যেন বিচলিত হচ্ছিলো।।৩৮।। রাক্ষসদের সিংহনাদে আকাশ যেন বিদীর্ণ হচ্ছিলো। মহাবলশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠরা আনন্দে এইভাবে নির্গত হলো।।৩৯।। এগিয়ে গিয়ে তারা দেখলো শিলাময়পর্বতের অংশ নিয়ে বানরবাহিনী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। মহাবীর

দদৃশুর্বানরানীকং সমুদ্যতশিলানগম্। হরয়োঽপি মহাত্মানো দদৃশূ রাক্ষসং বলম্।। ৪০
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্। নীলজীমূতসঙ্কাংশ সমুদ্যতমহায়ুধম্।। ৪১
দীপ্তানলরবিপ্রখ্যৈর্নৈঋতৈঃ সর্বতো বৃতম্। তদ্ দৃষ্ট্বা বলমায়াতং লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৪২
সমুদ্যতমহাশৈলাঃ সম্প্রণেদুর্মুহুর্মুহুঃ। অমৃষ্যমাণা রক্ষাংসি প্রতিনর্দন্ত বানরাঃ।। ৪৩
ততঃ সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য রক্ষোগণা বানরযূথপানাম্।
অমৃষ্যমাণাঃ পরহর্ষমুগ্রং মহাবলা ভীমতরং প্রণেদুঃ।। ৪৪
তে রাক্ষসবলং ঘোরং প্রবিশ্য হরিযূথপাঃ। বিচেরুরুদ্যতৈঃ শৈলৈর্নগাঃ শিখরিণো যথা।। ৪৫
কেচিদাকাশমাবিশ্য কেচিদুর্বাং প্লবঙ্গমাঃ। রক্ষঃসৈন্যেষু সংক্রুদ্ধাঃ কেচিদ্ দ্রুমশিলায়ুধাঃ।। ৪৬
দ্রুমাংশ্চ বিপুলস্কন্ধান্ গৃহ্য বানরপুঙ্গবাঃ। তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং রক্ষোবানরসঙ্কুলম্।। ৪৭
তে পাদপশিলাশৈলৈশ্চক্রুবৃষ্টিমনুপমাম্। বাণৌঘৈর্বার্যমাণাশ্চ হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ।। ৪৮
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ। শিলাভিশ্চূর্ণয়ামাসুর্যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ।। ৪৯
নির্জঘ্নুঃ সংযুগে ক্রুদ্ধাঃ কবচাভরণাবৃতান্। কেচিদ্ রথগতান্ বীরান্ গজবাজিগতানপি।। ৫০
নির্জঘ্নুঃ সহসাপ্লুত্য যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ। শৈলশৃঙ্গান্বিতাঙ্গাস্তে মুষ্টিভির্বান্তলোচনাঃ।। ৫১
চেলু ঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ তত্র রাক্ষসপুঙ্গবাঃ। রাক্ষসাশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিদুঃ কপিকুঞ্জরান্।। ৫২
শূলমুদ্গরখড়্গৈশ্চ জঘ্নুঃ প্রাসৈশ্চ শক্তিভিঃ। অন্যোন্যং পাতয়ামাসুঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ।। ৫৩
রিপুশোণিতদিগ্ধাঙ্গাস্তত্র বানররাক্ষসাঃ। ততঃ শৈলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিসৃষ্টৈর্হরিরাক্ষসৈঃ।। ৫৪

বানরেরাও রাক্ষসসেনাকে দেখলো।।৪০।। রাক্ষসসেনারা হস্তী, অশ্ব এবং রথ নিয়ে চলেছে। শত শত কিঙ্কিণী তাতে ছিলো বাঁধা। সেগুলি বেজে চলছিলো। রাক্ষসদের সেনাবাহিনী নীলমেঘের মতো দেখতে। সেনাদের হাতে উদ্যত অস্ত্র।।৪১।। প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের মতো ভাস্বর রাক্ষসদের দ্বারা সেই সৈন্যবাহিনী সব দিকে পরিবৃত ছিলো। সেই সৈন্যবাহিনীকে বানরেরা আসতে দেখলো।।৪২।। বিরাট শিলাখণ্ড নিয়ে তারা যুদ্ধে উদ্যত। মুহুর্মুহুঃ তারা গর্জন করছে। রাক্ষসদের গর্জন সহ্য করতে না পেরে বানরেরা প্রতিগর্জন করে উঠলো।।৪৩।। অতঃপর বানর দলপতিদের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধ্বনি শুনে তা সহ্য করতে না পেরে মহাবলবান রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দে আরো ভয়ঙ্কর ধ্বনি দিতে লাগলো।।৪৪।। সেই বানর দলপতিরা ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে চূড়া-সমন্বিত পর্বতের মতো করতে লাগলো বিচরণ। হাতে রয়েছে তাদের উদ্যত পর্বতখণ্ড ।।৪৫।। বানরদের মধ্যে কেউ কেউ আকাশে উঠে গিয়ে কেউ বা ভূতলে অবস্থান করতে লাগলো। কেউ কেউ গাছ এবং শিলাখণ্ড অস্ত্ররূপে নিয়ে খুব রেগে রাক্ষস সেনাদের মধ্যে বিচরণ করতে শুরু করলো।।৪৬।। কোনো কোনো বানরবীর বিশাল স্কন্দ-সমন্বিত বৃক্ষ হাতে তুলে নিয়েছে। রাক্ষস এবং বানরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো।।৪৭।। বানরেরা গাছপালা, পাথরের এবং পাহাড়ের টুকরো এমনভাবে বর্ষণ করতে লাগলো যে তার তুলনা হয় না। রাক্ষসেরা বাণরাশি নিক্ষেপ করে ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী বানরদের বাধা দিতে লাগলো।।৪৮।। যুদ্ধে রাক্ষস ও বানরেরা সিংহনাদ করতে লাগলো। শিলার আঘাতে রাক্ষসদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে লাগলো বানরেরা।।৪৯।। বানরগণ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে বর্মাবৃত রাক্ষসদের হত্যা করলো। আবার কোনো কোনো বানর রথস্থ এবং হস্তী ও অশ্বের পৃষ্ঠস্থিত রাক্ষসদেরকেও করলো নিধন।।৫০।। বানরেরা হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে এসে পাহাড়ের চূড়া এবং যষ্টির দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করতে লাগলো।।৫১।। রাক্ষসবীরদের চোখ তখন ভেতরে ঢুকে গেলো। শব্দ করতে করতে কাঁদতে কাঁদতে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো। রাক্ষসেরাও ধারালো বাণের দ্বারা বানরবীরদেরকে বিদীর্ণ করতে লাগলো।।৫২।। বানর এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে জয় করবার অভিলাষে শূল, মুগুর, খড়্গ, প্রাস এবং শক্তির দ্বারা ধ্বংস করতে লাগলো।।৫৩।। বানর এবং রাক্ষসেরা পরস্পর শত্রুতায় রক্তাক্ত দেহ। অতঃপর বানরেরা পাহাড় ছুঁড়ে দিতে লাগলো।।৫৪।। মুহূর্তের মধ্যেই রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো মাটি। বানরদের দ্বারা মর্দিত হচ্ছিলো

মুহূর্তেনাবৃতা ভূমিরভবচ্ছোণিতোক্ষিতা। বিকীর্ণৈঃ পর্বতাকারৈ রক্ষোভিরভিমর্দিতৈঃ।
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা তদা যুদ্ধমদাম্বিতৈঃ।। ৫৫
আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যমাণাশ্চ ভগ্নশৈলাশ্চ বানরাঃ। পুনরঙ্গৈস্তদা চক্রুরাসন্না যুদ্ধমদ্ভুতম্।। ৫৬
বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নুস্তে নৈর্ঋতর্ষভাঃ। রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব জঘ্নুস্তে বানরা অপি।। ৫৭
আক্ষিপ্য চ শিলাঃ শৈলাঞ্জঘ্নুস্তে রাক্ষসাস্তদা। তেষাং চাচ্ছিদ্য শস্ত্রাণি জঘ্নূ রক্ষাংসি বানরাঃ।। ৫৮
নির্জঘ্নুঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ বিভিদুশ্চ পরস্পরম্। সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ।। ৫৯
ছিন্নবর্মতনুত্রাণা রাক্ষসা বানরৈর্হতাঃ। রুধিরং প্রসৃতাস্তত্র রসসারমিব দ্রুমাঃ।। ৬০
রথেন চ রথঞ্চাপি বারণেনাপি বারণম্। হয়েন চ হয়ং কেচিন্নির্জঘ্নুর্বানরা রণে।। ৬১
ক্ষুরপ্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ভল্লৈশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ। রাক্ষসা বানরেন্দ্রাণাং বিভিদুঃ পাদপান্ শিলাঃ।। ৬২
বিকীর্ণাঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ দ্রুমচ্ছিন্নৈশ্চ সংযুগে। হতৈশ্চ কপিরক্ষোভির্দুর্গমা বসুধাভবৎ।। ৬৩
তে বানরা গর্বিতহৃষ্টচেষ্টাঃ সংগ্রামমাসাদ্য ভয়ং বিমুচ্য।
যুদ্ধং স্ম সর্বে সহ রাক্ষসৈস্তে নানায়ুধাশ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ।। ৬৪
তস্মিন্প্রবৃত্তে তুমুলে বিমর্দে প্রহৃষ্যমাণেষু বলীমুখেষু।
নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু মহর্ষয়ো দেবগণাশ্চ নেদুঃ।। ৬৫
ততো হয়ং মারুততুল্যবেগমারুহ্য শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।
নরান্তকো বানরসৈন্যমুগ্রং মহার্ণবং মীন ইবাবিবেশ।। ৬৬
স বানরান্ সপ্ত শতানি বীরঃ প্রাসেন দীপ্তেন বিনির্বিভেদ।
একঃ ক্ষণেনেন্দ্ররিপুর্মহাত্মা জঘান সৈন্যং হরিপুঙ্গবানাম্।। ৬৭
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্। চরন্তং হরিসৈন্যেষু বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ।। ৬৮
স তস্য দদৃশে মার্গো মাংসশোণিতকর্দমঃ। পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতঃ।। ৬৯

পর্বতাকায় রাক্ষসেরা। যুদ্ধে মদোন্মত্ত হয়ে তারা রণক্ষেত্রে বহুদিকে ছড়িয়ে পড়লো।।৫৫।। বানরেরা পাহাড় ভেঙে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে লাগলো। এবার তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৫৬।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা বানরদের দ্বারা বানরদের হত্যা করতে লাগলো। বানরেরাও রাক্ষসদের দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করতে লাগলো।।৫৭।। সেই রাক্ষসেরা তখন শিলা-নিক্ষেপ করে পাহাড়গুলিকে ভাঙতে লাগলো। বানরেরা রাক্ষসদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সেই অস্ত্র দিয়েই তাদের হত্যা করছে।।৫৮।। রাক্ষস এবং বানরেরা যুদ্ধে পাহাড়ের চূড়া দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করছে। সিংহনাদে গর্জন করছে।।৫৯।। বানরদের দ্বারা হত হয়েছে রাক্ষসেরা। তাদের অঙ্গরক্ষার বর্ম বিদীর্ণ হয়ে গেছে। শরীর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। গাছ হতে নির্যাস ক্ষরিত হচ্ছে যেন।।৬০।। যুদ্ধে কোনো কোনো বানর রথ দিয়ে রথকে, হস্তী দিয়ে হস্তীকে এবং অশ্ব দিয়ে অশ্বকে ধ্বংস করছিলো।।৬১।। বানর বীরগণ গাছ এবং শিলা দিয়ে আক্রমণ চালাতে লাগলো। রাক্ষসেরা ক্ষুরপ্র, অর্ধচন্দ্র, ভল্ল এবং তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা সেগুলিকে বিদীর্ণ করে দিলো।।৬২।। সেই সব বিকীর্ণ পর্বত অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বৃক্ষ এবং মৃত বানর ও রাক্ষসদের পরিত্যক্ত দেহের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের ভূতল দুর্গম হয়ে উঠলো।।৬৩।। বানরেরা ছিলো গর্বিত। এবং হৃষ্টচিত্ত। বলবান তারা। নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভয় পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৬৪।। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো সেখানে। বানরেরা খুব আনন্দিত। রাক্ষসেরা নিহত হতে থাকায় মহর্ষি এবং দেবতাগণও আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।।৬৫।। নরান্তক নামক রাক্ষস অতঃপর বায়ুর মতো বেগবান অশ্বে আরোহণ করে তীক্ষ্ণ শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করে মহাসমুদ্রে মৎস্যের মতো উগ্র বানর সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলো।।৬৬।। ইন্দ্রশত্রু, মহাশক্তিশালী বীর নরান্তক ক্ষণকালের মধ্যেই দীপ্ত প্রাস অস্ত্রের দ্বারা সাতশত বানরবীরকে বিদ্ধ করে হত্যা করলো।।৬৭।। বিদ্যাধর নামক উপদেবতাগণ এবং মহর্ষিরা সেই মহাত্মা রাক্ষসকে অশ্বপৃষ্ঠে বানরসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখলেন।।৬৮।। তার বিচরণপথে দেখা গেলো মাংস আর রক্তের কাদা। পর্বতাকার বানরদের দ্বারা ভূতল ঢাকা পড়ে গেছে।।৬৯।। বানরবীরেরা যখনই পালিয়ে যাবার বুদ্ধি করলো, তখনি নরান্তক

যাবদ্ বিক্রমিতুং বুদ্ধিং চক্রুঃ প্লবগপুঙ্গবাঃ। তাবদেতানতিক্রম্য নির্বিভেদ নরান্তকঃ।। ৭০
জ্বলন্তং প্রাসমুদ্যম্য সংগ্রামাগ্রে নরান্তকঃ। দদাহ হরিসৈন্যানি বনানীব বিভাবসুঃ।। ৭১
যাবদুৎপাটয়ামাসুর্বৃক্ষান্ শৈলান্ বনৌকসঃ। তাবৎ প্রাসহতাঃ পেতুর্বজ্রকৃত্তা ইবাচলাঃ।। ৭২
দিক্ষু সর্বাসু বলবান্ বিচচার নরান্তকঃ। প্রমৃদ্নন্ সর্বতো যুদ্ধে প্রাবৃট্‌কালে যথানিলঃ।। ৭৩
ন শেকুর্ধাবিতুং বীরা ন স্থাতুং স্পন্দিতুং ভয়াৎ। উৎপতন্তং স্থিতং যান্তং সর্বান্ বিব্যাধ বীর্যবান্।। ৭৪
একেনান্তককল্পেন প্রাসেনাদিত্যতেজসা। ভগ্নানি হরিসৈন্যানি নিপেতুর্ধরণীতলে।। ৭৫
বজ্রনিষ্পেষসদৃশং প্রাসস্যাভিনিপাতনম্। ন শেকুর্বানরাঃ সোঢুং তে বিনেদুর্মহাস্বনম্।। ৭৬
পততাং হরিবীরাণাং রূপাণি প্রচকাশিরে। বজ্রভিন্নাগ্রকূটানাং শৈলানাং পততামিব।। ৭৭
যে তু পূর্বং মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণেন পাতিতাঃ। তে স্বস্থা বানরশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীবমুপতস্থিরে।। ৭৮
প্রেক্ষমাণঃ স সুগ্রীবো দদৃশে হরিবাহিনীম্। নরান্তকভয়ত্রস্তাং বিদ্রবন্তীং যতস্ততঃ।। ৭৯
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা স দদর্শ নরান্তকম্। গৃহীতপ্রাসমায়ান্তং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্।। ৮০
দৃষ্ট্বোবাচ মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ। কুমারমঙ্গদং বীরং শক্রতুল্যপরাক্রমম্।। ৮১
গচ্ছৈনং রাক্ষসং বীরং যোঽসৌ তুরগমাস্থিতঃ। ক্ষোভয়ন্তং হরিবলং ক্ষিপ্রং প্রাণৈর্বিযোজয়।। ৮২
স ভর্তুর্বচনং শ্রুত্বা নিষ্পপাতাঙ্গদস্তদা। অনীকান্মেঘসঙ্কাশাদংশুমানিব বীর্যবান্।। ৮৩
শৈলসঙ্ঘাতসঙ্কাশো হরীণামুত্তমোঽঙ্গদঃ। ররাজাঙ্গদসন্নদ্ধঃ সধাতুরিব পর্বতঃ।। ৮৪
নিরায়ুধো মহাতেজাঃ কেবলং নখদংষ্ট্রবান্। নরান্তকমভিক্রম্য বালিপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ।। ৮৫
তিষ্ঠ কিং প্রাকৃতৈরেভির্হরিভিস্ত্বং করিষ্যসি। অস্মিন্ বজ্রসমস্পর্শং প্রাসং ক্ষিপ মমোরসি।। ৮৬

তাদের পথ আটকে বিদ্ধ করতে লাগলো।।৭০।। অগ্নি যেমন বনসমূহকে দগ্ধ করেন তেমনি। নরান্তক জ্বলন্ত প্রাস অস্ত্র নিয়ে বানর সৈন্যদেরকে দগ্ধ করতে লাগলো।।৭১।। বনবাসী বানরেরা যখনই বৃক্ষ এবং পর্বত উপড়ে নিতে যাচ্ছিলো তখনই বজ্রের দ্বারা ছিন্ন পর্বতের মতো তারা প্রাসের দ্বারা নিহত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো।।৭২।। বর্ষাকালে বায়ু যেমন ঝড়ে সকলদিকের সব কিছুকে বিপর্যস্ত করে তেমনি বলশালী নরান্তক যুদ্ধক্ষেত্রে সকল দিকে সবাইকে মথিত করে বিচরণ করতে লাগলো।।৭৩।। বীর বানরেরা দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলো না, ভয়ে নিস্পন্দ হয়ে স্থিরভাবে থাকতেও পারলো না, যারা পালাচ্ছে, যারা বসে আছে এবং যারা চলছে তাদের সবাইকেই বীর্যবান নরান্তক অস্ত্রে বিদ্ধ করলো।।৭৪।। সূর্যের মতো তেজঃসম্পন্ন যমতুল্য একটি প্রাস বানরসৈন্যদের তছনছ করে ভূতলে নিপাতিত হলো।।৭৫।। বজ্রের নিষ্পেষণের মতো সেই প্রাসের আঘাত সেই বানরেরা সহ্য করতে না পেরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠলো।।৭৬।। সেসময়ে বানরেরা যখন মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো তখন তাদেরকে দেখাচ্ছিলো ভগ্ন শৃঙ্গ এবং পতিত পর্বতের মতো।।৭৭।। কুম্ভকর্ণ যে মহাত্মা বানরদেরকে পূর্বে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছিলো, সেই বানরশ্রেষ্ঠেরা তখন সুস্থ হয়ে সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলো।।৭৮।। সুগ্রীব দেখলো নরান্তকের ভয়ে বানরবাহিনী ইতস্ততঃ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।।৭৯।। নিজের সেনাবাহিনীকে পালিয়ে যেতে দেখে সুগ্রীব দেখলো দূর হতে প্রাস হাতে নিয়ে ঘোড়ার পীঠে চড়ে নরান্তক এইদিকেই আসছে।।৮০।। এই ঘটনা দেখে বানরাধিপতি মহাতেজস্বী সুগ্রীব ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী বীর কুমার অঙ্গদকে বললো—।।৮১।। এই যে বীর রাক্ষস অশ্বে আরোহণ করে বানরবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করছে। শীগ্‌গির গিয়ে তার প্রাণ বিনাশ করো।।৮২।। রাজার আদেশ মেনে নিয়ে বীর্যবান অঙ্গদ তখন মেঘপুঞ্জ হতে সূর্যের মতো বানর বাহিনী হতে বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৮৩।। সেসময়ে সমুন্নত পর্বতমালার মতো দেখাচ্ছিলো বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে। বাহুভূষণে ভূষিত হওয়ায় ধাতুরাগরঞ্জিত পর্বতের মতো সে বিরাজ করছিলো।।৮৪।। বালিপুত্র অঙ্গদ নিরস্ত্র হলেও ছিলো মহাতেজস্বী। নখ আর দাঁতই ছিলো তার অস্ত্র। সে নরান্তকের কাছে গিয়ে বললো—।।৮৫।। দাঁড়াও! এই নগণ্য বানরদের মেরে তুমি কি করবে? প্রাস অস্ত্রের স্পর্শ বজ্রের মতো। সেটি আমার বুকে নিক্ষেপ করো।।৮৬।। অঙ্গদের কথা শুনে নরান্তক

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রচুক্রোধ নরান্তকঃ। সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং নিঃশ্বস্য চ ভুজঙ্গবৎ।
অভিগম্যাঙ্গদং ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং নরান্তকঃ।। ৮৭
স প্রাসমাবিধ্য তদাঙ্গদায় সমুজ্জ্বলন্তং সহসোৎসসর্জ।
স বালিপুত্রোরসি বজ্রকল্পে বভূব ভগ্নো ন্যপতচ্চ ভূমৌ।। ৮৮
তং প্রাসমালোক্য তদা বিভগ্নং সুপর্ণকৃত্তোরগভোগকল্পম্।
তলং সমুদ্যম্য স বালিপুত্রস্তুরঙ্গমস্যাভিজঘান মূর্ধ্নি।। ৮৯
নিমগ্নপাদৈঃ স্ফুটিতাক্ষিতারো নিষ্ক্রান্তজিহ্বোঽচলসন্নিকাশঃ।
স তস্য বাজী নিপপাত ভূমৌ তলপ্রহারেণ বিকীর্ণমূর্ধা।। ৯০
নরান্তকঃ ক্রোধবশং জগাম হতং তুরঙ্গং পতিতং সমীক্ষ্য।
স মুষ্টিমুদ্যম্য মহাপ্রভাবো জঘান শীর্ষে যুধি বালিপুত্রম্।। ৯১
অথাঙ্গদো মুষ্টিবিশীর্ণমূর্ধা সুস্রাব তীব্রং রুধিরং ভৃশোষ্ণম্।
মুহুর্বিজজ্বাল মুমোহ চাপি সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বিসিস্মিয়ে চ।। ৯২
অথাঙ্গদো মৃত্যুসমানবেগং সংবর্ত্য মুষ্টিং গিরিশৃঙ্গকল্পম্।
নিপাতয়ামাস তদা মহাত্মা নরান্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ।। ৯৩
স মুষ্টিনির্ভিন্ননিমগ্নবক্ষা জ্বালা বমন্ শোণিতদিগ্ধগাত্রঃ।
নরান্তকো ভূমিতলে পপাত যথাচলো বজ্রনিপাতভগ্নঃ।। ৯৪
তদান্তরীক্ষে ত্রিদশোত্তমানাং বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদঃ।
বভূব তস্মিন্নিহতেঽগ্র্যবীর্যে নরান্তকে বালিসুতেন সংখ্যে।। ৯৫
অথাঙ্গদো রামমনঃ প্রহর্ষণং সুদুষ্করং তং কৃতবান্ হি বিক্রমম্।
বিসিস্মিয়ে সোঽপ্যথ ভীমকর্মা পুনশ্চ যুদ্ধে স বভূব হর্ষিতঃ।। ৯৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গঃ।

ভীষণ রেগে গেলো। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো আর সাপের মতো নিঃশ্বাস ফেললো। ক্রুদ্ধ নরান্তক বালিপুত্রের কাছে গেলো চলে।।৮৭।। সমুজ্জ্বল প্রাস অস্ত্র অঙ্গদের ওপর তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করলো। বালিপুত্র অঙ্গদের বজ্রতুল্য বুকে পড়ে সেটি ভেঙে গিয়ে শেষে মাটিতে পড়ে গেলো।।৮৮।। গরুড়ের দ্বারা টুকরো টুকরো করা সর্পের মতো হয়ে গেলো প্রাস নামক অস্ত্রটি। সেটিকে ভেঙে যেতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ তল নামক অস্ত্র তুলে নরান্তকের অশ্বের মস্তকে আঘাত করলো।।৮৯।। পাহাড়ের মতো তার সেই অশ্বটি তল নামক অস্ত্রের আঘাতে মাথা এলিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার পা-গুলি গেছে ভেঙে। চোখের তারা বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে গেছে জিভ।।৯০।। ঘোড়াটিকে মরে পড়ে যেতে দেখে নরান্তক খুব রেগে গেলো। মহাপ্রভাবশালী সে মুষ্টি তুলে বালিপুত্র অঙ্গদের মাথায় আঘাত করলো।।৯১।। মুষ্টির সেই আঘাতে অঙ্গদের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেলো। ফিনকি দিয়ে উষ্ণ রক্তধারা বেরিয়ে আসতে লাগলো। মুহূর্তকালের জন্য মূর্ছিত হয়ে আবার তৎক্ষণাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে সে প্রথমে বিস্মিত হলো, পরে রাগে জ্বলে উঠলো।।৯২।। অতঃপর বালিপুত্র মহাবীর অঙ্গদও মৃত্যুর মতো বেগবান এবং পর্বত শৃঙ্গের মতো সমুচ্চ মুষ্টির দ্বারা নরান্তকের বুকে আঘাত করলো।।৯৩।। সেই মুষ্টির আঘাতে বুক বিদীর্ণ হয়ে নীচে নেমে গেলো সে। আগুন বমি করতে লাগলো। রক্তাক্ত হয়ে গেলো তার শরীর। বজ্রাঘাতে গুঁড়িয়ে-যাওয়া পাহাড়ের মতো নরান্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।৯৪।। যুদ্ধে বালিপুত্র অঙ্গদের দ্বারা বীরাগ্রগণ্য নরান্তক নিহত হলে অন্তরীক্ষে দেবপ্রধানরা এবং ভূতলে বানরেরা তুমুল আনন্দধ্বনি করতে লাগলো।।৯৫।। অনন্তর অঙ্গদের এই দুষ্কর বিক্রমপ্রকাশে রামের মনে খুবই হর্ষ উপস্থিত হলো। আবার সে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ নিলো।।৯৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

হনুমতা ত্রিশিরো-দেবান্তয়োঃ, নীলেন মহোদরস্য, ঋষভেণ চ মহাপার্শ্বস্য বিনাশঃ।

নরান্তকং হতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুর্নৈর্ঋতর্ষভাঃ। দেবান্তকস্ত্রিমূর্ধা চ পৌলস্ত্যশ্চ মহোদরঃ।। ১
আরূঢো মেঘসঙ্কাশং বারণেন্দ্রং মহোদরঃ। বালিপুত্রং মহাবীর্যমভিদুদ্রাব বেগবান্।। ২
ভ্রাতৃব্যসনসন্তপ্তস্তদা দেবান্তকো বলী। আদায় পরিঘং ঘোরমঙ্গদং সমভিদ্রবৎ।। ৩
রথমাদিত্যসঙ্কাশং যুক্তং পরমবাজিভিঃ। আস্থায় ত্রিশিরা বীরো বালিপুত্রমথাভ্যগাৎ।। ৪
স ত্রিভির্দেবদর্পঘ্নৈ রাক্ষসেন্দ্রৈরভিদ্রুতঃ। বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাবিটপমঙ্গদঃ।। ৫
দেবান্তকায় তং বীরশ্চিক্ষেপ সহসাঙ্গদঃ। মহাবৃক্ষং মহাশাখং শক্রো দীপ্তামিবাশনিম্।। ৬
ত্রিশিরাস্তং প্রচিচ্ছেদ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। স বৃক্ষং কৃত্তমালোক্য উৎপপাত তদাঙ্গদঃ।। ৭
স ববর্ষ ততো বৃক্ষান্ শিলাশ্চ কপিকুঞ্জরঃ। তান্ প্রচিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধস্ত্রিশিরা নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৮
পরিঘাগ্রেণ তান্ বৃক্ষান্ বভঞ্জ স মহোদরঃ। ত্রিশিরাশ্চাঙ্গদং বীরমভিদুদ্রাব সায়কৈঃ।। ৯
গজেন সমভিদ্রুত্য বালিপুত্রং মহোদরঃ। জঘানোরসি সংক্রুদ্ধস্তোমরৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ।। ১০
দেবান্তকশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পরিঘেণ তদাঙ্গদম্। উপগম্যাভিহত্যাশু ব্যপচক্রাম বেগবান্।। ১১
স ত্রিভির্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠৈর্যুগপৎ সমভিদ্রুতঃ। ন বিব্যথে মহাতেজা বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।। ১২
স বেগবান্ মহাবেগং কৃত্বা পরমদুর্জয়ঃ। তলেন সমভিদ্রুত্য জঘানাস্য মহাগজম্।। ১৩
তস্য তেন প্রহারেণ নাগরাজস্য সংযুগে। পেততুর্নয়নে তস্য বিননাশ স কুঞ্জরঃ।। ১৪
বিষাণঞ্চাস্য নিষ্কৃষ্য বালিপুত্রো মহাবলঃ। দেবান্তকমভিদ্রুত্য তাড়য়ামাস সংযুগে।। ১৫

সপ্ততিতম (৭০) সর্গ

হনুমানের দ্বারা ত্রিশিরা এবং দেবান্তকের, নীলের দ্বারা মহোদরের এবং ঋষভের দ্বারা মহাপার্শ্বের বিনাশ।

নরান্তককে নিহত হতে দেখে রাক্ষসবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্ধা এবং পুলস্ত্যবংশধর মহোদর দুঃখে চীৎকার করতে লাগলো।।১।। বেগবান মহোদর মেঘের মতো হস্তিশ্রেষ্ঠের ওপর আরোহণ করে মহাবীর বালিপুত্র অঙ্গদের দিকে ধাবিত হলো।।২।। তখন ভ্রাতৃবধে সন্তপ্ত বলবান দেবান্তক ভীষণ পরিঘ অস্ত্র নিয়ে অঙ্গদের দিকে গেলো ছুটে।।৩।। বীর ত্রিশিরা রথে আরোহণ করে বালিপুত্র অঙ্গদের দিকে এগিয়ে গেলো। রথটি ছিলো সূর্যের মতো উজ্জ্বল। এবং উত্তম অশ্বের দ্বারা বাহিত।।৪।। দেবতাদেরো দর্পহারী তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অঙ্গদ বিশাল বিশাল ডালপালাসহ একটি বিরাট গাছ উপড়ে নিলো।।৫।। ইন্দ্র যেমন উজ্জ্বল বজ্র নিক্ষেপ করেন, ঠিক তেমনি বীর অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ বিশাল শাখাসহ বিরাট গাছটি দেবান্তকের দিকে ছুঁড়ে দিলো।।৬।। সাপের বিষের মতো বাণরাশির দ্বারা ত্রিশিরা গাছটিকে কেটে ফেললো। গাছটিকে কাটা হতে দেখে অঙ্গদ লাফিয়ে উঠলো।।৭।। বানরবীর তখন আরও গাছ এবং শিলাখণ্ড বর্ষণ করতে লাগলো। ত্রিশিরাও অত্যন্ত রেগে তীক্ষ্ণ বাণরাজির দ্বারা সেগুলিকে কেটে ফেলতে লাগলো।।৮।। একদিকে সেই মহোদর পরিঘ-অস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়ে সেই গাছগুলি ভেঙে দিলো। অন্যদিকে ত্রিশিরাও বাণ নিয়ে বীর অঙ্গদের দিকে তেড়ে গেলো।।৯।। মহোদর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হস্তীতে আরোহণ করে দ্রুত গিয়ে বজ্রের মতো তোমর-অস্ত্রের দ্বারা অঙ্গদের বুকে আঘাত হানলো *(জঘান + উরসি = আঘাত হানলো বুকে)*।।১০।। বেগবান দেবান্তকও আবার রেগে তখন অঙ্গদের কাছে গিয়ে পরিঘ-অস্ত্রের দ্বারা তাকে আঘাত করে তাড়াতাড়ি গেলো পালিয়ে।।১১।। তিনজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠের দ্বারা একসঙ্গে আক্রান্ত হয়েও মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যথা অনুভব করলো না।।১২।। অঙ্গদ ছিলো অত্যন্ত বেগবান। এবং পরম দুর্জয়। সত্বর সে গিয়ে তল-নামক অস্ত্রের দ্বারা মহোদরের বিশাল হস্তীকে আঘাত করলো।।১৩।। রণক্ষেত্রে তার সেই প্রহারের দ্বারা হস্তিরাজের চোখদু'টি পড়ে গেলো খসে। এইভাবে সেই হস্তীটির মৃত্যু হলো।।১৪।। মহাবলশালী বালিপুত্র অঙ্গদ এই হস্তীর দন্ত-উৎপাটিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবান্তকের দিকে ছুটে গিয়ে তাকে তাড়না করলো।।১৫।। তেজস্বী সেই রাক্ষস ঝড়ে বিপর্যস্ত বৃক্ষের মতো আহত

স বিহ্বলস্তু তেজস্বী বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ। লাক্ষারসসবর্ণঞ্চ সুস্রাব রুধিরং মহৎ।। ১৬
অথাশ্বস্য মহাতেজাঃ কৃচ্ছ্রাদ্ দেবান্তকো বলী। আবিধ্য পরিঘং বেগাদাজঘান তদাঙ্গদম্।। ১৭
পরিঘাভিহতশ্চাপি বানরেন্দ্রাত্মজস্তদা। জানুভ্যাং পতিতো ভূমৌ পুনরেবোৎপপাত হ।। ১৮
তমুৎপতন্তং ত্রিশিরাস্ত্রিভির্বাণৈরজিহ্মগৈঃ। ঘোরৈর্হরিপতেঃ পুত্রং ললাটেঽভিজঘান হ।। ১৯
ততোঽঙ্গদং পরিক্ষিপ্তং ত্রিভির্নৈর্ঋতপুঙ্গবৈঃ। হনূমানথ বিজ্ঞায় নীলশ্চাপি প্রতস্থতুঃ।। ২০
ততশ্চিক্ষেপ শৈলাগ্রং নীলস্ত্রিশিরসে তদা। তদ্ রাবণসুতো ধীমান্ বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ২১
তদ্বাণশতনির্ভিন্নং বিদারিতশিলাতলম্। সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত গিরেঃ শিরঃ।। ২২
স বিজৃম্ভিতমালোক্য হর্ষাদ্ দেবান্তকো বলী। পরিঘেণাভিদুদ্রাব মারুতাত্মজমাহবে।। ২৩
তমাপতন্তমুৎপত্য হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ। আজঘান তদা মূর্ধ্নি বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা।। ২৪
শিরসি প্রাহরদ্ বীরস্তদা বায়ুসুতো বলী। নাদেনাকম্পয়চ্চৈব রাক্ষসান্ স মহাকপিঃ।। ২৫
স মুষ্টিনিষ্পিষ্টবিভিন্নমূর্ধা নির্বান্তদন্তাক্ষিবিলম্বিজিহ্বঃ।
দেবান্তকো রাক্ষসরাজসূনুর্গতাসুরুর্ব্বাং সহসা পপাত।। ২৬
তস্মিন্ হতে রাক্ষসযোধমুখ্যে মহাবলে সংযতি দেবশত্রৌ।
ক্রুদ্ধস্ত্রিশীর্ষা নিশিতাস্ত্রমুগ্রং ববর্ষ নীলোরসি বাণবর্ষম্।। ২৭
মহোদরস্তু সংক্রুদ্ধঃ কুঞ্জরং পর্বতোপমম্। ভূয়ঃ সমধিরুহ্যাসু মন্দরং রশ্মিবানিব।। ২৮
ততো বাণময়ং বর্ষং নীলস্যোপর্যপাতয়ৎ। গিরৌ বর্ষং তড়িচ্চক্রচাপবানিব তোয়দঃ।। ২৯
ততঃ শরৌঘৈরভিবৃষ্যমাণো বিভিন্নগাত্রঃ কপিসৈন্যপালঃ।
নীলো বভূবাথ বিসৃষ্টগাত্রো বিষ্টম্ভিতস্তেন মহাবলেন।। ৩০

হলো। এবং লাক্ষারসের মতো প্রবলভাবে বমি করতে লাগলো রক্ত।।১৬।। অতঃপর আশ্বস্ত হয়ে বলবান মহাতেজস্বী দেবান্তক বহুকষ্টে সবেগে একটি পরিঘ-অস্ত্র তুলে নিয়ে অঙ্গদকে আঘাত করলো।।১৭।। বানরাধিপতির পুত্র অঙ্গদ পরিঘের দ্বারা আহত হয়ে হাঁটুদু'টি দিয়ে মাটিতে আশ্রয় নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো।।১৮।। বানররাজপুত্র অঙ্গদকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ত্রিশিরা তিনটি কুটিল বাণের দ্বারা তার ললাটে আঘাত করলো।।১৯।। তিনজন রাক্ষসবীরের দ্বারা অঙ্গদ আক্রান্ত জেনে হনুমান এবং নীল তার কাছে আসার জন্য দ্রুত রওনা হলো।।২০।। অতঃপর নীল ত্রিশিরার ওপর পাহাড়ের একটি চূড়া নিক্ষেপ করলো। বুদ্ধিমান রাবণ-পুত্র সেটি ধারালো বাণের দ্বারা করে দিলো বিদীর্ণ।।২১।। একশত বাণের দ্বারা সেই শিলাতল বিদীর্ণ হলো। পর্বত শিখরটি স্ফুলিঙ্গ এবং অগ্নি -শিখার সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো।।২২।। বলবান দেবান্তক ত্রিশিরার প্রয়াস দেখে একটি পরিঘ নিয়ে আনন্দে যুদ্ধে পবন-নন্দন হনুমানের দিকে ছুটে গেলো।।২৩।। বানরবীর হনুমান তাকে আক্রমণে উদ্যত দেখে লাফ দিয়ে তখন বজ্রের মতো মুষ্টির দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলেন।।২৪।। মহাকপি বায়ুপুত্র হনুমান তার মাথায় আঘাত করলেন। তখন রাক্ষসদের কাঁপিয়ে দিয়ে হনুমান গর্জন করে উঠলেন।।২৫।। তাঁর মুষ্টির আঘাতে দেবান্তকের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তার দাঁত আর চোখ এলো বেরিয়ে। জিভও বেরিয়ে এসে ঝুলে পড়লো। এইভাবে রাক্ষসরাজ-পুত্র দেবান্তক প্রাণত্যাগ করে হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।২৬।। মহাবলশালী রাক্ষসযোদ্ধাদের প্রধান সেই দেবশত্রু এই প্রকারে যুদ্ধে নিহত হলো। তখন ক্রুদ্ধ ত্রিশিরা নীলের বুকে উগ্র এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলো।।২৭।। মহোদর তখন গেলো ভীষণ রেগে। পর্বতের মতো সমুচ্চ হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করেছে মহোদর। তখন তাকে সূর্য মন্দরপর্বতের ওপরে উঠলে যেমন দেখায় তেমনিই দেখাচ্ছিলো।।২৮।। বিদ্যুৎ এবং ইন্দ্রধনু -সমন্বিত মেঘ যেমন পাহাড়ের ওপর অঝোরে বর্ষণ করে তেমনি মহোদরও নীলের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলো।।২৯।। মহাবলশালী মহোদরের শরসমূহ অবিরাম বর্ষিত হওয়ায় বানর সেনাপতি নীল অজ্ঞান হয়ে পড়লো। দেহ বিদীর্ণ হলো তার। অঙ্গ হলো ক্ষত-বিক্ষত (*বিষ্টম্ভিত—অজ্ঞান*)।।৩০।। একটু পরেই নীল চেতনালাভ করে গাছপালাসমেত একটি পাহাড় উপড়ে নিয়ে

ততস্তু নীলঃ প্রতিলব্ধসংজ্ঞঃ শৈলং সমুৎপাট্য সবৃক্ষখণ্ডম্।
ততঃ সমুৎপত্য মহোগ্রবেগো মহোদরং তেন জঘান মূর্ধ্নি।। ৩১
ততঃ স শৈলাভিনিপাতভগ্নো মহোদরস্তেন মহাদ্বিপেন।
ব্যামোহিতো ভূমিতলে গতাসুঃ পপাত বজ্রাভিহতো যথাদ্রিঃ।। ৩২
পিতৃব্যং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিশিরাশ্চাপমাদদে। হনূমন্তঞ্চ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৩৩
স বায়ুসূনুঃ কুপিতশ্চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ। ত্রিশিরাস্তচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভেদ বহুধা বলী।। ৩৪
তদ্ ব্যর্থং শিখরং দৃষ্ট্বা দ্রুমবর্ষং তদা কপিঃ। বিসসর্জ রণে তস্মিন্ রাবণস্য সুতং প্রতি।। ৩৫
তমাপতন্তমাকাশে দ্রুমবর্ষং প্রতাপবান্। ত্রিশিরা নিশিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চ ননাদ চ।। ৩৬
হনূমাংস্তু সমুৎপত্য হয়ং ত্রিশিরসস্তদা। বিদদার নখৈঃ ক্রুদ্ধো নাগেন্দ্রং মৃগরাড়িব।। ৩৭
অথ শক্তিং সমাসাদ্য কালরাত্রিমিবান্তকঃ। চিক্ষেপানিলপুত্রায় ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ।। ৩৮
দিবঃ ক্ষিপ্তামিবোল্কাং তাং শক্তিং ক্ষিপ্তামসঙ্গতাম্। গৃহীত্বা হরিশার্দূলো বভঞ্জ চ ননাদ চ।। ৩৯
তাং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশাং শক্তিং ভগ্নাং হনূমতা। প্রহৃষ্টা বানরগণা বিনেদুর্জলদা যথা।। ৪০
ততঃ খড়্গং সমুদ্যম্য ত্রিশিরা রাক্ষসোত্তমঃ। নিচখান তদা খড়্গং বানরেন্দ্রস্য বক্ষসি।। ৪১
খড়্গপ্রহারাভিহতো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। আজঘান ত্রিমূর্ধানং তলেনোরসি বীর্যবান্।। ৪২
স তলাভিহতস্তেন স্রস্তহস্তায়ুধো ভুবি। নিপপাত মহাতেজাস্ত্রিশিরাস্ত্যক্তচেতনঃ।। ৪৩
স তস্য পততঃ খড়্গং তমাচ্ছিদ্য মহাকপিঃ। ননাদ গিরিসঙ্কাশস্ত্রাসয়ন্ সর্বরাক্ষসান্।। ৪৪
অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমুৎপপাত নিশাচর। উৎপত্য চ হনূমন্তং তাড়য়ামাস মুষ্টিনা।। ৪৫
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সঞ্চুকোপ মহাকপিঃ। কুপিতশ্চ নিজগ্রাহ কিরীটে রাক্ষসর্ষভম্।। ৪৬

ভীষণ তীব্রবেগে মহোদরের দিকে লাফিয়ে গিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো।।৩১।। অনন্তর শৈল-নিপাতে মহোদর তার হস্তিসহ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেলো। বজ্রে আহত পর্বতের মতো হলো তার অবস্থা।।৩২।। কাকাকে নিহত হতে দেখে ত্রিশিরা হাতে তুলে নিলো ধনু। সে অত্যন্ত রেগে ধারালো শরের দ্বারা হনুমানকে বিদ্ধ করলো।।৩৩।। বায়ুপুত্র হনুমান রেগে পাহাড়ের চূড়া নিক্ষেপ করলেন। বীর ত্রিশিরা তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললো।।৩৪।। পাহাড়ের চূড়াটি ব্যর্থ হয়েছে দেখে সেই যুদ্ধে হনুমান রাবণের পুত্রের প্রতি গাছ ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।।৩৫।। কিন্তু প্রতাপশালী রাবণপুত্র ত্রিশিরা আপতশীল গাছগুলিকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আকাশেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে গর্জন করতে লাগলো।।৩৬।। সিংহ যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে হস্তিরাজকে নখের দ্বারা বিদারণ করে, তেমনি হনুমান লাফিয়ে উঠে ত্রিশিরার অশ্বগুলিকে নখ দিয়ে বিদীর্ণ করে ফেললেন।।৩৭।। অতঃপর রাবণপুত্র ত্রিশিরা কালরাত্রির মতো ভীষণ শক্তি-নামক অস্ত্রটি নিয়ে বায়ুপুত্র হনুমানের ওপর আঘাত হানলো।।৩৮।। বানরবীর হনুমান তখন আকাশ হতে উড়ে-আসা উলকার মতো অবাধগতিসম্পন্ন শক্তি-নামক অস্ত্রটিকে ঝাঁপিয়ে ধরে ভেঙে ফেললেন। এবং গর্জন করে উঠলেন।।৩৯।। হনুমান ভীষণ সেই শক্তি অস্ত্রকে ভেঙে ফেলেছেন দেখে বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মেঘের মতো গর্জন করে উঠলো।।৪০।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ত্রিশিরা এবার খড়্গ তুলে নিয়ে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের বক্ষে আঘাত হানলো।।৪১।। বীর্যবান বায়ুপুত্র হনুমান খড়্গের আঘাতে আহত হয়ে তল-নামক অস্ত্রের দ্বারা ত্রিশিরার বুকে আঘাত করলেন।।৪২।। তলের দ্বারা আহত হওয়ায় তার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে গেলো। মহাতেজস্বী ত্রিশিরা তখন চেতনা হারিয়ে মাটিতে গেলো পড়ে।।৪৩।। ত্রিশিরা এইভাবে পড়ে গেলে পর্বততুল্য দেহধারী মহাবানর হনুমান তার খড়্গ টেনে নিয়ে রাক্ষসদের সকলকে ত্রস্ত করে গর্জন করে উঠলেন।।৪৪।। হনুমানের সেই গর্জন সহ্য করতে না পেরে রাক্ষস ত্রিশিরা লাফিয়ে উঠলো। উঠেই সে মুষ্টির দ্বারা হনুমানকে তাড়না করলো।।৪৫।। মুষ্টিপ্রহারে মহাকপি হনুমান অত্যন্ত রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে সে রাক্ষসবীরের মুকুটটি ধারণ করলেন।।৪৬।। ইন্দ্র যেমন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথা বজ্রের দ্বারা কেটে ফেলেছিলেন,

স তস্য শীর্ষাণ্যসিনা শিতেন কিরীটজুষ্টানি সকুণ্ডলানি।
ক্রুদ্ধঃ প্রচিচ্ছেদ সুতোঽনিলস্য ত্বষ্টুঃ সুতস্যেব শিরাংসি শক্রঃ।। ৪৭
তান্যায়তাক্ষাণ্যগসন্নিভানি প্রদীপ্ত-বৈশ্বানরলোচনানি।
পেতুঃ শিরাংসীন্দ্ররিপোঃ পৃথিব্যাং জ্যোতীংষি মুক্তানি যথার্কমার্গাৎ।। ৪৮
তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ ত্রিশীর্ষে হনূমতা শক্রপরাক্রমেণ।
নেদুঃ প্লবঙ্গাঃ প্রচচাল ভূমী রক্ষাংস্যথো দুদ্রুবিরে সমন্তাৎ।। ৪৯
হতং ত্রিশিরসং দৃষ্ট্বা তথৈব চ মহোদরম্। হতৌ প্রেক্ষ্য দুরাধর্ষৌ দেবান্তক-নরান্তকৌ।। ৫০
চুকোপ পরমামর্ষী মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ। জগ্রাহার্চিষ্মতীঞ্চাপি গদাং সর্বায়সীং তদা।। ৫১
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তাং মাংসশোণিতফেনিলান্। বিরাজমানাং বিপুলাং শত্রুশোণিততর্পিতাম্।। ৫২
তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রাং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্। ঐরাবতমহাপদ্মসার্বভৌমভয়াবহাম্।। ৫৩
গদামাদায় সংক্রুদ্ধো মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ। হরীন্ সমভিদুদ্রাব যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।। ৫৪
অথর্ষভঃ সমুৎপত্য বানরো রাবণানুজম্। মত্তানীকমুপাগম্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী।। ৫৫
তং পুরস্তাৎ স্থিতং দৃষ্ট্বা বানরং পর্বতোপমম্। আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো গদয়া বজ্রকল্পয়া।। ৫৬
স তয়াভিহতস্তেন গদয়া বানরর্ষভঃ। ভিন্নবক্ষাঃ সমাধূতঃ সুস্রাব রুধিরং বহু।। ৫৭
স সম্প্রাপ্য চিরাৎ সংজ্ঞামৃষভো বানরেশ্বরঃ। ক্রুদ্ধো বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো মহাপার্শ্বমুদৈক্ষত।। ৫৮
স বেগবান্ বেগবদভ্যুপেত্য তং রাক্ষসং বানরবীরমুখ্যঃ।
সংবর্ত্য মুষ্টিং সহসা জঘান্ বাহ্বন্তরে শৈলনিকাশরূপঃ।। ৫৯
স কৃত্তমূলঃ সহসেব বৃক্ষঃ ক্ষিতৌ পপাত ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ।
তাং চাস্য ঘোরাং যমদণ্ডকল্পাং গদাং প্রগৃহ্যাশু তদা ননাদ।। ৬০

তেমনি ক্রুদ্ধ পবনপুত্র হনুমানও সেই ত্রিশিরার কুণ্ডল এবং কিরীট-শোভিত তিনটি মাথা ধারালো তরবারি দিয়ে কেটে ফেললেন।।৪৭।। তখন ইন্দ্রশত্রু ত্রিশিরার আয়ত চক্ষুযুক্ত মস্তকগুলি আকাশ থেকে খসে-পড়া জ্যোতিষকের মতো ভূমিতে গেলো পড়ে। পর্বতের মতো বিশাল ছিলো তার মস্তক তিনটি। আর প্রদীপ্ত আগুনের মতো ছিলো তার চোখ।।৪৮।। সেই দেবশত্রু ত্রিশীর্ষ ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী হনুমানের দ্বারা নিহত হলে বসুন্ধরা বিকম্পিত হলো। বানরেরা করে উঠলো গর্জন। রাক্ষসেরা চারদিকে পালিয়ে গেলো।।৪৯।। ত্রিশিরা নিহত হলো, তেমনি মহোদর, দুর্ধর্ষ দেবান্তক এবং নরান্তকও হলো নিহত।।৫০।। এইসব দেখে অসহিষ্ণু, মত্ত রাক্ষসবীর মহাপার্শ্ব একটি গদা তুলে নিলো। গদাটি পূরো লোহার তৈরী। এবং বেশ উজ্জ্বল।।৫১।। গদাটি সোনার বরণ কাপড়ে ঢাকা। মাংস এবং রক্তের ফেনা সেখানে লেগে আছে। শত্রুরক্তে তর্পিত হয়েছে বিশাল গদাটি।।৫২।। গদার অগ্রভাগটি তেজের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে প্রদীপ্ত। রক্তপুষ্পের মালার দ্বারা বিভূষিত। ঐরাবত, মহাপদ্ম এবং সার্বভৌম নামক দিগ্‌গজগণের কাছে ভয়াবহ ছিলো এই গদা।।৫৩।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মত্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই গদাটি নিয়ে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো বানরদের দিকে ধাবিত হলো।।৫৪।। তারপর বলবান বানরবীর ঋষভ লাফিয়ে উঠে রাবণের ছোটোভাই মহাপার্শ্বের কাছে গিয়ে তার সামনে অবস্থান করলো।।৫৫।। পাহাড়ের মতো বিশালদেহী বানরকে সামনে উপস্থিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ মহাপার্শ্ব বজ্রতুল্য গদা দিয়ে তার বুকে আঘাত করলো।।৫৬।। বানরবীর ঋষভ সেই গদার আঘাতে ভীষণভাবে আহত হলো। তার বুক গেলো বিদীর্ণ হয়ে। ভয়ঙ্করভাবে রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো।।৫৭।। বানরেশ্বর ঋষভ অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করলো। রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। মহাপার্শ্বের দিকে তাকাতে লাগলো।।৫৮।। পাহাড়ের মতো বিশালদেহী ছিলো ঋষভ। বানরবীরদের মধ্যে সে ছিলো প্রধান। সহসা সবেগে সে উঠে দাঁড়িয়ে মুষ্টি উদ্যত করে সেই রাক্ষসের দুইবাহুর মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থলে আঘাত হানলো।।৫৯।। গোড়া-কাটা গাছের মতো সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে গেলো পড়ে। তার অঙ্গের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন ঋষভ যমদণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর গদাটি শীগ্‌গির হাতে তুলে নিয়ে গর্জন করতে লাগলো।।৬০।। দেবশত্রু রাক্ষস মহাপার্শ্ব মুহূর্তমাত্র মৃতবৎ পড়ে ছিলো। হঠাৎ সে চেতনা ফিরে পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সন্ধ্যাকালীন

মুহূর্তমাসীৎ স গতাসুকল্পঃ প্রত্যাগতাত্মা সহসা সুরারিঃ।
উৎপত্য সন্ধ্যাভ্রসমানবর্ণস্তং বারিরাজাত্মজমাজঘান।। ৬১
স মূর্ছিতো ভূমিতলে পপাত মুহূর্তমুৎপত্য পুনঃ সসংজ্ঞঃ।
তামেব তস্যাদ্রিবরাদ্রিকল্পাং গদাং সমাবিধ্য জঘান সংখ্যে।। ৬২
সা তস্য রৌদ্রা সমুপেত্য দেহং রৌদ্রস্য দেবাধ্বরবিপ্রশত্রোঃ।
বিভেদ বক্ষঃ ক্ষতজঞ্চ ভূরি সুস্রাব ধাত্বম্ভ ইবাদ্রিরাজঃ।। ৬৩
অভিদুদ্রাব বেগেন গদাং তস্য মহাত্মনঃ। তাং গৃহীত্বা গদাং ভীমামাবিধ্য চ পুনঃ পুনঃ।। ৬৪
মত্তানীকং মহাত্মা স জঘান রণমূর্ধনি। স স্বয়া গদয়া ভগ্নো বিশীর্ণদশনেক্ষণঃ।। ৬৫
নিপপাত তদা মত্তো বজ্রাহত ইবাচলঃ। বিশীর্ণনয়নো ভূমৌ গতসত্ত্বে গতায়ুষি।
পতিতে রাক্ষসে তস্মিন্ বিদ্রুতং রাক্ষসং বলম্।। ৬৬
তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি রাবণস্য তন্নৈর্ঋতানাং বলমর্ণবাভম্।
ত্যক্তায়ুধং কেবলজীবিতার্থং দুদ্রাব ভিন্নার্ণবসন্নিকাশম্।। ৬৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

মেঘের মতো তার বর্ণ। সে তৎক্ষণাৎ বরুণপুত্র ঋষভকে আঘাত করলো *(বারিরাজ—জলাধিপতি বরুণ)*।।৬১।। মূর্ছিত হয়ে সে তখন ভূতলে পতিত হলো। আবার চেতনা ফিরে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর গদা তুলে নিয়ে সেও মহাপার্শ্বকে আঘাত করলো। পর্বতরাজ হিমালয়ের কাছে একটি পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো গদাটিকে।।৬২।। দেবতা, যক্ষ এবং ব্রাহ্মণের শত্রু সেই ভীষণ রাক্ষসের দেহের ওপর সেই ভীষণ গদা পতিত হলো। তার বুক বিদীর্ণ হলো। হিমাচলের ধাতুমিশ্রিত জলধারার মতো তার ক্ষতস্থান থেকে অজস্রধারায় ক্ষরিত হতে লাগলো রক্ত।।৬৩।। সেই মহাশক্তিধর রাক্ষস মহাপার্শ্বের ভীষণ গদাটি গ্রহণ করে ঋষভ বাংরবার বেগে ঘোরাতে লাগলো।।৬৪।। রণোন্মাদনায় মত্ত হয়ে শক্তিশালী ঋষভ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত মহাপার্শ্বকে আবার আঘাত করলো। মহাপার্শ্ব এভাবে নিজের গদাতেই আহত হলো। তার দাঁত এবং চোখ বিদীর্ণ হয়ে গেলো।।৬৫।। যুদ্ধরত মহাপার্শ্ব তখন প্রাণহীন হয়ে বজ্রাহত পর্বতের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার চোখদু'টি বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তাকে এইভাবে পতিত হতে দেখে রাক্ষস-সেনাবাহিনী পালাতে লাগলো।।৬৭।। *(৬৭ শ্লোকের পর কোনো কোনো সংস্করণে আরও দশটি (১০) শ্লোক আছে। এইগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং পরে সংযোজিত বলে অনুমান করে ঐগুলিকে এই সংস্করণে ত্যাগ করা হলো)*

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্ততিতম (৭০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

যুদ্ধায় রাবণপুত্রস্য অতিকায়স্যাগমনম্, লক্ষ্মণেন তস্য সংহারশ্চ।

স্ববলং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্। ভ্রাতৃংশ্চ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শক্রতুল্যপরাক্রমান্।। ১
পিতৃব্যৌ চাপি সন্দৃশ্য সমরে সন্নিপাতিতৌ। যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসোত্তমৌ।। ২

একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ

যুদ্ধের জন্য রাবণপুত্র অতিকায়ের গমন। লক্ষ্মণের দ্বারা তার সংহার।

রাবণের বিশাল সেনাবাহিনী দেখে অন্যদের লোম খাড়া হয়ে যেতো। সেই সৈন্যবাহিনী আজ পরাজিত হলো। ইন্দ্রের মতো পরাক্রম ছিলো ভ্রাতাদের। তাঁদেরও নিহত হতে দেখলো রাবণপুত্র অতিকায়।।১।। দুই কাকাকে এবং রাক্ষসদের মধ্যে উত্তম যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্ত দুই ভাইকেও যুদ্ধে নিপীড়িত হতে সে দেখলো।।২।। ব্রহ্মার প্রদত্ত বরে সে যুদ্ধে মহাতেজস্বী এবং দেবতা ও দানবদের

চুকোপ চ মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরো যুধি। অতিকায়োঽদ্রিসঙ্কাশো দেব-দানবদর্পহা।। ৩
স ভাস্করসহস্রস্য সঙ্ঘাতমিব ভাস্বরম্। রথমারুহ্য শক্রারিরভিদুদ্রাব বানরান্।। ৪
স বিস্ফার্য তদা চাপং কিরীটী মৃষ্টকুণ্ডলঃ। নাম সংশ্রাবয়ামাস ননাদ চ মহাস্বনম্।। ৫
তেন সিংহপ্রণাদেন নামবিশ্রাবণেন চ। জ্যাশব্দেন চ ভীমেন ত্রাসয়ামাস বানরান্।। ৬
তে দৃষ্ট্বা দেহমাহাত্ম্যং কুম্ভকর্ণোঽয়মুত্থিতঃ। ভয়ার্তা বানরাঃ সর্বে সংশ্রয়ন্তে পরস্পরম্।। ৭
তে তস্য রূপমালোক্য যথা বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমে। ভয়াদ্ বানরযোধাস্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ।। ৮
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য বানরা মূঢচেতসঃ। শরণ্যং শরণং জগ্মুর্লক্ষ্মণাগ্রজমাহবে।। ৯
ততোঽতিকায়ং কাকুৎস্থো রথস্থং পর্বতোপমম্। দদর্শ ধন্বিনং দূরাদ্ গর্জন্তং কালমেঘবৎ।। ১০
স তং দৃষ্ট্বা মহাকায়ং রাঘবস্তু সুবিস্মিতঃ। বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ।। ১১
কোঽসৌ পর্বতসঙ্কাশো ধনুষ্মান্ হরিলোচনঃ। যুক্তে হয়সহস্রেণ বিশালে স্যন্দনে স্থিতঃ।। ১২
স এষ নিশিতৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ প্রাস-তোমরৈঃ। অর্চিষ্মদ্ভির্বৃতো ভাতি ভূতৈরিব মহেশ্বরঃ।। ১৩
কালজিহ্বাপ্রকাশাভির্য এষোঽতিবিরাজতে। আবৃতো রথশক্তীভির্বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ।। ১৪
ধনূংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্বশঃ। শোভয়ন্তি রথশ্রেষ্ঠং শক্রচাপমিবাম্বরম্।। ১৫
য এষ রক্ষঃশার্দূলো রণভূমিং বিরাজয়ন্। অভ্যেতি রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনাদিত্যবর্চসা।। ১৬
ধ্বজশৃঙ্গপ্রতিষ্ঠেন রাহুণাভিবিরাজতে। সূর্যরশ্মিপ্রভৈর্বাণৈর্দিশো দশ বিরাজয়ন্।। ১৭
ত্রিনতং মেঘনির্হ্রাদং হেমপৃষ্ঠমলঙ্কৃতম্। শতক্রতুধনুঃপ্রখ্যং ধনুশ্চাস্য বিরাজতে।। ১৮
সধ্বজঃ সপতাকশ্চ সানুকর্ষো মহারথঃ। চতুঃসাদিসমাযুক্তো মেঘস্তনিতনিঃস্বনঃ।। ১৯

দর্পহরণকারী। অতিকায় পাহাড়ের মতোই বিশালকায়। এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেলো সে।।৩।। ইন্দ্রশত্রু অতিকায় রথে চড়ে বানরদেরকে তাড়া করলো। সহস্র সূর্যের সম্মিলিত দীপ্তির মতো ভাস্বর ছিলো রথটি।।৪।। মাথায় মুকুট এবং কানে কুণ্ডল সে পরে আছে। ধনু আন্দোলিত করে নিজের নাম সবাইকে শুনিয়ে সে গর্জন করতে লাগলো।।৫।। তার সিংহনাদ, নাম এবং ভীষণ জ্যা-ধ্বনি শুনে বানরেরা গেলো ভয় পেয়ে।।৬।। তার দেহের বিশালতা দেখে ঐ কুম্ভকর্ণ উঠে এসেছে ভেবে বানরেরা আর্ত হয়ে একে অপরকে আশ্রয় করতে লাগলো।।৭।। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের মতো তার ঐ রূপ। দেখে ভয়ে বানরসৈন্যেরা এদিক সেদিক পালাতে লাগলো।।৮।। রাক্ষস অতিকায়কে পেয়ে বানরেরা মনে মনে বোকা বনে গেলো। তারা তখন যুদ্ধে আশ্রয়স্বরূপ লক্ষ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করলো।।৯।। তারপর রাম দূর হতেই পর্বতোপম অতিকায়কে দেখলেন। সে রথে আরূঢ়। হাতে ধনু। কালো মেঘের মতো গর্জন করে চলেছে।।১০।। বিশালদেহী রাক্ষসকে দেখে রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বানরদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বিভীষণকে বললেন—।।১১।। সহস্র অশ্বযুক্ত বিরাট রথে বসে আছে, ধনু রয়েছে হাতে, পর্বতের মতো বিশালদেহী সিংহের মতো চোখ— এ কে ?।।১২।। সে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ শূল, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রাস এবং তোমরাদি অস্ত্রের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছে। ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহেশ্বরের মতো শোভা পাচ্ছে। এর পরিচয় কি ?।।১৩।। মহাকালের জিহ্বার মতো ভীষণ দেখতে ! মেঘ যেমন বিদ্যুতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিদ্যুদ্‌বেষ্টিত মেঘের মতো তাকে দেখাচ্ছে।।১৪।। তার ধনুগুলির পৃষ্ঠদেশ সোনায় মোড়া। ধনুসমূহ দিয়ে রথটির সব দিক সাজানো। ইন্দ্রধনু-সমন্বিত আকাশের মতো শোভা পাচ্ছে সেই শ্রেষ্ঠ রথ।।১৫।। রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাক্ষসবীর সূর্যের মতো উজ্জ্বল রথে চড়ে রণভূমিকে আলো করে এগিয়ে আসছে।।১৬।। তার রথের ধ্বজশৃঙ্গে রাহুর চিত্র অঙ্কিত। সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণে দশদিক আলোকিত করে সে শোভা পাচ্ছে।।১৭।। ইন্দ্রের ধনুর মতো এই ধনু তিন জায়গায় নত। মেঘের মতো তার টঙ্কার। পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণমণ্ডিত।।১৮।। তার এই বিশাল রথটি নানা চিহ্ন এবং পতাকায় শোভিত। যথাযথ গতি-সমন্বিত চারটি ঘোড়া সেটিকে টানছে। চলার সময় মেঘের মতো তার গর্জন।।১৯।। ঐ রথে আটত্রিশটি তূণ

বিংশতির্দশ চাষ্টৌ চ তূণাস্য রথমাস্থিতাঃ। কার্মুকাণি চ ভীমানি জ্যাশ্চ কাঞ্চনপিঙ্গলাঃ।। ২০
দ্বৌ চ খড়্গী চ পার্শ্বস্থৌ প্রদীপৌ পার্শ্বশোভিতৌ। চতুর্হস্তৎসরুচিতৌ ব্যক্তহস্তদশায়তৌ।। ২১
রক্তকণ্ঠগুণো ধীরো মহাপর্বতসন্নিভঃ। কালঃ কালমহাবক্ত্রো মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ।। ২২
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাভ্যাং ভুজাভ্যামেষ শোভতে। শৃঙ্গাভ্যামিব তুঙ্গাভ্যাং হিমবান্ পর্বতোত্তমঃ।। ২৩
কুণ্ডলাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভাতি বক্ত্রং সুভীষণম্। পুনর্বস্বন্তরগতং পরিপূর্ণো নিশাকরঃ।। ২৪
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো ত্বমেনং রাক্ষসোত্তমম্। যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ।। ২৫
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণামিততেজসা। আচচক্ষে মহাতেজা রাঘবায় বিভীষণঃ।। ২৬
দশগ্রীবো মহাতেজা রাজা বৈশ্রবণানুজঃ। ভীমকর্মা মহাত্মা হি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ২৭
তস্যাসীদ্ বীর্যবান্ পুত্রো রাবণপ্রতিমো বলে। বৃদ্ধসেবী শ্রুতিধরঃ সর্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ।। ২৮
অশ্বপৃষ্ঠে নাগপৃষ্ঠে খঙ্গে ধনুষি কর্ষণে। ভেদে সান্ত্বে চ দানে চ নয়ে মন্ত্রে চ সম্মতঃ।। ২৯
যস্য বাহুং সমাশ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্ভয়া। তনয়ং ধান্যমালিন্যা অতিকায়মিমং বিদুঃ।। ৩০
এতেনারাধিতো ব্রহ্মা তপসা ভাবিতাত্মনা। অস্ত্রাণি চাপ্যবাপ্তানি রিপবশ্চ পরাজিতাঃ।। ৩১
সুরাসুরৈরবধ্যত্বং দত্তমস্মৈ স্বয়ম্ভুবা। এতচ্চ কবচং দিব্যং রথশ্চ রবিভাস্বরঃ।। ৩২
এতেন শতশো দেবা দানবাশ্চ পরাজিতাঃ। রক্ষিতানি চ রক্ষাংসি যক্ষাশ্চাপি নিষূদিতাঃ।। ৩৩
বজ্রং বিষ্টম্ভিতং যেন বাণৈরিন্দ্রস্য ধীমতা। পাশঃ সলিলরাজস্য যুদ্ধে প্রতিহতস্তথা।। ৩৪
এষোঽতিকায়ো বলবান্ রাক্ষসানামথর্ষভঃ। স রাবণসুতো ধীমান্ দেব-দানবদর্পহা।। ৩৫

সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রয়েছে ধনু এবং স্বর্ণবর্ণ ভীষণ সব জ্যা।।২০।। ঝকঝকে দুটি খড়্গ দু'পাশে শোভা পাচ্ছে। চতুর্হস্তপরিমিত মুষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছে ঐ খড়্গগুলি দশহস্ত দীর্ঘ।।২১।। ঐ রাক্ষসের দেহ বিশাল পর্বতের মতো সমুন্নত। ধৈর্য গুণান্বিত সে। তার গলায় রয়েছে রক্তপুষ্পের মালা। যমের মতো ভয়ঙ্কর তার মুখ। তাকে মেঘের আড়ালে সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো।।২২।। তার বাহুদু'টি সোনার কেয়ূরে ভূষিত। উঁচু দু'টি শিখরসহ শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের মতো সে শোভা পাচ্ছিলো।।২৩।। উভয় কানে দু'টি কুণ্ডলের দ্বারা তার ভীষণ মুখটি জ্বলজ্বল করছে। পুনর্বসু নক্ষত্রদু'টির মধ্যে যেন পূর্ণচন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে।।২৪।। যাকে দেখে বানরেরা সবাই দিগ্‌বিদিকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, হে বীর, এই উত্তম রাক্ষসটি কে তা আমায় বলো।।২৫।। অমিততেজা রাজপুত্র রামচন্দ্র এইকথা বলায় মহাতেজস্বী বিভীষণ রামচন্দ্রকে বাক্য বললো।।২৬।। কুবেরের অনুজ হলো রাক্ষস-রাজ দশগ্রীব। মহাতেজস্বী তিনি। মহাশক্তিধর। ভীষণকর্মা হলো সেই রাবণ।।২৭।। সেই রাবণেরই পুত্র এই বীর্যবান রাক্ষস। শক্তিতে রাবণেরই মতো। বৃদ্ধসেবী ও শ্রুতিধর সে। অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।২৮।। অশ্বপৃষ্ঠে এবং হস্তিপৃষ্ঠে খড়্গ এবং ধনু আকর্ষণে সে সুনিপুণ। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড বিষয়ক রাজনীতিশাস্ত্রে এবং মন্ত্রণায় সুদক্ষ সে।।২৯।। এরই বাহুবলের ওপর নির্ভর করে লঙ্কা নির্ভয় হয়ে আছে। বিশালদেহী সে। তার মা ধন্যমালিনী। জেনে রাখুন, এই হচ্ছে এর পরিচয়।।৩০।। ব্রহ্মাকে এই অতিকায় কঠোরভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে আরাধনা করেছে। ফলে তাঁর কাছ হতে অস্ত্রলাভ করে শত্রুদেরকে করেছে পরাজিত।।৩১।। দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা এ অবধ্য হবে— এই বর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা একে দিয়েছেন। আরও দিয়েছেন দিব্য কবচ। এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই রথ।।৩২।। শত শত দেবতা এবং দানবকে পরাজিত করেছে এ। যক্ষদের ধ্বংস করেছে। রাক্ষসদের রক্ষা করেছে *(নিষূদিতাঃ—নিহত হয়েছে)*।।৩৩।। এই ধীমান অতিকায় যুদ্ধে বাণ মেরে ইন্দ্রের বজ্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। জলাধিপতি বরুণের পাশকে করেছে প্রতিহত।।৩৪।। বলবান এই অতিকায় রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সেই রাবণপুত্র ধীমান অতিকায়। দেবতা এবং দানবের সে দর্পহারী।।৩৫।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, একে ধ্বংস করার জন্য তাই আপনি সত্বর প্রয়াস করুন। বাণের দ্বারা এ পূর্ব হতেই

তদস্মিন্ ক্রিয়তাং যত্নঃ ক্ষিপ্রং পুরুষপুঙ্গবঃ। পুরা বানরসৈন্যানি ক্ষয়ং নয়তি সায়কৈঃ।। ৩৬
ততোঽতিকায়ো বলবান্ প্রবিশ্য হরিবাহিনীম্। বিস্ফারয়ামাস ধনুর্ননাদ চ পুনঃ পুনঃ।। ৩৭
তং ভীমবপুষাং দৃষ্ট্বা রথস্থং রথিনাং বরম্। অভিপেতুর্মহাত্মানঃ প্রধানা যে বনৌকসঃ।। ৩৮
কুমুদো দ্বিবিদো মৈন্দো নীলঃ শরভ এব চ। পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ যুগপৎ সমভিদ্রবন্।। ৩৯
তেষাং বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ। অতিকায়ো মহাতেজাশ্চিচ্ছেদাস্ত্রবিদাং বরঃ।। ৪০
তাংশ্চৈব সর্বান্ স হরীন্ শরৈঃ সর্বায়সৈর্বলী। বিব্যাধাভিমুখান্ সংখ্যে ভীমকায়ো নিশাচরঃ।। ৪১
তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ ভিন্নগাত্রাঃ পরাজিতাঃ। ন শেকুরতিকায়স্য প্রতিকর্তুং মহাহবে।। ৪২
তৎ সৈন্যং হরিবীরাণাং ত্রাসয়ামাস রাক্ষসঃ। মৃগযূথমিব ক্রুদ্ধো হরির্যৌবনদর্পিতঃ।। ৪৩
স রাক্ষসেন্দ্রো হরিযূথমধ্যে নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ।
উৎপত্য রামং স ধনুঃকলাপী সগর্বিতং বাক্যমিদং বভাষে।। ৪৪
রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণির্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।
যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্।। ৪৫
তৎ তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য চুকোপ সৌমিত্রিরমিত্রহন্তা।
অমৃষ্যমাণশ্চ সমুৎপপাত জগ্রাহ চাপঞ্চ ততঃ স্ময়িত্বা।। ৪৬
ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিরুৎপত্য তূণাদাক্ষিপ্য সায়কম্। পুরস্তাদতিকায়স্য বিচকর্ষ মহদ্ধনুঃ।। ৪৭
পূরয়ন্ স মহীং সর্বামাকাশং সাগরং দিশঃ। জ্যাশব্দো লক্ষ্মণস্যোগ্রস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্।। ৪৮
সৌমিত্রেশ্চাপনির্ঘোষং শ্রুত্বা প্রতিভয়ং তদা। বিসিস্মিয়ে মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী।। ৪৯
তদাতিকায়ঃ কুপিতো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমুত্থিতম্। আদায় নিশিতং বাণমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৫০
বালস্ত্বমসি সৌমিত্রে বিক্রমেষ্ববিচক্ষণঃ। গচ্ছ কিং কালসঙ্কাশং মাং যোধয়িতুমিচ্ছসি।। ৫১

বানরসৈন্যদের বিনাশ করছে।।৩৬।। অনন্তর বলবান অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে ধনু আস্ফালন করে বারংবার গর্জন করতে লাগলো।।৩৭।। ভয়ঙ্করদেহী রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিকায়কে রথে আরূঢ় দেখে শক্তিশালী প্রধান বানরেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৩৮।। গাছ এবং পাহাড়ের চূড়া নিয়ে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল এবং শরভ একসঙ্গেই তাকে আক্রমণ করলো।।৩৯।। অতিকায় ছিলো মহাতেজস্বী। এবং অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ। সে সোনায় মোড়া বাণরাশির দ্বারা তাদের নিক্ষিপ্ত গাছ আর পাহাড়গুলিকে কেটে ফেললো।।৪০।। যুদ্ধে তার দিকে যারা ছুটে আসছিলো সেই সব বানরদেরকে আগাগোড়া লোহার তৈরী শরের দ্বারা বিদ্ধ করলো বলবান, ভয়ঙ্করদেহী সেই রাক্ষস।।৪১।। বানরেরা অতঃপর বাণবর্ষণে পীড়িত হয়ে পরাজিত হলো। মহাযুদ্ধে অতিকায়কে প্রতিরোধ করতে তারা সমর্থ হলো না।।৪২।। ক্রুদ্ধ যৌবনদর্পিত সিংহ যেমন হরিণের পালকে ত্রস্ত করে, তেমনি ঐ রাক্ষস অতিকায় বানরবীরদের সৈন্যবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুললো।৪৩।। বানরদলের মধ্যে যারা যুদ্ধ করছিলো না সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তাদের কাউকে আঘাত করে নি। ধনু ও তূণধারী সে। রামের উদ্দেশ্যে গর্বের সঙ্গে বললো— ।।৪৪।। ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে এই আমি রথে বসে রৈলাম। সাধারণ কোনো বানরের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো না। যার শক্তি আছে, যুদ্ধ করার ইচ্ছা আছে, সে এইখানে এসে আজ শীগ্‌গির আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক।।৪৫।। তার কথা শুনে শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ গেলেন রেগে। সহ্য করতে না পেরে একটু হেসে তিনি ধনু হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।।৪৬।। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তূণ হতে বাণ টেনে নিয়ে অতিকায়ের সামনেই বিরাট ধনুটি আকর্ষণ করলেন।।৪৭।। লক্ষ্মণের ধনুর টঙ্কারে পৃথিবী, আকাশ, সাগর এবং সকলদিক পূর্ণ হয়ে গেলো। রাক্ষসেরা হলো ভীত।।৪৮।। লক্ষ্মণের ধনুর ভীতিদায়ক শব্দ শুনে মহাতেজস্বী বলবান রাক্ষসপুত্র অতিকায় বিস্মিত হলো।।৪৯।। লক্ষ্মণকে উঠতে দেখে কুপিত হয়ে অতিকায় তখন তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করে বললো— ।।৫০।। ওহে সৌমিত্রে, তুমি তো ছেলেমানুষ ! যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশে তুমি বিচক্ষণ নও। যমের মতো ভয়াবহ আমার সঙ্গে তুমি কেন যুদ্ধ করতে চাইছো। চলে যাও।।৫১।। আমার বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের বেগ হিমালয়, আকাশ এবং ধরিত্রীও সহ্য করতে

নহি মদ্বাহসৃষ্টানাং বাণানাং হিমবানপি। সোঢমুৎসহতে বেগমন্তরিক্ষমথো মহী।। ৫২
সুখপ্রসুপ্তং কালাগ্নিং বিবোধয়িতুমিচ্ছসি। ন্যস্য চাপং নিবর্তস্ব প্রাণান্ন জহি মদ্গতঃ।। ৫৩
অথবা ত্বং প্রতিস্তব্ধো ন নিবর্তিতুমিচ্ছসি। তিষ্ঠ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গমিষ্যসি যমক্ষয়ম্।। ৫৪
পশ্য মে নিশিতান্ বাণান রিপুদর্পনিষূদনান্। ঈশ্বরায়ুধসঙ্কাশাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণান্।। ৫৫
এষ তে সর্পসঙ্কাশো বাণঃ পাস্যতি শোণিতম্। মৃগরাজ ইব ক্রুদ্ধো নাগরাজস্য শোণিতম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধঃ শরং ধনুষি সন্দধে।। ৫৬
শ্রুত্বাতিকায়স্য বচঃ সরোষং সগর্বিতং সংযতি রাজপুত্রঃ।
স সঞ্চুকোপাতিবলো মনস্বী উবাচ বাক্যঞ্চ ততো মহার্থম্।। ৫৭
ন বাক্যমাত্রেণ ভবান্ প্রধানো ন কত্থনাৎ সৎপুরুষা ভবন্তি।
ময়ি স্থিতে ধন্বিনি বাণপাণৌ নিদর্শয়স্বাত্মবলং দুরাত্মন্।। ৫৮
কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি। পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ।। ৫৯
সর্বায়ুধসমাযুক্তো ধন্বী ত্বং রথমাস্থিতঃ। শরৈর্বা যদি বাপ্যস্ত্রৈর্দর্শয়স্ব পরাক্রমম্।। ৬০
ততঃ শিরস্তে নিশিতৈঃ পাতয়িষ্যাম্যহং শরৈঃ। মারুতঃ কালসম্পক্বং বৃন্তাৎ তালফলং যথা।। ৬১
অদ্য তে মামকা বাণাস্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ। পাস্যন্তি রুধিরং গাত্রাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্।। ৬২
বালোঽয়মিতি বিজ্ঞায় ন চাবজ্ঞাতুমর্হসি। বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে।। ৬৩
বালেন বিষ্ণুনা লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাস্ত্রিবিক্রমৈঃ। লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
অতিকায়ঃ প্রচুক্রোধ বাণং চোত্তমমাদদে।। ৬৪
ততো বিদ্যাধরা ভূতা দেবা দৈত্যা মহর্ষয়ঃ। গুহ্যকাশ্চ মহাত্মানস্তদ্ যুদ্ধং দ্রষ্টুমাগমন্।। ৬৫
ততোঽতিকায়ঃ কুপিতশ্চাপমারোপ্য সায়কম্। লক্ষ্মণায় প্রচিক্ষেপ সংক্ষিপন্নিব চাম্বরম্।। ৬৬

পারে না।।৫২।। সুখে ঘুমিয়ে আছে যে কালাগ্নি তাকে তুমি জাগাতে চাইছো ? ধনু ফেলে দিয়ে ফিরে যাও। আমার হাতে প্রাণ হারিয়ো না।।৫৩।। কিংবা অহঙ্কার করে যদি ফিরে যেতে না চাও, তাহলে দাঁড়াও। প্রাণত্যাগ করে যমের বাড়ীই চলে যাও।।৫৪।। আমার ধারালো বাণগুলি দেখো। এগুলি শত্রুর দর্প বিনাশ করে। সোনায়-মোড়া এই অস্ত্রগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের হাতের অস্ত্রেরই মতো।।৫৫।। ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজের রক্তপান করে তেমনি সাপের মতো এই বাণ তোমার রক্ত পান করবে। এই কথা বলে অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুতে শর-সন্ধান করলো।।৫৬।। রাজপুত্র লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের গর্বিত এবং ক্রুদ্ধ এই বাক্য শুনলেন। মনস্বী অতি বলবান তিনি তখন অত্যন্ত ক্রোধভরে গভীর অর্থদ্যোতক বাক্যে বললেন— ।।৫৭।। ওরে দুরাত্মন্, কেবল বাক্যের দ্বারাই তুমি প্রধান হতে পারো না। কেবল কথাতেই কেউ সৎপুরুষ হয় না। আমি ধনুর্ধারণ করে বাণ হাতে নিয়ে এই দাঁড়ালাম। এবার নিজের শক্তি দেখাও তো দেখি!।।৫৮।। কাজের দ্বারা নিজেকে দেখাও। কেবল আত্মশ্লাঘা আর কোরো না। পৌরুষের সঙ্গে যে যুক্ত সেইই বীর বলে পরিচিত হয়।।৫৯।। ধনুর্ধর তুমি সকল অস্ত্র নিয়ে রথের ওপর বসে আছো। বাণ বা অন্য কোনো অস্ত্রের দ্বারা নিজের পরাক্রম দেখাও।।৬০।। অতঃপর যথাকালে পাকা তালফলকে বায়ু যেমন ভূপাতিত করে, তেমনি আমিও তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা তোমার মাথাকে মাটিতে ফেলে দেবো।।৬১।। বাণের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় তোমার গাত্র হতে রক্ত নির্গত হবে। আজ উজ্জ্বল সোনায় অলঙ্কৃত আমার বাণরাজি তোমার সেই রক্তপান করবে।।৬২।। আমাকে বালক ভেবে তোমার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বালকই হই আর বৃদ্ধই হই যুদ্ধে আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে, জেনে রেখো।।৬৩।। বালকরূপী বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ দ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হয়েছিলো। লক্ষ্মণের হেতুযুক্ত পরমার্থযুক্ত এই কথা শুনে অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে তখন উত্তম বাণ হাতে তুলে নিলো।।৬৪।। তখন বিদ্যাধর, নানা প্রাণী, দেবতা, দৈত্য, মহর্ষি, গুহ্যক এবং বহু মহাত্মা সেই যুদ্ধ দেখতে চলে এলেন।।৬৫।। তখন অতিকায় কুপিত হয়ে ধনুতে বাণ আরোপ করে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করলো। এতো দ্রুতগতিতে সেই বাণ ছুটে এলো, যেন আকাশকে সংক্ষিপ্ত করে ফেললো *(আকাশ— অবকাশ, দূরত্ব। বাণের তীব্রগতিতে দূরত্ব যেন কমে গেলো)* ।।৬৬।। সেই তীক্ষ্ণ শরটি ছিলো

তমাপতন্তং নিশিতং শরমাশীবিষোপমম্। অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।। ৬৭
তং নিকৃত্তং শরং দৃষ্ট্বা কৃত্তভোগমিবোরগম্। অতিকায়ো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পঞ্চ বাণান্ সমাদধে।। ৬৮
তান্ শরান্ সম্প্রচিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ। তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ ভরতানুজ।। ৬৯
স তাঞ্ছিত্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। আদদে নিশিতং বাণং জ্বলন্তমিব তেজসা।। ৭০
তমাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজয়ামাস লক্ষ্মণঃ। বিচকর্ষ চ বেগেন বিসসর্জ চ সায়কম্।। ৭১
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন শরেণ নতপর্বণা। ললাটে রাক্ষসশ্রেষ্ঠমাজঘান স বীর্যবান্।। ৭২
স ললাটে শরো মগ্নস্তস্য ভীমস্য রক্ষসঃ। সদৃশে শোণিতেনাক্তঃ পন্নগেন্দ্র ইবাচলে।। ৭৩
রাক্ষসঃ প্রচকম্পেঽথ লক্ষ্মণেষু প্রপীড়িতঃ। রুদ্রবাণহতং ঘোরং যথা ত্রিপুরগোপুরম্।। ৭৪
চিন্তয়ামাস চাশ্বস্য বিমৃশ্য চ মহাবলঃ। সাধু বাণনিপাতেন শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ।। ৭৫
বিধায়ৈবং বিদার্যাস্যং বিনম্য চ মহাভুজৌ। স রথোপস্থমাস্থায় রথেন প্রচচার হ।। ৭৬
একং ত্রীন্ পঞ্চ সপ্তেতি সায়কান্ রাক্ষসর্ষভঃ। আদদে সন্দধে চাপি বিচকর্ষোৎসসর্জ চ।। ৭৭
তে বাণাঃ কালসঙ্কাশা রাক্ষসেন্দ্রধনুশ্চ্যুতাঃ। হেমপুঙ্খা রবিপ্রখ্যাশ্চক্রুর্দীপ্তমিবাম্বরম্।। ৭৮
ততস্তান্ রাক্ষসোৎসৃষ্টান্ শরৌঘান্ রাঘবানুজঃ। অসম্ভ্রান্তঃ প্রচিচ্ছেদ নিশিতৈর্বহুভিঃ শরৈঃ।। ৭৯
তাংস্তু শরান্ যুধি সম্প্রেক্ষ্য নিকৃত্তান্ রাবণাত্মজঃ। চুকোপ ত্রিদশেন্দ্রারির্জগ্রাহ নিশিতং শরম্।। ৮০
স সন্ধায় মহাতেজাস্তং বাণং সহসোৎসৃজৎ। তেন সৌমিত্রিমায়ান্তমাজঘান স্তনান্তরে।। ৮১
অতিকায়েন সৌমিত্রিস্তাড়িতো যুধি বক্ষসি। সুস্রাব রুধিরং তীব্রং মদং মত্ত ইব দ্বিপঃ।। ৮২

সর্পের মতো। শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ অর্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করে সেটিকে কেটে ফেললেন।।৬৭।। সেই কেটে-ফেলা বাণকে ছিন্নফণা সর্পের মতো দেখে অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আরও পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলো।।৬৮।। লক্ষ্মণের প্রতি রাক্ষস ঐ শরগুলি তো নিক্ষেপ করলো, কিন্তু ভরতানুজ লক্ষ্মণ সেই বাণগুলি কাছে আসার আগেই তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ে সেগুলিকে কেটে ফেললেন।।৬৯।। শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ ধারালো শরের দ্বারা সেই বাণগুলিকে ছিন্ন করে তেজে জ্বলছে এমন একটি তীক্ষ্ণবাণ গ্রহণ করলেন।।৭০।। সেটিকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ধনুতে যোজনা করলেন লক্ষ্মণ। সেই বাণটি জোরে টেনে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন।।৭১।। বীর্যবান লক্ষ্মণ পূরো টেনে, পর্ব নত করে ঐ শর নিক্ষেপ করলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটে গিয়ে সেটি আঘাত করলো।।৭২।। ভীষণ রাক্ষসের ললাটে সেই শর বিদ্ধ হলো। রক্তাক্ত সেই বাণকে পর্বতের বুকে ফণাতুলে অবস্থিত সর্পরাজের মতো দেখাচ্ছিলো।।৭৩।। তারপর লক্ষ্মণের দ্বারা এইভাবে আহত হয়ে রাক্ষস ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলো। রুদ্রদেবের বাণে আহত হয়ে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বার যেমন কেঁপে উঠেছিলো, ঠিক সেইরকম।।৭৪।। মহাবলশালী অতিকায় একটু চিন্তা করে আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে বিবেচনা করলো, তোমার এই বাণক্ষেপণ দেখে আমার বেশ ভালো শত্রুরূপে তোমায় মনে হচ্ছে।।৭৫।। মুখটিকে বিস্ফারিত করে, বিশাল বাহু দু'টিকে নামিয়ে রথের ওপর ভালোভাবে বসে সে যুদ্ধক্ষেত্রে রথ নিয়ে বিচরণ করতে লাগলো।।৭৬।। তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করে একে একে একটি, তিনটি, পাঁচটি ও সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলো।।৭৭।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠের ধনু হতে বিচ্যুত সেই যমের মতো বাণগুলির গোড়ায় ছিলো সোনার আবরণ। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল এই বাণগুলি আকাশকে প্রদীপ্ত করে তুলছিলো।।৭৮।। তারপর রামানুজ লক্ষ্মণ বিচলিত না হয়ে রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি বহু তীক্ষ্ণশরের দ্বারা কেটে ফেললেন।।৭৯।। রাবণপুত্র অতিকায় যুদ্ধে সেই শরগুলিকে ছিন্ন হতে দেখলো। দেবশত্রু অতিকায় তখন ভীষণ রেগে আবার তীক্ষ্ণ বাণ হাতে তুলে নিলো।।৮০।। মহাতেজস্বী সে। তৎক্ষণাৎ সেই বাণ ধনুতে আরোপ করে নিক্ষেপ করলো। সেই বাণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের স্তনমধ্যবর্তী বুকে বিদ্ধ হলো।।৮১।। যুদ্ধে এইভাবে লক্ষ্মণের বুকে আঘাত করলো অতিকায়। মদস্রাবী হস্তী মদধারার মতো রক্তের ধারা তার দেহ হতে নেমে এলো।।৮২।। মহাবলবান লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ নিজেকে শল্যমুক্ত করলেন। এবার তিনি তীক্ষ্ণ একটি শর অস্ত্রের সঙ্গে গ্রহণ

স চকার তদাত্মানং বিশল্যং সহসা বিভুঃ। জগ্রাহ চ শরং তীক্ষ্ণমস্ত্রেণাপি সমাদদে।। ৮৩
আগ্নেয়েন তদাস্ত্রেণ যোজয়ামাস সায়কম্। স জজ্বাল তদা বাণো ধনুষ্যস্য তদাত্মনঃ।। ৮৪
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রৌদ্রমস্ত্রং সমাদদে। তেন বাণং ভুজঙ্গাভং হেমপুঙ্খমযোজয়ৎ।। ৮৫
তদস্ত্রং জ্বলিতং ঘোরং লক্ষ্মণঃ শরমাহিতম্। অতিকায়ায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবান্তকঃ।। ৮৬
আগ্নেয়াস্ত্রাভিসংযুক্তং দৃষ্ট্বা বাণং নিশাচরঃ। উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্যাস্ত্রযোজিতম্।। ৮৭
তাবুভাবম্বরে বাণাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ। তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রৌ ক্রুদ্ধাবিব ভুজঙ্গমৌ।। ৮৮
তাবন্যোন্যং বিনির্দহ্য পেততুঃ পৃথিবীতলে।। ৮৯
নিরর্চিষৌ ভস্মকৃতৌ ন ভ্রাজেতে শরোত্তমৌ। তাবুভৌ দীপ্যমানৌ স্ম ন ভ্রাজেতে মহীতলে।। ৯০
ততোঽতিকায়ঃ সংক্রুদ্ধস্ত্বাষ্ট্রমৈষীকমুৎসৃজৎ। ততশ্চিচ্ছেদ সৌমিত্রিরস্ত্রমৈন্দ্রেণ বীর্যবান্।। ৯১
ঐষীকং নিহতং দৃষ্ট্বা কুমারো রাবণাত্মজঃ। যাম্যেনাস্ত্রেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়ামাস সায়কম্।। ৯২
ততস্তদস্ত্রং চিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ। বায়ব্যেন তদস্ত্রেণ নিজঘান স লক্ষ্মণঃ।। ৯৩
অথৈনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দঃ। অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণো রাবণাত্মজম্।। ৯৪
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে। ভগ্নাগ্রশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে।। ৯৫
তান্মোঘানভিসম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। অভ্যবর্ষত বাণানাং সহস্রেণ মহাযশাঃ।। ৯৬
স বৃষ্যমাণো বলৌঘৈরতিকায়ো মহাবলঃ। অবধ্যকবচঃ সংখ্যে রাক্ষসো নৈব বিব্যথে।। ৯৭
শরঞ্চাশীবিষাকারং লক্ষ্মণায় ব্যপাসৃজৎ। স তেন বিদ্ধঃ সৌমিত্রির্মর্মদেশে শরেণ হ।। ৯৮
মুহূর্তমাত্রং নিঃসজ্ঞো হ্যভবচ্ছত্রুতাপনঃ। ততঃ সংজ্ঞামুপালভ্য চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ।। ৯৯
নিজঘান হয়ান্ সংখ্যে সারথিঞ্চ মহাবলঃ। ধ্বজস্যোন্মথনং কৃত্বা শরবর্ষৈররিন্দিমঃ।। ১০০

করলেন।।৮৩।। সেই আগ্নেয় অস্ত্রের সঙ্গে সেই বাণকে তিনি যোজনা করলেন। তাঁর ধনুতে সেই বাণ তখন জ্বলে উঠলো।।৮৪।। অতি তেজস্বী অতিকায়ও তখন রৌদ্র অস্ত্র তুলে নিলো। তার সঙ্গে সাপের মতো স্বর্ণপুঙ্খ বাণ করলো যোজনা।।৮৫।। যমরাজ যেমন কালদণ্ড নিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্মণও সেই জ্বলন্ত শরটি অতিকায়কেই ছুঁড়ে মারলেন।।৮৬।। নিশাচর অতিকায় সেই বাণকে আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে সংযোজিত দেখে ভীষণ সূর্যাস্ত্রযোজিত বাণ নিক্ষেপ করলো।।৮৭।। ক্রুদ্ধ সর্পের মতো তেজোরাশির দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে প্রদীপ্ত ঐ বাণদু'টি আকাশে একে অপরকে আঘাত করলো।।৮৮।। ঐ দু'টি একে অপরকে দগ্ধ করে ভূতলে পতিত হলো।।৮৯।। উত্তম ঐ শরদু'টির দীপ্তি গেলো চলে। আর ও দু'টি শোভা পাচ্ছিলো না। এককালে উজ্জ্বল থাকলেও এখন ভূতলে আর দীপ্তি দেখা গেলো না তাদের।।৯০।। অতঃপর অতিকায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে ত্বাষ্ট্র ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করলো। বীর্যবান লক্ষ্মণ ঐন্দ্র অস্ত্রের দ্বারা তা ছিন্ন করে দিলেন।।৯১।। রাবণপুত্র কুমার অতিকায় ঐষীক অস্ত্র ব্যর্থ হতে দেখে খুবই রেগে গিয়ে যাম্য অস্ত্রের দ্বারা বাণ যোজনা করলো।।৯২।। নিশাচর অতিকায় অনন্তর ঐ অস্ত্রটি লক্ষ্মণের ওপর নিক্ষেপ করলো। লক্ষ্মণ বায়ব্য অস্ত্রের দ্বারা সেটিকে প্রত্যাঘাত করলেন।।৯৩।। মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণও অতিকায়ের ওপর শরধারা বর্ষণ করতে লাগলেন।।৯৪।। হীরাভূষিত বর্মে আবৃত ছিলো অতিকায়। সেই বাণগুলির সামনের ফলাসমূহ ঐ বর্মে পড়ে ভেঙে গেলো। ঐগুলি ভূতলে পড়ে গেলো এবার।।৯৫।। মহাযশস্বী শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রগুলিকে ব্যর্থ হতে দেখে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।।৯৬।। যুদ্ধে মহাবলশালী অতিকায়ের উপর অস্ত্রবল বর্ষিত হলো। কিন্তু তার বর্ম ছিলো অভেদ্য। তাই সেই রাক্ষস মোটেই ব্যথা পেলো না।।৯৭।। তখন সে সর্পের মতো বাণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলো। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণের মর্মস্থানে সেটি বিদ্ধ হলো।।৯৮।। মাত্র মুহূর্তের জন্য শত্রুতাপন লক্ষ্মণ চেতনা হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর সংজ্ঞা লাভ করে চারটি উত্তম বাণ তিনি নিক্ষেপ করলেন।।৯৯।। মহাবলশালী লক্ষ্মণ এইভাবে যুদ্ধে রথের অশ্বগুলিকে এবং সারথিকে হত্যা করলেন। সেই শত্রুদমনকারী বাণ বর্ষণ করে রথের ধ্বজাটিকে বিপর্যস্ত করে ফেললেন।।১০০।। নির্ভীক সৌমিত্রি লক্ষ্মণ তারপর সেই রাক্ষসের বধের জন্য তাকে লক্ষ্য করে বাণরাশি নিক্ষেপ

অসম্ভ্রান্তঃ স সৌমিত্রিস্তান্ শরানভিলক্ষিতান্। মুমোচ লক্ষ্মণো বাণান্ বধার্থং তস্য রক্ষসঃ।। ১০১
ন শশাক রুজং কর্তুং যুধি তস্য নরোত্তমঃ। অথৈনমভ্যুপাগম্য বায়ুর্বাক্যমুবাচ হ।। ১০২
ব্রহ্মদত্তবরো হ্যেষ অবধ্যকবচাবৃতঃ। ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ ভিন্ধ্যেনমেষ বধ্যো হি নান্যথা।
অবধ্য এষ হ্যন্যেষামস্ত্রাণাং কবচী বলী।। ১০৩
ততস্তু বায়োর্বচনং নিশম্য সৌমিত্রিরিন্দ্রপ্রতিমানবীর্যঃ।
সমাদধে বাণমথোগ্রবেগং তদ্‌ব্রাহ্মমস্ত্রং সহসা নিযুজ্য।। ১০৪
তস্মিন্ বরাস্ত্রে তু নিযুজ্যমানে সৌমিত্রিণা বাণবরে শিতাগ্রে।
দিশশ্চ চন্দ্রার্কমহাগ্রহাশ্চ নভশ্চ তত্রাসররাস চৌর্বী।। ১০৫
তং ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ নিযুজ্য চাপে শরং সপুঙ্খং যমদূতকল্পম্।
সৌমিত্রিরিন্দ্রারিসুতস্য তস্য সসর্জ বাণং যুধি বজ্রকল্পম্।। ১০৬
তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগং সমাপতন্তং শ্বসনোগ্রবেগম্।
সুপর্ণবজ্রোত্তমচিত্রপুঙ্খং তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ।। ১০৭
তং প্রেক্ষমাণঃ সহসাতিকায়ো জঘান বাণৈর্নিশিতৈরনেকৈঃ।
স সায়কস্তস্য সুপর্ণবেগস্তথাতিবেগেন জগাম পার্শ্বম্।। ১০৮
তমাগতং প্রেক্ষ্য তদাতিকায়ো বাণং প্রদীপ্তান্তককালকল্পম্।
জঘান শক্ত্যৃষ্টি-গদা-কুঠারৈঃ শূলৈঃ শরৈশ্চাপ্যবিপন্নচেষ্টঃ।। ১০৯
তান্যায়ুধান্যদ্ভুতবিগ্রহাণি মোঘানি কৃত্বা স শরোঽগ্নিদীপ্তঃ।
প্রগৃহ্য তস্যৈব কিরীটজুষ্টং তদাতিকায়স্য শিরো জহার।। ১১০
তচ্ছিরঃ স শিরস্ত্রাণং লক্ষ্মণেষু-প্রমর্দিতম্। পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং হিমবতো যথা।। ১১১
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা বিক্ষিপ্তাম্বরভূষণম্। বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে হতশেষা নিশাচরাঃ।। ১১২
তে বিষণ্ণমুখা দীনাঃ প্রহারজনিতশ্রমাঃ। বিনেদুরুচ্চৈর্বহবঃ সহসা বিস্বরৈঃ স্বরৈঃ।। ১১৩

করলেন।।১০১।। সেই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ যুদ্ধে সেই রাক্ষসকে পীড়িত করতে পারলো না। তখন পবনদেব তাঁর কাছে এসে বললেন—।।১০২।। রাক্ষসকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন। অভেদ্য বর্মে সে আবৃত। তাই ব্রাহ্ম অস্ত্রের দ্বারা একে বিদ্ধ করো। অন্যভাবে একে বধ করা যাবে না। এই বর্মাবৃত রাক্ষস অন্য অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য।।১০৩।। পবনদেবের কথা শুনে ইন্দ্রের মতো বীর্যবান লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্ম অস্ত্র ধনুতে যোজনা করে তীব্রবেগে নিক্ষেপ করলেন।।১০৪।। সৌমিত্রি যখন ধারালো এই উত্তম বাণটি সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম অস্ত্রে যুক্ত করে প্রয়োগ করলেন, তখন চন্দ্র, সূর্য, দিকসমূহ, মহাগ্রহরাজি, আকাশ এবং ধরিত্রী কেঁপে উঠলো।।১০৫।। ব্রহ্মার অস্ত্রের সঙ্গে ধনু যুক্ত করে যে পুঙ্খযুক্ত শর নিক্ষেপ করা হলো সেটি একেবারে যমের দূতের মতো। লক্ষ্মণ ইন্দ্রশত্রু অতিকায়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে বজ্রের মতো সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন।।১০৬।। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন অতিকায় দেখলো লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি বাণ শনশন বেগে এসে তার ওপর পড়তে যাচ্ছে। সেই বাণের পুঙ্খ হীরা দিয়ে চিত্রিত। এবং উত্তম সুবর্ণে নির্মিত।।১০৭।। সেই বাণকে আসতে দেখে অতিকায় তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিহত করতে অনেক তীক্ষ্ণ বাণ সে নিক্ষেপ করলো। তবুও গরুড়ের মতো বেগবান সেই বাণ লক্ষ্মণের পার্শ্বদেশে এসে উপস্থিত হলো।।১০৮।। মৃত্যুকল্প সেই প্রদীপ্ত বাণটিকে আসতে দেখে অতিকায় আত্মরক্ষার চেষ্টা ছেড়ে না দিয়ে শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল এবং বাণের দ্বারা লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত বাণের উপর আঘাত করতে লাগলো।।১০৯।। কিন্তু লক্ষ্মণের অগ্নিদীপ্ত শর সেইসমূহ অস্ত্রকে ব্যর্থ করে অতিকায়ের মুকুট ভূষিত মস্তকটিকে হরণ করে নিলো।।১১০।। লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত বাণে ছিন্ন হয়ে শিরস্ত্রাণভূষিত সেই শির তৎক্ষণাৎ হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো ভূতলে পতিত হলো।।১১১।। বীর অতিকায় মাটিতে পড়ে গেছে। তার বেশ-ভূষা বিপর্যস্ত। তাকে এই অবস্থায় দেখে, যুদ্ধে নিহত হবার পর যে রাক্ষসেরা বেঁচে ছিলো, তারা সব বেদনাহত হলো।।১১২।। বানরদের প্রহারে শ্রান্ত, বিষণ্নবদন, দৈন্যদশাপ্রাপ্ত সেইসব রাক্ষসেরা হঠাৎ বিকৃত স্বরে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলো।।১১৩।। তার পাশে যে রাক্ষসেরা নিরপেক্ষ ছিলো, তারা তাদের

ততস্তৎপরিতং যাতা নিরপেক্ষা নিশাচরাঃ। পুরীমভিমুখা ভীতা দ্রবন্তো নায়কে হতে।। ১১৪
প্রহর্ষযুক্তা বহবস্তু বানরাঃ প্রফুল্লপদ্মপ্রতিমাননাস্তদা।
অপূজয়ঁল্লক্ষ্মণমিষ্টভাগিনং হতে রিপৌ ভীমবলে দুরাসদে।। ১১৫
অতিবলমতিকায়মভ্রকল্পং যুধি বিনিপাত্য স লক্ষ্মণঃ প্রহৃষ্টঃ।
ত্বরিতমথ তদা স রামপার্শ্বং কপিনিবহৈশ্চ সুপূজিতো জগাম।। ১১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নেতা নিহত হওয়ায় ভয়ে লঙ্কাপুরীর দিকে ছুটে পালিয়ে গেলো।।১১৪।। ভয়ঙ্কর বলশালী দুর্জয় শত্রু অতিকায় নিহত হওয়ায় বহু বানর অতীব আনন্দিত হলো। প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারা তখন তাদের অভীষ্ট বিজয় লাভ করায় লক্ষ্মণকে পূজা করতে লাগলো।।১১৫।। মেঘের মতো বিশালকায় অত্যন্ত বলশালী অতিকায়কে যুদ্ধে নিহত করে প্রভূত আনন্দে লক্ষ্মণ বানরবৃন্দের দ্বারা ভালোভাবে পূজিত হয়ে দ্রুত রামের পাশে চলে গেলেন।।১১৬।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের এক সপ্ততিতম (৭১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

অতিকায়বিনাশেন রাবণস্য চিন্তা, লঙ্কারক্ষণায় রাক্ষসান্ প্রতি রাবণস্যোপদেশবাক্যঞ্চ।

অতিকায়ং হতঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। উদ্বেগমগমদ্ রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১
ধূম্রাক্ষঃ পরমামর্ষী সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ। অকম্পনঃ প্রহস্তশ্চ কুম্ভকর্ণস্তথৈব চ।। ২
এতে মহাবলা বীরা রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ। জেতারঃ পরসৈন্যানাং পরৈর্নিত্যাপরাজিতাঃ।। ৩
সসৈন্যাস্তে হতা বীরা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। রাক্ষসাঃ সুমহাকায়া নানাশস্ত্রবিশারদাঃ।। ৪
অন্যে চ বহবঃ শূরা মহাত্মানো নিপাতিতাঃ। প্রখ্যাতবলবীর্যেণ পুত্রেণেন্দ্রজিতা মম।। ৫
তৌ ভ্রাতরৌ তদা বদ্ধৌ ঘোরৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ। যন্ন শক্যং শূরৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বা মহাবলৈঃ।। ৬
মোক্তুং তদ্বন্ধনং ঘোরং যক্ষ-গন্ধর্ব-পন্নগৈঃ। তন্ন জানে প্রভাবৈর্বা মায়য়া মোহনেন বা।। ৭
শরবন্ধাদ্ বিমুক্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। যে যোধা নির্গতাঃ শূরা রাক্ষসা মম শাসনাৎ।। ৮
তে সর্বে নিহতা যুদ্ধে বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ। তং ন পশ্যাম্যহং যুদ্ধে যোঽদ্য রামং সলক্ষ্মণম্।। ৯

দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ

অতিকায়ের বিনাশে রাবণের চিন্তা। লঙ্কাকে রক্ষা করার জন্য রাক্ষসদের প্রতি রাবণের উপদেশ বাক্য।

মহাত্মা লক্ষ্মণের দ্বারা অতিকায় নিহত হয়েছে শুনে রাজা রাবণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন— ।।১।। শস্ত্রধারি -গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হলো অকম্পন, প্রহস্ত এবং কুম্ভকর্ণ।।২।। এই মহাবলশালী বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করতে আগ্রহী। শত্রুসৈন্যদের এরা পরাজিত করে। নিজেরা কিন্তু তাদের দ্বারা অপরাজিত থাকে।।৩।। বিশাল তাদের দেহ। নানা শস্ত্রে তারা নিপুণ। সসৈন্যে এই বীরেরা রামের দ্বারা নিহত হয়েছে। রাম কখনো কোনো কাজে ক্লেশ অনুভব করেন না।।৪।। শক্তিশালী অপরাপর বহু বীর নিহত হয়েছে। আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ বলবীর্যের জন্য বিখ্যাত।।৫।। দেবতাদের বরে লব্ধ ভয়ঙ্কর বাণরাশির দ্বারা কাবু করে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে সে নাগপাশে বদ্ধ করেছিলো। বীর অসুরেরা বা অন্য কোনো মহাবলশালী বীরও সেই বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারেনা।।৬।। যক্ষ, গন্ধর্ব এবং পন্নগেরাও সেই ভীষণ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। আমি জানি না কি প্রভাবে কোন মায়ায় বা মোহিনী-বিদ্যায়...।।৭।। রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই মুক্ত হলো। আরো কথা হলো, আমার নির্দেশে বহু বীর রাক্ষস যুদ্ধের জন্য নির্গত হয়েছিলো।।৮।। অত্যন্ত বলবান বানরদের দ্বারা তারা সবাই যুদ্ধে নিহত হলো। আমি এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে লক্ষ্মণসহ রামকে আজ বিনাশ করতে পারে।।৯।। ধ্বংস করতে পারে সুগ্রীব ও তার সৈন্যবাহিনীসহ বিভীষণকে। অহো, রাম কিরকম

নাশয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীবং বিভীষণম্। অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ।। ১০
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্। তদ্ভয়াদ্ধি পুরী লঙ্কা পিহিতদ্বারতোরণা।। ১১
যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনং গতাঃ। অপ্রমত্তৈশ্চ সর্বত্র গুল্মৈ রক্ষ্যা পুরী ত্বিয়ম্।। ১২
অশোকবনিকা চৈব যস্য সীতাভিরক্ষ্যতে। নিষ্ক্রমো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্যঃ সর্বদৈব নঃ।। ১৩
যত্র যত্র ভবেদ্ গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ। সর্বতশ্চাপি তিষ্ঠধ্বং স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতা বলৈঃ।। ১৪
দ্রষ্টব্যঞ্চ পদং তেষাং বানরাণাং নিশাচরাঃ। প্রদোষে বার্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপি সর্বশঃ।। ১৫
নাবজ্ঞা তত্র কর্তব্যা বানরেষু কদাচন। দ্বিষতাং বলমুদ্যুক্তমাপতৎ কিং স্থিতং যথা।। ১৬
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে শ্রুত্বা লঙ্কাধিপস্য তৎ। বচনং সর্বমাতিষ্ঠন্ যথাবৎ তু মহাবলাঃ।। ১৭
তান্ সর্বান্ হি সমাদিশ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। মন্যুশল্যং বহন্ দীনঃ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্।। ১৮
ততঃ স সন্দীপিতকোপবহ্নির্নিশাচরাণামধিপো মহাবলঃ।
তদেব পুত্রব্যসনং বিচিন্তয়ন্ মুহুর্মুহুশ্চৈব তদা বিনিঃশ্বসন্।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বলশালী। তার অস্ত্রবলই বা কিরকম বিশাল।।১০।। রামকে আমার রোগ-শোক-বিরহিত নারায়ণ বলেই মনে হচ্ছে। তারই ভয়ে লঙ্কাপুরীর তোরণদ্বার আজ রুদ্ধ রাখা হয়েছে (*পিহিত—বন্ধ, রুদ্ধ*)।।১১।। তারই পরাক্রমে রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে। সর্বত্র অপ্রমত্ত সৈনিকদের দ্বারা এই পুরীকে রক্ষা করতে হবে।।১২।। যেখানে সীতাকে রাখা হয়েছে, সেই অশোকবনিকাকে ভালোভাবে রক্ষা করতে হবে। কে বেরিয়ে আসছে, কে প্রবেশ করছে সর্বদাই আমাদের জানতে হবে।।১৩।। যেখানে যেখানে সেনানিবাস রয়েছে, সেইসব স্থানে সর্বপ্রকারে নিজ নিজ সেনা-পরিবৃত হয়ে তোমরা অবস্থান করবে।।১৪।। প্রদোষে, অর্ধরাত্রে, প্রত্যূষে সর্বপ্রকারে, হে নিশাচরবৃন্দ, সেই বানরদের অবস্থান লক্ষ্য রাখবে।।১৫।। সেখানে কখনো বানরদের প্রতি অবজ্ঞা করবে না। শত্রুদের সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে, না অভিযানের উদ্যোগ করছে, তা লক্ষ্য করবে।।১৬।। অতঃপর মহাবলশালী রাক্ষসেরা সবাই লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা শুনে যথাযথভাবে নির্দেশ পালন করলো।।১৭।। রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের সবাইকে এইভাবে আদেশদান করে হৃদয়ে বিদ্ধ শোকরূপ শল্য বহন করে দুঃখের সঙ্গে নিজের ভবনে প্রবেশ করলো।।১৮।। তারপর মহাবলবান রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে ক্রোধে জ্বলে উঠলো। মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো।।১৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

ইন্দ্রজিতো যুদ্ধযাত্রা, তন্নিক্ষিপ্তেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ বাণরসেনাভিঃ সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্ছা চ।

ততো হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্ দেবান্তকাদিত্রিশিরোঽতিকায়ান্।
রক্ষোগণাস্তত্র হতাবশিষ্টাস্তে রাবণায় ত্বরিতাঃ শশংসু।। ১
ততো হতাংস্তান্ সহসা নিশম্য রাজা মহাবাষ্পপরিপ্লুতাক্ষঃ।
পুত্রক্ষয়ং ভ্রাতৃবধঞ্চ ঘোরং বিচিন্ত্য রাজা বিপুলং প্রদধ্যৌ।। ২

ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা। তার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বানরসেনাসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা।

যারা বেঁচে ছিলো সেই রাক্ষসেরা তারপর সত্বর গিয়ে রাবণকে জানালো দেবান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় -প্রমুখ রাক্ষসবীরেরা নিহত হয়েছে।।১।। সহসা তারা নিহত হয়েছে শুনে রাজা রাবণের চোখ প্রভূত জলে ভরে গেলো। পুত্রক্ষয় এবং ভ্রাতৃবধের দুঃখজনক ঘটনা গভীরভাবে সে চিন্তা করতে লাগলো।।২।। রাজা তখন শোকসাগরে মগ্ন। এই দৈন্যদশায় তাকে দেখে রথিশ্রেষ্ঠ রাক্ষস রাজপুত্র

ততস্তু রাজানমুদীক্ষ্য দীনং শোকার্ণবে সম্পরিপুপ্লুবানম্।
রথর্ষভো রাক্ষসরাজসূনুস্তমিন্দ্রজিদ্‌বাক্যমিদং বভাষে।। ৩
ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ।
নেন্দ্রারিবাণাভিহতো হি কশ্চিৎ প্রাণান্ সমর্থঃ সমরেঽভিপাতুম্।। ৪
পশ্যাদ্য রামং সহ লক্ষ্মণেন মদ্বাণনির্ভিন্নবিকীর্ণদেহম্।
গতায়ুষং ভূমিতলে শয়ানং শিতৈঃ শরৈরাচিতসর্বগাত্রম্।। ৫
ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ সনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন সন্তর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ।। ৬
অদ্যেন্দ্র-বৈবস্বত-বিষ্ণু-রুদ্রসাধ্যাশ্চ বৈশ্বানর-চন্দ্র-সূর্যাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি মে বিক্রমমপ্রমেয়ং বিষ্ণোরিবোগ্রং বলিযজ্ঞবাটে।। ৭
স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশত্রুরাপৃচ্ছ্য রাজানমদীনসত্ত্বঃ।
সমারুরোহানিলতুল্যবেগং রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্।। ৮
সমাস্থায় মহাতেজা রথং হরিরথোপমম্। জগাম সহসা তত্র যত্র যুদ্ধমরিন্দমঃ।। ৯
তং প্রস্থিতং মহাত্মানমনুজগ্মুর্মহাবলাঃ। সংহর্ষমাণা বহবো ধনুঃপ্রবরপাণয়ঃ।। ১০
গজস্কন্ধগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরমবাজিভিঃ। ব্যাঘ্রবৃশ্চিকমার্জারখরোষ্ট্রৈশ্চ ভুজঙ্গমৈঃ।। ১১
বরাহৈঃ শ্বাপদৈঃ সিংহৈর্জম্বুকৈঃ পর্বতোপমৈঃ। কাকহংসময়ূরৈশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।। ১২
প্রাসপট্টিশনিস্ত্রিংশপরশ্বধগদাধরাঃ। ভুশুণ্ডিমুদ্‌গরাযষ্টিশতঘ্নীপরিঘায়ুধাঃ।। ১৩
স শঙ্খনিনদৈঃ পূর্ণৈর্ভেরীণাং চাপি নিঃস্বনৈঃ। জগাম ত্রিদশেন্দ্রারিরাজিং বেগেন বীর্যবান্।। ১৪
স শঙ্খশশিবর্ণেন ছত্রেণ রিপুসূদনঃ। ররাজ প্রতিপূর্ণেন নভশ্চন্দ্রমসা যথা।। ১৫
বীজ্যমানস্ততো বীরো হৈমৈর্হেমবিভূষণঃ। চারুচামরমুখ্যৈশ্চ মুখ্যং সর্বধনুষ্মতাম্।। ১৬

ইন্দ্রজিৎ বললো— ।।৩।। বাবা, আপনি তো রাক্ষসদের রাজা। ইন্দ্রজিৎ বেঁচে থাকতে শোকে আপনার এইরকম অভিভূত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রশত্রু এই ইন্দ্রজিতের বাণের আঘাতে কেউ প্রাণে বাঁচতে পারে না।। ৪ ।। আপনি আজ দেখবেন, লক্ষ্মণসহ রামের দেহ আমি বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করে ফেলেছি। ধারালো শরের দ্বারা তার সমগ্র দেহ ক্ষতবিক্ষত, প্রাণ হারিয়ে ভূতলে সে শুয়ে আছে।।৫।। ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতের বীর্য এবং দৈবযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা আপনি শুনুন, অব্যর্থ বাণরাশির দ্বারা আজই আমি লক্ষ্মণসহ রামকে সন্তর্পিত করবো। তার যুদ্ধের আশা দেবো মিটিয়ে।।৬।। বলিরাজের যজ্ঞে বিষ্ণুর মতো আমার অতুলনীয় উগ্র পরাক্রম আজই ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র অগ্নি, চন্দ্র ও সাধ্যগণ এবং সূর্য দেখতে পাবেন।।৭।। দেবরাজ-শত্রু, মহাবলশালী সেই ইন্দ্রজিৎ রাজা রাবণকে এইরকম বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বায়ুর মতো বেগশালী রথে আরোহণ করলো। উত্তম গাধা অচঞ্চলভাবে এই রথ টেনে নিয়ে চলছে।।৮।। মহাতেজস্বী শত্রুদমন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের রথের মতো সেই রথে আরোহণ করে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলো।।৯।। মহাবলশালী বহু রাক্ষস অত্যন্ত আনন্দে উত্তম ধনু হাতে যুদ্ধে প্রস্থানকারী ইন্দ্রজিতের অনুগমন করলো।।১০।। কেউ চলছে হাতীর পীঠে। কেউ বা ভালো ঘোড়ায় চড়ে। আবার কেউ কেউ বাঘ, বৃশ্চিক, বিড়াল, খচ্চর, উট এবং সাপের পীঠে চড়ে চলতে লাগলো।।১১।। আবার অন্যেরা শূয়োর পর্বতোপম সিংহ, শেয়াল এবং আরো সব জন্তুদের পীঠে বসে চলছিলো। ভীমবিক্রম রাক্ষসেরা কেউ কেউ আবার কাক, হাঁস এবং ময়ূরের পীঠে চেপে চলতে লাগলো।।১২।। হাতে তাদের রয়েছে প্রাস, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, পরশু, গদা, ভূশুণ্ডি, মুদ্‌গর, যষ্ঠি, শতঘ্নী, পরিখ প্রভৃতি অস্ত্র।।১৩।। বীর্যবান দেবরাজশত্রু ইন্দ্রজিৎ দ্রুতগতিতে যখন যুদ্ধ চলছে। তখন শঙ্খ ভেরীর নিনাদে দশ দিক পূর্ণ হয়ে গেছে।।১৪।। শঙ্খ ধবল ছত্র তার ওপর শোভা পাচ্ছিলো। শত্রুদমন ইন্দ্রজিতকে তখন পূর্ণ চন্দ্রশোভিত আকাশের মতো দেখাচ্ছিলো।।১৫।। ধনুর্ধারীদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ ছিলো মুখ্য। সোনার অলঙ্কারে সে ছিলো ভূষিত। স্বর্ণদণ্ডযুক্ত সুন্দর চামর দিয়ে তাকে হাওয়া করা হচ্ছিলো।।১৬।। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন রাক্ষসরাজ শ্রীমান

স তু দৃষ্ট্বা বিনির্যান্তং বলেন মহতা বৃতম্। রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাবণঃ পুত্রমব্রবীৎ।। ১৭
ত্বমপ্রতিরথঃ পুত্র ত্বয়া বৈ বাসবো জিতঃ। কিং পুনর্মানুষং ধৃষ্যং নিহনিষ্যসি রাঘবম্।। ১৮
তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রণ প্রত্যগৃহ্ণান্মহাশিষঃ। ততস্ত্বিন্দ্রজিতা লঙ্কা সূর্যপ্রতিমতেজসা।। ১৯
ররাজাপ্রতিবীর্যেণ দ্যৌরিবার্কেণ ভাস্বতা। স সম্প্রাপ্য মহাতেজা যুদ্ধভূমিমরিন্দমঃ।। ২০
স্থাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমন্ততঃ। ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্ সদৃশপ্রভঃ।। ২১
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ। স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ।। ২২
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।। ২৩
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা। স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।। ২৪
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ। সকৃদেব সমৃদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ।। ২৫
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং যান্যদর্শয়ন্। প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ।। ২৬
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ। সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমস্ত্রবিশারদঃ।। ২৭
ধনুশ্চাত্মরথঞ্চৈব সর্বং তত্রাভ্যমন্ত্রয়ৎ। তস্মিন্নাহূয়মানেঽস্ত্রে হূয়মানে চ পাবকে।
সার্কগ্রহেন্দুনক্ষত্রং বিতত্রাস নভস্থলম্।। ২৮
স পাবকং পাবকদীপ্ততেজা হুত্বা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ।
সচাপবাণাসিরথাশ্বসূতঃ খেঽন্তর্দধেঽত্মামচিন্ত্যবীর্যঃ।। ২৯
ততো হয়রথাকীর্ণং পতাকাধ্বজশোভিতম্। নির্যযৌ রাক্ষসবলং নর্দমানং যুযুৎসয়া।। ৩০
তে শরৈর্বহুভির্শিচিত্রৈস্তীক্ষ্ণবেগৈরলঙ্কৃতৈঃ। তোমরৈরঙ্কুশৈশ্চাপি বানরান্ জঘ্নুরাহবে।। ৩১

রাবণ ইন্দ্রজিতকে বললো— ।।১৭।। বাছা, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রথী নেই। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছো। মানুষ আর কি ? প্রগলভ রামকে তুমি নিশ্চয় হত্যা করতে পারবে।।১৮।। রাক্ষস রাবণ এইরকম বললে ইন্দ্রজিৎ পিতার মহাশীর্বাদ গ্রহণ করলো। সূর্যের মতো তেজস্বী ইন্দ্রজিতের দ্বারা লঙ্কা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো।।১৯।। মহাতেজস্বী অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধভূমিতে গেলো, তখন অতুলনীয় তেজস্বী তার দ্বারা সূর্যতেজে সমুজ্জ্বল আকাশের মতো দেখাচ্ছিলো রণক্ষেত্রকে।।২০।। রণভূমিতে গিয়ে সে রথের চারদিকে রাক্ষসদের স্থাপন করলো তারপর অগ্নির মতো উজ্জ্বল সে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলো (*হুতভুক্— যজ্ঞে আহুতি দেওয়া দ্রব্যাদি ভোজন করে বলে অগ্নি হলো হুতভুক্। সেকালে যুদ্ধও ধর্মের অঙ্গ ছিলো। তাই যুদ্ধকালেও যুদ্ধক্ষেত্রে যজ্ঞাদি করা হতো*) ।।২১।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে উত্তমমন্ত্রের দ্বারা ঘৃত, খৈ, আহুতি দিলো। তার আগে মাল্য এবং গন্ধের দ্বারা অগ্নিদেবকে অর্চনা করলো।।২২।। প্রতাপশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেখানে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলো। শস্ত্র, শরপত্র, বিভীতককাষ্ঠের সমিধ সন্নিবেশ করলো।।২৩।। রক্তবর্ণ বস্ত্র, যজ্ঞের আহুতি দানের কালো লোহায় তৈরী হাতা সেখানে নিয়ে এলো। শরপত্র এবং তোমরসহ অগ্নি স্থাপন করলো।।২৪।। তারপর জীবন্ত কালো একটি ছাগলের গলা সে ধারণ করলো। একবার আহুতি দেবার পরই সেই অগ্নিধূমশূন্য হয়ে গেলো।।২৫।। এমন সব চিহ্ন সেখানে দেখা গেলো যেগুলি বিজয় -লাভকেই সূচিত করছিলো। তপ্তকাঞ্চনের মতো অগ্নিশিখা দক্ষিণাবর্ত হয়ে জ্বলে উঠলো।।২৬।। অগ্নি আপনা থেকেই উঠে ঘৃতের আহুতি গ্রহণ করলো। অস্ত্র-বিশারদ ইন্দ্রজিৎ ব্রাহ্ম-অস্ত্র আরোহণ করলো।।২৭।। ধনু, নিজেই রথ এবং সবকিছুই সে সেখানে মন্ত্রপূত করে নিলো। সে যখন অস্ত্রগুলিকে অভিমন্ত্রিত করছিলো এবং অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলো তখন সূর্য, গ্রহরাজি, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং আকাশ ভয় পেয়ে গেলো।।২৮।। অগ্নির মতো দীপ্ততেজা এবং মহেন্দ্রের মতো প্রভাসম্পন্ন সেই ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ধনু, বাণ, তরবারি, রথ, অশ্ব, এবং সারথিসহ আকাশে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। অচিন্তনীয় তার বীর্যবত্তা।।২৯।। অতঃপর রাক্ষসসেনা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় গর্জন করতে করতে বেরিয়ে পড়লো। অশ্ব এবং রথে আকীর্ণ ছিলো সেই বাহিনী পতাকা এবং ধ্বজ তাতে শোভা পাচ্ছিলো।।৩০।। সেই রাক্ষসসৈন্যরা তীক্ষ্ণ বেগশালী। অলঙ্কৃত, বিচিত্র, বহুসংখ্যক বাণ তোমর এবং অঙ্কুশের দ্বারা যুদ্ধে বানরদেরকে হত্যা করতে লাগলো।।৩১।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণপুত্র

রাবণিস্তু সুসংক্রুদ্ধস্তান্ নিরীক্ষ্য নিশাচরান্। হৃষ্টা ভবন্তো যুধ্যস্তু বানরাণাং জিঘাংসয়া।। ৩২
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে গর্জন্তো জয়কাঙ্ক্ষিণঃ। অভ্যবর্ষংস্ততো ঘোরং বানরান্ শরবৃষ্টিভিঃ।। ৩৩
স তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈরপি। রক্ষোভিঃ সংবৃতঃ সংখ্যে বানরান্ বিচকর্ষ হ।। ৩৪
তে বধ্যমানাঃ সমরে বানরাঃ পাদপায়ুধাঃ। অভ্যবর্ষন্ত সহসা রাবণিং শৈলপাদপৈঃ।। ৩৫
ইন্দ্রজিত্তু তদা ক্রুদ্ধো মহাতেজা মহাবলঃ। বানরাণাং শরীরাণি ব্যধমদ্ রাবণাত্মজঃ।। ৩৬
শরেণৈকেন চ হরীন্ নব পঞ্চ চ সপ্ত চ। বিভেধ সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্।। ৩৭
স শরৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈঃ শতকুম্ভবিভূষণৈঃ। বানরান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ সুদুর্জয়ঃ।। ৩৮
তে ভিন্নগাত্রাঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ। পেতুর্মথিতসঙ্কল্পাঃ সুরৈরিব মহাসুরাঃ।। ৩৯
তে তপন্তমিবাদিত্যং ঘোরৈর্বাণগভস্তিভিঃ। অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সংযুগে বানরর্ষভাঃ।। ৪০
ততস্তু বানরাঃ সর্বে ভিন্নদেহা বিচেতসঃ। ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ।। ৪১
রামস্যার্থে পরাক্রম্য বানরাস্তক্ত্যজীবিতাঃ। নর্দন্তস্তেই নিবৃত্তাস্তু সমরে সশিলায়ুধাঃ।। ৪২
তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ শিলাভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। অভ্যবর্ষন্ত সমরে রাবণিং সমবস্থিতাঃ।। ৪৩
তং দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ। ব্যাপোহত মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ৪৪
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। বানরাণামনীকানি বিভেদ সমরে প্রভুঃ।। ৪৫
অষ্টাদশশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স বিদ্ধ্বা গন্ধমাদনম্। বিব্যাধ নবভিশ্চৈব নলং দূরাদবস্থিতম্।। ৪৬
সপ্তভিস্তু মহাবীর্যো মৈন্দং মর্মবিদারণৈঃ। পঞ্চভির্বিশিখৈশ্চৈব গজং বিব্যাধ সংযুগে।। ৪৭
জাম্ববন্তন্তু দশভির্নীলং ত্রিংশদ্ভিরেব চ। সুগ্রীবমৃষভঞ্চৈব সোঽঙ্গদং দ্বিবিদং তথা।। ৪৮

ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের দেখে বললো, তোমরা সবাই বানরদের হত্যা করার জন্য আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করো।।৩২।। তারপর রাক্ষসেরা সবাই জয় কামনা করে বানরদের ওপর ঘোরতরভাবে বৃষ্টির মতো বাণ বর্ষণ করতে লাগলো।।৩৩।। রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে হয় ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নালীক, নারাচ গদা এবং মুষলের দ্বারা বানরদেরকে বিনাশ করতে লাগলো *(নালীক—বন্দুক)*।।৩৪।। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখীন বানরদের অস্ত্র ছিলো বৃক্ষ। তারা তৎক্ষণাৎ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রতি পাহাড় এবং বৃক্ষ ছুঁড়ে মারতে লাগলো।।৩৫।। রাবণপুত্র মহাতেজস্বী মহাবলবান ইন্দ্রজিৎ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো।।৩৬।। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে এক একটি বাণে কখনো নয়, কখনো পাঁচ, কখনো বা সাতজন বানরকে বিদ্ধ করে রাক্ষসদের আনন্দবর্ধন করতে লাগলো।।৩৭।। বীর সেই দুর্জয় ইন্দ্রজিতের বাণগুলি সোনায় অলঙ্কৃত এবং সূর্যের মতো ভাস্বর। তার দ্বারা সে বানরদেরকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করতে লাগলো।।৩৮।। বানরেরা এইভাবে যুদ্ধে শরাঘাতে পীড়িত হলো তাদের দেহ বিদীর্ণ হলো, দেবগণের দ্বারা বিপর্যস্ত মহা অসুরদের মতো তারাও যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।।৩৯।। যুদ্ধে অনেক বানরপ্রধান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতের দিকে ছুটে যেতে লাগলো। প্রতপ্ত সূর্যের মতো তখন তাদের দেখাচ্ছিলো। ভীষণ বাণগুলি ছিলো যেন তার কিরণরাজি *(গভস্তি—কিরণ)*।।৪০।। অতঃপর বানরেরা সবাই বিদীর্ণ দেহ হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেললো। রক্ত-রঞ্জিত হয়ে বেদনাহত তারা পালিয়ে যেতে লাগলো।।৪১।। রামের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে বানরেরা প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে সঙ্কল্প করলো। ফিরে না গিয়ে যুদ্ধে তারা পাথরকে অস্ত্র করে নিয়ে গর্জন করতো লাগলো।।৪২।। সেই বানরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে গাছপালা পাহাড়ের চূড়ো এবং শিলারাশি বর্ষণ করতে লাগলো।।৪৩।। মহাতেজস্বী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই প্রাণঘাতী বৃক্ষ এবং শিলার বর্ষণকে ব্যাহত করলো।।৪৪।। অতঃপর প্রভু ইন্দ্রজিৎ অগ্নি এবং সাপের ভীষণ বাণসমূহের দ্বারা বানরদের সৈন্যবাহিনীকে বিদ্ধ করতে লাগলো।।৪৫।। আঠারোটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করলো। দূরে অবস্থিত নলকে নয়টি বাণের দ্বারা করলো বিদ্ধ।।৪৬।। মহাবীর্যবান ইন্দ্রজিৎ সাতটি মর্মভেদী বাণে মৈন্দকে এবং পাঁচটি শরে গজ নামক বানরকে যুদ্ধে বিদ্ধ করলো।।৪৭।। অতঃপর সে দশটি বাণে জাম্ববানকে এবং ত্রিশটি বাণে নীলকে বিদ্ধ করলো। এইভাবে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ এবং দ্বিবিদকেও সে বাণবিদ্ধ করলো।।৪৮।। এইভাবে ব্রহ্মার বরে লব্ধ ভীষণ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাদের সবাইকে সে নিষ্প্রাণ করে ফেললো।

ঘোরৈর্দত্তবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিষ্প্রাণানকরোৎ তদা। অন্যানপি তদা মুখ্যান্ বানরান্ বহুভিঃ শরৈঃ।। ৪৯
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ কালাগ্নিরিব মূর্ছিতঃ। স শরৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।। ৫০
বানরাণামনীকানি নির্মমন্থ মহারণে। আকুলাং বানরীং সেনাং শরজালেন পীড়িতাম্।। ৫১
হৃষ্টঃ স পরয়া প্রীত্যা দদর্শ ক্ষতজোক্ষিতাম্। পুনরের মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী।। ৫২
সংসৃজ্য বাণবর্ষঞ্চ শস্ত্রবর্ষঞ্চ দারুণম্। মমর্দ বানরানীকং পরিতস্ত্বিন্দ্রজিদ্ বলী।। ৫৩
স্বসৈন্যমুৎসৃজ্য সমেত্য তূর্ণং মহাহবে বানরবাহিনীষু।
অদৃশ্যমানঃ শরজালমুগ্রং ববর্ষ নীলাম্বুধরো যথাম্বু।। ৫৪
তে শক্রজিদ্ বাণবিশীর্ণদেহা মায়াহতা বিস্বরমুন্নদন্তঃ।
রণে নিপেতুর্হরয়োঽদ্রিকল্পা যথেন্দ্রবজ্রাভিহতা নগেন্দ্রাঃ।। ৫৫
তে কেবলং সন্দদৃশুঃ শিতাগ্রান্ বাণান্ রণে বানরবাহিনীষু।
মায়াবিগূঢঞ্চ সুরেন্দ্রশত্রুং ন চাত্র তং রাক্ষসমপ্যপশ্যন্।। ৫৬
ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা সর্বা দিশো বাণগণৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস রবিপ্রকাশৈর্বিদারয়ামাস চ বানরেন্দ্রান্।। ৫৭
স শূলনিস্ত্রিংশপরশ্বধানি ব্যাবিদ্ধদীপ্তানলসপ্রভাণি।
স বিস্ফুলিঙ্গোজ্জ্বলপাবকানি ববর্ষ তীব্রং প্লবগেন্দ্রসৈন্যে।। ৫৮
ততো জ্বলনসঙ্কাশৈর্বাণৈর্বানরযূথপাঃ। তাড়িতাঃ শক্রজিদ্ বাণৈঃ প্রফুল্লা ইব কিংশুকাঃ।। ৫৯
তেঽন্যোন্যমভিসর্পন্তো নিনদন্তশ্চ বিস্বরম্। রাক্ষসেন্দ্রাস্ত্রনির্ভিন্না নিপেতুর্বানরর্ষভাঃ।। ৬০
উদীক্ষমাণা গগনং কেচিন্নেত্রেষু তাড়িতাঃ। শরৈর্বিবিশুরন্যোন্যং পেতুশ্চ জগতীতলে।। ৬১
হনূমন্তঞ্চ সুগ্রীবমঙ্গদং গন্ধমাদনম্। জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ।। ৬২

বহু শরের দ্বারা অন্য সব প্রধান বানরদেরকেও সে বিদ্ধ করলো।।৪৯।। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভীষণ ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে সে সূর্যের মতো উজ্জ্বল দ্রুতগামী বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৫০।। তুমুল সংগ্রামে বানর সেনাবাহিনীকে সে তছনছ করে দিলো। শরজালে বানর-সেনাকে পীড়িত করে সে ব্যাকুল করে ফেললো।।৫১।। মহাতেজস্বী বলবান রাক্ষস রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ পরম প্রীতির সঙ্গে আনন্দে রক্তাক্ত সেই বানরদেরকে দেখলো।।৫২।। বলবান ইন্দ্রজিৎ চারদিক থেকে বাণ এবং শস্ত্র বর্ষণ করে সেই বানরবাহিনীকে বিমর্দিত করলো।।৫৩।। নীল মেঘ যেমন ওপর হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তেমনি ইন্দ্রজিৎ আকাশে উঠে অদৃশ্য থেকে মহাযুদ্ধে নিজের সেনাবাহিনীকে বাঁচিয়ে বানরবাহিনীর ওপর দ্রুত তীব্র শরজাল নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৫৪।। ইন্দ্রজিতের বাণে বিদীর্ণদেহ মায়ামোহিত বানরেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার করতে লাগলো। পর্বতপ্রমাণ ঐ বানরেরা ইন্দ্রের বজ্রে আহত উঁচু পর্বতের মতো যুদ্ধে লুটিয়ে পড়লো।।৫৫।। বানরেরা যুদ্ধে বানরবাহিনীর মধ্যে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত বাণরাশিই শুধু দেখতে লাগলো। মায়ার দ্বারা অদৃশ্য সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষস ইন্দ্রজিতকে তারা দেখতে পেলো না।।৫৬।। তার রাক্ষসাধিপতি মহাশক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল ধারালো অস্ত্র-সমন্বিত বাণরাজির দ্বারা সকলদিক আচ্ছাদিত করে বানরমুখ্যদেরকে বিদীর্ণ করতে লাগলো।।৫৭।। প্রদীপ্ত অগ্নির মতো প্রোজ্জ্বল, উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ এবং বহ্নিসহ শূল, নিস্ত্রিংশ এবং পরশু—প্রভৃতি অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ বানরাধিপতির সৈন্যের উপর তীব্রভাবে বর্ষণ করতে লাগলো।।৫৮।। ইন্দ্রজিতের অগ্নিতুল্য বাণের দ্বারা তাড়িত হলো বানরদলপতিরা। বানরদেরকে তখন ফুলে-ভরা পলাশবৃক্ষের মতো দেখাচ্ছিলো।।৫৯।। সেই বানরবীরেরা রাক্ষস-প্রধান ইন্দ্রজিতের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিকৃতস্বরে চীৎকার করতে করতে একে অপরের কাছে এসে মাটিতে পড়ে গলো।।৬০।। কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকাতে গেলো। তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় বাণাঘাতে একে যেন অপরের দেহে প্রবেশ করতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।৬১।। হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ এবং বেগদর্শীকে...।।৬২।। সঙ্গে মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল,

মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলং গবাক্ষং গবয়ং তথা। কেসরিং হরিলোমানং বিদ্যুদ্দংষ্ট্রঞ্চ বানরম্।। ৬৩
সূর্যাননং জ্যোতির্মুখং তথা দধিমুখং হরিম্। পাবকাক্ষং নলঞ্চৈব কুমুদঞ্চৈব বানরম্।। ৬৪
প্রাসৈঃ শূলৈঃ শিতৈর্বাণৈরিন্দ্রজিম্মন্ত্রসংহিতৈঃ। বিব্যাধ হরিশার্দূলান্ সর্বাংস্তান্ রাক্ষসোত্তমঃ।। ৬৫
স বৈ গদাভির্হরিযূথমুখ্যান্ নির্ভিদ্য বাণৈস্তপনীয়বর্ণৈঃ।
ববর্ষ রামং শরবৃষ্টিজালৈঃ সলক্ষ্মণং ভাস্কররশ্মিকল্পৈঃ।। ৬৬
স বাণবর্ষৈরভিবৃষ্যমাণো ধারানিপাতানিব তানচিন্ত্য। সমীক্ষমাণঃ পরমাদ্ভুতশ্রী রামস্তদা লক্ষ্মণমিত্যুবাচ।। ৬৭
অসৌ পুনর্লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রো ব্রহ্মাস্ত্রমাশ্রিত্য সুরেন্দ্রশত্রুঃ।
নিপাতয়িত্বা হরিসৈন্যমস্মাঞ্শিতৈঃ শরৈরর্দয়তি প্রসক্তম্।। ৬৮
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো মহাত্মা সমাহিতোঽন্তর্হিতো ভীমকায়ঃ।
কথং ন শক্যো যুধি নষ্টদেহো নিহন্তুমদ্যেন্দ্রজিদুদ্যতাস্ত্রঃ।। ৬৯
মন্যে স্বয়ম্ভূর্ভগবানচিন্ত্যস্তস্যৈতদস্ত্রং প্রভবশ্চ যোঽস্য।
বাণাবপাতং ত্বমিহাদ্য ধীমন্ ময়া সহাব্যগ্রমনাঃ সহস্ব।। ৭০
প্রচ্ছাদয়ত্যেষ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ সর্বা দিশঃ সায়কবৃষ্টিজালৈঃ।
এতচ্চ সর্বং পতিতাগ্র্যশূরং ন ভ্রাজতে বানররাজসৈন্যম্।। ৭১
আবান্তু দৃষ্ট্বা পতিতৌ বিসংজ্ঞৌ নিবৃত্তযুদ্ধৌ হতহর্ষ-রোষৌ।
ধ্রুবং প্রবেক্ষ্যত্যমরারিবাসমসৌ সমাসাদ্য রণাগ্র্যলক্ষ্মীম্।। ৭২
ততস্তু তাবিন্দ্রজিতোঽস্ত্রজালৈর্বভূবতুস্তত্র তদা বিশস্তৌ।
স চাপি তৌ তত্র বিষাদয়িত্বা ননাদ হর্ষাদ্ যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।। ৭৩
ততস্তদা বানরসৈন্যমেবং রামঞ্চ সংখ্যে সহ লক্ষ্মণেন।
বিষাদয়িত্বা সহসা বিবেশ পুরীং দশগ্রীবভুজাভিগুপ্তাম্।
সংস্তূয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোঽভ্যুবাচ।। ৭৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

গবাক্ষ, কেশরী, হরিলোম, বিদ্যদ্দংষ্ট্র প্রভৃতি বানরকে....।।৬৩।। এবং তারপর সূর্যানন, জ্যোতির্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল এবং কুমুদ-প্রমুখ বানরদেরকে....।।৬৪।। ও সকল বানরবীরদেরকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ মন্ত্রপূত প্রাস, শূল এবং তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলো।।৬৫।। বানরদল প্রধানদেরকে সে গদার দ্বারা আহত এবং উজ্জ্বলবর্ণ বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করলো। তারপর সূর্য কিরণের মতো শরজাল লক্ষ্মণসহ রামের ওপর বর্ষণ করলো।।৬৬।। এই বাণবর্ষণকে বৃষ্টির ধারাবর্ষণের মতোই মনে করে অত্যন্ত অদ্ভুতশ্রীসম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।।৬৭।। লক্ষ্মণ, দেখো, দেবরাজশত্রু ঐ রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র আশ্রয় করে বানরসৈন্য ধ্বংস করে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আমাদের বেশ পীড়িত করছে।।৬৮।। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বরলাভ করে মহাশক্তিশালী এই বিশালদেহ রাক্ষস সমাহিত হয়ে আকাশে অন্তর্হিত হয়েছে। সে আড়ালে অদৃশ্য থাকায় আমরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে কিভাবে তাকে বিনাশ করতে সমর্থ হবো ?।।৬৯।। হে ধীমন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তো অচিন্তনীয় প্রভাবসম্পন্ন। মনে হচ্ছে এই অস্ত্রগুলি তারই প্রভাব-সম্ভূত। অব্যগ্রচিত্ত হয়ে তুমি আজ এই বাণ বর্ষণ সহ্য করো।।৭০।। রাক্ষস -প্রধান শরবৃষ্টির দ্বারা সকলদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বানরবীরেরা তাতেই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। বানররাজসৈন্যের শোভা আর দেখা যাচ্ছে না।।৭১।। সে দেখবে আমরা দু'জন অচৈতন্য হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে মাটিতে পড়ে থাকবো। আনন্দ এবং ক্রোধ কিছুই তখন আমাদের থাকবে না। ঐ ইন্দ্রজিৎ তখন যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করে নিয়েই দেবশত্রু রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করবে।।৭২।। অতঃপর তাঁরা দু'জন ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালের কবলে পড়লো। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে রাক্ষসপ্রধান যুদ্ধে আনন্দে গর্জন করে উঠলো।।৭৩।। ইন্দ্রজিৎ এইভাবে বানরসৈন্য এবং লক্ষ্মণসহ রামকে পরাজিত করে তাদের বিষাদিত করে দ্রুত দশানন রাবণের দ্বারা পালিতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো। রাক্ষসদের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে স্তুত হয়ে সে পিতাকে আনন্দের সঙ্গে সব জানালো।।৭৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদি মহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

জাম্ববতা নির্দেশেন হিমালয়ে দিব্যৌষধিসংগ্রহায় হনূমতো গমনম্, ওষধিং গৃহীত্বা তস্য প্রত্যাগমনম্, তদ্‌গন্ধেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বানরাণাঞ্চ পুনঃ স্বস্থতালাভশ্চ।

তয়োস্তদাসাদিতয়ো রণাগ্রে মুমোহ সৈন্যং হরিযূথপানাম্।
সুগ্রীব-নীলাঙ্গদ-জাম্ববন্তো ন চাপি কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে তে।। ১
ততো বিষণ্ণং সমবেক্ষ্য সর্বং বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
উবাচ শাখামৃগরাজবীরা নাশ্বাসয়ন্নপ্রতিমৈর্বচোভিঃ।। ২
মা ভৈষ্ট নাস্ত্যত্র বিষাদকালো যদার্যপুত্রৌ হ্যবশৌ বিষণ্ণৌ।
স্বয়ম্ভুবো বাক্যমথোদ্বহন্তৌ যৎসাদিতাবিন্দ্রজিতাস্ত্রজালৈঃ।। ৩
তস্মৈ তু দত্তং পরমাস্ত্রমেতৎ স্বয়ম্ভুবা ব্রাহ্মমমোঘবীর্যম্।
তম্মানয়ন্তৌ যুধি রাজপুত্রৌ নিপাতিতৌ কোঽত্র বিষাদকালঃ।। ৪
ব্রাহ্মমস্ত্রং ততো ধীমান্ মানয়িত্বা তু মারুতিঃ। বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হনুমানমব্রবীৎ।। ৫
অস্মিন্নস্ত্রহতে সৈন্যে বানরাণাং তরস্বিনাম্। যো যো ধারয়তে প্রাণাংস্তং তমাশ্বাসয়াবহে।। ৬
তাবুভৌ যুগপর্দ্দ্ বীরৌ হনূমদ্রাক্ষসোত্তমৌ। উল্কাহস্তৌ তদা রাত্রৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ।। ৭
ভিন্নলাঙ্গূলহস্তোরুপাদাঙ্গুলিশিরোধরৈঃ। স্রবদ্ভিঃ ক্ষতজং গাত্রৈঃ প্রস্রবদ্ভিঃ সমন্ততঃ।। ৮
পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানবৈরভিসংবৃতাম্। শস্ত্রৈশ্চ পতিতৈর্দীপ্তৈর্দদৃশাতে বসুন্ধরাম্।। ৯
সুগ্রীবমঙ্গদং নীলং শরভং গন্ধমাদনম্। জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ।। ১০

চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ

জাম্ববানের নির্দেশে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমানের হিমালয়ে গমন।
তার গন্ধে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বানরদের পুনরায় স্বস্থতালাভ।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছেন। তা দেখে বানরদলপতিদের সৈন্যও মূর্ছিত হয়ে গেলো। তখন সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববান চিন্তা করে কিছুই স্থির করতে পারলো না।।১।। তখন বুদ্ধিমানদের বরিষ্ঠ বিভীষণ সকলকে বিষণ্ণ দেখে বানররাজ সুগ্রীবের বীরগণকে অতুলনীয় বাক্যের দ্বারা আশ্বস্ত করে বললো— ।।২।। এই মাননীয় আর্যপুত্র দু'জন রাম ও লক্ষ্মণ অবশ ও বিষণ্ণ হয়েছেন। এঁদের দেখে তোমরা ভয় পেয়ো না। এখন বিষাদের সময় নয়। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বাক্য পালনের জন্য ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে এঁরা দু'জন অবসন্ন হয়েছেন।।৩।। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন এই ব্রাহ্ম অস্ত্র ইন্দ্রজিতকে দিয়েছিলেন। তারই মর্যাদা রক্ষায় এই রাজপুত্র দু'জন যুদ্ধে ভূপতিত হয়েছেন। এখন কি বিষাদের সময় ?।।৪।। ধীমান হনুমান বিভীষণ-এর কথা শুনে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের মর্যাদা মেনে নিয়ে বললো— ।।৫।। এইখানে দ্রুতগামী বানরদের মধ্যে অস্ত্রে আহত হয়ে যারা প্রাণে বেঁচে আছে, তাদের আমরা আশ্বস্ত করবো।।৬।। হনুমান এবং রাক্ষসোত্তম বিভীষণ এই বীর দু'জনেই যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রে উলকা হাতে নিয়ে বিচরণ করতে লাগলো।।৭।। সেখানে তারা দেখলো, নিহত বানরদের ল্যাজ, হাত, উরু, পা, আঙুল, চুল সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে আছে। চারদিকে বানরদের গায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। তারা মল-মূত্র ও ত্যাগ করেছে।।৮।। পর্বতাকার বানরদের পতিত দেহে ঢেকে গেছে ধরিত্রী। তাদের হাত হতে খসে-পড়া উজ্জ্বল শস্ত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।।৯।। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ এবং বেগদর্শী মৃতপ্রায় হয়ে রণভূমিতে পড়ে আছে।।১০।। মৈন্দ, নল, জ্যোতির্মুখ, দ্বিবিদ-প্রমুখ বানরদেরকে বিভীষণ এবং হনুমান দেখলেন যুদ্ধে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে

মৈন্দং নলং জ্যোতির্মুখং দ্বিবিদঞ্চাপি বানরম্। বিভীষণো হনুমাংশ্চ দদৃশাতে হতান্ রণে।। ১১
সপ্তষষ্টির্হতাঃ কোট্যো বানরাণাং তরস্বিনাম্। অহ্নঃ পঞ্চমশেষেণ বল্লভেন স্বয়ম্ভুবঃ।। ১২
সাগরৌঘনিভং ভীমং দৃষ্ট্বা বাণার্দিতং বলম্। মার্গতে জাম্ববন্তঞ্চ হনুমান্ স বিভীষণঃ।। ১৩
স্বভাবজরয়া যুক্তং বৃদ্ধং শরশতৈশ্চিতম্। প্রজাপতিসুতং বীরং শাম্যন্তমিব পাবকম্।। ১৪
দৃষ্ট্বা সমভিসংক্রম্য পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ। কশ্চিদার্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন প্রাণা ধ্বংসিতাস্তব।। ১৫
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ। কৃচ্ছ্রাদভ্যুদ্গিরন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৬
নৈর্ঋতেন্দ্র মহাবীর্য স্বরেণ ত্বাভিলক্ষয়ে। বিদ্ধগাত্রঃ শিতৈর্বাণৈর্ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা।। ১৭
অঞ্জনা সুপ্রজা যেন মাতরিশ্বা চ সুব্রত। হনুমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রাণান্ ধারয়তে ক্বচিৎ।। ১৮
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যমুবাচেদং বিভীষণঃ। আর্যপুত্রাবতিক্রম্য কস্মাৎ পৃচ্ছসি মারুতিম্।। ১৯
নৈব রাজনি সুগ্রীবে নাঙ্গদে নাপি রাঘবে। আর্য সন্দর্শিতঃ স্নেহো যথা বায়ুসুতে পরঃ।। ২০
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববান্ বাক্যমব্রবীৎ। শৃণু নৈর্ঋতশার্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্।। ২১
অস্মিঞ্জীবতি বীরে তু হতমপ্যহতং বলম্। হনূমত্যুজ্ঝিতপ্রাণে জীবন্তোঽপি মৃতা বয়ম্।। ২২
ধরতে মারুতিস্তাত মারুতপ্রতিমো যদি। বৈশ্বানরসমো বীর্যে জীবিতাশা ততো ভবেৎ।। ২৩
ততো বৃদ্ধমুপাগম্য বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ। গৃহ্য জাম্ববতঃ পাদৌ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ২৪
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং তদা ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ। পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে স্মর্ক্ষপুঙ্গবঃ।। ২৫
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা হনুমন্তং স জাম্ববান্। আগচ্ছ হরিশার্দূল বানরাংস্ত্রাতুমর্হসি।। ২৬
নান্যো বিক্রমপর্যাপ্তস্ত্বমেষাং পরমঃ সখা। ত্বৎপরাক্রমকালোঽয়ং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন।। ২৭

আছে।।১১।। ঘুরতে ঘুরতে দিনের শেষ পঞ্চমভাগে তারা দেখলো-ব্রহ্মার প্রিয় ইন্দ্রজিতের দ্বারা সাতষট্টি কোটি বেগবান বানর নিহত হয়েছে।।১২।। সাগর-তরঙ্গের মতো ভীষণ দেখাচ্ছিলো সেই বাণাহত বানর-বাহিনীকে। হনুমান এবং বিভীষণ সেখানে জাম্ববানকে খুঁজতে লাগলো।।১৩।। পরে স্বাভাবিক বার্ধক্যে যুক্ত বয়োবৃদ্ধ, শত শরের দ্বারা বিদ্ধ, প্রজাপতিপুত্র বীর জাম্ববানকে নির্বাণোন্মুখ অগ্নির মতো তারা দেখতে পেলো।।১৪।। পুলস্ত্যবংশীয় বিভীষণ তাকে ঐভাবে দেখে তার কাছে গিয়ে বললো—আর্য, তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আপনার প্রাণ বিনষ্ট হয় নি তো ?।।১৫।। বিভীষণের কথা শুনে ভল্লুকশ্রেষ্ঠ জাম্ববান অতি কষ্টে বললো—।।১৬।। হে মহাবীর্যবান, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, কণ্ঠস্বর তোমার চিনতে পারছি। তীক্ষ্ণ বাণে আমি বিদ্ধ হয়ে ঢাকা পড়ে-যাওয়ায় চোখে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।।১৭।। হে সুব্রত, যাকে পেয়ে অঞ্জনা সুপুত্রবতী সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান প্রাণে বেঁচে আছে কি ?।।১৮।। জাম্ববানের কথা শুনে বিভীষণ বললো, মাননীয় দশরথপুত্র রাম-লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে আপনি হনুমানের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?।।১৯।। মহাত্মন্, রাজা সুগ্রীব, অঙ্গদ এমন কি রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করে আপনি পবনপুত্র হনুমানের প্রতিই বা কেন স্নেহ-প্রদর্শন করছেন ?।।২০।। বিভীষণের কথা শুনে জাম্ববান বললেন, ওহে রাক্ষসবীর, শোনো, আমি যে জন্যে হনুমানের কথা জিজ্ঞেস করছি।।২১।। ঐ বীর হনুমান জীবিত থাকলে এই সৈন্যবাহিনী মরেও বেঁচে আছে। আর হনুমান প্রাণত্যাগ করলে আমরা জীবিত থেকেও মৃত।।২২।। বায়ুর মতো বেগবান হনুমান যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমাদেরও প্রাণের আশা থাকে। সে তো বীর্যবত্তায় অগ্নির মতো।।২৩।। অতঃপর মারুতপুত্র হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের কাছে গিয়ে তার চরণস্পর্শ করে বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করলেন।।২৪।। যার ইন্দ্রিয়রাজি পূর্বে ব্যথিত হয়েছিলো, সেই ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান এখন নিজেকে আবার সঞ্জীবিত মনে করলো। হনুমানের বাক্য শুনে *(স্ম + ঋক্ষপুঙ্গবঃ = স্মর্ক্ষপুঙ্গবঃ)*।।২৫।। মহাতেজস্বী জাম্ববান হনুমানকে বললো, হে বানরবীর, এসো। বানরদের রক্ষা করতে তুমিই পারো।।২৬।। তোমার ন্যায় পর্যাপ্ত পরাক্রম আর কারো নেই। তুমি এদের পরম বন্ধু। তোমার পরাক্রম প্রকাশের এটিই উপযুক্ত সময়। তোমায় ছাড়া আর কাউকে আমি এই কাজের উপযুক্ত দেখছি না।।২৭।। ভল্লুক এবং বানরবীরদের এই সৈন্যবাহিনীকে তুমি আনন্দিত করো। মূর্ছিত রাম-লক্ষ্মণকে

ঋক্ষ-বানরবীরাণামনীকানি প্রহর্ষয়। বিশল্যৌ কুরু চাপ্যেতৌ সাদিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২৮
গত্বা পরমমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্। হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠং হনুমন্ গন্তুমর্হসি।। ২৯
ততঃ কাঞ্চনমত্যুচ্চমৃষভং পর্বতোত্তমম্। কৈলাসশিখরঞ্চাত্র দ্রক্ষ্যস্যরিনিষূদন।। ৩০
তয়োঃ শিখরয়োর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্। সর্বৌষধিযুতং বীর দ্রক্ষ্যস্যোষধিপর্বতম্।। ৩১
তস্য বানরশার্দূল চতস্রো মূর্ধ্নি সম্ভবাঃ। দ্রক্ষস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্তীর্দিশো দশ।। ৩২
মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি। সুবর্ণকরণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্।। ৩৩
তাঃ সর্বা হনুমন্ গৃহ্য ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি। আশ্বাসয় হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গন্ধবহাত্মজ।। ৩৪
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। আপূর্যত বলোদ্ধর্ষৈর্বায়ুবেগৈরিবার্ণবঃ।। ৩৫
স পর্বততটাগ্রস্থঃ পীড়য়ন্ পর্বতোত্তমম্। হনুমান্ দৃশ্যতে বীরো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ।। ৩৬
হরিপাদবিনির্ভগ্নো নিষসাদ স পর্বতঃ। ন শশাক তদাত্মানং বোঢুং ভৃশনিপীড়িতঃ।। ৩৭
তস্য পেতুর্নগা ভূমৌ হরিবেগাচ্চ জজ্বলুঃ। শৃঙ্গাণি চ ব্যকীর্য্যন্ত পীড়িতস্য হনূমতা।। ৩৮
তস্মিন্ সম্পীড্যমানে তু ভগ্নদ্রুমশিলাতলে। ন শেকুর্বানরাঃ স্থাতুং ঘূর্ণমানে নগোত্তমে।। ৩৯
সা ঘূর্ণিতমহাদ্বারা প্রভগ্নগৃহগোপুরা। লঙ্কা ত্রাসাকুলা রাত্রৌ প্রনৃত্তেবাভবত্তদা।। ৪০
পৃথিবীধরসঙ্কাশো নিপীড্য পৃথিবীধরম্। পৃথিবীং ক্ষোভয়ামাস সার্ণবাং মারুতাত্মজঃ।। ৪১

সুস্থ করো (*বিশল্য—শল্যমুক্ত, সুস্থ*) ।।২৮।। হে হনুমন্, সাগরের ওপর দিয়ে গিয়ে বহুপথ অতিক্রম করে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাও।।২৯।। হে শত্রুবিনাশকারিন, অত্যন্ত উন্নত স্বর্ণময় দু'টি পর্বতশিখর দেখতে পাবে। তাদের নাম ঋষভ এবং কৈলাশ।।৩০।। হে বীর, সেই শিখর দু'টির মধ্যে ওষধিপর্বতকে দেখতে পাবে। প্রদীপ্ত সেই পর্বতের অতুলনীয় প্রভা। সর্বপ্রকার ওষধি সেখানে মেলে।।৩১।। হে বানরবীর, তার শীর্ষে দেখবে চারটি উজ্জ্বল ওষধি জন্মেছে। সেগুলি দশদিককে উদ্‌ভাসিত করছে (*ওষধি—লতাবিশেষ। যার রস থেকে ঔষধ তৈরী হয়। ফল পাকলে যে তরুলতা মরে যায়, সেগুলিও ওষধি। "ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ বহুপুষ্প ফলোপগাঃ"। যেমন—ধান*) ।।৩২।। সেই ওষধিগুলি হলো—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী এবং সন্ধানী। মহা-ঔষধের কাজ করে থাকে এগুলি।।৩৩।। হনুমন, সেগুলি নিয়ে শীগ্‌গির তুমি চলে এসো। হে পবনপুত্র, বানরদের প্রাণ ফিরিয়ে এনে আশ্বস্ত করো (*গন্ধবহ—বায়ু। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা বিশ্বের বিস্ময়। মনুষ্য, জীবজন্তু এবং বৃক্ষেরও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিচয় বহন করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস", আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের "পজিটিভ সাইন্সেস অফ দি এন্‌সেন্ট হিন্দুজ" —এই বিষয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। শল্য-চিকিৎসা, অঙ্গ-সংযোজনাদি তখন করা হতো*) ।।৩৪।। জাম্ববানের কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান হর্ষে ঝড়ের সমুদ্রের মতো শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।।৩৫।। লঙ্কায় পর্বতশ্রেষ্ঠকে পীড়িত করে তিনি তখন সেই পর্বতের সানুদেশে এসে দাঁড়ালেন। বীর হনুমানকেও তখন দ্বিতীয় পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো।।৩৬।। বানর-হনুমানের পদভারে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় সেই পাহাড় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। ভেঙে পড়লো।।৩৭।। বানর হনুমানের বেগে পীড়িত হয়ে পর্বতের বৃক্ষগুলি ভূপতিত হয়ে পরস্পর ঘর্ষণের কারণে জ্বলে উঠলো। শৃঙ্গগুলিও বিক্ষিপ্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লো।।৩৮।। ঐ পর্বত যখন হনুমানের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে পীড়িত হচ্ছিলো তখন গাছপালা আর শিলারাশি ভেঙে পড়লো। গাছগুলি ঘূর্ণিত হতে লাগলো। ফলে বানরেরা তার ওপর আর থাকতে পারছিলো না।।৩৯।। লঙ্কার বিশাল প্রবেশদ্বারগুলি ঘুরতে লাগলো। গৃহ ও গোপুরগুলি গেলো ভেঙে। লঙ্কাপুরী ত্রাসে আকুল হয়ে রাত্রে যেন নৃত্য করতে লাগলো (*লঙ্কায় পর্বত আছে। হনুমান লঙ্কার পর্বতে আরোহণ করে আকাশপথে সমুদ্র লঙ্ঘন করে হিমালয়ের দিকে বিশল্যকরণী আনার জন্য যাত্রা করেছে। বীর হনুমানের পদভারে লঙ্কা আজ টলমল করছে*) ।।৪০।। পবননন্দন হনুমান আকারে পর্বতপ্রমাণ। লঙ্কার পর্বতকে নিপীড়িত করে সমুদ্রসহ ধরণীকে সে আন্দোলিত করে তুললো (*পৃথিবীধর—পর্বত। পাহাড়ের মতো হনুমান পাহাড়কে পীড়িত করছে*) ।।৪১।। সেই স্থান হতে বানর হনুমান মলয়পর্বতে

আরুরোহ তদা তস্মাদ্ধরির্মলয়পর্বতম্। মেরুমন্দরসঙ্কাশং নানাপ্রস্রবণাকুলম্।। ৪২
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং বিকাসিকমলোৎপলম্। সেবিতং দেবগন্ধর্বৈঃ ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্।। ৪৩
বিদ্যাধরৈর্মুনিগণৈরপ্সরোভির্নিষেবিতম্। নানামৃগগণাকীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্।। ৪৪
সর্বানাকুলয়ংস্তত্র যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরান্। হনুমান্ মেঘসঙ্কাশো ববৃধে মারুতাত্মজঃ।। ৪৫
পদ্ভ্যাস্তু শৈলমাপীড্য বড়বামুখবন্মুখম্। বিবৃত্যোগ্রং ননাদোচ্চৈস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্।। ৪৬
তস্য নানদ্যমানস্য শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্। লঙ্কাস্থা রাক্ষসব্যাঘ্রা ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ক্বচিৎ।। ৪৭
নমস্কৃত্বা সমুদ্রায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ। রাঘবার্থে পরং কর্ম সমীহত পরন্তপঃ।। ৪৮
স পুচ্ছমুদ্যম্য ভুজঙ্গকল্পং বিনম্য পৃষ্ঠং শ্রবণে নিকুচ্য।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভমাপুপ্লুবে ব্যোম্নি স চণ্ডবেগঃ।। ৪৯
স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ।
বাহূরুবেগোদ্গতসম্প্রণুন্নাস্তে ক্ষীণবেগাঃ সলিলে নিপেতুঃ।। ৫০
স তৌ প্রসার্যোরগভোগকল্পৌ ভুজৌ ভুজঙ্গারিনিকাসবীর্যঃ।
জগাম শৈলং নগরাজমগ্র্যং দিশঃ প্রকর্ষন্নিব বায়ুসূনুঃ।। ৫১
স সাগরং ঘূর্ণিতবীচিমালং তদম্ভসা ভ্রামিতসর্বসত্ত্বম্।
সমীক্ষমাণঃ সহসা জগাম চক্রং যথা বিষ্ণুকরাগ্রমুক্তম্।। ৫২
স পর্বতান্ পক্ষিগণান্ সরাংসি নদীস্তটাকানি পুরোত্তমানি।
স্ফীতাঞ্জনান্তানপি সম্প্রবীক্ষ্য জগাম বেগাৎ পিতৃতুল্যবেগঃ।। ৫৩
আদিত্যপথমাশ্রিত্য জগাম স গতশ্রমঃ। হনুমানংস্ত্বরিতো বীরঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ।। ৫৪

আরোহণ করলেন। সেই মলয়াচল মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো রমণীয়। নানা প্রস্রবণে মনোরম তা।।৪২।। বহুবিধ তরুলতায় শোভিত এই মলয়পর্বত। সেখানে পদ্ম ও কুমুদ ফুল ফুটে রয়েছে। দেবতা ও গন্ধর্বেরা সেখানে বাস করেন। ষাট যোজন উন্নত এই পর্বত *(উচ্ছ্রিত—উঁচু)* ।।৪৩।। বিদ্যাধর, মুনিঋষি এবং অপ্‌সরারা সেখানে বাস করেন। বিচিত্র সব পশুতে পরিপূর্ণ এই পর্বত বহুরকমের গুহাতে পরিশোভিত।।৪৪।। বায়ুপুত্র হনুমান নিজের দেহকে মেঘের মতো পরিবর্ধিত করলেন। তাতে যক্ষ, কিন্নর এবং গন্ধর্বেরা সবাই আকুল হয়ে উঠলো।।৪৫।। হনুমান দুই পায়ে পর্বতকে পীড়ন করে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটিকে বড়বানলের মতো বিস্‌ফারিত করলেন। রাক্ষসদের ভয় উৎপাদন করে তিনি গর্জন করতে লাগলেন।।৪৬।। তাঁর সেই ভীষণ গর্জন শুনে লঙ্কার বীর রাক্ষসেরা কেউ নড়াচড়া করতেও পারলো না।।৪৭।। শত্রুতাপন ভীমবিক্রম হনুমান সমুদ্রকে নমস্কার করে রামের জন্য কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হলেন।।৪৮।। সাপের মতো তিনি ল্যাজটিকে উন্নত করে, পৃষ্ঠদেশ নীচু করে কানদু'টিকে সংকুচিত করে, বড়বানলের মতো মুখটিকে বিশাল হাঁ-করে প্রচণ্ডগতিতে আকাশে উড়ে চলতে লাগলেন।।৪৯।। গাছপালা, পাহাড়, পাথর, সাধারণ বানর সবাইকে তিনি তাঁর গতিবেগে উড়িয়ে নিয়ে চললেন। তার বাহু এবং উরুর বেগে ঐগুলি কিছুটা উড়ে গিয়ে বেগ হ্রাস হওয়ায় জলে পড়ে গেলো *(লক্ষণীয় গতিশীল বিমানাদি যেমন ওড়ার সময় চারপাশের সবকিছুকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, হনুমানও ওড়ার সময় চারপাশের সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। ঋষিকবির কল্পনা বাস্তবমুখীন)* ।।৫০।। গরুড়ের মতো বীর্যবান বায়ুপুত্র হনুমান সাপের ফণার মতো বাহুদু'টিকে প্রসারিত করে সমস্ত দিক যেন আকর্ষণ করতে করতে শৈলরাজ হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।।৫১।। হনুমান দেখতে পেলেন নীচে সমুদ্রের তরঙ্গগুলি ঘুরছে। ঘুরছে জল-জন্তুগুলিও। বিষ্ণুর হস্ত হতে চক্র মুক্ত হয়ে যেমন দ্রুতগতিতে চলে, ঠিক তেমনি দ্রুতগতিতেই হনুমান চলছিলেন।।৫২।। পিতৃতুল্য বেগবান তিনি। চলতে চলতে পাখীর দল, পর্বতরাজি সরোবরসমূহ, নদীতীর, সুন্দর নগরসমূহ এবং জনবহুল স্থান সব দেখতে পেলেন।।৫৩।। পিতার মতো পরাক্রমশালী, বীর হনুমান সূর্যের পথ আশ্রয় করে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলেন। কিন্তু, কোনো ক্লান্তি তিনি অনুভব করেন নি।।৫৪।। বানরবীর, মারুতপুত্র, হনুমান বায়ুর

জবেন মহতা যুক্তো মারুতির্বাতরংহসা। জগাম হরিশার্দূলো দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্।। ৫৫
স্মরন্ জাম্ববতো বাক্যং মারুতির্ভীমবিক্রমঃ। দদর্শ সহসা চাপি হিমবন্তং মহাকপিঃ।। ৫৬
নানাপ্রস্রবণোপেতং বহুকন্দরনির্ঝরম্। শ্বেতাভ্রচয়সঙ্কাশৈঃ শিখরৈশ্চারুদর্শনৈঃ।
শোভিতং বিবিধৈর্বৃক্ষৈরগমৎ পর্বতোত্তমম্।। ৫৭
স তং সমাসাদ্য মহানগেন্দ্রমতিপ্রবৃদ্ধোত্তমহেমশৃঙ্গম্।
দদর্শ পুণ্যানি মহাশ্রমাণি সুরর্ষিসঙ্ঘোত্তমসেবিতানি।। ৫৮
স ব্রহ্মকোষং রজতালয়ঞ্চ শক্রালয়ং রুদ্রশরপ্রমোক্ষম্।
হয়াননং ব্রহ্মশিরশ্চ দীপ্তং দদর্শ বৈবস্বতকিঙ্করাংশ্চ।। ৫৯
বহ্ন্যালয়ং বৈশ্রবণালয়ঞ্চ সূর্যপ্রভং সূর্যনিবন্ধনঞ্চ।
ব্রহ্মালয়ং শঙ্করকার্মুকঞ্চ দদর্শ নাভিঞ্চ বসুন্ধরায়াঃ।। ৬০
কৈলাসমগ্র্যং হিমবচ্ছিলাঞ্চ তং বৈ বৃষং কাঞ্চনশৈলমগ্র্যম্।
প্রদীপ্তসর্বৌষধিসম্প্রদীপ্তং দদর্শ সর্বৌষধিপর্বতেন্দ্রম্।। ৬১
স তং সমীক্ষ্যানলরাশিদীপ্তং বিসিস্মিয়ে বাসবদূতসূনুঃ।
আপ্লুত্য তং চৌষধীপর্বতেন্দ্রং তত্রৌষধীনাং বিচয়ং চকার।। ৬২
স যোজনসহস্রাণি সমতীত্য মহাকপিঃ। দিব্যৌষধিধরং শৈলং ব্যচরন্মারুতাত্মজঃ।। ৬৩
মহৌষধ্যস্ততঃ সর্বাস্তস্মিন্ পর্বতসত্তমে। বিজ্ঞায়ার্থিনমায়ান্তং ততো জগ্মুরদর্শনম্।। ৬৪
স তা মহাত্মা হনুমানপশ্যংশ্চুকোপ রোষাচ্চ ভৃশং ননাদ।
আমৃষ্যমাণোঽগ্নিসমানচক্ষুর্মহীধরেন্দ্রং তমুবাচ বাক্যম্।। ৬৫
কিমেতদেবং সুবিনিশ্চিতং তে যদ্ রাঘবে নাসি কৃতানুকম্পঃ।
পশ্যাদ্য মদ্বাহুবলাভিভূতো বিকীর্ণমাত্মানমথো নগেন্দ্র।। ৬৬

মতো তীব্রগতিতে গর্জন করে দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে চলতে লাগলেন।।৫৫।। জাম্ববানের কথা স্মরণ করে ভীষণ পরাক্রমী মহাবানর হনুমান সহসা হিমালয়কে দেখতে পেলেন।।৫৬।। সেখানে রয়েছে নানারকমের প্রস্রবণ, বহু গুহা ও নির্ঝর। তার শিখরগুলি দেখতে খুবই সুন্দর এবং মনে হচ্ছিলো শুভ্র মেঘরাশি সেখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে। উত্তম পর্বতটি বিবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত *(অভ্র—মেঘ। নভ্রংশতি আপঃ অস্মাৎ ইতি অভ্রঃ)* ।।৫৭।। উঁচু সোনালী শিখর-সমন্বিত সেই মহাশৈলকে পেয়ে তিনি দেবতা এবং ঋষিদের দ্বারা উত্তমরূপে সেবিত পবিত্র বিশাল আশ্রমগুলি দেখতে পেলেন।।৫৮।। দেখতে পেলেন ব্রহ্মার স্থান। সেখানে হিরণ্যগর্ভ এবং রজতনাভি নামক হিরণ্যগর্ভের অন্য মূর্তি অবস্থিত। দেখলেন ইন্দ্রের ভবন। দেখলেন যেখান থেকে মহেশ্বর ত্রিপুরা-বিনাশের সময় অস্ত্রনিক্ষেপ করেছিলেন, সেই স্থান। দেখলেন হয়গ্রীবের বাসস্থান। দীপ্ত ব্রহ্মশির তথা ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান। এবং যমরাজের কিঙ্করদেরকে।।৫৯।। হনুমান হিমালয়ে যেতে যেতে দেখলেন, অগ্নি ও কুবেরের ভবন। শঙ্করের পিনাক ধনু। সূর্যের মতো উজ্জ্বল সূর্যের স্থান। এবং ধরিত্রীর নাভিস্থল।।৬০।। পরে শ্রেষ্ঠপর্বত কৈলাশ, হিমালয়ের শিলা, শিবের সেই বৃষ, সোনার শ্রেষ্ঠপর্বত এবং সকল প্রকার ওষধির দ্বারা সম্যগ্‌রূপে প্রদীপ্ত সর্বৌষধি পর্বত।।৬১।। ইন্দ্রের দূত বায়ুর পুত্র হনুমান অগ্নিরাশির মতো দীপ্ত সেই ওষধি পর্বতকে দেখে বিস্মিত হলেন। ওষধি-পর্বতরাজের পৃষ্ঠে লাফিয়ে নেমে সেখানে সেই ওষধি খুঁজে দেখতে লাগলেন।।৬২।। মারুতপুত্র, মহাকপি হনুমান সহস্র যোজন অতিক্রম করে এসে দিব্য ওষধি ক্ষেত্রে শৈলটিতে বিচরণ করতে লাগলেন।।৬৩।। প্রার্থী এসেছে জেনে ওষধিগুলি সকলে সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো।।৬৪।। তখন মহাশক্তিশালী হনুমান ওষধি দেখতে না পেয়ে রেগে গিয়ে ভীষণ গর্জন করে উঠলেন। এই ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে আগুনের মতো চোখ করে পর্বতরাজকে বললেন— ।।৬৫।। তোমার একি বিবেচনা ? তুমি যে রামচন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করছো না ? যদি তুমি আনুকুল্য না করো, তাহলে, দেখো, হে শৈলরাজ, আজ আমার বাহুবলে তুমি অভিভূত হবে। নিজেকে দেখবে বিচূর্ণিত।।৬৬।। এই বলে হনুমান জোরে একটি পর্বতশৃঙ্গ উপড়ে

স তস্য শৃঙ্গং সনগং সনাগং সকাঞ্চনং ধাতুসহস্রজুষ্টম্।
বিকীর্ণকূটং জ্বলিতাগ্রসানুং প্রগৃহ্য বেগাৎ সহসোন্মমাথ।। ৬৭
স তং সমুৎপাট্য খমুৎপপাত বিত্রাস্য লোকান্ সসুরাসুরেন্দ্রান্।
সংস্তূয়মানঃ খচরৈরনেকৈর্জগাম বেগাদ্ গরুড়োগ্রবেগঃ।। ৬৮
স ভাস্করাধ্বানমনুপ্রপন্নস্তং ভাস্করাভং শিখরং প্রগৃহ্য।
বভৌ তদা ভাস্করসন্নিকাশো রবেঃ সমীপে প্রতিভাস্করাভঃ।। ৬৯
স তেন শৈলেন ভৃশং ররাজ শৈলোপমো গন্ধবহাত্মজস্তু।
সহস্রধারেণ সপাবকেন চক্রেণ খে বিষ্ণুরিবার্পিতেন।। ৭০
তং বানরাঃ প্রেক্ষ্য তদা বিনেদুঃ স তানপি প্রেক্ষ্য মুদা ননাদ।
তেষাং সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য লঙ্কালয়া ভীমতরং বিনেদুঃ।। ৭১
ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিঞ্ শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমধ্যে।
হর্য্যুত্তমেভ্যঃ শিরসাভিবাদ্য বিভীষণং তত্র চ সস্বজে সঃ।। ৭২
তাবপ্যুভৌ মানুষরাজপুত্রৌ তং গন্ধমাঘ্রায় মহৌষধীনাম্।
বভূবতুস্তত্র তদা বিশল্যাবুত্তস্থুরন্যে চ হরিপ্রবীরাঃ।। ৭৩
সর্বে বিশল্যা বিরুজাঃ ক্ষণেন হরিপ্রবীরাশ্চ হতাশ্চ যে স্যুঃ।
গন্ধেন তাসাং প্রবরৌষধীনাং সুপ্তা নিশান্তেষ্বিব সম্প্রবুদ্ধাঃ।। ৭৪
যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরি-রাক্ষসাঃ। তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ।। ৭৫
যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরৈঃ। হতা হতাস্তু ক্ষিপ্যন্তে সর্ব এব তু সাগরে।। ৭৬
ততো হরির্গন্ধবহাত্মজস্তু তমোষধীশৈলমুদগ্রবেগঃ।
নিনায় বেগাদ্ধিমবন্তমেব পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম।। ৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ফেললেন। তাতে গাছপালা হাতী, সোনা এবং হাজারো রকমের ধাতু রয়েছে।।৬৭।। দেবতা এবং অসুরসহ ত্রিলোককে সন্ত্রস্ত করে তিনি সেই পর্বতশৃঙ্গ উপড়ে নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন। তখন অনেক আকাশচারী তাঁকে স্তুতি করতে লাগলো। গরুড়ের মতো উগ্রবেগে চলতে লাগলেন তিনি।।৬৮।। সূর্যের মতো উজ্জ্বল শিখরটি নিয়ে সূর্যের পথে তিনি চলতে লাগলেন। নিজেও তিনি সূর্যের মতো ভাস্বর। সূর্যের কাছে তাঁকে আর একটি সূর্যের মতোই দেখাচ্ছিলো।।৬৯।। পবননন্দন আকারে ছিলেন পাহাড়ের মতো। সহস্রধার অগ্নিসমন্বিত পাহাড়টিকে নিয়ে যখন তিনি চলছিলেন, তখন আকাশে চন্দ্রশোভিত বিষ্ণুর মতো শোভা পাচ্ছিলেন।।৭০।। তাঁকে দেখে বানরেরা তখন আনন্দধ্বনি করে উঠলো। তিনিও তাদের দেখে আনন্দে প্রতিধ্বনি করলেন। তাদের সেই সম্মিলিত আনন্দধ্বনি শুনে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা আরো ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগলো।।৭১।। তারপর মহাশক্তিধর হনুমান উত্তম সেই পর্বত ত্রিকূটে বানরসৈন্যদের মধ্যে এসে লাফিয়ে নামলেন। শ্রেষ্ঠ বানরদের মাথা নীচু করে প্রণাম করে তিনি সেখানে বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন।।৭২।। মহৌষধিগুলির সেই গন্ধ আঘ্রাণ করে মনুষ্য রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই সুস্থ হলেন। অন্য বানরবীরেরাও শল্যমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।।৭৩।। যে বানরবীরেরা নিহত হয়েছিলো, তারা সবাই বাণমুক্ত হলো। ক্ষণেকের মধ্যে ক্ষত তাদের গেলো সেরে। রাত শেষ হয়ে গেলে মানুষ যেমন জেগে ওঠে, তেমনি এই শ্রেষ্ঠ ওষধির গন্ধে বানরেরা সবাই মৃত্যু হতে জেগে উঠলো।।৭৪।। যখন থেকে লঙ্কায় বানর এবং রাক্ষসেরা যুদ্ধ করছিলো, তখন থেকেই রাক্ষসদের প্রতি রাবণের আজ্ঞায়।।৭৫।। যুদ্ধে যতো রাক্ষস সৈন্য মারা যাবে প্রতিদিন সেই মৃত সৈন্যদের প্রতি মর্যাদা রক্ষার জন্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো।।৭৬।। তারপর বায়ুপুত্র হনুমান তীব্রগতিতে সেই ওষধিপর্বত নিয়ে গিয়ে হিমালয় পর্বতে আবার স্থাপিত করে ফিরে এসে রামের সঙ্গে সম্মিলিত হলেন।।৭৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

বানরাণাং লঙ্কানগরীদহনম্, বানর-রাক্ষসানাঞ্চ ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।

ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ। অর্থং বিজ্ঞাপয়ংশ্চাপি হনূমন্তমিদং বচঃ।। ১
যতো হতঃ কুম্ভকর্ণঃ কুমারাশ্চ নিষূদিতাঃ। নেদানীমুপনির্হারং রাবণো দাতুমর্হতি।। ২
যে যে মহাবলাঃ সন্তি লঘবশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। লঙ্কামভিপতন্ত্বাশু গৃহ্যোল্কাঃ প্লবগর্ষভাঃ।। ৩
ততোঽস্তং গত আদিত্যে রৌদ্রে তস্মিন্নিশামুখে। লঙ্কামভিমুখাঃ সোল্কা জগ্মুস্তে প্লবগর্ষভাঃ।। ৪
উল্কাহস্তৈর্হরিগণৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতাঃ। আরক্ষস্থা বিরূপাক্ষাঃ সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ৫
গোপুরাট্টপ্রতোলীষু চর্যাসু বিবিধাসু চ। প্রাসাদেষু চ সংহৃষ্টাঃ সসৃজুস্তে হুতাশনম্।। ৬
তেষাং গৃহসহস্রাণি দদাহ হুতভুক্ তদা। প্রসাদাঃ পর্বতাকারাঃ পতন্তি ধরণীতলে।। ৭
অগুরুর্দহ্যতে তত্র পরঞ্চৈব সুচন্দনম্। মৌক্তিকা মণয়ঃ স্নিগ্ধা বজ্রঞ্চাপি প্রবালকম্।। ৮
ক্ষৌমঞ্চ দহ্যতে তত্র কৌশেয়ঞ্চাপি শোভনম্। আবিকং বিবিধং চৌর্ণং কাঞ্চনং ভাণ্ডমায়ুধম্।। ৯
নানাবিকৃতসংস্থানং বাজিভাণ্ডপরিচ্ছদম্। গজগ্রৈবেয়কক্ষ্যাশ্চ রথভাণ্ডাংশ্চ সংস্কৃতান্।। ১০
তনুত্রাণি চ যোধানাং হস্ত্যশ্বানাঞ্চ বর্ম চ। খড়্গা ধনূংষি জ্যাবাণাস্তোমরাঙ্কুশশক্তয়ঃ।। ১১
রোমজং বালজং চর্ম ব্যাঘ্রজং চাণ্ডজং বহু। মুক্তামণিবিচিত্রাংশ্চ প্রাসাদাংশ্চ সমন্ততঃ।। ১২
বিবিধানস্ত্রসঙ্ঘাতানগ্নির্দহতি তত্র বৈ। নানাবিধান্ গৃহাংশ্চিত্রান্ দদাহ হুতভুক্ তদা।। ১৩
আবাসান্ রাক্ষসানাঞ্চ সর্বেষাং গৃহগৃধ্নুনাম্। হেমচিত্রতনুত্রাণাং স্রগ্ভাণ্ডাম্বরধারিণাম্।। ১৪

পঞ্চ-সপ্ততিতম (৭৫) সর্গ

বানরদের দ্বারা লঙ্কানগরী দহন। বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

তারপর মহাতেজস্বী, বানরেশ্বর সুগ্রীব নিজের মনোভাব বিজ্ঞাপিত করে হনুমানকে বললো–।।১।। যেহেতু কুম্ভকর্ণ এবং কুমারেরা নিহত হয়েছে রাবণ আর লঙ্কাপুরীর রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে না।।২।। মহাবলশালী এবং স্বল্পশক্তি-সম্পন্ন যে সব বানর রয়েছে, তারা সবাই লঙ্কায় অভিযান করুক। শ্রেষ্ঠ বানরেরা উলকা হাতে নিয়ে চলুক।।৩।। অনন্তর সূর্য অস্ত গেলে, সেই ভীষণ সন্ধ্যাকালে বানরবীরেরা উলকা নিয়ে লঙ্কার দিকে চলে গেলো।।৪।। বিকৃত চোখ রাক্ষসেরা সেখানে ছিল প্রহরায়। উলকা হাতে বানরদের দেখে তারা সবাই নানা দিকে পালিয়ে গেলো।।৫।। তখন বানরেরা আনন্দিত হয়ে বহির্দ্বার, অট্টালিকা, রাজপথ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাসাদসমূহে আগুন লাগিয়ে দিলো।।৬।। রাক্ষসদের হাজার হাজার গৃহ আগুনে পুড়ে গেলো। পাহাড়ের মতো উঁচু প্রাসাদগুলি ভূতলে পড়ে যেতে লাগলো ভেঙে।।৭।। অগুরু, ভালো চন্দন, মুক্তা, মণি, স্নিগ্ধ হীরা, প্রবাল–সব পুড়তে লাগলো।।৮।। পুড়ে যেতে লাগলো রেশমী কাপড়, পট্টবস্ত্র, মেষের লোমের কম্বল, সোনার পাত্র, আবীর, অস্ত্রসব *(ক্ষৌম–রেশমী বস্ত্র। কৌশেয়–পট্টবস্ত্র। আবিক–কম্বল)* ।।৯।। নানারকমের ঘোড়ার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, অলঙ্কারসহ হাতীর অবস্থানশালা, রথ, সুন্দর নানা পাত্র –সবই পুড়ে গেলো।।১০।। যোদ্ধাদের দেহের বর্ম, হস্তী এবং অশ্বের বর্ম, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি– অস্ত্রগুলি সব ভস্মীভূত হলো।।১১।। রোমজাত দ্রব্য, চমরী পুচ্ছের কেশজাত চামরাদি, ব্যাঘ্রচর্ম, অণ্ডজাত কস্তুরী প্রভৃতি, বিচিত্র সব মণি-মুক্তা এবং চারদিকের প্রাসাদ সবই গেলো পুড়ে।।১২।। বহুরকমের অস্ত্র আগুনে পুড়ে গেলো। নানাবিধ চিত্রশালাকেও তখন অগ্নি ভস্মীভূত করলো।।১৩।। রাক্ষসদের আবাসগৃহ সমূহ পুড়ে গেলো। গৃহবাসী যে সব রাক্ষস সোনায় চিত্রিত বর্ম পরেছে, মালায় ভূষিত হয়ে সুন্দর বসনে যারা আবৃত, তারা সবাই পুড়ে গেলো।।১৪।।

সীধুপানচলাক্ষাণাং মদবিহ্বলগামিনাম্। কান্তালম্বিতবস্ত্রাণাং শক্রসঞ্জাতমন্যুনাম্।। ১৫
গদাশূলাসিহস্তানাং খাদতাং পিবতামপি। শয়নেষু মহার্হেষু প্রসুপ্তানাং প্রিয়ৈঃ সহ।। ১৬
ত্রস্তানাং গচ্ছতাং তূর্ণং পুত্রানাদায় সর্বতঃ। তেষাং শতসহস্রাণি তদা লঙ্কানিবাসিনাম্।। ১৭
অদহৎ পাবকস্তত্র জজ্বাল চ পুনঃ পুনঃ। সারবন্তি মহার্হাণি গম্ভীরগুণবন্তি চ।। ১৮
হেমচন্দ্রার্ধচন্দ্রাণি চন্দ্রশালোত্তমানি চ। তত্র চিত্রগবাক্ষাণি সাধিষ্ঠানানি সর্বশঃ।। ১৯
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি স্পৃশন্তীব দিবাকরম্। ক্রৌঞ্চবর্হিণবীণানাং ভূষণানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।। ২০
নাদিতান্যচলাভানি বেশ্মান্যগ্নির্দদাহ সঃ। জ্বলনেন পরীতানি তোরণানি চকাশিরে।। ২১
বিদ্যুদ্ভিরিব নদ্ধানি মেঘজালানি ঘর্মগে। জ্বলনেন পরীতানি গৃহাণি প্রচকাশিরে।। ২২
দাবাগ্নিদীপ্তানি যথা শিখরাণি মহাগিরেঃ। বিমানেষু প্রসুপ্তাসু সহ্যমানা বরাঙ্গনাঃ।। ২৩
ত্যক্তাভরণসংযোগা হাহেত্যুচ্চৈর্বিচুক্রুশুঃ। তত্র চাগ্নিপরীতানি নিপেতুর্ভবনান্যপি।। ২৪
বজ্রিবজ্রহতানীব শিখরাণি মহাগিরেঃ। তানি নির্দহ্যমানানি দূরতঃ প্রচকাশিরে।। ২৫
হিমবচ্ছিখরাণীব দহ্যমানানি সর্বশঃ। হর্ম্যাগ্রৈর্দহ্যমানৈশ্চ জ্বালাপ্রজ্বলিতৈরপি।। ২৬
রাত্রৌ সা দৃশ্যতে লঙ্কা পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ। হস্ত্যধ্যক্ষৈর্গজৈর্মুক্তৈর্মুক্তৈশ্চ তুরগৈরপি।
বভূব লঙ্কা লোকান্তে ভ্রান্তগ্রাহ ইবার্ণবঃ।। ২৭
অশ্বং মুক্তং গজো দৃষ্ট্বা ক্বচিদ্ভীতোঽপসর্পতি। ভীতো ভীতং গজং দৃষ্ট্বা ক্বচিদশ্বো নিবর্ততে।। ২৮
লঙ্কায়াং দহ্যমানায়াং শুশুভে চ মহোদধিঃ। ছায়াসংসক্তসলিলো লোহিতোদ ইবার্ণবঃ।। ২৯

মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করায় তাদের চক্ষু ঘূর্ণিত হচ্ছে। মদস্খলিত তাদের গতি। প্রেয়সীরা তাদের খসে-পড়া কাপড় ধরে রেখেছে। শত্রুবধের জন্য তারা ক্রুদ্ধ। তারা সব পুড়ে গেলো।। ১৫।। যারা গদা, শূল এবং তরবারি হাতে নিয়ে ঘুরছিলো, পান এবং ভোজনে যারা নিরত ছিলো, প্রিয়জনদের নিয়ে যারা মহার্ঘ শয্যায় প্রসুপ্ত ছিলো, তারাও সব ভস্মীভূত হলো।।১৬।। যারা সব দিক থেকে ছোটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভয়ে পালাচ্ছিলো, লঙ্কানিবাসী এইরকম শত সহস্র রাক্ষস এই আগুনে পুড়ে গেলো।।১৭।। এই সব জ্বালিয়ে অগ্নি একটু স্তিমিত হবার পর আবার জ্বলে উঠলো। গাম্ভীর্য-সমন্বিত উৎকৃষ্ট চিলেকোঠাগুলি গেলো পুড়ে।।১৮।। সোনার পূর্ণচন্দ্র এবং অর্ধচন্দ্রে শোভিত উত্তম সব চন্দ্রশালা তথা ছাদের ওপরের ঘর, সুন্দর জানালা-সমন্বিত চারদিকের কক্ষগুলি পুড়িয়ে দিলো।।১৯।। উচ্চ প্রাসাদগুলি যেন সূর্যকে স্পর্শ করতে চলেছে। মণি এবং প্রবালে ঐগুলি সব শোভিত ছিলো। ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, বীণা এবং অলঙ্কারের শিঞ্জনে মুখরিত ছিলো সেই সব প্রাসাদ। সেগুলিও দগ্ধ হয়ে গেলো।।২০।। পাহাড়ের মতো উঁচু প্রাসাদসমূহের ভেতরে কতো বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। সেগুলি সব পুড়ে গেলো। চারদিকের তোরণগুলি আগুনে ঝলসে যাচ্ছিলো।।২১।। গ্রীষ্মকালের বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো তোরণগুলিকে। জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যাচ্ছিলো চারদিকের গৃহসমূহ।।২২।। অগ্নিদীপ্ত গৃহগুলি মহাপর্বতের দাবাগ্নি-সমুজ্জ্বল শিখরের মতো শোভা পাচ্ছিলো। সুন্দরী নারীরা সপ্ততল প্রাসাদে সুখে ঘুমিয়ে ছিলো।।২৩।। ঘরে আগুন লেগেছে দেখে তারা অলঙ্কারসমূহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হা-হা স্বরে চীৎকার করছিলো। সেখানে আগুন-লাগা গৃহগুলি ভেঙেচুরে যাচ্ছিলো পড়ে।।২৪।। জ্বলন্ত গৃহগুলি ইন্দ্রের বজ্রে আহত মহাশৈলের জ্বলন্ত শিখরের মতো দূর হতে শোভা পাচ্ছিলো।।২৫।। আগুনে জ্বলছিলো মনোহর প্রাসাদগুলির শিখর। হিমালয়ের শিখরগুলি বুঝি বা সবদিক থেকে জ্বলছে।।২৬।। রাত্রে আগুনের শিখায় লাল হয়ে যাওয়ায় লঙ্কাকে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো দেখাচ্ছিলো। হস্তীর অধ্যক্ষ হস্তীকে মুক্ত করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলিও ছাড়া পেয়েছে। তারা ছুটোছুটি করছে। প্রলয়কালে সমুদ্রে যেমন জলজন্তুরা ছটফট করে, তেমনি অবস্থা আজ লঙ্কার।।২৭।। অশ্বকে মুক্ত দেখে কোথাও হস্তী পালাচ্ছে ভয়ে। আর হস্তীকে মুক্ত দেখে কোথাও আবার অশ্বগুলি ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।।২৮।। লঙ্কা দগ্ধ হওয়াতে তার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের জলে পড়ে মহাসমুদ্রকে লোহিতসমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিলো।।২৯।। বানরেরা আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় এই পুরীকে

সা বভূব মুহূর্তেন হরিভির্দীপিতা পুরী। লোকস্যাস্য ক্ষয়ে ঘোরে প্রদীপ্তেব বসুন্ধরা।। ৩০
নারীজনস্য ধূমেন ব্যাপ্তস্যোচ্চৈর্বিনেদুষঃ। স্বনো জ্বলনতপ্তস্য শুশ্রুবে শতযোজনম্।। ৩১
প্রদগ্ধকায়ানপরান্ রাক্ষসান্নির্গতান্ বহিঃ। সহসা হ্যুৎপতন্তি স্ম হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ।। ৩২
উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনম্। দিশো দশ সমুদ্রঞ্চ পৃথিবীঞ্চ ব্যনাদয়ৎ।। ৩৩
বিশল্যৌ চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। অসম্ভ্রান্তৌ জগৃহতুস্তে উভে ধনুষী বরে।। ৩৪
ততো বিস্ফারয়ামাস রামশ্চ ধনুরুত্তমম্। বভূব তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং ভয়াবহঃ।। ৩৫
অশোভত তদা রামো ধনুর্বিস্ফারয়ন্মহৎ। ভগবানিব সংক্রুদ্ধো ভবো বেদময়ং ধনুঃ।। ৩৬
উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনম্। জ্যাশব্দস্তাবুভৌ শব্দাবতি রামস্য শুশ্রুবে।। ৩৭
বানরোদ্‌ঘুষ্টঘোষশ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনঃ। জ্যাশব্দশ্চাপি রামস্য ত্রয়ং ব্যাপ দিশো দশ।। ৩৮
তস্য কার্মুকনির্মুক্তৈঃ শরৈস্তৎপুরগোপুরম্। কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমং বিকীর্ণমভবদ্ভুবি।। ৩৯
ততো রামশরান্ দৃষ্ট্বা বিমানেষু গৃহেষু চ। সন্নাহো রাক্ষসেন্দ্রাণাং তুমুলঃ সমপদ্যত।। ৪০
তেষাং সন্নহ্যমানানাং সিংহনাদঞ্চ কুর্বতাম্। শর্বরী রাক্ষসেন্দ্রাণাং রৌদ্রীব সমপদ্যত।। ৪১
আদিষ্টা বানরেন্দ্রাস্তে সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। আসন্নং দ্বারমাসাদ্য যুধ্যধ্বঞ্চ প্লবঙ্গমাঃ।। ৪২
যশ্চ বো বিতথং কুর্যাৎ তত্র তত্রাপ্যুপস্থিতঃ। স হন্তব্যোঽভিসংপ্লুত্য রাজশাসনদূষকঃ।। ৪৩
তেষু বানরমুখ্যেষু দীপ্তোল্কোজ্জ্বলপাণিষু। স্থিতেষু দ্বারমাশ্রিত্য রাবণং ক্রোধ আবিশৎ।। ৪৪
তস্য জৃম্ভিতবিক্ষেপাদ্ ব্যামিশ্রা বৈ দিশো দশ। রূপবানিব রুদ্রস্য মন্যুর্গাত্রেষ্বদৃশ্যত।। ৪৫
স কুম্ভঞ্চ নিকুম্ভঞ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজাবুভৌ। প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সহ।। ৪৬

ভয়ঙ্কর প্রলয়কালের প্রদীপ্তা পৃথিবীর মতো দেখাচ্ছিলো।।৩০।। সে সময় নারীরা ধূমে ব্যাপ্ত এবং অগ্নিতে তপ্ত হয়ে গেছে। তাদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শত যোজন দূর হয়েও শোনা যাচ্ছিলো।।৩১।। অত্যন্ত দগ্ধ হয়ে গেছে যাদের শরীর এমন সব রাক্ষসেরা তখন বেরিয়ে এলে যুদ্ধকামী বানরেরা তাদের সামনে লাফিয়ে চলে এলো।।৩২।। বানরদের উচ্চ-নিনাদ এবং রাক্ষসদের আর্তনাদে তখন দশদিক, সমুদ্র ও পৃথিবী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।।৩৩।। ইতোমধ্যে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁরা দু'জনেই নির্ভীকভাবে উত্তম ধনু হাতে তুলে নিলেন।।৩৪।। রাম এবার উত্তম ধনু আন্দোলিত করলেন। তাতে তুমুল শব্দ হলো, রাক্ষসেরা তাতে ভয় পেয়ে গেলো।।৩৫।। বিশাল ধনুকে রাম যখন বিস্‌ফারণ করলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ধনুর্ধর ভগবান শিবের মতো দেখাচ্ছিলো। শিবের ধনুটি হলো বেদময়।।৩৬।। বানরদের এবং রাক্ষসদের সম্মিলিত শব্দকে ছাপিয়ে রামের ধনুর টঙ্কার শোনা যেতে লাগলো।।৩৭।। বানরদের শব্দ, রাক্ষসদের গর্জন এবং রামের ধনুর জ্যা-র টঙ্কার -ধ্বনি এই তিনটিই দশদিককে ব্যাপ্ত করলো।।৩৮।। লঙ্কার প্রধান প্রবেশদ্বার ছিলো কৈলাশের মতো সমুচ্চ। রামের ধনু হতে নির্গত শরে সেটি গুঁড়িয়ে মাটিতে গেলো পড়ে।।৩৯।। তারপর সাততলা সব প্রাসাদে এবং সাধারণ গৃহ রামচন্দ্রের বাণ নিক্ষিপ্ত হতে দেখে রাক্ষসবীর তুমুল যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হয়ে বর্মাদিতে সজ্জিত হলো।।৪০।। রাক্ষসবীরেরা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে সিংহনাদ করতে লাগলো। সেই রাত তখন কালরাত্রির মতো হয়ে উঠলো।।৪১।। মহাশক্তিশালী সুগ্রীব বানরবীরদের আদেশ দিলো, ওহে বানরবৃন্দ, নিজের নিজের দ্বারে থেকে তোমরা যুদ্ধ করো।।৪২।। সেই সেই স্থানে উপস্থিত থেকেও যে আমার আদেশ পালন করবে না, সে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বলে বিবেচিত হবে। তাকে আক্রমণ করে তোমরা হত্যা করবে।।৪৩।। বানরপ্রধানেরা হাতে উলকা নিয়ে দ্বারদেশ অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে। উলকার আলোয় তারা উজ্জ্বল। এই অবস্থায় তাদের দেখে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।।৪৪।। বিশাল হাঁ-করে সে যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলো, তখন দশদিক কলুষিত হয়ে উঠলো। রুদ্র ক্রুদ্ধ হলে যেমন তাঁর দেহে ক্রোধচিহ্ন ফুটে ওঠে তেমনি তার দেহেরও ক্রোধচিহ্ন সব ফুটে উঠলো।।৪৫।। রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে বহু রাক্ষসসৈন্য সঙ্গে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলো।।৪৬।। কুম্ভকর্ণের পুত্র দু'জনের সঙ্গে রাবণের নির্দেশে যূপাক্ষ,

যূপাক্ষঃ শোণিতাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘঃ কম্পনস্তথা। নির্যযুঃ কৌম্ভকর্ণিভ্যাং সহ রাবণশাসনাৎ।। ৪৭
শশাস চৈব তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ স মহাবলান্। রাক্ষসা গচ্ছতাদ্যৈব সিংহনাদঞ্চ নাদয়ন্।। ৪৮
ততস্তু চোদিতাস্তেন রাক্ষসা জ্বলিতায়ুধাঃ। লঙ্কায়া নির্যযুর্বীরাঃ প্রণদন্তঃ পুনঃ পুনঃ।। ৪৯
রক্ষসাং ভূষণস্থাভির্ভাভিঃ স্বাভিশ্চ সর্বশঃ। চক্রুস্তে সপ্রভং ব্যোম হরয়শ্চাগ্নিভিঃ সহ।। ৫০
তত্র তারাধিপস্যাভা তারাণাং ভা তথৈব চ। তয়োরাভরণাভা চ জ্বলিতা দ্যামভাসয়ৎ।। ৫১
চন্দ্রাভা ভূষণাভা চ গ্রহাণাং জ্বলিতঞ্চ ভা। হরি-রাক্ষসসৈন্যানি ভাজয়ামাস সর্বতঃ।। ৫২
তত্র চার্ধপ্রদীপ্তানাং গৃহাণাং সাগরঃ পুনঃ। ভাভিঃ সংসক্তসলিলশ্চলোর্মিঃ শুশুভেঽধিকম্।। ৫৩
পতাকাধ্বজসংযুক্তমুত্তমাসিপরশ্বধম্। ভীমাশ্বরথমাতঙ্গং নানাপত্তিসমাকুলম্।। ৫৪
দীপ্তশূলগদাখড়্গ প্রাসতোমরকার্মুকম্। তদ্ রাক্ষসবলং ভীমং ঘোরবিক্রমপৌরুষম্।। ৫৫
দদৃশে জ্বলিতপ্রাসং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্। হেমজালাচিতভুজং ব্যাবেষ্টিতপরশ্বধম্।। ৫৬
ব্যাঘূর্ণিতমহাশস্ত্রং বাণসংসক্তকার্মুকম্। গন্ধমাল্যমধূৎসেকসম্মোদিতমহানিলম্।। ৫৭
ঘোরং শূরজনাকীর্ণং মহাম্বুধরনিঃস্বনম্। তদ্দৃষ্ট্বা বলমায়াতং রাক্ষসানাং দুরাসদম্।। ৫৮
সঞ্চচাল প্লবঙ্গানাং বলমুচ্চৈর্ননাদ চ। জবেনাপ্লুত্য চ পুনস্তদ্ বলং রক্ষসাং মহৎ।। ৫৯
অভ্যয়াৎ প্রত্যরিবলং পতঙ্গা ইব পাবকম্। তেষাং ভুজপরামর্শব্যামৃষ্টপরিঘাশনি।। ৬০
রাক্ষসানাং বলং শ্রেষ্ঠং ভূয়ঃ পরমশোভত। তত্রোন্মত্তা ইবোৎপেতুর্হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ।। ৬১
তরুশৈলৈরভিঘ্নন্তো মুষ্টিভিশ্চ নিশাচরান্। তথৈবাপততাং তেষাং হরীণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৬২

শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ এবং কম্পন—এই চারজন রাক্ষস নির্গত হলো।।৪৭।। রাবণ সিংহনাদে গর্জন করে বলবান রাক্ষসদের প্রতি আদেশ দিলো, ওহে রাক্ষসবৃন্দ আজই তোমরা যাত্রা করো।।৪৮।। রাবণের দ্বারা এইভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বীর রাক্ষসেরা জ্বলন্ত সব অস্ত্র নিয়ে বারবার গর্জন করতে করতে লঙ্কা হতে বেরিয়ে এলো।।৪৯।। রাক্ষসেরা অলঙ্কারের এবং নিজেদের দেহের প্রভার দ্বারা এবং বানরেরা হস্তস্থিত উলকার আলোকের দ্বারা সমগ্র আকাশকে আলোকিত করে তুললো।।৫০।। তারাপতিচন্দ্রের এবং তারাগণের দীপ্তি ও তাদের অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য মিলিত হয়ে আকাশকে উদ্‌ভাসিত করে তুললো।।৫১।। চন্দ্রের কিরণ, তাদের অলঙ্কারের দীপ্তি এবং গ্রহগণের ঔজ্জ্বল্য সব দিকের রাক্ষস-সৈন্যদের প্রকাশ করে দিলো।।৫২।। অর্ধপ্রদীপ্ত গৃহগুলির প্রতিবিম্ব সাগরে পড়েছে। সেগুলি চঞ্চল তরঙ্গের ওপর পড়ে বেশ শোভা পাচ্ছিলো।।৫৩।। অতঃপর রাক্ষস-সৈন্যদের দেখা গেলো। পতাকা এবং ধ্বজ তাদের সঙ্গে রয়েছে। ভালো তরবারি আর কুঠার তাদের হাতে। সেই সেনাবাহিনীতে রয়েছে ভীষণ অশ্ব, রথ, হস্তী এবং পদাতিক সৈন্য।।৫৪।। তাদের এক এক জনের হাতে রয়েছে উজ্জ্বল শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর এবং ধনু। সেই রাক্ষস-সেনাবাহিনী ভীষণ পরাক্রম। বীর্যবত্তায় তারা ভয়ঙ্কর।।৫৫।। তাদের হাতে প্রাস অস্ত্র জ্বল জ্বল করছে। রথের শত শত কিঙ্কিণী ধ্বনিত হচ্ছে। বাহুতে তাদের সোনার উজ্জ্বল অঙ্গদ শোভা পাচ্ছে। সেই হাতে তারা ধরে আছে কুঠার।।৫৬।। বিশাল সব অস্ত্র তারা ঘুরিয়ে চলেছে। ধনুতে বাণ যোজনা করে রেখেছে। গলায় পরেছে সুগন্ধী পুষ্পমাল্য। মদ্য পান করে এসেছে তারা। এই সবের গন্ধে বায়ু আজ সুরভিত।।৫৭।। রাক্ষসদের এই সেনাবাহিনীতে সব রাক্ষসেরাই বীর। মহামেঘের মতো তাদের গর্জন। রাক্ষসদের এই দুর্জয় সেনাবাহিনীকে আসতে দেখলো বানরবাহিনী।।৫৮।। বানরসেনা তাতে চঞ্চল হয়ে উঠে উচ্চ ধ্বনি করে উঠলো। সেই রাক্ষসসেনার সামনে তারা লাফিয়ে চলে এলো।।৫৯।। শত্রুদের সামনে তারা এমনভাবে লাফিয়ে পড়লো যেন পতঙ্গেরা আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। সেই সময় রাক্ষসদের হাতে পরিঘ ও অশনি অস্ত্র ঘূর্ণিত হতে লাগলো।।৬০।। রাক্ষসদের সেনাবাহিনী তাতে আবার বেশ শোভা পাচ্ছিলো। যুদ্ধাভিলাষী বানরেরা যেন পাগল হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৬১।। বানরেরা রাক্ষসদের গাছপালা, পাথরের পাহাড় এবং মুষ্টির দ্বারা আঘাত করতে লাগলো। তেমনি রাক্ষসেরাও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাদের আক্রমণ করলো।।৬২।। ভীষণ পরাক্রমশালী রাক্ষসেরা সহসাই তাদের মস্তকগুলি ছেদন করতে লাগলো। রাক্ষসেরাও বানরদের

শিরাংসি সহসা জহ্রূ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ। দশনৈর্হতকর্ণাশ্চ মুষ্টিভির্ভিন্নমস্তকাঃ।
শিলাপ্রহারভগ্নাঙ্গা বিচেরুস্তত্র রাক্ষসাঃ।। ৬৩
তথৈবাপ্যপরে তেষাং কপিনামসিভিঃ শিতৈঃ। প্রবরানভিতো জঘ্নুর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ।। ৬৪
ঘ্নন্তমন্যং জঘানান্যঃ পাতয়ন্তমপাতয়ৎ। গর্হমাণং জগর্হান্যো দশন্তমপরোঽদশৎ।। ৬৫
দেহীত্যন্যো দদাত্যন্যো দদামীত্যপরঃ পুনঃ। কিং ক্লেশয়সি তিষ্ঠেতি তত্রান্যোন্যং বভাষিরে।। ৬৬
বিপ্রলম্ভিতশস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচায়ুধম। সমুদ্যতমহাপ্রাসং মুষ্টিশূলাসিকুন্তলম্।। ৬৭
প্রাবর্তত মহারৌদ্রং যুদ্ধং বানর-রক্ষসাম্। বানরান্ দশ সপ্তেতি রাক্ষসা জঘ্নুরাহবে।। ৬৮
রাক্ষসান্ দশসপ্তেতি বানরাশ্চাভ্যপাতয়ন্। বিপ্রলম্ভিতবস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচধ্বজম্।
বলং রাক্ষসমালম্ব্য বানরাঃ পর্যবারয়ন্।। ৬৯

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

দন্তাঘাতে হৃতকর্ণ এবং মুষ্টির আঘাতে ছিন্ন-মস্তক হয়ে গেলো। শিলার আঘাতে ভগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তারা বিচরণ করতে লাগলো।।৬৩।। ভয়ঙ্কর চেহারার রাক্ষসেরা তখন চারদিকের প্রধান প্রধান বানরদের ধারালো তরবারি দিয়ে হত্যা করতে লাগলো।।৬৪।। তখন বানরেরাও রাক্ষসদের হত্যা করতে লাগলো। কেউ কাউকে হত্যা করলে অন্য জন এসে সেই হত্যাকারীকে ভূপতিত করলো। কেউ কাউকে ভর্ৎসনা করলে অন্য জন এসে ভর্ৎসনাকারীকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কেউ কাউকে কামড়ে দিলে অন্যজন এসে কামড়ে দিলো তাকে।।৬৫।। কেউ যদি বলে আমাকে যুদ্ধ দাও তখন অপর জন এসে বলছে, বেশ তোমাকে যুদ্ধই দিচ্ছি। তখন তারা একে অন্যকে বলছিলো, কষ্ট দিচ্ছো কেন ? দাঁড়াও।।৬৬।। কারো শস্ত্র, কারো বর্ম, কারো উদ্যত মহাপ্রাস, কারো বা শূল, মুষ্টি, তরবারি এবং চুল খসে পড়ে যেতে লাগলো।।৬৭।। বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাক্ষসেরা যুদ্ধে সতেরোজন বানরকে হত্যা করলো।।৬৮।। বানরেরাও সতেরোজন রাক্ষসকে ভূপাতিত করলো। তাদের বসন, বর্ম ও ধ্বজ খসে পড়লো। বানরেরা রাক্ষস সৈন্যদের আক্রমণ করে নিবৃত্ত করতে লাগলো।।৬৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদেন কম্পন-প্রজঙ্ঘয়োঃ, দ্বিবিদেন শোণিতাক্ষস্য, মৈন্দেন যূপাক্ষস্য, সুগ্রীবেণ চ কুম্ভস্য বিনাশঃ।

প্রবৃত্তে সঙ্কুলে তস্মিন্ ঘোরে বীরজনক্ষয়ে। অঙ্গদঃ কম্পনং বীরমাসসাদ রণোৎসুকঃ।। ১
আহূয় সোঽঙ্গদং কোপাৎ তাড়য়ামাস বেগিতঃ। গদয়া কম্পনঃ পূর্বং স চচাল ভৃশাহতঃ।। ২
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ। আর্দিতশ্চ প্রহারেণ কম্পনঃ পতিতো ভুবি।। ৩

ষট্‌সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ

অঙ্গদের দ্বারা কম্পন এবং প্রজঙ্ঘের, দ্বিবিদের দ্বারা শোণিতাক্ষের, মৈন্দের দ্বারা যূপাক্ষের ও সুগ্রীবের দ্বারা কুম্ভের বিনাশ।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। তাতে বীরজনদের বিনাশ হতে লাগলো। যুদ্ধ-উৎসুক বানর অঙ্গদ সেই যুদ্ধে বীর রাক্ষস কম্পনের দিকে অভিযান করলো।।১।। অঙ্গদকে আহ্বান করে কম্পন সবেগে গদা দিয়ে তাকে আঘাত করলো। তাতে সে অত্যন্ত আহত হয়ে বিচলিত হলো।।২।। চেতনালাভ করে তেজস্বী অঙ্গদ তখন একটি পর্বতশিখর ছুঁড়ে মারলো। কম্পন সেই প্রহারে আহত হয়ে ভূপাতিত হলো।।৩।। অতঃপর কম্পনকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে শোণিতাক্ষ ক্ষিপ্রগতিতে নির্ভীকভাবে

ততস্তু কম্পনং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো হতং রণে। রথেনাভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং তত্রাঙ্গদমভীতবৎ।। ৪
সোঽঙ্গদং নিশিতৈর্বাণৈস্তদা বিব্যাধ বেগিতঃ। শরীরদারণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালাগ্নিসমবিগ্রহৈঃ।। ৫
ক্ষুর-ক্ষুরপ্র-নারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ। কর্ণি-শল্য-বিপাঠৈশ্চ বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৬
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্। ধনুরুগ্রং রথং বাণান্ মমর্দ তরসা বলী।। ৭
শোণিতাক্ষস্ততঃ ক্ষিপ্রমসিচর্ম সমাদদে। উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধো বেগবানবিচারয়ন্।। ৮
তং ক্ষিপ্রতরমাপ্লুত্য পরামৃশ্যাঙ্গদো বলী। করেণ তস্য তং খড়গং সমাচ্ছিদ্য ননাদ চ।। ৯
তস্যাংসফলকে খড়্গং নিজঘান ততোঽঙ্গদঃ। যজ্ঞোপবীতবচ্চৈনং চিচ্ছেদ কপিকুঞ্জরঃ।। ১০
তং প্রগৃহ্য মহাখড়্গং বিনদ্য চ পুনঃ পুনঃ। বালিপুত্রোঽভিদুদ্রাব রণশীর্ষে পরানরীন্।। ১১
প্রজঙ্ঘসহিতো বীরো যূপাক্ষস্তু ততো বলী। রথেনাভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্।। ১২
আয়সীন্তু গদাং গৃহ্য স বীরঃ কনকাঙ্গদঃ। শোণিতাক্ষঃ সমাশ্বস্য তমেবানুপপাত হ।। ১৩
প্রজঙ্ঘস্তু মহাবীরো যূপাক্ষসহিতো বলী। গদয়াভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্।। ১৪
তয়োর্মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠঃ শোণিতাক্ষ-প্রজঙ্ঘয়োঃ। বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ।। ১৫
অঙ্গদং পরিরক্ষন্তৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ। তস্য তস্থতুরভ্যাসে পরস্পরদিদৃক্ষয়া।। ১৬
অভিপেতুর্মহাকায়াঃ প্রতিযত্তা মহাবলাঃ। রাক্ষসা বানরান্ রোষাদসি-বাণ-গদাধরাঃ।। ১৭
ত্রয়াণাং বানরেন্দ্রাণাং ত্রিভী রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ। সংসক্তানাং মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্।। ১৮
তে তু বৃক্ষান্ সমাদায় সম্প্রচিক্ষিপুরাহবে। খড়্গেন প্রতিচিক্ষেপ তান্ প্রজঙ্ঘো মহাবলঃ।। ১৯

অঙ্গদের কাছে রথে চড়ে উপস্থিত হলো।।৪।। সে তখন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সজোরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করলো। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো অস্ত্ররাজির দ্বারা তার দেহকে সে বিদীর্ণ করছিলো।।৫।। সেই সব অস্ত্র ছিলো ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণি, শল্য, বিপাঠ ইত্যাদি। ছিলো বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণও।।৬।। প্রতাপশালী বালিপুত্র অঙ্গদের অঙ্গরাজি অস্ত্রের দ্বারা সবিশেষ বিদ্ধ হলো। তখন সেই বলবান অঙ্গদ তীব্রগতিতে তার উগ্র ধনু, রথ এবং বাণগুলিকে দ্রুত নষ্ট করেই দিলো।।৭।। ক্রুদ্ধ শোণিতাক্ষ তারপর দ্রুতগতিতে তরবারি এবং ঢাল নিয়ে আর কিছু বিচার না করে লাফিয়ে অঙ্গদের কাছে চলে গেলো।।৮।। বলবান অঙ্গদ এবার আরো ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করে হাত দিয়ে তার খড়্গ কেড়ে নিয়ে গর্জন করতে লাগলো।।৯।। অতঃপর বানরবীর অঙ্গদ শোণিতাক্ষের স্কন্ধদেশে খড়্গ দিয়ে আঘাত করে তাকে যজ্ঞোপবীতের মতো কেটে ফেললো।।১০।। বিশাল সেই খড়্গ নিয়েই বালিপুত্র অঙ্গদ বারম্বার গর্জন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য শত্রুদের প্রতি ছুটে গেলো।।১১।। অনন্তর বলবান বীর যূপাক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রজঙ্ঘের সঙ্গে রথে চড়ে মহাবলশালী বালিপুত্র অঙ্গদের দিকে ছুটে গেলো।।১২।। বীর শোণিতাক্ষ সোনার অঙ্গদ বাহুতে পরেছে। সে আশ্বস্ত হয়ে লোহার তৈরী গদা নিয়ে অঙ্গদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।১৩।। মহাবীর, বলবান প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষের সঙ্গে গদা নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবলশালী বালিপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।।১৪।। শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ এই দু'জনের মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তখন বিরাজ করছিলেন বিশাখা নামক নক্ষত্রযুগলের মধ্যে বিরাজমান পূর্ণচন্দ্রের মতোই তাকে তখন দেখাচ্ছিলো *(বিশাখা —সর্বদাই একসঙ্গে থাকে এমন দু'টি নক্ষত্র)*।।১৫।। অঙ্গদকে রক্ষার জন্য মৈন্দ ও দ্বিবিদ-নামক বানরদ্বয় তার কাছে উপস্থিত হলো। তারা দু'জনে নিজেদের যোগ্য প্রতিযোদ্ধার সন্ধান করতে লাগলো।।১৬।। সরোষে প্রতিযোদ্ধা মহাবলশালী রাক্ষসেরা অসি, বাণ এবং গদা হাতে নিয়ে রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।১৭।। তখন তিনজন বীর রাক্ষসের সঙ্গে তিন বানরবীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হলো। তার ভীষণতায় রোম খাড়া হয়ে উঠছিলো।।১৮।। বানরেরা সেখানে যুদ্ধে গাছ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। মহাবলশালী প্রজঙ্ঘ সেগুলি খড়্গের দ্বারা কেটে ফেললো।।১৯।। যুদ্ধে বানরেরা ক্রমে ক্রমে রথ, অশ্ব, বৃক্ষ এবং পাহাড় নিক্ষেপ করতে

রথানশ্বান্ দ্রুমাগ্র্যান্ শৈলান্ প্রতিচিক্ষিপুরাহবে। শরৌঘৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ তান্ যূপাক্ষো মহাবলঃ।। ২০
সৃষ্টান্ দ্বিবিদ-মৈন্দাভ্যাং দ্রুমানুৎপাট্য বীর্যবান্। বভঞ্জ গদয়া মধ্যে শোণিতাক্ষঃ প্রতাপবান্।। ২১
উদ্যম্য বিপুলং খড়্গং পরমর্মবিদারণম্। প্রজঙ্ঘো বালিপুত্রায় অভিদুদ্রাব বেগিতঃ।। ২২
তমভ্যাসগতং দৃষ্ট্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ। আজঘানাশ্বকর্ণেন দ্রুমেণাতিবলস্তদা।। ২৩
বাহুঞ্চাস্য সনিস্ত্রিংশমাজঘান চ মুষ্টিনা। বালিপুত্রস্য ঘাতেন স পপাত ক্ষিতাবসিঃ।। ২৪
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ খড়্গং মুসলসন্নিভম্। মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ।। ২৫
স ললাটে মহাবীর্যমঙ্গদং বানরর্ষভম্। আজঘান মহাতেজাঃ স মুহূর্তং চচাল হ।। ২৬
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্। প্রজঙ্ঘস্য শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস মুষ্টিনা।। ২৭
স যূপাক্ষোঽশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পিতৃব্যে নিহতে রণে। অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং ক্ষীণেষুঃ খড়্গমাদদে।। ২৮
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য যূপাক্ষং দ্বিবিদস্ত্বরন্। আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো জগ্রাহ চ বলাদ্ বলী।। ২৯
গৃহীতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো মহাবলঃ। আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদং ততঃ।। ৩০
স ততোঽভিহতস্তেন চচাল চ মহাবলঃ। উদ্যতাঞ্চ পুনস্তস্য জহার দ্বিবিদো গদাম্।। ৩১
এতস্মিন্নন্তরে মৈন্দো দ্বিবিদাভ্যাসমাগমৎ। যূপাক্ষং তাডয়ামাস তলেনোরসি বীর্যবান্।। ৩২
তৌ শোণিতাক্ষ-যূপাক্ষৌ প্লবঙ্গাভ্যাং তরস্বিনৌ। চক্রতুঃ সমরে তীব্রমাকর্ষোৎপাটনং ভৃশম্।। ৩৩
দ্বিবিদঃ শোণিতাক্ষস্তু বিদদার নখৈর্মুখে। নিষ্পিপেষ স বীর্যেণ ক্ষিতাবাবিধ্য বীর্যবান্।। ৩৪
যূপাক্ষমভিসংক্রুদ্ধো মৈন্দো বানরপুঙ্গবঃ। পীডয়ামাস বাহুভ্যাং পপাত স হতঃ ক্ষিতৌ।। ৩৫
হতপ্রবীরা ব্যথিতা রাক্ষসেন্দ্রচমূস্তথা। জগামাভিমুখী সা তু কুম্ভকর্ণাত্মজো যতঃ।। ৩৬

লাগলো। মহাবলবান যূপাক্ষ রাশি রাশি বাণ ছুঁড়ে সেগুলি কেটে ফেলতে লাগলো।।২০।। বীর্যবান এবং প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ দ্বিবিদ এবং মৈন্দের দ্বারা উৎপাটিত এবং নিক্ষিপ্ত বৃক্ষগুলি গদার আঘাতে ভেঙে দিলো।।২১।। শত্রুর মর্মস্থান বিদীর্ণ করতে পারে এমন একটি বিশাল খড়্গ উদ্যত করে প্রজঙ্ঘ বালিপুত্র অঙ্গদের দিকে দ্রুত ছুটে গেলো।।২২।। অত্যন্ত বলবান মহাশক্তিশালী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তাকে আসতে দেখে একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষের দ্বারা প্রহার করলো।।২৩।। যেহাতে সে খড়্গ ধরেছিলো, সেই হাতের বাহুতে সে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করলো। বালিপুত্রের আঘাতে সেই খড়্গ মাটিতে খসে পড়লো।।২৪।। মুগুরের মতো বিশাল খড়্গকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে মহাবলশালী প্রজঙ্ঘ অঙ্গদকে বজ্রের মতো মুষ্টি দিয়ে আক্রমণ করলো।।২৫।। মহাতেজস্বী প্রজঙ্ঘ মহাবীর বানরবীর অঙ্গদের ললাটে মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলো। তাতে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলো অঙ্গদ।।২৬।। তেজস্বী প্রতাপশালী বালিপুত্র অঙ্গদ সংজ্ঞা ফিরে পেয়েই মুষ্টির আঘাতে প্রজঙ্ঘের দেহ হতে মস্তককে মাটিতে ফেলে দিলো।।২৭।। যূপাক্ষ যুদ্ধে কাকাকে নিহত হতে দেখে জল-ভরা চোখে রথ থেকে নেমে ধনুর্বাণ শেষ হয়ে-যাওয়ায় হাতে তুলে নিলো খড়্গ।।২৮।। যূপাক্ষ আক্রমণ করতে আসছে দেখে বলবান দ্বিবিদ রেগে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে তার বুকে আঘাত করলো।।২৯।। ভ্রাতা যূপাক্ষকে দ্বিবিদ ধরে ফেলেছে দেখে মহাবলশালী মহাতেজস্বী শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বুকে আঘাত করলো।।৩০।। মহাবলশালী দ্বিবিদ ঐভাবে আহত হয়ে আবার তার উদ্যত গদা কেড়ে নিলো।।৩১।। ইতোমধ্যে মৈন্দ ভ্রাতা দ্বিবিদকে সাহায্য করার জন্য তার কাছে এলো। তখন বীর্যবান দ্বিবিদ যূপাক্ষের বুকে করতল দিয়ে আঘাত করলো।।৩২।। বেগবান শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই দুই বানরের সঙ্গে তীব্রভাবে টানাটানি ও উৎপাটন করতে লাগলো (*উৎপাটন—একজন অপর জনকে তুলে আছাড় মারা*)।।৩৩।। বীর্যবান দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে মাটিতে ফেলে জোরে নিষ্পেষণ করতে লাগলো।।৩৪।। বানরবীর মৈন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাহুদু'টি দিয়ে যূপাক্ষকে আক্রমণ করলে সে নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।৩৫।। বিখ্যাত বীরেরা নিহত হওয়ায় রাক্ষসদের সৈন্যরা ব্যথিত হলো। যেখানে কুম্ভকর্ণপুত্র অবস্থান করছিলো, সেইদিকে তারা গেলো দৌড়ে।।৩৬।। তাদের এইভাবে দ্রুতগতিতে আসতে দেখে কুম্ভ সেনাবাহিনীকে সান্ত্বনা দিলো।

আপতন্তীঞ্চ বেগেন কুম্ভস্তাং সান্ত্বয়চ্চমূম্। অথোৎকৃষ্টং মহাবীর্যৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।। ৩৭
নিপাতিতমহাবীরাং দৃষ্ট্বা রক্ষশ্চমূং তদা। কুম্ভঃ প্রচক্রে তেজস্বী রণে কর্ম সুদুষ্করম্।। ৩৮
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য সুসমাহিতঃ। মুমোচাশীবিষপ্রখ্যাঞ্ছরান্ দেহবিদারণান্।। ৩৯
তস্য তচ্ছুশুভে ভূয়ঃ সশরং ধনুরুত্তমম্। বিদ্যুদৈরাবতার্চিষ্মদ্দ্বিতীয়েন্দ্রধনুর্যথা।। ৪০
আকর্ণকৃষ্টমুক্তেন জঘান দ্বিবিদং তদা। তেন হাটকপুঙ্খেন পত্রিণা পত্রবাসসা।। ৪১
সহসাভিহতস্তেন বিপ্রমুক্তপদঃ স্ফুরন্। নিপপাত ত্রিকূটাভো বিহ্বলন্ প্লবগোত্তমঃ।। ৪২
মৈন্দস্তু ভ্রাতরং তত্র ভগ্নং দৃষ্ট্বা মহাহবে। অভিদুদ্রাব বেগেন প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্।। ৪৩
তাং শিলান্তু প্রচিক্ষেপ রাক্ষসায় মহাবলঃ। বিভেদ তাং শিলাং কুম্ভঃ প্রসন্নৈঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।। ৪৪
সন্ধায় চান্যং সুমুখং শরমাশীবিষোপমম্। আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদাগ্রজম্।। ৪৫
স তু তেন প্রহারেণ মৈন্দো বানরযূথপঃ। মর্মণ্যভিহতস্তেন পপাত ভুবি মূৰ্ছিতঃ।। ৪৬
অঙ্গদো মাতুলৌ দৃষ্ট্বা মথিতৌ তু মহাবলৌ। অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভমুদ্যতকার্মুকম্।। ৪৭
তমাপতন্তং বিব্যাধ কুম্ভঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ। ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শিতৈর্বাণৈর্মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ।
সোঽঙ্গদং বহুভির্বাণৈঃ কুম্ভো বিব্যাধ বীর্যবান্।। ৪৮
অকুণ্ঠধারৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কনকভূষণৈঃ। অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রো ন কম্পতে।। ৪৯
শিলা-পাদপবর্ষাণি তস্য মূর্ধ্নি ববর্ষ হ। স প্রচিচ্ছেদ তান্ সর্বান্ বিভেদ চ পুনঃ শিলাঃ।। ৫০
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমান্ বালিপুত্রসমীরিতান্। আপতন্তঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভো বানরযূথপম্।। ৫১
ভ্রুবৌ বিব্যাধ বাণাভ্যামুল্কাভ্যামিব কুঞ্জরম্। তস্য সুস্রাব রুধিরং পিহিতে চাস্য লোচনে।। ৫২
অঙ্গদঃ পাণিনা নেত্রে পিধায় রুধিরোক্ষিতে। সালমাসন্নমেকেন পরিজগ্রাহ পাণিনা।। ৫৩

আর অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় মহাবীর বানরেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগলো।।৩৭।। মহাবীর রাক্ষস সৈন্যদেরকে নিহত হতে দেখে তেজস্বী কুম্ভ যুদ্ধে দুষ্কর কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হলো।।৩৮।। ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই কুম্ভ অত্যন্ত অবহিতচিত্তে ধনু হাতে তুলে নিয়ে সাপের বিষের মতো দেহ-বিদারী বাণরাশি নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৩৯।। তার বাণসমন্বিত সেই উত্তম ধনুটি বিদ্যুৎ এবং ঐরাবতের দীপ্তি-সমন্বিত দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৪০।। কুম্ভ তখন সোনার পুঙ্খের পত্রশোভিত বাণ কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে নিক্ষেপ করলো দ্বিবিদের ওপর।।৪১।। সহসা তার দ্বারা আহত হয়ে সেই ত্রিকূট পর্বতোপম বানরবীর দ্বিবিদ বিহ্বল হয়ে হাত পা ছেড়ে পড়ে গেলো।।৪২।। ভাই দ্বিবিদকে এই মহারণে ভেঙে পড়তে দেখে মৈন্দ একটি শিলা নিয়ে দ্রুতগতিতে কুম্ভের দিকে ধেয়ে গেলো।।৪৩।। মহাবলশালী বানর মৈন্দ রাক্ষস কুম্ভের দিকে শিলাটি নিক্ষেপ করলো। কুম্ভ হাসতে হাসতে পাঁচটি বাণ মেরে সেই শিলাকে বিদীর্ণ করে ফেললো।।৪৪।। সর্পবিষতুল্য সুমুখ নামক আর একটি বাণ মহাতেজস্বী কুম্ভ দ্বিবিদের দাদা মৈন্দের বুকে বিদ্ধ করলো।।৪৫।। সেই প্রহারে বানর -দলপতি মৈন্দ মর্মস্থলে আহত হওয়ায় মূৰ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।৪৬।। মহাবলশালী মাতুল দু'জনকে এইভাবে বিপর্যস্ত দেখে অঙ্গদ উদ্যতধনু কুম্ভের দিকে দ্রুত ছুটে গেলো।।৪৭।। অঙ্গদকে ছুটে আসতে দেখে হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বিদ্ধ করা হয় কুম্ভও তেমনি পাঁচটি ও তিনটি ধারালো বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করলো। এইভাবে কুম্ভ বহু বাণের দ্বারা অঙ্গদকে বিদ্ধ করলো।।৪৮।। সোনায় মোড়া অতীব শাণিত তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা বালিপুত্র অঙ্গদের অঙ্গ বিদ্ধ হলেও সে কিন্তু একটুও কাঁপলো না।।৪৯।। বরঞ্চ সে কুম্ভের মাথায় শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু কুম্ভ সেই গাছ ও শিলা সবই বাণ মেরে বিদীর্ণ করে ফেললো।।৫০।। অতঃপর কুম্ভকর্ণপুত্র শ্রীমান কুম্ভ বালিপুত্র অঙ্গদ দ্বারা নিক্ষিপ্ত সব কিছুকেই ব্যর্থ করে দিলো। কুম্ভ দেখলো বানর যূথপতি অঙ্গদ আক্রমণ করতে আসছে।।৫১।। সে তখন উল্কার দ্বারা হস্তীর মতো দু'টি বাণ মেরে তার ভ্রূদু'টিকে বিদ্ধ করলো। তার চোখ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়লো। চোখদু'টি গেলো বুঁজে।।৫২।। অঙ্গদ এক হাত দিয়ে রক্ত-পড়া চোখ দু'টি ঢেকে আর এক হাত দিয়ে সামনের একটি সাল গাছ তুলে নিলো।।৫৩।। সেই

সম্পীড্যোরসি সস্কন্ধং করেণাভিনিবেশ্য চ। কিঞ্চিদভ্যবনম্যৈনমুন্মমাথ মহারণে।। ৫৪
তমিন্দ্রকেতুপ্রতিমং বৃক্ষং মন্দরসন্নিভম্। সমুৎসৃজত বেগেন মিষতাং সর্বরক্ষসাম্।। ৫৫
স চিচ্ছেদ শিতৈর্বাণৈঃ সপ্তভিঃ কায়ভেদনৈঃ। অঙ্গদো বিব্যথেঽভীক্ষ্ণং স পপাত মুমোহ চ।। ৫৬
অঙ্গদং পতিতং দৃষ্ট্বা সীদন্তমিব সাগরে। দুরাসদং হরিশ্রেষ্ঠা রাঘবায় ন্যবেদয়ন্।। ৫৭
রামস্তু ব্যথিতং শ্রুত্বা বালিপুত্রং মহাহবে। ব্যাদিদেশ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববৎপ্রমুখাংস্ততঃ।। ৫৮
তে তু বানরশার্দূলাঃ শ্রুত্বা রামস্য শাসনম্। অভিপেতুঃ সুসংক্রুদ্ধাঃ কুম্ভমুদ্যতকার্মুকম্।। ৫৯
ততো দ্রুমশিলাহস্তাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ। রিরক্ষিষন্তোঽভ্যপতন্নঙ্গদং বানরর্ষভাঃ।। ৬০
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ। কুম্ভকর্ণাত্মজং বীরং ক্রুদ্ধাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ।। ৬১
সমীক্ষ্যাপততস্তাংস্তু বাণরেন্দ্রান্ মহাবলান্। আববার শরৌঘেণ নগেনেব জলাশয়ম্।। ৬২
তস্য বাণপথং প্রাপ্য ন শেকুরপি বীক্ষিতুম্। বানরেন্দ্রা মহাত্মানো বেলামিব মহোদধিঃ।। ৬৩
তাংস্তু দৃষ্ট্বা হরিগণান্ শরবৃষ্টিভিরর্দিতান্। অঙ্গদং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভ্রাতৃজং প্লবগেশ্বরঃ।। ৬৪
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণাত্মজং রণে। শৈলসানুচরং নাগং বেগবানিব কেসরী।। ৬৫
উৎপাট্য চ মহাবৃক্ষানশ্বকর্ণাদিকান্ বহূন্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষাংশ্চিক্ষেপ স মহাকপিঃ।। ৬৬
তাং ছাদয়ন্তীমাকাশং বৃক্ষবৃষ্টিং দুরাসদাম্। কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ।। ৬৭
অভিলক্ষ্যেণ তীব্রেণ কুম্ভেন নিশিতৈঃ শরৈঃ। আচিতাস্তে দ্রুমা রেজুর্যথা ঘোরাঃ শতঘ্নয়ঃ।
দ্রুমবর্ষন্তু তদ্ভিন্নং দৃষ্ট্বা কুম্ভেন বীর্যবান্।। ৬৮
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ মহাসত্ত্বো ন বিব্যথে। স বিধ্যমানঃ সহসা সহমানস্তু তাঞ্ছরান্।। ৬৯

স্কন্দসহিত সাল গাছটিকে বুকে চেপে ধরে একটি হাত নীচু করে ঐ মহাযুদ্ধে সে উপড়ে নিলো।।৫৪।। ইন্দ্রধ্বজতুল্য এবং মন্দরপর্বতের মতো সেই বৃক্ষটিকে স্পর্ধিত রাক্ষসদের দিকে বেগে সে ছুঁড়ে মারলো *(মিষ– স্পর্ধা)* ।।৫৫।। কুম্ভ তখন দেহ-বিদারক সাতটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেই বৃক্ষটিকে ছেদন করলো। তাতে, অঙ্গদ অত্যন্ত ব্যথা পেলো। এবং মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলো।।৫৬।। অবসন্ন হলে সাগরে যদি কেউ পড়ে যায়, তেমনি দুর্ধর্ষ অঙ্গদকে এইভাবে পড়ে যেতে দেখে বানরমুখ্যেরা রামকে এই ঘটনা নিবেদন করলো।।৫৭।। মহাযুদ্ধে বালিপুত্র অঙ্গদ এইভাবে বিপর্যস্ত শুনে জাম্ববান-প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠকে রাম আদেশ দিলেন।।৫৮।। রামের নির্দেশ শুনে বানরবীরেরা অত্যন্ত রেগে গিয়ে উদ্যতধনু কুম্ভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৫৯।। অতঃপর বানরবীরেরা অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য গাছ এবং শিলা হাতে নিয়ে ধাবিত হলো। রাগে তাদের চোখ তখন লাল।।৬০।। জাম্ববান, সুষেণ এবং বানর বেগদর্শী ক্রুদ্ধ হয়ে বীর কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভের দিকে ছুটে গেলো।।৬১।। পর্বতখণ্ড দিয়ে জলপ্রপাতকে রুদ্ধ করার মতো কুম্ভ মহাবলশালী বানরসৈন্যদেরকে বাণের দ্বারা দিলো রুদ্ধ করে।।৬২।। মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি মহাশক্তিশালী বানরেরাও বাণপথে এসে তা দেখতে পেলো না।।৬৩।। বাণবর্ষণে তাদেরকে পর্যুদস্ত দেখে বানরাধিপতি সুগ্রীব ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে পেছনে নিয়ে এগিয়ে এলো।।৬৪।। সুগ্রীব যুদ্ধে কুম্ভকর্ণপুত্র কুম্ভের দিকে গেলো ছুটে। দ্রুত গতিশীল সিংহ যেমন পর্বতসানুতে বিচরণ করে, ঠিক তেমনি।।৬৫।। সেই মহাকপি অশ্বকর্ণাদি বিরাট বিরাট গাছ এবং আরো নানা ধরণের গাছ উপড়ে নিয়ে কুম্ভের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৬৬।। কুম্ভকর্ণপুত্র শ্রীমান কুম্ভ নিজে ধারালো বাণের দ্বারা সেই আকাশ ছেয়ে-ফেলা বৃক্ষসমূহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।।৬৭।। ধারালো তীব্র বাণের দ্বারা কুম্ভ যে গাছগুলিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, সেগুলি ভীষণ কামানের মতো শোভা পাচ্ছিলো। বীর্যবান বানরাধিপতি সুগ্রীব সেই বৃক্ষবর্ষণকে কুম্ভের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে দেখলো।।৬৮।। শ্রীমান বানররাজ ছিলো মহাশক্তিশালী। ঐসব দেখে সে ব্যথিত হলো না। কুম্ভ সহসা তাকে বাণ বিদ্ধ করলো। সেই শরাঘাত সে সহ্যও করলো।।৬৯।। কুম্ভের ধনুটি ছিলো ইন্দ্রধনুর মতো

কুম্ভস্য ধনুরাক্ষিপ্য বভঞ্জেন্দ্রধনুঃপ্রভম্। অবপ্লুত্য ধনুঃ শীঘ্রং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।। ৭০
অব্রবীৎ কুপিতঃ কুম্ভং ভগ্নশৃঙ্গমিব দ্বিপম্। নিকুম্ভাগ্রজ বীর্যন্তে বাণবেগং তদদ্ভুতম্।। ৭১
সন্নতিশ্চ প্রভাবশ্চ তব বা রাবণস্য বা। প্রহ্লাদ-বলি-বৃত্রঘ্নকুবেরবরুণোপম।। ৭২
একস্ত্বমনুজাতোঽসি পিতরং বলবত্তরম্। ত্বামেবৈকং মহাবাহুং শূলহস্তমরিন্দমম্।। ৭৩
ত্রিদশা নাতিবর্তন্তে জিতেন্দ্রিয়মিবাধয়ঃ। বিক্রমস্ব মহাবুদ্ধে কর্মাণি মম পশ্য চ।। ৭৪
বরদানাৎ পিতৃব্যস্তে সহতে দেব-দানবান্। কুম্ভকর্ণস্তু বীর্যেণ সহতে চ সুরাসুরান্।। ৭৫
ধনুষীন্দ্রজিতস্তুল্যঃ প্রতাপে রাবণস্য চ। ত্বমদ্য রক্ষসাং লোকে শ্রেষ্ঠোঽসি বলবীর্যতঃ।। ৭৬
মহাবিমর্দং সমরে ময়া সহ তবাদ্ভুতম্। অদ্য ভূতানি পশ্যন্তু শক্র-শম্বরয়োরিব।। ৭৭
কৃতমপ্রতিমং কর্ম দর্শিতং চাস্ত্রকৌশলম্। পতিতা হরিবীরাশ্চ ত্বয়ৈতে ভীমবিক্রমাঃ।। ৭৮
উপালম্ভভয়াচ্চৈব নাসি বীর ময়া হতঃ। কৃতকর্মপরিশ্রান্তো বিশ্রান্তঃ পশ্য মে বলম্।। ৭৯
তেন সুগ্রীববাক্যেন সাবমানেন মানিতঃ। অগ্নেরাজ্যহুতস্যেব তেজস্তস্যাভ্যবর্ধত।। ৮০
ততঃ কুম্ভস্তু সুগ্রীবং বাহুভ্যাং জগৃহে তদা। গজাবিবাতীতমদৌ নিঃশ্বসন্তৌ মুহুর্মুহুঃ।। ৮১
অন্যোন্যগাত্রগ্রথিতৌ ধর্ষন্তাবিতরেতরম্। সধূমাং মুখতো জ্বালাং বিসৃজন্তৌ পরিশ্রমাৎ।। ৮২
তয়োঃ পাদাভিঘাতাচ্চ নিমগ্না চাভবন্মহী। ব্যাঘূর্ণিততরঙ্গশ্চ চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ।। ৮৩
ততঃ কুম্ভং সমুৎক্ষিপ্য সুগ্রীবো লবণাম্ভসি। পাতয়ামাস বেগেন দর্শয়ন্নুদধেস্তলম্।। ৮৪
ততঃ কুম্ভনিপাতেন জলরাশিঃ সমুত্থিতঃ। বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশো বিসসর্প সমন্ততঃ।। ৮৫

প্রভাবসম্পন্ন। সেটি সে কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেললো। এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করে, ধনুটি শীঘ্র ভঙ্গ করলো।।৭০।। দাঁত-ভাঙা হাতীর মতো ক্ষিপ্ত কুম্ভকে কুপিত হয়ে সে বললো, হে নিকুম্ভাগ্রজ, তোমার বাণের বেগ এবং বীর্যবত্তা অদ্ভুত।।৭১।। তোমার বিনয় ও প্রভাব রাবণের মতো। প্রহ্লাদ, বলি, বজ্রহস্ত, ইন্দ্র, কুবের এবং বরুণের সঙ্গে তোমার তুলনা হতে পারে।।৭২।। তোমার বলবান পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ হয়ে একমাত্র তুমিই জন্মেছো। মহাবীর, শূলহস্ত, শত্রুদমন একমাত্র তোমাকেই দেবতারা অতিক্রম করতে পারেন না।।৭৩।। জিতেন্দ্রিয় মানুষকে যেমন মানসিক রোগ কাবু করতে পারে না, ঠিক তেমনি।।৭৪।। তোমার কাকা দেবতাদের বরের প্রভাবেই দেব এবং দানবের শক্তি সহ্য করতে পারেন। কুম্ভকর্ণ কিন্তু নিজের বীর্যবত্তায় দেবতা এবং দানবদের আক্রমণ রুখতে পারেন।।৭৫।। ধনুর্বিদ্যায় তুমি ইন্দ্রজিতের মতো। প্রতাপে রাবণের মতো। রাক্ষসদের মধ্যে তুমিই এখন বলবীর্যে শ্রেষ্ঠ।।৭৬।। ইন্দ্রের সঙ্গে শম্বরাসুরের মতো তোমার সঙ্গে আজ আমার ভীষণ যুদ্ধ সঙঘটিত হবে। জীবজগৎ তা দেখুক।।৭৭।। তুমি যা করেছো তা অতুলনীয়। দেখিয়েছো অস্ত্রনৈপুণ্য। এই ভীমবিক্রম বানরদেরকে তুমি ভূপাতিত করেছো।।৭৮।। হে বীর, লোকনিন্দার ভয়ে তোমায় আমি এখনই হত্যা করছি না। যুদ্ধকর্ম করে তুমি এখন ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম করে পরে তুমি আমার শক্তি অবলোকন কোরো।।৭৯।। সুগ্রীবের ঐ বাক্যে কুম্ভ নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করলো। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি এইসব কথায় তার তেজ আরও পরিবর্ধিত হলো।।৮০।। তারপর কুম্ভ দুই বাহু দিয়ে সুগ্রীবকে জাপটে ধরলো। তখন মদস্রাবী যৌবন মদোন্মত্ত তারা দু'জনে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ফেলতে লাগলো।।৮১।। একে অপরের গাত্র ঘর্ষণ করতে লাগলো তারা। পরস্পরকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে লাগলো। অনন্তর পরিশ্রমে তাদের দু'জনের মুখ হতে ধূমসহ আগুন বের হতে লাগলো।।৮২।। তাদের পদাঘাতে ভূমি গেলো নীচে দেবে। তরঙ্গ ঘূর্ণিত হওয়ায় সমুদ্র উঠলো ক্ষুব্ধ হয়ে।।৮৩।। অতঃপর সমুদ্রের তলদেশ দেখাবার জন্য সুগ্রীব কুম্ভকে যেন জোরে লবণ-সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।।৮৪।। তখন কুম্ভের পতনে সমুদ্র বিন্ধ্যও মন্দরপর্বতের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।।৮৫।। কুম্ভ তখন লাফিয়ে উঠে রেগে

ততঃ কুম্ভঃ সমুৎপত্য সুগ্রীবমভিপাত্য চ। আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা।। ৮৬
তস্য বর্ম চ পুস্ফোট সংজজ্ঞে চাপি শোণিতম্। তস্য মুষ্টির্মহাবেগঃ প্রতিজঘ্নেঽস্থিমণ্ডলে।। ৮৭
তস্য বেগেন তত্রাসীৎ তেজঃ প্রজ্বলিতং মহৎ। বজ্রনিষ্পেষসঞ্জাতা জ্বালা মেরোর্যথা গিরেঃ।। ৮৮
স তত্রাভিহতস্তেন সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ। মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ।। ৮৯
অর্চিঃ সহস্রবিকচরবিমণ্ডলবর্চসম্। স মুষ্টিং পাতয়ামাস কুম্ভস্যোরসি বীর্যবান্।। ৯০
স তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলো ভৃশপীড়িতঃ। নিপপাত তদা কুম্ভো গতার্চিরিব পাবকঃ।। ৯১
মুষ্টিনাভিহতস্তেন নিপপাতাশু রাক্ষসঃ। লোহিতাঙ্গ ইবাকাশাদ্ দীপ্তরশ্মির্যদৃচ্ছয়া।। ৯২
কুম্ভস্য পততো রূপং ভগ্নস্যোরসি মুষ্টিনা। বভৌ রুদ্রাভিপন্নস্য যথা রূপং গবাং পতেঃ।। ৯৩
তস্মিন্ হতে ভীমপরাক্রমেণ প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
মহী সশৈলা সবনা চচাল ভয়ঞ্চ রক্ষাংস্যধিকং বিবেশ।। ৯৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সুগ্রীবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বজ্রের মতো মুষ্টির দ্বারা সুগ্রীবের বুকে আঘাত করলো।।৮৬।। তাতে তার বুক গেলো ফেটে। রক্তের ধারা বইতে লাগলো। তার মুষ্টির মহাবেগ বক্ষ বিদীর্ণ করে তার ভেতরের অস্থিসমূহকে করলো আঘাত।।৮৭।। বজ্রের আঘাতে মেরুপর্বতে যেমন অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসেছিলো, তেমনি সেই মুষ্টির আঘাতে সেখানেও ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠলো।।৮৮।। বানরপ্রধান মহাবলশালী সুগ্রীব ঐভাবে আহত হয়ে বজ্রের মতো ফিরিয়ে দিলো।।৮৯।। বীর্যবান সুগ্রীব কুম্ভের বুকে আগুনের মতো মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলো। তার দীপ্তি ছিলো সহস্র সূর্যের কিরণের মতো ভাস্বর।।৯০।। সেই মুষ্টির দ্বারা আহত হয়ে রাক্ষস কুম্ভ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে শিখা চলে-যাওয়া আগুন তথা অঙ্গারের মতো ভূতলে পতিত হলো।।৯১।। রাক্ষস যখন সত্বর পতিত হলো, মনে হলো দীপ্তরশ্মি মঙ্গলগ্রহ যেন যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ হতে খসে পড়ছে।।৯২।। মুষ্টিতে বুক ভেঙে-যাওয়ায় কুম্ভ যখন পড়ে গেলো, তখন রুদ্রের দ্বারা অভিহত কিরণমালী সূর্যের মতো তাকে দেখাচ্ছিলো।।৯৩।। ভয়ঙ্কর পরাক্রমী বানরবীর সুগ্রীবের দ্বারা যুদ্ধে কুম্ভ নিহত হলে পর্বত এবং বনসহ ধরিত্রী উঠলো কেঁপে। রাক্ষসদের মধ্যে আরো বেশী করে প্রবেশ করলো ভয়।।৯৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা নিকুম্ভস্য হননম্

নিকুম্ভো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবেণ নিপাতিতম্। প্রদহন্নিব কোপেন বানরেন্দ্রমুদৈক্ষত।। ১
ততঃ স্রগ্দামসন্নদ্ধং দত্তপঞ্চাঙ্গুলং শুভম্। আদদে পরিঘং বীরো মহেন্দ্রশিখরোপমম্।। ২
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তং বজ্রবিদ্রুমভূষিতম্। যমদণ্ডোপমং ভীমং রক্ষসাং ভয়নাশনম্।। ৩

সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ

হনুমানের দ্বারা নিকুম্ভের হনন

সুগ্রীবের দ্বারা ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত হতে দেখে নিকুম্ভ ক্রোধে যেন দগ্ধ করেই বানরেন্দ্র হনুমানকে দেখতে লাগলো।।১।। তারপর ফুলের মালা-জড়ানো পাঁচ আঙুল পরিমাণ বেনারসী কাপড়ে আবৃত মহেন্দ্রপর্বতের শিখরের মতো উঁচু পরিঘ অস্ত্র তুলে নিলো হাতে।।২।। সোনার কাপড়ে পরিবৃত হীরে আর প্রবালে ভূষিত রাক্ষসদের ভয়নাশক এই পরিঘ ছিলো যম-দণ্ডের মতো ভীষণ।।৩।। মহাতেজোবিশিষ্ট ইন্দ্রধ্বজের মতো উজ্জ্বল সেই পরিঘ। তাকে গ্রহণ করে ভীষণ পরাক্রমী

তমাবিধ্য মহাতেজাঃ শক্রধ্বজসমৌজসম্। নিননাদ বিবৃত্তাস্যো নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ।। ৪
উরোগতেন নিষ্কেণ ভুজস্থৈরঙ্গদৈরপি। কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ চিত্রাভ্যাং মালয়া চ স চিত্রয়া।। ৫
নিকুম্ভো ভূষণৈর্ভাতি তেন স্ম পরিঘেণ চ। যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্।। ৬
পরিঘাগ্রেণ পুস্ফোট বাতগ্রন্থির্মহাত্মনঃ। প্রজজ্বাল সঘোষশ্চ বিধূম ইব পাবকঃ।। ৭
নগর্যা বিটপাবত্যা গন্ধর্বভবনোত্তমৈঃ। সতারাগণনক্ষত্রং সচন্দ্র-সমহাগ্রহম্।। ৮
নিকুম্ভপরিঘাঘূর্ণং ভ্রমতীব নভঃস্থলম্। দুরাসদশ্চ সঞ্জজ্ঞে পরিঘাভরণপ্রভঃ।
ক্রোধেন্ধনো নিকুম্ভাগ্নির্যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ।। ৯
রাক্ষসা বানরাশ্চাপি ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ। হনূমাংস্তু বিবৃত্যোরস্তস্থৌ প্রমুখতো বলী।। ১০
পরিঘোপমবাহুস্তু পরিঘং ভাস্করপ্রভম্। বলী বলবতস্তস্য পাতয়ামাস বক্ষসি।। ১১
স্থিরে তস্যোরসি ব্যূঢে পরিঘঃ শতধা কৃতঃ। বিকীর্যমাণঃ সহসা উল্কাশতমিবাম্বরে।। ১২
স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল মহাকপিঃ। পরিঘেণ সমাধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ।। ১৩
স তথাভিহতস্তেন হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ। মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বলেনাতিমহাবলঃ।। ১৪
তমুদ্যম্য মহাতেজা নিকুম্ভোরসি বীর্যবান্। অভিচিক্ষেপ বেগেন বেগবান্ বায়ুবিক্রমঃ।। ১৫
তত্র পুস্ফোট বর্মাস্য প্রসুস্রাব চ শোণিতম্। মুষ্টিনা তেন সঞ্জজ্ঞে মেঘে বিদ্যুদিবোত্থিতা।। ১৬
স তু তেন প্রহারেণ নিকুম্ভো বিচচাল চ। স্বস্থশ্চাপি নিজগ্রাহ হনূমন্তং মহাবলম্।। ১৭
চুক্রুশুশ্চ তদা সংখ্যে ভীমং লঙ্কানিবাসিনঃ। নিকুম্ভেনোদ্যতং দৃষ্ট্বা হনূমন্তং মহাবলম্।। ১৮
স তথা হ্রিয়মাণোঽপি হনূমাংস্তেন রক্ষসা। আজঘানানিলসুতো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা।। ১৯

নিকুম্ভ মুখ হাঁ-করে সিংহনাদ করে উঠলো।।৪।। বুকে তার সোনার পদক, বাহুতে রয়েছে বলয়, কানে দু'টি কুণ্ডল, গলায় রয়েছে বিচিত্র মাল্য।।৫।। অলঙ্কারা এবং সেই পরিঘের দ্বারা নিকুম্ভ শোভা পাচ্ছিলো। বিদ্যুতের দ্বারা শোভিত গর্জনকারী মেঘ ইন্দ্রধনুর দ্বারা শোভিত হলে যেমন দেখায়, তাকে ঠিক দেখাচ্ছিলো তেমনি।।৬।। মহাশক্তিধর নিকুম্ভের পরিঘের অগ্রভাগ সাতটি বায়ুপথ ভেদ করে উপরে উঠলো। ধূমহীন অগ্নির মতো শব্দ করে সেটি জ্বলছে।।৭।। নিকুম্ভ পরিঘ ঘোরাতে লাগলো। তাতে যেন ঘুরতে লাগলো গাছপালায় শোভিত লঙ্কাপুরী, উত্তম গন্ধর্ব-ভবন, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং গ্রহরাজি সমন্বিত আকাশও।।৮।। নিকুম্ভের পরিঘ ঘূর্ণনের ফলে আকাশও যেন ঘূর্ণিত হচ্ছিলো। পরিঘের অলঙ্কারের দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, ক্রোধরূপ জ্বালানী কাষ্ঠে নিকুম্ভরূপ আগুন প্রলয়াগ্নির মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে।।৯।। রাক্ষস ও বানরেরা ভয়ে কাঁপতেও পারছিলো না। বলবান হনুমান বুককে আবৃত করে সামনে দাঁড়িয়ে রৈলেন।।১০।। নিকুম্ভের বাহু ছিলো পরিঘের তুল্য বলবান। সেই নিকুম্ভ হনুমানের বুকে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল পরিঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করলো।।১১।। তাঁর দৃঢ় এবং বিশাল বুকে পড়ে পরিঘ শত শত খণ্ড হয়ে গেলো। শত শত উলকার মতো আকাশে সেই টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়লো।।১২।। ভূমিকম্পে পর্বত যেমন বিচলিত হয় না তেমনি সেই পরিঘের দ্বারা আহত হয়েও মহাবানর হনুমান বিচলিত হলেন না।।১৩।। বানরোত্তম বলবান সেই হনুমান ঐভাবে আহত হয়েও জোরের সঙ্গে মুষ্টি ঘোরাতে লাগলেন।।১৪।। অতঃপর সেই মুষ্টি তুলে মহাতেজস্বী বীর্যবান বায়ুর মতো পরাক্রমী বেগবান হনুমান নিকুম্ভের বুকে জোরে ছুঁড়ে মারলেন।।১৫।। তখন তার বর্ম গেলো ফেটে। রক্তের ধারা প্রবাহিত হলো। যেন মেঘের বুকে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে।।১৬।। হনুমানের সেই প্রহারে নিকুম্ভ প্রথমে বিচলিত হলো। একটু পরে সুস্থ হয়ে মহাবলশালী হনুমানকে সে আক্রমণ করলো।।১৭।। যুদ্ধে মহাবলশালী ভয়ঙ্কর হনুমানকে নিকুম্ভের দ্বারা বিধৃত দেখে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো।।১৮।। বায়ুপুত্র হনুমানকে সেই রাক্ষস টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেও সে তার বজ্রের মতো মুষ্টির দ্বারা নিকুম্ভকে আঘাত করলো।।১৯।। নিজেকে মুক্ত করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পবনপুত্র হনুমান তখনই নিকুম্ভকে মথিত

আত্মানং মোক্ষয়িত্বাথ ক্ষিতাবভ্যবপদ্যত। হনুমানুন্মমাথাশু নিকুম্ভং মারুতাত্মজঃ।। ২০
নিক্ষিপ্য পরমায়ত্তো নিকুম্ভং নিষ্পিপেষ চ। উৎপত্য চাস্য বেগেন পপাতোরসি বেগবান্।। ২১
পরিগৃহ্য চ বাহুভ্যাং পরিবৃত্য শিরোধরাম্। উৎপাটয়ামাস শিরো ভৈরবং নদতো মহৎ।। ২২
অথ নিনদতি সাদিতে নিকুম্ভে পবনসুতেন রণে বভূব যুদ্ধম্।
দশরথসুত-রাক্ষসেন্দ্রসূন্বোর্ভৃশতরমাগতরোষয়োঃ সুভীমম্।। ২৩
ব্যপেতে তু জীবে নিকুম্ভস্য হৃষ্টা বিনেদুঃ প্লবঙ্গা দিশঃ সস্বনুশ্চ।
চচালেব চোর্বী পপাতেব সা দ্যৌর্বলং রাক্ষসানাং ভয়ং চাবিবেশ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

করতে লাগলো।।২০।। অত্যন্ত রেগে নিকুম্ভকে মাটিতে ফেলে তাকে হনুমান পুনঃপুনঃ পেষণ করতে লাগলো। বেগবান হনুমান অতঃপর লাফিয়ে তার বুকের ওপর উঠে বসলো।।২১।। অনন্তর দুই বাহু দিয়ে ধরে তার গলাটিকে ঘুরিয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে তার মস্তকটিকে দেহ থেকে উৎপাটিত করে ফেললো।।২২।। তারপর এইভাবে গর্জনকারী নিকুম্ভকে পবনপুত্র হনুমান হত্যা করলো। তখন অধিকতর ক্রুদ্ধ রক্ষোরাজ রাবণের পুত্র মকরাক্ষের সঙ্গে দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো।।২৩।। নিকুম্ভ নিহত হলে আনন্দে বানরেরা তুমুল শব্দ করতে লাগলো। তাতে নিনাদিত হলো দিগ্‌বিদিক। পৃথিবী যেন দুলে উঠলো। যেন ভেঙে পড়লো আকাশ। রাক্ষস-সেনাদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেলো।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রাবণানুজ্ঞয়া মকরাক্ষস্য যুদ্ধে গমনম্

নিকুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা কুম্ভঞ্চ বিনিপাতিতম্। রাবণঃ পরমামর্ষী প্রজজ্বালানলো যথা।। ১
নৈর্ঋতঃ ক্রোধ-শোকাভ্যাং দ্বাভ্যাস্তু পরিমূর্ছিতঃ। খরপুত্রং বিশালাক্ষং মকরাক্ষমচোদয়ৎ।। ২
গচ্ছ পুত্র ময়াজ্ঞপ্তো বলেনাভিসমন্বিতঃ। রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব জহি তৌ সবনৌকসৌ।। ৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শূরমানী খরাত্মজঃ। বাঢমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো মকরাক্ষো নিশাচরম্।। ৪
সোঽভিবাদ্য দশগ্রীবং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। নির্জগাম গৃহাচ্ছুভ্রাদ্ রাবণস্যাজ্ঞয়া বলী।। ৫
সমীপস্থং বলাধ্যক্ষং খরপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ। রথমানীয়তাং তূর্ণং সৈন্যং ত্বানীয়তাং ত্বরাৎ।। ৬

অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ

রাবণের নির্দেশে মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন

নিকুম্ভ নিহত হলো, কুম্ভও ধ্বংস হলো। এই সব দেখে রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলো।।১।। ক্রোধ ও শোক এই দু'য়েতেই রাক্ষস ভীষণভাবে মূর্ছিত হয়ে গেলো তখন খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে বললো—।।২।। বৎস, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি—সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুমি রণক্ষেত্রে যাও। বনবাসী বানরদের সঙ্গে রাম এবং লক্ষ্মণকে তুমি হত্যা করো।।৩।। রাবণের কথা শুনে বীরাভিমানী খরপুত্র মকরাক্ষ আনন্দিত রাক্ষস রাবণকে বললো, বেশ তাই হবে।।৪।। বলবান সেই খর দশগ্রীব রাবণকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে রাবণের আজ্ঞায় শুভ্রবর্ণ প্রাসাদ হতে নির্গত হলো।।৫।। খরপুত্র মকরাক্ষ নিকটস্থ সেনপতিকে বললো, তাড়াতাড়ি রথ নিয়ে এসো, শীগ্‌গির সৈন্য নিয়ে এসো।।৬।। তার সেই কথা শুনে রাক্ষস সেনাপতি রথ এবং সৈন্যবাহিনী কাছে নিয়ে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো নিশাচরঃ। স্যন্দনঞ্চ বলঞ্চৈব সমীপং প্রত্যপাদয়ৎ।। ৭
প্রদক্ষিণং রথং কৃত্বা সমারুহ্য নিশাচরঃ। সূতং সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং বৈ রথমাবহ।। ৮
অথ তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ মকরাক্ষোঽব্রবীদিদম্। যূয়ং সর্বে প্রযুধ্যধ্বং পুরস্তান্মম রাক্ষসাঃ।। ৯
অহং রাক্ষসরাজেন রাবণেন মহাত্মনা। আজ্ঞপ্তঃ সমরে হন্তুং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১০
অদ্য রামং বধিষ্যামি লক্ষ্মণঞ্চ নিশাচরাঃ। শাখামৃগঞ্চ সুগ্রীবং বানরাংশ্চ শরোত্তমৈঃ।। ১১
অদ্য শূলনিপাতৈশ্চ বানরাণাং মহাচমূম্। প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তাং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।। ১২
মকরাক্ষস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তে নিশাচরাঃ। সর্বে নানায়ুধোপেতা বলবন্তঃ সমাহিতাঃ।। ১৩
তে কামরূপিণঃ ক্রূরা দংষ্ট্রিণঃ পিঙ্গলেক্ষণাঃ। মাতঙ্গা ইব নর্দন্তো ধ্বস্তকেশা ভয়াবহাঃ।। ১৪
পরিবার্য মহাকায়া মহাকায়ং খরাত্মজম্। অভিজগ্মুস্ততো হৃষ্টাশ্চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্।। ১৫
শঙ্খভেরীসহস্রাণামাহতানাং সমন্ততঃ। ক্ষ্বেলিতাস্ফোটিতানাঞ্চ তত্র শব্দো মহানভূৎ।। ১৬
প্রভ্রষ্টোঽথ করাত্তস্য প্রতোদঃ সারথেস্তদা। পপাত সহসা দৈবাদ্ ধ্বজস্তস্য তু রক্ষসঃ।। ১৭
তস্য তে রথসংযুক্তা হয়া বিক্রমবর্জিতাঃ। চরণৈরাকুলৈর্গত্বা দীনাঃ সাস্রমুখা যযুঃ।। ১৮
প্রবাতি পবনস্তস্মিন্ সপাংসুঃ খরদারুণঃ। নির্যাণে তস্য রৌদ্রস্য মকরাক্ষস্য দুর্মতেঃ।। ১৯
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি রাক্ষসা বীর্যবত্তমাঃ। অচিন্ত্য নির্গতাঃ সর্বে যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২০
ঘনগজমহিষাঙ্গতুল্যবর্ণাঃ সমরমুখেষ্বসকৃদ্গদাসিভিন্নাঃ।
অহমহমিতি যুদ্ধকৌশলাস্তে রজনীচরাঃ পরিবভ্রমুর্মুহুস্তে।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এলো।।৭।। নিশাচর মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ করে তাতে আরোহণ করে সারথিকে বললো, শীগ্‌গির রথ চালিয়ে নিয়ে চলো।।৮।। অতঃপর মকরাক্ষ রাক্ষসদেরকে বললো, হে রাক্ষসগণ, আমারি সামনে অবস্থান করে তোমরা সবাই যুদ্ধ করো।।৯।। রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনকেই যুদ্ধে হত্যা করার জন্য রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ আমায় আদেশ দিয়েছেন।।১০।। হে রাক্ষসবৃন্দ, উত্তম বাণের দ্বারা আজই আমি রাম, লক্ষ্মণ এবং বানর সুগ্রীবকে বধ করবো।।১১।। আগুন যেমন শুকনো জ্বালানীকে দগ্ধ করে, আমিও তেমনি আজ শূলের দ্বারা প্রহার করে বানরদের মহাসেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবো।।১২।। মকরাক্ষের সেই কথা শুনে বলবান রাক্ষসেরা সবাই একাগ্রচিত্তে নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে উদ্যত হলো।।১৩।। তারা ইচ্ছেমতো রূপ-ধারণ করতে পারে। অত্যন্ত ক্রূর তারা। তাদের বিরাট বিরাট দাঁত। চোখ তাদের পিঙ্গলবর্ণ। কেশরাশি এলোমেলো। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাদেরকে। হাতীর মতো তারা। গর্জন করছে।।১৪।। বিশালদেহী তারা। বিশালকায় খরপুত্র মকরাক্ষকে ঘিরে আনন্দে বসুন্ধরাকে কাঁপিয়ে চলছে।।১৫।। সব দিকে হাজার হাজার শঙ্খ, ভেরী বেজে উঠলো। সৈন্যরা আস্‌ফালনের সঙ্গে ভীষণধ্বনি করতে লাগলো।।১৬।। হঠাৎই তার সারথির হাত হতে খসে পড়লো কশা। দৈবক্রমে সেই রাক্ষসের রথের ধ্বজাও গেলো পড়ে।।১৭।। তার রথটানার ঘোড়াগুলিও নিরুদ্যম হয়ে গেলো। তাদের পা টলমল করছিলো। চোখের জলে মুখ যাচ্ছিলো ভেসে। অত্যন্ত করুণ তখন তাদের অবস্থা।।১৮।। ভয়ঙ্কর দুর্মতি মকরাক্ষ যখন যুদ্ধযাত্রা করছিলো তখন ধূলো উড়িয়ে দারুণ রুক্ষ বায়ু বইতে লাগলো।।১৯।। এইসব দুর্লক্ষণ দেখেও অত্যন্ত বীর রাক্ষসেরা কিছুই চিন্তা না করে যেখানে রাম লক্ষ্মণ ছিলেন সেইখানে যাত্রা করলো।।২০।। রাক্ষসদের গায়ের রঙ ছিলো মেঘ, হাতী আর মোষের মতো। তাদের দেহে ছিলো গদা এবং তরবারির আঘাতের বহু চিহ্ন। যুদ্ধে তারা কৌশল দেখাতে পারে। "আমি আগে যাবো, আমি আগে যাবো"—এই বলে রাক্ষসেরা বারবার চারদিকে ঘুরতে লাগলো।।২১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামচন্দ্রেণ মকরাক্ষস্য বধঃ

নির্গতং মকরাক্ষং তে দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ। আপ্লুত্য সহসা সর্বে যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ।। ১
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহৎ তদ্ যুদ্ধং লোমহর্ষণম্। নিশাচরৈঃ প্লবঙ্গানাং দেবানাং দানবৈরিব।। ২
বৃক্ষশূলনিপাতৈশ্চ গদাপরিঘপাতনৈঃ। অন্যোন্যং মর্দয়ন্তি স্ম তদা কপিনিশাচরাঃ।। ৩
শক্তিখড়্গগদাকুন্তৈস্তোমরৈশ্চ নিশাচরাঃ। পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণপাতৈঃ সমন্ততঃ।। ৪
পাশমুদ্গরদণ্ডৈশ্চ নির্ঘাতৈশ্চাপরৈস্তথা। কদনং কপিসিংহানাং চক্রুস্তে রজনীচরাঃ।। ৫
বাণৌঘৈরর্দিতাশ্চাপি খরপুত্রেণ বানরাঃ। সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে দুদ্রুবুর্ভয়পীডিতাঃ।। ৬
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে দ্রবমাণান্ বনৌকসঃ। নেদুস্তে সিংহবদ্ দৃপ্তা রাক্ষসা জিতকাশিনঃ।। ৭
বিদ্রবৎসু তদা তেষু বানরেষু সমন্ততঃ। রামস্তান্ বারয়ামাস শরবর্ষেণ রাক্ষসান্।। ৮
বারিতান্ রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা মকরাক্ষো নিশাচরঃ। কোপানলসমাবিষ্টো বচনং চেদমব্রবীৎ।। ৯
তিষ্ঠ রাম ময়া সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং ভবিষ্যতি। ত্যাজয়িষ্যামি তে প্রাণান্ ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।। ১০
যৎ তদা দণ্ডকারণ্যে পিতরং হতবান্ মম। তদগ্রতঃ স্বকর্মস্থং স্মৃত্বা রোষোঽভিবর্ধতে।। ১১
দহ্যন্তে ভৃশমঙ্গানি দুরাত্মন্ মম রাঘব। ফময়াসি ন দৃষ্টস্ত্বং তস্মিন্ কালে মহাবনে।। ১২
দিষ্ট্যাসি দর্শনং রাম মম ত্বং প্রাপ্তবানিহ। কাঙ্ক্ষিতোঽসি ক্ষুধার্তস্য সিংহস্যেবেতরো মৃগঃ।। ১৩
অদ্য মদ্বাণবেগেন প্রেতরাড়্বিষয়ং গতঃ। যে ত্বয়া নিহতাঃ শূরাঃ সহ তৈশ্চ বসিষ্যসি।। ১৪

ঊনাশীতিতম (৭৯) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা মকরাক্ষের বধ

বানরবীরেরা মকরাক্ষকে আসতে দেখে সহসা লাফিয়ে পড়ে যুদ্ধ-কামনায় অবস্থান করতে লাগলো।। ১ ।। অতঃপর আরম্ভ হলো রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ভীষণ সেই যুদ্ধ দেখলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের মতোই ছিলো এই যুদ্ধ।।২ ।। বানর এবং রাক্ষসেরা একে অপরের প্রতি বৃক্ষ এবং শূল ছুঁড়ে মারছে। গদা এবং পরিঘের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে করছে প্রহার।।৩।। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, দণ্ড, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল এবং বাণের দ্বারা সবদিক হতে বানরদেরকে আক্রমণ করতে লাগলো।।৪ ।। এই নিশাচরেরা পাশ, মুগুর, দণ্ড এবং আরো সব অস্ত্র দ্বারা বানরবীরদেরকে আঘাত করতে লাগলো।।৫ ।। খরপুত্র মকরাক্ষ বাণ -সমূহের দ্বারা বিমর্দিত করায় বানরেরা সবাই মনে মনে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলো।।৬।। বনবাসী সেই বানরদের সবাইকে পালিয়ে যেতে দেখে যুদ্ধবিজয়ী রাক্ষসেরা দৃপ্ত সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলো।।৭ ।। বানরেরা চারদিকে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে রাম তখন রাক্ষসদের প্রতি শরবর্ষণ করে তাদের পালাতে বারণ করলেন।।৮।। রাক্ষসদের নিবারিত হতে দেখে রাক্ষস মকরাক্ষ ক্রোধে আগুন হয়ে বললো— ।।৯।। হে রাম, দাঁড়াও, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করো আমার সঙ্গে। ধনু হতে মুক্ত ধারালো বাণের দ্বারা তোমার প্রাণ ত্যাগ করাবো।।১০।। পূর্বে দণ্ডকারণ্যে আমার বাবাকে তুমি হত্যা করেছিলে। তখন থেকেই তোমার উপর আমার ক্রোধ, এখন তোমাকে আমার সামনে স্ব-কর্মে নিরত দেখে আমার সেই ক্রোধ আরো বেড়ে যাচ্ছে।।১১।। হে দুরাত্মন্ রাম, সেইসময় মহারণ্যে তোমায় আমি দেখতে পাই নি বলে আমার অঙ্গগুলি আজ সন্তপ্ত হচ্ছে।।১২ ।। হে রাম, সৌভাগ্যবশতঃ আজ তোমার দেখা আমি এখানে পেলাম। ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে নগণ্য মৃগেরই মতো তুমি আমার আজ বাঞ্ছিত।।১৩।। তুমি বাণ মেরে যাদের প্রেতলোকে পাঠিয়েছো, যে বানরবীরেরা তোমার দ্বারা নিহত হয়েছে, তুমি তাদের সঙ্গেই এখন বাস করবে।।১৪।। রাম, এখানে বেশী কথা বলে কি হবে ? আমার

বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু রাম বচো মম। পশ্যন্তু সকলা লোকাস্ত্বাং মাঞ্চৈব রণাজিরে।। ১৫
অস্ত্রৈর্বা গদয়া বাপি বাহুভ্যাং বা রণাজিরে। অভ্যস্তং যেন বা রাম বর্ততাং তেন বা মৃধম্।। ১৬
মকরাক্ষবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ। অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যমুত্তরোত্তরবাদিনম্।। ১৭
কত্থসে কিং বৃথা রক্ষো বহূন্যসদৃশানি তে। ন রণে শক্যতে জেতুং বিনা যুদ্ধেন বাগ্বলাৎ।। ১৮
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ত্বৎ পিতা চ যঃ। ত্রিশিরা দূষণশ্চাপি দণ্ডকে নিহতো ময়া।। ১৯
স্বাশিতাশ্চাপি মাংসেন গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ। ভবিষ্যন্ত্যদ্য বৈ পাপ তীক্ষ্ণতুণ্ডনখাঙ্কুশাঃ।। ২০
রাঘবেণৈষমুক্তস্তু মকরাক্ষো মহাবলঃ। বাণৌঘানমুচৎ তস্মৈ রাঘবায় রণাজিরে।। ২১
তাঞ্ছরাঞ্ছরবর্ষেণরামশ্চিচ্ছেদ নৈকধা। নিপেতুর্ভুবি বিচ্ছিন্না রুক্মপুঙ্খাঃ সহস্রশঃ।। ২২
তদ্ যুদ্ধমভবৎ তত্র সমেত্যান্যোন্যমোজসা। খররাক্ষসপুত্রস্য সূনোর্দশরথস্য চ।। ২৩
জীমূতয়োরিবাকাশে শব্দো জ্যাতলয়োরিব। ধনুর্মুক্তঃ স্বনোঽন্যোন্যং শ্রূয়তে চ রণাজিরে।। ২৪
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ। অন্তরিক্ষগতাঃ সর্বে দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্।। ২৫
বিদ্ধমন্যোন্যগাত্রেষু দ্বিগুণং বর্ধতে বলম্। কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং কুরুতাং তৌ রণাজিরে।। ২৬
রামমুক্তাংস্তু বাণৌঘান্ রাক্ষসস্ত্বচ্ছিনদ্ রণে। রক্ষোমুক্তাংস্তু রামো বৈ নৈকধা প্রাচ্ছিনচ্ছরৈঃ।। ২৭
বাণৌঘবিততাঃ সর্বা দিশশ্চ প্রদিশস্তথা। সঞ্ছন্না বসুধা চৈব সমন্তান্ন প্রকাশতে।। ২৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে। অষ্টাভিরথ নারাচৈঃ সূতং বিব্যাধ রাঘবঃ।। ২৯
ভিত্ত্বা রথং শরৈ রামো হত্বা অশ্বানপাতয়ৎ। বিরথো বসুধাস্থঃ স মকরাক্ষো নিশাচরঃ।। ৩০
তত্তিষ্ঠদ্ বসুধাং রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা। ত্রাসনং সর্বভূতানাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্।। ৩১

কথা শোনো, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে ও তোমাকে সবাই দেখুক।। ১৫।। হে রাম, রণাঙ্গনে অস্ত্র, গদা বা বাহুর দ্বারা যেভাবে তুমি অভ্যস্ত সেইভাবেই তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।।১৬।। দশরথনন্দন রাম মকরাক্ষের কথা শুনে হাসতে হাসতেই উত্তরদানে নিপুণ মকরাক্ষকে বললেন—।। ১৭।। ওহে রাক্ষস, কেন মিছামিছি আত্মশ্লাঘা করছো ? এতো কথা তোমায় শোভা পায় না। যুদ্ধ ছাড়া বাক্য বলে যুদ্ধে জিততে পারবে না।। ১৮।। দণ্ডকারণ্যে তোমার পিতা খর, ত্রিশিরা ও দূষণ আমার দ্বারাই নিহত হয়েছে।। ১৯।। হে পাপ, শকুনি, শৃগাল এবং কাকদের নখের মুখ তীক্ষ্ণ এবং অঙ্কুশের মতো। আজ সেই নখ দিয়ে তারা তোমায় ছিঁড়ে খেয়ে অতঃপর পরিতৃপ্ত হবে।।২০।। রাম এইকথা বলার পর মহাবলশালী মকরাক্ষ রণক্ষেত্রে সেই রামের প্রতি বাণ সমূহ নিক্ষেপ করলো।। ২১ ।। রাম শর বর্ষণ করে বহুভাবে শরগুলি কেটে ফেললেন। গোড়ায় সোনায় মোড়া সেই বাণগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে হাজারে হাজারে মাটিতে পড়ে গেলো।।২২।। রাক্ষস খরের পুত্র মকরাক্ষ এবং দশরথের পুত্র রাম বীর্যবত্তার সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হলে তুমুল যুদ্ধ সেখানে সংঘটিত হলো *(সূনু—পুত্র)* ।।২৩।। উভয়ে ধনু মুক্ত করে বাণ বর্ষণ করছিলেন। তাতে জ্যা-র ঘর্ষণে আকাশের মেঘ গর্জনের মতো শব্দ শোনা যেতে লাগলো।।২৪।। দেবদানব গন্ধর্ব কিন্নর মহানাগ সবই এই অদ্‌ভুত যুদ্ধ দেখার জন্য অন্তরীক্ষে এসে উপস্থিত হলো।।২৫।। তাদের পরস্পরের দেহ যতোই বাণবিদ্ধ হতে লাগলো, শক্তিও তাদের বেড়ে যেতে লাগলো দ্বিগুণ।।২৬।। রামের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি যুদ্ধে মকরাক্ষ ছিন্ন করে ফেললো। আর রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ রামও বাণের দ্বারা বহুভাবে কেটে ফেললেন।। ২৭।। ধরিত্রী এবং সকল দিগ্‌বিদিক বাণরাশিতে গেলো আচ্ছন্ন হয়ে। মাটি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।।২৮।। অতঃপর ক্রুদ্ধ মহাবীর রাম যুদ্ধে রাক্ষসের ধনুটিকে ছেদন করে আটটি বাণের দ্বারা এবার সারথিকে বিদ্ধ করলেন।।২৯।। শরের দ্বারা রথটিকে বিদীর্ণ করে রাম অশ্বগুলিকে নিপাতিত করলেন। রাক্ষস মকরাক্ষ রথচ্যুত হয়ে তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে রইলো।।৩০।। মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাক্ষস। সকল প্রাণীর ভীতিপ্রদ প্রলয়াগ্নির মতো প্রোজ্জ্বল একটি শূল টেনে নিলো হাতে।।৩১।। দুষ্প্রাপ্য সেই বিরাট শূলটি ভয়ঙ্কর। রুদ্রদেবী সেটি দান করেছিলেন। সংহারের আর একটি অস্ত্ররূপে সেটি

দুরবাপং মহচ্ছূলং রুদ্রদত্তং ভয়ঙ্করম্। জাজ্বল্যমানমাকাশে সংহারাস্ত্রমিবাপরম্।। ৩২
যং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ। বিভ্রাম্য চ মহচ্ছূলং প্রজ্বলন্তং নিশাচরঃ।। ৩৩
স ক্রোধাৎ প্রাহিণোৎ তস্মৈ রাঘবায় মহাহবে। তমাপতন্তং জ্বলিতং খরপুত্রকরাচ্চ্যুতম্।। ৩৪
বাণৈশ্চতুর্ভিরাকাশে শূলং চিচ্ছেদ রাঘবঃ। স ভিন্নো নৈকধা শূলো দিব্যহাটকমণ্ডিতঃ।
ব্যশীর্যত মহোল্কেব রামবাণার্দিতো ভুবি।। ৩৫
তচ্ছূলং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। সাধু সাধ্বিতি ভূতানি ব্যাহরন্তি নভোগতাঃ।। ৩৬
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূলং মকরাক্ষো নিশাচরঃ। মুষ্টিমুদ্যম্য কাকুৎস্থং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।। ৩৭
স তং দৃষ্ট্বা পতন্তন্তু প্রহস্য রঘুনন্দনঃ। পাবকাস্ত্রং ততো রামঃ সন্দধে তু শরাসনে।। ৩৮
তেনাস্ত্রেণ হতং রক্ষঃ কাকুৎস্থেন তদা রণে। সঞ্ছিন্নহৃদয়ং তত্র পপাত চ মমার চ।। ৩৯
দৃষ্ট্বা তে রাক্ষসাঃ সর্বে মকরাক্ষস্য পাতনম্। লঙ্কামেব প্রধাবন্ত রামবাণভয়ার্দিতাঃ।। ৪০
দশরথনৃপসূনুবাণবেগৈ রজনিচরং নিহতং খরাত্মজং তম্।
প্রদদৃশুরথ দেবতাঃ প্রহৃষ্টা গিরিমিব বজ্রহতং যথা বিকীর্ণম্।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

আকাশে সেটি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠলো।।৩২-৩৩।। রেগে সে সেই মহারণে রামচন্দ্রের প্রতি শূলটিকে ছুঁড়ে মারলো। খরপুত্র মকরাক্ষের হাত হতে চ্যুত হয়ে জ্বলতে জ্বলতে তা রামের ওপর পড়তে যাচ্ছিলো।।৩৪।। রঘুবংশধর রাম চারটি বাণ মেরে আকাশেই সেটিকে কেটে ফেললেন। তপ্ত, উজ্জ্বল, সোনায় মোড়া সেই শূলটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। রামের বাণে খণ্ড খণ্ড হয়ে উলকার মতো ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।।৩৫।। কর্মোদ্যোগী রামের দ্বারা সেই শূল ধ্বংস হতে দেখে আকাশস্থ প্রাণিগণ তাঁকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন।।৩৬।। সেই শূলকে ধ্বংস হতে দেখে রাক্ষস মকরাক্ষ মুষ্টি তুলে রামকে বললো, দাঁড়াও দাঁড়াও।।৩৭।। পাবকাস্ত্র নিয়ে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রামচন্দ্র বেশ হেসেই ধনুতে বাণযোজনা করলেন।।৩৮।। যুদ্ধে সেই অস্ত্রের দ্বারাই রামের হাতে নিহত হলো ঐ রাক্ষস। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো তার। সে পড়ে মরে গেলো।।৩৯।। মকরাক্ষের পতন দেখে অন্য সব রাক্ষসেরা রামের বাণের ভয়ে লঙ্কায় পালিয়ে যেতে লাগলো।।৪০।। খরপুত্র মকরাক্ষ দশরথ নন্দনের বাণের শক্তিতে হলো নিহত। তার অবস্থা হলো বজ্রে বিদীর্ণ পর্বতের মতো এই ঘটনা দেখে দেবগণ অত্যন্ত পুলকিত হলেন।।৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের উনাশীতিতম (৭৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাবণানুজ্ঞয়া ইন্দ্রজিতো ঘোরং যুদ্ধম্, তস্য নাশায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরামর্শশ্চ

মকরাক্ষং হতং শ্রুত্বা রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ। রোষেণ মহতাবিষ্টো দন্তান্ কটকটায্য চ।। ১
কুপিতশ্চ তদা তত্র কিং কার্যমিতি চিন্তয়ন্। আদিদেশাথ সংক্রুদ্ধো রণায়েন্দ্রজিতং সুতম্।। ২
জহি বীর মহাবীর্যৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। অদৃশ্যো দৃশ্যমানো বা সর্বথা ত্বং বলাধিকঃ।। ৩

অশীতিতম (৮০) সর্গ

রাবণের অনুজ্ঞায় ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ। তার বিনাশের জন্য রাম-লক্ষ্মণের পরামর্শ।

মকরাক্ষের নিধনের কথা শুনে যুদ্ধজয়ী রাবণ ভীষণ রেগে গিয়ে দাঁত কটমট করতে লাগলো।।১।। ক্রুদ্ধ হয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো, এখন কি করা যায়। ভীষণ রেগে গিয়ে সে পুত্র ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলো।।২।। হে বীর, তুমি অতিশয় বলবান। দৃশ্য বা অদৃশ্য থেকে যেভাবে হোক মহা-শক্তিশালী দুই ভাই রাম লক্ষ্মণকে হত্যা তুমি করবে।।৩।। যে ইন্দ্রের কর্মের তুলনা নেই, যুদ্ধে তাকে

ত্বমপ্রতিমকর্মাণমিন্দ্রং জয়সি সংযুগে। কিং পুনর্মানুষৌ দৃষ্ট্বা ন বধিষ্যসি সংযুগে।। ৪
তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রতিগৃহ্য পিতুর্বচঃ। যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ।। ৫
জুহুতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ। আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ।। ৬
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ। লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা।। ৭
সর্বতোঽগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ। ছাগস্য সর্বকৃষ্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ।। ৮
সকৃদ্ধোমসমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ। বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং দর্শয়ন্তি চ।। ৯
প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তহাটকসন্নিভঃ। হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ।। ১০
হুত্বাগ্নিং তর্পয়িত্বাথ দেব-দানব-রাক্ষসান্। আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠমন্তর্ধানগতং শুভম্।। ১১
স বাজিভিশ্চতুর্ভিস্তু বাণৈস্তু নিশিতৈর্যুতঃ। আরোপিতমহাচাপঃ শুশুভে স্যন্দনোত্তমে।। ১২
জাজ্বল্যমানো বপুষা তপনীয়পরিচ্ছদঃ। মৃগৈশ্চন্দ্রার্ধচন্দ্রৈশ্চ স রথঃ সমলঙ্কৃতঃ।। ১৩
জাম্বূনদমহাকম্বুর্দীপ্তপাবকসন্নিভঃ। বভূবেন্দ্রজিতঃ কেতুর্বৈদূর্যসমলঙ্কৃতঃ।। ১৪
তেন চাদিত্যকল্পেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ পালিতঃ। স বভূব দুরাধর্ষো রাবণিঃ সুমহাবলঃ।। ১৫
সোঽভিনির্যায় নগরাদিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ। হুত্বাগ্নিং রাক্ষসৈর্মন্ত্রৈরন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ।। ১৬
অদ্য হত্বা রণে যৌ তৌ মিথ্যা প্রব্রজিতৌ বনে। জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণেঽধিকম্।। ১৭
অদ্য নির্বানরামুর্বীং হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্। করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত।। ১৮

তুমি জয় করেছো। দু'জন মানুষকে দেখে তাদের তুমি যুদ্ধে জয় করতে পারবে না?।।৪।। রাক্ষসরাজ রাবণ এইমতো বললে পিতার বাক্য মেনে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিতে আরম্ভ করলো।।৫।। ইন্দ্রজিৎ যখন আহুতি দান করছিলো, তখন রক্তবর্ণ উষ্ণীষ পরে রাক্ষস স্ত্রীরা সসম্ভ্রমে সেখানে আগমন করলো *(ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ হয় যুদ্ধে। তাই, যুদ্ধও ভারতে ধর্মকর্ম। তাতে তাই যজ্ঞের বিধান রয়েছে। যজ্ঞে পত্নীর অবস্থান অপরিহার্য। তাই, ভারতে পত্নী নর্মসঙ্গিনী নন, তিনি হলেন সহধর্মিণী। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম যে ধর্ম, তার অনুষ্ঠান যেই যজ্ঞে, তাতে পত্নীকে চাইই। তাই, রাম চন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি রাখতে হয়ে ছিলো। নারীশক্তিকে ভারতের সামাজিক জীবনে কতো গুরুত্ব দান করা হতো, তারই নিদর্শন যজ্ঞে পত্নীর আবশ্যিক উপস্থিতি)*।।৬।। সেই যজ্ঞে কাশগুচ্ছের মতো শস্ত্রগুলিকে বিছিয়ে দেওয়া হলো। বিভীতক কাঠ হলো যজ্ঞীয় ইন্ধন। রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণবর্ণ লৌহের স্রুব তথা পাত্র সংগৃহীত হলো *(শর–কাশগুচ্ছ, বিভীতক–বহেড়া কাষ্ঠ)*।।৭।। কাশ-বিছানো রয়েছে। পাশে স্থাপন করা হয়েছে তোমর। তারপর সব দিকে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে পূরো কালো এমন একটি জীবন্ত ছাগলের গলা জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রজিৎ হোম শুরু করলো।।৮।। একবার মাত্র হোম করার পর ধূম চলে গেলো। আগুনের উজ্জ্বল শিখা গেলো দেখা। এইভাবে তার বিজয়সূচক চিহ্ন দেখা গেলো।।৯।। সোনার মতো উজ্জ্বল অগ্নিশিখা দক্ষিণাবর্ত হয়ে উত্থিত হলো। অগ্নিদেব এইভাবে নিজেই উঠে আহুতি ঘৃত গ্রহণ করলেন।।১০।। প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেব, দানব এবং রাক্ষসদেরকে তৃপ্ত করে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য, শুভলক্ষণ-সমন্বিত উত্তম রথে আরোহণ করলো।।১১।। রথে চারটি ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হলো, ধারালো বাণসমূহ সেখানে স্থাপন করা হলো, বিশাল ধনুও রাখা হলো তাতে। উত্তম রথটি এইভাবে শোভা পেতে লাগলো।।১২।। রথের দেহ রঙ করায় তা জ্বলজ্বল করছিলো। উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রে সেটি আচ্ছাদিত। তার গায়ে আঁকা মৃগ, পূর্ণচন্দ্র এবং অর্ধচন্দ্র। এ ভাবেই সেটি।।১৩।। ইন্দ্রজিতের রথের ধ্বজা ছিলো উজ্জ্বল। অগ্নির মতো বর্ণ সোনায় বিরাট বিরাট বলয়ে ভূষিত। আবার বৈদূর্যমণির দ্বারাও ছিলো অলঙ্কৃত।।১৪।। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ সেখানে রক্ষিত। সে কারণে অত্যন্ত বলশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলো।।১৫।। যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নগর থেকে নির্গত হয়ে রাক্ষস-মন্ত্রবলে অদৃশ্য থেকে বললো–।।১৬।। যে রাম-লক্ষ্মণ দু'জন কপট সন্ন্যাসী সেজে বনে পরিব্রাজন করে চলেছে, যুদ্ধে তাদের দু'জনকে আজ হত্যা করে পিতা রাবণকে জয়ের অধিক আনন্দ আমি আজ প্রদান করবো।।১৭।। রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করে, ধরিত্রীকে বানরশূন্য করে পিতার পরম প্রীতি আজ উৎপাদন করবো। এই কথা বলেই ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো।।১৮।। দশগ্রীব রাবণের দ্বারা প্রেরিত

আপপাতাথ সংক্রুদ্ধো দশগ্রীবেণ চোদিতঃ। তীক্ষ্ণকার্মুকনারাচৈস্তীক্ষ্ণস্ত্বিন্দ্ররিপূ রণে।। ১৯
স দদর্শ মহাবীর্যৌ নাগৌ ত্রিশিরসাবিব। সৃজন্তাবিষুজালানি বীরৌ বানরমধ্যগৌ।। ২০
ইমৌ তাবিতি সঞ্চিন্ত্য সজ্যং কৃত্বা চ কার্মুকম্। সন্ততানেষুধারাভিঃ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।। ২১
স তু বৈহায়সরথো যুধি তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। অচক্ষুর্বিষয়ে তিষ্ঠন্ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ২২
তৌ তস্য শরবেগেন পরীতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। ধনুষী সশরে কৃত্বা দিব্যমস্ত্রং প্রচক্রতুঃ।। ২৩
প্রচ্ছাদয়ন্তৌ গগনং শরজালৈর্মহাবলৌ। তমস্ত্রৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈর্নৈব পস্পর্শতুঃ শরৈঃ।। ২৪
স হি ধূমান্ধকারঞ্চ চক্রে প্রচ্ছাদয়ন্নভঃ। দিশশ্চান্তর্দধে শ্রীমান্ নীহারতমসা বৃতঃ।। ২৫
নৈব জ্যাতলনির্ঘোষো ন চ নেমিখুরস্বনঃ। শুশ্রুবে চরতস্তস্য ন চ রূপং প্রকাশতে।। ২৬
ঘনান্ধকারে তিমিরে শিলাবর্ষমিবাদ্ভুতম্। স ববর্ষ মহাবাহুর্নারাচশরবৃষ্টিভিঃ।। ২৭
স রামং সূর্যসঙ্কাশৈঃ শরৈর্দত্তবরৈর্ভৃশম্। বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাবণিঃ।। ২৮
তৌ হন্যমানৌ নারাচৈর্ধারাভিরিব পর্বতৌ। হেমপুঙ্খান্নরব্যাঘ্রৌ তিগ্মান্ মুমুচতুঃ শরান্।। ২৯
অন্তরিক্ষে সমাসাদ্য রাবণিং কঙ্কপত্রিণঃ। নিকৃত্য পতগা ভূমৌ পেতুস্তে শোণিতাপ্লুতাঃ।। ৩০
অতিমাত্রং শরৌঘেণ দীপ্যমানৌ নরোত্তমৌ। তানিষূন্ পততো ভল্লৈরনেকৈর্বিচকর্ততুঃ।। ৩১
যতো হি দদৃশাতে তৌ শরান্নিপতিতাঞ্ছিতান্। ততস্তু তৌ দাশরথি সসৃজাতেঽস্ত্রমুত্তমম্।। ৩২
রাবণিস্তু দিশঃ সর্বা রথেনাতিরথোঽপতৎ। বিব্যাধ তৌ দাশরথি লঘ্বস্ত্রো নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৩৩
তেনাতিবিদ্ধৌ তৌ বীরৌ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুসংহতৈঃ। বভূবতুর্দাশরথি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।। ৩৪

হয়ে ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনু এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।১৯।। সে তখন বানর-মধ্যে ত্রিশির নাগের মতো মহাবীর্যবান, দু'জন বীরকে দেখতে পেলো। তারা দু'জনে তখন রাশি রাশি বাণনিক্ষেপ করছিলো।।২০।। এরা দু'জন রাম এবং লক্ষ্মণ ভেবে নিয়ে জ্যা-আরোপ করলো। অতঃপর বর্ষণকারী পর্জন্যদেবের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাণ বর্ষণ করতে লাগলো।।২১।। আকাশচারী রথে বসে সে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করতে লাগলো।।২২।। রাম-লক্ষ্মণ দ্রুতগামী সেই বাণরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তখন তারা ধনুতে বাণ যোজনা করে দিব্য অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।।২৩।। সূর্যের মতো উজ্জ্বল অস্ত্ররাজি এবং বাণরাশির দ্বারা মহাবলশালী রাম লক্ষ্মণ আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। কিন্তু বাণের দ্বারা ইন্দ্রজিতকে স্পর্শ করতে পারলেন না।।২৪।। ইন্দ্রজিৎ ধোঁয়ার অন্ধকারে আকাশকে ঢেকে ফেললো। দিঙ্মণ্ডলকে কুয়াশার আঁধারে আবৃত করলো।।২৫।। তার চেহারা তখন দেখাই গেলো না। এমন কি ধনুর জ্যা-র টঙ্কার এবং রথের চাকার ও ঘোড়ার খুরের শব্দও শোনা গেলো না।।২৬।। ঘন অন্ধকারে সব দিক সমাচ্ছন্ন হলে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদ্ভুত শিলা-বর্ষণের মতো ধনুর বাণের বর্ষণ করতে লাগলো।।২৭।। ক্রুদ্ধ রাবণপুত্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল বাণরাশির দ্বারা যুদ্ধে রামের সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করলো।।২৮।। বৃষ্টির ধারাবর্ষণে স্নাত দু'টি পর্বতের মতো ইন্দ্রজিতের নিরন্তর বাণবর্ষণে তারা দু'জন বিদ্ধ হতে লাগলো। তখন সেই নরশ্রেষ্ঠ দু'জন রাম ও লক্ষ্মণ সোনায়-মোড়া তীক্ষ্ণ বাণরাশি ইন্দ্রজিতের ওপর বর্ষণ করতে লাগলো।।২৯।। অন্তরীক্ষে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের গাত্রে কঙ্কপত্রযুক্ত সেই বাণগুলি বিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে ভূতলে এসে পড়তে লাগলো।।৩০।। ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত শরগুলি যখন এসে পড়ছিলো, তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল নরোত্তম রাম-লক্ষ্মণ বহু ভল্লের দ্বারা সেগুলিকে কেটে ফেলতে লাগলেন *(বিচকর্ততুঃ—বিশেষ করে কেটে ফেললো। ভল্ল—অস্ত্রবিশেষ)*।।৩১।। যে দিক থেকে শরগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে দেখলেন। সেইদিকেই দশরথ পুত্র দু'জন উত্তম অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৩২।। অতিরথ রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ সব দিকে দ্রুত রথ চালিয়ে ধারালো বাণের দ্বারা দশরথের সেই দুই পুত্রকে বিদ্ধ করতে লাগলো।।৩৩।। দশরথের বীরপুত্র দু'জন অতি দৃঢ়, সোনায়-মোড়া বাণরাশির দ্বারা সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হলেন। তখন তাঁদেরকে ফুলে-ভরা পলাশগাছের মতো দেখাচ্ছিলো।।৩৪।। মেঘে-ঢাকা সূর্যের গতিবিধি বোঝা যায় না। তেমনি এই

নাস্য বেগগতিং কশ্চিন্ন চ রূপং ধনুঃ শরান্। ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে।। ৩৫
তেন বিদ্ধাশ্চ হরয়ো নিহতাশ্চ গতাসবঃ। বভূবুঃ শতশস্তত্র পতিতা ধরণীতলে।। ৩৬
লক্ষ্মণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ। ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রযোক্ষ্যামি বধার্থং সর্বরক্ষসাম্।। ৩৭
তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি।। ৩৮
অযুধ্যমানং প্রচ্ছন্নং প্রাঞ্জলিং শরণাগতম্। পলায়মানং মত্তং বা ন হন্তুং ত্বমিহার্হসি।। ৩৯
তস্যৈব তু বধে যত্নং করিষ্যামি মহাভুজ। আদেক্ষ্যাবো মহাবেগানস্ত্রানাশীবিষোপমান্।। ৪০
তমেনং মায়িনং ক্ষুদ্রমন্তর্হিতরথং বলাৎ। রাক্ষসং নিহনিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ।। ৪১
যদ্যেষ ভূমিং বিশতে দিবং বা রসাতলং বাপি নভস্তলং বা।
এবং বিগূঢোঽপি মমাস্ত্রদগ্ধঃ পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসুঃ।। ৪২
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং রঘুপ্রবীরঃ প্লবগর্ষভৈর্বৃতঃ।
বধায় রৌদ্রস্য নৃশংসকর্মণস্তদা মহাত্মা ত্বরিতং নিরীক্ষতে।। ৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ।

ইন্দ্রজিতের দ্রুতগতি, রূপ, ধনু এবং বাণ কেউই দেখতে পেলো না।।৩৫।। বানরেরা নিহত হলো তার বাণে বিদ্ধ হয়ে। যেখানে শত শত বানর প্রাণত্যাগ করে ভূতলে পতিত হলো।।৩৬।। লক্ষ্মণ তখন রেগে গিয়ে ভ্রাতাকে বললেন, সব রাক্ষসকেই বধ করার জন্যে আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবো।।৩৭।। শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ। রাম তাঁকে বললেন, একজনের জন্য পৃথিবীর সব রাক্ষসকে হত্যা করা তোমার উচিত নয় *(রামের যুদ্ধের নীতি লক্ষণীয়। বর্তমানেও এই নীতিপালন করা হয় না। বিরোধীকে হত্যা করতে গিয়ে বহু নিরপরাধের নিষ্কারণ হত্যায় বর্তমানের ক্ষমতাশীলরা কুণ্ঠিত নয়)*।।৩৮।। যুদ্ধ যে করছে না, সে লুকিয়ে আছে, যে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শরণাগত, পালিয়ে যাচ্ছে যে, এবং যে মত্ত, তাকে হত্যা করা উচিত নয়।।৩৯।। হে মহাবীর, রাক্ষস এই ইন্দ্রজিতের বধেই শুধু আমরা যত্ন করবো। সর্পের মতো অত্যন্ত দ্রুতগামী অস্ত্রসমূহ আমরা তার প্রতি নিক্ষেপ করবো।।৪০।। এই মায়াবী নীচ। মায়া বলে রথসহ অদৃশ্য। এই রাক্ষসকে দেখলেই বানর-দলপতিরা জোর করেই হত্যা করবে।।৪১।। ইন্দ্রজিৎ যদি মাটিতে, স্বর্গে, পাতালে বা আকাশেও প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে, তাহলেও আমার অস্ত্রে দগ্ধ হয়ে সে প্রাণহীন হয়ে ভূতলে পতিত হবে। হবেই।।৪২।। এইরকম মহদর্থপূর্ণ বাক্য বলে রঘুবংশের প্রধান বীর মহাত্মা রামচন্দ্র বানর প্রবীণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিষ্ঠুরকর্মা ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষসকে বধ করার জন্য দ্রুত চারদিকে দেখতে লাগলেন।।৪৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অশীতিতম (৮০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

ইন্দ্রজিতা মায়াময্যাঃ সীতায়াঃ বধঃ

বিজ্ঞায় তু মনস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। স নিবৃত্যাহবাৎ তস্মাৎ প্রবিবেশ পুরং ততঃ।। ১
সোঽনুস্মৃত্য বধং তেষাং রাক্ষসানাং তরস্বিনাম্। ক্রোধতাম্রেক্ষণঃ শূরো নির্জগামাথ রাবণিঃ।। ২
স পশ্চিমেন দ্বারেণ নির্যযৌ রাক্ষসৈর্বৃতঃ। ইন্দ্রজিৎ সুমহাবীর্য পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।। ৩

একাশীতিতম (৮১) সর্গ

ইন্দ্রজিতের দ্বারা মায়াময়ী সীতার বধ

মহাত্মা রামের মনের কথা জেনে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো।।১।। কিন্তু দ্রুতগামী সেই রাক্ষসদের নিধনের কথা স্মরণ করে রাবণ-নন্দন বীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধ-সংরক্ত চোখে পুরী হতে পুনর্বার বেরিয়ে এলো।।২।। রাক্ষস-পরিবৃত হয়ে সে পশ্চিমদ্বার দিয়ে নির্গত হলো। ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বীর্যবান। পুলস্ত্যের বংশধর সে। এবং দেবগণের শত্রু।।৩।। অতঃপর দুই বীর ভাই

ইন্দ্রজিত্তু ততো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। রণায়াভ্যুদ্যতৌ বীরৌ মায়াং প্রাদুষ্করোৎ তদা।। ৪
ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা। বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ।। ৫
মোহনার্থন্তু সর্বেষাং বুদ্ধিং কৃত্বা সুদুর্মতিঃ। হন্তুং সীতাং ব্যবসিতো বানরাভিমুখো যযৌ।। ৬
তং দৃষ্ট্বা ত্বভিনির্যান্তং সর্বে তে কাননৌকসঃ। উৎপেতুরভিসংক্রুদ্ধাঃ শিলাহস্তা যুযুৎসবঃ।। ৭
হনুমান্ পুরতস্তেষাং জগাম কপিকুঞ্জরঃ। প্রগৃহ্য সুমহচ্ছৃঙ্গং পর্বতস্য দুরাসদম্।। ৮
স দদর্শ হতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে। একবেণীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্।। ৯
পরিক্লিষ্টৈকবসনামমৃজাং রাঘবপ্রিয়াম্। রজোমলাভ্যামালিপ্তৈঃ সর্বগাত্রৈর্বরস্ত্রিয়ম্।। ১০
তাং নিরীক্ষ্য মুহূর্তন্তু মৈথিলীমধ্যবস্য চ। বভূবাচিরদৃষ্টা হি তেন সা জনকাত্মজা।। ১১
অব্রবীৎ তাং তু শোকার্তাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্। দৃষ্ট্বা রথস্থিতাং দীনাং রাক্ষসেন্দ্রসুতশ্রিতাম্।। ১২
কিং সমর্থিতমস্যেতি চিন্তয়ন্ স মহাকপিঃ। সহ তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরভ্যধাবত রাবণিম্।। ১৩
তদ্ বানরবলং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। কৃত্বা বিকোশং নিস্ত্রিংশং মূর্ধ্নি সীতামকর্ষয়ৎ।। ১৪
তাং স্ত্রিয়ং পশ্যতাং তেষাং তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ। ক্রোশন্তীং রামরামেতি মায়য়া যোজিতাং রথে।। ১৫
গৃহীতমূর্ধজাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ দৈন্যমাগতঃ। দুঃখজং বারি নেত্রাভ্যামুৎসৃজন্ মারুতাত্মজঃ।। ১৬
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধাদ্ রক্ষোধিপাত্মজম্।। ১৭
দুরাত্মন্নাত্মনাশায় কেশপক্ষে পরামৃশঃ। ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জাতো রাক্ষসীং যোনিমাশ্রিতঃ।। ১৮
ধিক্ ত্বাং পাপসমাচারং যস্য তে মতিরীদৃশী। নৃশংসানার্য দুর্বৃত্ত ক্ষুদ্র পাপপরাক্রম।
অনার্যস্যেদৃশং কর্ম ঘৃণা তে নাস্তি নির্ঘৃণ।। ১৯

রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে ইন্দ্রজিৎ মায়া প্রকটিত করলো।।৪।। ইন্দ্রজিৎ অনন্তর এক মায়া-সীতা নির্মাণ করে রথে স্থাপন করলো। বিরাট সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে সীতাকে বধ করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলো।।৫।। সেই দুর্মতি সকলের মনকে মোহে আচ্ছন্ন করার জন্য এক বুদ্ধি করলো। সীতাকে হত্যা করার জন্য সে বানরদের দিকে যেতে উদ্যত হলো।।৬।। ইন্দ্রজিতকে আবার বেরিয়ে আসতে দেখে বানরেরা সবাই অত্যন্ত রেগে যুদ্ধের ইচ্ছায় শিলা হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো।।৭।। কপিবীর হনুমান পর্বতের একটি ভারী বিরাট শৃঙ্গ হাতে তুলে নিয়ে তাদের আগে আগে চলতে লাগলো।।৮।। ইন্দ্রজিতের রথে সে নিরানন্দা সীতাকে দেখলো। সীতা তখন একবেণীধরা। দৈন্যদশাগ্রস্তা। উপবাসে তাঁর মুখটি গেছে শুকিয়ে।।৯।। একটিমাত্র ময়লা কাপড় তিনি পরে বসে আছেন। দেহ মেজে-ঘষে স্নান করেন নি। রাম-প্রিয়া সেই সীতাকে অত্যন্ত ক্লিষ্টা দেখাচ্ছে। সুন্দরী সীতার সারা গায়ে ধূলো আর ময়লা মাখা।।১০।। হনুমান মুহূর্তকাল দেখে তাঁকে জানকী বলে চিনতে পারলেন। কারণ কিছু আগেই তো তিনি তাঁকে দেখে এসেছেন।।১১।। সীতা আজ শোকার্তা। নিরানন্দা ও তপস্বিনী। রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিতের অধীনে দৈন্যদশায় তারই রথে অবস্থিতা।।১২।। ইন্দ্রজিৎ সীতাকে নিয়ে কি করছে ?—এইকথা চিন্তা করে সেই মহাবানর হনুমান বানরশ্রেষ্ঠদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের দিকে ধাবিত হলো।।১৩।। বানরবাহিনীকে দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রেগে অজ্ঞান হয়ে গেলো। কোষ হতে তরবারি মুক্ত করে সীতাকে লাগলো টেনে আনতে।।১৪।। মায়াবলে নির্মিতা সীতা রথে 'রাম, রাম'-বলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছেন। বানরেরা দেখলো, রাক্ষস সেই সীতাকে তাড়না করছে।।১৫।। ইন্দ্রজিৎ সীতার মাথায় চুলের মুঠি ধরে টানছে দেখে হনুমান কাতর হলেন। পবনপুত্র দুঃখে চোখদু'টি দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।।১৬।। রামের প্রিয়া মহিষী সর্বদা সুন্দরী সীতাকে ঐ অবস্থায় দেখে হনুমান রেগে রক্ষোরাজপুত্র ইন্দ্রজিতকে কঠোরবাক্যে বললেন—।।১৭।। ওরে দুরাত্মন্, নিজের ধ্বংসের জন্যই তুই সীতার চুল ধরে টানছিস্। ব্রহ্মর্ষিবংশে জন্মেছিস্। তবে মা তোর রাক্ষসী।।১৮।। তুই নৃশংস। অনার্য। দুর্বৃত্ত। নীচমনা এবং পাপেতেই তোর পরাক্রম। এজন্যে তোর এরকম দুর্মতি। পাপাচারী তুই। তোকে ধিক্। কর্তব্যভ্রষ্টের কাজ এইরকমই হয়। ওরে নিষ্ঠুর, তোর দয়া মায়াও নেই (অনার্য—কর্তব্যভ্রষ্ট)।।১৯।। মিথিলারাজপুত্রী সীতা গৃহ রাজ্য এমন কি রামের কাছ

চ্যুতা গৃহাচ্চ রাজ্যাচ্চ রামহস্তাচ্চ মৈথিলী। কিং তবৈষাপরাদ্ধা হি যদেনাং হংসি নির্দয়।। ২০
সীতাং হত্বা তু ন চিরং জীবষ্যসি কথঞ্চন। বধার্হ কর্মণা তেন মম হস্তগতো হ্যসি।। ২১
যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকবধ্যৈশ্চ কুৎসিতাঃ। ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেত্য তান্ প্রতিলপ্স্যসে।। ২২
ইতি ব্রুবাণো হনুমান্ সায়ুধৈর্হরিভির্বৃতঃ। অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি।। ২৩
আপতন্তং মহাবীর্যং তদনীকং বনৌকসাম্। রক্ষসাং ভীমকোপানামনীকেন ন্যাবারয়ৎ।। ২৪
স তাং বাণসহস্রেণ বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্। হনূমন্তং হরিশ্রেষ্ঠমিন্দ্রজিৎ প্রত্যুবাচ হ।। ২৫
সুগ্রীবস্ত্বঞ্চ রামশ্চ যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ। তাং বধিষ্যামি বৈদেহীমদ্যৈব তব পশ্যতঃ।। ২৬
ইমাং হত্বা ততো রামং লক্ষ্মণং ত্বাঞ্চ বানর। সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি তঞ্চানার্যং বিভীষণম্।। ২৭
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম। পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্তব্যমেব তৎ।। ২৮
তমেবমুক্ত্বা রুদতীং সীতাং মায়াময়ীঞ্চ তাম্। শিতধারেণ খড়্গেন নিজঘানেন্দ্রজিৎ স্বয়ম্।। ২৯
যজ্ঞোপবীতমার্গেণ ছিন্না তেন তপস্বিনী। সা পৃথিব্যাং পৃথুশ্রোণী পপাত প্রিয়দর্শনা।। ৩০
তামিন্দ্রজিৎ স্ত্রিয়ং হত্বা হনূমন্তমুবাচ হ। ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্।
এষা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ।। ৩১
ততঃ খড়্গেন মহতা হত্বা তামিন্দ্রজিৎ স্বয়ম্। হৃষ্টঃ স রথমাস্থায় ননাদ চ মহাস্বনম্।। ৩২
বানরাঃ শুশ্রুবুঃ শব্দমদূরে প্রত্যবস্থিতাঃ। ব্যাদিতাস্যস্য নদতস্তদ্দুর্গং সংশ্রিতস্য তু।। ৩৩
তথা তু সীতাং বিনিহত্য দুর্মতিঃ প্রহৃষ্টচেতাঃ স বভূব রাবণিঃ।
তং হৃষ্টরূপং সমুদীক্ষ্য বানরা বিষণ্ণরূপাঃ সমভিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

হতেও আজ বিচ্যুতা। হে নির্দয়, কী এমন অপরাধ তিনি করেছেন ? যাতে তুই তাঁকে হত্যা করতে চলেছিস।।২০।। তুই তো বধের যোগ্য। সীতাকে হত্যা করে বেশীদিন তুই বেঁচে থাকতে পারবি না। নিজের পাপকর্মের ফলেই তুই আমার হাতে এসে পড়েছিস।।২১।। কুৎসিত আচরণকারী লোকেরা, নারীঘাতীরা ও নরহত্যাকারীরা যে নরকে গমন করে, তুই প্রাণত্যাগ করে সেই নরকেই গমন করবি।।২২।। এই বলে হনুমান সশস্ত্র বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অত্যন্ত রেগে রাক্ষসেন্দ্রতনয় ইন্দ্রজিতের প্রতি ছুটে গেলেন।।২৩।। বনবাসী বানরদের অত্যন্ত বলশালী সৈন্যবাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ রাক্ষসবাহিনীর দ্বারা ইন্দ্রজিৎ তাদেরকে করলো প্রতিরোধ।।২৪।। ইন্দ্রজিৎ হাজার হাজার বাণের দ্বারা বানরবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বললো—।।২৫।। সুগ্রীব, রাম এবং তুমি যার জন্য এখানে এসেছো, সেই বিদেহরাজপুত্রী সীতাকে তোমাদের সামনেই আজ আমি হত্যা করবো।।২৬।। হে বানর, এই সীতাকে হত্যা করে, তারপরই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, তোমায় এবং সেই সঙ্গে অনার্য এই বিভীষণকেও আমি বধ করবো।।২৭।। ওহে বানর, স্ত্রীলোককে হত্যা করা উচিত নয়, এই কথা যে বলছো, তার উত্তরে বলি, শত্রুদের প্রতি যা পীড়াকর, তাই হলো করণীয়।।২৮।। তাকে এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ নিজেই ক্রন্দনরতা মায়াসীতাকে ধারালো খড়্গে হত্যা করলো।।২৯।। দেহে পৈতে পরার যে স্থান, সেই স্থান দিয়ে তাঁকে কেটে ফেলা হলো। তখন সেই দেখতে সুন্দরী, তপস্বিনী, বিশাল-নিতম্বা মায়া-সীতা ভূতলে পতিত হলেন।।৩০।। সেই স্ত্রীমূর্তিকে হত্যা করে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বললো, দেখো, রামপ্রিয়া সীতাকে আমি শস্ত্র দ্বারা কেটে ফেলেছি। বৈদেহী ছিন্নদেহে পড়ে আছে। তাকে উদ্ধার করার জন্য তোমাদের যতো পরিশ্রম, সবই নিষ্ফল হয়ে গেলো।।৩১।। অতঃপর, ইন্দ্রজিৎ নিজেই বিশাল খড়্গ দিয়ে মায়াসীতাকে হত্যা করত আনন্দে রথে আরোহণ করে বিরাট গর্জন করে উঠলো।।৩২।। আকাশদুর্গে অবস্থান করে মুখ হাঁ-করে গর্জন করতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ। অদূরেই অবস্থান করে বানরেরা তা শুনতে লাগলো।।৩৩।। এইভাবে মায়াসীতাকে হত্যা করে রাবণপুত্র দুর্মতি ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলো। তাকে এইভাবে আনন্দিত দেখে বানরবৃন্দ বিষণ্ণ হয়ে ইতস্ততঃ পালাতে লাগলো।।৩৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাশীতিতম (৮১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

হনূমতো নেতৃত্বেন রাক্ষসৈঃ সহ বানরাণাং ঘোরং যুদ্ধম্, শ্রীরামসমীপে হনূমতঃ প্রত্যাবর্তনম্, নিকুম্ভিলামন্দিরং গত্বা ইন্দ্রজিতো যজ্ঞারম্ভশ্চ

শ্রুত্বা তং ভীমনির্হ্রাদং শক্রাশনিসমস্বনম্। বীক্ষ্যমাণা দিশঃ সর্বা দুদ্রুবুর্বানরা ভৃশম্।। ১
তানুবাচ ততঃ সর্বান্ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। বিষণ্ণবদনান্ দীনাংস্ত্রস্তান্ বিদ্রবতঃ পৃথক্।। ২
কস্মাদ্ বিষণ্ণবদনা বিদ্রবধ্বং প্লবঙ্গমাঃ। ত্যক্তযুদ্ধসমুৎসাহাঃ শূরত্বং ক্ব নু বো গতম্।। ৩
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজধ্বং মামগ্রতো যান্তমাহবে। শূরৈরভিজনোপেতৈরযুক্তং হি নিবর্তিতুম্।। ৪
এবমুক্তাঃ সুসংক্রুদ্ধা বায়ুপুত্রেণ ধীমতা। শৈলশৃঙ্গান্ দ্রুমাংশ্চৈব জগৃহুর্হৃষ্টমানসাঃ।। ৫
অভিপেতুশ্চ গর্জন্তো রাক্ষসান্ বানরর্ষভাঃ। পরিবার্য হনূমন্তমন্বয়ুশ্চ মহাহবে।। ৬
স তৈর্বানরমুখ্যৈস্তু হনুমান্ সর্বতো বৃতঃ। হুতাশন ইবার্চিষ্মানদহচ্ছত্রুবাহিনীম্।। ৭
স রাক্ষসানাং কদনং চকার সুমহাকপিঃ। বৃতো বানরসৈন্যেন কালান্তকযমোপমঃ।। ৮
স তু শোকেন চাবিষ্টঃ কোপেন মহতা কপিঃ। হনুমান্ রাবণিরথে মহতীং পাতয়চ্ছিলাম্।। ৯
তামাপতন্তীং দৃষ্ট্বৈব রথং সারথিনা তদা। বিধেয়াশ্বসমাযুক্তো বিদূরমপবাহিতঃ।। ১০
তমিন্দ্রজিতমপ্রাপ্য রথস্থং সহসারথিম্। বিবেশ ধরণীং ভিত্ত্বা সা শিলা ব্যর্থমুদ্যতা।। ১১
পতিতায়াং শিলায়াং তু ব্যথিতা রক্ষসাং চমূঃ। নিপতন্ত্যা চ শিলয়া রাক্ষসা মথিতা ভৃশম্।। ১২
তমভ্যধাবন্ শতশো নদন্তঃ কাননৌকসঃ। তে দ্রুমাংশ্চ মহাকায়া গিরিশৃঙ্গাণি চোদ্যতাঃ।। ১৩
ক্ষিপন্তীন্দ্রজিতং সংখ্যে বানরা ভীমবিক্রমাঃ। বৃক্ষশৈলমহাবর্ষং বিসৃজন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ১৪

দ্ব্যশীতিতম (৮২) সর্গ

হনুমানের নেতৃত্বে রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের ঘোরতর যুদ্ধ। শ্রীরামের কাছে হনুমানের প্রত্যাবর্তন। নিকুম্ভিলা-মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞারম্ভ।

ইন্দ্রের রথের মতো ইন্দ্রজিতকে ভীষণ গর্জন করতে দেখে বানরেরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো।। ১ ।। ভীত বিষণ্ণবদন পলায়মান সেইসব বানরদেরকে ডেকে মারুতপুত্র হনুমান আলাদা আলাদা করে বললেন— ।।২।। ওহে বানরবৃন্দ, যুদ্ধের উৎসাহ ত্যাগ করে কেন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছো ? কোথায় গেলো তোমাদের বীরত্ব।।৩।। আমি আগে আগে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। অভিজাতবংশে যারা জন্মেছে সেই বীরদের যুদ্ধ থেকে ফিরে-যাওয়া অযৌক্তিক।।৪।। বুদ্ধিমান বায়ুপুত্র হনুমান এই কথা বলায় বানরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আনন্দিতচিত্তে পর্বতশৃঙ্গ এবং গাছ হাতে তুলে নিলো।।৫।। বানরবীরেরা হনুমানকে ঘিরে গর্জন করতে করতে মহাযুদ্ধে এগিয়ে গেলো।।৬।। প্রধান প্রধান বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হনুমান শিখাযুক্ত আগুনের মতো শত্রুবাহিনীকে লাগলেন দগ্ধ করতে।।৭।। মৃত্যুর অধিদেবতা যমের মতো ভয়ঙ্কর মহাবানর হনুমান বানরসৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাক্ষসদের মথিত করলেন।।৮।। গভীর শোকে আর্ত হনুমান ইন্দ্রজিতের রথে একটি বিরাট শিলা ছুঁড়ে মারলেন।।৯।। সেই শিলা তাদের উপর এসে পড়ছে দেখেই সারথি সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত রথটিকে দূরে চালিয়ে নিয়ে গেলো।।১০।। সারথিসহ রথস্থ ইন্দ্রজিতকে না পেয়ে সেই শিলা ব্যর্থ হয়ে মাটি বিদীর্ণ করে ভেতরে প্রবেশ করলো।।১১।। সেই শিলার পতনে রাক্ষসদের সেনা হলো ব্যথিত। পতিত শিলার আঘাতে রাক্ষসেরা অত্যন্ত পীড়িত হলো।।১২।। বিশালদেহী বনবাসী শত শত বানর গর্জন করতে করতে বৃক্ষ এবং পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়ে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হলো।।১৩।। বানরেরা মহাযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রদর্শন করলো। ইন্দ্রজিতকে ভর্ৎসনা করে তারা প্রভূত বৃক্ষ এবং শিলা বর্ষণ করতে লাগলো।।১৪।। বানরেরা শত্রুদের

শত্রূণাং কদনং চক্রুর্নেদুশ্চ বিবিধৈঃ স্বনৈঃ। বানরৈস্তৈর্মহাভীমৈর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ।। ১৫
বীর্যাদভিহতা বৃক্ষৈর্ব্যচেষ্টন্ত রণক্ষিতৌ। স সৈন্যমভিবীক্ষ্যাথ বানরার্দিতমিন্দ্রজিৎ।। ১৬
প্রগৃহীতায়ুধঃ ক্রুদ্ধঃ পরানভিমুখো যযৌ। স শরৌঘানবসৃজন্ স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ।। ১৭
জঘান কপিশার্দূলান্ সুবহূন্ দৃঢবিক্রমঃ। শূলৈরশনিভিঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈঃ শূলমুদ্গরৈঃ।। ১৮
তে চাপ্যনুচরাংস্তস্য বানরা জঘ্নুরাহবে। সুস্কন্ধবিটপৈঃ শৈলৈঃ শিলাভিশ্চ মহাবলঃ।
হনুমান্ কদনং চক্রে রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।। ১৯
সন্নিবার্য পরানীকমব্রবীৎ তান্ বনৌকসঃ। হনুমান্ সন্নিবর্তধ্বং ন নঃ সাধ্যমিদং বলম্।। ২০
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিচেষ্টন্তো রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ। যন্নিমিত্তং হি যুধ্যামো হতা সা জনকাত্মজা।। ২১
ইমমর্থং হি বিজ্ঞাপ্য রামং সুগ্রীবমেব চ। তৌ যৎ প্রতিবিধাস্যেতে তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।। ২২
ইত্যুক্ত্বা বানরশ্রেষ্ঠো বারয়ন্ সর্ববানরান্। শনৈঃ শনৈরসন্ত্রস্তঃ সবলঃ সন্ন্যবর্তত।। ২৩
ততঃ প্রেক্ষ্য হনূমন্তং ব্রজন্তং যত্র রাঘবঃ। স হোতুকামো দুষ্টাত্মা গতশ্চৈত্যং নিকুম্ভিলাম্।। ২৪
নিকুম্ভিলামধিষ্ঠায় পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ।। ২৫
যজ্ঞভূম্যাং ততো গত্বা পাবকস্তেন রক্ষসা। হূয়মানঃ প্রজজ্বাল হোমশোণিতভুক্ তদা।। ২৬
সার্চিঃপিনদ্ধো দদৃশে হোমশোণিততর্পিতঃ। সন্ধ্যাগত ইবাদিত্যঃ সুতীব্রোঽগ্নিঃ সমুত্থিতঃ।। ২৭
অথেন্দ্রজিদ্ রাক্ষসভূতয়ে তু জুহাব হব্যং বিধিনা বিধানবিৎ।
দৃষ্ট্বা ব্যতিষ্ঠন্ত চ রাক্ষসাস্তে মহাসমূহেষু নয়ানয়জ্ঞাঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বিপর্যস্ত করে বিভিন্নরকমের আনন্দধ্বনি করতে লাগলো। ভয়ঙ্কর-রূপধারী রাক্ষসেরা অধিক ভয়ঙ্কর সেই বানরদের দ্বারা হলো দলিত-মথিত।। ১৫ ।। বীর বানরদের বৃক্ষের আঘাতে আহত হয়ে রাক্ষসেরা রণভূমিতে লুটিয়ে পড়লো। ইন্দ্রজিৎ তার সৈন্যদেরকে বানরসেনার দ্বারা এইভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখলো।। ১৬।। সে তখন অস্ত্র হাতে নিয়ে রেগে শত্রুদের অভিমুখে ছুটে গেলো। নিজের রাক্ষস -সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শরজাল নিক্ষেপ করতে লাগলো।। ১৭ ।। কঠিন-বিক্রমী ইন্দ্রজিৎ এইভাবে শূল, বজ্র, খড়্গ, পট্টিশ, ত্রিশূল এবং মুগুর দিয়ে হত্যা করলো বহুসংখ্যক বানরবীরকে।।১৮।। এদিকে বানরেরাও তার (ইন্দ্রজিতের) অনুচরদেরকে নিধন করতে লাগলো। মহাবলবান হনুমান বিশাল শাখাসমন্বিত বৃক্ষ, পাহাড় এবং শিলারাশির দ্বারা ভীষণকর্মা রাক্ষসদেরকে বিমর্দিত করতে লাগলো।। ১৯ ।। শত্রুসৈন্যদের নিবারণ করে হনুমান সেই বানরদেরকে বললেন, তোমরা এবার নিবৃত্ত হও। এই সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই।।২০।। রামের প্রিয়কর্ম-সাধনের জন্যে প্রাণত্যাগ করেও তোমরা চেষ্টা করেছো। যার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি, সেই সীতা যে নিহত হয়েছেন !।।২১ ।। এই ঘটনা রাম এবং সুগ্রীবকে আমরা জানাবো। তাঁরা যা বিধান দেবেন, আমরা তাই করবো।।২২ ।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এই কথা বলে বানরসকলকে নিবৃত্ত করে নির্ভয়ে ধীরে ধীরে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করলো।।২৩।। যেখানে রাম রয়েছেন, সেখানে হনুমানকে যেতে দেখে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করার জন্য নিকুম্ভিলা মন্দিরে চলে গেলো।।২৪।। নিকুম্ভিলায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎ আহুতি দিলো অগ্নিতে।।২৫ ।। রাক্ষস হোমভূমিতে গেলো। আহুতি দিলো। হোম-শোণিতভুক্ অগ্নি তাতে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।।২৬।। হোম-শোণিতে তৃপ্ত হয়ে সেই অগ্নিশিখা বিস্তার করে প্রসারিত হলো। অত্যন্ত তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো। তাকে তখন দেখাচ্ছিলো সায়ংকালীন সূর্যের মতো।।২৭।। অনন্তর বিধানবেত্তা ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের কল্যাণের জন্য শাস্ত্রীয়-বিধি অনুসারে আহুতি দিলো। কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানী রাক্ষসেরা তা দেখে সেই যজ্ঞে অবস্থান করতে লাগলো।।২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাশীতিতম (৮২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

সীতায়া মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা শোকেন শ্রীরামস্য মূর্ছা, তস্মৈ লক্ষ্মণস্য প্রবোধদানম্, পুরুষার্থপ্রয়োগে উদ্যমশ্চ

রাঘবশ্চাপি বিপুলং তং রাক্ষসবনৌকসাম্। শ্রুত্বা সংগ্রামনির্ঘোষং জাম্ববন্তমুবাচ হ।। ১
সৌম্য নূনং হনূমতা কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্। শ্রূয়তে চ যথা ভীমঃ সুমহানায়ুধস্বনঃ।। ২
তদ্ গচ্ছ কুরু সাহায্যং স্ববলেনাভিসংবৃতঃ। ক্ষিপ্রমৃক্ষপতে তস্য কপিশ্রেষ্ঠস্য বুধ্যতঃ।। ৩
ঋক্ষরাজস্তথেত্যুক্ত্বা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ। আগচ্ছৎ পশ্চিমং দ্বারং হনুমান্ যত্র বানরঃ।। ৪
অথায়ান্তং হনূমন্তং দদর্শর্ক্ষপতিস্তদা। বানরৈঃ কৃতসংগ্রামৈঃ শ্বসদ্ভিরভিসংবৃতম্।। ৫
দৃষ্ট্বা পথি হনূমাংশ্চ তদৃক্ষবলমুদ্যতম্। নীলমেঘনিভং ভীমং সন্নিবার্য ন্যবর্তত।। ৬
স তেন সহ সৈন্যেন সন্নিকর্ষং মহাযশাঃ। শীঘ্রমাগম্য রামায় দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ।। ৭
সমরে যুধ্যমানানামস্মাকং প্রেক্ষতাঞ্চ সঃ। জঘান রুদতীং সীতামিন্দ্রজিদ্ রাবণাত্মজঃ।। ৮
উদ্‌ভ্রান্তচিত্তস্তাং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণোঽহমরিন্দম। তদহং ভবতো বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমাগতঃ।। ৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকমূর্ছিতঃ। নিপপাত তদা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।। ১০
তং ভূমৌ দেবসঙ্কাশং পতিতং দৃশ্য রাঘবম্। অভিপেতুঃ সমুৎপত্য সর্বতঃ কপিসত্তমাঃ।। ১১
আসিঞ্চন্ সলিলৈশ্চৈনং পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ। প্রদহন্তমসংহার্যং সহসাগ্নিমিবোত্থিতম্।। ১২
তং লক্ষ্মণোঽথ বাহুভ্যাং পরিষ্বজ্য সুদুঃখিতঃ। উবাচ রামমস্বস্থং বাক্যং হেত্বর্থসংযুতম্।। ১৩
শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্। অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ।। ১৪

ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ

সীতার মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে শ্রীরামের মূর্ছা। লক্ষ্মণের দ্বারা তাঁকে সান্ত্বনাদান। বীরত্বপ্রয়োগের জন্য উদ্যম।

রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হলে। তার উচ্চ-ধ্বনি শুনে রামচন্দ্র জাম্ববানকে বললেন।।১।। হে সৌম্য, হনুমান নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করেছে। অস্ত্রের ভয়ঙ্কর সমুচ্চ ধ্বনি তাই শোনা যাচ্ছে।।২।। হে ভল্লুকপতে, তাই তুমি যাও। নিজের সৈন্যদের নিয়ে তার সাহায্য করো। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান যুদ্ধ করছে। শীগ্‌গির তুমি তার কাছে চলে যাও।।৩।। ভল্লুকরাজ জাম্ববান বললো, তাই হোক। যে পশ্চিমদ্বারে বানর হনুমান রয়েছেন, নিজের সৈন্য নিয়ে সে সেইখানেই চলে গেলো।।৪।। ভল্লুকপতি তখন দেখলো, হনুমান এইদিকে চলে আসছেন। যে বানরেরা তার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করছিলো তারাও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার সঙ্গে আসছে।।৫।। পথে নীল মেঘের মতো যুদ্ধোদ্যত সেই ভল্লুকবাহিনী দেখে হনুমান তাদের যেতে বারণ করে নিবৃত্ত করলেন।।৬।। মহাবলশালী তিনি। সেই সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সত্বর রামের কাছে এসে দুঃখের সঙ্গে বললেন—।।৭।। প্রভু, আমরা যখন যুদ্ধ করছিলাম তখন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ আমাদেরই চোখের সামনে ক্রন্দনরতা সীতাকে হত্যা করেছে।।৮।। হে শত্রুদমন, তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। এবং বিষণ্ণ। সেই ঘটনা আপনাকে জানাতেই এখানে এসেছি।।৯।। কথা শুনেই রাম মূর্ছিত হয়ে গেলেন। ছিন্নমূল তরুর মতো পড়ে গেলেন মাটিতে।।১০।। দেবতার মতো রামচন্দ্রকে ঐভাবে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে বানরপ্রধানেরা চতুর্দিক হতে লাফিয়ে তথায় চলে এলো।।১১।। সহসা প্রজ্জ্বলিত ও অনিবার্য অগ্নির মতো প্রদীপ্তদেহ রঘুনন্দনের উপর বানরেরা শ্বেতপদ্ম ও রক্তপদ্মের সুগন্ধিযুক্ত জল সিঞ্চন করতে লাগলো।।১২।। লক্ষ্মণও অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তখন অসুস্থ রামকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বললেন—।।১৩।। আর্য, আপনি কল্যাণের পথেই থাকেন। জিতেন্দ্রিয় আপনি। তবুও এই অনর্থ থেকে ধর্ম আপনাকে রক্ষা করতে পারলো না। স্বভাবতঃই মনে হয় ধর্ম নিরর্থক।।১৪।।

ভূতানাং স্থাবরাণাঞ্চ জঙ্গমানাঞ্চ দর্শনম্। যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ।। ১৫
যথৈব স্থাবরং ব্যক্তং জঙ্গমঞ্চ তথাবিধম্। নায়মর্থস্তথা যুক্তস্তদ্বিধো ন বিপদ্যতে।। ১৬
যদ্যধর্মো ভবেদ্ ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ। ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুয়াৎ।। ১৭
তস্য চ ব্যসনাভাবাদ্ ব্যসনঞ্চাগতে ত্বয়ি। ধর্মো ভবত্যধর্মশ্চ পরস্পরবিরোধিনৌ।। ১৮
ধর্মেণোপলভেদ্ধর্মমধর্মঞ্চাপ্যধর্মতঃ। যদ্যধর্মেণ যুজ্যেয়ুর্যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।। ১৯
ন ধর্মেণ বিযুজ্যেরন্নাধর্মরুচয়ো জনাঃ। ধর্মেণাচরতাং তেষাং তথা ধর্মফলং ভবেৎ।। ২০
যস্মাদর্থা বিবর্ধন্তে যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। ক্লিশ্যন্তে ধর্মশীলাশ্চ তস্মাদেতৌ নিরর্থকৌ।। ২১
বধ্যন্তে পাপকর্মাণো যদ্যধর্মেণ রাঘব। বধকর্মহতোঽধর্মঃ স হতঃ কং বধিষ্যতি।। ২২
অথবা বিহিতেনায়ং হন্যতে হন্তি চাপরম্। বিধিঃ স লিপ্যতে তেন ন স পাপেন কর্মণা।। ২৩
অদৃষ্টপ্রতিকারেণ অব্যক্তেনাসতা সতা। কথং শক্যং পরং প্রাপ্তুং ধর্মেণারিবিকর্ষণ।। ২৪
যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন। ত্বয়া যদীদৃশং প্রাপ্তং তস্মাৎ তন্নোপপদ্যতে।।২৫
অথবা দুর্বলঃ ক্লীবো বলং ধর্মোঽনুবর্ততে। দুর্বলো হৃতমর্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ।। ২৬
বলস্য যদি চেদ্ধর্মো গুণভূতঃ পরাক্রমৈঃ। ধর্মমুৎসৃজ্য বর্তস্ব যথা ধর্মে তথা বলে।। ২৭
অথ চেৎ সত্যবচনং ধর্মঃ কিল পরন্তপ। অনৃতং ত্বয্যকরণে কিং ন বদ্ধস্ত্বয়া বিনা।। ২৮

প্রাণিকুল, স্থাবর, জঙ্গম যেমন আছে তেমনি সবই দেখতে পাচ্ছি। ধর্মকে সেইভাবে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে ধর্ম নেই।।১৫।। ধর্মের সঙ্গে যোগ নেই যাদের এমন স্থির বস্তু, প্রাণী প্রভৃতি জঙ্গমেরা বেশ সুখী দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধর্মযুক্তকে তেমন সুখী দেখা যাচ্ছে না। তাহলে আপনার মতো ধর্মপ্রাণ মহাত্মা এমন বিপন্ন হতেন না।।১৬।। যদি অধর্মের দ্বারা দুঃখ হতো তাহলে রাবণ তো নরকে যেতো! আর ধর্মাচারী আপনি কখনো দুঃখ পেতেন না!।।১৭।। দুঃখ নেই রাবণের। আপনিই দুঃখে আক্রান্ত। ফলদানে ধর্ম এবং অধর্ম দেখছি পরস্পরবিরোধী।।১৮।। ধর্মের দ্বারা যদি সুখ হয়, আর অধর্মে দুঃখ, তাহলে যারা অধর্মে প্রতিষ্ঠিত তারা দুঃখ ভোগ করুক।।১৯।। সাধারণতঃ অধর্মে থাকাতেই যাদের রুচি তারা কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয় না। আর ধর্মের সঙ্গে যাদের আচরণ যুক্ত তারা কল্যাণ ফল লাভ করে।।২০।। কিন্তু, এখানে দেখা যাচ্ছে যারা অধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাদেরই উত্তম বাড়বাড়ন্ত। আর ধর্মপরায়ণ যাঁরা, অধিক কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরাই। তাই মনে হয় ধর্ম-অধর্ম দুইই বুঝি নিরর্থক।।২১।। হে রাম, যদি পাপাচারীরা অধর্মের দ্বারা নিহত হয় তাহলে বধকর্মের জন্য যে হত্যা, তা অধর্ম। অধর্ম তাতে নিজেও নিহত হয়। অপরকে সে কিভাবে হত্যা করবে?।।২২।। শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে নিহত হয়, বা যে অন্যকে হত্যা করে, বিধি অনুসরণ করার জন্য সে পাপে লিপ্ত হয় না।।২৩।। হে শত্রুদমনকারিন্, যার প্রতিকার দেখা যায় না, যা অব্যক্ত, সেই ধর্মকে কি করে পাওয়া যেতে পারে?।।২৪।। হে সুজনপ্রধান, সৎকর্মের জন্য যদি অদৃষ্ট শুভ হতো, তাহলে আপনি মোটেই দুঃখ পেতেন না। আপনি যে এইরকম দুঃখ পেলেন তাতে মনে হয়, ধর্ম বলে কিছুই নেই।।২৫।। অথবা দুর্বল এবং ক্লীব যে ধর্ম, তা শক্তিকেই অনুসরণ করে। যে দুর্বল, যে মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে, তাকে সেবা না করাই হলো আমার অভিমত।।২৬।। যদি ধর্ম পরাক্রমের জন্য শক্তির অধীনতা স্বীকার করে তাহলে সেই ধর্মকে ত্যাগই করুন। ধর্মের যেমন উপাসনা করছিলেন, এখন তেমনি শক্তিরই আরাধনা করুন *(লক্ষণীয়—রামের দুঃখে অভিভূত হয়ে লক্ষ্মণ ধর্ম ও অধর্মের সত্তা খণ্ডন করছেন। ঘটনাচক্রে রাম সর্বজ্ঞ হয়েও ইন্দ্রজিতের দ্বারা মায়াসীতার নিধনে মূর্ছিত। পরে রামচন্দ্র একটু স্বস্থ হতেই লক্ষ্মণ ৪৪নং শ্লোক থেকে আবার ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন)* ।।২৭।। হে শত্রুতাপনকারিন্, সত্য বচনই যদি আপনি ধর্ম বলে মনে করেন, তাহলে পিতা আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে প্রথমে তা স্বীকার করে, পরে যে তা পালন করলেন না, তাতে আপনার মিথ্যারূপ অধর্ম হলো না?।।২৮।। হে পরন্তপ, যদি ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে কোনোটি প্রধান হতো, বজ্রধারী ইন্দ্র বিশ্বরূপ-নামক মুনিকে হত্যাও করতেন না,

যদি ধর্মো ভবেদ্ ভূত অধর্মো বা পরন্তপ। ন স্ম হত্বা মুনিং বজ্রী কুর্যাদিজ্যাং শতক্রতুঃ।। ২৯
অধর্মসংশ্রিতো ধর্মো বিনাশয়তি রাঘব। সর্বমেতদ্ যথা কামং কাকুৎস্থ কুরুতে নরঃ।। ৩০
মম চেদং মতং তাত ধর্মোঽয়মিতি রাঘব। ধর্মমূলং ত্বয়া ছিন্নং রাজ্যমুৎসৃজতা তদা।। ৩১
অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ। ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ।। ৩২
অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ। বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা।। ৩৩
সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ। পাপমাচরতে কর্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ততে।। ৩৪
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ। যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ।। ৩৫
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্। যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ।। ৩৬
অর্থস্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া। রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা।। ৩৭
যস্যার্থা ধর্মকামার্থাস্তস্য সর্বং প্রদক্ষিণম্। অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিন্বতা।। ৩৮
হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ। অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ।। ৩৯
যেষাং নশ্যত্যয়ং লোকশ্চরতাং ধর্মচারিণাম্। তেঽর্থাস্ত্বয়ি ন দৃশ্যন্তে দুর্দিনেষু যথা গ্রহাঃ।। ৪০
ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে। রক্ষসাপহৃতা ভার্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব।। ৪১
তদস্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্। কর্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব।। ৪২
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত। কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাবুধ্যসে।। ৪৩
অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিয়ার্থং জনকসুতানিধনং নিরীক্ষ্য রুষ্টঃ।
সরথ-গজ-হয়াং সরাক্ষসেন্দ্রাং ভৃশমিষুভির্বিনিপাতয়ামি লঙ্কাম্।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

আবার পরে যজ্ঞও করতেন না *(ইজ্যা—যজ্ঞ)*।।২৯।। হে রাঘব, আমি তথা পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শত্রুবিনাশে সমর্থ। হে কাকুৎস্থ, প্রয়োজন মতো মানুষ এই দুইটি তথা ধর্মও পৌরুষের অনুষ্ঠান মানুষ করে থাকে।।৩০।। তাত রাঘব, আমার মতে এইটিই ধর্ম। আপনি যখন রাজ্যত্যাগ করেছেন, তখনই ধর্মের মূলচ্ছেদ করেছেন।।৩১।। পর্বতসমূহ থেকে নদীগুলি যেমন প্রবাহিত হয়, তেমনি নানাদেশ হতে আহৃত প্রভৃত ধনরাশির দ্বারা সকল কার্য নির্বাচিত হয় *(আপগ—নদী)*।।৩২।। গ্রীষ্মকালে ছোটো নদী যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি অল্পবুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির সব কাজই বিনষ্ট হয়ে যায়।।৩৩।। সুখাভিলাষী ব্যক্তি প্রথমে অর্থ পরিত্যাগ করলে পরে পাপ আচরণ করতে বাধ্য হয়। তখন দোষ ঘটেই থাকে।।৩৪।। যার অর্থ আছে তার বন্ধু আছে। যার অর্থ আছে তার মিত্রও আছে। যার অর্থ আছে সেইই পণ্ডিত, সেইই পুরুষ।।৩৫।। যার অর্থ আছে সে পরাক্রমী। সেইই বুদ্ধিমান। মহাভাগ্যবান সে। অর্থ যার আছে সেইই অধিক গুণবান।।৩৬।। অর্থের পরিত্যাগে বহু দোষ ঘটে থাকে। এই কথা আমি বলছি। হে ধীর, কোন বুদ্ধিতে আপনি বাক্য ত্যাগ করেছেন ?।।৩৭।। যার অর্থ আছে—ধর্ম, কাম ও অর্থ এই ত্রিবর্গ তার অনুকূল। ধন নেই যার, সে চেষ্টা করলেও অর্থ কামাদি লাভ করতে পারবে না।।৩৮।। হে নরপতে, আনন্দ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম ও দম এই সব অর্থ হতেই প্রবর্তিত হয়।।৩৯।। যাঁরা কেবলই ধর্মাচরণ করেন, তাঁদের লৌকিক সুখ অর্থাভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দুর্দিনে ভালো গ্রহের যেমন দেখা মেলে না, তেমনি সেই অর্থসমূহ আপনার কাজে দেখা যাচ্ছে না।।৪০।। হে বীর, পিতার বাক্য রক্ষার জন্য আপনি বনে আসায় আপনার প্রাণের চেয়েও প্রিয়া পত্নী, রাক্ষসদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছেন।।৪১।। হে রঘুবংশধর রাম, আপনি উঠে দাঁড়ান। যে বিপুল দুঃখ ইন্দ্রজিৎ দিয়েছে কর্মের দ্বারাই তা আমি অপসারিত করবো।।৪২।। হে নরবীর দীর্ঘবাহো, ব্রতনিষ্ঠ, আপনি তো মহাত্মা ব্যক্তি। তবুও কেন নিজেকে বুঝতে পারছেন না ?।।৪৩।। হে নিষ্পাপ, সীতাদেবীর নিধন দেখে আমার রাগ হওয়ায় আপনার প্রিয় কল্যাণের জন্য এইসব কথা আমি বললাম। রথ, হস্তী, অশ্ব এবং রক্ষঃশ্রেষ্ঠদের নিয়ে বাণরাশি নিক্ষেপ করে আমি লঙ্কাকে ভীষণভাবে ধ্বংস করবো।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণেন ইন্দ্রজিতো মায়ারহস্যং গদিত্বা 'সীতা জীবিতে'তি বৃত্তান্তস্য শ্রীরামসমীপে কথনাৎ তস্য বিশ্বাসঃ, সেনাভিঃ সহ নিকুম্ভিলামন্দিরে লক্ষ্মণস্য গমনায়ানুরোধশ্চ

রামমাশ্বাসমানে তু লক্ষ্মণে ভ্রাতৃবৎসলে। নিক্ষিপ্য গুল্মান্ স্বস্থানে তত্রাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ।। ১
নানাপ্রহরণৈর্বীরৈশ্চতুর্ভিরভিসংবৃতঃ। নীলাঞ্জনচয়াকারৈর্মাতঙ্গৈরিব যূথপৈঃ।। ২
সোঽভিগম্য মহাত্মানং রাঘবং শোকলালসম্। বানরাংশ্চাপি দদৃশে বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণান্।। ৩
রাঘবঞ্চ মহাত্মানমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্। দদর্শ মোহমাপন্নং লক্ষ্মণস্যাঙ্কমাশ্রিতম্।। ৪
ব্রীড়িতং শোকসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা রামং বিভীষণঃ। অন্তর্দুঃখেন দীনাত্মা কিমেতদিতি সোঽব্রবীৎ।। ৫
বিভীষণমুখং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবং তাংশ্চ বানরান্। লক্ষ্মণোবাচ মন্দার্থমিদং বাষ্পপরিপ্লুতঃ।। ৬
হতা ইন্দ্রজিতা সীতা ইতি শ্রুত্বৈব রাঘবঃ। হনূমদ্‌বচনাৎ সৌম্য ততো মোহমুপাশ্রিতঃ।। ৭
কথয়ন্তন্তু সৌমিত্রিং সন্নিবার্য বিভীষণঃ। পুষ্কলার্থমিদং বাক্যং বিসংজ্ঞং রামমব্রবীৎ।। ৮
মনুজেন্দ্রার্তরূপেণ যদুক্তস্ত্বং হনূমতা। তদযুক্তমহং মন্যে সাগরস্যেব শোষণম্।। ৯
অভিপ্রায়স্তু জানামি রাবণস্য দুরাত্মনঃ। সীতাং প্রতি মহাবাহো! ন চ ঘাতং করিষ্যতি।। ১০
যাচ্যমানঃ সুবহুশো ময়া হিতচিকীর্ষুণা। বৈদেহীমুৎসৃজস্বেতি ন চ তৎ কৃতবান্ বচঃ।। ১১
নৈব সাম্না ন দানেন ন ভেদেন কুতো যুধা। সা দ্রষ্টুমপি শক্যেত নৈব চান্যেন কেনচিৎ।। ১২
বানরান্ মোহয়িত্বা তু প্রতিযাতঃ স রাক্ষসঃ। মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।। ১৩
চৈত্যং নিকুম্ভিলামদ্য প্রাপ্য হোমং করিষ্যতি। হুতবানুপযাতো হি দেবৈরপি সবাসবৈঃ।। ১৪
দুরাধর্ষো ভবত্যেষ সংগ্রামে রাবণাত্মজঃ। তেন মোহয়তা নূনমেষা মায়া প্রযোজিতা।। ১৫

চতুরশীতিতম (৮৪) সর্গ

ইন্দ্রজিতের মায়াসীতা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করে সীতা যে জীবিত আছেন বিভীষণ তা রামের কাছে বললো। তাতে রামের আস্থা-স্থাপন। সেনাসহ নিকুম্ভিলা মন্দিরে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করার জন্য রামের কাছে বিভীষণের অনুরোধ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে এইভাবে আশ্বস্ত করলে বিভীষণ সেনাদেরকে নিজ নিজ স্থানে সন্নিবিষ্ট করে সেইখানে চলে এলো।। ১ ।। বিভীষণ তখন চারজন বীরের দ্বারা পরিবৃত। তাদের হাতে রয়েছে নানা প্রহরণ। পুঞ্জীভূত নীল কাজলের মতো তাদের দেহ। তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো যেন হাতীদের চারটি দলপতি।।২ ।। শোকার্ত মহাত্মা রামের কাছে গেলো সে। সেখানে জলে ভরা চোখ বানরদেরকে দেখলো।।৩।। ইক্ষ্বাকুবংশের উত্তরপুরুষ মহাত্মা রামকে সে দেখলো লক্ষ্মণের কোলে মূর্ছিত।।৪।। রামকে লজ্জিত ও শোকসন্তপ্ত দেখে বিভীষণের অন্তর দুঃখে পূর্ণ। সে বললো, একি ?।।৫।। বিভীষণের মুখ, সুগ্রীব এবং সেই বানরদের দেখে চোখের জলে লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে অর্থবহ বাক্যে বললো— ।।৬।। হে সৌম্য, হনুমানের কথায় ইন্দ্রজিতের দ্বারা সীতাদেবী নিহত হয়েছেন শুনে রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়ে গেছেন।।৭।। লক্ষ্মণ এইপ্রকার জানাতে থাকলে বিভীষণ তাঁকে বারণ করে মোহগ্রস্ত রামকে নিশ্চিত অর্থযুক্ত বাক্যে বললো— ।।৮।। হে নরেন্দ্র, আর্ত হয়ে হনুমান আপনাকে যা বলেছে তা ঠিক নয়। সাগরকে শোষণ করা যেমন অযৌক্তিক, তার কথাও তেমনি অযৌক্তিক।।৯।। হে মহাবীর, দুরাত্মা রাবণের সীতার প্রতি যে অভিপ্রায়, তা আমার জানা আছে। সে কখনোই সীতাকে হত্যা করবে না।।১০।। রাবণের মঙ্গলকামনায় আমি বহুবার তাকে অনুরোধ করেছি, সীতাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু সে আমার কথা শোনে নি।।১১।। সাম, দান ও ভেদ নীতির দ্বারা সীতাকে দেখা যায় নি, অন্য কোনো উপায়েও দেখা যায় নি। তখন যুদ্ধের দ্বারা কি করে দেখা যেতে পারে।। ১২ ।। রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ বানরদের মোহিত করে চলে গেছে। যে সীতাকে সে হত্যা করেছে তিনি আসল সীতা নয় বলেই জেনে রাখুন।। ১৩।। ইন্দ্রজিৎ আজ নিকুম্ভিলা মন্দিরে গিয়ে হোম করবে। হোম সমাপ্ত করে ফিরে এলে ইন্দ্রসহ দেবতারাও তাকে জয় করতে পারবে না।। ১৪ ।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। বানরদেরকে মোহগ্রস্ত করার জন্য সে এই মায়া প্রয়োগ করেছে।। ১৫ ।। বানরেরা পরাক্রম দেখিয়ে হোমের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে ভেবে ইন্দ্রজিৎ এই মায়া সৃষ্টি করেছে। তার যজ্ঞ সমাপ্ত

বিঘ্নমম্বিচ্ছতা তত্র বানরাণাং পরাক্রমে। সসৈন্যাস্তত্র গচ্ছামো যাবত্তন্ন সমাপ্যতে।। ১৬
ত্যজৈনং নরশার্দূল মিথ্যা সন্তাপমাগতম্। সীদতে হি বলং সর্বং দৃষ্ট্বা ত্বাং শোককর্ষিতম্।। ১৭
ইহ ত্বং স্বস্থহৃদয়স্তিষ্ঠ সত্ত্বসমুচ্ছ্রিতঃ। লক্ষ্মণং প্রেষয়াস্মাভিঃ সহ সৈন্যানুকর্ষিভিঃ।। ১৮
এষ ত্বং নরশার্দূলো রাবণিং নিশিতৈঃ শরৈঃ। ত্যাজয়িষ্যতি তং কর্ম ততো বধ্যো ভবিষ্যতি।। ১৯
তস্যৈতে নিশিতাস্তীক্ষ্ণাঃ পত্রিপত্রাঙ্গবেগিতঃ। পতত্রিণ ইবাসৌম্যাঃ শরাঃ পাস্যন্তি শোণিতম্।। ২০
তং সন্দিশ মহবাহো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। রাক্ষসস্য বিনাশায় বজ্রং বজ্রধরো যথা।। ২১
মনুজবর ন কালবিপ্রকর্ষো রিপুনিধনং প্রতি যৎ ক্ষমোঽদ্য কর্তুম্।
ত্বমতিসৃজ রিপোর্বধায় বজ্রং দিবিজরিপোর্মথনে যথা মহেন্দ্রঃ।। ২২
সমাপ্তকর্মা হি স রাক্ষসর্ষভো ভবত্যদৃশ্যঃ সমরে সুরাসুরৈঃ।
যুযুৎসতা তেন সমাপ্তকর্মণা ভবেৎ সুরাণামপি সংশয়ো মহান্।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

করার আগেই আমরা তার যজ্ঞস্থলে সসৈন্যে উপস্থিত হবো।।১৬।। হে নরবীর, এই মিথ্যা সন্তাপ আপনি দূর করুন। আপনাকে শোকে ব্যাকুল দেখে সৈন্যেরা সব অবসন্ন হয়ে পড়েছে।।১৭।। শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বস্থচিত্তে আপনি এইখানে অবস্থান করুন। আমরা সৈন্যদেরকে নিয়ে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞাগারে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মণকেও আপনি পাঠিয়ে দিন।।১৮।। মনুষ্যবীর লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞকর্ম পরিত্যাগ করাবে। তখন তাকে আমরা বধ করতেপারবো।।১৯।। পাখীর পাখাযুক্ত এই তীক্ষ্ণ বাণগুলি তার ওপর নিক্ষিপ্ত হবে। রক্তপায়ী পাখীদের মতো এই বাণগুলি পান করবে তার রক্ত *(পতত্রী—পাখী)* ।।২০।। হে মহাবাহো, ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে তেমনিভাবে রাক্ষসদেরকে বিনাশের জন্য শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে আপনি ভালোভাবে আদেশ দান করুন।।২১।। হে নরশ্রেষ্ঠ, শত্রুবিনাশে আজ আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দেবশত্রু দৈত্যদের বধের জন্য মহেন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনি শত্রুবধের জন্য লক্ষ্মণকে আপনি আমাদের সঙ্গে দিন।।২২।। সেই রক্ষোবীর যজ্ঞ সমাপ্ত করলে যুদ্ধে দেবতা এবং দানবেরাও তাকে দেখতে পাবে না। যজ্ঞ সমাপনান্তে সে যদি যুদ্ধ করে, তাহলে দেবগণেরও প্রাণের মহাসংশয় উপস্থিত হয়।।২৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুরশীতিতম (৮৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণানুরোধেন লক্ষ্মণং প্রতি ইন্দ্রজিদ্‌বধায় গন্তুং শ্রীরামস্যাদেশঃ,
সেনাভিঃ সহ্ লক্ষ্মণস্য নিকুম্ভিলামন্দিরে গমনঞ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোককর্ষিতঃ। নোপধারয়তে ব্যক্তং যদুক্তং তেন রক্ষসা।। ১
ততো ধৈর্যমবষ্টভ্য রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। বিভীষণমুপাসীনমুবাচ কপিসন্নিধৌ।। ২
নৈর্ঋতাধিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ। ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।। ৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। যৎ তৎ পুনরিদং বাক্যং বভাষেঽথ বিভীষণঃ।। ৪

পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ

বিভীষণের অনুরোধে লক্ষ্মণের প্রতি ইন্দ্রজিতকে বধের জন্য গমনে শ্রীরামের আদেশ।
সেনা নিয়ে নিকুম্ভিলা মন্দিরে লক্ষ্মণের গমন।

রামচন্দ্র শোকে ব্যাকুল। তাই রাক্ষস বিভীষণ যা বললো তা তিনি ভালোভাবে ধরতে পারেন নি।।১।। তাই শত্রুপুরবিজয়ী রাম ধৈর্য ধরে বানরদের কাছে উপবিষ্ট বিভীষণকে বললেন— ।।২।। হে রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ, তুমি যে কথা বলেছো তা আমি আবার শুনতে চাইছি। তুমি যা বলতে চেয়েছিলে বলো।।৩।। রামের কথা শুনে বাক্যে নিপুণ বিভীষণ আবার বললো— ।।৪।। হে মহাবীর,

যথাজ্ঞপ্তং মহাবাহো ত্বয়া গুল্মনিবেশনম্। তৎ তথানুষ্ঠিতং বীর ত্বদ্বাক্যসমনন্তরম্।। ৫
তান্যনীকানি সর্বাণি বিভক্তানি সমন্ততঃ। বিন্যস্তা যূথপাশ্চৈব যথান্যায়ং বিভাগশঃ।। ৬
ভূয়স্তু মম বিজ্ঞাপ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রভো। ত্বয্যকারণসন্তপ্তে সন্তপ্তহৃদয়া বয়ম্।। ৭
ত্যজ রাজন্নিমং শোকং মিথ্যা সন্তাপমাগতম্। যদিয়ং ত্যজ্যতাং চিন্তা শত্রুহর্ষবিবর্ধিনী।। ৮
উদ্যমঃ ক্রিয়তাং বীর হর্ষঃ সমুপসেব্যতাম্। প্রাপ্তব্যা যদি তে সীতা হন্তব্যাশ্চ নিশাচরাঃ।। ৯
রঘুনন্দন বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মে হিতং বচঃ। সাধ্বয়ং যাতু সৌমিত্রির্বলেন মহতা বৃতঃ।। ১০
নিকুম্ভিলায়াং সম্প্রাপ্তং হন্তুং রাবণিমাহবে। ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ।। ১১
শরৈর্হন্তুং মহেষ্বাসো রাবণিং সমিতিঞ্জয়ঃ। তেন বীরেণ তপসা বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
অস্ত্রং বহ্মশিরঃ প্রাপ্তং কামগাশ্চ তুরঙ্গমাঃ।। ১২
স এষ কিল সৈন্যেন প্রাপ্তঃ কিল নিকুম্ভিলাম্। যদ্যুত্তিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম হতান্ সর্বাংশ্চ বিদ্ধি নঃ।। ১৩
নিকুম্ভিলামসম্প্রাপ্তমকৃতাগ্নিঞ্চ যো রিপুঃ। ত্বামাততায়িনং হন্যাদিন্দ্রশত্রো স তে বধঃ।। ১৪
বরো দত্তো মহাবাহো সর্বলোকেশ্বরেণ বৈ। ইত্যেবং বিহিতো রাজন্ বধস্তস্যৈষ ধীমতঃ।। ১৫
বধায়েন্দ্রজিতো রাম সন্দিশস্ব মহাবলম্। হতে তস্মিন্ হতং বিদ্ধি রাবণং সসুহৃদ্গণম্।। ১৬
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ। জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্যপরাক্রম।। ১৭
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো মহামায়ো মহাবলঃ। করোত্যসংজ্ঞান্ সংগ্রামে দেবান্ সবরুণানপি।। ১৮
তস্যান্তরিক্ষে চরতঃ সরথস্য মহাযশঃ। ন গতির্জায়তে বীর সূর্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে।। ১৯
রাঘবস্তু রিপোর্জ্ঞাত্বা মায়াবীর্যং দুরাত্মনঃ। লক্ষ্মণং কীর্তিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ।। ২০

আপনি যেভাবে সৈন্য-সমাবেশের কথা বলেছিলেন, আপনার বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গেই তা করা হয়েছে।।৫।। সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করে সব দিকেই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ন্যায়ানুসারে এক একটি দলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এক একজন দলপতিরও।।৬।। হে মহাপ্রভো, আমার আরো কিছু বলার আছে। শুনুন। আপনি বিনা কারণেই শোকে সন্তপ্ত। তাতে আমাদের চিত্তও হয়েছে সন্তপ্ত।।৭।। হে রাজন্, এই শোক, মিথ্যা এই সন্তাপ ত্যাগ করুন। আপনার এই রকমের চিন্তা শত্রুদের আনন্দ বর্ধন করে। তাই ত্যাগ করুন এটি।।৮।। সীতাকে যাতে পেতে পারেন, রাক্ষসদের যাতে ধ্বংস করতে পারেন তার জন্যে হে বীর উদ্যোগ করুন। করুন আনন্দ উপভোগ।।৯।। হে রঘুনন্দন, ভালো যাতে হয়, আপনাকে তেমনি একটি কথা বলছি। শুনুন। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে গমন করুক।।১০।। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে সে যুদ্ধের জন্যে পেয়ে যাবে। তার হাতে থাকবে ধনুর্মণ্ডল হতে মুক্ত সাপের মতো শর।।১১।। যুদ্ধজয়ী মহাধনুর্ধর লক্ষ্মণ সেই বাণের দ্বারাই তাকে হত্যা করতে পারবে। বীর ইন্দ্রজিত তপস্যার ফলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট হতে বর হিসেবে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং ইচ্ছেমতো যেতে পারে এমন সব অস্ত্র লাভ করেছে।।১২।। সেই ইন্দ্রজিৎ স-সৈন্যে নিকুম্ভিলায় এসে গেছে। যজ্ঞ-সম্পাদন করে সে যদি উঠে আসে তাহলে আমরা সবাই মারাই গেছি, জেনে নেবেন।।১৩।। সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বরদানকালে বলেছিলেন, হে ইন্দ্র-শত্রো, নিকুম্ভিলায় এসে যজ্ঞ-সমাপ্তির পূর্বে যদি কোনো শত্রু এসে তোমায় আক্রমণ করে, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে।।১৪।। হে মহাবীর, সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা এই বর তাকে দিয়েছিলেন। হে রাজন্, ধীমান ইন্দ্রজিতের বধের এই একটিমাত্রই উপায় রয়েছে।।১৫।। হে রাম, ইন্দ্রজিতকে বধ করার জন্য মহাবলশালী লক্ষ্মণকে আদেশ দিন। জেনে রাখুন, সে নিহত হলে সবান্ধবে রাবণও নিহত হলো।।১৬।। বিভীষণের কথা শুনে রাম অতঃপর বললেন, হে সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমশীল, ভীষণ সেই ইন্দ্রজিতের মায়ার কথা আমি জানি।।১৭।। সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে জানে। মহাজ্ঞানী, মহাবলবান সে। মহামায়াবী। যুদ্ধে বরুণসহ দেবগণকে সে আহত করে ফেলতে পারে।।১৮।। হে বীর, হে মহাযশস্বিন্, মেঘাচ্ছন্ন হলে সূর্যের গতি যেমন জানা যায় না, তেমনি সে যখন রথে চড়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, তখন তারও গতিবিধি বোঝা যায় না।।১৯।। রাম দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের মায়াশক্তি ও বীর্যের কথা জেনে কীর্তিমান লক্ষ্মণকে বললেন—।।২০।। লক্ষ্মণ, বানরাধিপতি সুগ্রীবের যে সেনাবাহিনী

যদ্ বানরেন্দ্রস্য বলং তেন সর্বেণ সংবৃতঃ। হনূমৎপ্রমুখৈশ্চৈব যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ।। ২১
জাম্ববেনর্ক্ষপতিনা সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ। জহি ত্বং রাক্ষসসুতং মায়াবলসমন্বিতম্।। ২২
অয়ং ত্বাং সচিবৈঃ সার্ধং মহাত্মা রজনীচরঃ। অভিজ্ঞস্তস্য মায়ানাং পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি।। ২৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ। জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ।। ২৪
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী সশরী বামচাপভৃৎ। রামপাদাবুপস্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।। ২৫
অদ্য মৎকার্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্। লঙ্কামভিপতিষ্যন্তি হংসাঃ পুষ্করিণীমিব।। ২৬
অদ্যৈব তস্য রৌদ্রস্য শরীরং মামকাঃ শরাঃ। বিধমিষ্যন্তি ভিত্ত্বা তং মহাচাপগুণচ্যুতাঃ।। ২৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং দ্যুতিমান্ ভ্রাতুরগ্রতঃ। স রাবণিবধাকাঙ্‌ক্ষী লক্ষ্মণস্ত্বরিতং যযৌ।। ২৮
সোঽভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। নিকুম্ভিলামভিযযৌ চৈত্যং রাবণিপালিতম্।। ২৯
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্। কৃতস্বস্ত্যয়নো ভ্রাতা লক্ষ্মণস্ত্বরিতো যযৌ।। ৩০
বানরাণাং সহস্রৈস্তু হনুমান্ বহুভির্বৃতঃ। বিভীষণশ্চ সামাত্যো লক্ষ্মণ ত্বরিতং যযৌ।। ৩১
মহতা হরিসৈন্যেন সবেগমভিসংবৃতঃ। ঋক্ষরাজবলঞ্চৈব দদর্শ পথি বিষ্ঠিতম্।। ৩২
স গত্বা দূরমধ্বানং সৌমিত্রির্ মিত্রনন্দনঃ। রাক্ষসেন্দ্রবলং দূরাদপশ্যদ্ ব্যূহমাশ্রিতম্।। ৩৩
স সংপ্রাপ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ। তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ।। ৩৪
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্। অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ।। ৩৫
বিবিধমমলশস্ত্রভাস্বরং তদ্ ধ্বজগহনং গহনং মহারথৈশ্চ।
প্রতিভয়তমমপ্রমেয়বেগং তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

আছে তা সবই তুমি সঙ্গে নাও। হনুমান প্রভৃতি দলপতিদেরও সঙ্গে নেবে।।২১।। ভল্লুকপতি জাম্ববানকেও সঙ্গে নেবে। স-সৈন্যে। অতঃপর মায়াশক্তিতে শক্তিমান রাক্ষসপুত্র ইন্দ্রজিতকে তুমি ধ্বংস করো।।২২।। মহাপ্রাণ রাক্ষস বিভীষণ তার মায়ার সবই জানে। সে তার সচিবদেরকে নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে যাবে।।২৩।। রামচন্দ্রের কথা শুনে ভীষণ পরাক্রমশালী লক্ষ্মণ শ্রেষ্ঠধনু গ্রহণ করলেন। সঙ্গে নিলেন বিভীষণকেও।।২৪।। যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে বর্ম, খড়্গ, শর এবং বাম হাতে ধনু নিয়ে লক্ষ্মণ রামের চরণ স্পর্শ করে আনন্দে বললেন— ।।২৫।। হাঁস যেমন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি আজ আমার ধনু হতে মুক্ত বাণগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ইন্দ্রজিতের দেহ ভেদ করে লঙ্কায় গিয়ে পড়বে।।২৬।। আজ আমার শরগুলি বিরাট ধনুর গুণ হতে মুক্ত হয়ে ভীষণ সেই রাক্ষস ইন্দ্রজিতের দেহ বিদীর্ণ করবে।।২৭।। ইন্দ্রজিতকে বধ করার বাসনায় দীপ্তিমান লক্ষ্মণ দাদা রামের সঙ্গে এই রকম কথা বলে দ্রুত চলে গেলেন।।২৮।। তিনি গুরুজন রামের চরণ বন্দনা করে, তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে ইন্দ্রজিতের দ্বারা পালিত যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলায় গেলেন চলে।।২৯।। রাম স্বস্তিবাচন করার পর রাজকুমার, প্রতাপশালী, ভাই লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।।৩০।। হাজার হাজার বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে হনুমান এবং অমাত্যগণসহ বিভীষণ দ্রুত লক্ষ্মণকে অনুসরণ করলো।।৩১।। বিরাট বানরবাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে লক্ষ্মণ চলেছেন। ভল্লুকরাজ জাম্ববানের বাহিনীকেও পথে তিনি অবস্থান করতে দেখলেন।।৩২।। বন্ধুদের আনন্দদানকারী লক্ষ্মণ। বহু পথ গিয়ে তিনি দূর থেকেই ব্যূহবদ্ধ রক্ষোরাজ-বাহিনীকে দেখতে পেলেন।।৩৩।। শত্রুদমন লক্ষ্মণ। সেখানে গিয়েই তিনি মায়াবী ইন্দ্রজিতকে জয় করার জন্য ব্রহ্মার বিধান অনুসারে ধনু হাতে নিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।।৩৪।। প্রতাপশালী রাজপুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে তখন রয়েছে বিভীষণ। অঙ্গদ। এবং আছেন বায়ুপুত্র বীর হনুমান।।৩৫।। শত্রু ইন্দ্রজিতের সেনাবাহিনী নানাবিধ উজ্জ্বল অস্ত্রে ভাস্বর। ধ্বজসমূহ এবং বিশাল সব রথের দ্বারা দুর্গম। ঘোর অন্ধকারের মতো গহন, অতুলনীয় বেগশালী এবং ভয়ঙ্কর সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে লক্ষ্মণ প্রবেশ করলেন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ।।

বানর-রাক্ষসানাং যুদ্ধম্, হনুমতা রাক্ষসসেনানাং সংহারঃ, দ্বন্দ্বযুদ্ধায়
ইন্দ্রজিতে উৎসাহদানম্, লক্ষ্মণেন তস্য দর্শনঞ্চ

অথ তস্যামবস্থায়াং লক্ষ্মণং রাবণানুজঃ। পরেষামহিতং বাক্যমর্থসাধকমব্রবীৎ।। ১
যদেতদ রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে। এতদাযোধ্যতাং শীঘ্রং কপিভিশ্চ শিলায়ুধৈঃ।। ২
তস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত লক্ষ্মণ। রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যত্র ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি।। ৩
স ত্বমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যৈঃ শরৈরবকিরন্ পরান্। অভিদ্রবাশু যাবদ্ বৈ নৈতৎ কর্ম সমাপ্যতে।। ৪
জহি বীর দুরাত্মানং মায়াপরমধার্মিকম্। রাবণিং ক্রূরকর্মাণং সর্বলোকভয়াবহম্।। ৫
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। ববর্ষ শরবর্ষেণ রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি।। ৬
ঋক্ষাঃ শাখামৃগাশ্চৈব দ্রুমপ্রবরযোধিনঃ। অভ্যধাবন্ত সহিতাস্তদনীকমবস্থিতম্।। ৭
রাক্ষসাশ্চ শিতৈর্বাণৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ। অভ্যবর্তন্ত সমরে কপিসৈন্যজিঘাংসবঃ।। ৮
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপি-রক্ষসাম্। শব্দেন মহতা লঙ্কাং নাদয়ন বৈ সমন্ততঃ।। ৯
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ পাদপৈঃ। উদ্যতৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ ঘোরৈরাকাশমাবৃতম্।। ১০
রাক্ষসা বানরেন্দ্রেষু বিকৃতাননবাহবঃ। নিবেশয়ন্তঃ শস্ত্রাণি চক্রুস্তে সুমহদ্ভয়ম্।। ১১
তথৈব সকলৈর্বৃক্ষৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বানরাঃ। অভিজঘ্নুর্নিজঘ্নুশ্চ সমরে সর্বরাক্ষসান্।। ১২
ঋক্ষবানরমুখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলৈঃ। রক্ষসাং যুধ্যমানানাং মহদ্ভয়মজায়ত।। ১৩

ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ। হনুমানের দ্বারা রাক্ষসসেনাদের সংহার।
ইন্দ্রজিতকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হনুমানের আহ্বান। লক্ষ্মণের দ্বারা তার দর্শন।

সেই অবস্থায় রাবণানুজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে এই কথা বললো—*(অনন্তর যাতে শত্রুর অমঙ্গল হয় এবং নিজেদের অভীষ্ট সাধিত হয় সেই লক্ষ্যে)*।। ১ ।। এই যে মেঘের মতো শ্যামবর্ণ রাক্ষস সেনাবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে। শিলারূপ অস্ত্রের সহিত বানরদের নিয়ে শীগ্‌গির আক্রমণ করুন।। ২ ।। হে লক্ষ্মণ, বিরাট এই বাহিনীকে ভেদ করার জন্য সচেষ্ট হোন। এই সেনাবাহিনী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলেই রাক্ষস-রাজপুত্র ইন্দ্রজিতকে দেখা যাবে।।৩।। ইন্দ্রজিত যাতে যজ্ঞ কর্ম সমাপ্ত করতে না পারে তার পূর্বেই ইন্দ্রের বজ্রের মতো বাণরাশির দ্বারা আপনি দ্রুত শত্রুদের পর্যুদস্ত করুন।। ৪ ।। হে বীর, মায়াবী দুরাত্মা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে আপনি পরাজিত করুন। সে যে অত্যন্ত অধার্মিক। নিষ্ঠুর-কর্মা। এবং সর্বলোকের কাছে ভয়াবহ।।৫।। বিভীষণের বাক্য শুনে শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ রক্ষোরাজপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রতি বৃষ্টিধারার মতো শর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন।।৬।। ভল্লুক এবং বানরেরাও বড়ো বড়ো গাছ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেইখানে অবস্থানকারী সৈন্যদের প্রতি ধাবিত হলো।।৭।। বানর সৈন্যদের হত্যা করার ইচ্ছায় রাক্ষসেরা ধারালো বাণ, তরবারি, শক্তি এবং তোমরাদি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে এলো।।৮।। বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। তার ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সমগ্র লঙ্কা।।৯।। নানা প্রকারের ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্র, ধারালো বাণ, তরুরাজি এবং উদ্যত শৈলশৃঙ্গের দ্বারা আকাশ ঢেকে গেলো।। ১০ ।। বিকৃতমুখ এবং বিকৃতবাহু রাক্ষসেরা শস্ত্রের দ্বারা বানরদের দেহ আঘাত করে ভীষণ ভয় দেখাতে লাগলো।। ১১ ।। বানরেরাও সেইরকম বৃক্ষ এবং গিরিশৃঙ্গ নিয়ে রাক্ষসদের দিকে ছুটে গিয়ে হত্যা করতে লাগলো।। ১২ ।। বিশালকায় শক্তিসম্পন্ন ভল্লুক এবং বানরপ্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাক্ষসেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।। ১৩।। নিজের সৈন্যদের শত্রুদের দ্বারা

স্বমনীকং বিষণ্ণস্তু শ্রুত্বা শত্রুভিরর্দিতম্। উদতিষ্ঠত দুর্ধর্ষঃ স কর্মণ্যননুষ্ঠিতে।। ১৪
বৃক্ষান্ধকারান্নির্গত্য জাতক্রোধঃ স রাবণিঃ। আরুরোহ রথং সজ্জং পূর্বযুক্তং সুসংযতম্।। ১৫
স ভীমকার্মুকশরঃ কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমঃ। রক্তাস্যনয়নো ভীমো বভৌ মৃত্যুরিবান্তকঃ।। ১৬
দৃষ্ট্বৈব তু রথস্থং তং পর্যবর্তত তদ্বলম্। রক্ষসাং ভীমবেগানাং লক্ষ্মণেন যুযুৎসতাম্।। ১৭
তস্মিংস্তু কালে হনুমানরুজৎ স দুরাসদম্। ধরণীধরসঙ্কাশো মহাবৃক্ষমরিন্দমঃ।। ১৮
স রাক্ষসানাং তৎ সৈন্যং কালাগ্নিরিব নির্দহন্। চকার বহুভির্বৃক্ষৈর্নিঃসংজ্ঞং যুধি বানরঃ।। ১৯
বিধ্বংসয়ন্তং তরসা দৃষ্ট্বৈব পবনাত্মজম্। রাক্ষসানাং সহস্রাণি হনূমন্তমবাকিরন্।। ২০
শিতশূলধরাঃ শূলৈরসিভিশ্চাসিপাণয়ঃ। শক্তিহস্তাশ্চ শক্তীভিঃ পট্টিশৈঃ পট্টিশায়ুধাঃ।। ২১
পরিঘৈশ্চ গদাভিশ্চ কুন্তৈশ্চ শুভদর্শনৈঃ। শতশশ্চ শতঘ্নীভিরায়সৈরপি মুদ্গরৈঃ।। ২২
ঘোরৈঃ পরশুভিশ্চৈব ভিন্দিপালৈশ্চ রাক্ষসাঃ। মুষ্টিভির্বজ্রকল্পৈশ্চ তলৈরশনিসন্নিভৈঃ।। ২৩
অভিজঘ্নুঃ সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্বতোপমম্। তেষামপি চ সংক্রুদ্ধশ্চকার কদনং মহৎ।। ২৪
স দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠমচলোপমমিন্দ্রজিৎ। সূদমানমসন্ত্রস্তমমিত্রান্ পবনাত্মজম্।। ২৫
স সারথিমুবাচেদং যাহি যত্রৈষ বানরঃ। ক্ষয়মেব হি নঃ কুর্যাদ্ রাক্ষসানামুপেক্ষিতঃ।। ২৬
ইত্যুক্তঃ সারথিস্তেন যযৌ যত্র স মারুতিঃ। বহন্ পরমদুর্ধর্ষং স্থিতমিন্দ্রজিতং রথে।। ২৭
সোঽভ্যুপেত্য শরান্ খড়্গান্ পট্টিশাংশ্চ পরশ্বধান্। অভ্যবর্ষত দুর্ধর্ষঃ কপিমূর্ধনি রাক্ষসঃ।। ২৮
তানি শস্ত্রাণি ঘোরাণি প্রতিগৃহ্য স মারুতিঃ। রোষেণ মহতাবিষ্টো বাক্যং চেদমুবাচ হ।। ২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি রাবণাত্মজ দুর্মতে। বায়ুপুত্রং সমাসাদ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি।। ৩০

বিপর্যস্ত এবং বিষণ্ণ শুনে দুর্ধর্ষ সেই ইন্দ্রজিত যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ না করেই উঠে এলো।। ১৪।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত বেরিয়ে এলো গাছের অন্ধকারে ঘেরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার থেকে। পূর্ব হতেই অশ্বযোজিত ও অস্ত্রসজ্জিত রথে সে আরোহণ করলো।। ১৫।। কালো ঘনীভূত কাজলরাশির মতো তার গাত্রবর্ণ। ভীষণ ধনু ও বাণ তার হাতে। রাগে তার মুখ আর চোখ লাল। মৃত্যুর দেবতা ভয়ঙ্কর যমের মতো তাকে দেখাচ্ছে।। ১৬।। তাকে রথস্থ হতে দেখেই লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে সমুৎসুক ভয়ঙ্কর বেগবান রাক্ষসদের সেনাবাহিনী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লো।। ১৭।। সে সময়ে শত্রুদমনকারী, পর্বতের মতো দেখতে হনুমান উপড়ে নিলেন একটি বিরাট গাছ।। ১৮।। বানর হনুমান দগ্ধকারী প্রলয়কালীন অগ্নির মতো বহু বৃক্ষের দ্বারা আঘাত করে যুদ্ধে সৈন্যদেরকে অচেতন করে দিলেন।। ১৯।। পবনপুত্র হনুমান দ্রুতগতিতে রাক্ষসসেনাদেরকে ধ্বংস করছিলেন। তা দেখে হাজার হাজার রাক্ষস হনুমানের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলো।।২০।। ধারালো শূল এবং অসি-হস্ত রাক্ষসেরা শক্তি অস্ত্র হাতে নিয়ে শূল, অসি এবং পট্টিশ অস্ত্র নিয়ে হনুমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।২১।। কেউ কেউ পরিঘ, গদা, সুদর্শন দণ্ড, শত শত শতঘ্নী তথা কামান এবং লোহার মুগুর নিয়ে এগিয়ে এলো।।২২।। ভীষণ কুঠার এবং ভিন্দিপাল নিয়ে অনেক রাক্ষস এলো ছুটে। বজ্রের মতো মুষ্টি এবং অশনির মতো হস্ততল দিয়ে তারা চপেটাঘাত করতে লাগলো।।২৩।। পর্বতোপম হনুমানকে পেয়ে তারা ঐভাবে আঘাত করছিলো। হনুমানও অত্যন্ত রেগে তাদের ওপর প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন।।২৪।। ইন্দ্রজিৎ দেখলো, পাহাড়ের মতো বিশালদেহী বায়ুপুত্র হনুমান নির্ভীকভাবে স্বীয়-শত্রু রাক্ষসদেরকে ধ্বংস করছেন।।২৫।। সে তখন সারথিকে বললো, ঐ বানরের কাছে রথ নিয়ে চলো। একে উপেক্ষা করলে সে আমার রাক্ষসদের ধ্বংস করে ফেলবে।।২৬।। সারথিকে এই কথা বলতেই যেখানে হনুমান অবস্থান করছেন সেইখানে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিতের রথটিকে সারথি নিয়ে গেলো।।২৭।। ঐ রাক্ষস তার সামনে গিয়ে শর, খড়্গ, পট্টিশ, পরশু প্রভৃতি হনুমানের মাথায় বর্ষণ করতে লাগলো।।২৮।। সেইসব অস্ত্র প্রতিগ্রহ করে হনুমান ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন— ।।২৯।। ওরে দুর্মতি রাবণপুত্র, যদি বীরই হয়ে থাকো তাহলে যুদ্ধ করো। পবনপুত্রের কাছে এসেছো। জীবন নিয়ে আর ফিরতে পারবে না।।৩০।। হে দুর্বুদ্ধে, দুই বাহু

বাহুভ্যাং সম্প্রযুধ্যস্ব যদি মে দ্বন্দ্বমাহবে। বেগং সহস্ব দুর্বুদ্ধে ততস্ত্বং রক্ষসাং বরঃ।। ৩১
হনূমন্তং জিঘাংসন্তং সমুদ্যতশরাসনম্‌। রাবণাত্মজমাচষ্টে লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ।। ৩২
যঃ স বাসবনির্জেতা রাবণস্যাত্মসম্ভবঃ। স এষ রথমাস্থায় হনূমন্তং জিঘাংসতি।। ৩৩
তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রুনিবারণৈঃ। জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জহি।। ৩৪
ইত্যেবমুক্তস্তু তদা মহাত্মা বিভীষণেনারিবিভীষণেন।
দদর্শ তং পর্বতসন্নিকাশং রথস্থিতং ভীমবলং দুরাসদম্‌।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

নিয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করো। যদি আমার বেগ সহ্য করতে পারো, তাহলেই বুঝবো তুমি রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।৩১।। অতঃপর হনুমানকে হত্যা করার জন্য ইন্দ্রজিতকে শরাসন উদ্যত করতে দেখে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললো– ।।৩২।। ঐ দেখো, রাবণের যে পুত্র ইন্দ্রকে জয় করেছে, সে এখন রথে বসে হনুমানকে হত্যা করার চেষ্টা করছে।।৩৩।। সেইজন্য হে লক্ষ্মণ, অতুলনীয় আকারবিশিষ্ট, শত্রুবিধ্বংসকারী, প্রাণঘাতী, ভয়ঙ্কর এই শররাজির দ্বারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে হত্যা করুন।।৩৪।। শত্রুদের ভয়দায়ক বিভীষণ এই প্রকার বললো। মহাত্মা লক্ষ্মণ তখন রথে স্থিত ভীষণ বলবান, পর্বততুল্য, দুর্ধর্ষ সেই ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলেন।।৩৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণস্যেন্দ্রজিতশ্চ রোষপূর্ণ আলাপঃ

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং জাতহর্ষো বিভীষণঃ। ধনুষ্পাণিং তমাদায় ত্বরমাণো জগাম সঃ।। ১
অবিদূরং ততো গত্বা প্রবিশ্য তু মহদ্বনম্‌। অদর্শয়ত তৎকর্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ।। ২
নীলজীমূতসঙ্কাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্‌। তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ষ্মণায় ন্যবেদয়ৎ।। ৩
ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্‌ রাবণাত্মজঃ। উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে।। ৪
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ। নিহন্তি সমরে শত্রূন্‌ বধ্নাতি চ শরোত্তমৈঃ।। ৫
তমপ্রবিষ্টং ন্যগ্রোধং বলিনং রাবণাত্মজম্‌। বিধ্বংসয় শরৈর্দীপ্তৈঃ সরথং সাশ্বসারথিম্‌।। ৬
তথেত্যুক্ত্বা মহাতেজাঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ। বভূবাবস্থিতস্তত্র চিত্রং বিস্ফারয়ন্‌ ধনুঃ।। ৭

সপ্তশীতিতম (৮৭) সর্গ

বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের ক্রুদ্ধ বাক্য-বিনিময়

এইরকম বলে আনন্দিত বিভীষণ ধনুর্হস্ত লক্ষ্মণকে নিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো।।১।। কিছুদূর গিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে বিভীষণ লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের হোমকর্ম দর্শন করালো।।২।। রাবণের ভাই, তেজস্বী বিভীষণ নীল মেঘের মতো ভীষণ দর্শন একটি বটগাছ লক্ষ্মণকে দেখালো।।৩।। রাবণপুত্র বলবান ইন্দ্রজিৎ আগে ভূতগণকে এইখানে উপহার নিবেদন করে তারপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় (*ভূতগণ হলো অপদেবতা। তাই পূজা, যজ্ঞাদির নির্বিঘ্ন অনুষ্ঠানের জন্য মূল পূজার পূর্বে ভূতবলি দিয়ে এই ভূত তথা অপদেবতাদের তুষ্ট করতে হয়*) ।।৪।। তাই, রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ সকল প্রাণী হতে অদৃশ্য হয়ে, উত্তম বাণের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদেরকে বধ করে।।৫।। বলবান রাবণপুত্র যতোক্ষণ এই বটবৃক্ষের স্থানে প্রবেশ না করছে, তার মধ্যেই রথ, অশ্ব এবং সারথিসহ ধ্বংস করুন তাকে।।৬।। মহাতেজস্বী মিত্রদের আনন্দবর্ধক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁর বিচিত্র ধনুতে টঙ্কার দিয়ে সেইখানে অবস্থান করতে লাগলেন।।৭।। এদিকে রাবণপুত্র বলবান ইন্দ্রজিতকে অগ্নিবর্ণ রথে বর্মে

স রথেনাগ্নিবর্ণেন বলবান্ রাবণাত্মজঃ। ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী সধ্বজঃ প্রত্যদৃশ্যত।। ৮
তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্। সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্ যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে।। ৯
এবমুক্তো মহাতেজা মনস্বী রাবণাত্মজঃ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্।। ১০
ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্মম। কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস।। ১১
ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে। প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ।। ১২
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ। যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ।। ১৩
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্। ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচ পরাশ্রয়ঃ।। ১৪
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা। নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ।। ১৫
যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে। স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে।। ১৬
নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর। স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ।। ১৭
ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেণ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ। অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকত্থসে।। ১৮
রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ। কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্।। ১৯
ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে। ভ্রাত্রা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে।। ২০
ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্। ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা।। ২১

আবৃত ও খড়্গ হস্তে ধ্বজশোভিত অবস্থায় দেখা গেলো।।৮।। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ তখন এতাবৎ অপরাজিত পুলস্ত্যবংশধর সেই ইন্দ্রজিতকে বললেন, আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি। এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।।৯।। মহাতেজস্বী, মনস্বী, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ এইকথা বলায় ইন্দ্রজিৎ সেখানে বিভীষণকে দেখে কঠোরবাক্যে বললো— ।।১০।। রাক্ষসকুলে এই লঙ্কায় জন্মেছো তুমি। এবং বেড়েও উঠেছো। তুমি আমার বাবার আপন ভাই। হে রাক্ষস, তুমি তো আমার কাকা। তুমি পুত্রের প্রতি কেন বিরুদ্ধতা করছো।।১১।। হে দুর্মতে, তুমি ধর্মকে দূষিত করছো। তোমার জ্ঞাতিত্ব, সৌহৃদ্য, জাতিপ্রেম নেই। ভ্রাতৃত্বের প্রমাণও তুমি দিচ্ছো না।।১২।। হে দুর্বুদ্ধে, তোমার এই আচরণ শোকের যোগ্য। সাধুদের দ্বারা তুমি নিন্দনীয়। কারণ, তুমি আত্মজনদের ত্যাগ করেছো। হয়ে গেছো অপরের চাকর।।১৩।। কোথায় আত্মজনের সঙ্গে বসবাস আর কোথায় নীচ শত্রুর আশ্রয়। তোমার বুদ্ধি শিথিল হওয়াতে এই দুইয়ের বিশাল পার্থক্য তুমি বুঝতে পারছো না।।১৪।। শত্রু যদি গুণবান হয় এবং আত্মজন যদি নির্গুণও হয় তাহলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেয়ঃ। শত্রু যে, সে চিরকালই শত্রু থাকে *(মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যে' হুবহু এই শ্লোকটি সংলাপে তুলে ধরেছেন)* ।।১৫।। যে নিজের পক্ষ পরিত্যাগ করে শত্রুপক্ষের সেবা করে, সে নিজের পক্ষের ধ্বংসের পর সেই শত্রুপক্ষের দ্বারাই নিহত হয় *(জয়চাঁদ হতে আজ পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিবিদ্‌রা এইকথা শোনে নি বলে ভারতের পরাধীনতা, ত্রিখণ্ডীকরণ প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে)* ।।১৬।। হে রাক্ষস, হে রাবণানুজ, আমার বধের জন্য লক্ষ্মণকে তুমি এইখানে এনে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছো, স্বজন হয়ে এইরকম নির্দয় বিক্রম আর কেউই দেখায় নি।।১৭।। ভ্রাতুষ্পুত্র এই কথা বলায় বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন, ওরে রাক্ষস, আমার স্বভাব না জেনেই কি সব বাজে কথা বলছো ? *(মৎ + শীলম= মচ্ছীলম্)* ।।১৮।। ওরে রক্ষোরাজপুত্র, ওরে অসাধু, যদি তোমার গৌরববোধ থাকে, তাহলে এই কার্কশ্য পরিত্যাগ করো। যদিও ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের বংশে আমি জন্মেছি, তবুও আমার স্বভাব রাক্ষসদের মতো নয়। মনুষ্যের যেটা প্রধান গুণ, তাকেই আমি আশ্রয় করেছি।।১৯।। নিষ্ঠুর কর্মে আমার মন নেই। অধর্মেও আনন্দ নেই আমার। ভাই যদি অন্যরকম স্বভাবের হয়, তাহলেও কি তাকে ত্যাগ করা উচিত ? *(রাবণের সঙ্গে একই স্বভাবের নয় বলে রাবণ বিভীষণকে তাড়িয়ে দিয়েছে)*।।২০।। ধর্ম হতে যে বিচ্যুত, পাপে যে সংকল্পবদ্ধ, তাকে ত্যাগ করলে হাত থেকে বিষপরিত্যাগ করলে যে রকম সুখ লাভ করা যায়, সেইরকম সুখই অনুভব করা যায়।।২১।। পরস্ব যে হরণ করে, পরস্ত্রীকে যে অত্যাচার করে, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্জ্বলিত গৃহের

পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্। ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা।। ২২
পরস্বানাঞ্চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্। সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ।। ২৩
মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ। অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরত্বং প্রতিকূলতা।। ২৪
এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ। গুণান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানিব তোয়দাঃ।। ২৫
দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব। নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা।। ২৬
অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্বিনীতশ্চ রাক্ষস। বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।। ২৭
অদ্যেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যস্মাং পরুষমুক্তবান্। প্রবেষ্টুং ন ত্বয়া শক্যং ন্যগ্রোধং রাক্ষসাধম।। ২৮
ধর্ষয়িত্বা চ কাকুৎস্থং ন শক্যং জীবিতুং ত্বয়া। যুধ্যস্ব নরদেবেন লক্ষ্মণেন রণে সহ।
হতস্ত্বং দেবতাকার্যং করিষ্যসি যমক্ষয়ম্।। ২৯
নিদর্শয়িত্বাত্মবলং সমুদ্যতম্ কুরুষ্ব সর্বায়ুধসায়কব্যয়ম্।
ন লক্ষ্মণস্যৈত্য হি বাণগোচরম্ ত্বমদ্য জীবন্ সবলো গমিষ্যসি।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

মতোই ত্যাগ করা উচিত।।২২।। পরের দ্রব্য হরণ, পরস্ত্রীকে অত্যাচার, সুহৃদের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস এই তিনটি দোষ বিনাশের কারণ।।২৩।। মহর্ষিদের ভয়ঙ্কর হত্যা, সকল দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রবল আত্মাভিমান, ক্রোধ, শত্রুতা এবং ধর্মের প্রতিকূলতা,– ।।২৪।। এই দোষগুলি আমার ভ্রাতার প্রাণ এবং ঐশ্বর্যকে বিনাশ করবে। মেঘ যেমন পর্বতকে ঢেকে ফেলে, তেমনি এই দোষগুলি তার অন্য গুণগুলিকে ঢেকে ফেলেছে।।২৫।। এসকল দোষের জন্যই আমি আমার ভ্রাতা তথা তোমার পিতাকে ত্যাগ করেছি। এখন এই লঙ্কাপুরী, তুমি বা তোমার পিতার অস্তিত্ব থাকবে না।।২৬।। হে রাক্ষস, ছেলেমানুষ তুমি। অত্যন্ত অভিমানী। এবং দুর্বিনীত। কালপাশে তুমি বদ্ধ হয়েছো। তোমার যা ইচ্ছা তা আমায় বলো।।২৭।। তুমি আমায় যে কঠোরবাক্য বললে, তার জন্য তুমি আজ বিপন্ন হলে। হে অধম রাক্ষস, তুমি আজ আর বটবৃক্ষতলে যেতে পারবে না।।২৮।। লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না। মনুষ্যদের মধ্যে দেবতা হলেন লক্ষ্মণ। তুমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করো। তাতে তুমি নিহত হয়ে যমের গৃহে তথা পরলোকে গিয়ে দেবকার্য করবে *(লক্ষ্মণের হস্তে মৃত্যুতে স্বর্গলাভই হবে)* ।।২৯।। আজ যদি তুমি নিজের শক্তিপ্রদর্শন করে সকল অস্ত্র এবং সায়ক ব্যবহার করো, তবুও তুমি লক্ষ্মণের বাণের গোচরে এসে স-সৈন্যে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।।৩০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম (৮৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিতশ্চ রোষময়সংবাদঃ, ঘোরং যুদ্ধঞ্চ

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধেনাভ্যুৎপপাত চ।। ১
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কৃতে। কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ।। ২

অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় এবং ঘোর যুদ্ধ

বিভীষণের বাক্য শুনে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রেগে অজ্ঞান। সে কঠোরবাক্য বলে ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।১।। হাতে তার উদ্যত খড়্গ। সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত রথে সে অবস্থিত। অশ্বগুলি কৃষ্ণবর্ণ। তখন যমের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে।।২।। ভীষণ বলশালী সে। বেগবান দৃঢ় বিশালাকার ভয়ঙ্কর ধনু তুলে

মহাপ্রমাণমুদ্যম্য বিপুলং বেগবদ্ দৃঢম্। ধনুর্ভীমবলো ভীমং শরাংশ্চামিত্রনাশনান্।। ৩
তং দদর্শ মহেষ্বাসো রথস্থঃ সমলঙ্কৃতঃ। অলঙ্কৃতমমিত্রঘ্নো রাবণস্যাত্মজো বলী।। ৪
হনূমৎপৃষ্ঠমারূঢমুদয়স্থরবিপ্রভম্। উবাচৈনং সুসংবদ্ধঃ সৌমিত্রিং সবিভীষণম্।। ৫
তাংশ্চ বানরশার্দূলান্ পশ্যধ্বং মে পরাক্রমম্। অদ্য মৎকার্মুকোৎসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্।। ৬
মুক্তবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যথ সংযুগে। অদ্য বো মামকা বাণা মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ।
বিধমিষ্যন্তি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।। ৭
তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিন্নাঞ্শূলশক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ। অদ্য বো গময়িষ্যামি সর্বানেব যমক্ষয়ম্।। ৮
সৃজতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিপ্রহস্তস্য সংযুগে। জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ।। ৯
রাত্রিযুদ্ধে তদা পূর্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ। শায়িতৌ তৌ ময়া ভূয়ো বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ।। ১০
স্মৃতির্ন তেঽস্তি বা মন্যে ব্যক্তং যাতো যমক্ষয়ম্। আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যস্মাং যোদ্ধুমুপস্থিতঃ।। ১১
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য গর্জিতং রাঘবস্তদা। অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং বাক্যমব্রবীৎ।। ১২
উক্তশ্চ দুর্গমঃ পারঃ কার্যাণাং রাক্ষস ত্বয়া। কার্যাণাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্।। ১৩
স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ। বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্মতে।। ১৪
অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা। তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ।। ১৫
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস। দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে।। ১৬
এবমুক্তো ধনুর্ভীমং পরামৃশ্য মহাবলঃ। সসর্জ নিশিতান্ বাণানিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ১৭

নিলো। শত্রুবিনাশী বাণরাশিও করলো গ্রহণ।।৩।। রথে অলঙ্কৃত হয়ে মহাধনুর্ধর সে বসে আছে। রাবণের এই বলবান পুত্র শত্রুঘাতী। ঐ অবস্থায় সে বিভীষণসহ লক্ষ্মণকে দেখতে পেলো।।৪।। লক্ষ্মণ তখন হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ়। উদয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর দীপ্তি। অত্যন্ত রেগে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে বাক্য বললো।।৫।। সেইসব বানরকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, তোমরা সবাই আমার পরাক্রম দেখো। দেখো বৃষ্টির ধারার মতো দুর্ধর্ষ আমার বাণবর্ষণ।।৬।। আকাশের মুক্ত বর্ষণের মতো যুদ্ধে আমার বাণবর্ষণ সহ্য করো। আজ আমার বাণগুলি বিরাট ধনু হতে নির্গত হচ্ছে। আগুন যেমন তুলারাশিকে ভস্মীভূত করে তেমনি আমার বাণরাজি তোমাদের দেহকে বিদীর্ণ করে তোমাদের ধ্বংস করবে।।৭।। শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং তোমরের দ্বারা তোমাদের সবাইকে আমি আজ যমের বাড়ী পাঠাবো।।৮।। যুদ্ধক্ষেত্রে মেঘের মতো গর্জন করে ক্ষিপ্রহস্তে আমি যখন শরবর্ষণ করবো, তখন কে আমার সামনে থাকতে পারবে?।।৯।। রাত্রিযুদ্ধে পূর্বে বজ্র এবং অশনির মতো আমার নিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হয়ে আমার সামনেই তোমরা দুইভাই অচেতন হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলে।।১০।। মনে হচ্ছে তা তোমাদের মনে নেই। সর্পের মতো আজ আমি ক্রুদ্ধ। যেহেতু আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছো, তখন এটা নিশ্চিত যে তুমি যমালয়েই চলে গেছো।।১১।। রক্ষঃপ্রধানের সেই গর্জন শুনে লক্ষ্মণ তখন নির্ভীকবদনে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতকে বললেন—।।১২।। ওরে রাক্ষস, তুমি তো কেবল কথা বলেই কঠিন কার্যের সমাপন করলে। যে হাতে কলমে কার্য সম্পাদন করে, সেইই তো বুদ্ধিমান।।১৩।। হে দুর্মতে, কারো দ্বারা যে কাজ করা কঠিন, তুমি কেবল কথা বলেই সে কাজ করেছো বলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছো।।১৪।। আড়ালে থেকে তুমি তখন যা করেছো, সেটি তো চোরের কাজ। বীর কখনো ঐভাবে কাজ করে না।।১৫।। ওরে রাক্ষস, আমি যেমন তোমার বাণপথে অবস্থান করছি, সেইভাবে তুমিও তোমার তেজ দেখাও দেখি। বাজে কথা বলে আত্মশ্লাঘা করছো কেন?।।১৬।। এইকথা বলায় যুদ্ধজয়ী মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ ভীষণ ধনু আকর্ষণ করে তীক্ষ্ণ বানরাশি নিক্ষেপ করলো।।১৭।। তার দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরগুলি সর্পবিষের মতো লক্ষ্মণের ওপর পতিত হলো। কিন্তু ব্যর্থ সর্প যেমন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটিতে পড়ে যায় সেই রকমই ঐ বাণগুলি ব্যর্থ হয়ে মাটিতে খসে পড়লো (মন্ত্রের দ্বারা লক্ষ্মণের দেহ দৃঢ়বদ্ধ ছিলো বলে বাণগুলি

তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ। সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ।। ১৮
শরৈরতিমহাবেগৈর্বেগবান্ রাবণাত্মজঃ। সৌমিত্রিমিন্দ্রজিদ্ যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্।। ১৯
স শরৈরতিবিদ্ধাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ। শুশুভে লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ।। ২০
ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ। বিনদ্য সুমহানাদমিদং বচনমব্রবীৎ।। ২১
পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকার্মুকচ্যুতাঃ। আদাস্যন্তেঽদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ।। ২২
অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষ্মণ। গৃধ্রাশ্চ নিপতন্তু ত্বাং গতাসুং নিহতং ময়া।। ২৩
ক্ষত্রবন্ধুঃ সদানার্যং রামঃ পরমদুর্মতিঃ। ভক্তং ভ্রাতরমদ্যৈব ত্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া।। ২৪
বিস্রস্তকবচং ভূমৌ ব্যপবিদ্ধশরাসনম্। হৃতোত্তমাঙ্গং সৌমিত্রে ত্বামদ্য নিহতং ময়া।। ২৫
ইতি ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাত্মজম্। হেতুমদ্ বাক্যমর্থজ্ঞো লক্ষ্মণঃ প্রত্যুবাচ হ।। ২৬
বাগ্বলং ত্যজ দুর্বুদ্ধে ক্রূরকর্মন্ হি রাক্ষস। অথ কস্মাদ্ বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্মণা।। ২৭
অকৃত্বা কত্থসে কর্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস। কুরু তৎ কর্ম যেনাহং শ্রদ্দধেয়ং তব কত্থনম্।। ২৮
অনুক্ত্বা পরুষং বাক্যং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপন্। অবিকত্থন্ বধিষ্যামি ত্বাং পশ্য পুরুষাদন।। ২৯
ইত্যুক্ত্বা পঞ্চ নারাচানাকর্ণাপূরিতান্ শরান্। বিজঘান মহাবেগাল্লক্ষ্মণো রাক্ষসোরসি।। ৩০
সুপত্রবেগিতা বাণা জ্বলিতা ইব পন্নগাঃ। নৈর্ঋতোরস্যভাসন্ত সবিতূ রশ্ময়ো যথা।। ৩১
স শরৈরাহতস্তেন সরোষো রাবণাত্মজঃ। সুপ্রযুক্তৈস্ত্রিভির্বাণৈঃ প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্।। ৩২
স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ। বিমর্দস্তুমুলো যুদ্ধে পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।। ৩৩
বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ। উভৌ পরমদুর্জেয়াবতুল্যবলতেজসৌ।। ৩৪

তাঁর দেহ বিদীর্ণ করতে পারে নি।।।১৮।। দ্রুতগতিশীল রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বেগবান বাণরাজির দ্বারা শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বিদ্ধ করতে লাগলো।।১৯।। সেই শরজাল লক্ষ্মণের অঙ্গসমূহ ভীষণভাবে বিদীর্ণ করলো। তাতে তাঁর দেহ রক্তে প্লাবিত হলো। ধূমহীন অগ্নির মতো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখাচ্ছিলো তখন শ্রীমান লক্ষ্মণকে।।২০।। ইন্দ্রজিৎ নিজের এই বাণক্ষেপ কার্য ভালো করে দেখে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বিরাট গর্জন করে বললো— ।।২১।। আমার এই বাণগুলি খুব ধারালো। ওহে লক্ষ্মণ, প্রাণঘাতী এই বাণগুলি আজ আমার ধনু হতে বিচ্যুত হয়ে তোমার প্রাণ নিয়ে নেবে।।২২।। ওহে লক্ষ্মণ, আমার দ্বারা নিহত গতপ্রাণ তোমার দেহের ওপর আজ শৃগাল, শ্যেন ও শকুনগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক।।২৩।। ক্ষত্রিয়াধম, সর্বদাই অনার্য, অত্যন্ত দুর্মতি রাম আজই দেখবে তার ভক্ত ভাই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে।।২৪।। হে লক্ষ্মণ, আজ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার বর্ম মাটিতে পড়ে থাকবে। ধনু এবং বাণ ভেঙে গেছে। তোমার মাথা দেহ হতে ছিন্ন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তুমি আজ আমার দ্বারা নিহত হবে।।২৫।। রাবণপুত্র এইরকম বলতে থাকলে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বললো— ।।২৬।। ওরে ক্রূরকর্মা দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন রাক্ষস, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করো। এইসব কথা বলছো কেন ? কাজ করে দেখাও।।২৭।। ওরে রাক্ষস, যে কাজ এখনো করো নি, তার জন্য আত্মশ্লাঘা করছো কেন ? সেই কাজই করো, যাতে আমার বিশ্বাস হয়।।২৮।। ওরে নরমাংসভক্ষক রাক্ষস, দেখো, রূঢ়বাক্য না বলে, কাউকে নিন্দা না করে, নিজের প্রশংসা না করেই তোমায় আজ আমি বধ করছি।।২৯।। এই বলে কান পর্যন্ত জ্যা-টেনে নিয়ে পাঁচটি বাণ লক্ষ্মণ অত্যন্ত বেগে রাক্ষসের বুকের ওপর নিক্ষেপ করলেন।।৩০।। সুপত্রশোভিত বেগবান এই বাণরাশি ক্রোধে জ্বলছে এমন সাপের মতো রাক্ষসের বুকে সূর্যের কিরণের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৩১।। ঐ শরে বিদ্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলো।।৩২।। দু'জনেই জয়ের অভিলাষী। নরবীর এবং রাক্ষসবীর দু'জনের মধ্যে রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো।।৩৩।। তারা দু'জনেই পরাক্রমী। শক্তিশালী। বিক্রমশালী। অতুলনীয় শক্তি এবং বীর্যবত্তায় অত্যন্ত দুর্জয়।।৩৪।। আকাশে দুই গ্রহের সংঘর্ষের মতো ভূতলে তারা দু'জনে

যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ। বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুষ্প্রধর্ষণৌ।। ৩৫
যুযুধাতে মহাত্মানৌ তদা কেসরিণাবিব। বহূনবসৃজন্তৌ হি মার্গণৌঘানবস্থিতৌ।
নররাক্ষসমুখ্যৌ তৌ প্রহৃষ্টাবভ্যুযুধ্যতাম্।। ৩৬
ততঃ শরান্ দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ। সসর্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।। ৩৭
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং স শ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ। বিবর্ণবদনো ভূত্বা লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত।। ৩৮
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাবণাত্মজম্। সৌমিত্রিং যুদ্ধসংযুক্তং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।। ৩৯
নিমিত্তান্যুপপশ্যামি যান্যস্মিন্ রাবণাত্মজে। ত্বর তেন মহাবাহো ভগ্ন এষ ন সংশয়ঃ।। ৪০
ততঃ সন্ধায় সৌমিত্রিঃ শরানাশীবিষোপমান্। মুমোচ বিশিখাংস্তস্মিন্ সর্পানিব বিষোল্বণান্।। ৪১
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ। মুহূর্তমভবন্মূঢ়ঃ সর্বসংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪২
উপলভ্য মুহূর্তেন সংজ্ঞাং প্রত্যাগতেন্দ্রিয়ঃ। দদর্শাবস্থিতং বীরমাজৌ দশরথাত্মজম্।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং রোষাৎ সংরক্তলোচনঃ।। ৪৩
অব্রবীচ্চৈনমাসাদ্য পুনঃ স পরুষং বচঃ। কিন্ন স্মরসি তদ্ যুদ্ধে প্রথমে মৎপরাক্রমে।
নিবদ্ধস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা যদা যুধি বিচেষ্টসে।। ৪৪
যুবাং খলু মহাযুদ্ধে বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ। শায়িতৌ প্রথমং ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ।। ৪৫
স্মৃতির্বা নাস্তি তে মন্যে ব্যক্তং বা যমসাদনম্। গন্তুমিচ্ছসি যস্মাং ত্বমাধর্ষয়িতুমিচ্ছসি।। ৪৬
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মৎপরাক্রমঃ। অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ।। ৪৭

যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধে তাঁদের দু'জনকে শক্তিতে ইন্দ্র এবং বৃত্রের মতো দুর্ধর্ষ মনে হচ্ছিলো।।৩৫।। যুদ্ধভূমিতে অবস্থান করে সেই মহাত্মা দু'জন দু'টি সিংহের মতো যুদ্ধ করছিলেন। বহু বাণ তাঁরা নিক্ষেপ করছিলেন। নরপ্রধান এবং রাক্ষসপ্রধান দু'জন এইভাবে বেশ আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।।৩৬।। *(৩৬ নং শ্লোকের পর দু'টি শ্লোক কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে আছে তা যুক্তি যুক্ত নয় বলে এবং পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট বলে আমরা পরিত্যাগ করেছি। বঙ্গে প্রচলিত রামায়ণে ৩৬নং শ্লোকের পরই ৮৮তম সর্গ শেষ হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র প্রচলিত রামায়ণে তা নয়। তাই আমরাও বিশেষ বিচার করে এইখানেই সর্গের সমাপ্তি করি নি)* তারপর শত্রুবিনাশী দশরথপুত্র লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিঃশ্বাস ফেলে শরসন্ধান করে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।।৩৭।। তাঁর জ্যা তল-ধ্বনি শুনে সেই রাক্ষসাধিপতি ইন্দ্রজিতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে তখন ভয়ে ভয়ে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।।৩৮।। রাবণপুত্র রাক্ষস ইন্দ্রজিতকে বিষণ্ণবদন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধে মহোৎসাহে নিরত দেখে বিভীষণ বললো—।।৩৯।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের মধ্যে আমি দুর্লক্ষণ সব দেখছি। এর উৎসাহ নিঃসন্দেহে ভেঙে গেছে। তাই, তার বিনাশে আপনি তাড়াতাড়ি করুন।।৪০।। অনন্তর সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ সর্পের মতো শররাজি তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন সেই বাণগুলিকে বিষোদ্গারী সর্পের মতো মনে হচ্ছিলো।।৪১।। লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত বাণরাজির স্পর্শ ছিলো ইন্দ্রের বজ্রের মতো কঠিন। তাতে আহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ মুহূর্তের জন্য মূর্ছিত হয়ে গেলো। তার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হয়ে গেলো।।৪২।। মুহূর্তের মধ্যেই সে সংজ্ঞা লাভ করলো। তার ইন্দ্রিয়গুলি পূর্বের মতো স্বাভাবিক হয়ে এলো। সে তখন দেখলো দশরথের বীরপুত্র লক্ষ্মণ যুদ্ধভূমিতে অবস্থান করছেন। রেগে চোখ লাল করে সে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে কঠোরবাক্য বললো।।৪৩।। লক্ষ্মণকে সামনে পেয়ে সে পুনঃপুনঃ কঠোর বাক্যে বললো, প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রমের কথা তোমার মনে পড়ছে কি? সেই সময় যুদ্ধে ভাইসহ আমার হাতে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করছিলে?।।৪৪।। ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিলো। বজ্র এবং বিদ্যুতের মতো বাণের দ্বারা অগ্রগামী সৈন্যসহ প্রথমেই আমি তোমাদের ভূমিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম।।৪৫।। মনে হয়, সেই সব তোমার মনে নেই। যেহেতু তুমি আমায় আক্রমণ করতে চাইছো, তাতে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে তুমি যমালয়েই যেতে চাইছো।।৪৬।। যদি প্রথম যুদ্ধে তুমি আমায় পরাক্রম না দেখে থাকো, তবে এখানে দাঁড়াও। আজই তোমায় তা দেখিয়ে দিচ্ছি।।৪৭।।

ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্। দশভিস্তু হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ।। ৪৮
ততঃ শরশতেনৈব সুপ্রযুক্তেন বীর্যবান্। ক্রোধাদ্ দ্বিগুণসংরব্ধো নির্বিভেদ বিভীষণম্।। ৪৯
তদ্ দৃষ্ট্বেন্দ্রজিতা কর্ম কৃতং রামানুজস্তদা। অচিন্তয়িত্বা প্রহসন্নৈতৎ কিঞ্চিদিতি ব্রুবন্।। ৫০
মুমোচ চ শরান্ ঘোরান্ সংগৃহ্য নরপুঙ্গবঃ। অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং লক্ষ্মণো যুধি।। ৫১
নৈবং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর। লঘবশ্চাল্পবীর্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব।। ৫২
নৈবং শূরাস্তু যুধ্যন্তে সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ। ইত্যেবং তং ব্রুবন্ ধন্বী শরৈরভিববর্ষ হ।। ৫৩
তস্য বাণৈঃ সুবিধ্বস্তং কবচং কাঞ্চনং মহৎ। ব্যশীর্যত রথোপস্থে তারাজালমিবাম্বরাৎ।। ৫৪
বিধূতবর্মা নারাচৈর্বভূব স কৃতব্রণঃ। ইন্দ্রজিৎ সমরে বীরঃ প্রত্যূষে ভানুমানিব।। ৫৫
ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ। বিভেদ সমরে বীরো লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমঃ।। ৫৬
ব্যশীর্যত মহদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য তু। কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং বভূবতুররিন্দমৌ।। ৫৭
অভীক্ষ্ণ নিঃশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যেতাং তুমুলং যুধি। শরসঙ্কৃত্তসর্বাঙ্গৌ সর্বতো রুধিরোক্ষিতৌ।। ৫৮
সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ। ততক্ষতুর্মহাত্মানৌ রণকর্মবিশারদৌ।
বভূবতুশ্চাত্মজয়ে যত্তৌ ভীমপরাক্রমৌ।। ৫৯
তৌ শরৌঘৈস্তথাকীর্ণৌ নিকৃত্তকবচধ্বজৌ। সৃজন্তৌ রুধিরং চোষ্ণং জলং প্রস্রবণাবিব।। ৬০
শরবর্ষং ততো ঘোরং মুঞ্চতোভীমনিঃস্বনম্। সাসারয়োরিবাকাশে নীলয়োঃ কালমেঘয়োঃ।। ৬১
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ। ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমঞ্চাপ্যুপজগ্মতুঃ।। ৬২
অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দর্শয়ন্তৌ পুনঃ পুনঃ। শরানুচ্চাবচাকারানন্তরিক্ষে ববন্ধতুঃ।। ৬৩

এইকথা বলে ইন্দ্রজিৎ সাতটি বাণের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলো। ধারালো উত্তম দশটি শরে হনুমানকেও করলো বিদ্ধ।।৪৮।। অতঃপর বীর্যবাণ ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে দ্বিগুণ উৎসাহে শত শত শর নিক্ষেপ করে বিভীষণকে বিদীর্ণ করলো।।৪৯।। ইন্দ্রজিতের সেই কর্ম দেখে রামানুজ লক্ষ্মণ তখন কোনো চিন্তা না করেই হেসে হেসে বললেন, এই শরাঘাত এমন কি ?।।৫০।। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ভীষণ সেই বাণগুলি টেনে দেহ হতে খুলে ফেললো। ঐ যুদ্ধে নির্ভীকবদনে রেগে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ বললেন–।।৫১।। হে রাক্ষস, যুদ্ধে গিয়ে বীরেরা এইভাবে প্রহার করে না। তোমার এই বাণগুলি ছোটো। এবং অল্পবীর্য। তোমার এই বাণগুলির আঘাতে আমি আরামই পাচ্ছি।।৫২।। যুদ্ধ যারা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই বীরেরা এইভাবে যুদ্ধ করে না। এইরকম বলে ধনুতে কুশল লক্ষ্মণ তার প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।।৫৩।। লক্ষ্মণের বাণে তার সোনার বিশাল বর্মটি রথের একপাশে খসে পড়লো। যেন আকাশ হতে খসে পড়লো তারাগুলি।।৫৪।। বাণের আঘাতে তার বর্ম খসে পড়েছে। তার দেহ হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। ভোরের সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো যুদ্ধবীর ইন্দ্রজিতকে।।৫৫।। তারপর ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর পরাক্রমী বীর ইন্দ্রজিৎ হাজার হাজার শরের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলো।।৫৬।। তাতে লক্ষ্মণের দিব্য বর্মটি বিদীর্ণ হয়ে গেলো। শত্রুদমন দু'জনই দু'জনকে প্রহার করতে লাগলেন।।৫৭।। দু'জনেই তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো দু'জনেরই। বাণাঘাতে তাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।।৫৮।। সেই মহাত্মা দু'জন যুদ্ধকর্মে নিপুণ। দীর্ঘক্ষণ ধরে সেই বীর দু'জন একে অপরকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষণ পরাক্রমী এই দু'জন নিজের নিজের পথে জয়লাভের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।।৫৯।। তাঁদের দু'জনেরই দেহ বাণসমূহে বিদীর্ণ। কবচ এবং ধ্বজ কাটা গেছে। ঝর্ণার জলধারার মতো তাঁদের দেহ হতে উষ্ণ রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো।।৬০।। ভীষণ নিঃশ্বাস ফেলে তাঁরা শরবর্ষণ করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিলো আকাশ হতে নীল ঘন মেঘ যেন গর্জন করে ধারা বর্ষণ করছে।।৬১।। তাঁদের দু'জনের যুদ্ধ করতে করতে অনেকটা সময় কেটে গেলো। তাতেও যুদ্ধে তাঁরা বিমুখ হলেন না। ক্লান্তিও এলো না তাঁদের।।৬২।। দু'জনেই ছিলেন অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ওপরে নীচে নানাভাবে শর নিক্ষেপ করে অন্তরীক্ষে *(শরজাল)* বন্ধন করলেন।।৬৩।। মানুষ লক্ষ্মণ ও রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ,

ব্যপেতদোষমস্যন্তৌ লঘু চিত্রঞ্চ সুষ্ঠু চ। উভৌ তু তুমুলং ঘোরং চক্রতুর্নররাক্ষসৌ।। ৬৪
তয়োঃ পৃথক্ পৃথগ্ভীমঃ শুশ্রুবে তলনিস্বনঃ। স কম্পং জনয়ামাস নির্ঘাত ইব দারুণঃ।। ৬৫
তয়োঃ স ভ্রাজতে শব্দস্তথা সমরমত্তয়োঃ। সুঘোরয়োর্নিষ্টনতোর্গগনে মেঘয়োরিব।। ৬৬
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নারাচৈর্বলবন্তৌ কৃতব্রণৌ। প্রসুস্রুবাতে রুধিরং কীর্তিমন্তৌ জয়ে ধৃতৌ।। ৬৭
তে গাত্রয়োর্নিপতিতা রুক্মপুঙ্খাঃ শরা যুধি। অসৃগ্‌দিগ্ধা বিনিষ্পেতুর্বিবিশুর্ধরণীতলম্।। ৬৮
অন্যে সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈরাকাশে সঞ্জঘট্টিরে। বভঞ্জুশ্চিচ্ছিদুশ্চৈব তয়োর্বাণাঃ সহস্রশঃ।। ৬৯
স বভূব রণে ঘোরস্তয়োর্বাণময়শ্চয়ঃ। অগ্নিভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সত্রে কুশময়শ্চ যঃ।। ৭০
তয়োঃ কৃতব্রণৌ দেহৌ শুশুভাতে মহাত্মনোঃ। সুপুষ্পাবিব নিষ্পত্রৌ বনে কিংশুকশাল্মলী।। ৭১
চক্রতুস্তুমুলং ঘোরং সন্নিপাতং মুহুর্মুহুঃ। ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণশ্চৈব পরস্পরজয়ৈষিণৌ।। ৭২
লক্ষ্মণো রাবণিং যুদ্ধে রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্। অন্যোন্যং তাবভিঘ্নন্তৌ ন শ্রমং প্রতিপদ্যতাম্।। ৭৩
বাণজালৈঃ শরীরস্থৈরবগাঢৈস্তরস্বিনৌ। শুশুভাতে মহাবীর্যৌ প্ররূঢাবিব পর্বতৌ।। ৭৪
ততো রুধিরসিক্তানি সংবৃতানি শরৈর্ভৃশম্। বভ্রাজুঃ সর্বগাত্রাণি জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ।। ৭৫
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ। ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমঞ্চাপ্যভিজগ্মতুঃ।। ৭৬
অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তুং সমরমুখেষ্বজিতস্য লক্ষ্মণস্য।
প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্ মহাত্মা সমরমুপেত্য বিভীষণোঽবতস্থে।। ৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

দ্রুতগামী, বিচিত্র ও উত্তম বাণরাশি নিক্ষেপ করে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন।।৬৪।। তাঁরা দু'জনেই হস্ততল দিয়ে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে তুমুল শব্দ করতে লাগলেন। সেই শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ভীষণ সঙ্ঘাতের মতো ঐ শব্দ শ্রোতাদের বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো।।৬৫।। রণমত্ত তাঁদের দু'জনের শব্দ আকাশে গর্জনরত মেঘের শব্দের মতো শোনাচ্ছিলো।।৬৬।। সোনার পুঙ্খযুক্ত বাণের দ্বারা বলবান তাঁদের দু'জনের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হলো। উভয়েই বিজয় ও কীর্তিলাভের জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁদের দেহ হতে গড়াতে লাগলো রক্তের ধারা।।৬৭।। সোনার পুঙ্খযুক্ত শরগুলি যুদ্ধে তাঁদের গায়ে পড়ে দেহ ভেদ করে রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে প্রবেশ করতে লাগলো।।৬৮।। অন্য রাক্ষসেরা অত্যন্ত ধারালো হাজার হাজার অস্ত্রের দ্বারা তাদের দু'জনের বাণসমূহকে আকাশেই ভেঙে এবং কেটে ফেলতে লাগলো।।৬৯।। যজ্ঞে যেমন প্রদীপ্ত অগ্নির চারপাশে কুশরাশি জড়িয়ে থাকে, তেমনি এই রণক্ষেত্রে চারপাশে বাণরাশি বিকীর্ণ হয়ে আছে।।৭০।। সেই মহাত্মা দু'জনের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। বনে পাতা ঝরে পড়ে গেছে, অথচ ফুলে ভরে আছে, এমন পলাশ এবং শাল্মলী গাছের মতো তাঁদের দু'জন শোভা পাচ্ছিলেন।।৭১।। দু'জনেই দু'জন কে জয় করতে অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ যুদ্ধে একে অপরের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন।।৭২।। যুদ্ধে কখনো লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে, আবার কখনো ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণকে আঘাত করতে লাগলেন। কেউ কিন্তু পরিশ্রান্ত হলেন না।।৭৩।। বেগবান তাঁরা দু'জনে মহাবীর্যবান। আজ তাদের দেহ বাণজালের দ্বারা বিদ্ধ। গাছপালায় ঘেরা দু'টি পর্বতের মতো তখন তাঁদের দেখাচ্ছিলো।।৭৪।। ভীষণভাবে বাণবিদ্ধ তাঁদের সমগ্র শরীর আজ শোণিতসিক্ত। ফলে জ্বলন্ত অগ্নির মতো আজ তাঁদের দেখাচ্ছিলো।।৭৫।। যুদ্ধ করতে করতে তাঁদের অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। তবুও যুদ্ধে তাঁদের অনীহা হলো না। ক্লান্তিও এলো না।।৭৬।। অনন্তর যুদ্ধের মধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের শ্রম অপনোদন করার জন্য এবং তাঁর মঙ্গল-সম্পাদনের জন্য মহাত্মা বিভীষণ রণক্ষেত্রে এসে অবস্থান করতে লাগলো।।৭৭।। [*বঙ্গপ্রদেশে প্রচলিত রামায়ণের উননবতিতম (৮৯) সর্গ এইখানে শেষ। কিন্তু অন্যত্র প্রচলিত রামায়ণে এইখানে অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গের সমাপ্তি এখানে। সর্গবিন্যাসে এইভাবে অঞ্চলভেদে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। আমরা মোটামুটি সর্বভারতীয় বিন্যাসই গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি*]

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উননবতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসানামুপরি বিভীষণস্য প্রহারঃ, বানরযূথপতিভ্যস্তস্যোৎসাহদানম্, লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিতঃ সারথের্বিনাশঃ, বানরৈশ্চ তস্যাশ্বানাং সংহারশ্চ

যুধ্যমানৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রসক্তৌ নররাক্ষসৌ। প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ।। ১
তয়োর্যুদ্ধং দ্রষ্টুকামো বরচাপধরো বলী। শূরঃ স রাবণভ্রাতা তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি।। ২
ততো বিস্ফারয়ামাস মহদ্ ধনুরবস্থিতঃ। উৎসসর্জ চ তীক্ষ্ণাগ্রান্ রাক্ষসেষু মহাশরান্।। ৩
তে শরাঃ শিখিসংস্পর্শা নিপতন্তঃ সমাহিতাঃ। রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাসুর্বজ্রাণীব মহাগিরীন্।। ৪
বিভীষণস্যানুচরাস্তেঽপি শূলাসিপট্টিশৈঃ। চিচ্ছিদুঃ সমরে বীরান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসোত্তমা।। ৫
রাক্ষসৈস্তৈঃ পরিবৃতঃ স তদা তু বিভীষণঃ। বভৌ মধ্যে প্রধৃষ্টানাং কলভানামিব দ্বিপঃ।। ৬
ততঃ সঞ্চোদমানো বৈ হরীন্ রক্ষোবধপ্রিয়ান্। উবাচ বচনং কালে কালজ্ঞো রক্ষসাং বরঃ।। ৭
একোঽয়ং রাক্ষসেন্দ্রস্য পরায়ণমবস্থিতঃ। এতচ্ছেষং বলং তস্য কিং তিষ্ঠত হরীশ্বরাঃ।। ৮
অস্মিংশ্চ নিহতে পাপে রাক্ষসে রণমূর্ধনি। রাবণং বর্জয়িত্বা তু শেষমস্য বলং হতম্।। ৯
প্রহস্তো নিহতো বীরো নিকুম্ভশ্চ মহাবলঃ। কুম্ভকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চ ধূম্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ।। ১০
জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্ণবেগোঽশনিপ্রভঃ। সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ বজ্রদংষ্ট্রস্য রাক্ষসঃ।। ১১
সংহ্রাদী বিকটোঽরিঘ্নস্তপনো মন্দ এব চ। প্রঘাসঃ প্রঘসশ্চৈব প্রজঙ্ঘো জঙ্ঘ এব চ।। ১২
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ বীর্যবান্। বিদ্যুজ্জিহ্বো দ্বিজিহ্বশ্চ সূর্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ।। ১৩

উননবতিতম (৮৯) সর্গ

রাক্ষসদের ওপর বিভীষণের প্রহার। বানর দলপতিগণকে যুদ্ধে উৎসাহদান। লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিতের সারথির বিনাশ। বানরদের দ্বারা তার অশ্বসমূহের নিধন।

বিভীষণ দেখলেন, মনুষ্য এবং রাক্ষস পরস্পর যুদ্ধে প্রমত্ত। একে অপরকে জয় করতে চাইছে এমন দু'টি হস্তীর মতোই তাঁদেরকে দেখাচ্ছিলো।। ১ ।। তাঁদের যুদ্ধ দেখার জন্য রাবণের বলবান ভ্রাতা বীর বিভীষণ ভালো ধনু হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রের একেবারে সামনে এসে অবস্থান করতে লাগলো।।২।। অতঃপর সে ভূতলে থেকেই বিরাট ধনু আন্দোলিত করে ধারালো অগ্রভাগ-সমন্বিত বিশাল বিশাল শর রাক্ষসদের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো।।৩।। বজ্র যেমন বিরাট পর্বতকে বিদীর্ণ করে তেমনি আগুনের মতো এই শরগুলির ওপর যথাযথভাবে গিয়ে পতিত হয়ে তাদের বিদীর্ণ করতে লাগলো।।৪।। বিভীষণের অনুচর উত্তম রাক্ষসেরাও শূল, অসি এবং পট্টিশের দ্বারা যুদ্ধে বীর রাক্ষসদেরকে ছেদন করতে লাগলো।।৫ ।। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষণ তখন তার অনুচর রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অবস্থান করতে লাগলো। মত্ত হস্তিশাবকদের মধ্যে মহামাতঙ্গের মতো সে শোভা পাচ্ছিলো।।৬।। যে বানরেরা রাক্ষসদের বধ করতে ভালোবাসে কালজ্ঞ রাক্ষসপ্রধান বিভীষণ তাদের উদবুদ্ধ করে তখন বলতে লাগলো— ।।৭।। হে বানরপ্রধানগণ, রক্ষোরাজ রাবণের একমাত্র শেষ অবলম্বন হলো এই ইন্দ্রজিৎ। এইই হলো তার শেষ সৈন্যবল। তোমরা আর অপেক্ষা করছো কেন ?।।৮।। রণক্ষেত্রে এই পাপ-রাক্ষস নিহত হলেই রাবণ ছাড়া এর শেষ সৈন্য নিহত হলো।।৯।। বীর প্রহস্ত এবং মহাবীর নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ এবং রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে তোমরা নিহত করেছো।।১০।। অতঃপর জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ এবং রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রকেও তোমরাই করছো হত্যা।।১১।। নিহত করেছো সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, জঙ্ঘ এবং প্রজঙ্ঘ'কে।।১২।। আরো তোমরা মেরেছো অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ রশ্মিকেতু, বীর্যবান বিদ্যুদ্‌জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব এবং সূর্যশত্রু নামক রাক্ষসকে।।১৩।। তোমাদের দ্বারা নিহত হয়েছে

অকম্পনঃ সুপার্শ্বশ্চ চক্রমালী চ রাক্ষসঃ। কম্পনঃ সত্ত্ববন্তশ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।। ১৪
এতান্ নিহত্যাতিবলান্ বহূন্ রাক্ষসসত্তমান্। বাহুভ্যাং সাগরং তীর্ত্বা লঙ্ঘ্যতাং গোষ্পদং লঘু।। ১৫
এতাবদেব শেষং বো জেতব্যমিতি বানরাঃ। হতাঃ সর্বে সমাগম্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ।। ১৬
অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম। ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্।। ১৭
হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি। তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি।। ১৮
বানরা ঘ্নত সম্ভূয় ভৃত্যানস্য সমীপগান্। ইতি তেনাতিযশসা রাক্ষসেনাভিচোদিতাঃ।। ১৯
বানরেন্দ্রা জহৃষিরে লাঙ্গূলানি চ বিব্যধুঃ। ততস্তু কপিশার্দূলাঃ ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ।
মুমুচুর্বিবিধান্ নাদান্ মেঘান্ দৃষ্ট্বেব বর্হিণঃ।। ২০
জাম্ববানপি তৈঃ সর্বৈঃ স্বযূথ্যৈরভিসংবৃতঃ। তেঽশ্মভিস্তাডয়ামাসুর্নখৈর্দন্তৈশ্চ রাক্ষসান্।। ২১
নিঘ্নন্তমৃক্ষাধিপতিং রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ। পরিবব্রুর্ভয়ং ত্যক্ত্বা তমনেকবিধায়ুধাঃ।। ২২
শরৈঃ পরশুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ পট্টিশৈর্যষ্টিতোমরৈঃ। জাম্ববন্তং মৃধে জঘ্নুর্নিঘ্নন্তং রাক্ষসীং চমূম্।। ২৩
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্। দেবাসুরাণাং ক্রুদ্ধানাং যথা ভীমো মহাস্বনঃ।। ২৪
হনূমানপি সংক্রুদ্ধঃ সালমুৎপাট্য পর্বতাৎ। স লক্ষ্মণং স্বয়ং পৃষ্ঠাদবরোপ্য মহামনাঃ।। ২৫
রক্ষসাং কদনং চক্রে দুরাসাদঃ সহস্রশঃ। স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং পিতৃব্যস্যেন্দ্রজিদ্ বলী।। ২৬
লক্ষ্মণং পরবীরঘ্নঃ পুনরেবাভ্যধাবত। তৌ প্রযুদ্ধৌ তদা বীরা মৃধে লক্ষ্মণরাক্ষসৌ।। ২৭
শরৌঘানভিবর্ষন্তৌ জঘ্নতুস্তৌ পরস্পরম্। অভীক্ষ্ণমন্তর্দধতুঃ শরজালৈর্মহাবলৌ।। ২৮

অকম্পন, সুপার্শ্ব এবং চক্রমালী নামক রাক্ষস। কম্পন, শক্তিশালী দেবান্তক এবং নরান্তক তোমাদের দ্বারা নিহত *(রাক্ষসদের এতোগুলি বিচিত্র নাম রচনায় ঋষিকবির উদ্‌ভাবনী শক্তি লক্ষণীয়)* ।।১৪।। এইসব অতি বলবান রাক্ষসপ্রধানকে হত্যা করে বাহুদু'টির দ্বারা তোমরা সাগর অতিক্রম করেছো। এখন এই ইন্দ্রজিৎ এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে বধ করা তোমাদের কাছে গোষ্পদ পার হবার মতোই তুচ্ছ কর্ম। তাই এখন করো।।১৫।। অপরাপর বলদর্পিত রাক্ষসেরা সবাই নিহত। একমাত্র এই কয়জনই অবশিষ্ট আছে। হে বানরবৃন্দ, এদেরকে তোমাদের এখন জয় করতে হবে।।১৬।। আমার পুত্রস্থানীয় ইন্দ্রজিতকে বধ করা আমার উচিত নয়। রামের কারণে করুণাকে অপসারিত করে ভ্রাতৃপুত্রকে আমি হত্যা করবো।।১৭।। আমি একে হত্যা করতে চাইলেও জল এসে আমার চোখকে রুদ্ধ করছে। তাই মহাবীর লক্ষ্মণই একে হত্যা করুন।।১৮।। আর বানরেরা, তোমরা সবাই মিলে এর পরিজনদের হত্যা করো। এইভাবে অতি যশস্বী রাক্ষস বিভীষণ সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করলো।।১৯।। বানরশ্রেষ্ঠেরা তখন আনন্দে ল্যাজ নাচাতে লাগলো। বানরবীরেরা আনন্দে এবার বার বার গর্জন করতে লাগলো। যেন মেঘ দেখে ময়ূরেরা আনন্দে বিচিত্র ধ্বনি করছে।।২০।। এই অবসরে জাম্ববানও নিজের দলবল নিয়ে এগিয়ে এলো। তারা পাথর, নখ এবং দাঁত দিয়ে রাক্ষসদেরকে তাড়িত করতে লাগলো।।২১।। মহাবলশালী রাক্ষসেরা তখন বহুরকমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্ভয়ে ভল্লুকরাজ জাম্ববানকে আঘাত করতে করতে ঘিরে ফেললো।।২২।। রাক্ষস সেনাবাহিনী বাণ, তীক্ষ্ণ কুঠার, পট্টিশ, লাঠি এবং তোমরাদির দ্বারা যুদ্ধে রাক্ষসসৈন্য ধ্বংসকারীকে আঘাত করতে লাগলো।।২৩।। বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে একে অপরকে তুমুলভাবে যুদ্ধে পীড়িত করছে। তাতে ভীষণ শব্দ হতে লাগলো। ক্রুদ্ধ দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যেন যুদ্ধ হচ্ছে।।২৪।। মহামনা হনুমানও লক্ষ্মণকে পীঠ হতে নামিয়ে ভীষণ রেগে পর্বত হতে সালগাছ উপড়ে নিলেন।।২৫।। দুর্ধর্ষ হনুমান হাজারে হাজারে রাক্ষসকে বিনাশ করতে লাগলেন। এদিকে বলবান ইন্দ্রজিতও পিতৃব্য বিভীষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলো।।২৬।। অনন্তর বীরহন্তা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের দিকে আবার ছুটে গেলো। তখন আবার লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস ইন্দ্রজিতের মধ্যে রণক্ষেত্রে প্রবল যুদ্ধ হতে লাগলো।।২৭।। তাঁরা একে অপরের দিকে বাণরাজি নিক্ষেপ করে আঘাত করতে লাগলেন। শরজালের দ্বারা ঐ মহাবীর দু'জন একে অপরকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।।২৮।। গ্রীষ্মের পর বর্ষাকালে মেঘ যেমন বেগবান চন্দ্র সূর্যকে আবৃত

চন্দ্রাদিত্যাবিবোষ্ণান্তে যথা মেঘৈস্তরস্বিনৌ। নহ্যাদানং ন সন্ধানং ধনুযো বা পরিগ্রহঃ।। ২৯
ন বিপ্রমোক্ষো বাণানাং ন বিকর্ষো ন বিগ্রহঃ। ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানং ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনম্।। ৩০
অদৃশ্যত তয়োস্তত্র যুধ্যতোঃ পাণিলাঘবাৎ। চাপবেগপ্রযুক্তৈশ্চ বাণজালৈঃ সমন্ততঃ।। ৩১
অন্তরিক্ষেই ভিসম্পন্নে ন রূপাণি চকাশিরে। লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাপ্য রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্।। ৩২
অব্যবস্থা ভবত্যুগ্রা তাভ্যামন্যোন্যবিগ্রহে। তাভ্যামুভাভ্যাং তরসা প্রসৃষ্টৈর্বিশিখৈঃ শিতৈঃ।। ৩৩
নিরন্তরমিবাকাশং বভূব তমসা বৃতম্। তৈঃ পতদ্ভিশ্চ বহুভিস্তয়োঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ।। ৩৪
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসঙ্কুলাঃ। তমসা পিহিতং সর্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ।। ৩৫
অস্তং গতে সহস্রাংশৌ সংবৃতে তমসা চ বৈ। রুধিরৌঘা মহানদ্যঃ প্রাবর্তন্ত সহস্রশঃ।। ৩৬
ক্রব্যাদা দারুণা বাগ্‌ভিশ্চিক্ষিপুর্ভীমনিঃস্বনান্। ন তদানীং ববৌ বায়ুর্ন চ জজ্বাল পাবকঃ।। ৩৭
স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্য ইতি জজল্পুস্তে মহর্ষয়ঃ। সম্পেতুশ্চাত্র সন্তপ্তা গন্ধর্বাঃ সহ চারণৈঃ।। ৩৮
অথ রাক্ষসসিংহস্য কৃষ্ণান্ কনকভূষণান্। শরৈশ্চতুর্ভিঃ সৌমিত্রির্বিব্যাধ চতুরো হয়ান্।। ৩৯
ততোই পরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ। সম্পূর্ণায়তমুক্তেন সুপত্রেণ সুবর্চসা।। ৪০
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন সূতস্য বিচরিষ্যতঃ। স তেন বাণাশনিনা তলশব্দানুনাদিনা।। ৪১
লাঘবাদ্ রাঘবঃ শ্রীমান্ শিরঃ কায়াদপাহরৎ। স যন্তরি মহাতেজা হতে মন্দোদরীসুতঃ।। ৪২
স্বয়ং সারথ্যমকরোৎ পুনশ্চ ধনুরস্পৃশৎ। তদদ্ভুতমভূৎ তত্র সারথ্যং পশ্যতাং যুধি।। ৪৩
হয়েষু ব্যগ্রহস্তং তং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ধনুষ্যথ পুনর্ব্যগ্রং হয়েষু মুমুচে শরান্।। ৪৪

করে রাখে, তেমনি তাঁরাও বাণরাশির দ্বারা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। সেই সময় তাঁরা কখনো ধনু গ্রহণ করছেন, কখন বাণ সন্ধান করছেন, কখনো বা বাণ পরিগ্রহ করেছেন।।২৯।। কখন বাণ প্রয়োগ করছেন। কখনো টেনে আনছেন, কখনো যুদ্ধ করছেন। মুষ্টি প্রয়োগ করছেন কখনো। সেই সব কেউ লক্ষ্য করতে পারলো না।।৩০।। তাঁরা দু'জনে ক্ষিপ্রহস্তে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছিলো না। বেগে ধনু আকর্ষণ করায় সব দিক বাণজালে সমাচ্ছন্ন।।৩১।। তাতে অন্তরীক্ষের এমন অবস্থা হলো যে, গ্রহ নক্ষত্রাদির রূপ আর দেখা যাচ্ছিলো না। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে পেয়ে এবং ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে পেয়ে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন।।৩২।। তাঁদের পরস্পরের যুদ্ধে ভীষণ বিপর্যয় দেখা গেলো। তাঁরা দু'জনেই তীব্রগতিতে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করছিলেন।।৩৩।। ফলে, আকাশ নিরন্তর অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেলো। তাঁদের শত শত শর নিপতিত হতে লাগলো।।৩৪।। দিগ্‌বিদিক শরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় ভীষণ ভয় হচ্ছিলো।।৩৫।। মনে হচ্ছিলো, সূর্য বুঝি অস্ত গেছে। তাই সবদিক আঁধার হয়ে গেছে। রণভূমিতে হাজার হাজার রক্তের নদী প্রবাহিত।।৩৬।। কাঁচামাংসভোজী পশুরা ভীষণ চীৎকার করছে। বাতাস আর বইছিলো না তখন। আগুনও জ্বলছিলো না।।৩৭।। গন্ধর্ব এবং চারণদের সঙ্গে মহর্ষিরা 'সর্বলোকের মঙ্গল হোক'-এই কথা বলতে বলতে সেখানে চলে এলেন।।৩৮।। অনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রক্ষোবীর ইন্দ্রজিতের সোনার অলঙ্কারে ভূষিত চারটি কালো রঙের অশ্বকে চারটি শরের দ্বারা বিদ্ধ করলেন।।৩৯।। তিনি আর একটি ধারালো পীতবর্ণ ভল্ল নিক্ষেপ করলেন। গুণ টেনে সম্পূর্ণভাবে সেটা ছোঁড়া হয়েছিলো। সুন্দর পত্র-সমন্বিত এবং উজ্জ্বল ছিলো সেই ভল্ল।।৪০।। মহেন্দ্রের অশনির মতো ছিলো সেই ভল্ল। হাতের তলের শব্দের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছিলো সেই অস্ত্র।।৪১।। শ্রীমান লক্ষ্মণ এইভাবে দ্রুতভাবে সারথির দেহ হতে মস্তকটি ছিন্ন করে ফেললেন। সারথি এইপ্রকারে নিহত হলে মন্দোদরীপুত্র ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে এলো *(যন্ত—সারথি)*।।৪২।। নিজেই সে সারথির কাজে প্রবৃত্ত হলো। আবার ধনু ধারণ করলো। যুদ্ধে সারথ্য গ্রহণ করতে দেখে সকলেই বিস্মিত হলো।।৪৩।। ইন্দ্রজিৎ যখন অশ্বগুলিকে চালনা করতে হস্তদ্বয়কে ব্যগ্র করছিলো, তখন লক্ষ্মণ তাকে তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। আর তার হাত দু'টি যখন ধনু চালনায় ব্যগ্র হতো তখন লক্ষ্মণ অশ্বগুলির উদ্দেশ্যে শরক্ষেপ করতে লাগলেন।।৪৪।। নির্ভয়ে ইন্দ্রজিৎ যখন বিচরণ করছিলো, তখন শীঘ্রকর্মাদের মধ্যে অগ্রগণ্য লক্ষ্মণ

ছিদ্রেষু তেষু বাণৌঘৈর্বিচরন্তমভীতবৎ। অর্দয়ামাস সমরে সৌমিত্রিঃ শীঘ্রকৃত্তমঃ।। ৪৫
নিহতং সারথিং দৃষ্ট্বা সমরে রাবণাত্মজঃ। প্রজহৌ সমরোদ্ধর্ষং বিষণ্ণঃ স বভূব হ।। ৪৬
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং হরিযূথপাঃ। ততঃ পরমসংহৃষ্টা লক্ষ্মণঞ্চাভ্যপূজয়ন্।। ৪৭
ততঃ প্রমাথী রভসঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। অমৃষ্যমাণাশ্চত্বারশ্চক্রুর্বেগং হরীশ্বরাঃ।। ৪৮
তে চাস্য হয়মুখ্যেষু তূর্ণমুৎপত্য বানরাঃ। চতুর্ষু সুমহাবীর্যা নিপেতুর্ভীমবিক্রমাঃ।। ৪৯
তেষামধিষ্ঠিতানাং তৈর্বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ। মুখেভ্যো রুধিরং ব্যক্তং হয়ানাং সমবর্তত।। ৫০
তে হয়া মথিতা ভগ্না ব্যসবো ধরণীং গতাঃ। তে নিহত্য হয়াংস্তস্য প্রমথ্য চ মহারথম্।
পুনরুৎপত্য বেগেন তস্থুর্লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ।। ৫১
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্মথিতসারথিঃ। শরবর্ষেণ সৌমিত্রিমভ্যধাবত রাবণিঃ।। ৫২
ততো মহেন্দ্রপ্রতিমঃ স লক্ষ্মণঃ পদাতিনং তং নিহতৈর্হয়োত্তমৈঃ।
সৃজন্তমাজৌ নিশিতাঙ্কুরোত্তমান্ ভৃশং তদা বাণগণৈর্ব্যদারয়ৎ।। ৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনলবতিতমঃ সর্গঃ।

যুদ্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করে ইন্দ্রজিতকে পীড়ন করতে লাগলেন।।৪৫।। যুদ্ধে সারথিকে নিহত দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের হর্ষত্যাগ করে বিষণ্ণ হয়ে গেলো।।৪৬।। বানরদলপতিরা রাক্ষসকে বিষণ্ণবদন দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণকে অর্চনা করলো।।৪৭।। অতঃপর প্রমাথী, রভস, শরভ এবং গন্ধমাদন এই চার বানরপতি রেগে বেগে ছুটে এলো।।৪৮।। অত্যন্ত বীর্যবান ভীষণ পরাক্রমী বানরেরা ঐ চারটি প্রধান অশ্বের ওপর তীব্রবেগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৪৯।। পর্বত -প্রমাণ সেই বানরেরা ঐ অশ্বগুলির ওপর পতিত হলে তাদের মুখ হতে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখা গেলো।।৫০।। সেই ঘোড়াগুলি বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। বানরপতিরা সেই অশ্বগুলিকে হত্যা করে বিশাল বিমর্দিত করে আবার উড়ে লক্ষ্মণের পাশে চলে গেলো।।৫১।। রথ ভেঙে গেছে। অশ্বগুলি নিহত। তাই সেই রথ হতে নেমে ইন্দ্রজিৎ শরবর্ষণ করতে করতে লক্ষ্মণের দিকে ধেয়ে গেলো।।৫২।। মহেন্দ্রতুল্য লক্ষ্মণ উত্তম অশ্বগুলি নিহত হতে দেখে তীক্ষ্ণ বাণ-ক্ষেপণকারী সেই পদাতিক ইন্দ্রজিতকে তখন বাণসমূহের দ্বারা বারংবার বিদীর্ণ করতে লাগলেন।।৫৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের উনলবতিতম (৮৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবতিতমঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণস্য ইন্দ্রজিতশ্চ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্ লক্ষ্মণেন ইন্দ্রজিতো বিনাশঃ

স হতাশ্বো মহাতেজা ভূমৌ তিষ্ঠন্ নিশাচরঃ। ইন্দ্রজিৎ পরমক্রুদ্ধঃ সম্প্রজজ্বাল তেজসা।। ১
তৌ ধন্বিনৌ জিঘাংসন্তাবন্যোন্যমিযুভির্ভৃশম্। বিজয়েনাভিনিষ্ক্রান্তৌ বনে গজ-বৃষাবিব।। ২
নিবর্হয়ন্তশ্চান্যোন্যং তে রাক্ষস-বনৌকসঃ। ভর্তারং ন জহুর্যুদ্ধে সম্পতন্তস্ততস্ততঃ।। ৩

নবতিতম (৯০) সর্গ

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিতের নিধন।

রথের অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ মাটিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তেজে জ্বলে উঠলো।।১।। দু'টি শ্রেষ্ঠ হস্তী একে অপরকে জয় করার জন্য যেমন বনে বেরিয়ে আসে তেমনি লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই ধনুর্ধর একে অপরকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে বাণাঘাত করতে লাগলো।।২।। সঙ্গী রাক্ষস এবং বানরেরা নিজেদের প্রভুকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলো না। তারা একে অপরকে আক্রমণ করে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৩।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন আনন্দিত হয়ে

ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ রাবণাত্মজঃ। স্তুন্বানো হর্ষমাণশ্চ ইদং বচনমব্রবীৎ।। ৪
তমসা বহুলেনেমাঃ সংসক্তাঃ সর্বতো দিশঃ। নেহ বিজ্ঞায়তে স্বো বা পরো বা রাক্ষসোত্তমাঃ।। ৫
ধৃষ্টং ভবন্তো যুধ্যন্তু হরীণাং মোহনায় বৈ। অহন্তু রথমাস্থায় আগমিষ্যামি সংযুগে।। ৬
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু যথেমে হি বনৌকসঃ। ন যুধ্যেয়ুর্মহাত্মানঃ প্রবিষ্টে নগরং ময়ি।। ৭
ইত্যুক্ত্বা রাবণসুতো বঞ্চয়িত্বা বনৌকসঃ। প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রথহেতোরমিত্রহা।। ৮
স রথং ভূষয়িত্বাথ রুচিরং হেমভূষিতম্। প্রাসাসিশরসংযুক্তং যুক্তং পরমবাজিভিঃ।। ৯
অধিষ্ঠিতং হয়জ্ঞেন সূতেনাপ্তোপদেশিনা। আরুরোহ মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ১০
স রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্দোদরীসুতঃ। নির্যযৌ নগরাদ্ বীরঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ।। ১১
সোঽভিনিষ্ক্রম্য নগরাদিন্দ্রজিৎ পরমৌজসা। অভ্যায়াজ্জবনৈরশ্বৈর্লক্ষ্মণং সবিভীষণম্।। ১২
ততো রথস্থমালোক্য সৌমিত্রি রাবণাত্মজম্। বানরাশ্চ মহাবীর্যা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।। ১৩
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্লাঘবাত্তস্য ধীমতঃ। রাবণিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রণে বানরযূথপান্।। ১৪
পাতয়ামাস বাণৌঘৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। স মণ্ডলীকৃতধনূ রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ১৫
হরীনভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ পরং লাঘবমাস্থিতঃ। তে বধ্যমানা হরয়ো নারাচৈর্ভীমবিক্রমাঃ।
সৌমিত্রিং শরণং প্রাপ্তাঃ প্রজাপতিমিব প্রজাঃ।। ১৬
ততঃ সমরকোপেন জ্বলিতো রঘুনন্দনঃ। চিচ্ছেদ কার্মুকং তস্য দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।। ১৭
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সজ্জং চক্রে ত্বরন্নিব। তদপ্যস্য ত্রিভির্বাণৈর্লক্ষ্মণো নিরকৃন্তত।। ১৮
অথৈনং ছিন্নধন্বানমাশীবিষবিষোপমৈঃ। বিব্যাধোরসি সৌমিত্রী রাবণিং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।। ১৯

রাক্ষস সকলকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দান করে বলতে লাগলো— ।।৪।। হে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবৃন্দ, সবদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে অন্ধকারে। তাই এই রণক্ষেত্রে কে শত্রু, কেইই বা মিত্র বোঝা যাচ্ছে না।।৫।। বানরদের মোহিত করে কাবু করার জন্য তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করো। আমি ইত্যবসরে রথ নিয়ে যুদ্ধে আসছি *(রথ তো আগে ভেঙে গেছে তাই নতুন রথ নিয়ে তাতে চড়ে যুদ্ধ করতে হবে)*।।৬।। তোমরা বনবাসী বানরগণের সঙ্গে এমনভাবে যুদ্ধ করো যাতে তারা আমার গতিরোধ করতে না পারে এবং নগরে প্রবেশ করতে পারি আমি।।৭।। এইকথা বলে শত্রুহন্তা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদেরকে বঞ্চনা করে রথের জন্যে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো *(বানরেরা রাক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় টের পেলো না, ইন্দ্রজিৎ কোন পথে লঙ্কায় প্রবেশ করলো)*।।৮।। সে সুন্দর একটি রথকে সোনায় ভূষিত করলো। প্রাস, অসি এবং বাণ তাতে স্থাপন করলো। ভালো ঘোড়া তাতে যুক্ত করলো।।৯।। অশ্ব-শাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত ও বিশ্বস্ত সারথি নিযুক্ত করলো। অতঃপর তেজস্বী যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ সেই রথে আরোহণ করলো।।১০।। মন্দোদরীপুত্র বীর ইন্দ্রজিৎ প্রধান রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেন যমের শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়েই নগর থেকে নির্গত হলো।।১১।। লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ যেখানে আছে সেইখানে সে দ্রুতগামী অশ্বে গেলো চলে।।১২।। তখন লক্ষ্মণ, অত্যন্ত বীর্যবান বানরেরা এবং রাক্ষস বিভীষণ ইন্দ্রজিতকে রথে উপবিষ্ট দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।।১৩।। তাঁরা বিস্মিত হলেন ধীমান ইন্দ্রজিতের ক্ষিপ্রতা দেখে। ইন্দ্রজিতও অত্যন্ত রেগে যুদ্ধে বানর দলপতিদেরকে আক্রমণ করলো।।১৪।। ধনু এক এক দিকে ঘুরিয়ে প্রভৃত বাণ নিক্ষেপ করে যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ হাজার হাজার বানরকে নিপাতিত করলো।।১৫।। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বধ করতে লাগলো বানরদের। বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে তারা নিহত হচ্ছিলো। প্রজারা যেমন প্রজাপতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি ভীষণ বিক্রমী বানরেরা লক্ষ্মণের শরণ-গ্রহণ করছিলো।।১৬।। ইন্দ্রজিতের সেই যুদ্ধ দেখে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ নিজ হস্তের দ্বারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার ধনু ছিন্ন করে দিলেন।।১৭।। ইন্দ্রজিৎ তখন তাড়াতাড়ি আর একটি ধনু নিয়ে তৈরী হলো। লক্ষ্মণ তিনটি বাণে সেটিকেও ছিন্ন করে ফেললেন।।১৮।। এইভাবে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের ধনু ছিন্ন হওয়ায় সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ বিষাক্ত সাপের মতো পাঁচটি শরের দ্বারা তার বক্ষ বিদ্ধ করলেন।।১৯।। লক্ষ্মণের ধনু হতে নির্গত হয়ে সেই বাণগুলির ইন্দ্রজিতের বক্ষ বিদীর্ণ করে

তে তস্য কায়ং নির্ভিদ্য মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ। নিপেতুর্ধরণীং বাণা রক্তা ইব মহোরগাঃ।। ২০
স ছিন্নধন্বা রুধিরং বমন্ বক্ত্রেণ রাবণিঃ। জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠং দৃঢজ্যং বলবত্তরম্।। ২১
স লক্ষ্মণং সমুদ্দিশ্য পরং লাঘবমাস্থিতঃ। ববর্ষ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ।। ২২
মুক্তমিন্দ্রজিতা তত্তু শরবর্ষমরিন্দমঃ। আবারয়দসম্ভ্রান্তো লক্ষ্মণঃ সুদুরাসদম্।। ২৩
সন্দর্শয়ামাস তদা রাবণিং রঘুনন্দনঃ। অসম্ভ্রান্তো মহাতেজাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।। ২৪
ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বাংস্ত্রিভিরেকৈকমাহবে। অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রাস্ত্রং সম্প্রদর্শয়ন্।
রাক্ষসেন্দ্রং তু তঞ্চাপি বাণৌঘৈঃ সমতাডয়ৎ।। ২৫
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুঘাতিনা। অসক্তং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণায় বহূঞ্ শরান্।। ২৬
তানপ্রাপ্তাঞ্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা। সারথেরস্য চ রণে রথিনো রথসত্তমঃ।। ২৭
শিরো জহার ধর্মাত্মা ভল্লেনানতপর্বণা। অসূতাস্তে হয়াস্তত্র রথমূহুরবিক্লবাঃ।। ২৮
মণ্ডলান্যভিধাবন্তি তদদ্ভুতমিবাভবৎ। অমর্ষবশমাপন্নঃ সৌমিত্রির্দৃঢবিক্রমঃ।। ২৯
প্রত্যবিধ্যদ্ধয়াংস্তস্য শরৈর্বিত্রাসয়ন্ রণে। অমর্ষমাণস্তৎ কর্ম রাবণস্য সুতো রণে।। ৩০
বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সৌমিত্রিং রোমহর্ষণম্। তে তস্য বজ্রপ্রতিমাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাগত্য কবচং কাঞ্চনপ্রভম্।। ৩১
অভেদ্যকবচং মত্বা লক্ষ্মণং রাবণাত্মজঃ। ললাটে লক্ষ্মণং বাণৈঃ সুপুঙ্খৈস্ত্রিভিরিন্দ্রজিৎ।। ৩২
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রং প্রদর্শয়ন্। তৈঃ পৃষৎকৈর্ললাটস্থৈঃ শুশুভে রঘুনন্দনঃ।। ৩৩
রণাগ্রে সমরশ্লাঘী ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ। স তথাপ্যর্দিতো বাণৈ রাক্ষসেন তদা মৃধে।। ৩৪
তমাশু প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ। বিকৃষ্যেন্দ্রজিতো যুদ্ধে বদনে শুভকুণ্ডলে।। ৩৫

রক্তলিপ্ত হয়ে বিশাল সাপের মতো মাটিতে এসে পড়ে গেলো।।২০।। ইন্দ্রজিতের ধনু ছিন্ন হয়ে হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে সে রক্ত বমি করছে। তবুও সে দৃঢ় 'সজ্য' নামক অধিক শক্তিসমন্বিত শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করলো।।২১।। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন সেইভাবেই লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে ইন্দ্রজিৎ ক্ষিপ্রভাবে শর বর্ষণ করতে লাগলো।।২২।। শত্রুদমন লক্ষ্মণ তখন নির্ভীকভাবে ইন্দ্রজিতের দ্বারা নিক্ষিপ্ত দুর্নিবার সেই শররাজি প্রতিহত করতে লাগলেন।।২৩।। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ নির্ভয়ে ইন্দ্রজিতকে তাঁর যুদ্ধ কৌশল দেখালেন। সে এক অদ্‌ভুত ব্যাপার!।।২৪।। অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধে এক এক জন রাক্ষসকে তিনটি করে শরে বিদ্ধ করে ক্রমে সকল রাক্ষসকেই বিদ্ধ করলেন, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর অস্ত্রসমূহ সত্বর তাঁদের দেখালেন। বানররাজির দ্বারা তিনি রাক্ষস প্রধান ইন্দ্রজিতকে ভালোভাবে তাড়িয়ে দিলেন।।২৫।। শত্রুঘাতী বলবান শত্রু লক্ষ্মণের দ্বারা ভীষণভাবে বিদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণের দিকে ইন্দ্রজিৎ বহু শর নিক্ষেপ করলো।।২৬।। শরসমূহ কাছে আসতে না আসতেই বাণের দ্বারা ছিন্ন করলেন তিনি। এবার যুদ্ধে তার সারথিকে আক্রমণ করলেন।।২৭।। ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ আনতপর্ব ভল্লের দ্বারা তার মস্তক ছেদন করলেন। রথের অশ্বগুলি সারথিহীন হয়েও কিন্তু তখনো অবিচলভাবে রথ বহন করছিলো।।২৮।। তারা সব মণ্ডলাকারে দৌড়াচ্ছিলো। অদ্‌ভুত দেখাচ্ছিলো। তা দেখে দৃঢ়বিক্রম লক্ষ্মণ ক্রোধের বশীভূত হলেন।।২৯।। যুদ্ধে সকলকে সন্ত্রস্ত করে তিনি ইন্দ্রজিতের ঘোড়াগুলিকে বাণে বিদ্ধ করলো। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের এই কর্মে ক্রুদ্ধ হলো।।৩০।। যুদ্ধে সে রোমহর্ষক দশটি বাণের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলো। সেই শরগুলি বজ্রের মতো। এবং সাপের বিষের মতো ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মণের সোনার মতো ঝকঝকে বর্মের ওপর পড়ে বিলীন হয়ে গেলো।।৩১।। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্মকে অভেদ্য মনে করে ভালো পুঙ্খযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটকে বিদ্ধ করলো।।৩২।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্র-চালনায় দখল দেখিয়ে ইন্দ্রজিৎ দ্রুত বিদ্ধ করলো লক্ষ্মণকে। ফলে রঘুনন্দন লক্ষ্মণের ললাট বিন্দু বিন্দু রক্তে শোভা পাচ্ছিলো।।৩৩।। রণভূমিতে যুদ্ধনিপুণ তাঁকে তিনটি শৃঙ্গ-সমন্বিত পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো। যুদ্ধে তবুও রাক্ষসের দ্বারা তিনি বিপর্যস্ত হলেন।।৩৪।। তখন ইন্দ্রজিতের দ্বারা যুদ্ধে আহত হয়ে লক্ষ্মণ পাঁচটি শর আকর্ষণ করে ইন্দ্রজিতের কুণ্ডলশোভিত মুখটি সত্বর বিদ্ধ করলেন।।৩৫।। লক্ষ্মণ এবং

লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ বীরৌ মহাবলশরাসনৌ। অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ বিশিখৈর্ভীমবিক্রমৌ।। ৩৬
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ। রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।। ৩৭
তৌ পরস্পরমভ্যেত্য সর্বগাত্রেষু ধন্বিনৌ। ঘোরৈর্বিব্যধতুর্বাণৈঃ কৃতভাবাবুভৌ জয়ে।। ৩৮
ততঃ সমরকোপেন সংযুতো রাবণাত্মজঃ। বিভীষণং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ বদনে শুভে।। ৩৯
অয়োমুখৈস্ত্রিভির্বিদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্। একৈকানভিবিব্যাধ তান্ সর্বান্ হরিযূথপান্।। ৪০
তস্মৈ দৃঢতরং ক্রুদ্ধো জঘান গদয়া হয়ান্। বিভীষণো মহাতেজা রাবণেঃ স দুরাত্মনঃ।। ৪১
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্নিহতসারথেঃ। অথ শক্তিং মহাতেজাঃ পিতৃব্যায় মুমোচ হ।। ৪২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ। চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈর্দশধাপাতয়দ্ ভুবি।। ৪৩
তস্মৈ দৃঢধনুঃ ক্রুদ্ধো হতাশ্বায় বিভীষণঃ। বজ্রস্পর্শসমান্ পঞ্চ সসর্জোরসি মার্গণান্।। ৪৪
তে তস্য কায়ং ভিত্ত্বা তু রুক্মপুঙ্খা নিমিত্তগাঃ। বভূবুর্লোহিতাদিগ্ধা রক্তা ইব মহোরগাঃ।। ৪৫
স পিতৃব্যস্য সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিচ্ছরমাদদে। উত্তমং রক্ষসাং মধ্যে যমদত্তং মহাবলঃ।। ৪৬
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা মহেষুং তেন সংহিতম্। লক্ষ্মণোঽপ্যাদদে বাণমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ।। ৪৭
কুবেরেণ স্বয়ং স্বপ্নে যদ্ দত্তমমিতাত্মনা। দুর্জয়ং দুর্বিষহ্যঞ্চ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ৪৮
তয়োস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ। বিকৃষ্যমাণে বলবৎ ক্রৌঞ্চাবিব চুকূজতুঃ।। ৪৯
তাভ্যাং তু ধনুষি শ্রেষ্ঠে সংহিতৌ সায়কোত্তমৌ। বিকৃষ্যমাণৌ বীরাভ্যাং ভৃশং জজ্বলতুঃ শ্রিয়া।। ৫০
তৌ ভাসয়ন্তাবাকাশং ধনুর্ভ্যাং বিশিখৌ চ্যুতৌ। মুখেন মুখমাহত্য সন্নিপেততুরোজসা।। ৫১
সন্নিপাতস্তয়োশ্চাসীচ্ছরয়োর্ঘোররূপয়োঃ। সধূমবিস্ফুলিঙ্গশ্চ তজ্জোঽগ্নির্দারুণোঽভবৎ।। ৫২

ইন্দ্রজিৎ দু'জনই বীর মহাবলশালী এবং ধনুর্বাণধারী ভীষণ পরাক্রমী এই দুই বীর বাণের দ্বারা একে অন্যকে আঘাত করতে লাগলেন।।৩৬।। লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েরই অঙ্গ রক্তে লিপ্ত। রণক্ষেত্রে তাঁরা ফুলে-ভরা পলাশ গাছের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।।৩৭।। তাঁরা দু'জনেই ধনুর্ধর। জয়ের জন্য বাণের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করায় দু'জনেরই সর্ব অঙ্গ বেদনাতুর।।৩৮।। অনন্তর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি বাণের দ্বারা বিভীষণের সুন্দর মুখটিকে বিদ্ধ করলো।।৩৯।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লৌহমুখ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে সে এক এক করে সকল বানর-দলপতিকে করলো বিদ্ধ।।৪০।। তখন মহাতেজস্বী বিভীষণ তার ওপর আরো বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অশ্বগুলিকে গদার আঘাতে হত্যা করলো।।৪১।। অশ্ব নিহত হয়েছে দেখে ইন্দ্রজিৎ রথ হতে লাফিয়ে নেমে এলো। মহাতেজস্বী সে। শক্তি অস্ত্র পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি নিক্ষেপ করলো।।৪২।। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধন লক্ষ্মণ সেই শক্তি অস্ত্রকে আসতে দেখে ধারালো বাণরাশির দ্বারা দশ টুকরো করে মাটিতে ফেলে দিলেন।।৪৩।। ইতঃপূর্বে ইন্দ্রজিতের অশ্বগুলি তো নিহতই হয়েছে। ধনুর্বীর বিভীষণ রেগে বজ্রের মতো কঠিন পাঁচটি বাণ ইন্দ্রজিতের বুকে নিক্ষেপ করলো।।৪৪।। সেই সোনার পুঙ্খ শরগুলি ইন্দ্রজিতের দেহ বিদীর্ণ করে রক্তবর্ণ হয়ে গেলো। বিষাক্ত রক্তবর্ণ সর্পের মতো দেখাচ্ছিলো সেই বাণরাশিকে।।৪৫।। কাকার ওপর অত্যন্ত রেগে গেলো মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ। রাক্ষসদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিত্ব বিভীষণের উদ্দেশ্যে যমের দ্বারা প্রদত্ত শর তুলে নিলো।।৪৬।। ইন্দ্রজিতকে বিশাল শর নিক্ষেপে উদ্যত দেখে ভীষণ পরাক্রমী মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও আর একটি বাণ গ্রহণ করলেন।।৪৭।। অনন্ত শক্তিসম্পন্ন কুবের নিজেই স্বপ্নে তাঁকে এই শর দান করেছিলেন। দেবতা এবং অসুরগণের, এমন কি ইন্দ্রেরও দুর্জয় এবং দুঃসহ এই শর।।৪৮।। তাঁদের দু'জনেরই বাহুগুলি ছিলো পরিঘের মতো বিশাল। তাঁরা দু'জনে যখন শ্রেষ্ঠ ধনুদু'টিকে একে অপরের দিকে লক্ষ্য করে আকর্ষণ করছিলেন তখন ক্রৌঞ্চযুগলের ধ্বনির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।।৪৯।। সেই শ্রেষ্ঠ ধনু দু'টি যখন ঐ বীর দু'জন আকর্ষণ করছিলেন তখন সেই ধনু দু'টি সৌন্দর্যে জ্বল জ্বল করছিলো।।৫০।। তাদের দুই ধনু থেকে বাণদু'টি ছুটে গিয়ে আকাশকে ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত করে মুখোমুখি সংঘর্ষ করে তীব্রবেগে মাটিতে পড়ে গেলো।।৫১।। দেখতে ভীষণ সেই বাণগুলির একটির অঙ্গে আর একটির সঙ্ঘর্ষে ধোঁয়া এবং স্ফুলিঙ্গসহ দারুণ আগুন জ্বলে উঠলো।।৫২।। মহাগ্রহের

তৌ মহাগ্রহসঙ্কাশাবন্যোন্যং সন্নিপত্য চ। সংগ্রামে শতধা যাতৌ মেদিন্যাঞ্চৈব পেততুঃ।। ৫৩
শরৌ প্রতিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ রণমূর্ধনি। ব্রীড়িতৌ জাতরোষৌ চ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ তদা।। ৫৪
সুসংরব্ধস্তু সৌমিত্রিরস্ত্রং বারুণমাদদে। রৌদ্রং মহেন্দ্রজিদ্ যুদ্ধেঽপ্যসৃজদ্ যুধি নিষ্ঠিতঃ।। ৫৫
তেন তদ্ বিহিতং শস্ত্রং বারুণং পরমাদ্ভুতম্। ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
আগ্নেয়ং সন্দধে দীপ্তং স লোকং সংক্ষিপন্নিব।। ৫৬
সৌরেণাস্ত্রেণ তদ্ বীরো লক্ষ্মণঃ পর্যবারয়ৎ। অস্ত্রং নিবারিতং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৫৭
আদদে নিশিতং বাণমাসুরং শত্রুদারণম্। তস্মাচ্চাপাদ্ বিনিষ্পেতুর্ভাস্বরাঃ কূটমুদ্গরাঃ।। ৫৮
শূলানি চ ভুশুণ্ড্যশ্চ গদাঃ খড়্গাঃ পরশ্বধাঃ। তদ্ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ সংখ্যে ঘোরমস্ত্রমথাসুরম্।। ৫৯
অবার্যং সর্বভূতানাং সর্বশস্ত্রবিদারণম্। মাহেশ্বরেণ দ্যুতিমাংস্তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ।। ৬০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্। গগনস্থানি ভূতানি লক্ষ্মণং পর্যবারয়ন্।। ৬১
ভৈরবাভিরুতে ভীমে যুদ্ধে বানর-রক্ষসাম্। ভূতৈর্বহুভিরাকাশং বিস্মিতৈরাবৃতং বভৌ।। ৬২
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্ব-গরুড়োরগাঃ। শতক্রতুং পুরস্কৃত্য ররক্ষুর্লক্ষ্মণং রণে।। ৬৩
অথান্যং মার্গণশ্রেষ্ঠং সন্দধে রাঘবানুজঃ। হুতাশনসমস্পর্শং রাবণাত্মজদারণম্।। ৬৪
সুপত্রমনুবৃত্তাঙ্গং সুপর্বাণং সুসংস্থিতম্। সুবর্ণবিকৃতং বীরঃ শরীরান্তকরং শরম্।। ৬৫
দুরাবারং দুর্বিষহং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্। আশীবিষবিষপ্রখ্যং দেবসঙ্ঘৈঃ সমর্চিতম্।। ৬৬
যেন শক্রো মহাতেজা দানবানজয়ৎ প্রভুঃ। পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বীর্যবান্ হরিবাহনঃ।। ৬৭
অথৈন্দ্রমস্ত্রং সৌমিত্রিঃ সংযুগেষ্বপরাজিতম্। শরশ্রেষ্ঠং ধনুশ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ।। ৬৮

মতো এই বাণদু'টি যুদ্ধে একটির সঙ্গে আর একটির সঙ্ঘর্ষের ফলে শত শত টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।৫৩।। যুদ্ধক্ষেত্রে বাণদু'টি ব্যর্থ হয়ে গেলো দেখে লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ দু'জনই লজ্জিত হলেন। হলেন রুষ্টও।।৫৪।। অতঃপর ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ বারুণ অস্ত্র তুলে নিলেন। মহেন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিতও ভীষণ একটি অস্ত্র যুদ্ধে নিক্ষেপ করে সেই বারুণ অস্ত্রকে প্রতিহত করলো।।৫৫।। সেই অস্ত্র অত্যন্ত অদ্ভুত বারুণ অস্ত্রে প্রশমিত হলো। অনন্তর যুদ্ধজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বভুবনকে বিনাশের জন্য যেন দীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করলো।।৫৬।। বীর লক্ষ্মণ তখন সৌর অস্ত্র দ্বারা সেই আগ্নেয় অস্ত্রকে প্রতিহত করলেন। আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ হলো দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে মূর্ছিত হলো।।৫৭।। সে তখন ইন্দ্রকেও বিদীর্ণ করতে পারে এমন তীক্ষ্ণ আসুর বাণ তুলে নিলো। আশ্চর্য ঘটনা তখন দেখা গেলো। সে ঐ বাণ গ্রহণ করামাত্রই তার ধনু হতে কূটমুদ্গর নামক অস্ত্র নির্গত হলো।।৫৮।। তার থেকে বেরিয়ে এলো বহু শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ এবং কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র। লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্কর আসুর অস্ত্র সব দেখলেন।।৫৯।। অস্ত্রগুলি ছিলো সকল প্রাণীর দ্বারা অব্যর্থ। সকল অস্ত্রকেই ঐগুলি বিদারণ করতে পারতো। দীপ্তিমান লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা সেইগুলিকে নিবারণ করলেন।।৬০।। তাদের দু'জনের মধ্যে তখন অদ্ভুত রোমহর্ষক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হতে লাগলো। আকাশের প্রাণীরা সকলে এসে লক্ষ্মণকে ঘিরে দাঁড়ালো।।৬১।। বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর ঐ যুদ্ধে তুমুল শব্দ উত্থিত হলো। বহুপ্রাণী তখন বিস্মিত হয়ে সেখানে এসে ছেয়ে ফেললো।।৬২।। ঋষিরা, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব, গরুড় এবং উরগেরা ইন্দ্রকে সামনে রেখে যুদ্ধে লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে লাগলেন।।৬৩।। লক্ষ্মণ তারপর ইন্দ্রজিৎ বধ করতে পারে, স্পর্শে আগুনের মতো আর একটি শ্রেষ্ঠ শর গ্রহণ করলেন *(মার্গণ—শর)*।।৬৪।। বীর লক্ষ্মণের গৃহীত এই শরটির পর্ব ও পত্র ছিলো অত্যন্ত সুন্দর ক্রমশ বর্তুলাকার ও সোনায় মোড়া ছিলো শরটি। এটি ছিলো শরীর তথা প্রাণঘাতী।।৬৫।। দুর্নিবার দুর্বিষহ এবং রাক্ষদের ভয়াবহ এই বাণ সর্পের তুল্য। এই বাণকে দেবতারা সবাই মিলে অর্চনা করতেন।।৬৬।। মহাতেজস্বী, *(হরিদ্বর্ণ)* অশ্ববাহী বীর্যবাণ প্রভু ইন্দ্র পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামে এই বাণের দ্বারাই দানবদেরকে জয় করে ছিলেন।।৬৭।। এটি ইন্দ্র অস্ত্র। যুদ্ধে এটি অপরাজেয়। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রেষ্ঠধনুতে শ্রেষ্ঠ এই শর যোজনা করে বাক্য বলছিলেন।।৬৮।।

লক্ষ্মীবাল্লঁক্ষ্মণো বাক্যমর্থসাধকমাত্মনঃ। ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চা প্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্।। ৬৯
ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্। লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জেন্দ্রজিতং প্রতি।
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমায়ুজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।। ৭০
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্। প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে।। ৭১
তদ্ রাক্ষসতনূজস্য ভিন্নস্কন্ধং শিরো মহৎ। তপনীয়নিভং ভূমৌ দদৃশে রুধিরোক্ষিতম্।। ৭২
হতঃ সঃ নিপপাতাথ ধরণ্যাং রাবণাত্মজঃ। কবচী সশিরস্ত্রাণো বিপ্রবিদ্ধশরাসনঃ।। ৭৩
চুক্রুশুস্তে ততঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ। হৃষ্যন্তে নিহতে তস্মিন্ দেবা বৃত্রবধে যথা।। ৭৪
অথান্তরীক্ষে দেবানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। জজ্ঞেহ থ জয়সন্নাদো গন্ধর্বাপ্সরসামপি।। ৭৫
পতিতং সমভিজ্ঞায় রাক্ষসী সা মহাচমূঃ। বধ্যমানা দিশো ভেজে হরিভির্জিতকাশিভিঃ।। ৭৬
বানরৈর্বধ্যমানাস্তে শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য রাক্ষসাঃ। লঙ্কামভিমুখাঃ সাস্রুভ্রষ্টসংজ্ঞাঃ প্রধাবিতাঃ।। ৭৭
দুদ্রুবুর্বহুধা ভীতা রাক্ষসাঃ শতশো দিশঃ। ত্যক্ত্বা প্রহরণান্ সর্বে পট্টিশাসিপরশ্বধান্।। ৭৮
কেচিল্লঙ্কাং পরিত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা বানরার্দিতাঃ। সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ।। ৭৯
হতমিন্দ্রজিতং দৃষ্ট্বা শয়ানঞ্চ রণক্ষিতৌ। রাক্ষসানাং সহস্রেষু ন কশ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত।। ৮০
যথাস্তং গত আদিত্যে নাবতিষ্ঠন্তি রশ্ময়ঃ। তথা তস্মিন্নিপতিতে রাক্ষসাস্তে গতা দিশঃ।। ৮১
শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ। বভূব স মহাবাহুর্ব্যপাস্তগতজীবিতঃ।। ৮২
প্রশান্তপীড়াবহুলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্ষবান্। বভূব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেন্দ্রসুতে তদা।। ৮৩
হর্ষঞ্চ শক্রো ভগবান্ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ। জগাম নিহতে তস্মিন্ রাক্ষসে পাপকর্মণি।। ৮৪

লক্ষ্মীবাণ লক্ষ্মণ নিজের কার্যসাধনের জন্য এই কথা বললেন, দশরথ পুত্র ধর্মাত্মা সত্যসন্ধ রাম যদি বীর্যবত্তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহলে তুমি এই রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করো।।৬৯।। এই কথা বলে বীর লক্ষ্মণ সোজা ছুটে যায় এই বাণটিকে আকর্ণ আকর্ষণ করে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। শত্রুবীর হন্তা লক্ষ্মণ এইভাবে ইন্দ্র অস্ত্র যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের প্রতি যোজনা করলেন।।৭০।। ইন্দ্রজিতের মস্তকে ছিলো শিরস্ত্রাণ। উজ্জ্বল কুণ্ডলে মস্তকটি ছিলো ভূষিত। এই শর ঐ মস্তকটিকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে ফেলে দিলো।।৭১।। সেই রাক্ষসরাজ পুত্র ইন্দ্রজিতের বিশাল মস্তকটি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়ানো উজ্জ্বল সোনার মতো দেখাচ্ছিলো।।৭২।। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়ে ভূমিতে নিপতিত। দেহ বর্মে আবৃত। মাথায় রয়েছে শিরস্ত্রাণ। ধনুর্বাণে দেহ তার ক্ষতবিক্ষত।।৭৩।। বৃত্রাসুরের বধে দেবতারা যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি বিভীষণসহ বানরেরা সব আনন্দে ধ্বনি করতে লাগলো।।৭৪।। অন্তরীক্ষে দেবগণ, মহাত্মা, ঋষি, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো।।৭৫।। ইন্দ্রজিতকে নিহত দেখে সেই রাক্ষসসেনা বানরদের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে দিগ্‌বিদিকে লাফিয়ে যেতে লাগলো।।৭৬।। বানরদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে রাক্ষসেরা জ্ঞানশূন্য হয়ে চোখের জলে লঙ্কার দিকে ধাবিত হলো।।৭৭।। শত শত ভীত রাক্ষস পট্টিশ, অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র পরিত্যাগ করে লঙ্কার অভিমুখে ছুটে যেতে লাগলো।।৭৮।। বানরদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে রাক্ষদের কেউ কেউ লঙ্কায় লাফিয়ে গেলো। কেউ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেউ বা পর্বতে আশ্রয় নিলো।।৭৯।। ইন্দ্রজিতকে নিহত এবং রণভূমিতে শয়ান দেখে হাজার হাজার রাক্ষসের মধ্যে কাউকেই আর ঐখানে দেখা গেলো না। সবাই গেছে ভয়ে পালিয়ে।।৮০।। সূর্য অস্ত গেলে রশ্মি যেমন আর থাকে না, তেমনি ইন্দ্রজিৎ নিহত হতেই রাক্ষসেরাও দিগ্‌বিদিকে চলে গেলো।।৮১।। মহাবীর ইন্দ্রজিতের প্রাণ চলে গেলে তাকে নিভে-যাওয়া আগুনের মতো এবং শান্তরশ্মি সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো।।৮২।। রাক্ষসরাজপুত্র সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হলে জগতের যতো উপদ্রব সব গেলো চলে। শত্রু বিনষ্ট হলো। চারদিকে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হলো।।৮৩।। পাপকর্মা সেই রাক্ষস নিহত হলে ভগবান ইন্দ্র মহর্ষিদের সকলকে নিয়ে আনন্দে নিমগ্ন হলেন।।৮৪।। মহাত্মাদের সঙ্গে দেবতাদের দুন্দুভি-ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। গন্ধর্ব এবং

আকাশে চাপি দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ। নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ।। ৮৫
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তদদ্ভুতমিবাভবৎ। প্রশশাম হতে তস্মিন্ রাক্ষসে ক্রুরকর্মণি।। ৮৬
শুদ্ধা আপো নভশ্চৈব জহৃষুর্দেব-দানবাঃ। আজগ্মুঃ পতিতে তস্মিন্ সর্বলোকভয়াবহে।। ৮৭
ঊচুশ্চ সহিতাস্তুষ্টা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। বিজ্বরাঃ শান্তকলুষা ব্রাহ্মণা বিচরন্ত্বিতি।। ৮৮
ততোঽভ্যনন্দন্ সংহৃষ্টাঃ সমরে হরিযূথপাঃ। তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা হতং নৈর্ঋতপুঙ্গবম্।। ৮৯
বিভীষণো হনূমাংশ্চ জাম্ববাংশ্চর্ক্ষযূথপঃ। বিজয়েনাভিনন্দন্তস্তুষ্টুবুশ্চাপি লক্ষ্মণম্।। ৯০
ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। লব্ধলক্ষা রঘুসুতং পরিবার্যোপতস্থিরে।। ৯১
লাঙ্গূলানি প্রবিধ্যন্তঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ বানরাঃ। লক্ষ্মণো জয়তীত্যেব বাক্যং বিশ্রাবয়ংস্তদা।। ৯২
অন্যোন্যঞ্চ সমাশ্লিষ্য হরয়ো হৃষ্টমানসাঃ। চক্রুরুচ্চাবচগুণা রাঘবাশ্রয়সৎকথাঃ।। ৯৩
তদসুকরমথাভিবীক্ষ্য হৃষ্টাঃ প্রিয়সুহৃদো যুধি লক্ষ্মণস্য কর্ম।
পরমমুপলভন্মনঃপ্রহর্ষং বিনিহতমিন্দ্ররিপুং নিশম্য দেবাঃ।। ৯৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ।

অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলো।।৮৫।। অদ্ভুতভাবে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। ক্রূরকর্মা রাক্ষস নিহত হওয়ায় জগৎ প্রশান্ত হলো।।৮৬।। ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায় আকাশ এবং জল হলো নির্মল। সকল লোকের কাছে ভয়াবহ ছিলো ইন্দ্রজিৎ। সে পতিত হওয়াতে দেবতা এবং দানব সবাই আনন্দ করতে লাগলো।।৮৭।। দেবগণ, গন্ধর্ব এবং দানবেরা সম্মিলিত ভাবে তুষ্ট হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণেরা নির্ভয়ে প্রশান্তচিত্তে বিচরণ করুক।।৮৮।। অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে বানর দলপতিরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণকে অভিনন্দন জানালো।।৮৯।। বিভীষণ, হনুমান, ভল্লুকপতি জাম্ববান জয়ধ্বনির দ্বারা লক্ষ্মণকে সন্তুষ্ট করলেন।।৯০।। বানরগণ আনন্দে কিল কিলা শব্দ করতে লাগলো। তারা লাফাচ্ছিলো। গর্জন করছিলো। রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে তাঁকে ঘিরে তারা অবস্থান করতে লাগলো।।৯১।। লক্ষ্মণের জয় হোক্—এই কথা শুনিয়ে বানরেরা লাঙ্গূল আস্ফালন করে বাহ্বাস্ফোট করতে লাগলো।।৯২।। আনন্দিতচিত্তে বানরেরা একে অপরকে আলিঙ্গন করতে লাগলো। রামের গুণাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করে কল্যাণকর কথা সব বলতে লাগলো।।৯৩।। দেবতারা ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতের নিধনের বার্তা শুনে, যুদ্ধে প্রিয় সুহৃদ লক্ষ্মণের দুষ্কর কর্ম প্রত্যক্ষ করে মনে মনে পরম আনন্দলাভ করলেন।।৯৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবতিতম (৯০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণ-বিভীষণপ্রভৃতীনাং শ্রীরামসমীপে আগমনম্, ইন্দ্রজিদ্বধবৃত্তান্তকথনম্, প্রসন্নস্য রামচন্দ্রস্য লক্ষ্মণদেহে দেহং সংস্থাপ্য তৎপ্রশংসনম্, সুষেণপ্রভৃতিভিঃ লক্ষ্মণাদীনাং চিকিৎসা চ

রুধিরক্লিন্নগাত্রস্তু লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। বভূব হৃষ্টস্তং হত্বা শক্রজেতারমাহবে।। ১
ততঃ স জাম্ববন্তঞ্চ হনূমন্তঞ্চ বীর্যবান্। সন্নিপত্য মহাতেজাস্তাংশ্চ সর্বান্ বনৌকসঃ।। ২

একনবতিতম (৯১) সর্গ

শ্রীরামের সমীপে লক্ষ্মণ-বিভীষণাদির আগমন। ইন্দ্রজিতের নিধন বৃত্তান্ত কথন। লক্ষ্মণের দেহের সঙ্গে নিজ দেহ সংলগ্ন করে প্রসন্ন রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ-প্রশংসা। সুষেণ -প্রমুখের দ্বারা লক্ষ্মণ -প্রমুখের চিকিৎসা।

শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণের শরীর আজ রক্তলিপ্ত। তবুও ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিতকে বধ করতে পেরেছেন বলে আজ তিনি আনন্দিত।।১।। অতঃপর বীর্যবান, মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ দৌড়ে জাম্ববান, হনুমান এবং বানর সকলের কাছে গেলেন।।২।। এবার সুগ্রীব এবং রাম যেখানে আছেন সেখানে চলে এলেন।

আজগাম ততঃ শীঘ্রং যত্র সুগ্রীব-রাঘবৌ। বিভীষণমবষ্টভ্য হনূমন্তঞ্চ লক্ষ্মণঃ।। ৩
ততো রামমভিক্রম্য সৌমিত্রিরভিবাদ্য চ। তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থঃ শক্রস্যেন্দ্রানুজো যথা।। ৪
নিষ্টনন্নিব চাগত্য রাঘবায় মহাত্মনে। আচচক্ষে তদা বীরো ঘোরমিন্দ্রজিতো বধম্।। ৫
রাবণেস্তু শিরশ্ছিন্নং লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। ন্যবেদয়ত রামায় তদা হৃষ্টো বিভীষণঃ।। ৬
শ্রুত্বৈব তু মহাবীর্যো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্বধম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে বাক্যং চেদমুবাচ হ।। ৭
সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম চাসুকরং কৃতম্। রাবণের্হি বিনাশেন জিতমিত্যুপধারয়।। ৮
স তং শিরস্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণং কীর্তিবর্ধনম্। লজ্জমানং বলাৎ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য বীর্যবান্।। ৯
উপবেশ্য তমুৎসঙ্গে পরিষ্বজ্যাবপীডিতম্। ভ্রাতরং লক্ষ্মণং স্নিগ্ধং পুনঃ পুনরুদৈক্ষত।। ১০
শল্যসম্পীডিতং শস্তং নিঃশ্বসন্তং তু লক্ষ্মণম্। রামস্তু দুঃখসন্তপ্তং তস্ত নিঃশ্বাসপীডিতম্।। ১১
মূর্ধ্নি চৈবমুপাঘ্রায় ভূয়ঃ সংস্পৃশ্য চ ত্বরন্। উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যমাশ্বাস্য পুরুষর্ষভঃ।। ১২
কৃতং পরমকল্যাণং কর্ম দুষ্করকর্মণা। অদ্য মন্যে হতে পুত্রে রাবণং নিহতং যুধি।। ১৩
অদ্যাহং বিজয়ী শত্রৌ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি। রাবণস্য নৃশংসস্য দিষ্ট্যা বীর ত্বয়া রণে।। ১৪
ছিন্নো হি দক্ষিণো বাহুঃ স হি তস্য ব্যপাশ্রয়ঃ। বিভীষণ-হনূমদ্ভ্যাং কৃতং কর্ম মহদ্ রণে।। ১৫
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ। নিরমিত্রঃ কৃতোঽস্ম্যদ্য নির্যাস্যতি হি রাবণঃ।। ১৬
বলব্যূহেন মহতা নির্যাস্যতি হি রাবণঃ। বলব্যূহেন মহতা শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্।। ১৭
তং পুত্রবধসন্তপ্তং নির্যান্তং রাক্ষসাধিপম্। বলেনাবৃত্য মহতা নিহনিষ্যামি দুর্জয়ম্।। ১৮
ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে। ন দুষ্প্রাপা হতে তস্মিন্ শক্রজেতরি চাহবে।। ১৯

বিভীষণ এবং হনুমানকে জড়িয়ে ধরে লক্ষ্মণ সমাদর করলেন।।৩।। অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে জানালেন অভিবাদন। ইন্দ্রের অনুজ উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের কাছে থাকেন, তেমনি তিনিও ভ্রাতা রামের কাছে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।। ৪ ।। বীর বিভীষণ একান্ত অনুগতের মতো মহাত্মা রামচন্দ্রের কাছে এসে ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর বধের বার্তা নিবেদন করলেন।।৫ ।। আনন্দিত বিভীষণ তখন রামকে বললেন, মহাত্মা লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের শির ছিন্ন করেছেন।।৬।। মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিতের বধের বার্তা শুনে অতুলনীয় আনন্দলাভ করে বললেন—।।৭।। লক্ষ্মণ, বেশ ভালো করেছো। তোমার দুষ্কর কার্যের জন্য আমি তুষ্ট হয়েছি। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের বিনাশের দ্বারা আমাদের জয় হয়েই গেছে ধরে নেওয়া যায়।।৮ ।। বীর্যবান রাম কীর্তিবর্ধন লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। লক্ষ্মণ লজ্জা পেলেও তাঁকে জোর করে কোলে টেনে নিলেন।। ৯ ।। কোলে বসিয়ে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে ভাই লক্ষ্মণকে তিনি বারবার সস্নেহে দেখতে লাগলেন।। ১০ ।। লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ বাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ঘনঘন তার নিঃশ্বাস পড়ছে। রাম দেখলেন লক্ষ্মণ দুঃখে সন্তপ্ত। এবং নিঃশ্বাসে পীড়িত।। ১১ ।। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম দ্রুত তাকে স্পর্শ করে আবার তার মস্তক আঘ্রাণ করে লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন—।। ১২ ।। অন্যের দ্বারা দুষ্কর এমন পরম কল্যাণকর কর্ম তুমি করেছো। আজ মনে হচ্ছে, পুত্র নিহত হওয়ায় রাবণই বুঝি নিহত হয়েছে।। ১৩।। দুরাত্মা সেই শত্রু নিহত হওয়ায় আজ আমি বিজয়ী। হে বীর, সৌভাগ্যবশতঃ নৃশংস রাবণের পুত্রকে তুমি হত্যা করেছো।। ১৪ ।। সে ছিলো তার বিশেষ আশ্রয়। ডানহাতের মতো। সেই ডানহাতটি তার তুমি কেটে ফেলেছো। বিভীষণ এবং হনুমানও যুদ্ধে মহদ্‌কার্য সম্পাদন করেছে।। ১৫ ।। তিনটি রাত ও তিনটি দিন ধরে যুদ্ধ করে কোনোরকমে সেই বীরকে তোমরা নিহত করেছো। আজ তোমরা আমায় করেছো প্রায় নিঃশত্রু। কেবল রাবণ বাকী। সেও আজ যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসবে।। ১৬।। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাবণ আসবে বেরিয়ে। সে শুনেছে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত।। ১৭ ।। পুত্রবধে সন্তপ্ত দুর্জয় সেই রক্ষোরাজ বেরিয়ে এলেই আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঘিরে ধরবো। অতঃপর তাকে আমি হত্যা করবো।। ১৮।। হে লক্ষ্মণ, শত্রুজয়কারী তুমি। যদি তুমি যুদ্ধে আমার সহায় থাকো, তাহলে সীতা এবং ধরিত্রী কোনোটিই আমার দুষ্প্রাপ্য হবে না।। ১৯ ।। ভাই লক্ষ্মণকে রাম আলিঙ্গন করে,

স তং ভ্রাতরমাশ্বাস্য পরিষ্বজ্য চ রাঘবঃ। রামঃ সুষেণং মুদিতঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ।। ২০
বিশল্যোঽয়ং মহাপ্রাজ্ঞঃ সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ। যথা ভবতি সুস্বস্থস্তথা ত্বং সমুপাচর।। ২১
বিশল্যঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ। ঋক্ষ-বানরসৈন্যানাং শূরাণাং দ্রুমযোধিনাম্।। ২২
যে চাপ্যন্যেঽত্র যুধ্যন্তি সশল্যা ব্রণিনস্তথা। তেঽপি সর্বে প্রযত্নেন ক্রিয়ন্তে সুখিনস্ত্বয়া।। ২৩
এবমুক্তঃ স রামেণ মহাত্মা হরিযূথপঃ। লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ পরমৌষধম্।। ২৪
স তস্য গন্ধমাঘ্রায় বিশল্যঃ সমপদ্যত। তদা নির্বেদনশ্চৈব সংরূঢব্রণ এব চ।। ২৫
বিভীষণমুখানাঞ্চ সুহৃদাং রাঘবাজ্ঞয়া। সর্ববানরমুখ্যানাং চিকিৎসামকরোৎ তদা।। ২৬
ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো হৃতশল্যো গতক্লমঃ। সৌমিত্রির্মুমুদে তত্র ক্ষণেন বিগতজ্বরঃ।। ২৭
তদৈব রামঃ প্লবগাধিপস্তথা বিভীষণশ্চর্ক্ষপতিশ্চ বীর্যবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমরোগমুত্থিতম্ মুদা সসৈন্যাঃ সুচিরং জহর্ষিরে।। ২৮
অপূজয়ৎ কর্ম স লক্ষ্মণস্য সুদুষ্করং দাশরথির্মহাত্মা।
বভূব হৃষ্টো যুধি বানরেন্দ্রোনিশম্য তং শক্রজিতং নিপাতিতম্।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ।

আশ্বস্ত করে আনন্দের সঙ্গে সুষেণকে ডেকে বললেন—।।২০।। বন্ধুবৎসল, মহাজ্ঞানী লক্ষ্মণ যাতে শল্যমুক্ত হয় এবং ভালোভাবে সুস্থ হতে পারে সেইমতো চিকিৎসা করো।।২১।। শীগ্‌গির শল্যমুক্ত করো মিত্রবৎসল লক্ষ্মণকে। বীর এই ভল্লুক এবং বানরসৈন্যেরাও গাছ নিয়ে যুদ্ধ করে ভীষণ আহত।।২২।। আরো যারা এখানে যুদ্ধ করে শল্যযুক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত, তাদের সবাইকে তুমি যত্ন করে চিকিৎসা করো এবং সুস্থ করো।।২৩।। রাম এই কথা বলায় বানরদলপতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় একটি খুব ভালো ঔষধ প্রয়োগ করলো।।২৪।। সেই ঔষধ আঘ্রাণ করে সে শল্যমুক্ত হলো। তার ব্যথা-বেদনা গেলো চলে। ক্ষতগুলিও শুকিয়ে গেলো।।২৫।। অতঃপর রামের নির্দেশে সুষেণ বিভীষণ-প্রমুখ সুহৃদ্‌বর্গ এবং বানরপ্রধান সকলকে চিকিৎসা করলো।।২৬।। তারফলে লক্ষ্মণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। শল্য হতে হলেন মুক্ত। ক্লান্তি চলে গেলো। ক্ষণকালের মধ্যেই লক্ষ্মণ রোগমুক্ত হলেন।।২৭।। লক্ষ্মণকে রোগমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে রাম, বানরপতি সুগ্রীব, বিভীষণ, এবং বীর্যবান ভল্লুকরাজ জাম্ববান সৈন্যসহ আনন্দে অনেকক্ষণ হর্ষ-প্রকাশ করলো।।২৮।। দশরথপুত্র মহাত্মা রাম, লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কর্মের প্রশংসা করলেন। ইন্দ্রজিৎ নিহত—এই সংবাদ শুনে বানরাধিপতি সুগ্রীবও অত্যন্ত আনন্দিত হলো।।২৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একনবতিতম (৯১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য শোকঃ, সুপার্শ্ববোধিতস্য তস্য সীতাহত্যাতঃ প্রতিনিবৃত্তিশ্চ

ততঃ পৌলস্ত্যসচিবাঃ শ্রুত্বা চেন্দ্রজিতো বধম্। আচচক্ষুরবজ্ঞায় দশগ্রীবায় সত্বরাঃ।। ১
যুদ্ধে হতো মহারাজ লক্ষ্মণেন তবাত্মজঃ। বিভীষণসহায়েন মিষতাং নো মহাদ্যুতিঃ।। ২

দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ

রাবণের শোক, সুপার্শ্বের সান্ত্বনায় সীতা হত্যা হতে নিবৃত্তি

অনন্তর রাবণের সচিবেরা ইন্দ্রজিতের বধের কথা শুনে রণক্ষেত্রে গিয়ে দেখে এবং জেনে সত্বর ফিরে এসে রাবণকে বললো—।।১।। মহারাজ, লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে আমাদের সৈনিকদের সামনে আপনার জ্যোতিষ্মান পুত্র ইন্দ্রজিতকে হত্যা করেছে।।২।। ইন্দ্রজিৎ আপনার বীরপুত্র। যুদ্ধে এই বীর

শূরঃ শূরেণ সঙ্গম্য সংযুগেষ্বপরাজিতঃ। লক্ষ্মণেন হতঃ শূরঃ পুত্রস্তে বিবুধেন্দ্রজিৎ।। ৩
গতঃ স পরমাঁল্লোকান্ শরৈঃ সন্তর্প্য লক্ষ্মণম্। স তং প্রতিভয়ং শ্রুত্বা বধং পুত্রস্য দারুণম্।। ৪
ঘোরমিন্দ্রজিতঃ সংখ্যে কশ্মলং প্রাবিশন্মহৎ। উপলভ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং রাজা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।। ৫
পুত্রশোকাকুলো দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ। হা রাক্ষসচমূমুখ্য মম বৎস মহাবল।। ৬
জিত্বেন্দ্রং কথমদ্য ত্বং লক্ষ্মণস্য বশং গতঃ। ননু ত্বমিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ভিন্দ্যাঃ কালান্তকাবপি।। ৭
মন্দরস্যাপি শৃঙ্গাণি কিং পুনর্লক্ষ্মণং যুধি। অদ্য বৈবস্বতো রাজা ভূয়ো বহুমতো মম।। ৮
যেনাদ্য ত্বং মহাবাহো সংযুক্তঃ কালধর্মণা। এষ পন্থাঃ সুযোধানাং সর্বামরগণেষ্বপি।। ৯
যঃ কৃতে হন্যতে ভর্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি। অদ্য দেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ।
হতমিন্দ্রজিতং শ্রুত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ।। ১০
অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা। একেনেন্দ্রজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে।। ১১
অদ্য নৈঋর্তকন্যানাং শ্রোষ্যাম্যন্তঃপুরে রবম্। করেণুসঙ্ঘস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে।। ১২
যৌবরাজ্যঞ্চ লঙ্কাঞ্চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ। মাতরং মাঞ্চ ভার্যাশ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ।। ১৩
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্। প্রেতকার্যাণি কার্যাণি বিপরীতে হি বর্তসে।। ১৪
স ত্বং জীবতি সুগ্রীবে লক্ষ্মণে চ স রাঘবে। মম শল্যমনুদ্ধৃত্য ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ।। ১৫
এবমাদিবিলাপার্তং রাবণং রাক্ষসাধিপম্। আবিবেশ মহান্ কোপঃ পুত্রব্যসনসম্ভবঃ।। ১৬
প্রকৃত্যা কোপনং হ্যেনং পুত্রস্য পুনরাধয়ঃ। দীপ্তং সন্দীপয়ামাসুর্ঘর্মেঽর্কমিব রশ্ময়ঃ।। ১৭
ললাটে ভ্রূকুটীভিশ্চ সঙ্গতাভির্ব্যরোচত। যুগান্তে সহ নক্রৈস্তু মহোর্মিভিরিবোদধিঃ।। ১৮

অন্য বীরেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অপরাজিত থাকতো।।৩।। সে লক্ষ্মণকে শরবর্ষণের দ্বারা সন্তপ্ত করে তারই দ্বারা নিহত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেছে। পুত্রের নিদারুণ নিধনবার্তা রাবণ শুনলো।।৪।। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর মর্মান্তিক সেই সংবাদ শুনে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ মূর্ছিত হয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ পরে সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো।।৫।। রাবণ পুত্রশোকে গেলো পাগল হয়ে। ইন্দ্রিয়গুলি তার বিকল। করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলো। হা বৎস, হা মহাবলশালী রাক্ষসসেনাপ্রধান।।৬।। ইন্দ্রকে জয় করেও কিভাবে তুমি লক্ষ্মণের বশীভূত হলে। তুমি তো ক্রুদ্ধ হলে কালান্তক দু'জনকেও বিদীর্ণ করতে পারতে !।।৭।। যুদ্ধে মনুষ্য লক্ষ্মণ কেন, মন্দরপর্বতের শৃঙ্গগুলিকেও তুমি ভেদ করতে পারতে ! আজ আমি যমরাজকে প্রভূতভাবে প্রশংসা করছি।।৮।। হে বীর, যেহেতু তুমি আজ কালধর্মের বশীভূত হলে, ভালো যোদ্ধারা, এমন কি দেবতা সকলও এইভাবে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে যাবার বাসনা করে।।৯।। প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করে যে, সেই পুরুষ স্বর্গে গমন করে। ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছে শুনে আজ দেবতারা সকলে, লোকপাল এবং মহর্ষিরা নির্ভয়ে সুখে ঘুমুতে পারবেন।।১০।। একমাত্র ইন্দ্রজিৎ নেই বলে ত্রিলোক এবং কাননসহ সমগ্র পৃথিবীকে আজ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।।১১।। পর্বতগুহায় হস্তীর মৃত্যুতে দলবদ্ধ হস্তিনীদের মতো আজ অন্তঃপুরে রাক্ষসকন্যাদের ক্রন্দন ধ্বনি আজ আমরা শুনতে পাবো।।১২।। হে শত্রুতাপন, যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসমণ্ডলী, মাতা এবং পত্নী ও আমাদের ত্যাগ করে আজ তুমি কোথায় চলে গেলে ?।।১৩।। আমি মারা গেলে আমার শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম তোমারই করার কথা। এখন তুমি চলে-যাওয়ায় বিপরীতই হলো। তোমার প্রেতকর্ম আমাকেই করতে হবে দেখছি।।১৪।। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব এখনো জীবিত। আমার শল্য উদ্ধার না করেই (*তাদের নিহত না করে*) আমাদের ত্যাগ করে তুমি কোথায় চলে গেলে বাছা ?।।১৫।। এইরকম ভাবে বিলাপ করতে করতে পুত্রের নিধনের জন্য অত্যন্ত ক্রোধে তিনি আবিষ্ট হলেন।।১৬।। সতত কোপন-স্বভাব রাবণকে পুত্রের শোক অধিক ক্ষুব্ধ করে তুললো।।১৭।। তার ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা গেলো। প্রলয়কালে কুমীর এবং উত্তুঙ্গ তরঙ্গাবলীর দ্বারা সমুদ্রকে যেমন ভীষণ দেখায়, তেমনি আজ দেখাচ্ছিলো রাবণকে।।১৮।। বৃত্রাসুরের বদনের মতো তার বেগে হাই-তোলা মুখ হতে ধূমসহ

কোপাদ্ বিজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রাদ্ ব্যক্তমিব জ্বলন্। উৎপপাত সধূমাগ্নির্বৃত্রস্য বদনাদিব।। ১৯
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ। সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা বৈদেহ্যা রোচয়দ্ বধম্।। ২০
তস্য প্রকৃত্যা রক্তে চ রক্তে ক্রোধাগ্নিনাপি চ। রাবণস্য মহাঘোরে দীপ্তে নেত্রে বভূবতুঃ।। ২১
ঘোরং প্রকৃত্যা রূপং তৎ তস্য ক্রোধাগ্নিমূর্ছিতম্। বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব দুরাসদম্।। ২২
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ। দীপাভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ।। ২৩
দন্তান্ বিদশতস্তস্য শ্রূয়তে দশনস্বনঃ। যন্ত্রস্যাকৃষ্যমাণস্য মথ্নতো দানবৈরিব।। ২৪
কালাগ্নিরিব সংক্রুদ্ধো যাং যাং দিশমবৈক্ষত। তস্যাং তস্যাং ভয়ত্রস্তা রাক্ষসাঃ সংবিলিল্যিরে।। ২৫
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং চরাচরচিখদিষুম্। বীক্ষমাণং দিশঃ সর্বা রাক্ষসা নোপচক্রমুঃ।। ২৬
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে সংস্তম্ভয়িষুরাহবে।। ২৭
ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমন্তপঃ। তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতঃ।। ২৮
তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ম্ভুবঃ। নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন।। ২৯
কবচং ব্রহ্মদত্তং মে যদাদিত্যসমপ্রভম্। দেবাসুরবিমর্দেষু ন চ্ছিন্নং বজ্রমুষ্টিভিঃ।। ৩০
তেন মামদ্য সংযুক্তং রথস্থমিহ সংযুগে। প্রতীয়াৎ কোঽদ্য মামাজৌ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ।। ৩১
যৎ তদাভিপ্রসন্নেন সশরং কার্মুকং মহৎ। দেবাসুরবিমর্দেষু মম দত্তং স্বয়ম্ভুবা।। ৩২
অদ্য তূর্যশতৈর্ভীমং ধনুরুত্থাপ্যতাং মম। রাম-লক্ষ্মণয়োরেব বধায় পরমাহবে।। ৩৩
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূরঃ ক্রোধবশং গতঃ। সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত।। ৩৪
প্রত্যবেক্ষ্য তু তাম্রাক্ষঃ সুঘোরো ঘোরদর্শনঃ। দীনো দীনস্বরান্ সর্বাংস্তানুবাচ নিশাচরান্।। ৩৫
মায়য়া মম বৎসেন বঞ্চনার্থং বনৌকসাম্। কিঞ্চিদেব হতং তত্র সীতেয়মিতি দর্শিতম্।। ৩৬

অগ্নি নির্গত হতে লাগলো।। ১৯ ।। বীর রাবণ পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে আজ ক্রুদ্ধ। ভালো করে বিবেচনা করার পর সীতাকে হত্যা করাই ভালো মনে হলো।।২০।। রাবণের চোখগুলি এমনিতেই রক্তবর্ণ। রাগের আগুনে সেগুলি আরো লাল হয়ে উঠলো। রাবণের চোখদু'টি ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।।২১।। ক্রোধাগ্নিতে মূর্ছিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তার ভীষণ চেহারা ক্রুদ্ধ রুদ্রের মতো হয়ে উঠলো আরো ভীষণ এবং দুর্ধর্ষ।।২২।। শিখাসমন্বিত জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে যেমন বিন্দু বিন্দু তেল ঝরে পড়ে তেমনি ক্রুদ্ধ রাবণের চোখ হতে উষ্ণ অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে লাগলো।।২৩।। ক্রোধে তার দন্তগুলি সে ঘর্ষণ করতে লাগলো। সেই দাঁতের কটকট শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সমুদ্রমন্থনে বানরেরা মন্থন-দণ্ডরূপ মন্দরপর্বতকে টানাটানি করছে। আর তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে।।২৪।। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণ যে যে দিকে তাকাচ্ছিলো সেই সেই দিকের রাক্ষসেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মগোপন করছিলো।।২৫।। ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ সকলদিকে তাকিয়ে সমগ্র চরাচরকে গ্রাস করতে ইচ্ছুক। রাক্ষসেরা কেউই তার দিকে এগোতে পারছে না।।২৬।। অতঃপর রক্ষোরাজরাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসদের সবাইকে যুদ্ধে পাঠাবার ইচ্ছায় বললো (সংস্তম্ভয়িষুঃ—পাঠাবার জন্য ইচ্ছুক হয়ে) ।।২৭।। আমি হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছি। সেই অবকাশে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেছি।।২৮।। তাঁকে তপস্যা করার ফলে ব্রহ্মার প্রসাদে আমি এমন বর লাভ করেছি যে, দেবতা ও অসুরদের হতে আমার কখনো ভয়ের সম্ভাবনা নেই।।২৯।। ব্রহ্মা আমায় যে বর দিয়েছিলেন দেবাসুর যুদ্ধে বজ্রমুষ্টির দ্বারাও সেটি ছিন্ন হয় নি।।৩০।। সেই কবচ পরে আমি যখন রথে চড়ে যুদ্ধে যাবো তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মতোও কেউই কি আমার সম্মুখে আসতে পারবে?।।৩১।। দেবাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বাণসহ একটি ধনু দান করেছিলেন।।৩২।। আজ রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার জন্য শত শত তূর্য নিনাদিত করে যুদ্ধে সেই ভীষণ ধনুটি উত্তোলন করো।।৩৩।। পুত্রবধে সন্তপ্ত আজ নিষ্ঠুর রাবণ। সে ক্রোধের বশীভূত হয়েছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে সীতাকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।।৩৪।। দেখতে ভীষণ সেই রক্তলোচন ভীষণ রাবণ। দৈন্যদশায় উপনীত সেই রাবণ করুণকণ্ঠে রাক্ষসদেরকে বললো।।৩৫।। বানরদেরকে বঞ্চনা করার জন্য আমার স্নেহভাজন ইন্দ্রজিৎ সীতা নিহত হয়েছে বলে দেখিয়েছিলো।।৩৬।। ক্ষত্রিয়াধম রামের অনুগামিনী সেই বিদেহরাজপুত্রী সীতাকে আজ আমি সত্য

তদিদং তথ্যমেবাহং করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ। বৈদেহীং নাশয়িষ্যামি ক্ষত্রবন্ধুমনুব্রতাম্।। ৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা সচিবান্ খড়্গমাশু পরামৃশৎ। উদ্ধৃত্য গুণসম্পন্নং বিমলাম্বরবর্চসম্।
নিষ্পপাত স বেগেন সভার্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ।। ৩৮
রাবণঃ পুত্রশোকেন ভৃশমাকুলচেতনঃ। সংক্রুদ্ধঃ খড়গমাদায় সহসা যত্র মৈথিলী।। ৩৯
ব্রজন্তং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য সিংহনাদং বিচুক্রুশুঃ। ঊচুশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য সংক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্।। ৪০
অদ্যৈনং তাবুভৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ প্রব্যথিষ্যতঃ।। ৪১
লোকপালা হি চত্বারঃ ক্রুদ্ধেনানেন নির্জিতাঃ। বহবঃ শত্রবশ্চান্যে সংযুগেষ্বভিপাতিতাঃ।। ৪২
ত্রিষু লোকেষু রত্নানি ভুঙ্ক্তে আহৃত্য রাবণঃ। বিক্রমে চ বলে চৈব নাস্ত্যস্য সদৃশো ভুবি।। ৪৩
তেষাং সঞ্জল্পমানানামশোকবনিকাং গতাম্। অভিদুদ্রাব বৈদেহীং রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৪৪
বার্যমাণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সুহৃদ্ভির্হিতবুদ্ধিভিঃ। অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ খে গ্রহো রোহিণীমিব।। ৪৫
মৈথিলী রক্ষ্যমাণা তু রাক্ষসীভিরনিন্দিতা। দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্।। ৪৬
তং নিশম্য সনিস্ত্রিংশং ব্যথিতা জনকাত্মজা। নিবার্যমাণং বহুশঃ সুহৃদ্ভিরনিবর্তিনম্।। ৪৭
সীতা দুঃখসমাবিষ্টা বিলপন্তীদমব্রবীৎ। যথায়ং মামভিক্রুদ্ধঃ সমভিদ্রবতি স্বয়ম্।। ৪৮
বধিষ্যতি সনাথাং মামনাথামিব দুর্মতিঃ। বহুশশ্চোদয়ামাস ভর্তারং মামনুব্রতাম্।। ৪৯
ভার্যা মম ভবস্বেতি প্রত্যাখ্যাতো ধ্রুবং ময়া। সোঽয়ং মামনুপস্থানে ব্যক্তং নৈরাশ্যমাগতঃ।
ক্রোধমোহসমাবিষ্টো ব্যক্তং মাং হন্তুমুদ্যতঃ।। ৫০
অথবা তৌ নরব্যাঘ্রৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। মন্নিমিত্তমনার্যেণ সমরেঽদ্য নিপাতিতৌ।। ৫১
ভৈরবো হি মহান্নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতো ময়া। বহূনামিহ হৃষ্টানাং তথা বিক্রোশতাং প্রিয়ম্।। ৫২

সত্যই হত্যা করে আমার নিজের প্রিয়কার্য সম্পাদন করবো *(ক্ষত্রবন্ধু—অধম ক্ষত্রিয়)* ।।৩৭।। রাবণ এইকথা সচিবদের বলে সত্বর খড়্গটি স্পর্শ করলো। বহুগুণসম্পন্ন ঐ খড়্গটি ছিলো বিমল আকাশের মতো। ভার্যা এবং সচিবদের নিয়ে সে তখন নির্গত হলো।।৩৮।। পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ নিয়ে যেখানে মিথিলারাজপুত্রী সীতা অবস্থান করছেন, সেইখানে চলে গেলেন।।৩৯।। রাক্ষস রাবণকে ঐভাবে যেতে দেখে সমস্ত রাক্ষস সিংহনাদ করে উঠলো। রাক্ষস রাবণকে সম্যগ্‌ভাবে ক্রুদ্ধ দেখে তারা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলো— ।।৪০।। আজ এই রাবণকে দেখে রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই বেশ ব্যথিত হবে।।৪১।। এই রাবণই ক্রুদ্ধ হয়ে এককালে চারজন লোকপালকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে অন্য বহু শত্রুকেও করেছিলেন নিপাতিত।।৪২।। ত্রিলোকের মতো রত্ন সবই ইনি আহরণ করে ভোগ করছেন। বিক্রমে এবং বীর্যবত্তায় জগতে এঁর সমান কেউ নেই।।৪৩।। এইরকম তারা যখন কথাবার্তা বলছিলো, তখন রাগে অজ্ঞান রাবণ অশোকবনে অবস্থিতা সীতার দিকে ছুটে গেলো।।৪৪।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সে। কল্যাণবুদ্ধি সম্পন্ন সুহৃদেরা তাকে বারণ করছিলো। আকাশে অঙ্গারক প্রভৃতি গ্রহ যেমন পরিণামে নিজেদের ধ্বংসের জন্যই রোহিণীর দিকে ছুটে যায়, তেমনি অতি ক্রুদ্ধ রাবণও সীতার দিকে ছুটে গেলো।।৪৫।। যে রাক্ষসীরা অনিন্দিতা সীতাকে পাহারা দিচ্ছিলো, তারা বিশাল খড়্গ নিয়ে রাবণকে আসতে দেখলো।।৪৬।। খড়্গ নিয়ে রাবণ ছুটে আসছে। সুহৃদ্‌বর্গ তাতে নিবৃত্ত করতে চাইলেও সে নিবৃত্ত হচ্ছে না। এই দেখে সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হলেন।।৪৭।। সীতা দুঃখে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে করতে বললেন, এই রাবণ যখন অত্যন্ত রেগে আমার দিকে নিজেই ছুটে আসছে।।৪৮।। এই দুর্মতি তখন সনাথা হলেও আমাকে অনাথার মতো হত্যা করবে। আমি পতির প্রতি অনুগতা। সে আমাকে বহুবার বলেছিলো যে,...।।৪৯।। তুমি আমার ভার্যা হয়ে যাও। তাকে তো আমি প্রত্যাখান করেছি। আমার এই প্রত্যাখ্যানে সে নিরাশ হয়েছে —এটা নিশ্চিতই। তাই ক্রোধ ও মোহে অত্যন্ত আবিষ্ট হয়ে সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত। এটি বেশ বোঝা যাচ্ছে।।৫০।। অথবা আমার জন্যেই ঐ নরশ্রেষ্ঠ দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণ আজ এই অনার্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিপতিত।।৫১।। আনন্দিত, গর্জনকারী বহু রাক্ষসের উচ্চ-প্রিয়নিনাদ আমি শুনতে পাচ্ছি।।৫২।। হায়, আমাকে ধিক! আমার জন্যই এই রাজপুত্র দু'জনের বিনাশ আজ হতে

অহো ধিগ্‌যন্নিমিত্তোঽয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ। অথবা পুত্রশোকেন অহত্বা রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৫৩
বিধমিষ্যতি মাং রৌদ্রো রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ। হনূমতস্তু তদ্বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া।। ৫৪
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জিতা। নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্তুরঙ্কগতা সতী।। ৫৫
মন্যে তু হৃদয়ং তস্যাঃ কৌসল্যায়াঃ ফলিষ্যতি।। ৫৬
একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি। সা হি জন্ম চ বাল্যঞ্চ যৌবনঞ্চ মহাত্মনঃ।। ৫৭
ধর্মকার্যাণি রূপঞ্চ রুদতী সংস্মরিষ্যতি। নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্ত্বা শ্রাদ্ধমচেতনা।। ৫৮
অগ্নিমাবেক্ষ্যতে নূনমপো বাপি প্রবেক্ষ্যতি। ধিগস্তু কুব্জামসতীং মন্থরাং পাপনিশ্চয়াম্।। ৫৯
যন্নিমিত্তমিমং শোকং কৌসল্যা প্রতিপৎস্যতে। ইত্যেবং মৈথিলীং দৃষ্ট্বা বিলপন্তীং তপস্বিনীম্।। ৬০
রোহিণীমিব চন্দ্রেণ বিনা গ্রহবশং গতাম্। এতস্মিন্নন্তরে তস্য অমাত্যঃ শীলবাঞ্ছুচিঃ।। ৬১
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং রক্ষসাং বরম্। নিবার্যমাণঃ সচিবৈরিদং বচনমব্রবীৎ।। ৬২
কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণানুজ। হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ ধর্মমপাস্য চ।। ৬৩
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা। স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর।। ৬৪
মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষস্ব পার্থিব। তস্মিন্নেব সহাস্মাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ।। ৬৫
অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী। কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ।। ৬৬
শূরো ধীমান্ রথী খড়্গী রথপ্রবরমাস্থিতঃ। হত্বা দাশরথিং রামং ভবান্ প্রাপ্স্যতি মৈথিলীম্।। ৬৭
স তদ্ দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং বচঃ সুধর্ম্যং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাথ ততশ্চ বীর্যবান্ পুনঃ সভাঞ্চ প্রযয়ৌ সুহৃদ্‌বৃতঃ।। ৬৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

চলেছে। অথবা, রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা না করে পুত্রশোকে— ।।৫৩।। এই পাপাত্মা নিষ্ঠুর রাক্ষস আজ আমাকেই হত্যা করবে। আমি অতি মূর্খ। তাই, হনুমানের কথা শুনে তার পীঠে চেপে তখন রামের কাছে যাই নি।।৫৪।। আমি যদি তখন তার পীঠে চেপে চলে যেতাম তাহলে আজ এইভাবে নির্জিতা হতে হতো না। আজ অনুশোচনাও করতে হতো না এইভাবে। আমি আজ পতির ক্রোড়েই নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম। অনুমান করছি, সেই কৌশল্যার হৃদয় আজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।।৫৫-৫৬।। তিনি যখন শুনবেন যে তাঁর একমাত্র পত্র যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তখন তিনি সেই পুত্রের জন্ম, বাল্যকাল ও যৌবনের কথা স্মরণ করে শোকার্তা। হয়ে পড়বেন।।৫৭।। তাঁর রূপ এবং ধর্মকার্যের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকবেন। পুত্র নিহত হয়েছে শুনে হতাশ হয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। পরে পুত্রের জন্য শ্রাদ্ধ সম্পাদন করবেন।।৫৮।। অতঃপর নিশ্চয়ই হয় জলে, নয় তো অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করবেন তিনি। সকল দুঃখের মূল সেই কুঁজী পাপীয়সী মন্থরাকে ধিক্।।৫৯।। তার জন্যই কৌশল্যা এইভাবে শোক করবেন। এইভাবে আত্মহারা সীতা বিলাপ করছে।।৬০।। চন্দ্রছাড়া অন্য গ্রহের বশবর্তী হলে রোহিণী যেমন শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হয়, তেমনি দুর্দশাগ্রস্তা সীতাকে বিলাপরতা দেখলো রাবণের এক চরিত্রবান পবিত্রব্রত অমাত্য।।৬১।। সে ছিলো মেধাবী সুপার্শ্ব। অন্য রাক্ষসদের দ্বারা নিবারিত হয়েও সে রক্ষঃপ্রধান রাবণকে বললো— ।।৬২।। হে দশগ্রীব, আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ। ধর্মকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ক্রোধে আপনি সীতাকে কি করে হত্যা করতে চাইছেন ? *(অপাস্য—ঠেলে ফেলে দিয়ে)* ।।৬৩।। আপনি বেদ বিদ্যায় নিষ্ণাত। স্ব-কর্তব্য পালনে নিরত। হে রাক্ষসেশ্বর, বীর হয়েও আপনি কিসের জন্য স্ত্রীহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন ?।।৬৪।। হে রাজন্, আপনি রূপবতী সীতাকে ভালো করে দেখুন। অতঃপর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে রামের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করুন।।৬৫।। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। আজ যুদ্ধের আয়োজন করে বিজয়ের জন্য সৈন্যদেরকে নিয়ে অমাবস্যায় যাত্রা করবেন।।৬৬।। আপনি বীর। ধীমান। এবং রথী। খড়্গ নিয়ে রথে অবস্থান করে দশরথপুত্র রামকে হত্যা করে এমনিই সীতাকে পেয়ে যাবেন।।৬৭।। বীর্যবান সেই দুরাত্মা রাবণ সুহৃদের দ্বারা নিবেদিত ধর্মযুক্ত বাক্য মেনে নিয়ে সুহৃদবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আবার তার রাজসভায় প্রবেশ করলো।।৬৮।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ রাক্ষসসেনানাং সংহারঃ

স প্রবিশ্য সভাং রাজা দীনঃ পরমদুঃখিতঃ। নিষসাদাসনে মুখ্যে সিংহঃ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্।। ১
অব্রবীচ্চ স তান্ সর্বান্ বলমুখ্যান্ মহাবলঃ। রাবণঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুত্রব্যসনকর্শিতঃ।। ২
সর্বে ভবন্তঃ সর্বেণ হস্ত্যশ্বেন সমাবৃতাঃ। নির্যান্তু রথসঙ্ঘৈশ্চ পাদাতৈশ্চোপশোভিতাঃ।। ৩
একং রামং পরিক্ষিপ্য সমরে হন্তুমর্হথ। প্রহৃষ্টাঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃট্কাল ইবাম্বুদাঃ।। ৪
অথবাহং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্নগাত্রং মহাহবে। ভবদ্ভিঃ শ্বো নিহন্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতঃ।।৫
ইত্যেতদ্ বাক্যমাদায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ। নির্যযুস্তে রথৈঃ শীঘ্রৈর্নানানীকৈশ্চ সংযুতাঃ।। ৬
পরিঘান্ পট্টিশাংশ্চৈব শর-খঙ্গ-পরশ্বধান্। শরীরান্তকরান্ সর্বে চিক্ষিপুর্বানরান্ প্রতি।। ৭
বানরাশ্চ দ্রুমাঞ্ছৈলান্ রাক্ষসান্ প্রতি চিক্ষিপুঃ। স সংগ্রামো মহাভীমঃ সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।। ৮
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত। তে গদাভিশ্চ চিত্রাভিঃ প্রাসৈঃ খঙ্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।। ৯
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তদা বানর-রাক্ষসাঃ। এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে হ্যদ্ভুতং সুমহদ্রজঃ।। ১০
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ শান্তং শোণিতবিস্রবৈঃ। মাতঙ্গরথকূলাশ্চ শরমৎস্যা ধ্বজদ্রুমাঃ।। ১১
শরীরসঙ্ঘাটবহাঃ প্রসস্রুঃ শোণিতাপগাঃ। ততস্তে বানরাঃ সর্বে শোণিতৌঘপরিপ্লুতাঃ।। ১২
ধ্বজ-বর্ম-রথানশ্বান্ নানাপ্রহরণানি চ। আপ্লুত্যাপ্লুত্য সমরে বানরেন্দ্রা বভঞ্জিরে।। ১৩
কেশান্ কর্ণললাটঞ্চ নাসিকাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। রক্ষসাং দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈশ্চাপি ব্যকর্তয়ন্।। ১৪

ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা রাক্ষসসৈন্যদের সংহার

রাজা রাবণ অত্যন্ত দীনভাবে সভায় প্রবেশ করে সিংহাসনে উপবেশন করলো। ক্রুদ্ধ সিংহের মতো তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো।। ১।। পুত্রশোকে আর্ত, মহাবলবান রাজা রাবণ করজোড়ে সেই সৈন্য প্রধানদের বললো— ।। ২ ।। আজ তোমরা সবাই হস্তী, অশ্ব, রথসমূহ এবং পদাতিকদের দ্বারা শোভিত হয়ে বেরিয়ে পড়ো।।৩।। বর্ষাকালের মেঘের মতো আনন্দে তোমরা বাণরাশি বর্ষণ করো। একমাত্র রামকেই লক্ষ্য করে তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করো।।৪।। অথবা, কাল সকল লোকের চোখের সামনেই মহাযুদ্ধে আমি ধারালো বাণের দ্বারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রামের দেহ বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করবো।।৫।। রক্ষোরাজের এই কথা শুনে রাক্ষসেরা রথ এবং চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে শীগগির যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লো।।৬।। তারা পরিঘ, পট্টিশ, শর, খড়্গ, কুঠার এইসব দেহধ্বংসী অস্ত্র বানরদের প্রতি নিক্ষেপ করলো।।৭।। বানরেরাও গাছ এবং পাহাড় নিয়ে রাক্ষসদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। সূর্যোদয় হতেই এইভাবে ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগলো।।৮।। রাক্ষস ও বানরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো। তারা বিচিত্র গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু ব্যবহার করছিলো।।৯।। বানর এবং রাক্ষসেরা এইভাবে একে অপরকে যুদ্ধে হত্যা করছিলো। এইরকমভাবে যুদ্ধ চলতে লাগলে অদ্‌ভুত ধূলিরাশি উত্থিত হলো।।১০।। রাক্ষস এবং বানরদের রক্তের ধারায় সেই ধূলির ঝড় প্রশমিত হলো। রক্তের ধারা নদীর মতো বইতে লাগলো। হস্তী এবং রথ যেন সেই রক্তনদীর তীর। বাণগুলি যেন মৎস্য এবং ধ্বজগুলি যেন বৃক্ষ।।১১।। সংঘাতের ফলে তাদের শরীর হতে রক্তের নদী বইছিলো। তারপর সকল বানর রক্তে ভেসে যেতে লাগলো।।১২।। সেই বানরবীরেরা তখন যুদ্ধে বার বার লাফিয়ে উঠে ধ্বজ, বর্ম, রথ, অশ্ব এবং নানা অস্ত্র সব ভেঙে ফেলতে লাগলো।।১৩।। বানরেরা ধারালো দাঁত এবং নখের দ্বারা রাক্ষসদের কেশ, কর্ণ, ললাট এবং নাসিকা ছেদন করতে লাগলো।।১৪।। গাছ ভেঙে পড়ে গেলে পাখীরা যেমন দলে দলে উড়ে পালিয়ে যায়, তেমনি যুদ্ধে

একৈকং রাক্ষসং সংখ্যে শতং বানরপুঙ্গবাঃ। অভ্যধাবন্ত পতিতং বৃক্ষং শকুনয়ো যথা।। ১৫
তদা গদাভিগুর্বীভিঃ প্রাসৈঃ খঙ্গৈঃ পরশ্বধৈঃ। নির্জঘ্নুর্বানরান্ ঘোরান্ রাক্ষসাঃ পর্বতোপমাঃ।। ১৬
রাক্ষসৈর্বধ্যমানানাং বানরাণাং মহাচমূঃ। শরণ্যং শরণং যাতা রামং দশরথাত্মজম্।। ১৭
ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্যবান্। প্রবিশ্য রাক্ষসং সৈন্যং শরবর্ষং ববর্ষ চ।। ১৮
প্রবিষ্টন্তু তদা রামং মেঘাঃ সূর্যমিবাম্বরে। নাধিজগ্মুর্মহাঘোরা নির্দহন্তং শরাগ্নিনা।। ১৯
কৃতান্যেব সুঘোরাণি রামেণ রজনীচরাঃ। রণে রামস্য দদৃশুঃ কর্মাণ্যসুকরাণি তে।। ২০
চালয়ন্তং মহাসৈন্যং বিধমন্তং মহারথান্। দদৃশুস্তে ন বৈ রামং বাতং বনগতং যথা।। ২১
ছিন্নং ভিন্নং শরৈর্দগ্ধং প্রভগ্নং শরপীড়িতম্। বলং রামেণ দদৃশুর্ন রামং শীঘ্রকারিণম্।। ২২
প্রহরন্তং শরীরেষু ন তে পশ্যন্তি রাঘবম্। ইন্দ্রিয়ার্থেষু তিষ্ঠন্তং ভূতাত্মানমিব প্রজাঃ।। ২৩
এষ হন্তি গজানীকমেষ হন্তি মহারথান্ এষ হন্তি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পদাতীন্ বাজিভিঃ সহ।। ২৪
ইতি তে রাক্ষসাঃ সর্বে রামস্য সদৃশান্ রণে। অন্যোন্যং কুপিতা জঘ্নুঃ সাদৃশ্যাদ্ রাঘবস্য তু।। ২৫
ন তে দদৃশিরে রামং দহন্তমপি বাহিনীম্। মোহিতাঃ পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাত্মনা।। ২৬
তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ। পুনঃ পশ্যন্তি কাকুৎস্থমেকমেব মহাহবে।। ২৭
ভ্রমন্তীং কাঞ্চনীং কোটিং কার্মুকস্য মহাত্মনঃ। অলাতচক্রপ্রতিমাং দদৃশুস্তে ন রাঘবম্।। ২৮
শরীরনাভি সত্ত্বার্চিঃ শরীরং নেমিকার্মুকম্। জ্যাঘোষতলনির্ঘোষং তেজোবুদ্ধিগুণপ্রভম্।। ২৯

এক একটি রাক্ষসের প্রতি শত শত বানরবীর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো।।১৫।। তখন পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসেরা বিরাট বিরাট গদা, প্রাস, খড়্গ এবং কুঠার দ্বারা ভয়ঙ্কর বানরদেরকে হত্যা করছিলো।।১৬।। রাক্ষসদের দ্বারা আহত হয়ে বানরদের বিরাট সৈন্যবাহিনী তখন দশরথপুত্র শরণাগত বৎসল রামের আশ্রয় গ্রহণ করলো।।১৭।। তখন মহাতেজস্বী বীর্যবান রাম ধনু গ্রহণ করে রাক্ষস সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে শর বর্ষণ করতে লাগলেন।।১৮।। আকাশে ঘোর মেঘরাশি আবির্ভূত হলে সূর্যকে যেমন দেখা যায় না, তেমনি বাণাগ্নিতে সবাইকে দগ্ধ করতে থাকলেও রামকে কেউই দেখতে পেলো না। তিনি যেন বাণের মেঘে ঢাকা পড়ে গেছেন।।১৯।। রাক্ষসেরা কেবল যুদ্ধে রামের অনায়াসকৃত, অথচ ভীষণ রাক্ষস-বধ-কর্ম দেখতে পাচ্ছিলো।।২০।। রাম রাক্ষস-সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং মহারথীদেরকে বিপর্যস্ত করছেন। বনের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হলে যেমন বায়ুকে দেখা যায় না কিন্তু তার কাজ দেখা যায় তেমনি এইখানেও রামকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর কাজ দেখা যাচ্ছে।।২১।। রাক্ষসেরা দেখলো তাদের সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন, অগ্নিবাণের দ্বারা দগ্ধ এবং শরের দ্বারা দারুণভাবে ভগ্ন। কিন্তু ত্বরিদ্‌গতিতে যে রাম এইসব করছেন, তাঁকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।।২২।। জনসাধারণ ইন্দ্রিয়রাজির অন্তরালে অবস্থিত প্রাণিগণের আত্মাকে যেমন দেখতে পায় না তেমনি, রাক্ষস-সৈন্যদের শরীরে প্রহার করছেন যে রাম, তাঁকেও কেউই দেখতে পাচ্ছে না।।২৩।। এ গজসৈন্যদের ধ্বংস করছে, এ মহারথীদের হত্যা করছে, এ তীক্ষ্ণ বাণরাজির দ্বারা অশ্ববাহিনী সব পদাতিকদের নিধন করছে।।২৪।। এইকথা বলতে বলতে রাক্ষসেরা সকলে রামের মতো দেখতে রাক্ষসদেরই কুপিত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করতে লাগলো।।২৫।। মহাত্মা রাম পরম গান্ধর্ব অস্ত্রের দ্বারা মোহিত করে রাক্ষস সৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করছেন। কিন্তু, তারা মোহিত-হওয়ায় রামকে দেখতে পাচ্ছে না।।২৬।। সেই রাক্ষসেরা যুদ্ধে হাজার হাজার রামকে দেখতে লাগলো। আবার কখনো মহাযুদ্ধে একজন মাত্র রামকেই দেখছিলো।।২৭।। মহাত্মা রামের ধনুর সোনার প্রান্তভাগকে অগ্নিচক্রের মতো ঘুরতে দেখলো। কিন্তু রামকে দেখতে পেলো না।।২৮।। রামচন্দ্রের শরীর যেন কালচক্রের নাভি, তাঁর বল হলো তেজোময় কান্তি, ধনু তার নেমি, জ্যা-র ধ্বনি তার ঘর্ঘর শব্দ, তেজ হলো বুদ্ধি, আর গুণ হলো প্রভা।।২৯।। এই দিব্য অস্ত্রের গুণ হলো তার প্রান্তভাগ। প্রজারা যেমন কালচক্র দর্শন করে, তেমনি রাক্ষসেরা দেখলো—এই রামরূপ চক্র যুদ্ধে রাক্ষসদের হত্যা

দিব্যাস্ত্রগুণপর্যন্তং নিঘ্নন্তং যুধি রাক্ষসান্ দদৃশূ রামচক্রং তৎ কালচক্রমিব প্রজাঃ।। ৩০
অনীকং দশসাহস্রং রথানাং বাতরংহসাম্। অষ্টাদশ সহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।। ৩১
চতুর্দশ সহস্রাণি সারোহাণাঞ্চ বাজিনাম্। পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে রাক্ষসানাং পদাতিনাম্।। ৩২
দিবসস্যাষ্টভাগেন শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং কামরূপিণাম্।। ৩৩
তে হতাশ্বা হতরথাঃ শান্তা বিমথিতধ্বজাঃ। অভিপেতুঃ পুরীং লঙ্কাং হতশেষা নিশাচরাঃ।। ৩৪
হতৈর্গজপদাত্যশ্বৈস্তদ্বভূব রণাজিরম্। আক্রীডভূমিঃ ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ।। ৩৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। সাধু সাধ্বিতি রামস্য তৎ কর্ম সমপূজয়ন্।। ৩৬
অব্রবীচ্চ তদা রামঃ সুগ্রীবং প্রত্যনন্তরম্। বিভীষণঞ্চ ধর্মাত্মা হনূমন্তঞ্চ বানরম্।। ৩৭
জাম্ববন্তং হরিশ্রেষ্ঠং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ। এতদস্ত্রবলং ভীমং মম বা ত্র্যম্বকস্য বা।। ৩৮
নিহত্য তাং রাক্ষসরাজবাহিনীং রামস্তদা শক্রসমো মহাত্মা।
অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু জিতক্রমশ্চ সংস্তূয়তে দেবগণৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

করছে।।৩০।। বায়ুর মতো বেগবান দশহাজার রথী, শীঘ্রগামী আঠারো হাজার হস্তী–।।৩১।। আর আরোহিসহ চৌদ্দহাজার অশ্ববাহিনী এবং পূরো দু'লক্ষ পদাতিককে--।।৩২।। একা রাম দিনের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখার মতো বাণের দ্বারা নিহত করলেন। এই রাক্ষসেরা ছিলো ইচ্ছামতো রূপধারণে সমর্থ।।৩৩।। তারপর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা, যাদের অশ্ব নিহত হয়েছে, যাদের রথ গেছে ভেঙে, যারা শক্তিহীন হয়ে গেছে এবং যাদের ধ্বজা হয়েছে বিপর্যস্ত, তারা সবাই লঙ্কায় ফিরে গেলো।।৩৪।। রণক্ষেত্রে নিহত গজ, পদাতিক এবং অশ্ব দাঁড়িয়ে আছে। মহাত্মা ক্রুদ্ধ রুদ্র দেবতার ধ্বংসের লীলাভূমির মতো দেখাচ্ছিলো সেই রণভূমিকে।।৩৫।। তাই গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিদের নিয়ে দেবগণ "সাধু, সাধু"—বলে রামের সেই কর্মকে অর্চনা করতে লাগলেন।।৩৬।। তখন রাম নিকটবর্তী সুগ্রীব, বিভীষণ, ধর্মপ্রাণ বানর হনুমান, জাম্ববান, বানর শ্রেষ্ঠ মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে বললেন, এই ভীষণ অস্ত্রবল আমারও বলতে পারো, বা মহাদেবেরও বলতে পারো।।৩৭-৩৮।। ইন্দ্রতুল্য অস্ত্রে এবং শস্ত্রে যাঁর ক্লান্তি নেই সেই মহাপ্রাণ রাম সেই রাক্ষস-রাজ-বাহিনীকে এইভাবে ধ্বংস করায় দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে সুন্দরভাবে স্তুতি করতে লাগলো।।৩৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসীনাং বিলাপঃ

তানি নাগসহস্রাণি সারোহাণি চ বাজিনাম্। রথানাং ত্বগ্নিবর্ণানাং সধ্বজানাং সহস্রশঃ।। ১
রাক্ষসানাং সহস্রাণি গদাপরিঘযোধিনাম্। কাঞ্চনধ্বজচিত্রাণাং শূরাণাং কামরূপিণাম্।। ২

চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ

রাক্ষসীদের বিলাপ

সেই যুদ্ধে হাজার হাজার হস্তী, আরোহিসহ অশ্ব এবং অগ্নিবর্ণ ধ্বজাসহ রথ ধ্বংস হয়ে গেলো।।১।। গদা এবং পরিঘ নিয়ে যুদ্ধ করছিলো এমন হাজার হাজার যোদ্ধাও হলো নিহত। বীর সেই যোদ্ধারা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো। সুন্দর সোনার বরণ পতাকা তারা ব্যবহার করতো।।২।। তপ্ত, দীপ্ত সোনায় ভূষিত শর থাকতো তাদের হাতে। রাবণ তাদের নিয়োগ করেছিলো।

নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ। রাবণেন প্রযুক্তানি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।। ৩
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ সম্ভ্রান্তা হতশেষা নিশাচরাঃ। রাক্ষসস্য সমাগম্য দীনাশ্চিন্তাপরিপ্লুতাঃ।। ৪
বিধবা হতপুত্রাশ্চ ক্রোশন্ত্যো হতবান্ধবাঃ। রাক্ষসাঃ সহ সঙ্গম্য দুঃখার্তাঃ পর্যদেবয়ন্।। ৫
কথং শূর্পণখা বৃদ্ধা করালা নির্ণতোদরী। আসসাদ বনে রামং কন্দর্পসমরূপিণম্।। ৬
সুকুমারং মহাসত্ত্বং সর্বভূতহিতে রতম্। তং দৃষ্ট্বা লোকবধ্যা সা হীনরূপা প্রকামিতা।। ৭
কথং সর্বগুণৈর্হীনা গুণবন্তং মহৌজসম্। সুমুখং দুর্মুখী রামং প্রার্থয়ামাস রাক্ষসী।। ৮
জনস্যাস্যাল্পভাগ্যত্বাদ্ বলিনী শ্বেতমূর্ধজা। অকার্যমপহাস্যঞ্চ সর্বলোকবিগর্হিতম্।। ৯
রাক্ষসানাং বিনাশায় দূষণস্য খরস্য চ। চকারাপ্রতিরূপা সা রাঘবস্য প্রধর্ষণম্।। ১০
তন্নিমিত্তমিদং বৈরং রাবণেন কৃতং মহৎ। বধায় সীতা সা নীতা দশগ্রীবেণ রক্ষসা।। ১১
ন চ সীতাং দশগ্রীবঃ প্রাপ্নোতি জনকাত্মজাম্। বদ্ধং বলবতা বৈরমক্ষয়ং রাঘবেণ চ।। ১২
বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্। হতমেকেন রামেণ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।। ১৩
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।। ১৪
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা। শরৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।। ১৫
হতো যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো রুধিরাশনঃ। ক্রোধান্নাদং নদন্ সোঽথ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।। ১৬
জঘান বলিনং রামঃ সহস্রনয়নাত্মজম্। বালিনং মেরুসঙ্কাশং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।। ১৭
ঋষ্যমূকে বসংশ্চৈব দীনো ভগ্নমনোরথঃ। সুগ্রীবঃ প্রাপিতো রাজ্যং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।। ১৮
ধর্মার্থসহিতং বাক্যং সর্বেষাং রক্ষসাং হিতম্। যুক্তং বিভীষণেনোক্তং মোহাৎ তস্য ন রোচতে।। ১৯

কিন্তু কর্মে যাঁর কখনো ক্লেশ হয় না সেই রাম তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছেন।।৩।। যারা বেঁচে ছিলো সেই রাক্ষসেরা এই সব দেখে এবং শুনে সম্যগ্‌ভাবে ভীত হলো। রাক্ষস রাবণের কাছে ফিরে এসে তারা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে দৈন্যদশায় নিপতিত হলো।।৪।। রাক্ষসেরা অনেকেই বিধবা এবং পুত্রহীন হয়েছে দেখে নিরাত্মীয় রাক্ষসেরা রাক্ষসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুঃখার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলো।।৫।। হায়, কি করে যে সেই বুড়ি, ভীষণ-দর্শনা, যার উদর ঝুলে পড়েছে, সেই শূর্পণখা, রূপে কন্দর্পের মতো রামকে বনে দেখতে পেলো ?।।৬।। লোক-নিন্দিতা, কুরূপা সেই রাক্ষসী কি করে যে সর্বপ্রাণীর কল্যাণে রত, মহাপ্রাণ, রূপবান তাঁকে দেখে কামনা করেছিলো।।৭।। সকল প্রকার গুণহীনা, দুর্মুখী সেই রাক্ষসী কি করে প্রার্থনা করেছিলো মহাতেজস্বী, গুণবান সেই রামকে ?।।৮।। সেই রাক্ষসীর চুল শাদা হয়ে গেছে। দেহে বলিরেখা স্পষ্ট। মানুষের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে এমন অপকর্ম করলো যা সর্বলোকের নিন্দনীয় ও উপহাসের যোগ্য।।৯।। সে রামচন্দ্রের প্রতি এমন অত্যাচার করলো যার প্রতিবিধান নেই। তাতেই খর, দূষণ এবং রাক্ষসেরা গেলো ধ্বংস হয়ে।।১০।। তার জন্যই রাবণ রামের সঙ্গে এমন ভীষণ শত্রুতা করলো। রাক্ষস রাবণ সীতাকে নিয়ে এসেছে। এতে তার নিজের বধই নিশ্চিত হলো।।১১।। দশানন রাবণ কখনো সীতাকে পাবেই না। বরং রামের সঙ্গে অক্ষয় শত্রুতায় সে আবদ্ধ হলো।।১২।। রাবণ যে সীতাকে পাবে না রাক্ষস নিধনের অবস্থা দেখে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। একক রামের হাতেই সে মারা গেলো।।১৩।। জনস্থানে ভয়ঙ্কর সব কর্ম করতো এমন চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে অগ্নিশিখার মতো বানরাজির দ্বারা রাম একাই হত্যা করেছে।।১৪।। যুদ্ধে খর-দূষণ এবং ত্রিশিরা তার সূর্যসদৃশ শরের দ্বারা যে নিহত হয়েছে, এটিই তো তাঁর শক্তির পর্যাপ্ত নিদর্শন।।১৫।। রক্তপায়ী যে কবন্ধের বাহু ছিলো যোজন পরিমাণ প্রসারিত, ক্রোধে গর্জন করতে করতে সেও রামের দ্বারা নিহত হয়েছে। এও তো তাঁর শক্তির পর্যাপ্ত নিদর্শন।।১৬।। ইন্দ্রপুত্র, মেরু পর্বততুল্য, বলবান বালিকে যে রাম হত্যা করেছেন এটাই তো তাঁর শক্তির যথেষ্ট পরিচয়।।১৭।। ভগ্নমনোরথ হয়ে দৈন্যের সঙ্গে ঋষ্যমূকপর্বতে বাস করতো সুগ্রীব। রামের প্রভাবেই সে রাজ্য পেলো। এটিই তো রামের শক্তির পর্যাপ্ত নিদর্শন।।১৮।। সকল রাক্ষসের মঙ্গলের জন্য ধর্মার্থসঙ্গত বাক্য বিভীষণ বলেছিলেন। মোহবশতঃ রাবণের তা রোচে নি।।১৯।। কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ যদি

বিভীষণবচঃ কুর্যাদ্ যদি স্ম ধনদানুজঃ। শ্মশানভূতা দুঃখার্তা নেয়ং লঙ্কা ভবিষ্যতি।। ২০
কুম্ভকর্ণং হতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাবলম্। অতিকায়ঞ্চ দুর্মর্ষং লক্ষ্মণেন হতং তদা।
প্রিয়ং চেন্দ্রজিতং পুত্রং রাবণো নাববুধ্যতে।। ২১
মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্তা রণে হতঃ। ইত্যেষ শ্রূয়তে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলে কুলে।। ২২
রথাশ্বনাগাশ্চ হতাস্তত্র তত্র সহস্রশঃ। রণে রামেণ শূরেণ হতাশ্চাপি পদাতয়ঃ।। ২৩
রুদ্রো বা যদি বা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রো বা শতক্রতুঃ। হন্তি নো রামরূপেণ যদি বা স্বয়মন্তকঃ।। ২৪
হতপ্রবীরা রামেণ নিরাশা জীবিতে বয়ম্। অপশ্যন্ত্যো ভয়স্যান্তমনাথা বিলপামহে।। ২৫
রামহস্তাদ্দশগ্রীবঃ শূরো দত্তমহাবরঃ। ইদং ভয়ং মহাঘোরং সমুৎপন্নং ন বুধ্যতে।। ২৬
তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। উপসৃষ্টং পরিত্রাতুং শক্তা রামেণ সংযুগে।। ২৭
উৎপাতাশ্চাপি দৃশ্যন্তে রাবণস্য রণে রণে। কথয়ন্তি হি রামেণ রাবণস্য নিবর্হণম্।। ২৮
পিতামহেন প্রীতেন দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ। রাবণস্যাভয়ং দত্তং মনুষ্যেভ্যো ন যাচিতম্।। ২৯
তদিদং মানুষং মন্যে প্রাপ্তং নিঃসংশয়ং ভয়ম্। জীবিতান্তকরং ঘোরং রক্ষসাং রাবণস্য চ।। ৩০
পীড্যমানাস্তু বলিনা বরদানেন রক্ষসা। দীপ্তৈস্তপোভির্বিবুধাঃ পিতামহমপূজয়ন্।। ৩১
দেবতানাং হিতার্থায় মহাত্মা বৈ পিতামহঃ। উবাচ দেবতাস্তুষ্ট ইদং সর্বা মহদ্বচঃ।। ৩২
অদ্যপ্রভৃতি লোকাংস্ত্রীন্ সর্বে দানব-রাক্ষসাঃ। ভয়েন প্রভৃতা নিত্যং বিচরিষ্যন্তি শাশ্বতম্।। ৩৩
দৈবতৈস্তু সমাগম্য সর্বৈশ্চেন্দ্রপুরোগমৈঃ। বৃষধ্বজস্ত্রিপুরহা মহাদেবঃ প্রতোষিতঃ।। ৩৪
প্রসন্নস্তু মহাদেবো দেবানেতদ্ বচোঽব্রবীৎ। উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা।। ৩৫

বিভীষণের কথা শুনতেন, তাহলে এই লঙ্কা আজ শ্মশান হয়ে গিয়ে দুঃখে কাঁদতো না।।২০।। রাম মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে হত্যা করেছেন। লক্ষ্মণ বিশালদেহী দুর্ধর্ষ প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতকে নিধন করেছেন। এইসব দেখেও রাবণ রামের শক্তি বুঝতে পারছেন না।।২১।। প্রতিটি গৃহে আজ রাক্ষস-রমণীদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার পতি যুদ্ধে নিহত হয়েছে।।২২।। সেখানে যুদ্ধে হাজার হাজার রথ, হস্তী, অশ্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধে রামের হাতে নিহত হয়েছে হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য।।২৩।। মনে হচ্ছে রুদ্র, বিষ্ণু বা শতযজ্ঞকারী মহেন্দ্র বা স্বয়ং যম রামের রূপ ধরে এসে আমাদের হত্যা করছেন।।২৪।। আমাদের মধ্যে যারা প্রকৃষ্ট বীর, তারা রামের হাতে নিহত হয়েছে। আমাদের আর বাঁচার আশা নেই। আমাদের ভয়ের শেষ নেই। আজ অনাথ হয়ে আমরা বিলাপ করছি।।২৫।। ব্রহ্মার বরে রাবণ আজ দর্পিত। রামের হাত হতে আজ যে মহাভয় উৎপন্ন হয়েছে, সে তা বুঝতে পারছে না।।২৬।। রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ বা রাক্ষসেরা কেউই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।।২৭।। এই যুদ্ধে বহু দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সেগুলি রাবণের বিনাশই সূচিত করছে।।২৮।। পিতামহ ব্রহ্মা, দেবতা, দানব এবং রাক্ষসদের কাছে সে অবধ্য হবে এই বর দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের কাছে অবধ্য হবার অভয় বর তো তিনি প্রার্থনা করেন নি।।২৯।। রাবণ এবং রাক্ষসদের ধ্বংসের জন্য এই মানুষ রাম এবার এসেছেন। এই ভয় নিশ্চিত।।৩০।। ব্রহ্মার বরে উদ্যত হয়ে বলবান রাক্ষস রাবণ দেবতাগণকে পীড়ন করেছিলো। তখন দেবতারা প্রদীপ্ত তপস্যার দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে পুজো করছিলো।।৩১।। তাতে তুষ্ট হয়ে মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদের মঙ্গলের জন্য এই মহনীয় বাক্যসকল দেবতাকে বলেছিলেন।।৩২।। আজ হতে সকল দানব এবং রাক্ষস ভয়ে ভয়ে চিরকালের জন্য নিত্যই ত্রিলোকে বিচরণ করবে।।৩৩।। অতঃপর ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে দেবগণ ত্রিপুরধ্বংসকারী বৃষধ্বজ মহাদেবের কাছে এসে উপাসনা করে তাকে উত্তমভাবে অর্চনা করলো।।৩৪।। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে দেবতাদের এই কথা বললেন —তোমাদের মঙ্গলের জন্য রাক্ষসদের বিনাশার্থে এক নারী জন্মগ্রহণ করবেন।।৩৫।। পূর্বের দেবগণের নিয়োগেই এই সীতারূপিণী নারী আবির্ভূত হয়েছে। রক্ষোবিনাশিনী সে রাবণসহ আমাদের

এষা দেবৈঃ প্রযুক্তা তু ক্ষুদ্ যথা দানবান্ পুরা। ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্বান্ রাক্ষসঘ্নী সরাবণান্।। ৩৬
রাবণস্যাপনীতেন দুর্বিনীতস্য দুর্মতেঃ। অয়ং নিষ্টানকো ঘোরঃ শোকেন সমভিপ্লুতঃ।। ৩৭
তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ। রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে।। ৩৮
নাস্তি নঃ শরণং কিঞ্চিদ্ ভয়ে মহতি তিষ্ঠতাম্। দাবাগ্নিবেষ্টিতানাং হি করেণূনাং যথা বনে।। ৩৯
প্রাপ্তকালং কৃতং তেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা। যত এব ভয়ং দৃষ্টং তমেব শরণং গতঃ।। ৪০
ইতীব সর্বা রজনীচরস্ত্রিয়ঃ পরস্পরং সম্পরিরভ্য বাহুভিঃ।
বিষেদুরার্তাতিভয়াভিপীডিতা বিনেদুরুচ্চৈশ্চ তদা সুদারুণম্।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

সবাইকে গিলে খাবে।।৩৬।। দুর্বিনীত দুর্মতি রাবণের দ্বারা আজ আমরা নিদারুণ সঙ্কটে পড়ে শোকে ব্যাকুল।।৩৭।। পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখছি না যিনি আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন। মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রলয়ের মতো এই সঙ্কট আজ রামচন্দ্র আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।।৩৮।। গভীর ভয়ে আমরা বাস করছি। আমাদের কোনো আশ্রয় নেই। অগ্নিবেষ্টিত বনে হস্তিনীর মতো অসহায় আমাদের অবস্থা।।৩৯।। পুলস্ত্যবংশধর বিভীষণ ভয় দেখে যথা সময়ে গিয়ে সেই রামচন্দ্রের আশ্রয় নিয়ে ঠিকই করেছে।।৪০।। অত্যন্ত ভয়ে আর্ত হয়ে রাক্ষসপত্নীরা সকলে পরস্পরকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিষাদ-প্রকাশ করে মর্মান্তিকভাবে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলো।।৪১।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

মন্ত্রীন্ বোধয়িত্বা রাবণেন স্বস্য শত্রুবধবিষয়কস্যোৎসাহস্য প্রকটনম্, রণভূমিমাগম্য পরাক্রমপ্রদর্শনঞ্চ।

আর্তানাং রাক্ষসীনাস্তু লঙ্কায়াং বৈ কুলে কুলে। রাবণঃ করুণং শব্দং শুশ্রাব পরিদেবিতম্।। ১
স তু দীর্ঘং বিনিঃশ্বস্য মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ। বভূব পরমক্রুদ্ধো রাবণো ভীমদর্শনঃ।। ২
সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ। রাক্ষসৈরপি দুর্ধর্ষঃ কালাগ্নিরিব মূর্তিমান্।। ৩
উবাচ চ সমীপস্থান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসেশ্বরঃ। ক্রোধাব্যক্তকথস্তত্র নির্দহন্নিব চক্ষুষা।। ৪
মহোদরং মহাপার্শ্বং বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্। শীঘ্রং বদত সৈন্যানি নির্যাতেতি মমাজ্ঞয়া।। ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে ভয়ার্দিতাঃ। চোদয়ামাসুরব্যগ্রান্ রাক্ষসাংস্তান্ নৃপাজ্ঞয়া।। ৬
তে তু সর্বে তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ। কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে তে রণাভিমুখা যযুঃ।। ৭

পঞ্চনবতিতম (৯৫) সর্গ

মন্ত্রীদেরকে প্রবোধ দিয়ে শত্রুবধের জন্য রাবণের উৎসাহ -প্রদর্শন। রণভূমিতে এসে পরাক্রম-প্রদর্শন।

লঙ্কার ঘরে ঘরে আর্ত রাক্ষসীদের করুণ বিলাপ রাবণ শুনতে পেলো।।১।। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে মুহূর্তের জন্য চিন্তান্বিত হলো। ভয়ঙ্করদর্শন রাবণ তখন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলো।।২।। দাঁতের দ্বারা ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। রাগে তার চোখ একেবারে লাল। প্রলয়কালীন মূর্তিমান অগ্নির মতো তার দিকে রাক্ষসেরাও তাকাতে পারছে না।।৩।। তারপর রক্ষোরাজ রাবণ রেগে চোখের আগুনেই যেন সবাইকে দগ্ধ করছে। ক্রোধে তার কথা যাচ্ছে আটকে। সে নিকটের রাক্ষসদের বাক্যে বলতে লাগলো।।৪।। মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসদেরকে সে বললো, আমার আদেশ-অনুসারে সৈনিকদের বলো, তারা যেন শীগগির যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়।।৫।। তার সেই কথা শুনে রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে গেলো। রাজার আদেশে তারা নির্ভীক সেই রাক্ষসদেরকে বাক্য বললো।।৬।। দেখতে ভয়ঙ্কর সেই সব রাক্ষসেরা বললো, তাই হবে। মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করে তারা যুদ্ধের অভিমুখে যাত্রা করলো।।৭।। তারপর, মহারথীরাও সবাই অঙ্গুলি-রচনা করে প্রভুর

প্রতিপূজ্য যথান্যায়ং রাবণং তে মহারথাঃ। তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণঃ।। ৮
ততোবাচ প্রহস্যৈতান্ রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। মহোদর-মহাপার্শ্বৌ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্।। ৯
অদ্য বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ। রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব নেষ্যামি যম-সদনম্।। ১০
খরস্য কুম্ভকর্ণস্য প্রহস্তেন্দ্রজিতোস্তথা। করিষ্যামি প্রতীকারমদ্য শত্রুবধাদহম্।। ১১
নৈবান্তরীক্ষং ন দিশো ন চ দ্যৌর্নাপি সাগরাঃ। প্রকাশত্বং গমিষ্যন্তি মদ্বাণজলদাবৃতাঃ।। ১২
অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ। ধনুষা শরজালেন বধিষ্যামি পতত্রিণা।। ১৩
অদ্য বানরসৈন্যানি রথেন পবনৌজসা। ধনুঃসমুদ্রাদুদ্ভুতৈর্মথিষ্যামি শরোর্মিভিঃ।। ১৪
ব্যাকোশপদ্মবক্ত্রাণি পদ্মকেশরবর্চসাম্। অদ্য যূথতটাকানি গজবৎ প্রমথাম্যহম্।। ১৫
সশরৈরদ্য বদনৈঃ সংখ্যে বানরযূথপাঃ। মণ্ডয়িষ্যন্তি বসুধাং সনালৈরিব পঙ্কজৈঃ।। ১৬
অদ্য যূথপ্রচণ্ডানাং হরীণাং দ্রুমযোধিনাম্। মুক্তৈনৈকেষুণা যুদ্ধে ভেৎস্যামি চ শতং শতম্।। ১৭
হতো ভ্রাতা চ যেষাং বৈ যেষাঞ্চ তনয়ো হতঃ। বধেনাদ্য রিপোস্তেষাং করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্।। ১৮
অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈঃ প্রস্তীর্ণৈর্গতচেতনৈঃ। করোমি বানরৈর্যুদ্ধে যত্নাবেক্ষ্যতলাং মহীম্।। ১৯
অদ্য কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ যে চ মাংসাশিনোঽপরে। সর্বাংস্তাংস্তর্পয়িষ্যামি শত্রুমাংসৈঃ শরাহতৈঃ।। ২০
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্রমানীয়তাং ধনুঃ। অনুপ্রয়ান্তু মাং যুদ্ধে যেঽত্র শিষ্টা নিশাচরাঃ।। ২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাপার্শ্বোঽব্রবীদ্ বচঃ। বলাধ্যক্ষান্ স্থিতাংস্তত্র বলং সন্ত্বর্যতামিতি।। ২২
বলাধ্যক্ষাস্তু সংযুক্তা রাক্ষসাংস্তান্ গৃহে গৃহে। চোদয়ন্তঃ পরিযযুর্লঙ্কাং লঘুপরাক্রমাঃ।। ২৩
ততো মুহূর্তান্নিষ্পেতু রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ। নদন্তো ভীমবদনা নানাপ্রহরণৈর্ভুজৈঃ।। ২৪

বিজয়- কামনায় রাবণকে যথোচিতভাবে পূজা করে স্থাপন করলো।।৮।। তারপর ক্রোধে মূর্ছিত রাবণ হেসে মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসদেরকে বললো— ।।৯।। প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তীব্র তেজঃসম্পন্ন ধনুর্মুক্ত বাণরাশির দ্বারা আজই আমি রাম এবং লক্ষ্মণকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।।১০।। শত্রু বধ করে আজ আমি খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের হত্যার প্রতিশোধ নেবো।।১১।। আমার বাণরূপ মেঘে ঢাকা পড়ায় আজ অন্তরীক্ষ, দিক্‌সমূহ, আকাশ এবং সাগর কিছুই দেখা যাবে না।।১২।। আজ ধনু হতে সুপত্রযুক্ত শরসমূহের দ্বারা বানরপ্রধানদের ভাগ ভাগ করে আমি হত্যা করবো।।১৩।। আজ বায়ুর মতো বেগবান রথে আমি আরোহণ করবো। আমার ধনু হবে সমুদ্র এবং তার থেকে নিক্ষিপ্ত শরগুলি হবে তরঙ্গ। সেই তরঙ্গের প্রহারে বানরসৈন্যদেরকে আমি ভাসিয়ে নিয়ে যাবো।।১৪।। সরোবরে পদ্ম বিকশিত হয়। সেই পদ্মের কেশরের দীপ্তিতে সবদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই সরোবরে হাতীগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তছনছ করে দেয়। তেমনি বানরদলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তাদের বিপর্যস্ত করে দেবো।।১৫।। যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদলপতিদের বাণাহত মুখগুলি দেখা যাবে। মনে হবে নালসহ পদ্মগুলি বুঝি ধরণীকে শোভিত করছে।।১৬।। গাছ নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে বানরেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। আজ যুদ্ধে এক একটি বাণ নিক্ষেপ করে শত শত বানরকে আমি বিদীর্ণ করবো।।১৭।। যাদের ভাই মারা গেছে, যে রাক্ষস রমণীদের পুত্র নিহত হয়েছে, তাদের শত্রুদেরকে বধ করে তাদের চোখের জল আজ আমি মুছিয়ে দেবো।।১৮।। যুদ্ধে আজ আমি বানরদেরকে বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করবো। নিহত সেই বানরদের দেহরাজিতে মাটি একেবারে ঢেকে যাবে। ফলে খুব কষ্ট করে ফাঁকে ফাঁকে ধরিত্রীকে দেখতে হবে।।১৯।। কাক, শকুন এবং অন্য যে সব মাংসাশী প্রাণী রয়েছে তাদের সবাইকে আজ আমি আমার বাণাহত শত্রুদের মাংস দ্বারা তৃপ্ত করাবো।।২০।। শীগ্‌গির আমার রথ নিয়ে এসো। সত্বর নিয়ে এসো ধনু। যারা এখানে অবশিষ্ট রয়েছে সেই রাক্ষসেরা সবাই যুদ্ধে আমার অনুগমন করো।।২১।। তার কথা শুনে মহাপার্শ্ব নিকটে-স্থিত সৈনিকদেরকে বললো, তোমরা সবাই সৈনিকদের তাড়াতাড়ি করতে বলো।।২২।। ক্ষিপ্রবিক্রমী সেনাপতিরা প্রতি গৃহে গৃহে গিয়ে সেই রাক্ষসদের যুদ্ধে যাবার জন্য বলতে লাগলো।।২৩।। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যেই ভীষণ-দর্শন ভয়ঙ্কর মুখ রাক্ষসেরা সবাই হাতে নানান অস্ত্র নিয়ে গর্জন করতে করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।।২৪।। তাদের হাতে রয়েছে গদা, পট্টিশ, শূল, অসি, মুষল, হল, তীক্ষ্ণ

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভিমুসলৈর্হলৈঃ। শক্তিভিস্তীক্ষ্ণধারাভির্মহদ্ভিঃ কূটমুদ্গরৈঃ।। ২৫
যষ্টিভির্বিবিধৈশ্চক্রৈর্নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ। ভিন্দিপালৈঃ শতঘ্নীভিরন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ।। ২৬
অথানয়ন্ বলাধ্যক্ষাশ্চত্বারো রাবণাজ্ঞয়া। রথানাং নিযুতং সাগ্রং নাগানাং নিযুতত্রয়ম্।। ২৭
অশ্বানাং ষষ্টিকোট্যস্তু খরোষ্ট্রাণাং তথৈব চ। পদাতয়স্ত্বসংখ্যাতা জগ্মুস্তে রাজশাসনাৎ।। ২৮
বলাধ্যক্ষাশ্চ সংস্থাপ্য রাজ্ঞঃ সেনাং পুরঃস্থিতাম্। এতস্মিন্নন্তরে সূতঃ স্থাপয়ামাস তং রথম্।। ২৯
দিব্যাস্ত্রবরসম্পন্নং নানালঙ্কারভূষিতম্। নানায়ুধসমাকীর্ণং কিঙ্কিণীজালসংযুতম্।। ৩০
নানারত্নপরিক্ষিপ্তং রত্নস্তম্ভৈর্বিরাজিতম্। জাম্বূনদময়ৈশ্চৈব সহস্রকলসৈর্বৃতম্।। ৩১
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ। তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৩২
কোটিসূর্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্। দ্রুতং সূতসমাযুক্তং যুক্তাষ্টতুরগং রথম্।
আরুরোহ তদা ভীমং দীপ্যমানং স্বতেজসা।। ৩৩
ততঃ প্রযাতঃ সহসা রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ। রাবণঃ সত্ত্বগাম্ভীর্যাদ্ দারয়ন্নিব মেদিনীম্।। ৩৪
ততশ্চাসীন্মহানাদস্তূর্যাণাঞ্চ ততস্ততঃ। মৃদঙ্গৈঃ পটহৈঃ শঙ্খৈঃ কলহৈঃ সহ রক্ষসাম্।। ৩৫
আগতো রক্ষসাং রাজা ছত্র-চামরসংযুতঃ। সীতাপহারী দুর্বৃত্তো ব্রহ্মঘ্নো দেবকণ্টকঃ।
যোদ্ধুং রঘুবরেণেতি শুশ্রুবে কলহধ্বনিঃ।। ৩৬
তেন নাদেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত। তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা বানরা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ।। ৩৭
রাবণস্তু মহাবাহুঃ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ। আজগাম মহাতেজা জয়ায় বিজয়ং প্রতি।। ৩৮
রাবণেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ। বিরূপাক্ষশ্চ দুর্ধর্ষো রথানারুরুহুস্তদা।। ৩৯
তে তু হৃষ্টাভিনর্দন্তো ভিন্দন্ত ইব মেদিনীম্। নাদং ঘোরং বিমুঞ্চন্তো নির্যযুর্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।। ৪০

-ধারসম্পন্ন শক্তি এবং বিশাল কূট ও মুগুর।।২৫।। আরো আছে নানা প্রকারের চক্র, ধারালো কুঠার, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী এবং অন্য সব ভালো ভালো অস্ত্র।।২৬।। নিয়ে এলো নিযুত সংখ্যার চেয়েও বেশী রথ, তিন নিযুত হস্তী।২৭।। ষাট কোটি অশ্ব এবং ঐ পরিমাণ খচ্চর ও উষ্ট্র, আর অসংখ্য পদাতিকও এলো রাজার নির্দেশে।।২৮।। সেনাপতিরা রাজা রাবণের সামনেই সেনাদেরকে স্থাপন করছিলো। এই অবসরে সারথি একটি রথ নিয়ে এসে সেটিকেও স্থাপন করলো।।২৯।। সেই রথটিতে মজুত ছিলো ভালো ভালো দিব্য অস্ত্র। বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত সেই রথ কিঙ্কিণীজাল-সমন্বিত। এবং নানাবিধ অস্ত্রে সমৃদ্ধ।।৩০।। নানাবিধ রত্নে খচিত সেই রথে ছিলো রত্নের তৈরী স্তম্ভ। হাজারটি সোনার কলশ যেখানে স্থাপন করা হয়েছিলো।।৩১।। সেই অদ্ভুত রথ দেখে রাক্ষসেরা সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হলো। রথ এসে গেছে দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ সত্বর উঠে দাঁড়ালো।।৩২।। কোটি সূর্যের মতো এবং জ্বলন্ত অগ্নির মতো উজ্জ্বল সেই রথ। তাতে সারথিও রয়েছে। আটটি ঘোড়া তাতে যুক্ত। নিজেরই তেজে প্রদীপ্ত সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর রথে দ্রুত রাবণ আরোহণ করলো।।৩৩।। অতঃপর বহু রাক্ষসের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, বলের গাম্ভীর্যে যেন ধরিত্রীকে বিদীর্ণ করে রাবণ সহসা যাত্রা করলো।।৩৪।। তখন তূর্যের ধ্বনি উত্থিত হলো। ক্রমে মৃদঙ্গ, পটহ এবং শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে রাক্ষসদের কোলাহল মিলিত হলো।।৩৫।। কোলাহল-ধ্বনি শোনা গেলো, ঐ যে রাক্ষসরাজ রাবণ ছত্র এবং চামরযুক্ত হয়ে আসছে। সেই ব্রহ্মহত্যাকারী, দেবশত্রু দুর্বৃত্ত সীতাকে অপহরণ করেছে।।৩৬।। সেই উচ্চ নিনাদে পৃথিবী কেঁপে উঠলো। বানরেরা হঠাৎ সেই শব্দ শুনে ভয়ে পালাতে লাগলো।।৩৭।। মহাতেজস্বী মহাবীর রাবণ সচিবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিজয় লাভেচ্ছায় শত্রুজয়ের জন্য রণক্ষেত্রে চলে এলো।।৩৮।। রাবণের আদেশে মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং দুর্ধর্ষ বিরূপাক্ষ অন্য রথে আরোহণ করলো।।৩৯।। তারা হৃষ্ট হয়ে আনন্দ-ধ্বনিতে পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করছিলো। ভয়ঙ্কর ধ্বনি করতে করতে তারা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় নির্গত হলো।।৪০।। তখন প্রলয়কালীন ধ্বংস দেবতা যমের মতো, তেজস্বী রাবণ

ততো যুদ্ধায় তেজস্বী রক্ষোগণবলৈর্বৃতঃ। নির্যযাবুদ্যতধনুঃ কালান্তকযমোপমঃ।। ৪১
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন স মহারথঃ। দ্বারেণ নির্যযৌ তেন যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪২
ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্যো দিশশ্চ তিমিরাবৃতাঃ। দ্বিজাশ্চ নেদুর্ঘোরাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী।। ৪৩
ববর্ষ রুধিরং দেবশ্চস্খলুশ্চ তুরঙ্গমাঃ। ধ্বজাগ্রে ন্যপতদ্ গৃধ্রো বিনেদুশ্চাশিবং শিবাঃ।। ৪৪
নয়নঞ্চাস্ফুরদ্ বামং বামো বাহুরকম্পত। বিবর্ণবদনশ্চাসীৎ কিঞ্চিদভ্রশ্যত স্বনঃ।। ৪৫
ততো নিষ্পততো যুদ্ধে দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ। রণে নিধনশংসীনি রূপাণ্যেতানি জজ্ঞিরে।। ৪৬
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা নির্ঘাতসমনিঃস্বনা। বিনেদুরশিবা গৃধ্রা বায়সৈরভিমিশ্রিতাঃ।। ৪৭
এতানচিন্তয়ন্ ঘোরানুৎপাতান্ সমবস্থিতান্। নির্যযৌ রাবণো মোহাদ্ বধার্থং কালচোদিতঃ।। ৪৮
তেষান্তু রথঘোষেণ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্। বানরাণামপি চমূর্যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্তত।। ৪৯
তেষান্তু তুমুলং যুদ্ধং বভূব কপি-রক্ষসাম্। অন্যোন্যমাহ্বয়ানানাং ক্রুদ্ধানাং জয়মিচ্ছতাম্।। ৫০
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। বানরাণামনীকেষু চকার কদনং মহৎ।। ৫১
নিকৃত্তশিরসঃ কেচিদ্ রাবণেন বলীমুখাঃ। কেচিদ্ বিচ্ছিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছ্রোত্রবিবর্জিতাঃ।। ৫২
নিরুচ্ছ্বাসা হতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পার্শ্বেষু দারিতাঃ। কেচিদ্ বিভিন্নশিরসঃ কেচিচ্চক্ষুর্বিনাকৃতাঃ।। ৫৩
দশাননঃ ক্রোধবিবৃত্তনেত্রো যতো যতোঽভ্যেতি রথেন সংখ্যে।
ততস্ততস্তস্য শরপ্রবেগং সোঢুং ন শেকুর্হরিযূথপাস্তে।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

রাক্ষসসৈন্য পরিবৃত হয়ে ধনু উদ্যত করে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এলো।। ৪১।। সেই মহাবীর তারপর দ্রুতগামী অশ্বে-টানা রথে চড়ে যেখানে রাম-লক্ষ্মণ বিরাজ করছিলেন সেই দ্বার দিয়ে নির্গত হলো।। ৪২।। অতঃপর সূর্য গেলো নিষ্প্রভ হয়ে। দিঙমণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেলো। ভীষণ পাখীরা অমঙ্গল শব্দ করতে লাগলো এবং পৃথিবীও কেঁপে উঠলো।। ৪৩।। বৃষ্টির দেবতা রক্ত বর্ষণ করতে লাগলেন। দ্রুতগামী অশ্বগুলি চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগলো। পতাকার সামনে একটি শকুন পড়লো আর শেয়ালগুলি অমঙ্গল ধ্বনিতে ডাকতে লাগলো।। ৪৪।। রাবণের বাম চোখ স্ফুরিত হলো। বাম বাহু কেঁপে উঠলো। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো এবং কণ্ঠস্বর গেলো বিকৃত হয়ে।। ৪৫।। দশগ্রীব রাবণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে ধ্বংসসূচক দুর্লক্ষণ সব দেখা যেতে লাগলো।। ৪৬।। আকাশ হতে উলকাপতন হলো। তার তাতে ভয়ঙ্কর শব্দ হতে লাগলো। শকুনগুলি কাকের সঙ্গে মিলিত হয়ে অমঙ্গল ধ্বনি করতে লাগলো।। ৪৭।। এতোসব ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে। এইগুলি চিন্তা না করেই রাবণ মোহবশতঃ যুদ্ধের জন্য নির্গত হলো। মনে হয় নিজের মৃত্যু ডেকে আনতেই সে মৃত্যুর দেবতা কালের দ্বারা প্রেরিত হলো।। ৪৮।। মহাশক্তিশালী রাক্ষসের রথের শব্দেই বানরদের সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলো।। ৪৯।। রাক্ষস এবং বানরেরা একে অপরকে জয় করতে চাইছে। তাই একে অপরকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। তাদের মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হলো।। ৫০।। অতঃপর রাবণ সোনায় অলঙ্কৃত বাণরাজির দ্বারা বানর সৈন্যবাহিনীকে দলিত-মথিত করতে লাগলো।। ৫১।। রাবণের বানের দ্বারা কারো মস্তক ছিন্ন হয়ে গেলো। কারো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো। কারো বা কান গেলো ছিন্ন হয়ে।। ৫২।। কেউ শ্বাসহীন হয়ে গেলো। কারো পার্শ্বদেশ গেলো বিদারিত হয়ে। কারো মাথা কাটা গেলো। কারো চোখ উপড়ে গেলো।। ৫৩।। দশানন রাবণের চোখ ক্রোধে ঘুরতে লাগলো। যুদ্ধক্ষেত্রে রথে চড়ে রাবণ যে যে দিকে যেতে লাগলো সেই সেই দিকের বানর দলপতিরা রাবণের বাণের বেগ সইতে পারছিলো না।। ৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চনবতিতম সর্গ (৯৫) সমাপ্ত হলো।

।। ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবেণ রাক্ষসসেনানাং বিরূপাক্ষস্য চ সংহারঃ।

তথা তৈঃ কৃত্তগাত্রৈস্তু দশগ্রীবেণ মার্গণৈঃ। বভূব বসুধা তত্র প্রকীর্ণা হরিভিস্তদা।। ১
রাবণস্যাপ্রসহ্যং তং শরসম্পাতমেকতঃ। ন শেকুঃ সহিতুং দীপ্তং পতঙ্গা জ্বলনং যথা।। ২
তেঽর্দিতা নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রোশন্তো বিপ্রদুদ্রুবুঃ। পাবকার্চিঃসমাবিষ্টা দহ্যমানা যথা গজাঃ।। ৩
প্লবঙ্গানামনীকানি মহাভ্রাণীব মারুতঃ। সংযযৌ সমরে তস্মিন্ বিধমন্ রাবণঃ শরৈঃ।। ৪
কদনং তরসা কৃত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বনৌকসাম্। আসসাদ ততো যুদ্ধে ত্বরিতং রাঘবং রণে।। ৫
সুগ্রীবস্তান্ কপীন্ দৃষ্ট্বা ভগ্নান্ বিদ্রাবিতান্ রণে। গুল্মে সুষেণং নিক্ষিপ্য চক্রে যুদ্ধে দ্রুতং মনঃ।। ৬
আত্মনঃ সদৃশং বীরং স তং নিক্ষিপ্য বানরম্। সুগ্রীবোঽভিমুখং শত্রুং প্রতস্থে পাদপায়ুধঃ।। ৭
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাস্য সর্বে বানরযূথপাঃ। অনুজগ্মুর্মহাশৈলান্ বিবিধাংশ্চ বনস্পতীন্।। ৮
ননর্দ যুধি সুগ্রীবঃ স্বরেণ মহতা মহান্। পোথয়ন্ বিবিধাংশ্চান্যান্ মমন্থোত্তমরাক্ষসান্।। ৯
মমর্দ চ মহাকায়ো রাক্ষসান্ বানরেশ্বরঃ। যুগান্তসময়ে বায়ুঃ প্রবৃদ্ধানগমানিব।। ১০
রাক্ষসানামনীকেষু শৈলবর্ষং ববর্ষ হ। অশ্মবর্ষং যথা মেঘঃ পক্ষিসঙ্ঘেষু কাননে।। ১১
কপিরাজবিমুক্তৈস্তৈঃ শৈলবর্ষৈস্তু রাক্ষসাঃ। বিকীর্ণশিরসঃ পেতুর্বিকীর্ণা ইব পর্বতাঃ।। ১২
অথ সংক্ষীয়মাণেষু রাক্ষসেষু সমন্ততঃ। সুগ্রীবেণ প্রভগ্নেষু নদৎসু চ পতৎসু চ।। ১৩
বিরূপাক্ষঃ স্বকং নাম ধন্বী বিশ্রাব্য রাক্ষসঃ। রথাদাপ্লুত্য দুর্ধর্ষো গজস্কন্ধমুপারুহৎ।। ১৪

ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা রাক্ষস-সেনার বিনাশ ও বিরূপাক্ষের সংহার

রাবণের বাণরাজির দ্বারা বানরদের দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। ভূতলে সেই দেহগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।।১।। পতঙ্গেরা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সহ্য করতে পারে না তেমনি বানরেরা রাবণের বাণক্ষেপ কোনো দিকেই সহ্য করতে পারছিলো না।।২।। অগ্নিশিখায় প্রবেশ করলে হাতীগুলি যেমন গর্জন করতে করতে ছুটে পালিয়ে যায়, তেমনি সেই বানরেরা রাবণের ধারালো বাণের আঘাতে পীড়িত হয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছিলো।।৩।। বায়ু যেমন মেঘপুঞ্জকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি, রাবণ বাণরাজির দ্বারা বানরদের সেনাবাহিনীকে সেই যুদ্ধে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।।৪।। রক্ষোরাজ রাবণ বানরদের বেশ করে মথিত করে যুদ্ধে দ্রুতই রামকে দেখতে পেলো।।৫।। সেই বানরদের যুদ্ধে এইভাবে বিপর্যস্ত এবং ভগ্নোৎসাহ হতে দেখে সুগ্রীব সেনানিবেশে সুষেণকে রেখে সত্বর যুদ্ধে নিজেই যাবার জন্য সঙ্কল্প করলো।।৬।। সুষেণ ছিলো সুগ্রীবের মতোই বীর। তাকে সেখানে স্থাপিত করে সুগ্রীব গাছকে অস্ত্র করে সত্বর শত্রুর দিকে যুদ্ধযাত্রা করলো।।৭।। অন্যসব বানর দলপতি বিরাট বিরাট পাহাড় ও নানা রকমের বিশাল বিশল বৃক্ষ হাতে নিয়ে তার পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করে চলতে লাগলো।।৮।। মহান সুগ্রীব উচ্চ গর্জন করে বিভিন্ন রাক্ষস এবং তাদের প্রধানদের দলিত মথিত করতে লাগলো।।৯।। মহাপ্রলয়ে প্রবল বায়ু যেমন বিশাল গাছগুলিকে বিপর্যস্ত করে তেমনি বানর দলপতি বিশালদেহী সুগ্রীব রাক্ষসগণকে বিপর্যস্ত করছিলো।।১০।। মেঘ যেমন বনের মধ্যে পাখীদের ওপর শিলাবর্ষণ করে, তেমনি সুগ্রীব রাক্ষসদের সেনাবাহিনীর ওপর প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগলো।।১১।। বানরাধিপতি সুগ্রীবের শিলাবর্ষণে রাক্ষসদের মাথাগুলি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ছড়িয়ে-থাকা পর্বতের মতো তাদের দেহগুলি মাটিতে বিকীর্ণ হয়ে রৈলো।।১২।। সুগ্রীবের আক্রমণে এইভাবে রাক্ষসেরা শক্তিহীন হয়ে আর্তনাদ করতে করতে নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।।১৩।। এই ঘটনা দেখে দুর্ধর্ষ রাক্ষস বিরূপাক্ষ ধনুর্ধারণ করে নিজের নাম শুনিয়ে রথ হতে লাফিয়ে হস্তীর স্কন্ধে আরোহণ করলো।।১৪।। সেই মহাবলশালী বিরূপাক্ষ হস্তীর

স তং দ্বিপমথারুহ্য বিরূপাক্ষো মহাবলঃ। ননর্দ ভীমনির্হ্রাদং বানরানভ্যধাবত।। ১৫
সুগ্রীবে স শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে। স্থাপয়ামাস চোদ্বিগ্নান্ রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্।। ১৬
সোঽতিবিদ্ধঃ শিতৈর্বাণৈঃ কপীন্দ্রস্তেন রক্ষসা। চুক্রোশ চ মহাক্রোধো বধে চাস্য মনো দধে।। ১৭
ততঃ পাদপমুদ্ধৃত্য শূরঃ সম্প্রধনো হরিঃ। অভিপত্য জঘানাস্য প্রমুখে তং মহাগজম্।। ১৮
স তু প্রহারাভিহতঃ সুগ্রীবেণ মহাগজঃ। অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ ননাদ চ।। ১৯
গজাত্তু মথিতাৎ তূর্ণমপক্রম্য স বীর্যবান্। রাক্ষসোঽভিমুখঃ শত্রুং প্রত্যুদ্গম্য ততঃ কপিম্।। ২০
আর্ষভং চর্ম খড়গঞ্চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ। ভর্ৎসয়ন্নিব সুগ্রীবমাসসাদ ব্যবস্থিতম্।। ২১
স হি তস্যাভিসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্। বিরূপাক্ষস্য চিক্ষেপ সুগ্রীবো জলদোপমাম্।। ২২
স তাং শিলামাপতন্তীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ। অপক্রম্য সুবিক্রান্তঃ খড়েগন প্রাহরৎ তদা।। ২৩
তেন খড়গপ্রহারেণ রক্ষসা বলিনা হতঃ। মুহূর্তমভবদ্ভূমৌ বিসংজ্ঞ ইব বানরঃ।। ২৪
সহসা স তদোৎপত্য রাক্ষসস্য মহাহবে। মুষ্টিং সংবর্ত্য বেগেন পাতয়ামাস বক্ষসি।। ২৫
মুষ্টিপ্রহারাভিহতো বিরূপাক্ষোনিশাচরঃ। তেন খড়েগন সংক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য চমূমুখে।। ২৬
কবচং পাতয়ামাস পদ্ভ্যামভিহতোঽপতৎ। স সমুত্থায় পতিতঃ কপিস্তস্য ব্যসর্জয়ৎ।। ২৭
তলপ্রহারমশনেঃ সমানং ভীমনিঃস্বনম্। তলপ্রহারং তদ্ রক্ষঃ সুগ্রীবেণ সমুদ্যতম্।। ২৮
নৈপুণ্যান্মোচয়িত্বৈনং মুষ্টিনোরসি তাড়য়ৎ। ততস্তু সংক্রুদ্ধতরঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।। ২৯
মোক্ষিতঞ্চাত্মনো দৃষ্ট্বা প্রহারং তেন রক্ষসা। স দদর্শান্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ।। ৩০

ওপর চড়ে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করে বানরদের দিকে ছুটে গেলো।।১৫।। সৈন্যবাহিনীর সামনে অবস্থানরত সুগ্রীবের প্রতি সে ভীষণ বাণরাশি নিক্ষেপ করলো। তাতে উদ্‌বিগ্ন রাক্ষসদেরকে সে বেশ আনন্দিতই করলো।।১৬।। বানরাধিপতি সুগ্রীব সেই বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ধারালো বাণে ভীষণভাবে বিদ্ধ হলো। সে তখন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রোশের সঙ্গে বিরূপাক্ষের বধের জন্য মনঃস্থির করলো।।১৭।। তারপর বীর, যুদ্ধনিপুণ বানর সুগ্রীব একটি গাছ তুলে নিয়ে তার সেই বিশাল হাতীর সামনের দিকে মাথায় আঘাত করলো।।১৮।। সুগ্রীবের গাছের প্রহারে আহত হয়ে সেই বিশাল হস্তীটি সরে গিয়ে আর্তনাদ করে বসে পড়লো।।১৯।। সেই আহত হস্তী হতে বীর রাক্ষস বিরূপাক্ষ দ্রুত লাফিয়ে নেমে এসে শত্রু সুগ্রীবের দিকে ধেয়ে গেলো।।২০।। ক্ষিপ্রবিক্রমী সে বৃষচর্ম ও খড়্‌গ তুলে নিয়ে তিরস্কার করতে করতে সুগ্রীবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।।২১।। সুগ্রীবও তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশাল এক শিলা নিয়ে মেঘের মতো দেখতে বিরূপাক্ষের প্রতি ছুঁড়ে মারলো।।২২।। সেই শিলাখণ্ড তার ওপর এসে পড়ছে দেখে পরাক্রমী রাক্ষস বিরূপাক্ষ সরে গিয়ে তখন খড়্‌গের দ্বারা সুগ্রীবকে আঘাত করলো।।২৩।। বলবান রাক্ষসের খড়্‌গের আঘাতে আহত হয়ে বানর সুগ্রীব ক্ষণকালের জন্য অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।২৪।। তারপর দ্রুত সে। উঠে দাঁড়িয়ে মুষ্টি ঘুরিয়ে সেই মহাসংগ্রামে সেই রাক্ষস বিরূপাক্ষের বুকে জোরে আঘাত করলো।।২৫।। মুষ্টিপ্রহারে আহত রাক্ষস বিরূপাক্ষ অত্যন্ত রেগে গিয়ে সৈন্যদের সামনে সুগ্রীবকে খড়্‌গের দ্বারা আঘাত করলো।।২৬।। এইভাবে তার কবচ সে পাতিত করলো। ফলে পা দু'টি কুঞ্চিত করে সে মাটিতে পড়ে গেলো। একটু পরেই পতিত সুগ্রীব উঠে দাঁড়িয়ে বিরূপাক্ষকে চপেটাঘাত করলো।।২৭।। সেই চড়টি ছিলো বজ্রের মতো। ভীষণ তার শব্দ। সেই রাক্ষস বিরূপাক্ষ সুগ্রীবের সেই চপেটাঘাতকে প্রতিহত করলো।।২৮।। অধিকন্তু, নিশাচর বিরূপাক্ষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সুগ্রীবের চড় হতে নিজেকে মুক্ত করে বানরাধিপতি সুগ্রীবের বুকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করলো। তাতে বানরাধিপতি সুগ্রীব আরো রেগে গেলো।।২৯।। নিজের প্রহার হতে সেই রাক্ষস বিরূপাক্ষকে মুক্ত হতে দেখে বানরাধিপতি সুগ্রীব তখন বিরূপাক্ষকে আক্রমণের অবকাশ খুঁজতে লাগলো।।৩০।। অতঃপর সে তার ললাটের অস্থিতে ক্রোধের সঙ্গে আবার বিরাট এক চপেটাঘাত করলো। মহেন্দ্রের বজ্রের মতো সেই চড়ে আহত হয়ে

ততোঽন্যং পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছঙ্খদেশে মহাতলম্। মহেন্দ্রাশনিকল্পেন তলেনাভিহতঃ ক্ষিতৌ।। ৩১
পপাত রুধিরক্লিন্নঃ শোণিতং হি সমুদ্গিরন্। স্রোতোভ্যস্তু বিরূপাক্ষো জলং প্রস্রবণাদিব।। ৩২
বিবৃত্তনয়নং ক্রোধাৎ সফেনং রুধিরাপ্লুতম্। দদৃশুস্তে বিরূপাক্ষং বিরূপাক্ষতরং কৃতম্।। ৩৩
স্ফুরন্তং পরিবর্তন্তং পার্শ্বেন রুধিরোক্ষিতম্। করুণঞ্চ বিনর্দন্তং দদৃশুঃ কপয়ো রিপুম্।। ৩৪
তথা তু তৌ সংযতি সম্প্রযুক্তৌ তরস্বিনৌ বানর-রাক্ষসানাম্।
বলার্ণবৌ সস্বনতুশ্চ ভীমৌ মহার্ণবৌ দ্বাবিব ভিন্নসেতু।। ৩৫
বিনাশিতং প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রং মহাবলং তং হরিপার্থিবেন।
বলং সমেতং কপি-রাক্ষসানা- মুদ্‌বৃত্তগঙ্গাপ্রতিমং বভূব।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

সে ভূতলে পড়ে গেলো।।৩১।। বিরূপাক্ষ রক্তে ভিজে গেলো। রক্ত বমি করতে লাগলো। ঝর্ণার জলের মতো তার দেহ হতে রক্তের ধারা বইতে লাগলো।।৩২।। বানরেরা তখন ক্রোধের সঙ্গে তার কাছে গিয়ে দেখলো বিরূপাক্ষের চোখ ঘুরছে, ফেনিল রক্তে সে পরিপ্লুত। বিরূপাক্ষের চোখ আরো বিরূপ হয়ে গেছে।।৩৩।। বানরেরা দেখলো শত্রু বিরূপাক্ষের চোখ ঘুরছে আর কাঁপছে। পাশ ফিরতে গিয়ে রক্তাক্ত সে করুণ আর্তনাদ করছে।।৩৪।। তখন সেইখানে বানর এবং রাক্ষসদের সৈন্যেরা যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে ভীষণ কোলাহল করছে। মনে হচ্ছে যেন দু'টো ভীষণ সমুদ্র এক জায়গায় এসে গেছে। ঐ দু'টি মহাসাগরের মধ্যে একটি সেতু ছিলো। সেটি ভেঙে গেছে। তাই এতো কোলাহল।।৩৫।। বানরাধিপতি সুগ্রীব বিরূপাক্ষকে নিহত করেছে দেখে বানরদের সৈন্যেরা আনন্দে এবং রাক্ষসেনারা দুঃখে উচ্ছ্বসিত গঙ্গার মতো উদবেল হয়ে উঠলো।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীব-মহোদরয়োর্ঘোরযুদ্ধম্, মহোদরস্য বিনাশশ্চ

হন্যমানে বলে তূর্ণমন্যোন্যং তে মহামৃধে। সরসীব মহাঘর্মে সূপক্ষীণে বভূবতুঃ।। ১
স্ববলস্য তু ঘাতেন বিরূপাক্ষবধেন চ। বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ২
প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ। বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্যয়ম্।। ৩
উবাচ চ সমীপস্থং মহোদরমনন্তরম্। অস্মিন্ কালে মহাবাহো জয়াশা ত্বয়ি মে স্থিতা।। ৪
জহি শত্রুচমূং বীর দর্শয়াদ্য পরাক্রমম। ভর্তৃপিণ্ডস্য কালোঽয়ং নির্বেষ্টুং সাধু যুধ্যতাম্।। ৫

সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ

সুগ্রীবের সঙ্গে মহোদরের ঘোর যুদ্ধ। মহোদরের বিনাশ।

মহাযুদ্ধে এক সেনাবাহিনী অন্য সেনাবাহিনীকে হত্যা করছে। ফলে দু'টি বাহিনীই ক্ষীণ হয়ে গেলো। ভীষণ গরমে সরোবর যেমন ক্ষীণ হয়ে যায় ঠিক তেমনি।।১।। নিজের সৈন্যেরা নিহত হয়েছে। বিরূপাক্ষকে বধ করা হয়েছে। এ জন্যে রক্ষোরাজ রাবণ গেলো দ্বিগুণ রেগে।।২।। বানরদের দ্বারা নিজের সেনাবাহিনীকে ক্ষীণ হতে দেখলো রাজা রাবণ। দেখলো বানরদের দ্বারা তার সৈন্যবাহিনীকে নিহত হতে। এই দৈববিপর্যয় সে প্রত্যক্ষ করলো।।৩।। তখন সে নিকটস্থ মহোদরকে বললো, হে বীর, এই সময়ে তোমার মধ্যেই রয়েছে আমার জয়ের আশা।।৪।। তাই হে বীর, শত্রুসৈন্য বিনাশ করে তোমার বীর্যবত্তা আজ তুমি প্রদর্শন করো। প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের এই হলো যথোচিত সময়। তাই বলি, ভালোভাবে যুদ্ধ করো।।৫।। এইকথা তাকে বলবার পর পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহোদরঃ। প্রবিবেশারিসেনাং স পতঙ্গ ইব পাবকম্।। ৬
ততঃ স কদনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ। ভর্তৃবাক্যেন তেজস্বী স্বেন বীর্যেণ চোদিতঃ।। ৭
বানরাশ্চ মহাসত্ত্বাঃ প্রগৃহ্য বিপুলাঃ শিলাঃ। প্রবিশ্যারিবলং ভীমং জঘ্নুস্তে সর্বরাক্ষসান্।। ৮
মহোদরঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। চিচ্ছেদ পাণিপাদোরু বানরাণাং মহাহবে।। ৯
ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসৈরর্দিতা ভৃশম্। দিশো দশ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুগ্রীবমাশ্রিতাঃ।। ১০
প্রভগ্নং সমরে দৃষ্ট্বা বানরাণাং মহাবলম্। অভিদুদ্রাব সুগ্রীবো মহোদরমনন্তরম্।। ১১
প্রগৃহ্য বিপুলাং ঘোরাং মহীধরসমাং শিলাম্। চিক্ষেপ স মহাতেজাস্তদ্বধায় হরীশ্বরঃ।। ১২
তামাপতন্তীং সহসা শিলাং দৃষ্ট্বা মহোদরঃ। অসম্ভ্রান্তস্ততো বাণৈর্নির্বিভেদ দুরাসদাম্।। ১৩
রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃত্তা সা সহস্রধা। নিপপাত তদা ভূমৌ গৃধ্রচক্রমিবাকুলম্।। ১৪
তাং তু ভিন্নাং শিলাং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। সালমুৎপাট্য চিক্ষেপ তং স চিচ্ছেদ নৈকধা।। ১৫
শরৈশ্চ বিদদারৈনং শূরঃ পরবলার্দনঃ। স দদর্শ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরিঘং পতিতং ভুবি।। ১৬
আবিধ্য তু স তং দীপ্তং পরিঘং তস্য দর্শয়ন্। পরিঘেণোগ্রবেগেন জঘানাস্য হয়োত্তমান্।। ১৭
তস্মাদ্ধতহয়াদ্ বীরঃ সোঽবপ্লুত্য মহারথাৎ। গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোঽথ মহোদরঃ।। ১৮
গদা-পরিঘহস্তৌ তৌ যুধি বীরৌ সমীয়তুঃ। নর্দন্তৌ গোবৃষপ্রখ্যৌ ঘনাবিব সবিদ্যুতৌ।। ১৯
ততঃ ক্রুদ্ধো গদাং তস্য চিক্ষেপ রজনীচরঃ। জ্বলন্তীং ভাস্করাভাসাং সুগ্রীবায় মহোদরঃ।। ২০
গদাং তাং সুমহাঘোরামাপতন্তীং মহাবলঃ। সুগ্রীবো রোষতাম্রাক্ষঃ সমুদ্যম্য মহাহবে।। ২১

প্রবেশ করে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদর তেমনি শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করলো।।৬।। প্রভুর বাক্যে প্রবুদ্ধ হয়ে, নিজের বীর্যবত্তায় উৎসাহিত হয়ে তেজস্বী মহাবীর মহোদর তখন বানরদেরকে ধ্বংস করতে লাগলো।।৭।। মহাবলশালী বানরেরাও বিপুল শিলারাশি নিয়ে ভীষণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে রাক্ষসদের সকলকে হত্যা করতে লাগলো।।৮।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহোদর স্বর্ণভূষিত বাণরাশির দ্বারা এই মহাযুদ্ধে বানরদের হাত, পা এবং উরু ছেদন করতে লাগলো।।৯।। রাক্ষসদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে সেসময়ে বানরদের কেউ দশদিকে পালাতে লাগলো। কেউ বা নিলো সুগ্রীবের শরণ।।১০।। বানরদের বিরাট সেনাবাহিনীকে এইভাবে পরাজিত হতে দেখে সুগ্রীব মহোরের দিকে ছুটে গেলো।।১১।। পাহাড়ের মতো বিশাল শিলাখণ্ড নিয়ে মহাতেজস্বী বানরপতি সুগ্রীব মহোদরের দিকে ছুঁড়ে দিলো।।১২।। হঠাৎই নিজের উপর এসে পড়ছে দেখে নির্ভীক মহোদর বহুবাণ নিক্ষেপ করে সেই দুর্ভেদ্য শিলাকে বিদীর্ণ করে ফেললো।।১৩।। রাক্ষস মহোদরের দ্বারা শিলাখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে হাজার হাজার টুকরো হয়ে গেলো। টুকরোগুলি মাংসগ্রহণে আকুল শকুনের মতো গেলো ভূতলে পড়ে।।১৪।। সেই শিলাকে টুকরো টুকরো হতে দেখে সুগ্রীব রেগে অজ্ঞান। একটি সালগাছ উপড়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারলো। মহোদর সেটিকেও বহু টুকরো করে ছেদন করে ফেললো।।১৫।। শত্রুসৈন্যবিনাশী, বীর মহোদর বাণের দ্বারা তাকে বিদারণ করতে লাগলো। অতঃপর ক্রুদ্ধ সুগ্রীব একটি পরিঘকে দেখলো মাটিতে পড়ে থাকতে।।১৬।। সেটি উজ্জ্বল। এবং তীব্র বেগসম্পন্ন। সেই পরিঘটিকে সুগ্রীব তুলে নিয়ে রাক্ষসকে দেখিয়ে নিক্ষেপ করে তার উত্তম অশ্বগুলিকে হত্যা করলো।।১৭।। ঘোড়াগুলি মারা পড়লে মহারথ হতে বীর রাক্ষস মহোদর লাফিয়ে নেমে এসে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে হাতে গদা তুলে নিলো।।১৮।। একজন গদা হাতে নিয়ে অন্য জন পরিঘ হস্তে ঐ দুই বীর তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। বিদ্যুদ্‌গর্ভ দু'টি মেঘ এবং দু'টি গোবৃষের মতো তারা দু'জনে গর্জন করছিলো।।১৯।। রাক্ষস মহোদর এবার সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্বলন্ত গদা সুগ্রীবের ওপর নিক্ষেপ করলো।।২০।। রাগে লাল হয়ে গেলো সুগ্রীবের চোখ। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সেই গদাটি তার ওপর এসে পড়ছে দেখে মহাবলশালী সুগ্রীব মহাযুদ্ধে তার প্রতিরোধে উদ্যত হলো।।২১।। বানরপতি সুগ্রীব তখন তার পরিঘের দ্বারা সেই গদাটিকে আঘাত করলো। গদার আঘাতে পরিঘটি গেলো ভেঙে। এবং

আজঘান গদাং তস্য পরিঘেণ হরীশ্বরঃ। পপাত তরসা ভিন্নঃ পরিঘস্তস্য ভূতলে।। ২২
ততো জগ্রাহ তেজস্বী সুগ্রীবো বসুধাতলাৎ। আয়সং মুসলং ঘোরং সর্বতো হেমভূষিতম্।। ২৩
স তমুদ্যম্য চিক্ষেপ সোঽপ্যস্য প্রাক্ষিপদ্ গদাম্। ভিন্নাবন্যোন্যমাসাদ্য পেততুস্তৌ মহীতলে।। ২৪
ততো ভিন্নপ্রহরণৌ মুষ্টিভ্যাং তৌ সমীয়তুঃ। তেজোবলসমাবিষ্টৌ দীপ্তাবিব হুতাশনৌ।। ২৫
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং নদন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ। তলৈশ্চান্যোন্যমাসাদ্য পেততুশ্চ মহীতলে।। ২৬
উৎপেততুস্তদা তূর্ণং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্। ভুজৈশ্চিক্ষিপতুর্বীরাবন্যোন্যমপরাজিতৌ।। ২৭
জগ্মতুস্তৌ শ্রমং বীরৌ বাহুযুদ্ধে পরন্তপৌ। আজহার তদা খঙ্গমদূরপরিবর্তিনম্।। ২৮
রাক্ষসশ্চর্মণা সার্ধং মহাবেগো মহোদরঃ। তথৈব চ মহাখঙ্গং চর্মণা পতিতং সহ।
জগ্রাহ বানরশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবো বেগবত্তরঃ।। ২৯
ততো রোষপরীতাঙ্গৌ নদন্তাবভ্যধাবতাম্। উদ্যতাসী রণে হৃষ্টৌ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদৌ।। ৩০
দক্ষিণং মণ্ডলং চোভৌ সুতূর্ণং সম্পরীয়তুঃ। অন্যোন্যমভীসংক্রুদ্ধৌ জয়ে প্রণিহিতাবুভৌ।। ৩১
স তু শূরো মহাবেগো বীর্যশ্লাঘী মহোদরঃ। মহাবর্মণি তং খঙ্গং পাতয়ামাস দুর্মতিঃ।। ৩২
লগ্নমুৎকর্ষতঃ খঙ্গং খঙ্গেন কপিকুঞ্জরঃ। জহার সশিরস্ত্রাণং কুণ্ডলোপগতং শিরঃ।। ৩৩
নিকৃত্তশিরসস্তস্য পতিতস্য মহীতলে। তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র ন দৃশ্যতে।। ৩৪
হত্বা তং বানরৈঃ সার্ধং ননাদ মুদিতো হরিঃ। চুক্রোধ চ দশগ্রীবো বভৌ হৃষ্টশ্চ রাঘবঃ।। ৩৫
বিষণ্ণবদনাঃ সর্বে রাক্ষসা দীনচেতসঃ। বিদ্রবন্তি ততঃ সর্বে ভয়বিত্রস্তচেতসঃ।। ৩৬

গদাও মাটিতে পড়ে গেলো।।২২।। অতঃপর তেজস্বী সুগ্রীব সবদিক সোনায় ভূষিত ভীষণ একটি লোহার তৈরী মুষল তুলে নিলো।।২৩।। সেটি তুলে নিয়ে সে নিক্ষেপ করলো। তখন মহোদরও একটি গদা নিক্ষেপ করলো। ঐ গদা ও মুষল এই দু'টির দ্বারা আহত হয়ে তারা দু'জন কাছাকাছি ভূতলে পড়ে গেলো।।২৪।। অস্ত্র ভেঙে-যাওয়ায় তারা দু'জনেই পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। দু'জনেই তেজস্বী। এবং বলশালী। জ্বলন্ত অগ্নির মতো তাদের দেখাচ্ছিলো।।২৫।। বারবার গর্জন করতে করতে তখন তারা একে অপরকে আঘাত করতে লাগলো। পরস্পর পরস্পরকে চড়চাপড় মারতে মারতে মাটিতে গেলো পড়ে।।২৬।। আবার উঠেই দ্রুত তারা একে অন্যকে আক্রমণ করলো। বাহু দিয়ে একে অপরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকলো। বীর দু'জনেই। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারলো না।।২৭।। শত্রুতাপনকারী বীর দু'জন বাহুযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে গেলো। এবার মহোদর তার কাছে পড়ে-থাকা একটি খড়্গ হাতে তুলে নিলো।।২৮।। মহাবেগবান রাক্ষস একটি ঢালও নিলো সঙ্গে। সেইভাবেই আরো বেগবান বানরমুখ্য সুগ্রীবও ঢালের সঙ্গে পড়ে-থাকা আর একটি বিশাল খড়্গ তুলে নিলো।।২৯।। রোষাবিষ্ট হয়ে দু'জনেই তখন গর্জন করতে করতে একে অন্যের দিকে ছুটে গেলো। হৃষ্ট হয়ে শস্ত্রনিপুণ দু'জনই তরবারি হাতে যুদ্ধে উদ্যত হলো।।৩০।। দু'জনই জয়াভিলাষী, একে অপরের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। দু'জনই অতি দ্রুত দক্ষিণাবর্তে ঘুরে গিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।।৩১।। আত্মপ্রশংসাপরায়ণ, মহাবেগবান, দুর্মতি, বীর মহোদর সুগ্রীবের বিরাট বর্মে খড়্গ দিয়ে আঘাত করলো।।৩২।। খড়্গটি বসে গেছে দেখে তা তোলার জন্য সে যখন আকর্ষণ করছিলো, সেই অবসরে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব শিরস্ত্রাণ ও কুণ্ডল-শোভিত মহোদরের মস্তকটি ছেদন করে ফেললো।।৩৩।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদরের ছিন্ন-মস্তকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে তার সৈনিকেরা গেলো পালিয়ে। তাদের আর সেখানে দেখা গেলো না।।৩৪।। রাক্ষস মহোদরকে হত্যা করে বানর সুগ্রীব অন্য সব বানরের সঙ্গে আনন্দে গর্জন করতে লাগলো। রাবণ হলো ক্রুদ্ধ। রাম হৃষ্ট হলেন।।৩৫।। রাক্ষসেরা সব হলো বিষণ্ণবদন। ভয়ে তাদের চিত্ত বিহ্বল। দীনমনে তারা সবাই তখন পালিয়ে গেলো।।৩৬।। মহাশৈলের খসে-পড়া চূড়ার মতো মহোদরকে ভূতলে পতিত করে সূর্যপুত্র সুগ্রীব নিজেরই তেজে

মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্।
সূর্যাত্মজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা সূর্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষ্যঃ।। ৩৭
অথ বিজয়মবাপ্য বানরেন্দ্রঃ সমরমুখে সুর-সিদ্ধ-যক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ র্হরুষসমাকুলিতৈর্নিরীক্ষ্যমাণঃ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

অম্লান ভাস্বর সূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৩৭।। অতঃপর যুদ্ধে বিজয়ী বানরপতি সুগ্রীবকে দেবতা, সিদ্ধ এবং যক্ষের দল ভূতলস্থিত প্রাণিগণের সঙ্গে আনন্দোৎফুল্ল নয়নে দেখতে লাগলো।।৩৮।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদেন মহাপার্শ্বস্য সংহারঃ

মহোদরে তু নিহতে মহাপার্শ্বো মহাবলঃ। সুগ্রীবেণ সমীক্ষ্যাথ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।। ১
অঙ্গদস্য চমূং ভীমাং ক্ষোভয়ামাস মার্গণৈঃ। স বানরাণাং মুখ্যানামুত্তমাঙ্গানি রাক্ষসঃ।। ২
পাতয়ামাস কায়েভ্যঃ ফলং বৃন্তাদিবানিলঃ। কেষাঞ্চিদিষুভির্বাহূংশ্চিচ্ছেদাথ স রাক্ষসঃ।। ৩
বানরাণাং সুসংরব্ধঃ পার্শ্বং কেষাঞ্চিদাক্ষিপৎ। তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ মহাপার্শ্বেন বানরাঃ।। ৪
বিষাদবিমুখাঃ সর্বে বভূবুর্গতচেতসঃ। নিশম্য বলমুদ্বিগ্নমঙ্গদো রাক্ষসার্দিতম্।। ৫
বেগং চক্রে মহাবেগঃ সমুদ্র ইব পর্বসু। আয়সং পরিঘং গৃহ্য সূর্যরশ্মিসমপ্রভম্।। ৬
সমরে বানরশ্রেষ্ঠো মহাপার্শ্বে ন্যপাতয়ৎ। স তু তেন প্রহারেণ মহাপার্শ্বো বিচেতনঃ।। ৭
সসূতঃ স্যন্দনাত্তস্মাদ্ বিসংজ্ঞশ্চাপতদ্ ভুবি। তস্যর্ক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ।। ৮
নিষ্পত্য সুমহাবীর্যঃ স্বযূথান্মেঘসন্নিভাৎ। প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভ্যাং ক্রুদ্ধঃ স বিপুলাং শিলাম্।। ৯
অশ্বাঞ্জঘান তরসা বভঞ্জ স্যন্দনঞ্চ তম্। মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।। ১০

অষ্টনবতিতম (৯৮) সর্গ

অঙ্গদের দ্বারা মহাপার্শ্বের সংহার

সুগ্রীব মহোদরকে নিহত করেছে দেখে মহাবলশালী মহাপার্শ্বের চোখ রাগে লাল হয়ে গেলো।।১।। সেই রাক্ষস মহাপার্শ্ব তখন অঙ্গদের সেনাবাহিনীকে বাণের দ্বারা ক্ষুব্ধ করতে লাগলো। বানর প্রধানদের মাথাগুলি ফেললো ছিন্ন করে।।২।। বোঁটা থেকে ফল যেমন ছিন্ন করা হয় তেমনি দেহ থেকে তাদের মাথাগুলি সেই রাক্ষস ছিন্ন করে ফেললো।।৩।। ক্রুদ্ধ রাক্ষস কোনো কোনো বানরের বাহু ছিন্ন করে দিলো। বানরেরা মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে হলো নিপীড়িত ।।৪।। বিষণ্নমুখে তারা সবাই অচেতন হলো। অঙ্গদ শুনলো বানরবাহিনী রাক্ষসের দ্বারা বিপর্যস্ত।।৫।। পূর্ণিমা-অমাবস্যাদি পর্বে মহাসমুদ্রে জোয়ারের ভীষণ বেগ আসে। সমান বেগে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল লোহার তৈরী পরিঘ অঙ্গদ গ্রহণ করলো।।৬।। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ মহাপার্শ্বের ওপর সেই পরিঘ মারলো ছুঁড়ে। প্রহারে মহাপার্শ্ব গেলো অজ্ঞান হয়ে।।৭।। অচেতন হয়ে মহাপার্শ্ব সারথিসহ সেই রথ হতে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন ভল্লুকরাজ জাম্ববান এগিয়ে এলো। তেজস্বী সে। নীল কাজলের মতো তার বর্ণ।।৮।। মেঘের মতো নিজের দল হতে অত্যন্ত বীর্যবত্তাসম্পন্ন ক্রুদ্ধ জাম্ববান বিপুল শিলা গ্রহণ করলো। তারপরে নিলো দু'টি শৈলশৃঙ্গ।।৯।। খুব জোরে ঐগুলির দ্বারা আঘাত করে সে অশ্বগুলিকে হত্যা করলো। এবং রথটিও দিলো ভেঙে। মহাবলবান মহাপার্শ্ব মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে পেলো।।১০।। সে আবার বহু বাণের দ্বারা অঙ্গদকে বিদ্ধ করলো। অতঃপর জাম্ববানকে তিনটি বাণ মেরে স্তনের মধ্যভাগে তথা বুকে আঘাত

অঙ্গদং বহুভির্বাণৈর্ভূয়স্তং প্রত্যবিধ্যত। জাম্ববন্তং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে।। ১১
ঋক্ষরাজং গবাক্ষঞ্চ জঘান বহুভিঃ শরৈঃ। গবাক্ষং জাম্ববন্তঞ্চ স দৃষ্ট্বা শরপীডিতৌ।। ১২
জগ্রাহ পরিঘং ঘোরমঙ্গদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। তস্যাঙ্গদঃ সরোষাক্ষো রাক্ষসস্য তমায়সম্।। ১৩
দূরস্থিতস্য পরিঘং রবিরশ্মিসমপ্রভম্। দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং সংগৃহ্য ভ্রাময়িত্বা চ বেগবৎ।। ১৪
মহাপার্শ্বস্য চিক্ষেপ বধার্থং বালিনঃ সুতঃ। স তু ক্ষিপ্তো বলবতা পরিঘস্তস্য রক্ষসঃ।। ১৫
ধনুশ্চ সশরং হস্তাচ্ছিরস্ত্রাণঞ্চ পাতয়ৎ। তং সমাসাদ্য বেগেন বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।। ১৬
তলেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমূলে সকুণ্ডলে। স তু ক্রুদ্ধো মহাবেগো মহাপার্শ্বো মহাদ্যুতিঃ।। ১৭
করেণৈকেন জগ্রাহ সুমহান্তং পরশ্বধম্। তং তৈলধৌতং বিমলং শৈলসারময়ং দৃঢম্।। ১৮
রাক্ষসঃ পরমক্রুদ্ধো বালিপুত্রে ন্যপাতয়ৎ। তেন বামাংসফলকে ভৃশং প্রত্যবপাতিতম্।। ১৯
অঙ্গদো মোক্ষয়ামাস সরোষঃ স পরশ্বধম্। স বীরো বজ্রসঙ্কাশমঙ্গদো মুষ্টিমাত্মনঃ।। ২০
সংবর্তয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ। রাক্ষসস্য স্তনাভ্যাসে মর্মজ্ঞো হৃদয়ং প্রতি।। ২১
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং স মুষ্টিং বিন্যপাতয়ৎ। তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে।। ২২
পফাল হৃদয়ং চাস্য স পপাত হতো ভুবি। তস্মিন্ বিনিহতে ভূমৌ তৎসৈন্যং সম্প্রচুক্ষুভে।। ২৩
অভবচ্চ মহান্ ক্রোধঃ সমরে রাবণস্য তু। বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং সিংহনাদঃ সুপুষ্কলঃ।। ২৪
স্ফোটয়ন্নিব শব্দেন লঙ্কা সাট্টালগোপুরাম্। সহেন্দ্রেণেব দেবানাং নাদঃ সমভবন্মহান্।। ২৫
অথেন্দ্রশত্রুস্ত্রিদশালয়ানাং বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদম্।
শ্রুত্বা সরোষং যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনশ্চ যুদ্ধাভিমুখোঽবতস্থে।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

করলো।।১১।। মহাপার্শ্ব এবার বহু শরের দ্বারা ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং গবাক্ষকে আহত করলো। অঙ্গদ দেখলো গবাক্ষ এবং জাম্ববান বাণাহত।।১২।। ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে তখন অঙ্গদ একটি ভীষণ পরিঘ অস্ত্র তুলে নিলো। চোখে তার ক্রোধ ফেটে পড়ছে। পরিঘটি ছিলো লোহার তৈরী।।১৩।। দূরে অবস্থান করছিলো যে রাক্ষস মহাপার্শ্ব, তার প্রতিই সে সেটি ছুঁড়ে মারবে। সূর্যকিরণের মতো সমুজ্জ্বল সেই পরিঘ। দুই হাতে সেটি তুলে নিয়ে সে বেগে ছুঁড়ে মারলো।।১৪।। বালিপুত্র বলবান অঙ্গদ মহাপার্শ্বকে বধের জন্য সেটি নিক্ষেপ করেছে।।১৫।। তাতে রাক্ষসের হাত হতে ধনু এবং বাণ খসে পড়ে গেলো। শিরস্ত্রাণও হলো পতিত। অনন্তর প্রতাপশালী বালিপুত্র অঙ্গদ মহাপার্শ্বকে সামনে পেলো।।১৬।। মহাপার্শ্বকে সামনে পেয়ে রেগে তার কুণ্ডল-পরা কর্ণমূলে হস্ততল দিয়ে সপাটে চপেটাঘাত করলো। মহাদীপ্তিশালী মহাবেগবান মহাপার্শ্ব ভীষণ রেগে গেলো।।১৭।। সে তখন একহাতে বিশাল তেলচকচকে, নির্মল, পর্বতের মতো দৃঢ় একটি কুঠার তুলে নিলো।।১৮।। সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বালিপুত্র অঙ্গদের উপর সেটি দিয়ে আঘাত করলো। অঙ্গদের বাম কাঁধে খুব জোরে সেই কুঠার পতিত হলো।।১৯।। অঙ্গদ সরোষে সেই কুঠারকে তার কাঁধ হতে টেনে ছাড়িয়ে নিলো। বীর অঙ্গদ এবার নিজের বজ্রের মতো মুষ্টি নিয়ে এগিয়ে এলো।।২০।। পিতার মতো পরাক্রমী ও কৌশলী সে। অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসের হৃদয় লক্ষ্য করে তার বুকে মুষ্ট্যাঘাত করলো।।২১।। ইন্দ্রের বজ্রের মতো কঠিন স্পর্শ ছিলো সেই মুষ্টির। মহাযুদ্ধে সেই মুষ্টিপাতে রাক্ষসের...।।২২।। হৃদয় গেলো বিদীর্ণ হয়ে। মাটিতে সে লুটিয়ে পড়লো। এইভাবে সে নিহত হয়ে ভূতলে গেলো পড়ে। এতে তার সৈন্যেরা খুব ক্রুদ্ধ হলো।।২৩।। এই যুদ্ধে রাবণের ভীষণ রাগ হলো। বানরেরা হলো খুবই আনন্দিত। তাদের তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হচ্ছে *(সুপুষ্কল—তুমুল)* ।।২৪।। তাতে যেন লঙ্কার অট্টালিকা এবং গোপুরগুলি ফেটে যাচ্ছে। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতাদের গম্ভীরধ্বনি যেন মিলিত হয়েছে।।২৫।। রক্ষোরাজ, ইন্দ্রশত্রু রাবণ যুদ্ধে দেবতা এবং বানরদের উচ্চ গর্জন শুনে সক্রোধে আবার যুদ্ধের জন্য অভিযান করলো।।২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টনবতিতম (৯৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্

মহোদর-মহাপার্শ্বৌ হতৌ দৃষ্ট্বা স রাবণঃ। তস্মিংশ্চ নিহতে বীরে বিরূপাক্ষে মহাবলে।। ১
আবিবেশ মহান্ ক্রোধো রাবণং তু মহামৃধে। সূতং সঞ্চোদয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ।। ২
নিহতানামমাত্যানাং রুদ্ধস্য নগরস্য চ। দুঃখমেবাপনেষ্যামি হত্বা তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৩
রামবৃক্ষং রণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্। প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ।। ৪
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ। হনূমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বে চ হরিযূথপাঃ।। ৫
স দিশো দশ ঘোষেণ রথস্যাতিরথো মহান্। নাদয়ন্ প্রযযৌ তূর্ণং রাঘবং চাভ্যধাবত।। ৬
পূরিতা তেন শব্দেন সনদী-গিরি-কাননা। সঞ্চচাল মহী সর্বা ত্রস্তসিংহ-মৃগ-দ্বিজা।। ৭
তামসং সুমহাঘোরং চকারাস্ত্রং সুদারুণম্। নির্দদাহ কপীন্ সর্বাংস্তে প্রপেতুঃ সমন্ততঃ।। ৮
উৎপপাত রজো ভূমৌ তৈর্ভগ্নৈঃ সম্প্রধাবিতৈঃ। নহি তৎ সহিতুং শেকুর্ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বয়ম্।। ৯
তান্যনীকান্যনেকানি রাবণস্য শরোত্তমৈঃ। দৃষ্ট্বা ভগ্নানি শতশো রাঘবঃ পর্যবস্থিতঃ।। ১০
ততো রাক্ষসশার্দূলো বিদ্রাব্য হরিবাহিনীম্। স দদর্শ ততো রামং তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্।। ১১
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা। আলিখন্তমিবাকাশমবষ্টভ্য মহদ্ধনুঃ।। ১২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্। ততো রামো মহাতেজাঃ সৌমিত্রিসহিতো বলী।। ১৩
বানরাংশ্চ রণে ভগ্নানাপতন্তঞ্চ রাবণম্। সমীক্ষ্য রাঘবো হৃষ্টো মধ্যে জগ্রাহ কার্মুকম্।। ১৪

নবনবতিতম (৯৯) সর্গ

শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ

যুদ্ধে মহোদর এবং মহাপার্শ্ব নিহত হলো। মহাবলশালী বীর বিরূপাক্ষও মারা গেলো। এ সবই দেখলো রাবণ।। ১ ।। মহাযুদ্ধে রাবণ ভীষণ ক্রোধে আবিষ্ট হলো। সারথিকে রথ নিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য আদেশ দিলো। বললো— ।।২।। আজ আমি রাম এবং লক্ষ্মণকে হত্যা করে অমাত্যদের বিনাশ এবং নগর অবরোধের দুঃখ অপসারিত করবো।।৩।। আজ রামরূপ বৃক্ষকে ছেদন করবো আমি। সীতা হলেন এই বৃক্ষের ফুল। এবং ফল। এর প্রশাখা হলো সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ এবং নল... ।। ৪ ।। দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ এবং বানর দলপতি সকলে এই রামরূপী তরুরই প্রশাখা।।৫।। অতিরথ এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব রাবণ রথের শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করে দ্রুতগতিতে রামের দিকে ধাবিত হলো।।৬।। নদী, পর্বত, কাননসহ সমগ্রা পৃথিবী পরিপূরিত হলো সেই শব্দে। এবং কেঁপে গেলো। সিংহ, হরিণ এবং পাখীরা ভয় পেয়ে গেলো।। ৭ ।। অনন্তর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তামস নামক অস্ত্র সে প্রয়োগ করলো। তাতে চারদিকে বানরেরা সকলে দগ্ধ হয়ে গেলো।। ৮ ।। বানরেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভূতল হতে ধূলো উড়ছিলো তাতে। স্বয়ং ব্রহ্মার নির্মিত এই তামস অস্ত্র তারা সহ্য করতে পারছিলো না।।৯।। রাবণের উত্তম বাণরাশিতে বানরদের সৈন্যবাহিনীর অনেককে বিপর্যস্ত হতে দেখে রাম যুদ্ধের জন্য সামনে এসে দাঁড়ালেন।। ১০।। রক্ষোবীর বানরবাহিনীকে দলিত করার পর এখানে অপরাজিত রামকে সামনে দণ্ডায়মান দেখলো।। ১১।। বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্র যেমন অবস্থান করেন, তেমনি সেখানে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনি যেন তখন আকাশে ছবি আঁকছেন।। ১২।। রামের চোখ পদ্মপাতার মতো বিশাল। শত্রুদমনে পারদর্শী তিনি। বীর। মহাতেজস্বী, লক্ষ্মণসহিত বলবান রাম তখন বানরদেরকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে দেখলেন।। ১৩।। বানরদেরকে পালাতে এবং রাবণকে আক্রমণে উদ্যত দেখে রাম যেন সানন্দে ধনু গ্রহণ করলেন।। ১৪ ।। অনন্তর তিনি উত্তম সেই ধনু সজোরে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। তাতে

বিস্ফারয়িতুমারেভে ততঃ স ধনুরুত্তমম্। মহাবেগং মহানাদং নির্ভিন্দন্নিব মেদিনীম্।। ১৫
রাবণস্য চ বাণৌঘৈ রামবিস্ফারিতেন চ। শব্দেন রাক্ষসাস্তেন পেতুশ্চ শতশস্তদা।। ১৬
তয়োঃ শরপথং প্রাপ্য রাবণো রাজপুত্রয়োঃ। স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশি-সূর্যয়োঃ।। ১৭
তমিচ্ছন্ প্রথমং যোদ্ধুং লক্ষ্মণো নিশিতৈঃ শরৈঃ। মুমোচ ধনুরায়ম্য শরানগ্নিশিখোপমান্।। ১৮
তান্ মুক্তমাত্রানাকাশে লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা। বাণান্ বাণৈর্মহাতেজা রাবণঃ প্রত্যবারয়ৎ।। ১৯
একমেকেন বাণেন ত্রিভিস্ত্রীন্ দশভির্দশ। লক্ষ্মণস্য প্রচিচ্ছেদ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।। ২০
অভ্যতিক্রম্য সৌমিত্রিং রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ। আসসাদ রণে রামং স্থিতং শৈলমিবাপরম্।। ২১
স রাঘবং সমাসাদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ। ব্যসৃজচ্ছরবর্ষাণি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ২২
শরধারাস্ততো রামো রাবণস্য ধনুশ্চ্যুতাঃ। দৃষ্ট্বৈবাপতিতাঃ শীঘ্রং ভল্লাঞ্জগ্রাহ সত্বরম্।। ২৩
তাঞ্ছরৌঘাংস্ততো ভল্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ। দীপ্যমানান্ মহাঘোরাঞ্ছরানাশীবিষোপমান্।। ২৪
রাঘবো রাবণং তূর্ণংরাবণো রাঘবং তথা। অন্যোন্যং বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈর্ববর্ষতুঃ।। ২৫
চেরতুশ্চ চিরং চিত্রং মণ্ডলং সব্য-দক্ষিণম্। বাণবেগাৎ সমুৎক্ষিপ্তাবন্যোন্যমপরাজিতৌ।। ২৬
তয়োর্ভূতানি বিত্রেসুর্যুগপৎ সম্প্রযুধ্যতোঃ। রৌদ্রয়োঃ সায়কমুচোর্যমান্তকনিকাশয়োঃ।। ২৭
সততং বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং তদা। ঘনৈরিবাতপাপায়ে বিদ্যুন্মালাসমাকুলৈঃ।। ২৮
গবাক্ষিতমিবাকাশং বভূব শরবৃষ্টিভিঃ। মহাবেগৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্গৃধ্রপত্রৈঃ সুবাজিতৈঃ।। ২৯
শরান্ধকারমাকাশং চক্রতুঃ পরমং তদা। গতেঽস্তং তপনে চাপি মহামেঘাবিবোত্থিতৌ।। ৩০
তয়োরভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ। অনাসাদ্যমচিন্ত্যঞ্চ বৃত্র-বাসবয়োরিব।। ৩১

এমন বিকট শব্দ হলো। যেন ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।। ১৫।। রাবণের বাণরাজির এবং রামের ধনুর বিসফারণের শব্দে শত শত রাক্ষস পড়ে যেতে লাগলো।।১৬।। রাম-লক্ষ্মণ এই রাজপুত্র দু'জনের বাণের পথে পড়ে রাবণের অবস্থা আজ সূর্য এবং চন্দ্রের দ্বারা কবলিত রাহুর মতো।।১৭।। লক্ষ্মণ প্রথমেই যুদ্ধ করতে চাইলেন। ধনু প্রসারিত করে তিনি আগুনের হলকার মতো শর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।।১৮।। ধনুর্ধর লক্ষ্মণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণরাশিকে মহাতেজস্বী রাবণ বাণের দ্বারাই আকাশপথে প্রতিরোধ করতে লাগলো।।১৯।। নিজের হাতের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে রাবণ লক্ষ্মণের এক, তিন বা দশটি বাণকে যথাক্রমে এক, তিন বা দশটি বাণে ছিন্ন করতে লাগলো।।২০।। যুদ্ধজয়ী রাবণ লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে রামের কাছে উপস্থিত হলো। রাম যুদ্ধক্ষেত্রে পাহাড়ের মতো অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।।২১।। রক্ষোরাজ রাবণের চোখ রাগে লাল। রামকে পেয়ে সে শরবর্ষণ করতে লাগলো।।২২।। রাবণের ধনু হতে নিক্ষিপ্ত ধারা বর্ষণের মতো শররাজি এসে পড়ছে দেখে রাম সত্বর ভল্লগুলি গ্রহণ করলেন।।২৩।। তীক্ষ্ণ সেই ভল্লরাজির দ্বারা রাম সাপের মতো ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল সেই বাণরাশিকে ছিন্ন করে দিলেন। রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে ত্বরিদগতিতে...।।২৪।। পরস্পর পরস্পরকে নানারকমের ধারালো বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।।২৫।। বাণের বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা বামে এবং দক্ষিণে মণ্ডলাকারে ঘুরতে লাগলেন। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছেন না।।২৬।। যমের মতো ভয়ঙ্কর-মূর্তি তাঁরা। একে অপরের ওপর বাণনিক্ষেপ করে যুদ্ধ করছেন। প্রাণিকুল উভয় বীরের এই যুদ্ধ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।।২৭।। গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষায় আকাশে মেঘরাজির বুকে অসংখ্য বিদ্যুতের ছটা যেমন মালা রচনা করে, তেমনি তাঁদের বাণরাজির দ্বারা গগন আজ ঝলসে যাচ্ছে *(ঘনৈঃ+ইব+আতপ+অপায়ে। গবাক্ষিতম্+ইব+আকাশম্)* ।।২৮।। অত্যন্ত বেগশালী, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ-সমন্বিত গৃধ্রপত্র সুপক্ষযুক্ত বাণরাজি বৃষ্টির ধারার মতো বর্ষিত হওয়ায় আকাশে যেন জানালার মতো শোভা দেখা যাচ্ছে।।২৯।। সূর্য অস্ত গেলে এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ দেখা গেলে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। তেমনি দু'টি মেঘের মতো এই দু'জনের শরবর্ষণে আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।।৩০।। তাঁদের মধ্যে যে যুদ্ধ হলো তা অচিন্তনীয় এবং অদৃষ্টপূর্ব। মনে হচ্ছিলো বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের মধ্যে বুঝি বা যুদ্ধ চলছে।।৩১।। তারা দু'জনেই

উভৌ হি পরমেষ্বাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ। উভাবস্ত্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধে বিচেরতুঃ।। ৩২
উভৌ হি যেন ব্রজতস্তেন তেন শরোর্ময়ঃ। উর্ময়ো বায়ুনা বিদ্ধা জগ্মুঃ সাগরয়োরিব।। ৩৩
ততঃ সংসক্তহস্তস্তু রাবণো লোকরাবণঃ। নারাচমালাং রামস্য ললাটে প্রত্যমুঞ্চত।। ৩৪
রৌদ্রচাপপ্রযুক্তাং তাং নীলোৎপলদলপ্রভাম্। শিরসাধারয়দ্ রামো ন ব্যথামভ্যপদ্যত।। ৩৫
অথ মন্ত্রানপি জপন্ রৌদ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্। শরান্ ভূয়ঃ সমাদায় রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।। ৩৬
মুমোচ চ মহাতেজাশ্চাপমায়ম্য বীর্যবান্। তাঞ্ছরান্ রাক্ষসেন্দ্রায় চিক্ষেপাচ্ছিন্নসায়কঃ।। ৩৭
তে মহামেঘসঙ্কাশে কবচে পাতিতাঃ শরাঃ। অবধ্যে রাক্ষসেন্দ্রস্য ন ব্যথাং জনয়ংস্তদা।। ৩৮
পুনরেবাথ তং রামো রথস্থং রাক্ষসাধিপম্। ললাটে পরমাস্ত্রেণ সর্বাস্ত্রকুশলোঽভিনৎ।। ৩৯
তে ভিত্ত্বা বাণরূপাণি পঞ্চশীর্ষা মহোরগাঃ। শ্বসন্তো বিবিশুর্ভূমিং রাবণপ্রতিকূলিতাঃ।। ৪০
নিহত্য রাঘবস্যাস্ত্রং রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। আসুরং সুমহাঘোরমন্যদস্ত্রং চকার সঃ।। ৪১
সিংহ-ব্যাঘ্রমুখাংশ্চাপি কঙ্ক-কাকমুখানপি। গৃধ্র-শ্যেনমুখাংশ্চাপি শৃগালবদনাংস্তথা।। ৪২
ঈহামৃগমুখাংশ্চাপি ব্যাদিতাস্যান্ ভয়াবহান্। পঞ্চাস্যান্ লেলিহানাংশ্চ সসর্জ নিশিতাঞ্ছরান্।। ৪৩
শরান্ খরমুখাংশ্চান্যান্ বরাহমুখসংশ্রিতান্। শ্বান-কুক্কুটবক্ত্রাংশ্চ মকরাশীবিষাননান্।। ৪৪
এতাংশ্চান্যাংশ্চ মায়াভিঃ সসর্জ নিশিতাঞ্ছরান্। রামং প্রতি মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।। ৪৫
আসুরেণ সমাবিষ্টঃ সোঽস্ত্রেণ রঘুনন্দনঃ। সসর্জাস্ত্রং মহাতেজাঃ পাবকং পাবকোপমঃ।। ৪৬
অগ্নিদীপ্তমুখান্ বাণাংস্তত্র সূর্যমুখানপি। গ্রহনক্ষত্রবক্ত্রাংশ্চ মহোল্কামুখসংস্থিতান্।। ৪৭
বিদ্যুজ্জিহ্বোপমাংশ্চাপি সসর্জ বিবিধাঞ্ছরান্। তে রাবণশরা ঘোরা রাঘবাস্ত্রসমাহতাঃ।। ৪৮

পরম ধনুর্ধর। দু'জনেই যুদ্ধ-বিশারদ। অস্ত্রবিদগণের মধ্যে প্রধান দু'জনই ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে চলেছেন।।৩২।। বায়ু যেদিকে নিয়ে যায় সাগরের ঢেউ সেদিকেই চলে। তেমনি তাঁরা দু'জন যেদিকে চলেছেন সেইদিকেই বাণের তরঙ্গ বয়ে চলেছে।।৩৩।। লোকত্রাসকারী, বাণগ্রহণে নিরতহস্ত রাবণ অতঃপর রামের ললাট লক্ষ্য করে বাণরাশি নিক্ষেপ করলো।।৩৪।। ভীষণ ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত, নীল পদ্মের পাপড়ির মতো বর্ণবিশিষ্ট সেই বাণ। রাম তা মস্তকে ধারণ করে নিলেন। কিন্তু ব্যথিত হলেন না।।৩৫।। ক্রুদ্ধ হয়ে রাম এবার ভয়ানক সব অস্ত্র গ্রহণ করার জন্য মন্ত্র জপ করে পুনর্বার বাণ গ্রহণ করলেন।।৩৬।। নিরন্তর বাণ বর্ষণকারী, মহাতেজস্বী, বীর্যবান রাম ধনু প্রসারিত করে বাণরাজিকে রক্ষোরাজের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।।৩৭।। রক্ষোরাজের বর্ম ছিলো ঘনীভূত মেঘের মতো বরণ। এবং দুর্ভেদ্য। রামের শর তাতে নিক্ষিপ্ত হলেও তাকে ব্যথা দিতে পারলো না।।৩৮।। সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল রাম রথে স্থিত রক্ষোরাজ রাবণের ললাটে পরম অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করলো।।৩৯।। রাবণের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়ে বাণগুলি সব বাণরূপ পরিত্যাগ করে পাঁচমাথা সাপের রূপ ধারণ করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটিতে ঢুকে গেলো।।৪০।। ক্রোধে অজ্ঞান রাবণ রামের অস্ত্র প্রতিহত করে অন্যরকমের ভীষণ আসুর-অস্ত্র প্রয়োগ করলো।।৪১।। সেই বাণগুলির মুখ ছিলো সিংহ, ব্যাঘ্র, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র, শ্যেন এবং শৃগালের মতো।।৪২।। কোনোটির মুখ ছিলো হাঁ-করা ঈহামৃগের মতো। ভয়াবহ। নিক্ষিপ্ত বাণগুলি ছিলো পাঁচমাথা লকলকে সাপের মতো *(ঈহামৃগ—দেহটি কুকুরের এবং মুখটি বাঘের মতো।)* ।।৪৩।। কতোকগুলি শরের মুখ ছিলো গাধা শূকর, কুকর, মুরগী, কুমীর এবং সাপের মতো।।৪৪।। রাবণ রামের প্রতি কৌশলে যে তীক্ষ্ণ বাণরাশি নিক্ষেপ করলো, সেগুলি মহাতেজস্বী ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিঃশ্বাস ফেলছিলো।।৪৫।। আগুনের মতো মহাতেজস্বী রঘুবংশধর রাম আসুর অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পাবক-নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।।৪৬।। তাঁর বাণগুলির মুখ ছিলো অগ্নির মতো দীপ্ত। এবং কতোকগুলি ছিলো সূর্যের মতো মুখবিশিষ্ট। আবার কতোকগুলির মুখ ছিলো গ্রহ, নক্ষত্র এবং মহা উলকার মতো।।৪৭।। বিদ্যুতের মতো জিহ্বাবিশিষ্ট ছিলো কতোকগুলি বাণ। রাবণের ভয়ঙ্কর শরগুলি রামচন্দ্রের অস্ত্রের দ্বারা প্রতিহত হলো।।৪৮।। সেই অস্ত্রগুলি আকাশেই বিনষ্ট

বিলয়ং জগ্মুরাকাশে জঘ্নুশ্চৈব সহস্রশঃ। তদস্ত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।। ৪৯
হৃষ্টা নেদুস্ততঃ সর্বে কপয়ঃ কামরূপিণঃ। সুগ্রীবাভিমুখা বীরাঃ সম্পরিক্ষিপ্য রাঘবম্।। ৫০
ততস্তদস্ত্রং বিনিহত্য রাঘবঃ প্রসহ্য তদ্ রাবণবাহুনিঃসৃতম্।
মুদান্বিতো দাশরথির্মহাত্মা বিনেদুরুচ্চৈর্মুদিতাঃ কপীশ্বরাঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনশততমঃ সর্গঃ।

হয়ে গেলো। হাজার হাজার বানরও তাতে নিহত হলো। অক্লিষ্টকর্মা রামের দ্বারা ঐ অস্ত্রগুলিকে বিনষ্ট হতে দেখলো বানরেরা।।৪৯।। সুগ্রীবকে সামনে নিয়ে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা রামকে ঘিরে আনন্দে গর্জন করতে লাগলো।।৫০।। এইভাবে দশরথ-নন্দন, রঘুবংশধর রাম রাবণের হস্তনিক্ষিপ্ত সেইসব অস্ত্র ব্যর্থ করে, সহ্য করে আনন্দিত হলেন। বানরবীরেরা তখন আনন্দে উচ্চ গর্জন করতে লাগলো।।৫১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবনবতিতম (৯৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। শততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণস্য শক্ত্যাঘাতেন লক্ষ্মণস্য মূর্ছা, যুদ্ধতো রাবণস্য পলায়নঞ্চ

তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ক্রোধঞ্চ দ্বিগুণং চক্রে ক্রোধাচ্চাস্ত্রমনন্তরম্।। ১
ময়েন বিহিতং রৌদ্রমন্যদস্ত্রং মহাদ্যুতিঃ। উৎস্রষ্টুং রাবণো ভীমং রাঘবায় প্রচক্রমে।। ২
ততঃ শূলানি নিশ্চেরুর্গদাশ্চ মুসলানি চ। কার্মুকাদ্দীপ্যমানানি বজ্রসারাণি সর্বশঃ।। ৩
মুদগরা কূটপাশাশ্চ দীপ্তাশ্চাশনয়স্তথা। নিষ্পেতুর্বিবিধাস্তীক্ষ্ণা বাতা ইব যুগক্ষয়ে।। ৪
তদস্ত্রং রাঘবঃ শ্রীমান্ উত্তমাস্ত্রবিদাং বরঃ। জঘান পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাদ্যুতিঃ।। ৫
তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাঘবেণ মহাত্মনা। রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সৌরমস্ত্রমুদীরয়ৎ।। ৬
ততশ্চক্রাণি নিষ্পেতুর্ভাস্বরাণি মহান্তি চ। কার্মুকাদ্ভীমবেগস্য দশগ্রীবস্য ধীমতঃ।। ৭
তৈরাসীদগগনং দীপ্তং সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ। পতদ্ভিশ্চ দিশো দীপ্তৈশ্চন্দ্র-সূর্যৈর্গ্রহৈরিব।। ৮
তানি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈশ্চক্রাণি তু স রাঘবঃ। আয়ুধানি চ চিত্রাণি রাবণস্য চমূমুখে।। ৯
তদস্ত্রং তু হতং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। বিব্যাধ দশভির্বাণৈ রামং সর্বেষু মর্মসু।। ১০

শততম (১০০) সর্গ

শ্রীরাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ, রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্ছা। যুদ্ধ হতে রাবণের পলায়ন।

সেইসব অস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় রাবণ দ্বিগুণ রেগে গেলো। ক্রোধে অন্য অস্ত্র সে গ্রহণ করলো।।১।। অত্যন্ত ভীষণ সেই অস্ত্র। দানবশিল্পী ময়ের দ্বারা নির্মিত। রাবণ সেই ভীষণ অস্ত্র রামের প্রতি নিক্ষেপ করতে উপক্রম করলো।।২।। তখন তার ধনু হতে বজ্রের মতো শক্তিসম্পন্ন, দীপ্ত শূল, গদা এই সব অস্ত্র নির্গত হতে লাগলো।।৩।। প্রলয়কালীন বায়ুর মতো মুগুর, কূটপাশ, উজ্জ্বল অশনি প্রভৃতি নানা-রকমের তীক্ষ্ণ অস্ত্র বেরিয়ে আসতে লাগলো।।৪।। উত্তম অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাদীপ্তিমান শ্রীমান রাম গন্ধর্ব-নামক পরম অস্ত্রের দ্বারা সেইসব অস্ত্র ছেদন করে ফেললেন।।৫।। মহাত্মা রাম সেইসব অস্ত্র ব্যর্থ করে দিলে রেগে চোখ লাল করে রাবণ সৌর অস্ত্র নিক্ষেপ করলো।।৬।। ধীমান, বেগবান, দশানন রাবণের ধনু হতে সৌররূপ উজ্জ্বল অস্ত্র এবং বিশাল চক্র সব নির্গত হতে লাগলো।।৭।। দীপ্ত চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহরাজির দ্বারা যেমন সবদিক আলোকিত হয়, তেমনিভাবে নিক্ষিপ্ত সেই শররাজির দ্বারা আকাশমণ্ডল আলোকিত হলো।।৮।। কিন্তু রাবণের সেনাদলের সামনেই রাম বাণ নিক্ষেপ করে সেই চক্রসকল ও বিচিত্র অস্ত্ররাশি ছিন্ন করে ফেললেন।।৯।। রক্ষোরাজ রাবণ সেই অস্ত্র বিনষ্ট হতে দেখে দশটি বাণের দ্বারা রামচন্দ্রের বিস্তৃত মর্মস্থল বিদ্ধ করলো।।১০।। রাবণের

স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মহাকার্মুকনিঃসৃতৈঃ। রাবণেন মহাতেজা ন প্রাকম্পত রাঘবঃ।। ১১
ততো বিব্যাধ গাত্রেষু সর্বেষু সমিতিঞ্জয়ঃ। রাঘবস্তু সুসংক্রুদ্ধো রাবণং বহুভিঃ শরৈঃ।। ১২
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো রাঘবস্যানুজো বলী। লক্ষ্মণঃ সায়কান্ সপ্ত জগ্রাহ পরবীরহা।। ১৩
তৈঃ সায়কৈর্মহাবেগৈ রাবণস্য মহাদ্যুতিঃ। ধ্বজং মনুষ্যশীর্ষন্তু তস্য চিচ্ছেদ নৈকধা।। ১৪
সারথেশ্চাপি বাণেন শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্। জহার লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নৈর্ঋতস্য মহাবলঃ।। ১৫
তস্য বাণৈশ্চ চিচ্ছেদ ধনুর্গজকরোপমম্। লক্ষ্মণো রাক্ষসেন্দ্রস্য পঞ্চভির্নিশিতৈস্তদা।। ১৬
নীলমেঘনিভাংশ্চাস্য সদশ্বান্ পর্বতোপমান্। জঘানাপ্লুত্য গদয়া রাবণস্য বিভীষণঃ।। ১৭
হতাশ্বাত্তু তদা বেগাদবপ্লুত্য মহারথাৎ। কোপমাহারয়ত্তীব্রং ভ্রাতরং প্রতি রাবণঃ।। ১৮
ততঃ শক্তিং মহাশক্তিঃ প্রদীপ্তামশনীমিব। বিভীষণায় চিক্ষেপ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।। ১৯
অপ্রাপ্তামেব তাং বাণৈস্ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ। অথোদতিষ্ঠৎ সন্নাদো বানরাণাং মহারণে।। ২০
সম্পপাত ত্রিধা ছিন্না শক্তিঃ কাঞ্চনমালিনী। সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা।। ২১
ততঃ সম্ভাবিততরাং কালেনাপি দুরাসদাম্। জগ্রাহ বিপুলাং শক্তিং দীপ্যমানাং স্বতেজসা।। ২২
সা বেগিতা বলবতা রাবণেন দুরাত্মনা। জজ্বাল সুমহাতেজা দীপ্তাশনিসমপ্রভা।। ২৩
এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণস্তং বিভীষণম্। প্রাণসংশয়মাপন্নং তূর্ণমভ্যবপদ্যত।। ২৪
তং বিমোক্ষয়িতুং বীরশ্চাপমায়ম্য লক্ষ্মণঃ। রাবণং শক্তিহস্তং বৈ শরবর্ষৈরবাকিরৎ।। ২৫
কীর্য্যমাণঃ শরৌঘেণ বিসৃষ্টেন মহাত্মনা। তং প্রহর্তুং মনশ্চক্রে বিমুখীকৃতবিক্রমঃ।। ২৬
মোক্ষিতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণেন স রাবণঃ। লক্ষ্মণাভিমুখস্তিষ্ঠন্নিদং বচনমব্রবীৎ।। ২৭

ধনু হতে নিক্ষিপ্ত দশটি বাণে বিদ্ধ হয়েও মহাতেজস্বী রাম একটুও কম্পিত হলেন না।।১১।। বেশ রেগে যুদ্ধজয়ী রাম এবার বহু বাণ নিক্ষেপ করে রাবণের সর্বগাত্র জর্জরিত করে দিলেন।।১২।। এই অবসরে রামের অনুজ, বলবান, শত্রুঘাতী লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে সাতটি সায়ক হাতে তুলে নিলেন।।১৩।। মহাদীপ্তিমান লক্ষ্মণ দ্রুতগামী সেই সায়কগুলির দ্বারা মানুষের মস্তক-চিহ্নিত রাবণের ধ্বজকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।।১৪।। মহাবলবান শ্রীমান লক্ষ্মণ বাণ মেরে রাবণের সারথির কুণ্ডলোদ্‌ভাসিত মস্তকটি ছেদন করলেন।।১৫।। লক্ষ্মণ পাঁচটি ধারালো বাণের দ্বারা তার হাতীর শুঁড়ের মতো ধনুকটিকে ছিন্ন করে ফেললেন।।১৬।। এইদিকে বিভীষণ লাফিয়ে পড়ে গদার দ্বারা নীল মেঘের মতো বর্ণের পর্বতপ্রমাণ ভালো অশ্বগুলিকে আঘাত করে হত্যা করে ফেললো।।১৭।। ঘোড়াগুলি মারা পড়ায় রাবণ বিশাল রথটি থেকে বেগে লাফিয়ে পড়ে ভাই বিভীষণের প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করলো।।১৮।। তখন মহাশক্তিমান, প্রতাপবান রক্ষোরাজ রাবণ প্রদীপ্ত বজ্রের মতো শক্তিঅস্ত্র বিভীষণের প্রতি নিক্ষেপ করলো।।১৯।। সেটি আসার আগেই লক্ষ্মণ তিনটি বাণের দ্বারা সেটিকে ছেদন করলেন। তার পরই ঐ মহারণে বানরেরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো।।২০।। তখন সেই শক্তি অস্ত্রটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করে জ্বলছে। মনে হচ্ছে সোনার একটি মালা যেন অস্ত্রটি ধারণ করেছে। তিন টুকরো হয়ে সেটি জ্বলতে জ্বলতে আকাশ হতে বিরাট উলকার মতো খসে পড়লো।।২১।। এই ঘটনা দেখে রাবণ আরও শক্তিসম্পন্ন কালেরও দুর্লঙ্ঘ্য, স্বীয়তেজে দীপ্ত আর একটি সুবিশাল শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করলো।।২২।। দুরাত্মা বলবান রাবণ তা সজোরে লাগলো ঘোরাতে। শক্তি অস্ত্রটি তখন তীব্র তেজ বিকিরণ করে জ্বলে উঠলো। প্রদীপ্ত বজ্রের মতো তার প্রভা। ছড়িয়ে পড়ছে।।২৩।। ইতোমধ্যে বীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণ সংশয় দেখে দ্রুত এগিয়ে এলেন।।২৪।। বীর লক্ষ্মণ তখন তাকে বাঁচাবার জন্য শক্তিহস্ত রাবণের ওপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন।।২৫।। মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজালে রাবণ সমাচ্ছন্ন। বিক্রম ব্যর্থ হয়েছে দেখে লক্ষ্মণ তাকে প্রহার করতে মনস্থ করলেন।।২৬।। লক্ষ্মণের দ্বারা ভ্রাতা বিভীষণকে রক্ষিত দেখে রাবণ তখন লক্ষ্মণের দিকে এসে বললো— ।।২৭।। ওহে লক্ষ্মণ, তুমি তো দেখছি নিজের শক্তিতে আস্থাপরায়ণ হয়ে নিজেরই প্রশংসা

মোক্ষিতস্তে বলশ্লাঘিন্ যস্মাদেবং বিভীষণঃ। বিমুচ্য রাক্ষসং শক্তিস্ত্বয়ীয়ং বিনিপাত্যতে।। ২৮
এষা তে হৃদয়ং ভিত্ত্বা শক্তির্লোহিতলক্ষণা। মদ্বাহুপরিঘোৎসৃষ্টা প্রাণানাদায় যাস্যতি।। ২৯
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং শক্তিমষ্টঘণ্টাং মহাস্বনাম্। ময়েন মায়াবিহিতামমোঘাং শত্রুঘাতিনীম্।। ৩০
লক্ষ্মণায় সমুদ্দিশ্য জ্বলন্তীমিব তেজসা। রাবণঃ পরমক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ।। ৩১
সা ক্ষিপ্তা ভীমবেগেন বজ্রাশনিসমস্বনা। শক্তিরভ্যপতদ্ বেগাল্লক্ষ্মণং রণমূর্ধনি।। ৩২
তামনুব্যাহরচ্ছক্তিমাপতন্তীং স রাঘবঃ। স্বস্ত্যস্তু লক্ষ্মণায়েতি মোঘা ভব হতোদ্যমা।। ৩৩
রাবণেন রণে শক্তিঃ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমা। মুক্তাশূরস্য ভীতস্য লক্ষ্মণস্য মমজ্জ সা।। ৩৪
ন্যপতৎ সা মহাবেগা লক্ষ্মণস্য মহোরসি। জিহ্বেবোরগরাজস্য দীপ্যমানা মহাদ্যুতিঃ।। ৩৫
ততো রাবণবেগেন সুদূরমবগাঢয়া। শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ঃ পপাত ভুবি লক্ষ্মণঃ।। ৩৬
তদবস্থং সমীপস্থো লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ। ভ্রাতৃস্নেহান্মহাতেজা বিষণ্নহৃদয়োঽভবৎ।। ৩৭
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ। বভূব সংরব্ধতরো যুগান্ত ইব পাবকঃ।। ৩৮
ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ। চক্রে সুতুমুলং রাবণস্য বধে ধৃতঃ।
সর্বযত্নেন মহতা লক্ষ্মণং পরিবীক্ষ্য চ।। ৩৯
স দদর্শ ততো রামঃ শক্ত্যা ভিন্নং মহাহবে। লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্।। ৪০
তামপি প্রহিতাং শক্তিং রাবণেন বলীয়সা। যত্নতস্তে হরিশ্রেষ্ঠা ন শেকুরবমর্দিতুম্।। ৪১
অর্দিতাশ্চৈব বাণৌঘৈস্তে প্রবেকেণ রক্ষসাম্। সৌমিত্রেঃ সা বিনির্ভিদ্য প্রবিষ্টা ধরণীতলম্।। ৪২
তাং করাভ্যাং পরামৃশ্য রামঃ শক্তিং ভয়াবহাম্। বভঞ্জ সমরে ক্রুদ্ধো বলবান্ বিচকর্ষ চ।। ৪৩

করছো। আর সে জন্যেই বিভীষণকে তুমি এইভাবে রক্ষা করেছো। রাক্ষস বিভীষণকে ছেড়ে এই শক্তি অস্ত্র এখন তোমার ওপরই পতিত হচ্ছে।।২৮।। পরিঘের মতো আমার বাহু হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে এই রক্তবর্ণা শক্তি অস্ত্র তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করে প্রাণটি নিয়ে চলে যাবে (*শত্রুর রক্ত পান করার জন্য এই অস্ত্র রক্তবর্ণ*)।।২৯।। এই প্রকার বলেই রক্ষোরাজ রাবণ আটটি ঘণ্টা-সমন্বিত মহাশব্দকারিণী শত্রুঘাতিনী অব্যর্থ অস্ত্র শক্তি নিক্ষেপ করলো। ময়দানব নানা কৌশলে এই অস্ত্র নির্মাণ করেছে।।৩০।। তেজে যেন অস্ত্রটি জ্বলছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে এই শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে গর্জন করে উঠলো।।৩১।। নিক্ষিপ্ত সেই শক্তির শব্দ ছিলো বজ্র ও বিদ্যুতের মতো। রণক্ষেত্রে তীব্রগতিতে গিয়ে সেটি লক্ষ্মণের ওপর পতিত হলো।।৩২।। শক্তিকে আপতিত হতে দেখে রাম তাকে অনুসরণ করে বললেন, লক্ষ্মণের কল্যাণ হোক। এই অস্ত্র ব্যর্থ ও শক্তিহীন হোক।।৩৩।। যুদ্ধে রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সর্পতুল্য সেই শক্তি বীর অথচ বর্তমানে ভীত লক্ষ্মণের ওপর নিপতিত হলো।।৩৪।। লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষে এসে শক্তি মহাবেগে পতিত হয়ে প্রবিষ্ট হলো। সর্পরাজ বাসুকির জিহ্বার মতো সেটি। জ্বলজ্বল করছে।।৩৫।। রাবণের জোরে সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকে অনেক দূর ঢুকে গেছে। হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় লক্ষ্মণ ভূতলে পড়ে গেলেন।।৩৬।। সন্নিকটেই লক্ষ্মণকে এই অবস্থায় দেখে মহাতেজস্বী রামচন্দ্রের মন ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ন হয়ে গেলো।।৩৭।। জলে চোখ এলো ভরে। তিনি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন।।৩৮।। 'এখন শোকপ্রকাশের সময় নয়'—এই কথা ভেবে রামচন্দ্র রাবণের বধের সঙ্কল্প করে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।।৩৯।। অতঃপর রাম মহাযুদ্ধে শক্তি অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্তদেহ লক্ষ্মণকে দেখলেন। পাহাড়ের ওপর সাপ ঘুরে বেড়ালে যেমন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছিলো লক্ষ্মণের দেহটিকে।।৪০।। বলবান রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলটি বানরশ্রেষ্ঠেরা বহু চেষ্টা করেও তুলতে পারলো না।।৪১।। রাক্ষস রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণরাজির দ্বারা তারা অত্যন্ত পীড়িত। সেই শক্তি অস্ত্রটি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দেহ বিদীর্ণ করে একেবারে মাটিতে ঢুকে পড়েছিলো।।৪২।। বলবান, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র যুদ্ধে ভয়ঙ্কর সেই শক্তি অস্ত্রকে টেনে ভেঙে ফেললেন।।৪৩।। রাম যখন

তস্য নিষ্কর্ষতঃ শক্তিং রাবণেন বলীয়সা। শরাঃ সর্বেষু গাত্রেষু পতিতা মর্মভেদিনঃ।। ৪৪
অচিন্তয়িত্বা তান্ বাণান্ সমাশ্লিষ্য চ লক্ষ্মণম্। অব্রবীচ্চ হনূমন্তং সুগ্রীবঞ্চ মহাকপিম্।। ৪৫
লক্ষ্মণং পরিবার্যৈব তিষ্ঠধ্বং বানরোত্তমাঃ। পরাক্রমস্য কালোঽয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেপ্সিতঃ।। ৪৬
পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ। কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্।। ৪৭
অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ। অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।। ৪৮
রাজ্যনাশং বনে বাসং দণ্ডকে পরিধাবনম্। বৈদেহ্যাশ্চ পরামর্শো রক্ষোভিশ্চ সমাগমঃ।। ৪৯
প্রাপ্তং দুঃখং মহদ্ ঘোরং ক্লেশশ্চ নিরয়োপমঃ। অদ্য সর্বমহং ত্যক্ষে নিহত্য রাবণং রণে।। ৫০
যদর্থং বানরং সৈন্যং সমানীতমিদং ময়া। সুগ্রীবশ্চ কৃতো রাজ্যে নিহত্বা বালিনং রণে।
যদর্থং সাগরঃ ক্রান্তঃ সেতুর্বদ্ধশ্চ সাগরে।। ৫১
সোঽয়মদ্য রণে পাপশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ। চক্ষুর্বিষয়মাগম্য নায়ং জীবিতুমর্হতি।। ৫২
দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম রাবণঃ। যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ।। ৫৩
সুখং পশ্যত দুর্ধর্ষা যুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ। আসীনাঃ পর্বতাগ্রেষু মমেদং রাবণস্য চ।। ৫৪
অদ্য পশ্যন্তু রামস্য রামত্বং মম সংযুগে। ত্রয়ো লোকাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধ-পন্নগ-চারণাঃ।। ৫৫
অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ। সদেবাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
সমাগম্য সদা লোকে যথা যুদ্ধং প্রবর্তিতম্।। ৫৬
এবমুক্ত্বা শিতৈর্বাণৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ। আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ।। ৫৭
তথা প্রদীপ্তৈর্নারাচৈর্মুসলৈশ্চাপি রাবণঃ। অভ্যবর্ষত্তদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ।। ৫৮

সেই শক্তিকে টানছিলেন তখন বলবান রাবণ মর্মভেদী বাণরাশি তাঁর গায়ের সর্বত্র নিক্ষেপ করছিলো।।৪৪।। বাণগুলির কথা চিন্তা না করেই রাম লক্ষ্মণকে সম্যগ্‌রূপে আলিঙ্গন করে হনুমান এবং সুগ্রীবকে বললেন—।।৪৫।। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা লক্ষ্মণকে ঘিরে ধরে অবস্থান করো। আমার বিক্রম প্রকাশের চিরবাঞ্ছিত সময় উপস্থিত হয়েছে।।৪৬।। গ্রীষ্মের পর চাতকদের কাছে মেঘের গর্জন যেমন বাঞ্ছিত, তেমনি পাপাত্মা, পাপরত এই দশানন রাবণ আমার কাছে বাঞ্ছিতভাবেই এসে গেছে। তাকে আজ বধ করতেই হবে।।৪৭।। হে বানরগণ, তোমাদের কাছে আমি সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই মুহূর্তেই তোমরা জগতকে দেখবে হয় রাবণশূন্য, নয় তো রাম -বিহীন।।৪৮।। আমার রাজ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। বনে আমায় বাস করতে হয়েছে, দণ্ডক বনে দৌড়ে বেড়াতে হয়েছে, বিদেহীর ওপর হয়েছে অত্যাচার। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে।।৪৯।। ভীষণ দুঃখ পেয়েছি আমি। নরক-যন্ত্রণার মতো কষ্ট পেয়েছি। যুদ্ধে আজ রাবণকে হত্যা করে আমি সকল দুঃখ দূর করবো।।৫০।। যে জন্যে আজ এই বানরসৈন্য আমি এনেছি, যুদ্ধে বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজা করেছি, যে জন্যে সাগর করেছি অতিক্রম, সাগরে সেতু বন্ধন করেছি,...।।৫১।। সেই পাপী রাবণ আজ যুদ্ধে আমার চোখের সামনে এসে গেছে। আমার চোখের সামনে এসে সে কখনো বেঁচে থাকতে পারে না।।৫২।। বিনতা-নন্দন গরুড়ের দৃষ্টি মধ্যে পড়লে সাপ বাঁচতে পারে না। তেমনি আমার দৃষ্টির মধ্যে পড়ে রাবণও বাঁচতে পারবে না। আজ আমি সাপের মতো দৃষ্টির মাধ্যমেই বিষ ছড়িয়ে দেবো। রাবণের তা হতে পরিত্রাণ নেই।।৫৩।। হে দুর্ধর্ষ বানরবীরবৃন্দ, শৈলশীর্ষে বসে তোমরা আমার আর রাবণের যুদ্ধ দেখে যাও।।৫৪।। আজ আমার এই যুদ্ধে ত্রিলোক, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, পন্নগ এবং চারণগণ রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করুক।।৫৫।। আজ আমি এমন কর্ম করবো যে, যতোদিন পৃথিবী থাকবে, ততোদিন সর্বলোক, স্থাবর, জঙ্গম এবং দেবতারা তার কথা বলতে থাকবে। কিভাবে যুদ্ধ হয়েছিলো তা সর্বদাই লোকজন মিলিত হয়ে আলোচনা করবে।।৫৬।। এই বলে তপ্তস্বর্ণে ভূষিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যুদ্ধে একাগ্রচিত্ত রাম দশানন রাবণকে আঘাত করলেন।।৫৭।। মেঘ যেমন বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করে, সেইভাবে রাবণও উজ্জ্বল বাণরাশি এবং মুষলরাজি রামের ওপর বর্ষণ করতে লাগলো।।৫৮।। রাম ও রাবণের ধনু হতে মুক্ত শ্রেষ্ঠ বাণরাশির সংঘাতে তখন তুমুল ধ্বনি উত্থিত

রাম-রাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্। বরাণাঞ্চ শরাণাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ।। ৫৯
বিচ্ছিন্নাশ্চ বিকীর্ণাশ্চ রাম-রাবণয়োঃ শরাঃ। অন্তরিক্ষাৎ প্রদীপ্তাগ্রা নিপেতুর্ধরণীতলে।। ৬০
তয়োর্জ্যাতলনির্ঘোষো রাম-রাবণয়োর্মহান্। ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।। ৬১
বিকীর্যমাণঃ শরজালবৃষ্টিভির্মহাত্মনা দীপ্তধনুষ্মতার্দিতঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব সমেত্য রাবণো যথানিলেনাভিহতো বলাহকঃ।। ৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ।

হলো।।৫৯।। রাম ও রাবণের বিচ্ছিন্ন এবং বিকীর্ণ শরগুলি আকাশ হতে ভূতলে ছড়িয়ে পড়ছিলো। সেগুলির অগ্রভাগ বেশ প্রোজ্জ্বল।।৬০।। রাম-রাবণের জ্যা এবং হস্ততলের ভীষণ শব্দ হচ্ছিলো। সকল প্রাণী তাতে ভয় পেয়ে গেলো। দেখতে অদ্‌ভুত ছিলো সেই যুদ্ধ।।৬১।। মহাত্মা রাম বৃষ্টির মতো শরজাল বিকিরণ করছিলেন। তাঁর দীপ্ত ধনুর আক্রমণে পীড়িত হয়ে রাবণ বায়ুর দ্বারা বিতাড়িত মেঘের মতো ভয়ে পালিয়ে গেলো।।৬২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শততম (১০০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বিলাপঃ, ওষধিমানেতুং হনূমতো গমনং প্রত্যাবর্তনঞ্চ, সুষেণদ্বারা হনুমদানীতৌষধীনাং প্রয়োগেণ লক্ষ্মণস্য চেতনালাভ উত্থানঞ্চ

শক্ত্যা নিপতিতং দৃষ্ট্বা রাবণেন বলীয়সা। লক্ষ্মণং সমরে শূরং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্।। ১
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য দুরাত্মনঃ। বিসৃজন্নেব বাণৌঘান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ।। ২
এষ রাবণবীর্যেণ লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি। সর্পবচ্চেষ্টতে বীরো মম শোকমুদীরয়ন্।। ৩
শোণিতার্দ্রমিমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম। পশ্যতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুং পর্যাকুলাত্মনঃ।। ৪
অয়ং স সমরশ্লাঘী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ। যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা।। ৫
লজ্জতীব হি মে বীর্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ধনুঃ। সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্পবশং গতাঃ।। ৬
অবসীদন্তি গাত্রাণি স্বপ্নযানে নৃণামিব। চিন্তা মে বর্ধতে তীব্রা মুমুর্ষা চোপজায়তে।। ৭

একাধিকশততম (১০১) সর্গ

শ্রীরামের বিলাপ। ওষধি আনার জন্যে হনুমানের গমন। এবং প্রত্যাবর্তন। সুষেণের দ্বারা হনুমানের আনীত ওষধিসমূহের প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনালাভ। এবং উঠে দাঁড়ানো।

বলবান রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে আহত হয়েছেন বীর লক্ষ্মণ। রক্তাক্ত কলেবরে যুদ্ধভূমিতে তিনি পড়ে আছেন। রামচন্দ্র দেখলেন।। ১।। তিনি রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে দুরাত্মা রাবণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করলেন। পরে সুষেণকে তিনি বললেন–।।২।। রাবণের বীর্যবত্তায় বীর লক্ষ্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাপের মতো ছটফট করছে। এতে আমার শোক বেড়েই চলেছে।।৩।। আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর এই বীরকে রক্তলিপ্ত দেখে আমার আত্মা আজ ব্যাকুল। আমার আর যুদ্ধ করার শক্তি কোথায় ?।।৪।। শুভ লক্ষণযুক্ত আমার এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ যুদ্ধে প্রশংসিত হতো। এ যদি আজ মারা যায়, তাহলে আমার প্রাণ ধারণেই কি প্রয়োজন ! সুখেই বা কি ?।।৫।। আজ আমার বীর্যবত্তা যেন লজ্জা পাচ্ছে। হাত থেকে ধনু খসে পড়ছে। বাণগুলি অবসন্ন। চোখে জল ভরে আসছে।।৬।। স্বপ্নে ভয়-পাওয়া মানুষের মতো আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল আজ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। চিন্তা যাচ্ছে বেড়ে। মরবার তীব্র ইচ্ছা জাগছে।।৭।। দুরাত্মা রাবণের দ্বারা ভয়ই আজ মর্মস্থানে আহত, দুঃখে আর্ত হয়ে

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাবণেন দুরাত্মনা। বিষ্টনন্তং তু দুঃখার্তং মর্মণ্যভিহতঃ ভৃশম্।। ৮
রাঘবো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং প্রাণং বহিশ্চরম্। দুঃখেন মহতাবিষ্টো ধ্যানশোকপরায়ণঃ।। ৯
পরং বিষাদমাপন্নো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ। ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং রণপাংসুষু।। ১০
বিজয়োঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে। অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি।। ১১
কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্যং ন বিদ্যতে। যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্ধনি লক্ষ্মণঃ।। ১২
যথৈষ মাং বনং যান্তমনুযাতি মহাদ্যুতিঃ। অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্।। ১৩
ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং স নিত্যমনুব্রতঃ। ইমামবস্থাং গমিতো রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ।। ১৪
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।। ১৫
কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম। কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্।। ১৬
উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢুং দত্তং সুমিত্রয়া। কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্।। ১৭
ভরতং কিং নু বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নঞ্চ মহাবলম্। সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্।। ১৮
ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বন্ধুবিগর্হণম্। কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি।। ১৯
যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ। হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো।। ২০
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি। বিলপন্তঞ্চ মাং ভ্রাতঃ কিমর্থং নাবভাষসে।। ২১
উত্তিষ্ঠ পশ্য কিং শেষে দীনং মাং পশ্য চক্ষুষা। শোকার্তস্য প্রমত্তস্য পর্বতেষু বনেষু চ।। ২২
বিষণ্ণস্য মহাবাহো সমাশ্বাসয়িতা মম। রামমেবং ব্রুবাণং তু শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্।। ২৩
আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং সুষেণঃ পরমং বচঃ। ত্যজেমাং নরশার্দূল বুদ্ধিং বৈক্লব্যকারিণীম্।। ২৪

বিকৃত শব্দ করছে সে।।৮।। রাম মনে করতেন, তাঁর প্রাণই যেন বেরিয়ে এসে লক্ষ্মণরূপে ঘোরাঘুরি করছে। সেই তাকে এইপ্রকার অবস্থায় পতিত দেখে তিনি গভীর দুঃখে মগ্ন। চিন্তায় চিন্তায় তিনি শোকার্ত।।৯।। আহত ভাই লক্ষ্মণকে যুদ্ধের ধূলোতে গড়াগড়ি দিতে দেখে রামের ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাকুল। অত্যন্ত বিষণ্ণ তিনি। বিলাপ করতে লাগলেন।।১০।। হায় বীর ভ্রাত লক্ষ্মণ, আজ এই বিজয়লাভ আমার প্রীতি-উৎপাদন করতে পারেনি। চন্দ্র চোখের আড়ালে চলে গেলে কি আনন্দ দিতে পারে ?।।১১।। যখন ভাই লক্ষ্মণ নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে শুয়ে আছে, তখন আমার আর যুদ্ধের প্রয়োজনই কি ? প্রাণ থেকেই বা কি লাভ ? আর তো যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি নে।।১২।। আমি যখন বনে যাচ্ছিলাম তখন এই মহাদীপ্তিমান লক্ষ্মণ আমার অনুগমন করেছিলো। আজ সে যখন যমালয়ে যাচ্ছে, আমিও তাকে অনুগমন করবো।।১৩।। বন্ধুজনবৎসল লক্ষ্মণের ব্রতই ছিলো নিত্য আমার অনুকরণ। হায়, কূটযোদ্ধা রাক্ষসদের দ্বারা সে আজ এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত।।১৪।। দেশে দেশে পত্নী মেলে। বন্ধুও মেলে দেশে দেশে। কিন্তু, সহোদর ভাই মেলে এমন দেশ তো দেখা যায় না *(ভ্রাতৃপ্রেমের এই শ্লোকটি অত্যন্ত বিখ্যাত)* ।।১৫।। বীর লক্ষ্মণকে ছেড়ে রাজ্যে আমার কি হবে ? পুত্র স্নেহময়ী মা সুমিত্রাকে কি করে আমি এই খবর দেবো ?।।১৬।। মাতা সুমিত্রা যদি আমায় তিরস্কার করেন! তা তো আমি সইতে পারবো না! মাতা কৌশল্যা এবং মা কৈকেয়ীকেই বা কি বলবো আমি।।১৭।। ভরতকে আমি কি বলবো ? মহাবীর শত্রুঘ্নকেও বা বলবো কি ? যাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলে তাকে ছেড়ে কেন এলে ?—এর উত্তরে কি বলবো ?।।১৮।। এখনই আমার মরণ ভালো। আত্মীয়-বিনাশ নয়। অন্য জন্মে কি পাপ যে আমি করেছিলাম...।।১৯।। যার জন্যে আমারই সামনে আমার ধার্মিক ভ্রাতা নিহত হলো ! হায় ভগবান! হায় ভ্রাত! নরশ্রেষ্ঠ তুমি। বীরাগ্রগণ্য।।২০।। আমাকে একাকী ফেলে তুমি কেন পরলোকে গেলে? এতো বিলাপ করছি আমি, তবুও তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন ?।।২১।। ওঠো। কথা বলো। শুয়ে আছো কেন ? চোখ মেলে দেখো আমায়। পর্বতে-বনে শোকে আজ আমি পাগল হয়ে আছি।।২২।। হে বীর, বিষণ্ণ আমায় সান্ত্বনা দেবে কে ? এই প্রকারে বিলাপ করতে করতে শোকে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল।।২৩।। সুষেণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বিশেষবাক্যে বললো, হে নরবীর, চিত্তকে ব্যাকুল করে যে বুদ্ধি,তা ত্যাগ করুন।।২৪।। সেনাবাহিনীর সামনে বাণের

শোকসঞ্জননীং চিন্তাং তুল্যাং বাণৈশ্চমূমুখে। নৈব পঞ্চত্বমাপন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।। ২৫
নহ্যস্য বিকৃতং বক্ত্রং ন চ শ্যামত্বমাগতম্। সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ মুখমস্য নিরীক্ষ্যতাম্।। ২৬
পদ্মপত্রতলৌ হস্তৌ সুপ্রসন্নে চ লোচনে। নেদৃশং দৃশ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাম্পতে।। ২৭
বিষাদং মা কৃথা বীর সপ্রাণোঽয়মরিন্দম। আখ্যাতি তু প্রসুপ্তস্য স্রস্তগাত্রস্য ভূতলে।। ২৮
সোচ্ছ্বাসং হৃদয়ং বীর কম্পমানং মুহুর্মুহুঃ। এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুষেণো রাঘবং বচঃ।। ২৯
সমীপস্থমুবাচেদং হনূমন্তং মহাকপিম্। সৌম্য শীঘ্রমিতো গত্বা পর্বতং হি মহোদয়ম্।। ৩০
পূর্বন্তু কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্ববতা তব। দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয়।। ৩১
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণকরণীং তথা। সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধিম্।। ৩২
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য ত্বমানয়। ইত্যেবমুক্তো হনুমান্ গত্বা চৌষধিপর্বতম্।
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংস্তা মহৌষধীঃ।। ৩৩
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ। ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ।। ৩৪
অস্মিংস্তু শিখরে জাতামোষধিং তাং সুখাবহাম্। প্রতর্কেণাবগচ্ছামি সুষেণো হ্যেবমব্রবীৎ।। ৩৫
অগৃহ্য যদি গচ্ছামি বিশল্যকরণীমহম্। কালাত্যয়েন দোষঃ স্যাদ্ বৈক্লব্যঞ্চ মহদ্ভবেৎ।। ৩৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ গত্বা ক্ষিপ্রং মহাবলঃ। আসাদ্য পর্বতশ্রেষ্ঠং ত্রিঃ প্রকম্প্য গিরে শিরঃ।। ৩৭
ফুল্লনানাতরুগণং সমুৎপাট্য মহাবলঃ। গৃহীত্বা হরিশার্দূলো হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ।। ৩৮
স নীলমিব জীমূতং তোয়পূর্ণং নভস্তলাৎ। উৎপপাত গৃহীত্বা তু হনুমাঞ্ছিখরং গিরেঃ।। ৩৯
সমাগম্য মহাবেগঃ সংন্যস্য শিখরং গিরেঃ। বিশ্রম্য কিঞ্চিদ্ধনুমান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ।। ৪০
ঔষধীর্নাবগচ্ছামি তা অহং হরিপুঙ্গব। তদিদং শিখরং কৃৎস্নং গিরেস্তস্যাহৃতং ময়া।। ৪১

মতোই শোকদায়ক এই চিন্তা। এই সুলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ কখনো মৃত হতে পারেন না।।২৫।। মুখ তাঁর বিকৃত হয় নি। কালো হয় নি। দেখুন, এঁর মুখ প্রসন্ন। এবং সুন্দর প্রভাযুক্ত।।২৬।। এঁর হাতের তালুদু'টি পদ্মের পাতার মতো। চোখ বেশ প্রসন্ন। হে রাজন্, মৃতের রূপ এইরকম দেখায় না।।২৭।। হে বীর, বিষাদ করবেন না। হে শত্রুদমন, প্রাণ এঁর রয়েছে। শরীরটাই শুধুমাত্র শিথিল হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।।২৮।। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। তাই তাঁর বুকটি বার বার কাঁপছে। মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বাক্য নিবেদন করলো।।২৯।। অনন্তর সে সন্নিকটস্থ মহাকপি হনুমানকে বললো, হে সৌম্য, এখান থেকে সত্বর তুমি মহোদয়পর্বতে চলে যাও।।৩০।। হে বীর, জাম্ববান পূর্বে তোমাকে এই পর্বতের কথা বলেছিলো। এর দক্ষিণশিখরে মহৌষধিলতা জন্মায়। তা এখানে নিয়ে এসো।।৩১।। হে বীর, ঐখানে চারটি ঔষধিলতা পাবে। সেগুলির নাম— বিশল্যকরণী। সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবকরণী এবং সন্ধানী।।৩২।। বীর লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করার জন্য ঐগুলি তুমি নিয়ে এসো। এইকথা বলায় হনুমান ওষধিপর্বতে চলে গেলো। কিন্তু মহৌষধিগুলিকে চিনতে না পারায় চিন্তান্বিত হলো শ্রীমান হনুমান।।৩৩।। অপরিমিত বলশালী হনুমানের এক বুদ্ধি এলো মাথায়। এই পূরো শিখরটিকেই তাহলে আমি নিয়ে চলে যাই।।৩৪।। এই শিখরেই সেই সুখাবহ ওষধি জন্মেছে। অনুমানে এটা বুঝতে পারছি। সুষেণ তো এইরকমই বলে দিয়েছিলো।।৩৫।। আমি যদি বিশল্যকরণী না নিয়ে যাই তাহলে দু'টি মহদ দোষ হবে। একটি হলো সময় চলে-যাওয়া আর অন্যটি হলো বৈক্লব্য *(বৈক্লব্য বলতে এখানে মূর্খত্ব এবং চাতুর্যহীনতাই বোঝাচ্ছে)* ।।৩৬।। এই কথা মনে করে মহাবলশালী হনুমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্বতশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়ে সেই পর্বতের শিখরটিকে টেনে ধরে তিনবার কাঁপিয়ে দিলো।।৩৭।। পর্বতে রয়েছে নানাবিধ তরু। ফুল ফুটেছে তাতে। বানরবীর মহাবলবান হনুমান সেটিকে দু'টি হাতে উৎপাটিত করলো।।৩৮।। আকাশ হতে জলে-ভরা নীল মেঘের মতো হনুমান সেই পর্বতে হতে শিখরটিকে উপড়ে নিয়ে উড়ে চলতে লাগলেন।।৩৯।। মহাবেগবান হনুমান পাহাড়ের সেই চূড়াটিকে এনে সামনে স্থাপন করে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সুষেণকে বললেন— ।।৪০।। হে বানরোত্তম। ঔষধি আমি চিনতে পারি নি। তাই পূরো পাহাড়টিকেই আমি বহন করে নিয়ে এসেছি।।৪১।। হনুমান এই

এবং কথয়মানস্তু প্রশস্য পবনাত্মজম্। সুষেণো বানরশ্রেষ্ঠো জগ্রাহোৎপাট্য চৌষধীঃ।। ৪২
বিস্মিতাস্তু বভূবুস্তে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ। দৃষ্ট্বা তু হনুমৎকর্ম সুরৈরপি সুদুষ্করম্।। ৪৩
ততঃ সংক্ষোদয়িত্বা তামৌষধিং বানরোত্তমঃ। লক্ষ্মণস্য দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ সুমহাদ্যুতিঃ।। ৪৪
সশল্যঃ স সমাঘ্রায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। বিশল্যো বিরুজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠন্মহীতলাৎ।। ৪৫
তমুত্থিতং তু হরয়ো ভূতলাৎ প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণম্। সাধু সাধ্বিতি সুপ্রীতা লক্ষ্মণং প্রত্যপূজয়ন্।। ৪৬
এহ্যেহীত্যব্রবীদ্ রামো লক্ষ্মণং পরবীরহা। সস্বজে গাঢমালিঙ্গ্য বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।। ৪৭
অব্রবীচ্চ পরিষ্বজ্য সৌমিত্রিং রাঘবস্তদা। দিষ্ট্যা ত্বাং বীর পশ্যামি মরণাৎ পুনরাগতম্।। ৪৮
ন হি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা। কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে।। ৪৯
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। খিন্নঃ শিথিলয়া বাচা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।। ৫০
তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম। লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি।। ৫১
ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ। লক্ষ্মণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্।। ৫২
নৈরাশ্যমুপগন্তুঞ্চ নালং তে মৎকৃতেঽনঘ। বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞামনুপালয়।। ৫৩
ন জীবন্ যাস্যতে শত্রুস্তব বাণবশং গতঃ। নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য সিংহস্যেব মহাগজঃ।। ৫৪
অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ। যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ।। ৫৫
যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে যদি চ কৃতাং হি তবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।
যদি তব রাজসুতাভিলাষমার্য কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর।। ৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

কথা বলায় তাকে প্রশংসা করে বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ সেই শিখর হতে ঔষধিগুলি নির্বাচন করে নিলো।।৪২।। দেবতাদের পক্ষে যে কাজ করা কঠিন, সেই কাজ হনুমান করেছে দেখে সকল বানরবীরেরা বিস্মিত হলো।।৪৩।। অতঃপর বানরশ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান সুষেণ সেই ঔষধি ভালোভাবে পিষে লক্ষ্মণের নাকের ভিতরে প্রয়োগ করলো।।৪৪।। শত্রুবীরহন্তা শল্যবিদ্ধ লক্ষ্মণ সেই ঔষধি আঘ্রাণ করে রোগমুক্ত হয়ে ভূতল হতে সত্বর উঠে দাঁড়ালেন।।৪৫।। লক্ষ্মণকে ভূতলে হতে উঠে দাঁড়াতে দেখে বানরেরা 'সাধু, সাধু' বলে অত্যন্ত প্রীত হয়ে লক্ষ্মণকে অর্চনা করলো।।৪৬।। শত্রুবীরহন্তা রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এসো, এসো। জল-ভরা চোখে তিনি লক্ষ্মণকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।।৪৭।। রাম তখন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে বীর, ভাগ্যিস মরণ হতে তোমায় আবার ফিরে আসতে দেখলাম।।৪৮।। জীবন ধারণ, সীতা-উদ্ধার অথবা বিজয়লাভ পর্যন্ত আমার কোনো কাজেই আসতো না তুমি মারা গেলে। তখন বেঁচে থেকে আমার কি লাভ হতো?।।৪৯।। মহাত্মা রাম এইরকম বললে লক্ষ্মণ ক্ষুণ্ণ হয়ে শিথিলবাক্যে বললেন—।।৫০।। হে সত্যপরাক্রম, রাবণকে বধ করে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করবো—এই কথা প্রতিজ্ঞা পূর্বে করে দুর্বল ব্যক্তির মতো এই রকম হালকা কথা বলা আপনার উচিত হবে না।।৫১।। সত্যবাদীরা কখনো প্রতিজ্ঞার অন্যথা করেন না। মহত্ত্বের লক্ষ্মণ হলো প্রতিজ্ঞার পরিপালন।।৫২।। হে নিষ্পাপ, আমার জন্য আপনার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। রাবণকে বধ করে আজ প্রতিজ্ঞাপালন করুন।।৫৩।। ধারালো দাঁতের গর্জনকারী সিংহের কাছ হতে বিশাল হাতীরও যেমন অব্যাহতি নেই, তেমনি আপনার বাণের পথ হতে কোনো শত্রু জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।।৫৪।। সূর্য নিজের কাজ শেষ করে যতোক্ষণ না অস্তাচলে যাচ্ছেন তারই মধ্যে সত্বর আমি দুরাত্মা রাবণের বধ দেখেতে চাই।।৫৫।। হে বীর, যদি যুদ্ধে রাবণের বধ আপনি ইচ্ছা করেন, যদি আপনি পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করতে চান, রাজদুহিতা সীতাদেবীকে আপনি ফিরে পেতে অভিলাষ করেন যদি, তাহলে সত্বর আপনি আমার কথানুসারে কাজ করুন।।৫৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাধিকশততম (১০১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ইন্দ্রপ্রেরিত-রথোপরি সমাস্য রাবণেন সহ শ্রীরামস্য সংগ্রামঃ

লক্ষ্মণেন তু তদ্বাক্যমুক্তং শ্রুত্বা স রাঘবঃ। সন্দধে পরবীরঘ্নো ধনুরাদায় বীর্যবান্।। ১
রাবণায় শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে। অথান্যং রথমাস্থায় রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ২
অভ্যধাবত কাকুৎস্থং স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্। দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ।
আজঘান মহাশৈলং ধারাভিরিব তোয়দঃ।। ৩
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। অভ্যবর্ষদ্ রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ।। ৪
ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রক্ষসঃ। ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।। ৫
ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্। আহূয় মাতলিং শক্রো বচনং চেদমব্রবীৎ।। ৬
রথেন মম ভূপৃষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্। আহূয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ।। ৭
ইত্যুক্তো দেবরাজেন মাতলির্দেবসারথিঃ। প্রণম্য শিরসা দেবং ততো বচনমব্রবীৎ।। ৮
শীঘ্রং যাস্যামি দেবেন্দ্র সারথ্যঞ্চ করোম্যহম্। ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্।। ৯
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিঙ্কিণীশতভূষিতঃ। তরুণাদিত্যসঙ্কাশো বৈদূর্যময়কূবরঃ।
সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীডৈর্যুক্তঃ শ্বেতপ্রকীর্ণকৈঃ।। ১০
হরিভিঃ সূর্যসঙ্কাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ। রুক্মবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ।। ১১
দেবরাজেন সন্দিষ্টো রথমারুহ্য মাতলিঃ। অভ্যবর্তত কাকুৎস্থমবতীর্য ত্রিবিষ্টপাৎ।। ১২
অব্রবীচ্চ তদা রামং সপ্রতোদো রথে স্থিতঃ। প্রাঞ্জলির্মাতলির্বাক্যং সহস্রাক্ষস্য সারথিঃ।। ১৩

দ্ব্যধিকশততম (১০২) সর্গ

ইন্দ্র-প্রেরিত রথে বসে শ্রীরামের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ

লক্ষ্মণের এইসব কথা শুনে শত্রুবীরঘাতী বীর্যবান রাম ধনু তুলে নিয়ে তাতে বাণযোজনা করলেন।।১।। সৈনিকদের সামনেই রাম রাবণের দিকে ভয়ঙ্কর সব শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য একটি রথে আরোহণ করলো।।২।। রাহু যেমন সূর্যের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি রাবণও রামের দিকে ছুটে গেলো। মেঘ যেমন বৃষ্টির ধারায় বিশাল পর্বতকে আহত করে তেমনি দশানন রাবণও রথে বসে বজ্রের মতো বাণরাজির দ্বারা রামকে আঘাত করতে লাগলো।।৩।। একাগ্রচিত্তে তখন রামও স্বর্ণভূষিত অগ্নিতুল্য শররাশি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।।৪।। দেবতা, গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা বলাবলি করতে লাগলেন, রাম তো মাটিতে দাঁড়িয়ে আর রাক্ষস রাবণ তো রথের ওপর বসে। এ যুদ্ধ তো সমানে সমানে হচ্ছে না।।৫।। তাঁদের এই অমৃতময় বচন শুনে দেবপ্রধান শ্রীমান ইন্দ্র মাতলিকে ডেকে বললেন—।।৬।। আমার রথ নিয়ে ভূতলে শীগ্‌গির তুমি রামের কাছে চলে যাও। রামকে ডেকে রথে বসিয়ে তাতে বসেই যুদ্ধ করার কথা বলে দেবগণের মহদ্‌কল্যাণ সাধন করো।।৭।। দেবরাজ এই কথা বলায় দেব-সারথি মাতলি ইন্দ্রকে প্রণাম করে বললেন—।।৮।। দেবরাজ, সত্বর আমি যাচ্ছি। সারথির কাজও করবো। তিনি এবার ইন্দ্রের প্রদত্ত উত্তম রথটিতে সবুজবর্ণের অশ্বগুলি যোজনা করলেন।।৯।। রথটির অঙ্গ ছিলো সোনার-রেখায় চিত্রিত। একশত কিঙ্কিণীতে ভূষিত তা। নবোদিত সূর্যের মতো তার দীপ্তি। বসার স্থানটি বৈদূর্যমণির দ্বারা নির্মিত। সোনার মালায় শোভিত ছিলো অশ্বগুলি। শুভ্র তাদের কেশরসমূহ।।১০।। সোনায় মালায় শোভিত থাকায় অশ্বগুলিকে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। সোনায় তৈরী ছিলো রথের ধ্বজ। দেবরাজ ইন্দ্রের এই শ্রেষ্ঠ রথটি ছিলো ভারি সুন্দর।।১১।। দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে মাতলি রথে আরোহণ করে স্বর্গ হতে রামের কাছে নেমে এলেন।।১২।। ইন্দ্রের সারথি মাতলি রথে অবস্থান করেই হাতে লাগামটি নিয়ে হাতজোড় করে রামকে বললেন—।।১৩।। হে শ্রীমন্, হে মহাবলবান

সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোঽয়ং বিজয়ায় তে। দত্তস্তব মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ শত্রুনিবর্হণ।। ১৪
ইদমৈন্দ্রং মহচ্চাপং কবচং চাগ্নিসন্নিভম্। শরাশ্চাদিত্যসঙ্কাশাঃ শক্তিশ্চ বিমলা শিতা।। ১৫
আরুহ্যেমং রথং বীর রাক্ষসং জহি রাবণম্। ময়া সারথিনা দেব মহেন্দ্র ইব দানবান্।। ১৬
ইত্যুক্তঃ সম্পরিক্রম্য রথং তমভিবাদ্য চ। আরুরোহ তদা রামো লোকাঁল্লক্ষ্ম্যা বিরাজয়ন্।। ১৭
তদ্বভৌ চাদ্ভুতং যুদ্ধং দ্বৈরথং রোমহর্ষণম্। রামস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ রক্ষসঃ।। ১৮
স গান্ধর্বেণ গান্ধর্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ। অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ।। ১৯
অস্ত্রং তু পরমং ঘোরং রাক্ষসং রাক্ষসাধিপঃ। সসর্জ পরমক্রুদ্ধঃ পুনরেব নিশাচরঃ।। ২০
তে রাবণধনুর্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ। অভ্যবর্তন্ত কাকুৎস্থং সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ।। ২১
তে দীপ্তবদনা দীপ্তং বমন্তো জ্বলনং মুখৈঃ। রামমেবাভ্যবর্তন্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ।। ২২
তৈর্বাসুকিসমস্পর্শৈর্দীপ্তভোগৈর্মহাবিষৈঃ। দিশশ্চ সন্ততাঃ সর্বা বিদিশশ্চ সমাবৃতাঃ।। ২৩
তান্ দৃষ্ট্বা পন্নগান্ রামঃ সমাপতত আহবে। অস্ত্রং গারুত্মতং ঘোরং প্রাদুশ্চক্রে ভয়াবহম্।। ২৪
তে রাঘবধনুর্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিখিপ্রভাঃ। সুপর্ণাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেরুঃ সর্পশত্রবঃ।। ২৫
তে তান্ সর্বান শরাঞ্জঘ্নুঃ সর্পরূপান্মহাজবান্। সুপর্ণরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরূপিণঃ।। ২৬
অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। অভ্যবর্ষত্তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ।। ২৭
ততঃ শরসহস্রেণ রামমক্লিষ্টকারিণম্। অর্দয়িত্বা শরৌঘেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত।। ২৮
চিচ্ছেদ কেতুমুদ্দিশ্য শরেণৈকেন রাবণঃ। পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথাৎ কেতুঞ্চ কাঞ্চনম্।। ২৯

কাকুৎস্থ, হে শত্রুদমন, আপনার বিজয়ের জন্য সহস্রলোচন ইন্দ্র এই রথ পাঠিয়েছেন।।১৪।। পাঠিয়েছেন এই বিরাট ইন্দ্র ধনু। অগ্নিবরণ বর্ম। সূর্যের মতো শররাশি। আর এই নির্মল ঝকঝকে শক্তি নামক অস্ত্রও পাঠিয়েছেন তিনি।।১৫।। হে বীর, রথে আরোহণ করুন। আমি সারথি থাকায় মহেন্দ্র যেমন দানবদেরকে নিধন করেন, তেমনি আপনিও আজ রাবণকে হত্যা করুন।।১৬।। মাতলি এই কথা বলায় রাম রথটিকে পরিক্রমা করলেন। তাকে নমস্কার করলেন। অতঃপর নিজের দেহের প্রভায় লোকসমূহকে আলোকিত করে রথে আরোহণ করলেন তিনি।।১৭।। মহাবীর রামচন্দ্র এবং রাক্ষস রাবণের মধ্যে তখন অদ্‌ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হলো। তাতে দর্শকদের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিলো।।১৮।। রাম ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় পরমবেত্তা। তিনি গান্ধর্ব অস্ত্রের দ্বারা রক্ষোরাজের গান্ধর্ব এবং দিব্য-অস্ত্রের দ্বারা তার দৈব অস্ত্রকে ছিন্ন করেদিলেন।।১৯।। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে এলো। ভীষণ রেগে রাক্ষস আবার সেই সব অস্ত্র নিক্ষেপ করলো।।২০।। রাবণের ধনু থেকে মুক্ত হয়ে সোনায়-ভূষিত সেই বাণগুলি ভীষণ বিষধর সাপ হয়ে রামের দিকে ছুটে গেলো।।২১।। সাপগুলির মুখ আগুনের মতো দীপ্ত। হাঁ-মুখ করে রামের দিকে ছুটে আসছিলো।।২২।। সেই বাণগুলি মহাবিষাক্ত বাসুকি সাপের মতো বিশালকায়। রাশি রাশি বাণ দিগ্‌বিদিক একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললো।।২৩।। যুদ্ধে সেই বাণগুলিকে সাপে পরিণত হয়ে আসতে দেখে রাম ভীষণ ভয়াবহ গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।।২৪।। সাপের শত্রু ছিলো রামের দ্বারা প্রযুক্ত সেই সোনার পুঙ্খ বাণগুলি। আগুনের মতো তাদের দীপ্তি। বাণগুলি সোনার গরুড়ের রূপ ধারণ করে বিচরণ করতে লাগলো।।২৫।। রামের সেই শরগুলি ইচ্ছামতো রূপ-ধারণ করতে পারতো। গরুড়ের রূপ ধরে সেইগুলি রাবণের নিক্ষিপ্ত মহাবেগশালী সর্পরূপ শরগুলিকে সব ধ্বংস করে দিলো।।২৬।। অস্ত্র ব্যর্থ হলো দেখে রক্ষোরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে রামের প্রতি বৃষ্টির মতো শররাশি ভীষণভাবে নিক্ষেপ করতে লাগলো।।২৭।। অনন্তর রাবণ অক্লিষ্টকর্মা রামকে সহস্র শরের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে পুনরায় বহুশরের দ্বারা মাতলিকে বিদ্ধ করলো।।২৮।। রথের পতাকা লক্ষ্য করে রাবণ নিক্ষেপ করলো একটি শর। পাতিত করলো রথের ওপরের স্বর্ণবর্ণ পতাকাটিকে।।২৯।। অনন্তর শরজালের দ্বারা রাবণ ইন্দ্রের রথের অশ্বগুলিকে হত্যা করলো। তাতে দানবদের সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব এবং চারণেরা সব বিষণ্ন

ঐন্দ্রানপি জঘানাশ্বান্ শরজালেন রাবণঃ। বিষেদুর্দেব-গন্ধর্ব-চারণা দানবৈঃ সহ।। ৩০
রামমার্তং তদা দৃষ্ট্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ।। ৩১
রামচন্দ্রমসং দৃষ্ট্বা গ্রস্তং রাবণরাহুণা। প্রাজাপত্যঞ্চ নক্ষত্রং রোহিণীং শশিনঃ প্রিয়াম্।। ৩২
সমাক্রম্য বুধস্তস্থৌ প্রজানামহিতাবহঃ। সধূমপরিবৃত্তোর্মিঃ প্রজ্বলন্নিব সাগরঃ।। ৩৩
উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধঃ স্পৃশন্নিব দিবাকরম্। শস্ত্রবর্ণঃ সুপরুষো মন্দরশ্মির্দিবাকরঃ।। ৩৪
অদৃশ্যত কবন্ধাঙ্কঃ সংসক্তো ধূমকেতুনা। কোসলানাঞ্চ নক্ষত্রং ব্যক্তমিন্দ্রাগ্নিদৈবতম্।। ৩৫
আহত্যাঙ্গারকস্তস্থৌ বিশাখমপি চাম্বরে। দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।। ৩৬
অদৃশ্যত দশগ্রীবো মৈনাক ইব পর্বতঃ। নিরস্যমানো রামস্তু দশগ্রীবেণ রক্ষসা।। ৩৭
নাশক্নোদভিসন্ধাতুং সায়কান্ রণমূর্ধনি। স কৃত্বা ভ্রূকুটিং ক্রুদ্ধঃ কিঞ্চিৎ সংরক্তলোচনঃ।। ৩৮
জগাম স মহাক্রোধং নির্দহন্নিব রাক্ষসান্। তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী।। ৩৯
সিংহ-শার্দূলবাঞ্ছৈলঃ সঞ্চাচল চলদ্রুমঃ। বভূব চাতিক্ষুভিতঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।। ৪০
খরাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ। ঔৎপাতিকাশ্চ নর্দন্তঃ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ।। ৪১
রামং দৃষ্ট্বা সুসংক্রুদ্ধমুৎপাতাংশ্চৈব দারুণান্। বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি রাবণস্যাভবদ্ভয়ম্।। ৪২
বিমানস্থাস্তদা দেবা গন্ধর্বাশ্চ মহোরগাঃ। ঋষি-দানব-দৈত্যাশ্চ গরুত্মন্তশ্চ খেচরাঃ।। ৪৩
দদৃশুস্তে তদা যুদ্ধং লোকসংবর্তসংস্থিতম্। নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈঃ শূরয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ।। ৪৪
উচুঃ সুরাসুরাঃ সর্বে তদা বিগ্রহমাগতাঃ। প্রেক্ষমাণা মহাযুদ্ধং বাক্যং ভক্ত্যা প্রহৃষ্টবৎ।। ৪৫

হলেন।।৩০।। রামকে এইভাবে পীড়িত হতে দেখে সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ হলেন ব্যথিত। ব্যথিত হলো বানরমুখ্যেরা। এবং বিভীষণ।।৩১।। রাবণরূপ রাহুর দ্বারা রামরূপ চন্দ্র যেন গ্রস্ত হলেন। এই ঘটনা দেখে প্রজাপতি যার অধিদেবতা সেই নক্ষত্রকে এবং চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণীকে বুধ আক্রমণ করলো।।৩২।। বুধ যেন তখন প্রজাপুঞ্জের পক্ষে অকল্যাণকর হয়ে উঠলেন। ঘুরে ঘুরে ধূম উঠছে ঢেউ হতে। সাগর যেন জ্বলছে।।৩৩।। সাগর যেন ক্রুদ্ধ এবং উত্তাল হয়ে সূর্যকে স্পর্শ করতে চাইছে। সূর্যের বর্ণ হয়ে গেলো কালো। তাঁকে রুক্ষ দেখাচ্ছে। কিরণ যেন সব চলে গেলো।।৩৪।। ধূমকেতুর সংসর্গে আসায় সূর্যকে তখন কবন্ধচিহ্নযুক্ত বলে মনে হচ্ছিলো। কোশল তথা ইক্ষ্বাকুবংশের নক্ষত্র হলো বিশাখা। ইন্দ্র এবং অগ্নি হলেন মঙ্গলগ্রহের দেবতা।।৩৫।। আকাশে সেই মঙ্গলগ্রহ বিশাখাকে আক্রমণ করেছে। তখন বিংশতি-বাহু দশানন ধনু এবং বাণ নিয়ে দাঁড়ালো।।৩৬।। দশানন রাবণকে তখন মৈনাকপর্বতের মতো দেখাচ্ছে। রাক্ষস দশগ্রীব রাবণ রামকে আহত করলো।।৩৭।। যুদ্ধে আহত রাম শরসন্ধান করতে সামর্থ্য হারিয়ে শেষে সক্রোধে ভ্রূকুটি করতে লাগলেন। আংশিক আরক্তিম হয়ে উঠলা তাঁর অক্ষিদ্বয়।।৩৮।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যেন রাক্ষসদেরকে নিঃশেষে দগ্ধ করলেন। ক্রুদ্ধ ধীমান রামের মুখ দেখে প্রাণিসমূহ সবিশেষ সংশয়ান্বিত হলো। কাঁপতে লাগলো পৃথিবী।।৩৯।। ব্যাঘ্র এবং সিংহ-সমন্বিত পর্বত উঠলো কেঁপে। গাছপালা কাঁপতে লাগলো। সমুদ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো নদীরাজির প্রতি।।৪০।। আকাশে রুক্ষ মেঘগুলি গাধার মতো গর্জন করতে লাগলো। উৎপাতসূচক এই মেঘগুলি গর্জন করতে করতে চারদিকে করতে লাগলো বিচরণ।।৪১।। রামকে ঐ রকম ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং সমানে ভয়ঙ্কর উৎপাত সব দেখে প্রাণীসকল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এমন কি রাবণও গেলো ভয় পেয়ে।।৪২।। রাম রাবণের যুদ্ধ দেবতা-গন্ধর্ব -মহাসর্প-ঋষি-দানব-দৈত্য-গরুড় এবং গগনবিহারী সব প্রাণীরা আকাশে ভীড় করে এসে দেখতে লাগলো।।৪৩।। লোক-ধ্বংসকারী সেই যুদ্ধ। সেই বীর দু'জন ভয়ঙ্কর নানাধরণের অস্ত্র সব নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।।৪৪।। দেবতা দানব সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সেই মহাযুদ্ধ দেখতে লাগলেন। আনন্দে এবং ভক্তিতে তারা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য বলতে লাগলেন।।৪৫।। সেখানে অবস্থিত অসুরেরা

দশগ্রীবং জয়েত্যাহুরসুরাঃ সমবস্থিতাঃ। দেবা রামমথোচুস্তে ত্বং জয়েতি পুনঃ পুনঃ।। ৪৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রোধাদ্ রাঘবস্য চ রাবণঃ। প্রহর্তুকামো দুষ্টাত্মা স্পৃশন্ প্রহরণং মহৎ।। ৪৭
বজ্রসারং মহানাদং সর্বশত্রুনিবর্হণম্। শৈলশৃঙ্গনিভৈঃ কূটৈশ্চিত্তদৃষ্টিভয়াবহম্।। ৪৮
সধূমমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যুগান্তাগ্নিচয়োপমম্। অতিরৌদ্রমনাসাদ্যং কালেনাপি দুরাসদম্।। ৪৯
ত্রাসনং সর্বভূতানাং দারুণং ভেদনং তথা। প্রদীপ্ত ইব রোষেণ শূলং জগ্রাহ রাবণঃ।। ৫০
তচ্ছূলং পরমক্রুদ্ধো জগ্রাহ যুধি বীর্যবান্। অনীকৈঃ সমরে শূরৈঃ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।। ৫১
সমুদ্যম্য মহাকায়ো ননাদ যুধি ভৈরবম্। সংরক্তনয়নো রোষাৎ স্বসৈন্যমভিহর্ষয়ন্।। ৫২
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ দিশশ্চ প্রদিশস্তথা। প্রাকম্পয়ত্তদা শব্দো রাক্ষসেন্দ্রস্য দারুণঃ।। ৫৩
অতিকায়স্য নাদেন তেন তস্য দুরাত্মনঃ। সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ সাগরশ্চ প্রচুক্ষুভে।। ৫৪
স গৃহীত্বা মহাবীর্যঃ শূলং তদ্রাবণো মহৎ। বিনদ্য সুমহানাদং রামং পরুষমব্রবীৎ।। ৫৫
শূলোঽয়ং বজ্রসারস্তে রাম রোষান্ময়োদ্যতঃ। তব ভ্রাতৃসহায়স্য সম্যক্ প্রাণান হরিষ্যতি।। ৫৬
রক্ষসামদ্য শূরাণাং নিহতানাং চমূমুখে। ত্বাং নিহত্য রণশ্লাঘিন্ করোমি তরসা সমম্।। ৫৭
তিষ্ঠেদানীং নিহন্মি ত্বামেষ শূলেন রাঘব। এবমুক্ত্বা স চিক্ষেপ তচ্ছূলং রাক্ষসাধিপঃ।। ৫৮
তদ্রাবণকরান্মুক্তং বিদ্যুন্মালাসমাবৃতম্। অষ্টঘণ্টং মহানাদং বিয়দ্গতমশোভত।। ৫৯
তচ্ছূলং রাঘবো দৃষ্ট্বা জ্বলন্তং ঘোরদর্শনম্। সসর্জ বিশিখান্ রামশ্চাপমায়স্য বীর্যবান্।। ৬০
আপতন্তং শরৌঘেণ বারয়ামাস রাঘব। উৎপতন্তং যুগান্তাগ্নিং জলৌঘৈরিব বাসবঃ।। ৬১

'রাবণের জয় হোক' বলতে লাগলো। আর দেবতারা বারবার বলতে লাগলেন, 'রামের জয় হোক'।।৪৬।। এই অবসরে দুষ্টাত্মা রাবণ রেগে রামকে প্রহার করার জন্য বিশাল অস্ত্র গ্রহণ করলো।।৪৭।। বজ্রের মতো শক্তিশালী অস্ত্র। ভীষণ তার শব্দ। সবরকমের শত্রুকে তা ধ্বংস করতে সক্ষম। সেগুলির অগ্রভাগ পাহাড়ের চূড়ার মতো। মন আর চোখের কাছে ভয়ঙ্কর ছিলো ঐ সমূহ অস্ত্র।।৪৮।। ধারালো তাদের অগ্রভাগ। সেগুলি দেখতে প্রলয়কালীন ধূমযুক্ত অগ্নির মতো। ভয়ঙ্কর ঐ অস্ত্র প্রতিহত করা মহাকালের পক্ষেও দুঃসাধ্য।।৪৯।। দারুণ ঐ অস্ত্র প্রাণীসকলের ত্রাসের কারণ। সবাইকে বিদীর্ণ করতে পারে। রাবণ ক্রোধে সেই শূল গ্রহণ করলো। সেটি যেন জ্বলছিলো।।৫০।। বীর্যবান রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে যুদ্ধে সেই শূল তুলে নিলো। বীর সব রাক্ষসসৈন্যেরা তখন রাবণকে ঘিরে ছিলো।।৫১।। বিশালদেহী রাবণ যুদ্ধে উদ্যত হয়ে ক্রোধে রক্তিম-নয়নে ভীষণ গর্জন করে নিজের সৈনিকদের করলো আনন্দিত।।৫২।। রক্ষোরাজের সেই ভীষণ শব্দ আকাশ, পৃথিবী এবং দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে দিলো।।৫৩।। দুরাত্মা বিশালদেহী রাবণের সেই গর্জনে ভয় পেয়ে গেলো প্রাণীসকল। সাগরও হলো ক্ষুব্ধ।।৫৪।। মহাবীর রাবণ বিরাট শূলটি গ্রহণ করে ভীষণ শব্দ করে রামকে কর্কশবাক্যে বললো—।।৫৫।। হে রাম, বজ্রের মতো শক্তিসম্পন্ন এই শূল আজ আমি তোমার প্রতি নিক্ষেপ করছি। এটি তোমার এবং তোমার ভ্রাতার প্রাণ সম্যগ্‌ভাবেই হরণ করবে।।৫৬।। সৈন্যবাহিনীর সামনে যে বীর রাক্ষসেরা ছিলো, যাদেরকে তুমি হত্যা করেছো, আজ তোমায় হত্যা করে, হে রণগর্বিত, তারই প্রতিশোধ আমি নেবো।।৫৭।। হে রঘুবংশধর রাম, দাঁড়াও, এই শূলের দ্বারাই তোমায় আমি হত্যা করবো। এই বলে রক্ষোরাজ রাবণ শূল ছুঁড়ে মারলো।।৫৮।। রাবণের হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত সেই শূল আকাশে উঠে শোভা পাচ্ছিলো। বিদ্যুদ্‌রাশির দ্বারা শোভিত সেটি। আটটি ঘণ্টা তাতে বাঁধা। আর সেগুলি ভীষণভাবে বেজে চলছিলো।।৫৯।। বীর্যবান রঘুবংশধর রাম জ্বলন্ত ভীষণ-দর্শন সেই শূল দেখে ধনুতে টেনে গুণ যোজনা করে বাণরাশি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।।৬০।। ইন্দ্র যেমন জলরাশি বারুণ-অস্ত্রের দ্বারা প্রলয়কালীন অগ্নিকে নির্বাপিত করেছিলেন, তেমনি বীর্যবান রামও বাণরাশির দ্বারা উড়ে পড়তে-আসা সেই শূলটিকে নিবারণ করলেন।।৬১।। আগুন যেমন

নির্দদাহ স তান্ বাণান্ রামকার্মুকনিঃসৃতান্। রাবণস্য মহাশূলঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ।। ৬২
তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতাঞ্ছূলসংস্পর্শচূর্ণিতান্। সায়কানন্তরিক্ষস্থান্ রাঘবঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৬৩
স তাং মাতলিনা নীতাং শক্তিং বাসবসম্মতাম্। জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধো রাঘবো রঘুনন্দনঃ।। ৬৪
সা তোলিতা বলবতা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা। নভঃ প্রজ্বলয়ামাস যুগান্তোল্কেব সপ্রভা।। ৬৫
সা ক্ষিপ্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য তস্মিঞ্ছূলে পপাত হ। ভিন্নঃ শক্ত্যা মহাঞ্ছূলো নিপপাত গতদ্যুতিঃ।। ৬৬
নির্বিভেদ ততো বাণৈর্হয়ানস্য মহাজবান্। রামঃ ক্ষিপ্তৈর্মহাবেগৈর্বাণবজ্রিরজিহ্মগৈঃ।। ৬৭
নির্বিভেদোরসি তদা রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ। রাঘবঃ পরমায়ত্তো ললাটে পত্রিভিস্ত্রিভিঃ।। ৬৮
স শরৈর্ভিন্নসর্বাঙ্গো গাত্রপ্রস্রুতশোণিতঃ। রাক্ষসেন্দ্রঃ সমূহস্থঃ ফুল্লাশোক ইবাবভৌ।। ৬৯
স রামবাণৈরতিবিদ্ধগাত্রোনিশাচরেন্দ্রঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ।
জগাম খেদঞ্চ সমাজমধ্যে ক্রোধঞ্চ চক্রে সুভৃশং তদানীম্।। ৭০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

পতঙ্গসমূহকে দগ্ধ করে, রাবণের বিরাট শূল তেমনি রামের ধনু হতে নিঃসৃত সেই বাণরাশিকে দগ্ধ করে ফেললো।।৬২।। শূলের সংস্পর্শে আসামাত্রই আকাশেই বাণগুলিকে ভস্মীভূত হতে দেখে রাম রেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।।৬৩।। রঘুনন্দন রাম। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইন্দ্রের মনঃপূত, মাতলির দ্বারা আনীত শক্তি-নামক অস্ত্রকে তুলে নিলেন।।৬৪।। শক্তি-নামক অস্ত্রে সংলগ্ন ঘণ্টাগুলি শব্দ করে চলছে। রাম সেটিকে তোলামাত্রই যুগান্তকালীন উলকার মতো তা আকাশকে উজ্জ্বল করে তুললো।।৬৫।। রামের নিক্ষিপ্ত বিশাল সেই শক্তি অস্ত্র রক্ষোরাজ রাবণের শূলের ওপর গিয়ে পড়লো। তাতে সেই বিরাট শূলটি হলো টুকরো টুকরো। শূলটি ভেঙে গিয়ে দীপ্তিহীন হলো। অতঃপর পড়ে গেলো মাটিতে।।৬৬।। রাম এবার সোজা চলে যায় এমন সব দ্রুতগামী ক্ষিপ্ত বাণরাশির দ্বারা রাবণের অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে করলেন বিদীর্ণ।।৬৭।। অতঃপর রাম তীক্ষ্ণ বাণরাশির দ্বারা রাবণের বুককে বিদীর্ণ করলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাম এবার তার ললাটে তিনটি বাণ মেরে করলেন বিদ্ধ।।৬৮।। রাবণের সর্ব অঙ্গ বিদ্ধহলো। গা-দিয়ে বইতে লাগলো রক্তের ধারা। রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থানকারী রাবণকে তখন ফুলে-ভরা অশোকতরুর মতো দেখাচ্ছিলো।।৬৯।। এইভাবে রক্ষোরাজ রামের বাণরাশির দ্বারা দেহে ভীষণভাবে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত-কলেবরে যুদ্ধের মধ্যে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলো। সে তখন নিদারুণভাবে গেলো রেগে।।৭০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্ব্যধিকশততম (১০২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাবণং প্রতি শ্রীরামস্য তিরস্কারবাক্যম্, তেনাহতস্য রাবণস্য রথং প্রতিনিবর্ত্য সারথেঃ পলায়নঞ্চ।

স তু তেন তদা ক্রোধাৎ কাকুৎস্থেনার্দিতো ভৃশম্। রাবণঃ সমরশ্লাঘী মহাক্রোধমুপাগমৎ।। ১
স দীপ্তনয়নোঽমর্ষাচ্চাপমুদ্যম্য বীর্যবান্। অভ্যর্দয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো রাঘবং পরমাহবে।। ২

শতোত্তর তৃতীয় (১০৩) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা রাবণের তিরস্কার। রামের দ্বারা আহত রাবণকে নিয়ে সারথির পলায়ন।

রাম রেগে রাবণকে ভীষণভাবে আহত করলেন। যুদ্ধ নিয়ে আত্মপ্রশংসা-পরায়ণ রাবণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো।।১।। বীর্যবান রাবণের চোখ তখন ক্রোধে জ্বলছে। সেই মহাসংগ্রামে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ রামকে পীড়িত করতে লাগলো।।২।। মেঘ যেমন আকাশ হতে বারির সহস্রধারা বর্ষণ করে

বাণধারাসহস্রৈস্তু স তোয়দ ইবাম্বরাৎ। রাঘবং রাবণো বাণৈস্তটাকমিব পূরয়ন্।। ৩
পূরিতঃ শরজালেন ধনুর্মুক্তেন সংযুগে। মহাগিরিরিবাকম্প্যঃ কাকুৎস্থো নৈবকম্পতে।। ৪
স শরৈঃ শরজালানি বারয়ন্ সমরে স্থিতঃ। গভস্তীনিব সূর্যস্য প্রতিজগ্রাহ বীর্যবান্।। ৫
ততঃ শরসহস্রাণি ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ। নিজঘানোরসি ক্রুদ্ধো রাঘবস্য মহাত্মনঃ।। ৬
স শোণিতসমাদিগ্ধঃ সমরে লক্ষ্মণাগ্রজঃ। দৃষ্টঃ ফুল্ল ইবারণ্যে সুমহান্ কিংশুকদ্রুমঃ।। ৭
শরাভিঘাতসংরব্ধঃ সোঽভিজগ্রাহ সায়কান্। কাকুৎস্থঃ সুমহাতেজা যুগান্তাদিত্যবর্চসঃ।। ৮
ততোঽন্যোন্যং সুসংরব্ধৌ তাবুভৌ রাম-রাবণৌ। শরান্ধকারে সমরে নোপলক্ষয়তাং তদা।। ৯
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ। উবাচ রাবণং বীরঃ প্রহস্য পরুষং বচঃ।। ১০
মম ভার্যা জনস্থানাদজ্ঞানাদ্ রাক্ষসাধম। হৃতা তে বিবশা যস্মাত্তস্মাৎ ত্বং নাসি বীর্যবান্।। ১১
ময়া বিরহিতাং দীনাং বর্তমানাং মহাবনে। বৈদেহীং প্রসভং হৃত্বা শূরোঽহমিতি মন্যসে।। ১২
স্ত্রীষু শূর বিনাথাসু পরদারাভিমর্শনম্। কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে।। ১৩
ভিন্নমর্যাদ নির্লজ্জ চারিত্রেষ্বনবস্থিত। দর্পাম্মৃত্যুমুপাদায় শূরোঽহমিতি মন্যসে।। ১৪
শূরেণ ধনদভ্রাতা বলৈঃ সমুদিতেন চ। শ্লাঘনীয়ং মহৎ কর্ম যশস্যঞ্চ কৃতং ত্বয়া।। ১৫
উৎসেকেনাভিপন্নস্য গর্হিতস্যাহিতস্য চ। কর্মণঃ প্রাপ্নুহীদানীং তস্যাদ্য সুমহৎ ফলম্।। ১৬
শূরোঽহমিতি চাত্মানমবগচ্ছসি দুর্মতে। নৈব লজ্জাস্তি তে সীতাং চৌরবদ্ ব্যপকর্ষতঃ।। ১৭
যদি মৎসন্নিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাত্ত্বয়া বলাৎ। ভ্রাতরং তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ।। ১৮

জলাশয়কে পূর্ণ করে, তেমনি রাবণও হাজার হাজার বাণের বর্ষণ করে রাবণের দেহকে ভরিয়ে দিলো।।৩।। রাবণের ধনু হতে মুক্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হলো রামের দেহ। তবুও কাকুৎস্থ অটল মহাপর্বতের মতো অচঞ্চলভাবেই অবস্থিত রৈলেন।।৪।। শত শত শরজালকে প্রতিহত করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রৈলেন অচঞ্চল। সূর্যের কিরণের মতোই সেই বাণরাশিকে গ্রহণ করলেন।।৫।। ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস রাবণ অনন্তর ক্ষিপ্রহস্তে মহাত্মা রামের বুকে হাজার হাজার বাণের দ্বারা আঘাত করলো।।৬।। লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তখন রক্তে প্লাবিত হলেন। বনের মধ্যে পুষ্পিত বিশাল পলাশবৃক্ষের মতো তাঁকে তখন দেখাচ্ছিলো।।৭।। অত্যন্ত তেজস্বী রাম শরাঘাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। প্রলয়কালীন সূর্য কিরণের মতো সেই বাণরাশি তিনি গ্রহণ করলেন।।৮।। তখন রাম এবং রাবণ উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি এমনভাবে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন যে, তাতে সবদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। কেউই তখন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না।।৯।। দশরথপুত্র বীর রাম তখন খুব রেগে গিয়ে বেশ হেসে রাবণকে রুক্ষভাষায় বললেন—।।১০।। ওরে রাক্ষসাধম, জনস্থান থেকে আমার অজ্ঞাতে অসহায়া আমার পত্নীকে তুমি হরণ করেছো। তুমি তো কখনো বীর হতেই পারো না।।১১।। আমি কাছে ছিলাম না। বিশাল সেই অরণ্য। জোর করে সীতাকে হরণ করে নিজেকে তুমি বীর বলে মনে করছো ?।।১২।। অনাথা স্ত্রীকে হরণ করে নিজেকে বীর বলে মনে করেছো? এতো পরস্ত্রীর ওপর অত্যাচার ! এ তো কাপুরুষের কাজ ! আর তাই করে তুমি নিজেকে বীর মনে করছো ?।।১৩।। তুমি সজ্জনের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছো। নির্লজ্জ তুমি। চরিত্রহীন। দর্প করে মৃত্যুকে আহ্বান করে নিজেকে বীর বলে মনে করছো ?।।১৪।। কুবেরের ভ্রাতা তুমি। বীর, তুমি শক্তিতে মত্ত হয়ে প্রশংসনীয় বেশ মহদ্‌কর্মই করেছো।।১৫।। গর্বে প্রমত্ত হয়ে নিন্দিত অমঙ্গলকর কর্ম করেছো। এখন তার সমুহদ্‌ফল ভোগ করো।।১৬।। ওরে দুর্মতে, তুমি নিজেকে বীর বলে মনে করছো। সীতাকে চোরের মতো হরণ করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ?।।১৭।। যদি আমার সামনেই সীতাকে তুমি বলপূর্বক পীড়ন করতে তাহলে তুমি তখনই আমার বাণাঘাতে নিহত হয়ে ভ্রাতা খরের দর্শন লাভ করতে *(খরকে তো আমি পরলোকে পাঠিয়েছি। তোমাকেও তখন সেইখানে যেতে হতো)* ।।১৮।। ওরে

দিষ্ট্যাসি মম মন্দাত্মং শ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ। অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্।। ১৯
অদ্য তে মচ্ছরৈশ্ছিন্নং শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্। ক্রব্যাদা ব্যপকর্ষন্তু বিকীর্ণং রণপাংসুষু।। ২০
নিপত্যোরসি গৃধ্রস্তে ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তস্য রাবণ। পিবন্তু রুধিরং তর্ষাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্।। ২১
অদ্য মদ্বাণভিন্নস্য গতাসোঃ পতিতস্য তে। কর্ষন্ত্বন্ত্রাণি পতগা গরুত্মন্ত ইবোরগান্।। ২২
ইত্যেবং সংবদন্‌বীরো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ। রাক্ষসেন্দ্রং সমীপস্থং শরবর্ষৈরবাকিরৎ।। ২৩
বভূব দ্বিগুণং বীর্যং বলং হর্ষশ্চ সংযুগে। রামস্যাস্ত্রবলং চৈব শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ২৪
প্রাদুর্বভূবুরস্ত্রাণি সর্বাণি বিদিতাত্মনঃ। প্রহর্ষাচ্চ মহাতেজাঃ শীঘ্রহস্ততরোঽভবৎ।। ২৫
শুভান্যেতানি চিহ্নানি বিজ্ঞায়াত্মগতানি সঃ। ভূয় এবার্দয়দ্ রামো রাবণং রাক্ষসান্তকৃৎ।। ২৬
হরীণাঞ্চাশ্মনিকরৈঃ শরবর্ষৈশ্চ রাঘবাৎ। হন্যমানো দশগ্রীবো বিঘূর্ণহৃদয়োঽভবৎ।। ২৭
যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্। নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা।। ২৮
ক্ষিপ্তাশ্চাশু শরাস্তেন শস্ত্রাণি বিবিধানি চ। মরণার্থায় বর্তন্তে মৃত্যুকালোঽভ্যবর্তত।। ২৯
সূতস্তু রথনেতাস্য তদবস্থং নিরীক্ষ্য তম্। শনৈর্যুদ্ধাদসম্ভ্রান্তো রথং তস্যাপবাহয়ৎ।। ৩০
রথঞ্চ তস্যাথ জবেন সারথির্নিবার্য ভীমং জলদস্বনং তদা।
জগাম ভীত্যা সমরান্‌মহীপতিং নিরস্তবীর্যং পতিতং সমীক্ষ্য।। ৩১

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

দুষ্টাত্মন্, ভাগ্যবশতঃ আজ আমার চোখের সামনে তুমি এসে গেছো আজই ধারালো বাণের দ্বারা তোমায় আমি যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছাড়বো।।১৯।। কুণ্ডলে উজ্জ্বল তোমার যে মস্তক তা আজ আমার শরাঘাতে ছিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলায় গড়াগড়ি যাবে। কাঁচা-মাংসভোজী হিংস্র জন্তুরা সেটিকে ধরে করবে টানাটানি।।২০।। হে রাবণ, বাণরূপ শল্যের দ্বারা তোমায় আমি আঘাত করলে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। শকুনগুলি তখন তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাণাঘাতের ছিদ্রপথে উত্থিত রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটাবে *(তর্ষ—তৃষ্ণা, অভিলাষ)* ।।২১।। আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে আজ তুমি গতপ্রাণ হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। গরুড় যেমন সাপগুলিকে টেনে নিয়ে আসে, তেমনি পাখীরা এসে তোমার নাড়ীভুঁড়ি টেনে বের করে নেবে।।২২।। বীর শত্রুবিনাশী রাম ঐরকম বলে নিকটে স্থিত রক্ষোরাজ রাবণের ওপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন।।২৩।। যুদ্ধে শত্রুকে নিধন করতে চাইলে রামের অস্ত্রবল এবং আনন্দ দ্বিগুণ বর্ধিত হলো।।২৪।। সর্বজ্ঞ রামের কাছে অস্ত্রগুলির অধিদেবতাগণ আবির্ভূত হলেন। মহাতেজস্বী রাম তাতে অত্যন্ত আনন্দে হয়ে উঠলেন আরো ক্ষিপ্রহস্ত।।২৫।। এইসকল শুভ চিহ্নগুলি দেখে, চিন্তা করে, নিশ্চিন্ত হয়ে রাক্ষসঘাতী রাম রাবণকে পুনর্বার পীড়িত করলেন।।২৬।। রাম করছিলেন বাণ-বর্ষণ। তাতে আহত হওয়ায় রাবণের হৃদয় ঘুরতে লাগলো।।২৭।। রাবণ আর শস্ত্র চালাতে পারছে না। তুলতে পারছেনা ধনুর্বাণও। তার অন্তরাত্মা বিকল। তাই দেখে রামও আর কোনো বিক্রম প্রকাশ করলেন না।।২৮।। পূর্বে তাঁর দ্বারা নানাধরণের যেসব অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো সেগুলিই তার মৃত্যু ডেকে এনেছিলো। এখন অন্তিমকাল উপস্থিত হলো।।২৯।। রথচালক সূত তার এই অবস্থা দেখে যুদ্ধ থেকে অবিচলভাবে আস্তে আস্তে তার রথ নিয়ে চলে গেলো।।৩০।। রাজা রাবণকে বীর্যহীন এবং পতিত দেখে সারথি মেঘের মতো ভীষণ গর্জনকারী সেই রথটিকে ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দ্রুতগতিতে ফিরিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলো।।৩১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর তৃতীয় (১০৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

সারথিং প্রতি রাবণস্য তিরস্কারঃ, তদুত্তরেণ রাবণং সন্তুষ্য সারথেঃ পুনর্যুদ্ধস্থলে আগমনঞ্চ।

স তু মোহাৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ। ক্রোধসংরক্তনয়নো রাবণঃ সূতমব্রবীৎ।। ১
হীনবীর্যমিবাশক্তং পৌরুষেণ বিবর্জিতম্। ভীরুং লঘুমিবাসত্ত্বং বিহীনমিব তেজসা।। ২
বিমুক্তমিব মায়াভিরস্ত্রৈরিব বহিষ্কৃতম্। মামবজ্ঞায় দুর্বুদ্ধে স্বয়া বুদ্ধ্যা বিচেষ্টসে।। ৩
কিমর্থং মামবজ্ঞায় মচ্ছন্দমনবেক্ষ্য চ। ত্বয়া শত্রুসমক্ষং মে রথোঽয়মপবাহিতঃ।। ৪
ত্বয়াদ্য হি মমানার্য চিরকালমুপার্জিতম্। যশো বীর্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিতঃ।। ৫
শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্যস্য রঞ্জনীয়স্য বিক্রমৈঃ। পশ্যতো যুদ্ধলুব্ধোঽহং কৃতঃ কাপুরুষস্ত্বয়া।। ৬
যত্ত্বং রথমিমং মোহান্ন চেদ্ বহসি দুর্মতে। সত্যোঽয়ং প্রতিতর্কো মে পরেণ ত্বমুপস্কৃতঃ।। ৭
নহি তদ্ বিদ্যতে কর্ম সুহৃদো হিতকাঙ্ক্ষিণঃ। রিপূণাং সদৃশং ত্বেতদ্ যত্ত্বয়ৈতদনুষ্ঠিতম্।। ৮
নিবর্তয় রথং শীঘ্রং যাবন্নাপৈতি মে রিপুঃ। যদি বাধ্যুষিতোঽসি ত্বং স্মর্যতে যদি মে গুণঃ।। ৯
এবং পরুষমুক্তস্তু হিতবুদ্ধিরবুদ্ধিনা। অব্রবীদ্ রাবণং সূতো হিতং সানুনয়ং বচঃ।। ১০
ন ভীতোঽস্মি ন মূঢোঽস্মি নোপজপ্তোঽস্মি শত্রুভিঃ। ন প্রমত্তো ন নিঃস্নেহো বিস্মৃতা ন চ সৎক্রিয়া।। ১১
ময়া তু হিতকামেন যশশ্চ পরিরক্ষতা। স্নেহপ্রসন্নমনসা হিতমিত্যপ্রিয়ং কৃতম্।। ১২
তস্মিন্নর্থে মহারাজ ত্বং মাং প্রিয়হিতে রতম্। কশ্চিল্লঘুরিবানার্যো দোষতো গন্তুমর্হসি।। ১৩

চতুরধিক শততম (১০৪) সর্গ

সারথিকে রাবণের তিরস্কার। প্রত্যুত্তরে রাবণকে সন্তুষ্ট করে সারথির পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন।

রাবণ একটু পরেই চেতনালাভ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যমের দ্বারাই প্রেরিত হয়ে রাগে চোখ লাল করে মোহবশতঃ সারথিকে বললো—।।১।। ওরে দুর্বুদ্ধে সারথি, তুমি আমায় ভেবেছো হীনবীর্য। অক্ষম। পৌরুষহীন। ভীরু। শক্তিহীন। হালকা এবং তেজোহীন।।২ ।। আমায় ভেবেছো মায়াহীন এবং অস্ত্রে অনভিজ্ঞ। তাই ওরে দুর্বুদ্ধে, আমাকে অবজ্ঞা করে নিজের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতেই কাজ করতে যাচ্ছো।।৩।। আমায় অবজ্ঞা করে, আমার ইচ্ছা না জেনেই কেন তুমি শত্রু সমক্ষেই আমার রথকে রণক্ষেত্র থেকে নিয়ে পালিয়ে এলে ?।।৪ ।। ওরে অনার্য, আমার দীর্ঘকালের সাধনায় অর্জিত যশ, বীর্যবত্তা, তেজ এবং আমি বীর বলে জনগণের মধ্যে যে বিশ্বাস, তা তুমি বিনষ্ট করেছো।।৫ ।। আমি যুদ্ধ-লোভী। অথচ বীরত্বের জন্য প্রখ্যাত। বিক্রমের দ্বারা জনগণকে রঞ্জনকারী যে শত্রু, তার কাছে তুমি আমায় কাপুরুষ করে দিয়েছো *(রাবণ এইখানে শত্রুরূপী রামকে বোঝাতে চেয়েছে)* ।।৬।। হে দুর্মতে, তুমি যদি মোহবশতঃ আমার এই রথ রণক্ষেত্রে নিয়ে না যাও, তাহলে সত্যই আমি বুঝবো যে অন্যের কাছে তুমি উৎকোচ নিয়েছো।।৭ ।। যারা সুহৃদ, যারা কল্যাণ কামনা করে, তারা এইধরণের কাজ করতে পারে না। তুমি যা করেছো, তা শত্রুরই মতো।।৮।। শত্রু যাতে পালিয়ে না যায়, তাই সত্বর আমার রথ ফিরিয়ে নিয়ে চলো। তুমি তো বহুদিন ধরেই আমার কাছে আছো। আমার গুণ স্মরণ করো।।৯।। দুর্বুদ্ধি রাবণ মঙ্গলবুদ্ধি সারথিকে এই সব কঠোরবাক্য বললো। তখন সারথি রাবণকে অনুনয় করে বলতে লাগলো—।।১০।। মহারাজ, আমি ভয় পাই নি। বোকাও নই আমি। শত্রুরা কেউ আমায় প্ররোচিতও করে নি। আমি প্রমত্তও নই। আপনার প্রতি নই আমি স্নেহহীনও। আপনি আমার যে সব উপকার করেছেন, তাও আমি ভুলি নি।।১১।। আমি আপনার কল্যাণ-কামনা করে এবং খ্যাতি রক্ষার জন্য স্নিগ্ধ প্রসন্নচিত্তে আপনার ভালোর জন্যেই রথ ফিরিয়ে নিয়ে এসে এই অপ্রিয় কাজ করেছি।।১২।। মহারাজ, আমি সর্বদাই আপনার প্রিয় এবং কল্যাণ কর্মে নিরত। হালকা চরিত্রের অনার্যের মতো আমাকে আপনার দোষারোপ করা উচিত নয়।।১৩।। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ওঠে। তখন নদীর স্রোত ও বেগ পরিবর্তিত হয়। তেমনি আমিও যে আপনার রথ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে এনেছি, তার কারণ শুনুন *(জোয়ার ভাঁটায় নদী-জলের গতির পরিবর্তন হয়। তারই*

শ্রূয়তাং প্রতিদাস্যামি যন্নিমিত্তং ময়া রথঃ। নদীবেগ ইবাম্ভোভিঃ সংযুগে বিনিবর্তিতঃ।। ১৪
শ্রমং তবাবগচ্ছামি মহতা রণকর্মণা। নহি তে বীর্যসৌমুখ্যং প্রকর্ষং নোপধারয়ে।। ১৫
রথোদ্বহনখিন্নাশ্চ ভগ্না মে রথবাজিনঃ। দীনা ঘর্মপরিশ্রান্তা গাবো বর্ষহতা ইব।। ১৬
নিমিত্তানি চ ভূয়িষ্ঠং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ। তেষু তেম্বভিপন্নেষু লক্ষয়াম্যপ্রদক্ষিণম্।। ১৭
দেশ-কালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষ্মণানীঙ্গিতানি চ। দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ মহাবলম্।। ১৮
স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ। যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্।। ১৯
উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্। সর্বমেতদ্ রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা।। ২০
তব বিশ্রামহেতোস্তু তথৈষাং রথবাজিনাম্। রৌদ্রং বর্জয়তা খেদং ক্ষমং কৃতমিদং ময়া।। ২১
স্বেচ্ছয়া ন ময়া বীর রথোঽয়মপবাহিতঃ। ভর্তুঃ স্নেহপরীতেন ময়েদং যৎকৃতং প্রভো।। ২২
আজ্ঞাপয় যথাতত্ত্বং বক্ষ্যস্যরিনিষূদন। তৎকরিষ্যাম্যহং বীর গতানৃণ্যেন চেতসা।। ২৩
সন্তুষ্টস্তেন বাক্যেন রাবণস্তস্য সারথেঃ। প্রশস্যৈনং বহুবিধং যুদ্ধলুব্ধোঽব্রবীদিদম্।। ২৪
রথং শীঘ্রমিমং সূত রাঘবাভিমুখং নয়। নাহত্বা সমরে শত্রূন্ নিবর্তিষ্যতি রাবণঃ।। ২৫
এবমুক্ত্বা রথস্তস্য রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। দদৌ তস্য শুভং হ্যেকং হস্তাভরণমুত্তমম্।
শ্রুত্বা রাবণবাক্যানি সারথিঃ সন্ন্যবর্তত।। ২৬
ততো দ্রুতং রাবণবাক্যচোদিতঃ প্রচোদয়ামাস হয়ান্ স সারথিঃ।
স রাক্ষসেন্দ্রস্য ততো মহারথঃ ক্ষণেন রামস্য রণাগ্রতোঽভবৎ।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

সঙ্গে এখানে তুলনা করা হয়েছে) ।।১৪।। আমি বুঝতে পারলাম, কঠোর যুদ্ধ কর্মে আপনি ক্লান্ত। যুদ্ধে আপনার বীর্যবত্তার উৎকর্ষ আর দেখতে পাচ্ছিলাম না।।১৫।। আমার রথের ঘোড়াগুলি রথ টেনে টেনে ক্লান্ত। এবং অবসন্ন। গ্রীষ্মের পরিশ্রান্ত গোরুগুলি বৃষ্টির দ্বারা তাড়িত হলে যেমন পরিশ্রান্ত এবং দীন হয়ে যায়, সেই অবস্থা আজ এই ঘোড়াগুলির।।১৬।। তখন অনেক দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো। সেইসব দেখে আমার মনে হলো, দুর্যোগ আসন্ন আমাদের।।১৭।। সারথিকে ভালো করে জানতে হবে দেশ এবং কাল, শুভ এবং অশুভ লক্ষণ ও ইঙ্গিত। জানতে হবে দৈন্য, হর্ষ, খেদ। এবং রথীর বলাবল...।।১৮।। তারও জানা দরকার। জানা দরকার যে স্থান দিয়ে রথ চলবে সে স্থানের নিম্নতা, ভূমির সমতা ও বন্ধুরতা। যুদ্ধের যথোচিত সময় এবং শত্রুর ছিদ্র তাকে জানতে হবে।।১৯।। কখন রথ এগিয়ে নিতে হবে, কখন পালিয়ে যেতে হবে, কখন মরে যেতে হবে এই সবই রথস্থ সারথিকে জানতে হবে। সেই তো রথের কুটুম্ব *(রথ চালকের গুণাবলী ও কর্তব্য সম্বন্ধে ঋষিকবির পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লক্ষণীয়।)* ।।২০।। আপনার বিশ্রামের জন্য এবং রথের এই ঘোড়াগুলির দারুণ ক্লান্তি দূর করার জন্যে আমি ফিরে এসেছি। এটা তো যোগ্য কাজ বলেই মনে করি।।২১।। হে বীর, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এই রথ ফিরিয়ে আনি নি। প্রভো, আমি যা করেছি তা প্রভুর প্রতি স্নেহবশতঃই।।২২।। হে শত্রুহন্তা, হে বীর, এখন আপনি যা আদেশ করবেন, তাইই করবো আমি। তাতে মনের দিক থেকে আমি ঋণমুক্ত হবো।।২৩।। তখন যুদ্ধলুব্ধ রাবণ সারথির বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বহুবিধ প্রশংসা করে বললো—।।২৪।। হে সারথে, রামের দিকে শীগগির রথ নিয়ে চলো। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা না করে রাবণ ফিরবে না।।২৫।। এইকথা বলে রাক্ষসরাজ রাবণ সারথিকে একটি উত্তম হস্তাভরণ দান করলো। রাবণের কথা শুনে সারথিও রথ নিয়ে চললো রণক্ষেত্রে।।২৬।। রাবণের বাক্যে প্ররোচিত হয়ে সারথি এবার দ্রুত অশ্বগুলিকে চালিয়ে নিয়ে চললো। রাক্ষসরাজ রাবণের সেই বিশাল রথ তখন মুহূর্তের মধ্যেই রণভূমিতে রামের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো।।২৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর চতুর্থ (১০৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বিজয়ায় অগস্ত্যেন মুনিনা 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্রপাঠস্যানুমতিদানম্

ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়া স্থিতম্। রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।। ১
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্। উপাগম্যাব্রবীদ্ রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা।। ২
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্। যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে।। ৩
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্। জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্।। ৪
সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্। চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্।। ৫
রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্। পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্।। ৬
সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ। এষ দেবাসুরগণাঁল্লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ।। ৭
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ। মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ।। ৮

শতোত্তর পঞ্চম (১০৫) সর্গ

শ্রীরামের বিজয়ের জন্য অগস্ত্যমুনির দ্বারা 'অদিত্য হৃদয়' স্তোত্রপাঠের অনুমতি-দান

রাবণ যুদ্ধে পরিশ্রান্ত। যুদ্ধের জন্য চিন্তামগ্ন। যুদ্ধের জন্য রণক্ষেত্রে সে উপস্থিত।। ১ ।। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ দেখার জন্য সমাগত ভগবান অগস্ত্য রাবণকে এই অবস্থায় দেখতে পেলেন।।২।। তিনি বললেন, আনন্দদায়ক মহাবীর রাম, গোপনীয় কিন্তু চিরন্তন একটি স্তব তোমায় আমি বলছি। শোনো বাছা, এর দ্বারাই যুদ্ধে সব শত্রুকে তুমি জয় করতে পারবে।।৩।। সেটি হচ্ছে পবিত্র 'আদিত্য হৃদয়' স্তব। এই স্তবের দ্বারা শত্রুসকলকে বিনাশ করা যায়। চিরকালের কল্যাণকর এবং অক্ষয় মন্ত্রজপ জয়প্রদ।।৪।। এই স্তব সর্ববিধ পাপ বিনাশ করে। এবং সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করে। চিন্তা এবং শোক প্রশমিত করে। এবং উত্তম আয়ু বর্ধন করে।।৫ ।। ভগবান ভাস্কর রশ্মিমান। এবং উদয়শীল। দেবতা এবং অসুরেরা তাকে নমস্কার করে। সেই ভুবনেশ্বর বিবস্বানকে তুমি পূজা করো *(ফলকামনায় স্তোত্র পাঠাদি করতে হলে তাতে প্রথমেই বিনিয়োগ ও ন্যাসমন্ত্র পাঠ করতে হয়। পাঠকের সুবিধার্থে তা এখানে প্রদত্ত হলো। বিনিয়োগঃ— অস্য আদিত্যহৃদয়স্তোত্রস্যাগস্ত্যঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, আদিত্যহৃদয়ভূতো ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, নিরস্তাশেষবিঘ্নতয়া ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধৌ সর্বত্র জয়সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ। ঋষ্যাদিন্যাসঃ—শিরসি— ওঁ অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ। মুখে— অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি— আদিত্যহৃদয়ভূতব্রহ্মদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে— ওঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ — ওঁ রশ্মিমতে শক্তয়ে নমঃ। নাভৌ— ওঁ তৎ সবিতু রিত্যাদি গায়ত্রীকীলকায় নমঃ। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসৌ—এই স্তোত্রের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস তিন প্রকারে করা যায়। কেবল প্রণব (ওঁ) দ্বারা, গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অথবা 'রশ্মিমতে নমঃ' ইত্যাদি ছয়টি নাম-মন্ত্রদ্বারা। অন্য দুইটি সহজ বলিয়া আমরা এই স্থলে নাম-মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করন্যাস উল্লেখ করিলাম। ওঁ রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে শিরসে স্বাহা, ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ বিবস্বতে কবচায় হুম্, ওঁ ভাস্করায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভুবনেশ্বরার অস্ত্রায় ফট্। করন্যাস— ওঁ রশ্মিমতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ বিবস্বতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভাস্করায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভুবনেশ্বরায় করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এই রূপে ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত গায়ত্রী মন্ত্রে ভগবান্ সূর্যের ধ্যান এবং প্রণামকরত 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্র পাঠ করা উচিত। গায়ত্রী মন্ত্র— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ)*।। ৬।। সকল দেবতাই এই আদিত্যদেবের স্বরূপ বিশেষ। ইনি তেজস্বী ও রশ্মিরাশির উৎপাদক। ইনি কিরণের দ্বারা দেবতা, অসুর এবং জনগণকে রক্ষা করেন।। ৭ ।। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক ও প্রজাপতি। ইনিই মহেন্দ্র, কুবের, কাল, যম, সোম এবং বরুণ *(অতুল ঐশ্বর্য ও বিদ্যাসকল সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মা। সকলের পালক বলে বিষ্ণু। বিশ্বভুবনকে ধ্বংস করেন বলে রুদ্ররূপী শিব। ইন্দ্রিয়রাজিকে স্পন্দন বা শোষণ করেন বলে স্কন্দ, নিজের শক্তির দ্বারা সকলের উপাদান এবং বস্তুমাত্রেরই অধীশ্বর বলে ইনি প্রজাপতি)*।।৮।। হে আদিত্যদেব, আপনিই পিতৃগণরূপে সকলের জন্মের জন্য বীজ প্রদান করেন। আপনি ধনের আকর বলে বসু। সকলেই আপনাকে সাধনা করে বলে আপনি সাধ্য। আপনি অশ্বিনীকুমাররূপে সকলের রোগ

পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ। বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ।। ৯
আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্। সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ।। ১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্। তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্তণ্ডকোংশুমান্।। ১১
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ। অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ।। ১২
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃসামপারগঃ। ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গমঃ।। ১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্বতাপনঃ। কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ভবঃ।। ১৪
নক্ষত্র-গ্রহ-তারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ। তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তু তে।। ১৫
নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ। জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ।। ১৬
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্যশ্বায় নমো নমঃ। নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ।। ১৭

বিনাশ করেন। আপনি সকলের প্রাণবায়ুস্বরূপ মরুৎ। আপনিই মনু। আপনি বায়ু, বহ্নি, জনগণ, প্রাণ, ষড়ঋতুর স্রষ্টা এবং আলো বিকিরণ করে প্রভাকর।।৯।। বিষয়রাশিকে আদান করেন বলে আপনি আদিত্য। মেঘ সৃষ্টি করে অন্নাদি সৃষ্টি করেন বলে আপনি সবিতা। সবাইকে কর্মে নিয়োজিত করে আপনি সূর্য। বাইরের আকাশ ও মানুষের হৃদয়াকাশে বিচরণ করার জন্য আপনি খগ। সবাইকে পোষণ করেন বলে আপনি পূষা। গভস্তি তথা কিরণদান করে আপনি গভস্তিমান। আপনি শ্রেষ্ঠ বস্তু সুবর্ণের মতো শ্রেষ্ঠ। আপনি লোকপ্রকাশক ভানু এবং সুবর্ণবর্ণ আপনার রেত তথা কিরণ বলে আপনি হিরণ্যরেতা। আপনি দিবাভাগকে নিয়ে আসেন বলে দিবাকর *(আদিত্যের বাচক এই নামগুলি আদিত্যের নানা লীলাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে)* ।।১০।। আপনার অশ্বগুলি হরিদ্‌বর্ণ বলে আপনি হরিদশ্ব। আপনি সহস্ররশ্মি। আপনার অশ্ব হলো সাতটি। আপনি দীপ্তিমান, আপনি অন্ধকার-বিনাশী, আপনিই শম্ভু, ত্বষ্টা, মার্তণ্ড এবং অংশুমান।।১১।। আপনিই হিরণ্যগর্ভ। সকলের শান্তির ইশত্যদান করে আপনি শিশির। তাপদান করে আপনি তপন। দিন নির্মাণের জন্য আপনি অহস্কর। আপনিই রবি। আপনি অগ্নিগর্ভ, অদিতির পুত্র। আপনি আকাশ-স্বরূপ বলে আপনি শঙ্খ। আপনি শৈত্যকে এবং জড়বুদ্ধিকে নাশ করে থাকেন।।১২।। আপনি আকাশের সৃষ্টিকর্তা বলে আপনি ব্যোমনাথ। অন্ধকার নাশ করেন বলে তমোভেদী। ঋক, যজুঃ এবং সামবেদের অভীষ্ট দেবতা আপনি, তাই আপনাকে বলা হয় ঋগ্‌-যজুঃ-সামপারগ। আপনিই মেঘ সৃষ্টি করে জলের বর্ষণ করেন। ভক্তের জন্য বর্ষণ করেন করুণার ধারা। তাই আপনি ঘনবৃষ্টি নামে অভিহিত। আপনি সকলের উপকার করেন বলে মিত্র। বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য-সঙ্কুল পথে লাফিয়ে চলে যাবার মতো দুর্গম ব্রহ্মনাড়ী মার্গে আপনি দ্রুত যাতায়াত করেন বলে আপনি বিন্ধ্য-বীথী-প্লবঙ্গম *(প্লবঙ্গম—লাফিয়ে যারা চলে। বানর। এইখানে সূর্য)* ।।১৩।। সকল তাপের উৎস বলে আপনি আতপী। গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিয়ে মণ্ডল রচনা করে আপনি মণ্ডলী। বিশ্বপ্রপঞ্চকে একদিন ধ্বংস করবেন বলে আপনিই মৃত্যু। পিঙ্গল নাড়ী প্রবর্তন করে আপনি পিঙ্গল। সকলকে উদ্দীপিত করে আপনি তাপন। ক্রান্তদর্শী বলে আপনি কবি। মহাতেজস্বী এবং লোহিত বর্ণ বলে আপনি রক্ত। নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা বলে সর্বভবোদ্ভব আপনি।।১৪।। নক্ষত্র, গ্রহ, তারাদের আপনি অধিপতি। বিশ্বকে পালন করেন বলে আপনি বিশ্বভাবন। তেজোবানদেরও আপনি তেজস্বী। বারো মাসে বারোটি রূপে আপনি বিরাজ করেন বলে আপনি দ্বাদশাত্মন্। আপনাকে প্রণাম করি।।১৫।। উদয়াচলস্বরূপ পূর্ব গিরিরূপী আপনাকে নমস্কার। অস্তাচল-স্বরূপ পশ্চিমাদ্রি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অধিপতি। আপনি দিনেরও অধিপতি। আপনাকে নমস্কার করি *(পশ্চিম + অদ্রি = পশ্চিমাদ্রি—পশ্চিমপর্বত)* ।।১৬।। আপনি মূর্তিমান জয়। ব্রহ্মলোকের দ্বারপাল জয়ভদ্র, সেও আপনি। আপনার কৃপা ছাড়া তো ব্রহ্মলোকে যাওয়া যাবে না। পূর্বকল্পে আপনি যখন রামমূর্তিতে এসেছিলেন, তখন হরি অর্থাৎ বানর হনুমান আপনার অশ্ব তথা বাহন হয়েছিলেন। তাই, আপনি হর্যশ্ব। সহস্রকিরণ আদিত্যদেব আপনাকে প্রণাম।।১৭।। দুর্জনের এবং দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের বিনাশে আপনি উগ্র, আপনি বীর, সার তথা শ্রেষ্ঠ বস্তুতেই আপনি গমন করেন বলে সারঙ্গ। বহির্জগতের পদ্ম এবং সাধকের হৃৎপদ্মকে আপনি বিকশিত করেন বলে আপনি পদ্ম-প্রবোধ। সর্বাধিক শক্তিশালী বলে আপনি প্রচণ্ড। আপনাকে

নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ। নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তু তে।। ১৮
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সুরায়াদিত্যবর্চসে। ভাস্বতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ।। ১৯
তমোঘ্নায় হিমোঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে। কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।। ২০
তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে। নমস্তমোঽভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে।। ২১
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ। পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ।। ২২
এষ সুপ্তেষু জাগর্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ। এষ বৈ চাগ্নিহোত্রঞ্চ ফলঞ্চৈবাগ্নিহোত্রিণাম্।। ২৩
দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেব চ। যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্বেষু পরমপ্রভুঃ।। ২৪
এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ। কীর্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব।। ২৫
পূজয়স্বৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্। এতত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি।। ২৬
অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি। এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্।। ২৭
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোঽভবত্তদা। ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্।। ২৮
আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বেদং পরং হর্ষমবাপ্তবান্ ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্যবান্।। ২৯
রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ। সর্বযত্নেন মহতা বৃতস্তস্য বধেঽভবৎ।। ৩০
অথ রবিরবদন্নিরীক্ষ্য রামং মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ।
নিশিচরপতিসংক্ষয়ং বিদিত্বা সুরগণমধ্যগতো বচস্ত্বরেতি।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

নমস্কার করি।।১৮।। । আপনি ব্রহ্ম, ঈশান, অচ্যুত, ঈশ, দেবতা, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বলে আদিত্যবর্চা। আপনি দীপ্তিমান, সবকিছুকে আপনি ভক্ষণ করেন বলে আপনি সর্বভক্ষ। অজ্ঞান বিনাশের জন্য আপনি ভীষণ বাহু ধারণ করেন বলে রৌদ্রবপু। আপনাকে নমস্কার।।১৯।। অন্ধকার বিনাশী, হিমনাশী, শত্রুঘাতী, অপরিমিত শক্তিশালী, আপনাকে নমস্কার। কৃতঘ্নদের আপনি বিনাশ করেন। জ্যোতির্মণ্ডলীর অধিপতি দ্যোতনশীল আপনাকে প্রণাম।।২০।। তপ্ত সোনার মতো আপনার আভা। আপনি সর্বদুঃখ-হরণকারী হরি, বিশ্বের নির্মাতা আপনি বিশ্বকর্মা। তমোরাশি বিনাশক, দীপ্তিমান, জগৎসাক্ষী আপনাকে নমস্কার।।২১।। প্রভু এই আদিত্যই প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন, আবার বিনাশ করেন। কিরণরাশির দ্বারা ইনিই ধ্বংস করেন, তপ্ত করেন এবং বর্ষণ করেন।।২২।। সকল প্রাণী ঘুমোলেও ইনি জীবসকলের হৃদয়ে জেগে বসে থাকেন। অগ্নিতে যাঁরা হবন করেন সেই অগ্নিহোত্রীদের আপনিই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। এবং তার ফল।।২৩।। দেবতা, যজ্ঞ, যজ্ঞফল এবং সকল জগতে যতো কর্তব্য রয়েছে, সবকিছুতেই এই প্রভু বিরাজ করছেন।।২৪।। হে রঘুবংশধর—কষ্টে, বিপদে, বনে এবং ভয়ে কোনো মানুষ যদি আদিত্যের নাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি কখনও অবসন্ন হবেন না *(সূর্যদেবতার যতো নাম এই স্তবে করা হয়েছে তাদের সবগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনুকরণে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করে সূর্যের মহিমা উপলব্ধি করা যায়)*।।২৫।। একাগ্র হয়ে দেবতাদেরোও দেবতা এই বিশ্বপতি সূর্যকে পূজা করো। তিনবার এই 'আদিত্য-হৃদয়' পাঠ করে যুদ্ধে তুমি বিজয় লাভ করবে।।২৬।। এইস্তব পাঠ করে, হে মহাবীর, তুমি রাবণকে হত্যা করবে। এই কথা বলে মহর্ষি অগস্ত্য যেখান থেকে এসেছিলেন, সেইখানে গেলেন চলে।।২৭।। এইকথা শুনে মহাতেজস্বী রাম এবার বীতশোক হলেন। অত্যন্ত প্রীত হয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই উপদেশ তিনি হৃদয়ে ধারণ করলেন।।২৮।। সূর্যের দিকে তাকিয়ে এই 'আদিত্য-হৃদয়' জপ করে তিনি পরম আনন্দলাভ করলেন। জপের পূর্বে তিনবার আচমন করে পবিত্র হয়ে সেই বীর্যবান রাম ধনু হাতে তুলে নিয়েছিলেন।।২৯।। রাবণকে সামনে দেখে জয়লাভের জন্যই তিনি ধনু ধারণ করে সর্বপ্রকার যত্ন করে তাকে হত্যায় উদ্যত হলেন।।৩০।। দেবগণের মধ্যে অবস্থান করে অতঃপর সূর্যদেব রামকে দেখে আনন্দিতচিত্তে রাক্ষসের মৃত্যু জেনে পরমহর্ষে বললেন, রাম তুমি তৎপর হও।।৩১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর পঞ্চম (১০৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষডধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাবণরথমবলোক্য মাতলিং প্রতি শ্রীরামস্য সাবধানবাক্যম্, রাবণস্য পরাজয়সূচকোৎপাতস্য শ্রীরামস্য বিজয়সূচক-শুভলক্ষণস্য চ বর্ণনম্

সারথিঃ স রথং হৃষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্। গন্ধর্বনগরাকারং সমুচ্ছ্রিতপতাকিনম্।। ১
যুক্তং পরমসম্পন্নৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ। যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণং পতাকাধ্বজমালিনম্।। ২
গ্রসন্তমির চাকাশং নাদয়ন্তং বসুন্ধরাম্। প্রণাশং পরসৈন্যানাং স্বসৈন্যস্য প্রহর্ষণম্।। ৩
রাবণস্য রথং ক্ষিপ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ। তমাপতন্তং সহসা স্বনবন্তং মহাধ্বজম্।। ৪
রথং রাক্ষসরাজস্য নররাজো দদর্শ হ। কৃষ্ণবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রৌদ্রেণ বর্চসা।। ৫
দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানং সূর্যবর্চসম্। তডিৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্।। ৬
শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাধরমিবাম্বুদম্। স দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশমাপতন্তং রথং রিপোঃ।। ৭
গিরের্বজ্রাভিমৃষ্টস্য দীর্যতঃ সদৃশস্বনম্। বিস্ফারয়ন্ বৈ বেগেন বালচন্দ্রানতং ধনুঃ।। ৮
উবাচ মাতলিং রামঃ সহস্রাক্ষস্য সারথিম্। মাতলে পশ্য সংরব্ধমাপতন্তং রথং রিপোঃ।। ৯
যথাপসব্যং পততা বেগেন মহতা পুনঃ। সমরে হন্তুমাত্মানং তথানেন কৃতা মতিঃ।। ১০
তদপ্রমাদমাতিষ্ঠ প্রত্যুদ্‌গচ্ছ রথং রিপোঃ। বিধ্বংসয়িতুমিচ্ছামি বায়ুর্মেঘমিবোত্থিতম্।। ১১
অবিক্লবমসম্ভ্রান্তমব্যগ্রহৃদয়েক্ষণম্। রশ্মিসঞ্চারনিয়তং প্রচোদয় রথং দ্রুতম্।। ১২

শতোত্তর ষষ্ঠ (১০৬) সর্গ

রাবণের রথ দেখে মাতলির প্রতি রামের সাবধানবাক্য। রাবণের পরাজয়সূচক উৎপাত এবং শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণের বর্ণনা।

রাবণের সারথি আনন্দিত হয়ে শত্রুসৈন্যবাহিনী-বিনাশী এবং আকারে গন্ধর্বনগরের মতো সুবিশাল ও সুবিচিত্র রথ নিয়ে এলো। তাতে পত্‌পত্ করে উড়ছে পতাকা।।১।। সুন্দর সোনার হারে সাজানো অশ্ব তাতে সংযুক্ত হয়েছে। যুদ্ধের নানা উপকরণে রথটি পূর্ণ। পতাকা দিয়ে সেটিকে সজ্জিত করা হয়েছে।।২।। ভয়ঙ্কর তার শব্দ। যেন তা আকাশ ও পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে। শত্রুসৈন্যদের বিনাশী এবং নিজ সৈন্যদের আনন্দবর্ধক সেই ধ্বনি।।৩।। সারথি রাবণের সেই রথটিকে দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলো। বিশাল পতাকা এবং ভীষণ গর্জন করে সেই রথ রামের দিকে এগিয়ে চলেছে।।৪।। নরপতি রাম দেখলেন রাক্ষসপতি রাবণের বিশাল ধ্বজসমন্বিত রথটিকে কালো ঘোড়ায় টেনে চলেছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে সেই রথের দীপ্তি।।৫।। আকাশে সূর্যোজ্জ্বল বিমানের মতো দেখাচ্ছিলো এই রথকে। রথের পতাকাগুলি যেন বিদ্যুতের ছটা। রথে রক্ষিত অস্ত্রগুলিকে ইন্দ্রের অশ্বের মতোই দেখাচ্ছিলো।।৬।। রথটি হতে বৃষ্টির মতো বাণ বর্ষিত হচ্ছিলো। যেন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করছে মেঘ। শত্রু রাবণের রথটিকে মেঘের মতো এগিয়ে আসতে দেখলেন রামচন্দ্র।।৭।। বজ্রের আঘাতে পাহাড় বিদীর্ণ হলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ হচ্ছিলো ঐ রথের। এই দৃশ্য দেখে রাম বালচন্দ্রের মতো তাঁর বাঁকা ধনুটি জোরে আস্‌ফালন করলেন।।৮।। রাম তখন সহস্রলোচন ইন্দ্রের সারথি মাতলিকে বললেন—মাতলে ; দেখো! দেখো, শত্রুর রথটি সবেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।।৯।। এই রথটি যখন ভীষণবেগে ডাইনে ঘুরে যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে এগিয়ে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে তা আত্মবিনাশেরই মতি করছে।।১০।। তাই তুমি শত্রুর রথের কাছে গিয়ে সাবধানে অবস্থান করো। বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করে, তেমনি আমিও একে বিনাশ করতে ইচ্ছা করছি।।১১।। তুমি নির্ভীকভাবে অবিচল-হৃদয়ে স্থিরদৃষ্টিতে লাগাম ঠিকভাবে সংযত করে রথ চালিয়ে দ্রুত চলো।।১২।। দেবরাজ ইন্দ্রের রথের যোগ্য সারথি তুমি। তোমাকে কিছু বলার নেই। আমি

কামং ন ত্বং সমাধেয়ঃ পুরন্দররথোচিতঃ। যুযুৎসুরহমেকাগ্রঃ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে।। ১৩
পরিতুষ্টঃ স রামস্য তেন বাক্যেন মাতলিঃ। প্রচোদয়ামাস রথং সুরসারথিরুত্তমঃ।। ১৪
অপসব্যং ততঃ কুর্বন্ রাবণস্য মহারথম্। চক্রসন্তুতরজসা রাবণং ব্যবধূনয়ৎ।। ১৫
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবস্তাম্রবিস্ফারিতেক্ষণঃ। রথপ্রতিমুখং রামং সায়কৈরবধূনয়ৎ।। ১৬
ধর্ষণামর্ষিতো রামো ধৈর্যং রোষেণ লঙ্ঘয়ন্। জগ্রাহ সুমহাবেগমৈন্দ্রং যুধি শরাসনম্।। ১৭
শরাংশ্চ সুমহাবেগান্ সূর্যরশ্মিসমপ্রভান্। তদুপোঢং মহদ্ যুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।। ১৮
পরস্পরাভিমুখয়োর্দৃপ্তয়োরিব সিংহয়োঃ। ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সমীয়ুর্দ্বৈরথং দ্রষ্টুং রাবণক্ষয়কাঙ্ক্ষিণঃ।। ১৯
সমুৎপেতুরথোৎপাতা দারুণা রোমহর্ষণাঃ। রাবণস্য বিনাশায় রাঘবস্যোদয়ায় চ।। ২০
ববর্ষ রুধিরং দেবো রাবণস্য রথোপরি। বাতা মণ্ডলিনস্তীব্রা ব্যপসব্যং প্রচক্রমুঃ।। ২১
মহদ্ গৃধ্রকুলং চাস্য ভ্রমমাণং নভঃস্থলে। যেন যেন রথো যাতি তেন তেন প্রধাবতি।। ২২
সন্ধ্যয়া চাবৃতা লঙ্কা জপাপুষ্পনিকাশয়া। দৃশ্যতে সম্প্রদীপ্তেব দিবসেঽপি বসুন্ধরা।। ২৩
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ সম্প্রপেতুর্মহাস্বনাঃ। বিষাদয়ংস্তে রক্ষাংসি রাবণস্য তদাহিতাঃ।। ২৪
রাবণশ্চ যতস্তত্র প্রচচাল বসুন্ধরা। রক্ষসাঞ্চ প্রহরতাং গৃহীতা ইব বাহবঃ।। ২৫
তাম্রাঃ পীতাঃ শিতাঃ শ্বেতাঃ পতিতাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ। দৃশ্যন্তে রাবণস্যাগ্রে পর্বতস্যেব ধাতবঃ।। ২৬
গৃধ্রৈরনুগতাশ্চাস্য বমন্ত্যো জ্বলনং মুখৈঃ। প্রণেদুর্মুখমীক্ষন্ত্যঃ সংরব্ধমশিবং শিবাঃ।। ২৭

একাগ্রভাবে যুদ্ধ করতে উৎসুক। তোমাকে তাই কিছু শিক্ষা দিচ্ছি না। শুধু স্মরণ করাচ্ছি।।১৩।। রামের এই বাক্যে মাতলি বেশ তুষ্ট হলেন। তখন উত্তম এই দেবসারথি রথ চালিয়ে দিলেন।।১৪।। রাবণের বিশাল রথটিকে ডাইনে রেখে মাতলি রামকে নিয়ে ইন্দ্রের রথটি নিয়ে চললেন। তাতে তার চাকা হতে এতো ধূলো উঠলো যে রাবণ তাতে কেঁপে উঠলো *(সব্য—বাম। অপসব্য—ডান। অধূনয়ৎ—কাঁপিয়ে দিলো)* ।। ১৫ ।। তখন দশগ্রীব রাবণের চোখ রাগে বিশাল এবং লাল হয়ে গেলো। সে তখন রামের দিকে রথের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাণের দ্বারা তাকে পীড়িত করতে লাগলো।।১৬।। এই আক্রমণে রেগে গেলেন রাম। তবুও যুদ্ধে ধৈর্য রক্ষা করে তিনি অত্যন্ত বেগবান ঐন্দ্র ধনু এবং বাণ তুলে নিলেন।।১৭।। সূর্যকিরণের মতো মহাবেগবান শররাশি তিনি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে ইচ্ছুক দু'জনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো।। ১৮ ।। দৃপ্ত সিংহের মতো রাম এবং রাবণ পরস্পর মুখোমুখি। তাঁদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখার জন্য রাবণের বিনাশকামী দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং ঋষিরা সবাই সেখানে সমাগত হলেন।। ১৯ ।। এইদিকে তখন রাবণের ধ্বংস এবং রামের অভ্যুদয়ের জন্য দারুণ রোমহর্ষক সব উৎপাত দেখা গেলো।।২০।। পর্জন্যদেব রাবণের রথের ওপর রক্তবৃষ্টি করতে লাগলেন। বায়ু তাকে বাঁয়ে রেখে আবর্তের সৃষ্টি করে তীব্রগতিতে বইতে লাগলো।।২১।। রাবণের রথ যে যে দিকে যাচ্ছিলো, সেই সেইদিকের আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছিলো।।২২।। বেলা না যেতেই লঙ্কানগরী জবাকুসুমের মতো রক্তবর্ণ- সন্ধ্যার দ্বারা আবৃত হয়ে গেলো দিনের বেলাতেই তখন পৃথিবী যেন জ্বলছে মনে হলো।।২৩।। বিরাট সব উলকা দারুণ শব্দ করে পড়ছিলো। রাবণের পক্ষে ঐ উলকাগুলি অমঙ্গলজনক। রাক্ষসেরা এতে বিষাদগ্রস্ত হলো।।২৪।। রাবণ যেখানে যেখানে যাচ্ছিলো, সেইসব স্থানে পৃথিবী কেঁপে উঠছিলো। প্রহারে প্রহারে রাক্ষসদের বাহুগুলি এমন হলো যে কেউ যেন সেইগুলিকে টেনে ধরে রেখেছে।।২৫।। রাবণের সামনে সূর্যকিরণ এমনভাবে এসে পড়ছিলো যে সেগুলি রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ দেখাচ্ছিলো। যেন পর্বতের বিচিত্র বর্ণের সব ধাতু! *(তাম্র—রক্ত, শিত—কৃষ্ণ)* ।।২৬।। শেয়ালগুলি রাবণের মুখের দিকে তাকিয়ে রেগে অমঙ্গলজনক শব্দ করছিলো। মুখ দিয়ে তারা আগুনের মতো শিখা করছিলো উদ্‌গিরণ। আর শকুনগুলি তাদের পিছু পিছু আসছিলো।।২৭।। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিকূল বায়ু বইতে

প্রতিকূলং ববৌ বায়ূ রণে পাংশূন্ সমুৎকিরন্। তস্য রাক্ষসরাজস্য কুর্বন্ দৃষ্টিবিলোপনম্।। ২৮
নিপেতুরিন্দ্রাশনয়ঃ সৈন্যে চাস্য সমন্ততঃ। দুর্বিষহ্যস্বরা ঘোরা বিনা জলধরোদয়ম্।। ২৯
দিশশ্চ প্রদিশঃ সর্বা বভূবুস্তিমিরাবৃতাঃ। পাংশুবর্ষেণ মহতা দুর্দর্শঞ্চ নভোঽভবৎ।। ৩০
কুর্বন্ত্যঃ কলহং ঘোরং সারিকাস্তদ্রথং প্রতি। নিপেতুঃ শতশস্তত্র দারুণা দারুণারুতাঃ।। ৩১
জঘনেভ্যঃ স্ফুলিঙ্গাশ্চ নেত্রেভ্যোঽশ্রূণি সন্ততম্। মুমুচুস্তস্য তুরগাস্তুল্যমগ্নিঞ্চ বারি চ।। ৩২
এবম্প্রকারা বহবঃ সমুৎপাতা ভয়াবহাঃ। রাবণস্য বিনাশায় দারুণাঃ সম্প্রজজ্ঞিরে।। ৩৩
রামস্যাপি নিমিত্তানি সৌম্যানি চ শিবানি চ। বভূবুর্জয়শংসীনি প্রাদুর্ভূতানি সর্বশঃ।। ৩৪
নিমিত্তানীহ সৌম্যানি রাঘবঃ স্বজয়ায় বৈ। দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টো হতং মেনে চ রাবণম্।। ৩৫
ততো নিরীক্ষ্যাত্মগতানি রাঘবো রণে নিমিত্তানি নিমিত্তকোবিদঃ।
জগাম হর্ষঞ্চ পরাঞ্চ নির্বৃতিং চকার যুদ্ধে হ্যধিকঞ্চ বিক্রমম্।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষডধিকশততমঃ সর্গঃ।

লাগলো। তাতে ভীষণভাবে ধূলো উড়ছে। রাক্ষসরাজ রাবণের চোখ তাতে ঢেকে গেলো।।২৮।। বিনা মেঘেই তার সৈন্যদের ওপর অসহ্য শব্দে ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র পতিত হলো।।২৯।। দিগ্‌বিদিক সব অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেলো। ধূলোর বর্ষণে আকাশকে দেখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো।।৩০।। ভীষণ ঝগড়া করতে করতে শত শত দারুণ সারিকা ভীষণ শব্দ করতে করতে তার রথের ওপর গিয়ে পতিত হতে লাগলো।।৩১।। তার অশ্বগুলির জঘন হতে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। আর চোখ হতে বইতে লাগলো অবিরল জলের ধারা। একসঙ্গেই আগুন আর জল তাদের দেহ হতে বের হচ্ছিলো।।৩২।। তখন রাবণের বিনাশের জন্যই এইরকমের বহুবিধ ভয়াবহ উৎপাত আবির্ভূত হলো।।৩৩।। অন্যদিকে সর্বত্র রামের জয়সূচক মঙ্গলজনক শুভ সব নিমিত্ত দেখা দিলো।।৩৪।। রাম নিজের জয়ের জন্য এইসব নিমিত্ত দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বুঝে গেলেন, রাবণ নিহত হবে।।৩৫।। তারপর নিমিত্ত সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞানী রাম যুদ্ধে নিজের হিতকর নিমিত্তগুলি দেখে পরম শান্তি এবং আনন্দলাভ করলেন। যুদ্ধে তিনি আরও বেশী পরাক্রম দেখাতে লাগলেন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর ষষ্ঠ (১০৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-রাবণয়োর্ঘোরং যুদ্ধম্

ততঃ প্রবৃত্তং সুক্রূরং রামরাবণয়োস্তদা। সুমহদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্।। ১
ততো রাক্ষসসৈন্যঞ্চ হরীণাঞ্চ মহদ্বলম্। প্রগৃহীতপ্রহরণং নিশ্চেষ্টং সমবর্তত।। ২
সম্প্রযুদ্ধৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা বলবন্নর-রাক্ষসৌ। ব্যক্ষিপ্তহৃদয়াঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ।। ৩

শতোত্তর সপ্তম (১০৭) সর্গ

শ্রীরাম এবং রাবণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ

রাম এবং রাবণের মধ্যে অনন্তর ঘোর দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হলো। ভীষণ ক্রুরতাপূর্ণ ছিলো সেই যুদ্ধ।।১।। রাক্ষস সৈন্যবাহিনী এবং বানরদের বিশাল বাহিনী তখন হাতে অস্ত্র নিয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো।।২।। নর রাম ও রাক্ষস রাবণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সকলের হৃদয় সেই যুদ্ধ দেখার জন্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। যুদ্ধ দেখে তারা বিস্মিত হয়ে গেলো।।৩।। উভয়পক্ষের সৈন্যদের হাতে ছিলো উদ্যত অস্ত্র। সব কিছু দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হলো। দাঁড়িয়ে রৈলো। কেউই কারও

নানাপ্রহরণৈর্ব্যগ্রৈর্ভুজৈর্বিস্মিতবুদ্ধয়ঃ। তস্থুঃ প্রেক্ষ্য চ সর্বং তে নাভিজগ্মুঃ পরস্পরম্।। ৪
রক্ষসাং রাবণং চাপি বানরাণাঞ্চ রাঘবম্। পশ্যতাং বিস্মিতাক্ষাণাং সৈন্যং চিত্রমিবাবভৌ।। ৫
তৌ তু তত্র নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা রাঘব-রাবণৌ। কৃতবুদ্ধী স্থিরামর্ষৌ যুযুধাতে হ্যভীতবৎ।। ৬
জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্তব্যমিতি রাবণঃ। ধৃতৌ স্ববীর্যসর্বস্বং যুদ্ধেঽদর্শয়তাং তদা।। ৭
ততঃ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবঃ শরান্ সন্ধায় বীর্যবান্। মুমোচ ধ্বজমুদ্দিশ্য রাঘবস্য রথে স্থিতম্।। ৮
তে শরাস্তমনাসাদ্য পুরন্দররথধ্বজম্। রথশক্তিং পরামৃশ্য নিপেতুর্ধরণীতলে।। ৯
ততো রামোঽপি সংক্রুদ্ধশ্চাপমাকৃষ্য বীর্যবান্। কৃতপ্রতিকৃতং কর্তুং মনসা সম্প্রচক্রমে।। ১০
রাবণধ্বজমুদ্দিশ্য মুমোচ নিশিতং শরম্। মহাসর্পমিবাসহ্যং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।। ১১
রামশ্চিক্ষেপ তেজস্বী কেতুমুদ্দিস্য সায়কম্। জগাম স মহীং ছিত্ত্বা দশগ্রীবধ্বজং শরঃ।। ১২
স নিকৃত্তোঽপতদ্ভূমৌ রাবণস্যন্দনধ্বজঃ। ধ্বজস্যোন্মথনং দৃষ্ট্বা রাবণঃ স মহাবলঃ।। ১৩
সম্প্রদীপ্তোঽভবৎ ক্রোধাদমর্ষাৎ প্রদহন্নিব। স রোষবশমাপন্নঃ শরবর্ষং ববর্ষ হ।। ১৪
রামস্য তুরগান্ দীপ্তৈঃ শরৈর্বিব্যাধ রাবণঃ। তে দিব্যা হরয়স্তত্র নাস্খলন্নাপি বভ্রমুঃ।। ১৫
বভূবুঃ স্বস্থহৃদয়াঃ পদ্মনালৈরিবাহতাঃ। তেষামসম্ভ্রমং দৃষ্ট্বা বাজিনাং রাবণস্তদা।। ১৬
ভূয় এব সুসংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষং মুমোচ হ। গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব চক্রাণি মুসলানি চ।। ১৭
গিরিশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ তথা শূলপরশ্বধান্। মায়াবিহিতমেতত্তু শরবর্ষমপাতয়ৎ।
সহস্রশস্তদা বাণানশ্রান্তহৃদয়োদ্যমঃ।। ১৮
তুমুলং ত্রাসজননং ভীমং ভীমপ্রতিস্বনম্। তদ্ বর্ষমভবদ্ যুদ্ধে নৈকশস্ত্রময়ং মহৎ।। ১৯
বিমুচ্য রাঘবরথং সমন্তাদ্ বানরে বলে। সায়কৈরন্তরিক্ষঞ্চ চকার সুনিরন্তরম্।। ২০

দিকে যুদ্ধে এগিয়ে গেলো না।।৪।। রাক্ষসসৈন্যেরা রাবণের প্রতি এবং বানরসৈন্যেরা রামের প্রতি তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ছবির মতো নিশ্চল হয়ে রৈলো।।৫।। রাম ও রাবণ সেই সব নিমিত্ত দেখেও ক্রোধে বিচলিত না হয়ে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন।।৬।। হয় জয়লাভ করবো, নয় মরবো —এই সঙ্কল্প নিয়ে রাবণ যুদ্ধে নিজের বীর্যবত্তা প্রদর্শন করতে লাগলো।।৭।। ক্রোধে বীর্যবান রাবণ তখন রামের রথের ধ্বজ লক্ষ্য করে শর-সন্ধান করলো।।৮।। ইন্দ্রের যে রথে বসে রাম যুদ্ধ করছিলেন, সেই রথের ধ্বজ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলো না বাণগুলি। রথের শক্তি-মহিমায় ভূতলে পতিত হলো।।৯।। তখন বীর্যবান রামও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনু আকর্ষণ করে মনে মনে প্রতিকার করার চেষ্টা করলেন।।১০।। তিনি রাবণের ধ্বজ লক্ষ্য করে ধারালো শর নিক্ষেপ করলেন। বিষাক্ত সর্পের মতো শরগুলি যেন নিজের তেজে জ্বলছিলো।।১১।। তেজস্বী রাম সেই ধ্বজকে উদ্দেশ্য করে শর নিক্ষেপ করলেন। রাবণের ধ্বজকে ছিন্ন করে সেই শর ভূতলে প্রবেশ করলো।।১২।। রাবণের রথের সেই ধ্বজ ছিন্ন হয়ে ধরাতলে পতিত হলো। মহাবলবান রাবণ ধ্বজের পতন দেখলো।।১৩।। সহ্য করতে না-পেরে রেগে সে যেন জ্বলছিলো। রোষের বশীভূত হয়ে সে করতে লাগলো শরবর্ষণ।।১৪।। রাবণ উজ্জ্বল শরের দ্বারা রামের অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করলো। স্বর্গীয় সেই অশ্বগুলি সেইখানে স্খলিত না হয়ে ঘুরতে লাগলো।।১৫।। তারা পূর্বের ন্যায় স্বস্থ হৃদয়েই রৈলো। মনে হলো যেন পদ্মনালের দ্বারাই তারা আহত হয়েছে। রাবণ তখন দেখলো যে অশ্বগুলি মোটেই কাতর হলো না।।১৬।। রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আবার শরবর্ষণ করতে লাগলো। গদা, পরিঘ, চক্র এবং মুষল ইত্যাদি পর পর বর্ষণ করতে লাগলো।।১৭।। গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল এবং পরশু শরবর্ষণের মতো বর্ষণ করতে লাগলো রাবণ। এইসব ছিলো মায়া-নির্মিত। উদ্যমের সঙ্গে অক্লান্তচিত্তে যুদ্ধে রাবণ এইসব নিক্ষেপ করতে লাগলো।।১৮।। ভীষণ তাদের শব্দ। তাতে ঐ স্থানে ভীষণ ভীতি উৎপন্ন হলো। কোনো একটি মাত্র অস্ত্রে সেখানে যুদ্ধ হলো না। বহুবিধ অস্ত্র ব্যবহৃত হলো সেখানে।।১৯।। রাবণের শররাশি তখন রামকে ছেড়ে চারদিকের বানরসেনা এবং আকাশকেও ভালোভাবে ছেয়ে ফেললো।।২০।। দশগ্রীব রাবণ

মুমোচ চ দশগ্রীবো নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা। ব্যাযচ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা তৎপরং রাবণং রণে।। ২১
প্রহসন্নিব কাকুৎস্থঃ সন্দধে নিশিতাঞ্ছরান্। স মুমোচ ততো বাণাঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ।। ২২
তান্ দৃষ্ট্বা রাবণশ্চক্রে স্বশরৈঃ খং নিরন্তরম্। তাভ্যাং নিযুক্তেন তদা শরবর্ষেণ ভাস্বতা।। ২৩
শরবদ্ধমিবাভাতি দ্বিতীয়ং ভাস্বদম্বরম্। নানিমিত্তোঽভবদ্ বাণো নানির্ভেত্তা ন নিষ্ফলঃ।। ২৪
অন্যোন্যমভিসংহত্য নিপেতুর্ধরণীতলে। তথা বিসৃজতোর্বাণান্ রামরাবণয়োর্মৃধে।। ২৫
প্রাযুধ্যেতামবিচ্ছিন্নমস্যন্তৌ সব্যদক্ষিণম্। চক্রতুশ্চ শরৈর্ঘোরৈর্নিরুচ্ছ্বাসমিবাম্বরম্।। ২৬
রাবণস্য হয়ান্ রামো হয়ান্ রামস্য রাবণঃ। জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং কৃতানুকৃতকারিণৌ।। ২৭
এবং তু তৌ সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্। মুহূর্তমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।। ২৮
তৌ তথা যুধ্যমানৌ তু সমরে রাম-রাবণৌ। দদৃশুঃ সর্বভূতানি বিস্মিতেনান্তরাত্মনা।। ২৯
অর্দয়ন্তৌ তু সমরে তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ। পরস্পরমভিক্রুদ্ধৌ পরস্পরমভিদ্রুতৌ।। ৩০
পরস্পরবধে যুক্তৌ ঘোররূপৌ বভূবতুঃ। মণ্ডলানি চ বীথীশ্চ গতপ্রত্যাগতানি চ।। ৩১
দর্শয়ন্তৌ বহুবিধাং সূতৌ সারথ্যজাং গতিম্। অর্দয়ন্ রাবণং রামো রাঘবং চাপি রাবণঃ।। ৩২
গতিবেগং সমাপন্নৌ প্রতিবেগনিবর্তনে। ক্ষিপতোঃ শরজালানি তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ।। ৩৩
চেরতুঃ সংযুগমহীং সাসারৌ জলদাবিব। দর্শয়িত্বা তদা তৌ তু গতিং বহুবিধাং রণে।। ৩৪
পরস্পরস্যাভিমুখৌ পুনরেব চ তস্থতুঃ। ধুরং ধুরেণ রথয়োর্বক্ত্রং বক্ত্রেণ বাজিনাম্।। ৩৫
পতাকাশ্চ পতাকাভিঃ সমীয়ুঃ স্থিতয়োস্তদা। রাবণস্য ততো রামো ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।। ৩৬

তখন প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে বাণনিক্ষেপ করতে লাগলো। যুদ্ধে এইভাবে বাণনিক্ষেপে নিরত রাবণকে রাম দেখলেন।।২১।। ককুৎস্থবংশধর বীর রাম তখন হাসতে হসতে ধারালো বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর সেই বাণের সংখ্যা ছিলো শত শত। সহস্র সহস্র।।২২।। তা দেখে রাবণও নিজে শর নিক্ষেপ করে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাঁদের দু'জনের দীপ্ত বাণরাজির সংঘাতে আকাশ ঝলসে উঠলো।।২৩।। গগনমণ্ডলকে তখন শরময় দ্বিতীয় উজ্জ্বল আকাশ বলে মনে হচ্ছিলো। কোনো বাণ সেখানে বিনা কারণে নিক্ষিপ্ত হয় নি। এমন কোনো বাণ ছিলো না, যা লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে নি। কোনো বাণই ব্যর্থ হয় নি।।২৪।। একটি বাণ অন্যটিকে আঘাত করে ভূতলে পতিত হলো। রাম এবং রাবণের মধ্যে এইভাবে বাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো।।২৫।। রাম রাবণ দু'জনেই ডাইনে আর বাঁয়ে ধনু-সঞ্চালন করে ঘোরতরভাবে যুদ্ধ করছেন। তাঁদের শরজালে আকাশ এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলো যে, আকাশে যেন আর খালি জায়গা রৈলো না।।২৬।। একে অপরের প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য রাম রাবণের অশ্বগুলিকে এবং রাবণ রামের অশ্বগুলিকে হত্যা করতে লাগলেন।।২৭।। এইভাবে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বেশ ভালোভাবেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যেই এমন তুমুল যুদ্ধ হলো যে, তা দেখে লোম খাড়া হয়ে উঠছিলো।।২৮।। সমস্ত প্রাণী বিস্মিতচিত্তে যুদ্ধে রাম-রাবণকে দেখতে লাগলো।।২৯।। যুদ্ধে তারা একে অপরের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দু'জনেই দু'জনের উত্তম রথকে ভেঙ্গেচূরে ফেলছেন।।৩০।। পরস্পরকে বধ করার জন্য তাঁরা ভীষণ রূপ ধারণ করেছেন। তাঁদের সুদক্ষ সারথিরা মণ্ডল, বীথী, গত এবং প্রত্যাগতগতিতে রথ ছুটিয়ে চলেছেন।।৩১।। এইভাবে উভয়েরই সারথি রথচালনার নানাবিধ গতিকৌশল দেখাতে লাগলো। রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে এইভাবে পীড়িত করতে লাগলেন।।৩২।। তাঁদের রথ দু'টি দ্রুত এগিয়ে এবং পিছিয়ে আসার গতিযুক্ত। তাঁদের উত্তম রথ দু'টি হতে শরজাল নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।।৩৩।। যুদ্ধ ভূমিতে ছোটাছুটি করার এই রথদু'টি জলবর্ষণের মতো শরবর্ষণ করায় মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো। যুদ্ধে এই রথদ্বয় বহুরকমের গতি দেখাচ্ছে।।৩৪।। রথদু'টিকে আবার মুখোমুখি স্থাপন করলেন তাঁরা। রথ-যুগলের সামনের অংশ একটির সঙ্গে অপরটির অশ্বগুলির মুখগুলি একরেখায় অবস্থিত হলো।।৩৫।। রথদু'টির পতাকা দু'টিও একরেখায় অবস্থিত। অতঃপর রাম ধনু হতে মুক্ত চারটি ধারালো শরের দ্বারা...।।৩৬।। রাবণের রথের দীপ্ত অশ্বচারটিকে প্রহার করলেন। তাতে ঘোড়াগুলি

চতুর্ভিশ্চতুরো দীপ্তান্ হয়ান্ প্রত্যপসর্পয়ৎ। স ক্রোধবশমাপন্নো হয়ানামপসর্পণে।। ৩৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাঘবায় দশাননঃ। সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দশগ্রীবেণ রাঘবঃ।। ৩৮
জগাম ন বিকারঞ্চ ন চাপি ব্যথিতোঽভবৎ। চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ বজ্রসারসমস্বনান্।। ৩৯
সারথিং বজ্রহস্তস্য সমুদ্দিশ্য দশাননঃ। মাতলেস্তু মহাবেগাঃ শরীরে পতিতাঃ শরাঃ।। ৪০
ন সূক্ষ্মমপি সম্মোহং ব্যাথাং বা প্রদদুর্যুধি। তয়া ধর্ষণয়া ক্রুদ্ধো মাতলের্ন তথাত্মনঃ।। ৪১
চকার শরজালেন রাঘবো বিমুখং রিপুম্। বিংশতিং ত্রিংশতিং ষষ্টিং শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ৪২
মুমোচ রাঘবো বীরঃ সায়কান্ স্যন্দনে রিপোঃ। রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৪৩
গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে। তৎপ্রযুক্তং পুনর্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।। ৪৪
গদানাং মুসলানাঞ্চ পরিঘাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ। শরাণাং পুঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ।। ৪৫
ক্ষুব্ধানাং সাগরাণাঞ্চ পাতালতলবাসিনঃ। ব্যথিতা দানবাঃ সর্বে পন্নগাশ্চ সহস্রশঃ।। ৪৬
চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা। ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ।। ৪৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। চিন্তামাপেদিরে সর্বে সকিন্নরমহোরগাঃ।। ৪৮
স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকাস্তিষ্ঠন্তু শাশ্বতাঃ। জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।। ৪৯
এবং জপন্তোঽপশ্যংস্তে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা। রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্।। ৫০
গন্ধর্বাপ্সরসাং সঙ্ঘা দৃষ্ট্বা যুদ্ধমনূপমম্। সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।। ৫১
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব। এবং ব্রুবন্তো দদৃশুস্তদ্ যুদ্ধং রামরাবণম্।। ৫২

মুখ পেছনে ঘুরিয়ে নিলো। রাবণ তাতে ভীষণ রেগে গেলো।।৩৭।। দশানন রাবণ অনেকগুলি ধারালো বাণ রামের ওপর নিক্ষেপ করলো। বলবান রাবণের নিক্ষিপ্ত শরে রাম ভীষণভাবে বিদ্ধ হলেন।।৩৮।। তাতে তিনি ব্যথিত হলেন না। তাঁর কোনো বিকারও হলো না। দশানন রাবণ বজ্রের মতো শক্তিশালী এবং ধ্বনি-সমন্বিত বাণরাজি আবার নিক্ষেপ করলো।।৩৯।। ইন্দ্রের হাতে থাকে বজ্ররূপ অস্ত্র। তাঁর সারথিকে লক্ষ্য করেই রাবণ বাণ ছুঁড়ে মারলো। মাতলির দেহের ওপর গিয়ে ঐ মহাবেগশালী শরগুলি পড়তে লাগলো।।৪০।। যুদ্ধক্ষেত্রে বাণগুলি মাতলিকে সামান্যভাবেও মোহিত বা ব্যথিত করতে পারলো না। মাতলির ওপর রাবণের এই আক্রমণে রাম এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর নিজের ওপর আক্রমণেও তিনি এতো রেগে যেতেন না।।৪১।। রাম বহু শর নিক্ষেপ করে রাবণকে যুদ্ধ হতে বিমুখ করে দিলেন। তিনি বিশ, ত্রিশ, ষাট, শত এবং হাজার হাজার বাণ ক্রমে নিক্ষেপ করছিলেন।।৪২।। বীর রামচন্দ্র শত্রুর রথের ওপর এইভাবে শররাজি নিক্ষেপ করছিলেন। রক্ষোরাজ রাবণও রথে বসেই তাতে আরো ক্রুদ্ধ হলো।।৪৩।। সে গদা এবং মুষল বর্ষণ করে রামকে যুদ্ধে নিপীড়িত করলো। আবার তুমুল যুদ্ধ হলো। তা দেখে রোমহর্ষণ হতে লাগলো।।৪৪।। গদা, মুষল এবং পরিঘসমূহের শব্দে এবং শররাজির পুঙ্খের বায়ুতে সাতটি সাগরই হয়ে গেলো ক্ষুব্ধ।।৪৫।। সাগরগুলি তো ক্ষুব্ধ হলো। তাতে তাদের পাতালতলবাসী সব দানব এবং হাজার হাজার নাগ হলো ব্যথিত।।৪৬।। শৈল, বন এবং কাননসহ সমগ্রা পৃথিবী উঠলো কেঁপে। সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। থেমে গেলো বায়ুর প্রবাহ।।৪৭।। দেবতারা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, কিন্নর এবং মহাসর্পেরা সবাই এখন চিন্তিত হলেন।।৪৮।। গো এবং ব্রাহ্মণগণের কল্যাণ হোক। সপ্তলোক চিরকাল অচঞ্চলভাবে অবস্থান করুক। রাম যুদ্ধে রক্ষোরাজ রাবণকে জয় করুন...।।৪৯।। এইরকম জপ করতে করতে তখন ঋষিদের নিয়ে দেবগণ রাম-রাবণের ঘোরতর রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।।৫০।। গন্ধর্ব এবং অপ্সরারা এই অতুলনীয় যুদ্ধ দেখছিলো। সাগরের তুলনা সাগর। আকাশের তুলনা আকাশই।।৫১।। তেমনি রাম-রাবণের যুদ্ধেরও আর কোনো যুদ্ধের সঙ্গেই তুলনা হয় না। রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণেরই মতো। এইরকম বলতে বলতে তাঁরা রাম-রাবণের সেই যুদ্ধ দেখছিলেন (*রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব— অতুলনীয় বোঝাবার জন্য অতি বিখ্যাত উক্তি*)।।৫২।। অনন্তর রঘুবংশের কীর্তিবৃদ্ধিকারী

ততঃ ক্রোধান্মহাবাহূ রঘূণাং কীর্তিবর্ধনঃ। সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্।। ৫৩
রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দচ্ছ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্। তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা।। ৫৪
তস্যৈব সদৃশং চান্যদ্ রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ। তৎ ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্রহস্তেন রামেণ ক্ষিপ্রকারিণা।। ৫৫
দ্বিতীয়ং রাবণশিরশ্ছিন্নং সংযতি সায়কৈঃ। ছিন্নমাত্রঞ্চ তচ্ছীর্ষং পুনরেব প্রদৃশ্যতে।। ৫৬
তদপ্যশনিসঙ্কাশৈশ্ছিন্নং রাম্যস্য সায়কৈঃ। এবমেব শতং ছিন্নং শিরসাং তুল্যবর্চসাম্।। ৫৭
ন চৈব রাবণস্যান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়ে। ততঃ সর্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।। ৫৮
মার্গণৈর্বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ। মারীচো নিহতো যৈস্তু খরো যৈস্তু সদূষণঃ।। ৫৯
ক্রৌঞ্চাবটে বিরাধস্তু কবন্ধো দণ্ডকাবনে। যৈঃ সালা গিরয়ো ভগ্না বালী চ ক্ষুভিতোঽম্বুধিঃ।। ৬০
ত ইমে সায়কাঃ সর্বে যুদ্ধে প্রাত্যয়িকা মম। কিং নু তৎ কারণং যেন রাবণে মন্দতেজসঃ।। ৬১
ইতি চিন্তাপরশ্চাসীদপ্রমত্তশ্চ সংযুগে। ববর্ষ শরবর্ষাণি রাঘবো রাবণোরসি।। ৬২
রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ। গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে।। ৬৩
তৎ প্রবৃত্তং মহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্। অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ পুনশ্চ গিরিমূর্ধনি।। ৬৪
দেব-দানব-যক্ষাণাং পিশাচোরগ-রক্ষসাম্। পশ্যতাং তন্মহদ্ যুদ্ধং সপ্তরাত্রমবর্তত।। ৬৫
নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্তং ন চ ক্ষণম্। রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি।। ৬৬
দশরথসুত-রাক্ষসেন্দ্রয়োস্তয়োর্জয়মনবেক্ষ্য রণে স রাঘবস্য।
সুরবররথসারথির্মহাত্মা রণরত-রামমুবাচ বাক্যমাশু।। ৬৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

মহাবীর রাম ক্রোধে ধনু তুলে নিয়ে সর্পের মতো বাণ-সন্ধান করলেন।।৫৩।। রাবণের মস্তক তিনি ছিন্ন করে ফেললেন। সেই মস্তকে কুণ্ডলদু'টি জ্বলজ্বল করছিলো। ত্রিলোকের সবাই তখন সেই মস্তকটিকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলো।।৫৪।। ঠিক তারই মতো আর একটি মস্তক তখনই রাবণের স্কন্ধে গজিয়ে উঠলো। দ্রুতকর্মকারী রাম ক্ষিপ্রহস্তে সেটিকে কেটে ফেললেন।।৫৫।। যুদ্ধে শরের দ্বারা রাবণের সেই দ্বিতীয় মস্তকটিকেও তিনি ছিন্ন করলেন। ছিন্ন করামাত্রই আবার একটি মস্তক সেখানে দেখা গেলো।।৫৬।। রামের বজ্রতুল্য শরের দ্বারা সেটিও হলো ছিন্ন। এইভাবে একইরকমের উজ্জ্বল একশত মস্তক তিনি ছিন্ন করলেন।।৫৭।। দেখা গেলো রাবণের প্রাণ তাতেও গেলো না। তারপর দেবী কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী পুত্র, সর্ব অস্ত্রে কুশলী বীর রাম চিন্তায় পড়ে গেলেন।।৫৮।। কাছে বহু বাণ তখনো থাকলেও রাম তখন চিন্তা করলেন। এইসব অব্যর্থ বাণের দ্বারাই তো আমি মারীচকে হত্যা করেছি। এইসব বাণের দ্বারা দূষণসহ খর হয়েছে নিহত।।৫৯।। ক্রৌঞ্চারণ্যে বিরাধ, দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ এই সব বাণেই আমার হাতেই নিহত হয়েছিলো। যেসব বাণের আঘাতে সালগাছ বিদীর্ণ করেছি, পাহাড়গুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছি, বালিকে হত্যা করেছি এবং সমুদ্রকে করেছি ক্ষুব্ধ।।৬০।। যুদ্ধে সেইসব অব্যর্থ শরই এখনো আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু এগুলি রাবণের কাছে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ! এর কারণ কি ?।।৬১।। এইরকম চিন্তা করতে থাকলেও তিনি যুদ্ধে ছিলেন বেশ উৎসাহী। রাম তখন রাবণের বুকে শরবর্ষণ করলেন।।৬২।। তাতে রক্ষোরাজ রাবণও ক্রুদ্ধ হয়ে রথে বসেই যুদ্ধে গদা এবং মুষলবর্ষণ করে রামকে বিপর্যস্ত করলো।।৬৩।। এইভাবে তুমুল এবং রোমহর্ষণ ভীষণ যুদ্ধ আবার আরম্ভ হলো। সেই যুদ্ধ হতে লাগলো কখনো মাটিতে, কখনো আকাশে, কখনো বা শৈলশীর্ষে।।৬৪।। দেবতা, দানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষসেরা সেই যুদ্ধ দেখছিলেন। দেখতে দেখতে সাতটি রাত গেলো পার হয়ে।।৬৫।। এর মধ্যে রাতে, দিনে, মুহূর্তের জন্যও রাম-রাবণের এই যুদ্ধের বিরাম হলো না।।৬৬।। দশরথপুত্র এবং রক্ষোরাজের সেই যুদ্ধে রামের জয় দেখতে না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি মহাত্মা মাতলি যুদ্ধে নিরত রামকে সত্বর বাক্য বললেন।।৬৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর সপ্তম (১০৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ রাবণস্য সংহারঃ

অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা। অজানন্নিব কিং বীর ত্বমেনমনুবর্তসে।। ১
বিসৃজাস্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো। বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ততে।। ২
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ। জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্।। ৩
যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ। ব্রহ্মদত্তং মহদ্ বাণমমোঘং যুধি বীর্যবান্।। ৪
ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বমিন্দ্রার্থমমিতৌজসা। দত্তং সুরপতেঃ পূর্বং ত্রিলোকজয়কাঙ্‌ক্ষিণঃ।। ৫
যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবক-ভাস্করৌ। শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরু-মন্দরৌ।। ৬
জাজ্বল্যমানং বপুষা সুপুঙ্‌খং হেমভূষিতম্। তেজসা সর্বভূতানাং কৃতং ভাস্করবর্চসম্।। ৭
সধূমমিব কালাগ্নিং দীপ্তমাশীবিষোপমম্। নর-নাগাশ্ববৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকারিণম্।। ৮
দ্বারাণাং পরিঘাণাঞ্চ গিরীণাঞ্চাপি ভেদনম্। নানারুধিরদিগ্ধাঙ্গং মেদোদিগ্ধং সুদারুণম্।। ৯
বজ্রসারং মহানাদং নানাসমিতিদারুণম্। সর্ববিত্রাসনং ভীমং শ্বসন্তমিব পন্নগম্।। ১০
কঙ্ক-গৃধ্র-বকানাঞ্চ গোমায়ুগণরক্ষসাম্। নিত্যভক্ষপ্রদং যুদ্ধে যমরূপং ভয়াবহম্।। ১১
নন্দনং বানরেন্দ্রাণাং রক্ষসামবসাদনম্। বাজিতং বিবিধৈর্বাজৈশ্চারুচিত্রৈর্গরুত্মতঃ।। ১২
তমুত্তমেষু লোকানামিক্ষ্বাকুভয়নাশনম্। দ্বিষতাং কীর্তিহরণং প্রহর্ষকরমাত্মনঃ।। ১৩

শতোত্তর অষ্টম (১০৮) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা রাবণের বিনাশ

মাতলি তখন রামকে স্মরণ করিয়ে বললেন—হে বীর, অস্ত্রবিদ্যা যে জানে না তার মতো আপনি রাবণের পেছনে ছুটছেন কেন ? *(আপনি কেবল তার অস্ত্রই প্রতিহত করছেন। কিন্তু পাল্টা আঘাত করছেন না কেন ?)*।।১।। প্রভো, পিতামহ ব্রহ্মার যে অস্ত্র, সেই ব্রহ্মাস্ত্রই আপনি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করুন। দেবগণ তার বিনাশের যে সময়ের কথা বলেছিলেন সে তো আজই উপস্থিত হয়েছে।।২।। মাতলির সেই বাক্য তাঁকে স্মরণ করানোয় বীর্যবান রাম উজ্জ্বল শরগ্রহণ করলেন। সেই শরটি যেন নিঃশ্বাস পরিত্যাগকারী সর্প।।৩।। মাননীয় ঋষি অগস্ত্য তাঁকে প্রথমে এই অস্ত্রটি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে এটি অব্যর্থ। ব্রহ্মা পূর্বে অগস্ত্যকে এই অস্ত্রটি প্রদান করেন।।৪।। অমিতবীর্য ব্রহ্মা পূর্বে এই অস্ত্রটি নির্মাণ করেন। ত্রিলোক জয়ে ইচ্ছুক দেবরাজকে তিনি এটি দান করেন।।৫।। এই ব্রহ্মাস্ত্রের পাখা দু'টিতে পবন, অস্ত্রটির ফলায় অগ্নি এবং সূর্য অবস্থান করছিলেন। অস্ত্রটির দেহ ছিলো আকাশময়। মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো ছিলো তার ভার।।৬।। এই অস্ত্রটির দেহ জ্বলজ্বল করছিলো। সুন্দর পুঙ্খ এবং সোনায় মোড়া ছিলো এই অস্ত্রটি। পঞ্চভূতের তেজে এটি নির্মিত। সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই অস্ত্র।।৭।। প্রলয়কালীন ধূম-সমন্বিত অগ্নির মতো এই অস্ত্র। উজ্জ্বল সর্পের মতো দেখতে। মানুষ, হস্তী, অশ্ববৃন্দকে অতি দ্রুত এটি বিদীর্ণ করতে পারে।।৮।। শক্ত দরজা, পরিঘ এবং পাহাড়কে এই অস্ত্র ভেদ করতে পারে। নানা রকমের রক্ত ও মেদের দ্বারা মাখামাখি হওয়ায় এই অস্ত্রকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো।।৯।। বজ্রের মতো এর শক্তি। ভীষণ তার গর্জন। নানা যুদ্ধে দারুণভাবে এই অস্ত্র কাজ করেছে। সকলের ত্রাস-উৎপাদক ভয়ঙ্কর এই অস্ত্র যেন সাপের মতো ফুঁসছে।।১০।। কঙ্ক, শকুন, বক, শৃগাল ও রাক্ষসদের আহার্য কাঁচামাংস নিত্যই এই অস্ত্র দান করে থাকে। যুদ্ধে ভয়াবহ যমের মতো এই ব্রহ্মাস্ত্র।।১১।। বানরেন্দ্রদের আনন্দদায়ক এবং রাক্ষসদের দুঃখদায়ক এই অস্ত্রের পাখা গরুড়ের নানারকমের সুন্দর ও রঙিন পাখা দিয়ে তৈরী।।১২।। এই উত্তম অস্ত্র ত্রিজগতের এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ভয়-বিনাশক, শত্রুদের কীর্তি-হরণকারী এবং নিজের পক্ষের সবারই অত্যন্ত আনন্দদায়ক।।১৩।। শক্তিশালী মহাবলবান রাম সেই বিশাল বাণকে বেদোক্ত নিয়মে মন্ত্রপূত করে

অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাবলঃ। বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্মুকে বলী।। ১৪
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে। সর্বভূতানি সন্ত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা।। ১৫
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকম্। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্।। ১৬
স বজ্র ইব দুর্ধর্ষো বজ্রবাহুবিসর্জিতঃ। কৃতান্ত ইব চাবার্যো ন্যপতদ্ রাবণোরসি।। ১৭
স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ। বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ১৮
রুধিরাক্তঃ স বেগেন শরীরান্তকরঃ শরঃ। রাবণস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্।। ১৯
স শরো রাবণং হত্বা রুধিরার্দ্রকৃতচ্ছবিঃ। কৃতকর্মা নিভৃতবৎ স তূণীং পুনরাবিশৎ।। ২০
তস্য হস্তাদ্ধতস্যাশু কার্মুকং তৎ সসায়কম্। নিপপাত সহ প্রাণৈর্ভ্রশ্যমানস্য জীবিতাৎ।। ২১
গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈর্ঋতেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ। পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা।। ২২
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ। হতনাথা ভয়ত্রস্তাঃ সর্বতঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ।। ২৩
সর্বতশ্চাভিপেতুস্তান্ বানরান্ দ্রুমযোধিনঃ। দশগ্রীববধং দৃষ্ট্বা বানরাঃ জিতকাশিনঃ।। ২৪
অর্দিতা বানরৈর্হৃষ্টৈর্লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ। হতাশ্রয়ত্বাৎ করুণৈর্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ।। ২৫
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ। বদন্তো রাঘবজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্।। ২৬
অথান্তরিক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ। দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ।। ২৭
নিপপাতান্তরিক্ষাচ্চ পুষ্পবৃষ্টিস্তদা ভুবি। কিরন্তী রাঘবরথং দুরাবাপা মনোহরা।। ২৮
রাঘবস্তবসংযুক্তা গগনে চ বিশুশ্রুবে। সাধু সাধ্বিতি বাগগ্র্যা দেবতানাং মহাত্মনাম্।। ২৯
আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাং চারণৈঃ সহ। রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্বলোকভয়ঙ্করে।। ৩০

ধনুতে স্থাপন করে সন্ধান করলেন।। ১৪ ।। রামচন্দ্র সেই উত্তম শরটি সন্ধান করলেন। সকল প্রাণী তখন সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। বসুন্ধরা উঠলো কেঁপে।। ১৫ ।। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুটিকে সজোরে টেনে প্রসারিত করে খুব যত্ন করে মর্মভেদী সেই শরটি নিক্ষেপ করলেন।। ১৬।। রামের বজ্রতুল্য বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত হলো সেই বজ্রের মতো দুর্ধর্ষ বাণটি। দুর্নিবার সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের বুকে যমের মতো গিয়ে নিপতিত হলো।। ১৭ ।। মহাবলশালী সেই শর নিক্ষিপ্ত হলে দেহের বিনাশ করে। দুরাত্মা রাবণের হৃদয় সেই ব্রহ্মাস্ত্র বিদীর্ণ করে ফেললো।। ১৮ ।। শরীর-বিনাশী সেই শর রাবণের প্রাণ হরণ করে রক্তাক্ত-অবস্থায় ভূতলে প্রবেশ করলো।। ১৯ ।। সেই শর রাবণকে হত্যা করে রক্তাক্ত রূপ ধারণ করলো। কার্য সমাপন করে নীরবে সেটি আবার তূণীতে প্রবেশ করলো।।২০।। সে প্রাণত্যাগ করলো। সত্বর তার হাত থেকে বাণসমেত ধনুটি খসে পড়ে গেলো।।২১।। প্রাণ নির্গত হওয়ায় মহাদীপ্তিমান রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রাহত বৃত্রাসুরের মতো রথ হতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।।২২।। তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা প্রভু নিহত হওয়ায় ভয়ে ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে গেলো।।২৩।। গাছ নিয়ে যুদ্ধ করছিলো যে বানরেরা তারা সেই রাক্ষসদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। রাবণের বধ দেখে বানরেরা জয়ের শোভায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।।২৪।। আনন্দিত বানরদের দ্বারা রাক্ষসেরা নিপীড়িত হয়ে ভয়ে পালাতে লাগলো। আশ্রয়হীন হওয়ায় তাদের করুণমুখে চোখে জলের ধারা নেমে এলো।।২৫।। বিজয়শ্রীমণ্ডিত বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গর্জন করতে লাগলো। রাবণের সেই বধ এবং রামের জয় তারা ঘোষণা করতে লাগলো।।২৬।। অন্তরীক্ষে তখন দেবতাদের দুন্দুভি মধুরধ্বনিতে বেজে উঠলো। দিব্যগন্ধ বহন করে বায়ু তখন সামনে বইতে লাগলো।।২৭।। আকাশ হতে তখন ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। ফুলগুলি রামের সুন্দর দুষ্প্রাপ্য রথের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।।২৮।। আকাশে শোনা যেতে লাগলো মহাত্মা দেবগণের 'সাধু, সাধু' বাক্য। তার সঙ্গে যুক্ত হলো রামের উদ্দেশ্যে স্তবগাথা।।২৯।। সর্বজগতের ভয়ঙ্কর ভীষণ সেই রাবণ নিহত হলে চারণদের সঙ্গে দেবগণের হৃদয়েও প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হলো।।৩০।। এইভাবে রাম রক্ষোরাজ রাবণকে হত্যা করে সুগ্রীব, অঙ্গদ এবং বিভীষণের কামনা

ততঃ সকামং সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্। চকার রাঘবঃ প্রীতো হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবম্।। ৩১
ততঃ প্রজগ্মুঃ প্রশমং মরুদ্গণা দিশঃ প্রসেদুর্বিমলং নভোঽভবৎ।
মহী চকম্পে ন চ মারুতো ববৌ স্থিরপ্রভশ্চাপ্যভবদ্দিবাকরঃ।। ৩২
ততস্তু সুগ্রীব-বিভীষণাঙ্গদাঃ সুহৃদ্বিশিষ্টাঃ সহলক্ষ্মণাস্তদা
সমেত্য হৃষ্টা বিজয়েন রাঘবং রণেঽভিরামং বিধিনাভ্যপূজয়ন্।। ৩৩
স তু নিহতরিপুঃ স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স্বজনবলাভিবৃতো রণে বভূব।
রঘুকুলনৃপনন্দনো মহৌজাস্ত্রিদশগণৈরভিসংবৃতো মহেন্দ্রঃ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পূর্ণ করে নিজেও আনন্দিত হলেন।।৩১।। বায়ু তখন প্রশান্ত হলো। সমস্ত দিক হলো প্রসন্ন। এবং আকাশ হলো নির্মল। পৃথিবী আর কাঁপছিলো না। বায়ু বইতে লাগলো ধীরে ধীরে। সূর্যের দীপ্তিও স্থির হয়ে এলো।।৩২।। অতঃপর সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ সবান্ধবে লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বিজয়ে আনন্দিত হয়ে রামকে বিধি-অনুসারে অর্চনা করলেন।।৩৩।। রঘুকুলরাজপুত্র রাম মহাতেজস্বী। এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি শত্রুকে নিহত করেছেন। আত্মজনের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহেন্দ্রের মতো তিনি আজ শোভা পাচ্ছিলেন।।৩৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টম (১০৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণস্য বিলাপঃ, বিভীষণং প্রবোধ্য তস্মৈ রাবণস্যান্তিমক্রিয়াকরণে শ্রীরামস্যাদেশদানঞ্চ

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা শয়ানং নির্জিতং রণে। শোকবেগপরীতাত্মা বিললাপ বিভীষণঃ।। ১
বীরবিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ। মহার্হশয়নোপেত কিং শেষে নিহতো ভুবি।। ২
নিক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ। মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চসা।। ৩
তদিদং বীরসম্প্রাপ্তং যন্ময়া পূর্বমীরিতম্। কামমোহপরীতস্য যত্তন্ন রুচিতং তব।। ৪
যন্ন দর্পাৎ প্রহস্তো বা নেন্দ্রজিন্নাপরে জনাঃ। ন কুম্ভকর্ণোঽতিরথো নাতিকায়ো নরান্তকঃ।
ন স্বয়ং বহু মন্যেথাস্তস্যোদর্কোঽয়মাগতঃ।। ৫
গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মস্য বিগ্রহঃ। গতঃ সত্ত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহস্তানাং গতির্গতা।। ৬

শতোত্তর নবম (১০৯) সর্গ

বিভীষণের বিলাপ। বিভীষণকে সান্ত্বনাদান। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বিভীষণের প্রতি রামের আদেশ-প্রদান।

ভ্রাতা রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়ে ভূতলে শয়ান দেখে বিভীষণ শোকে ব্যাকুল। সে বিলাপ করতে লাগলো।।১।। হায়! পরাক্রমী বীর, তুমি ছিলে প্রখ্যাত। এবং প্রবীণ নীতিজ্ঞ। মহামূল্য শয্যায় তুমি শয়ন করতে। আজ নিহত হয়ে অবশেষে মাটিতে শুয়ে আছো।।২।। তোমার অঙ্গদভূষিত দীর্ঘ বাহুদু'টি নিষ্ক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে আছে। সূর্যের মতো উজ্জ্বল তোমার মুকুট আজ রামের বাণে ছিন্ন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।।৩।। হায় বীর ভ্রাতঃ, আমি যা পূর্বে বলেছিলাম, তাই এখন হলো। কামে ও মোহে আচ্ছন্ন থাকায় তখন আমার কথা তোমার ভালো লাগে নি।।৪।। হায়, দর্পবশতঃ প্রহস্ত, ইন্দ্রজিত, অতিরথ, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক—কেউই আমার কথায় গুরুত্ব দেয় নি। বা তুমি নিজেও আমার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনো নি। তারই পরিণাম হলো এই বিনাশ *(উদর্ক—পরিণাম)* ।।৫।। তোমার বিনাশে আজ সুনীতি-সম্পন্নদের সেতু বিনষ্ট হয়ে গেলো। চলে গেলো ধর্মের বিগ্রহ। বলের ভাণ্ডার গেলো ধ্বংস হয়ে। যারা হাত দিয়ে নিপুণভাবে যুদ্ধ করতো, তাদের আশ্রয় বিনষ্ট হয়ে গেলো।।৬।। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে তুমি ছিলে শ্রেষ্ঠ। তুমি এই ভূমিতে পতিত হওয়ায় সূর্য যেন আকাশ

আদিত্যঃ পতিতো ভূমৌ মগ্নস্তমসি চন্দ্রমাঃ। চিত্রভানুঃ প্রশান্তার্চির্ব্যবসায়ো নিরুদ্যমঃ।
অস্মিন্নিপতিতে বীরে ভূমৌ শস্ত্রভৃতাং বরে।। ৭
কিং শেষমিহলোকস্য গতসত্ত্বস্য সম্প্রতি। রণে রাক্ষসশার্দূলে প্রসুপ্ত ইব পাংশুষু।। ৮
ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্পস্তপোবলঃ শৌর্যনিবদ্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ সম্মর্দিতো রাঘবমারুতেন।। ৯
তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ।
ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ। সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী।। ১০
পরাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চির্নিঃশ্বাসধূমঃ স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ সংযতি রাক্ষসাগ্নির্নির্বাপিতো রামপয়োধরেণ।। ১১
সিংহর্ক্ষলাঙ্গূলককুদ্বিষাণঃ পরাভিজিদ্গন্ধনগন্ধবাহঃ।
রক্ষোবৃষশ্চাপলকর্ণচক্ষুঃ ক্ষিতীশ্বরব্যাঘ্রহতোঽবসন্নঃ।। ১২
বদন্তং হেতুমদ্বাক্যং পরিদৃষ্টার্থনিশ্চয়ম্। রামঃ শোকসমাবিষ্টমিত্যুবাচ বিভীষণম্।। ১৩
নায়ং বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ। অত্যুন্নতমহোৎসাহঃ পতিতোঽয়মশঙ্কিতঃ।। ১৪
নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ। বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে।। ১৫
যেন সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রাসিতা যুধি ধীমতা। তস্মিন্ কালসমাযুক্তে ন কালঃ পরিশোচিতুম্।। ১৬
নৈকান্তবিজয়ো যুদ্ধে ভূতপূর্বঃ কদাচন। পরৈর্বা হন্যতে বীরঃ পরান্ বা হন্তি সংযুগে।। ১৭
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা। ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ।। ১৮
তদেবং নিশ্চয়ং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমাস্থায় বিজ্বরঃ। যদিহানন্তরং কার্যং কল্প্যং তদনুচিন্তয়।। ১৯
তমুক্তবাক্যং বিক্রান্তং রাজপুত্রং বিভীষণঃ। উবাচ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতুর্হিতমনন্তরম্।। ২০

হতে মাটিতে পড়ে গেলো। চন্দ্র যেন হলো রাহুগ্রস্ত। আগুনের শিখা গেলো নিভে। সমস্ত উৎসাহ আজ চলে গেলো।।৭।। রাক্ষসবীর তুমি। আজ ধরণীর ধূলিতে ঘুমিয়ে আছো। তোমার প্রাণ চলে-যাওয়ায় এই জগতেরো কি সব শেষ হয়ে গেলো ?।।৮।। ধৈর্য হলো যে বৃক্ষের পত্র, হঠকারিতা হলো পুষ্প, তপস্যা হলো শক্তি এবং শৌর্যে যার মূল দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ, সেই রক্ষোরাজরূপ মহান বৃক্ষ যুদ্ধে রামরূপ বায়ুর দ্বারা বিপর্যস্ত হলো।।৯।। তেজ যার সুবিশাল দন্ত, আভিজাত্য যার মেরুদণ্ড, কোপ যার গাত্র এবং প্রসাদ যার হস্ত, সেই রাবণরূপ গন্ধহস্তী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামরূপ সিংহের দ্বারা নিহত হয়ে ভূতলে আজ শয়ান *(এখানে গন্ধহস্তীর সঙ্গে রাবণকে এবং সিংহের সঙ্গে রামকে তুলনা করা হয়েছে। 'উপমা কালিদাসস্য' শুধু নয়, উপমায় বাল্মীকির কৃতিত্বও লক্ষণীয়)*।।১০।। পরাক্রম ও উৎসাহ যার লেলিহান শিখা, নিঃশ্বাস হলো ধূম, নিজের বল হলো প্রতাপ, সেই রাক্ষস রাবণরূপ শক্তিশালী অগ্নি রামরূপ মেঘের দ্বারা নির্বাপিত হলো।।১১।। হায় আজ রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্রের দ্বারা হলো নিহত। সিংহ এবং ভল্লুকের বিশাল লাঙ্গূল থাকে। বিশাল রক্ষোবাহিনী ছিলো এই রাবণরূপ বৃষের লাঙ্গূল। তারাই ছিলো তার ককুদ্ ও শৃঙ্গ। চাপল্যই ছিলো তার কান ও চোখ। রাবণরূপ এই বৃষ ছিলো সর্বজয়ী। এবং বায়ুর মতো বেগবান।।১২।। বিভীষণ শোকে ব্যাকুল হয়ে হেতুযুক্ত ও অর্থসঙ্গত এই সবকথা বলছিলো। রাম তখন তাকে বললেন—।।১৩।। যুদ্ধে এর ছিলো প্রচণ্ড বিক্রম। ছিলো তার অত্যন্ত উৎসাহ। নিশ্চেষ্ট হয়ে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সে পড়ে যায় নি।।১৪।। অভ্যুদয়ের আশায় ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে ঐভাবে যারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য শোক করতে নেই।।১৫।। যে ধীমান যুদ্ধে ইন্দ্রসহ দেবতাদের সঙ্গে ত্রিলোককেও সন্ত্রস্ত করেছে কালের প্রভাবে তার মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়।।১৬।। যুদ্ধে সর্বদাই যে জয় হবে এমন কোনো কথা নেই। বীর হলেও শত্রুর দ্বারা কখনো সে নিহত হয়, যুদ্ধে সে কখনো শত্রুকেও নিহত করে।।১৭।। সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করাই ক্ষত্রিয় ধর্মসম্মত বলে প্রবীণেরা বলে গেছেন। তাই যুদ্ধে ক্ষত্রিয় নিহত হলে শোক করা উচিত নয়—এই হলো বিধান।।১৮।। আমি যা বললাম তা স্থিরভাবে জেনে প্রকৃত তত্ত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করে বীতশোক হও। এর পর যা করতে হবে তাই চিন্তা করো।।১৯।। পরাক্রমী রাজপুত্র রাম এইকথা বলার পর শোকসন্তপ্ত বিভীষণ ভ্রাতার কল্যাণকর বাক্যে বললো—।।২০।। যে পূর্বে ইন্দ্রের সঙ্গে এবং সমস্ত

যোঽয়ং বিমর্দেষ্ববিভগ্নপূর্বঃ সুরৈঃ সমস্তৈরপি বাসবেন।
ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগ্নো বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ।। ২১
অনেন দত্তানি বনীপকেষু ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি বৈরাণ্যমিত্রেষু চ যাপিতানি।। ২২
এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রাসাদাৎ।। ২৩
স তস্য বাক্যৈঃ করুণৈর্মহাত্মা সম্বোধিতঃ সাধু বিভীষণেন।
আজ্ঞাপয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ স্বর্গীয়মাধানমদীনসত্ত্বঃ।। ২৪
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্। ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে কখনো পরাজিত হয় নি, সে আজ আপনার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলো। এ যেন নৌকা সমুদ্র পার হয়ে তীরের কাছে এসে ডুবে গেলো।।২১।। যাচকদেরকে যে ধন দান করেছে, ভোগ্য সবই করেছে ভোগ, ভৃত্যদের ভরণ পোষণ করেছে, মিত্রদের কাছে ধন সমর্পণ করেছে এবং শত্রুদের প্রতি করেছে নির্যাতন, *(রাবণ আদর্শ সংসারীর জীবন যাপন করেছেন)* ।।২২।। নিত্য যে যজ্ঞে আহুতি দিতো, মহাতপস্বী এবং বেদান্তবিদ্যায় যে ছিলো অভিজ্ঞ, বীরত্বের সঙ্গে কর্মসম্পাদনে ছিলো অগ্রণী, এখন আপনার কৃপায় তার শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য আমি করতে চাইছি *(রাবণ শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মানুষ্ঠানকারী হয়েও কামার্ততার জন্য ধ্বংস হলো। গীতার বাণী স্মরণীয়—"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদ্ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।" (১৬/২১) প্র+ইত (গত)=প্রেত। ইহলোক ছেড়ে আত্মা লোকান্তরে চলে গেছেন। তার এই গমনজনিত সংস্কার)* ।।২৩।। বিভীষণ করুণবাক্যে মহাত্মা রামচন্দ্রকে এইসব কথা বললেন। তখন রাজপুত্র উদারচেতা রাম রাবণের স্বর্গার্থে এই শ্রাদ্ধকর্মের জন্য আজ্ঞা দান করলেন।।২৪।। তিনি বললেন, জগতে মৃত্যু পর্যন্তই শত্রুতা। জাগতিক প্রয়োজন আমাদের শেষ হয়েছে। রাবণ এখন তোমার মতো আমারও আত্মিকসূত্রে আত্মীয় হয়েছে। এর শ্রাদ্ধ -সংস্কার সম্পাদন করো *(মৃত্যুর পর আর শত্রুতা থাকে না—হিন্দুর এই বিশ্বাস। তাই তর্পণমাত্রে—'যে বান্ধবাঃ অবান্ধবাঃ বা' বলে শত্রুর তর্পণ করা হয়। এমন কি 'পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে'—পাপে রত ব্যক্তিরও তর্পণ আমরা করি। বহু অপধর্ম এবং তথাকথিত মানবপ্রেমিক নিরীশ্বরবাদী রাজনীতি মৃত্যুর পরও শত্রুতা ভোলে না। তাই মৃতদেহের প্রতিও অপমান করে। রাবণের পুত্রেরা আগেই যুদ্ধে মারা গেছে। তাই বিভীষণ শ্রাদ্ধের অধিকারী)* ।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর নবম (১০৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য স্ত্রীণাং বিলাপঃ

রাবণং নিহতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাত্মনা। অন্তঃপুরাদ্ বিনিষ্পেতু রাক্ষস্যঃ শোককর্শিতাঃ।। ১
বার্যমাণাঃ সুবহুশো বেষ্টন্ত্যঃ ক্ষিতিপাংশুষু। বিমুক্তকেশ্যঃ শোকার্তা গাবো বৎসহতা যথা।। ২

শতোত্তর দশম (১১০) সর্গ

রাবণের পত্নীদের বিলাপ

মহাত্মা রামের দ্বারা রাবণ নিহত হয়েছে শুনে শোকাকুলা রাক্ষসীরা অন্তঃপুর হতে বেরিয়ে এলো।।১।। বহুবার তাদের বেষ্টন করে বারণ করলেও বৎসহীনা গাভীর মতো তারা শোকার্তা হয়ে এলোচুলে ধূলোতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।।২।। রাবণপত্নীরা রাক্ষসদের সঙ্গে উত্তরদিকের দ্বার দিয়ে

উত্তরেণ বিনিষ্ক্রম্য দ্বারেণ সহ রাক্ষসৈঃ। প্রবিশ্যায়োধনং ঘোরং বিচিম্বন্ত্যো হতং পতিম্।। ৩
আর্যপুত্রেতি বাদিন্যো হা নাথেতি চ সর্বশঃ। পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কাং মহীং শোণিতকর্দমাম্।। ৪
তা বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাঃ। করিণ্য ইব নর্দন্ত্যঃ করেণ্বো হতযূথপাঃ।। ৫
দদৃশুস্তা মহাকায়ং মহাবীর্যং মহাদ্যুতিম্। রাবণং নিহতং ভূমৌ নীলাঞ্জনচয়োপমম্।। ৬
তাঃ পতিং সহসা দৃষ্ট্বা শয়ানং রণপাংশুষু। নিপেতুস্তস্য গাত্রেষু ছিন্না বনলতা ইব।। ৭
বহুমানাৎ পরিষ্বজ্য কাচিদেনং রুরোদ হ। চরণৌ কাচিদালম্ব্য কাচিৎ কণ্ঠেঽবলম্ব্য চ।। ৮
উৎক্ষিপ্য চ ভুজৌ কাচিদ্ভূমৌ সুপরিবর্ততে। হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ।। ৯
কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী। স্নাপয়ন্তী মুখং বাষ্পৈস্তুষারৈরিব পঙ্কজম্।। ১০
এবমার্তাঃ পতিং দৃষ্ট্বা রাবণং নিহতং ভুবি। চুক্রুশুর্বহুধা শোকাদ্ভূয়স্তাঃ পর্যদেবয়ন্।। ১১
যেন বিত্রাসিতঃ শক্রো যেন বিত্রাসিতো যমঃ। যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেণ বিয়োজিতঃ।। ১২
গন্ধর্বাণামৃষীণাঞ্চ সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্। ভয়ং যেন রণে দত্তং সোঽয়ং শেতে রণে হতঃ।। ১৩
অসুরেভ্যঃ সুরেভ্যো বা পন্নগেভ্যোঽপি বা তথা। ভয়ং যো ন বিজানাতি তস্যেদং মানুষাদ্ভয়ম্।। ১৪
অবধ্যো দেবতানাং যস্তথা দানব-রক্ষসাম্। হতঃ সোঽয়ং রণে শেতে মানুষেণ পদাতিনা।। ১৫
যো ন শক্যঃ সুরৈর্হন্তুং ন যক্ষৈর্নাসুরৈস্তথা। সোঽয়ং কশ্চিদিবাসত্ত্বো মৃত্যুং মর্ত্যেন লম্ভিতঃ।। ১৬
এবং বদন্ত্যো রুরুদুস্তস্য তা দুঃখিতাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভূয় এব চ দুঃখার্তা বিলেপুশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ১৭
অশৃণ্বতা তু সুহৃদাং সততং হিতবাদিনাম্। মরণায়াহৃতা সীতা রাক্ষসাশ্চ নিপাতিতাঃ।
এতাঃ সমমিদানীং তে বয়মাত্মা চ পাতিতঃ।। ১৮

বেরিয়ে এসে ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিহত পতিকে সন্ধান করতে লাগলো।।৩।। হা আর্যপুত্র, হা নাথ—এইভাবে ক্রন্দন করতে করতে সর্বপ্রকারে সন্ধান করতে গিয়ে কবন্ধে ভরা, রক্তে কাদাযুক্ত ভূমিতে তারা উপস্থিত হলো।।৪।। চোখ তাদের জলে-ভরা। স্বামীর শোকে তারা কাতর। যূথপতি হস্তীর বিরহে হস্তিনীদের মতোই তারা চীৎকার করছিলো।।৫।। একটু পরেই তারা দেখলো ভূতলে নিহত হয়ে পড়ে আছে রাবণ। মহাবীর রাবণের বিশাল দেহ হতে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। ঘন নীল কাজলের মতো তার দেহকান্তি।।৬।। রণক্ষেত্রে পতিকে শয়ান দেখে তৎক্ষণাৎ তারা ছিন্ন বনলতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর।।৭।। অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে কেউ কেউ কাঁদতে লাগলো। কেউ তার চরণ রৈলো ধরে। কেউ বা কণ্ঠ আবেষ্টন করে ক্রন্দন করতে লাগলো।।৮।। কেউ বা বাহুদু'টি উৎক্ষিপ্ত করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। নিহত রাবণের মুখটি দেখে কেউ মূর্ছিত হলো।।৯।। কেউ কোলে তার মাথাটি নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলো। তুষারধারা যেমন পদ্মকে ধুইয়ে দেয় তেমনি তারা চোখের জলে তার মুখ যেন ধুইয়ে দিচ্ছিলো।।১০।। নিহত পতিকে এইভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে শোকে তারা বহুভাবে বিলাপ করতে লাগলো।।১১।। ইনি ইন্দ্রকে সন্ত্রস্ত করেছিলেন। যমকে দেখিয়েছিলেন ভয়। বিশ্রবাপুত্র মহারাজ কুবেরের রথ ইনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।।১২।। যুদ্ধে গন্ধর্ব, ঋষি, মহাত্মা দেবতাদের ইনি ভয় দেখিয়েছিলেন। হায়, আজ ইনিই যুদ্ধে নিহত হয়ে শুয়ে আছেন মাটিতে।।১৩।। অসুর, দেবতা বা পন্নগদের কাছেও যিনি ভয় বলে কিছু জানতেন না, তাঁরই এখন মানুষের কাছে ভয় হলো।।১৪।। দেবতা, দানব, রাক্ষসদের কাছেও যিনি ছিলেন অবধ্য, পদচারী মানুষের দ্বারা নিহত হয়ে আজ তিনি রণভূমিতে শায়িত।।১৫।। দেবতা যক্ষ এবং অসুরেরাও যাঁকে হত্যা করতে পারে নি, একজন মানুষের হাতে তিনি আজ দুর্বলের মতো নিহত হলেন।।১৬।। রাবণের পত্নীরা এইরকম বলতে বলতে দুঃখে কাঁদতে লাগলো। দুঃখার্তা তারা। বারংবার কাঁদছে।।১৭।। তারা বললো, সর্বদাই যারা তোমায় হিত কথা বলতো, সেই সুহৃদগণের কথা না শুনে নিজের মরণের জন্যই তুমি সীতাকে হরণ করেছিলে। আর, রাক্ষসেরাও তাতে নিহত হলো। এদের সঙ্গে আমাদেরো তুমি দুঃখে ঠেলে দিলে। নিজেও মারা গেলে।।১৮।।

ব্রুবাণেঽপি হিতং বাক্যমিষ্টো ভ্রাতা বিভীষণঃ। দৃষ্টং পরুষিতো মোহাত্ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষিণা।। ১৯
যদি নির্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী। ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোরমিদং মূলহরং মহৎ।। ২০
বৃত্তকামো ভবেদ্ ভ্রাতা রামো মিত্রকুলং ভবেৎ। বয়ং চাবিধবাঃ সর্বাঃ সকামা ন চ শত্রবঃ।। ২১
ত্বয়া পুনর্নৃশংসেন সীতাং সংরুন্ধতা বলাৎ। রাক্ষসা বয়মাত্মা চ ত্রয়ং তুল্যং নিপাতিতম্।। ২২
ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব। দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হন্যতে।। ২৩
বানরাণাং বিনাশোঽয়ং রাক্ষসানাঞ্চ তে রণে। তব চৈব মহাবাহো দৈবযোগাদুপাগতঃ।। ২৪
নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া। শক্যা দেবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমুদ্যতা।। ২৫
বিলেপুরেবং দীনাস্তা রাক্ষসাধিপযোষিতঃ। কুররয ইব দুঃখার্তা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

শুভার্থী ভাই বিভীষণ তোমাকে হিতবাক্য বললেও মোহবশতঃ নিজের বধের বাসনাতেই তুমি তাকে কঠোরবাক্য বলেছিলে।।১৯।। যদি তুমি মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে, তাহলে সমূলে বিনাশের এই ঘোর বিপদ ঘটতো না।।২০।। সীতাকে ফিরিয়ে দিলে তোমার ভাই বিভীষণের, রামের এবং বন্ধুদের কামনা পূর্ণ হতো। আমরা বিধবা হতাম না। তোমার শত্রুরা আনন্দলাভে আপ্তকাম হতো না।।২১।। তুমি নিষ্ঠুরভাবে সীতাকে জোর করে ধরে এনেছিলে। আর সেজন্যই একযোগে রাক্ষসদের, আমাদের এবং নিজেকেও তুমি নিপাতিত করলো।।২২।। হে রাক্ষসবীর, তোমার স্বেচ্ছাচারই আমাদের ধ্বংসের কারণ নয়। দৈবই সব ঘটিয়ে থাকে। দৈবই সবাইকে বিনষ্ট করে *(রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্র হয়ে তোমায় বিনাশ করেছেন)* ।।২৩।। যুদ্ধে বানর এবং রাক্ষসদের, তৎসহ তোমার নিজেরো এই বিনাশ হে মহাবীর, দৈবযোগেই হয়েছে।।২৪।। দৈব যখন কিছু করতে উদ্যত হয়, তখন অর্থ, কাম, বীর্যবত্তা এবং নির্দেশ তা নিবারণ করতে পারে না।।২৫।। এইভাবে রক্ষোরাজ রাবণের পত্নীমণ্ডলী অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে দুঃখে আর্তা হয়ে জল-ভরা চোখে কুররীর মতো বিলাপ করতে লাগলো।।২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর দশম (১১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

মন্দোদর্যা বিলাপঃ, রাবণস্য শবদাহসংস্কারশ্চ

তাসাং বিলপমানানাং তদা রাক্ষসযোষিতাম্। জ্যেষ্ঠপত্নী প্রিয়া দীনা ভর্তারং সমুদৈক্ষত।। ১
দশগ্রীবং হতং দৃষ্ট্বা রামেণাচিন্ত্যকর্মণা। পতিং মন্দোদরী তত্র কৃপণা পর্যদেবয়ৎ।। ২
ননু নাম মহাবাহো তব বৈশ্রবণানুজ। ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং ত্রস্যত্যপি পুরন্দরঃ।। ৩
ঋষয়শ্চ মহান্তোঽপি গন্ধর্বাশ্চ যশস্বিনঃ। ননু নাম তবোদ্বেগাচ্চারণাশ্চ দিশো গতাঃ।। ৪

শতোত্তর একাদশ (১১১) সর্গ

মন্দোদরীর বিলাপ। রাবণের শবদাহ-সংস্কার।

রাক্ষসপত্নীরা যখন এইভাবে বিলাপ করছিলো, তখন জ্যেষ্ঠাপত্নী প্রিয়া মন্দোদরী করুণভাবে স্বামীকে দেখছিলো।।১।। অচিন্তনীয় কর্ম সম্পাদনকারী রামের দ্বারা পতি দশানন রাবণকে নিহত দেখে মন্দোদরী করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলো।।২।। হে মহাবীর, তুমি বিশ্রবার পুত্র। কুবেরের অনুজ। তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমার সামনে স্বয়ং ইন্দ্রও দাঁড়াতে ভয় পেতেন।।৩।। তোমার ভয়ে মহান ঋষিরা এবং যশস্বী গন্ধর্বেরাও বিভিন্নদিকে পালিয়ে যেতেন।।৪।। সেই তুমিই নগণ্য মানুষের দ্বারা যুদ্ধে

স ত্বং মানুষমাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জিতঃ। ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৫
কথং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য শ্রিয়া বীর্যেণ চান্বিতম্। অবিষহ্যং জঘান ত্বাং মানুষো বনগোচরঃ।। ৬
মানুষাণামবিষয়ে চরতঃ কামরূপিণঃ। বিনাশস্তব রামেণ সংযুগে নোপপদ্যতে।। ৭
ন চৈতৎ কর্ম রামস্য শ্রদ্দধামি চমূমুখে। সর্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্ষণম্।। ৮
অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ। মায়াং তব বিনাশায় বিধায়াপ্রতিতর্কিতাম্।। ৯
অথবা বাসবেন ত্বং ধর্ষিতোঽসি মহাবল। বাসবস্য তু কা শক্তিস্ত্বাং দ্রষ্টুমপি সংযুগে।। ১০
মহাবলং মহাবীর্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্। ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ।। ১১
অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্। তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।। ১২
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ। মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ১৩
সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্বানরত্বমুপাগতৈঃ। সর্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমাঁল্লোকানাং হিতকাম্যয়া।। ১৪
স রাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্। ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া।। ১৫
স্মরদ্ভিরিব তদ্ বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ। যদৈব হি জনস্থানে রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।। ১৬
খরস্তু নিহতো ভ্রাতা তদা রামো ন মানুষঃ। যদৈব নগরীং লঙ্কাং দুষ্প্রবেশাং সুরৈরপি।। ১৭
প্রবিষ্টো হনুমান্ বীর্যাত্তদৈব ব্যথিতা বরম্। ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া।। ১৮
উচ্যমানো ন গৃহ্লাসি তস্যেয়ং ব্যুষ্টিরাগতা। অকস্মাচ্চাভিকামোঽসি সীতাং রাক্ষসপুঙ্গব।। ১৯
ঐশ্বর্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ। অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে।। ২০

পরাজিত হলে? একি! রাক্ষসেশ্বর? তোমার লজ্জা হচ্ছে না?।।৫।। তুমি বীর্যের দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রমণ করে ঐশ্বর্য লাভ করেছিলে। একজন বনচারী মানুষ তোমায় হত্যা করলো? এ যে অসহ্য!।।৬।। তুমি ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে মানুষদের অগোচরে ঘুরে বেড়াতে পারতে। সেই তোমাকে যুদ্ধে রাম নিহত করেছে, এ যে বিশ্বাস করা যায় না!।।৭।। সর্বত্র তুমি জয়লাভ করতে। সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে রামের এই কাজ, তার দ্বারা তোমার এই বধ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।।৮।। অথবা মনে হচ্ছে, যম স্বয়ং মায়াবলে রামের রূপ ধারণ করে তোমার বধের জন্য অতর্কিতে এসেছিলেন।।৯।। অথবা, হে মহাবীর, ইন্দ্র এসে কি তোমায় হত্যা করে গেলেন? কিন্তু যুদ্ধে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখার কি শক্তি আছে ইন্দ্রের?।।১০।। তুমি মহাশক্তিশালী। মহাবীর। মহাতেজস্বী দেবশত্রু তুমি। তোমায় রাম কি করে মারতে পারে? এটা স্পষ্ট হলো যে, এই রাম মহাযোগী। সনাতন পরমাত্মা।।১১।। তিনি জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধন-বিহীন। মহান হতেও মহান অন্ধকারের পরপারে স্রষ্টা। এবং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী তিনি পরম পুরুষ।।১২।। তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস -লাঞ্ছিত। লক্ষ্মীদেবী নিত্য তাঁর সঙ্গে। তিনি অজেয়। চিরন্তন। এবং ধ্রুব। সত্যস্বরূপ তিনি। পরাক্রমশীল বিষ্ণু। মানুষের রূপ ধরে রামরূপে এসেছেন।।১৩।। দেবতারা বানররূপে আবির্ভূত। তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে জগতের কল্যাণকামনায় সর্বলোকেশ্বর শ্রীমান তিনি রামরূপে এসেছেন (*ভাগবতে "তানুগ্রহায় লোকানাং মানুষীং তনু মন্ত্রিত" হয়ে ভগবানের লীলাবতরণ হয়*)।।১৪।। তিনি রাক্ষস পরিবারসহ ভয়াবহ দেবশত্রু রাবণকে জয় করেছেন। পূর্বকালে তুমি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করে ত্রিভুবন জয় করেছিলে।।১৫।। ইন্দ্রিয়গুলি সেই শত্রুতা স্মরণ করেই এখন তোমায় বোধহয় পরাজিত করেছে। একসময় জনস্থানে বহু রাক্ষসের দ্বারা পরিবৃত হয়ে...।।১৬।। তোমার ভ্রাতা খর যখন নিহত হলো, তখনই আমি বুঝেছিলাম রাম মানুষ নয়। দেবতাদের পক্ষেও দুঃসাধ্য ছিলো এই লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করা।।১৭।। বীর্যবত্তার সঙ্গে হনুমান যখন এই নগরীতে প্রবেশ করলো, তখনই আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম। তখনই আমি বলেছিলাম, রামের সঙ্গে বিরোধ কোরো না।।১৮।। আমি বললেও তা তুমি শোনো নি। তারই ফল এইভাবে এলো। হে রাক্ষসবীর, হঠাৎ তুমি সীতাকে কামনা করেছিলে।।১৯।। ঐশ্বর্য, দেহ এবং আত্মজনদের বিনাশের জন্যই তোমার এই দুর্মতি। হে দুর্বুদ্ধে, অরুন্ধতী এবং রোহিণীর চেয়েও সীতা বিশিষ্টা।।২০।। মাননীয়া সীতাকে জোর করে ধরে এনে তুমি

সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্। বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম্।। ২১
সীতাং সর্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্। আনয়িত্বা তু তাং দীনাং ছদ্মনাত্মস্বদূষণম্।। ২২
অপ্রাপ্য তং চৈব কামং মৈথিলীসঙ্গমে কৃতম্। পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো।। ২৩
তদৈব যন্ন দগ্ধস্ত্বং ধর্ষয়ংস্তনুমধ্যমাম্। দেবা বিভ্যতি তে সর্বে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।। ২৪
অবশ্যমেব লভতে ফলং পাপস্য কর্মণঃ। ভর্তঃ পর্যাগতে কালে কর্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। ২৫
শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে। বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্।। ২৬
সন্ত্যন্যাঃ প্রমদাস্তুভ্যং রূপেণাভ্যধিকাস্ততঃ। অনঙ্গবশমাপন্নস্ত্বং তু মোহান্ন বুধ্যসে।। ২৭
ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী। ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্তু মোহান্ন বুধ্যসে।। ২৮
সর্বদা সর্বভূতানাং নাস্তি মৃত্যুরলক্ষণঃ। তব তদ্‌বদয়ং মৃত্যুর্মৈথিলীকৃতলক্ষণঃ।। ২৯
সীতানিমিত্তজো মৃত্যুস্ত্বয়া দূরাদুপাহৃতঃ। মৈথিলী সহ রামেণ বিশোকা বিহরিষ্যতি।। ৩০
অল্পপুণ্যা ত্বহং ঘোরে পতিতা শোকসাগরে। কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে।। ৩১
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া। বিমানেনানুরূপেণ যা যাম্যতুলয়া শ্রিয়া।। ৩২
পশ্যন্তী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংশ্চিত্রস্রগম্বরা। ভ্রংশিতা কামভোগেভ্যঃ সাস্মি বীর বধাত্তব।। ৩৩
সৈবান্যেবাস্মি সংবৃত্তা ধিগ্‌রাজ্ঞাং চঞ্চলাং শ্রিয়ম্। হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বক্ সমুন্নসম্।। ৩৪
কান্তিশ্রীদ্যুতিভিস্তুল্যমিন্দুপদ্মদিবাকরৈঃ। কিরীটকূটোজ্জ্বলিতং তাম্রাস্যং দীপ্তকুণ্ডলম্।। ৩৫
মদব্যাকুললোলাক্ষং ভূত্বা যৎ পানভূমিষু। বিবিধস্রগ্ধরং চারু বল্গুস্মিতকথং শুভম্।। ৩৬

অনুচিত কাজই করেছো। বসু তথা রত্নকে ধারণ করে যে বসুধা, পতিপরায়ণা সীতা তারও ধাত্রী। সৌন্দর্য ও মাঙ্গল্যরূপিণী লক্ষ্মীরও তিনি লক্ষ্মী।।২১।। সর্বাঙ্গসুন্দরী, কল্যাণরূপিণী, অরণ্যে অসহায় সীতাকে তুমি ছলনা করে ছিনিয়ে এনে নিজেকেই দূষিত করেছো।।২২।। মৈথিলী সীতার সঙ্গে সহবাসের সঙ্কল্প তুমি করেছিলে। কিন্তু তা তোমার হলো না। পতিব্রতার তপস্যায় হে আমার প্রভো, তুমি দগ্ধ হলে।।২৩।। সুন্দরী সেই সীতাকে জোর করে ধরে আনার সময় তুমি যে দগ্ধ হও নি তার কারণ ইন্দ্র, অগ্নি-প্রমুখ দেবতারা তোমায় ভয় করেন।।২৪।। হে স্বামিন্, পাপকারী পাপকর্মের ফল সময় এলে অবশ্যই পেয়ে থাকে।।২৫।। যারা সৎকর্ম করে, তারা শুভফল লাভ করে। আর যারা পাপকর্ম করে, অশুভ ফল ভোগ করে তারাই। বিভীষণ সুখ পেলো। আর, তুমি এইরকম অকল্যাণের সম্মুখীন হলে।।২৬।। সীতার চেয়ে অধিক রূপবতী অন্য বহুরমণী তোমার কাছেই ছিলো। কামের বশীভূত হয়ে মোহবশতঃ তা তুমি বুঝতে পারো নি।।২৭।। বংশগৌরব, রূপ এবং দাক্ষিণ্যের দ্বারা মৈথিলী সীতা আমার চেয়ে বেশী তো নয়ই, সমানও নয়। তা মোহবশতঃ তুমি বুঝতে পারো নি।।২৮।। বিনা কারণে কোনো প্রাণীর মৃত্যু হয় না। তোমার এই মৃত্যু সীতার কারণেই।।২৯।। সীতার কারণে নিজের মৃত্যুকে তুমি দূর হতে ডেকে নিয়ে এসেছিলে। আর এখন মৈথিলী সীতা, রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে বীতশোক হয়ে বিহার করবে।।৩০।। আমার পুণ্য ছিলো সামান্য। তা শেষ হয়ে -যাওয়ায় ভীষণ শোকসাগরে ডুবে গেলাম। কৈলাশে, মন্দরপর্বতে, মেরুপর্বতে এবং চৈত্ররথ বনে আমি তোমার সঙ্গে বিহার করতাম।।৩১।। দেবোদ্যান সমূহেও আমি তোমার সঙ্গে সুন্দর বিমানে আরোহণ করে বিহার করতাম।।৩২।। সুন্দর বসন পরে এবং সুন্দর পুষ্পের মালায় সেজে সেইসব বিভিন্নদেশ দেখতে দেখতে আমি তোমার সঙ্গে বিহার করতাম। হে বীর, তোমার বধে এখন আমি সেইসব কামভোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।।৩৩।। আজ রাজরাণী মন্দোদরী আমি অতি সাধারণ নগণ্যা এক নারীতে পরিণত হলাম। চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে ধিক্। হায় রাজন্, কী সুন্দর তোমার ভ্রূদু'টি। তোমার ত্বক কিরকম মসৃণ। নাসিকা সমুন্নত।।৩৪।। কিরীটের প্রভায় উজ্জ্বল এবং রক্তবর্ণ তোমার মুখ। সেটি আবার কুণ্ডলে দীপ্ত।।৩৫।। মদিরা পানভূমিতে মদ্যপান করার পর ব্যাকুল এবং চঞ্চল হতো তোমার চোখ। নানা -ধরণের ফুলের মালায় তুমি শোভিত থাকতে। স্মিত হেসে সুন্দরভাবে কথা বলতে তুমি।।৩৬।।

তদেবাদ্য তবৈবং হি বক্ত্রং ন ভ্রাজতে প্রভো। রামসায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ।। ৩৭
বিশীর্ণমেদোমস্তিষ্কং রূক্ষং স্যন্দনরেণুভিঃ। হা পশ্চিমা মে সম্প্রাপ্তা দশা বৈধব্যদায়িনী।। ৩৮
যা ময়াসীন্ন সংবুদ্ধা কদাচিদপি মন্দয়া। পিতা দানবরাজো মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৩৯
পুত্রো মে শক্রনির্জেতা ইত্যহং গর্বিতা ভৃশম্। দৃপ্তারিমথনাঃ ক্রূরাঃ প্রখ্যাতবলপৌরুষাঃ।। ৪০
অকুতশ্চিদ্ভয়া নাথা মমেত্যাসীম্মতির্ধ্রুবা। তেষামেবম্প্রভাবাণাং যুষ্মাকং রাক্ষসর্ষভাঃ।। ৪১
কথং ভয়মসম্বুদ্ধং মানুষাদিদমাগতম্। স্নিগ্ধেন্দ্রনীলনীলং তু প্রাংশুশৈলোপমং মহৎ।। ৪২
কেয়ূরাঙ্গদবৈদূর্যমুক্তাহারস্রগুজ্জ্বলম্। কান্তং বিহারেষ্বধিকং দীপ্তং সংগ্রামভূমিষু।। ৪৩
ভাত্যাভরণভাভির্যদ্ বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ। তদেবাদ্য শরীরং তে তীক্ষ্ণৈর্নৈকশরৈশ্চিতম্।। ৪৪
পুনর্দুর্লভসংস্পর্শং পরিষ্বক্তুং ন শক্যতে। শ্বাবিধঃ শললৈর্যদ্বদ্ বাণৈর্লগ্নৈর্নিরন্তরম্।। ৪৫
স্বর্পিতৈর্মর্মসু ভৃশং সংছিন্নস্নায়ুবন্ধনম্। ক্ষিতৌ নিপতিতং রাজন্ শ্যামং বৈ রুধিরচ্ছবি।। ৪৬
বজ্রপ্রহারাভিহতো বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ। হা স্বপ্নঃ সত্যমেবেদং ত্বং রামেণ কথং হতঃ।। ৪৭
ত্বং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ। ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং ত্রৈলোক্যোদ্বেগদং মহৎ।। ৪৮
জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শঙ্করস্য চ। দৃপ্তানাং নিগ্রহীতারমাবিষ্কৃতপরাক্রমম্।। ৪৯
লোকক্ষোভয়িতারঞ্চ সাধুভূতবিদারণম্। ওজসা দৃপ্তবাক্যানাং বক্তারং রিপুসন্নিধৌ।। ৫০
স্বযূথভৃত্যগোপ্তারং হন্তারং ভীমকর্মণাম্। হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং যক্ষাণাঞ্চ সহস্রশঃ।। ৫১

হে প্রভো, তোমার সেই মুখ এখন আর শোভা পাচ্ছে না। রামের বাণে বিদীর্ণ হয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ায় সেই মুখ রক্তাক্ত দেখাচ্ছে।।৩৭।। মেদ এবং মস্তিষ্ক বেরিয়ে এসেছে। রথের ধূলোতে রুক্ষ হয়ে গেছে ঐ সুন্দর মুখমণ্ডল। হায়, শেষে কিনা আমার বৈধব্যদশা এসে গেলো!।।৩৮।। মন্দভাগিনী আমি। কখনো এই দুর্দশার কথা ভাবি নি। দানবদের রাজা হলেন আমার পিতা। আর পতি হলেন রাক্ষসদের রাজা।।৩৯।। আমার পুত্র হলো ইন্দ্রের বিজেতা। এ জন্যে অত্যন্ত গর্বিতা আমি। ভেবেছিলাম দৃপ্ত শত্রুদের যারা পর্যুদস্ত করে, বল এবং বীর্যে যারা বিশেষভাবে খ্যাত,...।।৪০।। সেই অকুতোভয় বীরগণ রক্ষোরাজ রাবণকে রক্ষা করে আমায় ত্রাণ করবে। এই নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো আমার। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তোমাদের এইরকমই প্রভাব ছিলো।।৪১।। অথচ, মানুষদের থেকে তোমাদের এতো ভয় কি করে হলো? হায় নাথ, তোমার দেহের বর্ণ ছিলো স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীল মণির মতো। নীল। পর্বতের মতো সমুন্নত তোমার কায় *(প্রাংশু—বিশাল)*।।৪২।। তুমি পরে ছিলে কেয়ূর ও অঙ্গদ। বৈদূর্যমণি, মুক্তা এবং পুষ্পমাল্যে তুমি ঝলমল করতে। বিহারের সময়ে তুমি থাকতে কমনীয়, অথচ রণক্ষেত্রে থাকতে দীপ্তমূর্তিতে।।৪৩।। নানা অলঙ্কারে তুমি যখন সেজে থাকতে, তখন তোমাকে বিদ্যুতের দ্বারা ভূষিত মেঘের মতো দেখাতো। তোমার এমন শরীরটি আজ বহু শরের দ্বারা আচ্ছন্ন।।৪৪।। তাই, এই দেহটিকে আজ সহজে স্পর্শ করা যাচ্ছে না বলে আমি আলিঙ্গন করতে পারছি না। বাণে বিদ্ধ তোমার শরীরটি শজারুর কাঁটায়-ভরা দেহের মতো মনে হচ্ছে *(শ্বাবিধঃ—সজারু। শলল—কাঁটা)*।।৪৫।। মর্মস্থল শল্যের দ্বারা বিদ্ধ। স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন। হে রাজন্, কালো শরীরটি তোমার মাটিতে পড়ে রয়েছে। রক্তে রঞ্জিত তা।।৪৬।। বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ পর্বতের মতো দেখাচ্ছে তাকে। হায়, এ যেন স্বপ্ন! সত্যি সত্যি রামের দ্বারা তুমি কিভাবে নিহত হলে?।।৪৭।। তুমি তো ছিলে মৃত্যুরও মৃত্যু। কি করে মৃত্যুর বশীভূত হলে? রাবণ ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনসম্পদ ভোগ করতো, বীর্যবত্তায় সে ত্রৈলোক্যের উদ্‌বেগের বিশেষ কারণ।।৪৮।। লোকপালদেরকে জয় করেছিলো সে। দেবাদিদেব শঙ্কর স্বয়ং তাকে ভয় পেতেন। গর্বিতেরা তার হাতে নিগৃহীত হতো। সর্বদা সে সর্বত্রই বিক্রম প্রকাশ করতো।।৪৯।। সকল জগতের সকল লোককে সে ক্ষুব্ধ করতো। সজ্জন এবং প্রাণীদেরকে পর্যুদস্ত করতো সে। শত্রুর সামনে ওজস্বিতার সঙ্গে সে দৃপ্তভাবে বাক্য উচ্চারণ করতো।।৫০।। ভীষণকর্মাদের হত্যা করে আত্মীয় এবং ভৃত্যদেরকে রক্ষা করতো। হাজার হাজার যক্ষ এবং দানব-বীরকে সে হত্যা করতো।।৫১।। দৃঢ় বর্মধারী তিন কোটি অসুর বিশেষকে সে যুদ্ধে

নিবাতকবচানাং তু নিগ্রহীতারমাহবে। নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং ত্রাতারং স্বজনস্য চ।। ৫২
ধর্মব্যবস্থাভেত্তারং মায়াস্রষ্টারমাহবে। দেবাসুর-নৃ-কন্যানামাহর্তারং ততস্ততঃ।। ৫৩
শত্রুস্ত্রীশোকদাতারং নেতারং স্বজনস্য চ। লঙ্কাদ্বীপস্য গোপ্তারং কর্তারং ভীমকর্মণাম্।। ৫৪
অস্মাকং কামভোগানাং দাতারং রথিনাং বরম্। এবম্প্রভাবং ভর্তারং দৃষ্ট্বা রামেণ পাতিতম্।। ৫৫
স্থিরাস্মি যা দেহমিমং ধারয়ামি হতপ্রিয়া। শয়নেষু মহার্হেষু শয়িত্বা রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৫৬
ইহ কস্মাৎ প্রসুপ্তোঽসি ধরণ্যাং রেণুগুণ্ঠিতঃ। যদা মে তনয়ঃ শস্তো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্ যুধি।। ৫৭
তদা ত্বভিহতা তীব্রমদ্য ত্বস্মিন্ নিপাতিতা। সাহং বন্ধুজনৈর্হীনা হীনা নাথেন চ ত্বয়া।। ৫৮
বিহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ। প্রপন্নো দীর্ঘমধ্বানং রাজন্নদ্য সুদুর্গমম্।। ৫৯
নয় মামপি দুঃখার্তাং ন বর্তিষ্যে ত্বয়া বিনা। কস্মাত্ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গন্তুমিচ্ছসি।। ৬০
দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে। দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।। ৬১
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো। পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্।। ৬২
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্বান কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি। অয়ং ক্রীড়াসহায়স্তেঽনাথো লালপ্যতে জনঃ।। ৬৩
ন চৈনমাশ্বাসয়সি কিং বা ন বহুমন্যসে। যাস্ত্বয়া বিধবা রাজন্ কৃতা নৈকাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।। ৬৪
পতিব্রতা ধর্মরতা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ। তাভিঃ শোকাভিতপ্তাভিঃ শপ্তঃ পরবশং গতঃ।। ৬৫
ত্বয়া বিপ্রকৃতাভিশ্চ তদা শপ্তস্তদাগতম্। প্রবাদঃ সত্যমেবায়ং ত্বাং প্রতি প্রায়শো নৃপ।। ৬৬

নিগৃহীত করেছে। বহু যজ্ঞ সে ভঙ্গ করেছে। আত্মজনদের রক্ষা করেছে *(নিবাতকবচ—অসুর-গোষ্ঠী-বিশেষ। নিবাত—দৃঢ়)* ।।৫২।। ধর্মব্যবস্থাকে সে ভেঙে দিয়েছে। যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করেছে। দেবতা, দৈত্য এবং মানুষদের সুন্দরী কন্যাদেরকে তিনি হরণ করে নিয়ে আসতেন।।৫৩।। শত্রুদের পত্নীদেরকে করতেন তিনি শোকার্তা। আত্মজনদেরকে করতেন নেতৃত্বদান। লঙ্কাদ্বীপের তিনি ছিলেন রক্ষক। ভয়ঙ্কর সব কর্ম করতেন।।৫৪।। আমরা যারা তার পত্নী, তাদেরকে সে কামভোগ দান করতো। রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলো সে। এইরকমের প্রভাবসম্পন্ন পতিকে রামের দ্বারা নিহত হতে আমরা দেখলাম।।৫৫।। হতভাগিনী আমি। এই দুর্ঘটনা দেখেও এখনো স্থির আছি। দেহধারণ করে বেঁচে আছি। আমায় ধিক্। রাক্ষসপতি মহামূল্যবান শয্যায় শয়ন করতেন।।৫৬।। হে প্রাণেশ্বর, এখন কি করে তুমি ভূতলে ধূলায়-ধূসরিত হয়ে ঘুমিয়ে আছো ? আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে লক্ষ্মণের দ্বারা নিহত হয়েছিলো।।৫৭।। তখনই আমি তীব্র আঘাত পেয়েছিলাম। এখন আবার তোমার নিধনে আমিও যেন পুরোপুরি মরে গেলাম। আজ আমি আত্মীয়-বিহীনা। তোমায় বিনা অনাথা হয়ে গেলাম।।৫৮।। এখন আমি কামভোগ থেকে বঞ্চিতা হয়ে চিরকালের জন্য শোক করতে থাকবো। হে রাজন্, তুমি আজ অত্যন্ত দুর্গম দীর্ঘ পথ অবলম্বন করেছো।।৫৯।। আমি আজ দুঃখে আর্তা। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচবো না। কেন তুমি কৃপার যোগ্যা আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাইছো ?।।৬০।। দীনা হতভাগিনী আমি। বিলাপ করছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন ? ঘোমটা খুলে আমি এখানে এসেছি দেখেও তুমি কেন রেগে যাচ্ছো না ?।।৬১।। হে প্রভো, নগরের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে আমি এখানে এসেছি। দেখো, যে পত্নীদেরকে তুমি অভীষ্ট মনে করতে তারা আজ লজ্জা ও ঘোমটা ছেড়ে দিয়েছে।।৬২।। তাদের সবাইকে বাইরে চলে আসতে দেখেও কেন তুমি রাগ করছো না ? দেখো, তোমার ক্রীড়ার সহচরী যারা ছিলো, তারা সবাই আজ কিভাবে বারবার বিলাপ করছে।।৬৩।। তুমি এদের সমাদর করা তো দূরে থাকুক, আশ্বাসও দিচ্ছো না। রাজন্, তুমি বহু কুলরমণীকে বিধবা করেছিলে।।৬৪।। তারা সব পতিব্রতা ছিলো। ছিলে ধর্মরতা এবং গুরুজনের সেবায় নিরতা। শোকতপ্তা সেই নারীদের অভিশাপেই তুমি আজ শত্রুহস্তে নিহত হলে।।৬৫।। তুমি সেই নারীদের ওপর অত্যাচার করেছিলে, তাদের অভিশাপ আজ ফলে গেলো। হে রাজন্, তোমার প্রতি সেই প্রবাদই সত্য হলো।।৬৬।। যে প্রবাদে বলা হয়েছে, পতিব্রতাদের

পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রূণি ভূতলে। কথঞ্চ নাম তে রাজন্ লোকানাক্রম্য তেজসা।। ৬৭
নারীচৌর্যমিদং ক্ষুদ্রং কৃতং শৌণ্ডীর্যমানিনা। অপনীয়াশ্রমাদ্ রামং যন্মৃগচ্ছদ্মনা ত্বয়া।। ৬৮
আনীতা রামপত্নী সা অপনীয় চ লক্ষ্মণম্। কাতর্যঞ্চ ন তে যুদ্ধে কদাচিৎ সংস্মরাম্যহম্।। ৬৯
তত্তু ভাগ্যবিপর্যাসান্নূনং তে পক্বলক্ষণম্। অতীতানাগতার্থজ্ঞো বর্তমানবিচক্ষণঃ।। ৭০
মৈথিলীমাহৃতাং দৃষ্ট্বা ধ্যাত্বা নিঃশ্বস্য চায়তম্। সত্যবাক্ স মহাবাহো দেবরো মে যদব্রবীৎ।। ৭১
অয়ং রাক্ষসমুখ্যানাং বিনাশঃ প্রত্যুপস্থিতঃ। কামক্রোধসমুত্থেন ব্যসনেন প্রসঙ্গিনা।। ৭২
নিবৃত্তস্ত্বৎকৃতেনার্থঃ সোঽয়ং মূলহরো মহান্। ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্।। ৭৩
ন হি ত্বং শোচিতব্যো মে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ। স্ত্রীস্বভাবত্তু মে বুদ্ধিঃ কারুণ্যে পরিবর্ততে।। ৭৪
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ত্বং গৃহীত্বা স্বাং গতিং গতঃ। আত্মানমনুশোচামি ত্বদ্বিনাশেন দুঃখিতাম্।। ৭৫
সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া। ভ্রাতৃণাঞ্চৈব কার্ৎস্ন্যেন হিতমুক্তং দশানন।। ৭৬
হেত্বর্থযুক্তং বিধিবচ্ছ্রেয়স্করমদারুণম্। বিভীষণেনাভিহিতং ন কৃতং হেতুমত্ত্বয়া।। ৭৭
মারীচ-কুম্ভকর্ণাভ্যাং বাক্যং মম পিতুস্তথা। ন কৃতং বীর্যমত্তেন তস্যেদং ফলমীদৃশম্।। ৭৮
নীলজীমূতসঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ। স্বগাত্রাণি বিনিক্ষিপ্য কিং শেষে রুধিরাবৃতঃ।। ৭৯
প্রসুপ্ত ইব শোকার্তাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে। মহাবীর্যস্য দক্ষস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ।। ৮০
যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাষসে। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে।। ৮১
অদ্য বৈ নির্ভয়া লঙ্কা প্রবিষ্টাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ। যেন সূদয়সে শত্রূন্ সমরে সূর্যবর্চসা।। ৮২

চোখের জল মাটিতে পড়লে ব্যর্থ হয় না। হে রাজন্, বীর্যবত্তার দ্বারা তুমি জগৎকে আক্রমণ করতে।।৬৭।। নিজেকে মনে করতে বীর বলে। অথচ নারী-অপহরণের মতো এই ছোটো কাজ তুমি করলে। মায়ামৃগের সাহায্যে রামকে তুমি আশ্রম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে।।৬৮।। লক্ষ্মণকেও কৌশলে সরিয়ে রামের পত্নীকে তুমি হরণ করে এনেছো। এটিই হলো তোমার দুর্বলতা। অথচ যুদ্ধে তোমার কাতরতা আমার কখনো স্মরণে আসছে না।।৬৯।। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার পাপের ফল নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছিলো। অতীত ও বর্তমান বিষয়ে তুমি ছিলে অভিজ্ঞ। এবং বর্তমানের বিচারেও বিচক্ষণ।।৭০।। মৈথিলীকে ধরে এনেছো দেখে, হে মহাবীর, আমার দেবর সত্যবাক্ বিভীষণ চিন্তা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলো— ।।৭১।। প্রধান প্রধান রাক্ষসদের বিনাশকাল উপস্থিত হলো। তোমার ক্রোধ ও কামের কারণে আমাদের বিপদ হলো।।৭২।। তোমারি কর্মে ঘটলো আমাদের অনর্থ। সমূলে বিনাশ হলো আমাদের। সমগ্র রাক্ষসকুলকে তুমি আজ এইভাবে অনাথ করে দিলে।।৭৩।। শক্তিমত্তা ও পৌরুষের জন্য তুমি বিশেষভাবে খ্যাত। তোমার জন্য শোক করা তাই উচিত নয়। তবে স্ত্রীস্বভাববশতঃ আমার বুদ্ধি আজ শোকে পরিণতি লাভ করেছে।।৭৪।। নিজের পাপ-পুণ্য নিয়ে তুমি তোমার সমুচিত গতি প্রাপ্ত হলে। তোমার মৃত্যুতে দুঃখে আমি আজ শোক করছি।।৭৫।। সুহৃদ এবং কল্যাণকামীদের কথা তুমি শোনো নি। হে দশানন, ভাইয়েরাও যে হিত কথা বলেছিলো, তাও তুমি একেবারেই শোনো নি।।৭৬।। বিভীষণ যুক্তিগর্ভ, ন্যায়সঙ্গত, মঙ্গলকর এবং মধুরবাক্য বলেছিলো। তা শোনো নি তুমি।।৭৭।। মারীচ, কুম্ভকর্ণ এবং আমার কথায় বীরত্বের দম্ভে তুমি কর্ণপাত করো নি। তারই ফল পেলো এইভাবে।।৭৮।। হে শুভ-অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণবল্লভ, নীলমেঘের মতো তোমার বর্ণ। পীত অম্বর তোমার পরিধানে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ছড়িয়ে দিয়ে, রক্তে রঞ্জিত হয়ে আজ মাটিতে শুয়ে আছো তুমি।।৭৯।। ঘুমিয়ে-পড়া মানুষের মতো তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন ? যুদ্ধে যিনি কখনো পালাতেন না, সেই মহাবীর দক্ষের আমি দৌহিত্রী।।৮০।। সেই রাক্ষস দৌহিত্রী আমার সঙ্গে তুমি কথা বলছো না কেন ? ওঠো ওঠো, কেন শুয়ে আছো ? নূতন পরাজয়ে কি এইভাবে শুয়ে থাকতে হয় ?।।৮১।। সূর্যকিরণ আজ নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করছে। যুদ্ধে সূর্যকিরণের মতো তুমি শত্রুদের নিধন করতে।।৮২।। বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রের মতো ছিলো তোমার

বজ্রং বজ্রধরস্যেব সোঽয়ং তে সততার্চিতঃ। রণে বহুপ্রহরণো হেমজালপরিষ্কৃতঃ।। ৮৩
পরিঘো ব্যবকীর্ণস্তে বাণৈশ্ছিন্নঃ সহস্রধা। প্রিয়ামিবোপসংগৃহ্য কিং শেষে রণমেদিনীম্।। ৮৪
অপ্রিয়ামিব কস্মাচ্চ মাং নেচ্ছস্যভিভাষিতুম্। ধিগস্তু হৃদয়ং যস্যা মমেদং ন সহস্রধা।। ৮৫
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে ফলতে শোকপীড়িতম্। ইত্যেবং বিলপন্তী সা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা।। ৮৬
স্নেহোপস্কন্নহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ। কশ্মলাভিহতা সন্না বভৌ সা রাবণোরসি।। ৮৭
সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা। তথাগতাং সমুত্থাপ্য সপত্ন্যস্তাং ভৃশাতুরাঃ।। ৮৮
পর্যবস্থাপয়ামাসূ রুদত্যো রুদতীং ভৃশম্। কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরধ্রুবা।। ৮৯
দশাবিভাগপর্যায়ে রাজ্ঞাং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ। ইত্যেবমুচ্যমানা সা সশব্দং প্ররুরোদ হ।। ৯০
স্নপয়ন্তী তদাস্রেণ স্তনৌ বক্ত্রং সুনির্মলম্। এতস্মিন্নন্তরে রামো বিভীষণমুবাচ হ।। ৯১
সংস্কারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতুঃ স্ত্রীগণঃ পরিসান্ত্ব্যতাম্। তমুবাচ ততো ধীমান্ বিভীষণ ইদং বচঃ।। ৯২
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা প্রশ্রিতং ধর্মার্থসহিতং হিতম্। ত্যক্তধর্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা।। ৯৩
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শনম্। ভ্রাতৃরূপো হি মে শত্রুরেষ সর্বাহিতে রতঃ।। ৯৪
রাবণো নার্হতে পূজাং পূজ্যোঽপি গুরুগৌরবাৎ। নৃশংস ইতি মাং রাম বক্ষ্যন্তি মনুজা ভুবি।। ৯৫
শ্রুত্বা তস্যাগুণান্ সর্বে বক্ষ্যন্তি সুকৃতং পুনঃ। তচ্ছ্রুত্বা পরমপ্রীতো রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।। ৯৬
বিভীষণমুবাচেদং বাক্যজ্ঞং বাক্যকোবিদঃ। তবাপি মে প্রিয়ং কার্যং ত্বৎপ্রভাবান্ময়া জিতম্।। ৯৭

অস্ত্র পরিঘ। সেটিকে সর্বদা অর্চনা করা হতো। সোনায়-মোড়া ছিলো সেই অস্ত্র। যুদ্ধে বহু অস্ত্রেরই বিকল্প ছিলো তা।।৮৩।। তোমার সেই পরিঘ নামক অস্ত্রটি বাণের দ্বারা হাজার টুকরো হয়ে গেলো। হায়, রণভূমিকে প্রিয়ার মতো আলিঙ্গন করে তুমি শুয়ে আছো।।৮৪।। কি কারণে আমি তোমার অপ্রিয় হলাম যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছো না। আমার হৃদয়কে ধিক্। কারণ আমার হৃদয় এখনো সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হলো না যে !।।৮৫।। তুমি মারা গেলে। অথচ শোকে পীড়িতা হয়ে আমার হৃদয় যে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো না! জল-ভরা চোখে ব্যাকুল হয়ে এইভাবে সে বিলাপ করতে লাগলো।।৮৬।। প্রেমে বিহ্বল হয়ে তারপর মূর্ছিত হয়ে গেলো মন্দোদরী। অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে গেলো রাবণের বুকের ওপর।।৮৭।। সন্ধ্যাকালীন মেঘে দীপ্ত উজ্জ্বল বিদ্যুতের মতো দেখাচ্ছিলো রাবণের বুকে ভেঙে পড়া মন্দোদরীকে। তাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে সপত্নীরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।।৮৮।। মন্দোদরী তো ক্রমাগত কেঁদে চলেছে ! সপত্নীরা সবাই তাকে কেঁদে কেঁদে বললো, দেবি, জগতের স্থিতি যে অনিত্য তা কি তুমি জানো না ?।।৮৯।। ভাগ্য বিপর্যয়ে চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী এইরকমই হয়ে থাকেন। সপত্নীরা এইরকম বলায় মন্দোদরী উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো।।৯০।। চোখের জলে তার মুখ এবং স্তনযুগল ধুয়ে গেলো। এই অবসরে রাম বিভীষণকে বললেন— ।।৯১।। ভ্রাতা রাবণের দেহের অগ্নিসংস্কার করো। তার স্ত্রীদেরকে করো সান্ত্বনাদান। ধীমান বিভীষণ তখন তাঁকে বাক্য বললো।।৯২।। সেই কথা ছিলো বিবেচনাপ্রসূত। এবং ধর্মসঙ্গত। অর্থবহ ও কল্যাণকর। রাবণ ধর্মকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা ত্যাগ করেছিলো। সে ছিলো নিষ্ঠুর। নির্দয়। এবং মিথ্যাচারী।।৯৩।। পরস্ত্রীর প্রতি অত্যাচারী সে। তার অগ্নিসংস্কার আমি করতে পারবো না। সকলের অহিতকর কার্যে *(সে ছিলো)* নিরত। ভ্রাতারূপে সে আমার শত্রু।।৯৪।। রাবণ আমার অগ্রজরূপ গুরু। এবং পূজ্য। সেই গৌরবেও সে আমার পূজা পেতে পারে না। আমি তার এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করলে, হে রাম, জগদ্বাসী আমায় নৃশংস বলে বলবে।।৯৫।। তার সব দোষগুলি শোনার পর তারা আবার আমার প্রশংসাই করবে। এই কথা শুনে ধর্মধারকদের প্রধান রাম পরম প্রীতিলাভ করলেন।।৯৬।। বাক্যবিশারদ রাম তখন বাক্যনিপুণ বিভীষণকে বললেন, তোমার প্রিয় কার্য আমারও প্রিয়। তোমার প্রভাবেই আমি জয়লাভ করেছি।।৯৭।। হে রাক্ষসেশ্বর, আমি তোমায় যে কথা বলেছি,তা অবশ্যই ক্ষমা কোরো। তুমি ঠিকই বলেছো, এই রাক্ষস রাবণ অধর্মাচারী।

অবশ্যং তু ক্ষমং বাচ্যো ময়া ত্বং রাক্ষসেশ্বর। অধর্মানৃতসংযুক্তঃ কামং ত্বেষ নিশাচরঃ।। ৯৮
তেজস্বী বলবাঞ্ছূরঃ সংগ্রামেষু চ নিত্যশঃ। শতক্রতুমুখৈর্দেবৈঃ শ্রূয়তে ন পরাজিতঃ।। ৯৯
মহাত্মা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ। মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।। ১০০
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব। ত্বৎসকাশান্মহাবাহো সংস্কারং বিধিপূর্বকম্।। ১০১
ক্ষিপ্রমর্হতি ধর্মেণ ত্বং যশোভাগ্ ভবিষ্যসি। রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণো বিভীষণঃ।। ১০২
সংস্কারয়িতুমারেভে ভ্রাতরং রাবণং হতম্। স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।। ১০৩
রাবণস্যাগ্নিহোত্রং তু নির্যাপয়তি সত্বরম্। শকটান্ দারুরূপাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা।। ১০৪
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ। অগরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা।। ১০৫
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ। আজগাম মুহূর্তেন রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।। ১০৬
ততো মাল্যবতা সার্ধং ক্রিয়ামেব চকার সঃ। সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।। ১০৭
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুবর্ণমুখা দ্বিজাঃ। তূর্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈস্তুবদ্ভিশ্চাভিনন্দিতম্।। ১০৮
পতাকাভিশ্চ চিত্রাভিঃ সুমনোভিশ্চ চিত্রিতাম্। উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তাং তু বিভীষণপুরোগমাঃ।। ১০৯
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে। অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্যুসমীরিতাঃ।। ১১০
শরণাভিগতাঃ সর্বে পুরস্তাত্তস্য তে যযুঃ। অন্তঃপুরাণি সর্বাণি রুদমানানি সত্বরম্।। ১১১
পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তানি প্লবমানানি সর্বতঃ। রাবণং প্রযতে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ।। ১১২
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ। ব্রাহ্ম্যা সংবর্তয়ামাসূ রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্।। ১১৩

এবং উচ্ছৃঙ্খল।।৯৮।। শোনা যায়, ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাদের দ্বারাও সে পরাজিত হয় নি।।৯৯।। মহাত্মা রাবণ শক্তিসম্পন্ন। এবং জগতের ভীতিদায়ক। তবে শত্রুতা থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। এখন তো আমার কার্য সিদ্ধ হয়েছে *(মৃত্যুর পর শত্রুতা মনে রাখতে নেই। তাই আমাদের তর্পণে পাপে রত ও শত্রুর জন্যও তর্পণ করার বিধি। বর্তমানে কোনো কোনো অপকর্ম এবং রাজনীতি মৃত্যুর পরও শত্রুতাকে ভোলে না। মৃতের অপমানেও তারা অকুণ্ঠ)* ।।১০০।। এর অন্ত্যেষ্টি-সংস্কার করো। এখন রাবণ তোমার মতো আমারও আত্মিক সূত্রে আত্মীয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে হে বীর, রাবণের সংস্কার তুমি করো।।১০১।। ধর্ম মেনে দ্রুততার সঙ্গেই এই কার্য সম্পাদন করো। তাতে তুমি যশস্বী হবে। রামের কথা শুনে বিভীষণ অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারে তৎপর হলো।।১০২।। নিহত ভ্রাতা রাবণের দেহের সংস্কার আরম্ভ করলো। সেই জন্যে রাক্ষসপ্রধান বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো।।১০৩।। দ্রুত রাবণের অগ্নিহোত্র সংস্কার সমাধা করলেন। শকট, দারুপাত্র, অগ্নি এবং যাজকদের করলেন সংগ্রহ।।১০৪।। জোগাড় করলেন চন্দন কাঠ। সেই সঙ্গে আরো নানারকমের কাঠ। সুগন্ধী অগুরু। এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্য।।১০৫।। রাক্ষস বিভীষণ মণি, মুক্তা এবং প্রবালাদিও সংগ্রহ করলেন। রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনি চলে এলেন।।১০৬।। অতঃপর মাল্যবানের সঙ্গে অগ্নিসংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। রাবণের দেহটিকে পট্টবস্ত্র পরিয়ে সোনার তৈরী সুন্দর শিবিকাতে তুলে নিলেন।।১০৭।। রাক্ষসরাজ রাবণকে তখন রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা জল-ভরা চোখে-মুখে দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছেন। তূর্যধ্বনি ও বিবিধ স্তবের দ্বারা রাজকীয় অভিনন্দনে তাকে নন্দিত করা হলো।।১০৮।। শিবিকাটি ছিলো সুন্দরভাবে চিত্রিত। পতাকা এবং সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো বাহকেরা সেই শিবিকাটি তুলে নিয়ে চলতে লাগলো। বিভীষণ চলতে লাগলো আগে আগে।।১০৯।। বাহকেরা সবাই সেই শিবিকা এবং কাষ্ঠরাশি কাঁধে তুলে নিয়ে দক্ষিণ মুখে চলতে লাগলো। তখন অধ্বর্যুরা আধারে করে প্রদীপ্ত অগ্নি হাতে নিয়ে চলছিলেন।।১১০।। শরণাগত শ্মশানযাত্রীরা সবাই তার আগে আগে চলতে লাগলো। অন্তঃপুরবাসিনী রাক্ষস-রমণীরা কাঁদতে কাঁদতে দ্রুতপদে চলছিলো।।১১১।। শোকে ভাসতে ভাসতে তারা পেছনে পেছনে আসছিলো। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পবিত্রস্থানে রাবণের দেহটিকে তারা রক্ষা করলো।।১১২।। রঙ্কুমৃগচর্মের আস্তরণ বিছিয়ে তার ওপর চন্দন কাঠ, পদ্ম, উশীর এবং চন্দনের দ্বারা বৈদিক-বিধিতে চিতা-রচনা করা হলো।।১১৩।। রাজা রাবণের এই দেহ-সংস্কাররূপ অন্তিম-যজ্ঞটি বেদবিহিত

বর্ততে বেদবিহিতো রাজ্ঞো বৈ পশ্চিমঃ ক্রতুঃ। প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্।
বেদিঞ্চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্।। ১১৪
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ। পাদয়োঃ শকটং প্রাপুরূর্বোশ্চোদূখলং তদা।। ১১৫
দারুপাত্রাণি সর্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্। দত্ত্বা তু মুসলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ।। ১১৬
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ। তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।। ১১৭
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্। গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ।। ১১৮
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি। লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তথা।। ১১৯
স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ। স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্।। ১২০
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্। প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্ধ্না চৈবং নমস্য চ।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।। ১২১
গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিবিশুর্নগরং ততঃ। প্রবিষ্টাসু পুরীং স্ত্রীষু রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রামপার্শ্বমুপাগম্য সমতিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ।। ১২২
রামোঽপি সহ সৈন্যেন সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ। হর্ষং লেভে রিপুং হত্বা বৃত্রং বজ্রধরো যথা।। ১২৩
ততো বিমুক্ত্বা সশরং শরাসনম্ মহেন্দ্রদত্তং কবচং স তন্মহৎ।
বিমুচ্য রোষং রিপুনিগ্রহাত্ততো রামঃ স সৌম্যত্বমুপাগতোঽরিহা।। ১২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

বিধিতে অনুষ্ঠিত হলো। রক্ষোরাজের পিতৃমেধযজ্ঞ নামক এই শ্রেষ্ঠ দাহসংস্কারটি ঋত্বিকেরা করতে লাগলেন। দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে বেদী নির্মাণ করে যথাস্থানে অগ্নিস্থাপন করলেন।। ১১৪।। রাবণের দেহের স্কন্ধদেশে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব রক্ষা করা হলো। পা দু'টিতে শকট এবং উরু দু'টির মধ্যে উদূখল স্থাপন করা হলো *(পৃষদাজ্য—দধিসিক্তঘৃত। স্রুব—খদিরকাষ্ঠ নির্মিত যজ্ঞপাত্র। শকট—গাড়ী। উদূখল—হামান দিস্তা। এই সবই কাষ্ঠ নির্মিত। দাহকার্যের সহায়ক)* ।। ১১৫ ।। সবগুলি কাষ্ঠপাত্র, অরণি ও উত্তরারণি দিয়ে মুষল ও যথাস্থানে স্থাপন করা হলো।। ১১৬।। মহর্ষিদের দেওয়া বিধানে শাস্ত্রীয়-পন্থায় মেধ্য পশুকে হত্যা করে তার চর্মের দ্বারা রাক্ষসেরা রক্ষোরাজের মুখটি দিলো ঢেকে।। ১১৭ ।। রাজার সেই মুখাবরণটি ঘৃতে ভিজিয়ে দিলো। দুঃখিতচিত্তে তারা রাবণকে গন্ধদ্রব্য এবং মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করলো।। ১১৮ ।। বিভীষণের সাহায্যে চোখের জলে ম্লানমুখে নানারকমের বস্ত্র এবং খৈ তার দেহের উপর দিলো ছড়িয়ে।। ১১৯।। বিভীষণ এবার শাস্ত্রীয়-নিয়মে তার দেহে অগ্নি প্রদান করলো সৎকারের পর স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রেই তিল এবং কুশমিশ্রিত জল হাতে তুলে নিলো।। ১২০।। সেগুলি বিধি-অনুসারে সমর্পণ করে তর্পণের জলও তাকে দিয়ে মাথা নত করে নমস্কার করলো। অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে রাবণ-পত্নীদেরকে বারবার অনুনয় করলো। অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে রাবণ-পত্নীদেরকে বারবার অনুনয় করলো—।। ১২১।। তোমরা এবার ঘরে চলে যাও। রমণীরা তখন সবাই নগরীতে প্রবেশ করলো। এইভাবে রাবণ-স্ত্রীরা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলে রাক্ষসপ্রধান বিভীষণ রামের পাশে এসে বিনীতভাবে দাঁড়ালো।। ১২২।। ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বধ করে প্রীতিলাভ করেছিলেন তেমনি রামও শত্রুবধ করে স-সৈন্যে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আনন্দলাভ করলেন।। ১২৩।। শত্রু নিগৃহীত হওয়ায় শত্রুহন্তা রাম বাণসহ ধনু, মহেন্দ্র-দত্ত বিশাল কবচ এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করে প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করলেন।। ১২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর একাদশ (১১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

বিভীষণস্য রাজ্যাভিষেকঃ, শ্রীরামেণ সীতাসমীপে হনূমতা সন্দেশস্য প্রেরণঞ্চ

তে রাবণবধং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। জগ্মুঃস্বৈঃ স্বৈর্বিমানৈস্তে কথয়ন্তঃ শুভাঃ কথাঃ।। ১
রাবণস্য বধং ঘোরং রাঘবস্য পরাক্রমম্। সুযুদ্ধং বানরাণাঞ্চ সুগ্রীবস্য চ মন্ত্রিতম্।। ২
অনুরাগঞ্চ বীর্যঞ্চ মারুতের্লক্ষ্মণস্য চ। পতিব্রতাত্বং সীতায়া হনূমতি পরাক্রমম্।। ৩
কথয়ন্তো মহাভাগা জগ্মুহৃষ্টা যথাগতম্। রাঘবস্তু রথং দিব্যমিন্দ্রদত্তং শিখিপ্রভম্।। ৪
অনুজ্ঞাপ্য মহাবাহুর্মাতলিং প্রত্যপূজয়ৎ। রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।। ৫
দিব্যং তং রথমাস্থায় দিবমেবোৎপপাত হ। তস্মিংস্তু দিবমারূঢে সরথে রথিনাং বরঃ।। ৬
রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবং পরিষস্বজে। পরিষ্বজ্য চ সুগ্রীবং লক্ষ্মণেনাভিবাদিতঃ।। ৭
পূজ্যমানো হরিগণৈরাজগাম বলালয়ম্। অথোবাচ স কাকুৎস্থঃ সমীপপরিবর্তিনম্।। ৮
সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নং লক্ষ্মণম্ শুভলক্ষণম্। বিভীষণমিমং সৌম্য লঙ্কায়ামভিষেচয়।। ৯
অনুরক্তঞ্চ ভক্তঞ্চ তথা পূর্বোপকারিণম্। এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্।। ১০
লঙ্কায়াং সৌম্য পশ্যেয়মভিষিক্তং বিভীষণম্। এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাঘবেণ মহাত্মনা।। ১১
তথেত্যুক্ত্বা তু সংহৃষ্টঃ সৌবর্ণং ঘটমাদদে। তং ঘটং বানরেন্দ্রাণাং হস্তে দত্ত্বা মনোজবান্।। ১২
ব্যাদিদেশ মহাসত্ত্বান্ সমুদ্রসলিলং তদা। অতিশীঘ্রং ততো গত্বা বানরাস্তে মনোজবাঃ।। ১৩
আগতাস্তু জলং গৃহ্য সমুদ্রাদ্ বানরোত্তমাঃ। ততস্ত্বেকং ঘটং গৃহ্য সংস্থাপ্য পরমাসনে।। ১৪
ঘটেন তেন সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্। লঙ্কায়াং রক্ষসাং মধ্যে রাজানং রামশাসনাৎ।। ১৫

শতোত্তর দ্বাদশ (১১২) সর্গ

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক। সীতা-সমীপে শ্রীরামকর্তৃক হনুমানের মাধ্যমে সংবাদ-প্রেরণ।

সেই দেবতা, দানব ও গন্ধর্বেরা রাবণের বধ দেখে কল্যাণকর বাক্য বলতে বলতে নিজের নিজের বিমানে চলে গেলেন।। ১ ।। তাঁরা আলাপ করতে লাগলেন, রাবণের বধ, রামের ভয়ঙ্কর পরাক্রম, বানরগণের সুনিপুণ যুদ্ধ এবং সুগ্রীবের মন্ত্রণা-নৈপুণ্য।।২ ।। বলতে লাগলেন, হনুমান ও লক্ষ্মণের প্রেম ও বীর্যবত্তা। সীতার পাতিব্রত্য। এবং হনুমানের পরাক্রমের কথা।।৩।। সেই মহাত্মারা যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই আনন্দের সঙ্গে চলে গেলেন। রাম ইন্দ্রদত্ত অগ্নিপ্রভ দিব্য রথটি নিয়ে যাবার জন্য মাতলিকে অনুরোধ করলেন।।৪।। মহাবীর মাতলিকে তিনি সম্মানিত করলেন। ইন্দ্রসারথি মাতলিও রামের অনুমতি নিয়ে যাত্রা করলেন।।৫ ।। তিনি স্বর্গীয় সেই রথে আরোহণ করে আকাশে উঠে গেলেন। রথে করে তিনি তো স্বর্গে চলে গেলেন।।৬।। রামচন্দ্র তখন অত্যন্ত প্রীত হয়ে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করলেন। সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করার পর লক্ষ্মণ তাঁকে অভিবাদন জানালেন।।৭ ।। বানরদের দ্বারা পূজিত হয়ে এবার তিনি সেনানিবাসে এলেন চলে। তৎকালে রাম তাঁর নিকটে অবস্থিত লক্ষ্মণকে বাক্য বললেন।।৮।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বন্ধুত্বসম্পন্ন। এবং শুভ লক্ষণযুক্ত। তাঁকে রাম বললেন, সৌম্য, এই বিভীষণকে এখন লঙ্কায় অভিষিক্ত করো।।৯।। রাবণের এই অনুজ আমাদের অনুরক্ত। ভক্ত। এবং পূর্বোপকারী। এই অভিষেক আমার একান্ত অভিলষিত।।১০।। হে স্নিগ্ধচরিত্র শ্রীমন, বিভীষণকে লঙ্কায় আমি অভিষিক্ত দেখতে চাই। মহাত্মা রাম এইরকম বললেন লক্ষ্মণকে।। ১১ ।। 'বেশ তাই হবে'—এই বলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একটি সোনার ঘট হাতে তুলে নিলেন। মনের মতো বেগবান বানরশ্রেষ্ঠদের হাতে তিনি সেই ঘটটি তুলে দিলেন।। ১২ ।। শক্তিশালী সেই বানরদেরকে আদেশ দিলেন সমুদ্রের জল নিয়ে আসার জন্য। মনের মতো দ্রুতগামী বানরেরা চলে গেলো।। ১৩ ।। বানরশ্রেষ্ঠেরা জল নিয়ে এলো সমুদ্র হতে। এবার একটি ঘট লক্ষ্মণ তাদের কাছ হতে নিয়ে নিলেন। উচ্চ আসনে বসালেন বিভীষণকে।। ১৪ ।। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ সেই ঘটের জল দিয়ে বিভীষণকে অভিষিঞ্চন করে,রাক্ষসদের মধ্যে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।। ১৫ ।। সুহৃদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত বিভীষণকে মন্ত্রে দৃষ্ট বিধি-অনুসারে অভিষিক্ত করা

বিধিনা মন্ত্রদৃষ্টেন সুহৃদ্‌গণসমাবৃতম্‌। অভ্যষিঞ্চংস্তদা সর্বে রাক্ষসা বানরাস্তদা।। ১৬
প্রহর্ষমতুলং গত্বা তুষ্টুবু রামমেব হি। তস্যামাত্যা জহৃষিরে ভক্তা যে চাস্য রাক্ষসাঃ।। ১৭
দৃষ্ট্বাভিষিক্তং লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্‌। রাঘবঃ পরমাং প্রীতিং জগাম সহলক্ষ্মণঃ।। ১৮
স তদ্‌ রাজ্যং মহৎ প্রাপ্য রামদত্তং বিভীষণঃ। সান্ত্বয়িত্বা প্রকৃতয়স্ততো রামমুপাগমৎ।। ১৯
দধ্যক্ষতান্মোদকাংশ্চ লাজাঃ সুমনসস্তথা। আজহ্রুরথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাস্তস্মৈ নিশাচরাঃ।। ২০
স তান্‌ গৃহীত্বা দুর্ধর্ষো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ। মাঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্‌।। ২১
কৃতকার্যং সমৃদ্ধার্থং দৃষ্ট্বা রামো বিভীষণম্‌। প্রতিজগ্রাহ তৎসর্বং তস্যৈব প্রীতিকাম্যয়া।। ২২
ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাঞ্জলিং প্রণতং স্থিতম্‌। উবাচেদং বচো রামো হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্‌।। ২৩
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্য বিভীষণম্‌। প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ব্রূহি মৈথিলীম্‌।। ২৪
বৈদেহ্যৈ মাঞ্চ কুশলং সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্‌। আচক্ষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ রাবণঞ্চ হতং রণে।। ২৫
প্রিয়মেতদিহাখ্যাহি বৈদেহ্যাস্ত্বং হরীশ্বর। প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশমুপাবর্তিতুমর্হসি।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

হলো। রাক্ষস এবং বানরেরা সবাই এবার তাকে অভিষিক্ত করলো।। ১৬।। বিভীষণ তখন অতুলনীয় আনন্দে রামের কাছে গিয়ে তাঁকেই স্তব করলো। তাঁর ভক্ত রাক্ষসেরাও আনন্দিত হলো।।১৭।। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত দেখে লক্ষ্মণ-সহ রাম পরমপ্রীতি লাভ করলেন।।১৮।। রামচন্দ্রের দ্বারা প্রদত্ত এই বিশাল রাজ্যটি পেয়ে বিভীষণ প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে রামের কাছে চলে এলেন।। ১৯।। পুরবাসী রাক্ষসেরা তখন আনন্দের সঙ্গে দৈ, আতপচাল, মোদক, খৈ এবং ফুল তার সামনে নিয়ে এলো।।২০।। বীর বিভীষণ সেই সব নিয়ে রামচন্দ্রকে নিবেদন করলেন। বীর্যবান বিভীষণ সকল মঙ্গলদ্রব্য লক্ষ্মণকেও করলেন নিবেদন।।২১।। বিভীষণকে কৃতকার্য এবং সফল -মনোরথ দেখে রাম তাঁর প্রীতির জন্য তাঁর দেওয়া সেই দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করলেন।।২২।। পর্বতপ্রমাণ বিশালকায় বানরবীর হনুমানকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণত হতে দেখে রাম অতঃপর বললেন–।।২৩।। হে সৌম্য, মহারাজ বিভীষণের অনুমতি নিয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে মৈথিলীকে আমাদের কুশল জানাও।।২৪।। তুমি তো বাগ্মিশ্রেষ্ঠ। তাই বেশ গুছিয়ে বলবে, রাবণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমার, সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণের কুশল।।২৫।। হে বানরেশ্বর, সীতাকে আমাদের এই প্রিয়-সংবাদ দান করে তার সংবাদ নিয়ে শীগ্‌গির তুমি ফিরে এসো।।২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর দ্বাদশ (১১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

হনূমতা সহ সীতায়া আলাপঃ, হনূমতঃ প্রত্যাবর্তনম্‌, সীতাসন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ

ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনূমান্মারুতাত্মজঃ। প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ।। ১
প্রবিশ্য চ পুরীং লঙ্কামনুজ্ঞাপ্য বিভীষণম্‌। ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো হনুমান্‌ বৃক্ষবাটিকাম্‌।। ২
সম্প্রবিশ্য যথান্যায়ং সীতায়া বিদিতো হরিঃ। দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কাং রোহিণীমিব।। ৩

শতোত্তর ত্রয়োদশ (১১৩) সর্গ

হনুমানের সঙ্গে সীতার আলাপ। হনুমানের প্রত্যাবর্তন। সীতার সংবাদ-প্রদান।

পবনপুত্র হনুমান ঐ রূপে আদিষ্ট হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। রাক্ষসেরা তাকে অর্চনা করলো।।১।। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে বিভীষণের অনুমতি নিয়ে হনুমান বৃক্ষবাটিকা তথা বাগানবাড়িতে গেলেন।।২।। লঙ্কায় প্রবেশ করে সেই বানরবীর সীতাকে বিধি-অনুসারে নিজের আগমনবার্তা জানালেন। স্নানাদি মার্জনাহীন, গ্রহপীড়িতা রোহিণীর মতো সীতাকে হনুমান দেখতে পেলেন।।৩।।

বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ পরীবৃতাম্। নিভৃতঃ প্রণতঃ প্রহ্বঃ সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।। ৪
দৃষ্ট্বা সমাগতং দেবী হনূমন্তং মহাবলম্। তূষ্ণীমাস্ত তদা দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা হৃষ্টাভবত্তদা।। ৫
সৌম্যং তস্যা মুখং দৃষ্ট্বা হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ। রামস্য বচনং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ৬
বৈদেহী কুশলী রামঃ সহসুগ্রীবলক্ষ্মণঃ। কুশলঞ্চাহ সিদ্ধার্থো হতশত্রুরমিত্রজিৎ।। ৭
বিভীষণসহায়েন রামেণ হরিভিঃ সহ। নিহতো রাবণো দেবি লক্ষ্মণেন চ বীর্যবান্।। ৮
প্রিয়মাখ্যামি তে দেবি ভূয়শ্চ ত্বাং সভাজয়ে। তব প্রভাবাদ্ধর্মজ্ঞে মহান্ রামেণ সংযুগে।। ৯
লব্ধোঽয়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা। রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা।। ১০
ময়া হ্যলব্ধনিদ্রেণ ধৃতেন তব নির্জয়ে। প্রতিজ্ঞৈষা বিনিস্তীর্ণা বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ।। ১১
সম্ভ্রমশ্চ ন কর্তব্যো বর্তন্ত্যা রাবণালয়ে। বিভীষণবিধেয়ং হি লঙ্কৈশ্বর্যমিদং কৃতম।। ১২
তদাশ্বসিহি বিস্রব্ধং স্বগৃহে পরিবর্তসে। অয়ং চাভ্যেতি সংহৃষ্টস্ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ।। ১৩
এবমুক্তা তু সা দেবী সীতা শশিনিভাননা। প্রহর্ষেণাবরুদ্ধা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ।। ১৪
ততোঽব্রবীদ্ধরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্। কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে।। ১৫
এবমুক্তা হনূমতা সীতা ধর্মপথে স্থিতা। অব্রবীৎ পরমপ্রীতা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।। ১৬
প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য ভর্তুর্বিজয়সংশ্রিতম্। প্রহর্ষবশমাপন্না নির্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তরম্।। ১৭
নহি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম। আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্।। ১৮
ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন। সদৃশং যৎপ্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্।। ১৯

দেখলেন, রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে আনন্দহীনভাবে বৃক্ষমূলে সীতা অবস্থান করছেন। নিঃশব্দে তাকে প্রণাম করে নতমস্তকে তিনি দাঁড়িয়ে রৈলেন *(প্রহ্ব—নম্র)*।।৪।। সীতাদেবী মহাবলশালী হনুমান এসেছে দেখে প্রথমে মৌনভাবে রৈলেন। তারপর তাকে দেখে স্মরণ করে আনন্দিত হলেন।।৫।। তাঁর মুখ প্রসন্ন দেখে বানরোত্তম হনুমান রামের বৃত্তান্তসমূহ বলতে উপক্রম করলেন।।৬।। হে দেবি, বৈদেহি শত্রুবিজয়ী রাম সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণসহ কুশলে আছেন। তাঁর অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে, শত্রু নিহত হয়েছে। তিনি আপনাকে কুশল জানাচ্ছেন।।৭।। দেবী, রাবণ বীর্যবান হলেও রামের দ্বারা নিহত হয়েছে। লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং বানরেরা তাঁর *(রামের)* সহায়ক ছিলো।।৮।। আপনাকে শুভ সংবাদ জানাচ্ছি। আবার আপনাকে আনন্দিত করছি। হে ধর্মজ্ঞে, যুদ্ধে আপনার প্রভাবেই রাম বিরাট ফল লাভ করেছেন।।৯।। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, হে সীতে, আজ এই বিজয়লাভ হয়েছে। এখন স্বস্থ হও। মনোবেদনা ত্যাগ করো। শত্রু রাবণ নিহত হয়েছে। লঙ্কা আমাদের বশীভূতা।।১০।। তোমার উপর অত্যাচারে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তোমাকে উদ্ধার না-করা পর্যন্ত আমি ঘুমোবো না। বিনিদ্রভাবে মহাসমুদ্রে সেতু-নির্মাণ করে সেই প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করেছি।।১১।। রাবণের বাড়ীতে আছো বলে ভয় কোরো না। লঙ্কার এই সমস্ত ঐশ্বর্য আমি বিভীষণকে প্রদান করেছি।।১২।। নিজের বাড়ীতে আছো মনে করেই এখন আশ্বস্তা হও। স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করো। এই বিভীষণও তোমার দর্শনে একান্তভাবে উৎসুক হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এইদিকে আসছে।।১৩।। এইসব কথা বলায় অত্যন্ত আনন্দে চন্দ্রের মতো মুখবিশিষ্টা দেবী সীতার বাক্‌রোধ হলো। তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।।১৪।। সীতা কোনো কথা বলছেন না দেখে বানরপ্রধান হনুমান বললেন, দেবি, আপনি কী চিন্তা করছেন? আমার সঙ্গে কথাও বলছেন না যে!।।১৫।। হনুমান এই কথা বলায় ধর্মপথে স্থিতা সীতা পরম প্রীতির সঙ্গে আনন্দে চোখের জলে গদগদস্বরে বলতে লাগলেন —।।১৬।। পতিদেবতার এই প্রিয় বিজয়বার্তা শুনে আমার এতো আনন্দ হয়েছে যে, আমি ক্ষণিকের জন্য কথাই বলতে পারছিলাম না।।১৭।। ওহে বানর, তুমি যে প্রিয় -সংবাদ দিলে তার যোগ্য পুরস্কার কি দেবো, তা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।।১৮।। হে সৌম্য, তুমি যে প্রিয়-সংবাদ বললে, তাতে তোমায় যোগ্য কিছু দিয়ে আমি যে সুখী হতে পারি, এমন কিছুই তো পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি না।।১৯।। সোনার তৈরী কিছু, কিংবা সোনা, বা বিবিধ রত্ন অথবা

হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ। রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু এতন্নার্হতি ভাষিতম্।। ২০
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ। প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ।। ২১
ভর্তুঃ প্রিয়হিতে যুক্তে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণি। স্নিগ্ধমেবংবিধং বাক্যং ত্বমেবার্হস্যনিন্দিতে।। ২২
তবৈতদ্‌বচনং সৌম্যে সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ। রত্নৌঘাদ্ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে।। ২৩
অর্থতশ্চ ময়া প্রাপ্তা দেবরাজ্যাদয়ো গুণাঃ। হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিতম্।। ২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাত্মজা। ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্।। ২৫
অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্যগুণভূষণম্। বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্।। ২৬
শ্লাঘনীয়োঽনিলস্য ত্বং সুতঃ পরমধার্মিকঃ। বলং শৌর্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমো দাক্ষ্যমুত্তমম্।। ২৭
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ স্থৈর্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ। এতে চান্যে চ বহবো গুণাস্ত্বয্যেব শোভনাঃ।। ২৮
অথোবাচ পুনঃ সীতামসম্ভ্রান্তো বিনীতবৎ। প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ।। ২৯
ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে। হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা।। ৩০
ক্লিশ্যন্তীং পতিদেবাং ত্বামশোকবনিকাং গতাম্। ঘোররূপসমাচারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরতরেক্ষণাঃ।। ৩১
ইহ শ্রুতা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ। অসকৃৎ পরুষৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া।। ৩২
বিকৃতা বিকৃতাকারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরকচেক্ষণাঃ। ইচ্ছামি বিবিধৈর্ঘাতৈর্হন্তুমেতাঃ সুদারুণাঃ।। ৩৩
রাক্ষস্যো দারুণকথা বরমেতৎ প্রযচ্ছ মে। মুষ্টিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈশ্চ বিশালৈশ্চৈব বাহুভিঃ।। ৩৪

ত্রৈলোক্যের আধিপত্য—এর কোনো কিছুই তোমার এই ভাষণের যোগ্য প্রতিদান হতে পারে না।।২০।। বৈদেহী সীতা এইরকম বললে বানর প্রত্যুত্তর দিলেন। সীতার সামনে তিনি তখন করজোড়ে দাঁড়িয়ে।।২১।। বললেন, দেবি! আপনি পতির প্রিয় এবং কল্যাণকর্মে নিরতা। পতির বিষয় আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন। হে অনিন্দিতে, এইরকম স্নিগ্ধবাক্য আপনিই বলতে পারেন।।২২।। হে স্নিগ্ধে, আপনার এই বাক্য সারগর্ভ। এবং স্নিগ্ধ। নানা রত্নরাজি এবং দেবরাজ্য হতেও অধিক সুখদায়ক আপনারএই বাক্যাবলী।।২৩।। শত্রুকে নিহত করে রাম বিজয়লাভান্তে আজ সুস্থিত। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেবরাজ্যাদি আমার প্রাপ্তি হয়েছে। সমস্ত গুণ হয়েছে আমার অধিগত।।২৪।। তার সেই কথা শুনে জনকদুহিতা মৈথিলী পবনপুত্র হনুমানকে আরো অধিক শুভঙ্করবাক্যে বললেন— ।।২৫।। হে বীর, তুমি যে কথা বললে তা অত্যন্ত সুলক্ষণসম্পন্ন। এবং মাধুর্যগুণান্বিত। অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত এই বাক্য। কেবল তুমিই এরকম বলতে পারো *(শুশ্রূষা—[শোনার ইচ্ছা], শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ। ঊহ—[তর্ক-বিতর্ক], অপোহ—[সিদ্ধান্ত নিশ্চয়], অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান—এই হলো বাক্য সংক্রান্ত আট রকমের গুণ। তদ্‌বিষয়ক বুদ্ধিকে অষ্টাঙ্গবুদ্ধি বলা হয়)*।।২৬।। তুমি পবনদেবের প্রশংসনীয় পুত্র। পরম ধার্মিক তুমি। তোমাতে রয়েছে বল, শৌর্য, জ্ঞান, প্রাণপ্রাচুর্য, পরাক্রম এবং উত্তম দক্ষতা।।২৭।। রয়েছে তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থৈর্য এবং বিনম্রতা। এতে কোনো সংশয় নেই। এইরকম আরো বহুগুণে তুমি শোভিত।।২৮।। হনুমান এবার নির্ভীক অথচ বিনীতভাবে অঞ্জলি-রচনা করে সানন্দে সীতাকে বললেন— ।।২৯।। আগে যাঁরা আপনাকে পীড়ন করেছে সেই রাক্ষসীদেরকে আমি হত্যা করতে চাই। যদি আপনি অনুমতি দেন।।৩০।। পতিব্রতা আপনি। অশোকবনে অত্যন্ত ক্লেশে দিন কাটিয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠুরা রাক্ষসীরা ক্রূরদৃষ্টিতে আপনার সঙ্গে ভয়ঙ্কর আচরণ করেছে।।৩১।। হে দেবি, আমি এখানে শুনেছি, সেই বিকটমুখী রাক্ষসীরা রাবণের নির্দেশে আপনার প্রতি বারংবার কঠোরবাক্য প্রয়োগ করেছে।।৩২।। বিকৃত তাদের আকার। রুক্ষ তাদের কেশরাশি। কুটিল তাদের দৃষ্টি। বিকৃত-বুদ্ধিসম্পন্না অত্যন্ত পীড়াদায়িকা এই রাক্ষসীদেরকে নানাপ্রকারে প্রহার করে হত্যা করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।।৩৩।। হে যশস্বিনি, আপনি আমাকে বর দান করুন। যারা কঠোরবাক্য বলে আপনাকে দারুণভাবে আঘাত করতো, সেই রাক্ষসীদের মুষ্ঠির দ্বারা, পায়ের গোড়ালির দ্বারা এবং বিশাল বাহুর দ্বারা আঘাত করি।।৩৪।। জঙ্ঘা এবং জানুর দ্বারা প্রহার করি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে

জঙ্ঘাজানুপ্রহারৈশ্চ দন্তানাঞ্চৈব পীডনৈঃ। কর্তনৈঃ কর্ণনাসানাং কেশানাং লুঞ্চনৈস্তথা।। ৩৫
নিপাত্য হন্তুমিচ্ছামি তব বিপ্রিয়কারিণীঃ। এবং প্রহারৈর্বহুভিঃ সম্প্রহার্য যশস্বিনি।। ৩৬
ঘাতয়ে তীব্ররূপাভির্যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা। ইত্যুক্তা সা হনূমতা কৃপণা দীনবৎসলা।। ৩৭
হনূমন্তমুবাচেদং চিন্তয়িত্বা বিমৃশ্য চ। রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্বতীনাং পরাজ্ঞয়া।। ৩৮
বিধেয়ানাঞ্চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ্ বানরোত্তম। ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ।। ৩৯
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্বং স্বকৃতং হ্যু পভুজ্যতে। মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ।। ৪০
প্রাপ্তব্যং তু দশাযোগাম্ময়ৈতদিতি নিশ্চিতম্। দাসীনাং রাবণস্যাহং মর্ষয়ামীহ দুর্বলা।। ৪১
আজ্ঞপ্তা রাক্ষসেনেহ রাক্ষস্যস্তর্জয়ন্তি মাম্। হতে-তস্মিন্ ন কুর্বন্তি তর্জনং মারুতাত্মজ।। ৪২
অয়ং ব্যাঘ্রসমীপে তু পুরাণো ধর্মসংহিতঃ। ঋক্ষেণ গীতঃ শ্লোকোঽস্তি তং নিবোধ প্লবঙ্গম।। ৪৩
ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম্। সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ।। ৪৪
পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা। কার্যং কারুণ্যমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি।। ৪৫
লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপকর্মণাম্। কুর্বতামপি পাপানি নৈব কার্যমশোভনম্।। ৪৬
এবমুক্তস্তু হনুমান্ সীতয়া বাক্যকোবিদঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্।। ৪৭
যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা। প্রতিসংদিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ।। ৪৮
এবমুক্তা হনূমতা বৈদেহী জনকাত্মজা। সাব্রবীদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং ভক্তবৎসলম্।। ৪৯

ফেলি। তাদের কান, নাক আর চুল কেটে দিই।।৩৫।। অনুমতি দিন, হে যশস্বিনি, আপনার এই অসন্তোষকারিণী রাক্ষসীদের এইরকম বহুভাবে প্রহার করে মাটিতে ফেলে আমি আজ বধ করি।।৩৬।। এই কুৎসিদরূপ যে সব রাক্ষসী আপনাকে পূর্বে তর্জন করেছিলো, অনুমতি দিন, তাদের আমি নিধন করি। সীতাদেবীকে হনুমান এই কথা বলায় দীনবৎসলা করুণাময়ী সীতা বাক্য বললেন।।৩৭।। দেবী সীতা তখন চিন্তা করে, বহু বিবেচনা করে হনুমানকে বললেন, রাজার আশ্রয়ে যারা থাকে, রাজার আজ্ঞায় তাদের কাজ করতে হয়।।৩৮।। তারা তো দাসীমাত্র, পরাধীনা। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তাদের ওপর কে রাগ করবে? পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি এবং ভাগ্যদোষেই আমার এই দুর্গতি।।৩৯।। আমার নিজেরই কৃতকর্মের ফল আমি এইভাবে পেয়েছি। ভোগও করেছি। হে মহাবীর, এইরকম বোলো না। দৈবেরই এই পরমাগতি।।৪০।। আমি নিশ্চিত যে, দশা অনুসারে ফল পেতেই হবে। রাবণের দাসীরা দুর্বলা। তাদেরকে আমি ক্ষমা করেছি।।৪১।। রাক্ষস রাবণের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই রাক্ষসীরা আমায় পীড়ন করেছে। হে পবনপুত্র, সেই রাবণ যখন মারা গেছে, তখন এই রাক্ষসীরা আর পীড়ন করবে না।।৪২।। পুরানো একটি ধর্মকাহিনী শোনো, হে বানর, এক সময় এক ভল্লুক বাঘের কাছে একটি শ্লোক গেয়েছিলো। তা শোনো (*গল্পটি হলো— বাঘ একটি ব্যাধকে তাড়া করছে। ব্যাধ তখন আত্মরক্ষার জন্য একটি গাছের ওপর চড়ে বসেছে। গাছের উপরে ছিলো একটি ভল্লুক। বাঘ ভল্লুককে বার বার অনুরোধ করেছিলো যে, ভল্লুক যেন ব্যাধকে গাছের নীচে ফেলে দেয়। তখন ভল্লুক বাঘকে এই ধর্মসঙ্গত কথাগুলি বলে ছিলো*)।।৪৩।। শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাপচারী অন্যের পাপ গ্রহণ করে না। আমার যা প্রতিজ্ঞা, তা রক্ষা করতেই হবে। চরিত্রই হলো সজ্জনদের অলঙ্কার।।৪৪।। সাধুদের কাজ হলো, পাপকর্মা হোক বা শুভকর্মাই হোক অথবা বধের যোগ্য হোক, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। কে নেই যে অপরাধ করে না?।।৪৫।। যে পাপাচারী নিষ্ঠুরদের বৃত্তিই হলো লোক হিংসা, তারা পাপ করলেও তাদের অমঙ্গল করবে না (*তুলনীয়—বুদ্ধদেবের উপদেশ—অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্। অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। জয়েৎ কদর্যং দানেন। সত্যানানৃত বাদিনম্*)।।৪৬।। সীতা এই কথা বললে বাক্যনিপুণ হনুমান রামপত্নী অনিন্দিতা সীতাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।।৪৭।। আপনি রামচন্দ্রের গুণবতী ধর্মপত্নী। এবার আমায় আপনি রামের প্রতি কি বলতে হবে বলুন। যেখানে রাম রয়েছেন সেখানেই আমি যাবো।।৪৮।। হনুমান এই কথা বলায় বিদেহরাজপুত্রী জনকদুহিতা সীতা বললেন, ভক্তবৎসল, আমার পতিদেবতাকে আমি দেখতে চাইছি।।৪৯।। পবনপুত্র মহামতি হনুমান তাঁর সেই কথা শুনে

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। হর্ষয়ন্ মৈথিলীং বাক্যমুবাচেদং মহামতিঃ।। ৫০
পূর্ণচন্দ্রমুখং রামং দ্রক্ষ্যস্যদ্য সলক্ষ্মণম্। স্থিতমিত্রং হতামিত্রং শচীবেন্দ্রং সুরেশ্বরম্।। ৫১
তামেবমুক্ত্বা ভ্রাজন্তীং সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্। আজগাম মহাতেজা হনুমান্ যত্র রাঘবঃ।। ৫২
সপদি হরিবরস্ততো হনুমান্ প্রতিবচনং জনকেশ্বরাত্মজায়াঃ।
কথিতমকথয়দ্ যথাক্রমেণ ত্রিদশবরপ্রতিমায় রাঘবায়।। ৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

সীতাকে আনন্দিত করে বললেন—।।৫০।। দেবি, শচীদেবী যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করেন তেমনি হতশত্রু পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখবিশিষ্ট রামকে লক্ষ্মণসহ মিত্রগণ-পরিবেষ্টিত অবস্থায় আজই আপনি দেখতে পাবেন।।৫১।। সাক্ষাদ্লক্ষ্মীর মতো সীতা সবদিক আলো করে সেখানে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে এই কথা বলে মহাতেজস্বী হনুমান তখন যেখানে রাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে চলে এলেন।।৫২।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তৎক্ষণাৎ চলে এলেন। এসে দেবরাজতুল্য রামকে জনক রাজকন্যা সীতার উত্তর যথাক্রমে নিবেদন করলেন।।৫৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর ত্রয়োদশ (১১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।।

শ্রীরামাজ্ঞয়া বিভীষণেন তৎসমীপে সীতায়া আনয়নম্, সীতায়াঃ প্রিয়তমস্য মুখচন্দ্রদর্শনঞ্চ

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ সোঽভিবাদ্য প্লবঙ্গমঃ। রামং কমলপত্রাক্ষং বরং সর্বধনুষ্মতাম্।। ১
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্মণাং যঃ ফলোদয়ঃ। তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্।। ২
সা হি শোকসমাবিষ্টা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা। মৈথিলী বিজয়ং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং ত্বামভিকাঙ্ক্ষতি।। ৩
পূর্বকাৎ প্রত্যয়াচ্চাহমুক্তো বিশ্বস্তয়া তয়া। দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারমিতি পর্যাকুলেক্ষণা। ৪
এবমুক্তো হনূমতা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ। আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাষ্পপরিপ্লুতঃ।। ৫
স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য জগতীমবলোকয়ন্। উবাচ মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্।। ৬
দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্।। ৭
এবমুক্তস্তু রামেণ ত্বরমাণো বিভীষণঃ। প্রবিশ্যান্তঃপুরং সীতাং স্ত্রীভিঃ স্বাভিরচোদয়ৎ।। ৮

শতোত্তর চতুর্দশ (১১৪) সর্গ

শ্রীরামের নির্দেশে বিভীষণকর্তৃক রাম সমীপে সীতার আনয়ন। সীতাকর্তৃক প্রিয়তম রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র-দর্শন।

মহাজ্ঞানী বানর হনুমান ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ পদ্মলোচন রামচন্দ্রকে নমস্কার করে বললো—।।১।। যাঁর জন্য যুদ্ধের এই উদ্যোগ, যাঁর জন্য কর্মের এই ফলোদয়, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাদেবীকে এবার দর্শন করুন।।২।। শোক-সমাবিষ্টা সীতাদেবীর চোখ জলে ভরে গেছে। মিথিলা-নন্দিনী সীতাদেবী আপনার বিজয়ের কথা শুনে আপনাকে দর্শন করতে চাইছেন।।৩।। পূর্ব হতেই তিনি আমায় বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের জন্য ব্যাকুলনেত্রে তিনি আমায় বললেন, আমি আমার পতিদেবতাকে দেখতে চাই।।৪।। হনুমান এই কথা বলার পর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম সহসা চিন্তামগ্ন হলেন। চোখে তাঁর কিছুটা জল এলো।।৫।। তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সামনে উপস্থিত মেঘের মতো শ্যামলবর্ণ বিভীষণকে বললেন—।।৬।। সীতাকে মাথা হতে স্নান করিয়ে দিব্য অঙ্গরাগে এবং দিব্য অলঙ্কারে সাজিয়ে এইখানে নিয়ে এসো। দেরী কোরো না।।৭।। রাম এইকথা বলায় বিভীষণ তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নিজের স্ত্রীদের মাধ্যমে সীতাকে বলে পাঠালেন।।৮।। অনন্তর

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বোবাচ বিভীষণঃ। মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রীমান্ বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ৯
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা। যানমারোহ ভদ্রং তে ভর্তা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।। ১০
এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্। অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর।। ১১
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ। যথাহ রামো ভর্তা তে তৎ তথা কর্তুমর্হসি।। ১২
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী পতিদেবতা। ভর্তৃভক্ত্যাবৃতা সাধ্বী তথেতি প্রত্যভাষত।। ১৩
ততঃ সীতাং শিরঃস্নাতাং সংযুক্তাং প্রতিকর্মণা। মহার্হাভরণোপেতাং মহার্হাম্বরধারিণীম্।। ১৪
আরোপ্য শিবিকাং দীপ্তাং পরার্ধ্যাম্বরসংবৃতাম। রক্ষোভির্বহুভির্গুপ্তামাজহার বিভীষণঃ।। ১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানং জ্ঞাত্বাপি ধ্যানমাস্থিতম্। প্রণতশ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রাপ্তাং সীতাং ন্যবেদয়ৎ।। ১৬
তামাগতামুপশ্রুত্য রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্। রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা।। ১৭
ততো যানগতাং সীতাং সবিমর্শং বিচারয়ন্। বিভীষণমিদং বাক্যমহৃষ্টো রাঘবোঽব্রবীৎ।। ১৮
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য নিত্যং মদ্বিজয়ে রত। বৈদেহী সন্নিকর্ষং মে ক্ষিপ্রং সমভিগচ্ছতু।। ১৯
তস্য তদ্ বচনাং শ্রুত্বা রাঘবস্য বিভীষণঃ। তূর্ণমুৎসারণং তত্র কারয়ামাস ধর্মবিৎ।। ২০
কঞ্চুকোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ। উৎসারয়ন্তস্তান্ যোধান্ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ।। ২১
ঋক্ষাণাং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ। বৃন্দান্যুৎসার্যমাণানি দূরমুত্তস্থুরন্ততঃ।। ২২
তেষামুৎসার্যমাণানাং নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ। বায়ুনোদ্ধূয়মানস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ।। ২৩
উৎসার্যমাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সমন্তাজ্জাতসম্ভ্রমান্। দাক্ষিণ্যাত্তদমর্ষাচ্চ বারয়ামাস রাঘবঃ।। ২৪
সংরম্ভাচ্চাব্রবীদ্ রামশ্চক্ষুসা প্রদহন্নিব। বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞং সোপালম্ভমিদং বচঃ।। ২৫
কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ। নিবর্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম।। ২৬

রাক্ষসরাজ শ্রীমান বিভীষণ মাননীয়া সীতাকে দেখে বিনীতভাবে মাথায় অঞ্জলি-রচনা করে বললো— ।।৯।। হে বৈদেহি, আপনার পতিদেবতা আপনাকে দেখতে চাইছেন। তাই দিব্য অঙ্গরাগ এবং দিব্য অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে সুন্দর এই যানে আপনি আরোহণ করুন ।।১০।। এই কথা বলায় সীতা বিভীষণকে প্রত্যুত্তরে বললেন, হে রাক্ষসরাজ, স্নান না করেই আমি পতিকে দেখতে চাইছি ।।১১।। তাঁর সেই কথা শুনে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন, আপনার স্বামী রাম যা বলেছেন, তাই আপনার করা উচিত ।।১২।। মৈথিলী পতিকে দেবতা বলে মনে করতেন। বিভীষণের বাক্য শুনে সতী সাধ্বী সীতা পতিভক্তিবশতঃ বললেন, বেশ তাই হোক ।।১৩।। সীতা এবার আ-মস্তক স্নান সমাপন করলেন। সাজগোজ করলেন। মহার্ঘ অলঙ্কারে সেজেছেন তিনি। পরেছেন মহামূল্য বসন ।।১৪।। বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত উজ্জ্বল পালকীতে বিভীষণ তাঁকে বসালেন। বহুরাক্ষস তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো ।।১৫।। মহাত্মা রাম চিন্তামগ্ন জেনেও বিভীষণ তাঁর কাছে গিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রণত হয়ে সীতার আগমনবার্তা নিবেদন করলো।।১৬।। বহুদিন রাক্ষসের গৃহে বসবাসকারিণী সীতা এসেছেন শুনে শত্রুঘাতী রাম একইসঙ্গে রোষ, হর্ষ এবং দৈন্যদশা প্রাপ্ত হলেন ।।১৭।। শিবিকায় স্থিতা সীতা-সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করে দুঃখিতচিত্তে রাম অতঃপর বিভীষণকে বললেন— ।।১৮।। হে রাক্ষসরাজ, সৌম্য, আমার বিজয়ে সর্বদাই তুমি নিরত থাকতে। এখন সীতাকে বলো সত্বর আমার কাছে আসতে ।।১৯।। ধর্মজ্ঞ বিভীষণ রামের সেই বাক্য শুনে দ্রুত সেখান হতে লোকজনকে সরাবার ব্যবস্থা করলেন ।।২০।। আলখাল্লা আর পাগড়ী-পরা কর্মীরা হাতে ঝাঁঝর নিয়ে অন্য যোদ্ধাদের সরিয়ে দেবার জন্যে এবার চারদিকে ঘুরতে লাগলো ।।২১।। ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসেরা সবদিকে থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেলো দূরে ।।২২।। তাদেরকে সরিয়ে দেবার সময়ে ভীষণ শব্দ হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো বায়ুর বেগে যেন সমুদ্র গর্জন করছে।।২৩।। সেই সেনাগণকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানো হচ্ছে দেখে ঔদার্যবশতঃ রাম বারণ করলেন ।।২৪।। ক্রোধে রাম চোখ দিয়ে যেন দগ্ধ করছিলেন চতুর্দিক। মহাজ্ঞানী বিভীষণকে তিনি তিরস্কার করে বললেন— ।।২৫।। আমাকে অবজ্ঞা করে কেন এই লোকজনকে কষ্ট দিচ্ছো। এরা সকলেই আমার আত্মজন। এদের উদ্‌বেগ দূর করো ।।২৬।। গৃহ, বস্ত্র বা প্রাচীরের আড়াল

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া। নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ।। ২৭
ব্যসনেষু চ কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে। ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ।। ২৮
সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রেণ চ সমন্বিতা। দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ।। ২৯
বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাপসর্পতু। সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ।। ৩০
এবমুক্তস্তু রামেণ সবিমর্শো বিভীষণঃ। রামস্যোপানয়ৎ সীতাং সন্নিকর্ষং বিনীতবৎ।। ৩১
ততো লক্ষ্মণ-সুগ্রীবৌ হনূমাংশ্চ প্লবঙ্গমঃ। নিশম্য বাক্যং রামস্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।। ৩২
কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ ইঙ্গিতৈরস্য দারুণৈঃ। অপ্রীতমিব সীতায়াং তর্কয়ন্তি স্ম রাঘবম্।। ৩৩
লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী। বিভীষণেনানুগতা ভর্তারং সাভ্যবর্তত।। ৩৪
বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা। উদৈক্ষত মুখং ভর্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা।। ৩৫
অথ সমপনুদন্মনঃক্লমং সা সুচিরমদৃষ্টমুদীক্ষ্য বৈ প্রিয়স্য।
বদনমুদিতচন্দ্রপূর্ণকান্তং বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাসীৎ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

স্ত্রীলোকের আবরণ নয়। রাজকর্মীদের দ্বারা এই ধরণের লোকাপসরণও উচিত নয়। চরিত্রই হলো স্ত্রীলোকের আবরণ *(প্রকাশ্যে নারীদের চলাচলের স্বাধীনতা ভারতে চিরকালই ছিলো। চরিত্রই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ আবরণ বলা হয়। মুসলমান আক্রমণের কালে দেবমন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নারীহরণ, নির্যাতন ও বলপূর্বক বিবাহ ছিলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই দুরাচারী দুর্বৃত্তদের হাত হতে আত্মরক্ষার জন্য চিতোরে হাজার হাজার নারী, স্বেচ্ছায় আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে জহরব্রত পালন করেছেন। প্রায় প্রতিটি মুসলমান সম্রাট জোর করে হিন্দুনারী হরণ করেছে। আকবরাদি করেছে কূটকৌশলে। বিংশশতাব্দীর অপরাহ্নে আজো দেখা যায়, যে কোনো বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি নারী নির্যাতনকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতা থাকলেও মুসলমান আক্রমণের পর হতে নারীদেরকে রক্ষার জন্যই তাদের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয়)* ।।২৭।। বিশেষতঃ বিপদের সময়, কষ্টের সময়, যুদ্ধে, স্বয়ংবর সভায়, যজ্ঞে, বা বিবাহে নারীদের সর্বসমক্ষে সম্মুখীন হওয়া দোষের নয় ।।২৮ ।। সীতা বিপদে পড়ে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। তার প্রকাশ্যে দর্শনে, বিশেষতঃ আমার সামনে আসায় কোনো দোষ হবে না ।।২৯ ।। তাই, পালকী থেকে নেমে সীতা পায়ে হেঁটেই আমার কাছে চলে আসুন। এই বনবাসীরাও আমার বৈদেহীকে দেখুক ।।৩০।। রাম এই কথা বলায় বিভীষণ একটু চিন্তান্বিত হলো। বিনীতভাবে সীতাকে ঐ অবস্থাতেই আনতে গেলো *(রাম নিজে না গিয়ে সীতাকে নিয়ে আসতে বলায় তাঁর প্রতি রামের অনাদর ভেবে বিভীষণ চিন্তিত হলো)*।।৩১ ।। তাকে ঐভাবে সীতাকে নিয়ে আসার জন্য বলায় রামের ঐকথা শুনে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং বানর হনুমান অত্যন্ত ব্যথিত হলেন ।।৩২ ।। ধর্মপত্নী সীতার প্রতি রাম নিরপেক্ষ— এই মর্মান্তিক ইঙ্গিত তারা অনুমান করলো। সীতার প্রতি রামকে অপ্রসন্ন বলে তারা মনে করলো ।।৩৩ ।। রাম নিজে না এসে তাঁকে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন শুনে সীতা যেন লজ্জায় নিজের দেহের মধ্যেই ঢুকে গেলেন। অপমানে তাঁর দেহ গেলো কুঁকড়ে। বিভীষণের অনুগমন করে তিনি পতির কাছে উপস্থিত হলেন *(তু+ অবলীয়ন্তী= ত্ববলীয়ন্তী)* ।।৩৪।। পতিকে দেবতা মনে করতেন যে সীতা, তিনি বিস্ময়ে অত্যধিক আনন্দে এবং স্নেহে পতির স্নিগ্ধ মুখটি উদ্গ্রীবভাবে দেখতে লাগলেন। তাতে তাঁরও স্নিগ্ধ মুখটি আরো স্নিগ্ধ দেখাছিলো ।।৩৫ ।। অনন্তর উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো কমনীয়, প্রিয়তমার সুন্দর মুখটি অনেকক্ষণ ধরে দেখে তাঁর মনের দুঃখ দূর হয়ে গেলো। তখন তাঁরও মুখমণ্ডলটি নির্মল চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলো ।।৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর চতুর্দশ (১১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

সীতায়াশ্চরিত্রং সন্দিহ্য তাং গ্রহীতুং শ্রীরামস্যাস্বীকারঃ, অন্যত্র গমনে নির্দেশশ্চ

তান্তু পার্শ্বে স্থিতাং প্রহ্বাং রামঃ সম্প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্। হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে।। ১
এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে। পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম্।। ২
গতোঽস্ম্যন্তমমর্ষস্য ধর্ষণা সম্প্রমার্জিতা। অবমানশ্চ শত্রুশ্চ যুগপন্নিহতৌ ময়া।। ৩
অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ। অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ।। ৪
যা ত্বং বিরহিতা নীতা চলচিত্তেন রক্ষসা। দৈবসম্পাদিতো দোষো মানুষেণ ময়া জিতঃ।। ৫
সম্প্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জতি। কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ।। ৬
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য লঙ্কায়াশ্চাপি মর্দনম্। সফলং তস্য চ শ্লাঘ্যমদ্য কর্ম হনূমতঃ।। ৭
যুদ্ধে বিক্রমতশ্চৈব হিতং মন্ত্রয়তস্তথা। সুগ্রীবস্য সসৈন্যস্য সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ।। ৮
বিভীষণস্য চ তথা সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ। বিগুণং ভ্রাতরং ত্যক্ত্বা যো মাং স্বয়মুপস্থিতঃ।। ৯
ইত্যেবং বদতঃ শ্রুত্বা সীতা রামস্য তদ্বচঃ। মৃগীবোৎফুল্লনয়না বভূবাশ্রুপরিপ্লুতা।। ১০
পশ্যতস্তাস্তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্। জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা।। ১১
সীতামুৎপলপত্রাক্ষীং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজাম্। অবদদ্ বৈ বরারোহাং মধ্যে বানর-রক্ষসাম্।। ১২
যৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা। তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা।। ১৩
নির্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা। অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্।। ১৪
বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ। সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ।। ১৫

শতোত্তর পঞ্চদশ (১১৫) সর্গ

সীতার চরিত্রে সন্দেহ আরোপ করে তাকে গ্রহণে রামের অস্বীকৃতি। এবং অন্যত্র গমনের জন্য নির্দেশ-দান।

মৈথিলী এক পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে রাম মনোভাব ব্যক্ত করতে উপক্রম করলেন ।। ১ ।। ভদ্রে, রণক্ষেত্রে শত্রুকে জয় করে তোমায় উদ্ধার করেছি আমি। বীর্যবত্তার দ্বারা যা করণীয় তা আমি করেছি ।।২ ।। আজ আমার ক্রোধের শেষ। তোমার ধর্ষণের কলঙ্কও ক্ষালন করেছি। অপমান ও শত্রুকে একসঙ্গেই ধ্বংস করলাম ।।৩ ।। আমার বিক্রম প্রদর্শিত হলো। আজ সফল হয়েছে আমার শ্রমও। প্রতিজ্ঞা আজ আমার পূর্ণ। আজ আমি স্বাধীন হলাম ।।৪ ।। আমি না-থাকায় চঞ্চলচিত্ত রাক্ষস তোমায় হরণ করে নিয়ে যায়। দৈবকৃত দোষ আমি মানুষ হয়ে দূর করে দিলাম ।।৫ ।। অপমান পেয়েও যে তেজস্বিতার সঙ্গে তার প্রতিকার না করে, সেই অল্পবুদ্ধি লোকের বিরাট বিক্রম থাকলেও তাতে কি ? ।।৬ ।। হনুমান সমুদ্রের লঙ্ঘন এবং লঙ্কার দহন প্রভৃতি যেসকল প্রশংসনীয় কাজ করেছিলো, আজ তা সফল হলো ।।৭ ।। সসৈন্য সুগ্রীব যে পরিশ্রম করেছিলো, যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলো এবং দিয়েছিলো কল্যাণকর যে সব মন্ত্রণা, সবই সফল হলো আজকে ।।৮ ।। তেমনি বিভীষণের পরিশ্রমও আজ সার্থক। গুণহীন ভাইকে ত্যাগ করে সে নিজেই আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলো ।।৯ ।। রাম যখন এইরকম সব কথা বলছিলেন, তা শুনে উৎফুল্ল-নয়না মৃগীর মতো সীতা অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন ।।১০ ।। প্রাণপ্রিয়া সীতাদেবীকে তিনি দেখতে লাগলেন। কিন্তু জনগণের অপবাদের ভয়ে রাজা রামের হৃদয় বিদীর্ণ ।।১১ ।। বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে সুন্দরী সীতা দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর তাঁর চোখ। কালো আর কোঁকড়ানো তাঁর কেশদাম। রাম তখন সীতাকে বললেন— ।।১২ ।। ধর্ষণের প্রতিবাদে মানুষের যা কর্তব্য, মানরক্ষার আকাঙ্ক্ষায় রাবণকে হত্যা করে তাই আমি করেছি ।।১৩ ।। পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন মুনি অগস্ত্য তপোবলে দক্ষিণদিক জয় করেছিলেন। বাতাপি ও ইল্বল ঐ দক্ষিণদিকে থাকতো বলে ভয়ে কেউ ঐদিকে যেতো না। ঐ দক্ষিণদিক জয় করা ছিলো কঠিন। তেমনি দুর্ধর্ষ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি তোমায় জয় করেছি ।।১৪ ।। তোমার কল্যাণ হোক। তবে তুমি জেনে রাখো, সুহৃদবর্গের বীর্যবলে যুদ্ধের জন্য যে পরিশ্রম করে যুদ্ধ-সমুদ্র পার হয়েছি, তা তোমার জন্যে নয় ।।১৫ ।। তোমার

রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্বতঃ। প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা।। ১৬
প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা। দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া।। ১৭
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে। এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।। ১৮
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্। তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা।। ১৯
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা। কথ ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ।। ২০
যদর্থং নির্জিতা মেত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া। নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি।। ২১
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা। লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্।। ২২
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে। নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা।। ২৩
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্। মর্ষয়েত চিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্।। ২৪
ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পং রুদতী তদা ভৃশং গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

অপহরণের জন্য অপবাদ এবং প্রখ্যাতবংশের কলঙ্ক-ক্ষালন করার জন্যই আমি এই রাবণ-বিনাশরূপ কাজ করেছি (*ন্যাক—কলঙ্ক, নীচ*) ।।১৬ ।। তোমার চরিত্রে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছে। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। চোখের রোগীর সামনে প্রদীপের শিখা যেমন কষ্ট দেয়, তেমনি আমার সামনে অবস্থান করে তুমিও আমায় খুবই কষ্ট দিচ্ছো ।।১৭ ।। হে জনককন্যে, তাই যে দিকে ইচ্ছে তুমি এখন চলে যাও। আমি অনুমতি দিচ্ছি। এই তো দশদিক রয়েছে। ভদ্রে, তোমাকে দিয়ে আমার আর কোনো কাজ নেই ।।১৮ ।। পরগৃহে বাস করেছে এমন স্ত্রীকে সৎকুলজাত কোন তেজস্বী পুরুষ সৌহৃদ্যের লোভে আবার ফিরিয়ে নেয়? ।।১৯ ।। রাবণ তার কোলে বসিয়ে তোমায় কলঙ্কিত করেছে। দেখেছে দুষ্টচোখে। কি করে তোমায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে আমি আমার মহদ্বংশকে কলঙ্কিত করি ।।২০ ।। যে জন্যে তোমায় উদ্ধার করেছি আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তোমায় আমার আর প্রয়োজন নেই। ইচ্ছেমতো তুমি চলে যাও ।।২১ ।। ভদ্রে, আমার বুদ্ধিমতো আমি আজ বললাম। এখন লক্ষ্মণ বা ভরতের কাছে যেতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাই করতে পারো ।।২২ ।। সীতে, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণের কাছে যদি মন চায়, নিজের সুখে এদের কাছেও তুমি থাকতে পারো ।।২৩ ।। সীতে, রাবণের নিজের গৃহে তুমি বহুদিন ছিলে। তোমার মনোহর দিব্যরূপ দেখে তোমায় যে সে ছেড়ে দিয়েছে, মনে হয় না ।।২৪ ।। রামের কাছে প্রিয় বাক্যই সীতা চিরকাল শুনে এসেছেন। আজ সেই প্রিয়জনের কাছ হতে অপ্রিয় বাক্য শুনে মানিনী সীতা অত্যন্ত রোদন করতে লাগলেন। হাতীর শুঁড়ে আহতা লতার মতোই শোচনীয় তাঁর অবস্থা ।।২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর পঞ্চদশ (১১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

উপালম্ভপূর্ণবাক্যেন শ্রীরামায় সীতায়া উত্তরদানম্, স্বসতীত্বং প্রদর্শয়িতুং বহ্নৌ প্রবেশশ্চ

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুষং রোমহর্ষণম্। রাঘবেণ সরোষেণ শ্রুত্বা প্রব্যথিতাভবৎ।। ১
সা তদাশ্রুতপূর্বং হি জনে মহতি মৈথিলী। শ্রুত্বা ভর্তুর্বচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ।। ২

শতোত্তর ষোড়শ (১১৬) সর্গ

শ্রীরামকে তিরস্কারজনক বাক্যে সীতার উত্তর-প্রদান। স্বীয় সতীত্ব-প্রদর্শনের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ।

রাঘব (*রাম*) স-রোষে এইপ্রকার রোমহর্ষক বাক্য বললে তা শুনে বৈদেহী সীতা খুবই ব্যথিতা হলেন ।।১ ।। উপস্থিত সকলের মাঝখানে স্বামীর এরকমের অশ্রুতপূর্ণ কঠোরবাক্যে লজ্জিতা হলেন সীতা। দাঁড়িয়ে রৈলেন মাথা নীচু করে ।।২ ।। জনকাত্মজা যেন স্বীয় শরীরের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে

প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা। বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।। ৩
ততো বাষ্পপরিক্লিন্নং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্। শনৈর্গদ্‌গদয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ৪
কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্। রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।।৫
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি। প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে।। ৬
পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে। পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা।। ৭
যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো। কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি।। ৮
মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে। পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।। ৯
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ। যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্।। ১০
প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ। লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জিতা।। ১১
প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্। ত্বয়া সন্ত্যক্তয়া বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া।। ১২
ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্। সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব।। ১৩
ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুবর্ততা। লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্।। ১৪
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ। মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্।। ১৫
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ। মম শক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।। ১৬
ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্‌গদভাষিণী। উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্।। ১৭

ফেলতে চাইছেন। স্বীয় স্বামীরই বাক্যবাণে শল্য-পীড়িতের মতো ব্যথিতা হয়ে সীতা অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন।।৩।। অনন্তর অশ্রু-পরিশ্রুত মুখটি মার্জনা করে তিনি মৃদুভাবে গদগদকণ্ঠে স্বামীকে বললেন— ।।৪।। হে বীর, প্রাকৃত-পুরুষেরাই প্রাকৃতা মহিলার প্রতি এইপ্রকার বাক্য-প্রয়োগ করে। আপনি আমাকে তদনুরূপ রুক্ষ এবং শ্রুতিকটু বাক্য শোনাচ্ছেন কেন? *(প্রাকৃত-নিম্নশ্রেণীর)* ।।৫।। মহাবাহো, আপনি আমাকে যেরূপ ভাবছেন তা আমি নই। স্বীয় চারিত্রের শপথ নিয়েই আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন আমাকে।।৬।। অন্যবিধ স্ত্রীগণের চরিত্রদর্শনে আপনি সমগ্র স্ত্রীজাতির ওপর আশঙ্কা করছেন। এতো সমুচিত নয়! যদি আমাকে আপনি পরীক্ষা করে থাকেন, তাহলে এই আশঙ্কা ত্যাগ করুন।।৭।। প্রভো, আমি তো নিজের বশে ছিলাম না। রাবণের গায়ের সঙ্গে আমার যে সংস্পর্শ হয়েছে, তা তো আমার ইচ্ছায় নয়। সে বিষয়ে দৈবই দোষী।।৮।। আমার অধীন আমার হৃদয়। সে তো আপনার কাছেই রয়েছে। তার জোরের কাছে তো গাত্র তো পরাধীন। অবলা আমি কি করি?।।৯।। হে মানদ, একসঙ্গে থাকায় আমাদের উভয়ের অনুরাগ পূর্বে পরিবর্ধিতই হয়েছিলো। যদি তাতেও আপনি আমায় জানতে না পারেন, তাহলে তো আমি চিরকালের জন্য মরে গেলাম।।১০।। রাজন্, মহাবীর হনুমানকে লঙ্কায় আমাকে দেখার জন্য আপনি পাঠিয়েছিলেন। তখনই কেন আমায় পরিত্যাগ করেন নি?।।১১।। হে বীর, আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন এই কথা তখন জানালে তখনই তো আমি সেই কথা শুনেই ঐ বানরের সামনে জীবন-ত্যাগ করতাম!।।১২।। তাহলে প্রাণ-সংশয় করে আপনাকে এই বৃথা যুদ্ধ করতে হতো না। সুহৃদ্‌বর্গের বিফল হতো না আপনার জন্যে এতো কষ্ট বরণও।।১৩।। হে রাজবীর, আপনি রোষের বশীভূত হয়ে লঘুচরিত্র মানুষের মতো আমার স্ত্রীত্বই বিবেচনা করছেন।।১৪।। জনকের যজ্ঞভূমি থেকে আমার উৎপত্তি— এ জন্যেই আমার নাম জানকী। আপনি তো সব ঘটনাই জানেন। অথচ এই পবিত্র ঘটনাকে আপনি মর্যাদা দিলেন না!।।১৫।। বাল্যেই আপনি আমার পাণি-পীড়ন করেছিলেন। আমার শক্তি এবং চরিত্র আপনি সবই প্রত্যাখ্যান করলেন *(১৫ এবং ১৬ নং শ্লোকে সীতা বলতে চাইলেন যে, তাঁর জন্ম অলৌকিক। মানুষীয় গর্ভে নয়, ধরিত্রীর গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর আচার-বিচার সবই অপার্থিব। তাতেও এই অবিশ্বাস অত্যন্ত দুঃখজনক, মর্মবিদারী)* ।।১৬।। চোখের জলে গদগদস্বরে এই কথা বলতে বলতে, কাঁদতে কাঁদতে সীতা দুঃখের সঙ্গে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে বললেন— ।।১৭।। বৎস লক্ষ্মণ, আমার এই দুঃখের ঔষধ হচ্ছে চিতা। তাই

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্। মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে।। ১৮
অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্তা ত্যক্তায়া জনসংসদি। যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্।। ১৯
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। অমর্ষবশমাপন্নো রাঘবং সমুদৈক্ষত।। ২০
স বিজ্ঞায় মনশ্ছন্দং রামস্যাকারসূচিতম্। চিতাং চাকর সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্যবান্।। ২১
নহি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্। অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ।। ২২
অধোমুখং তিস্থং রামং ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্। উপাবর্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হুতাশনম্।। ২৩
প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী। বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ।। ২৪
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসপতি রাঘবাৎ। তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।। ২৫
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ। তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।। ২৬
কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্। রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ।। ২৭
আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ। অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।
যথান্যেঽপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্।। ২৮
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্। বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা।। ২৯
জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ। দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।। ৩০
সা তপ্তনবহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা। পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্বলোকস্য সন্নিধৌ।। ৩১
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হব্যবাহনম্। সীতাং সর্বাণি রূপাণি রুক্মবেদিনিভাং তদা।। ৩২
দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্। ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব।। ৩৩
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে। পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে।। ৩৪

তুমি তৈরী করো। মিথ্যা অপবাদে আহত হয়ে আমি বাঁচতে চাই না ।। ১৮ ।। আমার গুণে অপ্রীত হয়ে আমার ভরণকর্তা স্বামী জনগণমধ্যে আমায় ত্যাগ করলেন। এখন আমার যে গতি সেই অগ্নিতেই আমি প্রবেশ করবো ।। ১৯ ।। সীতা এই কথা বলায় শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ রেগে রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ।।২০ ।। রামের মনোভাব আকারে ইঙ্গিতে জেনে রামের অনুমতিতে বীর্যবান সেই লক্ষ্মণ চিতা নির্মাণ করলেন ।।২১ ।। কালান্তক যমেরই মতো তখন দেখাচ্ছিলো রামকে। কোনো সুহৃদই তাঁকে তখন অনুরোধ করতে, বলতে বা তাকাতেও পারলো না ।।২২ ।। মুখ নীচু করে বসে আছেন রাম। তাঁকে প্রদক্ষিণ করে সীতাও জ্বলন্ত আগুনের কাছে চলে গেলেন ।।২৩ ।। দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে সীতা করজোড়ে অগ্নির কাছে গিয়ে বললেন— ।।২৪ ।। আমার হৃদয় যদি রামের কাছ হতে কখনো চলে না যায়, তাহলে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ।।২৫ ।। বিশুদ্ধাচরিত্রা আমি আমাকে অসতী বলে যদি রাম মনে করেন, এবং আমি যদি তা না হই, তাহলে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ।।২৬ ।। 'আমি যদি কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা সর্বধর্মজ্ঞ রামকে কখনো অতিক্রম না করি তাহলে অগ্নিদেব আমায় রক্ষা করুন।।২৭ ।। যদি ভগবান, সূর্য, দিকসমূহ, চন্দ্র, দিন, সন্ধিকাল, রাত্রি, পৃথিবী এবং অন্যেরাও আমায় রক্ষা করুন ।।২৮ ।। এইরকম বলে অগ্নিকে পরিক্রমা করে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সীতা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন ।।২৯ ।। বালক-বৃদ্ধ-সমন্বিত বিশাল জনতা দীপ্তা সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করতে দেখলো ।।৩০ ।। তপ্ত নূতন সোনার মতো তাঁর কান্তি। উজ্জ্বল সোনার অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা। সকল লোকের সামনেই তিনি জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিলেন ।।৩১ ।। সকলরূপে স্বর্ণময়ী দেবীর মতো বিশাল-নয়না সীতাকে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে সবাই দেখলো ।।৩২ ।। ঋষি, দেবতা এবং গন্ধর্বেরাও দেখলেন মহাভাগা সীতাকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতির মতো অগ্নিতে প্রবেশ করতে ।। ৩৩ ।। যজ্ঞে নিপতিতা মন্ত্রপূত সংস্কৃত বসুধারার মতো অগ্নির মধ্যে তাঁকে দেখে স্ত্রীগণ সকলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো ।।৩৪ ।। স্বর্গ হতে কোনো

দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেবগন্ধর্বদানবাঃ। শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্দেবতামিব।। ৩৫
তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাস্ত হাহেতি বিপুলঃ স্বনঃ। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

দেবীর শাপগ্রস্ত হয়ে নরকে পড়ার মতো অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে-পড়া সীতাকে ত্রিলোক, দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবেরা লাগলো দেখতে ।।৩৫ ।। তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করলে, 'হায়-হায়' — এই বিশাল শব্দ রাক্ষস এবং বানরদের মধ্য হতে উদ্‌ভূত হলো। অদ্‌ভুত সেই আর্তনাদ।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর ষোড়শ (১১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভগবতঃ শ্রীরামস্য সমীপে দেবানামাগমনম্, ব্রহ্মণা শ্রীরামস্য ভগবত্তায়াঃ প্রতিপাদনং স্তবনঞ্চ।

ততো হি দুর্মনা রামাঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং গিরঃ। দধ্যৌ মুহূর্তং ধর্মাত্মা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।। ১
ততো বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ। সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ।। ২
ষডর্ধনয়নঃ শ্রীমান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ। কর্তা সর্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।। ৩
এতে সর্বে সমাগম্য বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ। আগম্য নগরীং লঙ্কামভিজগ্মুশ্চ রাঘবম্।। ৪
ততঃ সহস্তাভরণান্ প্রগৃহ্য বিপুলান্ ভুজান্। অব্রুবংস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠা রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্।। ৫
কর্তা সর্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিভুঃ। উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হব্যবাহনে।
কথং দেবগণশ্রেষ্ঠমাত্মানং নাববুধ্যসে।। ৬
ঋতধামা বসুঃ পূর্বং বসূনাঞ্চ প্রজাপতিঃ। ত্রয়াণামপি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ম্প্রভুঃ।। ৭
রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ। অশ্বিনৌ চাপি কর্ণৌ তে সূর্যাচন্দ্রমসৌ দৃশৌ।। ৮
অন্তে চাদৌ চ মধ্যে চ দৃশ্যসে চ পরন্তপ। উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা।। ৯
ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ। অব্রবীৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।। ১০

শতোত্তর সপ্তদশ (১১৭) সর্গ

ভগবান শ্রীরামের কাছে দেবগণের আগমন। ব্রহ্মার দ্বারা শ্রীরামের ভগবত্তা প্রতিপাদন। এবং স্তব।

সমবেত সকলের ঐ হাহাকার ধ্বনি শুনেই অনন্তর ধর্মমূর্তি রাম দুঃখিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন ।।১ ।। রাজা বৈশ্রবণ, যম, পিতৃগণ, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষধ্বজ শ্রীমান মহাদেব, ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রধান সর্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা তখন সেখানে এলেন ।।২-৩ ।। সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে এঁরা সবাই লঙ্কানগরীতে এসে রামের কাছে হলেন উপস্থিত ।।৪ ।। রাম তখন করজোড়ে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লেন। দেবশ্রেষ্ঠেরা অতঃপর অলঙ্কৃত বিশালবাহু প্রসারিত করে রামকে বললেন— ।।৫ ।। সর্বলোকে আপনি জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রভু। আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন যে সীতা, তাঁকে আপনি উপেক্ষা করছেন কেন ? আপনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেন নিজেকে বুঝতে পারছেন না ? ।।৬ ।। আপনি তো পূর্বকল্প বসুদের মধ্যে ঋতধামা নামক বসু ছিলেন। ত্রিভুবনের সকল লোকের মধ্যে আদিকর্তা প্রজাপতিও আপনিই ।।৭ ।। রুদ্রদের মধ্যে আপনি অষ্টম রুদ্র। সাধ্যগণের মধ্যে আপনি পঞ্চম। আপনি বিরাটরূপ ধারণ করলে অশ্বিনীদ্বয় আপনার দু'টি কর্ণ এবং সূর্য ও চন্দ্র আপনার দু'টি চক্ষু হয়েছিলেন ।।৮ ।।হে শত্রুতাপনকারিন্, আপনি সবকিছুর আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বিরাজ করেন। সাধারণ মানুষের মতো আপনি সীতাদেবীকে উপেক্ষা করছেন? ।।৯ ।। সেই লোকপালেরা এই কথা বলায় জগৎস্বামী ধর্মধারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র দেবশ্রেষ্ঠদেরকে বললেন—।।১০।। আমি

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্। সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে।।১১
ইতি ব্রুবাণং কাকুৎস্থং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ। অব্রবীচ্ছৃণু মে বাক্যং সত্যং সত্যপরাক্রম।। ১২
ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ। একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ।। ১৩
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব। লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।। ১৪
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ। অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ।। ১৫
সেনানীর্গ্রামণীশ্চ ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বঃ ক্ষমা দমঃ। প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ ত্বমুপেন্দ্রো মধুসূদনঃ।। ১৬
ইন্দ্রকর্মা মহেন্দ্রস্ত্বং পদ্মনাভো রণান্তকৃৎ। শরণ্যং শরণঞ্চ ত্বমাহুর্দিব্যা মহর্ষয়ঃ।। ১৭
সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ। ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ম্প্রভুঃ।। ১৮
সিদ্ধানামপি সাধ্যানামাশ্রয়শ্চাসি পূর্বজঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ।। ১৯
প্রভবং নিধনঞ্চাপি নো বিদুঃ কো ভবানিতি। দৃশ্যসে সর্বভূতেষু গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ।। ২০
দিক্ষু সর্বাসু গগনে পর্বতেষু নদীষু চ। সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্।। ২১
ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীং সর্বপর্বতান্। অন্তে পৃথিব্যাঃ সলিলে দৃশ্যসে ত্বং মহোরগঃ।। ২২
ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্ রাম দেব-গন্ধর্ব-দানবান্। অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী।। ২৩
দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ প্রভো। নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা।। ২৪
সংস্কারাস্ত্বভবন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা। জগৎ সর্বং শরীরং তে স্থৈর্যং তে বসুধাতলম্।। ২৫

নিজেকে দশরথের পুত্র মানুষ রাম বলে জানি। সেই আমি কে ? কোথা হতে এলাম— হে ভগবন্, আপনারা আমায় তা বলুন ।।১১ ।। রাম এই কথা বললে ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বললেন, হে সত্যপরাক্রম, আমার সত্য কথা শুনুন ।।১২ ।। হে দেব, আপনি চক্রধারী শ্রীমান প্রভু নারায়ণ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং শত্রুবিজয়ী একশৃঙ্গ বরাহ আপনি ।।১৩ ।। হে রাঘব, আপনি সকলের মধ্যেই এবং অন্তেও বিরাজ করেন। আপনিই সত্য এবং অক্ষয় ব্রহ্ম। লোকসমূহের মধ্যে যে পরমধর্ম, তা আপনিই। আপনিই বিষ্বকসেন চতুর্ভুজ ।।১৪ ।। শৃঙ্গরূপ কালই আপনার ধনু। হৃষীক তথা ইন্দ্রিয়দের আপনিই অধীশ্বর। পুরুষোত্তম পুরুষ আপনি। শাপ ও শত্রুদের দ্বারা আপনি অর্জিত। নন্দক নামক খড়্গ আপনি ধারণ করেন। সর্বত্র ব্যাপ্ত বলে আপনি বিষ্ণু ও সবাইকে আকর্ষণ বা সবারই চিত্তকে কর্ষণ করেন বলে আপনি কৃষ্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খেলার বলের মতো ধারণ করে আছেন বলে আপনি বৃহদ্‌বল ।।১৫ ।। আপনিই দেব সেনাপতি। গ্রামের নেতা। বুদ্ধি। শক্তি। ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয়গণকে দমন করেন বলে দম। সৃষ্টির আপনি প্রবর্তক। ধ্বংস করেন বলে অপ্যয়, উপেন্দ্র এবং মধু নামক দৈত্যের এবং সংসারের আকর্ষণ রূপ মধুর বিনাশক বলে মধুসূদন ।।১৬ ।। আপনিই ইন্দ্রকর্মা মহেন্দ্র। পদ্মনাভ বিষ্ণু আপনি যুদ্ধের অন্তকারী। সকলের আশ্রয় এবং আশ্রয়রূপ কর্ম। দিব্যমহর্ষিরা আপনাকে এইভাবেই বলে থাকেন ।।১৭ ।। সহস্র শাখাবিশিষ্ট বেদরূপ আপনি। বেদাত্মা। শত শত বিধিময় শিরঃস্বরূপ আপনি শতশীর্ষ। মহাঋষভ আপনি। ত্রিলোকের প্রথম স্রষ্টা আপনিই স্বয়ং প্রভু ।।১৮ ।। সকলের পূর্বে জন্মেছেন বলে আপনি সিদ্ধ। এবং সাধ্যদের আশ্রয়। আপনিই যজ্ঞ, বষট্‌কার মন্ত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ওঙ্কার ।।১৯ ।। আপনার থেকেই সবার উৎপত্তি। এবং নিধন। আপনি কে কেউ জানে না। সর্বভূতে, গো-সমূহে এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আপনিই বিরাজ করেন ।।২০ ।। সকলদিকে, গগনে, পর্বতরাজিতে, নদীসমূহে সহস্রচরণ হয়ে, শ্রীমান শতশীর্ষ এবং সহস্রচক্ষু হয়ে আপনিই অবস্থান করেন ।।২১ ।। সৃষ্ট সবকিছুকে আপনিই ধারণ করে আছেন। পর্বতসহ পৃথিবীকেও ধারণ করে রয়েছেন আপনিই। প্রলয়ের পর সলিলের আপনিই অনন্ত সর্পরূপে বিরাজ করেন ।।২২ ।। হে রাম, দেব-গন্ধর্ব-দানব ও ত্রিভুবনকে আপনি ধারণ করে আছেন। হে রাম, অহং আপনার হৃদয়, আর জিহ্বা হলেন দেবী সরস্বতী ।।২৩ ।। হে দেব, ব্রহ্মা যে দেবগণকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরাই সকলে আপনার গাত্রে রোমের রূপ ধারণ করেছে। রাত্রি আপনার উন্মেষ, দিবস আপনার নিমেষ ।।২৪ ।। বেদসকল আপনার সংস্কার। আপনাকে ছাড়া জগতের অস্তিত্ব নেই। সমগ্র জগৎ আপনার শরীর। আপনার স্থৈর্য হলো ধারিত্রী ।।২৫ ।। আপনার কোপই অগ্নি, আর প্রসাদ হচ্ছে চন্দ্র। আপনার বুকে শ্রীবৎসের চিহ্ন

অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণঃ। ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরা স্বৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।। ২৬
মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বধ্বা সুদারুণম্। সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।। ২৭
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্। তদিদং নস্ত্বয়া কার্যং কৃতং ধর্মভৃতাং বর।। ২৮
নিহতো রাবণো রাম প্রহৃষ্টো দিবমাক্রম। অমোঘং দেব বীর্যং তে ন তেইমোঘাঃ পরাক্রমাঃ।। ২৯
অমোঘং দর্শনং রাম অমোঘস্তব সংস্তবঃ। অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তো নরা ভুবি।। ৩০
যে ত্বাং দেবং ধ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্। প্রাপ্নুবন্তি তথা কামানিহ লোকে পরত্র চ।। ৩১
ইমমার্ষং স্তবং বিব্যমিতিহাসং পুরাতনম্। যে নরাঃ কীর্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

থাকায় আপনি হচ্ছেন বিষ্ণু। আপনি তিন পদক্ষেপের বিক্রমে ত্রিলোক অতিক্রম করে ত্রিবিক্রম হয়েছিলেন *(শ্রীবৎস—বুকের শাদা রোমের আবর্ত)* ।।২৬ ।। অত্যন্ত ভীষণ স্বভাবের বলিকে বন্ধন করে আপনি মহেন্দ্রকে দেবরাজ করেছিলেন। সীতা হচ্ছেন লক্ষ্মী। আপনি হলেন দেবতা বিষ্ণু। আবার কৃষ্ণ এবং প্রজাপতিও আপনি ।।২৭ ।। রাবণের বধের জন্য আপনি এইজগতে মানুষের দেহে প্রবেশ করেছেন। হে ধর্মধারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ, আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমাদের সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।।২৮ ।। হে রাম, রাবণ নিহত হয়েছে। এবার আনন্দের সঙ্গে আপনি স্বর্গে আরোহণ করুন। হে দেব, অব্যর্থ আপনার বীর্যবত্তা। আপনার পরাক্রমও অমোঘ, এ কথার কথা নয়!।।২৯ ।। হে রাম, আপনার দর্শনও অব্যর্থ। আপনার স্তুতি অব্যর্থ ফলদায়ক। যেসব ভক্ত সংসারে আপনার শরণ নেয়, তাদের জীবন হয় সাফল্যমণ্ডিত ।।৩০ ।। যারা আপনাকে দেবতা, পুরাণপুরুষ এবং পুরুষোত্তমরূপে ভক্তি করে, তারা যা চায় ইহলোক এবং পরলোকেও নিশ্চয়রূপে তাইই পেয়ে থাকে ।।৩১ ।। যারা এই ঋষিপ্রোক্ত স্তব তথা দিব্য পুরাতন-ইতিহাস কীর্তন করে, তাদের কখনো পরাজয় হয় না ।।৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর সপ্তদশ (১১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া সহ চিতায়া মূর্তিমতো বহ্নেরাবির্ভাবঃ, শ্রীরামসমীপে সীতায়াঃ সমর্পণম, তস্যাঃ পবিত্রতায়াঃ প্রমাণীকরণম্, সহর্ষেণ শ্রীরামেণ সীতায়া গ্রহণঞ্চ

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহসমীরিতম্। অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ।। ১
বিধূয়াথ চিতাং তান্তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ। উত্তস্থৌ মূর্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্।। ২
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্। রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজাম্।। ৩

শতোত্তর অষ্টাদশ (১১৮) সর্গ

চিতা থেকে সীতাকে নিয়ে মূর্তিমান অগ্নিদেবের আবির্ভাব। শ্রীরামের কাছে সীতাকে সমর্পণ। সীতার পবিত্রতার প্রমাণ উপস্থাপন। সীতাকে শ্রীরামের সানন্দে গ্রহণ।

পিতামহ ব্রহ্মা এইভাবে মঙ্গলময় বাক্যসমূহ উচ্চারণ করলেন। এই স্তব শুনে অগ্নিদেব সীতাকে পিতার মতো কোলে নিয়ে চিতার আগুন হতে উঠে দাঁড়ালেন ।।১ ।। যজ্ঞীয় হবি-বহনকারী অগ্নিদেব সেই চিতা ত্যাগ করে জনকদুহিতা সীতাকে নিয়ে মূর্তি গ্রহণ করে উঠলেন ।।২ ।। তরুণ সূর্যের মতো সীতার বর্ণ। উজ্জ্বল সোনার অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা। রক্তবর্ণ বসন তাঁর পরণে। বয়সে তখনো তিনি বালিকা। নীল কোঁকড়ানো তাঁর কেশরাশি ।।৩ ।। ফুলের মালা তিনি পরেছেন। ফুলগুলি তখনো

অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্। দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ।। ৪
অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ। এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে।। ৫
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা। সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা।। ৬
রাবণেনাপনীতৈষা বীর্যোৎসিক্তেন রক্ষসা। ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জনে সতী।। ৭
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা। রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ।। ৮
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্যমানা চ মৈথিলী। নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা।। ৯
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব মৈথিলীম্। ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে।। ১০
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ। দধ্যৌ মুহূর্তং ধর্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ।। ১১
এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ। উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।। ১২
অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি। দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা।। ১৩
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ। ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি।। ১৪
অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষণীম্। অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।। ১৫
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা। রাবণো নাতিবর্তেত বেলামিব মহোদধিম্।। ১৬
প্রত্যয়ার্থন্তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ। উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।। ১৭
ন শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্। প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।। ১৮
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী। অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা।। ১৯

অম্লান। অনিন্দিত তাঁর রূপ। অগ্নিদেব এই সীতাকে কোল করে নিয়ে এসে রামকে সমর্পণ করলেন (বিভাবসু–অগ্নি) ।।৪।। জগতের সাক্ষী হচ্ছেন অগ্নি। রামকে তিনি বললেন, এই হলো তোমার বৈদেহী সীতা। এর মধ্যে কোনো পাপ নেই ।।৫।। এই সচ্চরিত্রা সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি এবং চক্ষুর দ্বারা কখনো তোমায় অতিক্রম করে নি ।।৬।। এই সতী নির্জনে যখন ছিলো, তুমিও কাছে ছিলে না, তখন দুর্বলা অসহায়া অবস্থায় বীর্যদর্পিত রাক্ষস তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ।।৭।। রাবণের অন্তঃপুরে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলা। ভয়ঙ্কর-বুদ্ধির ভীষণা রাক্ষসীরা তাকে পাহারা দিচ্ছিলো। এদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে সে তোমার প্রতিই চিত্ত সমর্পণ করে তোমারই চিন্তায় এই দুঃসময়টি কাটিয়েছে ।।৮।। তাকে প্রলুব্ধ করা হতো। নানাভাবে তর্জন করা হতো। তবুও সেই রাক্ষস রাবণের কথা সে চিন্তাই করতো না। তার অন্তরাত্মা তোমার চিন্তাতেই নিরত ছিলো ।।৯।। এই বিশুদ্ধভাবা নিষ্পাপা সীতাকে তুমি গ্রহণ করো। আমি আজ্ঞা করছি। একে আর কিছু বোলো না ।।১০।। ধর্মমূর্তি, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাম এইকথা শোনামাত্র মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন। তাঁর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ।।১১।। তাঁকে এই কথা বলায় মহাতেজস্বী, ধৈর্যশীল, বিশাল-বিক্রম, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে বললেন– ।।১২।। হে দেব, এটি ঠিকই জগতে সীতা অতি পবিত্রা। কিন্তু এটাও কথা যে রাবণের অন্তঃপুরে দীর্ঘকাল সে বাস করছে (হি+ইয়ং=হীয়ং) ।।১৩।। তাই, আমি যদি জনকীকে বিশুদ্ধারূপে পরীক্ষা না করে গ্রহণ করতাম, লোকজন বলতো দশরথের পুত্র রাম মূর্খ। এবং কামার্ত ।।১৪।। জনকদুহিতা মৈথিলী সীতা যে অনন্যহৃদয়া এবং তার চিত্ত যে একমাত্র আমার চিন্তাতেই নিমগ্ন তা আমি জানি ।।১৫।। মহাসমুদ্র নিজের বেলাভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না। রাবণও তেমনি স্বীয়া-তেজোবলে রক্ষিতা, বিশালনয়না এই সীতাকে অতিক্রম তথা অত্যাচার করতে পারে নি ।।১৬।। ত্রিলোকের বিশ্বাসের জন্যই সত্যাশ্রয়ী আমি সীতাকে অগ্নিপ্রবেশে বাধা দিই নি ।।১৭।। দুষ্টাত্মা রাবণ, দীপ্তা অগ্নিশিখার মতো অনন্যলভ্যা সীতাকে মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারে নি ।।১৮।। রাবণের অন্তঃপুরে এই সতী সীতা দূষিতা হতে পারেন না। কিরণ যেমন সূর্য হতে অভিন্ন, তেমনি সীতাও আমা হতে অভিন্না ।।১৯।। জনকদুহিতা মৈথিলী সীতা ত্রিলোকে বিশুদ্ধা। আত্মবান ব্যক্তি যেমন কীর্তিকে ত্যাগ করতে পারে না, তেমনি আমিও সীতাকে ত্যাগ করতে

বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা। ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা।। ২০
অবশ্যঞ্চ ময়া কার্যং সর্বেষাং বো বচোহিতম্। স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্।। ২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্মণা।
সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পারি না ।।২০।। কল্যাণবাক্ আপনারা এবং স্নেহপরায়ণ লোকনাথেরা যা যা হিতকরবাক্য বললেন, সেসব আমি অবশ্যই পালন করবো ।।২১ ।। এই কথা বলে বিজয়ী মহাবলশালী রাম তাঁর কৃতকর্মের জন্য সকলের দ্বারা প্রশংসিত হলেন। অনন্তর মহাযশস্বী সুখভোগের যোগ্য রাম প্রিয়া সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখ উপভোগ করতে লাগলেন ।।২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টাদশ (১১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

মহাদেবাজ্ঞয়া শ্রীরামেণ লক্ষ্মণেন চ রথেন সমাগতস্য দশরথস্য প্রণামঃ, পুত্রদ্বয়স্য
সীতায়াশ্চ সমীপে প্রয়োজনীয়সন্দেশমুক্ত্বা দশরথস্য ইন্দ্রলোকগমনঞ্চ

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রাঘবেণানুভাষিতম্। ততঃ শুভতরং বাক্যং ব্যাজহার মহেশ্বরঃ।। ১
পুষ্করাক্ষ মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরন্তপ। দিষ্ট্যা কৃতমিদং কর্ম ত্বয়া ধর্মভৃতাং বর।। ২
দিষ্ট্যা সর্বস্য লোকস্য প্রবৃদ্ধং দারুণং তমঃ। অপবৃত্তং ত্বয়া সংখ্যে রাম রাবণজং ভয়ম্।। ৩
আশ্বাস্য ভরতং দীনং কৌসল্যাঞ্চ যশস্বিনীম্। কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতরম্।। ৪
প্রাপ্য রাজ্যমযোধ্যায়াং নন্দয়িত্বা সুহৃজ্জনম্। ইক্ষ্বাকূণাং কুলে বংশং স্থাপয়িত্বা মহাবল।।৫
ইষ্ট্বা তুরগমেধেন প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা ত্রিদিবং গন্তুমর্হসি।। ৬
এষ রাজা দশরথো বিমানস্থঃ পিতা তব। কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাযশাঃ।। ৭
ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা ত্বমেনমভিবাদয়।। ৮

শতোত্তর ঊনবিংশ (১১৯) সর্গ

মহাদেবের নির্দেশে রথে সমাগত দশরথকে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রণাম। দুই পুত্র ও
সীতাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়ে দশরথের ইন্দ্রলোকে গমন।

রামের দ্বারা কথিত মঙ্গলজনক বাক্য শুনে মহেশ্বর অধিকতর মঙ্গলকর বাক্যে বললেন— ।।১ ।। হে পদ্মলোচন, মহাবীর, বিশালবক্ষা, শত্রুতাপনকারী রাম তুমি ধর্মধারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভাগ্যবলেই তুমি এই কঠিন কাজ করতে পেরেছো ।।২ ।। হে রাম, রাবণ হতে ভয় ছিলো ঠিক নিখিলজগতের দারুণ অন্ধকারের মতোই। সৌভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে তুমি সেটি বিদূরিত করলে! ।।৩ ।। এখন বেচারা ভরতকে আশ্বস্ত করো। তারপর যশোবতী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রাকে দর্শন করো ।।৪ ।। অতঃপর অযোধ্যায় গিয়ে সুহৃদ্‌বর্গকে আনন্দিত করো। হে মহাবল, ইক্ষ্বাকুদেরকুলে রাজবংশ স্থাপন করো ।।৫ ।। ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে উত্তম যশ অর্জন করো। তারপর ব্রাহ্মণদেরকে ধনদান করে স্বর্গে গমন করো ।।৬ ।। এই যে তোমার পিতা দশরথ বিমানে অবস্থান করছেন। হে কাকুৎস্থ, মনুষ্যলোকে তিনি ছিলেন তোমার মহাযশস্বী গুরু ।।৭ ।। তুমি তাঁর পুত্রকৃত্য করেছো, ফলে ঐশ্বর্যশালী তিনি ত্রাণ পেয়ে ইন্দ্রলোকে গমন করেছেন। ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে তুমি এঁকে প্রণাম করো ।।৮ ।। মহাদেবের বচন শুনে লক্ষ্মণকে নিয়ে বিমানের উচ্চভাগে অধিষ্ঠিত পিতাকে প্রণাম

মহাদেববচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। বিমানশিখরস্থস্য প্রণামমকরোৎ পিতুঃ।। ৯
দীপ্যমানং স্বয়া লক্ষ্ম্যা বিরজোঽম্বরধারিণম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দদর্শ পিতরং প্রভুঃ।। ১০
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বিমানস্থো মহীপতিঃ। প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট্বা পুত্রং দশরথস্তদা।। ১১
আরোপ্যাঙ্কে মহাবাহুর্বরাসনগতঃ প্রভুঃ। বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ততো বাক্যং সমাদদে।। ১২
ন মে স্বর্গো বহুমতঃ সম্মানশ্চ সুরর্ষভৈঃ। ত্বয়া রাম বিহীনস্য সত্যং প্রতিশৃণোমি তে।। ১৩
অদ্য ত্বাং নিহতামিত্রং দৃষ্ট্বা সম্পূর্ণমানসম্। নিস্তীর্ণবনবাসঞ্চ প্রীতিরাসীৎ পরা মম।। ১৪
কৈকেয্যা যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর। তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম।। ১৫
ত্বাং তু দৃষ্ট্বা কুশলিনং পরিষ্বজ্য সলক্ষ্মণম্। অদ্য দুঃখাদ্ বিমুক্তোঽস্মি নীহারাদিব ভাস্করঃ।। ১৬
তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা। অষ্টাবক্রেণ ধর্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা।। ১৭
ইদানীঞ্চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ। বধার্থং রাবনস্যেহ পিহিতং পুরুষোত্তমম্।। ১৮
সিদ্ধার্থা খলু কৌসল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতম্। বনান্নিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রুসূদনম্।। ১৯
সিদ্ধার্থাঃ খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্। রাজ্যে চৈবাভিষিক্তঞ্চ দ্রক্ষ্যন্তে বসুধাধিপম্।। ২০
অনুরক্তেন বলিনা শুচিনা ধর্মচারিণা। ইচ্ছেয়ং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম্।। ২১
চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্যাতিতাস্ত্বয়া। বসতা সীতয়া সার্ধং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ।। ২২
নিবৃত্তবনবাসোঽসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া। রাবণঞ্চ রণে হত্বা দেবতাঃ পরিতোষিতাঃ।। ২৩
কৃতং কর্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন। ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি।। ২৪
ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ।। ২৫

করলেন ।।৯ ।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শক্তিমান রাম দেখলেন, পিতা দশরথ নিজের তেজেই প্রদীপ্ত হয়ে বিমল-বসন পরিধান করে সেইখানে বিরাজ করছেন।।১০ ।। প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর পুত্রকে দেখে বিমানস্থ রাজা দশরথ পরম আনন্দে নিমগ্ন হলেন ।।১১ ।। উত্তম আসনে আসীন বীর রাজা দশরথ রামও লক্ষ্মণকে বাহু দু'টি দিয়ে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন— ।।১২ ।। বৎস রাম, আমি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমায় ছেড়ে দেবশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা সমর্পিত সম্মান এবং স্বর্গ আমার তেমন সুখের মনে হচ্ছে না ।।১৩ ।। আজ তোমার শত্রু নিহত হয়েছে দেখে আমার মন ভরে গেছে। বনবাসও শেষ হয়েছে দেখে আমার পরম আনন্দলাভ হলো ।।১৪ ।। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, কৈকেয়ী তোমার বনবাসের জন্য যে সব বাক্য বলেছিলো, সেগুলি এখনো আমার মনে গেঁথে আছে ।।১৫ ।। আজ তোমাকে নিরাপদ দেখে ও লক্ষ্মণসহ আলিঙ্গন করে আমি কুয়াশামুক্ত সূর্যের মতো দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করলাম।।১৬ ।। কহোল নামক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ অষ্টাবক্রের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছিলেন। তেমনি হে পুত্র আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছি ।।১৭ ।। হে সৌম্য, এখন আমি দেবপ্রধানদের কৃপায় জানতে পেলাম যে, রাবণের বধের জন্য পুরুষোত্তম নারায়ণ তোমার রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছেন ।।১৮ ।। আজ কৌশল্যার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে। এইজন্যেই যে তুমি গৃহে আসছো। তুমি শত্রুকে নাশ করে বন হতে ফিরে গেলে শত্রুহত্যাকারী তোমাকে তিনি আনন্দের সঙ্গে দেখবেন ।।১৯ ।। হে রাম, অযোধ্যানগরীতে গিয়ে, রাজারূপে তোমায় অভিষিক্ত হতে যারা দেখতে পাবে তাদের অভিলাষ পূর্ণ হবে ।।২০ ।। বলবান, পবিত্রচিত্ত, ধর্মাচরণকারী ভরত তোমার অনুরক্ত। ভরতের সঙ্গে তোমার মিলন আমি দেখতে ইচ্ছা করছি ।।২১ ।। হে সৌম্য, আমার প্রীতির জন্য তুমি সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে চৌদ্দবৎসর বনে বাস করেছো ।।২২ ।। এখন বনবাসব্রত শেষ হয়েছে। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে তোমার। রাবণকে হত্যা করে দেবতাদের তুমি পরিতুষ্ট করেছো ।।২৩ ।। হে শত্রুবিনাশকারিন, প্রশংসনীয় কর্ম সম্পাদন করেছো তুমি। তাতে যশোলাভ করেছো। এখন ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ আয়ু লাভ করো ।।২৪ ।। পিতৃলোক হতে আগত রাজা দশরথ এই কথা বলার পর রাম অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন, ধর্মজ্ঞ পিতৃদেব, আপনি দেবী কৈকেয়ী এবং ভরতের ওপর প্রসন্ন হোন ।।২৫ ।। আপনি পূর্বে কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, পুত্রসহ তোমায় আমি ত্যাগ

সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কেকয়ী ত্বয়া। স শাপঃ কৈকেয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশেৎ প্রভো।। ২৬
তথেতি স মহারাজো রামমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিম্। লক্ষ্মণঞ্চ পরিষ্বজ্য পুনর্বাক্যমুবাচ হ।। ২৭
রামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া। কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে।। ২৮
ধর্মং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ যশশ্চ বিপুলং ভুবি। রামো প্রসন্নে স্বর্গঞ্চ মহিমানং তথোত্তমম্।। ২৯
রামং শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্ধন। রামঃ সর্বস্য লোকস্য হিতেষ্বভিরতঃ সদা।। ৩০
এতে সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। অভিবাদ্য মহাত্মানমর্চন্তি পুরুষোত্তমম্।। ৩১
এতত্তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্। দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরন্তপঃ।। ৩২
অবপ্তধর্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া। এবং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া।। ৩৩
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রাজা স্নুষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাম্। পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ।। ৩৪
কর্তব্যো ন তু বৈদেহি মন্যুস্ত্যাগমিমং প্রতি। রামেণেদং বিশুদ্ধ্যর্থং কৃতং বৈ ত্বদ্ধিতৈষিণা।। ৩৫
সুদুষ্করমিদং পুত্রি তব চারিত্রলক্ষণম্। কৃতং যত্তেইন্যনারীণাং যশো হ্যভিভবিষ্যতি।। ৩৬
ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্তৃশুশ্রূষণাং প্রতি। অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরম্।। ৩৭
ইতি প্রতিসমাদিশ্য পুত্রৌ সীতাঞ্চ রাঘবঃ। ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ। ৩৮
বিমানমাস্থায় মহানুভাবঃ শ্রিয়া চ সংহৃষ্টতনুর্নৃপোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য পুত্রৌ সহ সীতয়া চ জগাম দেবপ্রবরস্য লোকম্।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে উনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

করলাম। হে প্রভো, সেই ভীষণ অভিশাপ সপুত্রা দেবী কৈকেয়ীকে যেন স্পর্শ না করে!।।২৬ ।। করজোড়ে দণ্ডায়মান রামকে মহারাজ দশরথ বললেন, তাই হবে। লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে আবার তিনি বললেন— ।।২৭ ।। বৎস লক্ষ্মণ, বৈদেহী সীতাসহ রামকে তুমি শুশ্রূষা করেছো। তাতে আমার অত্যন্ত প্রীতি হয়েছে। তুমি ধর্মফল লাভ করেছো ।।২৮ ।। তুমি ধর্মজ্ঞ। তুমি ধর্মলাভ করবে। জগতে বিপুল খ্যাতিও লাভ করবে। রামের প্রসন্নতায় স্বর্গ এবং উত্তম মহিমা তুমি লাভ করবে ।।২৯ ।। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধন লক্ষ্মণ, রামের শুশ্রূষা কোরো। তোমার কল্যাণ হবে। রাম সর্বলোকের কল্যাণসাধনে সর্বদা নিরত ।।৩০ ।। এই ইন্দ্রসহ ত্রিলোক, সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিরা পুরুষোত্তম মহাত্মা রামকে প্রণাম করে অর্চনা করে থাকেন ।।৩১ ।। হে সৌম্য, এই কথা বলা হয়েছে যে, পরম তপস্বী রাম স্বয়ং অব্যক্ত ও অক্ষয় ব্রহ্মপুরুষ। তিনিই দেবগণের হৃদয় ।।৩২ ।। বিদেহরাজপুত্রী সীতাকে শান্তভাবে শুশ্রূষা করে তুমি ধর্মেরই আচরণ করেছো, অর্জন করেছো বিপুল যশ ।।৩৩ ।। লক্ষ্মণকে এই কথা বলে রাজা দশরথ করজোড়ে সামনে অবস্থানরতা পুত্রবধূ সীতাকে ধীরে ধীরে মধুরস্বরে 'পুত্রি' -- বলে সম্বোধন করে বলতে শুরু করলেন— ।।৩৪ ।। হে, বিদেহরাজপুত্রি সীতে, রামের দ্বারা তোমায় এই ত্যাগের জন্য তুমি রাগ কোরো না। তোমার প্রতি কল্যাণবুদ্ধিতেই তোমার বিশুদ্ধি প্রমাণের দ্বারা তোমারই সামাজিক মর্যাদার জন্য রাম এই কাজ করেছে ।।৩৫ ।। বাছা, চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রতিপাদনে অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম তুমি করেছো। এতে অন্য নারীদের যশকে তুমি পরাজিত করেছো ।।৩৬ ।। পতিসেবা নিয়ে তোমাকে কিছু বলার নেই। তবুও আমায় অবশ্যই এইকথা বলতে হবে। এই রাম তোমার পরম দেবতা ।।৩৭ ।। রঘুবংশীয় রাজা দশরথ পুত্র দু'জনকে এবং সীতাকে এইরকম আদেশ দান করে বিমানে করে ইন্দ্রলোকে চলে গেলেন।।৩৮ ।। এইভাবে মহানুভব রাজশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ ঐশ্বর্যলাভে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সীতাসহ দুইপুত্রকে বিদায় জানিয়ে বিমানে আরোহণ করে দেবরাজ ইন্দ্রের লোকে চলে গেলেন ।।৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর উনবিংশ (১১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামানুরোধেন ইন্দ্রস্য মৃত-বানরেভ্যো জীবনদানম্, দেবতানাং প্রস্থানম্, বানরসেনানাং বিশ্রামশ্চ।

প্রতিপ্রয়াতে কাকুৎস্থে মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ। অব্রবীৎ পরমপ্রীতো রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্।। ১
অমোঘং দর্শনং রাম তবাস্মাকং নরর্ষভ। প্রীতিযুক্তাঃ স্ম তেন ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্।। ২
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ প্রসন্নেন মহাত্মনা। সুপ্রসন্নমনা হৃষ্টো বচনং প্রাহ রাঘবঃ।। ৩
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না ময়ি তে বিবুধেশ্বর। বক্ষ্যামি কুরু মে সত্যং বচনং বদতাং বর।। ৪
মম হেতোঃ পরাক্রান্তা যে গতা যমসাদনম্। তে সর্বে জীবিতং প্রাপ্য সমুত্তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।। ৫
মৎকৃতে বিপ্রযুক্তা যে পুত্রৈর্দারৈশ্চ বানরাঃ। তান্ প্রীতমনসঃ সর্বান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ।। ৬
বিক্রান্তাশ্চাপি শূরাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ। কৃতযত্না বিপন্নাশ্চ জীবয়ৈতান্ পুরন্দর।। ৭
মৎপ্রিয়েষ্বভিরক্তাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি যে। ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেয়ুস্তে বরমেতমহং বৃণে।। ৮
নীরুজো নির্ব্রণাংশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষান্ গোলাঙ্গূলাংস্তথর্ক্ষাংশ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ।। ৯
অকালে চাপি পুষ্পাণি মূলানি চ ফলানি চ। নদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র তিষ্ঠেয়ুর্যত্র বানরাঃ।। ১০
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। মহেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং প্রীতিসংযুতম্।। ১১
মহানয়ং বরস্তাত যস্ত্বয়োক্তো রঘূত্তম। দ্বির্ময়া নোক্তপূর্বঞ্চ তস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি।। ১২
সমুত্তিষ্ঠন্তু তে সর্বে হতা যে যুধি রাক্ষসৈঃ। ঋক্ষাশ্চ সহ গোপুচ্ছৈর্নিকৃত্তাননবাহবঃ।। ১৩
নীরুজো নির্ব্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষাঃ। সমুত্থাস্যন্তি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা।। ১৪

শতোত্তর বিংশ (১২০) সর্গ

শ্রীরামের অনুরোধে ইন্দ্রের দ্বারা মৃত বলবানদের জীবনদান। দেবগণের প্রস্থান।
বানরসেনাদের জীবনদান। দেবগণের প্রস্থান। বানরসেনাদের বিশ্রাম-গ্রহণ।

ককুৎস্থ-বংশধর রাজা দশরথ চলে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হয়ে করজোড়ে স্থিত রামকে বললেন— ।।১ ।। হে নরবীর রাম, তোমার সঙ্গে আমাদের দর্শন অব্যর্থ ফলপ্রদ। তোমার প্রতি আমরা প্রীতিযুক্ত। তাই, বলি, তোমার যা মনের অভিলাষ, এখন আমায় বলো ।। ২ ।। মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্নচিত্তে এইরকম বললে রাম ও অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত হয়ে আনন্দের সঙ্গে বললেন— ।।৩ ।। হে বাগ্মিপ্রবর দেবরাজ, যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হন, তাহলে আমি আপনার কাছে একটি প্রার্থনা জানাচ্ছি। সেটি সফল করুন।।৪ ।। পরাক্রান্ত যে বানরেরা আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই প্রাণলাভ করে উঠে দাঁড়াক ।।৫ ।। আমার জন্যে যে বানরেরা প্রীতচিত্তে পত্নী এবং পুত্রের কাছ হতে বিযুক্ত হয়েছে, তাদের সবাইকে আমি দেখতে চাইছি ।।৬ ।। যারা ছিলো পরাক্রমী এবং বীর, আমার সহায়তায় কাজ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে, মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করে নি, তাদের আপনি জীবিত করে দিন ।।৭ ।। যারা আমার প্রিয়কার্যে রত ছিলো, মৃত্যুকেও গণনা করে নি, আমার প্রসাদে তারা সব এইখানে আসুক—এই বর আমি প্রার্থনা করছি ।।৮ ।। হে মানদ, গোলাঙ্গূল-নামক বানর এবং ভল্লুকদের নীরোগ, অক্ষত এবং শক্তি ও পৌরুষে সমন্বিতভাবে আমি দেখতে চাইছি ।।৯ ।। যেখানে এই বানরেরা থাকবে, সেখানে অকালেও যেন ফল-ফুল এবং মূলাদি থাকে ।।১০ ।। মহাত্মা রামের এইকথা শুনে মহেন্দ্র প্রীতির সঙ্গে এই উত্তর দান করলেন— ।।১১ ।। বৎস রঘূত্তম, তুমি যে বর প্রার্থনা করেছো, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি দু'রকমের কথা বলি না। তাই আমি যা বলেছি, তা হবেই ।।১২ ।। যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিলো, যাদের মুখ এবং বাহু ছিন্নভিন্ন হয়েছিলো, সেই সব ভল্লুকেরা, গোলাঙ্গূল-নামক বানর ও রাক্ষসদের নিয়ে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে ।।১৩ ।। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো-বানরেরা নীরোগ, অক্ষত এবং বলবীর্যে যুক্ত হয়ে সম্যগ্ভাবে উঠে দাঁড়াবে ।।১৪ ।। সুহৃদ্বর্গ, বান্ধবসহ জ্ঞাতি এবং আত্মজনদের সঙ্গে এরা সবাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে

সুহৃদ্ভির্বান্ধবৈশ্চৈব জ্ঞাতিভিঃ স্বজনেন চ। সর্ব এব সমেষ্যন্তি সংযুক্তাঃ পরয়া মুদা।। ১৫
অকালে পুষ্পশবলাঃ ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ। ভবিষ্যন্তি মহেষ্বাস নদ্যশ্চ সলিলাযুতাঃ।। ১৬
সব্রণৈঃ প্রথমং গাত্রৈরিদানীং নির্ব্রণৈঃ সমৈঃ। ততঃ সমুত্থিতাঃ সর্বে সুপ্ত্বেব হরিসত্তমাঃ।। ১৭
বভূবুর্বানরা সর্বে কিং ত্বেতদিতি বিস্মিতাঃ। কাকুৎস্থং পরিপূর্ণার্থং দৃষ্ট্বা সর্বে সুরোত্তমাঃ।। ১৮
অব্রুবন্ পরমপ্রীতাঃ স্তুত্বা রামং সলক্ষ্মণম্। গচ্ছাযোধ্যামিতো রাজন্ বিসর্জয় চ বানরান্।। ১৯
মৈথিলীং সান্ত্বয়স্বৈনামনুরক্তাং যশস্বিনীম্। ভ্রাতরং ভরতং পশ্য ত্বচ্ছোকাদ্ ব্রতচারিণম্।। ২০
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানং মাতৄঃ সর্বাঃ পরন্তপ। অভিষেচয় চাত্মানং পৌরান্ গত্বা প্রহর্ষয়।। ২১
এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো রামং সৌমিত্রিণা সহ। বিমানৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈর্যযৌ হৃষ্টঃ সুরৈঃ সহ।। ২২
অভিবাদ্য চ কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তাংস্ত্রিদশোত্তমান্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা।। ২৩
ততস্তু সা লক্ষ্মণরামপালিতা মহাচমূর্হৃষ্টজনা যশস্বিনী।
শ্রিয়া জ্বলন্তী বিররাজ সর্বতো নিশা প্রণীতেব হি শীতরশ্মিনা। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

সম্মিলিত হবে ।।১৫।। হে মহাধুনর্ধর, তরুরাজি অকালেও ফুলে ফুলে সুন্দর হয়ে উঠবে, ফলে উঠবে ভরে। নদীসমূহ জলে পূর্ণ হবে ।।১৬।। তারপর যাদের গাত্র ছিলো যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, এখন অক্ষতভাবে যেন সেই বানরশ্রেষ্ঠেরা ঘুম থেকে উঠে 'এ কি হলো ?'— ভেবে বিস্মিত হলো। দেবশ্রেষ্ঠেরা রামকে দেখলেন পূর্ণমনোরথ ।।১৭-১৮।। দেবতারা রামকে লক্ষ্মণসহ স্তুতি করে পরম প্রীতির সঙ্গে বললেন, রাজন্, এখন আপনি অযোধ্যায় ফিরে যান। বানরদেরকে বিদায় দিন ।।১৯।। অনুরক্তা যশস্বিনী সীতাকে দিন সান্ত্বনা। আর আপনার শোকে ব্রতপালনকারী ভরতকে দেখুন ।।২০।। হে পরন্তপ, মহাত্মা শত্রুঘ্ন এবং মাতৃমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিন। অযোধ্যায় গিয়ে আপনি নিজেকে করুন অভিষিক্ত। পুরবাসীদেরকে ভালোভাবে আনন্দিত করুন ।।২১।। সহস্রনেত্র ইন্দ্র লক্ষ্মণসহ রামকে এইরকম বলে আনন্দের সঙ্গে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল বিমানে করে দেবতাদেরকে নিয়ে চলে গেলেন ।।২২।। রাম দেবগণসকলকে অভিবাদন করে ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ সব বানরকে বিশ্রামের জন্য আদেশ দিলেন ।।২৩।। অতঃপর লক্ষ্মণ এবং রামের দ্বারা প্রতিপালিত প্রখ্যাত সেই বিশাল বানর সেনাবাহিনী অত্যন্ত আনন্দে চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধ উজ্জ্বলরাত্রির মতো সৌন্দর্যে শোভা পেতে লাগলো ।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর বিংশ (১২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যাগমনায় শ্রীরামস্যোদ্যমঃ, তদনুজ্ঞয়া বিভীষণস্য পুষ্পকবিমানপ্রার্থনঞ্চ।

তাং রাত্রিমুষিতং রামং সুখোদিতমরিন্দমম্। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং জয়ং পৃষ্ট্বা বিভীষণঃ।। ১
স্নানানি চাঙ্গরাগাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ। চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ।। ২

শতোত্তর একবিংশ (১২১) সর্গ

অযোধ্যাগমনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের উদ্যোগ। তাঁর অনুমতিতে বিভীষণের দ্বারা পুষ্পক বিমান-প্রার্থনা।

রাম সেই রাত সুখে সেখানে অতিবাহিত করলেন। পরদিন শত্রুদমনকারী রামকে বিভীষণ 'জয়' শব্দ উচ্চারণান্তে কুশল জিজ্ঞাসা করে বলতে আরম্ভ করলেন— ।।১।। হে রঘুবংশধর রাম, স্নানীয় দ্রব্যসম্ভার, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন এবং নানারকমের সুন্দর মাল্য আপনার জন্যে আনা হয়েছে ।।২।। এইসব দ্রব্যসামগ্রী যারা এনেছে সেই নারীদের চোখ পদ্মের মতো। তারা সাজাতে

অলঙ্কারবিদশ্চৈতা নার্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ। উপস্থিতাস্ত্বাং বিধিবৎ স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব।। ৩
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্। হরীন্ সুগ্রীবমুখ্যাংস্তং স্নানেনোপনিমন্ত্রয়।। ৪
স তু তাম্যতি ধর্মাত্মা মম হেতোঃ সুখোচিতঃ। সুকুমারো মহাবাহুর্ভরতঃ সত্যসংশ্রয়ঃ।। ৫
তং বিনা কৈকেয়ীপুত্রং ভরতং ধর্মচারিণম্। ন মে স্নানং বহুমতং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।। ৬
এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্রং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্। অযোধ্যাং গচ্ছাতো হ্যেষ পন্থাঃ পরমদুর্গমঃ।। ৭
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ। অহ্না ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্থিবাত্মজ।। ৮
পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্যসন্নিভম্। মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা।। ৯
হৃতং নির্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমম্। ত্বদর্থং পালিতঞ্চেদং তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ।। ১০
তদিদং মেঘসঙ্কাশং বিমানমিহ তিষ্ঠতি। যেন যাস্যসি যানেন ত্বমযোধ্যাং গতজ্বরঃ।। ১১
অহং তে যদনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্। বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি ময়ি সৌহৃদম্।। ১২
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা ভার্যয়া সহ। অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি।। ১৩
প্রীতিযুক্তস্য বিহিতাং সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ। সৎক্রিয়াং রাম মে তাবদ্ গৃহাণ ত্বং ময়োদ্যতাম্।। ১৪
প্রণয়াদ্ বহুমানাচ্চ সৌহার্দেন চ রাঘব। প্রসাদয়ামি প্রেষ্যোঽহং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি তে।। ১৫
এবমুক্তস্ততো রামঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্। রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সর্বেষামেব শৃণ্বতাম্।। ১৬
পূজিতোঽস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ। সর্বাত্মনা চ চেষ্টাভিঃ সৌহার্দেন পরেণ চ।। ১৭
ন খল্বেতন্ন কুর্যাং তে বচনং রাক্ষসেশ্বর। তন্তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ।। ১৮
মাং নিবর্তয়িতুং যোঽসৌ চিত্রকূটমুপাগতঃ। শিরসা যাচতো যস্য বচনং ন কৃতং ময়া।। ১৯

খুবই দক্ষ। এরা এখন আপনাকে শাস্ত্রীয় বিধিমতে স্নান করাবেন ।।৩ ।। বিভীষণ রামকে এইকথা বলার পর রাম তাকে বললেন, সুগ্রীব-প্রমুখ বানরদের স্নানের জন্য নিমন্ত্রণ করো ।।৪ ।। ভরত হলেন ধর্মপ্রাণও কোমল-দেহধারী। সুখে অভ্যস্ত। সত্যাশ্রয়ী। মহাবীর। সে আমারি জন্যে কষ্ট পাচ্ছে।।৫ ।। ধর্মাচরণকারী সেই কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে ছেড়ে স্নান, বস্ত্র এবং অলঙ্কার আমার রুচিকর বলে মনে হচ্ছে না।।৬ ।। যতো শীগ্‌গির আমরা অযোধ্যাপুরীতে যেতে পারি তাই দেখো। এই পথ বড়োই দুর্গম ।।৭ ।। রাম এই কথা বললে বিভীষণ বললো, হে রাজপুত্র, অযোধ্যপুরীতে শীঘ্রই আপনাকে আমি নিয়ে যাবো ।।৮ ।। আমার ভ্রাতা কুবেরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল, কল্যাণকর পুষ্পক নামে একটি রথ ছিলো। সেটি বলবান রাবণ হরণ করেছিলো ।।৯ ।। রাবণ যুদ্ধ করে কুবেরকে পরাজিত করে সেই বিমান হরণ করে। যুদ্ধে সেই উত্তম বিমানটি ইচ্ছা করামাত্রই চলতো। হে অতুলবিক্রম, আপনার জন্যই এই বিমান সংরক্ষিত আছে ।।১০ ।। মেঘের মতো দেখতে এই বিমানটি এইখানে রয়েছে। এই বিমানে আরোহণ করে আপনি বিনা কষ্টেই অযোধ্যায় চলে যেতে পারবেন ।।১১ ।। হে রাম, আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, আপনি যদি আমার গুণাবলী স্মরণ করেন, যদি আমার প্রতি আপনার সৌহৃদ্য থাকে, তাহলে হে প্রাজ্ঞ, এখানে আপনি কিছুদিন অবস্থান করুন ।।১২ ।। ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্যা সীতাদেবীসহ থাকুন। সর্বপ্রকার বাঞ্ছিতদ্রব্যের দ্বারা আমি আপনার অর্চনা করবো। তারপর, হে রাম, আপনি যাবেন ।।১৩ ।। হে রামচন্দ্র, প্রীতির সঙ্গে আপনাকে আমি সেবা করতে চাইছি। সৈন্য এবং সুহৃদ্‌গণসহ আপনি আমার সেই সেবা গ্রহণ করুন ।।১৪ ।। হে রাম, ভালোবাসা সম্মান এবং সৌহৃদ্যের দ্বারা আমি আপনাকে সেবা করছি। আমি তো আপনার ভৃত্য। আমি আপনাকে আজ্ঞাদান করছি না ।।১৫ ।। বিভীষণ রামকে এই কথা বললে, রাম প্রত্যুত্তরে বিভীষণকে বললেন, শোনো, রাক্ষসসকল এবং বানরগণের সামনে তুমি আমার সেবা করেছো ।।১৬ ।। হে বীর, মন্ত্রণা দিয়ে সর্বপ্রকারে সহায়তা করে এবং সৌহার্দ্যের দ্বারা তুমি আমাকে পূজা করেছো ।।১৭ ।। হে রাক্ষসপতে, আমি তোমার অনুরোধ অবশ্যই অস্বীকার করছি না। তবুও ভাই ভরতকে দেখার জন্য আমার মন উৎসুক হয়ে উঠেছে ।।১৮ ।। ভরত চিত্রকূটে এসে আমাকে ফেরাবার জন্য অবনতমস্তকে প্রার্থনা করেছিলো। কিন্তু আমি তার সেই কথা রাখি নি ।।১৯ ।। এখন আমার যশস্বিনী মাতৃমণ্ডলী—

কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্। গুহঞ্চ সুহৃদঞ্চৈব পৌরাঞ্জানপদৈঃ সহ।। ২০
অনুজানীহি মাং সৌম্য পূজিতোঽস্মি বিভীষণ। মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ সখে ত্বাঞ্চানুমানয়ে।। ২১
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং বিমানং রাক্ষসেশ্বর। কৃতকার্যস্য মে বাসঃ কথং স্যাদিহ সম্মতঃ।। ২২
এবমুক্তস্তু রামেণ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ। বিমানং সূর্যসঙ্কাশমাজুহাব ত্বরান্বিতঃ।। ২৩
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্যমণিবেদিকম্। কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো রজতপ্রভম্।। ২৪
পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্। শোভিতং কাঞ্চনৈর্হর্ম্যৈর্হেমপদ্মবিভূষিতৈঃ।। ২৫
প্রকীর্ণং কিঙ্কিণীজালৈর্মুক্তামণিগবাক্ষকম্। ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো মধুরস্বনম্।। ২৬
তং মেরুশিখরাকারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা। বৃহদ্ভির্ভূষিতং হর্ম্যৈর্মুক্তারজতশোভিতৈঃ।। ২৭
তলৈঃ স্ফটিকচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ। মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ।। ২৮
উপস্থিতমনাধৃষ্যং তদ্ বিমানং মনোজবম্। নিবেদয়িত্বা রামায় তস্থৌ তত্র বিভীষণঃ।। ২৯
তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমানমুপস্থিতং ভূধরসন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্ত্বঃ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীকে, এবং গুহ ও পুরবাসীসহ জনপদবাসিগণকে দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি ।।২০।। হে সৌম্য বিভীষণ, তুমি তো আমায় অর্চনা করেছো। এখন আমায় অযোধ্যায় যাবার জন্য অনুমতি দাও। বন্ধো, রাগ কোরো না। এইজন্যেই তোমায় আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ।।২১।। হে রাক্ষসরাজ, শীগগির আমার জন্য বিমান নিয়ে এসো। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর এখানে থাকা কি করে উচিত হবে ? ।।২২।। রাম এইকথা বলায় রক্ষোরাজ বিভীষণ সূর্যসমুজ্জ্বল সেই বিমানকে আনার আয়োজন করলেন ।।২৩।। বিমানের নানা অংশে ছিলো সোনার কাজ। তার বসার বেদীটি ছিলো বৈদূর্যমণিতে তৈরী। তাতে গোপন মন্ত্রণার জন্য ছিলো কূটাগার। সমগ্র বিমানটি রূপোর মতো ঝলমল করছিলো ।।২৪।। শ্বেত-পীত-মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণের পতাকা ও ধ্বজে বিভূষিত ছিলো বিমানটি। তাতে সোনার পদ্মের দ্বারা শোভিত কক্ষ ছিলো। ফলে সুন্দর দেখাচ্ছিলো বিমানটিকে ।।২৫।। তাতে ছিলো ছোটো ছোটো ঘণ্টাযুক্ত ঝালর এবং মুক্তা ও মণিনির্মিত জানালা। মধুরধ্বনি তাতে শোনো যেতো ।।২৬।। বিশ্বকর্মা মেরুপর্বতের শিখরের মতো উঁচু করে এই বিমানটি নির্মাণ করেছিলেন। মুক্তায় এবং রূপোয় শোভিত প্রশস্ত কামরা তাতে ছিলো ।।২৭।। মেঝে ছিলো স্ফটিকনির্মিত। সুন্দর বৈদূর্যে নির্মিত ছিলো তার মনোহর আসন। মহামূল্যবান চাদর দিয়ে ঢাকা ছিলো আসন ।।২৮।। মনের চেয়েও অধিক গতি ছিলো বিমানটির। কেউ তার পথ আটকাতে পারতো না। বিভীষণ সেই বিমানের উপস্থিতির সংবাদ রামকে নিবেদন করলো ।।২৯।। প্রশস্তমনা রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে ইচ্ছামতো গতিসম্পন্ন পর্বতাকার সেই পুষ্পক বিমানটি দেখে বিস্মিত হলেন ।।৩০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর একবিংশ (১২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামাদেশেন বানরাণাং বিশেষসৎকারঃ, সুগ্রীবেণ বিভীষণেন বানরৈশ্চ সহ পুষ্পকবিমানমারুহ্য শ্রীরামস্য অযোধ্যাগমনঞ্চ।

উপস্থিতস্তু তং কৃত্বা পুষ্পকং পুষ্পভূষিতম। অবিদূরে স্থিতো রামমিত্যুবাচ বিভীষণঃ।। ১
স তু বদ্ধাঞ্জলিপুটো বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ। অব্রবীৎ ত্বরয়োপেতঃ কিং করোমীতি রাঘবম্।। ২

শতোত্তর দ্বাবিংশ (১২২) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বানরদের বিশেষ সৎকার। সুগ্রীব ও বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে বানরবৃন্দসহ শ্রীরামের-অযোধ্যা গমন।

কুসুমে সজ্জিত পুষ্পক বিমানটি নিয়ে এসে বিভীষণ সন্নিকটে স্থিত রামকে বাক্য বললো।।১।। রাক্ষস-রাজ বিভীষণ করজোড়ে বিনীতভাবে তাড়াতাড়ি এসে রামকে বললো, এখন কি করবো ?।।২।।

তমব্রবীন্মহাতেজা লক্ষ্মণস্যোপশৃণ্বতঃ। বিমৃশ্য রাঘবো বাক্যমিদং স্নেহপুরস্কৃতম্।। ৩
কৃতপ্রযত্নকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ। রত্নৈরর্থৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্পূজ্যন্তাং বিভীষণ।। ৪
সহামীভিস্ত্বয়া লঙ্কা নির্জিতা রাক্ষসেশ্বর। হৃষ্টৈঃ প্রাণভয়ং ত্যক্ত্বা সংগ্রামেষ্বনিবর্তিভিঃ।। ৫
ত ইমে কৃতকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ। ধনরত্নপ্রদানৈশ্চ কর্মৈষাং সফলং কুরু।। ৬
এবং সম্মানীতাশ্চৈতে নন্দ্যমানা যথা ত্বয়া। ভবিষ্যন্তি কৃতজ্ঞেন নির্বৃতা হরিযূথপাঃ।। ৭
ত্যাগিনং সংগ্রহীতারং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্। সর্বে ত্বামভিগচ্ছন্তি ততঃ সম্বোধয়ামি তে।। ৮
হীনং রতিগুণৈঃ সর্বৈরভিহন্তারমাহবে। সেনা ত্যজতি সংবিগ্না নৃপতিং তং নরেশ্বর।। ৯
এবমুক্তস্তু রামেণ বানরাংস্তান্ বিভীষণঃ। রত্নার্থসংবিভাগেন সর্বানেবাভ্যপূজয়ৎ।। ১০
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রত্নার্থৈর্হরিযূথপান্। আরুরোহ তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্।। ১১
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং মনস্বিনীম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা।। ১২
অব্রবীৎ স বিমানস্থঃ পূজয়ন্ সর্ববানরান্। সুগ্রীবঞ্চ মহাবীর্যং কাকুৎস্থঃ সবিভীষণম্।। ১৩
মিত্রকার্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ। অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং প্রতিগচ্ছত।। ১৪
যত্তু কার্যং বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ। কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতাধর্মভীরুণা।। ১৫
কিষ্কিন্ধাং প্রতি যাহ্যাশু স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ। স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং ময়া দত্তে বিভীষণ।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ।। ১৬
অযোধ্যাং প্রতি যাস্যামি রাজধানীং পিতুর্মম। অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বানামন্ত্রয়ামি বঃ।। ১৭
এবমুক্তাস্তু রামেণ হরীন্দ্রা হরয়স্তথা। ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।। ১৮
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামঃ সর্বান্নয়তু নো ভবান্। মুদযুক্তা বিচরিষ্যামো বনান্যুপবনানি চ।। ১৯

মহতেজস্বী রাম তা শুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে স্নেহের সঙ্গে বললেন— ।।৩।। হে বিভীষণ, এই সব বনবাসী ভল্লুক ও বানরেরা যত্নের সঙ্গে কাজ করেছে। বিবিধ রত্ন এবং অর্থের দ্বারা তাদের পরিতুষ্ট করো ।।৪।। হে রাক্ষসরাজ, তুমি এদের নিয়েই লঙ্কাকে জয় করেছো। এরা প্রাণভয় ত্যাগ করে পিছিয়ে না এসে আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ।।৫।। কর্ম সমাধা করেছে এই সব বনবাসী। ধনরত্ন প্রদান করে এদের কর্ম এবার সফল করো ।।৬।। তুমি যদি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এইপ্রকারে সম্মানিত করো, তাহলে বানরদলপতিরা শান্তিলাভ করবে। হবে আনন্দিত ।।৭।। তুমি যদি জিতেন্দ্রিয় হয়ে দয়ার সঙ্গে দান করো এবং কর-গ্রহণ করো তাহলে সকলেই তোমার অনুগত হবে। তাই তোমায় এতো বলছি ।।৮।। হে রাজন্, সর্বপ্রজার লোকরঞ্জক গুণ যাদের নেই, যিনি যুদ্ধে বৃথা লোকক্ষয় করেন, সেনারা ভীত হয়ে তাকে ত্যাগ করে ।।৯।। রাম এইরকম বলায় বিভীষণ বানরসমূহের মধ্যে রত্নাদি ভাগ করে দান করত তাদের সকলকেই অর্চনা করলো ।।১০।। তারপর বানর দলপতিদের রত্ন এবং অর্থের দ্বারা পূজিত হতে দেখে রামশ্রেষ্ঠ সেই বিমানে আরোহণ করলেন ।।১১।। লজ্জায় অবনত -মুখী মনস্বিনী সীতাকে তিনি কোলে বসিয়ে নিলেন। পরাক্রান্ত ধনুর্ধর ভ্রাতা লক্ষ্মণকেও নিলেন সঙ্গে।।১২।। রাম বানরসকলকে পূজা করে বিভীষণকে নিয়ে বিমানে উঠে মহাবীর সুগ্রীব এবং বানরদেরকে বললেন— ।।১৩।। হে বানরবীরগণ, তোমরা সবাই আমার মিত্রের কাজ করেছো। এবার আমি অনুমতি দিচ্ছি। যার যেখানে ইচ্ছে, সেইখানে তোমরা গমন করো ।।১৪।। হে সুগ্রীব, হিতৈষী স্নেহশীল বন্ধুর যে কাজ, অধর্মের ভয় করে তা সবই তুমি করছে ।।১৫।। এখন নিজের সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তুমি সত্বর কিষকিন্ধায় চলে যাও। আর বিভীষণ, আমি তোমায় লঙ্কা দান করলাম। নিজের রাজ্যে গিয়ে তুমি অধিষ্ঠান করো ।।১৬।। আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় আমি এবার যাবো। আমাকে অনুমতি দেবার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি ।।১৭।। রাম এরকম বলায় সধারণ বানর ও বানর দলপতিরাসহ বিভীষণ এবং সকল রাক্ষসেরা করজোড়ে বললো— ।।১৮।। আমরা অযোধ্যায় যেতে চাইছি। আপনি আমাদের সবাইকে নিয়ে চলুন। বন এবং উপবনগুলিতে আমরা আনন্দে বিচরণ করবো ।।১৯।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখে এবং

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষেকার্দ্রং কৌসল্যামভিবাদ্য চ। অচিরাদাগমিষ্যামঃ স্বগৃহান্নৃপসত্তমঃ।। ২০
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা বানরঃ সবিভীষণৈঃ। অব্রবীদ্ বানরান্ রামঃ সসুগ্রীববিভীষণান্।। ২১
প্রিয়াৎ প্রিয়তরং লব্ধং যদহং সসুহৃজ্জনঃ। সর্বৈর্ভবদ্ভিঃ সহিতঃ প্রীতিং লপ্স্যে পুরীং গতঃ।। ২২
ক্ষিপ্রমারোহ সুগ্রীব বিমানং সহ বানরৈঃ। ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ।। ২৩
ততঃ পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ। আরুরোহ মুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ।। ২৪
তেষ্বারূঢেষু সর্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্। রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সম্।। ২৫
খগতেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা। প্রহৃষ্টশ্চ প্রতীতশ্চ বভৌ রামঃ কুবেরবৎ।। ২৬
তে সর্বে বানরর্ক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ। যথাসুখমসম্বাধং দিব্যে তস্মিনুপাবিশন্।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

দেবী কৌশল্যাকে নমস্কার জানিয়ে অচিরেই আমরা নিজ নিজ গৃহে চলে আসবো ।।২০।। বানরবৃন্দ এবং বিভীষণ এই কথা বলায় ধর্মাত্মা রাম সুগ্রীব এবং বিভীষণসহ বানরদেরকে বললেন— ।।২১।। এ তো আমার প্রিয় হতেও প্রিয়তর যে, তোমাদের মতো সুহৃদ্‌বর্গকে আমি পেয়েছি। তোমাদের সবাইকে নিয়ে অযোধ্যাপুরীতে যেতে পারলে আমি প্রীতিই লাভ করবো ।।২২।। বানদেরকে নিয়ে সুগ্রীব তুমি সত্বর বিমানে আরাহণ করো। রক্ষোরাজ বিভীষণ, তুমিও মন্ত্রীদেরকে নিয়ে বিমানে ওঠো ।।২৩।। এবার সুগ্রীব বানরদের সঙ্গে এবং বিভীষণ অমাত্যদেরকে নিয়ে সানন্দে আরোহণ করলো ।।২৪।। কুবেরের পরম আসন ছিলো যে বিমান, তাতেই সবাই আরোহণ করলো। রামের অনুমতিতে সেই বিমান এবার আকাশোপরি গেলো উঠে।।২৫ ।। হংসযুক্ত উজ্জ্বল সেই বিমান আকাশে উঠে গেলো। রথস্থিত রাম কুবেরের মতোই আনন্দিত হওয়ায় তাঁকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো ।।২৬।। এইভাবে সেইসব মহাবলশালী বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসেরা যথাসুখে অনায়াসে সেই রথে উপবেশন করলো ।।২৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর দ্বাবিংশ (১২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যাং গচ্ছতা রামেণ সীতায়া বিবিধস্থানপ্রদর্শনম্

অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ তদ্ বিমানমনুত্তমম্। হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্।। ১
পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্বতো রঘুনন্দনঃ। অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্।। ২
কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্। লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।। ৩
এতদাযোধনং পশ্য মাংসশোণিতকর্দমম্। হরীণাং রাক্ষসানাঞ্চ সীতে বিশসনং মহৎ।। ৪
এষ দত্তবরঃ শেতে প্রমাথী রাক্ষসেশ্বরঃ। তব হেতোর্বিশালাক্ষি নিহতো রাবণো ময়া।। ৫

শতোত্তর ত্রয়োবিংশ (১২৩) সর্গ

অযোধ্যায় গমনের সময় শ্রীরামকর্তৃক সীতাকে বিবিধ স্থানের প্রদর্শন

রামের অনুমতি পেয়ে হংসযুক্ত সেই উত্তম বিমানটি মহাশব্দে আকাশে উঠে গেলো ।। ১ ।। রঘুনন্দন রাম এবার সর্বত্র দৃষ্টি-প্রসারিত করে চন্দ্রমুখী সীতাকে বললেন— ।।২ ।। বৈদেহি, দেখো, কৈলাশ -শিখরের মতো ত্রিকূটশিখরে লঙ্কা অবস্থিতা। বিশ্বকর্মা এই লঙ্কাকে নির্মাণ করেছিলেন ।।৩ ।। দেখো, ঐ যে যুদ্ধক্ষেত্র। মাংস এবং রক্তে কাদা হয়ে গেছে। সীতা, বানর এবং রাক্ষসদের ধ্বংসকর্ম এইখানেই সম্পাদিত হয় ।।৪ ।। ঐ দেখো, ব্রহ্মার বরে ধন্য রক্ষোরাজ রাবণ তোমার জন্যেই আমার হাতে নিহত হয়ে এই রণভূমিতে শুয়ে আছে ।।৫ ।। রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আমার হাতে এখানেই নিহত হয়েছে। প্রহস্তও

কুম্ভকর্ণোঽত্র নিহতঃ প্রহস্তশ্চ নিশাচরঃ। ধূম্রাক্ষশ্চাত্র নিহতো বানরেণ হনূমতা।। ৬
বিদ্যুন্মালী হতশ্চাত্র সুষেণেন মহাত্মনা। লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিচ্চাত্র রাবণির্নিহতো রণে।। ৭
অঙ্গদেনাত্র নিহতো বিকটো নাম রাক্ষসঃ। বিরূপাক্ষশ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যো মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ।। ৮
অকম্পনশ্চ নিহতো বলিনোঽন্যে চ রাক্ষসাঃ। ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।। ৯
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ রাক্ষসপ্রবরাবুভৌ। নিকুম্ভশ্চৈব কুম্ভশ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজৌ বলী।। ১০
বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রশ্চ বহবো রাক্ষসা হতাঃ। মকরাক্ষশ্চ দুর্ধর্ষো ময়া যুধি নিপাতিতঃ।। ১১
অকম্পনশ্চ নিহতঃ শোণিতাক্ষশ্চ বীর্যবান্। যূপাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘশ্চ নিহতৌ তু মহাহবে।। ১২
বিদ্যুজ্জিহ্বোঽত্র নিহতো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ। যজ্ঞশত্রুশ্চ নিহতঃ সুপ্তঘ্নশ্চ মহাবলঃ।। ১৩
সূর্যশত্রুশ্চ নিহতো ব্রহ্মশত্রুস্তথাপরঃ। অত্র মন্দোদরী নাম ভার্যা তং পর্যদেবয়ৎ।। ১৪
সপত্নীনাং সহস্রেণ সাগ্রেণ পরিবারিতা। এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সমুদ্রস্য বরাননে।। ১৫
যত্র সাগরমুত্তীর্য তাং রাত্রিমুষিতা বয়ম্। এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে।। ১৬
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ। পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্।। ১৭
অপারমিব গর্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্। হিরণ্যানভং শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনং পশ্য মৈথিলি।। ১৮
বিশ্রমার্থং হনূমতো ভিত্ত্বা সাগরমুত্থিতম্। এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবারনিবেশনম্।। ১৯
অত্র পূর্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ বিভুঃ। এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ।। ২০
সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্। এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্।। ২১
অত্র রাক্ষসরাজোঽয়মাজগাম বিভীষণঃ। এষা সা দৃশ্যতে সীতে কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা।। ২২

মৃত্যুকে অবলম্বন করেছে। বানর হনুমানের দ্বারা ধূম্রাক্ষও এইখানেই হয়েছে নিহত ।।৬।। মহাত্মা সুষেণের দ্বারা বিদ্যুন্মালী এইখানে নিহত হয়েছে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের দ্বারা এইখানেই হয় যুদ্ধে নিহত ।।৭।। অঙ্গদের দ্বারা বিকট নামক রাক্ষস নিহত। আমার দ্বারা নিহত হয়ে এইখানেই পড়ে আছে বিরূপাক্ষ্য, দুষ্প্রেক্ষ্য মহাপার্শ্ব এবং মহোদর,...।।৮।। অকম্পনকে আমি এখানেই নিহত করেছি। বলশালী অন্য রাক্ষসেরাও আমার দ্বারা নিহত হয় এখানেই। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তককে আমি এখানেই হত্যা করেছি ।।৯।। যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত নামক শ্রেষ্ঠ দুই রাক্ষস, কুম্ভকর্ণের পুত্র বলবান কুম্ভ ও নিকুম্ভ আমার হাতেই এইখানে নিহত ।।১০।। বজ্রদংষ্ট্র, দংষ্ট্র, মকরাক্ষ এবং আরও বহু দুর্ধর্ষ রাক্ষস আমার হাতে এইখানে যুদ্ধে নিহত হয়েছে ।।১১।। ভীষণ সংগ্রামে এখানেই অকম্পন এবং বীর্যবান শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ নিহত হয় ।।১২।। এখানেই ভীষণদর্শন রাক্ষস বিদ্যুদ্জিহ্ব নিহত হয়েছে। যজ্ঞশত্রু এবং মহাবলশালী সুপ্তঘ্নও নিহত হয় ।। ১৩।। সূর্যশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু এইখানেই মারা গেছে। রাবণ পত্নী মন্দোদরীও বিলাপ করেছিলো এখানেই ।।১৪।। হাজার হাজার সপত্নী দ্বারা সে এইখানে পরিযানে পরিবৃত ছিলো। হে সুমুখি, এ দেখো, সমুদ্রে সেই তীর্থটি দেখা যাচ্ছে— ।।১৫।। ঐখানে সাগর পার হয়ে এসে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম। লবণসমুদ্রে এই সেতু নির্মাণ করেছি আমি ।।১৬।। বৈদেহী দেখো, তোমার জন্যেই দুষ্কর এই নলসেতু আমি তৈরী করেছি। ঐ দেখো, বরুণের আলয় অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র ।।১৭।। পার নেই তার। সর্বদাই গর্জন করে চলেছে। সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে শঙ্খ এবং শুক্তি। আরো দেখো মৈথিলি, সোনার তৈরী শৈলরাজ মৈনাক। তার মধ্য তথা নাভি হলো স্বর্ণময় ।।১৮।। হনুমান যখন সমুদ্র পার হয়ে আসছিলো, তখন তার বিশ্রামের জন্য মৈনাকসমুদ্র ভেদ করে উত্থিত হয়েছিলো। সমুদ্রের মধ্যে ঐ যে স্থানটি দেখা যাচ্ছে, সেইখানেই প্রথমে আমরা সেনানিবাস স্থাপন করে ছিলাম।।১৯।। পূর্বে বিভু মহাদেব এইখানে আমার উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেখো মহাত্মা সাগরের ঐ একটি তীর্থ দেখা যাচ্ছে ।।২০।। সেতু-বন্ধ নামে এটি খ্যাত। ত্রিভুবনের সবাই এই তীর্থকে পূজা করবে। পরম পবিত্র তীর্থ এটি। মহাপাতক এটি নাশ করে ।।২১।। রক্ষোরাজ বিভীষণ এইখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়। সীতে, সুন্দর কাননে শোভিতা কিষ্কিন্ধা দেখা যাচ্ছে ।।২২।। দেখা যাচ্ছে সুগ্রীবের সেই রমণীয়া পুরী, ঐখানে

সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা যত্র বালী ময়া হতঃ। অথ দৃষ্ট্বা পুরীং সীতা কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্।। ২৩
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রামং প্রণয়সাধ্বসা। সুগ্রীবপ্রিয়ভার্যাভিস্তারাপ্রমুখতো নৃপ।। ২৪
অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্। গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ।। ২৫
এবমুক্তোঽথ বৈদেহ্যা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ তাম্। এবমস্ত্বিতি কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য সংস্থাপ্য রাঘবঃ।। ২৬
বিমানং প্রেক্ষ্য সুগ্রীবং বাক্যমেতদুবাচ হ। ব্রূহি বানরশার্দূল সর্বান্ বানরপুঙ্গবান্।। ২৭
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাঃ সর্বে হ্যযোধ্যাং যান্তু সীতয়া। তথা ত্বমপি সর্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ মহাবল।। ২৮
অভিত্বরয় সুগ্রীব গচ্ছামঃ প্লবগাধিপ। এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণামিততেজসা।। ২৯
বানরাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ। প্রবিশ্যান্তঃপুরং শীঘ্রং তারামুদবীক্ষ্য সোঽব্রবীৎ।। ৩০
প্রিয়ে ত্বং সহ নারীভির্বানরাণাং মহাত্মনাম্। রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতা মৈথিলীপ্রিয়কাম্যয়া।। ৩১
ত্বর ত্বমভিগচ্ছামো গৃহ্য বানরযোষিতঃ। অযোধ্যাং দর্শয়িষ্যামঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।। ৩২
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা তারা সর্বাঙ্গশোভনা। আহূয় চাব্রবীৎ সর্বা বানরাণাস্তু যোষিতঃ।। ৩৩
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা গন্তুং সর্বৈশ্চ বানরৈঃ। মম চাপি প্রিয়ং কার্যমযোধ্যাদর্শনেন চ।। ৩৪
প্রবেশঞ্চৈব রামস্য পৌরজানপদৈঃ সহ। বিভূতিঞ্চৈব সর্বাসাং স্ত্রীণাং দশরথস্য চ।। ৩৫
তারয়া চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্বা বানরযোষিতঃ। নেপথ্যবিধিপূর্বং তু কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।। ৩৬
অধ্যারোহণ্ বিমানং তৎ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষয়া। তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।। ৩৭
ঋষ্যমূকসমীপে তু বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ। দৃশ্যতেঽসৌ মহান্ সীতে সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।। ৩৮

বালি আমার দ্বারা নিহত হয়। বালির দ্বারা পালিতা কিষ্কিন্ধানগরীকে সীতা দেখলেন ।।২৩।। প্রণয়সহকারে তিনি মধুরভাবে রামকে বললেন, হে রাজন্, সুগ্রীবের প্রিয় ভার্যা 'তারা'-প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে আমি অযোধ্যায় যেতে চাইছি ।।২৪।। অন্য বানরশ্রেষ্ঠদের পত্নীদের দ্বারাও পরিবৃত হয়ে আপনার সঙ্গে আমি রাজধানীতে যেতে ইচ্ছা করছি ।।২৫।। সীতা এইকথা বলায় রাম প্রত্যুত্তরে বললেন, বেশ, তাই হবে। অতঃপর তিনি কিষ্কিন্ধায় বিমান নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলেন ।। ২৬।। সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, হে বানরবীর সুগ্রীব, বানরপ্রধানসকলকে বলো... ।।২৭।। তারা সবাই আপন আপন পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সীতার সঙ্গে অযোধ্যায় গমন করুক। হে মহাবল সুগ্রীব, তুমিও তোমার পত্নিগণকে নিয়ে অযোধ্যায় যাবে ।।২৮।। হে বানররাজ সুগ্রীব, তাড়াতাড়ি করো, আমরা যে যাবো ! অমিততেজা রাম সুগ্রীবকে এইমতো বললেন— ।।২৯।। বানরাধিপতি শ্রীমান সুগ্রীব তখন বানরসকলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শীগগির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে 'তারা'কে দেখে বললো— ।।৩০।। প্রিয়ে, তুমি মহাত্মা বানরগণের নারীদের সঙ্গে সম্মিলিতা হও। সীতার প্রীতির জন্য রাম অনুমতি দিয়েছেন ।।৩১।। তাড়াতাড়ি করো তুমি, বানরনারীদের সবাইকে নিয়ে আমরা যাবো, অযোধ্যানগরীকে দর্শনকরত রাজা দশরথের সকল পত্নীদের করবো দর্শন ।।৩২।। সুগ্রীবের কথা শুনে সর্বাঙ্গসুন্দরী 'তারা' সকল বানরনারীকে ডেকে বললো— ।।৩৩।। সুগ্রীবের অনুমতি অনুসারে তোমরা সবাই বানরদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলো। আযোধ্যা দর্শন আমারও প্রিয় কর্ম ।।৩৪।। নগরবাসী এবং জনপদবাসীদের সঙ্গে আমরাও রামের অযোধ্যা-প্রবেশ দর্শন করবো। রাজা দশরথের সকল পত্নীর ঐশ্বর্যও দেখবো ।।৩৫।। 'তারা'র আজ্ঞা লাভ করে বানরনারীরা সবাই সেজেগুজে এসে বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করলো *(নেপথ্যবিধি—বেশভূষার দ্বারা সাজগোজ করা, আড়াল)* ।।৩৬।। সীতাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তারা সেই বিমানে আরোহণ করলো। তাদের সবাইকে নিয়ে বিমানটি দ্রুত আকাশে গেলো উঠে। রাম দেখলেন বিমানটি ঋষ্যমূকপর্বতের কাছে এসেছে *(এখনকার এয়ারবাসের মতো তখনো বিমানে বহুযাত্রী বসতে পারতো—দেখা যাচ্ছে)* ।।৩৭।। সীতাকে আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, সীতে, ঐ দেখো, বিদ্যুৎশোভিত মেঘের মতো ঋষ্যমূকপর্বতকে দেখা যাচ্ছে ।।৩৮।। ঋষ্যমূকপর্বত স্বর্ণ প্রভৃতি বহুরকমের ধাতুর দ্বারা আবৃত। এইখানেই আমি বানরপতি সুগ্রীবের সঙ্গে

ঋষ্যমূকো গিরিবরঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্বৃতঃ। অত্রাহং বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।। ৩৯
সময়শ্চ কৃতঃ সীতে বধার্থং বালিনো ময়া। এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা।। ৪০
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ। অস্যাস্তীরে ময়া দৃষ্টা শবরী ধর্মচারিণী।। ৪১
অত্র যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো নিহতো ময়া। দৃশ্যতেঽসৌ জনস্থানে শ্রীমান্ সীতে বনস্পতিঃ।। ৪২
জটায়ুশ্চ মহাতেজাস্তব হেতোর্বিলাসিনি। রাবণেন হতো যত্র পক্ষিণাং প্রবরো বলী।। ৪৩
খরশ্চ নিহতো যত্র দূষণশ্চ নিপাতিতঃ। ত্রিশিরাশ্চ মহাবীর্যো ময়া বাণৈরজিহ্মগৈঃ।। ৪৪
এতৎ তদাশ্রমপদমস্মাকং বরবর্ণিনি। পর্ণশালা তথা চিত্রা দৃশ্যতে শুভদর্শনে।। ৪৫
যত্র ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হৃতা বলাৎ। এষা গোদাবরী রম্যা প্রসন্নসলিলা শুভা।। ৪৬
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব দৃশ্যতে কদলীবৃতঃ। দীপ্তশ্চৈবাশ্রমো হ্যেষ সুতীক্ষ্ণস্য মহাত্মনঃ।। ৪৭
দৃশ্যতে চৈব বৈদেহি শরভঙ্গাশ্রমো মহান্। উপযাতঃ সহস্রাক্ষো যত্র শক্রঃ পুরন্দরঃ।। ৪৮
অস্মিন্ দেশে মহাকায়ো বিরাধো নিহতো ময়া। এতে তে তাপসা দেবি দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমে।। ৪৯
অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্য-বৈশ্বানরোপমঃ। অত্র সীতে ত্বয়া দৃষ্টা তাপসী ধর্মচারিণী।। ৫০
অসৌ সুতনু শৈলেন্দ্রশ্চিত্রকূটঃ প্রকাশতে। অত্র মাং কৈকেয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ।। ৫১
এষা সা যমুনা রম্যা দৃশ্যতে চিত্রকাননা। ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈষ মৈথিলি।। ৫২
ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগা নদী। নানাদ্বিজগণাকীর্ণা সম্প্রপুষ্পিতকাননা।। ৫৩

মিলিত হয়েছিলাম ।।৩৯ ।। সীতে এখানেই আমি বালিকে বধ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম। ঐ দেখো, পম্পা-সরোবর। দেখা যাচ্ছে। তাতে কতো পদ্ম ফুটেছে। তীরে তার রয়েছে কী সুন্দর কানন !।।৪০ ।। তুমি তখন কাছে না থাকায় অত্যন্ত কাতর হয়ে এখানে কতো কেঁদেছি। এই পম্পা -সরোবরের তটেই ধর্মাচরণরতা শবরীকে আমি দেখেছিলাম ।।৪১ ।। এইখানে আমি কবন্ধ দৈত্যকে হত্যা করেছি। তার বাহু ছিলো যোজনপ্রমাণ। সীতে, দেখো, জনস্থানে ঐ যে সুন্দর বিশাল বৃক্ষটি দেখা যাচ্ছে ।।৪২ ।। হে বিলাসিনি, তোমাকে রক্ষার জন্য মহাতেজস্বী বলবান পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু এইখানে রাবণের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন ।।৪৩ ।। আর এখানেই আমি সোজা চলে যায় এমন বাণরাজির দ্বারা খরকে হত্যা করেছিলাম। দূষণকে বিনাশ এবং মহাবীর্যবান ত্রিশিরাকে ধ্বংস করেছিলাম ।।৪৪ ।। সুন্দরী সীতে! দেখো, দেখো, ঐ যে আমাদের সেই আশ্রমটি। হে শুভদর্শনে। সেই সুন্দর পর্ণশালা এখনো কেমন দেখা যাচ্ছে ।।৪৫ ।। ঐখানে রাবণ তোমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। আর এই দেখো, পবিত্র এবং রমণীয় গোদাবরী নদী। জল তার স্বচ্ছ ।। ৪৬।। ঐ দেখো কদলীবৃক্ষ-ঘেরা অগস্ত্যের আশ্রম! আরো দেখো, ঐ যে মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের উজ্জ্বল আশ্রম।।৪৭।। হে বৈদেহী, ঋষি শরভঙ্গের আশ্রমটিকেও দেখা যাচ্ছে। ঐখানে সহস্রনেত্র পুরন্দর তথা ইন্দ্র স্বয়ং এসেছিলেন।।৪৮।। এইস্থানেই বিরাধ নামক দানবকে আমি হত্যা করেছিলাম। বিরাট ছিলো তার দেহ, হে সুন্দরী, যাদের তখন দেখেছিলাম সেই তাপসদেপ এখনো এই যে দেখা যাচ্ছে ।।৪৯ ।। এইখানেই কুলপতি অত্রি বাস করেন। তিনি তপস্যার তেজে সূর্য এবং অগ্নির মতো উজ্জ্বল। এখানেই তুমি ধর্মরতা তাপসীকে *(অনুসূয়াকে)* দেখেছিলে *(দশহাজার বিদ্যার্থীকে যিনি অন্নদানও বিদ্যাদান করতেন তিনিই হলেন কুলপতি)*।।৫০।। হে সুন্দরী, ঐ দেখো পর্বতরাজ চিত্রকূটকে দেখা যাচ্ছে। এইখানেই কৈকেয়ী-পুত্র ভরত আমাকে প্রসন্ন করতে এসেছিলো ।।৫১ ।। দেখো, এই যে সুন্দর যমুনা। তীরে তীরে রয়েছে তার সুন্দর বনভূমি। মৈথিলি, দেখো, কি সুন্দর ভরদ্বাজাশ্রম দেখা যাচ্ছে ।।৫২ ।। এই তো দেখা যাচ্ছে ত্রিপথগামিনী পবিত্র গঙ্গা, তার দুই তীরে নানাধরণের পাখী কলরব করছে। কাননে কাননে ফুল ফুটেছে ।।৫৩ ।। এ তো দেখা যাচ্ছে শৃঙ্গবেরপুর। সেখানে আমার বন্ধু গুহ বাস করছে। আর ঐ যে দেখছো, এটি হলো সরযূনদী। তার তীরে বহু যূপ তথা যজ্ঞকাষ্ঠ শোভা পাচ্ছে *(রামের বনবাসকালে অরণ্যকাণ্ডে এই সব স্থানের বিশদ বর্ণনা আমারা দেখেছি। প্রত্যাবর্তন পথে প্রিয়া সীতাকে সেই সব স্থান*

শৃঙ্গবেরপুরঞ্চৈতদ্ গুহো যত্র সখা মম। এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্যূপমালিনী।। ৫৪
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম। অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা।। ৫৫
ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ। উৎপত্যোৎপত্য সংহৃষ্টাস্তাং পুরীং দদৃশুস্তদা।। ৫৬
ততস্তু তাং পাণ্ডুর-হর্ম্যমালিনীং বিশালকক্ষ্যাং গজবাজিভির্বৃতাম্।
পুরীমপশ্যন্ প্লবগাঃ সরাক্ষসাঃ পুরীং মহেন্দ্রস্য যথামরাবতীম্।। ৫৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

সানন্দে দেখাচ্ছেন রাম। ঋষিকবির মানবিক অনুভূতি এবং সৌন্দর্যের সন্ধান লক্ষণীয়, রাম বিশাল রাজবংশের অভিজাত পুত্র। বনবাসী সর্দার গুহকে বন্ধু বলে গ্রহণ ও উল্লেখে, মর্যাদাদানে মর্যাদা পুরুষোত্তম কিন্তু অকুণ্ঠ) ।।৫৪ ।। সীতে, এইবার ঐ দেখো, আমার বাবার রাজধানী অযোধ্যা। বৈদেহী, অযোধ্যায় এবার এসে গেছো। তাকে প্রণাম করো *(তন্ত্রশাস্ত্রে আছে—"সর্বপ্রসূতং জন্মভূমির জননী। তাই পয়স্বিনী। মহাশক্তের জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা জগজ্জননী মহাশক্তিই সকলের জন্মদাত্রী জন্মভূমি। গর্ভধারিণী জননী এবং পয়স্বিনী গো-মাতারূপে আমাদের কাছে প্রকটিতা। বেদ বলেছেন— মাতা পৃথিবী, আমি পুত্র। তাই, ভারতীয় হিন্দুরা জন্মভূমিকে জড়মৃত্তিকা মনে না করে বন্দনা করে— "বন্দে মাতরম" উচ্চারণ করে। ফলে সকল দেশবাসীকেও মাতৃসন্তান-রূপে ভাই বলে বরণ করে)* ।।৫৫ ।। তখন বিভীষণ, বানর এবং রাক্ষসেরা সবাই আনন্দে লাফালাফি করে সেই পুরীকে দেখতে লাগলো।।৫৬ ।। অনন্তর বানরদেরকে নিয়ে রাক্ষসেরা মহেন্দ্রের অমরাবতীর মতো রমণীয়া অযোধ্যাকে দেখতে লাগলো। সুন্দর অট্টালিকার সারি সেখানে দেখা যাচ্ছে। অট্টালিকাগুলির কক্ষগুলি বিশাল। অযোধ্যায় হস্তী ও অশ্ব রয়েছে বহুসংখ্যক।। ৫৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর ত্রয়োবিংশ (১২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

মুনের্ভরদ্বাজস্যাশ্রমে শ্রীরামস্যাবতরণম্, তেন সহ শ্রীরামস্য মিলনম্, ভরদ্বাজাদ্ রামস্য বরলাভশ্চ।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্।। ১
সোঽপৃচ্ছদভিবাদ্যৈনং ভরদ্বাজং তপোধনম্। শৃণোষি কচ্চিদ্ভগবন্ সুভিক্ষানাময়ং পুরে।
কচ্চিৎ স যুক্তো ভরতো জীবন্ত্যপি চ মাতরঃ।। ২
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ। প্রত্যুবাচ রঘুশ্রেষ্ঠং স্মিতপূর্বং প্রহৃষ্টবৎ।। ৩

শতোত্তর চতুর্বিংশ (১২৪) সর্গ

ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে শ্রীরামের বিমান হতে অবতরণ। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামের মিলন। ভরদ্বাজ এর কাছ হতে রামের বরলাভ।

এইভাবে চৌদ্দবছর পূর্ণ হলে পঞ্চমীতিথিতে লক্ষ্মণের অগ্রজ শ্রীরাম ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হয়ে তপস্বী ঋষি ভরদ্বাজকে বন্দনা করলেন ।। ১ ।। তপস্বী ঋষি ভরদ্বাজকে প্রণাম করে তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন—ভগবন্, এই অযোধ্যাপুরীতে দুর্ভিক্ষ হয় নি তো ? সবাই সুখে আছে তো ? ভরত যথার্থভাবে রাজকর্মে নিরত আছে তো ? আমার মাতাগন বেঁচে আছন তো ? *(আদর্শ রাজা রাম প্রথমেই রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা, সবাই ভালোভাবে খেয়ে, পরে বেঁচে আছে কি না জিজ্ঞাসা করেছেন। সুভিক্ষ দেশে শস্যের উৎপাদন ভালো হলেই তো গৃহীরা ভালোভাবে প্রার্থীকে ভিক্ষা দিতে পারবেন। সুভিক্ষের দ্বারা রাষ্ট্রের স্বাচ্ছন্দ্যই অনুমিত হচ্ছে)* ।।২ ।। রাম এইকথা বললে মহর্ষি ভরদ্বাজ আনন্দে একটু যেন হেসে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে প্রত্যুত্তরে বললেন— ।।৩ ।। বৎস, ভরত তোমার নির্দেশ পালন করে চলেছে। জটা

আজ্ঞাবশত্বে ভরতো জটিলস্ত্বাং প্রতীক্ষতে। পাদুকে তে পুরস্কৃত্য সর্বঞ্চ কুশলং গৃহে।। ৪
ত্বাং পুরা চীরবসনং প্রবিশন্তং মহাবনম্। স্ত্রীতৃতীয়ং চ্যুতং রাজ্যাদ্ধর্মকামঞ্চ কেবলম্।। ৫
পদাতিং ত্যক্তসর্বস্বং পিতৃনির্দেশকারিণম্। সর্বভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্।। ৬
দৃষ্ট্বা তু করুণাপূর্বং মমাসীৎ সমিতিঞ্জয়। কৈকেয়ীবচনে যুক্তং বন্যমূলফলাশিনম্।। ৭
সাম্প্রতন্তু সমৃদ্ধার্থং সমিত্রগণবান্ধবম্। সমীক্ষ্য বিজিতারিঞ্চ মমাভূৎ প্রীতিরুত্তমা।। ৮
সর্বঞ্চ সুখদুঃখং তে বিদিতং মম রাঘব। যত্ত্বয়া বিপুলং প্রাপ্তং জনস্থাননিবাসিনা।। ৯
ব্রাহ্মণার্থে নিযুক্তস্য রক্ষতঃ সর্বতাপসান্। রাবণেন হৃতা ভার্যা বভূবেয়মনিন্দিতা।। ১০
মারীচদর্শনং চৈব সীতোন্মথনমেব চ। কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পাভিগমনং তথা।। ১১
সুগ্রীবেণ চ তে সখ্যং যত্র বালী হতস্ত্বয়া। মার্গণঞ্চৈব বৈদেহ্যাঃ কর্ম বাতাত্মজস্য চ।। ১২
বিদিতায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং নলসেতুর্যথা কৃতঃ। যথা চাদীপিতা লঙ্কা প্রহৃষ্টৈর্হরিযূথপৈঃ।। ১৩
সপুত্রবান্ধবামাত্যঃ সবলঃ সহবাহনঃ। যথা চ নিহতঃ সংখ্যে রাবণো বলদর্পিতঃ।। ১৪
যথা চ নিহতে তস্মিন্ রাবণে দেবকণ্টকে। সমাগমশ্চ ত্রিদশৈর্যথা দত্তশ্চ তে বরঃ।। ১৫
সর্বং মমৈতদ্ বিদিতং তপসা ধর্মবৎসল। সম্পতন্তি চ মে শিষ্যাঃ প্রবৃত্ত্যাখ্যাঃ পুরীমিতঃ।। ১৬
অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর। অর্ঘ্যং প্রতিগৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি।। ১৭
তস্য তচ্ছিরসা বাক্যং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজঃ। বাঢমিত্যেব সংহৃষ্টঃ শ্রীমান্ বরমযাচত।। ১৮
অকালফলিনো বৃক্ষাঃ সর্বে চাপি মধুস্রবাঃ। ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহূনি বিবিধানি চ।। ১৯

-ধারণ করে তোমার পাদুকা-যুগলকে সামনে রেখে সে তোমার প্রতীক্ষায় নিরত। তোমাদের গৃহে সকলেই কুশলে আছে ।।৪ ।। পূর্বে তুমি বল্কল-বসন পরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলে। তখন তুমি নিজে দলে প্রথম। দ্বিতীয় ছিলো ভাই লক্ষ্মণ। এবং তৃতীয় ছিলো তোমার সহধর্মচারিণী পত্নী সীতা। কেবল ধর্ম কামনায় রাজ্য হতে তুমি চ্যুত হয়েছিলে ।।৫ ।। পিতার নির্দেশ পালন করে সর্বস্ব ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে তুমি সেদিন চলেছিলে। সর্বপ্রকার ভোগ-ত্যাগী স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো তখন তোমায় মনে হচ্ছিলো ।।৬ ।। হে যুদ্ধজয়ী বীর, ঐ শোচনীয় অবস্থায় তোমায় দেখে আমার করুণা হচ্ছিলো। বন্য ফলমূলই তখন তোমার ছিলো আহার। এই সবই ঘটেছিলো কৈকেয়ীর বচনে ।।৭ ।। তোমাকে এখন পূর্ণমনোরথ, মিত্র এবং গন্ধর্বগণসহ ও শত্রুজয়ী দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে ।।৮ ।। হে রঘুবংশধর, তোমার বিপুল সুখ-দুঃখের কথা আমি জানি। জনস্থানে বাসের সময় সে সব তুমি পেয়েছো ।।৯ ।। তুমি সেখানে ব্রাহ্মণদেরকে সেবা করতে। তপস্বী সকলকে করতে রক্ষা। তখন তোমার এই সুন্দরী পত্নীকে রাবণ অপরহণ করেছিলো।। ১০ ।। আমি জানি, তোমার সঙ্গে মারীচের দর্শন হয়েছিলো। লঙ্কায় সীতার কষ্টের কথাও শুনি। তোমার কবন্ধদর্শন ও পম্পাসরোবরে গমন—তাও জানি ।।১১ ।। সুগ্রীবের সঙ্গে তোমার মৈত্রী, তোমার দ্বারা বালির নিধন, সীতার সন্তান এবং বায়পুত্র হনুমানের সবকাজই আমি জানি ।।১২ ।। সীতার সন্ধান জানায় নলের সেতুর নির্মাণ, আনন্দিত বানরদলপতিদের দ্বারা লঙ্কার দাহন—তা আমি জানি ।।১৩ ।। বলোদ্ধত রাবণপুত্র, বান্ধব ও মন্ত্রীদের নিয়ে সৈন্য এবং বাহনসহ নিহত হয়েছিলো ।। ১৪ ।। দেবশত্রু-রাবণ নিহত হয়েছিলো। দেবগণের সঙ্গে তোমার মিলন এবং বরলাভের কথা আমি জানি ।।১৫ ।। হে ধর্মবৎসল, এই সবই আমি তপোবলে জানি। প্রবৃত্তি-নামক আমার শিষ্যেরা এখান হতে অযোধ্যাপুরীতে যাতায়াত করে। তাদের কাছ হতে ঐখানকার খবরও সব জেনেছি আমি ।।১৬ ।। হে শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ রাম, আমিও তোমায় এখানে একটি বরদান করছি। আমার অর্ঘ্য আজ গ্রহণ করো। কাল তুমি অযোধ্যায় যাবে ।।১৭ ।। রাজপুত্র রাম সানন্দে মাথা নত করে সেই বাক্য মেনে নিয়ে বললেন, বেশ, তাই হবে। তারপর শ্রীমান রাম বর-প্রার্থনা করলেন ।।১৮ ।। আমি যে পথে অযোধ্যায় যাবো, সেই পথে বৃক্ষগুলিতে অকালে অমৃতের মতো সুগন্ধ এবং বহুরকমের প্রভূত ফল যেন উৎপন্ন হয় ।।১৯ ।।

ভবন্তু মার্গে ভগবন্নযোধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ। তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে বচনাৎ সমনন্তরম্।। ২০
অভবন্ পাদপাস্তত্র স্বর্গপাদপসন্নিভাঃ। নিষ্ফলাঃ ফলিনশ্চাসন্ বিপুষ্পাঃ পুষ্পশালিনঃ।। ২১
শুষ্কাঃ সমগ্রপত্রাস্তে নগাশ্চৈব মধুস্রবাঃ। সর্বতো যোজনাস্তিস্রো গচ্ছতামভবংস্তদা।। ২২
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ প্লবগর্ষভাস্তে বহূনি দিব্যানি ফলানি চৈব।
কামাদুপাশ্নন্তি সহস্রশস্তে মুদান্বিতাঃ স্বর্গজিতো যথৈব।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

ভগবন্, অযোধ্যায় যাওয়ার পথে এই সব যেন হয়। তিনি বললেন, বেশ তাই হবে। এই কথা ঋষি বলামাত্রই সে সবই হতে লাগলো ।।২০ ।। স্বর্গের তরুরাজির মতো হলো ঐ পথের তরুগুলি। নিষ্ফল গাছগুলিতে ফল উৎপন্ন হলো। পুষ্পহীন গাছে ফুল ফুটলো। থরে থরে ।।২১ ।। শুকিয়ে-যাওয়া গাছের সর্বগাত্রে গজিয়ে উঠলো পাতা। পাদপেরা মধুক্ষরণ করতে লাগলো। তাঁদের যাবার পথে তিনযোজন এইভাবে সেজে উঠলো ।।২২ ।। তখন স্বর্গবিজয়ী দেবতাদের মতো হাজার হাজার বানরবীর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইচ্ছেমতো সেইসব দিব্য ফল লাগলো খেতে।।২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর চতুর্বিংশ(১২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

নিষাদরাজ-গুহসমীপে ভরতসমীপে চ হনূমতো রামাগমনবার্তা কথনম্, তেন প্রসন্ন-ভরতস্য হনূমতে উপহারদানঞ্চ।

অযোধ্যান্তু সমালোক্য চিন্তয়ামাস রাঘবঃ। প্রিয়কামঃ প্রিয়ং রামস্ততস্ত্বরিতবিক্রমঃ।। ১
চিন্তয়িত্বা ততো দৃষ্টিং বানরেষু ন্যপাতয়ৎ। উবাচ ধীমাংস্তেজস্বী হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্।। ২
অযোধ্যাং ত্বরিতো গত্বা শীঘ্রং প্লবগসত্তম। জানীহি কচ্চিৎ কুশলী জনো নৃপতিমন্দিরে।। ৩
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহং গহনগোচরম্। নিষাদাধিপতিং ব্রূহি কুশলং বচনান্মম।। ৪
শ্রুত্বা তু মাং কুশলিনমরোগং বিগতজ্বরম্। ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাত্মসমঃ সখা।। ৫
অযোধ্যায়াশ্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিং ভরতস্য চ। নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ।। ৬
ভরতস্তু ত্বয়া বাচ্যঃ কুশলং বচনান্মম। সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সভার্যং সহলক্ষ্মণম্।। ৭
হরণং চাপি বৈদেহ্যা রাবণেন বলীয়সা। সুগ্রীবেণ চ সংবাদং বালিনশ্চ বধং রণে।। ৮

শতোত্তর পঞ্চবিংশ (১২৫) সর্গ

হনুমানের দ্বারা নিষাদরাজ গুহ ও ভরতের কাছে শ্রীরামের আগমন সংবাদ-প্রদান।
তাতে প্রসন্ন হয়ে হনুমানকে ভরতের পুরস্কার-প্রদান।

দ্রুতবিক্রমী রাম সকলের প্রিয় চিন্তাই করে থাকেন। তিনি দূর হতে অযোধ্যাকে দেখামাত্রই সকলের মঙ্গলচিন্তা করতে লাগলেন। ।।১ ।। একটু চিন্তা করার পর বানরদের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিপতিত হলো। ধীমান তেজস্বী রাম বানর হনুমানকে বললেন— ।।২ ।। হে বানরপ্রধান, শীগ্‌গির তুমি অযোধ্যায় চলে যাও। রাজবাড়ীর সবাই ভালো আছেন কিনা দেখে এসো।।৩ ।। শৃঙ্গবেরপুরে গিয়ে গহন অরণ্যবাসী নিষাদাধিপতি গুহকে আমার কুশল সংবাদ দেবে ।।৪ ।। আমার কুশল, নীরোগ এবং বীতদুঃখ অবস্থা জেনে গুহ আনন্দিত হবে। সে যে আমার প্রাণের বন্ধু ।।৫ ।। নিষাদরাজ গুহ আনন্দের সঙ্গে তোমায় অযোধ্যার পথ দেখিয়ে দেবে এবং দেবে ভরতের সংবাদ ও।।৬।। ভরতকে গিয়ে তুমি আমার কথানুসারে কুশল জানাবে। জানাবে, আমার পিতৃসত্য-পালন-ব্রত প্রতিপালিত হয়েছে। পত্নী সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে আমি আসছি ।।৭ ।। তুমি তাকে জানাবে বলবান রাবণকর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত। সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন-যুদ্ধে বালির বধের কথাও বলবে ।।৮ ।। সীতাকে তোমার সন্ধান, তারপর

মৈথিল্যন্বেষণঞ্চৈব যথা চাধিগতা ত্বয়া। লঙ্ঘয়িত্বা মহাতোয়মাপগাপতিমব্যয়ম্।। ৯
উপযানং সমুদ্রস্য সাগরস্য চ দর্শনম্। যথা চ কারিতঃ সেতু রাবণশ্চ যথা হতঃ।। ১০
বরদানং মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণা বরুণেন চ। মহাদেবপ্রসাদাচ্চ পিত্রা মম সমাগমম্।। ১১
উপয়াতঞ্চ মাং সৌম্য ভরতায় নিবেদয়। সহ রাক্ষসরাজেন হরীণামীশ্বরেণ চ।। ১২
জিত্বা শত্রুগণান্ রামঃ প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ। উপায়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ।। ১৩
এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ। স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি।। ১৪
জ্ঞেয়াঃ সর্বে চ বৃত্তান্তা ভরতস্যেঙ্গিতানি চ। তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্ট্যা ব্যাভাষিতেন চ।। ১৫
সর্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্। পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কস্য নাবর্তয়েন্মনঃ।। ১৬
সঙ্গত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী স্বয়ং ভবেৎ। প্রশাস্তু বসুধাং সর্বামখিলাং রঘুনন্দনঃ।। ১৭
তস্য বুদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ঞ্চ বানর। যাবন্ন দূরং যাতাঃ স্মঃ ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি।। ১৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনুমান্মারুতাত্মজঃ। মানুষং ধারয়ন্ রূপমযোধ্যাং ত্বরিতো যযৌ।। ১৯
অথোৎপপাত বেগেন হনুমান্মারুতাত্মজঃ। গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষনুরগোত্তমম্।। ২০
লঙ্ঘয়িত্বা পিতৃপথং বিহগেন্দ্রালয়ং শুভম্। গঙ্গা-যমুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্।। ২১
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য বীর্যবান্। স বাচা শুভয়া হৃষ্টো হনুমানিদমব্রবীৎ।। ২২
সখা তু তব কাকুৎস্থো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। সসীতঃ সহসৌমিত্রিঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ।। ২৩
পঞ্চমীমদ্য রজনীমুষিত্বা বচনান্মুনেঃ। ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞাতং দ্রক্ষ্যস্যত্রৈব রাঘবম্।। ২৪
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। উৎপপাত মহাবেগাদ্ বেগবানবিচারয়ন্।। ২৫

তাকে ফিরে-পাওয়া এবং অনন্ত মহাসমুদ্র লঙ্ঘনবার্তা তাকে জানাবে ।।৯ ।। জানাবে সমুদ্রতীরে গমন, সাগর দর্শন এবং সেতু কিভাবে নির্মিত হলো। ও রাবণ কিভাবে নিহত হলো ।।১০ ।। মহেন্দ্র, ব্রহ্মা এবং বরুণের বরদান এবং ভগবান মহাদেবের প্রসাদে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে মিলনের সংবাদ ভরতকে দেবে।।১১ ।। হে সৌম্য, ভরতকে জানাবে যে, রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে আমি এখানে এসেছি ।।১২ ।। আরো বলবে, রাম শত্রুদের জয় করে, যার চেয়ে আর উত্তম যশ আর নেই তাই এখন লাভ করে, অভীষ্ট-লাভান্তে মহাবলশালী মিত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে গেছে ।।১৩ ।। এইসব সংবাদ শুনে ভরতের আমার প্রতি মনোভাব কি হয় তা ভালো করে জানবে ।।১৪ ।। তার সব বৃত্তান্ত জেনে নেবে। মুখের বর্ণে অভিব্যক্ত তার মনের আভাস ও ইঙ্গিত যথাযথভাবে বুঝে নেবে ।।১৫ ।। পিতৃ-পিতামহের রাজ্য, যদি তা হস্তী, অশ্ব এবং রথে পূর্ণ থাকে এবং সকল কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ থাকে, সেটি পেলে কার মনই না বদলে যায় ? ।।১৬ ।। কৈকেয়ীর সংসর্গে শ্রীমান ভরত যদি রাজ্যের প্রার্থী হয়, তাহলে রঘুবংশীয় ভরতই সমগ্র রাজ্যশাসন করুক ।।১৭ ।। হে বানর, তার বুদ্ধি এবং কর্মপ্রয়াস ভালোভাবে জেনে, আমার এই আশ্রম থেকে বেশী দূর যাওয়ার আগেই সত্বর তুমি চলে এসো ।।১৮।। এই আদেশ পেয়ে পবনপুত্র হনুমান মানুষের রূপ ধারণ করে দ্রুত অযোধ্যায় চলে গেলেন ।।১৯।। বিশাল সর্পকে ধরার জন্য গরুড় যেমন দ্রুতগতিতে ছুটে যায়, তেমনি দ্রুতগতিতে বায়ুর পুত্র হনুমান আকাশে গেলেন উঠে ।।২০।। পিতা বায়ুর পথ এবং পক্ষিরাজ গরুড়ের গৃহ তথা অন্তরীক্ষ পার হয়ে হনুমান গঙ্গা ও যমুনার ভয়ঙ্কর সঙ্গমস্থল অতিক্রম করে গেলেন ।।২১।। শৃঙ্গবেরপুরে গিয়ে গুহকে পেয়ে বীর্যবান সেই হনুমান আনন্দের সঙ্গে মধুর বচনে বললেন— ।।২২।। ককুৎস্থবংশধর সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী রাম তোমার সমপ্রাণ বন্ধু। সীতা এবং লক্ষ্মণসহ তিনি তোমার কুশল জানতে চেয়েছেন ।।২৩ ।। আসার পথে আজ পঞ্চম রজনী, মুনি ভরদ্বাজের আজ্ঞায় প্রয়াগে তাঁরই আশ্রমে বাস করে রাম এখানে আসবেন। তুমি তাঁকে এইখানে দেখতে পাবে ।।২৪ ।। এইরকম বলে মহাতেজস্বী হনুমান শ্রমের কথা বিচার না করে দ্রুতবেগে উড়ে ফিরে চললেন। আনন্দে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ হচ্ছিলো ।।২৫ ।। আসার পথে সে পরশুরাম তীর্থ,

সোঽপশ্যদ্ রামতীর্থঞ্চ নদীং বালুকিনীং তথা। বরূথীং গোমতীঞ্চৈব ভীমং সালবনং তথা।। ২৬
প্রজাশ্চ বহুসাহস্রীঃ স্ফীতাঞ্জনপদানপি। ন গত্বা দূরমধ্বানং ত্বরিতঃ কপিকুঞ্জরঃ।। ২৭
আসসাদ দ্রুমান্ ফুল্লান্ নন্দিগ্রামসমীপগান্। সুরাধিপস্যোপবনে যথা চৈত্ররথে দ্রুমান্।। ২৮
স্ত্রীভিঃ সপুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ রমমাণৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ। ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।। ২৯
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্। জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্ষিতম্।। ৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্মচারিণম্। সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্।। ৩১
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্। পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশসান্তং বসুন্ধরাম্।। ৩২
চাতুর্বর্ণ্যস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্বতো ভয়াৎ। উপস্থিতমমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ।। ৩৩
নহি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।। ৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবসৎন্তি পৌরা বৈ ধর্মবসলাঃ। তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবন্ধমিবাপরম্।। ৩৫
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্মারুতাত্মজঃ। বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্।। ৩৬
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ। প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্।। ৩৭
অস্মিন্ মুহূর্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ। নিহত্য রাবণং রামঃ প্রতিলভ্য চ মৈথিলীম্।। ৩৮
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ। লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা বৈদেহী চ যশস্বিনী।
সীতা সমগ্রা রামেণ মহেন্দ্রেণ শচী যথা।। ৩৯
এবমুক্তো হনূমতা ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ। পপাত সহসা হৃষ্টো হর্ষান্মোহমুপাগমৎ।। ৪০
ততো মুহূর্তাদুত্থায় প্রত্যাশ্বস্য চ রাঘবঃ। হনূমন্তমুবাচেদং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্।। ৪১

বালুকিনী, বরুথী এবং গোমতী নদী ও গহন সালবন দেখতে পেলেন ।।২৬ ।। ক্রমে দেখলেন বহু হাজার প্রজাজন এবং সমৃদ্ধ জনপদ। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান দ্রুত গিয়ে অনতিদূরে নন্দিগ্রামের গাছের ফুলে -ভরা গাছপালা দেখতে পেলেন ।।২৭ ।। দেবরাজ ইন্দ্রের চৈত্ররথ নামক উপবনের গাছপালার মতো ঐসব তরুরাজি ।।২৮ ।। ঐখানে জনগণ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্রদের সঙ্গে সংসারের আনন্দ উপভোগে নিরত। অযোধ্যা হতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত এই নন্দিগ্রাম। সেখানে ভরতকে বল্কল এবং কৃষ্ণাজিনের বস্ত্রে ভূষিত দেখা যাচ্ছে ।।২৯ ।। ভরতকে তিনি দেখলেন। আশ্রমে বাস করছেন ভরত। অতি করুণ এবং কৃশ তাঁর আকৃতি। মস্তকে তাঁর জটাভার। ভ্রাতার দুঃখে নিয়মিত মার্জনাদি না করায় দেহে তাঁর ময়লা জমেছে ।।৩০ ।। তপস্বিরূপে ইন্দ্রিয়দমন করে ফলমূল আহার করে তিনি ধর্মাচরণ করেন। উঁচু হয়ে উঠেছে তাঁর বিশাল জটাভার। বল্কল আর মৃগচর্মই হলো তাঁর বসন ।।৩১ ।। পরমাত্মার চিন্তায় তিনি নিরত। ব্রহ্মর্ষির মতো তাঁর তেজ। রামের পাদুকাযুগলকে সামনে রেখে তিনি সমগ্র রাজ্যকে শাসন করে চলেছেন ।। ৩২ ।। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ্যকে তিনি বিপদ থেকে সর্বদা রক্ষা করছেন। মন্ত্রী এবং পবিত্রব্রত পুরোহিতেরা উপস্থিত রয়েছেন ।।৩৩ ।। রাজপুত্র বল্কল-বসন এবং অজিনের বস্ত্র পরিধান করে রয়েছেন ।।৩৪ ।। ধার্মিক প্রজারাও তাই দেখে সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করেছিলো। ধর্মের মতো ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মমূর্তি ভরতের কাছে হনুমান এলেন।।৩৫ ।। পবনপুত্র হনুমান তখন করজোড়ে বললেন, দণ্ডকারণ্যে বল্কল এবং জটাধারণ করে বসবাসকারী রামের জন্য আপনি চিন্তা করছেন ।।৩৬ ।। যে রামের জন্য আপনি শোক করছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানিয়েছেন। দেব, আপনাকে আমি বাঞ্ছিত-সংবাদ দিতে এসেছি। এই দারুণ শোক আপনি ত্যাগ করুন ।। ৩৭ ।। এই মুহূর্তেই আপনি ভ্রাতা রামের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। রাবণকে হত্যা করে মৈথিলীকে নিয়ে রাম এসে গেছেন ।।৩৮ ।। তাঁর অভিলাষ-পূরণ হয়েছে। মহাবলশালী বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এসেছেন। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ। মহেন্দ্রের সঙ্গে দেবী শচীর মতো রামের সঙ্গে সীতাদেবীও এসেছেন। সীতার কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে ।।৩৯ ।। হনুমান এই কথা বলায় কৈকেয়ীপুত্র ভরত সহসা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মূর্ছায় মাটিতে পড়ে গেলেন ।।৪০ ।। অতঃপর রঘুবংশীয় ভরত মুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত হয়ে প্রিয়বার্তা-দাতা বানর হনুমানকে ব্যগ্রভাবে আলিঙ্গন করলেন। ।।৪১ ।। আনন্দের অশ্রুধারায় প্রীতির সঙ্গে তিনি অভিষিক্ত

অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিঙ্গ্য সম্ভ্রমাৎ। সিষেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রুবিন্দুভিঃ।। ৪২
দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ। প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্।। ৪৩
গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং পরম্। সকুন্তলাঃ শুভাচারা ভার্যাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ।। ৪৪
হেমবর্ণাঃ সুনাসোরূঃ শশিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্বাভরণসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ কুলজাতিভিঃ।। ৪৫
নিশম্য রামাগমনং নৃপাত্মজঃ কপিপ্রবীরস্য তদাদ্ভুতোপমম্।
প্রহর্ষিতো রামদিদৃক্ষয়াভবৎ পুনশ্চ হর্ষাদিদমব্রবীদ্ বচঃ।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

করে।।৪২ ।। বললেন— হে সৌম্য! তুমি মানুষ কিংবা দেবতা যেইই হও, আজ কৃপা করে এখানে এসেছো। হে সৌম্য! তুমি যে প্রিয়-সংবাদ দিলে তার যোগ্য কোনোকিছুই দেখছি না, যা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করি ।।৪৩ ।। তবুও, একলক্ষ গো, একশত গ্রাম, আচারবতী সুকেশী ষোলটি কন্যাকে ভার্যারূপে তোমায় দান করছি ।।৪৪ ।। সোনার মতো তাদের বর্ণ। তাদের নাসিকা এবং উরু সুগঠিত। চাঁদের মতো স্নিগ্ধ মুখ সেই স্ত্রীদের। তারা সৎকুলজাতা। এবং সর্ববিধ অলঙ্কারে শোভিতা।। ৪৫।। এইভাবে রাজপুত্র ভরত রামের আগমনের সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁকে দেখার ইচ্ছায় সানন্দে আবার তিনি বাক্য বললেন ।।৪৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর পঞ্চবিংশ (১২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতসমীপে হনূমতো রাম-সীতা-লক্ষ্মণানাং বনবাসকালীনসঙ্ঘটিত বৃত্তান্তকথনম্

বহূনি নাম বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্। শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্তনম্।। ১
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্। এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি।। ২
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ। কস্মিন্ দেশে কিমাশ্রিত্য তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।। ৩
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ বৃস্যাং সমুপবেশিতঃ। আচচক্ষে ততঃ সর্বং রামস্য চরিতং বনে।। ৪
যথা প্রব্রাজিতো রামো মাতুর্দত্তৌ বরৌ তব। যথা চ পুত্রশোকেন রাজা দশরথো মৃতঃ।। ৫
যথা দূতৈস্ত্বমানীতস্তূর্ণং রাজগৃহাৎ প্রভো। ত্বয়াযোধ্যাং প্রবিষ্টেন যথা রাজ্যং ন চেপ্সিতম্।। ৬
চিত্রকূটগিরিং গত্বা রাজ্যেনামিত্রকর্ষণঃ। নিমন্ত্রিতস্ত্বয়া ভ্রাতা ধর্মমাচরতা সতাম্।। ৭

শতোত্তর ষড়্‌বিংশ (১২৬) সর্গ

ভরতের কাছে হনুমানের দ্বারা রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনবাসকালীন সঙ্ঘটিত বৃত্তান্ত-কথন

আমার প্রভু অগ্রজ রামচন্দ্র গহন অরণ্যে বহুবৎসর কাটিয়েছেন। তাঁর নাম কীর্তন আমার প্রীতিজনক। তাই আজ শুনতে পেলাম।।১ ।। মানুষ জীবিত থাকলে শতবর্ষের পরেও আনন্দ লাভ করতে পারে। এই যে লৌকিক প্রবাদ, তা আজ আমার কাছে কল্যাণজনক বলেই প্রতিভাত হচ্ছে ।।২ ।। রাম এবং বানরবৃন্দ কোন স্থানে কি কারণ অবলম্বন করে মিলিত হলেন এইসব জিজ্ঞেস করছি। যথাযথভাবে সব বলো আমায় ।।৩ ।। রাজপুত্র ভরত এইভাবে জিজ্ঞেস করায় হনুমান কুশাসনে বসে বনে সঙ্ঘটিত রামের কাহিনী সব বলতে আরম্ভ করলো ।।৪ ।। আপনি তো জানেনই রাম কিভাবে বনে গিয়েছিলেন। আপনার মা'কে রাজা দু'টি বর দিয়েছিলেন। রাজা দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হয় ।।৫ ।। হে প্রভো, কেকয় রাজগৃহ হতে আপনাকে দ্রুত আনা হয়েছিলো। আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ করেন। রাজ্য কিন্তু প্রার্থনা করেন নি ।।৬।। শত্রুদমনকারী আপনি চিত্রকূটপর্বতে গিয়ে অগ্রজ রামকে রাজ্যগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। সজ্জনের ধর্মই আপনি আচরণ করেছেন (*অমিত্র -কর্ষণ—শত্রুপীড়নকারী*) ।।৭ ।। রাজা দশরথের বচনে স্থিত থেকে যেমন রামচন্দ্র রাজ্য বিসর্জন

স্থিতেন রাজ্ঞো বচনে যথা রাজ্যং বিসর্জিতম্। আর্যস্য পাদুকে গৃহ্য যথাসি পুনরাগতঃ।। ৮
সর্বমেতন্মহাবাহো যথাবদ্ বিদিতং তব। ত্বয়ি প্রতিপ্রয়াতে তু যদ্বৃত্তং তন্নিবোধ মে।। ৯
অপযাতে ত্বয়ি তদা সমুদ্‌ভ্রান্তমৃগদ্বিজম্। পরিদ্যূনমিবাত্যর্থং তদ্ বনং সমপদ্যত।। ১০
তদ্ধস্তিমৃদিতং ঘোরং সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাকুলম্। প্রবিবেশাথ বিজনং স মহদ্দণ্ডকাবনম্।। ১১
তেষাং পুরস্তাদ্ বলবান্ গচ্ছতাং গহনে বনে। বিনদন্ সুমহানাদং বিরাধঃ প্রত্যদৃশ্যত।। ১২
সমুৎক্ষিপ্য মহানাদমূর্দ্ধ্ববাহুমধোমুখম্। নিখাতে প্রক্ষিপন্তি স্ম নদন্তমিব কুঞ্জরম্।। ১৩
তৎ কৃশা দুষ্করং কর্ম ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। সায়াহ্নে শরভঙ্গস্য রম্যমাশ্রমমীয়তুঃ।। ১৪
শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। অভিবাদ্য মুনীন্ সর্বাঞ্জনস্থানমুপাগমৎ।। ১৫
পশ্চাচ্ছূর্পণখা নাম রামপার্শ্বমুপাগতা। ততো রামেণ সন্দিষ্টো লক্ষ্মণঃ সহসোত্থিতঃ।। ১৬
প্রগৃহ্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসং মহাবলঃ। চতুর্দশ সহস্রাণি জনস্থাননিবাসিনম্।। ১৭
হতানি বসতা তত্র রাঘবেণ মহাত্মনা। একেন সহ সঙ্গম্য রামেণ রণমূর্ধনি।। ১৮
অহ্নশ্চতুর্থভাগেন নিঃশেষা রাক্ষসাঃ কৃতাঃ। মহাবলা মহাবীর্যাস্তপসো বিঘ্নকারিণঃ।। ১৯
নিহতা রাঘবেণাজৌ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রাক্ষসশ্চ বিনিষ্পিষ্টাঃ খরশ্চ নিহতো রণে।। ২০
দূষণং চাগ্রতো হত্বা ত্রিশিরাস্তদনন্তরম্। ততস্তেনার্দিতা বালা রাবণং সমুপাগতা।। ২১
রাবণানুচরো ঘোরো মারীচো নাম রাক্ষসঃ। লোভয়ামাস বৈদেহীং ভূত্বা রত্নময়ো মৃগঃ।। ২২
সা রামমব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা বৈদেহী গৃহ্যতামিতি। অয়ং মনোহরঃ কান্ত আশ্রমো নো ভবিষ্যতি।। ২৩

দিয়েদিলেন, তেমনি মাননীয় অগ্রজ রামচন্দ্রের পাদুকা গ্রহণ করে আপনি ফিরে এসেছিলেন ।।৮ ।। হে মহাবীর, এই সবই আপনার জানা আছে। আপনি ফিরে গেলে যা যা ঘটেছিলো, সেই সবই এখন আমার কাছ হতে জেনে নিন।।৯।। আপনি চলে যাবার পর বনের পশুপাখীরা সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। বনভূমি যেন বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়ে গেলো ।।১০ ।। হাতীর পদতলে সব দলিত হতে লাগলো। সিংহ, বাঘ এবং হরিণরা ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলো। তারপর রাম সেই ভয়ঙ্কর বন ত্যাগ করে বিশাল এবং নির্জন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন ।।১১ ।। তারা যখন সেই গহন বনে চলছিলেন তখন বিরাধ-নামক বলবান দানবকে ভীষণ গর্জন করতে করতে ছুটে আসতে দেখা গেলো ।। ১২ ।। বাহু উর্দ্ধে তুলে মুখ নীচু করে হাতীর মতো সে গর্জন করছিলো। তাঁরা তাকে বধ করে গর্তে ফেলে দিলেন ।।১৩ ।। রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই দুষ্কর ঐ কর্ম সম্পাদন করে সন্ধ্যায় শরভঙ্গমুনির রমণীয় আশ্রমে চলে গেলেন।। ১৪ ।। শরভঙ্গ স্বর্গত হওয়ায় সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী রাম অন্যসকল মুনিদেরকে প্রণাম করে জনস্থানে চলে গেলেন ।।১৫ ।। সেখানে শূর্পণখা নামে এক রাক্ষসী রামের পাশে উপস্থিত হলো। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন ।।১৬ ।। মহাবলবান লক্ষ্মণ খড়্গ হাতে নিয়ে সেই শূর্পণখার নাক আর কান কেটে দিলেন। তারপর রাম সেখানে জনস্থান-নিবাসী চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে হত্যা করেন ।।১৭ ।। যুদ্ধের প্রথমেই সেই রাক্ষসেরা মহাত্মা রামের সঙ্গে মিলিত হলে তিনি একাই তাদের নিধন করেন ।।১৮ ।। দিনের চতুর্থভাগের মধ্যেই তিনি নিঃশেষ করে ফেলেন রাক্ষসদের। দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসেরা ছিলো মহাবলবান, মহাবীর্যবান। এবং তপস্যার বিঘ্নকারী ।।১৯ ।। যুদ্ধে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসেরা রামের দ্বারা নিহত হলো। তারা একেবারে দলিত-মথিত হলো। যুদ্ধে নিহত হলো খরও ।।২০ ।। রাম দূষণকে আগে হত্যা করে তারপর ত্রিশিরাকে হত্যা করেন। তারপর রামের দ্বারা নির্যাতিতা হয়ে রাক্ষসী শূর্পণখা রাবণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো ।।২১ ।। অতঃপর রাবণের অনুচর মারীচ-নামক ভয়ঙ্কর রাক্ষস রত্নময় মৃগরূপ (সোনার হরিণ) ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করেছিলো ।।২২ ।। সীতা রামকে বললেন, একে ধরে আনুন। একে আমাদের আশ্রমে রাখলে আশ্রমটি বেশ রমণীয় এবং কমনীয় হবে ।।২৩ ।। অতঃপর, রাম ধনু হাতে নিয়ে সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ধনুর পর্ব নীচে নামিয়ে এনে তিনি সেই দৌড়ে

ততো রামো ধনুষ্পাণির্মৃগং তমনুধাবতি। স তং জঘান ধাবন্তং শরেণানতপর্বণা।। ২৪
অথ সৌম্য দশগ্রীবো মৃগং যাতি তু রাঘবে। লক্ষ্মণে চাপি নিষ্ক্রান্তে পবিবেশাশ্রমং তদা।। ২৫
জগ্রাহ তরসা সীতাং গ্রহঃ খে রোহিণীমিব। ত্রাতুকামঃ ততো যুদ্ধে হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্।। ২৬
প্রগৃহ্য সহসা সীতাং জগামাশু স রাক্ষসঃ। ততস্ত্বদ্ভুতসঙ্কাশাঃ স্থিতাঃ পর্বতমূর্ধনি।। ২৭
সীতাং গৃহীতা গচ্ছন্তং বানরাঃ পর্বতোপমাঃ। দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।। ২৮
ততঃ শীঘ্রতরং গত্বা তদ্বিমানং মনোজবম্। আরুহ্য সহ বৈদেহ্যা পুষ্পকং স মহাবলঃ।। ২৯
প্রবিবেশ তদা লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। তাং সুবর্ণপরিষ্কারে শুভে মহতি বেশ্মনি।। ৩০
প্রবেশ্য মৈথিলীং বাক্যৈঃ সান্ত্বয়ামাস রাবণঃ। তৃণবদ্ভাষিতং তস্য তঞ্চ নৈর্ঋতপুঙ্গবম্।। ৩১
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী হ্যশোকবনিকাং গতা। ন্যবর্তত তদা রামো মৃগং হত্বা তদা বনে।। ৩২
নিবর্তমানঃ কাকুৎস্থো দৃষ্ট্বা গৃধ্রং স বিব্যথে। গৃধ্রং হতং তদা দৃষ্ট্বা রামঃ প্রিয়তরং পিতুঃ।।৩৩
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। গোদাবরীমনুচরন্ বনোদ্দেশাংশ্চ পুষ্পিতান্।। ৩৪
আসেদতুর্মহারণ্যে কবন্ধং নাম রাক্ষসম্। ততঃ কবন্ধবচনাদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ৩৫
ঋষ্যমূকগিরিং গত্বা সুগ্রীবেণ সমাগতঃ। তয়োঃ সমাগমঃ পূর্বং প্রীত্যা হার্দো ব্যজায়ত।। ৩৬
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সুগ্রীবো বালিনা পুরা। ইতরেতরসংবাদাৎ প্রগাঢ়ঃ প্রণয়স্তয়োঃ।। ৩৭
রামঃ স্ববাহুবীর্যেণ স্বরাজ্যং প্রত্যপাদয়ৎ। বালিনং সমরে হত্বা মহাকায়ং মহাবলম্।। ৩৮
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে সহিতঃ সর্ববানরৈঃ। রামায় প্রতিজানীতে রাজপুত্র্যাস্তু মার্গণম্।। ৩৯
আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। দশ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং সর্বাঃ প্রস্থাপিতা দিশঃ।। ৪০
তেষাং নো বিপ্রকৃষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে। ভৃশং শোকাভিতপ্তানাং মহান্ কালোঽত্যবর্তত।। ৪১

-পালানো মৃগকে শরক্ষেপণ করে হত্যা করলেন ।।২৪ ।। হে সৌম্য, এইভাবে রাম যখন মৃগের পেছনে দৌড়ুচ্ছেন এবং লক্ষ্মণও আশ্রম থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন দশগ্রীব রাবণ আশ্রমে প্রবেশ করলো ।।২৫ ।। মঙ্গলগ্রহ যেমন রোহিণী নক্ষত্রকে টেনে ধরে, তেমনি সে সীতাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলো। তাঁকে বাঁচাবার জন্য পক্ষিরাজ জটায়ু চেষ্টা করলে যুদ্ধে রাবণ তাঁকে হত্যা করলো ।।২৬ ।। সেই রাক্ষস সীতাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে দ্রুত চলে গেলো। তখন পর্বতের ওপরে দেখতে অদ্ভুত বানরেরা অবস্থান করছিলো ।।২৭ ।। পর্বতের মতো সমুন্নতকায় বানরেরা দেখলো রক্ষোরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে তারা বিস্মিত হলো ।।২৮ ।। সেই মহাবলশালী রাবণ আরো দ্রুত গিয়ে মনের মতো গতিসম্পন্ন সেই পুষ্পক বিমানে আরোহণ করলো ।।২৯ ।। রক্ষোরাজ রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করলো। তারপর স্বর্ণশোভিত সুন্দর বিরাট এক গৃহে সীতাকে রাখলো ।।৩০ ।। রাবণ সীতাকে সেইখানে প্রবেশ করিয়ে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। সীতা সেই রক্ষোবীর রাবণ এবং তার কথাকে তৃণের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করলেন ।।৩১ ।। তার অনুরোধ অবজ্ঞা করে সীতা অশোক বনে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে বনে মৃগটিকে হত্যা করে রাম আশ্রমে ফিরে এলেন ।। ৩২ ।। ফিরে এসে গৃধ্রকে দেখে রাম বেদনাহত হলেন। রাম পিতার প্রিয়তর গৃধ্রকে মারা যেতে দেখলেন ।।৩৩ ।। সীতার সন্ধানে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম গোদাবরীর তীরে বিচরণ করতে করতে কুসুমিত বনভূমিতে উপনীত হলেন ।।৩৪ ।। সেইখানে মহারণ্যে কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে তারা পেলেন। সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী রাম তারপর ঋষ্যমূকপর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের মিলনের পূর্বেই প্রীতি এবং সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হলো ।।৩৫-৩৬।। ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বালির দ্বারা সুগ্রীব পূর্বেই বিতাড়িত হয়েছিলো। রাম এবং সুগ্রীব একে অপরের বিষয় পরস্পর জানায় এবং দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ।।৩৭ ।। রাম নিজের বাহুবলে মহাকায় মহাবলশালী বালিকে যুদ্ধে হত্যা করে সুগ্রীবকে তার নিজের রাজ্যপ্রদান করলেন ।।৩৮ ।। সুগ্রীবও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সব বানরদেরকে নিয়ে রাজপুত্রী সীতার সন্ধানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন ।।৩৯ ।। বানরাধিপতি মহাত্মা সুগ্রীবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে দশ কোটি বানর সকলদিকে প্রস্থান করলো ।।৪০ ।। দেবী সীতার অনুসন্ধান কালে পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্বতে তাদের বহু সময় কেটে গেলো। শোকে অত্যন্ত পীড়িত এইভাবে আমাদের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলো ।। ৪১ ।। গৃধ্ররাজ জটায়ুর এক বীর্যশালী ভাই ছিলো। সম্পাতি

ভ্রাতা তু গৃধ্ররাজস্য সম্পাতির্নাম বীর্যবান্। সমাখ্যাতি স্ম বসতীং সীতাং রাবণমন্দিরে।। ৪২
সোঽহং দুঃখপরীতানাং দুঃখং তজ্জ্ঞাতিনাং নুদন্। আত্মবীর্যং সমাস্থায় যোজনানাং শতং প্লুতঃ।
তত্রাহমেকামদ্রাক্ষমশোকবনিকাং গতাম্।। ৪৩
কৌশেয়বস্ত্রাং মলিনাং নিরানন্দাং দৃঢ়ব্রতাম্। তয়া সমেত্য বিধিবৎ পৃষ্ট্বা সর্বমনিন্দিতাম্।। ৪৪
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং রামনামাঙ্গুলীয়কম্। অভিজ্ঞানং মণিং লব্ধ্বা চরিতার্থোঽহমাগতঃ।। ৪৫
ময়া চ পুনরাগম্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। অভিজ্ঞানং ময়া দত্তমর্চিষ্মান্ স মহামণিঃ।। ৪৬
শ্রুত্বা তাং মৈথিলীং রামস্ত্বাশশংসে চ জীবিতম্। জীবিতান্তমনুপ্রাপ্তঃ পীত্বামৃতমিবাতুরঃ।। ৪৭
উদ্‌যোজয়িষ্যন্নুদ্‌যোগং দধ্রে লঙ্কাবধে মনঃ। জিঘাংসুরিব লোকান্তে সর্বাল্লোঁকান্ বিভাবসুঃ।। ৪৮
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য নলং সেতুমকারয়ৎ। অতরৎ কপিবীরাণাং বাহিনী তেন সেতুনা।। ৪৯
প্রহস্তমবধীন্নীলঃ কুম্ভকর্ণং তু রাঘবঃ। লক্ষ্মণো রাবণসুতং স্বয়ং রামস্তু রাবণম্।। ৫০
স শক্রেণ সমাগম্য যমেন বরুণেন চ। মহেশ্বর-স্বয়ম্ভুভ্যাং তথা দশরথেন চ।। ৫১
তৈশ্চ দত্তবরঃ শ্রীমানৃষিভিশ্চ সমাগতৈঃ। সুরর্ষিভিশ্চ কাকুৎস্থো বরাঁল্লেভে পরন্তপঃ।। ৫২
স তু দত্তবরঃ প্রীত্যা বানরৈশ্চ সমাগতৈঃ। পুষ্পকেণ বিমানেন কিষ্কিন্ধামভ্যুপাগমৎ।। ৫৩
তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ। অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি।। ৫৪
ততঃ স বাক্যৈর্মধুরৈর্হনূমতো নিশম্য হৃষ্টো ভরতঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ বাণীং মনসঃ প্রহর্ষিণীং চিরস্য পূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ।। ৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

তার নাম। সীতা রাবণের কাছে রয়েছেন—এই সংবাদ সে দিলো ।।৪২ ।। আমি দুঃখ-পীড়িত আমার জ্ঞাতিদেরকে দুঃখ দূর করার জন্য নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে একশত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে অশোকবনিকায় সীতাকে দেখতে পেলাম ।।৪৩ ।। কৌশেয় বসন তাঁর পরনে। মলিন তাঁর দেহ কান্তি। চিত্তে তাঁর আনন্দ নেই। ব্রতপালনে তিনি দৃঢ়চিত্তা। তাঁর কাছে গিয়ে যথাবিধি সব জিজ্ঞেস করলাম ।।৪৪ ।। সেই অনিন্দিতাকে রামনাম-লেখা স্মারক আংটিটি আমি দিলাম। তাঁর কাছ হতে স্মারক মণি নিয়ে চরিতার্থ হয়ে আমি ফিরে এলাম ।।৪৫ ।। মণিটি ছিলো বেশ উজ্জ্বল। আমি ফিরে এসে সেই স্মারক মহামণিটি অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলাম (*অভিজ্ঞান—যা দেখে পূর্বের জ্ঞান হয় তথা স্মারক*)।।৪৬।। সীতার বৃত্তান্ত শুনে তিনি যে বেঁচে আছেন এই বিষয়ে রাম আশ্বস্ত হলেন। মুমূর্ষুব্যক্তির অমৃত পান করে সঞ্জীবিত হবার মতো হলো তাঁর অবস্থা ।।৪৭ ।। প্রলয়কালে সংবর্তক নামক অগ্নি যেমন সমস্ত জগতকে ধ্বংস করতে চায়, তেমনি তিনিও লঙ্কাকে ধ্বংস করার জন্য মনোনিবেশ উদ্যোগী হয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন ।।৪৮ ।। তারপর তিনি সমুদ্রতীরে এসে নল নামক প্রযুক্তিবিদকে দিয়ে সেতু নির্মাণ করালেন। সেই সেতু দিয়ে বানবীরদের সেনাবাহিনী সাগর পার হয়ে গেলো ।।৪৯ ।। যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতকে এবং স্বয়ং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করলেন ।।৫০ ।। তারপর সেখানে সমাগত ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহেশ্বর, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এবং দশরথের কাছ হতে সেই শত্রুতাপন বর লাভ করলেন ।।৫১ ।। তারপর শত্রুজয়ী শ্রীমান রাম সমাগত ঋষি এবং দেবর্ষিদের কাছ হতেও বর লাভ করলেন ।।৫২ ।। এইভাবে বরলাভান্তে সমাগত বানরদেরকে সঙ্গে করে আনন্দের সঙ্গে পুষ্পক-বিমানে তিনি কিষকিন্ধায় চলে এলেন ।।৫৩ ।। অতঃপর সেখান হতে এসে তিনি গঙ্গাতীরে প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের কাছে অবস্থান করছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্রযোগে পবিত্রতিথিতে নির্বিঘ্নে আপনি রামকে দর্শন করতে পারবেন ।।৫৪ ।। হনুমানের মধুরবাক্য শ্রবণ করে ভরত আনন্দিত হলেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে মনের আনন্দকে তিনি বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করে বললেন, বহুদিন পরে আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হলো ।।৫৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদি মহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর ষড়বিংশ (১২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যায়াং শ্রীরামস্য সৎকারার্থমায়োজনম্, শ্রীরামং প্রত্যুদ্গন্তুমনসাং সর্বেষাং জনানাং ভরতেন সহ নন্দিগ্রামে গমনম্, শ্রীরামস্যাগমনম্, ভরতেন সহ তস্য সমাগমঃ, পুষ্পকবিমানস্য কুবেরপার্শ্বে প্রেষণঞ্চ

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ। হৃষ্টমাজ্ঞাপয়ামাস শত্রুঘ্নং পরবীরহা।। ১
দৈবতানি চ সর্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ। সুগন্ধমাল্যৈর্বাদিত্রৈরর্চন্তু শুচয়ো নরাঃ।। ২
সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞাঃ সর্বে বৈতালিকাস্তথা। সর্বে বাদিত্রকুশলা গণিকাশ্চৈব সর্বশঃ।। ৩
রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সৈন্যাঃ সেনাঙ্গনাগণাঃ। ব্রাহ্মণাশ্চ সরাজন্যাঃ শ্রেণীমুখ্যাস্তথা গণাঃ।। ৪
অভিনির্যান্তু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্। ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা।। ৫
বিষ্টীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ। সমীকুরুত নিম্নানি বিষমাণি সমানি চ।। ৬
স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃপরম্। সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিমশীতেন বারিণা।। ৭
ততোঽভ্যবকিরন্ত্বন্যে লাজৈঃ পুষ্পৈশ্চ সর্বতঃ। সমুচ্ছ্রিতপতাকাস্তু রথ্যাঃ পুরবরোত্তমে।। ৮
শোভয়ন্তু চ বেশ্মানি সূর্যস্যোদয়নং প্রতি। স্রগ্দামমুক্তপুষ্পৈশ্চ সুবর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ।। ৯
রাজমার্গমসম্বাধং কিরন্তু শতশো নরাঃ। ততস্তচ্ছাসনং শ্রুত্বা শত্রঘ্নস্য মুদান্বিতাঃ।। ১০
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থশ্চার্থসাধকঃ। অশোকো মন্ত্রপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাপি নির্যযুঃ।। ১১
মত্তৈর্নাগসহস্রৈশ্চ সধ্বজৈঃ সুবিভূষিতৈঃ। অপরে হেমকক্ষাভিঃ সগজাভিঃ করেণুভিঃ।। ১২
নির্যযুস্তুরগাক্রান্তা রথৈশ্চ সুমহারথাঃ। শক্ত্যৃষ্টিপাশহস্তানাং সধ্বজনাং পতাকিনাম্।। ১৩

শতোত্তর সপ্তবিংশ (১২৭) সর্গ

অযোধ্যায় শ্রীরামের সম্বর্ধনার আয়োজন। শ্রীরামকে অভ্যর্থনা করে আনয়নের জন্য জনগণকে নিয়ে ভরতের নন্দিগ্রামে গমন। শ্রীরামের আগমন। ভরতের সঙ্গে রামের মিলন। কুবেরের নিকট পুষ্পক বিমানের প্রেরণ।

সত্যনিষ্ঠ, বিক্রমী এবং শত্রুবীরহন্তা ভরত পরম আনন্দকর এই কথা শুনে আনন্দের সঙ্গে শত্রুঘ্নকে নির্দেশ দিলেন ।। ১ ।। নগরের সমস্ত দেবমন্দির এবং দেবতাদের সুগন্ধীমালা আর বাদ্যের দ্বারা পবিত্র হয়ে পুরবাসীরা অর্চনা করুক ।।২ ।। স্তুতিপাঠে নিপুণ সূতেরা এবং পুরাণপাঠ অভিজ্ঞ বৈতালিকেরা, বাদ্যযন্ত্রে কুশলীরা এবং রূপোপজীবিনীরা সব দিক থেকে বেরিয়ে আসুক ।।৩ ।। বেরিয়ে আসুক রাজপত্নীরা, অমাত্যেরা, সৈনিকেরা এবং তাদের পত্নীরা, ক্ষত্রিয়দের নিয়ে ব্রাহ্মণেরা, বাণিজ্য-প্রধানেরা এবং সকল জন-সাধারণ ।।৪ ।। তারা সবাই রামচন্দ্রের চাঁদের মতো মুখটিকে দেখুক। ভরতের কথা শুনে শত্রুবীরহন্তা শত্রুঘ্ন সেই অনুসারে... ।।৫ ।। অনেক হাজার ভৃত্যকে কর্মবিভাগ করে আদেশ দিলেন —উঁচু নীচু-স্থানগুলি সব সমান করো ।।৬ ।। নন্দিগ্রাম হতে অযোধ্যা পর্যন্ত পথঘাট পরিষ্কার করে দাও। তারপর তুষারশীতল জলের দ্বারা পথের মাটি দাও ভিজিয়ে ।।৭ ।। তারপর অন্যেরা খৈ আর ফুল সবদিকে ছড়িয়ে দিক। উত্তম এই অযোধ্যানগরীর পথগুলিতে পতাকা তুলে দেওয়া হোক ।।৮ ।। সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ীগুলি সব দেওয়া হোক সাজিয়ে। ফুলের মালা ঝুলিয়ে, কুচোফুল ছড়িয়ে, সোনা আর পঞ্চবর্ণের গুঁড়োতে সবদিক শোভিত করা হোক ।।৯ ।। রাজপথে শত শত মানুষ ভীড় করবে। চলার পথের ভীড় সরিয়ে দেবে। শত্রুঘ্নের সেই আদেশ শুনে শত শত কর্মী কর্মে নিযুক্ত হলো। সানন্দে ।।১০ ।। তারপর ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল এবং সমুন্ত্র—এই আটজন মন্ত্রী বেরিয়ে পড়লেন ।।১১ ।। সঙ্গে তাঁদের চললো হাজার হাজার মদমত্ত হস্তী। সেগুলি পতাকা আর অলঙ্কারে সাজানো। অন্য রঘুবংশীয় বীরেরা সোনার হাওদা-শোভিত হস্তী এবং হস্তিনীদের পীঠে চড়ে বেরিয়ে এলো ।।১২ ।। অশ্বারোহীরা অশ্বে এবং রথী ও মহারথীরা রথে চড়ে নির্গত হলো। অতঃপর অপরাপর বীরেরা এলো। তাদের হাতে শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, ধ্বজ এবং পতাকা ।।১৩ ।।

তুরগাণাং সহস্রৈশ্চ মুখ্যৈর্মুখ্যতরান্বিতৈঃ। পদাতীনাং সহস্রৈশ্চ বীরাঃ পরিবৃতা যযুঃ।। ১৪
ততো যানান্যপারূঢাঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ। কৌসল্যাং প্রমুখে কৃত্বা সুমিত্রাঞ্চাপি নির্যযুঃ।
কৈকেয্যা সহিতাঃ সর্বা নন্দিগ্রামমুপাগমন্।। ১৫
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্ধর্মাত্মা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ। মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ মন্ত্রিভির্ভরতো বৃতঃ।। ১৬
শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ। আর্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্মকোবিদঃ।। ১৭
পাণ্ডুরং ছত্রমাদায় শুক্লমাল্যোপশোভিতম্। শুক্লে চ বালব্যজনে রাজার্হে হেমভূষিতে।। ১৮
উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ। ভ্রাতুরাগমনং শ্রুত্বা তৎপূর্বং হর্ষমাগতঃ।। ১৯
প্রত্যুদ্যযৌ যদা রামং মহাত্মা সচিবৈঃ সহ। অশ্বানাং খুরশব্দৈশ্চ রথনেমিস্বনেন চ।। ২০
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেব মেদিনী। গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।। ২১
কৃৎস্নন্তু নগরং তত্তু নন্দিগ্রামমুপাগমৎ। সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্।। ২২
কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্ততা। নহি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্যং পরন্তপম্।। ২৩
কশ্চিন্ন চানুদৃশ্যন্তে কপয়ঃ কামরূপিণঃ। অথৈবমুক্তে বচনে হনুমানিদমব্রবীৎ।। ২৪
অর্থং বিজ্ঞাপয়ন্নেব ভরতং সত্যবিক্রমম্। সদাফলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুস্রবান্।। ২৫
ভরদ্বাজপ্রসাদেন মত্তভ্রমরনাদিতান্। তস্য চৈব বরো দত্তো বাসবেন পরন্তপ।। ২৬
সসৈন্যস্য তদাতিথ্য কৃতং সর্বগুণান্বিতম্। নিঃস্বনঃ শ্রূয়তে ভীমঃ প্রহৃষ্টানাং বনৌকসাম্।। ২৭
মন্যে বানরসেনা সা নদীং তরতি গোমতীম্। রজোবর্ষং সমুদ্ভূতং পশ্য সালবনং প্রতি।। ২৮
মন্যে সালবনং রম্যং লোলয়ন্তি প্লবঙ্গমাঃ। তদেতদ্দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্।। ২৯

হাজার হাজার দ্রুতগামী অশ্ব রয়েছে সঙ্গে। হাজার হাজার পদাতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে চলছে বীরেরা ।।১৪।। এবার দশরথের পত্নীরা সবাই কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে সামনে নিয়ে কৈকেয়ীর সঙ্গে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হলেন ।।১৫ ।। ধর্মাত্মা ভরত তখন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, প্রধান বৈশ্য এবং নাগরিকগণের দ্বারা পরিবৃত। মন্ত্রীরাও তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। মালা আর মিষ্টি রয়েছে সবার হাতে ।।১৬ ।। শঙ্খ এবং ভেরী বাজানো হচ্ছে। স্তুতি পাঠকেরা বন্দনাগীতি গাইছে। অগ্রজের পাদুকা মাথায় করে নিয়ে ভরত চলেছেন ।।১৭ ।। শুভ্র রাজচ্ছত্র, শুক্লবর্ণের পুষ্পমাল্য এবং রাজার যোগ্য সোনায়-মোড়া শুভ্র চামর সঙ্গে নিয়েছেন ।।১৮ ।। ভরত উপবাসে কৃশ। দৈন্যের মূর্তি। বল্কল ও কৃষ্ণমৃগচর্ম তাঁর পরিধানে। ভ্রাতার আগমনের কথা শুনে আগে থেকেই তিনি সানন্দে এগিয়ে, এসেছেন।।১৯ ।। মহাত্মা ভরত যখন মন্ত্রীদেরকে নিয়ে রামকে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন তখন অশ্বগুলির খুরের এবং রথের চাকার শব্দে সবদিক নিনাদিত ।।২০ ।। শঙ্খ এবং দুন্দুভির ধ্বনি, হস্তীর বৃংহন তুমুলভাবে শোনা যাচ্ছে এমতো শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠছে যেন।।২১ ।। সমগ্র অযোধ্যা নগরীই যেন নন্দিগ্রামে চলে এসেছে। এইসব দেখে ভরত বায়ুপুত্র হনুমানকে বললেন— ।।২২ ।। ওহে হনুমান, তুমি কপিসুলভ চঞ্চলতাবশতঃ মিথ্যে বলো নি তো ? কৈ শত্রুতাপনকারী ককুৎস্থ বংশধর মাননীয় দাদা রামকে দেখছি না তো ? *(কাপেয়ী— কপি তথা বানরসুলভ চাপল্য)* ।।২৩ ।। ইচ্ছেমতো রূপধারণকারী বানরদেরো তো দেখছি না। ভরত এই কথা বলার পর হনুমান বাক্য বললেন ।।২৪ ।। সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী ভরতকে যথাযথ অর্থ বিজ্ঞাপন করার জন্য হনুমান বললো, এই বৃক্ষগুলিকে দেখুন। এইগুলি সর্বদাই ফল দান করে ফুল ফুটিয়ে থাকে। এবং মধু ক্ষরণ করে ।।২৫ ।। মত্ত ভ্রমর তাতে সর্বদা গুঞ্জন করছে। মহর্ষি ভরদ্বাজের কৃপায় এই ঘটনা ঘটেছে। হে পরন্তপ, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে এই বর দান করেন ।।২৬ ।। মহর্ষি সসৈন্য রামের পরিপূর্ণ আতিথ্য এই তরুরাজির দ্বারাই করিয়েছেন। ঐ তো আনন্দিত বানরদের তুমুল কোলাহল শোনা যাচ্ছে ।।২৭ ।। মনে হচ্ছে সেই বানরসেনা গোমতী নদী অতিক্রম করছে। দেখুন, ঐ সালবনের দিকে। বানরদের দাপাদাপিতে ওখানে ধুলো উড়ছে ।।২৮ ।। মনে হচ্ছে, বানরেরা রমণীয় সালবন আন্দোলিত করছে। ঐ যে চাঁদের মতো দেখতে বিমানটিকে দূর হতে দেখা যাচ্ছে ।।২৯ ।। এই স্বর্গীয় পুষ্পক বিমান ব্রহ্মা নির্মাণ করেছিলেন।

বিমানং পুষ্পকং দিব্যং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্। রাবণং বান্ধবৈঃ সার্ধং হত্বা লব্ধং মহাত্মনা।। ৩০
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বিমানং রামবাহনম্। ধনদস্য প্রসাদেন দিব্যমেতন্মনোজবম্।। ৩১
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা সহ রাঘবৌ। সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।। ৩২
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ। স্ত্রী-বাল-যুব-বৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্তিতে।। ৩৩
রথ-কুঞ্জর-বাজিভ্যস্তেঽবতীর্য মহীং গতাঃ। দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে।। ৩৪
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ। যথার্থেনার্ঘপাদ্যাদ্যৈস্ততো রামমপূজয়ৎ।। ৩৫
মনসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতাগ্রজঃ। ররাজ পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাণিরিবামরঃ।। ৩৬
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো ভ্রাতরং তদা। ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্।। ৩৭
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্। হংসযুক্তং মহাবেগং নিপপাত মহীতলম্।। ৩৮
আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ। রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ।। ৩৯
তং সমুত্থায় কাকুৎস্থশ্চিরস্যাক্ষিপথং গতম্। অঙ্কে ভরতমারোপ্য মুদিতঃ পরিষস্বজে।। ৪০
ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপঃ। অথাভ্যবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ।। ৪১
সুগ্রীবং কৈকেয়ীপুত্রো জাম্ববন্তমথাঙ্গদম্। মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলমৃষভঞ্চৈব সস্বজে।। ৪২
সুষেণঞ্চ নলঞ্চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্। শরভং পনসঞ্চৈব পরিতঃ পরিষস্বজে।। ৪৩
তে কৃত্বা মানুষং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ। কুশলং পর্যপৃচ্ছংস্তে প্রহৃষ্টা ভরতং তদা।। ৪৪
অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রঃ সুগ্রীবং বানরর্ষভম্। পরিষ্বজ্য মহাতেজা ভরতো ধর্মিণাং বরঃ।। ৪৫
ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ। সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্।। ৪৬
বিভীষণঞ্চ ভরতঃ সান্ত্ববাক্যমথাব্রবীৎ। দিষ্ট্যা ত্বয়া সহায়েন কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।। ৪৭

সবান্ধবে রাবণকে হত্যা করে মহাত্মা রাম ঐটি লাভ করেছেন ।।৩০ ।। এখন রামের বাহন এই বিমানটি নবোদিত সূর্যের মতো। অরুণবর্ণ। এর গতি হলো মনের মতো দ্রুত। কুবের এটি পেয়েছিলেন ব্রহ্মার প্রসাদে ।।৩১ ।। এই বিমানে রঘুবংশীয় রাম-লক্ষ্মণ দুইভাই সীতাসহ বিরাজ করছেন। মহাতেজস্বী সুগ্রীব এবং রাক্ষস বিভীষণও রয়েছেন ।।৩২ ।। তখন স্ত্রী, বালক-যুবক-বৃদ্ধাদের সম্মিলিত আনন্দ-ধ্বনি—"ঐ যে রাম"—আকাশকে যেন স্পর্শ করছিলো ।।৩৩ ।। তখন তারা সকলেই রথ, হস্তী, অশ্ব-প্রভৃতি থেকে নেমে এসে মাটিতে দাঁড়ালো। নরনারীরা আকাশে চাঁদের মতো বিমানে রামকে দেখতে লাগলো ।।৩৪ ।। ভরত তখন আনন্দিত হয়ে রামের দিকে মুখ করে করজোড়ে দাঁড়ালেন। তারপর পাদ্যঅর্ঘ্যের দ্বারা যথাযথভাবে তাঁকে পূজা করলেন ।।৩৫ ।। বিশাল এবং দীর্ঘনয়ন ভরতাগ্রজ রাম তখন ব্রহ্মার মনঃকল্পিত সৃষ্টি সেই বিমানে বজ্রহস্ত দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন ।।৩৬ ।। অতঃপর ভরত মেরুশিখরস্থিত সূর্যের মতো বিমানের উপরিভাগে স্থিত রামকে প্রণত হয়ে বন্দনা করলেন ।।৩৭ ।। সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী, উত্তম বিমানটি অনন্তর রামের আদেশে ভূতলে নেমে এলো ।।৩৮ ।। সত্যই যার বিক্রম সেই ভরতকে রাম বিমানে নিলেন তুলে। রামকে পেয়ে ভরত আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন ।।৩৯ ।। রাম ও ভরতকে দেখে কোলে তুলে নিয়ে সানন্দে আলিঙ্গন করলেন ।।৪০ ।। পরন্তপ আনন্দিত ভরত এবার লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সীতাদেবীকে প্রণাম করে নিজের নাম বললেন *(মনু-সংহিতায় নির্দেশ হলো নিজের নাম উচ্চারণ করে প্রণাম করাই শিষ্টাচার)* ।।৪১ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত, সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল এবং ঋষভকে অতঃপর অলিঙ্গন করলেন ।।৪২ ।। ক্রমে সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, এবং পনসকে সর্বতোভাবে করলেন আলিঙ্গন ।।৪৩ ।। ইচ্ছারূপ রূপধারিণী সেই বানরেরা মানুষের রূপ ধারণ করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করলো।।৪৪ ।। অতঃপর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাজপুত্র ভরত বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে বললেন— ।।৪৫ ।। হে সুগ্রীব, আমাদের চার ভ্রাতার পর তুমি হলে পঞ্চম ভ্রাতা, সৌহৃদ্যের জন্যই মানুষ মিত্র হয়। অপকারের দ্বারা হয় শত্রু ।।৪৬ ।। অতঃপর ভরত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সৌভাগ্যক্রমে তোমার সাহায্যেই দাদা এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করতে পেরেছেন ।।৪৭ ।। তখন বীর শত্রুঘ্নও রাম,

শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্। সীতায়াশ্চরণৌ বীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ।। ৪৮
রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্ষিতাম্। জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্।। ৪৯
অভিবাদ্য সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্। স মাতৃশ্চ ততঃ সর্বাঃ পুরোহিতমুপাগমৎ।। ৫০
স্বাগতং তে মহাবাহো কৌসল্যানন্দবর্ধন। ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে মাগরা রামমব্রুবন্।। ৫১
তান্যঞ্জলিসহস্রাণি প্রগৃহীতানি নাগরৈঃ। ব্যাকোশানীব পদ্মানি দদর্শ ভরতাগ্রজঃ।। ৫২
পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্। চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ।। ৫৩
অব্রবীচ্চ তদা রামং ভরতঃ স কৃতাঞ্জলিঃ। এতত্তে সকলং রাজ্যং ন্যাসং নির্যাতিতং ময়া।। ৫৪
অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ। যৎ ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্।। ৫৫
অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্। ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া।। ৫৬
তথা ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা তং ভ্রাতৃবৎসলম্। মুমুচুর্বানরা বাষ্পং রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।। ৫৭
ততঃ প্রহর্ষাদ্ভরতমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ। যযৌ তেন বিমানেন সসৈন্যো ভরতাশ্রমম্।। ৫৮
ভরতাশ্রমমাসাদ্য সসৈন্যো রাঘবস্তদা। অবতীর্য বিমানাগ্রাদবতস্থে মহীতলে।। ৫৯
অব্রবীত্তু তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্। বহ বৈশ্রবণং দেবমনুজানামি গম্যতাম্।। ৬০
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্। উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য জগাম ধনদালয়ম্।। ৬১
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং সংগৃহীতং তু রক্ষসা। অগমদ্ ধনদং বেগাদ্ রামবাক্যপ্রচোদিতম্।। ৬২
পুরোহিতস্যাত্মসখস্য রাঘবো বৃহস্পতেঃ শক্র ইবামরাধিপঃ।
নিপীড্য পাদৌ পৃথগাসনে শুভে সহৈব তেনোপবিবেশ বীর্যবান্।। ৬৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণ এবং সীতাকে বিনয়ের সঙ্গে চরণ ধ'রে প্রণাম করলেন ।।৪৮ ।। রাম বিবর্ণা শোকক্লিষ্টা মাতাকে পেয়ে মাতার মনে আনন্দদান করে প্রণত হয়ে তাঁর চরণ দু'টি গ্রহণ করলেন ।।৪৯ ।। যশস্বিনী সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করে তিনি অন্য মাতৃমণ্ডলীকেও প্রণাম করলেন। অবশেষে পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে গেলেন ।।৫০।। সকল নাগরিকরা তখন করজোড়ে বললেন, হে মহাবীর, মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারিন, আপনাকে স্বাগতি জানাচ্ছি ।।৫১ ।। হাজার হাজার নগরবাসী অঞ্জলিবদ্ধ হওয়ায় ভরতাগ্রজ রাম বিকশিত পদ্মের মতো তাদের অঞ্জলিগুলিকে দেখলেন ।।৫২ ।। ধর্মজ্ঞ ভরত নিজে রামের পাদুকা দু'টি নিয়ে নরশ্রেষ্ঠ রামের চরণ দু'টিতে পরিয়ে দিলেন ।।৫৩ ।। ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে তখন রামকে বললেন, আপনি আমার কাছে যে রাজ্য গচ্ছিত রেখেছিলেন, তা আজ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি ।।৫৪ ।। অযোধ্যায় আপনাকে আবার ফিরে আসতে দেখে আমার জন্ম কৃতার্থ এবং অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করছি আমি।।৫৫ ।। আপনি এখন কোষ, কোষাগার, গৃহ ও সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করুন। আপনারই তেজঃশক্তিতে আমি এগুলি দশগুণ বাড়িয়েছি *(ভরতের নিষ্কাম কর্মযোগ লক্ষণীয়। সন্ন্যাসীর মতো থেকেও রাজধর্ম পালনে তাঁর নিষ্ঠা অতুলনীয়। ঔদাসীন্য নয়, অতন্দ্র তৎপরতাই ছিলো তাঁর গচ্ছিত রাজ্যের সুশাসনে)* ।।৫৬।। ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে এইরকম বলতে দেখে রাক্ষস বিভীষণ এবং বানরেরা চোখের জল ফেলতে লাগলো ।।৫৭ ।। তখন প্রভূত আনন্দে রাম ভরতকে কোলে টেনে নিয়ে সেই বিমানেই সসৈন্যে ভরতের আশ্রমে চলে গেলেন।।৫৮ ।। রাম তারপর ভরতের আশ্রমে এসে সসৈন্যে বিমান থেকে নেমে ভূতলে অবস্থান করলেন ।।৫৯ ।। সেই উত্তম বিমানটিকে এবার তিনি বললেন, তোমায় আমি অনুমতি দিচ্ছি। তুমি এখান হতে গিয়ে বিশ্রবার পুত্র কুবেরের বাহন হয়ে এখন অবস্থান করো ।।৬০ ।। সেই সর্বোত্তম বিমানকে রাম অনুমতি দান করায় সেটি উত্তরদিকে গিয়ে কুবের ভবনে চলে গেলো ।।৬১ ।। রাক্ষস রাবণ যে দিব্য পুষ্পক কুবেরের কাছ হতে কেড়ে নিয়েছিলেন সেটি রামের আদেশে এখন কুবেরের কাছে দ্রুত চলে গেলো ।।৬২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর সপ্তবিংশ (১২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতেন শ্রীরামায় রাজ্যস্য পুনঃ প্রত্যর্পণং, শ্রীরামস্য নগরে গমনং,
রাজ্যেঽভিষেকঃ, বানরাণাং প্রস্থাপনম্, গ্রন্থস্য মাহাত্ম্যঞ্চ।

শিরস্যঞ্জলিমাধায় কৈকেয়ীনন্দিবর্ধনঃ। বভাষে ভরতো জ্যেষ্ঠং রামং সত্যপরাক্রমম্।। ১
পূজিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম। তদ্ দদামি পুনস্তুভ্যং যথা ত্বমদদা মম।। ২
ধূরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা। কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোঢু মহমুৎসহে।। ৩
বারিবেগেন মহতা ভিন্নঃ সেতুরিব ক্ষরণ্। দুর্বন্ধনমিদং মন্যে রাজ্যচ্ছিদ্রমসংবৃতম্।। ৪
গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব চ বায়সঃ। নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম।। ৫
যথা চারোপিতো বৃক্ষো জাতশ্চান্তর্নিবেশনে। মহানপি দুরারোহো মহাস্কন্ধঃ প্রশাখবান্।। ৬
শীর্যেত পুষ্পিতো ভূত্বা ন ফলানি প্রদর্শয়ন্। তস্য নানুভবেদর্থং যস্য হেতোঃ স রোপিতঃ।। ৭
এষোপমা মহাবাহো ত্বমর্থং বেত্তুমর্হসি। যদ্যস্মান্মনুজেন্দ্র ত্বং ভর্তা ভৃত্যান্ন শাধি হি।। ৮
জগদদ্যাভিষিক্তং ত্বামনুপশ্যতু রাঘব। প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যাহ্নে দীপ্ততেজসম্।। ৯
তূর্যসঙ্ঘাতনির্ঘোষৈঃ কাঞ্চীনূপুরনিঃস্বনৈঃ। মধুরৈর্গীতশব্দৈশ্চ প্রতিবুধ্যস্ব শেষ্ব চ।। ১০
যাবদাবর্ততে চক্রং যাবতী চ বসুন্ধরা। তাবত্ত্বমিহ লোকস্য স্বামিত্বমনুবর্তয়।। ১১
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। তথেতি প্রতিজগ্রাহ নিষসাদাসনে শুভে।। ১২

শতোত্তর অষ্টাবিংশ (১২৮) সর্গ

ভরতের দ্বারা শ্রীরামকে রাজ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ। শ্রীরামের অযোধ্যানগরে গমন।
রাজ্যে অভিষেক। বানরদের প্রস্থান। গ্রন্থের মাহাত্ম্য।

কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন ভরত মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করে সত্য-পরাক্রম জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে বললেন— ।। ১ ।। আপনি আমার মাতাকে তাঁর আজ্ঞাপালনের দ্বারা পূজা করেছেন। এই রাজ্য আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। আপনি আমায় যেমন দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি আপনাকে এটি সমর্পণ করছি ।।২ ।। বলশালী বৃষ যদি গুরুভার একটি কিশোর বৃষের ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে যা হয়, তেমনি অবস্থা আমার। এই ভার আমি বহন করতে পারছি না ।।৩ ।। জলের তোড়ে সেতু ভেঙে যায়। রাজ্যের ছিদ্র বন্ধ করা যায় না। ভীষণ বন্ধন এই রাজ্য শাসন *(ছিদ্র হচ্ছে অধর্ম, অসত্য, অন্তর্বিপ্লব, বহিরাক্রমণ প্রভৃতি)* ।।৪ ।। হে বীর অরিন্দম, গর্দভ অশ্বের এবং বায়স হংসের গতি পেতে পারে না। তেমনি, আমিও আপনার স্থান অধিকার করতে অসমর্থ ।।৫।। যদি একটি বৃক্ষ ভালোভাবে রোপণ করা হয়, সেটি একদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল হয়ে উঠে। তাতে আরোহণ করাও দুঃসাধ্য হয় ।।৬।। সেটি যদি পুষ্পিত হয়েও ফল প্রসব না করে শুকিয়ে মরে যায়, যার জন্য সেই বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিলো, তার অভীষ্ট আর সিদ্ধ হয় না ।।৭ ।। হে রাজন্, আপনি যদি প্রভু হয়েও আমাদের মতো ভৃত্যদেরকে শাসন না করেন, তাহলে, হে বীর, আপনিও ঐ বৃক্ষেরই অবস্থা প্রাপ্ত হবেন ।।৮ ।। হে রাঘব, মধ্যাহ্ন আকাশে প্রকৃষ্টভাবে তাপদানকারী দীপ্ততেজা সূর্যের মতো অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত আপনাকে জগৎ আজ দেখুক ।।৯ ।। তূর্যধ্বনির শব্দ, কাঞ্চী এবং নূপুরের শিঞ্জন এবং মধুর গীত শুনতে শুনতে আপনি শুয়ে পড়ুন ও জেগেও উঠুন *(রাজার শয়নকালে এবং জাগরণকালে এতোসব ধ্বনির ব্যবস্থা থাকে)* ।। ১০ ।। যতোদিন এই জ্যোতিশ্চক্র আবর্তিত হবে, যতোদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততোদিন আপনি জগতের প্রভু হয়ে অবস্থান করুন ।। ১১ ।। শত্রুপুরবিজয়ী রাম ভরতের বাক্য শুনে— 'তাই হবে'- বলে রাজ্যভার প্রতিগ্রহ করলেন। এবং তারপরে পবিত্র আসনে করলেন উপবেশন ।। ১২ ।। অতঃপর শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় দক্ষ নাপিতেরা নিপুণহস্তে সত্বর রামচন্দ্রের ক্ষৌর কর্ম

ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্ধনাঃ। সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবং পর্যবারয়ন্।। ১৩
পূর্বন্তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাবলে। সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে।। ১৪
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ। মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্।। ১৫
প্রতিকর্ম চ রামস্য কারয়ামাস বীর্যবান্। লক্ষ্মণস্য চ লক্ষ্মীবানিক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।। ১৬
প্রতিকর্ম চ সীতায়াঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ। আত্মনৈব তদা চক্রুর্মনস্বিন্যো মনোহরম্।। ১৭
ততো বানরপত্নীনাং সর্বাসামেব শোভনম্। চকার যত্নাৎ কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা।। ১৮
ততঃ শত্রুঘ্নবচনাৎ সুমন্ত্রো নাম সারথিঃ। যোজয়িত্বাভিচক্রাম রথং সর্বাঙ্গশোভনম্।। ১৯
অগ্ন্যর্কামলসঙ্কাশং দিব্যং দৃষ্ট্বা রথং স্থিতম্। আরুরোহ মহাবাহু রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ২০
সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতী। স্নাতৌ দিব্যনিভৈর্বস্ত্রৈর্জগ্মতুঃ শুভকুণ্ডলৌ।। ২১
সর্বাভরণজুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ। সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগরমুৎসুকাঃ।। ২২
অযোধ্যায়াঞ্চ সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ। পুরোহিতং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ামাসুরর্থবৎ।। ২৩
অশোকো বিজয়শ্চৈব সিদ্ধার্থশ্চ সমাহিতাঃ। মন্ত্রয়ন্ রামবৃদ্ধ্যর্থমৃদ্ধ্যর্থং নগরস্য চ।। ২৪
সর্বমেবাভিষেকার্থং জয়ার্হস্য মহাত্মনঃ। কর্তুমর্হথ রামস্য যদ্যন্মঙ্গলপূর্বকম্।। ২৫
ইতি তে মন্ত্রিণঃ সর্বে সন্দিশ্য চ পুরোহিতঃ। নগরান্নির্যযুস্তূর্ণং রামদর্শনবুদ্ধয়ঃ।। ২৬
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবানঘঃ। প্রযযৌ রথমাস্থায় রামো নগরমুত্তমম্।। ২৭
জগ্রাহ ভরতো রশ্মীঞ্জুত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে। লক্ষ্মণো ব্যজনং তস্য মূর্ধ্নি সংবীজয়ংস্তদা।। ২৮

সাধন করলো ।। ১৩ ।। প্রথমে ভরত, তারপর মহাবলশালী লক্ষ্মণ, এবং পর্যায়ক্রমে বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ স্নান সমাপন করলেন।। ১৪ ।। রাম এবার জটা মুণ্ডন করালেন তথা কেটে ফেলে স্নান করলেন। সুন্দর মালা পরে গাত্রে সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা অনুলেপন করলেন। মহামূল্যবান বসনে সজ্জিত হয়ে তিনি সৌন্দর্যে জ্বল জ্বল করছিলেন ।। ১৫ ।। ইক্ষ্বাকু-কুলবর্ধন, শ্রীমান, বীর্যবান শত্রুঘ্ন দাদা রামকে সাজালেন। অতঃপর লক্ষ্মণেরও সজ্জা-সম্পাদন করলেন ।। ১৬ ।। সেই সময় দশরথের মনস্বিনী স্ত্রীগণ নিজের থেকেই সীতার সুন্দর সজ্জাকর্ম সম্পাদন করলেন ।। ১৭ ।। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা এবার আনন্দের সঙ্গে যত্নসহকারে সকল বানর-রমণীকে করলেন শোভিত ।। ১৮ ।। অনন্তর শত্রুঘ্নের কথায় সুমন্ত্র নামক সারথি সর্বাঙ্গ-সুন্দর রথে অশ্বযোজনা করে সেখানে নিয়ে এলো *(নির্লোভ, সহৃদয়, সত্যনিষ্ঠ রাম রাবণের পুষ্পক বিমানটিকে প্রকৃত মালিক কুবেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই,এখন নিজেদের পৈতৃক রথে চড়বেন)* ।। ১৯ ।। শত্রুপুরজয়ী মহাবীর রাম অগ্নি এবং সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল দিব্য রথটিকে দেখে তাতে আরোহণ করলেন ।।২০ ।। মহেন্দ্রের মতো দীপ্তিশালী সুগ্রীব এবং হনুমান স্নানান্তে স্বর্গীয় বস্ত্রের মতো বস্ত্রে এবং সুন্দর কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তাঁর অনুগামী হলেন ।।২১ ।। সুগ্রীবের পত্নীরা এবং সীতাদেবী সর্ববিধ অলঙ্কার এবং পবিত্র কুণ্ডলে সেজে নগর দেখার ঔৎসুক্যে তাঁদের পেছনে আসতে লাগলেন ।।২২ ।। এদিকে রাজা দশরথের মন্ত্রীরা পুরোহিতকে সামনে নিয়ে অভীষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলো *(লক্ষণীয় ঐ গৃহে এবং সমাজে পুরোহিতের গুরুত্ব শুধু ধর্মীয় নয়, যে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মে পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকার করা হতো)* ।।২৩ ।। ঐ মন্ত্রীরা হলো অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ। তারা অবহিত হয়ে রামের এবং নগরের অভ্যুদয়ের জন্য মন্ত্রণায় বসলো ।।২৪ ।। কর্মীদেরকে তারা বললো, মহাত্মা রামের যথাযোগ্য অভিষেকের জন্য যেসব মঙ্গলাচার করণীয়, তা সবই করো ।।২৫ ।। সেই মন্ত্রীরা সবাই এবং পুরোহিত এই আদেশ দিয়ে রামকে দর্শনের বুদ্ধিতে দ্রুত নগর হতে নির্গত হলেন ।।২৬ ।। এদিকে অশ্বযুক্ত রথে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো নিষ্পাপ রামও রথে চড়ে উত্তমনগরী অযোধ্যার দিকে চলতে লাগলেন ।।২৭ ।। ভরত তখন অশ্বের রজ্জু এবং শত্রুঘ্ন ছত্রধারণ করে চলেছেন। আর লক্ষ্মণ তাঁর মাথায় পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন ।। ২৮ ।। লক্ষ্মণ চামর হাতে একদিকে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে

শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ। অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।। ২৯
ঋষিসঙ্ঘৈস্তদাকাশে দেবৈশ্চ সমরুদগণৈঃ। স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ।। ৩০
ততঃ শত্রুঞ্জয়ং নাম কুঞ্জরং পর্বতোপমম্। আরুরোহ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ প্লবগর্ষভঃ।। ৩১
নব নাগসহস্রাণি যযুরাস্থায় বানরাঃ। মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সর্বাভরণভূষিতাঃ।। ৩২
শঙ্খশব্দপ্রণাদৈশ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ। প্রযযৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তাং পুরীং হর্ম্যমালিনীম্।। ৩৩
দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং সপুরঃসরম্। বিরাজমানং বপুষা রথেনাতিরথং তদা।। ৩৪
তে বর্ধয়িত্বা কাকুৎস্থং রামেণ প্রতিনন্দিতাঃ। অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।। ৩৫
অমাত্যৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব তথা প্রকৃতিভির্বৃতঃ। শ্রিয়া বিরুরুচে রামো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।। ৩৬
স পুরোগামিভিস্তূর্যৈস্তালস্বস্তিকপাণিভিঃ। প্রব্যাহরদ্ভির্মুদিতৈর্মঙ্গলানি বৃতো যযৌ।। ৩৭
অক্ষতং জাতরূপঞ্চ গাবঃ কন্যাঃ সহদ্বিজাঃ। নরা মোদকহস্তাশ্চ রামস্য পুরতো যযুঃ।। ৩৮
সখ্যঞ্চ রামঃ সুগ্রীবে প্রভাবঞ্চানিলাত্মজে। বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম হ্যাচচক্ষেই থ মন্ত্রিণাম।। ৩৯
শ্রুত্বা চ বিস্ময়ং জগ্মুরযোধ্যাপুরবাসিনঃ। বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম রাক্ষসানাঞ্চ তদ্বলম্।
বিভীষণস্য সংযোগমাচচক্ষেই থ মন্ত্রিণাম্।। ৪০
দ্যুতিমানেতদাখ্যায় রামো বানরসংযুতঃ। হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণামযোধ্যাং প্রবিবেশ সঃ।। ৪১
ততো হ্যভ্যুচ্ছ্রয়ন্ পৌরাঃ পতাকাশ্চ গৃহে গৃহে। ঐক্ষ্বাকাধ্যুষিতং রম্যমাসসাদ পিতুর্গৃহম্।। ৪২
অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রো ভরতং ধর্মিণাং বরম্। অর্থোপহিতয়া বাচা মধুরং রঘুনন্দনঃ।। ৪৩

রক্ষোরাজ বিভীষণ চন্দ্রের মতো শুভ্র আর একটি চামর দিয়ে ব্যজন করছেন ।।২৯ ।। আকাশে তখন ঋষিমণ্ডলী, দেবতারা এবং মরুদগণ রামের উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করছেন। সেই মধুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে ।।৩০ ।। বানররাজ মহাতেজস্বী সুগ্রীব তখন পাহাড়ের মতো উঁচু শত্রু নামক একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলো ।।৩১ ।। অন্য বানরেরা মানুষের রূপধারণ করে সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নয় হাজার হস্তীর উপর আরোহণ করে চলতে লাগলো ।।৩২ ।। শঙ্খের শব্দ এবং দুন্দুভির ধ্বনির সঙ্গে নরশ্রেষ্ঠ রাম সেই প্রাসাদমালায় শোভিত অযোধ্যানগরীর দিকে এগিয়ে চললেন *(অযোধ্যানগরীতে অট্টালিকাই ছিলো। ভাঙাচোরা গৃহ বা পর্ণকুটীর ছিলো না। সমৃদ্ধি এবং বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছে)* ।।৩৩ ।। অযোধ্যাবাসীরা দেখলো, অতিরথ রাম ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বশরীরে রথে বসে আসছেন ।।৩৪ ।। তারা 'জয়' শব্দে রামকে অভিনন্দিত করলো। রামও তাদেরকে অভিনন্দিত করলেন। তারপর এই জনগণ ভ্রাতৃবৃন্দ-পরিবৃত মহাত্মা রামের সামনে উচ্ছাসে পথ না আটকিয়ে পেছনে গিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে অনুগমন করতে লাগলো ।।৩৫ ।। তখন আমাত্যে,ব্রাহ্মণে এবং প্রজাপুঞ্জে পরিবেষ্টিত হওয়ায় সৌন্দর্যে নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো রাম শোভা পাচ্ছিলেন।। ৩৬।। এইভাবে তিনি চলতে লাগলেন। সামনে চলেছে তূরী, করতাল এবং স্বস্তিক হাতে নিয়ে বাদকেরা। মঙ্গলমন্ত্র-পাঠকেরা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে ঘিরে চলেছেন।।৩৭ ।। আতপ চাল আর যোগ হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা, গো, কন্যা এবং মিষ্টি নিয়ে জনগণ সামনে সামনে চলেছে ।।৩৮ ।। সেইসময় রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য, বায়ুপুত্র হনুমানের শক্তি এবং বানরদের সেই সব অদ্ভুত বীরকর্মের কথা মন্ত্রীদেরকে বলছিলেন।।৩৯ ।। বানরদের সেইসব বীরকর্ম এবং রাক্ষসদের শক্তির কথা শুনে অযোধ্যার নাগরিকেরা বিস্মিত হলো। অতঃপর তিনি বিভীষণের সঙ্গে সংযোগের কথা বললেন মন্ত্রীদেরকে ।।৪০।। বানরবৃন্দে পরিবৃত দীপ্তিমান রাম এই সব বলে হৃষ্টপুষ্ট জনগণে অধ্যুষিত অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন *(অযোধ্যায় দারিদ্র্য ও রোগ ছিলো না। ছিলো সুশাসন। তাই জনগণ ছিলো হৃষ্টপুষ্ট)* ।।৪১ ।। নগরবাসীরা প্রতিগৃহে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয়রা যে প্রাসাদে বাস করতেন, পিতার সেই রমণীয় গৃহে রাম প্রবেশ করলেন ।।৪২ ।। তারপর রাজপুত্র রঘুনন্দন রাম ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভরতকে অর্থসঙ্গত মধুরবাক্যে বললেন ।। ৪৩ ।। মহাত্মা পিতার ভবনে প্রবেশ করে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও

পিতুর্ভবনমাসাদ্য প্রবেশ্য চ মহাত্মনঃ। কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীমভিবাদ্য চ।। ৪৪
তচ্চ মদ্ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং মহৎ। মুক্তাবৈদূর্যসঙ্কীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয়।। ৪৫
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ। হস্তে গৃহীত্বা সুগ্রীবং প্রবিবেশ তমালয়ম্।। ৪৬
ততস্তৈলপ্রদীপাংশ্চ পর্যঙ্কাস্তরণানি চ। গৃহীত্বা বিবিশুঃ ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নেন প্রচোদিতাঃ।। ৪৭
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ। অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপয় প্রভো।। ৪৮
সৌবর্ণান্ বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণাং চতুরো ঘটান্। দদৌ ক্ষিপ্রং স সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান্।। ৪৯
যথা প্রত্যূষসময়ে চতুর্ণাং সাগরাম্ভসাম্। পূর্ণৈর্ঘটৈঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুত বানরাঃ।। ৫০
এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমাঃ। উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ।। ৫১
জাম্ববাংশ্চ হনূমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ। ঋষভশ্চৈব কলসান্ জলপূর্ণানথানয়ন্।। ৫২
নদীশতানাং পঞ্চানাং জলং কুম্ভৈরুপাহরন্। পূর্বাৎ সমুদ্রাৎ কলসং জলপূর্ণমথানয়ৎ।। ৫৩
সুষেণঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্। ঋষভো দক্ষিণাত্তূর্ণং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ।। ৫৪
রক্তচন্দনকর্পূরৈঃ সংবৃতং কাঞ্চনং ঘটম্। গবয়ঃ পশ্চিমাত্তোয়মাজহার মহার্ণবাৎ।। ৫৫
রত্নকুম্ভেন মহতা শীতং মারুতবিক্রমঃ। উত্তরাচ্চ জলং শীঘ্রং গরুড়ানিলবিক্রমঃ।। ৫৬
আজহার স ধর্মাত্মানিলঃ সর্বগুণান্বিতঃ। ততস্তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরানীতং প্রেক্ষ্য তজ্জলম্।। ৫৭
অভিষেকায় রামস্য শত্রুঘ্নঃ সচিবৈঃ সহ। পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদ্ভ্যশ্চ ন্যবেদয়ৎ।। ৫৮
ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ। রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সংন্যবেশয়ৎ।। ৫৯
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ। কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ গৌতমো বিজয়স্তথা।। ৬০
অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা। সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা।। ৬১

কৈকেয়ীকে প্রণাম করলেন ।। ৪৪ ।। বললেন, আমার নিজের যে বাসগৃহ সেটি মুক্তা ও বৈদূর্যমণিতে ভূষিত, অশোককুঞ্জে পরিশোভিত। সেটি সুগ্রীবকে নিবেদন করো *(সুগ্রীবকে নিজের থাকার ঘরে থাকতে দিয়ে সম্মানিত করেছেন)* ।। ৪৫ ।। তাঁর সেই কথা শুনে সত্যবিক্রম ভরত হাত ধরে সুগ্রীবকে সমাদরে সেই গৃহে নিয়ে গেলেন ।। ৪৬ ।। অতঃপর শত্রুঘ্নের নির্দেশে তৈলপ্রদীপ, ঘট ও চাদর নিয়ে ভৃত্যেরা ক্ষিপ্রগতিতে সেই গৃহে প্রবেশ করলো ।।৪৭ ।। অতঃপর রামানুজ মহাতেজস্বী ভরত সুগ্রীবকে বললেন, প্রভো, রামের অভিষেকের জন্য দূতদেরকে আদেশ দান করুন ।।৪৮ ।। সুগ্রীব তখন চারজন বানরদলপতিকে সর্বরত্ন বিভূষিত চারটি সোনার ঘট দ্রুত দিয়ে দিলেন ।।৪৯ ।। বললেন, ওহে বানরবৃন্দ, সাগরের জলে পূর্ণ করে প্রত্যুষে চারটি ঘট নিয়ে প্রতীক্ষা করবে।।৫০ ।। এই কথা সুগ্রীব বলার পর হাতীর মতো দেখতে বিশালকায় বানরেরা দ্রুতগামী গরুড়ের মতো আকাশে উড়ে গেলো ।।৫১।। জাম্ববান, হনুমান, বানর বেগদর্শী এবং ঋষভ-কলশগুলি জলে পূর্ণ করে নিয়ে এলো ।।৫২ ।। পাঁচশত নদীর জল কলশে তারা আহরণ করেছে। পূর্বসমুদ্রের জলে কলশ পূর্ণ করে নিয়ে এলো শক্তিমান সুষেণ ।।৫৩ ।। ঋষভ দক্ষিণসমুদ্র থেকে জল আনলো। ঘটটি রক্তচন্দনে লেপিত ছিলো ।।৫৪ ।। বায়ুর মতো বিক্রমশালী গবয় পশ্চিমদিকের মহাসাগর থেকে সুবর্ণ কলশীতে জল ভরে আনলো।। ৫৫ ।। সেই সোনার উত্তরসমুদ্র হতে জল নিয়ে সত্বর চলে এলো গরুড় আর বায়ুর মতো বিক্রমশালী হনুমান। সে মারুত-বিক্রম ।।৫৬ ।। হনুমান ধর্মাত্মা এবং সর্বগুণান্বিত। বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা জল আনা হলো। শত্রুঘ্ন সেই জল দেখলেন ।।৫৭ ।। রামের অভিষেকের জন্য শত্রুঘ্ন মন্ত্রীদেরকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এবং সুহৃদ্‌বর্গকে জানালেন, জল আনা হয়েছে ।।৫৮ ।। তারপর সংযতচরিত্র বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে সীতাসহ রামকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করালেন ।।৫৯ ।। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ, গৌতম এবং বিজয় অভিষেক করালেন ।।৬০ ।। স্বচ্ছ এবং সুগন্ধী জল নরশ্রেষ্ঠ রামের উপর সিঞ্চন করলেন এই ঋষিরা। বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন, ঠিক সেইরকমই হলো এখানে ।।৬১ ।। তারপর, ঋত্বিগ্‌গণ এবং ব্রাহ্মণবৃন্দ পূর্বে

ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা। যোধৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ।। ৬২
সর্বৌষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ। চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ সর্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গতৈঃ।। ৬৩
ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্। অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্।। ৬৪
তস্যান্বয়ে রাজানঃ ক্রমাদ্ যেনাভিষেচিতাঃ। সভায়াং হেমকৢপ্তায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ।। ৬৫
রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব বিচিত্রায়াং সুশোভনৈঃ। নানারত্নময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি।। ৬৬
কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। ঋত্বিগ্‌ভির্ভূষণৈশ্চৈব সমযোক্ষ্যত রাঘবঃ।। ৬৭
ছত্রং তস্য চ জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্। শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।। ৬৮
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ। মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপুষ্করাম্।। ৬৯
রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ। সর্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূষিতম্।। ৭০
মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ। প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।। ৭১
অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ। ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ।। ৭২
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভূবূ রাঘবোৎসবে। সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা।। ৭৩
দদৌ শতবৃষান্ পূর্বং দ্বিজেভ্যো মনুজর্ষভঃ। ত্রিংশৎকোটীর্হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ।। ৭৪
নানাভরণবস্ত্রাণি মহার্হাণি চ রাঘবঃ। অর্করশ্মিপ্রতীকাশাং কাঞ্চনীং মণিবিগ্রহাম্।। ৭৫
সুগ্রীবায় স্রজং দিব্যাং প্রযচ্ছন্মনুজাধিপঃ। বৈদূর্যময়চিত্রে চ চন্দ্ররশ্মিবিভূষিতে।। ৭৬
বালিপুত্রায় ধৃতিমানঙ্গদায়াঙ্গদে দদৌ। মণিপ্রবরজুষ্টং তং মুক্তাহারমনুত্তমম্।। ৭৭
সীতায়ৈ প্রদদৌ রামশ্চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভম্। অরজে বাসসী দিব্যে শুভান্যাভরণানি চ।। ৭৮

অভিসিঞ্চন করলেন। পরে কন্যারা, মন্ত্রীরা এবং অত্যন্ত আনন্দিত বনিগ্‌বৃন্দ তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।।৬২।। আকাশস্থ দেবতারা চারজন লোকপালের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সর্বৌষধি মিশ্রিত জলের দ্বারা তার অভিষেক সম্পাদিত করলেন।।৬৩।। পিতামহ ব্রহ্মা নিজের তৈরী রত্নভূষিত উজ্জ্বল মুকুট পরিয়ে মনুকে পুরাকালে অভিষিক্ত করেছিলেন।।৬৪।। তাঁর বংশ-ক্রমান্বয়ে পরবর্তী রাজারাও সেই মুকুটেই অভিষিক্ত হন। আজকে অযোধ্যার রাজসভা সোনা দিয়ে সাজানো। মূল্যবান রত্নে সজ্জিত।।৬৫।। নানাবিধ রত্নের দ্বারা খচিত রত্ন-সিংহাসন অভিষেকের জন্য বিধি-অনুসারে তৈরী করা হয়েছে।।৬৬।। মহাত্মা বশিষ্ঠ তাতে রামকে বসিয়ে ঐ মুকুট পরিয়ে অভিষিক্ত করলেন। ঋত্বিকেরা তাঁকে নানা অলঙ্কারে করলেন ভূষিত।।৬৭।। শত্রুঘ্ন তখন তাঁর মাথার ওপর শুভ্র মঙ্গলকর ছত্র ধারণ করলেন। বানরপতি সুগ্রীব শুভ্র চামর দিয়ে ব্যজন করতে লাগলো।।৬৮।। রক্ষোরাজ বিভীষণ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ আর একটি চামর ধারণ করলেন। একশত সোনার তৈরী পদ্মের মালায় তিনি হয়ে উঠেছেন ভাস্বর।।৬৯।। ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে পবনদেব সেই মালা নিয়ে এসেছেন। সর্বরত্নে তৈরী মণিরাজির দ্বারা শোভিত মুক্তহারও তিনি তাঁকে দিলেন।।৭০।। ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঐ মুক্তাহার রাজারামকে পরিয়ে দিলেন বায়ুদেবতা। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা গাইতে লাগলেন। অপ্‌সরোগণ লাগলেন নাচতে।।৭১।। ধীমান রাম অভিষেককালে এই সবের যোগ্যই ছিলেন। তখন পৃথিবী শস্যবতী হলো। বৃক্ষরাজি হলো ফলবান।।৭২।। রামের এই অভিষেক উৎসবে ফুলগুলি সুগন্ধে ভরপূর হলো। একলক্ষ অশ্ব, গাভী এবং বৃষ দান করলেন রাম।।৭৩।। নরশ্রেষ্ঠ রাম একশত বৃষ পূর্বেই ব্রাহ্মণদেরকে দান করলেন। আবার তিরিশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রাও দিলেন ব্রাহ্মণদেরকে।।৭৪।। মহামূল্য নানা অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করলেন রাম। সুগ্রীবকে দিলেন সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল মণি বসানো সোনার হার।।৭৫।। বালিপুত্র অঙ্গদকে দিলেন বৈদূর্যময় চন্দ্ররশ্মি-বিভূষিত দু'টি অঙ্গদ।।৭৬।। রামচন্দ্র সীতাকে দিলেন শ্রেষ্ঠমণিযুক্ত উত্তম মুক্তাহার।।৭৭।। চন্দ্রকিরণের মতো তার দ্যুতি। আরো দিলেন দু'টি বস্ত্র যাতে কখনো ধূলো লাগবে না। এবং দিলেন শুভ অলঙ্কারসকল।।৭৮।। জনকনন্দিনী

অবেক্ষমাণা বৈদেহী প্রদদৌ বায়ুসূনবে। অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী।। ৭৯
অবৈক্ষত হরীন্ সর্বান্ ভর্তারঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। তামিঙ্গিতজ্ঞঃ সম্প্রেক্ষ্য বভাবে জনকাত্মজাম্।। ৮০
প্রদেহি সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি ভামিনি। অথ সা বায়ুপুত্রায় তং হারমসিতেক্ষণা।। ৮১
তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়ো নয়ঃ। পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধির্যস্মিন্নেতানি নিত্যদা।। ৮২
হনূমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ষভঃ। চন্দ্রাংশুচয়গৌরেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ।। ৮৩
সর্বে বানরবৃদ্ধাশ্চ যে চান্যে বানরোত্তমাঃ। বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব যথার্হং প্রতিপূজিতাঃ।। ৮৪
বিভীষণোঽথ সুগ্রীবো হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা। সর্বে বানরমুখ্যাশ্চ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।। ৮৫
যথার্হং পূজিতাঃ সর্বে কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে জগ্মুরেব যথাগতম্।। ৮৬
ততো দ্বিবিদ-মৈন্দাভ্যাং নীলায় চ পরন্তপঃ। সর্বান্ কামগুণান্ বীক্ষ্য প্রদদৌ বসুধাধিপঃ।। ৮৭
দৃষ্ট্বা সর্বে মহাত্মানস্ততস্তে বানরর্ষভাঃ। বিসৃষ্টাঃ পার্থিবেন্দ্রেণ কিষ্কিন্ধাং সমুপাগমন্।। ৮৮
সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্। পূজিতশ্চৈব রামেণ কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুরীম্।। ৮৯
বিভীষণোঽপি ধর্মাত্মা সহ তৈর্নৈর্ঋতর্ষভৈঃ। লব্ধ্বা কুলধনং রাজা লঙ্কাং প্রায়ান্মহাযশাঃ।। ৯০
স রাজ্যমখিলং শাসন্নিহতারির্মহাযশাঃ। রাঘবঃ পরমোদারঃ শশাস পরয়া মুদা।।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলঃ।। ৯১
আতিষ্ঠ ধর্মজ্ঞঃ ময়া সহেমাং গাং পূর্বরাজাধ্যুষিতাং বলেন।
তুল্যং ময়া ত্বং পিতৃভির্ধৃতা যা তাং যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব।। ৯২
সর্বাত্মনা পর্যনুনীয়মানো যদা ন সৌমিত্রিরুপৈতি যোগম্।
নিযুজ্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে ততোঽভ্যষিঞ্চদ্ভরতং মহাত্মা।। ৯৩

সীতা নিজের কণ্ঠ হতে হার (রামপ্রদত্ত) খুলে নিয়ে হনুমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাকে দিয়ে দিলেন।।৭৯ ।। সব বানরদের দিকে এবং পতির দিকে সীতা মুহুর্মুহুঃ তাকাচ্ছিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ রাম তা দেখে সীতাকে বলছিলেন— ।। ৮০ ।। হে সুন্দরি, যার উপর তুমি তুষ্ট হয়েছো, তাকেই এই হার দান করো। তখন সুন্দরনেত্রা সীতা হনুমানকে সেই হার দিয়ে দিলেন ।।৮১ ।। তেজ, ধৈর্য, যশ, দক্ষতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতিজ্ঞান, পৌরুষ, বিক্রম এবং বুদ্ধি—এই সবই হনুমানে নিত্য অধিষ্ঠিত ।।৮২ ।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই হার গলায় পরে বেশ শোভা পাচ্ছিলেন। চন্দ্রকান্তির মতো গৌরবর্ণ হার ধারণ করে শুভ্র মেঘাবৃত পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো হনুমানকে ।।৮৩ ।। সব বানরবৃদ্ধ এবং অন্য যে সব শ্রেষ্ঠ বানর ছিলো, তাদের বস্ত্র এবং ভূষণের দ্বারা সম্বর্ধিত করা হলো ।।৮৪ ।। কর্মে যিনি ক্লেশ অনুভব করেন না সেই রামচন্দ্র এইভাবেই বিভীষণ, তারপরে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান এবং অন্যসব বানরমুখ্যকে অর্চনা করলেন।।৮৫।। তারা সবাই প্রভূত রত্ন এবং কাম্য বস্তুর দ্বারা অর্চিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে স্ব-স্ব স্থানে চলে গেলেন ।।৮৬ ।। অতঃপর শত্রুনাশক রাজা রাম দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকে তাদের ইচ্ছামতো ধন-রত্নাদি দান করলেন ।।৮৭।। মহাত্মা বানরবীরেরা সবাই এই অভিষেক দেখে রাজা রামের কাছে বিদায় নিয়ে কিষ্কিন্ধায় চলে গেলো ।।৮৮।। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রামের অভিষেক দেখে রামের দ্বারা স্পর্ধিত হয়ে কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রবেশ করলো ।।৮৯।। মহাযশস্বী ধর্মপ্রাণ রাজা বিভীষণও কুলধন লাভ করে সেই রাক্ষসপ্রধানদের সঙ্গে লঙ্কায় চলে গেলেন ।।৯০।। মহাযশস্বী, পরম উদার, রামচন্দ্র পরম আনন্দে সমগ্ররাজ্য শাসন করতে লাগলেন। একদিন ধর্মবৎসল রাম ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বললেন— ।।৯১।। হে ধর্মজ্ঞ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এইরাজ্য পালন করেছিলেন। আমার সঙ্গে এইরাজ্যে তুমিও প্রতিষ্ঠিত হও। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই রাজ্যভার বহন করেছিলেন। তুমিও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে আমার সঙ্গে এই ভার বহন করো ।।৯২ ।। সর্বতোভাবে অনুনয় করা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে সম্মত হলেন না। তখন মহাত্মা রাম এই রাজ্যের যৌবরাজ্যে ভরতকে অভিষিক্ত করলেন ।।৯৩ ।। রাজা দশরথের

পৌণ্ডরীকাশ্বমেধাভ্যাং বাজপেয়েন চাসকৃৎ। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পার্থিবাত্মজঃ।। ৯৪
রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ। শতাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্।। ৯৫
আজানুলম্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্। লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্।। ৯৬
রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্। ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃজ্জ্ঞাতিবান্ধবঃ।। ৯৭
ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্। ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ৯৮
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ। ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে।। ৯৯
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ। রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্।। ১০০
আসন্ বর্ষসহস্রাণি যথা পুত্রসহস্রিণঃ। নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ১০১
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ। রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ১০২
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ। কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ।। ১০৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ। স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ।। ১০৪
আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ। সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।। ১০৫
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ।। ১০৬
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্। আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।। ১০৭
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ।। ১০৮

পুত্র রাজা রাম বহুবার পৌণ্ডরীক, অশ্বমেধ, বাজপেয় এবং আরো নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের অর্চনা করলেন।।৯৪।। রাম দশহাজার বৎসর রাজ্যপালন করে প্রভূত অশ্ব ও দক্ষিণা দান করে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন (১০৬ নং শ্লোকে ১১ হাজার বৎসর রাজ্য পালনের কথা বলা হয়েছে)।। ৯৫।। রাম আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবক্ষা, প্রতাপশালী। লক্ষ্মণকে অনুচররূপে নিয়ে রাম এই রাজ্যরূপ পৃথিবী শাসন করলেন।।৯৬।। ধর্মাত্মা রাম উত্তম রাজ্যলাভ করে সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বান্ধবদের সঙ্গে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন।।৯৭।। রাম রাজ্য শাসন করার সময় কেউ বৈধব্যের কষ্ট পায় নি। সর্পাদি এবং ব্যাধিজনিত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিলো।।৯৮।। জগতে তখন দস্যু ছিলো না। অনর্থ কাউকেও স্পর্শ করতো না। বৃদ্ধদের বালকের জন্য শ্রাদ্ধ করতে হতো না (রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্য। চোর ডাকাত নেই; শিশুমৃত্যু নেই, অনর্থ নেই)।।৯৯।। সর্বত্র আনন্দ বিরাজ করতো। সবাই ছিলো ধর্মপরায়ণ। রামকে অনুসরণ করে কেউ কাউকেই হিংসা করতো না।।১০০।। রাম রাজ্যশাসন করার সময় জনসাধারণ হাজার বছর বেঁচে থাকতেন। পুত্রও তাদের হাজারসংখ্যক হতো। রোগ ছিলো না। শোকও হতো না।।১০১।। রামের রাজ্য শাসনকালে প্রজাদের মধ্যে শুধু "রাম, রাম", এই কথাই হতো। জগৎ রামময় হয়ে গিয়েছিলো।।১০২।। তখন তরুরাজির মূল দৃঢ় থাকতো। উপড়ে যেতো না। গাছে নিত্যই ফল উৎপন্ন হতো। ফুল ফুটতো নিত্য। প্রয়োজন অনুপাতে ইচ্ছানুসারে বৃষ্টির বর্ষণ হতো। বায়ু হয়েছিলো সুখস্পর্শ (মেঘদূতে উত্তরমেঘে অলকা বর্ণনায় এর প্রভাব দেখা যায়)।।১০৩।। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রেরা হয়েছিলো লোভশূন্য। নিজেদের কাছেই তুষ্ট থেকে তারা নিজ নিজ কর্মেই নিরত থাকতো।।১০৪।। রামের শাসনে প্রজারা ছিলো ধর্মপরায়ণ। কেউই তখন মিথ্যা কথা বলতো না। সকলেই উত্তম লক্ষণসম্পন্ন ছিলো। এবং সবাই ছিলো ধর্মপরায়ণ।।১০৫।। শ্রীমান রাম এইভাবে এগারো হাজার বৎসর ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। ঋষি বাল্মীকি এই আদিকাব্য পূর্বে রচনা করেছিলেন।।১০৬।। এই কাব্য ধর্ম, যশ ও আয়ুবর্ধক এবং রাজাদের বিজয়প্রদ।।১০৭।। যে মানুষ সর্বদাই এই রামায়ণ শুনবে, সে পাপ হতে মুক্ত হবে। পুত্রকামী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করবে।।১০৮।। রামের অভিষেকের সংবাদ শুনে

লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্। মহীং বিজয়তে রাজা রিপুংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি।। ১০৯
রাঘবেণ যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ। ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবপুত্রাস্তথা স্ত্রিয়ঃ।। ১১০
ভবিষ্যন্তি সদানন্দাঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ। শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি।। ১১১
রামস্য বিজয়ঞ্চেমং সর্বমক্লিষ্টকর্মণঃ। শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।। ১১২
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ। সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ।। ১১৩
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্বান্ প্রপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ।। ১১৪
শ্রবণেন সুরাঃ সর্বে প্রীয়ন্তে সম্প্রশৃণ্বতাম্। বিনায়কাশ্চ শাম্যন্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ।। ১১৫
বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ। স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা পুত্রান্ সূয়ুরনুত্তমান্।। ১১৬
পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্। সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।। ১১৭
প্রণম্য শিরসা নিত্যং শ্রোতব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্দ্বিজাৎ। ঐশ্বর্য পুত্রলাভৈশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ১১৮
রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা। প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।। ১১৯
আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। সাক্ষাদ্ রামো রঘুশ্রেষ্ঠঃ শেষো লক্ষ্মণ উচ্যতে।। ১২০
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ। প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্।। ১২১
দেবাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি গ্রহণাচ্ছ্রবণাৎ তথা। রামায়ণস্য শ্রবণে তৃপ্যন্তি পিতরঃ সদা।। ১২২
ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্। যে লিখন্তীহ চ নরাস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে।। ১২৩

জগতে মানুষ ঐশ্বর্য লাভ করবে। রাজা পৃথিবী বিজয় করবেন এবং শত্রুদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবেন।।১০৯।। রামকে পেয়ে যেমন মাতা কৌশল্যা, লক্ষ্মণকে পেয়ে মাতা সুমিত্রা এবং ভরতকে পেয়ে মাতা কৈকেয়ী জীবিত পুত্রের মাতা হয়েছিলেন। তেমনি অন্য নারীরা এই রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণে জীবিত পুত্রের জননী হবে।।১১০।। তারা সর্বদাই আনন্দে থাকবে এবং পুত্র-পৌত্র-যুক্ত হবে। এই রামায়ণ শ্রবণ করলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়।।১১১।। পূর্বে বাল্মীকি এই কাব্যরচনা করেছিলেন। এতে রয়েছে অক্লিষ্টকর্মা রামের বিজয়বার্তা। যে এই কাব্য শুনবে তার ঐ সব উপকার হবে।।১১২।। ক্রোধ জয় করে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই কাব্য শুনবে, সে অতি দুর্গতি হতে মুক্তিলাভ করবে। প্রবাস হতে ফিরে সকল বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবে।।১১৩।। পূর্বে বাল্মীকি রচিত এই কাব্য যারা শুনবে, তারা রামচন্দ্রের নিকট হতে সকল প্রার্থিত বর লাভ করবে।।১১৪।। এই রামায়ণ যারা শ্রবণ করে, তাদের প্রতি দেবগণ সন্তুষ্ট হন। যার গৃহে এই রামায়ণ থাকে তার বিঘ্নকারী গ্রহগণ শান্ত হয়ে যান *(শুধু পাঠ নয়, এই সদ্‌গ্রন্থ রচনা করলেও উপকার হয়)*।।১১৫।। এই সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণ করলে রাজা পৃথিবীকে জয় করতে পারেন, প্রবাসী ব্যক্তি সুখ লাভ করে। রজঃস্বলা রমণীরা এই রামায়ণ শুনে উত্তম পুত্র প্রসব করে।।১১৬।। এই পুরোনো ইতিহাস রামায়ণ পাঠ ও পূজা করলে মানুষ সকল পাপ হতে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে।।১১৭।। ক্ষত্রিয়েরা প্রণাম করে ব্রাহ্মণের মুখ হতে এই রামায়ণ নিত্য শুনবে। তাহলে নিঃসংশয়ে ঐশ্বর্য এবং পুত্রলাভ হবে।।১১৮।। সর্বদা যে এই রামায়ণ সম্পূর্ণ শোনে ও পাঠ করে সনাতন পুরুষ বিষ্ণু রাম তার ওপর সর্বদাই প্রসন্ন হন।।১১৯।। মহাবীর রাম হলেন সাক্ষাদ্ আদিদেব, নারায়ণ, হরি এবং মনু। তিনি রঘুবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ। আর লক্ষ্মণ হলেন ভগবান শেষ নাগ।।১২০।। এই হলো ঘটে-যাওয়া পুরোনো কাহিনী। তোমাদের কল্যাণ হোক। ভগবান বিষ্ণুর এই বলবীর্য কাহিনী তোমরা পাঠ করতে থাকো। তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক।।১২১।। রামায়ণ পাঠে ও শ্রবণে দেবতারা সকলে তুষ্ট হন, পিতৃপুরুষেরা সর্বদাই তৃপ্তি লাভ করেন।।১২২।। ঋষিরচিত এই রাম-সংহিতা ভক্তির সঙ্গে যারা এই জগতে লিখবে তাদের পরলোকে হবে স্বর্গবাস।।১২৩।। এই গভীর অর্থযুক্ত শুভকাব্য পাঠ শুনলে মানুষ

কুটুম্ববৃদ্ধিং ধনধান্যবৃদ্ধিং স্ত্রিয়শ্চ মুখ্যাঃ সুখমুত্তমঞ্চ।
শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং প্রাপ্নোতি সর্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিম্।। ১২৪
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভিরাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈঃ।। ১২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

এই পৃথিবীতেই সকল অভীষ্ট লাভ করবে। কুটুম্ব এবং ধন ও ধান্য তার বর্ধিত হবে। সুন্দরী স্ত্রী ও উত্তম সুখ লাভ হবে।। ১২৪ ।। এই রামায়ণ শ্রবণে আয়ু, আরোগ্য, যশ, সৌভ্রাতৃত্ব এবং শুভবুদ্ধি লাভ করা যায়। যারা সমৃদ্ধি চায়, সেই সজ্জনদের নিয়মপূর্বক এই রামায়ণ শ্রবণ করা উচিত ।।১২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টাবিংশ (১২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

যুদ্ধকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।



উত্তরকাণ্ডম্



"সম্মানার্থী সকলব্যক্তির কাছেই কন্যার পিতা
হওয়া দুঃখের কারণ, যেহেতু আগে থেকে
বোঝা যায় না যে, কেমন পুরুষ কন্যাকে
বরণ করবে। স্বীয় মাতৃকুল, আপন পিতৃকুল
এবং যে কুলে কন্যাকে
সম্প্রদান করা হবে সেই পতিকুল—কন্যা
এই তিন কুলকেই সংশয়াপন্ন করে থাকে।.... যতো ঐশ্বর্য
রয়েছে সংসারে, কালে সকলই
বিনষ্ট হয়ে যায়। উত্থান ঘটলে পতন
অবশ্যম্ভাবী। আর সে জন্যেই স্ত্রী,
পুত্র, বান্ধব এবং ধনে অধিক আসক্ত
হওয়া অনুচিত। কেননা এদের সঙ্গে
বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটে থাকে।"



উত্তরকাণ্ডম্

।। প্রথমঃ সর্গঃ।।

শ্রীরামসমীপে মহর্ষীণামাগমনম্, তৈঃ সহ রামস্য কথোপকথনম্, শ্রীরামস্য প্রশ্নশ্চ

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে। আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্।। ১
কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ। কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ।। ২
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা। অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা।। ৩
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্। নৃষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ কৌষেয়শ্চ মহানৃষিঃ।। ৪
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্। বসিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ।। ৫
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা। উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ।। ৬
সম্প্রাপ্যৈতে মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্। বিষ্ঠিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ।। ৭
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ। দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।। ৮
নিবেদ্যতাং দাশরথেঋর্ষয়ো বয়মাগতাঃ। প্রতীহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্।। ৯
সমীপং রাঘবস্যাশু প্রবিবেশ মহাত্মনঃ। নয়েঙ্গিতজ্ঞঃ সদ্বৃত্তো দক্ষো ধৈর্যসমন্বিতঃ।। ১০
স রামং দৃশ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্। অগস্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্।। ১১

শ্রীরামের কাছে মহর্ষিগণের আগমন। তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামের কথোপকথন। শ্রীরামের প্রশ্ন।

রাক্ষসদেরকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র অতঃপর নিজের রাজ্যলাভ করলেন। মুনিবৃন্দ অযোধ্যাপুরীতে এলেন তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্যে *(কোনো উচ্চতর পদে কেউ আসীন হলে একালে যেমন সকলে অভিনন্দিত করেন, শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠান, তেমনি একই ধরণের প্রথা সেকালেও চালু ছিলো। ব্রাহ্মণ, ঋষিরাও এই সামাজিক রীতি মেনে রামকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন)*।। ১ ।। পূর্বদিকে যাঁদের বাস সেই কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এসে উপস্থিত হলেন।।২ ।। স্বস্ত্যাত্রেয়, ভগবান নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, ভগবান অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ...।।৩।। যাঁরা দক্ষিণদিকে বাস করেন, তাঁরা সকলে অগস্ত্যের সঙ্গে অযোধ্যায় এলেন। নৃষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য এবং মহামুনি কৌশেয়,...।।৪।। পশ্চিমদিকে যাঁদের অবস্থান, তাঁরা শিষ্যগণের সঙ্গে আগমন করলেন। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম...।।৫।। জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ—এই সাতজন ঋষি *(এঁরাই সপ্তর্ষি নামে খ্যাত)*, যাঁরা নিত্য উত্তরদিকে বসবাস করেন, তাঁরাও অযোধ্যায় সমাগত হলেন *(বশিষ্ঠ অযোধ্যার কুলপুরোহিত ঠিকই কিন্তু তিনি দু'টি শরীরে অবস্থান করেন। এক শরীরে অযোধ্যায়, অন্যশরীরে সপ্তর্ষিমণ্ডলে। এখানে বশিষ্ঠের সেই দ্বিতীয় শরীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে)* ।।৬।। অগ্নিসম ওজস্বী মহাত্মাগণ শ্রীরামের রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালেন *(নিবেশনম্—রাজভবন)* ।।৭।। তাঁরা বেদ-বেদাঙ্গসহ নানান শাস্ত্রে বিশারদ। রাজভবনের দ্বারপালের অপেক্ষা করছেন। অবশেষে মুনিপ্রধান অগস্ত্য দ্বারপালকে বার্তা জ্ঞাপন করলেন।।৮।। দ্বারপালকে তিনি বললেন, দ্রুত দাশরথি রামকে জানাও, আমরা এসেছি। ত্বরিদপদে সে তখন রামের কাছে গেলো।।৯।। অগস্ত্য তাকে এও বলে দিলেন, আমরা ঋষিরা রাঘব রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কারণে সমাগত হয়েছি। রামের এই দ্বারপাল নীতিজ্ঞানী। আভাসে-ইঙ্গিতে বার্তাজ্ঞাপনে সে নিপুণ। সদাচারী সে। চতুর এবং ধৈর্যশীল।।১০।। শ্রীরাম। পূর্ণচন্দ্রের মতো ভাস্বর। তাঁর সকাশে গিয়ে সহসা সেই দ্বারপাল জানালো, ঋষিপ্রধান অগস্ত্য *(অন্য ঋষিদের সঙ্গে)* শ্রীরামের দর্শনাভিলাষে দ্বারে সমাগত।।১১।। সকালবেলার সূর্যের মতো দীপ্তিমান সেই মুনিমণ্ডলীর আগমনবার্তা শুনে রাম দ্বারপালকে জানালেন, তুমি গিয়ে তাঁদেরকে এখানে নিয়ে এসো। দেখো, তাঁদের

শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু বালসূর্যসমপ্রভান্। প্রত্যুবাচ ততো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাসুখম্।। ১২
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাস্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরানর্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্।। ১৩
রামোঽভিবাদ্য প্রযত আসনান্যাদিদেশ হ। তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু মহৎসু চ বরেষু চ।। ১৪
কুশান্তর্ধানদত্তেষু মৃগচর্মযুতেষু চ। যথার্হমুপবিষ্টাস্তে আসনেষ্বৃষিপুঙ্গবাঃ।। ১৫
রামেণ কুশলং পৃষ্টাঃ সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ। মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।
কুশলং নো মহাবাহো সর্বত্র রঘুনন্দন।। ১৬
ত্বাস্তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবম্। দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাজন্ রাবণো লোকরাবণঃ।। ১৭
নহি ভারঃ স তে রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্। সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ।। ১৮
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া।। ১৯
লক্ষ্মণেন চ ধর্মাত্মন্ ভ্রাত্রা ত্বদ্ধিতকারিণা। মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোঽদ্য বয়ং নৃপ।। ২০
দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ। অকম্পনশ্চ দুর্ধর্ষো নিহতাস্তে নিশাচরাঃ।। ২১
যস্য প্রমাণাদ্ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে। দিষ্ট্যা তে সমরে রাম কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ।। ২২
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ। দিষ্ট্যা তে নিহতা রাম মহাবীর্যা নিশাচরাঃ।। ২৩
কুম্ভশ্চৈব নিকুম্ভশ্চ রাক্ষসৌ ভীমদর্শনৌ। দিষ্ট্যা তৌ নিহতৌ রাম কুম্ভকর্ণসুতৌ মৃধে।। ২৪
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ কালান্তকযমোপমৌ। যজ্ঞকোপশ্চ বলবান্ ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ।। ২৫
কুর্বন্তঃ কদনং ঘোরমেতে শস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ। অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈর্দিষ্ট্যা বিনিহতাস্ত্বয়া।। ২৬
দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ। দেবতানামবধ্যেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি।। ২৭

যেন আবার কোনোরকমের কষ্ট না হয়।।১২।। মুনিবৃন্দ উপস্থিত হলে শ্রীরাম করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁদেরকে অর্চনা করলেন। অর্চনা করার আগেই উপস্থিত মুনিদের প্রত্যেককেই সাদরে দান করলেন এক একটি গাভী।।১৩।। বিনীতভাবে প্রণাম করে রাম মুনিদেরকে উপবেশন করার জন্য আসনদান করলেন। সে আসনগুলি ছিলো সোনা দিয়ে নকশা করা। উৎকৃষ্ট সেই আসন। আকারেও বেশ বড়ো।।১৪।। সেই আসনের উপর আবার কুশাসন-ব্যবহিত মৃগচর্ম পাতা ছিলো। মুনিশ্রেষ্ঠেরা যথাযোগ্যভাবে সেই আসনের উপর উপবিষ্ট হলেন।।১৫।। শিষ্য এবং গুরুজনদের সঙ্গে মুনিসকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন রাম। বেদজ্ঞ মহর্ষিরা তখন রামকে বললেন, হে মহাবাহো রাঘব, আমাদের সর্বত্র কুশল।।১৬।। সৌভাগ্যের কথা এই, শত্রু বধ করার পর আপনাকে আমরা কুশলের সঙ্গে প্রত্যাগত দেখছি। সমস্তলোকের আর্তনাদের মূল কারণ যে রাবণ, তাকে হত্যা করে হে রাজন্, আপনি পরম প্রশংসার্হ।।১৭।। রাম, আপনি ধনু গ্রহণ করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোককে অনায়াসে জয় করতে পারেন। সপুত্র এবং সপৌত্র রাবণ তো আপনার কাছে তুচ্ছ!।।১৮।। রাক্ষসরাজ রাবণকে আপনি হত্যা করেছেন। এবং বিজয়ীরূপে সীতার পাশে সহাবস্থানে আছেন। হে রাম, এই দেখে আমরা অন্তরে প্রীত হয়েছি।।১৯।। হে নরশ্রেষ্ঠ, হে ধর্মাত্মা, আপনার হিতে সদা-নিরত ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মায়েদের সঙ্গে অপরাপর ভায়েদেরকেও আমরা সৌভাগ্যবশতঃ আজ দেখলাম।।২০।। প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্ধর্ষ অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসেরা আপনার হাতে হত হয়েছে, এ আনন্দের বৈকি!।।২১।। হে রাম, শারীরিক উচ্চতা এবং স্থূলতায় যার সমান কেউ হতে পারে না, সেই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে আপনি নিপাতিত করেছেন। এর মতো সুখের সংবাদ আর কী হতে পারে?।।২২।। হে রঘূত্তম; ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমী রাক্ষস আপনার হাতে নিহত হয়েছে।।২৩।। রাম, কুম্ভকর্ণের পুত্রগণ, যারা অতি ভীষণদর্শন, সেই কুম্ভ এবং নিকুম্ভ যুদ্ধে আপনার দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে।।২৪।। কালান্তক যমসদৃশ যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত বলশালী যজ্ঞকোপ এবং ধূম্রাক্ষ নামক রাক্ষসকেও...।।২৫।। আপনি যমতুল্য বাণে নিহত করেছেন। এই নিশাচরেরা ছিলো অস্ত্রপারদর্শী এবং জগতের বিষম পীড়ার কারণ।।২৬।। রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলো দেবতাদেরো অবধ্য। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি তাকে বিনাশ করে বিজয়ী হয়েছেন, এ অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়।।২৭।। যুদ্ধে আপনি রাবণকে পরাভূত করেছেন, এও তেমন বেশী

সংখ্যে তস্য ন কিঞ্চিত্তু রাবণস্য পরাভবঃ। দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হতঃ।। ২৮
দিষ্ট্যা তস্য মহাবাহো কালস্যেবাভিধাবতঃ। মুক্তঃ সুররিপোর্বীর প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া।। ২৯
অভিনন্দাম তে সর্বে সংশ্রুত্যেন্দ্রজিতো বধম্। অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মহামায়াধরো যুধি।। ৩০
বিস্ময়স্ত্বেষ চাস্মাকং তং শ্রুত্বেন্দ্রজিতং হতম্। এতে চান্যে চ বহবো রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।। ৩১
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা বীরা রঘূণাং কুলবর্ধন। দত্ত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্।। ৩২
দিষ্ট্যা বর্ধসি কাকুৎস্থ জয়েনামিত্রকর্ষন। শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।। ৩৩
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। ভগবন্তঃ কুম্ভকর্ণং রাবণঞ্চ নিশাচরম্।। ৩৪
অতিক্রম্য মহাবীর্যৌ কিং প্রশংসথ রাবণিম্। মহোদরং প্রহস্তঞ্চ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্।। ৩৫
মত্তোন্মত্তৌ চ দুর্ধর্ষৌ দেবান্তক-নরান্তকৌ। অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্।। ৩৬
অতিকায়ং ত্রিশিরসং ধূম্রাক্ষঞ্চ নিশাচরম্। অতিক্রম্য মহাবীর্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্।। ৩৭
কীদৃশো বৈ প্রভাবোঽস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ। কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে।। ৩৮
শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ। যদি গুহ্যং ন চেদ্বক্তুং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্।। ৩৯
শক্রোঽপি বিজিতস্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ। কথঞ্চ বলবান্ পুত্রো ন পিতা তস্য রাবণঃ।। ৪০
কথং পিতুশ্চাপ্যধিকো মহাহবে শক্রস্য জেতা হি কথং স রাক্ষসঃ।
বরাশ্চ লব্ধাঃ কথয়স্ব মেঽদ্য পাপ্রচ্ছতশ্চাস্য মুনীন্দ্র সর্বম্।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

কিছু নয়। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে আপনি বিনাশ করিয়েছেন, এর মতো সৌভাগ্যজনক কোনোকিছুই হতে পারে না।।২৮।। হে মহাবাহো, কালসদৃশ আক্রমণকারী, দেবদ্রোহী রাক্ষসদের উপর আপনার বিজয় সংস্থাপিত হয়েছে দেখে আমরা অবশ্যই আনন্দিত।।২৯।। সর্বোপরি ইন্দ্রজিতের নিধন-সংবাদ শুনে আমরা সকলে আপনাকে অভিনন্দিত করছি, কেননা এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতীব মায়াবী। এবং যুদ্ধে সবারই অবধ্য।।৩০।। ইন্দ্রজিৎ হত হয়েছে—এ শুনে আমরা সাতিশয় বিস্মিত হয়েছি। সৌভাগ্যবশতঃ স্বেচ্ছারূপধারী ও বীর অন্যান্য রাক্ষসদেরকেও...।।৩১।। হে রঘুকুলবর্ধন, আপনি বধ করেছেন। জগতকে পরম পুণ্যময় অভয়দান করেছেন।।৩২।। বর্ধিত হচ্ছেন নিজের বিজয়-গরিমায়। ব্রহ্মজ্ঞ, পবিত্রাত্মা মুনিগণের এই বাক্যে...।।৩৩।। রাম অতীব বিস্মিত হলেন। করজোড়ে বলতে লাগলেন, ভগবান মহর্ষিগণ, রাক্ষসরাজ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ...*(এখানে মুনিদেরকেও মর্যাদাপুরুষোত্তম রাম ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। এইধরণের আখ্যা দেবার নীতি প্রচলিত। ঐশ্বর্যস্য চ বীর্যস্য শ্রিয়ো যশস এব চ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষড়ভগ ইতি কীর্তিতঃ।।)*।।৩৪।। প্রমুখ প্রবল পরাক্রমশালী বীরকে ছেড়ে সহসা কেন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, প্রভৃতি রাক্ষস,...।।৩৫।। মত্ত, উনমত্ত, দুর্ধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি বীরকে উল্লঙ্ঘন করে কেনই বা শুধু ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করছেন?।।৩৬।। অতিকায়, ত্রিশিরা এবং রাক্ষস ধূম্রাক্ষ ছিলো প্রবল-প্রতাপী বীর। তাদেরকে বাদ দিয়ে কেনই বা শুধু রাবণপুত্রের গুণসঙ্কীর্তন করছেন?।।৩৭।। ইন্দ্রজিতের প্রভাবই বা এমন কী ছিলো, কীইবা ছিলো তার এমন বল এবং পরাক্রম? অথবা কোন কারণে সে রাবণের চেয়ে অধিক গৌরবের পাত্র?।।৩৮।। এ বৃত্তান্ত যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, তা হলে তা আমি শুনতে চাই। বলুন। যদি গোপনীয় হয় এবং আপনাদের বলার অযোগ্য হয় তাহলে সানুনয়ে আপনাদের কাছে জানতে চাই...।।৩৯।। ইন্দ্রজিৎ কীভাবে ইন্দ্রকে জয় করেছিলো? কীভাবে সে বরলাভ করেছিলো? এবং কেনই বা পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ অধিক বলশালী হলো পিতা মহাপরাক্রমী রাবণ অপেক্ষা?।।৪০।। হে মুনীন্দ্র, মহাসমরে ইন্দ্রজিৎ কিভাবে পিতা রাবণ অপেক্ষা অধিক বলশালী, কিভাবে সে ইন্দ্রকে পরাভূত করে এবং কেমন করে সে বরলাভ করলো এই বৃত্তান্ত জানার জন্য আপনাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করছি। আপনি ঘটনামালা সবিস্তারে বলুন *(এখানে মুনীন্দ্র বলতে অগস্ত্য। মুনীন্দ্র—মুনিগণের মধ্যে যিনি অগ্রণী)*।।৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

মহর্ষিণা অগস্ত্যেন পুলস্ত্যস্য গুণানাং তত্তপসশ্চ বর্ণনম্, পুলস্ত্যতো বিশ্রবসোমূনেরুৎপত্তিকথনঞ্চ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ। কুম্ভযোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ।। ১
শৃণু রাম তথা বৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ। জঘান শত্রূন্ যেনাসৌ ন চ বধ্যঃ স শত্রুভিঃ।। ২
তাবত্তে রাবণস্যেদং কুলং জন্ম চ রাঘব। বরপ্রদানঞ্চ তথা তস্মৈ দত্তং ব্রবীমি তে।। ৩
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ। পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ।। ৪
নানুকীর্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্মতঃ শীলতস্তথা। প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ।। ৫
প্রজাপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ। ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্মহামতিঃ।। ৬
স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ। তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বাপ্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ।। ৭
তপস্তেপে স ধর্মাত্মা স্বাধ্যায়নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। গত্বাশ্রমপদং তস্য বিঘ্নং কুর্বন্তি কন্যকাঃ।। ৮
ঋষিপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ। ক্রীডন্ত্যোঽপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে।। ৯
সর্বর্তুষূপভোগ্যত্বাদ্ রম্যত্বাৎ কাননস্য চ। নিত্যশস্তাস্তু তং দেশং গত্বা ক্রীডন্তি কন্যকাঃ।। ১০
দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ। গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ।। ১১
মুনেস্তপস্বিনস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিন্দিতাঃ। অথ রুষ্টো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ।। ১২
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি। তাস্তু সর্বাঃ প্রতিশ্রুত্য তস্য বাক্যং মহাত্মনঃ।। ১৩

দ্বিতীয় (২) সর্গ

মহর্ষি অগস্ত্য দ্বারা পুলস্ত্যের গুণ ও তপস্যার কথা বর্ণনা। সেই সঙ্গে বিশ্রবামুনির উৎপত্তির কথা জ্ঞাপন।

রঘুবংশধর মহাত্মা রামের এই কথা শুনে মহাতেজস্বী কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁকে বললেন–।।১।। হে রাম, যেভাবে ইন্দ্রজিতের মহদ্ বল ও তেজ প্রকটিত হয় তা বলছি। শুনুন সেই কাহিনী যার প্রভাবে সে শত্রুসংহার করতো অথচ শত্রুর হাতে বিনষ্ট হতো না।।২।। হে রাঘব, কাহিনীর সর্বাগ্রে আমি আপনাকে রাবণের বংশ, জন্ম, বরদান ও বরপ্রাপ্তি বিষয়ে বলছি।।৩।। হে রাম, পূর্বে সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রভাবশালী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নাম মহর্ষি পুলস্ত্য। তিনি সাক্ষাদ্ ব্রহ্মার মতো তেজস্বী ছিলেন *(কৃতযুগ–সত্যযুগ)* ।।৪।। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর গুণ, ধর্ম ও চরিত্রের পূরোপূরি বর্ণনা দিতে আমি অপারগ। তাঁর নাম বলে পরিচয়ে এইটুকুই মাত্র বলতে পারি যে, তিনি প্রজাপতির পুত্র ছিলেন।।৫।। প্রজাপতির পুত্র হবার কারণে তিনি দেবগণের কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। অতি বুদ্ধিমান তিনি। নিজের উৎকৃষ্ট গুণসমূহের জন্য তিনি সকল লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।।৬।। একদা মুনি পুলস্ত্যের ধর্মাচরণের ইচ্ছা হলো। তিনি শ্রেষ্ঠপর্বত মেরুর সন্নিকটবর্তী তৃণবিন্দুর আশ্রমে গেলেন। সেখানেই বাস করতে লাগলেন।।৭।। ধর্মজ্ঞ মুনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে বেদ অধ্যয়ন এবং তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। সেসময়ে কন্যারা *(ঋষি, সর্প ও রাজর্ষিকন্যারা)* সেখানে গিয়ে তপস্যায় বিঘ্ন -উৎপাদন করতে লাগলো।।৮।। ঋষি, সর্প এবং রাজর্ষিগণের কন্যারা, তৎসহ অপ্সরারাও ওখানে খেলা করতে প্রায়শঃই উপস্থিত হতো।।৯।। সকল ঋতুতেই এই আশ্রমের বনদেশ ছিলো পরম উপভোগ্য। এবং রমণীয়। আর সে কারণেই কন্যারা প্রত্যহ ওখানে গিয়ে খেলা করতো।।১০।। পুলস্ত্য যেখানে অবস্থান করছিলেন সেই মনোরম স্থানে তারা গান, বাদ্যধ্বনি ও হাস্যপরিহাসে...।।১১।। মুনির তপস্যায় বিঘ্ন-উৎপাদন করতে লাগলো। তাতে অতীব রুষ্ট হয়ে মহাতেজস্বী মুনিবর পুলস্ত্য বললেন–।।১২।। এর পর থেকে যে কন্যা আমার চোখের সামনে আসবে, সে গর্ভধারণ করবে। মহাত্মার এই বাক্য শুনে...।।১৩।। তারা সকলে ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো। এবং সেই

ব্রহ্মশাপভয়াদ্ভীতাস্তং দেশং নোপচক্রমুঃ। তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেস্তনয়া ন শৃণোতি তৎ।। ১৪
গত্বাশ্রমপদং তত্র বিচচার সুনির্ভয়া। ন চাপশ্যচ্চ সা তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্।। ১৫
তস্মিন্ কালে মহাতেজাঃ প্রাজাপত্যো মহানৃষিঃ। স্বাধ্যায়মকরোৎ তত্র তপসা দ্যোতিতঃ স্বয়ম্।। ১৬
সা তু বেদশ্রুতিং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বৈ তপসো নিধিম্। অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা।। ১৭
বভুব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্বা তদ্দোষমাত্মনঃ। ইদং মে কিং ত্বিতি জ্ঞাত্বা পিতুর্গত্বাশ্রমে স্থিতা।। ১৮
তাস্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ। কিং ত্বমেতত্ত্বসদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ।। ১৯
সা তু কৃত্বাঞ্জলিং দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্। ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্।। ২০
কিন্তু পূর্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। পুলস্ত্যস্যাশ্রমং দিব্যমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্।। ২১
ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্। রূপস্য তু বিপর্যাসং দৃষ্ট্বা ত্রাসাদিহাগতা।। ২২
তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ। ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি অপশ্যদৃষিকর্মজম্।। ২৩
স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। গৃহীত্বা তনয়াং গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ।। ২৪
ভগবংস্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরেব ভূষিতাম্। ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুদ্যতাম্।। ২৫
তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে। শুশ্রূষণপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ২৬
তং ব্রুবাণন্তু তদ্ বাক্যং রাজর্ষিং ধার্মিকং তদা। জিঘৃক্ষুরব্রবীৎ কন্যাং বাঢমিত্যেব স দ্বিজঃ।। ২৭
দত্ত্বা তু তনয়াং রাজা স্বমাশ্রমপদং গতঃ। সাপি তত্রাবসৎ কন্যা তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ।। ২৮

আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করে দিলো। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা পুলস্ত্যের সেই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করে নি।।১৪।। যথারীতি পরের দিনও সে নির্ভয়ে আশ্রমে গিয়ে হাজির। সেখানে গিয়ে কোনো সখীকে সে দেখতে পেলো না।।১৫।। সেসময়ে প্রজাপতিতনয় মহাতেজা পুলস্ত্য নিজের তপস্যায় ভাস্বর হয়ে বেদ অধ্যয়নে নিরত ছিলেন।।১৬।। সেই বেদধ্বনি শ্রবণ এবং তপোধন পুলস্ত্যকে দর্শন করা মাত্র তৃণবিন্দু-তনয়ার দেহ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করলো। এবং তার মধ্যে গর্ভবতী হবার তাবৎ লক্ষণ প্রকটিত হলো।।১৭।। নিজের ভেতরকার আকস্মিক এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে তখন উদ্‌বিগ্নমনা হয়ে পড়লো। এ কী হলো? দুশ্চিন্তাবিমূঢ়া হয়ে সে পিতার আশ্রমমুখে গিয়ে দাঁড়ালো।।১৮।। মেয়ের এই অবস্থা দেখে তৃণবিন্দু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শরীরের এ হাল হলো কী করে? যে রূপ তুমি শরীরে ধারণ করেছো তা তো তোমার পক্ষে যোগ্য নয়!।।১৯।। করজোড়ে কন্যা তখন সেই তপোনিধিকে বললো, পিতঃ, কেন যে আমার এরকম রূপ হলো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।।২০।। কিছুক্ষণ আগে অবশ্য আমি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলাম। আমি একাই। গিয়েছিলাম আমার সখীদের অন্বেষণে।।২১।। সেখানে তো আমার কোনো সখীকেই আমি দেখতে পেলাম না, তদুপরি নিজের ভেতরে এই আকস্মিক রূপ-বৈকল্য লক্ষ্য করে ভয়ে এখানে ছুটে এসেছি।।২২।। রাজর্ষি তৃণবিন্দু। স্বীয় তপস্যায় প্রোজ্জ্বল। তিনি এবার ধ্যানমগ্ন হলেন। দেখলেন মহর্ষি পুলস্ত্যের প্রভাবে এই কাণ্ড ঘটেছে।।২৩।। ধ্যাননেত্রে পবিত্র-আত্মা মহর্ষির অভিশাপের কথা জেনে তৃণবিন্দু তখন নিজের মেয়েকে নিয়ে পুলস্ত্যাশ্রমে গেলেন। তাঁকে বললেন—।।২৪।। ভগবন্, আমার এই মেয়ে সাধ্বী। দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে গুণান্বিতা। হে মহর্ষি, কৃপা করে আপনি এই স্বয়মাগতা কন্যাকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন।।২৫।। আপনি তপস্যানিরত। স্বভাবতঃই আপনার ইন্দ্রিয়সকল শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। আমার এই মেয়ে সদাসর্বদা আপনার শুশ্রূষাকর্মে রতা থাকবে। এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।।২৬।। ধর্মাত্মা রাজর্ষি তৃণবিন্দু এভাবে প্রার্থনা জানালে ব্রহ্মর্ষি তাকে আশ্বস্ত করলেন। তাঁর মেয়েকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে বললেন, তাই হোক।।২৭।। কন্যাকে দান করে তৃণবিন্দু এবার নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। এদিকে তাঁর মেয়ে তখন পতির সন্তুষ্টিবিধান করে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।।২৮।। তৃণবিন্দুকন্যার চরিত্র ও সদাচারে মহাতেজা মুনি পুলস্ত্য তুষ্ট হলেন। আনন্দভরে

তস্যাস্তু শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ। প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ।। ২৯
পরিতুষ্টোঽস্মি সুশ্রোণি গুণানাং সম্পদা ভৃশম্। তস্মাদ্দেবি দদাম্যদ্য পুত্রমাত্মসমং তব।
উভয়োর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিশ্রুতম্।। ৩০
যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম। তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৩১
এবমুক্তা তু সা দেবী প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। অচিরেণৈব কালেনাসূত বিশ্রবসং সুতম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যশোধর্মসমন্বিতম্।। ৩২
শ্রুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাচাররতস্তথা। পিতেব তপসা যুক্তো হ্যভবদ্ বিশ্রবা মুনিঃ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তাকে বললেন—।।২৯।। সুন্দরি, তোমার গুণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেবি, এজন্যে আমি তোমাকে একটি পুত্র প্রদান করার ইচ্ছা করি। সেই পুত্র হবে আমারই মতো। পিতৃকুল এবং মাতৃকুল —উভয় কুলেরই সে প্রতিষ্ঠা বর্ধন করবে। প্রসিদ্ধ হবে 'পৌলস্ত্য' নামে।।৩০।। আমি যখন বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলাম, তুমি তখন নিবিষ্টমনা হয়ে এখানে এসে তা শ্রবণ করতে। তাই তোমার পুত্র 'বিশ্রবা' নামেও খ্যাতিলাভ করবে। এতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই।।৩১।। প্রসন্নমনে মহর্ষি পুলস্ত্য এই কথা বললে, সেই দেবী অচিরেই 'বিশ্রবা' নামক পুত্রের জননী হলেন। সেই পুত্র ত্রিলোকে বিখ্যাত হন। হন যশস্বী ও ধর্মশীল।।৩২।। বিশ্রবামুনি ছিলেন বেদজ্ঞ। সমদর্শী ও ব্রতপরায়ণ। তিনি ছিলেন পিতৃতুল তপস্বী ও ধর্মাচরণবিৎ।।৩৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

বিশ্রবসো বৈশ্রবণস্য (কুবেরস্য) উৎপত্তিঃ, তস্য তপস্যা, বরপ্রাপ্তিঃ, লঙ্কায়াং বাসশ্চ

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ। অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ।। ১
সত্যবাঞ্ছীলবান্ দান্তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ। সর্বভোগেষ্বসংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ।। ২
জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্ বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ। দদৌ বিশ্রবসে ভার্যাং স্বসুতাং দেববর্ণিনীম্।। ৩
প্রতিগৃহ্য তু ধর্মেণ ভরদ্বাজসুতাং তদা। প্রজান্বীক্ষিকয়া বুদ্ধ্যা শ্রেয়ো হ্যস্য বিচিন্তয়ন্।। ৪
মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ। স তস্যাং বীর্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্।। ৫
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্। তস্মিঞ্জাতে তু সংহৃষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ।। ৬

তৃতীয় (৩) সর্গ

বিশ্রবা মুনি হতে বৈশ্রবণ তথা কুবেরের উৎপত্তি। কুবেরের তপস্যা, বরপ্রাপ্তি ও লঙ্কানগরীতে বসবাস।

অনন্তর পুলস্ত্য-পুত্র মুনিপ্রধান বিশ্রবাও কিছুকালের মধ্যে পিতার মতোই তপস্যায় নিরত হলেন।।১।। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। ছিলেন চরিত্রবান ও জিতেন্দ্রিয়। স্বাধ্যায়পরায়ণ তিনি। পবিত্রকর্মা। ভোগে অনাসক্ত এবং সদা-ধর্মাচরণশীল।।২।। মহামুনি ভরদ্বাজ। বিশ্রবার উত্তম গুণগুলির বিষয়ে জেনে তিনি দেবাঙ্গনার মতো সুন্দরী নিজের কন্যাকে ভার্যারূপে বিশ্রবার হাতে অর্পণ করলেন।।৩।। ধর্মানুসারে ভরদ্বাজ-সুতার পাণিগ্রহণ করে জ্যোতিষসম্মতভাবে ভাবীপুত্রের শুভাশুভ ও শ্রেয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে...।।৪।। সেই পরম ধর্মজ্ঞ মুনিবর বিশ্রবা পত্নীর গর্ভে বীর্যবান পরম পরাক্রমী এক পুত্র উৎপাদন করলেন।।৫।। তাঁর সেই পুত্র ছিলো ব্রাহ্মণোচিত সকলগুণে গুণান্বিত। এই পুত্রের জন্মগ্রহণে পিতামহ পুলস্ত্য অত্যন্ত পুলকিত হলেন।।৬।। নবজাতকের মধ্যে সংসারের

দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি। নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্ধং দেবর্ষিভিস্তদা।। ৭
যস্মাদ্ বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব। তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেব বিশ্রুতঃ।। ৮
স তু বৈশ্রবণস্তত্র তপোবনগতস্তদা। অবর্ধতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ।। ৯
তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ। চরিষ্যে পরমং ধর্মং ধর্মো হি পরমা গতিঃ।। ১০
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে। যন্ত্রিতো নিয়মৈরুগ্রৈশ্চকার সুমহত্তপঃ।। ১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে তং তং বিধিমকল্পয়ৎ। জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ।। ১২
এবং বর্ষসহস্রাণি জগ্মুস্তান্যেকবর্ষবৎ। অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সেন্দ্রৈঃ সুরগণৈঃ সহ।। ১৩
গত্বা তস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মেদং বাক্যমব্রবীৎ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস কর্মণানেন সুব্রত।। ১৪
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বরার্হস্ত্বং মহামতে। অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্।। ১৫
ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং লোকরক্ষণম্। অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা।। ১৬
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধং বাঢমিত্যেব হৃষ্টবৎ। অহং বৈ লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ।। ১৭
যমেন্দ্র-বরুণানাঞ্চ পদং যৎ তব চেপ্সিতম্। তদ্ গচ্ছ বত ধর্মজ্ঞ নিধীশত্বমবাপ্নুহি।। ১৮
শক্রা-ম্বুপ-যমানাঞ্চ চতুর্থস্ত্বং ভবিষ্যসি। এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্যসন্নিভম্।। ১৯
প্রতিগৃহ্লীষ্ব যানার্থং ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামঃ সর্ব এব যথাগতম্।। ২০
কৃতকৃত্যা বয়ং তাত দত্ত্বা তব বরদ্বয়ম্। ইত্যুক্ত্বা স গতো ব্রহ্মা স্বস্থানং ত্রিদশৈঃ সহ।। ২১

শুভঙ্করী বুদ্ধি দেখে এবং ভবিষ্যতে সে 'ধনাধ্যক্ষ হবে' এই চিন্তা করে দেবর্ষিগণের সঙ্গে তিনি তার নামকরণ সংস্কার করে দিলেন।।৭।। এই পুত্র যেহেতু বিশ্রবার অপত্য এবং রূপে গুণে বিশ্রবারই মতো, তাই এর নাম 'বৈশ্রবণ' হিসেবেই সংসারে প্রখ্যাতি পাবে।।৮।। বৈশ্রবণ তপোবনে বাস করতে করতে আহুতি দিয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনের মতো বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং মহাতেজস্বী হলেন।।৯।। আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁর এরকমই মতি হলো, আমি উত্তম ধর্মাচরণ করবো। কেননা ধর্মই হলো পরম গতি।।১০।। এই চিন্তা করে তিনি ঘোর অরণ্যে সহস্রবৎসর তপস্যা করে ক্রমে অধিক কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হয়ে উৎকট তপস্যায় রত হলেন।।১১।। এক এক সহস্র বৎসর গত হলে তিনি নতুন নতুন বিধি অবলম্বন করে তপস্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। কখনো তিনি জলাহারী, কখনো বা বায়ু-গ্রাহীমাত্র। কখনো কখনো থাকতেন একেবারে নিরাহারী হয়ে।।১২।। এইভাবে তিনি সহস্র সহস্র বৎসরকে এক এক বছরের মতো অতিবাহিত করে যেতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে...।।১৩।। অতিশয় তেজস্বী ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে শোভনব্রতচারি, হে বৎস, তোমার কঠোর তপশ্চর্যায় আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি।।১৪।। মহামতি, তোমার কল্যাণ হোক। বলো, কোন বর তুমি ইচ্ছা করো? বরলাভের যোগ্য তুমি। বৈশ্রবণ এই কথা শুনে তখন আশ্রমে উপস্থিত পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন— ।।১৫।। ভগবন, লোকসকলের রক্ষাকল্পে আমি 'লোকপাল' হতে চাই। তাঁর বাক্যে তুষ্ট হয়ে...।।১৬।। দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা হৃষ্ট হয়ে বললেন, তথাস্তু। তাই হোক। আমি চতুর্থ লোকপাল পদ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছি।।১৭।। যম, ইন্দ্র এবং বরুণ যে লোকপাল পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, অভীষ্ট অনুসারে ঐ লোকপাল পদ তুমিও লাভ করবে। হে ধর্মজ্ঞ, সানন্দে এই পদ তুমি লাভ করো এবং অক্ষয় সম্পদের প্রভুত্ব লাভ করো।।১৮।। দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, যমলোকের প্রধান যমের মতোই তুমি চতুর্থ লোকপাল হবে। সূর্যসম তেজস্বী এই পুষ্পক বিমান...।।১৯।। তুমি যান হিসেবে গ্রহণ করো। দেবতাদের তুল্যতা প্রাপ্ত হও। তোমার কল্যাণ হোক। আমরা যেখান থেকে এসেছি এবার সেখানেই ফিরে যাবো।।২০।। বৎস, তোমাকে বর দু'টি দিয়ে আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করছি। দেবতাসহ পিতামহ ব্রহ্মা এই বলে স্বস্থানে চলে গেলেন।।২১।। ব্রহ্মাকে অগ্রে রেখে দেবগণ আকাশমার্গে চলে গেলে সংযতেন্দ্রিয় ধনাধিপতি নিজের পিতার সকাশে গিয়ে করজোড়ে

গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দেবেষ্বথ নভস্তলম্। ধনেশঃ পিতরং প্রাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতাত্মবান্।। ২২
ভগবঁল্লব্ধবানস্মি বরমিষ্টং পিতামহাৎ। নিবাসনং ন মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ।। ২৩
তং পশ্য ভগবন্ কঞ্চিন্নিবাসং সাধু মে প্রভো। ন চ পীডা ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ।। ২৪
এবমুক্তস্তু পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ। বচনং প্রাহ ধর্মজ্ঞ শ্রূয়তামিতি সত্তম।। ২৫
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ। তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা।। ২৬
লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা। রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী।। ২৭
তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে লঙ্কায়াং নাত্র সংশয়ঃ। হেমপ্রাকারপরিখা যন্ত্রশস্ত্রসমাবৃতা।। ২৮
রমণীয়া পুরী সা হি রুক্মবৈদূর্যতোরণা। রাক্ষসৈঃ সা পরিত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়ার্দিতৈঃ।। ২৯
শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ। শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভূস্তস্যা ন বিদ্যতে।। ৩০
স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্। নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কস্যচিৎ।। ৩১
এতচ্ছ্রুত্বা স ধর্মাত্মা ধর্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ। নিবাসয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্বতমূর্ধনি।। ৩২
নৈর্ঋতানাং সহস্রৈস্তু হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈঃ সদা। অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্য শাসনাৎ।। ৩৩
স তু তত্রাবৎ প্রীতো ধর্মাত্মা নৈর্ঋতর্ষভঃ। সমুদ্রপরিখায়াং স লঙ্কায়াং বিশ্রবাত্মজঃ।। ৩৪
কালে কালে তু ধর্মাত্মা পুষ্পকেণ ধনেশ্বর। অভ্যাগচ্ছদ্ বিনীতাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ হি।। ৩৫
স দেব-গন্ধর্বগণৈরভিষ্টুত স্তথাপ্সরোনৃত্য-বিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য ইবাবভাসয়ন্ পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ স বিত্তপঃ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

বললেন—।।২২।। ভগবন্, পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে আমি বাঞ্ছিত বর লাভ করেছি। কিন্তু প্রজাপতিদেব আমার জন্যে কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা তো করে দেন নি।।২৩।। পিতঃ, আপনি আমার জন্য এরকম একটি বাসস্থানের কথা উত্তমরূপে চিন্তা করুন, হে প্রভো, যেখানে বাস করলে কোনো প্রাণীরই কষ্ট হবে না।।২৪।। পুত্রের এই কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, সাধুদের শিরোমণি তুমি। তুমি আমার বাক্য শোনো।।২৫।। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে 'ত্রিকূট' নামে এক পর্বত রয়েছে। তার চূড়ায় ইন্দ্রের আবাস অমরাবতীর মতো এক বিশাল পুরী আছে।।২৬।। নাম তার লঙ্কা। বিশ্বকর্মা-নির্মিত সেই পুরী। রাক্ষসদের বসবাসের জন্য তৈরী হয়েছিলো। ইন্দ্রপুরীর মতোই মনোহারী সেই পুরী।।২৭।। বৎস, তোমার মঙ্গল হোক। নিঃসংশয়ে তুমি ঐ লঙ্কাপুরীতে বাস করো। পুরীটি স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতা। পরিখা-পরিবৃতা। যন্ত্র এবং শস্ত্র দ্বারা সমাবৃতা।।২৮।। রমণীয়া সেই পুরীর তোরণদ্বার সোনা আর বৈদূর্যমণি পরিশোভিত। বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসেরা সেই পুরী পরিত্যাগ করেছে।।২৯।। তারা সকলে রসাতলে আশ্রয় নিলে লঙ্কাপুরী শূন্য হয়েছে। এ যাবৎ তা শূন্য। এখনো সেই নগরীর কোনো পরিপালক নেই।।৩০।। পুত্র, সুখে বাস করার জন্যে তুমি সেখানে গমন করো। সেখানে বাস করলে তোমার কোনো দোষ হবে না এবং কারো দিক থেকে কোনোরকম বাধাও পাবে না।।৩১।। পিতার এই ধর্মসঙ্গত বচন শুনে ধর্মাত্মা বৈশ্রবণ ত্রিকূট পর্বতশীর্ষে নির্মিতা লঙ্কায় বসবাস করতে লাগলেন।।৩২।। তাঁর বসবাস শুরুর অল্প কিছুকালের মধ্যেই ঐ পুরী তাঁরই ইচ্ছায় ও আজ্ঞাক্রমে সমাগত, সতত আনন্দে-উল্লসিত রাক্ষসে ভরে গেলো।।৩৩।। সমুদ্রই যার পরিখা সেই লঙ্কাপুরীতে ধর্মাত্মা বৈশ্রবণ রাক্ষসদের রাজা হয়ে আনন্দিতচিত্তে বাস করতে লাগলেন।।৩৪।। ধর্মশীল ও বিনীত ধনাধিপতি মাঝেমধ্যেই পুষ্পক রথে চড়ে নিজের বাবা-মা'র সঙ্গে মিলিত হতেন।।৩৫।। দেবতা ও গন্ধর্বেরা তাঁর স্তব করতেন। অপ্সরাদের নৃত্যে মুখরিত থাকতো তাঁর ভবন। নিজের কিরণমালায় সূর্য যেমন চারদিককে আলোক-উজ্জ্বল করে তোলেন, তেমনি ধনপতি কুবের তাঁর নিজের তেজে চতুর্দিক সমুদ্ভাসিত করে পিতার কাছে যেতেন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসবংশবর্ণনম, হেতি-সুকেশ-বিদ্যুৎকেশানামুৎপত্তিশ্চ

শ্রুত্বাগস্ত্যেরিতং বাক্যং রামো বিস্ময়মাগতঃ। কথমাসীত্তু লঙ্কায়াং সম্ভবো রক্ষসাং পুরা।। ১
ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহম্। তমগস্ত্যং মুহুদৃষ্ট্বা স্ময়মানোঽভ্যভাষত।। ২
ভগবন্! পূর্বমপ্যেষা লঙ্কাসীৎ পিশিতাশিনাম্। শ্রুত্বেদং ভগবদ্বাক্যং জাতো মে বিস্ময়ঃ পরঃ।। ৩
পুলস্ত্যবংশাদুদ্‌ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্। ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্তিতস্ত্বয়া।। ৪
রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্ বিকটাদপি। রাবণস্য চ পুত্রেভ্যঃ কিং নু তে বলবত্তরাঃ।। ৫
ক এষাং পূর্বকো ব্রহ্মন্ কিং নামা চ বলোৎকটঃ। অপরাধঞ্চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্।। ৬
এতদ্ বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ। কুতূহলমিদং মহ্যং নুদ ভানুর্যথা তমঃ।। ৭
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্। অথ বিস্ময়মানস্তমগস্ত্যঃ প্রাহ রাঘবম্।। ৮
প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ। তাসাং গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ।। ৯
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ। কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দিতাঃ।। ১০
প্রজাপতিস্তু তান্ সর্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব। আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদ।। ১১
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ। ভুঙ্‌ক্ষিতাভুঙ্‌ক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ।। ১২

চতুর্থ (৪) সর্গ

রাক্ষসকুলের বর্ণনা। হেতি, সুকেশ ও বিদ্যুৎকেশের উৎপত্তি-কথন।

অগস্ত্যের বাক্য শুনে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে লঙ্কায় রাক্ষসদের উৎপত্তি হয়েছিলো?।।১।। বিস্ময়বিমূঢ় রাম মাথা হেলিয়ে ত্রেতাগ্নিসদৃশ তেজস্বি-শরীরধারী সেই মহামুনি অগস্ত্যকে বারংবার দেখতে লাগলেন। ঈষদ্ লাস্যময়তায় নিজের বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত করে বললেন—*(ত্রেতাগ্নি—গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়—এই তিনপ্রকার অগ্নি। যজ্ঞকালে লাগে)* ।।২।। ভগবান, পূর্ববর্তীকালেও এই লঙ্কানগরী মাংসভক্ষক রাক্ষস-পরিবৃত ছিলো—আপনার এই বাক্য অবহিত হয়ে আমার মধ্যে অতীব বিস্ময় উৎপাদিত হচ্ছে।।৩।। পূর্বে আমি শ্রুত হয়েছিলাম যে, রাক্ষসগণ পুলস্ত্যকুল থেকেই জাত। কিন্তু বর্তমানে তো আপনি অপর কোনো কুলের কীর্তি গান করছেন।।৪।। আপনার দ্বারা যে রাক্ষসসমূহের বিষয় বর্ণিত হলো, তারা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণ-সুতগণের অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান?।।৫।। হে ব্রহ্মন্, তাদের মধ্যে কে আগে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই অতি-বলবান রাক্ষসের নামই বা কি? বিষ্ণু তাদের কি প্রকারে লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেন এবং কোন অপরাধ হেতু?।।৬।। হে অনঘ, সবিস্তারে আমাকে ঘটনামালা বলুন। আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করুন, যে প্রকারে অংশুমালী সূর্যদেব তমসা নাশ করেন *(অনঘ—নিষ্পাপ)* ।।৭।। অর্থসংস্কারে অলঙ্কৃত রাঘব রামের এই শোভন বাক্য শ্রবণ করে বিস্ময়াবিষ্ট অগস্ত্য তাঁকে বললেন—।।৮।। পুরাকালে শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমল-সঞ্জাত প্রজাপতি ব্রহ্মা জলরাশি সৃষ্টি করে তাতে বিবিধ জলজন্তুর সৃষ্টি করেন।।৯।। জলজ প্রাণিকুল এবার ক্ষুৎ-পিপাসা ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জন্মদাতা ব্রহ্মা সকাশে সবিনয়ে উপস্থিত হলো এই বলে—আমরা এখন করবো কি?।।১০।। মানদ রাম, প্রজাপতি তাদেরকে সুপ্রসন্নবাক্যে বললেন, তোমরা এই জলরাশিকে সযত্নে রক্ষা করো *(মানদ-মানদানকারী)* ।।১১।। ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর সেই প্রাণিগণের একাংশ বললো, আমরা এই সলিলরাশিকে রক্ষা করবো। অন্যরা বললো, আমরা বারিরাশির পূজা করবো। তা শুনে ব্রহ্মা বললেন—*(যক্ষণ—পূজা, ভূতকৃৎ—ভূত অর্থাৎ প্রাণিকুলকে যিনি সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মা)* ।।১২।। তোমরা যারা 'রক্ষা করবো' এই বাক্য

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ। যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ।। ১৩
তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসাধিপৌ। মধুকৈটভসঙ্কাশৌ বভূবতুররিন্দমৌ।। ১৪
প্রহেতির্ধার্মিকস্তত্র তপোবনগতস্তদা। হেতির্দারক্রিয়ার্থে তু পরং যত্নমথাকরোৎ।। ১৫
স কালভগিনীং কন্যাং ভয়াং নাম মহাভয়াম্। উদাবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ।। ১৬
স তস্যাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ। পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্।। ১৭
বিদ্যুৎকেশো হেতিপুত্রঃ স দীপ্তার্কসমপ্রভঃ। ব্যবর্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্য ইবাম্বুজম্।। ১৮
স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ। ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্তুং ব্যবসিতঃ পিতা।। ১৯
সন্ধ্যাদুহিতরং সোঽথ সন্ধ্যাতুল্যাং প্রভাবতঃ। বরয়ামাস পুত্রার্থং হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ।। ২০
অবশ্যমেব দাতব্যা পরস্মৈ সেতি সন্ধ্যয়া। চিন্তয়িত্বা সুতা দত্ত বিদ্যুৎকেশায় রাঘব।। ২১
সন্ধ্যায়াস্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যুৎকেশো নিশাচরঃ। রমতে স তয়া সার্ধং পোলোম্যা মঘবানিব।। ২২
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম! সালকটঙ্কটা। বিদ্যুৎকেশাদ্ গর্ভমাপ ঘনরাজিরিবার্ণবাৎ।। ২৩
ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং ঘনগর্ভসমপ্রভম্। প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্।
সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যুৎকেশরতার্থিনী।। ২৪
রেমে তু সার্ধং পতিনা বিস্মৃত্য সুতমাত্মজম্। উৎসৃষ্টস্তু তদা গর্ভো ঘনশব্দসমস্বনঃ।। ২৫
তয়োৎসৃষ্টঃ স তু শিশুঃ শরদর্কসমদ্যুতিঃ। নিধায়াস্যে স্বয়ং মুষ্টিং রুরোদ শনকৈস্তদা।। ২৬

বলে আমার কাছে অঙ্গীকৃত হলে তারা 'রাক্ষস' বলে খ্যাত হবে। আর যারা 'পূজা করবো'-এই বাক্য উচ্চারণ করলে তারা পরিচিত হবে 'যক্ষ' নামে।। ১৩।। রাক্ষসদের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভ্রাতা ছিলো। তারা রাক্ষসকুলের অধিপতি। শত্রুদমনে পারঙ্গম এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলো মধু ও কৈটভ-সমান বলবান।। ১৪।। ধর্মাত্মা প্রহেতি অতঃপর তপস্যাকল্পে তপোবন সন্নিধানে গমন করলো। অন্যদিকে হেতি হলো বিবাহ হেতু প্রযত্নবান।। ১৫।। অপ্রমেয় আত্মবলে বলীয়ান ও বুদ্ধিমান হেতি এবার নিজের চেষ্টায় *(প্রার্থনাপূর্বক)* 'কালে'র সহোদরা ভীষণা ভয়ার পাণিগ্রহণ করে।। ১৬।। রাক্ষসপ্রধান হেতি। পত্নী ভয়ার গর্ভে জন্ম দিলেন বিদ্যুৎকেশ নামক পুত্রের। নিজেকে প্রতিপন্ন করালেন সন্তানবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে।। ১৭।। হেতির পুত্র মহাতেজস্বী বিদ্যুৎকেশ দীপ্তিশীল সূর্যসদৃশ প্রভান্বিত হয়ে জলের মধ্যে অবস্থিত পদ্মের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলো *(ইবাম্বুজম্—জলে যার জন্ম, পদ্ম)*।। ১৮।। সেই নিশাচর যখন ক্রমে উত্তম যৌবন সমাগমে বর্ধিত হচ্ছে তখন পিতা হেতি তার বিবাহ নিশ্চয় করলো।। ১৯।। রাক্ষসপ্রমুখ হেতি নিজপুত্রের বিবাহ নিমিত্ত সন্ধ্যার সমান প্রভাবসম্পন্না সন্ধ্যা-সুতাকে বরণ করলো।। ২০।। রাঘব, সন্ধ্যা ভাবলেন, যেহেতু কন্যাকে কারো না কারো সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে তখন বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে বিবাহ দিতেই বা আপত্তি কি? তিনি বিদ্যুৎকেশকে কন্যাদান করলেন।। ২১।। রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যা-তনয়াকে লাভ করে সেইভাবে রমণ করতে লাগলো যেমতো দেবরাজ ইন্দ্র করেন পুলোমাসুতা শচীর সঙ্গে *(পোলোম্যা —পুলোমা কন্যা, শচী। মঘ—ইন্দ্র)*।। ২২।। রাম, অনন্তর কিছুকালের মধ্যেই সন্ধ্যাকন্যা সালকটঙ্কটা বিদ্যুৎকেশের কাছ থেকে গর্ভধারণ করলো। ঠিক যেমনটি সমুদ্রের জল ধারণ করে মেঘরাজি প্রকটিত হয়।। ২৩।। অতঃপর সেই রাক্ষসী মন্দরপর্বতে গিয়ে বিদ্যুৎসম দীপ্তিমান একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো। এবার বিদ্যুৎকেশের রতিপ্রার্থিনী সালকটঙ্কটা মন্দরাচলেই নবজাত শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। ঠিক যেমনটি দেবী গঙ্গা শিববীর্য পাবার পর তার তেজ সহ্য করতে না পেরে তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন তেমনি।। ২৪।। আত্মজ শিশুপুত্রকে বিস্মৃত হয়ে সালকটঙ্কটা আপন পতির সঙ্গে দেহমিলনে রত রইলো। এদিকে পরিত্যক্ত সেই গর্ভ মেঘবৎ শব্দ করতে লাগলো *(এখানে 'গর্ভ' শব্দ 'শিশু' শব্দের সমার্থক)*।। ২৫।। সেই শিশুর শরীরের কান্তি ছিলো শরৎকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। মাতা-পরিত্যক্ত সেই শিশু স্বীয় মুষ্টি মুখোপরি রেখে ধীরে ধীরে রোদন আরম্ভ করলো *(শরদর্ক= শরৎ + অর্ক। অর্ক—সূর্য)*।। ২৬।। ঠিক সেইসময়ে বায়ুমার্গে বৃষোপরি আরোহণ করে পার্বতীসহ দেবাদিদেব শিব যাচ্ছিলেন। তাঁরা ঐ ক্রন্দনরব শ্রুত হলেন।। ২৭।। রোরুদ্যমান

ততো বৃষভমাস্থায় পার্বত্যা সহিতঃ শিবঃ। বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্।। ২৭
অপশ্যদুময়া সার্ধং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্। কারুণ্যভাবাৎ পার্বত্যা ভবস্ত্রিপুরসূদনঃ।। ২৮
তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে মাতুরেব বয়ঃসমম্। অমরঞ্চৈব তং কৃত্বা মহাদেবোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ।। ২৯
পুরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্বত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া। উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসীনাং নৃপাত্মজ।। ৩০
সদ্যোপলব্ধির্গর্ভস্য প্রসূতিঃ সদ্য এব চ। সদ্য এব বয়ঃপ্রাপ্তির্মাতুরেব বয়ঃ সমম্।। ৩১
ততঃ সুকেশো বরদানগর্বিতঃ শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্শ্বতঃ।
চচার সর্বত্র মহান্ মহামতিঃ খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

রাক্ষসসন্তানের উপর তাঁরা দৃষ্টিপাত করলেন। পার্বতী-চিত্তে করুণার উদ্রেক হলো।।২৮।। পার্বতীকর্তৃক অনুপ্রাণিত মহাদেব মহেশ্বর সেই রাক্ষসতনয়কে মাতার তুল্য বয়স অর্থাৎ নবযৌবন দান করলেন এবং পার্বতীর প্রীতিকামনায় সেই অবিনাশী নির্বিকার মহাদেব তাকে অমরত্ব দান করলেন। দান করলেন আকাশচারী একটি পুর অর্থাৎ নগরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক বিমান। হে রাজকুমার, দেবী পার্বতীও এরপর এমতো বরদান করলেন যে, আজ থেকেই রাক্ষসীরা সত্বর গর্ভগ্রহণ করবে এবং সদ্যই তা প্রসব করবে। আর প্রসূত হওয়ামাত্রই শিশু মাতাবৎ বয়ঃক্রম লাভ করবে।।২৯-৩১।। এভাবেই শঙ্করের নিকট হতে বরলাভে গর্বিত হয়ে বিদ্যুৎকেশপুত্র মহামতি সুকেশ শিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও আকাশচারী পুর-বিমান নিয়ে অবাধগতিতে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলো। ঠিক পুরন্দরের ন্যায় *(পুরন্দর—ইন্দ্র)* ।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

সুকেশস্য পুত্রাণাং মালি-সুমালি-মাল্যবতাং তৎ সন্তানানাঞ্চ বর্ণনম্

সুকেশং ধার্মিকং দৃষ্ট্বা বরলব্ধঞ্চ রাক্ষসম্। গ্রামণীর্নাম গন্ধর্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ।। ১
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী।। ২
তাং সুকেশায় ধর্মাত্মা দদৌ রক্ষঃশ্রিয়ং যথা। বরদানকৃতৈশ্বর্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্।। ৩
আসীদ্দেববতী তুষ্টা ধনং প্রাপ্যেব নির্ধনঃ। স তয়া সহ সংযুক্তো ররাজ রজনীচরঃ।। ৪
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তঃ করেণ্বেব মহাগজঃ। ততঃ কালে সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব।। ৫

পঞ্চম (৫) সর্গ

মাল্যবান, সুমালী ও মালী-প্রমুখ সুকেশ-তনয়গণের বর্ণন

অনন্তর একদিন বিশ্বাবসুবৎ দীপ্তিমান গ্রামণী নামক গন্ধর্ব রাক্ষস সুকেশকে ধর্মাত্মা ও বরপ্রাপ্তিতে বৈভবসম্পন্ন দেখে *(বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব)*...।।১।। ত্রিলোকে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় রূপযৌবনশালিনী বলে প্রখ্যাতা স্বীয় কন্যা দেববতীকে,...।।২।। রাক্ষসগণের মূর্তিমতী রাজলক্ষ্মীতুল্য করে সুকেশের কাছে অর্পণ করলেন। বরদানে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যযুক্ত প্রিয় পতিকে লাভ করে...।।৩।। দেববতী ঠিক তেমনটি তুষ্ট হলেন, যেমনটি ধনপ্রাপ্তিতে নির্ধন ব্যক্তিরা হৃষ্ট হয়। দেববতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাক্ষস সুকেশও শোভাপ্রাপ্ত হলেন...।।৪।। যেমনটি শোভান্বিত হয় অঞ্জন নামক দিগ্‌গজ-জাত কোনো গজ অপর কোনো হস্তিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে। হে রাঘব, কালক্রমে সুকেশ সন্তান-উৎপাদন করলেন।।৫।। সুকেশ দেববতীর গর্ভে তিনপুত্রের জন্ম দিলেন। ত্রেতাগ্নি তথা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই

ত্রীন্ পুত্রান্ জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্। মাল্যবন্তং সুমালিঞ্চ মালিঞ্চ বলিনাং বরম্।। ৬
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ। ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রাঃ স্থিতাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।। ৭
ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাময়াঃ। ত্রয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ।। ৮
বিবৃদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়োপেক্ষিতা ইব। বরপ্রাপ্তিং পিতুস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্যং তপোবলাৎ।। ৯
তপস্তপ্তুংগতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ। প্রগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম।। ১০
বিচেরুস্তে তপো ঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্। সত্যার্জবশমোপেতৈস্তপোভির্ভুবি দুর্লভৈঃ।। ১১
সন্তাপয়ন্তস্ত্রীঁল্লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্। ততো বিভুশ্চতুর্বক্ত্রো বিমানবরমাশ্রিতঃ।। ১২
সুকেশপুত্রানামন্ত্র্য বরদোঽস্মীত্যভাষত। ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা সেন্দ্রৈর্দেবগণৈর্বৃতম্।। ১৩
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে বেপমানা ইব দ্রুমাঃ। তপসারাধিতো দেব যদি নো দিশসে বরম্।। ১৪
অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ। প্রভবিষ্ণো ভবামেতি পরস্পরমনুব্রতাঃ।। ১৫
এবং ভবিষ্যথেত্যুক্ত্বা সুকেশতনয়ান্ বিভুঃ। স যযৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ।। ১৬
বরং লব্ধ্বা তু তে সর্বে রাম রাত্রিঞ্চরাস্তদা। সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে বরদানসুনির্ভয়াঃ।। ১৭
তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ। ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ।। ১৮
অথ তে বিশ্বকর্মাণং শিল্পিনাং বরমব্যয়ম্। উচুঃ সমেত্য সংহৃষ্টা রাক্ষসা রঘুসত্তম।। ১৯

তিনরকমের অগ্নিসম তেজস্বী তিনপুত্র। তারা হলো—মাল্যবান, সুমালী এবং বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মালী।।৬।। ত্রিনেত্র শঙ্করের ন্যায় শক্তিমান তিনপুত্রকে দেখে রাক্ষসরাজ সুকেশ অন্তরে অতীব আহ্লাদিত হলেন। তারা তিনজনে ত্রিলোকবৎ সুস্থির, ত্রেতাগ্নিসম তেজস্বী,...।।৭।। তিন মন্ত্র তথা ঋক, যজুঃ ও সাম—এই ত্রিবেদসদৃশ উগ্র এবং ত্রিরোগ তথা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ—এইরকম রোগবৎ ভয়ঙ্কর। ত্রিবিধ বহ্নিবৎ সপ্রভ সুকেশ-সুতত্রয়... *(মন্ত্র শব্দের দু'টি অর্থ—১. বেদ ২. শক্তি। শক্তিও ত্রিপ্রকার—১. প্রভুশক্তি ২. উৎসাহশক্তি এবং ৩. মন্ত্রশক্তি)* ।।৮।। ক্রমে বর্ধিত হতে থাকলো। উপেক্ষিত ব্যাধি যেভাবে দিনে দিনে বিবর্ধিত হয়, অনুরূপভাবে। সাধনবলে তারা আপন জনকের বরপ্রাপ্তি এবং ঐশ্বর্যলাভ বিষয়ে সম্যগ্ অবগত হলো।।৯।। ভ্রাতাত্রয় একযোগে এবার তপস্যা করা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে মেরুপর্বতে গমন করলো। হে নৃপসত্তম, ভয়ঙ্কর নিয়ম মেনে ঐ তিন রাক্ষস *(নৃপসত্তম—রাজশ্রেষ্ঠ)*...।।১০।। প্রাণিসমূহের ভয়োৎপাদক উৎকট তপস্যা করতে লাগলো। সত্য, সারল্য এবং শম-দমাদিযুক্ত ভূতলে দুর্লভ তপস্যা দ্বারা...।।১১।। তারা দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সঙ্গে সারা ত্রিলোককে সন্তাপিত করলো। তখন চতুর্মুখ ব্রহ্মা রম্য এক শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণপূর্বক...।।১২।। সুকেশসুতগণকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এসেছি তোমাদেরকে বরদান করতে। ইন্দ্রাদি দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মা বরদান করতে উপস্থিত হয়েছেন জ্ঞাত হয়ে...।।১৩।। তারা সকলে বৃক্ষবৎ কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে বলতে লাগলো, হে দেব, যদি আপনি আমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদানে অভিলাষী হন, তবে এই বরই আমাদের প্রদান করুন—।।১৪।। যেন, আমরা সবারই অজেয় থাকি। আমরা যেন শত্রুবধে সমর্থ হই। সর্বোপরি আমরা যেন চিরজীবী এবং প্রভাবশালী হয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত থাকি।।১৫।। এই কথা শুনে বিভু ব্রহ্মা সুকেশতনয়বৃন্দকে বললেন, প্রার্থনামতো তোমরা ফললাভ করবে। এই বলে ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।।১৬।। রাম, বরলাভপূর্বক ঐ রাক্ষসেরা নির্ভয়ে দেবতা ও অসুরদেরকে পীড়িত করতে লাগলো *(রাত্রিঞ্চর—রাক্ষস)* ।।১৭।। যেরকম নরকস্থিত মনুষ্য তাদের কোনো ত্রাণকর্তা পায় না, সেভাবেই দেবতা, ঋষি এবং চারণেরা কোনো পরিত্রাতা পেলেন না।।১৮।। হে রঘুসত্তম, তারা এবার শিল্পকর্মজ্ঞগণের প্রধান ও অবিনাশী বিশ্বকর্মা সকাশে সংহৃষ্টচিত্তে উপস্থিত হয়ে বললো —*(রঘুসত্তম—রঘুবংশতিলক)* ।।১৯।। আপনি ওজ, বল ও তেজঃসমন্বিত। এবং মহান। দেবতাদের

ওজস্তেজোবলবতাং মহতামাত্মতেজসা। গৃহকর্তা ভবানেব দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্।। ২০
অস্মাকমপি তাবৎ ত্বং গৃহং কুরু মহামতে। হিমবন্তমুপাশ্রিত্য মেরুমন্দরমেব বা।। ২১
মহেশ্বরগৃহপ্রখ্যং গৃহং নঃ ক্রিয়তাং মহৎ। বিশ্বকর্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাভুজঃ।। ২২
নিবাসং কথয়ামাস শক্রস্যেবামরাবতীম্। দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ।। ২৩
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ। শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে।। ২৪
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নচতুর্দিশি। ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা।। ২৫
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা। ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্মিতা।। ২৬
তস্যাং বসত দুর্ধর্ষা যূয়ং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ। অমরাবতীং সমাসাদ্য সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ।। ২৭
লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতাঃ। ভবিষ্যথ দুরাধর্ষাঃ শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ।। ২৮
বিশ্বকর্মবচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ। সহস্রানুচরা ভূত্বা গত্বা তামবসন্ পুরীম্।। ২৯
দৃঢপ্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বৃতাম্। লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ।। ৩০
এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামঞ্চ রাঘব। নর্মদা নাম গন্ধর্বী বভুব রঘুনন্দন।। ৩১
তস্যাঃ কন্যাত্রয়ং হ্যাসীদ্ধ্রীশ্রীকীর্তিসমদ্যুতি। জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী।। ৩২
কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ। ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং তিস্রো গন্ধর্বকন্যকাঃ।। ৩৩
দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে। কৃতদারাস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা।। ৩৪
চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ। ততো মাল্যবতো ভার্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী।। ৩৫
স তস্যাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ। বজ্রমুষ্টির্বিরূপাক্ষো দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ।। ৩৬
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মত্তোন্মত্তৌ তথৈব চ। অনলা চাভবৎ কন্যা সুন্দর্যাং রাম সুন্দরী।। ৩৭

জন্যে তাঁদের মনোমত ভবন আপনি নির্মাণ করেন।।২০।। হে মহামতি, আপনি আমাদের জন্যেও হিমালয়, মেরু কিংবা মন্দরপর্বতে গিয়ে এক ভবন নির্মাণ করুন...।।২১।। যা মহেশ্বরের দিব্য ভবনের তুল্য হবে। একথা শুনে মহাবাহু বিশ্বকর্মা সেই রাক্ষসদের কাছে...।।২২।। ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর মতো এক ভবনের কথা বললেন। বললেন, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে।।২৩।। হে রাক্ষসপতিগণ, সেখানে দ্বিতীয় এক পর্বতও রয়েছে। নাম তার সুবেল। সেই পর্বতের মধ্য শিখরোপরি মেঘচুম্বী...*(অম্বুদ—জলদায়ী, মেঘ)*।।২৪।। টঙ্ক তথা পাথরকাটা যন্ত্র ছিন্ন হওয়ায় নিরাশ্রয়, শকুন প্রভৃতি পাখীর অগম্য, প্রস্থে ত্রিশ যোজন ও দৈর্ঘ্যে এক'শ যোজন...।।২৫।। স্বর্ণপ্রাকার পরিবেষ্টিত ও সুবর্ণ তোরণে-বিভূষিত লঙ্কা নাম্নী এক নগরী আমি তৈরী করেছি। ইন্দ্রের আদেশে।।২৬।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠবৃন্দ, তোমরা দুর্ধর্ষ হয়ে ঐ লঙ্কাপুরীতে গিয়ে বসবাস করো। যেমনটি ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ অমরাবতী নগরীর আশ্রয়ে বসবাস করছেন।।২৭।। হে শত্রুনাশী বীরবর্গ, লঙ্কানগরীকে আশ্রয় করে তোমরা যখন বহু রাক্ষস সমাহারে বাস করবে, তখন শত্রুরা তোমাদের জয় করতে পারবে না *(ধর্ষণ—জয়)*।।২৮।। অনন্তর সেই রাক্ষসপুরোধাগণ বিশ্বকর্মার বচন শ্রুত হয়ে সহস্র সহস্র অনুচরবর্গের সঙ্গে সেথায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলো।।২৯।। সুদৃঢ় প্রাকার ও পরিখা দ্বারা আবৃত এবং সুবর্ণনির্মিত শ'য়ে শ'য়ে গৃহসমন্বিত ঐ লঙ্কানগরী লাভ করে রাক্ষসেরা প্রসন্নমনে সেখানে বাস করতে লাগলো।।৩০।। হে রঘুনন্দন, সেসময়ে নর্মদা নাম্নী এক গন্ধর্বী ছিলেন।।৩১।। তাঁর তিন কন্যা ছিলো। তারা হ্রী, শ্রী এবং কীর্তিতুল্য কান্তিময়ী। নর্মদা নিজে রাক্ষসী না হলেও জ্যেষ্ঠক্রমে স্বেচ্ছায়...।।৩২।। পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখশ্রীসমন্বিতা ও হৃষ্টা কন্যাত্রয়কে তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠের হাতে প্রদান করলেন।।৩৩।। রাম, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে তিন মহাভাগ্যবতী গন্ধর্বকন্যা মাতা কর্তৃক সমর্পিতা হলো আর সুকেশসন্তানেরা দারপরিগ্রহ করে...।।৩৪।। ক্রীড়ারত হলো, যেভাবে দেবগণ ভার্যা ও অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হন। তারপর মাল্যবানের পরমাসুন্দরী সুন্দরী নাম্নী পত্নীর...।।৩৫।। গর্ভে মাল্যবান যে সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলো তাদের কথা বলি। শোনো। বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, রাক্ষস দুর্মুখ,...।।৩৬।। সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত—প্রমুখ সাত পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা সুন্দরীর গর্ভে উৎপন্ন হয়।।৩৭।। সুমালীর পত্নীও ছিলো পূর্ণচন্দ্রমুখী। নাম কেতুমতী।

সুমালিনোঽপি ভার্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। নাম্না কেতুমতী রাম প্রণোভ্যোঽপি গরীয়সী।। ৩৮
সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ। কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্বশঃ।। ৩৯
প্রহস্তোঽকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ। ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্শ্বশ্চ মহাবলঃ।। ৪০
সংহ্রাদিঃ প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ। রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব কৈকসী চ শুচিস্মিতাঃ।। ৪১
কুম্ভীনসী চ ইত্যেতে সুমালেঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ।। ৪২
মালেস্তু বসুদা নাম গন্ধর্বী রূপশালিনী। ভার্যাসীৎ পদ্মপত্রাক্ষী স্বক্ষী যক্ষীবরোপমা।। ৪৩
সুমালেরনুজস্তস্যাং জনয়ামাস যৎ প্রভো। অপত্যং কথ্যমানস্তু ময়া ত্বং শৃণু রাঘব।। ৪৪
অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ। এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ।। ৪৫
ততস্তু তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।
সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিনাগযক্ষান্ ববাধিরে তান্ বহুবীর্যদর্পিতাঃ।। ৪৬
জগদ্ ভ্রমন্তোঽনিলবদ্ দুরাসদা রণেষু মৃত্যুপ্রতিমানতেজসঃ
বরপ্রদানাদপি গর্বিতা ভৃশং ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমঙ্করাঃ সদা।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সে ছিলো সুমালীর প্রাণাপেক্ষাও অধিক।।৩৮।। মহারাজ, কেতুমতীর গর্ভে নিশাচর সুমালীর ঔরসজাত যে সন্তানদের জন্ম হয় তার পরিচয়ও দিচ্ছি। শুনুন।।৩৯।। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহাবল সুপার্শ্ব...।।৪০।। সংহ্রাদি, প্রঘস ও রাক্ষস ভাসকর্ণ—প্রমুখ দশ পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, শুচিস্মিতা কৈকসী...।।৪১।। এবং কুম্ভীনসী—এই পবিত্র হাস্যময়ী চার কন্যা সুমালীর অপত্য বলে খ্যাত।।৪২।। মালীর পত্নী ছিলো গন্ধর্বকন্যা বসুদা। যক্ষীদের মতো রূপবতী সে। তার নয়নযুগল সুন্দর। এবং পদ্মের পাপড়ির মতো আয়ত।।৪৩।। হে প্রভো, হে রাঘব, সুমালীর অনুজ মালীকর্তৃক বসুদার গর্ভে যে সকল সন্তানের উৎপত্তি হয় এখন আমি তাই বলছি। শুনুন।।৪৪।। অনল, অনিল, হর এবং সম্পাতি—এই চারজন হলো মালীর পুত্র। এই রাক্ষসেরাই হলো বিভীষণের অমাত্য।।৪৫।। অনন্তর তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শত শত রাক্ষস এবং পুত্রে সমাবৃত এবং বাহুবলে বল -গর্বিত হয়ে ইন্দ্র-আদি দেবতা, ঋষি, নাগ এবং যক্ষগণকে পীড়িত করতে আরম্ভ করলো।।৪৬।। ঐ দুরাসদ রাক্ষসেরা বায়ুবৎ সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করে মৃত্যু তথা যমের মতো তেজস্বী এবং দেবদত্ত বর-প্রভাবে অতীব গর্বিত হয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিনাশ করতে লাগলো।।৪৭।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

ভগবতঃ শঙ্করস্য পরামর্শেন রাক্ষসবধায় দেবানাং শ্রীবিষ্ণোঃ শরণগ্রহণম্, তদীয়াশ্বাসং প্রাপ্য দেবানাং প্রত্যাবর্তনম্, দেবতোপরি রাক্ষসানামাক্রমণম্, তৎসাহায্যায় ভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোরাগমনঞ্চ

তৈর্বধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। ভয়ার্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্।। ১
জগৎসৃষ্ট্যন্তকর্তারমজমব্যক্তরূপিণম্। আধারং সর্বলোকানামারাধ্যং পরমং গুরুম্।। ২

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

ভগবান শঙ্করের পরামর্শে রাক্ষসদের বধের জন্য দেবতাদের বিষ্ণুর শরণগ্রহণ। এ বিষয়ে আশ্বাসলাভের পর তাঁদের প্রত্যাবর্তন। দেবতাদের উপর রাক্ষসদের আক্রমণ। দেবগণের সাহায্যের জন্য ভগবান বিষ্ণুর আগমন।

রাক্ষসদের দ্বারা নিপীড়িত দেবতা এবং তপোধন ঋষিবৃন্দ ভয়ে ব্যাকুল দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করলো।।১।। যিনি জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, জন্মরহিত, অব্যক্তরূপধারী, লোকসমূহের আধার, আরাধ্য দেবতা এবং পরম গুরু...।।২।। সেই কামনাশক ত্রিপুরাসুরহন্তক ত্রিলোচন শিবের

তে সমেত্য তু কামারিং ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্। উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা ভয়গদ্‌গদভাষিণঃ।। ৩
সুকেশপুত্রৈর্ভগবন্! পিতামহবরোদ্ধতৈঃ। প্রজাধ্যক্ষ! প্রজাঃ সর্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধনৈঃ।। ৪
শরণ্যান্যশরণ্যানি হ্যাশ্রমাণি কৃতানি নঃ। স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীডন্তি দেববৎ।। ৫
অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবারাডহম্। অহং যমশ্চ বরুণশ্চন্দ্রোঽহং রবিরপ্যহম্।। ৬
ইতি মালী সুমালী চ মাল্যবাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ। বাধন্তে সমরোদ্ধর্ষা যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ।। ৭
তন্নো দেব! ভয়ার্তানামভয়ং দাতুমর্হসি। অশিবং বপুরাস্থায় জহি বৈ দেবকণ্টকান্।। ৮
ইত্যুক্তস্তু সুরৈঃ সুর্বৈঃ কপর্দী নীললোহিতঃ। সুকেশং প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ।। ৯
অহং তান্ন হনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তেঽসুরাঃ। কিন্তু মন্ত্রং প্রদাস্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি।। ১০
এতমেব সমুদ্‌যোগং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ। গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ।। ১১
ততস্তু জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরম্। বিষ্ণোঃ সমীপমাজগ্মুর্নিশাচরভয়ার্দিতাঃ।। ১২
শঙ্‌খচক্রধরং দেবং প্রণম্য বহুমান্য চ। উচুঃ সম্ভ্রান্তবদ্ বাক্যং সুকেশতনয়ান্ প্রতি।। ১৩
সুকেশতনয়ৈর্দেব! ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসন্নিভৈঃ। আক্রম্য বরদানেন স্থানান্যপহৃতানি নঃ।। ১৪
লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা। তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্বান্ নঃ ক্ষণদাচরাঃ।। ১৫
স ত্বমস্মদ্ধিতার্থায় জহি তান্ মধুসূদন। শরণং ত্বাং বয়ং প্রাপ্তা গতির্ভব সুরেশ্বর।। ১৬
চক্রকৃত্তাস্যকমলান্ নিবেদয় যমায় বৈ। ভয়েষ্বভয়দোঽস্মাকং নান্যোঽস্তি ভবতা বিনা।। ১৭

নিকট গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবতাগণ ভয়-বিহ্বলস্বরে বলতে লাগলেন—।।৩।। হে ভগবন্, প্রাণনাথ, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হতে প্রাপ্ত বরের কারণে উদ্ধত সুকেশপুত্রেরা শত্রুপীড়াদায়ক সাধন দ্বারা সমস্ত প্রজাগণকে পীড়া দিচ্ছে।।৪।। সকলেরই শরণযোগ্য আমাদের যে আশ্রম; তাকে তারা বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে, এমন কি স্বর্গ থেকে দেবগণকে বিতাড়িত করে দেবতাদের মতোই তারা সেখানে ক্রীড়া করছে।।৫।। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমিই দেবরাজ ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র এবং আমিই সূর্য...।।৬।। এই বলে মালী, সুমালী ও মাল্যবান নামক সেই রাক্ষসেরা এবং তাদের অগ্রগামী রণদুর্ধর্ষ অপরাপর রাক্ষসেরা আমাদেরকে পীড়িত করছে।।৭।। হে দেব, আমরা ভয়ার্ত। আমাদেরকে আপনি অভয়দান করুন তথা রুদ্রমূর্তি ধারণপূর্বক দেবতাগণের কণ্টকস্বরূপ অসুরদেরকে সংহার করুন।।৮।। দেবগণ সকলে নীল ও লোহিত বর্ণযুক্ত জটাজূটধারী শিবের সমীপে এই বার্তা নিবেদন করলে সুকেশের প্রতি সুপ্রসন্ন দেবাদিদেব শঙ্কর দেবতাগণকে বললেন—*(কপর্দ—জটাজূট)*।।৯।। আমি সেই অসুরদেরকে বধ করবো না, কেননা তারা আমার অবধ্য। কিন্তু আমি এমতো মন্ত্রণা দিচ্ছি, যিনি তাদেরকে সংহার করবেন।।১০।। হে মহর্ষিবৃন্দ, আপনারা এই উদ্যোগকে সম্মুখে রেখে শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করুন। সেই প্রভুই ঐ অসুরদেরকে ধ্বংস করবেন।।১১।। এবার রাক্ষসভয়ে ভীত সেই দেবতা ও ঋষিগণ জয়সূচক শব্দে মহেশ্বরকে নন্দিত করে শ্রীবিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হলেন।।১২।। তাঁরা শঙ্‌খচক্রধারী দেবতা নারায়ণকে গিয়ে প্রণতি জানালেন। বহু সম্মান প্রদর্শন করলেন তাঁকে। এবার সুকেশনন্দনদের বিষয়ে ভীতিভাব থাকায় সম্ভ্রান্তের মতো তাঁরা কথা বলতে লাগলেন।।১৩।। দেব, বরপ্রাপ্তির কারণে ত্রেতাগ্নিতুল্য তেজস্বী তিন সুকেশসন্তান আক্রমণ চালিয়ে আমাদের স্থান কেড়ে নিয়েছে।।১৪।। ত্রিকূটপর্বতের শিখরোপরি লঙ্কা নাম্নী এক দুর্গম নগরী রয়েছে। সেখানে থেকে রাক্ষসেরা আমাদের পীড়ন করছে।।১৫।। হে মধুসূদন, আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সেই অসুরদেরকে বধ করুন। হে দেবেশ্বর, আপনার শরণাগত আমরা। আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন।।১৬।। আপনি চক্রসহযোগে সেই অসুরবৃন্দের বদনকমল ছিন্ন করে তা যমকে নিবেদন করুন অর্থাৎ তাদেরকে যমসদনে প্রেরণ করুন। আপনি ছাড়া আমাদেরকে অভয়প্রদান করেন এমন কেউই নেই *(কবিকল্পনার প্রসার্যতা এখানে লক্ষণীয়)*।।১৭।। দেব, সূর্য যেরকম হিমকে বিনষ্ট করেন তেমনি মদমত্ত এবং সমরে হৃষ্ট

রাক্ষসান্ সমরে হৃষ্টান্ সানুবন্ধান্ মদোদ্ধতান্। নুদ ত্বং নো ভয়ং দেব! নীহারমিব ভাস্করঃ।। ১৮
ইত্যেবং দৈবতৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ। অভয়ং ভয়দোঽরীণাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ।। ১৯
সুকেশং রাক্ষসং জানে ঈশানবরদর্পিতম্। তাংশ্চাস্য তনয়ান্ জানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্।। ২০
তানহং সমতিক্রান্তমর্যাদান্ রাক্ষসাধমান্। নিহনিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ সুরা ভবত বিজ্বরাঃ।। ২১
ইত্যুক্তাস্তে সুরাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। যথাবাসং যযুর্হৃষ্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দনম্।। ২২
বিবুধানাং সমুদ্‌যোগং মাল্যবাংস্তু নিশাচরঃ। শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ বীরাবিদং বচনমব্রবীৎ।। ২৩
অমরা ঋষয়শ্চৈব সঙ্গম্য কিল শঙ্করম্। অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদং বচনমব্রুবন্।। ২৪
সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোদ্ধতাঃ। বাধন্তেঽস্মান্ সমুদ্দৃপ্তা ঘোররূপা পদে পদে।। ২৫
রাক্ষসৈরভিভূতাঃ স্মো ন শক্তাঃ স্ম প্রজাপতে। স্বেষু সদ্মষু সংস্থাতুং ভয়াৎ তেষাং দুরাত্মনাম্।। ২৬
তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংশ্চ ত্রিলোচন। রাক্ষসান্ হুঙ্কৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর।। ২৭
ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যান্ধকসূদনঃ। শিরঃ করঞ্চ ধুন্বান ইদং বচনমব্রবীৎ।। ২৮
অবধ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে। মন্ত্রং তু বঃ প্রদাস্যামি যস্তান্ বৈ নিহনিষ্যতি।। ২৯
যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দনঃ। হরির্নারায়ণঃ শ্রীমাঞ্চ শরণং তং প্রপদ্যথ।। ৩০
হরাদবাপ্য তে মন্ত্রং কামারিমভিবাদ্য চ। নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্বং ন্যবেদয়ন্।। ৩১
ততো নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত নির্ভয়াঃ।। ৩২
দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ। প্রতিজ্ঞাতো বধোঽস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্ষমম্।। ৩৩
হিরণ্যকশিপোর্মৃত্যুরন্যেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্। নমুচিঃ কালনেমিশ্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ।। ৩৪

রাক্ষসদেরকে অনুচরবর্গের সঙ্গে বিনাশ করুন।।১৮।। দেবতারা এইমতো বললে শত্রুগণের ভীতিসঞ্চারকারী দেবদেব জনার্দন দেবতাদেরকে অভয়দান-পূর্বক বললেন— ।।১৯।। শিবের বরে গর্বিত রাক্ষস সুকেশকে আমি জানি। মাল্যবান যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুকেশের সেই সন্তানরাও আমার অজানিত নয়।।২০।। মর্যাদা-অতিক্রমকারী সেই রাক্ষসাধমদেরকে আমি সক্রোধে সংহার করবো। আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত হোন।।২১।। সমূহ কর্মসম্পাদনে সমর্থ শ্রীবিষ্ণু এইমতো বলায় দেবতারা হৃষ্টমনে জনার্দনের জয়গান করতে করতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।।২২।। দেবতাদের এই উদ্যোগ রাক্ষস মাল্যবান জ্ঞাত হয়ে স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়কে বললো— ।।২৩।। দেবতা ও ঋষিরা আমাদের বধ কামনাপূর্বক শঙ্করের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে,...।।২৪।। দেব, সুকেশ-সন্তানেরা বরদান -প্রভাবে উদ্ধত হয়ে এবং অতীব দৃপ্ত হয়ে ভয়াল রূপ ধারণ করে পদে পদে আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে।।২৫।। প্রজানাথ, রাক্ষসদের কাছে পরাজিত হয়ে ঐ দুরাত্মাদের ভয়ে আমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করতে পারছি না।।২৬।। ত্রিলোচন, আমাদের মঙ্গলার্থে আপনি তাদেরকে সংহার করুন। হুঙ্কারমাত্র দ্বারাই আপনি সেই রাক্ষসদের দগ্ধ করুন।।২৭।। দেবতাগণের এই বার্তায় অন্ধকাসুরনাশন শিব শির ও হস্ত সঞ্চালনপূর্বক তাদেরকে বললেন যে,...।।২৮।। হে দেবগণ, সুকেশ-তনয়েরা যুদ্ধে আমার অবধ্য। কিন্তু আমি সেই পুরুষের কাছে যাবার জন্য তোমাদেরকে পরামর্শ দেবো যিনি তাদেরকে সংহার করবেন।।২৯।। গদা ও চক্র যাঁর হাতে শোভিত, পরিধানে যাঁর পীতবস্ত্র, যিনি জনার্দন, হরি এবং শ্রীমান নারায়ণ নামে প্রখ্যাত, তোমরা তাঁরই শরণ গ্রহণ করো।।৩০।। শিবসূত্রে প্রাপ্ত মন্ত্রণায় উল্লসিত দেবতারা মদনদহন শিবকে অভিনন্দিত করে নারায়ণ আলয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে সবিস্তার বার্তা শোনালেন।।৩১।। অনন্তর নারায়ণ ইন্দ্রসহ দেবতাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, দেবগণ, তোমরা নিঃসংশয় হও। দেবশত্রু রাক্ষসদেরকে আমি বিনাশ করবো *(সুরারী—সুর + অরী = দেবশত্রু)* ।।৩২।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়, ভয়ভীত দেবতাগণ সমীপে শ্রীহরি আমাদের বধকল্পে এইমতো প্রতিজ্ঞা করেছেন। অতএব এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি তা চিন্তা করো।।৩৩।। হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য দেবদ্রোহকারী দৈত্যদের মৃত্যু এই বিষ্ণুর হাতেই হয়েছে। নমুচি, কালনেমি, বীরশ্রেষ্ঠ সংহ্রাদ...।।৩৪।। বহু মায়াধারী রাধেয়, ধর্মাত্মা লোকপাল, যমলার্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ এবং

রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোঽথ ধার্মিকঃ। যমলার্জুনৌ চ হার্দিক্যঃ শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভকঃ।। ৩৫
অসুরা দানবাশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ। সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তেঽপরাজিতাঃ।। ৩৬
সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বে মায়াবিদস্তথা। সর্বে সর্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্বে শত্রুভয়ঙ্করাঃ।। ৩৭
নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। এতজ্জ্ঞাত্বা তু সর্বেষাং ক্ষমং কর্তুমিহার্হথ।
দুঃখং নারায়ণং জেতুং যো নো হন্তুমিহেচ্ছতি।। ৩৮
ততঃ সুমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ। ঊচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্।। ৩৯
স্বধীতং দত্তমিষ্টঞ্চ ঐশ্বর্যং পরিপালিতম্। আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং সুধর্মঃ স্থাপিতঃ পথি।। ৪০
দেবসাগরমক্ষোভ্যং শস্ত্রৈঃ সমবগাহ্য চ। জিতা দ্বিষো হ্যপ্রতিমাস্তন্নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্।। ৪১
নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শত্রুশ্চাপি যমস্তথা। অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্বে বিভ্যতি সর্বদা।। ৪২
বিষ্ণোর্দ্বেষস্য নাস্ত্যেব কারণং রাক্ষসেশ্বর। দেবানামেব দোষেণ বিষ্ণোঃ প্রচলিতং মনঃ।। ৪৩
তস্মাদদ্যৈব সহিতাঃ সর্বেঽন্যোন্যসমাবৃতাঃ। দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দোসঃ সমুত্থিতঃ।। ৪৪
এবং সম্মন্ত্র্য বলিনঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতাঃ। উদ্যোগং ঘোষয়িত্বা তু সর্বে নৈঋতপুঙ্গবাঃ।। ৪৫
যুদ্ধায় নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জম্ভবৃত্রাদয়ো যথা। ইতি তে রাম! সম্মন্ত্র্য সর্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ।। ৪৬
যুদ্ধায় নির্যযুঃ সর্বে মহাকায়া মহাবলাঃ। স্যন্দনৈর্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ করিসন্নিভৈঃ।। ৪৭
খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভুজঙ্গমৈঃ। মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ।। ৪৮
সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি। ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতাঃ সর্বে রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ।। ৪৯
প্রযাতা দেবলোকায় যোদ্ধুং দৈবতশত্রবঃ। লঙ্কাবিপর্যয়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্যথ।। ৫০

নিশুম্ভাদি...।।৩৫।। মহাবলশালী ও তেজস্বী অসুর এবং দানবেরা সকলেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে—এ বৈ দ্বিতীয় কথা শুনতে পাই না।।৩৬।। ঐ দৈত্যেরা সকলে শ'য়ে শ'য়ে যজ্ঞ করেছেন, সকলে মায়াবিদ, সর্ব শস্ত্রে নিপুণ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর,...।।৩৭।। নারায়ণ ঐরূপ শত শত, সহস্র সহস্র অসুরকে ধ্বংস করেছেন—এ কথা জেনে আমাদের সবার এখন যা করণীয় তাইই করতে হবে। যিনি আমাদের বিনাশ-সংকল্প করেছেন সেই নারায়ণকে জয় করা অতীব দুষ্কর।।৩৮।। দেবরাজ ইন্দ্রকে যেমন অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, তেমনিই সুমালী এবং মালী জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবানের বাক্য শুনে বললো—।।৩৯।। আমরা স্বাধ্যায়, দান এবং যজ্ঞ করেছি, ঐশ্বর্যের রক্ষা করেছি, নীরোগ জীবন প্রাপ্ত হয়েছি এবং কর্তব্যপথে উত্তম ধর্মের স্থাপনা করেছি।।৪০।। আমরা নিজ নিজ অস্ত্রবলে দেবসেনারূপ অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই অতুলনীয় শত্রুগণকে জয় করেছি। সুতরাং আমাদের মৃত্যু থেকে কোনো ভয় নেই।।৪১।। নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র এমন কি যমরাজ পর্যন্ত সকলেই আমাদের সামনে সর্বদা ভীত হন।।৪২।। রাক্ষসাধিপতি, আমাদের উপরে বিষ্ণুর দ্বেষের কোনো কারণ থাকতে পারে না। কেবলমাত্র দেবতাদের কাছে আমরা অপরাধী হওয়ায় তাঁদের বাক্যে তিনি বিচলিতমনা হয়েছেন।।৪৩।। তাই আমরা পরস্পর একযোগে মিলিত হয়ে সেই দেবতাদেরই বধ করতে চেষ্টা করবো যাঁদের কাছ থেকে আমাদের দোষ সমুত্থিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁরা বিষ্ণুর কাছে আমাদের দোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।।৪৪।। এইপ্রকার মন্ত্রণা করে সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হয়ে যুদ্ধোদ্যম ঘোষণা করে বলবান রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা...।।৪৫।। জম্ভ ও বৃত্রাদির মতো ক্রুদ্ধচিত্তে যুদ্ধের ইচ্ছায় বিনির্গত হলো। হে রাম, তারা ঐমতো মন্ত্রণা করে নেবার পর সমস্ত উদ্যোগের সঙ্গে...।।৪৬।। সেই মহাবলশালী ও বিশালদেহী রাক্ষসেরা সকলে যুদ্ধযাত্রায় বার হলো। রথ, হস্তী, হস্তীতুল্য অশ্ব...।।৪৭।। গর্দভ, ধেনু, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, গরুড়বৎ পক্ষী,...।।৪৮।। সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, সৃমর এবং চমরগণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বলগর্বিত দেবশত্রু রাক্ষসেরা লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করে...।।৪৯।। যুদ্ধ ইচ্ছায় দেবলোক অভিপানে প্রস্থান করলো। তখন যারা লঙ্কায় বাস করছিলো সেই প্রাণিসকল ভয়সূচক নানান অমঙ্গল চিহ্ন দেখে মনে মনে সংশয়াকুল হয়ে পড়লো। উত্তম

ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ। রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ৫১
প্রযাতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ। রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ।। ৫২
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিষমস্থানি সর্বশঃ। ভৌমাশ্চৈবান্তরিক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ।
উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুত্থিতাঃ।। ৫৩
অস্থীনি মেঘা ববৃষুরুষ্ণং শোণিতমেব চ। বেলাং সমুদ্রাশ্চোৎক্রান্তাশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ।। ৫৪
অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমস্বনাঃ। বাশ্যন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ।। ৫৫
সম্পতন্ত্যথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্। গৃধ্রচক্রং মহচ্চাত্র প্রজ্বালোদ্গারিভির্মুখৈঃ।। ৫৬
রক্ষোগণস্যোপরিষ্টাৎ পরিভ্রমতি কালবৎ। কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিদ্রুতা যযুঃ।। ৫৭
কাকা বাশ্যন্তি তত্রৈব বিডালা বৈ দ্বিপাদয়ঃ। উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ।। ৫৮
যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ। মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ মালী চ সুমহাবলঃ।। ৫৯
পুরাসরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ। মাল্যবন্তস্তু তে সর্বে মাল্যবন্তমিবাচলম্।। ৬০
নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেবতাঃ। তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রাণাং মহাভ্রঘননাদিতম্।। ৬১
জয়েপ্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্। রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তন্তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।। ৬২
দেবদূতাদুপশ্রুত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ। স সজ্জায়ুধতূণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ।। ৬৩
আসাদ্য কবচং দিব্যং সহস্রার্কসমদ্যুতি। আবধ্য শরসম্পূর্ণে ইষুধী বিমলে তদা।। ৬৪
শ্রোণিসূত্রঞ্চ খড়্গঞ্চ বিমলং কমলেক্ষণঃ। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাংশ্চৈব বরায়ুধান্।। ৬৫
সুপর্ণং গিরিসঙ্কাশং বৈনতেয়মথাস্থিতঃ। রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তূর্ণতরং প্রভুঃ।। ৬৬

রথে আরোহণ করে শ'য়ে শ'য়ে, সহস্র সহস্র রাক্ষস...।।৫০-৫১।। অতি যত্নে ত্বরিদ্গতিতে দেবলোক অভিমুখে যেতে লাগলো। ঐ নগরীস্থিত দেবগণও রাক্ষসদের পথ পরিহার করে চলে গেলেন।।৫২।। সেই সময়ে কালের আজ্ঞায় পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে রাক্ষসদের বিনাশসূচক নানান ভয়াল উৎপাত প্রকটিত হতে লাগলো।।৫৩।। মেঘ অস্থি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করতে লাগলো। সমুদ্র করলো বেলাভূমিকে অতিক্রম। পর্বতসমূহ হতে লাগলো সঞ্চালিত *(সমুদ্র বেলাভূমিকে অতিক্রম করবে না, এই মতো প্রতিশ্রুত ছিলো সে।)*।।৫৪।। ভয়ালদর্শন শিবাগণ মেঘধ্বনি-সদৃশ গভীর অট্টহাস্য করতে করতে কর্কশস্বরে চীৎকার করতে লাগলো।।৫৫।। ভূতগণের ক্রমে ক্রমে পতিত হবার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হলো। সুবিশাল গৃধ্রেরা মুখ থেকে প্রজ্জ্বলিত উলকা উদ্গিরণ করতে করতে...।।৫৬।। রাক্ষসদের মাথার উপরিভাগে কালবৎ তথা যমের ন্যায় পরিভ্রমণ করতে লাগলো পারাবত, তোতাপাখী ও সারিকাগণ লঙ্কা ত্যাগ করে পালালো।।৫৭।। সেখানে কাক, বিড়াল, হস্তী ও অন্যান্য দুইপদসমন্বিত পশু চীৎকার করতে লাগলো। উৎপাতকে আমল না দিয়ে বলদর্পী রাক্ষসেরা...।।৫৮।। নিবৃত্ত না হয়ে যেন মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়ে অগ্রগমন করতে লাগলো। মাল্যবান, সুমালী এবং অতিশয় বলশালী মালী...।।৫৯।। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ রাক্ষসদের পুরোভাগে গমন করতে লাগলো। মাল্যবানপর্বতের মতোই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবানের...।।৬০।। আশ্রয় গ্রহণ করলো সেই রাক্ষসেরা। দেবতারা ঠিক যেভাবে বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন তেমনিভাবে। রাক্ষসপতিদের সৈন্যেরা মহান মেঘের মতো গর্জন করতে করতে...।।৬১।। জয়ের ইচ্ছায় মালীর অধীনে অবস্থান করে দেবলোকাভিমুখে গমন করতে লাগলো। প্রভু নারায়ণ রাক্ষসদের এই উদ্যোগ...।।৬২।। দেবদূতদের মুখে শুনে যুদ্ধার্থে মনস্থির করলেন। গরুড়ের উপর স্থিত হয়ে অবস্থান করলেন বাণপূর্ণ তূণীর...।।৬৩।। সহস্র সূর্যতুল্য দীপ্তিধর কবচ, বাণপূর্ণ ও চকচকে আরো দু'টি তূণীর গ্রহণ করলেন।।৬৪।। বাঁধলেন কটিসূত্র, ধারণ করলেন খড়্গ, শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধনু ও খড়্গাদি উত্তম অস্ত্র গ্রহণপূর্বক...।।৬৫।। সুন্দর পক্ষযুক্ত ও পর্বতবৎ বিশালদেহী গরুড়ের উপরে আরোহণ করে প্রভু নারায়ণ রাক্ষসদেরকে সংহার করার জন্যে দ্রুত গমন করলেন।।৬৬।। সতড়িৎ মেঘ যেমনটি

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ। কাঞ্চনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে সতডিত্তোয়দো যথা।। ৬৭
স সিদ্ধদেবর্ষিমহোরগৈশ্চ গন্ধর্বযক্ষৈরুপগীয়মানঃ।
সমাসসাদাসুরসৈন্যশত্রুশ্চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশঙ্খপাণিঃ।। ৬৮
সুপর্ণপক্ষানিলনুন্নপক্ষং ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্।
চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং চলোপলং নীলমিবাচলাগ্রম্।। ৬৯
ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরূষিতৈর্যুগান্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ।
নিশাচরাঃ সম্পরিবার্য মাধবং বরায়ুধৈর্নিবিভিদুঃ সহস্রশঃ।। ৭০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সুবর্ণপর্বতশৃঙ্গে স্থিত হয়ে অপরূপ রূপে শোভান্বিত হয়, তেমনিভাবেই পীতবাস শ্রীহরি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে অপূর্ব শোভাপ্রাপ্ত হলেন।।৬৭।। সিদ্ধ, দেবর্ষি, মহাসর্প, গন্ধর্ব এবং যক্ষেরা তাঁর গুণগান করতে লাগলেন। অসুরসৈন্যদের অরি এবং শঙ্খ-চক্র-অসি ও শার্ঙ্গায়ুধ-হস্ত শ্রীহরি রাক্ষসসৈন্যদেরকে সামনে পেলেন।।৬৮।। গরুড়ের পাখার বাতাসের আঘাতে ঐ সৈন্যেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, তাদের রথের পতাকা ঘুরতে লাগলো। হাত থেকে তাদের পড়ে গেল অস্ত্রসমূহ। পর্বতের নীল শিখর শিরোদেশ যেরকম নিজের শিলাসমূহ দোলাতে থাকে গরুড়ের পক্ষবাত্যায় রাক্ষসরাজের সৈন্যসকল কাঁপতে লাগলো।।৬৯।। রাক্ষসদের অস্ত্রসব ছিলো তীক্ষ্ণ, রক্ত ও মাংসলিপ্ত এবং প্রলয়কালের অগ্নিবৎ সমপ্রভ। রাক্ষসেরা মাধব বিষ্ণুকে চারদিকে আবৃত করে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করতে লাগলো।।৭০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

ভগবতা বিষ্ণুনা রাক্ষসানাং সংহারঃ, তেষাং ভয়াৎ পলায়নঞ্চ

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জন্তো রাক্ষসাম্বুদাঃ। অর্দয়ন্তোইস্ত্রবর্ষেণ বর্ষেণেবাদ্রিমম্বুদাঃ।। ১
শ্যামাবদাতস্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নক্তঞ্চরোত্তমৈঃ। বৃতোইঞ্জনগিরীবায়ং বর্ষমাণৈঃ পয়োধরৈঃ।। ২
শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পাবকম্। যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্।। ৩
তথা রক্ষোধনুর্মুক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ। হরিং বিশন্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্যয়ে।। ৪
স্যন্দনৈঃ স্যন্দনগতা গজৈশ্চ গজমূর্ধগাঃ। অশ্বারোহাস্তথাশ্বৈশ্চ পাদাতাশ্চাম্বরে স্থিতাঃ।। ৫

সপ্তম (৭) সর্গ

ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা রাক্ষসদের সংহার। তাদের পলায়ন।

মেঘ যেমন বর্ষণের দ্বারা পর্বতকে প্লাবিত করে ঠিক তেমনি রাক্ষসরূপ মেঘরাজি সগর্জনে অস্ত্ররাশিরূপ জল বর্ষণ দ্বারা নারায়ণরূপ পর্বতকে পীড়িত করতে লাগলো।।১।। ভগবান বিষ্ণুর বিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। অস্ত্রবর্ষণকারী রাক্ষসদের গায়ের রঙও ছিলো নীল। মনে হচ্ছিলো, অঞ্জন পর্বতের চারদিক ঘিরে মেঘেরা জলবর্ষণ করছে।।২।। *(মৃত্যুরই জন্য)* যেরকম টিট্টিভ প্রভৃতি কীট ধান্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে, মশা প্রভৃতি পতঙ্গ আগুনে, মাছিরা অমৃতপূর্ণ কলশীতে এবং মকর সমুদ্রে প্রবেশ করে.. *(শলভা—কীট, পতঙ্গ, টিট্টিভ)*।।৩।। তেমনি রাক্ষসদের ধনু থেকে মুক্ত হয়ে বজ্র, বায়ু এবং মনের ন্যায় বেগবান বাণসমূহ প্রলয়কালীন লোকসমূহের মতো শ্রীহরি বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করতে লাগলো *(বজ্রানিলমনোজবাঃ—বজ্র+অনিল+মনোজবাঃ)*।।৪।। রথারোহী যোদ্ধা রথের সঙ্গে, হস্তীর মস্তকোপরি স্থিত যোদ্ধাবেশী মাহুত হস্তীর সঙ্গে, অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহী এবং পদাতিকেরা আকাশেই অবস্থান করতে লাগলো *(স্যন্দন = রথ, গজমূর্ধগাঃ = মাহুত)*।।৫।। পাহাড়ের মতো বিশালদেহী

রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ। নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্।। ৬
নিশাচরৈস্তাড্যমানো মীনৈরিব মহোদধিঃ। শার্ঙ্গমায়ম্য দুর্ধর্ষো রাক্ষসেভ্যোঽসৃজচ্ছরান্।। ৭
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বজ্রকল্পৈর্মনোজবৈঃ। চিচ্ছেদ বিষ্ণুর্নিশিতৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ৮
বিদ্রাব্য শরবর্ষেণ বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতম্। পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ।। ৯
সোঽম্বুজো হরিণা ধ্মাতঃ সর্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্। ররাস ভীমনির্হ্রাদস্ত্রৈলোক্যং ব্যথয়ন্নিব।। ১০
শঙ্খরাজরবঃ সোঽথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্। মৃগরাজ ইবারণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্।। ১১
ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ কুঞ্জরাভবন্। স্যন্দনেভ্যশ্চ্যুতা বীরাঃ শঙ্খরাবিতদুর্বলাঃ। ১২
শার্ঙ্গচাপবিনির্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ। বিদার্য তানি রক্ষাংসি সুপুঙ্খা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্।। ১৩
ভিদ্যমানাঃ শরৈঃ সংখ্যে নারায়ণকরচ্যুতৈঃ। নিপেতূ রাক্ষসা ভূমৌ শৈলা বজ্রহতা ইব।। ১৪
ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি। অসৃক্ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণধারা ইবাচলাঃ।। ১৫
শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবস্তথা। রাক্ষসানাং রবাংশ্চাপি গ্রসতে বৈষ্ণবো রবঃ।। ১৬
তেষাং শিরোধরান্ ধূতাঞ্ছরধ্বজধনূংষি চ। রথান্ পতাকাস্তূণীরাংশ্চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ।। ১৭
সূর্যাদিব করা ঘোরা বার্যোঘা ইব সাগরাৎ। পর্বতাদিব নাগেন্দ্রা ধারৌঘা ইব চাম্বুদাৎ।। ১৮
তথা শার্ঙ্গবিনির্মুক্তাঃ শরা নারায়ণেরিতাঃ। নির্ধাবন্তীষবস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ১৯

রাক্ষসরাজেরা যখন বিষ্ণুর চারদিকে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর ও বাণসমূহ এভাবে বর্ষণ করতে লাগলো যে, প্রাণায়ামকালীন শ্বাসনিরোধী দ্বিজের মতোই বিষ্ণুকে শ্বাস ফেলার অবকাশ দিলো না *(শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ—শক্তি+ ঋষ্টি+ তোমরৈঃ। নিরুচ্ছ্বাস—শ্বাসবিহীন। প্রাণায়ামকালে কুম্ভক সময়ে ব্রাহ্মণেরা শ্বাসরোধ করে অবস্থান করেন। রাক্ষসদের অস্ত্রাঘাতের মোকাবিলার সময়ে অনুরূপভাবে শ্রীবিষ্ণুর শ্বাস ফেলার অবকাশ ছিলো না। ঋষিকবির নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, সুপ্রযুক্ত সার্থক উপমা)* ।।৬।। মাছেরা যেভাবে মহাসাগরকে আন্দোলিত করে তেমনি রাক্ষসদের দ্বারা তাড়িত হয়ে বিষ্ণু শার্ঙ্গ নামক ধনুতে জ্যা-আরোপ করে তাদের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন *(মহোদধিঃ—মহাসমুদ্র)* ।।৭।। ধনুতে গুণ পূরোপূরি টেনে মনের ন্যায় বেগবান ও বজ্রতুল্য নিক্ষিপ্ত বাণসকল দিয়ে বিষ্ণু শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসকে বিনষ্ট করতে লাগলেন।।৮।। বাতাস যেভাবে বর্ষাকে উড়িয়ে দেয় তেমনি বাণবর্ষণে রাক্ষসদেরকে বিপর্যস্ত করে পুরুষোত্তম বিষ্ণু পাঞ্চজন্য নামক মহান শঙ্খ বাজাতে লাগলেন *(পাঞ্চজন্য—জলজাত শঙ্খশ্রেষ্ঠ)* ।।৯।। পূর্ণ প্রাণশক্তিতে বাদিত হয়ে জলজাত এই শ্রেষ্ঠশঙ্খ ভয়ঙ্কর শব্দে ত্রিলোক ব্যথিত করে শোভা পেতে লাগলো।।১০।। বনে মদমত্ত হাতীকে মৃগরাজ তথা সিংহ যেমন ত্রস্ত করে তোলে তেমনিভাবে শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনিও রাক্ষসদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুললো।।১১।। সেই শঙ্খধ্বনিতে দুর্বল হয়ে অশ্বেরা যুদ্ধভূমিতে অবস্থান করতে পারলো না, মদধারা ক্ষরিত হয়ে গেলো হস্তীদের। বীরেরা রথ থেকে ভূমিতে নিপতিত হলো।।১২।। সুন্দর পুঙ্খ-সমন্বিত বজ্রমুখ সব শর শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে রাক্ষসদেরকে বিদীর্ণ করতে করতে পৃথিবীতে প্রবেশ করলো।।১৩।। নারায়ণের করমুক্ত শর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে বজ্রাহত পর্বত-প্রায় রাক্ষসেরা ভূমিশায়ী হতে লাগলো।।১৪।। বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সৃষ্ট শত্রুরাক্ষসদের গাত্রের ক্ষতস্থান থেকে রক্তস্রোত গড়াতে লাগলো ঠিক তেমনি যেমনভাবে পর্বত সোনার মতন জলধারা প্রস্রবণ করে *(ব্রণ—ক্ষতস্থান। পর—শত্রু)* ।।১৫।। শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি, শার্ঙ্গধনুর টঙ্কার এবং বিষ্ণুর গর্জন রাক্ষসদের চীৎকারশব্দকে ছাপিয়ে গেলো।।১৬।। রাক্ষসদের কম্পনশীল মস্তক, বাণ, ধ্বজ, ধনুক, রথ, পতাকা ও তূণীরসমূহ শরের দ্বারা বিষ্ণু ছেদন করে ফেললেন।।১৭।। সূর্য থেকে যেমন আলোকরশ্মি, সাগর হতে জলপ্রবাহ, পর্বতশ্রেষ্ঠ থেকে নাগগণ এবং মেঘ থেকে বারিধারা প্রকটিত হয়,...।।১৮।। তেমনি নারায়ণচালিত শার্ঙ্গধনু থেকে শত-সহস্র শর উৎসারিত হয়ে ত্বরিদ্গতিতে ধাবমান হলো।।১৯।।

শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা। দ্বিরদেন যথা ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রেণ দ্বীপিনো যথা।। ২০
দ্বীপিনেব যথা শ্বানঃ শুনা মার্জারকো যথা। মার্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথাখবঃ।। ২১
তথা তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দ্রবন্তি দ্রাবিতাশ্চান্যে শায়িতাশ্চ মহীতলে।। ২২
রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ। বারিজং পূরয়ামাস তোয়দং সুরবাড়িব।। ২৩
নারায়ণশরত্রস্তং শঙ্খনাদসুবিহ্বলম্। যযৌ লঙ্কামভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্।। ২৪
সমগ্রে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে। সুমালী শরবর্ষেণ নিববার রণে হরিম্।। ২৫
স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্। রাক্ষসাঃ সত্ত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্যং সমাদধুঃ।। ২৬
অথ সোঽভ্যপতদ্ রোষাদ্ রাক্ষসো বলদর্পিতঃ। মহানাদং প্রকুর্বাণো রাক্ষসান্ জীবয়ন্নিব।। ২৭
উৎক্ষিপ্য লম্বাভরণং ধুন্বন্ করমিব দ্বিপঃ। ররাস রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িত্তোয়দো যথা।। ২৮
সুমালের্নর্দতস্তস্য শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্। চিচ্ছেদ যন্তুরশ্বাশ্চ ভ্রান্তাস্তস্য তু রক্ষসঃ।। ২৯
তৈরশ্বৈর্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈঃ সুমালী রাক্ষসেশ্বরঃ। ইন্দ্রিয়াশ্বৈঃ পরিভ্রান্তৈর্ধৃতিহীনো যথা নরঃ।। ৩০
ততো বিষ্ণুং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে। হৃতে সুমালেরশ্বৈশ্চ রথে বিষ্ণুরথং প্রতি।। ৩১
মালী চাভ্যদ্রবদ্ যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ। মালের্ধনুশ্চ্যুতা বাণাঃ কার্তস্বরবিভূষিতাঃ।। ৩২
বিবিশুর্হরিমাসাদ্য ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব। অর্দ্যমানঃ শরৈঃ সোঽথ মালিমুক্তৈঃ সহস্রশঃ।। ৩৩
চুক্ষুভে ন রণে বিষ্ণুর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ। অথ মৌর্বীস্বনং শ্রুত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।। ৩৪

যেমন শরভ দ্বারা সিংহ, সিংহের দ্বারা হস্তী, হস্তীর দ্বারা ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের দ্বারা চিতাবাঘ...*(শরভ = সিংহ অপেক্ষা বলবান মৃগ, দ্বিরদ = হাতী। দ্বীপী—চিতাবাঘ)* ।।২০।। চিতাবাঘের দ্বারা কুকুর, কুকুর দ্বারা বিড়াল, বিড়াল-কর্তৃক সাপ এবং সাপ দ্বারা ইঁদুর ভীত হয়ে পলায়ন করে...*(মার্জার = বিড়াল। খবঃ —ইঁদুর)* ।।২১।। তেমনি প্রভাবশালী বিষ্ণুর তাড়নে রাক্ষসেরা ভয়ে পালাতে লাগলো। পলায়ন সময়ে কেউ কেউ ধরাশায়ী হয়ে পড়লো।।২২।। দেবরাজ ইন্দ্র যেমনভাবে মেঘরাজিকে জলের দ্বারা পূর্ণ করেন তেমনিভাবে মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষস বিনাশ করে গম্ভীর পাঞ্চজন্য নাদে চতুর্দিক নাদিত করে তুললেন।।২৩।। নারায়ণের শরে শঙ্কিত এবং শঙ্খনাদে ব্যাকুল রাক্ষসসৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে লঙ্কাভিপানে পলায়নপর হলো।।২৪।। নারায়ণের ক্ষেপিত শরে সমগ্র রাক্ষসসেনা পর্যুদস্ত হলে যুদ্ধস্থলে সুমালী শরবর্ষণ করতে করতে শ্রীহরিকে নিবারিত করলো।।২৫।। নীহার তথা কুয়াশা যেমন সূর্যকে আচ্ছাদন করে ফেলে তেমনিভাবে সুমালীও শরজালে শ্রীহরিকে আচ্ছাদিত করলো। এই দেখে শক্তিমান রাক্ষসেরা পুনর্বার ধৈর্য অবলম্বন করলো।।২৬।। বলদর্পী সেই রাক্ষস সরোষ উচ্চগর্জনে যেন রাক্ষসদেরকে পুনর্জীবিত করে আক্রমণ চালালো।।২৭।। হাতী যেমন শুঁড় তুলে নাড়াতে থাকে অনুরূপভাবে সেই রাক্ষস আভরণভূষিত লম্বমান হস্ত উৎক্ষেপ করে কাঁপাতে থাকলে মনে হলো যেন সতড়িৎ মেঘমালা দীপ্তি পাচ্ছে।।২৮।। নারায়ণ গর্জনশীল সুমালীর সারথির কুণ্ডলশোভিত শিরোদেশ ছেদন করে দিলে সেই রাক্ষসের অশ্বসমূহ চতুর্দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে লাগলো।।২৯।। বিষয় অভিমুখে ধাবনশীল ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে অজিতেন্দ্রিয় নর যেমন ইতস্ততঃ ধাবিত হয় তেমনিভাবে রাক্ষসেশ্বর সুমালীও দিগভ্রান্ত অশ্বসমূহের সঙ্গে চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগলো *(ঋষিকবির বোধ, বিচক্ষণতা, চিন্তন ও মননের উচ্চসীমা ও অপূর্ব কবিত্বশক্তি অনুমেয়)* ।।৩০।। এবার মহাবাহু বিষ্ণুকে আক্রান্ত হতে হলো। সুমালীর রথাশ্ব রথকে এদিক ওদিকে ছোটাতে থাকলে বিষ্ণুরথ তথা গরুড়ের দিকে...।।৩১।। যুদ্ধোদ্যত মালী সশর ধনু ধারণ করে ধাবিত হলো। মালীর ধনুর্নিক্ষিপ্ত শরসমূহ স্বর্ণভূষিত।।৩২।। পাখীরা যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতে প্রবেশ করে তেমনি শ্রীহরি বিষ্ণুকে সম্মুখে পেয়ে সেই বাণগুলিও যেন সহর্ষে প্রবেশ করতে লাগলো। মালী-বিনির্মুক্ত সহস্র সহস্র বাণে পীড়িত হয়েও...।।৩৩।। বিষ্ণু আদৌ ক্ষুব্ধ হলেন না, যেমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মনোবিষাদেও বিচলিত বোধ করেন না তেমনি। অনন্তর ধনুষ্টংকার শ্রুত হয়ে ভগবান ভূতভাবন বিষ্ণু *(মৌর্বীস্বনং—ধনুর টংকারধ্বনি)* ।।৩৪।। সর্জ, গদা ও অসি-ধারণপূর্বক মালীর উদ্দেশ্যে বাণনিক্ষেপ শুরু করলেন।

মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সসর্জাসিগদাধরঃ। তে মালিদেহমাসাদ্য বজ্রবিদ্যুৎ প্রভাঃ শরাঃ।। ৩৫
বিপন্তি রুধিরং তস্য নাগা ইব সুধারসম্। মালিনং বিমুখং কৃত্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।। ৩৬
মালিমৌলিং ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ। বিরথস্তু গদাং গৃহ্য মালী নক্তঞ্চরোত্তমঃ।। ৩৭
আপুপ্লুবে গদাপাণির্গিরিগ্রাদিব কেসরী। গদয়া গরুড়েশানমীশানমিব চান্তকঃ।। ৩৮
ললাটদেশেঽভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্রো যথাচলম্। গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভৃশম্।। ৩৯
রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ। পরাঙ্মুখে কৃতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ।। ৪০
উদতিষ্ঠম্মহান্ শব্দো রক্ষসামভিনর্দতাম্। রক্ষসাং রুবতাং রাবং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ।। ৪১
তির্যগাস্থায় সংক্রুদ্ধঃ পক্ষীশে ভগবান্ হরিঃ। পরাঙ্মুখোঽপ্যুৎসসর্জ মালেশ্চক্রং জিঘাংসয়া।। ৪২
তৎসূর্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্নভঃ। কালচক্রনিভং চক্রং মালেঃ শীর্ষমপাতয়ৎ।। ৪৩
তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রোৎকৃত্তং বিভীষণম্।। পপাত রুধিরোদ্গারি পুরা রাহুশিরো যথা।। ৪৪
ততঃ সুরৈঃ সম্প্রহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ। সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবোতিবাদিভিঃ।। ৪৫
মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মাল্যবানপি। সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কামেব প্রধাবিতৌ।। ৪৬
গরুড়স্তু সমাশ্বস্তঃ সন্নিবৃত্য যথা পুরা। রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ।। ৪৭
চক্রকৃত্তাস্যকমলা গদাসঞ্চূর্ণিতোরসঃ। লাঙ্গলগ্লপিতগ্রীবা মুসলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ।। ৪৮
কেচিচ্চৈবাসিনা ছিন্নাস্তথান্যে শরতাডিতাঃ। নিপেতুরম্বরাৎ তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাম্ভসি।। ৪৯

বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাসমন্বিত সেই শররাজি মালীর দেহে প্রবেশ করে...*(সর্জ—অস্ত্রবিশেষ)* ।।৩৫।। রুধির ধারা পান করতে লাগলো। যেন নাগেরা সুধারস পান করছে। শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বিষ্ণু মালীকে বিমুখ করে...।।৩৬।। তার মুকুট, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বসমূহকে ছেদন করে ভূপাতিত করলেন। অতঃপর বিরথ তথা রথচ্যুত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালী গদাগ্রহণ করলো *(মৌলি—মুকুট। ধ্বজ—পতাকা। চাপ—ধনু। বিরথ—রথচ্যুত। নক্তঞ্চরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ)* ।।৩৭।। পর্বতশিখরদেশ থেকে যেমন সিংহ নিম্নদেশে অবতরণ করে মালীও রথ থেকে মাটিতে নামলো একইভাবে। গদাঘাত করলো গরুড়কে। যেমন অন্তক তথা যম...।।৩৮।। শিবের উপর গদাঘাত করেছিলেন, ইন্দ্র করেছিলেন পর্বতের উপর বজ্রপ্রহার, মালীও তেমনি গরুড়ের ললাটদেশে উপর্যুপরি গদাঘাত করতে লাগলো।।৩৯।। আহত গরুড় বেদনা-ব্যাকুল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিষ্ণুকে পরাঙ্মুখ করলো। মালী গরুড়সহ বিষ্ণুকে পরাঙ্মুখ করলে...।।৪০।। গর্জনকারী রাক্ষসেরা উচ্চনাদে চীৎকার করতে লাগলো। রাক্ষসদের সেই উৎকট গর্জনে ইন্দ্রানুজ শ্রীহরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে...।।৪১।। তির্যগাবস্থায় গরুড়পক্ষীর উপর উপবেশনপূর্বক মালীর বিনাশকামনায় সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করলেন।।৪২।। সৌরমণ্ডলবৎ প্রদীপ্ত কালচক্রসদৃশ ঐ চক্র স্বপ্রভায় আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে মালীর মস্তকোপরি নিপাতিত হলো।।৪৩।। চক্র দ্বারা ছিন্ন রাক্ষসরাজ মালীর সেই ভয়াল মস্তক থেকে পুরাকালে কর্তিত রাহুর মস্তকের ন্যায় রক্তধারা উদ্গিরণ করতে লাগলো।।৪৪।। অতঃপর *(মালীর মৃত্যুর পরে)* দেবতাগণ অতি প্রসন্নচিত্তে "সাধু, দেব, সাধু"—বলে সমগ্র প্রাণশক্তিতে বিজয়-সিংহনাদে চতুর্দিক মুখরিত করে তুললেন।।৪৫।। মালীকে নিহত দেখে শোকসন্তপ্ত সুমালী ও মাল্যবান সসেনা লঙ্কাভিপানে ধাবিত হলো।।৪৬।। এইসময়ে গরুড় আশ্বস্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আগের মতোই কোপবশে আপন পক্ষবাত্যায় রাক্ষসদেরকে পীড়িত ও পর্যুদস্ত করতে লাগলো।।৪৭।। কতোক রাক্ষসের বদনমণ্ডল চক্রদ্বারা ছিন্ন, কারো বা বক্ষদেশ গদাঘাতে চূর্ণ। কারো কারো গ্রীবা হল-প্রহারে গেছে থেঁতলে। কিছু রাক্ষসের মস্তক গেলো মুষলাঘাতে ভিন্ন হয়ে।।৪৮।। কেউ কেউ ছিন্নভিন্ন হলো অসির দ্বারা, অপরাপর বহু রাক্ষস বাণপীড়িত হয়ে আকাশমার্গ থেকে সমুদ্রজলে নিপতিত হতে লাগলো।।৪৯।। স্বয়ং নারায়ণও ধনু-নিক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠ শর ও অশনিসমূহ দ্বারা রাক্ষসদেরকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। সেসময়ে রাক্ষসদের মাথার চুল

নারায়ণোঽপীষুবরাশনীভির্বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ।
নক্তঞ্চরান্ ধূতবিমুক্তকেশান্ যথাশনীভিঃ সতডিন্মহাভ্রঃ।। ৫০
ভিন্নাতপত্রং পতমানশস্ত্রং শরৈরপধ্বস্তবিনীতবেশম্।
বিনিঃসৃতাস্ত্রং ভয়লোলনেত্রং বলং তদুন্মত্ততরং বভূব।। ৫১
সিংহার্দিতানামিব কুঞ্জরাণাং নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্।
রবাশ্চ বেগাশ্চ সমং বভূবুঃ পুরাণসিংহেন বিমর্দিতানাম্।। ৫২
তে বার্যমাণা হরিবাণজালৈঃ স্ববাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ।
ধাবন্তি নক্তঞ্চরকালমেঘা বায়ুপ্রণুন্না ইব কালমেঘাঃ।। ৫৩
চক্রপ্রহারৈর্বিনিকৃত্তশীর্ষাঃ সাঞ্চূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ।
অসিপ্রহারৈর্দ্বিবিধা বিভিন্নাঃ পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ।। ৫৪
বিলম্বমানৈর্মণিহারকুণ্ডলৈর্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ।
নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং নিপাত্যমানৈরিব নীলপর্বতৈঃ।। ৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

এলোমেলো হয়ে আকাশে উড়ছিলো। পীতবাস ভগবান বিষ্ণু বিদ্যুদ্‌মালাময় মহামেঘবৎ শোভিত হচ্ছিলেন।।৫০।। শরজালে রাক্ষসসেনার ছাতা গেছিলো কাটা, অস্ত্রসমূহ হচ্ছিলো পতিত, সৌম্যবেশ হয়েছিল বিস্রস্ত, অস্ত্রসমূহ বার হয়ে পড়েছিলো এবং ভীতিতে সবারই চক্ষু হয়ে উঠেছিলো চঞ্চল হয়ে। সেই রাক্ষসদের অতীব উন্মত্ত বোধ হচ্ছিলো।।৫১।। পুরাণপ্রসিদ্ধ নৃসিংহরূপী বিষ্ণু রাক্ষসরূপ হস্তি-সকলকে বিমর্দিত করতে থাকলে তাদের চীৎকার ও বেগ এমনভাবে উত্থিত হচ্ছিলো যে, তা যেন সিংহপীড়িত হস্তিগণের চীৎকার ও বেগের সমান।।৫২।। বর্ষাকালের ঘন কালো মেঘ যেমন বায়ুসঞ্চালিত হয়ে উড়ে যায়, তেমনিভাবেই শ্রীহরির শরজালে নিবারিত রাক্ষসরূপ মেঘেরা আপন আপন অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করতে লাগলো।।৫৩।। চক্রের প্রহারে রাক্ষসদের মাথা গেলো বিচ্ছিন্ন হয়ে, গদার আঘাতে তাদের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়লো এবং অসির আঘাতে তারা দ্বিখণ্ডিত হলো। তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা পর্বতের মতো ধরাশায়ী হতে থাকলো।।৫৪।। লম্বমান মণিহার ও কুণ্ডলশোভিত নীলমেঘতুল্য ঐ রাক্ষসেরা নিপাতিত নীলপর্বতের মতো ভূতলদেশ পূর্ণ করে পতিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে।।৫৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

মাল্যবতো যুদ্ধম্, তস্য পরাজয়ঃ, সুমাল্যাদিরাক্ষসানাং রসাতলে প্রবেশশ্চ

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ। মাল্যবান্ সন্নিবৃত্তোঽথ বেলামেত্য ইবার্ণবঃ।। ১
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাচ্চলন্মৌলির্নিশাচরঃ। পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পুরুষোত্তমম্।। ২

অষ্টম (৮) সর্গ

মাল্যবানের যুদ্ধ ও যুদ্ধে তার পরাজয়। সুমালী-প্রমুখ রাক্ষসদের রসাতল-প্রবেশ।

পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে রক্ষঃসেনাদেরকে পদ্মনাভ বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হতে দেখে মাল্যবান নিবৃত্ত হলো। সাগর যেমনভাবে বেলাভূমিতে গিয়ে নিবৃত্ত হয় তেমনি।।১।। ক্রোধে তার নয়ন আরক্তিম। মস্তকের মুকুট কম্পমান। ঐ রাক্ষস-পুরুষোত্তম এবার পদ্মনাভ বিষ্ণুকে বললো—।।২।। নারায়ণ, পুরাতন

নারায়ণ! ন জানীষে ক্ষাত্রধর্মং পুরাতনম্। অযুদ্ধমনসো ভীতানাস্মান্ হংসি যথেতরঃ।। ৩
পরাঙ্‌মুখবধং পাপং যঃ করোতি সুরেশ্বর। স হন্তা ন গতঃ স্বর্গং লভতে পুণ্যকর্মণাম্।। ৪
যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেঽস্তি শঙ্খচক্রগদাধর। অহং স্থিতোঽস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যত্তব।। ৫
মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্। উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী।। ৬
যুষ্মত্তো ভয়ভীতানাং দেবানাং বৈ ময়াভয়ম্। রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুপাল্যতে।। ৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্যং দেবানাং হি সদা ময়া। সোঽহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি।। ৮
দেবদেবং ব্রুবাণং তং রক্তাম্বুরুহলোচনম্। শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ভুজান্তরে।। ৯
মাল্যবদ্ভুজনির্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা। হরেরুরসি বভ্রাজ মেঘস্থেব শতহ্রদা।। ১০
ততস্তামেব চোৎকৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ। মাল্যবন্তং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাম্বুরুহেক্ষণঃ।। ১১
স্কন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা। কাঙ্‌ক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়ান্মহোল্কেবাঞ্জনাচলম্।। ১২
সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভারাবভাসিতে। আপতদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূট ইবাশনিঃ।। ১৩
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রাবিশদ্ বিপুলং তমঃ। মাল্যবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।। ১৪
ততঃ কালায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্। প্রগৃহ্যাভ্যহনদ্ দেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢম্।। ১৫
তথৈব রণরক্তস্তু মুষ্টিনা বাসবানুজম্। তাডয়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ।। ১৬
ততোঽম্বরে মহাঞ্ছব্দঃ সাধুসাধ্বিবতি চোত্থিতঃ। আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুডং চাপ্যতাডয়ৎ।। ১৭

ক্ষাত্রধর্ম পর্যন্ত তুমি জানো না। জানো না বলেই অতি সাধারণ মানুষের ন্যায় নিজেকে প্রকটিত করে এই আমাদেরকে বধ করছো, যারা এখন যুদ্ধে অভিলাষী নয় এবং সন্ত্রস্ত।।৩।। হে সুরেশ্বর, যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ শত্রুকে যে সংহার করে, সে পাপকর্মকারী। সেই হন্তারক পুণ্যকর্মকারীগণের লভ্য স্বর্গে গমন করতে পারে না।।৪।। হে শঙ্খচক্রগদাধারি, যুদ্ধে যদি তোমার অভিরুচি থেকে থাকে তবে এই আমি দাঁড়ালাম। দেখাও তোমার কতো শক্তি!।।৫।। 'মাল্যবান পর্বত'বৎ অবস্থানকারী রাক্ষসরাজ মাল্যবানকে ইন্দ্রানুজ বলশালী বিষ্ণু বললেন—*(বিষ্ণু ইন্দ্রের ছোটো ভাই)*।।৬।। তোমাদের পীড়নে ভয়ভীত দেবগণকে আমি এই বলে অভয়দান করেছিলাম যে, রাক্ষসদেরকে আমি বিনাশ করবো। আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞাপালন করছি।।৭।। নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও দেবগণের প্রিয়কর্ম সর্বদা আমার করণীয়। তাই তোমরা যদি রসাতলেও প্রবেশ করো তাহলেও তোমাদেরকে আমি বিনাশপ্রাপ্ত করবো।।৮।। রক্তবর্ণ পদ্মসদৃশ নয়নসমন্বিত দেবাদিদেব বিষ্ণু এরকম বলতে থাকলে সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে শক্তি অস্ত্র দিয়ে বিষ্ণুর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করলো।।৯।। মাল্যবানের হস্তবিনির্গত ঘণ্টাবৎ শব্দকারিণী ঐ শক্তি অস্ত্র বিষ্ণুর বক্ষঃপ্রদেশে সংসক্ত থেকে মেঘমধ্যস্থিত বিদ্যুৎসদৃশ শোভা পেতে লাগলো।।১০।। অতঃপর শক্তিমান কার্তিকেয়র প্রিয় কমলনয়ন বিষ্ণু শক্তি অস্ত্রকে বক্ষঃস্থল থেকে উৎপাটিত করে মাল্যবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।।১১।। স্কন্দ তথা কার্তিক নিক্ষিপ্ত শক্তিতুল্য গোবিন্দের হস্তবিনির্মুক্ত সেই শক্তি রাক্ষসকেই লক্ষ্য কামনা করে ধাবিত হতে লাগলো। যেমনভাবে শক্তি মহোলকা অঞ্জনপর্বতে নিপাতিত হয় ঠিক তেমনিভাবে।।১২।। বজ্র যেভাবে পর্বতের শিখরদেশে পতিত হয় অনুরূপভাবে হারভারে প্রকাশিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠের সেই বিস্তৃত বক্ষঃপ্রদেশে ঐ শক্তি অস্ত্র পতিত হলো।।১৩।। ঐ শক্তির আঘাতে মাল্যবানের যুদ্ধকবচ গেলো ছিন্ন হয়ে। তার মূর্ছাপ্রাপ্তি ঘটলো। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে মাল্যবান আশ্বস্ত হয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে দণ্ডায়মান হলো *(তনুত্রাণ—কবচ)*।।১৪।। অনন্তর মাল্যবান কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত ও বহু কণ্টক পরিবেষ্টিত একটি শূল গ্রহণপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর দুইস্তনের মধ্যাঞ্চলে সুদৃঢ়ভাবে আঘাত হানলো।।১৫।। যুদ্ধবিলাসী ঐ নিশাচর ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুকে মুষ্টিপ্রহারে এক ধনু প্রমাণ স্থান পশ্চাদপসরণে বাধ্য করলো।।১৬।। ইত্যবসরে আকাশোপরি রাক্ষসদের তুমুল হর্ষধ্বনি নাদিত হতে লাগলো। তারা মাল্যবানকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, উত্তম, অতি উত্তম। বিষ্ণুকে আহত করামাত্র রাক্ষস এবার গরুড়কে প্রহার করতে লাগলো।।১৭।। বিনতাসুত গরুড় এবার অতিশয় ক্রুদ্ধ হলো। প্রবল বায়ু

বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্। ব্যপোহদ্ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচয়ং যথা।। ১৮
দ্বিজেন্দ্রপক্ষবাতেন দ্রাবিতং দৃশ্য পূর্বজম্। সুমালী স্ববলৈঃ সার্ধং লঙ্কামভিমুখো যযৌ।। ১৯
পক্ষবাতবলোদ্ধূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ। স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লঙ্কাং হ্রিয়া বৃতঃ।। ২০
এবং তে রাক্ষসা রাম! হরিণা কমলেক্ষণ। বহুশঃ সংযুগে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ।। ২১
অশক্নুবন্তস্তে বিষ্ণুং প্রতিযোদ্ধুং বলার্দিতাঃ। ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতা বস্তুং পাতালং সহপত্নয়ঃ।। ২২
সুমালিনং সমাসাদ্য রাক্ষসং রঘুসত্তম। স্থিতাঃ প্রখ্যাতবীর্যাস্তে বংশে সালকটঙ্কটে।। ২৩
যে ত্বয়া নিহতাস্তে তু পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ। সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ।
সর্ব এতে মহাভাগা রাবণাদ্ বলবত্তরাঃ।। ২৪
ন চান্যো রাক্ষসান্ হন্তা সুরারীন্ দেবকণ্টকান্। ঋতে নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।। ২৫
ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্বাহুঃ সনাতনঃ। রাক্ষসান্ হন্তুমুৎপন্নো হ্যজয্যঃ প্রভুরব্যয়ঃ।। ২৬
নষ্টধর্মব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ। উৎপদ্যতে দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ।। ২৭
এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানামুৎপত্তিরদ্য কথিতা সকলা যথাবৎ।
ভূয়ো নিবোধ রঘুসত্তম রাবণস্য জন্মপ্রভাবমতুলং সসুতস্য সর্বম্।। ২৮
চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্ রসাতলং স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়ার্দিতস্তদা।
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী ততস্তু লঙ্কামবসদ্ ধনেশ্বরঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

যেভাবে শুকনো পাতাসকলকে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেইমতো গরুড়ও স্বীয় পক্ষবাতে ঐ রাক্ষসকে উড়িয়ে দিলো।।১৮।। অগ্রজকে গরুড়ের পাখার তীব্র বাতাসে এভাবে উড়ে যেতে দেখে সসেনা সুমালী লঙ্কা অভিমুখে চলে গেল *(পূর্বজম—অগ্রজ। স্ববলৈঃ—সসৈন্য। দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজ+ইন্দ্র = পক্ষিশ্রেষ্ঠ। দ্বিজ—দুই বার জন্ম হয় যার। একবার ডিম হিসেবে, দ্বিতীয়বার ডিম থেকে জন্ম বলে পাখী হলো দ্বিজ)*।।১৯।। মাল্যবানও গরুড়ের পাখার বাতাসে উড়ে যাওয়ার ফলে লজ্জালোহিত হয়ে নিজের সৈন্যবৃন্দের সঙ্গে লঙ্কায় গমন করলো।।২০।। হে কমলনয়ন রাম, রাক্ষসদের সঙ্গে এভাবে শ্রীহরির প্রস্থে প্রস্থে যুদ্ধ হওয়ায় এবং যুদ্ধে রাক্ষসদের প্রধান নায়কগণের মৃত্যু ঘটায় ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পালিয়ে যায়।।২১।। বিষ্ণুর বলে পীড়িত হয়ে রাক্ষসেরা আর তাঁর সঙ্গে প্রতি যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় সমর্থ হলো না। স্ব স্ব পত্নী-সহযোগে তারা তাই লঙ্কা ত্যাগ করে পাতালে বাস করার উদ্দেশ্যে গমন করলো।।২২।। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, ঐ খ্যাতবীর্য রাক্ষসেরা অতঃপর সালকটঙ্কট বংশস্থ সুমালীর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করতে লাগলো।।২৩।। রাম, রাক্ষসদের যাদেরকে তুমি সংহার করেছো তারা সকলে পুলস্ত্যবংশীয়। সুমালী, মাল্যবান ও মালী-প্রমুখ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ যাদের প্রধান সেই মহাভাগ রাক্ষসেরা রাবণ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী।।২৪।। দেবতাদের কাছে কণ্টকতুল্য দেবদ্রোহকারক ঐ রাক্ষসদেরকে একমাত্র শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ সংহারে সমর্থ হতো না *(সুরারী—দেবশত্রু)*।।২৫।। আপনি চতুর্ভুজধারী সনাতন। আপনি ভগবান নারায়ণ। আপনাকে কেউ জয় করতে সমর্থ হবে না। আপনি অবিনাশী প্রভু। রাক্ষসদেরকে সংহার করার কারণেই আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন।।২৬।। আপনি প্রজাবর্গের স্রষ্টা। শরণাগতবৎসল। দস্যুরা যখন ধর্মব্যবস্থাকে নষ্ট করার কারণে উৎপন্ন হয় তখন আপনিই তাদের বিনাশ করতে অবতীর্ণ হন।।২৭।। হে নরশ্রেষ্ঠ, রাক্ষসদের উৎপত্তির কাহিনী আমি যথাযথভাবে আপনার কাছে কীর্তন করলাম। হে রঘুবংশ তিলক, পুনরায় আপনি রাবণ ও তার পুত্রদের উৎপত্তি ও অনুপম প্রভাবের বার্তা শ্রবণ করুন।।২৮।। বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত বলবান রাক্ষস সুমালী সুদীর্ঘকাল স্বীয় পুত্র ও পৌত্রদের সঙ্গে রসাতলে বিচরণ করেছিলো। অতঃপর ধনেশ্বর কুবের লঙ্কাপুরীতে গমনপূর্বক বাস করতে লাগলেন।।২৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

রাবণাদীনামুৎপত্তিঃ, তপশ্চরণায় গোকর্ণাশ্রমে গমনঞ্চ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ। রসাতলান্মর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ।। ১
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ। কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্।। ২
রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে। তদাপশ্যৎ স গচ্ছন্তং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্।। ৩
গচ্ছন্তং পিতরং দ্রষ্টুং পুলস্ত্যতনয়ং বিভুম্। তং দৃষ্ট্বামরসঙ্কাশং গচ্ছন্তং পাবকোপমম্।। ৪
রসাতলং প্রবিষ্টঃ সম্মর্ত্যলোকাৎ সবিস্ময়ঃ। ইত্যেবং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামতিঃ।। ৫
কিং কৃত্বা শ্রেয় ইত্যেবং বর্ধেমহি কথং বয়ম্। অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ।। ৬
পুত্রি প্রদানকালোঽয়ং যৌবনং ব্যতিবর্ততে। প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈঃ পরিগৃহ্যসে।। ৭
ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্বে যন্ত্রিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ। ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীঃ সাক্ষাদিব পুত্রিকে।। ৮
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্। ন জ্ঞায়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যকে।। ৯
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীয়তে। কুলত্রয়ং সদা কন্যাং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি।। ১০
সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্। ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্।। ১১
ঈদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়। তেজসা ভাস্করসমো তাদৃশোঽয়ং ধনেশ্বরঃ।। ১২
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ। তত্র গত্বা চ সা তস্থৌ বিশ্রবা যত্র তপ্যতে।। ১৩
এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ। অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ।। ১৪

নবম (৯) সর্গ

রাবণ-প্রমুখের জন্ম। তপস্যার্থে গোকর্ণ আশ্রমে গমন।

কিয়ৎকাল পরে নীলমেঘতুল্য বর্ণসমন্বিত ও তপ্তসুবর্ণনির্মিত কুণ্ডলপরিধানকারী রাক্ষস সুমালী পদ্মসদৃশা সুন্দরী স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে করে রসাতল থেকে মর্ত্যলোকে এসে বিচরণ করতে লাগলো।।১-২।। মহীতলে বিচরণকালে রাক্ষসরাজ সুমালী কুবেরকে পেলো দেখতে। পুষ্পকরথারোহী কুবের...।।৩।। নিজ পিতা পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা সন্দর্শনে যাচ্ছিলেন। কুবেরকে অগ্নিতুল তেজস্বী ও দেবতুল্য শোভান্বিত দেখাচ্ছিলো।।৪।। সুমালী অতিশয় বিস্মিত হলো এবং মর্ত্যলোক থেকে রসাতলে সম্প্রবিষ্ট হলো। রাক্ষসদের মধ্যে অতীব বুদ্ধিশীল সুমালী ভাবতে লাগলো—।।৫।। কি করলে আমাদের শ্রেয়োলাভ সম্ভব হবে এবং কিসেই বা হবে আমাদের উন্নতি? এবার কৈকসী নাম্নী নিজপুত্রীকে সে বললো—।।৬।। পুত্রি, এটিই হলো তোমার বিবাহের উপযুক্ত কাল। কেননা যৌবন অতিক্রান্ত হচ্ছে। পাছে তুমি প্রত্যাখ্যান করো এই সংশয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে বরণ করে নিচ্ছে না।।৭।। ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা তোমার জন্য বহু যত্ন-প্রয়াস নিয়েছি কেননা তুমি সর্বগুণসমন্বিতা। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা তুমি।।৮।। হে কন্যা, সম্মানার্থী সকলব্যক্তির কাছেই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের কারণ, যেহেতু আগে থেকে বোঝা যায় না যে, কেমন পুরুষ কন্যাকে বরণ করবে।।৯।। স্বীয় মাতৃকুল, আপন পিতৃকুল এবং যে কুলে কন্যাকে সম্প্রদান করা হবে সেই পতিকুল—কন্যা এই তিনকুলকেই সংশয়াপন্ন করে থাকে।।১০।। পুত্রি, প্রজাপতি-কুলোদ্ভব, শ্রেষ্ঠ-গুণান্বিত এবং পুলস্ত্যতনয় মুনিবর বিশ্রবার সন্নিকটে তুমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হও।।১১।। তুমি এইমতো করলে ধনাধিপতি কুবের যেমন আপন তেজে সূর্যসম-স্বয়ম্প্রভ তোমার পুত্রগণও সমান তেজোপ্রদীপ্ত হবে।।১২।। পিতৃবাক্য শুনে ও পিতৃগৌরব মনে ধারণপূর্বক কৈকসী বিশ্রবার তপঃস্থলীতে গিয়ে একাংশে দাঁড়িয়ে রইলো।।১৩।। রাম, ঐ সময়ে পুলস্ত্যসুত ব্রাহ্মণ বিশ্রবা সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র উপাসনা করছিলেন। বিশ্রবাকে তখন ত্রেতাগ্নির সম্মুখে চতুর্থাগ্নিসদৃশ বোধ হচ্ছিলো।।১৪।। পিতার গৌরব স্মরণ করতে করতে কৈকসী সেই ভয়াল বেলার বিষয় বিচার না

অবিচিন্ত্য তু তাং বেলাং দারুণাং পিতৃগৌরবাৎ। উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য চরণাধোমুখী স্থিতা।। ১৫
বিলিখন্তী মুহুর্ভূমিমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভামিনী। স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।। ১৬
অব্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমানাং স্বতেজসা। ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা।। ১৭
কিং কার্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রূহি শোভনে।। ১৮
এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ। আত্মপ্রভাবেণ মুনে জ্ঞাতুমর্হসি মে মতম্।। ১৯
কিন্তু মাং বিদ্ধি ব্রহ্মর্ষে! শাসনাৎ পিতুরাগতাম্। কৈকসী নাম নাম্নাহং শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।। ২০
স তু গত্বা মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতদুবাচ হ। বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্।। ২১
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি। দারুণায়াস্তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং মামুপস্থিতা।। ২২
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি। দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্।। ২৩
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি! রাক্ষসান্ ক্রূরকর্মণঃ। সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্যাব্রবীদ্ বচঃ।। ২৪
ভগবন্নীদৃশান্ পুত্রাংস্ত্বত্তোঽহং ব্রহ্মবাদিনঃ। নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাং কর্তুমর্হসি।। ২৫
কন্যয়া ত্বেবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ। উবাচ কৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্।। ২৬
পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে। মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ।। ২৭
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ। জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্।। ২৮
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্। তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্ধজম্।। ২৯
তস্মিন্ জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ। ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ।। ৩০

করেই বিশ্রবামুনির সমীপবর্তী হয়ে তাঁর চরণে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে অধোমুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো।।১৫।।' সেই ভামিনী নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বারংবার ভূমিতে রেখাঙ্কন করছিলো। পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখশ্রীসম্পন্না, সুনিতম্বিনীকে দেখে,...*(অপরূপ ঋষিদৃষ্টি)*।।১৬।। আপনতেজে দীপ্তা সেই সুন্দরীকে পরম উদার মহর্ষি বললেন, কার কন্যা তুমি? কোত্থেকেই বা এখানে এসেছো?।।১৭।। কি করতে চাও তুমি? তার হেতুই বা কি? হে শোভনে, তুমি যথাযথভাবে তা বলো।।১৮।। মুনিবর এই কথা বললে কৃতাঞ্জলি সেই কন্যা বললো, মুনে, আপনি স্বীয় প্রভাবে আমার মনোগত বাসনা জ্ঞাত হতে সমর্থ।।১৯।। কিন্তু হে ব্রহ্মর্ষে, পিতার অনুশাসন মেনে আমি এখানে এসেছি। কৈকসী আমার নাম। আত্মপ্রভাবে অবশিষ্ট সকলকিছুই আপনিই অবগত হোন।।২০।। এই বাক্য শ্রবণ করে মুনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বললেন, ভদ্রে, তোমার মনোবাসনা আমি অবগত হয়েছি।।২১।। হে মত্তমাতঙ্গগামিনি, আমা হতে তোমার সন্তানাভিলাষ হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তুমি এই নিদারুণবেলায় আমা-সকাশে উপস্থিত হয়েছো...।।২২।। হে ভদ্রে, শোনো, তোমার যে সন্তানসমূহ জন্মগ্রহণ করবে তারা হবে দারুণস্বভাব, ভয়ঙ্করদেহী। তারা ক্রূরকর্মকারিগণের সঙ্গে সখ্যসম্পন্ন হবে।।২৩।। সুনিতম্বে, ক্রূরকর্মকারী রাক্ষসদেরকে তুমি প্রসব করবে। মুনিবর বিশ্রবার বাক্য শুনে কৈকসী প্রণিপাত করে বলতে লাগলো—।।২৪।। ভগবন্, ব্রহ্মবাদী আপনি। আপনার নিকট হতে এমতো দুরাচারী পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা আমি করি না। আপনি আমার উপর সুপ্রসন্ন হোন।।২৫।। কন্যা কৈকসী এইমতো বার্তাজ্ঞাপন করায় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা রোহিণীতুল্য কৈকসীকে পুনরায় বললেন—।।২৬।। হে শুভাননে, যে তোমার সর্বপেক্ষা কনিষ্ঠ সন্তান হবে সে আমারই বংশানুরূপ ধর্মাত্মা হবে। এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।।২৭।। রাম, মুনি এইমতো বলার পর কিয়ৎকালের মধ্যে কৈকসী অতি ভয়াল ও ক্রূরস্বভাবসমন্বিত এক রাক্ষসের জন্ম দিলো।।২৮।। সেই সন্তানের দশটি মস্তক, বৃহৎ বৃহৎ দন্ত, ওষ্ঠদেশ তাম্রবর্ণ, ভুজের সংখ্যা বিশ, বিশাল তার মুখগহ্বর এবং দীপ্ত তার কেশরাজি। দেহের বর্ণ তার অঞ্জনপর্বতের ন্যায় নীলাভ।।২৯।। তার জন্মাবামাত্র উলকামুখ শিবা তথা স্ত্রী শৃগালেরা এবং মাংসাহারী শকুনপক্ষীরা দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে **পরিক্রমা করতে** লাগলো।।৩০।। দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। ভয়াল **শব্দে তর্জন করতে**

ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিঃস্বনাঃ। প্রবভৌ ন চ সূর্যো বৈ মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি।। ৩১
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ। অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।। ৩২
অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহসমঃ পিতা। দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি।। ৩৩
তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।। ৩৪
ততঃ শূর্পণখা নাম সঞ্জজ্ঞে বিকৃতাননা। বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ।। ৩৫
তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ। নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা।
বাক্যং চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিবতি তত্তদা।। ৩৬
তৌ তু তত্র মহারণ্যে ববৃধাতে মহৌজসৌ। কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীবৌ লোকোদ্বেগকরৌ তদা।। ৩৭
কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্। ত্রৈলোক্যে নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ।। ৩৮
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মব্যবস্থিতঃ। স্বাধ্যায়নিয়তাহার উবাস বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৩৯
অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ। আগতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ।। ৪০
তং দৃষ্ট্বা কৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা। আগম্য রাক্ষসী তত্র দশগ্রীবমুবাচ হ।। ৪১
পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসা বৃতম্। ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্।। ৪২
দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম। যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ।। ৪৩
মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্। অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোত্তদা।। ৪৪
সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা। ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্গতম্।। ৪৫
ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ। চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম তপসে ধৃতমানসঃ।। ৪৬

লাগলো মেঘেরা। সূর্যের প্রভা হলো মালিন্যপ্রাপ্ত। পৃথিবীতে উলকাপাত হলো।।৩১।। কেঁপে উঠলো সমগ্র ধরণী। ভয়ঙ্কর বাত্যাপ্রবাহ দেখা দিলো চতুর্দিকে। অক্ষোভ্য সরিৎপতি সাগরও পর্যন্ত হলো ক্ষুভিত।।৩২।। অনন্তর ব্রহ্মাতুল তেজস্বী পিতা বিশ্রবা জন্মগ্রহণকারী দশগ্রীবাসমন্বিত পুত্রের নামকরণ করলেন দশগ্রীব বলে।।৩৩।। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করলো। তার বিশালকায় বপুর চেয়ে অধিক বৃহদ্ শরীর এ ভূমণ্ডলে আর নেই।।৩৪।। তারপর জন্মালো বিকৃত-আননা শূর্পণখা। অতঃপর জন্মগ্রহণ করলো কৈকসীর কনিষ্ঠপুত্র ধর্মাত্মা বিভীষণ।।৩৫।। মহাসাত্ত্বিক সেই পুত্র জন্মাবার পর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। আকাশস্থলীতে দেবগণ দুন্দুভিবাদন শুরু করলেন। নভোস্থলীতে "সাধু"-"সাধু" ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো।।৩৬।। কুম্ভকর্ণ এবং দশগ্রীব রাবণ—এই দুই মহাবলশালী রাক্ষস মহারণ্যে বর্ধিত হয়ে লোকসমূহের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে উঠলো।।৩৭।। অতীব প্রমত্ত ছিলো কুম্ভকর্ণ। ভোজনে কখনও সে তৃপ্ত হতো না। ধর্মবৎসল ঋষিগণকে সে ভক্ষণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলো।।৩৮।। এদিকে বিভীষণ বাল্যাবস্থা থেকেই ধর্মবৎসল। স্বাধ্যায়ী ও নিয়তাহারী হয়ে সে ধর্মেকর্মে অবস্থান করতো। ইন্দ্রিয় জয় করে সে বসবাস করতে লাগলো।।৩৯।। কিছুকাল চলে গেলে ধনাধিপতি বৈশ্রবণ কুবের পুষ্পক বিমানারোহী হয়ে পিতা বিশ্রবাকে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন।।৪০।। স্বকীয় তেজঃজ্যোতিতে দীপ্ত কুবেরকে দেখে রাক্ষসী কৈকসী আত্মজ দশগ্রীব রাবণকে এসে বললো—।।৪১।। পুত্র, তোমার নিজের ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখো। দেখো সে কতোই না তেজস্বী! দুই ভাই তোমরা, ভ্রাতৃভাবে সমান অথচ নিজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখো।।৪২।। অমিতবিক্রমশালী দশগ্রীব, হে পুত্র, তুমি ঠিক সেরকমই প্রযত্নবান হও যাতে বৈশ্রবণসদৃশ হতে পারো।।৪৩।। মাতৃবাক্য শ্রবণ করে প্রবলপ্রতাপী দশগ্রীব ক্রোধ-সায়রে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—।।৪৪।। মাতঃ, তুমি তোমার হৃদয়ের মধ্যেকার চিন্তা পরিত্যাগ করো। তোমার কাছে আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি এই যে, প্রভাব ও পরাক্রমে আমি ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা তারও অধিক হবো।।৪৫।। অতঃপর ক্রোধাবিষ্ট দশগ্রীব অনুজ ভ্রাতার সঙ্গে দুষ্কর কর্মসাধনের অভিপ্রায়ে তপস্যা করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হলো।।৪৬।। তপস্যা দ্বারাই

প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ। আগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্।। ৪৭
স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা তপশ্চচারাতুলমুগ্রবিক্রমঃ।
অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং দদৌ স তুষ্টশ্চ বরান্ জয়াবহান্।। ৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

আপন কামনা চরিতার্থ হবে,এই ভেবে, তপস্যাতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে পবিত্র গোকর্ণ আশ্রমে সে আগমন করলো।।৪৭।। অনুজ ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমী ঐ রাক্ষস তুমুল তপস্যা শুরু করলো। তপস্যা দ্বারা বিভু পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলো আর সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বিজয়সূচক বরপ্রদান করলেন।।৪৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

রাবণাদীনাং তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ

অথাব্রবীন্মুনিং রামঃ কথং তে ভ্রাতরো বনে। কীদৃশস্তু তদা ব্রহ্মংস্তপস্তেপুর্মহাবলাঃ।। ১
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীত্তত্র রামং সুপ্রীতমানসম্। তাংস্তান্ ধর্মবিধীংস্তত্র ভ্রাতরস্তে সমাবিশন্।। ২
কুম্ভকর্ণস্ততো যত্তো নিত্যং ধর্মপথে স্থিতঃ। ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ স্থিতঃ।। ৩
মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত। নিত্যঞ্চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ।। ৪
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ। ধর্মে প্রযতমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ।। ৫
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মপরঃ শুচিঃ। পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্।। ৬
সমাপ্তে নিয়মে তস্য ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ তুষ্টুবুশ্চাপি দেবতাঃ।। ৭
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি সূর্যং চৈবান্ববর্তত। তস্থৌ চোর্ধ্বশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়ে ধৃতমানসঃ।। ৮
এবং বিভীষণস্যাপি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে। দশ বর্ষসহস্রাণি গতানি নিয়তাত্মনঃ।। ৯

দশম (১০) সর্গ

রাবণ-প্রমুখের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

এই কথা শোনার পর রাম মুনিবরকে *(অগস্ত্যমুনিকে)* বললেন, ব্রহ্মন্, ঐ তিন মহাবলশালী ভ্রাতা সে সময়ে কিরূপ তপস্যা করেছিলেন বলুন।।১।। প্রসন্নচিত্ত রামকে অগস্ত্য বললেন, ঐ তিন ভাই পৃথক পৃথগ্ ধর্মবিধি আশ্রয় করে তপস্যা করেছিলো।।২।। কুম্ভকর্ণ সংযমী থেকে প্রতিদিন ধর্মপথে অবস্থান করতো। গ্রীষ্মকালে চারদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রেখে করতো পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা।।৩।। বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানে বীরাসনে উপবেশনপূর্বক সে বর্ষণধারায় সিক্ত হতো। এবং শীতের সময়ে নিত্য জলকে আশ্রয় করে করতো অবস্থান।।৪।। এইভাবে সৎপথে থেকে এবং ধর্মমার্গে যত্নশীল হয়ে কুম্ভকর্ণ দশ হাজার বছর অতিক্রম করলো।।৫।। ধর্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্মপরায়ণ থেকে পবিত্রভাবে এক পায়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর পার করলো।।৬।। তার নিয়মপালন সমাপ্ত হলে অপ্সরোগণ আকাশে নৃত্যতৎপর হলো। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো। তুষ্ট দেবতাগণ তার স্তুতিগান করতে লাগলেন।।৭।। অতঃপর বিভীষণ উর্ধ্ববাহু ও উর্ধ্বমুখ থেকে স্বাধ্যায়পরায়ণ হয়ে দৃঢ় মনঃসংযোগে পাঁচ হাজার বছর ধরে সূর্যের উপাসনা করলো।।৮।। সংযতমানস বিভীষণেরও এইভাবে স্বর্গস্থিত নন্দনকাননে বাসকারীর মতো মহাসুখে দশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো।।৯।। দশমস্তকধারী রাবণ তপস্যা করেছিলো অনাহারী থেকে, দশ সহস্র বৎসর ধরে। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলেই সে নিজের

দশবর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো দশাননঃ। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ জুহাব সঃ।। ১০
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ। শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনম্।। ১১
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ। ছেত্তুকামে দশগ্রীবে প্রাপ্তস্তত্র পিতামহঃ।। ১২
পিতামহস্তু সুপ্রীতঃ সার্ধং দেবৈরুপস্থিতঃ। তব তাবদ্ দশগ্রীব! প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত।। ১৩
শীঘ্রং বরয় ধর্মজ্ঞ! বরো যস্তেঽভিকাঙ্‌ক্ষিতঃ। কং তে কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ।। ১৪
তথাব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা।। ১৫
ভগবন্! প্রাণিনাং নিত্যং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্। নাস্তি মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমহং বৃণে।। ১৬
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ। নাস্তি সর্বামরত্বন্তে বরমন্যং বৃণীষ্ব মে।। ১৭
এবমুক্তে তদা রাম! ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা। দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ।। ১৮
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্। অবধ্যোঽহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ শাশ্বত।। ১৯
নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষ্বমরপূজিত। তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ।। ২০
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা। উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ।। ২১
ভবিষ্যত্যেবমেতত্তে বচো রাক্ষসপুঙ্গব। এবমুক্ত্বা তু তং রাম! দশগ্রীবং পিতামহঃ।। ২২
শৃণু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ শুভো মম। হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ।। ২৩
পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব রাক্ষস। বিতরামীহ তে সৌম্য! বরঞ্চান্যং দুরাসদম্।। ২৪
ছন্দতস্তব রূপঞ্চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্। এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।। ২৫
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি পুনস্তান্যুত্থিতানি বৈ। এবমুক্ত্বা তু তং রাম! দশগ্রীবং পিতামহঃ।। ২৬

এক একটি মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিতো।।১০।। এইভাবে ন'হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো। রাবণের ন'টি মস্তকও অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়ে গেলো।।১১।। দশ সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে এবার দশগ্রীব যখন নিজের দশম মস্তকটি আহুতিকল্পে ছেদন করতে উদ্যত হলো তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলেন।।১২।। দেবতাগণের সঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মা অতি প্রসন্নচিত্তে রাবণের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, দশগ্রীব, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট।।১৩।। হে ধর্মজ্ঞ, যে বরলাভ তুমি ইচ্ছা করো তা প্রার্থনা করো। বলো, কোন অভিলাষ তোমার আমি পূর্ণ করবো? তোমার পরিশ্রম বিফলে যাবে না।।১৪।। এইকথা শুনে দশগ্রীব প্রহৃষ্টচিত্তে এবং নতশিরে ব্রহ্মাকে প্রণতি জানিয়ে গদগদ-বচনে বলতে লাগলো– ।।১৫।। ভগবন্, মৃত্যু বিনা অন্য কোথা থেকেও প্রাণিগণের ভয় থাকে না। মৃত্যুতুল শত্রু নেই। আমি অমরত্ব প্রার্থনা করি।।১৬।। রাবণের এমতো বরপ্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা তাকে বললেন, তোমরা সর্বত্র অমর বর পাবে না। অন্য বর প্রার্থনা করো।।১৭।। রাম, লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার এইমতো বাক্য শুনে দশগ্রীব তাঁর সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে বললো– ।।১৮।। হে সনাতন দেব, গরুড়, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবতাদের সকলের অবধ্য হতে চাই।।১৯।। হে অমরপূজিত, অন্য প্রাণিগণ থেকে আমার কোনো চিন্তা নেই। মনুষ্য-প্রভৃতি অপরাপর প্রাণিগণকে আমি তৃণের সমান জ্ঞান করি।।২০।। রাক্ষস দশগ্রীব ধর্মাত্মা ব্রহ্মাকে এই কথা বললে পিতামহ ব্রহ্মা উপস্থিত দেবগণের সঙ্গে উক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন।।২১।। 'রাক্ষসপ্রবর, তোমার বাক্যই সত্য হোক'– দশগ্রীব রাবণকে এই বাক্যই শোনালেন পিতামহ ব্রহ্মা, হে রঘুনন্দন।।২২।। ব্রহ্মা পুনরায় বললেন, প্রসন্নচিত্তে যে শুভবরটি তোমাকে আমি দিচ্ছি শোনো, আগে অগ্নিতে তোমার যে যে মস্তক তুমি আহুতি দিয়েছো...।।২৩।। হে নিষ্পাপ রাক্ষস, তোমার সেই মস্তকগুলি আগের মতো স্বস্থ ও দৃশ্যমান হোক। আমি তোমাকে আরেকটি দুর্লভ বরও প্রদান করছি হে সৌম্য।।২৪।। তুমি মনে মনে যখন যে রূপ ধারণের ইচ্ছা পোষণ করবে, তৎক্ষণাৎ তুমি তা ধারণ করতে সমর্থ হবে। পিতামহ দশগ্রীব রাক্ষসকে এইমতো বললো...।।২৫।। তার অগ্নিতে আহুতি-দেওয়া মস্তকগুলি পুনরায় উত্থিত হলো। হে রাম, পিতামহ ব্রহ্মা দশাননকে এমতোই বর-প্রদান করেছিলেন।।২৬।। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবার

বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ। বিভীষণ! ত্বয়া বৎস! ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা।। ২৭
পরিতুষ্টোঽস্মি ধর্মাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত। বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ।। ২৮
বৃতঃ সর্বগুণৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্যথা। ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽহং যম্মে লোকগুরুঃ স্বয়ম্।। ২৯
প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত। পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ।। ৩০
অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্! প্রতিভাতু মে। যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ।। ৩১
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মঞ্চ পালয়ে। এষ মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ।। ৩২
নহি ধর্মাভিরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্। পুনঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমুবাচ হ।। ৩৩
ধর্মিষ্ঠস্ত্বং যথা বৎস! তথা চৈতদ্ভবিষ্যতি। যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন।। ৩৪
নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে। ইত্যুক্ত্বা কুম্ভকর্ণায় বরং দাতুমবস্থিতম্।। ৩৫
প্রজাপতিং সুরাঃ সর্বে বাক্যং প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্। ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া।। ৩৬
জানীষে হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ দুর্মতিঃ। নন্দনেঽপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ।। ৩৭
অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্নৃষয়ো মানুষাস্তথা। অলব্ধবরপূর্বেণ যৎ কৃতং রাক্ষসেন তু।। ৩৮
যদ্যেষ বরলব্ধঃ স্যাদ্ ভক্ষয়েদ্ ভুবনত্রয়ম্। বরব্যাজেন মোহোঽস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ।। ৩৯
লোকনাং স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ ভবেদস্য চ সম্মতিঃ। এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মাচিন্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ।। ৪০
চিন্তিতা চোপতস্থেঽস্য পার্শ্বং দেবী সরস্বতী। প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী।। ৪১
ইয়মস্ম্যাগতা দেব! কিং কার্যং করণবাণ্যহম্। প্রজাপতিস্তু তাং প্রাপ্তাং প্রাহ বাক্যং সরস্বতীম্।। ৪২

বিভীষণকে গিয়ে বললেন, বৎস বিভীষণ, তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে সংসক্ত।।২৭।। হে ধর্মাত্মা, আমি তোমার উপর অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি। হে সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা করো। ধর্মাত্মা বিভীষণ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বাক্য বললো।।২৮।। কিরণমালামণ্ডিত চন্দ্রমার মতো সর্বগুণসমন্বিত বিভীষণ বললো, ভগবন্, আমি কৃতকৃত্য হলাম যদি স্বয়ং লোকগুরু আপনি...।।২৯।। তুষ্ট হয়ে প্রীতিভরে বরদান করতে চান, হে সুব্রত পিতামহ, তবে শুনুন, ভীষণ বিপদে পতিত হলেও আমার বুদ্ধি যেন ধর্মে অবিচল থাকে...।।৩০।। শিক্ষা না করেও যেন আমার ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান হয় এবং যে যে আশ্রমের বিষয়ে আমার যে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হবে...।।৩১।। তা যেন ধর্মানুকূল হয় এবং আমি যেন তা সম্যগ্‌ভাবে পরিপালনে সমর্থ হই। এইই আমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এবং অভীষ্ট বর।।৩২।। কেননা যে ব্যক্তি ধর্মানুরক্ত, তার কাছে দুর্লভ বলে কোনোকিছুই নেই। প্রজাপতি ব্রহ্মা পুনরায় প্রীতচিত্তে বিভীষণকে বললেন—।।৩৩।। বৎস, যেহেতু তুমি ধর্মে অবস্থান করো, তোমার কামনা ফলবতী হবে। হে শত্রুবিনাশকারী, যেহেতু তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও...।।৩৪।। তোমার মতি অধর্মে গমন করে নি, তাই আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করলাম। এই পর্যন্ত বলে ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বরপ্রদানে উদ্যোগী হলেন।।৩৫।। দেবগণ সকলে তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রজাপতিকে বললেন, আপনি কুম্ভকর্ণকে বরদান করবেন না।।৩৬।। কেননা, এই দুর্মতি রাক্ষস কীভাবে লোকসমূহকে সন্ত্রস্ত করে, তা আপনার জানা। এই রাক্ষস নন্দনবনের সাতজন অপ্সরা, দেবরাজ ইন্দ্রের দশ অনুচর,...।।৩৭।। বহু ঋষি এবং মনুষ্যকে ভক্ষণ করেছে, হে ব্রহ্মন্। বরলাভের পূর্বেই এই নিশাচর যে ক্রূরকর্ম করেছে...।।৩৮।। এর পর যদি বরলাভ করে তাহলে তো সে ত্রিভুবনকেই ভক্ষণ করে ফেলবে। তাই হে অনন্ত-তেজস্বিন্, বরপ্রদানের অছিলায় প্রকারান্তরে আপনি তাকে মোহই প্রদান করুন।।৩৯।। তাতে লোকসমূহের কল্যাণ যেমন হবে তেমনি ঐ রাক্ষসও সম্মত হবে। দেবগণ ব্রহ্মাকে এইমতো বললে পদ্মসম্ভব পিতামহ ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন।।৪০।। তাঁর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পার্শ্বস্থিতা দেবী সরস্বতী কৃতাঞ্জলি হয়ে পিতামহকে বললেন—।।৪১।। দেব, এই আমি উপস্থিত হয়েছি। এখন আমার করণীয় কাজ কি আমাকে বলুন। পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন সমাগতা সরস্বতীকে বললেন—।।৪২।। বাণি, তুমি

বাণি! ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্‌দেবতেপ্সিতা। তথেত্যুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।। ৪৩
কুম্ভকর্ণ! মহাবাহো! বরং বরয় যো মতঃ। কুম্ভকর্ণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ।। ৪৪
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব! মমেপ্সিতম্‌। এবমস্ত্বিতি তং চোক্ত্বা প্রায়াদ্‌ ব্রহ্মা সুরৈঃ সমম্‌।। ৪৫
দেবী সরস্বতী চৈব রাক্ষসং তং জহৌ পুনঃ। ব্রহ্মণা সহ দেবেষু গতেষু চ নভঃস্থলম্‌।। ৪৬
বিমুক্তোঽইসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাঞ্চ ততো গতঃ। কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ।। ৪৭
ঈদৃশং কিমিদং বাক্যং মমাদ্য বদনাচ্চ্যুতম্‌। অহং ব্যামোহিতো দেবৈরিতি মন্যে তদাগতৈঃ।। ৪৮
এবং লব্ধবরাঃ সর্বে ভ্রাতরো দীপ্ততেজসঃ। শ্লেষ্মাতকবনং গত্বা তত্র তে ন্যবসন্‌ সুখম্‌।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

রাক্ষসরাজ কুম্ভকর্ণের অভিলষিত বাগ্‌দেবী হও *(অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় উপবেশন করে লোক -কল্যাণকারী বরপ্রার্থনা করাও)*। 'তাই হবে'—এই অঙ্গীকার করে বাগ্‌দেবী কুম্ভকর্ণের মুখে সম্প্রবিষ্টা হলেন।।৪৩।। অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করে কুম্ভকর্ণ বললো— ।।৪৪।। হে দেবাদিদেব, আমি বহু বহু বর্ষ ধরে কেবল নিদ্রিত থাকতে চাই—এইই আমার অভিপ্রেত বর। 'তাই হোক'—এই বলে বরদান করে ব্রহ্মা অপরাপর দেবতাগণের সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেলেন।।৪৫।। দেবগণ সহযোগে ব্রহ্মা স্বর্গে চলে গেলে দেবীসরস্বতীও ঐ রাক্ষসকে পরিত্যাগ করলেন *(নভঃস্থল—আকাশ, স্বর্গ। এক্ষেত্রে স্বর্গ)*।।৪৬।। সরস্বতীকর্তৃক বিমুক্ত হয়ে সেই নিশাচর স্বীয় চৈতন্য ফিরে পেলো। দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ তখন দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করতে লাগলো—।।৪৭।। হায়, আমার মুখ থেকে এমতো বাক্য কেন বিনিঃসৃত হলো? সম্ভবতঃ সমাগত দেবতাসমূহ আমাকে এভাবে মোহাবিষ্ট করে ছিলো।।৪৮।। দীপ্ততেজাঃ ভ্রাতাত্রয় এইভাবে বরলাভ করে শ্লেষ্মাতক অরণ্যে গমন করে সেখানে যথাসুখে বাস করতে লাগলো।।৪৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য সন্দেশং শ্রুত্বা পিতুরাজ্ঞয়া কুবেরস্য লঙ্কাপরিত্যাগঃ, লঙ্কায়াং
রাবণস্য রাজ্যাভিষেকঃ, তত্র রাক্ষসানাং নিবাসশ্চ

সুমালী বরলব্ধাংস্তু জ্ঞাত্বা চৈনান্‌ নিশাচরান্‌। উদতিষ্ঠদ্‌ ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ।। ১
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ। উদতিষ্ঠন্‌ সুসংরব্ধাঃ সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ।। ২
সুমালী সচিবৈঃ সার্দ্ধং বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ। অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।। ৩
দিষ্ট্যা তে বৎস! সম্প্রাপ্তশ্চিন্তিতোঽয়ং মনোরথঃ। যস্ত্বং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লব্ধবান্‌ বরমুত্তমম্‌।। ৪

একাদশ (১১) সর্গ

রাবণের সংবাদ শ্রবণ করে পিতৃ-আজ্ঞায় লঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্বক কুবেরের কৈলাশবাস।
লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং তা রাক্ষসগণের নিবাস হিসেবে কৃতনিশ্চয়।

রাবণ-প্রমুখ তিন ভ্রাতার বরলাভ হয়েছে এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ভয় পরিহার করে সুমালী অনুচরবর্গের সঙ্গে রসাতল থেকে উঠে এলো।।১।। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর—সুমালীর এই চারমন্ত্রীও সক্রোধে বহির্গত হলো পাতাল থেকে।।২।। প্রধান রাক্ষসসচিবদের দ্বারা পরিবৃত সুমালী দশাননের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাকে আলিঙ্গনপূর্বক বললো— ।।৩।। বৎস, এ অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় তুমি বহুকাল-অভিলষিত মনের কাম্যবস্তু সম্প্রাপ্ত হয়েছো—কেননা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার কাছ থেকে এরকম মহোৎকৃষ্ট বরলাভ করেছো।।৪।। হে মহাবাহো, যে কারণে আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করে

যৎকৃতে চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্। তদ্ গতং নো মহাবাহো! মহদ্ বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্।। ৫
অসকৃৎ তদ্ভয়াদ্ ভগ্নাঃ পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্। বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্বে প্রবিষ্টাঃ স্ম রসাতলম্।। ৬
অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা। নিবেশিতা তব ভ্রাত্রা ধনাধ্যক্ষেণ ধীমতা।। ৭
যদি নামাত্র শক্যং স্যাৎ সাম্না দানেন বানঘ। তরসা বা মহাবাহো। প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ।। ৮
ত্বঞ্চ লঙ্কেশ্বরস্তাত! ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ত্বয়া রাক্ষসবংশোঽয়ং নিমগ্নোঽপি সমুদ্ধৃতঃ।। ৯
সর্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল। অথাব্রবীদ্দশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম।। ১০
বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্। সাম্না হি রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যাতো গরীয়সা।। ১১
কিঞ্চিন্নাহ তদা রক্ষো জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্। কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য বসন্তং রাবণং ততঃ।। ১২
উক্তবন্তং তথা বাক্যং দশগ্রীবং নিশাচরঃ। প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যমিদমাহ সকারণম্।। ১৩
দশগ্রীব। মহাবাহো! নার্হসে বক্তুমীদৃশম্। সৌভ্রাত্রং নাস্তি শূরাণাং শৃণু চেদং বচো মম।। ১৪
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব ভগিন্যৌ সহিতে হি তে। ভার্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।। ১৫
অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্। দিতিস্ত্বজনয়দ্ দৈত্যান্ কশ্যাপস্যাত্মসম্ভবান্।। ১৬
দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা। সপর্বতা মহী বীর! তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ।। ১৭
নিহত্য তাংস্তু সমরে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দেবানাং বশমানীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্।। ১৮
নৈতদেকো ভবানেব করিষ্যতি বিপর্যয়ম্। সুরাসুরৈরাচরিতং তৎ কুরুষ্ব বচো মম।। ১৯
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং বৈ বাঢমিত্যেব সোঽব্রবীৎ।। ২০
স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্যবান্। বনং গতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ।। ২১
ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ। প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্।। ২২

রসাতলবাসী হয়েছিলাম, বিষ্ণুর থেকে সেই মহাভয় এবার আমাদের অপগত হলো।।৫।। বিষ্ণুর ভয়ে বারংবার আমরা রণে ভঙ্গ দিয়ে স্বকীয় বাসস্থান লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করে রসাতলে প্রবেশ করি।।৬।। এই লঙ্কানগরী আমাদের, যেখানে তোমার বুদ্ধিমান ভাই ধনাধ্যক্ষ বাস করছে। প্রথমে এখানে রাক্ষসগণই বাস করে।।৭।। হে নিষ্পাপ মহাবাহো, যদি সাম-দান অথবা বধকার্য-প্রয়োগে কোনোক্রমে আমরা লঙ্কাপুরী ফিরে পাই তাহলে তা অতিশয় যোগ্য কার্য হয় *(আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়)* ।।৮।। তাত, এতে সংশয়ের কিছুমাত্র কারণ নেই যে, তুমিই লঙ্কার রাজা হবে। কেননা, এই রাক্ষসবংশ রসাতলগত হলেও কি হবে, তুমিই তাদের উদ্ধার করেছো।।৯।। হে মহাবল, তুমি আমাদের সকলের প্রভু হবে। এবার দশগ্রীব উপস্থিত মাতামহকে উদ্দেশ্য করে বললো—।।১০।। ধনরাজ কুবের আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁকে এরকমভাবে বলা ঠিক হবে না। শ্রেষ্ঠ সেই রাক্ষসরাজের কাছ থেকে শান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো সুমালী।।১১।। দশগ্রীব রাবণ কি করার ইচ্ছা পোষণ করছেন সেকথা জ্ঞাত হয়ে রাক্ষস সুমালী আর কোনোপ্রকার উত্তর করলো না।।১২।। অনন্তর কিছুকাল গত হলে স্ব-পুরীতে বসবাসকারী দশগ্রীবকে রাক্ষস প্রহস্ত পূর্বে রাবণের করা সুমালীর প্রতি উক্তির নিরিখে উত্তর হিসেবে বললো—*(সকারণম—কারণসহিত, যুক্তিপূর্ণ)* ।।১৩।। মহাবাহো দশগ্রীব, তুমি স্বীয় মাতামহকে যা বলেছো, তা বলা তোমার আদৌ যুক্তিযুক্ত হয় নি। আমি বলি শোনো—বীরগণের মধ্যে সতত সৌভ্রাত্রভাব থাকে না।।১৪।। দিতি এবং অদিতি। দু'জনে একযোগে ছিলেন সঙ্গী এবং ভগিনী। এবং দু'জনেই ছিলেন প্রজাপতি কশ্যপের পরম রূপসী পত্নী।।১৫।। ত্রিভুবনাধিপতি দেবগণের জন্ম দিলেন অদিতি। দিতি দিলেন দৈত্যগণের জন্ম। অথচ দেবতারা এবং দৈত্যেরা—উভয়েই কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র।।১৬।। ধর্মজ্ঞ বীর, আগে পর্বতপ্রদেশ, বনপ্রবেশ এবং সাগর—এসবেরই সঙ্গে সমগ্র ধরিত্রী ছিলো প্রভাবশীল দৈত্যদের অধিকারে।।১৭।। কিন্তু সর্বশক্তিমান বিষ্ণু যুদ্ধে দৈত্যদেরকে ধ্বংস করে ত্রৈলোক্যের এই অক্ষয় রাজ্য দেবতাদের অধিকারে এনেছিলেন।।১৮।। কেবল তুমিই এর বিপরীত আচরণ করছো না। দেবতা ও দানবেরা যেমন আচরণ করেন, তুমি আমার কথা শুনে তাইই করো।।১৯।। প্রহস্তের কথায় দশগ্রীব আনন্দিতচিত্তে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে বললো, তাই হবে।।২০।। সেদিনই সানন্দে বীর্যবান দশগ্রীব রাক্ষসদেরকে সঙ্গে করে লঙ্কা-সমীপবর্তী বনে গমন করলো।।২১।। রাক্ষস দশগ্রীব ত্রিকূটপর্বতে অবস্থান করে বাক্যনিপুণ প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করলো।।২২।। বললো, প্রহস্ত, শীগগির যাও। গিয়ে আমারই কথানুসারে ধনাধিপতি কুবেরকে

প্রহস্ত! শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ব্রূহি নৈর্ঋতপুঙ্গবম্। বচসা মম বিত্তেশং সামপূর্বমিদং বচঃ।। ২৩
ইয়ং লঙ্কাপুরী রাজন্ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্। ত্বয়া নিবেশিতা সৌম্য! নৈতদ্ যুক্তং তবানঘ।। ২৪
তদ্ ভবান্ যদি নো হ্যদ্য দদ্যাদতুলবিক্রম। কৃতা ভবেন্মম প্রীতির্ধর্মশ্চৈবানুপালিতঃ।। ২৫
স তু গত্বা পুরীং লঙ্কাং ধনদেন সুরক্ষিতাম্। অব্রবীৎ পরমোদারং বিত্তপালমিদং বচঃ।। ২৬
প্রেষিতোঽহং তব ভ্রাত্রা দশগ্রীবেণ সুব্রত। ত্বৎসমীপং মহাবাহো সর্বশস্ত্রভৃতাং বর।। ২৭
তচ্ছ্রূয়তাং মহাপ্রাজ্ঞ! সর্বশাস্ত্রবিশারদ। বচনং মম বিত্তেশ! যদ্ ব্রবীতি দশাননঃ।। ২৮
ইয়ং কিল পুরী রম্যা সুমালিপ্রমুখৈঃ পুরা। ভুক্তপূর্বা বিশালাক্ষ! রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।। ২৯
তেন বিজ্ঞাপ্যতে সোঽয়ং সাম্প্রতং বিশ্রবাত্মজ। তদেষা দীয়তাং তাত! যাচতস্তস্য সামতঃ।। ৩০
প্রহস্তাদপি সংশ্রুত্য দেবো বৈশ্রবণো বচঃ। প্রত্যুবাচ প্রহস্তং তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ।। ৩১
দত্তা মমেয়ং পিত্রা তু লঙ্কা শূন্যা নিশাচরৈঃ। নিবেশিতা চ মে রক্ষো দানমানাদিভির্গুণৈঃ।। ৩২
ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরী রাজ্যঞ্চ যন্মম। তত্রাপ্যেতন্মহাবাহো! ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।। ৩৩
অবিভক্তং ত্বয়া সার্দ্ধং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু। এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্।। ৩৪
অভিবাদ্য গুরুং প্রাহ রাবণস্য যদীপ্সিতম্। এষ তাত! দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্ মম।। ৩৫
দীয়তাং নগরী লঙ্কা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা। ময়াত্র যদনুষ্ঠেয়ং তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত।। ৩৬
ব্রহ্মর্ষিস্ত্বেবমুক্তোঽসৌ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ। প্রাঞ্জলিং ধনদং প্রাহ শৃণু পুত্র! বচো মম।। ৩৭
দশগ্রীবো মহাবাহুরুক্তবান্ মম সন্নিধৌ। ময়া নির্ভৎসিতশ্চাসীদ্ বহুশোক্তঃ সুদুর্মতিঃ।। ৩৮
স ক্রোধেন ময়া চোক্তো ধ্বংসসে চ পুনঃ পুনঃ। শ্রেয়োঽভিযুক্তং ধর্ম্যঞ্চ শৃণু পুত্র! বচো মম।। ৩৯

বোলো—।।২৩।। হে রাজন, আপনি যে লঙ্কাপুরীতে বাস করছেন তা মহাত্মা রাক্ষসদের ছিলো। তাই হে সৌম্য, হে অনঘ, এখানে বাস করা আপনার উচিত নয় *(অনঘ—নিষ্পাপ)* ।।২৪।। হে অতুলপরাক্রমশালী, আপনি যদি এই পুরী আমাদেরকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমার কাছে তা অতীব প্রীতিকর হবে। এবং আপনারও ধর্মপালন করা হবে।।২৫।। প্রহস্ত তখন ধনদ কুবেরের সুরক্ষিত লঙ্কা নগরীতে গমন করে ধনাধিপতিকে উদারবাক্যে বললো—*(ধনদ—ধন দান করেন যিনি, কুবের, বিত্তপাল—বিত্ত অর্থাৎ সম্পদকে পালন করেন যিনি, ধনপাল, কুবের)* ।।২৬।। হে সুব্রত, হে মহাবাহো, হে সর্বাস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ মহাবাহো, আপনার ভ্রাতা দশগ্রীব দ্বারা আমি আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছি।।২৭।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ধনেশ্বর, দশানন আপনাকে যা অবগত করাবার আদেশ দিয়েছেন তা বলছি। শুনুন *(বিত্ত+ঈশ—কুবের)* ।।২৮।। হে আয়তলোচন, এই রম্য লঙ্কাপুরী প্রথমে প্রভূত পরাক্রমশালী সুমালী-প্রমুখ রাক্ষসদের বশীভূত ছিলো।।২৯।। হে বিশ্রবাতনয়, তাঁরা একে উপভোগ করেছেন। তাই দশগ্রীব জানাচ্ছেন যে, লঙ্কা যাদের অধীন ছিলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিন। দশগ্রীব লঙ্কাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রার্থনা করছেন *(বিশ্রবাত্মজ – বিশ্রবা+ আত্মজ = কুবের)* ।।৩০।। প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রেষ্ঠ বাক্যকুশলী বৈশ্রবণ প্রহস্তকে প্রত্যুত্তরে বললেন—*(বৈশ্রবণ—বিশ্রবার পুত্র, কুবের)* ।।৩১।। হে রাক্ষস, লঙ্কাকে রাক্ষসহীন দেখেই পিতা আমাকে তা দান করেছেন। আমি দান-মান প্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে এখানে বসিয়েছি।।৩২।। তাই, তুমি দশগ্রীবকে গিয়ে বলো যে, হে মহাবাহো, এই পুরী, এই নিষ্কণ্টক রাজ্যপাট এবং অপরাপর যা কিছুই আমার নিকট রয়েছে সেসব তোমাদেরও। তোমরা তা ভোগ করো।।৩৩।। আমার রাজ্য এবং ধন তোমাদের সঙ্গে অবিভক্তভাবে আমি রাখতে চাই। এই কথা বলে ধনাধ্যক্ষ কুবের পিতা বিশ্রবামুনি সমীপে গমন করলেন *(ধনাধ্যক্ষ = ধন+ অধ্যক্ষ = কুবের)*।।৩৪।। পিতার সকাশে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে রাবণের ইচ্ছার কথা নিবেদন করলেন। বললেন, তাত, দশগ্রীব আমার কাছে দূত প্রেরণ করে জানিয়েছে যে,...।।৩৫।। পূর্বে রাক্ষসেরা যেখানে বাস করতো সেই লঙ্কা নগরী আমাকে ফিরিয়ে দাও। হে সুব্রত, এখন আমার করণীয় কি তাই বলুন।।৩৬।। এই কথায় ব্রহ্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা কৃতাঞ্জলি কুবেরকে বললেন, হে পুত্র, আমার কথা শোনো।।৩৭।। মহাবাহু দশগ্রীব আমার সকাশেও সমান বাক্য বলেছিলো। দুর্মতিকে আমি বহু ভর্ৎসনা করেছি।।৩৮।। উপর্যুপরি ক্রোধবশে আমি তাকে বলেছি, এমতো কার্যে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে। হে পুত্র, তুমি ধর্মাশ্রিত এবং যা শ্রেয় আমার সেই বাক্য শ্রবণ করো।।৩৯।। দুর্মতি দশগ্রীব বরলাভে অতিমাত্রায় মদমত্ত। মানিগণকে সে মান দিচ্ছে

বরপ্রদানসম্মূঢো মান্যামান্যং সুদুর্মতিঃ। ন বেত্তি মম শাপাচ্চ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ।। ৪০
তস্মাদ্ গচ্ছ মহাবাহো! কৈলাসং ধরণীধরম্। নিবেশয় নিবাসার্থং ত্যক্ত্বা লঙ্কাং সহানুগঃ।। ৪১
তত্র মন্দাকিনী রম্যা নদীনামুত্তমা নদী। কাঞ্চনৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈঃ সংবৃতোদকা।। ৪২
কুমুদৈরুৎপলৈশ্চৈব অন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ। তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাপ্সরোরগকিন্নরাঃ।। ৪৩
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে সর্বদাশ্রিতাঃ। নহি ক্ষমং তবানেন বৈরং ধনদ! রক্ষসা।। ৪৪
জানীষে হি যথানেন লব্ধঃ পরমকো বরঃ।। ৪৫
এবমুক্তো গৃহীত্বা তু তদ্ বচঃ পিতৃগৌরবাৎ। সদারপুত্রঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ।। ৪৬
প্রহস্তোঽথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ। প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্।। ৪৭
শূন্যা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্ত্বৈনাং ধনদো গতঃ। প্রবিশ্য তাং সহাস্মাভিঃ স্বধর্মং তত্র পালয়।। ৪৮
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন মহাবলঃ। বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ।। ৪৯
ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্। আরুরোহ স দেবারিঃ স্বর্গং দেবাধিপো যথা।। ৫০
স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।
নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ।। ৫১
ধনেশ্বরস্ত্বথ পিতৃবাক্যগৌরবান্ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং পুরন্দরঃ স্বরিব যথামরাবীতম্।। ৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

না। আমারি শাপে সে অতি ক্রূর-প্রকৃতি হয়েছে।।৪০।। সেই কারণে হে মহাবাহো, লঙ্কা পরিত্যাগ করে কৈলাশপর্বতে সপারিষদ তুমি গমন করো। এবং বসবাস নিমিত্ত সেখানেই দ্বিতীয় নগরী নির্মাণ করো *(সহানুগঃ—সহ+ অনুগ = সপারিষদ)* ।।৪১।। সেখানে নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা রম্যা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা। সূর্যতুল দীপ্ত কনক কমল দ্বারা তার বারিরাশি সংবৃত *(সংবৃতোদক—সংবৃত+ উদক। উদক—জল। সংবৃত—আচ্ছাদিত)* ।।৪২।। অপরাপর সুরভিত কুমুদ, উৎপলে আচ্ছাদিত। সেই স্থানকে আশ্রয় করে দেবতারা গন্ধর্ব, অপ্সরা, উরগ তথা সর্প ও কিন্নরদের সঙ্গে...*(সাপ্সরোরগকিন্নরাঃ = স+ অপ্সরো+ উরগ+ কিন্নরাঃ)* ।।৪৩।। সতত সক্রীড়ভঙ্গিমায় বিহার করেন। হে কুবের, এই রাক্ষসদের সঙ্গে তোমার বৈরিতা উপযুক্ত হবে না,...*(ধনদ= কুবের)* ।।৪৪।। যেহেতু তুমি এটি জানো যে, সেই রাক্ষস অতি উত্তম বরলাভ করেছে।।৪৫।। পিতৃবাক্য গ্রহণপূর্বক কুবের পিতার সম্মানার্থেই স্বীয় স্ত্রী, সন্তান, মন্ত্রী, বাহন এবং যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে কৈলাশপর্বতাভিমুখে প্রস্থান করলেন *(সদারপুত্র—স্ত্রী ও পুত্রসহ। সামাত্য—স+ অমাত্য = মন্ত্রিদের সঙ্গে। সবাহনধনো—বাহন এবং ধনসহ)* ।।৪৬।। আনন্দিতচিত্ত প্রহস্ত দশগ্রীবসমীপে গিয়ে বললো, মহাত্মা, মন্ত্রিগণ এবং অনুচরবর্গের সঙ্গে...।।৪৭।। লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে সঙ্গে স্বধর্মে তাকে পালন করুন। কুবের তাকে পরিত্যাগ করে যাওয়ায় তা শূন্য পড়ে আছে।।৪৮।। মহাবলশালী দশগ্রীব প্রহস্তের কথায় স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, সেনা ও অনুচরজনের সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো।।৪৯।। কুবের-পরিত্যক্ত লঙ্কাপুরী ছিলো সুবিশাল পথসমূহে সুবিভক্ত। দেবরাজ ইন্দ্র যেভাবে স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তেমনি দেবশত্রু দশানন ও লঙ্কার সিংহাসনে আরূঢ় হলেন *(দেবারি—দেবশত্রু। দেবাধিপ—দেব+ অধিপ = দেবরাজ। আরুরোহ—আরোহণ করলেন)* ।।৫০।। সেইসময় নিশাচর রাক্ষসেরা দশাননকে লঙ্কাপুরীতে অভিষিক্ত করে নিবেশিত করলো। আর লঙ্কানগরী একেবারে ভরে গেলো নীল মেঘের মতো বর্ণের রাক্ষসে রাক্ষসে।।৫১।। পুরন্দর ইন্দ্র যেমন স্বর্গে অমরাবতী নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি ধনাধিপতি কুবেরও পিতৃবাক্যে সম্মানপূর্বক লঙ্কানগরী পরিহার করে রমণীয় কৈলাশপর্বতে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ভবনসমূহে বিভূষিতা পুরী নির্মাণ করলেন *(কুবের কৈলাশে যে রম্যা দ্বিতীয় নগরী স্থাপন করলেন তার নাম অলকা। দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর সমান রমণীয়া ছিলো এই পুরী)* ।।৫২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

শূর্পণখায়া রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়াণাঞ্চ বিবাহঃ, মেঘনাদস্য জন্ম চ

রাক্ষসেন্দ্রোঽভিষিক্তস্তু ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা। ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সমচিন্তয়ৎ।। ১
স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্। দদৌ শূর্পণখাং নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ।। ২
অথ দত্ত্বা স্বয়ং রক্ষো মৃগয়ামটতে স্ম তৎ। তত্রাপশ্যৎ ততো রাম ময়ং! নাম দিতেঃ সুতম্।। ৩
কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ। অপৃচ্ছৎ কো ভবানেকো নির্মনুষ্যমৃগে বনে।। ৪
অনয়া মৃগশাবাক্ষ্যা কিমর্থং সহ তিষ্ঠসি। ময়স্তদাব্রবীদ্ রাম! পৃচ্ছন্তং তং নিশাচরম্।। ৫
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে যথাবৃত্তমিদং তব। হেমা নামাপ্সরাস্তত্র শ্রুতপূর্বা যদি ত্বয়া।। ৬
দৈবতৈর্মম সা দত্তা পৌলোমীব শতক্রতোঃ। তস্যাং সক্তমনা হ্যাসং দশবর্ষশতান্যহম্।। ৭
সা চ দৈবতকার্যেণ গতা বর্ষাশ্চতুর্দশ। তস্যাঃ কৃতে চ হেমায়াঃ সর্ব হেমময়ং পুরম্।। ৮
বজ্রবৈদূর্যচিত্রঞ্চ মায়য়া নির্মিতং ময়া। তত্রাহমবসং দীনস্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ।। ৯
তস্মাৎ পুরাদ্ দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ। ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষৌ বিবর্ধিতা।। ১০
ভর্তারমনয়া সার্দ্ধমস্যাঃ প্রাপ্তোঽস্মি মার্গিতুম্। কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্‌ক্ষিণাম্।। ১১
কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি। পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্যাং ভার্যায়াং সম্বভূব হ।। ১২
মায়াবী প্রথমস্তাত! দুন্দুভিস্তদনন্তরম্। এবং তে সর্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।। ১৩

দ্বাদশ (১২) সর্গ

শূর্পণখা এবং রাবণ-প্রমুখ তিন ভায়ের বিবাহ। মেঘনাদের উৎপত্তি।

লঙ্কায় অভিষিক্ত হবার পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ যখন ভায়েদের সঙ্গে বাস করছিলো, তখন সে নিজের বোন শূর্পণখার বিবাহের কথা চিন্তা করলো।।১।। নিশাচর রাবণ কালকাসুর-পুত্র দানবশ্রেষ্ঠ বিদ্যুদ্‌জিহ্বের সঙ্গে স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিলো।।২।। হে রাম, বোনের বিবাহকার্য সম্পন্ন করে স্বয়ং দশানন একদিন মৃগয়া নিমিত্ত বহির্গত হলো। বনপ্রদেশে সে দিতিপুত্র ময়কে দেখতে পেলো।।৩।। সকন্যা ময়কে দেখে রাক্ষস দশগ্রীব জিজ্ঞেস করলো, কে আপনি? মনুষ্য ও মৃগ-বর্জিত এই বনভূমে কেনই বা একা...।।৪।। এই মৃগনয়না কন্যার সঙ্গে অবস্থান করছেন? হে রাম, ময় তখন প্রশ্নকারী নিশাচরকে বললো—।।৫।। আমি স্ব-উপাখ্যান সবিস্তার তোমাকে বলবো, শোনো। পূর্বে তুমি শ্রুত হয়ে থাকবে যে, স্বর্গে হেমা নামে এক অপ্‌সরা বাস করতো।।৬।। পুলোমা স্বীয় কন্যা পৌলমীকে ইন্দ্রের হাতে যেরূপ অর্পণ করেছিলেন, তেমনিভাবে দেবগণ আমার হস্তে হেমাকে সমর্পণ করেন। আমি হেমাতে আসক্ত থেকে সহস্র বৎসর অতিপাত করলাম।।৭।। একদিন সে দেবকার্যে স্বর্গলোকে গেলো। চতুর্দশ বৎসর অতীত হয়েছে। হেমার জন্যে হেমময় এক নগর আমি নির্মাণ করেছি,...।।৮।। আমার মায়া দ্বারা বজ্র ও বৈদূর্যখচিত সেই পুরী। হেমা-বর্জিত অবস্থায় দীনচিত্তে আমি তথায় বাস করছি।।৯।। সেই পুরী থেকেই সকন্যা আমি বনে বিনির্গত হয়েছি। হে রাজন্, এইই আমার কন্যা। হেমার গর্ভজাতা ও আমা-কর্তৃক পালিতা এবং বর্ধিতা *(মমাত্মজা—মম+ আত্মজা = আমার কন্যা)*।।১০।। কন্যার যোগ্য পতিসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমি বহির্গত হয়েছি। সম্মানাকাঙ্‌ক্ষী সকল ব্যক্তির পক্ষেই কন্যার পিতা হওয়া অতি দুঃখকর।।১১।। পিতৃকুল ও পতিকুল—দুই কুলকেই কন্যা সতত সংশয়াশ্রিত করে। ভার্যা হেমার গর্ভে জাত আমার দুই পুত্র সন্তানও রয়েছে।।১২।। বাবা, মায়াবী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়জন দুন্দুভি। যেহেতু আমার নিকট তুমি এবিষয়ে জানতে ইচ্ছা করলে, তাই তোমাকে যাবতীয় বৃত্তান্ত যথাযথ বললাম।।১৩।। বাবা, তুমি কে? কিভাবে তা জানবো?

ত্বামিদানীং কথং তাত! জানীয়াং কো ভবানিতি। এবমুক্তস্তু তদ্ রক্ষো বিনীতমিদমব্রবীৎ।। ১৪
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ। মুনের্বিশ্রবসো যস্তু তৃতীয়ো ব্রহ্মণোঽভবৎ।। ১৫
এবমুক্তস্তদা রাম! রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ। মহর্ষেস্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো দানবপুঙ্গবঃ।। ১৬
দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ। করেণ তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা ময়স্তদা।। ১৭
প্রহসন্ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রমিদং বচঃ। ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেময়াপ্সরসা ধৃতা।। ১৮
কন্যা মন্দোদরী নাম পত্ন্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্। বাঢমিত্যেব তং রাম! দশগ্রীবোঽভ্যভাষত।। ১৯
প্রজ্বাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্। স হি তস্য ময়ো রাম! শাপাভিজ্ঞস্তপোধনাৎ।। ২০
বিদিত্বা তেন সা দত্তা তস্য পৈতামহং কুলম্। অমোঘাং তস্য শক্তিঞ্চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতাম্।। ২১
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবাঁল্লক্ষ্মণং যয়া। এবং স কৃত্বা দারান্ বৈ লঙ্কায়া ঈশ্বরঃ প্রভুঃ।। ২২
গত্বা তু নগরীং ভার্যে ভ্রাতৃভ্যাং সমুপাহরৎ। বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ।। ২৩
তাং ভার্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ। গন্ধর্বরাজস্য সুতাং শৈলুষস্য মহাত্মনঃ।। ২৪
সরমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্যাং বিভীষণঃ। তীরে তু সরসো বৈ তু সঞ্জজ্ঞে মানসস্য হি।। ২৫
সরস্তদা মানসস্তু ববৃধে জলদাগমে। মাত্রা তু তস্যাঃ কন্যায়াং স্নেহেনাক্রন্দিতং বচঃ।। ২৬
সরো মা বর্ধয়স্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ। এবন্তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ।। ২৭
স্বাং স্বাং ভার্যামুপাদায় গন্ধর্বা ইব নন্দনে। ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ।। ২৮
স এষ ইন্দ্রজিন্নাম যুষ্মাভিরভিধীয়তে। জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসূনুনা। ২৯

ময়ের এই প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষস রাবণ বিনীতভাবে বলতে লাগলো— ।।১৪।। আমার নাম দশগ্রীব। পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবামুনির আত্মজ আমি। যে বিশ্রবাঋষির সন্তান আমি তিনি ব্রহ্মার তৃতীয় মানসপুত্র।।১৫।। হে রাম, রাক্ষসরাজের এই কথায় দানব ময় তাকে মহর্ষি-তনয় বলে জ্ঞাত হয়ে হৃষ্ট হলো।।১৬।। রাবণকে স্বীয় পুত্রী প্রদান করার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। এবার ময় আপন সুতার হস্ত রাবণের হাতে সমর্পণ করে সুস্মিতচিত্তে রাক্ষসরাজকে বললো, রাজন্, অপ্সরা হেমা যাকে জঠরে ধারণ করেছিলো, এই সেই কন্যা। নাম মন্দোদরী। তুমি নিজের পত্নী হিসেবে একে গ্রহণ করো। রাম, দশানন রাবণ তখন ময়কে বললে, তাইই হবে।।১৭-১৯।। সেখানে অগ্নি-প্রজ্বালনপূর্বক দশানন মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করলো। রাম, যদিও রাবণ তপোধন *(বিশ্রবার)* দ্বারা শাপগ্রস্ত...।।২০।। এই কথা ময় জানতো তবুও রাবণের হাতে ময় কন্যাকে দান করলো এই ভেবে যে, রাবণ ব্রহ্মার কুলোদ্ভব সন্তান। সেই সঙ্গে ময় উত্তম-তপস্যাপ্রাপ্ত পরমাদ্ভুত এক অমোঘ বলও রাবণকে প্রদান করলো...।।২১।। যাতে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলো। এইভাবে রাবণ পত্নী-পরিগ্রহ করে। প্রভু লঙ্কাধিপতি রাবণ...*(দার—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা)* ।।২২।। নগরীতে প্রবেশ করে ভ্রাতাদ্বয়ের বিবাহোপলক্ষ্যে দুই ভার্যা আনালো। বিরোচন-তনয় বলির নাতনী বজ্রজ্বালা নাম্নী...*(বৈরোচন—বিরোচনের পুত্র। দৌহিত্রী —নাতনী, মেয়ের মেয়ে)* ।।২৩।। কন্যকাকে রাবণ কুম্ভকর্ণের পত্নীরূপে কল্পনা করলো। আর গন্ধর্বাধিপতি মহাত্মা শৈলূষের পুত্রী...*(সুতা—কন্যা)* ।।২৪।। ধর্মপ্রাণা সরমাকে বিভীষণ পত্নীরূপে লাভ করলো। মানস-সরোবরের তটে জন্ম হয়েছিলো সরমার।।২৫।। সরমার জন্মসময়ে মানসসরোবর বর্ষাকালের সমাগমে সংবর্ধিত হচ্ছিলো। জাতিকার মা তখন স্নেহবশে কাঁদতে কাঁদতে সরোবরের উদ্দেশ্যে বললেন,...।।২৬।। "সরো মা বর্ধয়স্ব"—হে সরোবর, তুমি আর বর্ধিত হয়ো না। সেই থেকে কন্যার নাম সরমা। এইভাবে রাক্ষসেরা পত্নীপরিগ্রহ করে স্বীয় পত্নীতে রমণ করতে লাগলো...।।২৭।। যেমনভাবে নন্দনকাননে গন্ধর্বেরা স্ব স্ব ভার্যার সঙ্গে প্রমোদবিহার করেন। কালক্রমে মন্দোদরী মেঘনাদ নামক পুত্রের জন্ম দিলো।।২৮।। যাকে তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলো, জন্মগ্রহণমাত্রই পুরাকালে সেই রাবণপুত্র...।।২৯।। স্বীয় ক্রন্দনে মেঘের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনি

রুদতা সুমহান্ মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ। জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব।। ৩০
পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্। সোঽবর্দ্ধত তদা রাম! রাবণান্তঃপুরে শুভে।। ৩১
রক্ষ্যমাণো বরস্ত্রীভিশ্ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ। মাতাপিত্রোর্মহাহর্ষং জনয়ন্ রাবণাত্মজঃ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

তুললো। হে রাঘব রাম, তার সেই গম্ভীর নাদে লঙ্কারাজ্য জড়ীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত হতো (*নাদ—ধ্বনি, শব্দ। জলধর—জলকে ধারণ করে যে, মেঘ*) ।।৩০।। পিতা স্বয়ং রাবণ পুত্রের নামকরণ করলো—মেঘনাদ। হে রাম, রাবণের শুভ অন্তঃপুরে সেই পুত্র বর্ধিত হতে লাগলো...।।৩১।। শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে। ঠিক যেন কাষ্ঠ আচ্ছাদিত অগ্নি! এই রাবণনন্দন মাতার ও পিতার ছিলো আনন্দ -বর্ধনকারী।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণনির্মিত-শয়নাগারে কুম্ভকর্ণস্য শয়নম্, রাবণস্য অত্যাচারঃ, তং প্রবোধয়িতুকামস্য
কুবেরস্য দূতপ্রেষণম্, ক্রুদ্ধেন রাবণেন তদ্‌দূতস্য সংহারশ্চ

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্রকালেন কেনচিৎ। নিদ্রা সমভবৎ তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী।। ১
ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্ বচঃ। নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্! কারয়স্ব মমালয়ম্।। ২
বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্মবৎ। বিস্তীর্ণং যোজনং স্নিগ্ধং ততো দ্বিগুণমায়তম্।। ৩
দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে। স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈঃ স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্।। ৪
বৈদূর্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালকং তথা। দান্ত-তোরণবিন্যস্তং বজ্রস্ফটিকবেদিকম্।। ৫
মনোহরং সর্বসুখং কারয়ামাস রাক্ষসঃ। সর্বত্র সুখদং নিত্যং মেরোঃ পুণ্যাং গুহামিব।। ৬
তত্র নিদ্রাং সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। বহূন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে।। ৭

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

রাবণ-নির্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন। রাবণের অত্যাচার। দূত প্রেরণপূর্বক রাবণকে বোঝাবার
জন্য কুবেরের চেষ্টা। ক্রুদ্ধ রাবণকর্তৃক দূতের প্রাণসংহার।

কিছুকাল গত হলে লোকেশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা প্রেরিতা নিদ্রাদেবী যেন মূর্তিমতী হয়ে কুম্ভকর্ণের মধ্যে তীব্রবেগে সুপ্রকাশিতা হলেন।।১।। অনন্তর পার্শ্বে উপবিষ্ট আপন সহোদর রাবণকে কুম্ভকর্ণ বললো, রাজন্, ঘুম আমাকে পীড়া দিচ্ছে। তাই আমার শয়নের জন্যে একটি ভবন তৈরী করিয়ে দাও।।২।। এই বাক্য শ্রবণ করে রাজা রাবণ বিশ্বকর্মার মতো দক্ষ শিল্পীদেরকে ভবন প্রস্তুত করার জন্য নিয়োগ করলেন। তারা দৈর্ঘ্যে দু' যোজন ও বিস্তৃতিতে এক যোজন এক ভবন তৈয়ার করলো।।৩।। কুম্ভকর্ণের শয়নের জন্য নির্মিত সেই গৃহে কোনরূপ বাধা অনুভূত হতো না। ভবনটি সর্বত্র স্ফটিক ও সুবর্ণ-স্তম্ভে সুশোভিত ছিলো।।৪।। গৃহটি বৈদূর্যমণিময় সোপানশ্রেণীতে ভূষিত। চারদিকে তার শোভা পেতো কিঙ্কিণীজাল। ভবনের তোরণদ্বার হস্তিদন্তে-নির্মিত এবং বজ্র ও স্ফটিকে নির্মিত বেদী তার শোভাবিস্তার করতো।।৫।। মেরুপর্বতের পুণ্য গুহাসমূহে যেরূপ নিত্য সর্বত্র সুখদায়ী, অনুরূপ সুখদায়ক ও মনোরম ভবন নির্মাণ করালো রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ।।৬।। মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ সেইভবনে গিয়ে শয়নপূর্বক নিদ্রাভিভূত হয়ে বহু সহস্র বৎসর অতিপাত করলো। তবুও জাগলো না।।৭।। একদিকে কুম্ভকর্ণ তো ভবনে নিদ্রাবিষ্ট রৈলো, অন্যদিকে দশানন রাবণ পরম

নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ। দেবর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্বান্ সঞ্জঘ্নে হি নিরঙ্কুশঃ।। ৮
উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ। তানি গত্বা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্তি স্ম দশাননঃ।। ৯
নদীং গজ ইব ক্রীডন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিব ক্ষিপন্। নগান্ বজ্র ইবোৎসৃষ্টো বিধ্বংসয়তি রাক্ষসঃ।। ১০
যথাবৃত্তন্তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ। কুলানুরূপং ধর্মজ্ঞো বৃত্তং সংস্মৃত্য চাত্মনঃ।। ১১
সৌভ্রাত্রদর্শনার্থস্তু দূতং বৈশ্রবণস্তদা। লঙ্কাং সম্প্রেষয়ামাস দশগ্রীবস্য বৈ হিতম্।। ১২
স গত্বা নগরীং লঙ্কামাসসাদ বিভীষণম্। মানিতস্তেন ধর্মেণ পৃষ্টশ্চাগমনং প্রতি।। ১৩
পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাঞ্চ বিভীষণঃ। সভায়াং দর্শয়ামাস তমাসীনং দশাননম্।। ১৪
স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানং স্বতেজসা জয়েতি বাচা সম্পূজ্য তূষ্ণীং সমভিবর্তত।। ১৫
স তত্রোত্তমপর্যঙ্কে বরাস্তরণশোভিতে। উপবিষ্টং দশগ্রীবং দূতো বাক্যমথাব্রবীৎ।। ১৬
রাজন্! বদামি তে সর্বং ভ্রাতা তব যদব্রবীৎ। উভয়োঃ সদৃশং বীর! বৃত্তস্য চ কুলস্য চ।। ১৭
সাধু পর্যাপ্তমেতাবৎ কৃত্যশ্চারিত্রসংগ্রহঃ। সাধু ধর্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে।। ১৮
দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমৃষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ। দেবতানাং সমুদ্যোগস্ত্বত্তো রাজন্ ময়া শ্রুতঃ।। ১৯
নিরাকৃতশ্চ বহুশস্ত্বয়াহং রাক্ষসাধিপ। সাপরাধোঽপি বালো হি রক্ষিতব্যঃ স্ববান্ধবৈঃ।। ২০
অহন্তু হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্মমুপাসিতুম্। রৌদ্রং ব্রতং সমাস্থায় নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ২১
তত্র দেবো ময়া দৃষ্ট উময়া সহিতঃ প্রভুঃ। সব্যং চক্ষুর্ময়া দৈবাৎ তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্।। ২২

উচ্ছৃঙ্খলতায় দেবতা, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্বগণকে নিপীড়ন ও ধ্বংস করতে লাগলো।।৮।। নন্দনকাননাদি দেবতাদের যেসমূহ বিচিত্র উদ্যান ছিলো দশানন সেখানে গিয়ে অতীব আক্রোশে তা বিধ্বস্ত করে ফেললো।।৯।। নদীতে হাতী যেমন ক্রীড়া করে, ক্রীড়ারত বায়ু যেমন উদ্যানের বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করে এবং ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্র যেভাবে পর্বতসকলকে ভেদ করে অনুরূপভাবে রাবণ সেই উদ্যানের সবকিছু ছারখার করে দিলো।।১০।। ধর্মাত্মা ধনাধিপতি বিশ্রবাতনয় কুবের তখন দশাননকে এমন অত্যাচারীর ভূমিকায় দেখে আপনকুলের অনুরূপ আচার -বিচার স্মরণ করে ভ্রাতৃপ্রেম দেখানোর জন্য দশগ্রীবের হিতার্থে লঙ্কারাজ্যে তাঁর এক দূত প্রেরণ করলেন।।১১-১২।। দূত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমেই বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। ধর্মানুসারে বিভীষণ তার সৎকারপূর্বক লঙ্কায় তার উপস্থিত হবার কারণ জানতে চাইলো।।১৩।। বিভীষণ এবার ধনাধিপতি কুবের ও কুবেরের বন্ধুজনের কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করে সেই দূতসহ রাজসভায় গমনপূর্বক রাজসিংহাসনোপরি সমাসীন দশাননকে দেখালো।।১৪।। সভামধ্যে স্বতেজে দীপ্ত রাজা দশাননকে দর্শন করে ঐ দূত মহারাজার বিজয়ধ্বনি উচ্চারণ করে সমাদরে কিছুসময় মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো।।১৫।। অতঃপর শ্রেষ্ঠ আস্তরণ তথা চাদরে ঢাকা উত্তম পালঙ্কের উপর সমাসীন দশাননকে ঐ দূত বলতে লাগলো—।।১৬।। রাজন্, মাতৃকুল ও পিতৃকুলের অনুরূপ এবং সদাচার -অনুসার যে বার্তা আপনার *(অগ্রজ)* ভ্রাতা আপনারই অবগতির জন্য আমার মারফৎ জানিয়েছেন, হে বীর, তা সবই আমি বলছি।।১৭।। তাঁর বার্তা এইমতো—এযাবৎ তুমি অপকর্ম যা করেছো তা যথেষ্ট। অতঃপর শান্তভাবে সদাচারে পবিত্রচরিত্র সংগ্রহ করো। পারলে ধর্মপথে অবস্থান করো—এটিই তোমার পক্ষে ভালো হবে।।১৮।। নন্দনবন তুমি বিধ্বস্ত করেছো আমি দেখেছি। ঋষিগণকে তুমি বিনাশ করেছো—সে সংবাদও আমার অশ্রুত নেই। তোমার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে দেবতারাও যে তোমার বিরুদ্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তাও আমার কর্ণগোচর হয়েছে।।১৯।। হে রাক্ষসেন্দ্র, আমাকেও বহু তিরস্কারে তুমি জর্জরিত করেছো। বালক কোনো অপরাধ করলে তাকে যেমন বন্ধুদের সঙ্গে রক্ষা করা উচিত, অনুরূপভাবে তোমার কল্যাণে আমি এই উপদেশ দিচ্ছি।।২০।। শৌচ ও সন্তোষ প্রভৃতি নিয়ম পালন করে আমি ইন্দ্রিয় সংযম করে রৌদ্রব্রত ধারণ করে ধর্ম উপাসনার্থ হিমালয়ের একটি চূড়ায় যাই।।২১।। সেখানে আমি দেবী উমার সঙ্গে দেবাদিদেব মহেশ্বরের দেখা পেলাম। দৈবাৎ আমার বাম চক্ষু দেবীর উপর গিয়ে পড়লো *(সব্য—বাম)*।।২২।। দেবী রুদ্রাণী অনুপম রূপ ধারণপূর্বক

কা ত্বেষেতি মহারাজ! ন খল্বন্যেন হেতুনা। রূপঞ্চানুপমং কৃত্বা রুদ্রাণী তত্র তিষ্ঠতি।। ২৩
দেব্যা দিব্যপ্রভাবেণ দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্। রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্।। ২৪
ততোঽহমন্যদ্ বিস্তীর্ণং গত্বা তস্য গিরেস্তটম্। তূষ্ণীং বর্ষশতান্যষ্টৌ সমধারং মহাব্রতম্।। ২৫
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিংস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ। ততঃ প্রীতেন মনসা প্রাহ বাক্যমিদং প্রভুঃ।। ২৬
প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞ তপসানেন সুব্রত। ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চৈব ধনাধিপ।। ২৭
তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ ব্রতমীদৃশম্। ব্রতং সুদুষ্করং হ্যেতন্ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা।। ২৮
তৎ সখিত্বং ময়া সৌম্য! রোচয়স্ব ধনেশ্বর। তপসা নির্জিতশ্চৈব সখা ভব মমানঘ।। ২৯
দেব্যা দগ্ধং প্রভাবেণ যচ্চ সব্যং তবেক্ষণম্। পৈঙ্গল্যং যদবাপ্তং হি দেব্যা রূপনিরীক্ষণাৎ।। ৩০
একাক্ষপিঙ্গলীত্যেব নাম স্থাস্যতি শাশ্বতম্। এবং তেন সখিত্বঞ্চ প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ শঙ্করাৎ।। ৩১
আগতেন ময়া চৈবং শ্রুতস্তে পাপনিশ্চয়ঃ। তদধর্মিষ্ঠসংযোগান্নিবর্ত কুলদূষণাৎ।। ৩২
চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরৈস্তব। এবমুক্তো দশগ্রীবঃ কোপসংরক্তলোচনঃ।। ৩৩
হস্তান্ দন্তাংশ্চ সম্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ। বিজ্ঞাতং তে ময়া দূত! বাক্যং যত্ত্বং প্রভাষসে।। ৩৪
নৈব ত্বমসি নৈবাসৌ ভ্রাত্রা যেনাসি চোদিতঃ। হিতং নৈষ মমৈতদ্ধি ব্রবীতি ধনরক্ষকঃ।। ৩৫
মহেশ্বরসখিত্বন্তু মূঢঃ শ্রাবয়তে কিল। নৈবেদং ক্ষমণীয়ং মে যদেতদ্ ভাষিতং ত্বয়া।। ৩৬
যদেতাবন্ময়া কালং দূত! তস্য তু মর্ষিতম্। ন হন্তব্যো গুরুর্জ্যেষ্ঠো ময়ায়মিতি মন্যতে।। ৩৭

সেখানে অবস্থান করছিলেন। রাজন, তিনি কে শুধুমাত্র এইটুকুই বোঝার জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম, আমার দৃষ্টিতে কোনরূপ বিকার (দোষ) ছিলো না।।২৩।। দেবীর দিব্যপ্রভাবে আমার বাম নেত্র দগ্ধ হয়ে গেলো। দক্ষিণ চক্ষু গেলো ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে।।২৪।। অনন্তর আমি সেই পর্বতের অপর এক বিস্তীর্ণ তটে উপনীত হয়ে মৌনী থেকে আট'শ বছর ধরে মহাব্রত পালন করলাম।।২৫।। নিয়ম সমাপনান্তে দেবাদিদেব মহেশ্বর আমাকে দর্শন দিলেন এবং স্বয়ং তিনি আমাকে বললেন— ।।২৬।। হে ধর্মাত্মা ধনাধিপতি, তোমার কঠোর ব্রতপালনে আমি সন্তুষ্ট। এক আমি ছাড়া এই ব্রত আগে কেউ পালন করে নি। তুমি দ্বিতীয় হলে।।২৭।। এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে তৃতীয় কোনো পুরুষ আমি দেখি নি। অতি দুষ্কর এই ব্রত পূর্বে আমিই প্রবর্তিত করেছিলাম।।২৮।। হে সৌম্য, হে ধনরাজ, যেমন তোমার অভিরুচি হবে তুমি সেইভাবে আমার সহিত কোনো মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হও। হে নিষ্পাপ, স্বীয় তপস্যায় তুমি আমাকে জয় করেছো, তাই তুমি আমার সখা হও।।২৯।। দেবী পার্বতীর রূপে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় তাঁর দিব্য প্রভাবে তোমার বামনেত্র দগ্ধ হয়েছিলো। পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছিলো দক্ষিণ নেত্র।...।।৩০।। তাই 'একাক্ষ পিঙ্গলী' নামটি তোমার শাশ্বত ও প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। এইভাবে দেবাদিদেব মহেশ্বরের সখ্যতালাভ করে তাঁরই আদেশে স্বগৃহে...।।৩১।। প্রত্যাবর্তনমাত্রই তোমার পাপপঙ্কিল কার্যাদির সংবাদ শ্রুত হলাম। তুমি আপন কুল কলঙ্কিত করে এমতো অধর্মের সংসর্গ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করো।।৩২।। কেননা ঋষিদের সঙ্গে দেবতারা সকলে মিলে তোমার বধের উপায় চিন্তা করছেন। দূতমুখে কুবেরের বার্তা শ্রুত হয়ে দশগ্রীব রাবণের নেত্র ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠলো।।৩৩।। দাঁতে দাঁত ও হাতে হাত পেষণপূর্বক সে বললো, আরে দূত, যা কিছু তুই বলছিস তা সবই আমি জানি।।৩৪।। আজ তুই তো জীবিত থাকবিই না, এমন কি যে ভ্রাতা কুবের তোকে প্রেরণ করেছে, সেও প্রাণে বেঁচে থাকবে না। কেননা ধনরক্ষক কুবের যা বলে পাঠিয়েছে, তা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়।।৩৫।। মহেশ্বরের সঙ্গে তার সখ্যতার কথা সে আমাকে শুনিয়েছে, এটা তার মূর্খতা। রে দূত, যা তুই আমাকে শোনালি, তা আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য *(দূতের মুখে কুবেরের বার্তা শুনে রাবণের মনে হয়েছে যে, রাবণকে ভীত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কুবের মহাদেবের সঙ্গে তার সখ্যতা-সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনেছে)* ।।৩৬।। দূত, এতাবৎ কাল আমি যে তাকে ক্ষমা করে এসেছি, তার একমাত্র কারণ সে আমার অগ্রজ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে গুরুস্থানীয় আসনে বসানোর জন্য মান্যতার কারণে তাকে বধ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।।৩৭।। কিন্তু এখন তার কথা

তস্য ত্বিদানীং শ্রুত্বা মে বাক্যমেষা কৃতা মতিঃ। ত্রীঁল্লোকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ।। ৩৮
এতন্মুহূর্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে। চতুরো লোকপালাংস্তান্নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্।। ৩৯
এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্। দদৌ ভক্ষয়িতুং হ্যেনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্।। ৪০
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো রথমারুহ্য রাবণঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়াকঙ্ক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

শুনে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে এইমতোই নিশ্চিত করছি যে, আপন বাহুশক্তিতে আমি ত্রিলোক জয় করবো।।৩৮।। একমাত্র তারই জন্যে *(অপরাধে)* চার লোকপালকেই এই মুহূর্তে যমলোকে পাঠাবো।।৩৯।। এবার রাবণ খড়্গ দিয়ে দূতের প্রাণসংহার করলো এবং দূতের কর্তিত দেহটিকে দুরাত্মা রাক্ষসের খাবার জন্যে দিয়ে দিলো।।৪০।। অতঃপর সে স্বস্তিবচন জ্ঞাপন করে রথে চড়ে ত্রিলোক-বিজয় উদ্দেশ্যে যেখানে ধনেশ্বর কুবের রয়েছেন, সেখানে যাত্রা করলো।।৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

মন্ত্রিভিঃ সহ রাবণস্য যক্ষোপরি আক্রমণম্, তস্য পরাজয়শ্চ

ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং ষড়্ভির্নিত্যবলোদ্ধতঃ। মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ।। ১
ধূম্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরগর্ধিনা। বৃতঃ সম্প্রযযৌ শ্রীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহন্নিব।। ২
পুরাণি স নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ। অতিক্রম্য মুহূর্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ।। ৩
সন্নিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রং নিশম্য তু। যুদ্ধেপ্সুং তং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমন্ত্রিণম্।। ৪
যক্ষা ন শেকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ। রাজ্ঞো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ।। ৫
তে গত্বা সর্বমাচখ্যুর্ভ্রাতুস্তস্য চিকীর্ষিতম্। অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে।। ৬
ততো বলানাং সংক্ষোভো ব্যবর্ধত ইবোদধেঃ। তস্য নৈর্ঋতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব।। ৭
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসঙ্কুলম্। ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে।। ৮
স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ। হর্ষনাদান্ বহূন্ কৃত্বা স ক্রোধাদভ্যধাবত।। ৯

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

মন্ত্রিগণের সঙ্গে রাবণের যক্ষের উপর আক্রমণ। যক্ষের পরাজয়।

স্বীয় বলগর্বে সতত উন্মত্ত রাবণ মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ...।।১।। এবং সর্বদা যুদ্ধাভিলাষী বীর ধূম্রাক্ষের সঙ্গে যেন ত্রিলোককে দগ্ধ করতে করতে যাত্রা করলো।।২।। বহু নগর, নদীনালা, পর্বতরাজি, বন-উপবন অতিক্রমপূর্বক মুহূর্তে কৈলাশপর্বতে উপস্থিত হলো।।৩।। দুরাত্মা রক্ষো অধিপতি যুদ্ধোৎসাহী হয়ে আপনার মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে পর্বতপ্রদেশে সেনাসন্নিবেশ করেছে...।।৪।। যক্ষেরা এই বার্তা শ্রুত হয়ে রাক্ষস রাবণের সামনে দাঁড়াতে পারলো না এবং রাবণ তাদেরই রাজার ভাই এই জেনে তারা ধনাধিপতি কুবের যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে গমন করলো।।৫।। কুবের সকাশে তারা যক্ষভ্রাতা রাবণ যা ইচ্ছা করছে তার বৃত্তান্ত শোনালো। বার্তা শুনে কুবের তাদেরকে যুদ্ধে অনুমতি দিলে তারা তৎক্ষণাৎ হৃষ্টমনে প্রস্থান করলো।।৬।। সংক্ষুব্ধ সাগরের মতো যক্ষরাজের সৈন্যেরা সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ধিত হতে লাগলো। তাদের বেগে কৈলাশপর্বতে যেন কাঁপন শুরু হলো।।৭।। এবার যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আরম্ভ হলো যুদ্ধ। তাতে রাক্ষস রাবণের সচিবেরা অস্থির হয়ে উঠলো।।৮।। রাক্ষস দশানন অনন্তর আপন সৈন্যদের এমতো দুরবস্থা অবলোকন করে আনন্দের সঙ্গে নানাবিধ ধ্বনি তুলে ক্রুদ্ধচিত্তে যক্ষগণের দিকে ধাবিত হলো।।৯।। রক্ষোরাজ রাবণের তুমুল

যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ। তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধয়ৎ।। ১০
ততো গদাভির্মুসলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ। হন্যমানো দশগ্রীবস্তৎ সৈন্যং সমগাহত।। ১১
স নিরুচ্ছ্বাসবত্তত্র বধ্যমানো দশাননঃ। বর্ষদ্ভিরিব জীমূতৈর্ধারাভিরবরুধ্যত।। ১২
ন চকার ব্যথাঞ্চৈব যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ। মহীধর ইবাম্ভোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ।। ১৩
স মহাত্মা সমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্। প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্।। ১৪
স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুষ্কেন্ধনমিবাকুলম্। বাতেনাগ্নিরিবাদীপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ।। ১৫
তৈস্তু তত্র মহামাত্যৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ। অল্পাবশেষাস্তে যক্ষা কৃতা বাতৈরিবাম্বুদাঃ।। ১৬
কেচিৎ সমাহতা ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ। ওষ্ঠাংশ্চ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে।। ১৭
শ্রান্তাশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে। সীদন্তি চ তদা যক্ষাঃ কূলা ইব জলেন হ।। ১৮
হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্। প্রেক্ষতামৃষিসঙ্ঘানাং ন বভূবান্তরং দিবি।। ১৯
ভগ্নাংস্তু তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রাস্তু মহাবলান্। ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস যক্ষকান্।। ২০
এতস্মিন্নন্তরে রাম! বিস্তীর্ণবলবাহনঃ। প্রেষিতো ন্যপতদ্ যক্ষো নাম্না সংযোধকণ্টকঃ।। ২১
তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ। পতিতো ভূতলে শৈলাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ।। ২২
সুসংজ্ঞস্তু মুহূর্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ। তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুদ্রুবে।। ২৩

বিক্রমী সচিবেরা এক একজন সহস্র যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো।।১০।। অনন্তর দশানন শত্রুসেনার গদা, মুষল, তরবারি, শক্তি ও তোমর নামক অস্ত্র দ্বারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যুদ্ধশীল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলো।।১১।। দশগ্রীব এবার অস্ত্রপ্রহারে এমন জর্জরিত হচ্ছিলো যে, তার শ্বাস ফেলার অবকাশ ছিলো না। বর্ষণকারী মেঘ যেমন বর্ষণধারায় চারদিক অবরুদ্ধ করে যক্ষগণও তেমনি অস্ত্রবর্ষণে রাবণকে অবরোধ করলো।।১২।। যক্ষগণের অস্ত্রপ্রহারে রাবণ আহত হলো বটে কিন্তু কোনোরকম বিব্রতবোধ করলো না। মেঘের বর্ষণে শ'য়ে শ'য়ে জলধারায় অভিস্নাত হয়ে পর্বত যেমন বিচলিত হয় না ঠিক তেমনি *(মহীধর—পর্বত)* ।।১৩।। সেই বিশালবপু রাবণ কালদণ্ড অনুরূপ ভীষণ গদা তুলে যক্ষসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলো। এবং তাদেরকে প্রেরণ করতে লাগলো যমসদনে *(যমক্ষয়—যমালয়। ক্ষয়—গৃহ, আলয়, বাড়ি)* ।।১৪।। বায়ুর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-অনুরূপ রাবণ কক্ষবৎ বিস্তীর্ণ সৈন্যদেরকে শুকনো কাঠের মতো ব্যাপ্ত করে পোড়াতে লাগলো।।১৫।। মহোদর ও শুক -প্রমুখ মহামন্ত্রিগণ যক্ষদেরকে করলো ধ্বংস। বাতাস যেমন বর্ষণশীল মেঘকে উড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনি। অল্পসংখ্যায় যক্ষেরা বেঁচে থাকলো শুধু।।১৬।। যুদ্ধে যক্ষদের কেউ কেউ অস্ত্রাঘাতে অঙ্গ-ভঙ্গের কারণে ভূপাতিত হলো। কিছুজন রণস্থলীতে কুপিতাবস্থায় আপন আপন তীক্ষ্ণ দন্তে ওষ্ঠদু'টি দংশন করতে লাগলো।।১৭।। জলের বেগে যেমন নদীর কূল ভাঙে, তেমনি যুদ্ধভূমিতে যক্ষেরা অবসন্ন হয়ে পড়লো। কেউ কেউ অত্যন্ত অবশ হয়ে একে অপরের উপর পতিত হলো। তাদের হাতের অস্ত্র স্খলিত হলো।।১৮।। মৃত, স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থিত, যুদ্ধশীল এবং এদিক ওদিক ধাবিত যক্ষদের যুদ্ধ দেখতে-আসা ঋষিগণের ভীড়ে আকাশে আর জায়গা থাকলো না।।১৯।। মহাবাহু যক্ষাধিপতি যক্ষ সেনাবৃন্দকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে অপরাপর বলবান বহু যক্ষকে যুদ্ধের নিমিত্ত পাঠালেন।।২০।। রাম, ইতঃমধ্যে কুবেরপ্রেরিত সংযোধকণ্টক নামক এক যক্ষ বহু সেনা ও বাহন পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধস্থলীতে উপস্থিত হলেন।।২১।। স্বীয় চক্রে মারীচকে আঘাত করলেন। যুদ্ধে বিষ্ণু যেমন চক্রদ্বারা শত্রু বধ করেন তেমনি। চক্রের আঘাতে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের মতো মারীচ পর্বত থেকে ভূপাতিত হলো।।২২।। অনন্তর মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে রাক্ষস মারীচ পুনর্বার যক্ষের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হলো। যুদ্ধে সংযোধকণ্টক ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো।।২৩।। এবার রাবণ সুবর্ণচিত্রিত এবং বৈদুর্যমণি ও রজতসুশোভিত তোরণ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করলো। সেখানে দ্বারপালেরা প্রহরায় ছিলো। তাদের অতিক্রম করে কেউ অন্দরে প্রবেশ

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্যরজতোক্ষিতম্। মর্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণান্তরমাবিশৎ।। ২৪
তস্ত রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্। সূর্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ।। ২৫
স বার্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ। যদা তু বারিতো রাম! ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ।। ২৬
ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তাডিতঃ। রুধিরং প্রস্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুস্রবৈরিব।। ২৭
স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ। জগাম ন ক্ষতিং বীরো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।। ২৮
তেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাডিতঃ। নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীকৃততনুস্তদা।। ২৯
ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা রক্ষঃপরাক্রমম্। ততো নদীগুর্হাশ্চৈব বিবিশুর্ভয়পীডিতাঃ।
ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাস্তদা।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

করতে পারতো না।।২৪।। হে রাজন্ রাম, রাক্ষস দশগ্রীব যখন তোরণের মধ্যে প্রবেশ করছিলো তখন সূর্যভানু নামক দ্বাররক্ষক তাকে বাধা দিলো।।২৫।। রাক্ষস যখন যক্ষের বাধাদান সত্ত্বেও তা অগ্রাহ্য করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো, তখন সেই দ্বাররক্ষক তোরণসংলগ্ন অপর এক তোরণ উৎপাটন-পূর্বক রাবণকে আঘাত করলো।।২৬।। রাবণের শরীর থেকে শোণিতধারা ক্ষরিত হতে লাগলো। যেন গৈরিকমিশ্রিত কোনো পাহাড় থেকে জলের ঝরণা বইছে।।২৭।। পর্বতশিখরতুল্য সেই তোরণের প্রহারে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ব্রহ্মার বরদানের প্রভাবে বীর রাবণের কোনো ক্ষতি হলো না।।২৮।। অনন্তর রাবণও সেই তোরণটিকে সমুত্থিত করে যক্ষকে আঘাত করলো। আর তাতে যক্ষের শরীর ভস্মীভূত হয়ে গেলো। অবশিষ্ট কিছুই দেখা গেলো না।।২৯।। রাক্ষসের এই প্রবল পরাক্রম পরিদর্শন করে যক্ষেরা সবাই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। সংশয়াবিষ্ট তাদের কেউ কেউ আশ্রয় নিলো নদীতে। কেউ বা আবার পর্বতগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হলো। শ্রান্ত ক্লান্ত যক্ষেরা আপন-আপন অস্ত্র পরিহার করলো। তাদের মুখ হয়ে গেলো বিবর্ণ। পাণ্ডুর।।৩০।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন সহ যুদ্ধে মণিভদ্রস্য কুবেরস্য চ পরাজয়ঃ, রাবণেন পুষ্পক-বিমানস্যাপহরণঞ্চ

ততস্তাঁল্লক্ষ্য বিত্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রাংশ্চ সহস্রশঃ। ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষং মণিভদ্রমথাব্রবীৎ।। ১
রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্। শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্।। ২
এবমুক্তো মহাবাহুর্মণিভদ্রঃ সুদুর্জয়ঃ। বৃতো যক্ষসহস্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ।। ৩
তে গদামুসলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ। অভিঘ্নন্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্।। ৪

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

মণিভদ্র এবং কুবেরের পরাজয়। রাবণ-কর্তৃক পুষ্পক বিমান অপহরণ

ধনাধিপতি কুবের দেখলেন ভীত-সন্ত্রস্ত সহস্র সহস্র যক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে। তিনি মণিভদ্র নামক এক যক্ষকে বললেন—।।১।। যক্ষশ্রেষ্ঠ, রাবণ দুরাত্মা ও পাপী। তুমি তাকে নিধন করো। যুদ্ধশীল বীর যক্ষগণের আশ্রয়স্থল হও। তাদেরকে রক্ষা করো।।২।। মহাবাহু মণিভদ্র। দুর্জয় বীর। কুবেরের আদেশ পেয়ে চারহাজার যক্ষ সৈন্য নিয়ে তোরণদ্বারে রাক্ষসদের সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হলেন।।৩।। তখন যক্ষ সেনাগণ গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র প্রহার করতে করতে রাক্ষসদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৪।। তারা ভীষণ সংগ্রামে রত থেকে ক্ষিপ্রগতি

কুর্বন্তস্তুমুলং যুদ্ধং চরন্তঃ শ্যেনবল্লঘু। বাঢং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীয়তামিতি ভাষিণঃ।। ৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। দৃষ্ট্বা তৎ তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্।। ৬
যক্ষাণাস্তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে। মহোদরেণ চানিন্দ্যং সহস্রমপরং হতম্।। ৭
ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্! মারীচেন যুযুৎসুনা। নিমেষান্তরমাত্রেণ দ্বে সহস্রে নিপাতিতে।। ৮
ক্ব চ যক্ষার্জবং যুদ্ধং ক্ব চ মায়াবলাশ্রয়ম্। রক্ষসাং পুরুষব্যাঘ্র! তেন তেঽভ্যধিকা যুধি।। ৯
ধূম্রাক্ষেণ সমাগম্য মণিভদ্রো মহারণে। মুসলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চ কম্পিতঃ।। ১০
ততো গদাং সমাবিধ্য মণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ। ধূম্রাক্ষস্তাডিতো মূর্ধ্নি বিহ্বলঃ স পপাত হ।। ১১
ধূম্রাক্ষং তড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্। অভ্যধাবত সংগ্রামে মণিভদ্রং দশাননঃ।। ১২
সংক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মণিভদ্রো দশাননম্। শক্তিভিস্তাডয়ামাস তিসৃভির্যক্ষপুঙ্গবঃ।। ১৩
তাড়িতো মণিভদ্রস্য মুকুটে প্রাহরদ্ রণে। তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটং পার্শ্বমাগতম্।। ১৪
ততঃ সংযুধ্যমানেন বিষ্টব্ধো ন ব্যকম্পত।
ততঃ প্রভৃতি যক্ষোঽসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল। তস্মিংস্তু বিমুখীভূতে মণিভদ্রে মহাত্মনি।
সন্নাদঃ সুমহান্ রাজংস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্ধত।। ১৫
ততো দূরাৎ প্রদদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ। শুক্রপ্রৌষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ।। ১৬
স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্ বিভ্রষ্টগৌরবম্। উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে।। ১৭
যন্ময়া বার্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্মতে। পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাস্যসে নিরয়ং গতঃ।। ১৮
যো হি মোহাদ্ বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্মতিঃ। স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্মণঃ ফলম্।। ১৯

বাজপাখীর মতো চারদিকে বিচরণ করতে লাগলো। যক্ষগণের মধ্যে কেউ বললো, আমাকে যুদ্ধের সুযোগ দাও, কেউ বললো, পেছু হঠতে আমি চাই না। আবার কেউ বললো—আমাকে অস্ত্র দাও।।৫।। সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখে গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সঙ্গে দেবতারাও অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হলেন।।৬।। যুদ্ধভূমিতে প্রহস্ত সহস্র যক্ষকে ধ্বংস করলো। অপরাপর এক সহস্র বীর যক্ষকে নিধন করলো মহোদর।।৭।। রাজন্, এই সময়ে ক্রুদ্ধ যুদ্ধাভিলাষী মারীচ মুহূর্তমধ্যে অবশিষ্ট দু'হাজার যক্ষকে ভূপাতিত করলো।।৮।। হে পুরুষশার্দূল, কোথায় যক্ষগণের সারল্যময় যুদ্ধ আর কোথায় রাক্ষসের মায়াবল-আশ্রিত যুদ্ধ? বাস্তবে মায়াবী রাক্ষসেরা যুদ্ধে যক্ষদের চাইতে অধিক বলশালী ছিলো।।৯।। মহাসমরে রাক্ষস ধূম্রাক্ষ উপস্থিত হয়ে সক্রোধে মণিভদ্রের বক্ষে এক মুষলের প্রহার করলো। তাতে মণিভদ্র বিচলিত বোধ করলেন না।।১০।। এবার মণিভদ্র গদা উত্তোলন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ধূম্রাক্ষের মস্তকোপরি আঘাত করলেন। রাক্ষস বেদনা-বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।১১।। তাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ধরাশায়ী দেখে দশানন রাবণ মণিভদ্রের দিকে ধেয়ে গেলো।।১২।। দশাননকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে যক্ষশ্রেষ্ঠ মণিভদ্র সক্রোধে তার উপর তিনটি শক্তি প্রয়োগ করলেন।।১৩।। এইভাবে তাড়িত হয়ে রাবণ যুদ্ধভূমে মণিভদ্রের মুকুটোপরি প্রহার করলো। সেই প্রহারে তাঁর মুকুট পাশে খসে পড়লো।।১৪।। তখন থেকে ঐ যক্ষের নাম প্রসিদ্ধ হলো পার্শ্বমৌলি বলে। মহাত্মা মণিভদ্র যুদ্ধে স্থির রৈতে পারলেন না আর। রণে ভঙ্গ দিলেন। রাজন্, তিনি যুদ্ধবিমুখ হলে রাক্ষসদের বিষম উল্লাসে পর্বতপ্রদেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।।১৫।। অনন্তর গদাহস্ত ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে দূর থেকে আসতে দেখা গেলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুক্র এবং প্রৌষ্ঠপদ নামে দুই মন্ত্রী। আর ছিলেন শঙ্খ এবং পদ্ম নামক যক্ষ। এঁরা ধনের অধিষ্ঠাতা দুই দেবতা।।১৬।। ঋষির শাপে সদাচারহীন ও ক্রূর আপন ভ্রাতাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ অবলোকন করে বুদ্ধিমান ধনাধিপতি কুবের ব্রহ্মার কুলে জাত যোগ্য-পুরুষের ন্যায় কথা বলতে লাগলেন।।১৭।। হে দুর্মতি দুরাত্মা দশানন, আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি তা বুঝতে পারলে না, মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে তুমি এইসব কুকর্মের ফল লাভ করে পরে তা বুঝতে পারবে।।১৮।। যে দুর্মতি বিষ পান করার পরও মোহবশে তা বুঝে উঠতে পারে না, সে তার পরিণামে নিজকৃত কর্মের ফল জানতে পারে।।১৯।। যেহেতু

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্মযুক্তেন কেনচিৎ। যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে।। ২০
মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্যঞ্চাবমন্যতে। স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ।। ২১
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোর্জনম্। স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢো মৃতো গত্বাত্মনো গতিম্।। ২২
ধর্মাদ্ রাজ্যং ধনং সৌখ্যমধর্মাদ্দুঃখমেব চ। তস্মাদ্ধর্মং সুখার্থায় কুর্যাৎ পাপং বিসর্জয়েৎ।। ২৩
পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা। তস্মাদাত্মাপঘাতার্থং মূঢঃ পাপং করিষ্যতি।। ২৪
কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ। যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে।। ২৫
ঋদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ বিত্তং শূরত্বমেব চ। প্রাপ্নুবন্তি নরা লোকে নির্জিতং পুণ্যকর্মভিঃ।। ২৬
এবং নিরয়গামী ত্বং যস্য তে মতিরীদৃশী। ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যেঽসদ্বৃত্তেষ্বেব নির্ণয়ঃ।। ২৭
এবমুক্তাস্ততস্তেন তস্যামাত্যাঃ সমাহতাঃ। মারীচপ্রমুখাঃ সর্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ২৮
ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা। গদয়াভিহতো মূর্ধ্নি ন চ স্থানাৎ প্রকম্পিতঃ।। ২৯
ততস্তৌ রাম নিঘ্নন্তৌ তদান্যোন্যং মহামৃধে। ন বিহ্বলৌ ন চ শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষ-রাক্ষসৌ।। ৩০
আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ স মুমোচ ধনদস্তদা। রাক্ষসেন্দ্রো বারুণেন তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ।। ৩১
ততো মায়াং প্রবিষ্টোঽসৌ রাক্ষসীং রাক্ষসেশ্বরঃ। রূপাণাং শতসাহস্রং বিনাশায় চকার চ।। ৩২
ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ। যক্ষো দৈত্যস্বরূপী চ সোঽদৃশ্যত দশাননঃ।। ৩৩
বহূনি চ করোতি স্ম দৃশ্যন্তে ন ত্বসৌ ততঃ। প্রতিগৃহ্য ততো রাম! মহদস্ত্রং দশাননঃ।। ৩৪

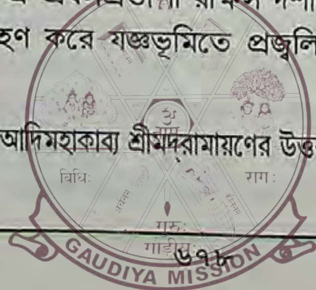
তোমার কোনো কাজই কুলগৌরব অনুসারে ধর্ম-আশ্রিত হচ্ছে না তাই দেবতাগণ তোমার উপর প্রসন্ন হচ্ছেন না। আর এজন্যই এতো ক্রূরস্বভাব হয়ে পড়েছো তুমি। এবং তা বুঝতেও পারছো না।।২০।। যে মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যকে অবমাননা করে, সে যমের বশীভূত হয়ে সেইমতো কৃতকর্মের ফলভোগ করে *(প্রেতরাজ—যম)*।।২১।। অনিত্য এই শরীর পেয়ে যে তপস্যার ফল অর্জন করে না, সেই মূঢ়ব্যক্তি মৃত্যুর পরে যখন তার কৃতকর্মের ফল পায় তখন সে অনুশোচন-ক্লিষ্ট হয়।।২২।। রাজ্য, সম্পদ তথা ধন এবং সুখলাভ ধর্ম থেকেই হয়। অধর্ম থেকে কেবল দুঃখলাভই হয়ে থাকে। তাই সুখের নিমিত্ত তুমি ধর্মাচরণ করো। পাপাচার থেকে বিরত হও।।২৩।। পাপের পরিণাম কেবলই দুঃখ। এবং জগতে তা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। তাই যে মূঢ় পাপকার্য করে প্রকারান্তরে সে নিজেকেই হত্যা করে।।২৪।। স্বেচ্ছামাত্র কোনো দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরই শুভবুদ্ধির উদয় হয় না। সে যেমতো কর্ম করে তদনুরূপ ফলই সে লাভ করে থাকে।।২৫।। সংসারে মনুষ্যগণ সমৃদ্ধি, মনোহর রূপ, বল, পুত্রকন্যা, বৈভব ও বীরত্ব পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই লাভ করে।।২৬।। এইমতো অপকর্ম অনুষ্ঠান করায় তোমাকে নিশ্চয়ই নরকগামী হতে হবে। কেননা তুমি পাপমতি। দুরাত্মা ব্যক্তির সঙ্গে বার্তালাপ পর্যন্ত বারণ—এইই হলো শাস্ত্রের নির্ণয়। তাই আমিও তোমার সঙ্গে বার্তালাপে আগ্রহী নই *(নিরয়—নরক)*।।২৭।। কুবের একইপ্রকার বাক্য বললেন রাবণের অমাত্যবর্গকেও। অতঃপর তাদের উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করলে মারীচ-প্রমুখ রাক্ষসেরা যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালালো।।২৮।। এবার মহাত্মা যক্ষপতি কুবের দশাননের শিরোপরি গদাঘাত করলেন। সেই গদাপ্রহারেও রাবণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান থেকে বিচ্যুত হলো না।।২৯।। রাম, যক্ষ ও রাক্ষসদের দুই অধিপতিই সেই মহারণে পরস্পরকে প্রবল প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই শ্রান্ত অথবা বিহ্বল হয়ে পড়লেন না।।৩০।। ধনাধিপতি কুবের তখন রাবণের উপর অগ্নিময় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। রাবণ আপনার বরুণাস্ত্রে কুবের-প্রযুক্ত অস্ত্রকে নিবারণ করলো।।৩১।। রাক্ষসাধিপতি রাবণ এবার রাক্ষসী মায়ার শরণ নিয়ে কুবেরের বিনাশকল্পে শতসহস্র রূপ পরিগ্রহ করলো।।৩২।। আপন মায়াবলে রাবণ সেসময়ে ব্যাঘ্র, শূকর, মেঘ, পর্বত, সাগর, মহীরুহ, যক্ষ এবং দৈত্যাদি—নানাবিধরূপে দেখা দিলো।।৩৩।। এইভাবে বহুপ্রকার বেশ ধারণ করলো রাবণ। অতঃপর তাকে আর দেখা গেলো না। হে রাম, রাবণ তখন ভীষণ অস্ত্র গ্রহণ করেছে।।৩৪।।

জঘান মূর্ষ্নি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্। এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।। ৩৫
কৃত্তমূল ইবাশোকো নিপপাত ধনাধিপঃ। ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদা বৃতঃ।। ৩৬
ধনদোচ্ছ্বাসিতস্তৈস্তু বনমানীয় নন্দনম্। নির্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তং ধনদং হৃষ্টমানসঃ।। ৩৭
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্। কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্যমণিতোরণম্।। ৩৮
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকালফলদ্রুমম্। মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্।। ৩৯
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্। দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃ সুখম্।। ৪০
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্। নির্মিতং সর্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্।। ৪১
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্বর্তুসুখদং শুভম্। স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্যনির্জিতম্।। ৪২
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুর্মতিঃ। জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ।। ৪৩
স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং প্রতাপবান্ বিমলকিরীটহারবান্।
ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

রাবণ এক ভয়াল গদাধারণ-পূর্বক তা ঘোরাতে ঘোরাতে কুবেরের শিরোপরি আঘাত করলো। ধনাধিপতি কুবের গদাঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন।।৩৫।। ছিন্নমূল অশোকগাছের মতো নিপতিত হলেন ভূমিতে। তখন পদ্ম-প্রমুখ অপরাপর ধনাধিষ্ঠাতা দেবগণ তাঁকে চতুর্দিকে ঘিরে...*(কৃত্তমূল—ছিন্নমূল)* ।।৩৬।। তুলে আনলেন নন্দনকাননে। তাঁর চৈতন্য ফেরালেন। এদিকে রাক্ষসাধিপতি রাবণ ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করে অতীব প্রীত হলো।।৩৭।। দশানন আপনার যুদ্ধ বিজয়ের স্মারকচিহ্ন হিসেবে কুবেরের পুষ্পক রথটি নিয়ে নিলো—যে বিমানে ছিলো স্বর্ণময় স্তম্ভ এবং বৈদূর্যখচিত তোরণদ্বার।।৩৮।। মুক্তাজালে আবৃত ছিলো চতুর্দিক। তার মধ্যে যে সব গাছ ছিলো তারা সবসময়েই ফলদান করে। বিমানটির বেগ ছিলো মনের গতির তুল্য ক্ষিপ্র। রথোপরি আসীন ব্যক্তি ইচ্ছানুসার সর্বত্র গমনের শক্তিলাভ করতো। ইচ্ছানুযায়ী ছোটো কিংবা বড়ো রূপ পরিগ্রহ করতে পারতো। আকাশচারী পক্ষীবৎ ছিলো এটি *(মনোজবং—মনের মতো উচ্চগতিসম্পন্ন)* ।।৩৯।। বিমানটি ছিলো মণি এবং কাঞ্চনময় সোপান-সংবদ্ধ। তপ্ত কাঞ্চননির্মিত বেদী সংশ্লিষ্ট ছিলো তাতে। দেবগণের বাহন এটি। অক্ষয় তথা সর্বদা অভঙ্গুর। নয়নাভিরাম। মনের প্রীতি-উৎপাদনকারী ছিলো এটি *(সোপান—সিঁড়ি! কাঞ্চন—সোনা)* ।।৪০।। এতে অঙ্কিত ছিলো বিস্ময়কর নানাবর্ণ চিত্রমালা। স্বয়ং ব্রহ্মা এই রথটি নির্মাণ করেছিলেন। সর্ববিধ মনোহর বস্তুরাজি দ্বারা পুষ্পক বিমান বিনির্মিত হয়েছিলো। তাই এটি ছিলো মনোরম। এবং অতীব উত্তম।।৪১।। না অধিক শীতল, না অতীব উষ্ণ অর্থাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিলো এটি। সেজন্যে এটি সর্ব ঋতুতেই ছিলো আরামদায়ক ও মঙ্গলদায়ী। রাজা রাবণ ইচ্ছানুসার গমনশীল সেই বিমানে আরোহণ করে অহংকারের আধিক্যে নানান কথা ভাবতে লাগলো।।৪২।। দুর্মতি ভাবতে লাগলো, সে ত্রিভুবন জয় করেছে। বৈশ্রবণ কুবেরকে জয় করে কৈলাশশিখর হতে সে নীচে অবতরণ করলো।।৪৩।। নির্মল মুকুট ও হারে শোভিত ঐ প্রবলপ্রতাপী রাক্ষস দশানন আপনার তেজে এমতো মহাবিজয় লাভ করে উত্তম রথে আরোহণ করে যজ্ঞভূমিতে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের মতো শোভান্বিত হতে লাগলো।।৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ষোডশঃ সর্গঃ ।।

রাবণং প্রতি নন্দীশ্বরস্য শাপঃ, ভগবতা শঙ্করেণ রাবণমানস্য ভঞ্জনম্, শঙ্করতস্তস্য চন্দ্রহাসনামকখড়্গপ্রাপ্তিশ্চ

স জিত্বা ধনদং রাম! ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ। মহাসেনপ্রসূতিং তদ্ যযৌ শরবণং মহৎ ।। ১
অথাপশ্যদ্ দশগ্রীবো রৌক্মং শরবণং মহৎ। গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ।। ২
স পর্বতং সমারুহ্য কঞ্চিদ্ রম্যবনান্তরম্। প্রেক্ষতে পুষ্পকং তত্র রাম বিষ্টম্ভিতং তদা ।। ৩
বিষ্টব্ধং কিমিদং কস্মান্নাগমৎ কামগং কৃতম্। অচিন্তয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ ।। ৪
কিন্নিমিত্তমিচ্ছয়া মে নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্। পর্বতস্যোপরিষ্ঠস্য কর্মেদং কস্যচিদ্ভবেৎ ।। ৫
ততোঽব্রবীৎ তদা রাম! মারীচো বুদ্ধিকোবিদঃ। নেদং নিষ্কারণং রাজন্ পুষ্পকং যন্ন গচ্ছতি ।। ৬
অথবা পুষ্পকমিদং ধনদান্নান্যবাহনম্। অতো নিস্পন্দমভবদ্ ধনাধ্যক্ষবিনাকৃতম্ ।। ৭
ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ। বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী ।। ৮
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ। নন্দীশ্বরো বচশ্চেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ ।। ৯
নিবর্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীডতি শঙ্করঃ। সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাণাং দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ।। ১০
সর্বেষামেব ভূতানামগম্যঃ পর্বতঃ কৃতঃ। তন্নিবর্তস্ব দুর্বুদ্ধে মা বিনাশমবাপ্স্যসি।
ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধাৎ কম্পিতকুণ্ডলঃ ।। ১১
রোষাত্তু তাম্রনয়নঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ। কোঽয়ং শঙ্কর ইত্যুক্ত্বা শৈলমূলমুপাগতঃ ।। ১২

ষোড়শ (১৬) সর্গ

রাবণের প্রতি নন্দীশ্বরের অভিশাপ। ভগবান শঙ্করের দ্বারা রাবণের মানভঙ্গ।
তাঁর কাছ থেকে রাবণের চন্দ্রহাস নামক খড়্গ প্রাপ্তি।

রাম, নিজের ভাই কুবেরকে জয় করে রাক্ষসরাজ রাবণ মহাসেন কার্তিকেয়'র জন্মস্থল, বিশাল ও বিখ্যাত শরবণে গমন করলো।।১।। সেখানে পৌঁছে দশগ্রীব দর্শন করলো সুবর্ণকান্তি বিশাল শরবণ। শরবণটি ছিলো স্বীয় কিরণমালায় দ্বিতীয় সূর্যবৎ প্রকাশিত *(রৌক্ম–সুবর্ণময়কান্তি যুক্ত। ভাস্কর–সূর্য)* ।।২।। ঐ শরবণে একটি পর্বত ছিলো। সেই পর্বতের বনস্থলী ছিলো অতীব রমণীয়। হে রাম, রাবণ যখন সে পাহাড়ের উপরে উঠছিলো, সে দেখলো ঐ বিমানের গতি গেলো রুদ্ধ হয়ে।।৩।। বিমানটি অধিকারীর ইচ্ছানুসারে সর্বত্রগামী হবে এইমতো নির্মিত হয়েছে। তাহলে কোন কারণে এর গতিরোধ ঘটলো? কেন সে আর এগোচ্ছে না? রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় সচিব তথা অমাত্যদের সঙ্গে এইসব কারণ চিন্তা করতে লাগলো।।৪।। কেন আমার ইচ্ছানুক্রমে এই পুষ্পক রথ চলছে না? নিশ্চয়ই পাহাড়ের উপরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির কার্য এটি।।৫।। রাম, বুদ্ধিকুশল মারীচ তখন বললো, রাজন্, পুষ্পক যখন এগোচ্ছে না তাহলে এর পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ আছে।।৬।। অথবা পুষ্পক একমাত্র কুবের ছাড়া অন্য কাউকে বহন করবে না। তাই ধনাধিপতি কুবের বিনা এটি নিস্পন্দ হয়েছে।।৭।। মারীচ এবং দশাননের কথোপকথনকালে শঙ্করের পার্ষদ নন্দীশ্বর রাবণ সমীপে উপস্থিত হলো। দেখতে সে অতি ভয়াল। তার অঙ্গ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ। বামন অথচ বিকট সে। মস্তক মুণ্ডিত। হস্তদ্বয় হ্রস্ব। অতি বলশালী সে। নির্ভয়ে গিয়ে রাক্ষসরাজকে বললো—।।৮-৯।। দশগ্রীব, তুমি প্রত্যাবর্তন করো। কেননা এই শৈলে শঙ্কর ক্রীড়া করছেন। গরুড় *(সুপর্ণ)*, সর্প, যক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব ও রাক্ষস—।।১০।। সমস্ত প্রাণীরই যাতায়াত সম্প্রতি এই পাহাড়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এঁর বিপরীত কার্য হতে দেখলে, হে দুরাত্মা, তোমার বিনাশ উপস্থিত হবে। নন্দীর বাক্য শ্রবণ করে রাবণের ক্রোধ উপস্থিত হলো। তার কুণ্ডল কাঁপতে লাগলো।।১১।। রোষভরে নয়ন হয়ে উঠলো তাম্রবর্ণ। রাবণ পুষ্পক থেকে নীচে নেমে এলো। কে এই শঙ্কর?—বলে পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হলো।।১২।। রাবণ ঐখানে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলো, শঙ্করের অদূরে প্রদীপ্ত ও ত্রিশূলধারণকারী নন্দী

সোঽপশ্যন্নন্দিনং তত্র দেবস্যাদূরতঃ স্থিতম্। দীপ্তং শূলমবষ্টভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্।। ১৩
তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ। প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ।। ১৪
তং ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ। অব্রবীৎ তত্র তদ্ রক্ষো দশাননমুপস্থিতম্।। ১৫
যস্মাদ্ বানররূপং মামবজ্ঞায় দশানন। অশনীপাতসঙ্কাশমপহাসং প্রমুক্তবান্।। ১৬
তস্মান্মদ্বীর্যসংযুক্তা মদ্রূপসমতেজসঃ। উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ।। ১৭
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ ক্রূর! মনঃসম্পাতরংহসঃ। যুদ্ধোন্মত্তা বলোদ্রিক্তাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ।। ১৮
তে তব প্রবলং দর্পমুৎসেধঞ্চ পৃথগ্বিধম্। ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য চ।। ১৯
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং হন্তুং ত্বাং হে নিশাচর। ন হন্তব্যো হতস্ত্বং হি পূর্বমেব স্বকর্মভিঃ।। ২০
ইত্যুদীরিতবাক্যে তু দেবে তস্মিন্ মহাত্মনি। দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা।। ২১
অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহাবলঃ। পর্বতন্তু সমাসাদ্য বাক্যমাহ দশাননঃ।। ২২
পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ। তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে।। ২৩
কেন প্রভাবেণ ভবো নিত্যং ক্রীডতি রাজবৎ। বিজ্ঞাতব্যং ন জানীতে ভয়স্থানমুপস্থিতম্।। ২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাম! ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্বতে। তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত।।২৫
চালনাৎ পর্বতস্যৈব গণা দেবস্য কম্পিতাঃ। চচাল পার্বতী চাপি তদাশ্লিষ্টা মহেশ্বরম্।। ২৬
ততো রাম! মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া।। ২৭
পীড়িতাস্তু ততস্তস্য শৈলস্তম্ভোপমা ভূজাঃ। বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ।। ২৮
রক্ষসা তেন রোষাচ্চ ভুজানাং পীডনাৎ তথা। মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্।। ২৯

দ্বিতীয় শঙ্করবৎ দণ্ডায়মান।।১৩।। তার মুখ ছিলো বানরের মুখের মতো। এই দেখে রাক্ষস রাবণ তাকে অবজ্ঞা করে সজল মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে উপহাস করতে লাগলো।।১৪।। তা দেখে শিবের দ্বিতীয় শরীরস্বরূপ ভগবান নন্দী সক্রোধে রাক্ষস দশাননকে বললেন— ।।১৫।। হে দশানন, যেহেতু তুমি আমার এই বানররূপ দেখে অবজ্ঞা করে বজ্রপাতের মতো ভয়াল অট্টহাসি হাসলে...।।১৬।। সেজন্যে তোমার কুলের বিনাশের জন্যে আমারি মতো পরাক্রমী, আমারি মতো রূপ এবং তেজঃসম্পন্ন বানর উৎপন্ন হবে।।১৭।। ওহে ক্রূর, ওই বানরেরা হবে নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী। মনের তুল্য তীব্র হবে তাদের বেগ। তারা যুদ্ধোন্মত্ত, বলবান এবং সচল পর্বত-প্রমাণ হবে।।১৮।। মন্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গে তোমার প্রবল অভিমান এবং অপরাপর যে সকল গর্ব আছে সকলে একত্র হয়ে তারা তা চূর্ণ করবে।।১৯।। ওহে নিশাচর, তোমাকে আমি এখুনিই বধ করতে পারি। কিন্তু তা আমি করবো না। কেননা, তুমি স্বীয় কুকর্মের দ্বারা প্রথমেই হত হয়েছো *(তাই, মৃতকে মেরে লাভ কি?)* ।।২০।। মহাত্মা নন্দী এই বলার পর বিরত হলে দেবদুন্দুভি বেজে উঠলো। পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো আকাশ থেকে।।২১।। অথচ মহাবল দশানন সেসময় নন্দীর বাক্য কোনোমতেই গ্রাহ্য না করে পাহাড়ের নিকট গমন করে বললো— ।।২২।। পশুপতে, যার জন্যে আমার গমনকালে পুষ্পকের গতি রোধ হয়ে গেছে, তোমার সেই শৈলকে আমি নির্মূল করবো।।২৩।। কোন প্রভাবে শঙ্কর রাজার মতো প্রত্যেকদিন এইস্থলে ক্রীড়া করছেন? উপস্থিত ভয়ের কারণ তাঁর জানা উচিত ছিলো। কিন্তু তা তিনি জানেন না *(এটা উচিতকাজ নয়)* ।।২৪।। হে রাম, এই কথা বলে দশানন নিজের হাত পাহাড়ে সংলগ্ন করে অচিরাৎ তাকে তুলে ফেললো। সেই পর্বত তখন কাঁপতে লাগলো।।২৫।। পর্বত কম্পমান হলে শিবের সমস্ত গণ *(প্রমথগণ)* কাঁপতে লাগলো। তাতে দেবী পার্বতীও হলেন কম্পিতা। তিনি এবার শঙ্করের আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।।২৬।। রাম, এবার দেবগণের শ্রেষ্ঠ পাপহারী মহাদেব নিজের পায়ের আঙুল দিয়ে লীলাচ্ছলে সেই পর্বতকে দাবিয়ে দিলেন।।২৭।। মহাদেবের দ্বারা পাহাড় সুস্থিত হলে যখন ঐ পাহাড়েরই স্তম্ভবৎ রাবণের হাতগুলি নিপীড়িত হতে থাকলো তখন নিশাচর রাবণের অমাত্যেরা অত্যন্ত বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়লো।।২৮।। এদিকে রাক্ষস রাবণ আপনার হাতগুলির পীড়নে তথা রোষভরে এমতো আর্তরব করতে লাগলো যে, তাতে ত্রিলোক যেন কম্পিত হতে লাগলো।।২৯।। রাবণের সচিবেরা মনে করলো, প্রলয়কাল সমুপস্থিত। আর সেইকারণেই বজ্রপাত

মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং তস্যামাত্যা যুগক্ষয়ে। তদা বর্ত্মসু চলিতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।। ৩০
সমুদ্রাশ্চাপি সংক্ষুব্ধাশ্চলিতাশ্চাপি পর্বতাঃ। যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্।। ৩১
অথ তে মন্ত্রিণস্তস্য বিক্রোশন্তমথাব্রুবন্।
তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্। তমৃতে শরণং নান্যং পশ্যামোঽত্র দশানন।। ৩২
স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ। কৃপালুঃ শঙ্করস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি।। ৩৩
এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্। সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ।
সংবৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্।। ৩৪
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ। মুক্ত্বা চাস্য ভুজান্ রাম! প্রাহ বাক্যং দশাননম্।। ৩৫
প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌটীর্যাচ্চ দশানন। শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ।। ৩৬
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্। তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি।। ৩৭
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে। এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্।। ৩৮
গচ্ছ পৌলস্ত্য! বিস্রব্ধং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি। ময়া চৈবাভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ! গম্যতাম্।। ৩৯
এবমুক্তস্তু লঙ্কেশঃ শম্ভুনা স্বয়মব্রবীৎ। প্রীতো যদি মহাদেব! বরং মে দেহি যাচতঃ।। ৪০
অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ। রাক্ষসৈর্গুহ্যকৈর্নাগৈর্যে চান্যে বলবত্তরাঃ।। ৪১
মানুষান্ন গণে দেব! স্বল্পাস্তে মম সম্মতাঃ। দীর্ঘমায়ুশ্চ মে প্রাপ্তং ব্রহ্মণস্ত্রিপুরান্তক।। ৪২
বাঞ্ছিতঞ্চায়ুষঃ শেষং শস্ত্রং ত্বঞ্চ প্রযচ্ছ মে। এবমুক্তস্ততস্তেন রাবণেন স শঙ্করঃ।। ৪৩

হচ্ছে। এইসময়ে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণও পথিমধ্যে বিচলিত হয়েছিলেন।।৩০।। সমুদ্র তখন সংক্ষুব্ধ। পর্বতসমূহ কম্পমান। যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণেরা বলাবলি করছে, এ কী ঘটছে?।।৩১।। এমতাবস্থায় অমাত্যেরা রাবণকে বললো, দশানন, আপনি নীলকণ্ঠ উমাপতি মহাদেবের তুষ্টিবিধান করুন। একমাত্র তাঁকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে আমরা দেখছি না, তাঁর শরণ আপনি গ্রহণ করবেন।।৩২।। স্তুতিকরত প্রণত হয়ে আপনি মহাদেবের শরণ গ্রহণ করুন। শঙ্কর অতীব দয়াশীল। তিনি তুষ্ট হয়ে আপনার প্রতি কৃপা করবেন।।৩৩।। অমাত্যেরা এইমতো বললে দশানন এবার বৃষভবাহন শিবের স্তব শুরু করলো। সাম বেদোক্ত বিবিধ স্তবের দ্বারা তাঁর স্তুতি করলো। প্রণাম জানালো। হাতের যন্ত্রণায় রোদন করতে করতে তার সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেলো *(রাবণ বেদজ্ঞ ছিলো)*।।৩৪।। রাম, এবারে পর্বত-শিখরস্থিত প্রভু মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তিনি রাবণের হস্তগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বললেন—।।৩৫।। দশানন, তুমি বীর। তোমার পরাক্রমে আমি প্রসন্ন হয়েছি। পর্বতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তুমি যে ভয়ানক রাব *(আর্তনাদ)* করেছো...।।৩৬।। এবং তাতে ভয়ে ভীত হয়ে ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ যে রাবিত *(আর্তস্বরে শব্দায়মান)* হয়েছে, সেজন্যে, হে রাক্ষসরাজ, তুমি রাবণ নামে প্রখ্যাত হবে *(রাবঃ—আর্তনাদ)*।।৩৭।। দেবতা, মানুষ, যক্ষ এবং অপরাপর সে সমস্ত লোক ভূতলে বাস করে, তারা তোমাকে লোকপীড়ক রাবণ বলে ডাকবে।।৩৮।। পুলস্ত্যনন্দন, তুমি যে পথে যেতে চাও আজ সে পথেই তুমি নির্ভয়ে যেতে পারবে। রাক্ষসাধিপতি, তোমাকে আমি যাবার অনুজ্ঞা দিচ্ছি। তুমি গমন করো।।৩৯।। দেবাদিদেব শঙ্কর লঙ্কাপতিকে এই কথা বললে সে বললো, মহাদেব, যদি আপনি প্রসন্ন হয়েই থাকেন তাহলে আমি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে বর প্রদান করুন।।৪০।। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, সর্প এবং অপরাপর অতি বলবান প্রাণিগণ *(নর এবং বানর ভিন্ন)* আমাকে বধ করতে পারবে না—এই বর আমি পূর্বে লাভ করেছি।।৪১।। প্রভু, মনুষ্যগণকে তো আমি গণনাই করি না, কেননা তাদেরকে আমি অল্প-শক্তিধর জ্ঞান করি। ত্রিপুরান্তক, আমি ব্রহ্মার কাছ থেকে দীর্ঘায়ু বর পেয়েছি।।৪২।। বরপ্রাপ্তির পূর্বে আমার যে আয়ু শেষ হয়েছে সেই আয়ু আমি ফিরে পেতে চাই। আর একটি অস্ত্রও আপনি আমাকে প্রদান করুন। এইভাবে রাবণ শিবকে বললে পর শিব...।।৪৩।। দীপ্তিময় চন্দ্রহাস নামক একটি খড়্গ প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে তার যতোটা আয়ু

দদৌ খড়গং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্। আয়ুষশ্চাবশেষঞ্চ দদৌ ভূতপতিস্তদা।। ৪৪
দত্ত্বোবাচ ততঃ শম্ভুর্নাবজ্ঞেয়মিদং ত্বয়া। অবজ্ঞাতং যদি হি তে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।। ৪৫
এবং মহেশ্বরেণৈব কৃতনামা স রাবণঃ। অভিবাদ্য মহাদেবমারুরোহাথ পুষ্পকম্।। ৪৬
ততো মহীতলং রাম! পর্যক্রামত রাবণঃ। ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাবীর্যান্ বাধমানস্ততস্ততঃ।। ৪৭
কেচিত্তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ। তচ্ছাসনমকুর্বন্তো বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ।। ৪৮
অপরে দুর্জয়ং রক্ষো জানন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ। জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

শেষ হয়ে গেছিলো তাও পূর্ণ করে দিলেন।।৪৪।। খড়্গ প্রদান করে শিব তাকে বললেন, এই খড়্গকে কখনো অবজ্ঞা কোরো না। তুমি যদি কোনো দিন এই খড়্গকে অবজ্ঞা করো তাহলে এটি আমার কাছেই যে ফিরে চলে আসবে তাতে কোনো সংশয় নেই।।৪৫।। ভগবান ভূতনাথের কাছ থেকে নতুন নাম পেয়ে রাবণ তাঁকে প্রণাম করলো। অতঃপর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করলো।।৪৬।। হে রাম, সমগ্রা ধরিত্রী বিজয় করার উদ্দেশ্যে রাবণ ভ্রমণ করতে লাগলো। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে সে পৃথিবীর মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দেরকে পীড়িত করতে লাগলো।।৪৭।। কতো মহাতেজস্বী, যুদ্ধোন্মত্ত এবং বীর ক্ষত্রিয় রাবণের শাসন না মেনে যে সসৈন্যে বিনাশপ্রাপ্ত হলো!।।৪৮।। অপরাপর ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ, যারা বুদ্ধিমান বলে বিদিত, তারা ঐ রাক্ষসকে জয় করা দুঃসাধ্য বুঝে বলগর্বী সেই রাক্ষসের কাছে পরাজয়-স্বীকার করে নিলো।।৪৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণতিরস্কৃতায়া ব্রহ্মর্ষিকন্যায়া বেদবত্যাস্তস্মৈ শাপদানম্, তস্যা অগ্নিপ্রবেশঃ, পরজন্মনি সীতারূপেণ প্রাদুর্ভাবশ্চ

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ পৃথিবীতলে। হিমবদ্‌বনমাসাদ্য পরিচক্রাম রাবণঃ।। ১
তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্। আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব।। ২
স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং কন্যাং তাং সুমহাব্রতাম্। কামমোহপরীতাত্মা পপ্রচ্ছ প্রহসন্নিব।। ৩
কিমিদং বর্তসে ভদ্রে! বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে। নহি যুক্তা তবৈতস্য রূপস্যৈব প্রতিক্রিয়া।। ৪
রূপং তেঽনুপমং ভীরু কামোন্মাদকরং নৃণাম্। ন যুক্তং তপসি স্থাতুং নির্গতো হ্যেষ নির্ণয়ঃ।। ৫

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষিকন্যা বেদবতীর রাবণের প্রতি শাপদান। তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ। দ্বিতীয় জন্মে বেদবতীর সীতারূপে আবির্ভাব।

রাজন্ রাম, মহাবাহু রাবণ অতঃপর ভূতলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হিমালয়ের বনমধ্যে এসে তার চতুর্দিকে পরিক্রমা করতে লাগলো।।১।। সেখানে এক তপস্বিনী কন্যাকে সে দেখতে পেলো। কন্যার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম। মস্তকে জটা। তিনি ঋষিপ্রোক্ত বিধিমতে তপস্যানিমগ্না। দেবকন্যাতুল্য দীপ্তিময়ী তিনি।।২।। মহান ব্রত-আচরণকারিণী রূপময়ী ঐ কন্যাকে দেখে কামমোহিত হয়ে রাবণ যেন অট্টহাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো— ।।৩।। ভদ্রে, আপনার যৌবনের পক্ষে যা বিপরীত এরূপ আচরণ *(তপস্যা)* কেন করছো? এমতো দিব্যরূপ তোমার। এই আচরণ তোমার মানায় না *(ব্রতপালন আচরণ তোমার পক্ষে কখনো উচিত নয়)*।।৪।। ভীরু, তোমার এমতো রূপযৌবনের তুলনা মেলে না। এতো পুরুষহৃদয়ে কামোন্মত্ততা জাগায়। তাই তোমার তপস্যা করা উচিত নয়। তোমার জন্যে আমার মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়েছে।।৫।। ভদ্রে, কার কন্যা তুমি? কোন্ ব্রত পালন করছো তুমি?

কস্যাসি কিমিদং ভদ্রে কশ্চ ভর্তা বরাননে। যেন সম্ভুজ্যসে ভীরু স নরঃ পুণ্যভাগ্ ভুবি।। ৬
পৃচ্ছতঃ শংস মে সর্বং কস্য হেতোঃ পরিশ্রমঃ। এবমুক্তা তু সা কন্যা রাবণেন যশস্বিনী।। ৭
অব্রবীদ্ বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোধনা। কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।। ৮
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ। তস্যাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ।। ৯
সম্ভূতা বাঙ্‌ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা। ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।। ১০
তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে। ন চ মাং পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর।। ১১
কারণং তদ্ বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ। পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ।। ১২
অভিপ্রেতস্ত্রিলোকেশস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা। দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ।। ১৩
শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ। তেন রাত্রৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ।। ১৪
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম। পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।। ১৫
ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি। করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে।। ১৬
ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য চরামি বিপুলং তপঃ। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাক্ষসপুঙ্গব।। ১৭
নারায়ণো মম পতির্ন ত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ। আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণপরীপ্সয়া।। ১৮
বিজ্ঞাতস্ত্বং হি মে রাজন্! গচ্ছ পৌলস্ত্যনন্দন। জানামি তপসা সর্বং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে।। ১৯
সোঽব্রবীদ্ রাবণো ভূয়স্তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্। অবরুহ্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ।। ২০
অবলিপ্তাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী। বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ।। ২১

সুমুখি, তোমার পতিই বা কে? ভীরু, যার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ *(যিনি তোমার পতি)*-সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে মহাপুণ্যবান।।৬।। তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করলাম সে সবের উত্তর তুমি দাও। বলো, কি জন্যে তুমি এই পরিশ্রম করছো?—যশস্বিনী সেই কন্যাকে রাবণ এইপ্রকার বললো।।৭।। এবার তপোধনা ঐ কন্যা বিধিমতে অতিথি সংকার করে তাকে বললেন, অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা।।৮।। বৃহস্পতির পুত্র তিনি। বুদ্ধিতেও বৃহস্পতিতুল্য। নিত্য বেদভ্যাসকারী ঐ মহাত্মার কন্যা আমি।।৯।। আমি তাঁর বাঙময়ী কন্যারূপে উৎপন্না। নাম বেদবতী। আমি যখন বড় হলাম তখন দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণ...।।১০।। আমার পিতার নিকট গিয়ে আমাকে তারা প্রার্থনা করলো। কিন্তু হে রাক্ষসাধিপতি, পিতা আমাকে তাঁদের কাছে সমর্পণ করেন নি।।১১।। হে মহাবাহো, কি জন্যে পিতা আমাকে দান করলেন না বলছি শুনুন। আমার বাবার ইচ্ছে ছিলো যে, ত্রিলোকের স্বামী দেবেশ্বর বিষ্ণু তাঁর জামাতা হবেন। সে জন্যেই আমাকে তিনি কাউকে দান করলেন না। পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হয়ে বলদর্পী দৈত্যরাজ শম্ভু তাঁর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। একদিন রাত্রিকালে পিতা যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁকে সেই পাপী হত্যা করে।।১২-১৪।। এতে আমার মহাভাগা মাতৃদেবী অতিশয় দুঃখিতা হলেন এবং পিতার শবদেহ আলিঙ্গন করে অনলে প্রবেশ করলেন।।১৫।। সেই থেকেই আমি সত্য করেছি যে, নারায়ণের প্রতি পিতার মনে যে ইচ্ছা ছিলো, তাইই আমি সফল করবো। সেজন্যে আমি নিজ হৃদয়ে তাঁকে ধারণ করছি।।১৬।। এইমতো প্রতিজ্ঞা করেই আমি এখানে মহাব্রত পালন করছি। হে রাক্ষসোত্তম, আমার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত আপনাকে যথাযথরূপে বললাম।।১৭।। নারায়ণই আমার পতি। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত অন্য কেউই আমার স্বামী হতে পারবে না। আর এ জন্যেই ঐ নারায়ণকে প্রাপ্তির ইচ্ছায় এই কঠোরব্রতের নিয়ম আমি পালন করে চলছি।।১৮।। রাজন, পৌলস্ত্যনন্দন, আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। আপনি চলে যান। ত্রৈলোক্যে যেসকল বস্তু বিদ্যমান আমি তা তপস্যা দ্বারা অবগত আছি।।১৯।। কামবাণপীড়িত হয়ে বিমান থেকে নেমে এসে পুনর্বার রাবণ ঐ কঠোর ব্রত-আচরণকারিণী কন্যাকে বললো—।।২০।। সুনিতম্বিনি, তুমি গর্বিতা। আর এ জন্যেই তোমার এরকম বুদ্ধি হয়েছে। মৃগশাবকের চোখের মতো চোখ তোমার। তুমি যেরকম পুণ্যসঞ্চয়ে নিরতা আছো, তা বৃদ্ধাদিগের আচরণীয় বলে মেনো *(তোমার মতো যুবতীর জন্যে নয়)*।।২১।। সর্বগুণসম্পন্না তুমি। ত্রিলোকমধ্যে অদ্বিতীয়া সুন্দরী। তোমার এরূপ বলা উচিত নয়।

ত্বং সর্বগুণসম্পন্না নার্হসে বক্তুমীদৃশম্। ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভীরু যৌবনং তেঽতিবর্ততে।। ২২
অহং লঙ্কাপতির্ভদ্রে দশগ্রীব ইতি শ্রুতঃ। তস্য মে ভব ভার্যা ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাসুখম্।। ২৩
কশ্চ তাবদসৌ যং ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষসে। বীর্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ।। ২৪
স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেঽঙ্গনে। ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু বেদবত্যথ সাব্রবীৎ।। ২৫
মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্। ত্রৈলোক্যাধিপতিং বিষ্ণুং সর্বলোকনমস্কৃতম্।। ২৬
ত্বদৃতে রাক্ষসেন্দ্রান্য কোঽবমন্যেত বুদ্ধিমান্। এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদবত্যা নিশাচরঃ।। ২৭
মূর্ধজেষু তদা কন্যাং করাগ্রেণ পরামৃশৎ। ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ।। ২৮
অসির্ভূত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নাংস্তদাকরোৎ। সা জ্বলন্তীব রোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্।। ২৯
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা। ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য ন মে জীবিতমিষ্যতে।। ৩০
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্। যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।। ৩১
তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যে হ্যহং পুনঃ। নহি শক্যঃ স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষঃ পাপনিশ্চয়ঃ।। ৩২
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চ ব্যয়ো ভবেৎ। যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা।। ৩৩
তস্মাৎ ত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্মিণঃ সুতা। এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা জ্বলিতং জাতবেদসম্।। ৩৪
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ। পুনরেব সমুদ্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা।। ৩৫
তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পূর্ববৎ তেন রক্ষসা। কন্যাং কমলগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ।। ৩৬
প্রগৃহ্য রাবণস্ত্বেতাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে। লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্যৈব রাবণং চৈবমব্রবীৎ।। ৩৭

ভীরু, তোমার যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।।২২।। ভদ্রে, লঙ্কার অধিপতি আমি। নাম দশগ্রীব। তুমি আমার ভার্যা হও। যথাসুখে ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করো।।২৩।। যাকে তুমি বিষ্ণু বলে পরিচয় দিচ্ছো সে কে? না পরাক্রম, না তপস্যা, বল ও ভোগ-বৈভবে...।।২৪।। হে ভদ্রে, সে আমার সমকক্ষ হতে পারবে না। তাকে তুমি হে কন্যা, মনে মনে কামনা করছো! রাবণ এইমতো বললে বেদবতী তাকে বাক্য বললেন।।২৫।। নিশাচর রাবণকে সেই কন্যা বললেন, না, না, এভাবে কথা বলবেন না। বিষ্ণু ত্রিভুবনের অধিপতি। সকলে তাঁর পদে প্রণতি নিবেদন করে।।২৬।। *(তিনি আরো বললেন)*— রাক্ষসরাজ, আপনি ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধিমান তাঁকে অবমাননা করবেন। বেদবতী নিশাচর রাবণকে এইকথা বললে...।।২৭।। রাবণ, নিজের করাগ্র দ্বারা বেদবতীর কেশ ধারণ করলো। তাতে বেদবতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে হাত দিয়ে কেশগুচ্ছ ছেদন করে দিলেন।।২৮।। তপোবলে নিজ হস্তকে অসিরূপে পরিণত করে কেশসমূহ ছিন্ন করলেন তিনি। তখন বেদবতী অত্যন্ত ক্রোধে যেন প্রজ্জ্বলিত হলেন এবং সেই ক্রোধানলে রাবণকে যেন দগ্ধ করে ফেলতে চাইলেন।।২৯।। মরণের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অগ্নিস্থাপন করে রাবণকে বললেন, ওরে অনার্য *(নীচ)*, তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে আমি জীবনধারণ করতে ইচ্ছা করি না।।৩০।। রাক্ষস, সেইহেতু, তোমার সাক্ষাতেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করবো। যেহেতু এই বনে আমি পাপাত্মা তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হলাম...।।৩১।। সেইহেতু আমি পুনরায় তোমার বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করবো। কোনো নারী *(নিজের শক্তিতে)* পাপাত্মা পুরুষকে নিহত করতে পারে না।।৩২।। যদি আমি তোমাকে শাপ দিই তাহলে আমার তপস্যা ক্ষয় হবে। যদি আমি সামান্যতম সৎকর্ম, দান ও হোম করে থাকি...।।৩৩।। তবে আগামী জন্মে সতীসাধ্বী অযোনিজা কন্যারূপে প্রকটিতা হয়ে কোনো ধর্মাত্মাব্যক্তির কন্যা হবো। এই বলে বেদবতী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।।৩৪।। সেইসময়ে স্বর্গ থেকে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। পুনরায় ঐ কন্যা পরজন্মে এক পদ্মে উৎপন্না হলেন। তাঁর কান্তিও ছিলো পদ্মের মতো সুন্দর।।৩৫।। রাক্ষস রাবণ পূর্বের মতোই পুনরায় কন্যাকে পদ্ম হতে প্রাপ্ত হলো। পদ্মমধ্যসদৃশ মনোহর কান্তিময়ী সেই কন্যাকে গ্রহণ করে রাবণ নিজের আবাসে গমন করলো।।৩৬।। কন্যাকে নিজের আলয়ে নিয়ে গিয়ে রাবণ এক মন্ত্রীকে দেখালো। ঐ অমাত্য ছিলো বালক-বালিকা লক্ষণবিৎ। কন্যাকে দেখে রাবণকে সে বললো—।।৩৭।। এই সুন্দরী কন্যা যদি আপনার গৃহে অবস্থান করে, তা হলে এ আপনার বিনাশের

গৃহস্থৈষা হি সুশ্রোণী ত্বদ্বধায়ৈব দৃশ্যতে। এতচ্ছ্রুত্বার্ণবে রাম তাং প্রচিক্ষেপ রাবণঃ।। ৩৮
সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা। রাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুত্থিতা সতী।। ৩৯
সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো। তব ভার্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ।। ৪০
পূর্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্যয়াসৌ নিহতস্ত্বয়া। উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্যমমানুষম্।। ৪১
এবমেষা মহাভাগা মর্ত্যেষূৎপৎস্যতে পুনঃ। ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা।। ৪২
এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে। ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ।। ৪৩
উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ। সীতোৎপন্না তু সীতেতি মানুষৈঃ পুনরুচ্যতে।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

কারণ হবে। এইমতো লক্ষণ দেখছি। হে রাম, রাবণ একথা শুনে তাকে সাগরমধ্যে নিক্ষেপ করলো।।৩৮।। অতঃপর ঐ কন্যা ভূমিপ্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে রাজা জনকের যজ্ঞমণ্ডপের মধ্যবর্তী ভূমিভাগে এসে উপস্থিত হলো। রাজা জনক সেখানে হলকর্ষণের জন্য গেলে তাঁর লাঙলের ফলার দ্বারা কৃষ্ট হয়ে ঐ সতী কন্যা পুনরায় প্রকটিতা হলেন।।৩৯।। প্রভো, ঐ বেদবতীই জনকসুতা হিসেবে আবির্ভূতা হয়ে আপনার ভার্যা হয়েছেন। হে মহাবাহো, আপনিই সেই সনাতন শ্রীবিষ্ণু।।৪০।। আপনি যাকে সংহার করেছেন, সেই পর্বততুল্য শত্রুকে ঐ বেদবতী পূর্বেই স্বীয় ক্রোধে নিহত করেছিলেন। পরে আপনি তাকে আক্রমণপূর্বক বিনাশ করেছেন। আপনার পরাক্রম অলৌকিক।।৪১।। এইরূপে মর্ত্যে মহাভাগা বেদবতী *(রাবণ বধের জন্য বিভিন্নভাবে)* অবতীর্ণা হবেন। যজ্ঞবেদিস্থ অগ্নিশিখাতুল তেজস্বিনী তিনি। হলাগ্রভাগ দ্বারা কৃষ্ট হয়ে ক্ষেত্রে আবির্ভূতা।।৪২।। এই বেদবতী প্রথমে সত্যযুগে প্রকটিতা হন। পরে ত্রেতাযুগে তিনি রাবণ বধের নিমিত্ত জনকের তনয়ারূপে মিথিলাবংশে অবতীর্ণা হয়েছেন। সীতা অর্থাৎ কর্ষণের সময়ে লাঙলের ফলার দ্বারা যে রেখা সৃষ্টি হয় তা থেকেই উৎপন্না বলে লোকে তাকে সীতা বলে ডাকে।।৪৩-৪৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন মরুত্তনৃপস্য পরাজয়ঃ, ইন্দ্রাদিদেবানাং ময়ূরাদিপক্ষিভ্যশ্চ বরদানঞ্চ

প্রবিষ্টায়াং হুতাশন্তু বেদবত্যাং স রাবণঃ। পুষ্পকন্তু সমারুহ্য পরিচক্রাম মেদিনীম্।। ১
ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ। উশীরবীজমাসাদ্য দদর্শ স তু রাবণঃ।। ২
সংবর্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ। যাজয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ।। ৩
দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্ রক্ষো বরদানেন দুর্জয়ম্। তির্যগ্‌যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণভীরবঃ।। ৪
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজস্তু বায়সঃ। কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ।। ৫

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

রাবণকর্তৃক রাজা মরুত্তের পরাজয়। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ দ্বারা ময়ূরাদি পক্ষিগণকে বরদান।

বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করলে রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগলো।।১।। ভ্রমণকালে রাবণ উশীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হয়ে দেখলো, রাজা মরুত্ত দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞ করছেন।।২।। সাক্ষাদ্ বৃহস্পতির ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত দেবগণসমূহে পরিবৃত হয়ে ঐ যজ্ঞ সম্পাদন করাচ্ছিলেন।।৩।। ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের কারণে যাকে পরাজিত করা যায় না সেই রাক্ষস রাবণকে দেখে ও তার আক্রমণভয়ে ভীত হয়ে দেবতারা তির্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করলেন *(তির্যগ্‌যোনি—মানবেতর প্রাণী, পশুপাখী ইত্যাদি)* ।।৪।। ইন্দ্র তখন ময়ূর, ধর্মরাজ বায়স, কুবের কৃকলাস এবং বরুণ হংসের রূপ পরিগ্রহ করলেন *(বায়স—কাক। কৃকলাস—গিরগিটি)* ।।৫।। শত্রুনাশন রাম,

অন্যেষ্বপি গতেষ্বেবং দেবেষ্বরিনিষূদন। রাবণঃ প্রাবিশদ্ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ।। ৬
তঞ্চ রাজানমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জিতোঽস্মীতি বা বদ।। ৭
ততো মরুত্তো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যুবাচ তম্। অবহাসং ততো মুক্ত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।। ৮
অকুতূহলভাবেন প্রীতোঽস্মি তব পার্থিব। ধনদস্যানুজং যো মাং নাবগচ্ছসি রাবণম্।। ৯
ত্রিষু লোকেষু কোঽন্যোঽস্তি যো ন জানাতি মে বলম্। ভ্রাতরং যেন নির্জিত্য বিমানমিদমাহৃতম্।। ১০
ততো মরুত্তঃ স নৃপস্তং রাবণমথাব্রবীৎ। ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ।। ১১
ন ত্বয়া সদৃশঃ শ্লাঘ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। কং ত্বং প্রাক্কেবলং ধর্মং চরিত্বা লব্ধবান্ বরম্।। ১২
শ্রুতপূর্বং হি ন ময়া ভাষসে যাদৃশং স্বয়ম্। তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্যসি দুর্মতে।। ১৩
অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্। ততঃ শরাসনং গৃহ্য সায়কাংশ্চ নরাধিপঃ।। ১৪
রণায় নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ সংবর্তো মার্গমাবৃণোৎ। সোঽব্রবীৎ স্নেহসংযুক্তং মরুত্তং তং মহানৃষিঃ।। ১৫
শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সম্প্রহারো ন তে ক্ষমঃ। মাহেশ্বরমিদং সত্রমসমাপ্তং কুলং দহেৎ।। ১৬
দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রোধিত্বং দীক্ষিতে কুতঃ। সংশয়শ্চ জয়ে নিত্যং রাক্ষসশ্চ সুদুর্জয়ঃ।। ১৭
স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যান্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ। বিসৃজ্য সশরঞ্চাপং স্বস্থো মখমুখোঽভবৎ।। ১৮
ততস্তং নির্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ। রাবণো জয়তীত্যুচ্চৈর্হর্ষান্নাদং বিমুক্তবান্।। ১৯
তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্। বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্।। ২০
রাবণে তু গতে দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চৈব দিবৌকসঃ। ততঃ স্বাং যোনিমাসাদ্য তানি সত্ত্বানি চাব্রুবন্।। ২১

এইভাবে অন্যান্য দেবতারাও তির্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করলে সারমেয়বৎ অপবিত্র রাবণ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করলো *(সারমেয়—কুকুর)* ।।৬।। রাজা মরুত্তের কাছে উপস্থিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ বললো, হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো; না হলে বলো, আমি পরাজিত হলাম।।৭।। এবার রাজা মরুত্ত তাকে বললেন, কে আপনি? রাজার প্রশ্ন শুনে রাবণ হেসে উঠলো। বললো— ।।৮।। রাজা, আমি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমাকে দেখে তোমার মনে কোনো কৌতূহলও হচ্ছে না? আমি তোমার উপর প্রসন্ন আছি *(ভয় নেই)* ।।৯।। ত্রিলোকে এমন কোন রাজা আছে *(তুমি ছাড়া)* যে আমার সামর্থ্য জানে না? আমি হলাম সেই রাবণ, যে নিজের ভাই কুবেরকে জয় করে এই পুষ্পক বিমান কেড়ে নিয়েছে।।১০।। রাজা মরুত্ত তখন রাবণকে বললেন, আপনি নিজের বড়ো ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, অতএব আপনি ধন্য।।১১।। তোমার মতো শ্লাঘনীয় পুরুষ ত্রিলোকে দেখা যায় না। তুমি পূর্বে কোন ধর্ম আচরণ করে এই বরলাভ করেছো?।।১২।। তুমি যেমতো বাক্য শোনালে, এরকম আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। রে দুর্মতি, আমার হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে তুমি ফিরতে পারবে না।।১৩।। আমি আজই আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করবো। এবার সেই নরপতি আপনার ধনু এবং অস্ত্রসমূহ ধারণ করলেন।।১৪।। তিনি এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য বিনির্গত হলে ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত তাঁর যাত্রাপথ রুদ্ধ করলেন। স্নেহভরে রাজা মরুত্তকে বললেন— ।।১৫।। যদি আপনি আমার বাক্য শোনার যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে শুনুন। আপনার এখন যুদ্ধ করা উচিত নয়। কেননা, এই মহেশ্বর যজ্ঞ যদি অসমাপ্ত তাকে তাহলে আপনার সমস্ত বংশ দগ্ধ হয়ে যাবে।।১৬।। যজ্ঞে যিনি দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁর যুদ্ধ করার অবসর কোথায়? তাঁর ক্রোধ প্রদর্শন করার স্থানই বা কোথায়? যুদ্ধে কার বিজয় হবে এটা সংশয়ের বিষয়। তাছাড়া ঐ রাক্ষস ভীষণ দুর্জয়।।১৭।। ভূপতি মরুত্ত গুরুর এই বাক্য শুনে যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। বাণের সঙ্গে ধনু ত্যাগ করে সুস্থচিত্তে পুনরায় যজ্ঞে মন স্থাপন করলেন।।১৮।। শুক তখন তাঁকে পরাজিত মনে করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো, রাবণ জয়লাভ করেছে। তাতে রাবণ হর্ষভরে সিংহনাদ করতে লাগলো।।১৯।। অতঃপর রাবণ যজ্ঞমণ্ডপে এসে সমাগত ও সেই স্থলে উপস্থিত মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করে এবং তাঁদের রক্তে অতিশয় তৃপ্ত হয়ে পুনরায় পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগলো।।২০।। রাবণ চলে গেলে ইন্দ্র -প্রমুখ স্বর্গবাসী দেবতারা স্ব স্ব মূর্তি ধারণ করে তাঁরা রাবণের ভয়ে যে প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করে তির্যগ্‌যোনিতে অবস্থান করছিলেন, সেই প্রাণিগণকে মঙ্গলবাক্য বললেন— ।।২১।। প্রথমে ইন্দ্র

হর্ষাৎ তদাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্। প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞ ভুজঙ্গাদ্ধি ন তে ভয়ম্।। ২২
ইদং নেত্রসহস্রন্তু যত্তদ্ বর্হে ভবিষ্যতি। বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণম্।। ২৩
এবমিন্দ্রো বরং প্রাদান্ময়ুরস্য সুরেশ্বরঃ।। ২৪
নীলাঃ কিল পুরা বর্হা ময়ূরাণাং নরাধিপ। সুরাধিপাদ্ বরং প্রাপ্য গতাঃ সর্বেঽপি বর্হিণঃ।। ২৫
ধর্মরাজোঽব্রবীদ্ রাম প্রাগ্বংশে বায়সং প্রতি। পক্ষিংস্তবাস্মি সুপ্রীতঃ প্রীতস্য বচনং শৃণু।। ২৬
যথান্যে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনো ময়া। তেন তে প্রভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে ন সংশয়ঃ।। ২৭
মৃত্যুতস্তে ভয়ং নাস্তি বরান্ মম বিহঙ্গম। যাবৎ ত্বাং ন বধিষ্যন্তি নরাস্তাবদ্ভবিষ্যসি।। ২৮
যে চ মদ্বিষয়স্থা বৈ মানবাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ। ত্বয়ি ভুক্তে সুতৃপ্তাস্তে ভবিষ্যন্তি সবান্ধবাঃ।। ২৯
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্। শ্রূয়তাং প্রীতিসংযুক্তং বচঃ পত্ররথেশ্বর।। ৩০
বর্ণো মনোরমঃ সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভঃ। ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুদ্ধ-ফেনসম প্রভঃ।। ৩১
মচ্ছরীরং সমাসাদ্য কান্তো নিত্যং ভবিষ্যসি। প্রাপ্স্যসে চাতুলাং প্রীতিমেতন্মে প্রীতিলক্ষণম্।। ৩২
হংসানাং হি পুরা রাম ন বর্ণঃ সর্বপাণ্ডুরঃ। পক্ষা নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রোড়াঃ শষ্পাগ্রনির্মলাঃ।। ৩৩
অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্। হৈরণ্যং সম্প্রযচ্ছামি বর্ণং প্রীতস্তবাপ্যহম্।। ৩৪
সদ্রব্যঞ্চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্। এষ কাঞ্চনকো বর্ণো মৎপ্রীত্যা তে ভবিষ্যতি।। ৩৫
এবং দত্ত্বা বরাংস্তেভ্যস্তস্মিন্ যজ্ঞোৎসবে সুরাঃ। নিবৃত্তে সহ রাজ্ঞা তে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

অত্যন্ত আনন্দে নীলপক্ষধারী ময়ূরকে বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, আমি তোমার উপর খুব প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাকে এই বর দিচ্ছি যে, আজ থেকে তোমাদের সাপ হতে কোনো ভয় থাকবে না।।২২।। আমার শরীরে যেমন সহস্র নেত্র আছে, তেমনি তোমাদের পক্ষমধ্যে ঐ চিহ্ন প্রকাশ পাবে। আমি যখন মেঘরূপে বর্ষণ করবো, তোমরা তখন অত্যন্ত আনন্দলাভ করবে। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে বরদান করলেন।।২৩-২৪।। নরপতি রাম, এই বরপ্রাপ্তির আগে ময়ূরদের পাখা ছিলো কেবল নীলবর্ণ। দেবরাজের কাছ থেকে বর লাভ করে ময়ূরেরা সকলে চলে গেলো।।২৫।। রাম, এরপর ধর্মরাজ প্রাগবংশে অবস্থিত বায়সের প্রতি বললেন, হে পক্ষিন্, আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি প্রীত এই ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করো *(প্রাগ্বংশ— যজ্ঞশালার পূর্বদিকে যজমান ও যজমান পত্নীর বসবাসের যে গৃহ নির্মাণ করা হতো, তাইই প্রাগবংশ। এই গৃহ হবির্গৃহেরও পূর্বদিকে নির্মিত হতো)* ।।২৬।। আমি যেভাবে অপরাপর প্রাণিগণকে বিবিধ রোগ দ্বারা পীড়িত করি, আমাকে প্রসন্ন করায় তোমার সেসকল রোগ হবে না। এতে কোনো সংশয় নেই।।২৭।। বিহঙ্গম, মৃত্যু থেকে তোমার কোনো ভয় থাকবে না। যে পর্যন্ত না মানুষ আদি প্রাণীরা তোমাকে বধ না করে সে পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে।।২৮।। যারা যমলোকে বাস করে, সেই মানুষেরা যদি ক্ষুধা পীড়িত হয় এবং তাদের পুত্র পৌত্রাদি কেউ যদি তোমাকে কিছু ভোজন করায় তাহলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সেই মানুষেরা *(যমলোকবাসী)* খুব তৃপ্তি লাভ করবে।।২৯।। অতঃপর বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে সম্বোধন করে বললেন, পক্ষিরাজ, আমার প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করো।।৩০।। তোমার শরীরের বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল এবং শুদ্ধ ফেনার মতো পরম উজ্জ্বল, সৌম্য এবং মনোরম হবে।।৩১।। আমার অঙ্গভূত জলকে আশ্রয় করে তোমরা সর্বদা কান্তিমান্ থাকবে। অনুপম প্রসন্নতা লাভ করবে। আর তাইই হবে আমার প্রীতির লক্ষণ।।৩২।। রাম, পূর্বে হংসের বর্ণ পরিপূর্ণভাবে শাদা ছিলো না। তাদের পাখার অগ্রভাগ নীল এবং ক্রোড়দেশ নতুন ঘাসের মতো কোমল *(ও শ্যামবর্ণ)* ছিলো।।৩৩।। এবারে বিশ্রবামুনির পুত্র কুবের পর্বতশিখরে উপবিষ্ট কৃকলাসকে বললেন, প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে সুবর্ণতুল্য সুন্দর বর্ণ প্রদান করলাম।।৩৪।। তোমার মস্তক সর্বদা সুবর্ণতুল্য বর্ণ এবং অক্ষয় হবে। আমারি প্রসন্নতা বিধান করায় তোমার এরকম কাঞ্চনময় বর্ণ হবে।।৩৫।। এইভাবে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতারা ময়ূর-প্রভৃতি পক্ষিগণকে উত্তম বরপ্রদান-পূর্বক যজ্ঞোৎসব শেষে রাজা মরুত্তের সঙ্গে স্ব-ভবন স্বর্গলোকে গমন করলেন।।৩৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন অনরণস্য বধঃ তেন রাবণস্য শাপলাভশ্চ

অথ জিত্বা মরুত্তং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ। নগরাণি নরেন্দ্রাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষী দশাননঃ।। ১
সমাসাদ্য তু রাজেন্দ্রান্ মহেন্দ্র-বরুণোপমান্। অব্রবীদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্তু যুদ্ধং মে দীয়তামিতি।। ২
নির্জিতাঃ স্মেতি বা ব্রূত এষ মে হি সুনিশ্চয়ঃ। অন্যথা কুর্বতামেবং মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে।। ৩
ততস্ত্বভীরবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্থিবা ধর্মনিশ্চয়াঃ। মন্ত্রয়িত্বা ততোঽন্যোন্যং রাজানঃ সুমহাবলাঃ।। ৪
নির্জিতাঃ স্মেত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা বরবলং রিপোঃ। দুষ্যন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরূরবাঃ।। ৫
এতে সর্বেঽব্রুবংস্তাত নির্জিতাঃ স্মেতি পার্থিবাঃ। অথাযোধ্যাং সমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ৬
সুগুপ্তামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্। স তং পুরুষশার্দূলং পুরন্দরসমং বলে।। ৭
প্রাহ রাজানমাসাদ্য যুদ্ধং দেহীতি রাবণঃ। নির্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি ত্বমেবং মম শাসনম্।। ৮
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য শ্রুত্বা পাপাত্মনো বচঃ। অনরণ্যস্তু সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাব্রবীৎ।। ৯
দীয়তে দ্বন্দ্বযুদ্ধন্তে রাক্ষসাধিপতে ময়া। সন্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রমায়ত্তো ভব চৈবং ভবাম্যহম্।। ১০
অথ পূর্বং শ্রুতার্থেন নির্জিতং সুমহদ্বলম্। নিষ্ক্রামৎ তন্নরেন্দ্রস্য বলং রক্ষোবধোদ্যতম্।। ১১
নাগানাং দশসাহস্রং বাজিনাং নিযুতং যথা। রথানাং বহুসাহস্রং পত্তীনাঞ্চ নরোত্তম।। ১২
মহীং সঞ্ছাদ্য নিষ্ক্রান্তং সপদাতিরথং রণে। ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদ্ যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।। ১৩
অনরণ্যস্য নৃপতে রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্। তদ্ রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ।। ১৪

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

রাবণকর্তৃক অনরণ্যের বধ এবং অনরণ্যের নিকট হতে রাবণের শাপ-প্রাপ্তি

এইভাবে রাজা মরুত্তকে জয় করে রাক্ষসরাজ দশানন রাবণ যুদ্ধাভিলাষী হয়ে অন্য নরপতিদের নগরসমূহে গমন করলো।।১।। মহেন্দ্র এবং বরুণের সমান পরাক্রমী শ্রেষ্ঠ নরপতিসকলের কাছে গিয়ে রাক্ষসাধিপ রাবণ বললো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো অথবা আমার কাছে পরাজয়-স্বীকার করো। আমি এটিই দৃঢ় নিশ্চয় করেছি। এর বিপরীত করলে তোমাদের নিস্তার নেই।।২-৩।। নির্ভয়, বুদ্ধিমান, মহাবলশালী এবং ধর্মপূর্ণ বিচারপরায়ণ নরপতিরা পরস্পর পরামর্শ করলেন।।৪।। শত্রুর শক্তি অধিক দেখে তাঁরা রাবণকে বললেন, আমরা আপনার নিকট পরাজয়-স্বীকার করলাম। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও রাজা পুরূরবা—এইসকল নৃপতিগণ রাবণকে বললেন, আমরা পরাজিত হলাম। অতঃপর রাক্ষসাধিপ রাবণ অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হলো। অনরণ্যপালিতা অযোধ্যা ছিলো ইন্দ্ররক্ষিত অমরাবতীর মতো। সেখানে রাবণ গিয়ে পুরন্দরতুল্য পরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ অনরণ্যের নিকটে গিয়ে বললো, রাজন্, তুমি আমাকে যুদ্ধ দাও। অথবা বলো, 'আমি আপনার নিকট পরাজিত'। এটিই আমার আদেশ।।৫-৮।। পাপাত্মা রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করে অযোধ্যাপতি অনরণ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। রাক্ষসরাজকে বললেন—।।৯।। রাক্ষসাধিপতি, আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসর দেবো। দাঁড়াও, যুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হও। আমিও প্রস্তুত হই।।১০।। আগেই রাজা এই রাক্ষস রাবণের দিগ্‌বিজয়ের কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি প্রভূত সৈন্য সজ্জিত করে রেখেছিলেন। নৃপতির সেইসকল সৈন্য রাক্ষসকে বধের নিমিত্ত সোৎসাহে নগরী হতে বিনির্গত হলো।।১১।। নরোত্তম রাম, দশ হাজার হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও পদাতি সৈন্য...।।১২।। পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে যুদ্ধের উদ্দেশে অগ্রসর হতে লাগলো। হে যুদ্ধবিশারদ রাম, অতঃপর রাবণের সঙ্গে অনরণ্যের তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো।।১৩।। অদ্ভুত সেই যুদ্ধ। নৃপতির সৈন্যগণ রাবণের সৈন্যগণকে সম্মুখ-সমরে পেয়ে...।।১৪।। অগ্নির দ্বারা সমস্ত হব্য হুতদ্রব্য ভস্মীকরণের মতো বিনাশ করতে লাগলো। বহুকাল

প্রাণশ্যত তদা সর্বং হব্যং হুতমিবানলে। যুদ্ধ্বা চ সুচিরং কালং কৃত্বা বিক্রমমুত্তমম্।। ১৫
প্রাজ্বলন্তং তমাসাদ্য ক্ষিপ্রমেবাবশেষিতম্। প্রাবিশৎ সঙ্কুলং তত্র শলভা ইব পাবকম্।। ১৬
সোঽপশ্যৎ তন্নরেন্দ্রস্তু নশ্যমানং মহাবলম্। মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগশতং যথা।। ১৭
ততঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্। আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাবণং ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ১৮
অনরণ্যেন তেঽমাত্যা মারীচ-শুক-সারণাঃ। প্রহস্তসহিতা ভগ্না ব্যদ্রবন্ত মৃগা ইব।। ১৯
ততো বাণশতান্যষ্টৌ পাতয়ামাস মূর্ধনি। তস্য রাক্ষসরাজস্য ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।। ২০
তস্য বাণাঃ পতন্তস্তে চক্রিরে ন ক্ষতং ক্বচিৎ। বারিধারা ইবাভ্রেভ্যঃ পতন্ত্যো গিরিমূর্ধনি।। ২১
ততো রাক্ষসরাজেন ক্রুদ্ধেন নৃপতিস্তদা। তলেনাভিহতো মূর্ধ্নি স রথান্নিপপাত হ।। ২২
স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলঃ প্রবিবেপিতঃ। বজ্রদগ্ধ ইবারণ্যে সালো নিপতিতো যথা।। ২৩
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রক্ষ ইক্ষ্বাকুং পৃথিবীপতিম্। কিমিদানীং ফলং প্রাপ্তং ত্বয়া মাং প্রতি যুধ্যতা।। ২৪
ত্রৈলোক্যে নাস্তি যো দ্বন্দ্বং মম দদ্যান্নরাধিপ। শঙ্কে প্রসক্তো ভোগেষু ন শৃণোষি বলং মম।। ২৫
তস্যৈবং ব্রুবতো রাজা মন্দাসুর্বাক্যমব্রবীৎ। কিং শক্যমিহ কর্তুং বৈ কালো হি দুরতিক্রমঃ।। ২৬
নহ্যহং নির্জিতো রক্ষস্ত্বয়া চাত্মপ্রশংসিনা। কালেনৈব বিপন্নোঽহং হেতুভূতস্তু মে ভবান্।। ২৭
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং প্রাণপরিক্ষয়ে। নহ্যহং বিমুখী রক্ষো যুধ্যমানস্ত্বয়া হতঃ।। ২৮

যুদ্ধে তারা উত্তম বিক্রম প্রকাশ করলো।।১৫।। অতঃপর তেজস্বী রাবণের সম্মুখে এসে অল্পসময়ের মধ্যেই সকল সৈন্য শেষ হয়ে গেলো। পতঙ্গ যেভাবে নিজের বিনাশের জন্য আগুনে প্রবেশ করে, তেমনি তারা কালের কবলে গমন করলো।।১৬।। সেইসময় নরপতি দেখলেন, জলপূর্ণ নদীসমূহ যেমন মহাসাগরের কাছে গিয়ে তাতে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।।১৭।। তখন নরপাল ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মতো নিজের ধনু বিস্ফারিত করে রাবণের সামনে উপস্থিত হলেন।।১৮।। সিংহকে দেখে মৃগেরা যেমন পালায় তেমনি অনরণ্যের হাতে পরাস্ত হয়ে মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত—রাক্ষসরাজের এই চারজন মন্ত্রী রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো।।১৯।। অতঃপর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য সেই রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে আট 'শ বাণ নিক্ষেপ করলেন।।২০।। কিন্তু বর্ষাকালীন মেঘ যেমন পর্বতশিখরে বারিধারা বর্ষণ করে তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তেমনি অনরণ্য নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ তার কোথাও কোনো ক্ষত করতে পারলো না।।২১।। তারপর রাক্ষসরাজ রেগে গিয়ে নৃপতির মস্তকদেশে করতলের আঘাত করলে তিনি সেই আঘাতে রথ থেকে নীচে পড়ে গেলেন।।২২।। বজ্রপাতে দগ্ধ হয়ে সালগাছ যেমন অরণ্যে নিপাতিত হয়, তেমনিভাবে রাজা অনরণ্য ভূতলে পতিত হলেন। এবং থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।।২৩।। তাই দেখে রাবণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় পৃথিবীপতি সেই নৃপতিকে উপহাস করে বললো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে এখন ফললাভ হয়েছে তো?।।২৪।। নরেশ্বর, ত্রৈলোক্যে এমন কোনো বীর নেই যে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ হবে। মনে হয়, তুমি ভোগে অত্যন্ত আসক্ত থাকায় আমার বলবীর্যের কথা শ্রবণ করো নি।।২৫।। রাজার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। রাবণের, এইপ্রকার বাক্য শুনে অনরণ্য তাকে বললেন, এ বিষয়ে আমি কী করতে সমর্থ? কেননা কাল হলো দুরতিক্রম্য।।২৬।। রাক্ষস, তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছো। কিন্তু তুমি আমাকে পরাজিত করো নি। কালই আমাকে বিপন্ন করেছে। আর তুমি আমার এই মৃত্যুর নিমিত্তমাত্র।।২৭।। আমার প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এসময়ে আমি আর কি করতে পারি? আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইনি। যুদ্ধ করতে করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছি।।২৮।। রাক্ষস, তুমি ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্য দ্বারা ইক্ষ্বাকুবংশের অপমান করেছো, সেই জন্য বাক্য বলবো *(অভিশাপ দেবো)*। যদি আমি দান, পুণ্যকর্ম, হোম ও তপস্যা করে থাকি এবং যদি আমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করি তাহলে আমার এই বাক্য সত্য

ইক্ষ্বাকুপরিভাবিত্বাদ্ বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস। যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং তপঃ।
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যং বচোঽস্তু মে।। ২৯
উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্। রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি।। ৩০
ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবদুন্দুভিঃ। তস্মিনুদাহৃতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা।। ৩১
ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র গতঃ স্থানং ত্রিবিষ্টপম্। স্বর্গতে চ নৃপে তস্মিন্ রাক্ষসঃ সোঽপসর্পত।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

হোক।।২৯।। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণের কুলে দশরথনন্দন শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করবে। সে তোমার প্রাণ হরণ করবে।।৩০।। রাজা যখন এইপ্রকার শাপবাক্য উচ্চারণ করছিলেন, সেইসময় মেঘের মতো গম্ভীরস্বরে দেবতাদের দুন্দুভি ধ্বনিত হতে লাগলো। আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি হলো।।৩১।। রাজেন্দ্র রাম, অতঃপর রাজা অনরণ্য স্বর্গস্থানে গমন করলেন। রাজা স্বর্গে গমন করলে রাক্ষস রাবণও অন্যত্র চলে গেলো।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণং বোধয়িতুং নারদস্যোদ্যমঃ, তদ্বাক্যেন রাবণস্য যুদ্ধায় যমলোকগমনম্, যুদ্ধমিদমধিকৃত্য নারদস্য বিচারশ্চ।

ততো বিত্রাসয়ন্ মর্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ। আসসাদ ঘনে তস্মিন্নারদং মুনিপুঙ্গবম্।। ১
তস্যাভিবাদনং কৃত্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ। অব্রবীৎ কুশলং পৃষ্ট্বা হেতুমাগমনস্য চ।। ২
নারদস্তু মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ। অব্রবীন্মেঘপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্।। ৩
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ সুত। প্রীতোঽস্ম্যভিজনোপেত বিক্রমৈরূর্জিতৈস্তব।। ৪
বিষ্ণুনা দৈত্যঘাতৈশ্চ গন্ধর্বোরগধর্ষণৈঃ। ত্বয়া সমং বিমর্দৈশ্চ ভৃশং হি পরিতোষিতঃ।। ৫
কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তাবত্তু শ্রোতব্যং শ্রোষ্যসে যদি। তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু।। ৬
কিময়ং বধ্যতে তাত ত্বয়াবধ্যেন দৈবতৈঃ। হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ।। ৭

বিংশ (২০) সর্গ

নারদকর্তৃক রাবণকে বোঝাবার চেষ্টা। তাঁর কথায় যুদ্ধের জন্য রাবণের যমলোকে গমন। এই যুদ্ধ বিষয়ে নারদের বিচার।

এবারে রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষদেরকে ভয়ভীত করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলো। একদিন মেঘের পরিমণ্ডলে মুনিপ্রবর নারদের সঙ্গে সাক্ষাদ্ হলো *(মেঘ পরিমণ্ডলে যাবার সময়ে রাবণ পুষ্পক রথেরই আরোহী ছিলেন। তাই আকাশমার্গে মেঘের দেশে নারদের সঙ্গে তাঁর দেখা)* ।।১।। নিশাচর দশগ্রীব রাবণ তাঁকে অভিবাদন জানালো। কুশল জানতে চাইলো তাঁর। অতঃপর মুনি নারদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলো।।২।। মেঘের পৃষ্ঠোপরি অবস্থানকারী, অনুপমকান্তি মহাতেজস্বী দেবর্ষি নারদ পুষ্পক রথে দাঁড়িয়ে থাকা রাবণকে বললেন— ।।৩।। উত্তমবংশে জাত, সৌম্য, বিশ্রবণ-নন্দন রাক্ষসাধিপ রাবণ, তুমি দাঁড়াও। আমি তোমার বিপুল বিক্রম দেখে অতীব আনন্দিত হয়েছি।।৪।। অসুরদের সংহারকারী সংগ্রামে বিষ্ণু এবং গন্ধর্ব ও সর্পগণের দলনে তুমি—তোমরা দু'জনেই তুল্যরূপে আমাকে তৃপ্ত করেছো।।৫।। এখন তুমি যদি শ্রবণযোগ্য কিছু কথা শুনতে চাও তো বলি। শোনো। তাত, আমার মুখনিঃসৃত বাক্য মন দিয়ে শোনো।।৬।। বাবা, তুমি দেবতাদেরো অবধ্য। তা হলে এই পৃথিবীবাসীদের বধ করছো কেন? এখানকার প্রাণিকুল মৃত্যুর অধীন। ফলে তারা স্বয়ংই মৃত *(তুমি মৃতদের কেন আবার নিহত করছো?)* ।।৭।। কি দেবতা, কি দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস—সবারই

দেব-দানব-দৈত্যনাং যক্ষ-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্। অবধ্যেন ত্বয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং যোগ্যো ন মানুষঃ।। ৮
নিত্যং শ্রেয়সি সম্মূঢ়ং মহদ্ভির্ব্যসনৈর্বৃতম্। হন্যাৎ কস্তাদৃশং লোকং জরাব্যাধিশতৈর্যুতম্।। ৯
তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ। মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রণয়ী ভবেৎ।। ১০
ক্ষীয়মাণং দৈবহতং ক্ষুৎ-পিপাসা-জরাদিভিঃ। বিষাদশোকসম্মূঢ়ং লোকং ত্বং ক্ষপয়স্ব মা।। ১১
পশ্য তাবন্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্। মূঢ়মেব বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ।। ১২
ক্বচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈর্জনৈঃ। রুদ্যতে চাপরৈরার্ত্তৈর্ধারাশ্রুনয়নাননৈঃ।। ১৩
মাতাপিতৃসুতস্নেহভার্যাবন্ধুমনোরমৈঃ। মোহিতোঽয়ং জনো ধ্বস্তঃ ক্লেশং স্বং নাববুধ্যতে।। ১৪
তৎ কিমেবং পরিক্লিশ্য লোকং মোহনিরাকৃতম্। জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ।। ১৫
অবশ্যমেভিঃ সর্বৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্। তন্নিগৃহ্ণীষ্ব পৌলস্ত্য যমং পরপুরঞ্জয়।। ১৬
তস্মিন্ জিতে জিতং সর্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। এবমুক্তস্তু লঙ্কেশো দীপ্যমানং স্বতেজসা।। ১৭
অব্রবীন্নারদং তত্র সম্প্রহস্যাভিবাদ্য চ। মহর্ষে দেব-গন্ধর্ববিহার সমরপ্রিয়।। ১৮
অহং সমুদ্যতো গন্তুং বিজয়ার্থং রসাতলম্। ততো লোকত্রয়ং জিত্বা স্থাপ্য নাগান্ সুরান্ বশে।। ১৯
সমুদ্রমমৃতার্থঞ্চ মথিষ্যামি রসালয়ম্। অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ।। ২০
ক্ব খল্বিদানীং মার্গেণ ত্বয়েহান্যেন গম্যতে। অয়ং খলু সুদুর্গম্যঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি।। ২১
মার্গো গচ্ছতি দুর্ধর্ষ যমস্যামিত্রকর্শন। স তু শারদমেঘাভং হাসং মুক্ত্বা দশাননঃ।। ২২
উবাচ কৃতমিত্যেব বচনং চেদমব্রবীৎ। তস্মাদেবমহং ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ।। ২৩

অবধ্য তুমি। এই মনুষ্যলোককে পীড়িত করা তোমার যোগ্য কাজ নয়।।৮।। সেই মানুষকে কোন বীরই বা বধ করতে চায়, যে মানুষ নিজের মঙ্গল-সাধনের ক্ষেত্রে সর্বদাই অজ্ঞ, গুরুতর বিপদাপন্ন এবং জরা আর শ'য়ে শ'য়ে রোগে আক্রান্ত?।।৯।। যে নানাবিধ অনিষ্ট লাভ করে পীড়িত, জর্জরিত— এই মনুষ্যলোকে এমন কে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে সন্তুষ্ট হতে পারে?।।১০।। এই মর্ত্যভূমি ক্ষুধা, তেষ্টা ও জরাপীড়িত হয়ে ক্ষীণ; বিষাদ ও শোকে মূহ্যমান হয়ে বিবেকশক্তিহীন এবং দৈবদুর্বিপাকে জর্জর। তাই তাকে বিনাশ কোরো না।।১১।। হে মহাবাহো, রাক্ষসরাজ, এই মনুষ্যলোক জ্ঞানশূন্য হবার কারণে মূঢ়, তবুও নানান ক্ষুদ্র-তুচ্ছ পুরুষার্থে আসক্ত। সত্যি! এর গতি অজানিত।।১২।। কোথাও তুচ্ছ আনন্দ উপভোগে খুশী হয়ে মানুষ বাজনা ও নাচকে আশ্রয় করে আবার কোথাও অন্যে দুঃখজর্জরিত হয়ে জলপূর্ণ সিক্ত নয়নে রোদন করে।।১৩।। মা, বাবা ও সন্তানের স্নেহ আর স্ত্রী ও সুহৃদের আপাত মধুর সম্পর্কে মোহিত হয়ে মনুষ্যসমাজ পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট। নিজের কষ্ট বুঝতে পারছে না।।১৪।। এইপ্রকার মোহে আবিষ্ট হয়ে পরম পুরুষার্থ থেকে বঞ্চিত যে মনুষ্যলোক, তাকে ক্লেশ দিয়ে তোমার কীই বা হবে? সৌম্য, তুমি যে মনুষ্যলোককে জয় করেছো তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই।।১৫।। হে শত্রুনগরীবিজয়ী পুলস্ত্যসুত, এই মর্ত্যবাসি-গণকে যমলোকেই অনিবার্যভাবে যেতে হবে। তাই যমকেই পরাজিত করো *(সামর্থ্য থাকলে)* ।।১৬।। তাঁকে পরাস্ত করলেই সমূহ লোক তোমার জয় করা হবে। এইপ্রকার বলতে লঙ্কার অধিপতি রাবণ আপন তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে...।।১৭।। নারদকে অভিবাদন জানিয়ে হাসতে হাসতে বললো, হে যুদ্ধপ্রিয়, দেব -গন্ধর্বলোকবিহারশীল মহর্ষি...।।১৮।। এখন আমি দিগ্‌বিজয়ের ইচ্ছায় রসাতলে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছি। অতঃপর ত্রিলোকজয় করে দেবতা ও নাগগণকে বশীভূত করে...।।১৯।। অমৃতলাভের ইচ্ছায় রসালয় সমুদ্রকে মন্থন করবো। এবার দেবর্ষি ভগবান নারদ দশগ্রীব রাবণকে বললেন— ।।২০।। যদি তুমি রসাতলেই যাওয়া সংকল্প করে থাকো তাহলে এখন তা ত্যাগ করে অন্যপথেই বা কোথায় যাচ্ছো? এই মার্গ অতীব দুর্গম। প্রেতপুরীর মধ্য দিয়েও...।।২১।। রসাতলে যাওয়া যায়। শরৎকালীন মেঘের মতো উজ্জ্বল হাসি হেসে রাবণ বললো— ।।২২।। আমি আপনার বাক্য স্বীকার করছি। আরো বললো, যমকে বধ করার উদ্যোগ নিয়ে...।।২৩।। আমি দক্ষিণদিকেই যাচ্ছি যেখানে সূর্যতনয় রাজা যম

গচ্ছামি দক্ষিণমাশাং যত্র সূর্যাত্মজো নৃপঃ। ময়া হি ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা।। ২৪
অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো। তদিহ প্রস্থিতোঽহং বৈ পিতৃরাজপুরং প্রতি।। ২৫
প্রাণিসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা। এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাদ্য চ।। ২৬
প্রযযৌ দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। নারদস্তু মহাতেজা মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।। ২৭
চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধূম ইব পাবকঃ। যেন লোকস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিশ্যন্তে সচরাচরাঃ।। ২৮
ক্ষীণে চায়ুষি ধর্মেণ স কালো জেষ্যতে কথম্। স্বদত্তকৃতসাক্ষী যো দ্বিতীয় ইব পাবকঃ।। ২৯
লব্ধসংজ্ঞা বিচেষ্টন্তে লোকা যস্য মহাত্মনঃ। যস্য নিত্যং ত্রয়ো লোকা বিদ্রবন্তি ভয়ার্দিতাঃ।। ৩০
তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ স্বয়মেব গমিষ্যতি। যো বিধাতা চ ধাতা চ সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা।। ৩১
ত্রৈলোক্যং বিজিতং যেন তং কথং বিজয়িষ্যতে। অপরং কিন্তু কৃত্বৈবং বিধানং সংবিধাস্যতি।। ৩২
কৌতূহলং সমুৎপন্নো যাস্যামি যমসাদনম্। বিমর্দং দ্রষ্টুমনয়োর্যম-রাক্ষসয়োঃ স্বয়ম্।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

অবস্থান করছেন। হে ভগবান, আমি যুদ্ধাভিলাষী হয়ে ক্রোধবশে প্রতিজ্ঞা করছি যে,...।।২৪।। হে প্রভু, আমি চারজন লোকপালকেই পরাস্ত করবো। আর তাই আমি প্রেতরাজ যমের পুরীর দিকে গমন করছি।।২৫।। সংসারে প্রাণিসমূহের ক্লেশদাতা যমকে আমি মৃত্যু দ্বারা সংশ্লিষ্ট করবো *(তাকে সংহার করবো)*। এইবলে দশগ্রীব রাবণ মুনি নারদকে অভিবাদন জানিয়ে...।।২৬।। মন্ত্রিগণের সঙ্গে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করলো। রাবণ চলে যেতেই মহাতেজস্বী নারদ মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ হলেন।।২৭।। ধূমহীন অগ্নিসদৃশ মহাতেজা বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ বিচার করতে লাগলেন, যিনি ইন্দ্রের সঙ্গে অস্থাবর ও স্থাবরসহ ত্রিলোককে ক্লেশ দিয়ে থাকেন...।।২৮।। ধর্মানুসারে এবং তাদের আয়ু ক্ষীণ হয়ে গেলে —সেই কাল অর্থাৎ যমকে রাবণ জয় করবে কিভাবে? তিনি জীবগণের দান এবং কৃতকর্মের সাক্ষী। তাঁর তেজ দ্বিতীয় অগ্নিদেব তুল্য...।।২৯।। সেই মহাত্মার কাছ থেকে চেতনা পেয়ে প্রাণিকুল নানাবিধ কর্মে ব্যাপৃত হয়, তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে ত্রিলোক *(ত্রিলোকের জীবকুল)* তাঁর থেকে দূরে পালায়...।।৩০।। রাক্ষসরাজ এই রাবণ স্বয়ং তাঁর কাছে কিভাবে যাবে? তিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা। ধাতা তথা রক্ষক। পুণ্য ও পাপকর্মের ফলদাতা তিনি।।৩১।। ত্রিলোক তিনি জয় করেছেন। এইপ্রকার কাল তথা যমকে রাবণ জয় করবে কিভাবে? কালই সকলের সাধন। রাবণ কালের অতীত কোন ভিন্ন সাধনা করে তাঁকে জয় করবে?।।৩২।। মনে অত্যন্ত কৌতূহল জাগছে। অতএব রাক্ষস এবং যমের যুদ্ধ দেখতে আমি স্বয়ং যমসদনে যাবো।।৩৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

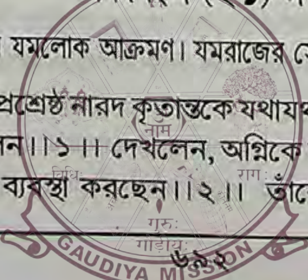
যমলোকোপরি রাবণস্যাক্রমণম্, তেন যমসৈন্যানাং সংহারশ্চ

এবং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো জগাম লঘুবিক্রমঃ। আখ্যাতুং তদ্ যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি।। ১
অপশ্যৎ স যমং তত্র দেবমগ্নিপুরস্কৃতম্। বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রাণিনো যস্য যাদৃশম্।। ২

একবিংশ (২১) সর্গ

রাবণের যমলোক আক্রমণ। যমরাজের সেনাগণের সংহার।

এই মতো চিন্তা করে বেগবান বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ কৃতান্তকে যথাযথভাবে রাবণের আক্রমণের সংবাদ বলতে যমসদন অভিপানে গমন করলেন।।১।। দেখলেন, অগ্নিকে সাক্ষীরূপে সামনে রেখে যম প্রাণীদেরকে তাদের কর্মানুসারে ফলদানের ব্যবস্থা করছেন।।২।। তাঁকে আসতে দেখে যম ধর্মবিধি অনুসারে



স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং মহর্ষিং তত্র নারদম্। অব্রবীৎ সুখমাসীনমর্ঘ্যমাবেদ্য ধর্মতঃ।। ৩
কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিদ্ধর্মো ন নশ্যতি। কিমাগমনকৃত্যং তে দেব-গন্ধর্বসেবিত।। ৪
অব্রবীত্তু তদা বাক্যং নারদো ভগবানৃষিঃ। শ্রূয়তামভিধাস্যামি বিধানঞ্চ বিধীয়তাম্।। ৫
এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ। উপযাতি বশং নেতুং বিক্রমৈস্ত্বাং সুদুর্জয়ম্।। ৬
এতেন কারণেনাহং ত্বরিতো হ্যাগতঃ প্রভো। দণ্ডপ্রহরণস্যাদ্য তব কিং নু ভবিষ্যতি।। ৭
এতস্মিন্নন্তরে দূরাদংশুমন্তমিবোদিতম্। দদৃশুর্দীপ্তমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ।। ৮
তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ। কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত।। ৯
সোঽপশ্যৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ। প্রাণিনঃ সুকৃতঞ্চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্।। ১০
অপশ্যৎ সৈনিকাংশ্চাস্য যমস্যানুচরৈঃ সহ। যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ।। ১১
দদর্শ বধ্যমানাংশ্চ ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ। ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্ঠনতৎপরান্।। ১২
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ। শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ।। ১৩
সন্তার্যমাণান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্। বালুকাসু চ তপ্তাসু তপ্যমানান্ মুহুর্মুহুঃ।। ১৪
অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্যমানানধার্মিকান্। রৌরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি।। ১৫
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি। শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূর্ধজান্।। ১৬
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ। দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ১৭

অর্ঘ্যাদি নিবেদনপূর্বক সুখাসনে বসালেন।।৩।। বললেন, হে দেব-গন্ধর্বসেবিত দেবর্ষি, সব কিছু কুশল তো? ধর্মের অনিষ্ট ঘটে নি তো? এখানে আজ আপনার পদার্পণের কারণই বা কি?।।৪।। ভগবান দেবর্ষি নারদ বললেন, শোনো, কারণ বলি। এবং শুনে তার প্রতিকারের পথও নির্ধারণ করো।।৫।। হে পিতৃরাজ, আপনাকে নিজের বিক্রমে বশীভূত করার ইচ্ছায় দশগ্রীব নামক এক রাক্ষস আসছে—যদিও আপনাকে পরাজিত করা কঠিন।।৬।। প্রভু, এজন্যেই অতীব দ্রুতগতিতে আপনার সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছি। কালদণ্ড রয়েছে আপনার হাতে, আপনার আর কী হবে?।।৭।। নারদ এবং যমের এই বার্তালাপপর্বেই সেই রাক্ষসের উদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল রথ দূর থেকেই তাঁদের চোখে পড়লো।।৮।। মহাবলবান রাবণ পুষ্পক রথের দীপ্তিতে সমগ্র দেশ আলোকিত করে অতি সন্নিকটে উপস্থিত হলো।।৯।। মহাবাহু দশগ্রীব তথায় সমাগত হয়ে দেখলো, সেখানে প্রাণীরা আপন আপন সুকর্মার্জিত পুণ্য আর দুষ্কর্মজনিত পাপের ফল ভোগ করছে।।১০।। সে দেখতে পেলো যমের অনুচরবর্গের সঙ্গে সেনাদেরকেও। যমলোকের দৃশ্য চোখে পড়লো। ভয়াল রূপধারী ও উগ্রপ্রকৃতি যমদূতেরা...।।১১।। প্রাণীদেরকে প্রহার করছে, ক্লেশ দিচ্ছে। প্রাণিকুল অত্যন্ত চীৎকার করছে ও দুঃখভোগ করে চলেছে।।১২।। কতোগুলি প্রাণীকে কৃমি দংশন করছে এবং কতোগুলিকে আবার ভয়াল কুকুরেরা ভক্ষণ করছে। তারা সকলে দুঃখী হয়ে কর্ণবিদারক ভয়ঙ্কর চীৎকার করছে।।১৩।। যমদূতেরা কতো প্রাণীকে বারংবার রক্তপূর্ণ বৈতরণী নদী পার করাচ্ছে এবং বারবার তপ্ত বালিতে হাঁটিয়ে সন্তাপ দিচ্ছে।।১৪।। কিছু পাপীকে অসিপত্র বনের দ্বারা বিক্ষত করাচ্ছে। কাউকে কাউকে রৌরব নরকে, কাউকে ক্ষারপূর্ণ নদীতে, আবার কাউকে ক্ষুরধার নদীতে ডোবাচ্ছে *(অসিপত্র—যাদের পাতা তরবারির মতো শাণিত। কুশ ইত্যাদি গাছের পাতা তরোয়ালের মতো ধারালো। তার আঘাতে শরীরে ক্ষত তৈরি হয়। রক্তপাত হয়। পাপীদেরকে শরবণ জাতীয় বনে ঢুকিয়ে ছোটালে তাদের বিক্ষত হওয়া অনিবার্য। রৌরব—নরকের একাংশের নাম)*।।১৫।। কতো পাপী ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় পানীয় জলের আকুল প্রার্থনা করছে। কতো পাপী মৃতদেহের মতো কৃশ *(কঙ্কালবৎ)*, দীন, বলহীন, বিবর্ণ এবং কেশবিহীন *(মূর্ধজা—কেশ)*।।১৬।। পাপীদের কেউ কেউ নিজের দেহে মলরূপ পাঁক ধারণ করে দীনভাবে ও রুক্ষশরীরে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে। এইমতো শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে-হাজারে প্রাণীকে পথিমধ্যে ক্লেশ ভোগ করতে দেখলো রাবণ।।১৭।। আবার এও দেখলো, পুণ্যাত্মা কিছু জীব অর্জিত পুণ্যকর্মের

কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীত-বাদিত্রনিঃস্বনৈঃ। প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্ রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ।। ১৮
গোরসং গোপ্রদাতারো হ্যন্নঞ্চৈবান্নদায়িনঃ। গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্মফলমশ্নতঃ।। ১৯
সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলঙ্কৃতান্। ধার্মিকানপরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা।। ২০
দদর্শ স মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ততস্তান্ ভিদ্যমানাংশ্চ কর্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ।। ২১
রাবণো মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্ বলী। প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা।। ২২
সুখমাপুর্মুহূর্তন্তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্। প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন মহীয়সা।। ২৩
প্রেতগোপাঃ সুসংক্রুদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রমভিদ্রবন্। ততো হলহলাশব্দঃ সর্বদিগ্‌ভ্যঃ সমুত্থিতঃ।। ২৪
ধর্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সম্প্রধাবতাম্। তে প্রাসৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্মুসলৈঃ শক্তি তোমরৈঃ।। ২৫
পুষ্পকং সমধর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ। তস্যাসনানি প্রাসাদান্ বেদিকাস্তোরণানি চ।। ২৬
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে শীঘ্রং মধুকরা ইব। দেবনিষ্ঠানভূতং তদ্ বিমানং পুষ্পকং মৃধে।। ২৭
ভজ্যমানং তথৈবাসীদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা। অসংখ্যা সুমহত্যাসীৎ তস্য সেনা মহাত্মনঃ।। ২৮
শূরাণামগ্রযাতৃণাং সহস্রাণি শতানি চ। ততো বৃক্ষৈশ্চ শৈলৈশ্চ প্রাসাদানাং শতৈস্তথা।। ২৯
ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্। অযুধ্যন্ত মহাবীরাঃ স চ রাজা দশাননঃ।। ৩০
তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্বশস্ত্রসমাহতাঃ। অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরায়োধনং মহৎ।। ৩১
অন্যোন্যং তে মহাভাগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্। যমস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ মন্ত্রিণঃ।। ৩২
অমাত্যাংস্তাংস্তু সন্ত্যজ্য যমযোধা মহাবলাঃ। তমেব চাভ্যধাবন্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্।। ৩৩

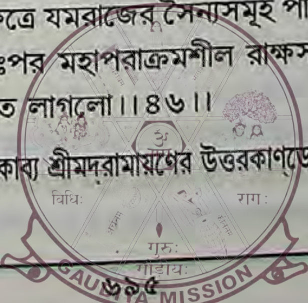
সুফলে মনোহর আবাসে থেকে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনিতে আনন্দ উপভোগ করছে।।১৮।। গো-দানকারী গো-রস, অন্নদাতা অন্ন আর গৃহদাতা গৃহলাভ করে নিজের নিজের পুণ্যকর্মের ফলভোগ করছে *(গোরস—গরুর দুধ ইত্যাদি)* ।।১৯।। অপরাপর পুণ্যাত্মা পুরুষেরা সুবর্ণ, মণি ও মুক্তায় অলঙ্কৃত হয়ে যৌবনমদমত্ত সুন্দরী স্ত্রীসহযোগে স্বতেজে সপ্রভ রয়েছে।।২০।। মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ তাদেরকে দেখলো। অতঃপর স্ব-কৃত দুষ্কর্ম অনুসারে দণ্ডিত নিপীড়িত প্রাণীদেরকে...।।২১।। বলবান রাবণ আপনার পরাক্রমে বলপূর্বক মুক্ত করে দিলো। প্রাণিবর্গ রাক্ষস দশগ্রীবের দ্বারা মুক্তি পেয়ে,...।।২২।। এইভাবে অচিন্তিত ও অতর্কিতভাবে মুক্ত হয়ে মুহূর্তমধ্যে সুখলাভ করলো। মহাবলবান রাক্ষস যখন প্রেতযাতনা থেকে প্রাণিগণকে মুক্ত করলো...।।২৩।। প্রেতপুরুষরক্ষক যমদূতেরা ক্রোধে রাক্ষসরাজকে আক্রমণ করলো। মহান কোলাহলে চতুর্দিক হলো পরিপূর্ণ।।২৪।। ধর্মরাজের বীর যোদ্ধারা রাবণের দিকে ধাবিত হলো। হাতে তাদের প্রাস, পরিঘ, শূল, মুষল, শক্তি, তোমর—প্রভৃতি অস্ত্র।।২৫।। শ'য়ে শ'য়ে, হাজার হাজার বীর অস্ত্রাঘাতে রাবণের পুষ্পক রথ তছনছ করলো। রথের আসন, প্রাসাদ, বেদী ও তোরণ...।।২৬।। ক্ষিপ্রগতিতে ভেঙে ফেললো। মধুকর তথা মৌমাছি যেমন পুষ্প-ধর্ষণ করে ঠিক তেমনিভাবে। দেবতাদের অধিষ্ঠানভূত পুষ্পক যুদ্ধে যমদূতের আক্রমণে...।।২৭।। বিধ্বস্ত হলেও ব্রহ্মার প্রভাবে আগের মতোই তা অক্ষয়-অটুট রৈলো। মহাত্মা যমের বাহিনীতে সেনা ছিলো অসংখ্য।।২৮।। তাদের মধ্যে প্রাগ্রসর যোদ্ধাও ছিলো শতসহস্র। তখন বৃক্ষ, পর্বত এবং যমালয়ের প্রাসাদসমূহ তুলে নিয়ে...।।২৯।। আক্রান্ত মহাবীর রাজা দশানন তথা তার পরাক্রমী মন্ত্রিবর্গ যথাশক্তি ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করতে লাগলো।।৩০।। রাক্ষসরাজের অমাত্যেরা নানা অস্ত্রে আহত হলো। সারা শরীর থেকে তাদের রক্তধারা ঝরতে লাগলো। এবারে তারা ভীষণ যুদ্ধে রত হলো।।৩১।। হে মহাবাহো রাম, যম ও রাবণের মহাভাগ অমাত্যেরা পরস্পরকে ভীষণ অস্ত্রাঘাত করতে লাগলো।।৩২।। অতঃপর যমরাজের মহাবলী যোদ্ধারা রাবণের অমাত্যদেরকে ছেড়ে দশানন রাবণের উপর শূল বর্ষণ করতে করতে তার দিকে ধাবিত হলো।।৩৩।। এবার যমযোদ্ধাদের দারুণ প্রহারে রাবণের শরীর হলো জর্জরিত। সমস্ত শরীর হলো রক্তাক্ত। পুষ্পক বিমানে

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ। ফুল্লাশোক ইবাভাতি পুষ্পকে রাক্ষসাধিপঃ।। ৩৪
স তু শূল-গদা-প্রাসাঞ্ছক্তি-তোমরসায়কান্। মুসলানি চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাদ্ বলী।। ৩৫
তরূণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাং চাতিদারুণম্। যমসৈন্যেষু তদ্বর্ষং পপাত ধরণীতলে।। ৩৬
তাংস্তু সর্বান্ বিনির্ভিদ্য তদস্ত্রমপহত্য চ। জঘ্নুস্তে রাক্ষসং ঘোরমেকং শতসহস্রশঃ।। ৩৭
পরিবার্য চ তং সর্বে শৈলং মেঘোৎকরা ইব। ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসমপোথয়ন্।। ৩৮
বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধঃ সিক্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ। ততঃ স পুষ্পকং ত্যক্ত্বা পৃথিব্যামবতিষ্ঠত।। ৩৯
ততঃ স কার্মুকী বাণী সমরে চাভিবর্ধত। লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ।। ৪০
ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্মুকে। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তানুক্ত্বা তচ্চাপং ব্যপকর্ষত।। ৪১
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে। মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শঙ্করো যথা।। ৪২
তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্। বনং দহিষ্যতো ঘর্মে দাবাগ্নেরিব মূর্ছতঃ।। ৪৩
জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে। মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চাপি ভস্ম কৃত্বা প্রধাবতি।। ৪৪
তে তস্য তেজসা দগ্ধাঃ সৈন্যা বৈবস্বতস্য তু। রণে তস্মিন্ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ।। ৪৫
ততস্তু সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ। ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

যেন পুষ্পিত অশোকগাছের শোভা ধারণ করলো রাক্ষসরাজ।।৩৪।। বলবান রাবণ দারুণ অস্ত্রবলে যমরাজের সেনাবলের উপর শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, সায়ক, মুষল, শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি প্রয়োগ করতে লাগলো।।৩৫।। গাছ, শিলাখণ্ড এবং অস্ত্রসমূহের অতি ভয়াল বর্ষণে যমরাজের সেনারা ভূতলশায়ী হলো।।৩৬।। তবে তারাও নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং নিবারণ করে শত শত, সহস্র সহস্র রাক্ষসকে বধ করতে লাগলো।।৩৭।। বর্ষার মেঘ যেমন পর্বতের চারদিক ঘিরে বর্ষণ করে ঠিক তেমনি তারা রাক্ষস রাবণকে ঘিরে ভিন্দিপাল ও শূল দিয়ে তাকে ছেদন করতে লাগলো। সেইসময়ে রাবণকে শ্বাস ফেলার অবকাশ পর্যন্ত দিলো না।।৩৮।। তাদের অস্ত্রাঘাতে রাবণের কবচ গেলো বিচ্ছিন্ন হয়ে। সারা শরীর থেকে রক্তের স্রোত বইছে। শোণিতসিক্ত রাবণ ক্রোধবশে পুষ্পক পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে নেমে অবস্থান করতে লাগলো।।৩৯।। মুহূর্তমধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অর্থাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে ধনু হাতে নিয়ে বাণ গ্রহণ করে রাবণ যুদ্ধোৎসাহে বর্ধিত হলো। দাঁড়িয়ে রৈলো ঠিক ক্রুদ্ধ যমের মতোই *(অন্তক—যম)* ।।৪০।। ধনুতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র যোজনা করে যমযোদ্ধাদেরকে বললো, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। দাঁড়াও-দাঁড়াও। অতঃপর ধনু আকর্ষণ করলো।।৪১।। শিব যেমতো ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাসুরের ওপর পাশুপত প্রয়োগ করেছিলেন তেমনিভাবে ইন্দ্রদ্রোহী রাবণ সক্রোধে কান পর্যন্ত ধনুর ছিলা আকষর্ণ করে ঐ বাণ যমযোদ্ধাদের উপর নিক্ষেপ করলো।।৪২।। তৎকালে ঐ বাণের রূপ ছিলো ধূম এবং জ্বালাময় মণ্ডলাকার। গ্রীষ্মে দাবনল যেমন বনপ্রদেশ দহন করার জন্যে চারদিকে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে ঐ বাণও চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হতে লাগলো।।৪৩।। যুদ্ধভূমে জ্বালমণ্ডলময় ঐ বাণ ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বৃক্ষ ও রণক্ষেত্র ভস্মীভূত করে চলতে লাগলো।।৪৪।। যুদ্ধক্ষেত্রে যমরাজের সৈন্যসমূহ পাশুপতের তেজে পুড়ে ইন্দ্রধ্বজের মতো ভূপতিত হলো।।৪৫।। অতঃপর মহাপরাক্রমশীল রাক্ষস তার মন্ত্রিমণ্ডলী সমভিব্যাহারে মেদিনী কম্পিত করে সিংহনাদ করতে লাগলো।।৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

যম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্, ব্রহ্মাণো বাক্যেন রাবণং হন্তুমুত্তোলিতস্য কালদণ্ডস্য যমেন প্রতিনিবর্তনম্, বিজয়িনো রাবণস্য যমলোকাৎ প্রস্থানঞ্চ

স তস্য তু মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ। শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্।। ১
স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ। অব্রবীৎ ত্বরিতঃ সূতং রথো মে উপনীয়তাম্।। ২
তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্। স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্।। ৩
প্রাসামুদগরহস্তশ্চ মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ। যেন সংক্ষিপ্যতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্।। ৪
কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্তিমানস্য চাভবৎ। যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ।। ৫
তস্য পার্শ্বেষু নিশ্ছিদ্রাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। পাবকস্পর্শসঙ্কাশঃ স্থিতো মূর্তশ্চ মুদগরঃ।। ৬
ততো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ। কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্।। ৭
ততস্ত্বচোদয়ৎ সূতস্তানশ্বান্ রুচিরপ্রভান্। প্রযযৌ ভীমসন্নাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ।। ৮
মুহূর্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ। প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং রণম্।। ৯
দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্। সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।। ১০
লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দিতাঃ। নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ।। ১১
স তু তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা রথং লোকভয়াবহম্। নাক্ষুভ্যত দশগ্রীবো ন চাপি ভয়মাবিশৎ।। ১২
স তু রাবণমাসাদ্য ব্যসৃজচ্ছক্তিতোমরান্। যমো মর্মাণি সংক্রুদ্ধো রাবণস্য ন্যকৃন্তত।। ১৩

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ। ব্রহ্মার বাক্যে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত কালদণ্ড যমকর্তৃক সম্বরণ। বিজয়ী রাবণের যমলোক থেকে প্রস্থান।

রাবণের সেই সিংহনাদ শুনে সূর্যপুত্র প্রভু যমরাজ ভাবলেন, বুঝি শত্রু জয় লাভ করেছে। নিজের সেনা হয়েছে বিনষ্ট।।১।। যম নিজের যোদ্ধাদের নিহত-সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর চোখ আরক্তিম হয়ে উঠলো। ব্যগ্রস্বরে সারথিকে তিনি ত্বরিতে রথ আনয়নের আদেশ দিলেন।।২।। তাঁর সারথি দিব্য মহারথ আনয়ন করলো। রথ এনে দাঁড়ালো। মহাতেজা যম তাতে আরোহণ করলেন।।৩।। তাঁর সামনে অবস্থান করলেন প্রাস ও মুদ্গর হাতে স্বয়ং মৃত্যু। সেই মৃত্যুদেবতা যিনি ত্রিলোকের সংহার করেন।।৪।। যমের পাশে মূর্তিমান হয়ে অবস্থান করতে লাগলো কালদণ্ড। যমের এই দিব্য অস্ত্র আপন তেজে অগ্নিতুল সমুজ্জ্বল হয়ে প্রজ্জ্বলিত ছিলো *(প্রহরণ– অস্ত্র)*।।৫।। তাঁর দু'দিকে ছিলো ছিদ্রহীন কালপাশ যার স্পর্শ আগুনের হলকার মতো দুঃসহ। সেখানে মূর্ত হয়ে অবস্থান করছিলো মুদ্গর নামক অস্ত্রও *(কোনো কোনো পাঠে এই শ্লোকটি নেই। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শ্লোকটিকে আমরা সংলগ্ন করলাম)*।।৬।। সমূহ লোকেরই ভীতিকর সাক্ষাৎ কালকে কুপিত হতে দেখে ত্রিলোক ক্ষুব্ধ হলো। কাঁপতে লাগলেন দেবগণও।।৭।। অতঃপর সারথি রথের সুন্দর দেখতে অশ্বগুলিকে চালিত করলো এবং যেখানে রাক্ষসাধিপতি রয়েছে ভয়ঙ্কর শব্দ তুলে রথও সেখানে উপস্থিত হলো।।৮।। ইন্দ্রের ঘোড়ার মতো তেজীয়ান এবং মনের গতির মতো তীব্র বেগবান সেই ঘোড়াগুলি মুহূর্তমধ্যে রণস্থলীর যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে যমকে নিয়ে এলো।।৯।। মৃত্যুদেবতাসহ সেই বিকট রথকে কাছে আসতে দেখে রাক্ষসরাজের অমাত্যবর্গ সহসা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালালো।।১০।। তারা স্বল্পশক্তিধর। ভয়ভীত হয়ে জ্ঞান হারালো। আমরা এখানে যুদ্ধ করতে পারবো না—বলে দিকে দিকে পালালো ছুটে।।১১।। সর্বলোক-ভীতি-উৎপাদনকারী ঐ রথকে দেখে রাবণ না ক্ষুব্ধ হলো, না ভীত।।১২।। ক্রোধে আত্মহারা যম রাবণের কাছে এসে শক্তি ও তোমর নামক অস্ত্র দিয়ে তার মর্মস্থল বিদীর্ণ করলেন।।১৩।। অতঃপর রাবণও কিছুটা সুস্থ হয়ে অর্থাৎ যমরাজের প্রহার সামলে উঠে যমের

রাবণস্তু ততঃ স্বস্থঃ শরবর্ষং মুমোচ হ। তস্মিন্ বৈবস্বতরথে তোয়বর্ষমিবাম্বুদঃ।। ১৪
ততো মহাশক্তিশতৈঃ পাত্যমানৈর্মহোরসি। নাশক্রোৎ প্রতিকর্তুং স রাক্ষসঃ শল্যপীড়িতঃ।। ১৫
এবং নানাপ্রহরণৈর্যমেনামিত্রকর্ষিণা। সপ্তরাত্রং কৃতঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখো রিপুঃ।। ১৬
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং যম-রাক্ষসয়োর্দ্বয়োঃ। জয়মাকাঙ্ক্ষতোবীর সমরেষ্বনিবর্তিনোঃ।। ১৭
ততো দেবা সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তদ্রণাজিরে।। ১৮
সংবর্ত ইব লোকানাং যুধ্যতোরভবৎ তদা। রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য প্রেতানামীশ্বরস্য চ।। ১৯
রাক্ষসেন্দ্রোঽপি বিস্ফার্য চাপমিন্দ্রাশনিপ্রভম্। নিরন্তরমিবাকাশং কুর্বন্ বাণাংস্ততোঽসৃজৎ।। ২০
মৃত্যুং চতুর্ভির্বিশিখৈঃ সূতং সপ্তভিরার্দয়ৎ। যমং শতসহস্রেণ শীঘ্রং মর্মস্বতাড়য়ৎ।। ২১
ততঃ ক্রুদ্ধস্য বদনাদ্ যমস্য সমজায়ত। জ্বালামালী সনিঃশ্বাসঃ সধূমঃ কোপপাবাকঃ।। ২২
তদাশ্চর্যমথো দৃষ্ট্বা দেব-দানবসন্নিধৌ। প্রহর্ষিতৌ সুসংরব্ধৌ মৃত্যুকালৌ বভূবতুঃ।। ২৩
ততো মৃত্যুঃ ক্রুদ্ধতরো বৈবস্বতমভাষত। মুঞ্চ মাং সমরে যাবদ্ধন্মীমং পাপরাক্ষসম্।। ২৪
নৈষা রক্ষো ভবেদদ্য মর্যাদা হি নিসর্গতঃ। হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীমান্ নমুচিঃ শম্বরস্তথা।। ২৫
নিসন্দির্ধূমকেতুশ্চ বলির্বৈরোচনোঽপি চ। শম্ভুর্দৈত্যো মহারাজো বৃত্রো বাণস্তথৈব চ।। ২৬
রাজর্ষয়ঃ শাস্ত্রবিদো গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ। ঋষয়ঃ পন্নগা দৈত্যা যক্ষাশ্চ হ্যপ্সরোগণাঃ।। ২৭
যুগান্তপরিবর্তে চ পৃথিবী সমহার্ণবা। ক্ষয়ং নীতা মহারাজ সপর্বতসরিদ্দ্রুমা।। ২৮
এতে চান্যে চ বহবো বলবন্তো দুরাসদাঃ। বিনিপন্না ময়া দৃষ্টাঃ কিমুতায়ং নিশাচরঃ।। ২৯
মুঞ্চ মাং সাধু ধর্মজ্ঞ যাবদেনং নিহন্ম্যহম্। নহি কশ্চিন্ময়া দৃষ্টো বলবানপি জীবতি।। ৩০

রথোপরি বাণবর্ষণ করতে লাগলো। মেঘের বারিবর্ষণের মতো।।১৪।। এবারে রাবণের বিশাল বক্ষোদেশে শত সংখ্যায় মহাশক্তি প্রহারকার্যে নিপতিত হলো। রাবণ শল্যপ্রহারে জর্জরিত। সে যমের এই অস্ত্রপ্রহারের প্রতিকার করতে সমর্থ হলো না।।১৫।। শত্রুনাশী যম এইমতো নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করতে করতে একাদিক্রমে সাতরাত যুদ্ধ করে কাটিয়ে দিলেন। শত্রু *(রাবণ)* সংজ্ঞা হারালো। বিমুখও হলো।।১৬।। হে বীর, রাম, দুই যোদ্ধার কেউই রণভূমি থেকে পেছু সরে এলেন না। উভয়েই ছিলেন যুদ্ধে বিজয়াভিলাষী। যমরাজ আর রাক্ষসরাজে তাই চলছিলো তুমুল যুদ্ধ।।১৭।। তৎকালে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে সামনে নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন।।১৮।। প্রেতসমূহের প্রভু যম ও রাক্ষসদের অধিপতি রাবণের যুদ্ধ এইমতো চলতে থাকলে সমূহ লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে এই কথাই মনে হচ্ছিলো।।১৯।। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ইন্দ্রের বজ্রবৎ আপনার ধনু বিস্ফারিত করে তা থেকে বাণ বর্ষাতে লাগলেন। সেই বাণে যেন আকাশ গেলো ভরে।।২০।। চারটি বাণ দিয়ে মৃত্যুকে এবং সাতটি বাণের সাহায্যে রাবণ যমের সারথিকেও পীড়িত করলো। অতঃপর ক্ষিপ্রগতিতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ বাণে যমের মর্মস্থলে আঘাত হানলো।।২১।। যমরাজ ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মুখ থেকে ক্রোধাগ্নি জ্বালা মালাময় হয়ে প্রকটিত হলো। ঐ ব্যক্তি ছিলো শ্বাসবায়ুযুক্ত। এবং ধূমাচ্ছন্ন।।২২।। দেবতা এবং অসুরদের কাছে এই বিস্ময়কর ক্রোধবহ্নি দেখে এবার কূপিত মৃত্যু এবং কাল অতীব আনন্দিত হলো।।২৩।। অতি ক্রোধে ক্রুদ্ধ মৃত্যু সূর্যসুত যমকে বললো, যখন পর্যন্ত না আমি এই রাক্ষসকে বিনাশ করি আমাকে ছেড়ে দিন।।২৪।। আমার স্বভাবসুলভ মর্যাদা এই যে, আমার সঙ্গে যুদ্ধে লড়ে কেউ জীবিত থাকতে পারবে না। শ্রীমান হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর...।।২৫।। নিসন্দি, ধূমকেতু, বিরোচনপুত্র বলি, দৈত্য শম্ভু, মহারাজ বৃত্র, অসুর বাণ...।।২৬।। কতো শাস্ত্রজ্ঞ রাজর্ষি, গন্ধর্ব, বিশালদেহী নাগেরা, ঋষি, সর্প, দৈত্য, যক্ষ ও অপ্সরাবৃন্দ...।।২৭।। যুগ-অন্তকারী সাগর, পর্বত, নদীসমূহ এবং গাছপালাসমেত পৃথিবী—সবই আমার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।।২৮।। এদেরকে এবং অপরাপর দুর্জয় বলবান বীরসমূহকে যখন আমি ধ্বংস করেছি তখন এই রাক্ষস তো কোন ছার?।।২৯।। হে ধর্মাত্মা, রাবণের সংহারে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। আমি অবশ্যই তার বধকার্য সম্পাদন করবো। যাকে আমি একবার দেখবো, অতি বলবান হলেও সে জীবিত থাকতে পারবে না।।৩০।। হে কাল, আমি তাকালে যে রাবণ মুহূর্তের জন্যও জীবিত

বলং মম ন খল্বেতন্মর্যাদৈষা নিসর্গতঃ। স দৃষ্টো ন ময়া কাল মুহূর্তমপি জীবতি।। ৩১
তস্যৈব বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্। অব্রবীৎ তত্র তং মৃত্যুং ত্বং তিষ্ঠৈনং নিহন্ম্যহম্।। ৩২
ততঃ সংরক্তনয়নঃ ক্রুদ্ধো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ। কালদণ্ডমমোঘন্ত তোলয়ামাস পাণিনা।। ৩৩
যস্য পার্শ্বেষু নিহিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। পাবকাশনিসঙ্কাশো মুদগরো মূর্তিমান্ স্থিতঃ।। ৩৪
দর্শনাদেব যঃ প্রণান্ প্রাণিনামপি কর্ষতি। কিং পুনঃ স্পৃশমানস্য পাত্যমানস্য বা পুনঃ।। ৩৫
স জ্বালাপরিবারস্তু নির্দহন্নিব রাক্ষসম্। তেন স্পৃষ্টো বলবতা মহাপ্রহরণোঽস্ফুরৎ।। ৩৬
ততো বিদুদ্রুবুঃ সর্বে তস্মাত্রস্তা রণাজিরে। সুরাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৃষ্টা দণ্ডোদ্যতং যমম্।। ৩৭
তস্মিন্ প্রহর্তুকামে তু যমে দণ্ডেন রাবণম্। যমং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ দর্শয়িত্বেদমব্রবীৎ।। ৩৮
বৈবস্বত মহাবাহো ন খল্বমিতবিক্রম। ন হন্তব্যস্ত্বয়ৈতেন দণ্ডেনৈষ নিশাচরঃ।। ৩৯
বরঃ খলু ময়ৈতস্মৈ দত্তস্ত্রিদশপুঙ্গব। স ত্বয়া নানৃতঃ কার্যো যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ।। ৪০
যো হি মামনৃতং কুর্যাদ্ দেবো বা মানুষোঽপি বা। ত্রৈলোক্যমনৃতং তেন কৃতং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।। ৪১
ক্রুদ্ধেন বিপ্রমুক্তোঽয়ং নির্বিশেষং প্রিয়াপ্রিয়ে। প্রজাঃ সংহরতে রৌদ্রো লোকত্রয়ভয়াবহঃ।। ৪২
অমোঘো হ্যেষ সর্বেষাং প্রাণিনামমিতপ্রভঃ। কালদণ্ডো ময়া সৃষ্টঃ সর্বং মৃত্যুপুরস্কৃতঃ।। ৪৩
তন্ন খল্বেষ তে সৌম্য পাত্যো রাবণমূর্ধনি। নহ্যস্মিন্ পতিতে কশ্চিন্মুহূর্তমপি জীবতি।। ৪৪
যদি হ্যস্মিন্ নিপতিতে ন ম্রিয়েতৈষ রাক্ষসঃ। ম্রিয়তে বা দশগ্রীবস্তদাপ্যুভয়তোঽনৃতম্।। ৪৫
তন্নিবর্তয় লঙ্কেশাদ্ দণ্ডমেতং সমুদ্যতম্। সত্যঞ্চ মাং কুরুত্বাদ্য লোকাংস্ত্বং যদ্যবেক্ষসে।। ৪৬

থাকবে না, একথা আমি কেবলমাত্র আপন বিক্রম প্রকাশের জন্যে বলছি না। এটিই আমার স্বভাবসিদ্ধ মর্যাদা।।৩১।। তার বাক্য শুনে পরমপ্রতাপী ধর্মরাজ বললেন, তুমি দাঁড়াও, আমিই একে সংহার করবো।।৩২।। ক্রোধে যমের চক্ষু রক্তবর্ণ। শক্তিমান বৈবস্বত যম সক্রোধে অমোঘ কালদণ্ড তুলে নিলেন হাতে।।৩৩।। ঐ কালদণ্ডের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলো কালপাশ। তাছাড়াও পাশে বজ্র ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মুদ্গরও মূর্তিমান হয়ে অবস্থান করছিলো।।৩৪।। প্রাণিগণকে দর্শনমাত্রই কালদণ্ড তাদের প্রাণ হরণ করে থাকে। যাকে সে স্পর্শ করে তার কথা আর কি বলা যাবে?।।৩৫।। জ্বালাময় ঐ কালদণ্ড যেন রাক্ষস রাবণকে পুড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হলো। মহাবলী যমরাজের হাতে ধরা এই মহান অস্ত্র আপন তেজে স্ফুরিত হতে লাগলো।।৩৬।। কালদণ্ড দর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সৈন্যেরা সকলে যুদ্ধভূমি ছেড়ে পালালো। কালদণ্ড-হাতে যমকে দেখে দেবতারাও সকলে ক্ষুভিত হলেন।।৩৭।। ঐ দণ্ড দিয়ে যম রাবণকে প্রহারকার্যে উদ্যোগী হওয়ায় পিতামহ ব্রহ্মা যমকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে বললেন—।।৩৮।। হে অমিতবিক্রম মহাবাহু বৈবস্বত, ঐ দণ্ড প্রহারে রাক্ষসকে তুমি সংহার কোরো না।।৩৯।। আমি একে এই বরপ্রদান করেছি যে, দেবতারা তোমাকে বিনাশ করতে পারবেন না। যে বাক্য আমি তাকে দিয়েছি, তুমি তা মিথ্যে করে দিয়ো না।।৪০।। এতে কোনো সংশয় নেই—যে দেবতা বা মনুষ্য আমাকে অসত্যভাষী প্রতিপন্ন করবে, সে ত্রৈলোক্যকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন অর্থাৎ ত্রিলোককে মিথ্যাভাষী করার দোষে দুষ্ট হবে।।৪১।। এই দণ্ড ত্রিলোকের ভয়ঙ্কর। ও রৌদ্র। ক্রোধবশতঃ তুমি একে ছুঁড়লে তা প্রিয় এবং অপ্রিয় ভেদাভেদ বিচার না করে *(সামনে যাকেই পাবে তাকে)* সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করবে *(রৌদ্র—সংহারকারী তেজবিশেষ)* ।।৪২।। পুরাকালে আমিই অতুল তেজস্বী এই কালদণ্ড সৃষ্টি করেছি। এটি সকল প্রাণীর উপরই অব্যর্থ। এর প্রহারে সবারই মৃত্যু অনিবার্য।।৪৩।। সৌম্য, তুমি রাবণের মস্তকোপরি এটি নিপাতিত কোরো না। রাবণের মৃত্যু হলে কোনো প্রাণীই মুহূর্তকালমাত্র জীবিত থাকতে পারবে না।।৪৪।। কালদণ্ড প্রযুক্ত হলে রাবণ বিনষ্ট হোক বা না হোক উভয়ক্ষেত্রেই আমি অসত্যবাদী প্রতিপন্ন হবো।।৪৫।। তাই বলি, এই কালদণ্ডকে লঙ্কেশ রাবণের উপর থেকে সংবরণ করো। যদি সমস্ত লোকের ওপর তোমার দৃষ্টি থাকে তাহলে আমাকে সত্যভাষী প্রমাণ করো *(রাবণকে অক্ষত রেখে)* ।।৪৬।। ব্রহ্মা এইমতো বললে যমরাজ

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ যমস্তদা। এষ ব্যাবর্তিতো দণ্ডঃ প্রভবিষ্ণুর্হি নো ভবান্।। ৪৭
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং রণগতেন হি। ন ময়া যদ্যয়ং শক্যো হন্তুং বরপুরস্কৃতঃ।। ৪৮
এষ তস্মাৎ প্রণশ্যামি দর্শনাদস্য রক্ষসঃ। ইত্যুক্ত্বা সরথঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।। ৪৯
দশগ্রীবস্তু তং জিত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ। আরুহ্য পুষ্পকং ভূয়ো নিষ্ক্রান্তো যমসাদনাৎ।। ৫০
স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্ম পুরোগমৈঃ। জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বললেন, তাই হোক। দণ্ডনিক্ষেপ করা থেকে আমি বিরত হচ্ছি, কেননা আপনি আমাদের সকলের প্রভু *(এক্ষেত্রে যম ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রতিপাল্য বিচার করে তাঁর যথোচিত মান্যতা দিয়ে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করা থেকে বিরত হলেন)* ।।৪৭।। আর এই রাক্ষসকে আপনার প্রদত্ত বরদানের প্রভাবেই যদি বিনাশ না'ই করতে পারি তাহলে এর সঙ্গে যুদ্ধেই বা কি হবে?।।৪৮।। তাই, আমি রাক্ষসের দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হচ্ছি এই বলে যম আপনার অশ্ব ও রথের সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন।।৪৯।। দশগ্রীব রাবণ নিজেকে বিজয়ী হিসেবে প্রচার করতে করতে পুনরায় পুষ্পক রথে চড়ে যমলোক থেকে চলে গেলো।।৫০।। অনন্তর সূর্যতনয় যম এবং মহামুনি নারদ ব্রহ্মাদিসহ দেবতাদের সঙ্গে আনন্দিতচিত্তে স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন।।৫১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন সহ নিবাতকবচানাং মৈত্রী, কালকেয়ানাং বিনাশঃ, বরুণপুত্রস্য পরাজয়শ্চ

ততো জিত্বা দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্। রাবণস্তু রণশ্লাঘী স্বসহায়ান্ দদর্শ হ।। ১
ততো রুধিরসিক্তাঙ্গং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্। রাবণং রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং সমুপাগমন্।। ২
জয়েন বর্ধয়িত্বা চ মারীচপ্রমুখাস্ততঃ। পুষ্পকং ভেজিরে সর্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু।। ৩
ততো রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্। দৈত্যোরগগণাধ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্।। ৪
স তু ভোগবতীং গত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্। কৃত্বা নাগান্ বশে হৃষ্টো যযৌ মণিময়ীং পুরীম্।। ৫
নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লব্ধবরা বসন্। রাক্ষসস্তান্ সমাগম্য যুদ্ধায় সমুপাহ্বয়ৎ।। ৬
তে তু সর্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া বলশালিনঃ। নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ।। ৭

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

নিবাতকবচগণের সঙ্গে রাবণের মিত্রতা। কালকেয়গণের হত্যা এবং বরুণতনয়ের পরাজয়।

দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজিত করে যুদ্ধে প্রশংসাযোগ্য রাবণ আপনার সহায়তাকারীদের সঙ্গে মিলিত হলো।।১।। রাবণের সারাশরীর রক্তাক্ত এবং প্রহারে জর্জরিত দেখে রাক্ষসেরা বিস্মিত হলো।।২।। অতঃপর মারীচ-প্রমুখ রাক্ষস রাবণের জয়ঘোষ তুলে ও তার সম্বর্ধনা করে পুষপক রথে করলো আরোহণ। রাবণও তাদের সবাইকে সান্ত্বনা দিলো।।৩।। এইবার ঐ রাক্ষস রসাতলে যাবার বাসনায় দৈত্য ও নাগ-অধ্যুষিত এবং বরুণ-সুরক্ষিত বারিনিধি সাগরে সম্প্রবিষ্ট হলো।।৪।। সে এবার বাসুকিপালিতা ভোগবতীপুরীতে ঢুকে নাগদেরকে বশীভূত করে আনন্দিতচিত্তে মণিমণ্ডিত পুরীতে প্রবেশ করলো।।৫।। নিবাতকবচ নামে অসুরেরা, ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে ঐ পুরীতে বসবাস করতো। রাক্ষণ রাবণ সেখানে গিয়ে তাদেরকে যুদ্ধে আহ্বান করলো।।৬।। তারা ছিলো অতীব পরাক্রমী। এবং বলবান। সতত তারা নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত থাকতো। যুদ্ধ ব্যাপারে তারা ছিলো সদা -উৎসাহী এবং তৎপর।।৭।। অনন্তর রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হলো। ক্রোধপরবশ হয়ে

শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশাসিপরশ্বধৈঃ। অন্যোন্যং বিভিদুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা।। ৮
তেষান্তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ। ন চান্যতরতস্তত্র বিজয়ো বা ক্ষয়োঽপি বা।। ৯
ততঃ পিতামহস্তত্র ত্রৈলোক্যগতিরব্যয়ঃ। আজগাম দ্রুতং দেবো বিমানবরমাস্থিতঃ।। ১০
নিবাতকবচানাস্তু নিবার্য রণকর্ম তৎ। বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতার্থবৎ।। ১১
ন হ্যয়ং রাবণো যুদ্ধে শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ। ন ভবন্তঃ ক্ষয়ং নেতুমপি সামরদানবৈঃ।। ১২
রাক্ষসস্য সখিত্বঞ্চ ভবদ্ভিঃ সহ রোচতে। অবিভক্তাশ্চ সর্বার্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ।। ১৩
ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ। নিবাতকবচৈঃ সার্ধং প্রীতিমানভবৎ তদা।। ১৪
অর্চিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরমথোষিতঃ। স্বপুরান্নির্বিশেষঞ্চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ।। ১৫
তত্রোপধার্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্। সলিলেন্দ্রপুরান্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্।। ১৬
ততোঽশ্মনগরং নাম কালকেয়ৈরধিষ্ঠিতম্। গত্বা তু কালকেয়াংশ্চ হত্বা তত্র বলোৎকটান্।। ১৭
শূর্পণখাশ্চ ভর্তারমসিনা প্রাচ্ছিনত্তদা। শ্যালঞ্চ বলবন্তঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বং বলোৎকটম্।। ১৮
জিহ্বয়া সংলিহন্তঞ্চ রাক্ষসং সমরে তদা। তং বিজিত্য মুহূর্তেন জঘ্নে দৈত্যাংশ্চতুঃশতম্।। ১৯
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্। বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশ্যদ্ রাক্ষসাধিপঃ।। ২০
ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাম্। যস্যাঃ পয়োঽভিনিষ্পন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ।। ২১
দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্। যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মির্নিশাকরঃ।। ২২

রাক্ষস ও দৈত্য উভয়পক্ষই উভয়ের সৈন্যসমূহের ওপর শূল, ত্রিশূল, বজ্র, পট্টিশ, খড়্গ ও পরশ্ব অস্ত্র হানতে লাগলো।।৮।। যুদ্ধ করতে করতে তাদের এক বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। তবু কোনোপক্ষই না জয়লাভ করতে পারলো, না বিনাশপ্রাপ্ত হলো।।৯।। তখন ত্রিলোকের আশ্রয় অক্ষয়-অব্যয় পিতামহ ব্রহ্মা এক উত্তম রথে আরোহণপূর্বক তথায় উপস্থিত হলেন।।১০।। বৃদ্ধ পিতামহ নিবাতকবচদেরকে যুদ্ধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে স্পষ্টবাক্যে বললেন— ।।১১।। সমূহ দেবতা এমন কি অসুরেরা সকলে একযোগে মিলেও এই রাবণকে যুদ্ধে হারাতে পারবে না। অনুরূপভাবে দেব ও দানব একত্র হয়ে তোমাদেরকেও বিনাশ করতে সমর্থ হবে না।।১২।। তাই তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে সখ্যস্থাপন করো তা আমার অত্যন্ত প্রীতিবর্ধক হবে। কেননা, মিত্রের সমস্ত অর্থ সমান। পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ভাগ করার নয়। এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই *(যেহেতু ব্রহ্মার বরদানে উভয়পক্ষই সমশক্তিসম্পন্ন তাই যুদ্ধে হারজিতের নিষ্পত্তি হবার নয়। তাই মিত্রতা- স্থাপন বিষয়ে ব্রহ্মার এই কৌশলী প্রস্তাব। অর্থ—টাকাকড়ি। এখানে অর্থ শব্দের অর্থ ভোগ্য পদার্থ)* ।।১৩।। অগ্নিসাক্ষী রেখে রাবণ তখন নিবাতকবচগণের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করলো ও অন্তরে অতীব হৃষ্ট হলো।।১৪।। নিবাতকবচগণের নিকট হতে যোগ্য সমাদর লাভ করে রাবণ সেখানে সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করলো। ঐখানে দশানন পেলো আপনার নগরীর মতোই প্রিয় ভোগ্যবস্তু এবং উপভোগের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী।।১৫।। নিবাতকবচদের সখ্যতা স্বীকার করে রাবণ তাদের কাছ থেকে এক'শ মায়াবিদ্যা শিখে নিলো। অতঃপর সে বরুণের নগরী অন্বেষণের ইচ্ছায় রসাতলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে লাগলো।।১৬।। পরিভ্রমণকালে রাবণ উপস্থিত হলো কালকেয়-অধ্যুষিত অশ্ম-নামক নগরীতে। প্রবল পরাক্রমী কালকেয়গণকে সংহার করে...।।১৭।। ভগ্নী শূর্পণখার স্বামী, স্বীয় শ্যালক উৎকট বলবান বিদ্যুদ্‌জিহ্বকে অসি দ্বারা ছেদন করলো। যুদ্ধে *(রাবণের সঙ্গে)* এই বিদ্যুদ্‌জিহ্ব নিজের জিভ দিয়ে লেহন করে সকলকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলো।।১৮।। তাকে জয় করে রাবণ মুহূর্তের মধ্যে চার'শ দৈত্যকে হত্যা করলো।।১৯।। অতঃপর রাক্ষসাধিপতি রাবণ বরুণের দিব্য ভবন দেখতে পেলো। ভবনটি ছিলো পাণ্ডুর বর্ণ মেঘের মতো উজ্জ্বল তথা কৈলাশপর্বত-সদৃশ ভাস্বর।।২০।। সেখানে ছিলো সুরভি নামে এক গাভী। তার স্তন থেকে সদাসর্বদা দুগ্ধ বিনিঃসৃত হতো। তারই স্তনমণ্ডল-ক্ষরিত দুগ্ধে ক্ষীরোদসাগর তৈরী হয়েছে।।২১।। রাবণ সেখানে বৃষশ্রেষ্ঠের মা সুরভিকে দর্শন করলো *(বৃষশ্রেষ্ঠ আসলে মহাদেবের বাহন)*। তার থেকে শীতল আলোক প্রদানকারী নিশাকর চাঁদের সৃষ্টি *(সুরভির ক্ষীর থেকে ক্ষীরোদসাগরের উৎপত্তি আর চাঁদের সৃষ্টি সেই ক্ষীরোদসাগর থেকেই। এটিই পৌরাণিক কিংবদন্তী)* ।।২২।। এই ক্ষীরসমুদ্রকে আশ্রয় করে, এরই ফেনা পান করে কতো মহর্ষিই না জীবন

যং সমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ। অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধভোজিনাম্।। ২৩
যাং ব্রুবন্তি নরা লোকে সুরভিং নাম নামতঃ। প্রদক্ষিণন্তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাম্।
প্রবিবেশ মহাঘোরং গুপ্তং বহুবিধৈর্বলৈঃ।। ২৪
ততো ধারাশতাকীর্ণং শারদাভ্রনিভং তদা। নিত্যপ্রহৃষ্টং দদৃশে বরুণস্য গৃহোত্তমম্।। ২৫
ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাডিতঃ। অব্রবীচ্চ ততো যোধান্ রাজা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।। ২৬
যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্। বদ বা ন ভয়ং তেঽস্তি নির্জিতোঽস্মীতি সাঞ্জলিঃ।। ২৭
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাত্মনঃ। পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রামন্ গৌশ্চ পুষ্কর এব চ।। ২৮
তে তু তত্র গুণোপেতা বলৈঃ পরিবৃতাঃ স্বকৈঃ। যুক্ত্বা রথান্ কামগমানুদ্যদ্ভাস্করবর্চসঃ।। ২৯
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দারুণং রোমহর্ষণম্। সলিলেন্দ্রস্য পুত্রাণাং রাবণস্য চ ধীমতঃ।। ৩০
অমাত্যৈশ্চ মহাবীর্যৈর্দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ। বারুণং তদ্বলং সর্বং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্।। ৩১
সমীক্ষ্য স্ববলং সংখ্যে বরুণস্য সুতাস্তদা। অর্দিতাঃ শরজালেন নিবৃত্তা রণকর্মণঃ।। ৩২
মহীতলগতাস্তে তু রাবণং দৃশ্য পুষ্পকে। আকাশমাশু বিবিশুঃ স্যন্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।। ৩৩
মহাদাসীৎ ততস্তেষাং তুল্যং স্থানমবাপ্য তৎ। আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেব-দানবয়োরিব।। ৩৪
ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শরৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ। বিমুখী কৃত্য সংহৃষ্টা বিনেদুর্বিবিধান্ রবান্।। ৩৫
ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্ষিতম্। ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং বীরো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোকয়ৎ।। ৩৬
তেন তে বারুণা যুদ্ধে কামগাঃ পবনোপমাঃ। মহোদরেণ গদয়া হয়াস্তে প্রযযুঃ ক্ষিতিম্।। ৩৭

ধারণ করেছেন। এর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে অমৃত। উৎপন্ন হয়েছে স্বধাভোজীদিগের স্বধা *(স্বধা— কব্য। স্বধাভোজী— স্বধা তথা কব্য আহার করেন যিনি, পিতৃগণ)* ।।২৩।। সকলে যাঁকে সুরভি নামে ডাকেন, সেই পরম অদ্ভুত গোমাতাকে প্রদক্ষিণ করলো। এবার সে প্রবেশ করলো বহুবিধ সেনার দ্বারা সুরক্ষিত বিষম ভয়ঙ্কর...।।২৪।। বরুণের আলয়ে। দেখলো বরুণের উত্তম ভবন। সতত আনন্দোৎসবে মুখর সেই গৃহ। বহু জলধারা-সমাবৃত। শরৎকালের মেঘের তুল্য সমুজ্জ্বল সেই আবাস।।২৫।। অতঃপর বরুণের সেনাপতিদের দ্বারা তাড়িত হলে রাবণ তাদেরকে প্রত্যাঘাতপূর্বক আহত করলো। আহত যোদ্ধাগণকে সে বললো, যাও, শীগ্‌গির রাজার *(বরুণের)* কাছে গিয়ে বলো যে,...।।২৬।। 'রাবণ আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছায় এখানে উপস্থিত।' তোমাদের কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে বলো, 'আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন। নয় তো পরাজয় স্বীকার করে নিন'।।২৭।। ইতঃমধ্যে এই সংবাদ অবগত হয়ে মহাত্মা বরুণের পুত্র এবং পৌত্রেরা ক্রোধে ক্ষুভিত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন *(যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে)*। সঙ্গে ছিলো 'গৌ' এবং 'পুষ্কর' *(এরা হলো বরুণের দুই সেনাপতি)* ।।২৮।। সর্বগুণে গুণান্বিত তাঁরা। উদীয়মান সূর্যের সমান তেজস্বী। ইচ্ছানুসারে গমনশীল রথে আরোহণ করে আপন আপন সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা আগমন করলেন *(যুদ্ধভূমিতে)* ।।২৯।। অতঃপর বরুণপুত্রগণের সঙ্গে ধীমান রাবণের রোমহর্ষক দারুণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হলো।।৩০।। রাক্ষস দশগ্রীবের মহাশক্তিধর অমাত্যেরা মুহূর্তকাল মধ্যে বরুণের সমূহ সেনাকে ভূতলশায়ী করে দিলো।।৩১।। সংগ্রামে আপন সেনাগণের এমতো অবস্থা নিরীক্ষণ করে বরুণপুত্রগণ রাক্ষসদের নিক্ষিপ্ত বাণে প্রপীড়িত হয়ে কিছুসময়ের জন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন।।৩২।। ভূতলে অবস্থান করে তাঁরা যখন দেখলেন যে রাবণ পুষ্পক বিমানোপরি আরূঢ়, তখন তাঁরা দ্রুতগামী রথে চড়ে শীগ্‌গিরই আকাশে প্রবেশ করলেন।।৩৩।। তাঁরা রাবণের সঙ্গে তুল্যস্থানে অবস্থান করে যুদ্ধে রত হলেন। দেব ও দানবের যুদ্ধের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো সেই আকাশ-যুদ্ধ।।৩৪।। তাঁরা আপন আপন অগ্নিসদৃশ তেজস্বী শররাজিতে যুদ্ধে রাবণকে বিমুখ করে মহানন্দে বিবিধস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।।৩৫।। রাজাকে *(রাবণকে)* বিধ্বস্ত হতে দেখে মহোদরের মধ্যে মহাক্রোধ উপস্থিত হলো। বীর সে। মৃত্যুভয় পরিহার করে যুদ্ধাভিলাষে তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।।৩৬।। যুদ্ধে বরুণের অশ্বেরা ছিলো বায়ুতুল্য বেগবান। এবং প্রভুর ইচ্ছাক্রমে যত্রতত্র গমনশীল। মহোদর তাদের উপর গদার আঘাত হানলো। অশ্বেরা ধরাশায়ী হলো।।৩৭।। বরুণতনয়সকলের যোদ্ধাসমূহের এবং অশ্বসকলের প্রাণসংহার করে সে *(মহোদর)* তাঁদেরকে *(বরুণপুত্রদেরকে)* রথহীন অবস্থায় অবস্থান করতে দেখে সত্বর

তেষাং বরুণসূনূনাং হত্বা যোধান্ হয়াংশ্চ তান্। মুমোচাশু মহানাদং বিরথান্ প্রেক্ষ্য তান্ স্থিতান্।। ৩৮
তে তু তেষাং রথাঃ সাশ্বাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ। মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে।। ৩৯
তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ। আকাশে বিষ্ঠিতাঃ শূরাঃ স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ।। ৪০
ধনুংষি কৃত্বা সজ্জানি বিনির্ভিদ্য মহোদরম্। রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমবারয়ন্।। ৪১
সায়কৈশ্চাপবিভ্রষ্টৈর্বজ্রকল্পৈঃ সুদারুণৈঃ। দারয়ন্তি স্ম সংক্রুদ্ধা মেঘা ইব মহাগিরিম্।। ৪২
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ কালাগ্নিরিব মূর্ছিতঃ। শরবর্ষং মহাঘোরং তেষাং মর্মস্বপাতয়ৎ।। ৪৩
মুসলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ। পট্টিশাংশ্চৈব শক্তীশ্চ শতঘ্নীর্মহতীরপি।। ৪৪
পাতয়ামাস দুর্ধর্ষস্তেষামুপরি বিষ্ঠিতঃ। অপবিদ্ধাস্তু তে বীরা বিনিপ্পেতুঃ পদাতয়ঃ।। ৪৫
ততস্তেনৈব সহসা সীদন্তি স্ম পদাতিনঃ। মহাপঙ্কমিবাসাদ্য কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ।। ৪৬
সীদমানান্ সুতান্ দৃষ্ট্বা বিহ্বলান্ স মহাবলঃ। ননাদ রাবণো হর্ষান্মহানম্বুধরো যথা।। ৪৭
ততো রক্ষো মহানাদান্ মুক্ত্বা হন্তি স্ম বারুণান্। নানাপ্রহরণোপেতৈর্ধারাপাতৈরিবাম্বুদঃ।। ৪৮
ততস্তে বিমুখাঃ সর্বে পতিতা ধরণীতলে। রণাৎ স্বপুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহাণ্যেব প্রবেশিতাঃ।। ৪৯
তানব্রবীৎ ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্। রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ।। ৫০
গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ। গান্ধর্বং বরুণঃ শ্রোতুং যং ত্বমাহ্বয়সে যুধি।। ৫১
তৎ কিং তব যথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে। যে তু সন্নিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে পরাজিতাঃ।। ৫২
রাক্ষসেন্দ্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ। হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ।। ৫৩
আগতস্তু পথা যেন তেনৈব বিনিবৃত্য সঃ। লঙ্কামভিমুখো রক্ষো নভস্তলগতো যযৌ।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

উচ্চনাদে গর্জন করতে লাগলো।।৩৮।। মহোদরের গদার আঘাতে বরুণতনয়গণের রথ, অশ্ব এবং শ্রেষ্ঠ সারথিবর্গ নিহত হয়ে ভূতলে নিপাতিত হলো।।৩৯।। মহাত্মা বরুণপুত্রেরা রথ পরিত্যাগ করে আপন আপন প্রভাবে আকাশেই অবস্থান করতে লাগলেন। এতে তাঁরা ব্যথিতও হলেন না।।৪০।। তাঁরা ধনুর জ্যা-প্রসারিত করে মহোদরকে ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন। যুদ্ধে এবারে একযোগে তাঁরা সক্রোধে রাবণকে ঘিরে ধরলেন।।৪১।। কোনো মহা পর্বতে মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে তেমনি ক্রোধাবিষ্ট তাঁদের ধনু-নিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ ভয়াল বাণধারা বর্ষণে রাবণকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন।।৪২।। এই দেখে দশগ্রীব রাবণ প্রলয়কালের অগ্নির সমান রোষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে তাঁদের মর্মস্থলে মহাভয়ঙ্কর শররাজি বর্ষণ করতে লাগলো।।৪৩।। বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং অতিবৃহৎ শতঘ্নী...।।৪৪।। সেই দুর্ধর্ষ *(রাবণ)* তাঁদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো উপরে বসে *(পুষ্পক বিমানে অধিষ্ঠিত থেকে)*। অস্ত্রাঘাতে সেই বীরেরা *(বরুণপুত্রেরা)* পর্যুদস্ত হয়ে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগলেন।।৪৫।। ষাট বছর বয়স্ক হাতী মহাপঙ্কে পতিত হলে যে মতো অবসন্ন হয়ে পড়ে অনুরূপভাবে পায়ে হেঁটে এগোবার কারণে তাঁরাও *(বরুণতনয়েরা)* অতীব অবসাদদশা প্রাপ্ত হলেন।।৪৬।। তাঁদেরকে অবসন্ন এবং বিহ্বল হতে দেখে মহাশক্তিশালী রাবণ পরম হর্ষে মহান মেঘের মতো গর্জন করতে লাগলো।।৪৭।। মেঘ যেমন বৃষ্টিপাতের দ্বারা বৃক্ষাদিকে পীড়িত করে অনুরূপভাবে উচ্চগ্রামে সিংহনাদ করে রাক্ষস *(রাবণ)* নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা বরুণপুত্রগণকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগলো।।৪৮।। তাঁরা সকলে এবার বিমুখ হয়ে *(যুদ্ধ থেকে)* ভূতলে পতিত হলেন। তখন তাঁদের সেবকেরা তাঁদেরকে রণাঙ্গন থেকে আপন আপন গৃহে নিয়ে গেলো।।৪৯।। অতঃপর রাক্ষস রাবণ বরুণের সেবকবৃন্দকে বললো, বরুণকে গিয়ে বলো, তিনি স্বয়ং যেন যুদ্ধে আসেন! বরুণের মন্ত্রী প্রহাস তখন বললো— ।।৫০।। যাঁকে তুমি যুদ্ধে আহ্বান করছো, সেই জলাধিপতি মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শ্রবণের ইচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন।।৫১।। হে বীর, রাজাই যখন উপস্থিত নেই তখন ব্যর্থ পরিশ্রম করে তোমার লাভ কি? রাজার যে বীরপুত্রেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তো পরাজিত হয়েছেন।।৫২।। এই শুনে রাক্ষসরাজ *(রাবণ)* আপনার বিজয়লাভের বার্তা সিংহনাদে ঘোষণা করতে করতে বরুণালয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।।৫৩।। যে পথে সে এসেছিলো সেইপথেই ফিরে গিয়ে আকাশমার্গে সে লঙ্কানগরী অভিমুখে গমন করলো।।৫৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ১ ॥

রাবণস্য অশ্মনগরগমনম্, তত্র বালিনা সহ আলাপশ্চ

ততোঽশ্মনগরং ভূয়ো বিচেরুর্যুদ্ধদুর্মদাঃ। যত্রাপশ্যদ্দশগ্রীবো গৃহং পরমভাস্বরম্॥১
বৈদূর্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্। সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ॥২
বজ্রস্ফটিকসোপানং কিঙ্কিণীজালসংবৃতম্। বহ্বাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্॥৩
দৃষ্ট্বা গৃহবরং রম্যং দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্। কস্যেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসন্নিভম্॥৪
গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীষ্ব ভবনোত্তমম্। এবমুক্তঃ প্রহস্তস্তু প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্॥৫
স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দ্বারং পুনঃ কক্ষ্যান্তরে যযৌ। সপ্তকক্ষ্যান্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত॥৬
ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ। শ্রুত্বা স তু মহাহাসমূর্ধ্বরোমাভবত্তদা॥৭
জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালীবিমোহিতঃ। আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ স্থিতঃ॥৮
তথা দৃষ্ট্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ। বিনির্গম্যাব্রবীৎ সর্বং রাবণায় নিশাচরঃ॥৯
অথ রাম দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ। প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ বেশ্মাথ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ॥১০
বদ্ধমৌলির্বপুষ্মাংশ্চ পুরুষোঽস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ। দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বো ভয়ানকঃ॥১১
রক্তাক্ষশ্চারুদশনো বিম্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ। মহাভীষণনাসশ্চ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥১২
বৃঢশ্মশ্রুর্নিগূঢাস্থির্দংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ। গৃহীত্বা লোহমুষলং দ্বারং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি॥১৩
অথ সন্দর্শনাত্তস্য উর্ধ্বরোমা বভূব সঃ। হৃদয়ং কম্পতে চাস্য বেপথুশ্চাপ্যজায়ত॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১

অশ্মনগরে রাবণের গমন। সেখানে বলির সঙ্গে আলাপ।

অনন্তর রণদুর্মদ রাক্ষসেরা অশ্মনগরে বিচরণ করতে লাগলো। দশগ্রীব রাবণ সেখানে অবলোকন করলো পরম ভাস্বর একটি গৃহ॥১॥ গৃহের তোরণ বৈদূর্যমণি বিনির্মিত। মুক্তামালা বিভূষিত। স্তম্ভগুলি সুবর্ণনির্মিত। সোপানশ্রেণী হীরক ও স্ফটিকময়। কিঙ্কিণীজালে সমাবৃত। সেখানে রয়েছে বহুসংখ্যক আসনসমন্বিত বেদী। রমণীয় সেই গৃহ। ইন্দ্রের প্রাসাদোপম॥২-৩॥ প্রবল-প্রতাপী দশগ্রীব রমণীয় শ্রেষ্ঠ সেই গৃহ নিরীক্ষণ করে ভাবলো, মেরু ও মন্দর-সদৃশ এই রম্য ভবনটি কার? ॥৪॥ প্রহস্তকে বললো, যাও প্রহস্ত, উৎকৃষ্ট এই ভবন বিষয়ে অবগত হও। আদেশমতো প্রহস্ত উত্তম সেই গৃহে প্রবেশ করলো॥৫॥ গৃহের দ্বার শূন্য। তা দেখে সে কক্ষ্যান্তরে গমন করলো। ক্রমে সপ্তকক্ষ্যায় মধ্যে গমন করে জ্বালা তথা তেজোপুঞ্জ দর্শনকরত....॥৬॥ তন্মধ্যে এক পুরুষকে হৃষ্টমনে হাস্যপরায়ণ দেখতে পেলো। তাদৃশ উচ্চহাসে সে রোমাঞ্চিত হলো॥৭॥ জ্বালামধ্যে অবস্থান করছেন বিমোহিত স্বর্ণমাল্যধারী সেই পুরুষ। আদিত্যের মতো ভাস্বর তিনি। সাক্ষাদ্ যমের মতো অবস্থান করছেন॥৮॥ নিশাচর *(প্রহস্ত)* তা দেখে তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত রাবণের কাছে বিবৃত করলো ॥৯॥ হে রাম, অনন্তর খণ্ড কাজলের রাশির মতো কালো দশগ্রীব পুষ্পক থেকে অবতরণ করে ভবনের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছায় কৃতসঙ্কল্প হলো॥১০॥ ইতঃমধ্যে দ্বার আবৃত করে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জ্বলন্ত জিহ্বাসমন্বিত ভয়ানক বদ্ধমস্তক এক পুরুষ॥১১॥ তাঁর চক্ষুদ্বয় আরক্তিম। সুচারু দন্ত। ওষ্ঠদ্বয় বিম্ব *(তেলাকুচা)* ফলের মতো। নাসা তীক্ষ্ণ। ভীষণ। গ্রীবা তার কম্বুতুল্য। হনুদ্বয় উচ্চ ও বিশাল॥১২॥ তাঁর অস্থিসমূহ স্থূল। এবং সংহত। শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখাবয়ব। চারুদর্শন রোমহর্ষক দংষ্ট্রাল পুরুষ তিনি। লৌহময় ভীষণ মুষল হাতে দ্বার অবরোধ করে দাঁড়ালেন॥১৩॥ তাঁকে দেখে রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত হলো। হৃদয় এবং দেহ হতে লাগলো কম্পিত॥১৪॥ হে রাম, সে ভয়াল নিমিত্ত সকল নিরীক্ষণ করে

নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি দৃষ্টা রাম ব্যচিন্তয়ৎ। অথ চিন্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোঽব্রবীৎ॥১৫
কিং ত্বং চিন্তয়সে রক্ষো ব্রূহি বিশ্রব্ধমানসঃ। যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর॥১৬
এবমুক্ত্বা স তদ্রক্ষঃ পুনর্বচনমব্রবীৎ। যোৎস্যসে বলিনা সার্ধমথবা মন্যসে কথম্॥১৭
রাবণোঽভিহিতো ভূয় উর্ধ্বরোমা ব্যজায়ত। অথ ধৈর্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥১৮
গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্ব্রূহি বদতাং বর। তেনৈব সার্ধং যোৎস্যামি যথা বা মন্যতে ভবান্॥১৯
স এনং পুনরপ্যাহ দানবেন্দ্রোঽত্র তিষ্ঠতি। এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ॥২০
বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ। বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেষ্বনিবর্তকঃ॥২১
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ। প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরু-বিপ্রপ্রিয়ঃ সদা॥২২
কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ। দক্ষঃ সর্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ॥২৩
এষ গচ্ছতি বাত্যেষা জ্বলতে তপতে তথা। দেবৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ পন্নগৈশ্চ পতত্রিভিঃ॥২৪
ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি। বলিনা যদি তে যোদ্ধুং রোচতে রাক্ষসেশ্বর॥২৫
প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মে চিরম্। এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ॥২৬
স বিলোক্যাথ লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ। আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ॥২৭
অথ সন্দর্শনাদেব বলির্বৈ বিশ্বরূপবান্। স গৃহীত্বা চ তদ্রক্ষঃ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাব্রবীৎ॥২৮
দশগ্রীব মহাবাহো কং তে কামং করোম্যহম্। কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি ত্বং রাক্ষসেশ্বরঃ॥২৯
এবমুক্তস্তু বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিষ্ণুনা পুরা॥৩০
সোঽহং মোক্ষয়িতুং শক্তো বন্ধনাত্ত্বাং ন সংশয়ঃ। এবমুক্তে ততো হাসং বলির্মুক্তেনমব্রবীৎ॥৩১

চিন্তায় মুহ্যমান। তাকে চিন্তিত দেখে সেই পুরুষ বললেন—॥১৫॥ ওরে রাক্ষস, কি চিন্তা করছিস? বিশ্বাস করে আমাকে বল। রে বীর, আমি তোর যুদ্ধসাধ মেটাবো॥১৬॥ এইমতো বলে তিনি তাকে আবারো বললেন, তুই কি বলির সঙ্গে যুদ্ধ করবি, না কি তোর মনে অন্য কোনো ইচ্ছে আছে?॥১৭॥ রাবণ এইমতো অভিহিত হয়ে রোমাঞ্চিত হলো। শেষে ধৈর্য অবলম্বনকরত বললো॥১৮॥ হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, গৃহমধ্যে কে অবস্থান করছেন? আপনি তাই বলুন। আমি তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করবো। অথবা আপনি যা ইচ্ছে করবেন॥১৯॥ সেই পুরুষ পুনর্বার বললেন, পরম ঔদার্যময়, সত্যপরাক্রমী দানবেন্দ্র বলি এখানে অধিষ্ঠান করছেন॥২০॥ বীর তিনি। বহুবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত। তিনি উদয়কালীন সূর্যের মতো তেজস্বী। পাশহস্ত যমের মতো ভীষণ। যুদ্ধে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হন না॥২১॥ গুণসাগর বলি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সবকিছু জয় করে দুর্জয় হয়েছেন। গুরু এবং বিপ্রের প্রিয় তিনি। সর্বদা প্রিয় বাক্য বলেন। সবকিছুকে বিভাগ করে ভোগ করেন॥২২॥ তিনি কালের অপেক্ষা করেন। তিনি সৌম্যদর্শন। সত্যবাদী। মহাতেজস্বী। বীর। স্বাধ্যায়-নিরত তিনি। সর্বকর্মে অতিশয় দক্ষ॥২৩॥ ইনি বহন হয়ে বায়ুর কাজ, জ্বলিত হয়ে অগ্নির কর্ম এবং তাপ প্রদান করে তপনের কাজ করতেন। অধিক কি বলি? ইনি, দেব, ভূত, সর্প এবং পক্ষিগণের সঙ্গে গমন করতেন॥২৪॥ যিনি ভয় কাকে বলে জানেন না, সেই বলির সঙ্গে তুই যুদ্ধ করার ইচ্ছে করেছিস? রাক্ষসেশ্বর, বলির সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিরুচিই যদি তোর হয় তাহলে....॥২৫॥ অবিলম্বে প্রবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ কর। দশগ্রীব এইমতো বাক্য শুনে বলি যেখানে অধিষ্ঠান করছিলেন সেখানে প্রবেশ করলো॥২৬ আদিত্য-তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নিসদৃশ সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশকে (রাবণকে) অবলোকন করে হাসলেন॥২৭॥ অতঃপর বিশ্বরূপবান বলি দেখামাত্রই রাক্ষসকে গ্রহণ করে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক তাকে বললেন—॥২৮॥ বলো মহাবাহু দশানন, তোমার কোন কামনা আমি পূরণ করবো। ওহে রাক্ষসেশ্বর, তোমার আগমনের প্রয়োজনই বা কি? বলো শুনি॥২৯॥ রাবণ তখন বলিকে বললো, হে মহাভাগ, আমি শুনেছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করেছেন॥৩০॥ সংশয় নেই আপনাকে আমি সেই বন্ধনদশা থেকে মোচন করতে সমর্থ। তাকে এইরকম বলতে শুনে বলি হাসতে হাসতে বললেন—॥৩১॥ রাবণ, তুমি যা জিজ্ঞেস করেছো, তা বর্ণনা করে বলছি। তুমি শোনো। এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ

শ্রূয়তামভিধাস্যামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ। য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারে তিষ্ঠতি নিত্যদা॥৩২
এতেন দানবেন্দ্রশ্চ তথান্যে বলবত্তরাঃ। বশং নীতা বলবতা পূর্বে পূর্বতরাশ্চ যে॥৩৩
বদ্ধঃ সোঽহমনেনৈবং কৃতান্তো দূরতিক্রমঃ। ক এনং পুরুষো লোকে বঞ্চয়িষ্যতি মানবঃ॥৩৪
সর্বভূতাপহর্তা বৈ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি। কর্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ॥৩৫
ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ। কলিশ্চৈবৈষ কালশ্চ সর্বভূতাপহারকঃ॥৩৬
লোকত্রয়স্য সর্বস্য হর্তা স্রষ্টা তথৈব চ। সংহরত্যেষ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥৩৭
পুনশ্চ সৃজতে সর্বাসনাদ্যন্তং মহেশ্বরঃ। ইষ্টং চৈব হি দত্তঞ্চ হুতং চৈব নিশাচর॥৩৮
সর্বমেব হি লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ। নৈবং বিধং মহদ্ভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥৩৯
অহং ত্বং চৈব পৌলস্ত্য যে চান্যে পূর্ববত্তরাঃ। নেতা হ্যেষাং মহদ্ভূতং পশুং রশনয়া যথা॥৪০
বৃত্রো দনুঃ শুক্রঃ শম্ভুর্নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ। কালনেমিশ্চ প্রাহ্লাদিঃ কূটো বৈরোচনো মৃদুঃ॥৪১
যমলার্জুনৌ চ কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ। এতে তপন্তি দ্যোতন্তি বান্তি বর্ষন্তি চৈব হি॥৪২
সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বৈস্তপ্তং মহত্তপঃ। সর্বে তে সুমহাত্মানঃ সর্বে বৈ যোগধর্মিণঃ॥৪৩
সর্বৈরৈশ্বর্যমাসাদ্য ভুক্তং ভোগৈর্মহত্তরৈঃ। দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ প্রজাশ্চ পরিপালিতাঃ॥৪৪
স্বপক্ষেষ্বনুগোপ্তারঃ প্রহন্তারঃ পরেষ্বপি। সামরেষ্বপি লোকেষু নৈতেষাং বিদ্যতে সমম্॥৪৫
শূরাস্ত্বভিজনোপেতাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ। সর্ববিদ্যাপ্রবেত্তারঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্তকাঃ॥৪৬
সর্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ। যুদ্ধে সুরগণাঃ সর্বে নির্জিতাশ্চ সহস্রশঃ॥৪৭
দেবানামপ্রিয়ে সক্তাঃ স্বপক্ষপরিপালকাঃ। প্রমত্তাশ্চোপসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ॥৪৮

দ্বারে নিয়ত অবস্থান করছেন,....॥৩২॥ দানবেন্দ্র এবং অপরাপর বলবান ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন পূর্বে ইনি তাদেরকে বলপূর্বক বশে এনেছেন॥৩৩॥কৃতান্তের মতো দুরতিক্রমণীয় ইনিই আমাকে বদ্ধ করেছেন। ইহলোকে কে এমন রয়েছে যে এঁকে বঞ্চনা করবে?॥৩৪॥আমার দ্বারে যিনি অধিষ্ঠান করছেন সেই জগতস্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরই প্রাণিসমূহের সংহর্তা, কর্তা এবং কারয়িতা॥৩৫॥ তুমিও এঁকে অবগত নও, আমিও না। এই প্রভু সর্বভূতের অপহারক কাল, কলি এবং ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান স্বরূপ॥৩৬॥ ইনি ত্রিলোকের সৃজন এবং সংহার করেন। সংহার করেন স্থাবর ও জঙ্গম জীব-নিচয়ের॥৩৭॥ এই মহেশ্বর আদ্যন্তরহিত সকল কিছুই পুনর্বার সৃজন করেন। হে নিশাচর, এই লোকেশ দান, যজ্ঞ, এবং হুত—এই সকলের বিধান এবং রক্ষা করেন এতে কোনো সংশয় নেই। এইপ্রকার মহাভূত ত্রিভুবনে বিদ্যমান নেই॥৩৮-৩৯॥ হে পৌলস্ত্য, এই মহাপ্রাণী পাশ দ্বারা পশুর মতো সকলকে বদ্ধ করেছেন। আগের আগের দানবসমূহ ছিলেন, তুমি ও আমি—সবারই নেতা॥৪০॥ বৃত্র, দনু, শুক্র, শম্ভু, নিশম্ভু, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কূট, মৃদু বৈরোচন......॥৪১॥ যমল, অর্জুন, কংস, মধু, কৈটভ—এঁরা নিজেরাই সবকিছুকে প্রকাশিত, তাপিত, বাহিত এবং বর্ষিত করতেন *(এই অসুরেরা চন্দ্র, সূর্য, বাতাস এবং বাসব ইন্দ্রের আধিপত্য হরণ করে স্ব-প্রভাব বহাল করতে সমর্থ হয়েছিলো)*॥৪২॥ সকলেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করেছিলেন সকলেই। এঁরা প্রত্যেকেই অতিশয় মহাত্মা। এবং যোগ-ধর্মাবলম্বী॥৪৩॥ এঁরা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়ে মহত্তর ভোগ্যবস্তু সমূহ ভোগ করে যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সমস্ত প্রজা পালন করেছেন॥৪৪॥ এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-পক্ষের প্রতিপালক এবং শত্রু পক্ষের নিহন্তা। তাঁদের সমতুল ব্যক্তি দেবলোক ও অমরলোকে নেই॥৪৫॥ তাঁরা বীর। সমস্ত অভিজনে পরিবৃত। সর্ববিদ্যাবিশারদ তাঁরা। সমূহ শাস্ত্রে এবং অস্ত্রে পারঙ্গম। এবং যুদ্ধে তাঁরা অপরাঙ্মুখ॥৪৬॥ সেই মহাত্মা সকলেই সহস্র সহস্র দেবতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য সকল ভোগ করেছেন॥৪৭॥ উদীয়মান সূর্যের মতো তেজোময় প্রমত্ত দানবেরা বিষয় উপভোগে ছিলেন রত। তাঁরা স্বপক্ষ জনগণের ছিলেন প্রতিপালক। অন্যপক্ষে দেবতাগণের অপ্রিয় কার্যে ছিলেন আসক্ত॥৪৮॥ সদাসর্বদা দানবদিগকে

যঃ দানবান্ প্রধর্ষেত তদেষাং বিষ্ণুরীশ্বরঃ। উপায়পূর্বকং নাশং স বেত্তা ভগবান্ হরিঃ॥৪৯
প্রাদুর্ভাবং বিকুরুতে যেনৈতন্নিধনং নয়েৎ। পুনরেবাত্মনাত্মানমধিষ্ঠায় স তিষ্ঠতি॥৫০
এবমেতেন দেবেন দানবেন্দ্রো মহাত্মনা। তে হি সর্বে ক্ষয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ॥৫১
সমরে চ দুরাধর্ষাঃ শ্রূয়ন্তে যেঽপরাজিতাঃ। তেঽপি নীতা মহদ্ভূতাঃ কৃতান্তবলচোদিতাঃ॥৫২
এবমুক্ত্বাথ প্রোবাচ রাক্ষসং দানবেশ্বরঃ। যদেতদ্দৃশ্যতে বীর চক্রং দীপ্তানলোপমম্॥৫৩
এতদ্গৃহীত্বা গচ্ছ ত্বং মম পার্শ্বং মহাবল। ততোঽহং তব ব্যাখ্যাস্যে মুক্তিকারণমব্যয়ম্॥৫৪
তৎ কুরুষ্ব মহাবাহো মা বিলম্বস্ব রাবণ। এতচ্ছ্রুত্বা গতো রক্ষঃ প্রহসংশ্চ মহাবলঃ॥৫৫
যত্র স্থিতং মহাদিব্যং কুণ্ডলং রঘুনন্দন। লীলয়োৎপাটনং চক্রে রাবণো বলদর্পিতঃ॥৫৬
ন চ চালয়িতুং শক্তো রাবণোঽভূৎ কথঞ্চন। লজ্জয়া স পুনর্ভূয়ো যত্নং চক্রে মহাবলঃ॥৫৭
উৎক্ষিপ্তমাত্রে দিব্যে চ পপাত ভুবি রাক্ষসঃ। ছিন্নমূলো যথা শালো রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ॥৫৮
এতস্মিন্নন্তরে জজ্ঞে শব্দঃ পুষ্পকসম্ভবঃ। রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবৈর্মুক্তো হাহাকৃতো মহান্॥৫৯
ততো রক্ষো মুহূর্তেন চেতনাং লভ্য চোত্থিতম্। লজ্জয়াবনতীভূতং বলির্বাক্যমুবাচ হ॥৬০
আগচ্ছ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাক্যং শৃণু ময়োদিতম্। যত্ত্বয়া চোদ্যতং বীর কুণ্ডলং মণিভূষিতম্॥৬১
এতদ্ধি পূর্বজস্যাসীৎ কর্ণাভরণমীক্ষ্যতাম্। এতৎ পতিতবচ্চৈবমত্র ভূমৌ মহাবল॥৬২
অন্যৎ পর্বতসানৌ হি পতিতং কুণ্ডলাদনু। মুকুটং বেদিসামীপ্যে পতিতং যুধ্যতো ভুবি॥৬৩
হিরণ্যকশিপোঃ পূর্বং মম পূর্বপিতামহাৎ। ন তস্য কালো মৃত্যুর্বা ন ব্যাধির্ন বিহিংসকাঃ॥৬৪

যিনি নিপীড়িত করেন, সেই বিষ্ণুই হলেন এঁদের ঈশ্বর। সেই ভগবান হরিই এঁদের বিনাশের উপায় পরিজ্ঞাত আছেন॥৪৯॥ এইসমূহ সৃজন যিনি করেন, তিনিই সবকিছুর সংহার করে সংহারসময়ে পুনরায় আত্মা দ্বারা আত্মাতেই অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন॥৫০॥ কামরূপী বলবান দানবেন্দ্র এইভাবে ঐ মহাত্মা দেবতাকর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছেন॥৫১॥ আমি শুনেছি যে, যারা *(যে সকল রাক্ষসেরা)* যুদ্ধে অপরাজিত এবং দুর্ধর্ষ, সেই প্রবল প্রতাপীরা পর্যন্ত কৃতান্তবলের বশবর্তী হয়ে ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হয়েছে॥৫২॥ এইমতো বলার পর দানবেশ্বর রাক্ষসকে (রাবণকে) আবার বললেন, হে বীর, এই যে দেখছো প্রদীপ্ত অনলের মতো চক্র,........॥৫৩॥ হে মহাবল, এটি গ্রহণ-করত আমার সন্নিকটে আগমন করো। তবেই আমি তোমার কাছে অব্যয় মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করবো॥৫৪॥ মহাবাহু রাবণ, যা বললাম করো। বিলম্ব কোরো না। মহাবল রাক্ষস এই কথা শুনে উপহাস করে গেলো॥৫৫॥ সেখানে যেখানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডলটি ছিলো। হে রঘুনন্দন, বলদর্পিত রাবণ অনায়াসে চক্রটি উৎপাটন করলো......॥৫৬॥ কিন্তু তা সঞ্চালনে সমর্থ হলো না। উপরন্তু লজ্জায় পড়ে বারংবার তা তুলতে চেষ্টা করতে লাগলো॥৫৭॥ দিব্যকুণ্ডলটি উৎক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই রাক্ষস রক্তধারায় পরিপ্লুত হয়ে ছিন্নমূল সালগাছের মতো ভূতলে পতিত হলো॥৫৮॥ ইত্যবসরে পুষ্পক-সম্ভূত শব্দ হলো সমুত্থিত। রাক্ষসাধিপতির সচিবগণ উচ্চনাদে হাহাকার করে উঠলো॥৫৯॥ মুহূর্তকাল পরে চেতনালাভ করে উঠে রাক্ষস লজ্জাবনত হয়ে রৈলো। বলি তাকে বললেন—॥৬০॥ হে বীর, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, এসো, আমার বাক্য শোনো। মণিময় যে কুণ্ডলটি তুমি তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল....॥৬১॥ তা হলো আমার পূর্বপুরুষের কর্ণাভরণ। মহাবল, দেখো তা এভাবে ভূতলে পতিত রয়েছে *(বলির পূর্বপুরুষ হিসেবে এখানে হিরণ্যকশিপুর উল্লেখ করা হয়েছে। দানব বলি, হিরণ্যকশিপুও তাই। পরবর্তী শ্লোকসমূহে বলির পূর্বপুরুষের নাম ঘোষিত হয়েছে। হিরণ্যকশিপু বলেই)*॥৬২॥ দ্বিতীয় কুণ্ডলটি পর্বতসানুতে পতিত হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধকালে মুকুটটিও তাঁর নিপতিত হয়েছে বেদী-সন্নিকটস্থ ভূমিভাগে॥৬৩॥ পুরাকালে আমার পূর্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর উপর কাল, মৃত্যু অথবা ব্যাধি—এদের কারোরই হিংসা ছিলো না॥৬৪॥ দিবাকালে, রাত্রিসময়ে অথবা উভয় সন্ধ্যার সময়ে তাঁর মরণ হতো না। না শস্ত্রের দ্বারা, না শুষ্ক অথবা আর্দ্রবস্তু দ্বারা—কোনো অস্ত্রেই তাঁর মৃত্যু

ন দিবা মরণং তস্য ন রাত্রৌ সন্ধ্যয়োর্নহি। ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন চ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ॥৬৫
বিদ্যতে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তস্য নাস্ত্রেণ কেনচিৎ। প্রহ্লাদেন সমং চক্রে বাদং পরমদারুণম্॥৬৬
তস্য বাদে সমুৎপন্নে ধীরো লোকভয়ঙ্করঃ। সর্ববর্যস্য বীরস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ॥৬৭
উৎপন্নো রাক্ষসশ্রেষ্ঠা নৃসিংহাকৃতিরূপধৃক্। দৃষ্টশ্চ তেন রৌদ্রেণ ক্ষুব্ধং সর্বমশেষতঃ॥৬৮
তত উদ্ধৃত্য বাহুভ্যাং নখৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্। এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ॥৬৯
তস্য দেবাধিদেবস্য গদতো মে শৃণুষ্বিহ। বাক্যং পরমভাবেন যদি তে বর্ততে হৃদি॥৭০
ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ। ঋষীণাং চৈব মুখ্যানাং শতান্যব্দসহস্রশঃ॥৭১
বশং নীতানি সর্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥৭২
ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা। পাশহস্তো মহাজ্বাল উর্ধ্বরোমা ভয়ানকঃ॥৭৩
দংষ্ট্রালো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোমবান্। রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ॥৭৪
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বনিবর্তকঃ। পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জিতঃ॥৭৫
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ ব্যথা বা দানবেশ্বর। এনন্তু নাভিজানামি তদ্ভবান্ ব্যক্তুমর্হতি॥৭৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনোঽব্রবীৎ। এষ ত্রৈলোক্যধাতা চ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥৭৭
অনন্তঃ কপিলো জিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ। ক্রতুধামা সুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ॥৭৮
দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ। নীলজীমূতসঙ্কাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ॥৭৯
জ্বালামালী মহাবাহো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ। এষ ধারয়তে লোকানেষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ॥৮০
এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ। এষ যজ্ঞশ্চ যাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ॥৮১
সর্বদেবময়শ্চৈব সর্বভূতময়স্তথা। সর্বলোকময়শ্চৈব সর্বজ্ঞানময়স্তথা॥৮২

হতো না॥৬৫॥ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, কখনো কোনো অস্ত্রেই তাঁর মৃত্যু বিহিত হয় নি। কেবলমাত্র প্রহ্লাদের সঙ্গে তিনি দারুণ বিবাদে লিপ্ত হয়ে ছিলেন॥৬৬॥ সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের বিবাদসময়ে উৎপন্ন হলেন সর্বলোকের ভয়ঙ্কর,.....॥৬৭॥ নৃসিংহ আকৃতির এক পুরুষ। হে রক্ষোশ্রেষ্ঠ, সেই রৌদ্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে সমস্ত সংসারই হলো নিঃশেষে ক্ষুব্ধ॥৬৮॥ পরে তিনি বাহুদ্বয়ে তাঁকে উত্তোলন করে নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ইনিই সেই নিরঞ্জন বাসুদেব, যিনি দ্বাররক্ষক হয়ে এখানে অবস্থান করছেন॥৬৯॥ তোমার হৃদয়ে যদি পরমভাবের উদয় হয়ে থাকে তাহলে সেই দেবাদিদেবের বাক্য বলছি শোনো॥৭০॥ সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত-সংখ্যক দেবতা, শত শত মুখ্য ঋষিকে সহস্র সম্বৎসর....॥৭১॥ বশে এনেছিলেন ইনিই—যিনি এইক্ষণে দ্বারদেশে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর বাক্য শুনে রাবণ এবার বললো—॥৭২॥ অতিশয় জ্বালাসমন্বিত পাশহস্ত উর্ধ্বরোমা ভয়ানক প্রেতেশ্বর কৃতান্তকে মৃত্যুর সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছি॥৭৩॥ তাঁর দন্ত বিশাল। চক্ষু আরক্তিম। জিহ্বা বিদ্যুতের মতো। সর্প এবং বৃশ্চিক তাঁর রোম। বেগ তাঁর ভয়ানক॥৭৪॥ তিনি আদিত্যের মতো দুর্নিরীক্ষ্য। যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ তিনি। পাপরাশির বিনাশকারী তিনি। সকলের ভয়ঙ্কর সেই ভয়ঙ্কর শমনকে যুদ্ধে আমি জয় করেছি॥৭৫॥ হে দানবেশ্বর, এতে আমার কিঞ্চিৎমাত্রায়ও ভীতি অথবা ব্যথা হয় নি। এঁকে আমি জানি না। এঁর বিষয়ে আমাকে বলুন॥৭৬॥ রাবণের বাক্য শুনে বিরোচন-তনয় বলি বললেন, ইনি ত্রৈলোক্যের স্রষ্টা প্রভু নারায়ণ হরি॥৭৭॥ ইনিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, মহাদ্যুতিমান নরসিংহ, যজ্ঞস্বরূপ, পাশহস্ত, ভয়ানক এবং উত্তম আশ্রয়॥৭৮॥ ইনিই দ্বাদশ আদিত্যের তুল্য তেজোময় এবং পুরাণ পুরুষোত্তম। ইনি সুরপতি এবং সুরগণের শ্রেষ্ঠ। দ্যুতি তাঁর নীল মেঘের তুল্য॥৭৯॥ হে মহাবাহো, ইনি জ্বালামালায় পরিবৃত, যোগী এবং ভক্তজনের প্রিয়। ইনিই লোকসমূহ সৃজন করেছেন। এই প্রভুই আবার পালন করছেন॥৮০॥ এই মহাবলই কাল হয়ে সমস্ত কিছু সংহার করেন। ইনি যজ্ঞ, যাজ্য এবং চক্রায়ুধ ধারণকারী স্বয়ং শ্রীহরি॥৮১॥ সমস্ত দেবতাস্বরূপ ইনি। নিখিল ভূতময়, সমূহ লোকময় এবং জ্ঞানময়॥৮২॥ হে বীর, সর্বরূপময় দিব্যরূপধারীই হলেন বীরঘাতী মহাভুজ বলদেব। চক্ষুষ্মান এই হরি ত্রিলোকের গুরু

সর্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ। বীরহা বীর চক্ষুষ্মাংস্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ॥৮৩
এনং মুনিগণাঃ সর্বে চিন্তয়ন্তীহ মোক্ষিণঃ। য এনং বেত্তি পুরুষং ন চ পাপৈর্বিলিপ্যতে॥৮৪
স্ত্বাস্মৃত্বা তথেষ্ট্বা চ সর্বমস্মাদবাপ্যতে। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাবণো নির্যযৌ তদা॥৮৫
ক্রোধসংরক্তনয়ন উদ্যতাস্ত্রো মহাবলঃ। তথাভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা হরির্মুষলধৃক্ প্রভুঃ॥৮৬
নৈনং হন্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িত্বেতি রূপধৃক্। অন্তর্ধানং গতো রাম ব্রহ্মণঃ প্রিয়কাম্যয়া॥৮৭
ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ। হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রমন্ বরুণালয়াৎ।
যেনৈব সম্প্রবিষ্টঃ স পথা তেনৈব নির্যযৌ॥৮৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)।

এবং তিনি অব্যয়॥৮৩॥ মোক্ষ অভিলাষে মুণিগণ ইহলোকে এঁরই ধ্যান করেন। এই পুরুষকে যিনি বিদিত, তিনি পাপসমূহে লিপ্ত হন না॥৮৪॥ এঁর যজন, স্তব ও স্মরণ করে এঁর নিকট থেকে সমস্তই লাভ করা সম্ভব। এইমতো বাক্য শুনে রাবণ নির্গত হলেন....॥৮৫॥ ক্রোধসংরক্ত নয়নে। মহাবল (রাবণ) ছিলেন উদ্যত অস্ত্র। মুষলধারী প্রভু তাকে এই অবস্থায় দেখে ভাবলেন.....॥৮৬॥ এখুনি এই পাপকে নিহত করবো না। এই চিন্তা করে দিব্যরূপধারী সেই পুরুষ ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় অন্তর্হিত হলেন॥৮৭॥ নিশাচর তখন সেই পুরুষকে সেখানে দেখতে পেলো না। তুমুল হর্ষনাদ তুলে সে তখন বরুণালয় থেকে বেরিয়ে এলো। যে পথে সে এসেছিলো, সেই পথেই সে নির্গত হলো॥৮৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ২ ॥

রাবণস্য সূর্যলোকজয়ঃ

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সূর্যলোকং জগাম হ। মেরুশৃঙ্গে বরে রম্যে উষিত্বা তত্র শর্বরীম্॥১
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য রবেস্তুরগসন্নিভম্। নানাপাতগতির্দিব্যং বিহারবিয়তি স্থিতম্॥২
যত্রাপশ্যদ্ রবিং দেবং সর্বতেজোময়ং শুভম্। বরকাঞ্চনকেয়ূররত্নাম্বরবিভূষিতম্॥৩
কুণ্ডলাভ্যাং শুভাভ্যাং তু ভ্রাজন্ মুখবিলাসিনম্। কেয়ূরনিষ্কাভরণং রক্তমালাবলম্বিনম্॥৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং সহস্রকিরণোজ্জ্বলম্। তমাদিদেবমাদিত্যমুচ্চৈঃশ্রবসবাহনম্॥৫
অনাদ্যন্তমমধ্যঞ্চ লোকসাক্ষিং জগৎপতিম্। তং দৃষ্ট্বা প্রবরং দেবং রাবণো রক্ষসাং বরঃ॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ২

রাবণের সূর্যলোক বিজয়

লঙ্কেশ এবার কিছুসময় চিন্তা করে রমণীয় সেই শ্রেষ্ঠ সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করলো॥১॥ এবার সে সূর্যাশ্বসদৃশ পুষ্পকে আরোহণপূর্বক সূর্যালোকের অভিপানে প্রস্থিত হলো। আকাশের যে স্থানে বিহার করা যায় সেইস্থানেই বিহার করছিলো বিমানটি। তার গতি নানাবিধ॥২॥ সেখানে রাবণ সমূহ তেজোদ্দীপ্ত শুভ সূর্যদেবকে দেখলো। বিমল কাঞ্চনময় কেয়ূর ও রত্নরাজিতে অলঙ্কৃত, লোহিত বসনে ভূষিত তিনি॥৩॥ শুভ কুণ্ডল যুগল দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল সুশোভিত। কেয়ূর ও নিষ্ক-প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত। রক্তমালায় সুসজ্জিত তিনি॥৪॥ রক্তচন্দনে চর্চিত। সহস্র কিরণমালায় উজ্জ্বল। আদিদেব আদিত্য তিনি উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বোপরি আরূঢ়....॥৫॥ আদি-অন্ত এবং মধ্যরহিত তিনি। জগতের একমাত্র গতি এবং লোকসাক্ষী তিনি। রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাবণ এবার ঐ দেব-প্রবরকে দেখে,.....॥৬॥ তাঁর তেজোবলে নিপীড়িত হয়ে প্রহস্তকে বললো, অমাত্য, তুমি আমার নির্দেশে গিয়ে আমার এই শাসন

স প্রহস্তমুবাচাথ রতিতেজোবলার্দিতঃ। গচ্ছামাত্য বদস্বৈনং নিদেশান্মম শাসনম্॥৭
যুদ্ধার্থং রাবণঃ প্রাপ্তো যুদ্ধং তস্য প্রদীয়তাম্। নির্জেতোঽস্মীতি বা ব্রূহি পক্ষমেকতরং কুরু॥৮
তস্য তদ্বচনাদ্ রক্ষঃ সূর্যস্যান্তিকমাগমৎ। পিঙ্গলং দণ্ডিনং চৈব পশ্যতে দ্বারপালকৌ॥৯
তাভ্যামাখ্যায় তৎ সর্বং রাবণস্য বিনিশ্চয়ম্। তূষ্ণীমাস্তে প্রহস্তস্তু তত্র তেজোঽংশুদীপিতঃ ॥১০
দণ্ডী গতো রবেঃ পার্শ্বং প্রণম্যাখ্যাতবান্ রবেঃ। শ্রুত্বা তু সূর্যস্তদ্বৃত্তং দণ্ডিনো রাবণস্য হ॥১১
উবাচ বচনং ধীমান্ বুদ্ধিপূর্বং ক্ষপাপহঃ। গচ্ছ দণ্ডিন্ জয়স্বৈনং নির্জিতোঽস্মীতি বা বদ॥১২
যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতং কার্যীঃ কঞ্চিৎ কালং ক্ষপাচরম্। স গত্বা বচনাত্তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ॥১৩
কথয়ামাস তৎ সর্বং সূর্যোক্তবচনং তদা। স শ্রুত্বা বচনং তস্য দণ্ডিনো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ঘোষয়িত্বা জগামাথ স্বজয়ং রাক্ষসাধিপঃ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)।

বিজ্ঞাপিত করো যে,....॥৭॥ রাবণ যুদ্ধবাসনায় আগমন করেছেন। তাকে যুদ্ধ দান করো অথবা পরাজিত হয়েছি—এই কথা বলো। এই উভয়পক্ষের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি পক্ষমাত্র অবলম্বন করো॥৮॥ রাক্ষস (প্রহস্ত) তখন সেই বচন শিরোধার্য করে সূর্য-সমীপে গমন করলো। সেখানে সে দর্শন পেলো দণ্ডী এবং পিঙ্গল নামে দুই দ্বারপালের॥৯॥ প্রহস্ত তাদেরকে রাবণের কৃতসঙ্কল্পের বার্তা বর্ণনা করলো। কিন্তু নিজে তীর তেজোময়মালায় প্রদীপ্ত হয়ে মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলো॥১০॥ দণ্ডী রবির সকাশে গমন -করত প্রণামপূর্বক তাঁর কাছে সমূহ ব্যক্ত করলো। সূর্য দণ্ডীর কাছে রাবণের বৃত্তান্ত শুনে.....॥১১॥ বিবেচনাপূর্বক বার্তা বললেন। তিনি ধীমান। এবং তমসা বিনাশকারী। বললেন, দণ্ডী, যাও, গিয়ে তুমি তাঁকে পরাজিত করো অথবা নির্জিত হলাম বলে বলো॥১২॥ অথবা তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই করো। কিছুসময় পরে সে তাঁর কথানুসারে রাক্ষসের কাছে গিয়ে মহাকায় রাক্ষসকে বার্তা বললো। বললো সূর্যকথিত বাক্যসমূহ॥১৩॥ অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ দণ্ডীর বাক্য শুনে নিজের বিজয় ঘোষণা করতে করতে প্রস্থান করলো॥১৪॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত হলো(২)।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৩॥

রাবণস্য সোমলোকযাত্রা, পথি পর্বতেন সহ বিবিধকথোপকথনঞ্চ

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সোমলোকং জগাম হ। মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুষ্য বীর্যবান্॥১
অথ স্যন্দনমারূঢো দিব্যস্রগনুলেপনঃ। অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্তু গচ্ছতি॥২
রতিশ্রান্তোঽপ্সরেঽঙ্কেষু চুম্বিতৈঃ স বিবুধ্যতে। দৃষ্টস্তু পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কৌতূহলান্বিতঃ॥৩
অথাপশ্যাদৃষিং তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্। স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনৈবাগতো হ্যসি॥৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৩

রাবণের সোমলোক যাত্রা। পথে পর্বতমুনির সঙ্গে বিবিধ কথোপকথন।

লঙ্কেশ্বর কিয়ৎকাল চিন্তা করে সুমেরুর রমণীয় বনে রাত্রি কাটিয়ে সোমলোকে গমন করলো॥১॥ দিব্যমালা ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে একজন পুরুষ মুখ্য অপসরোগণ-সেবিত হয়ে রথে আরূঢ় হয়ে গমন করছিলেন॥২॥ রতিশ্রান্ত হয়ে তিনি অপ্সরোগণের অঙ্কে শয়ান। তাদের চুম্বনে তিনি জাগরিত হচ্ছেন। এমতো অবস্থায় ঐ পুরুষকে দর্শন করে রাবণের কৌতূহল হলো॥৩॥ ইত্যবসরে সেখানে (পর্বত) ঋষিকে দেখে সে বললো, দেবর্ষি, আপনাকে স্বাগতি জানাই। আপনি যথাকালেই সমাগত হয়েছেন॥৪॥

কোঽয়ং স্যন্দনমারূঢো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ। নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি॥৫
রাবণেনৈবমুক্তস্তু পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ। শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহামতে॥৬
অনেন নির্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ। এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুমুখং স্থানমুত্তমম্॥৭
তপসা নির্জিতা যদ্বত্তবতা রাক্ষসাধিপ। প্রযাতি পুন্যকৃত্তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ॥৮
ত্বং তু রাক্ষসশার্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ। নৈবেদৃশেষু ক্রুধ্যন্তি বলিনো ধর্মচারিষু॥৯
অথাপশ্যদ্ রথবরং মহাকায়ং মহৌজসম্। জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥১০
কৈষ গচ্ছতি দেবর্ষে ভ্রাজমানো মহাদ্যুতিঃ। কিন্নরৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্॥১১
শ্রুত্বা চৈনমুবাচাথ পর্বতো মুনিসত্তমঃ। এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেস্বনিবর্তকঃ॥১২
যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ। কৃতী শরো রণে জেতা স্বাম্যর্থে ত্যক্তজীবিতঃ॥১৩
সংগ্রামে নিহতোঽমিত্রৈর্হত্বা চ সমরে বহূন্। ইন্দ্রস্যাতিথিরেবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি॥১৪
নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ। পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোঽয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ॥১৫
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ। য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাঞ্চনে॥১৬
অপ্সরোগণসংযুক্তে পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ॥১৭
এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন তু মহাদ্যুতিঃ। পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥১৮
এতে বৈ যান্তি রাজানো ব্রূহি ত্বমৃষিসত্তম। কো হ্যত্র যাচিতো দদ্যাদ্ যুদ্ধাতিথ্যং মমাদ্য বৈ॥১৯
ত্বং মমাখ্যাহি ধর্মজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্মতঃ। এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণং পর্বতস্তদা॥২০

অপ্সরা-সেবিত হয়ে রথারোহণে নির্লজ্জের মতো গমনকারী কে ইনি? ইনি কি কাউকে ভয় করেন না?॥৫॥ ঋষি পর্বত রাবণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করে বললেন, হে বৎস, হে মহামতি, বিবরণ যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। শোনো॥৬॥ তপোবলে ইনি লোকসমূহ জয় করেছেন। ব্রহ্মার সন্তোষ -সম্পাদনও করেছেন। তাই মোক্ষের ইচ্ছায় অতীব সুখদায়ক উত্তমস্থানে গমন করছেন॥৭॥ হে রাক্ষসাধিপতি, তুমি যেমন তপস্যাবলে সমূহ লোকে জয় করছো, তেমনি এই পুণ্যাত্মাও লোকসকল বিজয় করে সোমরস পান করে গমন করছেন। এতে কোনো সংশয় নেই॥৮॥ হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি শূর এবং সত্যপরাক্রম। বলশালী ব্যক্তি কখনো এমতো ধর্মাচারীর প্রতি ক্রোধ করেন না॥৯॥ তৎকালেই রাবণ মহাকায় এক উত্তম রথ দেখতে পেলো। শ্রেষ্ঠ এই রথটির অবয়ব অতিশয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্ত। সেটি সঙ্গীত ও বাজনার ধ্বনিতে ধ্বনিত॥১০॥ রাবণ বললো, দেবর্ষে, মহাতেজা এই পুরুষ কিন্নর -পরিবৃত হয়ে, তাদের গীত এবং নৃত্য উপভোগ করতে করতে কোথায় চলেছেন?॥১১॥ অনন্তর মুনিসত্তম পর্বত তা শুনে বললেন, বীর ইনি। যোদ্ধা। সমরে কখনো পরাঙ্মুখ হন নি॥১২॥এই কার্যকুশলী যুদ্ধজয়ী বীর যুদ্ধ করতে করতে প্রহারে জর্জরিত হয়ে প্রভুর জন্যে জীবন বিসর্জন করেছেন॥১৩॥ শত্রুসংহারকালে তাদের হাতে নিহত হয়ে ইনি আজ ইন্দ্রের অতিথি হয়েছেন অথবা যেখানে তিনি যান....॥১৪॥ সেখানেই নৃত্যগীত-পরায়ণ লোকসমূহের দ্বারা সেবিত হন এই নরসত্তম। পুনর্বার রাবণের জিজ্ঞাসা, দিবাকর-ভাতি দ্যুতিময় গমনশীল এই ব্যক্তি কে?॥১৫॥ রাবণের বাক্য শুনে পর্বত বললেন, রাজন্, বিমানোপরি যাঁকে সর্বাঙ্গে কাঞ্চনমণ্ডিত দেখছো,....॥১৬॥ যিনি অপ্সরোগণ শোভিত হয়ে দৃশ্যমান, যিনি পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ-মণ্ডল-সমন্বিত, হে মহারাজ, যিনি বিচিত্র আভরণ ও আবরণে ভূষিত, তিনি সুবর্ণদাতা॥১৭॥ সেই মহাদ্যুতিমান পুরুষই বেগগামী যানে গমন করছেন। মুনি পর্বতের বাক্য শুনে এবার রাবণ বললো—॥১৮॥ হে ঋষিসত্তম, আমাকে বলুন এই রাজারা যাঁরা চলেছেন তাঁদের মধ্যে কে যাচিত হয়ে আমাকে যুদ্ধাতিথ্য দান করবেন?॥১৯॥ বিশেষতঃ হে ধর্মজ্ঞ, ধর্মানুসারে আপনি আমার পিতা। আপনি আমাকে জানান। মুনি পর্বতকে রাবণ এইপ্রকার বললে পর্বত তাকে বললেন—॥২০॥ মহারাজ, এই নরপতিসকল প্রত্যেকেই স্বর্গাভিলাষী। যুদ্ধার্থী নন। বরং যুদ্ধ যিনি

স্বর্গার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপাঃ। বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥২১
স তু রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্। মান্ধাতেত্যভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥২২
পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। কুতোঽসৌ তিষ্ঠতে রাজা তৎ সমাচক্ষ্ব সুব্রত॥২৩
সোঽহং যাস্যামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুঙ্গবঃ। রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনির্বচনমব্রবীৎ॥২৪
যুবনাশ্বসুতো রাজা মান্ধাতা রাজসত্তমঃ। সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিষ্যতি॥২৫
অথাপশ্যন্মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যে বরদর্পিতঃ। অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মান্ধাতারং নৃপোত্তমম্॥২৬
সপ্তদ্বীপাধিপং যান্তং স্যন্দনেন বিরাজতা। কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ মাহেন্দ্রাভেণ ভাস্বতা॥২৭
জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্। তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি॥২৮
এবমুক্তো দশগ্রীবং প্রহস্যেদমুবাচ হ। যদি তে জীবিতং নেষ্টং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস॥২৯
মান্ধাতুর্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে॥৩০
কিং পুনর্মানুষাত্ত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ। এবমুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সম্প্রজ্বলন্নিব॥৩১
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদান্। অথ ক্রুদ্ধাস্তু সচিবা রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥৩২
ববর্ষুঃ শরজালানি ক্রুদ্ধা যুদ্ধবিশারদাঃ। অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ॥৩৩
ইষুভিস্তাডিতাঃ সর্বে প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ। মহোদর-বিরূপাক্ষাদ্যকম্পনপুরোগমাঃ॥৩৪
অথ প্রহস্তস্তু নৃপমিষুবর্ষৈরবাকিরৎ। অপ্রাপ্তানেব তান্ সর্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ॥৩৫
ভুশুণ্ডীভিশ্চ ভল্লৈশ্চ ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ। নররাজেন দহ্যন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা॥৩৬
ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্। তোমরৈশ্চ মহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ॥৩৭

তোমাকে প্রদান করবেন তার কথা বলি শোনো॥২১॥ মান্ধাতা নামে অতি তেজস্বী বিখ্যাত এক মহারাজা রয়েছেন। তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর। তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করবেন॥২২॥ মুনি পর্বতের বাক্য শুনে রাবণ বললো, হে সুব্রত, ঐ নৃপতির অবস্থান কোথায় সবিস্তারে আমা সন্নিকটে তা বর্ণনা করুন॥২৩॥ সেই নরশ্রেষ্ঠ যেখানে থাকেন আমি তথায় গমন করবো। রাবণের বাক্য শুনে মুনিবর বললেন—॥২৪॥ রাজসত্তম রাজা মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র। সাগরান্তা সপ্তদ্বীপা মেদিনী বিজয় করে এই স্থানেই তিনি আগমন করবেন॥২৫॥ ইত্যবসরে ত্রিলোকখ্যাত বরগর্বিত মহাবাহু (রাবণ) অযোধ্যাপতি নৃপতি বীর মান্ধাতাকে দেখতে পেলো॥২৬॥ সপ্তদ্বীপের অধিপতি বিমানে আরূঢ় হয়ে গমন করছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের রথের তুল্য প্রভাবশালী সেই রথ। বিচিত্রবর্ণে সুরঞ্জিত। দেদীপ্যমান। কাঞ্চনময়॥২৭॥ দিব্য গন্ধ এবং অনুলেপনে রঞ্জিত তিনি। সৌন্দর্য প্রভাবে জাজ্বল্যমান। দশগ্রীব তাঁকে বললো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো॥২৮॥ তিনি তখন দশগ্রীবকে উপহাস করে বললেন, রাক্ষস, জীবনের যদি তোমার প্রয়োজন না থাকে, তবেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও॥২৯॥ মান্ধাতার বাক্য শুনে রাবণ বললো, বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হই নি,....॥৩০॥ মনুষ্য, তোমার কাছে রাবণ ভীত হবে? এইপ্রকার বলে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে রাক্ষসেন্দ্র এবার.....॥৩১॥ রণদুর্মদ রাক্ষসদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ দিলো। ক্রুদ্ধ হয়ে দুরাত্মা রাবণের রণকুশলী অমাত্যেরা......॥৩২॥ শরজাল বর্ষণ করতে লাগলো। এই সমর-বিশারদেরা ছিলো ক্রুদ্ধ। বলবান রাজার দ্বারা শিলা-শাণিত শরসমূহ ......॥৩৩॥ তাড়িত হলো সকলে। তাদের মধ্যে ছিলো প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন প্রমুখ পুরোগামী যোদ্ধাগণ॥৩৪॥ কিন্তু প্রহস্ত শরবর্ষণ করে নৃপতিকে আচ্ছন্ন করলো। নৃপশ্রেষ্ঠ সেইসমূহ শর আসতে না আসতেই সেগুলি ছেদন করে ফেললেন॥৩৫॥ তৃণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরকম নররাজ ভুষুণ্ডি, ভল্ল, ভিন্দিপাল এবং তোমরবৃন্দ দ্বারা তাকে দহন করতে লাগলেন॥৩৬॥ নৃপশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় অতীব বেগবান পাঁচটি তোমর দ্বারা তাকে বিদীর্ণ করলেন যেমন অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় শর দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদারণ করেছিলেন॥৩৭॥ তিনি যমতুল্য মুদ্গর বারংবার ঘুরিয়ে অতি বেগে রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে প্রহার

ততো মুহুর্ভ্রাময়িত্বা মুদ্গরং যমসন্নিভম্। প্রাহরৎ সোঽতিবেগেন রাক্ষসস্য রথং প্রতি॥৩৮
স পপাত মহাবেগো মুদ্গরো বজ্রসন্নিভঃ। স তূর্ণং পতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ॥৩৯
তদা স নৃপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদ্গতবলো বভৌ। সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্ট্বা যথাম্বু লবণাম্ভসঃ॥৪০
ততো রক্ষোবলং সর্বং হাহাভূতমচেতসম্। পরিবার্যাথ তং তস্থৌ রাক্ষসেন্দ্রং সমন্ততঃ॥৪১
ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্য রাবণো লোকরাবণঃ। মান্ধাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভৃশম্॥৪২
মূর্ছিতন্তু নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ। চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষ্বেড়ন্তো মহাবলাঃ॥৪৩
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন অযোধ্যাধিপতিস্তদা। দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শত্রুং পূজ্যমানং নিশাচরৈঃ॥৪৪
জাতকোপো দুরাধর্ষশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ। মহতা শরবর্ষেণ পাতয়দ্ রাক্ষসং বলম্॥৪৫
চাপস্যৈব নিনাদেন তস্য বাণরবেণ চ। সঞ্চচাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধৃত ইব সাগরঃ॥৪৬
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং নর-রাক্ষসসঙ্কুলম্। অথাবিষ্টৌ মহাত্মানৌ নর-রাক্ষসসত্তমৌ॥৪৭
কার্মুকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতৌ তদা। মান্ধাতা রাবণং চৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্॥৪৮
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ শরবর্ষং মুমোচতুঃ। তৌ পরস্পরসংক্ষোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ॥৪৯
কার্মুকেঽস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুঞ্চত। আগ্নেয়েন তু মান্ধাতা তদস্ত্রং পর্যবারয়ৎ॥৫০
গান্ধর্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট্। গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাস্ত্রং সর্বভূতভয়াবহম্॥৫১
চোদয়ামাস মান্ধাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ। তদস্ত্রং ঘোররূপন্তু ত্রৈলোক্যভয়বর্ধনম্॥৫২
দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। বরদানাত্তু রুদ্রস্য তপসারাধিতং মহৎ॥৫৩
ততঃ সঙ্কম্পতে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। দেবাশ্চ কম্পিতাঃ সর্বে লয়ং নাগাশ্চ সঙ্গতাঃ॥৫৪

করলেন॥৩৮॥ সেই বজ্রসন্নিভ মুদ্গর মহাবেগে নিপতিত হয়ে ইন্দ্রের ধনুর মতো অবিলম্বে রাবণকে পতিত করলো॥৩৯॥ সেই নরপতি প্রীতিবশে হর্ষে স্ফীতবীর্য হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। লবণ জল যেমন সম্পূর্ণ সাগর স্পর্শ করে বর্ধিত হয়েছিলেন। তেমনি॥৪০॥ তখন রাক্ষসসেনা সকলে হাহাকার করে অচেতন সেই রাক্ষসাধিপতির চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো॥৪১॥ পরে লোকরাবণ লঙ্কেশ বহু বিলম্বে আশ্বস্ত হয়ে মান্ধাতাকে অত্যন্ত বেদনা প্রদান করতে লাগলেন॥৪২॥ নরশ্রেষ্ঠ বেদনায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাবল নিশাচরেরা এই দেখে প্রহৃষ্ট হয়ে আস্ফালন করে সিংহনাদ করতে লাগলো॥৪৩॥ অযোধ্যাপতি মুহূর্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করে স্বীয় শত্রুকে নিশাচর-অমাত্যগণ কর্তৃক পূজিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ হলো॥৪৪॥ দুর্ধর্ষ মান্ধাতা। সূর্য এবং চন্দ্র তুল্য কান্তিমান তিনি। এবার তিনি একাদিক্রমে দারুণ -শরবর্ষণ করে রাক্ষসসেনা বিনাশ করতে লাগলেন॥৪৫॥ সেনাসকল উচ্ছ্বসিত সাগরের মতো তাঁর চাপ এবং শর শব্দে সর্বতোভাবে বিচলিত হলো॥৪৬॥ নরে ও রাক্ষসে সংগ্রাম হয়ে উঠলো ঘোরতর। অনন্তর মহাত্মা নরসত্তম ও রাক্ষসরাজ.....॥৪৭॥ বীরাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কার্মুক এবং অসি ধারণকরত যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মান্ধাতা শরবর্ষণ করতে লাগলেন রাবণের ওপর। রাবণ বাণনিক্ষিপ্ত করতে লাগলেন রাজার ওপরে॥৪৮॥ পরস্পরের সংক্ষোভবশে তাঁরা উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন॥৪৯॥ রাক্ষস কার্মুকে রৌদ্রাস্ত্র স্থাপন করে সন্ধান করলে নরপতি মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্রে সেই অস্ত্র নিবারণ করলেন॥৫০॥ দশগ্রীব গর্ন্ধব অস্ত্র দ্বারা প্রহার করলো। মান্ধাতা তা বারণ অস্ত্রে নিবারণ করলেন। অনন্তর রাবণ সর্বলোকের ভয়প্রদ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলো॥৫১॥ মান্ধাতা প্রয়োগ করলেন দিব্য পাশুপত অস্ত্র। ত্রিলোকের ভয়বর্ধনকারী ঘোররূপ তাঁর অস্ত্র নিরীক্ষণ করে.....॥৫২॥ নিখিল চরাচরের প্রাণীপুঞ্জ ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কম্পিত হতে লাগলো সমগ্র ত্রিলোক। পাশুপত অস্ত্র তপস্যার দ্বারা রুদ্রের বরদান প্রভাবে লব্ধ॥৫৩॥ সচরাচর ত্রিলোক কাঁপছে। কাঁপছেন দেবগণ সকলে। নাগগণ হলেন লয়প্রাপ্ত॥৫৪॥ সেই মুনিসত্তম দু'জনে পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে এটি দেখতে পেলেন।

অথ তৌ মুনিশার্দূলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্। পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসতুর্নৃপম্॥৫৫
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্। তৌ তু কৃত্বা তদা প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা।
সম্প্রস্থিতৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ॥৫৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রমায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৩)।

তাঁরা নিবারণ করলেন নৃপতিকে.... ॥৫৫॥ এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে। তাঁরা তাঁদেরকে নিবারিত করলেন সোপালম্ভ বিবিধবাক্যে। পরিশেষে তাঁরা তৎকালে নর ও রাক্ষসের প্রীতিবন্ধন করে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই প্রস্থান করলেন॥৫৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৩) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৪ ॥

সোমলোকং গন্তুমুদ্যতং রাবণং প্রতি পিতামহস্যোক্তির্বরপ্রদানাঞ্চ

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। দশযোজনসাহস্রং প্রথমন্তু মরুৎপথম্॥১
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং হি হংসাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ। অথ ঊর্ধ্বং তু গত্বা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্॥২
দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে। তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যশঃ স্থিতাঃ॥৩
আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ। অথ গত্বা তৃতীয়ন্তু বায়োঃ পন্থানমুত্তমম্॥৪
নিত্যং যত্র স্থিতা সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ। দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ॥৫
চতুর্থং বায়ুমার্গন্তু শীঘ্রং গত্বা পরন্তপ। বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাশ্চ সবিনায়কাঃ॥৬
অথ গত্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্। দশৈব চ সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ॥৭
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ। কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্॥৮
গঙ্গাতোয়েষু ক্রীডন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্বশঃ। ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেশলীকৃতম্॥৯
জলং পুণ্যং প্রপততি হিমং বর্ষতি রাঘব। ততো জগাম ষষ্ঠং স বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে॥১০

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৪

সোমলোকগামী রাবণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার উক্তি। এবং বরপ্রদান।

অনন্তর বিপ্রদ্বয় চলে গেলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ দশসহস্র যোজন পরিমিতস্থানে বায়ুপথে গমন করলো॥১॥ সেখানে সর্বগুণে গুণান্বিত হংসসমূহ সর্বদা অবস্থান করে। তার উপরে হলো দ্বিতীয় বায়ুপথ॥২॥ এটিও দশসহস্র যোজন বলে পরিগণিত হয়। ঐস্থানে সর্বদা অবস্থান করে ত্রিবিধ মেঘ *(অগ্নিজ, পক্ষজ এবং ব্রহ্মজ মেঘ এই তিনরকমের। অগ্নিসম্ভূত বাষ্প থেকে যে মেঘের উৎপত্তি তাই অগ্নিজ, ইন্দ্র পর্বতের পক্ষ ছেদন করেন। সেই পক্ষ থেকে যে মেঘ উদ্‌ভূত হয় তাইই হলো পক্ষজ। আর যে মেঘ ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে জন্মায় তাই হলো ব্রহ্মজ)* ॥৩॥ এই ত্রিবিধ মেঘ হলো অগ্নিজ, পক্ষজ এবং ব্রহ্মজ। এবার সে দ্বিতীয় বায়ুপথ অতিক্রম করে অত্যুত্তম তৃতীয় বায়ুপথে গেলো॥৪॥ এই বায়ুপথের পরিমাণও দশসহস্র যোজন। মনস্বী, সিদ্ধ এবং চারণেরা এই স্থানে নিয়ত অধিষ্ঠান করেন॥৫॥ হে পরন্তপ (রাম), এবার সে চতুর্থ বায়ুমার্গে গমন করলো। এইখানে ভূত এবং বিনায়কবর্গের নিত্য বসতি॥৬॥ অতঃপর ত্বরিতে সে পঞ্চম বায়ুগোচরে প্রস্থান করলো। এই বায়ুমার্গের পরিমাণও ছিলো দশসহস্র যোজন পরিমাণ॥৭॥ নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা এবং কুমুদ-প্রমুখ নাগসকলের সেখানে অধিষ্ঠান। সেখানে অধিষ্ঠান করছে সেইসমূহ হস্তী যারা শীকর বর্ষণ করে *(শীকর—জলবিন্দু)* ॥৮॥ তারা সকলে গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করছে। গঙ্গার পুণ্যধারা বারংবার বর্ষণ করছে। সেখানে বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত রবিকরভ্রষ্ট.... ॥৯॥ পবিত্রজল পতিত হচ্ছে। হচ্ছে হিমবৃষ্টি। হে মহাতেজস্বী (রাম), পরে সেই দশানন ষষ্ঠ বায়ুমার্গে গমন করলো॥১০॥

যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ। যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসৎকৃতঃ॥১১
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি। সপ্তমে বায়ুমার্গে চ যত্রৈতে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ॥১২
অত উর্ধ্বন্তু গত্বা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু। অষ্টমং বায়ুমার্গন্তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা॥১৩
আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা। বায়ুনা ধার্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা॥১৪
অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি। অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ॥১৫
চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র নক্ষত্রগ্রহসংযুতঃ। শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ॥১৬
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্বসত্ত্বসুখাবহাঃ। ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দহন্নিব॥১৭
স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্ রাবণং তদা। নাসহংস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীডিতাঃ॥১৮
রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোঽথৈনমব্রবীৎ। রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্তাম ইতো বয়ম্॥১৯
চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ। স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশোর্দহনাত্মকঃ॥২০
এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। বিস্ফার্য ধনুরুদ্যম্য নারাচৈস্তমপীডয়ৎ॥২১
অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সোমলোকং ত্বরান্বিতঃ। দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্ বিশ্রবসঃ সুত॥২২
গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীডয়স্ব বৈ। লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ॥২৩
মন্ত্রং চেমং প্রদাস্যামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা। যস্ত্বিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥২৪
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্দেবমব্রবীৎ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত॥২৫
যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্মিক। যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ॥২৬

পরিমাণে এটিও দশসহস্র যোজন। গরুড় যেখানে জ্ঞাতি ও বান্ধবজনে পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছেন॥১১॥ তার উর্ধ্বে দশসহস্র যোজন পরিমাণ স্থান সপ্তম বায়ুপথ। সেখানে ঋষিগণ অধিষ্ঠান করেন॥১২॥ ঊর্ধ্বে আরও দশসহস্র যোজন জুড়ে অষ্টম বায়ুমার্গ। সেখানে অধিষ্ঠিতা আছেন গঙ্গা॥১৩॥ আদিত্যপথে প্রতিষ্ঠিতা তিনি। আকাশ-গঙ্গা নামে খ্যাতা। মহা বেগবতী ইনি। অতিশয় শব্দকারিণী। বায়ুকর্তৃক ধৃতা তিনি॥১৪॥ অতঃপর তার ঊর্ধ্বস্থান বর্ণনা করছি। সেখানে চন্দ্রমার অবস্থান। অষ্টম বায়ুমার্গের উপরে আশীহাজার যোজন পরিমাণ স্থানব্যাপী....॥১৫॥ চন্দ্রমা গ্রহনক্ষত্রসমূহে সংলগ্ন হয়ে অধিষ্ঠান করছেন। সকল প্রাণীর সুখদায়ী শতসহস্র রশ্মিমালা চন্দ্রমণ্ডল থেকে বিনিঃসৃত লোকসমূহকে প্রকাশিত করছে। চন্দ্রমা দৃষ্টিমাত্রই দশাননকে যেন দহন করলেন॥১৬-১৭॥ অবিলম্বে তিনি শীতাগ্নি দিয়ে রাবণকে সর্বতোভাবে দগ্ধ করলেন। তার সচিবসকলে শীতাগ্নির ভয়ে ব্যথিত হয়ে তা আর সহ্য করতে পারলো না॥১৮॥ এবারে প্রহস্ত 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করে রাবণকে বললো, রাজন্, শীতে আমরা বিনষ্ট হচ্ছি। তাই এখান থেকে আমরা ফিরে যাবো॥১৯॥ রাক্ষসাধিপ, শীতাংশু চাঁদের স্বভাবই হলো দহনকারক। তার রশ্মি প্রতাপে রাক্ষসদের মনে ভীতি উপস্থিত॥২০॥ প্রহস্তের এই বার্তা শুনে রাবণ ক্রোধান্বিত হলো। কার্মুক তুলে আস্‌ফালন করে নারাচ-নিচয় দ্বারা চন্দ্রমাকে পীড়িত করলো॥২১॥ তৎকালে ব্রহ্মা ত্বরিতে সোমলোকে আগমনকরত রাক্ষসাধিপতিকে বললেন, হে সাক্ষাদ্ বিশ্রবাসুত, হে মহাবাহু দশগ্রীব....॥২২॥ চন্দ্রমাকে তুমি পীড়ন কোরো না। এখান থেকে তুমি শীগগির প্রস্থান করো। কেননা মহাদ্যুতিময় এই দ্বিজরাজ লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী॥২৩॥ তবে আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করবো। যেসময়ে প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায় সেসময়ে এই বক্ষমান মন্ত্র যে সর্বদা স্মরণ করে, সে কখনো মৃত্যুর বশীভূত হয় না॥২৪॥ এই বচন শুনে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবপিতামহকে বললো, হে লোকনাথ, হে মহাব্রত দেব, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন,....॥২৫॥ আর মন্ত্র যদি আমাকে প্রদানের যোগ্য হয় তাহলে তা আমাকে প্রদান করুন। হে মহাভাগ, হে ধর্মিক, যে মন্ত্র জপকরত আমি নির্ভয় হবো দেবতাগণের,....॥২৬॥ দানবসকল,

অসুরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু। ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ॥২৭
এবমুক্তো দশগ্রীবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ॥২৮
অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্। জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি॥২৯
অজপ্ত্বা রাক্ষসপতে ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব॥৩০
মন্ত্রপ্রকীর্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্। নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত॥৩১
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন। বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ॥৩২
অর্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ। হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনো বলঃ॥৩৩
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ। মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ॥৩৪
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ। দেবান্তগস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ॥৩৫
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ। জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ॥৩৬
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্বাত্মা সর্বভাবনঃ। সর্বগঃ সর্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ॥৩৭
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জটীস্তথা। মাননীয়শ্চ ওঙ্কারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ।
মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ॥৩৮
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্। অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্যনিভস্তথা॥৩৯
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ। ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ॥৪০
জ্বরহর্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ। উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ॥৪১
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ। বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্ প্রদক্ষিণবামনঃ॥৪২
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্। শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা॥৪৩

অসুরসমূহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে। আপনার প্রসাদে আমি যে অজেয় হবো—এতে সংশয় নেই *(পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়-প্রমুখ বলবান পক্ষীও বর্তমান। সে কথা স্মরণে এনেই বলবান রাবণের এই বক্তব্য)* ॥২৭॥ দশরথের এই বাক্য শ্রুত হয়ে ব্রহ্মা বললেন, হে রাক্ষসাধিপ, প্রাণ-বিনাশের সময়েই এই মন্ত্র জপ করা উচিত। নিত্য জপ করা কর্তব্য নয়॥২৮॥ হে রাক্ষসপতে, অক্ষসূত্র গ্রহণ করেই এই শুভ মন্ত্র জপ করতে হয়। তাই মন্ত্র জপ করেই তুমি অজেয় হবে॥২৯॥ হে রাক্ষসপতি, মন্ত্র জপ না করে তো তোমার সিদ্ধিলাভ হবে না। তাই হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মন্ত্রটি বলি, শোনো॥৩০॥ মন্ত্র সঙ্কীর্তন করেই তুমি যুদ্ধজয় করবে। হে সুরাসুর-নমস্কৃত দেবদেবেশ,.....॥৩১॥ ব্যাঘ্রাজিন-বসনধারিন্ মহাদেব, তুমি-ভূত, ভবিষ্যৎ, বাল-বৃদ্ধ এবং হরির মতো নয়ন-সমন্বিত,.....॥৩২॥ তাই তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি ত্রিলোকের প্রভু এবং ঈশ্বর। তুমি অর্চনীয়। তুমিই হর, হরিতনেমী, যুগান্তদহন, বল,....॥৩৩॥ গণেশ, লোকশম্ভু, লোকপাল, মহাভুজ, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর—তোমায় নমস্কার॥৩৪॥ তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তগ, তপস্যা পারগামী, অব্যয় ও পশুপতি—তোমায় নমস্কার॥৩৫॥ তুমিই শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মহাযশা ও মুকুটী॥৩৬॥ তুমিই ভূতেশ্বর। গণাধ্যক্ষ তুমি। সর্বাত্মা। সর্বভাবন তুমি। সর্বজ্ঞ। সর্বগ ও সর্বহারী তুমিই। স্রষ্টা তুমি। তুমি অব্যয় এবং জগদ্‌গুরু॥৩৭॥ কমণ্ডলুধারী দেবতা তুমি। পিনাকী। ধূর্জটী। মাননীয়, ওঁ-কার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ। তুমিই মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র এবং সুব্রত॥৩৮॥ তুমি ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী-বীণা-পণব-তূণধারী, উদীয়মান সূর্যের মতো দর্শনীয় এবং অমর॥৩৯॥ তুমি শ্মশানবাসী। ভগবান। অনিন্দিত। উমাপতি। ভগলোচননিপাতকারী। পূষা ও দশননাশন॥৪০॥ তুমি জ্বরহর্তা। তুমি পাশহস্ত। প্রলয়রূপ কাল তুমি। উলকামুখ, অগ্নিকেতু এবং প্রদীপ্ত বিশাম্পতি মুনি॥৪১॥ তুমি চতুর্থ লোকসত্তম, বেপনকর, উন্মাদী। তুমিই বামন, বামদেব। এবং প্রাক-প্রদক্ষিণ বামন॥৪২॥ তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী ও কুটিল। তুমি শক্রহস্ত প্রতিষ্টম্ভী। এবং বসুস্তম্ভন॥৪৩॥ ঋতু, ঋতুকর, কাল তুমি। তুমি মধু এবং

ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকলোচনঃ। বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ॥৪৪
জগদ্ধাতা চ কর্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ। ধর্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্মা ভূতভাবনঃ॥৪৫
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্যাযুতসমপ্রভঃ। দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা॥৪৬
নর্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ। ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্বজীবময়স্তথা॥৪৭
সর্বতূর্যনিনাদী চ সর্ববন্ধবিমোক্ষকঃ। মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্বদা নিধনোত্তমঃ॥৪৮
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্বহরস্তথা। হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ॥৪৯
ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্। সর্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্।
জপ্তমেতদ্দশগ্রীব কুর্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৪)।

মধুলোচন। বানস্পত্য তুমি। তুমিই বাজসন। এবং নিত্যাশ্রম পূজিত॥৪৪॥ জগতের ধাতা তুমি। তুমি কর্তা। শাশ্বত-পুরুষ তুমি। ধ্রুব। ধর্মাধক্ষ্য তুমি। বিরূপাক্ষ। ত্রিধর্ম। ভূতভাবন॥৪৫॥ তুমি ত্রিনেত্র। বহুরূপধারী। সূর্যসম সমুজ্জ্বল। দেবদেব তুমি। অতিদেব। এবং চন্দ্রাঙ্কিত জট॥৪৬॥ নর্তক তুমি। লাসক। পূর্ণচন্দ্রের মতো আনন তোমার। ব্রহ্মণ্য, শরণ্য এবং সর্বজীবময়॥৪৭॥ সর্বতূর্যনিনাদী তুমি। সকল বন্ধন-বিমোচক। মোহন। বন্ধন। এবং সতত তুমি সংহারকারী॥৪৮॥ তুমি পুষ্পদন্ত। বিভাগ। মুখ্য। সর্বহর। তুমি হরিৎশ্মশ্র। ধনুর্ধর। ভীম এবং ভীম পরাক্রম তুমি *(তোমায় প্রণাম করি)* ॥৪৯॥আমার উচ্চারিত পুণ্যময় এই অষ্টোত্তর শতনামসমূহ পাপের অপহারক। শরণার্থীগণের শরণ্য। পুণ্যকর। দশগ্রীব, এই নামের জপে সমূহ শত্রু নাশ হয়॥৫০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৪) সমাপ্ত হলো।

॥ চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

রাবণেনাপহৃতানাং দেবাদীনাং কন্যানাং স্ত্রীণাঞ্চ বিলাপঃ, শাপদানম্, রাবণেন রুদত্যাঃ শূর্পণখায়া আশ্বাসনম্, খরেণ সহ দণ্ডকারণ্যে প্রেষণঞ্চ

নিবর্তমানঃসংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্। জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষি-দেব-দানবকন্যকাঃ॥১
দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃ কন্যাং স্ত্রীং বাপি পশ্যতি। হত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ॥২
এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ। যক্ষ-দানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ॥৩
তা হি সর্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্। তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্॥৪

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

রাবণ দ্বারা অপহৃতা দেবকন্যা এবং স্ত্রীগণের বিলাপ এবং শাপ। ক্রন্দনপরায়ণা শূর্পনখার প্রতি রাবণের আশ্বাস। খরের সঙ্গে শূর্পনখাকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ।

প্রত্যাবর্তন পথে রাবণ অতীব হৃষ্ট ও হ্লাদিত ছিলো। পথিমধ্যে সে বহু নৃপতি, ঋষি, দেবতা এবং দানবের কন্যাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে গেলো॥১॥ রাক্ষস (রাবণ) যে কন্যাকে দর্শনীয় রূপ এবং সৌন্দর্যযুক্তা দেখলো তার (কন্যার) রক্ষক বন্ধু-বান্ধবকে হত্যা করে তাকেই সে বিমানে রুদ্ধ করে ফেললো॥২॥ অনুরূপভাবে নাগ, রাক্ষস, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ এবং দানবদের বহুসংখ্যক কন্যাকে সে বিমানে আরোহণ করালে *(অপহরণ করে)*॥৩॥ কন্যারা সকলে একযোগে দুঃখে অশ্রুপাত করতে লাগলো। শোকাগ্নি এবং ভয়সঞ্জাত সেই অশ্রুধারা ছিলো অগ্নিকুল উত্তপ্ত ॥৪॥ নদীসমূহ যেভাবে

তাভিঃ সর্বানবদ্যাভির্নদীভিরিব সাগরঃ। আপূরিতং বিমানং তদ্ ভয়শোকাশিবাশ্রুভিঃ॥৫
নাগ-গন্ধর্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ। দৈত্য-দানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোঽরুদন্॥৬
দীর্ঘকেশ্যঃ সুচার্বঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ। পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদিসমপ্রভাঃ॥৭
রথকূবরসঙ্কাশৈঃ শ্রোণিদেশৈর্মনোহরাঃ। স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যা নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ॥৮
শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ সুমধ্যমাঃ। তাসাং নিশ্বাসবাতেন সর্বতঃ সম্প্রদীপিতম্॥৯
অগ্নিহোত্রমিবাভাতি সন্নিরুদ্ধাগ্নিপুষ্পকম্। দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্তু শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ॥১০
দীনবক্ত্রেক্ষণাঃ শ্যামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব। কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র কিং নু মাং ভক্ষয়িষ্যতি॥১১
কাচিদ্দধ্যৌ সুদুঃখার্তা অপি মাং মারয়েদয়ম্। ইতি মাতৄঃ পিতৄন্ স্মৃত্বা ভর্তৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ॥১২
দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ। কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা॥১৩
কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে। হা কথং নু করিষ্যামি ভর্তুস্তস্মাদহং বিনা॥১৪
মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্। কিং নু তদ্দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্॥১৫
এবং স্ম দুঃখিতাঃ সর্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে। ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্যাস্যান্তমাত্মনঃ॥১৬
অহো ধিঙ্ মানুষং লোকং নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ। যদ্ দুর্বলা বলবতা ভর্তারো রাবণেন নঃ॥১৭
সূর্যেণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ। অহো সবলবদ্ রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে॥১৮
অহো দুর্বৃত্তমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে। সর্বথা সদৃশস্তাবদ্ বিক্রমোঽস্য দুরাত্মনঃ॥১৯

সাগরকে পূর্ণ করে ঠিক সেইমতোই অনিন্দিত সুন্দরী ঐ কন্যাদের ভয় ও শোকজাত অমঙ্গলকর অশ্রুবারি বিমানকে (পুষ্পক বিমান) পূর্ণ করলো॥৫॥ নাগ, গন্ধর্ব, মহর্ষি, দৈত্য এবং দানবদের শ'য়ে শ'য়ে কন্যা বিমানোপরি ক্রন্দন করতে লাগলো॥৬॥তাদের কেশদাম দীর্ঘ। অঙ্গ সুচারু এবং মনোহর। মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো। স্তনের তটপ্রান্ত স্থূল, মধ্যভাগ বজ্রমণির বেদীর মতো প্রভাসম্পন্ন॥৭॥নিতম্বপ্রদেশ রথের কূবর-এর মতো অতীব মনোহর। এই স্ত্রীগণ ছিলো সুরাঙ্গনাতুল্য দীপ্তিমতী এবং উত্তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণের মতো উজ্জ্বল কান্তিময়ী॥৮॥ সুমধ্যমা ঐ সুন্দরীরা শোক, দুঃখ, ভয়ে ত্রস্ত, এবং বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। তাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে চারদিক সন্তাপিত হচ্ছিলো॥৯॥ যে গৃহে অগ্নি স্থাপিত, সেই অগ্নিহোত্র গৃহের মতোই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো পুষ্পক রথ। অপহৃতা স্ত্রীসকল দশগ্রীবের বশীভূত হওয়ায় শোকাকুলা হয়ে পড়লো॥১০॥ সিংহের বশীভূত মৃগের মতো তাদের মুখ এবং নয়নে দীনতা প্রকটিত হলো। মুখ-চোখ কালো হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চিন্তা করতে লাগলো এ (রাক্ষস) কি আমাকে ভক্ষণ করবে?॥১১॥ কেউ অতীব দুঃখপীড়িত হয়ে চিন্তা করলে, এ (এই রাক্ষস) আমাকে মেরেই ফেলবে। এবার তারা মাতা, পিতা, স্বামী এবং ভ্রাতা-প্রমুখকে স্মরণ করে,.....॥১২॥ দুঃখ এবং শোকে অভিভূত হয়ে অপরাপর স্ত্রীগণের সঙ্গে একযোগে বিলাপ করতে লাগলো—হায়, আমাকে না পেয়ে আমার পুত্র কিভাবে থাকবে?.....॥১৩॥ আমার মায়ের দশা কি হবে? আমার ভাই কতোই না চিন্তা করবে?—এই বলে তারা শোকসায়রে নিমজ্জিত হলো। হায়, আমি পতিদেবতাকে ত্যাগ করে কি করবো?॥১৪॥ হে মৃত্যুদেবতা, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে দুঃখভাগিনী আমাদেরকে গ্রহণ করো। পূর্বজন্মে আমরা অন্যদেহে কি দুষ্কর্ম করেছিলাম, যার,.....॥১৫॥ জন্যে আজ দুঃখিত হয়ে শোকসাগরে পতিত হলাম। আমরা আমাদের দুঃখের শেষ দেখতে পাচ্ছি না॥১৬॥ অহো, এই মনুষ্যলোককে ধিক্! এর অপেক্ষা অধম লোক আর নাই। এখানে বলবান রাবণের দ্বারা আমাদের বীর পতিগণ বিনষ্ট হয়েছেন...॥১৭॥ ঠিক তেমনিভাবে, যেমন সূর্যদেবের উদয়কালে নক্ষত্রেরা বিনষ্ট হয়। অহো, এই অতি বলশালী রাক্ষস কেবল বধোপায়ের কারণে অতীব আসক্ত॥১৮॥ হায়, এই রাক্ষস দুরাচারী হয়ে নিজের নিন্দিত কার্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে না। এই দুরাত্মা পরাক্রম সবদিক থেকেই এরই অনুরূপ॥১৯॥ এই

ইদং ত্বসদৃশং কর্ম পরদারাভিমর্শনম্। যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ॥২০
তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ। সতীভির্বরনারীভিরেবং বাক্যেঽভ্যুদীরিতে॥২১
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ খস্থাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ। শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিষ্প্রভঃ॥২২
পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব। এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥২৩
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ। এতস্মিন্নন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী॥২৪
সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা। তাং স্বসারং সমুত্থাপ্য রাবণঃ পরিসান্ত্বয়ন্॥২৫
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বক্তুকামাসি মাং দ্রুতম্। সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ॥২৬
কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ। এতে রাজংস্ত্বয়া বীর্যাদ্ দৈত্যা বিনিহতা রণে॥২৭
কালকেয়া ইতি খ্যাতাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ। প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্তা মহাবলঃ॥২৮
সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা। ত্বয়াস্মি নিহতা রাজন্ স্বয়মেব হি বন্ধুনা॥২৯
রাজন্ বৈধব্যশব্দঞ্চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতং হ্যহম্। ননু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষ্বপি॥৩০
স ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে। এবমুক্তো দশগ্রীবো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া॥৩১
অব্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্বমিদং বচঃ। অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্বশঃ॥৩২
দান-মান-প্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ। যুদ্ধপ্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপঞ্ছরান্॥৩৩
নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে। জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্মদঃ॥৩৪

পরদার-হরণ স্বরূপ দুষ্কর্ম তার যোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরস্ত্রীতে আসক্তচিত্ত.... ॥২০॥ তাই স্ত্রীর কারণেই এই দুর্মতি বিনাশপ্রাপ্ত হবে। শ্রেষ্ঠা সতীসাধ্বী নারীরা এইমতো উচ্চারণ করলে.... ॥২১॥ আকাশে দুন্দুভি বাদ্য শোনা গেলো। পুষ্পকবৃষ্টি হতে লাগলো। স্ত্রীগণ দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত ও শক্তিহীন সে (রাবণ) নিষ্প্রভের মতো হয়ে পড়লো॥২২॥পতিব্রতা, সাধ্বী নারীগণের বাক্য শুনে সে (রাবণ) উদ্‌বেগ বোধ করলো এবং নারীদের সেই বিলাপ শুনতে শুনতে সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ.... ॥২৩॥ রাক্ষসদের দ্বারা পূজিত হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো। সেইসময়ে ইচ্ছানুসারে রূপধারণে সমর্থা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী.... ॥২৪॥ভূমিতে পতিত হলো। রাবণেরই বোন সে (শূর্পণখা)। রাবণ নিজ ভগ্নীকে মাটি থেকে তুলে সান্ত্বনা দিলো॥২৫॥ বললো, ভদ্রে, অতি ব্যগ্রতায় তুমি এখন আমাকে কি বলতে চাইছো? চক্ষু রক্তবর্ণ তার। বাষ্প পরিপূরিত নেত্রে সে (শূর্পণখা) বাক্য বললো॥২৬॥ রাজন্, তুমি বলবান। এজন্যে তুমি আমাকে বলপূর্বক বিধবা করেছো। রাজা, স্বীয় পরাক্রমে তুমি যুদ্ধে যে দৈত্যদেরকে সংহার করেছো.... ॥২৭॥ তার মধ্যে চোদ্দ হাজার ছিলো কালকেয় নামে খ্যাত। তাদের মধ্যেই ছিলো আমার প্রাণাধিক মহাবলশালী পতি॥২৮॥ নামেমাত্র তুমি আমার ভ্রাতা, আসলে তুমি আমার শত্রু। রাজন্ স্বয়ং তোমার দ্বারাই আমি নিহতা হলাম *(পতি যেহেতু নিহত, শূর্পণখা নিজেকে অনাথা তথা নিহতা বলে ব্যাখ্যা করছে)* ॥২৯॥ রাজন্, তোমার কারণেই আমি আজ 'বৈধব্য' শব্দভাগিনী *(সকলে আমাকে বিধবা নামে ডাকবে)*। রাক্ষস, পিতৃতুল্য অগ্রজ তুমি, যুদ্ধে জামাতাকে ধ্বংস করলে *(বড়োভাই পিতৃতুল্য। রাবণ শূর্পণখার বড়োভাই। এখানে কন্যাতুল্যা শূর্পণখার স্বামীও সম্পর্কের সূত্রে রাবণের জামাতাতুল্য। সূক্ষ্মবিচারে জামাতা-ই। রাবণ এখানে ভগ্নিপতি বধ করেও জামাতাবধের দোষে দুষ্ট—শূর্পণখার অভিযোগ)* ॥৩০॥ তাকে হত্যা করেও তুমি লজ্জিত নও। কাঁদতে কাঁদতে ভগ্নী (রাবণের) রাবণকে এই কথা বললো॥৩১॥ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্তভাবে সে (রাবণ) তখন বলতে লাগলো, বৎসে, তুমি কেঁদো না। এবং কোনোদিক থেকে ভীতাও হয়ো না॥৩২॥ দান, মান ও অনুগ্রহের দ্বারা আমি তোমাকে সযত্নে সন্তুষ্ট করবো। যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে কেবলমাত্র বিজয় আকাঙ্ক্ষায় বান নিক্ষেপ করে চলেছিলাম। আমার চিত্ত সুস্থির ছিলো না॥৩৩॥ যুদ্ধকালে আমার আত্ম-পর জ্ঞান ছিলো না। রণোন্মত্ত অবস্থায় আমি জামাতাকে বুঝতে পারি নি। তাই অস্ত্রপ্রহার করেছিলাম॥৩৪॥ ভগ্নি, এজন্যেই তোমার

তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্তা তব স্বসঃ।
অস্মিন্ কালে তু যৎপ্রাপ্যং তৎকরিষ্যামি তে হিতম্॥৩৫
ভ্রাতুরৈশ্বর্যযুক্তস্য খরস্য বস পার্শ্বতঃ। চতুর্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি॥৩৬
প্রভুঃ প্রয়াণে দানে চ রাক্ষসানাং মহাবলঃ। তত্র মাতৃষ্বসেয়স্তে ভ্রাতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ॥৩৭
ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ। শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং বীরো দণ্ডকান্ পরিরক্ষিতুম্॥৩৮
দূষণোঽস্য বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ। তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি তদা খরঃ॥৩৯
রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি। এবমুক্ত্বাদশগ্রীবঃ সৈন্যমস্যাদিদেশ হ॥৪০
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্যশালিনাম্। স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈ রাক্ষসৈর্ঘোরদর্শনৈঃ॥৪১
আগচ্ছত খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ। স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যবসদ্ দণ্ডকে বনে॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

স্বামী যুদ্ধে আমার হাতে নিহত হয়েছে। এখন যা কর্তব্য আমি তোমার হিতার্থে তাইই করবো॥৩৫॥ তুমি ঐশ্বর্যশালী ভ্রাতা খরের কাছে যাও। চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি হবে সে॥৩৬॥ মহাবলশালী খর রাক্ষসদের প্রভু। সে তাদেরকে যত্রতত্র প্রেরণ করতে এবং অন্নবস্ত্র প্রভৃতি দান করতে সমর্থ। তোমার মাসতুতো ভাই সে। সর্বকর্মে নিপুণ॥৩৭॥ সেই নিশাচর সর্বদাই তোমার আদেশের প্রতিপালক হবে। শীগ্‌গিরই ঐ বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষার্থে ওখানে গমন করবে॥৩৮॥ মহাবলশালী দূষণ হবে তার সেনাপতি। পরাক্রমী খর সতত তোমার বাক্য প্রতিপালন করবে॥৩৯॥ ইচ্ছানুক্রমে রূপধারণে সমর্থ রাক্ষসদের প্রভু হবে সে। এই বলে দশগ্রীব সৈন্যদের আদেশ দিলেন....॥৪০॥ চোদ্দ হাজার বীর্যবান রাক্ষসসেনা যাবে (দণ্ডকায়)। ভীষণ-দর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হয়ে.....॥৪১॥ খর দ্রুত অকুতোভয় হয়ে দণ্ডকায় উপস্থিত হলো। নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলো। দণ্ডকা অরণ্যে শূর্পণখাও বসবাস করতে লাগলো ॥৪২॥
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

যজ্ঞেন মেঘনাদস্য সাফল্যম্, রাবণসমীপে বিভীষণস্য পরস্ত্রীহরণজনিতদোষকথনম্,
কুম্ভীনস্যৈ আশ্বাসদানম্, মধুনা সহ স্বর্গলোকাক্রমণঞ্চ

স তু দত্ত্বা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্য তৎ। ভগিনীঞ্চ সমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ স্বস্থতরোঽভবৎ॥১
ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্। রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ॥২

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

যজ্ঞে মেঘনাদের সাফল্য। বিভীষণকর্তৃক রাবণের পরদারহরণের দোষ-বর্ণনা। কুম্ভীনসীকে আশ্বাসদান।
মধুকে সঙ্গে করে রাবণের স্বর্গলোক আক্রমণ।

দশগ্রীব রাবণ খরকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনা দিয়ে শেষে বোনকে (শূর্পণখা) আশ্বাস দিলো। এবারে সে হৃষ্ট এবং স্বস্থচিত্ত হলো ॥১॥ অতঃপর রাক্ষসরাজ (রাবণ) লঙ্কানগরীস্থিত উত্তম নিকুম্ভিলা নামক উপবনে পারিষদবর্গসহ করলো প্রবেশ॥২॥ সে (রাবণ) স্বীয় তেজে যেন দেদীপ্যমান। তথায় (নিকুম্ভিলা

ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্। দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্বলন্নিব॥৩
ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্। দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥৪
তং সমাসাদ্য লঙ্কেশঃ পরিষ্বজ্যাথ বাহুভিঃ। অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্তসে ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥৫
উশনা ত্বব্রীবৎ তত্র যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ॥৬
অহমাখ্যামি তে রাজন্ শ্রূয়তাং সর্বমেব তৎ। যজ্ঞান্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তান্তে বহুবিস্তরাঃ॥৭
অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ। রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা॥৮
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে। বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ॥৯
কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্। মায়াঞ্চ তামসীং নাম যয়া সম্পদ্যতে তমঃ॥১০
এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর। প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি জ্ঞাতুং সুরাসুরৈঃ॥১১
অক্ষয়াবিষুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সুদুর্জয়ম্। অস্ত্রঞ্চ বলবদ্ রাজঞ্ছত্রুবিধ্বংসনং রণে॥১২
এতান্ সর্বান্ বরাংল্লব্ধবা পুত্রস্তেঽয়ং দশানন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ত্বাং দিদৃক্ষন্ স্থিতো হ্যহম্॥১৩
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্। পূজিতা শত্রবো যস্মাদ্ দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ॥১৪
এহীদানীং কৃতং যদ্ধি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ। আগচ্ছ সৌম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি॥১৫
ততো গত্বা দশগ্রীবঃ স পুত্রঃ সবিভীষণঃ। স্ত্রিয়োঽবতারয়ামাস সর্বাস্তা বাষ্পগদ্গদাঃ॥১৬
লক্ষিণ্যো রত্নভূতাশ্চ দেব-দানব-রক্ষসাম্। তস্য তাসু মতিং জ্ঞাত্বা ধর্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ॥১৭

উপবনে) উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো একটি যজ্ঞ সেখানে সম্পন্ন হচ্ছে। যজ্ঞটি শতযূপে পরিব্যপ্ত ছিলো। ছিলো মনোহর দেবগৃহে সুসজ্জিত॥৩॥সেখানে পুত্র মেঘনাদকে সে দেখলো। তখন মেঘনাদ কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম পরিহিত হয়েছিলো এবং কমণ্ডলু; শিখা এবং ধ্বজধারী ধারণ করায় তাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো॥৪॥ তার কাছে গিয়ে, লঙ্কাপতি বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললো, আমাকে যথাযথভাবে বলো, কোন কার্যে তুমি ব্রতী হয়েছো?॥৫॥ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বাক্য বললেন মহাতপস্বী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, (শুক্রাচার্য) যিনি যজ্ঞসম্পত্তির সমৃদ্ধির জন্য পুরোহিত পদে ব্রতী ছিলেন *(যেহেতু ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তাই যজ্ঞের নিয়মানুসারে মৌনব্রত পালন করছিলেন। তাঁর হয়ে রাবণকে উত্তর দিলেন যজ্ঞের পুরোহিত শুক্রাচার্য)* ॥৬॥ রাজন্, আমিই আপনাকে সবকিছু বলছি। আপনি শুনুন। আপনার পুত্র বহু বিস্তারের সঙ্গে সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে॥৭॥ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ এবং বৈষ্ণব যজ্ঞ... ॥৮॥ সমাপনান্তে দুর্লভ মাহেশ্বর যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষাৎ পশুপতির বরলাভ করেছে আপনার পুত্র॥৯॥ প্রাপ্ত হয়েছে ইচ্ছানুসারে এখানে ওখানে গমনশীল অন্তরীক্ষগামী দিব্য এক রথ। এতে তামসী নামক মায়া উৎপন্ন হয়ে অন্ধকারের সৃষ্টি হয় *(প্রয়োজনে এই রথের প্রভাবে তামসী মায়া তৈরী করে অন্ধকার সৃষ্টি করা সম্ভব)* ॥১০॥হে রক্ষোপতি, সমরসময়ে যদি এই মায়া প্রযুক্ত করা হয়, তাহলে না দেবতা, না অসুরগণ—কেউই প্রয়োগকারীর গতি নির্ণয় করতে সমর্থ হয় না॥১১॥ সে শররাজি পরিপূর্ণ দু'টি অক্ষয় তূণীর, সুদুর্জয় ধনু এবং রণস্থলীতে শত্রুবিনাশকারী প্রবল অস্ত্রও লাভ করেছে॥১২॥হে দশানন, পুত্র আপনার অদ্য যজ্ঞ সমাপন দিবসে এইসকল মনোবাঞ্ছিত বরপ্রাপ্তির পর আপনারই দর্শন ইচ্ছা করে এখানে অবস্থান করছে॥১৩॥ বার্তা অবগত হয়ে দশগ্রীব বললো; যা তুমি করেছো তা তোমার পক্ষে শোভন নয়। যজ্ঞ-দ্রব্যাদি সহিত তুমি আমারি শত্রু ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাদের পূজা করেছো॥১৪॥ যাইহোক, যা করেছো ভালোই করেছো। সৌম্য, এখন চলো আমরা সমভিব্যাহারে নিজ গৃহে গমন করি॥১৫॥ অতঃপর দশগ্রীব ভাই বিভীষণ এবং পুত্রের সঙ্গে গিয়ে বাষ্পাকুলনেত্রা সেই সকল স্ত্রীকে নামালো *(পুষ্পক রথ থেকে)* ॥১৬॥ তারা (ঐ স্ত্রীগণ) ছিলো উত্তম-লক্ষণসম্পন্না। দেবতা, দানব এবং রাক্ষসদের রত্নস্বরূপা। তাদের ওপর তার (রাবণের) আসক্তি জেনে ধর্মাত্মা (বিভীষণ) তাকে বললো—॥১৭॥ আপনার এ ধরণের আচরণ যশ, অর্থ এবং কুলের নাশকারক। এতে

ঈদৃশৈস্ত্বং সমাচারৈর্যশোঽর্থকুলনাশনৈঃ। ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে॥১৮
জ্ঞাতীংস্তান্ ধর্ষয়িত্বেমাস্ত্বয়ানীতা বরাঙ্গনা। ত্বামতিক্রম্য মধুনা রাজন্ কুম্ভীনসী হৃতা॥১৯
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং নাবগচ্ছামি কিং ত্বিদম্। কোঽয়ং যস্তু ত্বয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব নামতঃ॥২০
বিভীষণস্তু সংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ। শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাগতম্॥২১
মাতামহস্য যোঽস্মাকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ। মাল্যবানিতি বিখ্যাতো বৃদ্ধঃ প্রাজ্ঞো নিশাচরঃ॥২২
পিতা জ্যেষ্ঠো জনন্যা নো হ্যস্মাকং চার্যকোঽভবৎ। তস্য কুম্ভীনসি নাম দুহিতুর্দুহিতাভবৎ॥২৩
মাতৃষ্বসুরথাস্মাকং সা চ কন্যানলোদ্ভবা। ভবত্যস্মাকমেবৈষা ভ্রাতৃণাং ধর্মতঃ স্বসা॥২৪
সা হৃতা মধুনা রাজন্ রাক্ষসেন বলীয়সা। যজ্ঞপ্রবৃত্তে পুত্রে তু ময়ি চান্তর্জলোষিতে॥২৫
কুম্ভকর্ণো মহারাজ নিদ্রামনুভবত্যথ। নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যানিহ সম্মতান্॥২৬
ধর্ষয়িত্বা হৃতা রাজন্ গুপ্তাপ্যন্তঃপুরে তব। শ্রুত্বাপি তন্মহারাজ ক্ষান্তমেব হতো ন সঃ॥২৭
যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ। তদেতৎ কর্মণো হ্যস্য ফলং পাপস্য দুর্মতেঃ॥২৮
অস্মিন্নেবাভিসম্প্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্তু তে। বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ॥২৯
দৌরাত্ম্যেনোদ্ধৃতস্তপ্তাম্ভা ইব সাগরঃ। ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ॥৩০
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্তু নঃ। ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ॥৩১
বাহনান্যধিরোহন্তু নানাপ্রহরণায়ুধাঃ। অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্॥৩২

প্রাণিগণের পীড়া এবং তৎপরবর্তী অনিষ্টকর পরিণাম আপনি অবগত থেকেও, স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন॥১৮॥ রাজন্, তাদের জ্ঞাতিবর্গকে হত্যা করে আপনি এই উত্তম নারীদেরকে হরণ করে নিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে আপনাকে অতিক্রম করেই ভগ্নী কুম্ভীনসীকে মধু হরণ করেছে॥১৯॥ রাবণ তখন বললো, কী বলছো তুমি? আমি তা বুঝতে পারছি না। তুমি যে মধু'র কথা বললে সে কে?॥২০॥ ক্রুদ্ধ বিভীষণ তখন ভ্রাতাকে বললো, শুনুন, আপনারই পাপকর্মের পরিণামস্বরূপ এই ঘটনা ঘটেছে *(আমাদের ভগ্নী কুম্ভীনসীকে মধু হরণ করে নিয়ে গেছে)*॥২১॥ আমাদের মাতামহ সুমালী। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান নামে খ্যাত। তিনি ধীমান। এবং বৃদ্ধ নিশাচর *(রাক্ষস)*॥২২॥ আমাদের জননীর (কৈকসীর) তিনি জ্যেষ্ঠতাত (জ্যাঠামশায়)। আর তিনি তাই সম্পর্কে আমাদের জ্যেষ্ঠ মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁরই দুহিতার দুহিতা তথা নাতনী॥২৩॥ আমাদের মায়ের বোন (মাল্যবানের কন্যা) অনলা। তাঁরই কন্যা হবার সুবাদে সে (কুম্ভীনসী) ধর্মতঃ আমাদের সকল ভ্রাতার ভগিনী॥২৪॥ রাজন্, বলীয়ান রাক্ষস মধু তখনই হরণকার্য (কুম্ভীনসীর) সমাধা করেছে যখন আপনার পুত্র যজ্ঞে নিরত ছিলো, আমি ছিলাম জলমধ্যে তপস্যা-নিরত,.....॥২৫॥ মহারাজ, কুম্ভকর্ণ ছিলেন নিদ্রামগ্ন। আমাদের শ্রেষ্ঠমন্ত্রিগণকে নিহত করে সে এ কার্য করেছে॥২৬॥ রাজন্, যদিও সে (কুম্ভীনসী) অন্তঃপুর মধ্যে সুরক্ষিতা ছিলো তবু মধু তাকে আক্রমণপূর্বক হরণ করেছে। মহারাজ, এ বৃত্তান্ত শুনেও তাকে (মধুকে) আমরা ক্ষমা করেছি। বিনাশ করি নি॥২৭॥ কেননা, কন্যার বিবাহকাল সমাগত হলে তাকে যোগ্য পতির হাতে ভ্রাতৃগণ দ্বারা সমর্পণ করতে হয় *(কুম্ভীনসীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম রক্ষিত হয় নি)*। তাই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ আপনার পাপকার্যের ফল বলে একে ভুগতে হবে *(রাবণের পাপকার্যের কারণেই এই অপহরণ ঘটেছে—যুক্তিবাদী বিভীষণ রাবণকে এ বিষয়ে সর্তক করে দিচ্ছে)*॥২৮॥ স্বীয় পাপকার্যের পরিণাম আপনি ইহলোকেই ভোগ করলেন, এটি আপনার জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। বিভীষণের বাক্য শুনে সেই রক্ষোশ্রেষ্ঠ রাবণ....॥২৯॥ আপন দৌরাত্ম্যে পীড়িত হয়ে তপ্ত সমুদ্রের মতো সন্তপ্ত হলো। ক্রোধাবিষ্ট হয়ে আরক্তিম-নয়ন দশগ্রীব বললো—॥৩০॥ শীগগির আমার রথ প্রস্তুত করো। অপরাপর বীরবৃন্দ সজ্জিত হোক। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং অন্যান্য রাক্ষসমুখ্য.....॥৩১॥ নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করে নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করুক। রাবণকে যে ভয় করে না সেই রাক্ষস মধুকে আজ যুদ্ধে বিনাশ করে....॥৩২॥ যুদ্ধোদ্যমী হয়ে

সুরলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্বৃতঃ। অক্ষৌহিণীসহস্রাণি চত্বার্যগ্র্যাণি রক্ষসাম্॥৩৩
নানাপ্রহরণান্যশু নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্। ইন্দ্রজিৎ ত্বগ্রতঃ সৈন্যাৎ সৈনিকান্ পরিগৃহ্য চ॥৩৪
জগাম রাবণো মধ্যে কুম্ভকর্ণশ্চ পৃষ্ঠতঃ। বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্মমাচরন্॥৩৫
শেষাঃ সর্বে মহাভাগা যযুর্মধুপুরং প্রতি। খরৈরুষ্ট্রৈর্হয়ৈর্দীপ্তৈঃ শিশুমারৈর্মহোরগৈঃ॥৩৬
রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্ব কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্। দৈত্যাশ্চ শতশস্তত্র কৃতবৈরাশ্চ দৈবতৈঃ॥৩৭
রাবণং প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তমন্বগচ্ছন্ হি পৃষ্ঠতঃ। স তু গত্বা মধুপুরং প্রবিশ্য চ দশাননঃ॥৩৮
ন দদর্শ মধুং তত্র ভগিনীং তত্র দৃষ্টবান্। সা চ প্রহ্বাঞ্জলির্ভূত্বা শিরসা চরণৌ গতা॥৩৯
তস্য রাক্ষসরাজস্য ত্রস্তা কুম্ভীনসী তদা। তাং সমুত্থাপয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্॥৪০
রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিঞ্চাপি করবাণি তে। সাব্রবীদ্ যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মহাভুজ॥৪১
ভর্তারং ন মমেহাদ্য হন্তুমর্হসি মানদ। নহীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্ত্রীণামিহোচ্যতে॥৪২
ভয়ানামপি সর্বেষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ। সত্যবাগ্‌ভব রাজেন্দ্র মামবেক্ষস্ব যাচতীম্॥৪৩
ত্বয়াপ্যুক্তং মহারাজ ন ভেতব্যমিতি স্বয়ম্। রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টঃ স্বসারং তত্র সংস্থিতাম্॥৪৪
ক্ব চাসৌ তব ভর্তা বৈ মম শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্। সহ তেন গমিষ্যামি সুরলোকং জয়ায় হি॥৪৫
তব কারুণ্যসৌহার্দান্নিবৃত্তোঽস্মি মধোর্বধাৎ। ইত্যুক্তা সা সমুত্থাপ্য প্রসুপ্তং তং নিশাচরম্॥৪৬
অব্রবীৎ সম্প্রহৃষ্টেব রাক্ষসী সা পতিং বচঃ। এষ প্রাপ্তো দশগ্রীবো মম ভ্রাতা মহাবলঃ॥৪৭
সুরলোকজয়াকাঙ্ক্ষী সাহায্যে ত্বাং বৃণোতি চ। তদস্য ত্বং সহায়ার্থং সবন্ধুর্গচ্ছ রাক্ষস॥৪৮

সুহৃদ্-পরিবৃত হয়ে সুরলোকে গমন করবো। তখন যুদ্ধনিপুণ শ্রেষ্ঠ চার হাজার অক্ষৌহিণী সেনা....॥৩৩॥ বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধাভিলাষে বিনির্গত হলো। ইন্দ্রজিৎ গমন করতে লাগলো সেনাগণের পুরোভাগে॥৩৪॥ রাবণ চলতে লাগলো রাক্ষস সেনাগণের মধ্যভাগে। কুম্ভকর্ণ অগ্রসর হতে লাগলো সৈন্যদের পশ্চাতে পশ্চাতে। ধার্মিক বিভীষণ ধর্মাচরণ করার জন্যে লঙ্কানগরীতেই অবস্থান করতে লাগলো॥৩৫॥ মহাভাগ অবশিষ্ট রাক্ষসগণ মধুপুরের দিকে করলো যাত্রা। গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার (শুশুক) এবং অতীব বিশালকায় নাগ প্রভৃতি বাহনোপরি আরোহণপূর্বক—॥৩৬॥ আকাশস্থলী পরিব্যপ্ত করে রাক্ষসেরা প্রস্থান করলো। দেবগণের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন শত শত দৈত্য....॥৩৭॥ রাবণকে আকাশমার্গে দেবলোক অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। এইভাবে দশানন মধুপুরে প্রবেশ করলো॥৩৮॥ তথায় উপস্থিত হয়ে সে বোনকে *(কুম্ভীনসীকে)* দেখতে পেলো বটে কিন্তু মধুকে দেখতে পেলো না। তখন অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তার চরণে মস্তক রাখলো *(প্রণাম করলো)*....॥৩৯॥ কুম্ভীনসী। রাক্ষসরাজের ভয়ে অতীব ভীতা হয়ে। রাবণ তখন 'ভয় কোরো না'—বলে তাকে পদপ্রান্ত থেকে তুলে ওপরে উঠালো॥৪০॥ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ তখন বললো, বলো, তোমার কোন প্রিয় কাজ আমি করবো? তখন সে (কুম্ভীনসী) বললো, হে রাজন্, হে মহাভুজ, যদি আপনি আমার উপর সুপ্রসন্ন হন....॥৪১॥ তাহলে, হে মানদানকারিন্, আজ আমার স্বামীকে আপনি বিনাশ করবেন না। কেননা কুলবধূসকলের এতাদৃশ অন্য কোনো ভয় নাই....॥৪২॥ যা বৈধব্যে আছে। বৈধব্যভয়ই মহাভয়। হে রাজেন্দ্র, আপনি সত্যবাদী হোন। আমি স্বীয় পতির জীবন প্রার্থনা করছি, আপনি কৃপা করুন॥৪৩॥ মহারাজ, আপনি স্বয়ং বলেছেন, তোমার কোনো ভয় নেই। রাবণ একথায় প্রসন্ন হলো এবং সন্নিকটবর্তী ভগ্নীকে বললো,—॥৪৪॥ তোমার পতি কোথায়? তাকে শীগ্‌গির আমার কাছে সমর্পণ করো। তাকে সঙ্গে করেই আমি দেবলোক বিজয় ইচ্ছায় অভিযান করবো॥৪৫॥ তোমার প্রতি করুণা ও সৌহার্দ্যবশতঃ মধু'র বধ থেকে আমি নিবৃত্ত হলাম। এই কথা শুনে স্বীয় পতিদেব সেই নিদ্রিত রাক্ষসকে জাগালো....॥৪৬॥ সেই হৃষ্টা রাক্ষসী *(কুম্ভীনসী)*। বললো যে—আমার ভ্রাতা, মহাবলশালী দশগ্রীব উপস্থিত হয়েছেন॥৪৭॥ হে রক্ষোদেব, তিনি (রাবণ) সুরলোক বিজয়াভিলাষী। সেই কাজে সহায়তা দেবার জন্যে আপনাকে তিনি বরণ করতে এসেছেন। সবান্ধবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আপনি গমন করুন॥৪৮॥

স্নিগ্ধস্য ভজমানস্য যুক্তমর্থায় কল্পিতম্। তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ মধুর্বচঃ॥৪৯
দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্য সঃ। পূজয়ামাস ধর্মেণ রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥৫০
প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্যবান্। তত্র চৈকাং নিশামুষ্য গমনায়োপচক্রমে॥৫১
ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্। রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সেনামুপনিবেশয়ৎ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। আপনার প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে *(যেহেতু সম্পর্কে আপনি তাঁর ভগ্নীর পতি)*। তাই কার্যসিদ্ধির কারণে আপনি তাঁকে অবশ্যই সহায়তা দিন। পত্নীর কথায় মধু বললো, তাইই হবে॥৪৯॥ রীতি অনুসারে সে (মধু) রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করলো এবং ধর্মমতে রক্ষোপতি রাবণের অতিথ্য করলো॥৫০॥ মধু'র ভবনে সম্মানিত শক্তিমান দশগ্রীব একরাত্রি বাস করে সেখান থেকে গমনকল্পে উদ্যোগ নিলো॥৫১॥ মহেন্দ্রতুল পরাক্রমী রাক্ষসাধিপতি কুবেরের আবাসস্থল কৈলাশপর্বতে গিয়ে পৌঁছে তথায় সেনা সন্নিবেশিত করলো॥৫২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মিকী-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥

রম্ভোপরি রাবণস্য বলাৎকারঃ, তস্মৈ নলকূবরস্য ভয়ঙ্করাভিশাপদানঞ্চ।

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্যবান্। অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ॥১
উদিতে বিমলে চন্দ্রে তুল্যপর্বতবর্চসি। প্রসুপ্তং সুমহৎসৈন্যং নানাপ্রহরণায়ুধম্॥২
রাবণস্তু মহাবীর্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্ধনি। স দদর্শ গুণাংস্তত্র চন্দ্রপাদপশোভিতান্॥৩
কর্ণিকারবনৈর্দীপ্তৈঃ কদম্ব-বকুলৈস্তথা। পদ্মিনীভিশ্চ ফুল্লাভির্মন্দাকিন্যা জলৈরপি॥৪
চম্পকাশোক-পুন্নাগ-মন্দারতরুভিস্তথা। চূত-পাটল-লোধ্রৈশ্চপ্রিয়ঙ্গ্বর্জুন-কেতকৈঃ॥৫
তগরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা। এতৈরন্যৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিতবনান্তরে॥৬
কিন্নরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ। সমং সম্প্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্ধনম্॥৭

ষড়্‌বিংশ (২৬) সর্গ

রম্ভার ওপর রাবণের বলাৎকার। রাবণকে নলকূবরের ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান।

সূর্য গেলো অস্তাচলে। পরাক্রমী দশগ্রীব এবার সেখানে *(কৈলাশপর্বতে)* সসৈন্যে রাত্রিযাপনের ইচ্ছা করলো *(দিনকর—সূর্য)*॥১॥ পর্বতোপম শ্বেত, নির্মল চন্দ্র উদিত হলো। বিবিধ অস্ত্রধারণকারী বিশাল সৈন্যবাহিনী *(রাবণের)* নিদ্রা-নিরত হলো॥২॥ মহাপরাক্রমী রাবণ পর্বতশিখরোপরি উপবেশনপূর্বক চন্দ্রালোকে উদ্‌ভাসিত পর্বতের বিভিন্ন জায়গার নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলো॥৩॥ পর্বতের কোনো স্থান কর্ণিকার বৃক্ষে সুশোভিত। কোনো স্থান শোভা পাচ্ছে কদম ও বকুল গাছে। কোনো অঞ্চলে মন্দাকিনীর জলে পূর্ণ এবং হৃষ্ট কমলে অলঙ্কৃত পুষ্করিণী শোভা-বিস্তার করছে॥৪॥ সেখানে আছে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার তরু। আছে আম্র, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জুন, কেতক....॥৫॥ তগর, নারিকেল, প্রিয়াল ও পনস *(কাঁঠাল)* বৃক্ষ—এবম্বিধ অপরাপর বৃক্ষ স্বীয় পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে পর্বতশিখরের বনপ্রান্তভাগ উদ্‌ভাসিত করছে॥৬॥ মধুরকণ্ঠ কামার্ত কিন্নরেরা অনুরাগবশে কামিনীর্ত -সমভিব্যাহারে মনের আহ্লাদবর্ধনকারী গান গাইছে॥৭॥ মদ্যপানে যাদের নেত্রপ্রান্ত ঈষদ্ আরক্তিম, সেই

বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ। যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীডুর্জহৃষুশ্চ বৈ॥৮
ঘণ্টানামিব সন্নাদুঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ। অপ্সরোগণসঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে॥৯
পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চন্তো নগাঃ পবনতাডিতাঃ। শৈলং তং বাসয়ন্তীব মধুমাধবগন্ধিনঃ॥১০
মধুপুষ্পরজঃপৃক্তং গন্ধমাদায় পুষ্কলম্। প্রববৌ বর্ধয়ন্ কামং রাবণস্য সুখোঽনিলঃ॥১১
গেয়াৎ পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শৈত্যাদ্ বায়োর্গিরের্গুণাৎ। প্রবৃত্তায়াং রজন্যাঞ্চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ॥১২
রাবণঃ স মহাবীর্যঃ কামস্য বশমাগতঃ। বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত॥১৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দিব্যাভরণভূষিতা। সর্বাপ্সরোবরা রম্ভা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥১৪
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী মন্দারকৃতমূর্ধজা। দিব্যোৎসবকৃতারম্ভা দিব্যপুষ্পবিভূষিতা॥১৫
চক্ষুর্মনোহরং পীনং মেখলাদামভূষিতম্। সমুদ্বহন্তী জঘনং রতিপ্রাভৃতমুত্তমম্॥১৬
কৃতৈর্বিশেষকৈরার্দ্রৈঃ ষড়র্তুকুসুমোদ্ভবৈঃ। বভাবন্যতমেব শ্রীঃ কান্তি-শ্রী-দ্যুতি-কীর্তিভিঃ॥১৭
নীলং স তোয়মেঘাভং বস্ত্রং সমবগুণ্ঠিতা। যস্যা বক্ত্রং শশিনিভং ভ্রুবৌ চাপনিভে শুভে॥১৮
ঊরূ করিকরাকারৌ করৌ পল্লবকমলৌ। সৈন্যমধ্যেন গচ্ছন্তীং রাবণেনোপলক্ষিতা॥১৯
তাং সমুত্থায় গচ্ছন্তীং কামবাণবশং গতঃ। করে গৃহীত্বা লজ্জন্তীং স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥২০
ক্ক গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্। কস্যাভ্যুদয়কালোঽয়ং যস্ত্বাং সমুপভোক্ষ্যতে॥২১
ত্বদাননরসস্যাদ্য পদ্মোৎপলসুগন্ধিনঃ। সুধামৃতরসস্যেব কোঽদ্য তৃপ্তিং গমিষ্যতি॥২২

মদমত্ত বিদ্যাধরেরা যুবতীগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। হর্ষ-নিমগন॥৮॥ সেখান থেকে কুবেরের আবাসে গীত অপ্সরোগণের মধুর সঙ্গীতধ্বনি ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনা যাচ্ছে *(ধনদালয়—কুবেরের গৃহ)*॥৯॥ বসন্ত ঋতুতে সুগন্ধী পুষ্পের বৃক্ষসকল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করে যেন ঐ পর্বতপ্রদেশকে সুবাসিত করে রেখেছে। নানাবিধ কুসুমের মধুর মকরন্দ এবং পরাগমিশ্রিত প্রচুর সুগন্ধ বহনপূর্বক সুখদানকারী বাতাস মৃদুমন্দ লয়ে প্রবাহিত হয়ে রাবণের কামবাসনাকে বর্ধিত করতে লাগলো॥১০-১১॥ সঙ্গীতের সমধুর তান, মনোহারী পুষ্পসৌন্দর্য, সুশীতল বায়ুস্পর্শ, পর্বতের রমণীয় আকর্ষক গুণাবলী, মধুর যামিনী এবং চন্দ্রামার আবির্ভাব—কামোদ্দীপনের এইসকল উপকরণে....॥১২॥প্রবল পরাক্রমী রাবণ কামের অধীন হয়ে পড়লো। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলো॥১৩॥ তৎকালে দিব্য আভরণে অলঙ্কৃতা, অপ্সরোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসুন্দরী, পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখশ্রীসম্পন্না রম্ভা ঐ পথে গমন করছিলো॥১৪॥ গাত্রদেশ দিব্যচন্দনে অনুলিপ্ত। কেশদামে গ্রথিত রয়েছে পারিজাত পুষ্প। দিব্যপুষ্পে ভূষিতা হয়ে সে প্রিয়-সমাগমস্বরূপ দিব্য উৎসবের জন্য যাচ্ছিলো॥১৫॥ চক্ষু তার মনোহর। কাঞ্চীদামবিভূষিত স্থূল জঘনপ্রদেশ রতির উত্তম উপহার দান করতো॥১৬॥ তার ললাটাদি স্থানে চন্দন দ্বারা চিত্র রচনা করা। ছয় ঋতুতে উৎপন্ন নতুন কুসুমের আর্দ্রহারে বিভূষিতা এবং কান্তি -শোভা-দ্যুতি ও কীর্তি দ্বারা যুক্ত হওয়ায় তাকে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মতো মনে হচ্ছিলো॥১৭॥ তার মুখ চন্দ্রতুল উজ্জ্বল। ভ্রূযুগল ধনুবৎ বক্র। সজল জলদোপম নীল বস্ত্রখণ্ডে অবগুণ্ঠিতা সে॥১৮॥ ঊরুদ্বয় তার হাতীর শুঁড়ের মতো। কোমল নবপল্লবের মতো তার দু'টি হাত। সৈন্যগণের মধ্য দিয়ে গমন করার সময়ে রাবণ তাকে দেখতে পেলো॥১৯॥ তাকে যেতে দেখে কামবাণে বশীভূত হয়ে রাবণ দাঁড়িয়ে তাকে হস্তে গ্রহণ করলো (হাত ধরলো)। এতে লজ্জিতা হলে রাবণ হাসতে হাসতে তাকে বললো—॥২০॥ সুনিতম্বিনী সুন্দরী, যাচ্ছো কোথায়? কারই বা ইচ্ছাপূর্ণ করতে তুমি স্বয়ং চলেছো? কারই বা সৌভাগ্যের শুভকাল উদয় হলো, যিনি তোমাকে উপভোগ করবেন?॥২১॥ পদ্ম এবং উৎপলের সুবাসে সুগন্ধী তোমার ঐ মনোহর বদনমণ্ডলের রস যে অমৃতের চাইতেও বেশী। এই রস পান করে কোন ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হবেন? *(উৎপল—পদ্ম, কুমুদ)*॥২২॥ হে ভীরু, পরস্পর সন্নিবদ্ধ এবং কাঞ্চন-কলশসদৃশ তোমার ঐ স্থূল স্তনযুগল

স্বর্ণকুম্ভনীভৌ পীনৌ শুভৌ ভীরু নিরন্তরৌ। কস্যোরঃস্থলসংস্পর্শং দাস্যতস্তে কুচাবিমৌ॥২৩
সুবর্ণচক্রপ্রতিমং স্বর্ণদামচিতং পৃথু। অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তেঽদ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম্॥২৪
মদ্বিশিষ্টঃ পুমানেকাঽদ্য শক্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনৌ। মামতীত্য হি যচ্চ ত্বং যাসি ভীরু ন শোভনম্॥২৫
বিশ্রম ত্বং পৃথুশ্রোণি শিলাতলমিদং শুভম্। ত্রৈলোক্যে যঃ প্রভুশ্চৈব মদন্যো নৈব বিদ্যতে॥২৬
তদেবং প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বো যাচতে ত্বাং দশাননঃ। ভর্তুর্ভর্তা বিধাতা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্ব মাম্॥২৭
এবমুক্তাব্রবীদ্ রম্ভা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ। প্রসীদ নার্হসে বক্তুমীদৃশং ত্বং হি মে গুরুঃ॥২৮
অন্যেভ্যোঽপি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপ্নুয়াং ধর্ষণং যদি। তদ্ধর্মতঃ স্নুষা তেঽহং তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে॥২৯
অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং স্থিতাম্। রোমহর্ষমনুপ্রাপ্তাং দৃষ্টমাত্রেণ তাং তদা॥৩০
সুতস্য যদি মে ভার্যা ততস্ত্বং হি স্নুষা ভবেঃ। বাঢমিত্যেব সা রম্ভা প্রাহ রাবণমুত্তরম্॥৩১
ধর্মতস্তে সুতস্যাহং ভার্যা রাক্ষসপুঙ্গব। পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য তে॥৩২
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু নলকূবরঃ ইত্যয়ম্। ধর্মতো যো ভবেদ্ বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্যতো ভবেৎ॥৩৩
ক্রোধাদ্ যশ্চ ভবেদগ্নিঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধাসমঃ। তস্যাস্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালসুতস্য বৈ॥৩৪
তমুদ্দিশ্য তু মে সর্বং বিভূষণমিদং কৃতম্। যথা তস্য হি নান্যস্য ভাবো মাং প্রতি তিষ্ঠতি॥৩৫
তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্তুমর্হস্যরিন্দম। স হি তিষ্ঠতি ধর্মাত্মা মাং প্রতীক্ষ্য সমুৎসুকঃ॥৩৬
তত্র বিঘ্নং তু তস্যেহ কর্তুং নার্হসি মুঞ্চ মাম্। সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব॥৩৭

কারই বা বক্ষোপ্রদেশকে সম্যগ্ স্পর্শ দেবে? ॥২৩॥ সুবর্ণচক্রপ্রতিম বিপুল-বিস্তারী এবং স্বর্ণদামে বিভূষিত তোমার এই মহতী জঘনস্থল যেন সাক্ষাদ্ স্বর্গ। কোন ব্যক্তি আজ তাতে আরোহণ করবে? ॥২৪॥ ইন্দ্র, বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কথা তো তুচ্ছ, আমি ব্যতীত অন্য কোন মহাপুরুষ আছেন যে তুমি আমাকে অতিক্রম করে তার নিকটে গমন করছো? হে ভীরু, এটি কিন্তু শোভন কাজ হচ্ছে না॥২৫॥ হে স্থূল নিতম্ববতী সুন্দরি, ঐ দেখো শিলাতল। কী সুন্দর! এখানে বোসো, বিশ্রাম করো। ত্রিভুবনের যিনি স্বামী—তিনি আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ নন *(অর্থাৎ আমিই ত্রিলোকাধিপতি)* ॥২৬॥ ত্রিলোকাধিপতির প্রভু এবং বিধাতা এই দশানন আজ বিনীতভাবে হাত-জোড় করে তোমাকে প্রার্থনা করছে। আমাকে তুমি স্বীকার করো॥২৭॥ এইকথা শুনে রম্ভা কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললো, আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে এইমতো বলা আপনার উচিত নয়, কেননা আপনি আমার গুরুজন॥২৮॥ এমন কি যদি কোনো পুরুষ আমাকে ধর্ষণ করতে যায়, তাহলে তাদের থেকে আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্যকর্ম কারণ ধর্মতঃ আমি আপনার পুত্রবধূ। একথা আমি সত্য করে বলছি॥২৯॥ রম্ভা এবার নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে অধোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো। রাবণকে দেখেই ভয়ে তার রোমরাজি খাড়া হয়ে গেছে। রাবণ বললো—॥৩০॥ যদি এইই সত্যি হয় যে, তুমি আমার পুত্রবধূ তবে তাই হবে। রম্ভা 'আচ্ছা' এই কথা বলে উত্তর দিলো যে,....॥৩১॥ হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্মানুযায়ী আমি আপনার পুত্রের পত্নী। আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্র আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়তর॥৩২॥ ত্রিলোকে তিনি নলকূবর নামে খ্যাত। ধর্মাচরণে তিনি বিপ্রবৎ এবং পরাক্রমে ক্ষত্রিয়॥৩৩॥ ক্রোধে তিনি অগ্নি-সমতুল। ক্ষমাগুণে বসুধাসমান। ঐ লোকপাল-নন্দনকে (নলকূবরকে) আমি আজ মিলনের জন্য সঙ্কেত দিয়েছি ॥৩৪॥ কেবল তাঁরই কারণে আমি এই সকল বিভূষণে বিভূষিতা। আমাতে যেমতো তাঁর অনুরাগ আছে, তাঁর প্রতিও রয়েছে আমার প্রগাঢ় প্রেম—তা আর দ্বিতীয় কারোর প্রতিই নেই॥৩৫॥ হে শত্রুদমন রাজন্, এই সত্যের প্রতি আস্থা রেখে আপনি আমাকে মুক্তি দিন। সেই ধর্মাত্মা (নলকূবর) সমুৎসুকচিত্তে আমার প্রতীক্ষা করছেন॥৩৬॥ তাঁর কার্যে বিঘ্ন-সম্পাদন আপনার উচিত হবে না। আমাকে আপনি মুক্তি দিন। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, আপনি সৎপুরুষ-আচরিত ধর্মপথে চলুন॥৩৭॥ আপনি যেমন আমার গুরুজন, তেমনি

*মাননীয়ো মম ত্বং হি পালনীয়া তথাস্মি তে। এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ॥৩৮
স্নুষাস্মি যদবোচস্ত্বমেকপত্নীষ্বয়ং ক্রমঃ। দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা॥৩৯
পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ। এবমুক্ত্বা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে॥৪০
কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে। সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা॥৪১
গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা নদীবাকুলতাং গতা। লুলিতাকুলকেশান্তা করবেপিতপল্লবা॥৪২
পবনেনাবধূতেব লতা কুসুমশালিনী। সা বেপমানা লজ্জন্তী ভীতা করকৃতাঞ্জলিঃ॥৪৩
নলকূবরমাসাদ্য পাদয়োর্নিপপাত হ। তদবস্থাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকূবরঃ॥৪৪
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে। সা বৈ নিঃশ্বসমানা তু বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ॥৪৫
তস্মৈ সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে। এষ দেব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিবিষ্টপম্॥৪৬
তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং পরিণামিতা। আয়ান্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম॥৪৭
গৃহীতা তেন পৃষ্টাস্মি কস্য ত্বমিতি রক্ষসা। ময়া তু সর্বং যৎ সত্যং তস্মৈ সর্বং নিবেদিতম্॥৪৮
কামমোহাভিভূতাত্মা নাশ্রৌষীৎ তদ্বচো মম। যাচ্যমানো ময়া দেব স্নুষা তেঽহমিতি প্রভো॥৪৯
তৎসর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্ষিতা। এবং ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি সুব্রত॥৫০
নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য হি। এতচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥৫১
ধর্ষণাং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সম্প্রবিবেশ হ। তস্য তৎকর্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥৫২
মুহূর্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা। গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি॥৫৩*

আমাকে রক্ষা করাও আপনার কর্তব্যকার্য। এইকথা শুনে দশগ্রীব তাকে উত্তর দিলো—॥৩৮॥ তুমি যে আমাকে বললে, আমি আপনার পুত্রবধূ; এ ঠিক কথা নয়। কেননা, যে স্ত্রী'র এক পতি তাকেই বধূ বলার নিয়ম। তুমি স্বর্গে বাস করো, দেবগণের স্বর্গেই তোমার নিবাস—এটি নিত্য সত্য॥৩৯॥ অপ্সরার কোনো একজন পতি নেই। এক স্ত্রী'র সঙ্গে বিবাহ করে কেউ সেখানে থাকে না। এই বলে সেই রাক্ষস (রাবণ) তাকে শিলাতলে নিবেশিত করলো॥৪০॥ কামভোগে আসক্ত হয়ে সম্ভোগে নিরত হলো। তখন রম্ভার গলার ফুলমালা গেলো ছিঁড়ে। অলঙ্কারসকল হলো স্থানচ্যুত॥৪১॥ তার দশা হলো গজরাজের ক্রীড়া-মথিত নদীর মতো। অতীব ব্যাকুলা হয়ে পড়লো সে। কেশবন্ধন হলো শ্লথ। বাতাসে ঐ কেশদাম উড়তে লাগলো। করপল্লব হলো কম্পমান॥৪২॥ তাকে বায়ু আন্দোলিত পুষ্পিতা লতার মতো মনে হচ্ছিলো। সে লজ্জা এবং ভীতিতে কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে....॥৪৩॥ নলকূবরের সমীপে উপস্থিত হয়ে তার চরণতলে পতিত হলো। তাকে এই অবস্থায় দেখে মহাত্মা নলকূবর....॥৪৪॥ বললেন, ভদ্রে, কি হয়েছে তোমার? কেন তুমি আমার পদতলে এভাবে পতিত হয়েছো? কম্পমানা সে তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে....॥৪৫॥ তাঁকে (নলকূবরকে) সমূহ সত্যঘটনা আনুপূর্বিকভাবে বলতে আরম্ভ করলো। বললো, হে দেব, দশগ্রীব স্বর্গলোক আক্রমণ করার জন্যে এখানে উপস্থিত হয়েছে॥৪৬॥ সসৈন্যে এসে আজ রাত্রিতে এখানে সে শিবির স্থাপন করেছে। হে অরিন্দম, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম। আমার আগমনকালে....॥৪৭॥ সেই রাক্ষস (রাবণ) আমার হস্তধারণপূর্বক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার স্ত্রী? যা সত্য তা সবই আমি তার গোচরে আনলাম॥৪৮॥ সে কামমোহে অভিভূত ছিলো। আমার কথা শোনে নি। বলেছিলাম, হে দেব, আমি আপনার পুত্রবধূ। আমাকে ছেড়ে দিন॥৪৯॥ আমার ঐ বচন অগ্রাহ্য করে সে আমার উপর বলাৎকার করেছে। হে শোভনব্রতিন্, এ কারণে যে অপরাধ আমার হয়েছে, তা আপনি ক্ষমা করুন ॥৫০॥ পুরুষ আর নারীর বল কখনো তুল্য নয় *(শক্তি প্রকাশ করে আমি আত্মরক্ষা করতে পারি নি)*। বৈশ্রবণনন্দন (নলকূবর) এই বার্তা শ্রবণ করে অতীব ক্রুদ্ধ হলেন॥৫১॥ বলাৎকার-বার্তা অবগত হয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যাননেত্রে তার (রাবণের) সমূহ দুষ্কর্ম পরিজ্ঞাত হলেন সেই বৈশ্রবণতনয়॥৫২॥ ক্রোধে তাঁর নয়নযুগল তাম্রাভ হয়ে উঠলো। হাতে নিলেন জল। যথাবিধি আচমন করে চক্ষু, অধর ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শ করে....॥৫৩॥ রাক্ষসেন্দ্রের

উৎসসর্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দারুণম্। অকামা তেন যস্মাৎ ত্বং বলাভদ্রে প্রধর্ষিতা॥৫৪
তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপযাস্যতি। যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িস্যতি যোষিতম্॥৫৫
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা। তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে॥৫৬
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা। পিতামহমুখাশ্চৈব সর্বে দেবাঃ প্রহর্ষিতাঃ॥৫৭
জ্ঞাত্বা লোকগতিং সর্বাং তস্য মৃত্যুঞ্চ রক্ষসঃ। ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব প্রীতিমাপুরনুত্তমাম্॥৫৮
শ্রুত্বা তু স দশগ্রীবস্তং শাপং রোমহর্ষণম্। নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্বভ্যরোচয়ৎ॥৫৯
তেন নীতাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিমাপুঃ সর্বাঃ পতিব্রতাঃ। নলকূবরনির্মুক্তং শাপং শ্রুত্বা মনঃপ্রিয়ম্॥৬০

ইত্যার্ষে শ্রীমদরমায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডের ষড়্বিংশঃ সর্গঃ।

(রাবণের) ওপর নিদারুণ অভিশাপ দিলেন। বললেন, ভদ্রে, যেহেতু সে তোমার ইচ্ছাব্যাতিরেক তোমার উপর বলাৎকার করেছে.... ॥৫৪॥ তাই সে অন্যকোনো যুবতীবালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্ভোগে সফলকাম হতে পারবে না *(আজ থেকে)*। যখুনি সে কার্মাত হয়ে অনিচ্ছুক নারীর ওপর ধর্ষণ করতে উদ্যোগী হবে....॥৫৫॥ তার মস্তক সপ্তখণ্ডে বিভাজিত হবে। অগ্নিসমতুল তেজোময় ঐ অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হলে....॥৫৬॥ বেজে উঠলো দেবগণের দুন্দুভি। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। ব্রহ্মাদি দেবতাসকলের মুখোপরি আনন্দের ঔজ্জ্বল্য খেলে গেলো *(তাঁরা আনন্দিত হলেন)* ॥৫৭॥ রাক্ষসকৃত সর্বলোকের দুরবস্থা ও তার (রাক্ষস রাবণের) মৃত্যুর কথা (আসন্ন) সুবিদিত হয়ে ঋষিগণ এবং পিতৃগণ সাতিশয় প্রীতিলাভ করলেন॥৫৮॥ ঐ শাপের কথা শুনে দশগ্রীব পরিত্যাগ করলো অনিচ্ছুক নারীর উপর মৈথুনীভাব॥৫৯॥ যে যে পতিব্রতা নারীকে সে (রাবণ) হরণ করে এনেছিলো, তারা নলকূবর প্রদত্ত মনের অতিপ্রিয় অভিশাপ বৃত্তান্ত অবগত হয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করলো॥৬০॥ আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষড়বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তবিংশ সর্গঃ ॥

সসৈন্য-রাবণস্যেন্দ্রলোকাক্রমণম, ইন্দ্রেণ ভগবতো বিষ্ণোঃ সাহায্যস্য প্রার্থনা, ভাবিনি বিষ্ণুনা রাবণবধস্য প্রতিজ্ঞা,
ইন্দ্রস্য স্বর্গলোকপ্রত্যাবর্তনম্, রাক্ষসৈঃ সহ দেবানাং যুদ্ধম্, বসুনা সুমালিনো বিনাশশ্চ

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্য-বল-বাহনঃ। আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ॥১
তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপযাস্যতঃ। দেবলোকে বভৌ শব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ॥২
শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ। দেবানাথাব্রবীৎ তত্র সর্বানেব সমাগতান্॥৩

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

সসৈন্যে রাবণের ইন্দ্রলোক আক্রমণ। ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুর সহায়তা-প্রার্থনা। বিষ্ণুর দ্বারা ভবিষ্যতে রাবণবিনাশের প্রতিজ্ঞা। ইন্দ্রের স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন। রাক্ষস ও দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ। বসুকর্তৃক সুমালীর বিনাশ।

মহাতেজা দশানন কৈলাশপর্বত পার হয়ে সৈন্য, রথ ও অশ্বপ্রভৃতি যানবাহনের সঙ্গে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হলো॥১॥ চতুর্দিক হতে দেবলোকে সমাগত রক্ষোসেনার কোলাহলকে ঠিক মন্থনসময়ের সমুদ্রের শব্দের মতো মনে হতে লাগলো॥২॥ রাবণের আগমন সমাচার শ্রবণ করে ইন্দ্র স্বীয় আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সমাগত দেবতাসকলকে বাক্য বললেন—॥৩॥ আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্‌গণকে বললেন, দুরাত্মা

আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্। সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥৪
এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি। সন্নহ্য সুমহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥৫
স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি। বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥৬
বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি। অহোঽতিবলবদ্ রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ততে॥৭
বরপ্রদানাদ্ বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা। তত্তু সত্যং বচঃ কার্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা॥৮
তদ্ যথা নমুচির্বৃত্রো বলির্নরক-শম্বরৌ। ত্বদ্বলং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধাস্তথা কুরু॥৯
নহ্যন্যো দেবদেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন। গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥১০
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ। ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ সক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ॥১১
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ত্বামেব ভগবন্ সর্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে॥১২
তদাচক্ষ্ব যথা তত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্। অসিচক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং প্রতি॥১৩
এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ। অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে॥১৪
ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ। হন্তুঞ্চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জয়ঃ॥১৫
সর্বথা তু মহৎ কর্মকরিষ্যতি বলোৎকটঃ। রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ॥১৬
যত্তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর। নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি॥১৭
নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে। দুর্লভশ্চৈব কামোঽদ্য বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ॥১৮

রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আপনারা সজ্জিত হোন॥৪॥ ইন্দ্র এইমতো বললে ইন্দ্রতুল পরাক্রমী মহাশক্তিধর দেবতাগণ কবচাদি ধারণ করে সজ্জিত হলেন॥৫॥ রাবণের ভয়ে ভীত মহেন্দ্র এবার দীনভাবে বিষ্ণু সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন—*(মহেন্দ্র—ইন্দ্র)*॥৬॥ হে বিষ্ণু, রাক্ষস রাবণের প্রতি আমার করণীয় কাজ কি? অহো, ঐ রাক্ষস অতি বলশালী। আমার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছায় সে আগমন করেছে॥৭॥ ব্রহ্মার বরপ্রভাবেই কেবল সে এমতো বলবান, আর কোনো কারণে নয়। পদ্মযোনি ব্রহ্মা যে বরপ্রদান করেছেন, তা সত্যি প্রমাণ করা আমাদের আশু কর্তব্য *(পদ্মযোনি—ব্রহ্মা)*॥৮॥ পূর্বে আপনার বল আশ্রয় করে যেভাবে আমি নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক এবং শম্বর-প্রমুখ দৈত্যকে দগ্ধ করেছি, সেইমতো কোনো উপায় অনুগ্রহকরে নির্দেশ করুন॥৯॥হে মধুসূদন, দেবতাগণেরো দেবতা আপনি। এবং ঈশ্বর। এই বিশ্ব চরাচরে আশ্রয়রূপে দ্বিতীয় কাউকে দেখা যায় না। আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়॥১০॥ আপনি পদ্মনাভ। আপনার নাভিকমল হতে জগতের স্রষ্টা বিধাতা উৎপন্ন হয়েছেন। আপনার বিনাশই নাই। তাই সনাতন। আপনি সকল সৌন্দর্যের আকর, তাই শ্রীমান। জীবসমূহের পরম আশ্রয়স্থল *(অয়ন)*, ফলে নারায়ণ আপনি। আপনিই এই ত্রিলোক স্থাপিত করেছেন। দেবতাদের রাজা করে আমাকে বসিয়েছেন সিংহাসনে॥১১॥ হে ভগবান, আপনিই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিকুলসহ ত্রিলোকের সমূহ সৃষ্টি করেছেন। প্রলয়কালে তারা সবাই আপনার ভেতরেই প্রবেশ করে॥১২॥ হে দেবদেব, তাই আপনি এমন কোনো অমোঘ উপায় আমাকে বলুন, যাতে বিজয়লাভে আমি সমর্থ হই। নয় তো স্বয়ং আপনি অসি এবং চক্র ধারণপূর্বক রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন॥১৩॥ ইন্দ্র এইমতো বললে দেব নারায়ণ বললেন, ত্রাসমুক্ত হও। আমার বার্তা শ্রবণ করো॥১৪॥ এই দুষ্টাত্মার (রাবণের) বিরুদ্ধে দেবগণ ও অসুরগণ সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেও যুদ্ধজয়ে বা তার সংহারে সমর্থ হবে না। কেননা বরপ্রাপ্তির প্রভাবে (ব্রহ্মার) সে দুর্জয়॥১৫॥ সে উৎকট বলশালী। স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে আগমন করেছে. সুতরাং সবদিক থেকেই বিপুল পরাক্রম সে দেখাবে। এ আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি॥১৬॥সুরেশ্বর, তুমি তো বললে, আপনি যুদ্ধ করুন। এ বিষয়ে আমি বলি কি, যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ আমি করবো না॥১৭॥ কেননা, যুদ্ধে শত্রুকে সংহার না করে বিষ্ণু কখনো প্রত্যাবর্তন করে না। এদিকে ঐ রাবণ বরপ্রভাবে সুরক্ষিত, তাকে জয় করার অভিলাষ এই মুহূর্তে ফলবতী হবে না॥১৮॥ হে দেবেন্দ্র, হে শতক্রতো, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, যথাকালে

প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো। ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্॥১৯
অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্। দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্॥২০
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে। যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্ধং মহাবল॥২১
ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ। সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ॥২২
এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রুবে রজনীক্ষয়ে। তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রযুদ্ধস্য সমন্ততঃ॥২৩
তে প্রবুদ্ধা মহাবীর্যা অন্যোন্যমভিবীক্ষ্য বৈ। সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্তন্ত হৃষ্টবৎ॥২৪
ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত। তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরমূর্ধনি॥২৫
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দেবদানবরক্ষসাম্। ঘোরং তুমুলনির্হ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্॥২৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ। যুদ্ধার্থং সমবর্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে॥২৭
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ। অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ॥২৮
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ। জম্বুমালী মহাহ্রাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ॥২৯
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ দুর্মুখো দূষণঃ খরঃ। ত্রিশিরাঃ করবীরাক্ষঃ সূর্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ॥৩০
মহাকায়োঽতিকায়শ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ। এতৈঃ সর্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্যৈর্মহাবলঃ॥৩১
রাবণস্যার্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ। স দৈবতগণান্ সর্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ॥৩২
ব্যধ্বংসয়ৎ সমং ক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব। তদ্দৈবতবলং রাম হন্যমানং নিশাচরৈঃ॥৩৩
প্রণুন্নং সর্বতো দিগ্ভ্যঃ সিংহনুন্না মৃগা ইব। এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনামষ্টমো বসুঃ॥৩৪
সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ রণাজিরম্। সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ॥৩৫
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্। তথাদিত্যৌ মহাবীর্যৌ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্॥৩৬

আমি এই রাক্ষসের মৃত্যুকারক হবো *(রাবণকে বিনাশ করবো)* ॥১৯॥ এর মৃত্যুকাল অবগত হয়ে আমিই অগ্রগামী সেনাসহিত রাবণকে নিহত করবো। এবং দেবতাগণকে করবো আনন্দিত॥২০॥ হে দেবরাজ, সত্য করে এই বাক্য আমি বলছি। হে মহাবলী শচীপতি, নির্ভয়ে তুমি দেবতাদের সঙ্গে করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও॥২১॥ রুদ্র, আদিত্য, বসু ও মরুদ্গণ, সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়-প্রমুখ যুদ্ধসাজে সেজে সত্বর সবেগে রাক্ষসদের অভিমুখে যাবার জন্য বহির্গত হলেন॥২২॥ সেইসময়ে রাত্রি শেষ হলে চতুর্দিকে যুদ্ধশীল রাক্ষসসৈন্যদের মহাকোলাহল শোনা গেলো॥২৩॥ মহাপরাক্রমী রাক্ষস-সৈন্যেরা প্রাতঃকালে জাগরিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে অবলোকন করে সহর্ষে সমরাভিমুখে ধাবিত হলো॥২৪॥ এবার যুদ্ধের অগ্রভাগে রক্ষোসৈন্যদের অক্ষয় বিরাট বাহিনী অবলোকন করে দেবসেনাগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো॥২৫॥ অনন্তর দেব, দানব ও রাক্ষসদের মধ্যে আরম্ভ হলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। যুদ্ধে ভীষণ কোলাহল এবং চতুর্দিকে নানাবিধ অস্ত্রবৃষ্টি হতে লাগলো॥২৬॥ এই সময়ের মধ্যে দেখতে ভয়াল এবং বীর রাবণের মন্ত্রিগণ যুদ্ধের জন্যে হলো অগ্রসর॥২৭॥মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ,......॥২৮॥ সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্লাদ, বিরূপাক্ষ....॥২৯॥ সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্যশত্রু....॥৩০॥ মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক—এই সব মহাবীর্যশালী রাক্ষস পরিবৃত হয়ে মহাবল....॥৩১॥ এবং রাবণের মাতামহ মহাবল সুমালী দেবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলো। সকল দেবতাগণকে নানান তীক্ষ্ণ শস্ত্র-প্রহারে....॥৩২॥ সক্রোধে ছত্রখান করে বিতাড়িত করলো। বায়ু যেরকম মেঘরাজিকে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনিভাবে। দেবসেনা রাক্ষসদের অস্ত্রপ্রহারে....॥৩৩॥ পর্যুদস্ত হয়ে চারদিকে পালিয়ে গেলো। সিংহের দ্বারা তাড়িত হয়ে মৃগেরা যেমতো চতুর্দিকে পলায়ন করে ঠিক তেমনিভাবে। সেইসময়ে যিনি বসুগণদের মধ্যে অষ্টম বসু, যিনি.....॥৩৪॥ বীর এবং সাবিত্র নামে খ্যাত তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। নানাবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎসাহী সৈন্যপরিবৃত হয়ে.....॥৩৫॥ শত্রুসৈন্যের ভীতিসঞ্চার করতে করতে যুদ্ধভূমে প্রবিষ্ট হলেন। অনুরূপভাবে অদিতির দুই মহাপরাক্রমী পুত্র ত্বষ্টা এবং পূষা...॥৩৬॥

নির্ভয়ৌ, সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতং রণে। ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ॥৩৭
ক্রুদ্ধানাং রক্ষসাং কীর্তিং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্। ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্॥৩৮
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ। দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্॥৩৯
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্। এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ॥৪০
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎসৈন্যং সোঽভ্যবর্তত। স দৈবতবলং সর্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ॥৪১
ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা। তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ॥৪২
হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ। ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা॥৪৩
বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ। সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্॥৪৪
বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে। ততস্তয়োর্মহদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্॥৪৫
সুমালিনো বসোশ্চৈব সমরেষ্বনিবর্তিনোঃ। ততস্তস্য মহাবাণৈর্বসুনা সুমহাত্মনা॥৪৬
নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ। হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্॥৪৭
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা। ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্॥৪৮
তাং মূর্ধ্নি পতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ। সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা॥৪৯
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ। তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা॥৫০
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে। তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ॥৫১
ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্। বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

আপনার সেনাসহিতে রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। পুনরায় রাক্ষসে এবং দেবতায় যুদ্ধ শুরু হলো॥৩৭॥ যুদ্ধে যারা পিছু হঠে না সেই রাক্ষসদের কীর্তি অবলোকন করে দেবতারা অতীব ক্রুদ্ধ হলেন। রাক্ষসেরা যুদ্ধে স্থিত থেকে....॥৩৮॥ লক্ষ লক্ষ দেবতাকে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে প্রহার করতে লাগলো। দেবতাগণও ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী রাক্ষসদেরকে....॥৩৯॥ যুদ্ধে শাণিত অস্ত্র দিয়ে বধ করে যমালয়ে প্রেরণ করতে লাগলেন। হে রাম, তখুনি রাক্ষস সুমালী....॥৪০॥ ক্রুদ্ধ হয়ে নানান অস্ত্রশস্ত্রে দেবসৈন্যের উপর আক্রমণ চালালো॥৪১॥ বায়ু যেমন সজল মেঘকে ছিন্ন করে ঠিক তেমনিভাবে। তার মহান বাণ, অতি ভয়াল শূল ও প্রাস নামক অস্ত্রপ্রহারে....॥৪২॥ পর্যুদস্ত দেবসেনারা আর সুসংবদ্ধ থাকতে পারলেন না। সুমালী দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে দেবতারা রণে ভঙ্গ দিলে....॥৪৩॥ বসুগণের মধ্যে অষ্টমবসু সাবিত্র অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হলেন। আপন রথসেনার দ্বারা পরিবৃত হয়ে এসে তিনি প্রহারোদ্যত রাক্ষসদের সামনে অবস্থান করতে লাগলেন॥৪৪॥ স্বীয় বিক্রমে মহাতেজা সাবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সুমালীর অগ্রগতি দিলেন রোধ করে। সেখানে এবার ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক যুদ্ধ আরম্ভ হলো॥৪৫॥ সুমালী এবং বসু সাবিত্র—এঁদের কেউই যুদ্ধে কখনো পশ্চাদপসরণ করেন না। অনন্তর মহাত্মা বসু সাবিত্র স্বীয় বিশাল বাণ সহায়ে....॥৪৬॥ সুমালীর সর্পরথকে ক্ষণকালের মধ্যে নিপাতিত করলেন। যুদ্ধে শত বাণের দ্বারা সেই রথকে নষ্ট করে সুমালীর সংহারকল্পে–॥৪৭॥ বসু সাবিত্র হাতে ধরলেন গদা। কালদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর এবং দীপ্তাগ্র গদা তুলে....*(দীপ্তাগ্র—যার অগ্রভাগ অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত)*॥৪৮॥ সাবিত্র সুমালীর মস্তকোপরি তা পাতিত করলেন। মস্তকে পাতিত হবার লগ্নে ঐ গদা ছিলো উলকাতুল্য প্রজ্জ্বলিত॥৪৯॥ কোনো পর্বতে ইন্দ্রদ্বারা নিক্ষিপ্ত আপন বিশাল বজ্রের গর্জনের মতো শব্দ হলো ঐ গদার। শিরোপরি গদাঘাতে সুমালীর না মস্তক, না মাংস, না অস্থি, কিছুই দেখা গেলো না॥৫০॥ গদার দ্বারা রণস্থলীতে নিহত হলো সুমালী। সর্বাঙ্গে ভস্মীভূত হলো সে। যুদ্ধে তাকে নিহত হতে দেখে রাক্ষসেরা সকলে একযোগে....॥৫১॥ পরস্পরকে আহ্বান করতে করতে চতুর্দিকে পালালো। বসু দ্বারা বিতাড়িত হয়ে রাক্ষসেরা যুদ্ধভূমে আর থাকতে পারলো না॥৫২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টবিংশঃ সর্গঃ ॥

জয়ন্ত-মেঘনাদয়োর্যুদ্ধম্, জয়ন্তং নীত্বা পুলোমজায়া অন্যত্র গমনম্, দেবরাজ-পুরন্দরস্য রণভূমৌ পদার্পণম্, রুদ্রাণাং মরুতাঞ্চ রাক্ষসসেনাসংহারঃ, ইন্দ্র-রাবণয়োর্যুদ্ধঞ্চ

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্। স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বার্দিতং সুরৈঃ॥১
ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সুতস্তদা। নিবর্ত রাক্ষসান্ সর্বান্ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ॥২
স রথেনাগ্নিবর্ণেন কামগেন মহারথঃ। অভিদুদ্রাব সেনাং তাং বনান্যগ্নিরিব জ্বলন্॥৩
ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারিণঃ। বিদুদ্রুবুর্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ॥৪
ন বভূব তদা কশ্চিদ্ যুযুৎসোরস্য সম্মুখে। সর্বানাবিধ্য বিত্রস্তাংস্ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ সুরান্॥৫
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্তধ্বং রণে সুরাঃ। এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ॥৬
ততঃ শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ। রথোনাদ্ভুতকল্পেন সংগ্রামে সোঽভ্যবর্তত॥৭
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্বে পরিবার্য শচীসুতম্। রাবণস্য সুতঃ যুদ্ধে সমাসাদ্য প্রজঘ্নিরে॥৮
তেষাং যুদ্ধং সমভবৎ সদৃশং দেব-রক্ষসাম্। মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ॥৯
ততো মাতলিপুত্রস্য গোমুখস্য স রাবণিঃ। সারথেঃ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষণান্॥১০
শচীসুতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিম্। তঞ্চাপি রাবণিঃ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ প্রত্যবিধ্যত॥১১
স হি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফারিতেক্ষণঃ। রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥১২
ততো নানা প্রহরণাঞ্ছিতধারান্ সহস্রশঃ। পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্যেষু রাবণিঃ॥১৩

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ। জয়ন্তকে নিয়ে পুলোমার অন্যত্র গমন। রণাঙ্গণে দেবরাজ ইন্দ্রের পদার্পণ। রুদ্র এবং মরুদ্‌গণকর্তৃক রাক্ষসসেনা সংহার। ইন্দ্র এবং রাবণের যুদ্ধ।

বসু-কর্তৃক ভস্মীভূত হয়ে সুমালীর নিধন প্রত্যক্ষ করে এবং দেবগণ দ্বারা পীড়িত আপন সৈন্যদের পালাতে দেখে....॥১॥ রাবণ-নন্দন বলবান মেঘনাদ অতীব ক্রুদ্ধ হলো। রাক্ষসসেনা সকলকে ফিরিয়ে এনে সে যুদ্ধস্থলীতে অবস্থান করতে লাগলো॥২॥ স্বেচ্ছায় যথাতথা গমনশীল অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক রথে সেই মহারথী আরোহণ করে দেবসৈন্যাভিপানে ধাবিত হলো। প্রজ্জ্বলিত দাবানল যেভাবে গ্রাসকল্পে অরণ্যাভিমুখে অগ্রগমন করে ঠিক তেমনিভাবে॥৩॥ নানান অস্ত্রে সুসজ্জিত আপন সেনামধ্যে মেঘনাদকে প্রবিষ্ট দেখে দেবগণ চতুর্দিকে পালালেন *(ভয়ে)* ॥৪॥ মেঘনাদের সমুখে যুদ্ধ করতে উদ্যমী হয়ে দেবতাদের কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। দেবতাদেরকে সন্ত্রস্ত হতে দেখে ইন্দ্র তখন বললেন—॥৫॥ দেবগণ, আপনারা ভীত হবেন না। রণাঙ্গন পরিহার করে চলে যাবেন না। আমার পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে যাবে। দুর্জয় সে *(কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারে না)* ॥৬॥ অনন্তর ইন্দ্রসুত জয়ন্ত অদ্‌ভুতভাবে সজ্জিত এক রথে করে যুদ্ধে গমন করলেন॥৭॥ তাই দেখে দেবগণ সকলে শচীনন্দন জয়ন্তকে পরিবৃত করে যুদ্ধে এলেন। এবং রাবণ-তনয়ের উপর প্রহার করতে লাগলেন॥৮॥ রাক্ষসদের সঙ্গে দেবগণের আর মহেন্দ্রপুত্র ও রাক্ষসেন্দ্রের পুত্রের সমানে সমানে যুদ্ধ শুরু হলো॥৯॥ রাবণতনয় সারথি মাতলির পুত্র গোমুখকে কাঞ্চনভূষিত বাণরাজিতে আঘাত করতে লাগলো॥১০॥ শচীপুত্র জয়ন্তও রাবণ-পুত্রের সারথির উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ পুত্র জয়ন্তের অঙ্গের চারদিকে বাণ বিদ্ধ করতে লাগলো॥১১॥ ক্রোধাবিষ্ট বলবান রাবণি তথা রাবণপুত্র মেঘনাদ নয়ন বিস্ফারিত করে ইন্দ্রপুত্র তথা জয়ন্তের দিকে দৃক্‌পাত করলো এবং বাণবর্ষণে ব্যাপৃত হলো॥১২॥ কুপিত রাবণপুত্র দেবসেনা'পরি নানাবিধ শাণিত শস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলো ॥১৩॥ শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্‌গ ও পরশ্ব এবং অতি বৃহৎ গিরি

শতঘ্নী-মসুল-প্রাস-গদা-খড়্গ-পরশ্বধান্। মহান্তি গিরিশৃঙ্গানি পাতয়ামাস রাবণিঃ॥১৪
ততঃ প্রব্যথিতা লোকাঃ সংজজ্ঞে চ তমস্ততঃ। তস্য রাবণপুত্রস্য শত্রুসৈন্যানি নিঘ্নতঃ॥১৫
ততস্তদ্দৈবতবলং সমন্তাৎ তং শচীসুতম্। বহুপ্রকারমস্বস্থমভবচ্ছরপীডিতম্॥১৬
নাভ্যজানন্ত চান্যোন্যং রক্ষো বা দেবতাথবা। তত্রতত্র বিপর্যস্তং সমন্তাৎ পরিধাবত॥১৭
দেবা দৈবান্ নিজঘ্নুস্তে রাক্ষসান্ রাক্ষসাস্তথা। সম্মূঢাস্তমসাচ্ছন্না ব্যদ্রবন্নপরে তথা॥১৮
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্। দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ॥১৯
সংগৃহ্য তন্তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা। আর্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী॥২০
জ্ঞাত্বা প্রণাশন্তু তদা জয়ন্তস্যাথ দেবতাঃ। অপ্রহৃষ্টাস্ততঃ সর্বা ব্যথিতাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ॥২১
রাবণিস্ত্বথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ। অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্॥২২
দৃষ্ট্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্। মাতলিঞ্চাহ দেবেশো রথঃ সমুপনীয়তাম্॥২৩
স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ। উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ॥২৪
ততো মেঘা রথে তস্মিংস্তডিত্বন্তো মহাবলাঃ। অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিস্বনাঃ॥২৫
নানাবাদ্যানি বাদ্যন্ত গন্ধর্বাশ্চ সমাহিতাঃ। ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা নির্যাতে ত্রিদশেশ্বরে॥২৬
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং সমরুদ্গণৈঃ। বৃতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ॥২৭
নির্গচ্ছতস্তু শক্রস্য পরুষঃ পবনো ববৌ। ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহোল্কাশ্চ প্রপেদিরে॥২৮
এতস্মিন্নন্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্। আরুরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা॥২৯
পন্নগৈঃ সুমহাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ। যেষাং নিঃশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগে॥৩০

-শৃঙ্গসমূহ সে নিক্ষেপ করলো॥১৪॥ শত্রুসৈন্য সংহারে নিরত রাবণকুমারের মায়াতে সে সময়ে চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হলো। আর তাতে সমূহ লোক হয়ে উঠলো ব্যথাতুর॥১৫॥ শচীসুতের চতুর্দিকে পরিবৃত দেবসেনাগণ বাণপীড়িত হয়ে নানাভাবে অস্বস্থ হলেন॥১৬॥ তখন দেবতা ও রাক্ষসেরা কেউই পরস্পরকে চিনতে পারলো না। দিশেহারা হয়ে তারা চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে লাগলো॥১৭॥ তুমুল তমসাচ্ছাদিত হওয়ায় নিজেদের বিবেক-বৃত্তি গেলো নষ্ট হয়ে। এতে হলো কি, দেবসেনাগণ দেবসেনাদেরকেই এবং রাক্ষসসেনাসমূহ রাক্ষসসেনাকে ধ্বংস করতে লাগলো। কেউ কেউ আবার যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে লাগলো॥১৮॥ ইত্যবসরে পরাক্রমী বীর দৈত্যরাজ পুলোমা যুদ্ধভূমে এসে জয়ন্তকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন॥১৯॥ পুলোমা শচীর পিতা। জয়ন্তের মাতামহ তিনি। দৌহিত্র জয়ন্তকে নিয়ে তিনি সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করলেন॥২০॥ দেবগণ জয়ন্তের অপহরণ জ্ঞাত হয়ে খুবই দুঃখিত হলেন। ব্যথিত হয়ে চতুর্দিকে পালাতে লাগলেন *(প্রণাশ—অপহরণ)* ॥২১॥ স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত রাবণি অতি ক্রুদ্ধ হয়ে দেবসেনার দিকে ধাবিত হলো। এইসময়ে সে উচ্চস্বরে হুঙ্কার দিতে লাগলো॥২২॥ পুত্রের প্রণাশ তথা দেবসেনাদের পলায়ন প্রত্যক্ষ করে দেবরাজ মাতলিকে বললেন, আমার রথ আনয়ন করো॥২৩॥ সুসজ্জিত, মহাভয়ঙ্কর দিব্য এবং বিশাল এক রথ নিয়ে উপস্থিত হলেন মাতলি। রথ যখন বাহিত হয় তখন তা অতীব বেগে গমন করে॥২৪॥ রথে বিদ্যুৎসহ মহাবলী মেঘ পুরোভাগে বায়ু দ্বারা চঞ্চল হয়ে অতি উচ্চ গর্জন করতে লাগলো॥২৫॥ যুদ্ধের হেতু দেবরাজ নির্গত হলে বেজে উঠলো নানাবিধ বাদ্য। গন্ধর্বগণ হলেন একাগ্র। অপ্সরোগণ নৃত্য করতে লাগলো॥২৬॥ রুদ্র, বসু, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ পরিবৃত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বিবিধ অস্ত্ররাজি-সজ্জিত হয়ে বিনির্গত হলেন॥২৭॥ তখন বায়ু বইতে লাগলেন প্রখরগতিতে। সূর্যদেব হলেন নিষ্প্রভ। আকাশ হতে অতি বিশালকায় উলকাসমূহ পতিত হতে লাগলো ॥২৮॥ এবারে প্রতাপশালী বীর দশগ্রীব আরোহণ করলো এক দিব্য রথে। সে রথের নির্মাতা ছিলেন বিশ্বকর্মা॥২৯॥ রথটি লোমহর্ষণকারী অতিকায় সর্পসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। যুদ্ধে তাদের নিঃশ্বাস-বায়ু যেন প্রজ্জ্বলিত থাকতো ॥৩০॥ রথকে ঘিরে রাখতো দৈত্য এবং নিশাচরবৃন্দ।

দৈত্যৈর্নিশাচরৈশ্চৈব স রথঃ পরিবারিতঃ। সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্তত॥৩১
পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ। সোঽপি যুদ্ধাদ্ বিনিষ্ক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ॥৩২
ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তন্তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ। শস্ত্রাণি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে॥৩৩
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ। নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত॥৩৪
দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ। যেন তেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাডয়ামাস দেবতাঃ॥৩৫
স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ। প্রযুদ্ধস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্॥৩৬
বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষরন্নসৃক্। বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোয়দঃ॥৩৭
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুদ্ধং সমরুদ্গণৈঃ। রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা॥৩৮
কেচিদ্ বিনিহতাঃ কৃত্তাশ্চেষ্টন্তি স্ম মহীতলে। বাহনেষ্ববসক্তাশ্চ স্থিতা এবাপরে রণে॥৩৯
রথান্ নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা। শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি॥৪০
তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টব্ধাঃ কেচিদুত্থিতাঃ। দেবৈস্তু শস্ত্রসম্ভিন্না মম্রিরে চ নিশাচরাঃ॥৪১
চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বেষাং রণসংপ্লবঃ। নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মহীতলে॥৪২
শোণিতোদকনিস্পন্দা কাকগৃধ্রসমাকুলা। প্রবৃত্তা সংযুগমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী॥৪৩
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্। নিরীক্ষ্য তু বলং সর্বং দৈবতৈর্বিনিপাতিতম্॥৪৪

যুদ্ধস্থলীর দিকে আগুয়ান রথটি এবার মহেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলো॥৩১॥ স্বীয় পুত্রকে যুদ্ধে নিবারণ করে রাবণ স্বয়ং সংগ্রামের ইচ্ছায় এসে দাঁড়ালো। রাবণি তখন যুদ্ধভূম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে স্বীয় রথোপরি উপবিষ্ট থাকলো॥৩২॥ রাক্ষসে দেবতায় শুরু হলো যুদ্ধ। যুদ্ধে যারা নানাবিধশস্ত্র বর্ষণ করছিলো তাদেরকে ঠিক জলবর্ষণকারী মেঘের মতো মনে হচ্ছিলো॥৩৩॥ হে রাজন্ রাম, দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করে প্রবৃত্ত হলো যুদ্ধে। কে যে তখন কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে বোঝা যাচ্ছিলো না॥৩৪॥ কুপিত কুম্ভকর্ণ দন্ত, পদ, হস্ত, ভুজ, শক্তি, তোমর, মুদ্গর যখন যা দিয়ে পারে তাই দিয়ে দেবগণকে প্রহার করতে থাকলো *(অতিকায় কুম্ভকর্ণ, দাঁত দিয়ে সে কখনো দেবসৈন্যকে দংশন করছিলো, পদের দ্বারা লাথি দিচ্ছিলো, হস্তের এবং ভুজের দ্বারা চপেটাঘাত করছিলো। কখনো বা আবার কনুই-এর গুঁতো। শক্তি, তোমর, মুদ্গর নামক অস্ত্রও ব্যবহার করছিলো যথেচ্ছভাবে)* ॥৩৫॥ রাক্ষস *(কুম্ভকর্ণ)* যুদ্ধ করতে লাগলো রুদ্রগণের সঙ্গে। রুদ্রগণ রণে মহাভয়ঙ্কর। যুদ্ধে তাঁরা রাক্ষসের সর্বশরীর এমন ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন যে তিল-পরিমাণ স্থানও অক্ষত রৈলো না॥৩৬॥ শস্ত্রাহত রাক্ষস কুম্ভকর্ণের সারা শরীরে ক্ষরিত হতে লাগলো শোণিত-স্রোত। ঐ সময়ে তাকে তড়িৎ ও বজ্রময় গর্জনশীল জলধারা বর্ষণকারী মেঘের মতো মনে হলো॥৩৭॥ বিচিত্র অস্ত্রধারী রুদ্র ও মরুদ্গণ ভীষণ সংগ্রামে রণস্থলী হতে রাক্ষোসসেনাকে প্রহারপূর্বক বিতাড়িত করলেন॥৩৮॥ নিশাচরদের কতোক হলো নিহত। ছিন্নভিন্ন হয়ে কেউ কেউ পতিত হলো মহীতলে। তারা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো। কেউ কেউ আবার যুদ্ধভূমে স্বীয় বাহনোপরি রৈলো অবসক্ত *(অবসক্ত—সংলগ্ন)* ॥৩৯॥ তথায় রথকে, নাগকে, গর্দভকে, উষ্ট্রকে, পন্নগ ও অশ্বকে, শিশুমারকে এবং বরাহ ও পিশাচমুখ স্ব স্ব বাহনকে.....॥৪০॥ আলিঙ্গন করে রাক্ষসেরা কেউ কেউ একেবারে স্থির-স্থবির হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যারা মূর্ছা গিয়ে ভূপাতিত ছিলো, মূর্ছা শেষে উত্থিত হতে গিয়ে তারাও দেবগণ দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো॥৪১॥ যুদ্ধে নিহত হয়ে মহীতলে পতন এবং প্রসুপ্ত তথা হতচেতন *(হতচৈতন্য)* রাক্ষসসমূহের এইমতো মৃত্যুকে কোনো যাদুকরের আশ্চর্য কার্য বলে বোধ হচ্ছিলো॥৪২॥ সমরে নিহত এবং ক্ষত-বিক্ষতদের রক্ত ধারায় নদী প্রবাহিত হলো। আর তার মধ্যে পড়ে নানাবিধ অস্ত্ররাজি শোণিত নদীর হিংস্র জলজন্তুর মতো প্রতিভাত হচ্ছিলো। চারদিক পূর্ণ ছিলো কাক এবং শকুনে॥৪৩॥ এরই মধ্যে প্রতাপী ক্রুদ্ধ দশগ্রীব দেখতে পেলো, তার সৈন্যসমূহকে দেবগণ নিহত করেছেন॥৪৪॥ সে বিশাল দেবসেনারূপ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে দেবতাদের

স তং প্রতিবিগাহ্যাশু প্রবৃদ্ধং সৈন্যসাগরম্। ত্রিদশান্ সমরে নিঘ্নঞ্শক্রমেবাভ্যবর্তত॥৪৫
ততঃ শক্রো মহচ্চাপং বিস্ফার্য সুমহাস্বনম্। যস্য বিস্ফারনির্ঘোষৈঃ স্তনন্তি স্ম দিশো দশ॥৪৬
তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণমূর্ধনি। পাতয়ামাস স শরান্ পাবকাদিত্যবর্চসঃ॥৪৭
তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো নিশাচরঃ। শক্রং কার্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥৪৮
প্রযুধ্যতোরথ তয়োর্বাণবর্ষৈঃ সমন্ততঃ। নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ সর্বং হি তমসা বৃতম্॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলো॥৪৫॥ ইন্দ্র উচ্চগ্রামে টঙ্কারসহ স্বীয় বিশালকায় ধনু বিস্ফারিত করলেন। সেই বিস্ফোরণ-ধ্বনিতে দশ দিক ধ্বনিত হয়ে উঠলো॥৪৬॥ স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করে ইন্দ্র রাবণের মস্তকোপরি বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বাণগুলি ছিলো, সূর্য এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী॥৪৭॥ এইভাবে মহাবাহু নিশাচর দশগ্রীবও নিজের ধনু-নিক্ষিপ্ত বাণে ইন্দ্রকে ঢেকে ফেললো॥৪৮॥ উভয়ে যখন যুদ্ধ-তৎপর হয়ে বাণবর্ষণ করছেন তখন চারদিক তমসায় আচ্ছন্ন হলো। কিছুই দেখা গেলো না॥৪৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দেবসেনামধ্যে রাবণস্য নির্গমনম, রাবণাবরোধায় দেবানাং প্রচেষ্টা, মায়য়া মেঘনাদেনেন্দ্রস্য বন্ধনম্।
জয়ং লব্ধ্বা লঙ্কায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ

ততস্তমসি সঞ্জাতে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ। অযুধ্যন্ত বলোন্মত্তাঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্॥১
ততস্তু দেবসৈন্যেন রাক্ষসানাং বৃহদ্ বলম্। দশাংশং স্থাপিতং যুদ্ধে শেষং নীতং যমক্ষয়ম্॥২
তস্মিংস্তু তামসে যুদ্ধে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ। অন্যোন্যং নাভ্যজানন্ত যুধ্যমানাঃ পরস্পরম্॥৩
ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিশ্চ মহাবলঃ। তস্মিংস্তমোজালবৃতে মোহমীয়ুর্ন তে ত্রয়ঃ॥৪
স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ। ক্রোধমভ্যগমৎ তীব্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্॥৫

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

দেবসৈন্যের মধ্য থেকে রাবণের নির্গমন। রাবণকে অবরুদ্ধ করে রাখতে দেবতাদের প্রয়াস। মায়া দ্বারা মেঘনাদকর্তৃক ইন্দ্রের বন্ধন। বিজয়ী হয়ে সেনাসহিতে তার লঙ্কানগরী প্রত্যাবর্তন।

সবদিক যখন তমসাবৃত হলো তখন বলোন্মত্ত দেবগণ এবং রাক্ষসেরা উভয়ে উভয়কে প্রহার করতে করতে যুদ্ধ করতে লাগলো॥১॥ ইত্যবসরে দেবসেনা বিশাল রক্ষোসেনার দশভাগ মাত্র যুদ্ধে অবশিষ্ট রাখলেন। বাকী সেনাদের সকলকে যমালয়ে পাঠালেন॥২॥ঐ তামস-যুদ্ধে রাক্ষস ও দেবতা—সকলে যুদ্ধ করছে, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারছে না॥৩॥ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবল রাবণি (মেঘনাদ)—এই তিনজনই কেবল অন্ধকারময় যুদ্ধভূমে মোহিত হন নি॥৪॥ রাবণ দেখলো, তার সেনাসমূহ ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংস হচ্ছে। ক্রুদ্ধ হয়ে সে তখন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলো॥৫॥ রথারোহী স্বীয় সারথিকে ক্রোধভরে সেই দুর্ধর্ষ বললো, শত্রুসৈন্যের শেষভাগে আমার রথ ঐ সৈন্যদের ভেতর

ক্রোধাৎ সূতঞ্চ দুর্ধর্ষঃ স্যন্দনস্থমুবাচ হ। পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্॥৬
অদ্যৈতাংস্ত্রিদশান্ সর্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়ম্। নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥৭
অহমিন্দ্রং বধিষ্যামি ধনদং বরুণং যমম্। ত্রিদশান্ বিনিহত্যাশু স্বয়ং স্থাস্যাম্যথোপরি॥৮
বিষাদো নৈব কর্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্। দ্বিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্॥৯
অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তাবহে বয়ম্। নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্বতঃ॥১০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্। আদিদেশাথ শত্রূণাং মধ্যেনৈব চ সারথিঃ॥১১
তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা। রথস্থঃ সমরস্থস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাব্রবীৎ॥১২
সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যৎ তাবন্মম রোচতে। জীবন্নেব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্॥১৩
এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনৌজসা। গমিষ্যতি প্রবৃদ্ধোর্মিঃ সমুদ্র ইব পর্বণি॥১৪
নহ্যেষ হন্তুং শক্যোঽদ্য বরদানাৎ সুনির্ভয়ঃ। তদ্গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্তা ভবত সংযুগে॥১৫
যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া। এবমেতস্য পাপস্য নিরোধো মম রোচতে॥১৬
ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রঃ সন্ত্যজ্য রাবণম্। অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ন্ রণে॥১৭
উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ নিবর্তকঃ। দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ॥১৮
ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ। দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥১৯
ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রনষ্টং তু স্বকং বলম্। ন্যবর্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্॥২০
এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ। হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্॥২১

দিয়ে নিয়ে চলো॥৬॥ আপন পরাক্রমে আমি অদ্য এই দেবগণের উপর নানাবিধ অস্ত্রের বর্ষণ করে তাদেরকে যমালয়ে পাঠাবো॥৭॥ ইন্দ্রকে আমি বধ করবো। বিনাশ করবো কুবের, বরুণ এবং যমকেও। সমস্ত দেবতাকে সংহারপূর্বক স্বয়ং আমি সকলের উপরে অবস্থান করবো॥৮॥ তুমি বিষাদাচ্ছন্ন হয়ো না। শীগ্‌গির আমার রথ নিয়ে চলো। তোমাকে দু'বার করে বলছি, শত্রুসৈন্যের শেষ হয়েছে যেখানে, আমাকে আজ সেখানেই নিয়ে চলো॥৯॥ আমরা দু'জনে নন্দনবনে অবস্থান করছি। যেখানে পর্বত অবস্থান করছে আমাকে সেখানেই নিয়ে চলো আজ *(আসলে নন্দনবনের ঐ নির্দিষ্ট অংশ থেকেই শুরু হয়েছে দেবসৈন্যের সমাবেশ। এখান থেকে শুরু করে উদয়াচলপর্বত পর্যন্ত তাদের অবস্থিতি। তাই সারথিকে রাবণের অনুরূপ নির্দেশ)* ॥১০॥ তার সেই কথা শুনে মনের সমান গতিমান দ্রুতগামী অশ্বকে সে (সারথি) শত্রুসৈন্যের ভেতর দিয়ে চালনা করলো॥১১॥ তার (রাবণের) এইপ্রকার অভীপ্সা অবগত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র রথারূঢ় থেকেই দেবতাদেরকে বললেন—॥১২॥ হে দেবগণ, আমার বাক্য প্রাণিধান করুন। জীবিতাবস্থাতেই দশগ্রীবকে উত্তম বন্ধনে আবদ্ধ করাই আমার অতীব প্রিয় বলে জানুন॥১৩॥ অতিশয় বলশালী সে। পবনবৎ বেগবান রথসহযোগে সে সেনা মধ্যে অগ্রসর হবে। পর্বদিনে উত্তালতরঙ্গভঙ্গে সাগর যেমতো ত্বরিত হয়, ঠিক তেমনি॥১৪॥ একে সংহারে কেউ সমর্থ হবে না। কেননা, ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে সে ভয়হীন। তাই যুদ্ধে এঁকে আমরা বেঁধেই ফেলি। আপনারা এই বিষয়েই প্রযত্ন করুন॥১৫॥ রাজা বলিকে নিরুদ্ধ করে যেমতো আমি ত্রিলোকের রাজত্ব উপভোগ করছি তেমনি এই পাপীর বন্ধনও আমার অত্যন্ত রুচিকর হবে॥১৬॥ হে মহারাজ (রাম), ইন্দ্র এইমতো বলে রাবণকে ছেড়ে স্থানান্তরে রক্ষোসেনার ভয়োৎপাদন করে যুদ্ধরত হলেন॥১৭॥ কদাচ যে রণে পশ্চাদপসরণ করে না সেই দশগ্রীব দেবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলো উত্তরদিক থেকে। দক্ষিণ পাশ থেকে ইন্দ্র প্রবেশ করলেন রাক্ষসসেনার ভেতর॥১৮॥ অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র শতযোজন পর্যন্ত প্রবেশ করে দেবসেনাসমূহকে শরবর্ষণে ঢেকে ফেললো॥১৯॥ স্বীয় বিশাল সেনা নষ্ট হতে দেখে ইন্দ্র খিন্নচিত্তে দশাননের সুমুখে উপস্থিত হয়ে তাকে ঘিরে ফেললেন। যুদ্ধ থেকে তাকে করলেন নিবৃত্ত॥২০॥ ইত্যবসরে ইন্দ্র দ্বারা রাবণকে ধৃত হতে দেখে দানব ও রাক্ষসেরা 'হায়, আমরা নিহত হলাম'— এই বলে আর্ত চীৎকার করতে লাগলো॥২১॥ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট রাবণি *(মেঘনাদ)* রথারোহণে ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্য মধ্যে

ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্॥২২
তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা। প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবৎ॥২৩
স সর্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত। মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ॥২৪
বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ। ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্যৈর্ন চকার চ কিঞ্চন॥২৫
স মাতলিং সমায়ান্তং তাডয়িত্বা শরোত্তমৈঃ। মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ॥২৬
ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসসর্জ চ সারথিম্। ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্॥২৭
স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ। ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ॥২৮
স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ রাবণিঃ। তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ॥২৯
তন্তু দৃষ্ট্বা বলাৎ তেন নীয়মানং মহারণাৎ। মহেন্দ্রমমরাঃ সর্বে কিং নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্॥৩০
দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ। বিদ্যবানপি যেনেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ॥৩১
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্বে সুরগণাস্তদা। রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্॥৩২
রাবণস্তু সমাসাদ্য আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা। ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শত্রুভিরর্দিতঃ॥৩৩
স তং দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্। রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেঽদর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্॥৩৪
আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম নিবর্ততাম্। জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ॥৩৫
অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ। স গৃহীতো দেববলাদ্ ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ॥৩৬
যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা। বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্॥৩৭

কুপিতচিত্তে প্রবেশ করলো॥২২॥ পূর্বে পশুপতি হতে প্রাপ্ত তমোময়ী মহামায়া অবলম্বন করে সে ক্রোধভরে শত্রুসেনাকে বিতাড়িত করতে লাগলো *(পশুপতি—শিব। মহামায়া—মায়াবিদ্যা। শিবের কাছ হতে মেঘনাদ এই বিদ্যা লাভ করেছিলো। এর দ্বারা নিজেকে সে আড়াল করতে পারতো। কারোর চক্ষে সে দৃশ্যমান হতো না অথচ অন্য সকলে তার কাছে পরিদৃশ্যমান থাকতো)* ॥২৩॥ দেবসেনাকে ছেড়ে সে এবার ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হলো। কিন্তু মহাতেজা মহেন্দ্র স্বীয় শত্রুসুতকে দেখতে পেলেন না॥২৪॥ মহাবীর্যবান দেবগণকর্তৃক প্রহৃত হয়ে যদিও রাবণসন্তানের কবচ গেছিলো নষ্ট হয়ে, তবুও সে তিলমাত্র ভীত হলো না॥২৫॥ উত্তম শরের দ্বারা সম্মুখস্থ মাতলিকে সে তাড়িত করলো। অতঃপর বাণ-বর্ষণে ইন্দ্রকে ফেললো ঢেকে *(তাড়িত—জখম)* ॥২৬॥ ইন্দ্র তখন পরিত্যাগ করলেন রথ। বিদায় দিলেন সারথিকে। ঐরাবতে আরোহণকরত অন্বেষণ করতে লাগলেন রাবণিকে॥২৭॥ রাবণি মায়াবলে অতি বলীয়ান। অদৃশ্য হয়ে সে আকাশে বিচরণ করতে লাগলো। অতঃপর ইন্দ্রকে সে মায়ায় ব্যাকুল করে বাণাঘাতে আক্রমণ করলো॥২৮॥ যখন সে বুঝতে পারলো ইন্দ্র খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, তখন সে তাঁকে মায়া-বন্ধনে বদ্ধ করে আপন সৈন্যমধ্যে নিয়ে এলো॥২৯॥ মহারণ থেকে ইন্দ্রকে বলপূর্বক নিয়ে চলে যেতে দেখে দেবগণ সকলে চিন্তা করতে লাগলেন, কি হবে?॥৩০॥ যুদ্ধবিজয়ী মায়াবী রাক্ষসকে দেখতে না-পাওয়ায় সে ইন্দ্রকে জয় করেছে। যদিও ইন্দ্র মায়া-সংহারিণী বিদ্যা অবগত ছিলেন তবু ঐ রাক্ষস আপনার মায়াজালে বলপূর্বক তাঁকে অপহরণ করেছে॥৩১॥ এইপ্রকার চিন্তার মধ্যেই দেবগণ সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করলো॥৩২॥ আদিত্য ও বসুগণকে সামনে পেয়েও রাবণ রণভূমে যুদ্ধ করতে পারলো না। কেননা সে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত বাণে ছিলো খুবই পীড়িত॥৩৩॥ পিতাকে দেবগণের প্রহারে ম্লান ও জর্জরিত দেখে অদৃশ্য থেকে রাবণি বললো—॥৩৪॥ তাত, আপনি চলে আসুন। আমরা লঙ্কায় যাত্রা করি। যুদ্ধে ক্ষান্তি দিন। আমাদেরই জয় হয়েছে একথা জানুন। আপনি স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হোন॥৩৫॥ দেবসেনা ও ত্রিলোকের যিনি প্রভু সেই ইন্দ্রকে আমি দেবসৈন্যগণের মধ্য হতে বন্দী করেছি। দেবগণের দর্প চূর্ণ হয়েছে এতে॥৩৬॥ শত্রুকে বলপূর্বক নিগ্রহ করে ইচ্ছামতো ত্রিলোকের রাজ্য ভোগ করুন। ব্যর্থ পরিশ্রম করে কি লাভ? এখন তো যুদ্ধ নিষ্ফল॥৩৭॥

ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্মণঃ। তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ॥৩৮
অথ রণবিগতঃ স উত্তমৌজাস্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।
স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ সমনুনিশম্য জগাদ চৈব সূনুম্॥৩৯
অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমৈস্ত্বং মম কুলবংশবিবর্ধনঃ প্রভো।
যদয়মতুল্যবলস্ত্বয়াদ্য বৈ ত্রিদশপতিস্ত্রি-দশাশ্চ নির্জিতাঃ॥৪০
নয় রথমধিরোপ্য বাসবং নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃতস্ত্বম্।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ॥৪১
অথ স বলবৃতঃ সবাহনস্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমধিগম্য বীর্যবান্ কৃতসমরান্ বিসসর্জ রাক্ষসান্॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

রাবণির এই বাক্য শুনে দেবগণ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। ইন্দ্র ছাড়া সকলেই প্রত্যাবর্তন করলেন॥৩৮॥ স্বীয় সন্তানের এই প্রিয় বাক্য সাগ্রহে শ্রবণকরত মহাবলবান দেবদ্রোহী সুবিখ্যাত রাক্ষসাধিপতি রাবণ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলো। নিজ পুত্রকে বললো—॥৩৯॥ হে অতিবল, নিজের অতুল বলের যোগ্য পরাক্রম প্রদর্শন করে তুমি এই অতুল বলবান ইন্দ্রকে করেছো জয় এবং সেইসঙ্গে দেবতাদেরকেও পরাস্ত করেছো। এতে আমার কাছে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, তুমি আমার কুল ও বংশের যশ এবং সম্মান বর্ধনকারী॥৪০॥ ইন্দ্রকে রথে চাপিয়ে তুমি নিজের সৈন্য পরিবৃত হয়ে এখান থেকে লঙ্কানগরীতে গমন করো। আমিও স্বীয় সচিবগণসহ দ্রুত হৃষ্টচিত্তে তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি॥৪১॥ পিতৃ আজ্ঞায় পরাক্রমী রাবণি দেবরাজকে সঙ্গে করে সৈন্য ও যানবাহনসহ আপন ভবন লঙ্কায় প্রবেশ করলো। যে রাক্ষসেরা মহারণে রত হয়েছিলো, লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণি তাদেরকে বিদায় দিলো॥৪২॥ আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনত্রিংশ সর্গ (২৯) সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

ইন্দ্রজিতে বরং দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ তৎসমীপাদিন্দ্রায় মুক্তিদানম্, পূর্বকৃতপাপকর্ম
সংস্মার্য ইন্দ্রং প্রতি ব্রহ্মণো যজ্ঞকরণোপদেশঃ, যজ্ঞপূর্ণায়েন্দ্রস্য স্বর্গলোকে গমনঞ্চ

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ। প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা॥১
তত্র রাবণমাসাদ্য পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্। অব্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্বং প্রজাপতিঃ॥২

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

ইন্দ্রজিতকে বরদান করে ব্রহ্মাকর্তৃক ইন্দ্রকে তার কাছ থেকে মুক্তিদান। পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইন্দ্রকে বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ব্রহ্মার উপদেশ। যজ্ঞ পূর্ণ করে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন।

রাবণপুত্র যখন অতীব বলীয়ান ইন্দ্রকে লঙ্কানগরীতে নিয়ে গেলো তখন দেবগণ সকলে প্রজাপতিকে (ব্রহ্মাকে) সামনে নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন॥১॥ আকাশে অবস্থান করে পুত্র ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাবণকে গিয়ে ব্রহ্মা শান্তস্বরে বললেন—॥২॥ বৎস রাবণ, যুদ্ধে তব পুত্রের বীরত্ব অবলোকন করে

বৎস রাবণ! তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে। অহোঽস্য বিক্রমৌদার্যে তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা॥৩
জিতং হি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা। কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে॥৪
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ! বীর্যবান্। জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥৫
বলবান্ দুর্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ। যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে॥৬
তন্মুচ্যতাং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ। কিঞ্চাস্য মোক্ষণার্থায় প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ॥৭
অথাব্রবীন্মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ। অমরত্বমহং দেব বৃণে যদ্যেষ মুচ্যতে॥৮
চতুষ্পদাং খেচরাণামন্যেষাং বা মহৌজসাম্। বৃক্ষগুল্মক্ষুপলতাতৃণোপলমহীভৃতাম্॥৯
সর্বেঽপি জন্তবোঽন্যোন্যং ভেতব্যে সতি বিভ্যতি। অতোঽত্র লোকে সর্বেষাং সর্বস্মাচ্চ ভবেদ্ভয়ম্॥১০
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা মেঘনাদং প্রজাপতিঃ। নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভুবি॥১১
পক্ষিণশ্চতুষ্পদো বা ভূতানাং বা মহৌজসাম্। শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভুণাব্যয়ম্॥১২
অথাব্রবীৎ স তত্রস্থং মেঘনাদো মহাবলঃ। শ্রূয়তাং যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে॥১৩
মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্মন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্। সংগ্রামমবতর্তুঞ্চ শত্রুনির্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥১৪
অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেৎ তু বিভাবসোঃ। তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ॥১৫
তস্মিন্ যদ্যসমাপ্তে চ জপ্যহোমে বিভাবসৌ। যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্ বিনাশনম্॥১৬
সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্। বিক্রমেণ ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্তিতম্॥১৭
এবমস্ত্বিতি তঞ্চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ। মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ॥১৮
এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ। ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ॥১৯

আমি অতীব প্রীত হয়েছি। অহো, তার উদার বিক্রম তোমারি পরাক্রমের তুল্য। অথবা অধিকই হবে॥৩॥ স্বীয় তেজে তুমি ত্রিলোক জয় করেছো। সফল করেছো নিজের প্রতিজ্ঞা। হে পুত্র, এজন্যে আমি তোমার উপর প্রীত হয়েছি॥৪॥ রাবণ, তোমার এই পুত্র অতিশয় বলশালী। এবং প্রবল-পরাক্রমী। লঙ্কায় আজ থেকে সে ইন্দ্রজিৎ বলে বিখ্যাত হবে॥৫॥ রাজন্, যার আশ্রয় নিয়ে তুমি দেবগণকে বশীভূত করেছো, সে রাক্ষস অতীব বলীয়ান এবং দুর্জয় হবে॥৬॥ মহাবাহো, পাকশাসন মহেন্দ্রকে আজ তুমি ছেড়ে দাও। আর বলো ইন্দ্রের মুক্তির বদলে দেবতারা তোমাকে কি প্রদান করবে?॥৭॥ অতঃপর যুদ্ধবিজয়ী মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ বললো, দেব, ইন্দ্রকে যদি মুক্তি দিতে হয় তাহলে তার পরিবর্তে আমি অমরত্ব প্রার্থনা করছি॥৮॥ চতুষ্পদ প্রাণিসমূহ, পক্ষী, মহাতেজস্বী মনুষ্য, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ, উপল, এই পৃথিবীতে....॥৯॥ অপরাপর যে সমূহ প্রাণী বিচরণ করে তাদের সকলেই নিরন্তর সংশয়াকুল॥১০॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাতেজা মেঘনাদকে এই কথা বললেন। প্রাণীদের মধ্যে সর্বথা অমর কেউই হতে পারে না,....॥১১॥ না পক্ষী, না চতুষ্পদ প্রাণী, না ভূত না মনুষ্যাদি প্রাণিগণ। অব্যয় প্রভু, পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা উক্ত বাক্য শ্রুত হলো ইন্দ্রজিৎ॥১২॥ শ্রুত হয়ে তত্রস্থ দেবদেবকে মহাবল মেঘনাদ বললো, শুনুন, ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্তে আমার দ্বিতীয় অভীষ্ট প্রার্থনা॥১৩॥ আমার এটিই সর্বদা নিয়ম হোক যে, আমি যখন শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবো ও মন্ত্র যুক্ত হবির আহুতিতে অগ্নিদেবের পূজা করবো তখন...॥১৪॥ অগ্নি হতে আমার জন্যে এইপ্রকার অশ্বযোজিত রথ উত্থিত হবে যে, তাতে আরোহণ করলে আমাকে বিনাশে কেউ সমর্থ হবে না। এটিই আমার নিশ্চিত বর॥১৫॥ যদি আমি যুদ্ধের জন্যে জপ ও অগ্নিতে হোমকার্য করতে বসে তা সমাপন করতে না পারি অথচ রণভূমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তাহলে আমার বিনাশ হবে॥১৬॥ হে দেব, সকলে তপস্যা করে 'অমরত্ব' বর লাভ করে থাকে। অথচ আমি স্বীয় পরাক্রমে 'অমরত্ব' বর লাভ করলাম॥১৭॥ এই শুনে ভগবান ব্রহ্মা বললেন, তাই হোক। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিলো। দেবগণ স্বর্গে গমন করলেন (*মহেন্দ্রের সঙ্গে*)॥১৮॥ হে রাম, ইতঃমধ্যে ইন্দ্রের দেবোচিত তেজ গেলো নষ্ট হয়ে। তিনি দুশ্চিন্তাজর্জরিত এবং চিন্তাপীড়িত হয়ে ধ্যান-নিবিষ্ট হলেন॥১৯॥ ভগবান পিতামহ তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য

ত্ত্ব দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ। শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্॥২০
অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো। একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ॥২১
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা। ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥২২
সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্মমে। যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তৎ তদুদ্ধৃতম্॥২৩
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা। হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ॥২৪
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা। অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥২৫
নির্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্যাং সুরর্ষভ। ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততেঽভবৎ॥২৬
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো। স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর॥২৭
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ। ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ॥২৮
ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্যং মহামুনেঃ। জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা॥২৯
স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ। আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া॥৩০
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ। দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥৩১
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্তেন সমন্যুনা। দৃষ্টস্ত্বং স তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা॥৩২
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা। গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্যয়ম্॥৩৩
যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ। তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি॥৩৪
অয়ং তু ভাবো দুর্বুদ্ধে যস্ত্বয়েহ প্রবর্তিতঃ। মানুষেষ্বপি লোকেষু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥৩৫

করে বললেন, শতক্রতো, কেন তুমি পূর্বে অতিশয় দুষ্কর্ম করেছো?॥২০॥ প্রভো, দেবরাজ, আপন বুদ্ধিতে প্রথমে আমি যে সমূহ প্রজা উৎপন্ন করি, তাদের সকলের কান্তি, ভাষা, রূপ—সবই একরকম॥২১॥ না দর্শনে, না লক্ষণে পরস্পরে কোনো বিশেষত্ব বা বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। তাই একাগ্রচিত্তে আমি প্রজাদের বিশেষত্ব বিষয়ে চিন্তাচ্ছন্ন হলাম॥২২॥ এই চিন্তা করতে করতে আমি বিশিষ্টা এক স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলাম। প্রজাগণের প্রত্যেক অঙ্গে যে যে বৈশিষ্ট্যময় সারভূত সৌন্দর্য ছিলো, এই স্ত্রীলোকের অঙ্গেও তা আমি উদ্ধৃত করলাম॥২৩॥ এই অদ্ভুত রূপ-গুণ-সমন্বিতা, বিশিষ্টা যে নারী আমি সৃজন করলাম, তার নাম অহল্যা। জগতে কুরূপতাকে বলে 'হল'। তা থেকে জন্মায় যে সে হল্য॥২৪॥ যে নারীতে হল্য তথা নিন্দনীয় রূপ নাই, তাকেই বলে 'অহল্যা'। তাই আমিও ঐ নারীর নাম রাখলাম অহল্যা॥২৫॥ হে দেবেন্দ্র, সুরশ্রেষ্ঠ, যখন ঐ নারীর নির্মাণকর্ম সমাপন হলো, আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এই স্ত্রীলোক কার পত্নী হবে?॥২৬॥ প্রভো, পুরন্দর, শক্র, সেসময়ে তুমি স্বীয় স্থান ও পদের শ্রেষ্ঠত্বে মনে মনে তাকে আপন পত্নী বলে স্থির করলে *(আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই)*॥২৭॥ আমি মহাত্মা গৌতমের কাছে তাকে গচ্ছিত রূপে রাখলাম। বহুবর্ষ এই প্রকারে অতিবাহিত হলো। অতঃপর গৌতম তাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করলেন॥২৮॥ মহামুনির *(গৌতমের)* ঐ মহান স্থৈর্য *(ইন্দ্রিয়সংযম)* এবং তপস্যাবিষয়ক সিদ্ধি পরিজ্ঞাত হয়ে আমি তাকে *(ঐ নারীকে)* পুনঃ তাঁর কাছে পত্নীরূপে সমর্পণ করলাম॥২৯॥ ধর্মাত্মা মহামুনি তার সঙ্গে সুখে বিহার করতে লাগলেন। অন্যদিকে গৌতমকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করায় দেবগণ নিরাশ হলেন॥৩০॥ ক্রুদ্ধ হলে তুমিও। কামে পূর্ণ ছিলো তোমার মন। তুমি মুনির আশ্রমে গিয়ে দীপ্ত অগ্নিশিখাবৎ তেজস্বী সেই স্ত্রীকে সন্দর্শন করলে॥৩১॥ ইন্দ্র, কুপিত ও কামপীড়িত হয়ে তুমি তার উপর বলাৎকার করলে। সে সময়ে ঐ মহর্ষি তোমাকে নিজের আশ্রমে দেখতে পেলেন॥৩২॥ দেবেন্দ্র, তাতে পরমতেজস্বী *(গৌতম)* ক্রুদ্ধ হলেন। তোমাকে অভিশাপ দিলেন। তাঁর সেই শাপের কারণেই ভাগ্যবিপর্যয়ে তুমি এই বিপরীত দশায় পতিত হয়েছো॥৩৩॥ বাসব, শক্র, যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে ধর্ষণ করেছো, সে কারণে তুমি যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হবে॥৩৪॥ রে দুর্বুদ্ধে, যেহেতু তুমি এখানে এই জারভাবের প্রচলন করলে, ভবিষ্যতে এটি মনুষ্যলোকে পর্যন্ত প্রবর্তিত হবে—এতে কোনো সংশয় নেই॥৩৫॥ আর এমনটি যে করবে, তার উপর পাপের

তত্রার্ধং তস্য যঃ কর্তা ত্বয্যর্ধং নিপতিষ্যতি। ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥৩৬
যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্ ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি। এষ শাপো ময়া ভুক্তা ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ॥৩৭
তাস্তু ভার্যাং সুনির্ভর্ৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ। দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ॥৩৮
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা। তস্মাদ্ রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যতি॥৩৯
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। যৎ তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ॥৪০
তদা প্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা। সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা॥৪১
অজ্ঞানাদ্ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা। ন কামকারাদ্ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥৪২
অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ। উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥৪৩
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি। ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥৪৪
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি। স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্॥৪৫
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি। বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্ধং তদা হি বরবর্ণিনি॥৪৬
এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্। তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ॥৪৭
শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্বমুপস্থিতম্। তৎস্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যত্ত্বয়া কৃতম্॥৪৮
তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নান্যেন বাসব। শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ॥৪৯
পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ। পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে॥৫০
নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্যকেণ মহোদধৌ। এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু যজ্ঞমিষ্ট্বা চ বৈষ্ণবম্॥৫১

অর্ধভাগ পতিত হবে। আর তোমার উপর পড়বে পাপের অবশিষ্ট অর্ধাংশ, কেননা তুমিই এর প্রবর্তক। নিঃসন্দেহে তোমার এইস্থান *(দেবরাজ পদ ও আসন)* স্থিতিশীল হবে না॥৩৬॥ যে যে ব্যক্তিই দেবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হন না কেন, কেউই ঐ পদে স্থির থাকতে পারবেন না। এই শাপ ইন্দ্রমাত্রকেই দিলাম আমি, এই বাক্যই মুনি তখন তোমাকে বলেছিলেন॥৩৭॥ অতঃপর ঐ মহাতাপস স্বীয় ভার্যাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, দুর্বিনীতে, আমার আশ্রমের কাছে তুমি আপন রূপ-যৌবন ভ্রষ্ট হয়ে অদৃশ্য থেকে বাস করো॥৩৮॥ যেহেতু তুমি রূপ এবং যৌবনসম্পন্না হয়েও আপন মর্যাদায় স্থির থাকতে পারো নি, তাই জগতে তুমি একাই রূপবতী থাকবে না *(বহু রূপবতী স্ত্রীলোক উৎপন্ন হবে)*॥৩৯॥ বহু রূপবতী যে জগতে জন্মাবে এতে কোনো সংশয় নেই। সেই থেকে বহু প্রজা রূপবতী হয়ে জন্মাতে লাগলো। অহল্যা বিনীতভাবে তখন মহর্ষি গৌতমকে প্রসন্ন করে বললো—॥৪০-৪১॥ বিপ্রপ্রবর, ব্রহ্মর্ষে, অজ্ঞানতাবশে ধর্ষিতা হয়েছি। স্বেচ্ছাচারিতাবশে নয়। কেননা দেবরাজ আপনারই রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই আপনি আমাকে কৃপা করুন॥৪২॥ অহল্যার বাক্যের উত্তরে মহর্ষি গৌতম বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশে এক মহাতেজা মহারথীর আবির্ভাব ঘটবে॥৪৩॥ তিনি সংসারে রাম নামে প্রখ্যাত হবেন। সাক্ষাদ্ ভগবান শ্রীবিষ্ণুই মনুষ্যরূপে মহাবাহু রাম। তিনি তপোবনে গমন করবেন ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থে॥৪৪॥ যখনি তুমি তাঁকে দর্শন করবে, তুমি পবিত্রা হবে। যে পাপকর্ম তুমি করেছো, তা থেকে একমাত্র ত্রাণ করাতে পারেন তিনিই॥৪৫॥ হে বরবর্ণিনি, তুমি তাঁর আতিথ্য সৎকার করে আমার কাছে আগমন করবে। এবং পুনরায় আমারি সঙ্গে বাস করবে *(বরবর্ণিনি—শ্রেষ্ঠ বর্ণকান্তি আছে যে রমণীর, সুন্দরী)*॥৪৬॥ এই প্রকার বলে বিপ্রর্ষি আপন আশ্রমমধ্যে চলে এলেন। আর ব্রহ্মবাদী ঐ মুনির পত্নী *(অহল্যা)* কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন॥৪৭॥ মহাবাহো, মহামুনির শাপের কারণে, তোমার মধ্যে এইসকল উপসর্গাদির উদ্ভব ঘটেছে। তাই তুমি যে পাপ করেছো, তা স্মরণ করো॥৪৮॥ বাসব, ঐ শাপের জন্যেই শত্রুর কবলে তুমি পতিত হয়েছো। এর দ্বিতীয় কোনো কারণ নেই। সুতরাং সুসমাহিত হয়ে শীগ্‌গিরই বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করো॥৪৯॥ দেবেন্দ্র, যজ্ঞে পবিত্র হয়ে তুমি পুনঃ স্বর্গে গমন করবে। তোমার পুত্র জয়ন্তও ঐ মহারণে নিহত হয় নি॥৫০॥ তার দাদামশায় তাকে মহাসাগর মধ্যে নিয়ে গেছেন। এই কথা শুনে মহেন্দ্র বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন॥৫১॥ যজ্ঞ পূর্ণ করে দেবরাজ স্বর্গলোকে করলেন আগমন।

পুনস্ত্রিদিবমাক্রামদন্বশাসচ্চ দেবরাট্। এতদিন্দ্রজিতো নাম বলং যৎ কীর্তিতং ময়া ॥৫২
নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ। আশ্চর্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চাব্রবীৎ তদা ॥৫৩
অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদা। বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪
আশ্চর্যং স্মারিতোঽস্ম্যদ্য যত্তদ্দৃষ্টং পুরাতনম্। অগস্ত্যং ত্বব্রবীদ্ রামঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতশ্চ মে ॥৫৫
এবং রাম সমুদ্ভুতো রাবণো লোককণ্টকঃ। সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥৫৬

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

শাসন করতে লাগলেন দেবরাজ্য। *(হে রঘুনন্দন)*, তোমার কাছে আমি ইন্দ্রজয়ীর *(মেঘনাদের)* বলের কথা কীর্তন করলাম ॥৫২॥ সে নিজের সামর্থ্যে দেবেন্দ্রকে জয় করেছে। সুতরাং সেখানে অন্যপ্রাণীর কথা কি বলবো? এই বাক্য শুনে রাম ও লক্ষ্মণ একযোগে বলে উঠলেন, আশ্চর্য ॥৫৩॥ অগস্ত্যের বাক্যে বিস্মিত হলো উপস্থিত বানর এবং রাক্ষসেরাও। রামের পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ বললো— ॥৫৪॥ আমি পূর্বে যে আশ্চর্য বিষয় অবলোকন করেছিলাম, মহর্ষি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। মুনি অগস্ত্যকে রাম বললেন, আপনি যা বললেন সত্যি। পূর্বে আমিও এই মতো শুনেছিলাম ॥৫৫॥ পুনশ্চ ঋষি অগস্ত্য বললেন, রাম, এইভাবেই সপুত্র রাবণ সকললোকের কণ্টকস্বরূপ ছিলো; ইন্দ্রকে পর্যন্ত যুদ্ধে জয় করেছিলো ॥৫৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

মাহিষ্মতীপুর্যাং রাবণস্য গমনম্, তত্রত্যরাজানমপ্রাপ্য মন্ত্রিভিঃ সহ বিন্ধ্যগিরিসমীপং গত্বা নর্মদায়াং তস্য স্নানম্, ভগবতঃ শিবস্য পূজা চ

ততো রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেব হি। উবাচ প্রণতো বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥১
ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদাপ্রভৃতি মেদিনীম্। পর্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ॥২
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন। ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩
উতাহো হতবীর্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ। বহিষ্কৃতা বরাস্ত্রৈশ্চ বহবো নির্জিতা নৃপাঃ ॥৪

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

মাহিষ্মতীপুরীতে রাবণের গমন। সেখানকার রাজাকে না পেয়ে মন্ত্রিগণের সঙ্গে বিন্ধ্যগিরি সন্নিকটে গিয়ে নর্মদানদীতে স্নান এবং ভগবান শিবের আরাধনা।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করে বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন— ॥১॥ হে ভগবন্, হে দ্বিজোত্তম, ক্রূর রাক্ষস *(রাবণ)* যখন পৃথিবী জয় করতে করতে পর্যটন করে বেড়াচ্ছিলো, তখন কি সকলেই শৌর্যগুণহীন ছিলো? ॥২॥ কেননা এমন কোনো ক্ষত্রিয় রাজা বা ক্ষত্রিয়েতর রাজাই অধিক বলশালী ছিলো না, যাদের কাছ থেকে রাক্ষসাধিপতি রাবণ পরাজিত হবার কারণে অপমানিত হয় ॥৩॥ অথবা সেই সময় সমূহ নৃপতিই কি পরাক্রমবিহীন ও উত্তম শস্ত্রজ্ঞানশূন্য ছিলেন, যে জন্যে রাবণের কাছে বহু রাজাই পরাজিত হয়েছিলেন ॥৪॥ রামের বাক্য শুনে ভগবান ঋষি অগস্ত্য পরিহাস

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ। উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্॥৫
ইত্যেবং বাধমানস্তু পর্থিবান্ পার্থিবর্ষভ। চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে॥৬
ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্। সম্প্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং সদাসীদ্ বসুরেতসঃ॥৭
তুল্য আসীন্নৃপস্তস্য প্রভাবাদ্ বসুরেতসঃ। অর্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশয়ঃ সদা॥৮
তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্বলী। অর্জুনো নর্মদা রন্তুং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ॥৯
তমেব দিবসং সোঽথ রাবণস্তত্র আগতঃ। রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত॥১০
ক্বার্জুনো নৃপতিঃ শীঘ্রং সম্যগাখ্যাতুমর্হথ। রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যদ্ধেপ্সুর্নৃবরেণ হ॥১১
মমাগমনমপ্যগ্রে যুষ্মাভিঃ সন্নিবেদ্যতাম্। ইত্যেবং রাবণেনোক্তাস্তেঽমাত্যাঃ সুবিপশ্চিতঃ॥১২
অব্রুবন্ রাক্ষসপতিমসান্নিধ্যং মহীপতেঃ। শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনং গতম্॥১৩
অপসৃত্যাগতো বিন্ধ্যং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্। স তমভ্রমিবাবিষ্টমুদ্‌ভ্রান্তমিব মেদিনীম্॥১৪
অপশ্যদ্ রাবণো বিন্ধ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্। সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্॥১৫
প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ। দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোভিঃ সকিন্নরৈঃ॥১৬
স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্। নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্॥১৭
ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্। উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্॥১৮
পশ্যমানস্ততো বিন্ধ্যং রাবণো নর্মদাং যযৌ। চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্॥১৯

-পূর্বক রামকে সকল বাক্য বললেন। পূর্বে মহাদেবের সঙ্গে পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে যেমনটি বাক্যালাপ হয়েছিলো ঠিক তেমনি॥৫॥ অগস্ত্য বলতে লাগলেন, হে মহীপতি, হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাম, এইভাবে সমূহ রাজাকে পরাজিত করে রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলো॥৬॥ অতঃপর সে প্রবেশ করলো স্বর্গপুরী অমরাবতীর মতো সুশোভিতা মাহিষ্মতী নগরীতে। অগ্নিদেব সতত বিরাজ করেন সেখানে॥৭॥ অগ্নির প্রভাবেই সেখানে রাজত্ব করতেন অগ্নিতুল তেজস্বী এক রাজা। নাম অর্জুন। তাঁর রাজত্ব কালে কুশ-আস্তরিত অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিদেব নিয়ত বিরাজিত থাকতেন॥৮॥ ঐ দিনে *(যেদিন রাবণ সেখানে গেলো)* বলশালী হৈহয়-অধিপতি *(অর্জুন)* স্বীয় স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে নর্মদানদীতে জলক্রীড়ার উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন॥৯॥ ঐ দিনেই রাবণ সেখানে এলো। রাক্ষসাধিপতি এসেই রাজার অমাত্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করলো—॥১০॥ ত্বরিতে এবং যথাযথভাবে আমাকে বলো, রাজা অর্জুন কোথায়? রাক্ষসরাজ রাবণ আমি। তোমাদের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখানে এসেছি॥১১॥ সবার আগে তোমরা আমার এখানে আগমনের বার্তা রাজাকে অবগত করাও। রাবণ এইপ্রকার বললে বুদ্ধিমান সেই অমাত্যেরা...॥১২॥ রাক্ষসাধিপতিকে বললো, বর্তমানে মহারাজ রাজধানীতে অনুপস্থিত। পুরবাসিগণের মুখ থেকে রাজা অর্জুনের বহির্গমনের বার্তা শুনে বিশ্রবাপুত্র....॥১৩॥ সেখান থেকে হিমালয়পর্বততুল বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হলো। এই পর্বত এতোই সুউচ্চ যে তাকে মেঘের মতোই বোধ হতো। মনে হতো, সে যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে উঠেছে॥১৪॥ রাবণ দেখলো মহান এই পর্বতের গগনচুম্বী শিখরগুলি আকাশের রেখাঙ্কনের মতো। সহস্র সহস্র শিখরে সুশোভিত বিন্ধ্য। শিখরে শিখরে সিংহের বাস॥১৫॥ তার সর্বোচ্চ শিখরপ্রদেশ থেকে যে শীতল জলস্রোত পতিত হতো, তা দেখে মনে হতো যেন ঐ পর্বত অট্টহাস করছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরো ও কিন্নরগণ॥১৬॥ আপন আপন পত্নিগণের সঙ্গে সেখানে ক্রীড়া করেন। অত্যুচ্চ এই পর্বত তাই স্বর্গতুল্য শোভিত। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছজলের স্রোতসমন্বিতা নদীসমূহ....॥১৭॥ সেখানে থাকায় তাকে মনে হতো চঞ্চলজিহ্বা ও ফণাধারী শেষনাগের ন্যায়। হিমালয়ের মতো বিশাল এবং বিস্তৃত বিন্ধ্যগিরি ছিলো বহু গুহাসংশ্লিষ্ট॥১৮॥ এমতো বিন্ধ্যপর্বতকে অবলোকন করতে করতে রাবণ নর্মদা নদীতটে উপস্থিত হলো। উপলখণ্ডযুক্তা ঐ নদীতে প্রবাহিত হতো চঞ্চল জল এবং তা ছিলো পশ্চিমসমুদ্রগামিনী॥১৯॥ গ্রীষ্মতাপিত হয়ে তৃষিত মহিষ, সৃমর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও গন্ধরাজ সেই

মহিষৈঃ সৃমরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ। উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্॥২০
চক্রবাকৈঃ সকারণ্ডৈঃ সহংসজলকুক্কুটৈঃ। সারসৈশ্চ সদা মত্তৈঃ কূজদ্ভিঃ সুসমাবৃতাম্॥২১
ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্। বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্॥২২
পুষ্পরেণ্বনুলিপ্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্। জলাবগাহসুস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্॥২৩
পুষ্পকাদবরুহ্যাশু নর্মদাং সরিতাং বরাম্। ইষ্টামিব বরাং নারীমবগাহ্য দশাননঃ॥২৪
স তস্যা পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতে। উপোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সার্ধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥২৫
প্রখ্যায় নর্মদাং সোঽথ গঙ্গেয়মিতি রাবণঃ। নর্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননঃ॥২৬
উবাচ সচিবাংস্তত্র সলীলং শুকসারণৌ। এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্॥২৭
তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ। মামাসীনং বিদিত্বৈব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ॥২৮
নর্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ। মদ্ভয়াদনিলো হ্যেষ বাত্যসৌ সুসমাহিতঃ॥২৯
ইয়ং বাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্মদা নর্মবর্ধিনী। নক্রমীনবিহঙ্গোর্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা॥৩০
তদ্ভবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি। চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥৩১
তে যূয়মবগাহধ্বং নর্মদাং শর্মদাং শুভাম্। সার্বভৌমমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ॥৩২
অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মনো বিপ্রমোক্ষ্যথ। অহমপ্যদ্য পুলিনে শরদিন্দুসমপ্রভে॥৩৩
পুষ্পোপহারং শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দিনঃ। রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ॥৩৪
সমহোদরধূম্রাক্ষা নর্মদাং বিজগাহিরে। রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা নর্মদা নদী॥৩৫

জলধারাকে ক্ষোভিত করে থাকে॥২০॥ চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট এবং সারস প্রভৃতি জলপক্ষী নর্মদানীরকে সর্বদা মত্ত থেকে এবং চতুর্দিক কূজন- নিনাদিত রেখে আচ্ছাদিত করে রাখতো॥২১॥ তীরবর্তী ফুল্ল বৃক্ষসমূহ তার ভূষণ, চক্রবাকযুগল তার স্তন, উচ্চ ও বিস্তীর্ণ পুলিনপ্রদেশ তার নিতম্বদেশ, হংসসমূহ তার সুন্দর মেখলা,....॥২২॥ পুষ্পপরাগ অঙ্গরাগরূপে অঙ্গে অনুলিপ্ত, জলের উজ্জ্বল ফেনা তার শ্বেত ও স্বচ্ছশাড়ী, তার জলে অবগাহন হলো সুখদায়ী স্পর্শ এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন প্রতীত হচ্ছিলো তার নেত্ররূপে॥২৩॥ দশানন দেখলো নদীসমূহশ্রেষ্ঠা নর্মদা পরম সুন্দরী প্রিয়তমা নারীর ন্যায় প্রতীয়মানা। ত্বরিতে সে পুষ্পক হতে নেমে নর্মদাজলে অবগাহন করে....॥২৪॥ নানামুনিসেবিত তার (নর্মদার) রম্য তীরে মন্ত্রিগণের সঙ্গে উপবেশন করলো॥২৫॥ 'ইনি সাক্ষাৎ গঙ্গা' এই বলে রাবণ নর্মদার প্রশংসা করলো এবং নর্মদা-দর্শনে আনন্দ অনুভব করতে লাগলো॥২৬॥ লীলাচ্ছলে রাবণ আপন মন্ত্রী শুক, সারণ ও অপরাপর অমাত্যকে সেইখানে বসে বললো, এই সূর্যদেব স্বীয় সহস্র-কিরণে সমগ্র জগতকে স্বর্ণময় করে....॥২৭॥ প্রচণ্ড তাপ প্রদানকরত বর্তমানে নভোমণ্ডলের মধ্যমভাগে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমি এখানে বসে আছি একথা জেনেই তিনি যেন এখানে চন্দ্রের মতো শীতল হয়েছেন॥২৮॥ আমার ভয়ে ভীত অনিলদেব তথা বায়ুদেব নর্মদা-জলস্পর্শে শীতল, সুগন্ধযুক্ত এবং শ্রমনাশন হয়ে অতি সাবধানে মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছেন॥২৯॥ নদীশ্রেষ্ঠা এই নর্মদাও আমাদের ক্রীড়ারস ও সুখের বর্ধন করছে। এর তরঙ্গে কুমীর, মাছ ও জলপক্ষী খেলা করছে আর নর্মদা ভয়ভীতা নারীর ন্যায় অবস্থিতা॥৩০॥ যুদ্ধভূমে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী নরপতিগণের অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছো। মনে হচ্ছে তোমরা রক্তচন্দনের রস লেপন করেছো॥৩১॥ তাই তোমরা সকলে সার্বভৌম প্রভৃতি মদমত্ত বিশাল দিগ্‌গজের গঙ্গাস্নানের মতো সুখদায়ী ও মঙ্গলকরী এই নর্মদানদীতে স্নান করো॥৩২॥ এই মহানদীতে অবগাহন করে তোমরা পাপ থেকে মুক্তিলাভ করবে। আমিও আজ শরৎকালের চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল নর্মদাতটে....॥৩৩॥ জটাজূটধারী শিবের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে পুষ্পের উপহার প্রদান করবো। রাবণ এইপ্রকার বললে প্রহস্ত, শুক, সারণ,....॥৩৪॥ মহোদর, ধূম্রাক্ষ-প্রমুখ নিশাচর নর্মদায় স্নান করলো। বামন, অঞ্জন, পদ্ম-আদি দিগ্‌গজেরা যেমন গঙ্গার বারি বিক্ষুব্ধ করে তেমনিভাবে রাক্ষসরাজের হাতীগুলিও নর্মদায় নেমে তার

বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ। ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্মদায়াং মহাবলাঃ ॥৩৬
উত্তীর্য পুষ্পণ্যাজহ্রুর্বল্যর্থং রাবণস্য তু। নর্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ॥৩৭
রাক্ষসৈস্তু মুহূর্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ। পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥৩৮
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ। তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্ ॥৩৯
নর্মদাসলিলাৎ তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ। ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতঃ ॥৪০
রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমন্বয়ুঃ সর্বরাক্ষসাঃ। তদ্গতীবশমাপন্না মূর্তিমন্ত ইবাচলাঃ ॥৪১
যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥৪২
বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ। অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥৪৩
ততঃ সতামার্তিহরং পরং বরং বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্।
সমর্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ প্রসার্য হস্তান্ প্রণনর্ত চাগ্রতঃ ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

জল আন্দোলিত করতে লাগলো। অতঃপর মহাবলশালী রাক্ষসেরা নর্মদানদীতে স্নান করে.... ॥৩৫-৩৬॥ উঠে রাবণের জন্যে পুষ্প আহরণ করতে লাগলো। শুভ্র মেঘের মতো উজ্জ্বল ও মনোরম নর্মদাতীরে রাক্ষসেরা পুষ্প চয়ন করে এনে মুহূর্তমধ্যে পুষ্প-পর্বত তৈরী করে ফেললো। ফুল সংগ্রহ হয়েছে দেখে রাক্ষসাধিপতি রাবণ.... ॥৩৭-৩৮॥ স্নানার্থী গজরাজের গঙ্গাবতরণের ন্যায় নর্মদা নদীনীরে নামলো। বিধিপূর্বক অবগাহন করে জপনীয় উত্তম মন্ত্র জপ করে সে.... ॥৩৯॥ নর্মদা সলিল থেকে উঠে এলো। অনন্তর আর্দ্র-বস্ত্র ত্যাগ করে শুক্ল পরিধেয় পরিধান করলো ॥৪০॥ কোন পর্বত গমন করলে বশীভূত তরুরাজি যেমন তার অনুগমন করে তেমনি কৃতাঞ্জলি রাবণের গমন গতিবেগে বশীভূত হয়ে রাক্ষসেরাও তার অনুগমন করতে লাগলো ॥৪১॥ রাক্ষসাধিপতি রাবণ যেখানে যেখানে গমন করে, তথায় তথায় সে এক সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ সঙ্গে নিয়ে যায় ॥৪২॥ রাবণ বালুকাবেদী'পরি ঐ শিবলিঙ্গ স্থাপন করে গন্ধ এবং অমৃততুল্য সুগন্ধী ফুলে তার অর্চনা করলো ॥৪৩॥ যিনি নিজের কপালে চন্দ্রকিরণের ভূষণ ধারণ করেন, সদ্পুরুষের পীড়াহারী যিনি এবং ভক্তগণকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ ও সর্বসুন্দর দেবতা ভগবান শঙ্করের পূজার্চনা উত্তমরূপে করে সেই নিশাচর তাঁরই সন্নিকটে হস্ত প্রসারিত করে নৃত্য করতে লাগলো ॥৪৪॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অর্জুনহস্তৈর্নর্মদাপ্রবাহস্যাবরোধঃ, তত্র রাবণস্য পুষ্পোপহারস্য গমনম্, রাবণাদিরাক্ষসৈঃ সহ পুনরর্জুনস্য সংগ্রামঃ, রাবণং বদ্ধ্বা স্বনগরে আনয়নঞ্চ

নর্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স দারুণঃ। পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্দেশাদদূরতঃ ॥১
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ। ক্রীড়তে সহ নারীভির্নর্মদাতোয়মাশ্রিতঃ ॥২

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

অর্জুনের হাতসমূহের দ্বারা নর্মদা-প্রবাহের অবরোধ। সেখানে রাবণের পুষ্পোপহারের গমন। পুনরায় রাবণ-প্রমুখ নিশাচরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ। রাবণকে বন্দী করে নিজ নগরে আনয়ন।

দারুণ রাক্ষসেন্দ্র নর্মদাতীরে যেখানে পুষ্পোপহার রচনা করছিলো তারই অদূরে.... ॥১॥ বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ মহিষ্মতী-অধিপতি অর্জুন নিজ রমণীগণের সঙ্গে নর্মদা-জলে ক্রীড়ারত ছিলেন ॥২॥ সহস্র হস্তিনীমধ্যে

তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ চ তদার্জুনঃ। করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ॥৩
জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্। রুরোধ নর্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ॥৪
কার্তবীর্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্মলম্। কূলোপহারং কুর্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবতি॥৫
সমীনক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ। স নর্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্কাল ইবাবভৌ॥৬
স বেগঃ কার্তবীর্যেণ সম্প্রেষিত ইবাম্ভসঃ। পুষ্পোহারং সকলং রাবণস্য জহার হ॥৭
রাবণোঽর্ধসমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা। নর্মদাং পশ্যতে কান্তাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্॥৮
পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্। বর্ধন্তমম্ভসো বেগং পূর্বামাশাং প্রবিশ্য তু॥৯
ততোঽনুদ্ভ্রান্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্। নির্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্ রাবণো নদীম্॥১০
সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা হ্যশব্দাস্যো দশাননঃ। বেগপ্রভবমন্বেষ্টুং সোঽদিশচ্ছুকসারণৌ॥১১
তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ। ব্যোমান্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ॥১২
অর্ধযোজনমাত্রন্তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ। পশ্যেতাং পুরুষং তোয়ে ক্রীডন্তং সহযোষিতম্॥১৩
বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্ধজম্। মদরক্তান্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্॥১৪
নদীং বাহুসহস্রেণ রুন্ধন্তমরিমর্দনম্। গিরিং পাদসহস্রেণ রুন্ধন্তমিব মেদিনীম্॥১৫
বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্। সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্॥১৬
তমদ্ভুততরং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ। সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ॥১৭
বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বর। নর্মদাং রোধবদ্ রুদ্ধা ক্রীডাপয়তি যোষিতঃ॥১৮
তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা নদী। সাগরোদ্গারসঙ্কাশানুদ্গারান্ সৃজতে মুহুঃ॥১৯

রাজা অর্জুন কুঞ্জরসদৃশ শোভা পাচ্ছিলেন॥৩॥ রাজা নিজের সহস্র বাহুর উত্তম বল পরখ করার অভিলাষে বহুসংখ্যক বাহুদ্বারা আবরণপূর্বক নর্মদার বেগ রুদ্ধ করতে লাগলেন॥৪॥ কৃতবীর্যসুত অর্জুনের বাহু অবরুদ্ধ নর্মদার নির্মল জল তীরে পূজারত রাবণের কাছে উপস্থিত হলো। এবং তা স্রোতের বিপরীতগতিতে বইতে লাগলো॥৫॥ মৎস. মকর, নক্র, পুষ্প এবং কুশাস্তরণশোভিত নর্মদার ঐ জলবেগ বর্ষাকালের মতো বর্ধিত হতে লাগলো॥৬॥ কার্তবীর্যকর্তৃক প্রেরিত হয়ে যেন সেই জলধারা রাবণের পুষ্পোপহার হরণ করতে লাগলো॥৭॥ রাবণ তখন আপন পূজাবিধি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখে প্রতিকূলা অথচ রমণীয়া প্রেয়সীর মতো নর্মদার দিকে তাকিয়ে রৈলো॥৮॥ পশ্চিমদিক থেকে এসে পূর্বদিকে প্রবেশ করে ঐ জলবেগ বিপরীতগামী সাগরের জলোচ্ছ্বাসের *(জোয়ারের)* মতন ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে লাগলো॥৯॥ নদীতটে বৃক্ষোপরি অবস্থিত পক্ষিগণ নিরুদ্বেগে বাস করতো, কেননা নর্মদার তখন স্বাভাবিক শান্তভাব ছিলো। রাবণ বিকারহীনা নারীর ন্যায় ঐ নদীকে দেখতে লাগলো॥১০॥ মুখে শব্দ না করে দশানন নদীবেগের মূলস্থান সন্ধানের নিমিত্ত দক্ষিণ করাঙ্গুলি দ্বারা শুক ও সারণকে নির্দেশ দিলো॥১১॥ বীরবর শুক ও সারণ ভ্রাতৃদ্বয় রাবণ-নির্দেশিত হয়ে আকাশমার্গে পশ্চিম অভিমুখে প্রস্থিত হলো॥১২॥ নিশাচরদ্বয় অর্ধযোজন মাত্র গমন করে দেখতে পেলো যে, রমণীগণের সঙ্গে এক পুরুষ জলক্রীড়া করছেন॥১৩॥ শরীর তাঁর বিশাল সালবৃক্ষের মতো উন্নত। মত্ততাবশে তাঁর চক্ষু আরক্তিম। চিত্ত ব্যাকুল। নর্মদার জলে কেশকলাপ বিস্রস্ত॥১৪॥ সহস্র পাদ-সহযোগে পর্বত যেমন মেদিনীকে অবরোধ করে থাকে, তেমনিভাবে শত্রুমর্দনকারী ঐ পুরুষও সহস্র বাহু-কর্তৃক নদীপ্রবাহের গতিরোধ করেছেন॥১৫॥ সহস্র হস্তিনী সমাবৃত হয়ে মদমত্ত হস্তীর মতো উদ্‌ভিন্না-যৌবনা শ্রেষ্ঠা সহস্র সুন্দরীতে পরিবৃত হয়ে আছেন তিনি॥১৬॥ রাক্ষস শুক ও সারণ সেই পরম অদ্‌ভুত পুরুষকে দর্শন করে শেষে রাবণসকাশে ফিরে এসে তাকে সংবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো॥১৭॥ রাক্ষসেশ্বর, বিশাল সালবৃক্ষের মতো অতিকায় কোনো পুরুষ সেতুবৎ নর্মদাকে অবরোধ করে রমণীগণকে ক্রীড়া করাচ্ছেন॥১৮॥ ঐ পুরুষের বাহুসহস্র দ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নদী নর্মদা বর্ধিত হচ্ছে মুহুর্মুহুঃ। পর্বকালে সাগরের যেমন পরিবৃদ্ধি ঘটে ঠিক তেমনিভাবে॥১৯॥ শুক ও সারণের নিকট এইপ্রকার বার্তা অবগত হয়ে

ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ। রাবণোঽর্জুন ইত্যুক্ত্বা স যযৌ যুদ্ধলালসঃ॥২০
অর্জুনাভিমুখে তস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে। চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা॥২১
সকৃদেব কৃতো রাবঃ সরক্তপৃষতো ঘনৈঃ। মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ॥২২
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তত্রাগাদ্ যত্র চার্জুনঃ। অদীর্ঘেণৈব কালেন স তদা রাক্ষসো বলী॥২৩
তং নর্মদাহ্রদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ। স তত্র স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্॥২৪
নরেন্দ্রং পশ্যতে রাজা রাক্ষসানাং তদার্জুনম্। স রোষাদ্ রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ॥২৫
ইত্যেবমর্জুনামাত্যানাহ গম্ভীরয়া গিরা। অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য বৈ॥২৬
যুদ্ধার্থং সমনুপ্রাপ্তো রাবণো নাম নামতঃ। রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জুনস্য তে॥২৭
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তঞ্চ রাবণং বাক্যমব্রুবন্। যুদ্ধস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ সাধু রাবণ॥২৮
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীগতঞ্চৈব যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্। স্ত্রীসমক্ষগতং যত্ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপ॥২৯
বাসিতামধ্যগং মত্তং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্। ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব উষ্যতাং রজনী ত্বয়া।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা তু যদ্যস্তি শ্বস্তাত সমরেঽর্জুনম্॥৩০
যদি বাপি ত্বরা তুভ্যং যুদ্ধতৃষ্ণাসমাবৃত। নিপত্যাস্মান্ রণে যুদ্ধমর্জুনেনোপযাস্যসি॥৩১
ততস্তে রাবণামাত্যৈরমাত্যাস্তে নৃপস্য তু। সূদিতাশ্চাপি তে যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ॥৩২
ততো হলহলাশব্দো নর্মদাতীরগো বভৌ। অর্জুনস্যানুযাত্রাণাং রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্॥৩৩
ইষুভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈস্ত্রিশূলৈর্বজ্রকর্ষণৈঃ। সরাবণানর্দয়ন্তঃ সমন্তাৎ সমভিদ্রুতাঃ॥৩৪
হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ। সনক্রমীনমকরসমুদ্রস্যেব নিঃস্বনঃ॥৩৫

দশানন— 'অর্জুন'-এই কথা উচ্চারণপূর্বক যুদ্ধলালসায় গমন করলো॥২০॥ রাক্ষসাধিরাজ রাবণ অর্জুন-অভিমুখে প্রস্থান করলে পর ধূলির সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয়ে সশব্দে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হতে লাগলো॥২১॥ মেঘেরা রক্তধারা বর্ষণ করে বারেক গর্জন করে উঠলো। মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক, সারণের দ্বারা.....॥২২॥ পরিবৃত হয়ে রাক্ষসাধিপতি *(রাবণ)* সেখানেই গমন করলো যেখানে অর্জুন রয়েছেন। অচিরাৎ সেই বলবান রাক্ষস উপস্থিত হলো....॥২৩॥ ভয়ঙ্কর নর্মদাহ্রদে। রাক্ষসের গাত্রবর্ণ ছিলো কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সেখানে মৈথুনাভিলাষী হস্তিনিগণ পরিবৃত হস্তীর মতো স্ত্রীপরিবেষ্টিত...॥২৪॥ নৃপতি অর্জুনকে দেখতে পেলো রাক্ষসরাজ *(দশানন)*। বলগর্বী রাক্ষসাধিপতির চক্ষু রোষবশে আরক্তিম হয়ে উঠলো॥২৫॥ তদবস্থায় গম্ভীরকণ্ঠে সে অর্জুনের অমাত্যগণকে বললো, হৈহয়-নৃপতি অর্জুনকে সত্বর সূচিত করো যে,....॥২৬॥ রাবণ আমি। যুদ্ধাভিলাষে এখানে উপস্থিত হয়েছি। অর্জুনের মন্ত্রিগণ রাবণের বাক্য শুনে ....॥২৭॥ সশস্ত্রে উত্থিত হয়ে তাকে বললো, বাহ্, রাবণ, বাহ্। অতি উত্তম তোমার যুদ্ধের সময়জ্ঞান!॥২৮॥ আমাদের মহারাজ যখন মদমত্ত হয়ে স্ত্রীমধ্যে ক্রীড়ারত, তুমি তখনই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহিত হয়েছো। স্ত্রীসমক্ষে ক্রীড়াবিলাসে তৎপর নৃপতির কাছে যুদ্ধকামনা করছো....॥২৯॥ যেমন কোনো বাঘ মৈথুনরত ও হস্তিনিগণ পরিবৃত গজরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করে, ঠিক তেমনি। দশগ্রীব, যুদ্ধে যদি সত্যি তোমার বাসনা থাকে তবে আজকের রাত এখনে অতিবাহিত করো। কাল অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখবে। বাবা, আজ যে যুদ্ধের কালবিলম্ব হয়েছে, তা ক্ষমা করো॥৩০॥ যুদ্ধপিপাসী রক্ষোরাজ, যদি তোমার নিতান্তই তাড়া থাকে তাহলে আগে আমাদেরকে যুদ্ধে নিপাতিত করো। অতঃপর অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করবে॥৩১॥ এই শুনে রাবণের মন্ত্রিগণ নরপতির অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করতে লাগলো। যারা ক্ষুধিত ছিলো কেউ কেউ তারা রাজমন্ত্রীদের কয়েকজনকে খেয়ে ফেললো॥৩২॥ শেষে অর্জুনের অনুগমনকারিগণ ও রাবণের সচিবদের হলহলা শব্দে নর্মদাতীর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো॥৩৩॥ বাণ, তোমর, প্রাস, ত্রিশূল এবং বজ্রকর্ষণ প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করে স-মন্ত্রী রাবণকে নিপীড়ন করতে করতে চতুর্দিকে ধাবিত হলো॥৩৪॥ নক্র, মৎস্য ও মকর-সহ সাগরের যেমন ভীষণ বেগ হয়, হৈহয়াধিপতির যোদ্ধাদের সুদারুণ বেগ হলো ঠিক একই রকমের॥৩৫॥ শুক, প্রহস্ত ও সারণ-প্রমুখ রাবণ-সচিবেরা

রাবণস্য তু তেঽমাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ। কার্তবীর্যবলং ক্রুদ্ধা নিহন্তি স্ম স্বতেজসা॥৩৬
অর্জুনায় তু তৎকর্ম রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ। ক্রীডমানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ॥৩৭
শ্রুত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স তদার্জুনঃ। উত্ততার জলাৎ তস্মাদ্গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ॥৩৮
ক্রোধদূষিতনেত্রস্তু স তদার্জুনপাবকঃ। প্রজজ্বাল মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ॥৩৯
স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্। অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ॥৪০
বাহুবিক্ষেপকরণাং সমুদ্যম্য মহাগদাম্। গারুডং বেগমাস্থায় আপপাতৈব সোঽর্জুনঃ॥৪১
তস্য মার্গং সমারুধ্য বিন্ধ্যোঽর্কস্যেব পর্বতঃ। স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ প্রহস্তো মুসলায়ুধঃ॥৪২
ততোঽস্য মুসলং ঘোরং লোহবদ্ধং মহোদ্ধতঃ। প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রুদ্ধো ররাস চ যথান্তকঃ॥৪৩
তস্যাগ্রে মুসলস্যাগ্নিরশোকাপীডসন্নিভঃ। প্রহস্তকরমুক্তস্য বভূব প্রদহন্নিব॥৪৪
আধাবমানং মুসলং কার্তবীর্যস্তদার্জুনঃ। নিপুণং বঞ্চয়ামাস গদয়া গতবিক্লবঃ॥৪৫
ততস্তমভিদুদ্রাব সগদো হৈহয়াধিপঃ। ভ্রাময়াণো গদাং গুর্বীং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রয়াম্॥৪৬
ততো হতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা। নিপপাত স্থিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা॥৪৭
প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মরীচশুকসারণাঃ। সমহোদরধূম্রাক্ষা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ॥৪৮
অপক্রান্তেষ্বমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে। রাবণোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণমর্জুনং নৃপসত্তমম্॥৪৯
সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশ্চ দারুণম্। নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্॥৫০
সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ। তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ॥৫১
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ। মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ॥৫২

আপন আপন তেজে কার্তবীর্যের সেনাসংহার করতে লাগলো॥৩৬॥ এমতাবস্থায় অর্জুনের কতিপয় ভয়-বিহ্বল সেবকপুরুষ রাবণ ও তার মন্ত্রিবর্গের কর্মকাণ্ড ক্রীড়ারত অর্জুনকে নিবেদন করলো॥৩৭॥ অনন্তর স্ত্রীগণকে অভয় দিয়ে অর্জুন গঙ্গাজল হতে সমুত্থিত অঞ্জন-নামক দিগ্‌গজের মতো নর্মদাজল হতে উত্থিত হলেন॥৩৮॥ ক্রোধে তিনি তখন সংরক্ত-লোচন। সে সময়ে অর্জুন-রূপ অগ্নি যুগান্তকালীন মহাভয়ঙ্কর পাবকের মতো প্রজ্বলিত হলেন॥৩৯॥ সুন্দর স্বর্ণনির্মিত অঙ্গদধারী অর্জুন অবিলম্বে গদা গ্রহণ করে অন্ধকার-অভিমুখী দিবাকরের মতো রাক্ষসদের দিকে ধাবিত হলেন॥৪০॥ বাহুবলে যে গদা ঘোরানো হয়, সেই বিশাল গদা উদ্যত করে গরুড়ের মতো তীব্রবেগ আশ্রয় করে অর্জুন রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন॥৪১॥ প্রহস্ত মুষলাস্ত্র নিয়ে তাঁর পথ অবরুদ্ধ করে বিন্ধ্যাচলের মতো অচলভাবে দাঁড়িয়ে রৈলো। সূর্যের পথ অবরোধ করে বিন্ধ্য যেমন দাঁড়িয়েছিলো ঠিক তেমনিভাবে॥৪২॥ মহা উদ্ধত কুপিত প্রহস্ত লৌহবদ্ধ ঘোর মুষলাস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক *(অর্জুনের সংহারহেতু)* যমের মতো বীভৎস গর্জন করতে লাগলো॥৪৩॥ প্রহস্ত-হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত মুষলের অগ্রভাগে অশোককলির শিখাসম রক্তিমবর্ণ অগ্নি যেন তাঁকে *(অর্জুনকে)* দগ্ধ করার জন্যেই উদ্‌ভূত হতে লাগলো॥৪৪॥ কিন্তু কার্তবীর্য অর্জুন নিঃসংশয়ে নিপুণভাবে নিজের দিকে সবেগে আগত সেই গদাকে নিবারণ করলেন॥৪৫॥ শেষে গদাধারণকারী হৈহয়-অধিপ পাঁচ'শ বাহু দ্বারা গুর্বীগদা উত্তোলন করে ঘোরাতে ঘোরাতে তার দিকে ধাবিত হলেন *(গুর্বী—অত্যন্ত ভারী)*॥৪৬॥ প্রহস্ত তখন গদাঘাতে অতিবেগে আহত হয়ে ইন্দ্র-কর্তৃক বজ্রাহত শৈলের মতো কিছুসময় থেকে অবশেষে ভূতলে পতিত হলো॥৪৭॥ প্রহস্তকে নিপতিত হতে দেখে মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রণভূম হতে পলায়ন করলো॥৪৮॥ প্রহস্তকে বিনিপাতিত এবং অমাত্যসকলকে বিনিষ্ক্রান্ত দেখে রাবণ অবিলম্বে নৃপতিশ্রেষ্ঠ অর্জুনের অভিমুখে হলো ধাবিত॥৪৯॥ অনন্তর সহস্রবাহু নৃপতির সঙ্গে বিংশতিবাহু রাক্ষসের মধ্যে লোমহর্ষক নিদারুণ সংগ্রাম শুরু হলো॥৫০॥ সংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়, চঞ্চলমূল পর্বতযুগল, দ্বিবিধ তেজস্বী আদিত্য, দহনকারী অনলদ্বয়,...॥৫১॥ বলোদ্ধত দু'টি গজ, কামভাবা গাভীর জন্য সংগ্রামোদ্যত বৃষদ্বয়, গর্জনকারীমেঘযুগল, বলগর্বী সিংহদ্বয়,...॥৫২॥ এবং রুদ্র ও কালের

রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ। পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্॥৫৩
বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিষেহিরে। গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ॥৫৪
যথাশনিরবেভ্যস্তু জায়তেঽথ প্রতিশ্রুতিঃ। তথাতয়োর্গদাপোথৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ॥৫৫
অর্জুনস্য গদা সা তু পাত্যমানাহিতোরসি। কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা॥৫৬
তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা মুহুর্মুহুঃ। অর্জুনোরসি নির্ভাতি গদোল্কেব মহাগিরৌ॥৫৭
নার্জুনঃ খেদমায়াতি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ। সমমাসীত্তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্বং বলীন্দ্রয়োঃ॥৫৮
শৃঙ্গৈরিব বৃষাযুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ। পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষসসত্তমৌ॥৫৯
ততোঽর্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা। স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি॥৬০
বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি। দুর্বলেব যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ॥৬১
স ত্বর্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ। অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিষ্টনন্॥৬২
স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবং ততোঽর্জুনঃ। সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্॥৬৩
স তু বাহুসহস্রেণ বলাদ্ গৃহ্য দশাননম্। ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা॥৬৪
বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ। সাধ্বীতি বাদিনঃ পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যর্জুনমূর্ধনি॥৬৫
ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাডিব কুঞ্জরম্। ররাস হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবন্মুহুঃ॥৬৬
প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্। সহসা রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো হ্যভিদুদ্রাব হৈহয়ম্॥৬৭
নক্তঞ্চরাণাং বেগস্তু তেষামাপততাং বভৌ। অদ্ভুত আতপাপায়ে পয়োদানামিবাম্বুধৌ॥৬৮

মতো সেই রাক্ষস এবং অর্জুন পরস্পর গদা গ্রহণ করে পরস্পরকে অত্যন্ত তাড়ন করতে লাগলেন *(পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোকে ঋষিকবির কাব্যসৃষ্টির অনির্বচনীয়তা লক্ষণীয়)*॥৫৩॥ পর্বতসমূহ যেমন ঘোর বজ্রপ্রহার সহ্য করে সেইমতো নর এবং রাক্ষস যুদ্ধে সে সময়ে গদা প্রহার সহ্য করতে লাগলেন॥৫৪॥ বজ্রপাতের ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনিত হয়ে শোনা যায় তেমনিভাবে তাঁদের গদাপাতের শব্দের প্রতিধ্বনিতে দশদিশ প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেলো॥৫৫॥ অর্জুনের সেই গদা শত্রুর বক্ষোস্থলে পতিত হয়ে বিদ্যুদ্বৎ নভোমণ্ডলকে কাঞ্চনবর্ণ করে তুললো॥৫৬॥ একইভাবে রাবণের গদাও অর্জুনের বক্ষঃপ্রদেশে পতিত হয়ে মহাপর্বতের উপরে পতিতা উলকার মতো প্রকাশ পেতে লাগলো॥৫৭॥ না অর্জুন, না রাক্ষসাধিপ—কেউই বিষণ্ণ হলেন না। পূর্বে বলি এবং ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হয়েছিলো তাঁদের মধ্যেও সমান সংগ্রাম দেখা গেলো॥৫৮॥ বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে, এবং হস্তিদ্বয় সংগ্রাম করে দন্তাগ্র দিয়ে, তদনুরূপভাবে নরপতিশ্রেষ্ঠ ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন॥৫৯॥ অনন্তর কুপিত অর্জুন সবলে সেই গদা রাবণের বিশাল বক্ষোপ্রদেশে ছুঁড়ে মারলেন॥৬০॥ রাবণের সেই বক্ষোদেশ ছিলো বরদান প্রভাবে সংরক্ষিত। অগত্যা সেই গদা বলহীনের ন্যায় আপন বেগানুযায়ী প্রহারে অসমর্থ এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে ক্ষিতিতলে পতিত হলো॥৬১॥ কিন্তু রাবণ সেই গদাঘাতে বিমুখ হয়ে একধনু পরিমাণ পশ্চাদ্ গমন করলো এবং আর্তনাদ করে বসে পড়লো॥৬২॥ গদাঘাতে দশগ্রীবকে ব্যাকুল দেখে অর্জুন তখন সহসা উৎসাহবলে তাকে গ্রহণ করলেন। ঠিক যেমনভাবে গরুড় সর্পকে গ্রহণ করে॥৬৩॥ বলপূর্বক সহস্র বাহুদ্বারা সেই বলবান রাজা দশাননকে বন্ধন করলেন। বলিরাজকে নারায়ণ যেমন বন্ধন করেছিলেন তেমনিভাবে॥৬৪॥ দশগ্রীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হলে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ 'সাধু, সাধু' বলে অর্জুনের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন॥৬৫॥ ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে এবং মৃগরাজ যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদনুরূপ হৈহয়-রাজ রাবণকে গ্রহণ করে হর্ষবশে মেঘের মতো গম্ভীরনাদে মুহুর্মুহুঃ গমন করতে লাগলেন॥৬৬॥এদিকে রাক্ষস প্রহস্ত দশাননকে বন্দী দেখে কোপবশে সহসা হৈহয়রাজের অভিমুখে ধাবিত হলো॥৬৭॥ সে সময়ে রাক্ষসদের আগমনবেগ বর্ষাকালের সাগরগামী মেঘসমূহের উড়ে চলার মতো লাগছিলো *(প্রহস্তকে তৎকালে ধাবিত হতে দেখে অপরাপর রাক্ষসেরাও পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছিলো। তাদের ধাবনের ছবি অনন্যভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন ঋষিকবি)*॥৬৮॥ রাক্ষসেরা তখন 'ছেড়ে দাও,

মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ। মুসলানি চ শূলানি সোৎসসর্জ তদা রণে॥৬৯
অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাশু অসম্ভ্রান্তস্তদার্জুনঃ। আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহারিনিষূদনঃ॥৭০
ততস্তৈরেব রক্ষাংসি দুর্ধরৈঃ প্রবরায়ুধৈঃ। ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব॥৭১
রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্তবীর্যার্জুনস্তদা। রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥৭২
স কীর্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈর্দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।
ততোঽর্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ॥৭৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ছেড়ে দাও, দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলে শূল এবং মুষল প্রভৃতি অস্ত্র বারংবার যুদ্ধে নিক্ষেপ করতে লাগলো॥৬৯॥ শত্রুনাশন অর্জুন তাতে উৎকণ্ঠিত হলেন না। দেবশত্রুদের সেইসব অস্ত্র আপন শরীরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ধরে ফেললেন॥৭০॥ বায়ু যেমন মেঘদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে দেয়, সেইভাবে তিনি দুর্ধর্ষ উত্তম অস্ত্রে সেই রাক্ষসদেরকে বিদ্ধ করে বিতাড়িত করলেন॥৭১॥ কার্তবীর্য অর্জুন রাক্ষসদেরকে সন্ত্রস্ত করে সুহৃদ-বেষ্টিত হয়ে রাবণকে বন্দী করে নগরে প্রবেশ করলেন॥৭২॥ পৌরজন এবং দ্বিজগণ ইন্দ্রতুল সেই অর্জুনের মাথায় ফুল আর আতপ চাল ছড়াতে লাগলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যেমন বালিকে নিগৃহীত করে নিজের পুরী অমরাবতীতে প্রবেশ করেছিলেন, অর্জুনও তদনুরূপ রাবণকে নিয়ে আপনার পুরীতে প্রবিষ্ট হলেন॥৭৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

অর্জুনসমীপাৎ পুলস্ত্যস্য রাবণায় মুক্তিদানম্

রাবণগ্রহণং তত্তু বায়ুগ্রহণসন্নিভম্। ততঃ পুলস্ত্য শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ॥১
ততঃ পুত্রকৃতস্নেহাৎ কম্প্যমানো মহাধৃতিঃ। মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ॥২
স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ। পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ॥৩
সোঽমরাবতীসঙ্কাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্। প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥৪
পাদচারমিবাদিত্যং নিষ্পতন্তং সুদুর্দৃশম্। ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্॥৫

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

পুলস্ত্য দ্বারা অর্জুনের কাছ থেকে রাবণের মুক্তিদান

স্বর্গে দেবগণের মুখে মহর্ষি পুলস্ত্য বায়ুগ্রহণের মতো রাবণের এই গ্রহণ অর্থাৎ অর্জুন-কর্তৃক তার বন্ধন সংবাদ শুনলেন॥১॥ যদিও এই মহর্ষি মহান ধৈর্যশীল ছিলেন তবুও সন্তানের প্রতি স্নেহবশে কৃপাপরবশ হয়ে কম্পিতহৃদয়ে অর্জুনের সাক্ষাতের জন্য সেখানে আগমন করলেন॥২॥ বায়ুর সমান গতি এই দ্বিজশ্রেষ্ঠের। পুলস্ত্য বায়ুমার্গ অবলম্বন করে মনের মতো ত্বরিত গমনে মহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হলেন॥৩॥ হৃষ্ট ও পুষ্টজনে পরিপূর্ণা অমরাবতীবৎ শোভাসম্পন্না মাহিষ্মতী পুরীতে তিনি প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মা যেমনভাবে ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হন ঠিক তেমনিভাবে॥৪॥ আকাশ থেকে নিপাতিত আদিত্যের মতো সুদুর্দর্শ-পাদচারী মুনিকে চিনতে পেরে দ্বারপালেরা অর্জুনের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনবার্তা নিবেদন করলো॥৫॥ আগন্তুক মুনিকে অর্জুন পুলস্ত্য বলে জেনে কপালে কৃতাঞ্জলি ধারণ করে সেই

পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাদ্ধৈহয়াধিপঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রত্যুদ্‌গচ্ছৎ তপস্বিনম্॥৬
পুরোহিতোঽস্য গৃহ্যার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব চ। পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ।৭
ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্। অর্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্॥৮
স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ। পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা॥৯
অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা। অদ্যাহন্তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দৃশম্॥১০
অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ॥১১
যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব। ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্।
ব্রহ্মন্! কিং কুর্মঃ কিং কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্॥১২
তং ধর্মেঽগ্নিষু পুত্রেষু শিবং পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্। পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জুনম্॥১৩
নরেন্দ্রাম্বুজপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন। অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ॥১৪
ভয়াদ্ যস্যোপতিষ্ঠেতাং নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ। সোঽয়ং মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জয়ঃ॥১৫
পুত্রকস্য যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া। মদ্বক্যাদ্ যাচামানোঽদ্য মুঞ্চ বৎস দশাননম্॥১৬
পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যোচে ন কিঞ্চন বচোঽর্জুনঃ। মুমোচৈব পার্থিবেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ॥১৭
স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ॥১৮
পুলস্ত্যেনাপি সন্ত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। পরিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ॥১৯
পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ। মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ॥২০
এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্তবীর্যাৎ প্রধর্ষণম্। পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মুক্তো মহাবলঃ॥২১

তপস্বীর প্রত্যুদ্‌গমন করলেন॥৬॥ রাজপুরোহিত তাঁর অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক নিয়ে ইন্দ্রের আগে আগে গমনকারী বৃহস্পতির মতো রাজার আগে আগে যেতে লাগলেন॥৭॥ ব্রহ্মাকে দেখে ইন্দ্র যেমন সসম্মানে প্রণাম করেন, তেমনিভাবে উদীয়মান আদিত্যের মতো তেজস্বী সেই ঋষিকে সমাগত দেখে রাজা অর্জুন সসম্ভ্রমে তাঁর বন্দনা করলেন॥৮॥ সেই রাজেন্দ্র মহর্ষি পুলস্ত্যকে মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন -পূর্বক হর্ষগদগদ বাক্যে তাঁকে বললেন—॥৯॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার দর্শন সুদুর্লভ। আমরা আজ আপনাকে দর্শন করলাম। সেইহেতু মাহিষ্মতী পুরীকে আজ আপনি অমরাবতীর মতো গৌরবশালিনী করলেন॥১০॥ হে দেব, আজ আমি দেববন্দনীয় আপনার চরণযুগল বন্দনা করলাম। তাই আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ, জন্ম সফল এবং ব্রত সুসম্পন্ন হলো। আমার সমস্তই কুশল। ব্রাহ্মণ, রাজ্যের অধিবাসী প্রজা, পুত্র, স্ত্রীগণ—সকলেই আমরা উপস্থিত হয়েছি। আদেশ করুন আপনার কোন কাজ আমরা করবো॥১১-১২॥ মহর্ষি পুলস্ত্য তখন পৃথিবীপতি হৈহয়রাজ অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নি ও পুত্রদিগের কুশল জিজ্ঞেস করে বললেন—॥১৩॥ দশগ্রীবকে তুমি পরাজিত করেছো। ওহে কমলপলাশনয়ন, পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহরমুখধারী, তোমার বলের তুলনা নেই!॥১৪॥ যার ভয়ে সাগর ও বায়ু নিস্পন্দ হয়ে অবস্থান করে, আমার সেই পৌত্রকে সমরে জয় করে তুমি বন্দী করেছো॥১৫॥ পৌত্রের যশ অপনয়ন করেছো। স্বীয় নামকে করেছো বিখ্যাত *(রাবণ-বিজয়ী বলে)*। আমার বাক্যানুসারে এখন তুমি দশাননকে মুক্তি দাও। তোমার কাছে এটুকুই আমার চাওয়া॥১৬॥ পৃথিবীপতি অর্জুন ঋষি পুলস্ত্যের আজ্ঞা শ্রুত হয়ে কিছুমাত্র উত্তর না দিয়েই হৃষ্টচিত্তে রাক্ষসেন্দ্রকে মুক্ত করে দিলেন॥১৭॥ অর্জুন এবার দেবশত্রুকে *(দশাননকে)* মুক্ত করে দিব্য আভরণ, মালা ও বস্ত্র দ্বারা সম্মান জানালেন। অগ্নিসমক্ষে হিংসাহীন মৈত্রী সম্পাদন করে ব্রহ্মসুত পুলস্ত্যকে প্রণামপূর্বক গৃহে প্রস্থান করলেন॥১৮॥ পুলস্ত্যকর্তৃক মুক্ত হয়ে প্রতাপবান রাক্ষসপতি পরাজয় হেতু সলজ্জভাবে আতিথ্য অঙ্গীকার করে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলো॥১৯॥ ব্রহ্মপুত্র মুনিবর পুলস্ত্য দশগ্রীবকে মুক্ত করিয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥২০॥ মহাবলশালী রাবণ কার্তবীর্যের কাছে এইভাবে পরাভূত হয়েছিলো এবং পুলস্ত্যের বাক্যানুসারে পুনর্বার মুক্ত হয়েছিলো॥২১॥

এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন। নাবজ্ঞা হি পরে কার্যা য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥২২
ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং সহস্রবাহোরুপলভ্য মৈত্রীম্ পুনর্নৃপাণাং কদনং চকার।
চকার সর্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

হে রঘুনন্দন, বলবান অপেক্ষা অধিক বলবান এরূপ অনেকেই আছেন। তাই যদি কেউ আপনার শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর অপরকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নয় ॥২২॥ সহস্রবাহু অর্জুনের কাছে মিত্রতা লাভ করে রাক্ষসরাজ রাবণ দর্পবশে রাজগণের সংহার করতে করতে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলো ॥২৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বালিনা রাবণস্য পরাভবঃ, তেন সহ রাবণস্য মিত্রতাস্থাপনঞ্চ।

অর্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। চচার পৃথিবীং সর্বামনির্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ ॥১
রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শৃণুতেঽয়ং বলাধিকম্। রাবণস্তং সমাসাদ্য যুদ্ধে হ্বয়তি দর্পিতঃ ॥২
ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধাং নগরীং বালিপালিতাম্। গত্বাহ্বয়তি যুদ্ধায় বালিনা হেমমালিনম্ ॥৩
ততস্তু বানরামাত্যাস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ। উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্ ॥৪
রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তে প্রতিবলো ভবেৎ। কোঽন্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥৫
চতুর্ভ্যোঽপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যামন্বাস্য রাবণ। ইদং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ॥৬
এতানস্থিচয়ান্ পশ্য যএতে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ। যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥৭
যদ্বামৃতরসঃ পীতস্ত্বয়া রাবণ রাক্ষস। তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥৮

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

বালি-কর্তৃক রাবণের পরাজয় এবং তার সঙ্গে রাবণের মিত্রতা-স্থাপন

রাক্ষসরাজ রাবণ অর্জুনের কাছ হতে মুক্তি পেয়ে অনুতাপবিহীন হয়ে সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলো ॥১॥ মানব বা রাক্ষসের মধ্যে যাকে অধিক বলবান বলে শুনলো, বলদর্পী রাবণ তার কাছে গিয়েই যুদ্ধ আহ্বান করতে লাগলো ॥২॥ একসময়ে সে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে উপনীত হয়ে স্বর্ণমাল্যধারী বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করলো ॥৩॥ তদবস্থায় 'তার', তারার পিতা সুষেণ-প্রমুখ বানর অমাত্যগণ যুদ্ধাভিলাষী তাকে *(রাবণ)* বললো— ॥৪॥ রাক্ষসরাজ, যিনি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ সেই বালি এখন সন্ধ্যার্চনারত। বানরদের মধ্যেই আর কেইই বা আপনার সামনে দাঁড়াতে সমর্থ ? ॥৫॥ অতএব রাবণ, মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন। চার সমুদ্রে সন্ধ্যা-উপাসনা সেরে বালি ইতঃমধ্যেই আগমন করবেন ॥৬॥ রাজন্, এই যে শঙ্খসদৃশ অস্থিসকল অবলোকন করছেন, এগুলি হলো যুদ্ধশীল যোদ্ধৃগণের কঙ্কাল, যারা বানরাধিপ বালির তেজঃপ্রভাবে পরাজিত হয়েছিলো ॥৭॥ রাক্ষস রাবণ, যদি আপনি অমৃতরসও পান করে থাকেন, তাহলেও বালির কাছে গমন করলে আপনার জীবন শেষ হবে ॥৮॥ হে বিশ্রবাতনয়, আপনি আশ্চর্যময় জগতসংসার এখনই দর্শন করে নিন। আর তাই দেখতে দেখতে মুহূর্তকাল অপেক্ষা

পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিমং বিশ্রবসঃ সুত। ইদং মুহূর্তং তিষ্ঠস্ব দুর্লভং তে ভবিষ্যতি॥৯
অথবা ত্বরসে মর্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্। বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব পাবকম্॥১০
স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো লোকরাবণঃ। পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য প্রযযৌ দক্ষিণার্ণবম্॥১১
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্। রাবণো বালিনং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্॥১২
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোঽঞ্জনসন্নিভঃ। গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমব্রজৎ॥১৩
যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টো বালিনাপি স রাবণঃ। পাপাভিপ্রায়কং দৃষ্ট্বা চকার ন তু সম্ভ্রমম্॥১৪
শশমালক্ষ্য সিংহো বা পন্নগং গরুড়ো যথা। ন চিন্তয়ন্তি তং বালি রাবণং পাপনিশ্চয়ম্॥১৫
জিঘৃক্ষমাণমায়ান্তং রাবণং পাপচেতসম্। কক্ষাবলম্বিনং কৃত্বা গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্॥১৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যরিং মমাঙ্কস্থং স্রংসদূরুকরাম্বরম্। লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়স্যেব পন্নগম্॥১৭
ইত্যেবং মতিমাস্থায় বালি মৌনমুপাস্থিতঃ। জপন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রাংস্তস্থৌ পর্বতরাড়িব॥১৮
তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরি-রাক্ষসপার্থিবৌ। প্রযত্নবন্তৌ তৎকর্ম ঈহতুর্বলদর্পিতৌ॥১৯
হস্তগ্রাহ্যন্তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্। পরাঙ্মুখোঽপি জগ্রাহ বালি সর্পমিবাণ্ডজঃ॥২০
গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ। খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্॥২১
তঞ্চ পীড়য়মানং তু বিতুদন্তং নখৈর্মুহুঃ। জহার রাবণং বালি পবনস্তোয়দং যথা॥২২
অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণে দশাননে। মুমোক্ষয়িষবো বালিং রবমাণা অভিদ্রুতাঃ॥২৩
অন্বীয়মানস্তৈর্বালী ভ্রাজতেঽম্বরমধ্যগঃ। অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্॥২৪

করুন, কেননা ক্ষণকাল পরেই আপনার জীবন দুর্লভ হবে॥৯॥ অন্যথায় মরার তরে যদি আপনার একান্ত ত্বরা থাকে, তাহলে দক্ষিণসাগরে গমন করুন। সেখানে ভূমিস্থিত অগ্নির মতো বালিকে অবলোকন করবেন॥১০॥ লোকভয়ঙ্কর রাবণ তখন 'তার'কে তিরস্কার করে পুষ্পকবিমানে দক্ষিণসাগরে গমন করলো॥১১॥ প্রভাতকালের সূর্যের মতো অরুণবর্ণের মুখশোভা ও স্বর্ণপর্বততুল্য কান্তিমান, বৃহদাকার বালিকে সেখানে উপাসনারত দেখে কাজলের মতো কালো রাবণ তাকে গ্রহণ করার জন্যে রথ থেকে দ্রুত অবতীর্ণ হয়ে নিঃশব্দপদে গমন করলো॥১২-১৩॥ বালিও তখন ইচ্ছাশক্তিতে দৃষ্টিনিপাত করে রাবণকে দেখলো। কিন্তু তার কু-মতলব আঁচ পেয়েও সে উৎকণ্ঠিত হলো না॥১৪॥ পাপ-কৃতসঙ্কল্প রাবণকে অবলোকন করে বালি আদপে চিন্তিত হলো না—সিংহ যেমন খরগোশকে অথবা গরুড় যেমন সাপকে দেখে উৎকণ্ঠিত হয় না॥১৫॥ পাপচেতা রাবণ আমাকে গ্রহণ করার জন্যে আসছে। তাই এখন তাকে নিজের কক্ষদ্বারা গ্রহণ করে অপর তিনটি মহাসাগরে গমন করবো॥১৬॥ দেবগণ গরুড়গৃহীত সর্পের মতো শত্রু দশগ্রীবকে আমার কক্ষদেশে লম্বমান এবং তার উরু, হাত এবং কাপড়চোপড়কে বিস্রস্ত হয়ে থাকতে দেখবেন॥১৭॥ এইপ্রকার বিচার করে বালি মৌন অবলম্বনপূর্বক বৈদিকমন্ত্রসমূহ জপ করতে করতে সুমেরুপর্বতের মতো অবস্থান করতে লাগলো॥১৮॥ বলদর্পিত বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে ধরে ফেলতে ইচ্ছুক হয়ে, পরস্পরকে ধরার জন্য প্রযত্ন করতে লাগলো॥১৯॥ অনন্তর সামান্যমাত্র পদশব্দে বালি জানতে পারলো যে, রাবণ হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। অমনি অনায়াস ভঙ্গীতে তাকে গ্রহণ করলো। গরুড় যেমন নির্বিকার থেকে সাপকে গ্রহণ করে ঠিক তেমনিভাবে॥২০॥ গ্রহণেচ্ছু রাক্ষসরাজকে বগলে গ্রহণ করে বালি সবেগে আকাশপথে লাফ দিলো॥২১॥ নিপীড়িত রাবণ বারংবার বালির মর্মস্থলে নখরাঘাত করতে লাগলো। তবু বালি তাকে হরণ করলো। বায়ু যেভাবে মেঘসমূহকে অপসারিত করে ঠিক তেমনিভাবে॥২২॥ রাবণ অপহৃত হলে পর রাক্ষস -সচিবেরা তাকে মুক্ত করার ইচ্ছায় চীৎকার করতে করতে বালির দিকে ধাবিত হলো॥২৩॥ অনুসরণকারী মেঘসকল দ্বারা আকাশে অবস্থানকারী অংশুমান যেরকম শোভা পান, আকাশ-মধ্যে বালিকে অনুগমনকারী রাক্ষসদের দ্বারা বালি সমান দীপ্তি পেতে লাগলো॥২৪॥ শ্রেষ্ঠ সেই রাক্ষসেরা বালিকে ধরতে সমর্থ

তেঽশক্নুবন্তঃ সম্প্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ। তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ॥২৫
বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্বতেন্দ্রাপি গচ্ছতঃ। কিং পুনর্জীবনপ্রেপ্সুর্বিভ্রদ্ বৈ মাংসশোণিতম্॥২৬
অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেন্দ্রো মহাজবঃ। ক্রমশঃ সাগরান্ সর্বান্ সন্ধ্যাকালমবন্দতঃ॥২৭
সম্পূজ্যমানো যাতস্তু খচরৈঃ খচরোত্তমঃ। পশ্চিমং সাগরং বালি আজগাম সরাবণঃ॥২৮
তস্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা স্নাত্বা জপ্ত্বা চ বানরঃ। উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্ বহমানো দশাননম্॥২৯
বহুযোজনসাহস্রং বহমানো মহাহরিঃ। বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা॥৩০
উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্। বহমানোঽগমদ্ বালি পূর্বং বৈ স মহোদধিম্॥৩১
তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ। কিষ্কিন্ধামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ॥৩২
চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য বানরঃ। রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধোপবনেঽপতৎ॥৩৩
রাবণন্তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসত্তমঃ। কুতস্ত্বমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুহুঃ॥৩৪
বিস্ময়ং তু মহদ্ গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ। রাক্ষসেন্দ্রো হরীন্দ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ॥৩৫
বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোঽস্মি রাবণঃ। যুদ্ধেপ্সুরিহ সম্প্রাপ্তঃ স চাদ্যাসাদিতস্ত্বয়া॥৩৬
অহো বলমহো বীর্যমহো গাম্ভীর্যমেব চ। যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরেহর্ণবান্॥৩৭
এবমশ্রান্তবদ্ বীর শীঘ্রমেব চ বানর। মাং চৈবোদ্বহমানস্তু কোঽন্যো বীর ভবিষ্যতি॥৩৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম। মনোঽনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ॥৩৯
সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব। ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ॥৪০
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্। সর্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর॥৪১

হলো না। উপরন্তু বালির বাহু ও উরুর বেগে ক্লান্ত হয়ে স্থির ভাবে অবস্থান করতে লাগলো॥২৫॥ শ্রেষ্ঠ পর্বতসমূহ পর্যন্ত বা বালির গমন পথ থেকে অপসৃত হয় সেখানে রক্তমাংসের প্রাণিসমূহের তো কথাই নেই॥২৬॥ অতিশয় বেগবান বানরেন্দ্র বালি পাখীদের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সাগরগুলিতে গমন করে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার আরাধ্য দেবতার ধ্যান করেত লাগলো॥২৭॥ আকাশচারিশ্রেষ্ঠ বালি আকাশচারী প্রাণিবর্গের দ্বারা পূজিত হয়ে রাবণসহ পশ্চিমসাগরে গমন করলো॥২৮॥ তাতে স্নান করে সন্ধ্যা-উপাসনা ও জপ করে বালি দশাননকে নিয়ে উত্তরসাগরে প্রস্থান করলো॥২৯॥ বানররাজ বালি শত্রু রাবণের সঙ্গে সেই বহুযোজন বিস্তৃত পথ বায়ু ও মনের মতো ক্ষিপ্রবেগে সত্বর গমন করলো॥৩০॥ উত্তরসাগরে সন্ধ্যা উপাসনা করে দশাননকে নিয়ে পূর্বমহাসাগরে করলো গমন॥৩১॥ ইন্দ্রতনয় বানরেন্দ্র বালি সেখানে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করে রাবণকে নিয়ে পুনর্বার কিষ্‌কিন্ধা অভিমুখে আগমন করলো॥৩২॥ বানর চারসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা করে রাবণের নিবন্ধন শ্রান্ত হয়ে কিষ্‌কিন্ধার উপবনে নিপতিত হলো॥৩৩॥ কপিশ্রেষ্ঠ বালি স্বীয় কক্ষ থেকে রাবণকে মুক্ত করে দিলো এবং বারংবার উপহাস করে তাকে বললো, কোথেকে এসেছো তুমি?॥৩৪॥ রাক্ষসাধীশ্বর পরম বিস্ময়লাভ করে পরিশ্রান্ত চঞ্চল-চক্ষে সেই বানর শ্রেষ্ঠকে তখন বললো—॥৩৫॥ হে মহেন্দ্রতুল বানরশ্রেষ্ঠ, রাক্ষসাধিপ রাবণ আমি। আপনার কাছে যুদ্ধাভিলাষে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে কক্ষমধ্যে ধরে রেখে সে সাধ আপনি পূর্ণ করেছেন॥৩৬॥ হে বীর, আপনি আমাকে পশুর মতো গ্রহণ করে চার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়েছেন। তাই আপনার গাম্ভীর্য, বীর্য এবং বল সকল কিছুই বিচিত্র॥৩৭॥ বীর বানর, আপনি আমাকে এইপ্রকার দ্রুতবেগে বহন করেও ক্লান্তিহীন রয়েছেন। অহো, এরকম বহনে আর কে সমর্থ?॥৩৮॥ হে বানর; মন, বায়ু এবং গরুড় এই ভূতত্রিবিধের এইপ্রকার গতি ছিলো, আপনার গমনশক্তিও তদনুরূপ—এতে কোনো সন্দেহ নেই॥৩৯॥ হে কপিপ্রবর, আপনার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করলাম। তাই অগ্নির সামনে আপনার সঙ্গে সুস্নিগ্ধ চিরসখ্য স্থাপন করতে ইচ্ছা করি॥৪০॥ বানরনৃপতি; স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন—এসকলই আমাদের অবিভক্ত হবে॥৪১॥ অনন্তর সেই বানর এবং রাক্ষস প্রজ্জ্বলিত

ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ। ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্॥৪২
অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরি-রাক্ষসৌ। কিষ্কিন্ধাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব॥৪৩
স তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ। অমাত্যৈরাগতৈর্নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ॥৪৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো। ধর্ষতশ্চ বৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ॥৪৫
বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্। সোঽপি ত্বয়া বিনির্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

অগ্নিসমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক উভয়ে ভ্রাতৃত্ব লাভ করলো॥৪২॥ অবশেষে বানর এবং রাক্ষস হৃষ্টমনে পরস্পর হাতধরাধরি করে দুই সিংহের গিরিগুহা প্রবেশের মতো কিষ্‌কিন্ধায় প্রবেশ করলো॥৪৩॥ প্রভো, বালি রাবণকে এইভাবে নিপীড়িত করে অবশেষে অগ্নির কাছে তার সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করে॥৪৫॥ রাম, বালির অতুলনীয় ও অতি উত্তম বল ছিলো. কিন্তু অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করেন, তেমনি তুমি সেই বালিকে দগ্ধ করেছো॥৪৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

হনূমত উৎপত্তিঃ, শৈশবে সূর্যস্য রাহোরৈরাবতস্য চোপরি আক্রমণম, ইন্দ্রস্য বজ্রাঘাতেন তস্য মূর্ছা, বায়ুকোপেন প্রাণিনাং ক্লেশঃ, বায়ুং প্রসাদয়িতুং দেবতাভিঃ সহ ব্রহ্মণস্তস্য সমীপে গমনঞ্চ

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রয়ং মুনিম্। প্রাঞ্জলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ॥১
অতুলং বলমেতদ্ বৈ বালিনো রাবণস্য চ। ন ত্বেতাভ্যাং হনূমতা সমং ত্বিতি মতির্মম॥২
শৌর্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্। বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ॥৩
দৃষ্ট্বৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্। সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ॥৪
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা। দৃষ্টা সম্ভাষিতা চাপি সীতা হ্যাশ্বাসিতা তথা॥৫
সেনাগ্রগা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজঃ। এতে হনূমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ॥৬
ভূয়ো বন্ধাদ্ বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্। লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী॥৭

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

হনুমানের উৎপত্তি। শৈশবকালে সূর্য, রাহু এবং ঐরাবতের ওপর আক্রমণ। ইন্দ্রের বজ্রে তার মূর্ছা। বায়ুর কোপে সকলপ্রাণীর ক্লেশ এবং তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মার তাঁর কাছে গমন।

রাম করজোড়ে সবিনয়ে দক্ষিণদিকবাসী মুনিকে অর্থযুক্তবাক্যে বললেন—॥১॥ বালি এবং রাবণের এই বলের উপমা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এদের বল হনুমানের সমান নয়॥২॥ বিশেষ করে শৌর্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, বিক্রম এবং প্রভাব—এইসকল সদগুণ হনুমানে প্রতিষ্ঠিত আছে॥৩॥ সাগর সন্দর্শন করে বানরবাহিনী অবসন্ন হলে মহাবাহু হনুমান তা অবলোকনপূর্বক তাদেরকে আশ্বাস দান করে শতযোজন সাগর উল্লম্ফন করেছিলো॥৪॥ লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পরাস্ত করে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শন লাভের শেষে সম্ভাষণ করে তাঁকে আশ্বাসিত করেছিলো॥৫॥ সেনাপতিগণ, সকল মন্ত্রীপুত্র, ভৃত্যসকল ও রাবণপুত্র অক্ষকে হনুমান একাকীই সেখানে নিপাতিত করেছে॥৬॥ পুনর্বার হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে দশাননের সঙ্গে সম্ভাষণ করে প্রলয়কালীন অগ্নি যেভাবে সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সারা লঙ্কাপুরীকে ভস্মসাৎ করেছিলো॥৭॥ না যম,

ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ। কর্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ॥৮
এতস্য বাহুবীর্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ। প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ॥৯
হনুমান্ যদি মে ন স্যাদ্ বানরাধিপতেঃ সখা। প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ॥১০
কিমর্থং বালি চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া। তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধো বীরুধো যথা॥১১
নহি বেদিতবান্ মন্যে হনুমানাত্মনো বলম্। যদ্ দৃষ্টবাঞ্জীবিতেষ্টং ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্॥১২
এতন্মে ভগবন্ সর্বং হনুমতি মহামুনে। বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত॥১৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমৃষিস্ততঃ। হনূমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ॥১৪
সত্যমেতদ্ রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ ব্রবীষি হনূমতি। ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ॥১৫
অমোঘশাপৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা। ন বেত্তা হি বলং সর্বং বলী সন্নরিমর্দন॥১৬
বাল্যেঽপ্যেতেন যৎ কর্ম কৃতং রাম মহাবল। তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমিতি বাল্যতয়াস্যতে॥১৭
যদি বাস্তি ত্বভিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব। সমাধায় মতিং রাম নিশাময় বদাম্যহম্॥১৮
সূর্যদত্তবরস্বর্ণঃ সুমেরুর্নাম পর্বতঃ। যত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যস্য কেসরী নাম বৈ পিতা॥১৯
তস্য ভার্যা বভূবেষ্টা অঞ্জনেতি পরিশ্রুতা। জনয়ামাস তস্যাং বৈ বায়ুরাত্মজমুত্তমম্॥২০
শালিশূকনিভাভাসং প্রাসূতেমং তদাঞ্জনা। ফলান্যাহর্তু কামা বৈ নিষ্ক্রান্তা গহনে বরা॥২১
এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভৃশার্দিতঃ। রুরোদ শিশুরত্যর্থং শিশুঃ শরবণে যথা॥২২
তদোদ্যন্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্। দদর্শ ফললোভাচ্চ হ্যুৎপপাত রবিং প্রতি॥২৩
বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্। গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বরমধ্যগঃ॥২৪

না ইন্দ্র, না ধনপতি কুবের—কারোর মধ্যেই সেই পরাক্রম শ্রুত হয় না যা যুদ্ধসময়ে হনুমানের মধ্যে আমি দেখেছি॥৮॥ তারই বাহুবলের প্রভাবে রাজ্যজয়, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে লাভ করেছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূতা হয়েছিলো॥৯॥ এমন কি, বানরাধিপের সখা হনুমান যদি আমার সহায় না থাকতো, তাহলে জানকীর অনুসন্ধান করতে কে সমর্থ হতো?॥১০॥ বালি এবং সুগ্রীবের মধ্যে যে সময়ে বিরোধ হয়েছিলো, তখন কেন যে হনুমান সুগ্রীবের প্রিয় কামনায় দাবানলে বৃক্ষদহনের মতো বালিকে দগ্ধ করেন নি!॥১১॥ প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বানরাধিপ সুগ্রীবের যে ক্লেশ দেখেছিলো তাতে আমার মনে হচ্ছে, হনুমান সেইসময়ে নিজের সামর্থ্য বিষয়ে অবগত ছিলো না॥১২॥ অমরপূজিত ভগবান মহামুনে, হনুমানের বিষয় যা যা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সে সমূহ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে যথাযথ বর্ণনা করুন॥১৩॥ অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে হনুমানের সমক্ষেই তাঁকে বললেন—॥১৪॥ রঘুশ্রেষ্ঠ, হনুমানের বিষয়ে যা বললেন, তা সত্য। বল, গতি কিংবা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের সদৃশ আর কেউ নেই॥১৫॥ শত্রুনাশন, যাঁদের শাপ কখনো ব্যর্থ হয় না সেই মুনিসকল পুরাকালে একে শাপপ্রদান করেছিলেন। সেজন্য হনুমান বলবান হয়েও বল সমূহ অবগত নয়॥১৬॥ মহাবল রাম, হনুমান যখন বালকরূপে অঞ্জনার কাছে ছিলো, সেই অতি বাল্যকালেও যে দুষ্কর কার্য করেছে, তোমার কাছে এর সেই কার্য বর্ণনা করতে সমর্থ নই॥১৭॥ অথবা হে রাঘব, যদি তোমার শুনতে অভিলাষ থাকে, তাহলে তুমি বুদ্ধিস্থির করে শোনো, আমি বলি॥১৮॥ সূর্যের বরপ্রভাবে সুবর্ণরূপী সুমেরু-নামক এক পর্বত রয়েছে। এর পিতা সেখানে রাজ্যশাসন করে॥১৯॥ অঞ্জনা নাম্নী তার এক প্রিয়া পত্নী ছিলো। বায়ু তার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন॥২০॥ বরাঙ্গনা অঞ্জনা শালিধানের শীষের মতো পিঙ্গলবর্ণের এই শিশুকে প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ আশ্রম হতে গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করলো॥২১॥ এই শিশু তখন মাতা-পরিত্যক্ত অবস্থায় ক্ষুধাপীড়িত হয়ে শরবণে কার্তিকেয়ের মতো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলো॥২২॥ জবাফুলের মতো অরুণবর্ণ সূর্য তখন উদিত হচ্ছিলেন। শিশুটি তা দেখে ফল মনে করে তাঁর দিকে লাফ দিলো॥২৩॥ মূর্তিমান, উদীয়মান সূর্যতুল্য ঐ বালক বালসূর্যকে গ্রহণ করার ইচ্ছায় তাঁর দিকে নভোমণ্ডলে মধ্যপথ অবলম্বন করে প্লবন করতে লাগলো॥২৪॥ বাল্যাবস্থায় হনুমানকে এভাবে উড়তে দেখে দেব

এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনূমতি। দেব-দানব-যক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ॥২৫
নাপ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা। যথায়ং বায়ুপুত্রস্তু ক্রমতেঽম্বরমুত্তমম্॥২৬
যদি তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ। যৌবনং বলমাসাদ্য কথং বেগো ভবিষ্যতি॥২৭
তমনুপ্লবতে বায়ুঃ প্লবন্তং পুত্রমাত্মনঃ। সূর্যদাহভয়াদ্ রক্ষংস্তুষারচয়শীতলঃ॥২৮
বহুযোজনসাহস্রং ক্রামন্নেব গতোঽম্বরম্। পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করাভ্যাশমাগতঃ॥২৯
শিশুরেষ ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা দিবাকরঃ। কার্যং চাস্মিন্ সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ॥৩০
যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ। তমেব দিবসং রাহুর্জিঘৃক্ষতি দিবাকরম্॥৩১
অনেন চ পরামৃষ্টো রাহুঃ সূর্যরথোপরি। অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ॥৩২
ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ। অব্রবীদ্ ভ্রুকুটিং কৃত্বা দেবং দেবগণৈর্বৃতম্॥৩৩
বুভুক্ষাপনয়ং দত্ত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব। কিমিদং তত্ত্বয়া দত্তমন্যস্য বলবৃত্রহন্॥৩৪
অদ্যাহং পর্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্যমাগতঃ। অথান্যো রাহুরাসাদ্য জগ্রাহ সহসা রবিম্॥৩৫
স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সম্ভ্রমান্বিতঃ। উৎপপাতাসনং হিত্বা উদ্বহন্ কাঞ্চনীং স্রজম্॥৩৬
ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদস্রবম্। শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্॥৩৭
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্। প্রয়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্যঃ সহানেন হনূমতা॥৩৮
অথাতিরভসেনাগাদ্ রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্। অনেন চ স বৈ দৃষ্টঃ প্রধাবন্ শৈলকূটবৎ॥৩৯
ততঃ সূর্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেক্ষ্য চ। উৎপপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্॥৪০
উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রধাবন্তং প্লবঙ্গমম্। অবেক্ষ্যৈবং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ॥৪১

দানব ও যক্ষগণ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হলেন॥২৫॥ বায়ুপুত্র হনুমান উত্তম আকাশে যেভাবে বেগে উড়ছিলো—বায়ু, গরুড় বা মনও তেমন বেগবান নন॥২৬॥ বাল্যাবস্থাতেই যদি বালকের এইপ্রকার বেগ ও বল, তাহলে যৌবনকালের পরাক্রম প্রাপ্ত হলে তার বেগ কেমন হবে?॥২৭॥ আপন পুত্র আকাশে উড্ডীয়মান হতে থাকলে বায়ু বরফের মতো শীতল হয়ে সূর্যের দাহভয় হতে তাকে রক্ষা করতে করতে পশ্চাৎ পশ্চাদ্গমন করতে লাগলেন॥২৮॥ পিতার শক্তিপ্রভাবে বহু হাজার যোজন আকাশ অতিক্রম করে হনুমান বাল্যস্বভাববশে সূর্য-সকাশে উপস্থিত হলো॥২৯॥ 'এ শিশু। গুণ-দোষের জ্ঞান এর নেই। বিশেষতঃ দেবকার্য সার্বিকভাবে এর আয়ত্তে'।—দিবাকর এই বিবেচনাপূর্বক তাকে দগ্ধ করলেন না॥৩০॥ কিন্তু হনুমান যখন সূর্যের রথোপরি রাহুকে স্পর্শ করে তখন চন্দ্র-সূর্য-বিমর্দনকারী রাহু ভীত হয়ে পলায়ন করে॥৩২॥ সিংহিকাসুত রাহু রোষবশে ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্বক ভ্রূকুটি করে দেবগণবেষ্টিত দেবসুরপতিকে বললো—॥৩৩॥ বল ও বৃত্রাসুরনাশী বাসব, আমার ক্ষুধা অপনোদনের নিমিত্ত আপনি চাঁদ ও সূর্যকে আমায় দান করেছেন। কিন্তু এখন আপনি তা অন্যকে দান করলেন কেন?॥৩৪॥ পর্বকাল সমাগত হওয়ায় আজ আমি সূর্যের গ্রহণ-কামনায় সূর্য-সন্নিকটে গমন করেছিলাম। কিন্তু সহসা অন্য রাহু এসে তাঁকে গ্রাস করলো॥৩৫॥ বাসব তখন রাহুর বচন শুনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুবর্ণমাল্য ধারণপূর্বক আসন পরিত্যাগ করে উঠে পড়লেন॥৩৬॥ অনন্তর কৈলাশশৃঙ্গের মতো বৃহদাকার, চারটি দন্তধারী, মদস্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী, অতীব উন্নত স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাসসমন্বিত.....॥৩৭॥ হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরূঢ় হয়ে ইন্দ্র রাহুকে সামনে নিয়ে সেখানে গমন করলেন যেখানে হনুমানের সঙ্গে সূর্য অবস্থান করছিলেন॥৩৮॥ কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে ছেড়ে অতিবেগে ইন্দ্রের পূর্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। হনুমান পর্বতশিখরের মতো বিশালকায় রাহুকে দৌড়তে দেখলো॥৩৯॥ হনুমান তখন রাহুকে ফল মনে করে সূর্যকে পরিত্যাগ করে সিংহিকাসুতকে গ্রহণ করার ইচ্ছায় পুনরায় আকাশে উত্থিত হলো॥৪০॥ রাম, বানর হনুমান সূর্যকে পরিত্যাগ করে ধাবিত হলে, মুখমাত্র-অবশিষ্ট রাহু হনুমানের বৃহদ্ বপু সন্দর্শন করে পরাঙ্মুখ হয়ে পলায়ন করলো॥৪১॥ এবার সিংহিকাতনয় রাহু পরিত্রাতা

ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সন্ত্রসানুর্হুর্মুহুরভাষত॥৪২
রাহোর্বিক্রোশমানস্য প্রাগেবালক্ষিতং স্বরম্। শ্রুত্বেন্দ্রোবাচ মা ভৈষীরহমেনং নিষূদয়ে॥৪৩
ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহত্তদিদমিত্যপি। ফলং তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ॥৪৪
তথাস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া। মুহূর্তমভবদ্ ঘোরমিন্দ্রাগ্নোরিব ভাস্বরম্॥৪৫
এবমাধবমানং তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ। হস্তান্তাদতিমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ॥৪৬
ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাড়িতঃ। পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজ্যত॥৪৭
তস্মিংস্তু পতিতে চাপি বজ্রতাড়নবিহ্বলে। চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ॥৪৮
প্রচারং স তু সংগৃহ্য প্রজাস্বন্তর্গতিঃ প্রভুঃ। গুহাং প্রবিষ্টঃ স্বসুতং শিশুমাদায় মারুতঃ॥৪৯
বিণ্মূত্রাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পরমার্তিকৃৎ। রুরোধ সর্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ॥৫০
বায়ুপ্রকোপাদ্ ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্বতঃ। সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে॥৫১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্। বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ॥৫২
ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ। প্রজাপতিং সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া॥৫৩
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ। ত্বয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজানাথ চতুর্বিধাঃ॥৫৪
ত্বয়া দত্তোঽয়মস্মাকমায়ুষঃ পবনঃ পতিঃ। সোঽস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদেষোঽদ্য সত্তম॥৫৫
রুরোধ দুঃখং জনয়ন্নন্তঃপুর ইব স্ত্রিয়ঃ। তস্মাৎ ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্॥৫৬
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো নুদ দুঃখহন্। এতৎ প্রজানাং শ্রুত্বা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ॥৫৭
কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত। যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চুক্রোধ চ রুরোধ চ॥৫৮

বাসবকে বলার ইচ্ছায় সভয়ে 'ইন্দ্র, ইন্দ্র'—এই কথা বারংবার বলতে লাগলো॥৪২॥ ইন্দ্র পূর্বলক্ষিত রাহুর কাতরস্বর শ্রবণ করে বললেন, ভয় নাই, আমি একে বিনষ্ট করছি॥৪৩॥ মারুতি-তনয় এবার ঐরাবতকে অবলোকন করে 'ঐ ফল বৃহত্তর' এই বিবেচনায় সেই গজরাজের দিকে ধাবিত হলো॥৪৪॥ রাঘব, হনুমান ঐরাবতকে গ্রহণ করার ইচ্ছায় ধাবিত হলে মুহূর্তকাল মধ্যে তার মতো ইন্দ্রও কালানলের মতো ঘোরতর হলো॥৪৫॥ উপরন্তু শচীপতি ইন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ না হয়ে এভাবে ধাবনকারী হনুমানকে হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা প্রহার করলেন॥৪৬॥ ইন্দ্রের বজ্রের প্রহারে তাড়িত হয়ে হনুমান পর্বতে পতিত হলে তার বাম হনু ভগ্ন হলো॥৪৭॥ হনুমান বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হয়ে পতিত হলে, পবন প্রজাগণের অমঙ্গলকামনায় ইন্দ্রের উপর কুপিত হলেন॥৪৮॥ সামর্থ্যশালী এবং সকলপ্রাণীর অন্তরস্থিত মারুত নিজের গতিরোধ করে অর্থাৎ প্রাণিগণের শ্বাসরোধ করে নিজের শিশুপুত্রকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলেন॥৪৯॥ ইন্দ্র যেমন বর্ষার আবরণে জীবসকলকে নিরোধ করেন, সেইপ্রকার পবনদেবও পরম ক্লেশপ্রদ প্রজাদের মলমূত্রাশয় আবরণ করে প্রাণিবর্গকে নিরুদ্ধ করলেন॥৫০॥ ফলে বায়ুকোপনে প্রাণীরা সকলে সার্বিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ হলো। তাদের জোড়স্থানগুলি ভিন্ন হওয়ায় তারা কাঠের মতো হয়ে থাকলো॥৫১॥ বায়ুর কোপে তখন ত্রিলোক অধ্যয়ন, যাগ, ধর্ম এবং ক্রিয়াহীন হলে নরকস্থিত প্রাণীর মতো ত্রিলোকের প্রাণীরা কষ্ট পেতে লাগলো॥৫২॥ সেসময়ে দেবতা-গন্ধর্ব-অসুর এবং মানুষ প্রভৃতি প্রজাগণ দুঃখিত হয়ে সুখবাসনায় প্রজাপতির কাছে গমন করলেন॥৫৩॥ বায়ুরোধবশতঃ উদরীরোগীর মতো স্ফীতোদর দেবতাসকল কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, নাথ, আপনি চতুর্বিধ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন॥৫৪॥ হে সত্তম, আপনি বায়ুকে আমাদের আয়ুর অধিপতি করেছেন। কিন্তু সেই প্রাণেশ্বর বায়ু আজ সহসা....॥৫৫॥ আমাদেরকে ক্লেশ প্রদানপূর্বক অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের মতো অবরোধ করেছেন। সেজন্যে বায়ু-কর্তৃক পীড়িত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হলাম॥৫৬॥ দুঃখহারিন্, আপনি আমাদের এই বায়ুসংরোধজনিত দুঃখ অপনয়ন করুন। প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাবর্গের এই কথা শুনে...॥৫৭॥ এ বিষয়ের কারণ রয়েছে— এই কথা বলে পুনরায় বলতে লাগলেন, বায়ু যে কারণে কুপিত হয়ে রোধ করেছেন,....॥৫৮॥ প্রজাবৃন্দ,

প্রজাঃ শৃণুধ্বং তৎ সর্বং শ্রোতব্যং চাত্মনঃ ক্ষমম্। পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ॥৫৯
রাহোর্বচনমাস্থায় ততঃ স কুপিতোঽনিলঃ। অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্॥৬০
শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ। বায়ুঃ প্রাণঃ সুখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ॥৬১
বায়ুনা সম্পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা॥৬২
অদ্যৈব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ স্থিতাঃ। তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুক্প্রদো হি নঃ।
মা বিনাশং গমিষ্যাম অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতাঃ॥৬৩
ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ সদেব-গন্ধর্ব-ভুজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ।
জগাম তত্রাস্যতি যত্র মারুতঃ সুতং সুরেন্দ্রাভিহতং প্রগৃহ্য সঃ॥৬৪
ততোঽর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভং সুতং তদোৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ।
চতুর্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ সদেব-গন্ধর্ব-ঋষি-যক্ষ-রাক্ষসৈঃ॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

তা আমার বলা উচিত এবং তোমাদেরও শোনা কর্তব্য। বলি শোনো। এঁর পুত্রকে ইন্দ্র নিপাতিত করেছেন....॥৫৯॥ রাহুর বাক্যে বিশ্বাস করে। সর্বতোভাবে তাই তিনি কুপিত হয়েছেন। বায়ু অশরীর হয়ে পলায়ন করে সমস্ত শরীরেই বিচরণ করছেন॥৬০॥ বায়ু ব্যতীত সকলের শরীর কাঠের মতো হয়। সুতরাং বায়ুই প্রাণ। বায়ুই সুখ। এবং বায়ুই সমস্ত জগৎ॥৬১॥ বায়ু পরিত্যক্ত হয়ে জগতের জীবগণ সুখলাভে সমর্থ নয়। জগতের আয়ুরূপী বায়ু আজ সকল প্রাণীকেই পরিত্যাগ করেছেন॥৬২॥ তাই তোমরা বায়ুকর্তৃক নিষ্প্রাণ হয়ে কাঠ এবং দেওয়ালের মতো অবস্থিত রয়েছো। আমাদের পীড়াদায়ক মারুত যেখানে অবস্থান করছেন—আমরা সেখানেই যাই চলো। বিশেষতঃ অদিতিতনয় পবনকে প্রসন্ন না করলে আমরা বিনষ্ট হবো॥৬৩॥ অতঃপর প্রজাপতি দেব-গন্ধর্ব-সর্প-গুহ্যক প্রভৃতি প্রজার সঙ্গে যেস্থলে মারুত ইন্দ্র-কর্তৃক আহতপুত্রকে নিয়ে অবস্থান করছেন, সেখানে গমন করলেন॥৬৪॥ অনন্তর দেবতা-গন্ধর্ব-ঋষি এবং যক্ষগণের সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মা বায়ুর ক্রোড়ে সূর্য, অগ্নি এবং কাঞ্চনসদৃশ কান্তিমান বায়ুনন্দনকে দেখে তার প্রতি কৃপা করলেন॥৬৫॥
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং হনূমতে জীবনদানম্, তস্মৈ নানাবিধবরদানম্, হনূমন্তং নীত্বা পবনস্যাঞ্জনাসমীপে গমনম্, ঋষীণাং শাপেন তস্য স্বীয়বলবিস্মরণম্, অগস্ত্যাদিমুনীনাং সমীপে যজ্ঞকরণেচ্ছাং বিজ্ঞাপ্য গমনানুমতিদানঞ্চ

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দ্দিতঃ। শিশুকং তং সমাদায় উত্তস্থৌ ধাতুরগ্রতঃ॥১
চলকুণ্ডলমৌলিস্রক্ তপনীয়বিভূষণঃ। পাদয়োর্ন্যপতদ্ বায়ুস্ত্রিরুপস্থায় বেধসে॥২

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ-কর্তৃক হনুমানের জীবনদান। তাকে নানাবিধ বরদান। হনুমানকে নিয়ে পবনদেবের অঞ্জনার নিকটে গমন। ঋষিবৃন্দের শাপে তার স্বীয় বলের বিস্মরণ। অগস্ত্য প্রমুখ মুনিগণের নিকট যজ্ঞের প্রস্তাব করে শ্রীরামকর্তৃক তাঁদেরকে বিদায় দান।

পুত্রের মৃত্যুতে পবনদেব অতীব মর্মাহত ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করে তিনি শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন॥১॥ সুবর্ণময় অলঙ্কারে বিভূষিত বায়ু তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বিধাতার পদতলে পতিত হলেন। তখন তাঁর কুণ্ডল, মালা ও শিরোভূষণ দুলতে লাগলো॥২॥ লম্বমান

তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা। বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্॥৩
স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোঽথ সলীলং পদ্মজন্মনা। জলসিক্তং যথা শস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্॥৪
প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা প্রাণো গন্ধবহো মুদা। চচার সর্বভূতেষু সন্নিরুদ্ধং যথা পুরা॥৫
মরুদ্রোধাদ্ বিনির্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতাভবন্। শীতবাতবিনির্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সাম্বুজাঃ॥৬
ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ ত্রিধামা ত্রিদশার্চিতঃ। উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া॥৭
ভো মহেন্দ্রাগ্নি-বরুণা মহেশ্বর-ধনেশ্বরাঃ। জানতামপি বঃ সর্বং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্॥৮
অনেন শিশুনা কার্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি। তদ্ দদধ্বং বরান্ সর্বে মারুতস্যাস্য তুষ্টয়ে॥৯
ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ। কুশেশয়ময়ীং মালামুৎক্ষিপ্যেদং বচোঽব্রবীৎ॥১০
মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ। নাম্না বৈ কপিশার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি॥১১
অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্। ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি॥১২
মার্তণ্ডস্ত্বব্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ। তেজসোঽস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্॥১৩
যদা চ শাস্ত্রাণ্যধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি। তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি।
ন চাস্য ভবিতা কশ্চিৎ সদৃশঃ শাস্ত্রদর্শনে॥১৪
বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি॥১৫
যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ দত্তবান্। বরং দদামি সন্তুষ্ট অবিষাদঞ্চ সংযুগে॥১৬
গদেয়ং মামিকা নৈন্যং সংযুগেষু বধিষ্যতি। ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ॥১৭
মত্তো মদায়ুধানাঞ্চ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি। ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ॥১৮

ভূষণে বিভূষিত বেদবিদ্ বিধাতা বায়ুকে চরণতল হতে তুলে নিলেন। নিজের হাতে শিশুপুত্রের শরীর স্পর্শ করালেন। হাত বোলাতে লাগলেন॥৩॥ শিশু তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক লীলাবশে স্পৃষ্ট হওয়ামাত্রই জলসিক্ত শস্যের মতো পুনর্বার জীবনলাভ করলো॥৪॥ হনুমানকে জীবিত দেখে জগতের প্রাণস্বরূপ সুগন্ধী বায়ু হৃষ্টচিত্তে সেই শ্বাসরোধ পরিত্যাগ করে আগের মতো সর্বভূতে বিচরণ করতে লাগলো॥৫॥ মারুতের কোপ হতে মুক্ত হয়ে প্রাণিসকল হিমযুক্ত বাত্যাঘাতে বিকশিত পদ্মপূর্ণ পুষ্করিণীর মতো হ্লাদিত হলো॥৬॥ তিন যুগ্ম-সমন্বিত, তিন মূর্তিমান, ত্রিদশাসম্পন্ন দেবগণ কর্তৃক পূজিত এবং ত্রিলোকবাসী ব্রহ্মা বায়ুর প্রিয় কামনা করে দেবগণকে বললেন—*(ত্রিযুগ্ম—যশ ও বীর্য, ঐশ্বর্য ও শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ত্রিককুৎ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ত্রিধাম—ত্রিলোক, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। ত্রিদশা—বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর)*॥৭॥ মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর, কুবের-প্রমুখ দেবগণ, তোমাদের যদিও জানা আছে তবু আমি তোমাদেরকে সমূহ হিতকথা বলছি। শোনো॥৮॥ এই শিশুর দ্বারা তোমাদের কর্তব্যকার্য সম্পাদিত হবে। আর তাই এই বায়ুপুত্রের সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা একে বরদান করো॥৯॥ প্রফুল্লবদন সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীত হয়ে তাকে কাঞ্চনময় পদ্মমালা দান করে বললেন—॥১০॥ আমার হাতের নিক্ষিপ্ত বজ্রে এর হনু ভগ্ন হয়েছে। তাই এই বানরশ্রেষ্ঠ আজ হতে 'হনুমান' নামে খ্যাত হবে॥১১॥ এ ছাড়াও আমি আরেকটি উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বরদান করছি যে, আজ থেকে এ (হনুমান) আমার বজ্রের অবধ্য হবে॥১২॥ তিমিরনাশী ভগবান মার্তণ্ড বললেন, আমার তেজের শতভাগের এক ভাগ একে দান করলাম *(তিমিরাপহঃ—তিমির অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশকারী। মার্তণ্ড—সূর্য)*॥১৩॥ যখন এ (হনুমান) শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করতে সমর্থ হবে, তখন একে আমি এমন শাস্ত্রজ্ঞান দান করবো, যাতে সে বাগ্মী হতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞানে কেউ এর সমান হতে পারবে না॥১৪॥ বরুণ বর দিলেন, আমার পাশ অস্ত্রে কিংবা জল থেকে শত অযুত বর্ষেও এর মৃত্যু হবে না *(উদক—জল। শতঅযুত—দশলক্ষ)*॥১৫॥ সন্তুষ্ট যম বর দিলেন, এ (হনুমান) আমার দণ্ডের অবধ্য। সর্বদা নীরোগ থাকবে। সমরে কখনো বিষাদপ্রাপ্ত হবে না॥১৬॥ যুদ্ধে আমার গদা একে বধ করবে না। একাক্ষিপিঙ্গল ধনদানকারী (কুবের) হনুমানকে এই বরদান করলেন॥১৭॥ 'আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হবে'—শঙ্করও হনুমানকে এইমতো উত্তম বর দিলেন॥১৮॥ শিল্পিগণের

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্ট্বেমং বালসূর্যোপমং বলী। শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রদাদ্ বরমস্য মহামতিঃ॥১৯
মৎকৃতানি চ শস্ত্রাণি যানি দিব্যানি তানি চ। তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি॥২০
দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্ বচঃ। সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি॥২১
ততঃ সুরাণান্তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্। চতুর্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ॥২২
অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ। অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ॥২৩
কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাং বরঃ। ভবত্যব্যাহগতিঃ কীর্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥২৪
রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ। রোমহর্ষকরাণ্যেব কর্তা কর্মাণি সংযুগে॥২৫
এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং ত্বমরৈঃ সহ। যথাগতং যযুঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ॥২৬
সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ। অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ॥২৭
প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ। জীবেনাত্মনি সংস্থেন সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ॥২৮
তরসা পূর্যমাণোঽপি তদা বানরপুঙ্গবঃ। আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নির্ভয়ঃ॥২৯
স্রুগ্‌ভাণ্ডান্যগ্নিহোত্রাণি বল্কলানাঞ্চ সঞ্চয়ান্। ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধ্বস্তান্ সংশান্তানাং করোত্যয়ম্॥৩০
এবংবিধানি কর্মাণি প্রাবর্তত মহাবলঃ। সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যঃ শম্ভুনা কৃতঃ॥৩১
জানন্ত ঋষয়ঃ সর্বে সহন্তে তস্য শক্তিতঃ। তথা কেসরিণা ত্বেষ বায়ুনা সোঽঞ্জনীসুতঃ॥৩২
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেব বানরঃ। ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ॥৩৩
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুদ্ধাতিমন্যবঃ। বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম॥৩৪

মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামতি বিশ্বকর্মা উদীয়মান সূর্যের সদৃশ রক্তিম বর্ণ বালককে দেখে বর দিলেন—॥১৯॥ আমার নির্মিত যে সমূহ দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তাদের অবধ্য হয়ে চিরজীবী হবে॥২০॥ ব্রহ্মা বললেন, তুমি মহাত্মা। দীর্ঘায়ু। সমূহ ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য হবে॥২১॥ অনন্তর জগদ্‌গুরু চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেবগণের বরে একে (হনুমানকে) অলঙ্কৃত দেখে হৃষ্টচিত্তে বায়ুকে বললেন—॥২২॥ মারুত, তোমার সন্তান এই মারুতি শত্রুগণের ভয়ঙ্কর এবং মিত্রদের অভয়দানকারী হবে। যুদ্ধে একে কেউই জয় করতে পারবে না॥২৩॥ এ (হনুমান) ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করতে পারবে। গমনও করতে পারবে ইচ্ছানুযায়ী। ইচ্ছাক্রমে এর গতি তীব্র এবং মৃদু হবে। এর গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। এই কপিশ্রেষ্ঠ অতীব যশস্বী হবে॥২৪॥ যুদ্ধে এ রাবণের মৃত্যুর জন্য রামের প্রীতিকর রোমহর্ষক কার্যসমূহ সম্পাদিত করবে॥২৫॥ পিতামহসহ সমূহ দেবগণ এই প্রকার বলে মারুতের কাছ হতে বিদায় নিয়ে যেমতো এসেছিলেন সেইমতো আপন আপন স্থানে তাঁরা গমন করলেন॥২৬॥ গন্ধবাহী বায়ুও সপুত্র অঞ্জনার গৃহে গমন করলেন এবং দেবগণের নিকট হতে তার (হনুমানের) বরপ্রাপ্তির কথা বলে সেখান থেকে নির্গত হলেন॥২৭॥ রাম, এই প্রকারে সে বহু বরলাভ করে বরদানজনিত বলে পরিপূর্ণ হলো এবং আপন হৃদয়ে বিদ্যমান অনুপম বেগে পরিপূর্ণ মহাসমুদ্রের মতো শোভা পেতে লাগলো॥২৮॥ এবার সেই বানরশ্রেষ্ঠ বেগে পূর্ণ হয়ে নির্ভয়ে ঋষিদের আশ্রমে উপদ্রব করতে লাগলো॥২৯॥ শান্তচিত্ত মুনিদের যজ্ঞের উপযুক্ত পাত্র, অগ্নিহোত্রের সাধনভূত স্রুগ এবং স্রুব-প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ ভাঙচূর এবং বল্কলগুলিকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো॥৩০॥ মহাবলী (হনুমান) এইমতো উপদ্রব করে যেতে লাগলো। কল্যাণকারী ব্রহ্মা একে যে সর্বপ্রকার ব্রহ্মদণ্ড হতে অবধ্য করে দিয়েছেন....॥৩১॥ ঋষিরা এই বৃত্তান্ত জানতেন। তাই তাঁরা ব্রহ্মার শক্তিতে বিবশ হয়ে তার (হনুমানের) সমূহ অপরাধ সইতে লাগলেন। যদিও বায়ুদেব এবং কেশরী ঐ অঞ্জনাতনয়কে বারংবার নিষেধ করছিলেন তবু....॥৩২॥ সে মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেই চললো। এতে ভৃগু এবং অঙ্গিরামুনির বংশোদ্ভূত মহর্ষিরা রুষ্ট হলেন॥৩৩॥ রঘুশ্রেষ্ঠ রাম, ঐ মহর্ষিরা হৃদয়ে অতিশয় খেদ এবং অধিক দুঃখের স্থান না দিয়ে তাকে (হনুমানকে) শাপ দিলেন, রে বানর,—তুই যে বলের আশ্রয় নিয়ে আমাদেরকে পীড়িত করছিস,....॥৩৪॥ আমাদের শাপের প্রভাবে

তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ। যদা তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ধতে বলম্॥৩৫
ততস্তু হৃততেজৌজা মহর্ষিবচনৌজসা। এষোঽশ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোঽচরৎ॥৩৬
অথর্ক্ষরজসৌ নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা। সর্ববানররাজাসীৎ তেজসা ইব ভাস্করঃ॥৩৭
স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং মহেশ্বরঃ। ততস্তৃক্ষরজা নাম কালধর্মেণ যোজিতঃ॥৩৮
তস্মিন্নস্তমিতে চাথ মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ। পিত্র্যে পদে কৃতো বালি সুগ্রীবো বালিনঃ পদে॥৩৯
সুগ্রীবেণ সমং ত্বস্য অদ্বৈধং ছিদ্রবর্জিতম্। আবাল্যং সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা॥৪০
এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ। বালি-সুগ্রীবয়োর্বৈরং যদা রাম সমুত্থিতম্॥৪১
ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোঽপি বালিনা। দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ॥৪২
ঋষিশাপাহৃতবলস্তদৈব কপিসত্তমঃ। সিংহ-কুঞ্জররুদ্ধো বা আস্থিতঃ সহিতো রণে॥৪৩
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপসৌশীল্যমাধুর্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য-চাতুর্য-সুবীর্য-ধৈর্যৈর্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে॥৪৪
অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্ সূর্যোন্মুখপ্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম গ্রন্থং মহদ্ধারয়নপ্রমেয়ঃ॥৪৫
সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
ন হ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব॥৪৬
সর্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে প্রস্পর্ধতেঽয়ং হি গুরুং সুরাণাম্।
সোঽয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা ব্রহ্মা ভবিষ্যত্যপি তে প্রসাদাৎ॥৪৭

বহুকাল অব্দি তা তুই বিস্মৃত থাকবি। যদি কেউ তোর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাহলেই তোর বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে॥৩৫॥ সেই থেকে সে মহর্ষিদের অভিশাপে হৃততেজ এবং প্রতাপশূন্য হয়ে আশ্রমসমূহে শান্তভাবে বিচরণ করতে লাগলো॥৩৬॥ সূর্যসম তেজস্বী ঋক্ষরজা হলেন বালি এবং সুগ্রীবের পিতা। বানরসমূহের তিনি রাজা॥৩৭॥ বানররাজ ঋক্ষরজা বহুকাল বানররাজ্য শাসন করে অবশেষে কালধর্ম প্রাপ্ত হলেন *(কালধর্ম—মৃত্যু)* ॥৩৮॥ তাঁর দেহাবসানে মন্ত্রবিদ্ মন্ত্রিগণ পিতার স্থলে বালিকে রাজা এবং সুগ্রীবকে যুবরাজ করলেন॥৩৯॥ অগ্নির সঙ্গে বায়ুর যেমন স্বভাব সখ্য তেমনি সুগ্রীবে ও বালিতে বাল্যকাল হতে সৌভ্রাত্র-সখ্যতা ছিলো। তাদের মধ্যে কোনো ভেদভাব ছিলো না। তাদের প্রেম ছিলো গভীর॥৪০॥ হে রাম! বালি এবং সুগ্রীবে অনন্তর যখন বৈরীভাব জাগলো, এই শাপ বাণ (মহর্ষিদের) সেই বলবানের (হনুমানের) নিজের সামর্থ্য বিস্মরণের ফলে....॥৪১॥ বালির ভয়ে পরিভ্রমণকারী সুগ্রীবেরও নিজের সহচরের বলের কথা স্মরণ হয় নি। বায়ুপুত্রের নিজের বলের কথা স্মরণেই ছিলো না॥৪২॥ ঋষিশাপের কারণেই তার (হনুমানের) বলের বিস্মরণ, আর সে জন্যেই এই কপি শ্রেষ্ঠদ্বয় নিশ্চলভাবে অবস্থান করছিলো, যেভাবে কোন সিংহ হস্তীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে নিশ্চল হয়ে থাকে॥৪৩॥ পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মাধুর্য, নীতি, অনীতি, বিবেক, গাম্ভীর্য, চাতুর্য, উত্তম বল এবং ধৈর্যে সংসারে এমন কে আছে যে হনুমান অপেক্ষা অধিক!॥৪৪॥ অপরিসীম শক্তিশালী এই কপিশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার জন্যে সূর্যের কাছে শঙ্কাস্থল জিজ্ঞেস করার মানসে সূর্যের দিকে মুখ করে মহানগ্রন্থ ধারণ করে তাঁর অগ্রভাগে উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত গমন করতে লাগলো॥৪৫॥ কপিশ্রেষ্ঠ সূত্র, বৃত্তি, বার্তিক, মহাভাষ্য ও সংগ্রহ—এইসমূহ মহান অর্থযুক্ত শব্দশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে জ্ঞানাহরণ করেছিলো। অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ছন্দশাস্ত্রের নিপুণতা সম্বন্ধে এর সমতুল্য কেউ ছিলো না॥৪৬॥ সকল বিদ্যার জ্ঞান এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে হনুমান দেবগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করেছিলো। নূতন ব্যাকরণের অর্থবেত্তা এই হনুমান আপনার কৃপায় সাক্ষাদ্ ব্রহ্মার মতো আদরণীয় হবে॥৪৭॥ প্রলয়সময়ে পৃথিবীকে প্লাবিত করার ইচ্ছায় অন্তরে প্রবেশেচ্ছুক মহাসমুদ্র, সমূহ লোককে দগ্ধ করতে

প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য।
লোকক্ষয়েষ্বেব যথান্তকস্য হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ॥৪৮
এষেব চান্যে চ মহাকপীন্দ্রাঃ সুগ্রীব-মৈন্দ-দ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
সতার-তারেয়-নলাঃ সরম্ভাস্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ॥৪৯
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতির্মুখো নলশ্চ।
এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেন্দ্রৈস্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ॥৫০
তদেৎ কথিতং সর্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। হনূমতো বালভাবে কর্মৈতৎ কথিতং ময়া॥৫১
শ্রুত্বাগস্ত্যস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ। বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ॥৫২
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্ রামং সর্বমেতচ্ছ্রুতং ত্বয়া। দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাসি রাম গচ্ছামহে বয়ম্॥৫৩
শ্রুত্বৈতদ্ রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ॥৫৪
অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রপিতামহাঃ। যুষ্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্টাঃ সবান্ধবাঃ॥৫৫
বিজ্ঞাপ্যং তু মমৈতদ্ধি যদ্ বদাম্যাগতস্পৃহঃ। তদ্ভবদ্ভির্মম কৃতে কর্তব্যমনুকম্পয়া॥৫৬
পৌরজানপদান্ স্থাপ্য স্বকার্যেষ্বহমাগতঃ। ক্রতূনহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ ভবতাং সতাম্॥৫৭
সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু। ভবিষ্যথ মহাবীর্যা মমানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫৮
অহং যুষ্মান্ সমাশ্রিত্য তপোনির্ধূতকল্মষান্। অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্বৃতঃ॥৫৯
তদাগন্তব্যমনিশং ভবদ্ভিরিহ সঙ্গতৈঃ। অগস্ত্যাদ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥৬০
এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য প্রযাতুমুপচক্রমুঃ। এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্॥৬১

অভিলাষী উদ্যত অগ্নি এবং লোকক্ষয় করার বাসনায় প্রভাবশালী যমসদৃশ এই হনুমানের সামনে কে দাঁড়াতে পারে? ॥৪৮॥ হে রাম, এই হনুমানকে এবং সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, তারেয়, নল ও রম্ভ—প্রভৃতি মহাকপিসমূহকে তোমারি সহায়তার জন্য দেবতারা সৃষ্টি করেছেন *(তারেয়—অঙ্গদ)* ॥৪৯॥ প্রভু রাম, দেবতারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, প্রভ, জ্যোতির্মুখ ও নল—এইসকল বানরেশ্বর এবং ভল্লুকসমূহকে তোমার কাজে সহযোগ দেবার জন্যেই করেছেন সৃষ্টি॥৫০॥ রাম, হনুমান বাল্যকালে যে যে কাজ করেছিলো সে বিষয়ে যা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে তা সবই তোমাকে আমি শোনালাম॥৫১॥ অগস্ত্যের বাক্য শুনে রাক্ষস এবং বানরসমূহ-সহ রাম এবং লক্ষ্মণ সাতিশয় বিস্মিত হলেন॥৫২॥ অনন্তর মুনি অগস্ত্য রামকে বললেন, রাম, সমূহ বৃত্তান্তই শুনলেন। আমরাও সাক্ষাৎ করে তোমাকে সম্ভাষিত করলাম। অতঃপর আমরা আপন আপন স্থানে গমন করছি॥৫৩॥ রঘুকুলসম্ভূত রাম উগ্রতেজা ঋষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণত হয়ে মহর্ষিকে বললেন—॥৫৪॥ দেবগণ, পিতৃগণ এবং প্রপিতামহগণ আজ আমার উপরে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা, আপনাদের দর্শন লাভ করে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে আমরা পরম সন্তোষলাভ করলাম॥৫৫॥ আমার মনে একটি ইচ্ছা জেগেছে। আর সে জন্যেই আপনাদের কাছে আমি এই প্রার্থনা নিবেদন করছি এই বিশ্বাসে যে, আপনারা আমার প্রতি কৃপাবশে তা সম্পাদন করবেন॥৫৬॥ বনবাস হতে আমি এখন ফিরে এসেছি। এবারে আমি পৌর এবং জনপদবাসিগণকে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত করে আপনাদের প্রভাবে আমি সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো॥৫৭॥ আপনারা আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। বিশেষ করে মহদ্ তপোবীর্যসমন্বিত এবং সাধুশীল। তাই আপনারা আমার যজ্ঞে সততই সদস্যকার্য সম্পাদন করবেন॥৫৮॥ তপস্যার প্রভাবে আপনারা বিগতপাপ হয়েছেন। তাই আপনাদেরকে আশ্রয়পূর্বক সর্বতো সন্তুষ্ট হয়ে পিতৃগণকর্তৃক অনুগৃহীত হবো॥৫৯॥ কঠোরব্রত-পালনকারী অগস্ত্য-প্রমুখ ঋষিরা একযোগে সমাগত হবেন এই বাক্য বলে,....॥৬০॥তাঁকে (রামকে) জানিয়ে যে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন॥৬১॥ এদিকে চিন্তিত রামচন্দ্র তাঁদের বাক্যগুলি বিবেচনা করতে লাগলেন। তখন সূর্য অস্ত গেলো। নরপতিশ্রেষ্ঠ রাম

রাঘবশ্চ তমেবার্থং চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ। ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্॥৬২
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ। প্রবৃত্তায়াং রজন্যাস্তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ॥৬৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তখন রাজাসকলকে ....॥৬২॥ এবং বানরদেরকে বিদায় দিয়ে বিধি-অনুসারে সন্ধ্যা-উপাসনা করলেন এবং রাত্রি হলে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হলেন॥৬৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সভাসদ্‌ভিঃ সহ শ্রীরামস্য রাজসভায়ামুপবেশনম্

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্মেণ বিদিতাত্মনি। ব্যতীত যা নিশা পূর্বা পৌরাণাং হর্ষবর্ধিনী॥১
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ। বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি॥২
তে রক্তকণ্ঠিনঃ সর্বে কিন্নরা ইব শিক্ষিতাঃ। তুষ্টুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ॥৩
বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ব কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধন। জগদ্ধি সর্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে নরাধিপ॥৪
বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপং চৈবাশ্বিনোরিব। বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি॥৫
ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ। বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্যমুদধেরিব॥৬
অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্। নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্বং ভবিতারো নরাধিপ॥৭
যথা ত্বমসি দুর্ধর্ষো ধর্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ। ন ত্বাং জহাতি কীর্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ॥৮
শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ। এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ॥৯
সূতাশ্চ সংস্তবৈর্দিব্যৈর্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্। স্তুতিভিঃ স্তূয়মানাভিঃ প্রত্যবুধ্যতে রাঘবঃ॥১০

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

সভাসদবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামের রাজসভায় উপবেশন

আত্মজ্ঞানী কাকুৎস্থবংশধর রামের ধর্মানুযায়ী রাজ্য অভিষেক হবার পরে পুরবাসিগণের হর্ষবর্ধনকারী প্রথম রাত্রি অতিক্রান্ত হলো॥১॥ রাত্রিকাল বিগত হলে পর প্রাতঃকাল এলো। রাজাকে (শ্রীরামকে) ঘুম থেকে জাগাবার জন্যে বন্দীরা রাজভবনে হাজির হলো॥২॥ সকলেই তারা কিন্নরের মতো সুশিক্ষণপ্রাপ্ত। কণ্ঠ তাদের অতীব মধুর। সানন্দে তারা যথানিয়মে নৃপতির (রামের) স্তবগান করতে শুরু করলো॥৩॥ হে সৌম্য নরাধিপ, আপনি নিদ্রামগ্ন থাকলে সমগ্র জগৎ নিদ্রিত থাকে। হে কৌশল্যার আনন্দবৃদ্ধিকারী বীর, তাই আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন॥৪॥ বিষ্ণুর পরাক্রমের মতো আপনার পরাক্রম। রূপে আপনি অশ্বিনীকুমার-সদৃশ। বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। প্রজাপালন কার্যে প্রজাপতির সমান আপনি॥৫॥ ক্ষমাগুণে আপনি ধরিত্রীর মতো। তেজে ভাস্করোপম। বায়ুবৎ বেগবান আপনি। গাম্ভীর্যে সমুদ্রের মতো॥৬॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে আপনি শিবতুল্য অকম্প। একমাত্র চন্দ্রের মধ্যে এমতো সৌম্যগুণ পরিদৃশ্যমান (চাঁদের ন্যায় আপনি সৌম্যগুণসমন্বিত)। অতীতে না আপনার মতো নৃপতি হয়েছে, না ভবিষ্যতে হবে॥৭॥ পুরুষোত্তম, একদিকে আপনি দুর্ধর্ষ, অন্যদিকে আপনি নিয়ত ধর্মপর হয়ে প্রজাকল্যাণে নিরত। কীর্তি এবং লক্ষ্মী তাই আপনাকে কখনো ত্যাগ করবেন না॥৮॥ কাকুৎস্থবংশধর, ধর্ম এবং শ্রী আপনাতে সতত প্রতিষ্ঠিত। বন্দিগণ এইপ্রকারে নানা মধুরবাক্যে তাঁর (রামের) যশোগাথা কীর্তিত করলো॥৯॥ সূতগণও দিব্য স্তবমালায় রাঘবকে (রামকে) প্রবোধিত করতে লাগলো। রাম বন্দিগণের এইমতো স্তবে জাগরিত হলেন॥১০॥ পাপবিনাশী নারায়ণ যেমতো অনন্তশয্যা হতে উত্থিত হন একইভাবে তিনিও (রামও) শুভ্র

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাস্তৃতম। উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা ॥ ১১
তমুত্থিতং মহাত্মানং প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ। সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরুপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হুতহুতাশনঃ। দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্ ॥ ১৩
তত্র দেবান্ পিতৄন্‌বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি। বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥ ১৪
উপতস্থুর্মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ। বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৫
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ। রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেব যথামরাঃ ॥ ১৬
ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ। উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টা বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ॥ ১৭
যাতাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ। মুদিতা নাম পার্শ্বস্থা বহবঃ সমুপাবিশন্ ॥ ১৮
বানরাশ্চ মহাবীর্যা বিংশতিঃ কামরূপিণঃ। সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসঃ ॥ ১৯
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ। উপাসতে মহাত্মানং ধনেশমিব গুহ্যকঃ ॥ ২০
তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যে চ মানবাঃ। শিরসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ ॥ ২১
তথা পরিবৃতো রাজা শ্রীমদ্ভির্ঋষিভির্বরৈঃ। রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈর্বানরৈশ্চ সরাক্ষসৈঃ ॥ ২২
যথা দেবেশ্বরো নিত্যমৃষিভিঃ সমুপাস্যতে। অধিকস্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্ বিরোচতে ॥ ২৩
তেষাং সমুপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ। কথ্যন্তে ধর্মসংযুক্তাঃ পুরাণজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

আচ্ছাদনে আস্তৃত সেই শয়নতল ত্যাগ করে উত্থিত হলেন ॥ ১১ ॥ হাজারে হাজারে বিনীত সেবক উজ্জ্বল পাত্রে করে জল নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে গাত্রোত্থানশীল শ্রীরামসমীপে উপস্থিত হলো ॥ ১২ ॥ যথাকালে তিনি হাত-মুখাদি ধুয়ে শুচি হয়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মানসে ইক্ষ্বাকুগণসেবিত দেবগৃহে প্রবেশ করলেন ॥ ১৩ ॥ তথায় দেবগণ, পিতৃগণ এবং বিপ্রসকলকে যথারীতি অর্চনাপূর্বক সভাসদজনের সঙ্গে বহির্ভবনে গমন করলেন ॥ ১৪ ॥ তৎকালে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বশিষ্ঠপ্রমুখ মহাত্মা, মন্ত্রী এবং পুরোহিতসকল উপস্থিত হলেন ॥ ১৫ ॥ নানা জনপদের অধীশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়েরা তখন ইন্দ্রের পাশে দেবগণের মতো রামের পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন ॥ ১৬ ॥ যেইমতো যজ্ঞের জন্য সতত তিনটি বেদ বর্তমান থাকেন, তেমনিভাবে হৃষ্টমনে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন—এই ভ্রাতাত্রয় তাঁর সেবাকার্যে উপস্থিত ছিলেন ॥ ১৭ ॥ তদবস্থায় মুদিত -নামক বিখ্যাত পার্শ্বচর সেবকেরা উৎফুল্লবদনে কৃতাঞ্জলিপূর্বক তাঁর পার্শ্বে উপবেশন করলো ॥ ১৮ ॥ মহাতেজা, বলবান ও কামরূপী সুগ্রীবপ্রমুখ বিংশতিসংখ্যক কপি রামের সকাশে উপবিষ্ট হলো *(বিংশতি কপি—সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, সুষেণ, তার, নীল, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, শতবিধ, গন্ধমাদন, গজ, গবাক্ষ, গবয়, ধূম্র, রম্ভ ও জ্যোতির্মুখ)* ॥ ১৯ ॥ গুহ্যকগণ যেভাবে ধনাধিপের (কুবেরের) সেবায় উপস্থিত থাকে, তেমনিভাবে বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত হয়ে মহাত্মা রামের সন্নিকটে উপস্থিত হলো *(গুহ্যক—যক্ষ)* ॥ ২০ ॥ বেদজ্ঞানী যাঁরা, যাঁরা কুলীন—সেইসকল বিচক্ষণ মনুষ্যেরা নতমস্তকে রাজাকে (রামকে) অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছে উপবেশন করলেন ॥ ২১ ॥ এইভাবে শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী বহু ঋষি, মহাপরাক্রমশীল রাজা, বানর এবং রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাজা (রাম) শোভা পেতে লাগলেন ॥ ২২ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিয়ত ঋষিদের দ্বারা সেবিত হন, তেমনিভাবে ঐসময়ে তিনি সহস্রলোচনের চাইতেও অধিক শোভান্বিত হতে লাগলেন মহর্ষিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ॥ ২৩ ॥ সভাস্থিত মহাত্মা পুরাণবিদ্‌গণ উপস্থিত সভ্যগণ সকাশে নানাবিধ ধর্মসংযুক্ত সুমধুর কথা বলতে লাগলেন ॥ ২৪ ॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৫ ॥

রাবণস্য কপিলদর্শনম, পাতালপ্রবেশঃ, পাতালাৎ প্রত্যাগমনঞ্চ

দত্ত্বা তু রাবণস্যৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ। পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং পিতামহঃ॥১
রাবণোঽপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমত্তথা। কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ॥২
পশ্চিমার্ণবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ। দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ॥৩
মহাজাম্বূনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ। দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসন্নিভঃ॥৪
দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ। শরভাণাং যথা সিংহো হস্তিষ্বৈরাবতো যথা॥৫
পর্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্। তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহাবলম্॥৬
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি। অভবত্তস্য সা দৃষ্টির্গ্রহমালা ইবাকুলা॥৭
দন্তান্ সন্দশতঃ শব্দো মন্ত্রস্যেবাভিভিদ্যতঃ। জগর্জোচ্চৈঃ স বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ॥৮
স গর্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্লম্বহস্তং ভয়ানকম্। দংষ্ট্রালং বিকটং চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্॥৯
মণ্ডূককুক্ষিং সিংহাস্যং কৈলাসশিখরোপমম্। পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরাম্বুজম্॥১০
মহানাদং মহাকায়ং মনোঽনিলসমং জবে। ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্॥১১
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং কিঙ্কিণীজালনিস্বনম্। মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশেঽবলম্বয়া॥১২
ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্। সোঽঞ্জনাচলসঙ্কাশং কাঞ্চনাচলসন্নিভম্॥১৩
প্রাহরদ্ রাক্ষসপতিঃ শূল-শক্ত্যৃষ্টি-পট্টিশৈঃ। দ্বীপিনা চ যথা সিংহ ঋষভেণেব কুঞ্জরঃ॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৫

রাবণের কপিল দর্শন। পাতালে প্রবেশ। পাতাল থেকে প্রত্যাগমন।

কমলোদ্ভব পিতামহ ব্রহ্মা রাবণকে বরদান করে ত্বরায় পুনর্বার ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন *(কমলোদ্ভব—ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে তাঁর উদ্‌ভব বলে ব্রহ্মা কমলোদ্ভব)* ॥১॥ বর লাভ করে রাবণও প্রভূত শত্রুবিনাশ -পূর্বক পুনরায় প্রত্যাবৃত হলো॥২॥ অনন্তর অমাত্যপরিবৃত সেই রাক্ষস পশ্চিমসাগরে উপনীত হলো। তথায় এক দ্বীপে অগ্নিসম-সমপ্রভ এক পুরুষকে সে অবলোকন করলো॥৩॥ সুবর্ণবর্ণ সেই পুরুষ সেখানে একাকী অবস্থিত রয়েছেন। কালানলের মতো ভীষণাকার॥৪॥ দেবতাগণের মধ্যে যেমন দেবেশ, গ্রহগণ মধ্যে ভাস্কর, শরভসমূহের মধ্যে যেমন সিংহ, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত,....॥৫॥ পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরু, বৃক্ষরাজির মধ্যে যেমন পারিজাত প্রধান—ইনিও ঠিক তেমনি। সেই মহাবলশালী পুরুষকে দ্বীপে অবস্থান করতে দেখে....॥৬॥ দশগ্রীব বললো, আমাকে যুদ্ধ প্রদান করো। তখন তাঁর নয়ন গ্রহমালার মতো আকুল হয়ে উঠলো॥৭॥ সর্বতোভাবে বিদ্যমান যন্ত্রের মতো তাঁর দন্ত-সন্দংশনের শব্দ সমুত্থিত হলো। বলীয়ান দশাননও অমাত্যগণের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে উঠলো॥৮॥ ভয়ঙ্কর সেই গর্জন। বহু নিনাদী। হস্ত তার লম্বমান। দন্ত বিশাল। বিকট। গ্রীবা কম্বুর মতো। বক্ষোপ্রদেশ বিশাল॥৯॥ মণ্ডুকতুল্য কুক্ষি তাঁর। মুখ সিংহের বদন-সদৃশ। শরীর কৈলাশ-শিখরোপম। পদতল পদ্মের মতো। করকমল এবং তালু রক্তবর্ণের॥১০॥ মহানাদ তোলেন তিনি। বিশাল তাঁর দেহ। মন ও অনিলের সমান তাঁর গতি। পীঠে বাঁধা তূণীর। ভীমমূর্তি তিনি। ঘণ্টাচামর সমন্বিত॥১১॥ জ্বালামালায় শরীর তাঁর পরিবৃত। ধ্বনি কিঙ্কিণীজালের মতো সুমধুর। কণ্ঠে গুলছে স্বর্ণবর্ণ পদ্মের মালা॥১২॥ ঋগ্বেদ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শোভা পাচ্ছেন তিনি। পদ্মমালায় বিভূষিত হয়ে। কজ্জলপর্বততুল্য রাক্ষস রাবণের কাছে যেন সুবর্ণাচল সদৃশ ঐ পুরুষ শোভিত ও পরিদৃশ্যমান॥১৩॥ রাক্ষসপতি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ অস্ত্রে তাঁকে প্রহার করলো। হস্তীর প্রহারে সিংহ যেরূপ বিচলিত হয় না, ঋষভের প্রহারে কুঞ্জর যেমন বিব্রত হয় না....॥১৪॥ নাগেন্দ্রের বিচলন করতে পারে না সুমেরু এবং সাগর যেমন নদী বেগে-বিচলিত

সুমেরুরিব নাগেন্দ্রৈর্নদীবেগৈরিবার্ণবঃ। অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ॥১৫
যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুর্মতে। রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ॥১৬
তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি। ধর্মস্তস্য তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ॥১৭
উরূহ্যাশ্রিত্য তস্থাতে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ। বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিপার্শ্বয়োঃ॥১৮
মধ্যেঽষ্টৌ বসবস্তস্য সমুদ্রাঃ কুক্ষিতঃ স্থিতাঃ। পার্শ্বাদিষু দিশঃ সর্বাঃ সর্বসন্ধিষু মারুতঃ॥১৯
পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ॥২০
গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ। সুবর্ণবরদানানি কক্ষলোমানুগানি চ॥২১
হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ। নরন্তু তং সমাশ্রিত্য চাস্থিভূতা ব্যবস্থিতাঃ॥২২
পাণির্বজ্রোঽভবত্তস্য শরীরে দ্যৌরবস্থিতা। কৃকাটিকায়াং সন্ধ্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ॥২৩
বাহূ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ। শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ॥২৪
কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ। স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ॥২৫
করজানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্যমুমুক্ষবঃ। অগ্নিরাস্যমভূত্তস্য স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতৌ॥২৬
পক্ষমাসর্তবশ্চৈব দংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ। নাসে কুহূরমাবাস্যা ছিদ্রেষু বায়বঃ স্থিতাঃ॥২৭
গ্রীবা তস্যাভবদ্দেবী বীণা চাপি সরস্বতী। নাসত্যৌ শ্রবণে চোভৌ নেত্রে চ শশিভাস্করৌ॥২৮
বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ। সুবৃত্তানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ॥২৯
এতানি নবরূপস্য তস্য দেহাশ্রিতানি বৈ। তেন বজ্রপ্রহারেণ লব্ধমাত্রেণ লীলয়া॥৩০
পাণিনা পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে। পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্॥৩১
ঋগ্বেদপ্রতিমঃ সোঽথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ। প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পর্বতসন্নিভঃ॥৩২
উত্থায় চ দশগ্রীব আহূয় সচিবান্ স্বয়ম্। ক্ব গতঃ সহসা ব্রূত প্রহস্ত-শুক-সারণাঃ॥৩৩

হয় না, তেমনি রাবণের সেই প্রহারেও অকম্পিত পুরুষপ্রবর রাক্ষসকে বললেন—॥১৫॥ রে দুর্মতি নিশাচর, আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনোদিত করবো। রাবণের বেগ সর্বলোকের কাছে ভয়াবহ॥১৬॥ তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেগ তাঁকে আশ্রয় করে আছে। জগতের সিদ্ধির জন্যে ধর্ম এবং তপস্যা...॥১৭॥ ঊরুদ্বয় অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করছে। মন্মথ—শিশ্ন, বিশ্বেদেবগণ-কটিদেশ, মারুত বস্তির পার্শ্বদ্বয়,_॥১৮॥ সাগরসমূহ কুক্ষিদেশ, দিকসমূহ পার্শ্বাদিস্থান, মারুত সমস্ত সন্ধিস্থল,... ॥১৯॥ পিতৃগণ পৃষ্ঠ এবং পিতামহের অবস্থিতি হৃদয় আশ্রয় করে॥২০॥ পবিত্র গোদান, ভূমিদান এবং বিমল সুবর্ণদান পুণ্যকার্যসমূহ তাঁর কক্ষলোম আশ্রয় করেছে॥২১॥ এছাড়া হিমবান, হেমকূট, মন্দর এবং মেরুপর্বত সেই পুরুষকে আশ্রয় করে অস্থিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছে॥২২॥ বজ্র তাঁর পাণি, স্বর্গ শরীর, জলবাহী মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা হলো গ্রীবা....॥২৩॥ ধাতা, বিধাতা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুদ্বয় আশ্রয় করে আছে। শেষ, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত_॥২৪॥ কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষসর্প, তক্ষক এবং উপতক্ষক_॥২৫॥ বিষবীর্যমুমুক্ষু হয়ে অঙ্গুলিসমূহ আশ্রয় করে অবস্থান করছে। অগ্নি তাঁর মুখ, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল *(করজা—আঙুল)*....॥২৬॥ পক্ষ, মাস ও ঋতুসমূহ উভয় দন্তপংক্তি, কুহূ ও অমাবস্যা নাসাদ্বয়, বায়ুনিবহ ছিদ্রসকল,....॥২৭॥দেবী বাণী সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগল; চন্দ্র এবং সূর্য নয়নদ্বয় আশ্রয় করে বিরাজ করছে॥২৮॥ বেদাঙ্গসমূহ, যজ্ঞনিচয়—যারা তারারূপী—সেই সমূহ সুবৃত্ত বাক্যবৃন্দ, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্যা....॥২৯॥ সেই নররূপীর দেহ আশ্রয় করে রয়েছে। বজ্রপ্রহার দ্বারা অবলীলায়....॥৩০॥ পাণিদ্বারা রাক্ষসকে নিপীড়িত করে মহীতলে নিপাতিত করলেন। সেই পুরুষ নিশাচরকে নিপাতিত জেনে রক্ষোসৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হলো এবং....॥৩১॥ ঋগ্বেদপ্রতিম পর্বতসদৃশ এবং পদ্মমালায় বিভূষিত সেই পুরুষ পাতালে প্রবিষ্ট হলেন॥৩২॥ অনন্তর দশগ্রীব উঠে সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বান করে বললো, সহসা সেই পুরুষ কোথায় গেলো? প্রহস্ত-শুক-সারণ প্রমুখ....॥৩৩॥ রাক্ষস রাবণ

এবমুক্তা রাবণেন রাক্ষসাস্তে তদাব্রুবন্। প্রবিষ্টঃ স নরোঽত্রৈব দেব-দানব-দর্পহা॥৩৪
অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিব পন্নগম্। স তু শীঘ্রং বিলদ্বারং সপ্রবিবেশ সুদুর্মতিঃ॥৩৫
প্রবিবেশ চ তদ্দ্বারং রাবণো নির্ভয়স্তদা। স প্রবিশ্য ত্বপশ্যদ্ বৈ নীলাঞ্জনচয়োপমান্॥৩৬
কেয়ূরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্। বরহাটকরত্নাদ্যৈর্বিবিধৈশ্চ বিভূষিতান্॥৩৭
দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্তস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্। নৃত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ॥৩৮
নৃত্যন্তোঽপশ্যত্তৈতাস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ। দ্বারস্থো রাবণস্তত্র ত্রিষু লোকেষু নির্ভয়ঃ॥৩৯
যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তুল্যাংস্তানপি সর্বশঃ। একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ॥৪০
চতুর্ভুজান্মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ। তাংস্তু দৃষ্ট্বা দশগ্রীব উর্দ্ধরোমা বভূব হ॥৪১
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরস্ততঃ শীঘ্রং বিনির্যযৌ। অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্॥৪২
পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্মনা। শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ॥৪৩
দিব্যস্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতাঃ। দিব্যাম্বরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যস্যৈকভূষণম্॥৪৪
বালব্যজনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা। লক্ষ্মী দেবী সপদ্মা বৈ ভ্রাজতে লোকসুন্দরী॥৪৫
প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রো দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্। জিঘৃক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাস্থিতাম্॥৪৬
বিনাপি সচিবৈস্তত্র রাবণো দুর্মতিস্তদা। হস্তে গ্রহীতুমন্বিচ্ছন্মন্মথেন বশীকৃতঃ॥৪৭
সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্ রাবণঃ কালচোদিতঃ। অথ সুপ্তো মহাবাহুঃ পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ॥৪৮
গ্রহীতুকামং তং জ্ঞাত্বা ব্যপবিদ্ধপটং তদা। জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্॥৪৯
তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ। কৃত্তমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে॥৫০
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বচনং চেদমব্রবীৎ। উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাদ্য বিদ্যতে॥৫১

-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বললো, দেব ও দানবের দর্পহারী সেই নর এই স্থানেই প্রবিষ্ট হয়েছেন॥৩৪॥ গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করে বেগে গমন করে সেইভাবেই সুদুর্মতি রাক্ষস অবিলম্বে বিলদ্বারে প্রবিষ্ট হলো॥৩৫॥ নির্ভয় রাবণ তথায় প্রবেশ করে দেখলো, নীলাঞ্জনচয়তুল্য....॥৩৬॥ কেয়ূরধারী বীরদেরকে। তারা রক্তমাল্য ও অনুলেপনে রঞ্জিত। বিমল সুবর্ণ ও রত্নরাজিতে বিরচিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত॥৩৭॥ সে আরও দেখলো যে, অগ্নির মতো বিমল-দ্যুতি নির্ভয় তিন কোটি মহাত্মা নিয়ত উৎসব-উৎসুক হয়ে নৃত্য করছে॥৩৮॥ ত্রিলোকে নির্ভয় ভীমপরাক্রম রাবণ দ্বারপ্রদেশে নৃত্যপরায়ণ পুরুষদিগকে দেখতে লাগলো॥৩৯॥ সেইপুরুষ যেইপ্রকার দৃষ্ট হয়েছিলেন, এঁরাও সার্বিকভাবে একইরকমের বর্ণের বেশের এবং সৌন্দর্যের। অতিতেজা তাঁরা....॥৪০॥ চতুর্ভুজ। মহোৎসাহী। সেখানে তাদেরকে দেখে সেই রাক্ষস দশগ্রীব রোমাঞ্চিত হয়ে....॥৪১॥ ত্বরায় সেস্থান হতে বিনির্গত হলো। স্বয়ম্ভূ-কর্তৃক লব্ধবর ছিলো এই রাক্ষস। এবার সে দেখলো, পাতালে কোনো গৃহের মধ্যে শয্যাতলে এক পরমপুরুষ শয়ান আছেন॥৪২॥ তাঁর ভবন, শয্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ। এবং মহামূল্যবান। পাবক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে সেই শয্যায় শয়ান আছেন॥৪৩॥ ত্রিলোকের একমাত্র ভূষণস্বরূপ দিব্যমাল্যভূষণে ভূষিতা ও দিব্য অনুলেপনে রঞ্জিতা, দিব্যবসন পরিধানা সাধ্বী দেবী....॥৪৪॥ বাল্যব্যজন হস্তে ধারণ করে তথায় অধিষ্ঠিতা। সেই লোকসুন্দরী সপদ্মা লক্ষ্মীর মতোই শোভা পাচ্ছেন॥৪৫॥ পাতালপ্রদেশে সম্প্রবিষ্ট রাক্ষসরাজ (রাবণ) সেই চারুহাসিনীকে অবলোকন করে সিংহাসনে উপবিষ্টা সাধ্বীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলো॥৪৬॥ সচিববিহীন অবস্থায় তথায় দুর্মতি রাবণ মন্মথের বশীভূত হয়ে হস্তে তাঁকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলো॥৪৭॥ কালপ্রেরিত হয়ে কোনো ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে গ্রহণ করার বাসনা করে ঠিক তেমনিভাবে। অনন্তর সেই অগ্নি আচ্ছাদিত মহাবাহু....॥৪৮॥ সেসময়ে রাক্ষসের অভিলাষ জ্ঞাত হলেন। পরিশেষে সেই দেবতা রাক্ষসাধিপতিকে (রাবণকে) বিগলিত বসন দেখে উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন॥৪৯॥ লোকপীড়ক রাবণ তেজঃপ্রদীপ্ত হয়ে ছিন্নমূল তরুর মতো মহীতলে নিপতিত হলো॥৫০॥ রাক্ষসকে পতিত জেনে সেই পুরুষপ্রবর বললেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ওঠো। আজ তোমার মৃত্যু ঘটবে না॥৫১॥ প্রজাপতি-প্রদত্ত বরই তোমার রক্ষক।

প্রজাপতিবরো রক্ষ্যস্তেন জীবসি রাক্ষস। গচ্ছ রাবণ বিস্রব্ধো নাধুনা মরণং তব॥৫২
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ। এবমুক্তস্তদোত্থায় রাবণো দেবকণ্টকঃ॥৫৩
লোমহর্ষণমাপন্নো হ্যব্রবীত্তং মহাদ্যুতিম্। কো ভবান্ বীর্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ॥৫৪
ব্রূহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ। এবমুক্তস্ততো দেবো রাবণেন দুরাত্মনা॥৫৫
প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা। কিং তে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর॥৫৬
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ। প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ॥৫৭
ন স জাতো জনিষ্যো বামম তুল্যঃ সুরেষ্বপি। প্রজাপতিবরং যো হি লঙ্ঘয়েদ্ বীর্যমাশ্রিতঃ॥৫৮
ন তত্র পরিহারোঽস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্বলঃ। ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো মে কুর্যাদ্ বরং বৃথা॥৫৯
অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্। অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বদ্ধস্তান্নান্যতঃ প্রভো॥৬০
যশস্যং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ত্বদ্ধস্তান্মরণং মম। অথাস্য গাত্রে সম্পশ্যদ্ রাবণো ভীমবিক্রমঃ॥৬১
তস্য দেবস্য সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি॥৬২
রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা। সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥৬৩
গ্রহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণাঃ। মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োঽথ ভুজঙ্গমাঃ॥৬৪
যে চান্যে দেবতাযক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ। গাত্রেষু শয়নস্থস্য দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্তয়ঃ॥৬৫
আহ রামোঽথ ধর্মাত্মা হ্যগস্ত্যং মুনিসত্তমম্। দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোঽসৌ তিস্রঃ কোট্যস্তু কাশ্চ তাঃ॥৬৬
শয়ানঃ পুরুষঃ কোঽসৌ দৈত্য-দানব-দর্পহা। রামস্য বচনং শ্রুত্বা হ্যগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ॥৬৭
শ্রূয়তামভিধাস্যামি দেবদেব সনাতন। ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে॥৬৮

আর তাই তুমি জীবিত রয়েছো। রাবণ, এখন তোমার মৃত্যু নেই। তুমি বিশ্বস্তভাবে গমন করো॥৫২॥ মুহূর্তকাল মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাবণ ভীত হলো। দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ সে। উঠে দাঁড়ালো....॥৫৩॥ রোমাঞ্চিত শরীরে। উঠে সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে বললো, যুগান্তকালীন অগ্নিতুল্য মহাদ্যুতিময় ও বীর্যবান আপনি। আপনি কে?॥৫৪॥ হে দেব, কোথা হতে আপনি উদ্‌ভূত হয়েছেন? দুরাত্মা রাবণ দ্বারা ঐ দেব এইপ্রকার জিজ্ঞাসিত হয়ে....॥৫৫॥ সহাস্যে মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করলেন, নিশাচর দশগ্রীব, আমাকে জেনে তোমার লাভ কি?॥৫৬॥ তাঁর বাক্য প্রণিধান করে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলি হয়ে বললো, প্রজাপতির বচন-প্রভাবে আমি মৃত্যুপথের পথিক হইনি॥৫৭॥ তাছাড়া যিনি স্বীয় প্রতাপ আশ্রয়পূর্বক প্রজাপতির বর উল্লঙ্‌ঘন করবেন, আমার মতো পরাক্রমী সুরলোকে সেই পুরুষ জন্মগ্রহণ করেননি। করবেনও না॥৫৮॥ তবু সে বিষয়ে আমার অনাদর নেই। প্রযত্নও অত্যল্প। যিনি আমার লব্ধবরকে ব্যর্থ করবেন সেইপ্রকার ব্যক্তি ত্রিলোকে আমি দেখতে পাই না॥৫৯॥ সুতরাং আমি অমর। আমার মনে ভয় প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মৃত্যু নেই একথা ঠিক কিন্তু যদি আমার মৃত্যু হয় তা যেন আপনার হাতে ছাড়া দ্বিতীয় কারো হাতে না হয়॥৬০॥ আপনার হাতে মরণও আমার কাছে যশস্য। এবং শ্লাঘনীয়। অতঃপর ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার শরীরে দেখলো....॥৬১॥ চরাচরময় ত্রিলোক। তাঁর শরীরে দেখলো আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, বসুগণ, অশ্বিনীযুগলকে॥৬২॥ দেখলো রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম এবং বৈশ্রবণ, সমুদ্র, গিরি, নদী, বেদসকল, বিদ্যা, অগ্নিত্রয় তথায় অধিষ্ঠিত॥৬৩॥ গ্রহ, তারা, আকাশ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, বেদজ্ঞ, মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গগণ,....॥৬৪॥ দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষসগণ এবং অপরাপর দেবগণ সূক্ষ্মমূর্তি ধারণকরত শয়নশীল পুরুষের শরীরে পরিদৃশ্যমান॥৬৫॥ অনন্তর মুনিসত্তম ধর্মাত্মা রাম অগস্ত্যকে বললেন, দ্বীপস্থিত ঐ পুরুষ কে? আর অপরাপর যে তিন কোটি পুরুষের কথা বললেন, তাঁরাই বা কে?॥৬৬॥ দৈত্য ও দানবের দর্পবিনাশকারী শায়িত কে ঐ পুরুষ? অতঃপর রামের বাক্য শুনে অগস্ত্য বললেন—॥৬৭॥ দেবদেব সনাতন, আমি বলি, শোনো। দ্বীপস্থিত ঐ নর ভগবান কপিল নামে অভিহিত হন *(ইনিই শঙ্খচক্রধারী জগৎকারণ বিষ্ণু)*॥৬৮॥ অধিকন্তু যেসকল

যে তু নৃত্যন্তি বৈ তত্র স্বরান্তে তস্য ধীমতঃ। তুল্যতেজঃ প্রভাবাস্তে কপিলস্য নরস্য বৈ॥৬৯
নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টাস্তু রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ। ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্ রাম রাবণঃ॥৭০
স্বিন্নগাত্রো নগপ্রখ্যো রাবণঃ পতিতো ভুবি। বাক্‌ছরৈস্তং বিভেদাশু রহস্যং পিশুনো যথা॥৭১
অথ দীর্ঘেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ। আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ॥৭২

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৫)।

দেবতা সেখানে নৃত্য করছেন, তাঁরা সবাই সেই ধীমান নরকপিলের তুল্য তেজ ও প্রভাব সম্পন্ন॥৬৯॥ হে রাম, তিনি কুপিত হয়ে পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে তখন নিরীক্ষণ করেন নি। তাই রাবণ ভস্মীভূত হয় নি॥৭০॥ সূচক ব্যক্তি যেমন রহস্যভেদ করে, সেইভাবে তিনি বাক্যবাণে তাকে অবিলম্বে বিদ্ধ করলেন। তাই পর্বতপ্রতিম রাবণ স্বিন্নগাত্র হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিলো॥৭১॥ সেই মহাতেজা রাক্ষস বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করে যেখানে সচিবেরা অবস্থান করছিলো সেখানে আগমন করলো॥৭২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৫) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৬ ॥

বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্মবৃত্তান্ত কথনম্

এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাঘবোঽগস্ত্যমব্রবীৎ। য এষর্ক্ষরজা নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা॥১
জননী কা চ ভবনং সা ত্বয়া পরিকীর্তিতা। বালিসুগ্রীবয়োশ্চাপি নামনী কেন হেতুনা॥২
এতদ্ ব্রহ্মন্ সমাচক্ষ্ব কৌতূহলমিদং হি নঃ। স প্রোক্তো রাঘবেণৈবমগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ॥৩
শৃণু রাম কথামেতাং যথাপূর্বং সমাসতঃ। নারদঃ কথয়ামাস মমাশ্রমমুপাগতঃ॥৪
কদাচিদটমানোঽসাবতিধর্মমুপাগতঃ। অর্চিতস্তু যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা॥৫
সুখাসীনঃ কথামেনাং ময়া পৃষ্টঃ স কৌতূকাৎ। কথয়ামাস ধর্মাত্মা মহর্ষে শ্রূয়তামিতি॥৬
মেরুর্নগবরঃ শ্রীমান্ জাম্বূনদময়ঃ শুভঃ। তস্য যন্মধ্যমং শৃঙ্গং সর্বদৈবতপূজিতম্॥৭
তস্মিন্ দিব্যা সদা রম্যা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা। তস্যামাস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্মুখঃ॥৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৬

বালি এবং সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন

রঘুনন্দন রাম এই নিখিল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে পুনর্বার অগস্ত্যমুনিকে বললেন, ব্রহ্মন্, আপনি যে ঋক্ষরজার কথা বললেন তিনি তো বালি এবং সুগ্রীবের পিতা॥১॥ এঁদের জননী কে এবং উৎপত্তি হলো কি প্রকারে? আপনি বালি এবং সুগ্রীবের জননী অথবা তার কথা আমাকে বলেন নি॥২॥ তাই এ বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মেছে। ব্রহ্মন্, এটি আমার কাছে ব্যক্ত করুন। অগস্ত্যঋষিকে রাঘব এই প্রশ্ন করলে পর, তিনি বললেন—॥৩॥ রাম, পুরাকালে নারদ যে প্রকার আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সংক্ষেপত এই বিবরণ দিয়েছিলেন তা শোনো॥৪॥ কোনো সময়ে ঋষি ভ্রমণ করতে করতে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ন্যায়ানুসারে আমিও বিধিদৃষ্ট কার্যদ্বারা তাঁর অর্চনা করলাম॥৫॥ অনন্তর তিনি সুখোপবেশনে আসীন হলে কৌতূহলবশে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞেস করলাম। ধর্মাত্মা মুনি তখন আমাকে বললেন, মহর্ষি। শোনো তাহলে॥৬॥ মেরু নামে একটি শুভ পর্বত আছে। শ্রীমান পর্বতরাজ মেরু স্বর্ণময়। তার মধ্যমশৃঙ্গ দেবগণ কর্তৃক পূজিত ও বন্দিত॥৭॥ সেই শৃঙ্গে শতযোজন বিস্তীর্ণা দিব্য ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত। পদ্মযোনি চতুর্মুখ দেব ব্রহ্মা সেখানে সতত বিরাজ করেন॥৮॥ একসময়ে যোগাভ্যাস করতে করতে তাঁর

যোগমভ্যাসতস্তস্য নেত্রাভ্যাং যদসুস্রবৎ। তদগৃহীতং ভগবতা পাণিনা চর্চিতন্তু তৎ॥৯
নিক্ষিপ্তমাত্রং তদ্ভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা। তস্মিন্নশ্রুকণে রাম বানরঃ সম্বভূব হ॥১০
উৎপন্নমাত্রস্তু তদা বানরশ্চ নরোত্তম। সমাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈরুক্তঃ কিল মহাত্মনা॥১১
পশ্য শৈলং সুবিস্তীর্ণং সুরৈরধ্যুষিতং সদা। তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুমূলফলাশনঃ॥১২
মমান্তিকচরো নিত্যং ভব বানরপুঙ্গব। কঞ্চিৎ কালমিহাস্স্ব ত্বং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥১৩
এবমুক্তঃ স বৈ তেন ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ। প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবদেবস্য রাঘব॥১৪
উক্তবাঁল্লোকভর্তারমাদিদেবং জগৎপতিম্। যথাজ্ঞাপয়সে দেব স্থিতোঽহং তব শাসনে॥১৫
এবমুক্তা হরির্দেবং যযৌ হৃষ্টমনাস্তদা। স তদা দ্রুমখণ্ডেষু ফলপুষ্পধনেষু চ॥১৬
গচ্ছন্নতিবলঃ শীঘ্রং বনে ফলকৃতাশনঃ। চিন্বন্ মধূনি মুখ্যানি চিন্বন্ পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥১৭
দিনে দিনে চ সায়াহ্নে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ। গৃহীত্বা রাম মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥১৮
ব্রহ্মণো দেবদেবস্য পাদমূলে ন্যবেদয়ৎ। এবং তস্য গতঃ কালো বহুঃ পর্যটতো গিরিম্॥১৯
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সমতীতস্য রাঘব। ঋক্ষরাড় বানরশ্রেষ্ঠস্তৃষয়া পরিপীড়িতঃ॥২০
উত্তরং মেরুশিখরং গতস্তত্র চ দৃষ্টবান্। নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং প্রসন্নসলিলং সরঃ॥২১
চলৎকেসরমাত্মানং কৃত্বা তস্য তটে স্থিতঃ। দদর্শ তস্মিন্ সরসি বক্ত্রচ্ছায়ামথাত্মনঃ॥২২
কোঽয়মস্মিন্ মম রিপুর্বসতান্তর্জলে মহান্। রূপং চান্তর্গতং তত্তু বীক্ষ্য তস্য স্বতো হরিঃ॥২৩
ক্রোধাবিষ্টমনা হ্যেষ নিয়তং মাবমন্যতে। তদস্য দুষ্টভাবস্য পুষ্কলং কুমতের্গৃহম॥২৪
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা স বৈ বানরচাপলাৎ। আপ্লুত্য চাপতত্তস্মিন্ হ্রদে বানরসত্তমঃ॥২৫
উৎপ্লুত্য তস্মাৎ স হ্রদাদুত্থিতঃ প্লবগঃ পুনঃ। তস্মিন্নেব ক্ষণে রাম স্ত্রীত্বং প্রাপ স বানরঃ॥২৬

নয়নযুগল থেকে অশ্রু নিপতিত হয়। ভগবান আপন হস্তে তা গ্রহণ করে গাত্রে বিলেপিত করলেন॥৯॥ রাম, লোককর্তা ব্রহ্মা দ্বারা তা ভূমিতে পড়ামাত্রই সেই অশ্রুকণাতে এক বানর উৎপন্ন হলো॥১০॥ হে নরোত্তম (রাম), বানরের উৎপত্তি হওয়া মাত্রই সে মহাত্মা (ব্রহ্মা) প্রিয়বাক্য বলে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—॥১১॥ দেখো, এই সুবিস্তীর্ণ শৈল। এখানে দেবগণ বাস করেন। তুমি এই রম্য শ্রেষ্ঠগিরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল আহার করে ....॥১২॥ নিয়ত আমার নিকট অবস্থান করো হে বানরশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে কিছুকাল বাস করলে পরিশেষে তুমি শ্রেয়োলাভ করবে॥১৩॥ হে রাঘব, ব্রহ্মা বানরশ্রেষ্ঠকে এইপ্রকার বললে সে দেবদেবের (ব্রহ্মা) চরণযুগলে নতমস্তকে প্রণাম করলো॥১৪॥ লোককর্তা আদিদেব জগৎপতিকে (ব্রহ্মাকে) বললো, হে দেব, আমি আপনার শাসনাধীন। তাই যে আজ্ঞা আমাকে করবেন, তাইই আমি পালন করবো॥১৫॥ হৃষ্টমনা বানরশ্রেষ্ঠ এই বাক্য বলে তৎকালে ফল পুষ্প-সমন্বিত তরুরাজিতে বিচরণ করলো....॥১৬॥ অতিশীঘ্র বনে গমনপূর্বক। অতিবলা সেই বানর। ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। প্রচুর পরিমাণে মধু ও পুষ্প সংগ্রহ করে....॥১৭॥প্রতিদিন সায়ংকালে সে ব্রহ্মাসমীপে আসতো। রাম, সে আনতো উত্তম পুষ্প ও ফল॥১৮॥ দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে সেগুলি সে নিবেদন করতো। পর্বতপ্রদেশে পর্যটন করতে করতে তার এইভাবে অনেককাল কেটে গেলো॥১৯॥ হে রাঘব, কিয়ৎকাল অতীত হলে সেই বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষরজা তৃষ্ণাকাতর হয়ে......॥২০॥ উত্তরমেরু শিখরে গিয়ে বিবিধ পক্ষিকূজনে-নিনাদিত নির্মল জলপূর্ণ সরোবর দর্শন করে হৃষ্টচিত্ত হলো॥২১॥ সরোবরের তটে অবস্থিত থেকে শরীরের কেশরগুলি সঞ্চালিত করতে করতে সেই সরোবরে নিজের মুখের ছায়া নিরীক্ষণ করলো॥২২॥ সরোবর মধ্যে আপনার রূপ নিরীক্ষণ করে ঐ বানর, ভাবলো জলের মধ্যে আমার এই মহাশত্রু কে?॥২৩॥ এই ক্রোধাবিষ্টচিত্ত শত্রু নিয়ত আমাকে অবমাননা করছে, তাই আমি এই দুষ্টস্বভাব কুবুদ্ধির উত্তমগৃহে প্রবেশ করবো॥২৪॥ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করে সেই বানরসত্তম বানরসুলভ চপলতাবশতঃ ঐ হ্রদে লাফ দিলো॥২৫॥ রাম, বানর লাফ তো দিলো বটে কিন্তু পুনরায় যখন সে হ্রদ হতে উঠে এলো সেই বানর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করলো॥২৬॥ সুন্দরী সেই নারীর রূপ ও

মনোজ্ঞরূপা সা নারী লাবণ্যললিতা শুভা। বিস্তীর্ণজঘনা সুভ্রূর্নীলকুন্তলমূর্ধজা॥২৭
মৃদ্বসস্মিতবক্ত্রা চ পীনস্তনতটা শুভা। হ্রদতীরে চ সা ভাতি ঋজুযষ্টির্লতা যথা॥২৮
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা সর্বচিত্ত প্রমাথিনী। লক্ষ্মীব পদ্মরহিতা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব নির্মলা॥২৯
রূপেণাপ্যভবৎ সা তু শ্রিয়ং দেবীমুমা যথা। দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বা তথাভূৎ সা বরাঙ্গনা॥৩০
এতস্মিন্নন্তরে দেবো নিবৃত্তঃ সুরনায়কঃ। পাদাবুপাস্য দেবস্য ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা॥৩১
তস্যামেব চ বেলায়ামাদিত্যোঽপি পরিভ্রমন্। তস্মিন্নেব পদে সোঽভূদ্ যস্মিন্ সা তনুমধ্যমা॥৩২
যুগপৎ সা তদা দৃষ্টা দেবাভ্যাং সুরসুন্দরী। কন্দর্পবশগৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা তাং সম্বভূবতুঃ॥৩৩
ততঃ ক্ষুভিতসর্বাঙ্গৌ সুরেন্দ্রৌ পন্নগাবিব। তদ্রূপমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা ত্যাজিতৌ ধৈর্যমাত্মনঃ॥৩৪
ততস্তস্যাং সুরেন্দ্রেণ স্কন্নং শিরসি পাতিতম্। অনাসাদ্যৈব তাং নারীং সন্নিবৃত্তমথাভবৎ॥৩৫
ততঃ সা বানরপতিং জজ্ঞে বানরমীশ্বরম্। অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ॥৩৬
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ। ভাস্করেণাপি তস্যাং বৈ কন্দর্পবশবর্তিনা॥৩৭
বীজং নিষিক্তং গ্রীবায়াং বিধানমনুবর্তত। তেনাপি সা বরতনুর্নোক্তা কিঞ্চিদ্বচঃ শুভম্॥৩৮
নিবৃত্তমদনশ্চাথ সূর্যোঽপি সমপদ্যত। গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত॥৩৯
এবমুৎপাদ্য তৌ বীরৌ বানরেন্দ্রৌ মহাবলৌ। দত্ত্বা তু কাঞ্চনীং মালাং বানরেন্দ্রস্য বালিনঃ॥৪০
অক্ষয্যাং গুণসম্পূর্ণাং শক্রস্তু ত্রিদিবং যযৌ। সূর্যোঽপি স্বসুতস্যৈব নিরূপ্য পবনাত্মজম্॥৪১
কৃত্যেষু ব্যবসায়েষু জগাম সবিতাং বরম্। তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়ামুদিতে চ দিবাকরে॥৪২
স তদ্বানররূপন্তু প্রতিপেদে পুনর্নৃপ। স এব বানরো ভূত্বা পুত্রৌ স্বস্য প্লবঙ্গমৌ॥৪৩
পিঙ্গেক্ষণৌ হরিবরৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ। মধূন্যমৃতকল্পানি পাযিতৌ তেন তৌ তদা॥৪৪

লাবণ্য সুন্দর। মাথার কেশদাম নীল। উত্তম ভ্রূ। বিস্তীর্ণ জঘনপ্রদেশ তার। মনোহর তার মুখ। ঈষদ্ হাস্যযুক্ত। স্তনতট পীন। অঙ্গযষ্টি সরল। হ্রদতটে সে শোভান্বিতারমণী লতার মতো শোভা পেতে লাগলো॥২৭-২৮॥ ত্রিলোকসুন্দরী কান্তা নির্মল চন্দ্রের জোৎস্না এবং অপদ্ম লক্ষ্মীর মতো সকলের চিত্তের উন্মাদিনী হয়ে উঠলো॥২৯॥ ঐ বরাঙ্গনা লক্ষ্মী অপেক্ষাও সৌন্দর্যশালিনী উমার মতো সৌন্দর্য বিকাশ দ্বারা সমস্ত দিক প্রকাশিত করে সেখানে বিরাজ করলো॥৩০॥ ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার চরণবন্দনা করে সেই পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন॥৩১॥ সেইসময়ে আদিত্যও পরিভ্রমণকালে সেই ক্ষীণকটি রমণীর সম্মুখে সমাগত হলেন॥৩২॥ সুরসুন্দরী সেসময়ে যুগপৎ দেবযুগলের দৃষ্টিতে পড়লে, দেবতাদ্বয় (ইন্দ্র এবং সূর্য) তাকে দেখেই কামের বশবর্তী হলেন॥৩৩॥ দেবদ্বয়ের সর্বাঙ্গ হলো ক্ষুব্ধ। তার (সুন্দরীর) রূপে বিমোহিত হলে সাপের মতো অধীর হয়ে উঠলেন তাঁরা॥৩৪॥ সেই রমণীকে না পেয়েই পরিশেষে তার মাথায় স্খলিত বীর্যপাত করে নিবৃত্ত হলেন॥৩৫॥ অনন্তর সেই রমণী মহাত্মা বাসবের অমোঘ বীর্য দ্বারা বানরপতি এবং শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করলো॥৩৬॥ বালে তথা কেশে পতিত বীজই বালি নামে অভিহিত হলো। সূর্যও কামের বশবর্তী হয়ে তার (সুন্দরীর)....॥৩৭॥ গ্রীবায় বীজ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তাতেও সেই বরতনু সুন্দরী কিছুমাত্র শুভবাক্য বললেন না॥৩৮॥ সূর্যও মদনব্যথা থেকে নিষ্কৃতিলাভ করলেন। গ্রীবাদেশে পতিত সেই বীজ থেকে উৎপন্ন হলো সুগ্রীব॥৩৯॥ এইরূপে মহাবলবান বীর বানরশ্রেষ্ঠ বালিকে কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করে....॥৪০॥ ইন্দ্র স্বর্গপুরে গমন করলেন। সেই কাঞ্চনময়ী মালা ছিলো গুণসমন্বিতা এবং অক্ষয়া। সূর্যও স্বীয় পুত্রকে উৎপন্ন করে পবন পুত্রকে....॥৪১॥ নিজের পুত্রের কার্য ও ব্যবসায় বিষয়ে নিযুক্ত করে আকাশপথে প্রস্থান করলেন। নিশাবসানে সূর্য উদিত হলে....॥৪২॥ সে পুনর্বার বানররূপ প্রাপ্ত হলো। তখন সেই পিঙ্গলনয়ন কামরূপী বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ পুত্রদেরকে (বালি এবং সুগ্রীবকে) অমৃতকল্প মধু পান করালো॥৪৩-৪৪॥ ঋক্ষরজা বানর হয়ে নিজের পুত্রদ্বয় সেই পবঙ্গম দু'জনকে নিয়ে ব্রহ্মাসমীপে গমন করলেন। লোকপিতামহ

গৃহ্য ঋক্ষরজাস্তৌ তু ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ। দৃষ্টর্ক্ষরজসং পুত্রং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥৪৫
বহুশঃ সান্ত্বয়ামাস পুত্রাভ্যাং সহিতং হরিম্। সান্ত্বয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্দেবদূতমথাদিশৎ॥৪৬
গচ্ছ মদ্বচনাদ্দূত কিষ্কিন্ধাং নাম বৈ শুভাম্। সা হ্যস্য গুণসম্পন্না মহতী চ পুরী শুভা॥৪৭
তত্র বানরযূথানি সুবহূনি বসন্তি চ। বহুরত্নসমাকীর্ণা বানরৈঃ কামরূপিভিঃ॥৪৮
পুণ্যা পুণ্যবতী দুর্গা চাতুর্বর্ণ্যপুরস্কৃতা। বিশ্বকর্মকৃতা দিব্যা মন্নিয়োগাশ্চ শোভনা॥৪৯
তত্রর্ক্ষরজসং দৃষ্টা সপুত্রং বানরর্ষভম্। যূথপালান্ সমাহ্বায় যাংশ্চান্যান্ প্রাকৃতান্ হরীন্॥৫০
তেষাং সম্ভাব্য সর্বেষাং মদীয়ং জনসংসদি। অভিষেচয় রাজানমারোপ্য মহদাসনে॥৫১
দৃষ্টমাত্রাশ্চ তে সর্বে বানরেণ চ ধীমতা। অস্যর্ক্ষরজসো নিত্যং ভবিষ্যন্তি বশানুগাঃ॥৫২
ইত্যেবমুক্তে বচনে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্। পুরতঃ কৃত্য দুতোঽসৌ প্রযযৌ তাং পুরীং শুভাম্॥৫৩
স প্রবিশ্যানিলগতিস্তাং গুহাং বানরোত্তমঃ। স্থাপয়ামাস রাজনং পিতামহনিয়োগতঃ॥৫৪
রাজ্যাভিষেকবিধিনা স্নাতোঽথাভ্যর্চিতস্তথা। স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ॥৫৫
আজ্ঞাপয়ামাস হরীন্ সর্বান্ মুদিতমানসঃ। সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যাং যে প্লবঙ্গমাঃ॥৫৬
বালি-সুগ্রীবয়োরেব এষ চর্ক্ষরজাঃ পিতা। জননী চৈষ তু হরিরিত্যেতদ্ভদ্রমস্তু তে॥৫৭
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নরঃ। সিধ্যন্তি তস্য কার্যার্থা মনসো হর্ষবর্দ্ধনাঃ॥৫৮
এতচ্চ সর্বং কথিতং ময়া বিভো প্রবিস্তরেণহ যথার্থসতত্ত্বৎ।
উৎপত্তিরেষা রজনীচরাণামুক্তা তথৈবেহ হরীশ্বরাণাম্॥৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৬)।

ব্রহ্মা....॥৪৫॥ সপুত্র সেই বানরকে বহুভাবে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। সান্ত্বনা প্রদান করার পর দেবদূতকে আদেশ করলেন—॥৪৬॥ দূত, আমার বাক্যানুসারে তুমি উত্তম কিষ্‌কিন্ধায় গমন করো। সেই পুরী গুণসম্পন্না। এবং এদের পক্ষে মঙ্গলকর॥৪৭॥ বহুবিধ বানর দলবদ্ধ হয়ে সেখানে বাস করে। বহু রত্নে আকীর্ণ, কামরূপ বানরগণে সমাকুল....॥৪৮॥ দুর্গম এই পবিত্র পুরী চাতুর্বর্ণ্যের বাসভূমি। আমারি আদেশ-অনুসারে বিশ্বকর্মা শোভান্বিতা ও দিব্যা এই পুরী নির্মাণ করেছেন॥৪৯॥ সেখানে গিয়ে অপরাপর বানরাদিসহ দলপতিদেরকে আহ্বান করে সপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষরজাকে দেখিয়ে....॥৫০॥ আমার আদেশ জানিয়ে জনসমক্ষে একে উত্তম আসনে উপবেশন করিয়ে রাজ্যাভিষেক করাবে॥৫১॥ ধীমান বানরকর্তৃক দৃষ্ট হলেই তারা সকলে এই ঋক্ষরজার বশবর্তী হবে॥৫২॥ ব্রহ্মা এইপ্রকার বলার পর দূত সেই হরীশ্বরকে সামনে নিয়ে শুভঙ্করীপুরীতে গমন করলো *(হরি + ঈশ্বর = হরীশ্বর। পুরী এখানে কিষ্‌কিন্ধা)*॥৫৩॥ সেই দূত বাতাসের মতো ত্বরিদ্‌গতিতে তথাকার (কিষ্‌কিন্ধার) গুহামধ্যে প্রবেশ করে বানরশ্রেষ্ঠকে পিতামহের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে স্থাপন করলেন॥৫৪॥ সেই শ্রীমান মাথায় মুকুট পরে এবং অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজ্যাভিষেকের বিধি অনুযায়ী স্নান করে অভিষিক্ত হলেন॥৫৫॥ সর্বতোভাবে অর্চিত হয়ে সন্তুষ্টমনে সসাগরা সপ্তদ্বীপা মেদিনী-ব্যেপে যেসমূহ বানর ছিলো তাদের ডাকলেন ঋক্ষরজা॥৫৬॥ এই ঋক্ষরজাই বালি এবং সুগ্রীবের পিতা। একযোগে মাতাও। এইপ্রকারই হলো বানরদের জন্মবৃত্তান্ত। তোমার মঙ্গল হোক॥৫৭॥ যে বিদ্বান্ এটি শ্রবণ করান এবং যিনি শোনেন, তাঁর আনন্দপ্রদ কার্যসমূহ সিদ্ধ হয়॥৫৮॥ প্রভু, রাক্ষস এবং বানরদের উৎপত্তি কথা সুবিস্তৃতভাবে যথাযথ সমস্তই বর্ণনা করলাম॥৫৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৬) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৭ ॥

সীতাহরণকারণবর্ণনম্

এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং পৌরাণীং রাঘবস্তদা। ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরো বিস্ময়ং পরমং যযৌ॥১
রাঘবোঽথ ঋষের্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ। কথেয়ং মহতী পুণ্যা ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতা ময়া॥২
বৃহৎ কৌতূহলে চাস্মিন্ সংবৃতো মুনিপুঙ্গব। উৎপত্তির্যাদৃশী দিব্যা বালি-সুগ্রীবয়োর্দ্বিজ॥৩
কিঞ্চাত্র মম ব্রহ্মর্ষে সুরেন্দ্র-তপনাবুভৌ। জাতৌ বানরশার্দূলৌ বলেন বলিনাং বরৌ॥৪
এবমুক্তে তু রামেণ কুম্ভযোনিরভাষত। এবমেতন্মহাবাহো বৃতমাসীৎ পুরা কিল॥৫
অথাপরাং কথাং দিব্যাং শৃণু রাজন্ সনাতনীম্। যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন পুরা হৃতা॥৬
তত্তেঽহং কীর্তয়িষ্যামি সমাধিং শ্রবণে কুরু। পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতি সুতং প্রভুম্॥৭
সনৎকুমারমাসীনং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। বপুষা সূর্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা॥৮
বিনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ। উক্তবান্ রাবণো রাম তমৃষিং সত্যবাদিনম্॥৯
কো হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ। যং সমাশ্রিত্য বিবুধ জয়ন্তি সমরে রিপূন্॥১০
কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ। এতন্মে শংস ভগবন্ বিস্তরেণ তপোধন॥১১
বিদিত্বা হৃদ্গতন্তস্য ধ্যানদৃষ্টির্মহাযশাঃ। উবাচ রাবণং প্রেম্না শ্রূয়তামিতি পুত্রক॥১২
যো বৈ ভর্তা জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তিং ন বিদ্মহে। সুরাসুরৈর্নতো নিত্যং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥১৩
যস্য নাভ্যুদ্ভবো ব্রহ্মা বিশ্বস্য জগতঃ পতিঃ। যেন সর্বমিদং সৃষ্টং বিশ্বং স্থাবর-জঙ্গমম্॥১৪
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা বিধিনা হরিমধ্বরে। পিবন্তি হ্যমৃতং চৈব মানিতাশ্চ যজন্তি তম্॥১৫

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৭

সীতাহরণের কারণ বর্ণনা

ভায়েদের সঙ্গে রঘুনন্দন বীর রাম পৌরাণিক এই দিব্য কথা শ্রবণ করে পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন॥১॥ ঋষির বাক্য শুনে রাঘব (রাম) বললেন, আপনারই প্রসাদে পবিত্র এই বৃহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করলাম॥২॥ হে মুনিবর, এই বিষয়ে আমার খুব কৌতূহল হয়েছে। বালি এবং সুগ্রীবের উৎপত্তি কথা যে রূপ দিব্য....॥৩॥ হে ব্রহ্মর্ষি, ইন্দ্রপুত্র এবং সূর্যপুত্র (বালি এবং সুগ্রীব) যে বলশালী সকলের চাইতে বলবান এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ॥৪॥ রাম এইমতো বললে কুম্ভযোনি (অগস্ত্য) বললেন, হে মহাবাহো, পুরাকালে এই প্রকার ঘটনা ঘটেছিলো॥৫॥ রাজন্, আরেক মনোহর পুরাতনী আখ্যান শ্রবণ করো। রাম, শোনো যে কারণে রাবণ পূর্বে বৈদেহীকে হরণ করে॥৬॥ আমি তা কীর্তন করছি। মনোযোগসহ তা শ্রবণ করো। পুরাকালে সত্যযুগে প্রজাপতি পুত্র প্রভু....॥৭॥ সনৎকুমার সমীপে উপস্থিত হলেন রাবণ। সনৎকুমার সূর্যের মতো উজ্জ্বল। যেন তিনি তেজের দ্বারা জ্বলিত হয়ে আসীন॥৮॥ রাম, রাবণ বিনীতভাবে জোড় হাত করে অভিবাদন জানিয়ে সেই সত্যবাদী ঋষিকে বললো—॥৯॥ দেবগণ যাঁকে আশ্রয় করে শত্রুগণকে পরাজিত করেন, ইহলোকে সেই দেবতাদের মধ্যে বলবান কে?॥১০॥ দ্বিজেরা কার পূজা করেন? যোগিগণই বা নিত্য কার ধ্যান করেন? হে ভগবন্, হে তপোধন, সবিস্তারে আমাকে বলুন॥১১॥ মহাযশস্বী ঋষি ধ্যাননেত্রে তার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হয়ে প্রীতিসহকারে রাবণকে বললেন, পুত্র, শ্রবণ করো॥১২॥ যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, যাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা বিদিত নই, সুর এবং অসুর সেই প্রভু নারায়ণ হরিকেই নমস্কার করে থাকেন॥১৩॥ বিশ্ব জগৎপতি যাঁর নাভিপ্রদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমসহ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন,....॥১৪॥ দেবতারা সেই হরিকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করে যজ্ঞে বিধিমতো অমৃত পান করে থাকেন এবং সসম্মানে তাঁরই পূজা করেন॥১৫॥ বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে যোগিগণ নিয়ত তাঁর ধ্যান

পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ। ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্॥১৬
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে চান্যে চামরদ্বিষঃ। সর্বান্ জয়তি সংগ্রামে সদা সর্বৈঃ স পূজ্যতে॥১৭
শ্রুত্বা মহর্ষেস্তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। উবাচ প্রণতো ভূত্বা পুনরেব মহামুনিম্॥১৮
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি যে হতাঃ সমরেঽরয়ঃ। কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে কিঞ্চ তে হরিণা হতাঃ॥১৯
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ। দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং প্রাপুবন্তি দিবঃ স্থলম্॥২০
পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে। পূর্বার্জিতৈঃ সুখৈর্দুঃখৈর্জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তি চ॥২১
যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজংস্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং নরেন্দ্রাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥২২
শ্রুত্বা ততস্তদ্বচনং নিশাচরঃ সনৎকুমারস্য মুখাদ্ বিনির্গতম্।
তথা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ কথং ন যাস্যামি হরিং মহাহবে॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ(৭)।

করেন। যজ্ঞসকল দ্বারা তাঁরই অর্চনা করে থাকেন॥১৬॥ দৈত্য, দানব এবং রাক্ষস—যারা দেবগণের বিদ্বেষ করে, তিনি যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। সর্বদাই তিনি সকলের দ্বারা পূজিত হন॥১৭॥ রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করে মহামুনিকে পুনরায় প্রণত হয়ে বললো—॥১৮॥ দৈত্য, দানব ও অসুর যারা দেবশত্রু, দেবগণের হাতে হত হয়ে তাদের কী গতি হবে? আর যারা হরির দ্বারা নিহত হয়েছে তারাই বা কোন গতি লাভ করবে? ॥১৯॥ রাবণের বাক্য শ্রবণ করে মহামুনি বললেন, দেবতারা যাদের কে নিপাত করেছেন, সর্বদা তারা অক্ষয় স্বর্গলোক পাবে॥২০॥ পুনর্বার তারা তা থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করবে। কেননা পূর্বজন্মার্জিত পাপপুণ্যের কারণেই জীবসকলের জন্ম ও মৃত্যু হয়ে থাকে॥২১॥ রাজন্, যাঁরা ত্রিলোকনাথ চক্রধারী জনার্দনকর্তৃক নিহত হয়েছেন, সেইসকল নরশ্রেষ্ঠ তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। তাই সেই দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য॥২২॥ নিশাচর (রাবণ) মুনি সনৎকুমার মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হলো। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো কিরূপে হরিকে মহাসমরে প্রাপ্ত হবো? ॥২৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৭) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৮ ॥

সনৎকুমারেণ সহ রাবণস্য উক্তি-প্রত্যুক্তি

এবং চিন্তয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিঃ॥১
মনসশ্চেপ্সিতং যত্তদ্ভবিষ্যতি মহাহবে। সুখী ভব মহাবাহো কঞ্চিৎ কালমুদীক্ষ্য চ॥২
এবং শ্রুত্বা মহাবাহুস্তমৃষিং প্রত্যুবাচ সঃ। কীদৃশং লক্ষণং তস্য ব্রূহি সর্বমশেষতঃ॥৩

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৮

সনৎকুমারের সঙ্গে রাবণের উক্তি-প্রত্যুক্তি

দুরাত্মা রাবণ এইপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হলে মহামুনি সনৎকুমার পুনরায় তাকে বললেন—॥১॥ মহাবাহো, সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা করো। তাহলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে॥২॥ মহাবাহু রাবণ এই কথা শুনে মুনিবরকে বললো, তাঁর লক্ষণ কি হবে আমাকে যথাযথভাবে বলুন॥৩॥ রাক্ষসাধিপতির বচন

রাক্ষসেশবচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ প্রত্যভাষত। শ্রূয়তাং সর্বামাখ্যাস্যে তব রাক্ষসপুঙ্গব॥৪
স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥৫
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ। স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ॥৬
ওঙ্কারশ্চৈব সত্যশ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ। ধরাধরধরো দেবো হ্যনন্তঃ ইতি বিশ্রুতঃ॥৭
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে দিবাকরশ্চৈব যমশ্চ সোমঃ।
স এব কালো হ্যনিলোঽনলশ্চ স ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্রঃ স এব চাপঃ॥৮
বিদ্যোততি জ্বলতি ভাতি লোকান্ সৃজত্যয়ং সংহরতি প্রশান্তি।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়লোকনাথোবিষ্ণুঃ পুরাণে ভবনাশকৈকঃ॥৯
অথবা বহুনানেন কিমুক্তেন দশানন। তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥১০
নীলোৎপলদলশ্যামঃ কিঞ্জল্কারুণবাসসা। প্রাবৃট্ কালে যথা ব্যোম্নি সতডিত্তোয়দো যথা॥১১
শ্রীমান্মেঘবপুঃ শ্যামঃ শ্রীমৎ পঙ্কজলোচনঃ। শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ককৃতলক্ষণঃ॥১২
তস্য নিত্যং শরীরস্থা মেঘস্যেব শতহ্রদাঃ। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৩
ন শক্যঃ স সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥১৪
ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভিস্তু সংযমৈঃ। শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া॥১৫
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ। শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ॥১৬
অথবা পৃচ্ছ্য রক্ষেন্দ্র যদি তং দ্রষ্টু মিচ্ছসি। কথয়িষ্যামি তে সর্বং শ্রূয়তাং যদি রোচতে॥১৭
কৃতে যুগে ব্যতীতে বৈ মুখে ত্রেতাযুগস্য তু। হিতার্থং দেব-মর্ত্যানাং ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ যো রাজা ভাব্যো দশরথো ভুবি। তস্য সূনুর্মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি॥১৯

শুনে মুনি তখন বললেন, রক্ষোশ্রেষ্ঠ, আমি তোমায় সমূহ আখ্যান বর্ণনা করে শোনাচ্ছি। শোনো॥৪॥ সেই সনাতন দেব অব্যক্ত। সূক্ষ্ম। এবং সর্বত্রগামী। সচরাচর এই ত্রৈলোক্য জুড়ে তাঁর অধিষ্ঠান॥৫॥ কি ভূমি, কি স্বর্গে, কি পাতালে, কি পর্বতে, কি বনে, কি স্থাবর, কি নদী, কি নগরী—সর্বত্রই তিনি অধিষ্ঠিত॥৬॥ তিনি ওঁ-কার স্বরূপ। সত্যস্বরূপ। সাবিত্রীস্বরূপ এবং পৃথিবীস্বরূপ। তিনি ধরাধরধারী অনন্তদেব নামে বিখ্যাত॥৭॥ তিনিই রাত্রি, দিন, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা। তিনিই দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, অনল, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র; তিনি সকললোককে প্রজ্জ্বলিত ও প্রকাশিত করেন। করেন সূর্যরূপে সন্তপ্ত। এমন কি তিনিই সৃজন করেন। সংহার এবং পালনও করেন। একমাত্র সংসারনাশন অব্যয় লোকনাথ পুরাণ বিষ্ণুই এই খেলা করে থাকেন॥৮-৯॥ কিংবা ওহে দশানন, অধিক আর কি বলি, তিনি এই বিশ্বচরাচর ত্রৈলোক্য জুড়ে অবস্থান করছেন॥১০॥ নীল পদ্মের মতো শ্যাম তাঁর বর্ণ। পদ্মের তুল্য পীতবাসে বর্ষাকালে তিনি বিদ্যুন্মালার মতো শোভিত হন॥১১॥ এই শ্রীমানের গাত্রবর্ণ মেঘবৎ শ্যাম। শ্রীমানের অক্ষি কমলসদৃশ। এবং তাঁর বক্ষোপ্রদেশ চাঁদের কলঙ্কের মতোই শ্রীবৎসচিহ্নসমন্বিত॥১২॥ সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমণ্ডলস্থিত বিদ্যুতবৎ তাঁর শরীরে অবস্থানপূর্বক সতত দেহ আবরণ করে বর্তমান॥১৩॥ না দেবগণ, না অসুরগণ এমন কিনা গগন পর্যন্ত তাঁকে দেখতে সমর্থ নন। একমাত্র তিনি যাঁকে করুণা করেন তিনিই তাঁকে দেখতে সমর্থ হন॥১৪॥ বাবা, না যজ্ঞফল, না তপস্যা, না সংযম কিংবা দান অথবা যজ্ঞের আচার দ্বারা সেই ভগবানকে দর্শন করতে পায় না॥১৫॥ সেইরকম ভক্তগণই তাঁকে দেখতে সমর্থ যাঁরা জ্ঞানের দ্বারা পাপক্ষয় করেছেন, যাঁদের চিত্ত তাঁতেই একাগ্র হয়েছে, যাঁদের জীবন তাঁতেই হয়েছে সমর্পিত॥১৬॥ রাক্ষসরাজ, যদি তাঁকে দর্শন করার ইচ্ছা তোমার থাকে কিংবা তাঁর কাহিনী শুনতে যদি তুমি ইচ্ছা করো,শ্রবণ করো, আমি তোমাকে পূর্বাপর বলছি॥১৭॥ সত্যযুগ অতিবাহিত হলে আসবে ত্রেতা। ত্রেতার প্রথমভাগেই তিনি দেবতা ও মর্তবাসীগণের হিতের জন্য রাজার রূপে আর্বিভূত হবেন॥১৮॥ পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ নামে রাজার এক মহাতেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। নাম হবে রাম॥১৯॥ তিনি হবেন অতিশয় বুদ্ধিমান, মহাতেজস্বী এবং মহাবল। তিনি মহাত্মা

মহাতেজা মহাবুদ্ধির্মহাবলপরাক্রমঃ। মহাবাহুর্মহাসত্ত্বঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥২০
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরে শত্রুভিস্তদা। ভবিতা হি তদা রামো নরো নারায়ণঃ প্রভুঃ॥২১
পিতুর্নিয়োগাৎ স বিভুর্দণ্ডকে বিবিধে জনে। বিচরিষ্যতি ধর্মাত্মা ভ্রাত্রা সহ মহামনাঃ॥২২
তস্য পত্নী মহাভাগ লক্ষ্মী সীতেতি বিশ্রুতা। দুহিতা জনকস্যৈষা উত্থিতা বসুধাতলাৎ॥২৩
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সর্বলক্ষণলক্ষিতা। ছায়েবানুগতা রামং নিশাকরমিব প্রভা॥২৪
শীলাচারগুণোপেতা সাধ্বী ধৈর্যসমন্বিতা। সহস্রাংশো রশ্মিরিব হ্যেকা মূর্তিরিব স্থিতা॥২৫
এবং তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাবণবিস্তরাৎ। মহতো দেবদেবস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ॥২৬
এবং শ্রুত্বা মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্রং প্রতাপবান্। ত্বয়া সহ বিরোধেচ্ছুশ্চিন্তয়ামাস রাঘব॥২৭
সনৎকুমারাত্তদ্বাক্যং চিন্তয়ানো মুহুর্মুহুঃ। রাবণো মুমুদে শ্রীমান্ যুদ্ধার্থং বিচচার হ॥২৮
শ্রুত্বা চ তাং কথাং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। শিরসশ্চালনং কৃত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥২৯
শ্রুত্বা তু বাক্যং স নরেশ্বরস্তদা মুদা যুতো বিস্ময়মানচক্ষুঃ।
পুনশ্চ তং জ্ঞানবতাং প্রধানমুবাচ বাক্যং বদ মে পুরাতনম্॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (৮)।

এবং বিশালবাহু। ক্ষমাগুণে তিনি পৃথিবীর সমান॥২০॥ যুদ্ধে তিনি সূর্যের মতো শত্রুদের দুষ্প্রেক্ষ্য। তখন প্রভু নারায়ণই নররূপে রাম হয়ে আর্বিভূত হবেন॥২১॥ সেই মহামনা প্রভু ধর্মাত্মা পিতার নিয়োগে ভ্রাতাসহ দণ্ডকের বনে বনে বিচরণ করবেন॥২২॥ তাঁর স্ত্রী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিশ্রুতা হবেন এবং জনকদূহিতা সেই সীতা উত্থিতা হবেন বসুধাতল হতে॥২৩॥ সর্বগুণে গুণান্বিতা সেই সীতা জগতে অপরূপা রূপসী হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং ছায়ার মতোই রামের অনুগতা হবেন। ঠিক যেমন প্রভা অনুগতা থাকেন চন্দ্রের *(নিশাকর—চন্দ্র। প্রভা চন্দ্রের পত্নী)*॥২৪॥ সাধ্বী তিনি। স্বভাব-আচার এবং ধৈর্য প্রভৃতি গুণরাজিতে বিভূষিতা। সহস্রাংশু সূর্যের রশ্মি এবং অদ্বিতীয় মূর্তিসদৃশ তিনি অবস্থান করবেন॥২৫॥ রাবণ, বিস্তারিতভাবে আমি তোমাকে দেবদেব, শাশ্বত, অব্যয় সেই মহান মহীয়ানের বৃত্তান্ত বললাম॥২৬॥ রাম, এইপ্রকার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে প্রতাপান্বিত রাক্ষসরাজ তোমার সঙ্গে বিরোধ করতে ইচ্ছা করে চিন্তা করতে লাগলো॥২৭॥ সেই শ্রীমান ঋষি সনৎকুমারের বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্বক সহর্ষে যুদ্ধার্থে পরিভ্রমণ করতে লাগলো॥২৮॥ রাম সেই বার্তা অবগত হয়ে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শির-সঞ্চালিত করলেন এবং অতিশয় বিস্মিত হলেন॥২৯॥ অতঃপর সেই নররাজ মুনিবরের বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত আঁখিতে হৃষ্টমনে জ্ঞানিবর মুনিকে পুনরায় বললেন, আপনি আমায় পুরাতনী কথা বলুন।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (৮) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ৯ ॥

অগস্ত্যেন শ্রীরামসমীপে কথাশেষবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্

ততঃ পূর্ণর্মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাযশাঃ। উবাচ রামং প্রণতং পিতামহ ইবেশ্বরম্॥১
শ্রূয়তামিতি চোবাচ রামং সত্যপরাক্রমম্ কথাশেষং মহাতেজাঃ কথয়ামাস স প্রভুঃ॥২

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৯

শ্রীরামের কাছে অগস্ত্য-কর্তৃক অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কথন

অতঃপর মহাযশস্বী কুম্ভযোনি মহাতেজা অগস্ত্য প্রণত রামকে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন ঠিক যেইমতো পিতামহ ব্রহ্মা বলেছিলেন ঈশ্বরকে॥১॥ সত্যপরাক্রম রামের কথা শুনে সেই মহাতেজস্বী প্রভু (অগস্ত্য) কাহিনীর অবশিষ্টাংশ বলতে লাগলেন....॥২॥ যেমনটি তিনি (অগস্ত্য) শুনেছিলেন এবং যেরকম

যথাখ্যানং শ্রুতং চৈব যথাবৃত্তং যথা তথা। প্রীতাত্মা কথয়ামাস রাঘবায় মহামতিঃ॥৩
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা। সুতা জনকরাজস্য হৃতা রাম মহামতে॥৪
এতং কথাং মহাবাহো নারদঃ সুমহাযশাঃ। কথয়ামাস দুর্ধর্ষো মেরৌ গিরিবরোত্তমে॥৫
দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। কথাশেষং পুনঃ সোঽথ কথয়ামাস রাঘব॥৬
নারদঃ সুমহাতেজাঃ প্রহসন্নিব মানদ। তাং কথাং শৃণু রাজেন্দ্র মহাপাপপ্রণাশনীম্॥৭
যাং তু শ্রুত্বা মহাবাহো ঋষয়ো দৈবতৈঃ সহ। ঊচুস্তং নারদং সর্বে হর্ষপর্যাকুলেক্ষণম্॥৮
যশ্চেমাং শ্রাবয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ। স পুত্রপৌত্রবান্ রাম স্বর্গলোকে মহীয়তে॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ(৯)।

ঘটনা ঘটেছিলো। রাঘব রামচন্দ্রকে বললেন, মহামতে, সানন্দে আমি কাহিনীমালা বর্ণনা করছি। শোনো॥৩॥ মহাবাহু মহামতি রাম, দুরাত্মা রাবণ একারণেই জনকরাজ কন্যা সীতাকে হরণ করেছিলো॥৪॥ গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্বতে বসে মহাতেজা যশস্বী নারদ এই কথা শুনিয়েছিলেন॥৫॥ হে রঘুবংশধর, দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধগণ এবং মহাত্মা ঋষিবৃন্দের সামনে তিনি পুনর্বার কাহিনীর শেষাংশ বললেন.....॥৬॥ হে মানদ, মহাতেজা নারদ যেন হাসতে হাসতেই কথাশেষ বললেন। হে রাজেন্দ্র, আমি সেই মহাপাপনাশী কথা বলছি, শোনো॥৭॥ হে মহাবাহো, সেই কাহিনী শুনে দেবগণসহ ঋষিবৃন্দ বিস্ময়াভিভূত বিস্ফারিত নয়নে নারদকে বললেন—॥৮॥ যিনি ভক্তিপূর্বক নিত্য এ কাহিনী শুনবেন বা শোনাবেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে মহিমান্বিত হবেন॥৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
প্রক্ষিপ্ত সর্গ নবম (৯) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ১০ ॥

শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্তকথনম্

ততঃ স রাক্ষসো রাম পর্যটন্ পৃথিবীতলে। বিজয়ার্থী মহাশূরৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ॥১
দৈত্য-দানব-রক্ষঃসু যং শৃণোতি বলাধিকম্। সমাহ্বয়তি যুদ্ধার্থী রাবণো বলদর্পিতঃ॥২
এবং স পর্যটন্ সর্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতে। ব্রহ্মলোকান্নিবর্তন্তং সমাসাদ্যাথ রাবণঃ॥৩
ব্রজন্তং মেঘপৃষ্ঠস্থমংশুমন্তমিবাপরম্। তমভিসৃত্য প্রীতাত্মা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥৪
উবাচ হৃষ্টমনসা নারদং রাবণস্তদা। আব্রহ্মভুবনং লোকাস্ত্বয়া দৃষ্টা হ্যনেকশঃ॥৫
কস্মিন্ লোকে মহাভাগ মানবা বলবত্তরাঃ। যোদ্ধুমিচ্ছামি তৈঃ সার্ধং যথাকামং যদৃচ্ছয়া॥৬

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১০

শ্বেতদ্বীপ বৃত্তান্তকথন

রাম, বিজয়াভিলাষী রাক্ষসরাজ (রাবণ) মহাবলবান রাক্ষস-পরিবৃত হয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলো॥১॥ দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসের মধ্যে কাউকে অধিক বলশালী বলে শুনতে পেলেই বলদর্পী রাবণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধাভিলাষী হয়ে তাকে আহ্বান করতে লাগলো॥২॥ হে পৃথিবীপতি (রাম), এইরূপে রাবণ সারা পৃথিবী পর্যটন করে পথে ব্রহ্মলোক হতে প্রত্যাগমনশীল নারদকে দেখলো॥৩॥ নারদ দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় মেঘের উপর দিয়ে গমন করছিলেন। রাবণ প্রীতচিত্তে তাঁর কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি রচনা করে অভিবাদন জানালো॥৪॥ হৃষ্টমনে সে নারদকে বললো, ব্রহ্মা হতে ভুবন পর্যন্ত সমূহ লোক বহুবার আপনি দর্শন করেছেন॥৫॥ হে মহাভাগ, কোন লোকে মানবেরা অধিক বলশালী। আমি তাদের সঙ্গে ইচ্ছামতো যুদ্ধে অভিলাষী॥৬॥



চিন্তয়িত্বা মুহূর্তন্তু নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্। অস্তি রাজন্ মহাদ্বীপং ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ॥৭
তত্র তে চন্দ্রসঙ্কাশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ। মহাকায়া মহাবীর্যা মেঘস্তনিতনিঃস্বনাঃ॥৮
মহামাত্রা ধৈর্যবন্তো মহাপরিঘবাহবঃ। শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবঃ রাক্ষসাধিপ॥৯
বলবীর্যসমোপেতান্ যাদৃশাংস্ত্বমিহেচ্ছসি। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ॥১০
কথং নারদঃ জায়ন্তে তস্মিন্ দ্বীপে মহাবলাঃ। শ্বেতদ্বীপে কথং বাসঃ প্রাপ্তস্তৈস্তু মহাত্মভিঃ॥১১
এতন্মে সর্বমাখ্যাহি প্রভো নারদ তত্ত্বতঃ। ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্বং হস্তামলকবৎ সদা॥১২
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদঃ প্রত্যুবাচ হ। অনন্যমনসো নিত্যং নারায়ণপরায়ণাঃ॥১৩
তদারাধনসক্তাশ্চ তচ্চিত্তাস্তৎপরায়ণাঃ। একান্তভাবানুগতাস্তে নরা রাক্ষসাধিপ॥১৪
তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা নরা নারায়ণং সদা। শ্বেতদ্বীপে তু তৈর্বাস অর্জিতঃ সুমহাত্মভিঃ॥১৫
যে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গমানম্য সংযুগে। চক্রায়ুধেন দেবেন তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥১৬
নহি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভির্ন সংযমৈঃ। ন চ দানফলৈর্মুখ্যৈঃ স লোকঃ প্রাপ্যতে সুখম্॥১৭
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ সুবিস্মিতঃ। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং তেন যোৎস্যামি সংযুগে॥১৮
আপৃচ্ছ্য নারদং প্রায়াচ্ছ্বেতদ্বীপায় রাবণঃ। নারদোঽপি চিরং ধ্যাত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ॥১৯
দিদৃক্ষুঃ পরমাশ্চর্যং তত্রৈব ত্বরিতং যযৌ। স হি কেলিকরো বিপ্রো নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ॥২০
রবণোঽপি যযৌ তত্র রাক্ষসৈঃ সহ রাঘব। মহতা সিংহনাদেন দারয়ন্ স দিশো দশ॥২১
গতে তু নারদে তত্র রাবণোঽপি মহাযশাঃ। প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং দুর্লভং যৎ সুরৈরপি॥২২
তেজসা তস্য দ্বীপস্য রাবণস্য বলীয়সঃ। তত্তস্য পুষ্পকং যানং বাতবেগসমাহতম্॥২৩

মুহূর্তকাল চিন্তা করে নারদ তাকে প্রত্যুত্তরে বললেন, রাজন্, ক্ষীরোদসাগরের সন্নিকটে একটি মহাদ্বীপ আছে॥৭॥ সেখানে চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, মহাবলশালী মানবেরা বাস করে। তারা বিশাল বপু। মহাবীর্যবান তারা। তাদের স্বর মেঘের গর্জনের মতো॥৮॥ সেই মহীয়ানগণ ধৈর্যশীল। তাদের সুবৃহৎ বাহুগুলি অর্গলের মতো দীর্ঘ। রাক্ষসপতি, শ্বেতদ্বীপে এইপ্রকার মানবগণকে আমি দেখেছি....॥৯॥ বলবীর্যসমন্বিত যেমন মানবকে তুমি পেতে ইচ্ছা করো, ঠিক তেমনি। রাবণ নারদের কথা শুনে প্রত্যুত্তরে বললো—॥১০॥ হে নারদ, আমাকে বলুন, সেই দ্বীপে পরাক্রমী মানবসকল কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? শ্বেতদ্বীপে সেই মহাত্মারা কি প্রকারে বসতি লাভ করলো॥১১॥ প্রভু নারদ, আপনি হস্তামলকের মতো সমস্ত জগৎ সর্বদা দর্শন করছেন। তাই সমূহ উপাখ্যান আমার নিকট যথাযথভাবে কীর্তন করুন॥১২॥ নারদ রাবণের বাক্য শুনে প্রত্যুত্তরে বললেন, তারা অনন্যমনে একমাত্র নারায়ণের উপাসনায় নিরত॥১৩॥ নারায়ণের আরাধনায় আসক্ত থেকে তারা নারায়ণকেই চিত্ত সমর্পণকরত একাগ্রভাবে তাঁরই অনুগত হয়েছে। হে রাক্ষসাধিপতি, সেই মানবেরা....॥১৪॥ তদ্‌গতচিত্তে নারায়ণে জীবন সমর্পণ করে সেখানে বসতি লাভ করেছে। তারা মহাত্মা॥১৫॥ যুদ্ধে চক্রায়ুধধারী লোকনাথ দেবের (নারায়ণের) আনত শার্ঙ্গধনুতে যারা মৃত্যুলাভ করে, তারা স্বর্গে বাস করে॥১৬॥ বাবা, না যজ্ঞফল, না তপস্যা, না সংযম, না প্রধান দানফল—কোনোকিছুতেই এমতো স্বর্গলোকবাসস্বরূপ সুখলাভ সম্ভব নয়॥১৭॥ নারদের বচন শুনে দশগ্রীব (রাবণ) অতীব বিস্মিত হলো। বহুসময় ধরে চিন্তা করে সে বললো, আমি তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধনিরত হবো॥১৮॥ নারদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাবণ সত্বর শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করলো। নারদও তদ্‌বস্থায় অধিককাল চিন্তা করে পরে কৌতূহলপরবশ হয়ে...॥১৯॥ অতীব আশ্চর্য সংগ্রাম দর্শনার্থে তথায় গমন করলেন। সেই বিপ্রবর (নারদ) সর্বদাই সমরপ্রিয় এবং ক্রীড়া কৃতূহলী॥২০॥ হে রঘুবংশধর, রাবণও ঘোরতর সিংহনাদে দশদিক বিদীর্ণ করে রাক্ষসগণের সঙ্গে সেখানে গমন করলো॥২১॥ নারদ সেখানে উপস্থিত হলে, যশস্বী রাবণ সুরগণের সুদুর্লভ মহাদ্বীপে (শ্বেতদ্বীপে) উপস্থিত হলো॥২২॥ সেই দ্বীপের তেজোপ্রভাবে বলীয়ান রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ুবেগ দ্বারা আহত হলো,....॥২৩॥ বাত্যাহত মেঘের

অবস্থাতুং ন শক্নোতি বাতাহত ইবাম্বুদঃ। সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য দ্বীপমাসাদ্য দুর্দৃশম্॥২৪
অব্রুবন্ রাবণং ভীতা রাক্ষসা জাতসা ধ্বসাঃ। রাক্ষসেন্দ্র বয়ং মূঢা ভ্রষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ॥২৫
অবস্থাতুং ন শক্ষ্যামো যুদ্ধং কর্তুং কথঞ্চন। এবমুক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে সর্ব এব নিশাচরাঃ॥২৬
রাবণোঽপি হি তদ্‌যানং পুষ্পকং হেমভূষিতম্। বিসর্জয়ামাস তদা সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ॥২৭
গতস্তু পুষ্পকং রাম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। কৃত্বা রূপং মহাভীমং সর্বরাক্ষসবর্জিতঃ॥২৮
প্রবিবেশ তদা তস্মিন্ শ্বেতদ্বীপে স রাবণঃ। প্রবিশন্নেব তত্রাশু নারীভিরুপলক্ষিতঃ।২৯
একয়া সস্মিতং কৃত্বা হস্তে গৃহ্য দশাননম্। পৃষ্টশ্চাগমনং ব্রূহি কিমর্থমিহ চাগতঃ॥৩০
কো বা ত্বং কস্য বা পুত্রঃ কেন বা প্রহিতো বদ। ইত্যুক্তো রাবণো রাজন্ ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ॥৩১
অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ। যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন॥৩২
এবং কথয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। প্রাহসংস্তে ততঃ সর্বে সুস্বনং যুবতীজনাঃ॥৩৩
তাসামেকা ততঃ ক্রুদ্ধা বালবদ্ গৃহ্য লীলয়া। ভ্রামিতস্তু সখীমধ্যে গৃহ্য দশাননম্॥৩৪
সখীমন্যাং সমাহূয় পশ্য ত্বং কীটকং ধৃতম্। দশাস্যং বিংশতিভুজং কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভম্॥৩৫
হস্তাদ্ধস্তং স চ ক্ষিপ্তো ভ্রাম্যতে ভ্রমলালসঃ। ভ্রাম্যমাণেন বলিনা রাক্ষসেন বিপশ্চিতা॥৩৬
পাণাবেকাথ সন্দষ্টা রোষেণ বনিতা শুভা। মুক্তস্তয়াশুভঃ কীটো ধুন্বন্ত্যা হস্তবেদনাৎ॥৩৭
গৃহীত্বান্যা তু রক্ষেন্দ্রমুৎপপাত বিহায়সা। ততস্তামপি সংক্রুদ্ধা বিদদার নখৈর্ভৃশম্॥৩৮
তয়া সহ বিনির্ধূতঃ সহসৈব নিশাচরঃ। পপাত সোঽম্ভসো মধ্যে সাগরস্য ভয়াতুরঃ॥৩৯
পর্বতস্যেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্। প্রাপতৎ সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ॥৪০

মতো অবস্থান করতে পারলো না। রাক্ষসরাজের সচিবগণ দুর্দর্শনীয় দ্বীপে উপস্থিত হয়ে....॥২৪॥ সভয়ে রাবণকে বললো, রাক্ষসাধিরাজ, আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছি॥২৫॥ আমরা এখানে অবস্থানই করতে পারছি না, যুদ্ধ করবো কি করে! এই বলে সেইসব নিশাচর পলায়ন করলো॥২৬॥ অগত্যা রাবণ তখন কাঞ্চনময় পুষ্পক বিমানের সঙ্গে রাক্ষসদেরকে বিদায় দিলো॥২৭॥ রাম, পুষ্পক বিদায় হলে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ মহা-ভয়াল রূপ ধারণ করে রাক্ষসগণ ব্যতীত একাই....॥২৮॥ সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করলো। তথায় প্রবিষ্ট হয়েই সে রমণীগণের দৃষ্টিপথে পতিত হলো॥২৯॥ সেই রমণীগণের মধ্যে একজন দশাননের হস্ত গ্রহণকরত ঈষদ্ হাস্যে জিজ্ঞাসা করলো, কি কারণে এখানে তোমার আগমন বলো॥৩০॥ কে তুমি? কারই বা পুত্র? রাজন্, কেইই বা তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছে? বলো। রাবণ এইকথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বললো—॥৩১॥ বিশ্রবামুনির পুত্র আমি। রাবণ নামক রাক্ষস। যুদ্ধার্থী হয়ে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু কাউকেও সামনে দেখছি না॥৩২॥ দুরাত্মা রাবণের বচন শুনে যুবতীবালারা মধুর কলস্বরে হাস্য করতে লাগলো॥৩৩॥ তাদের মধ্যে এক যুবতীবালা কুপিত হয়ে ক্রীড়াচ্ছলে দশাননকে গ্রহণ করলো। অবশেষে রাবণের মধ্যদেশ গ্রহণপূর্বক সখীদের মধ্যে ঘোরাতে লাগলো॥৩৪॥ অন্য আর এক সখীকে ডেকে বললো, দেখো, ধৃত কীটের মতো বিংশতি-বাহু কৃষ্ণবর্ণ দশমুখ রাবণকে॥৩৫॥ এইভাবে ঘূর্ণনে ও ছোঁড়াছুঁড়িতে রাক্ষস পরিশ্রান্ত হলো, তবু সে হস্ত হতে হস্তান্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভ্রমিত হতে লাগলো *(এখানে ঋষিকবির অলঙ্কার-রচনার সিদ্ধহস্ততা লক্ষণীয়)*॥৩৬॥ ঘূর্ণিত হওয়ায় বলশালী বিদ্বান্ রাক্ষস সক্রোধে সেই শুভা বনিতার করতলে দংশন করলো। অমনি সেই রমণী হাতের যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে ঐ অশুভ কীটকে ছেড়ে দিলো॥৩৭॥ তদাবস্থায় অন্য এক যুবতী রাক্ষসাধিপতিকে নিয়ে আকাশোপরি উৎপতিত হলো। কুপিত রাক্ষস তখন তাকেও নখরাঘাতে অতীব বিদারণ করলো॥৩৮॥ ভয়াতুর নিশাচর রাবণ সেই রমণী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সাগর-সলিলে পতিত হলো॥৩৯॥ বজ্রদ্বারা বিদীর্ণ হয়ে পর্বতশিখর যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি রাক্ষসও উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাগরের মধ্যে পতিত হলো॥৪০॥ রাম, শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতীবালারা অবিলম্বে তাকে গ্রহণ করে

এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ। যুবতীভির্বিগৃহ্যাশু ভ্রামিতশ্চ ততস্ততঃ॥৪১
নারদোঽপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য ধর্ষিতম্। বিস্ময়ং সুচিরং কৃত্বা প্রজহাস ননর্ত চ॥৪২
এতদার্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা। বিজ্ঞায়াপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া॥৪৩
ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। শার্ঙ্গপদ্মায়ুধো বজ্রী সর্বদেবনমস্কৃতঃ॥৪৪
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদেবাভিপূজিতঃ। পদ্মনাভো মহাযোগী ভক্তানামভয়প্রদঃ॥৪৫
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্। কিং ন বেৎসি ত্বামাত্মানং যথা নারায়ণো হ্যহম্॥৪৬
মা মুহ্যস্ব মহাভাগ স্মর চাত্মানমাত্মনা। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরস্ত্বং হি হ্যেবমাহ পিতামহঃ॥৪৭
ত্রিগুণশ্চ ত্রিবেদী চ ত্রিধামা চ ত্রিরাঘব। ত্রিকালকর্ম ত্রৈবিদ্য ত্রিদশারিপ্রমর্দনঃ॥৪৮
ত্বয়াক্রান্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ পুরাণৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ। ত্বং মহেন্দ্রানুজঃ শ্রীমান্ বলিবন্ধনকারণাৎ॥৪৯
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ। লোকাননুগ্রহীতুং বৈ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥৫০
তদিদং সাধিতং কার্যং সুরাণাং সুরসত্তম। নিহতো রাবণঃ পাপঃ সপুত্র-বল-বান্ধবঃ॥৫১
প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥৫২
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ। ত্বদর্থমিহ চোৎপন্না জনকস্য গৃহে প্রভো॥৫৩
লঙ্কামানীয় যত্নেন মাতেব পরিরক্ষিতা। এবমেতৎ সমাখ্যাতং তব রাম মহাযশঃ॥৫৪
মমাপি নারদেনোক্তমৃষিণা দীর্ঘজীবিনা। যথা সনৎকুমারেণ ব্যাখ্যাতং তস্য রক্ষসঃ॥৫৫
তেনাপি চ তদেবাশু কৃতং সর্বমশেষতঃ। যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥৫৬
অন্নং তদক্ষয়ং দত্তং পিতৄণামুপতিষ্ঠতি। এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং রামো রাজীবলোচনঃ॥৫৭

এইরকম পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত করেছিলো॥৪১॥ মহাতেজা নারদও রাবণকে নিপীড়িত জেনে বিস্ময়লাভ করে বহুকাল হাস্য এবং নৃত্য করতে লাগলেন॥৪২॥ হে মহাবাহু রাম, রাবণ এই কাহিনী জ্ঞাত হয়ে তোমার হাতেই মৃত্যুকামনা করে সীতাকে অপহরণ করেছিলো॥৪৩॥ তুমিই শঙ্খচক্র-গদাধর নারায়ণ। তুমি সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত দেব শার্ঙ্গ ও পদ্মধারী *(শার্ঙ্গ—শৃঙ্গনির্মিত ধনু)* ॥৪৪॥ শ্রীবৎসাঙ্কিত হৃষীকেশ তুমি। সমস্ত দেবগণের পূজিত। তুমি মহাযোগী পদ্মনাভ এবং ভক্তগণের অভয়প্রদ॥৪৫॥ রাবণ বধের কারণেই তুমি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়েছো। 'আমি নারায়ণ'—তুমি নিজের এই স্বরূপ জানছো না কেন?॥৪৬॥ মোহপ্রাপ্ত হয়ো না হে মহাভাগ, আত্মজ্ঞানে আপনাকে স্মরণ করো। তুমি যে গুহ্য হতেও গুহ্যতর একথা পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন॥৪৭॥ হে রাঘব, তুমি সত্ত্ব-রজ-তমো—এই ত্রিগুণস্বরূপ। তুমি ঋক্, যজু, সাম—এই ত্রিবেদ; স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোকবাসী তুমি। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—ত্রিকালেই তুমি কার্যে পারঙ্গম। তুমি ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ এবং আয়ুর্বেদ—এই ত্রিবেদে পারদর্শী। তুমি দেবগণের শত্রুসংহারী॥৪৮॥ পুরাতন ত্রিবিক্রম দ্বারা তুমি ত্রিলোক আক্রমণ করেছিলে। মহেন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীমান বালিকে বন্ধন করার জন্য॥৪৯॥ বালি ছিলো অদিতির গর্ভজাত পুত্র। তুমি সেই সনাতন বিষ্ণু। লোকসমূহকে অনুগ্রহ করার কারণেই মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়েছো॥৫০॥ অতত্রব হে সুরসত্তম, তুমি সপুত্র, সবান্ধব এবং সসৈন্য মূর্তিমান পাপ দশাননকে নিহত করে সুরগণের সেই কার্য সম্পন্ন করেছো॥৫১॥ হে সুরেশ্বর, তোমার প্রসাদে দেবগণ সকলে এবং ঋষিবৃন্দ সন্তুষ্ট হয়েছেন। সমগ্র জগতও করেছে শান্তিলাভ॥৫২॥ মহাভাগা লক্ষ্মীই হলেন সীতা। তিনি বসুধাতলসম্ভূতা হয়ে জনকগৃহে তোমার জন্যই উৎপন্না হয়েছেন॥৫৩॥ রাবণ লঙ্কাপুরীতে এনে সযত্নে মাতার মতো তাঁকে সর্বতো রক্ষা করেছিলো। মহাযশস্বী রাম, সেই বৃত্তান্ত আদ্যন্ত তোমার কাছে বর্ণনা করলাম॥৫৪॥ রাক্ষস রাবণের কৃত কার্যকলাপ যেমতো সনৎকুমার নারদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং দীর্ঘজীবী ঋষি নারদও আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে যেভাবে বলেছিলেন সেই মতো সবই শোনালাম। যে বিদ্বান শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসন্নিধানে এটি শ্রবণ করান,... ॥৫৫-৫৬॥ তাঁর প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হয়ে পিতৃগণের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। রাজীবলোচন রাম এই দিব্যকাহিনী শ্রবণ করে... ॥৫৭॥ ভায়েদের সঙ্গে পরম বিস্ময়াভিভূত হলেন। সুগ্রীবসহ বানরেরা,

পরং বিস্ময়মাপন্নো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ। বানরাঃ সহসুগ্রীবা রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ॥৫৮
রাজানশ্চ সহামাত্যা যে চান্যেঽপি সমাগতাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্মসমন্বিতাঃ॥৫৯
সর্বে চোৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে হর্ষসমন্বিতাঃ। রামমেবানুপশ্যন্তি ভৃশমত্যন্তহর্ষিতাঃ॥৬০
ততোঽগস্ত্যো মহাতেজা রাঘবং চেদমব্রবীৎ। দৃষ্টাঃ সভাজিতাশ্চাপি রাম যাস্যামহে বয়ম্॥
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে পূজিতাস্তে যথাগতম্॥৬১
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপ-বানরান্।সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ॥৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১০)।

বিভীষণসহ রাক্ষসেরা,....॥৫৮॥ অমাত্যসহ রাজারা এবং সমাগত ধর্মসমন্বিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,...॥৫৯॥ সকলেই উৎফুল্ল-নয়ন হলেন। সকলে তাঁরা অতীব আহ্লাদিত হয়ে বারংবার রামকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন॥৬০॥ অনন্তর মহাতেজস্বী অগস্ত্য রঘুবংশধরকে (রামকে) বললেন, তোমাকে দর্শন করে আমরা সম্মানিত, এবার আমরা গমন করবো। সকলে তাঁরা এই বলে সম্মানলাভ করে যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই প্রস্থান করলেন॥৬১॥ এবার সূর্য অস্ত গেলো। বানরগণও রাজগণকে বিদায় দিয়ে রাম বিধি-অনুসারে সন্ধ্যোপাসনা করলেন। ক্রমে রজনী সমাগত হলে তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করলেন॥৬২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
প্রক্ষিপ্ত সর্গ দশম (১০) সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাজ্ঞে জনকায়, যুধাজিতে, প্রতর্দনায় অন্যেভ্যোঽপি নরপতিভ্যঃ শ্রীরামস্য গমনানুমতিদানম্

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্যহনি রাঘবঃ। প্রশাসৎ সর্বকার্যাণি পৌর-জানপদেষু চ॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্। রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥২
ভবান্ হি গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্। ভবতস্তেজসোগ্রেণ রাবণো নিহতো ময়া॥৩
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চসর্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্বশঃ। অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ॥৪
তদ্ ভবান্ স্বপুরং যাতু রত্নান্যাদায় পার্থিব। ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুযাস্যতি॥৫
স তথেতি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ। প্রীতোঽস্মি ভবতা রাজন্ দর্শনেন নয়েন চ॥৬

অষ্টাত্রিংশ (৩৮) সর্গ

শ্রীরাম-কর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন ও অন্যান্য নৃপতিকে বিদায়দান

মহাবাহু রঘুবংশধর এইভাবে নিত্য রাজসভায় উপস্থিত থেকে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের কর্মসকল পর্যবেক্ষণ করে শাসন পরিচালনা করতে লাগলেন॥১॥ অনন্তর কিছুদিন গত হলে রঘুনন্দন কৃতাঞ্জলিপূর্বক বিদেহরাজ মিথিলা-অধীশ্বরকে (জনককে) বললেন—॥২॥ আপনিই আমাদের একমাত্র গতি। আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন আপনি। আপনার উগ্র তপোবলের প্রভাবে রাবণকে আমি সংহার করতে পেরেছি॥৩॥ রাজন্, আপনার জন্যে ইক্ষ্বাকুগণ সকলের এবং মৈথিলগণের যেসকল সম্বন্ধ এবং প্রীতি, তার তুলনা মেলে না॥৪॥ তাই হে পার্থিব, আমার দেওয়া রত্ন নিয়ে আপনি আপনার ভবনে (রাজধানী) গমন করুন। আপনার সাহায্যার্থে ভরতও আপনার অনুগমন করবে॥৫॥ জনকরাজ তখন 'তাই হোক' বলে রঘুনন্দনের প্রস্তাব স্বীকারপূর্বক তাঁকে বললেন, রাজন্, নীতিশাস্ত্রে তোমার জ্ঞান ও বহুদর্শিতা দেখে আমি প্রীত হয়েছি॥৬॥ উপরন্তু তুমি যেসমূহ রত্নসম্ভার দান করতে মনস্থ করেছো, রাজন্, আমি সেগুলি

যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিতানি বৈ। দুহিত্রে তান্যহং রাজন্ সর্বাণ্যেব দদামি বৈ॥৭
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং জনকো হৃষ্টমানসঃ। প্রযযৌ মিথিলাং শ্রীমাংস্তমনুজ্ঞায় রাঘবম্॥৮
ততঃ প্রয়াতে জনকে কেকয়ং মাতুলং প্রভুম্। রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ॥৯
ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ। আয়ত্তস্ত্বং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষর্ষভ॥১০
রাজা হি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপযাস্যতি। তস্মাদ্ গমনমদ্যৈব রোচতে তব পার্থিব॥১১
লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতে। ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ॥১২
যুধাজিৎ তু তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘব। রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয্যেবাক্ষয্যমস্ত্বিতি॥১৩
প্রদক্ষিণঞ্চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্ধনঃ। রামেণ চ কৃতঃ পূর্বমভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্॥১৪
লক্ষ্মণেন সহায়েন প্রযাতঃ কেকয়েশ্বরঃ। হতেঽসুরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ॥১৫
তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্। প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ॥১৬
দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্। উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ॥১৭
তদ্ ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ। রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্॥১৮
এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ। পর্যষ্বজত ধর্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্॥১৯
বিসর্জয়ামাস তদা কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধনঃ। রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ॥২০
বারাণসীং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জিতঃ। বিসৃজ্য তং কাশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্॥২১
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্। ভবতাং প্রীতিরব্যগ্রা তেজসা পরিরক্ষিতা॥২২
ধর্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যঞ্চ ভবতাং সদা। যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্॥২৩
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধি রাবণো রাক্ষসাধমঃ। হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ॥২৪

সীতা-প্রমুখ কন্যাগণকে প্রদান করছি॥৭॥ কাকুৎস্থকে (রামকে) এইমতো বলে শ্রীমান রাজা জনক হৃষ্টমনে রঘুনন্দনের (রামের) অনুমতি নিয়ে মিথিলা গমন করলেন॥৮॥ জনকরাজ গমন করলে পর রঘুবংশধর কৃতাঞ্জলি হয়ে সবিনয়ে পরাক্রমী কেকয়রাজপুত্র মাতুলকে (যুধাজিৎ) বললেন—॥৯॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, রাজন্; আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই সারা অযোধ্যারাজ্য—সবই আপনার অধীন। আপনিই আমাদের আশ্রয়॥১০॥ বৃদ্ধ কেকয়াধিপ আপনার জন্যে চিন্তিত হবেন। তাই হে পার্থিব, আজই আপনার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রেত॥১১॥ বিবিধ ধন ও রত্নসম্ভার নিয়ে লক্ষ্মণ সহায়তার কারণে আপনার অনুগামী হবে॥১২॥ তখন যুধাজিৎও যেতে সম্মত হয়ে রামকে বললেন, রাঘব, এই ধন ও রত্নসমূহ তোমার অক্ষয় হোক॥১৩॥ রাজা (রাম) প্রথমে তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি জানালেন। পরে কেকয়কুলবর্ধন (যুবরাজ যুধাজিৎ) রাজাকে (রামকে) প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন॥১৪॥ বৃত্রাসুর বধের পরে বাসব যেমন বিষ্ণুসহ গমন করেছিলেন অনুরূপভাবে কেকয়েশ্বর লক্ষ্মণের সঙ্গে গমন করলেন॥১৫॥ তাঁকে বিদায় জানিয়ে রাম অতঃপর অকুতোভয় বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গন করে বললেন—॥১৬॥ রাজন্, রাজ্যাভিষেকে সাহায্য করতে ভরতের সঙ্গে উদ্যোগী হয়ে আপনি আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্য ও প্রীতি-প্রদর্শন করেছেন॥১৭॥ এখন আপনি সুন্দর প্রাকার-পরিবেষ্টিতা, উত্তম তোরণ সুশোভিতা রম্য কাশীপুরীতে গমন করুন, কেননা ঐ পুরী আপনি রক্ষা করেন॥১৮॥ ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ এইপ্রকার বলে শ্রেষ্ঠ আসন হতে গাত্রোত্থান করে তাঁকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন॥১৯॥ কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী (রাম) তাকে এইভাবে বিদায় জানালেন। রঘুনন্দনের অনুজ্ঞা নিয়ে অকুতোভয় কাশীরাজও....॥২০॥ বারাণসীতে গমন করলেন। কাশীপতিকে রঘুনন্দন বিদায় দিয়ে এবার তিনশত মহীপালকে (রাজাকে) তিনি,....॥২১॥ সহাস্যে, মধুর বাক্যে বললেন, আমার প্রতি আপনাদের প্রীতি তা আপনাদের আপন আপন প্রভাবেই রক্ষিত॥২২॥ আপনাদের মধ্যে ধর্ম এবং সত্য সতত বিদ্যমান। আপনারা মহাত্মা। আপনাদেরই প্রভাব এবং তেজে....॥২৩॥ দুরাত্মা ও রাক্ষসাধম রাবণ হত হয়েছে। আমি কেবল হেতুমাত্র। আপনাদের তেজোপ্রভাবেই হত হয়েছে....॥২৪॥ যুদ্ধে সেই রাবণ। পুত্র

রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রামাত্য-বান্ধবঃ। ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা॥২৫
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাৎ তনয়াং হৃতাম্। উদ্যুক্তানাঞ্চ সর্বেষাং পার্থিবানাং মহাত্মনাম্॥২৬
কালোঽপ্যতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচয়াম্যতঃ। প্রত্যূচুস্তঞ্চ রাজানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ॥২৭
দিষ্ট্যা ত্বং বিজয়ী রাম স্বরাজ্যেঽপি প্রতিষ্ঠিতম্। দিষ্ট্যা প্রত্যাহৃতা সীতা দিষ্ট্যা শত্রুঃ পরাজিতঃ॥২৮
এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা। যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাত্রবম্॥২৯
এতৎ ত্বয্যুপপন্নঞ্চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসে। প্রশংসার্হ ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্তুমীদৃশীম্॥৩০
আপৃচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিস্থো নঃ সদা ভবান্। বর্তামহে মহাবাহো প্রীত্যাত্র মহতা বৃতাঃ॥৩১
ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা। বাঢমিত্যেব রাজনো হর্ষেণ পরমান্বিতাঃ॥৩২
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাঘবং গমনোৎসুকাঃ। পূজিতাস্তে চ রামেণ জগ্মুর্দেশান্ স্বকান্ স্বকান্॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ।

-অমাত্য-বান্ধব এবং স্বজনসহ। ভরত আপনাদেরকে এখানে এনেছে...॥২৫॥ বনে জনকদুহিতা সীতার হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেই। মহাত্মা সমূহ নৃপতিই আমার কার্যে সাহায্যের জন্য উদ্যোগী আছেন॥২৬॥ সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে আপনাদের বহু সময় অতিবাহিত হলো। তাই আপন আপন রাজ্যে আপনাদের ফিরে-যাওয়া উচিত বোধ হচ্ছে আমার। তখন সেই নৃপতিবৃন্দ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বললেন—॥২৭॥ হে রাম, ভাগ্যক্রমে আপনি বিজয়লাভ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন রাজ্যে। সৌভাগ্যবশে শত্রুকে করেছেন পরাজিত। সৌভাগ্যের কারণেই সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন॥২৮॥ রাম, আমাদের একান্ত উত্তম কামনা ও সাতিশয় আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আপনাকে আমরা বিজয়ী দেখেছি। শত্রুকুল আপনার বিনষ্ট হয়েছে॥২৯॥ হে প্রশংসার্হ রাম, আপনি যে আমাদের প্রশংসা করবেন এতো আপনার যোগ্য কর্ম। কিন্তু আমরা আপনার প্রশংসা করতে পারি এমতো বাক্‌শক্তি তো আমাদের নেই! ॥৩০॥ নৃপতিসকল হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে এই কথা বললেন। রাম তাঁদেরকে যাবার অনুমতি দিলেন। গমনোৎসুক রাজারাও রামের দ্বারা সম্মানিত হয়ে আপন আপন দেশে প্রস্থান করলেন॥৩১-৩৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অষ্টাত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামায় রাজ্ঞামুপহারদানম্, শ্রীরামেণাপি তেষাং মিত্র-বানর-রাক্ষস-ভল্লুকেভ্যঃ প্রদানম্, যথাসুখং তত্র বানরাদীনাং কালযাপনঞ্চ।

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাস্তে প্রহৃষ্টবৎ। গজ-বাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥১
অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ। ভরতস্যাজ্ঞয়ানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনঃ॥২

উনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

রাজাদের দ্বারা রামকে উপহার-প্রদান। সেই সমস্ত উপহার শ্রীরামের দ্বারা মিত্র, বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসদের মধ্যে বিতরণ। এবং সুখে বানরদের সেখানে অবস্থান।

বিদায় নিয়ে মহাত্মা নৃপতিগণ হাজারে হাজারে হাতী এবং ঘোড়ার পদভারে পৃথিবী কম্পিত করতে করতে স্ব স্ব রাজ্যের অভিমুখে প্রস্থান করলেন॥১॥ অতীব আনন্দিত বল-বাহনসমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে যেসকল নৃপতি ভরতের আজ্ঞানুযায়ী রামের সাহায্যার্থে উদ্যোগী হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন,...॥২॥ সেই মহীপালেরা বল এবং দর্পবশে বলতে লাগলেন, আমরা রাম এবং রাবণের সম্মুখ

উচুস্তে চ মহীপালা বল-দর্পসমন্বিতাঃ। ন রাম-রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্॥৩
ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্। হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥৪
রামস্য বাহুবীর্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ। সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেম বিগতজ্বরাঃ॥৫
এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ। কথয়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ॥৬
স্বানি রাজ্যানি মুখ্যানি ঋদ্ধানি মুদিতানি চ। সমৃদ্ধধনধান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ॥৭
যথাপুরাণি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ। রামস্য প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ॥৮
অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্। চন্দনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ॥৯
মণিমুক্তাপ্রবালাংস্তু দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ। অজাবিকঞ্চ বিবিধং রথাংস্তু বিবিধান্ বহূন্॥১০
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ। আদায় তানি রত্নানি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ॥১১
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ। তানি রত্নানি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্॥১২
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ। সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে॥১৩
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ। রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ যৈর্বৃতো জয়মাপ্তবান্॥১৪
তে সর্বে রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসাঃ। শিরোভির্ধারয়ামাসুর্ভুজেষু চ মহাবলাঃ॥১৫
হনূমন্তঞ্চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ। অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্যবান্॥১৬
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ। অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাত্মজঃ॥১৭
সুগ্রীবমন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিতে রতৌ। অর্হতো বিবিধাং পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর॥১৮
ইত্যুক্ত্বা ব্যপমুচ্যাঙ্গাদ্ ভূষণানি মহাযশাঃ। স ববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ॥১৯
আভাষ্য চ মহাবীর্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্। নীলং নলং কেসরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্॥২০
সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ। জাম্ববন্তং গবাক্ষঞ্চ বিনতং ধূম্রমেব চ॥২১

-সমর সামনে উপস্থিত থেকে দেখতে পেলাম না॥৩॥ যুদ্ধান্তে ভরত আমাদেরকে বৃথাই আনয়ন করেছিলেন। যদি আগে আনাতেন তাহলে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা রাক্ষসদিগকে নিধন করতেন— এতে কোনো সংশয় নেই॥৪॥ রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হয়ে সুখে সমুদ্র পার হয়ে যুদ্ধ করতাম॥৫॥ নৃপতিগণ তৎকালে হৃষ্টচিত্তে এইপ্রকার সহস্র সহস্র কথা বলতে বলতে আপন আপন রাজ্যে গমন করলেন॥৬॥ তাঁদের স্ব স্ব বিখ্যাত রাজ্যসকল মহারত্ন ও, ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এবং সুখ ও আনন্দপ্রদ ছিলো॥৭॥ রাজারা পূর্ববৎ নিজ নিজ নগরে উপস্থিত হয়ে রামের প্রিয়কামনায় নানাবিধ রত্ন উপহার দিলেন॥৮॥ উপহার দিলেন অশ্ব, যান, রত্নসম্ভার, মদমত্ত হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ,....॥৯॥ মণিমুক্তা, প্রবাল, রূপসী দাসী, বিবিধ ছাগ ও ভেড়া এবং নানাবিধ রথ॥১০॥ মহাবলবান ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেইসমূহ রত্ন নিয়ে পুনরায় স্বীয় পুরীতে প্রত্যাগমন করলেন॥১১॥ রম্যা অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করে সেই তিন পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে সেই বিচিত্র রত্ন উপঢৌকন দিলেন॥১২॥ মহাত্মা রাম পরম সমাদরে সেইসমূহ রত্ন নিয়ে কৃতকর্মা সুগ্রীবকে দান করলেন॥১৩॥ রঘুনন্দন রাম আরো দান করলেন বিভীষণ, অপরাপর রাক্ষস এবং বানরগণকে। কেননা তিনি তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন॥১৪॥ মহাবল রাক্ষস এবং বানরেরা রামপ্রদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং হস্তে ধারণ করলো॥১৫॥ ইক্ষ্বাকুনৃপতি মহারথ বীর্যবান রাম মহাবাহু অঙ্গদ এবং হনুমানকে ক্রোড়ে স্থাপন করলেন॥১৬॥ পদ্মের পাপড়ির মতো লোচন সমন্বিত রাম সুগ্রীবকে বললেন, এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র। বায়ুপুত্র তোমার সুমন্ত্রী॥১৭॥ সুগ্রীব, এরা দু'জনেই তোমার মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমারি কল্যাণকর্মে নিরত। তাই হে বানররাজ, তোমার জন্যেএরা আমার যথেষ্ট সম্মানের যোগ্য॥১৮॥ মহাযশা রাম এই বলে অঙ্গ হতে মহামূল্য ভূষণসমূহ উন্মোচিত করে অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন॥১৯॥ এবার তিনি মহাপরাক্রমে বানর যূথপতিদেরকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করলেন। নীল, নল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন,...॥২০॥ সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র,.....॥২১॥ বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, মহাবল

বলীমুখং প্রজঙ্ঘঞ্চ সন্নাদঞ্চ মহাবলম্। দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুঞ্চ যূথপম্॥২২
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব। সুহৃদো মে ভবন্তশ্চ শরীরং ভ্রাতরস্তথা॥২৩
যুষ্মাভিরুদ্ধৃতশ্চাহং ব্যসনাৎ কাননৌকসঃ। ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাং বরৈঃ॥২৪
এবমুক্ত্বাদদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ। বজ্রাণি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ॥২৫
তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ। মাংসানি চ সমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ॥২৬
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা। মুহূর্তমিব তে সর্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে॥২৭
রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ। রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্যৈর্ঋক্ষৈশ্চৈব মহাবলৈঃ॥২৮
এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্। বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ॥২৯
ইক্ষ্বাকুনগরে রম্যে পরাং প্রীতিমুপাসতাম্। রামস্য প্রীতিকরণৈঃ কালস্তেষাং সুখং যযৌ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥

সন্নাদ, দধিমুখ, দরীমুখ এবং ইন্দ্রজানুকে॥২২॥ সতৃষ্ণ-নয়নে তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনোহর বাক্য বলতে লাগলেন, তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ এবং ভ্রাতা॥২৩॥ হে বনবাসিবর্গ, তোমরাই আমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করেছো, তোমাদের মতো উত্তম সুহৃদের সাহায্যে রাজা সুগ্রীব ধন্য হয়েছেন॥২৪॥ নরশ্রেষ্ঠ রাম এই বলে তাদেরকে যথাযোগ্য মহামূল্য কাপড়চোপড় ও হীরকাদি ভূষণ দান করে আলিঙ্গন করলেন॥২৫॥ তারপর মধুপানে পিঙ্গলবর্ণ বানরেরা সুগন্ধী মধুপান, রাজ-ভোগ্য বস্তুসমূহ এবং সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করতে লাগলো॥২৬॥ তারা তথায় অবস্থানপূর্বক মাসাধিক কাল অতিবাহিত করলো, রামের প্রতি ভক্তিবশে তা মুহূর্তের মতো মনে হতে লাগলো॥২৭॥ রামও কামরূপী পরাক্রমী বানর, রাক্ষস এবং মহাবল ভল্লুকদের সঙ্গে সাতিশয় আনন্দে কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন॥২৮॥হৃষ্টমনে বানর এবং রাক্ষসগণ এইভাবে সর্বপ্রকার সুখে শীতকালের আরো একমাস অতিবাহিত করলো ॥২৯॥ রামের আদরযত্নে তারা ইক্ষ্বাকু-নৃপতিগণের রম্য রাজধানী অযোধ্যায় পরমসুখে কাল অতিবাহিত করতে লাগলো॥৩০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

বানরর্ক্ষ-রাক্ষসানাং গমনানুমতিঃ

তথা স্ম তেষাং বসতামৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্। রাঘবস্তু মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥১
গম্যতাং সৌম্য কিষ্কিন্ধাং দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ। পালয়স্ব সহামাত্যো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥২
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ। পশ্য ত্বং হনূমন্তঞ্চ নলঞ্চ সুমহাবলম্॥৩
সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারঞ্চ বলিনাং বরম্। কুমুদং চৈব দুর্ধর্ষং নীলং চৈব মহাবলম্॥৪

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণের বিদায়

এইপ্রকারে ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণ অযোধ্যাতে বাস করছে, এমন সময় তাদের মধ্যে সুগ্রীবকে সম্বোধন করে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম বললেন—॥১॥ হে সৌম্য, দেবতা ও অসুরদের দুর্জয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে গমন করো এবং অমাত্যের সঙ্গে বাস করে নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করো॥২॥ মহাবাহো, তুমি মহাবলবান অঙ্গদ, হনুমান এবং নলকে সতত প্রীতিপূর্ণ চোখে নিরীক্ষণ করবে॥৩॥ তোমার শ্বশুর সুষেণ, বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর 'তার', দুর্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল...॥৪॥ বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ,

বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ। গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভঞ্চ মহাবলম্॥৫
ঋক্ষরাজঞ্চ দুর্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্। পশ্য প্রীতিসমাযুক্তো গন্ধমাদনমেব চ॥৬
ঋষভঞ্চ সুবিক্রান্তং প্লবঙ্গঞ্চ সুপাটলম্। কেসরিং শরভং শুম্ভং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্॥৭
যে যে মে সুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। পশ্য ত্বং প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ॥৮
এবমুক্ত্বা চ সুগ্রীবমাশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ। বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা॥৯
লঙ্কাং প্রশাধি ধর্মেণ ধর্মজ্ঞস্ত্বং মতো মম্। পুরস্য রাক্ষসানাঞ্চ ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ॥১০
মা চ বুদ্ধিমধর্মে ত্বং কুর্যা রাজন্ কথঞ্চন। বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্॥১১
অহঞ্চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া। স্মর্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ॥১২
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ। সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ॥১৩
তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্যমদ্ভুতমেব চ। মাধুর্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা॥১৪
তেষামেবং ব্রুবাণানাং বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্। হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥১৫
স্নেহো মে পরমং রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা। ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥১৬
যাবদ্ রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে। তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তু প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥১৭
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন। তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥১৮
তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্যামৃতং প্রভো। উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥১৯
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনূমন্তং বরাসনাৎ। উত্থায় সস্বজে স্নেহাদ্ বাক্যমেতদুবাচ হ॥২০
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ। চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥২১

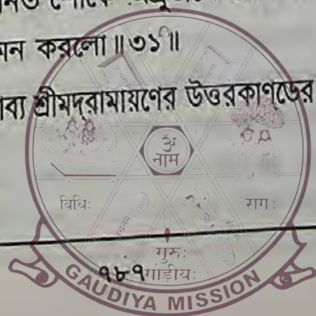
গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল, শরভ.... ॥৫॥ অতি বলশালী দুর্ধর্ষ ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং গন্ধমাদনকে তুমি প্রেমপূর্ণ নয়নে দেখবে॥৬॥ পরাক্রমশালী ঋষভ, বানর সুপাটল, কেশরী, শরভ, শুম্ভ এবং মহাবল শঙ্খচূড়কে প্রীতিপূর্ণচিত্তে দেখবে॥৭॥ মহাত্মা বানরেরা যারা আমার জন্যে জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলো, তুমি তাদেরকে প্রসন্ন হৃদয়ে দেখবে। এদের অনিষ্ট আচরণ করবে না॥৮॥ রাম এইভাবে বলে সুগ্রীবকে বারংবার আলিঙ্গন করে বিভীষণকে মধুরবাক্যে বলতে লাগলেন—॥৯॥ তুমি ধর্মানুযায়ী লঙ্কাপুরী শাসন করো। তোমাকে আমি ধর্মজ্ঞ বলে মনে করি। তেমনিভাবে পুরবাসিজন, রাক্ষসসকল এবং ভ্রাতা কুবেরও তাই মনে করেন॥১০॥ রাজন্, কোনক্রমেই তুমি অধর্মে মতি রাখবে না। কেননা, বুদ্ধিমান নৃপতিবৃন্দ ধর্মপথে থেকে নিশ্চিতভাবে মেদিনীর রাজত্ব ভোগ করে থাকেন॥ ১১॥ রাজন্, সুগ্রীবকে এবং আমাকে তুমি সতত মনে রেখো। এখন পরমানন্দে অক্লেশে গমন করো॥১২॥ ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসেরা কাকুৎস্থের (রামের) বাক্য শ্রবণ করে তাঁকে 'সাধু, সাধু' বলে বারংবার প্রশংসা করতে লাগলো ॥১৩॥ মহাবাহু রাম, আপনার বুদ্ধি এবং পরাক্রম পরম অদ্‌ভুত। স্বয়ম্ভূর (ব্রহ্মার) মতো আপনার স্বভাবে পরম মাধুর্য সতত বর্তমান॥১৪॥ বানর এবং রাক্ষসেরা এইপ্রকারে রামের গুণগাথা কীর্তন করছে। এমন সময়ে হনুমান প্রণত হয়ে রাঘবকে (রামকে) বললো—॥১৫॥ হে বীর, হে রাজন্, আপনার প্রতি আমার মহান স্নেহ (শ্রদ্ধা) যেন সর্বদা বর্তমান থাকে। আমার ভক্তি যেন অবিচল থাকে আপনাতেই। এবং চিত্ত যেন অন্য বিষয়ে লিপ্ত না হয়॥১৬॥ হে বীর, এই মেদিনীতে যে পর্যন্ত রামকথা থাকবে, সে পর্যন্তই আমার প্রাণ নিঃসন্দেহে আমার শরীরে বসবাস করবে॥১৭॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম, আপনার এই যে দিব্য চরিত্র ও কথা রয়েছে, অপ্‌সরোগণ তা আমাকে শ্রবণ করাবে॥১৮॥ হে বীর, হে প্রভো, বায়ু যেমন মেঘখণ্ডকে অপসারিত করে, তেমনি আমিও আপনার চরিতামৃত শ্রবণকরত আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করবো॥১৯॥ হনুমান এই কথা বললে পর রাম উত্তম আসন হতে উত্থিত হয়ে স্নেহবশে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—॥২০॥ কপিশ্রেষ্ঠ, যা প্রার্থনা করলে তাইই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার কথা যাবদ্‌কাল লোকে প্রচারিত থাকবে,....॥২১॥ ততোদিন তোমার

তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা। লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ ॥২২
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে। শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্ ॥২৩
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যৎ ত্বয়োপকৃতং কপে। নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্ ॥২৪
ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ। বৈদূর্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ ॥২৫
তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ। ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥২৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ। প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥২৭
সুগ্রীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ। বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা সর্বেতে বাষ্পবিক্লবাঃ ॥২৮
সর্বে চ তে বাষ্পকলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ। সম্মূঢা ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা ॥২৯
কৃতপ্রসাদাস্তেনৈবং রাঘবেণ মহাত্মনা। জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥৩০
ততস্তু তে রাক্ষস-ঋক্ষ-বানরাঃ প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্ধনম্।
বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ প্রতিপ্রযাতাস্তু যথা নিবাসিনঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কীর্তি বিদ্যমান থাকবে। তুমিও শরীরে প্রাণধারণপূর্বক বাস করবে। যে পর্যন্ত লোকসমূহ বিদ্যমান থাকবে, ততোকাল আমার কথাও থাকবে ॥২২॥ কপিবর, তোমার একেকটি উপকারের বিনিময়ে আমি আমার প্রাণ প্রদান করতে পারি। কিন্তু শেষ উপকারের জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী থাকলাম ॥২৩॥ হে কপি, তুমি যে উপকার করেছো, তা আমার অঙ্গে জীর্ণ হয়ে যাক। কেননা, আপদকাল উপস্থিত হলে মানুষ প্রত্যুপকারের পাত্র হয়ে থাকে *(তাই আমি চাই না, তুমি বিপদে পড়ো এবং আমি সেই বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করি)* ॥২৪॥ এবার তিনি মধ্যভাগে বৈদূর্যমণিময় চন্দ্রমার মতো উজ্জ্বল হার কণ্ঠ হতে মোচন করে হনুমানের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন ॥২৫॥ যেভাবে সুবর্ণপর্বতরাজ সুমেরু শিখরোপরি স্থিত চন্দ্রদ্বারা শোভিত হয়, তেমনি হনুমান বক্ষোপ্রদেশে উত্তম হার দ্বারা শোভা পেতে লাগলো ॥২৬॥ অতঃপর সেই মহাবল বানরেরা রাঘবের এই বাক্য শুনে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর চরণযুগলে মস্তক স্পর্শ করিয়ে প্রণাম করে নির্গত হলো ॥২৭॥ ধর্মাত্মা বিভীষণ ও সুগ্রীবকে রাম নিবিড় আলিঙ্গন করলেন। তখন সকল ধর্মাত্মারই নয়নদেশ বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হলো। ভাবী রাম-বিরহে তারা ব্যথিত হয়ে উঠলো ॥২৮॥ রাঘবকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে তখন বানরদের নয়নে নামলো অশ্রু। কণ্ঠস্বর হলো রুদ্ধ, কারো কথা বলার সামর্থ্য থাকলো না। প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো তারা ॥২৯॥ মহাত্মা রাঘবের দ্বারা আপ্যায়িত হলেও বানরেরা দেহহীন প্রাণীর মতো আপন আপন গৃহে গমন করলো ॥৩০॥ অনন্তর সেই বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসেরা রামের বিচ্ছেদজনিত শোকে অশ্রুজলে চোখ ভাসিয়ে রঘুবংশবর্ধনকে (রামকে) প্রণাম করে নিজের নিজের বাসস্থানে গমন করলো ॥৩১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।



॥ একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কুবেরপ্রেষিতপুষ্পকবিমানস্যাগমনম্, শ্রীরামেণ পূজিতস্যানুগৃহীতস্য চ পুষ্পকস্য অদৃশ্যেন গমনম্; ভরতস্য শ্রীরামরাজ্যপ্রভাববর্ণনঞ্চ

বিসৃজ্য চ মহাবাহুর্ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসান্। ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখং সুখী॥১
অথাপরাহ্নসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ। শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরিক্ষান্মহাপ্রভুঃ॥২
সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্। কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো॥
তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ভবনং প্রতি। উপস্থাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত॥৪
নির্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা। নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥৫
মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি। রাবণে সগণে চৈব সপুত্রে সহবান্ধবে॥৬
স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জিতঃ পরমাত্মনা। বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥৭
পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্। বহের্লোকস্য সংযানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ॥৮
সোঽহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ। ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্॥৯
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া। চরাম্যহং প্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্॥১০
এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ। উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্॥১১
যদ্যেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক। আনুকূল্যাদ্ ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ॥১২
লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ। পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা॥১৩

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

কুবের-প্রেরিত পুষ্পক বিমানের আগমন। শ্রীরামকর্তৃক পূজিত ও অনুগৃহীত পুষ্পকবিমানের অদৃশ্য হয়ে গমন। ভরতের দ্বারা শ্রীরাম রাজ্যের প্রভাব বর্ণনা।

ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের বিদায় দিয়ে সুখী মহাবাহু রাম ভ্রাতাদের সঙ্গে সুখে এবং আনন্দে অবস্থান করতে লাগলেন॥১॥ অপরাহ্ন সময়ে একদিন মহাপ্রভু রাঘব ভ্রাতাদের সঙ্গে বসে আছেন। অমনি তিনি মধুর আকাশবাণী শুনলেন॥২॥ সৌম্য, রাম, আপনি আমাকে প্রফুল্লবদনে নিরীক্ষণ করুন। প্রভু, আমি পুষ্পক রথ। কুবেরের আলয় হতে এসেছি॥৩॥ নরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনারই আজ্ঞামতো তাঁর (কুবেরের) সেবার জন্যে তাঁর ভবনে গেছিলাম। তিনি আমায় বললেন—॥৪॥ নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রঘুনন্দন যুদ্ধে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দুর্ধর্ষ রাবণকে সংহার করে তোমাকে লাভ করেছেন॥৫॥ দুরাত্মা রাবণ সেবক, পুত্র, বান্ধব ও স্বজনসহিত নিহত হওয়ায় আমার অতিশয় আহ্লাদ হয়েছে॥৬॥ সর্বোপরি পরমাত্মা রাম লঙ্কা জয় করে তোমাকে গ্রহণ করেছেন। তাই হে সৌম্য, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি রামেরই বাহন হও॥৭॥ রঘুবংশের আনন্দবর্ধনকারী (রাম) হলেন জগতের আশ্রয়। তুমি তাঁকে বহন করার জন্য গমন করো আমি চাই। বিষাদ ত্যাগ করে তুমি তাঁরই কাছে যাও॥৮॥ মহাত্মা কুবেরের আজ্ঞা মতো আমি আপনার সকাশে এসে হাজির হয়েছি। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি এখন আমাকে গ্রহণ করুন॥৯॥ ধনদের (কুবেরের) আজ্ঞায় আমি সর্বভূতের অজেয়। তাই আমি নিজের প্রভাববশে আপনার আজ্ঞা মেনেই সর্বত্র বিচরণ করবো॥১০॥ পুষ্পক এইমতো বললে পর মহাবল রাম প্রত্যাবৃত বিমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—॥১১॥ বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক, এখন তুমি ধনাধিপতির আদেশ মোতাবেক কার্য করছো বলে আমার কোনো মর্যাদাভঙ্গের দোষ হবে না। তোমাকে স্বাগতি জানাই॥১২॥ মহাবাহু রাঘব পুষ্পক বিমানের পূজা করলেন ফুল, খৈ, সুগন্ধী ধূপ দিয়ে। এবার তিনি বললেন।—।১৩॥ বিভু সৌম্য, তুমি গমন করো। যখন আমি

গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা। সিদ্ধানাঞ্চ গতৌ সৌম্য মা বিষাদেন যোজয়॥১৪
প্রতিঘাতশ্চ তে মা ভূদ যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ। এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্॥১৫
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা। এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাত্মনি॥১৬
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্। বিবুধাত্মনি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি॥১৭
অমানুষাণি সত্ত্বানি ব্যাহৃতানি মুহুর্মুহুঃ। অনাময়শ্চ মর্ত্যানাং সাগ্রো মাসো গতো হ্যয়ম্॥১৮
জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নায়াতি রাঘব। অরোগপ্রসবা নার্যো বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ॥১৯
হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্য পুরবাসিনঃ। কালেবর্ষতি পর্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ॥২০
বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ। ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বরঃ॥২১
কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌর-জানপদাস্তথা। এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ।
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তোমাকে স্মরণ করবো, তখন সিদ্ধগণের প্রদর্শিত শূন্যপথে তুমি আগমন করবে। আমার বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বিষণ্ণ হয়ো না॥১৪॥ কেউ প্রতিহত করতে পারবে না তোমার গতি। যেদিকে ইচ্ছে নির্বিঘ্নে যাও। 'তাই হোক'— বলে পুষ্পক রামের কথায় স্বীকৃতি জানালো। পূজা করে রাম পুষ্পককে বিদায় জানালেন॥১৫॥ সেখান থেকে পুষ্পক তার অভিপ্রেত দিকে করলো প্রস্থান। কৃতার্থ পুষ্পক অন্তর্হিত হলে...॥১৬॥ ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে রঘুনন্দনকে (রামকে) বললেন, বীর, আপনি দেবস্বরূপ। তাই আপনার রাজ্যশাসন সময়ে....॥১৭॥ মনুষ্যেতর প্রাণীরাও মুহুর্মুহুঃ মানুষের মতো বাক্য বলছে। এক মাসেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে (রাজ্যভিষেকের পর), তবু মানুষের কোনো পীড়া হয় নি॥১৮॥ রাঘব, জীবগণ জরায় জীর্ণ হয়েছে, তবু তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় নি। নীরোগ সন্তান প্রসব করছে নারীরা। মানবেরা হয়েছে হৃষ্টপুষ্ট॥১৯॥হে রাজন্, পুরবাসিজনের হর্ষ বর্ধিত হয়েছে। যথাসময়ে মেঘ অমৃতময় বারি বর্ষণ করেছে॥২০॥ কল্যাণকর সুখস্পর্শ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে চতুর্দিকে। রাজন্, 'আমাদের এরকম রাজা চিরকাল অবস্থান করুন'—বলে....॥২১॥ পুরবাসী এবং জনপদবাসী সকলে নগরে নগরে ঘোষণা করছে। নৃপসত্তম রাম ভরত-কথিত এইমতো সুমধুর কথা শুনে প্রসন্ন হলেন॥২২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অশোকবনে সীতা-রাময়োর্বিহারঃ, গর্ভিণ্যাঃ, সীতাদেব্যাস্তপোবনদর্শনাভিলাষপ্রকাশঃ, তত্র শ্রীরামস্য স্বীকৃতিশ্চ

স বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্। প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং তদা॥১
চন্দনাগুরু-চূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়কৈরপি। দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদুপশোভিতাম্॥২

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

অশোকবনে রাম ও সীতার বিহার। গর্ভিণী সীতাদেবীর তপোবনদর্শন করার ইচ্ছাপ্রকাশ।

শ্রীরামের তাতে স্বীকৃতি দান।

কাঞ্চনময় পুষ্পক বিমানকে বিদায় জানিয়ে মহাবাহু রাম অশোকবনে প্রবেশ করলেন *(এই অশোকবন অযোধ্যায়। লঙ্কায় সীতাকে যেখানে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিলো তা এটি নয়। এটি আসলে অন্তঃপুর মধ্যে বিহারযোগ্য উপবন)* ॥১॥ উপবনটি চন্দন, অগুরু, আম, নারকেল, রক্তচন্দন ও দেবদারুবৃক্ষের দ্বারা চতুর্দিক সুশোভিত॥২॥ সেখানে আছে চাঁপা, অশোক, পুন্নাগ, মধুক, কাঁঠাল গাছ। সাল এবং ধূম্রবিহীন

চম্পকাশোক-পুন্নাগ-মধূক-পনসাসনৈঃ। শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ॥৩
লোধ্র-নীপার্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ। মন্দার-কদলী-গুল্ম-লতা-জালসমাবৃতাম্॥
প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি। জম্বুভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্॥৫
সর্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ। দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ॥৬
তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ। চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরসঙ্কুলৈঃ॥৭
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ। শোভিতাং শতশশ্চিত্রাং চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ॥৮
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ। নীলাঞ্জননিভাশ্চান্যে ভান্তি তত্র স্ম পাদপাঃ॥৯
সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ। দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা॥১০
মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ। ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ॥১১
দাত্যূহ-শুকসঙ্ঘুষ্টা হংস-সারসনাদিতাঃ। তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ॥১২
প্রাকারৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ। তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্যমণিসন্নিভৈঃ॥১৩
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাং পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্। তত্রসঙ্ঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্॥১৪
প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব। নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা॥১৫
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্। বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাগৃহসমাবৃতাম্॥১৬
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ। আসেন চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে॥১৭
কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ। সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি॥১৮

অগ্নির মতো পারিজাতগাছে উপবনটি পরিশোভিত॥৩॥ সেখানে আরো রয়েছে লোধ্র, কদম, অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, তিনিশ, মন্দার এবং কদলীবৃক্ষ। প্রমুখ বৃক্ষ-গুল্ম ও লতাজালে সেটি সমাবৃত॥৪॥ আছে প্রিয়ঙ্গু, ধূলিকদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম্ব এবং কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষও॥৫॥ উদ্যানে বর্তমান নবীন কিশলয় ও পল্লবযুক্ত রমণীয় মনোহর তরুরাজি। আছে সুগন্ধী দিব্য কুসুমনিচয়। রয়েছে রসময় ফলরাশি॥৬॥ সুনিপুণ শিল্পিবৃন্দ দিব্য ঐ তরুরাজিকে পরিকল্পিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে রোপণ করেছে। বৃক্ষগুলি সুচারু পল্লব এবং পুষ্পসমূহে পূর্ণ। মত্ত ভ্রমরদাম তাতে সতত বর্তমান থেকে উপবনের শ্রীসূচনা করছে॥৭॥ কোকিলেরা, ভ্রমরেরা এবং বিচিত্রবর্ণ পাখীরা সকলে আমের মুকুলের কেশরে ভূষিত হয়ে, শত শত বর্ণে চিত্রিত হয়ে উপবনের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে॥৮॥ সেখানকার কোনো কোনো গাছের রঙ সোনার বরণ। কোনো কোনো বৃক্ষ আবার অগ্নিশিখাসম। কোনো কোনো বৃক্ষ নীল। কজ্জলতুল্য। তারাও শোভা বাড়াচ্ছে বনের॥৯॥ বৃক্ষসমূহে সুগন্ধী ফুল ও ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে। সেখানে অতীব স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ বিবিধ আকারের দীঘি রয়েছে॥১০॥ দীঘির সিঁড়িগুলি মাণিক্য-খচিত। সিঁড়ি ছাড়াও জলের মধ্যভূমি অবধি সমস্ত ভূমি স্ফটিক-সমন্বিত। বিকশিত পদ্ম এবং উৎপল সেখানে শোভা পাচ্ছে। চক্রবাকেরা শ্রীবৃদ্ধি করছে ঐ দীঘির॥১১॥ ডাহুক ও শুকপাখীরা কূজন করছে। কলরবে মত্ত আছে হাঁস আর সারস পাখীরা। তীরে জাত তরুমালা ফুলে ফুলে বিচিত্রবর্ণ হয়ে তার শোভা-সম্পাদন করছে॥১২॥ নানান আকারের প্রাচীর এবং শিলাতলে দীঘির সৌন্দর্য খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বনদেশে বৈদূর্যমণিবৎ....॥১৩॥ বিবিধ নবীন তৃণ বিদ্যমান। শোভিত আছে বহু পুষ্পিত বৃক্ষ। বায়ুর চলনে আঘাত পেয়ে পুষ্পিত গাছগুলি হতে ফুলগুলি মাটিতে বিছিয়ে পড়ায়....॥১৪॥ সেখানকার শিলাতল তারা-খচিত আকাশের মতো দীপ্তি পাচ্ছে। ইন্দ্রের নন্দনকানন এবং ব্রহ্মার চৈত্ররথ উদ্যান যেমন সুন্দরভাবে নির্মিত....॥১৫॥ রামের এই উপবনও ঠিক তেমনিভাবে বিরচিত। যাতে একসঙ্গে অনেকে অবস্থান করতে পারে, এরকম বহু আসনসমন্বিত গৃহ এবং লতাগৃহ সেখানে বিদ্যমান॥১৬॥ সেই বিস্তীর্ণ অশোকবাটিকায় সম্প্রবিষ্ট হয়ে রঘুনন্দন রাম পুষ্পরাজিতে সুশোভিত সুন্দর আসনে উপবেশন করলেন॥১৭॥ সেই আসন ছিলো কুশের আস্তরণের উপর পাতা। রাম সেখানে বসে নিজের হাতে সীতাকে পবিত্র মৈরেয় মধু পান করালেন॥১৮॥ ইন্দ্র যেমন শচীকে সুধাপান করান তেমনিভাবে পান

পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ। মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ॥১৯
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্। উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ॥২০
অপ্সরোরগসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ। দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ॥২১
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ। মনোঽভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ॥২২
রময়ামাস ধর্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ। স তয়া সীতয়া সার্ধমাসীনো বিররাজ হ॥২৩
অরুন্ধত্যা ইবাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা। এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্॥২৪
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ। তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতা-রাঘবয়োশ্চিরম্॥২৫
অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা। প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ॥২৬
পূর্বাহ্নে ধর্মকার্যাণি কৃত্বা ধর্মেণং ধর্মবিৎ। শেষং দিবসভাগার্ধমন্তঃপুরগতোঽভবৎ॥২৭
সীতাপি দেবকার্যাণি কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকানি বৈ। শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্বাসামবিশেষতঃ॥২৮
অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরা। ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী॥২৯
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥৩০
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্। অপত্যলাভো বৈদেহী ত্বয্যয়ং সমুপস্থিতঃ॥৩১
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব। স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ॥৩২
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব। গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্॥৩৩
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্তিতুম্। এষ মে পরমঃ কামো যন্মূলফলভোজিনাম্॥৩৪

করালেন কাকুৎস্থ রাম। সেবকেরা সুমিষ্ট মাংস ও বিবিধ ফল দ্রুত সেখানে আনয়ন করলো॥১৯॥ রামের গ্রহণার্থে। নৃত্য-পটিয়সিগণ রাজ-সকাশে নৃত্য করতে লাগলো,....॥২০॥ নৃত্য শুরু করলো অপ্সরোগণ এবং নাগকন্যারা। কিন্নরীদলসহযোগে। উদার-প্রকৃতি রূপসী রমণীগণ পান-বশীভূতা হয়ে....॥২১॥ কাকুৎস্থ-সন্নিধানে নৃত্যপরা হলো। তারা সকলেই নৃত্যগীতে নিপুণা। সতত সুন্দর-ভূষণে শোভিতা রমণীকুলকে সন্তুষ্ট করলেন,....॥২২॥ মনোভিরাম শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা রাম। এবং তিনি তখন সীতার সঙ্গে উপবেশন করে....॥২৩॥ অরুন্ধতীসহ উপবিষ্ট বশিষ্ঠের মতো তেজে দীপ্তি পেতে লাগলেন। রাম আনন্দিত হয়ে দেবকন্যাতুল্যা সীতাকে,....॥২৪॥ সেই বিদেহরাজনন্দিনীকে, প্রতিদিন দেবতার মতো সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। সুদীর্ঘকাল ধরে বিহার করতে করতে রাম এবং সীতার....॥২৫॥ সতত ভোগপ্রদ শুভ শিশিরকাল অতিক্রান্ত হলো। এইপ্রকারে ভোগবিলাসে কেটে গেলো শিশিরকাল *(শিশির—শীত)* ॥২৬॥ ধর্মজ্ঞ (রাম) পূর্বাহ্নে ধর্মানুসারে ধর্মকর্ম সমাপন করে দিবার অন্তিমভাগে অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করতেন॥২৭॥ সীতাও পূর্বাহ্নে দেবার্চনায় নিরতা থেকে শাশুড়ীদের সেবা করতেন সমান যত্ন নিয়ে॥২৮॥ স্বর্গে শচীদেবী যেমন বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিতা হয়ে ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হন, তেমনি সীতাও রামের কাছে উপস্থিত হতেন বিচিত্র বসন-ভূষণ-সমন্বিতা হয়ে॥২৯॥ রাঘব (রাম) পত্নীর (সীতার) মঙ্গলময় চিহ্ন দেখে (গর্ভলক্ষণরূপ) অতুল আনন্দ লাভ করলেন। 'সাধু, সাধু'— বলে তাঁর প্রশংসা করলেন॥৩০॥ অতঃপর দেবকন্যাতুল্যা সুনিতম্বিনী সীতাকে তিনি বললেন, বৈদেহি, তোমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে॥৩১॥ এখন হে সুনিতম্বে, বলো কি ইচ্ছা করো তুমি? আমি তোমার কোন ইচ্ছা পূরণ করবো? অনন্তর মৃদুহাসিতে স্মিতা বৈদেহি সীতা রামকে বললেন—॥৩২॥ রাঘব, পবিত্র তপোবন পরিদর্শনে আমার বাসনা হয়েছে। উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের,....॥৩৩॥ যাঁরা ফলমূলই কেবল ভোজন করেন, চরণমূলে অবস্থান করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমার একান্ত কামনা, ফলমূলসেবী সেই মুনিদের....॥৩৪॥ তপোবনে হে কাকুৎস্থ, একরাত্রি হলেও বাস করি। অনায়াসে মহদ্ কর্ম যিনি করেন সেই রাম তখন 'তাই হবে' বলে প্রতিশ্রুত হয়ে বললেন, বৈদেহি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কালই তুমি সেখানে যাবে—এতে

অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে। তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি শ্বো গমিষ্যস্যসংশয়ম্॥৩৫
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্। মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্বৃতঃ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সংশয়ের কিছু নেই॥৩৫॥ কাকুৎস্থ (রাম) জনকদুহিতা মৈথিলীকে (সীতাকে) এইপ্রকার বলে সহৃদ্বর্গের সঙ্গে মধ্যকক্ষে গমন করলেন॥৩৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পুরবাসিভ্যো ভদ্রস্য সীতাবিষয়কাশুভচর্চাশ্রবণম্, রামস্য নিকটে তৎকথনঞ্চ

তত্রোপবিষ্টং রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ। কথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমন্ততঃ॥১
বিজয়ো মধুমত্তশ্চ কাশ্যপো মঙ্গলঃ কুলঃ। সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দন্তবক্ত্রঃ সুমাগধঃ॥২
এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ। কথয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥৩
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিদ্ রাঘবঃ সমভাষত। কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্তন্তে বিষয়েষু চ॥৪
মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌর-জানপদাঃ জনাঃ। কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্॥৫
কিং নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিং নু মাতরম্। বক্তব্যতাঞ্চ রাজানো বনে রাজ্যে ব্রজন্তি চ॥৬
এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। স্থিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্॥৭
অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববধার্জিতম্। ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথ্যন্তে পুরুষর্ষভ॥৮
এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ। কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ॥৯
শুভাশুভানি বাক্যানি কান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ। শ্রুত্বেদানীং শুভং কার্যাং ন কুর্যামশুভানি চ॥১০
কথয়স্ব চ বিস্রব্ধো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ। কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পাপা জনপদেষু চ॥১১

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

পুরবাসিগণের নিকট হতে ভদ্রের সীতাবিষয়ক অশুভ চর্চা শ্রবণ এবং রাম-সকাশে তার কথন

তথায় (মধ্যকক্ষায়) উপবিষ্ট রামকে পরিবৃত সুহৃদ্বর্গ বহুপ্রকার কথা ও বিবিধ হাস্যে তাঁর মনোরঞ্জন করতে লাগলো॥১॥ সখাদের নাম—বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র ও সুমাগধ॥২॥ আনন্দিতচিত্তে সভাসদ পরিহাসবশে মহাত্মা রাঘবের কাছে বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে লাগলো॥৩॥ কথাপ্রসঙ্গে রাঘব বললেন, ভদ্র, এইসময়ে এই নগরে কোনো বিষয়ে চর্চা বিশেষভাবে হচ্ছে॥৪॥ আমার প্রসঙ্গে কোন কথা কিংবা সীতাকে নিয়ে অথবা ভরত লক্ষ্মণকে নিয়ে কি কথা পৌর ও জনপদবাসীরা উল্লেখ করে?॥৫॥ আমাদের অথবা শত্রুঘ্নের, বিমাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যেই বা তারা কোন কথা নগরে, রাজ্যে, বনে আলোচনা করে?॥৬॥ রাম এই প্রকার বললে পর ভদ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললো, পুরবাসিগণ আপনার শুভ কথাই উল্লেখ করে॥৭॥ হে সৌম্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, রাবণ-নিধনরূপ যে আপনার বিজয় তা নিয়ে পুরবাসীরা নিজের নিজের ঘরে নানান কথার জল্পনা করে॥৮॥ ভদ্রের এইকথা শুনে রাঘব তাকে বললেন, আমাকে সবকিছুই যথাযথভাবে আনুপূর্বিক বলো....॥৯॥ পুরবাসীরা যে সব শুভ অথবা অশুভ বাক্য বলে। তা শুনে আমি এখন অশুভ কাজ না করে মঙ্গলকর কাজই করবো॥১০॥ মনে কোন দ্বিধার স্থান না দিয়ে নির্ভয়ে—নিসংশয়ে তুমি বলো পুরবাসীরা নগরে কোন কোন পাপকথা বলছে॥১১॥ রাঘবের এই মনোহর বাক্য শ্রবণকরত ভদ্র একনিষ্ঠভাবে করজোড় হয়ে মহাবাহুকে

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ। প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ॥১২
শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্। চত্বরাপণ-রথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ॥১৩
দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্। অশ্রুতং পূর্বকৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরপি সদানবৈঃ॥১৪
রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ। বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ॥১৫
হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ। অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশম পুনরানয়ৎ॥১৬
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্। অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥১৭
লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্। রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥১৮
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি। যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে॥১৯
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ। নগরেষু চ সর্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ॥২০
তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্তবৎ। উবাচ সুহৃদঃ সর্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্॥২১
সর্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ। প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥২২
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্বেষাং সমুদীরিতম্। বিসর্জয়ামাস তদা বয়স্যাঞ্ছত্রুসূদনঃ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

(রামকে) বললো—॥১২॥ রাজন্, শুনুন, বনে-উপবনে, দোকান-বাজারে, প্রাঙ্গণ ও পথিমধ্যে পুরবাসীরা যেসকল শুভ ও অশুভ কথা বলে॥১৩॥ রাম সমুদ্রের উপর দুষ্কর সেতুবন্ধন করেছেন। এমতো কর্ম ইতঃপূর্বে না দানব, না দেবতা— কেউ শোনেন নি॥১৪॥ তিনি বল ও বাহনসহ দুর্ধর্ষ রাবণকে সংহার করেছেন। ভল্লুক, রাক্ষস ও বানরদেরকে নিজের বশীভূত করেছেন॥১৫॥ রাঘব সমরে রাবণকে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার করে আপনার পুরীতে আনয়ন করেছেন, কিন্তু রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করেছিলো সেজন্যে তিনি কিছুমাত্র কুপিত হন নি॥১৬॥ বলপূর্বক রাবণ সীতাকে আপন অঙ্কে স্থাপন করে নিয়ে গেছিলো (লঙ্কায়) তবু রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগজনিত সুখ কীভাবে হচ্ছে?॥১৭॥ তিনি (সীতা) রাক্ষসদের বশীভূতা হয়ে লঙ্কায় অশোকবনে কালযাপন করেছেন, তবু রাম কেন তাঁকে ঘৃণা করেন না?॥১৮॥ রাজা যা করেন, প্রজারা তাই অনুসরণ করে। তাই আমাদেরও স্ত্রীগণের এই দোষ সহ্য করতে হবে॥১৯॥ রাজন্, সমূহ নগর, জনপদ ও পুরবাসিগণ এইপ্রকার নানাবিধ বাক্য বলে থাকে॥২০॥ রাঘব এই কথা শুনে নিতান্ত পীড়িতের মতো সমূহ সুহৃদবর্গকে বললেন, ভদ্র যা বললো তা কি সত্যি? আপনারা আমাকে বলুন॥২১॥ সকলে অবনতমস্তকে প্রণাম এবং অভিবাদন জানিয়ে দীনচিত্তে রাঘবকে নিবেদন করলো, হ্যাঁ, এ সত্যি—সংশয় নেই এতে॥২২॥ শত্রুনাশন কাকুৎস্থ তাদের সকলের বাক্য শুনে বয়স্যদেরকে বিদায় দিলেন॥২৩॥

আদিকবি মর্হষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামানুজ্ঞয়া সর্বেষাম্ ভ্রাতৃণাং তৎসমীপে আগমনম্

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ। সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥১
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। ভরতঞ্চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্॥২

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

শ্রীরামের অনুজ্ঞায় ভায়েদের সকলের তাঁর কাছে আগমন

রাঘব এবার সুহৃদ্বর্গকে বিদায় দিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করে সন্নিকটবর্তী দ্বাররক্ষককে বললেন—॥১॥ শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাভাগ ভরত এবং অপরাজিত শত্রুঘ্নকে সত্বর আমার কাছে নিয়ে এসো॥২॥ রামের বচন শিরোধার্য করে করজোড়ে দ্বারী বিনাবাধায় লক্ষ্মণের ভবনে প্রবেশ করলো॥৩॥

রামস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বাঃস্থো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ। লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ॥৩
উবাচ সুমহাত্মানং বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মা চিরম্॥৪
বাঢমিত্যেব সৌমিত্রিঃ কৃত্বা রাঘবশাসনম্। প্রাদ্রবদ্ রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্॥৫
প্রয়ান্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা দ্বাঃস্থো ভরতমন্তিকাৎ। উবাচ ভরতং তত্র বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ॥৬
বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা ত্বাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি। ভরতস্তু বচঃ শ্রুত্বা দ্বাঃস্থাদ্ রামসমীরিতম্॥৭
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণং পদ্ভ্যামেব মহাবলঃ। দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥৮
শত্রুঘ্নভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ। এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি॥৯
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ। শ্রুত্বা তু বচনং তস্য শত্রুঘ্নঃ পরমাসনাৎ॥১০
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রযযৌ যত্র রাঘবঃ। দ্বাঃস্থস্ত্বাগম্য রামায় সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ॥১১
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৄন্ স্বান্ সমুপস্থিতান্। কুমারানাগতাঞ্শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলীতেন্দ্রিয়ঃ॥১২
অবাঙ্মুখো দীনমনা দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ। প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ॥১৩
এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণাঃ প্রিয়া মম। আজ্ঞপ্তাস্তু নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ শুক্লবাসসঃ॥১৪
প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ। তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা॥১৫
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জিতম্। বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে॥১৬
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্ধভিঃ। তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥১৭
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ। আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ॥১৮
ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম। ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ॥১৯

কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর (লক্ষ্মণের) জয়ঘোষণা করে সংবর্ধনা জানিয়ে বললো, মহারাজ আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করেছেন। কালবিলম্ব না করে আপনি তাই তাঁর কাছে গমন করুন॥৪॥ সৌমিত্রি রাঘবের অনুজ্ঞা শ্রবণপূর্বক—'যাচ্ছি' বলে রথে উপবিষ্ট হয়ে রামভবনে গমন করলেন॥৫॥ লক্ষ্মণকে গমনশীল দেখে দ্বাররক্ষক এবার সবিনয়ে ভরতের নিকট গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সংবর্ধনা জানিয়ে বললো, মহারাজ আপনাকে দেখতে চান। দ্বারীর কাছে রামের আজ্ঞা শুনে....॥৬-৭॥ আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে, হেঁটেই মহাবল ভরত প্রস্থান করলেন। ভরতকে প্রস্থিত হতে দেখে কৃতাঞ্জলি দ্বারী ত্বরিতে....॥৮॥ শত্রুঘ্নের গৃহে গমন করে তাঁকে বললো, রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি আগমন করুন। মহারাজ আপনাকে দেখার ইচ্ছা করেছেন॥৯॥ মহাযশা ভরত এবং লক্ষ্মণ আগেই চলে গেছেন। শত্রুঘ্ন তার (দ্বারীর) বাক্য শুনে উত্তম আসন হতে সমুত্থিত হয়ে....॥১০॥ ধরণীতলে মস্তক পাতিত করে রাঘবকে (রামকে) বন্দনা করতে করতে যেখানে রাম রয়েছেন সেখানে গেলেন। দ্বারী রামের কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে....॥১১॥ নিবেদন করলো, আমার ভায়েরা দ্বারে সমাগত। কুমারগণের আগমন-সংবাদ শুনে চিন্তাকুল....॥১২॥ হয়ে তিনি অধোমুখে দ্বারীকে বললেন, দ্রুত তুমি কুমারদিগকে আমার নিকট আনো॥১৩॥ কেননা, এরাই আমার প্রিয়তম প্রাণ। আমার জীবন এদের উপরেই ন্যস্ত আছে। নরশ্রেষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে শুক্লবস্ত্রপরিধানকারী কুমারগণ....॥১৪॥ সমাহিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন তাঁর (রামের) মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র....॥১৫॥ এবং সন্ধ্যাকালীন সূর্যের মতো প্রভাহীন। ধীমান রামের নয়ন দু'টি বাষ্পপরিপূর্ণ এবং হতশ্রী পদ্মের মতো দেখে তাঁরা তখন....॥১৬॥ তাঁকে (রামকে) ত্বরিতে পদতলে অবনতমস্তকে প্রণাম করে অবহিতচিত্তে বসলেন। কিন্তু রাম কেবল অশ্রুপাত করেই চললেন॥১৭॥ অতঃপর সেই মহাবল (রাম) তাঁদেরকে বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে 'আসনে উপবেশন করো'—বলে পুনর্বার বললেন॥১৮॥ রাজকুমারগণ, তোমারই আমার সর্বস্ব। আমার জীবন তোমরাই। তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত এই রাজ্য আমি কেবল পালন করে থাকি॥১৯॥ নরেশ্বরবৃন্দ, তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থ-পারদর্শী। এবং পরিণত বুদ্ধি তথা বিজ্ঞ। এখন যা

ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ। সম্ভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ॥২০
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ। উদ্বিগ্নমনসঃ সর্বে কিং নু রাজাভিধাস্যতি॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বলবো, মিলিতভাবে তোমরা তা সম্পাদন করবে॥২০॥ কাকুৎস্থ (রাম) এইরকম বললে, তাঁরা সকলে উৎকর্ণ হলেন। রাজা কি বলবেন—এই ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

ভ্রাতৃগণসমীপে শ্রীরামেণ লোকাপবাদকথায়া জ্ঞাপনম্, সীতাং বনবাসায় প্রেষয়িতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামস্যাদেশশ্চ

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্। উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥১
সর্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা। পৌরাণাং মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ততে কথা॥২
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ। বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্মাণি কৃন্ততি॥৩
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্। সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥৪
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে। রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া॥৫
তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি। অত্রোষিতামিমাং সীতামানয়েহং কথং পুরীম্॥৬
প্রত্যয়ার্থং ততঃ সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা। প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনঃ॥৭
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ। চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা॥৮
ঋষীণাং চৈব সর্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্। এবং শুদ্ধসমাচারা দেব-গন্ধর্বসন্নিধৌ॥৯
লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেদিতা। অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

ভ্রাতাদের কাছে শ্রীরামের দ্বারা লোকাপবাদেব কথা জ্ঞাপন। সীতাকে বনবাসে দেবার জন্যে লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ।

বিষণ্নমনে ভায়েরা সকলে উপবেশন করলে কাকুৎস্থ শুকনো মুখে তাঁদেরকে বললেন—॥১॥ তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা সকলে আমার কথা শোনো, অন্যমনস্ক হয়ো না। পুরবাসীরা সীতা-সম্বন্ধে যে বিষয়ে চর্চা করে, তা বলছি॥২॥ নিরতিশয় যে অপবাদ দিয়ে পুরবাসী এবং জনপদবাসী আমার ওপর ঘৃণা পোষণ করে, সেই নিন্দাবাদই আমার মর্মমূল বিদীর্ণ করছে॥৩॥ আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের সদ্‌বংশে জন্মেছি। মহাত্মা জনকের পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন সীতাও॥৪॥ সৌম্য (লক্ষ্মণ), গহীন দণ্ডকারণ্যে রাবণের দ্বারা সীতা যেপ্রকারে হৃতা হন এবং যেভাবে রাবণকে আমি সংহার করেছি, তা তুমি জানো॥৫॥ জনকসূতা সীতা সম্পর্কে তৎকালে আমারো এই জ্ঞানের উদয় হয়েছিলো যে, তিনি দীর্ঘকাল লঙ্কায় বাস করেছেন। তাঁকে কিপ্রকারে অযোধ্যানগরীতে নিয়ে যাবো?॥৬॥ সৌমিত্রি, প্রত্যয় -উৎপাদনের জন্য সীতা তৎকালে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। পাতিব্রত্য ধর্মের পরীক্ষা দিতে। তোমরা সামনেই তা ঘটেছিলো। দেবগণ সকাশে অগ্নিদেব....॥৭॥ মৈথিলীকে নিষ্‌পাপ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আগে আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র ও আদিত্য এবং ঋষিদের সামনে পূত চরিত্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন....।৮॥ ঋষিদের জানিয়ে ছিলেন জনকদুহিতার নিষ্‌পাপ থাকার কথা। এবং দেবতা ও গন্ধর্বসকাশে পবিত্রচরিত্রা....॥৯॥ সীতাকে লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্র আমার হস্তে তুলে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে আমার অন্তঃকরণও সীতাকে শুদ্ধা বলেই জানেন॥১০॥ এই কারণেই আমি সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় এসেছি।

ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ। অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে॥১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ। অকীর্তির্যস্য গীয়তে লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥১২
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে। অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে॥১৩
কীর্ত্যর্থন্তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্। অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ॥১৪
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্। তস্মাদ্ ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥১৫
নহি পশ্যাম্যহং ভূতং কিঞ্চিদ্ দুঃখমতোঽধিকম্। শ্বস্তুং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্॥১৬
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ। গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥১৭
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ। তত্রৈতাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম। ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥১৯
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্যা বিচারণা। অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে॥২০
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবিতেন চ। যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন॥২১
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ। মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ॥২২
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম। পূর্বমুক্তোঽহমনয়া গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্॥২৩
পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ত্যতামযম্। এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ বিহিতেক্ষণঃ॥২৪
স বিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ। শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমার মনে বড়ো ব্যথা লেগেছে এইমহা অপবাদ শুনে,....॥১১॥ যা পুরবাসী এবং জনপদবাসী জনগণ করেছে। সংসারে কোনো প্রাণী যদি কারো অপকীর্তি ঘোষণা করে....॥১২॥ এবং এই অকীর্তির চর্চা যতোদিন চালু থাকবে, ততোদিন সেই অকীর্তিমান পুরুষ অধমলোকে পতিত হয়ে থাকে। দেবগণ সকলে অকীর্তির নিন্দা এবং কীর্তির প্রশংসা করে থাকেন॥১৩॥ এই কারণেই মহাত্মাদের সকল উত্তম কার্যেরই আয়োজন। কীর্তির জন্যই। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ, আমি নিজের জীবন এমন কি তোমাদেরকেও পরিত্যাগ করতে পারি....॥১৪॥ লোকনিন্দার ভয়ে। জনকতনয়ার কথা আর কি বলবো? তাই এখন তোমরা দেখো, আমি কীরূপ শোকসাগরে পতিত হয়েছি অকীর্তির কারণে!॥১৫॥ এর চেয়ে অধিক দুঃখে যে আমি কখনো পতিত হয়েছি, মনে পড়ে না। সৌমিত্রে, আগামীকালই প্রভাতে তুমি সুমন্ত্রচালিত রথে....॥১৬॥ আরোহণ করে সীতাকে নিয়ে রাজ্যের সীমার বাইরে পরিত্যাগ করে এসো। গঙ্গার পরপারে মহাত্মা বাল্মীকির....॥১৭॥ স্বর্গতুল পবিত্র আশ্রম। তমসানদীর তীরে সেটি বিদ্যমান। রঘুনন্দন (লক্ষ্মণ), সেখানেই বিজনদেশে তাকে (সীতাকে) পরিত্যাগ করে,....॥১৮॥ সৌমিত্রে, শীঘ্র তুমি ফিরে এসো। আজ্ঞা পালন করো। সীতার পরিত্যাগ বিষয়ে তুমি আবার অন্য কথা বলতে এসো না॥১৯॥ সৌমিত্রে, এ বিষয়ে কোনো বিচার বিবেচনা না করেই তুমি যাও। আর যদি আমার আদেশ পরিপালনে তুমি দ্বিধান্বিত হও, তাহলে মনে বড়ো ব্যথা পাবো॥২০॥ তোমাদিগকে আমি আমার চরণ এবং প্রাণের দিব্য দিয়ে বলছি, যারা আমার এই সিদ্ধান্তের উপর অনুনয়-বিনয় করে অন্য কিছু বলতে আসবে....॥২১॥ তারা আমার কাজের বিঘ্নোৎপাদন করায় অহিতাচারী তথা শত্রু বলে সর্বদা পরিগণিত হবে। যদি তোমরা আমার সম্মান রাখতে চাও এবং আমার শাসনে থাকতে চাও, তাহলে....॥২২॥ আজই সীতাকে এখান থেকে নিয়ে যাও! আমার আজ্ঞা পালন করো। পূর্বে তিনি আমাকে বলেছিলেন, গঙ্গাতীরবর্তী মুনিদের আশ্রমগুলি....॥২৩॥ দেখবো। তাঁর অভিলাষ পূরণ করো। এই কথা বলতে বলতে কাকুৎস্থের (রামের) নয়ন অশ্রুতে ভরে গেলো॥২৪॥ ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। শোকে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল। হস্তীর মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন তিনি॥২৫॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রথেন সীতাং পরিত্যক্তুং লক্ষ্মণস্য গমনম্, গঙ্গাতীরে উপস্থিতিশ্চ

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ। সুমন্ত্রমব্রবীদ্ বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা॥১
সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে। স্বাস্তীর্ণং রাজবচনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্॥২
সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমং পুণ্যকর্মণাম্। ময়া নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ॥৩
সুমন্ত্রস্তু তথেত্যুক্ত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ। রথং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সুখশয্যয়া॥৪
আনীয়োবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্ধনম্। রথোঽহং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্যং ক্রিয়তাং প্রভো॥৫
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রাজবেশ্মনি লক্ষ্মণঃ। প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ॥৬
ত্বয়া কিলৈষ নৃপতির্বরং বৈ যাচিতঃ প্রভুঃ। নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাজ্ঞপ্তশ্চাশ্রমং প্রতি॥৭
গঙ্গাতীরে ময়া দেবি ঋষীণামাশ্রমান্ শুভান্। শীঘ্রং গত্বা তু বৈদেহী শাসনাৎ পার্থিবস্য নঃ॥৮
অরণ্যে মুনিভির্জুষ্টে অবনেয়া ভবিষ্যসি। এবমুক্তা তু বৈদেহি লক্ষ্মণেন মহাত্মনা॥৯
প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনং চাপ্যরোচয়ৎ। বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ॥১০
গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে। ইমানি মুনিপত্নীনাং দাস্যাম্যাভরণান্যহম্॥১১
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ। সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্।১২
প্রযযৌ শীঘ্রতুরগং রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্। অব্রবীচ্চ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্॥১৩
অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন। নয়নং মে স্ফুরত্যদ্য গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে॥১৪
হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অস্বস্থমিব লক্ষয়ে। ঔৎসুক্যং পরমং চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম॥১৫

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

রথে করে সীতাকে পরিত্যাগ করার জন্যে লক্ষ্মণের গমন। গঙ্গাতীরে অবস্থিতি।

অনন্তর রাত্রিশেষে প্রাতঃকাল এলো। লক্ষ্মণ বিষণ্ণচিত্তে শুকনো-মুখে সুমন্ত্রকে বললেন—॥১॥ সারথে, একটি উত্তম রথে তুমি দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা করো। রাজভবন থেকে সীতাদেবীর পবিত্র আসন এনে রথে পেতে দাও। মহারাজের বচনানুসারে....॥২॥ সীতাকে পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণের আশ্রমে নিয়ে যাবো। অবিলম্বে তুমি রথ প্রস্তুত করে আনো॥৩॥ সুমন্ত্র যথা-আজ্ঞা সুখকর শয্যা-আস্তীর্ণ, উত্তম অশ্বযোজিত রথ সুন্দর করে সাজিয়ে আনলেন॥৪॥ এনে বন্ধুদের গৌরববর্ধনকারী সৌমিত্রিকে বললো, প্রভো, রথ প্রস্তুত। এখন যা করতে হবে করুন॥৫॥ নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের বাক্যানুসারে রাজভবনে প্রবেশ করে সীতার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—॥৬॥ দেবি, পূর্বে আপনি নৃপতিবর সমীপে আশ্রমদর্শনের প্রার্থনা করেছিলেন। তিনিও সেসময়ে, আপনাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন॥৭॥ হে দেবি, হে বৈদেহি, এইমতো আপনি গঙ্গাতীরস্থ ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে ত্বরায় চলুন। পৃথিবীপতির শাসনানুসারে আমি....॥৮॥ আপনাকে মুনিগণ পরিষেবিত অরণ্যে নিয়ো যাবো। মহাত্মা লক্ষ্মণ বৈদেহীকে এইমতো বললেন॥৯॥ লক্ষ্মণের বাক্যে অতুল আনন্দ লাভ করে তিনি(সীতা) গমনাভিলাষিণী হলেন। বহুমূল্য বসন, বহুবিধ রত্ন-সম্ভার....॥১০॥ নিয়ে বৈদেহী তপোবনে গমনোদ্যতা হলেন। বললেন, মুনিপত্নিগণকে আমি এই সকল রত্ন, বস্ত্র এবং আভরণ দান করবো॥১১॥ তাই হবে বলে সৌমিত্রি বহুমূল্য বস্ত্র, বিবিধ ধন এবং মৈথিলীকে রথে চাপিয়ে....॥১২॥ রামের আদেশ স্মরণ করে দ্রুতগামী অশ্বে গমন করলেন। লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণকে সীতা বললেন—॥১৩॥ রঘুনন্দন (লক্ষ্মণ), বহু অশুভ লক্ষণ আমি লক্ষ্য করছি। আমার ডান চোখ আজ স্পন্দিত হচ্ছে। কম্পিত হচ্ছে শরীর॥১৪॥ সৌমিত্রে, দেখছি হৃদয় আমার অস্বস্থ। অথচ মনে উৎকণ্ঠা। অতীব অধৈর্য হয়ে পড়ছি আমি॥১৫॥ হে আয়তলোচন (লক্ষ্মণ),

শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন। অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল॥১৬
শ্বশ্রূণাং চৈব মে বীর সর্বাসামবিশেষতঃ। পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি॥১৭
ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যযাচত। লক্ষ্মণোঽর্থং ততঃ শ্রুত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্॥১৮
শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা। ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে॥১৯
প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ। যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমদ্য ভাগীরথীজলম্॥২০
শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বক ইবৌজসা। সোঽশ্বান্ বিচারয়িত্বা তু রথে যুক্তান্ মনোজবান্॥২১
আরোহস্বেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্॥২২
সীতা সৌমিত্রিণা সার্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা। আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্॥২৩
অথার্ধদিবসে গত্বা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্। নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ॥২৪
সীতা তু পরমায়ত্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্। উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া॥২৫
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাভিলষিতং মম। হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ॥২৬
নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্তসে পুরুষর্ষভ। কচ্চিদ্ বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রং শোকমাগতঃ॥২৭
মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ। ন চাহমেবং শোচামি মৈবং ত্বং বালিশো ভব॥২৮
তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্। ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ॥২৯
ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।তত্র চৈকাং নিশামুষ্য যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ॥৩০
মমাপি পদ্মপত্রাক্ষং সিংহোরস্কং কৃশোদরম্। ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং রময়তাং বরম্॥৩১

পৃথিবীকে শূন্যই দেখছি আমি। হে ভ্রাতৃবৎসল, তোমার ভ্রাতা কুশলে আছেন তো? ॥১৬॥ হে বীর, আমার শাশুড়ীমায়েরা সকলে ভালো তো? ভালো আছে তো নগর এবং জনপদের প্রাণিবর্গ? ॥১৭॥ এইমতো বলে সীতা করজোড় হয়ে দেবগণের কাছে সকলের শুভ প্রার্থনা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তা শুনে নতমস্তকে মৈথিলীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে.... ॥১৮॥ বললেন, সমস্ত কুশলে। লক্ষ্মণ তখন বিশুষ্কমনা অথচ বাহিরে তিনি সন্তোষ প্রকাশে তৎপর। এবার তাঁরা গোমতীতীরে এক আশ্রমে উপস্থিত হয়ে রাত্রিবাস করলেন॥১৯॥ ভোর হলো। সকালে উঠে সৌমিত্রি সারথিকে পুনর্বার আজ্ঞা দিলেন, ত্বরিতে রথযোজনা করো। আজই আমরা ভাগীরথীর জল.... ॥২০॥ মস্তকে ধারণ করবো। মহাদেব যখন তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন, তেমনি। মনের তুল্য গতিশীল অশ্বসকলকে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়ে এনে তখন_ ॥২১॥ সারথি কৃতাঞ্জলি হয়ে বৈদেহী সীতাকে বললো, আপনি রথে আরোহণ করুন্। সারথির বাক্যে তিনিও (সীতা) উত্তম রথে আরূঢ়া হলেন॥২২॥ আয়তলোচনা সীতা ধীমান সুমন্ত্র এবং সৌমিত্রিসহ পাপবিনাশী গঙ্গার তটে উপস্থিত হলেন॥২৩॥ অনন্তর লক্ষ্মণ অর্ধদিবস গমন করে ভাগীরথীর জলস্রোত অবলোকন -করত দীনচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন *(অর্ধদিবস—মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত)* ॥২৪॥ ধর্মজ্ঞা সীতা সাতিশয় চিন্তিতা হয়ে শোকাতুর লক্ষ্মণকে বললেন, কেন তুমি কাঁদছো? ॥২৫॥ লক্ষ্মণ, বহুকাল ধরে আকাঙ্ক্ষিত জাহ্নবীতটে এসে মনোবাসনা আমার চরিতার্থ হলো। এই আনন্দের সময়ে কি জন্যে তুমি আমাকে বিষণ্ণা করছো? ॥২৬॥ হে পুরুষপ্রবর, সতত তুমি রামের পার্শ্বে অবস্থান করো। সে কারণেই কি দু'রাত্রি তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে বলে বিচ্ছেদ-জনিত ব্যথায় শোকাতুর হলে॥২৭॥ লক্ষ্মণ, রাম আমার প্রাণাধিক প্রিয়। তবু আমি এরকম শোক করছি না। তুমি এমতো বিহ্বল কেন? ॥২৮॥ গঙ্গার পরপারে নিয়ে চলো আমাকে। তাপসগণকে দর্শন করাও। অতঃপর আমি মুনিগণকে বস্ত্র ও আভরণসমূহ দান করবো॥২৯॥ মহর্ষিগণকে যথাযথভাবে অভিবাদিত করে সেখানে একরাত্রি যাপন করে পুনর্বার পুরীতে (অযোধ্যায়) প্রত্যাগমন করবো॥৩০॥ পদ্মদলের মতো যাঁর চোখ, উদর যাঁর কৃশ, যিনি রমণশ্রেষ্ঠ, সিংহের বক্ষের মতো বক্ষ যাঁর বিশাল, সেই রামকে দেখার জন্যে আমার মনও উৎকণ্ঠিত হচ্ছে॥৩১॥ শত্রুবীরনাশন

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে। নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
ইয়ঞ্চ সজ্জা নৌশ্চেতি দাসাঃ প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্॥৩২
তিতীর্ষুর্লক্ষ্মণো গঙ্গাং শুভাং নাবমুপারুহৎ। গঙ্গাং সন্তারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাং সমাহিতঃ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণ তাঁর (সীতার) বাক্য শুনে দু'টি চোখ মুছে নিয়ে নৌকাচালকদের ডাকলেন। তারা করজোড়ে এসে লক্ষ্মণকে বললো, নৌকা প্রস্তুত আছে॥৩২॥ লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গাপারে যেতে ইচ্ছুক হয়ে (সীতাদেবীর সঙ্গে) সুন্দর নৌকায় আরোহণ করলেন এবং অতি সতর্কতায় লক্ষ্মণ তাঁকে (সীতাকে) গঙ্গা পার করালেন॥৩৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

নাবা সীতাদেবীং পারেগঙ্গমানীয় দুঃখেন সহ লক্ষ্মণস্য তৎপরিত্যাগবার্তাকথনম্

অথ নাবং সুবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ। আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্॥১
সুমন্ত্রং চৈব সরথং স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ। উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবকম্॥২
ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ। উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্বাষ্পসংবৃতঃ॥৩
হৃদ্গতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্যেণ ধীমতা। অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ॥৪
শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ। ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্যে নিযোজ্যো লোকনিন্দিতে॥৫
প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্তুমর্হসি শোভনে। ইত্যঞ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ॥৬
রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তং মৃত্যুমাত্মনঃ। মৈথিলীং ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥৭
কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ। পশ্যামি ত্বাং ন চ স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ॥৮

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

নৌকা করে সীতাদেবীকে গঙ্গার অপরপারে নিয়ে গিয়ে অতিশয় দুঃখের সঙ্গে
লক্ষ্মণের তাঁকে পরিত্যাগ বার্তা-কথন।

রামানুজ লক্ষ্মণ অনন্তর মাঝিদের দ্বারা সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় মৈথিলীকে তুলে তারপর নিজে আরোহণ করলেন॥১॥ শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ নিয়ে গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করার আজ্ঞা জানিয়ে মাঝিদেরকে এগোবার (নৌকা নিয়ে) অনুমতি দিলেন॥২॥ ভাগীরথী পরপারে উপনীত হয়ে লক্ষ্মণ বাষ্পগদগদ নয়নে করজোড়ে মৈথিলীকে বললেন....॥৩॥ হে বৈদেহি, তিনি (রামচন্দ্র) বুদ্ধিমান হয়েও আজ আমাকে এই ক্রূর কাজে নিযুক্ত করে লোকসমক্ষে আমাকে নিন্দাভাজন করেছেন। আর সেজন্যেই আমার বুকে দুর্বহ শেল বিঁধেছে॥৪॥ আজ এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যুতুল যন্ত্রণা বা মরণই যদি হতো, তা আমার পক্ষে মঙ্গলকর হতো। উপরন্তু এইমতো লোকনিন্দিত কাজে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হয় নি॥৫॥ হে শোভনে, আপনি তাই প্রসন্না হোন। আমার কোনো দোষ আপনি নেবেন না। লক্ষ্মণ এই বলতে বলতে করজোড়েই মাটিতে পড়ে গেলেন॥৬॥ কৃতাঞ্জলি রোরুদ্যমান লক্ষ্মণ নিজের মৃত্যুকামনা করতে থাকলে পর লক্ষ্মণের এই অবস্থা দেখে অতীব উদ্‌বিগ্না সীতা তাঁকে বললেন....॥৭॥ লক্ষ্মণ, তোমার কান্নার কারণ কিছুই বুঝছি না। বৃত্তান্ত যথাযথভাবে ব্যক্ত করো। তোমাকেও স্বস্থ দেখছি না আমি। মহীপতি(রাম) কুশলে আছেন তো?॥৮॥ বোধ করি নরশ্রেষ্ঠ তোমাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তাতেই তুমি শোকে

শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যত্ত্বং সন্তাপমাগতঃ। তদ্ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥৯
বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ। আবাঙ্মুখো বাষ্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ॥১০
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্। পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে॥১১
রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ। ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ॥১২
যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎ পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ। সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দোষা মম সন্নিধৌ॥১৩
পৌরাপবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা। আশ্রমান্তেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি॥১৪
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় তথৈব কিল দৌর্হৃদম্। তদেতজ্জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্॥১৫
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ মা বিষাদং কৃথাঃ শুভে। রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ॥১৬
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ। পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ।
উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে॥১৭
পতিব্রতত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি। শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কাতর। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি আমাকে যথার্থভাবে বলো॥৯॥ বৈদেহীর কাছ হতে বলার জন্যে এরকম প্রেরণা পেয়ে লক্ষ্মণ দীনচিত্তে এবং বাষ্পগদগদ কণ্ঠে অধোবদন হয়ে বললেন—॥১০॥ হে জনকতনয়া, নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভায় শ্রবণ করে....॥১১॥ সর্বতোভাবে সন্তপ্ত হয়ে আমার নিকট তা ব্যক্ত করে গৃহে প্রবেশ করলেন। দেবি, তাঁর সেই বাক্যগুলি আমি আপনার কাছে বলতে পারবো না....॥১২॥ যেগুলি ক্রোধের কারণে তাঁর হৃদয় থেকে ব্যক্ত হয়েছে। দেবি, রাজা (রাম) আমার কাছে আপনার নির্দোষিতার বিষয় ব্যক্ত করেছেন॥১৩॥ কেবলমাত্র পুরবাসিগণের অপবাদ-ভয়ে তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছেন, আপনি তাই একে অন্যভাবে নেবেন না। আমি আপনাকে আশ্রমপ্রান্তে পরিত্যাগ করে যাবো॥১৪॥ আপনার অভিলাষ-পূরণ এবং রাজার আদেশ-পরিপালন আমার কর্তব্য—এ আমি জানি। জাহ্নবীকূলে ব্রহ্মর্ষিগণের এই তপোবন_॥১৫॥ পবিত্র এবং রমণীয়। শুভে, আপনি এখানে থাকুন। বিষণ্ণা হবেন না। আমাদের পিতা মহারাজ দশরথের....॥১৬॥ পরম বন্ধু হলেন মুনিশ্রেষ্ঠ, মহাযশা বিপ্র বাল্মীকি। তাই হে জনকাত্মজে, আপনি সেই মহাত্মার চরণমূলে উপনীত হয়ে একাগ্রচিত্তে আরাধনা করে সুখে বাস করুন॥১৭॥ দেবি, আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম অবলম্বন করে হৃদয়ে সতত রামের নাম ধ্যান করুন। তা আপনার কাছে পরম শ্রেয়কর হবে॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সীতায়া দুঃখপূর্ণোক্তিঃ, শ্রীরামায় তস্যাঃ সন্দেশদানম্, লক্ষ্মণস্য গমনম্, সীতায়াঃ ক্রন্দনঞ্চ

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দারুণং জনকাত্মজা। পরং বিষাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ॥১
সা মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা। লক্ষ্মণং দীনয়া বাচা উবাচ জনকাত্মজা॥২

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

সীতার দুঃখপূর্ণ উক্তি। শ্রীরামের জন্য তাঁর সংবাদদান। লক্ষ্মণের গমন। সীতার ক্রন্দন।

জনকাত্মজা বৈদেহী সীতাদেবী লক্ষ্মণের এই দারুণ বচন শুনে অতীব বিষাদগ্রস্তা হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন॥১॥ জনকদুহিতা মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর চৈতন্য পেয়ে বাষ্প-প্লাবিত নয়নে দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলতে লাগলেন—॥২॥ লক্ষ্মণ, বিধাতা দুঃখভোগের জন্যেই আমার শরীর

মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ। ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে॥৩
কিং নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বিয়োজিতঃ। যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী॥৪
পুরাহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্তিনী। অনুরুধ্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্তিনী॥৫
সা কথং হ্যাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা। আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা॥৬
কিং নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম চাসৎকৃতং প্রভো। কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহাত্মনা॥৭
ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে। ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্তুর্মে পরিহাস্যতে॥৮
যথাজ্ঞং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্। নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম॥৯
শ্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ। শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্॥১০
শিরসাভিনতো ব্রূয়াঃ সর্বাসামেব লক্ষ্মণ। বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ॥১১
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব। ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ॥১২
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে। যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥১৩
ময়া চ পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমাগতিঃ। বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেণ সুসমাহিতঃ॥১৪
যথা ভ্রাতৃষু বর্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা। পরমো হ্যেষ ধর্মস্তে তস্মাৎ কীর্তিরনুত্তমা॥১৫
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ। অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥১৬
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন। পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ॥১৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ। ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥১৮

সৃষ্টি করেছেন। তাই আজ দেখতে হলো, দুঃখরাশি মূর্তিমান হয়ে এসেছে॥৩॥ পূর্বজন্মে আমি এমন কোনো মহাপাপ করেছি অথবা কারো স্ত্রী-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি যে জন্যে আমি সতী ও পূতচরিত্রা হলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করলেন॥৪॥ সৌমিত্রে, পূর্বে আমি স্বেচ্ছায় বনবাস ক্লেশ সহ্য করেছি। তখন সে ক্লেশ সয়েছি রামেরই চরণপ্রান্তে থাকার অভিলাষে॥৫॥ সৌম্য, এখন আমি প্রিয়জন-বিরহিতা হয়ে কি করে একাকিনী আশ্রমে বাস করবো? একান্ত দুঃখিতা হয়েই বা বিজন বনে কাকে নিজের দুঃখের কথা বলবো?॥৬॥ প্রভু, 'মহাত্মা রাঘব কেন তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন? অসৎ কাজ তুমি করেছো?'— মুনিগণের এমতো জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেবো আমি?॥৭॥ লক্ষ্মণ, আমার জঠরে সন্তান আছে। এ সময়ে প্রাণত্যাগ করলে রজবংশ লোপ হবে। নতুবা আজই আমি জাহ্নবীজলে প্রাণ বিসর্জন দিতাম॥৮॥ সৌমিত্রে, রাজা যেমতো আজ্ঞা দিয়েছেন, তাই করো। দুঃখিনী আমি। আমাকে ত্যাগ করে তাই রাজার আদেশ রক্ষা করো। শুধু আমার এই কথা শোনো॥৯॥ তুমি আমার হয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনতমস্তকে সকল শাশুড়ী 'মা'কে সমানভাবে আমার প্রণতি জানাবে। পৃথিবীপতির (রামের) চরণযুগলে প্রণত হয়ে কুশল জিজ্ঞেস করবে॥১০॥ লক্ষ্মণ, অন্তঃপুরের বন্দনীয়া স্ত্রীগণকে প্রণাম জানিয়ে আমার কুশল দেবে এবং ধর্মপালনে সমাহিত মহারাজকেও আমার সংবাদ প্রদান করবে॥১১॥ বলবে, রাঘব, সীতা পূতচরিত্রা, আপনার প্রতি পরম ভক্তিমতী এবং আপনার কতোখানি হিতাকাঙ্ক্ষিণী তা আপনি সবিশেষ জানেন॥১২॥ হে বীর, লোকনিন্দা-ভয়ে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। তাই যাতে আপনার নিন্দা হবে....॥১৩॥ এমন কাজ আমার পরিহার করা উচিত। আপনিই আমার পরম আশ্রয়। রাজধর্মে দৃঢ়চিত্ত মহারাজকে এও বলবে—॥১৪॥ ভায়েদের প্রতি আপনি যেমন ব্যবহার করেন, পুরবাসিগণের প্রতিও তা যেন সর্বদা বজায় রাখেন। তাতেই আপনার পরম ধর্মলাভ হবে। অত্যুত্তম কীর্তি আপনি তাতেই লাভ করবেন॥১৫॥ রাজন্, পুরবাসীদের প্রতি আপনার ধর্মানুসার আচরণে যে পুণ্য সঞ্চিত হবে, তাই আপনার উত্তম ধর্ম। এবং কীর্তি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি নিজের শরীরের জন্য কোনো অনুশোচনা করছি না॥১৬॥ রঘুনন্দন, পুরবাসীদের অপবাদের জন্য যেমন অনুশোচনা করছি, তেমনি আপনার জন্যেও অনুশোচনা হচ্ছে। কেননা, পতিই নারীর দেবতা। পতিই বন্ধু। এবং পতিই গুরু॥১৭॥ প্রাণ দিয়ে হলেও পতির প্রিয় কাজ করা কর্তব্য। তাই আমার এই কথাগুলি তাঁকে সংক্ষেপে অবহিত করাবে॥১৮॥ ঋতুকাল অতিক্রম করে

নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্। এবং ব্রুবন্ত্যাং সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ॥১৯
শিরসা বন্দ্য ধরণীং ব্যাহর্তুং ন শশাক হ। প্রদক্ষিণঞ্চ তাং কৃত্বা রুদন্নেব মহাস্বনঃ॥২০
ধ্যাত্বা মহূর্ত্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে। দৃষ্টপুর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে॥২১
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে। ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য পুনর্নাবমুপারুহৎ॥২২
আরুরোহ পুনর্নাবং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ। স গত্বা চোত্তরং তীরং শোকভারসমন্বিতঃ॥২৩
সম্মূঢ ইব দুঃখেন রথমধ্যারুহদ্ দ্রুতম্। মহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ॥২৪
চেষ্টন্তীং পরতীরস্থাং লক্ষ্মণঃ প্রযযাবথ। দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষ্যমাণাং তূদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ॥২৫
সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমার গর্ভলক্ষণ প্রকটিত হয়েছে। তুমি দেখে যাও। সীতা এরকম করে বললে লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে...॥১৯॥ অবনতমস্তকে তাঁকে (সীতাকে) ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণিপাত করলেন। মুখে কিছু বলতে পারলেন না। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে তাঁকে (সীতাকে) প্রদক্ষিণ করে....॥২০॥ মুহূর্তকাল চিন্তা করে বললেন, শোভনে, এ কি বলছেন আপনি আমাকে? হে নিষ্পাপ পতিব্রতে, আপনার রূপ আগে কখনো দেখি নি। দেখেছি কেবল চরণদু'টি॥২১॥ রাম এখানে উপস্থিত নেই। এমতাবস্থায় বনপ্রদেশে একাকিনী আপনাকে কি প্রকারে দর্শন করবো? এবার তিনি সাশ্রুনেত্রে তাঁকে প্রণিপাত জানিয়ে পুনর্বার নৌকায় আরোহণ করলেন॥২২॥ নৌকায় চেপে লক্ষ্মণ পুনরায় নৌকা চালনার জন্য আজ্ঞা দিলেন। শোকভারাক্রান্ত হয়ে তিনি উত্তরতীরে (গঙ্গার) গমন করে....॥২৩॥ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শীঘ্র রথে আরোহণ করলেন। মুহুর্মুহুঃ পেছনে ফিরে দেখলেন অনাথার মতো সীতাকে॥২৪॥ ফিরে ফিরে পর-তীরে চেষ্টমানা সীতাকে দর্শন করে তিনি প্রস্থান করলেন। লক্ষ্মণ এবং রথ ক্রমে দূরবর্তী হলে দেবী সীতা অত্যন্ত উদ্‌বেগাকুল হয়ে তাঁকে (লক্ষ্মণকে) দেখতে লাগলেন। তা দেখে লক্ষ্মণও শোকাকুল হলেন॥২৫॥ যশস্বিনী সতী সীতা নিজের রক্ষক কাউকে দেখলেন না। দুঃখভাবে অবসন্না হলেন। যশোধরা সতী দেবী সীতা ময়ূরকেকাধ্বনিত বনপ্রদেশে সাতিশয় দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন॥২৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
উত্তরকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

মুনিকুমারেভ্যঃ সন্দেশং প্রাপ্য মহর্ষের্বাল্মীকেরাগমনম্, সীতায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, আশ্রমে আনয়নঞ্চ

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তে তত্র মুনিদারকাঃ। প্রাদ্রবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাল্মীকিরুগ্রধীঃ॥১
অভিবাদ্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে। সর্বে নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্তু রুদিতস্বনম্॥২

উনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

মুনিকুমারদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন। সীতাকে সান্ত্বনাদান। তাকে আশ্রমে আনয়ন।

সীতাকে ক্রন্দমানা দেখে কিছুদূরে অবস্থানকারী মুনিবালকেরা সেখানেই দৌড়ে গেলো যেখানে প্রখর ধীমান ভগবান বাল্মীকি অবস্থান করছিলেন॥১॥ মুনিপুত্রেরা মহর্ষির চরণমূলে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর (সীতার) রোদনের ধনির কথা জানালো॥২॥ তারা বললো, ভগবন্, লক্ষ্মীর মতো পরমা রূপমতী,

অদৃষ্টপূর্বা ভগবন্ কস্যাপ্যেষা মহাত্মনঃ। পত্নী শ্রীরিব সম্মোহাদ্ বিরৌতি বিকৃতাননা॥৩
ভগবন্ সাধু পশ্যেস্ত্বং দেবতামিব খাচ্চ্যুতাম্। নদ্যাস্তু তীরে ভগবন্ বরস্ত্রী কাপি দুঃখিতা॥৪
দৃষ্টাস্মাভিঃ প্ররুদিতা দৃঢ়ং শোকপরায়ণা। অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ॥৫
ন হ্যেনাং মানুষীং বিদ্মঃ সৎক্রিয়াস্যাঃ প্রযুজ্যতাম্। আশ্রমস্যাবিদূরে চ ত্বামিয়ং শরণং গতা॥৬
ত্রাতারমিচ্ছতে সাধ্বী ভগবংস্ত্রাতুমর্হসি। তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্মবিৎ॥৭
তপসা লব্ধচক্ষুষ্মান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী। তং প্রয়ান্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হ্যেনং মহামতিম্॥৮
তন্তু দেশমভিপ্রেত্য কিঞ্চিৎ পদ্ভ্যাং মহামতিঃ। অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ।
দদর্শ রাঘবস্যেষ্টাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ॥৯
তা সীতাং শোকভারার্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ। উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ন্নিব তেজসা॥১০
স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া। জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে॥১১
আয়ান্তী চাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্মসমাধিনা। কারণং চৈব সর্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্॥১২
তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ। সর্বঞ্চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে॥১৩
অপাপাং বেদ্মি সীতে তে তপোলব্ধেন চক্ষুষা। বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে॥১৪
আশ্রমস্যাবিদূরে মে তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ। তাস্ত্বাং বৎসে যথা বৎসং পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ॥১৫
ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিস্রব্ধা বিগতজ্বরা। যথা স্বগৃহমভ্যেত্য বিষাদং চৈব মা কৃথাঃ॥১৬
শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্। শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥১৭

কোনো মহাত্মার পত্নী অতীব দুঃখে বিরসবদনে রোদন করছেন। এমন রমণী আমরা কোথাও দেখি নি॥৩॥ ভগবন্, আপনি স্বয়ং গিয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবীপ্রতিম ঐ রমণীকে দর্শন করুন। ভগবন্, গঙ্গাতীরে ঐ শ্রেষ্ঠারমণী দুঃখিতচিত্তে অবস্থান করছেন॥৪॥ শোকদুঃখের অযোগ্যা তিনি। তবু প্রগাঢ় শোকে অনাথার মতো দীনভাবে একাকিনী রমণী বিলাপ করছেন। আমরা তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে এলাম॥৫॥ আমাদের বোধ হচ্ছে, তিনি মানুষী নন। আপনি তাঁর সমাদর করুন। আপনার আশ্রমের অদূরে তিনি আছেন। তিনি তাই আপনারই শরণাপন্না॥৬॥ ভগবন্ এই সাধ্বী নিজের রক্ষককে অনুসন্ধান করছেন। আপনি তাঁকে তাই পরিত্রাণ করুন। তাদের বাক্য শুনে ধর্মাত্মা (মহর্ষি) নিজের বুদ্ধি স্থির করলেন॥৭॥ তপোপ্রভাবে জ্ঞানচক্ষুষ্মান বাল্মীকি কর্তব্য নির্ণয় করে মৈথিলী যেখানে রয়েছেন সেখানে ত্বরায় গেলেন। সেই মহামতিকে যেতে দেখে তাঁর শিষ্যেরাও অনুগমন করতে লাগলো॥৮॥ সেই মহামতি পায়ে হেঁটে সেই অভিপ্রেত স্থানের কিছু দূরে গিয়ে মনোহর গঙ্গাতটে উপস্থিত হলেন। হস্তে অর্ঘ্য। গিয়ে দেখলেন, রামের প্রিয় পত্নী অনাথার মতো অবস্থান করছেন॥৯॥ মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি স্বীয় তেজোপ্রভাবে শোক-প্রপীড়িতা সীতাকে আহ্লাদিত করে মধুরবাক্যে বললেন—॥১০॥ পতিব্রতে, রামের প্রিয়তমা মহিষী তুমি। দশরথের পুত্রবধূ। তুমি জনক-তনয়া। তোমাকে স্বাগতি জানাই॥১১॥ তুমি যে এখানে আসছো তপোবলে আমি তা পূর্বেই জেনেছি। ধ্যানে তোমাকে পরিত্যাগের কারণসমূহও নিজমনে উপলব্ধি করেছি॥১২॥ হে মহাভাগে, তোমার বৃত্তান্তসকল যথাযথভাবে আমি জানি। শুধু তাইই নয়, ত্রিলোকে যা যা ঘটে তৎসমূহ ঘটনা আমি জানতে পারি॥১৩॥ সীতে, তপোবলে দিব্যচক্ষুতে তোমাকে আমি নিষ্পাপ বলে জানি। হে বৈদেহি, আশ্বস্তা হও। এখন তুমি আমার কাছে থাকবে॥১৪॥ বৎসে, আমার আশ্রমের অদূরে তাপসিগণ তপস্যা করছেন। তাঁরা সতত তোমাকে আপন সন্ততির মতো পরিপালন করবেন। ।১৫॥ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো। নিশ্চিন্ত এবং নিঃসংশয় হও। নিজের ঘরে এসেছো মনে করে বিষাদ পরিত্যাগ করো॥১৬॥ মুনির পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে নতমস্তকে চরণবন্দনাপূর্বক বললেন, তাই হোক॥১৭॥ অগ্রে অগ্রসরমান মুনিবরের পেছনে পেছনে সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে চলতে

তং প্রয়ান্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ। তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ।
উপাজগ্মুর্মুদা যুক্তা বচনং চেদমব্রুবন্॥১৮
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনঞ্চ তে। অভিবাদয়ামস্ত্বাং সর্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুর্মহে॥১৯
তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ। সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ॥২০
স্নুষা দশরথস্যৈষা জনকস্য সুতা সতী। অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা ময়া সদা॥২১
ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি। গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা বোঽস্তু বিশেষতঃ॥২২
মুহুর্মুহুশ্চ বৈদেহীং পরিদায় মহাযশাঃ। স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

লাগলেন। বৈদেহীর সঙ্গে মুনিকে আসতে দেখে মুনিপত্নিগণ তাঁর (মুনির) সমীপবর্তী হলেন। সহর্ষে বললেন—॥১৮॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনাকে স্বাগতি জানাই। দীর্ঘকাল পরে এখানে আপনার শুভাগমন হলো। আমরা আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। অনুমতি করুন, আমাদের কি করতে হবে॥১৯॥ বাল্মীকি তাঁদের বচন শুনে বললেন, এই যে সীতা এসেছেন, ইনি ধীমান রামের পত্নী॥২০॥ দশরথের পুত্রবধূ ইনি। জনকের দুহিতা। পতিব্রতা ইনি। পাপের লেশমাত্র এঁর মধ্যে নেই। তবু স্বামী এঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এঁকে তাই আমায় সর্বদা পরিপালন করতে হবে॥২১॥ তোমরা এঁকে পরম স্নেহের চোখে দেখবে। আমার অনুজ্ঞা অনুযায়ী এবং তোমাদের নিজ নিজ গৌরবানুসারে এঁকে সবিশেষ সম্মান দেবে তোমরা॥২২॥ মহাযশা পরমতপস্বী (বাল্মীকি) বারংবার এইপ্রকার বাক্য বলে বৈদেহীকে তাপসীদের হাতে সমর্পিত করে সশিষ্য পুনর্বার আপন আশ্রমে আগমন করলেন॥২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

লক্ষ্মণ-সুমন্ত্রয়োঃ কথোপকথনম্

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্। সন্তাপমগমদ্ ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ॥১
অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রসারথিম্। সীতাসন্তাপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথে॥২
ততো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি। পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্॥৩
ব্যক্তং দৈবাদহং মন্যে রাঘবস্য বিনাভবম্। বৈদেহ্যা সারথে নিত্যং দৈবং হি দুরতিক্রমম্॥৪
যো হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান সহ রাক্ষসৈঃ। নিহন্যাদ্ রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্যুপাসতে॥৫
পুরা রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্ দণ্ডকে বিজনে বনে। উষিত্বা নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনে॥৬

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

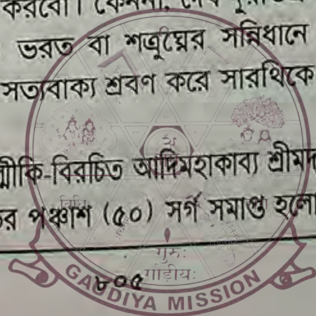
লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্রের কথোপকথন

এদিকে বিষণ্ণচিত্ত লক্ষ্মণ মৈথিলীকে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখে অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হলেন॥১॥ সেই মহাতেজা (লক্ষ্মণ) সুমন্ত্রণাদাতা সুমন্ত্রকে বললেন, সারথে, সীতা-সন্তাপে রামের কেমন দুঃখ হবে একবার ভেবে দেখো॥২॥ রাঘবকে শুদ্ধস্বভাবা পত্নী জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করতে হলো। এর চেয়ে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে?॥৩॥ সারথে, রাঘবের সঙ্গে এই যে নিত্য বিয়োগ, (সীতার) এ শুধু দৈব কারণেই ঘটছে বলে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কেননা, দৈবকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না॥৪॥ যে রাঘব কুপিত হলে দেব-দানব-গন্ধর্ব-অসুর এবং রাক্ষসদেরকে অনায়াসে সংহার করতে পারেন, তিনিও আজ দৈবাধীন॥৫॥ পূর্বে রাম পিতৃ-অনুজ্ঞায় দণ্ডকের বিজন মহারণ্যে চতুর্দশ বৎসর বাস করেছেন॥৬॥

ততো দুঃখরতং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্। পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে॥৭
কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্মণ্যস্মিন্ যশোহরে। মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ॥৮
এতা বাচো বহুবিধাঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ। সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ॥৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি। দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ॥১০
ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্। প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্॥১১
ত্বাং চৈব মৈথিলিং চাব শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা। স ত্যজিষ্যতি ধর্মাত্মা কালেন মহতা মহান্॥১২
ইদং ত্বয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেঽপি বা। রাজ্ঞা বো ব্যাহৃতং বাক্যং দুর্বাসা যদুবাচ হ॥১৩
মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরর্ষভ। ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ॥১৪
ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা মামাহ পুরুষর্ষভঃ। সূত ন ক্বচিদেবং তে বক্তব্যং জনসন্নিধৌ॥১৫
তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎসুসমাহিতঃ। নৈব জাত্বনৃতং কুর্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্॥১৬
সর্বথৈব ন বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ। যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন॥১৭
যদ্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতং পুরা। তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দৈবং হি দূরতিক্রমম্॥১৮
যেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমন্বিতম্। ন ত্বয়া ভরতস্যাগ্রে শত্রুঘ্নস্যাপি সন্নিধৌ॥১৯
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ। তথ্যং ব্রূহীতি সৌমিত্রিঃ সূতং তং বাক্যমব্রবীৎ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অতোধিক দুঃখ আজ তাঁকে ভোগ করতে হবে, কেননা, পুরবাসিগণের কথা শুনে এখন নিজে তিনি সীতাকে নির্বাসিত করেছেন। এ বড়ো নৃশংস কাজ বলে আমার বিশ্বাস॥৭॥ হে সূত, অন্যায়বাদী পুরবাসিগণের বাক্যে সীতা পরিত্যাগরূপ এই যশ-হরণকারী কার্য করে তিনি (রাম) কোন ধর্ম রক্ষা করলেন?॥৮॥ লক্ষ্মণ-কথিত এইপ্রকার নানাবিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র সশ্রদ্ধভাবে বললেন—॥৯॥ সৌমিত্রে, মৈথিলীর জন্যে তুমি সন্তাপ কোরো না। লক্ষ্মণ পুরাকালে বিপ্রগণ তোমার পিতা-সমীপে ভাবী এই নির্বাসন-বৃত্তান্ত (সীতার) শুনিয়েছিলেন॥১০॥ মহাবাহু রাম কখনো সুখ ভোগ করতে পারবেন না। নিত্য তিনি বহুবিধ দুঃখভোগ করবেন। এবং অবিলম্বে প্রিয়জন যাঁরা রয়েছেন তাঁদের থেকে বিযুক্ত হবেন॥১১॥ এমন কি ধর্মাত্মা মহান রাম শুধু সীতা কেন, কালের বশীভূত হয়ে, ভরত-শত্রুঘ্ন এবং তোমাকেও পরিত্যাগ করবেন॥১২॥ দুর্বাসা রাজাকে জিজ্ঞাসার উত্তরে যা বলেছিলেন তা রাজা শত্রুঘ্ন, ভরত বা তোমাকে বলতে বারণ করেছিলেন *(পুত্রদের ভবিষ্যৎ-জীবনের ঘটনাক্রম কী হবে দুর্বাসার কাছে জানতে চেয়েছিলেন রাজা দশরথ। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন দুর্বাসা। সেসময় সুমন্ত্র উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি এইসমূহ অপ্রকাশ্য বার্তা জানেন)*॥১৩॥ নরশ্রেষ্ঠ, মুনি অনেকের সামনে দশরথকে সেকথা (ভবিষ্যদ্বার্তা) শুনিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম॥১৪॥ ঋষির বাক্য অবধান করে পুরুষশ্রেষ্ঠ (মহারাজ) আমাকে বললেন, সূত, তুমি এই কথা (গুপ্ত কথা) কখনো কারো সন্নিধানে প্রকাশ করো না॥১৫॥ তাই হে সৌম্য, আমি সেই লোকপালের (দশরথের) আদেশবাক্য কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি না। এই সঙ্কল্প আমার। সেজন্যেই আমি অতীব সন্তর্পণে ও সতর্কতায় রয়েছি॥১৬॥ সৌম্য, যদিও এই বার্তা তোমার কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়, তবু যদি এটির শ্রবণে শ্রদ্ধা (উৎসাহ) থাকে, তাহলে হে রঘুনন্দন, তা তুমি শ্রবণ করো॥১৭॥ যদিও নরশ্রেষ্ঠ (দশরথ) এটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, তবু আমি তা প্রকাশ করবো। কেননা, দৈব দুরতিক্রম্য....॥১৮॥ যে জন্যে তুমি আজ এইমতো দুঃখ ও শোক প্রাপ্ত হয়েছো। ভরত বা শত্রুঘ্নের সন্নিধানে তুমি এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত কোরো না॥১৯॥ সৌমিত্রি গভীর অর্থযুক্ত সেই সত্যবাক্য শ্রবণ করে সারথিকে বললেন, তুমি সবিস্তারে আমার কাছে তা বর্ণনা করো॥২০॥



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
উত্তরকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

পথি মহর্ষি-ভৃগোর্দুবাসঃকথিতশাপকথাং সজ্ঘটিষ্যমানং কমপি

বৃত্তান্তঞ্চোক্ত্বা সুমন্ত্রস্য লক্ষ্মণায় সান্ত্বনাদানম্

তথা সঞ্চোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। তদ্বাক্যমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥১
পুরা নাম্না হি দুর্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ। বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুবাস হ॥২
তমাশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে সুমহাযশাঃ। পুরোহিতং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্॥৩
স দৃষ্ট্বা সূর্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা। উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য সব্যপার্শ্বে মহামুনিম্॥৪
তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতো হ্যভ্যবাদয়ৎ। স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ॥৫
পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উবাস মুনিভিঃ সহ। তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ॥৬
বভূবুঃ পরমর্ষীণাং মধ্যাদিত্যগতেঽহনি। ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ॥৭
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্। ভগবন্ কিং প্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি॥৮
কিমায়ুশ্চ হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ। রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ু কিয়দ্ভবেৎ॥৯
কাম্যয়া ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতিং মম। তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞো দশরথস্য তু॥১০
দুর্বাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহর্তুমুপচক্রমে। শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি॥১১
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভর্ৎস্যমানা ভৃগুপত্নীং সমাশ্রিতাঃ। তয়া দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা॥১২
তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ। চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোঽহরৎ॥১৩

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

পথে সুমন্ত্রের দ্বারা দুর্বাসামুনিকথিত ভৃগুঋষির শাপের কথা এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এরূপ কিছু বৃত্তান্ত বলে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা-প্রদান।

মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রেরণাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ঋষিকথিত সেই বার্তা সমুন্ত্র বলতে লাগলেন॥১॥ পুরাকালে অত্রিপুত্র মহামুনি (দুর্বাসা) বশিষ্ঠঋষির পবিত্র আশ্রমে বর্ষকাল-ব্যাপী বাস করেছিলেন *(কেউ কেউ বলেন, বর্ষাকালটিই তিনি ছিলেন। টীকাকারগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। আমরা সারা বছর সময়টিকে যথাযথ মনে করেছি)* ॥২॥ একদিন তোমার মহাযশা ও মহাতেজা পিতা পুরোহিত মহাত্মার (বশিষ্ঠের) সন্দর্শনার্থ আশ্রমে এলেন॥৩॥ সূর্যতুল তেজস্বী মহামুনি (দুর্বাসা) তেজে দীপ্ত হয়ে বশিষ্ঠের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন॥৪॥ রাজা তাঁদেরকে দেখলেন। এবার তাপসশ্রেষ্ঠ মুনিদ্বয়কে সানুয়নে অভিবাদন জানালেন। তাঁরাও রাজাকে জানালেন স্বাগতি। সম্মান জানালেন আসন,....॥৫॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল-মূল এগিয়ে দিয়ে। মুনিদের সঙ্গে রাজাও উপবেশন করলেন। তাঁরা নানাবিধ সুমধুর আলাপে হলেন রত॥৬॥ মধ্যাহ্ন সময়ে বহু মহর্ষি সেখানে যোগ দিলেন। কথায় কথায় মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে....॥৭॥ তপোধন মহাত্মা অত্রিনন্দনকে, (দুর্বাসাকে) বললেন, ভগবন্, আমার বংশ কি পরিমাণে বর্ধিত হবে? *(বংশ কোন সময় পর্যন্ত চলবে?)* ॥৮॥ রামের আয়ু কি পরিমাণ হবে। আমার অপরাপর পুত্রের আয়ুই বা হবে কি পরিমাণ? ভবিষ্যতে রামের পুত্রদের আয়ুই বা কেমন হবে?॥৯॥ ভগবন্, আমার বংশের পরিণামে কোন গতি হবে, ইচ্ছানুযায়ী তা বলুন। রাজা দশরথের বাক্য শুনে....॥১০॥ মহাতেজা দুর্বাসা বললেন, রাজন্, শুনুন। ইতিহাস শোনাই। দেবাসুর-সংগ্রাম যখন হয়, *(পুরাবৃত্ত-ইতিহাস)* ॥১১॥ দৈত্যেরা সুরগণকর্তৃক ভৎর্সিত হয়ে ভৃগুপত্নীর আশ্রয় অবলম্বন করে। তাঁর থেকে অভয় পেয়ে তারা সেখানে বাস করতে থাকে॥১২॥ তিনি তাদেরকে (অসুরদেরকে) অনুগৃহীত করেছেন দেখে ক্রুদ্ধ সুরেশ্বর (বিষ্ণু) শাণিত চক্রে ভৃগুপত্নীর শিরচ্ছেদন করেন *(শিতধারেণ—শাণিত, তীক্ষ্ণধার)* ॥১৩॥ অনন্তর নিজ পত্নীর বিনাশ সন্দর্শনে

ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা পত্নীং ভৃগুকুলোদ্বহঃ। শশাপ সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুং রিপুকুলার্দনম্॥১৪
যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। তস্মাত্ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দন॥১৫
তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহুবার্ষিকম্। শাপাভিহতচেতাস্তু স্বাত্মনা ভাবিতোঽভবৎ॥১৬
অর্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ। তপসারাধিতো দেবো হ্যব্রবীদ্ ভক্তবৎসলঃ॥১৭
লোকানাং সম্প্রিয়ার্থন্তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্। ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুণা পূর্বজন্মনি॥১৮
ইহাগতো হি পুত্রত্বং তব পার্থিবসত্তম। রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ॥১৯
তৎফলং প্রাপ্স্যতে চাপি ভৃগুশাপকৃতং মহৎ। অযোধ্যায়াঃ পতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি॥২০
সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ। দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥২১
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি। সমৃদ্ধৈশ্চাশ্বমেধৈশ্চ দৃষ্ট্বা পরমদুর্জয়ঃ॥২২
রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহূন্ সংস্থাপয়িষ্যতি। দ্বৌ পুত্রৌ তু ভবিষ্যেতে সীতায়াং রাঘবস্য তু॥২৩
স সর্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্। আখ্যায় সুমহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ॥২৪
তূষ্ণীং ভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ। অভিবাদ্য মহাত্মানৌ পুনরায়াৎ পুরোত্তমম্॥২৫
এতদ্ বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং পুরা। শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ ভবিষ্যতি।২৬
সীতায়াশ্চ ততঃ পুত্রাবভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ। অন্যত্র ন ত্বযোধ্যায়াং মুনেস্তু বচনং যথা॥২৭
এবং গতে ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি রাঘব। সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢো ভব নরোত্তম॥২৮

কুপিত ভৃগু রিপুকুলবিনাশক বিষ্ণুকে সহসা শাপ প্রদান করলেন—॥১৪॥ হে জনার্দন, আমার পত্নী
বধের যোগ্যা না হলেও ক্রোধবশে তুমি তাঁকে বধ করেছো। তাই তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে॥১৫॥
বহুবর্ষ ধরে তুমি সেখানে পত্নীর বিয়োগজনিত ব্যথা ভোগ করবে। এইমতো শাপ দিয়ে ঋষি চিন্তায়
পড়লেন॥১৬॥ শাপ যদি বিফলে যায়! অবশেষে পীড়িত মুনি ভৃগু বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন
(যাতে ভগবান ঐ শাপ স্বীকার করে নেন)। তপস্যা-তুষ্ট ভক্তবৎসল (বিষ্ণু) তখন বললেন—॥১৭॥
লোকসমূহের প্রিয়কার্য সম্পাদন-হেতু এই শাপ স্বীকার করে নিলাম। পূর্বজন্মে ভৃগুমুনির দ্বারা এইমতো
অভিশপ্ত হয়ে মহাতেজা (বিষ্ণু)....॥১৮॥ ইহলোকে, হে মানদানকারী পৃথিবীপতি, আপনার পুত্রত্ব
স্বীকার করে ত্রিলোকে রাম নামে খ্যাত হয়েছেন॥১৯॥ রাম ভৃগু-প্রদত্ত সেই কঠিন শাপের ফল প্রাপ্ত
হবেন *(স্ত্রীবিচ্ছেদ-জনিত ব্যথা)*। দীর্ঘকাল ধরে তিনি (রাম) অযোধ্যায় রাজারূপে অবস্থান করবেন
*(এখানে ঋষিকবির অসাধারণ কবিত্ব। অযোধ্যানগরীকে এখানে নারী হিসেবে প্রকটিত করা হয়েছে। তার পতি
হবেন রাম। পতি শব্দের অর্থ একদিকে যেমন প্রভু, অন্যদিকে স্বামী। সীতার কারণে স্ত্রী বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ
রামচন্দ্রকে পেতে হলেও অযোধ্যা-পতি হিসেবে তিনি কিন্তু বহুকাল রাজাসনে বিদ্যমান থাকবেন)*॥২০॥ তাঁর
অনুগামীজন সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হবেন। এগারো হাজার বছর ধরে....॥২১॥ পরম-দুর্জয় রাম
রাজ্যশাসনকরত বহু অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করবেন॥২২॥ বহু রাজবংশ তিনি
স্থাপন করবেন। সীতার গর্ভে রাঘবের (রামের) দু'টি পুত্র জন্মাবে॥২৩॥ মহাতেজা মহামুনি (দুর্বাসা)
রাজবংশের অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে সমূহ বৃত্তান্ত আখ্যাত করে মৌনাবলম্বন করলেন॥২৪॥ মুনি
মৌনাবলম্বী হলে রাজা দশরথ মহাত্মা মুনিযুগলকে অভিবাদন জানিয়ে পুনরায় অপনার উত্তম পুরীতে
(অযোধ্যায়) ফিরে এলেন ॥২৫॥ সেখানে (আশ্রমে) মুনি-কথিত বার্তাসমূহ শ্রবণপূর্বক আমি তা হৃদয়
-মধ্যে তুলে রেখেছি *(কাউকে বলি নি)*। সুতরাং এর অন্যথা হবে না *(এটি কখনো মিথ্যা হবে না)*॥২৬॥
মুনির বচনানুযায়ী বোধ হচ্ছে, রাঘব (রাম) সীতার পুত্রদ্বয়কেই অযোধ্যানগরীতে অভিষিক্ত করবেন॥২৭॥
হে নরশ্রেষ্ঠ রাঘব (লক্ষ্মণ), এক্ষণে সীতা বা রাঘবের (রামের) জন্যে তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। ধৈর্য
ধরো॥২৮॥ সারথির পরম অদ্ভুত সেই বাক্য শুনে লক্ষ্মণ প্রভূত আনন্দ লাভ করলেন। 'সাধু, সাধু'

শ্রুত্বা তু ব্যাহৃতং বাক্যং সূতস্য পরমাদ্ভুতম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥২৯
ততঃ সংবদতোরেবং সূত-লক্ষ্মণয়োঃ পথি। অস্তমর্কে গতে বাসং কেশিন্যাং তাবথোষতুঃ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন॥২৯॥ পথিমধ্যে সারথি এবং সৌমিত্রি লক্ষ্মণের কথোপকথনকালে অর্ক (সূর্য) অস্তমিত হলেন। তখন তাঁরা কেশিনীকূলে নিশিযাপন করলেন *(কেশিনী—নদীবিশেষ)* ॥৩০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অযোধ্যাস্থিতরাজভবনমাসাদ্য দুঃখিনা রামেণ সহ লক্ষ্মণস্য মিলনম্, তস্মৈ (রামায়) সান্ত্বনাদানঞ্চ

তত্র তাং রজনীমুষ্য কেশিন্যাং রঘুনন্দনঃ। প্রভাতে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা॥১
ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ। অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্॥২
সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ। রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ॥৩
তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য ভবনং শশিসন্নিভম্। রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যতে॥৪
রাজ্ঞস্তু ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য নরোত্তমঃ। অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ॥৫
স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ॥৬
জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণৌ দীনচেতনঃ। উবাচ দীনয়া বাচা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ॥৭
আর্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্। গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে॥৮
তত্র তাঞ্চ শুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্। পুনরপ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্॥৯
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী। ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ॥১০
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥১১

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হয়ে দুঃখী রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ। তাঁকে (রামকে) সান্ত্বনাদান।

কেশিনীকূলে যামিনী-যাপন করে রঘুনন্দন (লক্ষ্মণ) প্রাতে গাত্রোত্থান করে পুনরায় যাত্রা করলেন॥১॥ মধ্যাহ্নসময়ে হৃষ্টপুষ্ট নগরবাসিগণে পরিবৃতা এবং রত্নপরিপূরিতা অযোধ্যানগরীতে মহারথ উপস্থিত হলো॥২॥ মহামতি সুমিত্রাসুত (লক্ষ্মণ) অতীব দুঃখিতচিত্তে ভাবলেন, রামের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে কি বলবো তাঁকে?॥৩॥ এমতো চিন্তায় তিনি চিন্তাকুল। তৎকালে রামের চন্দ্রতুল পরম রমণীয় ভবন তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো॥৪॥ মহারাজের (রামের) গৃহের দ্বারে রথ থেকে নেমে নরশ্রেষ্ঠ (লক্ষ্মণ) অধোবদনে এবং দীনচিত্তে বাধাহীনভাবে তাঁর (মহারাজ রামের) ভবনে প্রবেশ করলেন॥৫॥ তিনি দেখলেন উত্তম আসনে রাঘব (রাম) দীনচিত্তে উপবিষ্ট। নেত্র তাঁর অশ্রুতে পরিপূর্ণ। অগ্রে অগ্রজকে (রামকে) অবস্থান করতে দেখে....॥৬॥ লক্ষ্মণ ব্যথিতহৃদয়ে তাঁর (রামের) চরণমূল স্পর্শ করে কৃতাঞ্জলিকরত একাগ্রচিত্তে করুণস্বরে তিনি বললেন—॥৭॥ আর্যের আজ্ঞানুযায়ী জনকদুহিতাকে যথানির্দিষ্ট গঙ্গাতটে বাল্মীকির পুণ্য আশ্রমে পরিত্যাগ করে এসেছি॥৮॥ আশ্রমপ্রান্তে ত্যাগ করে এসেছি সেই যশস্বিনী ও সচ্চরিত্রাকে (সীতাকে)। হে বীর, অতঃপর আপনারই পদসেবার জন্য পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েছি॥৯॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতিই এইপ্রকার। তাই শোক করবেন না। কেননা, আপনার মতো জ্ঞানী মনস্বিগণ শোক করেন না॥১০॥ যতো ঐশ্বর্য রয়েছে সংসারে, কালে সকলই বিনষ্ট হয়ে যায়। উত্থান ঘটলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সংযোগ ; পরিণামে বিয়োগে পরিণত হয়। জীবের জীবনও শেষ পর্যন্ত নাশ হয়॥১১॥ আর সেজন্যেই

তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ। নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্॥১২
শক্তস্ত্বমাত্মনাত্মানং বিনেতুং মনসা মনঃ। লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনঃ শোকমাত্মনঃ॥১৩
নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ। অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব॥১৪
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ। সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥১৫
স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্যেণ সুসমাহিতঃ। ত্যজেমাং দুর্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব হ॥১৬
এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ॥১৭
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ। পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্যানুশাসনে॥১৮
নিবৃত্তিশ্চাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ। ভবদ্বাক্যৈঃ সুরুচিরৈরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব এবং ধনে অধিক আসক্ত হওয়া অনুচিত। কেননা এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটে থাকে॥১২॥ হে কাকুৎস্থ, আপনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে এবং মন দ্বারা মনোবৃত্তিকে এবং লোকসমূহকে সংযত রাখতে সক্ষম। তাই নিজের শোকও যে আপনি সংযত করবেন তাতে বলার কি আছে? ॥১৩॥ রাঘব, আপনার মতো মহাপুরুষগণ এইপ্রকার বিপদকালেও মূহ্যমান হন না। সেই অপবাদই পুনর্বার আপনার ঘাড়ে চাপবে.... ॥১৪॥ হে রাজন্, যে অপবাদ-ভয়ে ভীত হয়ে আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করেছেন। প্রকারান্তরে একই অপবাদ সন্দেহাতীতভাবে পুনরায় নগরে ছড়িয়ে পড়বে॥১৫॥ তাই হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ধৈর্য অবলম্বন করুন। চিত্তকে করুন একাগ্র। পরিত্যাগ করুন দুর্বল শোকবুদ্ধি। সন্তাপ করবেন না॥১৬॥ মিত্রবৎসল কাকুৎস্থকে (রামকে) মহাত্মা লক্ষ্মণ এইপ্রকারে সান্ত্বনা দিলে পরম প্রীত হয়ে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন—॥১৭॥ হে নরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ, তুমি যা বললে, তাইই ঠিক। তুমি আমার আত্মার পরিপালন করায় আমি পরিতুষ্ট॥১৮॥ সৌম্য লক্ষ্মণ, শোক আমার এখন নিবৃত্ত। অপগত হয়েছে সন্তাপও। তোমার সুচারুবাক্যে আমি শান্তিলাভ করলাম॥১৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
উত্তরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামেণ লক্ষ্মণ-সমীপে কার্যার্থিনঃ পুরুষাণ্ প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারিণো রাজ্ঞো নৃগস্য শাপবৃত্তান্তস্য কথনম্,
কার্যার্থিপুরুষান্ পর্যবেক্ষিতুং লক্ষ্মণং প্রতি রামস্যাদেশশ্চ

লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্। সুপ্রীতশ্চাভবদ্ রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥১
দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ। যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ॥২
যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ বর্ততে শুভলক্ষণ। তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ্ব বচনং মম॥৩

ত্রিপঞ্চাশ ৫৩ সর্গ

শ্রীরামকর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে অভিযোগকারী পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী নৃগরাজার শাপবৃত্তান্ত কথন।
অভিযোগকারী পুরুষগণকে দেখার জন্যে লক্ষ্মণকে আদেশদান।

লক্ষ্মণের এইপ্রকার পরম অদ্‌ভুত বাক্য শ্রবণ করে অতীব প্রীত হয়ে রামচন্দ্র বললেন—॥১॥সৌম্য, অতীব বুদ্ধিমান তুমি। এবং আমার মনের অনুগামী। বিশেষ করে এই অবস্থাতে তোমার মতো বন্ধু পাওয়া দুর্লভ॥২॥ হে শুভলক্ষণ, আমার হৃদয়ে প্রসঙ্গের উত্থান ঘটেছে তা শোনো। এবং শুনে তদনুরূপ তা পালন করো ॥৩॥ সৌম্য সৌমিত্রে, চারদিন হলো পুরবাসীজনের কোনো কাজ করা হয় নি। তাই

চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ। অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি॥৪
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিনস্তথা। কার্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ॥৫
পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে। সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥৬
শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ। বভূব পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥৭
স কদাচিদ্ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ। নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ॥৮
ততঃ সঙ্গাদ্ গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ। ব্রাহ্মণাস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবর্তিনঃ॥৯
স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্তো বৈ অন্বিষংস্তত্র তত্র হ। নাপশ্যৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্॥১০
ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্। দদৃশে তাং স্বিকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে॥১১
অথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ। আগচ্ছ শবলেত্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্॥১২
তস্য তং স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধার্তস্য দ্বিজস্য বৈ। অন্বগাৎ পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছন্তং পাবকোপমম্॥১৩
যোঽপি পালয়তে বিপ্রঃ সোঽপি গামন্বগাদ্ দ্রুতম্। গত্বা চ তমৃষিং চষ্টে মম গৌরিতি সত্বরম্॥১৪
স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দত্তা নৃগেণ হ। তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্ বিপশ্চিতোঃ॥১৫
বিবদন্তৌ ততোঽন্যোন্যং দাতারমভিজগ্মতুঃ। তৌ রাজভবনদ্বারি ন প্রাপ্তৌ নৃগশাসনম্॥১৬
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ। উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ॥১৭
ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্। অর্থিনাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্॥১৮
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি। বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ॥১৯
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি। উৎপস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্ধনঃ॥২০

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে॥৪॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজা, পুরোহিত, মন্ত্রী এবং কার্যার্থী—সে পুরুষই হোন অথবা নারী—সকলকে আহ্বান করো *(কার্যার্থী—অভিযোগকারী)* ॥৫॥ যে রাজা পৌরগণের কাজ দিনের দিন না করেন তিনি বায়ুচলাচলহীন ঘোরতর নরকে পতিত হন। এতে তিলমাত্র সংশয় নেই॥৬॥ পুরাকালে নৃগ নামক এক মহাযশা রাজা ছিলেন শুনেছি। তিনি খুব ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী এবং শুদ্ধস্বভাব॥৭॥ নরদেব নৃপতি (নৃগ) কোন সময়ে পুষ্কর তীর্থে গিয়ে ব্রহ্মণগণকে স্বর্ণভূষিতা এক কোটি সবৎসা গাভী দান করেন॥৮॥ হে নিষ্পাপ, চেয়েচিন্তে জীবন নির্বাহ করে এমন কোনো সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী রাজার গাভীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়॥৯॥ গাভীর যথার্থ অধিকারী (ব্রাহ্মণ) ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে বহু বৎসর রাজ্যে রাজ্যে সেই অপহৃতা গাভীর অন্বেষণ করলেন। কোথাও দেখতে পেলেন না॥১০॥ অনন্তর কোন একসময়ে কনখল দেশে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের ঘরে স্বকীয় সেই গাভীকে দেখলেন। গাভীটি নীরোগ এবং হৃষ্টপুষ্ট ছিলো। বাছুরটি তখন বড় হয়েছে॥১১॥ অতঃপর ব্রাহ্মণ নিজের রাখা নামে তাকে (গাভীকে) ডাকলেন, শবলে, এসো। গাভীও তাঁর স্বর শুনলো॥১২॥ গাভী সেই অগ্নিতেজা ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের স্বর চিনে আগুয়ান ব্রাহ্মণের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো॥১৩॥ যে বিপ্র তাকে (ঐ গাভীকে) পরিপালন করতেন সত্বর তিনিও তার পশ্চাদ্ধাবন করে ঋষিকে বললেন—॥১৪॥ এ গাভী আমার। রাজসিংহ নৃগ নিজের হাতে আমাকে এই গাভীটি দান করেছেন। দুই পণ্ডিত ব্রাহ্মণে তখন তুমুল বিসম্বাদ বাধলো॥১৫॥ পরিশেষে বিবাদরত অবস্থায় ব্রাহ্মণদ্বয় পরস্পর গাভীদাতা নৃপতি নৃগের নিকট গমন করলেন। কিন্তু রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত হলেন। রাজগৃহে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না॥১৬॥ বহুদিন অপেক্ষা করে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজদ্বয়॥১৭॥ ক্রুদ্ধ ও পরম সন্তপ্ত হয়ে তাঁরা কঠোর অভিশাপ প্রদান করলেন, প্রার্থিগণের কার্য সমাধার (বিবাদভঞ্জনের) জন্যে তুমি যখন দর্শন দিচ্ছো না;....॥১৮॥ তাই তুমি সর্বভূতের কাছে অদৃশ্য কৃকলাস হবে। এইভাবেই বহু শত এবং সহস্র বছর বাস করবে *(কৃকলাস—গিরগিটি)* ॥১৯॥ কৃকলাস হয়ে তুমি গর্তে বাস করবে। দীর্ঘকাল। লোকে (ভুবনে) যখন যদুবংশের কীর্তিবর্ধন অবতীর্ণ হবেন....॥২০॥ পুরুষ-বিগ্রহ ধারণ করে, বাসুদেব

বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ। স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি॥২১
কৃতা চ তেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি। ভারাবতরণার্থং হি নর-নারায়ণাবুভৌ॥২২
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে। এবং তৌ শপিমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ॥২৩
তাং গাং হি দুর্বলাং বৃদ্ধাং দদতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ। এবং স রাজা তং শাপমুপভুঙ্ক্তে সুদারুণম্॥২৪
কার্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে। তচ্ছীঘ্রং দর্শনং মহ্যমভিবর্তন্তু কার্যিণঃ॥২৫
সুকৃতস্য হি কার্যস্য ফলং নাবৈতি পার্থিবঃ। তস্মাদ্ গচ্ছ প্রতীক্ষস্ব সৌমিত্রে কার্যবাঞ্জনং॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

নামে খ্যাত সেই ভগবান বিষ্ণুই তখন, হে রাজা, তোমাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন॥২১॥ সেই সময় অব্দি (কৃষ্ণাবতার পর্যন্ত) তোমার নিষ্কৃতি নেই। কৃষ্ণের অবতার সময়েই তুমি মুক্তি পাবে। জগতের ভার হরণ করার জন্যে নর এবং নারায়ণ দুই ঋষি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন॥২২॥ সেই মহাবীর্যবানদ্বয় আবির্ভূত হবেন কলিকাল উপস্থিত হলে। সেই দ্বিজদ্বয় এইপ্রকারে নৃগরাজাকে অভিশাপ-প্রদানান্তে শান্ত হলেন॥২৩॥ দুর্বলা সেই বৃদ্ধা গাভীকে এবার তাঁরা অপর ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করলেন। এবং সেই রাজা (নৃগ) এখনও সেই সুদারুণ শাপ ভোগ করছেন॥২৪॥ সেকারণে কার্যার্থী পুরুষের যদি বিবাদ নির্ণীত না হয় তাহলে ঐ বিসম্বাদ রাজাদেরই ত্রুটির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিবাদভঞ্জনে উদ্যোগীরা যাতে সত্বর আমার সাক্ষাৎ পায় তাই করতে হবে॥২৫॥ প্রজা প্রতিপালনের পুণ্যফল কি রাজা পান? অবশ্যই পান। সৌমিত্রে, যাও। রাজদ্বারে প্রতীক্ষা করো। দেখো, যদি কোনো কার্যার্থী পুরুষ এসে থাকেন!॥২৬॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের
উত্তরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

রাজ্ঞা নৃগেণ সুন্দরস্য শ্বভ্রস্য নির্মাণম, রাজ্যে পুত্রমভিষিচ্য তত্র চ প্রবিশ্য নৃগস্য শাপভোগঃ

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্॥১
অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ। মহান্ নৃগস্য রাজর্ষের্যমদণ্ড ইবাপরঃ॥২
শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভ। কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমন্বিতৌ॥৩
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ। শৃণু সৌম্য যথা পূর্বং স রাজা শাপবিক্ষতঃ॥৪

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ — নৃপতি নৃগ-কর্তৃক এক সুন্দর গুহানির্মাণ। রাজ্যে পুত্রকে অভিষিক্ত করে গুহাদেশে নৃগের শাপভোগ।

রামের বাক্য শুনে পরমার্থবিৎ (লক্ষ্মণ) দীপ্ততেজা রাঘবকে (রামকে) করজোড়ে নিবেদন করলেন—॥১॥ কাকুৎস্থ, ব্রাহ্মণদ্বয় অল্প অপরাধে রাজর্ষি রাজা নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডবৎ এমতো কঠিন অভিশাপ দিলেন!॥২॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ, নিজের অভিশাপরূপ পাপসংযুক্ত আখ্যান শ্রবণ করে তিনি সেই ক্রুদ্ধ বিপ্রদ্বয়কে কি বলেছিলেন?॥৩॥ লক্ষ্মণের এইমতো জিজ্ঞাসার উত্তরে রাঘব (রাম) পুনর্বার বললেন, সৌম্য, শাপবিক্ষত রাজা (নৃগ) যা বলেছিলেন বলছি। শোনো॥৪॥ ব্রাহ্মণদ্বয় চলে যাবার পর নৃপতি (নৃগ) আপন শাপবৃত্তান্ত অবগত হয়ে তখন আহ্বান করলেন নিজের পুরোহিতকে। ডাকলেন মন্ত্রিবর্গকে এবং

অথাধ্বনি গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় স নৃপস্তদা। আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বান্ নৈগমান্ সপুরোধসঃ॥৫
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্বাশ্চ প্রকৃতিস্তথা। দুঃখেন সুসমাবিষ্টঃ শ্রূয়তাং মে সমাহিতাঃ॥৬
নারদঃ পর্বতশ্চৈব মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্। গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতাবনিন্দিতৌ॥৭
কুমারোঽয়ং বসুর্নাম স চেহাদ্যাভিষিচ্যতাম্। শ্বভ্রঞ্চ যৎ সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম॥৮
যত্রাহং সংক্ষয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্। বর্ষঘ্নমেকং শ্বভ্রন্তু হিমঘ্নপরং তথা॥৯
গ্রীষ্মঘ্নং তু সুখস্পর্শমেকং কুর্বন্তু শিল্পিনঃ। ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ॥১০
বিরোপ্যন্তাং বহুবিধাশ্ছায়াবন্তশ্চ গুল্মিনঃ। ক্রিয়তাং রমণীয়ঞ্চ শ্বভ্রাণাং সর্বতোদিশম্॥১১
সুখমত্র বসিষ্যামি যাবৎ কালস্য পর্যয়ঃ। পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়তাং তেষু নিত্যশঃ॥১২
পরিবার্য যথা মে স্যুরধ্যর্ধং যোজনং তথা। এবং কৃত্বা বিধানং স সন্নিবেশ্য বসুং তদা॥১৩
ধর্মনিত্যঃ প্রজা পুত্র ক্ষত্রধর্মেণ পালয়। প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ॥১৪
নরশ্রেষ্ঠ সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে। মা কৃথাস্ত্বনুসন্তাপং মৎকৃৎ হি নরর্ষভ॥১৫
কৃতান্তঃ কুশলঃ পুত্র যেনাস্মি ব্যসনীকৃতঃ। প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি॥১৬
লব্ধব্যান্যেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ। পূর্বে জাত্যন্তরে বৎস মা বিষাদং কুরুষ্ব হ॥১৭
এবমুক্ত্বা নৃপস্তত্র সুতং রাজা মহাযশাঃ। শ্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভ॥১৮
এবং প্রবিশ্যৈব নৃপস্তদানীং শ্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ।
সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা শাপং দ্বিজাভ্যাং হি রুষা বিমুক্তম্॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

পুরবাসীকে॥৫॥ একান্ত দুঃখিত অন্তরে রাজা নৃগ তাদের সবাইকে বললেন, আপনারা সাবধান হয়ে আমার বাক্য শ্রবণ করুন॥৬॥ নারদ এবং পর্বত—এই দুই ভদ্র এবং অনিন্দনীয় মুনি আমার কাছে এসে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত শাপের কথা কীর্তন করে আমাকে অতীব ভয় দেখিয়ে বায়ুযোগে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥৭॥ তাই আমার এই বসু নামক রাজকুমারকে আমার সিংহাসনে আজই অভিষিক্ত করুন। আর শিল্পী দিয়ে আমার জন্যে গুহা তৈরী করান॥৮॥ যাতে আমি বাস করে ব্রাহ্মণের দেওয়া শাপ ক্ষয় করতে পারি সেরকম হিম-নিবারক একটি বিবর....॥৯॥ এবং গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ আরেকটি গুহা শিল্পিগণ তৈরী করুন। ফলবন্ত গাছ, পুষ্পবতী লতা....॥১০॥ ছায়াময় গুল্ম চতুর্দিকে রোপণ করা হোক যা বিবরের রমণীয়তা সম্পাদন করবে॥১১॥ যতোকাল শাপের অবসান না ঘটে ততোকাল সেখানেই সুখে বাস করবো। সুগন্ধী পুষ্পসকল যাতে পরিপূর্ণ থাকে....॥১২॥ আমার চতুষ্পার্শ্বের অর্ধযোজন ব্যাপ্ত করে তার ব্যবস্থা নিন। এই বিধান করে এবার ধর্মপরায়ণ তিনি সিংহাসনে বসুকে (পুত্রকে) বসিয়ে বাক্য বললেন —॥১৩॥ পুত্র, ক্ষত্রধর্ম-অনুসারে প্রজাগণকে পরিপালন কোরো। তুমি প্রত্যক্ষ করেছো দ্বিজগণ কিরূপ শাপ দিয়েছেন....॥১৪॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, আমার সামান্য অপরাধেও। ক্রোধবশে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার জন্যে সন্তাপ কোরো না। আমার পূর্ব জন্মের কৃত কর্মই,....॥১৫॥ হে পুত্র, সুখদুঃখের নিয়ন্তা। কর্মানুসারে যা প্রাপ্তব্য, মানুষ তা পায়। যায় অবশ্য গন্তব্যে॥১৬॥ যা লব্ধব্য তাই লাভ করে। সে অনুযায়ী সুখ-দুঃখও ভোগ করে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের অনুক্রমণ অনুসার। বৎস, বিষাদ পরিত্যাগ করো॥১৭॥ পুরুষপ্রবর (লক্ষ্মণ), মহাযশস্বী নৃপতি (নৃগ) পুত্রকে এইপ্রকার উপদেশ-প্রদান করে সুন্দর বিবরে বসবাসার্থ গমন করলেন॥১৮॥ বিবিধ উত্তম রত্নসম্ভারে বিভূষিত বিবরদেশে প্রবেশ করে মহাত্মা রাজা (নৃগ) দ্বিজদ্বয়প্রদত্ত সেই শাপভোগ করতে লাগলেন, যে শাপ দ্বিজেরা ক্রোধবশে উচ্চারণ করেছিলেন।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

মহর্ষেবশিষ্ঠস্য রাজ্ঞো নিমেশ্চ পারস্পরিকাভিশাপেন দেহত্যাগঃ

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া। যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষ্বেহাপরাং কথাম্ ॥১
এবমুক্তস্তু রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ। তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ। কথাং পরমধর্মিষ্ঠাং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥৩
আসীদ্ রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্। পুত্রো দ্বাদশমো বীর্যে ধর্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥৪
স রাজা বীর্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্। নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাসে গৌতমস্য তু ।৫
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্। নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ ॥৬
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্। যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥৭
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুতম্। বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্ ॥৮
অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোনিধিম্ ॥৯
তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্। বৃতোঽহং পূর্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয় ॥১০
অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ। বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১
নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ। অযজদ্ধিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাকরোৎ ॥১২
ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। সকাশমাগতো রাজ্ঞো হৌত্রং কর্তু মনিন্দিতঃ ॥১৩

পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজা নিমির পারস্পরিক অভিশাপে দেহত্যাগ

নৃপ নৃগের শাপ-বৃত্তান্ত বিষয়ে তোমাকে সবিস্তার বললাম। এ প্রসঙ্গে যদি তোমার অপরাপর আখ্যান শ্রবণে ইচ্ছা থাকে তবে শোনো ॥১॥ রামের বাক্য শুনে সৌমিত্রি পুনরায় বললেন, হে নৃপ, এইপ্রকার আশ্চর্যজনক কাহিনী শ্রবণ করে আমার হৃদয় তুষ্ট হয় নি ॥২॥ ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের এইপ্রকার বচন শুনে পরমধর্মসমন্বিত আরেক উপাখ্যান ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন ॥৩॥ এক রাজা ছিলেন। নাম নিমি। অদ্বিতীয় বীর্যবান তিনি। ধর্মনিষ্ঠ। এবং তিনি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ *(শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে ইক্ষ্বাকুর পুত্র সংখ্যা এক'শ। তাঁদের প্রধান তিনজন—বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ড। এখানে নিমি দ্বিতীয়। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণম-এ তিনি দ্বাদশ। সম্ভবত বয়ঃক্রম এবং অবস্থাক্রমে নিমি দ্বাদশ)* ॥৪॥ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৎকালে ঋষি গৌতমের আশ্রম সন্নিকটে দেবপুরী সদৃশ রমণীয়া পুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন ॥৫॥ মহাযশস্বী নিমি সেখানে বাস করতেন। সুন্দর সেই নগর 'বৈজয়ন্ত' নামে বিখ্যাত হয়েছিলো ॥৬॥ মনোহারী মহানগর নির্মাণের পর তাঁর মনে হলো, পিতার (ইক্ষ্বাকু) হৃদয়ে আহ্লাদ উৎপাদন করে আমি 'দীর্ঘসত্র' *(দীর্ঘসত্র—দীর্ঘকালব্যাপী এক যজ্ঞ)* করবো ॥৭॥ অনন্তর নিজ পিতা মনুসুত ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করে (তাঁর পরামর্শ নিয়ে) প্রথমে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বরণ করলেন ॥৮॥ এবার ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি বরণ করলেন তপোনিধি ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে ॥৯॥ বশিষ্ঠ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ নিমিকে তখন বললেন, আগেই ইন্দ্র আমাকে বরণ করেছেন। তাই যদ্দিন না তাঁর যজ্ঞ সমাপন হয়, ততোদিন আমার আগমনের প্রতীক্ষা করো ॥১০॥ তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ গৌতম বশিষ্ঠের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেন। এদিকে মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও সমাপন করলেন ইন্দ্রের যজ্ঞ ॥১১॥ নরাধিপ রাজা নিমি বিপ্রগণকে আনয়ন করে আপন নগরের সন্নিকটে নগাধিরাজ হিমালয়ের পার্শ্বে পঞ্চসহস্রবৎসর-ব্যাপী এক যজ্ঞ শুরু করলেন ॥১২॥ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে অনিন্দিতস্বভাব ভগবান বশিষ্ঠ যজ্ঞে হোতার কর্ম সম্পাদনের জন্যে রাজসকাশে উপনীত হলেন ॥১৩॥ পরন্তু এসে দেখলেন মুনি গৌতম

তদন্তরমথাপশ্যদ্ গৌতমেনাভিপূরিতম্। কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥১৪
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্তং সমুপাবিশৎ॥ তস্মিন্নহনি রাজর্ষির্নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্॥১৫
ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ। অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥১৬
যস্মাৎ ত্বমন্যং বৃতবান্ মামবজ্ঞায় পার্থিব। চেতনেন বিনাভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি॥১৭
ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্॥ ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্ছিতঃ॥১৮
অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ। উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদণ্ডমিবাপরম্॥১৯
তস্মাৎ তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ। দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥২০
ইতি রোষবশাদুভৌ তদানীমন্যোন্যং শপিতৌ নৃপ-দ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ তত্তুল্যাধিগত-প্রভাববন্তৌ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গ।

সেই কর্তব্যকর্ম সাধন করছেন। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ তা দেখে অতীব কুপিত হলেন॥১৪॥ তিনি দর্শনাকাঙ্ক্ষী হলেন রাজার। সাক্ষাৎ করার জন্যে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু রাজর্ষি সেদিন ভীষণ নিদ্রায় অভিভূত *(রাজাকে দর্শন করা হলো না)* ॥১৫॥ মহাত্মা বশিষ্ঠ তখন রাজার দর্শন না পেয়ে আরো কুপিত হলেন। রাজর্ষিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—॥১৬॥ পৃথিবীপতি, আমাকে অবজ্ঞা করে যেহেতু অপরকে তুমি বরণ করেছো, তাই তোমার শরীর অচেতন হয়ে পতিত হবে॥১৭॥ রাজা জাগরিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদত্ত অভিশাপের কথা শ্রবণ করে ক্রোধমূর্ছিত হলেন। ব্রহ্মযোনিকে (বশিষ্ঠকে) বললেন—॥১৮॥ নিদ্রাভিভূত ছিলাম আমি। তাই আপনার আগমন-আখ্যান শ্রুত হই নি। তবুও কোপ-কলুষিত হয়ে আমার প্রতি আপনি দ্বিতীয় যমদণ্ডের মতো শাপাগ্নি নিক্ষেপ করেছেন॥১৯॥ তাই হে ব্রহ্মর্ষে, শাশ্বত শোভাযুক্ত আপনার শরীরও পতিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই॥২০॥ তৎকালে রোষবশে ব্রহ্মসম প্রভাবশীল দ্বিজেন্দ্র এবং নৃপেন্দ্র পরস্পরে শাপপ্রদানকরত সহসা দু'জনেই দেহহীন হলেন॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

ব্রহ্মণো বাক্যেন বশিষ্ঠস্য বরুণবীর্যে আবেশঃ, উর্বশীসমীপে বরুণেন কুম্ভস্যৈকস্যমধ্যে স্বীয়বীর্যস্যাধানম্, মিত্রস্য শাপেন ভূতলে রাজ্ঞঃ পুরূরবসঃ সমীপে আগম্য উর্বশ্যাঃ পুত্রোৎপাদনঞ্চ

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবং দীপ্ততেজসম্॥১
নিক্ষিপ্য দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ। পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ॥২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ॥৩

ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

ব্রহ্মার বাক্যে বশিষ্ঠের বরুণের বীর্যে আবেশ। উর্বশীর সামনে বরুণকর্তৃক এক কুম্ভের মধ্যে আপন বীর্যের আধান। মিত্রের শাপে ভূতলে রাজা পুরূরবার নিকটে গিয়ে উর্বশীর পুত্রোৎপাদন।

শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ রামের বাক্য শুনে জোড়হস্তে দীপ্ততেজা রাঘবকে নিবেদন করলেন—॥১॥ কাকুৎস্থ, দেবগণের সম্মানিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং ভূপতি (নিমি) দেহ পরিত্যাগ করে পুনরায় কিরূপে নতুন দেহ লাভ করলেন? ॥২॥ লক্ষ্মণ এইপ্রকার বললে পর পুরুষপ্রধান মহাতেজস্বী রাম প্রত্যুত্তরে বললেন—॥৩॥

তৌ পরস্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধার্মিকৌ। অভূতাং নৃপ-বিপ্রর্ষী বায়ুসুতৌ তপোধনৌ॥৪
অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামুনিঃ। বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা জগাম পিতুরন্তিকম্॥৫
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্মবিৎ। পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ॥৬
ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহত্বমুপাগমম্। দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোঽহমণ্ডজ॥৭
সর্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি। লুপ্যন্তে সর্বকার্যাণি হীনদেহস্য বৈ প্রভো॥৮
দেহস্যান্যস্য সদ্ভাবে প্রসাদং কর্তুমর্হসি। তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরমিতপ্রভঃ॥৯
মিত্রাবরুণজং তেজ আবিশ ত্বং মহাযশঃ। অযোনিজস্ত্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম।
ধর্মেণ মহতাযুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্॥১০
এবমুক্তস্তু দেবেন অভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্। কৃত্বা পিতামহং তূর্ণং প্রযযৌ বরুণালয়ম্॥১১
তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণত্বমকারয়ৎ। ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরৈঃ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু উর্বশী পরমাপ্সরাঃ। যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সখিভির্বৃতা॥১৩
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তিং বরুণালয়ে। তদাবিশৎ পরো হর্ষো বরুণং চোর্বশীকৃতে॥১৪
স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্। বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াপ্সরোবরাম্॥১৫
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তু বরুণং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা। মিত্রেণাহং বৃতা সাক্ষাৎ পূর্বমেব সুরেশ্বর॥১৬
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ। ইদং তেজঃ সমুৎস্রক্ষ্যে কুম্ভেঽস্মিন্ দেবনির্মিতে॥১৭
এবমুৎসৃজ্য সুশ্রোণি ত্বয্যহং বরবর্ণিনি। কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্॥১৮
তস্য তল্লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্। উর্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ॥১৯
কামমেতদ্ ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্। ভাবশ্চাপ্যধিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো॥২০

ধার্মিক তপোনিধি বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি (নিমি) উভয়ে উভয়ের শাপে শরীর পরিত্যাগ করে বায়ুরূপ প্রাপ্ত হলেন॥৪॥ পরন্তু পরম তেজস্বী মহামুনি বশিষ্ঠ অশরীর হয়ে অন্য স্থূল শরীর লাভের আশায় পিতৃ-সকাশে প্রস্থান করলেন॥৫॥ ধর্মবিদ্ (বশিষ্ঠ) পিতার সামনে গমন করে দেবদেব পিতামহের পাদবন্দনা করে বায়ুরূপেই বললেন—॥৬॥ হে ভগবন্, হে ব্রহ্মাণ্ডসম্ভব দেবদেব মহাদেব, নিমির শাপের কারণে আমি শরীরহীন হয়ে সম্প্রতি সমীররূপে অবস্থান করছি॥৭॥ প্রভো, শরীরহীন হলে সকলেরই সাতিশয় দুঃখ হয়ে থাকে। দেহহীন ব্যক্তির সমূহ কার্যই হয় বিলুপ্ত॥৮॥ তাই কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে অন্য দেহ প্রদান করুন। অনন্তর অমিততেজা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—॥৯॥ মহাভাগ, তুমি মিত্র এবং বরুণের তেজে প্রবেশ করো। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাঁদের বীর্যে প্রবিষ্ট হলেও তুমি অযোনিজ হবে। তৎপরে বিপুল ধর্ম সঞ্চয় করে পুনরায় পুত্ররূপে হবে আমার বশীভূত *(আগের মতো আবার প্রাজাপত্য লাভ করবে)* ॥১০॥ ব্রহ্মা এইমতো বললে পর তিনি (বশিষ্ঠ) পিতামহকে প্রণিপাত করে, তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক ত্বরিতে বরুণালয়ে গমন করলেন॥১১॥ তৎকালে মিত্রদেবও সুরপতিগণের দ্বারা বন্দিত হয়ে ক্ষীরোদরূপী বরুণের সঙ্গে মিলিত হয়ে বরুণ-রাজত্ব করছিলেন॥১২॥ এমতাবস্থায় পরমা অপ্সরা উর্বশী সখী-পরিবৃত হয়ে ইচ্ছানুসারে সেখানে উপস্থিত হলেন॥১৩॥ রূপসী উর্বশীকে ক্ষীরসমুদ্রে জলকেলি করতে দেখে তাকে পাবার ইচ্ছায় বরুণের মনে অত্যন্ত উল্লাস উপস্থিত হলো॥১৪॥ পদ্মপলাশাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রবদনা অপ্সরা-প্রধানাকে (উর্বশীকে) মৈথুনের নিমিত্ত আহ্বান করলেন তিনি॥১৫॥ কিন্তু উর্বশী করজোড়ে বরুণকে নিবেদন করলেন, হে সুরেশ্বর, স্বয়ং মিত্রদেব আমাকে পূর্বে প্রার্থনা করেছেন॥১৬॥ কামশরে জর্জরিত বরুণ তাকে বললেন, তাহলে এই দেবনির্মিত কুম্ভে আমি বীর্য পরিত্যাগ করবো এবং বীর্যনিক্ষেপপূর্বক আমি পরিতৃপ্ত হবো,....॥১৭॥ হে সুনিতম্বিনি, হে বরবর্ণিনি, যদি না তুমি সঙ্গমে ঐকমত্য হও॥১৮॥ লোকনাথ বরুণের সুভাষিত বাক্যে পরমপ্রীতা উর্বশী বললো—॥১৯॥ আমার চিত্ত আপনার প্রতি নিতান্ত আসক্ত। আপনারও অধিক অনুরাগ আমাতে। পরন্তু এই দেহ সম্প্রতি মিত্রদেবের অধীন *(তাই আপনার বীর্যাধান কুম্ভ মধ্যেই করুন)* ॥২০॥ উর্বশী এইপ্রকার বললে তিনি (বরুণ) প্রজ্জ্বলিত অগ্নির

উর্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তন্মহদদ্ভুতম্। জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্ কুম্ভে ন্যবাসৃজৎ॥২১
উর্বশী ত্বগমৎ তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা। তান্তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্বশীমিদমব্রবীৎ॥২২
ময়াভিমন্ত্রিতা পূর্বং কস্মাৎ ত্বমবসর্জিতা। পতিমন্যং বৃতবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি॥২৩
অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা। মনুষ্যলোকমাস্থায় কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যসি॥২৪
বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ। তমভ্যাগচ্ছ দুর্বুদ্ধে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি॥২৫
ততঃ সা শাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ। প্রতিষ্ঠানে পুরূরবং বুধস্যাত্মজমৌরসম্॥২৬
তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ। নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভুবেন্দ্রসমদ্যুতি॥২৭
বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তেঽথ ত্রিদিবেশ্বরে। শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্॥২৮
সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং তদোর্বশী চারুদতী সুনেত্রা।
বহূনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুভ্রূঃ শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গ।

মতো তেজস্বী পরম অদ্ভুত সেই তেজ তৎকালে কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করলেন॥২১॥ মিত্রদেব যেখানে অবস্থান করছিলেন উর্বশী এবার তথায় গমন করলেন। মিত্রদেব তৎকালে অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে বললেন—॥২২॥ ওরে দুষ্টচারিণি, আমিই আগে তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। পরন্তু আমাকে পরিত্যাগ করে কেন তুমি অন্য পতিকে বরণ করলে?॥২৩॥ এই অপরাধের কারণে তুমি আমার নিকট পতিতা হয়েছো (আমার রোষের কারণ হয়েছো)। তাই তুমি কিছুকাল মনুষ্যলোকে বাস করবে॥২৪॥ রে দুর্বুদ্ধে, বুধের তনয় হলেন কাশীরাজ পুরূরবা। তাঁর নিকট গমন করো। তিনি তোমার পতি হবেন॥২৫॥ অতঃপর সে (উর্বশী) প্রাপ্ত শাপদোষে পুরূরব প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার কাছে গেলো॥২৬॥ তার গর্ভে পুরূরবের শ্রীমান এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আয়ু তার নাম। আয়ুরই পুত্র হলেন নহুষ। নহুষ ইন্দ্রতুল তেজস্বী ছিলেন॥২৭॥ সুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসব বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে ক্লান্ত হলে ইন্দ্রের সমান পরাক্রমী নহুষ ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে শত সহস্র বৎসর ধরে দেবরাজ্য শাসন করেছিলেন॥২৮॥ সেই সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা, চারুনয়না, সুন্দর দন্তপঙ্‌তি-সমন্বিতা (উর্বশী) এইভাবে মর্ত্যে বহুবছর বাস করে শাপক্ষয় সমাপনান্তে বাসবের সভায় সমাগত হলো॥২৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বসিষ্ঠস্য নবকলেবরধারণম্, নিমেঃ প্রাণিনাং নয়নেষু নিবাসশ্চ

তাং শ্রুত্বা দিব্যসঙ্কাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্। লক্ষ্মণঃ পরমপ্রীতো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥১
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজ-পার্থিবৌ। পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ॥২
তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ॥৩

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

বশিষ্ঠের নবকলেবর ধারণ। প্রাণিসকলের নিমির নয়নে বাস।

লক্ষ্মণ সেই দিব্য ও অদ্ভুত কথামালা শুনে খুশি হয়ে রাঘবকে (রামচন্দ্র) বললেন—॥১॥ কাকুৎস্থ, সেই ব্রাহ্মণবর (বশিষ্ঠ) এবং পৃথিবীপতিকে (নিমি) দেবগণও সম্মান করতেন। নিজেদের দেহ ত্যক্ত হবার পর তাঁরা দ্বিতীয়বার কিভাবে স্ব স্ব শরীর লাভ করলেন?॥২॥ সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের বাক্য শুনে পুনরায় বশিষ্ঠের শরীর-গ্রহণ বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, মহাত্মাগণের...॥৩॥ তেজঃপূর্ণ যে

যঃ স কুম্ভো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনোঃ। তস্মিংস্তেজময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ॥৪
পূর্বং সমভবৎ তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ নাহং সুতস্তবেত্যুক্ত্বা মিত্রং তস্মাদপাক্রমৎ॥৫
তদ্ধি তেজস্তু মিত্রস্য উর্বশ্যাঃ পূর্বমাহিতম্। তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণম্॥৬
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ। বসিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্॥৭
তমিক্ষ্বাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্। বব্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্যাস্য হিতায় নঃ॥৮
এবং ত্বপূর্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। কথিতো নির্গমঃ সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাভবৎ॥৯
দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব এব তে। তঞ্চ তে যাজয়ামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং মনীষিণঃ॥১০
তঞ্চ দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি স্ম দ্বিজোত্তমাঃ। গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পৌরভৃত্যসমন্বিতাঃ॥১১
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ভৃগুস্তত্রেদমব্রবীৎ। আনয়িষ্যামি তে চেতস্তুষ্টোঽস্মি তব পার্থিব॥১২
সুপ্রীতাশ্চ সুরাঃ সর্বে নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্। বরং বরয় রাজর্ষে ক্ব তে চেতো নিরূপ্যতাম্॥১৩
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেশ্চেতস্তদাব্রবীৎ। নেত্রেষু সর্বভুতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ॥১৪
বাঢমিত্যেব বিবুধা নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্। নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি॥১৫
ত্বৎকৃতে চ নিমিষ্যন্তি চক্ষূংষি পৃথিবীপতে। বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ॥১৬
এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্বে জগ্মুর্যথাগতম্। ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমের্দেহং সমাহরন্॥১৭
অরণিং তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্রুরোজসা। মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্তদা॥১৮
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ। মথনান্মিথিরিত্যাহুর্জননাজ্জনকোঽভবৎ॥১৯

কুম্ভের কথা বলেছি, হে রঘুশ্রেষ্ঠ, তাতে দু'জন তেজস্বী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। তাঁরা ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥৪॥ প্রথমে সেখান থেকে (কুম্ভ হতে) মহর্ষি ভগবান উদ্‌ভূত হন। তিনি মিত্রকে 'আমি তোমার সন্তান নই' বলে সেখান থেকে চলে গেলেন॥৫॥ ঐ তেজ ছিলো মিত্রদেবের। প্রথমে উর্বশীকে উদ্দেশ্য করে সেই কুম্ভ মধ্যে স্বীয় বীর্য স্থাপিত করেন (যে ঘটে পরে বরুণ তাঁর তেজ সঞ্চিত করেন)। পরিশেষে বরুণের তেজ তাতে সম্মিলিত হয়॥৬॥ অতঃপর কালক্রমে ইক্ষ্বাকু-কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ—মিত্র এবং বরুণের তেজঃপ্রভাবে ঘট হতে উৎপন্ন হলেন॥৭॥ সৌম্য, সেই অনিন্দনীয় মুনি জন্মগ্রহণ করামাত্রেই মহাতেজা ইক্ষ্বাকু স্বীয় বংশের হিতার্থে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন॥৮॥ হে বীর, মহাত্মা বশিষ্ঠের নব-কলেবর ধারণের কথা তো তোমাকে বললাম। এবারে বলি নিমির যা হয়েছিলো। শোনো॥৯॥ মনীষী মহর্ষিগণ রাজা নিমিকে দেহহীন দর্শনকরত তাঁরা স্বয়ংই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করে যজ্ঞ-ক্রিয়া চালু রাখলেন॥১০॥ শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ সেই রাজদেহ রক্ষা করতে লাগলেন গন্ধদ্রব্যে, মাল্যে এবং বস্ত্রে। পুরবাসী এবং ভৃত্যবৃন্দের সঙ্গে একযোগে॥১১॥ অনন্তর যজ্ঞ সমাপনান্তে ভৃগু বললেন, হে পার্থিব, তোমার প্রতি আমি তুষ্ট। তোমার জীবচেতনাকে পুনঃ আমি এই শরীরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করবো॥১২॥ সুরগণও পরম প্রীতিভরে নিমির চেতনাকে পুনর্বার ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় নিমির জীবাত্মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, রাজর্ষে, তুমি বর প্রার্থনা করো, আমরা তোমার জীবচেতনাকে কোথায় স্থাপিত করবো?॥১৩॥ সুরগণ এই মতো বললে, নিমি-চেতনা বললেন, আমি প্রাণিগণের নয়নে বাস করতে ইচ্ছা করি॥১৪॥ এইশুনে দেবগণ সকলে নিমি-চেতনাকে বললেন, তথাস্তু। তুমি বায়ুস্বরূপ হয়ে সর্বভূতের নয়নে বিচরণ করবে॥১৫॥ হে পৃথিবীপতে, বায়ুরূপে বিচরণ করতে থাকলে তোমার যে ক্লান্তি আসবে, তা অপনোদনের জন্যে প্রাণিগণ নিমেষধর্ম প্রাপ্ত হবে *(বার বার চোখ বন্ধ করার বৈশিষ্ট্য)* ॥১৬॥ দেবগণ এবার যে যেখান হতে এসেছিলেন সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেন। অনন্তর মহামনা মহর্ষিগণ নিমির দেহ নিয়ে....॥১৭॥ তাতে যজ্ঞকাষ্ঠ নিক্ষেপ করে সবলে মন্থন করতে লাগলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাত্মাবৃন্দ যখন নিমির পুত্রার্থে....॥১৮॥ অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) মন্থন করতে আরম্ভ করলেন তখন ঐ মন্থন হতে প্রাদুর্ভূত হলেন মহাতপা মিথি। মন্থনজাত বলে মহর্ষিগণ তাঁকে 'মিথি' এবং অদ্‌ভুতভাবে তাঁর জন্ম বলে 'জনক' নাম আখ্যা দিলেন॥১৯॥ তিনি বিদেহ-নিমি হতে উৎপন্ন বলে 'বিদেহ' নামেও

যস্মাদ্ বিদেহাৎ সম্ভূতো বৈদেহস্তু ততঃ স্মৃতঃ। এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোঽভবৎ॥
মিথির্নাম মহাতেজাস্তেনায়ং মৈথিলোঽভবৎ॥২০
ইতি সর্বশেষতো ময়া কথিতং সম্ভবকারণন্তু সৌম্য।
নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য দ্বিজশাপাচ্চ যদদ্ভুতং নৃপস্য॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গ।

বিখ্যাত হলেন। এইভাবে পুরাকালে মহাতেজা বিদেহরাজ জনক 'মিথি'বলে বিখ্যাত হন এবং সে কারণেই জনককুল 'মৈথিল' বলে পরিচিত॥২০॥ সৌম্য, রাজশ্রেষ্ঠের (নিমির) অভিশাপে দ্বিজশ্রেষ্ঠের (বশিষ্ঠের) এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠের শাপে নৃপতির যে অদ্‌ভুত জন্ম হয়ে ছিলো সে সবই তোমার কাছে বললাম॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

যযাতিং প্রতি শুক্রাচার্যস্য শাপঃ

এবং ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। প্রত্যুবাচ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা॥১
মহদদ্ভুতমাশ্চর্যং বিদেহস্য পুরাতনম্। নির্বৃত্তং রাজশার্দূল বসিষ্ঠস্য মুনেশ্চ হ॥২
নিমিস্তু ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ। ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ॥৩
এবমুক্তস্তু তেনায়ং রামঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ। উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্॥৪
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্। ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে॥৫
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা। সত্ত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ॥৬
নহুষস্য সুতো রাজা যযাতি পৌরবর্ধনঃ। তস্য ভার্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥৭
একা তু তস্য রাজর্ষের্নাহুষস্য পুরস্কৃতা। শর্মিষ্ঠা নাম দৈতেয়ী দুহিতা বৃষপর্বণঃ॥৮
অন্যা তূশনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুষর্ষভ। ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা॥৯

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

যযাতির প্রতি শুক্রাচার্যের শাপ

রামচন্দ্র এই প্রকার বললে শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ তখন স্বীয় তেজে দীপ্ত মহাত্মাকে (রামকে) বললেন—॥১॥ রাজেন্দ্র, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজা বিদেহের পুরা-বৃত্তান্ত অত্যন্ত অদ্‌ভুত এবং আশ্চর্যজনক ॥২॥ নৃপতি নিমি ক্ষত্রিয়। এবং বীর। তদুপরি তিনি তখন যজ্ঞ দীক্ষিত ছিলেন। তথাপি তিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করতে পারলেন না॥৩॥ অন্যের হৃদয়রঞ্জনকারী ও ক্ষত্রিয়চূড়ামণি রাম লক্ষ্মণের বাক্য শুনে বাক্য বললেন। সর্বশাস্ত্রে নিষ্ণাত....॥৪॥ এবং দীপ্ততেজা ভ্রাতাকে বললেন, বীর, ক্ষমাগুণ সব পুরুষের মধ্যে পরিদৃশ্যমান নয়॥৫॥ সৌমিত্রে, সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে যযাতি যেপ্রকারে দুঃসহ রোষ পরিত্যাগ করেছিলেন, একাগ্রচিত্তে তা তুমি শ্রবণ করো॥৬॥ সৌম্য, যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। নহুষের পুত্র তিনি। পুরবাসী প্রজাগণের উন্নতিকারী। তাঁর দু'জন পত্নী ছিলো। পৃথিবীতে তাঁদের রূপের তুলনা ছিলো না॥৭॥ দু'জনের মধ্যে বৃষপর্বকন্যা দৈত্যবংশজাতা শর্মিষ্ঠা রাজর্ষি যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন *(দৈতেয়ী—দৈত্যবংশজাতা। নাহুষ—নহুষের পুত্র, যযাতি)* ॥৮॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী। কিন্তু রাজা যযাতির অতোখানি প্রণয়পাত্রী ছিলেন না তিনি *(তূশনসঃ—শুক্রাচার্য)* ॥৯॥ সমাহিতচিত্ত এবং রূপবান দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করলো যযাতির পত্নীদ্বয়ের। তাদের মধ্যে

তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ। শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পুরুং দেবযানী যদুং তদা॥১০
পূরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকৃতেন চ। ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ॥১১
ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। সহসে হৃদ্গতং দুঃখমবমানঞ্চ দুঃসহম্॥১২
আবাঞ্চ সহিতৌ দেবি প্রবিশাব হুতাশনম্। রাজা তু রমতাং সার্ধং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ॥১৩
যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি। ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥১৪
পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা পরমার্তস্য রোদতঃ। দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা॥১৫
ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবস্তদা। আগতস্ত্বরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা॥১৬
দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্। পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ॥১৭
পৃচ্ছন্তমনকৃত্তং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্। দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ॥১৮
অহমগ্নি বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিসত্তম। ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু পশ্যামি জীবিতুম্॥১৯
ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামবমানিতাম্। বৃক্ষস্যাবজ্ঞয়া ব্রহ্মংশ্ছিদ্যন্তে বৃক্ষজীবিনঃ॥২০
অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব। ময্যবজ্ঞাং প্রযুঙ্‌ক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে॥২১
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপেনাভিপরীবৃতঃ। ব্যাহর্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্॥২২
যস্মান্মামবজানীষে নাহুশ ত্বং দুরাত্মবান্। বয়সা জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্যসি॥২৩
এবমুক্ত্বা দুহিতরং সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ। পুনর্জগাম ব্রহ্মর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ॥২৪
স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গব্যাগ্র্যঃ সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্।
পুনর্যযৌ সূর্যসমানতেজা দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায়॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শর্মিষ্ঠা প্রসব করেন পুরূকে। যদুকে জন্ম দেন দেবযানী॥১০॥ পরন্তু পুরূ রাজার অধিক প্রিয় হয়েছিলেন। জননীর এবং আপনার গুণের কারণে। যদু এতে দুঃখিতচিত্ত হয়ে মা'কে (দেবযানীকে) বললো—॥১১॥ মাতঃ, তুমি মানসিক ক্লেশ এবং দুঃসহ অপমান সহ্য করছো অথচ তুমি জন্মেছো অক্লেশে মহৎকর্মকারী দেব ভার্গবের কুলে!॥১২॥ দেবি, আমরা দু'জনেই অগ্নিতে প্রবেশ করবো। রাজা দৈত্যনন্দিনীর সঙ্গে বহুরাত্রি ধরে ক্রীড়া করুন॥১৩॥ এ যদি আপনি সইতে পারেন, আপনি ক্ষমা করে দিন। আমি কিন্তু ক্ষমা করবো না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিশ্চিতরূপে প্রাণত্যাগ করবো॥১৪॥ রোরুদ্যমান পুত্রের কথা শুনে পরমদুঃখিতা দেবযানী অত্যন্ত ক্রোধবশে পিতাকে (শুক্রাচার্যকে) স্মরণ করলেন॥১৫॥ তৎকালে কন্যার অন্তরগত অভিপ্রায় অবগত হয়ে ভার্গব অবিলম্বে দেবযানীর কাছে চলে এলেন॥১৬॥ কন্যাকে অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রফুল্ল এবং দুঃখিতচিত্তা অবলোকন করে পিতা (শুক্রাচার্য) বললেন, এর কারণ কি?॥১৭॥ অমিততেজা ভার্গব পুনঃ পুনঃ কারণ জানতে চাইলে নিতান্ত ক্রোধাতুরা হয়ে দেবযানী পিতাসকাশে নিবেদন করলেন—॥১৮॥ হে মুনিসত্তম, তীব্র বিষ পান করবো আমি। নয়তো আগুনে অথবা জলে ঝাঁপ দেবো। আত্মহত্যা করবো। কোনোমতে আমি জীবন রক্ষা করতে পারবো না॥১৯॥ আপনি জানেন না কিপ্রকার দুঃখিতা এবং অবমানিতা আমি। ব্রহ্মন্, বৃক্ষের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে তার ফুল-ফল সব নষ্ট হয়ে যায়॥২০॥ হে ভৃগুতনয়, আপনার প্রতি অবজ্ঞা ভাব থাকায় রাজর্ষি (যযাতি) আমাকেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, আমাকে যথাযোগ্য মান্যতা ও সমাদর দিচ্ছেন না॥২১॥ এমতো বাক্য শুনে ভৃগুতনয় অত্যন্ত কুপিত হয়ে নহুষনন্দনকে (যযাতিকে) বলতে লাগলেন—॥২২॥ হে নহুষতনয়, অতীব দুরাত্মা তুমি। আমাকে অবজ্ঞা করছো। সেজন্য জরায় জীর্ণ বৃদ্ধের মতো হয়ে যাবে তুমি। দেহ তোমার শিথিল হয়ে পড়বে॥২৩॥ মহাযশস্বী ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এইপ্রকার বলে কন্যাকে আশ্বাস প্রদান করে পুনরায় আপন ভবনে গমনকরলেন॥২৪॥ সূর্যতুল্য তেজস্বী এবং বিপ্রগণের মধ্যে অগ্রগণ্য সেই ভার্গব নহুষতনয়কে শাপ দিয়ে এবং স্বীয় তনয়া দেবযানীকে আশ্বাস-দানান্তে চলে গেলেন॥২৫॥
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পূত্র-পূরবে স্ববৃদ্ধত্বং দত্বা তদ্বিনিময়েন যযাতেস্তস্য যৌবনগ্রহণম্, বহুকালাৎ পরং ভোগতৃপ্তস্য তস্য তদ্যৌবন প্রত্যর্পণম্, স্বরাজত্বে পূরোরভিষেকঃ, যদুং প্রতি যযাতেঃ শাপশ্চ

শ্রুত্বা তৃশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহুষাত্মজঃ। জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ॥১
যদো ত্বমসি ধর্মজ্ঞো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্। জরা পরমিকা পুত্র ভোগৈ রংস্যে মহাযশঃ॥২
ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ। অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্স্যাম্যহং জরাম্॥৩
যদুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরর্ষভম্। পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুঃ প্রতিগৃহ্নাতু বৈ জরাম॥৪
বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু সন্নিকর্ষাচ্চ পার্থিব। প্রতিগৃহ্নাতু বৈ রাজন্ যৈঃ সহাশ্নাসি ভোজনম্॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পূরুমথাব্রবীৎ। ইয়ং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥৬
নাহুষেণৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মি তব স্থিতঃ॥৭
পূরোর্বচনমাজ্ঞায় নাহুষঃ পরয়া মুদা। প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্॥৮
ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞান্ সহস্রশঃ। বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্॥৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পূরুমথাব্রবীৎ। আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্যাতয়স্ব মে॥১০
ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা। তস্মাৎ প্রতিগৃহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ॥১১

উনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

পুত্র পুরূকে নিজের বৃদ্ধত্ব দিয়ে যযাতির তার পরিবর্তে যৌবনগ্রহণ। ভোগে তৃপ্ত হবার পর বহুকাল গত হলে ঐ যৌবনের প্রত্যর্পণ। স্বীয় রাজত্বে পুরূর অভিষেক এবং যদুর প্রতি অভিশাপ।

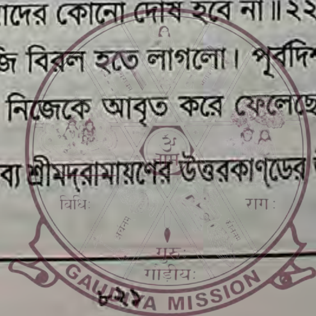
শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়েছেন শুনে নৃপতি নহুষাত্মজ (যযাতি) কাতর হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। স্বীয় জরা তিনি অন্যকে দেবার ক্ষমতা পেলেন তিনি তাঁর কাছ থেকে। যযাতি অনন্তর পুত্র যদুকে বললেন—॥১॥ মহাযশা পুত্র যদু, ধর্মজ্ঞ তুমি। অন্যের দেহে সঞ্চরণযোগ্য এই জরা তুমি আমার সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করো। আমি ভোগবিলাসে জীবন কাটাবো॥২॥ ভোগে এ যাবৎ আমি পরিতৃপ্ত নই। বিষয়ভোগ শেষে পরিতৃপ্ত হয়ে অতঃপর জরা গ্রহণ করবো॥৩॥ নরশ্রেষ্ঠের সেই বচন শুনে যদু বললো, আপনার প্রিয় পুত্র পুরূ জরা গ্রহণ করুক॥৪॥ হে পৃথিবীপতি, আপনি আমাকে আপনার কাছ হতে বহিষ্কৃত করে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিশেষ করে যার সঙ্গে আপনি একত্রে আহার গ্রহণ করেন, সেই আপনার জরা গ্রহণ করুক॥৫॥ তার বাক্য শুনে রাজা এবার পুরূকে বললেন, মহাবাহো, আমার নিমিত্ত (সন্তোষার্থে) তুমি এই জরা গ্রহণ করো॥৬॥ পুরূ নাহুষের (যযাতির) কথা শুনে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আপনার শাসনাধীন আমি। তাই আপনার এই আদেশে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হলাম॥৭॥ নাহুষ রাজা (যযাতি) পুরূর প্রতিশ্রুতিময় অভিপ্রায়ে অতুল আনন্দ লাভ করে স্বীয় জরা তার (পুরূর) উপর সঞ্চারিত করলেন॥৮॥ অতঃপর সেই তরুণ নৃপতি হাজার হাজার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বহু সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করলেন॥৯॥ অনন্তর সুদীর্ঘকাল গত হলে পুরূকে রাজা বললেন, পুত্র, তোমার কাছে ন্যাসরূপে রক্ষিত আমার জরা আমাকে তুমি প্রত্যর্পণ করো॥১০॥ পুত্র, আমার জরা তোমার কাছে আমি গচ্ছিত রেখেছিলাম, এখন তা আমি পুনরায় গ্রহণ করবো। তুমি ক্লেশ পরিত্যাগ করো॥১১॥

প্রীতশ্চাস্মি মহাবাহো শাসনস্য প্রতিগ্রহাৎ।ত্বাং চাহমভিষেক্ষ্যামি প্রীতিযুক্তো নরাধিপম্॥১২
এবমুক্ত্বা সুতং পূরুং যযাতির্নহুষাত্মজঃ। দেবযানীসুতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ হ॥১৩
রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ। প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং ত্বং প্রজার্থে বিফলো ভব॥১৪
পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাত্ত্বমবমন্যসে। রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্॥১৫
ন তু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যতি দুর্মতেঃ। বংশোঽপি ভবতস্তুল্যো দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি॥১৬
তমেবমুক্ত্বা রাজর্ষিঃ পূরুং রাজ্যবিবর্ধনম্। অভিষেকেণ সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ॥১৭
ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্। ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥১৮
পূরুশ্চকার তদ্ রাজ্যং ধর্মেণ মহতা বৃতঃ। প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ॥১৯
যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ। পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ॥২০
এষ তূশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা। ধারিতঃ ক্ষত্রধর্মেণ যং নিমিশ্চক্ষমে ন চ॥২১
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্বকারিণাম্। অনুবর্তামহে সৌম্য দোষে ন স্যাদ্ যথা নৃগে॥২২
ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননেন প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব পূর্বা কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মহাবাহো, আমার আদেশ প্রতিপালন করায় আমি প্রীত হয়েছি। তাই হৃষ্টচিত্তে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবো। নাহুষ যযাতি পুত্র পুরূকে এইমতো বলে সক্রোধে দেবযানীতনয় যদুকে বললেন॥১২॥ আমার ঔরসে তুমি ক্ষত্রিয়রূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস জন্মেছো। আর তা না হলে আমার আদেশ তুমি লঙ্ঘন করতে না। তুমি নিজের সন্তানদের রাজ্যাধিকার বিষয়ে বিফল হও॥১৪॥ আমি তোমার পিতা। এবং গুরুস্বরূপ। তথাপি তুমি আমাকে অবমাননা করেছো। তাই তুমি দারুণ রাক্ষসদেরকে উৎপাদন করবে॥১৫॥ দুর্মতি তুমি। তোমার বংশও তাই তোমারি ন্যায় দুর্বিনীত হবে। তোমার সন্তান সোমকুলোৎপন্ন বংশ পরম্পরায় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না॥১৬॥ যদুকে এই প্রকার বলে রাজর্ষি (যযাতি) রাজ্যবর্ধন পুরূক পরম সমাদরে রাজ্যে অভিষিক্ত করে আশ্রমে (বানপ্রস্থে) প্রবিষ্ট হলেন॥১৭॥ অনন্তর বহুকাল গত হলে প্রারব্ধ-ভোগ শেষ হতে নহুষনন্দন রাজা যযাতি স্বর্গলোকে গমন করলেন॥১৮॥ মহাযশস্বী পুরূমহদ্ধর্মে পরিবৃত হয়ে কাশীরাজ্যের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠনগর প্রতিষ্ঠান নামক নগরীতে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন॥১৯॥ অন্যদিকে রাজবংশ হতে বহিষ্কৃত হয়ে যদু নগরে এবং দুর্গম ক্রৌঞ্চ বনে হাজারে হাজারে রাক্ষস উৎপাদন করতে লাগলো॥২০॥ রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম অনুযায়ী শুক্রাচার্যের শাপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু নিমি ঋষি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নি॥২১॥ সৌম্য, তোমাকে সমূহবৃত্তান্ত আমি বললাম। সৎকর্মকারী মহাত্মাদেরকে অনুসরণ করে আমরা কার্যার্থী মনুষ্যদের কার্য বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবো। তাহলে নৃপতি নৃগের মতো আমাদের কোনো দোষ হবে না॥২২॥ চন্দ্রতুল মনোহরবদন রাম এই মতো বলতে থাকলে আকাশে তারকারাজি বিরল হতে লাগলো। পূর্বদিশা হলো অরুণকিরণে আরক্তিম। যেন পূর্বদিক কুসুমরসরঞ্জিত রক্তবসনে নিজেকে আবৃত করে ফেলেছে॥২৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।



॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ১১ ॥

শ্রীরামস্য দ্বারে কার্যার্থিনঃ শুন আগমনম্, রাজসভায়াং তমানেতুং শ্রীরামস্যাদেশশ্চ

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্। ধর্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ॥১
রাজধর্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ। পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশ্যপেন চ॥২
মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্মপাঠকৈঃ। নীতিজ্ঞৈরথ সভ্যৈশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা॥৩
সভা যথা মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য চ। শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥৪
অথ রামোঽব্রবীত্তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্ধন॥৫
কার্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্তুং ত্বমুপাক্রম। রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ॥৬
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্। ন কশ্চিদব্রবীৎ তত্র মম কার্যমিহাদ্য বৈ॥৭
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি। পক্বশস্যা বসুমতী সর্বৌষধিসমন্বিতা॥৮
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ। ধর্মেণ শাসিতং সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে॥৯
দৃশ্যতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি। লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ॥১০
অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ। ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্যিণঃ প্রবিচারয়॥১১
সম্যক্প্রণীতয়া নীত্যা নাধর্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ। তস্মাদ্ রাজভয়াৎ সর্বে রক্ষন্তীহ পরস্পরম্॥১২
বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ। তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ॥১৩

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১১

শ্রীরামের দ্বারে কার্যার্থী কুকুরের আগমন। তাকে রাজদরবারে নিয়ে আসার জন্যে শ্রীরামের আদেশ।

(এটি এবং পরের দু'টি প্রক্ষিপ্ত সর্গ কোনো টীকাকার গ্রহণ করেন নি। প্রসঙ্গের অনুক্রম হিসেবে এগুলি রাখতে আমারা যত্নবান হচ্ছি)

অনন্তর রাজীবলোচন রাজা রাম নির্মল প্রভাতে সন্ধ্যা অর্চনাদি সমাপন করে ধর্মাসনে উপবিষ্ট হলেন *(ধর্মাসন—যে আসনে বসে ধর্মাচরণের দ্বারা রাজা প্রজার ওজর-আপত্তি অভিযোগ-অনুযোগ শুনে সুবিচার দেন)* ॥১॥ শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও ঋষি কশ্যপের সঙ্গে তিনি রাজ কার্য পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন॥২॥ ব্যবহারবিদ্ মন্ত্রিগণ, ধর্মপাঠক বিদ্বান্‌গণ, নীতিজ্ঞ পুরুষ-বৃন্দ, সভ্যসকল এবং রাজাগণে তার সভা ছিলো পরিপূর্ণ॥৩॥ অক্লেশে মহানকর্ম যিনি করতে পারেন সেই রাজসিংহের (রামের) সভাকক্ষ যম এবং বরুণের সভার মতো শোভা পাচ্ছিলো॥৪॥ তথায় উপস্থিত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে রাম অনন্তর বললেন, হে মহাবাহো, হে সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, তুমি বহির্গত হও,....॥৫॥ গিয়ে দেখো, কার্যার্থী কে কে দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। হে সুমিত্রাসুত, তুমি তাদেরকে এখানে পাঠাতে শুরু করো। শুভলক্ষণ-সমন্বিত লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞানুসারে....॥৬॥ দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে কার্যার্থিগণকে আহ্বান করলেন। কিন্তু একজনও বললেন না—আজ আমার কাজ আছে॥৭॥ রামের রাজ্যে না ছিলো আধি, না ছিলো ব্যাধি। সুপক্ক শস্য এবং ওষধিসমূহে পরিপূর্ণা ছিলো পৃথিবী॥৮॥ রাজ্যে না ছিলো বালকের অকাল-মৃত্যু, না ছিলো যুবা এবং প্রৌঢ়ের মৃত্যুমুখে পতিত হবার ঘটনা। কোনো বাধাই তখন উপস্থিত হতো না, কারণ সে রাজ্য শাসিত হতো ধর্মানুসারে॥৯॥ রামশাসিত রাজ্যে কার্যার্থী কাউকে পাওয়া যেতো না। করজোড়ে লক্ষ্মণ রামকে গিয়ে রাজ্যের অবস্থা নিবেদন করলেন॥১০॥ তৎকালে রাম হৃষ্টচিত্ত হয়ে সৌমিত্রিকে বললেন, পুনর্বার তুমি গমন করো। অন্বেষণ করো কার্যার্থী কেউ আছেন কিনা॥১১॥ সম্যগ্‌ভাবে প্রণীত নীতির (রাজনীতির) প্রভাবে অধর্ম কোথাও অবস্থান করতে পারে না। রাজভয়ে ভীত প্রজারা একে অপরকে এখানে রক্ষা করেন॥১২॥ মহাবাহো, রাজকর্মচারিবৃন্দ আমার বাণরাশির মতো প্রকৃতিকে (স্থিতাবস্থায়) রক্ষা করছে, তথাপি তুমি একনিষ্ঠ হয়ে তাদের রক্ষার্থে সচেষ্ট হও॥১৩॥

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্নির্জগাম নৃপালয়াৎ। অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ শ্বানং তাবদবস্থিতম্॥১৪
তমেবং বীক্ষমাণো বৈ বিক্রোশন্তং মুহুর্মুহুঃ। দৃষ্টাথ লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্যবান্॥১৫
কিং তে কার্যং মহাভাগ ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ। লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত॥১৬
সর্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্মণে। ভয়েষ্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে॥১৭
এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ। রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্॥১৮
নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ। বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তত্ত্বং ব্রূহি নৃপায় বৈ॥১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত। দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মসু বৈ তথা॥২০
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি। নাত্র যোগ্যাস্তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা বয়ম্॥২১
প্রবেষ্টুং নাত্র শক্ষ্যামি ধর্মো বিগ্রহবান্ রতঃ। সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥২২
ষাড়্গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্তা স রাঘবঃ। সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ॥২৩
স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদস্তথা। বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বৈ বরুণস্তথা॥২৪
তস্য ত্বং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ। অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্॥২৫
আনৃশংস্যান্মহাভাগ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ। নৃপালয়ং প্রবিশ্যাথ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥২৬
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌসল্যানন্দবর্ধন। যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো॥২৭
শ্বা বৈ তে তিষ্ঠতে দ্বারি কার্যার্থী সমুপাগতঃ। লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্যার্থী যত্র তিষ্ঠতি॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গ।

রাজার এইবাক্য শুনে সভা হতে বহির্গত হয়ে লক্ষ্মণ দ্বারদেশে-অবস্থানকারী এক কুকুরকে দেখতে পেলেন॥১৪॥ তাঁকে দেখে সে ঘন ঘন চীৎকার করছিলো। বীর্যবান লক্ষ্মণ তাকে এরকম করতে দেখে জানতে চাইলেন—॥১৫॥ মহাভাগ, কি বা প্রয়োজন তোমার? নির্ভয়ে বলো। লক্ষ্মণের বচন শুনে সারমেয় তখন উত্তর করলো—॥১৬॥ আমার কি প্রয়োজন তৎসমুদয় আমি নিখিল প্রাণীর অভয়দাতা ও রক্ষাকর্তা, অক্লেশকর্মা রামচন্দ্রকেই বলতে ইচ্ছা করি॥১৭॥ সারমেয়ের কথা শুনে রাঘবকে (রামকে) তা জ্ঞাপন করার ইচ্ছায় লক্ষ্মণ সুন্দর রাজভবনে প্রবিষ্ট হলেন॥১৮॥ রামচন্দ্রকে বার্তাজ্ঞাপনপূর্বক লক্ষ্মণ পুনর্বার রাজভবন হতে বেরিয়ে এসে তাকে (কুকুরকে) জানালেন, কোনো সত্য বক্তব্য থাকলে তা রাজাকেই নিবেদন কোরো॥১৯॥ লক্ষ্মণের কথা শুনে সারমেয় বললে, আমরা মন্দির, রাজভবন, ব্রাহ্মণের আবাসালয় এবং....॥২০॥ যে স্থলে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এবং বায়ু অবস্থান করেন, সেখানে প্রবেশের অধিকারী নই। কেননা অধম যোনিতে জন্ম আমাদের॥২১॥ হে সৌমিত্রি, সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকারী, সত্যবাক এবং সংগ্রামনিপুণ ধর্মপ্রতিমূর্তি (রাম) যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে আমি প্রবেশ করতে পারবো না॥২২॥ অন্যের মনে আনন্দদানকারিগণের মধ্যে রাম হলেন শ্রেষ্ঠ। সর্বজ্ঞ তিনি। সর্বদর্শী। তিনি নীতিবেত্তা। ষড়গুণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর আয়ত্তে॥২৩॥ তিনিই চন্দ্র। সূর্য। মৃত্যু। যম তিনিই। তিনিই ধনেশ (কুবের)। বহ্নি তিনি। শতক্রতুও তিনি। বরুণও॥২৪॥ হে সৌমিত্রি, রাঘব (রাম) হলেন প্রজাসমূহের পরিপালনকারী। তাঁকে জ্ঞাপন করুন যে, তাঁর অনুমতি বৈ সেখানে আমি প্রবেশাভিলাষী নই॥২৫॥ অতিতেজা মহাভাগ লক্ষ্মণ সদয় হয়ে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক নিবেদন করলেন (রামকে)—॥২৬॥ হে কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারিন্, নিবেদন প্রণিধান করুন। হে মহাবাহু বিভো, আমাকে যে আজ্ঞা আপনি করেছিলেন, তদনুযায়ী কার্য আমি করেছি॥২৭॥ তথাপি কার্যার্থী সেই সারমেয় আপনার অনুমতির প্রার্থনা করে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। বাক্য শ্রবণানন্তর লক্ষ্মণকে রাম বললেন, কার্যার্থী হিসেবে দ্বারে যে অবস্থান করছে, অবিলম্বে তাকে অন্দরে প্রবেশ করাও॥২৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১১) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ১২ ॥

শ্বানং প্রতি শ্রীরামস্য নীতিঃ, তদিচ্ছয়া তস্যৈব প্রহারকারিণো ব্রাহ্মণস্য মঠাধীশত্বেন বরণম্,
মঠাধীশত্বস্বীকারে দোষকথনঞ্চ

শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা। শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥১
দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ। বিবক্ষিতার্থং মে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্॥২
অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ। ততো দৃষ্ট্বা স রাজানাং সারমেয়োঽব্রবীদ্ বচঃ॥৩
রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ। রাজা সুপ্তেষু জাগর্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ॥৪
নীত্যা সুনীয়তা রাজা ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতা। যদা ন পালয়েদ্ রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ॥৫
রাজা কর্তা চ গোপ্তা চ সর্বস্য জগতঃ পিতা। রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্বমিদং জগৎ॥৬
ধারনাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ। যস্মাদ্ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥৭
ধারণাদ্ বিদ্বিষাং চৈব ধর্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ। তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥৮
এষ রাজন্ পরো ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব। নহি ধর্মাদ্ ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্প্রাপ্যমিতি মে মতিঃ॥৯
দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্। এষ রাম পরো ধর্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ॥১০
ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুব্রত। বিদিতশ্চৈব তে ধর্মঃ সদ্ভিরাচরিতস্তু বৈ॥১১
ধর্মাণাস্ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ। অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজন্নুক্তস্ত্বং রাজসত্তম॥১২
প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি। শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥১৩
কিন্তে কার্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিস্রব্ধং মা চিরম্। রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্॥১৪

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১২

কুকুরের প্রতি শ্রীরামের নীতি। তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে মঠাধীশ পদে স্থাপন
এবং মঠাধীশ হবার দোষকথন।

বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ শ্রীরামের বাক্য শুনে সত্বর ঐ কুকুরকে রাঘবের সামনে ডেকে আনলেন এবং রামচন্দ্রকে নিবেদন করলেন কুকুরের আগমন সংবাদ—॥১॥ রামচন্দ্র কুকুরকে সমাগত দেখে বললেন, সারমেয়, নির্ভয় হও। তোমার বক্তব্য আমাকে বলো॥২॥ খণ্ডিতমস্তক সারমেয় রাজসিংহাসনারূঢ় রামকে দেখে বললো—॥৩॥ রাজাই হলেন সর্বভূতের কর্তা। নায়ক তিনি। নিদ্রিতাবস্থায়ও তিনি জাগ্রত থাকেন এবং প্রজাপালন করেন॥৪॥ রাজাই সকলের রক্ষক। যথানীতি ধর্ম পালন করেন তিনি। তিনি যদি প্রজাপালন না করেন, তাহলে সকলি বিনষ্ট হয়॥৫॥ সমুদয় জগতের পিতা হলেন রাজা। তিনি প্রজাবর্গের পালনকর্তা। রক্ষাকর্তা। রাজাই হলেন কাল ও যুগ। তিনি জগদস্বরূপ॥৬॥ ধর্মানুযায়ী নিখিলবিশ্বচরাচরকে এবং প্রজাকুলকে ধারণ করেন বলেই রাজাকে বিজ্ঞজনেরা ধর্ম বলে বলে থাকেন॥৭॥ নিজ শত্রুগণকেও ধারণ করেন তিনি। ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন। এও ধারণ। আর শাস্ত্রমতে এটিই ধর্ম॥৮॥ রাজন্, প্রজাপালনরূপ পরম ধর্ম পরলোকেও ফলপ্রদ হয়। রাঘব, আমার গভীর প্রত্যয় এই, ধর্মের কাছে কোনকিছুই দুষ্প্রাপ্য নয়॥৯॥ মহারাজ রাম, দয়া এবং দান, সাধুপূজা এবং অকপট ব্যবহার এই সকলি হলো ইহলোক এবং পরলোকে রক্ষার হেতু॥১০॥ হে সুব্রতে, হে রাঘব, প্রমাণেরও প্রমাণ আপনি। সাধুজনের আচরিত ধর্ম আপনি সবিশেষ জ্ঞাত আছেন॥১১॥ রাজশ্রেষ্ঠ, ধর্মের পরম আশ্রয় আপনি। গুণে সাগর-সমান। অজ্ঞানতাবশে আপনার কাছে আমি ধর্মের ব্যাখ্যা করলাম॥১২॥ সেজন্যে অবনতমস্তকে আপনার চরণ স্পর্শকরত ক্ষমা-প্রার্থনা করছি। প্রসন্ন হোন। আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না। সারমেয়ের বাক্য অবগত হয়ে রাঘব বললেন—॥১৩॥ সত্বর নির্ভয়ে তুমি বলো, কি করতে হবে তোমার জন্যে? রামের কথায় সারমেয় বললো—॥১৪॥ ধর্মের দ্বারা রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হন। রাজ্য

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ। ধর্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্বভয়াপহঃ॥১৫
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রূয়তাং মম রাঘব। ভিক্ষুঃ সর্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথে বসন্॥১৬
তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃস্থঃ সম্প্রেষিতস্তদা॥১৭
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ। অথ দ্বিজবরস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিঃ॥১৮
কিন্তে কার্যং ময়া রাম তদ্ ব্রূহি মমানঘ। এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ॥১৯
ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোঽয়ং সারমেয়স্য বৈ দ্বিজ। কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ॥২০
ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধো মিত্রমুখো রিপুঃ। ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্বং ক্রোধোঽপকর্ষতি॥২১
তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি। ক্রোধেন সর্বং হরতি তস্মাৎ ক্রোধং বিসর্জয়েৎ॥২২
ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্। কুর্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংহৃত্যেন্দ্রিয়গোচরম্॥২৩
মনসা কর্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ। শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে॥২৪
ন তৎ কুর্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা। অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ॥২৫
বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে। প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়েন কৃতির্ধ্রুবা॥২৬
এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। দ্বিজঃ সর্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীদ্ রামসন্নিধৌ॥২৭
ময়া দত্তপ্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা। ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে॥২৮
রথ্যাস্থিতস্ত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ। অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু রথ্যান্তে বিষমং স্থিতঃ॥২৯

পালন করেন ধর্মমতে। ধর্মকর্মের আচরণ করেন বলে রাজা হলেন রক্ষক এবং বিশেষ করে রাজাই সমূহ জনগণের ভয় বিনাশ করেন॥১৫॥ রাঘব, এটি জ্ঞাত হয়েই আমার যে কাজ আছে সে বিষয়ে আপনি শুনুন। সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাশ্রমে বাস করেন॥১৬॥ তিনি আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করেছেন। এই শুনে দ্বারপালকে রাম সেখানে পাঠালেন (ব্রাহ্মণকে আনতে)॥১৭॥ দ্বারী সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সর্বার্থসিদ্ধকে সভায় আনয়ন করলো। অতঃপর মহাতেজা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেখানে (সভায়) রামকে দেখে বললো,—॥১৮॥ হে নিষ্পাপ রাম, আমাতে আপনার প্রয়োজন কি? বলুন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাম বললেন—॥১৯॥ হে বিপ্র, কি কারণে আপনি সারমেয়কে প্রহার করেছেন? বিপ্র, সে আপনার কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যেজন্য আপনি এমতো গুরুদণ্ড দিয়েছেন?॥২০॥ ক্রোধই হলো জীবের প্রাণহরণকারী শত্রু। মিত্রমুখ শত্রু সে। সুতীক্ষ্ণ অসিসদৃশ। সমূহ সদ্‌গুণই বিনষ্ট করে ক্রোধে *(মিত্রমুখ—উপরে মিত্রভাব যে দেখায় অথচ অন্তরে থাকে অন্যের অনিষ্ট এবং কার্যনাশের চেষ্টা)*॥২১॥ তপস্যা, যজ্ঞ এবং দান—এইসকল কর্ম ক্রোধের কারণে বিনষ্ট হয়। আর এ কারণেই ক্রোধকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত॥২২॥ ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্বের মতো ইতস্ততঃভাবে ধাবিত হয় (ভোগ্যবস্তুর দিকে) আর সে কারণে (আসক্তিহীনহৃদয়ে) ইন্দ্রিয়াশ্বদ্দিগকে সারথিসদৃশ নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা উচিত॥২৩॥ দেহ, মন, বাক্য এবং চক্ষুর দ্বারা লোকের মঙ্গলজনক কার্য করলে মানুষ দ্বেষ করে না। কোনো পাপেও লিপ্ত হয় না সে॥২৪॥ অসংযত আত্মা যা করতে পারে (অন্যের অনিষ্ট আচরণ), সর্বদা ক্রোধান্বিত শত্রুও তা করতে পারে না। করতে পারে না পদদলিত সর্প। কিংবা সুতীক্ষ্ণ অসিও॥২৫॥ বিনয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ নিজের প্রবৃত্তি শোধন করার প্রভূত চেষ্টা করলেও তার প্রকৃতির পরিবর্তন আসে না। স্বীয় দুষ্টপ্রকৃতিকে লুকোবার জন্য যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন, কার্যকালে তা প্রকটিত হয়ে পড়ে॥২৬॥ অক্লেশে মহদ্‌কর্ম যিনি করতে পারেন সেই রাম বিপ্র সর্বার্থসিদ্ধকে এই প্রকার বললে তিনি তাঁকে বললেন—॥২৭॥ অসময়ে আমি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলাম। তৎকালে ভিক্ষা না পেয়ে মন অতীব ক্রোধাবিষ্ট ছিলো। ক্রোধবশে তাকে প্রহার করেছি॥২৮॥ পথের মধ্যস্থলে এই কুকুর অবস্থান করছিলো। দেখে আমি তাকে পথ ছেড়ে দিতে বললাম। কিন্তু সে পথপ্রান্তে ইচ্ছেমতো বিমর্ষমনে দাঁড়িয়ে রৈলো॥২৯॥ রাঘব, তৎকালে আমি অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর ছিলাম। তাই

ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোঽস্য রাঘব। প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্॥৩০
ত্বয়া শস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্। অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব এব সভাসদঃ॥৩১
কিং কার্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কোঽস্য পাত্যতাম্। সম্যক্‌প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা॥৩২
ভৃগ্বাঙ্গিরসকুৎসাদ্যা বসিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ। ধর্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা॥৩৩
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতাঃ। অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥৩৪
ব্রুবতে রাঘবং সর্বে রাজধর্মেষু নিষ্ঠিতাঃ। অথ তে মুনয়ঃ সর্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা॥৩৫
রাজা শাস্তা হি সর্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব। ত্রৈলোক্যস্য ভবাঞ্শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥৩৬
এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ। যদি তুষ্টোঽসি মে রাম যদি দেয়ো বরো মম॥৩৭
প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি বিশ্রুতম্। প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ॥৩৮
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্। এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ॥৩৯
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চিতঃ। অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোঽব্রুবন্॥৪০
বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে। এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ॥৪১
ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্। অথ পৃষ্টস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্॥৪২
অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ। দেব-দ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব॥৪৩
সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা। বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥৪৪
সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্। এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্মাহিতে রতঃ॥৪৫

সক্রোধে একে প্রহার করেছি। হে রাজরাজেন্দ্র, অপরাধী আমি। আমাকে দণ্ডদান করুন॥৩০॥ রাজেন্দ্র, আপনার কাছে শাস্তি পেলে নরকভয় আমার থাকবে না। রাম তখন সমুপস্থিত সভাসদবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥৩১॥ এর প্রতি কী কর্তব্য, আপনারা তা বলুন। অপরাধ অনুসারে শাস্তিবিধান করলে প্রজাবৃন্দ সুরক্ষিত হয়। তাই বলুন, কি ধরণের শাস্তি বিধান এঁর ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে॥৩২॥ রাজকার্যবিশারদ বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আঙ্গিরস এবং কুৎস-প্রমুখ সভাস্থ ঋষিগণ, প্রমুখ ধর্মপাঠকবৃন্দ, সচিবগণ, মহাজন এবং—॥৩৩॥ অপরাপর উপস্থিত পণ্ডিতজন একযোগে রামকে বললেন, ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা বধ্য নন। শাস্ত্রজ্ঞানীরা এই বলেন। রাজধর্মে ধর্মজ্ঞ সকলে রামকে এই কথা বললেন। অনন্তর মুনিগণও রামকে বললেন—॥৩৫॥ রাঘব, রাজা হলেন প্রজার শাসনকর্তা। বিশেষ করে আপনি হলেন ত্রিলোকের শাসনকর্তা সাক্ষাৎ দেব সনাতন বিষ্ণু॥৩৬॥ তাঁরা এইপ্রকার বললে সারমেয় বললো, রাম, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে বর প্রদানে অভিলাষী থাকেন, তাহলে আমার কথা শুনুন॥৩৭॥ হে বীর নরাধিপ, তোমার জন্যে কি করবো—এই বলে আপনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তাই বলি, এই ব্রাহ্মণকে আপনি কুলপতি পদ প্রদান করুন *(কুলপতি-মহন্ত)*॥৩৮॥ মহারাজ, এঁকে কালঞ্জরপর্বতস্থ এক মঠে মঠাধীশ পদ দিন। তা শুনে রামও ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদে অভিষিক্ত করলেন॥৩৯॥ অর্চিত ব্রাহ্মণ এবার হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রস্থিত হলেন। অনন্তর রামের সচিবেরা স্মিতহাস্যে বললেন—॥৪০॥ হে মহাতেজা, মহারাজ, শাপের পরিবর্তে পক্ষান্তরে এঁকে বরই প্রদান করা হলো। সচিবগণের বাক্য শুনে রাম তখন তাঁদেরকে বললেন—॥৪১॥ এর (এইভাবে মঠাধীশ পদে ব্রাহ্মণকে অভিষিক্ত করার) অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ আপনারা অবগত নন। কুক্কুর এর কারণ জানে। এবার কুকুরকে রাম মূল কারণ জানতে চাইলে সে বললো—॥৪২॥ কালঞ্জরে আমিই কুলপতি ছিলাম। হে রাঘব, দেব-দ্বিজের পূজায় আমার শ্রদ্ধা অবিচল ছিলো। দাস-দাসীদেরকে....॥৪৩॥ তাদের প্রাপ্য ভাগ দিতাম। যজ্ঞ শেষে খাদ্যদ্রব্য যা অবশিষ্ট থাকতো তাই গ্রহণ করতাম আমি। বিনীত, সুশীল এবং সর্বহিতে নিরত থেকে দেবদ্রব্য রক্ষায় নিরত থাকতাম॥৪৪॥ তথাপি আমি এই দারুণ অধমাবস্থা এবং গতি প্রাপ্ত হয়েছি। অধার্মিক এই নৃশংস বিপ্র তো এইপ্রকার ক্রোধে ধর্ম ছেড়ে....॥৪৫॥

ক্রুদ্ধো নৃশংসং পরুষ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্মিকঃ। কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব॥৪৬
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ। যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্॥৪৭
দেবেষ্বধিষ্ঠিতং কুর্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ। ব্রহ্মস্বং দেবতাদ্রব্যং স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ॥৪৮
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি। ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব॥৪৯
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে। মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ॥৫০
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পতত্যেব নরাধমঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥৫১
শ্বাপ্যগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ। মনস্বী পূর্বজাত্যা স জাতিমাত্রোঽপদূষিতঃ॥
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ॥৫২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়মে বাল্মীকীয়ে আদিমহাকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ।

লোকের অনিষ্ট করে। অবিদ্বান্ ক্রোধী এই ব্রাহ্মণ স্বভাববশে কুপিত হয়ে শুধু নিজে নয়, নিজের আগামী চতুর্দশ বংশকেও পাতিত করবে॥৪৫॥ কোনোমতেই এই ব্রাহ্মণ কুলপতিপদ বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। পুত্র, বান্ধব এবং পশুর সঙ্গে যাকে নরকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হবে....॥৪৭॥ তাকে দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা এবং গো-সেবায় নিযুক্ত করা কর্তব্য। যিনি দেবদ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন এবং বালকধন গ্রহণ করেন....॥৪৮॥ এবং তা দান করে পুনর্বার হরণ করেন, রাঘব, ব্রাহ্মণ ও দেবতার ধন যিনি গ্রহণ করেন তিনি আপন বন্ধুবর্গের সঙ্গে বিনষ্ট হন॥৪৯॥ সদ্যই তিনি অবীচি নামক নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি মনে মনেও ব্রহ্মস্ব এবং দেবস্ব হরণ করে....॥৫০॥ সে নরক হতে নরকে পতিত হন। রাম তার বাক্য শুনে বিস্ময়ে উৎফুল্ল-নয়ন হলেন॥৫১॥ অনন্তর সারমেয় যেখান হতে এসেছিলো সেইদিকে প্রস্থিত হলো। মহাভাগ সেই কুকুর জাতিমাত্রে কেবল দূষিত হলেও পূর্বজাতীয় গৌরববশতঃ সে ছিলো মনস্বী। তাই সে বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হলো॥৫২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১২) সমাপ্ত হলো।

॥ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ১৩॥

গৃধ্রোলূক বৃত্তান্তকথনম্

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে। নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককূজিতে॥১
সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজগণাবৃতে। গৃধ্রোলূকৌ প্রবসতো বহুবর্ষগণানপি॥২
অথোলূকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ। মমেদমিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ॥৩
রাজা সর্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ। তং প্রপদ্যাবহে শীঘ্রং যস্যৈতদ্ ভবনং ভবেৎ॥৪
ইতি কৃত্বা মতিং ত্বাত্তু নিশ্চয়ার্থং সুনিশ্চিতাম্। গৃধ্রোলূকৌ প্রপদ্যেতাং কোপবিষ্টৌ হ্যমর্ষিতৌ॥৫

প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১৩

গৃধ্র ও উলূকের সংবাদ-কথন

বিবিধ বৃক্ষরাজিতে শোভিত সুন্দর পর্বত এবং নদীসকল শোভিত, বহু কোকিলের কূজনে মুখরিত...॥১॥ সিংহ ও ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ পাখীতে পরিশোভিত রমণীয় কাননে বহু বৎসরকাল ধরে একটি গৃধ্র এবং একটি পেচক বাস করতো॥২॥ একসময় পাপাত্মা গৃধ্র পেচকের বাসাটিকে 'নিজের বাসা' বলে তার সঙ্গে কলহলিপ্ত হলো॥৩॥ রাজীবলোচন রাম সকল লোকের রাজা। তারা স্থির করলো, অতএব আমরা তাঁর কাছেই যাই। যথার্থভাবে কার বাসা এটি তা তিনি বলে দেবেন॥৪॥ ক্রোধাবিষ্ট গৃধ্র এবং পেচক একে অন্যের কথা সহ্য না করে মনে মনে এই মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিবাদ-মীমাংসার্থ রাজ-সমীপে উপস্থিত হলো ॥৫॥ কলহের কারণে ব্যাকুলচিত্ত দু'জনে পারস্পরিক বিদ্বেষহেতু রাম

রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ। তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা॥৬
অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ। সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রধানস্ত্বং মতো মম॥৭
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বিশিষ্টোঽসি মহাদ্যুতে। পরাবরজ্ঞো ভূতানাং কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ॥৮
দুর্নিরিক্ষ্যো যথা সূর্যো হিমবাংশ্চৈব গৌরবে।সাগরশ্চৈব গাম্ভীর্যে লোকপালোপমো হ্যসি॥৯
ক্ষান্ত্যা ধরণ্যা তুল্যোঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ। গুরুস্ত্বং সর্বসম্পন্নঃ কীর্তির্যুক্তশ্চ রাঘবঃ॥১০
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা সর্বাস্ত্রবিধিপারগঃ। শৃণুষ্ব মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব॥১১
মমালয়ং পূর্বকৃতং বাহুবীর্যেণ রাঘব। উলূকো হরতে রাজংস্তত্র ত্বং ত্রাতুমর্হসি॥১২
এবমুক্তো তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ। সোমাচ্ছতক্রতোঃ সূর্যাদ্ধনদাদ্ বা যমাত্তথা॥১৩
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ ভবতি মানুষঃ। ত্বন্তু সর্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ॥১৪
যাচতে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা বিভো। সমং চরসি চান্বিষ্য তেন সোমাংশকো ভবান্॥১৫
ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ। দাতা হর্তাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্॥১৬
অধৃষ্যঃ সর্বভূতেষু তেজসা চানলোপমঃ। অভীক্ষ্ণং তপসে লোকাংস্তেন ভাস্করসন্নিভঃ॥১৭
সাক্ষাদ্ বিত্তেশতুল্যোঽসি অথবা ধনদাধিকঃ। বিত্তেশস্যেব পদ্মা শ্রীর্নিত্যং তে রাজসত্তম॥১৮
ধনদস্য তু কার্যেণ ধনদস্তেন নো ভবান্। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ॥১৯
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব। ধর্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারে বিধিক্রমাৎ॥২০
যস্য রুষ্যসি বৈ রাম তস্য মৃত্যুর্বিধাবতি। গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিক্রমঃ॥২১
যশ্চৈষ মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম। আনৃশংস্যপরো রাজা সত্ত্বেষু ক্ষমযান্বিতঃ॥২২

-সকাশে সমুপস্থিত হয়ে শীঘ্র রামের পদদ্বয় স্পর্শ করলো॥৬॥ নরেন্দ্রকে দেখে গৃধ্র বললো, আমার বিবেচনায় আপনি দেবগণ এবং অসুরগণের মধ্যে প্রধান॥৭॥ হে মহাতেজস্বিন, বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য অপেক্ষাও আপনি শ্রেষ্ঠ। সৌন্দর্যে আপনি দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো। প্রাণিগণের ভালোমন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞ॥৮॥ সূর্যের মতো দুর্নিরীক্ষ্য আপনি। গৌরবে হিমালয়সদৃশ। গাম্ভীর্যে আপনি সমুদ্রের মতো। আপনি লোকপালসমূহের মতোই প্রভাবশালী॥৯॥ রাঘব, ক্ষমাগুণে আপনি ধরণীতুল্য। বেগে বায়ুবৎ। সকলের গুরু আপনি। সর্বগুণে গুণান্বিত। এবং কীর্তিমান॥১০॥ নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, শত্রুগণের অমর্ষী আপনি। দুর্জয় এবং জেতা। অস্ত্রবিদ্যায় আপনি সবিশেষ পারদর্শী। রাম, আমার একটি নিবেদন আছে। অনুগ্রহ করে শুনুন। বলছি॥১১॥ আমার পূর্ব অধিকৃত একটি বাসা ছিলো। পেচক বাহুবলে তা কেড়ে নিয়েছে। তাই মহারাজ, আমাকে এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ করুন॥১২॥ গৃধ্র একথা বললে পেচক বললো, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, কুবের, যম—এঁদের অংশেই ...॥১৩॥ রাজার জন্ম হয়। দেহের আকৃতিতেই তিনি কেবল মনুষ্য। রাজন রাম, সর্বময় দেব নারায়ণ আপনি॥১৪॥ সৌম্যগুণ আপনার মধ্যে সর্বতোভাবে বিদ্যমান। অন্বেষণপূর্বক আপনি সম-আচরণ করেন। আর এজন্যেই আপনি সোমাংশ বলে আখ্যাত॥১৫॥ হে প্রজানাথ, প্রজাগণকে আপনি অভয়দান করেন। বিশেষ করে দানের সময়ে দান, ক্রোধের সময়ে ক্রোধহরণ এবং দণ্ডের সময়ে রক্ষা করেন। আমাদের কাছে আপনি তাই ইন্দ্রতুল্য॥১৬॥ সর্বভূতের আপনি অধৃষ্য। তেজে আপনি অগ্নির মতো। সকলকে তাপ প্রদান করেন বলে সূর্যসদৃশ আপনি॥১৭॥ সাক্ষাদ্ কুবেরের মতো আপনি। অথবা তার চাইতেও বেশী। কেননা হে রাজশ্রেষ্ঠ, পদ্মহস্তা লক্ষ্মী সর্বদা আপনার সন্নিহিতা॥১৮॥ বিশেষ করে কুবেরের কাজ করেন বলে আপনি আমাদের ধনপতি। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবেই আপনি সমান ব্যবহার করেন॥১৯॥ শত্রু ও মিত্রে আপনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। ধর্ম এবং ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী আপনি রাজ্যশাসন করেন॥২০॥ হে রাম, আপনার পরাক্রম প্রবল। যার প্রতি আপনি রুষ্ট হন, মৃত্যু তার দিকেই ধাবিত হয়। এজন্য আপনাকে যম বলেও কীর্তিত করা হয়॥২১॥ হে নৃপশ্রেষ্ঠ, বিশ্বচরাচরের প্রতি আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আপনার এই মনুষ্যভাব রাজা বলে কীর্তিত॥২২॥ রাজাই হলেন অনাথ এবং দুর্বলের বল। যার চোখ নেই, আপনিই তাদের

দুর্বলস্য ত্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্। অচক্ষুষোত্তমং চক্ষুরগতেঃ স গতির্ভবান্॥২৩
অস্মাকমপি নাথস্ত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্মিক। মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ॥২৪
ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব। এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্॥২৫
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্ধনঃ। অশোকো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ॥২৬
এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ। নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥২৭
হ্রীমন্তশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ। তানাহূয় চ ধর্মাত্মা পুষ্পকাদবতীর্য চ॥২৮
গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ। কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্॥২৯
এতন্মে কারণং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং সতম্॥৩০
ইয়ং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা। উত্থিতৈরাবৃতা সর্বা তদাপ্রভৃতি মে গৃহম্॥৩১
উলুকশ্চাব্রবীৎ রামং পাদপৈরুপশোভিতা। যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সভাসদমুবাচ হ॥৩২
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্॥৩৩
যে তু সভ্যাঃ সদো গত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে। যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্বেঽনৃতবাদিনঃ॥৩৪
জানন্নবাব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াত্তথা। সহস্রবারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি॥৩৫
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে। তস্মাৎ সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা॥৩৬
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাব্রুবংস্তদা। উলূকঃ শোভতে রাজন্ন তু গৃধ্রো মহামতে॥৩৭
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ। রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্বা রাজা ধর্মঃ সনাতনঃ॥৩৮

অত্যুত্তম চক্ষু। অগতির গতি আপনি॥২৩॥ হে ধর্মাত্মা, আপনি আমাদের প্রভু। তাই আমার নিবেদন অবগত হোন। রাজন্, গৃধ্র আমার বাসায় প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে॥২৪॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি দেবতা ও মনুষ্যের শাসনকর্তা। এই শুনে রাম স্বীয় সচিবগণকে আহ্বান করলেন। ।২৫॥ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র....॥২৬॥ এঁরা সকলেই নীতিজ্ঞ। মন্ত্রণা -কুশল। এঁরা মহাত্মা দশরথেরও মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। রাম এইসমূহ সচিবকে....॥২৭॥ আহ্বান করলেন। এঁরা সকলেই হ্রীমন্ত, কুলীন, নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। এঁদেরকে ডেকে এনে বসিয়ে পুষ্পক হতে অবতীর্ণ হয়ে....॥২৮॥ রঘূত্তম রাম গৃধ্র ও পেচকের বিবাদ বিষয়ে জানতে চাইলেন—গৃধ্র, কতো বৎসর হলো তুমি এই বাসা তৈরী করেছো?॥২৯॥ আমার নিকট সত্য বলো। এই শুনে গৃধ্র রামকে বললো—॥৩০॥ রাম, মানুষেরা উত্থিত হয়ে যেদিন থেকে এই পৃথিবীর চারদিক আবৃত করেছে, সেইসময় থেকেই গৃহ তৈরী হয়েছে॥৩১॥ পেচক তখন রামকে বললো, যে সময় হতে পৃথিবী তরুরাজির দ্বারা শোভিত হয়েছে, তখন থেকেই আমার বাসা প্রস্তুত হয়েছে। এই কথা শুনে রাম সভাসদ্গণকে বললেন—॥৩২॥ যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না সে সভা সভাই নয়। আবার যে বৃদ্ধগণ ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন না, তাঁরা বৃদ্ধ বলে পরিগণিত হন না। যে ধর্মে সত্য নেই, সে ধর্ম ধর্মই নয়। ছলনা-সমন্বিত সত্য আদতে সত্যই নয়॥৩৩॥ যে সভ্যবৃন্দ সভায় চিন্তা করেও মৌন হয়ে থাকেন এবং স্বীয় যথাযোগ্য মত প্রকাশ না করেন, তাঁরা সকলেই মিথ্যাবাদী॥৩৪॥ উত্তর জানা থাকলেও নিজের কাম, ক্রোধ অথবা ভীতিবশে যাঁরা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন না, তাঁরা নিজের ওপর সহস্রসংখ্যক বরুণপাশ নিক্ষিপ্ত করেন॥৩৫॥ সম্বৎসর পার হলে তাঁদের সেই পাশের এক একটি করে মুক্ত হয়ে যায়—তাই সত্য জেনে তৎক্ষণাৎ তা ব্যক্ত করা কর্তব্য॥৩৬॥ সচিবগণ এই কথা শুনে রামকে বললেন, হে মহামতে রাজন্, পেচক যা বলছে তাইই সাদরে গ্রহণযোগ্য। গৃধ্রের কথা সত্যি নয়॥৩৭॥ মহারাজ, এখন আপনিই এর একমাত্র প্রমাণ। কেননা রাজাই প্রজাদের পরম-গতি। তাঁকে আশ্রয় করেই প্রজাবর্গ বর্ধিত হয়। রাজাই হলেন সনাতন ধর্মস্বরূপ॥৩৮॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ, রাজার দ্বারা যথার্থভাবে শাসিত না হলে সেই প্রজাদের দুর্গতির শেষ

শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তেন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্। বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ॥৩৯
সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ। শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণে যদুদাহৃতম্॥৪০
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্ক-নক্ষত্রা সপর্বতমহাবনা। সলিলার্ণবসম্পূর্ণং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥৪১
এক এব তদা হ্যাসীদ্ যুক্তো মেরুরিবাপরঃ। পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ॥৪২
তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্। সুষ্বাপ দেবো ভূতাত্মা বহূন্ বর্ষগণানপি॥৪৩
বিষ্ণৌ সুপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ। রুদ্রস্রোতস্তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাবিশৎ॥৪৪
নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে। স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ॥৪৫
সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্বতান্ সমহীরুহান্। তদন্তরে প্রজাঃ সর্বাঃ সমনুষ্য-সরীসৃপান্॥৪৬
জরায়ুজাণ্ডজান্ সর্বান্ স সসর্জ মহাতপাঃ। তত্র শ্রোত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ॥৪৭
দানবৌ তৌ মহাবীর্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ। দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তত্র ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ॥৪৮
বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্। দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা॥ ৪৯
তেন শব্দেন সম্প্রাপ্তৌ দানবৌ হরিণা সহ। অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধু-কৈটভৌ॥৫০
মেদসা প্লাবিতা সর্বা পৃথিবী চ সমন্ততঃ। ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা॥৫১
শুদ্ধাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষৈঃ সর্বামপূরয়ৎ। ওষধ্যঃ সর্বশস্যানি নিষ্পদ্যন্ত পৃথগ্‌বিধাঃ॥৫২
মেদো গন্ধা ভু ধরণী মেদিনীত্যভিসংজ্ঞিতা। তস্মান্ন গৃধ্রস্য গৃহমুলূকস্যেতি মে মতিঃ॥৫৩
তস্মাদ্ গৃধ্রস্তু দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্তা পরালয়ম্। পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্বিনীতে মহানয়ম্॥৫৪
অথাশরীরিণী বাণী অন্তরিক্ষাৎ প্রবোধিনী। মাধবী রাম গৃধ্রং তং পূর্বদগ্ধং তপোবলাৎ॥৫৫
কালগৌতমদগ্ধোঽয়ং প্রজানাথো নরেশ্বরঃ। ব্রহ্মদত্তেতি নাম্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ॥৫৬

থাকে না। যম তাদেরকে গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন॥৩৯॥ সচিবদের কথা শুনে রাম বললেন, পুরাণে উদাহরণস্বরূপ যা যা উল্লেখিত আছে, তা বলছি। শুনুন॥৪০॥ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পর্বত, মহাবনসহ সমগ্র ত্রিলোক ছিলো সমুদ্রের জলে পরিপূর্ণ॥৪১॥ তৎকালে একমাত্র বিষ্ণুই যোগ অবলম্বন করে দ্বিতীয় মেরুর মতো অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে পৃথিবী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর জঠরে প্রবেশ করলেন॥৪২॥ ভূতগণের আত্মা মহাতেজস্বী দেব বিষ্ণু তাকে গ্রহণ করে সরিৎসলিল মধ্যে প্রবেশ করে বহু বর্ষ শায়িত হয়ে রৈলেন॥৪৩॥ বিষ্ণু নিদ্রিত হলে মহাযোগী ব্রহ্মা সমাহিত হয়ে বিষ্ণুকে রুদ্রস্রোত অবগত হয়ে তাঁর জঠরমধ্যে প্রবেশ করলেন॥৪৪॥ অনন্তর বিষ্ণুর নাভি হতে কাঞ্চনভূষিত পদ্ম উদ্ভূত হলে, মহাপ্রভু, যোগী ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন॥৪৫॥ ইত্যবসরে সেই মহাতপা ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত হয়ে তৈরী করলেন পৃথিবী, বায়ু, পর্বত, মহীরুহ, মানুষ, সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ু-জাত এবং ডিম্বজাত প্রজাসকলকে। তখন বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে সৃষ্টি হলো মধু-সহ কৈটভ॥৪৭॥ তারা দুর্ধর্ষ দুরাত্মা। ভয়ঙ্কররূপধারী। সেখানে প্রজাপতিকে লক্ষ্য করে তারা ক্রোধবশে....॥৪৮॥ অতিশয় বেগে সয়ম্ভূব অভিমুখে ধাবিত হলো। তাদেরকে দেখে স্বয়ম্ভূ বিকৃত চীৎকার করতে লাগলেন॥৪৯॥ হরি (বিষ্ণু) তখন সেই শব্দে জাগরিত হয়ে মধু এবং কৈটভ নামক দানবের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুসময় পরে চক্রের প্রহার দ্বারা তাদের উভয়কে সংহার করলেন॥৫০॥ সমগ্রা ভূমণ্ডল তখন মেদোদ্বারা পরিপ্লাবিত হলো। লোকসমূহের ধারণকারী হরি তৎপরে পুনর্বার তাকে বিশুদ্ধ করতে....॥৫১॥ সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষ-প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ করলেন। সে কারণেই বিবিধ ওষধি এবং শস্য উৎপন্ন হতে লাগলো॥৫২॥ মেদোগন্ধ-সংশ্লিষ্ট বলেই ধরা মেদিনী-নামে বিখ্যাত হলেন। তাই আমার বিবেচনায় এই বাসা পেচকের। শকুনের নয়॥৫৩॥ এই পাপাচারী অতীব দুর্বিনয়। বিশেষ করে পরের ঘর হরণ করে পীড়া প্রদান করে। তাই এই পাপাচারী গৃধ্র দণ্ডযোগ্য॥৫৪॥ অনন্তর রামকে বোঝাবার জন্যে আকাশবাণী হলো, রাম, এই গৃধ্র পূর্বেই তপোবলে দগ্ধ হয়েছে। একে বধ কোরো না॥৫৫॥ কালরূপী গৌতমের তপোবলে এ পূর্বেই দগ্ধ। হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই সত্যব্রত বীর ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন॥৫৬॥ হে নৃপসত্তম,

গৃহং ত্বস্যাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত। সাগ্রং বর্ষশতঞ্চৈব ভোক্তব্যং নৃপসত্তম॥৫৭
ব্রহ্মদত্তঃ স বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং নৃপঃ। হার্দং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ॥৫৮
মাংসমস্যাভবত্তত্র আহারে তু মহাত্মনঃ। অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোঽস্য দারুণঃ॥৫৯
গৃধ্রত্বং ভব বৈ রাজন্মা মৈনং হ্যথ সোঽব্রবীৎ। প্রসাদং কুরু ধর্মজ্ঞ অজ্ঞানান্মে মহাব্রত॥৬০
শাপস্যান্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ। তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ॥৬১
উৎপৎস্যতি কুলে রাজ্ঞাং রামো নাম মহাযশাঃ। ইক্ষাকৃণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ॥৬২
তেন স্পৃষ্টো বিপাপস্ত্বং ভবিতা নরপুঙ্গব। স্পৃষ্টো রামেণ তচ্ছ্রুত্বা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ॥৬৩
গৃধ্রত্বং ত্যক্তবান্ রাজা দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। পুরুষো দিব্যরূপোঽভূদুবাচেদং স রাঘবম্॥৬৪
সাধু রাঘব ধর্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো। বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্যান্তঃ কৃতস্ত্বয়া॥৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশ প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ (গৌতম) এঁর গৃহে সমুপস্থিত হয়ে আহার প্রার্থনা করে বলেছিলেন, রাজন্, আমি শতাধিক বৎসরকাল ভোজন করবো॥৫৭॥ রাজন্, তিনি (ব্রহ্মদত্ত) তখন মহাতেজা মুনিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অর্চনা করে তাঁর (মুনির) আহার্য প্রস্তুত করে দিলেন॥৫৮॥ কিন্তু মহাত্মার আহার্যে মাংস সন্নিবিষ্ট ছিলো। মুনি তাতে অতিশয় কুপিত হয়ে তাকে (ব্রহ্মদত্তকে) সুদারুণ অভিশাপ দান করলেন॥৫৯॥ অভিসম্পাত দিলেন, রাজন্, তুমি গৃধ্র হও। তৎকালে রাজা বললেন, হে মহাব্রতে, হে ধর্মজ্ঞ, অনুগ্রহ করে আমাকে অভিসম্পাত দেবেন না। আমার অজ্ঞানতাবশে এ ঘটনা ঘটেছে॥৬০॥ হে মহাভাগ, হে নিষ্পাপ, আমার শাপের অবসান ঘটান। তৎকালে মুনিও অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিবেচনাপূর্বক রাজাকে বললেন—॥৬১॥ ইক্ষ্বাকুকুলে রাম নামে এক মহাযশস্বী রাজা জন্মাবেন। সেই মহাভাগ রাজীবলোচন (রাম)....॥৬২॥ যখন তোমাকে স্পর্শ করবেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, তখন তুমি পাপ-বিরহিত হবে। এই শুনে পৃথিবীপতি নরশ্রেষ্ঠ রাম তাকে (গৃধ্রকে) স্পর্শ করলেন॥৬৩। রাজা তখন শকুনের দেহ পরিত্যাগ -করত মনোহর গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত দিব্যমূর্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে রাঘবকে (রামকে) বললেন—॥৬৪॥ হে ধর্মাত্মা বিভু, হে রাঘব, আপনারই কৃপায় আজ আমি ঘোর নরক হতে নিষ্কৃতি পেলাম। আপনি আমার শাপের অন্ত ঘটালেন॥৬৫॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামস্য সভায়াং চ্যবনাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম, শ্রীরামেণ তেষাং সৎকারঃ, অভীষ্টকার্যং কর্তুং তস্য প্রতিজ্ঞা, মহর্ষিভিঃ শ্রীরামস্য প্রশংসা চ

তয়োঃ সংবদতোরেবং রাম-লক্ষ্মণয়োস্তদা। বাসন্তিকী নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্মদা॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ। অভিচক্রাম কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্যবিৎ॥২

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

শ্রীরামের দরবারে চ্যবন-প্রমুখ মুনিগণের শুভাগমন। শ্রীরামের দ্বারা তাঁদের সৎকার এবং অভীষ্ট কার্য করতে প্রতিশ্রুতি। ঋষিদের দ্বারা শ্রীরামের প্রশংসা।

রাম এবং লক্ষ্মণ প্রতিদিন এইভাবে পরস্পর ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা করতে করতে প্রজাপালন কর্মে ব্যাপৃত আছেন। তখন শীত ও গ্রীষ্ম-বিবর্জিত বসন্তকালের এক রাত্রি এসে উপস্থিত হলো॥১॥ রাত্রি অতিক্রান্ত হলে বিমল প্রতাতকাল এলো। পৌরকার্যে নিপুণ কাকুৎস্থ (রাম) পূর্বাহ্নিক নিত্যক্রিয়া সমাপন করে বহির্গত হয়ে সর্বসমক্ষে এলেন॥২॥ তখন সুমন্ত্র এসে রামকে বললেন, রাজন্, দ্বাররক্ষক তপস্বিগণকে

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ। এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ॥৩
ভার্গবং চ্যবনং চৈব পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ। দর্শনন্তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ॥৪
প্রীয়মাণা নরব্যাঘ্র যমুনাতীরবাসিনঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ॥৫
প্রবেশ্যন্তাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ। রাজ্ঞস্ত্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাস্থো মূর্দ্ধা কৃতাঞ্জলিঃ॥৬
প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্। শতং সমধিকং তত্র দীপ্যমানং স্বতেজসা॥৭
প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাত্মনাম্। তে দ্বিজাঃ পূর্ণকলসৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসৎকৃতৈঃ॥৮
গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামস্যাভ্যাহরন্ বহু। প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥৯
তীর্থোদকানি সর্বাণি ফলানি বিবিধানি চ। উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্বানেব মহামুনীম্॥১০
ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপ্যাবিশ্যতাম্। রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ॥১১
বৃসীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে। উপবিষ্টানৃষীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ॥
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥১২
কিমাগমনকার্যং বঃ কিং করোমি সমাহিতঃ। আজ্ঞাপ্যোঽহং মহর্ষীণাং সর্বকামকরঃ সুখম্॥১৩
ইদং রাজ্যঞ্চ সফলং জীবিতঞ্চ হৃদি স্থিতম্। সর্বমেব দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ॥১৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাধুকারো মহানভূৎ। ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্॥১৫
উচুশ্চৈব মহাত্মানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ। উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ॥১৬

প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তাঁরা সেখানে অবস্থান করছেন॥৩॥ মহারাজ, ভার্গব চ্যবনকে পুরতভাগে নিয়ে মহর্ষিগণ আপনার ত্বরিত দর্শন কামনায় আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন॥৪॥ নরশ্রেষ্ঠ, এই মুনিরা যমুনাতীরে বাস করেন। এবং আপনার উপর তাঁদের বিশেষ স্নেহ আছে। ধর্মবিদ্ রাম তাঁর বাক্য শুনে বললেন—॥৫॥ ভার্গব-প্রমুখ মহাভাগ বিপ্রগণকে আনয়ন করো। দ্বারপাল তখন রাজ-আদেশ শিরোধার্য করে কৃতাঞ্জলি হয়ে....॥৬॥ দুর্ধর্ষ তাপসগণকে তথায় (রাজসভায়) প্রবেশ করালো। এক'শ কিংবা তারো চেয়ে কিছু অধিক-সংখ্যক তাপস স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল হয়ে....॥৭॥ রাজসভায় প্রবিষ্ট হলেন। তাঁরা মহাত্মা। সেই দ্বিজেরা সমস্ত তীর্থের জলে পরিপূর্ণ কলশ উপহার দিয়ে সৎকার করলেন রামকে॥৮॥ উপহার দিলেন প্রচুর ফলমূল। সেই সব প্রীতি-উপহার গ্রহণ করলেন রাম॥৯॥ গ্রহণ করলেন তীর্থোদক এবং বিবিধ ফল। সানন্দে তা সকল গ্রহণ করে মহাবাহু রাম মুনিগণকে বললেন—॥১০॥ আপনারা এইসকল উত্তম আসনে যথাযথভাবে উপবিষ্ট হোন। রামের অনুরোধ শুনে মহর্ষি সমুদায়...॥১১॥ সুন্দর কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করলেন। তথায় মহর্ষিগণকে উপবিষ্ট দেখে শত্রুপুরবিজয়ী রাঘব (রাম) জোড়হস্তে সংযতভাবে বললেন—॥১২॥ আপনাদের শুভাগমনের কারণ কি? এখন বলুন, আপনাদের কোন কাজ আগ্রহভরে করবো? আমি মহর্ষিদের আজ্ঞাবহ, আপনাদের সকল ইচ্ছা অক্লেশে পূর্ণ করবো॥১৩॥ এই রাজ্য, হৃদি-স্থিত জীবন ও আমার সমূহ বৈভব ব্রাহ্মণগণের কার্যের নিমিত্ত। এই সত্য আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি॥১৪॥ যমুনাকূলবাসী উগ্রতপস্বী মুনিরা রামের কথা শুনে 'সাধু, সাধু' বলে তাঁর প্রশংসা করলেন॥১৫॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ অতীব আনন্দিত হয়ে বললেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীপতি, এইমতো বাক্য আপনারই যোগ্য। অন্য কেউ এমন কথা বলতে পারে না॥১৬॥ রাজন্, মহাবল বহু ভূপতির কাছে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কেউই কার্যের গৌরব

বহবঃ পার্থিবা রাজন্নাতিক্রান্তা মহাবলাঃ। কার্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নাভ্যরোচয়ন্॥১৭
ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্। ততশ্চ কর্তা হ্যসি নাত্র সংশয়ো মহাভয়াৎ ত্রাতুমৃষীংস্ত্বমর্হসি॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বিবেচনা করে এ মতো প্রতিশ্রুতি দিতে ইচ্ছুক হন নি॥১৭॥ আমাদের আগমনের হেতু না জেনেই আপনি বিপ্রগণের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্বক এইমতো প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই আপনি যে সেই কার্য সম্পাদিত করবেন, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই। অতএব মহর্ষিদেরকে এই মহদ্ ভয় হতে পরিত্রাণ করুন।
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামসমীপে ঋষিভির্মধোর্বরপ্রাপ্তেঃ, লবণাসুরস্য বলস্যাত্যাচারস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, ততঃ সমাগতভয়ং দূরীকর্তুং শ্রীরামসমীপে ঋষিণাং প্রার্থনা চ

ব্রুবদ্ভিরেবমৃষিভিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ। কিং কার্যং ব্রূত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ॥১
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ। ভয়ানাং শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর॥২
পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ দৈতেয়ঃ সুমহামতিঃ। লোলাপুত্রোঽভবজ্জ্যেষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ॥৩
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ। সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ॥৪
স মধুর্বীর্যসম্পন্নো ধর্মঞ্চ সুসমাহিতঃ॥ বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ॥৫
শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য মহবীর্যং মহাপ্রভম্। দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যং চৈতদুবাচ হ॥৬
ত্বয়ায়মতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ কৃতঃ। প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্॥৭
যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরুধ্যের্মহাসুর। তাবচ্ছূলং তবেদং স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি॥৮
যশ্চ মামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ। তং শূলো ভস্মসাৎকৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্॥৯

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

মহর্ষিগণ দ্বারা রামের কাছে মধুর বরপ্রাপ্তি। লবণাসুরের বল এবং অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা। তার কাছ হতে প্রাপ্ত ভয় দূর করার জন্যে শ্রীরামের কাছে ঋষিদের প্রার্থনা।

ঋষিগণ এইপ্রকার বললে কাকুৎস্থ (রাম) বললেন, মুনিবৃন্দ, কি কাজ করতে হবে আমাকে বলুন। আপনাদের কোনো ভয় নেই॥১॥ কাকুৎস্থ (রাম) এই কথা বললে, ভার্গব বললেন, হে নরেশ্বর, দেশের এবং আমাদের ভয়ের মূল কারণ শ্রবণ করুন॥২॥ পুরাকালে হে রাজন্, সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার বড়ো ছেলে মধু-নামক কোন এক অতীব বুদ্ধিমান মহাসুর জন্মগ্রহণ করে॥৩॥ সে অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত। শরণাগতবৎসল তিনি। অবিচল-মতি। অতীব উদারস্বভাব। দেবতাদের সঙ্গে তার অতুল প্রণয় হয়েছিলো॥৪॥ বীর্যবান মধু একাগ্রচিত্তে ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করলে, তিনি তাকে অদ্ভুত বর দিলেন *(অদ্ভুত—দুর্লভ)*॥৫॥ মহাত্মা (রুদ্র) অতীব প্রীত হয়ে আপনার শূল হতে মহাপ্রভ অত্যন্ত শক্তিশালী এক শূল উৎপাদন করে তাকে তা প্রদান করে বললেন—॥৬॥ অতুল ধর্ম উপার্জন করে তুমি আমাকে প্রসন্ন করেছো। পরম প্রীত হয়ে তাই তোমাকে আমি উত্তম অস্ত্র প্রদান করছি॥৭॥ হে মহাসুর, যতোকাল দেবতা এবং বিপ্রগণের সঙ্গে তুমি বিরোধে যাবে না, ততোদিন এই শূল তোমার কাছে থাকবে। এর অন্যথা করলে, এই শূল তোমার নিকট হতে অদৃশ্য হয়ে যাবে॥৮॥ নিঃশঙ্ক হয়ে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে, তৎকালে শূল তাকে ভস্মসাৎ করে পুনরায় তোমার হাতে আসবে॥৯॥

এবং রুদ্রাদ্ বরং লব্ধা ভূয় এব মহাসুরঃ। প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ॥১০
ভগবন্মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।ভবেত্তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি॥১১
তং ব্রুবাণং মধুং দেবঃ সর্বভূতপতিঃ শিবঃ। প্রত্যুবাচ মহাদেবো নৈতদেবং ভবিষ্যতি॥১২
মা ভূত্তে বিফলা বাণী মৎপ্রসাদকৃতা শুভা। ভবতঃ পুত্রমেকং তু শূলমেতদ্ভবিষ্যতি॥১৩
যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে। অবধ্যঃ সর্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি॥১৪
এবং মধুর্বরং লব্ধা দেবাৎ সুমহদদ্ভূতম্। ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্॥১৫
তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসীতি যা। বিশ্বাবসোরপত্যং সাপ্যনলায়াং মহাপ্রভা॥১৬
তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্যো লবণো নাম দারুণঃ। বাল্যাৎ প্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ॥১৭
তং পুত্রং দুর্বিনীতং তু দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ।১৮
স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্। শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥১৯
স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেনাত্মনস্তথা। সন্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্॥২০
এবং প্রভাবো লবণঃ শূলং চৈব তথাবিধম্। শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ॥২১
বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্তৈঋর্ষিভিঃ পুরা। অভয়ং যাচিতা বীর ত্রাতারং ন চ বিদ্মহে॥২২
তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সবল-বাহনম্। ত্রাতারং বিদ্মহে তাত নান্যং ভুবি নরাধিপম্।
তৎ পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাদ্ভয়পীডিতাম্॥২৩
ইতি রাম নিবেদিতং তু তে ভয়জং কারণমুত্থিতঞ্চ যৎ।
বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ কুরু তং কামমহীনবিক্রম॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মহাসুর মধু রুদ্রের নিকট হতে এইমতো বরলাভ করে প্রণিপাতপূর্বক মহাদেবকে বললো— ॥১০॥ হে দেব, হে ভগবান, সুরগণের ঈশ্বর আপনি। যাতে এই অত্যুত্তম শূল আমার বংশপরম্পরায় থাকে আপনি তারই ব্যবস্থা করুন॥১১॥ মধু এইমতো বললে, সর্বভূতের ঈশ্বর মহাদেব বললেন, হে সৌম্য, তা তো হবে না! ॥১২॥ তবে আমাকে প্রসন্ন জেনে তোমার যে এই শুভঙ্কর বাক্য নির্গত হয়েছে, তা একেবারে নিষ্ফলে যাবে না। তোমার একটি পুত্র এই শূল প্রাপ্ত হবে॥১৩॥ যতোদিন তার হাতে এই শূল বিদ্যমান থাকবে ততোদিনই সে সকলপ্রাণীর অবধ্য থাকবে॥১৪॥ মহাদেবের থেকে এই অদ্ভুত বর লাভ করে অসুরশ্রেষ্ঠ মধু এক বিশাল ভবন নির্মাণ করলো॥১৫॥ বিশ্বাবসুর ঔরসে অনলার গর্ভসম্ভূতা রূপসী মহাভাগা কুম্ভীনসী ছিলো তার প্রিয়তমা পত্নী॥১৬॥ তারই (কুম্ভনসীর) পুত্র বীর্যবান লবণ! স্বভাবে সে অতি ভয়াল। এবং দুষ্টপ্রকৃতি। বাল্যাবস্থা থেকে সে কেবল পাপকার্যেই রত॥১৭॥ পুত্রকে দুর্বিনীত দেখে মধু যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হলো। এবং দুঃখিতও। কিন্তু মুখে তাকে কিছুই বললো না॥১৮॥ অনন্তর সে (মধু) লবণের হাতে শূলসমর্পণপূর্বক বরপ্রাপ্তির কথা তাকে (লবণকে) জানিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করে বরুণালয়ে প্রবেশ করলো॥১৯॥ এখন সে (লবণ) আপন দুষ্টস্বভাবে ত্রিলোকবাসী সকলকে সন্তাপিত করছে। সবিশেষ পীড়িত করছে তাপসগণকে॥২০॥ কাকুৎস্থ, লবণ এইমতো প্রভাব-সম্পন্ন। তার শূলও তেমনি। এমতাবস্থায় যা কর্তব্য তা আপনিই করুন। কেননা, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি॥২১॥ হে বীর রাম, ভয়-সচকিত ঋষিগণ পূর্বে বহু ভূপতির নিকট অভয়প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু কেউই তাদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য আগুয়ান হন নি॥২২॥ বাবা, আমরা আপনাকেই রক্ষাকর্তা বলে জেনেছি, দ্বিতীয় কোনো নৃপতিকে নয় *(কেননা আপনি সবংশে নাশ করেছেন রাবণকে)*। তাই, আপনি লবণাসুরের ভয়ে পীড়িত ঋষিগণকে পরিত্রাণ করুন॥২৩॥ হে মহাবিক্রম রাম, উপস্থিত ভয়ের কারণ আপনাকে নিবেদন করলাম। এর প্রতিকার কেবল আপনিই করতে সমর্থ। তাই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন॥২৪॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একষষ্টিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

ঋষীণাং সমীপে লবণাসুরস্যাহার-বিহারবিষয়ে শ্রীরামস্য প্রশ্নঃ, শত্রুঘ্নাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা লবণাসুরবধে তস্য নিয়োগশ্চ

তথোক্তে তানৃষীন্ রামঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ। কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক্ক চ বর্ততে॥১
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব এব তে। ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো ববৃধে যথা॥২
আহারঃ সর্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ। আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে যথা॥৩
হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাণ্ডজান্। মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্॥৪
ততোঽন্তরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ। সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ॥৫
তচ্ছুত্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনীন্। ঘাতয়িষ্যামি তদ্ রক্ষো ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্॥৬
প্রতিজ্ঞায় তদা তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্। স ভ্রাতৄন্ সহিতান্ সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ॥৭
কো হন্তা লবণং বীর কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্। ভরতস্য মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ॥৮
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ। অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্॥৯
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্যশৌর্যসমন্বিতম্। লক্ষ্মণাবরজস্তস্থৌ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্॥১০
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্। কৃতকর্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দন॥১১
আর্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বযোধ্যা পরিপালিতা। সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্যস্যাগমনং প্রতি॥১২
দুঃখানি চ বহূনীহ অনুভূতানি পার্থিব। শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাযশাঃ॥১৩
ফলমূলাশনো ভূত্বা জটী চীরধরস্তথা। অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেষ রাঘবনন্দনঃ॥১৪

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

ঋষিদের কাছে শ্রীরামের দ্বারা লবণাসুরের আহার-বিহার আদির বিষয়ে জিজ্ঞাসা।

শত্রুঘ্নের অভিপ্রায় জেনে তাকে লবণাসুর-বধে নিয়োগ।

মুনিদের কথা শুনে কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম তাঁদেরকে বললেন, কোথায় থাকে লবণ? আহার-ব্যবহারই বা তার কেমন?॥১॥ রাঘবের বচন শুনে ঋষিগণ সকলে বলতে লাগলেন আহার-বিহারে লবণ যেভাবে পরিবর্ধিত হচ্ছে তার বৃত্তান্ত॥২॥ সর্বপ্রকার প্রাণী, বিশেষতঃ তাপসেরাই তার ভক্ষ্য। আচার-ব্যবহার তার ভয়ানক ক্রূর। নিয়ত সে মধুবনে বাস করে॥৩॥ লবণ নিয়মিত সিংহ, বাঘ, মৃগ, পাখী এবং মানুষ প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণী বিনষ্ট করে প্রত্যহ আহার করে॥৪॥ সংহার-কাল এলে কালান্তক (যম) যেমন মুখ হাঁ-করে গ্রাস করেন, মহাবল (লবণ) মুখব্যাদান করে অন্যপ্রাণীও ভক্ষণ করে থাকে॥৫॥ ঋষিদের কথা শুনে রাঘব সেই মহামুনিকে বললেন, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আমি সেই রাক্ষসকে ধ্বংস করবো॥৬॥ উগ্রতেজা মুনিগণের সামনে এইপ্রকার অঙ্গীকার করে রঘুনন্দন উপস্থিত ভ্রাতাদেরকে বললেন—॥৭॥ কোন বীর লবণাসুরকে সংহার করবে? মহাবাহু ভরত এবং শত্রুঘ্নের মধ্যে কাকে লবণ বধরূপ কর্মের ভাগ (ভার) দেবো?॥৮॥ রাঘব (রাম) এই কথা বললে ভরত বললেন, আমি একে বধ করবো। আপনিই আমাকে এই কর্মের অংশ অর্পণ করুন॥৯॥ শৌর্য এবং ধৈর্যসমন্বিত ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করে লক্ষ্মণানুজ (শত্রুঘ্ন) স্বর্ণসিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন॥১০॥ নরপতিকে (রামকে) প্রণিপাত করে বললেন, মহাবাহু মধ্যম রঘুনন্দন (ভরত) কৃতকর্মা॥১১॥ অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করে আপনি যখন চলে গেছিলেন, সেসময় আপনারই প্রত্যাগমন পর্যন্ত ইনি সন্তপ্ত-হৃদয়ে শূন্যা অযোধ্যাকে রক্ষা করেছিলেন॥১২॥ রাজন, এই মহাযশা নন্দিগ্রামে বহুতর দুঃখ ভোগ করেছেন। কষ্টকর শয্যায় শয়ন,.....॥১৩॥ ফলমূল ভক্ষণ ও জটা-চীর ধারণ-রূপ দুঃখ এই রঘুনন্দন পাবার পর....॥১৪॥ আজ আমার মতো আজ্ঞাবহ থাকতে আবার কেন তিনি ক্লেশ ভোগ করবেন? শত্রুঘ্ন এইমতো বললে রাঘব

প্রেষ্যে ময়ি স্থিতে রাজন্ ন ভূয়ঃ ক্লেশমাপ্নুয়াৎ। তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১৫
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্। রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে॥ ১৬
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদ্যবেক্ষসে। শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে॥ ১৭
নগরং যমুনাজুষ্টং তথা জনপদাঞ্শুভান্। যো হি বংশং সমুৎপাট্য পার্থিবস্য নিবেশনে॥ ১৮
ন বিধত্তে নৃপং তত্র নরকং স হি গচ্ছতি। স ত্বং হত্বা মধুসুতং লবণং পাপনিশ্চয়ম্॥ ১৯
রাজ্যং প্রশাধি ধর্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে। উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম॥ ২০
বালেন পূর্বজস্যাজ্ঞা কর্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ। অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছস্ব মমোদ্যতম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিপ্রৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্॥ ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম্ সর্গঃ।

(রাম) তাকে পুনরায় বললেন—॥ ১৫ ॥ কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন, তুমি যা বললে তাই হবে। আমার আদেশ পরিপালন করো তুমি। আমি মধু'র শুভ নগরে তোমাকে অভিষিক্ত করবো॥ ১৬ ॥ মহাবাহু, যদি তুমি চাও, তবে ভরতকে কোনো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো। কেননা তুমি বীর। কৃতবিদ্য এবং রাজ্যস্থাপনে সমর্থ॥ ১৭ ॥ যমুনাতটে নবীন নগর ও জনপদসমূহ স্থাপন করো। যে বীর কোনো রাজবংশের উচ্ছেদ করে সেখানে যদি তিনি....॥ ১৮ ॥ রাজা নিয়োগ না করেন, তিনিও নরকগামী হন। সেই পাপকর্মা মধুপুত্র লবণকে তুমি নিহত করো॥ ১৯ ॥ আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তাহলে লবণকে হত্যা করে সেখানে ধর্মানুসারে তার রাজ্য শাসন করো। বীর, আমার কথার ভেতরে তুমি আবার কোনো কথা বোলো না॥ ২০ ॥ কেননা, বালকের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন কর্তব্য। এতে কোনো সংশয় নেই। কাকুৎস্থ, বশিষ্ঠ-প্রমুখ বিপ্রগণ বিধিমতে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক তোমার অভিষেক করাবেন। এখন আমার আদেশরূপ অভিষেক প্রদান করছি, তুমি তা স্বীকার করো॥ ২১ ॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতমসর্গ (৬২) সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামেণ শত্রুঘ্নস্য রাজ্যাভিষেকঃ, লবণ্যাসুরাৎ শত্রুঘ্নস্য রক্ষণোপায়নির্দ্ধারণঞ্চ

এবমুক্তস্তু রামেণ পরাং ব্রীডামুপাগমৎ। শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো মন্দং মন্দমুবাচ হ॥ ১
অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর। কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে॥ ২
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং পুরুষর্ষভ। তব চৈব মহাভাগ শাসনং দূরতিক্রমম্॥ ৩
ত্বত্তো ময়া শ্রুতং বীর শ্রুতিভ্যশ্চ ময়া শ্রুতম্। নোত্তরং হি ময়া বাচ্যং মধ্যমে প্রতিজানতি॥ ৪

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

শ্রীরাম-কর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক। লবণাসুরের শূল থেকে শত্রুঘ্নকে রক্ষা করার উপায় নিরূপণ।

রাম এইমতো বললে বীর্যবান শত্রুঘ্ন অতীব লজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন—॥ ১ ॥ নরপতে, কাকুৎস্থ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিরাজমান থাকতে কনিষ্ঠভ্রাতা কিভাবে অভিষিক্ত হবে? আমি এরকম অভিষেককে অধর্ম বলেই মনে করি॥ ২ ॥ হে পুরুষপ্রবর, হে মহাভাগ, আপনার আদেশ মেনে চলা আমার একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া আপনার আদেশ কেইই বা লঙ্ঘন করতে পারে?॥ ৩ ॥ হে বীর, আপনার কাছ থেকে এবং বেদ হতে শুনেছি যে, প্রকৃতপক্ষে মধ্যমভ্রাতা প্রতিজ্ঞা করার পর আমার আর কিছুই বলা নয়॥ ৪ ॥ আমার মুখ থেকে অত্যন্ত অনুচিত বাক্য নির্গত হয়েছে যে, যুদ্ধে লবণাসুরকে আমি সংহার করবো। হে

ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে। তস্যৈবং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
উত্তরং নহি বক্তব্যং জ্যেষ্ঠেনাভিহতে পুনঃ। অধর্মসহিতঞ্চৈব পরলোকবিবর্জিতম্ ॥৬
সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তরম্। মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি-মানদ ॥৭
কামকারো হ্যহং রাজংস্তবাস্য পুরুষর্ষভ। অধর্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥৮
এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা। উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতং লক্ষ্মণং তথা ॥৯
সম্ভারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ। অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥১০
পুরোধসঞ্চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃত্বিজস্তথা। মন্ত্রিণশ্চৈব তান্ সর্বানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥১১
রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথাকুর্বন্মহারথাঃ। অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥১২
প্রবিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণাস্তথা। ততোঽভিষেকো ববৃধে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥১৩
সম্প্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরস্য চ। অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসন্নিভঃ ॥১৪
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ। অভিষিক্তে তু শত্রুঘ্নে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥১৫
পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ। কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কৈকেয়ী তথা ॥১৬
চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ। ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ॥১৭
হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনাৎ। ততোঽভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ ॥
উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্যাভিপূরয়ন্ ॥১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ, আর এরই পরিণামে আমার যতো দুর্গতি *(জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্তমান থাকতে আমাকে অভিষিক্ত হতে হবে)* ॥৫॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোনো বাক্য বললে তার প্রত্যুত্তর করা আমার অনুচিত। কিন্তু যা আজ্ঞা করেছেন, তাতে পরলোকে আমায় সুখলাভে বঞ্চিত হতে হবে॥৬॥ কাকুৎস্থ (রাম), যা আজ্ঞা দিয়েছেন তার দ্বিতীয় উত্তর করবো না। করলে আমার উপর আবার দ্বিতীয় দণ্ড চাপবে। তাই হে মানদানকারিন্, আপনার বাক্যের দ্বিতীয় উত্তর করবো না *(অপূর্ব কবিত্ব। প্রথম দণ্ড এখানে—অভিষেক ক্রিয়া। ঋষিকবির কাব্যকুশলতায় শ্লোকটি মহার্ঘ হয়েছে)* ॥৭॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে রাজন্, হে রঘুনন্দন, আপনার ইচ্ছানুযায়ী যে কার্যে আমাকে নিয়োগ করবেন, তাইই আমি করবো। কিন্তু রাজ্যাভিষেক স্বীকার করায় আমার যে অর্ধম হবে, তা আপনি নাশ করবেন॥৮॥ মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন এইপ্রকার বললে, রাম সন্তুষ্ট হয়ে ভরত এবং লক্ষ্মণকে বললেন— ॥৯॥ সাবধানতার সঙ্গে তোমরা রাজ্যাভিষেকের সামগ্রীসমূহ আনয়ন করো। আজই আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘবকে (শত্রুঘ্নকে) অভিষিক্ত করবো॥১০॥ আমার আজ্ঞানুসারে তোমরা পুরোহিত, বেদজ্ঞগণ, ঋত্বিকগণ এবং মন্ত্রিগণকে আনয়ন করো॥১১॥ মহারথদ্বয় (ভরত এবং লক্ষ্মণ) রাজ-আদেশে পুরোহিতকে পুরতভাগে নিয়ে যথাদিষ্ট অভিষেক-কর্মের উদ্যোগ করতে লাগলেন॥১২॥ দ্বিজগণ এবং নৃপতিসমূহ (নানাদেশ হতে এসে) রাজভবনে প্রবিষ্ট হলেন। এইপ্রকারে মহাত্মা শত্রুঘ্নের বর্ণাঢ্য অভিষেক সমারোহ সম্পন্ন হলো॥১৩॥ তাতে পুরবাসিগণসহ শ্রীমান রাঘবের (শ্রীরামের) আনন্দের সীমা থাকলো না। কাকুৎস্থ (শত্রুঘ্ন) অভিষিক্ত হয়ে আদিত্যের মতো শোভা পেতে লাগলেন.... ॥১৪॥ পুরাকালে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ কর্তৃক কার্তিকেয় যেভাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, ঠিক সেই মতো অভিষিক্ত হলেন কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন। অক্লেশে মহদ্‌কর্ম যিনি করতে পারেন সেই রাম-কর্তৃক শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হলে.... ॥১৫॥ পুরবাসিগণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ অতিশয় হ্লাদিত হলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা মঙ্গলকর্ম করতে লাগলেন॥১৬॥ মাঙ্গল্যকর্ম অনুষ্ঠান করতে লাগলেন অন্যান্য রাজমহিলাগণও। যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিগণ.... ॥১৭॥ শত্রুঘ্নের অভিষেক হবার পর ভেবেই বসলেন যে, লবণাসুর বধ সম্পন্ন হয়েই গেছে। অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে অঙ্কে স্থাপন করে রাঘব (রাম) তার তেজোবৃদ্ধির মানসে মধুরবাক্যে বললেন— ॥১৮॥ রঘুনন্দন, সৌম্য, এইদিব্য বাণ অব্যর্থ এবং শত্রুপুরী-বিজয়কারী, এই বাণেই তুমি লবণাসুরকে বধ করবে *(এই বলে তিনি শত্রুঘ্নকে উত্তম ধনু দান*

অয়ং শরস্ত্বমোঘস্তে দিব্যঃ পরপূরঞ্জয়ঃ। অনেন লবণং সৌম্য হন্তাসি রঘুনন্দন॥১৯
সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে। স্বয়ম্ভূরজিতো দিব্যো যং নাপশ্যন্‌সুরাসুরাঃ॥২০
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ। সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ॥২১
মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্। স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চাননে হতৌ যুধি॥২২
তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভন্তু মধুং তথা। অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ॥২৩
নায়ং ময়া শরঃ পূর্বং রাবণস্য বধার্থিনা। মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং মহান্ ত্রাসো ভবেদিতি॥২৪
যচ্চ তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেন মহাত্মনা। দত্তং শত্রুবিনাশায় মধোরায়ুধমুত্তমম্॥২৫
তৎ সন্নিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনঃ পুনঃ। দিশঃ সর্বাঃ সমাসাদ্য প্রাপ্নোত্যাহারমুত্তমম্॥২৬
যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ কশ্চিদেনং সমাহ্বয়েৎ। তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ করোতি হি॥২৭
স ত্বং পুরুষশার্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্। অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ॥২৮
অপ্রবিষ্টঞ্চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ। আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্॥২৯
অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি। যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপযাস্যতি॥৩০
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং শূলস্য চ বিপর্যয়ঃ। শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কৃত্যং হি দুরতিক্রমম্॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

করলেন) ॥১৯॥ হে কাকুৎস্থ; স্বয়ম্ভু, অজিত এবং বিষ্ণু যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করেছিলেন দেবতাগণেরো অনিরীক্ষণযোগ্য হয়ে, তখনই তিনি দিব্যশর সৃষ্টি করেন॥২০॥ তখন ত্রিকালের সর্বপ্রাণীর অদৃশ্য ছিলেন তিনি। সেসময়েই তিনি (নারায়ণ) এই উত্তম শর সৃষ্টি করেন। ক্রোধপরবশ হয়ে। বিনাশ করার জন্যে সেই দুরাত্মা....॥২১॥ মধু, কৈটভ এবং রাক্ষসদেরকে (সৃষ্ট হলো শর)। ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে তারা (মধু-কৈটভ এবং রাক্ষসেরা) বিঘ্নোৎপাদন করতে লাগলো। তাদেরকে যুদ্ধে হত করেন তিনি *(শ্রীবিষ্ণু)* ॥২২॥ এই মুখ্য শরের দ্বারাই তিনি মধু ও কৈটভকে এবং অন্যান্য রাক্ষসদের হত্যা করে জীবগণের হিতার্থে এবং কর্মফল ভোগের সিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ লোক সৃজন করেন॥২৩॥ শত্রুঘ্ন, দেখো রাবণসংহারের সময়ে এই শর আমি নিক্ষেপ করি নি। কেননা এতে অত্যন্ত লোকক্ষয় হবার শঙ্কা ছিলো॥২৪॥ ত্রিনয়ন মহাত্মা (মহাদেব) শত্রু-বিনাশার্থে যে মহত্তম মহাশূল দান করেছিলেন মধুকে,....॥২৫॥ মধু তাকে বারংবার পূজা করে আপনার গৃহে গুপ্তভাবে রেখে চারদিক হতে উত্তম আহার সংগ্রহ করে থাকে॥২৬॥ যদি কেউ তাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে তাহলে ঐ শূল দিয়ে তাকে ভস্ম করে ফেলে॥২৭॥ হে পুরুষশার্দূল, ঐ শূল লবণাসুরের কাছে থাকবে না এবং সে নগরের বহির্দেশে থাকাতে, সশস্ত্র হয়ে তুমি তখন তার ভবনের দ্বারে প্রতীক্ষা করবে॥২৮॥ হে মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ, যদি নগরে ঢোকার আগেই তুমি লবণকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারো, তাহলেই তুমি নিশ্চিতভাবে নিপাত করতে পারবে॥২৯॥ বীর, এর অন্যথা হলে, তাকে সংহার করতে পারবে না। আর এটি যদি করো (যা বললাম) তাহলে তার বিনাশ হবে॥৩০॥ কিভাবে তাকে এই শূল-বিহীন অবস্থায় বিনাশ করতে হবে তোমাকে বলে দিলাম। কেননা, ভগবান শিতিকণ্ঠের সেই অব্যর্থ অস্ত্রের বেগ কোনোমতেই সহ্য করতে পারবে না *(শিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ)* ॥৩১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিষষ্টি সর্গ (৬৩) সমাপ্ত হলো।

॥ চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামদেশানুসারেণ প্রথমে সৈন্যানি প্রেষয়িত্বা মাসাৎ পরং শত্রুঘ্নস্য গমনম্

এবমুক্ত্বা চ কাকুৎস্থং প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ। পুনরেবাপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ॥১
ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ। রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্॥২
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ। অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থ তথৈব নটনর্তকাঃ॥৩
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ। আদায় গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্যাপ্তধনবাহনঃ॥৪
বলঞ্চ সুভৃতং বীর হৃষ্টতুষ্টমনুদ্ধতম্। সম্ভাষাসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম॥৫
নহ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ। সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব॥৬
অতো হৃষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতীং চমূম্। এক এব ধনুষ্পাণির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্॥৭
যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্। লবণস্তু মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্॥৮
ন তস্য মৃত্যুরন্যোঽস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ। দর্শনং যোঽভিগচ্ছেত স বধ্যো লবণেন হি॥৯
স গ্রীষ্ম অপযাতে তু বর্ষারাত্র উপাগতে। হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্য দুর্মতেঃ॥১০
মহর্ষীংস্তু পুরস্কৃত্য প্রযান্তু তব সৈনিকাঃ। যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্॥১১
তত্র স্থাপ্য বলং সর্বং নদীতীরে সমাহিতঃ। অগ্রতো ধনুষা সার্ধং গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম॥১২
এবমুক্তস্তু রামেণ শত্রুঘ্নস্তান্ মহাবলান্। সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ॥১৩

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে প্রথমে সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে একমাস পরে শত্রুঘ্নের গমন

রঘুনন্দন (রাম) কাকুৎস্থকে (শত্রুঘ্নকে) এইভাবে উপদেশ দিয়ে বারংবার প্রশংসা করতে করতে আবার বললেন—॥১॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই চার হাজার অশ্ব, দু'হাজার রথ এবং এক'শ হাতী...॥২॥ পথিমধ্যে দোকান করতে সমর্থ ব্যবসায়ী বেচাকেনার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তোমার অনুগামী হবে। সেই সঙ্গে হে কাকুৎস্থ, তোমার সঙ্গে সহগমন করবে নট এবং নর্তকীগণ *(মনোরঞ্জন নিমিত্ত)*॥৩॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন, দশ হাজার সুবর্ণমুদ্রা এবং বিপুল-অর্থ সহযোগে তুমি গমন করো। পর্যাপ্ত ধন এবং বাহনও সঙ্গে রাখবে॥৪॥ নরশ্রেষ্ঠ, উত্তম উপায়ে পোষিত এই সৈন্যগণ হর্ষ এবং উৎসাহে পূর্ণ। এরা সন্তুষ্ট এবং সবিনয়ে আজ্ঞাপরিপালনশীল। এদেরকে তুমি সুমধুর বাক্যে এবং ধনদানে প্রসন্ন রাখবে॥৫॥ রাঘব (শত্রুঘ্ন), প্রীতচিত্ত ভৃত্যেরা যেখানে (যে সঙ্কটকালে) সঙ্গে থাকে, সেখানে অর্থ, স্ত্রী এবং ভ্রাতা -বান্ধবাদি থাকতে সমর্থ হয় না *(আসলে বিপত্তিকালে এরা খুবই সহায়ক। তাই এদের সন্তুষ্ট রাখা দরকার)*॥৬॥ তাই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান মনুষ্যপূর্ণ বিশাল সেনাবাহিনীকে অগ্রে প্রেরণ করে পশ্চাতে এককভাবে তুমি ধনুর্বাণ হাতে মধুবনে গমন করো॥৭॥ নির্ভয়-চিত্তে তুমি সেখানে এমনভাবে গমন করবে যেন মধুনন্দন লবণ জানতেই না পারে, যুদ্ধার্থী হয়ে সেখানে তুমি গেছো॥৮॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ, তার সংহারের উপায় যা বলেছি, এর গত্যন্তর নেই। কেননা লবণের (শূলধারী অবস্থায়) দৃষ্টিপথে যে পতিত হবে, তাকে সে বধ করবে॥৯॥ সৌম্য, গ্রীষ্ম ঋতু চলে গিয়ে আসবে বর্ষাকাল। তখনই তুমি তাকে বধ করবে। কেননা, ঐ দুর্মতির (রাক্ষসের) ওটিই বিনাশসময়॥১০॥ তোমার সেনাবল এখন পুরতভাগে মহর্ষিগণকে সমাশ্রিত করে প্রস্থান করুক। গ্রীষ্মাবসানে তুমি জাহ্নবী-জল অতিক্রম করবে *(গরমকালের শেষে তুমি জাহ্নবী নদী পেরিয়ে মধুবনে যাবে)*॥১১॥ নদীতটে সমূহ সেনা স্থাপনপূর্বক একাকী তুমি ধনুর্যুক্ত হয়ে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হবে॥১২॥ রামচন্দ্রের উপদেশবাণী শ্রবণ করে শত্রুঘ্ন তদবস্থায় আপন সেনাপতিগণকে আনিয়ে বললেন —॥১৩॥ দেখো, পথিমধ্যে এখানে ওখানে থাকতে হবে। এইমতো আমরা সঙ্কল্প করেছি। তোমাদেরকেও থাকতে হবে। যেখানেই থাকো মনে বিরোধের ভাব

এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্যথ। স্থাতব্যঞ্চাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্যচিৎ ॥১৪
তথা তাংস্তু সমাজ্ঞাপ্য প্রস্থাপ্য চ মহদ্ বলম্। কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীং চাভ্যবাদয়ৎ ॥১৫
রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাভিপ্রণম্য চ। লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৬
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্। রামেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জগাম মহাবলঃ ॥১৭
প্রস্থাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসঙ্কুলাম্।
উবাস মাসং তু নরেন্দ্রপার্শ্বতস্ত্বথ প্রযাতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রাখবে না, যাতে কারো মনে কোনো কষ্ট লাগে ॥১৪॥ ঐভাবে ঐ সেনাপতিগণকে সূচিত করে স্বীয় সুবৃহৎ সেনাবাহিনী আগে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর মাতা কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাদেবীকে প্রণিপাত করলেন ॥১৫॥ অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক অবনতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে শেষে করজোড়ে প্রণাম করলেন ভরত এবং লক্ষ্মণকে ॥১৬॥ অতঃপর শত্রুঘ্ন সংযতচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করলেন। পুনরায় শত্রুতাপনকারী মহাপরাক্রমী শত্রুঘ্ন রামের অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক নির্গত হলেন ॥১৭॥ এইভাবে উত্তম উত্তম হস্তী এবং অশ্বে পরিপূর্ণ সেনাবলকে আগে পাঠিয়ে রঘুবংশবর্ধন (শত্রুঘ্ন)এক মাসকাল নরেন্দ্রের (রামের) কাছে বাস করলেন। অতঃপর লবণাসুর বধের নিমিত্তার্থে প্রস্থিত হলেন ॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪)সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শত্রুঘ্নসমীপে মহর্ষি-বাল্মীকেঃ সুদাসপুত্র-কল্মাষপাদস্য বৃত্তান্ত কথনম্

প্রস্থাপ্য চ বলং সর্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি। এক এবাশু শত্রুঘ্নো জগাম ত্বরিতং তদা ॥১
দ্বিরাত্রমন্তরে শূর উষ্য রাঘবনন্দনঃ। বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্ ॥২
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্। কৃতাঞ্জলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৩
ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃত্যাদিহাগতঃ। শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥৪
শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ। প্রত্যুবাচ মহাত্মানং স্বাগতং তে মহাযশঃ ॥৫
স্বমাশ্রমমিদং সৌম্য রাঘবাণাং কুলস্য বৈ। আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥৬

পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ

শত্রুঘ্নের কাছে মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক সুদাসতনয় কল্মাষপাদের বৃত্তান্ত কথন

স্বীয় সেনাবলকে আগেভাগে পাঠিয়ে স্বয়ং এক মাসকাল সময় কাটিয়ে (রামের কাছে) শত্রুঘ্ন একলাই সত্বর মধুবনের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন ॥১॥ রঘুনন্দন (শত্রুঘ্ন) পথে দু'রাত্রি যাপন করে তৃতীয় দিবসে বাল্মীকির উত্তম বাসস্থান পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হলেন ॥২॥ মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাল্মীকিকে অভিবাদনপূর্বক করজোড় হয়ে তিনি বললেন— ॥৩॥ ভগবন্, গুরু (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) আদিষ্ট কাজ করার কারণে আজ এখানে (রাত্রিতে) বাস করার বাসনা করেছি। কালই সকালে বরুণ-পালিত পশ্চিমদিশায় গমন করবো ॥৪॥ মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্যে সহাস্যে মহর্ষিশ্রেষ্ঠ (বাল্মীকি) বললেন, মহাযশাঃ, তোমাকে স্বাগতি জানাই ॥৫॥ সৌম্য, রঘুবংশের আপন আশ্রম এটি। তাই নিঃশঙ্কহৃদয়ে আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য (আমার দেওয়া) গ্রহণ করো ॥৬॥ শত্রুঘ্ন অনন্তর তাঁর আতিথ্য-স্বীকার করে ফলমূল প্রভৃতি ভোজন

প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলঞ্চ ভোজনম্। ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিঞ্চ পরমাং গতঃ॥৭
স ভুক্ত্বা ফলমূলঞ্চ মহর্ষিং তমুবাচ হ। পূর্বা যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমসমীপতঃ॥৮
তত্তস্য ভাষিতং শ্রুত্বা বাল্মীকির্বাক্যমব্রবীৎ। শত্রুঘ্ন শৃণু যস্যেদং বভূবায়তনং পুরা॥৯
যুষ্মাকং পূর্বকো রাজা সৌদাসস্তস্য ভূপতেঃ। পুত্রো বীরসহো নাম বীর্যবানতিধার্মিকঃ॥১০
স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে। চঞ্চূর্যমাণং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্॥১১
শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ। ভক্ষমাণাবসন্তুষ্টৌ পর্যাপ্তিং নৈব জগ্মতুঃ॥১২
স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নির্মৃগঞ্চ বনং কৃতম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা॥১৩
বিনিপাত্য তমেকন্তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ। বিজ্বরো বিগতামর্ষো হতং রক্ষো হ্যুদৈক্ষত॥১৪
নিরীক্ষমাণং তং দৃষ্ট্বা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ। সন্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসঞ্চেদমব্রবীৎ॥১৫
যস্মাদনপরাধং তং সহায়ং মম জঘ্নিবান্। তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥১৬
এবমুক্ত্বা তু তদ্ রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। কালপর্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽভবৎ॥১৭
রাজাপি যজতে যজ্ঞমস্যাশ্রমসমীপতঃ। অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোঽপ্যপালয়ৎ॥১৮
তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্ বহুবর্ষগণাযুতঃ। সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ॥১৯
অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্। বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ॥২০
অদ্য যজ্ঞাবসানান্তে সামিষং ভোজনং মম। দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্যা বিচারণা॥২১
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা। সূদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ॥২২
হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্। তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ॥২৩

করলেন এবং কাকুৎস্থ পরম তৃপ্ত হলেন তাতে॥৭॥ ফলমূল ভোজনান্তে মহর্ষিকে বললেন, আশ্রমসমীপে যে সমূহ যজ্ঞোপকরণ দেখা যাচ্ছে তা কার (কোন ব্যক্তির)?॥৮॥ সেই বাক্য শুনে বাল্মীকি বললেন, শত্রুঘ্ন, শোনো। পুরাকালে এই যজ্ঞভূম যাঁর ছিলো॥৯॥ তোমাদের পূর্বপুরুষ সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। সেই নৃপতির অতীব ধার্মিক পরাক্রমী এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। নাম বীরসহ॥১০॥ বীর সুদাসতনয় বাল্যাবস্থায় একদিন মৃগয়ার্থে বনে গমন করেন। বনে দুই রাক্ষসকে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করতে দেখলেন॥১১॥ তারা বাঘের রূপ ধরে বহু সহস্র হরিণকে হত্যাপূর্বক আহার করেও তৃপ্তিলাভ করতো না। এমন কি তাদের উদরও পূর্ণ হতো না॥১২॥ মৃগবিহীন বন এবং রাক্ষসদ্বয়কে দেখে তিনি ভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সুতীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাদের একজনকে বিনষ্ট করলেন॥১৩॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস তাদের একজনকে বিনিপাতিত করে নিশ্চিন্ত অহিংস হয়ে মৃতরাক্ষসকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন॥১৪॥ মৃত রাক্ষসের সঙ্গীকে যখন তিনি দেখতে লাগলেন তখন তার সহযোগী দ্বিতীয় রাক্ষস ভীষণ সন্তপ্ত হয়ে সৌদাসকে বললো—॥১৫॥ যেহেতু তুমি আমার অপরাধহীন সহায়ককে সংহার করেছো, হে পাপী নৃপতি, আমিও তোমাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করবো॥১৬॥ এইপ্রকার বলে রাক্ষস সেখান থেকে অন্তর্হিত হলো। কালক্রমে মিত্রসহ (বীরসহ) অযোধ্যার রাজা হলেন॥১৭॥ রাজা হবার পরে পরেই তিনি এই আশ্রম-সমীপস্থ ভূমিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলে বশিষ্ঠ সেই মহা-যজ্ঞক্রিয়ার পুরোহিত হিসেবে যজ্ঞরক্ষা করতে লাগলেন॥১৮॥ সুদীর্ঘ, বিশাল সেই যজ্ঞ বহু বৎসরে সমাপন হলো। অমিত ঐশ্বর্যপূর্ণ সেই যজ্ঞ দেবযজ্ঞের মতোই শোভিত হয়েছিলো॥১৯॥ যজ্ঞের অবসান হলে রাক্ষস পূর্বশত্রুতা স্মরণে রেখে বশিষ্ঠের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজার (সৌদাসের) কাছে এসে বললো—॥২০॥ যজ্ঞের আজ অন্তিম দিন। ত্বরিতে আমাকে আমিষ আহার প্রদান করো। এতে বিচার করবার কিছু নেই॥২১॥ ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষসের কথা শুনে পৃথিবীপতি (সৌদাস) রন্ধন-নিপুণ পাচকগণকে বললেন—॥২২॥ ত্বরায় তোমরা মাংসযুক্ত হবিষ্য প্রস্তুত করো। এমনভাবে তোমরা তা প্রস্তুত করো, যাতে ভোজন স্বাদু হয়। দেখো যাতে গুরুও তাতে তুষ্ট হন॥২৩॥ নৃপতির আজ্ঞা শুনে পাচক মনে মনে চিন্তায় পড়লেন

শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ। তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেষমথাকরোৎ॥২৪
স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ। ইদং স্বাদু হবিষ্যঞ্চ সামিষঞ্চান্নমাহৃতম্॥২৫
স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্দ্ধমুপাহরৎ। মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসা হৃতম্॥২৬
জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভোজনাগতম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥২৭
যস্মাত্ত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্দাতুমিচ্ছসি। তস্মাদ্ ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥২৮
ততঃ ক্রুদ্ধস্তু সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা। বসিষ্ঠং শপ্তুমারেভে ভার্যা চৈনমবারয়ৎ॥২৯
রাজন্ প্রভুর্যতোঽস্মাকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। প্রতিশপ্তুং ন শক্তস্ত্বং দেবতুল্যং পুরোধসম্॥৩০
ততঃ ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্। ব্যসর্জয়ত ধর্মাত্মা ততঃ পাদৌ সিষেচ চ॥৩১
তেনাস্য রাজন্তৌ পাদৌ তদা কল্মাষতাং গতৌ। তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ॥৩২
কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ। স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ।
পুনর্বসিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা॥৩৩
তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসা বিকৃতঞ্চ তৎ। পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্॥৩৪
ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ। নৈতচ্ছক্যং বৃথা কর্ত্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্॥৩৫
কালো দ্বাদশ বর্ষাণি শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি। মৎপ্রাসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি॥৩৬
এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যারিসূদনঃ। প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবান্বপালয়ৎ॥৩৭
তস্য কল্মাষপাদস্য যজ্ঞস্যায়তনং শুভম্। আশ্রমস্য সমীপেঽস্য যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব॥৩৮
তস্য তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্। বিবেশ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

(গুরুদেবের কেন অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্তি হলো)। ইত্যবসরে সেই রাক্ষস আবার পাচকের ছদ্মবেশ ধারণ করলো॥২৪॥ এবারে সে নরমাংস রান্না করে রাজাকে বললো, উপাদেয় সুস্বাদু আমিষ অন্ন প্রস্তুত হয়েছে॥২৫॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, নৃপতি (সৌদাস) তখন পত্নী মদয়ন্তীর সঙ্গে রাক্ষসকর্তৃক প্রস্তুত সেই আমিষ অন্ন বশিষ্ঠকে প্রদান করলেন॥২৬॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সেই সামিষ আহার মনুষ্যমাংস-সংশ্লিষ্ট জানতে পেরে অতীব ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে বললেন—॥২৭॥ রাজন্, আমাকে তুমি এইপ্রকার আহার্য প্রদানে ইচ্ছা করেছো, তাই এটিই তোমার খাদ্য হবে। এতে কোনো সংশয় নেই *(তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হবে)*॥২৮॥ তদবস্থায় সৌদাসও কুপিত হয়ে হাতে জল নিয়ে বশিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর ভার্যা মদয়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করলেন॥২৯॥ তিনি বললেন, ভগবান ঋষি বশিষ্ঠ আমাদের প্রভু। তাই দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতি-অভিশাপ দেওয়া তোমার উচিত নয়॥৩০॥ ধর্মাত্মা নৃপতি অতঃপর তেজোবলযুক্ত ক্রোধপূর্ণ সলিল ভূমিতে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেই জলে রাজার চরণ দু'টি সিক্ত হলো॥৩১॥ তাতে তাঁর এই পা দু'টি কল্মাষতা প্রাপ্ত হলো। আর সেই থেকেই মহাযশা রাজা সৌদাস....॥৩২॥ 'কল্মাষপাদ' হলেন এবং এ নামেই খ্যাতি লাভ করলেন। অনন্তর পত্নীর সঙ্গে রাজা বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করে বশিষ্ঠকে বললেন—ঐ মায়াব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ যা বলেছিলেন॥৩৩॥ পৃথিবীপতির বাক্য শ্রবণ করে রাক্ষসের দুর্ব্যবহার জানতে পেরে বশিষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বললেন—॥৩৪॥ ক্রোধবশে আমি যা বলেছি, তা তো বিফল করতে আমি সমর্থ নই, কিন্তু তোমাকে আমি বর প্রদান করছি॥৩৫॥ রাজেন্দ্র, বারো বছর অতিক্রান্ত হলে তোমার অভিশাপের মুক্তি ঘটবে। এবং আমার প্রসাদে এই বারো বছর ধরে ঘটমান বৃত্তান্তগুলি তোমার মনে থাকবে না॥৩৬॥ শত্রুতাপনকারী রাজা (সৌদাস) এইপ্রকারে শাপভোগ শেষে পুনর্বার রাজ্যপদ পেয়ে প্রজাপালন করেছিলেন॥৩৭॥রাঘব, আশ্রমসমীপে আমাকে যে তুমি যজ্ঞভূমির কথা জানতে চেয়েছো, এটি সেই রাজা কল্মাষপাদের শুভ যজ্ঞভূমি॥৩৮॥ পৃথিবীপতি (শত্রুঘ্ন) রাজা কল্মাষপাদের সুদারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে মুনিকে অভিবাদন জানিয়ে পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন॥৩৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

সীতাদেব্যাঃ পুত্রয়োরুৎপত্তিঃ, বাল্মীকেস্তয়ো রক্ষাব্যবস্থা, শুভসন্দেশেনৈতেন প্রসন্নস্য শত্রুঘ্নস্য যমুনাতীরে গমনম্‌

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ। তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্‌॥১
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ। বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্‌॥২
ভগবন্‌ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্‌। ততো রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্‌॥৩
তেষাং তদ্‌ বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ। বালচন্দ্রপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ॥৪
জগাম তত্র হৃষ্টাত্মা দদর্শ চ কুমারকৌ। ভূতঘ্নীঞ্চাকরোৎ তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্‌॥৫
কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব তু স দ্বিজঃ। বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্‌॥৬
যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসৎকৃতৈঃ। নির্মার্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥৭
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ। নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ॥৮
এবং কুশ-লবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ। মৎকৃতাভ্যাঞ্চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ॥৯
তাং রক্ষাং জগৃহুস্তাঞ্চ মুনিহস্তাৎ সমাহিতাঃ। অকুর্বংশ্চ ততো রক্ষাং তয়োর্বিগতকল্মষাঃ॥১০
তথা তাং ক্রিয়মাণাঞ্চ বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ। সঙ্কীর্তনঞ্চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ॥১১
অর্দ্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্‌। পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ॥১২
তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ। ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা॥১৩

ষট্‌ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

সীতাদেবীর দুই পুত্রের জন্মলাভ। বাল্মীকি-কর্তৃক তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই শুভসংবাদে প্রসন্ন হয়ে সেখান থেকে শত্রুঘ্নের যমুনাতীরে গমন।

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পর্ণশালায় যে রাত্রিতে প্রবিষ্ট হলেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী দু'টি পুত্র প্রসব করলেন॥১॥ মুনি-বালকবৃন্দ অর্ধরাত্রে বাল্মীকি-সকাশে উপস্থিত হয়ে সীতার শুভ সন্তানপ্রসব আখ্যান নিবেদন করলো॥২॥ হে মহাতেজস্বিন্‌, হে ভগবন্‌, রামের ভার্যা দুই পুত্রের জননী হয়েছেন। আপনি ঐ বালকের অশুভ গ্রহ নিবারণ করে তাদের রক্ষণ করুন॥৩॥ তাদের সেই বচন শুনে মহর্ষি (বাল্মীকি) সেইস্থানে আগমন করলেন। সীতার দুই পুত্র সদ্য আবির্ভূত চন্দ্রের মতো সুন্দর। এবং তারা দেববালকসদৃশ॥৪॥ তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রসন্নচিত্তে কুমারদ্বয়কে দর্শন করলেন এবং তাদের জন্যে রাক্ষস এবং বালগ্রহবিনাশিনী রক্ষার বিধান করলেন॥৫॥ বিপ্র বাল্মীকি কুশমুষ্টি এবং লব নিয়ে বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার জন্যে তাদেরকে তা প্রদান করলেন *(অগ্রভাগসমন্বিত কুশ নিয়ে মাঝে কেটে দিলে অগ্রভাগের অংশটিকে 'কুশমুষ্টি' বলে। নিম্নাংশটি হয় লব)* ॥৬॥ বালক দু'জনের মধ্যে আগে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে মন্ত্রসংস্কৃত কুশ দিয়ে মার্জনা করতে হবে। তাই তার নাম হবে কুশ॥৭॥ যে বালক কনিষ্ঠ, বৃদ্ধাগণ একনিষ্ঠচিত্তে তাকে লব দ্বারা মার্জনা করলে সে 'লব' নামে অভিহিত হবে॥৮॥ এইপ্রকারে যমজ কুমারদ্বয় কুশ এবং লব নামে অভিহিত হবে এবং আমার দেওয়া এই নামেই ভূভাগে খ্যাত হবে॥৯॥ অনন্তর নিষ্পাপ বৃদ্ধাবৃন্দ সমাহিতচিত্তে মুনির হাত হতে লবযুক্ত কুশমুষ্টি গ্রহণ করে বালক-যুগলের রক্ষাবিধান করলেন॥১০॥ অনন্তর বৃদ্ধাগণ এইমতো রক্ষা বিধান করতে লাগলেন। সীতার শুভ দুইপুত্রের প্রসব, রামের নামসংকীর্তন, বৃদ্ধাদের রক্ষাবিধান এবং বালকদ্বয়ের গোত্র নাম প্রভৃতি কীর্তিত হতে লাগলো॥১১॥ অর্ধরাত্র সময়ে কুটীরে শয়ন করে ঐসমূহ অতীব প্রিয়সংবাদ শুনলেন শত্রুঘ্ন। পর্ণশালায় গিয়ে সীতাকে বললেন, মা, সৌভাগ্যক্রমে আজ আপনি পুত্র-প্রসব করেছেন॥১২॥ এই সংবাদে মহাত্মা শত্রুঘ্নের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইলো না। সেই বর্ষাসময়ের শ্রাবণমাসের সুদীর্ঘ রাত্রিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিবাহিত হলো॥১৩॥ অনন্তর মহাপরাক্রমী পূর্বাহ্ন-কৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি

প্রভাতে সুমহাবীর্যঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্। মুনিং প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য যযৌ পশ্চান্মুখঃ পুনঃ ॥ ১৪
স গত্বা যমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি। ঋষীণাং পুণ্যকীর্তীনামাশ্রমে বাসমভ্যযাৎ ॥ ১৫
স তত্র মুনিভিঃ সার্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ। কথাভিরভিরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১৬
স কাঞ্চনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্।
কথাপ্রকারৈর্বহুভির্মহাত্মা বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ ॥ ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সমাপন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলেন ॥ ১৪ ॥ পথে সাত রাত্রি কাটিয়ে যমুনাতটে উপস্থিত হলেন এবং পুণ্যকীর্তি মহর্ষিগণের আশ্রমে বসবাস করতে লাগলেন ॥ ১৫ ॥ মহাযশা নরপতি (শত্রুঘ্ন) ভার্গব-প্রমুখ মুনির সঙ্গে নানান মনোরম আলোচনা করে আশ্রমে বাস করলেন ॥ ১৬ ॥ এইপ্রকারে রাজকুমার রঘুকুলবীর মহাত্মা চ্যবন-প্রমুখ সমবেত মুনিগণের সঙ্গে বিবিধ কথা প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করলেন ॥ ১৭ ॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

চ্যবনমুনিনা শত্রুঘ্নসমীপে লবণাসুরশূলস্য শক্তিপরিচয়দানকালে রাজ্ঞো মান্ধাতুর্বিনাশসন্দেশস্য কথনম্

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্। পপ্রচ্ছ চ্যবনং বিপ্রং লবণস্য যথাবলম্ ॥ ১
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্বং বিনাশিতাঃ। অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতাঃ ॥ ২
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজাশ্চ্যবনো রঘুনন্দনম্ ॥ ৩
অসংখ্যেয়ানি কর্মাণি যান্যস্য রঘুনন্দন। ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ৪
অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলি। মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্ ॥ ৫
স কৃত্বা পৃথিবীং কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ। সুরলোকমিতো জেতুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ ॥ ৬
ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্। মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া ॥ ৭
অর্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্ধেন চ পার্থিবঃ। বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামধ্যরোহত ॥ ৮
তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ। সান্ত্বপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্ ॥ ৯

সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

চ্যবনমুনি কর্তৃক শত্রুঘ্নের কাছে লবণাসুরের শূলের শক্তির পরিচয় প্রদান কালে মান্ধাতার নিধন-সংবাদ কথন

অনন্তর পুনরায় রাত্রিকাল এলে ভৃগুনন্দন বিপ্র চ্যবনকে শত্রুঘ্ন জিজ্ঞেস করলেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বলুন লবণের কি পরিমাণ বল? ॥ ১ ॥ তার শূলেরই বা শক্তি কি প্রকার? ব্রহ্মন্, বলুন কোন কোন বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে গিয়ে সেই উত্তমশূলের দ্বারা নিহত হয়েছে? ॥ ২ ॥ মহাতেজস্বী চ্যবন রঘুনন্দন মহাত্মা শত্রুঘ্নের এরূপ বাক্য শুনে বললেন— ॥ ৩ ॥ হে রঘুনন্দন। লবণাসুরের কর্ম অসংখ্য। তার মধ্যে একটির কথাই মাত্র উল্লেখ করি যা ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা মান্ধাতার সম্বন্ধ-যুক্ত। তুমি তা আমার কাছে শোনো ॥ ৪ ॥ পুরাকালে যুবনাশ্ব-তনয় বলবান মান্ধাতা অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন তিনি। তিনি প্রবল প্রতাপী ॥ ৫ ॥ সমস্ত পৃথিবী নিজের বশীভূত করে পরিশেষে তিনি দেবলোক অধিকার করার উদ্যোগ করতে লাগলেন ॥ ৬ ॥ দেবলোক জয়ের বাসনা করে মান্ধাতা যুদ্ধোদ্যোগ গ্রহণ করলে ইন্দ্রসহ অপরাপর মহাত্মা দেবগণের মনে তীব্র ভয় উপস্থিত হলো ॥ ৭ ॥ রাজা মান্ধাতা প্রতিজ্ঞা করলেন, পৃথিবীর রাজা হয়েও যদি আমি ইন্দ্রের অর্ধেক রাজ্য এবং অর্ধেক সিংহাসন কেড়ে নিই তাহলে আমি দেবতাদের কাছেও সম্মানিত রাজা হয়ে থাকবো ॥ ৮ ॥ যুবনাশ্বের পুত্রের (মান্ধাতার) এইপ্রকার দুরভিসন্ধি জানতে পেরে পাকশাসন (ইন্দ্র) তাঁর কাছে গিয়ে সান্ত্বনাময় বাক্যে তাঁকে বললেন— ॥ ৯ ॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ,

রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ। অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহেচ্ছসি॥১০
যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে। দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্য-বল-বাহনঃ॥১১
ইন্দ্রমেবং ব্রুবাণং তং মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ। ক্ব মে শক্র প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে॥১২
তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ। মধুপুত্রো মধুবনে ন তেঽজ্ঞাং কুরুতেঽনঘ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্। ব্রীড়িতোঽবাঙ্মুখো রাজা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥১৪
আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ। পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ॥১৫
স কৃত্বা হৃদয়েঽমর্ষং সভৃত্য-বল-বাহনঃ। আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্তুমরিন্দমঃ॥১৬
স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ। দূতং সম্প্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ॥১৭
স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহূনি মধুনঃ সুতম্। বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ॥১৮
চিরায়মাণে দূতে তু রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ। অর্দয়ামাস তদ্ রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ॥১৯
ততঃ প্রহস্য তদ্ রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা। বধায় সানুবন্ধস্য মুমোচায়ুধমুত্তমম্॥২০
তচ্ছূলং দীপ্যমানন্তু সভৃত্য-বল-বাহনম্। ভস্মীকৃত্বা নৃপং ভূমৌ লবণস্যাগমৎ করম্॥২১
এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবল-বাহনঃ। শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্॥২২
শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ। অগৃহীতায়ুধং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব॥২৩
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্মণি চ ত্বয়া। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং লবণস্য দুরাত্মনঃ॥২৪

সমগ্র মনুষ্যলোকেরই তুমি রাজা হতে পারো নি। মনুষ্যরাজ্য পূরোপূরি বশীভূত না করেই আবার দেবরাজ্যলাভের ইচ্ছা করছো?॥১০॥ বীর, সমগ্রা পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে তোমার বশ্যা হয়ে থাকে তবেই তুমি সৈন্য-বাহন-ভৃত্যসহযোগে দেবরাজ্য পালন করো॥১১॥ ইন্দ্রের এইমতো বাক্য শ্রবণ করে মান্ধাতা বললেন, হে শক্র, ভূমণ্ডলে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত?॥১২॥ সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র) তখন বললেন, হে নিষ্পাপ, মধুবননিবাসী মধুপুত্র লবণ তোমার আদেশ প্রতিপালন করে না॥১৩॥ রাজা তখন ইন্দ্রের মুখনিঃসৃত ঘোর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে লজ্জায় মাথা নীচু করে রৈলেন। তখন কিছু আর বলতে পারলেন না॥১৪॥ নৃপতি তখন মুখ কিছুটা ফিরিয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় তিনি মনুষ্যলোকে আগমন করলেন॥১৫॥ শত্রুদমনকারী (মান্ধাতা) মধুনন্দনকে বশীভূত করার জন্যে ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সৈন্য-বাহন এবং ভৃত্যবৃন্দের সঙ্গে আগমন করলেন॥১৬॥ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যুদ্ধাভিলাষী হয়ে লবণাসুরের কাছে দূত পাঠালেন॥১৭॥ দূত মধুপুত্রের কাছে গিয়ে বহুতর অপ্রিয় বাক্য বললে পর লবণ তৎক্ষণাৎ তাকে ভক্ষণ করে ফেললো॥১৮॥ দূতের অধিক কালবিলম্ব হচ্ছে দেখে রাজা (মান্ধাতা) ক্রোধাবিষ্ট হলেন এবং চতুর্দিকে শরবর্ষণ করতে করতে সেই রাক্ষসকে পীড়িত করতে লাগলেন॥১৯॥ তদবস্থায় রাক্ষস সহাস্যে হস্তে শূল ধারণ করলো এবং স-ভৃত্য রাজাকে সংহার করার জন্যে উত্তম অস্ত্র পরিত্যাগ করলো॥২০॥ তখন সেই দীপ্যমান শূল স-ভৃত্য, স-বল এবং স-বাহন নৃপতিকে ভস্মসাৎ করে লবণের হাতে পুনরায় ফিরে এলো॥২১॥ সৌম্য, সেই সুমহান রাজা এইভাবে সৈন্য এবং বাহনের সঙ্গে একযোগে নিহত হয়েছেন। তাই ঐ শূলের শক্তি অসীম এবং সকল অস্ত্র হতেই তা উত্তম॥২২॥ কাল প্রভাতে শূলবিহীন অবস্থায় তুমি লবণাসুরকে বধ করবে। নিশ্চিতরূপে তোমার বিজয়লাভ হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই॥২৩॥ তুমি এইমতো কাজ করলে সকল লোকেরই মঙ্গল হবে। তোমাকে আমি দুরাত্মা রাক্ষস লবণের এইসমূহ বৃত্তান্ত বললাম॥২৪॥ হে নরশ্রেষ্ঠ

শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরর্ষভ। বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নেনাভূচ্চ পার্থিব॥২৫
ত্বং শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্ বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে।
শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

পৃথিবীপতে, তার সেই শূলের শক্তি অপ্রমেয় এবং ঘোরতর। এইপ্রকারে ইন্দ্রের প্রযত্নে লবণাসুরের শূলে মান্ধাতা বিনাশপ্রাপ্ত হন॥২৫॥ মহাত্মন্, কাল প্রাতঃকালে রাক্ষস লবণ গৃহমধ্যে শূল সুরক্ষিত রেখে মাংসাদি ভক্ষ্য-সংগ্রহের কারণে পুরীর বহির্গত হবে, তখন তুমি সেই রাক্ষসকে অবশ্যই বধ করতে সক্ষম হবে। এতে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। রাজন্, এইভাবেই তোমার জয় হবে॥২৬॥

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

আহারসংগ্রহায় লবণস্য বহির্গমনম্, মধুপুরদ্বারি শত্রুঘ্নস্যোপস্থিতিঃ প্রত্যাগত-লবণেন সহ উক্তি-প্রত্যুক্তি

কথাং কথয়তাং তেষাং জয়ং চাকাঙ্ক্ষতাং শুভম্। ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥১
ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ। নির্গতস্তু পুরাদ্ বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ॥২
এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য যমুনাং নদীম্। তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত॥৩
ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্মা স রাক্ষসঃ। আগচ্ছদ্ বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্॥৪
ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্। তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি॥৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম। ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ কলেনানুগতো হ্যসি॥৬
আহারশ্চাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম। স্বয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য মুখং কথমাসাদ্য দুর্মতে॥৭
তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্মুহুঃ। শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবাসৃজৎ॥৮
তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ। তেজোময়া মরীচ্যস্তু সর্বগাত্রৈর্বিনিষ্পতন্॥৯

অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ

আহার সংগ্রহার্থে লবণাসুরের বহির্গমন। মধুপুরের দ্বারে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি। প্রত্যাগত লবণাসুরের সঙ্গে সক্রোধ উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কথোপকথনপরায়ণ ও তাঁর শুভ বিজয়াভিলাষী মুনিবৃন্দের সঙ্গে মহাত্মা শত্রুঘ্নের রাত্রি দ্রুত অতিক্রান্ত হলো॥১॥ অনন্তর এলো নির্মল প্রভাতকাল। বীর রাক্ষস লবণ আহারসন্ধানে নির্গত হলো পুরী হতে॥২॥ ইত্যবসরে বীর (শত্রুঘ্ন) যমুনানদী উত্তরণ করে হাতে ধনুধারণ করে মধুপুরীর দ্বারদেশে অবস্থান করতে লাগলেন॥৩॥ অতঃপর অর্ধদিবসসময়ে সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষস বহু সহস্র প্রাণীর ভারবহন করতে করতে এলো॥৪॥ এসে সশস্ত্র শত্রুঘ্নকে দ্বারে অবস্থিত দেখে বললো, এই সমূহ অস্ত্রে তুই আমার কি করতে পারবি?॥৫॥ রে নরাধম, ক্রোধবশে আমি এমতো শস্ত্রধারণকারী হাজার হাজার মনুষ্যকে ভক্ষণ করেছি। বুঝি তুই কালপ্রেরিত হয়ে এসেছিস *(তুই তো আমার কাছে কোন ছার? তোর মৃত্যু অবধারিত)* ॥৬॥ নরাধম, আজ আমার আহার সম্পূর্ণ হয় নি। দুর্মতে, তুই এসে কেন আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করলি?॥৭॥ সহাস্যে লবণ বারংবার এইমতো বলতে থাকলে মহাপরাক্রম শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন॥৮॥ রোষাভিভূত হওয়ায় মহাত্মা শত্রুঘ্নের সমগ্র শরীর হতে তেজোপুঞ্জ বিনির্গত হতে লাগলো॥৯॥ শত্রুঘ্ন এবার সক্রোধে নিশাচরকে (লবণকে) বললেন, রে দুর্বুদ্ধে,

উবাচ চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্। যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ॥১০
পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ। শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাঙ্ক্ষী তবাগতঃ॥১১
তস্য মে যুদ্ধকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্। শত্রুস্ত্বং সর্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি॥১২
তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু রাক্ষসঃ প্রহসন্নিব। প্রত্যুবাচ নরশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা প্রপ্তোঽসি দুর্মতে॥১৩
মম মাতৃস্বসুর্ভ্রাতা রাবণো নাম রাক্ষসঃ। হতো রামেণ দুর্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম॥১৪
তচ্চ সর্বং ময়া ক্ষান্তং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্। অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা ময়া যূয়ং বিশেষতঃ॥১৫
নিহতাশ্চ হি তে সর্বে পরিভূতাস্তৃণং যথা। ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ যূয়ঞ্চ পুরুষাধমাঃ॥১৬
তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে। তিষ্ঠ ত্বঞ্চ মুহূর্ত্তন্তু যাবদায়ুধমানয়ে॥১৭
ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্। তমুবাচাশু শত্রুঘ্নঃ ক্ব মে জীবন্ গমিষ্যসি॥১৮
স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মনা। যোহি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা প্রসরং শত্রবে দিশেৎ।
স হতো মন্দবুদ্ধি স্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা॥১৯
তস্মাৎ সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি।
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তোর সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে উৎসুক॥১০॥ দশরথের পুত্র আমি। ধীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শত্রুনাশ করি বলে আমি 'শত্রুঘ্ন'। তোকে বধ করবো বলেই আমি এখানে এসেছি॥১১॥ তোর কাছে আমি রণ চাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর। সমস্ত প্রাণীরই শত্রু তুই। আমার কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবি না॥১২॥ বাক্য শুনে রাক্ষস হাস্যসহকারে নরোত্তমকে (শত্রুঘ্নকে) বললো, দুর্মতে, আমার সৌভাগ্যবশে তুই এখানে এসেছিস॥১৩॥ রে নরাধম, রাবণ আমার মাসীর (শূর্পণখার) ভাই। রে দুর্বুদ্ধে, স্ত্রীর কারণে রাম তাকে সংহার করেছে॥১৪॥ অতীতে যারা যুদ্ধ করতে এসেছিলো তৃণজ্ঞানে তাদেরকে পরাভূত এবং হত্যা করেছি। যারা ভবিষ্যতে আসবে, তাদের দশাও তাই হবে। নরাধম, সম্প্রতি তোকেও আমি বধ করবো॥১৬॥ রে দুর্মতে, তুই যুদ্ধার্থী। তাই তোর সঙ্গে যুদ্ধ আমি করবোই। মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর। নিজের অস্ত্র আমি নিয়ে আসি!॥১৭॥ বিশেষ করে তোকে মারতে আমার যেমন অস্ত্র প্রয়োজন, সেই অস্ত্রেই সুসজ্জিত হবো। তখন শত্রুঘ্ন সত্বর বললেন, জীবন নিয়ে আজ তুই কোথায় যাবি?॥১৮॥ বললেন, বুদ্ধিমান মনুষ্যেরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখলে পরিত্যাগ করে না। বিশেষ করে যে মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশে শত্রুকে অবকাশ দেয়, সেই মন্দবুদ্ধি কাপুরুষের মতো নিহত হয়॥১৯॥ তাই, ইহলোক তুই উত্তমরূপে দেখে নে। পাপী তুই। তদুপরি রাঘবের (রামের) ও ত্রিলোকের শত্রু। তাই শাণিত নানাবিধ শরজালে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করবো॥২০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

শত্রুঘ্নস্য লবণস্য চ যুদ্ধম্, লবণাসুরস্য বিনাশশ্চ

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রঘ্নস্য মহাত্মনঃ। ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥১
পাণৌ পাণিং স নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ। লবণো রঘুশার্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ॥২

ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ

শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ। লবণাসুরের সংহার

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনে সে (রাক্ষস লবণ) অতীব ক্রুদ্ধ হলো। তাঁকে বললো, আচ্ছা থাক। থাক॥১॥ অতঃপর হাতে হাত ঘষে, দাঁতে দাঁত কড়মড়িয়ে রঘুশ্রেষ্ঠকে (শত্রুঘ্নকে) বারংবার যুদ্ধের জন্যে আহ্বান করতে লাগলো॥২॥ ভীষণ-দর্শন লবণ এইপ্রকার বলতে থাকলে দেবশত্রুবিনাশী শত্রুঘ্ন

তং ব্রুবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্। শত্রুঘ্নো দেবশত্রুঘ্ন ইদং বচনমব্রবীৎ॥৩
শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জিতাস্ত্বয়া। তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্॥৪
ঋষয়োঽপ্যদ্য পাপাত্মন্ ময়া ত্বাং নিহতং রণে। পশ্যন্তু বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিদশা ইব রাবণম্॥৫
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দগ্ধে পতিতেঽদ্য নিশাচরে। পুরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি॥৬
অদ্য মদ্বাহুনিষ্ক্রান্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ। প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ॥৭
এবমুক্তো মহাবৃক্ষং লবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। শত্রুঘ্নোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতধাচ্ছিনৎ॥৮
তদ্দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম রাক্ষসঃ পুনরেব তু। পাদপান্ সুবহূন গৃহ্য শত্রুঘ্নায়াসৃজদ্ বলী॥৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্। ত্রিভিশ্চতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্বভিঃ॥১০
ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্ রাক্ষসোপরি। শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো বিব্যথে ন স রাক্ষসঃ॥১১
ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্যবান্। শিরস্যভ্যহনচ্ছূরং স্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ॥১২
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ। ঋষীণাং দেবসঙ্ঘানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা॥১৩
তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্। রক্ষো লব্ধান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্॥১৪
নাপি শূলং প্রজগ্রাহ তং দৃষ্ট্বা ভুবি পাতিতম্। ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তান্ ভক্ষান্ সমুদাবহৎ॥১৫
মুহূর্তল্লব্ধসংজ্ঞস্তু পুনস্তস্থৌ ধৃতায়ুধঃ। শত্রুঘ্নো বৈ পুরদ্বারি ঋষিভিঃ সম্প্রপূজিতঃ॥১৬
ততো দিব্যমমোঘং তং জগ্রাহ শরমুত্তমম্। জ্বলন্তং তেজসা ঘোরং পূরয়ন্তং দিশো দশ॥১৭
বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুমন্দরসন্নিভম্। নতং পর্বসু সর্বেষু সংযুগেষ্বপরাজিতম্॥১৮
অসৃক্চন্দনদিগ্ধাঙ্গং চারুপত্রং পতত্রিণম্। দানবেন্দ্রাচলেন্দ্রাণামসুরাণাঞ্চ দারুণম্॥১৯

তাকে বললেন—॥৩॥ অপরাপর নৃপতিকে যখন তুই নাশ করেছিস তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নি। আজ তুই আমার বাণে নিহত হয়ে যমালয়ে গমন করবি॥৪॥ রে দুরাত্মা, দেবগণ যেমন রাবণকে নিহত হতে দেখেছিলেন তেমনি আজ মহর্ষিগণ তোকে আমার হাতে নিহত হতে দেখুন॥৫॥ আমার বাণে দগ্ধ হয়ে তুই নিপাতিত হলে আজ নগর এবং জনপদের সকলের কল্যাণ হবে॥৬॥ সূর্যের কিরণ যে প্রকারে কমলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনিভাবে বজ্রমুখ বাণ আমার বাহু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে তোর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করবে॥৭॥ এরকম বাক্য শুনে ক্রোধমূর্ছিত লবণ শত্রুঘ্নের বক্ষোপরি বিশাল এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করলে শত্রুঘ্ন তা শত খণ্ডে খণ্ডিত করে ফেললেন॥৮॥ বলশালী রাক্ষস স্বীয় চেষ্টা বিফলে গেলো দেখে পুনরায় বহু বৃক্ষ নিয়ে শত্রুঘ্নের উপর নিক্ষেপ করলো॥৯॥ তেজস্বী শত্রুঘ্ন ও নিজের দিকে আসা সেই বৃক্ষসমূহকে নতপর্ব তিন চারটি বাণে একে একে কর্তিত করে ফেললেন॥১০॥ অনন্তর পরাক্রমী শত্রুঘ্ন রাক্ষসের শরীরে শরবৃষ্টি করতে লাগলেন। পরন্তু রাক্ষস তাতে ব্যথিত হলো না॥১১॥ ইত্যবসরে পরাক্রমী লবণ হাসতে হাসতে বৃক্ষ নিয়ে শত্রুঘ্নের মাথায় প্রহার করলো। সেই আঘাতে শত্রুঘ্নের শরীর শিথিল হলো। তিনি মূর্ছা গেলেন॥১২॥ বীর নিপতিত হলে দেব-ঋষি-গন্ধর্ব এবং অপ্সরোগণের মধ্যে মহা হাহাকার পড়লো॥১৩॥ অবজ্ঞাবশে সেই রাক্ষস ভাবলো, ভূপতিত শত্রুঘ্ন নিহত হয়েছেন। সে তখন মোহবশতঃ আর নিজের পুরীতে প্রবেশ করলো না॥১৪॥ ভূপতিত শত্রুঘ্নকে নিহত চিন্তা করে সে নিজের পুরী থেকে শূলও নিয়ে এলো না। পরন্তু শত্রুঘ্ন মারা গেছেন ভেবে মহানন্দে সেই মাংসাদি ভক্ষ্যসমূহ জড়ো করতে লাগলো॥১৫॥ অতঃপর মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করে শত্রুঘ্ন ঋষিদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে পুনরায় পুরীর দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালেন॥১৬॥ অনন্তর তিনি নতপর্ব অব্যর্থ ভীষণ উত্তম দিব্যবাণ গ্রহণ করলেন। সেই শর স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান। নিজের তেজে দশদিশা পরিপূর্ণ করলো শরটি॥১৭॥ বজ্রের মতো কঠিন এর মুখ। বেগেও এটি বজ্রবৎ। ঐ শরের সকল পর্বই নত। এবং সমরে এটি অপরাজেয়। মেরু এবং মন্দরপর্বতের মতো এটি গুরুভার সমন্বিত॥১৮॥ শরটির সারা শরীর রক্তচন্দনে চর্চিত। পাখীর পাখা যুক্ত। এবং পত্রগুলি সুন্দর। ঐ বাণ দানবেন্দ্র, পর্বতরাজ এবং অসুরগণের ভয়ঙ্কর॥১৯॥ যুগান্তকালের কালানলের মতো প্রদীপ্ত সেই বাণ দর্শন করে প্রাণিগণ ভীত

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপাস্থিতে। দৃষ্ট্বা সর্বান্ ভূতান্ পারত্রাসমুপাগমন্॥২০
সদেবাসুরগন্ধর্বং মুনিভিঃ সাপ্সরোগণম্। জগদ্ধি সর্বমস্বস্থং পিতামহমুপস্থিতম্॥২১
উবাচ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্। দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সংক্ষয়ং প্রতি॥২২
কচ্চিল্লোকক্ষয়ো দেব সম্প্রাপ্তো বা যুগক্ষয়ঃ। নেদৃশং দৃষ্টপূর্বঞ্চ ন শ্রুতং প্রপিতামহ॥২৩
তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ভয়কারণমযাচষ্ট দেবানামভয়ঙ্করঃ॥২৪
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং সর্বদেবতাঃ। বধায় লবণস্যাজৌ শরঃ শত্রুঘ্নধারিতঃ॥২৫
তেজসা তস্য সম্মূঢাঃ সর্বে স্মঃ সুরসত্তমাঃ। এষ পূর্বস্য দেবস্য লোককর্তুঃ সনাতনঃ॥২৬
শরস্তেজোময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাগতম্। এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ॥২৭
সৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থে দৈত্যয়োস্তয়োঃ। এক এব প্রজানাতি বিষ্ণুস্তেজোময়ং শরম্॥২৮
এষা এব তনুঃ পূর্বা বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ। ইতো গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা॥২৯
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্। তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ॥৩০
আজগ্মুর্যত্র যুধ্যতে শত্রুঘ্ন-লবণাবুভৌ। তং শরং দিব্যসঙ্কাশং শত্রুঘ্নকরধারিণম্॥৩১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্। আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ॥৩২
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা দদর্শ লবণং পুনঃ। আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা॥৩৩
লবণঃ ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ। আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ধনুর্ধন্বিনাং বরঃ॥৩৪
স মুমোচ মহাবাণং লবণস্য মহোরসি। উরস্তস্য বিদার্যাশু প্রবিবেশ রসাতলম্॥৩৫
গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবুধপূজিতঃ। পুনরেবাগমৎ তূর্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্॥৩৬

হয়ে পড়লো॥২০॥ দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব এবং অপ্‌সরোগণ এবং মুনিবৃন্দসহ সমূহ জগত ভয়বিহ্বল হয়ে পিতামহসকাশে উপস্থিত হলো॥২১॥ দেবদেবেশ বরদাতা পিতামহ ব্রহ্মাকে তাঁরা বললেন, এই লোকক্ষয় সম্ভাবনা দেখে দেবতাসকলেরও ভয় অথবা মোহ উপস্থিত হয়েছে॥২২॥ হে দেব, এটি কি সমূহলোকের ক্ষয় অথবা প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে? হে প্রপিতামহ, সংসারের এইপ্রকার বিধ্বংসকর অবস্থা আমরা পূর্বে কখনো দেখি নি কিংবা শুনি নি॥২৩॥ তাঁদের বাক্য শুনে দেবতাদের ভয়বিনাশী লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাসন্ন ভয়ের কারণ বলতে লাগলেন॥২৪॥ মধুর বচনে তিনি বললেন, হে অমরগণ, শোনো তোমরা। যুদ্ধে রাক্ষস রাবণকে বধ করার জন্যে শত্রুঘ্ন বাণ ধারণ করেছেন॥২৫॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, তাঁর তেজঃপ্রভাবে আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছি। এ হলো লোককর্তা আদিদেব শ্রীবিষ্ণুর সেই ....॥২৬॥ অক্ষয় তেজোময় শর যা দেখে, হে বৎসবৃন্দ, তোমরা ভীত হয়েছো। বিষ্ণু মধু এবং কৈটভকে নিধনার্থে এই মহান শর সৃষ্টি করেছিলেন॥২৭॥ দৈত্যদ্বয়ের সংহারার্থেই তৈরী হয়েছিলো এই শর। একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই এই তেজোময় বাণকে জানেন....॥২৮॥ কেননা এটিই তাঁর প্রাচীন মূর্তি। তোমরা যাও, গিয়ে দেখো মহাত্মা কীভাবে বধ-ক্রিয়া সম্পাদন করছেন॥২৯॥ রামানুজ সেই বীর (শত্রুঘ্ন) কেমনভাবে লবণকে সংহার করছেন গিয়ে দেখো। দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শুনে তখন দেবগণ.... ॥৩০॥ লবণ এবং শত্রুঘ্ন পরস্পর যেখানে যুদ্ধে রত সেই স্থানে গমন করলেন। শত্রুঘ্নের হাতে ধরা দিব্য সেই শর....॥৩১॥ তাঁরা দেখলেন। দেখলেন সেটি প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত। রঘুনন্দন (শত্রুঘ্ন) সারা আকাশে দেবগণে সমাবৃত দেখে....॥৩২॥ ঘোরতর সিংহনাদ করে পুর্নবার রাক্ষস লবণকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শত্রুঘ্নের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহূত হয়ে সেও....॥৩৩॥ ক্রোধভরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মহাধনুর্ধারী (শত্রুঘ্ন) তখন নিজের কান পর্যন্ত ধনুর জ্যা-কে টেনে শ্রেষ্ঠ সেই...॥৩৪॥ মহাবাণ লবণের বিশাল বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করলেন। ঐ শর তখন লবণের মর্মদেশ বিদীর্ণ করে রসাতলে প্রবেশ করলো॥৩৫॥ ঐ অমরপূজিত দিব্যবাণ রসাতলে প্রবিষ্ট হয়ে অবিলম্বে পুনরায় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনের (শত্রুঘ্নের) সন্নিধানে প্রত্যাগমন করলো॥৩৬॥ নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ। পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ॥৩৭
তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে। পশ্যতাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ॥৩৮
একেষুপাতেন ভয়ং নিপাত্য লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ। বিনির্বভাবুত্তমচাপবাণস্তমঃপ্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ॥৩৯
ততো হি দেবা ঋষিপন্নগাশ্চ প্রপূজিরে হ্যপ্সরসশ্চ সর্বাঃ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথেরবাপ্তস্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বিদীর্ণ হয়ে বজ্রাহত পর্বতবৎ সহসা ভূপতিত হলো॥৩৭॥ রাক্ষস লবণ নিহত হওয়ামাত্রই দিব্য সেই মহাশূল দেবগণসকলের সামনেই রুদ্রদেবের কাছে প্রত্যাগমন করলো॥৩৮॥ তমোনাশ করে সহস্রাংশু সূর্য উদিত হয়ে যেপ্রকারে শোভিত হন, উত্তম ধনুর্বাণধারী রঘুশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন তেমনি একটিমাত্র শরে ত্রিলোকের ভয় তিরোহিত করে সমানভাবে প্রকাশমান হতে লাগলেন॥৩৯॥ দেবতা-ঋষি-সর্প এবং অপ্‌সরোগণ তখন দাশরথি শত্রুঘ্নের প্রশংসা করে বললেন, হে দশরথতনয়, সৌভাগ্যবশে তুমি নির্ভয়ে শত্রুজয় করেছো। বিষধর সাপের মতো দুর্দান্ত শত্রুও প্রশান্ত হয়েছে॥৪০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

দেবানাং শত্রুঘ্নায় বরদনাম, দ্বাদশ বর্ষকালান্ যাবন্মধুপুরমাস্থায় ততঃ শ্রীরামং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নস্যাভিলাষশ্চ

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। উচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্॥১
দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বৎস দিষ্ট্যা লবণরাক্ষসঃ। হতঃ পুরুষশার্দূল বরং বরয় সুব্রত॥২
বরদাস্তু মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ। বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তুভ্যমমোঘং দর্শনং হি নঃ॥৩
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ। প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্॥৪
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা। নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ॥৫
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢমিত্যেব রাঘবম্। ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ॥৬
তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহুস্তদা। শত্রুঘ্নোঽপি মহাতেজাস্তাং সেনাং সমুপানয়ৎ॥৭

সপ্ততিতম (৭০) সর্গ

শত্রুঘ্নকে দেবতাদের বরদান। দ্বাদশবর্ষকাল মধুপুরে বাস করার পরে শ্রীরামকে দর্শন করার জন্যে শত্রুঘ্নের ইচ্ছা।

রাক্ষস লবণ নিহত হলে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব-প্রমুখ দেবগণ শত্রুতাপন শত্রুঘ্নকে মধুরভাষে বললেন—॥১॥ বৎস, সৌভাগ্যবশে তুমি বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হয়েছো। ভাগ্যক্রমেই নিহত হয়েছে লবণাসুর। তাই হে সুব্রত, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমাদের কাছে তুমি বর প্রার্থনা করো॥২॥ মহাবাহো, আমরা তোমাকে বরদান করতে এসেছি। আমরা তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী। আমাদের দর্শন অমোঘ *(কখনও বিফলে যায় না)*॥৩॥ সংযতেন্দ্রিয় মহাবাহু বীর শত্রুঘ্ন দেবতাদের বচন শুনে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রত্যুত্তর করলেন—॥৪॥ দেবনির্মিত রম্যা এই মধুপুরী মনোহর রাজধানী হিসেবে জনবহুল বাসভূমি হবে—এই বরই আমার কাছে উৎকৃষ্ট বর॥৫॥ দেবগণ হ্লাদিত হয়ে রাঘবকে (শত্রুঘ্নকে) বললেন, তাই হোক। তোমার রমণীয় নগরে পরাক্রমী সৈন্যগণের বাসভূমি হবে। এতে তিলমাত্র সংশয় নেই॥৬॥ মহাত্মা দেবগণ এইপ্রকার বলে স্বর্গে আরোহণ করলেন। সেসময়ে মহাতেজা শত্রুঘ্নও সেই গঙ্গাতীরে অবস্থানকারী সৈন্যগণকে আনয়ন করলেন *(মধুপুরে আসতে আজ্ঞা দিলেন)*॥৭॥ শত্রুঘ্নের আদেশ পেয়ে সেনাগণ সত্বর তথায়

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্। নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ॥৮
স পুরা দিব্যসঙ্কাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে। নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ॥৯
ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ। অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা॥১০
অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা। শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ।
চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা॥১১
যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ। তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতাম্॥১২
আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানং সমন্ততঃ। শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথান্যৈর্দৈব-মানুষৈঃ॥১৩
তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্। নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্॥১৪
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুজঃ। নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ॥১৫
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্। রাম পাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে॥১৬
ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্।
নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে দধে মতিং রঘুকুলবংশবর্ধন॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

আগমন করলো। অনন্তর শ্রাবণমাস হতে শত্রুঘ্ন নগরনির্মাণে তৎপর হলেন॥৮॥ তখন থেকে দ্বাদশ বছরের মধ্যে সেই দিব্যনগর নির্মিত হলো। নগরীতে কারো কোনো ভয় ছিলো না। সেখানে বীর সেনাগণেরও বাসস্থান নির্মিত হলো॥৯॥ প্রদেশের ক্ষেত্রসমূহ শস্যশোভিত হলো। ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করতে লাগলেন। বীর পুরুষেরা শত্রুঘ্নের বাহুবলের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে নীরোগ হলো॥১০॥ নগরটি যমুনাতীরে অর্ধচন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলো। সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি, চত্বর, বাজার প্রভৃতি সমধিক সৌন্দর্য শোভিত করলো। পণ্যশালা সুশোভিত হচ্ছিলো পণ্যরাজিতে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রগণ ঐ নগরে বাস করতে লাগলো॥১১॥ রাক্ষস লবণ পূর্বে যে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি নির্মিত করেছিলো, শত্রুঘ্ন পুনর্বার সেগুলি চূনকাম করে তথায় নানাবর্ণ কারুকার্য করে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন॥১২॥ স্থানে স্থানে সুন্দর উপবন ও বিচরণভূমি। দেবতা এবং মনুষ্যদের কাজে আসে এমন অপরাপর বস্তু নিয়ে তার (নগরীর) শোভা বাড়াতে লাগলো॥১৩॥ দিব্য সেই নগরীতে বণিগ্‌গণ নানা দেশ হতে এসে বহুবিধ পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা করে নগরীর সৌন্দর্য সম্পাদন করতে লাগলো॥১৪॥ হৃষ্টমনা ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করে আহ্লাদিত হলেন এবং অতুল আনন্দ লাভ করলেন॥১৫॥ এইপ্রকারে মধুরা (মথুরা) নগরী সংস্থাপিত করে বারো বছরের পরে শত্রুঘ্নের মনে রামের চরণকমল দর্শনের অভিলাষ হলো॥১৬॥ রঘুকুলবর্ধন রাজা শত্রুঘ্ন নানা জনগণে পরিবৃতা, অমরপুরীসদৃশ সেই মধুরা -নগরী সংস্থাপন করে রঘুপতি রামের চরণ দর্শন আশে মতিস্থির করলেন॥১৭॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্ততিতম (৭০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

কতিপয়ৈঃ সৈন্যৈঃ সহ শত্রুঘ্নস্যাযোধ্যানগরীগমনম্, পথি বাল্মীকেরাশ্রমে শ্রীরামচরিতগীতিশ্রবণেন বিস্ময়লাভশ্চ

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্। অযোধ্যাং চকমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ॥১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবর্ত্য চ। জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ॥২

একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ

কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে শত্রুঘ্নের অযোধ্যানগরীতে গমন এবং পথে বাল্মীকি-আশ্রমে রামচরিত শ্রবণে বিস্ময় লাভ।

কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে শত্রুঘ্নের অযোধ্যানগরীতে গমন এবং পথে বাল্মীকি-আশ্রমে রামচরিত শ্রবণে বিস্ময় লাভ।

বারো বছর অতিবাহিত হলে শত্রুঘ্ন কয়েকজন সৈন্য এবং অনুচরকে সঙ্গে করে রামপালিত অযোধ্যানগরীতে যাবার ইচ্ছা করলেন॥১॥ অতঃপর তিনি মুখ্য মন্ত্রিগণ এবং প্রধান সেনাপতিবৃন্দকে সেখানে রেখে শত শ্রেষ্ঠ অশ্বযোজিত বহু রথ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন॥২॥ মহাযশা পুরুষশ্রেষ্ঠ (শত্রুঘ্ন) সেখান থেকে

স গত্বা গণিতান্ বাসন্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ। বাল্মীকাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ॥৩
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ। পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং জগ্রাহ মুনিহস্ততঃ॥৪
বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ। কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥৫
উবাচ চ মুনির্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্। সুদুষ্করং কৃতং কর্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া॥৬
বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবল-বাহনাঃ। লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ॥৭
স ত্বয়া নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ। জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা॥৮
রাবণস্য বধো ঘোরা যত্নেন মহতা কৃতঃ। ইদঞ্চ সুমহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমযত্নতঃ॥৯
প্রীতীশ্চাস্মিন্ পরা জাতা দেবনাং লবণে হতে। ভূতানাং চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্॥১০
তচ্চ যুদ্ধং ময়া দৃষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ। সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব॥১১
মমাপি পরমা প্রীতির্হৃদি শত্রুঘ্ন বর্ততে। উপঘ্রাস্যামি তে মূর্ধ্নি স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ॥১২
ইত্যুক্ত্বা মূর্ধ্নি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামতিঃ। আতিথ্যমকরোত্তস্য যে চ তস্য পদানুগাঃ॥১৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্যমুত্তমম্। শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথা কৃতম্॥১৪
তন্ত্রীলয়সমাযুক্তাং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্। সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্॥১৫
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরা কৃতম্। তান্যক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ॥১৬
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ। স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ॥১৭

যাত্রা করে গুণে গুণে কখনো প্রতিদিন অন্তর, কখনো বা আটদিন অন্তর পথে অবস্থান করে অনন্তর বাল্মীকি-আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে বাস করলেন॥৩॥ মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির চরণমূলে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর হাত হতে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করলেন॥৪॥ মহর্ষি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে শোনানোর জন্যে হাজারে হাজারে মধুরবাক্য বলতে লাগলেন॥৫॥ প্রথমেই মুনিবর তাঁকে প্রথমেই লবণবধের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, লবণকে নিধন করে তুমি সুদুষ্কর কার্য করেছো॥৬॥ হে সৌম্য, হে মহাবাহু, মহাবলশালী বহু ভূপতি লবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে স-সৈন্য এবং স-বাহন নিহত হয়েছে॥৭॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্বীয় পরাক্রমে তুমি সেই পাপীকে অনায়াসে নিহত করে জগতকে নির্ভয় করেছো॥৮॥ ঘোরতর রাবণের সংহার অতো সহজে সম্ভব হয় নি, বহু সাধ্যসাধন করতে হয়েছে (রামকে)। তুমি অনায়াসে এই কর্ম (লবণসংহার) সম্পন্ন করেছো॥৯॥ লবণ নিহত হওয়ায় দেবগণের অতিশয় আহ্লাদ হয়েছে। সমূহ জীব এবং জগতের প্রিয়কর্ম সম্পাদন করেছো তুমি॥১০॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব, ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট থেকে আমি দিব্যচক্ষুতে সেই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি॥১১॥ শত্রুঘ্ন, আমিও অতিশয় আহ্লাদিত, তাই তোমার মস্তক আমি আঘ্রাণ করবো। কেননা এটিই হলো স্নেহের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ॥১২॥ মহামতি (মুনি বাল্মীকি) এই বলে শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। আতিথ্য দ্বারা শত্রুঘ্নকে এবং শত্রুঘ্নের সঙ্গী অনুচরবর্গকে সৎকার করলেন॥১৩॥ নরশ্রেষ্ঠ তথায় ভোজন করলেন। শ্রীরাম যেমনটি করেছিলেন, সেসময়ে অনুরূপ রাম-চরিত্রের ক্রমানুসার বর্ণনা শুনলেন। ঐ রামচরিত গীতি খুবই মধুর। এবং উত্তম॥১৪॥ বীণাতন্ত্রীর উপযুক্ত লয়ের গীত হচ্ছিলো সেই কাব্যগীতিকা। ত্রিস্থান ও ত্রিস্বরে উচ্চারিত হচ্ছিলো তা। ভাষা ছিলো সংস্কৃত। গীতিকা ছিলো সঙ্গীত শাস্ত্রের সুলক্ষণ -সমন্বিত। সর্বোপরি সঙ্গীতের তালে তালে এটি গীত হচ্ছিলো *(ত্রিস্থান—হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্ধা। ত্রিস্বর—মন্দ্র, মধ্যম এবং তার)*॥১৫॥ এই গীতিকাব্যের প্রতিটি অক্ষর এবং বাক্য সত্যাশ্রিত। আগে যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়েছিলো, এখানে তারই যথাযথ পরিচয় প্রদত্ত হচ্ছিলো॥১৬॥ পরমাদ্ভূত এই গীতিকা শ্রবণ করে শত্রুঘ্ন তাতে অনন্দাশ্রু বিসর্জন করছিলেন। পরে মূর্ছা গেলেন। অতঃপর মুহূর্তকাল মোহাবিষ্ট থেকে পরিশেষে সংজ্ঞালাভ করে পুনঃ পুনঃ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে....॥১৭॥ সেই গীতিকার অতীত ঘটনাগুলি বর্তমান-কালের ঘটনার মতোই শুনলেন। রাজার সঙ্গে যারা এসেছিলো, তারাও এই মধুর

*তস্মিন গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাশৃণোৎ। পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসম্পদম্॥১৮
অবাঙ্মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যাশ্চর্যমিতি চাব্রুবন্। পরস্পরঞ্চ যে তত্র সৈনিকাঃ সম্বভাষিরে॥১৯
কিমিদং ক্ব চ বর্তামঃ কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্। অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টস্তমাশ্রমপদে পুনঃ॥২০
শৃণুমঃ কিমিদং স্বপ্নে গীতবন্ধনমুত্তমম্। বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্॥২১
সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্। শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীৎ সর্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্॥২২
সৈনিকানক্ষমোঽস্মাকং পরিপ্রষ্টুমিহেদৃশঃ। আশ্চর্যাণি বহূনীহ ভবন্ত্যস্যাশ্রমে মুনেঃ॥২৩
ন তু কৌতূহলাদ্ যুক্তমন্বেষ্টুং তং মহামুনিম্। এবং তদ্ বাক্যমুক্ত্বা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ॥
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং স্বং নিবেশং যযৌ তদা॥২৪*

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

গীতিকা শ্রবণ করে....॥১৮॥ দীনচিত্ত ও অবনতমস্তকে বলতে লাগলো, আশ্চর্য। আশ্চর্য। শত্রুঘ্নের সেনাদের যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো তারা একে অপরকে বলতে লাগলো—॥১৯॥ একি; কোথায় এলাম আমরা। কোন স্বপ্ন দেখছি না তো এখন? যা পূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আজ তাইই এই আশ্রমমধ্যে শ্রবণ করলাম॥২০॥ আমরা স্বপ্নে এই শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতিকা শ্রবণ করছি? সবিস্ময়ে সৈনিকেরা শত্রুঘ্নকে এই প্রকারে বললো॥২১॥ নরশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে আপনি এ বিষয়ে জিজ্ঞসা করুন। শত্রুঘ্ন এবার কৃতূহলী সেনাসমূহকে বললেন—॥২২॥ এমতো কোনো বিষয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করা আমার যোগ্য কাজ হবে না। কেননা এই মুনিবরের আশ্রমে বিবিধ আশ্চর্য বিষয় রয়েছে॥২৩॥ মহামুনিকে কৌতূহলবশে এসকল বিষয়ে জানাতে চাওয়া উচিত হবে না। রঘুনন্দন (শত্রুঘ্ন) তখন সৈনিকদেরকে এইপ্রকার বাক্য বলে মহর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন॥২৪॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একসপ্ততিম (৭১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বাল্মীকিসমীপাৎ গমনানুমতিং সম্প্রার্থ্য অযোধ্যায়াঞ্চাগম্য শ্রীরামাদিভিঃ সহ শত্রুঘ্নস্য মিলনম্, সপ্ত দিবসানি তত্র স্থিত্বা পুনর্মধুপুরীগমনঞ্চ

*তং শয়ানং নরব্যাঘ্রং নিদ্রা নাভ্যাগমৎ তদা। চিন্তয়ানমনেকার্থং রামগীতমনুত্তমম্॥১
তস্য শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্। শ্রুত্বা রাত্রির্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥২
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকক্রমম্। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিপুঙ্গবম্॥৩
ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্। ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি সহৈভিঃ সংশিতব্রতৈঃ॥৪*

দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ

বাল্মীকির নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে অযোধ্যায় আগমন করে শ্রীরামের সঙ্গে শত্রুঘ্নের মিলন এবং সেখানে সাতদিন অবস্থান করে পুনর্বার মধুপুরীতে গমন।

নরশ্রেষ্ঠ (শত্রুঘ্ন) বিছানায় শুয়ে মনোহর রামচরিত গানের বিষয়ে এবং অপরাপর নানা প্রসঙ্গে ভাবতে লাগলেন॥১॥ নানাবিধ চিন্তায়-ভাবনায় কোনোমতেই তাঁর চোখে নিদ্রা এলো না। বীণার লয়ের সাথে সুমধুর শব্দ শুনতে শুনতে শত্রুঘ্নের সেই রাত্রি দ্রুত অতিক্রান্ত হলো॥২॥ নিশাবসানে শত্রুঘ্ন নিত্যকরণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্বক করজোড়ে মুনিশ্রেষ্ঠকে বললেন—॥৩॥ ভগবন্, রঘুনন্দন রাঘব রামচন্দ্রকে দর্শনের ইচ্ছা করেছি আমি। তাই কঠোর ব্রতপালনকারী এই অনুচরবৃন্দ সহযোগে অযোধ্যানগরীতে যাবার জন্যে আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি॥৪॥ শত্রুনাশনকারী রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন এই কথা

ইত্যেবং বাদিনং তং তু শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্। বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ স রাঘবম্॥৫
সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য সুপ্রভম্। অযোধ্যামগমত্তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনম্॥৬
স প্রবিষ্টঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ॥৭
স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্। পশ্যন্নমরমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা॥৮
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা। উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্॥৯
যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্বং তৎ কৃতবানহম্। হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাস্য নিবেশিতা॥১০
দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন। নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ॥১১
স মে প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্বামিতবিক্রম। মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসাম্যহম্॥১২
এবং ব্রুবাণং শত্রুঘ্নং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ। মা বিষাদং কৃথাঃ শূর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্॥১৩
নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব। প্রজা হি পরিপাল্যা হি ক্ষাত্রধর্মেণ রাঘব॥১৪
কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্। আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গন্তাসি চ পুরং তব॥১৫
মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ। অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্॥১৬
তস্মাত্ত্বং বস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ। ঊর্ধ্বং গন্তাসি মধুরাং সভৃত্য-বল-বাহনঃ॥১৭
রামস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং মনোঽনুগম্। শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢমিত্যেব চাব্রবীৎ॥১৮
সপ্তরাত্রঞ্চ কাকুৎস্থো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া। উষ্য তত্র মহেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে॥১৯

বললে পর বাল্মীকি তাঁকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালেন॥৫॥ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনোৎসুক শত্রুঘ্নও মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন জানিয়ে শোভন ও দীপ্ত রথে রথারোহী হয়ে সত্বর অযোধ্যাপুরীতে প্রবিষ্ট হয়ে, মহাতেজা রামচন্দ্র যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন॥৭॥ অমরগণের মধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন দেবগণের মধ্যে অবস্থান করেন, চন্দ্রসদৃশ মুখাবয়ব-সমন্বিত রামচন্দ্রও অনুরূপভাবে মন্ত্রি -মণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান ছিলেন॥৮॥ আপন তেজে সমুজ্জ্বল, সত্যপরাক্রম ও মহাত্মা রামকে দেখে শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলি হয়ে রামচন্দ্রকে অভিবাদন জানালেন। বললেন—॥৯॥ মহারাজ, যে আদেশ আপনি দিয়েছিলেন তৎসমুদায় আমি প্রতিপালন করেছি। পাপী লবণ হত হয়েছে। আমি এক নগরীরও পত্তন করেছি তথায়॥১০॥ হে নৃপ, হে রঘুনন্দন, আপনার বিরহিত অবস্থায় এই দ্বাদশ বর্ষ আমি অতি ক্লেশে কাটিয়েছি। এখন আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আর বাস করার বাসনা নেই॥১১॥ হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ, নিজের মা'কে ছেড়ে বৎস যেমন আলাদাভাবে থাকতে পারে না, তেমনি আপনাকে ছেড়ে আমি চিরকাল থাকতে পারবো না। তাই আমার প্রতি কৃপা করুন॥১২॥ শত্রুঘ্ন এইপ্রকার বললে রাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, বীর, এটি ক্ষত্রিয়ের আচরণ নয়। তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করো॥১৩॥ রাঘব, রাজারা প্রবাসে বাস করেও সন্তপ্তচিত্ত হন না। রঘুবংশধর, বিশেষ করে ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী প্রজাপালন করা রাজাদের অবশ্য-কর্তব্য॥১৪॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, আমাকে দেখতে **মাঝেমধ্যেই** তুমি অযোধ্যানগরীতে এসো এবং দর্শন করে পুনরায় স্বীয় নগরীতে ফিরে যেও॥১৫॥ প্রাণের চাইতেও তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কিন্তু সেখানকার রাজ্যপালন তোমার অবশ্যকর্ম বলেই শুধু তোমাকে ছেড়ে থাকবার কথায় মতিস্থির করেছি॥১৬॥ কাকুৎস্থ, দীর্ঘদিন পরে এলে। তাই সাতদিন আমার কাছে থাকো। অতঃপর ভৃত্য-বল-বাহন সহযোগে পুনরায় তথায় প্রত্যাবর্তন করবে॥১৭॥ রামের কথিত এই ধর্মসঙ্গত এবং মনোমতো কথা শুনে শত্রুঘ্ন দীনচিত্তে বললেন, তথাস্তু। আপনার যা আজ্ঞা, তাই হবে॥১৮॥ রাঘবের আদেশমতো মহাধনুর্ধর কাকুৎস্থ (শত্রুঘ্ন) সাত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করে তথায় (মধুপুরীতে) যাবার উদ্যোগ নিলেন॥১৯॥ অনন্তর সত্যপরাক্রমী মহাত্মা

আমন্ত্র্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্। ভরতং লক্ষ্মণং চৈব মহারথমুপাহরৎ॥২০
দূরং পদ্‌ভ্যামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাশু পুরীং তদা॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে এক বিশাল রথোপরি আরূঢ় হলেন॥২০॥ মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ পায়ে পায়ে হেঁটে কিছুদূর তার অনুগমন করলেন। অতঃপর শত্রুঘ্নও কালক্ষেপ না করে মধুরাপুরী অভিমুখে প্রস্থান করলেন॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

স্বীয়-মৃতবালকং নীত্বা কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্য রাজদ্বারি আগমনম্, রাজানং দোষিণং বিবিচ্য তস্য বিলাপশ্চ

প্রস্থাপ্য তু স শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ। প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্॥১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জনপদো দ্বিজঃ। মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ॥২
রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহদুঃখসমন্বিতঃ। অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ॥৩
কিং নু মে দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্। যদহং পুত্রমেকং তু পশ্যামি নিধনং গতম্॥৪
অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্। অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক॥৫
অল্পৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ। অহঞ্চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক॥৬
ন স্মরাম্যনৃতং হ্যুক্তং ন চ হিংসাং স্মরাম্যহম্। সর্বেষাং প্রাণিনাং পাপং ন স্মরামি কদাচন॥৭
কেনাদ্য দুষ্কৃতেনায়ং বাল এব মমাত্মজঃ। অকৃত্বা পিতৃকার্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥৮
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্। মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে হ্যয়ম্॥৯
রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ। যথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ॥১০

ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ

আপনার মৃত বালককে নিয়ে এক ব্রাহ্মণের রাজদ্বারে আগমন। রাজাকে দোষী করে তার বিলাপ।

শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিয়ে (মধুপুরীতে) রাঘব রাম ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে ধর্মানুসারে সুখে রাজ্য প্রতিপালন-পূর্বক আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন॥১॥ এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হলে জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃতবালককে নিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন॥২॥ পুত্রস্নেহে কাতর সেই বৃদ্ধ 'হা পুত্র, হা পুত্র' ইত্যাদি বিবিধ বিলাপবাক্যে রোদন করতে লাগলেন॥৩॥ হায় পূর্বজন্মে কী এমন পাপ আমি করেছিলাম, যেজন্যে আমার একমাত্র পুত্রকেও আজ মৃত দেখতে হলো!॥৪॥ হায় পুত্র, এখনও পর্যন্ত তুমি বালক। যৌবনপ্রাপ্ত হওনি। কেবল পাঁচ হাজার দিন তোমার বয়ঃক্রম। তবু তুমি আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে অকালে কালের কোপে পতিত হলে? *(পঞ্চবর্ষসহস্রকম পদে 'বর্ষ' স্থানে দিনই বুঝতে হবে, না হলে 'অপ্রাপ্ত যৌবনং' শব্দটি মূল্যমান হারাবে। 'বর্ষ' শব্দের অর্থে 'দিন' হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। আমরা এক্ষেত্রে দিনই বুঝবো। সেইমতো মোট বয়ঃক্রম দাঁড়াবে তের বছর দশ মাস এবং কুড়ি দিন। যৌবন প্রাপ্তি এক্ষেত্রে ঘটছে না)* ॥৫॥ হায় পুত্র, তোমার মাতা এবং আমি তোমারি শোকে অল্পদিনমধ্যে প্রাণত্যাগ করবো এতে লেশমাত্র সংশয় নেই॥৬॥ মনে পড়ছে না কখনো আমি মিথ্যা বলেছি কিংবা প্রাণি-হিংসা করেছি অথবা প্রাণিকুলের কাউকে ক্লেশ দিয়েছি কিনা॥৭॥ তবে আমার কোন পাপে এ পুত্র পিতৃকার্য না করে বাল্যাবস্থাতেই যমালয়ে গমন করলো?॥৮॥ রামরাজ্যে কোথাও এইপ্রকারে বালকের ভীষণ অকালমৃত্যু ঘটেছে—এতো আমার পূর্বে দেখা হয় নি। শ্রবণও করি নি॥৯॥ সম্প্রতি রামপালিত রাজ্যে বালকদের মৃত্যু ঘটছে। তাই রামের কোনো না কোনো দুষ্কর্ম আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই॥১০॥

নহ্যন্যবিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুতো ভয়ম্। স রাজন্ জাবয়স্বৈনং বালং মৃত্যুবশং গতম্॥১১
রাজদ্বারি মরিষ্যামি পত্ন্যা সার্ধমনাথবৎ। ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব॥১২
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যসি। উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে তবাস্মিন্ সুমহাবল॥১৩
ইদন্তু পতিতং তস্মাৎ তব রাম বশে স্থিতান্। কালস্য বশমাপন্নাঃ স্বল্পং হি নহি নঃ সুখম্॥১৪
সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্। রামং নাথমিহাসাদ্য বালান্তকরণং ধ্রুবম্॥১৫
রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ। অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ॥১৬
যদ্ বা পরেষ্বযুক্তানি জনা জনপদেষু চ। কুর্বতে ন চ রক্ষাস্তি তদা কালকৃতং ভয়ম্॥১৭
সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। পুরে জনপদে চাপি তথা বালবধো হ্যয়ম্॥১৮
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপরুধ্য মুহুর্মুহুঃ। রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগূহতি॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

রাজন্, অপরাপর রাজার রাজ্যে বালকদের মৃত্যু হতে কোনো ভীতি নেই। সেজন্যে যে প্রকারেই হোক, মৃত্যুমুখে পতিত এই বালককে জীবিত করতে হবে॥১১॥ অন্যথায় রাজদ্বারে পত্নীসহ আমি অনাথবৎ প্রাণত্যাগ করবো। অতঃপর রাম, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিয়ে তুমি সুখী হও॥১২॥ মহাবল, আমরা তোমার রাজ্যে সুখশান্তিতে বাস করেছি, তাই হে রাজন্, ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি দীর্ঘজীবী হবে॥১৩॥ রাম, তোমারি অধীনস্থ আমরা। আমাদের উপর অকস্মাৎ এই (বালকের মরণরূপ) দুঃখ পতিত হয়েছে। আর এ কারণে আমরাও হয়েছি কালের বশীভূত । তাই তোমার এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র সুখ নেই॥১৪॥ সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পরিপালিতা এই দেশ তোমার মতো শাসক পেয়ে অনাথ হয়েছে। আর নিশ্চয়ই সে কারণেই এ রাজ্যে বালকের অকালমৃত্যু ঘটেছে॥১৫॥ রাজার দোষে যখন প্রজাবর্গের বিধি-অনুযায়ী প্রতিপালন না হয়, তখনই প্রজাদের এধরণের বিপত্তি ভোগ হবে। রাজা দুরাচারী হলে প্রজা অকালে কালের গ্রাসে পতিত হয়॥১৬॥ অথবা নগর এবং জনপদসমূহে বসবাসকারী প্রজাগণ পাপাচার করছে, অনুচিত কর্মচারিগণকে নিবৃত্ত করার উপায় নেই। তাই দেশে প্রজাদের অকালমৃত্যুর ভয়॥১৭॥ এটি পরিষ্কার যে রাজার দোষ এ ক্ষেত্রে প্রকটিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দেশে বালকের অসময়মৃত্যু॥১৮॥ সেই বিপ্র দুঃখসন্তপ্ত হয়ে এবম্বিধ বাক্যে পুনঃ পুনঃ রাজাকে অনুরোধ করে মৃতপুত্রকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন॥১৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

নারদেন শ্রীরামসমীপে একস্য তপস্বিনঃ শূদ্রস্যাধর্মাচরণেন ব্রাহ্মণ-বালকমৃত্যুকারণস্য বর্ণনম্

তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্। শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্॥১
স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ। বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ভ্রাতৄংশ্চ সহ নৈগমান্॥২

চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ

শ্রীরামের নিকটে নারদ কর্তৃক-ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ বর্ণন। এক তপস্বী শূদ্রের অর্ধমাচরণেই এই বালকের মৃত্যু—এরূপ বর্ণন।

রাঘব (রাম) ব্রাহ্মণের দুঃখ এবং শোকপূর্ণ করুণ বিলাপ-সমূহ শ্রবণ করলেন॥১॥ অতীব সন্তপ্ত হলেন তিনিও। কাতর হয়ে তিনি বশিষ্ঠ, বামদেব, স্বীয় মন্ত্রিগণ ও মহাজনদের সঙ্গে ভায়েদেরকেও আহ্বান করলেন॥২॥ অতঃপর বশিষ্ঠের সঙ্গে আটজন ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করে দেবতুল্য রাজাকে বললেন,

ততো দ্বিজা বসিষ্ঠেন সার্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ। রাজানং দেবসঙ্কাশং বর্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্॥৩
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ। কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা॥৪
এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বে আসনেষূপবেশিতাঃ। মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥৫
মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব যথার্হমনুকূলিতাঃ। তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্॥৬
রাঘবঃ সর্বমাচষ্টে দ্বিজোঽয়মুপরোধতে। তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ॥৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্। শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বালস্য সংক্ষয়ঃ॥৮
শ্রুত্বা কর্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ্ব রঘুনন্দন। পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ॥৯
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন। তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে ত্বনাবৃতে॥১০
অমৃত্যবস্তদা সর্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ। ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্॥১১
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্বেণ তপসান্বিতাঃ। বীর্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ পূর্বজন্মনি॥১২
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে। ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ তৎ সর্বং যৎ পূর্বমবরঞ্চ যৎ॥১৩
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্যসমন্বিতম্। অপশ্যন্তস্তু তে সর্বে বিশেষমধিকং ততঃ॥১৪
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্বর্ণস্য সম্মতম্। তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্মভূতে হ্যনাবৃতে॥১৫
অধর্মঃ পাদমেকন্তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে। অধর্মেণ হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি॥১৬
আমিষং যচ্চ পূর্বেষাং রাজসঞ্চ মলং ভৃশম্। অনৃতং নাম তদ্ ভূতং পাদেন পৃথিবীতলে॥১৭
অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্মতঃ। ততঃ প্রাদুষ্কৃতং পূর্বমায়ুষঃ পরিনিষ্ঠিতম্॥১৮

'বর্ধিত হউন' *(আপনার মান, যশ, সৎকর্ম, সমৃদ্ধি-সমূহ বৃদ্ধি পাক। আপনার জয় হোক)* ॥৩॥ বশিষ্ঠের সহগামী আটজন ব্রাহ্মণ হলেন মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম এবং নারদ॥৪॥ উপস্থিত বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে কৃতাঞ্জলি হয়ে অভিবাদন জানিয়ে রাম তাঁদেরকে যোগ্য আসনে উপবেশন করালেন॥৫॥ অতঃপর মন্ত্রী মহাজনদিগকে যোগ্য সম্মান দেখালে তাঁরা উপবিষ্ট হলেন। দীপ্ততেজা ব্রাহ্মণেরা সকলে উপবিষ্ট হলে....॥৬॥ রাঘব রামচন্দ্র তাঁদের সামনে ব্রাহ্মণের বাক্য আগাগোড়া বর্ণনা করে জানালেন যে, সেই ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে ধরণা দিয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণের দুঃখে সমব্যথী রামচন্দ্রের বাক্য শুনে দুঃখিতচিত্তে নারদ....॥৭॥ প্রত্যুত্তর করলেন শুভবাক্যে, সর্বসমক্ষে—রাজন্, শুনুন যে জন্যে বালকের এরূপ অকালমৃত্যু ঘটেছে॥৮॥ আমার কথা শুনে কর্তব্য-কর্ম যা মনে হবে তাই পালন করুন। আগে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণই তপস্যায় রত ছিলেন॥৯॥ অব্রাহ্মণেরা কদাচ তপস্যা করতেন না। সে যুগে (সত্যযুগে) তপোপ্রভাবে ব্রাহ্মণেরাই জাজ্বল্যমান ছিলো। তাদের প্রাধান্য ছিলো। অজ্ঞানময় আবরণ ছিলো না॥১০॥ তখনকার মানুষেরা সকলেই দীর্ঘদর্শী ও অকালমৃত্যুরহিত ছিলেন। অতঃপর ত্রেতাযুগের আগমন ঘটলো। তখন ঘটলো সুদৃঢ় অবয়বধারীর (ক্ষত্রিয়ের) প্রাধান্য॥১১॥ ক্ষত্রিয়গণ এবার তপস্যা-তৎপর হলেন। তপোবলে এবং বীর্যবত্তায় সত্যযুগের মানুষেরা আধিক্য অর্জন করেছিলেন....॥১২॥ ত্রেতাযুগের মানুষদের তুলনায়। সত্য ও ত্রেতাকাল মধ্যবর্তী-সময়ে তপস্যা ও বীর্যে ক্ষত্রিয়েরা সত্যযুগের ব্রাহ্মণদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন॥১৩॥ অনন্তর ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান পরাক্রমী হলেন। তথাপি বিশেষভাবে তপস্যার বিষয়ে তৎকালে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দেখে....॥১৪॥ ধর্মপ্রবর্তকগণ (মনু-প্রমুখ) সর্বসম্মত বর্ণাশ্রমজনিত আচার-ব্যবস্থা চালু করলেন। সেই ধর্মাশ্রিত পাপরহিত ত্রেতাযুগে....॥১৫॥ অধর্ম পৃথিবীতে এক পা নিক্ষেপ করলো। তাই লোকসমূহ অধর্মে লিপ্ত হওয়ায় তাদের তেজঃপ্রভাব স্তিমিত হলো॥১৬॥ জীবিকার সাধনভূত কৃষি -প্রভৃতি রাজোগুণময় কর্মকে 'অনৃত' বলা হতো। এটি মলের মতোই পরিত্যাজ্য ছিলো। এই 'অনৃত'ই অধর্মের এক পাদ হয়ে পৃথিবীতলে অবস্থিত ছিলো॥১৭॥ এইপ্রকারে অনৃত তথা অসত্যরূপ একটি পাদ ভূমণ্ডলে রেখে অধর্ম ত্রেতাকালে সত্যযুগ অপেক্ষা মানবের আয়ু সীমায়িত করে দিলো॥১৮॥ অধর্মবশে

পাতিতে ত্বনৃতে তস্মিন্নধর্মেণ মহীতলে। শুভান্যেবাচরঁল্লোকঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ॥১৯
ত্রেতাযুগে চ বর্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে। তপোঽতপ্যন্ত তে সর্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ॥২০
স্বধর্মঃ পরমস্তেষাং বৈশশূদ্রং তদাগমৎ। পূজাঞ্চ সর্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে তেষামধর্মে চানৃতে চ হ। ততঃ পূর্বে পুনর্হ্রাসমগমন্নৃপসত্তম॥২২
ততঃ পাদমধর্মস্য দ্বিতীয়মবতারয়ৎ। ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত॥২৩
তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্তমানে যুগক্ষয়ে। অধর্মশ্চানৃতং চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ॥২৪
অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ। ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বৈ তপ আবিশৎ॥২৫
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ। ন শূদ্রো লভতে ধর্মং যুগতস্তু নরর্ষভ॥২৬
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ। ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হিঁ তপশ্চর্যা কলৌ যুগে॥২৭
অধর্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ। স বৈ বিষয়পর্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ॥২৮
অদ্য তপ্যতি দুর্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্। যো হ্যধর্মমকার্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু॥২৯
করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ। ক্ষিপ্রঞ্চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ॥৩০
অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ। ষষ্ঠং ভজতি ভাগন্তু প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্॥৩১

ধরায় এক পাদ মিথ্যা পতিত হলেও মনুষ্যগণ ধর্মাচার অবলম্বনপূর্বক আয়ুঃক্ষয় রদ করার বাসনায় যজ্ঞ-দান প্রভৃতি কল্যাণকর পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করছিলো॥১৯॥ ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়েরা যজ্ঞাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভকরত তপোশ্চর্যা করছিলেন, আর বৈশ্য ও শূদ্রেরা তাদের সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন॥২০॥ এই সেবাকর্মই তাঁদের পরম ধর্ম। শূদ্রেরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের যথাযোগ্য আদর-সৎকার করতে লাগলেন। এইই তাঁদের পরম ধর্ম॥২১॥ হে রাজশ্রেষ্ঠ, ত্রেতাবসান-সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রের অনৃতরূপ অধর্মপ্রাপ্তি ঘটায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা পুনর্বার হ্রাসপ্রাপ্ত হলেন॥২২॥ অতঃপর অধর্মের দ্বিতীয় চরণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হলো। আর তখনই যুগের নাম হলো দ্বাপর॥২৩॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, দ্বাপরযুগের ধর্মের চরণদ্বয় ক্ষয়প্রাপ্তির কারণে অধর্ম বৃদ্ধি পেলো। বাড়লো মিথ্যা॥২৪॥ দ্বাপরে বৈশ্যদের তপস্যারূপ কর্ম প্রাপ্তি ঘটলো। এইভাবে সত্যে ব্রাহ্মণগণ, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়গণ এবং দ্বাপরে বৈশ্যেরা ক্রমানুযায়ী তপস্যা করার অধিকারী হলেন॥২৫॥ নরশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিযুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর) বর্ণত্রয়ের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) আশ্রয় নিয়ে তপস্যারূপ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু তখন শূদ্রদের তপস্যারূপ ধর্মে অধিকার ছিলো না॥২৬॥ রাজশ্রেষ্ঠ, এমন এক সময় আসবে যখন হীনবর্ণের মানুষও কঠিন তপস্যা করবে। কলিযুগ এলে শূদ্রযোনিতে জাত মানুষেরাও করবে তপস্যা॥২৭॥ রাজন্, দ্বাপরেও শূদ্রের তপস্যা করা পরম অধর্মের কিন্তু এই ত্রেতা-কালেই কোন দুর্বুদ্ধি শূদ্র ঘোর তপস্যা করছে॥২৮॥ হে পৃথিবীপতি, সে জন্যেই এই বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম করে বা অকার্য করে....॥২৯॥ দুর্মতি মানব, সেখানে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে। সেই রাজাও যে সত্বর নরকগামী হন এতে লেশমাত্র সংশয় নেই॥৩০॥ ধর্মানুযায়ী প্রজাপালন করে রাজা অধ্যয়ন, তপস্যা এবং সদ্‌ভাবে করা কর্ম-সমূহের পুণ্যের ছ'ভাগের একভাগ

ষড্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্। স ত্বং পুরুষশার্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্॥৩২
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর। এবং চেদ্ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ নৃণাং চায়ুর্বিবর্ধনম্॥
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

লাভ করেন॥৩১॥ যে রাজা প্রজাদের শুভকর্মের ছ'ভাগের মধ্যে এক ভাগের উপভোক্তা, তিনি কেন প্রজাগণকে রক্ষা করবেন না ? পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আপনার রাজ্যে অনুসন্ধান করে দেখুন॥৩২॥ নরশ্রেষ্ঠ, যেখানে পাপকার্য চোখে পড়বে, যত্নপূর্বক তা নিবারণ করুন। এমতো কর্ম করলে প্রজাগণের সঙ্গে আপনার ধর্ম এবং আয়ুবৃদ্ধি ঘটবে। তথা এই বালকেরো প্রাণলাভ সম্ভব হবে॥৩৩॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

পুষ্পকবিমানমারুহ্য রাজ্যস্য সর্বদিক্ষু পরিভ্রমতঃ শ্রীরামস্য দুষ্কর্মানুসন্ধানম্, সর্বত্র সৎকর্মানুষ্ঠানং দৃষ্ট্বা দক্ষিণদিশি কস্যচিৎ তপস্বিনঃ সমীপে গমনঞ্চ

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা। প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ॥১
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত। বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয়॥২
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিভিঃ। যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্॥৩
যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ। বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু॥৪
এবং সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ॥৫
ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ। আজগাম মুহূর্তেন সমীপে রাঘবস্য বৈ॥৬
সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ। বশ্যস্তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ॥৭
ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ। অভিবাদ্য মহর্ষীন্ স বিমানং সোঽধ্যরোহত॥৮

পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ

পুষ্পক বিমানে আরোহণ করে রাজ্যের সমূহদিক পরিভ্রমণ করতে করতে রামের দ্বারা দুষ্কর্মের অনুসন্ধান। সর্বত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান দর্শনের পর দক্ষিণ-দিশায় এক তপস্বীর কাছে গমন।

নারদের সেই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করে তিনি (রাম) অতুল আনন্দ লাভ করে লক্ষ্মণকে বললেন—॥১॥ সৌম্য সুব্রতে, দ্বিজশ্রেষ্ঠকে উত্তম সান্ত্বনা দান করো। বালকের দেহ তৈলদ্রোণীমধ্যে সংরক্ষিত করো॥২॥ সৌম্য, বালকের শরীর যাতে বিকৃত অথবা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্যে তুমি উত্তম গন্ধদ্রব্যে এবং সুগন্ধী তেল দিয়ে তার রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করো॥৩॥ শুভাচারসম্পন্ন বালকের শরীর যাতে সুরক্ষিত থাকে, বিকৃত বা খণ্ডিত না হয় তুমি উপায় নির্ধারণ করো তার॥৪॥ তুমি এর যথাযথ দেখভাল কোরো। মহাযশস্বী কাকুৎস্থ (রাম) শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইমতো আদেশ দিয়ে মনে মনে পুষ্পক বিমানের ধ্যান করলেন॥৫॥ রাঘবের ইঙ্গিত অবগত হয়ে কাঞ্চনভূষিত পুষ্পক মুহূর্তমধ্যে তাঁর কাছে এসে হাজির হলো॥৬॥ প্রণত পুষ্পক তাঁকে বললো, মহাবাহো নরাধিপ, আপনারই অধীনস্থ ভৃত্য আমি, আপনার সেবাকার্যের কারণে সমুপস্থিত হয়েছি॥৭॥ নরাধিপ (রাম) পুষ্পকের মধুর-ভাষ্য শ্রবণ করলেন। উপস্থিত মহর্ষিগণকে এবার তিনি প্রণতি জানিয়ে বিমানোপরি করলেন আরোহণ॥৮॥

ধনুর্গৃহীত্বা তূণী চ খড়্গঞ্চ রুচিরপ্রভম্। নিক্ষিপ্য নগরে চৈতৌ সৌমিত্রি-ভরতাবুভৌ॥৯
প্রায়াৎ প্রতীচীং হরিতং বিচিন্বংশ্চ ততস্ততঃ। উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবৃতাম্॥১০
অপশ্যমানস্তত্রাপি স্বল্পমপ্যথ দুষ্কৃতম্। পূর্বামপি দিশং সর্বামথাপশ্যন্নরাধিপঃ॥১১
প্রবিশুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্মলাম্। পুষ্পকস্থো মহাবাহুস্তদাপশ্যন্নরাধিপঃ॥১২
দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাজর্ষনন্দনঃ। শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ॥১৩
তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ। দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাঁল্লম্বমানমধোমুখম্॥১৪
রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্। উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত॥১৫
কস্ত্বাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্তসে দৃঢবিক্রম। কৌতূহলাৎ ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথির্হ্যহম্॥১৬
কোঽর্থো মনীষিতস্তুভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথবা। বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্যন্যৈঃ সুদুশ্চরম্॥১৭
যমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস। ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জয়ঃ।
বৈশ্যস্তৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যবাগ্ ভব॥১৮
ইত্যেবমুক্তঃ স নরাধিপেন অবাক্শিরা দাশরথায় তস্মৈ।
উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায় যৎকারণঞ্চৈব তপঃপ্রযত্নঃ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ধনু, সবাণ তূণীদ্বয় এবং মনোহর খড়্গ গ্রহণ করে, ভরত এবং সৌমিত্রিকে নগররক্ষার ভার অর্পণ করে....॥৯॥ তিনি পশ্চিমদিকে প্রস্থান করলেন। সেখানে অনুসন্ধান করতে করতে (শূদ্র তপস্বীর) শেষে হিমালয়-পরিবৃত উত্তরদিশায় করলেন যাত্রা॥১০॥ সেখানে সামান্যতমও পাপকার্যের অনুষ্ঠান না হতে দেখে এবার তিনি পূর্বদিকে প্রস্থান করে সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করলেন॥১১॥ মহাবাহু নরাধিপ পুষ্পক বিমানে থেকেই পবিত্র স্বচ্ছ আয়নার মতো নির্মল পূর্বদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেও কোনো পাপাচারীকে পরিদর্শন করতে পারলেন না॥১২॥ অনন্তর রাজর্ষি দশরথতনয় (রাম) দক্ষিণদিকে গিয়ে শৈবলপর্বতের উত্তরদিকে সুমহদ্ সরোবর দর্শন করলেন॥১৩॥ রাঘব সেই সরসীতীরে লম্বমান.তপোরত এক তপস্বীকে দেখলেন। তিনি মাথা নীচু করে কঠিন তপস্যায় নিরত॥১৪॥ মহারাজ রাঘব উগ্রতপস্যারত তপস্বীর সন্নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে বললেন, হে সুব্রত, আপনি ধন্য॥১৫॥ হে তপোবৃদ্ধ, দশরথনন্দন রাম আমি। নিতান্ত কৌতূহলবশে আপনার কাছে জানতে চাইছি, হে দৃঢ়বিক্রম, কোন জাতিতে আপনার জন্ম?॥১৬॥ অন্যের কাছে যা দুঃসাধ্য আপনি যে এই তপঃশ্চারণ করছেন তাতে আপনার অভিলষিত বর কি? স্বর্গলাভ? নাকি অন্য কোনো বর?॥১৭॥ হে তাপস, যা অবলম্বন করে আপনি তপস্যা করছেন তা আমি শুনতে ইচ্ছুক। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার কল্যাণ হবে, অনুগ্রহ করে আমাকে আপনি সত্য বলুন॥১৮॥ নরাধিপ অধোমুখ হয়ে অবস্থানকারী তাপসকে এইপ্রকার জিজ্ঞেস করলে, তিনি নরশ্রেষ্ঠ দাশরথিকে স্বীয় জাতি এবং যে জন্যে তিনি তপস্যা নিরত তার বৃত্তান্ত অবহিত করালেন॥১৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামস্য শম্বূকবধঃ, দৈবতৈস্তস্য প্রশংসনম্, অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষিণাগস্ত্যেন তস্য সৎকারঃ, ভূষণাদিদানঞ্চ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥১
শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ। দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥২
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া। শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বূকং নাম নামতঃ॥৩
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্। নিষ্কৃষ্যকোশাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥৪
তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ বেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসুর্মুহুর্মুহুঃ॥৫
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্। পুষ্পাণাং বায়ুমুক্তানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ॥৬
সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্। সুরকার্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে॥৭
গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম। স্বর্গভাঙ্ নহি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন॥৮
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্॥৯
যদি দেবাঃ প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু। দিশন্তু বরমেতং মে ঈপ্সিতং পরমং মম॥১০
মমাপত্রামাদ্ বালোকসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ। অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥১১
তং জীবয়থ ভদ্রং বো নানৃতং কর্তুমর্হথ। দ্বিজস্য সংশ্রুতোঽর্থো মে জীবয়িষ্যামি তে সুতম্॥১২
রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ। প্রত্যূচু রাঘবং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমন্বিতম্॥১৩

ষট্‌সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ

শ্রীরামের শম্বুক বধ। দেবগণকর্তৃক তাঁর প্রশংসা। অগস্ত্যাশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্যের দ্বারা তাঁর সৎকার এবং ভূষণাদি দান।

অক্লেশে কর্মকারী রামের এই বাক্য শ্রবণ করে সেই তপস্বী অধোমুখে অবস্থান করতে করতেই বললেন—॥১॥ হে মহাযশস্বী রাম, শূদ্রজাতিতে জন্ম আমার। সশরীরে স্বর্গে গিয়ে দেবতা হবার প্রার্থনা করি। তাই এই উগ্র তপস্যা!॥২॥ হে রাম, আপনাকে আমি মিথ্যে বলছি না। দেবলোক জয়ের ইচ্ছাতেই এই তপস্যা। হে কাকুৎস্থ, আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলেই জানুন॥৩॥ শূদ্র শম্বুক যখন এই কথা বলছে তদবস্থায় রাঘব কোষ হতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ নিষ্কাসিত করে তার শিরচ্ছেদ করলেন॥৪॥ শূদ্র শম্বুক হত হলে ইন্দ্র, অনল, বায়ু ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ 'সাধু, সাধু' বলে কাকুৎস্থকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করতে লাগলেন॥৫॥ অতঃপর তাঁর ওপরে দেবতাগণ দিব্য ও গন্ধসমন্বিত অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সেই স্বর্গীয় সুগন্ধী ফুলসমূহ বায়ুসঞ্চালিত হয়ে চারদিকে পড়তে লাগলো॥৬॥ অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে সত্যপরাক্রম রামকে তাঁরা বলতে লাগলেন, হে দেব, হে মহামতে, এই দেবকর্ম আপনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন॥৭॥ হে শত্রুদমনকারী রঘুনন্দন, শূদ্র হবার কারণেই এই ব্যক্তি আপনার হস্তে হত হলেও স্বর্গভাগী হলো না। সৌম্য, যে বর তোমার ইচ্ছা হয়, তাইই প্রার্থনা করো॥৮॥ দেবগণের কথিত বচন শুনে সত্যপরাক্রম রাম করজোড়ে সহস্রনেত্র পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) বললেন—॥৯॥ দেবগণ যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে সেই দ্বিজপুত্র পুনর্জীবিত হোক—এই বরই প্রদান করুন। এবং এটিই আমার পরম অভিলষিত বর॥১০॥ ব্রাহ্মণের ঐ একমাত্র বালকপুত্র আমারি দোষে অকালে কালকর্তৃক যমালয়ে আনীত হয়েছে॥১১॥ 'আপনার ছেলেকে আমি বাঁচাবো'— ব্রাহ্মণের কাছে এইপ্রকারে প্রতিশ্রুত আমি। তাই তাকে জীবনদান করুন। আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন না। এতে আপনাদের কল্যাণ হবে॥১২॥ দেবশ্রেষ্ঠসকলে রাঘবের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করে উৎফুল্ল হয়ে প্রীতিপূর্বক বললেন—॥১৩॥ কাকুৎস্থ, সেই বালক জীবন পেয়ে আজই পুনরায় আপনার

নির্বৃতো ভব কাকুৎস্থ সোঽস্মিন্নহনি বালকঃ। জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ॥১৪
যস্মিন্মুহূর্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত॥১৫
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সাধু যাম নরর্ষভ। অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব॥১৬
তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাদ্যুতেঃ। দ্বাদশং হি গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ॥১৭
কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্। ত্বং চাপি গচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্॥১৮
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ। আরুরোহ বিমানন্তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্॥১৯
ততো দেবাঃ প্রযাতাস্তে বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ। রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্॥২০
দৃষ্ট্বা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ। অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ॥২১
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্। জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ॥২২
গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ। ততোঽভিবাদয়ামাস অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥২৩
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা। আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ॥২৪
তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাতপাঃ। স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব॥২৫
ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ। অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি স্থিতঃ॥২৬
সুরা হি কথয়ন্তি ত্বমাগতং শূদ্রঘাতিনম্। ব্রাহ্মণস্য তু ধর্মেণ ত্বয়া জীবাপিতঃ সুতঃ॥২৭
উষ্যতাং চেহ রজনীং সকাশে মম রাঘব। প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তাসি পুরমেব হি।২৮
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ॥২৯
ইদং চাভরণং সৌম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা। দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা॥৩০

বন্ধুদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। আপনি চিন্তাত্যাগ করুন॥১৪॥ যে মুহূর্তে শূদ্র আপনার দ্বারা নিপাতিত হয়েছে, সেই নিমেষেই ব্রাহ্মণবালকের দেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে॥১৫॥ নরোত্তম রাঘব, আপনার কল্যাণ হোক। যথাসুখে আমরা এখন গমন করি। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সাক্ষাৎ করার জন্যে আমাদের বাসনা হয়েছে॥১৬॥ সেই মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হয়ে দ্বাদশ বর্ষ জলশয্যায় অবস্থান করছেন। সম্প্রতি তাঁর সেই দীক্ষার সমাপ্তি হয়েছে॥১৭॥ হে কাকুৎস্থ, মহামুনিকে অভিনন্দিত করার জন্যে আমরা সেখানে যাবো। তুমিও সেই মহর্ষির সঙ্গে মিলিত হতে সেখানে চলো॥১৮॥ রঘুনন্দন দেবতাদের বাক্য অঙ্গীকার করে (মহর্ষিকে দেখতে যাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়ে) হেমভূষিত পুষ্পকে আরোহণ করলেন॥১৯॥ অতঃপর দেবতারা বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে আরোহণ করে কুম্ভযোনির তপোবনাভিমুখে প্রস্থিত হলে রামও তাঁদের অনুগামী হলেন॥২০॥ তপোনিধি ধর্মাত্মা অগস্ত্য দেবতাসকলকে আসতে দেখে তাঁদের সকলকে সমানভাবে পূজা করলেন॥২১॥ দেবতারা সকলে তাঁর পূজা গ্রহণ করে সেই মুনিকে অভিনন্দিত করে অনুগামিগণের সঙ্গে হর্ষ-আহ্লাদিতচিত্তে স্বর্গ অভিমুখে হলেন প্রস্থিত॥২২॥ দেবতারা চলে গেলে কাকুৎস্থ (রাম) বিমান হতে অবতরণ করে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে অভিবাদন জানালেন॥২৩॥ নরাধিপ (রাম) সেই তেজোদীপ্ত মহাত্মাকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁর কাছ থেকে পরম আতিথ্য লাভ করে করলেন উপবেশন॥২৪॥ তৎকালে মহাতপা ও মহাতেজা কুম্ভযোনি (অগস্ত্য) তাঁকে বললেন, নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনাকে স্বাগতি জানাই। সব কুশল তো? সৌভাগ্যবশে আজ আপনি এখানে এসেছেন॥২৫॥ হে রাজন্ রাম, উত্তম গুণে গুণান্বিত আপনি। আপনাকে তাই অতীব ভালোবাসি। আমার হৃদয়মধ্যে সর্বদা আপনি অবস্থিত। আমার আশ্রমে অতিথি হয়ে আরো আদরণীয় হয়েছেন আপনি॥২৬॥ দেবগণ বললেন শূদ্র-সংহার করে (শম্বূককে হত্যা করে) এখানে আপনি আসছেন এবং ধর্মানুযায়ী ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনর্বার জীবনদান করেছেন॥২৭॥ রাঘব, অদ্য রাত্রিকাল আমার আশ্রমেই আপনি অতিবাহিত করুন। কাল প্রভাতকালে পুষ্পকোপরি আরূঢ় হয়ে স্বীয় পুরীতে গমন করবেন॥২৮॥ দেবতাসকলের প্রভু আপনি। সনাতন পুরুষ। এবং শ্রীমান। আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিশ্ব॥২৯॥ সৌম্য, বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্মিত হয়েছে এই স্বর্গীয় আভরণসমূহ। আপনার দিব্যরূপ আর তেজে প্রকটিত॥৩০॥

প্রতিগৃহ্ণীষ্ব কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব। দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে॥৩১
ভরণে হি ভবাঞ্ছক্তঃ ফলানাং মহতামপি। ত্বং হি শক্তস্তারয়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ॥৩২
তস্মাৎ প্রসাদ্যে বিধিবত্তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ। দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্।
অথোবাচ মহাত্মানমিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥৩৩
রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্। প্রতিগ্রহোঽয়ং ভগবান ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ॥৩৪
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ। প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ॥৩৫
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্ বক্তুমর্হসি। এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহানৃষিঃ॥৩৬
আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে। অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাণাস্তু শতক্রতুঃ॥৩৭
তাঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাদ্রবন্। সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ॥৩৮
প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং নরপুঙ্গবম্। যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধূতপাপাশ্চরেমহি॥৩৯
ন বসামো বিনা রাজ্ঞো এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ। ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্॥৪০
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত। ততো দদুর্লোকপালাঃ সর্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ॥৪১
অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ। তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ॥৪২
ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপস্। তত্রৈন্দ্রেণ চ ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ॥৪৩
বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ। কৌবেরেণ তু ভাগেন বিত্তপাভাং দদৌ তদা॥৪৪

কাকুৎস্থ রাঘব, প্রাপ্ত বস্তু পুনরায় দান করলে অতিশয় ফললাভ হয়। তাই আপনি এগুলি যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমার অতিশয় আহ্লাদ হবে॥৩১॥ এই আভরণসমূহ একমাত্র আপনিই ধারণ করতে সমর্থ। আপনিই সুমহদ্ ফল প্রদান করতে পারেন। স্বর্গের অধিবাসী ইন্দ্রসহ সমূহ দেবগণকে আপনি পারেন পরিত্রাণ করতে॥৩২॥ হে নরাধিপ, এ অলঙ্কারসমূহ আপনাকে দিচ্ছি। আপনি বিধিমতে তা গ্রহণ করুন। দিব্য আভরণ এগুলি। চিত্রিত এবং প্রদীপ্ত সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল। মুনি ইক্ষ্বাকুবংশের মহাত্মা মহারথকে (রামকে) এই মতো বললে....॥৩৩॥ বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম আপন ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুস্মরণ করে বললেন, ভগবন্, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও নিন্দার যোগ্য *(প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ করা)*॥৩৪॥ হে বিপ্রবর, ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও দান গ্রহণ করা অতীব গর্হিত। ক্ষত্রিয় হয়ে তাই আমি কী করে দান গ্রহণ করি?॥৩৫॥ তার উপর ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত বস্তু আমরা কিপ্রকারে গ্রহণ করতে পারি? বলুন। রাম এইমতো বললে পর মহর্ষি বললেন—॥৩৬॥ রাম, পুরাকালে ব্রহ্মস্বরূপ সত্যযুগে প্রজারা সকলেই নৃপতিবিহীন ছিলো। দেবগণের মধ্যেই শুধু ইন্দ্র রাজা ছিলেন॥৩৭॥ রাজাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রজারা দেবদেবেশের (ব্রহ্মার) কাছে উপস্থিত হলো। বললো, দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রকে আপনি রাজপদে সমাসীন করেছেন॥৩৮॥ আমাদের মধ্যেও কোনো নরশ্রেষ্ঠকে আপনি রাজপদে অভিষিক্ত করুন, যাতে আমরা তাঁকে পূজা করে নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি॥৩৯॥ কোনোমতেই আমরা রাজাহীন হয়ে থাকবো না—এই আমরা দৃঢ়নিশ্চয় করেছি। তদবস্থায় দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রসহ সমূহ লোকপালকে....॥৪০॥ আহ্বানকরত বললেন, সকলে তোমরা নিজের নিজের তেজোভাগ প্রদান করো। তা শুনে লোকপালগণ করলেনও তাই॥৪১॥ অনন্তর ব্রহ্মা হাঁচলেন। তাতে ক্ষুপ নামক এক রাজা উৎপন্ন হলো। তখন ব্রহ্মা ঐ রাজার মধ্যে লোকপালগণের তেজের অংশ লগ্ন করলেন॥৪২॥ অনন্তর ব্রহ্মা ঐ ক্ষুপকে প্রজাসকলের শাসকরূপ নৃপতিপদ প্রদান করলেন। সেই মহীপতি (ক্ষুপ) ইন্দ্রের অংশ দ্বারা পৃথিবীশাসন করতে লাগলেন॥৪৩॥ বরুণের অংশ দ্বারা সেই পৃথিবীপতি প্রজাগণের শরীর পোষণ করছিলেন। কুবেরের তেজের যে অংশ ছিলো তা দিয়ে তিনি ধনদান করছিলেন॥৪৪॥ যমের যে অংশ ছিলো তার দ্বারা তিনি প্রজাদেরকে শাস্তিপ্রদান করছিলেন (যারা অপরাধ করছিলো)। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন, ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বারা আপনি এই আভরণ গ্রহণ করুন *(যেহেতু রাজা হিসেবে আপনিও*

যত্তু যাম্যোঽভবদ্ভাগস্তেন শান্তি স্ম স প্রজাঃ। তত্রৈন্দ্রেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন॥৪৫
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে তারণার্থং মম প্রভো। তদ্ রামঃ প্রতিজগ্রাহ মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ॥৪৬
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্। প্রতিগৃহ্য ততো রামস্তদাভরণমুত্তমম্॥৪৭
আগমং তস্য দীপ্তস্য প্রষ্টুমেবোপচক্রমে। অত্যদ্ভুতমিদং দিব্যং বপুষা যুক্তমদ্ভুতম্॥৪৮
কথাং বা ভবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহৃতম্। কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ॥৪৯
আশ্চর্যাণাংবহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্। এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ॥৫০
শৃণু রাম যথাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সেই লোকপালগণের তেজাংশে উদ্ভূত)॥৪৫॥ প্রভো, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। তখন রাম মহাত্মা মুনির কাছ থেকে গ্রহণ করলেন....॥৪৬॥ স্বর্গীয় আভরণরাজি। চিত্রিত সেগুলি। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল। সেইসমূহ উত্তম আভরণরাজি গ্রহণ করে রাম....॥৪৭॥ সেগুলির প্রাপ্তি বিষয়ে জানতে উৎসুক হলেন (মুনি কিভাবে সেগুলি পেলেন?) বললেন, এই পরমাদ্ভূত ও দিব্যআকার-সমন্বিত আভরণমালা....॥৪৮॥ আপনি কী প্রকারে প্রাপ্ত হলেন? কোত্থেকে কে এগুলি এনেছে? হে মহাযশস্বী ব্রাহ্মণ, আপনাকে কৌতূহলবশে আমি জানতে চাইছি॥৪৯॥ আপনি স্বয়ং আশ্চর্যজনক পরম নিধি। রামচন্দ্র এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস করলে মুনি তাঁকে বললেন....॥৫০॥ কাকুৎস্থ, পুরাকালে ত্রেতাযুগে যা ঘটেছিলো তা বলছি। শোনো॥৫১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

মহর্ষিণাগস্ত্যেন এক-স্বর্গীয়-পুরুষস্য শবভক্ষণবৃত্তান্তকথনম্

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্। সমন্তাদ্ যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জিতম্॥১
তস্মিন্নির্মানুষেঽরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্। অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদারণ্যমুপাগমম্॥২
তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং ন শশাক হ। ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুরূপৈশ্চ পাদপৈঃ॥৩
তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্। হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্॥৪
পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্। তদাশ্চর্যমিবাত্যর্থং সুখাস্বাদমনুত্তমম্॥৫
অরজস্কং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিগণাযুতম্। তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদদ্ভুতমাশ্রমম্॥৬

সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ

মহর্ষি অগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শবভক্ষণ-প্রসঙ্গ কথন

রাম, পুরাকালে ত্রেতায় চারদিকে শতযোজনব্যাপী একটি বন ছিলো। বনটি ছিলো মৃগ এবং পক্ষিশূন্য॥১॥ সৌম্য, মনুষ্যহীন সেই অরণ্যমধ্যে কঠোর তপস্যাকালে একসময় আমি তার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে লাগলাম॥২॥ তথাপি স্বাদু ফলমূল এবং বহুবিধ কাননসমন্বিত সেই সুবিশাল অরণ্যের সৌন্দর্য আমি নিরূপণ করতে পারলাম না॥৩॥ অরণ্যমধ্যে একটি সরোবর দেখতে পেলাম। শতযোজন বিস্তীর্ণ সরোবর। হংস, কারণ্ডব এবং চক্রবাকসমূহে তা পরিশোভিত॥৪॥ পদ্ম এবং উৎপলে পরিপূর্ণ সেই সরসী। কোনো শ্যাওলা দেখা যায় না। তাকে অতীব আশ্চর্য মনে হলো আমার। সরোবরের জল ছিলো স্বচ্ছ এবং সুস্বাদু॥৫॥ সরোবরটি ছিলো পঙ্কবিহীন। কেউ পারাপার করতে সক্ষম ছিলো না এটিকে। সুন্দর পাখীরা বিচরণ করতো। সরোবর-সমীপে এক মহদ্ অদ্ভুত আশ্রম আমার চোখে পড়লো॥৬॥

পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জিতম্। তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ॥৭
প্রভাতে কল্যমুত্থায় সরস্তদুপচক্রমে। অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ ক্কচিৎ॥৮
পক্ষিভেদেন পুষ্টাঙ্গং সমাশ্রিতসরোবরম্। তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্তোয়াশয়ে নৃপ।
তমর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্তং তত্র রাঘব॥৯
বিষ্ঠিতোঽস্মি সরস্তীরে কিন্ন্বিদং স্যাদিতি প্রভো। অথাপশ্যং মুহূর্তাৎ তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্॥১০
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্। অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন॥১১
উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্। গায়ন্তি কাশ্চিদ্ রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ॥১২
মৃদঙ্গ-বীণা-পণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ। অপরাশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈর্মহাধনৈঃ॥১৩
দোধূয়ুর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ। ততঃ সিংহাসনং হিত্বা মেরুকূটমিবাংশুমান্॥১৪
পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য চ। তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন॥১৫
ততো ভুক্ত্বা যথাকামং মাংসং বহু সুপীবরম্। অবতীর্য সরঃ স্বর্গী সম্প্রষ্টুমুপচক্রমে॥১৬
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন। আরোঢুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্॥১৭
তমহং দেবসঙ্কাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ। অথাহমব্রুবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ॥১৮
কো ভবান্ দেবসঙ্কাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ। ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং বক্তুমর্হসি॥১৯

আশ্রমটি পুরাতন। পবিত্র। কিন্তু সেখানে তপস্বীরা কেউ ছিলো না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ আমি সেখানে গ্রীষ্মকালীন রাত্রিযাপন করে....॥৭॥ প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃস্নানাদি সমাপনপূর্বক সেই সরসীতটে গিয়ে দেখি, জলাশয়ে এক হৃষ্টপুষ্ট মৃতদেহ ভাসছে। গায়ে তেমন একটা কাদা বালিও লেগে ছিলো না॥৮॥ হে নৃপতি, জলাশয়ের পাড়ের গায়ে লেগে থাকা মৃতদেহটির সৌন্দর্য কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নি। রাঘব, এই বিষয়ের কারণ অন্বেষণ করতে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে সরোবরতটে ক্ষণকাল আমি অবস্থান করলাম॥৯॥ প্রভো, সরসীর তীরে আমি অবস্থান করছি। ইত্যবসরে মুহূর্তমধ্যে আমি দেখতে পেলাম দিব্য এবং পরম অদ্‌ভুত-দর্শন....॥১০॥ একটি বিমান। পরম রমণীয় সেটি। হংসসংযুক্ত। বিমানটি মনের ন্যায় বেগশীল। রঘুনন্দন, বিমানমধ্যে স্বর্গীয় এক পুরুষকে অবস্থান করতে দেখলাম॥১১॥ হে বীর, পরম রূপবান তিনি। দিব্য আভরণে ভূষিত অপ্‌সরোগণ তাঁর কাছে উপবিষ্ট। তাদের কেউ কেউ গান করছিলো। বাদ্য বাজাচ্ছিলো কেউ কেউ॥১২॥ কেউ বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ। কেউ বীণা। কারো বাদ্যযন্ত্র ছিলো পণব। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নৃত্য করছিলো। সুবর্ণদণ্ডসমন্বিত মহামূল্য চামর ব্যজন করছিলো চাঁদপানা মুখের কতোকগুলি অপ্‌সরা,....॥১৩॥ তাদের চোখ বিকশিত পদ্মের মতো। তাঁর মুখে চামর দোলাচ্ছে। অংশমালী সূর্য যেমন মেরুপর্বত পরিত্যাগ করেন....॥১৪॥ হে রঘুনন্দন, তেমনি সেই স্বর্গীয় পুরুষও দেখলাম কিয়ৎকাল পরে বিমান হতে নেমে ভূতলে অবতরণপূর্বক আমার সামনেই সেই শব ভক্ষণ করলেন॥১৫॥ ইচ্ছামতো স্থূলমাংস প্রচুর-পরিমাণে আহার করে সেই স্বর্গীয় পুরুষ এবার সরোবরে হাত-মুখ ধুলেন॥১৬॥ রঘুনন্দন, হাত-মুখ যথাযথভাবে ধোবার পর পুনরায় তিনি সেই উত্তম বিমানে আরোহণ করতে উদ্যোগী হলেন॥১৭॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁকে বিমান আরোহণেউদ্যোগী দেখে সেই দেবসদৃশ পুরুষকে আমি বললাম—॥১৮॥ সৌম্য, হে দেবোপম পুরুষ, কে আপনি? এবং কেনই বা আপনি এমতো নিন্দনীয় আহার ভক্ষণ করলেন আমাকে বলুন॥১৯॥ হে দেবতাতুল্য তেজস্বী পুরুষ,

কস্য স্যাদীদৃশো ভাব আহারো দেবসম্মতঃ। আশ্চর্যং বর্ততে সৌম্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
নাহমৌপয়িকং মন্যে তব ভক্ষ্যমিমং শবম্॥২০
ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী কৌতূহলাৎ সুনৃতয়া গিরা চ।
শ্রুত্বা চ বাক্যং মম সর্বমেতৎ সর্বং তথা চাকথয়ন্মমেতি॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এমতো দিব্যকান্তি আপনি, অথচ আপনার এইপ্রকার ঘৃণিত আহার কিরূপে নির্দিষ্ট হলো? সৌম্য যথার্থ বৃত্তান্ত শুনতে আমি একান্ত অভিলাষী। বিশেষ করে শবদেহকে আপনার নির্দিষ্ট ভক্ষ্য বলে ভাবতেও পারছি না॥২০॥ হে নরশ্রেষ্ঠ (রাম), এইমতো জিজ্ঞেস করায় সেই স্বর্গীয় পুরুষ আমার সকলবাক্য অবগত হয়ে আমার নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজ্ঞা শ্বেতেন নিজশবদেহভক্ষণরূপাদ্ভুতবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্। প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন॥১
শৃণু ব্রহ্মন্ পুরা বৃত্তং মমেতৎ সুখ-দুঃখয়োঃ। অনতিক্রমণীয়ঞ্চ যথা পৃচ্ছসি মাং দ্বিজ॥২
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ। সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্॥৩
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত। অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ॥৪
ততঃ পিতরি স্বর্যাতে পৌরা মামভ্যষেচয়ন্। তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্মঞ্চ সুসমাহিতঃ॥৫
এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সুব্রত। রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ॥৬
সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ বিজ্ঞাতায়ুর্দ্বিজোত্তম। কালধর্মং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগমম্॥৭
সোঽহং বনমিদং দুর্গং মৃগ-পক্ষিবিবর্জিতম্। তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টোঽস্মি সমীপে সরসঃ শুভে॥৮
ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে অভিষিচ্য মহীপতিম্। ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্॥৯

অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ

রাজা শ্বেতকর্তৃক অগস্ত্যমুনির কাছে নিজের শবদেহভক্ষণরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা

রঘুনন্দন রাম, সেই স্বর্গীয় পুরুষ আমার কথিত শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে উত্তরে করজোড় হয়ে বললেন—॥১॥ ব্রহ্মন্, আপনার জিজ্ঞাসা বিষয়ে বলছি। শুনুন। শুনুন আমার এই দুঃখসুখের অনতিক্রম্য কারণ। এটি পূর্বেই ঘটেছে॥২॥ পূর্বকালে বিদর্ভদেশে মহাযশা পরাক্রমী এক রাজা ছিলেন। ত্রিলোকে তিনি সুদেব বলে খ্যাত। সেই নৃপতিই আমার পিতা॥৩॥ ব্রহ্মন্, দুই পত্নী ছিলো। দু'জনের এক এক ছেলে। দু'ছেলের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ 'শ্বেত' বলে। কনিষ্ঠজনের নাম সুরথ॥৪॥ কালক্রমে পিতা গত হলে পৌরগণ আমাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করলেন। আমিও সাবধানতা অবলম্বন করে ধর্মানুকূলে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলাম॥৫॥ হে সুব্রত, ধর্মমতে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করতে করতে হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো॥৬॥ হে দ্বিজোত্তম, কোনো এক লক্ষণ থেকে নিজের আয়ুষ্কাল অবগত হয়ে এবং মনে মনে নিজের মৃত্যুকাল স্থির রেখে বনে চলে গেলাম॥৭॥ তৎকালে সুন্দর এই সরসীতীরের পশুপক্ষিবিবর্জিত দুর্গম বনে তপঃশ্চারণ করার জন্যে প্রবিষ্ট হলাম॥৮॥ ভাই ভূপতি সুরথকে রাজ্যে বসিয়ে এই সরোবরপ্রদেশে বহুকাল তপশ্চর্যা করেছি আমি॥৯॥ এই ভাবে দুষ্কর তপস্যা করতে

সোঽহং বর্ষসহস্রাণি তপস্ত্রীণি মহাবনে। তপ্ত্বা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্॥১০
তস্যেমে স্বর্গভূতস্য ক্ষুৎ-পিপাসে দ্বিজোত্তম। বাধেতে পরমোদার ততোঽহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥১১
গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুবাচ হ। ভগবন্ ব্রহ্মলোকোঽয়ং ক্ষুৎ-পিপাসাবিবর্জিতঃ॥১২
কস্যায়ং কর্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো হ্যহম্। আহারঃ কশ্চ মে দেব তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥১৩
পিতামহস্তু মামাহ তবাহারঃ সুদেবজ। স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ॥১৪
স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্বতা তপ উত্তমম্। অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিন্মহামতে॥১৫
দত্তং ন তেঽস্তি সূক্ষ্মোঽপি তপ এব নিষেবসে। তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া॥১৬
স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্। ভক্ষয়িত্বা মৃতরসং তেন বৃত্তির্ভবিষ্যতি॥১৭
যদা তু তদ্ বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স মহানৃষিঃ। আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্ বিমোক্ষ্যসে॥১৮
সহি তারয়িতুং সৌম্য শক্তঃ সুরগণানপি। কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্॥১৯
সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্। আহারং গর্হিতং কুর্মি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম॥২০
বহূন্ বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া। ক্ষয়ং নাভ্যেতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা॥২১
তস্য মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদস্মান্ বিমোক্ষয়। অন্যেষাং ন গতির্হ্যত্র কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্॥২২
ইদমাভরণং সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম। প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥২৩
ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ ব্রহ্মর্ষে দদাত্যাভরণানি চ॥২৪

করতে এই মহাবনে তিন হাজার বছর অতিক্রান্ত হলো। অত্যুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলাম আমি॥১০॥ হে পরমোদার ঋষি, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মলোকে যাবার পরও ক্ষুৎপিপাসা আমাকে কাতর করলো। ইন্দ্রিয়সকল ব্যথিত হয়ে উঠলো আমার॥১১॥ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মাসমীপে গিয়ে বললাম, হে ভগবন্, ব্রহ্মলোক ক্ষুধাতৃষ্ণাবিবর্জিত॥১২॥ কিন্তু কোন কর্মের ফলে আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার বশবর্তী এবং কাতর? হে দেব, হে পিতামহ, এখন আমি কী আহার করবো আমাকে তা বলুন?॥১৩॥ পিতামহ আমাকে বললেন, ওহে সুদেবজ, তুমি (মর্ত্যলোকে গিয়ে) নিত্য নিজ শরীরের স্বাদু মাংস ভক্ষণ কোরো—এইই তোমার আহার্য *(সুদেবজ—সুদেবতনয়)*॥১৪॥ মহামতে শ্বেত, উত্তম তপস্যায় স্বীয় শরীরকেই তুমি পোষণ করেছো মাত্র। দানরূপ বীজ বপন না করলে কিছুই জমা হয় না। উপলব্ধ হয় না কোনো ভোজ্য পদার্থ॥১৫॥ দেবগণ, পিতৃগণ কিংবা অতিথিবর্গকে কখনো কণিকামাত্রও কিছু দান করো নি তুমি। তপস্যাই কেবল করেছো। বৎস, সে কারণেই স্বর্গবাসী হলেও ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে পীড়িত করছে॥১৬॥ শ্বেত, বর্তমানে তুমি আহারপুষ্ট স্বীয় অত্যুত্তম দেহকেই অমৃতরসবৎ ভক্ষণ কোরো—আর তাতেই তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে॥১৭॥ শ্বেত, পরে যখন দুর্ধর্ষ ঋষি অগস্ত্য বনে আগমন করবেন, তখনি তুমি এই কষ্ট হতে মুক্ত হবে॥১৮॥ হে সৌম্য, হে মহাবাহো, তিনি দেবতাগণকেও ত্রাণ করতে সমর্থ। তোমার মতো ক্ষুৎপিপাসা-বশীভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো কথাই নেই॥১৯॥ দ্বিজোত্তম, দেবদেব ভগবান পিতামহের তদনুরূপ আজ্ঞা অনুসারেই আমি নিন্দনীয় ওই শরীর ভক্ষণ করে থাকি॥২০॥ হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মর্ষে, এই আহার ভক্ষণ করে আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করি এবং অদ্‌ভুত বিষয় হলো এই, বহু বছর ধরে আমি একে ভক্ষণ করছি, তথাপি এর অনুমাত্র ক্ষয় হচ্ছে না॥২১॥ সৌম্য, এইপ্রকার সঙ্কটাবস্থায় পতিত হয়েছি আমি। কষ্ট হতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। কেননা, কুম্ভযোনি অগস্ত্য ব্যতীত এখানে আসতে অন্য কেউই সক্ষম নন *(নিশ্চিতরূপে আমার মনে হচ্ছে আপনিই দ্বিজোত্তম অগস্ত্য)*॥২২॥হে বিশ্বশ্রেষ্ঠ, হে সৌম্য, আমার উপর প্রসন্ন হোন। আমাকে উদ্ধার করুন। আমাকে উদ্ধার করার নিমিত্ত অনুগ্রহ করে এই আভরণরাজি গ্রহণ করুন॥২৩॥ হে বিপ্র, হে ব্রহ্মর্ষি, এই সমূহ সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং আভরণসকল আপনাকে প্রদান করছি॥২৪॥ ভগবন্, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ কাম্যবস্তু ও ভোগসকল আপনাকে প্রদান করছি। আমাকে পরিত্রাণ করার জন্যে অনুগ্রহ করে আমার উপর কৃপা

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব । তারণে ভগবান্ মহ্যং প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥২৫
তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্। তারণায়োপজগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্॥২৬
ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে। মানুষঃ পূর্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ॥২৭
প্রনষ্টে তু শরীরেঽসৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা। তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবং সুখম্॥২৮
তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম। তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

করুন॥২৫॥ স্বর্গীয় পুরুষের সকাতর প্রার্থনা শুনে তার পরিত্রাণের জন্যেই আমি এই উত্তম আভরণ গ্রহণ করেছিলাম॥২৬॥ আমি এই সুন্দর আভরণরাজি দান হিসেবে গ্রহণ করতেই রাজর্ষির আগের মনুষ্যদেহটি বিনষ্ট হলো॥২৭॥ শরীর গত হলে রাজর্ষি প্রভূত পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে যথাসুখে স্বর্গলোক অভিমুখে প্রস্থিত হলেন॥২৮॥ কাকুৎস্থ, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা (শ্বেত) পূর্বোক্ত কারণবশতঃ আমাকে এই অদ্ভূত-দর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করেছিলেন॥২৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ইক্ষ্বাকুপুত্রস্য রাজ্ঞো দণ্ডকস্য রাজত্ববর্ণনম্

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ। গৌরবাদ্ বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে॥১
ভগবংস্তদ্ বনং ঘোরং তপস্তপ্যতি যত্র সঃ। শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা কথং তদমৃগদ্বিজম্॥২
তদ্ বনং স কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জিতম্। তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্। বাক্যং পরমতেজস্বী বক্তুমেবোপচক্রমে॥৪
পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ। তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুঃ কুলনন্দনঃ॥৫
তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি দুর্জয়ম্। পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কর্তেত্যুবাচ তম্॥৬
তথৈব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব। ততঃ পরমসন্তুষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ॥৭
প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্তা চাসি ন সংশয়ঃ। দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডমকারণে॥৮

ঊনাশীতিতম (৭৯) সর্গ

ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডকের রাজত্ব বর্ণন

অগস্ত্যের পরমাদ্ভুত বাক্য শুনে রাঘব বিস্মিত হলেন। আগ্রহভরে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—॥১॥ ভগবন্, বিদর্ভরাজ শ্বেত যে বনে অবস্থান করেছিলেন সেই ঘোর অরণ্য কি কারণে পশুপক্ষিবিবর্জিত হলো?॥২॥ মনুষ্যহীন শূন্য বনে রাজা (বিদর্ভরাজ) কিভাবে তপস্যা করতে প্রবিষ্ট হলেন? বৃত্তান্ত যথাযথরূপে আমি শুনতে আগ্রহী॥৩॥ রামের কৌতূহলকর জিজ্ঞাসার উত্তরে পরম তেজস্বী (অগস্ত্য) পুনর্বার বলতে লাগলেন—॥৪॥ হে কুলনন্দন, পুরাকালে সত্যযুগে দণ্ডধর মনুর এক সদাশয় তনয় ছিলেন। নাম ইক্ষ্বাকু। স্বীয় কুলের গৌরব ও আনন্দ বর্ধন করতেন॥৫॥ দুর্জয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে পৃথিবীতে রাজপদে সমাসীন করে তিনি (মনু) তাঁকে বললেন, পৃথিবীতে রাজবংশ সৃষ্টি করো॥৬॥ রাঘব, পুত্র পিতার আদেশ শিরোধার্য করে নিলে পরম সন্তুষ্ট হয়ে (মনু) পুত্রকে বললেন—॥৭॥ হে পরমোদার পুত্র, প্রীত আমি। তুমি আমার কথিত কার্য করতে সক্ষম তাতে সন্দেহ নাই। দণ্ড দ্বারা তুমি প্রজাপালন করবে কিন্তু অকারণে দণ্ড প্রয়োগ কোরো না॥৮॥ অপরাধীজনের ওপর যে দণ্ড পতিত

অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ। স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্॥৯
তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক। ধর্মো হি পরমো লোকে কুর্বতস্তে ভবিষ্যতি॥১০
ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা। জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥১১
প্রযাতে ত্রিদিবে তস্মিন্নিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ। জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥১২
কর্মভির্বহুরূপৈশ্চ তৈস্তৈর্মনুসুতস্তদা। জনয়ামাস ধর্মাত্মা শতং দেবসুতোপমান্॥১৩
তেষামবরজস্তাত সর্বেষাং রঘুনন্দন। মূঢশ্চাকৃতবিদ্যশ্চ ন শুশ্রূষতি পূর্বজান্॥১৪
নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽল্পমেধসঃ। অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেঽস্য ভবিষ্যতি॥১৫
অপশ্যমানস্তং দেশং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব। বিন্ধ্য-শৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যং প্রাদাদরিন্দম॥১৬
স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্ রম্যে পর্বতরোধসি। পুরং চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্॥১৭
পুরস্য চাকরোন্নাম মধুমন্তমিতি প্রভো। পুরোহিতং তৃশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্॥১৮
এবং স রাজা তদ্ রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ। প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি॥১৯
ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ সার্ধঞ্চ তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহান্মহাত্মা শক্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

হয়, বিধিমতে প্রযুক্ত সেই দণ্ডই রাজাকে স্বর্গে নিয়ে যায়॥৯॥ হে পুত্র, হে মহাবাহু, সে কারণেই সমুচিত দণ্ডদান বিষয়ে তুমি যত্নবান হবে। আর তাহলেই তোমার ধর্ম পরিবর্ধিত হবে॥১০॥ সমাহিতচিত্তে স্বীয় পুত্রকে এইমতো বিবিধ আজ্ঞা দিয়ে মনু স্বর্গের অভিমুখে প্রস্থিত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥১১॥ মনু সুরলোকে যাত্রা করলে অমিত প্রভাবশালী ইক্ষ্বাকু চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে বহুপুত্র উৎপাদন করবো?॥১২॥ যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিবিধ কর্মে মনুনন্দন দেবপুত্রসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করলেন॥১৩॥ বাবা রাঘব (রাম), শতপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ যিনি ছিলেন তিনি অতীব মূঢ়। এবং বিদ্যাহীন। অগ্রজের সেবা করতেন না॥১৪॥ তার শরীরে অবশ্যই দণ্ড পতিত হবে এই প্রকার চিন্তা করে পিতা তার নাম রাখলেন দণ্ড॥১৫॥ হে অরিন্দম, ঐ পুত্রের উপযুক্ত অন্য কোনো ভয়ঙ্কর দেশ না পেয়ে তাকে তিনি বিন্ধ্য ও শৈবলপর্বতের মধ্যে রাজ্য প্রদান করলেন॥১৬॥ রাম, দণ্ড সেই রমণীয় পর্বত-মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রাজা হয়ে অনুপম এক নগর স্থাপন করলেন॥১৭॥ নগরের নাম রাখলেন মধুমন্ত। উত্তম ব্রতপালনকারী শুক্রাচার্যকে দান করলেন পুরোহিত পদ॥১৮॥ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজ্য পরিচালনা করেন তেমনি রাজাও পুরোহিতের সঙ্গে একযোগে হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাবৃত সেই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন॥১৯॥ বৃহস্পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য শাসন করেন তেমনি-ভাবেই মনুজেন্দ্রনন্দনও শুক্রাচার্যসহযোগে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হলেন॥২০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনাশীতিতম (৭৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

রাজ্ঞো দণ্ডকস্য ভার্গবকন্যয়া সহ বলাৎকারঃ

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ। অস্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে॥১
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণাযুতম্। অকরোৎ তত্র দান্তাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥২

অশীতিতম (৮০) সর্গ

ভার্গবকন্যার সঙ্গে রাজা দণ্ডকের বলাৎকার

কুম্ভসম্ভব মহর্ষি এই পর্যন্ত বলে পুনর্বার অবশিষ্ট বৃত্তান্তসমূহ বর্ণনা করতে শুরু করলেন ॥১॥ কাকুৎস্থ, জিতেন্দ্রিয় রাজা তথায় বহু বর্ষব্যাপী নিষ্কণ্টক রাজ্যশাসন করতে লাগলেন ॥২॥ অনন্তর একদা

অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্ রাজা ভার্গবমাশ্রমম্। রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রে মাসি মনোরমে॥৩
তত্র ভর্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি। বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্॥৪
স দৃষ্ট্বা তাং সুদুর্মেধা অনঙ্গশরপীডিতঃ। অভিগম্য সুসংবিগ্নাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ॥৫
কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য বাপি সুতা শুভে। পীডিতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বং শুভাননে॥৬
তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ। ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং ত্বিদম্॥৭
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্॥৮
মা মাং স্পৃশ বলাদ্ রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্। গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ শিষ্যো মহাত্মনঃ॥৯
ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ। যদি বান্যন্ময়া কার্যং ধর্মদৃষ্টেন সৎপথা॥১০
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্। অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্॥১১
ক্রোধেন হি পিতা মেঽসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ। দাস্যতে চানবদ্যাঙ্গ তব মা যাচিতঃ পিতা॥১২
এবং ব্রুবাণামরজাং দণ্ডঃ কামবশং গতঃ। প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্॥১৩
প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমর্হসি। ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্যন্তে বরাননে॥১৪
ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্। ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ভজমানং সুবিহ্বলম্॥১৫
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য বলাদ্ বলী। বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে॥১৬
তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্। নগরং প্রযযাবাশু মধুমন্তমনুত্তমম্॥১৭
অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমস্যাবিদূরতঃ। প্রতীক্ষতে সুসন্ত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ।

রাজা দণ্ড মনোরম চৈত্রমাসে শুক্রাচার্যের মনোহর আশ্রমে গমন করলেন॥৩॥ শুক্রাচার্যের সুন্দরী তনয়া বনপ্রান্তে বিচরণ করছিলেন। ভুবনে তাঁর রূপের তুলনা মেলে না। রাজা দণ্ড তাঁকে দেখলেন॥৪॥ দুর্মতি দণ্ড অতঃপর তাঁকে দেখেই কামশরে জর্জরিত হয়ে ভীতা কন্যার নিকট গমনকরত বললেন—॥৫॥ হে শুভে, হে সুনিতম্বিনি, কার নন্দিনী তুমি? এসেছো কোথা হতে? হে সুমুখি, তোমার দর্শন লাভ করার পর থেকেই আমি কামবাণে পীড়িত। তাই তোমাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করছি॥৬-৭॥ রাজেন্দ্র, অরজা আমি। অক্লেশে যিনি মহদ্ কর্ম করেন সেই ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আশ্রমেই আমি বাস করি॥৮। রাজন্, বলপূর্বক আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না। কেননা পিতার অধীনস্থা কুমারী কন্যা আমি। বিশেষ করে আমার মহাত্মা পিতা হলেন আপনার গুরু। তাঁর শিষ্য আপনি॥৯॥ মহান তপস্বী তিনি। কুপিত হয়ে যদি আপনাকে অভিসম্পাত করেন তাহলে মহাবিপদে পড়বেন। নরশ্রেষ্ঠ, আমাতে আপনার একান্ত অভিলাষ থেকে থাকলে ধর্মসঙ্গত পথে আমার অতিতেজস্বী পিতার কাছ হতেই আমাকে প্রার্থনা করুন। অন্যথায় (স্বেচ্ছাচারী হলে) ভীষণ ফলভোগ করতে হবে॥১০-১১॥ আমার পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হলে ত্রিলোককে পর্যন্ত দগ্ধ করতে পারেন। তাই হে সুন্দরবরতনু, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, আপনি যদি প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করবেন॥১২॥ অরজা এইপ্রকার বললে কামবশীভূত মদোন্মত্ত দণ্ড করজোড়ে বললেন—॥১৩॥ হে সুমুখি, হে সুনিতম্ববতি, তোমার জন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তাই ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব আমার সইছে না। শীগ্‌গির তুমি প্রসন্ন হও॥১৪॥ সুন্দরি, খুব ব্যাকুল হয়েছি আমি। আমি তোমার ভক্ত। তুমি আমাকে স্বীকার করে নাও। তোমাকে পেতে গিয়ে আমার প্রাণও যদি যায়, কিংবা নিদারুণ পাপগ্রস্ত হতে হয়, তাতে ক্ষতি নেই॥১৫॥ বলবান দণ্ড এইমতো বলে সেই কম্পমানা কন্যাকে সবলে বাহুদু'টি দিয়ে ধরে মৈথুনকর্মে রত হলেন॥১৬॥ দণ্ড এই মহাঘোর নিদারুণ অনর্থ সম্পন্ন করে শীঘ্রই স্বীয় অত্যুত্তম নগর মধুমন্তে প্রস্থিত হলেন॥১৭॥ অরজাও কাঁদতে কাঁদতে সভয়ে আশ্রমের অনতিদূরে দেবসন্নিভ পিতার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অশীতিতম (৮০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

শুক্রাচার্যস্যাভিশাপেন সপরিবার-নৃপ-দণ্ডস্য তদীয়রাজ্যস্য চ বিনাশশ্চ

স মুহূর্তাদুপশ্রুত্য দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ। স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্তঃ সংন্যবর্তত॥১
সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্। জ্যোৎস্নামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রত্যূষে ন বিরাজতীম্॥২
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ। নির্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীঞ্শিষ্যাংশ্চৈতদুবাচ হ॥৩
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ। বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং ক্রুদ্ধাদগ্নিশিখামিব॥৪
ক্ষয়োঽস্য দুর্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ। যঃ প্রদীপ্তাং হুতাশস্য শিখাং বৈ স্প্রষ্টুমর্হতি॥৫
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্। তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্মণঃ॥৬
সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সপুত্র-বল-বাহনঃ। পাপকর্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ॥৭
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্মতেঃ। ধক্ষ্যতে পাংসুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ॥৮
সর্বসত্ত্বানি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ। মহতা পাংসুবর্ষেণ বিলয়ং সর্বতোঽগমন্॥৯
দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সর্বং সমুচ্ছ্রয়ম্। পাংসুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি॥১০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমাশ্রমনিবাসিনম্। জনং জনপদান্তেষু স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ॥১১
শ্রুত্বা তূশনসো বাক্যং সোঽশ্রমাবসথো জনঃ। নিষ্ক্রান্তো বিষয়াৎ তস্মাৎ স্থানং চক্রেঽথ বাহ্যতঃ॥১২
স তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ। ইহৈব বস দুর্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা॥১৩
ইদং যোজনপর্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্। অরজে বিজ্বরা ভুঙ্ক্ষ্ব কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্॥১৪
ত্বৎসমীপে চ যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি তাং নিশাম্। অবধ্যাঃ পাংসুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিত্যদা॥১৫

একাশীতিতম (৮১) সর্গ

শুক্রাচার্যের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ডের এবং তার রাজ্যের বিনাশ

মহর্ষিও মুহূর্তকাল-মধ্যে শিষ্যমুখে অত্যাচার-কাহিনী (কন্যার) শ্রবণ করে ক্ষুধার্ত হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন॥১॥ দেখলেন, প্রভাতকালে রাহুর দ্বারা গ্রস্ত চাঁদের শোভাহীন জ্যোৎস্নার মতো অরজা ধূলিধূসরিতা হয়ে দুঃখিতচিত্তে অবস্থান করছিলেন॥২॥ একে তিনি ক্ষুধার্ত, তদুপরি কন্যার এইপ্রকার দুরবস্থা দর্শন করে যেন ত্রিলোককে ক্রোধে দগ্ধ করার জন্যই শিষ্যদেরকে বললেন—॥৩॥ কুপিত আমার কাছ হতে বিপরীত আচরণকারী অজ্ঞান রাজা দণ্ডের অগ্নিশিখাসম কী ঘোরতর বিপত্তি ঘটবে, তোমরা দেখো॥৪॥ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে যখন সেই দুর্মতি দুরাত্মা স্পর্শ করেছে, অনুচরবর্গসহ সে অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হবে॥৫॥ যখন সেই দুর্বুদ্ধি এইপ্রকার ঘোরতর পাপ করেছে তখন অতি অবশ্যই ঐ পাপাচারের ফল পাবে॥৬॥ পাপকর্মকারী দুর্মতি নরপতি সাতরাতের মধ্যেই সপুত্র, সসৈন্য এবং সবাহন নিহত হবে॥৭॥ প্রভূত ধূলিবর্ষণে ইন্দ্র সেই দুর্মতির রাজ্যের সাতযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ দগ্ধ করে ফেলবেন॥৮॥ সেই ভূভাগের স্থাবর ও জঙ্গম যতো প্রাণী আছে, সমস্তই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হবে॥৯॥ দণ্ডের শাসনে থাকা রাজ্যের প্রাণিমাত্রেই সাত-রাত্রির মধ্যে ধূলিবর্ষণে অদৃশ্য হবে ॥১০॥ এই কথা বলার পরে ঋষি ক্রোধে অরক্তিমচক্ষু হয়ে আশ্রমবাসিগণকে বললেন, দণ্ড-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে অবস্থান করো॥১১॥ শুক্রাচার্যের কথা শুনে আশ্রমবাসিজন দণ্ডরাজ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হলো। রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থান করতে লাগলো॥১২॥ তাদেরকে এইকথা বলে (শুক্রাচার্য) অরজাকে বললেন, দুর্বুদ্ধি, নিজের মনকে একাগ্র করে সমাহিতচিত্তে আশ্রমেই অবস্থান করো॥১৩॥ অরজে, নিশ্চিন্ত হয়ে যোজনব্যাপী বিস্তৃত মনোহর সরোবরে বাস করে নিজের অপরাধক্ষয়ের জন্যে সময়ের অপেক্ষা করো॥১৪॥ এই সাত-রাতের মধ্যে যে সকলপ্রাণী তোমার কাছে এসে অবস্থান করবে, নিশ্চয়ই তারা ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হবে না॥১৫॥ ব্রহ্মর্ষির এইমতো অনুজ্ঞা শুনে ভৃগুতনয়া অরজা অতীব

*শ্রুত্বা নিয়োগং ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা। তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশ দুঃখিতা॥১৬
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসমন্যত্র সমকারয়ৎ। তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সভৃত্যবলবাহনম্॥১৭
সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা। তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিন্ধ্যশৈবলয়োর্নৃপ॥১৮
শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্মে সহিতে কৃতে। ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে॥১৯
তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতোঽভবৎ। এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব॥২০
সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ততে। এতে মহর্ষয়ঃ সর্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ॥২১
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র আদিত্যং পর্যুপাসতে। স তৈর্ব্রাহ্মণমভ্যস্তং সহিতৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
রবিরস্তঙ্গতো রাম গচ্ছোদকমুপস্পৃশ॥২২*

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

দুঃখিতা হয়ে পিতাকে বললেন—'তাই হোক'॥১৬॥ অতঃপর শুক্রাচার্য অন্যত্র গিয়ে বাস করলেন। হে নরেন্দ্র, দণ্ডের রাজ্য....॥১৭॥ ভৃত্য-বল-বাহনসহ ব্রহ্মবাদীর অব্যর্থ অভিসম্পাতে ভস্মসাৎ হয়ে গেলো। বিন্ধ্য ও শৈবলপর্বত মধ্যবর্তী এই সেই দণ্ডরাজ্য....॥১৮॥ দুরাত্মার অপরাধে ব্রহ্মর্ষির অভিশাপে এইমতো ভস্মীভূত হয়। তখন থেকেই এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত॥১৯॥ তারপরে তপস্বিগণ এখানে বাস করেছিলেন বলে একে জনস্থান বলা হয়েছে। রাঘব, আমাকে যা জিজ্ঞেসা করেছিলেন তৎসমূহ আপনাকে বললাম॥২০॥ বীর, সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতীত হচ্ছে। মহর্ষিগণ সকলে পূর্ণকলশে....॥২১॥ সূর্য উপাসনা করছেন, হে নরশ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিন্ বিপ্রগণের নিকট ব্রাহ্মণে (বেদাংশে) উল্লিখিত মন্ত্রস্তুতি শুনে পূজাগ্রহণপূর্বক অস্ত যাচ্ছেন। তাই আপনিও গিয়ে আচমন ও স্নানাদি করুন *(সন্ধ্যা-অর্চনার আগে)*॥২২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
একাশীতিতম (৮১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

অগস্ত্যাশ্রমাদযোধ্যায়ং শ্রীরামস্য প্রত্যাবর্তনম্

*ঋষের্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্। অপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যমপ্সরোগণসেবিতম্॥১
তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্। আশ্রমং প্রাবিশদ্ রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ॥২
তস্যাগস্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্। শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকল্পয়ৎ॥৩
স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্। প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ॥৪
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় কৃত্বাহ্নিকমরিন্দমঃ। ঋষিং সমুপচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ॥৫*

দ্ব্যশীতিতম (৮২) সর্গ

অগস্ত্যাশ্রম হতে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামের প্রত্যাবর্তন

ঋষিবাক্য শ্রবণ করে রাম সন্ধ্যা-অর্চনার জন্যে অপ্সরোগণ-সেবিত সেই পুণ্য সরসী-সমীপে গমন করলেন॥১॥ তথায় আচমনপূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে পুনরায় তিনি কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন॥২॥ অগস্ত্য তখন ফল-মূল-ওষধি ও পবিত্র শালীধানের চাল হতে প্রস্তুত বিবিধ উত্তম আহার্য তাঁকে ভোজনার্থ প্রদান করলেন॥৩॥ নরশ্রেষ্ঠও (রামও) অমৃতসদৃশ আহার্যসমূহ গ্রহণপূর্বক প্রীত ও পরিতুষ্ট হয়ে তথায় যামিনী-যাপন করলেন॥৪॥ অরিন্দম রঘূত্তম (রাম) অনন্তর প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করে প্রাতঃকরণীয় কার্যসমূহ সম্পন্নকরত স্বভবনে গমন করতে ইচ্ছুক হয়ে মহর্ষি-সকাশে সমুপস্থিত হলেন ॥৫॥ কুম্ভসম্ভব মহর্ষিকে প্রণিপাতপূর্বক রাম বললেন, নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করার নিমিত্ত

অভিবাদ্যাব্রবীদ্ রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্। আপৃচ্ছে স্বাং পুরীং গন্তুং মামনুজ্ঞাতুমর্হাসি॥৬
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ। দ্রষ্টুং চৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ॥৭
তথা বদতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্। উবাচ পরমপ্রীতো ধর্মনেত্রস্তপোধনঃ॥৮
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্। পাবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন॥৯
মুহূর্তমপি রাম ত্বাং যেঽনুপশ্যন্তি কেচন। পাবিতাঃ স্বর্গভূতাশ্চ পূজ্যান্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ॥১০
যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভুবি। হতাস্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ॥১১
ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্বদেহিনাম্। ভুবি ত্বাং কথয়ন্তো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘবঃ॥১২
ত্বং গচ্ছারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্। প্রশাধি রাজ্যং ধর্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্॥১৩
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ। অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমৃষিং সত্যশীলিনম্॥১৪
অভিবাদ্য ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ সর্বাংস্তপোধনান্। অধ্যারোহৎ তদব্যগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্॥১৫
তং প্রযান্তং মুনিগণা আশীর্বাদৈঃ সমন্ততঃ। অপূজয়ন্ মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ॥১৬
খস্থঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে। শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে॥১৭
ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ। অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষামবাতরৎ॥১৮
ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্। বিসর্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চ প্রভুঃ॥১৯
কাক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ। লক্ষ্মণঃ ভরতশ্চৈব গত্বা তৌ লঘুবিক্রমৌ।
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাপয়ত মা চিরম্॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

অনুমতি নিতে এসেছি আপনার নিকট। অনুগ্রহ করে অনুমোদন দিন॥৬॥ আপনাকে দর্শন করে আমি ধন্য। এবং অনুগৃহীত। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে সময়ান্তরে পুনর্বার আপনাকে দর্শন করতে আসবো॥৭॥ কাকুৎস্থ (রাম) এইমতো অত্যন্ত অদ্‌ভুত-বাক্য বললে পর ধর্মদর্শী তপোনিধি পরম প্রীত হয়ে বললেন—॥৮॥ রাম, আপনার এইবাক্য পরম অদ্‌ভুত এবং মহার্ঘ। রঘুনন্দন, নিখিল চরাচরকে আপনিই পরিশুদ্ধ করতে সমর্থ॥৯॥ রাম, মুহূর্তমাত্রও যিনি আপনাকে দর্শন করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই লোকপাবক স্বর্গের অধিকারী হন। হয়ে থাকেন সুরগণেরো বন্দিত॥১০॥ প্রাণিগণ যারা আপনাকে কু-নজরে দেখে, অবিলম্বে তারা নরকগামী হয়ে যমদণ্ড প্রাপ্ত হয়॥১১॥ রঘুশ্রেষ্ঠ, দেহধারিগণের কাছে আপনি এতোখানিই পবিত্র যে, আপনার লীলাকীর্তন করলেই পৃথিবীবাসী প্রাণিকুল সিদ্ধিলাভ করে॥১২॥ নিশ্চিন্তমনে যাত্রা করুন। পথে আপনার কোনো ভয় নেই। রাজ্য-শাসন করুন ধর্মানুশাসন মতে। কেননা আপনিই জগতের পরম আশ্রয়॥১৩॥ মুনি এইমতো বললে, প্রাজ্ঞ নৃপতি (রাম) করজোড়ে সত্যশীল ঋষিকে প্রণতি জানালেন॥১৪॥ ঋষিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য) এবং তথাকার অপরাপর তপোনিধিসকলকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে হেমবিভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করলেন॥১৫॥ ইন্দ্রকে যেমন অমরগণ সংবর্ধিত করেন, মুনিগণও তদনুরূপ আশীর্বাদ ও সংবর্ধনা জানালেন স্বভবনে প্রস্থানোদ্যোগী রামকে॥১৬॥ আকাশোপরি সুবর্ণভূষিত পুষ্পক রথারোহী রামকে তৎকালে বর্ষাকালীন মেঘের সমীপস্থ শশধরের সমান মনে হচ্ছিলো॥১৭॥ স্থানে স্থানে জনপদবাসিগণের পূজা লাভ করে অবশেষে কাকুৎস্থ (রাম) অযোধ্যাপুরীতে মধ্যাহ্নকালে মধ্যমকক্ষায় অবতরণ করলেন *(অগস্ত্যাশ্রম হতে বিদায় নিয়ে। পুষ্পক বিমান হতে)*॥১৮॥ ইচ্ছামতো গতিতে গমনশীল মনোহর বিমান পুষ্পককে অতঃপর বিসর্জন দিলেন তিনি। বললেন, তুমি এবার গমন করো॥১৯॥ অতঃপর কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে বললেন, যাও, বিক্রম-প্রকাশে ক্ষিপ্র ভরত ও লক্ষ্মণের কাছে শীগ্‌গির গিয়ে আমার আগমনবার্তা জানাও। গিয়ে তাঁদেরকে অবিলম্বে আমার সকাশে আসার কথা বলো॥২০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের দ্ব্যশীতিতম (৮২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ভরতস্য বাক্যেন শ্রীরামস্য রাজসূয়যজ্ঞকরণেচ্ছায়া নিবৃত্তিঃ

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥১
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ। পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥২
কৃতং ময়া যথা তথ্যং দ্বিজকার্যমনুত্তমম্। ধর্মসেতুমথো ভূয়ঃ কর্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ॥৩
অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্মসেতুর্মতো মম। ধর্মপ্রবচনং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্॥৪
যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্। সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্মস্তু শাশ্বতঃ॥৫
ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ। সুহুতেন সুযজ্ঞেন বরুণত্বমুপাগমৎ॥৬
সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ। প্রাপ্তশ্চ সর্বলোকেষু কীর্তিং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥৭
অস্মিন্নহনি যচ্ছ্রেয়শ্চিন্ত্যতাং তন্ময়া সহ। হিতং চায়তিযুক্তঞ্চ প্রযতৌ বক্তুমর্হথঃ॥৮
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥৯
ত্বয়ি ধর্মঃ পরঃ সাধো ত্বয়ি সর্বা বসুন্ধরা। প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম॥১০
মহীপালাশ্চ সর্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ। নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্॥১১
পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্ রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল। পৃথিব্যা গতিভূতোঽসি প্রাণিনামপি রাঘব॥১২
স ত্বমেবং বিধং যজ্ঞমাহর্তাসি কথং নৃপ। পৃথিব্যা রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে॥১৩
পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ। সর্বেষাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্বকোপজঃ॥১৪

ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ

ভরতের বাক্যে শ্রীরামের রাজসূয়-যজ্ঞ করার ইচ্ছা হতে নিবৃত্তি

অক্লেশে মহান কর্ম যিনি করতে পারেন সেই রামের কথা শুনে ভরত ও লক্ষ্মণ-এই কুমারদ্বয়কে ডেকে এনে দ্বারী তাঁদের আগমনবার্তা রাঘবকে (রামকে) নিবেদন করলো॥১॥ সমুপস্থিত ভরত এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে রাঘব তাঁদেরকে বললেন—॥২॥ হে রঘুকুল রাজকুমারদ্বয়, ব্রাহ্মণগণের পরম হিতকারী আকাঙ্ক্ষিত কার্যসমূহ যথার্থভাবে মৎকর্তৃক সম্পাদিত। এক্ষণে আমি পুনর্বার রাজধর্মের চরমসীমারূপ রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার অভিলাষী॥৩॥ আমার বিবেচনায় ধর্মসেতু অক্ষয়। এবং অবিনাশী ফলপ্রদানকারী। এটিই ধর্মের পোষক। সমূহপাপের বিনাশক *(ধর্মসেতু—রাজসূয়)* ॥৪॥ তোমরা দু'জনে আমার আত্মা। সেজন্যে আমার অভিলাষ এই — তোমাদের সঙ্গে একযোগে সর্বোত্তম যজ্ঞ রাজসূয়'র অনুষ্ঠান করি। কেননা এতেই রাজার শাশ্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত॥৫॥ শত্রুনাশন মিত্রদেব উত্তম আহুতিযুক্ত রাজসূয়'র অনুষ্ঠান করে বরুণত্ব লাভ করেছেন॥৬॥ ধর্মাত্মা সোমদেব ধর্মানুশাসন অনুসারে রাজসূয় সাধন করে কীর্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন সর্বলোকে॥৭॥ তাই আজই তোমরা সুচিন্তিতভাবে পরামর্শ দাও যাতে আমার সঙ্গে মিলে কার্য করলে মঙ্গল হবে *(ইহলোকে এবং পরলোকে)* ॥৮॥ রাঘবের বাক্য শ্রুত হয়ে বাক্যনিপুণ ভরত করজোড় হয়ে বললেন—॥৯॥ হে সাধু, আপনাতেই উত্তম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অমিতবিক্রম মহাবাহো, যশ এবং সমগ্রা বসুন্ধরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আপনার মধ্যেই॥১০॥ সুরগণ যেমন প্রজাপতিকে মহাত্মা ও লোকনাথ বলে জানেন এবং মানেন তদনুরূপ আমরা এবং মহীপালবৃন্দ আপনাকেই জানি মহাত্মা এবং লোকনাথ হিসেবে॥১১॥ হে মহাবল রাজন্, নৃপতিগণ আপনাকে সেইভাবেই দেখেন যেভাবে পুত্রগণ দেখে পিতাকে (সম্মান দেন)। রাঘব, সমগ্র প্রাণিকুল ও সমগ্রা পৃথিবীর আপনি আশ্রয়॥১২॥ রাজন, অতঃপর আপনি কীপ্রকারে এমতো যজ্ঞের অভিলাষ করছেন? এতে তো পৃথিবীর সমূহ রাজবংশের বিনাশ হবে! ॥১৩॥ পুরুষার্থী যতো নৃপতি পৃথিবীতে রয়েছেন তাঁদের সকলের কোপে বিনষ্ট হয়ে যাবে এই যজ্ঞ॥১৪॥ অমিতবিক্রম পুরুষশ্রেষ্ঠ,

সর্বং পুরুষশার্দূল গুণৈরতুলবিক্রম। পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ততে॥১৫
ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা। প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥১৬
উবাচ চ শুভং বাক্যং কৈকেয্যানন্দবর্ধনম্। প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টোঽস্মি তবাদ্য বচনেঽনঘ॥১৭
ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাগতম্। ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্॥১৮
এষ্যদস্মদভিপ্রায়াদ্ রাজসূয়াৎ ক্রতূত্তমাৎ। নিবর্তয়ামি ধর্মজ্ঞ তব সুব্যাহৃতেন চ॥১৯
লোকপীডাকরং কর্ম ন কর্তব্যং বিচক্ষণৈঃ। বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ।
তস্মাচ্ছৃণোমি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

সমগ্রা ধরিত্রী আপনার বশীভূতা। তাই জগতের প্রাণিকুলকে বিনাশ করা আপনার উচিত কাজ হবে না॥১৫॥ ভরতের এইপ্রকার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করে সত্যপরাক্রম রাম অতিশয় আনন্দলাভ করলেন॥১৬॥ কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন ভরতকে মঙ্গলময় বাক্যে বললেন, হে নিষ্‌পাপ, তোমার বচন শুনে আজ আমি অতীব প্রীত ও পরিতুষ্ট॥১৭॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার মুখনিঃসৃত উদার ও ধর্মসঙ্গত কথা পৃথিবীকে রক্ষা করবে॥১৮॥ ধর্মজ্ঞ, তোমারি সাধুবাক্য শুনে আমার অভিপ্রেত সর্বোৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞ করা থেকে বিরত হচ্ছি আমি॥১৯॥ লোকের কাছে যা ক্লেশদায়ী এমতো কার্য করা বিচক্ষণের উচিত নয়। হে লক্ষ্মণাগ্রজ, হে মহাবল, শুভবাক্য বালককর্তৃক কথিত হলেও তা গ্রহণ করা কর্তব্য। আর সেজন্যেই তোমার যুক্তিনিষ্ঠ বাক্য আমি শ্রবণ করলাম॥২০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

অশ্বমেধযজ্ঞং প্রস্তূয় লক্ষ্মণেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুরবৃত্তান্তস্য কথনম্, বৃত্রাসুরস্য তপস্যা, শ্রীভগবদ্‌বিষ্ণুসমীপং গত্বা বৃত্রাসুরবধায়েন্দ্রস্যানুরোধশ্চ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি। লক্ষ্মণোঽথ শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্॥১
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্। পাবনস্তব দুর্ধর্ষো রোচতাং রঘুনন্দন॥২
শ্রূয়তে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাত্মনি। ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রো হয়মেধেন পাবিতঃ॥৩
পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে। বৃত্রো নাম মহানাসীদ্ দৈতেয়ো লোকসম্মতঃ॥৪
বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্ত্রিগুণং ততঃ। অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ স্নেহাৎ পশ্যতি সর্বতঃ॥৫

চতুরাশীতিতম (৮৪) সর্গ

অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য প্রস্তাব জানিয়ে লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত কথন। বৃত্রাসুরের তপস্যা। ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের অনুনয়।

মহাত্মা রাম এবং ভরতের এইপ্রকার কথোপকথনের সমাপন ঘটলে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ হিতকরবাক্যে বললেন—॥১॥ হে রঘুনন্দন (রাম), অশ্বমেধ-নামক মহান যজ্ঞ সর্বপাপবিনাশক। পরম পাবন। এবং সুদুষ্‌কর। তাই আপনি তারই অনুষ্ঠানে ব্রতী হোন॥২॥ মহাত্মা বাসব ব্রহ্মহত্যা করে অবশেষে অশ্বমেধ দ্বারা যে প্রকারে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, অনুরূপ একটি পুরাকাহিনীও প্রচলিত আছে॥৩॥ হে মহাবাহু, পুরাকালে দেবগণ এবং অসুরেরা সৌহার্দভাবাপন্ন হয়ে একত্রে বাস করতো। তৎকালে বৃত্র নামে এক মহা-অসুর ছিলো। লোকে তার সমাদর করতো॥৪॥ তার অবয়ব ছিলো শতযোজনব্যাপী বিস্তৃত এবং তিন'শ যোজন পর্যন্ত সমুচ্চ। অনুরাগভরে সে ত্রিলোককে সস্নেহে দেখতো॥৫॥ ধর্মাত্মা, কৃতজ্ঞ এবং

ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ। শশাস পৃথিবীং স্ফীতাং ধর্মেণ সুসমাহিতঃ॥৬
তস্মিন্ প্রশাসিত তদা সর্বকামদুঘা মহী। রসবন্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ॥৭
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ। স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙ্‌ক্তে স্ফীতমদ্ভুতদর্শনম্॥৮
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্যামনুত্তমম্। তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরৎ সুখম্॥৯
স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্। তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্বদেবতাঃ॥১০
তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্তবৎ। বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥১১
তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্বে বিনির্জিতাঃ। বলবান্ স হি ধর্মাত্মা নৈনাং শক্ষ্যামি শাসিতুম্॥১২
যদ্যসৌ তপ আতিষ্ঠেদ্ ভূয় এব সুরেশ্বর। যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদস্য বশানুগাঃ॥১৩
তং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল। ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর॥১৪
যদা হি প্রীতিসংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতঃ। তদা প্রভৃতি লোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্॥১৫
স ত্বং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ। ত্বৎকৃতেন হি সর্বং স্যাৎ প্রশান্তমরুজং জগৎ॥১৬
ইমে হি সর্বে বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ। বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্ব হ॥১৭
ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেষাং মহাত্মনাম্। অসহ্যমিদমন্যেষামগতীনাং গতির্ভবান্॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ।

জ্ঞানী বৃত্র অতি সাবধানে রত্ন ও শস্যসমৃদ্ধা সমগ্রা বসুধাকে শাসন করতো॥৬॥ যখন যে রাজ্য-শাসন করতো, পৃথিবী তখন সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করতেন। ফুল, ফল-মূল ও তখন হয়েছিলো রসসিক্ত॥৭॥ মহাত্মা, কর্ষণ ছাড়াই পৃথিবী ধনধান্যে সমৃদ্ধা হয়ে থাকতেন সর্বদা (অন্নশস্যাদি বিনা আয়াসে উৎপন্ন হতো)। সে (বৃত্র) এইপ্রকার সমৃদ্ধ ও অদ্‌ভুত রাজ্য ভোগ করছিলো॥৮॥ একসময়ে তার মনের মধ্যে অভিলাষ জাগলো, আমি উত্তম তপস্যা করবো। তপস্যাই পরম শ্রেয়। অপরাপর সুখ আদতে মোহমাত্র॥৯॥ আপনার জ্যেষ্ঠ-পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে বৃত্র পুরবাসিজনের ভার তারই উপর ন্যস্ত করলো। অনন্তর কঠিন তপশ্চর্যা করতে শুরু করে সুরসমূহকে সন্তাপিত করতে লাগলো॥১০॥ বৃত্র এইপ্রকার তপস্যা করতে থাকলে পর বাসব অতীব আর্ত হয়ে বিষ্ণুসকাশে গমন করে বললেন—॥১১॥ হে মহাবাহো, তপস্যা করে সে (বৃত্র) সমূহ লোক জয় করেছে। ঐ ধর্মাত্মা বলীয়ান (তপস্যাবলে)। তাকে আমি শাসন করতে পারছি না॥১২॥ হে সুরেশ্বর, সে যদি আরো কিছুকাল তপস্যা চালিয়ে যায়, তাহলে যে পর্যন্ত ত্রিলোক থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত আমাদেরকে তার বশীভূত হয়ে থাকতে হবে॥১৩॥ হে সুরেশ্বর, হে মহাবল, পরম উদার ঐ অসুরকে আপনি উপেক্ষা করছেন (তাই সে শক্তিশালী হচ্ছে)। আপনি যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহলে সে ক্ষণকালও জীবিত থাকতে পারবে না॥১৪॥ হে বিষ্ণু, যখন থেকে আপনার সঙ্গে তার সৌহার্দ হয়েছে, তখন থেকেই সে লোকসমূহের আধিপত্য লাভ করেছে॥১৫॥ এমতাবস্থায় সত্বর আপনি একনিষ্ঠভাবে লোকসমূহের উপর কৃপা করুন। কেবলমাত্র আপনি রক্ষা করলেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত এবং স্বস্থ হবে॥১৬॥ হে বিষ্ণো, দেবগণ সকলে আপনার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। সে জন্যে দুর্জয় বৃত্রকে বধ করে আপনি তাঁদেরকে সহায়তা করুন॥১৭॥ প্রভো, পূর্বে প্রতিনিয়ত আপনি মহাত্মা দেবগণের সাহায্য করেছেন। যদিও আপনার এই সহযোগ দৈত্যগণের পক্ষে অসহনীয় ঠেকবে, তবু আপনিই আমাদের একমাত্র গতি॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

চতুরাশীতিতম (৮৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ইন্দ্র-বজ্রাদিষু ভগবদ্‌বিষ্ণুতেজসঃ প্রবেশঃ, ইন্দ্রবজ্রেণ বৃত্রাসুরস্য সংহারঃ, ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্তস্যেন্দ্রস্য অন্ধকারময়প্রদেশে গমনঞ্চ

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ। বৃত্রঘাতমশেষেণ কথয়েত্যাহ সুব্রত॥১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ। ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুব্রতঃ॥২
সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্। বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্॥৩
পূর্বং সৌহৃদবদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্যেহ মহাত্মনঃ। তেন যুস্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হন্মি মহাসুরম্॥৪
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং সুখমুত্তমম্। তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি॥৫
ত্রেধাভুতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ। তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥৬
একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু। তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি॥৭
তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্। এবমেতন্ন সন্দেহো যথা বদসি দৈত্যহন্॥৮
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ। ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্বেন তেজসা॥৯
ততঃ সর্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ। তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ॥১০
তেঽপশ্যংস্তেজসা ভূতং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্। পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাম্বরম্॥১১
দৃষ্ট্বৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্। কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ॥১২

পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ

ইন্দ্র এবং বজ্র আদিতে ভগবান বিষ্ণুর তেজের প্রবেশ। ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ। ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত ইন্দ্রের অন্ধকারময় প্রদেশে গমন।

শত্রুজয়ী (রাম) তৎকালে লক্ষ্মণের কথা শুনে বললেন, সুব্রতে, বৃত্রসংহার বৃত্তান্ত সবিস্তারে তুমি বর্ণনা করো॥১॥ রাঘব এইপ্রকার আজ্ঞা দিলে সুমিত্রার আনন্দবর্ধন সুব্রত (লক্ষ্মণ) পুনরায় দিব্য সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে শুরু করলেন॥২॥ সহস্রাক্ষের (ইন্দ্রের) এবং দেবগণ সকলের বাক্য শুনে বিষ্ণু তখন ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে বললেন—॥৩॥ তোমাদের প্রার্থনা করার আগে হতেই আমি মহাত্মা বৃত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বৃত্রবধ তোমাদের প্রিয় হলেও সম্প্রতি আমার দ্বারা সেই মহাসুরকে সংহার করা সম্ভব নয়॥৪॥ উপরন্তু তোমাদের উত্তম সুখের ব্যবস্থা করাও আমার অবশ্য-কর্তব্য। সেজন্যে যে উপায়ে বৃত্রকে বধ করতে সহস্রাক্ষ সক্ষম হবে তার কথা বলি। শোনো॥৫॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, আমার স্বরূপভূত তেজকে আমি তিনভাগে ভাগ করবো, যাতে সহস্রাক্ষ বৃত্রকে বধ করতে সমর্থ হবে॥৬॥ সেই তেজের প্রথমভাগ প্রবেশ করবে বাসবের মধ্যে। দ্বিতীয় ভাগ বজ্রমধ্যে। এবং তৃতীয় অংশটি গমন করবে ভূভাগে। আর তা হলেই বাসব বৃত্রকে বধ করতে সমর্থ হবে॥৭॥ দেবেশ্বর বিষ্ণু এইপ্রকার বললে দেবগণ বললেন, হে দৈত্যবিনাশকারিন্, আপনি যা বললেন তাই হবে, এতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই॥৮॥ হে পরমোদার (প্রভু), আপনার কল্যাণ হোক। এখন আমরা বৃত্র-বধের বাসনায় প্রস্থান করি। আর আপনি তেজদ্বারা বাসবকে অনুগৃহীত করুন॥৯॥ মহাসুর বৃত্র যেখানে তপস্যা করছিলো অনন্তর ইন্দ্রসহ সমূহ মহাত্মা দেবগণ সেই অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হলেন॥১০॥ সেখানে গিয়ে দেখলেন, স্বীয় তেজে চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে বৃত্র এইভাবে তপস্যারত যে, নভোমণ্ডলকে দগ্ধ এবং ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করতে করতে সে যেন অবস্থান করছে!॥১১॥ অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখে দেবতারা ভীত হলেন। ভাবতে লাগলেন, এই অসুরকে কিপ্রকারে বধ করা যাবে অথচ আমরাও পরাজিত হবো না!॥১২॥ এইপ্রকার

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ। বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমূর্ধনি॥১৩
কালাগ্নিনেব ঘোরেণ দীপ্তেনেব মহার্চিষা। পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ॥১৪
অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ। চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ॥১৫
তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাশু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি। অপতচ্চাস্য গাত্রেষু তমিন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ॥১৬
হতারয়ঃ প্রনষ্টেন্দ্রাঃ দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্॥১৭
ত্বং গতিঃ পরমেশান পূর্বজো জগতঃ পিতা। রক্ষার্থং সর্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্॥১৮
হতশ্চায়ং ত্বয়া বৃত্রো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্। বাধতে সুরশার্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ॥১৯
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ। মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্॥২০
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ। পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ॥২১
এবং সন্দিশ্য তাং বাণীং দেবানাং চামৃতোপমাম্। জগাম বিষ্ণুর্দেবেশঃ স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপম্॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

চিন্তাস্রোতে দেবতারা মগ্ন হলে সহস্রাক্ষ পুরন্দর দুই হাতে বজ্র ধারণ করে বৃত্রাসুরের মস্তকদেশে নিক্ষেপ করলেন॥১৩॥ প্রলয়কালের অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং দীপ্তিমান ছিলো ইন্দ্রের ঐ বজ্র। তা থেকে বিশাল অগ্নিশিখা বার হচ্ছিলো। বজ্রাঘাতে বৃত্রের খণ্ডিত মস্তক যখন পতিত হলো, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সারা বিশ্ব॥১৪॥ নিরপরাধ বৃত্রকে বধ করা উচিত নয়। মহাযশস্বী (ইন্দ্র) তাই চিন্তান্বিত হলেন। সত্বর তিনি লোকসমূহের অন্তে লোকালোক-পর্বত লঙ্ঘন করে অন্ধকারময় অঞ্চলে প্রস্থিত হলেন॥১৫॥ ইন্দ্র প্রস্থিত হলে ব্রহ্মহত্যাস্বরূপ পাপ ও তাঁর অনুগমন করে তাঁর শরীরমধ্যে প্রবেশ করলো। ইন্দ্রও তাতে দুঃখভাগী হলেন॥১৬॥ সুরগণের শত্রু বিনষ্ট হয়েছে। তাই অগ্নি-প্রমুখ দেবগণ ইন্দ্র-বিহীন হয়ে ত্রিভুবনেশ বিষ্ণুর সকাশে গমন করে তাঁকে বারংবার পূজা-অর্চনা করতে লাগলেন—॥১৭॥ হে পরমেশ্বর, সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং আদি পিতা আপনিই। নিখিল প্রাণীর রক্ষার কারণেই এই বিষ্ণুরূপ আপনি ধারণ করেছেন॥১৮॥ হে সুরশার্দূল, আপনিই বৃত্রকে সংহার করেছেন। অথচ এক্ষণে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বাসবকে পীড়া দিচ্ছে। কৃপা করে তাই তাঁর ব্রহ্মহত্যামোচনের উপায় করুন॥১৯॥ দেবতাদের এইমতো বাক্য শুনে বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র আমাকে পূজা করুক। তাহলেই সেই বজ্রধারীকে আমি পবিত্র করবো॥২০॥ পাকশাসন পুণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করলে পুনরায় ইন্দ্রত্ব (ইন্দ্রপদ) প্রাপ্ত হবে। তার কোনো ভয় থাকবে না॥২১॥ সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু দেবতাদেরকে এই অমৃততুল বাক্য বলে সুরগণ'কৃত স্তুতি শুনতে শুনতে পরমধামে গমন করলেন॥২২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষডশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ইন্দ্রং বিনা জগতি অশান্তিঃ, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানেন ইন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যায়া মুক্তিলাভশ্চ

তদা বৃত্রবধং সর্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ। কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষং প্রচক্রমে॥১
ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে। ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে ন বৃত্রহা॥২

ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ

ইন্দ্র বিনা জগতে অশান্তি। অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হতে মুক্তিলাভ।

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বৃত্রবধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে শেষ কথাটি এইপ্রকারে বলতে শুরু করলেন—॥১॥ দেবগণের ভয়প্রদ মহাপরাক্রমী বৃত্র এইমতো নিহত হলে বৃত্রসংহারী শক্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে আক্রান্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন॥২॥ লোকসমূহের শেষ-সীমা আশ্রয় করে, কুণ্ডলী-পাকানো

সোঽন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ। কালং তত্রাবসৎ কশ্চিদ্ বেষ্টমান ইবোরগঃ॥৩
অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ। ভূমিশ্চ ধ্বস্তসঙ্কাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা॥৪
নিঃস্রোতসস্তে সর্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা। সংক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোঽভবৎ॥৫
ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সম্ভ্রান্তমনসঃ সুরাঃ। যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং তং যজ্ঞং সমুপানয়ন্॥৬
ততঃ সর্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ। তং দেশং সমুপাজগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ॥৭
তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষমাবৃতং ব্রহ্মহত্যয়া। তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে॥৮
ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। ববৃতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বর॥৯
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ। অভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং ক্ব মে স্থানং বিধাস্যথ॥১০
তে তামূচুস্ততো দেবাস্তুষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ। চতুর্ধা বিভজাত্মানমাত্মনৈব দুরাসদে॥১১
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্। সন্দধৌ স্থানমন্যত্র বরয়ামাস দুর্বসা॥১২
একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ। চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী॥১৩
ভূম্যামহং সর্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা। বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ॥১৪
যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু। ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী॥১৫
হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদূষকান্। তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ॥১৬
প্রত্যূচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্বসে। তথা ভবতু তৎ সর্বং সাধয়স্ব যদীপ্সিতম্॥১৭
ততঃ প্রীত্যান্বিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে। বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত॥১৮

সাপের মতো বিচেতন হয়ে তিনি অন্ধকারময় সেই স্থানে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন॥৩॥ এদিকে সহস্রাক্ষের অনুপস্থিতিতে সমগ্র সংসার হলো ব্যাকুল। পৃথিবী হলো নীরস। এবং ধ্বস্ত। তথাকার কাননসমূহ গেলো শুকিয়ে॥৪॥ নদী এবং হ্রদসমূহ হলো স্রোত-বিরহিত। অনাবৃষ্টির কারণে জগদ্‌বাসী জীবগণ হলো সংক্ষুব্ধ॥৫॥ লোকসমূহ ক্ষীণ হতে লাগলো। সেজন্যে ব্যাকুলতায় পূর্ণ হতে থাকলো দেবতাদিগের অন্তর। অনন্তর তাঁরা বিষ্ণুর পূর্বকথিত যজ্ঞের বার্তা স্মরণ করলেন॥৬॥ দেবগণ উপাধ্যায় (বৃহস্পতি) এবং মহর্ষিগণের সঙ্গে একযোগে এবার সেইস্থানেই গমন করলেন যেখানে ভয়বিমোহিত ইন্দ্র অবস্থান করছিলেন॥৭॥ সহস্রাক্ষকে তথায় ব্রহ্মহত্যাজনিত কলুষে আবৃত হয়ে অবস্থান করতে দেখে তাঁরা তাঁকে সামনে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন॥৮॥ হে নরেন্দ্র, ব্রহ্মহত্যা হতে পূত হবার জন্যে এইপ্রকারে মহাত্মা মহেন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হলো॥৯॥ যজ্ঞসমাপনান্তে অতঃপর 'ব্রহ্মহত্যা' (বহির্গত হয়ে) বললো (দেবগণকে উদ্দেশ্য করে), কোথায় অবস্থান করবো আমি? আমায় স্থান-নির্দেশ করুন আপনারা॥১০॥ তা শুনে দেবতারা সকলে পরম প্রীত ও পরিতুষ্ট হয়ে তাকে বললেন, দুর্জয় শক্তিমতি ব্রহ্মহত্যে, নিজেকে তুমি চার অংশে বিভক্ত করো॥১১॥ বাসস্থানবিবর্জিত 'ব্রহ্মহত্যা' সুরগণের বাক্যানুসারে নিজেকে চারভাগে বিভক্ত করলো এবং অন্যত্র বস বাসে অভিলাষিণী হয়ে স্থান চাইলো॥১২॥ বললো, প্রথম অংশে আমি কামচারিণী এবং অপরের দর্পবিনাশিনী হয়ে বর্ষাকালের চার মাস জলপূর্ণ নদীসমূহে বাস করবো॥১৩॥ সত্য করে আমি বলি, দ্বিতীয় অংশে আমি সর্বদা বাস করবো ভূমিতলে॥১৪॥ আমার যে তৃতীয় অংশ, তা দর্পপূর্ণা যুবতীসমূহের শরীরে দর্পঘাতিনী তথা পুরুষ-সম্ভোগসুখ বিঘাতিনী হয়ে প্রতিমাসে তিনরাত্রি বাস করবে॥১৫॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, যাঁরা মিথ্যাচার করে অন্যকে কলঙ্কিত করেন না সেই সত্যশীল ব্রাহ্মণদের যারা নিহত করবে তাদেরকে আশ্রয় করবে আমার অবশিষ্ট চতুর্থতম অংশ॥১৬॥ দেবগণ তা শুনে বললেন, দুর্বসে, তুমি যা বললে তাইই হবে। সত্বর নিজের অভীষ্টসাধনে যত্নবতী হও (*দুর্বসা—বাসস্থান-বিবর্জিত*)॥১৭॥ অনন্তর দেবগণ প্রীত হয়ে সহস্রাক্ষকে বন্দনা করলেন। বাসবও হলেন নিশ্চিন্ত। নিষ্পাপ এবং বিশুদ্ধ॥১৮॥ অনন্তর সহস্রাক্ষ স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমগ্র জগৎ প্রশান্ত হলো। শক্রও সেসময়ে পরম অদ্ভুত শক্তিশালী ঐ যজ্ঞের প্রভূত প্রশংসা

প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে। যজ্ঞং চাদ্ভুতসঙ্কাশং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ॥১৯
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রসাদো রঘুনন্দন। যজস্ব সুমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিব॥২০
ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃপতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষডশীতিতমঃ সর্গঃ।

করলেন॥১৯॥ হে মহাভাগ নৃপশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন, অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রভাব এইপ্রকার। আপনিও তাই অশ্বমেধ যজ্ঞই করুন॥২০॥ মহেন্দ্রতুল পরাক্রমশীল ও বলশালী মহাত্মা মহারাজ (রাম) লক্ষ্মণের এইপ্রকার মনোহারী উত্তমবাক্য শুনে হৃদয়ে অতীব হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হলেন॥২১॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামেণ লক্ষ্মণসমীপে রাজ্ঞ ইলস্য কথায়া বর্ণনম্, রাজ্ঞ ইলস্যৈকৈকমাসং যাবৎ স্ত্রীত্ব-পুরুষত্বপ্রাপ্তিশ্চ

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ॥১
এবমেব নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ। বৃত্রঘাতমশেষেণ বাজিমেধফলঞ্চ যৎ॥২
শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দমস্য প্রজাপতেঃ। পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ॥৩
স রাজা পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহাযশাঃ। রাজ্যং চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্যপালয়ৎ॥৪
সুরৈশ্চ পরমোদারৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাধনৈঃ। নাগ-রাক্ষস-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাত্মভিঃ॥৫
পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্তৈ রঘুনন্দন। অবিভ্যংশ্চ ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য মহাত্মনঃ॥৬
স রাজা তাদৃশোঽপ্যাসীদ্ ধর্মে বীর্যে চ নিষ্ঠিতঃ। বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ॥৭
স প্রচক্রে মহাবাহুর্মৃগয়াং রুচিরে বনে। চৈত্রে মনোরমে মাসে সভৃত্য-বল-বাহনঃ॥৮
প্রজঘ্নে স নৃপোঽরণ্যে মৃগাঞ্ছতসহস্রশঃ। হত্বৈব তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ॥৯
নানামৃগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা। যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে॥১০

সপ্তাশীতিতম (৮৭) সর্গ

শ্রীরামকর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে রাজা ইলের উপাখ্যান বর্ণনা। রাজা ইলের একেকমাস পর্যন্ত স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব প্রাপ্তি।

বাক্যনিপুণ মহাতেজা রাঘব লক্ষ্মণের কথা শুনে স্মিত হেসে প্রত্যুত্তর করলেন—॥১॥ নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, বৃত্রবধের সমূহ বৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয়ে যা বর্ণনা করলে বাস্তবে তা এমতোই ঘটেছিলো॥২॥ সৌম্য, শুনেছি পুরাকালে বাহ্লীক-দেশে কর্দম প্রজাপতির এক পুত্র ছিলেন। ধর্মাত্মা সেই পুত্রের নাম শ্রীমান ইল॥৩॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, মহযশা সেই মহীপতি সমগ্র পৃথিবী স্বীয় বশে এনে নিয়ে রাজ্যের প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করতেন॥৪॥ সৌম্য, উদারস্বভাব দেবতাগণ, মহাধন দৈত্যেরা এবং মহাবল নাগ-রাক্ষস-গন্ধর্ব-যক্ষ প্রমুখ....॥৫॥ সকলে সভয়ে তাঁর স্তুতি করতেন। হে রঘুনন্দন, মহাত্মা ঐ নৃপতি ক্রোধাবিষ্ট হলে সারা ত্রিলোক (ত্রিলোকবাসী সকলপ্রাণী) সন্ত্রস্ত হতো॥৬॥ এইপ্রকার প্রভাবশালী হলেও মহাযশা পরমোদার বাহ্লীকেশ নিজের বুদ্ধিতে ধর্ম এবং পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন॥৭॥ একদা মনোরম এক বসন্তকালে মহাবাহু (ইল) ভৃত্য-সৈন্য এবং বাহনাদির সঙ্গে মনোহর এক বনে মৃগয়া করতে গেলেন॥৮॥ মহাত্মা নৃপতি বনমধ্যে শত শত, সহস্র সহস্র মৃগ বধ করার পরও তৃপ্ত হলেন না॥৯॥ ইলের হাতে মৃগাদি দশ-সহস্র পশু নিহত হলো। অতঃপর ভয়ে সেই পশুরা মহাসেন যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথায় গমন করলো॥১০॥ দেবেশ্বর দুর্জয় শঙ্কর অনুচরবর্গসহ শৈলরাজনন্দিনীর

তস্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ। রময়ামাস দুর্ধর্ষঃ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ॥১১
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানমুমেশো গোপতিধ্বজঃ। দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সংস্তস্মিন্ পর্বতনির্ঝরে॥১২
যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ। বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনাভবন্॥১৩
যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ। এতস্মিন্নন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ॥১৪
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে। স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যাল-মৃগ-পক্ষিণম॥১৫
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন। তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্দৃষ্ট্বাত্মানং তথাগতম্॥১৬
উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ। ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্॥১৭
জগাম শরণং রাজা সভৃত্য-বল-বাহনঃ। ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥১৮
প্রজাপতিসুতং বাক্যমুবাচ বরদঃ স্বয়ম্। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল॥১৯
পুরুষত্বমৃতে সৌম্য বরং বরয় সুব্রত। ততঃ স রাজা শোকার্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা॥২০
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং সুরোত্তমাৎ। ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ॥২১
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বৈরেবান্তরাত্মনা। ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামসি ভামিনী॥২২
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌম্যেন চক্ষুষা। হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ॥২৩
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা। অর্ধস্য দেবো বরদো বরার্ধস্য তব হ্যহম্॥২৪
তস্মাদর্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রী-পুংসোর্যাবদিচ্ছসি। তদদ্ভুততরং শ্রুত্বা দেব্যা বরমনুত্তমম্॥২৫
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাব্রবীৎ। যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি॥২৬

(উমার) মনোরঞ্জন করছিলেন॥১১॥ ধ্বজায় যাঁর বৃষভের চিহ্ন সুশোভিত, সেই উমাপতি (শঙ্কর) নিজেকে স্ত্রীরূপে প্রকটিত করে দেবী পার্বতীর প্রিয়ার্থে তৎপ্রদেশে পর্বতনির্ঝরে অবস্থান করছিলেন *(রমণরত ছিলেন)* ॥১২॥ তথায় সেই বনদেশে পুরুষপদবাচ্য প্রাণী এবং বৃক্ষ ছিলো যে যে ভাগে, তারা সকলেই স্ত্রীরূপে পরিবর্তিত হয়েছিলো॥১৩॥ সেখানকার চরাচরসমূহ স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হলো। ইত্যবসরে কর্দমপুত্র রাজা ইল....॥১৪॥ সহস্র সহস্র মৃগ নিধন করতে করতে সেই প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানকার সাপ, মৃগ ও পক্ষিসমূহকে দর্শন করলেন স্ত্রীরূপে ॥১৫॥ অনুচরবৃন্দের সঙ্গে নিজেকেও স্ত্রীরূপে দর্শন করলেন। তদবস্থায় এতাদৃশী স্বীয় অবস্থা অবলোকন করে অতিশয় দুঃখিত হলেন তিনি॥১৬॥ এটি উমাপতিরই কাজ একথা জানতে পেরে তিনি নিতান্ত ভীত হলেন। অনন্তর তিনি জটাজূটধারী মহাত্মা শিতিকণ্ঠের *(শিবের)*....॥১৭॥ শরণাপন্ন হলেন ভৃত্য-সৈন্য এবং বাহনাদির সঙ্গে। দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিরজমান বরদাতা মহেশ্বর....॥১৮॥ স্বয়ং স্মিত হেসে প্রজাপতিতনয়কে বললেন, হে কর্দমনন্দন, মহাবল, রাজর্ষি, ওঠো....॥১৯॥ পুরুষত্ব বিনা অন্য যে কোনো বর তুমি প্রার্থনা করো হে সৌম্য, হে সুব্রত। মহাত্মার (শিবের) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সেই (স্ত্রীরূপী) রাজা শোকার্ত হয়ে .....॥২০॥ সুরশ্রেষ্ঠের কাছে অন্য বর প্রার্থনা করলেন না। তীব্র শোকসন্তপ্তা (স্ত্রীরূপী রাজা) রাজা শৈলরাজসুতা...॥২১॥ উমাদেবীকে সর্বান্তঃকরণে প্রণিপাত জানিয়ে বললেন, হে সকল বরের অধীশ্বরী দেবি, আমাকে আপনি বাঞ্ছিত বর দেন। আপনার দর্শন বিফলে যায় না তাই হে ভামিনি,....॥২২॥ প্রসন্ন নয়ানে অনুগ্রহ করে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। শিবসন্নিধানে দেবী রাজর্ষির সেই মনোগত অভিলাষ জেনে....॥২৩॥ মহাদেবের সম্মতি-অনুসারে মঙ্গলময় বাক্যে বললেন, তোমার বর প্রার্থনার নিরিখে আমি শুধু প্রার্থিত বরের অর্ধাংশ দিতে পারি। অপরার্ধ দান করতে পারিবেন মহাদেব॥২৪॥ তাই স্ত্রীরূপধারণ ও পুরুষরূপ ধারণের মধ্যে যা তোমার অভিলষিত হবে, আমার কাছে তাই প্রার্থনা করো। দেবীর এইপ্রকার অত্যুত্তম অদ্ভুত বরার্ধের কথা শুনে....॥২৫॥ আনন্দিত হয়ে রাজা তখন বললেন, হে দেবি, অতুলনীয়া রূপধারিণী আপনি। যদি আমার উপরে প্রসন্না হয়ে থাকেন॥২৬॥ এই বর আমাকে দিন যে, পর্যায়ক্রমে একমাসকাল আমি স্ত্রী এবং পরবর্তী মাস পুরুষ হবো। তার অভিলাষ অবগতিপূর্বক প্রসন্নাবদনা

মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ। ঈপ্সিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরাননা॥২৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি। রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি॥২৮
স্ত্রীভূতশ্চ পরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্। এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কার্দমিঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

দেবী....॥২৭॥ উত্তরে মঙ্গলময় বাক্যে বললেন—তথাস্তু। হে রাজন্, যখন তুমি পুরুষ হবে তখন কিন্তু স্ত্রীভাব স্মরণ করতে পারবে না॥২৮॥ এবং স্ত্রী হলে পৌরুষস্বভাব বিস্মৃত হবে। এইপ্রকারে কর্দমকুমার রাজা (ইল) পর্যায়ক্রমে একমাসকাল পুরুষ এবং পরের মাসে ইলা নাম্নী ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রীলোক হতেন॥২৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম (৮৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

বুধেলয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ, স্ত্রীভ্যঃ 'কিন্নরী'ত্যাখ্যাং দত্ত্বা পর্বতে স্থাতুং বুধস্য নির্দেশশ্চ

তাং কথামৈলসম্বদ্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্। লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ॥১
তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ। বিস্তরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ॥২
কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্তয়ামাস দুর্গতিঃ। পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্তয়ত্যসৌ॥৩
তয়োস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্। কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগমম্॥৪
তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রী ভূত্বা লোকসুন্দরী। তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেঽস্য পূর্বং পদানুগাঃ॥৫
তৎকাননং বিগাহ্যাশু বিজহ্রে লোকসুন্দরী। দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং পদ্ভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা॥৬
বাহনানি চ সর্বাণি সন্ত্যক্ত্বা বৈ সমন্ততঃ। পর্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা॥৭
অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্বতস্যাবিদূরতঃ। সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং নানাপক্ষিগণাযুতম্॥৮
দদর্শ সা ইলা তস্মিন্ বুধং সোমসুতং তদা। জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণং সোমমিবোদিতম্॥৯

অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ

ইল এবং বুধের পরস্পর সাক্ষাৎকার। বুধকর্তৃক সেই স্ত্রীলোকগণকে কিন্নরী নাম দিয়ে পর্বতে বাস করার জন্যে আদেশদান।

রামের দ্বারা কথিত ইলা-সম্পর্কিত বৃত্তান্ত শুনে ভরত এবং লক্ষ্মণ খুবই বিস্মিত হলেন॥১॥ তাঁরা দু'জনে করজোড়ে রামকে মহাত্মা রাজার (ইলের) স্ত্রী-পুরুষভাবলাভের বিশদ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন॥২॥ জানতে চাইলেন, স্ত্রীরূপী হয়ে রাজা তো মহাদুর্গতিতে পতিত হয়েছিলেন! ঐ অবস্থায় তিনি কিভাবে কাল কাটাতেন? পুরুষ হয়েই বা তিনি কালাতিপাত করতেন কি প্রকারে?॥৩॥ তাঁদের এইমতো কৌতূহলোকর জিজ্ঞাসা অবগত হয়ে কাকুৎস্থ (রাম) পুনরায় সেই রাজার বৃত্তান্ত যথাযোগ্যভাবে বলতে লাগলেন॥৪॥ প্রথমমাসে তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হলেন। হলেন ত্রিলোকসুন্দরী। আগে যাঁরা তাকে অনুগমন করে স্ত্রী-ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরাও তাঁকে ঘিরে ছিলেন॥৫॥ (রাজা) কমলনয়না রমণী হয়ে বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা-পরিশোভিত কাননে পদব্রজে বিচরণ করতে লাগলেন॥৬॥ একদিন ইলা (স্ত্রীরূপী রাজা) নিজের বাহনসমূহকে পরিত্যাগ করে পর্বতসমূহের মধ্যভাগে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন॥৭॥ পার্বত্য বনভূমির অনতিদূরে এক মনোহর সরোবর ছিলো। বহুবিধ পক্ষীতে তা সমাকীর্ণ। ও পরিশোভিত॥৮॥ ইলা ঐ সরোবরে সোমসুত বুধকে দেখলেন। উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো তিনি ছিলেন স্বীয় শরীরের আলোকে সমুজ্জ্বল॥৯॥ সরোবরের সলিলমধ্যে তিনি তপস্যা করছিলেন। অপরের অজেয় তিনি। তিনি যশস্বী।

তপন্তঞ্চ তপন্তীব্রমন্তোমধ্যে দুরাসদম্। যশস্করং কামকরং তারুণ্যে পর্যবস্থিতম্॥১০
সা তং জলাশয়ং সর্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা। সহ তৈঃ পূর্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈঃ রঘুনন্দন॥১১
বুধস্তু তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ। নোপলেভে তদাত্মানং স চচাল তদাম্ভসি॥১২
ইলাং নিরীক্ষ্যমাণস্তু ত্রৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্। চিন্তং সমভ্যতিক্রামৎ কা ন্বিয়ং দেবতাধিকা॥১৩
ন দেবীষু ন নাগীষু নাসুরীষ্বপ্সরঃসু চ। দৃষ্টপূর্বা ময়া কাচিদ্ রূপেণানেন শোভিতা॥১৪
সদৃশীয়ং মম ভবেদ্ যদি নান্যপরিগ্রহঃ। ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ কূলমুপাগমৎ॥১৫
আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ। শব্দাপয়ত ধর্মাত্মা তাশ্চৈনঞ্চ ববন্দিরে॥১৬
স তাঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী। কিমর্থমাগতা চৈব সর্বমাখ্যাত মা চিরম্॥১৭
শুভন্তু তস্য তদ্ বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্। শ্রুত্বা স্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বা উচুর্মধুরয়া গিরা॥১৮
অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ততে সদা। অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ॥১৯
তদ্ বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য চ। বিদ্যামাবর্তনীং পুণ্যামাবর্তয়তি স দ্বিজঃ॥২০
সোঽর্থং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা। সর্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ॥২১
অত্র কিংপুরুষীর্ভূত্বা শৈলরোধসি বৎস্যথ। আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্॥২২
মূল-পত্র-ফলৈঃ সর্বা বর্তয়িষ্যথ নিত্যদা। স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষান্নাম ভর্তৄন্ সমুপলপ্স্যথ॥২৩
তাঃ শ্রুত্বা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষীকৃতাঃ। উপাসাঞ্চক্রিরে শৈলং বধ্বস্তা বহুলাস্তদা॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

পূর্ণকাম এবং তরুণ॥১০॥ হে রঘুনন্দন, রাজার সহচর অনুগামিগণ, যারা আগেই স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলো, তাদেরকে নিয়ে তিনি (ইলা) তাঁকে দেখে (বুধকে দর্শন করে) সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগলেন॥১১॥ বুধও তাঁকে দেখে কামশরে পীড়িত হলেন। এবং আত্মসংযম না করতে পেরে জলমধ্যে বিচলিত হলেন॥১২॥ ত্রৈলোক্যের রূপরাশি অপেক্ষা অধিক রূপসী ইলাকে দেখে একমনে তিনি চিন্তা করলেন, দেবসুতা আপেক্ষাও অধিক রূপবতী কে এই স্ত্রীলোক? ॥১৩॥ না দেবী, না নাগকামিনী, না অসুর-রমণী অথবা অপ্সরাদের মধ্যেও এমতো রূপবতী নারী তো আগে কখনো দেখি নি! ॥১৪॥ যদি কেউ এই রমণীকে আগে বিয়ে না করে থাকে তাহলে এই নারী আমারি স্ত্রী হতে পারে। মনে মনে তিনি এইমতো ভেবে জল হতে তীরে উঠে এলেন॥১৫॥ সেই ধর্মাত্মা আশ্রমে আগমনপূর্বক শ্রেষ্ঠা সেই রমণীদেরকে আমন্ত্রণ জানালে তারা সবাই তাঁর সকাশে সমুপস্থিত হয়ে প্রণিপাত জানালো॥১৬॥ অনন্তর সেই ধর্মাত্মা তাদেরকে জানতে চাইলেন, ত্রৈলোক্যসুন্দরী ঐ রমণী কে? কেন তিনি এখানে এসেছেন। সমূহ আমাকে অবগত করাও। কালবিলম্ব কোরো না॥ ১৭॥ নারীগণ এইমতো শ্রুতিমনোহর মধুরাক্ষর শুভবাক্য শ্রবণ করে মধুর-বচনে প্রত্যুত্তর করলো—॥১৮॥ সুনিতম্বিনী এই রমণী আমাদের সদা কর্ত্রী। অবিবাহিতা ইনি। সেজন্যে আমাদের সঙ্গে সতত এই বনদেশে ভ্রমণ করেন॥১৯॥ সেই দ্বিজ (বুধ) রমণীবৃন্দের এই স্পষ্টবাক্য শ্রবণ করে পুণ্যময়ী আবর্তনীবিদ্যার স্মরণ নিলেন॥২০॥ তাতে তিনি অবগত হলেন রাজার (ইলের) সমূহ বৃত্তান্ত। মুনিশ্রেষ্ঠ এবার সেই কামিনীকুলকে বললেন—॥২১॥ কিংপুরুষী হয়ে তোমরা এই পর্বতপ্রদেশে বসবাস করো। অতি সত্বর নিবাস তৈরী করো এই পর্বতে *(কিংপুরুষী—কিন্নরী)*॥২২॥ মূল-পত্র-ফলে তোমাদেরকে জীবন নির্বাহ করতে হবে। এবং তোমরাও কিংপুরুষগণকে ভর্তৃরূপে প্রাপ্ত হবে॥২৩॥ কিংপুরুষী-নাম্নী প্রসিদ্ধ ঐ স্ত্রীগণ সোমপুত্র বুধের কথানুসারে সেই পর্বত-সমীপে আবাসস্থল স্থাপন করলো। সংখ্যায় ছিলো তারা অনেক॥২৪॥

অদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ উনন বতিতমঃ সর্গঃ ॥

বুধেলয়োঃ সমাগমঃ, তেন পুরূরবস উৎপত্তিশ্চ

শ্রুত্বা কিংপুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা। আশ্চর্যমিতি চ ব্রূতামুভৌ রামং জনেশ্বরম্॥১
অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ। কথয়ামাস ধর্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ॥২
সর্বাস্তা বিদ্রুতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীর্ঋষিসত্তমঃ। উবাচ রূপসম্পন্নাং তাং স্ত্রিয়ং প্রহসন্নিব॥৩
সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে। ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুষা॥৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শূন্যে স্বজনবর্জিতে। ইলা সুরুচিরপ্রখ্যং প্রত্যুবাচ মহাপ্রভম্॥৫
অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্তিনী। প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৬
তস্যাস্তদ্ভুতপ্রখ্যং শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ। স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চন্দ্রমসঃ সুতঃ॥৭
বুধস্য মাধবো মাসস্তামিলাং রুচিরাননাম্। গতো রময়তোঽত্যর্থং ক্ষণবৎ তস্য কামিনঃ॥৮
অথ মাসে তু সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ। প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত॥৯
সোঽপশ্যৎ সোমজং তত্র তপন্তং সলিলাশয়ে। ঊর্ধ্ববাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত॥১০
ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ। ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্যং ক্ব নু তে মামকা গতাঃ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্। প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ পরয়া গিরা॥১২
অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ। ত্বঞ্চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দিতঃ॥১৩
সমাশ্বসিহি ভদ্রন্তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ। ফলমূলাশনো বীর নিবসেহ যথাসুখম্॥১৪

উনন বতিতম (৮৯) সর্গ

বুধ এবং ইলার সমাগম। পুরূরবার উৎপত্তি।

কিংপুরুষীগণের উৎপত্তিকথা শুনে ভরত ও লক্ষ্মণ পরস্পর জনেশ্বর রামকে বললেন, এ তো অতি আশ্চর্যজনক আখ্যান॥১॥ ধর্মাত্মা মহাযশা রাম এবার পুনরায় প্রজাপতিনন্দনের (কর্দমের) কথা বলতে শুরু করলেন—॥২॥ কিন্নরীসমূহ পর্বত-প্রান্তে চলে গেলো। এই দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ স্মিত হেসে সেই রূপবতী রমণীকে বললেন—॥৩॥ ওহে সুমুখি, ভগবান সোমের প্রিয় তনয় আমি। হে সুনিতম্বে, আমার প্রতি অনুরাগিণী হয়ে তুমি আমাকে স্নেহের চোখে দেখে ভজনা করো॥৪॥ স্বজনবর্জিত শূন্য সেই প্রদেশে তাঁর কথা শুনে ইলা পরম সুন্দর মহাতেজস্বীকে প্রত্যুত্তরে বললেন—॥৫॥ হে সৌম্য সোমনন্দন, স্বাধীনা আমি। কিন্তু আজ আপনারই বশবর্তিনী হলাম। আপনি আমাকে অনুশাসন অথবা যা ইচ্ছে আপনার তাই করুন॥৬॥ কামবশীভূত চন্দ্রসুত তাঁর (ইলার) এইপ্রকার অদ্‌ভুত বাক্য শ্রবণ করে অতীব হৃষ্ট হলেন। এবং তাঁর সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন॥৭॥ সুবদনা ইলার সঙ্গে অতি-রমণকারী কামোন্মত্ত বুধের সমগ্র বৈশাখ-মাস ক্ষণকালের মতো কেটে গেলো॥৮॥ এদিকে একমাস পরিপূর্ণ হলে পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দরবদন শ্রীমান প্রজাপতি তনয় (রাজা ইল) শয্যাতে জাগরিত হলেন॥৯॥ তিনি দেখলেন, সোমপুত্র সেই সরোবর-সলিলে ঊর্ধ্ববাহু ও অবলম্বন-শূন্য হয়ে তপস্যা নিরত। রাজা তখন তাঁকে বললেন—॥১০॥ ভগবন্, এই দুর্গম পর্বতে আমি অনুচরবৃন্দের সঙ্গে সম্প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। এক্ষণে আমার সেই সৈন্যগণকে দেখছি না কেন? কোথায় গেলো তারা?॥১১॥ রাজা (ইলের) স্মৃতিভ্রংশের (স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি বিষয়ক) কারণে এরকম উচ্চারিত বাক্য শুনে তিনি (বুধ) তখন তাঁকে উত্তমবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে শুভবাক্যে বললেন—॥১২॥ ভীষণ শিলাবর্ষণে নিহত হয়েছে তোমার অনুচরবর্গ। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ঝড়-বৃষ্টিতে তুমি এই আশ্রমপদে সুপ্ত হয়েছিলে॥১৩॥ হে বীর, ধৈর্যধারণ করো তুমি। মঙ্গল হোক তোমার। নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে ফলমূল ভোজনপূর্বক যথাসুখে এইখানে তুমি অবস্থান করো॥১৪॥ মহামতি (ইল) তাঁর (বুধের) বাক্যে সমাশ্বাসিত হয়ে ভৃত্যগণের বিনাশের কারণে দীনচিত্তে প্রত্যুত্তর

স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহামতিঃ। প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ॥১৫
তক্ষ্যাম্যহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ। বর্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি॥১৬
সুতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ। শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে॥১৭
নহি শক্ষ্যাম্যহং হিত্বা ভৃত্যদারান্ সুখান্বিতান্। প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ॥১৮
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্ভুতম্। সান্ত্বপূর্বমথোবাচ বাসস্ত ইহ রোচতাম্॥১৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যঃ কার্দমেয় মহাবল। সংবৎসরোষিতস্যেহ কারয়িষ্যমি তে হিতম্॥২০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা॥২১
মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ত্যনিশং সদা। মাসং পুরুষভাবেন ধর্মবুদ্ধিং চকার সঃ॥২২
ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্। জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমূর্জিতম্॥২৩
জাতমাত্রে সুশ্রোণী পিতুর্হস্তে ন্যবেশয়ৎ। বুধস্য সমবর্ণঞ্চ ইলা পুত্রং মহাবলম্॥২৪
বুধস্তু পুরুষীভূতং স বৈ সংবৎসরান্তরম্। কথাভী রময়ামাস ধর্মযুক্তাভিরাত্মবান্॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊননবতিতমঃ সর্গঃ।

করলেন—॥১৫॥ ব্রহ্মন্, ভৃত্যহীন হয়েও নিজরাজ্য ত্যাগ করতে আমি সমর্থ হই। এখানে ক্ষণমাত্র আমি থাকতে ইচ্ছুক নই। আমাকে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুমোদন দিন॥১৬॥ ব্রহ্মন্। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র হলো শশবিন্দু। অতিশয় ধার্মিক সে। মহাযশা। সে আমার রাজ্যের অধিকারী হবে॥১৭॥ হে মহাতেজা, দেশে আমার সেবক এবং স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ সুখে বাস করছে। তাদেরকে ত্যাগ করে আমি এখানে থাকতে পারি না। তাই আপনি আমাকে আর এখানে অবস্থানরূপ অপ্রিয়-বাক্য বলবেন না॥১৮॥ রাজেন্দ্র (ইল) এইমতো বললে, বুধ সান্ত্বনা দান করে পরম অদ্ভুতবাক্যে বললেন, এইস্থানেই বাস করা তুমি স্বীকার করে নাও॥১৯॥ হে মহাবল কর্দমকুমার, সন্তপ্ত হয়ো না। সম্বৎসরকাল এখানে তুমি বাস করলে আমি তোমার হিতসাধন করবো॥২০॥ অক্লিষ্টকর্মা ব্রহ্মবাদী মহাত্মার (বুধের) কথানুযায়ী তিনি (ইল) সেখানেই বাস করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন॥২১॥ তৎকালে এক মাসকাল স্ত্রী হয়ে তিনি নিরন্তর রমণ করতেন (বুধের সঙ্গে) এবং একমাস পুরুষ হয়ে ধর্মাচরণে নিরত থাকতেন॥২২॥ এইভাবে আটমাস গত হলে নবমতম মাসে সুন্দরী ইলা সোম-তনয় বুধের থেকে পুরূ নামে এক পুত্র প্রসব করলেন॥২৩॥ জন্মমাত্রেই সেই সুনিতম্বিনী সুন্দরী পুত্রকে তার পিতা বুধের হস্তে সমর্পণ করলেন। সেও ছিলো বুধের মতোই অপরূপ সুন্দর॥২৪॥ সারা বছরে যে যে মাসে তিনি (ইলা) পুরুষ হতেন, সেই সেই মাসে বুধ অতীব সংযমী থেকে ধর্মসঙ্গতবাক্যে তাঁর (ইলার) মনোরঞ্জন করতেন॥২৫॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊননবতিতম (৮৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

অশ্বমেধানুষ্ঠানেনেলায়াঃ পুরুষত্বপ্রাপ্তিঃ

অথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্। উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ॥১
ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা। অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥২

নবতিতম (৯০) সর্গ

অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব-প্রাপ্তি

পুরূরবের অদ্ভুত এই জন্মবৃত্তান্ত রাম এইপ্রকারে বর্ণনা করলে মহাযশা ভরত এবং লক্ষ্মণ পুনর্বার বললেন—॥১॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, সংবৎসরকাল সোমতনয়ের কাছে বাস করে ইলা তদনন্তর কি করলেন? যথাযথভাবে আমাদেরকে বলুন আপনি॥২॥ এইপ্রকার মধুরবাক্যে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে শুনে রাম

তয়োস্তদ্ বাক্যমাধুর্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ। রামঃ পুনরুবাচেমাং প্রজাপতিসুতে কথাম্॥৩
পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্। সংবর্তং পরমোদারমাজুহাব মহাযশাঃ॥৪
চ্যবনং ভৃগুপুত্রঞ্চ মুনিং চারিষ্টনেমিনম্। প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্বাসসং মুনিম্॥৫
এতান্ সর্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞস্তত্ত্বদর্শনঃ। উবাচ সর্বান্ সুহৃদো ধৈর্যেণ সুসমাহিতান্॥৬
অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দমস্য ইলঃ সুতঃ। জানীতৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্॥৭
তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ। কর্দমস্তু মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমৎ॥৮
পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্‌কারস্তথৈব চ। ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্॥৯
তে সর্বে হৃষ্টমনসঃ পরস্পরসমাগমে। হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্‌বাক্যান্যথাব্রুবন্॥১০
কর্দমস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্। দ্বিজাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি॥১১
নান্যং পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্। নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ॥১২
তস্মাদ্ যজামহে সর্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্। কর্দমেনৈবমুক্তাস্তু সর্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ॥১৩
রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং রুদ্রস্যারাধবনং প্রতি। সংবর্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥১৪
মরুত্ত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ। ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ॥১৫
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ। অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা॥১৬
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসন্নিধৌ। প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ॥১৭
অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্। তথা বদতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ॥১৮
প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুষস্ত্বিলা। ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ॥১৯

পুনর্বার প্রজাপতিসুতের (ইলের) বিষয়ে বলতে লাগলেন॥৩॥ মহাবীর (ইল) একমাসকাল পুরুষত্বপ্রাপ্ত হলে পরমজ্ঞানী মহাযশা বুধ পরমোদার মহাত্মা সংবর্তকে আহ্বান করলেন॥৪॥ ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিশ্রেষ্ঠ অরিষ্টনেমি, প্রমোদন মোদকর এবং মুনি দুর্বাসাকেও আমন্ত্রণ জানালেন॥৫॥ এঁদের সকলকে আহ্বান করে বাক্যবিশারদ এবং তত্ত্বদর্শী তিনি (বুধ) ধৈর্যসহকারে একাগ্রচিত্ত হয়ে সমাগত সকলকে বললেন—॥৬॥ মহাবাহু এই রাজা ইল প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। যেপ্রকারে ইনি এইমতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। যাতে এঁর কল্যাণ হয় তার উপায় করুন॥৭॥ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বুধের যখন এইমতো কথোপকথন হচ্ছে। সেইসময়ে মহাতেজা কর্দম সেই আশ্রমস্থলীতে সমুপস্থিত হলেন॥৮॥ তাঁর সঙ্গে সেই আশ্রমে আগমন করলেন মহাতেজা পুলস্ত্য, ক্রতু, বষটকার এবং ওঁ-কার॥৯॥ এইপ্রকারে সমাগত সকলে একযোগে প্রীতচিত্তে বাহ্লীকপতির হিতার্থে আলাদা আলাদাভাবে আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন॥১০॥ পুত্রের হিতকারী বাক্য বললেন প্রজাপতি কর্দম। বললেন, এই মহীপতি যাতে কল্যাণলাভ করতে পারেন, আপনারা সকলে আমার সেই বাক্য অবধান করুন॥১১॥ এই নৃপতি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, ভগবান বৃষভধ্বজ (শিব) ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে তার প্রকৃত ভেষজ হিসেবে পরিগণিত করতে পারছি না। অশ্বমেধ ব্যাতিরেক দ্বিতীয় কোনো শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নেই যা ঐ মহাত্মার (শিবের) অধিক প্রিয় হবে॥১২॥ তাই আমরা সকলে মিলে এই পৃথিবীপতির জন্যে দুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করবো। কর্দম এইপ্রকার বললে, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলে....॥১৩॥ রুদ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞের অভিলাষী হলেন। অনন্তর মহর্ষি সংবর্তের শিষ্য শত্রুপুরবিজয়ী রাজর্ষি....॥১৪॥ মরুত্ত শ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বুধের আশ্রমের সন্নিকটে সেই সুমহান যজ্ঞ সম্পাদিত হলো॥১৫॥ মহযশা রুদ্র তাতে লাভ করলেন পরম পরিতুষ্টি। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পরম প্রীত হয়ে....॥১৬॥ উমাপতি ইলের সামনেই ব্রাহ্মণগণকে বললেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, তোমাদের ভক্তি এবং অশ্বমেধ দ্বারা অতিশয় প্রীত হয়েছি আমি॥১৭॥ বাহ্লীকপতির কি শুভ ও প্রিয়কার্য কি?— দেবেশ (মহেশ্বর), সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকে এইকথা বললে—॥১৮॥ তাঁকে তাঁরা এভাবে প্রসন্ন করলেন যাতে ইলার পৌরুষপ্রাপ্তি ঘটে। প্রীত মহাদেবও তখন তাঁকে পুনর্বার পুরুষত্ব প্রদান করলেন॥১৯॥ সুমহাতেজা (মহাদেব) অনন্তর

ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত। নিবৃত্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে॥২০
যথাগতং দ্বিজাঃ সর্বে তেঽগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ। রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্॥২১
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্। শশবিন্দুশ্চ রাজর্ষির্বাহ্লিং পরপুরঞ্জয়ঃ॥২২
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী। স কালে প্রাপ্তবাঁল্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্॥২৩
ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্। ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভৌ।
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদপি দুর্লভম্॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ।

ইলাকে পুরুষত্ব দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। অশ্বমেধ শেষে তিনি (মহাদেব) অন্তর্ধান করলে....॥২০॥ বহুদর্শী ব্রাহ্মণগণও যেথা হতে এসেছিলেন তথায় পুনর্গমন করলেন। রাজাও (ইলও) বাহ্লীকদেশ ত্যাগ করে মধ্যদেশে (গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে) অত্যুত্তম এবং....॥২১॥ যশদায়ী এক নগর স্থাপন করলেন। নাম প্রতিষ্ঠানপুর। শত্রুপুরবিজয়ী শশবিন্দু বাহ্লীকরাজ্যে আসীন হলেন *(প্রয়াগ থেকে পূর্বে গঙ্গাতটবর্তী যে স্থান বর্তমানে ঝুসী নামে পরিচিত, তাইই হলো পুরাকালের প্রতিষ্ঠানপুর)* ॥২২॥ প্রজাপতিপুত্র রাজা ইল প্রতিষ্ঠান-নগরের শাসক হলেন। কালক্রমে অত্যুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলেন রাজা ইল॥২৩॥ ইলাপুত্র রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য প্রাপ্ত হলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ (ভরত ও লক্ষ্মণ), অশ্বমেধ যজ্ঞের এমতো প্রভাব যে, ইল একবার স্ত্রী হয়েও তৎপরে পুরুষত্ব লাভ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন অপরাপর সুদুর্লভ দ্রব্যসামগ্রী॥২৪॥
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবতিতম (৯০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামানুজ্ঞয়া অশ্বমেধযজ্ঞপ্রস্তুতিঃ

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাতৃভ্যামমিতপ্রভঃ। লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ॥১
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্যপম্। দ্বিজাংশ্চ সর্বপ্রবরানশ্বমেধপুরস্কৃতান্॥২
এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ। হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা॥৩
তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ। দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্॥৪
তে দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্। রাঘবং সুদুরাধর্ষমাশীর্ভিঃ সমপূজয়ন্॥৫
প্রাঞ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্। উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ॥৬
তেঽপি রামস্য তচ্ছ্রুত্বা নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্। অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্বশঃ॥৭

একনবতিতম (৯১) সর্গ

শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তুতি

অমিততেজা কাকুৎস্থ (রাম) এইমতো বলে লক্ষ্মণকে পুনরায় ধর্মসঙ্গত বাক্যে বললেন—॥১॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ করাতে সমর্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অপরাপর পুরোধা ব্রাহ্মণকে....॥২॥ আহ্বান করে হে লক্ষ্মণ, তাদের সঙ্গে সমবেত হয়ে মন্ত্রণাপূর্বক বিধি -অনুসার আমি সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব বিসর্জন করবো॥৩॥ ত্বরিত-বিক্রম লক্ষ্মণ তখন রাঘবের বাক্য শ্রবণ -করত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে সমাহূত করে রাঘবকে দর্শন করালেন॥৪॥ ঋষিগণ দুর্জয় এবং দেবোপম রাঘবকে সন্দর্শন-করত এবং তৎকর্তৃক (রামের দ্বারা) অভিবাদিত হয়ে আশীবাদে তাঁকে (রামকে) অভিনন্দিত করলেন॥৫॥ এবার রাঘব করজোড়ে সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে অশ্বমেধ-বিষয়ক ধর্মসঙ্গত বাক্য বললেন॥৬॥ তাঁরাও তাঁর বাক্য শুনে ভগবান শঙ্করকে প্রণাম করে অশ্বমেধ যজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা করলেন॥৭॥

স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্। অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভৃশং প্রীতোঽভবৎ তদা॥৮
বিজ্ঞায় কর্ম তত্তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে॥৯
যথা মহদ্ভির্হরিভির্বহুভিশ্চ বনৌকসাম্। সার্ধমাগচ্ছ ভদ্রং তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্॥১০
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃতঃ। অশ্বমেধং মহাযজ্ঞমায়াত্বতুলবিক্রমঃ॥১১
রাজানশ্চ মহাভাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষবঃ। সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু যজ্ঞং ভূমিনিরীক্ষকাঃ॥১২
দেশান্তরগতা যে চ দ্বিজা ধর্মসমাহিতাঃ। আমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ॥১৩
ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহূয়ন্তাং তপোধনাঃ। দেশান্তরগতাঃ সর্বে সদারাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ॥১৪
তথৈব তালাবচরাস্তথৈব নটনর্তকাঃ। যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে॥১৫
আজ্ঞাপ্যতাং মহাবাহো তদ্ধি পুণ্যমনুত্তমম্। শান্তয়শ্চ মহাবাহো প্রবর্তন্তাং সমন্ততঃ॥১৬
শতশশ্চাপি ধর্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যমনুত্তমম্। অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন॥১৭
তুষ্টঃ পুষ্টশ্চ সর্বোঽসৌ মানিতশ্চ যথাবিধি। প্রতিযাস্যতি ধর্মজ্ঞ শীঘ্রমামন্ত্র্যতাং জনঃ॥১৮
শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুষ্মতাম্। অযুতং তিলমুদ্গস্য প্রযাত্বগ্রে মহাবল॥১৯
চণকানাং কুলিত্থানাং মাষাণাং লবণস্য চ। অতোঽনুরূপং স্নেহঞ্চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ॥২০
সুবর্ণকোট্যো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ। অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে সমাধিনা॥২১
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ সর্বে চ নটনর্তকাঃ। সূদা নার্যশ্চ বহবো নিত্যং যৌবনশালিনঃ॥২২
ভরতেন তু সার্ধন্তে যান্তু সৈন্যানি চাগ্রতঃ। নৈগমান্ বাল-বৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতান্॥২৩
কর্মান্তিকান্ বর্ধকিনঃ কোষাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্। মম মাতৃস্তথা সর্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ॥২৪

বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের অদ্ভুত জ্ঞানযুক্ত অশ্বমেধ-বিষয়ক বাক্য শুনে অতীব হৃষ্ট হলেন রামও॥৮॥ অশ্বমেধ বিষয়ে তাঁদের স্বীকৃতি পেয়ে লক্ষ্মণকে রাম বললেন, মহাবাহো, মহাত্মা সুগ্রীবের কাছে সংবাদ প্রেরণ করো যে,....॥৯॥ কপিশ্রেষ্ঠ, কল্যাণ হোক তোমার। বনবাসী অতিকায় বানরগণের সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞ মহোৎসবের আনন্দানুভবের জন্যে আগমন করো॥১০॥ অতুলবিক্রম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণও যেন ইচ্ছামতো গমনশীল রাক্ষসগণে পরিবৃত হয়ে মহাযজ্ঞে সমাগত হয়॥১১॥ মহাভাগ যে মহীপতিগণ নিরন্তর আমার হিতকাঙ্ক্ষী, তাঁরাও তাদের অনুচরবৃন্দের সঙ্গে সত্বর সমুপস্থিত হয়ে এই যজ্ঞভূম নিরীক্ষণ করুন॥১২॥ ধর্মাত্মা রাক্ষসগণের যাঁরা কর্মব্যপদেশে দেশান্তরে গেছেন, তাঁদের সকলকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানাও॥১৩॥ মহাবাহো, তপোনিধি ঋষিগণকে এবং দেশান্তরস্থিত দ্বিজাতিদেরকে সস্ত্রীক যজ্ঞে আহ্বান করো॥১৪॥তাল-সংরক্ষক সূত্রধার, নট ও নর্তকদের আহ্বান করো। নৈমিষারণ্য মধ্যে গোমতী নদীতট অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞভূমি॥১৫॥ সেখানেই বিশাল যজ্ঞক্ষেত্র নির্মাণ করতে আদেশ দাও। চতুর্দিকে প্রবর্তিত করো শান্তিকর্ম॥১৬॥ শ'য়ে শ'য়ে ধর্মজ্ঞ পুরুষ আমার ঐ অতি উত্তম অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ দর্শন করে কৃতার্থ হোন॥১৭॥ ধর্মজ্ঞ (লক্ষ্মণ), সত্বর লোকসকলকে আমন্ত্রণ জানাও। যজ্ঞে যারা আসবে তারা যেন বিধিপূর্বক তুষ্ট, আহারাদিতে পুষ্ট এবং দানাদি দ্বারা সম্মানিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে॥১৮॥ মহাবল, ভারবাহী লক্ষসংখ্যক পশু অভগ্ন তণ্ডুল, দশ হাজার পশু তিল, মুগ নিয়ে আগে আগে চলুক॥১৯॥ তারা সঙ্গে নিক চানা (ছোলা), কুলিত্থ (কলাই), মাষ এবং লবণ। সঙ্গে নিক অনুরূপ স্নেহদ্রব্য এবং গন্ধদ্রব্য। প্রয়োজনীয় পরিমাণে *(স্নেহদ্রব্য—ঘৃত, তৈল, দুধ, দৈ। গন্ধদ্রব্য—চন্দন, আতর ইত্যাদি)* ॥২০॥ শত কোটি স্বর্ণ এবং শতকোটি রৌপ্য লয়ে ভরত অতি সাবধানে পুরোভাগে গমন করুক॥২১॥ নট, নর্তক, উদ্ভিন্না যুবতীগণ সঙ্গে যাক। পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় বস্তু কেনাবেচার জন্য জায়গায় জায়গায় বাজার বসাতে যারা জানে, সেই ব্যবসায়ীরা ভরতের সঙ্গে গমন করুক॥২২॥ ভরতের আগে আগে চলুক সৈন্যেরা। শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্, বালক, বৃদ্ধ, ধর্মজ্ঞ বিপ্রগণ....॥২৩॥ বর্ধকী, সেবক, ভৃত্য, কৃতকৃত্য, কোষাধ্যক্ষ, আমার মাতৃগণ, কুমারান্তঃপুর, বণিগ্‌গণকে....*(কুমারান্তঃপুর—কুমারগণের তথা ভরত-লক্ষ্মণের পত্নীসমূহ)* ॥২৪॥ এবং যজ্ঞ-কাজে দীক্ষিত হবার নিমিত্ত আমার পত্নীর স্বর্ণপ্রতিমা লয়ে সাবধানে

কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি। অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ।২৫
উপকার্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্। সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥২৬
অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্। ভরতঃ স তদা যাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা॥২৭
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা। বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্॥২৮
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ। ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গ।

মহাযশা ভরত যাত্রা করুক॥২৫॥ মহীপতি মহাবল (রাম) মহাতেজা নৃপতিগণের নিমিত্ত এইপ্রকার মহার্হ আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন॥২৬॥ বহুবিধ অন্ন, পানীয় এবং বস্ত্রগ্রহণ করে, শত্রুঘ্ন ও মাতৃগণকে সঙ্গে নিয়ে মহাবল অনুচরবর্গসহ অগ্রগমন করলেন॥২৭॥ মহাবলশালী বানরবৃন্দ সুগ্রীবের সহিত তথায় সমুপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের পরিবেষণ-কর্মে নিরত হলো॥২৮॥ বহু রাক্ষস এবং রমণীগণের সঙ্গে সমাগত বিভীষণ মহাত্মা উগ্রতপা ঋষিগণের পূজাকর্মে নিযুক্ত হলো॥২৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একনবতিতম (৯১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্বিনবতিতমঃ সর্গ ॥

শ্রীরামস্যাশ্বমেধযজ্ঞে দান-মানয়োর্বৈশিষ্টম্

তৎ সর্বমখিলেনাশু প্রস্থাপ্য ভরতাগ্রজঃ। হয়ং লক্ষ্মণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং মুমোচ হ॥১
ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্ধমশ্বে চ বিনিযুজ্য চ। ততোঽভ্যগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্॥২
যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ॥৩
নৈমিষে বসতস্তস্য সর্ব এব নরাধিপাঃ। আনিন্যুরুপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রত্যপূজয়ৎ॥৪
অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ। ভরতঃ সহ শত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে॥৫
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা। পরিবেষণঞ্চ বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে॥৬
বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ। ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত॥৭
উপকার্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্। সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥৮

দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের দান-মানের বিশেষত্ব

ভরতাগ্রজ (রাম) এইপ্রকারে নিখিলদ্রব্য পরিপূর্ণভাবে প্রেরণপূর্বক কৃষ্ণসার মৃগতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অত্যুত্তম লক্ষণসমন্বিত অশ্ববিসর্জন করলেন *(অশ্বকে যথা ইচ্ছা গমনের জন্যে মোচন করলেন)*॥১॥ পুরোহিত পুরোধাসহ লক্ষ্মণকে অশ্বানুগমনে নিয়োগ করে স্বয়ং রাঘব নৈমিষারণ্যে করলেন গমন॥২॥ তথায় নির্মিত অতি অদ্ভুত যজ্ঞভূম পরিদর্শনপূর্বক অতিশয় প্রীত হলেন তিনি। বললেন, অতি উত্তম॥৩॥ নৈমিষারণ্যে নিবাস করলে নানাদেশের নৃপতিবৃন্দ বিবিধ উপহারসামগ্রী সহযোগে তথায় উপস্থিত হলেন। রামও তাঁদেরকে বিধিপূর্বক সৎকার করলেন॥৪॥ রাজপরিচর্যায় নিযুক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন সমাগত নৃপতিবর্গকে যথাযোগ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বিবিধ অন্ন, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করলেন॥৫॥ সুগ্রীবের সঙ্গে মহামনা বানরগণ প্রযত্নপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করতে লাগলো॥৬॥ বহুসংখ্যক রাক্ষসের সঙ্গে একযোগে অতি সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক বিভীষণ কিঙ্কররূপে উগ্রতপা ঋষিগণের পরিচর্যায় প্রযত্ন-পরায়ণ হলো॥৭॥ সানুচর যে-সমূহ রাজা যজ্ঞে সমাগত, মহাবল নরশ্রেষ্ঠ (রাম) তাদের সকলকেই বহুমূল্য বাসস্থান প্রদান করলেন॥৮॥ সুবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্তিত হলো এইপ্রকারে।

এবং সুবিহিতো যজ্ঞো হ্যশ্বমেধো হ্যবর্তত। লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্যা প্রবর্তত॥৯
ঈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্। নান্যঃ শব্দোঽভবৎ তত্র হয়মেধে মহাত্মনঃ॥১০
ছন্দতো দেহি দেহীতি যাবৎ তুষ্যন্তি যাচকাঃ। তাবৎ সর্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যে মহাত্মনঃ॥১১
বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ। ন নিঃসৃতং ভবত্যোষ্ঠাদ্ বচনং যাবদর্থিনাম্॥১২
তাবদ্ বানর-রক্ষোভির্দত্তমেবাভ্যদৃশ্যত। ন কশ্চিন্মলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ॥১৩
তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে। যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ॥১৪
নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলঙ্কৃতম্। যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ॥১৫
বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ। হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্॥১৬
অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে। ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥১৭
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ। সর্বত্র বানরাস্তস্থুঃ সর্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ॥১৮
বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্। ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্বগুণান্বিতঃ।
সংবৎসরমথোর্তে সাগ্রং বর্ততে ন চ হীয়তে॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গ।

লক্ষ্মণ যজ্ঞীয় অশ্বকে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা-করত অশ্বের ভূমণ্ডল-পরিভ্রমণরূপ কার্য সম্পন্ন করলেন॥৯॥ এইপ্রকারে মহাত্মা রাজসিংহের (রামের) সেই উত্তম মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হলো। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্য আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না....॥১০॥ শুধু 'দাও', 'দাও'—ব্যতীত। যতোক্ষণ যাচক সন্তুষ্ট না হয় ততোক্ষণ তার ইচ্ছানুসারে 'দাও', 'শুধু দাও'। শ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞে যাবতীয় কিছু প্রদত্ত হতে লাগলো॥১১॥ প্রার্থীদের মুখ হতে 'দাও' শব্দ সরতে না সরতেই গুড়জাত বিবিধ মিষ্টান্ন এবং খাণ্ডব বিতরণ করতে লাগলো....*(খাণ্ডব—মিষ্টান্নবিশেষ)*॥১২॥ বানর এবং রাক্ষসেরা। এ দৃশ্য নয়নগোচর হলো। কেউ মলিন, দীন অথবা ক্লিষ্ট থাকলো না....॥১৩॥ সেই যজ্ঞে। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে, সবাই ছিলো হৃষ্টপুষ্ট। যজ্ঞে যেসকল দীর্ঘজীবী তপোনিধি মহাত্মা এসেছিলেন,....॥১৪॥ তাঁরা চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারলেন না এইপ্রকার প্রভূত দানসামগ্রী ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ পূর্বে তাঁরা দেখেছেন কিনা! সুর্বণ-প্রার্থীকে সুবর্ণ,....॥১৫॥ ধনার্থীকে ধন, রত্নার্থীকে রত্ন দেওয়া হচ্ছে। হিরণ্য, সুবর্ণ, রত্নসম্ভার, পরিধেয় উত্তমবস্ত্রসকল....॥১৬॥ নিরন্তর প্রদত্ত হতে দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে। না ইন্দ্র, না সোম, না যম, না বরুণ—॥১৭॥....কারোর যজ্ঞেই পূর্বে এইপ্রকার দেখা যায় নি। সবদিকে বানর এবং রাক্ষসবৃন্দ....॥১৮॥ ঘুরে ঘুরে হাত ভরে বস্ত্র, ধন ও অন্ন যাচকগণের কাম্যবস্তু দিতে লাগলো।রাজসিংহের সর্বগুণান্বিত এই যজ্ঞ বৎসরাধিক কাল চলতে লাগলো। শ্রেষ্ঠ এই যজ্ঞে সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় তো হলোই না বরং বৃদ্ধি পেতে লাগলো॥১৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামযজ্ঞে মহর্ষি-বাল্মীকেরাগমনম্, তৎকৃতরামায়ণং গাতুং কুশ-লবৌ প্রতি আদেশশ্চ

বর্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে। সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥১
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্। একান্ত ঋষিবাহানাং চকার উটজাঞ্শুভান্॥২

ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ

শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন। তাঁর রামায়ণ গীতি গাইতে কুশ ও লবের প্রতি আদেশ।

এইভাবে সেই অতি অদ্ভুত যজ্ঞ সম্পন্ন হতে থাকলে সশিষ্য ঋষিপ্রবর ভগবান বাল্মীকি তথায় আগমন করলেন॥১॥ দিব্য এবং পরম অদ্ভুত শ্রেষ্ঠ এই যজ্ঞ নিরীক্ষণ করে ঋষিগণের বাসস্থানের জন্যে নির্মিত আবাসস্থলের সমীপে সুন্দর পর্ণশালা নির্মাণ করলেন॥২॥ বাল্মীকির আবাসগৃহের অদূরে

শকটাংশ্চ বহূন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্। বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ॥৩
আসীৎ সুপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ। বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্॥৪
স শিষ্যাবব্রবীদ্ধৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ। কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা॥৫
ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ। রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ॥৬
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে। ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ॥৭
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ। জাতানি পর্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্॥৮
ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ। মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ॥৯
যদি শব্দাপয়েদ্ রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ। ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগং প্রবর্ততাম্॥১০
দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা। প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা॥১১
লোভশ্চাপি ন কর্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া। কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা॥১২
যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ। বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবং নরাধিপম্॥১৩
ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্। মূর্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ॥১৪
আদিপ্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্। পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ॥১৫
তদ্ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ। গায়তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥১৬
ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা। বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ॥১৭

অন্নাদিপূর্ণ বহুশকট এবং অতি উৎকৃষ্ট ফলমূলাদি স্থাপন করা হলো *(করলো রাজভৃত্যরা)* ॥৩॥ রাজা (রাম) এবং মহাত্মামুনিবৃন্দ-কর্তৃক সম্পূজিত হয়ে মহাতেজা আত্মজ্ঞানী মুনি বাল্মীকি সানন্দে সেখানে বাস করতে লাগলেন॥৪॥ অনন্তর তিনি শিষ্য দুই যুবাকে বললেন, তোমরা হৃষ্টমনে পরমানন্দে রামায়ণ গীতিকাব্য গান করো....*(দুই শিষ্য হলেন কুশ ও লব)* ॥৫॥ ঋষিগণের পুণ্য আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের গৃহে, রাজপথে ও রাজনিবাসে,....॥৬॥ রামের গৃহদ্বারে এবং যজ্ঞ-কার্য সে স্থানে সম্পন্ন হচ্ছে তথায় সমুপস্থিত হয়ে যজ্ঞস্থলীতে যাজ্ঞিক এবং ঋষিমহোদয়ের সকাশে রামায়ণ-গীতিকা সবিশেষ গান করো॥৭॥ পর্বতশিখরজাত বৃক্ষের স্বাদু বিবিধ উত্তম ফল আস্বাদিত করতে করতে (ক্ষুধানিবারণার্থ) গান করতে থাকো তোমরা॥৮॥ হে বৎসদ্বয়, সুমিষ্ট এই ফল-মূল তোমরা পরিত্যাগ কোরো না। কেননা এগুলির ভক্ষণে তোমাদের শ্রম অপগত হবে। বিনষ্ট হবে না কণ্ঠস্বরের মাধুর্য॥৯॥ মহামতি রাম যদি সমুপবিষ্ট ঋষিগণ-সকাশে গান করার নিমিত্ত তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানান, তথায় তোমরা যথাযোগ্য সঙ্গীত করতে থাকবে॥১০॥ আগে বিবিধ প্রমাণ-সহযোগে যেপ্রকার আমি নিরূপণ করে দিয়েছি, তদনুসার মধুরস্বরে প্রতিদিন বিংশতি সর্গ গান করবে॥১১॥ ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যকতা নেই। লোভবশে তাই তোমরা কোনোমতে ধন গ্রহণ করবে না॥১২॥ কাকুৎস্থ (রাম) যদি তোমাদেরকে জানতে চান, কার পুত্র তোমরা, তোমরা তখন এইমাত্র শুধু বলবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য॥১৩॥ স্থানবিশেষে মনোহর-ধ্বনি করে শ্রুতিমধুর এই গান নির্ভয়ে গান করবে। কাল প্রভাতে তোমরা একমনা হয়ে আনন্দিতচিত্তে তন্ত্রীলয়যোগে সুমধুর সঙ্গীত শুরু কোরো। ধর্মতঃ রাজা হলেন নিখিল চরাচরের পিতা। তাই তোমরা তাঁকে অবজ্ঞা না করে আদি থেকে গান করবে॥১৪-১৬॥ পরম উদারস্বভাব প্রাচেতস ঋষিপ্রবর বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে বারংবার এইপ্রকারে উপদেশ দিয়ে মৌন অবলম্বন করলেন॥১৭॥ মৈথিলীসুত অরিন্দম (কুশ ও লব) মুনির দ্বারা এইপ্রকারে আদিষ্ট হয়ে বললো, তাইই করবো আমরা।

সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ। তথৈব করবাবেতি নির্জগ্মতুররিন্দমৌ॥ ১৮
তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং যথাশ্বিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্॥ ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

এই বলে তারা বহির্গত হলো॥১৮॥ অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরকম ভার্গব-কথিত সংহিতা শোনেন, তেমনিভাবে কুমারদ্বয় (কুশ ও লব) মহর্ষি-ভাষিত বচন অন্তরে ধারণ করে উৎসুক-হৃদয়ে সুখে রাত্রি কাটালেন॥১৯॥ আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

লব-কুশয়ো রামায়ণকাব্যগানম্

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ। যথোক্তমৃষিণা পূর্বং সর্বং তত্রোপগায়তাম্॥ ১
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্। অপূর্বাং পাঠ্যজাতীঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্॥ ২
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্। বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোऽভবৎ॥ ৩
অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্। পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা॥ ৪
পৌরাণিকাঞ্ছব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ। স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্॥ ৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ। পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥ ৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্। ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান্॥ ৭
ভাষাজ্ঞানিঙ্গিতজ্ঞাংশ্চ নৈগমাংশ্চাপ্যশেষতঃ। হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্॥ ৮
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্। চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্॥ ৯

চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ

লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণকাব্য গান

রজনী প্রভাত হলো। তাঁরা (কুশ ও লব) স্নান এবং হোমাদি কার্যসকল সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ রামায়ণ গীতিকা গান করতে লাগলেন। মহর্ষি যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে॥১॥ কাকুৎস্থ (রাম) আদিকবি বিনির্মিত, অপূর্ব ষড়জাদিস্বর-সমন্বিত এবং সঙ্গীতশাস্ত্র-অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ গেয় অলঙ্কারশোভিত সঙ্গীত শুনলেন॥২॥ রাঘব বালকদ্বয়ের মুখে বহুবিধ প্রমাণসংযুক্ত এবং তন্ত্রীলয়সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করে অত্যধিক কৃতূহলী হলেন *(প্রমাণ—ধ্বনি পরিচ্ছেদের অঙ্গীভূত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিনরকমে আবৃত্তির যোগ্য অথবা সপ্তবিধ স্বরসমূহের ভেদ দেখাবার জন্য নানা ছন্দে নির্মিত গীতিকা)* ॥৩॥ নরশ্রেষ্ঠ (রাম) যজ্ঞকর্মানুষ্ঠান হতে অবসর পেলে পর তথায় আমন্ত্রণ জানালেন মহামুনি, নৃপতি, বেদজ্ঞানী পণ্ডিত ও পুরবাসীজনকে॥৪॥ ডাকলেন পৌরাণিক, বৈয়াকরণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরসমূহের লক্ষণজ্ঞ এবং গীত-শ্রবণে উৎসুক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে *(পৌরাণিক—পুরাণতত্ত্ববিদ্। শব্দবিদ—বৈয়াকরণ। লক্ষণজ্ঞ—লক্ষণসমূহ বিষয়ে যিনি জ্ঞানী)* ॥৫॥ সামুদ্রিক লক্ষণ ও সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষ করে নিগম-আগম-বিষয়ে কুশলী কিংবা পুরবাসী, পদ-অক্ষর-সমাস এবং ছন্দবিষয়ে সম্যগভাবে জ্ঞাত জ্ঞানিজন, বৈদিক ছন্দে নিষ্ণাত পণ্ডিত,....॥৬॥ কলামাত্রা-বিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ্যা-পারদর্শী, ক্রিয়াকল্পবিদ, কার্যবিশারদ...*(কলামাত্রা-বিশেষজ্ঞ—স্বরসমূহের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ-মাত্রাদি বিষয়ে যাঁরা জ্ঞানী)* ॥৭॥ বহুভাষাবিদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, মহাজন বিশেষদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। শুধু এঁদেরকেই নয়, সঙ্গে তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক, যুক্তিবাদী, বহুশাস্ত্রবিদ্...॥৮॥ ছন্দজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ ও বেদজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, চিত্রকলায় পারঙ্গম, শাস্ত্রানুকূল সদাচারী বিজ্ঞজন, নৃত্যগীতনিপুণ,....॥৯॥ শাস্ত্রজ্ঞানী, গীতিনিপুণ, বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক ব্রহ্মবিদ্-সকলকে

শাস্ত্রজ্ঞান্ নীতিনিপুণান্ বেদান্তার্থপ্রকাশকান্। এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥১০
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৄণাং হর্ষবর্ধনম্। গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥১১
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্। ন চ তৃপ্তিং যযুঃ সর্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা॥১২
হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ। পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ॥১৩
ঊচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ। উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোত্থিতৌ॥১৪
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি। বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ॥১৫
এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ। প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্বসর্গং নারদদর্শিতম্॥১৬
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশত্যগায়তাম্। ততোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত॥১৭
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ। অষ্টাদশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনৌ॥১৮
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্। দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্॥১৯
দীয়মানং সুবর্ণং তু নাগৃহ্ণীতাং কুশীলবৌ। ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ॥২০
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ। সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥২১
তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ। শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ॥২২
তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ। পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥২৩
কিং প্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ। কর্তা কাব্যস্য মহতঃ ক্ব চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ॥২৪

আহ্বান করলেন। রামায়ণ গায়ক দু'জনকেও বসালেন তিনি॥১০॥ অতঃপর তাঁদের কথানুসারে মুনিকুমারেরা (কুশ ও লব) শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষবর্ধনকারী সঙ্গীত শুরু করলেন॥১১॥ গন্ধর্বশাস্ত্র-সমন্বিত সুমধুর অলৌকিক গীতিকা বারংবার শুনেও শ্রোতাগণ তৃপ্ত হতে পারলেন না। গেয়বস্তুর সম্পন্নতায় আশ্বর্য ছিলো এই সঙ্গীত *(উৎকর্ষের কারণে বারংবার শুনেও তাঁদের মন ভরছিলো না)* ॥১২॥ প্রীত মহর্ষি এবং মহাপরাক্রমী মহীপতি-সমুদয় বারংবার বালকদ্বয়কে ঐভাবেই দেখতে লাগলেন, যেন তাঁরা চক্ষুর দ্বারাই তাদের রূপমাধুরী পান করছেন॥১৩॥ একমনে তাঁরা বলতে লাগলেন, বালকদ্বয় যেন রামেরই সদৃশ। বিম্ব হতে প্রকটিত প্রতিবিম্বের মতোই এদের মনে হচ্ছে॥১৪॥ গায়ক দু'জনের মস্তকে জটা এবং পরিধেয় হিসেবে বল্কল না থাকতো যদি,তাহলে রাঘবের (রামের) সঙ্গে এদের কোনোই পার্থক্য থাকতো না॥১৫॥ পৌরজন এবং জনপদবাসিবৃন্দ এইপ্রকার কথোপকথন রত থাকলে, গায়কদ্বয় রামায়ণের আদি হতে গান করতে লাগলেন। নারদ পূর্বে যেপ্রকার বলেছিলেন তদনুসারে....॥১৬॥ আদি হতে বিংশতি সর্গ পর্যন্ত গীত হলে অতঃপর রাঘব অপরাহ্নকালে বাক্য বললেন....॥১৭॥ ভরতকে। ভ্রাতৃবৎসল তিনি। মহাত্মা ঐ গায়কদ্বয়কে অষ্টাদশ-সহস্র সুবর্ণ (মুদ্রা) দান করো॥১৮॥ কাকুৎস্থ, সত্বর তুমি এগুলি দান করো। এবং তারা অন্য যা কিছু দ্রব্যসামগ্রী আকাঙ্ক্ষা করে তাও প্রদান করো। আজ্ঞানুমতে কাকুৎস্থ (ভরত) সত্বর বালকদের দু'জনকে (কুশ ও লবকে) পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে....॥১৯॥ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে সমুদ্যত হলেন। মহাত্মা কুশ ও লব তা তো গ্রহণ করলেনই না,উপরন্তু পরমবিস্ময়ে দু'জনে বললেন, এতে আমাদের প্রয়োজন কি?॥২০॥ বনমধ্যে বাস করি আমরা। বনজাত ফল ও মূলে নির্বাহ করি আমাদের জীবিকা। তাই এ হিরণ্য, এই সুবর্ণ নিয়ে বনমধ্যে আমরা কী করবো?॥২১॥ বালকযুগল এইপ্রকার বার্তা বললে অতীব কৃতূহল জাগলো শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে। শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে পরম বিস্মিত হলেন রামচন্দ্রও॥২২॥ রাম অনন্তর জানতে সমুৎসুক হলেন, এই কাব্যের উপলব্ধি এলো কোথা হতে? মহাতেজা (রাঘব রাম) মুনি-বালকদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন—॥২৩॥ এই কাব্যের পরিমাণ কতো? কর্তাই বা কে এই কাব্যের? এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠই বা কোথায়? *(কাব্যের পরিমাণ—শ্লোকসংখ্যা)* ॥২৪॥ (রামের) এইমতো জিজ্ঞাসার উত্তরে মুনিবালকদ্বয় প্রত্যুত্তর করলেন, ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। আপনার সমগ্র চরিতকথা এই কাব্যে বিধৃত। বর্তমানে তিনি (বাল্মীকি) এই যজ্ঞের সমীপে

পৃচ্ছন্তং রাঘবং বাক্যমূচতুর্মুনিদারকৌ। বাল্মীকির্ভগবান্ কর্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্॥২৫
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎসহস্রকম্। উপাখ্যানশতং চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥২৬
আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ। কাণ্ডানি ষট্‌কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥২৭
কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব। প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবত্তাবৎ সর্বস্য বর্ততে॥২৮
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজঞ্ছ্রবণায় মহারথ। কর্মান্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণুষ্ব সহানুজঃ॥২৯
বাঢমিত্যব্রবীদ্ রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবম্। প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ॥৩০
রামোঽপি মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ। শ্রুত্বা তদ্গীতিমাধুর্যং কর্মশালামুপাগমৎ॥৩১
শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তং কুশী-লবাভ্যাং পরীগীয়মানম্॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

সমুপস্থিত॥২৫॥ তপস্বিপ্রবর এতে (এই মহাকাব্যে) সন্নিবিষ্ট করেছেন চব্বিশ হাজার শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান॥২৬॥ ঐ মহাত্মা (মুনি) আদি হতে শুরু করে অন্তপর্যন্ত পাঁচ'শ সর্গ এবং ছয় কাণ্ড নির্মাণ করেছেন। তদনন্তর উত্তরকাণ্ডও তাঁরই বিরচিত॥২৭॥ সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ আমাদের গুরু। আপনারই চরিত্র অবলম্বন করে তিনি প্রণয়ন করেছে এই কাব্য। আপনার জীবনের সমূহ ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে॥২৮॥ মহারথ, এই কাব্যশ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহলে কার্য সমাপন করে নিশ্চিন্তমনে অনুজগণসহিত নিত্য এটি শ্রবণ করুন॥২৯॥ মুনিকুমারদ্বয়ের বাক্যে রাম বললেন, তাই হবে। অনন্তর রাঘবের কাছ হতে অনুমতি নিয়ে হৃষ্টমনে তারা (মুনিকুমারদ্বয়) সেখানেই গমন করলো যেখানে মুনিবর (বাল্মীকি) অবস্থান করছেন॥৩০॥ মহাত্মা মুনিবর এবং ভূপতিবৃন্দের সঙ্গে রামও মধুর সেই সঙ্গীত শ্রবণ করে কর্মশালায় চলে গেলেন *(কর্মশালা—যজ্ঞমণ্ডপ)*॥৩১॥ এইভাবে কুশলবের সুন্দর স্বর ও মধুর শব্দপূর্ণ, তাল-লয়-সমন্বিত, বীণাব্যঞ্জনার সহিত সম্পৃক্ত, সর্গযুক্ত সুমধুর রামায়ণসঙ্গীত শ্রবণ করেছিলেন *(রাম, শ্রোতৃগণসহ। প্রথমদিনে বিংশতি সর্গ অব্দিই তিনি শুনেছিলেন)*॥৩২॥
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

সীতায়াঃ শুদ্ধতাপ্রমাণায় তাং শপথং কারয়িতুং শ্রীরামস্য বিচারঃ

রামো বহূন্যহান্যেব তদ্গীতং পরমং শুভম্। সুশ্রাব মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ॥১
তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ। তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ॥২
দূতাঞ্শুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া। মদ্বচো ব্রুত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে॥৩

পঞ্চনবতিতম (৯৫) সর্গ

সীতার শুদ্ধতা প্রমাণিত করার নিমিত্ত তাঁকে শপথ করাতে রামের বিবেচনা

এইভাবে মহর্ষি, নৃপতি, এবং বানরবর্গের সঙ্গে বহুদিন সেই উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করলেন রাম॥১॥ সেই রামায়ণ গীতিকাতেই কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলে জানতে পেরে সভাসদগণের মধ্যেই তিনি বাক্য বললেন॥২॥ শুদ্ধাচার দূতগণকে ডেকে স্বীয়-বুদ্ধিতে বিচার করে বললেন, সেই ভগবান সমীপে (বাল্মীকির কাছে গিয়ে) আমার কথাগুলি নিবেদন করো॥৩॥ যদি তিনি শুদ্ধ-আচার সমাবৃতা হন, যদি তিনি নিষ্পাপ হন, তাহলে তিনি (সীতা) যেন মহামুনির অনুমোদন-মোতাবেক স্বীয় বিশুদ্ধির পরিচয়

যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা। করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥৪
ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্। প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংযত মে লঘু॥৫
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা। করোতি পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ॥৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বচঃ পরমমদ্ভুতম্। দূতাঃ সম্প্রযুর্বাঢং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ॥৭
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্। উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি মধুরাণি চ॥৮
তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্। বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ॥৯
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ। তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥১০
তথোক্তা মুনিনা সর্বে রাজদূতা মহৌজসঃ। প্রত্যেত্য রাঘবং সর্বং মুনিবাক্যং বভাষিবে॥১১
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ। ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত॥১২
ভবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ। পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চৈবান্যোঽপি কাঙ্ক্ষতে॥১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ। সর্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥১৪
রাজানশ্চ মহাত্মনঃ প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্। উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ॥১৫
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ। বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তাঞ্ছত্রুসূদনঃ॥১৬
ইতি সম্প্রবিচার্য রাজসিংহঃ শ্বোভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ মুনীন্নৃপাংশ্চ সর্বান্ স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

প্রদানার্থে তৎপরা হন॥৪॥ যাও, গিয়ে তোমরা মহর্ষি ও সীতার মনোগত অভিলাষ জানো। তিনি (সীতা) যদি আপন পূতচরিত্রতার পরীক্ষা দিতে সম্মতা হন, তাহলে সেই বার্তা সত্বর এসে আমাকে জ্ঞাপন করো॥৫॥ আগামী-কাল প্রভাতেই জনকাত্মজা মৈথিলী তাহলে সভায় এসে কলঙ্ক দূরীকরণের জন্যে শপথ গ্রহণ করুন॥৬॥ রাঘবের এই পরম অদ্‌ভুত বচন শুনে তারা সবিশেষ বিস্মিত হলো। সত্বর তারা গমন করলো মুনিশ্রেষ্ঠ (বাল্মীকি) সকাশে॥৭॥ অতুলতেজা মহাত্মা মুনি (বাল্মীকি) স্বীয়তেজে অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তারা (দূতেরা) গিয়ে তাঁকে প্রণিপাত জানালো। অনন্তর তারা রামের সেই কোমল এবং মধুর বাক্যগুলি নিবেদন করলো॥৮॥ মহাতেজা মুনি তাদের বাক্য শ্রবণ করে রামের মনোগত ইচ্ছা অবগত হয়ে বললেন—॥৯॥ তাই হবে। রাঘব যা বলেছেন সীতা সেমতোই করবেন। কেননা পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা॥১০॥ মহামুনি এইমতো বললে রাজদূতেরা রাঘবসকাশে সমুপস্থিত হয়ে মুনির বাক্য নিবেদন করলো॥১১॥ সেই মহাত্মার (বাল্মীকির) প্রত্যুত্তর শুনে (দূতমুখে) পরম হ্লাদিত হয়ে রাঘব সমাগত মহর্ষি ও নৃপতিগণকে বললেন—॥১২॥ পূজ্য মহর্ষি, সশিষ্য আপনারা উপস্থিত। সমাগত আছেন সানুচর নরাধিপগণ। আপনারা এবং অন্যেরা, যাঁরা ইচ্ছুক হবেন তাঁরা সকলেই, সীতার শপথ-গ্রহণ দর্শন করবেন॥১৩॥ মহাত্মা রাঘবের এতাদৃশ বচন শুনে শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দ 'সাধু', 'সাধু' বলে হর্ষপ্রকাশ করলেন॥১৪॥ রাঘবের প্রশংসা করে মহাবল ভূপতিবৃন্দ বললেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে এইমতো কার্য কেবল আপনাতেই সম্ভব, অন্য কারোর ক্ষেত্রে নয়॥১৫॥ শত্রুসূদন রাঘব (রাম) তাদেরকে (রাজাদেরকে) এই বলে বিদায় দিলেন যে, কালই এ কর্ম সম্পন্ন হবে॥১৬॥ মহান অনুভবী মহাত্মা রাজসিংহ (রাম) 'কল্যই সীতার শপথ অনুষ্ঠিত হবে'—বলে সমাগত মহর্ষি এবং রাজগণকে আপন আপন স্থানে যাবার অনুমোদন দিলেন॥১৭॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্যের শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
পঞ্চনবতিতম (৯৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকিনা সীতায়াঃ পবিত্রতায়াঃ সমর্থনম্

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ। ঋষীন্ সর্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ। বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতমা দুর্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ। মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ। ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥৪
নারদঃ পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ। কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ হ্যগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ॥৫
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ॥৬
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ। সর্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ॥৭
ক্ষত্রিয়া যেচ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ। নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥৮
জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্মনিষ্ঠাঃ যোগনিষ্ঠাস্তথাপরে। সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঃ॥৯
তদা সমাগতং সর্বমশ্মভূতমিবাচলম্। শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥১০
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী। কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥১১
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রাহ্মণমনুগামিনীম্। বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥১২
ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ। দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥১৩
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে। উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ॥১৪
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ। সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্॥১৫
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী। অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥১৬

ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ

মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক সীতার পবিত্রতার সমর্থন

রাত্রি প্রভাত হলো। মহাতেজা রাজা রাঘব (রাম) যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে মহর্ষিবৃন্দকে আহ্বান করলেন॥১॥ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্বাসা,....॥২॥ পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘজীবী, মহাযশা মৌদ্গল্য,....॥৩॥ গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র,....॥৪॥ নারদ, পর্বত, মহাযশা গৌতম, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ, তপোনিধি অগস্ত্য,....॥৫॥ এবং অপরাপর সুব্রত মুনিবৃন্দ কৌতূহলবশে তথায় এসে সমবেত হলেন॥৬॥ মহাপরাক্রমী রাক্ষস এবং মহাবল বানর মহাত্মাজন কৌতূহলী হয়ে উপস্থিত হলো সভায়॥৭॥ কঠোর ব্রতপালনকারী সহস্রে সহস্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নানাদেশ হতে তথায় আগমন করলেন॥৮॥ জ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ এবং যোগনিষ্ঠ সকলেই সমুপস্থিত হলেন। দেখবেন সীতার শপথ গ্রহণ॥৯॥ সমাগত সকলে মর্মরমূর্তিবৎ তথায় সুস্থিরভাবে উপবেশন করলে শেষে মুনিবর সীতার সঙ্গে সমুপস্থিত হলেন॥১০॥ করজোড়ে মনোমধ্যে রামকে ধ্যান করতে করতে অধোবদনা ও অশ্রুপূরিত নয়নে সীতা মহর্ষির পেছনে পেছনে সভায় এলেন॥১১॥ ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির মতোই যথাসময়ে সীতাকে বাল্মীকির পেছনে পেছনে আসতে দেখে সভাস্থ সকলে মহান সাধুবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো॥১২॥ অতঃপর দুঃখজনিত বিশাল শোকে আর্ত দর্শকসকলের মধ্যে তুমুল কোলাহলধ্বনি উত্থিত হলো॥১৩॥ তাদের মধ্যে কেউ রামের, কেউ বা সীতার, আবার কেউ কেউ সীতা এবং রাম উভয়ের গুণমহিমা কীর্তন করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার সাধুবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো॥১৪॥ মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি তখন সীতার সঙ্গে সভাস্থ জনগণের মধ্যে প্রবেশ করলেন। রাঘবকে বললেন—॥১৫॥ দাশরথে (রাম), সুব্রতা এবং ধর্মচারিণী সীতাকে তুমি কেবলমাত্র লোকাপবাদ ভয়ে আমারি আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করেছিলে॥১৬॥ হে

লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত। প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥১৭
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ। সুতৌ তবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥১৮
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন। ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥১৯
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা। নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥২০
মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্। তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥২১
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব। বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে॥২২
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা। লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি॥২৩
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রবিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

মহাব্রত রাম, লোকাপবাদ ভয়ে ভীত তুমি। ভীতি দূর করার নিমিত্ত সীতা প্রত্যয় দেবেন। অনুমতি দাও॥১৭॥ জানকী-জঠরজাত দুর্ধর্ষ যমজ দু'জনে তোমারি পুত্র। আমি সত্যই বলছি॥১৮॥ রঘুনন্দন, প্রচেতার দশমপুত্র আমি। আমি কখনো মিথ্যে বলেছি স্মরণে আসে না। কৃতনিশ্চয় হয়ে আমি বলছি, এই দু'জন তোমারি পুত্র॥১৯॥ শপথ করে আমি বলছি, মৈথিলী দুশ্চরিত্রা নন। যদি হন তাহলে বহুসহস্র বছর ধরে যে তপস্যা আমি করেছি তার ফলভাগী হবো না॥২০॥ মৈথিলী যদি নিষ্পাপা হন, কেবল তা হলেই কায়মনোবাক্যে পাপকর্ম কখনো যে করি নি, পাপরহিত সেই পুণ্যকর্মের ফলভাগী আমি হবো॥২১॥ রাঘব, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দ্বারা সীতার পূতচরিত্রতার বিষয়ে ভালভাবে বিচার করে বনমধ্যে এক ঝর্ণার কাছে রক্ষার জন্যে তাঁকে আমি গ্রহণ করেছিলাম॥২২॥ সীতা যদিও আচার-ব্যবহারে শুদ্ধা, নিষ্পাপা এবং পতিকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তবু লোকনিন্দাভয়ে ভীত আপনার বিশ্বাস-উৎপাদন তিনি করবেন॥২৩॥ রাজকুমার, সীতা যে সচ্চরিত্রা দিব্যদৃষ্টিতে এ আমি পূর্বেই জেনেছিলাম। তাই তিনি আমার আশ্রমে প্রবেশ করতে পেরেছেন। লোকনিন্দাভয়েই শুধু আপনি শুদ্ধা ও পতিপরায়ণা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন॥২৪॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

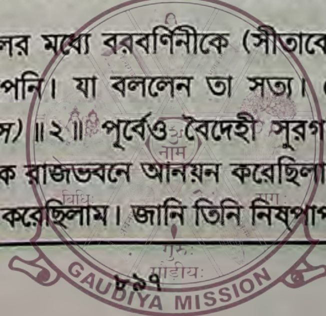
সীতায়াঃ শপথগ্রহণম্, রসাতলে প্রবেশশ্চ

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত। প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্॥১
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মবিৎ। প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ॥২
প্রত্যয়শ্চ পুরা বৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ। শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥৩

সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ

সীতার শপথ গ্রহণ এবং রসাতলে প্রবেশ

বাল্মীকি এইমতো বললে সভাস্থ সকলের মধ্যে বরবর্ণিনীকে (সীতাকে) দেখে করজোড়ে রাম প্রত্যুত্তর করলেন॥১॥ হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ আপনি। যা বললেন তা সত্য। হে ব্রাহ্মণ, আপনার নির্মলবাক্যে আমার প্রত্যয় হয়েছে *(প্রত্যয়—বিশ্বাস)*॥২॥ পূর্বেও বৈদেহী সুরগণ-সন্নিধানে আপনার প্রত্যয়-দান এবং শপথ করেছিলেন বলে আমি তাঁকে রাজভবনে আনয়ন করেছিলাম॥৩॥ তথাপি লোকনিন্দা প্রবল হতে থাকলে মৈথিলীকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। জানি তিনি নিষ্পাপা। তবু শুধুমাত্র লোকাপবাদভয়েই



লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী। সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হসি॥৪
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ। শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥৫
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ। সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ মহেন্দ্রাদ্যা মহৌজসঃ॥৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ॥৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বে তে সর্বে চ পরমর্ষয়ঃ। নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে দৃষ্টমানসাঃ॥৮
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ। দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবং পুনরব্রবীদ্॥৯
প্রত্যয়ো মে নরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ। শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে॥১০
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ। তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্বতঃ॥১১
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ। মানবাঃ সর্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা॥১২
সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥১৩
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥১৪
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥১৬
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্। ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্॥১৭
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ। দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥১৮
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্। স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥১৯

ত্যাগ করেছি তাঁকে। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন॥৪॥ যমজ কুশ ও লব যে আমারি পুত্র তাও আমার অজানিত নয়। তবুও মৈথিলী জগতবাসিবৃন্দের কাছে নিজের বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে আমার প্রীতিপাত্রী হোন॥৫॥ শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ রামের অভিপ্রায় অবহিত হয়ে সীতার শপথ-সময়ে মহেন্দ্র-প্রমুখ সেই মহাতেজা দেবতাবৃন্দ....॥৬॥ পিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোভাগে লয়ে তথায় সমাগত হলেন। এলেন আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব এবং মরুদ্‌গণ॥৭॥ সমাগত হলেন সাধ্য, মহর্ষি, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধগণ এবং অপরাপর সুরসত্তম....॥৮॥ সীতা সন্দর্শনে সমুৎসুক হয়ে সভামধ্যে সমবেত হলেন। দেবতা ও ঋষিগণকে দেখে রাঘব পুনর্বার বললেন—॥৯॥ হে দেবতাশ্রেষ্ঠগণ, যদিও মহর্ষির (বাল্মীকির) পুণ্যবাক্যে আমার প্রত্যয় জন্মেছে (বৈদেহীর শুদ্ধ চরিত্রতার বিষয়ে), তথাপি জগতজনসমক্ষে বিদেহকুমারীর বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন হলে আমি অধিক প্রীত হবো॥১০॥ সেসময়ে দিব্যগন্ধী, মনোহর, শুভ এবং পূত বায়ু প্রবাহিত হয়ে সকলকে (সভাস্থ) আহ্লাদিত করতে লাগলো *(রামের এইপ্রকার বক্তব্যের পরে)*॥১১॥ পূর্বতন সত্যযুগের মতো সেই ত্রেতাতেও তদনরূপ অদ্‌ভুত বায়ুকে প্রবাহিত দেখে নানা দেশ হতে সমাগত মানব প্রভৃত বিস্ময়াভিভূত হলেন॥১২॥ অতঃপর কাষায়বসন-পরিধেয়া সীতা সমাগত সকলকে দেখে নীচের দিকে মুখ করে দৃষ্টিপাতকরত করজোড়ে বলতে লাগলেন—॥১৩॥ রাম ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে কখনো মনে মনে চিন্তাও করি নি। যদি এটি সত্যি হয়, হে মাধবীদেবী (ভগবতী পৃথিবী), আমাকে আপনি বিবর দান করুন *(যাতে আমি পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করতে পারি)*॥১৪॥ কায়মনোবাক্যে সতত আমি যদি শুধু রামেরই অর্চনা করে থাকি, হে মাধবীদেবী, স্বীয় গর্ভে গহ্বর দান করুন আমার জন্যে॥১৫॥ রাম ভিন্ন অপর কাউকেও আমি জানি না। এইকথা যদি আমি সত্যি বলে থাকি তাহলে, হে বসুন্ধরে, আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করুন আমাকে॥১৬॥ বৈদেহী এইপ্রকার শপথ করতে থাকলে পরম আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। ভূতল হতে উঠে এলো অতি উত্তম এক দিব্য সিংহাসন॥১৭॥ দিব্য রত্নে ভূষিত অমিতবিক্রম নাগগণ স্বর্গীয়-রূপ ধারণ করে মস্তকোপরি ধরে রেখেছেন সেই দিব্য-সিংহাসন॥১৮॥ দেবী ধরিত্রী মৈথিলীকে দুই হস্তে তাতে (সিংহাসনে) তুলে নিয়ে স্বাগত সম্ভাষণে অভিনন্দিত করে আসনে বসালেন॥১৯॥ আসনোপরি স্থিতা সীতা এইপ্রকার রসাতলে প্রবেশোদ্যতা হলে স্বর্গ হতে তাঁর

তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্। পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥২০
সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ। সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্॥২১
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ। ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্॥২২
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে। রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥২৩
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ। দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥২৪
কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ। কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥২৫
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ। তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

ওপরে অবিরল-ধারে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো॥২০॥ দেবগণের মধ্যে থেকে উঠলো সুমহান সাধুবাদ। তাঁরা বললেন, সীতে, ধন্যা তুমি। তুমি ধন্যা। পরম পবিত্র তোমার চরিত্র॥২১॥ সীতার পাতাল-প্রবেশ প্রত্যক্ষ করে আকাশস্থিত সুরগণ সুপ্রসন্ন মনে এইপ্রকার বহুবিধ বাক্য বলতে লাগলেন॥২২॥ বিস্ময়াভিভূত হলেন যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত মহর্ষি এবং নরশ্রেষ্ঠ রাজগণ॥২৩॥ অন্তরীক্ষ এবং ভূতলে অবস্থিত চরাচর প্রাণী এবং পাতালে মহাকায় দানব এবং নাগপতিগণও অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলেন॥২৪॥ কেউ তখন আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগলো। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে চিন্তান্বিত হলো। কেউ আবার দেখতে লাগলো রামকে। আবার কেউ নিশ্চলভাবে তাকিয়ে রৈলো সীতার দিকে॥২৫॥ সীতার পাতালপ্রবেশ দেখে সেখানে সমাগত সকলেই তখন হর্ষ এবং শোকে নিমজ্জিত হলেন। মুহূর্তের জন্যে জগৎ যেন সম্মোহিত হলো॥২৬॥

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

সীতায়ৈ রামস্য খেদঃ, ব্রহ্মণস্তস্মৈ প্রবোধদানম, উত্তরকাণ্ডস্য শেষাংশং শ্রোতুমুৎসাহপ্রদানঞ্চ

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ববানরাঃ। চুক্রুশুঃ সাধু সাধ্বিতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ॥১
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ। অবাক্‌শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ॥২
স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্। ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ॥৩
অভূতপূর্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি। পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥৪
সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কা পারে মহোদধেঃ। ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্বসুধাতলাৎ॥৫
বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্যাত্যতাং মম। দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি॥৬

অষ্টনবতিতম (৯৮) সর্গ

সীতার জন্যে রামের খেদ। ব্রহ্মাকর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনাদান। উত্তরকাণ্ডের শেষাংশ শোনার জন্যে তাঁকে উৎসাহদান।

বৈদেহী (সীতা) পাতালে প্রবেশ করলে রামের কাছে মহর্ষি এবং বানরগণ সকলে "সাধু, সাধু" রবে চীৎকার করতে লাগলেন॥১॥ রামও নিরতিশয় দুঃখিত হয়ে সাশ্রুনয়ানে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করে কিছুসময় অধোবদন রৈলেন॥২॥ অনন্তর বহুসময় ধরে রোদন করে অশ্রু বিসর্জনকরত ক্রোধ এবং শোকে ব্যাকুল হলেন। বললেন—॥৩॥ হৃদয়ে আমার আজ অভূতপূর্ব শোকের স্পর্শ ঘটেছে। আমারি চোখের সামনে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো অদৃশ্যা হলেন॥৪॥ পূর্বে সমুদ্রের ওপারে লঙ্কায় আমার দর্শনের আগোচরে ছিলেন সীতা। তাঁকে আনয়ন করেছিলাম আমি। আজ পুনরায় বসুধাতল হতেও যে তাঁকে আমি ফিরিয়ে আনবো তাতে সন্দেহ কি?॥৫॥ হে দেবি বসুধে, সীতাকে আজ আমার সম্মুখে আনয়ন করুন, অন্যথায় এমতো ক্রোধ আমি প্রদর্শন করবো যার প্রভাব বুঝতে পারবে॥৬॥ পূরাকালে

কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী। কর্ষতা ফালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা॥৭
তস্মান্নির্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে। পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া॥৮
আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোঽহং মৈথিলীকৃতে। ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে॥৯
সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং বিধমিষ্যামি তে স্থিতিম্। নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্বমাপো ভবন্ত্বিহ॥১০
এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে। ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্॥১১
রাম রাম ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি সুব্রত। স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবং মন্ত্রং চামিত্রকর্ষন॥১২
ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্। ইমং মুহূর্তং দুর্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্॥১৩
সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্বপরায়ণা। নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ॥১৪
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। অস্যাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ব্রবীমি নিবোধ তৎ॥১৫
এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্। সর্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ॥১৬
জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখ-দুঃখোপসেবনম্। ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্বং বাল্মীকিনা কৃতম্॥১৭
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে॥১৮
শ্রুতং তে পূর্বমেতদ্ধি ময়া সর্বং সুরৈঃ সহ। দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্॥১৯
স ত্বং পুরুষশার্দূল ধর্মেণ সুসমাহিতঃ। শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু॥২০
উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ। তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্ধমুত্তমম্॥২১

হলহস্ত জনক কর্ষণ করতে করতে তোমারি গর্ভ হতে মৈথিলীকে লাভ করেছিলেন বলে প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার শ্বশ্রূমাতা॥৭॥ তাই, হয় তুমি সীতাকে প্রত্যর্পণ করো নতুবা আমাকেও তোমার বিবরে স্থান দাও। পাতালেই হোক অথবা সুরলোকে, আমি সীতারই সঙ্গে একত্র বাস করতে ইচ্ছুক॥৮॥ মৈথিলী সীতার জন্যে আমি উন্মত্ত। সত্বর আনয়ন করো তাকে। আর যদি তুমি সীতাকে না দাও, মহীতলে যেভাবে তুমি রয়েছো.....॥৯॥ সপর্বত এবং বনসহ তোমার সেই স্থিতি আমি বিনষ্ট করবো। ধ্বংস করবো সমূহ ভূভাগ। তখন সবই জলমগ্ন হয়ে যাবে॥১০॥ ক্রোধ এবং শোকের বশীভূত হয়ে রঘুনন্দন এইকথা বললে, সুরগণসহ ব্রহ্মা কাকুৎস্থকে (রামকে) বললেন, কাকুৎস্থে,.....॥১১॥ হে সুব্রত রাম, সন্তাপ কোরো না। হে শত্রুনাশকারিন্, পূর্বে তুমি কি ছিলে এবং কি জন্যে এই ভাব (মনুষ্যভাব) পেয়ে এখানে অবতীর্ণ হয়েছো তা স্মরণ করো॥১২॥ হে মহাবাহু, হে সুব্রত, আমি তোমাকে এই অত্যুত্তম গূঢ় কারণ জানিয়ে দিতাম না, কিন্তু হে দুর্জয় বীর, এখন প্রয়োজন হয়েছে বলেই তোমাকে বলছি, তুমি যে বিষ্ণু হতে অবতীর্ণ এই কথা মুহূর্তকালের জন্যে স্মরণ করো॥১৩॥ তোমার চির-অনুরক্তা স্বতঃশুদ্ধা সাধ্বী সীতা তোমার উপরে একনৈষ্ঠিক তপোবলে সানন্দে নাগলোকে গমন করেছেন॥১৪॥ স্বর্গে তাঁর সঙ্গে তোমার পুনর্বার মিলন হবে, এতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সভাসম্মুখে যা তোমাকে বলছি, হে বীর, তা শ্রবণ করো॥১৫॥ রাম, পৃথিবীতে যতো কাব্য আছে তাদের মধ্যে উত্তম এবং শুভ এই কাব্য শ্রবণে তোমার জীবনচরিত সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান জন্মাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই॥১৬॥ বীর, জন্মসময় হতে যে সব সুখ এবং দুঃখ তুমি (স্বেচ্ছায়) ভোগ করছো এবং অনন্তর যা তোমাকে করতে হবে (এই সীতার পাতাল প্রবেশের পর) বাল্মীকি তা সবকিছুই এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন॥১৭॥ রাম, এই আদিকাব্য পূর্বাপর তোমার জীবনচরিত অবলম্বন করেই বিরচিত। রঘুকুলনন্দন তুমি। তুমি ছাড়া কাব্যসমূহের যশোভাগী আর কে হবে? এই আদিকাব্যের নায়ক হলে তুমিই॥১৮॥ পূর্বেই আমি দেবতাগণের সঙ্গে তোমা-সম্পর্কিত দিব্য এবং অদ্ভুত এই আখ্যানমঞ্জরী শ্রবণ করেছি। এতে যা বর্ণিত হয়েছে তৎসমূহ সর্বৈব সত্য॥১৯॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ, ধর্মানুযায়ী সুসংযতচিত্তে আগামী ঘটনা-সম্বলিত এই কাব্যের অবশেষাংশ (উত্তরাকাণ্ড) শ্রবণ করো ॥২০॥ হে মহাযশা, হে মহাতেজা কাকুৎস্থ, এই কাব্যের অন্তিম অংশের নাম উত্তর (কাণ্ড)। মহর্ষিগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই উৎকৃষ্ট আখ্যান (অংশ) শোনো॥২১॥ হে

ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্। পরমঋষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন॥২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ। জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ॥২৩
যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা ন্যবর্তন্ত মহৌজসঃ॥২৪
উত্তরং শ্রোতুর্মনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে। ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্॥২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ। ভগবঞ্শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ॥২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে সম্প্রবর্ততাম্। এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশী-লবৌ॥২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ। তামেব শোচতঃ সীতাং সা ব্যতীতা চ শর্বরী॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

কাকুৎস্থ, হে রঘুনন্দন, কাব্যের উৎকৃষ্ট এই শেষভাগ তোমা-সদৃশ পরম রাজর্ষি ব্যতীত অন্য কারো শ্রবণযোগ্য নয়॥২২॥ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা এইপ্রকার বলে বান্ধববর্গ এবং দেবগণসহ স্বর্গ অভিমুখে প্রস্থিত হলেন॥২৩॥ ব্রহ্মলোকবাসী মহাতেজা মহাত্মা যে যে ঋষি তথায় উপস্থিত ছিলেন, পিতামহের অনুমতি-অনুসার তাঁরা অবস্থান করতে লাগলেন....॥২৪॥ রাঘবের ভবিষ্যকথা শ্রবণের জন্যে। রাম দেবদেবের (ব্রহ্মার) ভাষিত পুণ্যবাক্য....॥২৫॥ শ্রবণ করলেন। পরমাতেজা রাম। অনন্তর বাল্মীকিকে বললেন, ভগবন্, ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ সকলেই...॥২৬॥ উত্তরভাগের আগামী বৃত্তান্ত শুনতে সবিশেষ সমুৎসুক। কল্য প্রাতঃকাল হতে তাই তা (রামায়ণ গীতিকা) শুরু হোক। এইপ্রকারে কর্তব্য বিনিশ্চয় করে কুশ এবং লবকে সঙ্গে নিয়ে....॥২৭॥ সমাগত সকলকে বিদায় জ্ঞাপনপূর্বক পর্ণশালায় প্রবিষ্ট হলেন। অনন্তর সীতার কারণে শোক করতে করতে সেই শর্বরী অতিবাহিত হলো॥২৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

অষ্টনবতিতম সর্গ (৯৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ উনশততমঃ সর্গঃ ॥

সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশানন্তরং শ্রীরামস্য জীবনযাত্রা, রামরাজ্যস্য স্থিতিঃ, মাতৃণাং পরলোকগমনাদিবর্ণনঞ্চ

রাজন্যাস্তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্। গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ॥১
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মাসু। ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশী-লবৌ॥২
প্রবিষ্টায়াং তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা। তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরদুর্মনাঃ॥৩
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ। শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ॥৪
বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্বানৃক্ষ-বানর-রাক্ষসান্। জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্বং বিসৃজ্য চ॥৫
এবং সমাপ্য যজ্ঞন্তু বিধিবৎ স তু রাঘবঃ। ততো বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ॥৬

উনশতিতম (৯৯) সর্গ

সীতার পাতাল প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবনযাত্রা। রামরাজ্যের স্থিতি। মাতৃগণের পরলোক গমনাদির বর্ণনা।

রাত্রি প্রভাত হলো। মহর্ষিসকলকে আহ্বান করে রাম পুত্রদ্বয়কে নির্ভয়মনে রামায়ণ গান করতে বললেন॥১॥ অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিজন উপবিষ্ট হলে ভবিষ্য-বৃত্তান্ত সমন্বিত উত্তরভাগ (আদিকাব্যের) গান করতে লাগলেন কুশ ও লব॥২॥ এদিকে সীতা সত্যসম্পদে সম্পন্না হয়ে পাতালে প্রবেশ করলে এবং অশ্বমেধ সম্পন্ন হলে রাম অতিশয় উদ্বিগ্ন হলেন॥৩॥ তিনি জগৎসংসার শূন্য দেখতে লাগলেন বৈদেহীর অদর্শনে। শোকে নিরতিশয় ব্যাকুল তিনি। মনে শান্তিলাভ করতে পারলেন না॥৪॥ নানাবিধ ধনসম্পদ প্রদানপূর্বক তিনি বিদায় দিলেন মহীপতি, ভল্লুকসমূহ, বানর, রাক্ষস, উপস্থিত জন এবং মুখ্য ব্রাহ্মণবর্গকে॥৫॥ রাজীবলোচন রাঘব রাম যজ্ঞ সমাপন করে সমুপস্থিত সকলকে বিদায় জানালেন॥৬॥

হৃদি কৃত্বা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ। ইষ্টযজ্ঞো নরপতিঃ পুত্রদ্বয়সমন্বিতঃ॥৭
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ। যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ॥৮
দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধানথাকরোৎ। বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্॥৯
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ। ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ॥১০
এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ। ধর্মে প্রযতমানস্য ব্যতীয়াদ্ রাঘবস্য চ॥১১
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি স্থিতা রামস্য শাসনে। অনুরঞ্জন্তি রাজানো হ্যহন্যহনি রাঘবম্॥১২
কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ। হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ পুরং জনপদাস্তথা॥১৩
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা। নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥১৪
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী। পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্মমুপাগমৎ॥১৫
অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী। ধর্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদেবে পর্যবস্থিতা॥১৬
সর্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ। সমাগতা মহাভাগাঃ সর্বধর্মঞ্চ লেভিরে॥১৭
তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি। মাতৃণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু॥১৮
পিত্র্যাণি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্। চকার রামো ধর্মাত্মা পিতৃন্ দেবান্ বিবর্ধয়ন্॥১৯
এবং বর্ষসহস্রাণি বহূন্যথ যযুঃ সুখম্। যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্মং বর্ধয়ানস্য সর্বদা॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঊনশততমঃ সর্গঃ।

যজ্ঞান্তে মনোমধ্যে সীতারই ধ্যান করতে করতে পুত্রদ্বয়-সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রবেশ ও বাস করলেন॥৭॥ সীতা না থাকলেও রঘুনন্দন দ্বিতীয় ভার্যাগ্রহণ করলেন না। যজ্ঞকালে যখনি যখনি ধর্মপত্নীর আবশ্যকতা পড়তো, তিনি তখন স্বর্ণসীতা তৈয়ার করিয়ে নিতেন॥৮॥ দশসহস্র বর্ষ পর্যন্ত যজ্ঞ করেছিলেন তিনি। বহু অশ্বমেধ এবং তার দশগুণ আয়োজনের বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। অসংখ্য অগণ্য স্বর্ণমুদ্রা তিনি প্রদান করেছিলেন এই যজ্ঞে। দক্ষিণা হিসেবে॥৯॥ শ্রীমান রাম প্রভৃত দক্ষিণা সমন্বিত-অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং উত্তম অপরাপর যজ্ঞও করলেন। যজ্ঞে ব্যয় করলেন বহু ধনরাশি॥১০॥ এইপ্রকারে রাজ্যশাসন করতে করতে মহাত্মা রাঘবের বহু সময় ধর্মপালনের কারণেই ব্যয়িত হতো॥১১॥ ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসেরা নিরন্তর ছিলো তাঁর বশীভূত। মহীপতিগণ প্রতিদিন রাঘবকে অনুরঞ্জিত রাখতেন॥১২॥ সময়ে বারি বর্ষণ করতেন পর্জন্যদেব তাঁর রাজত্বে। সুভিক্ষ থাকতো *(দুর্ভিক্ষ হতো না)*। দিক্‌সমূহ থাকতো নির্মল। নগর এবং জনপদগুলি পরিপূরিত থাকতো আনন্দিত ও স্বাস্থ্যবান জনগণে॥১৩॥ রাম শাসনাধীন রাজ্যে অকালমৃত্যু ঘটতো না কারো। কোনোপ্রাণী ব্যাধিপীড়িত হয় নি। কোনো অনর্থ দেখা যেতো না সংসারে *(অনর্থ—উপদ্রব)*।।১৪॥ সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে অবশেষে পুত্র-পৌত্র পরিবৃতা যশস্বিনী রামমাতা (কৌশল্যা) কালধর্ম প্রাপ্ত হলেন *(মারা গেলেন)*॥১৫॥ সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেয়ীও তাঁর (কৌশল্যার) পথানুসরণ করলেন *(মারা গেলেন)*। বহুবিধ ধর্মকর্ম করে অবস্থান করলেন ত্রিদেবস্থলে তথা সাকেতধামে ॥১৬॥ তথায় তাঁরা সাতিশয় আনন্দে সম্মিলিত হলেন। রাজা দশরথের সঙ্গে। ঐ মহাভাগাগণ পূর্ণ ফললাভ করলেন সমূহ ধর্মকর্মের॥১৭॥ রামও সময়ে সময়ে মাতৃগণসমূহের সমুদ্দেশে ব্রাহ্মণ-তপস্বিগণ-মধ্যে উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করতে লাগলেন॥১৮॥ ধর্মাত্মা রাম পৈতৃক রত্নরাজিদ্বারা দুঃসাধ্য যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে দেবলোক এবং পিতৃলোকের পরিতুষ্টি ও প্রীতি বর্ধন করতে লাগলেন॥১৯॥ নিরন্তর নানাবিধ যজ্ঞকার্যে ধর্মবৃদ্ধি করে সেই মহীয়ান বহুসহস্র বৎসর সানন্দে অতিবাহিত করলেন॥২০॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

ঊনশততম (৯৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ শততমঃ সর্গঃ ॥

কেকয়দেশাদ্ ব্রহ্মর্ষি-গার্গ্যস্যাগমনম্, তৎসন্দেশানুসারেণ শ্রীরামানুজ্ঞয়া গন্ধর্বদেশানাক্রমিতুং কুমারৈঃ সহ ভরতস্য প্রস্থানঞ্চ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ। স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে॥১
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্। দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্॥২
কম্বলানি চ রত্নানি চিত্রবস্ত্রমথোত্তমম্। রামায় প্রদদৌ রাজা শুভান্যাভরণানি চ॥৩
শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিং গার্গ্যমাগতম্। মাতুলস্যাশ্বপতিনঃ প্রহিতং তন্মহাধনম্॥৪
প্রত্যুদ্গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ। গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্॥৫
তথা সম্পূজ্য তমৃষিং তদ্ধনং প্রতিগৃহ্য চ। পৃষ্ট্বা প্রতিপদং সর্বং কুশলং মাতুলস্য চ॥৬
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে। কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ॥৭
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ। রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্যবিস্তরম্॥৮
বক্তুমদ্ভুতসঙ্কাশং রাঘবায়োপচক্রমে। মাতুলস্তে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ॥৯
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে। অয়ং গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ॥১০
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ। তঞ্চ রক্ষন্তি গন্ধর্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ।
শৈলূষস্য সুতা বীরঃ তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ॥১১
তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্বনগরং শুভম্। নিবেশয় মহাবাহো স্বে পুরে সুসমাহিতে॥১২

শততম (১০০) সর্গ

কেকয়দেশ হতে ব্রাহ্মর্ষি গার্গ্যের আগমন। তাঁর দিয়ত সংবাদানুসারে শ্রীরামের আজ্ঞায় কুমারগণের সঙ্গে ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের জন্যে প্রস্থান।

অনন্তর কিছুকাল গত হলে কেকয়রাজ যুধাজিৎ একদা রাঘব সমীপে প্রেরণ করলেন স্বীয় গুরু (পুরোহিত).... ॥১॥ অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে। অঙ্গিরা-তনয় তিনি। সঙ্গে যে প্রীতোপহারসমূহ পাঠালেন তাতে ছিলো দশসহস্র অশ্ব,.... ॥২॥ বহু কম্বল, নানাবিধ রত্নসম্ভার, উত্তম চিত্রিত বস্ত্র। এ ছাড়াও রামকে প্রদানের জন্য ছিলো বহুবিধ শুভ আভরণ॥৩॥ ধীমান রাঘব যখন শ্রুত হলেন যে মহর্ষি গার্গ্য এসেছেন (অযোধ্যায়), অশ্বপতিপুত্র মাতুলের দিয়ত বহুমূল্য ধনরাশি নিয়ে,.... ॥৪॥ তখন তিনি অনুজবৃন্দের সঙ্গে এক ক্রোশ পথ এগিয়ে গিয়ে সেখানে গার্গ্য-এর পূজা করলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পূজা করেন ঠিক তেমনিভাবে ॥৫॥ এইপ্রকারে মহর্ষির যথাবিহিত আতিথ্যসৎকার করে মাতুল-প্রেরিত ধনসম্ভার গ্রহণকরত তিনি (রাম) মহর্ষি এবং মাতুলের সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥৬॥ অতঃপর ঐ মহাভাগ (গার্গ্য) উপবিষ্ট হলে রাম তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ভগবন্, মাতুলের বার্তা কি, যেজন্যে.... ॥৭॥ সাক্ষাৎ বৃহস্পতির মতো বাগ্মিপ্রবর আপনি আগমন করলেন (অযোধ্যাতে)! রামের বচন শুনে মহর্ষি তখন আশ্চর্য কার্য-বিবরণ.... ॥৮॥ তাঁর সামনে বিধৃত করতে লাগলেন। বললেন, মহাবাহো, শোনো ঐ বাক্যসমূহ, নরশ্রেষ্ঠ মাতুল.... ॥৯॥ যুধাজিৎ যা প্রীতচিত্তে বলেছেন। শুনতে যদি ইচ্ছা হয় শোনো। ঐ যে গন্ধর্বদেশ রয়েছে, ফলমূল শোভিত তা.... ॥১০॥ সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত সেটি। অতি মনোহর। তিনকোটি যুদ্ধনিপুণ মহাবলবান গন্ধর্ব শৈলূষ-তনয়গণ নিরন্তর তা সশস্ত্রে রক্ষা করেন॥১১॥ হে মহাবাহো, হে কাকুৎস্থ, তাদেরকে পরাজিত করে তুমি সুসমাহিতচিত্তে এক পুণ্য গন্ধর্বনগর তথায় স্থাপন করো। উত্তম সাধনাসম্পন্ন দু'টি নগর তথায় নির্মাণ করো নিজের জন্যে॥১২॥

অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ। রোচতাং তে মহাবাহো নাহং ত্বামহিতং বদে॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্মাতুলস্য চ। উবাচ বাঢমিত্যেব ভরতং চান্ববৈক্ষত॥১৪
সোঽব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ সাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্। ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিষ্যতঃ॥১৫
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ। মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্মেণ সুসমাহিতৌ॥১৬
ভরতং চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ। নিহত্য গন্ধর্বসুতান্ দ্বে পুরে বিভজিষ্যতঃ॥১৭
নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ। আগমিষ্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্মিকঃ॥১৮
ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতং সবলানুগম্। আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ॥১৯
নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃসুতম্। ভরতঃ সহ সৈন্যেন কুমারাভ্যাং বিনির্যযৌ॥২০
সা সেনা শক্রযুক্তেব নগরান্নির্যযাবথ। রাঘবানুগতা দূরং দুরাধর্ষা সুরৈরপি॥২১
মাংসাশিনশ্চ যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সুমহান্তি চ। অনুজগ্মুর্হি ভরতং রুধিরস্য পিপাসয়া॥২২
ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ। গন্ধর্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ॥২৩
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং খেচরাণাঞ্চ পক্ষিণাম্। বহূনি বৈ সহস্রাণি সেনায়া যযুরগ্রতঃ॥২৪
অধ্যর্ধমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া। হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ।

অন্য কারোরই গতি নেই সেখানে (কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না)। পরম রমণীয় সেই দেশ। দেশটি জয় করো। তোমাকে আমি এমন কোনো পরামর্শ দেবো না, যাতে তোমার অকল্যাণ হয়॥১৩॥ মহর্ষির (গার্গ্যের) এবং মাতুলের সেই কথা শুনে পরম প্রীত হলেন রাঘব। বললেন, তাইই হবে। অতঃপর ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বাক্য বললেন॥১৪॥ করজোড়ে রাঘব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বললেন, ব্রহ্মর্ষে, কুমারদ্বয় মিলে তদ্দেশে বিচরণ করবে॥১৫॥ বীর ঐ কুমারদ্বয় হলো ভরতের পুত্র তক্ষ এবং পুষ্কল। মাতুলের (যুধাজিৎ-এর। যুধাজিৎ ভরতের মাতুল। সেই সম্পর্কে রামেরও) দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে একাগ্রচিত্তে ধর্মানুসারে সেই দেশ শাসন করবে॥১৬॥ ভরতকে পুরোভাগে নিয়ে দুইকুমার সৈন্য এবং অনুচরবর্গের সঙ্গে তথায় উপস্থিত হয়ে গন্ধর্বসুতগণকে বিনাশপূর্বক সেই রাজ্য বিভক্ত করবে দু'ভাগে॥১৭॥ অতিশয় এই ধার্মিক (ভরত) শ্রেষ্ঠ সেই নগরকে (গন্ধর্বনগরকে) দুইভাগে ভাগ করে এবং আপন আত্মজগণকে (পুত্রদ্বয়কে) তথায় স্থাপিত করে পুনরায় আমার সকাশে আগমন করবে॥১৮॥ ব্রহ্মর্ষিকে এইপ্রকারে বলে তিনি (রাম) ভরতকে সসৈন্যে গমন করতে (গন্ধর্বনগরে) আজ্ঞা দিলেন। আর কুমারগণকে করলেন অভিষিক্ত॥১৯॥ অনন্তর অঙ্গিরা-সুতকে (গার্গ্যকে) পুরোভাগে নিয়ে শুভনক্ষত্রে কুমারযুগলের সঙ্গে ভরত সসৈন্যে বিনির্গত হলেন নগর হতে॥২০॥ নগর হতে বিনির্গত হলো সেনা। ইন্দ্রপ্রেরিত দেবসেনাসদৃশ। রাঘবও (রামও) কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে অনুগমন করলেন। এই সেনা দেবতাদের কাছেও ছিলো দুর্জয়॥২১॥ মাংসাশী প্রাণীরা এবং বিশালকায় রাক্ষসেরা রক্তপানের ইচ্ছায় ভরতের পেছনে গমন করতে লাগলো॥২২॥ মাংসাহারী ক্রূরপ্রকৃতি হাজারে হাজারে ভূত গন্ধর্বপুত্রদের মাংসভক্ষণ-আশে ঐ সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলো॥২৩॥ বহু-সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর এবং আকাশে বিচরণশীল পক্ষিসমূহ সেই সেনার সম্মুখে চলতে লাগলো॥২৪॥ পথিমধ্যে অর্ধেকমাস (পক্ষকাল) বাস করে স্বাস্থ্যবানজনে-পরিপূর্ণ সেনাবাহিনী (ভরতের) কুশলে কেকয়ধামে সমুপস্থিত হলো॥২৫॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
শততম (১০০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

গন্ধর্বান্ হত্বা তত্র ভরতস্য নগরদ্বয়স্থাপনম্, পুত্রয়োঃ হস্তেষু তৎ সমর্প্য পুনরযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ। যুধাজিদ্ গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ॥১
স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ। ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্বান্ কামরূপিণঃ॥২
ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৈঃ। গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ॥৩
শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্বাস্তে সমাগতাঃ। যোদ্ধুকামা মহাবীর্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ॥৪
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্। সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ॥৫
খড়্গ-শক্তি-ধনুর্গ্রাহা নদ্যঃ শোণিতসংস্রবাঃ। নৃকলেবরবাহিন্যঃ প্রবৃত্তাঃ সর্বতোদিশম্॥৬
ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্। সংবর্তং নামো ভরতো গন্ধর্বেষ্বভ্যচোদয়ৎ॥৭
তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্তেন বিদারিতাঃ। ক্ষণেনাভিহতাস্তেন তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনা॥৮
তদ্যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ। নিমেষান্তরমাত্রেণ তাদৃশানাং মহাত্মনাম্॥৯
হতেষু তেষু সর্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ। নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে। গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥১১
ধনরত্নৌঘসঙ্কীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে। অন্যোন্যসঙ্ঘর্ষকৃতে স্পর্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ॥১২

একাধিক শততম (১০১) সর্গ

ভরতের দ্বারা গন্ধর্বগণের সংহার। তথায় দু'টি নগর-সংস্থাপন। তা পুত্রযুগলের হস্তে
সমর্পিত করে ভরতের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন।

মহর্ষি গার্গ্যের সঙ্গে স্বয়ং ভরত সেনাপতি হিসেবে সেখানে এসেছেন শুনে কেকয়াধিপ যুধাজিৎ পরম প্রীত হলেন॥১॥ অনন্তর কেকয়াধিপ বিশাল জনসমূহে সমাবৃত হয়ে শীগ্‌গির বার হয়ে এলেন। এবার ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম গন্ধর্বদের দেশ অভিমুখে তিনি যাত্রা করলেন *(ভরতের সঙ্গে মিলিত হয়ে)* ॥২॥ সেনা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে ভরত ও যুধাজিৎ একযোগে গন্ধর্বরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন॥৩॥ ভরত এসেছেন শুনে তথাকার যুদ্ধাভিলাষী মহাপরাক্রমী গন্ধর্বগণ চারদিক থেকে সিংহনাদ করে উঠলো॥৪॥ অতঃপর সাত রাত্রিব্যাপী তুমুল লোমহর্ষক যুদ্ধ সংঘটিত হলেও কোনোপক্ষেরই জয়লাভ বিহিত হলো না॥৫॥ যুদ্ধে খড়্গ, শক্তি এবং ধনুকরূপ গ্রাহবিশিষ্ট নরদেহীবাহী রক্তনদীসমূহ চতুর্দিকে প্রবাহিত হলো *(গ্রাহ—হিংস্র জলজন্তু)* ॥৬॥ অতঃপর রামানুজ ভরত সক্রোধে 'সংবর্ত' নামক নিদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্বগণের ওপর॥৭॥ মহাত্মা (ভরত) তখন মুহূর্তকাল-মধ্যে তিনকোটি গন্ধর্বকে সংহার করলেন। কালপাশে বদ্ধ হয়ে গন্ধর্বরা সংবর্ত-অস্ত্রে হলো বিদারিত॥৮॥ এইমতো ঘোরতর যুদ্ধ সুরগণও কখনো দেখেছেন কিনা তা তাঁদের স্মরণে এলো না। নিমেষমধ্যে এতাদৃশী মহাবলেরা (গন্ধর্বেরা).... ॥৯॥ সকলে বিনষ্ট হলো। অনন্তর কৈকেয়ীসুত ভরত তথায় দু'টি সমৃদ্ধিশালী নগর করলেন সংস্থাপন॥১০॥ মনোহর গন্ধর্বদেশে 'তক্ষশিলা' এবং গান্ধারদেশে 'পুষ্কলাবত' নগরদ্বয় সংস্থাপনপূর্বক যথাক্রমে তক্ষ এবং পুষ্কলকে তা সমর্পণ করলেন॥১১॥ দু'টি নগরই ছিলো ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। বহু কাননে উপশোভিত। বিবিধ গুণে নগরদ্বয় একে অপরকে স্পর্ধা করতে লাগলো। কেবলমাত্র আপন আপন সৌন্দর্য-আধিক্য প্রদর্শনের নিরিখেই ছিলো এই দ্বন্দ্ব॥১২॥ শোভায় পরম

উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ। উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে॥১৩
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে। গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে॥১৪
শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ। তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে॥১৫
নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ। পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কৈকেয়ীসুতঃ॥১৬
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্মমিবাপরম্। রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥১৭
শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ববধমুত্তমম্। নিবেশনঞ্চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতোঽস্য রাঘবঃ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

মনোহর ছিলো উভয় নগর। দুই স্থানের ব্যবহার ছিলো কাপট্যহীন, শুদ্ধ এবং সরল। নগরদ্বয় পূর্ণ ছিলো উদ্যান এবং বহুবিধ যানে। নগর-দ্বয়ে আলাদা আলাদা মনোহারী বিপণি তথা বাজারও স্থাপিত হলো॥১৩॥ অতিশয় বর্ধিত হলো শ্রেষ্ঠ এই নগরদ্বয়ের রমণীয়তা। সেখানে শোভা পেতে লাগলো আকাশছোঁয়া সমুচ্চ সাততলা সব অট্টালিকা॥১৪॥ স্থানে স্থানে ছিলো সুরম্য দেবালয়। পুরীদ্বয়ের চারদিকে পরিশোভিত ছিলো তাল, তমাল, তিলক, বকুল-বৃক্ষ॥১৫॥ রাঘবানুজ কৈকেয়ীতনয় (ভরত) তথায় পুত্রদ্বয়কে স্থাপন করে পাঁচবছর অতিবাহিত হলে পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন॥১৬॥ বাসব যেমন ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন ঠিক সেইভাবে ভরতও সাক্ষাদ্ ধর্মমূর্তি মহাত্মা রাঘবকে (রামকে) অভিবাদন জানালেন *(অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে)*॥১৭॥ গন্ধর্বযুদ্ধে যা ঘটেছিলো এবং পুরদ্বয় যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (ভরতের কাছ থেকে) তা যথাযথভাবে শুনে রাঘব (রাম) অতিশয় প্রীত হলেন॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
একাধিক শততম (১০১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামাজ্ঞয়া ভরত-লক্ষ্মণাভ্যাং কারুপথদেশস্য বিবিধরাজ্যেষু কুমারস্যাঙ্গদস্য চন্দ্রকেতোশ্চ নিযুক্তিঃ

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ। বাক্যং চাদ্ভুতসঙ্কাশং ভ্রাতৄন্ প্রোবাচ রাঘবঃ॥১
ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্মবিশারদৌ। অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢবিক্রমৌ॥২
ইমৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাম্। রমণীয়ো হ্যসংবাধো রমেতাং যত্র ধন্বিনৌ॥৩
ন রাজ্ঞাং যত্র পীডা স্যান্নাশ্রমাণাং বিনাশনম্। স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা॥৪
তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ। অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ॥৫

দ্ব্যধিক শততম (১০২) সর্গ

রামের আদেশে ভরত এবং লক্ষ্মণের দ্বারা কারুপথদেশের বিভিন্নরাজ্যে কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর নিযুক্তি।

রাঘব ভ্রাতৃবর্গসহ এমতো বৃত্তান্ত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হলেন। অনন্তর ভ্রাতৃবর্গকে পরম আশ্চর্যজনক বাক্যে বললেন—॥১॥ সৌমিত্রে, তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু পরম ধার্মিক। রাজ্যরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়পরাক্রমশীল॥২॥ তাই এই দুই ধনুর্ধর যাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারে এমন কোনো রমণীয় প্রদেশ সন্ধান করো। তাদেরকে আমি ওখানে অভিষিক্ত করবো॥৩॥ সৌম্য, যেখানে ওরা বাস করলে অপরাপর নৃপতি পীড়িত হবেন না, বিনষ্ট হবে না আশ্রমসমূহ, সর্বোপরি আমরাও অপরাধী হবো না, এমতো কোনো স্থান অনুসন্ধান করো॥৪॥ রাম এই কথা বললে পর প্রত্যুত্তরে ভরত বললেন, কারুপথ দেশ পরম রমণীয়। সেখানে রোগ-ব্যাধিরও কোনো উপদ্রব নেই॥৫॥ তথায় মহাত্মা অঙ্গদের

নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদস্য মহাত্মনঃ। চন্দ্রকেতোঃ সুরুচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্॥৬
তদ্ বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ। তঞ্চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ॥৭
অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা। রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥৮
চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা। চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা॥৯
ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা। যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকঞ্চ চক্রিরে॥১০
অভিষিচ্য কুমারৌ দ্বৌ প্রস্থাপ্য সুসমাহিতৌ। অঙ্গদং পশ্চিমাং ভুমিং চন্দ্রকেতুমুদঙ্মুখম্॥১১
অঙ্গদং চাপি সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ। চন্দ্রকেতোস্তু ভরতঃ পার্ষ্ণিগ্রাহো বভূব হ॥১২
লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ। পুত্রে স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ॥১৩
ভরতোঽপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোঽধিকম্। অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ॥১৪
উভৌ সৌমিত্রি-ভরতৌ রামপাদ বনুব্রতৌ। কালং গতমপি স্নেহান্ন জজ্ঞাতেঽতিধার্মিকৌ॥১৫
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেষাং যযুস্তদা। ধর্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্যেষু নিত্যদা॥১৬
বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ শ্রিয়া বৃতা ধর্মপুরে চ সংস্থিতাঃ।
ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসো হুতাগ্নয়ঃ সাধুমাহাধ্বরে ত্রয়ঃ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গ।

নতুন রাজ্য স্থাপন করুন চন্দ্রকান্ত নামক নব নগর, সেখানে রোগব্যাধির ভয় থাকবে না। দেখতেও হবে যা অতি সুন্দর॥৬॥ ভরতের বাক্যানুসার রাঘব (রাম) ঐদেশ (কারুপথ) স্বীয় বশে এনে তথায় অঙ্গদকে স্থাপন করলেন॥৭॥ অক্লেশে মহানকর্মকারী রাম অনন্তর তথায় অঙ্গদের জন্য পরম রমণীয়া এবং সুরক্ষিতা অঙ্গদীয়া-নাম্নী পুরী নির্মাণ করালেন *(ও সেখানে অঙ্গদকে স্থাপিত করলেন)*॥৮॥ মল্ল চন্দ্রকেতুকে স্থাপিত করলেন মল্লভূমে। তাঁর সেই পুরী ছিলো স্বর্গপুরীর মতো রমণীয়া। নাম চন্দ্রকান্তা॥৯॥ অনন্তর যুদ্ধদুর্জয় রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত পরম প্রীতি লাভ করলেন এবং কুমারদ্বয়কে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন॥১০॥ সংযতচিত্ত কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করে অঙ্গদকে প্রেরণ করলেন পশ্চিমদিকে। আর উত্তরদেশ অভিমুখে প্রেরিত হলেন চন্দ্রকেতু॥১১॥ সৌমিত্রি লক্ষ্মণ গেলেন অঙ্গদের সঙ্গে। চন্দ্রকেতুর সহায়ক হিসেবে অনুগামী হলেন ভরত॥১২॥ অঙ্গদীয়া পুরীতে একবছর কাল অতিবাহিত করে লক্ষ্মণ শত্রুদের অজেয় স্বীয় সন্তানকে তথায় স্থিতি করিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হলেন॥১৩॥ তদনুরূপ ভরতও তথায় (চন্দ্রকান্তাপুরীতে) সংবৎসরকাল যাপনকরত পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করে রামের চরণসেবা করতে লাগলেন॥১৪॥ সৌমিত্রি এবং ভরত উভয়ে, অতিশয় ধার্মিক। শ্রীরামচরণসেবায় তাদের অনুরাগের অন্ত ছিলো না। চরণ-সেবা করতে করতে তাঁদের বহু কাল অতিবাহিত হলো, অথচ শ্রদ্ধার কারণে তাঁদের তা মনেই এলো না॥১৫॥ তিনজন ভাইই পুরবাসিজনের কাজে সদাতৎপর এবং ধর্মপালনে প্রয়াসী ছিলেন। এইপ্রকারে পুরজনের পালনে এবং ধর্মের-আচরণে তাঁদের দশহাজার বছর কেটে গেলো॥১৬॥ ধর্মসাধনভূত পুরীতে ঐশ্বর্যবাসী হয়ে বসবাসকারী পূর্ণমনোরথ তিন ভ্রাতা যথাসময় নগরীমধ্যে ঘুরে ঘুরে প্রজা-রক্ষন করতে লাগলেন। মহাযজ্ঞে আহুতি পেয়ে তাঁরা প্রজ্জ্বলিত ও দীপ্ততেজা ত্রেতাগ্নির মতো প্রকটিত হতে লাগলেন॥১৭॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
দ্ব্যধিক শততম (১০২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামসমীপে কালস্যাগমনম্, কঠোরশপথং সম্পাদ্য বার্তালাপশ্চ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্মপরে স্থিতে। কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ॥১
সোঽব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তং যশস্বিনম্। মাং নিবেদয় রামায় সম্প্রাপ্তং কার্যগৌরবাৎ॥২
দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ। রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্যেণ হি মহাবলঃ॥৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ। ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্॥৪
জয়স্ব রাজধর্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে। দূতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপসা ভাস্করপ্রভঃ॥৫
তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ। প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যধৃক্॥৬
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রবেশয়ত তং মুনিম্। জ্বলন্তমেব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংশুভিঃ॥৭
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানং স্বতেজসা। ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্॥৮
তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্। দদৌ কুশলমব্যগ্রং প্রষ্টুং চৈবোপচক্রমে॥৯
পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ। আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাযশাঃ॥১০
তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে। প্রাপয়াস্য চ বাক্যানি যতো দূতস্ত্বমাগতঃ॥১১
চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত। দ্বন্দ্বে হ্যেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদ্যবেক্ষসে॥১২

ত্র্যধিকশততম (১০৩) সর্গ

শ্রীরামের নিকট 'কালের' আগমন। কঠোর এক শপথ করিয়ে নিয়ে বার্তালাপ।

অনন্তর ধর্মনিরত রামের বহুকাল অতিবাহিত হলো। একদা এবার তাপসরূপে 'কাল' রাজদ্বারে এসে সমুপস্থিত হলেন॥১॥ দ্বারদেশে ধৈর্যশীল ও যশস্বী লক্ষ্মণকে দেখে তিনি বললেন, এক মহদ্‌কর্মের নিমিত্ত আমি হেথায় উপস্থিত হয়েছি। রামকে আমার বার্তা (আগমন সংবাদ) নিবেদন করো॥২॥ হে মহাবল, অমিততেজা অতিবল মহর্ষির দূত আমি। কোনো অতি প্রয়োজনীয় কর্মোপলক্ষে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি॥৩॥ তার বচন শুনে ত্বরিতপদে সৌমিত্রি তখন রামের সমীপে সমুপস্থিত হয়ে তাপসের আগমনবার্তা নিবেদন করলেন॥৪॥ বললেন, হে মহাতেজা রাজা, রাজধর্ম দ্বারা আপনি উভয়লোকের (ইহলোক এবং পরলোক) বিজয় প্রাপ্ত হোন। তপস্যার প্রভাবে সূর্যসদৃশ সমপ্রভ কোন তাপস-দূত আপনার সন্দর্শনার্থ এখানে সমুপস্থিত হয়েছেন॥৫॥ লক্ষ্মণের বাক্য শুনে রাম বললেন, বৎস, মহাতেজা বার্তাবাহককে সত্বর এখানে নিয়ে এসো॥৬॥ 'তথাস্তু'—বলে সৌমিত্রি সেই তেজঃসমুজ্জ্বল এবং স্বীয়-তেজে যেন চতুর্দিক দগ্ধ করতে উদ্যত মহর্ষিকে (রামসকাশে) আনয়ন করলেন॥৭॥ স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল রাঘবের (রাম) কাছে উপনীত হয়ে মহর্ষি মধুরবাক্যে বললেন, মহারাজ। জয় হোক আপনার॥৮॥ মহাতেজা রামও অর্ঘ্য এবং পূজোপহারাদি দ্বারা মহর্ষিকে পূজা করলেন। শান্তমনে কুশলসমাচারাদি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে॥৯॥ রাম কুশল জিজ্ঞেস করলে মহাযশা বাক্যকোবিদ তাপসমুখ্য দিব্য কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করলেন॥১০॥ রাম অনন্তর বললেন, হে মহামতে, আপনার আগমন শুভ হোক। যাঁর বার্তাবহ হয়ে এসেছেন আপনি, তাঁর বাক্যসকল বলুন॥১১॥ রাজসিংহ (রাম) কর্তৃক এইমতো জিজ্ঞাসিত হলে 'কাল' বললেন, যদি আপনি কল্যাণ চান, আমাদের আলোচনা সেই স্থানেই হবে যেখানে শুধুমাত্র আপনি এবং আমি উপস্থিত থাকবো॥১২॥ যদি আপনার সেই মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এইপ্রকার নিয়ম করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ শুনবে অথবা একান্তে আমাদেরকে

যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বাধ্যো ভবিতা তব। ভবেদ্ বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে॥১৩
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জয়॥১৪
স মে বধ্যঃ খলু ভবেদ্ বাচং দ্বন্দ্বসমীরিতম্। ঋষের্মম চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্ বা শৃণুয়াচ্চ যঃ॥১৫
ততো নিক্ষিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং দ্বারি সংগ্রহম্। তমুবাচ মুনে বাক্যং কথয়স্বেতি রাঘবঃ।১৬
তত্তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ। কথয়স্বাবিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ততে॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

দর্শন করবে সে আপনার বধ্য হবে॥১৩॥ একথা শুনে রাম "তাই হবে" বলে প্রতিশ্রুত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, মহাবাহো, দ্বারীকে বিদায় দিয়ে দ্বারদেশে স্বয়ং তুমি অবস্থান করো॥১৪॥ সৌমিত্রে, এই ঋষিতে এবং আমাতে নির্জনে যে পর্যন্ত কথা হবে, তার ভেতরে যে ব্যক্তি আমাদের বাক্যশ্রবণ করবে অথবা আমাদের দর্শন করবে, সে আমার বধ্য হবে॥১৫॥ কাকুৎস্থ (রাম) এইভাবে লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে নিযুক্ত করে তাপসকে বললেন, মুনিবর, আপনার বক্তব্য বলুন॥১৬॥ যা বলবার জন্য মহর্ষি অতিবল-কর্তৃক এখানে আপনি প্রেরিত হয়েছেন এবং আপনার যা অভীষ্টবাক্য, নির্ভয়ে আমাকে তা বলুন। তা শোনার জন্যে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হচ্ছে॥১৭॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ত্র্যধিকশততম (১০৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

কালস্য শ্রীরামসমীপে ব্রহ্মণো বার্তাকথনম্, শ্রীরামস্যাঙ্গীকারশ্চ

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ। পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল॥১
তবাহং পূর্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্বসমাহরঃ॥২
পিতামহশ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ। সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্॥৩
সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ মায়য়া স্বয়মেব হি। মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্বমজীজনঃ॥৪
ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্। মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ চ সত্ত্বৌ মহাবলৌ॥৫
মধুঞ্চ কৈটভং চৈব যয়োরস্থিচয়ৈর্বৃতা। ইয়ং পর্বতসম্বাধা মেদিনী চাভবত্তদা॥৬

চতুরধিকশততম (১০৪) সর্গ

'কাল'কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মার বার্তা কথন। শ্রীরামের অঙ্গীকার

অতঃপর ঐ তাপস বললেন, হে মহাবল, মহাসত্ত্ব রাজন্, শুনুন যে কারণে আমি এখানে এসেছি। পিতামহ ব্রহ্মা পাঠিয়েছেন আমাকে॥১॥ হে বীর, শত্রুপুরবিজয়ী আমি আপনার পূর্বাবস্থায় মায়া দ্বারা আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তাই আপনার পুত্র আমি। সর্বসংহারী 'কাল' বলে সকলে বলে আমাকে॥২॥ লোকপতি প্রভু ভগবান পিতামহ (ব্রহ্মা) আপনাকে বলেছেন যে, হে সৌম্য, লোকসমূহকে রক্ষার জন্যে যে সময় আপনি নির্ধারণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ হয়েছে॥৩॥ বিভো, পুরাকালে আপন মায়ার দ্বারা লোকসকলকে নিজের মধ্যে বিলীন করে মহার্ণবে শয়ান থেকে আমাকে তৈয়ার করেছিলেন॥৪॥ অনন্তর আপনি অনন্ত-নামে নাগকে মায়াবলে সৃষ্টি করেন। বিশাল ফণা এবং অতিকায় সে। জলশায়ী। অনন্তের পর সৃষ্টি করেন আরো দুই মহাবল প্রাণীকে॥৫॥ মধু এবং কৈটভ তাদের নাম, তাদেরই অস্থিসমূহে পরিপূরিতা এবং পর্বত সমাকীর্ণ মেদিনী সৃষ্টি হলো তদনন্তর॥৬॥ এবারে নাভিতে অবস্থিত

পদ্মে দিব্যেঽর্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি। প্রজাপত্যং ত্বয়া কর্ম ময়ি সর্বং নিবেশিতম্॥৭
সোঽহং সংন্যস্তভারো হি ত্বামুপাস্য জগৎপতিম্। রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্॥৮
ততস্ত্বমসি দুর্ধর্ষাৎ তস্মাদ্ভাবাৎ সনাতনাৎ। রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্॥৯
অদিত্যাং বীর্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৄণাং বীর্যবর্ধনঃ। সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে॥১০
স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতাং বর। রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ॥১১॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা॥১২
স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রং পূর্ণায়ুর্মানুষেম্বিহ। কালোঽয়ং তে নরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্তিতুম্॥১৩
যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপাসিতুম্। বস বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ॥১৪
অথ বা বিজীগিষা তে সুরলোকায় রাঘব। সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥১৫
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্। রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ॥১৬
শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্। প্রীতির্হি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা॥১৭
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থাং মম সম্ভবঃ। ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ॥১৮
হৃদ্গতো হ্যসি সম্প্রাপ্তো ন মে তত্র বিচারণা। ময়া হি সর্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্তিনা।
স্থাতব্যং সর্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

সূর্যের সদৃশ তেজস্বী দিব্য-পদ্ম হতে আমাকে আপনি সৃষ্টি করেন। দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেন প্রাজাপত্য কর্ম সম্পাদনার ॥৭॥ হে বিভো, জগতের প্রভু আপনি। আপনার কাছে দায়িত্বভার প্রাপ্ত হয়ে আপনাকে অর্চনা করতে করতে আমি প্রার্থনা করি, আমার সৃষ্ট ভূতসকলকে আপনি রক্ষা করুন, কেননা আপনি আমার তেজ-প্রদানকারী ॥৮॥ সেসময়ে আপনি আমার সেই প্রার্থনা স্বীকার করেন এবং প্রাণিসমূহের রক্ষার নিমিত্ত অপ্রমেয় শাশ্বত পুরুষভাব হতে জগৎপরিপালক বিষ্ণুত্বপ্রাপ্ত হন ॥৯॥ কার্যবশে একদা আপনি অদিতির জঠরে বীর্যবান পুত্ররূপে (বামনরূপে) জন্মগ্রহণ করে ভ্রাতৃবর্গের (ইন্দ্রাদি সকলের) শক্তিবর্ধন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন ॥১০॥ হে জগতের প্রভো, প্রজাগণকে নষ্টপ্রায় দেখে রাবণকে বধ করতে ইচ্ছুক হয়ে নররূপে ধরায় অবতীর্ণ হবার মনস্থ করেন ॥১১॥ এগারো হাজার বছরই মর্ত্যে বাস করবেন বলে পূর্বে আপনি সঙ্কল্প করেছিলেন ॥১২॥ হে নরশ্রেষ্ঠ, সঙ্কল্প অনুসারে ভূতলে পুত্ররূপে (দশরথের) অবতীর্ণ হয়েছেন। মনুষ্যলোকে বসবাস করার কাল সম্প্রতি পূর্ণ। আমাদের কাছে আসার সময় হলো ॥১৩॥ হে বীর ভূপতি, অতঃপর যদি আরও অধিককাল প্রজাপালনে আপনার অভিলাষ থাকে তাহলে ইচ্ছে অনুসারে হেথায় বাস করুন। পিতামহ এও আপনাকে জানিয়েছেন ॥১৪॥ রাঘব, সুরলোক পরিপালনে আপনার মতি থাকে, তাহলে আপন ধামে আপনি বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেবগণকে সনাথ এবং নিশ্চিন্ত করুন ॥১৫॥ কাল-কথিত পিতামহের প্রেরিত সমাচার শুনে রাঘব (রাম) সহাস্যে সেই সর্বসংহারক কাল-উদ্দেশ্যে বললেন— ॥১৬॥ তোমার মুখে পিতামহের পরম আশ্চর্যজনক বাক্য শুনতে পেয়ে আমি প্রীত।অতিশয় প্রীত হয়েছি তোমার আগমনে ॥১৭॥ ত্রিলোকের হিতকার্য-সাধনে আমি হেথায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। সেই স্থানেই আমি পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করবো, যেথা হতে আমি এসেছি। তোমার আগমন শুভ হোক ॥১৮॥ হে সর্বসংহারক, মনে মনে তোমারি চিন্তা করছিলাম আমি। সেমতোই যে তুমি এসেছো তাতে কোনো সংশয় নেই। পিতামহ যা বলেছেন, সেইমতো সকল কাজেই আমার দেবগণের বশবর্তী-থাকা কর্তব্য ॥১৯॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের

চতুরধিক শততম (১০৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দুর্বাসসঃ শাপভয়ান্নিয়মং পরিহায় তদীয়াগমনবৃত্তান্তং জ্ঞাপয়িতুং লক্ষ্মণস্য শ্রীরামসমীপে গমনম্, দুর্বাসসে মুনয়ে শ্রীরামস্য ভোজনদানম্, তদ্‌গমনান্তরং লক্ষ্মণায় শ্রীরামস্য চিন্তা চ

তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্বাসা ভগবানৃষিঃ। রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ॥১
সোঽভিগম্য তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ। রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেঽর্থোঽতিবর্ততে॥২
মুনেস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণং পরবীরহা। অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ॥৩
কিং কার্যং ব্রূহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোম্যহম্। ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্তং পরিপাল্যতাম্॥৪
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিশার্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ। উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহন্নিব চক্ষুষা॥৫
অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়। অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে ন নিবেদয়সে যদি।
বিষয়ং ত্বাং পুরং চৈব শপিষ্যে রাঘবং তথা॥৬
ভরতং চৈব সৌমিত্রে যুষ্মাকং যা চ সন্ততিঃ। ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি॥৭
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ। চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্॥৮
একস্য মরণং মেস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্। ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ। নিঃসৃত্য ত্বরিতো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ॥১০
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা। কিং কার্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষতঃ॥১১

পঞ্চাধিকশততমঃ (১০৫) সর্গঃ

দুর্বাসার শাপের ভয়ে নিয়ম ভেঙে তাঁর আগমনবার্তা জানাবার জন্যে লক্ষ্মণের শ্রীরামের কাছে গমন। শ্রীরামের দ্বারা মুনি দুর্বাসাকে ভোজনদান। তাঁর গমনের পর লক্ষ্মণের জন্য চিন্তা।

তাঁদের কথোপকথন-কালে (রামের এবং কালের) ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা রামের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন॥১॥ সৌমিত্রিকে সেই ঋষিসত্তম বললেন, সত্বর শ্রীরামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাও, অন্যথা আমার এক কার্য নষ্ট হতে চলেছে॥২॥ শত্রুবীরহন্তারক লক্ষ্মণ মুনিবরভাষিত বচন শুনে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। বললেন—॥৩॥ ভগবন্, কি কার্য আছে আপনার আমাকে বলুন। কিই বা প্রয়োজন? কিপ্রকার সেবা করবো আপনার? ব্রহ্মন্, কার্যব্যপদেশে রাঘব ব্যস্ত, তাই মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন কৃপা করে॥৪॥ ঋষিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের বাক্য শুনে তৎকালে ক্রোধাকুল হলেন। চোখের আগুনে যেন লক্ষ্মণকে দগ্ধ করতে করতে বললেন—॥৫॥ সৌমিত্রি, এই মুহূর্তেই রামকে আমার আগমন-বার্তা জানাও। সৌমিত্রি, তা যদি নিবেদন না করো, তবে রাঘব (রাম), এই রাজ্য, এই নগরীকে আমি শাপপ্রদান করবো,....॥৬॥ সৌমিত্রি, শাপ প্রদান করবো ভরতকে, তোমাদের সকলকে (রাম, শত্রুঘ্নসহ)। শাপ দেবো তোমাদের সন্তানগণকেও। অন্তরে আর আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না॥৭॥ মহাত্মা দুর্বাসার এইপ্রকার ভীষণ-বচন শুনে মুহূর্তকাল তিনি (লক্ষ্মণ) নিজ-কর্তব্য বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন॥৮॥ 'সকলের ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা একার বিনাশই ভালো'—নিজের বুদ্ধিতে এই মতো স্থির করে তিনি রাঘবের কাছে তাঁর (দুর্বাসার) আগমন সমাচার পেশ করলেন॥৯॥ লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করে 'কাল'কে বিদায় দিলেন রাম। ত্বরিতে বাইরে বেরিয়ে এসে অত্রিনন্দনকে দর্শন করলেন (দুর্বাসা অত্রিপুত্র)॥১০॥ তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মাকে প্রণিপাত নিবেদনপূর্বক কাকুৎস্থ (রাম) কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বলুন কোন কাজ আমাকে করতে হবে॥১১॥ মুনিবর প্রভু (দুর্বাসা) রাঘবের উক্তি অবগত হয়ে বললেন,

তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ। প্রত্যাহ রামং দুর্বাসাঃ শ্রূয়তাং ধর্মবৎসল॥ ১২
অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্মম রাঘব। সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ। ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপাহরৎ॥ ১৪
স তু ভুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্। সাধু রামেতি সম্ভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ॥ ১৫
তস্মিন্ গতে মুনিবরে স্বাশ্রমং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ॥ ১৬
দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্‌ঘোরদর্শনম্। অবাঙ্‌মুখো দীনমনা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ১৭
ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ। নৈতদস্তীতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ॥ ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ধর্মাত্মা, শোনো॥১২॥ নিষ্‌পাপ রাঘব, সহস্রবর্ষব্যাপী যে ব্রত (অনশন) অবলম্বন করেছিলাম, তা আজ সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমি ভোজন করতে ইচ্ছুক। যেমন যা অন্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাই গ্রহণ করবো॥১৩॥ এই বাক্যে রাজা রাঘব হৃষ্টমনে সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রস্তুত আহার্যসমূহ প্রদান করলেন॥১৪॥ অমৃততুল্য অন্নগ্রহণ করে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ রামকে সাধুবাদ জানিয়ে আপন আশ্রম অভিপানে প্রস্থিত হলেন॥১৫॥ মুনিবর স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করলে কাল-কথিত বাক্য স্মরণ করে লক্ষ্মণাগ্রজ (রাম) হলেন অতীব দুঃখিত॥১৬॥ ঘোরদর্শন কালবাক্য স্মরণে একান্ত দুঃখসন্তপ্ত দীনমনা রামের মুখ নীচের দিকে ঝুঁকে রৈলো। তৎকালে কিছুমাত্র বলতে পারলেন না তিনি॥১৭॥ অতঃপর কালের বাক্য বহুসময় ধরে চিন্তা করে—"আমার এসব কিছুই থাকবে না" এইপ্রকার নিশ্চয় করে মহাযশা রাঘব মৌন অবলম্বন করলেন॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
পঞ্চাধিকশততম (১০৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ ষডধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরামস্য লক্ষ্মণবর্জনম্, লক্ষ্মণস্য স্বশরীরেণ স্বর্গগমনঞ্চ

অবাঙ্‌মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপ্লুতম্। রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হৃষ্টো মধুরমব্রবীৎ॥ ১
ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি। পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী॥ ২
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়। হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযান্তি নরকং নরাঃ॥ ৩
যদি প্রীতির্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি। জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্মং বর্ধয় রাঘব॥ ৪

ষড়ধিক শততম (১০৬) সর্গ

শ্রীরামের লক্ষ্মণ-বর্জন। লক্ষ্মণের স্বশরীরে স্বর্গগমন।

রাঘবকে (রামকে) রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো মলিন এবং অধোবদন হয়ে থাকতে দেখে হৃষ্ট মধুরবাক্যে লক্ষ্মণ বললেন—॥১॥ মহাবাহো, আমার কারণে আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, পূর্বজন্মকৃত কর্মবন্ধনরূপ কালের গতিই ঈদৃশ॥২॥ সৌম্য কাকুৎস্থ, নির্দ্বিধায় আপনি আমাকে বধ করে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পরিপালন করুন কেননা অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীর স্থান নরকে॥৩॥ মহারাজ রাঘব, আমার প্রতি যদি আপনার প্রীতি থাকে এবং আমাকে অনুগ্রহের উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করুন। বর্ধন করুন আপনার ধর্মসংরাগ॥৪॥ লক্ষ্মণের এই-প্রকার বচন শুনে রামের ইন্দ্রিয়সকল

লক্ষ্মণেন তথোক্তস্তু রামঃ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ। মন্ত্রিণঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসম্॥৫
অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মধ্যে স রাঘবঃ। দুর্বাসোঽভিগমং চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ॥৬
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে সোপাধ্যায়াঃ সমাসত। বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥৭
দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্। লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ॥৮
ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ। প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ॥৯
ততো ধর্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সদেবর্ষিগণং সর্বং বিনশ্যেত্তু ন সংশয়ঃ॥১০
স ত্বং পুরুষশার্দূল ত্রৈলোক্যস্যাভিপালনাৎ। লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য জগৎ স্বস্থং কুরুষ্ব হ॥১১
তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্মার্থসংহিতম্। শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥১২
বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ। ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যভয়ং সমম্॥১৩
রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ॥১৪
স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ। নিগৃহ্য সর্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ॥১৫
অনিঃশ্বসন্তং যুক্তং তং সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ। দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা॥১৬
অদৃশ্যং সর্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্। প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ॥১৭
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ। হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম রাঘবম্॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষডধিকশততমঃ সর্গঃ।

হলো বিচলিত। মন্ত্রি এবং পুরোহিতবর্গকে তথায় আহ্বান করে.....॥৫॥ তাঁদের কাছে জ্ঞাপন করলেন (আগত) তাপসসুমুখে তাঁর অঙ্গীকার এবং তন্মুহূর্তে দুর্বাসার আগমন সমাচার॥৬॥ উপাখ্যান শুনে উপাধ্যায় এবং মন্ত্রিবৃন্দ মৌন অবলম্বন করলেন। মহাতেজা বশিষ্ঠই শুধু সেসময়ে বললেন—॥৭॥ যশস্বী মহাবাহো রাম, তপোবলে পূর্বেই আমি তোমার রোমহর্ষক ক্ষয় এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার বিয়োগ দর্শন করেছি॥৮॥ কাল অতিশয় বলশালী। লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করো তুমি। নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না। কেননা, অঙ্গীকার বিনষ্ট হলে ধর্ম লোপ হয়॥৯॥ ধর্ম লোপ হলে বিনষ্ট হয় দেবর্ষিগণের সঙ্গে চরাচরসহ ত্রৈলোক্য। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই এতে॥১০॥ হে পুরুষোত্তম, ত্রৈলোক্য রক্ষার কারণে লক্ষ্মণকে তুমি পরিত্যাগ করো। তাকে ত্যাগ করে সুস্থ করো জগতকে॥১১॥ সভায় সমবেত পুরোহিত এবং মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে রাম সেসময় মহর্ষির ধর্মসঙ্গত যুক্তিনিষ্ঠ বাক্য শুনে লক্ষ্মণকে বললেন—॥১২॥ সৌমিত্রি, ধর্মের বিপর্যয় করা উচিত নয়। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করছি। কেননা সাধুগণের পক্ষে নিধন অথবা পরিবর্জন উভয়ই সমান॥১৩॥ রাম এইমতো বললে নিজের ঘরে না প্রবেশ করেই লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ত্বরিতপদে প্রস্থান করলেন॥১৪॥ অতঃপর তিনি সরযূতীরে গমন করত আচমন করলেন। করজোড়ে অবস্থান করে ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ রুদ্ধ করলেন। নিঃশ্বাস ছাড়লেন না॥১৫॥ যোগযুক্ত (লক্ষ্মণ) এইপ্রকারে শ্বাস রদ করলে ইন্দ্রসহ দেবগণসকলে অপসরা এবং ঋষিদের সঙ্গে একযোগে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥১৬॥ সেই মহাবল (লক্ষ্মণ) তখন আপন শরীরে সমূহ মানবের অদৃশ্য হলেন। দেবরাজ তৎকালে তাঁকে নিয়ে স্বর্গপুরে করলেন প্রবেশ॥১৭॥ সুরশ্রেষ্ঠগণ বিষ্ণুর চতুর্থভাগকে (লক্ষ্মণকে) সুরলোকে সমাগত দেখে হৃষ্টমনে পরমানন্দে সেই রাঘবকে (লক্ষ্মণকে) পূজা করলেন॥১৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
ষড়ধিক শততম (১০৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

বশিষ্ঠদেবস্য বাক্যেন পুরবাসিভিঃ সহ মহাপ্রয়াণং গন্তুং শ্রীরামস্য বিচারঃ, কুশ-লবয়ো রাজ্যাভিষেকশ্চ

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমাহিতঃ। পুরোধসং মন্ত্রিণশ্চ নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ॥১
অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্মবৎসলম্। অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাস্যাম্যহং বনম্॥২
প্রবেশয়ত সম্ভারান্ মা ভূৎ কালাত্যয়ো যথা। অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্॥৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং সর্বাঃ প্রকৃতয়ো ভৃশম্। মূর্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্॥৪
ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্। রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ॥৫
সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি। ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন॥৬
ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিচ্য নরাধিপ। কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্॥৭
শত্রুঘ্নস্য চ গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতবিক্রমাঃ। ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্॥৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্। পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥৯
বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ। জ্ঞাত্বৈষামীপ্সিতং কার্যং মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ॥১০
বসিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্। কিং করোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্বান্ বচনমব্রবীৎ॥১১
ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রুবন্। গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি॥১২
পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ। সপুত্র-দারাঃ কাকুৎস্থ সমং গচ্ছাম সৎপথম্॥১৩

সপ্তধিকশততমঃ (১০৭) সর্গ

বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পুরবাসিগণকে লয়ে মহাপ্রয়াণে যেতে শ্রীরামের বিচার। কুশ এবং লবের রাজ্যাভিষেক।

লক্ষ্মণকে বিসর্জন দিয়ে শোকে দুঃখে মূহ্যমান রাম পুরোহিত, মন্ত্রী এবং মহাজনদেরকে বললেন— ॥১॥ বীর, ধর্মবৎসল ভরতকে আজই আমি অযোধ্যা-রাজ্যে রাজপদে অধিষ্ঠিত করে বনগমন করবো॥২॥ কালক্ষেপ না করে অভিষেক দ্রব্যসমূহ আনয়ন করো। কেননা লক্ষ্মণ যে পথে গমন করেছেন আমিও আজ সে পথেই গমন করবো॥৩॥ রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করে প্রজাগণ ভূমিতে অবনতমস্তকে প্রণামমুদ্রায় প্রাণহীনের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে অবস্থান করতে লাগলো॥৪॥ ক্ষণকালের জন্য হতচেতনের মতো হয়ে গেলেন ভরত। রাঘবের বক্তব্য শুনে। অতঃপর রাজ্যসম্পদের নিন্দাপূর্বক বললেন— ॥৫॥ রঘুনন্দন হে রাজন্, আমি সত্যবাক্যে শপথ করছি, আপনাকে ভিন্ন রাজ্যলাভ তো দূরের কথা স্বর্গ যেতেও ইচ্ছা করি না॥৬॥ হে নরাধিপ, কুশ এবং লবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করুন॥৭॥ ত্বরিদ্‌গতি দূতগণ কালক্ষেপ না করে শীগ্‌গির শত্রুঘ্ন-সকাশে গমন করে আমাদের এই গমনবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করুক॥৮॥ ভরতের এই প্রকার বাক্য শুনে এবং পৌরজনকে দুঃখ-সন্তাপিত অন্তরে অধোমুখে অবলোকনকরত বশিষ্ঠ বললেন— ॥৯॥ বৎসে রাম, দেখো প্রজাবৃন্দের আজ ধরণীতে নিপতিত অবস্থা। তাই অভিপ্রায় অবগতিপূর্বক এদের ঈপ্সিত-কর্মই করো। কদাচ অপ্রিয়-কর্ম কিছু সম্পাদন কোরো না॥১০॥ বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণকরত কাকুৎস্থ (রাম) তাদেরকে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আপনাদের কোন কাজ আমাকে করতে হবে?॥১১॥ পৌরজন সকল তখন রামকে বললো, হে রাম, আপনি যেখানে যাবেন, সেখানে আমরাও আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করবো॥১২॥ কাকুৎস্থ, পুরবাসিজনের প্রতি যদি আপনার প্রীতি এবং উত্তম স্নেহ-প্রযত্ন থাকে, তাহলে সপুত্র এবং সভার্যা আমরা আপনার অনুগামী হবো। গমন করবো সৎপথে॥১৩॥

তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা। বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্বান্নো নয় ঈশ্বর॥১৪
এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ। হৃদ্গতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ॥১৫
পৌরাণাং দৃঢভক্তিঞ্চ বাঢমিত্যেব সোঽব্রবীৎ। স্বকৃতান্তং চান্ববেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ॥১৬
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্। অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশী-লবৌ॥১৭
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ। পরিষ্বজ্য মহাবাহুর্মূর্ধ্ন্যপাঘ্রায় চাসকৃৎ॥১৮
রথানাং তু সহস্রাণি নাগানামযুতানি চ। দশ চাশ্বসহস্রাণি একৈকস্য ধনং দদৌ॥১৯
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ। স্বে পুরে প্রেষয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ॥২০
অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা। দূতান্ সম্প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

হে ঈশ্বর, যদি আমরা আপনার পরিত্যাগের যোগ্য না হই, তাহলে তপোবন, দুর্গ, নদী অথবা সাগর— যেথায় আপনি গমন করবেন, আমাদের সকলকেই সেইস্থানে সঙ্গে নিয়ে চলুন॥১৪॥ মহারাজ, আপনার অনুগমনই (অনুগমনে আপনার অনুমোদনই) হবে আপনার মহতী কৃপা এবং এবং পরম বর। আপনার সঙ্গে যেতে পারলেই আমরা অতীব আহ্লাদিত হবো॥১৫॥ পৌরজনের এইপ্রকার অচলা ভক্তি অবলোকন করে তিনি (রাম) 'তাই হোক' বলে স্বীকার করে নিলেন। এবার আপনার কর্তব্যকর্ম বিবেচনাকরত রাঘব সেদিনই...॥১৬॥ মহাত্মা বীর কুমারদ্বয়ের মধ্যে কুশকে কোশলে এবং বলকে উত্তরকোশলে রাজ্যাভিষিক্ত করলেন ॥১৭॥ অনন্তর সেই পুরীতে (অযোধ্যাতে) অভিষিক্ত পুত্রদ্বয়কে নিজ ক্রোড়ে -স্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করলেন। বারংবার মস্তক আঘ্রাণ করলেন তাদের। অতঃপর স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে তাদেরকে প্রেরণ করলেন॥১৮॥ হাজার রথ, দশহাজার হাতী এবং একলক্ষ ঘোড়া-পৃথক পৃথগ্‌ভাবে তাদেরকে প্রদান করলেন॥১৯॥ কুশ এবং লব দুইভাইকেই বহু ধন ও বহুল রত্ন প্রদানপূর্বক স্বাস্থ্যবান জনগণসহ পাঠালেন তাদের নিজ নিজ নগরীতে॥২০॥ এইপ্রকারে সেই মহাত্মা (রাম) বীরশ্রেষ্ঠ কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত এবং আপন আপন নগরীতে পাঠিয়ে দিয়ে শত্রুঘ্নের কাছে দূত পাঠালেন॥২১॥

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
সপ্তাধিক শততম (১০৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

ভ্রাতৃভিঃ সুগ্রীবাদিবানরৈর্ভল্লূকৈশ্চ সহ শ্রীরামস্য পরমধামগমনে নিশ্চয়ঃ, মৈন্দ-দ্বিবিদ-বিভীষণ-জাম্ববদ্ধনুমদ্ভ্যঃ পৃথিব্যাং স্থাতুমাদেশদানঞ্চ

তে দূতা রামবাক্যেন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ। প্রজগ্মুর্মধুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসং ন চাধ্বনি॥১
ততস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ সম্প্রাপ্য মধুরামথ। শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যুঃ সর্বমেব তৎ॥২

অষ্টাধিক শততম (১০৮) সর্গ

ভ্রাতৃগণ, সুগ্রীব-প্রমুখ বানর এবং ভল্লুকদের সঙ্গে শ্রীরামের পরমধাম গমনে নিশ্চয়। বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে পৃথিবীতে অবস্থান করার জন্য অনুজ্ঞা-দান।

রামবাক্যে সেই ত্বরিদ্‌গতি দূতেরা পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে দ্রুত মথুরার দিকে গমন করলো॥১॥ অনন্তর তিনরাত্রি এবং তিনদিনের মধ্যে তথায় সমুপস্থিত হয়ে তারা শত্রুঘ্নসকাশে বার্তাসমূহ যথাযথ নিবেদন করলো॥২॥ নিবেদন করলো লক্ষ্মণ বিসর্জনের কথা। রাঘবের প্রতিজ্ঞার বার্তা। রাঘব (রাম)

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ। পুত্রয়োরভিষেকঞ্চ পৌরানুগমনং তথা॥৩
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্বতরোধসি। কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা॥৪
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ। অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা॥৫
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ। এবং সর্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥৬
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্ত্বর রাজেতি চাব্রুবন্। তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্॥৭
প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধসম্। তেষাং সর্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ॥৮
আত্মনশ্চ বিপর্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ। ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চন্নরাধিপঃ॥৯
সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্। দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥১০
সুবাহুং মধুরায়াঞ্চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্। যযৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ॥১১
স দদর্শ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্। সূক্ষ্মক্ষৌমাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্ধমক্ষয়ৈঃ॥১২
সোঽভিবাদ্য ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ। উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞং ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্॥১৩
কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন। তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥১৪
ন চান্যদদ্য বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্। বিহন্যমানমিচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ॥১৫
তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ। বাঢমিত্যেব শত্রুঘ্নং রামো বাক্যমুবাচ হ॥১৬
তস্য বাক্যস্য বাক্যান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ। ঋক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ॥১৭

পুত্রদ্বয়ের রাজ্যাভিষেক সমাচার এবং পৌরগণের (শ্রীরাম) অনুগমনের সন্দেশ....॥৩॥ জানালো, ধীমান রাম বিন্ধ্যপর্বতোপরি কুশের জন্য রম্যা যে নগরী নির্মাণ করিয়েছেন তার নাম 'কুশাবতী'॥৪॥ লবের জন্যে স্থাপিত করিয়েছেন 'শ্রাবস্তী' পুরী। এইরূপে অযোধ্যাকে জনশূন্য করে রাঘব এবং ভরত,....॥৫॥ সেই মহারথ দু'জনে, স্বর্গগমনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। আপনিও তাই ত্বরা করুন। মহাত্মা শত্রুঘ্নকে শীঘ্র তারা এইসকল নিবেদন করলো এবং অবশেষে বিরত হলো॥৬॥ দূতবৃন্দের মুখে এইপ্রকার নিদারুণ কুলক্ষয়ের কথা শুনে....॥৭॥ রঘুনন্দন (শত্রুঘ্ন) প্রজাগণ এবং কাঞ্চন নামক পুরোহিতপ্রবরকে ডাকলেন। ডেকে তাঁদেরকে তৎসমুদায় অবহিত করালেন॥৮॥ ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে নিজের আসন্ন দেহত্যাগের কথাও বললেন তিনি। অনন্তর সেই বীর নরাধিপ (শত্রুঘ্ন) স্বীয় সন্তানদ্বয়কে অভিষিক্ত করলেন রাজ্যে॥৯॥ সুবাহু পেলেন 'মধুরা' (মথুরা) রাজ্য। 'বিদিশা' রাজ্য লাভ করলেন শত্রুঘাতী। অতঃপর মধুরা রাজ্যের সেনাসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দুই পুত্রকে বণ্টিত করে দিলেন। একইভাবে বিভাজিত এবং বণ্টিত করলেন ধনসামগ্রী। তাদেরকে নিজের নিজের রাজ্যে স্থাপন করলেন॥১০॥ মধুরায় সুবাহুকে এবং বিদিশা'য় শত্রুঘাতীকে প্রতিষ্ঠিত করে কেবলমাত্র একটি মাত্র রথে করে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হলেন॥১১॥ ফিরে এসে দেখলেন অগ্নিরমতো জাজ্বল্যমান, সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র-পরিধেয় মহাত্মা (রাম) অবিনাশী মুনিবৃন্দের মধ্যে বিরাজিত॥১২॥ অনন্তর তিনি (শত্রুঘ্ন) ধর্মজ্ঞ রামের সমীপে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। সংযতচিত্ত হয়ে ধর্মকে চিন্তা করে তাঁর (রামের) উদ্দেশ্যে বললেন—॥১৩॥ রাঘব, পুত্রদ্বয়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছি। রাজন, বর্তমানে আমিও আপনার সঙ্গে গমন করবো বলে কৃতনিশ্চয় হয়েছি॥১৪॥ বীর, আমার এই ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় এমন কিছু আমাকে বলবেন না। কেননা এর অধিক দণ্ড আমার কাছে আর কিছু হবে না। আমি চাই না, আমার মতো সেবকের দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘিত হোক॥১৫॥ শত্রুঘ্নের এমতো বীরোচিত নিশ্চয় অধ্যবসায় জ্ঞাত হয়ে রঘুনন্দন (রাম) বললেন, তথাস্তু। তাই হোক॥১৬॥ তাঁর সেই বাক্য শেষ হতে না হতেই ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ -সমর্থ বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসসমূহ উপস্থিত হলো তথায়॥১৭॥ সুগ্রীব সবার আগে। স্বর্গগমনোদ্যোগী

সুগ্রীবং তে পুরস্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ। তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং স্থিতম্॥১৮
দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্বাণাং সুতাস্তথা। রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব এব সমাগতাঃ॥১৯
তে রামমভিবাদ্যোচুঃ সর্বে বানর-রাক্ষসাঃ। তবানুগমনে রাজন্ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সমাগতাঃ॥২০
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষোত্তম। যমদণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম বিনিপতিতাঃ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ। প্রণম্য বিধিবদ্ বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ॥২২
অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর। তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥২৩
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো রময়তাং বরঃ। বানরেন্দ্রমথোবাচ মৈত্রং তস্যানুচিন্তয়ন্॥২৪
সখে শৃণুষ্ব সুগ্রীব ন ত্বয়াহং বিনাকৃতঃ। গচ্ছেয়ং দেবলোকং বা পরমং বা পদং মহৎ॥২৫
তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢমিত্যব্রবীৎ স্ময়ম্। বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাযশাঃ॥২৬
যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ। রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি॥২৭
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী। যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবৎ রাজ্যং তবাস্ত্বিহ॥২৮
শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্যং তে মম শাসনম্। প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি॥২৯
কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল। আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকু-কুলদৈবতম্॥৩০
আরাধনীয়মনিশং দেবৈরপি সবাসবৈঃ। তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ॥৩১
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্। তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥৩২
জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ। মৎকথাঃ প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বরঃ॥৩৩

রামের দর্শনাভিলাষে সমবেতভাবে তাঁরা সমাগত হলেন॥১৮॥ তাঁদের কেউ কেউ দেবপুত্র, কেউ ঋষিকুমার। কেউ কেউ আবার গন্ধর্বতনয়। রামের দেহত্যাগের বিষয় অবগত হয়ে তারা তথায় সমাগত হলো॥১৯॥ বানর ও রাক্ষস সকলে মিলে রামকে প্রণিপাত নিবেদন করে বললো, রাজন, আপনারই অনুগমনের নিমিত্ত আমরা এসেছি॥২০॥ হে পুরুষোত্তম, আমাদেরকে পরিত্যাগ করে যদি আপনি গমন করেন, তাহলে এই আমরা বুঝবো যে, যমদণ্ড উদ্যত করে আপনি আমাদেরকে বধ করেছেন॥২১॥ তৎকালে মহাবল সুগ্রীব বীরশ্রেষ্ঠ রামকে বিধি-অনুসার প্রণাম জানিয়ে এই অভিলাষ-জ্ঞাপনে উদ্যত হলো যে,....॥২২॥ হে নরেশ্বর, অঙ্গদকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছি। আপনার অনুগমনে আমাকে কৃতনিশ্চয় বলে জানুন॥২৩॥ অন্যের মনোরঞ্জনকারী শ্রেষ্ঠ রাম তার বাক্য শুনে এবং বানরাধিপের সঙ্গে স্বীয় মিত্রতানিবন্ধন অনুস্মরণ করে বললেন—॥২৪॥ সখে সুগ্রীব, শোনো। তোমা ভিন্ন আমি দেবলোক এবং পরমপদ পরমধামেও যাবো না॥২৫॥ অন্যদের (বানর ও রাক্ষসদের) কথায় স্মিতহাস্য হেসে মহাযশা কাকুৎস্থ (রাম) বললেন, তাই হবে। এবার রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে, বললেন—॥২৬॥ মহাপরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, জীবগণ যে পর্যন্ত প্রাণধারণ করবে, সে পর্যন্ত তুমি দেহধারণ করে লঙ্কায় অবস্থান করবে॥২৭॥ পৃথিবী, চাঁদ,সূর্য এবং লোকে রামকথা যতোদিন প্রচলিত থাকবে, ততোকাল এই পৃথিবীতে রাজ্য থাকবে তোমার॥২৮॥ বন্ধুতাবশেই তোমাকে এমতো অনুজ্ঞা দিলাম। আদেশপালন এবং ধর্মানুসার প্রজা-পরিপালন করো। আমার আদশের বিপরীত উত্তর কোরো না কিছু॥২৯॥ মহাবল রাক্ষসেন্দ্র, আরো কিছু বলতে চাই তোমাকে এ প্রসঙ্গে। ইক্ষ্বাকু-কুলদেবতা জগন্নাথকে আরাধনা কোরো॥৩০॥ বাসবসহ দেবগণেরও তিনি সদা আরাধ্য। তখন বিভীষণ 'তাই হবে'—বলে রামের কথায় স্বীকৃতি দিলেন॥৩১॥ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের রাজা অতঃপর রাঘব (রাম)-দিয়ত অনুজ্ঞা অনুস্মরণ করতে থাকলে, কাকুৎস্থ (রাম) তখন হনুমানকে বললেন—॥৩২॥ দীর্ঘজীবন প্রসঙ্গে তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তার অন্যাথা কোরো না। হে হরীশ্বর, যতোদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আমার কথা প্রচলিত থাকবে....॥৩৩॥ ততোদিন পর্যন্ত সুপ্রীতচিত্তে আমার অনুজ্ঞামতে পৃথিবীতে বিচরণ করো। মহাত্মা

তাবদ্ রমস্ব সুপ্রীতো মদ্বাক্যমনুপালয়ন্। এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা॥৩৪
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ। যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী॥৩৫
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্। জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা॥৩৬
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিধং চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ। যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্বদা॥৩৭
তানেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তানৃক্ষ-বানরান্। উবাচ বাঢং গচ্ছধ্বং ময়া সার্ধং যথোদিতম্॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রামের এইমতো বাক্যশুনে হনুমান....॥৩৪॥ সানন্দে বললেন, যে অব্দি পৃথিবীতে আপনার পাবনী-কথা প্রচারিত থাকবে ॥৩৫॥ ততোদিন আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করেই পৃথিবীতে অবস্থান করবো। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র জাম্ববানকেও অনুরূপ-বাক্য বললেন তিনি (রাম)॥৩৬॥ অতঃপর মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে বললেন, যতোদিন না কলিকাল এসে উপস্থিত হয়, ততোদিন জাম্ববানের সঙ্গে তোমরা পাঁচজন পৃথিবীতে জীবিত থাকো *(পাঁচজন হলেন—জাম্ববান, বিভীষণ, হনুমান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ। বিভীষণ ও হনুমান প্রলয়কাল অব্দি থাকবেন। জাম্ববান ও অন্য দুই কপি দ্বাপরশেষে কলির আগমন-সময়ে কৃষ্ণকর্তৃক নিহত ও মৃত হয়)* ॥৩৭॥ এই বলে কাকুৎস্থ (রাম) অবশিষ্ট ভল্লুক এবং বানরবর্গকে বললেন, বেশ, তোমাদের পূর্বোক্ত কথা ও ইচ্ছানুসার তোমরা আমার সঙ্গে চলো॥৩৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
অষ্টাধিকশততম (১০৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

পরমধামগমনায় বহির্গতেন শ্রীরামেণ সহ সর্বেষামযোধ্যাবাসিনাং প্রস্থানম্

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ। রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ॥১
অগ্নিহোত্রং ব্রজত্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ। বাজপেয়াতপত্রঞ্চ শোভমানং মহাপথে॥২
ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ। চকার বিধিবদ্ ধর্মং মাহাপ্রস্থানিকং বিধিম্॥৩
ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্তয়ন্ পরম্। কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ॥৪
অব্যাহরন্ কচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি। নির্জগাম গৃহাৎ তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংশুমান্॥৫
রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সপদ্মা শ্রীরূপাশ্রিতা। সব্যেঽপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ॥৬

নবাধিক শততম (১০৯) সর্গ

পরমধামে গমনের জন্যে বহির্গত শ্রীরামের সঙ্গে সমূহ অযোধ্যাবাসীর প্রস্থান

শর্বরী শেষে এলো প্রাতঃকাল। বিস্তৃতবক্ষা মহাযশা রাজীবলোচন রামপুরোহিতকে বললেন—॥১॥ আমার অগ্নিহোত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণগণের আগে আগে চলুক। মহাপ্রয়াণপথে যাত্রাকালে আমার অগ্রে অগ্রে চলুক বাজপেয় যজ্ঞের শোভন ছত্রও॥২॥ এইপ্রকার বললে পর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের যথোপযুক্ত ক্রিয়াকর্মাদি বিধিব্য পরিপূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করলেন॥৩॥ অনন্তর সেই সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধেয় (রাম) দুই হাতে কুশ নিয়ে পরব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সরযূ অভিমুখে গমন করলেন॥৪॥ তৎকালে তিনি বেদপাঠ ব্যতীত অন্য কোনো কথা বললেন। অগ্রগমন ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো চেষ্টাই নেই। দীপ্ত সূর্যসদৃশ প্রকাশিত হয়ে গৃহ হতে বিনির্গত হলেন॥৫॥ পদ্মাবতী শ্রীলক্ষ্মী তাঁর

শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়ত্বমুত্তমম্। তথায়ুধাশ্চ তে সর্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ॥৭
বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্বরক্ষিণী। ওঙ্কারোঽথ বষট্কারঃ সর্বে রামমনুব্রতাঃ॥৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব এব মহীসুরাঃ। অন্বগচ্ছন্ মহাত্মানং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্॥৯
তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হ্যন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ। সবৃদ্ধ-বাল-দাসীকাঃ সবর্ষবরকিঙ্করাঃ॥১০
সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ। রামং গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুব্রতাঃ॥১১
তে চ সর্বে মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ। সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুর্মহামতিম্॥১২
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্র-পশু-বান্ধবাঃ। সর্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ॥১৩
ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ। গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ॥১৪
ততঃ সস্ত্রীপুমাংসস্তে সপক্ষি-পশু-বান্ধবাঃ। রাঘবস্যানুগাঃ সর্বে হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ॥১৫
স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ বানরাঃ। দৃঢ়ং কিলকিলাশব্দৈঃ সর্বং রামমনুব্রতম্॥১৬
ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ। হৃষ্টং সমুদিতং সর্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্॥১৭
দ্রষ্টুকামোঽথ নির্যান্তং রামং জানপদো জনঃ। যঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি দৃষ্ট্বৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ॥১৮
ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ। আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ॥১৯
যানি ভূতানি নগরেঽপ্যন্তর্ধানগতানি চ। রাঘবং তান্যনুযযুঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্॥২০
যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ। সর্বাণি রামগমণে অনুজগ্মুর্হি তান্যপি॥২১
নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে। তির্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব সর্বে রামমনুব্রতাঃ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ডান পাশে চলেছেন। বামপার্শ্ব আশ্রয় করেছেন পৃথিবী। পুরতভাগে চলেছেন ব্যবসায় (সংহার) শক্তি॥৬॥ বহুবিধ শর, সুবৃহৎ উত্তম ধনু এবং অপরাপর অস্ত্রসমূহ তাঁর অনুগামী হলো পুরুষমূর্তি ধারণ করে॥৭॥ চারবেদ তাঁর সঙ্গে চলছেন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে। সর্বরক্ষিণী গায়ত্রী, প্রণব এবং বষট্কার ভক্তিভরে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন॥৮॥ তৎকাল উনমুক্ত ব্রহ্মলোকের দ্বারস্বরূপ সেই মহাত্মার (রামের) অনুগামী হলেন মহাত্মা ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ॥৯॥ অনুগমনে যাচ্ছেন অন্তঃপুরচারী স্ত্রীলোকগণ, বৃদ্ধ, বালক, দাসী এবং অন্তঃপুরচর নপুংসক সেবকগণ॥১০॥ভক্তিভরে ভরত চলেছেন অগ্নিহোত্রের (রামের) অনুগামী হয়ে। তাঁকেই (রামকেই) একমাত্র গতি জেনে শত্রুঘ্নও অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে গমন করতে লাগলেন॥১১॥ অগ্নিহোত্র অগ্নি, কলত্র ও পুত্রগণসহ সমাগত এবং মহাত্মাজন ব্রাহ্মণগণ কাকুৎস্থর অনুগামী হলেন॥১২॥ আপন আপন পুত্র বান্ধব, পশু ও অনুচরবর্গের সঙ্গে মন্ত্রী এবং ভৃত্যেরা হৃষ্টান্তঃকরণে পশ্চাদ্‌গমন করতে লাগলো রামের॥১৩॥ রাঘবের গুণমুগ্ধ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নিষ্পাপ প্রজাবর্গ অনুগমন করলো....॥১৪॥ সপরিবারে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চললো পশু, পক্ষী ও বান্ধবজনকে। সকলেই হৃষ্ট। কলঙ্কবিরহিত। রাঘবের অনুগমন করছে তারা। মহাপ্রয়াণের পথে॥১৫॥ স্বাস্থ্যবান রামভক্ত বানরগণ স্নান-সমাপন করে সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কিলকিল শব্দ করতে করতে যাচ্ছে॥১৬॥ তৎকালে কেউই ছিলো না লজ্জিত। দুঃখিত। অথবা দীনমনোভাবাপন্ন। সকলেই হৃষ্ট এবং উৎফুল্ল। আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিলো তাদেরকে॥১৭॥ মহাপ্রস্থানোন্মুখ রামকে দর্শন-আশে যে সমূহ জনপদবাসী এসেছিলো, তারাও স্বর্গগমনের নিমিত্ত তাঁর অনুবর্তী হলো॥১৮॥ ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পৌরজন একমনে এইপ্রকারে তাঁর (রামের) পশ্চাদানুগমনে হলো প্রবৃত্ত॥১৯॥ সেই স্বর্গগমনোদ্যোগী (রামের) অনুগামী হলো নগরী-অন্তবর্তী (অযোধ্যার) ভূত প্রেতাদি অদৃশ্য প্রাণিগণও॥২০॥ স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণের যারাই কাকুৎস্থ রামকে যেতে দেখলো, প্রত্যেকেই অনুসরণ করলো তাঁকে॥২১॥ সে সময়ে অযোধ্যাতে শ্বাসগ্রহণকারী কোনো প্রাণিকেই থাকতে দেখা গেলো না। তির্যগযোনিজাত (পশু-পাখী) যারা ছিলো তারাও ভক্তিভরে রামের অনুবর্তী হলো॥২২॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবাধিকশততম (১০৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

ভ্রাতৃভিঃ সহ শ্রীরামস্য বিষ্ণুরূপে প্রবেশঃ, আগতানাং সমেষাং প্রাণিনাং সন্তানকলোকলাভশ্চ।

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্। সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ॥১
তাং নদীমাকুলাবর্তাং সর্বত্রানুসরন্ নৃপঃ। আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ॥২
অথ তস্মিন্ মুহূর্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ॥৩
আযযৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ। বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ॥৪
দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্। স্বয়ম্প্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ॥৫
পুণ্যা বাতা ববুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ। পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দৈবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ॥৬
তস্মিংস্তূর্যশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্বাপ্সরসঙ্কুলে। সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে॥৭
ততঃ পিতামহো বাণীং ত্বন্তরিক্ষাদভাষত। আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব॥৮
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্। যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্॥৯
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজা যদ্বাকাশং সনাতনম্। ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে॥১০
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্বপরিগ্রহাম্। ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্॥১১
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ। বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ॥১২
ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ। সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥১৩

দশাধিক শততম (১১০) সর্গ

ভ্রাতৃগণের সঙ্গে শ্রীরামের বিষ্ণুরূপে প্রবেশ। আগত সকলজীবেরেই সন্তানকলোক প্রাপ্তি।

অযোধ্যা হতে পশ্চিমদিশায় দেড় যোজন পথ অতিক্রম করে পুণ্যসলিলা সরযূ নদীকে দর্শন করলেন॥১॥ সরযূতে সর্বত্র তখন ঘূর্ণী উঠছে। চারদিকে পরিভ্রমণ শেষে রাজা রঘুনন্দন (রাম) প্রজাগণের সঙ্গে এক উত্তম স্থানে এসে উপস্থিত হলেন॥২॥অনন্তর তন্মুহূর্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা) মহাত্মা ঋষি ও দেবগণের সঙ্গে....॥৩॥ শতকোটি দিব্য বিমানে পরিবৃত হয়ে সেখানেই এলেন যেখানে কাকুৎস্থ (রাম) স্বর্গগমনের জন্যে সমুপস্থিত হয়েছেন॥৪॥ বিমল গগনমণ্ডল স্বয়ম্প্রভ পুণ্যকর্মা স্বর্গবাসীদের দিব্য তেজে জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো॥৫॥ বইতে লাগলো গন্ধবাহী সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু। সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন রাশি রাশি॥৬॥ শ'য়ে শ'য়ে তূর্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের দ্বারা পরিপূরিতা সরযূনীরে পাদক্ষেপ করলেন॥৭॥ অন্তরীক্ষ হতে পিতামহ অনন্তর বললেন, রাঘব, কল্যাণ হোক আপনার। আমার সৌভাগ্যবশেই স্বধামে যাবার জন্যে এখানে এসেছেন॥৮॥ মহাবাহো, ভ্রাতাদের সঙ্গে আপনি স্বীয় শাশ্বত শরীরে সম্প্রবিষ্ট হোন। অথবা যে দেহে প্রবেশে আপনি অভিলাষী, তাই গ্রহণ করুন॥৯॥ হে মহাতেজস্বী, আপনার বৈষ্ণবী দেহ অথবা সনাতন আকাশময় অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ—যেটিতে ইচ্ছে সেখানেই বিরাজিত হোন। হে দেব, আপনিই লোকসমূহের একমাত্র আশ্রয়। আপনাকে যথার্থরূপে কেউই জানেনা,....॥১০॥আপনার প্রাকপত্নী বিশালাক্ষী যোগমায়া ভিন্ন। কেননা, আপনি অচিন্ত্য, অক্ষয়। জরা প্রভৃতি অবস্থাশূন্য পরব্রহ্ম। হে মহাতেজস্বী, যথায় ইচ্ছা আপনার সেখানেই স্বরূপে সম্প্রবিষ্ট হোন॥১১॥ পিতামহের বাক্য শুনে মহামতি (রাম) স্বীয়-কর্তব্য নিরূপণ করে অনুজগণের সঙ্গে সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করলেন॥১২ অনন্তর সেই বিষ্ণু-স্বরূপে স্থিত দেবকে পূজা করতে লাগলেন সাধ্য, মরুদ্গণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নিসহ অপরাপর সুরগণ॥১৩॥ তাঁর (বিষ্ণুর) গুণগান করতে

যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যাঃ। সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাশ্চ দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ॥১৪
সর্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্। সাধুসাধ্বিতি তৈর্দেবৈস্ত্রিদিবং গতকল্মষম্॥১৫
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ। এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত॥১৬
ইমে হি সর্বে স্নেহান্মামনুযাতা যশস্বিনঃ। ভক্তা হি ভক্তিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে॥১৭
তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ। লোকান্ সন্তানকান্ নাম যাস্যন্তীমে সমাগতাঃ॥১৮
যচ্চ তির্যগ্‌গতং কিঞ্চিৎ ত্বামেবমনুচিন্তয়ৎ। প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি॥১৯
সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে। বানরাশ্চ স্বিকাং যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ॥২০
যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্বে সুরেভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ। তেষু প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্যমণ্ডলম্॥২১
পশ্যতাং সর্বদেবানাং স্বান্ পিতৄন্ প্রতিপেদিরে। তথা ব্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ॥২২
ভেজিরে সরযূং সর্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ। অবগাহ্যাপ্সু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ॥২৩
মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোঽধ্যরোহত। তির্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ শতানি সরযূজলম্॥২৪
সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাসুরবপূংষি তু। দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্॥২৫
গত্বা তু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণি চ। প্রাপ্য তত্তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্॥২৬
তস্মিন্ যেঽপি সমাপন্নাঃ ঋক্ষ-বানর-রাক্ষসাঃ। তেঽপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্ নিক্ষিপ্য চাম্ভসি॥২৭
ততঃ সমাগতান্ সর্বান্ স্থাপ্য লোকগুরুর্দিবি। হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জগাম ত্রিদিবং মহৎ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

লাগলেন দিব্য ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্‌সরা, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ॥১৪॥ সকলে 'সাধু, সাধু' ধ্বনি তুলে বললেন, স্বর্গধাম আজ আহ্লাদিত। পুলকিত এবং নিষ্‌পাপ॥১৫॥ অতঃপর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে বললেন, সুব্রতে, সমাগত এই জনমণ্ডলীকে উত্তমলোক প্রদান করুন॥১৬॥ সকলেই এরা যশস্বী। আমার ভক্ত। স্নেহ-শ্রদ্ধায় আমারি জন্যে দেহ বিসর্জন দিয়ে, আমার অনুগামী হয়েছে এরা। তাই সকলেই এরা আমার অনুগ্রহের পাত্র॥১৭॥ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণান্তে লোকগুরু প্রভু (ব্রহ্মা) বললেন, সমাগত সকলে সন্তানক-লোকে গমন করবে॥১৮॥ তির্যগযোনিজাত কোনো জীবও যদি ভক্তিসহকারে আপনাকে চিন্তা করতে করতে প্রাণত্যাগ করে তাহলে তারাও সেই সন্তানক লোকে বাস করবে,....॥১৯॥ যা ব্রহ্মলোক সমীপে স্থিত এবং ব্রহ্মার উত্তম গুণরাজিতে সংযুক্ত। যে বানর এবং ভল্লুকেরা উৎপত্তি হয়েছে যে যে দেবতা হতে,তারা তাতেই প্রবিষ্ট হলো। সুগ্রীব প্রবেশ করলো সূর্যমণ্ডলে॥২০-২১॥ এইপ্রকারে অপরাপর বানরেরা ও সমস্ত দেবগণকে দেখতে দেখতে স্ব স্ব পিতার প্রকার (স্বরূপ) লাভ করলো॥২২॥ দেবেশ্বর ব্রহ্মা এইপ্রকার বললে, সরযূ-নদীর গোপ্রতার-ঘাটে সমাগত সকলে সানন্দে অশ্রুমোচন করতে করতে তথায় অবগাহিত হলেন॥২২॥ সে সময়ে সমাগত সকলের মধ্যে যারা সরযূ-স্নান সারতে সারতে প্রাণ বিসর্জন দিলো, সানন্দে অশ্রুপাত করতে করতে....॥২৩॥ তারা সকলেই মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে বিমানোপরি আরোহণ করলো। তির্যগযোনিগত শত শত প্রাণী সরযূজলে স্নান করে....॥২৪॥ তেজস্বী বপু পেয়ে দিব্যলোকে গমন করলো। দিব্য-দেহ লাভ করে তথায় তারা দেবগণসদৃশ দীপ্তি পেতে লাগলো॥২৫॥ স্থাবর-জঙ্গম সমূহ প্রাণীই সেসময়ে সরযূসলিলে স্ব স্ব শরীরের ক্লেদ ক্লিন্ন করে করলো দেবলোকে গমন॥২৬॥ ভল্লুক, বানর, রাক্ষস-প্রভৃতি যে সকল প্রাণী সেসময়ে সঙ্গে এসেছিলো, সরযূজলে দেহনিক্ষেপ করে তারা সকলে স্বর্গে গমন করলো॥২৭॥ অনন্তর লোকগুরু সমাগত সকলকে স্বর্গে স্থান-প্রদান-পূর্বক হ্লাদিত এবং প্রমোদিত দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিজ-ধামে গমন করলেন॥২৮॥

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের
দশাধিকশততম (১১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

॥ একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

রামায়ণকাব্যস্যোপসংহারঃ, তস্য মহিমা চ

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্। রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্॥১
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা। যেন ব্যাপ্তমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি॥৩
ইদমখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্। রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ॥৪
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্। সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥৫
পাপান্যপি চ যঃ কুর্যাদহন্যহনি মানবঃ। পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে॥৬
বাচকায় চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুহিরণ্যকম্। বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ॥৭
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্রপৌত্রো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য চেহ মহীয়তে॥৮
রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ। সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্ নাবসীদতি॥৯
অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্। ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি॥১০
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষ্যং সহোত্তরম্। কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ ব্রহ্মাপ্যন্বমন্যত॥১১
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ। লভতে শ্রবণাদেব সর্গস্যৈকস্য মানবঃ॥১২
প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি॥১৩

একাদশাধিকশততম (১১১) সর্গ

রামায়ণকাব্যের উপসংহার। তার মহিমা।

(কুশ ও লব বললেন,) বাল্মীকি'কৃত উত্তরকাণ্ড-সমন্বিত এই অত্যুত্তম আখ্যান রামায়ণ-নামে খ্যাত। ব্রহ্মা একে অতিশয় আদর করেন॥১॥ এইপ্রকারে পূর্বের মতোই বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত হলেন স্বর্গলোকে। তিনিই চরাচর সকলের সঙ্গে ত্রিলোকব্যাপ্ত হয়ে আছেন॥২॥ সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও ব্রহ্মর্ষিগণের সঙ্গে স্বর্গধামে সুরগণ হ্লাদিত-চিত্তে নিত্য এই রামায়ণবাক্য শ্রবণ করে থাকেন॥৩॥ রামায়ণ নামক উপাখ্যান আয়ুবর্ধক। এবং সৌভ্যাগ্য প্রদানকারী। বেদের মতোই এটিও লোকের পাপনাশ করে। শ্রাদ্ধকালেও পণ্ডিতগণ এটি শ্রবণ করাবেন॥৪॥ এটি পাঠ করলে অপুত্রক ব্যক্তি হবেন পুত্রবান। নির্ধনের হবে ধনলাভ। দিনে এর একপাদ মাত্রও পাঠ করবেন যিনি, তিনি সর্বাধিক পাপমুক্ত হবেন॥৫॥ বহু পাপকর্ম করে যে প্রতিদিন, সেও যদি এর একটিমাত্র শ্লোক পাঠ করে, তাহলে সে সমূহ পাপ মুক্ত হবে॥৬॥ রামায়ণ পাঠককে বস্ত্র, হিরণ্য, ধেনু দান করা কর্তব্য। কেননা পাঠক যদি সন্তুষ্ট হন, পরিতুষ্ট হন দেবগণও॥৭॥ এই আয়ুবর্ধক রামায়ণ-আখ্যান পাঠ করলে মনুষ্য ইহলোকে এবং পরলোকে পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে সুখলাভ করে॥৮॥ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন বা সায়াহ্নে এই রামায়ণ যে প্রত্যহ পাঠ করে, কখনো অবসন্ন হয় না সে॥৯॥ (রামের স্বর্গারোহণের পর) রম্যা অযোধ্যাপুরী বহুবর্ষকাল ধরে শূন্য থেকে অবশেষে ঋষভ-রাজার রাজত্বে পুনর্বার পূর্ণা হবে*(তাতে বসতি স্থাপিত হবে)*॥১০॥ প্রচেতাপুত্র (বাল্মীকি) ভবিষ্যদ্ ঘটনা ও উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে এই আয়ুবর্ধক উপাখ্যান বিরচিত করেন। এটি রচিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তির পর। পরে ব্রহ্মা এটি অনুমোদন করেন॥১১॥ এর এক সর্গ শ্রবণ করামাত্র মানুষ হাজার অশ্বমেধ এবং দশহাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে॥১২॥ রামায়ণ শ্রোতার পূর্ণ হয় প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি পবিত্রসলিলা নদী, নৈমিষারণ্যাদি বনদেশ এবং কুরুক্ষেত্রে যাত্রা॥১৩॥ যিনি

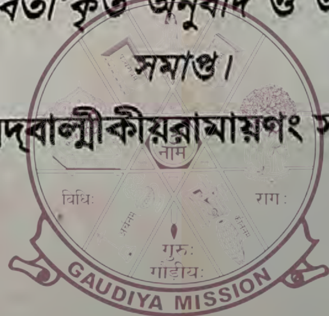
গতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্। হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি॥১৪
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সদৃশাবুভৌ। সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তঃ শৃণুতে রাঘবীং কথাম্॥১৫
সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। আদিকাব্যমিদ্যং ত্বার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥১৬
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং তনুম্। পুত্রদারাশ্চ বর্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা॥১৭
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ। গায়ত্র্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুত্তমম্॥১৮
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং চরিতং রাঘবস্য হ। ভক্ত্যা নিষ্কল্মষো ভূত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥১৯
চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি। শ্রাবয়েদিদমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে॥২০
যস্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ। সোঽসুক্ষয়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ॥২১
পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ। তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ॥২২
চতুর্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু। তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা॥২৩
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা। স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা॥২৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ। প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্দ্ধতাম্॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

সূর্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে একভার সুবর্ণদান করেন এবং যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন॥১৪॥ উভয়েই তাঁরা সমান পুণ্যভাগী। যিনি শ্রীরঘুনাথের কথা শ্রবণ করেন উত্তম শ্রদ্ধার সঙ্গে,....॥১৫॥ সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়ে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পূর্বকালে বাল্মীকি-রচিত এই আদিকাব্য....॥১৬॥ ভক্তিভরে যিনি শোনেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপলাভ করেন। এর শ্রবণে স্ত্রী-পুত্র প্রাপ্তি হয়। বৃদ্ধি ঘটে ধন এবং সন্ততির॥১৭॥ এটি পরিপূর্ণ সত্য—এই মেনে মনকে বশীভূত করে শ্রবণ করবে। উত্তম এই রামায়ণকাব্য গায়ত্রীস্বরূপ॥১৮॥ যিনি প্রতিদিন শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে রাঘবের এই চরিতকথা পাঠ বা শ্রবণ করবেন, তিনি নিষ্কলুষ হয়ে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হবেন॥১৯॥কল্যাণলাভের ইচ্ছা যার আছে, নিত্য রাঘবের চিন্তা করা তার উচিত। প্রতিদিন এই আখ্যান ব্রাহ্মণগণকে শোনাবে॥২০॥ যিনি রঘুনাথের এই চরিতকথা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন, প্রাণান্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই॥২১॥শুধু তাই নয়, তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ও শ্রীবিষ্ণুকে নিঃসংশয়ে লাভ করেন॥২২॥ রাঘবের এই চরিতকথা সতত চতুর্বর্গ প্রদানকারী *(ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থই চতুর্বর্গ)*। তাই প্রতিদিন একে সযত্নে সতত শ্রবণ করা উচিত॥২৩॥ যে ব্যক্তি রামায়ণের শ্লোকের একচরণ বা একপাদ ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মধামে গমন করে ব্রহ্মা কর্তৃক সম্মানিত হন॥২৪॥ এইপ্রকার এই পুরা-আখ্যান বিশ্বাসের সঙ্গে সকলে পাঠ করুন। কল্যাণ হোক আপনাদের। জয় হোক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির॥২৫॥

অনন্ত শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ-পাদপঙ্কজ-মধুপ
শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী'কৃত অনুবাদ ও আলোচনাসহ উত্তরকাণ্ড
সমাপ্ত।

॥ শ্রীমদ্বাল্মীকীয়রামায়ণং সম্পূর্ণম্ ॥



॥ পাঠ-ফলাদেশ ॥

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্। সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥১ যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্। বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥২ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥৩ মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্। শ্রোতৃণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্॥৪

শ্রীরামচন্দ্র, রামানুজ লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, ভরতানুজ শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব এবং হনুমানকে বারংবার প্রণাম করি॥১॥ যে সকল স্থানে রামকথা কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে সাশ্রুনয়ানে অবস্থান করেন, রাক্ষসহন্তা সেই মারুতিকে (বায়ুপুত্র হনুমান) প্রণাম করি॥২॥ সর্বশক্তিমান রামভদ্র রামচন্দ্র হলেন—রঘুপতি, সীতাপতি এবং জগতের পতি। আমরা সেই রামকে প্রণাম করি॥৩॥ এই রামায়ণের লেখক, পাঠক ও শ্রোতা সকলেই মঙ্গললাভ করেন। যে পৃথিবীতে রামায়ণ থাকে, সে রাজ্যের রাজাও মঙ্গললাভ করে থাকেন॥৪॥



মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।



রামায়ণম্

মহাকালের পরিমাপে যে মহাকাব্য ত্বরিত তুরঙ্গম হয়ে উঠেছে তার নাম রামায়ণম্। ভারতীয়মাত্রেই এ নিয়ে গর্বিত হবেন। দেশকালের বেড়াজাল অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে বাহির বিশ্বে। ঋষিকবির বিশ্বজয়ী আখ্যানমঞ্জরী অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে মানুষের জীবন ও সমাজচেতনাকে। ভারত ভূখণ্ডের জীবনচর্যা ও চর্চার অদৃশ্য নিয়ামক হিসেবে এর কোনো বিকল্প নাম আজও নেই। হৃদয়তন্ত্রীতে সনাতনী ভারতবর্ষের প্রাণশিহরণ অনুভবের ক্ষেত্রে রামায়ণম্ এক সর্বপ্লাবী নাম। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে যার অখন্ড আধিপত্য, সেই অমর গাথাকাব্যের সাহিত্যমান আজও নবীন মসীজীবীদের কাছে অনুপ্রেরণাস্থল। অনুকরণীয় সৃষ্টিকলা।



■ নিউলাইট ■
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯,